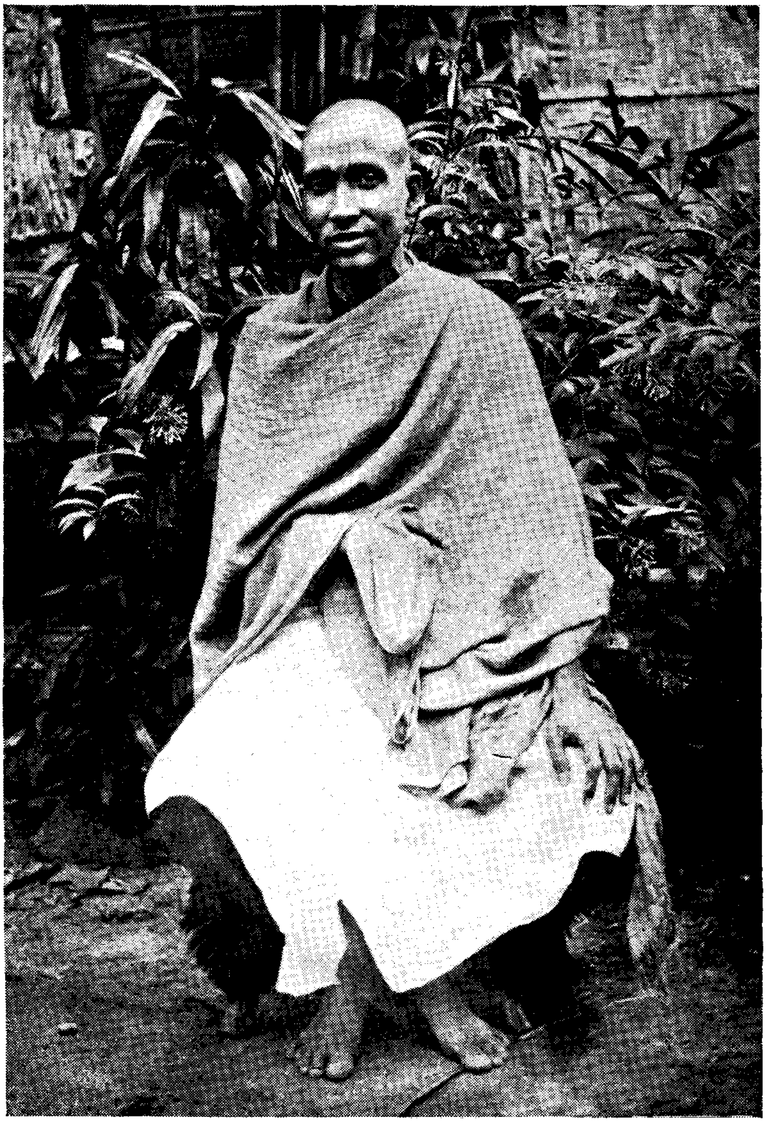


হরিদাস দাস

আবির্ভাব—৩০শে ভাদ্র, বুধবার ১৩০৫ বঙ্গাব্দ

ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৮

তিরোভাব—৩রা আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৬৪

ইং ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষ্য, টীকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-প্রদর্শন-সহ বিচার-বিশ্লেষণাত্মক কোষ-গ্রন্থ]

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

শ্রীহরিদাস দাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর

প্রথম সংস্করণ

৪৭১ শ্রীচৈতন্যাব্দ]

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস দাস
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীহরিবোল কুটীর
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

(২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

(৩) নবভারত পাবলিশার্স
৭২, হ্যারিসন্ রোড.
কলিকাতা।

মূল্য—বিশ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র,
এলেম্ প্রেস
৬৩ নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার

ভারত সরকার—২০০০৲
শ্রীপ্রমথনাথ রায় পাব্লিক্ ট্রাষ্ট—১০০০৲
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ—৫৭৫৲
শ্রীইন্দ্রকুমার দে—২০০৲
শ্রীহীরালাল পাল—২০০৲
শ্রীহনূমান্ দাস রাঠীর মারফতে—৭০০৲
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তর্কতীর্থ—১০০৲
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামির মারফতে—১৮৭৲
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বারিক—৪০০৲
সাহু জৈন ট্রাষ্ট—১০০০৲
শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য্য—৫০৲
*পশ্চিমবঙ্গ সরকার—১১৪৪৮৲

*"Second Five Year Plan—Social and Cultural Education Development of Cultural & Aesthetic Education."

The popular price of the book has been possible through the subvention received from the Government of West Bengal under the above scheme.

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

অবতরণিকা

বিপুল-পুরট-ধামা কঞ্জদৃক্পাদপাণিঃ শুভদ-সুখদ-নামা কর্ণহৃদ্ধারিবাণিঃ।
জলধর-মদ-মোষে ডম্বরো দিব্যবেশঃ, কুমল-হৃদয়-কোষে ভাতু মে জাহ্নবেশঃ ॥ ১ ॥
নানাশাস্ত্রোদধিমথি বিচারাদ্রি-মন্থোত্থয়াদ্ধা, রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়সুধয়া যেন সন্তঃ সমন্তাৎ।
পুষ্টাঃ পুষ্ণন্ত্যখিল-ভুবনং তদ্রসোদ্রেকবর্ষৈস্তং শ্রীরূপং ভজ ভজ মনঃ সর্বদাহো রসেন ॥ ২ ॥
গৌরাদন্যমজানতঃ ক্ষণমপি স্বপ্নেঽপি বিশ্বন্তরে, তস্মিন্ ভক্তিমহৈতুকীং বিদধতো হৃৎকায়বাগ্ভিঃ সদা।
শ্রীলান্ সদ্গুণপুঞ্জকেলি-নিলয়ান্ প্রেমাবতারানহং, বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধা নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৩॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদদ্বন্দ্ব-ন্যস্তচিত্ত-কলেবরম্।
তং বন্দে শ্রীগুরুদেবং করুণাবরুণালয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় ও শুভেচ্ছায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্র প্রকাশিত হইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনুরাগী সজ্জনবৃন্দের শ্রীকরকমলে উপস্থাপিত হইতেছে। শ্রীমুরারি-বল্লভা বাগ্দেবীর শ্রীচরণে অনন্ত দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিয়া এ দীনহীন সংকলয়িতা অদ্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। ধনজনবল-বর্জিত হইয়া একাকী এজাতীয় বিরাট্ কার্যে হস্তক্ষেপ করা যে মহাদুঃসাহসিকতা, তাহা বলাই বাহুল্য ; তথাপি কোনও অজ্ঞাত প্রেরণায় যে ইহা যথাকথঞ্চিৎ সম্পাদিত হইল, তাহাতেই আমার বিপুল আনন্দ !! আমি সর্বজ্ঞ নহি, ত্রুটিবিচ্যুতি আমার সততই আছে ; তজ্জন্য সুধী পাঠক ও সমালোচকগণের সবিধে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও আমার কুণ্ঠা হইতেছে, যেহেতু অভিধানে দোষ, ত্রুটি অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য। রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থ-সঙ্কট, কাগজের অতিরিক্ত মূল্য, শারীরিক অপটুতা এবং সর্বোপরি বৈষ্ণবসাহিত্যে নিজের সম্যক্ অজ্ঞতা প্রভৃতির নিমিত্ত গ্রন্থ-পূর্তি বিষয়ে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা কার্যে পরিণত হইল না !! তথাপি অদোষদর্শী, সমভাবাপন্ন এবং ইষ্ট বস্তুর যথাকথঞ্চিৎ সম্পর্কেও বিমলানন্দভাক্ বৈষ্ণবগণ এই ক্ষুদ্রতম সেবকের এই ক্ষুদ্রতম সেবা অঙ্গীকার করত তাহাকে কৃতার্থ করুন—ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

'হাস্যায় বেদ্মি যদি মে বচনং কবীনাং, ক্ষুদ্রাশয়স্য রহিতং সকলৈর্গুণৈর্হি।
যত্নস্তথাপি যদয়ং হৃদয়ং বৃথান্যচিন্তাকুলং যদি বিশুধ্যতি কৃষ্ণকীর্ত্ত্যা ॥'

দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষ দ্রষ্টব্য—বিদ্যাপতির পদাবলী-ধৃত শব্দগুলির পরে তারকা (*) চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ শব্দটি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের সংস্করণ হইতে গৃহীত। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কৃ-কী-সঙ্কেতের পরে সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাঙ্ক-বোধক। চৈতন্যমঙ্গলে খণ্ডাদির নির্দেশ না থাকিলে পৃষ্ঠাঙ্ক ও পয়ারাঙ্ক বুঝিবে। কৃ-বি-সঙ্কেতের পরে সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

ক্রিয়াপদগুলির প্রকৃতি না দিয়া এই পদ-কাব্যে প্রযুক্ত শব্দটিই ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলির প্রত্যয়-যোগে বৈবিধ্য দেখাইলেও অনেক পাঠকের নিকট হৃদ্য নাও হইতে পারে। উদাহরণ—সম-প্রকৃতিগত অইলহুঁ, অইলি, অইলিহুঁ, অইবিহুঁ প্রভৃতি; অএলহ, অএলাহ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় খণ্ডের চরিতাবলী প্রায়শঃই শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারে ও তৎপরে প্রকট মহাজনগণকে অবলম্বন করিয়া মাতৃকাক্রমে সূচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্থান, পাত্রাদি প্রথম খণ্ডেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই চরিতাবলী পূর্বপ্রকাশিত 'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন' প্রথম খণ্ডের আধারে পরিবর্ত্তন ও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধন-সহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে (খ) সংনিবিষ্ট গ্রন্থাবলীও পূর্বপ্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যেরই পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। চতুর্থ খণ্ডের তীর্থাবলী-সম্বন্ধেও এই কথা অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থেরই আধারে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন-সহকারে পুনর্মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে ইহাতে পূর্ববর্ত্তী সংস্করণগুলি হইতে বহুবহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংযোজনা, নূতন নূতন তত্ত্ব-তথ্যাদির যথেষ্ট পরিবেষণও হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডের সংস্কৃত ছন্দঃসমূহ ছন্দঃকৌস্তুভের আধারে সূচিত হইলেও অকারাদি-বর্ণক্রমে সজ্জিত না করিয়া বর্ণবৃত্তসমূহের অক্ষর সংখ্যাক্রমে বিন্যস্ত করা হইয়াছে—প্রথম খণ্ডে ছন্দঃসমূহের নামে নামে কোন্‌টি কত অক্ষর ছন্দঃ, তাহা সূচিত হইয়াছে; এস্থলে লঘুগুরু বা মাত্রাদির সন্নিবেশে যথাযথ লক্ষণ নির্ণীত হইল—ইহাই বিশেষ। বাঙ্গালা ছন্দঃসমূহ ছন্দঃসমুদ্রের আধারে দশাক্ষরবৃত্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইল, তদতিরিক্ত এখনও হস্তগত হয় নাই। (গ) পরিশিষ্টে সমগ্র গ্রন্থে অনুক্ত শব্দগুলি বিন্যস্ত হইল।

(গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত)

গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তাম্। জয় গৌর গদাধর।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও নিবেদন

৺হরিদাস দাসজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের গ্রন্থকার ৺হরিদাস দাসজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল—শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী—জন্ম ৩০শে ভাদ্র ১৩০৫ বঙ্গাব্দ। জন্মভূমি—নোয়াখালী জেলায়—ফেণী মহকুমার অন্তর্গত মধুগ্রামে। পিতা—৺গগনচন্দ্র তর্করত্ন ও পিতামহ গোলকচন্দ্র ন্যায়রত্ন—উভয়েই খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র সহোদর ও কনিষ্ঠ—মণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী—বাল্যকালেই বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া সংসার-ত্যাগ করেন। উভয় ভ্রাতাই আবাল্যব্রহ্মচারী ও অকৃতদার। কনিষ্ঠ ভ্রাতাই শ্রীমুকুন্দদাস বাবাজী নামে নবদ্বীপে হরিবোল কুটীরে হরিদাসজীর গুরুভ্রাতারূপে—দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল বসবাস করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকুমার বাল্যাবধি অতিশয় মেধাবী ছিলেন এবং সসম্মানে সর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ ইংরাজীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেদান্ত শাখায় সংস্কৃত এম, এ পাশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া সুবর্ণপদক লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বেই তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি প্রভুর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি কিছুকাল কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন এবং গুরুর যে ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন তাহা শোধ হওয়া মাত্র শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। শিক্ষকতাকালে তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে চারিত্রিক শক্তির মিশ্রণদ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে কঠোর ও কোমলের অপূর্ব্ব সমন্বয় ছিলেন। তাঁহার সময়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। তাঁহার চিত্ত ছিল স্নেহে পরিপূর্ণ। এই সময় তিনি তীব্র বৈরাগ্য অনুভব করায় সংসার ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে বাস করিয়া বৈষ্ণবজনোচিত কঠোর সাধন জীবন যাপন করিতে থাকেন। কিছুকালের জন্য তিনি পুনরায় কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপকের কাজও করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল সাধুর নিকট বেশাশ্রয় করিয়া হরিদাস দাস নামে পরিচিত হন। তৎপরে দীর্ঘকাল যাবৎ নিত্য মাধুকরী করিয়া নবদ্বীপেই বাস করিতেন। শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল" কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া নবদ্বীপে তাঁহাকে হরিবোল সাধু বলিয়াই সকলে চিনিত। হরিদাসজীও তাঁহার সঙ্গেই হরিবোল কুটিরে থাকিতেন। পরবর্ত্তীকালে হরিদাসজী নিজ পরিচয় দিবার সময় পিতার নাম শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল বলিতেন ও পূর্বাশ্রমের পরিচয় এবং নিজ উচ্চশিক্ষার ও পদবীর কথা সর্বথা পরিহার করিয়া চলিতেন। কেহ সেই পরিচয়ের কথা জানিতে চাহিলে বলিতেন—"তিনি তো মারা গিয়াছেন"—এমনই দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। ১৩৫১ সনে শ্রীশ্রীহরিবোল সাধু পুরীতে দেহত্যাগ করেন। পূজ্যপাদ হরিদাসজী বৃন্দাবনে থাকাকালীন গোবিন্দকুণ্ডে কঠোর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া কিছুকাল বাস করেন—তৎকালেই সিদ্ধ বাবাজী শ্রীল মনোহর দাসজীর কৃপা নির্দেশ লাভ করেন—তাঁহারই নির্দেশে তিনি লুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ উদ্ধারে ব্রতী হন। জীবন-সায়াহ্ন পর্যন্ত এই ব্রত ঐকান্তিক নিষ্ঠায় পালন করিয়া গিয়াছেন।

এই গ্রন্থসেবার মধ্যেই যে তাঁহার জীবনে দৈবী শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল এবং তিনি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপালাভ করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে। এই ঘটনাটি তিনি মৌখিক অনেকের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীসুদর্শন' পত্রিকার ১৩৬৪ বাং ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত ভক্তপ্রবর শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই ঘটনার বিবরণ উদ্ধার করিতেছি :—

"একবার তিনি (হরিদাস দাসজী) শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব" গ্রন্থের পুঁথি অনেক অনুসন্ধানের পরেও না পাইয়া যমুনার তটে বসিয়া "হা প্রভু সনাতন" নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন এবং ঝর

ঝর নেত্রে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি কাগজের পুটলী যমুনার তট ঘেঁষিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দ্রুত পদে যাইয়া পুটলীটি তুলিয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিলেন অন্যান্য কাগজের সহিত শ্রীসনাতন প্রভুর রচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব" গ্রন্থের অতি প্রাচীন একখানা পুঁথি। তদ্দর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সেই পুঁথিকে মস্তকে ধারণ করিলেন, পরে বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ ঘ্রাণ নিতে লাগিলেন।"

৺হরিদাস দাসজীর চরিত্র সম্পদ

হরিদাস দাসজীর চরিত্রে দৈবী সম্পদের আতিশয্য ছিল ও বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও অদোষদর্শন, দৈন্য-ভাব, সদাচার, ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনের এত প্রাবল্য ছিল যে যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই আকৃষ্ট হইয়াছেন—অথচ তাহার সুদীর্ঘ দেহ- সুপ্রশস্ত ললাট—উন্নত নাসা—সংযত বাক ও ক্ষিপ্রগতির মধ্যে ছিল এক তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অভ্রান্ত আভাস।

পূজনীয় হরিদাস দাস বাবাজী লোক-লোচনের অন্তরালেই থাকিতে চাহিতেন। সভাসমিতিতে কস্মিনকালেও উপস্থিত হইতেন না—শাস্ত্রপাঠের জন্য আহ্বান আসিলেও সযত্নে পরিহার করিতেন। তথাপি যাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত—তাঁহারা দূর দূরান্তর হইতে এই নীরব সাধকের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়াছেন। সুদূর সুইডেন হইতে আসিয়া অধ্যাপক ওয়াল্‌থার আইড্‌লিথ্‌স্ (Walther Eidlitz) এবং জার্ম্মানীর ডক্টর ই, জি, সুল্‌জে (E. G. Shulze) অকুণ্ঠ ভাষায় এই বাবাজীর গ্রন্থসেবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ধনজন-বলবর্জ্জিত সন্ন্যাসী একাকী যে অপরিসীম শ্রম ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের ফলে এই বিরাট বিপুল সম্পদশালী গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন—তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। একথা সত্য তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থরাজীর মধ্যেই পূজনীয় হরিদাসজী চিরঞ্জীব হইয়া থাকিবেন।

বাবাজী হরিদাস দাস ভক্ত-বিদ্বদ্ গোষ্ঠীর আদর্শস্থানীয় ক্রান্তদর্শী পুরুষপ্রবর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হইলে—আজানুলম্বিত বাহু, যুগ্ম ভ্রূ কর্ণোপান্তবিস্তৃত, পুষ্পিতস্মিতশুচি বদনমণ্ডল, প্রিয়া-গৌরস্নেহসংপুষ্ট মিষ্ট দৃষ্টি—লোকোত্তর প্রতিভা ও সাধনশক্তির অধিকারী হইয়াও তৃণের থেকেও সুনীচ বাবাজী মহারাজ দুই বাহু বাড়াইয়া কতই যতনে নিজের আসন ছাড়িয়া বসাইবার জন্য কি আকুল আগ্রহ-ই না প্রকাশ করিতেন।

বাবাজী মহাশয় ভক্তি-ধর্ম প্রপঞ্চনের নিমিত্ত কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছেন। একদিন জীবনের প্রত্যূষে পিকবিনিন্দ্যকণ্ঠ কোনও কিশোরের কণ্ঠস্বরে রাধামাধবের মিষ্ট নাম শ্রবণ করিয়া তাঁর যে ভাবসম্মোহ ঘটিয়াছিল, সে সম্মোহভাব তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় কাটিলো না, জীবনের সুদীর্ঘ তপস্যায়ও কাটিতো না, যদি না তিনি বিশিষ্ট গুরুকৃপার অধিকারী হইতেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর অগণিত গ্রন্থের ভূমিকায় বা স্থানান্তরে বহুবার বহুভাবে বলিয়াছেন। মাধব মহোৎসব—মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদের প্রারম্ভে তিনি তাঁর সুশিষ্যযশোধন্য গুরুপরম্পরা নামকীর্তন করিয়া হৃদ্য আনন্দ লাভ করিয়াছেন। লোকোত্তর সাধনার পশ্চাতে অনাবিল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত গুরুভক্তি তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার কণ্ঠে বিজয়ের বরণীয়তম মাল্য পরাইয়া দিয়াছে, সন্দেহ নাই। ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষাদাতা গুরুজনকে তিনি দেখামাত্র যেভাবে ছুটিয়া গিয়া ছেলেমানুষের মত সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করিতেন, তাহা থেকেই তাঁর হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল পর্যন্ত ক্ষীণদৃষ্টিধর আমরাও দেখিতে পাইতাম।

গ্রন্থকারের সাহিত্য সেবা

একজন গ্রন্থকারের প্রতি ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদনে প্রাথমিক কর্ত্তব্য নিশ্চয় তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা। তাঁর শ্রীগ্রন্থগুলি অশেষ নিষ্ঠা ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারে দ্বারে, মঠ

হইতে মঠান্তরে, গ্রন্থাগার হইতে ছোট বড় অগণিত গ্রন্থাগারে উন্মত্তের মত তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন বৈষ্ণব মহাজনদের কিছু রচনা, কিছু সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত। কোথায় অন্ন, কোথায় জল, কোথায় শয়ন, কোথায় আশ্রয়—কিছুই তিনি ভাবেন নাই! একমাত্র লক্ষ্য ছিল লুপ্ত ভক্তিশাস্ত্র রত্নোদ্ধার। এই মণিমাণিক্যের নিজস্ব দ্যুতি চতুর্দিকে প্রকাশন মুখে বিকিরণ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, সেই আলোকমালার চতুষ্পার্শ্বে তিনি মাতৃ-ভাষার অম্লান দ্যুতিসমুজ্জ্বল বর্তিকাস্তম্ভ সারি সারি প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন—বর্তমান কাল তার ধূলিধূসর হস্ত যেন এর প্রতি সংপ্রসারণ করিতে না পারে। এই গ্রন্থরত্নসমূহের সমুদ্ধরণের পর তিনি অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ-নিচয়েরও সহায়তা নিয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান প্রভৃতি রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিধি পরিক্রমায় শুধু ব্রতী হন নাই, অশেষ সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন।

এই ভক্তসেবাদত্তপ্রাণ অমিতসাহস পরম পণ্ডিতের লোকোত্তর সাধনা অনাদি অনন্তকালের গৌরব-সমুজ্জ্বলভালে প্রোজ্জ্বলতম হীরকের বিমলতম দ্যুতি বিকিরণ করুক—জননী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশ্রীচরণ কমলে এই কাতর প্রার্থনা॥

যে সকল ক্ষণজন্মা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ মনন-শক্তি দ্বারা বাঁচিয়া থাকেন, বৃক্ষলতার মত, বা পশুপক্ষীর মত কেবল জীবনীশক্তির দ্বারা প্রাণ ধারণ করেন না, পূজনীয় হরিদাস দাস বাবাজী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবনে মননশীলতা, মনীষা, প্রজ্ঞা, ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, বৈষ্ণব সাধনা ও ভজন কুশলতা কি ভাবে সুগন্ধ ফুলের মত বিকশিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার সম্পাদিত ও বিরচিত ৬৫ খানা গ্রন্থের ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যায় (৪র্থ খণ্ডের শেষ পাতায় গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ (শ্রীপাট বিবরণী), গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন বিষয়ক ৪ খণ্ডের ভূমিকায় তাঁহার সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সমন্বয়বোধ ও **সার্বভৌমিক** বিশ্বজনীন উদারতা সৌর কিরণের মত স্বকীয় আলোকে স্বপ্রকাশিত হইয়াছেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান"—চারি খণ্ডে সমাপ্ত করিয়া তিনি শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগৎকে নয়, সমগ্র বিশ্বের ধর্মপিপাসু জিজ্ঞাসু নরনারীকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় ইহার জন্য কোন সম্পাদকীয় সংঘ (Board of Editors) গঠন করিতে হয় নাই। তিনি একাকী অপরিসীম পরিশ্রম, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও অননুকরণীয় সহিষ্ণুতার ফলে এই বিরাট বিপুল সম্পদশালী গ্রন্থ সংকলন করিয়া অবিস্মরণীয় অতিমানবীয় প্রতিভার ও অনস্বীকার্য্য গুরু-কৃপার পরিণত সুপক্ক রসাল ফল মানব জাতির কল্যাণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (দ্বিতীয় ভাগ)

সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। আজ বেদনার্ত্ত হৃদয়ে স্মরণ করি গ্রন্থকারপূজ্যপাদ হরিদাস দাসজীকে। মর্ত্ত্যধামে থাকিয়া তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার ফল এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রকাশিত রূপ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবার পরে—তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। দেহরক্ষার পূর্ব দিনেও এই গ্রন্থের শেষ প্রুফ্ প্রেসে দিয়া তিনি বলেন—"আমার দেহ ভাল নয়, এবার আর বাঁচিব না, অভিধান গ্রন্থও শেষ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস দাসও শেষ হইবে।" বস্তুত তাহাই হইয়াছে। এই অভিধান খানা সমাপ্তির জন্য—দৈনিক ১৬।১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিনি তিলে তিলে বৈষ্ণব সেবায় জীবন দান করিয়াছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ ইং শুক্রবার—মহালয়ার ৩ দিন পূর্বে—মাত্র ৭।৮ ঘণ্টা রোগ ভোগ করিয়া এই নীরব সাধক, বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম ভাগবত ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহ রক্ষা করেন।

আর মাত্র ৩ দিন বাঁচিয়া থাকিলেই হয়ত এই গ্রন্থ গতবৎসর মহালয়ার পুণ্য তিথিতেই প্রকাশিত হইত। তাঁহার এই অকস্মাৎ তিরোভাবে এই দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ একবৎসর বিলম্বিত হইল।

বাবাজী মহারাজ স্বয়ং এই খণ্ডের অবতরণিকা পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন—যদিও তাহার প্রুফ্ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের শেষ দুই ফর্ম্মার ২টি করিয়া প্রুফ্ও তিনি নিজেই দেখিয়া গিয়াছেন—এবং প্রায় সেই ভিত্তিতেই তাহা মুদ্রিত হইল। তথ্যাদি নিরূপণ বিষয়ে তিনি অতিশয় যত্নশীল ছিলেন। তিনি নানা-স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটি সন্দিগ্ধ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টার ফল সম্পূর্ণ গ্রন্থভুক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত **"নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা"** প্রবন্ধটি "বঙ্গশ্রী" মাসিকে ছাপা হইয়াছিল ভাবিয়া তিনি সেই সংখ্যার কাগজ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী মহাশয় জানাইতেছেন যে ঐ প্রবন্ধটি "বঙ্গশ্রী"তে নহে—"প্রবাসী" পত্রিকার ১৩৪৫ সনের বৈশাখ মাসে বাহির হইয়াছিল।

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী মহোদয় গুণীর গুণমর্য্যাদা স্বীকার করিয়া জাতীয় জীবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অপ্রকাশিত অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তহবিল হইতে ১১,৪৪৮৲ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিয়া গ্রহণান্তে রাহুকবলমুক্ত চন্দ্রের মত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান" রক্ষা করিয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এই সাহায্য মঞ্জুরীর পূর্ব্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হইয়াছিল—তাঁহাদের মতে এই গ্রন্থ একটি বৈষ্ণব সাহিত্যর বিশ্বকোষের মত (Encyclopaedia), যাহাতে একজন অনন্যসহায় কর্ম্মীর বহু বৎসরের গবেষণার ফল অঙ্গীভূত হওয়ায় ইহার উৎকর্ষ অতি উচ্চদরের এবং এজন্য ইহা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার অতিশয় যোগ্য। গভর্ণমেণ্ট এই অভিধান প্রকাশনের জন্য নিম্নোক্ত ছয়জন সদস্যসহ একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের হাতে এই গ্রন্থ প্রকাশ ও সত্বর সর্ব্বসাধারণের কাছে সুপ্রাপ্য করিবার ভার অর্পণ করেন :—শ্রীলপ্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী—চেয়ারম্যান, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীমুকুন্দ দাস বাবাজী ও ডক্টর সতীশচন্দ্র রায়—সম্পাদক।

আজ পরমভাগবত বৈষ্ণব ভক্তাগ্রগণ্য গ্রন্থকারের আত্মা ঋণমুক্ত হইয়া ও তাঁহার দীর্ঘবর্ষব্যাপী সাধনার সাফল্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্ম বার্ষিকীর ২৭ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই জয়যুক্ত হইবে। বাবাজী মহারাজের তিরোধানের পর সরকারী সাহায্য লাভের ব্যাপারে আমরা বহু লোকেরই সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি—হরিদাস দাসজীর প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বশতই তাঁহারা সাধ্যমত গ্রন্থ প্রকাশনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ধন্যবাদের প্রয়াসী নহেন।

এলম্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মহাশয় আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণে, প্রুফ্ সংশোধনে, দপ্তরীর বাঁধাই তত্ত্বাবধানে ও সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রাপ্যের এক দশমাংশ বাদ দিয়া যে ত্যাগ স্বীকার ও বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার্হ ও কৃতজ্ঞভাজন। যাঁহাদের সাহায্যপ্রাপ্তির কথা মাননীয় গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে স্বীকার করিয়াছেন তাহা ছাড়া দুইজন ভক্ত—শ্রীমতী দুর্গাদেবী ২৩৫০৲ ঋণ ও শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য্য ৫০০৲ ঋণ দ্বারা অত্যন্ত বিপদের সময় গ্রন্থকারের সাহায্য করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার দৈনিকীতে উল্লিখিত আছে। সরকারী সাহায্য হইতে মাননীয়া মহিলাটির ঋণ শোধ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত দাতার ঋণ শোধ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া ৺বাবাজী মহারাজের সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মুদ্রিত হইল। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৫ বাং।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান" প্রকাশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

অভিধান-ব্যবহারে কুঞ্চিকা

চরিতাবলীতে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ-পঞ্জী

অদ্বৈতপ্রকাশ, অনুরাগবল্লী, অভিরাম-লীলামৃত, অভিরাম-শাখানির্ণয়, কর্ণানন্দ, কানুতত্ত্বনির্ণয়, গৌড়ের ইতিহাস (রজনী চক্রবর্ত্তী), গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, গৌরপদতরঙ্গিণী (মৃণালকান্তি ঘোষ), গৌরাঙ্গ-মাধুরী, গৌরাঙ্গ-সেবক, চন্দ্রপ্রভা (মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক), শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, দ্বাদশ গোপাল (শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট), নদীয়া-কাহিনী (কুমুদনাথ মল্লিক), নবদ্বীপ-মহিমা (কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী), শ্রীনরোত্তম-বিলাস, নামামৃত-সমুদ্র (শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী), পদকল্পতরু, পদকল্পতরুর ভূমিকা (সতীশচন্দ্র রায়), প্রেমবিলাস, ভক্তমাল (নাভাজী ও কৃষ্ণদাস), ভক্তিরত্নাকর, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও তোষণীটীকা, মাধুকরী, মুর্শিদাবাদকথা (শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়), মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (নিখিলনাথ রায়), মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (শ্যামধন মুখোপাধ্যায়), মেদিনীপুরের ইতিহাস (ত্রৈলোক্য পাল, যোগেশ বসু), যশোহর খুলনার ইতিহাস, রসিকমঙ্গল, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশ সেন), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক (শিবরতন মিত্র), বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, বঙ্গের মহিলা কবি (যোগেন্দ্র গুপ্ত), বর্দ্ধমানের ইতিকথা (নগেন্দ্রনাথ বসু), বাঁকুড়া জেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (রামানুজ কর), শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ (শ্রীহরিদাস গোস্বামী), বীরভূম-বিবরণ (মহিমনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী), বীরভূমের ইতিহাস (গৌরীহর মিত্র), বৃন্দাবন-লীলামৃত (শ্রীনন্দকিশোর দাস), বৈষ্ণব ইতিহাস (হরিলাল চট্টোপাধ্যায়), বৈষ্ণবাচার-দর্পণ (শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী), ব্রজদর্পণ (শ্রীব্রজমোহন দাস), বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী (মুরারিলাল অধিকারী), শাখানির্ণয়ামৃত (শ্রীযদুনন্দন দাস), শ্রীক্ষেত্র (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ), শ্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান (অ—চ, শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট), শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি), সপ্তগোস্বামী (শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র)।

ENGLISH WORKS CONSULTED FOR FOURTH PART

তীর্থাবলি

1. Ancient Geography of India (Cunningham).
2. Ancient and Mediaeval Geography of India (N. L. De).
3. Antiquities of Orissa.
4. Archælogical Survey Reports.
5. Arcot Manual.
6. Asiatic Researches.
7. Assam District Gazetteer.
8. Bombay Gazetteer.
9. Cuddapah Manual.
10. Early History of Vaishnava Sect (H. C. Roy Choudhury)
11. Epigraphica Indica.
12. Fifth Report (Grant).
13. Geography & History of Bengal (Blochmann).
14. Gour (Ravenshaw).
15. Imperial Gazetteer of India.
16. Indian Antiquary.
17. Indian Bradshaw (Newmann).
18. Journal of the Asiatic Society of Bengal.
19. Kurnool Manual.
20. List of Ancient Monuments in the Presidency Division.
21. Mathura (Growse).
22. Select Inscriptions (D. C. Sarkar).
23. Seir Mutaqherin.
24. Statistical Account of Bengal (Hunter).
25. Studies in Indian Antiquities (H. C. Roy Choudhury).
26. Tanjore Gazetteer.
27. Territorial Aristocracy of Bengal.
28. Tinnevelly Manual.
29. Vizagapatam Gazetteer.

সাঙ্কেতিক চিহ্নাদি

[প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত সংক্ষেপ-পরিচয়ের অতিরিক্ত]

অনু......	অনুরাগবল্লী (বহরমপুর-সংস্করণ)
অপ°......	অপভ্রংশ
অপ্র......	অদ্বৈতপ্রকাশ
অবি.....	অদ্বৈতবিলাস।
আ.....	আরবী
উ......	উৎকলীয়
কর্ণা......	কর্ণানন্দ (বহরমপুর-সংস্করণ)
কৃ° কী°.. ...	কৃষ্ণকীর্ত্তন
কৃ° বি°......	কৃষ্ণবিলাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)
গৌ° গ°...	শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর-সংস্করণ)
গৌ° প° ত°...	শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত)
চৈ° চ°.....	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ)
চৈ° ভা°.....	শ্রীচৈতন্যভাগবত (গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ)
চৈ° ম°......	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ)
ন° প°......	নবদ্বীপ পরিক্রমা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)
নরো......	শ্রীনরোত্তম-বিলাস (বহরমপুর-সংস্করণ)
নামা...	নামামৃত-সমুদ্র (শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত)
পা° প......	শ্রীপাটপর্যটন
প্রা°......	প্রাকৃত
প্রেম, প্রেবি...	শ্রীপ্রেমবিলাস—(বহরমপুর সংস্করণ)
ফা......	ফারসী
ভক্তি রত্না°	শ্রীভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ)
ভা°......	শ্রীমদ্‌ভাগবত (শ্রীপুরীদাসজি-সম্পাদিত)
মৈ.....	মৈথিল
র° ম°... ..	রসিকমঙ্গল (শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ গোস্বামি-সম্পাদিত)
ব° ভা° সা°...	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশ সেন)
ব-সা-সে... ..	বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক (শিবরতন মিত্র)
বাং.....	বাংলা
ব্রজ......	ব্রজভাষা
শা° নি°......	শাখানির্ণয়ামৃত (পুঁথি)
সং......	সংস্কৃত রসিক
স°ক°.. ...	সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (বোম্বাই)
স° দ°......	সঙ্গীতদর্পণ (দামোদর পণ্ডিত)
স° প°......	সঙ্গীতপারিজাত (অহোবল)
স° র°......	সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar)
স° সা°......	সঙ্গীতসারসংগ্রহ (কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)
হি.....	হিন্দী
I. O......	India Office Catalogue
L.......	Notices of Sanskrit Manuscripts (R. L. Mitra)

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান

দ্বিতীয় খণ্ড

পদাবলী

অ

অ [ব্য] (কৃকী ৩২৩) শোক-প্রকাশক, 'অ প্রাণধারণ ন জাএ সুন্দরী রাধে।' ২ (কৃকী ১০৭) সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়ার বিভক্তি, 'হঅ গরুর রাখোআল, বোল আকাশ পাতাল'। ৩ (কৃকী ১৭৪) অনুজ্ঞা-সূচক ক্রিয়ার বিভক্তি, 'লঅ ভার কাহ্ন'। (কৃকী ২২) খাঅ= খাও, হঅ=হও ইত্যাদি। ৪ (কৃকী ৩২৩) সম্বোধনে—'অ প্রাণ'।

অই (কৃম ৭১) নাতিদূরে, 'রামকৃষ্ণ দুই ভাই ক্ষুধায় আকুল। ধেনু চরায়ে অই কানন অদূর॥' ২ সম্মুখে, ৩ সেই, ৪ ঐ, ও ; ৫ উহা।

অইপন (বিদ্যা ২৩৩) আলিপনা।

অইমনি (বংশ) তখনি, সেইক্ষণে।

অইলহুঁ (বিদ্যা ৩৮১) আসিলাম, 'পুরুবক প্রেম অইলহুঁ তুঅ হেরি।' [**অইলি**=আসিলি; **অইলিহু**, **অইবিহুঁ**=আসিলাম]।

অইসন (বিদ্যা ১১৬) এইরূপ, 'তহি বিনু পুনু মুরুছএ অইছন প্রেম-স্বরূপ'। [**অইসনা**=এমন সময়, **অইসনি**= এমন]।

অঈয়াঁ (সুর ১৪) বৃদ্ধা মাতা।

অউক, অওক (বিদ্যা ৩, ৪) অন্য, 'একক হৃদয় অওক ন পাওল।'

অউধমুখ (বিদ্যা ৭৭) অধোমুখ।

অউনিঞা (বংশ) অগ্রগামী, 'অউ-নিঞা পাইক'।

অএ (কৃমা ২৩) সম্বোধনে, 'শুন শুন অএ সখা'।

অএলহ (বিদ্যা ৩১৪) আসিয়াছ, 'অধরক কাজর অএলহ ধোই'।

অএলাহু (বিদ্যা ৪৩) আসিলাম।

অও (বিদ্যা ১৬, ১৭) আর, এবং।

অওক (বিদ্যা ৪১) অপরে।

অওকাদিস (বিদ্যা ৩০৩) অপর দিকে, 'এক দিস কাহ্ন অওকাদিস... বংহু বিমালা'। [**অওকে** (বিদ্যা ১৬৪) অপর, 'একে অবলা অওকে ছোটি']।

অওতাহ (বিদ্যা ৪৫৯) আসিবে।

অওধ (বিদ্যা ৭৭৩) অবধি, নির্দিষ্ট কাল। ২ (পদক ১৬৯৮) অবনত।

অওঁধা (বিদ্যা ৭৪) নিম্নমুখী, 'অওঁধা কমল কান্তি নহি পুরএ'।

অওর (বিদ্যা ১৩২) আর, 'হম কি সিখাওবি অওর রসরঙ্গ।'

অওরা (বংশ) সুলভ।

অঁগিরিয় (বিদ্যা ১৩৩) অঙ্গীকার, [**অঁগিরএঞা** (বিদ্যা ৪৯) অঙ্গীকার করিবে।]

অঁগেঠ (হিগৌ ৮৭) আকৃতি।

অঁটায় (রসিক পশ্চিম ২।৬০) কটিতে।

অঁতর (গোপ ১২৬) মধ্য, 'কোই করত সোই প্রেমিক সঙ্গতি, অঁতরে নহত তছু ভঙ্গ'।

অঁধার (বিদ্যা ১২৬) অন্ধকার, 'দামিনী আএ তুলাএল হে, এক রাতি অঁধারী'।

অঁধিয়ার, -রা (বিদ্যা) অন্ধকারাচ্ছন্ন, 'যামিনী ঘন অঁধিয়ার'; 'মেরু পড়ল

অঁধিয়ারা'।

অঁয়েঠ (বিদ্যা ৫১৭) উচ্ছিষ্ট, এঁঠো।

অংশুক (নপ) বস্ত্র, 'ঘন-অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে'।

অক (বপ) ঐস্থান, 'অক ছাড়িয়া রাজা নিজায় (নিজস্থান) গমন।'

অকথ (বিদ্যা ২০২) অকথ্য, অবর্ণনীয়।

অকথন (চণ্ডী ৮০) অবর্ণনীয়, 'অকথন বেয়াধিএ, কহা নাহি যায়।'

অকথ্য-কথন (চৈচ আদি ৫।২১৭) বর্ণনাতীত, 'কহিবার কথা নয়, অকথ্যকথন।'

অকরুণ (চৈচ অন্ত্য ১৯।৪৮) নির্দয়, কঠিন-হৃদয়।

অকস (মা মা ৫) শত্রুতা, ২ ঘৃণা।

অকাজ (পদা ৩৩৬, ৩৩৭) অপ্রিয় কার্য্যের ভার, ২ দৌরাত্ম্য, ৩ (চণ্ডী) অন্যায়, 'না দেখিয়া ছিনু ভাল, দেখিয়া অকাজ হল।' ৪ অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, 'অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল।' ৫ ঘোর সমস্যা, 'গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ।'

অকান্দনে (বিদ্যা ২৯৮) আর্ত্তনাদে, উচ্চৈঃস্বরে।

অকামিক (বিদ্যা ৩৫, ৩০৭) অকারণ, 'অতি পুলকিত তনু, বিহসি অকামিক, জাগি উঠিল সানন্দা।' ২ হঠাৎ, 'অকামিক মন্দির ভেলি বহার।'

অকার (বিদ্যা ১৯৮) প্রকার।

অকারণ (বংশ ৭৭৫৯) নিরর্থক।

অকাল-বাজ (চৈম ১৪৯।২) অসময়ে বজ্রাঘাত।

অকি (চৈম ২।৪৭) কীর্ত্তনের ধুয়ায় সুরের জন্য ব্যবহৃত শব্দ, 'অকি আরে অকি আরে হয়।'

অকিঞ্চন (চৈম ১৭৩।২১৬) সন্ন্যাসী, ত্যাগী।

অকুঁরাই (বিদ্যা ২০০) আকুল।

অকুমারী (বংশ ১৮৪২, রস ১৫২) কুমারী। [পূর্ব্বকালে প্রাদেশিক বাঙ্গালায় শব্দের আদিতে অর্থহীন অকার ব্যবহৃত হইত।]

অকুল (গোপ) বিপদ, 'অব অকুল শত নাহি মানি।'

অকুলাত (স্বর ১৫) আকুল হয়।

অকুশল (পদক ১৬০০) অমঙ্গল।

অকূর (পদক ১৬২০) অক্রূর।

অকৈতব (চৈম ১২০।১৪৯) নিষ্কপট।

অকোর (উমা ১২৮) পারিতোষিক। ২ (পদরত্না ৪৬২) আচ্ছাদন করিয়া, 'বরজ বধুয়ন, তোড়ই ডারত, দেয়ত প্রাণ অকোর।'

অক্ষেমা (কৃবি ১৯) ক্ষমা।

অখঁড়িত (বিদ্যা ২১৯) অখণ্ডিত, 'প্রিয় রস পেসল প্রথম সমাজে। কত খন রাখব অখঁড়িত লাজে'॥

অখণ্ড (কৃকী ৭৭) নিখুঁত, নিটোল।

অখন [**অখনে, অখনেই, অখনেহ**] (কৃমা ৬।২৮, বংশ ১৭৭৬) এখনই।

অখল (পদক ৮২৫) সরল, অকপট।

অখাঢ় (বিদ্যা ৭২২) আষাঢ়।

অখিন (পদক ১৯০৪) অখিন্ন, অপরাজিত।

অখুটি (বট ২৭৯) আবদার, জেদ।

অখেয়াতি (বপ, রস ৩৫৮) কলঙ্ক-প্রচার, 'গুরুজন পরিজন বলে অখেয়াতি।'

অগথ (কৃকী ২০৭) বকবৃক্ষ, 'অগথ কপিথ সুন্দরী'।

অগন (গৌত) অঙ্গন।

অগম (পদক ২৫৬২) অগম্য।

অগর (বিদ্যা ৫১৯), **অগরু** (বংশ ১০০০) অগুরু চন্দন।

অগহন (বিদ্যা ১৭৪) অগ্রহায়ণ।

অগাই (কৃম) জ্ঞানাতীত, 'গোকুল-ঈশ্বর, অনন্ত অনাদি অগাই।'

অগারি (বিদ্যা ৫২৩) অগভীর।

অগিম (জ্ঞান) ঘাড় পর্যন্ত, 'কপোলে চুম্বন করে অগিম-দোলনে'।

অগিয়ান (রসিক দক্ষিণ ৬।১৮) অজ্ঞান।

অগিলা (হি গৌ ২৯) সর্বপ্রথম।

অগিহর (বিদ্যা ১৫৮) অগ্নি।

অগুআইলি (বিদ্যা ১৩১) অগ্রসর হইল।

অগুণ (কৃকী ১২৭) দোষ, অপরাধ।

অগুয়ান (বিদ্যা ৭৪) অগ্রসর, 'একলি চললি ধনি হই অগুয়ান।'

অগুসরি (পদরসসার) অগ্রসর হইয়া।

অগে (বিদ্যা ৩৬৫) ওগো, 'অগে ধনি সুন্দরি রামা'।

অগেয়াতা (তর ১০।৪৩।২০) অজ্ঞাতা।

অগেয়ান (বপ) অবোধ, 'অগেয়ান পশুপাখী, তারা কাঁদে ঝরে আঁখি'।

অগোর (পদক ১৪৮) সুগন্ধি অগুরু কাষ্ঠ। ২ (ক্ষণ ৭।৩) আবৃত, আচ্ছন্ন, 'প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ অগোর'। ৩ (পদক ৬৭) আগ্‌লাইয়া। ৪ (বিদ্যা ৫৮৬) অর্গল। **অগোরল** (বিদ্যা ৩) আবৃত করিল। **অগোরি** (পদক ২৫০৩) আগ্‌লাইল, আগলাইয়া।

অগৌর (রস ৫৮, দ ৪৬) অগুরু।

অঘ (পদক ২৯৫৪) পাপ, ২ কলঙ্ক, ৩ দুঃখ।

অঘাই (হি গৌ ১০, বট ২১৬) পরিতৃপ্তি, ২ অতিরিক্ত। **অঘাত** (স্থর ৪০), **অঘায়** (বিদ্যা ৭২৮) তৃপ্ত হয়। **অঘানা** (বট ১০৬) তৃপ্ত করা।

অঙ্ক (বংশ প ১৫৫৯) চিহ্ন। ২ (পদক ২৬৪৮) ক্রোড়, ৩ (পদক ৩৯৯) হস্তরেখা। **অঙ্কম** (বিদ্যা ২৮০) হৃদয়ে। **অঙ্কা** (ক্ষণ ১।১) ক্রোড়ে, ২ (পদক ৪৮৩) চিহ্ন।

অঙ্গনা (পদক ১১৫২), আঙ্গিনা [২ অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী নারী]।

অঙ্গমলা (চৈচ মধ্য ২।১৮) দেহের মালিন্য।

অঙ্গ হি অঙ্গ (গোপ ১৬৮) প্রতি অঙ্গে, 'অঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর।'

অঙ্গিত (বিদ্যা ৬৯৭) ইঙ্গিত।

অঙ্গিয়া (পদক ১৪৩৮) অঙ্গ।

অঙ্গিরলি (বিদ্যা ৩১৭) অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। **অঙ্গীকরু** (পদক ২১৬৫) অঙ্গীকার কর।

অঙ্গুরি (পদক ৯২) আংটি, ২ (পদক ১৬১৭) অঙ্গুলি।

অচলয় (পদক ১৫১৮) অচঞ্চল, স্থির।

অচানক (স্থর ৩৭) হঠাৎ।

অচাহে (পদক ২৮৮৬) দৈবাৎ, ২ অনিচ্ছায়।

অচিহ্ন (রস ২৯২) যাহাকে চেনা যায় না।

অচ্যুতা শাক (চৈভা অন্ত্য ৪।২৯৬) কচুর শাক।

অছইত (বিদ্যা ৯৭, ৩৮৬) থাকিতে। 'অছইতে বধু নাহি করিঅ উদাস।'

অছল (বিদ্যা ২৭০), **অছলহু** (বিদ্যা ৮৪০) ছিল; **অছলিহু** (বিদ্যা ৪০, ১০২) ছিলাম, 'এতদিনে অছলিহু অপন গেয়ানে'। **অছিকহ** (বিদ্যা ৪৪৫) হইলেও, **অছিলেলে** (বিদ্যা ৪৪২) মনে আছে।

অছু (রতি ২) [সং অস্তু, অপ°—অস্স] উহার, ২ (পদক ১৭৩৬) [হি° ঐছা] ঐরূপ, ৩ (রতি ১) [মৈ—অছি] আছে।

অছোরসি (বিদ্যা ১৩০) কাড়িয়া লয়।

অচ্ছর (বিদ্যা ৫৭০) অক্ষর।

অজর (বিদ্যা ৪৩০) সুন্দর। ২ (জপ ৪৫) অজস্র, বহু।

অজল্প (রস ১৩৫) অবক্তব্য।

অজব (হি গৌ ১৪৯) অদ্ভুত।

অজান (স্থর ৬) অজ্ঞান।

অজানিতে (তর ১০।৬৪।৩১) অজ্ঞাতসারে।

অজানু (পদক ২০) আজানু।

অজুগত (বিদ্যা ৩৮২) অযুক্তি।

অঝর, অঝরু (চণ্ডী ৪৯) অজস্র, নিরন্তর। ২ অশ্রুপ্রবাহ, 'অঝরু ঝরয়ে দুই আঁখি।'

অঝোর (তর ১০।৮৫।৩৫) অজস্র ধারায়।

অঞানি (বিদ্যা ৩৫৪) অজ্ঞানী।

অঞোধে (বিদ্যা ৪৮৬) নত।

অঞ্চ (পদা) অঞ্চল।

অঞ্জই (পদক ২৫০১) অঞ্জনদ্বারা চিত্রিত করা।

অটপটী (বট ২২৯) বক্র, ২ অনিয়ত।

অটমি, অটমী (ক্ষণ ৮।১০) অষ্টমী।

অটালি, অট্টালি (রা ভ ৩৫।২৪) রাজপ্রাসাদ, প্রস্তর বা ইষ্টকাদি-নির্মিত গৃহ।

অটুট (ভক্ত ২১।১১) নিখুঁত, অভগ্ন।

অটে (রাভ ৩২।২) হয়, 'শিরে তালিপত্র অটে পুষ্পযুত।'

অট্ট (চৈভা আদি ৯।১৭৭) অতি উচ্চ, বিকট।

অড়িলা (বিজয় ৩২।১) পুষ্পবিশেষ।

অড়ী (হি গৌ ৪৯) দুর্দমনীয়।

অতএ (পদা ২৪৭) অতএব, এইজন্য।

অতনু (পদক ১৫৮) মদন, ২ (পদক ১৯৫) স্থূল, ৩ (পদক ২৪০) দেহ-শূন্য।

অতমিত (পদক ১৬২৩) অস্তমিত।

অতয়ে (ক্ষণ ৮।১৩) অতএব।

অতিক্ষ[খ]ণ (পদক ২৬৮২) এতক্ষণ।

অতিথ (ভক্ত ১৬।২) অতিথি।

অতিতর (পদক ২৮৯১) অত্যন্ত।

অতিপরিম (বিদ্যা ৪৯৯) অত্যুচ্চ।

অতিবাহ (পদক ২৬৪৯) অতিসেচন।

অতিস্তুতি (চৈচ অন্ত্য ১।১১৫) নিন্দা।

অতিহুঁ (পদক ১৮) অত্যন্ত, 'অতিহুঁ অসত মতি।'

অতুর (গৌত ৩।২।১০৬) [সং—আতুর] পঙ্গু, বিকল।

অতে (বিদ্যা ৮৬) এইজন্য। 'সুপুরুখ ঐসন নাহি জগমাঝ। অতে তাহে অনুরত বরজ-সমাজ'॥

অতেব (ভক্ত ১।১) অতএব।

অতোল (বিদ্যা ৬৫) [সং—অতুল] অতুলনীয়।

অথল (পদক ২৬) স্থলহীন, তলশূন্য।

অথবেথে, -ব্যথে (কৃকী ২২৪) দ্রুতগতিতে, আস্তেব্যস্তে।

অথাই (চণ্ডী ৩৩) অস্থির, ২ অগাধ।

অথিক (বিদ্যা ১৭) হয়, 'নিচয় সুমেরু অথিক কনকাচলে'।

অথির (পদক ১৭৪), **অথীর**

(পদক ৪) অস্থির।

অদকাঁহি (বিদ্যা ৮৯০) আতঙ্কে।

অদখিন (পদক ২৮৭৮) বাম।

অদভুত (পদক ১০৯) অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক।

অদবুদ (বিদ্যা ২৩) অদ্ভুত।

অদরও (বিদ্যা ৪৫১) অর্দ্ধও।

অদরশ (গৌত) অদর্শন।

অদান (রস ৮৪৯) কৃপণ, ২ (পদক ২২০৩) শুল্কহীন।

অদুর (পদক ১৯৭৫) অদূর, নিকট।

অদোষদরশী (প্রা ৪৭।৫) গুণগ্রাহী, সারজ্ঞ।

অদ্যাপিহ (চৈভা আদি ১।৬৯), **অদ্যাপিহো** (কৃকী ৬৭) আজও।

অধ (কৃকী ৬৩) অর্দ্ধ।

অধক (বিদ্যা ৭৮) অধম।

অধর (বংশ ৫০৬, ৪৪৪১) নিম্ন ওষ্ঠ, ২ নিম্ন ভাগ।

অধরা (বিদ্যা ৪৫৫) অর্দ্ধ।

অধরু (বিদ্যা) অধরে, 'অধরু আচর ওর'।

অধার (হি অ দোহা ৬) আধার।

অধিকাই (চৈচ আদি ৪।২১৫) অধিক। [**অধিকায়ল** (পদক ১৮৯৯) অধিক হইল]।

অধিদেবা,-দেবী (পদক ২৩৩, পদক ৭৫৪) [সং—অধিদেবতা] অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অধিকার (বংশ ২৩৪) আধিপত্য।

অধিকারী (বংশ ২০৭৪) মালিক, ২ (চৈচ মধ্য ২৫।১৩৪) রাজা।

অধিপ (বিদ্যা ২৩৯) রাজা।

অধিপদ (পদক ২৩৭০) অধিকার।

অধিয়ান (জপ ১) অধ্যয়ন।

অধিবাস (পদক ২৪) সঙ্কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানের পূর্বদিনে করণীয় মাঙ্গলিক কার্য-বিশেষ।

অধীত (পদক ২৬৬৭) পণ্ডিত।

অধ্বত (জ্ঞান ৯৯) অধীর, 'অধ্বত নায়রী অধ্বত কান'।

অধে (রস ৬৯) নিম্নভাগে।

অধৈর্য (রস ১৬৫) অধীর।

অনঅন (পদক ২৮৯১) অন্যোন্য, পরস্পর।

অনকর (বিদ্যা ৭১৬) অন্যের।

অনখোহী (স্বর ৪৩) কুপিত, রুষ্ট।

অনগনি, অনগিন (পদক ১৫৫৭, হিগৌ ১৪৯) (সং—অগণিত, হি—অনগিনে] অগণিত।

অনঙ্গ (গৌত ১।৩।৫১) অঙ্গহীন, ২ কামদেব।

অনছন (পদক ১৪১২) আচ্ছন্ন, ২ অস্থির।

অনত (পদক ৩৬২) অন্যত্র, ২ (পদক ১৮৭৯) আনত।

অনধিন (পদক ৭৬৩) [সং--অনধীন] অবশ।

অনমীষ (কৃকী ৩৩৫) অনিমিষ।

অনয়িতে (বিদ্যা ৮১) অনায়ত্ত।

অনরথ (পদক ৩১৪) অনর্থ, অমঙ্গল।

অনরূচি (বিদ্যা ৪১১) অন্যরূপ।

অনর্হ (ভক্ত ১৬।৬) অযোগ্য, 'হরিভক্তিহীন বিপ্র সর্বানর্হ সেহ'।

অনবস্থিতি (ক্ষণ ২১।৩) অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা।

অনবেলি (দ ১০৯) অনবদ্যা, সুন্দরী। 'অনবেলি হরিণী, নব নব রঙ্গিণী'।

অনবোলী (মামা ১৩) নীরব।

অনহি (গৌত) অন্যত্র।

অনাইতি (বিদ্যা ১৩৫) অনায়ত্ত।

অনাকর (বংশ ৮৩৪৬) অমূলক।

অনাথ (বংশ ১৯৪৩) অভিভাবক-শূন্য। **অনাথী** (পদক ৬৩৯) দরিদ্রা; 'নাপিতিনী কহে—শুনগো সই। অনাথী জনের বেতন কই'? ২ (কৃকী ১২২) অনাথা।

অনাস্থা (চৈভা অন্ত্য ৪।৪৭৪) অবিশ্বাস।

অনাহাত (কৃম ১৩৯।৩৭) অনর্থক, 'অনাহাত মোর সনে করএ বিরোধ।'

অনি (বিদ্যা) অপর, 'অনি রমণীসঞে রাজসম্পদময়ে, অছিয়ে যৈছে বৈরাগী'। ২ বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর বিহিত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের প্রত্যয়-বিশেষ—যথা (বিদ্যা) 'বঙ্ক নেহারনি', (গোপ) 'বাহুর বলনি, অঙ্গের হেলনি, মন্থর চলনি ছাঁদে'।

অনিমিক,-খ (বিদ্যা) পলকশূন্য, 'অনিমিখ নয়নে, নাহমুখ নিরখিতে'।

অনিয়ারা (হিগৌ ১০২, বাণী ৬৭) তীক্ষ্ণ, চঞ্চল।

অনিবার (পদক ৭৩১) [সং—অনিবারম্] নিরন্তর।

অনু (বিদ্যা) কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি, যথা —'ভালে বুঝনু, অলপে চিহ্নু'। ২ (পদক ২৭৭৪) পশ্চাৎ [সং]।

অনুকার (চৈচ আদি ১৭।১১২) সাদৃশ্য, অনুকরণ।

অনুকূল (পদক ২৫২) একই নায়িকাতে আসক্ত নায়ক। ২ সদয়, 'চিরদিনে সো বিধি ভেলি অনুকূল'।

অনুক্রম (পদক ৩০৮২) পর্যায়।

অনুখণ,-খন (গোপ, জ্ঞান) সতত, 'অনুখন নটন-বিভোর'।

অনুগত (বিদ্যা) অধীন, 'অনুগত

জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়'।

অনুদিন (গোপ) প্রতিদিন।

অনুনেহ (পদক ১৭০১) অনুকূল স্নেহ।

অনুপ (এ ৬), **অনুপম** (পদক ৩১০), **অনুপাম** (পদক ১৫) অতুলনীয়, উপমাহীন।

অনুবন্ধ (কৃকী ১৩১) প্রযত্ন, ২ অভিলাষ, 'আঁচল ধরে অনুবন্ধ করে'। ৩ (চৈচ মধ্য ২০।১৩০) প্রাপ্য বস্তু, শাস্ত্রের প্রধান বক্তব্য— অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। ৪ (চৈচ আদি ১৩।৫) আরম্ভ। ৫ (পদক ১২) আশ্রয়, ৬ নিয়ম, রীতি। ৭ [কৃকী ৫২) নির্বন্ধ।

অনুভব (পদক ২২৮) উপলব্ধি, 'সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়', 'কত বিদগধ জন, রস অনুমোদই, অনুভব কাহুঁ না পেখি'॥ ২ (পদক ৬৬৪) অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব।

অনুভায় (রস ৫৫৩) অনুভব করে।

অনুমাতে (পদক ১৬০২) অনুমান করে। **অনুমাপিয়** (বিদ্যা ২০৫) অনুমান হয়।

অনুযুগ (কৃম) যুগে যুগে, 'অনুযুগ অখিলভুবন-পরিপালক'।

অনুযোগ (বিদ্যা) দোষার্পণ, 'কাহে কহসি অনুযোগ'।

অনুরত (পদক ১১০) প্রীতিমান্, 'আর তাহে অনুরত বরজ-সমাজ'।

অনুরথ (চণ্ডী ১০৬) সঙ্কট ; 'বড়াইরে রাধা কহে এক কথা, বড় দেখি অনুরথ'। ২ (চণ্ডী ৫১৩) দুঃখ ; 'চলে সখী অন্বেষণে, বড়ই হইল অনুরথে'। ৩ (চণ্ডী ১৪৪) ধূর্ত্ততা ; 'ওপথে বাহিছ চলে তরিখানি, এদিকে রহয়ে পথ। এতদিনে জানি, তোমার চরিত, বড় কর অনুরথ'। ৪ (দ ৪৭) অনর্থ, 'যত ছিল মনোরথ, সব ভেল অনুরথ'। ৫ (চণ্ডী) কলঙ্ক, অপবাদ।

অনুরাগ (জ্ঞান) প্রেমাতিরেক, 'ঝুরে অনুরাগে'। ২ (পদক ৯৩৭) 'অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়'।

অনুরাগী (পদক ৭৫৯) প্রণয়ী, 'কত অনুরাগী ঝুরে অনুরাগে'। (বিদ্যা) 'নব অনুরাগিণী রাধা'।

অনুরাধা (পদক ২৮১৬) বিশাখা।

অনুরোধ (চৈম সূত্র ১।৪১) পর-চ্ছন্দানুবর্ত্তন ; 'অক্ষরানুরোধে বন্দনা নহে ক্রমে'। ২ (বিদ্যা) উপরোধ, 'না কর না কর সখি! মোহে অনু-রোধ'। ৩ (জ্ঞান) নিবারণ, 'অধর শুখায়া দীঘল নিশাস। জনু অনুরোধে ঝাপল নিজবাস'।

অনুলেহ (বিদ্যা) প্রণয়, 'তেজল অব জগজন-অনুলেহ'।

অনুবাদ (জ্ঞান) শত্রুতা, 'মনে ছিল অনুবাদ........অকলঙ্ক কুলে কালি দিল'। ২ (কৃম) গালি, 'কবহু মাধব সেই মানিনী প্রসাদে। আসিব যায়ব তুয়া দূত-অনুবাদে'। ৩ (পদক) ৮৭৮) প্রতিকূলতা, 'অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে, না পূরয়ে সব সাধ। খাইতে নাহি ঘরে, সাধ বহু করে, বিহি করে অনুবাদ'॥ ৪ (পদা ৩৬৯) অপবাদ, নিন্দা। ৫ (চৈচ আদি ২।৭৬) জ্ঞাত বস্তু, 'অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।' ৬ (গৌত) পুনঃ পুনঃ কথন।

অনুশয় (চণ্ডী ৬৬২) ব্যথা ; 'কুবলয় পায় অতি অনুশয়'।

অনুষঙ্গী (পদক ২৭) সম্বন্ধযুক্ত।

অনুসঅ (বিদ্যা ১৯২) অনুসরণ কর।

অনুসএ (বিদ্যা ৭৯) আশায়।

অনুসঙ্গ (পদক ৬৩) মিলন, সংযোগ। ২ (বিদ্যা ৮৬) প্রসঙ্গ।

অনুসার (বংশ ১২২) অনুসরণ, অবলম্বন।

অনূঠা (হি গৌ ১৫) অসাধারণ, ২ অদ্ভুত।

অনূপ (পদক ২৩৫০), **অনুপম** (পদক ১৯৩২) অনুপম।

অনোঅন (পদক ১৩০) অন্যোন্য, পরস্পর।

অন্তঃপট (চৈ ভা আদি ১৩) পরদার আড়াল।

অন্তর (চৈচ আদি ৪।১৪৭) পার্থক্য, ২ (কৃকী ১২২) নিমিত্ত, 'তোমার অন্তরে পথে সাধো মহাদান'। ৩ (বংশ ২৩০) ব্যবধান, 'অন্তরে থাকিয়া দুর্গা বলিলা বচন।' ৪ (বংশ ২০৫) পরবর্ত্তী কাল, 'শিশুতা অন্তরে তবে বাঢ়িল যৌবন'। ৫ (বংশ ২৭১) অন্তঃকরণ।

অন্তরধাম (পদক ২৮৮২) অন্তর্বর্ত্তী, অন্তর্যামী।

অন্তরহিত (গৌত ৫।২।৪৩) অসীম, ২ অন্তর্হিত, ৩ ব্যবহিত।

অন্তরীণ (চৈম ৪।৫২) অন্তরঙ্গ।

অন্তরু (ক্ষণ ১৮।১) স্থানে স্থানে। ২ (পদক ৭১) আবৃত করিল।

অন্তিকে (চৈচ অন্ত্য ১৫।৩৫) নিকটে।

অন্তস্পটে (ভক্ত ২১৫) হৃদয়ে, মনে।

অন্ধায়ল (পদক ১৮৩১) অন্ধ হইল।

অন্ধিয়ার,-রা,-রি (পদক ৯৭৫)

অন্ধকার।

অন্যত্তর (চৈম ২৷৬৪) অন্যত্র।

অন্যেঅন্যে (বংশ ৪১৪৯), **অন্যোন্য** (চৈচ আদি ৪৷৪৯) পরস্পর।

অপগুণ (পদক ৫৩০) দোষ।

অপঘন (পদক ১০২০) অঙ্গ।

অপঝম্প (বিদ্যা ৫৩০) আকস্মিক আঘাত।

অপণ (কৃকী ১২৯) আপন।

অপত (বিদ্যা ৫৩৮) পত্রশূন্য।

অপতিত (চৈচ আদি ১০৷৪১) নিয়ম পূর্ব্বক, 'তিন লক্ষ নাম তিহোঁ লয়েন অপতিত।'

অপতোষ (বিদ্যা ৭২৪) নিন্দা।

অপদ (বিদ্যা ২৬৯) অস্থানে।

অপনপৌ (হি গৌ ৮৭) জ্ঞান, ২ বুদ্ধি।

অপনানা (হিগৌ ১৪৭) আপন করা, ২ অঙ্গীকার করা।

অপন্মুক (বিদ্যা ৪৩৩) নিজের।

অপন্যায় (চৈভা আদি ৬৷৫৬) অপ-কর্ম, কুকাজ।

অপভাষ (চণ্ডী ৬৫) নিন্দা।

অপরশ (চৈচ আদি ১০৷১৪০) স্পর্শশূন্য।

অপরুদ্ধ (চৈম শেষ ২৷১৪৯) অপরাধী।

অপরুব (কৃকী ৪২) অদ্ভুত, ২ (বিদ্যা ৫) সুন্দর।

অপরে (বংশ ৫৫৯৪) পরবর্ত্তী কালে।

অপর্যাপ্ত (বংশ ৭০২৭) প্রচুর।

অপশোসই (পদক ৭৩৩) অনুতাপ করে [ফা°—অফসোস্]।

অপসর,-রি (পদক ৪৮৩) অপ্সরা।

অপহার (চৈ ভা আদি ৬৷১২২) চুরি।

অপার,-রা,-রি (পদক ২৭১) অসীম।

অপুরুব (কৃকী ১০৫) বিস্ময়কর, ২ অলৌকিক-রূপশীল।

অপেক্ষণ (চৈ ভা) সমাদর, [২ রক্ষণাবেক্ষণ]।

অপেক্ষা (বংশ ৬৮৩৩) প্রতীক্ষা। ২ (চৈভা আদি ১২৷৫৪) সমাদর, প্রীতি।

অপেক্ষিত (চৈভা মধ্য ২১৷৫৭) সম্মানিত, ২ আদৃত।

অপ্রতীত (চৈভা মধ্য ১৩৷১৩) অবিশ্বাস।

অপ্রমিত (র° ম°) অপরিমিত।

অফুরাণ (পদক ১২৩) অন্তহীন।

অফেরু (কৃকী ২০৬) পেয়ারা।

অভরণ (পদক ১১৭০) আভরণ, গহনা।

অভরস (কৃকী ৪২) অবিশ্বাস।

অভব্য (রস ৫২৯) অভদ্র।

অভাগ (পদক ৩৭), **অভাগিয়া** (চৈচ মধ্য ৮৷২১৩) ভাগ্যহীন।

অভাজন (রস ১৪২) অনাদৃত, ঘৃণার পাত্র। ২ (বংশ ১৬৩২) অপাত্র।

অভিন (পদক) অভিন্ন।

অভিনয় (পদক ২৪৭) অনুকরণ।

অভিপারা (চৈম আদি ১৷৩৯৫) অভিপ্রায়, 'কর শির নাড়িয়া, ভক্তিপথ ছাড়িয়া, যোগ বলে এই অভি-পারা'।

অভিমন্যু (পদক ২৯৫৮) শ্রীরাধার পতিম্মন্য আয়ান।

অভিমানলি (পদক ৪৮৯) অভিমান করিয়াছ।

অভিসঙ্গ (বিদ্যা ৩১৩) মিথ্যা অপবাদ।

অভিসর (পদক ৩১৯) সঙ্কেতস্থলে গমন কর।

অভ্যুক্ষ (বংশ ২৭০১) সেচন।

অমরখ (বিদ্যা ৩২৫) অমর্ষ, ক্রোধ।

অমর্ত্ত (বংশ ৮৩৩৩) অমৃত

অমিঞা (বংশ ৪৩৬৬), **অমিয়** (দ ৫), **অমী** (হিগৌ ১০৫) অমৃত।

অমিল (বিদ্যা ২৩০), **অমূল** (কৃকী ৬৯) অমূল্য।

অমীলন (পদক ২০৩২) মিলনের অভাব।

অমেঠ (হি গৌ ৮৭) অদ্বিতীয়।

অমেধ্য (পদক ৩০৪১) অপবিত্র [সং]।

অমোল (বিদ্যা ৩৫) অমূল্য।

অম্বর (বিদ্যা ৫) বস্ত্র। [২ আকাশ]

অয়ানী (বিদ্যা ৩৮৩) অজ্ঞান।

অযোগ (কৃকী ২৭৭) অযোগ্য।

অরকত (পদক ৩৮১) রক্তিমাভা।

অরগজা (বৃলী ২৫) পীতবর্ণ গন্ধ-বিশেষ, আবীর জল।

অরঝনা (বৃমা ২৯) জড়িত হওয়া।

অরতল (বিদ্যা ৯৭) অনুরক্ত।

অরতী (কৃকী ১২৭) অরতি।

অরথিত (বিদ্যা ১৩৮) প্রার্থিত, উপ-যাচিত।

অরপিত (পদক ২৮৩৭) অর্পিত।

অরবরাই (বট ৭৮) বিহ্বল, ২ অপ্রতিভ।

অরসপরস (বট ৮) আলিঙ্গন, ২ বালখেলা।

অরসায়ল (বিদ্যা ৩১৫) আলস্যবোধ করিল।

অরাহিয় (বিদ্যা ৪৫০) আরাধনা করিবে।

অরি-রঙ্গা (বিদ্যা ৮২২) শত্রুর যুদ্ধ-ক্ষেত্র।

অরু (গৌ ১৷৩৯) আরও, 'শুন অরু

কি কহব বাপ।' [সং—অপর, অপ° —অবর, হিন্দী—ঔর]। ২ (বিদ্যা) রক্তবর্ণ, 'সুন্দর বদন, চারু অরু লোচন।'

অরুঝাই (বিদ্যা ২৩) জড়াইয়া, 'ত্রিবলী লতা অরুঝাই।' **অরুঝানা** (বাণী ১।৪৮) জড়িত করা।

অরুণিত (পদক ২৬৩) রক্তিম।

অর্সা, অর্সান (ভক্ত ৮।১) বর্ত্তান, অধিকারে আসা।

অলক (পদক ২০৮) চূর্ণকুন্তল। ২ (পদক ১১২) চন্দনের চিত্র।

অলকত (পদক ৩৭৩) অলক্তক।

অলকতিলক, অলকাতিলক, -তিলকা (বিদ্যা) চূর্ণকুন্তল ও কপোলে চন্দনাদিকৃত রচনা-বিশেষ। 'পহিলহি অলকাতিলক করি সাজ'। (ন-প) অলকাতিলকা চাঁদ মুখের পরিপাটী।

অলকলড়ী (উমা ৩৫) প্রিয়, স্নেহ-ভাজন।

অলকাবলকা (পদক ২৪৬২) চন্দনাদি-রচিত চারু চিত্রভঙ্গী।

অলকারি (পদক ২৫০২) স্পর্দ্ধাপূর্বক ডাকিয়া। [হিন্দী—ললকার্না]।

অলখক (বিদ্যা ৭৯৩) অলক্ষ্য।

অলখি (পদক ৪১৭) অলক্ষী।

অলখিত (বিদ্যা) অলক্ষিত, 'অলখিতে আওল'।

অলগনি (ক্ষণ ৫।৮) পৃথক্‌রূপে, 'চলত মণিকুণ্ডল, অলগণি ঝলক-বনি।'

অলঞ্জাল (রুকী ১৭৭) উৎপাত 'মিছা অলঞ্জাল তেজ।'

অলত (বপ) আলতা, 'বেকত অলত রাগ।'

অলবেলা, অলবেলী (হিগৌ ১৫, বট ২৭৪) বিলাসী, বিনোদী।

অলসল (গোপ) অলস হইল। ২ (পদক ২৭৯২) আলস্যযুক্ত।

অলসাই (পদক ২৮।৩৮) আলস্য প্রকাশ করিয়া।

অলসিনী (রা শে) রসালসে জড়া, 'অলসিনী অঙ্গ অথির, সম্বর না করে পীতম চীর।'

অলাত (পদক ১৫৪৫) কুমারের চাক। ২ জ্বলন্ত অঙ্গার।

অলাপি (পদক ২৪২১) আলাপ করিয়া।

অলিক (পদক ২৪৫৮) ললাট।

অলী (পদক ১৩২৪) ভ্রমর।

অলেখি (পদক ২৮৯৫) অলেখ্য।

অল্পজন (রস ১১১) সাধারণ জ্ঞান-বিশিষ্ট।

অব (গৌত ১।২।৪৩) এখন। (বিদ্যা) 'অব তিন ভুবন অগোর।' (গোপ) 'অব মাধব কৈছে জীয়ব বর নারী।' [হি, মৈ—অব]।

অবইতে (বিদ্যা ৪২) আসিতে।

অবকে (বিদ্যা) আজকে, 'অবকে মিলন সমুচিত হোয়।'

অবগাই (বিদ্যা) প্রশমিত করিয়া, 'মধুর বচনে কহি কানুকে বুঝাই। এই কর দেখি রোখ অবগাই॥' ২ (জ্ঞান) বাক্যের বিরাম, 'বোলইতে বচন অলপ অবগাই।' ৩ (গো প ৮) বিভোর হইয়া— 'লোচন ওত করত নাহি মাধব, নিশি দিশি রস অবগাই'। ৪ (গোপ) এড়াইয়া, 'কো জানো এতহুঁ বিঘিন অবগাই। ঐছন সময়ে মিলব ধনী রাই'॥ ৫ (পদক ২৭) নিমজ্জিত করিয়া, 'প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই'।

অবগাঢ়ি (বিদ্যা ৫৩০) নিশ্চিত। ২ বিহ্বল। 'সতী পতিভয় অবগাঢ়ি'।

অবগান (এ ৩২) স্নান, 'কৌতুকে কেলিকুণ্ড অবগান'। [সং—অব-গাহন]।

অবগাশ (বিদ্যা ৭১১) নিন্দা।

অবগাহ * (বিদ্যা ৫২৪) স্থির করা, নিমজ্জন, 'আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে। ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে'॥ (বিদ্যা) 'ধনী রাই রাস-রসিক সহ রস অবগাহি'। **অবগাহি** (রুকী ৩২৮) উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া।

অবগুণ্ঠন (পদক ২১২) [সং] ঘোম্‌টা।

অবগুন (পদক ৪৮১) দোষ, নিন্দা। (বিদ্যা) 'সো সব অবগুণ, ঢাকল এক পিক, বোলত মধুরিম বাণী'। [সং—অপগুণ, হি, মৈ—অবগুণ, ঔগুন]।

অবঘাত (পদক ২২৬) আক্রমণ, ২ (পদক ১৭৯৯) আকস্মিক। [৩ সাংঘাতিক প্রহার, ৪ চাউল কাঁড়া]।

অবছাই (ক্ষণ ১১।৩) মিশ্রিত হইয়া।

অবছায় (গোপ ১৫) আভায়, 'দশন কিরণ অবছায়'।

অবজান (চৈচ আদি ১৭।৬৭) অবজ্ঞা, দণ্ড।

অবতংস (গৌত) অলঙ্কার।

অবতরু * (বিদ্যা ১২৭) অবতীর্ণ হইয়া। **অবতার** (চৈভা মধ্য ৭। ৭৯) আবির্ভাব, উদয়।

অবথ (বিদ্যা ৪৫৭), **অবথা** (বিদ্যা ১০৭) অবস্থা।

অবধান (চৈচ আদি ৫।৫৭) দৃষ্টি, ২ (চৈচ মধ্য ১৫।২৪৬) মনোযোগ।

অবধারল (বিদ্যা ২৯) স্থির করিলাম, 'হমে অবধারল শুন শুন কাহ্ন। নাগর করথু অপন অবধান'।

অবধি * (বিদ্যা ৭৬২) পর্যন্ত, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু'। ২ (দ ৮৬) সীমা, 'অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে'। ৩ (পদক ৪৮৯) প্রতীক্ষা, 'তোহারি অবধি করি, নিশিদিশি ঝুরি ঝুরি'। ৪ (পদক ১০৫৯) অবশিষ্ট—'তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন, অবধি রহল দউ বাণে'।

অবধূত (চৈচ মধ্য ২১।১৩) বিক্ষিপ্ত, ২ সন্ন্যাসী। **অবধুত-মণি,-রায়** (চৈভা অন্ত্য ৫।৩৭৯), **অবধৌত-চান্দ** (পদক ২৬৬), **অবধৌত-রায়** (পদক ২২২৪) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

অবনত (পদক ২৫৫) আনত, 'সখীগণ-ইঙ্গিতে অবনত-বয়নী'।

অবর (জ্ঞান) মেঘ, 'নয়নক কাজর অবর হি শোভা'।

অবলম্ব (পদক ৬৮) আশ্রয়, 'করতলে করই বয়ন অবলম্ব'।

অবলম্বন (পদক ৫৯) আশ্রয়, 'কনকলতা অবলম্বনে উয়ল, হরিণ-হীন হিমধামা'।

অবলা (চণ্ডী) নারী, 'হাম সে অবলা'। (পদক ৩৩) 'সহজে অবলা'।

অবলেপ * (বিদ্যা ১১৯) গর্ব। [২ গৃহাদি-লেপন, ৩ সংসর্গ, ৪ ভূষণ]।

অবশউ (বিদ্যা ৫০১) অবশ্যই।

অবশায়িত (পদক ২৯০৪) অবশীকৃত।

অবশেখ (বিদ্যা ২৯) অবশেষ। **-শেখিয়া** (পদক ১৮০৮) অবশিষ্ট।

অবসই (কৃকী ১২৯) অবশ্যই।

অবসাই (পদক ২০৪০) শেষ করিল। ২ (পদক ১৭৬১) অবসান হইয়া।

অবসাদ (জ্ঞান) শেষ, বিরাম, 'একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর, তিল এক নাহি অবসাদ'। ২ (চৈচ আদি ৭।৬১) অবসন্নতা। ৩ (বিদ্যা) পরাজয়—'শৈশব যৌবনে উপজল বাদ। কোই না মানই জয় অবসাদ।'

অবসাদল (বিদ্যা ৭৫) অবসন্ন করিল।

অবসাধ (পদক ২২৪৯) ক্লান্তি, [সং —অবসাদ]।

অবসান (বিদ্যা) অবসন্ন, 'পাসরিতে শরীর হোয় অবসান'। ২ (পদক ৩০১৬) অন্ত, 'নাহি তুয়া আদি-অবসানা'।

অবস্থা (চৈচ মধ্য ২৪।১৭১) দুরবস্থা, কষ্ট।

অবহন (পদা ৫৪৮, পদক ১৯৯৬) এইরূপ। [মৈ°—ঐছন, এহেন]।

অবহি (বিদ্যা ৬০৫) অবধি, ২ (পদা ৯৬) এখনই।

অবহু (কৃম) এখনও, 'অবহু কানু রহে মধুপুরী'।

অবাঞ্চই (পদা ২২৮) বক্র করে, 'হরিমুখ হেরইতে সুমুখী অবাঞ্চই'।

অবাট * (বিদ্যা ১১৭) অপথ।

অবিঘন,-ঘিন (পদক ৯৭৭) নিরাপদ।

অবিচল (পদক ২৮৩) অচঞ্চল, স্থির।

অবুঝ (পদক ২৫০) রসকলানভিজ্ঞ, 'হাম অবুঝ নারী তুহুঁত গোঙার'। [সং—অবুধ]। ২ (পদক ৫০২) অসদ্বুদ্ধি, 'বুঝইতে বুঝ, অবুঝ করি মানই'।

অবুধ (পদক ৭২৯) মূঢ়, 'না কর আরতি এ অবুধ নাহ'।

অবুধি (কৃকী ২৫৩) অল্পবুদ্ধি, নির্বোধ।

অবে (বিদ্যা ৩৯৮, বংশ ৪৯১৮) এখন, 'অবে পরতীতি করত দহ কোএ।'

অবেকত (পদক ৬২) অব্যক্ত, অস্ফুট।

অবোধী (বিদ্যা) বুদ্ধিহীনা, 'তব ধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।

অব্যভার (চৈভা আদি ৬।১২৪) দুর্ব্যবহার।

অশক (বিদ্যা ৫১৯) অসাধ্য।

অশকতি (পদক ১৬৩৪) অক্ষমতা, ২ শক্তিহীন।

অশকসাহি (বিদ্যা ৭৩৩) অসহনীয়, দুর্নিবার।

অশক্য (বংশ ৫৩২৩) অসাধ্য।

অশঙ্কেত (কৃকী ৩৩৯) সঙ্কেত, 'তথাহ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে'।

অস (স্বর ১৬) ঐরূপ।

অসংগ্রহ (ভক্ত ৪।৬) ত্যাগ।

অসংঘট (কৃকী ২৬) অঘটনীয়।

অসঁভার (পদক ৪৮৮) অবলম্বনহীন, ২ অবশাঙ্গ।

অসকালে (চণ্ডী ৭) বৈকালে, অবসানে। 'বেলি অসকালে দেখিনু ভালে, পথেতে যাইতে সে।'

অসমতি (পদক ৪৪৮) অসম্মতি।

অসম্ভার (বিদ্যা ৩৮৮) অবশ।

অসম্বর (চৈভা মধ্য ১।৩০) অধৈর্য, অসামাল।
অসম্বীত (পদক ১৮৯২) অস্বস্তি, অচেতন।
অসবৌলি (বিদ্যা ৪৪৭) বুঝাইল।
অসহ (ভক্ত ২।৬) অসহিষ্ণু।
অসহনী (বিদ্যা ৪৫১) অসহ্য।
অসাহস (রস ৯) সাহস। [প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় শব্দের আদিতে অর্থশূন্য অ-কার ব্যবহৃত হয়।
অসিলাএ (বিদ্যা ৪।১১) ম্রিয়মাণ, শুষ্ক।
অসীয় (ভক্ত ১৯।১) অসূয়া, অসহ; 'দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অসীয়'।
অসোয়াথ (চৈচ মধ্য ১৪।১৯০) অসুস্থতা।
অস্তব্যস্ত (পদক ২৬৯৭) বিপর্যস্ত, ২ তাড়াতাড়ি।
অহীর (বিদ্যা ১৩৪) গোপ।
অহিবাতী (বিদ্যা ৬৮২) আদরিণী, প্রিয়া।
অহেরা (ক্ষণ ১৯।১৩) অদৃশ্য। 'মাধব মন্মথ ফিরত অহেরা'। ২ (গোপ ৮৬) মৃগয়া। [সং—আখেটক, ব্রজভাষা—অহের]।
অহেরী (বাণী ৩।২) ব্যাধ।
অ্যামন (ধা ৯) এই প্রকার, এমন।

আ

আঅর (কৃ কী ১৫) আর, অপর।
আই (চৈভা আদি ৪।২১) [আর্যা-শব্দের অপভ্রংশ] মাতা শচীদেবী। ২ (ক্ষণ ২৩।১৩) আসিয়া—'যন্থ বঢ়ি আই উমগি চলি গেল'। ৩ (পদা ৮১) [আশ্চর্য-বোধক] আহা! 'আই আই মলুঁ মলুঁ, কিরূপ দেখিয়া আলুঁ।' ৪ (গৌত ৩।২।৪৯) [বিস্ময়সূচক] অহো! 'আই আই কিয়ে সেরূপ মাধুরী, নিরমিল কোন্ বিধি'!! ৫ (গোপ ১।৪৮) আয়ু, [চিরাই, অল্লাই, পরমাই ইত্যাদি প্রয়োগ]। ৬ (বিদ্যা ৭৬) আজি।
আইও সুইও (নপ) সধবা ও সৌভাগ্যবতী নারী।
আইঠা (পদক ১২০০) উচ্ছিষ্ট।
আইতি (বিদ্যা ১৯৪) আগমন। ২ (বিদ্যা ১৪৯) আয়ত্ত।
আইমন (বংশ ১৪৩২) অভিমন্যু।
আইয়তি (পদক ২৫৮৫), **আই-য়াতি** (দ ৪১) অবিধবা, 'যশোদা গোধন পালন করুন সঘন, জনম আইয়াতি হঞা'। [সং—আয়ুষ্মতী]।
আইলাহ (কৃকী ৮৫) আসিলে, **আইলাহো** (কৃকী ৭৭) আসিলাম।
আইলুঁ (পদক ২৭৯) আসিলাম।
আইবে, আওবে (গৌত) আসিবে।
আইসু (কৃকী ১৯৬) আসুক।
আইহন (কৃকী ৩১), **আইহহন** (কৃকী ৬৫) অভিমন্যু।
আইহ সুইহ (চৈম আদি ১।৫৩০), **আইহো** (গৌত ২।৩।১৪) সধবা স্ত্রী।
আউআস (কৃবি ৫) আবাস।
আউছ (পদক ১৫৪২) আসিতেছে [উৎকলীয় শব্দ]।
আউজিয়া (রসিক পশ্চিম ৩।১৪) ঠেস দিয়া।
আউট (বিজয় ১৭।৯) আট।
আউটান (চৈচ মধ্য ১৪।২১৪) আবর্ত্তন করা। [**আউটোঁ** (কৃকী ৯৫) আবর্ত্তন করি]।
আউঠ (কৃবি ৪৭) হাঁটু।
আউতি (বিদ্যা ৪৪১) আসিবে। ২ (বিদ্যা ৩২৭) আসিতে।
আউদড়,-র (বিজয় ১১।৫, তর ১১। ২৬।১৪), **আউদল** (বংশ ৮৩০৯) আলুলায়িত, শিথিল। ২ উন্মুক্ত।
আউয়াস (কৃবি ১৭) আবাস।
আউরি (কৃবি ১১) গৃহে।
আউল (বিদ্যা) আকুল—'আউল নয়ন-তরঙ্গে'। **আউলচাঁদ—**কর্ত্তা-ভজাদলের প্রবর্ত্তক।
আউলান (চৈচ আদি ৮।২৩) এলাইয়া পড়া, ভাবাবেশে শিথিল হওয়া। ২ (তর ১০।৮।৬৩) ছড়ান।
আউস (কৃবি ১৮) আবাস।
আউ (কৃকী ১৭২) আয়ুঃ।
আওই (পদক ১৭১৩) আসে।
আওজ (পদক ১৫৫৭) শব্দ, [আ°—আরাজ]।
আওনু (ক্ষণ ৮।১০) আসিয়াছিলাম।
আওলি (দ ১) আসিল, **আওসি** (পদক ২৮৮৬) আস]।
আওয়ারী (১০।৬৯।৭) আরও,

অপর।

আওয়াস (চৈম শেষ ৩।৫) আবাস, গৃহ। [সং—আবাস]।

আওরী (তর ১০।৫০।১১৩) গৃহ, বিপণি।

আওসি (পদক ২৬০৬) আস।

আঁউধি (বিদ্যা ৪০৬) উপুড় হইয়া।

আঁওল (তর ৩।৭।১০) জরায়ু, গর্ভকোশ।

আঁওলা (কৃকী ২০৬) আমলকী।

আঁকম (বিদ্যা ৩৬৮) আলিঙ্গন। [সং—অঙ্ক]।

আঁকাড়ি (চৈম মধ্য ১১।৪৫) কুঁড়াযুক্ত।

আঁকি (দ ৭৫) অঙ্ক।

আঁকুপাঁকু (ভক্ত ৯।১) উৎকণ্ঠা, লালসা।

আঁকুর (বিদ্যা ৪৯) অঙ্কুর, 'বিফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি'।

আঁকুস (বিদ্যা ২৫২) আকুল।

আঁখরিয়া, আখরিয়া (চৈভা মধ্য ২৬।৩৮) আক্ষরিক, লিপিকার।

আঁখি (পদক ১৮৬৬) চক্ষু। -**মটকান** (ভক্ত ৮।২) চক্ষুদ্বারা ইশারা করা।

আঁখুটি (গৌ ৫।৪) আবদার। [সং—অখট্টি]।

আঁগ (বিদ্যা ২২৭) অঙ্গে।

আঁগুলি (নপ) আঙ্গুল।

আঁচর (গোবি ৩৪) অঞ্চল। ২ (দ ১৩) ক্ষতরেখ।

আঁজি (দ ১৫, বিদ্যা ১২৯) রেখা। ২ (বিদ্যা ৩৩৯) রঞ্জিত করিয়া।

আঁটনি (পদক ১১৯৩) বন্ধন।

আঁটা (বিজয় ১১।২১) সঙ্কুলন হওয়া, ধরা।

আঁঠু (তর ১০।৮।৪৫) হাঁটু, জানু [সং—অষ্ঠীবৎ]।

আঁত (পদা ৪৫, ৬২) অন্তরে, ২ আত্মা—'কাঁহে তাপায়সি আঁত'। ৩ (তর ৩।৬।১২৭) অন্ত্র।

আঁতর (বিদ্যা ৭২) অন্তর, দূর ; 'সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা'। ২ (পদা) মধ্য।

আঁধ (গোপ) অন্ধজন।

আঁধুয়া (পদা ৬।১৮) শৈবালাবৃত, অন্ধকার।

আঁবরী (স্বর ৩৪) ঊর্দ্ধ অধঃ চালিত করে।

আক (বিদ্যা ৯১৩) আকন্দ।

আকট (বিদ্যা ৪৯৪) কঠিন, ২ মূর্খ, ৩ নির্দয়।

আকটি (পদক ২৮০২) আবদার, জেদ।

আকপট (কৃকী ৫৪) ছলহীন, 'তোর থানে আকপট কহিলোঁ স্বরূপ'।

আকরোল (কৃকী ২০৭) আখ্‌রোট।

আকস্মাৎ (বংশ ৬৮১৩) হঠাৎ।

আকাইলেক (কৃকী ৭৬) আকুলায়িত।

আকান্দ কান্দন (দু ৭৭) আর্ত্তিভরে ক্রন্দন।

আকারণ (কৃকী ১৭৪) অকারণ।

আকাল (গৌত ১।৩।৭২) দুর্ভিক্ষ।

আকাস (কৃকী ১৫৭) শূন্য।

আকুট (ভক্ত ৯।১) আখুটি, আবদার।

আকুত (গৌত ৩।২।৭৭) আগ্রহ, আশা, আবেগ। ২ কৌতুক, রঙ্গ।

আকুতি (প্রা ১।৪) আর্ত্তি, অনুরাগ।

আকুমার (চৈম ৫৫।৪৫০) অবিবাহিত।

আকুর (পদক ১৬১৬) অক্রূর।

আকুল (পদক ১৪১) অধীর, 'আকুল করিল মোর প্রাণ'। ২ (পদক ৪০৫) আলুলায়িত।

আকুলি (পদক ১৭৭৬) ব্যাকুলা।

আকুলিত (বংশ ২৯৫) আলুলায়িত।

আকূত (বংশ ৫৭৫) অভিপ্রায়।

আকৃত (রস ৮৩৯) আকৃতি।

আকো (স্বর ৮) আলিঙ্গন।

আকোরল (কৃকী ৮১) আখ্‌রোট।

আক্ষেপ (চৈভা আদি ১০।৪২) ভর্ৎসন, নিন্দন, দোষোদ্‌ঘাটন।

আখ (গৌত) অক্ষি।

আখটি, আখুটি (চৈম আদি ১।১২১) [অখট্টি-শব্দজ] আবদার।

আখর (পদক ৭৩৬) অক্ষর, 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর'। [সং—অক্ষর]।

আখরিয়া (চৈচ আদি ১০।৬৫) লিপিকার।

আখায়িল (কৃকী ৩১৮) ধৌত, 'আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ'।

আখী (কৃকী ১২৫) অক্ষি, চক্ষু।

আখ্যান (চণ্ডী ৩৩) ঘটনা, কথা—'গোপত আখ্যান...কেহ সে নাহিক জানে'।

আগ (কৃকী ২০) অগ্নি, ২ (বংশ) ওগো। ৩ (পদক ২০৩) অগ্র, ৪ (পদক ৮৩) সম্মুখভাগ।

আগক (কৃকী ২) অগ্রে, সমীপে ; ২ অগ্রভাগ।

আগড়া (কৃম ৫৪।২০) অন্তঃসার-বিহীন শস্য।

আগত (কৃকী ১২৭) অগ্রে।

আগতি-বেরি (পদা ৬৬৬)

প্রত্যাগমন-কালে।

আগনি (গৌত) অগ্রণী।

আগপাছ (কৃকী ১২৮) অগ্রপশ্চাৎ।

আগম (চণ্ডী ৬৩৬) অগাধ, অগম্য। ২ (পদক ২২৯৮) [সং] তন্ত্রশাস্ত্র।

আগমী (বংশ ৩৬১০) তান্ত্রিক সাধক।

আগর (পদা ১২৯) শ্রেষ্ঠ, ২ আলয়, ৩ আকর—'ব্রজনবনাগর, বরগুণ আগর'। ২ (পদক ২৮৩, চণ্ডী ৬৭৭) পরিপূর্ণ; 'লোহে আগরল দুই আঁখি'। ৩ (কৃকী ৩০৪) অগুরু।

আগরি,-রী (বিদ্যা ২৭, পদক ১০১) অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠা। ২ অচেতনা—'পরশে নাগরী, হইলা আগরী, পড়িলা বেণানী-কোড়ে'। ৩ (চণ্ডী ১৪১) গৃহ, আধার।

আগল (চণ্ডী ১০৬) কাতর, ২ (চৈচ আদি ১৭।২৩২) অগ্রগণ্য, ৩ রক্ষণ, ৪ বেড়া।

আগলি (পদক ১৮৭) পরিপূর্ণা।

আগলী (কৃকী ৮২) অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠা।

আগ হে (কৃকী ৮৬) সম্বোধনে অব্যয়।

আগি (বিদ্যা ৪৩) অগ্নি, 'শশধর বরিখন আগি'। [সং—অগ্নি]।

আগিনা (কৃম ১৯।৪) অঙ্গন।

আগিলা (বিদ্যা ৪৯৫) আগের, পূর্ববর্ত্তী। [সং—অগ্র্য, অপ°—আগিরা, হিং°—আগিলা]।

আগু (কৃকী ৯) অগ্রে; **আগুছিআঁ** (কৃকী ১২৪) অগ্রবর্ত্তী হইয়া।

আগুত (কৃকী ১১) অগ্রে।

আগুনি (পদক ৭১) অগ্নি।

আগুপাছু (কৃকী ৩৮০) অগ্রপশ্চাৎ।

আগুয়ান (চৈভা আদি ৬।১২৩) অগ্রসর; ২ (কৃকী ৬১) শ্রেষ্ঠ।

আগুরী (গৌত ৪।২।৩৯) অগ্রগণ্যা, প্রধানা।

আগুলি (দ ২৮) অগ্রণী, ২ (চণ্ডী ২০৬) আটকাইয়া।

আগুবাড়ি (চৈচ মধ্য ১৬।৪০) অগ্রসর করিয়া।

আগুসরি (পদক ৯৮৪) অগ্রসর।

আগে (চৈনা ১) সম্মুখে, 'ক্রোধ কোন্ বরাক তাঁর আগে'।

আগেনি (জপ ২১) অগ্রিম।

আগেয়ান (তর ৭।২।১০৭) অজ্ঞান।

আগো (কৃকী ৫১) সম্বোধনে।

আগোনি (গৌত) অগ্রে।

আগোর (গোপ ২১) আচ্ছাদন করিল। ২ অগ্রগণ্য, ৩ (গৌত ৪। ৪।১৩) মোহিত, 'বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম-আগোর'। ৪ (পদা ৩৩ [আগোল-শব্দজ) অধিকার, রক্ষক, 'হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর'। **আগোরল** (রতি ৪। পদ ১) অবরোধ করিল। ২ (গৌত) প্রকাশ করিল। **আগোরি** (বিদ্যা) আবৃত করিয়া, ২ (চণ্ডী) আধার, 'প্রেমের আগোরি'।

আগোলসি (কৃকী ৪৩) অবরোধ করিতেছ।

আঘন (জ্ঞান ২৯৪) অগ্রহায়ণ মাস।

আঘোর (কৃকী ১২৮) ঘোর।

আঙলি (কৃবি ৩৭) আমলকী।

আঙাকড়ি (ভক্ত ২।৪) অগ্নিদগ্ধ আটার গুলিকা।

আঙ্কুড়ী (কৃকী ২২১) আকর্ষী। 'বড়ায়ি সজাইআঁ আঙ্কুড়ী'।

আঙ্গ (কৃকী ৯১) অঙ্গ।

আঙ্গট (চৈচ মধ্য ১৫।২০৭) কদলী পত্রের অগ্রভাগস্থিত অখণ্ডিতাংশ।

আঙ্গটিয়া (চৈচ মধ্য ৩।৪৩) অখণ্ড কদলীপত্র।

আঙ্গদ (কৃকী ২৬৯) অঙ্গদ।

আঙ্গন (ক্ষণ ২৫।৩) অঙ্গন।

আঙ্গল ঝাঙ্গল (কৃম ৪।১৩) জরায়ুর মধ্যবর্ত্তী পাতলা আবরণ, ইহাদ্বারা গর্ভস্থ শিশু ঢাকা থাকে এবং প্রসবের সময় সন্তানের সহিত বাহির হয়। 'আঙ্গলে ঝাঙ্গলে পুত্র কোলেতে করিঞা। কংসের নিকটে আইলা সত্যের লাগিঞা'॥

আঙ্গিনা (চৈচ অন্ত্য ১২।১১৮) অঙ্গন।

আঙ্গিয়া (চণ্ডী) অঙ্গন, ২ কাঁচুলি।

আঙ্গুটি (পদক ৯৭০) আংটি।

আঙ্গুরী (পদা ৩৭৯) অঙ্গুলি।

আঙ্গোছা (ভক্ত ১।৩) গাত্রমার্জনী।

আচম্বিতে (চৈচ অন্ত্য ১।৪২) হঠাৎ।

আচর, -ল (ক্ষণ ১।৬) বস্ত্রাঞ্চল।

আচরান (গৌত পরি ১।৮৯) কেশ-গুম্ফন।

আচরিজ (কৃকী ১৫) আশ্চর্য।

আচানক (ভক্ত ২৩।৪০) অকস্মাৎ, 'আচানক দেখা দিয়া হয় অদর্শন'।

আচাভুয়া (গৌত পরি ১ ৪৯) অদ্ভুত পদার্থ, 'ঘরবাড়ী..... সবে ভাবে যেন আচাভুয়া'। ২ নির্বোধ।

আচার (পদক ২৭২৭) আচরণ।

আচারিজ (কৃকী ৩৭) আশ্চর্য।

আচির (চণ্ডী ২০৭) অজির, চত্বর। 'ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর, ফুলের হইল ঘর'।

আচোড়, -র (পদক ৭৪৪) আঁচড়।

আছ [**অছ**] (পদক ১৮৮৫) থাকা, 'অছইতে বস্তু না করিঅ নিরাস'।

আছএ (কৃকী ৭৫) আছে। **আছয়** (চৈচ মধ্য ৮।৬৪), **আছয়ে** (চৈচ আদি ১৬।৭৮) আছে। **আছলি** (বিদ্যা ৯১৭) ছিলে।

আছাড় (চৈচ মধ্য ৩।১৬০) হঠাৎ মাটীতে পড়া।

আছিদর (কৃকী ২১, ১৩৯, ১৭৫) অচ্ছিদ্রা। ২ সতী, 'অতি আছিদরী রাধা', 'আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী'। ৩ ধূর্ত্তা ; 'গোআলার ঝি তোক্ষে বড় আছিদরী। তেকারণে ভার বহায়িতে চাহা হরী'॥

আছিল (চৈচ মধ্য ৩।১৬০) ছিল।

আছিলাঙ (চৈচ আদি ১৭।১০৪) ছিলাম। **আছুক** (চৈচ আদি ৬।৯৩) [সং—অস্তু] থাকুক।

আছে (স্থর ১৪) ভাল। ২ (কৃকী ৩৪৪) অনুরক্ত হয়। [**আছেন্ত** (কৃকা ১৪৮) আছেন। **আছের** (কৃকী ৩৯) আছে। **আছোঁ** (চৈচ মধ্য ১৫।৫৩) আছি।

আজল (কৃকী ২৪৭) ন্যাকা।

আজলি (পদা ৯৩) সরলা, আদরিণী।

আজা (চৈচ অন্ত্য ৬।১৯৫) মাতামহ।

আজাড় (চৈচ অন্ত্য ১০।৫৪) খালি।

আজানে (গৌত) স্থাপিত করিয়া। ২ (পদক ১৪৯৪) অজ্ঞাত ভাবে।

আজী (কৃকী ১৪৪), **আজু** (গৌত) অদ্য। -**ক** (পদক ৭২৩) আজিকার।

আজুরি (বিদ্যা ১৮৩) অঞ্জলি।

আজুলি (পদক ২০৮৬) সরলা। [সং ঋজুকা, অপভ্রংশ—উজ্জুআ]।

আজে (পদক ৬৫১) আওয়াজ করে, 'শুক সারিক.........নিধুবন ভরু আজে'। ২ (গৌত) আজি, অদ্য।

আজ্ঞা-মালা (চৈভা অন্ত্য ২।৪৭০) কৃপাচিহ্নরূপে মাল্যদান।

আঝর (কৃকী ২৯৪) অজস্রধারে।

আটক (গৌত) বাধা, প্রতিবন্ধক।

আটন (চণ্ডী ২৪) বেদী, 'নৃপে আজ্ঞা দিল মহল-আটনে, রাণীবর্গ আদি করি'।

আটনি (ক্ষণ ২।২) বন্ধন।

আটনে (চণ্ডী ১৮০) স্থানে, 'নিকট আটনে চরে ধেনুগণে'।

আটপ (কৃবি ৩৪), **আটব** (দ ৫৭) আটোপ, আড়ম্বর, 'সে সব আটব ......দেখিতে রাধিকা ডরলি ডরে'॥

আটব-সাটব (পদক ২৬৩১) সগর্ব আড়ম্বর।

আটোপ-টঙ্কার (চৈভা আদি ১০। ১৯) সগর্বে আস্ফালন।

আঠকপালী (কৃকী ৯৬) হতভাগ্য জন।

আঠা (পদক ৮৫৭) আটা।

আঠিয়া কলা (চৈচ মধ্য ৩।৪০) বীচিকলা।

আড় (বাণী ৩৯) পরদা, ২ (দ ৬৪) অন্তর, ব্যবধান ; ৩ (চৈভা আদি ১৫।২৭) এক পার্শ্ব, ৪ (পদক ৭২১) বক্র, 'আড় বদন তহি'। ৫ (কৃকী ৮৫) অৰ্দ্ধ, 'চাহ মোরে আড় করী দীঠে'। [সং—অর্দ্ধ, প্রা°—অড্ঢো]।

আড়ন (কৃকী ৭৩) ঢাল।

আড়মুরে (বিদ্যা ৫৯৭) আড়ম্বরে।

আড়ম্বর [সং] ঘটা, সাজসজ্জা।

আড়য়ি (কৃকী ২০৭) পীচ-জাতীয় বৃক্ষ।

আড়ম্বিনি (পদক ১৫১৮) আড়ম্বর-যুক্ত ; 'জিনি কাদম্বিনি আড়ম্বিনি পটা'।

আড়া (স্থর ৫০) প্রতিরোধ করা। ২ (বিজয় ৬।৪৯) গঠন, আকৃতি। [৩ ধান্যাদির পরিমাণ-বিশেষ]।

আড়ানি (চৈচ মধ্য ১৫।১২২) বড় পাখা, ২ ছত্র-বিশেষ।

আড়াল (ভক্ত ১৬।২) অন্তরাল।

আড়ি পাতা (ভক্ত ২৪।১) আড়ালে লুকাইয়া দেখা, শুনা।

আড়ে (চৈচ অন্ত্য ১৪।১২০) তীরে, ঘাটে। ২ (চৈচ অন্ত্য ১৬।৩৮) আড়ালে।

আণাওঁ (কৃকী ১০৫) জানাই।

আণিআর (কৃকী ৩৩৫) আনয়ন কর।

আণ্ডিয়া (কৃকী ৯০) এঁড়ে, কার্য্যক্ষম।

আত (বিদ্যা ৬৮৬) আতপ-দগ্ধ, 'প্রেমক অঙ্কুর, জাত আত ভৈল, ন ভেল যুগল পলাশা'। ২ (পদক ১৬৪০) রৌদ্র। [সং—আতপ, অপ°—আতর, আতো]। ৩ (পদা ২২১) আত্মা, 'শোকে তাপাওসি আত'।

আতঙ্ক (পদক ৬২) শঙ্কা, ২ ব্যাধি, ৩ যাতনা।

আতত (কৃকী ৬৬) কল্পিত।

আতপ (পদক ১৮১৪) রৌদ্র [সং]।

আতভড়ি (কৃকী ২০৭) আতমোড়ি বৃক্ষবিশেষ।

আতয় (বিদ্যা ৩০৩) দহন করে।

আতর (ক্ষণ ২৪।৮) অন্তর, চিত্ত। ২ নৌকাভাড়া, ৩ সুগন্ধি দ্রব্য [আ°—ইৎর্]।

আতা (কৃম ১০।৩)রাতা, রক্ত ; 'জিনি

আতা উৎপল, শোভে করপদতল'।
আতি (রস ৬১) অতিশয়, অত্যন্ত [সং—অতি]। ২ (পদক ২৫৯৮) নাশ, ভঙ্গ [সং—অত্যয়]।
আতুর (পদক ২৩৩১) রোগী, ২ কাতর, ৩ অধীর।
আতোপিতে (গৌত) তাড়াতাড়ি।
আতোষ (কৃকী ৩১৩) অতোষ, দুঃখ।
আত্মঘাই (বিজয় ২৭।৪৫) আত্ম ধিক্কার। **আত্মঘাত** (চৈভা মধ্য ১৫) নিজাঙ্গে (মুখবুকে) চাপড়ান।
আত্ম-সঙ্গোপন (চৈম ৭৮।১৫৯) আত্ম-সম্বরণ।
আত্মসাথ (চৈচ আদি ১।২)অঙ্গীকার [সং—আত্মসাৎ]।
আৎসাদন (রস ৫৭১) আচ্ছাদন।
আথ (কৃকী ৭৮) অস্ত, 'পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল'।
আথান্তর (কৃকী ৯৬) দুর্দশা। [সং —অবস্থান্তর]।
আথালি (ভক্ত ১৪।১) ব্যস্তসমস্ত ভাবে।
আথি (বিদ্যা ১৪৯) হও।
আথেব্যথে (বংশ ১৮৭৮) অতি ব্যস্ততার সহিত।
আদরবাদর (রা শে) আদরাতিশয্য 'আদরবাদরে বিনয়-বেভারে দেওল কর্পূরপান'।
আদলি (চণ্ডী ৬২) নিতম্ব, 'আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিল রে'।
আদান (গৌত ১।৩।১২) দানশূন্য, 'আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়া বয়'।
আদিত (কৃকী ৬২) আদিত্য, সূর্য।
আদিমূল (কৃকী ৪) আদ্যন্ত।
আদিবস (কৃকী ২৩৪) দুর্দিন [অ-দিবস]।
আদিবস্থা, -শ্যা (চৈচ অন্ত্য ১০। ১১৬) অতিনির্বোধ [উৎকলে— সস্নেহ গালি]।
আদেখ (কৃকী ২৫৬) অদৃশ্য।
আদ্যতা (বংশ ২৭৪৪) প্রাধান্য।
আধ দিঠি (গৌত ৫।২।৩৯) কটাক্ষ দৃষ্টি।
আধল (নিস্ত ২) অর্দ্ধার্দ্ধ।
আধাআধি (চৈভা মধ্য ৮।৪৮) প্রায় অর্দ্ধেক।
আন (চৈচ আদি ১।৩৮) অন্য, ২ (চৈচ আদি ৫।২০১) অন্যথা। ৩ (চণ্ডী ২০৮) ব্যর্থ।
আনআন (পদা ১০৬) অন্যোন্য। ২ (পদক ৭৬৩) অন্যান্য।
আনকাই (বিদ্যা ৫১১) অন্যের পক্ষে।
আনচান (চণ্ডী ৩৯৯) অস্থির, ২ (কৃকী ২) প্রলাপ।
আনত (পদক ১০৫) অন্যত্র, ২ প্রণত, ৩ (পদক ১৭৫৬) [ক্রিয়াপদ] আনে।
আনদ্ধ (নপ) মুরজাদি বাদ্য।
আনন (চৈচ অন্ত্য ১৮।৬৯) আনয়ন করা।
আনন্দ (চৈ ভা মধ্য ১৯।৮৭) মদ্য।
আনন্দন (বিদ্যা) প্রীতিকর, 'সো ব্রজনন্দন, হৃদয়-আনন্দন'।
আনমত (পদা ৬১, পদক ৪৭) অন্য প্রকার।
আনমন (পদক ৩১) অন্যমনাঃ।
আনল (রস ৮) অনল, ২ (পদক ২০৮) আনিল।
আনলা (চণ্ডী ২৬৩) নল, সাতনলার আগে লাগান আঠা-মাখান শলা। 'আনলা হইল বাঁশী'; তার পানে চায় আনলা চালায়।'
আনহি (পদক ১৩৬) অন্যপ্রকার। ২ (বপ) অন্যত্র।
আনহু (বিদ্যা ১১৪) অপরকেও।
আনাকানি (হি গৌ ১৪৪, সুর ৭০) দীর্ঘসূত্রতা, আলস্য। ২ উপেক্ষা, ৩ কাণাকাণি।
আনাগোনা (ভক্ত ১৫।৪) গতাগতি।
আনু (বপ) অন্য।
আনুখর (কৃকী ২২০) কটু কথা, 'বোলে রাধা মোরে আনুখর'।
আনুপূর্ব (চৈভা মধ্য ৩।৯২) আগা-গোড়া।
আনে (কৃকী ১৬) অন্যথা, ২ (কৃকী ৯২) অন্যে।
আনেআন (তর ৪।৩।৩১) একে অন্যকে।
আনোআন (পদক ৬৯৫) অন্য ভাব।
আন্তরে (কৃকী ৯৩) নিমিত্ত 'তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী'।
আন্ধল (দ ৩৮), **আন্ধলা** (তর ৭।২।৫৮) অন্ধ, 'আন্ধল ভৈগেল হামারি নয়ান' (সং—অন্ধ)।
আন্ধায়লু (পদক ১৬৭১) অন্ধ করিলাম।
আন্ধিয়ারী (পদক ৩৪৪) অন্ধ-কারাচ্ছন্ন।
আন্ধুয়া (পদক ২৫৩১) অন্ধ, বদ্ধ; 'আন্ধুয়া পুখরে যেন দীনহীন মীন'।
আপ (বিদ্যা ৪২) নিজে, 'আপন শাল হাম, আপহি চাঁচম্বু'। [সং— আত্মন্, প্রাº—আপ্পণ; হি, মৈ— আপ্]। ২ (পদক ৪৯) স্থাপন করা, 'যব হাম সোঁপব করে কর আপি'।

[সং—অর্পি ধাতু]।

আপস (ভক্ত ৩।১) মীমাংসা। [ফা°—ওয়াপ্‌স্‌] ২ (তর ১১।৯।৯) শস্য হইতে তুষ পৃথক্‌ করা, ভানা। 'তণ্ডুল-কারণে ধান্য গোপতে আপসে'।

আপায় (রস ৬৯৬) অপায়, অনিষ্ট, দুর্গতি।

আপি (পদক ১৫৭) অর্পণ করিয়া, ২ (পদক ৩৪৩) ব্যাপ্ত করিয়া।

আপে (চৈম ৬০।৬০০) স্বয়ং।

আপোষ (কৃকী ৯২) সম্যক্‌ পেষণ, চূর্ণীকৃত।

আপ্ত (রস ১৪০) স্বজন।

আফার (কৃকী ২৮৫) প্রতুল, বিলক্ষণ। **আফারে** (কৃকী ৯০) প্রচুর।

আবান্ধ (ক্ষণ ১৭।২) অবাধ, উন্মুক্ত।

আভএ (কৃকী ২১১), **আভয়** (কৃকী ১৬) অভয়।

আভাষ (চৈচ আদি ৪।৩) উপক্রমণিকা।

আভিহাস (কৃকী ৯০) অভিলাষ।

আভীর (পদক ২৬২৯) [সং] গোয়াল।

আম (চৈচ অন্ত্য ১০।১৮) আমাশয়।

আমলা (পদক ২৫১৭) আমলকী।

আমা (চৈচ আদি ৪।২০৪) আমাকে। **আমা পানে** (চৈচ মধ্য ১১।২১৬) আমার প্রতি।

আমায় (চৈচ অন্ত্য ১১।১২) সঙ্কুলান হয়। ২ (চৈচ আদি ৫।৭৪) আমাতে।

আমোদ (পদক ২৪৬২) সৌরভ, ২ (পদক ৫) আনন্দ [সং]।

আম্রসার (চৈভা আদি ৫।৭৫) আম্রপল্লব।

আম্ব (কৃকী ৮১) আম্রবৃক্ষ বা ফল।

আম্বড়া (কৃকী ২০৬) আমড়া।

আম্বল (কৃকী ১৭৫) অম্বল, অম্ল।

আম্বা (ভক্ত ৪।৯) ইচ্ছা, আগ্রহ। 'সুবাসিত জল আর মত্তমান রম্ভা। তাহি খাওয়াইতে মনে হইল অতি আম্বা'॥

আয়ত (পদক ২৬৮৫) আসিতেছে; 'শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আয়ত'।

আয়র (কৃকী ৩৩) আর।

আয়লছথি (বিদ্যা ৪২৯) আসিয়াছে।

আয়ব (বিদ্যা) আসিবে ।

আয়ান [সং—অভিমন্যু, অপ°—অহিমন্ন, কৃকী—আইহন] শ্রীরাধার পতিম্মন্য।

আয়ানি (পদক ১৩৯৩) অজ্ঞানা।

আয়াসী, -সিনী (কৃকী ১৩৫) শ্রান্ত; 'আয়াসিনী ভৈলা আজি তোহ্মে কি কারণে'।

আয়ী (কৃকী ৬৯) মাতা।

আয়ে (পদক ২৪২৫) আসে [হি° আয়ে]।

আয়ো (গৌত ২।৩।৭) সধবা স্ত্রী।

আযোড় যোড়ন (কৃকী ১৪) অঘটন ঘটন।

আর (চণ্ডী) পুনরায়. 'নারীর যৌবন গেলে না ফিরিবে আর'। ২ অন্য কিছু; 'এই মোর মনে, হয় রাত্রি দিনে, ইহা বই নাহি আর'।

আরজি (চণ্ডী ১১১) আবেদন [আ°—অর্‌জ্‌]।

আরণ (কৃকী ১২৩) অরণ্য।

আরত (পদক ১৩৯) অনুরক্ত।

আরতি (চণ্ডী ১২২) আর্ত্তি, পীড়া, বেদনা। 'নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর'। ২ (দ ৮৭) নীরাজন। ৩ (পদা ১০৮) নিবেদন। ৪ (পদক ৪৪৩) উৎকণ্ঠা। ৫ (বিদ্যা ৩৮৭) ভোগাসক্তি। ৬ নিবৃত্তি, বিশ্রাম। [**আরতিল** (কৃকী ৪৫) আর্ত্তিযুক্ত]।

আরতী (কৃকী ১৩০) অভিলাষ, মনোব্যথা; ২ অনুরাগ, ৩ (কৃকী ৩৮৯) আদেশ।

আরদ্র (চণ্ডী ৬২) হরিদ্রা, 'আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে, ঐছন দেখি পীতাম্বর'।

আরাপল (কৃকী ১৯৫) অর্পিত।

আরম্ভন (চণ্ডী ৪০২) কর্ম।

আরস (বট ৮) আলস্য।

আরা (পদক ৩০১৬) অন্য, 'তুয়া বিনা গতি নাহি আরা'। (গৌত) আর।

আরাত্রি (পদক ১৫৩৮) আরতি।

আরি (বিজয় ৩২।৩) আলি, শ্রেণী। ২ (কৃকী ১৫১) আড়া, নদীর তট। ৩ (কৃকী ৩৬৪) অরি, শত্রু।

আরিজা (পদক ২৫৪৮) [সং—আর্যা] পূজ্যা।

আরিন্দা (চৈচ অন্ত্য ৩।১৮৮) খাজনা-আদায়কারী।

আরিশি (পদক ২১৩৮) দর্পণ [সং—আদর্শ]।

আরী (কৃকী ৩৬৪) শত্রু।

আরে (পদক ২৫৩২) তদুপরি, অধিকন্তু। ২ (পদক ৮৫৮) ওরে! ৩ (কৃকী ৩৪৯) পুনঃ।

আরোগনা (হি গৌ ৩৪) ভোজন করা।

আরোপ (জ্ঞান) প্রয়োগ করা, 'উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি

নিতি, মনমথ সাধন লাগি'।

আরোয়া (চৈচ অন্ত্য ৬।৮৩) আতপ চাউল, ২ আতপ চিড়াঁ।

আর্ছা (বংশ ২৩২৬) অর্চা।

আর্ত্তি (রস ১৭) ব্যাকুলতা, কাতরতা।

আর্দ্রব (গৌত) দ্রবীভূত।

আল (দ ১০৪) আলোকিত। [২ সীমা, ৩ হুল্], ৪ (বংশ ৫৯৬) ওলো।

আলগ (গৌত) স্বতন্ত্র [সং—অলগ্ন, হিং—অলগ্]।

আলগছি (পদক ১১৫২) অঙ্গুলীভরে চলন।

আলগোছে (চৈভা মধ্য ২৬।১৩) অসংস্পৃষ্ট ভাবে।

আলট (রা ভ ১৬।২৪) রাজা ও দেবতার সেবায় ব্যবহৃত ঝালরযুক্ত বড় পাখা।

আলবাটী (চৈচ অন্ত্য ১৬।১২৩) পিক্‌দানী।

আলবেলিয়া (ভক্ত ৯।১) বিভ্রমযুক্ত।

আলস (চৈম স্থত্র ২।৫৮৪) অলসভাব, রসালস।

আলসিত (চৈম ৩৯।৭৫) আলস্যযুক্ত।

আলা (পদক ৬০) আলোকিত, 'মন্দির হইল আলা'। ২ প্রভা, 'কালা করে আলা'। ৩ খসান 'আলাঞা দিয়াছে বেণী'।

আলাই বালাই (পদক ২৫২৫) আপদ বিপদ।

আলাগন (কৃকী ৭০) অসংলগ্ন।

আলাত (চৈচ মধ্য ১৩।৭৯) জ্বলন্ত অঙ্গার [সং]।

আলান (পদক ১৬৭৭) গজবন্ধন-স্তম্ভ [সং]।

আলাপন (পদক ১৬৯) কথাবার্ত্তা, ২ (পদক ৫৫) রাগরাগিণীর স্বর-সঞ্চার।

আলি, আলী (স্থর ২৮) সখী, ২ পংক্তি, [৩ উচ্চ, ৪ উদার]।

আলিপনা (চৈভা আদি ১৫।৭৬) গৃহে বা দেবমন্দিরাদিতে সজল তণ্ডুল-চূর্ণাদিদ্বারা অঙ্কিত মাঙ্গল্য-চিত্র।

আলিস (চণ্ডী ২০৭), **আলিস্য** (রস ১৯) আলস্য।

আলিসা (ভক্ত ২৬।১) অট্টালিকার ছাদের প্রান্ত, কার্ণিশ্।

আলু (পদা ৮১) আসিলাম। 'আই আই মলুঁ মলুঁ কিরূপ দেখিয়া আলুঁ'।

আলুইছে (পদক ২৫৮০) এলাইয়া পড়িতেছে।

আলো (পদক ১২৩) সখীজন-সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ – হলা, ওলো।

আলোড় (কৃকী ২৫৯) আলোড়ন করা, 'রাধিকা চাহিল কাহ্নু আলোড়িঞা জলে'।

আলোণা (চৈম ১৪২।৪৫) লবণ-শূন্য।

আব (বিদ্যা) এখন, 'আব যদি যাই সম্বাদহ কান'। ২ (ক্ষণ ২।৬) আসে।

আবথা (কৃকী ১৯) দুর্দ্দশা, 'কৃষ্ণের পাঁচ আবথা'।

আবথি, আবথু (বিদ্যা ১৯) আসিতেছে, 'ভিন ভিন অনুভবি আবথু জনি পাবথু খেদ'।

আবন (স্থর ৪৮) আগমন।

আবয় (বিদ্যা ৯৭) আসে।

আবরণ (চৈচ মধ্য ১৬।২৪২) পাহারা, ২ (চৈচ মধ্য ১৯।১৩৯) প্রাচীর।

আবলি—মালা, শ্রেণী।

আবসি,-সী, -সে (কৃকী ২৪, ৩৪৭, ২৬৭) অবশ্যই।

আবা (রসিক পশ্চিম ১৬।২৪) আতপ।

আবা আবা (বপ ২১।৪) ক্রীড়া-বিশেষে বালকগণের উচ্চারিত শব্দ।

আবা তণ্ডুল (রংমং পশ্চিম ১৬।২৪) আতপ চাউল।

আবান্তর (রস ৭৬০) অবান্তর।

আবাল (কৃকী ৮১) বালক।

আবালী (কৃকী ২০) বালিকা।

আবির (বংশ ৬৫৭৯) ফাগ।

আবিস্কার (কৃম মা ২১।৬) আবদার, 'আবিস্কার ভাবি রাণী, কোলে নিল চক্রপাণি'।

আবীর (বংশ ৬৫৮১) ফাগু।

আবুধ,-ধি (কৃকী ২২, ৫৩) অবোধ।

আবেক্ষণ (কৃকী ৪) অবধান।

আবেশ (বংশ ১৩৬৭) মত্ততা।

আবেশে (বংশ ৩৭৩৬) অবশ্য, ২ নিশ্চিন্ত।

আবোলান (কৃবি ৪৮) বিন আহ্বান।

আশ (বিদ্যা) আশা, 'আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব'। ২ আশয়, অভিপ্রায় ; 'আধ লুকায়লি আধ উদাস। কুচকুম্ভ কহি গেও আপনকি আশ'। [৩ ভোজন]।

আশংস (কৃম) আশীর্বাদ দেওয়া, 'চিরঞ্জীব চিরঞ্জীব সঘনে আশংসে'। ২ (চৈভা ৮।১৯৯) প্রশংসা করা, 'কলিযুগে আশংসিল শ্রীভাগবতে'। ৩ (চৈভা আদি ৯।৭২) অভ্যর্থনা করা, 'ফলমূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে'।

আশপড়শী (বংশ ৪৪৯০) চারি-দিকের প্রতিবেশী।

আশপাশ (চৈচ মধ্য ৮।১৩৮) চারি-দিকে।

আশমান (কৃকী ২৭৮) অসম্মান।

আশয় (চৈম ৬১।৬১২) অভিপ্রায়, হৃদয়।

আশল (বিদ্যা) আশা করিল।

আশিন (বপ) আশ্বিন মাস।

আশোয়াস (পদক ১৮৩) আশ্বাস, সান্ত্বনা। ২ আশা, ৩ সাহস।

আশ্নই (কৃকী ২০৬) অশন বৃক্ষ।

আশ্বরি (বিদ্যা ৪৭২ ক) শ্রেষ্ঠ।

আষাড়ি (পদক ১৩৯৫) দণ্ডধারী।

আস (বিদ্যা ২৪৪) আস্য, মুখ। ২ (কৃকী ৮৯) আশা।

আসক (চণ্ডী ৩৮৬) আসক্তি, প্রেম। 'পিরীতে আসকে সদাই থাকিব', 'আসক-রূপেতে শ্রীরাধা কই'। ২ (দ ৬৬) আসক্ত, 'পাশায় আসক হইয়া বসিলা যতনে।'

আসতি (বিদ্যা ৪৯০) আস্থা, ২ আদর।

আসন (পদক ১১) বাসস্থান, ২ (পদক ১৯৭৫) রতিবন্ধ, ৩ (কৃকী ৮১) অসন, পিয়াশাল বৃক্ষ।

আসাঢ় (কৃকী ৩৯২) আষাঢ়।

আসাড়ি (পদক ৩৯৫) দণ্ডধারী।

আসান্ (দ ৬৫) সুখ, শান্তি, স্বস্তি। ২ লাঘব [ফা°]।

আসিত (ভক্ত ৩।১) [আসীৎ শব্দের অপভ্রংশ] ছিলেন—'শ্রীবাস পণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত'।

আসু (পদক ২৪৮৯) অশ্রু [হি°] ২ (কৃকী ২৭৫) আগমন করুক।

আসুখ (কৃকী ৩২০) দুঃখ, অসুখ।

আসোয়াথ (চৈচ মধ্য ১৪।২০৫) অস্বস্তি, ২ অস্বয়াযুক্ত।

আসোয়ার (চৈচ মধ্য ১৮।১৫৩) অশ্বারোহী।

আস্ত (পদক ১২২) সম্পূর্ণ, ২ (কৃকী ৫০) অস্ত।

আস্তবেস্ত (বংশ ৩৫৯২), **আস্তে-ব্যস্তে** (চৈভা আদি ১১।৮০) সত্বর।

আস্ফালন (চৈভা আদি ১২।৭৫) আত্মশ্লাঘা; ২ (ঐ মধ্য ২।৩২৭) বেগে আন্দোলন।

আহ (পদা ২৯৪) কথন, 'ঐছন আহ রে'। ২ (পদক ১৮৮০) আহা!

আহার্য (রস ৩৫৭) কৃত্রিম।

আহি (বিদ্যা ৪৪৫) আছিস্।

আহিড়ী (চৈম মধ্য ১৫।৪২) ব্যাধ।

আহীর (রাশে) গোপজাতি।

আহুকিতেঁ (কৃকী ২৪৩) ছিটাইতে।

আহুঠ (কৃকী ৫৫) সাড়ে তিন, অষ্ট (?)।

আহে (কৃকী ৩৬৪) [ব্য] সম্ভাষণে।

আহেরা (পদা ১৭৩) ব্যাধ। ২ অদৃশ্য, 'মাধব মনমথ ফিরত আহেরা'।

আহ্মা (কৃকী ১৬) আমায়, আমার, আমাদিগকে। [**আহ্মাক** (কৃকী ২৮) আমাকে, আমার, আমা অপেক্ষা। **আহ্মাত, আহ্মাতে** (কৃকী ৩৬৩, ১২৫) আমার প্রতি, আমা হইতে। **আহ্মারা** (কৃকী ২০২) আমরা। **আহ্মি** (কৃকী ১১) আমি। **আহ্মেসহ্মে** (কৃকী ২১৩) আমরা সকলে। **আহ্মেহো** (কৃকী ৯৮) আমিও।

আহ্নো (কৃকী ৩২৩) আরও।

ই, ঈ

ইঁহ (চৈচ আদি ২।৫০) ইনি।

ইঁহা (চৈচ আদি ২।৬৫) এইস্থানে।

ইঁহো (চৈচ আদি ২।২১) ইনি।

ই (বিদ্যা ৪৮২) এই, 'ই ভেলি শাতি'। ২ (বংশ ১৯) ইহা, 'ই বড় বিস্ময়'।

ইকটক (স্মর ৭০) একান্ত, ২ নির্নিমেষ।

ইঙ্গিত (চৈনা) উপহাস, 'আমারে ইঙ্গিত কর কোন্ দোষ পাই ?' ২ (পদক ৯৯) সঙ্কেত।

ইছহি (বিদ্যা ১৪১) ইচ্ছা করে।

ইছাইল (নির ৯) ইচ্ছা করিল,

ইছাএ (কৃকী ৪১) ইচ্ছায়।

ইঞ্চলা (কৃকী ১২৮) ওঁচলা, আবর্জনা।

ইত (স্মর ৪) এই স্থানে।

ইতর (চৈচ মধ্য ২।৭৪) অন্য।

ইতরানা (হিগৌ ৪৫) তান করা।

ইতিউতি (চৈচ আদি ৭।৮৫) এদিক্ ওদিক্, ইতস্ততঃ।

ইতিমধ্যে (চৈভা অন্ত্য ৭।৯৯), **ইতোমধ্যে** (চৈভা আদি ১৪।৩০) ইহার মধ্যে, এই সময়ে।

ইতৈ, ইতৌ (চা হি ২১) এতটুকু।

ইৎসা (রস ৩২৩) ইচ্ছা।

ইথি (চৈভা আদি ৩।৪৬) ইহাতে,

এস্থলে। [**ইথি লাগি** (চৈচ আদি ৪।৫১) এইজন্য। **ইথে** (চৈচ আদি ২।৩৫) ইহাতে]।

ইনাম্ (ভক্ত ২৪।১১) পুরস্কার [আ°—ঈনাম্]।

ইন্দু (বংশ ৭৬০২) শুক্র, বীর্য ; 'অন্তর হইল বন্ধু পরিহরি ইন্দু'।

ইন্দ্রবধূ (স্বর ৯৫) রক্তবর্ণ ক্ষুদ্রকীট।

ইনকে (পদক ১০৬) ইহার। [**ইনহি** (পদক ২৮২৩) ইনি]।

ইপোসি (বিদ্যা ১৩) উপবাসী।

ইমান (ভক্ত ১৫।১১) ধর্ম [আ°—ঈমান্]।

ইবে (পদক) এখন।

ইশর (কৃকী ৩৬২) ঈশ্বর।

ইসারা (ভক্ত ১১।৭) ইঙ্গিত।

ইহ (বংশ ১৮।৪২) এই। ২ (রস ৭৮৮) ইহা। ৩ (পদক ৫১) এখানে।

ইহান (চৈভা আদি ৩।১৯) উঁহার।

ইহায় (চৈচ আদি ৭।৯৬) ইহাতে।

ঈ (বিদ্যা ৪৪৫) উপস্থিত, 'ঈ ভর বাদর, মাহ ভাদর'। ২ পূর্বোক্ত বিষয়, 'ঈ সব কহি কহু কহিহহ সেবা'।

ঈশ (পদক ২৫৯২) প্রভু।

ঈষত (পদক), **ঈসত** (কৃকী ২৯) অল্প।

উ, ঊ

উ (কৃকী ৯২) ও।

উইল (কৃকী ৬০) উদিত হইল।

উকট (বিদ্যা ৫০৮) ফাটিয়া যায়। ২ (দ ৫৭) আকর্ষণ করা, তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা, 'মাগয়ে মুরলী উকটে কাঁচলি'।

উকস (ভক্ত ২৩।৩৫) খাড়া হওয়া, 'অঙ্গে রোমাবলি উকসি উঠিছে'।

উকাশ (চৈচ মধ্য ২।১৯) খোলা।

উকাস (গৌত ৪।৪।১২) নিঃশ্বাস।

উকাসী (বিদ্যা ৫৬১) উৎকাসি।

উকি (পদক ৮৭৯) অগ্নিকণা, (চণ্ডী ৩৪৩) 'আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন, অন্তরে উঠয়ে উকি'। [সং—উল্কা, অপ°—উক্কা, উকা]। ২ (চণ্ডী ১৩৩) কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাওয়া peep.

উকুড়ি (কৃ বি ২১) নামিয়া।

উকুতি (বিদ্যা ২৮৬) উক্তি, বাক্য।

উকনিত (বিদ্যা ৩৭১) তাহাতেই।

উকসানা (বট ১০৭) উদিত করা।

উখড়া (রসিক পশ্চিম ১।৩৩) মুড়কি।

উখড়ি (বিদ্যা ৪৮৫) ফুটিল।

উখরি (বিদ্যা ১৯৩) চিহ্ন হওয়া।

উখলি (তর ২।১।১০৩) উদূখল।

উখাড়না (উমা ৫), **উখুড়ান** (কৃকী ১৫৬) উৎপাটিত করা।

উগ (জ্ঞান ২৮৩) উদয়, 'হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ'। ২ উগ্র। [**উগইতে** (পদক ১৮৫৭) উদিত হইতে। **উগত** (স্বর ১১) উদয় হইতেছে। **উগথিক** (বিদ্যা ১৯) উদয় হয়। **উগথু** (বিদ্যা ৮৬১) উদয় হউক। **উগয়** (বিদ্যা ৪৪৩) উদয় হইতেছে। **উগলহি** (বিদ্যা ৭১৭) উদিত হইল]।

উগন (বিদ্যা ৭৭১) উলঙ্গ।

উগমল (বিদ্যা ৩৮৮) দ্রুত।

উগারন (ক্ষণ ৪।৩) উদ্গীরণ করা।

উগি (চণ্ডী ১) যৎসামান্য দর্শন করা।

উঘট (পদক ১৫৫৭) উদ্ঘাটিত হয়।

উঘরানা (হি পদা ২) প্রকাশ করা, উন্মুক্ত করা।

উঘাড় অঙ্গ (চৈচ অন্ত্য ১৯।৬৮) খোলা গা। [**উঘাড়িয়া** (চৈচ অন্ত্য ৩।১০৩) ব্যক্ত করিয়া]।

উঘারী (বিদ্যা ১৩১) বিবস্ত্রা।

উচ (পদক ১০৫) উচ্চ।

উচকই (পদা ১৫৯) উৎপীড়িত হয়, ২ উচ্চ করিয়া।

উচর (চণ্ডী ৫২৯) চঞ্চল, বিপথগামী। ২ (চণ্ডী ১১৭) উচ্চ, ৩ অনেক।

উচল (চণ্ডী ৩১১) উচ্চ স্থল। ২ (তর ১০।৬।৩৩) উচ্চ, 'মহামহীধর যেন উচল শরীর'।

উচাট (চৈম স্থূত্র ২।১৫৯) উচ্চাটন, ২ ব্যাকুল, 'গোরা গোরা বলি কান্দে উচাট অন্তর'।

উচায় (পদক ২৮৭৮) উচ্চ করে।

উচার (পদক ১৪৮৪) উচ্চারণ।

উচ্চণ্ড (জ্ঞান ৪১) অধিক, বৃদ্ধিশীল।

উচ্ছঙ্গ (হিগৌ ১৩), **উছঙ্গ** (স্বর ৮) ক্রোড়, ২ বক্ষঃস্থল।

উছর (দ ৩০) অতিরিক্ত, ২ (পদক ২৫৬৩) বর্দ্ধিত। [**উছরনা** (বট ৫১) লম্ফ দেওয়া]।

উছল (চণ্ডী) উচ্ছলিত হওয়া, 'খরচ

করিলে দ্বিগুণ বাঢ়য়ে, উছলিয়ে বহি যায়'।

উছাল (হিগৌ ৮১) উড়ান, উচ্ছলিত হওয়া।

উছাহ (গৌত ২।৩।১১) উৎসাহ, ২ উৎসব।

উছুরিত (রাভ ১।২) অত্যুচ্চ, উদ্বেল।

উজ (জ্ঞান ১২৯) ঋজু, সরল। 'উজু উঠল জম্বু বদরী'।

উজটিয়া (চণ্ডী ৬১৮) উলটাইয়া, ঘৃণা করিয়া।

উজয়ারী (চা ২০) উজ্জ্বল।

উজর (পদক ১৬২), **উজল** (কৃকী ১২), **উজলি** (চণ্ডী) উজ্জ্বল।

উজাগর (বিদ্যা ৩৩৩) উজ্জ্বল, 'জহঁ চন্দা নিরমল ভমর কার। রয়নি উজাগরি দিন অন্ধার'॥ ২ (চণ্ডী ৫১৫) জাগরণ।

উজাড় (চৈচ আদি ১৭।২১১) উচ্ছন্ন, উন্মূলিত, শূন্য। [**উজাড়ে** (চৈচ আদি ৭।২৪) শূন্য করিয়া ফেলে]।

উজান (পদক ১৪৮) জলের উর্দ্ধগতি।

উজারল (এ ১০) উজ্জ্বল। **উজারা, -রি**—উজ্জ্বল।

উজিয়ার (বিদ্যা) আলোকময়, 'যামিনী ঘন আন্ধিয়ার। মনমথে হেরি উজিয়ার'॥ ২ (বিদ্যা) নির্দোষ, উজ্জ্বল; 'বিরহ হুতাশন, বারিজ-নাশন, শীল-গুণে শশী উজিয়ারা'।

উজির, উজীর (ভক্ত ২।৪) মন্ত্রী, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। [আ°—বজীর]।

উজু (কৃবি ৪৭) ঋজু, সোজা।

উজোর (বিদ্যা ৬৩) উজ্জ্বল, 'গোরি-কলেবর নূনা। জনু আঁচরে উজোর সোণা'॥

উঝলতি (হি অ ১) উচ্ছলিত হয়।

উঝাল (দ ১০১) উত্তাপ, ২ জ্বালা, ৩ (চৈচ মধ্য ৩।৯৪) ছড়ান। ৪ উত্তোলন। ৫ (পদক ২৭০৭) প্রদীপ্ত।

উঞাচুঞা (কৃ মা ৮।৩৩) ওঁয়া ওঁয়া শব্দে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি।

উঞি, উঁহি (চৈভা আদি ১৬।২৩৪) উনি; 'উঞি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে'।

উঠতি (দ ১৩) উঠিতেছে। ২ উন্নতি, ৩ বৃদ্ধিশীল।

উঠানি (চৈ ম আদি ২।৯১) উত্থান। ২ (কৃবি ৫৬, ৮৭) আক্রমণ, গমন।

উঠিবেহেঁ (কৃকী ২৬০) উঠিবে।

উঠী (কৃকী ১৫৯) উঠিয়া।

উড়ার (বিদ্যা ২২৬) উড়িয়া গেল।

উড়িয়া (চৈচ মধ্য ১৯।২৭) উড়িষ্যা-বাসী।

উড়ু (পদক ৩৮০) নক্ষত্র। **-উড়ু** (ধা ৩) অস্থির, চঞ্চল। **-প,-পতি** (পদক) চন্দ্র।

উঢ়নী (পদক ২৬২৩) উত্তরীয় বস্ত্র।

উঢ়ি (চৈচ অন্ত্য ১৪।৪২) চাদর।

উত (ক্ষণ ২৭।৯) উহাতে।

উতকণ্ঠিত (পদক ২৮০) উৎকণ্ঠিত।

উতঙ্ক (বিদ্যা) অত্যুচ্চ, 'উরজ উতঙ্ক কুম্ভ'।

উতঙ্গ (বাণী ৪৭) উচ্চ।

উতপত (পদক ৯৫) উত্তপ্ত।

উতপতি (তর ১।২।৪) উৎপত্তি।

উতরল (কৃকী ৩৮২) অতিচঞ্চল।

উতরিল (তর ১০।৮০।৩২) উপনীত হইল। **উতরে** (চৈচ মধ্য ১৮।৩৭) নামিয়া আসে। ২ (পদক ৭৯) উত্তর দেয়।

উতরোল (পদক ২৫৪১) কলরব। 'আকুল অতি উতরোল'। ২ (চৈম মধ্য ২।৯১) ভাব-বিহ্বল, উৎকণ্ঠিত; 'দেখিবে ত সব স্থান--নহ উতরোল'। ৩ (জপ ১) উচ্চ স্বরে।

উতার (চৈচ অন্ত্য ১২।৩৬) খোল।

উতারল (পদক ৭২৮) খুলিল, ২ (পদক ২৬২৭) নামাইল। ৩ (পদক ৭১) উত্তীর্ণ হইল।

উতিম (বিদ্যা ২৮০ ৭২৭) উত্তম।

উৎকট (ভক্ত ২।৪) তীব্র, প্রখর।

উত্তর (কৃকী ১৬) অভিপ্রায়, (চৈভা মধ্য ৭।১১১) 'মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর'। ২ (বংশ ৮৯০, ৮৭২) কথা, ৩ সাড়া, জবাব। ৪ (পদক ১৮৫) পরবর্তী।

উত্তরল (কৃকী ৩০৯) অতিচঞ্চল, 'উত্তরলী হৃষিলী রাহী বাঁশীর নাদে'।

উত্তরিল (চৈচ মধ্য ১৮।১৫৩) নামিল। **উত্তরিলা সিয়া** (চৈভা আদি ১৪।১৫৭) আসিয়া পৌছিলেন।

উত্তরী (চৈভা আদি ৬।৫৯) উড়নী. চাদর।

উৎপটাং (ভক্ত ১২।২) বাঁকা, অদ্ভুত।

উৎবিছ (বংশ ৩০০১) উদ্বেগ।

উৎসাদ (চৈভা মধ্য ২।১১২) নাশ, ধ্বংস।

উথল (জ্ঞান) ভাবে বিহ্বল হওয়া, 'রাই তোমার বৈদগ্ধতা...কহিতে উথলে হিয়া মোর'। ২ (বিদ্যা) উথাপিত হইল, 'যো দিন মাধব পয়ান করল। উথল সো সব বোল'।

উথলই (পদক ১৫৬৭) উছলিয়া উঠে।

উথাঞা। পাথাঞা। (কৃকী ৩৪৯) বুঝাইয়া সুঝাইয়া, 'উথাঞা

পাথাঞ্ঁ। আজ্ঞা আনিল'।

উথাল (ভক্ত ১৪।৩) উত্তাল, প্রবল।

উদ (পদক ১৮৪৪) উপস্থিত। ২ (পদক ৭৬০) জল। [উদক শব্দ সমাসে 'উদ' হয়]।

উদগ (কৃকী ১৪) উৎকণ্ঠিত, 'রাধার কারণে ভৈলো উদগমতী'।

উদগতি (পদক ২৬১৯) উদ্‌গম।

উদগত (কৃকী ৪১) উচ্চাটিত।

উদগীম (পদক ৭৯) উদ্‌গ্রীব, 'বিহি উদগীম যাহি দিল ভঙ্গ'।

উদঘট (বিদ্যা ৩৩৪) উদ্‌ঘাটন।

উদঘাটলু (পদক ৯৮৮) খুলিলাম।

উদণ্ড (পদক ২৮৯৬) উদ্দণ্ড, উদ্দাম।

উদভট (পদক ৯৫০) অদ্ভুত।

উদয় (চণ্ডী) প্রকাশ, 'সাঁজেতে উদয় সুধু সুধাময়'।

উদবস (বাণী ১৭) নির্বাসিত।

উদসল (পদক ২০৯, ২৭৩১) উন্মুক্ত, 'তেঁই উদসল কুচজোরা'। ২ শিথিল, 'উদসল কুন্তল-ভারা'।

উদাওঁ (কৃকী ৮১) উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত ; 'সব খন গোঠ উদাওঁ বুলে, তোর কাহ্নাঞি'।

উদাম (পদক ১৩৮৬) উচ্ছৃঙ্খল [সং—উদ্দাম]।

উদার (পদক ২৩৮) সরল, ২ মহৎ-স্বভাব।

উদাস (পদক ১৯৩) অনাবৃত, 'আধ লুকায়লি আধ উদাস'। ২ (দ ১০৮) উদ্‌ঘাটন করা, 'তঁহি ছলে ভুজমূল বসন উদাসল, পিয়া হিয়া মদন জাগায়'। ৩ (বপ) আসক্তিশূন্য, 'আওল তোহে মিলব করি আশ। কপট প্রেম তুহুঁ ভেলি উদাস'॥ ৪ (চৈচ মধ্য ৩।১৪৪) উপেক্ষা, ঔদাসীন্য।

উদিগে (পদক ৭২৬) ঐ দিকে, অন্য দিকে।

উদেশ (পদক ২০৯, ক্ষণ ১৯।১৫) অনুধ্যান। ২ লক্ষ্য, হেতু। 'নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে'। ৩ (গৌত) উদাস, খোলা।

উদেস (বিদ্যা) অনাবৃত, 'নীবি-বন্ধ করল উদেস'।

উদ্‌গার (চৈচ মধ্য ১৪।১৮০) প্রকাশ।

উদ্‌গীম (পদক ৭৯) উদ্‌গ্রীব, উৎকণ্ঠিত।

উদ্দণ্ড (চৈচ মধ্য ১৩।৭৯) উর্দ্ধলম্ফ।

উদ্দেশ (চৈচ মধ্য ১৬৯) উল্লেখ।

উদ্‌ভট (ভক্ত ১) শ্রেষ্ঠ, ২ অদ্ভুত।

উদ্যম (বংশ ৩৫৮২) চেষ্টা, ২ (বংশ ৬৪০৪) উদয়, উদ্ভব।

উধ (পদক ২৬২১) উর্দ্ধ।

উধমতি (বিদ্যা ১১৩) উন্মত্ত।

উধসল (বিদ্যা ৬৮) আলুথালু।

উধাউ (গৌত) উড্ডীন হওয়া [সং—উদ্ধাবন]।

উধার (বিদ্যা ২৪২) ধার। ২ (পদক ৪৯৩) উত্তোলন করা, 'বিরহসিন্ধু মাহা......ডুবইতে আছয়ে......তুহুঁ ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি'।

উনত * (বিদ্যা ২৩) উন্নত।

উনমজি (বপ) ভাসিয়া উঠিল।

উনমতি (পদক ১৭১) উন্মত্তা, বিরহিণী।

উনমুখ (গৌত) উৎসুক, ব্যগ্র।

উনবনা (বট ১৭০) পরিবেষ্টিত হওয়া।

উনহারি (উমা ২৭) সমতা।

উনহি (পদক ২৫৩৯) উনি, ২ (পদক ১০৬) উহাতে।

উপগতি (বিদ্যা ৭৯) উপস্থিত।

উপঙ্গ (হি গৌ ৬১) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

উপচঙ্ক (পদক ১০৫৬) সন্ত্রস্ত, জড়-সড় ; 'যো পদতল থল-কমল সুকোমল, ধরণী-পরশে উপচঙ্ক'। (পদক ১০০) 'ধরি সখী-আঁচর, ভই উপচঙ্ক'।

উপচয় (বিদ্যা ৩৯৪), **উপচর** (বিদ্যা ৪০২) শান্তি।

উপচার (বিদ্যা) চিকিৎসা, 'কি যে উপচার বুঝই না পারই। ২ (পদক ৯৫) উপকরণ, সজ্জা ; 'জ্ঞান কহয়ে তোহে সার। করহ গমন-উপচার'॥ **উপচারি** (পদক ১৮৭৯) উপকরণ।

উপছান (ভক্ত ২।১) উচ্ছলিত হওয়া।

উপজ (পদক ৫২, ১৯৪) জন্মান, 'তাপর উপজল তরুণ তমাল'।' শৈশব যৌবনে উপজল বাদ'।

উপজাত (রত্না ৫।১৫০৬) উত্থিত, 'কিঙ্কিণী রণরণি রব উপজাত'।

উপজিত (পদক ২১১৪) উৎপন্ন।

উপরাগ (পদক ৮৫) গ্রহণ, 'চাঁদ উপরাগ', ২ উৎপাত, ৩ সম্বন্ধ।

উপরোধ (বংশ ৬৭৯৬) অনুরোধ।

উপসন (কৃকী ৩০৮) আসন্ন, নিকট ; 'বিহান আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন'। **উপসন্ন** (বংশ ৩৭৩) উপস্থিত।

উপস্কার (চৈভা আদি ৪) মার্জন, পরিষ্কার।

উপস্থান (চৈ ভা আদি ৪।৪২) উপ-স্থিতি, 'সর্ববন্ধুগণের হইল উপস্থান'।

উপস্বত্ব (ভক্ত ২।৪) লাভ।

উপহতি (চৈনা) উপদ্রব, 'গৌড়পথে দৌরাত্ম্যাদি এবে নাহি উপহতি'।

উপাত্ত (কৃকী ১৬৭), **উপাত্র**

(কৃকী ১) উপায়।

উপাঙ্গ (পদক ২৯২৯) বাদ্যবিশেষ, 'বাজত বীণ উপাঙ্গ'। ২ (গৌত) তিলকাদি, ৩ প্রত্যঙ্গ, ৪ বেদাঙ্গ-বিশেষ।

উপাড় (চৈচ মধ্য ১৯।১৫৬) উৎ-পাটন করা।

উপাতি (বিদ্যা ২৪২) অত্যন্ত সম্মান।

উপাধিক (চৈভা মধ্য ৩।১৬৫) বিশেষ, 'উপাধিক কোথাহ নহিল দরশন'।

উপাধ্যা (কৃম) সভাপণ্ডিত, 'আইল নৃপতি কুল উপাধ্যা সহিতে'।

উপাম (পদক ১৯৫), **উপামা** (কৃকী ৬৮) তুল্য, ২ উপমা, (বিদ্যা) 'অতনু কাঁচলা উপাম'।

উপাস (পদক ৫১৫) উপবাস।

উপেখ (বিদ্যা ২৮৭) ত্যাগ করা, 'কোই রহ রাই উপেখি। কোই শির ধুনি ধুনি দেখি'॥ ২ (কৃকী) দর্শন করা, 'চণ্ডীদাস রহে তথা সেরূপ উপেখি'।

উপোষণ (চৈচ মধ্য ১১।১০২) উপবাস।

উফড়ন (চৈভা) বিদীর্ণ হওয়া, 'বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উফড়ে।'

উফননা (হি গৌ ২) উচ্ছলিত হওয়া।

উফাড়ন (তর ৫।৮।৫১) উৎপাটন করা।

উফামারা (কৃবি ৫৪) হাবুডুবু খাওয়া।

উভ (দ ৩৫) উচ্চ, 'উভকর্ণ উভ পুচ্ছ'। 'কাঁদয়ে উভরায়'। ২ (কৃকী ১৫৩) উভয়।

উভনড়ি (ধা ২১) ঊর্দ্ধশ্বাসে।

উভরড় (বিজয় ১২।১) দ্রুতবেগে, (চৈম ১০১।১৮) 'পঙ্গু ধায় উভরড়ে'।

উভরায় (চৈভা আদি ৭।৭৫) উচ্চৈঃ স্বরে। [সং—ঊর্ধ্বরাব]।

উভরি (রাভ ১৩।১৪) গাত্রাবরণ, 'উভরি শ্রীঅঙ্গে দিয়া মন্দিরে চলিলা'।

উভা (রসিক পূর্ব ১০।১১০) দণ্ডায়-মান।

উভার (চৈম) পরিব্যাপ্তি, 'পুষ্প-বৃষ্টি নীলাচলে গন্ধের উভার'। ২ (চৈচ মধ্য ১৫।২০৭) ঢালা, নামান।

উভারণ (কৃমা ৩৪।২) ঢালা, নামান।

উভারি (রাভ ৫২।৯) উঠাইয়া, ২ অপহৃত করিয়া।

উভু (বিজয় ১৪।১৫) উচ্চ, 'উভু করি চূড়া বাঁধে দিয়া ছাঁদন দড়ি'।

উমঁগি (স্বর ৩৯) উল্লসিত হইয়া।

উমগ, উমগতি (পদক ১০৯০) হর্ষোচ্ছ্বাসযুক্ত। **উমগনা** (হিগৌ ৯) উচ্ছলিত হওয়া। **উমগল** (বিদ্যা ৩৯১) দ্রুত। **উমগি** (বিদ্যা ৭৪) ফিরিয়া।

উমঙ্গ (গৌত ৪।২।৬৬) মহানন্দ, উচ্ছ্বাস। (রত্না ৫।১৫০৬) 'কিঙ্কিণী রণ রণি রণি রব, উপজাত হৃদয় উমঙ্গ'।

উমড় (গৌত ৩।১।৩০) উথলান, উচ্ছলন। (নপ) 'করুণ জলধি উমড়ি চলু চহু দিশ'।

উমত (বিদ্যা ৪২) উন্মত্ত, 'ভণে বিদ্যাপতি, ভল সে উমতি, বিপতি পড়ল রাধা'॥ ২ (পদক ৩৮২) অস্থির। **উমতাবএ** (বিদ্যা ১১৩) উন্মত্ত করে। **উমতি** (চৈম আদি ১।৯০, দ ৮৪) উন্মত্ত।

উমরি (পদক ১৭৯২) অস্থির হইয়া।

উমাহ (বট ৬১) আনন্দ, উত্তেজনা।

উয় (কৃকী ৬৮) উদিত হওয়া, 'প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর'। (পদক ৫৯) 'কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণীহীন হিমধামা'॥

উর (পাদক ৭১) বক্ষঃস্থল, 'উর-কারাগারে'। ২ (কৃমা ১।১০) উদিত হওয়া। ৩ (গৌ ১।১০) শ্রেষ্ঠ।

উরগ (পদক ৭৮৯) সর্প।

উরজ (সুর ৩৮) বক্ষোজ। (জ্ঞান) 'ঊর্দ্ধ উরজ কিবা কনক-মহেশ'। [সং—উরোজ]।

উরঝাই (পদক ২৫৫৫) মিশ্রিত হইয়া, ২ (বিদ্যা ২৮) ম্লান বা শুষ্ক হইয়া। [হিং—উরঝ্‌না]।

উর-(রু)-থ (চৈম আদি ২।১০৩) উলুধ্বনি সহকারে বরণ করা।

উরধ (বপ) ঊর্দ্ধ।

উরমী (বপ) অঙ্গুরীয়ক, 'বলয় উরমী করযুগে সুবিরাজে'।

উরবি (পদক ২৪৬২) পৃথিবী, 'মৃদুল অঙ্গুলী সরস পরশ উরবি দরবি যাত'। [সং—উর্বী]।

উরুঝাই (রা শে) প্রবলবেগে ধাইয়া, 'চললি রাজপুর দোহে উরুঝাই'।

উর্ভিষ্ট (চৈভা আদি ১৪) উচ্ছন্ন, উজাড়।

উল (পদক ১০০৯) হুলস্থুল।

উলখেন (রাভ ১০।১৭) রাজচিহ্ন-বিশেষ, [পূর্ণচন্দ্র]।

উলটি (চৈচ মধ্য ৫।৯৭) ফিরিয়া।

উলডাল (পদক ২৮৯৬) বিশৃঙ্খল।

উলতিয়া, উলথিয়া (কৃবি ৬৫, ৬৭) বরণ করিয়া।

উলসি (দ ৪৫) উল্লসিত।

উলহী (সুর ২৫) প্রস্ফুটিত হইল।
উলাউলি (ক্ষমা ১০৮।২০) উলুধ্বনি।
উলালি (দ ২৮) আদরিণী, সোহাগিনী। **-দুলালি** (পদক ২৫৬১) আদৃতা কন্যা।
উল্কা (বংশ ৮৫২৭) জ্বলন্ত কাষ্ঠাদির খণ্ড।
উল্লাস (চৈচ মধ্য ২০।১৫) আধিক্য।
উবটন (পদক ২৬৮৭) উদ্বর্ত্তন, গাত্র-মল-শোধক হরিদ্রা-কুঙ্কুমাদি দ্রব্য।
উবটি (বিদ্যা ৪০, ৭৪৪) ফিরিয়া।
উবরন (বিদ্যা ৮০) উদ্বৃত্ত হওয়া ২ মুক্ত হওয়া।
উবুড় (তর ৮।২।১৭৭) উল্‌টা, হেঁটমুখে।
উশসি (পদক ১৯১৮) উর্দ্ধশ্বাসে।
উশ্বাস (রসিক উত্তর ৯।৭০) হাল্‌কা।
উসঠ (বিদ্যা ৬৩) নীরস।
উসর (বিদ্যা ৯৮) অপসৃত হওয়া, 'অবহি উগত শশী, তিমিরে তেজব নিশি, উসরত মদন পসারে'।
উসশী (রসিক পূর্ব ৫।২৬), **উশসি** (পদক ১৯১৮) দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা।
উসাস (বিদ্যা ১৩) অবসর।
উসিমিসি (চৈচ অন্ত্য ৩।১২২) উদ্‌ভ্রান্ত। **উসিমুসি** (ভক্ত ১৬।১) অস্বস্তি।
উহ (গৌত ৫।১।৩৬) ঐ ব্যক্তি, উনি। [হিং°—ব]।
উহাড় (রা ভ ৫৩।১৬) আড়াল, ২ আচ্ছাদন।
উহি (গৌত) তিনিই, [**উহে** (চণ্ডী) উহাতে, **উহু** (পদক ১০৬) উঁহার]।
উ (কৃকী ২৭৫) ও।
উঅল (বিদ্যা ৬২৩), **উইল** (কৃকী ১২) উদিত হইল।
উকি (চণ্ডী) অগ্নি, 'আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন, অন্তরে জ্বালায় উকি'।
উগ্যো (বাণী ২৮) উদিত হইয়াছে।
উচল (বিদ্যা ৬১৩) উচ্চ।
উচীত (কৃকী ৩৫৮) উচিত।
উছাটিণ (কৃকী ২৬৮) উচাটন।
উজর (পদক ১৯০৪) উজ্জ্বল।
উঝঁট (কৃকী ৩১৮) হুঁচট্।
উতাপট (কৃকী ১৩২) [উৎ+পট বিদারণে] খিন্ন, ব্যথিত।
উন (পদক ৪৬) কম।
উপর [সং—উপরি, হিং°- উপর] উপরে।
উয়ল (পদক ১৭০৯) উড়িয়া গেল। (গোপ ৬৯) 'পহিলহি কুল তুলসম উয়ল'। ২ (পদক ১৩২) উদিত হইল, 'বরতনু সুন্দর, উয়ল ভকত-জনসঙ্গ'।
উয়ে (কৃকী ৩৪২) দগ্ধ হয়, ২ (কৃকী ৩৪৬) উদিত হয়।
উৰ্দ্ধরায় (চৈভা আদি ১১।৫৯) উচ্চ স্বর, মুক্তকণ্ঠ।
উল্লাল (কৃকী ১৬৩) [উৎ—লল্+অচ্] ক্ষোভ।
উষষি (দ ৪৯) উচ্ছলিত হইয়া। ২ (বিদ্যা ২৭৫) দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া।

ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ

ঋতুপতি (পদক ৩১৪), **ঋতুরাজ** (পদক ১৪৬৬) বসন্তকাল।
ঋষি-[ষী]-কেশ (কৃকী ৩৫৬, ৯৯) হৃষীকেশ।
এ (চৈচ আদি ১০।৫৪) এই, ২ ইহা, ৩ সম্মুখবর্ত্তী—'এ সখী'। [মৈ°—এহ]। ৪ (কৃকী ১১১) হে।
এআ (কৃকী ৭৭) ইহা।
এইখনে (কৃকী ১০৬) এক্ষণে।
এই লাগি (চৈচ মধ্য ৯।৯৫) এইজন্য।
এক ইতি (কৃকী ১০১) এক-পুত্রবতী।
একক (চণ্ডী ৪৯৩) একত্র, ২ একাকী।
একগুটি (চৈচ মধ্য ১৪।২২৯) একগাছা।
একচাপ (কৃম) নিবিড়ভাবে, 'কৃষ্ণ আলিঙ্গনে রাজা হরে সর্বপাপ। আপাদমস্তকে লোম উঠে একচাপ'॥ ২ একত্র, সমবেত। ৩ (চৈভা মধ্য ৮) একযোগ।
একচিত (পদক ২৪৬) একমন।
একতান (চৈচ মধ্য ৬।২৩১) একান্ত।
একত্তর (বংশ ৩৮০) একস্থানে [সং—একত্র]।

একন্ত (পদক ৭০) একমনে, ২ (পদক ২১৯) একান্ত।

একবেলি (কৃকী ৩৮) একবার, 'একবেলি কাহ্নু মোর রাখুক সমান'।

একল,-লা,-লি (চৈচ) একাকী।

একশরী (জ্ঞান) একাকিনী, 'সখীগণ তেজি চলু একশরী'।

একসর (বিদ্যা ৯৪), **একসরি** (জ্ঞান ১২২), **একসরিয়া** (পদক ৩৩৬) একাকী।

একাইত (নির ৯) ঐক্যপ্রাপ্ত।

একাএক (বিদ্যা ১) একাকী।

একাকার (চৈভা মধ্য ১৩।১৫৬) সমাকৃতি, একত্র মিশ্রিত।

একাগ্র (চৈম মধ্য ৬।১৩৯) একাধিপতি, 'নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর দুইজন'।

একান্ত (পদক ২১৯) নিতান্ত, ২ (পদক ৬৮) নির্জন স্থান।

একান্তিক (রস ৭৪৫) ঐকান্তিক।

একিকালে (তর ৩।৬।৭৭) যুগপৎ।

একু (পদক ২৭৩, ক্ষণ ১৭।৮) একই। **-ইতি** (কৃকী ১০১) এক-পুত্রবতী, 'একুইতি মাএর ছাওয়াল'। **-মেলি** (পদক ৭৯) একত্র মিলিত।

একে (বপ) একদিকে, 'একে কুলবতী করি বিড়ম্বিল বিধি। আর তাহে দিল হেন পিরীতি-বেয়াধি'॥ ২ (পদক ২৭৭) একত্র।

একেশ্বর (চৈভা আদি ৪।৯৪) একাকী [পূর্ববঙ্গে কথ্যভাষায় প্রয়োগ]।

একৈক (চৈচ আদি ৯।১৭) প্রত্যেক।

একো (তর ১১।১১।২), **একোহি** (তর ১১।২১।৪) একটিও।

এখণ (কৃকী ৩০৮), **এখুনি** (কৃকী ১০৭) এইক্ষণেই।

এখো (কৃকী ২৪১) একটিও, 'এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে'।

এগাও (গৌত) অগ্রসর হও।

এড় (চৈভা আদি ৫।৭১) ছাড়, ত্যাগ কর। **এড়ান** (চৈচ আদি ৭।৩৫) পলান, বাদ পড়া। **এড়ু** (কৃকী ৩৮) ত্যাগ করুক।

এত (পদক) এই পরিমাণ, ২ (পদক ১৯৩) এরূপ।

এতএ (বিদ্যা ৫১৫) এইস্থানে।

এতনি (গৌত) এই।

এতবা (বিদ্যা ৪২২) এইমাত্র, ২ অথবা, ৩ এত।

এতহি (বিদ্যা ৯৪) এই দিকে।

এতহু (গোপ ১৩৭) ইহাও, ২ (ক্ষণ ২৯।৪) এতক্ষণ।

এতা (পদক ১৯১৮) এত। [হিং —এত্তা]।

এতিখন (দ ১১৯) এতক্ষণে।

এতেক (চৈচ মধ্য ২।২৫) এইরূপে, এই পরিমাণ।

এতেকে (কৃকী ১১৪) এই কারণে।

এত্‌নি (পদক ১৯৭৫) এইরূপ, [হিং—ইৎনা]।

এথা (চৈচ আদি ১৪।১৬), **এথাকে** (চৈচ অন্ত্য ২।৩৯), **এথাত** (তর ৩।৫।১৯) এই স্থানে।

এথাঁসি (কৃকী ১২১), **এথাহেঁ** (কৃকী ১৮১) এইখানেই।

এদানী (ভক্ত ১৫।১১) ইদানীং।

এদেহে (গৌত ৫।৪।৩৩) ওহে, হেদে, 'এদেহে রসিকবর, চলহে নদীয়াপুর'।

এনা (চণ্ডী ৩৫৫) এই, 'এনা রস যে না জানে'। **এনে** (বংশ ১৮৫৫) ইহাঁকে।

এবে (চৈচ আদি ৪।৪৮) এক্ষণে। [হিং মৈং—অব]। **এবেঁসি** (২৪, ১২৩) এখনই, ২ এখন সে।

এভোঁ (কৃকী ৩০) এতদিনেও, 'এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা-দরশনে'।

এমতে (চৈচ আদি ৩।৮৮) এইরূপে।

এয়ি (কৃকী ২০১) এই।

এসি (কৃকী ২৭১) এই।

এহ (তর ১০।৫১।৯৫) ইহা, এই।

এহনা (বিদ্যা ৫১৫) এমন।

এহা (কৃকী ১০), **এহাএ** (কৃকী ৮৫) ইহা, **এহাক** (কৃকী ৩৮) ইহাকে, **এহাত** (কৃকী ৫৫) ইহাতে। **এহি** (কৃকী ১) এই।

এহেন (পদক ৩৪৫) এইরূপ।

এহো (চৈচ মধ্য ৮।৫৯) ইহাও, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর'।

এহোপয় (বিদ্যা ১৭৬) এইভাবে।

এহো বাহ্য (চৈচ মধ্য ৮।৫৯) ইহাও বহিরঙ্গ কথা। ২ [বহ+ ণ্যৎ=বাহ্য] ইহাও অধিকারিভেদে শিরোধার্য, স্বীকার্য।

ঐছন (চণ্ডী) ঐক্ষণে, 'ত্যাজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান, ঐছন সে গেল চলি'। ২ (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) ঐরূপ। **ঐছে** (চৈচ) ঐরূপে। [সং—ঈদৃশ, প্রাং—এরিসো ; অপং —এইসা, হিং - ঐসা, মৈং ঐসন, এহন ; বাঙ্গালা—এহেন, হেন]।

ঐঁঠ (বিদ্যা ৯৮) উচ্ছিষ্ট।

ঐ ড়বৈঁড় (দা মা ২৭) বক্র।

ঐমত—তদ্রূপ।

ঐমনি (ভক্ত ১৬।২) তৎক্ষণাৎ।
ঐরি (পদক ২০৮৯) শত্রু।
ঐবী (দামা ২৭) দুষ্ট।
ও (পদক ৭১) ঐ, [সং—অদঃ, হিং—বহ্]। **ওই** (তর ১০।৮৩।২২) ঐ।
ওক (গৌত) গৃহ 'ওক শোকময়'।
ওকড়া (চৈভা আদি ৬।৭৮) ক্ষুদ্রাকার গুল্মবিশেষ।
ওকাদিস (বিদ্যা ৮) অন্যদিকে।
ওখলী (তর ১০।১০।৭৯) উদুখল।
ওছাওন (বিদ্যা ২৪২) বিছানা। [**ওছাওল** (বিদ্যা ৪১৪) বিছাইল]।
ওছী (বিদ্যা ২৩১) ভাল।
ওছেও (বিদ্যা ১২০) তুচ্ছ।
ওজ (পদক ১৭৮১) অব্জ, পদ্ম ; ২ (বিদ্যা ৪২০) ছলনা, আপত্তি।
ওঝা (চৈভা আদি ৪।৪৬) পণ্ডিত। ২ (চৈচ অন্ত্য ১৮।৫৩) ভূতের উপদ্রব-নিবারক চিকিৎসক [সং—উপাধ্যায়, প্রা°—উবঝ্ঝাও, অপং—উঅঝ্ঝা ; হিং°, মৈং°—ওঝা, ঝা]।
ওট (স্বর ৪৯) আড়াল, ২ গোপন, ৩ আশ্রয়। ৪ (রত্না) ওষ্ঠ।
ওঠ (পদক ২৯০২) ওষ্ঠ।
ওড় (কৃকী ২০৬) জবাপুষ্প [সং—ওড্র]।
ওড়নপাড়ন (চৈচ অন্ত্য ১৩।১৯) ওতপ্রোত, ২ গাত্রাবরণ ও তোষক।
ওড়নি (রাশে) নারীর গাত্রাবরণী। 'ওড়নি ঘোড়নী মাথে, দেখিয়া চলিবে পথে, লখিতে না পারে যেন আন'।
ওত (চৈচ মধ্য ২৪।১৫৬) দেহ-গোপন, আড়াল। [মৈং—ওৎ]।
ওতহু (বিদ্যা ৭১৪) ওখানে।
ওতায়ল (পদক ২৮৯৪) লুকাইল।
ওতে (বিদ্যা ৩০৮) গোপন।
ওথা (চৈচ অন্ত্য ১৮।৫৬) ঐস্থানে।
ওভরে * (বিদ্যা ৩১৪) ওদিকে।
ওয়াজ (পদক ৬৫৭) শব্দ। [ফাং—আরাজ]।
ওয়ারেঁ (পদক ১০৮৬) আঘাত করি। [হি—বার]।
ওর (চণ্ডী ৫৪১) সন্ধান। ২ (ক্ষণ ২।১০) প্রান্ত, সীমা। (পদক ৫৭) 'টুটব বিরহক ওর'।
ওরঝানা (বিদ্যা ২১২) জড়ান।
ওল (বিদ্যা ১২১) সীমা, ২ (বাণী ৬৩) ক্রোড়, ৩ বক্ষঃ, ৪ (স্বর ৮৪) ছলনা।
ওললয়ে * (বিদ্যা ৫৮৫) মিষ্টকথা বলে।
ওলা (গৌত ৩।২।৭৮) শর্করা-নির্মিত মিঠাই. ২ নাবান।
ওলাহ (কৃকী ১৫৩) অবতারিত কর।
ওলাহন (চৈচ আদি ১৪।৩৮) মৃদু ভৎর্সনা।
ওলে (বংশ ১৫১৭) সাথে, 'দেখিবার সাধ থাকে চল মোর ওলে'।
ওস্ (গৌ ২।২১) শিশির, হিম।
ওহ (বিদ্যা ৪৫২) সেই।
ওহাড়ন (কৃকী ৯), **ওহাড়ী** (কৃকী ১০০) আবরণ, 'নেত বাস ওহাড়ন দিআওঁ'।
ওহার (কৃকী ১৮৪) উহার।
ওহি (পদক ২৪৮৫) ঐ, ২ কুহুধ্বনি।
ঔখদ (পদক ৪২), **ঔখধ** (পদক ১৩১) ঔষধ।
ঔঘট ঘাটে (বিদ্যা ১৩২) আঘাটায়।
ঔটেট্যা (হি অ' দো ৩২) সিদ্ধ।
ঔপাধিক (চৈভা আদি ৮) উপাধি-জ
ঔরস (বংশ ১০) শুক্র, বীর্য ; 'পরীক্ষিৎ-ঔরসে জন্ম সারদা-তনয়'।

ক

ক (পদক ৪৩) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন, 'রাইক রাগ কহলি কহু মোয়'। ২ (পদক ৫২৮) দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন, 'ভাহুক সেবি।'
কই (চণ্ডী ১৪২) বলিতেছেন, 'ইহার উপায় কই'।
কইএ (বিদ্যা ১১১) কখনও।
কইল (কৃকী ৩৩৩) করিল।
কউকুক * (বিদ্যা ২৪) কৌতুক।
কউল (বংশ প ৮৪৭) স্বীকার। [আং°—কবুল]।
কউলতি (বিদ্যা৪৪৯) অঙ্গীকার। [আং°—কবুলিয়ৎ]।
কএলহ (বিদ্যা ৩৯৭) করিলি।
কওন * (বিদ্যা ২৬১) কি, 'অগেয়ানে কওন করয় বেভার'। ২ কোন্ জন ?
কওরে (বিদ্যা ১৪৯) হস্তে, গ্রাসে—'বড়েও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ'।
কংড়হর (হি অ' ১১) কর্ণধার।
কঁচুক (পদক ৪৫০), **কঁচুয়া** (বিদ্যা

৭৮০) কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি।
ককর (বিদ্যা ৩৪) কাহার।
ককে (বিদ্যা ৩৯৮) কেন। 'অবে ককে যতন করহ ইথি লাগি।'
ককৃখটি (পদক ২৫০৬) বানরীবিশেষ —'ককৃখটি উঠায় তান'।
কঙন (১৮১৪) কে? [হিং°— কৌন্]।
কঙল (দ ১০৬) কমল।
কঙলা (পদক ২৫৫৭) মিষ্টান্নবিশেষ, ২ (পদক ৬৫১) কমলানেবু।
কঙলি (দ ৮৫) কোমল স্ত্রী বাছুর।
কঙ্ক (তর ৫।৫।৫০) হাঁড়গিলা।
কঙ্কতি (পদক ২৯২০) চিরুণী [সং— কঙ্কতী]।
কঙ্কর (ভক্ত ৮।২) কাঁকর।
কচ (ক্ষণ ১।৫) কেশ। **-ভারা** (পদক ২৩২) কেশপাশ।
কচরনা (স্মর ৭০) পূর্ণকাম করা, ২ পদদলিত করা।
কচাল (কৃকী ৭০) বৃথা বাক্‌কলহ।
কচালন (দ ৭০) মর্দন করা। রগড়ান।
কচালিয়া (ভক্ত ৫।৭) কদর্থনা।
কচুঁক (পদক ৪৫০) কঞ্চুক, কাঁচুলি।
কচুক (পদা ২৬১) বর্ম, 'অদভুত পুলক কচুক'। [সং—কঞ্চুক]।
কচোল (স্মর ৯৫) কটোরা [পাত্র-বিশেষ]।
কছু (রতি ২। প ৬) কিছু। (বিদ্যা) 'নব অনুরাগিণী রাধা কছু নাহি মানয়ে বাধা'।
কজ্রোন (বিদ্যা ৩৭৯) কিসের।
কজ্রোনক * (বিদ্যা ৪০৩) কাহাকে?
কঞ্চল (জপ ৪৩) কাঁচলি।
কঞ্চু (নপ) গাত্রাবরণ। ২ (গৌত) কমল।
কঞ্চুক (ক্ষণ ৪।১৭) কাঁচুলি। ২ (পদক ১৪৮৩) বর্ম। ৩ (গৌত) বস্ত্র।
কঞ্জ (গৌ ১৷৯, পদক ২৭৮) পদ্ম, ২ (গৌত) কেশ।
কট * (বিদ্যা ৫৩০) প্রতিশ্রুত সময়ের অবধি।
কটক (পদক ২৫৬১) চরণের অলঙ্কার-বিশেষ।
কটরি (পদক ২৭১) বাটি, পেয়ালা।
কটা (চণ্ডী ১২২) পিঙ্গলবর্ণ, ঈষৎ গৌরবর্ণ।
কটাখ, কটাখি (পদক ১৫০) কটাক্ষ।
কটাব (বট) গিরিপথ, ২ কর্তিতাংশ।
কটাবলি (পদা ৪৮৯) কর্তিত করাইল, —'বিহি কটাবলি'।
কটীলা (বাণী ৫৪) কণ্টকযুক্ত, ২ সূক্ষ্ম।
কটু (দ ৬৩) তীব্র, ২ প্রচণ্ড, ৩ অপ্রিয়। ৪ বিরস, ৫ কুৎসিত।
কটুআ (কৃকী ৭৫), **কটোরে** (কৃকী ৯১) কৌটা, বাটী।
কটোর (ক্ষণ ৯।৮) বাটি।
কটোরবা (বিদ্যা ২০), **কটোরা** (প্রা ১১।৩), **কটোরি** (চণ্ডী) বাটি, কৌটা—'একে তনু গোরা কনক কটোরা'।
কঠ * (বিদ্যা ৪৮৫) কঠিন।
কঠজীবি (বিদ্যা ১৯৩) কঠিন-প্রাণ।
কঠলা (হিগৌ ১৫) বালকের কণ্ঠহার।
কঠা (রস ২০১) কটাহ, বহিরাবরণ।
কঠাউ (র° ম° পূর্ব ৬।৬) খড়ম।
কড়ই (কৃকী ২০৭) শ্বেত শিরীষ।
কড়কড়ি (রসিক পূর্ব ১০।১০৪) রাজকর। [২ শুষ্ক পর্যুসিত]।
কড়কা (ভক্ত ১৬।১) কষ্ট, দুঃখ।
কড়চা (চৈচ অন্ত্য ১৩১) দিনলিপি। স্মারক লেখা।
কড়ছ (পদক ২০৩) কোঁচড়। ২ (বিজয় ৪৩।৬৪) কটিতট: 'কড়ছের রত্ন মুই হারানু গোপালে।'
কড়হার (বিদ্যা ৭৬৫) নৌকার হাল।
কড়া (কৃকী ১০৬) কপর্দক।
কড়ার (চৈচ অন্ত্য ১১।৬৬) প্রসাদি চন্দন। [২ স্থিরতা, ৩ অঙ্গীকার]।
কড়ি (চৈচ আদি ১৩।১১১) কড়া, ২ (চৈচ মধ্য ৪।৬৯) দধি ও বেশম-যোগে প্রস্তুত অম্লজাতীয় খাদ্য-বিশেষ।
কড়িপাতি (চৈভা আদি ১২।১৩২) পয়সা-কড়ি, খরচপত্র।
কড়িবউলি (চৈচ আদি ১৩।১১২) কটিবলয়। ২ কড়ি ও বকুলবীজ। ৩ কড়িগাঁথা বলয়, ৪ কর্ণাভরণ-বিশেষ।
কঢ়ী (কৃকী ১১২) কর্ণাভরণভেদ। ২ (কৃকী ৩৭) মূল্য।
কণআ (কৃকী ৭৯) কনক।
কণভর (পদা ৬৭২) বিন্দুসমূহ—'শ্রম-জল কণভর বিপুল পুলককুল সঞ্চরু সকল শরীর।'
কণ্ঠী (ভক্ত ১৫।১১) বৈষ্ণব-ধার্য গলার মাল্যবিশেষ।
কণ্ঠোআল (কৃকী ৮১) কাঁঠাল।
কণ্ডুই (রসিক পশ্চিম ১৬।২৩) চাউল প্রভৃতি ধৌত করার পাত্র-বিশেষ। [কণ্ডোল-শব্দজ]।
কন্ন (কৃকী ৬) কর্ণ।

কত (স্বর ৩৬) কেন ? ২ (বংশ ৮১) কিছু পরিমাণ।

কতখণে,-নে (কৃকী) কখন ?

কতনে * (বিদ্যা ২৪১) কত ?

কতন্ত * (বিদ্যা ৪১০) কি ?

কতপরি * (বিদ্যা ৪৪৩) কেমন করিয়া ?

কতয় (বিদ্যা ১১১) কোথাও।

কতয়ে (ক্ষণ ৭।৫) কি প্রকারে, কি উপায়ে। ২ (পদক ১৮৩) কত ?

কতল (ভক্ত ২৬।১২) শিরশ্ছেদ, খুন [আ°—কৎল্]।

কতবে (বিদ্যা ৪৬) কতই বা। 'কতবে সহব মনসিজ অপরাধ'।

কতবেরি (পদক ৮২) কত বার।

কতবো (বিদ্যা ৭৯২) কত বা।

কতহুঁ (বপ ২৯।৫) কত কত, বহু —'কনকদণ্ড জিনি, বাহু স্ববলনী, কতহুঁ আভরণ সাজই।' ২ (বিদ্যা ২৪০) কখনও—'অপথে কতহুঁ নহি যাই'।

কতি (চৈভা আদি ৬।৯৮) কোথায় ? ২ কত ?

কতিক্ষণে (বিদ্যা) কখন ? 'কতিক্ষণে আওব কুঞ্জর-গমনী ?'

কতিহুঁ (পদক ১৭১), **কতিহেঁা** (বিজয় ১৮।৬) কোথায়ও। ২ (গৌত) কেন ?

কতী (কৃকী ২১৫) কোথা ?

কতুরী (রাভ ৩১।১১) কাঁচি, ২ বাণবিশেষ।

কতেক (চৈচ আদি ৭।৪৮) কত পরিমাণ ?

কথং কথমপি (চৈভা মধ্য ৮।১৫২) কষ্টেসৃষ্টে, কোনও প্রকারে।

কথাঁ (কৃকী ১০), **কথা** (কৃবি ২৮), **কথাউ** (কৃবি ১৬) **কথারে** (কৃবি ৭৩) কোথায় ?

কথাভাঙ্গা (চৈভা মধ্য ৪।৪৮) প্রকাশ করা।

কথি (বিদ্যা ৬৩৮) কিসের ? **-লাগি** (পদক ১৭০) কিজন্য ? 'সখি হম জীয়ব কথি লাগি' ?

কথিহুঁ (পদক ১৮) কোথাও। 'ঐছে কথিহুঁ না হেরিয়ে আর।'

কথু (চৈম আদি ১।৩০৪) কোথাও।

কথো (রস ৫১১) কত।

কথোক (চৈচ অন্ত্য ১০।২৬) কিছু পরিমাণ।

কথোজন (চৈচ আদি ১১।৫৪) কয়েক ব্যক্তি।

কদন (বপ) ক্লেশ, অবসাদ। ২ (কৃকী ১৫৫) পীড়ন।

কদনা (গৌত) খর্বকারী।

কদম্মা (পদক ২৫৫৭) কদ্‌মা।

কদর্থন (পদক ৮৭৯) বিড়ম্বনা। ২ কুৎসিত অর্থকরণ, ৩ নিন্দা। ৪ ঠাট্টা করা।

কন (কৃবি ১) কোন, কোন্।

কনক-কষিল (গোপ ১৯৪) বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

কনককেয়া (বিদ্যা ৬৯, ২০৫) কনকীয়া, স্বর্ণ-নির্মিতা।

কনকধুমপান (পদক ১৩৪১) অতি-কঠোর তপস্যাবিশেষ, ইহাতে ঊর্দ্ধ-পদে অধোমুখে অবস্থিত হইয়া অগ্নিশিখার অব্যবহিত স্বর্ণাভ ধূমপান করিয়া অভীষ্টলাভের জন্য তপস্যা করিতে হয়।

কনয় (পদক ৪) সুবর্ণ [সং—কনক]।

কনয়া (ক্ষণ ২।১, ১৫।৪) স্বর্ণ, 'কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি'—গোবিন্দ।

কনহা * (বিদ্যা ২২৭) কানাই।

কনিয়াঁ (স্বর ১৪) ক্রোড়।

কনিয়ার (বিদ্যা ৭০২), **কনিয়ালা** (বিদ্যা ২৫২) তীক্ষ্ণ।

কনুক (গৌত) কাহার ?

কনে (গৌত) বিবাহের পাত্রী, ২ কোথা হইতে ?

কনেঠ (বিদ্যা ৬) কনিষ্ঠ।

কন্ত (পদা ১৪৪) কান্ত—'কুলজ-কামিনীকন্ত'। ২ সুখী।

কন্ত (গোপ) কামদেব—'নন্দনন্দন কুলকামিনীকন্ত।'

কন্দ (রাভ ৪৩।১) গুড়দ্বারা প্রস্তুত খণ্ডাকার মিষ্টদ্রব্য। ২ (পদক ৮) মূল।

কন্দর (রস ৪৩) স্কন্ধ। ২ (পদক ৩৫০) গুহা।

কন্দল (পদক ২৪১৪) নীলবর্ণ পুষ্প-বিশেষ। ২ (পদা ২) নবাঙ্কুর, ৩ (বংশ ২৩০৭) কলহ।

কন্দুক (পদক ১২৪৬) ক্রীড়ার গোলক-বিশেষ।

কন্ধ (বংশ ৬৬৩৮) স্কন্ধ।

কপত (কৃমা ৩০।২৪) কপিথ। 'কপত বৃক্ষের পর মারিল আছাড়।'

কপার * (বিদ্যা ৪৩৬), **কপালি** * (বিদ্যা ৫৫৫) কপাল, ভাগ্য।

কপালী (পদক ১৯৭৭) কপাল-গণক, সামুদ্রিক-বেত্তা। ২ (পদক ২৬৯৮) দুর্ভাগ্যবতী,'কুটিলা কপালী'।

কপিথ (কৃকী ২০৭) কয়েত বেল।

কপিনাস (পদক ১২৭৮) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

কপিলা (কৃকী ১৭৩) কামধেনু।

কপুরু (বিদ্যা ২২৭) কর্পূর।

কপূরিত (পদক ৩০৮) কর্পূরযুক্ত।

কপোল (কৃকী ৩২) গাল, 'কপোল যুগল তার মহুলের ফুল'।

কভো, কভোঁ (কৃকী ২৫,৩৮৩) কখনও।

কমন (বিদ্যা ৪৪২) কে ? ২ (কৃকী ১) কোন্, কি ?

কমনজঞে * (বিদ্যা ২২০) কেমনে।

কমনিয় (পদক ২৪৫০) সুন্দর,কমনীয়।

কমনে (বিদ্যা ৫২) কোন্ ? ২ কোথায় ? কেমন করিয়া ?

কমল (পদক ১৬৩) জল, ২ পদ্ম।

কমলালয় (পদক ৩৫০) পুষ্করিণী।

কমলিনী (পদক ১০৯) পদ্মিনী নায়িকা, ২ (পদক ১৯৭) সুকুমারী, ৩ পদ্মের ঝাড়।

কমলিয়া (কৃমা ১৭।৩২) নবজাত, কোমলদেহ।

কমান (স্বর ৬) ধনুঃ।

কমুণ্ডল (চৈম ১৭৪।২৪৫) কমণ্ডলু।

কমোরা (হিগৌ ৮৯) মৃত্তিকা-নির্মিত বৃহৎ পাত্র।

কম্বু (পদক ৫৯) শঙ্খ, 'কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে'।

কয় (বিদ্যা ৬৭) করিয়া, 'মজ্জন কয় মাধবে বর মাগল'। ২ (চৈচ আদি ৪।৩১) বলে, কহে। **কয়ল** (ক্ষণ ৬।৭) করিলেন। **কয়লুঁ** (পদক ৪৮) করিলাম।

কয়া (চৈভা অন্ত্য ৮।১১৬) জলক্রীড়া-বিশেষ।

কয়িলে (কৃকী ৩৫৮,১৭৬) করিলে পর।

কয়েদ (ভক্ত ২ ৪) কারাদণ্ড [আ°]।

কর (পদা ৪৭) কিরণ, ২ (পদক ৭৯০) শুঁড়। ৩ (পদক ১৩০) হস্ত। ৪ (পদক ৫১) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন। ৫ (পদক ৭০৬) করিয়া [হি°—কর্]।

করক (বপ) রক্ত কাঞ্চন।

করকটি (পদক ২৬৫১) কাঁকুড়।

করকণ্টিয়া (হি অ° ৪২) গিরগিটি।

করকা (ক্ষণ ৯।৮) শিলা, ২ (ভক্ত ১৮।৯) সংশয়।

করগ (পদা ১৪৫) দাড়িম্ব। 'দশন মুকুতা যিনি কুন্দকরগ-বীজ' (বিদ্যা)।

করগহিঁ (পদা ২৯৪), **করগহী** (এ ৩১) হাতে ধরিয়া।

করঙ্গ (পদক ৩০৫০) কমণ্ডলু [সং —করঙ্ক]।

করঙ্গরবিন্দ (কৃকী ৬)করাঙ্গুলিবৃন্দ।

করঙ্গিয়া (চৈচ মধ্য ২৫।১৩৬) অলাবু বা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত জলপাত্রের বাহক।

করচ (চণ্ডী ৬) কটীদেশ। ২ কোঁচড়।

করচার (বিদ্যা ৫৪৭) হস্ত-চালনা।

করজ (স্বর ৬৪) নখ, ২ (বিদ্যা ৫২০) হাতে লেখা খত, দলিল। ৩ (পদক ৮১) পুষ্প-ভেদ।

করজাপ্য (রসিক পূর্ব ১২।৮২) জাঁতি, 'হাতে করজাপ্য ধরি গজেন্দ্র-গমনে। বিভা হৈতে রসিকেন্দ্র করিল প্রয়াণে'॥

করঞি (বংশ ৬৫৬৫) করেন।

করটক (গৌত) কাক।

করণ (ব্রম ১৬৪) সেবা, 'করণে কিঙ্করী'। ২ (পদক ১৯২৯) ক্রিয়া, ৩ রতিবন্ধ, ৪ (পদক ২৪৩৫) কর্ণ।

করণা (পদক ২৭২৭) রতিবন্ধ [সং —করণ]।

করণি (পদক ১২৫৭) কার্য।

করতহিঁ (পদক ১১) করিতেছেন।

কর-তার (বিজয় ২৮।১৩) মূল কারণ। **-তারি** (পদক ২৮৭০) করতালি।

করথি (বিদ্যা ১৯) করে। **করথু** (বিদ্যা ২৯) করুক্। **করন্তি** (কৃকী ৮৮) করিতেছেন।

করভ (পদক ২৬৫৬) হস্তিশাবক, ২ উষ্ট্রশাবক।

করম্বিত (ক্ষণ ২৬।৯) খচিত, ২ (পদক ১০১৩) সম্মিলিত।

করয়ে লাগানি (চৈচ মধ্য ১।১৬৩) বিরুদ্ধে বলে।

করসিঞা (চৈচ অন্ত্য ১৬।১১৭) আসিয়া কর। **করসি,-সী** (কৃকী ৩৩, ৩২১) করিতেছিস্।

করি (বংশ ৭৩) জন্য, 'রাজা হৈবা করি প্রভু কৈলা অধিবাস'। ২ (পদক ২৬০৮) করিয়া, করিল। **-বাক** (কৃকী ১৪) করিবার জন্য। **-হলি** (কৃকী ২৮) করিও।

করু (গৌত) করে।

করুণ (পদক ১৪৩০) করুণাযুক্ত, ২ লেবু-বিশেষ।

করুণা (বিদ্যা ১৫৬, পদক ৬৬) কাতরোক্তি, মিনতি বচন। ২ দীনতা।

করের (মামা ৩০) শক্ত, উৎকট।

করোঁ (পদক ১১৮) করি।

কর্ণপেয় (ভক্ত ৩।১) কর্ণরসায়ন।

কল (হি অ ক ৩) সুন্দর, ২ (পদক ২৪৩৪) অস্ফুট ধ্বনি। ৩ (বিদ্যা ৫৪৪) যন্ত্র।

কলই (পদক ২৩৫) কলধ্বনি করে।

কলধুত (গৌত), **কলধৌত** (পদা ১৯৬,জ্ঞান ২২) স্বর্ণ, ২ রৌপ্য [সং]।

কলনা (পদক ২৬৮) কলধ্বনি, কলরব।

কলপ (পদক ২৮৪) কল্প-পরিমিত কাল।

কলমলনা (উমা ৯৬) পুলকাঞ্চিত হওয়া।

কলমষ (পদক ১৯৫৪) পাপ।

কলমা (চৈভা আদি ১৬।৭৪) মুসলমান ধর্মগ্রহণের সময়ে বা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উচ্চারিত মন্ত্রবিশেষ [আ°—কল্‌মহ্]।

কলা (জ্ঞান) কর্মকৌশল, শিল্পাদি; 'কেবা না এতেক জানে কলা'? ২ (কৃষ্ণ) কলহ, 'কলা কুচা করে কৃষ্ণি বড়ই অবুধ'। ৩ (পদক ৬৩) চন্দ্রবিম্বের ১/১৬ ভাগ। **-আসন** (পদক ১৯৮৩) রতিবন্ধ।

কলাপ (পদা ১৬) ময়ূর-পিচ্ছ। ২ (গৌত ২।২।১৪) বিদগ্ধ, পণ্ডিত; ৩ (বংশ ২৫৩২) ভূষণ। ৪ (পদক ১৬৯৮) সমূহ।

কলাপক (পদা ৫৩০) সমূহ, ২ ময়ূরপুচ্ছ।

কলায়িলোঁ (কৃকী ১৩২) বশীভূত হইলাম।

কলাবতী (পদক ৬২) কামকলায় নিপুণা, ২ নৃত্যগীতাদিতে সুপটু। ৩ (ক্ষণ ১৬।৫) সুবিলাস-নিপুণা শ্রীরাধা।

কলাবিন্দু (রস ৯৭২) চন্দ্রবিন্দু।

কলাস (কৃকী ২০৬) অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

কলি (রাভ ৪০।৬) গণনা বা পরিমাণ করিতে। 'হেরিয়া রাধিকা কৃষ্ণ-স্নেহাধিকা, আনন্দ কে পারে কলি'। ২ (পদক ২২১৫) কলিযুগ। ৩ (চৈভা অন্ত্য ৪।৪৮৬) কলহ। ৪ (কৃকী ৩৯৭) কল্যই।

কলিআঁ (কৃকী ১৮০) মসি, কলঙ্ক।

কলিজা (পদক ১৭৩৭) হৃৎপিণ্ড।

কলিত (পদা ৩) রচিত, ২ (পদক ৩৩২, ২৫৯৩) জনিত। ৩ (পদক ৬৯) ধৃত।

কলী (স্থর ৫৫) কুসুম-কলিকা। ২ (কৃকী ৩৬৩) কলিকাল।

কলেবা (স্থর ১৩) প্রাতঃকালীন জলখাবার।

কলেশ (পদক ১৮৪২) ক্লেশ।

কলোক্তি (পদক ২৬৬৯) ক্রীড়াহেতু উক্তি, সংলাপ।

কলোল (স্থর ৯১) আনন্দ, ২ বিলাস। ৩ (হি স ৯০) ক্রীড়া।

কব (পদক ২৫৮) কহিব, ২ (পদক ৬১) কখন? [হি° মৈ°—কব]।

কবচ (বিদ্যা) অঙ্গীকার-পত্র। ২ (ভক্ত) অলৌকিক মন্ত্র।

কবজ (পদক ২০৫৬) বিক্রয়পত্রের আনুষঙ্গিক দখলের রসিদ। [আ°—কব্‌জ্]।

কবরী (বপ) খোঁপা।

কবহু (তর ৩।৬।৩৩), **কবহুঁ** (গোবিন্দ ১৩১) কখনও [মৈ°]।

কবার * (বিদ্যা ২০৪) কবাট।

কবাল * (বিদ্যা ৪৭২) কবাট।

কবিলাস (রস ৬৪) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

কবু (গৌত) কখনও।

কবুল (ভক্ত ১৪।৭) স্বীকার [আ°]।

কবেঁ (কৃকী ৩৫০) কোন্ দিন।

কষউটা (বিদ্যা ২১৩), **কষটিক** (পদক ১৯১৮) কষ্টিপাথর।

কষল (বিদ্যা ২৩১) কষিলে।

কষিত (পদক ২৮) কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত।

কষিল কাঞ্চন (পদক ২৮) কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত স্বর্ণ।

কষৌটী (বিদ্যা ৩৬০) কষ্টিপাথর।

কষ্টস্পষ্ট (চৈচ মধ্য ১৬।২৫৮) অতিক্লেশ।

কসত (স্থর ২৬) কষা হয়।

কসমসি (বিদ্যা ৫৬৭) যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য। 'বিরহক কসমসি নিন্দ নাহি হয়।'

কসা (চৈভা অন্ত্য ৫।৫৩৯) খচিত, 'সোণা মুক্তা হীরাকসা বই নাই আর'।

কসাল (কৃকী ৮১) অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

কসিনী (পদক ২৮৭২) পরিধানকারিণী।

কসৌটিক (পদা ৪৮৯) কষ্টিপাথর।

কসৌটী (বট ১৩৪) নিকষ-পাষাণ।

কহওঁ (কৃকী ১৬) কহি, বলি।

কহ দহু (বিদ্যা ২৪৯) বলিয়া দাও।

কহন (বিদ্যা) বর্ণনা, 'আজুক কৌতুক কহন না যায়'।

কহন্তি (বংশ ৪১৪৬) কহেন।

কহলম (পদা ২১৭) বলিলাম।

কহবা (বিদ্যা ৫৫৬) কহিতে, শিখাইতে।

কহসি (ক্ষণ ২৫।৩) কহিতেছে।

কহহ জনু * (বিদ্যা ২৫৬) যেন বলিও না।

কহা (হি অ° দোহা ৫) কি? **কহাকহি** (র° ম° পূর্ব ৪।৬৯) কথাবার্ত্তা।

কহি (কৃকী ৮) কোথায়? [হি° —কহী]।

কহিনী (বিদ্যা) কথা, বিষয়। 'তোরি কহিনী দিন গমাব'।

কহিল (পদক ৭৩৬) বলার যোগ্য।

কহী (কৃকী ৪৪) কোথায়? ২ কহে।

কহুঁ (নির ৩) কিছু, ২ (বপ) কহে।

কহু (ক্ষণ ১।৪, রতি ১। প১) বলিয়া থাকে।

কহুঁ (হিঅ, দো ৩৩) কোথায়ও। ২ (পদক ২১৫৭) কহে।

কহেঁ। (চৈচ আদি ৮।১২) কহিতেছি।

কা * (বিদ্যা ৪৫৫) জায়গা।

কাইত (বংশ ২০৮২) একপার্শ্বে অবনত।

কাইল (গৌত ৩।২।১২০) গত কল্য।

কাএ (কৃকী ২৯৫) কাহাকে? ২ (কৃকী ৩৬৯) কায়া।

কাএর * (বিদ্যা ৫০) কাপুরুষ।

কাঁ (দ ৪) কাহার ? ২ (বিদ্যা ৩৭৯) কেন ?

কাঁই (প্রেচ ৪।৬) কান্তি—'শ্যাম মরকত কাঁই'।

কাঁইএ (বিদ্যা ৪৪২) কেন ?

কাঁকর (চৈচ মধ্য ১২।৯০) কঙ্কর।

কাঁকড়া (কৃম) কর্কটাকৃতি পিষ্টক।

কাঁকাল (চৈভা মধ্য ৮।২৪৫), **কাঁকালি** (চৈম মধ্য ১৪।৬৫) কটি, কোমর।

কাঁখ (চৈভা মধ্য ১৮।১০৩), **কাখ** (কৃকী ৭৩) কোমর, ২ (ধা ২) কুক্ষি। ৩ কক্ষ।

কাঁখতালি (গৌত) বগলবাদ্য।

কাঁচ (পদা ২৮) সুকুমার, ২ (গৌত) সাজ, ৩ (কৃকী ৩৯) অপক্ক। **-আলিতে** (কৃকী ৪৩) ঝঞ্ঝাটে। ২ জমির কাঁচা বাঁধ (পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষা)।

কাঁচনি (পদক ২৯০), **কাঁচনী** (বপ ২৫।৪) সাজসজ্জা।

কাঁচর (পদক ২০০), **কাঁচলা** (বিদ্যা ৫৯), **কাঁচুয়** (বিদ্যা ৪১), **কাঁচুয়া** (গোবিন্দ ৬০) কঞ্চুলিকা।

কাঁজি (চৈম মধ্য ১৫।২১৬) আমানি, 'কাঞ্জিক'-শব্দজ।

কাঁটা (বপ) কণ্টক, 'ননদী বিষের কাঁটা'।

কাঁঠি (পদক ১১৬১) কণ্ঠী, কণ্ঠহার।

কাঁঠী (বংশ ৬০৭১) কণ্ঠী, কণ্ঠভূষণ।

কাঁড়ার(কৃকী ১৪৮) নৌকার হাল।

কাঁত (ক্ষণ ১।১) কান্তি, শোভা।

কাঁতিয়া (বপ ৮।১) কান্তি।

কাঁথ (বিজয় ৮৫।৬৫) মৃণ্ময় ভিত্তি, দেওয়াল।

কাঁথা-করঙ্গিয়া (চৈচ মধ্য ২৫। ১৭৬) কাঙ্গাল, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব যাঁহাদের ছিন্ন কন্থা ও করঙ্গই মাত্র সম্বল।

কাঁপ (বিদ্যা ২৫০) কলম। ২ কম্প, 'থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে'।

কাঁহা (চৈচ অন্ত্য ১৪।৩৪) কোথায় ? ২ (চৈচ অন্ত্য ৬।৩১৫) কি ?

কাঁহাতে (চৈচ অন্ত্য ১।৬১) কোনও স্থানে।

কাঁহাসো (চৈচ মধ্য ২।৭৫) কাহারও সহিত।

কাহুঁ (বপ ১৪।৭) কাহারও।

কাহে। (চৈচ আদি ৫।১১১) কোনও।

কাক (বিদ্যা ৬১১) কাহারও, 'কাক মুখে নাহি সংবাদই'।

কাকর (গোবিন্দ ১৩৭) কাহার ? 'কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ'।

কাকলী (পদক ৫৭৪) অব্যক্ত মধুর ধ্বনি।

কাখো (তর ১০।৩৩।৩৭) কাহাকেও।

কাগদ (বিদ্যা ৪২৪) কাগজ।

কাগুতি (বংশ ৬৭৪) কাতরোক্তি।

কাঙ্কড়ী (কৃকী ৮১) কাঁকুড়।

কাঙ্গালিনী (কৃম) দুঃখিনী।

কাচ (চৈভা মধ্য ১৮।৫, গৌত ৫।১। ২৬) বেশ, সজ্জা, পরিধান। ২ (পদক ৩৬৪) ভঙ্গুর দ্রব্যবিশেষ Glass.

কাচন (চৈভা অন্ত্য ৫।৬০৩) সজ্জা। ২ (জ্ঞান) রজ্জু,'বেত্র মুরলী কাচনি'।

কাচনি (রস ৬০) বন্ধন। ২ (পদক ২৯০) সজ্জা।

কাচুয়া (ক্ষণ ৮।৮) কাঁচুলি।

কাছ (রা ভ ৩২।১) সূক্ষ্ম বিচিত্র রংএর বস্ত্র। 'নীল পীত কাছ, কটিতটে স্বচ্ছ, ভালে শোহে রঙ্গ-রেখা'। ২ (গৌত ৫।১।২৬) কচ্ছ, কপটবেশ। ৩ (দ ৩১) বেশ, সাজসজ্জা। ৪ (কৃকী ২৫০) কক্ষ।

কাছন (তর ১০।৫৪।৩৫), **কাছনি** (রসিক পূর্ব ৭।৬৮) সাজসজ্জা। ২ (ব প) বাঁধন—'নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাছনি'।

কাছা (বিদ্যা) নিকটে যাওয়া, 'বামহস্তে হেম তাল আনিয়া কাছায়'।

কাছাড় (চণ্ডী) আছাড় পড়া, 'কাছাড় খাইয়া পড়ে'।

কাছিএগ (ব প) বেশ-বিন্যাস।

কাছিনী (স্থর ৩১) মালিনী।

কাজর (ক্ষণ ৪।৩) কজ্জল। ২ (পদক ১৯৮৩) কার্য, ৩ প্রয়োজন।

কাজি (চৈভা আদি ১।১৩০) মুসলমান বিচারপতি [আরবী]।

কাঞী (বিদ্যা ৬৫৫) কেন ?

কাঞ্চ (কৃকী ৩০) কাঁচা, অপক্ক।

কাঞ্চুলী (কৃকী ২৮) কাঁচুলী [সং— কঞ্চুলিকা]।

কাটন (চৈচ মধ্য ২।৫৯) উদ্যাপন।

কাটার (কৃকী ২৭৭) অস্ত্র, 'কাটারত ভর করি তেজিবোঁ পরাণে'। [সং— কর্ত্তরী]
কাটারি (দ ৯০) ক্ষুদ্র অসি।
কাটিল (কৃকী ১৫৭) কর্ত্তিত, 'কাটিল ঘাঅত লেম্বুর রস দেহ কত'?
কাঠদাপ (কৃকী ৪৮) বৃথা দর্প, আস্ফালন।
কাঠলাড়িকা (কৃকী ৮১) কাঠ-মল্লিকা।
কাঠি (ব প) তরবারির খাঁপ, 'কাঠি হৈতে খুলিয়া তলোয়ার রাখে কাছে'।
কাঠে (কৃকী ৪) পাতলা কাঠ।
কাড় (চৈচ মধ্য ৪।৩৭) উদ্ধার কর, ২ খোল 'ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ নয়নে লাগিয়া গেল'। ৩ বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লওয়া।
কাড়া (তর ১০।৮।৭৫) বাহির করা, 'আছে ত এখন ভাল, রাও নাহি কাড়ে'। ২ (কৃম ১৭।১২) করা। [**কাড়াইলা** (রসিক) দেখাইল]।
কাড়ান (র° ম° পশ্চিম ১৩।১৭) দেখান।
কাঢ়া (চৈচ মধ্য ৪।৩৭) বাহির করা।
কাঢ়ার (কৃকী ১৪৮) হাল, 'আপনেই ধরিল কাচার'।
কাঢ়ো (হি অ ৩২) কাথ।
কাণপাতা (কৃকী) শ্রবণ করা, 'কাহ্নায়ির বোলে কেহ্নে পাতসি কাণে'।
কাণা (চৈচ মধ্য ২।৩১) ছিদ্রযুক্ত অতএব অচল, 'কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সে শ্রবণ'। ২ (চৈম মধ্য ৩।১০৪) কলসীর ভগ্ন খণ্ডাদি।
কাণাকাণি (চৈচ অন্ত্য ৩।১৭) গোপন পরামর্শ।
কাণ্টনি (হি অ° ৫) কণ্টকপূর্ণ।
কাণ্ঠোআল (কৃকী ২০৬) কাঁঠাল।
কাণ্ড (কৃম) শর, বাণ।
কাণ্ডার (গীতগোবিন্দে গিরিধর) বস্ত্রগৃহ, তাম্বু। ২ নৌকার হাল।
কাণ্ঢার (কৃকী ৬৩, ১৫৮, ১৫৩) হাল, ২ নাবিক।
কাত (চৈভা মধ্য ৫।২১২) কাহার নিকট, কোথায়?
কাতর (কৃকী ৪৭) কাঙ্গাল।
কাতরি (পদক ২২০০) ঘানিগাছের সহিত বক্রভাবে সংযোজিত ঘূর্ণ্যমান কাষ্ঠ।
কাতা (চণ্ডী ৩৭১) কর্ত্তা, 'ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই'।
কাতি (চৈভা মধ্য ২০।১১২) কাটারি। ২ (বিদ্যা ৬৯) কান্তি।
কাতিক (ব প) কার্ত্তিক।
কাতুরি (গৌত ১।৩।৪৭) ঘানিগাছে বক্রভাবে সংযোজিত কাষ্ঠ, 'বিশ্বম্ভর গাছ তাহে কাতুরি গদাধর'।
কাতে (কৃকী ৪৩) কাহাকে?
কাতো (রস ৫১৭) কাহাতেও।
কাদব (বিদ্যা ৫০৪) কর্দ্দম।
কাদম্ব (রা ভ ২।২) কদম্ববৃক্ষসমূহ, 'কাদম্বে ময়ূরধ্বনি, কুসুমে ভ্রমরশ্রেণী'।
কাদম্বরী (চৈভা মধ্য ৫।৪৭) মদ্য।
কান (চৈচ আদি ১৩।১১৫) কানাই, কৃষ্ণ। ২ (কৃকী ২) অন্ধ। ৩ (কৃকী ৪৭) কর্ণ।
কানট (বিদ্যা ১১১) জীর্ণবস্ত্রখণ্ড।
কানড় (পদা ৫৫৮, পদক ১৫৭) নীলোৎপল, ২ (গৌত ২।৩।৮) কুণ্ডলিত কানড় সাপের আকারে বদ্ধ খোঁপা—কর্ণাটদেশে প্রচলিত কেশ-বিন্যাস, 'কোনো রামা পরে নেতের কাঁচুলি, কানড় ছাঁদে বাঁধে খোঁপা'। [**-ছান্দ** (চৈম আদি ৪।১৩৫) খোঁপা বাঁধিবার প্রণালী-বিশেষ]।
কানয়াত (বংশ ৩৫১৬) ['কনাৎ'-শব্দজ] পরদা।
কানরা (বিদ্যা ৫৮৫) কানাই।
কানা (রসিক দক্ষিণ ৫।১২) ছিন্ন বস্ত্র, ২ (চৈম মধ্য ৩।১০৪) কলসীর ভগ্ন খণ্ডাদি।
কানাড়া (গোবিন্দ) কেশ-বিন্যাস-প্রণালী, ['কানড়' দেখুন]।
কানা সোআঁ (কৃকী ৩০৬) কাণায় কাণায়।
কানি (সুর ১৮) মর্যাদা, ২ (দা মা ১৩) বিনয়, ৩ লজ্জা।
কানু (বিদ্যা) [সং—কৃষ্ণ > প্রাকৃত. —কণহ > বাঙ্গালা—কান, কানু, কাহ্নু] কৃষ্ণ; 'কানু হেরইতে ভেল পরমাদ'।
কানুন (বপ) আইন, ব্যবস্থা [আ°]।
কান্ত (গীগো) মনোরম, ২ (বিদ্যা) দয়িত, 'কান্ত রহু দূরদেশ'।
কান্দি,-ন্দী (চৈভা মধ্য ৯।৮৫) ফলের গুচ্ছ।
কান্দনা (চৈম ৯।৪৭) কান্না, রোদন।
কান্ধ (চৈচ মধ্য ১৯।২২২) স্কন্ধদেশ।
কান্ধা (বংশ ৬০৭৭), **কান্ধার** (পদক ২০৩) কিনারা।
কাপে কাপ (কৃমা ৬৪।২৯) দাগে দাগে মিলন, ২ নিশ্ছিদ্র ভাবে।
কাম (চৈচ অন্ত্য ৩।২৩৯) কার্য, ২ (কৃকী ৭) প্রীতিবিশেষ, ৩ (বংশ ২১৫) কামদেব।
কামঠ (কৃমা ২০।২৭) উদাসীন সাধু-গণের জলপাত্র।
কামন (পদক ৩৩৩) কামনা।

কামর (জপ ১৪) কামল, হীন, ছার।
কামসিন্দুর (বংশ ৫১৬) উজ্জ্বল লালবর্ণ উৎকৃষ্ট সিন্দূর।
কামা (পদক ২১৪) কার্য। ২ (পদক ২৫৪) কামনা।
কামান (বংশ ৩০৭৪) ধনু, ২ তোপ [ফা°—কমান] 'কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমাখানি'। ৩ (পদক ৬৩৭) ক্ষৌরকর্ম করা।
কামায়ন (পদা ৪৬৯) নির্মিত [মোহন—টী]।
কামায়ল (পদক ১৮৮৬) নির্মাণ করিল। **কামিলা** (র° ম° পশ্চিম ১০।৭৫) কারিগর।
কায় (চণ্ডী ৪২৮) কেন? 'দুঃখী হইয়াছ কায়'। ২ (পদক ১৪৬) কাহাকে? ৩ (পদক ৩২৯) কায়া, দেহ। ৪ (চৈভা আদি ২) কাহার?
কায়বার (গৌত ২।৩।৩) স্তুতি, 'ভাট গণে কহে কায়বার'।
কার (পদক ৬৪১) জ্বালাতন, ২ কর্মবিপাক, দায়।
কারণি (বিদ্যা ৪১২) কারণ, 'কারণি বৈদে নিরসি তেজলি'।
কারণ্যজল (রস ৮০৬) সৃষ্টির হেতু-ভূত কারণবারি।
কারা (পদা ২৩৫), **কারি** (বিদ্যা ৫২) শ্যামবর্ণ, কাল।
কারিকুরি (চণ্ডী) কারুকার্য্য।
কারো (হি অ ৪) ক্লেশ, পীড়া।
কাল (কৃকী ১) শ্যামবর্ণ। **-বশ** (চৈভা আদি ১১।১৩) মৃত্যু।
কালা (চণ্ডী) বধির, 'বুঝিলে না বুঝে কহিলে না সুঝে, তাহারে বলিয়ে কালা'। ২ শ্রীকৃষ্ণ, ৩ শ্যামবর্ণ।
কালি (কৃকী ২০২) আগামী কল্য, 'কালি হৈতেঁ যাবে রাধা মথুরানগর'। ২ (কৃম) কালিয়নাগ, 'কালিয়ে রুষিল গোবিন্দাই'।
কালিনী (কৃকী ২০২) যমুনা, 'কালিনীর তীরে'। ২ (কৃকী ৯৬) নিষ্ঠুরা, 'কালিনী মাএ মোর নাম থুইল রাধা'। ৩ (কৃকী ৯২) তমসাচ্ছন্না, 'কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জ্বালিআঁ পোহাওঁ'।
কালিম (পদক ১৮৮৬) কালিমা, কৃষ্ণবর্ণ।
কালিয়া (পদক ৩০) শ্রীকৃষ্ণ, ২ দূষিত, ৩ ময়লা।
কালী (কৃকী ৭০, ৪৯) কল্য, ২ কালিয় নাগ, ৩ মসি, কলঙ্ক। ৪ (কৃকী ৩৩১) কালিন্দী।
কাল্যা (কৃম মা ৬৩।১) কাল, 'কাল্যা মেঘে কৈল অন্ধকার'।
কাবেরী (বাণী ৬৩) হরিদ্রা, ২ (বিদ্যা ৬৪৩) কবরী।
কাশার (পদা ২৬৮) সরোবর।
কাষ্ঠজীবন (কৃম) সুখবিহীন প্রাণ, 'সে বিধি বিঘটনে কাষ্ঠজীবন হামারা'।
কাসন্দি (চৈচ অন্ত্য ১।১৪) কাঁচা আম সরিষা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত আচার।
কাসর (পদা ১৫৪) সরোবর।
কাসী (বিদ্যা ৮২১) কাশপুষ্প।
কাহ (বিদ্যা ৪৭৭) কেমন করিয়া? 'মঞে নীন্দে নিন্দা রুধি করঞো কাহ'। ২ (পদক ১৯৩) কাহার? ৩ (পদক ১৭৭৩) কাহাকে?
কাহাল (গৌত) বড় ঢাক, কাড়া।
কাহাঁ (পদক ২২৭) কোথায়? [হি°—কহাঁ]।
কাহিঁ (পদক ৪৫৮) কেন? [হি°—কেঁও]।
কাহিক (বিদ্যা ৪৭৭) কাহার?
কাহিনী (কৃকী ১৫) আখ্যায়িকা, ঘটনা।
কাহু (পদক ৯৩৭) কাহাতেও।
কাহুক (বিদ্যা ৪৩৮) কাহারও।
কাহেঁ (চৈচ অন্ত্য ১০।১১৬) কিজন্য, কেন? [সং—কথম্, অপ°—কহঁ, হি°—কেঁও]। ২ (পদক ১৯৩) কাহাকে? ৩ কাহাতে?
কাহোঁ (চৈভা মধ্য ৩।১৬৪) কাহাকেও।
কাহ্ন (পদা ২৬৪), **কাহ্নু** (বিদ্যা ১৪), **কাহ্নাই**,-ঞি—শ্রীকৃষ্ণ।
কি (পদক ৮৫) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন।
কিএ (বিদ্যা ৩৯) কি জানি, 'কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়'? ২ কেন, 'কিএ মঝু দিঠি পড়লি সসিবয়না'।
কিকে (কৃকী ৩৩) কেন?
কিঙ্কিণী (বপ) কটির আভরণ।
কিচ (জপ ৪৫) কাদা, পঙ্ক।
কিছ (কৃকী ১৪) কিঞ্চিৎ।
কিজে (পদক ২৮৬০) করুন [হি°—কীজিএ]।
কিঞ্চন (গোপ ৩৩৮) প্রার্থী, ২ (পদা ১৫) ধনী, ৩ অল্প।
কিঞ্চর (গৌত) লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টি।
কিঞ্জল্ক (রস ৪৩৪) পুষ্পরেণু।
কিড়া (পদক ৩৯৯৬) কীট, [সং—কীট, অপ°—কীড়]।
কিত (সুর ২৩) কোথায়?
কিতব (গোপ ২৮৪) ধূর্ত্ত, শঠ, কপট।
কিতা (বপ) গোছা, সারি [আ°]।
কিতাব (চৈচ মধ্য ২০।৪) পুস্তক

[ফা°—কিতাবৎ, আ°—কিতার] ২ (পদক ১০৬) কর্ত্তৃত্ব।

কিধোঁ (স্থর ৪৪) অন্যথা; ২ কোথাও হইতে।

কিনার (তর ১০।১৩।৬৯) তীর, নিকট।

কিমনে (কৃকী ২৯৫) কিরূপে?

কিমাকার (ভক্ত ৬।২) কিরূপ?

কিয় (বিত্তা ৪০৫) কেন? 'সুন্দরি নাহ কিয় করসি রোষ'।

কিয়া (ক্ষণ ১৫।৪) কেতকী পুষ্প, ২ (বংশ ৭৬।১৪) কেন?

কিয়ারী (কেমা ১১৯) পুষ্পশয্যা।

কিয়ে (ক্ষণ ৯।৪) কেন? ২ (গৌত ১।২।৪০) কিংবা? ৩ (পদক ৩৮১) একি? [প্রশ্নে]। ৪ (দ ৫০) কি? [হি°—ক্যা]। ৫ অথবা। ৬ (পদক ২৮৬৯) করিয়াছেন, [হি°]।

কির (বিত্তা) কিরণ, 'তাপর কির থির করু বাস'। ২ (বপ) টিয়া পাখী।

কিরিতি (পদক ৩০৫) কীর্ত্তি।

কিরিপাণ (কৃকী ৬৩) কৃপাণ।

কিলকা (হিগৌ ১৩) আনন্দধ্বনি করা। [**কিলকি** (স্থর ৯) হর্ষধ্বনি করিয়া]। **কিলকার** (হিগৌ ৮৭),

কিলকিলা (হিগৌ ৩৬) আনন্দধ্বনি।

কিলান (চৈভা আদি ১২।১৯৮) মুষ্ট্যাঘাত করা।

কিবে (ভক্ত ৪।১) কেন?

কিশলয় (বিত্তা ৮৫৪) নবপল্লব।

কিসক, -কে, কিসে, কিসেরে (কৃকী ২৩, ৪১, ৪৫, ১৫১) কেন?

কী (বিত্তা ৮৬) কি প্রকার? 'ইথে পর কী গতি দৈব সে জান'। ২ (পদক ৭৫) কি? কোন্?

কীজে (পদক ২৮৫৮) করুন [সম্ভ্রমে হিন্দীতে 'জে' প্রত্যয় হয়]।

কীড়া (চৈচ আদি ১৭।৫১) কৃমি [সং—কীট, অপ°—কীড়]।

কীদহু (বিত্তা ১৬১) কি, কিবা?

কীন (বিত্তা ৪৮) ক্রয় করা।

কীর (রাভ ২।৭, ক্ষণ ৫।৩) শুকপক্ষী।

কীরতন (গৌত) কীর্ত্তন।

কীরতিজু (স্থর ৭) শ্রীরাধার মাতা কীর্ত্তিদা।

কীল (পদা ৫১২) খিল, শেল।

কু (পদক ১৫৪২) উৎকল ভাষার ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন, শ্রীমুখচন্দ্রকু সৌরভ আউছ'।

কুঁঅর, কুঁয়র, কোঁঅর—কুমার।

কুঁড়িয়া (চৈচ মধ্য ২৪।২৫৪) কুটীর, [২ অলস]।

কুঁড়ী (কৃকী ৪৬) পুষ্প-মুকুল।

কুঁদ (চণ্ডী) খোদাই করা, 'এ বড় কারিকরে, কুঁদিলে তাহারে, প্রতি অঙ্গে মদনের শরে'।

কুঁবরী (হি চা ১০) কুমারী।

কুকথা (চণ্ডী) দুর্বাক্য, 'কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী'।

কুগয়াঁ (বিত্তা ১৪০) কুগ্রামবাসী।

কুচ (বপ) স্তন [সং]।

কুচ্ছিত (তর ৪।১।১৫০) কুৎসিত।

কুজা (কৃকী ২০৬) কুব্জক বৃক্ষ।

কুঝটি (পদক) কুয়াসা [সং— কুজ্‌ঝটিকা]।

কুঞ্জময়ান (কৃকী ৫২) মদনকুঞ্জ, ২ রতিবিলাস।

কুঞ্জরাজ (পদক ৩৮৯) নিকুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ।

কুট (কৃম) তুষহীন করা।

কুটা (চৈচ মধ্য ১২।১২৮) ক্ষুদ্র তৃণ-খণ্ডবিশেষ। ২ (তর ১১।১৮।৯) চূর্ণ করা, ছেঁচা, খণ্ড খণ্ড করা।

কুটি (চণ্ডী ৪৬৯) অংশ, ২ কুটীর।

কুটিনাটী (চৈচ মধ্য ১৩।১৪১) কপট অভিনয়, ছলনা, চাতুরী। ২ বাদানুবাদ, ৩ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয়।

কুটির (পদক ৬৫) কুটীর।

কুটিলা (পদক ২৫৬২) শ্রীরাধার ননদিনী।

কুট্টিম (পদক ২৫৭৯) বাঁধান ভিত্তি, মেজে।

কুটুল (পদা ৬৪০) কোরক।

কুঠী (ভক্ত ২১।১১) প্রকোষ্ঠ, কুটীর।

কুণ্ঠক (পদক ২৪৩২) কুণ্ঠাজনক, জয়কারী।

কুড় (জ্ঞান ৬) জড়, ২ অলস, ৩ কুষ্ঠরোগী।

কুড়ান (চৈচ মধ্য ১২।১২৮) জড় বা একত্র করা।

কুড়ুম (কৃকী ২০৬) বৃক্ষভেদ।

কুড়ো (হিঅ ৩) তুচ্ছ, ধূলামাটী।

কুঢ়িয়া (তর ৭।১।৪২) ছোট ঘর [সং—কুটীর]।

কুণ্ড (রস ৫৪৮) কমণ্ডলু, ২ জলাধার, ৩ দেবজলাশয়।

কুণ্ডলী (পদক ১৮৯৩) সর্প।

কুণ্ডিকা (চৈচ মধ্য ৩।৫৫) মালসা, পাত্রবিশেষ।

কুতঘাট (কৃকী ৪৪) দানঘাট, 'সব কুতঘাটে রাধা মোর মাহাদান'।

কুতি (বিত্তা ৩১০) কোথায়?

কুতুকল (রাভ ৬।৬১) কৌতুক করিল।

কুতুহলি (পদক ২৬৬) কৌতুকযুক্ত।

কুথলী (চৈচ অন্ত্য ১০।২৩) বড় থলী বা ঝুলী।

কুথা—কোথায় ?
কুথ্য (রাভ ২২।১৪) কোথা ?
কুন (গৌত) কোন্ ?
কুন্তল (পদক ৫৩১) কেশ।
কুন্দন (পদক ১০২) উজ্জ্বল, [হিং —কুন্দন]। ২ (ক্ষণ ২।১) উল্লম্ফন, ৩ পরাভব।
কুন্দল (রাশে) কলহ, ২ কুঁদা, চাঁচা ; 'কুন্দল কনক কহ্নাই হমহু'।
কুন্দার (পদা ৬০৮) যে কাঠমিস্ত্রী কুন্দের কাজ করে। ২ শিল্পী।
কুন্দি (বিদ্যা ২০) কুঁদিয়া, **-ল** (পদা ৬০৮) গড়িল।
কুপিল (কৃবি ৪৯) কুপিত, ক্রুদ্ধ।
কুবুধি (ক্ষণ ৯।৪) কুবুদ্ধি।
কুমার (চৈচ অন্ত্য ১৫।৫) কুম্ভকার।
কুমুদানন্দ (পদক ১৮) চন্দ্র।
কুম্ভ (পদক ৩০২) কলসী, ২ (পদক ২৫১) হস্তি-মস্তকের মাংস-পিণ্ড।
কুম্ভিলায় (বিদ্যা ৭৩৯) মলিন হয়।
কুম্হলানা (স্বর ৬২) শুষ্ক হওয়া, মলিন হওয়া।
কুয়র (কৃকী ৩৬৩) কুমার।
কুয়িলী (কৃকী ৭৫) কোকিল।
কুরুআ (কৃকী ৩১৮) তৈলাধার।
কুরুরয় (বিদ্যা ৭৯৪) মৃদুস্বরে শব্দ করে।
কুর্পর (চৈচ মধ্য ১।১৮২) অধীন, দাস।
কুল (কৃকী ১৬) বংশ, ২ পার, তীর ; ৩ (কৃকী ২৯৬) সমগ্র।
কুলআঁ। ঘাট (কৃকী ১০৫) খেঁয়াঘাট।
কুলজা (রস ৫৩৬) কুলবনিতা।
কুলপালী (ক্ষণ ২৪।৪) কুলবধূ।
কুলবুড়া (রাভ ৪৭।৩) কুলভ্রষ্ট।

কুলহি (স্বর ১০) শিশুর টুপি।
কুলান (চৈভা অন্ত্য ৫) প্রয়োজন মিটান। ২ (তর ১০।৯।৩৪) সঙ্কুলান হওয়া।
কুলি (গৌত পরিং ১।৭৭) সরু রাস্তা, গলি।
কুলিন-সাপিনী (পদক ৭৮৫) এক-জাতীয় সর্পী।
কুলিশ (পদক ২৯৩৬) বজ্র।
কুলুফে (চণ্ডী) বদ্ধ হয়, 'দেখিয়া জুলুফে মদন কুলুফে মন যে হৈল লোভা'।
কুল্লোল (চৈভা আদি ৬।৫৪) কুলকুচা [হিং—কুলকুলানা]।
কুবলয় (পদক ২৭৪০) নীলপদ্ম।
কুবুজ (চণ্ডী) কুব্জ, বক্রপৃষ্ঠ।
কুবোল (বপ) কটুবাক্য।
কুশণ্ডিকা, কুষণ্ডিকা (গৌত ২।৪। ৩১) বিবাহাদিতে অনুষ্ঠেয় বৈদিক অগ্নিসংস্কারবিশেষ [সং]।
কুশারি (পদক ৪৫০), **কুসিয়ার** (বিদ্যা ৫০৮) ইক্ষু। [পূর্ববঙ্গে কুশইর]।
কুসুম-শর (পদক ৭৫) কামদেব। **-সেজা** (কৃকী ১৪৮) পুষ্পশয্যা।
কুসুম্ভ (ভক্ত ১৮।১) কুসুমফুল।
কুহক (চৈভা আদি ১।৮৬) পুতুল-নর্ত্তক। ইন্দ্রজাল, ভেল্‌কি।
কুহকত (পদক ৫৬৪) কুহুধ্বনি করে।
কুহকি (পদক ৫৭) ভেল্‌কি, মায়া।
কুহয় (কৃকী ২০৭) কোহ, বৃক্ষভেদ।
কুহর (পদক ১৪৪) কূজন করা, কাকলি করা। ২ (পদক ২৪৬২) গর্ত্ত।
কুহরা (কৃকী ৬৮) গহ্বর।
কুহলন (কৃকী ২৯৬) কুহুধ্বনি করা।

কুহু (গৌত ৬।৩।২) কোকিলের ধ্বনি। **কুহুলিয়া** (পদক ১৮১৯) আর্ত্তনাদ করিয়া।
কুহূ (পদক ১৬৯৯) অমাবস্যা।
কূঅ (বিদ্যা ৯) কূপ।
কূক (স্বর ৮৯) কেকাধ্বনি।
কূপ (পদক ১৪৩) গভীর আধার।
কূল (পদক ৩০১) সমূহ [সং—কুল]। ২ (পদক ৭০৯) বংশ।
কূলআ ঘাট (কৃকী ৪২) খেয়াঘাট।
কূলে (বিদ্যা ৪৮০) ক্রূরতা, কপটতা, 'হে মাধব ভল ভেল কএলহ কূলে'।
কূহা (চণ্ডী ৮৬) কুজ্ঝটিকা।
কৃতান্ত (পদক ১৭৯৯) যম।
কৃপণ (গৌত পরিং ১।৫৩) নীচ, দীন। ২ (পদক ৫১৩) অদাতা।
কৃপাণ (পদক ৪০৯) তরোয়াল [সং]।
কৃপিণ (কৃকী ৬৪) কৃপণ।
কৃশিম (পদক ৭৮৯) কৃশ।
কে (পদক ৯৫৫) নিমিত্তার্থে ৪র্থীর চিহ্ন। 'জলকে যাই পথ না পাই'। ২ (পদক ১০৬) সম্বন্ধে ষষ্ঠীর চিহ্ন 'লোচনকে ধৈরজ পদতলে যাব'।
কেউ (গৌত) কে ?
কেওয়া (পদক ১৩৪৮) কেয়াফুল [সং—কেতক]।
কেকা (পদক ২০০২) ময়ূরের শব্দ।
কেকি,-কী—ময়ূর।
কেও (পদা ৪৪৮) কিরূপে, কেন ? 'কেও না আই কৃষ্ণ দূতীরে পুছয়'।
কেট, কেঠ (গৌত) কাষ্ঠময় পাত্র।
কেতন (গৌত ১।২।৫৫) গৃহ।
কেতাব (চৈচ আদি ১৭।১৪৯) পুস্তক। [আং—কিতার]।
কেদহু (বিদ্যা ৫০১) কেহ কি ? 'এহেন বিরহদুখ কেদহু সহঈ'।

কেনমণে,-মতেঁ,-মনে (কৃকী ২০৯, ১৬, ১০) কিরূপে, কি উপায়ে?

কেনা (কৃকী ৫১) কিরূপ? 'কেনা বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে'।

কেনি, কেনে (চৈভা আদি ৯।২২৩) কেন?

কেন্দু (কৃকী ২০৬) গাব বৃক্ষ।

কেমত (চৈচ মধ্য ৩।২৯) কিরূপ?

কেয়া (চৈচ মধ্য ১৪।৩৭) কেতকী পুষ্প।

কেয়ারী (গৌত ৫।২।২৯) বৃক্ষাদির আলিবদ্ধ ক্ষেত্রখণ্ড [সং—কেদার]।

কেরয়াল (চণ্ডী ১৪৪), **কেরাল** (কৃম) দাঁড়, ২ নাবিক।

কেরামতি (রসিক পশ্চিম ৭।৬৫) ঐশ্বর্য, অলৌকিক শক্তি [আ°—করামৎ]।

কেরোয়াল (পদক ২২০৩) দাঁড়, ২ (গৌত ১।৩।১২) কর্ণধার।

কেল (পদা ৪১) ক্রীড়া, ২ (এ ২) করিল।

কেলি (ক্ষণ ১।৪) কামক্রীড়া, ২ (পদা ২৩৪, জ্ঞান ১৮৮) করিলি।

কেবট (হি অ ১১) নাবিক, [সং—কৈবর্ত্ত]।

কেবরা (রমা ২৫) কেতকী পুষ্প।

কেবল (রস ১৭৩) অসহায়।

কেশর (গৌত ৩।১।৯) নাগকেশর, বকুল। ২ (পদক ২৬৫১) এক-জাতীয় সুবাসিত উদ্ভিজ্জ মূল [কেশুর; সং—কসেরু]। ৩ (পদক ৩২৫) পুষ্পরেণু। ৪ (পদক ২৭৯৬) জাফরান, কুঙ্কুম। ৫ (রস ১৮৯) অনুলেপন।

কেসু (বিদ্যা ২৩৬) নাগকেশর ফুল।

কেহ (পদক ১৮৩১) কে?

কেহু (পদক ৮১৬) কেহ।

কেহেন (কৃকী ১১), **কেহ্ন** (কৃকী ৩৩৫) কি প্রকার? 'দখিণ মলয়া বাঅ বহে। না জানো মো কেহ্ন করে গাএ'। **-জনি** (কৃকী ১২১) কেমন যেন। **কেহ্নে** (কৃকী ১০) কেন? ২ (কৃকী ৭৮) কেমন করিয়া?

কৈ (স্বর ৩৪) অথবা।

কৈছন (পদক ১৬৭) কিরূপ? [সং—কীদৃশ]।

কৈছে (চৈচ মধ্য ১৯।১২৫) কি প্রকারে? 'কহ—তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন'?

কৈতা (বংশ ৩৮৬০) কহিতে।

কৈফিয়ৎ (চৈচ অন্ত্য ৬।২০) বিবরণ-পত্র, ২ কারণ-নির্দেশ, ৩ হিসাব-নিকাশ [আ°—কইফিয়ৎ]।

কৈরব (রস ৪৬৭) কুমুদ।

কৈল (বংশ ৩৯৮৬) [কলি-শব্দজ] কলহ। [২ কহিল, ৩ করিল]

কৈবে (বংশ ৬৭৫৫) কহিবে।

কো (ক্ষণ ১।৪) কেহ কেহ, ২ কোন্? ৩ কে? [সং—কঃ, হি°—কো]।

কোই (পদক) কেহ, কোনও লোক, 'কোই কহত গোরা জানকীবল্লভ'।

কোইল (পদা ১১৪) কোকিল।

কোঁঅরী (কৃকী ১৬৯) কুমারী।

কোঁ-[কো]-অলী (কৃকী ৩৫৯) কোমলাঙ্গী।

কোঁঈ (বিদ্যা ২৪১) কুমুদিনী।

কোঁকড় (চৈচ অন্ত্য ৩।২০৮) কুঞ্চিত বক্র।

কোঁচড়—থলির আকারে পরিহিত বস্ত্রাংশ।

কোঁচা (চৈভা আদি ১৫।২৫) বস্ত্রাঞ্চল।

কোঁছোড় (ধা ১৫), **কোঁড়ছ** (ভক্ত ২১৮) কোঁছ, কোঁচড়।

কোঁড়া (পদক ১১৭) কুঁড়ি, কলিকা [সং—কুট্‌মল]।

কোঁদা (ধা ৪) খোদাই করা।

কোক (ক্ষণ ৫।৮) চক্রবাক [সং]।

কোকনদ (গৌত ৩।১।২৫) রক্তপদ্ম [সং]।

কোখ (কৃমা ৮২।৫) কুক্ষি, উদর। 'আমারে ধরিয়া কোখে জন্ম মাএর গেল দুখে।'

কোওন (পদা ৪৪৯) কোন্ ব্যক্তি? [হি°—কৌন্]।

কোঙর (চৈভা আদি ৬।৪২) পুত্র, সন্তান [সং—কুমার]।

কোঙারী (পদক ১০০) কুমারী, কন্যা।

কোট (স্বর ৪৯) দুর্গ।

কোটাল (পদক ২১৯৯) নগর-রক্ষক, চৌকিদার। ২ (ক্ষণ ২৫।২) আজ্ঞাঘোষণাকারী [সং—কোষ্ঠ-পাল বা কোট্টপাল]।

কোটিক (হিঅ ২), **কোটি হি কোটি** গোপ ৩৭০) কোটি কোটি।

কোঠরি চৈচ মধ্য ২১।৩৭) প্রকোষ্ঠ।

কোঠা (বংশ ২৪৯১) মন্দির, [সং—কোষ্ঠ]।

কোড়া (জ্ঞান ৫৭) মূল, অঙ্কুর [সং—কুট্‌মল]। ২ চাবুক [হি°]।

কোতবার (বিদ্যা ৫৮৩) কোটাল।

কোতোয়াল (চৈভা মধ্য ১৮।১০) নগর-রক্ষক [ফা°—কোৎবাল]।

কোথলি (পদক ৩০৫৪) ঝুলি।

কোথাত (চৈভা মধ্য ১৩।৩৫৩) কোথায়ও।

কোথালি (গৌত পরিশিষ্ট ১৬৯) ভিক্ষার ঝুলি, থলে।

কোন পাকে (চৈচ আদি ১২।২৮) কোনও প্রকারে।

কোন্দল (চৈভা আদি ৬।৪৪) বিবাদ [সং—কন্দল]।

কোন্ ভিত (চৈভা আদি ১১।৪০) কোথায়?

কোন্ মতে (চৈভা অন্ত্য ২) কি প্রকারে?

কোপথি (বিদ্যা ২৭৩) কোপ করে।

কোপিল (রস ৯৪৭) কুপিল, কোপ করিল।

কোমণ (কৃকী ৩৬) কোন্?

কোমর (পদক ১৩৬০) কটি [ফা°—কমর]।

কোয় (গৌত ৫।২।২১) কাহাকে? ২ (বিদ্যা ১৬০) কেহ। ৩ (পদক ৩৬৩) কে?

কোয়াড় (কৃমা ২০।২৬) দরজা [সং—কপাট, কবাট]।

কোর (পদা ৩৫২) ক্রোড়. ২ আলিঙ্গন।

কোরক (ব প) কলিকা।

কোরাণ (চৈচ মধ্য ২০।৪) মুসলমানদের মূল শাস্ত্র-গ্রন্থ—[আরবী—কুর্‌আন]।

কোরী (বিদ্যা ১৬৫) নবীন, কোড়া।

কোল (কৃকী ৫৭) আলিঙ্গন, ২ (কৃকী ৪৩৪) ক্রোড়।

কোলি (চৈচ অন্ত্য ১০।২২) কুল, বদরী।

কোহি (রতি ১। প ক) কোন্ কোন্ ব্যক্তি।

কোহে (বিদ্যা ৪৫৭) কেহ. ২ (বিদ্যা ৮৩৭) ক্রোধে।

কোহো (কৃকী ৩৮) কোনও।

কৌআ (বিদ্যা ৩৫৪) কাক।

কৌউন (গৌত) কোন্ কোন্ জন?

কৌঁধতী (স্বর ৪১) বিদ্যুৎপ্রকাশ হইতেছে।

কৌঁধনী (স্বর ৯) কটিভূষণ, মেখলা।

কৌড়ি, কৌড়ী (চৈচ অন্ত্য ৬।২৭০) কপর্দক, কড়ি।

কৌন্ (পদক ১৮১০) কোন্? [হি°]।

কৌনে (গৌত ২।৪।৪) কে, কেহ; (গৌত ৪।২।৫০) কিরূপে?

কৌরী (স্বর ৭৯) ক্রোড়, বক্ষঃস্থল।

কৌল (কৃকী ১৯১) ক্রোড়, আলিঙ্গন।

ক্রান্তি (বট ১৭৫) সৌন্দর্য।

ক্রোড় কোল বক্ষঃ; ২ কোটিসংখ্যা।

ক্রোশ (চৈচ মধ্য ৪।১৯৭) চীৎকার।

ক্রৌঞ্চ (বংশ ৫৮০৮) কার্ত্তিক।

ক্রৌঞ্চ-বাহন (বংশ ৫৮০৮) ময়ূর।

ক্ষমা (চণ্ডী ৩৫) উপশম—'নহে নিবারণ দ্বিগুণ বাঢ়ল, তাহে কিছু নাহি ক্ষমা'।

ক্ষরা (চৈম মধ্য ১২।১৪) বৃষ্টিহীন আবহাওয়া।

ক্ষীর (বংশ ৪০২৪) দুগ্ধ।

ক্ষীরিকা, ক্ষীরিণী (চৈচ অন্ত্য ১৮।১০৫) শসা। পূর্ববঙ্গে—ক্ষীরা।

ক্ষেণ (বিজয় ৪।৬৬) ক্ষণ, লগ্ন।

ক্ষেত্র (বংশ ৬৫৯৩) নারী।

ক্ষেত্রবার (বংশ ৬৬১১) বারনারী।

ক্ষেত্রি, ক্ষেত্রী (বিজয় ৭২।১৬৮) ক্ষত্রিয়।

ক্ষেপ (কৃকী) নিক্ষেপ করা।

ক্ষেপি (ধা ৩) পাগলী।

ক্ষেম (বংশ ৫৫৯৬) ক্ষমতাবান্। ২ ক্ষমা, ৩ ধৈর্য।

ক্ষেমা (পদক ৩০২৬) ক্ষান্তি, ২ (পদক ২৯৫২) সহিষ্ণুতা। ৩ (কৃকী ২০) মাপ।

ক্ষেয়া, খেয়া (চৈভা মধ্য ৯।১১০) নদীর পারাপার, ক্ষেপ।

ক্ষেয়ারি, খেয়ারি (চৈভা অন্ত্য ১।১৮৫) মাঝি।

খ

খঅ, খএ (কৃকী ১।১৫) ক্ষয়—'কইলেঁ আসুরের খএ'।

খএল * (বিদ্যা ৫৬১) খল।

খখন্দ * (বিদ্যা ১২০) হেঁয়ালি।

খখেটনা (দা মা ১৪) আঘাত দেওয়া।

খখেরা * (বিদ্যা ৮৪) কলঙ্ক।

খগপতি (পদক ২৮৮) গরুড়।

খগবারী (স্বর ৬) চন্দ্রতারাসম দীপ্তি-যুক্ত ভূষণ।

খঙ্গ (কৃকী ৬০) ক্রোধ। **খঙ্গান** (কৃকী ১৫৯) তর্জন করা।

খজানা (হিগৌ ১৫২) ধনভাণ্ডার।

খঞ্চিন (কৃকী ২৮৭) খচিত।

খঞ্চী (কৃকী ২০৬) লতাবিশেষ।

খঞ্জরিটা (পদক ২৪৬৮) খঞ্জন পক্ষী।

খটগ * (বিদ্যা ৭৯১) খট্বাঙ্গ।
খটপটি (উমা ৪৭) বিবাদযুক্ত। ২ (চৈচ অন্ত্য ৭।১৩০) কথা-কাটাকাটি।
খটমটি (চৈচ আদি ১০।২৩) বিরোধ।
খটি (চৈম আদি ১।৯৯) আবদার।
খট্‌খটি হাস (ক্ষণ ১।৬) অট্টহাস্য।
খড়িক (পদক ২৫৪৩, দ ১৯) গোষ্ঠ।
খড়িকার (রসিক পূর্ব ৫।৩) দৈবজ্ঞ। [২ কুৎসা]।
খণ, -ন (কৃকী ৩০৪) অত্যল্প সময়। (গোবিন্দ) 'খণে গোই রোই খণে হসই'।
খণ্ট (রসিক উত্তর ১২।৫) দুষ্ট। 'আচম্বিতে উত্তরিলা খণ্টের ভবনে।'
খণ্ড (কৃকী ১৩১) ছিন্নভিন্ন—'হিআ খণ্ড খণ্ড, নখের ঘাএ'। ২ (রস ৩১৬) বিনাশ। ৩ (চৈচ অন্ত্য ১০।২৪) গুড়, খাঁড়। ৪ (বংশ ৫২৫০) খণ্ডিত।
খণ্ডতরি (বিদ্যা ২৪২) ছেঁড়া মাদুর।
খণ্ডপুর (গৌত ৫।২।৩০) শ্রীপাট শ্রীখণ্ড।
খণ্ডফেণী (রসিক পশ্চিম ১৬।৯) বাতাসা।
খণ্ডব্রত (বংশ ৫২৫০) অসম্পূর্ণব্রত।
খত (গৌত পরিশিষ্ট ১।৪২) অঙ্গীকার-পত্র [আ°]।
খতখরিয়া (বিদ্যা ৪১৮) ক্ষতস্থানে লবণ দেওয়া।
খতেখতে (চণ্ডী ৫২৫) দলে দলে।
খদি (চৈম আদি ১।৫২৫) খই।
খদিপখা (রাভ ১৬।২৪) দেবসেবায় ব্যবহৃত পাখা।
খন (বংশ ২০৮২), **খনন** (পদা ২৯৪), **খনমিক** (গৌত) ক্ষণকাল।
খনরিখন (বিদ্যা ৩২৭) ক্ষণকালের জন্য।
খন্তিয়া (রতি ৫।প ১২) খননাস্ত্র [সং—খনিত্র]।
খন্দ (চৈম শেষ ১।২০) শস্য, ফসল। [সং—কন্দ ?]।
খন্দক (রস ২৩৪) খানা, গর্ত্ত। [ফা° —খন্‌দক্]।
খপুর (পদক ১০৮২) গুবাক, সুপারি। ২ (ক্ষণ ১৯।৮) তাম্বূল-বীটিকা।
খমক (গৌত ৪।২।৫৩) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।
খমসা (হিগৌ ৮০) সঙ্গীতভেদ।
খম্ভ (গৌত ৩।২।৫৯, জ্ঞান ৩৭) স্তম্ভ।
খয়রাত (ভক্ত ১৪।৩) দান [আ°]।
খর (বিদ্যা ১৩৫) সমুচিত, ২ তীব্র। ৩ উগ্র, প্রখর। ৪ (র° ম° উত্তর ৯।৬৭) স্রোত।
খরগ (পদক ২৪৯৩) খড়্‌গ।
খরল (কৃকী ৩১৫) বিষ, 'মরোঁ খরল খাইআঁ'।
খরশান (পদক ১৭৩৩) শাণিত [সং—খর-শাণ]।
খরা (দ ৩২) আতপ, ২ উত্তাপ [সং—খরতা]।
খরি (স্বর ২১) সত্য কথা। ২ * (বিদ্যা ৩১৫) খরস্রোত।
খরী (হি অ ৬) ভাল।
খরুকা (গৌত ৬।২।২৯) দন্তকাষ্ঠ।
খর্ব্বয়া পদক ২৬৫৭) খর্বকারী [সং —খর্বক]।
খল (পদক ২৪৭৫) দুষ্ট, ২ স্খলিত হয়।
খলখল (পদা ৫৪) কটু বাক্য। ২ (পদক ১৭০) খল্‌খল্‌ করিয়া।
খলন (পদা ৪৪২) স্খলিত হওয়া— 'ফারল নয়ন সঘন জল খলই'।
খলবল (চৈম সূত্র ২।৭৯) আকুল।
খলি (চৈচ মধ্য ১৪।৮৭) খইল, তৈলমল।
খলিত (দ ১০১) স্খলিত।
খবধ (বপ) ক্ষুব্ধ।
খবাসী (হিগৌ ৬৭) সেবা, দাস্য।
খসা (কৃকী ১৫৯) স্খলিত হওয়া।
খসু (বিদ্যা ৭০) খসিল।
খস্তুরী (কৃকী ২২৬) কস্তূরী।
খাই (চৈচ মধ্য ১৫।১৭৫) খাত।
খাআর (কৃকী ৭২) খাও।
খাওাই (কৃবি ৮৪) পরিখা, ২ প্রাচীর।
খাকার (পদক ২৫৮৬), **খাঁখার** (পদা ৩১৮) কলঙ্ক, অপবাদ।
খাঁখারী (পদক ২১৬৮) কলঙ্কিনী।
খাঁট (কৃকী ১৪১) ধূর্ত্ত, শঠ। 'লাগ পাইল কাহ্নাঞি যেহেন খাঁটে'।
খাঁড়া (চৈ ভা অন্ত্য ৫।৫৫২) খড়্‌গ [সং—খড়্‌গ]।
খাকারি (গৌত ৩।২।১) কলঙ্ক, নিন্দা।
খাখার (দ ৪২) কলঙ্ক।
খাগনা (বাণী ৪০) বিদ্ধ করা।
খাগি (বিদ্যা ৪৪৮) অভাব।
খাঙ (পদক ৭৯০) খাই।
খাজা (পদক ২৫৫৭) মিষ্টান্ন-বিশেষ [সং—খাদ্য ?]।
খাজুয়া (চৈচ অন্ত্য ৪।৫) চর্মরোগ।
খাট (চৈচ আদি ১৭।৯) পালঙ্ক।
খাড়া (চৈচ অন্ত্য ৬।২১২) দণ্ডায়মান।
খাড়ু) চৈভা অন্ত্য ৫।৭১৪) হাতের বা পায়ের বলয়।
খাণ,-ন (চৈভা আদি ৮।১৩৭) খণ্ড,

অংশ [সং—খণ্ড]।

খাণি, খাণিক, খানিক (কৃকী ৭৬) অল্পক্ষণ [সং—ক্ষণৈক]।

খাণ্ডা (তর ১০।৫৪।৬০) খড়্গ।

খান (গৌত ৫।৫।১৩) খনি। ২ (বংশ ৭৪১৩) স্থান।

খানখান (চৈভা আদি ৮।১৩৭) খণ্ড খণ্ড।

খানা (ভক্ত ২।৪) স্থান, কক্ষ, গৃহ [ফা°]।

খানি (চৈভা মধ্য ১২।২৪) টুকরা, খণ্ড। ২ (চৈভা মধ্য ৮।২৪৮) কিছুক্ষণ।

খাপ (পদক ১৮২৩) অস্ত্রাধার [দেশী]।

খাপড়,-র (কৃকী ৩১৮) খাপরা [সং—খর্পর]।

খাম্বা (ভক্ত ২৬।১) খুঁটি, [সং—স্তম্ভ]।

খার (বাণী ৯) থাল। ২ (পদক ৩৬৮) অশোধিত লবণ [সং—ক্ষার]।

খাল (চৈচ মধ্য ২।৪৭) গর্ত্তবিশেষ [সং—খল্ল]।

খালাস (ভক্ত ২।৪) মুক্তি, রেহাই।

খাস (চৈচ মধ্য ১৯।২৪) নিজস্ব, ২ স্বকর্তৃত্বাধীন [আ°—খাস্]।

খাসা (চৈচ অন্ত্য ৬।৩২২) উত্তম, উপাদেয় [আ°]।

খিচন,-নি,-নী (চৈভা অন্ত্য ৫।৩১৯) যোজনা।

খিঞ্চিল (কৃকী ১২৪) খচিত।

খিড়কি (পদক ২৫৬৩) বাড়ীর পিছন দিক [সং—খড়ক্কী]।

খিড়িক (দ ৯২) পক্ষদ্বার, ২ দ্বার।

খিতি (ক্ষণ ৭।১) পৃথিবী [সং—ক্ষিতি]।

খিনি (দ ৬৪) খেদান্বিত। ২ (পদক ১৯৭) ক্ষীণ।

খিরদ (কৃমা ৩।৩৪ ক্ষীরোদ সাগর।

খিরি (পদক ২৫৯৫) পরমান্ন, ক্ষীর। ২ (দ ৬) ক্ষীর-নির্মিত খাদ্যদ্রব্য।

খিরিণী (পদক ২৬৫১) ফলভেদ, কচি শসা।

খিল (বংশ ২৭১৬) সংক্ষিপ্ত। ২ (বংশ ২৯৩৮) অর্গল, [সং—কীলক]।

খিলান (স্থর ১২) খেলা করান।

খিলিকাঁতি (রসিক পশ্চিম ১৬।২২) জাঁতি।

খীণ,-ন (কৃকী ১২, রতি ৫।প ৭) ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত।

খীতয় (পদক ১৭১) ক্ষীণ হয়।

খীর (রাভ ৩৩।১১) দুগ্ধ [সং—ক্ষীর]।

খুজা (কৃকী ১১৬) অনুসন্ধান করা।

খুটিলা (বাণী ১।৪৩) কর্ণভূষণ।

খুদ (কৃকী ২৪২) ক্ষুদ্র। ২ (চৈভা মধ্য ২৪।৪৬২)। তণ্ডুলকণা।

খুপী (চৈম ৪৮।৩১৮) ছোট খোপ।

খুভী (বাণী ৪০) কর্ণশলাকা।

খুর (চৈভা মধ্য ৩।২৪) ক্ষুর।

খুরলি (পদক ২৪৩৪), **খুরলী** (পদা ৩১) অভ্যাস, পুনঃ পুনঃ সাধন।

খুরি (দ ৯৬) ছোট পাত্র [দ্রাবিড়ী]।

খুসি (পদক ১৯৮) আনন্দ [ফা°]।

খুস্থণ (বপ) কুঙ্কুম [সং—ঘুসৃণ]।

খেউ (হি অ° ১১) কর্ণধার।

খেওা (বংশ ১৯৮৪, ২০১৮) খেয়া, ২ খেয়ার কড়ি।

খেওানি (বংশ ২০৬০) যে খেয়াপার করে।

খেঁচা (তর ১০।১৬।১২) আকর্ষণ করা।

খেচনি (বংশ ৪৩৮০) খচিত, জড়াও-কাজ-বিশিষ্ট।

খেজমত (ভক্ত ২১।৪) সেবা, আদর।

খেএোব (বিদ্যা ৭৬২) ক্ষমা করিও।

খেড় (কৃকী ১৩১) শুষ্ক তৃণাদি।

খেড়া * (বিদ্যা ৫৯৯) খেলা।

খেড়ি * (বিদ্যা ৩৪৯) খেলিয়া।

খেড়ী (কৃকী ৭৯) খেলাধুলা। ২ (তর ১০।৬১।৬১) পাশার ঘুঁটি।

খেণে খেণে (পদা ২৪২) ক্ষণেক্ষণে।

খেত (তর ৫।৬।১৯) ক্ষেত্র।

খেতাব (ভক্ত ২।৪) উপাধি [আ° — খিতাব]।

খেদাড়া (ভক্ত ১০।৭), **খেদান** (রস ১৩৪) তাড়ান।

খেনেখেনে (পদক ৫৪) ক্ষণে ক্ষণে।

খেনেক (দ ৫৪) এক ক্ষণ।

খেপা (চৈম ৫১।৫৭৪) পাগল।

খেমা (কৃকী ৩০৪) ক্ষমা।

খেয়া (পদক) নদী পার করা, [সং—ক্ষেপ, অপ°—খেব]।

খেয়াতি (পদক ১৭) খ্যাতি।

খেয়ার,-রি-রী (কৃম) পাটনী।

খেয়াল (বংশ ৬৪৩৩) সখ [আ° খ'য়াল্]।

খেরৌ (হি অ° ১) গ্রাম।

খেল (পদক ৭৯) খেলা।

খেলি (ধা ৪) বিনাশ করিলি ২ ক্রীড়া [সং—কেলি]।

খেলু (পদক ১১৯৬) খেলোয়াড়।

খেব (বিদ্যা ১৩৪) খেয়া, নৌকা-যোগে পার হওয়া [অপ°]।

খোই (রতি ২। প ১) হারাইয়া, নষ্ট হয় [সং—ক্ষি-ধাতু]।

খোঁটা (গৌত ৩।১৯) কলঙ্ক [দেশী]।

খোঁপা, খোপা,-ম্পা (কৃকী ৩৫৮) কবরী।

খোঁয়াড়, খোঙাড় (ভক্ত ৭।১) গো-বরাহাদি পশু আটকাইবার স্থান [দেশী]।

খোড় (কৃকী ২) খঞ্জ [সং]।

খোদান (চৈচ মধ্য ২৫।১৮১) খোঁড়ান।

খোয়ারী (বংশ ৫৫৭৫) অভাগী।

খোয়েলহি (বিদ্যা ৮০৫) খুলিলেন।

খোরা (স্থর ৬৬) সঙ্কীর্ণ পথ।

খোলন (ক্ষণ ৩।৯) উন্মোচন করা।

খোল-মঙ্গল (পদক ২৩) শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের অধিবাসে মাল্য ও চন্দনাদিদ্বারা মৃদঙ্গের অভ্যর্থনা।

খোলা (চৈভা আদি ১২।২০৪) কলার পেটো। ২ খাপ্‌রা, ৩ খোসা, ৪ পাকপাত্র, ৫ (চৈভা মধ্য ৯।১৪০) খোঁড়। ৬ (তর ৭।২.২২৭) আবরণ।

খৌর (স্থর ৬৮) কপালে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি চন্দনলেপন।

খ্যান (চণ্ডী ৭২০) আখ্যান, বর্ণনা।

গ

গ (কৃকী ১০০) সম্বোধনে।

গঅ * (বিদ্যা ৭৭০) গজ।

গইএ * (বিদ্যা ৫২৯) যাইয়া।

গইড় (পদক ৬৮৮) খড়ের ঘরের চালের প্রান্ত—'গইড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া, আলাই বালাই তার নিয়ে।'

গইয়ে (বিদ্যা ৭০২) গিয়া।

গএ * (বিদ্যা ১৩১) গিয়া, ২ * (বিদ্যা ১৬৭) গেল।

গএবা * (বিদ্যা ২২১) গাহিতেছে।

গঙার (পদক ২৫০৬) গ্রাম্য লোক, ২ অজ্ঞ।

গঙ্গ (বপ) গঙ্গা।

গছিল (ভক্ত ১৪।১) গ্রহণ করিল।

গজগড়ি (কৃকী ২৪০) গজগমন, 'জাএ গজগড়ি ছান্দে'।

গজমতি, গজমোতিম (জ্ঞান) গজমুক্তা।

গজহুগামিনী (পদক ৫৭) গজেন্দ্র-গামিনী।

গঞাবরা (বংশ ৪১৬৪) নবযুবক।

গঞ্জন (চা ১৭) তিরস্কার, কলঙ্ক। (চণ্ডী) 'গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে'। ২ (বিদ্যা) বাদ্য করা 'চরণকমল-পাশে যাবকরঞ্জন তাপর মঞ্জরী গঞ্জে'।

গঠ (স্থর ৪৯) গ্রন্থি।

গড় (কৃকী ৯৫) দুর্গ। ২ অতীত হওয়া, 'যৌবন গড়িলে মোর তনু হইবে লাউ'। [৩ নমস্কার, ৪ গর্ত্ত]।

গড়খাই (চৈচ মধ্য ১৫।১৭৫) পরিখা।

গড়না (স্থর ৫৫) বেদনা অনুভব করা।

গড়বড়ি (চৈচ মধ্য ১৮।১৬৮) গণ্ডগোল, কোলাহল।

গড়া, গঢ়া (কৃকী ১৪০) নির্ম্মাণ করা। ২ (চৈভা মধ্য ১৩।১৯) তাড়া, আঁটি।

গড়ি (বপ) গড়াগড়ি।

গড়িয়া (গৌত ১।৩৫৬) অত্যন্ত অলস। ২ গর্ত্তস্থিত—'হেন প্রভু নাহি মানে সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর'। ৩ (পদক ২২০৬) বন্য।

গড়ী (হিগৌ ৪৯) স্তূপ।

গড়ুপাত্রী (রাভ ৩০।১৮) পূজায় ব্যবহৃত জলপাত্র।

গঢ় (কৃকী ২০) দুর্গ। **-খাই** (চৈভা অন্ত্য ৫।৬০৬) দুর্গের চারিদিকের খাত বা পরিখা।

গঢ়ৈ (স্থর ৩৪) আঘাত করে, ঠোকে।

গঢ়োরি (হি অ° ৪) ঘোর।

গণ (কৃকী ২) ভক্ত, 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীর গণ'।

গণা (বিদ্যা) গণনা করা, ২ গণ্য করা, ৩ (চৈভা আদি ৬।৩৫) মনে করা।

গতা (বিদ্যা ১৪) গাত্র।

গতি (স্থর ১৫) গাত্র। ২ (চৈচ মধ্য ৬।১৯০) অবস্থা। ৩ পরিণাম। ৪ (বংশ ২৬১০, ২৩০৯, ২৫২০) গমন, ৫ স্বর-পদ্ধতি, ৬ আশ্রয়। ৭ (ভক্ত ১০।১১) অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

গতিক (পদক ১৭২৪) দশা, অবস্থা।

গদ (পদক ১৭২) রোগ।

গদে * (বিদ্যা ৫৪৭) গন্ধ।

গন্ধবহ পদক ২০০২) বায়ু।

গন্ধবাস (পদক ২৩) সুগন্ধি দ্রব্য ও বস্ত্র।

গভর (চৈম শেষ ১।৫৮) গহ্বর।

গমওলহ (বিদ্যা ১০২) কাটাইয়াছ, যাপন করিয়াছ।

গমক (পদক ২৮৮৫) স্বর-কম্পন।

গমা পূর্ণমী (র° ম° উত্তর ২।১০) শ্রাবণী পূর্ণিমা।

গমাউলি (বিদ্যা ৩০৩) হারাইলাম।

গমাএ (বিদ্যা ৩৬৩) কাটাইয়া, [**গমাওল** (বিদ্যা ৮৪) যাপন করিলাম। **গমাব** (বিদ্যা ১১৫) কাটাইব।]

গমার (বিদ্যা ১০৩), **গমারা** (বিদ্যা ৮০) মূর্খ। ২ গ্রাম্য।

গম্ভীরা (চৈচ মধ্য ২।৬) দেবমন্দিরের অভ্যন্তর [সং—গম্ভীর]।

গয়ন্দ (হিগৌ ৮৭) প্রকাণ্ড হস্তী।

গয়বা (বিদ্যা ৭৯৬) গাহিতেছে, 'বিদ্যাপতি কবি গয়বারে রস জানিয়ে রসমন্ত'।

গয়ালী (চৈভা আদি ১৭।১২) গয়ার পাণ্ডা।

গর (হি অ° ৯) গলা।

গরক (চা ৩৮) নিমজ্জিত।

গরগর (চৈচ মধ্য ১৭।২২৯) বিহ্বল, চঞ্চল, গদ্‌গদ ব্যাকুল।

গরজনী (দ ১০৫) গর্জন।

গরঞ্জালী (কৃকী ২৭৭) কলহপ্রিয়া।

গরয় (বিদ্যা ৭০৩) গলিতেছে।

গরল (বংশ ১৫২৩) বিষ, ২ সর্পবিষ।

গরল-সহোদর (বিদ্যা ৩৫৬) চন্দ্র।

গরব (পদক ১৪৭) অহঙ্কার। **-খাকি** (পদক ৫৪১) যে নারী নিজের গর্ব খাইয়াছে; গালি-বিশেষ। **-শোগি** (বংশ ১৯১২) স্ত্রীজাতীয় গালি-বিশেষ।

গরবা (বিদ্যা ৭৯২) গলদেশ।

গরবি (পদক ৪৭৩) গর্বিত।

গরসত * (বিদ্যা ১৩০) গ্রাস করিবে।

গরাণি * (বিদ্যা ৮৫০) ঘৃণা।

গরাস (পদক ৭১৪) গ্রাস।

গরিমা (কৃম) উৎকর্ষ।

গরিব (চৈভা অন্ত্য ৪।৫৩) নির্ধন। [আ°—গরীব্]

গরিষ্ঠ (কৃম) নিপুণ।

গরীম (পদক ১৭৯) গৌরবান্বিত।

গরুঅ (বিদ্যা ১১১) ভারি। ২ (কৃকী ৯১) দুর্ভর, স্থূল।

গরুড়াঞ্চন (রস ১৮২) গরুড়চিহ্ন-শোভিত।

গরুতহিঁ (পদা ৪২৯, গোপ ২৬৪) হংস—[মোহন]। 'মাথুরদূত করি গরুতহিঁ মানি'।

গরুয় (বিদ্যা ৭৩) গুরু।

গরুবি (বিদ্যা ৪৪৫) দুর্লভ, গুর্বী; গুরু।

গর্দান (ভক্ত ২০।১১) ঘাড়, গলা; [ফা°—গর্দন্]।

গর্ধৌ (স্থর ১৫) গলিল।

গর্বীলা (বাণী ২৪) অহঙ্কারী।

গল (কৃকী ২০১) কণ্ঠধ্বনি।

গলিয়ারা (হিগৌ ৮৯) গৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠ।

গলুইয়া (গৌত ১।৩।২২) নৌকায় যে মাঝি পাল ঠিক রাখে।

গবউ (বিদ্যা ৫০৬) গব্য।

গবাখ (পদক ৩০৭১) গবাক্ষ।

গবাশন (গৌত ৪।৫।২৮) যবন, চণ্ডাল।

গবি,-বী (পদক ২৫৭) গাই।

গবিতহুঁ (বিদ্যা ৮১২) গান করিতাম।

গহ (ক্ষণ ১৯১৯) গ্রহ। ২ (পদা ৬১৪) কুগ্রহ। ৩ (পদা ৪৭০) আগ্রহ [মোহন]।

গহন (পদক ২৯৭৫) কানন। ২ (পদক ৯১) নিবিড়, ৩ (পদক ১৪৩৬) ভিড়। ৪ (কৃকী ১৮৪) পথ। ৫ (চৈভা মধ্য ৬।২৩) গম্ভীর।

গহয় (বিদ্যা ৫৭৪) কাড়িয়া লয়।

গহল (চৈভা আদি ১৫।৮৮) ভিড়।

গহবর (বিদ্যা ৭৩৫) বিষাদপূর্ণ— 'মন মোর গহবর'।

গহি (গৌত ২।৪।৩) গ্রহণ করিয়া।

গহির * (বিদ্যা ৪৫৪) গভীর।

গহীন (পদক ৭০৪) গভীর, দুর্বিগাহ্য।

গহু (হি অ ১৭) তাবীজ। ২ (পদা ৮৮) গ্রহণ বা ধারণ করে।

গহেরী (স্থর ৬১) সাতিশয়।

গহৈ (হি দোহা ১১) গ্রহণ করুক, ২ ধরে।

গা (পদক ১২২) গাত্র; ২ (পদক ৩০৫১) গিয়া, 'কবে ব্রজে বসিব গা বৈষ্ণব নিকটে'। ৩ সম্বোধন-সূচক অব্যয়; হাঁগা, কেগা।

গাঅ (কৃকী ৮২) গাত্র।

গাউনী (বিদ্যা ২৩৯) গায়িকা।

গাউ (স্থর ২৩) গ্রাম।

গাও (বংশ ২০৫৩) গাত্র।

গাং, গাঙ, গাঙ্গ (কৃকী ৪৮) গঙ্গা। 'তোক্ষে গাঙ্গ বারাণসী সরুপৈসি জান'।

গাঁটি, গাঁঠি (পদক ২২৭) ছিন্নবস্ত্রের

গ্রন্থি [সং—গ্রন্থি]।

গাঁঠিক (পদা ৫৪৫) গ্রন্থিযুক্ত।

গাঁঠিছড়া (ভক্ত ২৬।৮) বিবাহকালে বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের বন্ধন।

গাঁথলি (বিদ্যা ৭৬) গাঁথা। 'জনি গাঁথলি পুহপ মালা।'

গাঁথা (দ ১৪) গ্রথিত, ২ সংশ্লিষ্ট।

গাগর (গৌত ৬।৩।২৭, হি চা ৪৫), **গাগরি** দ ৬) কলসী [সং—গর্গরী]।

গা-গরিমা (চৈম আদি ১।৫৮) গাত্র-গৌরব। 'গৌর-গাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।'

গাগরী (চৈচ অন্ত্য ১২।১০৩) কলসী।

গাওনী (পদা ২৭৪) গায়িকা।

গাঙ্গ (চৈভা আদি ১৬।১২৭) নদী।

গাজ (হি গৌ ৬১) উচ্চ শব্দ করা। ২ গর্জন করা। ৩ ঘোষণা করা [হিং—গাজ্না]। ৪ (পদক ১০৯০) হৃষ্ট হয়।

গাত্রি (বংশ ২৯৯২) গান করেন।

গাঠি (বপু) গ্রন্থি।

গাড় (চৈচ অন্ত্য ১৬।৪১) গর্ত্ত।

গাড়র (বিজয় ৪২।১৮) মেষ [সং—গড্ডর, গড্ডল], ২ মূর্খ।

গাড়ু (চৈ ভা মধ্য ৩।২৩) নলযুক্ত জল-পাত্র [সং—গড্ডুক]।

গাড়েলা (ভক্ত ২৪।৪ গর্ত্ত।

গাঢ়া (পদক ১৯৯৩) গভীর।

গাণ্ডু (চৈচ অন্ত্য ১৩।৭) বালিস।

গাত (ক্ষণ ৫।৪), **গাতর** (কৃকী ১৬৮) গাত্র, শরীর।

গাতন গৌত) গান করে।

গাথ (কৃকী ২৯৯) গাঁথা, সাজান।

গাথা (চৈ ভা অন্ত্য ৭।৮০) কবিতা, গান, বর্ণনা [সং]।

গানুয়া (পদক ১২৭৭) গান।

গান্থ (কৃকী ৩৮১) গ্রথিত করা।

গাভা (পদক ১১৯১ খোঁপায় জড়াইবার জন্য মালা [সং—গর্ভক]।

গাম (পদা ১৯৭) গান। ২ (পদক ৩০) সমূহ, ৩ (পদক ২১৮) নিবাস-স্থান [সং—গ্রাম]।

গামা (গোপ ৩৮) গ্রাম, সমূহ; 'শুনি শুনি তুয়া গুণ-গামা'।

গামু (বংশ ২৩৮০) গাহিব।

গায়ন (বংশ ২৩৬৩, রস ২৯৪) গান ২ (চৈ ভা মধ্য ৭।৭৩) গায়ক [সং]।

গায়নি (পদক ১২৭৮) গান।

গায়েন (পদক ২২০০) গায়ক।

গারি (ক্ষণ ১।৪) গালি। ২ (চণ্ডী ৬৫) গৌরব, 'না মজে নন্দের কুলগারি'।

গারিমা (চণ্ডী ১৭১) গরিমা, মাহাত্ম্য; 'তাহার মহিমা, আগম-গারিমা, কেবা সে জানিব গতি'।

গারী (হি অ° ৪) গালি।

গাব (পদক ১২৭৮), **গাবই** (বপ ৩০।১) গান করে। **গাবউ** (বিদ্যা ৪০১) গান করুক। **গাবহ** (বিদ্যা ৭৯৪) গান কর। **গাবিয়া** (পদক ১৭৬৬) গাইয়া। **গাবিহা** (বিদ্যা ৪৭৬) গাহিতেছে।

গাবি (ভক্ত ২।৫ , গাভী।

গাহক (ক্ষণ ২৯।৬) গ্রাহক, খরিদ্দার। ২ (ক্ষণ ৯।৩) গায়ক।

গাহকী (চণ্ডী ৭১) গ্রাহিকা।

গিএ (কৃকী ৬১) গলায়, 'গিএ মোর মুকুতার হার।'

গিজীঘোষ (রসিক পূর্ব ১২।৯) বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ।

গিধিনী (কৃকী ৪৭) গৃধিনী।

গিম (পদক ৭০৪, বিদ্যা ২২) গ্রীবা।

গিরানা (পদক ১৪৮৪) ফেলিয়া দেওয়া [হিং—গির্না]।

গিলাই (বাণী ১৬) মৃত্তিকা, ২ মিশ্রিত মসলা।

গিলাপ (চৈম আদি ১।১২৩) লেপাদির আচ্ছাদন-বস্ত্র।

গী (কৃকী ৭৩), **গীম** (দ ১১৬) গ্রীবা।

গীর (পদক ২৪৯৭) বাক্য [সং—গীঃ] 'পঢ়ই ঐছন অমিয়া-গীর'।

গীরন (পদক ১১২৮) পতিত হওয়া।

গুআ (কৃকী ২৪) গুবাক।

গুঁজন (চৈচ মধ্য ১।৬৬) ঢুকান [বাং]।

গুঁড়ি (পদক ১৪২১) গাছের গোড়া।

গুঁথাউ (সুর ১০) গাঁথিব।

গুজর (কৃকী ৮০) গুঞ্জন।

গুজা (পদক ২৫৫৭) মিষ্টান্ন, গজা।

গুজুরান (ভক্ত ১৪।৮) জীবিকা [ফা°—গুজরান্]।

গুঞ্জআ (বংশ ৫০৭), **গুঞ্জা** (পদক ১৩০৭) কুঁচ।

গুঞ্জার—গুনগুন্ ধ্বনি। **-গাভা** (পদক ১১৯১) কুঁচের মালা।

গুঞ্জুরা (রাভ ১৭।১৭) গুঞ্জা।

গুটিক (পদক ৪৯৪) এক গোটা, জনৈক।

গুটি গুটি (তর ১০।৩৭।৫২) ধীর-গমনে।

গুটী (তর ১০।২।৫২) টি, খানি, 'তিনগুটী'।

গুড়ত্বক্ (চৈচ অন্ত্য ১৬।১০২) দারু-চিনি।

গুড়া (বংশ ২০৫৪) নৌকার এক

পাশ হইতে অপর পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠদণ্ড।

গুড়িগুড়ি (রাশে) শরীর সঙ্কোচ করিয়া। ২ আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া।

গুন (পদক ১৩৯১) জাদু। ২ (পদক ৩০১৭) গণনা করা, 'গুনইতে দোষ গুনলেশ ন পাওবি'। ৩ (কৃকী ৬৫) অপরাধ। ৪ (কৃকী ২৭৭) ধনুকের ছিলা।

গুণগ্রহ (রতি ৫।প ২৬) গুণরাশি।

গুণবতী (পদক ৬২২) সঙ্গীতকুশলা, ২ বিলাস-নিপুণা।

গুণবন্ত (পদক ১০৯) গুণবান্।

গুণসাহ (বিদ্যা ৪২৯) গুণরাজ।

গুণানুবাক্য (বংশ ৩৪) গুণকীর্ত্তন।

গুণিআ (কৃকী ১৩৪) কণ্ঠাভরণ। 'কাটিআঁ নিল গুণিআ গলার।'

গুণিআঁ (কৃকী ১৯২) গণনা করিয়া।

গুণী (গৌত ২।৩।২) গীতবাদ্যে নিপুণ। ২ (কৃকী ৩) গণি, গণনা করিয়া।

গুণ্ডা (চৈচ অন্ত্য ১০।১৬), **গুণ্ডি** (চৈচ অন্ত্য ১০।১৫) চূর্ণ।

গুধড়ি (রসিক দক্ষিণ ১৬।৬১) জীর্ণ কন্থা।

গুমরন (পদক ৩১১) মনে মনে চাপিয়া রাখা দুঃখে কষ্ট পাওয়া।

গুমান (চণ্ডী ১৭) অভিমান [ফা°]।

গুয়া (বংশ ৫৮৬৪) সুপারী। [সং—গুবাক]।

গুরী (কৃমা ৫৯।১৩) গৌরী।

গুরুকুল (পদা ১৩৭) পতি ও তৎ-সম্পর্কিত জন।

গুরুয়া (ক্ষণ ২০।১০) গুরুতর, স্থূল, ভারবিশিষ্ট।

গুরুবি (বিদ্যা ৪৬১) গৌরববতী।

গুর্বী (চৈভা আদি ৭।১৫৭) মল-ত্যাগ।

গুলাল (বৃলী ২৫) হোলি-খেলায় ব্যবহৃত আবীর [ফা—গুল্লালা]। ২ (কৃকী ৮০) বাবুই তুলসী।

গুলাব (পদক ১৪৩৭) গোলাপ [ফা°]।

গূঙ্গা (বাণী ৩৫) বোবা।

গূঢ় (পদক ১৩০৭) গুপ্ত।

গৃণবি (পদক ৯৩৯) গণনা করিবি।

গৃধিনী (চৈম ৮১) স্ত্রীশকুনি।

গৃহপুর (রস ১২৪) ঘরবাড়ী।

গৃহিণী (ভক্ত ১৭।১) গ্রহণী রোগ।

গে (বিদ্যা ২৭) [সম্বোধনে] লো! ২ অব্যয়পদ, কথার মাত্রাবিশেষ 'তারপর গে'।

গেও (গৌত ৫।৪।২৬) গেল [সং—গত, অপ°—গঅ, মৈ°—গএ]।

গেঁড়ু, গেঁড়ুয়া (তর ১২।৮।৩১) গোলক, ভাঁটা [সং—গেণ্ডুক, অপ°—গণ্ডুয়]।

গেণ্ডু (চৈচ অন্ত্য ১৩।৭) বালিশ, মস্তকোপধান। ২ (কৃকী ২১৯) কন্দুক।

গেণ্ডুয়া (রস ১৯২) গুচ্ছ, তোড়া 'কুসুম গেণ্ডুয়া করে, কেহবা চামর ধরে।' [সং—গেণ্ডুক]।

গেনু (চৈচ মধ্য ১৩।১১৩) গিয়া-ছিলাম।

গেন্দু (পদক ১৫২০) গেঁড়ু।

গেয়ান (পদক ১১) জ্ঞান, চৈতন্য।

গেয়ো (দ ৬০) গত হইল।

গেরি (চৈচ অন্ত্য ১৩।৭) গিরিমাটী।

গেরুয়া (চণ্ডী ১২) গুচ্ছ, গোলক; 'ফুলের গেরুয়া লুফিয়া ধরয়ে'।

গেলএলি * (বিদ্যা ১৫৬) পাঠাইলাম।

গেলচাহিঅ * (বিদ্যা ৯৮) যাওয়া উচিত।

গেলাহ * (বিদ্যা ৫১৯) গেল।

গেলির (কৃকী ১৫২) গেল।

গেহ (বিদ্যা ৬৫৭) গেল। ২ (পদক ২৭১) গৃহ।

গেহা (চণ্ডী ৪৫৮) গেলাম; 'গুপতে গুনরি গেহা'। ২ (বিদ্যা ১৫১) গৃহে।

গেহি (গৌত) গৃহী।

গৈরিক (চৈচ অন্ত্য ১৩।৬) গিরিমাটী।

গো (কৃকী ২৯) সম্বোধনে অব্যয়। [২ ধেনু, গাভী]।

গোআএ * (বিদ্যা ২৩) গোপন করে।

গোআরী (কৃকী ৪৭) কাতর প্রার্থনা, ২ অভিযোগ।

গোই (এ।১৭) গমন করিয়া, ২ গোপনে।

গোইন্দা (ভক্ত ২৩।১) গুপ্তচর [ফা°]।

গোকর্ণ (বংশ ৪৪১৯) সর্প।

গোখর (চৈভা মধ্য ১৫।৬১) অতি মূর্খ, ২ ম্লেচ্ছ।

গোঙান (চৈচ মধ্য ২।৫০) কাটান [গম্ ধাতু]।

গোঙার (দ ৪, পদা ২১৭) অরসিক, গ্রাম্য।

গোঙারি (পদক ১০০) গ্রাম্য বালিকা। ২ (জপ ১৮) অবশ।

গোচর (পদক ৩৫) প্রত্যক্ষ।

গোচরণ (চৈভা মধ্য ৬।৫৭) নিবেদন।

গোচিন্দ্রয়া (রাভ ৬।১৯) গোরোচনা।

গোচ্ছা (ভক্ত ২।৪) গুচ্ছ, আঁটি।

গোজাতী (কৃকী ৪৯) বিমূঢ়া গোপ-বালা।

গোট, গোঠ (কৃকী ২৯৪) গোস্থান, গোশালা [সং—গোষ্ঠ]। ২ * (বিদ্যা ২৭৪) একটি।

গোটা (তর ৪।১।১৬৫) একটা। [২ অখণ্ড, আস্ত]।

গোটিকা (রাভ ১৫।১০) মিষ্টান্ন-বিশেষ।

গোটে গোটে (তর ১০।৬১।৭৬) প্রত্যেকটি।

গোড়ান (চৈম শেষ ৪।৩২) অনু-গমন, পশ্চাদ্ধাবন।

গোত (হি অ° ১) গোত্র, ২ (বাণী ৭২) বংশ।

গোদ (হিগৌ ৪) ক্রোড়দেশ, কোল।

গোপ (কৃকী ২৩১) নির্বোধ।

গোপ মাইয়া (কৃমা ৫৬।৮) গোপী।

গোপসি (ক্ষণ ২৫।৩) গোপন করিতেছ।

গোপুর (পদা ২৮৩) দ্বারদেশ, সিংহদ্বার।

গোপ্ত (রস ৪২) গুপ্ত, গূঢ়।

গোফা (চৈভা আদি ১৬।১৭২) গুহা, কন্দর।

গোমস্তা (ভক্ত ২০।১) তহশীলদার, প্রতিনিধি [ফা°—গোমশ্‌তা]।

গোয় (ক্ষণ ৪।১৩) গোপন, ২ (পদক ১৭৪) গোপন করিয়া।

গোয়ারী (ক্ষণ ২।৯) ব্যাকুলা। ২ (বিদ্যা ৪৭) মূঢ়া, গ্রাম্য কন্যা।

গোয়াল (চৈচ আদি ১১।২৯) গোরক্ষক।

গোর (হিগৌ ৭) শুভ্র, ২ (পদক ৩৯) গৌরবর্ণ।

গোরখ (পদক ৩৯৮) গোরক্ষক, রাখাল।

গোরচন (পদক ১২০) গোরোচনা।

গোরজ (পদক ১৩০৮) গোধূলি।

গোরস (পদক ২৫৪৫) দুগ্ধাদি, ২ (পদক ১৩৮০) বাক্যের রস।

গোরি, গোরী (পদক ২০১) গৌর-বর্ণা,সুন্দরী। ২ (পদক ৩৯) পার্বতী।

গোরোচনা (গৌত ৪।১।১৬) গরুর মস্তকস্থ শুষ্ক উজ্জ্বল পীতবর্ণ পিত্ত। স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য, যন্ত্রলেখনদ্রব্য।

গোল (পদক ১৩০৭) গোড়-নামক রাগিণী—মল্লার-ভেদ।

গোলাল (পদক ১৪৬২) আবির।

গোবালী (কৃকী ৪৯) গোপী।

গোষ্ঠি (রস ৬৯৭) পরিজন।

গোসাঞা (চৈচ মধ্য ২০।৬) ভগবান্‌।

গোসাঞি (চৈচ অন্ত্য ৩।১১) আচার্য, পরতত্ত্ব। গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের, বেদের বা পৃথিবীর স্বামী অর্থাৎ প্রভু, পারঙ্গত শাসক —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

গোসুত (ক্ষণ ২৪।৩) গোপেন্দ্রনন্দন।

গোহন (স্থর ৮২) সঙ্গী। ২ (পদক ২৯৬৬) আলিঙ্গন [সং—গূহন]। ৩ বাথান [সং—গো-স্থান, অপ° —গোথান, মৈ°—গোহন]।

গোহরি (চণ্ডী ৩৮) মিনতি, নিবেদন; 'কর জোড় করি করিছে গোহরি এক নিবেদন আছে'।

গোহারি (বিজয় ২৫।১৫) অভি-যোগ, নিবেদন; গোচর, মিনতি।

গোহাল, গোহালি (চৈচ অন্ত্য ৩। ১৪৫) গোবন্ধনের স্থান।

গোহে * (বিদ্যা ৬০৯) হাঙ্গর।

গৌড় (চৈচ মধ্য ১৩।২৭) শ্রীরথের দড়ি টানিবার সেবক-বিশেষ।

গৌনে (হি অ ২৪) দ্বিরাগমন।

গৌরী (পদা ২১২) রাগিণীবিশেষ। ২ (পদক ১৩৪১) পার্বতী।

গ্রহিল (বংশ ৮২৪৬) আগ্রহযুক্ত।

গ্রীমা (স্থর ৩৪) গ্রীবা।

ঘ

ঘটন (পদক ৬৬১) ঘটনা।

ঘটপটিয়া (চৈচ অন্ত্য ৩।১৯৯) তার্কিক।

ঘটা (পদক ২৫৭৯) সমূহ, সংঘট্ট। ২ (পদক ১৭৩৪) মেঘমালা। ৩ (ভক্ত ২১।১২) আড়ম্বর, সমারোহ।

ঘটাওল (বিদ্যা ২১৩) কমাইল।

ঘটাবহ (বিদ্যা ২৪০) ঘটিবে।

ঘটি (পদক ১৬১৮) দণ্ড।

ঘটিত (পদা ১৬) যোজিত, চর্চিত।

ঘটিয়া (বট ৬) ন্যূন।

ঘটী (চৈচ মধ্য ২।৩৪) আড়াই দণ্ড, এক ঘণ্টা।

ঘটৈ (অ° ৩) কম হয়।

ঘড়া (চৈচ আদি ১০।১৪২) কলস।

ঘড়িয়াল (স্বর ২) ঘণ্টাবাদক। ২ (কৃকী ২৯৬) কুম্ভীর-ভেদ।
ঘড়ী (কৃকী ১০০) ক্ষুদ্র ঘট, ভাঁড়।
ঘণ্টিকা (পদক ২৪৫৫) ঘুঙ্গুর।
ঘন (গৌত ২।৪।১৮) কাংস্য-নির্মিত বাদ্য। ২ (পদক ১৪৪) গাঢ়, ৩ মেঘ। ৪ (কৃকী ৭৩) দুর্ভেদ্য।
ঘনন (পদা ৩২৪) মেঘসমূহ।
ঘনয়ারি (পদক ১০৮৫) মেঘযুক্ত [সং—ঘন + ফা° ৱার]।
ঘনরস (পদা ২৫৯) সান্দ্ররস, ২ শৃঙ্গার রস। ৩ (বপু) বৃষ্টির জল।
ঘনসার (ক্ষণ ৯।৫) কর্পূর, ২ চন্দন [সং]।
ঘনান (পদক ১৩৬১) নিকটবর্ত্তী হওয়া [বাং]।
ঘনি (পদক ১৫৫৭) ঘন।
ঘর (পদা ৮৭) গাঢ়—'অরুণ বরণ ঘর, নয়নহি নীর ঢর।'
ঘর-করণ (পদক ৬০) গৃহধর্ম।
ঘর-ঘালা (চণ্ডী ৫৯৬) গৃহবিচ্ছেদ-কারী।
ঘরণী (পদক ২৫৪৬) গৃহিণী।
ঘরভাত (চৈচ অন্ত্য ২।৮৭) গৃহে পাচিত অন্নাদি।
ঘরমায়িত (রতি ৪।প ৭), **ঘরমি** (পদক ৪৬৮) ঘর্মাক্ত।
ঘরয়াল (বংশ ৪৬৬৮) ঘরের লোক।
ঘরবা (বিদ্যা ৭৯২) ঘর।
ঘরাণ (পদক ২৪৫৭) পারিবারিক গৃহকৃত্য [হি°—ঘরানা]।
ঘরি (দ ১২) ঘরে।
ঘলা পাড়ী (কৃকী ১৪০) ছিদ্ররোধক পাটি।
ঘষী, ঘসি, ঘসী (কৃকী ৩৪৯) শুষ্ক গোময়খণ্ড, ঘুঁটে, ২ (কৃকী ২৪২) ভাত।
ঘা (পদক ৭৩২) আঘাত [সং—ঘাত, অপ°—ঘাঅ]।
ঘাঅ (কৃকী ১৭৮), **ঘাএ** (কৃকী ৪৩), **ঘাও** (বংশ ১৯৩৪) আঘাত, 'বুকে ঘাঅ দিল'।
ঘাইট, ঘাটি, ঘাটী (চৈচ অন্ত্য ১৬। ১৯) ত্রুটি, দোষ। ২ পারঘাটা, 'শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান'।
ঘাঁঘড় (দ ৩১) ক্ষুদ্রঘন্টিকা, ঘুঙ্গুর।
ঘাঘর (চৈচ মধ্য ১৩।২১) ঝাঁঝ, ২ (ক্ষণ ১৯।১৩) ঘোর, প্রচণ্ড—'অলি-কুল ঘাঘর বোল'। ৩ বংশ ৫৭৯৮) ঘুঙ্গুর।
ঘাট (চৈভা অন্ত্য ১০।১৩৭) অপরাধ স্বীকার করা। ২ (কৃকী ৫৬) শুল্কশালা। ৩ স্নানার্থ অবতরণস্থান।
ঘাটান (চৈচ অন্ত্য ১০।১৫৬) কমান।
ঘাটাপারলী (কৃকী ২০৬) ঘণ্টা পারুল বৃক্ষ।
ঘাটি (চণ্ডী ৩৩২) অপরাধ, ২ (পদক ১৩৭০) ঘাটের পথ। ৩ (চৈচ মধ্য ৪।১৮৩) কর আদায়ের স্থান। **ঘাটিআল** (কৃকী ১৪৫), **ঘাটিয়াল** (চৈচ মধ্য ১৬।২৬) পথকর-গ্রহীতা, ঘাট-রক্ষী।
ঘাটী (বিদ্যা ৩৯৭) নিকৃষ্ট, অল্পমূল্য, ন্যূন। ২ (বংশ ২০৬৪) নদী পারা-পারের স্থান, ৩ ঘাটীর রক্ষক, ৪ (বংশ প ৮৩১) কম। **-দানী** (চৈচ মধ্য ৪।১৫৩) পথকর-গ্রাহক।
ঘাত (পদক ১৯৫৪) বিনাশ। ২ আঘাত। ৩ (চণ্ডী ৩৬) সুযোগ, 'কি জানি দংশিল আসি কোন্ ঘাতে'।
ঘানাঘুনা (চৈম মধ্য ১২।২) কাণা-কাণি ইঙ্গিত-বাক্য।
ঘাম (স্বর ২৬) রৌদ্র। **-কিরণ** (পদক ১৯১৪) সূর্য। **ঘামল** (পদক ২৭৩২) ঘর্মাক্ত।
ঘায়ল (হি গৌ ৫০) ক্ষতবিক্ষত।
ঘিউ (পদক ৩৯৮) ঘৃত।
ঘিনতি (হি অ ৭) ঘৃণা করে।
ঘী (কৃকী ১০০), **ঘীর** * (বিদ্যা ৫৬) ঘৃত।
ঘুংঘট (ক্ষণ ৫।৮), **ঘুঁঘট** (গৌ ৮। ৩), **ঘুঙট** (গৌত ২।৩।২২) **ঘুম্ঘুট** (পদক ১৯৭৫) ঘোমটা।
ঘুঙ্গুর (ভক্ত ২৬।১) মল-জাতীয় চরণালঙ্কার। **ঘুঙ্ঘুরওয়ালি** (পদক ২৮৬০) কুঞ্চিত [হি°—ঘুঙ্গরৱালী]।
ঘুচান (চৈভা অন্ত্য ৪।৩৫২) দূর করা।
ঘুছাইয়া (বংশ ২৯৫) খসাইয়া।
ঘুটরুবনি (স্বর ১২) হামাগুড়ি।
ঘুণ (জপ ৫৭) পাকাপোক্ত। ২ (কৃকী ৬৪) কাঠের কীটভেদ।
ঘুণিত (পদক ৬৯০) ঘুণ-বিদ্ধ।
ঘুম (কৃকী ৩৮৫) নিদ্রা।
ঘুমড় (স্বর ৯১) জলধরসমূহ।
ঘুমল (রতি ৪। প ৭) নিদ্রিত।
ঘুমি * (বিদ্যা ৬৬) ঘুরিয়া।
ঘুসঘুসান (কৃকী ৩৩৫) ধিকি ধিকি, মৃদুজ্বলন।
ঘুস্‌ণ (পদা ১৬) কুঙ্কুম, আবীর [সং]।
ঘূরণি (গৌত ১।৩।৪৬) আবর্ত্ত।
ঘূর্ণা (বংশ ৩১০৯) জলের পাক।
ঘৃষ্টি (বংশ ১০৮) শূকর [সং]।
ঘেরা (প্রা ৩৬।৩) বেষ্টন।
ঘোক (পদক ২৯৬৬) গোপপল্লী [সং—ঘোষ, অপ°—ঘোখ, ঘোক]।
ঘোঙট (ক্ষণ ২৪।১১), **ঘোঙ্গগ**

(পদক ৭৯৭) অবগুণ্ঠন।
ঘোড়নি (পদক ২৫৪৯) ঢাকনি, আবেষ্টনী।
ঘোড়াচুল (কৃকী ১০৭) গোষ্ঠচূড়া।
ঘোর (স্বর ৩২) গুলিয়া। ২ (পদক ৩৪৯) গাঢ়। ৩ (পদক ১৩৩৫) ঘোল। **ঘোরি** (পদক ২৭৬৯) গুলিয়া।
ঘোল (চৈচ অন্ত্য ১৭।৩৫) নির্জল তক্র।
ঘোষণা (চণ্ডী ৫০৩) বাসনা, সাধ। 'মনে রহে বড়ই ঘোষণা'।
ঘোষা (র° ম° পূর্ব ১।১) ধ্রুবপদ, যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হয়।

চ

চউড়া (রসিক পূর্ব ৬।৯৪) মঞ্চ। [২ প্রশস্ত]।
চউঠ (কৃকী ৩৫৪) চতুর্থ।
চউহানী (কৃকী ১৮৮) কৌতুক-প্রিয়া।
চঁওকি (ক্ষণ ১।৬) চমকিত হইয়া।
চকঈ (স্বর ১৩) চক্রবাকী।
চকবাক (পদা ৩৫২) চক্রবাক।
চকার বকার (চৈভা মধ্য ১৩।৩৭) অশ্লীল বাক্য।
চকিত (পদক ২৬০৬) নায়িকার ভাবভূষণ-বিশেষ। ভয়ের কারণ না থাকিলেও প্রিয়জন-সমক্ষে মহা ভয়ের প্রকাশ।
চকেবা (বিদ্যা ২২) চক্রবাক।
চক্র (কৃকী ৫৭) কপট যুক্তি, চক্রান্ত। ২ (পদক ২৬৬২) চাকা।
চক্রভ্রমি (গৌত ৫।১।৪) কুন্দন যন্ত্র, ২ শাল।
চক্রবেড় (চৈভা আদি ১৭।৩২) চক্রবৎ বেষ্টন, ঘেরা, পরিধি।
চক্রাবত (পদক ১২০২) চক্রের ন্যায় প্যাঁচযুক্ত [সং—চক্রাবর্ত্ত]।
চক্রী (পদক ২৪৯৪) চক্রাকার, ২ চক্রান্তকারী।
চখ (অ° ক ৬) আস্বাদন।
চখু (কৃকী ৬০) চক্ষু।
চখোড়া (স্বর ৪৬) দুষ্টদৃষ্টি-নিবারণার্থে শিশুর কপালে দত্ত কালচিহ্ন।
চঙকি (পদক ৮৩) চমকিত হইয়া।
চঙ্ক (পদা ১৬৫) চমক, ত্রাস। 'ঝলকত বিজুরি নয়ন ভরু চঙ্ক'।
চঙ্গ (হি গৌ ৬১) ভেরী, ২ খঞ্জনী [ফা°]। ৩ (জপ ৬) উৎফুল্ল, আহ্লাদিত।
চঙ্গড়ক (গৌত) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
চঙ্গিম (বিদ্যা ১২৬) শোভা।
চছকি (পদক ২৮৩৪) লোভ, লালসা [হি°—চস্‌কা]।
চঞ্চরি (পদক ৬৫৭) ভ্রমর [সং—চঞ্চরীক]। **চঞ্চরী** (পদক ১৮০৩) ভ্রমরী।
চট (বাণী ৭২) তৎক্ষণাৎ।
চটক (দ ২৯) শোভা, ২ চাকচিক্য।
চটকারা (বাণী ৬১) সুন্দর, উজ্জ্বল।
চটকাবতি (স্বর ৭) বাজায়।
চটকিনি (পদক ২১) মাদী চড়ুইপাখী।
চটকীলী (স্বর ৩০) আভাযুক্ত, চকচকে [হি°]।
চঠপটী (উমা ৪৭) চঞ্চল।
চটসার (বাণী ২৮) পাঠশালা।
চটাইল (বিদ্যা ৪৩১) তেলাকুচা ফুল।
চটুল (পদক) চঞ্চল [সং]।
চড় (চৈচ মধ্য ১৫।২৭৬) চাপড়, ২ (কৃকী ১৪৭) উঠ।
চড়লি (বিদ্যা ৪৫০) উচ্চ হইল।
চড়লিছু (বিদ্যা ১৩৩) চড়িয়াছি।
চড়সিয়া (চৈম আদি ১।২২২) আসিয়া আরোহণ কর।
চড়া (বিজয় ১০০।৪২) ধনুর গুণ। ২ (ভক্ত ২।৪) বৃদ্ধি হওয়া 'দিন চড়ি যায়'।
চড়ান (চৈচ মধ্য ৬।১১৬) উঠান।
চণ্ডি (পদক ৪০৬) কোপনা স্ত্রী, ২ দুর্গা।
চতনী (বিদ্যা ১৭০) চতুরা।
চতুঃসম (গৌত ৩।১।৯) দুই ভাগ মৃগনাভি, চার ভাগ চন্দন, তিন ভাগ কুঙ্কুম এবং কর্পূর এক ভাগের মিশ্রণ। ২ লবঙ্গাদির সমভাগ-মিশ্রণজাত ঔষধ-বিশেষ।
চতুনা, চৎনা, চৎনী (গৌত, পদক ১১৯১) শিশুর মাথার টুপি

চতুরপণ,-ন (পদক ৯৩৯) চাতুর্য।
চতুর্দোল (চৈম ৮৪।১৭৪) চারিজনে বাহিত শিবিকা।
চতুষ্কি (গোত ৫।২।৫৭) চৌকি [সং —চতুষ্ক]।
চত্র (এ ৪৩) চিত্রিত, 'চত্র চন্দ্রাতপ সাজ'।
চনক (পদক ১৩৬৬) ছোলা, চানা।
চন্দ (ক্ষণ ৮।৪) চন্দ্র।
চন্দন-চাঁদ (পদক ২৬৯) চন্দন-রচিত চন্দ্রাকার বর্ত্তুল তিলক।
চন্দনা (ক্ষণ ৭।৩) চন্দন।
চন্দা (পদা ১০৪) চন্দ্র।
চন্দার (বিদ্যা ২৮১) রাহু।
চন্দিম * (বিদ্যা ৫৯২) জ্যোৎস্না।
চন্দ্র (পদা ১৪৪) কর্পূর। ২ (বংশ ৪২৪) শুক্র, বীর্য। **-রজঃ** (ক্ষণ ২১। ৩) কর্পূরচূর্ণ। **-বাণ** (রসিক পূর্ব ১২।৩৮) আতস-বাজী। ২ (রসিক উত্তর ৬।৩৯) দীপবিশেষ।
চন্দ্রিকা (বিজয় ৩৫।৬৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী।
চন্দ্রিমা (চৈম ৬৭।৩৮) জ্যোৎস্না।
চপল (পদক ১০৯৩), **চপলা** (পদক) বিদ্যুৎ।
চমক (কৃম) চমৎকার, বিস্ময়। 'ত্রিভুবনে লাগলি চমক'। ২ (পদক ২৭০) দীপ্তি। **চমকিনি** (পদক ৫৭৩) চমৎকৃতা।
চম্পা (পদক ১৫১৮) চাঁপাফুল।
চর (ভক্ত ২।৪) গুপ্তদূত, গোয়েন্দা। ২ (ভক্ত ৪।৫) নদীগর্ভে পলিদ্বারা উৎপন্ন ভূভাগ, চড়া।
চরচু (বিদ্যা ৮২) চর্চিত করিয়া।
চরণায়ুধ (পদক ২৪৮৮) কুক্কুট।
চরমাচল (পদক ২৪৮৫) অস্তগিরি।
চরিত (রস ১২২) ব্যবহার, ২ (রস ১৬৫) অভিলাষ।
চরিত্র (রস ৫৬) কারুকার্য।
চরীত (পদক ৫১) চরিত।
চরে (স্বর ১৫) গতিমান্ হইল।
চর্চিল (চৈম আদি ১।৪৬২) আলোচনা দ্বারা স্থির করিল।
চর্যা (স্বর ৯৫) আচরণ, অনুষ্ঠান।
চলনা (পদক ২৬৮) গমন, ২ [ক্ষণ ৪।৩) চাঞ্চল্য।
চলমল্যা (পদক ৯৫৫) চঞ্চল।
চলিহলি (কৃকী ২০০) চলিলেন।
চলীভেলী (কৃকী ২৫৯) গমন করিল।
চবুতারা, চৌতারা (চৈচ অন্ত্য ৬। ৬৬) চাতাল [সং—চত্বর]।
চসক (ক্ষণ ১।১) পানপাত্র [সং—চষক]।
চহচহ (বিদ্যা ২৪১) ফরফর্।
চহল (রসিক পশ্চিম ৩।৬) শব্দ।
চহুঁ (গোত ২।৩।২১) চারি। **-ওর** (গোত ৫।১।৫৭) চতুর্দিক।
চহে (অ° ৬৬) দরকার হয়।
চাই (বট ১২১) চতুর [হিং°]।
চাইহ (কৃকী ৩৩৯) অন্বেষণ করিও।
চাঁচর (চৈভা আদি ৪।৭৯) কুঞ্চিত [দেশী]।
চাঁচরী (কৃকী ৭৯) উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্যগীত, দোলপর্বের অগ্র্যুৎসব। [সং—চর্চরী]।
চাঁছা (কৃকী ১৬৮) পরিষ্কার করা।
চাঁদন (বিদ্যা ৪৩) চন্দন। **-কেরি** (বিদ্যা ৭২৪) চন্দনের।
চাঁদনী (স্বর ৪১) জ্যোৎস্না।
চাঁদোয়া (চৈচ মধ্য ১৩।২০) চন্দ্রাতপ।
চাক (চৈচ অন্ত্য ১৫।৬) চক্র।
চাকলা (চৈচ মধ্য ১৯।২৪) কয়েকটি পরগণার সমষ্টি [ফা°—চক্‌লা]।
চাকভাঁউরি (বিজয় ৪১।১৮) চক্রাকারে—'বুলে চাকভাঁউরি'।
চাখা (দ ৬৫) আস্বাদন করা [বাং]।
চাগ (পদক ২০৩) চক্রাকার নিতম্ব [সং—চক্র, অপ°—চাক]।
চাঙ্গ (চৈচ অন্ত্য ৯।১৩) হত্যাকার্যে ব্যবহৃত মঞ্চ।
চাঙ্গড় (গোত ৪।১।২৩) তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, 'বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চাঙ্গড়'। ২ মৃত্তিকাদির বড় তাল বা ঢেলা [ফা°—চাঙ্গ]।
চাঙ্গড়া (চৈচ অন্ত্য ১১।৭৫) বড় ঝুড়ি [দেশী]।
চাঙ্গড়া-মেকাপ— শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথের সেবক—শ্রীবিগ্রহের বসনাদির তত্ত্বাবধায়ক।
চাচা (চৈচ আদি ১৭।১৪৮) পিতৃব্য, কাকা [হিং°]।
চাটা (চৈচ অন্ত্য ১৬।১২) জিহ্বা দ্বারা লেহন করা।
চাতর (চণ্ডী ৩১) চত্বর।
চাতুরি (বংশ ৮৩৩৮) চাতুর্য। ২ (পদক) চতুরা।
চাত্রিক (স্বর ৯০) চাতক।
চানা (চৈচ মধ্য ২৫।১৫৭) ছোলা [সং—চণক]।
চান্দ (চৈভা আদি ১।১৮৫) চন্দ্র [মৈ°]। ২ (কৃকী ৩০২) ময়ূর-চন্দ্রিকা।
চান্দনি (পদক ৩০৫), **চান্দনিয়া** (পদক ২৮৮৮), **চান্দনী** (ক্ষণ ৪।৯) জ্যোৎস্নাময়ী।

চান্দবয়ান (ক্ষণ ২৬।২) চন্দ্রবদন।

চান্দা (পদক ২১০) চন্দ্র, ২ (পদক ২৬৬) শ্রেষ্ঠ।

চান্দয়া (চৈভা অন্ত্য ৪।৪৫২), **চান্দোয়া** (চৈচ মধ্য ১৩।১৯) চন্দ্রাতপ।

চাপ (কৃকী ৫১) পীড়ন কর, ২ (কৃকী ৮৩) আক্রমণ।

চাম (চৈচ মধ্য ১০।১৫২) চর্ম।

চামড় (কৃকী ১৬৮) চর্মবৎ।

চামর (পদক ৪১) চমরীমৃগের পুচ্ছ দ্বারা রচিত ব্যজন-বিশেষ।

চামালি (বিজয় ৭।৭) হাস্যপরিহাস।

চামীকর (পদক ২৬৬২) স্বর্ণ [সং]।

চাম্বলী (কৃকী ২০৭) চামেলি।

চায় (পদা ৬৩৭) সমূহ, ২ (অ° ২২) ইচ্ছা হয়, ৩ (চৈভা আদি) দেখে।

চার (চৈচ অন্ত্য ১৫।৭১) লোভ্য বস্তু, পশুপক্ষির খাদ্য [হি°]।

চারণ (গৌত) দেবযোনি-বিশেষ [সং]।

চারয়া (পদক ১৬।৯৮) সঞ্চালিত করে। ২ (বিদ্যা ৭৭৩) চরায়।

চারি (রাভ ৪৪।৯) চারু। 'চারি নিম্বফল জিনি অধর রসাল'।

চারিম (বিদ্যা ৪৭৯) চতুর্থ। 'যামিনী চারিম পহর পাওল'।

চারীত (কৃকী ১২২) আচরণ।

চাল (চৈচ অন্ত্য ১।৭১) কাঁচা গৃহাদির আচ্ছাদন বা ছাঁদ, [২ প্রথা, ব্যবহার]।

চালন (চৈভা আদি ১৫।২৩) উত্তেজিত করা, ২ খেপান। 'তাবত চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর'। ৩ (চৈভা আদি ১০।২৫) পরীক্ষা করা'—'সবারেই চাল দেখি গর্বহ প্রচুর'। ৪ তিরস্কার বা আক্ষেপ করা।

চালনি (কৃকী ২০৬) পুন্নাগবৃক্ষ।

চালনী (পদক ২৮২৫) গতি।

চালি (পদক ২৫৪২) ব্যবহার।

চালীচমক (রাভ ৫০।২৩) নৃত্য-কালীন অঙ্গভঙ্গী।

চালু (চৈভা আদি ৪।৩৪) চাউল।

চালে (চণ্ডী ৪০৫) আবরক বস্তু। 'কোন জন পরে নয়ন অঞ্জন একহি নয়ন-চালে'।

চাহ (স্থর ৬৬) বাঞ্ছা। ২ * (বিদ্যা ২২৩) চায়। ৩ * (বিদ্যা ৭৮০) অপেক্ষা। ৪ (কৃকী ৩৯) দেখ, ৫ প্রার্থনা কর।

চাহক (উমা ৪৪) প্রার্থী, ২ প্রিয় নায়ক।

চাহনি (পদক ২৬৯) দৃষ্টি।

চাহি (বিদ্যা ৮৫) তাকাইয়া—'চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ, চকোর চাহি রহু চন্দা'। ২ (পদক ৬৩) চেয়ে, অপেক্ষা; 'জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ'। **চাহো** (রস ৪১৪) চাহি।

চিআন (কৃকী ৫) জাগরিত হওয়া, 'কংসের পহরী চিআইল'।

চিকণ (পদক ২৯৫), **চিকণিয়া** (পদক ২৬৮) উজ্জ্বল, সুন্দর, চাক-চিক্যময়।

চিকিছক (পদক ৬৪৩) চিকিৎসক।

চিকিছা (পদক ৬৪৪) চিকিৎসা।

চিকুর (গৌত ২।৩।১৯) কেশ, ২ (পদক ১২৪৫) বিদ্যুৎ। ৩ (বংশ ৬৪২৯) পক্ষিভেদ।

চিঠি (চৈচ অন্ত্য ৬।১৫০) ফর্দ, পত্র [হি°—চিট্ ঠী]।

চিৎ (গৌত ২.২।৮) তিলক বা টিপ্ 'মোর গোরাচাঁদের কপালে চিৎ লিখিব'।

চিত (ক্ষণ ১।১০) চিত্রিত। ২ (চৈচ আদি ৮।৫২) চিত্ত।

চিতনি (স্থর ৪৩) দৃষ্টি। **চিতবত** (স্থর ৪৩) দৃষ্টিপাত করে। **চিতবন** (স্থর ২০) দৃষ্টিক্ষেপ।

চিতপুতরি (বিদ্যা ৪০৮) চিত্র-পুত্তলিকা।

চিতা (কৃকী ৮১) চিত্রকবৃক্ষ।

চিত্তর (চণ্ডী ৫৬৫) চিত্রিত।

চিত্র (চৈচ মধ্য ১৩।১৩৬) অদ্ভুত, আশ্চর্য। ২ (পদক ২৮৫২) ছবি।

চিত্রস লেখি (ক্ষণ ১০।৭) সুলিখিত চিত্রের ন্যায়।

চিত্রিত (পদক ২৯২১) বিচিত্র।

চিন (পদক ৩৮৪) দাগ, লক্ষণ [সং —চিহ্ন]।

চিনহ (কৃকী ৭২) জ্ঞান, চিন।

চিন্তথু (বিদ্যা ২৭৩) চিন্তা করে।

চিপান (কৃকী ৩০৬) নিষ্পীড়ন করা।

চিয়া (চৈম সূত্র ২।১২২) জাগ্রত হওয়া 'পাসরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি'।

চিয়াব (জ্ঞান ৫৫) বিন্যাস, 'চির চিকুর চিয়াব'।

চিরঞ্জীব (চণ্ডী) অমর—'চিরঞ্জীব দেহ কৈল'।

চিরথাই (বিদ্যা ৫৩৬) চিরস্থায়ী, 'এবড় মনের দুখি রহু চিরথাই'।

চিরদিনে (চৈচ মধ্য ৩।১১৪) বহুকাল পরে, 'চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।'

চিরায়ু (চৈভা আ ৩।৩৫) দীর্ঘজীবী, অমর।

চিহ্নই (গোবিন্দ ২৩) নিরূপণ করিতে। **চিহ্না** (বিদ্যা ১৫)

বুঝিতে পারা। **চিহ্নারী** (হিগৌ ৯৫) পরিচয়। **চিহ্নিকন্থ** (বিগ্ন্য ২১৩) চিহ্ন করিয়া। **চিহ্নিমি** (বিগ্ন্য ১৫) বুঝিতে পারি। **চিহ্নে** (রস ৭২৫) অবগত হয়।

চীকন (জপ ১২) মিহি।

চীত (পদক ৯৫,১০০) চিত্রিত, ২ (পদক ১৮) চিত্ত, মন। ৩ (পদক ৯৫) চিত্র। **-পুতাল** (বপু) চিত্রাঙ্কিত পুত্তলিকা।

চীন (গৌত ৩।১।৩৯) চীনদেশীয় সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র। ২ (পদক ২৫০) চিহ্ন।

চীর (স্থর ১৮) কাপড়, বস্ত্রখণ্ড।

চীরল (বিগ্ন্য ৩৬) ছিড়িয়া গেল। ২ (কৃকী ২৮) দ্বিখণ্ড।

চুআঁ (কৃকী ২০৬) তিলকবৃক্ষ।

চুকএ (বিগ্ন্য ৩০৫) ভুলিয়া যায়।

চুকলিহু (বিগ্ন্য ৪০) ভুল হইল।

চুকলি, চুকুলি (ভক্ত ১৪।৮) দোবোদ্গার [আ°—চুগল্]।

চুকা (কৃকী ৩৪১) সমাপ্ত হওয়া।

চুচকাওনা (হিগৌ ৪০) লালন করা।

চুচাত (অ ৬) প্রবাহিত হয়।

চুচুক (জপ ৩৪) কুচাগ্রভাগ [সং]।

চুটকী (হিগৌ ৪০) তুড়ি দেওয়া ২ (ভক্ত ২।৪) আটাগমাদির ভিক্ষা।

চুটিয়া (স্থর ১০) বেণী।

চুন (স্থর ৬৭) চূর্ণ।

চুনায়লি (বপু) বাছিয়া লইল।

চুনি (পদক ৭১৯) চয়ন করিয়া [হি°—চুন্না]।

চুনিচুনি (বিগ্ন্য ৪১) চুন্‌চুন্ শব্দ। ২ (বিগ্ন্য ৮৪) বাছিয়া বাছিয়া।

চুম (কৃকী ১২৩) চুম্বন।

চুমওবাহ * (বিগ্ন্য ৭৮০) স্ত্রীআচার করিবে।

চুয়ত (দ ১১৭) ক্ষরিত হয়।

চুয়ানা (স্থর ১০২) উচ্ছলিত হওয়া।

চুর (কৃকী ৬১) চূর্ণ।

চুরণী, চুরিণী (কৃকী ৩২১, ৩২৪) অপহারিকা।

চুরু, চুরূ (বিগ্ন্য ১৭) অঞ্জলি।

চুলকত (পদা) চুলুকিত।

চুলা (ভক্ত ২।১৩) চুল্লী।

চুলূ (অ° ৪) অঞ্জলি।

চুবক (পদক ৬৪২, গৌত ৪।২।১৩) গন্ধদ্রব্যবিশেষ [হি°—চুআ]।

চুবান (চৈচ মধ্য ২০।১০৬) জলে ডুবান।

চুচুক (পদক ৪৪৮) স্তনাগ্রভাগ।

চূত (পদক ১৮০২) আম্র।

চূর (কৃকী ৩৩) চূর্ণ।

চেটক (বাণী ৭২) যাদুবিগ্ন্যা।

চেটোনেটো (চণ্ডী ৬৫) অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক। 'চেটেনেটো যায় জলে, তার নাকি ধর চুলে, এমত তোমার কেমন রীত ?'

চেড়ী (চৈচ আদি ১৩।১১৪) দাসী [সং—চেটী]।

চেণ্ডালি (কৃকী ১২৪) চণ্ডালী, নির্মম।

চেত * (বিগ্ন্য ৪৭৯) সাবধান করে।

চেতন (বিগ্ন্য ৫১) চতুর।

চেতনী (চণ্ডী ৩৪) চৈতন্যদায়িনী নারী।

চেতয় (বিগ্ন্য ৫০২) সামলায়—'ন চেতয় সভরণ কুন্তল চীর'।

চের, চেরা (হি গৌ ১৩৩) সেবক।

চেলা (ভক্ত ১৯।২) শিষ্য [হি°]।

চেলাচেলা (কৃমা ১১২।২০) স্থানে স্থানে, খানি খানি। 'চেলাচেলা করি শির, মুড়াইল যদুবীর'।

চেহায় (বিগ্ন্য ৭১৩) চমকিয়া, 'উঠলি চেহায়'।

চৈত (কৃকী ৩৩২) চৈত্র।

চৈনু (বাণী ৪১) শান্তি।

চোঁকে (পদা ৮৮) চমকিত হইয়া। 'চোঁকে চলয়ে খেনে,খেনে চলু মন্দা'।

চোঁপ (স্থর ১০০) একান্ত ইচ্ছা।

চোকল (বংশ ২৮৩২), **চোকলা** (চৈচ অন্ত্য ১৬।৩৭) খোসা [সং—চোলক]।

চোখা (বংশ ৭৫৭০) তীক্ষ্ণ।

চোখের বালি (বপ) চক্ষুঃশূল ব্যক্তি।

চোঙ্কি (পদা ৮৮) চমকিত হইয়া।

চোঙক (পদক ১০৬৪) চমক [হি°—চৌক]।

চোঙ্গ (কৃম) সৈন্যদল, 'চোঙ্গে চোঙ্গে পদাতিক লড়ে'।

চোট (ভক্ত ৭।১) আঘাত।

চোটে (বংশ ৩০।৮) সজোরে।

চোয়া (কৃমা ৪৭।৩) চুয়া, আতর।

চোল, চোলি (পদা ২৭১) কাঁচুলি।

চোবদার (ভক্ত ২৪।৯) রাজদণ্ডধারী ভৃত্য [ফা°]।

চৌ (কৃকী ৬৭) চারি।

চৌউর (গৌত ৩।২।৬৮) চতুর্দিক।

চৌক (বাণী ৫৭)। ২ চতুষ্কোণ।

চৌকা (ভক্ত ১৩।১২) সংস্কার।

চৌকী (বাণী ১।৩৩) কণ্ঠহার-বিশেষ। ২ (ভক্ত ২।১৩) প্রহরীর ঘাঁটি, থানা।

চৌখম্ব (রতি ৫।প ৩) স্তম্ভ-চতুষ্টয়।

চৌচীর (পদক ১৮২৩) চারিখণ্ড।

চৌঠ (চৈচ মধ্য ৪।১৯৫) চতুর্থ।

চৌঠি (বিগ্ন্য ৪৯৬) চতুর্থী, 'চৌঠিক শশী'। **চৌঠী** (চৈচ মধ্য ১৯।৭) একচতুর্থাংশ।

চৌতারা (প্রা ৩৬।৩) চতুর, রঙ্গস্থল।
চৌথরি (গৌত ৬।৩।৮৯) চারিনরী। 'চৌথরি মালতীমালা'।
চৌদশি (পদক) চতুর্দশী।
চৌদোলা (চৈচ মধ্য ১৪।১২৮) চতুর্দোলা।
চৌধুরি (চৈচ অন্ত্য ৬।১৭) গ্রামাধ্যক্ষ, তালুকদার। [সং—চতুর্ধুরীণ]।
চৌয়ান (পদক ৬০৯) চতুর।
চৌয়ারী (গৌত ৫।২।২৯), **চৌরি** (ক্ষবি ৭১), **চৌউরি** (ক্ষবি ৮১) চারিচালাযুক্ত, 'ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী'।
চৌরস (চণ্ডী ৬৬) অবন্ধুর [সং—চতুরস্র]।
চৌরাই (এ ৩০) চুরি করিল—'করসঞে মুরলী যতনে চৌরাই'।
চৌরি (পদক ৬৩) গুপ্ত, 'চৌরি পীরিতি'।
চৌহালিনী (ক্ষকী ৭১) আনন্দময়ী, আমোদপ্রিয়া।

ছ

ছইল (বিদ্যা ৩৭০) রসিক। 'পরমুখে ন শুনসি, নিজমনে ন গুণসি, ন বুঝসি ছইলরি বাণী'।
ছওল (ক্ষণ ৬।৭) বিদগ্ধ।
ছকনা (স্থর ৮৪) উন্মত্ত হওয়া, ২ সন্তুষ্ট হওয়া।
ছগন (হি গৌ ৩৬) বালক।
ছঙ্গনা (স্থর ১২) প্রিয় শিশু।
ছচি (চৈভা আদি ৫।৩৬) অপবিত্র, উচ্ছিষ্ট।
ছছন্দ (ক্ষকী ৭৮) স্বচ্ছন্দ।
ছটক (গৌত) ছটা, দীপ্তি।
ছটছটি হাস (ক্ষণ ১৬) অট্টহাস্য।
ছটা (চৈচ অন্ত্য ১৫।১৯) লেশমাত্র। ২ (পদক ১৪৪) দীপ্তি।
ছটাছট (পদা ৮৮) বিদ্যুতের বিকাশবৎ শোভা-প্রকাশক।
ছটি (চৈম ৪৩।১৬১) ছাট, ছড়ি। 'ধরিতে চলিলা শচী হাতে ছটি করি'।
ছট্‌পটি (তর ১১।৮।২৭) অস্থিরতা।
ছড় * (বিদ্যা ১১৪) ছাড়া, বাকি।
ছড়া (বংশ ৪৯৬৬) মালা।
ছড়ি (চণ্ডী ৪৯৮) অসহায় হইয়া—'পিছলে পড়য়ে ছড়ি'।
ছত্র (চৈচ অন্ত্য ৬।২১৭) অন্নাদি বিতরণের স্থান [সং—সত্র]।
ছতী * (বিদ্যা ৭৮৭) ক্ষতি।
ছথি (বিদ্যা ৭৩৫) আছে—'তেঁই ছথি অন্তর'=তিনি অন্যত্র আছেন।
ছদ (পদক ৩০৩৬) ছদ্ম, ছলনা।
ছদন (গৌত) ওষ্ঠ। ২ (ক্রম) আবরণ, 'নিচোল আধ ছদন'।
ছদ্ম (চৈচ মধ্য ১০ ১৫০) ছল।
ছন * (বিদ্যা ১৬৪) ক্ষণ।
ছন্দ (পদা ৬৩) কপট, 'না কর আন ছন্দ'। ২ (দ ৩) অভিপ্রায়, ৩ প্রকার। ৪ ভঙ্গী, ৫ শোভা।
ছন্দন (পদক ২১৬৪) শোভা, ২ (চণ্ডী ৫২৬) ছলা।
ছন্দনি (রাভ ১১।২০) গরুর পাদ-বন্ধন রজ্জু।
ছন্দবন্দ (চৈচ অন্ত্য ৯।৫৭) প্রকার, কৌশল।
ছন্ন (রস ৬৪৮) আচ্ছন্ন।
ছপলা (বিদ্যা ১৮) আচ্ছন্ন।
ছপাই * (বিদ্যা ৩৫২) মাথাবাঁচান।
ছয়ল (পদক ২৯৬৬) চতুর [সং—ছেক+ল]।
ছরম (পদক ২৬৪৫) শ্রম। **ছরমিত** (গৌত পরি ১৮৯) শ্রান্ত।
'ছরবণ (বপ) শ্রবণ।
ছরী (অ° ৫৭) বৃক্ষের শুষ্ক শাখা।
ছল (বিদ্যা ১২২) ছিল, 'যেও ছল শীতল, সেও ভেল তীখ'। ২ (পদক ৭০) ফন্দি। **-ছুতা** (ভক্ত ২৩।১) সামান্য ত্রুটি, খুঁত।
ছলছলায়ে (ধা ৮) ছলছল নেত্রে।
ছলনা (ক্ষমা ১০৯।১) বিবাহের ছায়ামণ্ডপ। 'তবে হলধর, ছলনা উপর, পিঁড়ির উপরে বসি' [ছাঁদনা, ছানলা, ছোড়লা]।
ছলা (ধা ৬) ছলনা।
ছলি * (বিদ্যা ১৬০) ছিল, ছিলাম।
ছলিয়া (পদক ১২৩) ছলী, কৌতুহলী। ২ (পদক ১৪৯) চতুর।
ছব (বিদ্যা ৪৫৬) ছয়।
ছবি (পদক ১০৯০) কান্তি।
ছবীল (পদক ২৯২৬) কান্তিবিশিষ্ট।
ছবীলা (হিগৌ ৩৬) সুন্দর।

ছসি (গৌত) ছক, সারি।

ছহিয়াঁ (স্থর ৩৬) ছায়াতে।

ছা (চৈম ৪৮।৩০৮) বাচ্চা, শিশু [সং—শাবক]।

ছাই (গোবিন্দ ৯৪) ছায়া, ২ (পদক ১৯০১) কান্তি [সং—ছায়া]।

ছাইলা (ক্ষমা ২২।৪) ছেলে।

ছাউনি নাড়া (গৌত ২।৪।৩৫) বরকন্যার শুভদৃষ্টির পূর্বে অন্তঃপট অপসারণ, স্ত্রী-আচার। 'ছাউনি নাড়িল কন্যাবর'।

ছাওনি (চৈচ অন্ত্য ১৩।৬৯) চালা, ডেরা। [সং—ছাদনী, হিং—সাউনি]।

ছাওয়া (চৈচ আদি ১১।৪) আচ্ছাদন করা, ঢাকা। ২ (ভক্ত ১৬।২) বিছান, ছড়ান।

ছাওয়াল (চৈচ আদি ১৭।১০৫) সন্তান [সং—শাবক]।

ছাঁচ (কৃকী ১২৪) ঠাট, ছাঁদ, প্রকার; [সং—ছন্দ]।

ছাঁদ (দ ৪) প্রকার। ২ (নির ৫) ভঙ্গী, গঠন, আকৃতি।

ছাকিছকি (হি গৌ ১৩) আনন্দে উন্মত্ত হইয়া।

ছাছাবাছা (ভক্ত ২।৬) সার-নিষ্কাসন।

ছাজ (বাণী ৩৮) ছাঁদের কিনারা। ২ * (বিদ্যা ৪৯৭) সাজ।

ছাত্রিঁয়ন (কৃকী ২০৭) ছাতিম বৃক্ষ।

ছাট (চৈম আদি ১।১১৫) ছড়ি, যষ্টি।

ছাটা (বংশ ৫১৭) ছটা, দীপ্তি।

ছাটি (চৈচ মধ্য ১২।১৪২) জলের ছিটা।

ছাতি (পদক ৫৫), **ছাতিয়া** (পদক ১৮১৯) বক্ষঃস্থল। [হিং—ছাতি]।

ছাতিয়ানা (তর ১০।৫৭।৩৩) ব্যাঙের ছাতা।

ছান (ভক্ত ১১।৭) ছাউনী [সং—ছাদনী]।

ছানা (চৈচ মধ্য ৪।৫৪) ছাঁকা। ২ (চৈচ মধ্য ৩।৪৮) দুগ্ধবিকার। ইহা দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে ত্রিবিধ ভোগ প্রস্তুত হয়। (১) ছানা-চকটা, (২) ছানাপিঠা ও (৩) ছানা-মাণ্ডুয়। গৌড়দেশেও ছানার বড়া, ছানার রসা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ছান্দ (২৬২) ছান্দন দড়ি। ২ (পদক ২৬৮) ভঙ্গী। ৩ বন্ধন। ৪ (কৃকী ২৪০) ছন্দ, সাদৃশ্য [সং—ছন্দঃ]।

ছান্দা (গৌত ১।৩।৭১) জড়াইয়া ধরা।

ছান্দই (এ ১১) ছাঁদন দড়ি।

ছান্দন দড়ি (বিজ ১৩।২০) গাভীর পদবন্ধনডোরী। ২ মন্থনদণ্ডের বেষ্টন-রজ্জু।

ছান্দুয়া (গৌত) ছন্দ, প্রকার।

ছাপর (ভক্ত ১২।১) ছাদ, আচ্ছাদন [হিং—ছপ্পর]।

ছাপান (দ ১১২) লুকাইয়া রাখা [হিং—ছিপা]।

ছাপিত (পদক ১৬৩৯) লুক্কায়িত।

ছামনি, ছামানি (কৃবি ১২, ৬১) মাল্য-বিনিময়।

ছামুনি (চৈম আদি ২।১১৫) বিবাহে ব্যবহার্য ক্ষুদ্র বস্ত্র-বিশেষ।

ছায়া (চৈভা অন্ত্য ৩।৭৮) আশ্রয়। 'সর্বভাবে তোমার লইনু মুই ছায়া'।

ছার (চৈচ মধ্য ১৫।২৭৫), **ছারখার** (চৈচ আদি ১২।৭২) তুচ্ছ, অধঃপাত, সর্বনাশ [সং—ক্ষার]।

ছাল (চৈচ অন্ত্য ১৩।৭৫) চর্ম [সং—ছল্লী]।

ছালি (বংশ ১৮৮৬) ছাই।

ছাবা (ভক্ত ২২।৫) ছাপ।

ছাহ (স্থর ২৬), **ছাহরি** * (বিদ্যা ১৫) ছায়া।

ছিঁদন দড়ি (জ্ঞান ৪১) ছাঁদন ডোর।

ছিকে (বিদ্যা ৩৬) শুনিয়া।

ছিটাছিটি (তর ১০।৬৫।৩৮) পরস্পরের প্রতি জল-সিঞ্চন।

ছিণ্ডা (চৈচ মধ্য ১৯।১৫৯) ছিন্ন।

ছিণ্ডিজুলি (কৃকী ১৩৩) ছিন্নভিন্ন করিয়া।

ছিত (বিদ্যা ৪৮২) থাকিতে।

ছিতনী * (বিদ্যা ৭৭৪) ধামা।

ছিতি * (বিদ্যা ৫৭) ক্ষিতি।

ছিদ্দুশ (দ ২৯) ছিদ্র, ২ দোষ।

ছিদ্র (বংশ ৮৫৮) ফাঁক, ২ অবকাশ, ৩ (চৈচ মধ্য ২৫।১৩৫) দোষ।

ছিন (পদা ৪৮৭) অল্প পরিমাণ। ২ (হি গৌ ৩৯) ক্ষণ, মুহূর্ত। ৩ (গৌত) ছিন্ন।

ছিনারী (কৃকী ৩১৮) স্বৈরিণী।

ছিপযষ্টি (চৈভা অন্ত্য ৯।২৮৯) বাঁশের আগাদ্বারা প্রস্তুত লাঠি।

ছিপি (ভক্ত ১১।৭) শিশি বোতলের মুখ আটকাইবার জন্য সোলা কাচাদি দ্বারা প্রস্তুত গোঁজবিশেষ।

ছিয়া (বিজয় ৯৪।১৯৪) উদূখলে ধান্যাদি কুটিবার কাষ্ঠমুদ্গর।

ছিয়ে (গৌত ১।২।৩৩) ছি, ধিক্! 'ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ' —বিদ্যা।

ছিরকান (পদা ৪৮৭) ছিটান।

ছিরি (জ্ঞান ৩৬) শ্রী, শোভা। **-ফল** (পদক ১৯৭) শ্রীফল, বেল।

ছিলিকা (ভক্ত ৪।৯) ছাল, 'ছিলিকা

ফেলিয়া রন্তা শ্রীহস্তেতে দেয়'।

ছীক্‌না (পদা ৪৯৭) হাঁচি দেওয়া।

ছীন (হি গৌ ৩৯) ক্ষীণ, ২ (পদক ১৯১১) ছিন্ন।

ছীর (সুর ১৮) দুগ্ধ [সং—ক্ষীর]।

ছুই জনু হলহ * (বিদ্যা ৩৪১) যেন ছুঁইও না।

ছুক (কৃকী ২৩২) আছুক।

ছুচ (কৃকী ১৬৮) সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম।

ছুছ (বিদ্যা ৬৮৫) অস্পৃশ্য।

ছুটা (চৈচ অন্ত্য ১৪।১২৩) স্খলিত। **-পানবিড়া** (চৈচ অন্ত্য ১৩।১২৪) নৈবেদ্যে ব্যবহৃত মসলা-রহিত পৃথক্‌কৃত পানের খিলি।

ছুত (পদক ২৬৯৮) স্পর্শদোষ [সং—সূত্র ?]।

ছুতিহা (অ° ৭) অস্পৃশ্য।

ছুতুনা (পদক ২৫৬২) ছল।

ছুরী (পদক ৮৭৩) চাকু, [সং—ক্ষুরী]।

ছেও * (বিদ্যা ৬) ছিটা।

ছেকলি (বিদ্যা ৩১৫) বেষ্টিত।

ছেন (দ ১৩) শিথিলবেশ, ছিন্ন; 'ছেনহুঁ ছেনহুঁ হেরহুঁ তোই'। ২ (দ ৮৩) ক্ষণ।

ছেনারী (কৃকী ৮৩) স্বৈরিণী।

ছেম (হি গৌ ৮৯) আনন্দ, ২ সম্পত্তি [সং—ক্ষেম]।

ছেল * (বিদ্যা ২৭২) রসিক।

ছৈয়া (হি গৌ ১৫১) বালক।

ছৈল (রাভ ৩২।২১) সুন্দর, ২ (পদক ১৯১১) ধূর্ত্ত। ৩ (বিদ্যা ২১৭) রসিক। ৪ (দ ১৪) চতুর [সং—ছেক+ল, প্রা°—ছইল্ল, হি° —ছৈল]।

ছোঁচ্‌ (পদক ৩০৩০) অশুচি [সং —অশৌচ]।

ছোঁছ (গৌত) ঠক।

ছোটি (পদক ২৬৫৬) হীন, মলিন, খর্ব, ছোট।

ছোটী (পদা ১৩৬) তন্বঙ্গী।

ছোড়ল (চৈম আদি ২।৯৬) ছায়া-মণ্ডপ, ছান্‌লাতলা [সং—ছাদন]।

ছোরকী, সোরকী * (বিদ্যা ৬০৭) চক্ষুর ভ্রূদ্বয়।

ছোরি (রতি ৫। প ২৬) ছাড়িয়া।

ছোলঙ্গা (পদক ২৬৫১) নেবুবিশেষ, টাবা।

ছোহরা (পদক ২৬১০), **ছোহারা** (চৈচ মধ্য ১৪।২৭) শুষ্ক খেজুর, খুরমা।

ছৈ্ব (অ° ৭) স্পর্শ করিয়া।

জ

জই (বিদ্যা ৪৯) যদি। 'জই নব চন্দ পুরন্দর অন্তর, চন্দন তাসু সমান' অর্থাৎ যদিও নবচন্দ্র শিবের ললাটে বিরাজমান, তথাপি চন্দ্র শিবের সমান নহে।

জইতঁহ * (বিদ্যা ৩০২) যাইতাম।

জইতি * (বিদ্যা ৩৩৭) যাইবে।

জইসন * (বিদ্যা ২৬) যেমন।

জউ-ঘর (তর ১০।৪৯।১৪) জতুগৃহ লাক্ষা-নির্মিত গৃহ।

জউনি * (বিদ্যা ৩২৮) যমুনা।

জএতুর * (বিদ্যা ৪৯৪) জয়তূর্য।

জঁকা (বিদ্যা ২৭) যেন, সদৃশ।

জঁগালী (বট ২৮) নীলবর্ণ।

জঁহা (বিদ্যা ৬১৭) যেখানে।

জকে * (বিদ্যা ৮০২) ন্যায়।

জখন (কৃকী ৮০) যখন।

জগ (চৈচ আদি ১৩।৯৮) জগৎ।

জগইত (বিদ্যা ৭০৭) জাগ্রত।

জগতী (রাভ ৪১২৮) সংসার, ২ (রসিক পশ্চিম ৮।২) বাস্তুবিশেষ।

জগমগ বাণী ৪৩) ঝলমল, উজ্জ্বল। ২ (জপ ৩১) রসময়। **জগমগানা** (সুর ৬৮) উজ্জ্বল হওয়া।

জগমহ (রতি ৫। প ২৬) জগতের মধ্যে।

জগমোহন (চৈচ মধ্য ৪।১১৪) গর্ভমন্দিরের সমীপস্থ গৃহ; ২ জগতের মোহনকারী শ্রীজগন্নাথ।

জগাই (বপ) জাগাইয়া।

জগাতি (চৈচ মধ্য ৪।১৮৪) দান-ঘাটিতে রাজস্ব-আদায়কারী। ২ ঝঞ্ঝাট।

জঙ্গ * (বিদ্যা ৬০১) সমূহ।

জঙ্ঘোল (কৃচ ৪।২৫।৩০) জাঙ্গাল, রাস্তা, বাঁধ।

জ-জকার (পদক ২৫) উলুধ্বনি।

জঞ্জাল (চৈচ মধ্য ৪।১৭৪) বিপদ, উৎপাত [হি°]।

জএে্রা (বিদ্যা ১৯৬) যদি, ২ (বিদ্যা ৫২) যেমন, ৩ * (বিদ্যা ৫৫৫) যখন।

জঞ্জীর (স্থর ২) জঞ্জাল। ২ (গৌত ৩।২।৫৮) শিকল [ফা°]।

জড় (চণ্ডী ৮২) শিকড়, ২ (চণ্ডী ৫৩২) একত্র।

জড়া (বপ) জড়িত।

জণি (কৃকা ৩৮) যেন না। ২ (কৃকী ২৯৯) যেন।

জত (কৃমা ১।৯) যত।

জতএ (বিদ্যা ৬০৫) যেখানে।

জতক * (বিদ্যা ১৮১) যত্ কিছু।

জন (রস ১৭৪) জন্য, 'মরিলে মরণ নহে দুঃখ নাহি মানে। আসক্তি বিৎসেদ জন মরে ক্ষণে ক্ষণে'॥ ২ *(বিদ্যা ৫০৪) যেন—'ভল জন পুছব আন'। ৩ (রস° ৯৪৩) সাধারণ লোক।

জনি (পদক ১০৬১) যেন—'স্বপনে হোয়ে জনি বিপদক লেশ'। ২ (পদা ১১৫) না—'সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ জনি ছাড়'। ৩ * (বিদ্যা ২৬৮) যেন না, 'জনি গোপহ আওব বণিজার'। [সং —যৎ + ন, হি°,মৈ° - জনি, জিন্]।

জনিএ * (বিদ্যা ২২১) জানে।

জনিকর (বিদ্যা ২৭) যাহার।

জনী (পদক ১৩২৪) যেন—'নব বারিদ বিদ্যুৎ থীর জনী'। ২ (কৃকী ২১১) যেন না, 'পাছে জনী রোষ কর তোহ্মে'।

জনু (বাণী ৩৬) মনে করি। ২ (দ ৪, কৃমা ১০।২) যেন। ৩ (বিদ্যা ৩৯৮) না—'পুনু পুনু জনু না আবহ অইসন কাজে'। ৪ * (বিদ্যা ৫৭৫) যেন না, 'মাধব জনু দীঅহ মোর দোস'।

জনেউ (হি অ ১) যজ্ঞোপবীত।

জপু (পদক ৯৫৫) জপ-পরায়ণ [সং—জাপক]।

জপেলু (বিদ্যা ৩৮) জপ করিল।

জভন (কে মা ১৮) সুরতক্রীড়া।

জভারি * (বিদ্যা ৭৮২) ইন্দ্র।

জমকি (দ ১০৫) যুগপৎ। ২ (পদক ২৭১৫) একত্র হইল [আ°—জমা, √জম্‌কা]।

জমাদার (ভক্ত ২।৪) সর্দার, হেড্ কনষ্টবল [ফা°]।

জয়ঁ * (বিদ্যা ৭৮৯) যাই।

জয়জয়কার (চৈভা আদি ১৫।৮১) উলুধ্বনি।

জয়তোর (পদক ২৮৪৩) জয়সূচক তূরীবাদ্য [সং—জয়তূরী]।

জয়ধুনী (কৃকী ৩৮১) জয়ধ্বনি।

জরজর (চৈচ মধ্য ২।২০) জর্জরিত।

জরতার (হি গৌ ৫৪) স্বর্ণ বা রৌপ্য-সূত্র।

জরতি, -তী (পদক ২৫৪৭) বৃদ্ধা।

জরদ (স্থর ৬৭) মলিন বর্ণ।

জরনি (অ ৩৮) জ্বালা।

জরম (কৃকী ৪) জন্ম।

জরাব (বাণা ১।৩১) মুক্তা-খচিত।

জরাসিন্ধু (রস ৩৫) জরাসন্ধ।

জরি (বিদ্যা ৪৩৮) জ্বলিয়া। ২ (পদক ২৬৯২) সোণার তারের কাপড় [ফা°—জর=স্বর্ণ]।

জরিয়া (স্থর ৩৯) জড়িত, খচিত। ২ (পদক ৩৩৬) জ্বলিয়া।

জরি যাতি (গৌত) মলিন হয়।

জরী (হি গৌ ১৫) স্বর্ণসূত্র-খচিত বস্ত্র।

জরুয়া (কৃকী ৪৯) জরাক্রান্ত ব্যক্তি।

জলত (কৃকী ২৫৪) জলে, **জলতে** (কৃকী ২৬) জলে, জল হইতে।

জলসূতা (জ্ঞান ৩৭) কমল।

জলু (পদক ১৫৮) জ্বলে।

জল্পনা (রস ৯) কীর্ত্তন।

জল্লাদ (ভক্ত ১৩।১২) ঘাতক [আ°]।

জবদ (২৮) পরাজিত [আ° জবৎ]।

জস্থু (বিদ্যা ৫২) যেই, 'জস্থু কারণ তোঞে ক্ষীণী'। ২ (বিদ্যা ৪৪১) যাহার।

জহি, জহিআ (বিদ্যা ২৫৫) যে।

জহিনী [যহিনী] (বিদ্যা ১২২) যেমন, 'কহহি ন পারিয় দেখলি যহিনী'।

জহুরা (ভক্ত ১১।৭) ঐশ্বর্য, 'রাজা কহে—তোমার জহুরা লোকে কহে'।

জা (বিদ্যা ৫৬৭) যাহার, ২ (কৃকী ১৪৭) যাও। ৩ (ভক্ত ৯।১) যাতৃ দেবর বা ভাসুরের পত্নী।

জাক, যাক (গৌত) যাহার।

জাগরি (দ ১৪) জাগরিত।

জাগাত (চণ্ডী ১১০) শুল্ক আদায়-কারী। 'কেবা সে বা জন, জাগাত বলিয়া, আমরা নাহিক জানি'।

জাগিরদার (প্রে বি ১০) নিষ্কর ভূমির ভোগদখলকারী [ফা°]।

জাগু (গৌত) জাগ্রত হয়, প্রকাশ পায়।

জাঙ (ক্ষণ ১।২) যাইতেছি।

জাঙ্গাল (কৃমা ১৩।১৫) উচ্চ বাঁধ, পথ। 'উরুযুগ তাল যেমন জাঙ্গাল, দশন ঈষের প্রায়'।

জাঙ্গে (চণ্ডী ৭২) জঙ্ঘায়।

জাঙ্ঘাল (চৈভা মধ্য ২।১৬) আলি, সেতু [সং--জঙ্গাল]।

জাচক (রস ১।১) প্রার্থী, যাচক।

জাএা (কৃমা ৪।২২) জায়া, পত্নী।

জাঠি (চৈভা মধ্য ১০।১৯১) লাঠি [সং—যষ্টি]। ২ (পদক ২২০০) ইক্ষু মাড়াই করার যন্ত্রের অংশ—যে ছোট খিলটি দুই চাকির মধ্যস্থলে

ঢুকিয়া চাকি দুইটিকে যুক্ত করে।

জাড় (তর ১১।২৬।৪৩) শীত [সং—জাড্য, হি°—জাড়া]।

জাড়ি (চৈচ মধ্য ২০।১২০) জালা, জল বা ধান্যাদি রাখিবার বড় পাত্র।

জাত (রতি ২।প ৬) যায়, ২ (ক্ষণ ২৫। ৯) উপযাত, উদিত। ৩ (গৌত) জাতি, সমূহ। ৪ (কৃকী ১৪০) যাহাতে।

জাতি (বিদ্যা ৫৭৫) স্বভাব। [**জাতি লওয়া** (চৈচ আদি ১৭।১২২) জাতিচ্যুত করা]।

জাদ (চণ্ডী ৪৩৫, ক্ষণ ২৮।৭) বেণীর অগ্রে ঝুলাইবার থোপা। ২ (দ ৯৬) রজ্জু, ফিতা।

জান (গৌত ১৩।৭৪) প্রাণ [ফা°]। ২ যেন, ৩ (চৈভা আদি ১।১৮৫) অবগত হও। ৪ [বিশেষ্যপদে] দৈবজ্ঞ, গণক,সর্বজান (চৈভা আদি ১।১৫৫) **জানসি** (এ ৩) জানিতেছ। [সং—√জ্ঞা, ফা°—জান্]।

জানা (চৈচ অন্ত্য ৯।১৩) রাজপুত্র [উৎকলীয়]।

জানি (চৈচ আদি ১৪।৭) মনে হয়। ২ (তর ৯।৩।৬৬) যদি, 'স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ জানি করে সাধুজনে। সর্বধর্ম হরে নারী-সঙ্গি-দরশনে'। ৩ (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) যেন, 'দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি'। [**-কহু** (বিদ্যা ৪৩৬) জানিয়া, 'আতপে তাপিত শীতল জানিকহু সেবন মলয়গিরি-ছাহে'। **-তুঁ** (দ ৪০) জানিতাম]।

জানু (বিদ্যা ৩৪৪) জানি, ২ হাঁটু।

জানুনা (বংশ ৭৮৯) জানি।

জানে (রস ৬৯) জন্মে।

জানেঁা (চৈচ মধ্য ২১।২০) জানি। [**জান্যা** (বপ) জানিয়া]।

জাপ (পদক ২৭) জপ।

জামি (পদক ২৪৭২) যেন [হি° —জিমি]।

জামিক (বিদ্যা ৩৩১) প্রহরী।

জায় (কৃমা ৩।৩৮) যাও, 'জায় জায় দেবগণ হইঞা সাবধানে'। **জায়ি** (কৃকী ৩০৮) গমন করি। **জায়িবাক** (কৃকী ১৩০) যাইতে।

জার (চণ্ডী ৪) যাহা জর্জরিত করে, 'বিঁধিলে বাণ যে জার'। ২ (কৃকী ৩৫৭) উপপতি। ৩ (কৃকী ৩১৪) যাহার। ৪ (বিদ্যা) জ্বালাইয়া, 'করই বিলাস দীপ লই জার'।

জারই (ক্ষণ ১৯।৮) প্রোজ্জ্বলিত। ২ (বপ) জ্বালায়।

জারণ (চৈচ আদি ৫।৫২) দাহ, ২ (ক্ষণ ১৯।৮) জ্বালন।

জারা (পদা ৫০০) জ্বালা, যন্ত্রণা।

জারি (জপ ৮) জারিত বা জীর্ণ করিয়া।

জাল (পদক ১৯৮) সমূহ, ২ মৎস্যাদি ধরিবার জাল। ৩ (কৃম) জ্বালা, তেজ; 'বিষম বিষের জালে,তৃণ নাহি রহে কূলে'।

জালিক (চৈচ অন্ত্য ১৮।৪৩), **জালিয়া** (চৈচ অন্ত্য ১৮।৪১) ধীবর, মৎস্যজীবী।

জালে (চণ্ডী ৩৬) নষ্ট হয়, জীর্ণ হয়। ২ (কৃকী ৩৪৯) প্রজ্জ্বলিত করে।

জাবক (চা ১৫) আলতা [সং—যাবক]।

জাসি (বিদ্যা ৩) হইয়াছে।

জাশু, জাসু (চৈভা অন্ত্য ২।৯৭) ধূর্ত্ত, গুপ্তচর [আ°—জাসূস্]।

জাহি (বিদ্যা ১৮২) যাহাকে।

জাহুতাহু (বিদ্যা ২২৭) যাহাকে তাহাকে।

জাহের (ভক্ত ২০।৫) পালন [আ°—জাহির্]।

জি (চৈম মধ্য ৩.১৭) বাঁচিয়া আছি, 'ভক্তিমাত্র আছে, তেঞি সংসারেতে জি'। **জিঅ** (কৃকী ২৮৬) জীবিত হও; **জিঅতেঁ** (কৃকী ১১৯) জীবন্তে।

জিআপুত (কৃকী ২০৭) পুত্রঞ্জীব বৃক্ষ—আয়ুর্বেদ-মতে ইহা গর্ভ-রক্ষক।

জিউ (ক্ষণ ১।৮) হৃদয়, বুক। ২ (পদক ৬৪) জীবন [সং—জীব]।

জিঞ্জীর (কৃমা ৮।১৮) শৃঙ্খল [ফা°—জন্জীর্]।

জিঠি (পদক ২১৬) টিকটিকী [সং—জ্যেষ্ঠী]।

জিণা (কৃকী ৮) জয় করা।

জিত (পদক ২২) পরাজিত।

জিত তিত (সুর ৬৬) যেখানে সেখানে।

জিতা (বংশ ৪২৫) জীবিত।

জিতি, জিনি (রতি ২। প ৩) জয় করিয়া। **জিতে** (পদক ২৬৯) বাঁচিতে। **জিনা** (চৈভা আদি ৬।৪৫) জয় করান।

জিন্দাপীর (চৈচ মধ্য ২০।৫) সিদ্ধ-পুরুষ [ফা°—জিন্দা=জীবিত, পীর =মুসলমান সাধু]।

জিমি (বাণী ২৫) সুতরাং। [২ যেন—'জিমি জগ জঙ্গম তীরথরাউ' —তুলসীরামা°]।

জিম্ভিত (বিদ্যা ৭৩৬) বিকশিত, 'কমলিনী রস জিম্ভিতা'।

জিয় (বাণী ১৫) প্রাণ, হৃদয়।

জিয়ন্তি (বিদ্যা ৪৩৫) জিবলী গাছ।

জিয়ন্তে (কৃকী ১৫২) জীবিতাবস্থায়।
জিয়রা (সূর ৬৯) প্রাণ, হৃদয়।
জিয়ায়সি (পদা ২৪৬) জয়যুক্ত করিতেছ। 'বদন না কর মলিন ছান্দ। বাদে জিয়ায়সি পূর্ণিমক চান্দ'।
জিব * (বিদ্যা ২০৪) প্রাণ।
জিবউ * (বিদ্যা ৬০২) বাঁচিবে।
জিবসয় * (বিদ্যা ১৮২) প্রাণ হইতে।
জিসে (চণ্ডী ৩৯৪) যাহাতে।
জিসের (চণ্ডী ৯৬) যাহার, 'কোন কোন ছলা, জিসের কারণে, আমি সে সকল জানি।'
জিহ (বিদ্যা ৪৫০, কবি ৪৩), **জিহি** (কবি ২২) জিহ্বা।
জীঅ (কৃকী ৮৩) জীবিত থাক।
জীউ (দ ৪৮) জীবন। ২ (চৈভা আদি ১২।৮৬) 'জীবিত থাকুক'—বলিয়া আশীর্বাদ [সং—জীব্]।
জীউতি (বিদ্যা ৭০৭) বাঁচিবে।
জীউত (কৃকী ১৩৬) বক্ষের।
জীঙ (গৌত) জীবন ধারণ করি।
জীত (পদক ২৫১৭) জয়, [সং—জিত, ভাবে ক্ত]।
জীদ্দ (পদক ৪৩৯) জেদ্ [আ°—জিদ্]।
জীয় (বিদ্যা ৬৫) জীবন। **জীয়ন্ত** (কৃকী ২৫৬) জীবিত। **জীয়য়** (চৈচ মধ্য ২।৩৮) জীবিত থাকে।
জীরা (সূর ৩৪) হৃদয়।
জীল (চৈচ মধ্য ২৫।১৭৭) জীবিত হইল।
জীব (চৈচ মধ্য ৩।১৭৬) বাঁচিব। ২ (পদক ৯৮) প্রাণী। ৩ জীবন।
জীবক (পদা ২৩৪) জীবাত্মার জীবন-দানকারী।
জীবতে (বংশ ৪৪৫৭) জীবদ্দশায়, 'বিরহ বিচ্ছেদে রাধা জীবতে হি মরা'।
জীবা (প্রা ৭।৪) জীবন। [**জীবার** (কৃকী ৫০) বাঁচিবার]।
জীহ (কৃকী ২) জিহ্বা—'জীহের আগ'।
জুখ (পদক ৮৯৫) ওজন করা।
জুগত (কৃকী ২৯৯) যুক্ত।
জুটি (কৃম) যোড়া, 'তুমি আমি এক জুটি, বলাই মুষ্টিক'।
জুড়ি (বিদ্যা ৫০৮) শীতল, ২ (পদক ২২০) যোড়া। ৩ (কৃকী ১৩৪) যুক্ত করিয়া।
জুণি (কৃকী ৩৬৬) যেন না।
জুতি (চৈম আদি ১।৪৮, পদক ১৬৯) জ্যোতি, দীপ্তি।
জুতী (কৃকী ৩০৬) যুক্তি।
জুদা (চণ্ডী ৮) পৃথক্। 'অধর-সুধা পড়িছে জুদা' [ফা°—জুদাহ্]।
জুয়া—দ্যূতক্রীড়া, পণপূর্বক খেলা।
জুয়ায় (চৈচ আদি ৪।১৮৮) সঙ্গত হয়। ২ যোগায়, 'কথা না জুয়ায়'।
জুয়ার,-রি,-রী (চৈভা অন্ত্য ৩,৩০) যে জুয়া খেলে [হিং°—জুয়া]।
জুপুপ্, জুলুপ্ (পদক ৬৪৫), **জুল্ফ** (হিগৌ ৩১) অলক [ফা° জুল্ফ্]।
জৃম্ভলি * (বিদ্যা ৩) হাই তুলিতেছ।
জেঁবন (অ ৭) ভোজন।
জেকর * (বিদ্যা ৫৮৪) যাহার।
জেঙ (পদক ২৮৩৩) যেন [হিং°—জনু]।
জেঠ (ক্ষণ ১১৬) জ্যেষ্ঠ, বড়। ২ (পদক ১৮১৪) জ্যৈষ্ঠমাস।
জেঠৌনী * (বিদ্যা ৫৯৯) বড় জা।
জেত্তিক (অ ১৫) যতেক।
জেন (কৃকী ৭১), **জেনে** * (বিদ্যা ৪৭৩) যেমন। ২ * (বিদ্যা ৫৪১) যেন।
জেম (বিদ্যা ৩৯৫) ভোজন।
জেল (ভক্ত ১৯১) কারাদণ্ড jail.
জেবর (হি গৌ ১৫) অলঙ্কার, ২ মণিমাণিক্যাদি।
জেহরি (সূর ৬) পায়ের ভূষণ-বিশেষ।
জেহে * (বিদ্যা ২২৭) যে।
জৈছন (দ ৪০) যেমন।
জৈসানে (কৃকী ২১) [অসমীয়া] যখন।
জৈসে (অ ১) যে প্রকার।
জৈহ * (বিদ্যা ৪৪১) যাহা।
জৈহে (অ ৯) যাইবে।
জোই (পদা ৪৪৩, গোবিন্দ ৩৩১) নিরীক্ষণ করিয়া।
জোএ (বিদ্যা ২৯০) খুঁজিয়া।
জোঁতি (দ ৭৩) যোজিত করিয়া।
জোখা (পদক ৮৫০) ওজন করা।
জোগাওঁ (কৃমা ১২।১৪) জোগাইলাম, নিবেদন করিলাম।
জোটন (গৌত ৩।১।১২) সমাবেশ, সংযোগ; অলঙ্করণ।
জোড় (গৌত) জোড়া, দুইটি।
জোত (হি গৌ ২০) জ্যোতি।
জোতিঅ (বিদ্যা ১২০) জ্যোতিষ।
জোতিখ (পদক ১৮০) জ্যোতিষী।
জোনা (গৌত ৩।২।৩৫) জ্যোৎস্না।
জোপৈ (অ ১) যদিও।
জোয় (পদক ৫১২) নিরীক্ষণ করে [হিং°, মৈ°—√জোহ]।
জোর (পদা ২৮৭) মিলন। ২ (পদক ২২৪) বল [ফা°]।
জোরণী (পদা ২৭৯) সংযোজন।

জোরহি (বিদ্যা ৮৫) যুক্ত করিয়া।
জোরাবরি (ভক্ত ৫।৪) বলপূর্বক।
জোরী (স্থর ৩৯) যুগল।
জোরণী (দা মা ১৯) সঙ্গী।
জোবত (স্থর ৩৫) দেখিতেছে।
জোবন (মা মা ৩৫) যৌবন, ২ লাবণ্য।
জোহন (বিদ্যা ৩২৩) খোঁজা, ২ (পদক ২৯৬৬) নিরীক্ষণ [হিং—জোহ]।
জোহার—প্রণাম, অভিবাদন [হিং—জুহার]।
জোহিত (পদক ২৪২৮) দৃষ্ট।
জৌ (তর ৩।১।৩) গালা, লাক্ষা [সং—জতু]।
জ্যোরী (অ ৩৩) দড়ি ২ যুগল।
জ্যো (বাণী ৪৬) যদি।
জ্যো (স্থর ২৬) যেমন। **-জ্যোঁ** (স্থর ৬৬) যে যে দিকে বা যে যে ক্রমে।
জ্বলউ (বিদ্যা ৬৯২) জ্বলিয়া যাউক।
জ্বালারিষ্ট (চৈভা আদি ১৬।১৮৫) বিষপ্রদাহ ও যন্ত্রণাদি।

ঝ, ঞ

ঝকঝোর (ক্ষণ ১৭।৮) ঝলমল।
ঝকঝোরা (হি গৌ ৮৭) সবেগে দোলন।
ঝকড়ি (ভক্ত ৯।১) ঝগড়া, কোন্দল।
ঝকোর (ক্ষণ ২০।১১) তরঙ্গ, 'উছলল সুরত-সমুদ্র-ঝকোর'। ২ (এ ২৮) দোল—ব্রজরমণীগণ দেওত ঝকোর।' [হিং—ঝকোল্]।
ঝকোরা (স্থর ৮২) আন্দোলন।
ঝখইতে (বিদ্যা ২৪৯) শোকাকুল হইয়া ভাবিতে, 'কি কএ কি করব হমে ঝখইতে জাএ'।
ঝগড় (কৃকী ৫৬) অপরাধ, ত্রুটি; [**-পাত** (কৃকী ১৯৪) বিবাদ বাঁধাও]।
ঝগরে (অ ২) ঝগড়া।
ঝঙ্ক (পদা ১৯০) ঝঙ্কাট—'মোতিম হার, ভার হিয় জারই কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক'। ২ (রতি ৪।প ৪) ঝঙ্কার। ৩ (পদক ১৭৪১) জঞ্জাল [হিং ঝখ্]।
ঝঙ্কন (পদক ১৮৯৩) উদ্বেগ-জনক।
ঝঙ্কারিবো (কৃকী ৩৯৬) তিরস্কার করিবে।
ঝঙ্গুলী (স্থর ১৩) বালকের ঢীল জামা।
ঝটক (রাভ ৫০।১৮) চকিত ২ (বিদ্যা ৩৬৫) ঝটিকা। ৩ (পদক ৩৭৭) জোরে আকর্ষণ বা অঙ্গচালন।
ঝটঝারী (বিদ্যা ৭৪৩) তাড়াতাড়ি।
ঝটিত (পদক ৬১৪) শীঘ্র [সং—ঝটিতি]।
ঝনক (স্থর ১২) ঝুনঝুন করে।
ঝনকত (রতি ৫।প ১২) ঝঙ্কার করিতেছে।
ঝনঝনা (চৈভা অন্ত্য ৯।৩৬) বজ্রপাত।
ঝপট (স্থর ২৪) হঠাৎ।
ঝপটনা (হি গৌ ৯২) সহসা ধরা, ২ দৌড়ান।
ঝমক (দ ৫৫) দ্রুতবেগে চলা, ২ নৃত্য করা, ৩ (দ ৮৩) কম্প।
ঝমকাবৈ (স্থর ১৪) ঝলমল করে।
ঝমকিত (পদক ১৭৭১) দীপ্তিযুক্ত [হিং—ঝমক]।
ঝমর (বপ) কৃষ্ণবর্ণ।
ঝম্প (দ ১১৬) আচ্ছাদিত, ২ (পদক ১৩২১) ঝাঁপ।
ঝম্পিয়া (পদক ১৮০৬) আচ্ছাদিত।
ঝর (পদক ২১৯) নির্ঝর, ২ ঝরে, ৩ (কৃকী ২২) ক্ষরণ।
ঝরকা (জ্ঞান ৯৪) গবাক্ষ [হিং—ঝরোখা]।
ঝরঝরি (অদক ২৭৯১) ঝারি।
ঝরি (পদা ৩৩৫) লম্বিত।
ঝরোখা (বট ১২১) গবাক্ষ।
ঝর্ঝর (বৃলী ২) শ্রীকৃষ্ণ-রাসস্থলীতে ব্যবহৃত (ঝাঁঝর, কাড়া) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।
ঝলক (বংশ ২০৪৪) তরঙ্গ। ২ (পদক ২১) দীপ্তি, উচ্ছ্বসন।
ঝলকনা (পদা ৪৬) ঝলমল করা।
ঝলমল (চৈচ মধ্য ২৪।৮) উজ্জ্বল, প্রকাশিত।
ঝস (বপ) মৎস্য [সং]।
ঝাঁও (কৃকী ১৬৮) ঝামা ইট, 'ঝাঁওএঁ ঘসিঞাঁ তাক করিল চিকণ'।

ঝাঁক (স্থর ৪৮) উকি মারা। ২ (ভক্ত ২৬।৮) শ্রেণী, দল।

ঝাঁকরি (দ ১৪) ধাক্কা দিল।

ঝাঁকি (পদক ৫৬৪) চকিতপারা, মুহূর্তের জন্য।

ঝাঁখ (বিদ্যা ৩০৩) শোকাকুল। ২ (বিদ্যা ২৯৪) কাতর হওয়া।

ঝাঁজর—ফোঁপরা, বহু ছিদ্রযুক্ত [সং—ঝর্ঝর জর্জর]।

ঝাঁঝর (পদক ১৬৭০) অতিজীর্ণ, ২ তীব্র, উগ্র।

ঝাঁঝরিয়া (স্থর ১৪) পায়ের আভরণ-বিশেষ।

ঝাঁঝিয়া (রতি ৫।প ১২) [ধ্বন্যাত্মক] বাদ্যধ্বনি করে।

ঝাঁট (রুকী ৭) ঝটিতি।

ঝাঁটাল (রুকী ২১২) ঘণ্টাপারুল।

ঝাঁপ (চৈচ অন্ত্য ১৮।২৮) ঝম্প।

ঝাঁপল (পদক ২৩৬) আচ্ছাদিত। ২ (পদক ৪৯৬) অর্পণ করিল।

ঝাঁপা (গৌত ২।৪।১৯) নারীর মস্তকের আভরণ-বিশেষ।

ঝাঁপি (ভক্ত ৪।৯) পেটারা।

ঝাঁপে (ধা ৯) বেষ্টন করে।

ঝাই (পদক ১৫৫৭) দ্যুতি [হিং°—ঝাই]। ২ (দ ২২) সংকেত, কৌশল। ৩ (বট ১১) অন্ধকার।

ঝাক (পদক ২৬১৯) দল।

ঝাকত (পদক ১৮৮৭) প্রলাপ বাক্য বলিতে বলিতে [হিং°—ঝকনা]।

ঝাখএ * (বিদ্যা ৪১৫) আকুল হয়।

ঝাঙর (পদক ২৫৩) ঝামা অর্থাৎ তীব্র অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

ঝাঝর * (বিদ্যা ৭২৭) শতচ্ছিদ্রযুক্ত [সং—জর্জরীক]।

ঝাট (দ ৯) শীঘ্র, দ্রুত [সং—ঝটিতি]।

ঝাটল (বিদ্যা ৩৬৫) আহত।

ঝাটনা (চৈচ মধ্য ১২।৮৮) ঝাটদিয়া স্তূপীকৃত আবর্জনা।

ঝাড়ি (দ ১০৮) চ্যুত করিয়া, ২ (পদক ২৪১) ঝাড়া।

ঝাপ * (বিদ্যা ২৬৯) গোপন।

ঝামর (নিস্ত ২ অ) অনুজ্জ্বল, মলিন, শীর্ণ। ২ (চণ্ডী ৩৬৪) ঝঙ্কার। ৩ (জপ ৪৬) শুষ্ক।

ঝামরাই (নিস্ত ১১ অ) পূর্ণতা।

ঝামরু (চণ্ডী ২২২) ঝামার ন্যায় প্রভাহীন, বিবর্ণ। ২ (চণ্ডী ৩৬৮) ঝঙ্কার, 'গীতের ঝামরু'।

ঝার (বাণী ৪৭) সম্পূর্ণ, ২ কেবল, ৩ অগ্নিশিখা।

ঝারতি (স্থর ১২) ঝাড়ে।

ঝারা (রুকী ৩১২) ঝালর, ২ (রস ৮৬) ধারা [সং—ঝরা]।

ঝারি (দ ৬) ভৃঙ্গার, গাড়ু [সং—ঝরী]। ২ (ক্ষণ ২৩।১৩) ঝরিয়া।

ঝালকাশন্দি (চৈচ অন্ত্য ১০। ১৫) লঙ্কাদি কটুরস দ্বারা প্রস্তুত আচার-বিশেষ।

ঝালর (ভক্ত ২৬।১) বস্ত্রনির্মিত দ্রব্যাদির কারুকার্যময় কুঞ্চিত প্রান্ত-দেশ [সং—ঝল্লরী]।

ঝালান (গৌত পরি ১।১১৫) সংস্কার বা পরিষ্কার করা।

ঝালি (চৈচ আদি ১০।২৭) পেটরা, 'রাঘবের ঝালি'।

ঝালিআর জল (রুকী ৩৯৪) মরীচিকা।

ঝি (পদক ১৯৩), **ঝিআরী** (রুকী ২২৫) **ঝিউ**, **ঝী**—কন্যা।

ঝিঁকুর (চৈচ মধ্য ১২।১৮) কাঁকর, পাথরের ছোট কুঁচি।

ঝিঁজা,-ঝা (পদক ১৪৪), **ঝিঞ্জিরি** (পদক ১৭৪১) ঝিঝিপোকা।

ঝিকঝোরে (বিদ্যা ১৫৭) টানাটানি।

ঝিকটি (চণ্ডী ১৯৯) ক্ষুদ্র কলসীখণ্ড জলের উপর ছুড়িয়া খেলা।

ঝিকর, -রা (চৈচ মধ্য ৪।১৩৮) মৃৎ পাত্রের টুকরা, খোলা।

ঝিন (রসিক পূর্ব ১০।১১২) সূক্ষ্ম, 'কটিতে শোভিত ঝিনবাস।

ঝিনিকি (পদক ১৪৪) ঝিন্ ঝিন্ শব্দ।

ঝিয়ারী (দ ১২) কন্যা।

ঝিলমিল * (বিদ্যা ১৭৪) দৃঢ়।

ঝীঁনা (হি গৌ ৮৭) অতিসূক্ষ্ম।

ঝী (বংশ ১৯২০) কন্যা।

ঝীকয়ে (পদক ১৮৮৭) দুঃখকাহিনী প্রকাশ করে [হিং°—ঝীকনা]।

ঝীল (বাণী ৬৩) জলাশয় [দেশী]।

ঝুঁটা (রত্না ১।১১৪) খোঁপা, বদ্ধকেশ, ২ (পদক ২৭৭) চূড়া [সং—জুট]।

ঝুঁঠাখোর (ভক্ত ১) উচ্ছিষ্টভোজী।

ঝুকি (অ° ক ২) নমিত।

ঝুট (ক্ষণ ২০।১১) উচ্ছিষ্ট, [সং—জুষ্ট] ২ * (বিদ্যা ৬৩৯) মিথ্যা [হিং°]।

ঝুটা (চৈচ অন্ত্য ১৭।৫৮) উচ্ছিষ্ট।

ঝুটি (গৌত ৫।১।৩৪) চূড়া, সংযত কেশদাম [সং—জুটিকা]।

ঝুণ্ড (পদক) পুঞ্জ [হিং°]।

ঝুনা (রুকী ২৯) পাকা, শক্ত [সং—জীর্ণ, প্রা°—জুন্ন]।

ঝুনুঝুনু (রুম) মৃদু নূপুর ধ্বনি।

ঝুনে (রসিক উত্তর ৩।১৯) ছিন্ন ভিন্ন করে।

ঝুমরি (বিদ্যা ৭৯৪) দলবদ্ধ নারী-গণের সঙ্গীত। ২ (পদক ১৪৩৪) ঝুমুর।

ঝুমে (ভক্ত ১।৪) ঝুরে।

ঝুরা (গৌত ১১।৩) অশ্রুবর্ষণ করা, ২ খেদ করা, ৩ শীর্ণ হওয়া। ৪ (বিষ্ণা ৫২০) আকুল [সং—√ঝর্]।

ঝুরি- (দ ৯৬) লম্বমান অলঙ্কার বিশেষ। ২ (দ ৪৬) বেশমনির্মিত খাদ্যদ্রব্য। ৩ (চৈচ মধ্য ১।৫৫) দাহ [হি°]।

ঝুলন (পদক ১৫৫৮) দোলন, **ঝুলনা** (পদক ১৫৬৮) দোলা।

ঝুলনি (চৈচ অন্ত্য ১৪।৪২) পাগড়ী।

ঝুলমলত (বাণী ১।৪৩) চমক দেয়।

ঝূট (পদক ২৬০৭) মিথ্যা।

ঝূঠ (চৈচ মধ্য ৩।৮৭) উচ্ছিষ্ট [সং—জুষ্ট]।

ঝূমক (স্বর ৮২) সঙ্গীত-বিশেষ।

ঝূমরি (পদক ১৭৪১) দ্রুতচ্ছন্দের গীত—'ঝুমুর' গান।

ঝূমি (অ দো° ৫৮) দুলিয়া।

ঝূরত (পদক ১৮৮৭) শোকপ্রকাশ করে।

ঝেরো (বাণী ১৫) প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ২ গোলযোগ।

ঝেলনা (হি গৌ ৮৪) মগ্ন হওয়া।

ঝেলি (বাণী ৪৫) মৃদু সঞ্চালন। ২ (পদক ২৮৩৪) পোষণ করে।

ঝোঁখ (পদক ২৬২৪) হিল্লোল।

ঝোঁট (তর ১০।৩৬।৭), **ঝোঁটা** (ধা ৪) ঝুঁটি, চূড়া, [সং—জূটিকা]।

ঝোটা (হি গৌ ১৫) হিন্দোলন, আন্দোলন।

ঝোপড়া (ভক্ত ২। ৪) তৃণাদি-রচিত কুটীর।

ঝোর (ক্ষমা ৬৮।৪) গহ্বর।

ঝোরনা (হি গৌ ৮৭) দোলান।

ঝোরী * (বিষ্ণা ৭৯৩) ঝুলি।

ঝোল (চৈচ ১৫।২১০) তরল ব্যঞ্জন, সূপ।

ঞিহ, ঞিহা, ঞেহো (কৃকী, ভক্ত ৯।১) ইনি—'ঞিহ বড় মহাজন'। ২ (চৈচ আদি ১২।৩৪) এই স্থানে।

ট, ঠ, ড, ঢ

টক্‌টকা (হি গৌ ৩৯) নির্ণিমেষ নেত্র।

টগু (ভক্ত ৯।১) দঢ়।

টমক (রসিক পূর্ব ১২।৯) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

টরী (স্বর ১৫), **টরু** (বিষ্ণা ৪৭১) টলিল, বিচলিত হইল।

টলমল (চৈচ আদি ৪।১৩৪) চঞ্চল।

টহল (প্রেবি ১২) ভোগাদির সংস্কার পরিচর্যাদি।

টাঁকসাল (ভক্ত ১) মুদ্রা-প্রস্তুতির কারখানা [সং—টঙ্কশালা]।

টাকার (কৃকী ৪৩) বদ্ধমুষ্টি, ২ তীক্ষ্মাস্ত্র।

টাগ (চণ্ডী ৬) জঙ্ঘা, 'কেশের আগ চুম্বয়ে টাগ'।

টাঙ্গান (রস ৮।২) ঝুলান [সং—√তুঙ্গ]।

টাট (কৃকী ৫৬) বিভ্রাট।

টাটক (পদক ২৭৬৩) কর্ণাভরণ।

টাটি (চৈচ মধ্য ৫।৮১) চাটাই ও দরমা প্রভৃতির বেড়া, আবরণ। [হি° —টট্টর]।

টান (বংশ ২৬৩৪) আকর্ষণ। ২ বেগ।

টারনা (বিষ্ণা ৭৯২) দূর করা, ২ স্থগিত করা। ৩ (পদা ৪১০) যাপন করা—'টারল হৈমন শিশিরক অন্ত'।

টালনি (পদক ৩৪) বক্রতা, হেলনা। ২ (রস ৪২৮) হেলিয়া পড়া। 'বর বিনোদিয়া চূড়ার টালনি'।

টাবা (চৈচ মধ্য ১৪।২৭) লেবু-বিশেষ।

টাবুটুবু (ভক্ত ১৬।১) জলে নিমজ্জিত-প্রায় অবস্থা।

টিকর (তর ৭।১।১৫৮) ঢিপি।

টিকরা (ভক্ত ৯।১) ক্ষুদ্রাংশ।

টিটপনা (ক্ষমা ৫৬।২৪) ধৃষ্টতা, নিলর্জ্জতা।

টিট্‌কারি (ভক্ত ২৬।৬) নিন্দা বা বিদ্রূপ-সূচক বাক্য।

টিলা (ভক্ত ২।৪) ক্ষুদ্র পাহাড় [হি°]।

টীক (স্বর ৮৪) গ্রৈবেয়ক, কণ্ঠহার।

টীটানি (চণ্ডী ৭৩) শঠতা, চতুরতা।

টীট্ (গোবিন্দ ১৩৫) চতুর, ধূর্ত্ত [সং—ধৃষ্ট]।

টুক (হি গৌ ৫৪) অল্প।

টুকরী (ভক্ত ১১।৫) ঝোড়া।

টুঙ্গি (চৈচ মধ্য ২০।৪০) উচ্চ মঞ্চ, হাওয়াখানা [সং—তুঙ্গ]।

টুটা (বিজয় ২৪।২৩) কম, অল্প। ২ (পদক ৫৭) ভাঙ্গা [সং √ত্রুট্, হিং°—তোড়না]।

টুটি (চৈচ মধ্য ১৪।২৩১) ছিঁড়িয়া।

টেক (বট ৬৩) নির্ভর।

টেটন (কৃকী ৭৭) ধূর্ত্ত, শঠ [দেশী]।

টেটি (পদক ২৬৫১) ব্রজে জাত 'করীল'-নামক গুল্মের ফল।

টেড়ী (স্বর ৬) বক্র [সং—তির্যক্]।

টেণ্টন (কৃকী ৪২) ধূর্ত্ত, বঞ্চক।

টেনা (ভক্ত ২২।১) মলিন ছিন্ন বস্ত্র, কানি।

টের (গৌত ৩।২।৭৯) অনুভব, সন্ধান [দেশী]।

টেরনা (স্বর ৮৩) পঞ্চম স্বরে গান করা।

টেরি (পদক ১৮৭৯) চীৎকার করিয়া।

টেব (স্বর ৪৮) স্বভাব।

টেবা (স্বর ১৩) অভ্যাস, ব্যসন।

টোট (চণ্ডী ৭৮৪) ভঙ্গ, 'পরিণামে কভু না হবে টোট'।

টোটা, তোটা (চৈভা অন্ত্য ৭।৩৭) উদ্যান, উপবন [উ°]।

টোনা (চণ্ডী ১৮) বশীকরণ-মন্ত্র, ইন্দ্রজাল।

টোপর (ভক্ত ২৬।৮) বরের ব্যবহার্য সোলার মুকুট।

টোয়ত (পদক ১৭১৮) খোঁজ করে। ২ (পদা ৪৪০) আশা করে।

টোয়ান (কৃমা ৮৫।৬) অঙ্কুশদ্বারা আঘাত করা, ২ আক্রমণার্থ অগ্রসরিত করা।

টোল (বাণী ১৩) সঙ্ঘ, ২ (বাণী ৪৬ রাজস্ব আদায়ের স্থান, দানঘাটি; [ইং—toll]।

টোলা (অ পদা ৪) কাঁকর।

ঠক (চৈচ মধ্য ১৮।১৬২) প্রতারক। [সং—স্থগ]। **ঠকাম** (ভক্ত ২২। ১) পরনিন্দা, প্রতারণা।

ঠগিসী (স্বর ৪২) চকিত।

ঠগোরী (স্বর ২১) বশীকরণ।

ঠটা (পদক ১৫১৮) ঠাট, সজ্জা।

ঠনক (স্বর ৫৪) ঝনঝন শব্দ।

ঠমক (গৌত ৩।১।১৪) অঙ্গভঙ্গি সহকারে গমন। ২ (ক্ষণ ১৯।২) ভঙ্গী।

ঠমকা (ধা ১০) চমকপ্রদ।

ঠা (গৌত পরি ১।৬২) স্থির [সং—√স্থা]।

ঠাঁই (চৈচ আদি ১৬।৫২) স্থানে। [সং—স্থান]। **ঠাএ** (কৃকী ৩) স্থানে।

ঠাঁউ (স্বর ২৩) স্থান।

ঠাঁঠী (কৃকী ৩৯৫) প্রগল্ভ।

ঠাকুর (চৈচ আদি ১৭।২১৩) শাসক, ২ (চৈচ মধ্য ৪।১১৯) দেবমূর্ত্তি।

ঠাকুরাণ (জ্ঞান ৪১) ঠাকুরালি, স্বতন্ত্র ব্যবহার।

ঠাকুরাল (চৈম আদি ১।৬০১) প্রভাব, ঐশ্বর্য। ২ ভক্ত-পরীক্ষার্থ ভগবানের ছলনা। ৩ আবদার, আদর।

ঠাট (ক্ষণ ৫৯) ভাবভঙ্গী, ঠমক। ২ সাজসজ্জা। ৩ মণ্ডলী। ৪ (দ ৯১) সহচর।

ঠাটক (পদক ২৫৬২) কর্ণাভরণ।

ঠাঠ (অ° ক ৩) ঐশ্বর্য, ২ (পদা ৬৬) কৌশল, বিজ্ঞান।

ঠাড় (চৈচ অন্ত্য ৬।২৮২) খাড়া, দণ্ডায়মান [হিং°—ঠাঢ়]। ২ (দ ৬৪) ঠাণ্ডা, ৩ নিরাকুল।

ঠান (চৈম মধ্য ১৬।১১৯) আকৃতি, ভঙ্গী, ২ (পদা ২৮৯) স্থান। [সং—স্থান, প্রা°—ট্‌ঠাণ]।

ঠানা (চণ্ডী ৫১৮) অনুমান করা, ভাবা। 'এই মনে ঠানি, সকল গোপিনী'। **ঠানিলু** (কৃবি ৪৭) স্থির করিয়াছি।

ঠানুয়া (গৌত ৫।১।৪৫) ভঙ্গী, 'কলিত কলধৌত ঠানুয়া'। ২ (পদক ১২৭৭) স্থান।

ঠাম (বিদ্যা ১৫) স্থান, ২ (গৌত ১।১।১) মাধুরী, কান্তি, ভঙ্গী। ৩ (ক্ষণ ২৬।৭) নিকটে [সং—ধাম, স্থান ?]। **ঠাম হি ঠাম** (গৌত ১।২।২০) স্থানে স্থানে। **ঠামা** (পদ ১৯০) স্থান। **ঠামে** (বপ ৮।৩) নিকটে।

ঠায় (গৌত ১।২।১৫) নিকটে, ২ (দ ৫৩) স্থানে।

ঠায়িত (কৃকী ১৯০) স্থানে।

ঠার (দ ২৬), **ঠারাঠারি** (পদক ২৭৭) ইঙ্গিত। **ঠারি** (গৌত) দণ্ডায়মান হইয়া। **ঠারেঠোরে** (চৈচ আদি ১৩।১০১) ইঙ্গিতে।

ঠাহর (দ ৫৭) নিরূপণ, ২ স্থিরতা, ৩ নিরীক্ষণ [হিং°—ঠাহর ?]।

ঠিকন (পদক ১৯৭৯) ঠিকানা, স্থিরতা [হিং°—ঠিকানা]।

ঠিকারি (চৈচ মধ্য ৪।১৩৯) খাপরা, খোলা। ছোট টুকরা।

ঠীকরী (হি অ° দে ৫৭) কাঁকর।

ঠুমকী (স্বর ৬৪) উল্লাসের সহিত নৃত্যভঙ্গীতে পদক্ষেপ করা।

ঠেঁঠা (কৃকী ১৯২) নিন্দিত, ২ নির্লজ্জ। [সং—ধৃষ্ট >বাং ঢীট্]।

ঠেকনি (তর ১০।৭।১৯) স্পর্শ।

ঠেকা (পদক ১২০) ঠেস, হেলান। [২ বাধা, ৩ স্পর্শ, ৪ সঙ্কট]।

ঠেকাড় (গৌত ২।২।৬) গর্ব, ঢং [দেশী]।
ঠেঙ্গা (চৈচ আদি ১৭।২৪৩) লাঠি।
ঠেটা (দ ৯১) ধৃষ্ট, ২ ধূর্ত্ত।
ঠেঠালি (কৃকী ৪৯) কুচেষ্টাবতী।
ঠেরণ (পদক ১৫৫৭) স্থগিতকারী।
ঠেরত (পদা ৪৪০) ঠেলিবে, দূর করিবে।
ঠেসতা * (বিদ্যা ৭৮৭) ঠোকর।
ঠৌউর-হারা (ধা২) একদৃষ্টি, ২ লক্ষ্য-হারা।
ঠোর (গৌত ৩।১।১০) স্থান, ২ উদাসীন বৈষ্ণবগণের বাসস্থান [হিং —ঠৌর]।
ঠোরী (ক্ষণ ১।১১) নিবাস।
ঠৌর (অ° ক ২) সন্ধান। ২ (পদক ১০৩২) স্থান।
ডগ (বট ৮) পদক্ষেপ, চলনভঙ্গী। [২ অগ্রভাগ]।
ডগমগ (ক্ষণ ১।৮) টলমল। ২ আবেশপূর্ণ।
ডগমগাত (বট ৮) ধীরে ধীরে চলা।
ডগমগি (প্রেচ ৫।৬) বিভোর, 'রূপে গুণে ডগমগি'।
ডগবগী (স্থর ৯) অস্থির।
ডগর (হিগৌ ১৫১) পথ, মাঠের রাস্তা। ২ (কৃকী ২০৬) তগর।
ডগরকই (বিদ্যা ৩১৯), মাঠের রাস্তা —'নগরক ধেনু ডগরকই সঞ্চর।'
ডঙ্ক (চৈভা আদি ১৬।১৯৯) সাপ্‌ড়িয়া।
ডম্ফ (পদক ২৬১৪) বাদ্যযন্ত্রভেদ।
ডম্বর (ক্ষণ ১৭।৩) সমূহ, 'মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল' [সং]। ২ আড়ম্বর, ঘটা—মেঘডম্বর।
ডম্বরু (গোপ) সমূহ।

ডর (চৈভা মধ্য ২।৩২৬) ভয় [সং—দর]। **-ডর** (পদক ১৭৩৬) ডাহুক পক্ষীর শব্দ। **ডরপাওতি** (স্থর ৯) ভয় দেখায়, [**ডরপি** (স্থর ৯) ভয় পাইয়া, **ডরলি** (দ ৫৭) ভীত হইল। **ডরবি** (পদক ১৪৮৪) ভয় পাইবি। **ডরু** (হি অ° পদ ৩) ভয়]।
ডলিয়া (স্থর ২৭) সাজি [সং—ডল্লক]।
ডশু (বিদ্যা ৭৪৮) দংশন করিল।
ডসনা (অ দে° ৬৮) দংশন করা।
ডহ (পদা) দাহ।
ডহকানা (বাণী ৩১) ঠকা।
ডহডহ (পদক ৭৯৩) সতত জ্বলিত।
ডহডহা (বাণী ৫২) প্রফুল্ল, ২ সজীব।
ডহরা (কৃকী ১৫৩) নৌকার খোল।
ডহরানা (অ° পদ ৪) বেড়ান, ভ্রমণ করা।
ডহরে (বপ) গভীরে [সং—গভীর]।
ডাইন * (বিদ্যা ১৪৪) নিন্দাকারিণী [সং—ডাকিনী]।
ডাকই (পদক ৪) ডাকে।
ডাকর (কৃকী ৩৪) স্থূল।
ডাকা (চৈচ অন্ত্য ১৯।৮৯) দস্যু। ২ ডাকাতি।
ডাকিনী (পদক ২৫৬৫) মারণ, উচ্চা-টনাদিতে অভিজ্ঞা নারী। **-শাকিনী** (চৈচ আদি ১৩।১১৭) প্রেতযোনি-বিশেষ।
ডাঙ্গর (কৃমা ৬১।৬৩) বৃহৎ [সং—দীর্ঘ]।
ডাড়্যা (গৌত ৬।১।২০ ওজনের দাঁড়ী —'কৃষ্ণদাস লৈয়া ডাড়্যা, কেহ যাতে নারে ভাড়্যা, লিখন পড়নে শ্রীনিবাস'। ২ দণ্ডদাতা।

ডামরী (পদক ২৪৬২) চৌরী [সং]।
ডার (বিদ্যা ২২৭) শাখা—'মলয়ানিলে সাহর ডার ডোল'।
ডারনা (চৈচ অন্ত্য ৬।৩১৫) নিক্ষেপ করা।
ডাল (চৈচ আদি ১০।১৫৮) শাখা।
ডাল (বপ), **ডালি** (কৃকী ১৬) সাজী। ২ (বংশ ৪১৬) পণ্য দ্রব্য, উপহারদ্রব্য।
ডাবর (দ ৬৮) আচমন-পাত্র।
ডাহিন (ক্ষণ ২৭।৪) দাক্ষিণ্য-পূর্ণ, সদয়। ২ [চৈচ আদি ৫।১৬৭) দক্ষিণ দিক্।
ডাহুক (পদক ১৪৪) পক্ষিবিশেষ।
ডিগর (পদক ১৩৯০) লম্পট [হিং ধগ্‌ড়া, ধগ্‌গড়]।
ডিঙ্গা (চৈচ মধ্য ৯।২৩০) নৌকা [সং—দ্রোণী ?]
ডিঠোনা (হি গৌ ১৫) কুদৃষ্টিনিবারণ জন্য শিশুর কপালে দত্ত কজ্জলচিহ্ন।
ডিণ্ডিম (বপ) ঢোল, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ [সং]।
ডীঠ (স্থর ৫০) দৃষ্টি, ২ জ্ঞান।
ডুকরি (পদক ১৮৫৩) উচ্চ শব্দ করিয়া কাঁদা।
ডুম্বুর (কৃমা ১৭।১০) শাবক। 'কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে যশোদা রোহিণী। ডুম্বুর হারাইয়া যেন ফুকারে বাঘিনী।'
ডুবকি (কৃমা ৬৮।১৯) ঢুলিয়া, মত্ত হইয়া—'ডুবকি ডুবকি ফিরে রসের তরঙ্গে'।
ডুরি (চণ্ডী ৩১৩) রজ্জু।
ডুলি (ভক্ত ১৪।১) পাল্‌কি [সং—দোলী]।
ডুসান (কৃকী ৮৬) ঢু দেওয়া।
ডেঙ্গান (চৈম ৫৬।৪৭৬) লাফাইয়া

পার হওয়া।

ডেরি (চণ্ডী ৪১৫) চাতুরী, ২ বিলম্ব।

ডেড়ি (পদক ২৮০২) বিলম্ব।

ডোঙ্গা (চৈচ মধ্য ৩।৪৯) কদলীবল্কলে নির্মিত দ্রোণীবিশেষ।

ডোর (পদক ৬০, ১৭১১) গ্রন্থি, ২ রজ্জু। ৩ (চৈচ অন্ত্য ১১।৬৬) শ্রীজগন্নাথের পট্টডোরী [সং—ডোরক]। ৪ (জ্ঞান ২৯৬) দোলাই-তেছে। ৫ (স্বর ১৩) পক্ষিবিশেষ।

ডোল (চৈভা মধ্য ১১।৫) শস্যাদি রাখিবার বৃহৎ পাত্র [সং—কণ্ডোল]। ২ (পদক ৯০২) দোল, সঞ্চলন। ৩ (পদক ৪১) দোল।

ডৌহাকু (কৃকী ২০৬) ডহুয়া, ডেহু, মাদার ফল। [সং—ডহু]।

ঢঙ্গ (চৈভা আদি ১৬।২১৩) খল, শঠ; ২ (পদক ৫৯৩) কপট, ছল [সং—দম্ভ]। ৩ (চণ্ডী ২৭৬) প্রণালী, ৪ (জপ ৬) ভাবভঙ্গী [দেশী]।

ঢমারী (পদা ২৯৩) রঙ্গ, 'কামকলা জিনি রচই ঢমারী'। [তুলনীয়—ধামার]।

ঢরকনা (বাণী ২৯) তরঙ্গায়িত হওয়া।

ঢরকি (পদক ৪৫২) প্রবাহিত হইয়া। ২ (রস ৮৯৪) শিথিল হইয়া।

ঢরঢর (এ ৫) ধারাবাহিত, ২ উচ্ছলিত, ভরপূর। 'রসে তনু ঢরঢর'।

ঢরণি (বৃন্দা ৩০) পতন, ২ গতি, ৩ কম্পন।

ঢরণী (স্বর ৬০) আন্দোলন।

ঢল (চণ্ডী ৬১২) বিহ্বল। **-ঢল** (পদক ১৫২) উচ্ছলিত 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'।

ঢাঁটী (হি গৌ ২৭) চারণ, ভট্ট।

ঢাঙ্গাতি (চৈভা আদি ৫।৫৫) কপটী, ছলী, চৌর। ২ (চৈভা আদি ১৬।২২৫) ঢং, ভণ্ডামি।

ঢাপেঞা (স্বর ৪১) ঢাকিল।

ঢামালি (পদক ২৬২৯) উল্লাস-সূচক লম্ফঝম্প। ২ (বিজয় ৭।৭) হাস্যপরিহাস, কৌতুক। ৩ (দ ৫৫) যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্য।

ঢারনা (বিদ্যা ৭৩) ঢালিয়া দেওয়া।

ঢাল হেমমাণ (নিস্ত ২ অ) গলিত কাঞ্চন।

ঢাহনা (বট ৬২) নষ্ট করা।

ঢিংগ (হি গৌ ২৫) নিকট।

ঢিট (পদক ৭০০), **ঢিঠ** (ক্ষণ ৯।৮) ধৃষ্ট।

ঢিঠপনা (বিদ্যা ১৯৮) বলপ্রকাশ, ধৃষ্টতা।

ঢীহ (বাণী ২৯) মৃত্তিকা-স্তূপ।

ঢুড়না (পদক ১২৫৯) ভ্রমণ করা। ২ অন্বেষণ করা।

ঢুঁড়ী (হি গৌ ১৫) বাহু।

ঢেঁড়রা (ভক্ত ১২।১), **ঢেঁড়ি** (ভক্ত ৫।৯) সমাচার জানাইবার জন্য ঢক্কানাদ।

ঢেউ (কৃকী ১৫৩) তরঙ্গ।

ঢেকা (চৈচ মধ্য ১২।১২৮) ধাক্কা।

ঢেঠনা (পদক ১৪৬২) ধৃষ্ট যুবক।

ঢেরি (পদক ১৫৬১) রাশি।

ঢেব (বিদ্যা ৩৬৫) ঢেলা।

ঢোটা (স্বর ১০৩) বালক।

ঢোরলু * (বিদ্যা ৩৪৫) ঢোড়াসাপ।

ঢোল (চৈভা আদি ১৫।১১), **ঢৌল** (বিজয় ৭৫।১৮) ছল, লাঞ্ছনা।

ণ, ত

ণাম্বা (কৃকী ৩৮) অবতরণ করা।

ণাল (কৃকী ১৯৫) মৃণাল।

ণিরকারণ (কৃকী ২০) নিষ্কর্ষণ।

ণীসারণ (কৃকী ৩০৩) নিষ্কাসন।

ত (পদক ২৯২) কিন্তু, ২ [ব্য] (পদক ২৯১) নিশ্চয়ার্থক। ৩ (পদক ১১৮) পদ-পূরণার্থক।

তঅে * (বিদ্যা ১২৪) তজ্জন্য।

তইঅও (বিদ্যা ৪৬) তথাপি। 'তইঅও বেআধি বিরহ অধিকাএ'।

তইও * (বিদ্যা ১১৫) তবু। 'তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম'।

তইখন—তখনই [সং—তৎক্ষণ]।

তঁহি (চৈভা আদি ৬।৫০) সেই স্থানে।

তকক * (বিদ্যা ৪২০) তাহার।

তকর (বিদ্যা ৫) তাহার—'তকর আগে তোহর পরসঙ্গ'।

তকরাহু (বিদ্যা ৫১১) তাহারও,

তকরি (বিদ্যা ৭৬১) তাহার।

তকল্লবি (চণ্ডী ৭৮) [আ° তকল্লুফ্]

চাতুরী, 'তকল্লবি ছাঁদে বসন পিঁধে, রঙ্গে যে চলয়ে হাঁটি'।

তঙ (গৌত) তবে [উ°—তোঁ, হিং —তো, তোঁ]।

তঙ্কা (চৈচ আদি ১২।৩০) টাকা [সং]।

তঙ্গ * (বিদ্যা ৬০১) ফিতা।

তচু (ক্ষণ ৪।১) তাহার [সং—তস্য, প্রা°—তস্স, মৈ°—তসু]।

তজবিজ (চণ্ডী ৭০৮) বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত, রায়।

তঞে (বিদ্যা ১০৮) তুই, 'তঞে অতিনিঠুরী'।

তঞো (বিদ্যা ১০৯) সেই কারণে, ২ (বিদ্যা ৩৯৩) তাহা হইলে।

তঠমাহি (বিদ্যা ৭৯) সেই স্থানে।

তড়ঙ্ক (পদক ১৮৯৬) কর্ণভূষা [সং—তাটঙ্ক]।

তড়পথ (কৃকী ১৬৭) স্থলপথ। তড়াত (কৃকী ২৬০) স্থলে।

তড়াবাড় (দ ৯১) অতিশীঘ্র।

তড়িঘড়ি (ভক্ত ১৩।১৩) তাড়াতাড়ি [দেশী]।

তণ্ডী (কৃকী ৩২৭) চোপা, দুর্বিনীত উত্তর।

ততএ (বিদ্যা ৬০৫) তথায়, সেখানে [সং—তত্র]।

ততহি -হি (বিদ্যা ৫৪) তাহাতে, সেই স্থানে [সং—তত্র, অপ°—তত্থ, তত্থি]।

ততহুঁ (বিদ্যা ৪১) সেই স্থান। **-সয়** * (বিদ্যা ২৪১) সে স্থান হইতে।

ততি (দ ৫৯) সেই স্থলে, ২ (চৈচ আদি ১৩।১০২) সমূহ।

ততিখনে (কৃকী ১৭১) সেইক্ষণে।

ততেকে (কৃকী ১৮০) তাবৎ পরিমাণে।

তত্ত্ব (গৌত ৫।৩.৪৭) সংবাদ, ২ (কৃকী ৩) তথ্য।

তথাঞি (কৃকী ১০), **তথি** (চৈভা আদি ২।২১৪), **তথিহুঁ** (বিদ্যা ৩২৫) তাহাতে, সেইস্থানে, ২ সেইরূপ [সং—তত্র, তথা]।

তথাপিহ,-হো (চৈভা মধ্য ১।৪০০) তবু।

তথি (চৈভা আদি ২।২১৪), **তথী** (কৃকী ৩৯৮) তাহাতে।

তথুহ (বিদ্যা ২৭১) তাহার. ২ তাহার উপর।

তথুহু (বিদ্যা ৬৬৯) তথাপি।

তথ্য (চৈভা মধ্য ২০।১৫৬) সংবাদ, ২ যাথার্থ্য।

তদাত (পদা ২৬৩) তৎকালে [সং—তদাত্ব]।

তদুচীতি (পদক ২৮৫০) উহার উপযুক্ত [সং—তদুচিত]।

তন (চৈম আদি ১।৫৯৯) দেহ, ২ (কৃকী ৩৮) স্তন।

তনক (সুর ১২) ছোট, ক্ষুদ্র, অল্প।

তনসুক (রসিক পূর্ব ১২।৬০), **তনসুখ** (সুর ৭০) শরীরের আরামদায়ক চিত্রবিচিত্র বস্ত্র।

তনি (দ ৯৭) তনু, ২ (পদক ১১৩৯) তনয়া, কন্যা [সং—তনুজা]। ৩ (পদক ১৬৯৭) অল্প, সামান্য। [সং—তনু, হি°—তনিক, তনি]। ৪ (পদা ২২১) তন্বী। ৫ * (বিদ্যা ১৮৭) তিনি।

তনিক (দ ৭৭) কিঞ্চিৎ, ২ (বিদ্যা ৫৭০) তাঁহার।

তনিত * (বিদ্যা ৩৮৫) অল্পক্ষণ।

তনী (ক্ষণ ১৩।৭) তনয়া, কন্যা।

তনু (পদা ২২৭) ক্ষীণ, ২ (পদক ৮৬) অঙ্গ।

তনুসুখ (পদক ২৭৭) কার্পাস-সূত্রে নির্মিত বহুমূল্য বস্ত্র [হি°—তনসুক]।

তন্ত * (বিদ্যা ৩৪৭) তন্ত্র।

তন্তু (পদক ১৯২৪) সূতা।

তন্ত্র (চৈম আদি ১।১৮৫) স্বভাব, ২ (পদক ৩০৭৯) বাদ্যযন্ত্রের তার। ৩ (পদক ১৩১০) শাস্ত্র, বিধান।

তপনজা (গৌত পরি ২।৬) যমুনা।

তপসিনী (দ ৩) তপশ্চর্যারতা।

তপস্য (রতি ৫।৭২) ফাল্গুনমাস।

তপাসি (বপ) তপস্বী।

তভু (চৈচ আদি ১৪।৬১), **ততো** (কৃকী ৪৪) তথাপি।

তমঃরিপু-সুত (জ্ঞান ৩৭) সূর্যনন্দন সুগ্রীব।

তমক (বাণী ৮১) গর্ব, ২ ক্রোধ।

তমু (তর ৬।১।৪৮) তথাপি, তবু। 'নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি'।

তমোছএ * (বিদ্যা ৬৬) অন্ধকার-পুঞ্জ।

তমোর * (বিদ্যা ৬০৭) তাম্বূল।

তম্বি (ভক্ত ২।৩১) শাসন, উপদ্রব [আ°—তম্বীহ্]।

তয় (সুর ৪৫) নিশ্চিত, নির্ধারিত।

তর * (বিদ্যা ৫) তলে।

তরকি (পদক ১৮৯৬) বিবেচনা করিয়া। তর্ক করিয়া।

তরখ্ (পদক ১০৫১) ত্রাস, ২ অতিতৃষ্ণা। [সং—তৃট্, তৃষ্ণা]।

তরখিত (পদক ১৮৯৬) ত্রাসযুক্ত। ২ (পদা ৪৭৬) তৃষ্ণার্ত।

তরজ * (বিদ্যা ১০৪) ত্রস্ত [সং—√ত্রস্]।
তরণীসুতা (ক্ষণ ২৩।১৪) যমুনা।
তরফানা (উমা ২৫) ব্যাকুল হওয়া।
তরল (গোবিন্দ ৯০) চঞ্চল, ২ (চৈচ মধ্য ৮।১৭৫) হারের মধ্যমণি।
তরলিত (পদ্য ১৬) দোলায়িত, ২ চঞ্চল।
তরসি (ক্ষণ ১।১০) ত্রাসযুক্ত হইয়া। ২ (ক্ষণ ৮।১৫) ত্বরান্বিত হইয়া।
তরস্ত (চৈম আদি ১।৩৯৪) ব্যস্ত [সং—ত্রস্ত]।
তরা (বিদ্যা ৫৮৫) তলে, 'সাঁঝক বেরা, যমুনাক তীরা, কদম্বেরি বন তরুতরা।'
তরাজু (ভক্ত ১১।৭) তুলাদণ্ড, নিক্তি (ফা°)।
তরাবট (সুর ৬২) ব্যঞ্জন, তৈলাক্ত খাদ্যদ্রব্য।
তরাস (পদক ৬৪) ত্রাস, শঙ্কা।
তরাসিল (কৃকী ২৩২) ত্রস্ত, ভীত।
তরি (চৈচ মধ্য ১০।১৫৪) উত্তীর্ণ হই।
তরুণিম (ক্ষণ ২।৩) যৌবন।
তরুয়র (কৃকী ১০৯) তরুবর।
তরুয়া (চণ্ডী ১) বৃক্ষ।
তরুলতা (চণ্ডী ৪৩) এক প্রকার লতা। 'তরুলতা আর লবঙ্গলতায়ে, বেষ্টিত মাধবীতরু।'
তরেঁ (কৃকী ১২৭) অন্তরে, ২ নিমিত্ত।
তরে (বিদ্যা ৭০) তলে, ২ (চৈচ আদি ৮।১৬০) নিমিত্ত।
তরৌনা (সুর ৯৫) কর্ণভূষণ।
তর্জ (চৈভা আদি ১৬।৯৮) আস্ফালন, ২ তিরস্কার।
তর্জা (চৈচ মধ্য ১৬।৫৯) হেয়ালি, দুর্বোধ্য বাক্য [আ° তর্জিহ্‌বন্দ্‌]।
তর্ণক (পদক ২৫৭৭) গোবৎস [সং]।
তর্ব্বলি (কৃবি ৩২) তস্‌লা, খিল।
তলকি (বপ) অবধি।
তলপ (পদক ২৮৬৯) আহ্বান [আ°—তলব্‌]। ২ * (বিদ্যা ৬৭৫) বিছানা [সং—তল্প]।
তলপায় (দ ৮৩) ছটফট করে [হি°—তলফ্‌না]।
তলপিত (গৌত) সজ্জিত, ভূষিত।
তলব (ভক্ত ১১।৬) আদালতের ডাক, আমন্ত্রণ [আ°]।
তলাট (চণ্ডী ৮০৪) দেশ, অঞ্চল।
তলান (চৈচ অন্ত্য ৬.৬৫) তলদেশ।
তলাস (ভক্ত ২।৪) খোঁজ, অনুসন্ধান [আ°]।
তলিত (বিদ্যা ৫০৩) বিদ্যুৎ [সং—তড়িৎ]।
তব (পদক ৫৬) তখন [হি°—তব্‌]। **-ধরি** (গোবিন্দ ১৯) তখন হইতে। **-হিঁ** (গোবিন্দ ১৯০) তখনই, ২ (চৈচ অন্ত্য ৫।৩৪) তথাপি। **-হুঁ** (তর ২।১।৯) তবু, তথাপি।
তবে (বংশ ২৬৪৬) তখন।
তবেঁ (কৃকী ২৫) তথাপি।
তবোর (বিদ্যা ২২৭) তাম্বূল।
তষ্টি (ভক্ত ১৭।৩) জেদ, বিপদ্‌।
তস * (বিদ্যা ৬০৮) তেমন।
তসিল (ভক্ত ২২।২) [তহসিল-শব্দজাত] আদায়।
তসু (বিদ্যা ৪৩২) তাহার, 'হিয়া তসু কুলিশক সার'। [সং—তস্য]।
তস্বির (ভক্ত ২।৪) বিপদ।
তহ (বিদ্যা ২৩৮) হইতে, 'বাদী তহ প্রতিবাদী ভীত'। ২ * বিদ্যা ৫৬৭) তীব্র, ৩ * (বিদ্যা ৪৫৪) তুল্য।
তহি (পদক ৩) তাঁহার, তন্মধ্যে। ২ (চৈচ আদি ৬।৯৮) সেই জন্য।
তহিঁ (দ ৫) তখন। ২ (কৃকী ৩ ৬) তাহাতে [সং—তস্মিন্‌]।
তহিত (কৃকী ১৫৪) সেইস্থানে।
তহু (গৌত ৪।৩।১৩) তাহাতে।
তহুকর (বিদ্যা ৪৬) তাহার।
তহু (পদ ৩৫৬) তিনি।
তহ্নি (বিদ্যা ২৪৩) তিনি, ২ * (বিদ্যা ৫৮৬) অতএব। **-করি** (বিদ্যা ১১১) তাঁহার। **-হি** (বিদ্যা ২১৮) তাঁহাকে।
তা (কৃকী ৩৪) তাহা, ২ (কৃকী ৩৯১) তাবৎ।
তাঁই (পদক ৪৮) তথায়।
তাঁন (চৈভা মধ্য ২।১৩৯) তাঁহার।
তাক (চণ্ডী ৮৩) লক্ষ্য, ২ (কৃকী ২) তাহাকে। ৩ (পদক ১৬০) তাহার।
তাকঙ্কু (পদক ১৫৪২) তাঁহাদের [উৎ°]।
তাকনা (সুর ৫৫), **তাকান** (চণ্ডী ৬৫৪) দেখা।
তাকর (ক্ষণ ২৫।৬) তাহার [মৈ°]।
তাকো (অ° ২২), **তাখে** (তর ৫। ৬।১০৮) তাহাকে।
তাগ (বাণী ২৪) সুতা [প্রা° তগ্‌গ]।
তাছিন (সুর ৪২) সেই ক্ষণ [সং—তৎক্ষণ]।
তাজনি (চণ্ডী ১৮৮) তর্জন, 'কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি'। **তাজে** (দ ৩৯) ভয় দেখায়।
তাঞি (বংশ ১১২৮, ২৯০২) তিনি, ২ সেইজন্য।
তাটঙ্ক (রা ভ ৪৪।৭) কর্ণভূষণ [সং]।
তাড় (পদক ৩৮৭) আঘাত করা, ২ (পদক ১৮৯৬) বাহুর ভূষণ।

তাণ্ডব (পদক ১৬৫০) উদ্দণ্ড নৃত্য।
তাত (কৃকী ৫) তাহাতে। ২ (পদক ১৫৯৬) পিতা। ৩ (চৈচ অন্ত্য ১৪।৬৫) উত্তাপ।
তাতল (পদক ১৭৪) তপ্ত, উষ্ণ। [সং—তপ্ত, হিং তত্তা, তাতা]।
তাতে (কৃকী ২৮১) সেই স্থানে।
তাতেঁ (অ দো° ২২) তাহাতে, সুতরাং।
তাতে (চৈচ মধ্য ২১।২৭) তাহা হইতে। ২ তাহাতে, সেইজন্য।
তাথ.-থে (পদক ৩৫৩) তাহাতে।
তান (চৈভা আদি ৪।৬২) তাঁহার, ২ (পদক ২৬) স্বরের মূর্ছনা।
তানাও (চৈভা অন্ত্য ৮।১০৭) তাঁহারাও।
তানী (বাণী ১।৪২) গুণরজ্জু।
তা পতি * (বিদ্যা ৩২৭) তাহার পর।
তাপনী (পদক ১৮৯৬) যমুনা।
তাপর (গৌত ২।২।১৩) তাহার উপরে বা পরে।
তাপাতি (গৌত ২।২।৮) তাড়াতাড়ি, 'তাপাতি যাইয়া কোলে পুত্র লইয়া শুতিলা শচী ঠাকুরাণী'।
তামরস (ক্ষণ ৯।৫) পদ্ম।
তাম্বাচূড়া (কৃকী ২৫৮) কুক্কুট।
তায় (পদক ২৩) তাহাকে, ২ (পদক ৯৪) তাহাতে।
তার (দ ৫৮) উচ্চশব্দ, ২ (নির ১৭অ) উজ্জ্বল, ৩ (পদা ১৫৯) নক্ষত্র। ৪ (কৃকী ১২৪) তাড়ঙ্ক।
তারপিল (কৃকী ২৯১) আকুল করিল।
তারি (পদক ২৮৮৪) তাল।
তারুণ (ক্ষণ ১।৬) তারুণ্য।
তালাক (চৈচ আদি ১৭।২২২) দিব্য, শপথ। ২ মুসলমান-মতে স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ-সম্বন্ধ-ত্যাগ। [আ° — তলাক্]।
তা-লাগি (চৈচ আদি ৪।৪৭) সেই জন্য।
তালি (চৈভা মধ্য ২৩।৪৩৮) পটি,'কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে'। ২ (পদক ২৮৮৪) তান। ৩ (চৈচ আদি ১৭।২০৭) উচ্চশব্দে শ্রবণশক্তির সাময়িক আচ্ছন্নতা। ৪ (চৈভা মধ্য ২৩।২২৪) হাততালি।
তাবরৌ (স্মর ২১) প্রবল ইচ্ছা, আবেশ।
তাবে (বিদ্যা ৪৪৫) তাবৎ, ২ (বিদ্যা ৩৯৩) তখন।
তাহ (পদক ২৬), **তাহাঁ** (চৈচ আদি ৫। ৮৪) সেই স্থানে।
তাহাঞি (চৈচ আদি ৫।১২) সেই স্থানে।
তাহান (চৈভা আদি ১।৮২) তাঁহার।
তাহি (দ ৭৫) তাহাতে, ২ (বিদ্যা ৪১) সেই, 'তাহি অবসর'।
তাহিতর (বিদ্যা ২৮৬) তদ্ব্যতীত।
তাহে (কৃকী ১১০) তাহাতে।
তিঁহ (তর ১।৩।২), **তিঁহো** (চৈচ আদি ২।২১) তিনি।
তিখ, তিখিন (গৌত পরি ১।৬৮) তীক্ষ্ণ।
তিড়লী (বিদ্যা ২৮২) টানিল।
তিতল (দ ১০) আর্দ্র।
তিতা (চৈভা মধ্য ২৬।২০) সিক্ত, ২ (পদক ৯১৮) তিক্তরস।
তিত্তিরি (গৌত) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
তিথরি (গৌত ৩।২।৫৮) তিনস্তবক 'তিথরি হেম জঞ্জিব তচ্ছুপর'।
তিন * (বিদ্যা ২৬২) তৃণ। **তিনকর** * (বিদ্যা) তাহার।
তিনাঞ্জলী (কৃকী ১৮৫) চিরবিদায়, 'আজী লাজক দিআঁ তিনাঞ্জলী'।
তিনি, তীনি (বিদ্যা ১২২) তিন— 'একমত ভেল্ তিনি'।
তিমিত (পদক ১৮৯৬) স্তিমিত, স্তব্ধ।
তিয় * (বিদ্যা ৩০) স্ত্রী।
তিয়জ (কৃকী ৩৮৪৭) তৃতীয়।
তিয়াষল (ক্ষণ ৮।৪', **তিয়াসল** (বিদ্যা ৮৫) তৃষ্ণার্ত্ত, 'চাতক চাহি তিয়াষল অম্বুদ'।
তিরছ (কৃকী ১৬৪), **তিরছোহি** (স্মর ৪৩) বক্র।
তিরপিত (পদক ৪৩১) তৃপ্ত।
তিরি (বপ) স্ত্রী।
তিরিথি (বপ) তীর্থ।
তিরিভঙ্গ (জ্ঞান ১৮৬) ত্রিভঙ্গ।
তিরিষা (পদক ১৮৬০) তৃষ্ণা।
তিরী (দ ৭৬) স্ত্রী।
তিরীকলা (কৃকী ১১৩) নাগরীপনা।
তিরুহিতা (চৈচ মধ্য ১৯।৯২) ত্রিহুত বা মিথিলা-দেশীয়।
তিল আধ (প্রা ৩।১) অত্যল্প সময়।
তিল উপকার (কৃকী ৮৯) অত্যল্প সাহায্য।
তিলা (পদক ২৫৯৫) তিল ও চিনি-দ্বারা প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ।
তিলাও * (বিদ্যা ২৫৮) তিলমাত্রও।
তিলাঞ্জলি (ধা ২০) পরিত্যাগ, চির-বিদায়-গ্রহণ।
তিসিত (পদক ১৬৩) তৃষ্ণার্ত্ত।
তিহোঁ (পদক ১৮৫২) তিনি।
তিহ্নিক (পদা ৯৮) তাঁহার।
তীখন (পদক ১১৪), **তীখিন** (গৌত) তীক্ষ্ণ।
তীজ (স্মর ৯৮) তৃতীয়া তিথি।

তীত * (বিদ্যা ২২১) তিক্ত।

তীতি (বিদ্যা ৩৮২) অতীত হইল। ২ * (বিদ্যা ১৩০) তিক্ত।

তীন্তি * (বিদ্যা ৭৪) তিতা।

তু (পদক ৫৩১) তুমি [হিং—তূ]।

তুক্ (ভক্ত ১৮।১) বশীকরণের প্রকরণ, গুণ।

তুখর (ভক্ত ২২।১) প্রতাপী [সং—তীক্ষ্ণ]।

তুড়ি (ভক্ত ১১।৭) অঙ্গুলি-দ্বয়ের শব্দ।

তুড়ুক (চৈচ অন্ত্য ৬।১৮) তুরস্ক-দেশীয় মুসলমান।

তুতী (কৃকী ২৩৬) স্তুতি।

তুনি (রসিক পূর্ব ১১।১০) মৌন—'শ্রীমুখের বাক্য শুনি, বৃহস্পতি হয় তুনি' [সং—তূষ্ণী]।

তুপ (গৌত) তৃপ্তি।

তুমার (গৌত পরি ১।১১৫) হিসাবের খাতা, দেনাপাওনার তালিকা। 'হাট করি লেখাজোখা তুমার করিয়া'।

তুয় (বিদ্যা ৫৫), **তুয়া** (দ ৩) তোমার [সং—তব, প্রাং, মৈং—তুঅ]। 'তুয়া অনুরূপ এক পট লিখিয়া'। **২** তুমি, **৩** তোমাকে—'জীবনে মরণে তুয়া পাব'।

তুরঅ * (বিদ্যা ৯) তুরগ।

তুরন্ত (গৌত) ত্বরিত, শীঘ্র।

তুরিজতিক (পদক ১০৯৩) তৌর্যত্রিক—নৃত্য, গীত ও বাদ্য।

তুরিত (এ ১), **তুরিতে** (পদক ৬) শীঘ্র শীঘ্র [সং—ত্বরিত]।

তুরুক (চৈচ মধ্য ১৮।২৭) তুরস্কের অধিবাসী, [ফাং—তুর্‌কি, সংস্কৃতে—তুরুষ্ক]।

তুল (ক্ষণ ২৮।৭) তুল্য, **২** (পদক ৯১৯) দ্রব্য ওজনের যন্ত্র [সং—তুলা]।

তুলাধার * (বিদ্যা ৯) তুল্য।

তুলায়ল (বিদ্যা ১৩১) ব্যাপ্ত হইল।

তুলি (চৈচ অন্ত্য ১৩।৮) তুলানির্মিত তোষক। **২** (রস ৭৩) তুল্য।

তুলী (পদক ২৬১৬) তুলানির্মিত গদী। **২** (কৃকী ২৬) তুলিয়া।

তুলে * (বিদ্যা ৪১৩) তুল্য। **২** (কৃকী ৫৯) তুলাদণ্ডে।

তুব (স্থর ৪) তোমার।

তুষদহ (গোবিন্দ ১২০) তুষানল [সং—তুষদহন]।

তুষার (পদক ১৮১৪) বরফ।

তুহার (পদক) তোমার।

তুহিন (পদক ১৭৪৯) শীতল। **-কর** (পদক ১৮৯৬) চন্দ্র। **তুহিনী** (দ ১০৫) শীতল।

তুহুঁ (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) তুমি।

তুহ্মি, তুহ্মী, তুঞি (কৃকী ১১, ৩৬৭, ১৬১) তুমি।

তুন (পদক ৭৪) তূণীর, বাণাধার।

তুণি (রসিক পশ্চিম ৬।৯) মৌন [সং—তূষ্ণী]।

তুর (পদক ১৪৮৭) বাদ্যবিশেষ।

তূর্ণ (পদক ২৬১৩) শীঘ্র [সং]।

তুল (পদক ৩৮৩) যোগ্য। **২** (পদক ৬৯) তুলা। **৩** (কৃকী ২৮২) তুল্য।

তূলৈ (স্থর ৮) তুলনা করে।

তৃণছ (বিদ্যা ৭০০) তৃণতুল্য।

তৃপিত (তর ১১।২১।২৭) তৃপ্ত।

তৃষ্ণ (পদক ২৫৭৯) সতৃষ্ণ।

তৃস্কার (ভক্ত ১১।৬) তিরস্কার।

তেওয়ারী (ভক্ত ১৪।১১) তিনচালা বিশিষ্ট গৃহ।

তে (ক্ষণ ৮।১১) সেইজন্য।

তেঁই * (বিদ্যা ৬২৬) তাহাতে, **২** তজ্জন্য।

তেঁউ (কৃকী ২৯) সেইজন্য।

তেঁএ (কৃকী ১৭৯) তদ্দ্বারা। **২** (কৃকী ৪৫) সেইজন্য।

তেঁহ (চৈচ আদি ২।৫০) তিনি। **২** (বিদ্যা ৪৫৮) তোমাতে।

তেঁহো (চণ্ডী ৪৫০) স্নেহ—'জানিল তাহার যত বড় তেঁহো কালিয়া বিষের রাশি'। **২** (চৈচ আদি ১।২৫) তিনি।

তে (বংশ ৭৯০) তবে, **২** (কৃকী ৩৫৯) তজ্জন্য।

তেকর * (বিদ্যা ৪৬১) তাহার।

তেজন (বিদ্যা ৭১০) ত্যাগ করা।

তেজা * (বিদ্যা ৩১৩) প্রজ্বলিত।

তেঞি (দ ৯৪) সেই জন্য।

তেন (চৈচ অন্ত্য ১২।২৬), **-মত** (চৈভা আদি ১।৮৫) সেইরূপ।

তেনা (চণ্ডী ৭০) ছিন্ন বস্ত্র। 'বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর'।

তেপত (বিদ্যা ৪৯৪) ত্রিপত্র।

তেপান্তর (রং মং পূর্ব ৩।৮) জনশূন্য বিস্তীর্ণ মাঠ [স —ত্রিপ্রান্তর ?]।

তেমু (বংশ ৭১৪৮) তবু।

তেয়জহি (বিদ্যা ৮৭) তৃতীয়তঃ।

তেরচ, তেরছ (চৈচ মধ্য ৫।১৪৯) বক্র। **তেরছে** (চৈচ মধ্য ৯।৫৬) বক্রভাবে। [সং—তির্যক্]।

তেরশী (বিদ্যা ৭৪৯) ত্রয়োদশী।

তেরা (পদক ৩১৬), **তেরি** (পদক ২৮৮৯) তোমার [হিং—তেরা]।

তেলানী (কৃকী ৬৯) ছোট হাঁড়ী।

তেসর (বিদ্যা ৪৯) তৃতীয় ব্যক্তি [হিং—তিস্‌রা]।

তেসাগে (কৃকী ২১) তখন।

তেইন (বিদ্যা ৫৩২) সেইরূপ। **তেওহার** (পদক ১৪৭৫) পর্ব, উৎসব, [হিং—তেরহার]। **তেহি** (বিদ্যা ৩০৫) তাহাতে। **তেহুঁ** (বংশ ৩৩৮৩) তবু। **তেহেঁ** (কৃকী ১৯) তিনি। **তেহেন** (কৃকী ২৬) তাদৃশ। **তেহো** (রস ২৪৬) সে। **তেহোঁ** (চৈভা আদি ২।১৩৬) তিনি। **তেহ্ন** (কৃকী ১৭২) তদ্রূপ। **তৈ** (গৌত) তাহাতে। **তৈঅও** (বিদ্যা ২২৬) তথাপি। **তৈঁ** (বিদ্যা ২৫) সেইজন্য। **তৈখন** (ক্ষণ ৪।১৩) তখন। **তৈছন** (চৈচ আদি ২।১৯) সেইরূপ [সং—তাদৃশ]। **তৈছে** (পদক ৮৫৮) সেইরূপে। **তো** (কৃকী ৫৬) তুমি, ২ (কৃকী ৩৪৭) নিশ্চয়। **তোঁ** (কৃকী ৩) তুই, তুমি। 'নাহি জান এবেঁ তোঁ আপণার নাশ'। **তোকানি মোকানি** (চৈম আদি ১।৪৪৩) পরস্পর কাণাকাণি কথা। **তোএঁ** (কৃকী ৩৪), **তোঞে** (বিদ্যা ৫২) তুই, তুমি। **তোড়না** (পদক ১২৬২) ছিঁড়া, চয়ন করা। **তোড়ল** (দ ৯৮) ভাঙ্গিল। **তোড়া** (চণ্ডী ২২২) ধমকান, গর্জন ; 'কুটিল নয়ানে, কহিছে সুন্দরী, অধিক কহিয়া তোড়া'। ২ (ভক্ত ২।১১) থলি, স্তবক। **তোপ** (ভক্ত ১৫।১১) কামান [তুর্কী —তোপ্]। **তোয়** (চৈচ অন্ত্য ১৯।৪৭) তোমাকে, তোমাতে। ২ জল। **তোরনা** (রতি ৪। প ৭) ছিঁড়া, উফড়ান। **তোরি** (দ ৫) তোমার, ২ (বিদ্যা ১৩৮) তুলিয়া, ৩ (বিদ্যা ১৬৬) ছিঁড়িয়া। **তোরিত** (বিদ্যা ৯৮) তাড়াতাড়ি [সং—ত্বরিত]। **তোল** (বিদ্যা ১২০) তুল্য। ২ (কৃকী ২২৩) তুমুল, ৩ (কৃকী ২০৭) উঠ। **তোলবোল** (কৃকী ১৯৬) আপ্লুত, স্নাত। **তোষণি** (দ ২০) তোষক। **তোহর** (গৌত) তোর। **তোহহি** (বিদ্যা ৪৫৮) তুমিও। **তোহারা** (পদক ৩০১৬) তোমার। **তোহে** [বিদ্যা] তোমাকে, 'তোহে ভজব কোন্ বেলা ?' **তোহ্মা** (কৃকী ৫) তোমায়। **তোহ্মাহো** (কৃকী ১০৬) তোমায়ও। **তোহ্মেঞি** (কৃকী ৩২০), **তোহ্মোঁসি** (কৃকী ১৯০) তুমি সে। **তৌঁ** (বিদ্যা ৫২) তাহাতে। **তৌঁহহি** (বিদ্যা ৭৮৯) তুমিই। **তৌলঝাঁপ** (কৃকী ১৫০) তুলাদণ্ডের ন্যায় যন্ত্রবিশেষ। **ত্যজন** (চৈচ মধ্য ২।৪৫) ত্যাগ। **ত্যোঁ ত্যোঁ** (স্বর ৬৬) ঠিক সেইরূপে। **ত্যোহার** (হি গৌ ১৭) উৎসব। **ত্রিকচ্ছ-বসন** (চৈভা মধ্য ২৩।২৫৯) কাছা দিয়া কোঁচা দিয়া এবং কোঁচার খোঁট দিয়া কাপড় পরা। **ত্রৈণ** (পদক ১৭৫৪) তৃণ।

থ, দ

থকিত (পদক ১৩৬) স্থগিত। **-পারা** (ধা ২) স্তব্ধপ্রায়। **থন** * (বিদ্যা ১৭৪) স্তন। **থপলাথিত** (বিদ্যা ৫২৪) স্থির। **থপিতভু** (বিদ্যা ৪৯৭) স্থাপন। **থম্বি** (পদক ২৫০১) স্তম্ভিত হইয়া। **থর** (পদক ২৯১) থাক [সং—স্তর]। **থরহরানা** (বাণী ১৩৫) কম্পিত হওয়া। **থরি** (চণ্ডী ৩৯৪) শ্রেণী, সারি। 'প্রবাল গাঁথিয়া তাহে থরি দিয়া'। **থল** (ক্ষণ ১৫) স্থল, ২ স্তবক। **থলহুক** (বিদ্যা ১১১) স্থলেরও। **থলিয়াতি** (চৈভা মধ্য ৮।২৪৮) ঝোলাধারী। **থা** (গৌত ৩।২।৫৯) ঠাঁই, স্থল। ২ স্থিরতা। **থাক** (ভক্ত ২৬।১), **থাকা** (বিদ্যা ৫০৯) স্তবক। **থাতি** (ভক্ত ২৩।২৪) স্থাপিত, ন্যস্ত। **থান** * (বিদ্যা ৩৯২) বাথান।

২ (কৃকী ৬) অবস্থান।

থানা (ক্ষণ ২৫।) স্থান। (চণ্ডী ৬৪) আড্ডা—'তরুয়া কদম্বমূলে চিকণ কালা করিয়াছে থানা'। [সং—স্থান]।

থাপা (বংশ ৫৭৭) থাবা। ২ স্থাপন করা।

থায় (পদক ৯১৩) ঠাঁই পায়।

থার (সুর ৩১) থালা।

থারি (পদক ১৬৩৩) দণ্ডায়মান [হি°—ঠাড়ি]। ২ (পদক ৩৯৮) থালা [সং—স্থালী]।

থাহা (কৃকী ৫) জলনিমগ্ন ভূমি, থই।

থিক (বিদ্যা ৯৭) হয়, আছে।

থিতী (কৃকী ৭১) স্থিতি।

থির (অ° ক ৩) স্থির। ২ অচঞ্চল।

থিরাত * (বিদ্যা ৪৩) স্থির হয়।

থী * (বিদ্যা ৫৬৯) হয়।

থীক * (বিদ্যা ৪৫২) যে।

থীজা * (বিদ্যা ৫০৭) হৃদয়ে।

থুম (ভক্ত ২০।১১) স্তূপ।

থুপা (চৈম আদি ৪।১৩৫) রেশমী সূত্র-নির্মিত গুচ্ছ।

থেকর (কৃকী ২০৬) থৈকল বৃক্ষ।

থেম (বিদ্যা ৩০২) অবলম্বন।

থেহ (পদক ২৮) স্থিরতা, ধৈর্য ; ২ (গৌত ৪।৩।১৮) ঠাঁই, স্থল। **থেহা** (গৌত ১।১।৩) স্থৈর্য, ২ ঠাঁই [সং—স্থিত, অপ°—থিঅ, থেয়]।

থোপ (দ ৩১), **থোপনা** (গৌত ২।২ ২), **থোপা** (রস ৪২৩) গুচ্ছ [সং—স্তূপ, স্তবক]।

থোম্বি (বপ) স্তম্ভিত।

থোর (পদক ২০৩) রাখে।

থোর (পদা ২৪৭), **থোল** (বিদ্যা ২৯৩) অল্প [সং স্তোক, হি°—থোর, থোরী]।

থোহ (তর ১০।২।১৪) স্থাপন কর।

দই * (বিদ্যা ১৫৯) দেবী।

দইএ * (বিদ্যা ৪০৩) দিয়া।

দইন * (বিদ্যা ২৩৮) দৈন্য।

দউ (বিদ্যা ৭৩) দুই [সং—দ্বৌ]।

দএ (বিদ্যা ৮৪) দিয়া। **দএহলু** * (বিদ্যা ২০৪) দিল।

দক্ষ (পদক ২৪৮৭) শ্রীকৃষ্ণের শুক।

দখিণ (পদক ৭৫) দক্ষিণ।

দগড় (চেম আদি ৭৬) ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ [সং—দ্রগড়]।

দগদগি (পদক ৮২৭) জ্বালা। 'হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি।'

দগধন (চণ্ডী ৬৪০) দাহন, কষ্ট। 'ইহ বড় দগধন ভেল।'

দড় (পদক ১১৮) সত্য, মজবুত, ২ কর্কশ [সং—দৃঢ়]।

দড়া (কৃষ্ণা ১৯), **দড়ী** (চৈচ অন্ত্য ৬।৩৯) রজ্জু।

দড়্যা (ক্ষণ ২৫।২) সদর দ্বারের প্রহরী।

দঢ় (বংশ ৬০৭) দৃঢ়। **দঢ়ান** (রস ৯৪৬) দৃঢ় করা, নিশ্চয় করা।

দণ্ড (রস ২০৬) একদণ্ড সময়ে অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য-পরিমাণ। ২ (চৈচ আদি ১২।১৩) শাস্তি। ৩ (পদক ৪) লাঠি।

দণ্ডতামী (রসিক পূর্ব ৪।৩৪) তান্ত্রিক, ২ প্রাচীন কালের সময়-নিরূপক যন্ত্র-বিশেষ। [একটি সচ্ছিদ্র তাম্রপাত্র অপর একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখা হইলে ছিদ্রদ্বারা জল-প্রবেশে পাত্রটি পূর্ণ হইতে একদণ্ড সময় লাগিত।]

দণ্ডপথ (চৈভ অন্ত্য ৫।২৪৩) প্রশস্ত রাস্তা।

দণ্ড-পরণাম (চৈভা আদি ১৬) সাষ্টাঙ্গে প্রণতি।

দণ্ডপাট (চৈচ অন্ত্য ৯।১৭) বিস্তৃত ভূখণ্ড, জমিদারী।

দণ্ডবাট (কৃচ ৩।৭।১৩) দানঘাট বা নদীপার হইবার খেয়াঘাট।

দধিমঙ্গল—মহামহোৎসবান্তে নৃত্য-বিশেষ। হরিদ্রাযুক্ত দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া মহান্ত বিদায় করা হয়।

দনা (কৃকী ২২৪) দমনকপুষ্প [উ° দহনা]।

দধিলোল (পদা ৫৭৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বানর, ২ দধিভোজনে লুব্ধ।

দনা (চৈভা অন্ত্য ৫।২৮৮) দমনকপুষ্প।

দন্তুদি * (বিদ্যা ৬১০) দীর্ণ।

দন্দ (পদক ১০৪) সন্দেহ, বিবাদ, ২ বিপদ [সং—দ্বন্দ্ব]।

দন্দাজন (বিদ্যা ৩২০) দম্পতি।

দপিদার (পদক ১০৭১) জাজ্বল্যমান, উজ্জ্বল (?)।

দপ্পন * (বিদ্যা ৪১) দর্পণ।

দমকত (পদক ১৫৬১) দীপ্তি পায়।

দমন (বিদ্যা ৬৯) দ্রোণপুষ্প, ২ (পদক ১০৩২) নির্যাতন।

দমন লতা (বিদ্যা ১৭১), **দমনা** (বিদ্যা ১৮) দ্রোণপুষ্প। ২ দমনক-পুষ্প।

দমরী (অ° পদ ৪) কড়ি।

দমসল (বিদ্যা ১৭১) পদদলিত করিল।

দমাদ (অ° প ১১) জামাই।

দয় (বিদ্যা ৮৪) দিয়া।

দয়িত (পদক ১৯০১) প্রিয়তম।

দয়িতা (চৈচ মধ্য ১৩।৮) শ্রীজগন্নাথের সেবক। ইহারা শ্রীজগন্নাথের পাণ্ডু-বিজয় করান।

দরখি (চণ্ডী ৩০৩) দেখিয়া।

দরদ (চণ্ডী ২৭২) যন্ত্রণা, ব্যথা [ফা° —দর্দ]।

দরদর (ভক্ত ১৯।২) অবিরত প্রবাহে, 'দরদর ধারা বহি পড়ে দুনয়নে।'

দরপ (প্রেচ ৪।৬) কাম, ২ গর্ব [সং—দর্প]।

দরপই (পদক ২৯৯৭) দ্রবীভূত হয়। ২ (বপ) দর্প করে।

দরবই (চপ ৩২।১) গলে, দ্রবীভূত হয়।

দরবেশ (চৈচ মধ্য ২০।১২) মুসলমান ফকির [ফা°—দরবেশ]।

দরশ (রস ৫৭৯) সাক্ষাৎ [সং—দর্শন, হি°, মৈ°—দরস্]।

দরিয়া (পদক ৮৮১) সমুদ্র [ফা° —দর্ইয়া]। **-মহাবীর**—পুরী চক্রতীর্থের নিকটে মন্দিরে শৃঙ্খলবদ্ধ হনুমান্ 'বেড়ি হনুমান্' বা 'দরিয়া মহাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। সমুদ্রের অগ্রগতি নিবারণের জন্য ইনি জগন্নাথ কর্তৃক প্রহরি-স্বরূপে এস্থানে স্থাপিত হইয়াছেন। প্রবাদ এই যে হনুমান্‌জি অযোধ্যায় গমন করিলে সেবা-কার্যের ত্রুটি দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ হনুমান্‌কে আনাইয়া এই স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখেন।

দর্দুরী (চৈভা মধ্য ৮।২৬৮) ভেক-কোলাহল।

দল (বিদ্যা ১৬০) সৈন্য, ২ (পদক ১৭৩) ফুলের পাঁপড়ি, ৩ (পদক ৭৫) পত্র, ৪ (পদক ১০৩) সমূহ, ৫ পক্ষ [সং]।

দলই (চৈচ অন্ত্য ১৬।৮০) দ্বারপাল। ২ (পদা ১৫২) দলিত করে।

দবন (হি অ° প ৬)দমন।

দশ (পদা ৬৫৬) দংশন। **-চারি** (ক্ষণ ৩০।২) চতুর্দশ—'ভুবন দশচারি'।

দশন-বসন (পদক ২৪৬২) ওষ্ঠ [সং]।

দশা (চণ্ডী ৯২) কাতর অবস্থা।

দশি (পদক ১১৪৫) কাপড়ের প্রান্ত স্থিত সূতা [সং—দশা+বাং ই]।

দশে পক্ষে (চৈভা আদি ১২।১১১) দশদিন বা পনরদিন পরে।

দহ (বিদ্যা ২৩) দশ। ২ (পদক ৪৪২) অগ্নি, ৩ (রস ৮) নদ্যাদির অতলস্পর্শ স্থান। ৪ (কৃকী ৩৪৪) হ্রদ, [সং—হ্রদ, অপ°—হদ্, দহ]।

দহদহ (পদক ১৯০১) দগ্ধপ্রায়।

দহন (পদা ৩৩), **দহনা** (পদক ৪০৫) অগ্নি, ২ প্রদাহ-কারক। [সং—দহন]।

দহি, দহী (কৃকী ১৩১, ৭৮) দধি। **-কড়ি**—শ্রীজগন্নাথের ছত্রভোগের উপকরণ। দধি, ছোলার বেসন, হলুদ ও লবণ একত্র করত ভিজা ছোলার সহিত সিদ্ধ করিয়া জিরা ও মেথি ফোড়ন দিয়া সম্বরা দিবে।

দহিন * (বিদ্যা ৫১৯) অনুকূল [সং—দক্ষিণ]।

দহু (বিদ্যা ৪৯) কি ? 'বুঝয় কে দহ পার'। ২ * (বিদ্যা ১৪০) দিল।

দাই (পদক ৩০৭২) দায়।

দাউর (বংশ ৯৪৯) দারু।

দাঊজী (ভক্ত ২৬।৭) বলদেব।

দাঁব (বাণী ৩৬) পণ।

দাক্ষিণ্য (রতি ২।১৮) দক্ষিণ দেশ-সম্বন্ধীয়, ২ আনুকুল্য।

দাগ (চৈচ আদি ৪।১৪৬) চিহ্ন [ফা°]।

দাগা (ভক্ত ১৩।৩) ব্যথা। মর্ম-বেদনা [ফা°—দাগ]।

দাড়ুকা (চৈচ মধ্য ২০।১২) বন্দীর পায়ে লোহার বেড়ী।

দাণ্ডা (কৃকী ৫৫) নৌকার মধ্য বা পৃষ্ঠদণ্ড।

দাড়ি, দাঢ়ী (কৃকী ২) শ্মশ্রু, [সং—দাড়িকা]।

দাদুর (বিদ্যা ৪৫৬), **দাদুরি** (পদক ১৪৮৯) ভেক [সং—দর্দুর]।

দান (চৈচ মধ্য ৪।১৮৩) পথকর। ২ (পদক ১৩৯৩) পাশা খেলায় ছক নিক্ষেপ।

দানী (চৈচ মধ্য ৪।১৫৩) খেয়াঘাটের শুল্ক-আদায়কারী। ২ (বংশ ২২৩১) দাতা।

দানে (পদা ২৬৩) সাদরে।

দাপ (পদক ১০৩২) অহঙ্কার, গর্ব [সং—দর্প]।

দাপনা (পদক ৬৪৩) ঊরুর পার্শ্বের ভাগ, জঙ্ঘা।

দাপনি (ক্ষণ ৬।৩) লাবণ্য, দীপ্তি। 'প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপনি'।

দাপুনি (জ্ঞান ৬৩) দর্পণ।

দাপুনী (চৈম আদি ২।২১) দর্প, ২ ভয়বিহ্বলতা।

দাম (গৌত ৩।১।১) মাল্য, ২ (পদক ১০৩২) সমূহ। **দামা** (পদক ৩১৯) সমূহ।

দামামা (চৈচ ৬৯।৭৫) ঢাক জাতীয় প্রাচীন রণবাদ্য।

দামিনী (পদক ২৭০) মাল্যযুক্তা। ২ বিদ্যুৎ।

দায় (চৈভা আদি ৩।২০) প্রয়োজন, গরজ ; 'অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন'। ২ (পদক ১২৫) ক্ষতি,

সঙ্কট। ৩ (পদক ১১৬) দোহাই।

দারি (পদক ৬৪৩) পরদারগমন, ২ বলপূর্বক গৃহীতা দাসী।

দারিদ (ক্ষণ ২০।১০) দরিদ্র, 'দারিদ ঘটভরি পাওল হেম'। ২ (পদক ৬৯৯) দরিদ্রতা।

দালাল (পদক) মধ্যস্থ কার্যকারী। [আ°—দলাল]।

দালিব * (বিদ্যা ১৮১) দাড়িম্ব।

দাব (পদক ১৭৯৩) বন, ২ বনাগ্নি।

দাবই (জ্ঞান ৪৬) চাপিয়া [সং— √দ্রাবি]।

দাবরো (স্থর ২১) দড়ি।

দাসী (ক্লকী ২৯৯) পত্নী, ২ (ক্লকী ৩৩১) সেবিকা।

দাহ (পদক ৪৩৩) জ্বালা।

দাহিন (বিদ্যা ৪২) দক্ষিণ, ২ সুপ্রসন্ন।

দিআর (ক্লকী ১৬) দাও। **দিআরু** (ক্লকী ৩৮) দিউক।

দিউটি (চৈচ আদি ১৭।১৩৪) মশাল, প্রদীপ [সং দীপবর্তিকা]।

দিগতহু (স্থর ৩৪) দেখিলেই।

দিগন্তর (বংশ ৫০৭) অন্য দিকে। ২ দূর।

দিগমগ * (বিদ্যা ১০৪) ডগমগ।

দিঘর * (বিদ্যা ৫৫৩) দীর্ঘ।

দিঠি (ক্ষণ ১।৫) দৃষ্টি, ২ দৃশ্য, শোভা ; 'অধিক বাড়িল দিঠি চন্দ্রের কিরণে' [সং—দৃষ্টি]। ৩ নয়ন।

দিঠিয়া (পদক ১৯৭৪) দৃষ্টি।

দিঠৌনা (অ° ক ১) কুদৃষ্টি-নিবারণের জন্য শিশুর কপালে দত্ত কাল ফোঁটা।

দিঢ় * (বিদ্যা ৪০৭) দৃঢ়।

দিথু (চণ্ডী ৮) প্রদান করিতাম। 'দেখিতে পাইথু শিরোপা যে দিথু'।

দিনকর (পদক ১৫৬) সূর্য।

দিন-পরিপাক * (বিদ্যা ৮৬০) দিবাশেষ।

দিনফল (পদা ৬০৯) স্বকর্মফল—[মোহন]।

দিনে তিন অবস্থা (চৈভা আদি ১৪। ৮৫) শোচনীয় দুর্দশা।

দিমু (চৈচ মধ্য ৩।১৬৮) দিব।

দিয়ার (বংশ ১৪৪৮) দেও।

দিল (পদক ৬৪৬) মন [ফা°—দিল্]।

দিলু হয় (বংশ ৪৮৭১) হয়ত দিতাম।

দিব্ (ক্ষণ ৮।১৫) দিব্য, শপথ। (পদক ৯৮) 'বিলম্ব না কর আমার দিব্'—চণ্ডী [সং—দিব্য]।

দিবা (চৈচ অন্ত্য ২।১১২) দিবে।

দিবাও (চৈভা আদি ১২।৯৪) দিব।

দিব্য (রতি ৪।৩) শপথ। ২ (বংশ ২১৮৯) সুন্দর।

দিশা (চৈচ আদি ১০।৮৪) দিক্, পথ, প্রণালী।

দিশার (পদা ১৬৫) দিগ্‌দর্শক—'দিশ দরশাওল মদন দিশার'।

দিশি (রস ৬৭) দিবস—'নিশি দিশি অবিরত মধুপানে উনমত'।

দিহ (চৈচ অন্ত্য ৩।২৬) দিও।

দিহলি (ক্লকী ৬৪) দিও।

দী (পদক ৬৮৫) দেই।

দীঘ (পদক ৯৩) দীর্ঘ।

দীঘর (বিদ্যা ৫৭৩) বহু দূর।

দীঘল (চৈচ অন্ত্য ১৮।৫২) লম্বা।

দীজে (পদক ২৮৫৮) দিউন [হি°—দীজিএ]।

দীঠি (অ° ক ১) দৃষ্টি।

দীন (বংশ ১৫৭৩) অধম।

দীপত (স্থর ২৯) দীপ্ত।

দীপি (পদক ৬১৭) নেকড়ে বাঘ [সং—দ্বীপিন্]।

দীয় * (বিদ্যা ৭৯২) দান করে।

দীব (পদক ১৯০১) শপথ, ২ * (বিদ্যা ১৬০) দীপ।

দীশ (বিদ্যা ৪২৮) উদ্দেশ্য, ২ (পদক ১৮২৫) দিক্। **দীশই** (পদক ২৬৮০) দেখা যায় [সং—দৃশ্যতে]।

দুঅও (বিদ্যা ৩৬৩) দুই।

দুঅজ (ক্লকী ১১) দ্বিতীয়। ২ (ক্লকী ১৫৯) দ্বিগুণ।

দুঅশ (বিদ্যা ৮৬৩) দুর্যশ, কলঙ্ক।

দুইহাঁর (ক্লকী ১২৯) দুই জনের।

দুকুল (পদক ৩০২) উড়নী [সং দুকূল]। ২ (ক্ষণ ২৮।৭) দুই প্রান্ত—'দিঠি দুকুল'।

দুখনে * (বিদ্যা ৫৫) মন্দক্ষণে [সং– দুঃক্ষণে]।

দুখলি (পদক ১৯১৮) দুঃখিতা [হি°—দুখিয়ারী]। **দুখায়ত** (পদক ৭১) দুঃখিত হয় [সং—দুঃখায়তে]।

দুগুটি (ক্লকী ১৬৯) দুইটি।

দুগুলি (চণ্ডী ১৩) জোড়া—'কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি'। ২ (পদক ২১০) দুইগুলবিশিষ্ট।

দুচারিণী (তর ১০।৬।২২) ব্যভিচারিণী।

দুচিতাই (মা মা ৫) সন্দেহ, ২ চঞ্চলতা।

দুজরাজ (বাণী ১৩) চন্দ্র।

দুজবর * (বিদ্যা ১৪১) বিজবর্য।

দুজা (প্রেচ ৪।২) দ্বিধা, সন্দেহ।

দুজে (পদক ১৭১৪) দ্বিতীয়তঃ, ২ (বিদ্যা ৬৯০) তাহার উপর।

দুড়দুড়ি (তর ১০।১৫।৫৬) অতিদ্রুত ও উচ্চ পদশব্দ।

দুত (পদক ১৫৯৯) দুত।

দুতর (পদা ১৮৬) দুস্তর, দুর্গম। ২ (কৃকী ১২৩) বিপদ।

দুতা (কৃকী ৩৮৫), **দুতী** (পদক ১২৯) দূতী।

দুন (পদক ৭৬৪) দুই, ২ দ্বিগুণ [হি°—দোনো]। ৩ (পদক ২৫৩২) ক্লান্ত [সং—দূন]।

দুনা (তর ১০৷৩০৷৯৮) দ্বিগুণ।

দুয় (পদক ২২০) দুই।

দুয়জ (কৃকী ১৩৭) দ্বিতীয়।

দুয়াপর (বিজয় ৪৯৷১৭) দ্বাপর।

দুয়ার (চৈভা আদি ৫৷১১৫) দ্বার।

দুয়ি (কৃকী ৩) দুই।

দুর (পদক ২২০) দূর।

দুর-অবগাহ (পদক ৫৫) দুর্বোধ্য।

দুরগহ (পদা ২১৬) দুষ্ট গ্রহ, 'সো অতি দুরগহ, যো ঐছন মতি দেল'। ২ (পদক ৪৫৫) দুষ্ট-আগ্রহবিশিষ্ট।

দুরতর (পদক ২৮৯৬) দুস্তর, দুঃসাধ্য।

দুরদুর (চৈম ১৫৷২২৬) ভয়াদি-হেতু হৃৎকম্প।

দুরনয় (বিদ্যা ৪৪১) দুষ্ট নীতি।

দুরন্ত (চৈম ১২৬৷১৩২) অশান্ত।

দুরন্তর (ক্ষণ ১৯৷১৩) অবিলম্বে, 'তুহুঁ অতি মন্থর চলবি দুরন্তর'। ২ (পদক ৩১৮) দূরবর্ত্তী স্থান।

দুরভান (পদক ৪২৭) বিপরীত ধারণা—'দারুণ দখিণ পবন যব পরশব, তবহি মিটব দুরভান' [সং—দুর্জ্ঞান]।

দুরযশ (ক্ষণ ৯৷৪) কলঙ্ক।

দুরাব (সুর ৪৪) গোপন, ২ ছলনা।

দুরিত (গৌত ১২৷৩৭) পাপ, ২ অনর্থ।

দুরুবঞ্চ (পদা ১৫০) অতিকষ্টে বঞ্চনীয় [সং—দুর্বঞ্চ্য]।

দুলভ (কৃকী ৯৬) দুর্লভ, 'দুলভ জীবন'।

দুলরানা (হিগৌ ৫) বালকের লালন করা।

দুলরী (বাণী ৪০) দুনরী হার।

দুলহ (বিদ্যা ৩১) দুর্লভ [হি°]।

দুলহা (সুর ২৫) বর। [**দুলহী**= বধূ]।

দুলারি (পদক ২৫৫৭) আদরিণী কন্যা।

দুলাল (পদা ২৮৭) চঞ্চল, ২ মনোজ্ঞ, 'তরণতারণ গতি দুলাল নাচে নটিনী নটনসুর (জ্ঞান) [সং—দুর্ললিত, হি°—দুলার]। ৩ (কৃকী ২২৪) বাবুই তুলসী।

দুলালি (দ ২৩) আদরিণী, স্নেহপাত্রী। 'উলালি দুলালি সোহাগ'।

দুলালী (কৃকী ৬২) আদরিণী, ২ (কৃকী ২০৫) দুলী চাঁপা।

দুলি (র° ম° দক্ষিণ ১৭৷৩৪) দোলা।

দুলিচা (পদক ৬৩৮) ক্ষুদ্র গালিচা [দেশী]।

দুল্লিল (চৈম মধ্য ১৫৷২৩) দুলালের ভাব, স্নেহাতিশয্য। 'শচীর দুলাল তুমি দুল্লিল-চরিতা'।

দুবর (পদক ১৬২) দুর্বল।

দুবরায় * (বিদ্যা ১০৪) দুর্বার।

দুষী (রস ১৬) দোষী।

দুষখ (কৃম ৪৷২৪) দুঃখ।

দুহা (তর ১১৷২২৷২১) দুই জন।

দুহাই (হি গৌ ৬) ঘোষণা, ২ (পদক ১০৮০) দোহাই।

দুহার (চৈচ মধ্য ৭৷৬৪) দুই জনের।

দুহুঁ (পদক ২৬৫) দুইজন। **-কর**, **-কেরি** (চৈচ মধ্য ৮৷১৯৩) দুই-জনের।

দূতা (কৃকী ২৬) দূতী।

দূবর (ক্ষণ ১৷৮) দুর্বল।

দূষণ (বিদ্যা ৪৪) দোষারোপ [সং]।

দূষ্য (বংশ ৮৷২৪) নিন্দনীয়।

দৃষ্ট (রস ৬৭৬) সাকার, সবিশেষ; ২ (পদক ২৪) দর্শন।

দে (গৌত ৩৷২৷৩৩) দেহ, ২ দেবতা, ৩ (পদক ১৪৫) মেঘ। ৪ (রস ১০৯) দেয়।

দেই (বিদ্যা ২১) দেবী। ২ (পদক ২) দে, ৩ (পদক ২৬) দিয়া।

দেউকা (বংশ ৮৷২৬) দিউন।

দেউটি (চৈচ অন্ত্য ১৭৷১৪) প্রদীপ, মশাল [সং—দীপবর্ত্তিকা]।

দেউড়িয়া (চৈভা মধ্য ১৮ ১১) **দীপ-ধারী**।

দেউল (চৈচ অন্ত্য ২৷১০৮) দেবালয় [সং—দেবকুল]।

দেউ (অ° পদ ১১) দেব।

দেওয়ান (চৈভা আদি ১৫৷২৫) ধর্মাধিকরণ, বিচারালয়, মন্ত্রণাসভা [ফা°—দীবান্]।

দেখবাহু (বিদ্যা ৪৫২) দেখাও।

দেখসিয়া (বপ) আসিয়া দেখ।

দেখাষসী, দেখাসসি (কৃকী ১১৬, ১০৭) দেখাইতেছ। **দেখো** (বপ) দেখি।

দেঙ (চৈচ অন্ত্য ৯৷১২৷১) দিয়া থাকি।

দেথু (বিদ্যা ৭১৪) দান করুন—'দরশন দেথু একবেরি'।

দেন্ত (কৃকী ২১৯) দিউক।

দেয়নু (ক্ষণ ২৷৪) দিয়াছি। **দেয়লি** (এ ৪) দিল।

দেয়া (পদা ৬১৮) মেঘ, 'শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে'। ২ (কৃমা ৫৮৷১৬)

দেবতা [সং—দেব]।

দেয়ান (চৈভা মধ্য ১৩।২৮) দেওয়ান রাজস্বমন্ত্রী, খাজাঞ্চি।

দেয়াসিনী (জ্ঞান ২৯৭) দেব-পরিচারিকা [সং—দেববাসিনী]। ২ (বিদ্যা ৫২৯) বেদেনী।

দেল (দ ১৪) দিয়াছিল, ২ (পদক ১৬০৪) দিলাম।

দেলা (ক্ষণ ১।৫) দল-বিশিষ্ট।

দেবতী (দ ৫২) দেবী।

দেবদিঠি (পদক ১৮০) উপদেবতার দৃষ্টি।

দেবয় (বিদ্যা ৭১১) দেয়।

দেবা (চৈচ অন্ত্য ২০।৪৮) দেবতা।

দেশান্তরী (চৈভা আদি৫।২৬) সন্ন্যাসী।

দেহ (চৈচ আদি ১০।১৭) দাও।

দেহলি (দ ৯৯) দ্বারাগ্রভাগ, ২ গৃহ [সং]।

দেহা (রস ৫৩৭) দৈহিক চেষ্টা 'গৃহকর্মে বাহ দেহা' (সং—দেহ]।

দেহে (চণ্ডী ১১০) দেখে। ২ * (বিদ্যা ১৬৩) দিতেছ।

দৈন (বিদ্যা ৪৯০) দীনতা [সং—দৈন্য]।

দৈবক, দৈবকি (পদা ২৫৯) দৈববশে।

দৈবগতি (চৈভা অন্ত্য ২।৮৩) দৈবাৎ।

দৈবত (পদা ৮) দেবজাতি। ২ (চৈচ আদি ১২।৩২) যথার্থতঃ।

দৈবাত্ত (ভক্ত ৫।১৪) দৈবাৎ।

দোইবজ্ঞ (র° ম° পূর্ব ৫।২) দৈবজ্ঞ।

দোঁহা (চৈভা মধ্য ৫।১৩২) দুই, উভয়। [২ অপভ্রংশে বা মধ্যযুগীয় হিন্দীতে প্রচলিত ছন্দের দুইচরণ বিশিষ্ট পদ]।

দোখ (ক্ষণ ২৪।১০) দোষ।

দোখব (রতি ৫।প৭) দোষ দিব।

দোগজা (গৌত) উড়নী।

দোগিড়ি (রসিক পূর্ব ১২।৯) বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ।

দোছটি—ধুতী, উড়নি।

দোত (পদক ১৭৩৭) মসীপাত্র। [আ°—দবাৎ]।

দোন (গৌত ১।২।৩৫) দুই [হি°—দোনোঁ]।

দোনা (চৈচ মধ্য ৩।৯০) পাতার ঠোঙা, ২ (পদক ২২৮৯) দমনক পুষ্প।

দোপটে,-ট্টে (কৃম) তৎক্ষণাৎ 'পীরিতিপূর্বক দান করহ দোপট্টে'।

দোপত (বিদ্যা ৪৯৪) দ্বিপত্র।

দোফাঁক (ভক্ত ২০।১৩) দ্বিখণ্ড।

দোয়লর (স্বর ৬) পংক্তিদ্বয়।

দোল (পদা ১৫৯) ধারা 'তঁহি অতি-বাদর দরদর দোল'। ২ (পদক ২৬২১) দোলা। **দোলঙ্গ** (কৃকী ৭৯) দুলাল চাঁপা। **দোলনি** (ক্ষণ ৯।৮) চঞ্চল। **দোলমাল** (পদক ১১৮৭) চঞ্চল [সং—দোলায়মান]।

দোলা (বপ ২।২) ঝুলি, উত্তরীয়। ২ (চৈচ আদি ১৩।১১৩) পাল্কী।

দোষর (কৃকী ২৪২) দ্বিতীয়।

দোসর (ক্ষণ ১৯।৫) স্বতন্ত্র—'সই! পিরীতি দোসর ধাতা'। ২ (পদক ১৯৫৪) অপরন্তু। ৩ (বপ) সাথী। [হি°—দুসরা]।

দোসরি (চৈম আদি ২।৭৬) বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। ২ (ক্ষণ ২২।১) দুই লহর—'দোসরি গজমতি হারা'।

দোস্থতি (পদক ২৯৩) দুই লহরী।

দোহঁ (বপ) উভয়।

দোহনা (স্বর ২১) দুধ দুহিবার পাত্র।

দোহনী (কৃকী ৭) দোহনকারিণী।

দোহা (বংশ ১২৪৬) দ্বয়, দুই।

দোহাই (চৈচ মধ্য ১৮।১৫৮) শপথ।

দোহাতিয়া (চৈভা আদি ৮।১৩৯) দুই হাতে ধরিয়া 'দোহাথিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে'।

দোহারিয়া (চণ্ডী ৪১) জোড়া জোড়া, 'মকরকুণ্ডল দোহারিয়া দিল অতি আনন্দিত মনে'।

দৌ (ক্ষণ ২৬।৩) দুই।

দৌজি (চণ্ডী ২০১) দ্বিতীয়, 'দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে'।

দৌড়ী (কৃকী ২১৯) দড়ি, রজ্জু।

দৌলত (ভক্ত ১৭।৩) সম্পত্তি। [আ—দওলৎ]।

দ্যৌস (দা মা ২৭) দিন।

দ্রব্য (রস ১৯৪) যোগ্য, গুণ শ্রেয়।

দ্রোণি (রস ৮৪৭) কলস, ঢোঙ্গা।

দ্বার মানা (চৈচ অন্ত্য ২।১১৬) প্রবেশ-নিষেধ।

দ্বিরেফ (পদক ৩২৮) ভ্রমর [সং]।

দ্বৈরথ (পদক ২৬৪৯) দুই জন রথীর মধ্যে যুদ্ধ।

ধ

ধইরজ * (বিদ্যা ৪৬৭) ধৈর্য।

ধইলি * (বিদ্যা ৫৯৬) ধরিল।

ধউলিহু * (বিদ্যা ৫৪২) দৌড়িয়া আসিলাম।

ধএলাহুঁ (বিদ্যা ৩২৬) রাখিলাম।

ধকধক (পদক ৩২), **ধকৃধকি** (পদা ১৮৬) হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, ধড়্‌ফড়্‌। ২ (বট ২৩২) প্রবল স্পন্দন।

ধকে (বিদ্যা ১০৫) বেগে, সহসা।

ধকেলনা (হি গৌ ৯২) ধাক্কা দেওয়া।

ধজ (পদক ২৬৯১), **ধজকা** (বিদ্যা ৭২৬) ধ্বজা, চূড়া।

ধটি (ক্ষণ ২।২), **ধটিয়া** (পদক ২৭৮) কটিবসন, কৌপীন [সং—ধটী]।

ধড় (দ ৩১) দেহ [দেশী]।

ধড়ফড়ি (চৈচ মধ্য ২৪।২২৫) ছটফটি, যন্ত্রণাহেতু হস্তপদের বেগে আস্ফালন।

ধড়া (চৈচ মধ্য ৪।১২৮), **ধড়ি, ধড়ী** (কৃকী ২৬৯) শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় বসন-বিশেষ [সং—ধট]।

ধনবন্ত (চৈভা আদি ৯।১১৫) ধনী।

ধনি (চৈম সূত্র ২।৪৭১) ধন্য 'কলিযুগ ধনি ধনি'। ২ (প্রা ৩৪। ২) কুলবধূ, সুন্দরী যুবতী। ৩ (পদক ৪২) ধ্বনি।

ধনিয়া (বিদ্যা ৪) ধন্য।

ধনুক (কৃম) চারিহস্ত-পরিমাণ, 'বেআপে ধনুক এক শত'।

ধনুয়া (পদক ৩১৫) ধনুঃ।

ধন্দ (দ ৪৯), **ধন্দা** (পদক ৬১) সংশয়, ভ্রম। [সং—দ্বন্দ্ব]।

ধমারি * (বিদ্যা ৭৮১) হুড়াহুড়ি।

ধমিয় (বিদ্যা ৪৯৯) জ্বলিবে।

ধমিল (পদক ১৯৬২) কেশ [সং—ধম্মিল্ল]।

ধয়ল (ক্ষণ ১৯।৫), **ধয়লি** (দ ৭১) ধরিল।

ধয়লে (বিদ্যা ১৩৭) রাখিলে।

ধর (চণ্ডী ১৭৩) দেহ, শরীর। 'এখানে এ ধর, দেহমাঝে ছিল, পরাণ তোমার সনে।'

ধরতি (পদক ২৪৬২) পৃথিবী [সং—ধরিত্রী, হিং—ধর্‌তী]।

ধরান (বংশ ৪৪৮৯) রীতি [সং—ধরণ]।

ধরি (পদা ৫৫) জন্য। 'তব ধরি জাগর, শোষিত অন্তর'।

ধরিতি (জপ ২) ধরিত্রীতে, মাটিতে।

ধরিহসি * (বিদ্যা ২৫২) ধরিবে।

ধল (কৃকী ১) ধবল।

ধব (কৃকী ২০৭) ধওগাছ [ব্রজে গিরিরাজের উপরে প্রচুর বর্ত্তমান]। ২ (রস ৬১) স্বামী, প্রভু।

ধবল (পদক ২৫৪৪) শ্বেতবর্ণ বৃষ।

ধসমসি (ক্ষণ ৭৬) কম্পিত—'হিয়া অতি ধসমসি শ্বাসই মুখশশী'।

ধসি (বিদ্যা ১৪৯) বেগে ধাবিত হইয়া।

ধাউড় (কৃম ২০।২০) ধাবনশীল। 'রঙ্গভঙ্গ করে সেই জাতুয়া ধাউড়'। ২ (পদক ২৫৬২) ধূর্ত্ত। ৩ দুষ্ট, চঞ্চল [সং—ধূর্ত্ত, অপং ধুত্ত, ধৌড়]।

ধাউড়ি (দ ২৯) দুর্ব্বৃত্তা।

ধাউত (বংশ ৮৫৫১) ধাতু।

ধাউলি (বিদ্যা ৫২) ধাবিত হইল।

ধাওয়া (চৈম শেষ ২।৫০৩) ধাবনকারী। **-ধাই** (চৈম আদি ২।৭৯) দৌড়াদৌড়ি।

ধাখ * (বিদ্যা ১২০) দুঃখ।

ধাগা (ভক্তি ২০।১) ডোর।

ধাড়ী (কৃকী ৮০) বলপূর্ব্বক আক্রমণ [সং—ধাটী]।

ধাতকী (কৃকী ২০৬) ধাই ফুল।

ধাতু (বিদ্যা ১২০) নাড়ী।

ধাধস (পদক ৩৩৮, ৭১৭) বিহ্বলতা, ২ বিভ্রম, ৩ (পদক ১৯৯) দৃঢ়তা [সং—দার্ঢ্য, হিং—ঢারস্‌]। ৪ আকাঙ্ক্ষা, ৫ (পদক ২৬৯) আশঙ্কা। ৬ (ক্ষণ ১৫।৬) বেগ।

ধাধি (বিদ্যা ৭৭৬) উত্তাপ, দাহ।

ধান (বিদ্যা ৪৯) সন্নিধান।

ধান্দা (কৃকী ১১১) সংশয় [সং—দ্বন্দ্ব]। **ধান্দে** (বপ ২৪।১) দৃষ্টিবিভ্রম বা চিত্তবিভ্রম হয়। 'নয়ানে নয়ানে, থাকে রাতিদিনে, দেখিতে দেখিতে ধান্দে'। **ধান্ধা** (চৈম সূত্র ২।৭২) সন্দেহ [সং—দ্বন্দ্ব]।

ধাম (চণ্ডী ১৯) নিকটে—'কহত আমার ধাম'। ২ (চৈচ মধ্য ২।২৪) জ্যোতিঃ, ৩ (চৈচ মধ্য ২।২৬) গৃহ।

ধামাল (চৈম আদি ১।৩৩৭) চঞ্চল।

ধামালি (গৌত ২।২।৩৯) উৎপাত। ২ (কৃমা ২০।১৭) রঙ্গ, পরিহাস।

ধামিনি (পদক ৫৮০) গৃহে, ধামে [সং—ধামনি]।

ধায়নি (চণ্ডী ৯) মিশ্রণ—'বিষের

ধায়নি'=বিষমিশ্রিত।

ধায়ো (অ° পদ ৮) ধাবিত হইল।

ধার (চৈচ আদি ১৬।১০৪) ধারা, ২ (কৃকী ৩৪১) ঝালর।

ধারি (পদক ৪৫০) ধারণা করিয়া। ২ * (বিদ্যা ৩৩৪) ছুটাছুটি।

ধারে * (বিদ্যা ৭৬৯) স্রোতে।

ধার্ষ্টতাম (ভক্ত ৯।১) ধৃষ্টতা।

ধালা (বিদ্যা ৭২৬) আক্রমণ, 'বিনু কারণে মনমথে করু ধালা'।

ধাবাধাই (রসিক পূর্ব ৭।১৫) দৌড়াদৌড়ি—'ধাবাধাই আইলেন সবে সেই খানে'।

ধিকধিক (পদক ৭৯৭) মৃদুভাবে।

ধিকাধিক (বংশ ৬১৯) নিন্দাবাক্য, ধিক্‌ধিক্।

ধিকার (পদক ১৭১) ধিক্কার।

ধিৎকার (ভক্ত ১৫।৬) ধিক্কার।

ধিয়া * (বিদ্যা) ধিক্কার। ২ ধ্যান।

ধিরজ * (বিদ্যা ৪৯৮) ধৈর্য।

ধীএ * (বিদ্যা ৭৮০) কন্যা।

ধীঠ (পদা ৫০৪) ধৃষ্ট।

ধীর (গৌত ১।১।৩৮) বিদ্বান্, আত্মতত্ত্বজ্ঞ।

ধুকধুকি (ভক্ত ২৬।১) গলার হারের সহিত সংলগ্ন অথচ বুকে লম্বমান গহনা-বিশেষ।

ধুকনা (হি গৌ ৭৬) পতিত হওয়া, ২ আক্রমণ করা।

ধুঞা (বংশ ১৮৮৫) ধুঁয়া।

ধুথুর (কৃকী ২০৬) ধুস্তূর।

ধুন (পদক ১৯৪০) নড়া।

ধুনন (ক্ষণ ১৬।৬) আন্দোলন, কম্পন।

ধুনি (গৌত ৪।২।৫৩) ধ্বনি। ২ নদী।

ধুনি ধুনি (পদা ৫০৬) তন্ন তন্ন করিয়া। 'কোই শির ধুনিধুনি দেখি'।

ধুন্ধুরী (তর ১০।৭৫।১৫) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

ধুপ (গৌত) রৌদ্র [হি°]।

ধুরী (স্বর ৯) ধূলি।

ধুরুব (পদক ১৯৬২) ধ্রুব, স্থির।

ধুর্য (পদক ২৬৫৯) শ্রেষ্ঠ।

ধুঁধকার (হি গৌ ৮৯) উচ্চ শব্দ।

ধুধর (বাণী ৬৭) অন্ধকার।

ধুত (পদক ১৯৬২) ধূর্ত্ত।

ধুনন (গৌত ৬।৩।৪১) কম্পন—'সুমধুর গীম ধুনত অনুমোদনে'।

ধূনি (স্বর ১৫) ধ্বনি।

ধূপ (চৈচ অন্ত্য ২০।৯৯) রৌদ্র, উত্তাপ।

ধূম (পদক ৫৬) উৎসবের আড়ম্বর। ২ (পদক ১৬১৬) প্রাবল্য।

ধূমড় (হি গৌ ৮৭) ধুমধাম, ২ চীৎকার।

ধূমল (পদক ১৯৬২) ধূম্রবর্ণ।

ধূরি (বিদ্যা ৪৩২) ধূলি।

ধেআ (কৃকী ৩৫৮) ধ্যান করা, 'যোগ ধেআই'। **ধেআন** (কৃকী ২৮৯) ধ্যান।

ধেঞা (তর ৫।৫।১৬) ধাইয়া।

ধেঙ্গুর (বিদ্যা ৪৬৩) ঝিল্লী।

ধেয়ান (বংশ ৫৪৮) ধ্যান।

ধৈরজ (রস ১০৫) প্রৌঢ়াবস্থা।

ধৈর্য, (রস ১২৭) ধীর, অনুচ্চ। 'গৃহমধ্যে থাকে ধৈর্য কথা কহে'।

ধোখা (স্বর ৪৮) ছলনা [হি°]।

ধোঁ (স্বর ৮৪) কিনা ?

ধ্যাউ (প্রেচ ৭।১) ধ্যান কর।

ধ্রু (কৃকী ২), **ধ্রুব** (পদক ২৬৪৩) গানের ধুয়া বা পুনঃ পুনঃ গেয় পদ।

ন

ন (পদক) না [সং—ন ; হি°, মৈ°—ন, বাং—না]।

নঅন * (বিদ্যা ৩৭৬) নয়ন।

নআ (কৃকী ৩৬৭) নবীন।

নই (ভক্ত ৪।৮) নূতন, 'সেবা কার্য নই-রাণী করিছে আসিয়া' [সং—নবা]। ২ (কৃকী ২৯৪) নদী [সং]।

নও, নওল (ক্ষণ ৯।৩) নূতন [সং—নব]।

নখত, নখতর (দ ১০২) নক্ষত্র।

নখঘাত (কৃকী ৩৮২), **নখপদ** (পদক ৩৮১) নখাঘাত-চিহ্ন।

নখরঞ্জনী (পদা ২৯০) নরুণ— খর নখরঞ্জনী তুয়া নখ হানি'।

নখিল (পদা ৬০৮) লক্ষ্যের যোগ্য—'ওরূপ নখিল নয়'।

নগে (চণ্ডী ৩৩) সঙ্গে [পূর্ববঙ্গে লগে =সাথে]।

নছত (পদক ১০৯০) নক্ষত্র।

নজর (ভক্ত ২৩।২) দৃষ্টি, লক্ষ্য, মনোযোগ [-আ°]।

নঞা (কৃমা ২৫।১, ১৬) লইয়া।

নটক (কৃকী ৭১) দোষ, ত্রুটি। ২ (কৃকী ৮০) নষ্ট, ধ্বষ্ট।

নটচাঁদ (চণ্ডী ২৫০) নষ্টচন্দ্র, 'ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে'।

নটপটিয়া (পদক ২৭৮) বহুপ্যাঁচ-বিশিষ্ট।

নটরাজ (প্রা ৩৮।৪) নৃত্যকারিগণের সম্রাট্, নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ।

নঠ (পদক ৭৮২) নষ্ঠ। **নঠী** (কৃকী ৫৯৬) নষ্টবুদ্ধি, প্রগল্‌ভা।

নড়বড়ে (চৈচ অন্ত্য ১৮।৫০) অস্থির, দোদুল্যমান।

নড়া (বিজয় ২৪।৪) চলা 'নড়িলা গোঠেরে কৃষ্ণ'।

নড়াবথু (বিদ্যা ১৭৩) ফেলিয়া দিব।

নড়ি (চৈভ মধ্য ১৮।৪২) লগুড়, যষ্টি।

নড়িয়া খুদি—শ্রীজগন্নাথের বাল্য-ভোগের উপকরণ। তিনটী অর্দ্ধপক্ব নারিকেল কুচি কুচি করিয়া ছয় সরা ভোগ দেওয়া হয়।

নতু (গৌত) নতুবা।

নথিনী (দ ৯০) ছোট নথ [নাসিকা-ভূষণ]।

নথেহ (গৌত) অস্থিরতা।

নদে (ধা ৯) নদীয়া নগরী।

ননি,-নী (পদক) নবনীত, মাখন।

ননুঙা (পদক ১৯৭) নবীন, কোমল [মৈ°—ননুআঁ]।

ননুমি (বিদ্যা ৮৪) কোমল।

ননুয়া (বিদ্যা ৮৩) সুন্দর, কোমল।

নপুর (রস ৯৪) নূপুর।

নফর (পদক ১৫৪৩) দাস [আ° —নফর্]।

নফুলি (বংশ ১১১৬) নবীন।

নমস্তিয়া (রতি ৫।প ১২) নমস্কার করিয়া, ২ প্রণত।

নয় (বংশ ১১৩৪) না।

নয়না (পদক ২৭৩৮) নয়ন [হি° —নৈনা]।

নয়ল (পদক ১৩০২) নবীন [হি°— নৱল]।

নয়াঙ্গ (রস ৫১১) দেহস্থ নবদ্বার।

নয়ান (চৈচ অন্ত্য ১৪।৬৪) নয়ন চক্ষু [হি°—নৈন্, নৈনা]।

নয়িলেঁা (কৃকী ৩৪৩) লইলাম।

নরি (বিদ্যা ২৯৯) নদী।

নরিন্দ (বাণী ৪।১) রাজা [সং — নরেন্দ্র]।

নরিল (রস ৫৪০) নারিল, পারিল না।

নরোত্তম (তর ১।১) পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

নলখড়ি (চৈভা আদি ৯।১২) শরগাছ, তৃণবিশেষ।

নলদ (স্থর ৯৮) উশীর বেণামূল।

নলপান (গৌত ৫।১।১৫) চমকান, বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি পাওয়া; 'শ্রাবণমাস, গগনে ঘন গরজন, নল-পতি দামিনীমাল'।

নলি (বপ) ননী।

নলিনী (পদা ৭৮) পদ্ম, ২ পদ্মলতা। **-নায়ক** (পদা ৭৮) সূর্য। **-নাহ** (পদা ২৮২) সূর্য।

নলে * (বিদ্যা ২৫৯) মালা।

নব * (বিদ্যা ২৯২) নম্র।

নবনীত (বপ) ননী।

নবরঙ্গ (পদক ৮২) নারঙ্গ, কমলালেবু।

নবল (বিদ্যা ২২৫) নবীন।

নবলা (স্থর ৮৪) যুবতী।

নবলেহা (গোবিন্দ ১৪) নবানুরাগ।

নবাড়ী (বিজয় ৩২।৩) বৃক্ষবি.শষ।

নবাত (চৈচ মধ্য ১৪।৩০) চিনির রসে পক্ব মিষ্টান্ন দ্রব্য।

নবেলী (চা অ° ২৫) তরুণী।

নসত (বিদ্যা ২৯০) অশক্ত।

নস্কর (চৈভা অন্ত্য ২।৯২) ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ফা—লশ্‌কর]।

নহ (পদক ৭৬) নব, 'ইহ নহ-বয়স-বিলাস'। ২ (পদক ১৭৭) না হইলে, 'নহ কহ সুখদ নৈরাশে'।

নহবত (ভক্ত ১৪।৩) সানাই প্রভৃতির ঐকতান বাদ্য [ফা°—নওবৎ]।

নহাইলি (বিদ্যা ৬০) স্নাতা।

নহি (পদক ৫৩) না [সং]। 'নহি নহি বোলি ঢুলাওত মাথ'।

নহিয়াঁ (স্থর ৩৬) নিষেধ-বাক্য।

নহিহ কৃকী ২৫৪) হইও না।

নহু (গৌত ৩।২।১০৭) না হইল, 'আশা পূরিল সবার কি লাগি তোমার নহু'।

নহুলী (কৃকী ১২) নব।

নহে (কৃকী ৭৩) লাভ করে।

নহ্নি (পদক ১৫৫৭) ক্ষুদ্র।

না (পদক ১৪১৬) নৌকা।

নাঁগট * (বিদ্যা ৫৯৯) উলঙ্গ [সং—নগ্ন]।

নাই (ক্ষণ ২০।৯) নোয়াইয়া, ২ (পদক ১৪৮) না আছে, ৩ নিষেধ-সূচক অব্যয়।

নাইয়র (বংশ ৪৫৩৮) স্ত্রীগণের পিত্রালয়।

নাইল (কৃকী ৩৩২) আসিল না।

নাউ (স্থর ৩) নাম।

নাএ (কৃমা ৫৮।১) নৌকা, 'নন্দসুত অদভুত সিরজিল নাএ'। ২ (কৃকী ২০) কথা বা সুরের মাত্রা। ৩ (কৃকী ১৪০) নৌকাতে।

নাও (চৈভা মধ্য ২।৩০৫) নৌকা।

নাকচোনা (বিজয় ৫।১২৩) নাকের অলঙ্কার-বিশেষ।

নাকড়ি, ড়ী (কৃকী ৮০, ২০৭) নাকুড় বৃক্ষ।

নাকানি (কৃম) নাকপর্যন্ত জলে ডুবা, 'নাকানি ডুবিয়া তাহে সাঁতারে আপনি'।

নাগ (কৃকী ১৬৩) নাগাইল, সঙ্গ।

নাগদমন (গোবিন্দ ১১৫) কালীয়-মর্দন শ্রীকৃষ্ণ।

নাগবন্ধ (কৃকী ৯২) নাগপাশ।

নাগর (রস ১৫৮) বিদগ্ধ নায়ক [সং]।

নাগরিমা (পদ' ৭০৩) নাগরালি, রসিকতা, লাম্পট্য।

নাগল (পদক ১৭২৮) লাগিল।

নাগাল (চৈভা মধ্য ১৩।৭৮), **নাগালী** (চৈভা আদি ৬।৫৫) স্পর্শ।

নাগবল্লী (রাভ ১০।৩), তাম্বুল।

নাগেশর, নাগেশ্বর (কৃকী ১৪) নাগকেশর।

নাচ (রসিক দক্ষিণ ৪।৩১) উৎকোচ। 'সহস্র সহস্র টাকা নৃপে নাচ দিয়া। বাদাবাদি বোদাপোড় কাটে মত্ত হৈয়া'॥ **-কাচ** (ভক্ত ২১।৫) অস্থিরতা, অঙ্গভঙ্গি।

নাচন (পদক ২১৭০) নৃত্যকারী। **২** (চৈচ আদি ৭।৩৯) নৃত্য।

নাচনি (পদক ১০২) নৃত্য।

নাচার (জপ ১০।৪৫) নিরুপায় [ফা°—ন-চারহ্]।

নাচুনী (কৃকী ২৪২) নর্ত্তকী।

নাচো (চৈচ আদি ৭।৮৯) নৃত্য কর।

নাচোঁ (চৈচ আদি ৭।১৭) নৃত্য করি।

নাছ (পদক ১২২) বাটীর বহির্দ্বার, 'নাছের কুকুর'। ২ খিড়কী।

না ছিল (বংশ ৭৩৫০) ছিল না।

নাঞা (কৃমা ৫৮।৬) মাঝি [সং—নাবিক]।

নাঞি (চৈচ অন্ত্য ৬।২৫) নাই।

নাঞী (বিদ্যা ৩৫) স্থায়। **২** * (বিদ্যা ৪৯৪) নম্র করে।

নাঞো (বিদ্যা ১০৭) নাম।

নাঙ্গুন (কৃকী ৯৩) কলঙ্ক। 'কাল নাঙ্গুন কোলে ধরে শশধরে'।

নাট (পদক ২৬৯) নৃত্য, ২ (চণ্ডী ১১৬) নষ্টামি।

নাটক (রতি ৫। প১২) নর্ত্তক।

নাটিকা (চণ্ডী ৩৪) নাড়ী—'নাটিকা ধরিয়া দেখহ বুঝিয়া'।

নাটীর টান (চণ্ডী ৩৭) নাড়ীর গতি 'আনিয়া চেতনী এক গোয়ালিনী, ধরিল নাটীর টান'।

নাটুয়া (প্রেচ ৬।১০) নর্ত্তক।

নাড়া (চৈভা মধ্য ২।২৬৪) মুণ্ডিত-মস্তক, **২** শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

নাড়ি (চৈম মধ্য ১১।১৭৬) সন্ন্যাসিনী। 'তুমি হেন সোণার পুত্র যাবে মুড় মুড়ি। মুঞি মুণ্ড মুড়াইয়া হইমু নাড়ি'॥

নাড়ু (চৈচ অন্ত্য ১০।২০) লাড়ু [সংস্কৃতে—লড্ডু]।

নাত (পদক ২৪৫) ছলনা—'ঐছন হেরি তনু, নাত করহ জনু'। **২** (হি গৌ ৪২) সম্বন্ধ। [**নাতা** (ভক্ত ১৪।১১) সম্বন্ধ, ২ প্রীতি]।

নাতিন (বংশ ৯১৯) দৌহিত্রী।

নাতে (অ দো ২০) জাতি-সম্বন্ধ।

নাথা (কৃকী ২৪২) নেতা, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড [সং—নক্তক > নেতা]।

নানা (চৈচ আদি ১৭।১৪৯) মাতামহ [হিং]।

নানাদি (রাভ ৪১।১০), **নানান** (ভক্ত ৯।১) নানাপ্রকার। **নানা-ভাতি** (তর ১০।৭৫।৫২). বহু প্রকার। **নানাভিতি** (তর ১০।৭৪। ৭৩) দিকে দিকে। **নানাবিধি** (রস ৭৪৯) বহুবিধ, বিবিধ বিধান।

নানুআ * (বিদ্যা ২৮২) কোমল ['নমুয়া' দ্রষ্টব্য]।

নাভায় (গৌত) ভাল লাগে না।

নামতে (দ ৭৭) নীচস্থানে।

নামমাত্র (চৈভা আদি ১৬।৭৭) যৎ-কিঞ্চিৎ, আভাস।

নামহি (পদা ২৮২) নামমাত্র, নির্বিশেষে। 'নামহি নারী, নিকেতনে না রহু, নৌতুন নেহবিলাসে'।

নামেরে (চৈভা আদি ১২) নামমাত্র, যৎকিঞ্চিৎ।

নাম্বা (কৃকী ২৫৯) অবতরণ করা, 'নাম্বিলী যমুনায় জলে'।

নায় (অ° দো ৩৬) নত করে, **২** (বিদ্যা ৭১৩) নত করিয়া—'বইঠলি শির নায়'। **৩** * (বিদ্যা ৭৬৪) নৌকা। ৪ (পদক ৬৭৯) স্নান করে। ৫ (গৌত) নায়ক, নেতা।

নায়র (ক্ষণ ১১) নায়ক, নাগর।

নায়রি (পদক ১৯৯), **নায়কী** (বংশ ৮০৩৬), **নায়রী** (জ্ঞান ৯৩) নাগরী।

নায়েক (চণ্ডী ১৭১) নায়ক।

নায্যা (পদক) নাবিক।

নারঙ্গ (কৃকী ২০৬) কমলা লেবু [সং]।

নারা (চণ্ডী ৭০৬) অবস্থা—'তাহার বিষম নারা'।

নারাপই (জপ ২) নড়াইতেছে।

নারি (পদক ৭৪) নারী, ২ (পদক

১১৭) পারি না।

নারে বড় (ক্রকী ২৩) ধৃষ্ট।

নাল (ক্রকী ১৯৫) পদ্মাদির ডাঁটা [সং—নল]।

নাব (পদা ৩৫০) নৌকা—'নাবক মাঝ'।

নাবরো (স্বর ২১) নাম।

নাস (পদক ৩৩০) অলঙ্কার-বিন্যাস, 'চললি রাজপথে রাই সুনাগরী নাস বেশ করি অঙ্গে'। ২ (বপ) নাসা।

নাসবেশ (পদক ১৩৩৩) সাজসজ্জা।

নাসিয়ে (চণ্ডী ১৮৪) হেলিয়া, 'গলে দিল মালা নাসিয়ে পড়েছে বুকে'।

নাহ (পদক ৫১২) নাথ, নায়ক। ২ (পদক ২১০) স্নান করা, 'নাহিতে দেখিনু ঘাটে'।

নাহর (অ° পদ ৩) বাঘ।

নাহলি (পদক ২০৮) স্নাতা।

নি (বংশ ১৪২) সন্দেহ বা জিজ্ঞাসা-বোধক অব্যয়। 'ইহাতে নি আছে তোর সেই বুদ্ধিহীন'।

নিঃসার (রস ৪০৮) নির্গমন।

নিঃস্বান (চণ্ডী ২৬৬) শব্দ।

নিঅ * (বিদ্যা ১২৬) নিজ।

নিঅর * (বিদ্যা ২৫৫) নিকট।

নিউছানি (রসিক দক্ষিণ ১৬।৯) বস্ত্রভেট দিয়া প্রণাম।

নিঁদ (পদক ২৫১১) নিদ্রা, 'আধ জনম হম নিঁদে গমাওল' [সং—নিদ্রা, হি°—নিন্দ্]।

নিক * (বিদ্যা ৩৭৫) ভাল [হি°—নীক্]।

নিকড়্যে (বপ) কড়িশূন্য।

নিকরুণ (জ্ঞান ২৭৮) নির্দয়।

নিকলনা (চৈম আদি ১।৪৮২), **নিকস** (পদক ১৫৯৩) বাহির হওয়া।

নিকহি (বিদ্যা ১৩৩) উত্তম [হি°—নীক্]।

নিকাই (হি গৌ ৮৭) সৌন্দর্য।

নিকার (বিদ্যা ৪৭৯) ধিক্কার, অবজ্ঞা।

নিকাল (চৈচ অন্ত্য ১৬।৩৪) বহিষ্কার।

নিকাশ (পদক ১৮২১) বাহির করা [সং]।

নিকুতী * (বিদ্যা ৫৬৯) নিক্তি।

নিকুপেঁ (ক্রকী ৩৯৫) নিঃশব্দ।

নিকে (পদক ২৪২৫) সুন্দর [হি°—নীক্]।

নিকেত (পদক ২৩৮) গৃহ।

নিগম (রসিক দক্ষিণ ২।২৮) নির্জন 'কৃষ্ণের স্মরণ করে বসিয়া নিগমে'। ২ (পদক ২৩৩৯) বেদ।

নিগুড় (পদক ২৮১৪) নিগূঢ়।

নিগুণ (বিদ্যা ৬৯৭) নির্গুণ।

নিঙ্গারি (দ ৫) নিংড়াইয়া।

নিচ (পদক ১১০০) নীচ।

নিচয় (দ ৫৩) ঠিক, নিশ্চয় ; ২ সমূহ।

নিচর (বিদ্যা ১৫) নিশ্চল। 'যেহে অবয়ব পূরব সময় নিচর বিমু বিকার। সে আবে যাহু তাহু দেখি ঝাপয়'॥

নিচল (পদক ১৭৭) স্থির। ২ (পদক ৮৮৭) নিম্নস্থান [সং—নীচ স্থল]।

নিচিয়া, নিছিয়া (গোবিন্দ ৩২৫) ডালি দেওয়া, সমর্পণ করা ; 'ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি'।

নিচুপ (পদক ১৬২০) নিঃশব্দ।

নিচোড়ন (পদক ২৬৫০) নিংড়ান [হি°—নিচোড়না]।

নিচোর (অ° পদ ৫৩) নিষ্কর্ষ, নির্যাস।

নিচোরনা (বিদ্যা ২১০) নিংড়ান।

নিচোল (ক্ষণ ২৫।৫) বস্ত্র। ঘাঁঘরা, উত্তরীয় [সং]।

নিছ (রাভ ৩৬ ১৬, ২৩) দীপাদিদ্বারা অভিনন্দন—'বেণী মাতা অলিন্দতে দঢ়ে বসাইয়াঁ। সুবর্ণের পাত্রে দীপাবলি নিউছিয়াঁ'॥ ২ প্রীতিভরে আহার্যদান—'অন্ন নিউছিয়া রাণী গেল নিজঘরে'॥ ৩ (গৌত ২।৩।১৭) অঙ্গ হইতে অমঙ্গল বা বালাই মুছিয়া দুর করা। 'কে না নিছে তনু রঙ্গিণী রীতে'।

নিছনি (প্রেচ ২।১৭) তুলনা, ২ (দ ১৮) নির্মঞ্ছন। ৩ (ক্ষণ ১৫।২) অমঙ্গল, বালাই, অশুভ—'নিতাইর নিছনি লইয়া মরি'। ৪ মুছান—'বদন নিছাই'। ৫ (চণ্ডী ৪৯১) বলিহারি। ৬ (পদক ৭০৪) নির্মঞ্ছনদ্রব্য।

নিছয়ারি (পদক ১০৮৫), **নিছায়রি** (পদক ২৮৫৮) নিছনি।

নিছি (চণ্ডী ২৮৩) ডালি, উপহার। 'শ্যাম বঁধুর সনে, পীরিত করিয়া, নিছি দিনু জাতি কুল'।

নিছু (চণ্ডী ৪৪১) লেখা। **নিছুনি** (ক্রবি ১৭) দান।

নিছোরি (পদক ২৪০৭) উৎসর্গীকৃত দ্রব্য।

নিজ ছায়া (চৈচ মধ্য ১৫।১৯৮) একাকী।

নিজ ঝুম (ক্রম) নিঃশব্দে।

নিঝরে (পদক ৭৭৭) অবিরল ধারায়, নির্ঝরপ্রবাহতুল্য।

নিঝাউ (পদক ১৪৮৭) নির্বাপিত করিল।

নিঝাপ (পদক ২৭৫) আবৃত, আচ্ছাদিত।

নিঝায়ব (পদা ৫০২) নিবারণ করিব।

নিঝোর (ধা ২০) অবিশ্রান্ত।

নিঞে * (বিদ্যা ৩৭০) নিজ। ২ (বপ) লইয়া।

নিঠুর (চৈচ অন্ত্য ১৮।৪৪) নিষ্ঠুর। **নিঠুরপনা** (পদক ৪৭), **নিঠুরাই** (পদক ৪৮) নিষ্ঠুরতা।

নিডরে (পদক ১৭৩৬) নির্ভয়ে।

নিত (বংশ ১২), **নিতানি** (ভক্ত ২।৪), **নিতি** (নির ১৫), **নিতুই** (পদক ৯১৯) নিত্য, প্রত্যহ।

নিথিনিথি (কৃ মা ৪৭।১৮) প্রতিদিন।

নিদ (পদা ২৮২) নিদ্রা, স্বপ্ন।

নিদয় (বংশ ৬৭৭৪) নির্দয়।

নিদা (কৃম) ঘুমপাড়া, 'ঘন গীত গায় নিদাইতে বনমালী'।

নিদান (গৌত ৫।৪।২০) সার কথা—'কহে বাসু ঘোষ নিদান। গোরা বিনু না রহে পরাণ'॥ ২ (চণ্ডী ৬১৪) নির্দয়, 'যদি বা জানিথু স্বপন ঈঙ্গিতে, নিদান হইবে তুমি'। ৩ (পদক ৯৮) শেষ দশা, 'নিদান দেখিয়া আইনু পুন'।

নিদ্রাউলি (বংশ ৩৮২০) নিদ্রালুতা।

নিধড়ক (বাণী ১৬) নির্ভয়।

নিধনিয়া (গৌত) নির্ধন।

নিধুবন (গৌত ১।১।১) রতিক্রীড়া। ২ বৃন্দাবনীয় বিহার-স্থলবিশেষ।

নিন্দ (দ ২) নিদ্রা। ২ (পদক ২১৭) নিন্দা করে। **নিন্দায়লি** (দ ২) নিদ্রিত হইল। **নিন্দারুধি** (বিদ্যা ৫৯৫) নিদ্রারোধ। **নিন্দালি ঘুমালি** (কৃমা ১৮।৬) নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'সোণার পুথলি নিন্দালি ঘুমালি ঘুম পাড়াইঞা জায়'।

নিন্দি (বপূ), **নিন্দুয়া** (বিদ্যা ৭৩৬) নিন্দাকারী।

নিপট (সুর ৬) অতিমাত্রায়। ২ (অ° দো ৩০) বিশুদ্ধ। ৩ (গৌ ৭।৩৫) নির্দয়, ৪ লম্পট [হিং° নিপট্]।

নিপট্ট (গৌ ৫।৪) অতিশয়—'না জানি কি হবেহইনু নিপট্ট বুড়া'।

নিপাত (পদক ৩৩৯) পতন [সং]।

নিপাতন (রস ৩৭৮) নিয়োজন। ২ (বংশ ৭০৮১) বিনাশ।

নিফল (বিদ্যা ৬৯৭) নির্ভয়। ২ * (বিদ্যা ৩৫৬) ব্যর্থকাম।

নিবন্ধন (বংশ ৭১৩৯) নির্বন্ধ, বিধান।

নিভয়ে (দ ৪০) নির্বাপিত হয়।

নিভাওন (পদক ২৯৬৬) শোভাযুক্ত।

নিভান (পদক ৮৪৬) নির্বাণপ্রাপ্ত। ২ (তর ১১।১৬) নিবাইয়া দেওয়া।

নিভার * (বিদ্যা ১২৬) মনোযোগে দেখা।

নিভৃত (বংশ ৬২২৭) নির্জন। ২ (পদক ২৫৪৮) গোপন।

নিমজলি (বিদ্যা ৩৫৯) নিমজ্জিত।

নিমাই (বিদ্যা ২৩) নির্মিত।

নিমাথি (কৃকী ১০৭) অনাথা।

নিমাল (বিদ্যা ৪৮২) ম্লান—'কুন্তল-কুসুম নিমাল ন ভেল'। ২ (বিদ্যা ১০৬) নির্মাল্য।

নিমালি (পদা ৪৮৯) নির্মাল্য—'ভেজি নিমালিক মালা'।

নিমিখ (পদক ১৯৪) পলক [সং—নিমেষ, নিমিষ]।

নিয়ড় (তর ৪।৬।১৯) সমীপ [সং—নিকট]। ২ (চৈম আদি ২।৭২) নিমীলন।

নিয়োজন (রাভ ৩৭।২) নিযুক্ত করা।

নিরখন (পদক ৩০) দর্শন [সং—নিরীক্ষণ]।

নিরঙ্কুশ (গোবিন্দ ১৮০) স্বাধীন, ২ (পদক ৯৯৪) অনিবার্য। ৩ (পদক ৩০১) উচ্ছৃঙ্খল।

নিরজ (পদক ৩৭১৫) নীরজ, পদ্ম।

নিরজন (পদক ৮২) নির্জন, ২ (পদক ১০৪২) নীরাজন।

নিরঝম্প (পদক ৭০১) অনাবৃত।

নিরঞ্জন (পদক ২০৮) অঞ্জনহীন।

নিরণিত (পদক ২৮৭৯) নির্ণীত।

নিরথেঘ * (বিদ্যা ১৭৪) অসহায়।

নিরদন্দ (পদক ৩০৪) বিবাদশূন্য, দ্বন্দ্বাতীত।

নিরধন (বিদ্যা ১১১) দরিদ্র।

নিরধার (পদক ৯৯৩) জলধারা।

নিরপেখ (বিদ্যা ৪৯২) অবিদ্যমান, অদৃশ্য। ২ নিরপেক্ষ।

নিরবন্ধ (পদা ২৪৫) আগ্রহ।

নিরবাধ (পদক ১০১৪) নির্বাধ।

নিরমদ (পদক ১৬০১) নিস্তেজ, গ্লানিযুক্ত।

নিরমলি (বিদ্যা ২২) নির্মিত।

নিরমায়া (রসিক পূর্ব ১৪।৬৯) নিষ্কপট।

নিরমিত (পদা ২৮২) রতিশূন্য ..... 'নিরমিত গোবিন্দ দাসে'।

নিরবাদ (ক্ষণ ৮।১৪) বাধাহীন।

নিরবার (হি গৌ ৫৪) রক্ষা করা, ২ (সুর ৪১) সরাইয়া দেওয়া।

নিরাব (বিদ্যা ৬৯) নির্ণয় করিয়া।

নিরস (দ ৪) নীরস, শুষ্ক। [**নিরসাবল** (বিদ্যা ২৩৮) নীরস করিল]।

নিরসি (পদা ৪৭৪) খুলিয়া—'নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিকসই'। ২ (ক্ষণ ২০।৯) নিরসন করিয়া।

নিরসে (রস ২৪১) উপেক্ষা করে।

নিরাকুল (রস ৫৩৪) নিঃসন্দেহ। [২ অতিব্যাকুল, ৩ অব্যাকুল, ৪ প্রশান্ত]।

নিরাট (কৃম) সংহত, 'যেমন আছিল সেই হইল নিরাট'।

নিরানৈ (তর ৩৬।১২৫) নিরনব্বই।

নিরাপন (বিদ্যা ৬৬৯) যাহা আপনার নহে। 'যৌবন জীবন বর নিরাপন, গেলে পালটি ন আব'।

নিরালা (হি গৌ ১৫০) অদ্ভুত। ২ নির্জন, নিভৃত [সং—নিরালয়]।

নিরিমাখী (রসিক পূর্ব ১৪।৩৯) নিরাশ্রয়, 'নিরিমাখী করি হৈলা অন্তর্ধানে' [সং—নির্মাক্ষিক]।

নিরুঝম্প (জ্ঞান ১১০) স্খলিত—'পরশে অবশ তনু বেশ নিরুঝম্প'।

নিরোধ (চৈভা মধ্য ১৯) বাধাদান, ২ (পদক ১১৪) রুদ্ধতা [সং]।

নিরোলী (রাভ ২৯।২২) একান্তে [সং—নিরালয়]।

নির্ঘাত (চণ্ডী ৪২) আঘাত, আবেশ ; 'দেবের নির্ঘাত হয়েছিল অঙ্গে'। ২ (চৈভা মধ্য ১৩।৩৪২) নিষ্ঠুর, ভীষণ।

নির্জিএ্যা (রস ৪০১) দমন করিয়া।

নির্দ্ধার (চৈচ অন্ত্য ৭।৮৩) নিশ্চয়।

নির্ণায়ক (রতি ৫।৬৬) নায়কবিহীন।

নির্ভর (চৈভা আদি ১।১০৭) সাতিশয়।

নির্মাখী (রসিক পূর্ব ১০।২২) নিরাশ্রয় অনাথা [সং—নির্মাক্ষিক]।

নির্বাচন (গৌত ৫।৩।৪৪) মৌনী।

নিলজ (গৌ ১।৩৫), **নিলাজ** (পদক ৩৯৩) নির্লজ্জ।

নিবড়িল (রাভ ৩০।১৬) নির্বাহ করিল, ২ (ভুম ২১) স্থির করিল।

নিবন্ধ (পদা ১৩৫) নীবিবন্ধন।

নিবন্ধন (কৃকী ৩১১) নির্বন্ধ।

নিবর্ত্ত (রস ৫৪৩) নিবৃত্তিমার্গ। ২ (চৈভা আদি ১৭।১৩৮) ক্ষান্ত।

নিবাদন (পদক ২৭১৩) উত্তম বাদন।

নিবানা (মামা ৭) শান্ত করা, ২ নত করা।

নিবার (অ দো ১২) নিবারণ।

নি-বাস (পদক ১১০০) বস্ত্রহীন দেহ।

নিবিহ (পদক ১১২) কটিবসন, নীবী।

নিবেদ (বিদ্যা ৩৩৩) জানাইতেছে।

নিবোঁক (কৃকী ২৮৭) লইব।

নিশসি (গোবিন্দ ১৮) নিঃশ্বাস ফেলিয়া, 'নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব'।

নিশা (রস ৮২৩) মাদক দ্রব্য, [আ°—নশা]।

নিশান (দ ৩৮) শব্দ। ২ (হি গৌ ১) চিহ্ন, ৩ পতাকা [ফা°]।

নিশাভক্ষ (রস ৮২৩) মাদক দ্রব্য-সেবন।

নিশাশ (কৃকী ২৯১) নিশ্বাস।

নিশিদিশি (রস ৬৭) দিবারাত্র।

নিষেচিত (পদক ১৯৩৪) নিষিক্ত, আর্দ্র।

নিষ্কুট (পদা ৪) গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান।

নি-সকড়ি (চৈচ মধ্য ১৪।২৫) পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি বা তৎস্পর্শ-দোষ-ব্যতীত দধি, ক্ষীর, ফলমূলাদি ভোজ্য দ্রব্য।

নিসান (বিদ্যা ৩২) চিহ্ন, ২ (পদক ২৪৮৮) শব্দ, ধ্বনি [সং—নিঃস্বন]।

নিস্তল (ক্ষণ ২।১৪) সুগোল [সং]।

নিস্যন্দিত (পদক ১২) নির্গলিত [সং]।

নিহ (তর ৯।৮।৭৭) লইও।

নিহর (বংশ ৩২৯২) নীহার, শিশির।

নিহার (গোবিন্দ ১৮) লক্ষ্য করা, 'নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব'।

নিহাল (চা অ° ৪১) কৃতার্থ।

নিহুড়িআঁ (কৃকী ১৫৩) অবনত হইয়া।

নিহোরা (সুর ৪৭) দয়া, ২ কৃতজ্ঞতা, ৩ অনুরোধ।

নীক (বিদ্যা ১৩৭), **নীকে** (পদা ২৮২) ভাল, সুন্দর [হি°]।

নীখ (রাভ ১।১৩) নিশা, 'সারী শুক জাগায় নীখ বিহান হয়'।

নীচয়ে (পদক ৮৯) নিশ্চিত।

নীচল (পদক ২৭১৩) নিশ্চল।

নীচোল (বিদ্যা ১৮১) উত্তরীয় বসন [সং—নিচোল]।

নীছনি (পদক ১৯) নির্মঞ্ছনীয়, 'অরুণরুচি পদ অরবিন্দ। নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ'।

নীঝর (পদক ৯১) অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

নীত (পদা ২৫৮) রীতি, 'জানসি কত কত নীতে'। ২ (পদক ২৪৪৫) নিত্য।

নীন * (বিদ্যা ৪৬৪), **নীন্দ** (পদক ১৪৮৮) নিদ্রা।

নীপ (পদক ২৯৫) কদম্ববৃক্ষ।

নীম্ব (অ দো ৬৮) নিম্ববৃক্ষ।

নীলিম (পদক ৩৮৪) কৃষ্ণবর্ণ।

নীবিবন্ধ (পদক ২২৪) কটিবন্ধনী।

নুকাবিয় (বিদ্যা ৫৭৩) লুকাইয়া রাখি।

নুঙান (তর ১০।৪২।১৬) নোয়ান।

নুড়িয় (বিদ্যা ৩১৮) মর্দ্দন করে।

নুনী (পদক ৩১১) ননী [সং—নবনীত]।

নূন (অ° দো ৪৪) নিম্ন।

নূনা (বিদ্যা৭৬) ন্যূনা, ক্ষুদ্রা ; **২** (ক্ষণ ১।৩) কৃশা (সং—ন্যূন]।

নে (রস ১১৪) বা।

নেআঅ (কৃকী ৯৮) ন্যায়, কলহ।

নেআলী (কৃকী ১৪) নবমল্লিকা।

নেউছয় (বিদ্যা ২) নির্মঞ্ছন করে, 'কত কত লছমী চরণতল নেউছয়'।

নেউটি (চৈম অন্ত্য ১৩।৮৭) ফিরিয়া [সং—√নি+বৃৎ]।

নেওতা (ভক্ত ১৫।১১) নিমন্ত্রণ।

নেওঁ (কৃকী ৩১৮) লই।

নেক (সূর ৬) কিঞ্চিৎ।

নেটো (ধা ৯) নাটুয়া, নর্ত্তকরাজ।

নেটোর (ধা ১২) নটবর।

নেত (গৌত ৪।১।১৬) সূক্ষ্মবস্ত্র, গরদ [সং—নেত্র]। **-ধটী** (চৈচ অন্ত্য ৯।১০৭) শিরোপা। **-লাসী** (কৃকী ৩৩২) রেশমী সূক্ষ্মবস্ত্র।

নেপুর * (বিদ্যা ২০৪) নূপুর।

নেম (ভক্ত ২।৪) নিয়ম।

নেরে (সূর ৮১) নিকট।

নেল (দ ৫) নিয়াছে।

নেবার * (বিদ্যা ৪৬১) নিবারণ, ২ নীবার-ধান্য।

নেহ, নেহা (পদক ৬৮৭) স্নেহ, প্রেম। **২** (কৃকী ৮৩) লও।

নেহাত (কৃকী ৩৩৭) স্নেহের।

নেহার (দ ৬১) দেখা।

নেহারণি (পদা ১৬৭) দৃষ্টি, কটাক্ষ।

নেহাল (চণ্ডী ১৭৩, রস ৬০) [নি—ভল্ বা হের্ ধাতু] দেখা।

নেহালি (কৃবি ৩৭) নবমল্লিকা।

নেহি (পদক ১৭৯৫) স্নেহ।

নেহোরা (ভক্ত ৪।২) প্রার্থনা, 'আমার এক নেহোরা রাখিবা'।

নৈকু (অ° পদ ৩) কিঞ্চিৎ।

নৈহর * (বিদ্যা ৫৯১) বাপের বাড়ী।

নৈরাকার (বংশ ১, প ৬৮৭) নিরাকার, ২ পবিত্র।

নৈল (তর) না হইল। **নৈব** (তর ১১।১।২১) না হইব।

নোটন (চণ্ডী ৪১০) ঢিলা খোঁপা। 'কুসুম সুষম মুকতা-মাল নোটন ঘোটন বাঁধিয়া'। [লোটন দ্রষ্টব্য]।

নোত [লোত] (কৃমা ২২।৯) অপহৃত দ্রব্য।

নোনরাই উতারনা (হি° গৌ ১৫) ভূতাপসর্পণ-কার্যে লবণ ও সর্ষপাদির বিকিরণ।

নোর (দ ২০) অশ্রু।

নোলক (ভক্ত ১৫।২), **নোলোক** (ধা ৯) নাসাগ্র-স্থিত মুক্তা [সং—লোলক]।

নোবত (হি গৌ ২০) নহবৎ।

নৌতুন (পদক ৯১৯) নূতন।

ন্যায় (রস ৬৮৯) কর্ত্তব্যবুদ্ধি। **২** (চৈচ মধ্য ৫।৪১) নালিশ, মকর্দমা। **৩** (বংশ ৩৪৭৫) বিবাদের মীমাংসা।

ন্যায়লি (পদক ২৫৩) নবীন [হি°, মৈ°—নব্‌ল,-লি]।

ন্যারি (হি গৌ ৫৪) বিশিষ্ট, **২** অদ্ভুত।

ন্যাস (বপ) সন্ন্যাস।

ন্যোতি (সূর ১০১) নিমন্ত্রণ।

প

পঅ * (বিদ্যা ১৩২) পদ।

পআগ * (বিদ্যা ১৫৪) প্রয়াগ।

পইঠল * (বিদ্যা ৬১৯) প্রবেশ করিল।

পইড় (রসিক পশ্চিম ১৬।১৬) ডাব।

পইরি * (বিদ্যা ৩৬৩) সাঁতার দিয়া।

পইল (জ্ঞান ১৭০) পড়িল 'হাল খসি পইল জলে'।

পইসওঁ (কৃকী ৩১৫) প্রবেশ করি।

পউরব (পদক ৭৬৭) পার হইব।

পএ (কৃকী ৬১) পদ।

পওলাহে * (বিদ্যা ৪৭১) পাইলাম।

পওলে * (বিদ্যা ৪১৯) পাইল।

পহুপ (ক্ষণ ১।৩) পুষ্প।

পকমান (বিদ্যা ৫২৪) পক্কান্ন, মিষ্টান্ন।

পকান (পদক ২৫৫৬) ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন।

পক্ষ (রস ২৯১) পক্ষী। ২ (চৈভা আদি ৯।২২৮) দল, তরফ।

পক্ষাপক্ষ (বংশ ৩৭৯০) পক্ষপাত।

পখরি * (বিদ্যা ৫৫১) ধুইয়া, গলিয়া।

পখান (বিদ্যা ৮৩) পাষাণ।

পখাবাজ (অ° পদ ১) বাদ্যযন্ত্র।

পখুরিয়া (বিদ্যা ২২৬) শিশুর খেলনা, ঝারি।

পগ (গৌত ৩।১।৭০) পদ, 'তাল ধরত পগ ধরণে'। **২** পাগ।

পগা (হি গৌ ১০৫) উত্তরীয়।

পগার (বিদ্যা ২৮২) জমির সীমা, নালা [সং—প্রাকার]।

পগে (হি অ° ক° ৪) রঞ্জিত হয়।

পঘরি (বিদ্যা ৭৫৮) গলিয়া। 'নয়নসরোজ দহু বহ নীর, কাজর পঘরি পঘরি পরু চীর'।

পঙরব (গৌত ৫।৫।২৭) পার হইব। 'বিরহ পয়োধি কবহু দিন পঙরব, টুটব হৃদয়ক ধাঁদ।'

পঙার (পদক ৭০৪) প্রবাল [মৈ° পরার]।

পঙ্খী (গৌত) পক্ষী।

পঙ্গত (ভক্ত ১৫।১১) পংক্তি-ভোজন।

পচতাব (বিদ্যা ৯৭) পশ্চাত্তাপ।

পচম * (বিদ্যা ১৭২) পঞ্চম।

পচাল (কৃম) তিরস্কার, বৃথা বাক্য-ব্যয়। 'যে হয় সমরে শূর না পাড়ে পচাল'। [সং—প্রলাপ ?]

পচোবাণ * (বিদ্যা ৪৩৭) কামদেব।

পছতানা (অ° পদ ৬) পশ্চাত্তাপ করা।

পছা শুনিয় (বিদ্যা ৪৪৪) পূর্বশ্রুত।

পছিম * (বিদ্যা ৩৪৮) পশ্চিম।

পছিলাহু * (বিদ্যা ৪৫০) ভবিষ্যতে।

পজারল (পদক ৩১৮) প্রজ্বলিত।

পজিয়ার * (বিদ্যা ৬০০) ঘটক।

পঞোনারি (বিদ্যা ১৯০) মৃণাল, [সং—পদ্মনালী]।

পঞ্চগৌড় (ক্ষণ ১।৩) রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌রি ও মিথিলা—বঙ্গদেশের এই পাঁচটি বিভাগ। **২** স্কন্দপুরাণের মতে 'সারস্বত-কান্যকুব্জ-গৌড়-মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥'

পঞ্চদশী (বিদ্যা ৫৮৭) পূর্ণিমা।

পঞ্চমুখ (চৈচ অন্ত্য ১।৯৩) অতি মুখর।

পঞ্জন (পদা ২৩২) মার্জন, 'করে কর-পঞ্জনে ভাব সঞ্চারি'।

পঞ্জর (পদক ৫৩৮) কারাগার। **২** (রসিক দক্ষিণ ৯।১২) আশ্রয়, রক্ষক। **৩** (চৈভা মধ্য ১।২০৭) পিঁজরা, খাঁচা।

পঞ্জরি (গৌত পরি ১।৯৮) পিঞ্জর।

পট (পদক ৩৬) চিত্র, **২** (পদক ২৬৭) রেশমী, **৩** (পদক ২৮৩৪) বস্ত্র।

পটকান (পদক ৪৮২) আছাড় দেওয়া, ভূপাতিত করা।

পটতর (বিদ্যা ১২৫) উপমা, ২ (গৌত ৫।২।১৯) শীঘ্র—'শরদ ঘটা পটতর নাহি হোয়'।

পটল (পদক ৬৯) সমূহ।

পটবাস (পদক ২৬৭) পট্টবস্ত্র।

পটা (পদক ১৫১৮) বস্ত্র।

পটান্তর (রসিক পূর্ব ১০।৯৩) অনু-রূপ, 'রূপে গুণে ভুবনে নাহিক পটান্তরী'।

পটায় (বিদ্যা ৭০১) সিঞ্চন করিয়া।

পটিম (পদক ২৪৬২) নৈপুণ্য।

পটীর (গৌত ৩।১।৪২) চন্দন [সং]।

পটুকা (পদক ২৬৯২) কোমরবন্ধ, ২ (হি গৌ ৫৪) উত্তরীয়।

পটুলী (স্থর ৯৯) ঝুলনে বসিবার আসন।

পটেবা * (বিদ্যা ২০৫) পটুয়া।

পটোর (বিদ্যা ৪৬৩) পট্টবস্ত্র।

পট্টনেত (চৈভা মধ্য ৯।৬৬) রেশমী কাপড়।

পঠওলয় (বিদ্যা ১১১) পাঠাইলে, **পঠওলহি** (বিদ্যা ৪২৬), **পঠৌলনি** (বিদ্যা ৭৪৯) পাঠাইলেন।

পড়পড়, পড়লহি (ক্ষণ ৪।৩) পড়িল।

পড়সী (ভক্ত ১৩।৭) প্রতিবেশী।

পড়াম (কৃবি ১১,৬০) বাদ্য-বিশেষ।

পড়াহ (চৈম আদি ১।৫৩৩) পটহ।

পড়িঘাউ (কৃকী ১১০) প্রতিঘাত করুক। **পড়িয়াএ** (কৃকী ১০৭) রক্ষা করে।

পড়িছা (চৈচ মধ্য ৬।৫) মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক [সং—প্রতীচ্ছক> প্রা°—পড়িচ্ছহ]।

পড়িভায় (কৃকী ১২৮) ভাবিয়া দেখ।

পড়িহাস (কৃকী ৪৭) পরিহাস।

পড়ু (দামা ১৯) মলিনতা।

পড়ুয়া (চৈচ আদি ৭।২৯,৩৬) বিদ্যার্থী, টোলের ছাত্র [সং—পাঠার্থী]।

পড্যারি (পদক ১৫৪২) প্রতিহারী, দ্বারপাল [সং—প্রতীচ্ছক> প্রা°—পড়িচ্ছহ]।

পড়ক্রোক (বিদ্যা ১৩৭) প্রথম বিক্রয়ারম্ভ।

পড়াওলি (পদা ১৭৪) ফেলিয়াছ।

পঢ়ুয়া (চৈচ আদি ৭।২৭) ছাত্র [সং—পাঠার্থী]।

পণ (গৌত ৫।২।৪০) মূল্য, **২** (গৌত পরি ২।১৩) ব্যবহার, **৩** স্তুতি। ৪ (পদক ১৪৫) প্রতিজ্ঞা। **৫** (রস ১৭) বিনিময়।

পণী (কৃকী ২৯৪) মৃৎপাত্রাদি পোড়াইবার চুল্লী।

পণ্ডিআঁ (কৃকী ৯০) পণ্ডিত।

পতক * (বিদ্যা ৫৪১) পাতক।

পতনি (পদক ২৪১৬) উত্তরীয়।

পতরফল (রসিক পশ্চিম ১৬।২০) ঝিঞ্গা।

পতি (বিদ্যা ৯৭) প্রতি।

পতিঅউবি (বিদ্যা ৫৫৩) প্রত্যয় করাইব। **পতিআয়ত** (বিদ্যা ২১) বিশ্বাস করিবে।

পতিআশ (পদক ৯৬২) প্রত্যাশা।

পতিতপাবন—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের পার্শ্বে পূর্বাভিমুখী শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি। যে সকল পতিত জাতির শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ আছে, তাঁহারাও বাহির হইতে ইঁহার দর্শন করিয়া থাকেন। কাহারও মতে এই মূর্ত্তি সালবেগ-নামক যবন-কুলজ ভক্ত-বীরকে দর্শন-দানার্থ প্রকটিত হইয়াছেন। মতান্তরে ১৭৩৮ খৃঃ রাজা রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কথিত আছে যে রাজা রামচন্দ্র উড়িষ্যার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মুর্শিদ কুলিখাঁর কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বড়বাটী দুর্গে কিছুদিন বাস করেন। কিছুকাল পরে রাজা অনুতপ্ত হইয়া পুরীতে আসিয়া শ্রীজগন্নাথের দর্শনার্থী হইলে মন্দিরাভ্যন্তরে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়; তৎপরে তাঁহার সান্ত্বনার জন্য এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে সিংহদ্বারের বহির্দেশ হইতেও দেখা যায়। এইমতে কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসরের প্রাচীন প্রতিষ্ঠা বলিতে হয়।

পতিয়াই (বিদ্যা ৬১৫) প্রত্যয়, 'মঝমনে নহি পতিয়াই'।

পতিয়ারা (বিদ্যা ৩২২) প্রত্যয়।

পত্তুষ (কৃবি ২৫) প্রত্যূষ।

পত্রক (বপ), **পত্রাবলী** (রস ৮৭) পত্রভঙ্গী, 'কেশর কুঙ্কমে শোভে গণ্ডে পত্রাবলী'।

পত্রিকা, পত্রী (চৈচ আদি ১।১২। ২০,২৮) পত্র।

পথক্রম (বংশ ৬১৪৯) পথগতি।

পথগতি (দ ২২) গমন-পথে।

পথুব * (বিদ্যা ১৫২) পথিক।

পদউধ (চণ্ডী ৯০) দোয়েল পাখী, কুক্কুট [সং—পদায়ুধ]।

পদবন্ধ (বংশ ২৮৫) পয়ার।

পদম (চৈম সূত্র ২।৬৫) পদ্ম।

পদবি (পদক ৫৫৩) উপাধি, উপনাম।

পদহি পদ (গৌত ১৮৮) পদে পদে 'গুরুজন নয়ন পদহি পদ ফন্দ'।

পদুমা (পদক ২৫৫৭) পদ্মাকৃতি মিষ্টান্ন-বিশেষ।

পদুমিনী (রতি ৪।প ৪) পদ্মিনী।

পদ্মচিনি (পদক ২৬৫১) ভর্জিত নারিকেল-চূর্ণ ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ।

-পন,-পনা (পদক ৬০৯, ৭৮২) 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয় [সং—ত্ব, তল্; অপ°—বন্, পন্, পনা]।

পনখী (রসিক পশ্চিম ১৬।২২) বঁটি।

পনব (বৃলী ৩২) বাদ্যযন্ত্র।

পনস (পদক ১২৬০) কাঁটাল।

পনহী (অ° পদ ৪) জুতা [সং—উপানহ্]।

পনা (পদক ৩) পণ, প্রতিজ্ঞা।

পনার (বাণী ৯) পয়ঃপ্রণালী।

পনি (বংশ ৫৫৮২) পাঁজা।

পন্থ (পদক ৪৪) পথ [সং—পথিন্]।

পন্থিক (ক্ষণ ১৮।১) পথিক [সং—পথিক, হি°—পন্থী]।

পম্নারি (পদক ২৪৫) পদ্মের মৃণাল [সং—পদ্মনালী]।

পপিহরা, পপিহা (বিদ্যা ৬০৯) পাপিয়া [হি°—পপীহা]।

পয় (বিদ্যা ৪৫০) পদে।

পয়াগ (পদক ৫৯) প্রয়াগ, ত্রিবেণী।

পয়াণ, পয়ান (চৈভা আদি ১১।৭৯) পতন, গতি, প্রবাহ [সং—প্রয়াণ]।

পয়ে (পদক ৭৬৯) যদি, যদিও [মৈ°—পৈ, পয়্]। ২ (পদক ২৩৩) উপরে। ৩ (পদক ২০৩৯) হইতে [সং—উপরি, অপ°—পরি, পই, পয়]।

পয়োধর (পদক ১৯৩) স্তন [সং]।

পয়োধি (পদক ১০৯৬) সমুদ্র [সং]।

পর (গৌত পরি ২।২) অধিক, চরম; ২ (পদক ৪০৫) অন্য। ৩ উপরে।

পরকার (কৃকী ২,১৫৫) প্রকার, ২ সংস্থান, ৩ ছল।

পরকাশ (চৈচ অন্ত্য ১৮।৯৬) প্রকাশ।

পরকিত (পদক ৮১) প্রকৃত, যথার্থ।

পরখ (ভক্ত ২।৪) পরীক্ষা।

পরখত (অ° পদ ৬৮) বোধ করে।

পরখাই (গৌত পরি ১।১১৫) পরীক্ষক।

পরগট (বিদ্যা ৩৯৬) প্রকট।

পরগাস (বিদ্যা ৬৫) প্রকাশ।

পরচা (উমা ৪১) পরিচয়, ২ প্রমাণ। ৩ (গোবিন্দ ১৫) প্রসঙ্গ, আলোচনা; —'বৈঠল সুন্দরী সখী লঞে রস পরচায়'।

পরচার (চৈচ অন্ত্য ৫।৭১) প্রচার।

পরচারী (বিদ্যা ৫৫৬) কৌতুক, ২ (পদক ১৩০৭) প্রচারকারী।

পরচুর (পদক ২০৯) প্রচুর।

পরণাম (চৈচ আদি ১০।৯৭) প্রণাম।

পরতখ (বিষ্ণা ২০০) প্রত্যক্ষ।

পরতয় (কৃকী ৩৪) প্রত্যয়।

পরতার (বিষ্ণা ১০৪) প্রতারণা।

পরতিত (দ ৬৫) বিশ্বাস, প্রতীত।

পরতিরি (বিষ্ণা ৬৪৫) পরস্ত্রী।

পরতীত (পদক ৮৫) বিশ্বাস।

পরতেক (চৈচ মধ্য ১৮।৮৭), **পরতেখ** (চৈম আদি ১৬৪৫) প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ; ২ প্রত্যেক।

পরথাই (পদক ৮১) প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ করিয়া। **পরথাব** (চৈম মধ্য ১২।৯) প্রস্তাব, ২ (বিষ্ণা ৪১৫) প্রতাপ।

পরবন্ধ (প্রেচ ৬।৩) প্রবন্ধ, ২ (পদক ৩০৬) প্রকার।

পরভাগ (গৌ ২।৩২) গুণোৎকর্ষ।

পরভৃত (পদক ১৮৭৯) কোকিল।

পরমাণ (পদক ৬২) প্রমাণ, সাক্ষী; ২ (পদক ২২৫) নির্ণয়কারক।

পরয় (বিষ্ণা ৭০৬) পর্বত।

পরযন্তক (বিষ্ণা ৪২৮) পর্যন্ত।

পরলা (কৃকী ৩০৬) পটোল।

পরলাপ (পদক ৩৭) প্রলাপ।

পরলোক (চৈচ আদি ১৭।২২২) দেহত্যাগ।

পরবশ (পদক ৪৬৫) পরাধীন।

পরবীণ (চৈচ মধ্য ২।২০) প্রবীণ।

পরশ (রস ৩০৪) স্পর্শমণি—'পরশে রচিত বেদিপথ অনুমানি'। ২ (পদক ১৬৯) স্পর্শ।

পরশই (দ ৩) স্পর্শ করিয়া।

পরসঙ্গ (পদক ৭৯) প্রসঙ্গ।

পরসনি (বিষ্ণা ১৯৯) প্রসন্ন।

পরস-রস (কৃকী ১৫৫) স্পর্শ-জনিত অনুভব।

পরসাদ (পদক ৮৯) প্রসাদ; অনুগ্রহ।

পরসি (জপ ৪৮) পরের, পড়শীর।

পরহু (বিষ্ণা ১১৩) পর।

পরহোঁক (বিষ্ণা ২৪৬) প্রথম বিক্রয়।

পরাক (কৃকী ২১) পরের, ২ (কৃকী ১১৬) পরকে।

পরাচিত (গৌত ৩।২।১৬৪), **পরাচীত** (পদক ১৯৩৯) প্রায়শ্চিত্ত।

পরাণী (প্রা ২।২) প্রাণ।

পরাত,-তর (পদক ৯৯৬) প্রাতঃ-কাল।

পরাপতি (ক্ষণ ২৩।১৩) প্রাপ্তি, উপার্জন।

পরাভব (পদক ৫৭) প্রভাব।

পরামিশ (বংশ ৬০৯৫) পরামর্শ।

পরিকর (পদক ১৭) সহকারী [সং]।

পরিখন (রতি ২। প ৯) পরীক্ষা [সং —পরীক্ষণ]।

পরিগত (পদা ২৬) বেষ্টিত।

পরিগ্রহ (চৈভা আদি ১১।১০৭) স্ত্রী।

পরিচব * (বিষ্ণা ৬৫৯) পরিচয়।

পরিচার (বাণী ৮) সেবা, ২ (রাভ ৬।২২) সেবক।

পরিচারী (রাভ ২৫।৭) পরিধান করিয়া—'বসন ভূষণ পরিচারী হেন মতে'।

পরিচ্ছেদ (বংশ ৮৩৩) ক্ষান্ত। 'পরি-চ্ছেদ কর, শোক না করিও আর'। ২ (চৈচ অন্ত্য ৬।২৭৫) সীমা, ক্ষান্তি [সং]।

পরিছন্দ (রাভ ২৪।২০) পরিচ্ছেদ, সমাপ্তি।

পরিছল (বিষ্ণা ২৬৭) পরীক্ষা করিল।

পরিছেদ * (বিদ্যা ৩৫৪) সীমা।

পরিঠবই (বিদ্যা ৫৯৫) প্রস্তাব করে।

পরিণাম (বংশ ২৪৫১) শেষ। ২ (পদক ১০০) শেষফল।

পরিৎসেদ (রস ৫১৬) পরিচ্ছেদ, সমাপ্তি, বিদায়।

পরিপঞ্চ * (বিদ্যা ১১৪) প্রপঞ্চ।

পরিপন্থিয় (বিদ্যা ৫১৭) শত্রু।

পরিপাটি * (বিদ্যা ৩৪১) আনু-পূর্বিক।

পরিবোধ (চণ্ডী ১৭৭) প্রবোধ।

পরিভব (পদা ৬৪) দূষণ।

পরিভায় (কৃকী ১২৮) ভাবিয়া দেখ।

পরিভাব (কৃকী ৭১) পর্যালোচনা।

পরিমুণ্ডা (চৈচ অন্ত্য ১০।৬৮) [প্রথম খণ্ডে ৪৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

পরিযঙ্ক (রতি ৪।প৪) পর্যঙ্ক, পালঙ্ক।

পরিযন্ত (পদক ৩০৩) পর্যন্ত।

পরিরম্ভ * (বিদ্যা ৫২) আলিঙ্গন।

পরিবাদ (পদক ২৩৩) দুর্নাম, কুৎসা [সং]। **পরিবাদন** (পদা ২০৫) মিথ্যাদোষ-কল্পনা।

পরিবাদিনী (পদক ৪৮৩) সপ্ততন্ত্রী-যুক্ত বীণা।

পরিবার (পদা ১৬) গণ, পরিকর। ২ (বংশ ৮৪৬৭) স্ত্রীগণ।

পরিশীলন (পদা ৩৯৫) অনুশীলন, ২ আকর্ষণ।

পরিষণ (তর ৮।২।১৭২) পরিবেষণ।

পরিসর (পদক ১৬৭৭) প্রসর। ২ (চৈভা আদি ২।২১৪) প্রশস্ত।

পরিহএ * (বিদ্যা ১৫৩) পরে।

পরিহার (দ ৭৬) প্রার্থনা, ২ ক্ষমা-ভিক্ষা, ৩ (প্রা ২৯।৩) অনৌচিত্য-মার্জন। ৪ (পদক ৩০৫১) দৈন্য, মিনতি।

পরীখ (ক্ষণ ২।৫), **পরীখন** (পদক ৩৭৩) পরীক্ষা।

পরীহন * (বিদ্যা ২৯৯) পরিধান।

পরীহলি (বিদ্যা ৮৪) পরিধান করিল।

পরু * (বিদ্যা ৩২৬) পড়িল।

পরুক (তর ১০।৪২।৭) ব্যবহার করুক।

পরেখয় (বিদ্যা ১০৬) পরীক্ষা করে।

পরেম (বিদ্যা ১৫০) প্রেম।

পরেবা (স্বর ১৩) কপোত।

পরোর (বিদ্যা ৪৩১) পটল।

পরোস (বিদ্যা ৭৯৮) পাড়া।

পরৌসিনি * (বিদ্যা ৩৬৬) প্রতিবেশী।

পর্ণ (পদক ১০৮২) পান [সং]।

পর্ব (গৌত ৩।১।৬৮) গ্রন্থি।

পল (স্বর ৬০) পলক। ২ * (বিদ্যা ১৩২) পড়। ৩ (কৃকী ২৩৩) চারি তোলা।

পলকন (রতি ৫। প ১২) চক্ষুর পাতা পড়া [হি°—পলকনা]। **পলকে** (দ ২৮) অল্পক্ষণে।

পলছন (গৌত ৫।২।৪৭) পালঙ্ক, শয্যা। 'ভোজন পলছন শয়ন সেবই সব দাস'।

পলটি (বিদ্যা ৫৪) ফিরিয়া।

পলঙা * (বিদ্যা ৭৯২) পালঙ্ক।

পলনা (হি গৌ ৩৮) পালঙ্ক, ২ ঝুলনাসন।

পলমে (বংশ ৪৭৯৫) পলকে, নিমেষে।

পললা (বিদ্যা ৪০৭) পড়িল। **পললু** (বিদ্যা ৫৭৮) পড়িলাম। 'কানুক আইতি পললুক আজ'।

পলা (ভক্ত ১৫।৩) পাল্লা।

পলানে * (বিদ্যা ৭০২) জিন।

পলাশ (পদক ১৬৪০) পত্র [সং]।

পলিয়া (বিদ্যা ২৪২) পালঙ্ক।

পলিবার * (বিদ্যা ৬০০) পরিবার।

পলু * (বিদ্যা ৫৯৯) পৃষ্ঠে।

পল্লবরাজ (বিদ্যা ১৯) পদ্ম।

পবার, পবারবা (বিদ্যা ২০) প্রবাল [মৈ° পৱার্]।

পশা (তর ৬।১।৮৭) প্রবেশ করা।

পশারন (রতি ৩। প ৭) প্রসারিত করা।

পশাহন (পদা ৬৮) প্রসাধন।

পশুপতি (ক্ষণ ২৫।৬) শ্রীকৃষ্ণ, ২ মহাদেব।

পসরা (কৃম) পণ্যভাজন [সং—প্রসার]।

পসায়নি (পদক ২৩৬) সাজান [সং—প্রসাধন, অপ°—পসাহন]।

পসার (পদা ৩৯) প্রসার, প্রতিষ্ঠা। ২ (চৈচ অন্ত্য ১১।৭৫) দোকান।

পসারি (চৈচ অন্ত্য ১১।৭৫) দোকানদার, ২ (ক্ষণ ১৭।৯) প্রসারিত করিয়া।

পসাহ (বিদ্যা ২৪৪) সাজ। **পসাহন** (পদক ১০৩৫) প্রসাধন। **পসাহল** (বিদ্যা ৪৯) প্রসারিত হইল, ২ (পদক ১৯৩৫) সাজাইল।

পসেরনি * (বিদ্যা ৮২) ঘাম।

পসেরল * (বিদ্যা ৩৫৩) প্রস্তাব করিল।

পস্তান (ভক্ত ৭।১) অনুশোচনা করা [সং—পশ্চাত্তাপ]।

পহড় [পহর] পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের শয়ন।

পহণ্ডি-বিজয় শ্রীজগন্নাথাদি বিগ্রহের স্নানযাত্রায় বা রথারোহণপ্রসঙ্গে ধীরে ধীরে চরণ-চালনলীলা। [উৎকলে পহণ্ডিশব্দে—ধীরে পদবিন্যাসই বাচ্য]।

পহরা (ভক্ত ২।৩) প্রহরী।

পহরিল (রাভ ৩।৭) পরিধান করিল।

পহরী (কৃকী ৫) প্রহরী, রক্ষী।

পহলা (রসিক পূর্ব ১০।১২০) প্রবাল।

পহলুক * (বিদ্যা ৭৪) প্রথম।

পহিচান (অক ১), **পহিছান** (ক্ষণ ২৬।৭) পরিচয়।

পহিয়ঁা (স্বর ৩৬) পাইয়াছি।

পহির (পদক ৯০১), **পহিরণ** (জ্ঞান ১২) পরিধান।

পহিল (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩), **পহিলাহ**, **পহিলুকি** (বিদ্যা ১৪২), **পহিলে** (পদক ৩৩) প্রথম। [হি°—পহলা, মৈ°—পহিল]।

পহুঁ (প্রা ৪২।১) প্রভু [সং—প্রভু, মৈ°—পহু]।

পহুঁচী (হিগৌ ৮৭) চুড়ি [অলঙ্কার]।

পহুড়—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শয়নকালীন ভোগ—ঘসাজল, ডাব ও তাম্বূলাদি।

পহুড়িল (রাভ ১৬।২৬) শয়ন করিল।

পহুরিয়া (রাভ ২৪।১৪) প্রবেশ করিয়া।

পহুরী (কৃকী ৫) প্রহর।

পহ্রিলে (রস ৮৮৭) ধারণ করিলে।

পহ্রে (রস ৫.৬)পরিধান করে।

পাইক (চৈচ অন্ত্য ৩।৯৯) পেয়াদা [Peon, সং—পদাতিক]।

পাইথু (চণ্ডী ৮) পাইতাম—'দেখিতে পাইথু শিরোপা যে দিথু'।

পাউখ (পদা ৪২৭), **পাউস** (পদক ৯২৬) বর্ষাকাল—'নবীন পাউসের মীন' [সং—প্রাবৃষ]।

পাও (বংশ ৬০০২) পাদ।

পাওন (পদক ২৮৯৩) প্রাপ্তি।

পাওনার * (বিদ্যা ১৩৮) পদ্মনাল।

পাওস (বিদ্যা ৭১৯) বর্ষা।

পাঁগুর * (বিদ্যা ৬৭৯) পদাঙ্গুলি।

পাঁচ আবথা (কৃকী ১৯) বিবিধ দুর্দশা।

পাঁচন (চৈভা মধ্য ২০।৬৮) কবিরাজী ঔষধ।

পাঁচসাত (কৃকী ১২৭) অগ্রপশ্চাৎ, নানাবিধ।

পাঁচালি,-লী (বিজয় ১।১৬, ১৮) [পঞ্চালি > পঞ্চ (পঞ্চাঙ্গ) > পাঁচ আড়ি (লড়াই) > আলি, আলী] গান, সাজবাজান, ছড়াকাটান, গানের লড়াই ও নাচ—এই পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লড়াই (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন]। ২ গীতিকাব্যবিশেষ, ৩ গীতাভিনয়ভেদ [সং—পঞ্চালিকা]।

পাঁচীর (তর ১০।৪১।৩৮) প্রাচীর।

পাঁজর (গৌত) বুকের পার্শ্বদেশের হাঁড় [সং—পঞ্জর]।

পাঁজি (চৈচ অন্ত্য ১৪।১০) বৃত্তিকারের উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যাবিশেষ [সং—পঞ্জী]।

পাঁজিয়া (চণ্ডী ১) পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।

পাঁত (এ ৪) পাঁতি, পংক্তি। **পাঁতর** (কৃকী ৪৩) শ্রেণী, ২ (পদক ৯৯১) প্রান্তর, মাঠ। **পাঁতি** (পদক ১৬৫১) পঙ্‌ক্তি। ২ (অ° পদ ১) সহভোজী জাতি। **পাঁতিয়া** (পদক ২৬৫৬) পংক্তি।

পাঁথার (কৃম) নদী প্রভৃতির বিস্তার [সং—পাথোদর ?]।

পাঁপড়ি (চৈচ অন্ত্য ১০।৩৫) রুটির মত পাত [সং—পর্পটী]।

পাঁবড়া (বাণী ৫৭) পূজ্য ব্যক্তিগণের পদধারণ করিবার জন্য বিস্তারিত বস্ত্রবিশেষ।

পা (পদক ১২২) পদ, চরণ [সং—পাদ, প্রা°—পাঅ, পূর্ববঙ্গে—পাও]।

পাক (পদক ২১২২) পরিণাম, দশা। ২ (চৈভা আদি ১১।৪৫) কৌশল, চক্রান্ত। ৩ (গৌত ৬।৩।৬৫) ভঙ্গ, কুটিলতা। (চৈভা অন্ত্য ১।২৫) পরিক্রমা, প্রদক্ষিণ। ৫ (তর ১০।৩৭।১০) ঘূর্ণন। ৬ (চৈভা আদি ৫।৪৫) রন্ধন।

পাকড়ি (বপ) জোরে ধরিয়া।

পাকল (কৃম ৫।১৭) পক্ক, পূর্ণ। ২ (গৌত) পঙ্কিল। **-লোচন** (চৈভা মধ্য ৮।১৭০) ঘূর্ণিত চক্ষু।

পাকসাট (তর ১০।৫৯।৪৯) পক্ষের আঘাত।

পাকিল (কৃকী ৪৫) পক্ক।

পাকে (তর ৫।৩।৬১) প্রকারে।

পাখ (পদা ১৬৫) পাখা [সং—পক্ষ]।

পাখালন (চৈচ মধ্য ৬।৪০) প্রক্ষালন।

পাখী (বিদ্যা ৮৪) পাখা।

পাখুড়ী (কৃকী ৮৬) নব পল্লব।

পাগ (সুর ৩৭) পাগড়ী।

পাগলাই (চৈচ মধ্য ৩।৮৪) পাগলামি।

পাগা (পদক ৯৩৪) পাক-করা পক্কীকৃত।

পাঙ্গুর (বিদ্যা ১৮৫) পদাঙ্গুলি।

পাচনী (চৈভা অন্ত্য ৫।৫১৭) গরু তাড়াইবার ছোট লাঠি।

পাছ (কৃকী ২৫৪) পিছন [সং—পশ্চাৎ]।

পাছড়া (দু সূত্র ৮৯) আচ্ছাদন, ২ গাত্রবস্ত্র-বিশেষ [সং—প্রচ্ছদপট]।

পাছিল (বিদ্যা ৬৬৯) অতীত, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী।

পাছুয়ান (বিজয় ২৩।২৫) পশ্চাদ্‌ভাগে, পৃষ্ঠদেশে।

পাছোটি (রসিক উত্তর ১০।২০) অনুব্রজ্যা করত।

পাঞ্জী (কৃকী ৩৭) শুল্ক-পঞ্জী। [ইং—tariff]।

পাঞ্জর (বংশ ৭৬৮) পাঁজরা [সং—পঞ্জর]।

পাট (পদক ৮১৭) রেশমী কাপড়, ২ (পদক ১০৮০) পাটা, ৩ (রস ৪০) সিংহাসন। ৪ (গৌত ৩।২।৪১) তীর 'ক্ষণে থির হৈয়া চলে সুরধুনী-পাট।'

পাটক (ক্ষণ ১৪।৭) পট্টক, পাটা, পত্রিকা [সং]।

পাটখুনি (কৃবি ৫৬) পট্ট ও ক্ষৌম।

পাটথোপ (বিজয় ৫।১২৬) পট্টসূত্রের গুচ্ছ [সং—পট্টস্তবক]।

পাটধড়া (চৈম আদি ১।৫০০) পট্টবস্ত্র।

পাটন (ভক্ত ১৫।১) নগর [সং—পত্তন]।

পাটা (দ ৬৩) উত্তরীয়, ২ (কৃকী ১৯৩) নিয়োগ-পত্র। ৩ (পদক ২ ৭৪) শিল [সং—পট্টক]।

পাটাবুকা (কৃম ৭৫।১০), **পাটাবুকী** (দ ৪৮) পাষাণ-হৃদয়া, অতিদুঃসাহসিকী নারী। ২ নির্ভীকা।

পাটি (দ ৬৬) মাদুরবিশেষ, ২ পাশার ফলক [সং—পট্টী]।

পাটী (পদক ২৭৯৫) পাশা [সং—পাষ্টি ?]।

পাটুয়াখোলা (চৈচ অন্ত্য ১৬।৩৪) পাতা ও খোলা। ২ ঠোঙ্গাবিশেষ।

পাটেশ্বরী (বংশ ৮৬৩৮) পট্টেশ্বরী, প্রধানা রাণী।

পাটোয়ার (চৈভা আদি ১৫।১৪৫) সাংসারিক কার্য্যনির্বাহে দক্ষ, হিসাব-রক্ষক, কার্যকারক।

পাটোল (কৃকী ১৯০) রেশমী বস্ত্র।

পাড়া (চৈভা মধ্য ১০।৬২) পাতিত করা, নিপাত করা।

পাণিগ্রাহী—উৎকলীয় ব্রাহ্মণ যিনি তত্রত্য রাজা, রাণী বা মন্ত্রিকর্তৃক প্রদত্ত গ্রাম গ্রহণ করেন।

পাণ্ডোই (রসিক পূর্ব ৬।৬) জুতা [সং—উপানহ্]।

পাত (অ° দো ৫৭) পত্র। ২ (চৈচ মধ্য ১৫।৬০) পাত্র। ৩ (বংশ ১০৮) নিপাত, বিনাশ।

পাতনা (চৈচ আদি ১২।১০) শস্য-হীন ধান্য।

পাতর (গৌত ৫।১।৪৫) প্রাতঃ-কালীন। ২ (গোবিন্দ ১৭৭) পাষাণ, ৩ (কৃবি ৯১) প্রান্তর।

পাতরী (বিদ্যা ৭৪৬) ক্ষীণা।

পাতল (গোবিন্দ ২০৭) পাতলা, মিহি—'পাতল চীরে'।

পাতসাহ (চৈচ আদি ১৭।১৯৫) মুসলমান্ সম্রাট্ [ফা°—পাৎশাহ্]।

পাতি (বিদ্যা ৬৯) পংক্তি, ২ (ক্ষণ ১৯।৬) পত্রী।

পাতিআয়ব (পদা ২৪২) প্রত্যয় করিবে।

পাতিয়া (বিদ্যা ৭৩৬) পত্র। ২ (বপ ২৮।২) বিশ্বাস, সান্ত্বনা ; 'শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া'।

পাতিয়ান (পদক ২৩১) প্রত্যয়। ২ আশ্বাস। **পাতিয়ারা** (পদক ২৪৪) প্রত্যয়।

পাতু (গৌত ৩।২।১২৪) পাইতাম—'যদি গোরাচাঁদেরে দেখিতে পাতু'।

পাথার (চৈচ মধ্য ১৭।২১৯) সাগর [সং—পাথোধর, অপ°—পাথোহর]। ২ (পদক ১৩৯৮) প্রান্তর। ৩ (ভক্ত ১১।১) সঙ্কট।

পাথালি (চৈম আদি ১।১২৩) আড়-ভাবে।

পানই (পদক ১১৮৯) চর্মপাদুকা [সং—উপানহ্]।

পান (স্বর ৬) হস্ত [সং—পাণি]। ২ (চৈচ আদি ১৩।১২২) জল [সং—পানীয়]।

পানহী (স্বর ১) জুতা।

পানা (চৈচ মধ্য ৬।৪২) শরবৎ [সং—পানক]।

পানি (চৈচ আদি ১৩।১১৯) জল [সং—পানীয় ; হি°, মৈ°—পানী]।

পানিকসুতা (বিদ্যা ৭৬০) লক্ষ্মী।

পানিতোলা (গৌত ২।৩।১৮) গামছা।

পানিসহা (গৌত ২।৩।৬) বিবাহের পূর্বে জল-সংগ্রহরূপ মঙ্গলাচার।

পানিসার পদক ১০৭৬) সর্পবিষ ঝাড়ার প্রকার-বিশেষ, যাহাতে জল-পূর্ণ কলসীর আবশ্যক হয়।

পানী (চৈচ আদি ৯।৭) জল।

পানীফল (চৈচ অন্ত্য ১৮।১০৫) জলাশয়ে উৎপন্ন ফলভেদ।

পানীসার (চণ্ডী ৩৬) মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক জলধারাপাত—'নিদান বিদান পানীসার আন ঝাড়হ আমার বা'।

পানে (বপ) দিকে।

পান্তী (কৃকী ৬) সারি, শ্রেণী [সং—পংক্তি]।

পাপড়ি (চৈচ অন্ত্য ১০।৩৩) দন্ত-মার্জনের সুগন্ধি দ্রব্য। ২ ফুলের দল [সং—পর্ব]।

পাপিয়া (গোবিন্দ ৪৩১) পাপী। ২ কোকিল।

পামর (বংশ ৬৩৭৯) অধম [সং]।

পামরি (পদা ১৮৯) মূর্খ, ২ (পদক ১৬৮৪) অধমা।

পামরী (গৌত ৩।১।১১২) রেশমী উত্তরীয়, দোপাট্টা।

পামু (চৈচ মধ্য ৩।৫৯) পাইব।

পায় (বিদ্যা ৭৬২) উপায়, বিধান। ২ (চৈচ আদি ৭।৩৪) পদে।

পারলি (কৃকী ২০৫) পাটলী পুষ্প।

পারা (গৌত ১।৩।৭১) সদৃশ, যেন, [সং—প্রায়]।

পার্যমাণ (বংশ ৬৪৪৫) সাধ্য।

পাল (চৈচ মধ্য ১৭।২৫) দল [সং—পালি]।

পালটান (তর ১০।১৩।৩৭) পরিবর্ত্তন করা।

পালা[১] (পদা ৩৪২) নিহার [প্রালেয়-শব্দজাত]।

পালা[২]—গীত বা নাটকের বিষয়-বস্তু। কীর্ত্তনের এক একটি পালা যেন একটি সুসজ্জিত খণ্ডকাব্য। পদ-কাব্যে প্রত্যেক ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে পদকর্ত্তাকে একটি সমগ্র ভাব ফুটাইতে হয়। ইহার ছন্দ,ভাষা ও শব্দ-গ্রন্থনাদি প্রতিবিষয়ই লক্ষ্যীতব্য। নির্দিষ্ট স্বল্প পরিসরের মধ্যে পদকর্ত্তারা আপনাদিগকে নিবদ্ধ করত একদিকে যেমন অনন্যসুলভ সংযমের পরিচয় দেন, অপরদিকে আবার অল্পবিস্তর অসুবিধাকেও বরণ করেন। এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাব বা বিষয় বস্তুকে সাজাইয়া পদকর্ত্তারা অপূর্ব কাব্যরস সৃষ্টি করেন। যাঁহারা কীর্ত্তনীয়ার মুখে একটি পালা (দান কি মানলীলা,

রাস কি পূর্ব্বরাগ ইত্যাদি) শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন যে এক একটি পালায় বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদ-সমষ্টির সমুচ্চয় হইয়াছে, অথচ একই অখণ্ড ভাব সমান ভাবে সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে।

পালি (বংশ ৬৮৫) প্রান্ত।

পালিগান (চৈচ মধ্য ১৩।৩৬) দোহারের গেয় পদাংশ।

পাবস (স্থর ৮৮) বর্ষাকাল [সং—প্রাবৃষ্]।

পাবি (বিষ্ণা ৭৯৭) পাইয়া।

পাশা (ক্ষণ ২৬।৩) পাশ, রজ্জু [সং—পাশ]। ২ (পদক ৫৯) ফাঁস, ৩ (পদক ২০৫) পার্শ্বদেশ [সং—পার্শ্ব, হিং°, ফা°—পাস্]। ৪ পাশা খেলা।

পাশুলি (জ্ঞান ১৩৩) পদাঙ্গুলির ভূষণ।

পাশোয়াল (পদক ২৭৯৪) অক্ষ-ক্রীড়ায় নিপুণ।

পাশোরা (ধা ৫) বিস্মরণ।

পাষণ্ড (রস ৫২৯) অবৈষ্ণব।

পাস (কৃকী) পার্শ্ব—'কাহারো পাস নাহিঁ জাওঁ' [হিং°]।

পাসপড়সী (চৈচ আদি ১৪।৪০) প্রতিবাসী।

পাসরণ (চৈচ অন্ত্য ১।২০) বিস্মরণ।

পাসলি (কৃকী ১৩৪) পাদাঙ্গুলির আভরণ।

পাহন (উমা ১৯) পাষাণ।

পাহাচ (চৈচ অন্ত্য ১৬।৩৮) সোপান [উৎ°]।

পাহিল (রাভ ২।৯) প্রভাত হইল।

পাহুক (পদক ৯৬৭) বর্ষাকাল। [সং—প্রাবৃষ্]।

পাহুন (বিদ্যা ৬২৫) নিষ্ঠুর [সং—পাষাণ]। ২ প্রবাসী। ৩ (বিদ্যা ১৪৮) অতিথি। ৪ (পদা ৩২৩) পথিক [সং—প্রাঘুণ]।

পি, পী (পদক ৮৯০), **পিআ** (কৃকী ২০৭) পান করিয়া।

পিউ (পদা ৩১৬) প্রিয়তম 'আনি দেই পিউ, রাখ মোর জীউ'। [সং—প্রিয়, অপ°—পিঅ]।

পিউলি (পদক ১১৯২) পীতবর্ণা গাভী।

পিওলি (বংশ ৩৪১) পীতবর্ণ পুষ্পভেদ।

পিঁড়ি (চৈচ অন্ত্য ৬।৫৮) পিণ্ডা, বেদী [সং—পিণ্ড]।

পিঁধ (এ।৭) পরিধান কর। **পিঁধন** (চণ্ডী ৪৯) কাপড় পরা।

পিক (পদক ২৮২৩) চর্বিত পানের রস। ২ (পদক ১০৮৮) কোকিল।

পিকু (পদক ২৫৫০) কোকিল।

পিঘলানা (ক্ষণ ৯।৬) দ্রবীভূত করা।

পিঙল (চণ্ডী) পীত—'পিঙল বরণ বসন খানি'।

পিঙ্গল (গৌত ২।২।১৪) ছন্দোগ্রন্থ-প্রণেতা।

পিচকা (পদক ১৪২৫) পিচকারী।

পিছড়া (চৈচ অন্ত্য ১১।৭৭) পশ্চাদ্‌গামী লোক, ২ ঝুড়ি, বোঝা।

পিছর (বিদ্যা ৭৫১) পিচ্ছিল।

পিছোড়া (চৈচ অন্ত্য ১১।৭৭) অনুচর।

পিছৌরী (বাণী ৭১) কোমর-বেষ্টন বস্ত্র।

পিঞ্ছ (পদক ৯০) ময়ূর-পুচ্ছ।

পিঞ্জর (পদক ২৯১) পঞ্জর।

পিঠালী (তর ৪।১।২৩৪) পিষ্ট তণ্ডুল।

পিঠি (বিদ্যা ৩৯৪) পৃষ্ঠ।

পিঢ়া (পদক ২৭৯১) পিঁড়ি [সং—পীঠ]।

পিণ্ডা (চৈচ মধ্য ১২।১৫৮) কাষ্ঠাসন [উৎ°], ২ রাশি। ৩ বেদী, চত্বর।

পিণ্ডি (চৈচ মধ্য ২৪।৫৪) বেদী, পীঠ।

পিত্যাইব (চণ্ডী ৭৩৩) বিশ্বাস করিব, 'কেবা পিত্যাইব,আমার যাতনা যত'।

পিনাক (পদক ১২৭৮), **পিনাশ** (বিদ্যা ২৩৫) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

পিন্ধন (চৈম আদি ১।৭৩৫) পরিধান।

পিন্ধায়ল (দ ১৫) পরিধান করাইল।

পিপড় (তর ৭।২।১৩৮) পিপীলিকা।

পিপিয় (পদক ৩০৭২) চাতক পক্ষী, পাপিয়া।

পিয় (স্থর ৩৬) প্রিয়তম [সং—প্রিয়, হিং°, মৈ°—পিঅ]।

পিয়ওলহ (বিদ্যা ৫১৩) পান করাইয়াছ।

পিয়ড়ি (দ ৪৬) খাদ্যদ্রব্য-বিশেষ।

পিয়রী (হি গৌ ৩৬), **পিয়ল** (পদক ২০৭৩) পীতবর্ণ।

পিয়া (দ ২৭) প্রিয়তমা। ২ (চৈচ আদি ৭।২০) পান করিয়া।

পিয়ারা * (বিষ্ণা ১৯০) প্রিয়।

পিয়ারী (পদক ৫২৩) প্রিয়তমা। ২ (গোবিন্দ ২৭৬) প্রেমিকা, অনুরাগিণী [হিং°]।

পিয়াল (পদক ১২৬০) ফলবৃক্ষ-বিশেষ।

পিয়াস (চৈচ অন্ত্য ১৫।৫৭) পিপাসা, [২ প্রয়াস]।

পিবয় (বিষ্ণা ৬৫) পান করিতে।

পিবি (ক্ষণ ৪।৩) পান করিয়া।

পিশুন (বিষ্ণা ৪৫) দুষ্ট, ২ (দ ৪০) কুমন্ত্রণাদায়ক।

পিসৈস্ (গৌত ৩।২।১২০) পতির পিসী।
পী (পদক ২৬৮) পান করিয়া।
পীঅরি * (বিস্তা ১৩৮) পান করিয়া।
পীউখ * (বিস্তা ২৬৬) পীয়ূষ।
পীক (পদক ২৮৩৪) চর্বিত পানের রস।
পীছল (পদক ১০০১) পিছল [সং— পিচ্ছিল]।
পীড়্ (পদক ১৭৩৬) পীড়া।
পীত (কৃকী ২৫) পিত্ত।
পীতম (দ ২) পীতবর্ণ, ২ [ব্রজ-ভাষায়] প্রিয়তম।
পীতিম (গৌত ২।২।১৩) পীতবর্ণ।
পীন (পদক ১২৯৯) স্থূল।
পীয়ল (ক্ষণ ২৩।১৪) পীত।
পীর (স্থর ১৮) পীড়া, ২ (ক্ষণ ২৩। ১৪) পীড়িত—'ধনী বিরহানলে পীর'। ৩ (চৈভা আদি ১৬।১১৮) সিদ্ধপুরুষ, গুরু [ফা°]।।
পীরিত (তর ১১।৫।১০১) প্রেম।
পীরী (স্থর ৯) পীতবর্ণ।
পীলা (বিস্তা ৭৫৯) পীড়া, যন্ত্রণা।
পীলু (পদক ২৬৫১) ব্রজে প্রসিদ্ধ ফল-বিশেষ।
পুঁড়ুয়া (চৈম শেষ ১।১৯) [সং— পুণ্ড্র > প্রা°—পুংড, পুড়্+উয়া] পুণ্ড্রদেশবাসী, কৃষিজীবী জাতি-বিশেষ।
পুকার (হি গৌ ১৪৬) নিবেদন।
পুচকার (হি গৌ ৪০) উৎসাহ দান করা।
পুছ (কৃকী ৫) পুচ্ছ। ২ (বংশ ১৮১৯) জিজ্ঞাসা করা [সং √পৃচ্ছ]।
পুছারি (ক্ষণ ৮।৩) জিজ্ঞাসা। [সং—পৃচ্ছা, হি°, মৈ°—পুছ্না]।
পুছে (রস ৫০) গ্রাহ্য বা আদর করে। জিজ্ঞাসা করে। **পুছেরি** (পদক ২৩০) জিজ্ঞাসা।
পুঞ্জর (পদক ৭৮৯) রাশিযুক্ত।
পুঞ্জা (চৈচ অন্ত্য ১১।৭৮) রাশি।
পুট (বংশ ১৩৫৮) যুক্ত। **-পাক** (পদক ১৯৮৯) বদ্ধমুখ পাত্রে পাক।
পুড়া (র° ম° পশ্চিম ১০।২৭) পুটলি।
পুণ (পদক ৩৭৬) পুণ্য।
পুণভাগ (জ্ঞান ৭৩) পুণ্য-ভাগ্য, ২ পূর্ণভাগ্য।
পুণমি (পদা ৩৮) পূর্ণিমা।
পুণবত (গৌত ১৩।১) পুণ্যবান্।
পুণি (কৃকী) পুনরায়।
পুণিম (পদক ১৯৭) পূর্ণিমা।
পুণ্যশ্লোক (বংশ ৮) পবিত্র।
পুত (চৈচ অন্ত্য ১৮।৫২) পুত্র।
পুতরি (গৌত ৫।২।২১) পুতলি [সং—পুত্তলী]।
পুতা (কৃকী ১১) পুত্রক—[সস্নেহ সম্বোধনে]।
পুথলি (কৃম ৩৬।৩) পুতুল, মূর্ত্তি [সং—পুত্তলিকা]।
পুন (বিস্তা ২১) পুণ্য। ২ (পদক ১৫৯) পুনরায়, ৩ (পদক ১০৭) কিন্তু।
পুনমত (বিস্তা ১৮) পুণ্যবান্।
পুনবেরি (ক্ষণ ২।৩) পুনরায়।
পুনহি (পদক ৫৭), **পুনি** (পদক) পুনর্বার।
পুনি পুনি (প্রেচ ৬।২১) পুনঃ পুনঃ।
পুনু * (বিস্তা ৪) আবার।
পুনে * (বিস্তা ২৪৭) পুণ্যে।
পুরট (পদক ২০৯৯) স্থবর্ণ।
পুরস্কার (বংশ ৫০০৮) অগ্রে স্থাপন। ২ (চৈভা মধ্য ৭।৫০) পূজা, সমাদর।
পুরহর * (বিস্তা ১৪০) বরণডালা।
পুরুখ (ত্ব মধ্য ১২০) পুরুষ।
পুরুব (পদক ১৭৬) পূর্বদিক্, পূর্বকাল।
পুরে (দ ৩০) বাজায়।
পুলকায়িত (পদক ২১৮) রোমাঞ্চিত।
পুষ্কর (পদক ৭৮৯) পদ্ম।
পুষ্কল (গৌত) শ্রেষ্ঠ, অধিক।
পুষ্পগভা (রাভ ৪৪।৩) ফুলের খোঁপা [সং—পুষ্প-গর্ভক]।
পুহকর (কে মা ৭৩) সূর্য [সং—পুষ্কর]।
পুহপ (বিস্তা ৭৬) **পুহুপ,** (পদক ২৮৭৭) ফুল [সং—পুষ্প,মৈ°—পুহুপ]।
পুহবি (বিস্তা ৭১) পৃথিবী।
পূছমো (পদক ২৫০) জিজ্ঞাসা করি।
পূণ (পদক ৬৩০) পুণ্য। ২ (পদক) পুনর্বার।
পূণমি (জ্ঞান ৫৬), **পূণিম** (পদক ১২০) পূর্ণিমা।
পূতরি (স্থর ৪৬) পুত্র।
পূর (পদক ২৫০) পূর্ণ, ২ (পদক ৫২২) ধারা, ৩ পূর্ণ কর। ৪ (পদক ৬৭) পূর্ণ করে। ৫ (পদক ১৫৯৬) পুর।
পূরণ চন্দ (ক্ষণ ৪।৯) পূর্ণচন্দ্র।
পূরতৌহ * (বিস্তা ৫৬৪) পূর্ণ হইবে।
পূরব (ক্ষণ ২৯।২) পূর্বকালে বা দেশে। ২ (পদক ২৭) পূর্ণ করিবে, ৩ পূর্ণ হইবে।
পূরবিল (বিস্তা ৭৯০) পূর্বের।
পূরা (চণ্ডী ৭২) থলে।
পূরি (চণ্ডী ৫৬৭) অনুমোদন করিয়া। 'চণ্ডীদাস কহে তাহে পূরি'।
পূরিব (ত্ব স ২৯) বাজাইব। **পূরে** (বংশ ৯৪৭) বায়ুপূর্ণ করে **অর্থাৎ**

বাজায়।

পূর্ণ (চৈভা আদি ১৫।৯৩) সফল, [**পূর্ণিত** (বংশ ৫২৫) পূর্ণ]।

পূল (বিদ্যা ৫১৬) পূর্ণ, পূর।

পৃষ্ঠিত (বংশ ৫৩৫) পৃষ্ঠে।

পেখন (গৌত ১।২।৫৬) [প্র + √ঈক্ষ্] দর্শন, দেখা। ২ (বংশ ১২০৬) পেখম্, ৩ (বংশ ২০৬৬) আড়ম্বর-পূর্ণ সজ্জা।

পেখল (ক্ষণ ২০।১১) দ্রষ্টা।

পেচ (পদক ২৮৬০) বেষ্টন [ফা° —পেঁচ]।

পেচকা (গৌত ৫।১।৫৪) পিচকারী।

পেটভাতা (ভক্ত ১৯।২) মাহিনা না দিয়া কেবল আহারমাত্র দেওয়া।

পেটাঙ্গি (চৈচ অন্ত্য ১২।৩৭) জামা।

পেটারি (চৈচ আদি ১৩।১১৪), **পেড়ী** (রসিক পূর্ব ৭।১১৯) ঝাঁপি, মঞ্জুষিকা [সং—পেটক]।

পেড়া (চৈচ অন্ত্য ১০।১০৯) ক্ষীরদ্বারা প্রস্তুত মিঠাই।

পেম (বিদ্যা ৫১) প্রেম।

পেয়াদা (চৈচ আদি ১৭।১৮২) দূত, চাপরাসী [ফা°—পিয়াদহ্]।

পেয়ার (কৃম) প্রিয় [সং—প্রিয়কার]।

পেরাব (চণ্ডী ১৪২) পার হইব।

পেল (তর ৮।২।৪৭) [√পেল্ল —ক্ষেপণে] ফেল, নিক্ষেপ কর।

পেলল (বিদ্যা ১২৬) আন্দোলিত। ২ (পদক ৭২১) ফেলিল। ৩ * (বিদ্যা ৭৫) কোমল।

পেলা (গৌত ১।৩।১১) আশ্রয় (prop), ২ পালাগানে বা যাত্রায় গায়কাদিকে দেয় অর্থ, ৩ পুরস্কার। ৪ (হি গৌ ১৫) আক্রমণ করা, ৫ বিবাদ করা, ৬ ত্যাগ করা।

পেলাইল (রাভ ২৭।২৩) ফেলিল।

পেলৌ (সুর ১) ঠেল।

পেশল (পদক ৫৬৩) প্রবেশ করিল। ২ (পদক ৫৭৬) নিষ্পেষিত করিল। ৩ (পদক ১৮০৪) কোমল, সুন্দর।

পেশলি (পদক ১৮০৪) কোমলা।

পেষল (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) পেষণ করিয়া মিলাইল।

পেসল (বিদ্যা ২১৯) কোমল।

পেসীল (রাভ ৪২।১১) পাঠাইল।

পৈঁ (বিদ্যা ১০৫) পায়—'হরিহি নিকট পৈঁ শোভ'।

পৈঁজনি (সুর ৯) নূপুর।

পৈজ (হি গৌ ৮৭) প্রতিজ্ঞা।

পৈঠ (পদক ৩৫০) প্রবেশ করা।

পৈড় (চৈচ মধ্য ১৪।২৬) ডাব [উৎ]।

পৈতী * (বিদ্যা ৭৭৬) পাইবে।

পৈনা (বাণী ১।৪২) সূক্ষ্ম।

পৈরান টানা (গৌত পরি ১।৬৯) গতাগতি, জন্ম-মৃত্যু-রহস্য। 'কৃষ্ণ নাম বুলি কেমনে শিখিবে, না বুঝে পৈরান টানা'।

পৈশা (তর ৮।২।১৬) প্রবেশ করা, তদ্‌গত হওয়া। 'সকলে শরণ পৈশ তাঁহার চরণে'।

পো (পদক ৯৫৩) পুত্র [অপ°—পুত্ত, পুঅ]।

পোঁআ * (বিদ্যা ৭৮) পোকা।

পোঁআর (পদা ২৫৯) প্রবাল।

পোঁতা (চৈচ মধ্য ৮।২৪৫) মাটীর নীচে রক্ষিত।

পোআর * (বিদ্যা ৫৬) খড়।

পোআল (কৃকী ২৩০) প্রবাল।

পোক (রস ৮৩৯) কীট, পোকা।

পোকান (বিজয় ১৪।২০) [সং—পুত্রক > পু] পুত্র, 'বক মারি ঘরে আইল নন্দের পোকান'।

পোখ (বিদ্যা ২৯) [সং—পুঙ্খ >] বাণের শেষাংশ।

পোখই (ক্ষণ ২০।১১) পোষণ করিয়া।

পোখরি (বিজয় ৬।৪৯) পুষ্করিণী।

পোখানি (বিজয় ২৫।১৩) পুত্র।

পোছন (তর ১০।১৩।৬২) সম্মার্জন।

পোছী * (বিদ্যা ১৩৯) মোছা।

পোটরী (হি গৌ ৯২), **পোটলী** (তর ১০।৮।১১৪) পুঁটুলি। [সং —পোট্‌লী]।

পোড়া (পদক) দগ্ধ [সং—প্লুষ্ট, অপ°—পুট্ট]।

পোত (সুর ৮৯) শিশু [সং]।

পোতলি (রস ৩) পুতলী [সং— পুত্তলী]।

পোতা (কৃম) পৌত্র [সং—পৌত্র]। ২ গৃহভূমি।

পোতিক (পদক ৬৪০) পুঁতি [মণি-ময় হার]।

পোয় (অ° দো ৩) গাঁথিয়া, সাজাইয়া।

পোয়ার (বিদ্যা ২৪২) খড়, বিচালি।

পোয়াল (পদা) প্রবাল। ২ (ভক্ত ২৩।৪১) খড়, তৃণ।

পোরা (চণ্ডী ১৮৩) ফুঁ দিয়া বাজান, 'সবে পোরে শিঙ্গা বেণু'।

পোরি (সুর ৩৪) আঙ্গুলের অগ্রভাগ। ২ * (বিদ্যা ৩৭১) পুর, গৃহ।

পোল (হি গৌ ৩১) অঙ্গন।

পোলা (পদক ১৩৭৯) পুত্র।

পোহ (কৃকী ৩৬৯) পুত্র [সং— পোত, প্রা°—পোঅ]।

পোহা (কৃম ১৩১।১২) এক সেরের

চতুর্থাংশ [সং—পাদ]।

পোহায়ই (পদক ৯১) যাপন করে।

পোহোচী (স্বর ৬) মণিবন্ধের আভরণ।

পোঁছত (স্বর ২৮) প্রোঞ্ছন করে।

পোঁঠ * (বিদ্যা ৩৪৫) পুঁটিমাছ।

পৌখ (পদক ৩২৬) পৌষ মাস।

পৌড় (স্বর ৫৪) শয়ন।

পৌঢ় (বৃমা ৭৮) সন্তরণ।

পৌতিক (বিদ্যা ৪০৬) পীতবর্ণ রত্ন।

পৌন (স্বর ৫৯) প্রাণ।

পৌর (পদক ১৭৪০) পুরবাসী [সং]।

পৌরষ (অ° দো ২৭) পৌরুষেয়। ২ (রস ৮৮৪) গৌরব।

পৌরি (স্বর ৪৯) দ্বার।

পৌরিয়া (স্বর ৪৯) দৌবারিক।

পৌলিসি (বিদ্যা ৪৮) পাইলি।

পৌলী (হি গৌ ৪৪) দরজা, ২ সিঁড়ি, ৩ গাড়ীবারান্দা।

প্যারি (পদা ৫৭৪) প্রিয়া, শ্রীরাধা [সং—প্রিয়া, হি°—পিয়ারী]।

প্যাসিত (পদক ১৭৪০) পিপাসিত।

প্রকরণ (ভক্ত ১৮।১) প্রসঙ্গ, প্রস্তাব।

প্রকলিত (পদা ১৯৩) দূরীকৃত, ২ প্রাপ্ত।

প্রকার (কৃকী ১৮) কৌশল। ২ (বংশ ১৮৭) প্রতীকার।

প্রকাশ (বংশ ১৯৪১) প্রচার।

প্রকৃতি (চৈভা আদি ১১।১০) স্ত্রী।

প্রচার (বংশ ১৯৩৯) প্রকাশ।

প্রতি-আশ (ক্ষণ ৩০।২) প্রত্যাশা।

প্রতিভাতি (পদা ২৩৪) বিচারশক্তি [সং—প্রতিভা]।

প্রপঞ্চ (বংশ ৪৩৪২, ৪৭১৬) বিস্তার, ২ কপট।

প্রতিভাস (পদক ২২৫৬) প্রতিবিম্ব।

প্রপদ (পদক ২৪৬২) চরণের অগ্রভাগ [সং]।

প্রবন্ধ (কৃকী ১৩) কৌশল। ২ (বংশ ৩৮৫৮) প্রযত্ন। ৩ (পদক ১০৭২) তালের বোল।

প্রবোধ (রস ৬৮৬) প্রবৃত্তি, কর্মপ্রবাহ।

প্রমাই (কৃম ৩।২১) পরমায়ু।

প্রমাণ (রস ৬৭৭) অনুভব, উপলব্ধি। ২ (রস ৫৬) নিশ্চয়তা, পরিমাণ, ৩ আয়তন।

প্রয়াস (প্রে বি ১) চেষ্টা, ২ অন্বেষণ।

প্রবর্ত্ত (রস ৫৪৩) প্রবৃত্তিমার্গ।

প্রবীণ (বংশ ১৪১) বড়, ২ অধিক, ৩ নিপুণ।

প্রবেষণ (রসিক পশ্চিম ২।৪০) পরিবেষণ।

প্রসঙ্গ (রস ৭৩৫) প্রবৃত্তি। ২ (বংশ ১৬৯৫) উল্লেখ। ৩ (রস ৯৪৩) আরম্ভ।

প্রসন্ন (বংশ ৭০১৭) প্রকাশিত।

প্রসর (পদক ১৮৫৫) বিস্তৃত।

প্রসর্ণ (কৃম ৫২।৮) প্রসন্ন।

প্রসাদ (গৌত পরি ২১৯) কাব্যের গুণ-বিশেষ। ২ (চৈচ আদি ৫।১৩৮) অনুগ্রহ।

প্রসাহনী (বিদ্যা ৪১) প্রসাধনী।

প্রসূজ্জ্বল (বংশ ৪৩০৩) প্রকৃষ্টরূপে সুষ্ঠু উজ্জ্বল।

প্রহর (রস ২০৫) যোজন—'চৌরাশি সহস্র উর্দ্ধ প্রহর প্রমাণ'।

প্রহার (রস ৭২০) প্রয়োগ ব্যবহার।

প্রহুড়ি (ভক্ত ২১।৫) প্রৌঢ়ি, প্রাগল্‌ভ্য।

প্রহেলি, প্রহেলিকা, প্রহেলী (চৈচ ১৫।২৬৫) হেঁয়ালি তর্জা।

প্রাণী (চণ্ডী ৩৯৩) হৃদয়, প্রাণ—'ঐ ঐ শুন, কিবা বাজে তান, কেমন করিছে প্রাণী'।

প্রায় (চৈচ মধ্য ৪।৯৩) তুল্য।

প্রিয়ক (পদা ৪৫) কদম্ব [সং]।

প্রিয়াজী (পদক ২৮৩৪) শ্রীরাধা।

প্রীত (পদক ৮১৬) প্রীতি, হর্ষ।

প্রীতম (পদক ২৮৩৪) প্রিয়তম [হি°—পীতম্]।

প্রোছন (রাভ ৩৭।৬) ভালরূপে মোছা।

প্রৌঢ়ি (স্বর ৪৮) প্রগল্‌ভতা। ২ (চৈভা অন্ত্য ৪) দৃঢ়তা।

ফ

ফগু (গৌত) আবীর [সং—ফল্গু]।

ফজিয়ত (ভক্ত ২২।১) অন্যায়, ভর্ৎসনা [আ°—ফজীহৎ]।

ফটকান (পদক ৪৭৯) ছোড়া, 'ফটকি হাত বাত নাহি শুনল'।

ফটিক (বিদ্যা ৪০৬) স্ফটিক।

ফড়ি * (বিদ্যা ৭৮৮) ধরিয়া।

ফতে হনূমান্‌—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের তোরণের প্রবেশ-পথে বামদিকে উত্তরাভিমুখী হনূমান্‌। প্রবাদ—এই হনুমানের কৃপায় শ্রীভগবদ্দর্শন 'ফতে' (সিদ্ধ) হয়।

ফন্দা (পদা ১০৪) ফাঁদ [ফা°—ফন্দ, আ°—ফন্]।

ফফ্‌ফরিস * (বিদ্যা ৯) শৃগালের রব।

ফরকানা (পদক ১৩৮৬) ফাঁক করা।

ফরমান (প্রেবি ১৮) হুকুমনামা [ফা]।

ফল (কৃকী ১১৩) প্রতিফল, ২ পরিণাম, দণ্ড।

ফলক (বপ) ঢাল। ২ (তর ১০। ৭১।৫৯) বর্ণে বর্ণে [তুলনীয়—'রং ফলান']।

ফলকা (উ মা ২০) ফোস্‌কা।

ফলমত (বিদ্যা ৫৭১) ফলবান্।

ফলা (কৃম) বাণের অগ্রভাগ। ২ যুক্তাক্ষরে যোজ্য ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন (য,-র,-ল-ফলা)।

ফল্গু—বসন্তকাল, ২ ফাগু, আবীর।

ফবি (বাণী ১৷৩১) সৌন্দর্য।

ফহরানা (স্থর ১০৩) তরঙ্গায়িত হওয়া। ২ (হি গৌ ৪২) পতাকাদি উড়ান।

ফাউলি (বিদ্যা ২৩১) প্রকাশিত।

ফাঁকি (চৈভা আদি ১১।২৯) কূট প্রশ্ন [সং—ফক্কিকা]।

ফাঁদ (চণ্ডী ২২৪) পুচ্ছ, 'চিকণ চূড়ার ছাঁদ, কে নিল বরিহা ফাঁদ'। ২ (চৈচ অন্ত্য ১৫।৬২) কৌশল।

ফাঁপর (চৈচ আদি ১৬।৮৮) কিং-কর্তব্য-বিমূঢ়, বিহ্বল।

ফাগু (বংশ ৬৪৬২) আবীর, ফাগ [সং—ফল্গু]।

ফাটলি (বিদ্যা ৪১) ফাটিল।

ফান্দ (পদক ২০) ফাঁদ, ফাঁস [আ°—ফন্, ফা°—ফন্দ্]।

ফার (কৃম) বিদারিত, 'পাথর বিন্ধিয়া কৈল ফার'।

ফারল (পদা ৪৪২) বিস্তৃত—[মোহন] 'ফারল নয়ন সঘন জল খলই'।

ফারাক্ (গৌত পরি ১,৬৫) পৃথক্ নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত [আ°—ফর্ক্]।

ফাল (কৃকী ২৩৫) প্রসারণ, 'বাহুফাল করিআঁ তখন'।

ফালি (দ ২৩) খণ্ড, ২ বস্ত্রখণ্ড।

ফাব (বিদ্যা ৫০৮) সাজে।

ফিকি মারা (ভক্ত ২১।৬) ছোঁড়া, নিক্ষেপ করা।

ফির (জপ ৩) আর।

ফিরকী (হি গৌ ৪০) ঘূর্ণন।

ফিরত (ক্ষণ ১৷৯) বিচরণ করে।

ফীকা (হি গৌ ১০৫) রসশূন্য, আস্বাদ-হীন।

ফীরোজা (হি গৌ ১৫) পদ্মরাগমণি [ফা°—ফীরোজহ্]।

ফুক (বপ) মুখ হইতে সবেগে নিঃসারিত বায়ু [সং—ফুৎকার]।

ফুকার (পদক ৩০১) ফুৎকার, ঘোষণা। ২ (চৈচ মধ্য ১৮।১২৮) চিৎকার।

ফুগইতে (পদক ৬৯৯) খুলিতে।

ফুজ (বিদ্যা ৫৭৭) খুলিয়া যায়।

ফুজলি (বিদ্যা ২৬৬) মুক্ত, 'ফুজলি কবরী অবনত আনন'।

ফুট (কৃকী ২৪৯) ফোঁটা, বিন্দু।

ফুটক (চণ্ডী ৫৩২) সামান্য, যৎ-কিঞ্চিৎ।

ফুট্‌কলাই (চৈচ অন্ত্য ১০।৭২) ভাজা মটর।

ফুটা (চৈচ আদি ১০।৬৬) ভাঙ্গা, ছিদ্রযুক্ত।

ফুৎকার (চৈচ অন্ত্য ২।৬০) উচ্চ শব্দ, চিৎকার।

ফুয়ল (ক্ষণ ১৮।৫) আলুলায়িত, 'ফুয়ল কবরী উরহি লোল'। ২ উন্মুক্ত, শিথিল। ৩ (চৈম আদি ২। ৯০) ফুল্ল।

ফুর (রতি ২। পদ ৩) স্ফুরিত হয়, ২ উচ্চারিত হয়।

ফুল (ক্ষণ ১৷৯) প্রফুল্লিত।

ফুলধারি (পদক ১৬৩৯) ধারার আকারে পুষ্পবর্ষণ।

ফুললা (বিদ্যা ২১৬) প্রস্ফুটিত।

ফুলবারী (কৃমা ৪১) পুষ্পোদ্যান।

ফুলি (পদক ২৭২৫) আনন্দোচ্ছলিত। ২ পুষ্পযুক্ত।

ফুলেল (বপ) ফুলতৈল, ফুলের গন্ধে সুবাসিত।

ফুসি (বিদ্যা ৪৪০) মিথ্যা কথা।

ফূঁদন (বাণী ৭১) পরিচয়-চিহ্ন।

ফূটা (হি গৌ ৯১) ভগ্ন।

ফূর (পদা ৫৬) প্রফুল্ল, ২ স্পষ্টভাবে, ৩ নিঃসঙ্কোচ।

ফূল (স্থর ১৫) আনন্দ।

ফূলত (অ° পদ ৪) প্রফুল্লিত হয়।

ফূহার (স্থর ৮৭) উদ্দাম, ২ হাস্যাস্পদ।

ফূহী (বৃমা ২৪) মৃদু বর্ষা।

ফেঁক (চণ্ডী ৪৮৯) প্রক্ষেপ।

ফেঁট (স্থর ৭০) অঞ্চল, ২ পাগড়ি। ৩ (স্থর ১৩) কটিবস্ত্র।

ফেড়ি (রাভ ৬।১৪) ফিরাইয়া।

ফেদাই (বিদ্যা ৪৫৭) তাড়িত।

ফেদায়ল (বিদ্যা ১৫) তাড়াইয়া দিল।

ফেনি (গৌত ৩।১।৪) বড় বাতাসা [সং—ফাণিত]।

ফের (তর ৪।৩।২৬) সঙ্কট, দায়।

ফেরবি * (বিদ্যা ৯) শৃগাল। [সং—ফেরব, ফেরু]।

ফেরা (বিদ্যা ৩১৯) ডাকাডাকি, 'কোকিল করইছ ফেরা'।

২ (দ ৫৭) ছিদ্রযুক্ত।

ফেরি (পদক ১৮২) পুনরায়। ২ (ক্রম) পরিক্রমা 'শিশুগণ লয়্যা ফেরি করে দামোদর'।

ফেরু * (বিদ্যা ২০৪) খুলিও।

ফেঁটা (হি গৌ ৫৪) কোমরবন্ধ।

ফৈজতি (চৈচ মধ্য ১২।১২৪) অন্যায়, কলঙ্ক, বিবাদ; [আ°—ফজীহৎ]।

ফোই (পদা ৪৯৩) খুলিয়া।

ফোএ * (বিদ্যা ৮৩৫) খুলিয়া।

ফোকা * (বিদ্যা ৭৬৬) বুদ্‌বুদ।

ফোটা (কৃকী ২৬, ১৩৬) বিন্দু, ২ তিলক।

ফোয় (পদক ১১৪) ধিক্কার।

ফোরল (পদা ৪৪২) ভাঙ্গিল, ছিদ্র করিল।

ফোসকা (চৈচ অন্ত্য ৪।১১৫) বুদ্বুদের মত জলপূর্ণ স্ফোটক [সং—স্ফোটক]।

ব

বঁধুয়া (চৈভা মধ্য ১০।৯) প্রণয়ী [স°—বন্ধু]।

বকবাদ (বাণী ১৫) বৃথা বাক্যব্যয়, বহুভাষণ।

বধাব (বিদ্যা ৭০১) মঙ্গলগীতিকা। ২ আনন্দ-প্রকাশ।

বধি (বিদ্যা ৩৬১) বোধ করিয়া।

বধিক (ক্ষণ ২৩।১১) ব্যাধ।

বধুলি (রসিক পূর্ব ১২।১২৯) বাঁধুলি ফুল। 'বধুলি জিনিয়া দুই অধরের শোভা'।

বধে (অ° ক ৩) বাড়ে।

বন্ধ (পদা ৮৩) লীলা, ভঙ্গী— কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন বন্ধ'। ২ (রস ৫৭৭) বন্ধ—'ঢরঢর বন্ধ'। ৩ (পদক ২৩৮৬) রচনা। ৪ (পদক ১৯০৫) সদৃশ। ৫ * (বিদ্যা ২৬১) লিপ্ত। ৬ * (বিদ্যা ৩৭৬) ধাঁধাঁ। ৭ (বংশ ৩০৯) চেষ্টা। ৮ (বংশ ৩৭৭৩) বন্ধু।

বন্ধনা (স্বর ১২) কণ্ঠাভরণ।

বন্ধান (পদক ২১৭৭) ভঙ্গী, কৌশল [সং—বন্ধন]।

বন্ধুজীব (পদক ১৪৩০) বাঁধুলি ফুল।

বন্ধুর (গৌত ৫।২।৫৭) উচ্চনীচ। ২ (গৌত ৪।২।৪৯) সুন্দর।

বন্ধ্যা (চৈভা আদি ১৫।১৩) লোপ,ভঙ্গ।

বরিহ (পদক ৭২৮) ময়ূর-পুচ্ছ। **বরী** (বংশ ৭৬৫৮) বর্হী, ময়ূর।

বলই (পদা ১৪৯) শোভা পায়, 'ধবলি বিভূষণ অম্বর বলই'।

বলনা (ক্ষণ ৪।৩) ধ্বনি 'কনক নূপুর কটিকিঙ্কিণি-বলনা'।

বলনি (পদা ১৯৫) **বলনী** (ধা ২১) গঠন, নির্মাণ-পরিপাটী; 'কোঁচার বলনি'। ২ (ক্ষণ ৬।১) মাধুরী।

বলমত (বিদ্যা ১৯৬) বলবান্।

বলসি (দ ৫) বলিতেছ।

বলাক (পদক ১০৫০) বকপক্ষী [সং—বলাক]। **বলাকিনী** (পদক ২৪২১) বকী।

বলাব (বিদ্যা) বাজায় 'ধীরে ধীরে মুরলী বলাব'।

বলাহক (পদক ২৯৩০) মেঘ [সং]।

বল্কি (ভক্ত ১) অধিক।

ববা (বাণী ৪৬) সাধু, ২ প্রিয়।

বস (হি গৌ ৪২) বল।

বহলনা (হি গৌ ৪২) আনন্দিত হওয়া।

বহুক (চণ্ডী ১৯২) অনেক।

বহুত (চৈচ আদি ৪।১৪৭) অনেক।

বহুভাগী (পদক ৫৯) মহাভাগ্যবান্।

বহুরি (বাণী ১৩) পুনর্বার। ২ (পদক ৩৯৯) বধূ, পুত্রবধূ। [সং—বধূটী]।

বহুবেরি (চৈচ অন্ত্য ১৪।৯৫) বহুবার।

বহুলাবএ (বিদ্যা ১৬০) ফিরায়।

বাগী (হি গৌ ৫৪) লম্বা ফিঁতা।

বাজার (ধা ৯) পথ, রাস্তা।

বান্ধন (রস ৬৮৪) সম্বন্ধযুক্ত করা।

বান্ধা (বংশ ৪২১৮) বন্ধ্যা, ২ বন্ধক।

বান্ধুলী (গৌত ৩।১।২৮) বন্ধুক পুষ্প।

বাপা (চণ্ডী ৭৪১) পিতা, 'মায়ের যেমন বাপার তেমন'।

বাপু (তর ৯।৭।৯২) বৎস।

বাপুর (বিদ্যা ১০৬) বেচারা।

বাপে (তর ১।৩।১৪) পিতাকে।

বালভ (বিদ্যা ৩৯৩) বল্লভ।

বালম (স্বর ৮৯) স্বামী, ২ প্রিয়।

বালা (কৃকী ২) বালক। ২ (বংশ ৬০১) নবযুবতি। **-জন** (ক্ষণ ১।৯) অবলা, তরুণী।

বালী (কৃকী ২) বালিকা।

বাহ (পদক ১০৮৮) বাহু। **বাহি** (অ° দো ১৭) ভুজে।

বিবাধ (বিদ্যা ৩৪৭) বন্ধন, অবরোধ, নিগ্রহ।
বিবুধ (পদা ২০৯) রসিক।
বুড়ল (বিদ্যা ৩১৪) ডুবাইয়া দিল।
বুড়াত (স্বর ২) ডুবিয়া যায়। **বুড়িল** (চৈচ মধ্য ২১।৩১) মগ্ন হইল।
বুঢ়া (পদক ৩০৩৭) বৃদ্ধ। **বুঢ়িয়া** (পদক ১১৩২) বৃদ্ধা।
বুধি (বিদ্যা ৫৮৪) বুধ, পণ্ডিত। ২ (পদা ৩১১) বুদ্ধি।
বুনিফোতো (চৈচ আদি ১৩।১১৩) শিশুর পরিধেয় জামা, চাদরাদি।
বুর (নির ১৮) নিমগ্ন।
বুহারী (স্বর ৫৮) ঝাড়ু।
বূর (পদক ১৮৮৪) নিমজ্জিত।
বোধায় (দ ৪৩) বুঝায়।
বোধবি (বিদ্যা ২৭৩) ভুলাইবু।
বোধি (পদা ৪৯২) প্রবোধ—'বুঝলহুঁ বহুবিধ বোধি'।
বোরনা (হি গৌ ৮৭) নিমজ্জিত করা।
বোরী (চা° অ ১৬) পরিপূর্ণ।
ব্রহ্ম (কৃমা ৮৭।১৬) ব্রহ্মরন্ধ্র। 'ছাড়িল পরাণ কংস বিশ্বরূপ-ভরে। ব্রহ্ম ফাটি তেজ পড়ে প্রভুর শরীরে'॥

ভ

ভআঁ (কৃকী ১০৮) হইয়া।
ভআউনি * (বিদ্যা ৮৫) ভয়ানক।
ভই (ক্ষণ ১৬) হয়, হইয়া, হইল।
 ভইল (কৃকী ৫৩) হইল।
ভইসুর * (বিদ্যা ২০৪) ভাসুর।
ভএ (বিদ্যা ১৪৮) হইয়া, ২ (কৃকী ৪৬) ভয়।
ভএসক * (বিদ্যা ৩৬) হইতে পারিল।
ভঁউ (বিদ্যা ১৪) ভ্রূ। 'ভঁউ হেরি কথা পুছহ জনু'।
ভ গু (বিদ্যা ৪৯) ভগ্ন হইল।
ভঁরাতি (বিদ্যা ২৯৫) ভ্রান্তি।
ভুঁবর (বাণী ৩৬) আবর্ত্ত।
ভক্ষ (রস ৭০০) ভক্ষ্য বস্তু।
ভখি (অ° পদ ৭) ভক্ষণ করিয়া।
ভঙন (পদক ১৬৯৮) গৃহ [সং—ভবন]।
ভঙ্গ (পদক ৩৮) নিবৃত্তি, ২ (পদক ৭০) ভঙ্গী, ৩ (পদক ২৭) ভগ্ন। ৪ (চৈভা মধ্য ২।২৮৩) পরাজয়, পরাভব।
ভঙ্গিমা (চৈভা অন্ত্য ৭।১১৬) ভঙ্গী।
ভচ্ছিল (তর ৫।৩।১৭) ভৎর্সনা করিল।
ভজহুঁ (গোবিন্দ ৪৩৩) ভজন কর।
ভজিআঁ (কৃকী ৪২) অনুনয় করিয়া।
ভজোঁ (প্রা ৪৮) যেন ভজন করিতে পারি।
ভঞিষা (পদক ২৭৯৮) মহিষ [হি°—ভৈঁসা]।
ভএে (কৃকী ৩৮৯) ভয়ে।
ভএূই (বিদ্যা ৫০৯) ভ্রূ।
ভএেঁ (কৃকী ৩৮৯) ভয়ে।
ভট (পদক ১৬) যোদ্ধা।
ভটকত (অ° পদ ৪) অযথা ভ্রমণ।
ভটিক (চৈম মধ্য ৬।২৫) আভরণ-বিশেষ।
ভটু (বট ১১৯) স্ত্রীগণের সম্মানসূচক শব্দ।
ভট্টিমা (তর ১০।৫।৯) বংশচরিত বা মহিমাসূচক স্তুতি, 'উচ্চস্বরে ভট্টিমা পঢ়িল ভাটগণে'।
ভণত (স্বর ১৭) পাঠ করিতে।
ভণ্ড (চৈভা মধ্য ১৩।৯০) শঠ, প্রতারক।
ভণ্ডনা (তর ৯।৪।১৪) বঞ্চনা।
ভদ্র করান (চৈচ মধ্য ২০।৭০) ক্ষৌর-কার্য করান।
ভনক (স্বর ৫৪) অল্প শব্দ।
ভনাবথি (বিদ্যা ৪৮২) বলায়,
 ভণিঅত্র * (বিদ্যা ৩৫৪) বলে।
ভময়ে (বিদ্যা ২৯৭) ঘুরে।
ভমিকরি (বিদ্যা ৪৩৬) ভ্রমণকারী।
ভয়মনী (কৃকী ২১২) ত্রস্তমনাঃ।
ভয়াউনি (বিদ্যা ২৯৪) ভয়ানক।
ভয়াল (ভক্ত ৭।১) ভয়ঙ্কর।
ভয়ে (বিদ্যা ৪১) হইয়া।
ভর (দ ৪৮) আগ্রহ, ২ (দ ৫৯) পূর্ণ (কৃকী ১০৯) 'ভরযুবতী'। ৩ (কৃকী ৬৫) ভার। ৪ (কৃকী ৩৯৪) নির্ভর।
ভরইত * (বিদ্যা ৩৪৫) নির্দিষ্টা গতি।
ভর করী (কৃকী ২৭৭) পড়িয়া, শয়ন করিয়া।
ভরছন (পদক ৪২৮) ভৎর্সনা।

ভরনি (স্থর ৮৩) পোষাক।

ভরম (পদক ৭৬০) ভ্রম, ভ্রান্তি; ২ সম্ভ্রম, সঙ্কোচ। ৩ (ধা ১৭) মান, ৪ (বপ ৫।১) ভ্রমণ।

ভরমলি (বিদ্যা ৫৯৯) ভ্রমযুক্তা।

ভরমহি (পদক ২৭৫৩), **ভরমহু** (রতি ৩। প ৬) ভ্রমবশতঃ।

ভরমৈতে (বিদ্যা ৪৩৬) ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

ভরলা * (বিদ্যা ৩৩) পূর্ণ।

ভরস (কৃকী ৩৪৫) প্রবোধ।

ভরসি (দ ১০) বিশ্বাস করিয়া।

ভরা (কৃকী ১১৮) বোঝা, ভার।

ভরাঁতি (পদক ৩৫৮) ভ্রান্তি।

ভরিতহুঁ (বিদ্যা ৮১২) ধারণ করিতাম।

ভরিপূর (পদক ৯০) পরিপূর্ণ।

ভরি ভরি আঁখিয়ন্ (স্থর ৪২) তৃপ্তিমত দেখা।

ভরু (বিদ্যা ২৭৬) ভরিল। ২ পূর্ণ।

ভরোস * (বিদ্যা ৫৭৫) ভরসায়।

ভর্চনা (কৃমা ৭৬।২৪) ভর্ৎসনা।

ভবিতব্য (চৈভা আদি ১৪।১৮৩) বিধিলিপি।

ভব্য লোক (চৈচ আদি ১৭।১৩৭) শিষ্ট জন।

ভষল (কৃকী ৪৫) ভ্রমর, 'ভুখিল ভষলে'।

ভসম (গোবিন্দ ৩১) ভস্ম।

ভহ * (বিদ্যা ৪৪৭) হইয়া।

ভাইআল (কৃম) ভ্রাতৃত্ব, 'সহজে যাদব-বংশে আছয়ে ভাইআল'।

ভাওই (পদা ৫৪) ভাল লাগা—'তাকর মনহি না ভাওই আন'। [সং—ভাতি]। ২ (পদক ৭৫৭) ভ্রাতৃবধূ [সং—ভ্রাতৃজায়া, হি°—ভারজ, ব্রজ°—ভৌজি, ভাবী]।

ভাওন (পদা ৪৪৮) ভীষণ, 'আওয়ে শাওণ, বরিখে ভাওন'।

ভাওনা (পদক ২৮৯৩) ভাবনা।

ভাওনি (পদা ৬) ভঙ্গী—'জগমনো-মোহন ভাওনি রে'।

ভাঁউ (পদক ২৬১) ভ্রূ, 'ভাঁউ কামান কটাখ তিখন'।

ভাঁউরি (বিজয় ৮।৮) ভ্রমি, কুম্ভ-কারের চক্র; 'কৃষ্ণেরে ফিরায় যেন চাক-ভাঁউরি'।

ভাঁগি (বিদ্যা ১২৪) ভাঙ্গিয়া।

ভাঁগিবাকে (বিদ্যা ৭৯) ভাঙ্গিতে।

ভাঁটি (কৃকী ২০৬) ঘণ্টাকর্ণ।

ভাঁড় (ভক্ত ২২।৩) বিদূষক [সং—ভণ্ড]। **ভাঁড়া** (তর ৮।৬।৪৪) বঞ্চনা করা।

ভাঁতি (গৌ ১।৭) প্রকার, 'যদি কোন ভাতি, তাক মুখ দরশন'। ২ (পদা ৩৬) ভঙ্গী, কৌশল; 'ঐছন ভাঁতি করি তারল ত্রিভুবন'।

ভাঁতিয়া (বপ ৩০।৩) ভঙ্গীতে।

ভাক (ক্ষণ ১১।১১) বচন। 'গদগদ ভাকে আলাপই লুহলুহু'। **ভাখ** (বিদ্যা ৯৭) বল, কহ। ২ (পদক ৩৬৬) ভাষা, বাক্য। **ভাখই** (এ ১) কহিতেছে। **ভাখব** (গৌত ২।৪।২৬) বলিব। **ভাখি** (গৌত ৫।৫।২৮), **ভাখী** (বিদ্যা ৮৮) বাক্য।

ভা খীণ (পদা) দীপ্তিহীন।

ভাগ (বিদ্যা ১৭) ভাগ্যবান্। ২ (অ° দো ৫৩) সৌভাগ্য। ৩ (চৈচ মধ্য ১৮ ২৪) পলাও। **ভাগত** (পদক ১১) পলায়ন করে।

ভাগল (বিদ্যা ১৬১) পলায়িত।

ভাগি (পদা ২২৫) ভাগ্য, অদৃষ্ট।

ভাগী (চৈভা মধ্য ২৬) অংশীদার।

ভাগু (বিদ্যা ৪১) ভাঙ্গিল।

ভাগে (চণ্ডী ৮) শোভা পায়।

ভাঙ (পদক ২১৫৪) ভঙ্গী, ২ (গৌত ৩।১।৬)ভ্রূ।

ভাঙনি (ক্ষণ ১৫।১) ভ্রূভঙ্গী, ২ ভঙ্গী।

ভাঙরি (তর ১০।৪৬।৮১) চক্রাকারে ঘূর্ণন। 'ভাঙরি ফিরিলে যেন ফিরয়ে ধরণী'।

ভাঙু (গোবিন্দ ২৩) ভ্রূ।

ভাঙুর (পদক ১১০৩) বক্র।

ভাঙ্গড় (বংশ ৪২০) ভাংখোর।

ভাঙ্গল (পদক ৯৯৬) ভগ্ন।

ভাঙ্গান (চণ্ডী ১২৬) হিসাব করা। 'কিবা চাহ দান রসাল মিশালে আসি ভাঙ্গাইয়া লেহ'। ২ (চণ্ডী ১২৪) কম দেওয়া—'যা নিবে তা দিব, নাহি ভাঙ্গাইব, সবারে ছাড়িয়া দিহ'।

ভাঙ্গিল (কৃকী ৭) ভগ্ন, 'শ্বেত চামর সম কেশে। কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে'।

ভাজ (দ ৬১) পলায়ন।

ভাজন (দ ৪৬) পাত্র।

ভাজে (দ ৩৯) কঠোর বাক্যে পীড়িত করে, ২ (পদক ২৫৮৩) পলায়ন করে, ভাগে।

ভাট (দ ৯১) বন্দী, স্তুতিপাঠক। [সং—ভট্ট]।

ভাড়িয়া (পদক ২২০৬) ভেড়ুয়া, নর্ত্তকীর নীচ অনুচর। ২ স্ত্রৈণ।

ভাড়্যা (গৌত ৬।১।২০) ঠকাইয়া, এড়াইয়া।

ভাণ (চৈচ আদি ১৩।১১৫) তুল্য। ২ (পদক ৩১) বলে।

ভাণ্ড (কৃকী ১১৯) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ভাণ্ডান (চৈভা আদি ৪।১১৭) প্রতারণা বা বঞ্চনা করা।

ভাতি (চৈচ অন্ত্য ১৮।১০১) রকম। ২ (পদক ১০৩৫) ভঙ্গী, শোভা, কৌশল।
ভাতিয়া (গৌত ৩।২।৮০) ভঙ্গী, ২ দীপ্তি, ৩ ভঙ্গীযুক্ত।
ভাদর (বিগ্বা ৪৯৬), **ভাদো** (পদক ১৭৩৬) ভাদ্র।
ভান (চৈচ আদি ১৩।১১৬) ভ্রম, ২ সদৃশ, ৩ দীপ্তি। ৪ (বিগ্বা ৮৮৮) অনুমান। ৫ (বিদ্যা ৬৬৩) জ্ঞান।
ভানু (গৌত ৩।১।৭৫) কিরণ, কান্তি। ২ (পদক ৬৪২) সূর্য। ৩ বৃষভানু রাজা।
ভানে (গৌত) সমান, সদৃশ।
ভান্তি (র° ম° পূর্ব ৬।১৭) প্রকার।
ভামা (পদক ২৯৬৬) মানিনী নায়িকা [সং]।
ভামিনী (ক্ষণ ৪।১০) কোপনা নারী, বামা।
ভায় (অ° দো° ৬০) ভাব। ২ (চণ্ডী ১৮৩) ভাল লাগে, বোধ হয়, প্রকাশ পায়—'তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়' [সং—ভাতি]।
ভায়ি (কৃকী ৯৬) ভ্রাতা।
ভার (দ ৫৮) বোঝা, ২ দুর্ভর, ৩ (পদক ১৬৩) সমূহ।
ভারিভুরি (চৈচ মধ্য ৮।২৭৭) চতুরতা, বঞ্চনা।
ভাল (গৌত ৫।১।৪৯) দীপ্তি, শোভা। ২ (পদা ৬৭৫) ললাট। ৩ (পদক ৩৮৫) উত্তম। **-মণে** (কৃকী ১৯৪) উত্তমরূপে।
ভালা (কৃকী ২০৭) ভল্লাতক।
ভালাই (বংশ প ৮৩৮) মঙ্গল।
ভালে (তর ১৩।৪) উত্তমরূপে।
ভাব (রস ৭৪৭) বিলাস, রসাস্বাদন। ২ (চৈচ মধ্য ১৮।৩৬) ইচ্ছা। ৩ (কৃকী ৪০) চিন্তা কর।
ভাবক (চৈচ আদি ৭।৪০) ভাব-প্রবণ লোক।
ভাবকালি (চৈচ মধ্য ১৭।১২০) ভাবুকতা, কৃত্রিম-ভাব-প্রদর্শন।
ভাবন (রস ৬৭৬) কল্পনা। ২ (কৃকী ১৯৩) নাগরীপনা।
ভাবয় (বিগ্বা ৭১৯) ভাল লাগা, 'শেজ কুসুম নহি ভাবয় সজনী বিষসম চন্দনচীর'।
ভাবিনী (পদা ২৫৬) ভাবযুক্তা, ২ (ধ্যা ২২) ধ্যানপরায়ণা।
ভাবী (দু শেষ ১৬৭) ভাবযুক্ত। ২ (কৃকী ২৪৮) ভাবিয়া।
ভাবৈ (স্মর ৩৩) ভাল লাগে।
ভাব্য (বংশ ২২৭৪) ভাবনা।
ভাষ (পদক ৩) ভাষা, ২ (পদক ১১১২) মাহাত্ম্য। ৩ (কৃকী ৪৫) শৃঙ্খলা। ৪ (কৃকী ৩১৮) শ্রদ্ধা।
ভাষণি (পদক ৩) বাণী, বাক্য।
ভাষা (রস ১০) কথা। ২ (তর ১।১।১৮) প্রাদেশিক ভাষা—যথা বাঙ্গালা, উড়িয়া, বিহারী, গুজরাটী প্রভৃতি। ৩ প্রাদেশিক ভাষায় কৃত গদ্য বা পদ্য অনুবাদ।
ভাস (পদক ১৬২১) কান্তি। ২ (চৈচ আদি ১৩।১০১) আভাস, ইঙ্গিত। ৩ (নির ১) প্রকাশ।
ভাসা (বিগ্বা ৩২০) আভাস। **ভাসে** (বংশ ৩১৫০) মনে উদিত হয়।
ভিক্ষা (চৈচ আদি ৭।১৪৪) সন্ন্যাসির ভোজন। **ভিখ** (কৃকী ৩১৮) ভিক্ষা।
ভিগ্ (পদক ৭২৩) আর্দ্র হওয়া, সিক্ত হওয়া।
ভিড় (চৈচ মধ্য ১০।১৮৬) নিবিড় জনতা।
ভিড়া (দ ৬৫) নিকটে আসা, ২ সংলগ্ন হওয়া।
ভিত (চৈচ মধ্য ১৫।৮১) দেওয়াল। ২ (চৈভা আদি ১১।৪০) দিক্, পার্শ্ব। 'আর কোন্ কার্যে বা চলিলা কোন্ ভিত'। ৩ (কৃকী ১২৫) অবসর, সুযোগ [সং—ভিত্তি]।
ভিতর বিজয় (চৈচ মধ্য ১৪।২৪৪) শ্রীজগন্নাথের পুনর্যাত্রায় শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমন জন্য যাত্রা। ২ চন্দনযাত্রার ২১ দিন নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলির পরেও আবার ভিতরে ২১ দিন জলকেলি হয়, তাহাকেও 'ভিতর বিজয়' বলে।
ভিত্তি (চৈচ মধ্য ১২।৯৪) দেওয়াল।
ভিন (পদক ১০৬) ভিন্ন। ২ (পদক ২৫০) ছিন্ন।
ভিন সরবা (বিগ্বা ৭১২) প্রাতঃকাল। 'রাতি যখনি ভিন সরবারে পিয়া অওল হমার'।
ভিনাভিনি (চৈম সূত্র ২।৫১৭) পরস্পর ভিন্ন—'না দিবা রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনাভিনি'।
ভিন্ন (কৃমা ২২।১৩) বিপরীত—'ধাউড় গোপাল বলরামে করে ভিন্ন'। ২ (পদক ২৪৬২) স্বতন্ত্র, পৃথক্।
ভিন্নযোগ (রস ৪৬৩) স্বতন্ত্র ভাব।
ভিমরুল (চৈচ মধ্য ২০।১১৮) বোলতা-জাতীয় বিষধর পতঙ্গ [সংস্কৃতে—ভৃঙ্গরোল]।
ভিয়ান (চৈচ অন্ত্য ৯।৮২) পরিপাটী। ২ (পদক ৮৯০) মিঠাইর পাক। ৩ (দ ৫৭) আয়োজন। ৪ (দ ১১৯) অভিনয়।
ভিলোল (কৃকী ২০৭) লোধ্রবৃক্ষ।

ভীগ (পদক ২৬৪৫) সিক্ত হওয়া।
ভীড়ি (রাভ ৫৪।১০) সম্মিলিত হইয়া।
ভীত (পদক ১৯৪৪) দেওয়াল, প্রাচীর। ২ (ক্ষণ ১।১১) ভীতি, ভয়। ৩ (কৃকী ২৫৯) দিক্, পার্শ্ব। **-ভীত** (গৌত ৫।২।৬৪) দিকে দিকে।
ভীনে (চা অ° ১৭) সিক্ত। ২ (কৃকী ১৯৪) পৃথক্ [সং—ভিন্ন]।
ভীর (স্বর ১৮) ভয়। ২ (গৌত) লোক-সংঘট্ট।
ভুক (পদক ৮১০) ক্ষুধা [সং—বুভুক্ষা]।
ভুকিল (পদক ১২১২) ফুটিল, বিঁধিল। ২ (কৃকী ৪৫) ক্ষুধার্ত্ত।
ভুখল (বিদ্যা ১৪৯), **ভুখলি** (পদক ১৯১৮), **ভুখা** (দ ৫৯), **ভুখিল** (পদক ২২২) ক্ষুধিত [সং—বুভুক্ষিত]।
ভুগুতল (বিদ্যা ৪২৮) ভুক্ত।
ভুজগ-গুরু (পদক ১০০১) সাপের ওঝা।
ভুজঙ্গম-রাজ (পদক ১৩১) সর্পরাজ। ২ নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ।
ভুঞ্জন (দ ৪) ভোগ করা।
ভুনিফোতা (চৈচ আদি ১৩।১১২) চাদর-বিশেষ।
ভুরুহী (কৃকী ৯৩), **ভুব** (স্বর ২৮) ভ্রূ।
ভুঁইচম্পা (রসিক উত্তর ৬।৩৯) দীপ-বিশেষ।
ভুঁইমালী (চৈচ অন্ত্য ১৬।১৪) হড্ডী-তুল্য জাতি-বিশেষ।
ভুখন (পদা ৩৭৯) ভূষণ।
ভুঞা (চৈচ মধ্য ২০।১৮) সামন্ত রাজা, জমিদার [সং—ভৌমিক]।
ভুতা (চণ্ডী ৫১) ভূত, উপদেবতা। 'রোঝা ওঝা আন গিয়া পেয়েছে কি ভুতা'।
ভুমিক (চৈচ মধ্য ১০।১৬) জমিদার।
ভৃঙ্গপাখী (গৌত ৩।১।২৬) ভীমরাজ পক্ষী, ২ ফিঙ্গা।
ভৃঙ্গার (পদক ৩০৬৭) জলপাত্র [সং]।
ভৃঙ্গী (পদক ২৭৯৫) পুলিন্দকন্যা।
ভেউ ভেউ (চৈচ মধ্য ১২।১৮৩) শৃগাল-কুক্কুরাদির ধ্বনি।
ভেউর (বৃলী ৩১), **ভেউল** (চৈম আদি ১।৪৬৬) ভেরী।
ভেও (পদক ২৮৫৮) হইল [সং—ভূতম্, ব্রজ°—ভএ]।
ভেক (গৌত পরি ১।৭৪) সজ্জা, 'ভকতের ভেক ধরে' [সং—বেষ]।
ভেখ (বিদ্যা ১৮১) সজ্জা, বেষ।
ভেজনা (পদক ৮৮) পাঠান,'তোহারি নিয়ড়ে মোরে ভেজল কান'।
ভেজান (তর ১০৪৯।১৪) অগ্নি সংযোগ করা।
ভেট (পদক ৮৩) সাক্ষাৎকার। ২ (চৈচ মধ্য ২।৭৩) উপহার। **-ঘাট** (তর ১০।৩৯।২৭) উপহার-সমূহ।
ভেটা (পদক ১১৯৫) ক্রীড়ায় বিজেতার উপহার। **ভেটান** (বংশ ৪১৫৮) উপহার দেওয়া। ২ (তর ৯।৭।৮৬) সাক্ষাৎ করা।
ভেড়ে (দ ৬৪) কাপুরুষ, ২ ভণ্ড, ৩ গালিবাচক [সং—ভেড়]।
ভেদ (রস ১১১) মর্ম, ২ (পদা ৩২৪) বিদারক, পীড়াদায়ক ; 'শুনিতে মরমক ভেদ'। ৩ (পদক ৯১১) বিভিন্নতা।
ভেপু (পদক ৯৫৫) একপ্রকার বাঁশী।
ভেম (বিদ্যা ৫০৪) ভীমরুল।
ভেরী (স্বর ৫৬), **ভেরু** (রস ৬৩) পটহ, জয়ঢাক [সং—ভেরী]।
ভেল (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) হয়, ঘটে। ২ দেখ।
ভেলা (হি গৌ ১৫) মিলন, ২ (চৈভা অন্ত্য ১।১৮৬) কাঠ বা কলা-গাছ দ্বারা প্রস্তুত ক্ষুদ্র নৌকা।
ভেলৌহ * (বিদ্যা ৫৯১) হইয়াছি।
ভেল্‌কি (চৈভা আদি ৪।১৩০) ধাঁধা, যাদু।
ভেস * (বিদ্যা ৪৬২) বেশ।
ভৈ, ভৈই (পদা ২৫১) হইয়া, হইল। 'দুহুঁ অতিরোখে বিমুখ ভৈই বৈঠি'।
ভৈগেও (দ ১১৬), **ভৈগেল** (দ ১) **ভৈল** (কৃকী ৪) হইল।
ভোঁঞি (কৃকী ১৬১) ভ্রূ।
ভোই (অ° দো ১১) সিক্ত করিয়া।
ভোক্ (তর ১০২৫।৪৩) ক্ষুধা [সং—বুভুক্ষা]।
ভোক্‌শোষ (চৈচ মধ্য ৪।২৬) ক্ষুধা তৃষ্ণা।
ভোখ (কৃকী ১০৮) ক্ষুধা।
ভোখত (নির ১) ভোগ করে।
ভোগাঙ্গ (রস ৫১১) জ্ঞানেন্দ্রিয়।
ভোজপাত (কৃকী ২০৭) ভূর্জপত্র।
ভোজাই (ভক্ত ৯।১) ভ্রাতৃজায়া।
ভোটকম্বল (চৈচ মধ্য ২০।৪৪) [ভোট=ভুতস্থান বা ভুটান দেশ] ভুটান-দেশজাত কম্বল।
ভোড়া (রসিক উত্তর ৪।২৬) পদ, 'এক ভোড়া আজ্ঞা ভাঙ্গি যাবে যেই জন'।
ভোমে (কৃমা ১৭।৬) ভূমিতে।
ভোয় (অ° দো ২৭) সিক্ত।
ভোর (দ ১৫) বিহ্বল, ২ আত্মহারা ৩ ব্যাকুল। ৪ (পদা ২৪৩)

পরিপূর্ণ। ৫ প্রত্যুষ ; ৬ * (বিদ্যা ২৭৬) ভ্রম। **ভোরণী** (পদা ২৭১) বিহ্বলতা-কারিণী। 'ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী'।

ভোরলি (গোবিন্দ ৩৭৩) মত্ত হইয়াছ। **ভোরা** (বিদ্যা ৭৯১) ভ্রম। ২ (চৈম সূত্র ১।১২৮) বিহ্বল।

ভোরি (পদা ২৪১) বিমুগ্ধ—'বুঝলম খলজন-বচনহি ভোরি'। ২ আসক্ত, ৩ বিহ্বল। ৪ (পদা ৪৪৯) ভুলিয়া।

ভোল (চৈভা আদি ৪।১৩৫) [ভুল শব্দের অপভ্রংশ] ভ্রম, মোহ। 'অদ্ভুত দেখিয়া সভে পড়িলেন ভোলে'। ২ (প্রেচ ২।১৯) প্রলোভন। ৩ (কৃকী ৬০) বিহ্বল, 'মুনিমন হয় ভোলা'।

ভোহ (সূর ৩৭) ভ্রূ।

ভৌঁহভাঙ্গি (বিদ্যা ১৩) ভ্রূভঙ্গী 'ভৌঁহভাঙ্গি লোচন ভেল আড়'।

ভৌন (বাণী ৩২) গৃহ [সং—ভবন]।

ভ্রম (চৈচ অন্ত্য ১৮।৪) ভ্রমণ, ২ (চৈচ অন্ত্য ১৮।২৬) ভুল।

ভ্রমি (পদক ১৫৪৫) ঘূর্ণন।

ভ্রসা (চণ্ডী ৮৭) ভ্রূ—'নয়ান বয়ান ভ্রসা'।

ভ্রুহি, ভ্রূহি (কৃকী ৬, ৬২) ভ্রূ।

ম

মঅন * (বিদ্যা ৩২) মদন।

মইল (বিজয় ৬৩।৫৯) মরিল, ২ (চৈম মধ্য ১৪।৮৩) মৃত।

মইলম লাগি [উৎকলীয়] পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের বেশ-পরিবর্ত্তন।

মউর (পদক ১৯) ময়ূর।

মকর (পদক ৮৭২) কুম্ভীর।

মকরকেতন—কন্দর্প, ২ মকর-চিহ্নিত ধ্বজা।

মকরি (বপ) তিলক।

মকান (দ ৭৩) উন্মুক্ত করা।

মকুলিত (পদক ৮৩) মুকুলিত।

মকুর (পদক ২০৯) মুকুর, দর্পণ।

মক্রেমাস (রসিক উত্তর ১৬।৫৮) মাঘমাস।

মক্‌ররি (চৈচ অন্ত্য ৬।১৮) ইজারা, স্থায়ি বন্দোবস্ত [আ°—মুকর্‌রর্]।

মখ (পদক ১২৪৪) যজ্ঞ [সং]।

মগ (সূর ৩৫) পথ [সং—মার্গ]।

মগইতে (বিদ্যা ১৮৬) চাহিতে।

মগ জোবত (সূর ৩৫) প্রতীক্ষা করিতেছে।

মগত * (বিদ্যা ৭৮৮) প্রার্থী।

মগনা (বিদ্যা ১১১) মাগা, প্রার্থনা করা।

মগর (কৃকী ৩৩৩) মকর। ২ (কৃকী ৩৪৬) পদাভরণ।

মগরা (গৌত ২।২।২), **মগরাখাড়ু** (কৃমা ২০।৩) মকরমুখবিশিষ্ট বাঁকান মল।

মঙ্গলা (চণ্ডী ১৮৬) শ্রীকৃষ্ণের ধেনু-বিশেষ।

মচলাঈ (হি গৌ ৪২) ঔদ্ধত্য, চাপল্য।

মজিঠ (বিদ্যা ৮২০) মঞ্জিষ্ঠা।

মজুমদার (চৈচ অন্ত্য ৩।১৬৫) নবাবী আমলে রাজস্বের হিসাব-রক্ষক। ২ কুল-পদবী [ফা°—মজ্‌মু-আদার]।

মজুরি, মজুরী (কৃকী ১৭৪) পারি-শ্রমিক [ফা°—মজ্‌দুর্+বাং ই, ঈ]।

মঝু (রতি ১। পদ ১) আমার, 'আজু মঝু শুভদিন ভেলা' [সং—মহম্‌]।

মঞি (চণ্ডী ৬৮৭) মরি, 'যার লাগি মঞি সে হইল নিদয়া'।

মঞে (বিদ্যা ৪৮) আমি, 'তুয়া পদ ন সেবল, যুবতি মতি মঞে মেলি'।

মঞ্চ (রসিক পূর্ব ১।১৮৬) মর্ত্ত্য, 'স্বর্গে দেবগণ শুনে মঞ্চে সাধুগণ'।

মঞ্জরি (পদক ১৯৯) মুকুল, ২ অঙ্কুর [সং]।

মঞ্জীর (পদক ২) নূপুর [সং]।

মঞ্জু (গৌত ২।৩।২২) মনোজ্ঞ, সুন্দর [সং]।

মটক (সূর ২৪) ভঙ্গী।

মটকী (দ ১৯) মাটির ছোট কলসী।

মট্‌কী (পদক ২৭৬১) গোদোহন-ভাণ্ড।

মট্‌কামটকি (বিজয় ৪২।১৯) [হি° —মট্‌কানা] মট্‌ করিয়া দেহের শব্দ হয়, এইরূপ উদ্দেশ্যে পরস্পর লড়াই। 'মট্‌কামট্‌কি তবে হইল মহারণ'।

মট্‌য়ারো (অ° পদ ৩) বিবেকহীন তরুণ ব্যক্তি।

মড়ক (পদক ৯৫৪) কীটাদি-জনিত জীর্ণতা। [২ মহামারী, সং—মরক]।

মড়া (চৈচ অন্ত্য ১৮।৫১) মৃত। ২ (পদক ৭৯০) মোড়া।

মড্ডু (বুলী ২) রাসস্থলীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র।

মঢ়িত (পদা ৬০৮) মণ্ডিত, বেষ্টিত।

মণি (পদক ৭৯১) রত্ন, ২ (পদক ১৩) শ্রেষ্ঠ [সং]।

মণিঠাম (বিদ্যা ৫৫৬) মণিবন্ধ।

মণিত (পদা ৩৪২) রতিসুখ জনিত ধ্বনিবিশেষ [সং]।

মণিমা (চৈচ মধ্য ১৩।১৪) উৎকলে পূজনীয় ব্যক্তি ও রাজার প্রতি সম্বোধনে ব্যবহার্য পদ।

মণিরাজ (পদক ৭০৪) কৌস্তভ।

মণ্ডল (রস ৬৪) গোলাকার।

মণ্ডবস্ত্র (চৈভা অন্ত্য ১০।১০৫) মাড়-সংযুক্ত অধৌত কাপড়।

মণ্ডা (চৈচ অন্ত্য ১০।১১৮) সন্দেশ-জাতীয় মিষ্টান্ন।

মত (পদক ২৪২৯) মত্ত, ২ (পদক ১৪) প্রকার, ৩ * (বিদ্যা ২৮৩) মন্ত্র।

মতঙ্গ (পদক ৫৩), **মতঙ্গজ** (পদক ১০৯) হস্তী [সং—মাতঙ্গ]।

মতবারে (স্থর ১১) মত্ত।

মতি (বিদ্যা ৫০) মন্ত্রী। ২ (পদক ১৯৯) বুদ্ধি। ৩ (পদক ১১৫৩) [হিন্দী—মৈৎ] নিষেধার্থে অব্যয়।

মতিনাস (বংশ ১২৬) নষ্টমতি।

মতিম (দ ১৫) মুক্তা।

মতিমন্ত (পদক ২১৯) মতিমান্, সুচতুর।

মৎ (চৈচ মধ্য ৬।১০৮) [ব্য] নিষেধে।

মথনি (চৈচ মধ্য ৪।৭৪) নবনীত, ২ (পদক ২৫৫৭) মাঠা।

মথনী (দ ৪৬) মাখন।

মদন-শয়ান (পদক ১১৫) বিলাস-শয্যা।

মধত (পদক ৪৯০) মধ্যস্থ, ঘটক।

মধথে (বিদ্যা ১০৩) মধ্যস্থে।

মধি (গৌত ২।২।২৩) মধ্যে, 'উড়ু-মধি বিধু উপমা কি সে'?

মধু পদক ১৬৩৪) পুষ্পরস, ২ অমৃত, ৩ (পদক ৩১৩) বসন্ত।

মধুকর (পদক ১৫০০), **মধুপ** (পদক ২৬৪) ভ্রমর।

মধুপুর (বংশ ৯৪) মথুরা।

মধুমাস (বংশ ৬৩৪৩) চৈত্রমাস, ২ বসন্তকাল।

মধুরি, মধুরী (বিদ্যা ২১) বান্ধুলী পুষ্প, ২ মাধুর্য।

মধুরুচি—শ্রীজগন্নাথের ছত্রভোগের উপকরণ। পাকা তেঁতুলের মণ্ড, গুড়, চাউলগুঁড়া, নারিকেল-কোরা ও মিষ্ট কুমড়া লবণ দিয়া সিদ্ধ করিবে; পরে জিরা, মৌরি, সরিষা ও মেথি ফোড়ন দিয়া সম্বরা দিবে।

মধুহারী (রস ৮৭১) মৌমাছি।

মধ্যতি (পদক ৫৭৬) মধ্যস্থ।

মনইতে (পদা ২১১) মনে করিতে। 'মনইতে মরমে, মনোরথ মাধুরি, মনমথ মনমথ মারি'।

মনকথা (ভক্ত ১৬।২) বাসনা।

মনঃকলা (চৈভা আদি ৪।১১৪) মনে মনে লোভনীয় বস্তুপ্রাপ্তির জন্য কল্পনা করিয়া কার্যকালে বঞ্চিত হইলে এই প্রবাদবাক্য বলা হয়। অথবা —মনে মনে ভাবী সুখের চিন্তা ও তৎরসাস্বাদন-স্থলেও ইহা প্রযোজ্য।

মনমথ (চণ্ডী ৫৬৬) মনোরথ— 'অধিক বাড়ল, পিয়াস অন্তর, মনমথ নাহি পূর'।

মনরাজ (পদা ২৫০) মনোরঞ্জক, 'করপদনখ রাধামোহন মন-রাজ'।

মনহি (ক্ষণ ২।৫), **মনহু** (গৌত) মনে।

মনাই (পদক ২৭২৯) প্রবোধ দেয়, মানায়।

মনাও (বিদ্যা ৮১৩) মন হইতে।

মনাবহ (বিদ্যা ৪০৫) মানভঙ্গ কর।

মনিয়া (স্থর ২) জপের মালা।

মনু (নির ৫) মন্ত্র, ২ (গৌত ৩।২।৩) মরিলাম, মজিলাম। 'মো মেনে মনু মো মেনে মনু। কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু'॥

মনুয়া (গৌত পরি ১।৪৯) মন, ময়না পাখী।

মনুবা (গৌত) মনিহারী।

মনেমন (বংশ ৪৮৭৫) মনে মনে।

মনোভব ভুপ (ক্ষণ ১।৭) কামদেব।

মনোহরা (চৈচ মধ্য ১৪।২৮) সন্দেশ।

মনোহিত (গৌত) মনোমত।

মনৌ (স্থর ১৫) যেন।

মন্ত (পদক ১৬২৩), **মন্তর** (ক্ষণ ২৫।৬) মন্ত্র।

মন্ত্র (চৈভা আদি ৯।৩৪) মন্ত্রণা, 'কংস-স্থানে মন্ত্র কহে'।

মন্দ (পদা ২১১) অলস, নিশ্চল। ২ (পদক ২৩২) মলিন, ৩ (পদক ১৭) মূর্খ।

মন্দা (বিদ্যা ৭৩৫) মন্দীভুত। ২ [পদক ২৫১] অধম, মূর্খ।

মন্দার (পদক ১৮) মন্দর পর্বত, ২ (পদক ২৪২৬) পারিজাত পুষ্প।

মন্দাল (বিদ্যা ৪৩৫) মন্দ, গুণহীন।

মন্দির (পদক ২৬৫) গৃহ, দেবালয়।

মন্দিরা (পদক ১২৭৮) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

মন্‌সাব (চৈচ মধ্য ২৫।১৪১) ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী [আ° মনসব= যোগ্য]।

মমোলল (বিদ্যা ৫০) মুচ্‌ড়াইল।

ময় (পদক ৩২৫) মদ।

ময়ঙ্ক (গৌত ৩।১।৬৮) চন্দ্র [সং—মৃগাঙ্ক]।

ময়ন (ক্ষণ ১৪।৭) মদন।

ময়মত্ত (পদক ৩২৫) মদমত্ত।

ময়ারী (স্থর ৮৬) ঝুলনের রজ্জুবন্ধন-জন্য কড়ি।

মরকত (পদক ২৬৪) হরিদ্বর্ণ মণি, পান্না।

মরগজা (বাণী ৬১) নষ্ট, পদদলিত।

মরদাব (বিদ্যা ২২৭) মর্দন করে।

মরন্দ (পদক ৩০৪) মধু [সং]।

মরম (পদক ১৪১) হৃদয়, মন; 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'। [সং—মর্ম]।

মরমী (পদক ২৪৩) মর্মজ্ঞ [সং—মর্মী]।

মরষ (ক্লকী ২৮৬) ক্ষমা, সহন [সং—√মৃষ]।

মরাই (র° ম° পশ্চিম ১।২৯) হোগলা বেত প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ধান্যাদি রাখিবার বৃহৎ আধার।

মরিচ (চৈচ মধ্য ১৪।১৭৮) গোল মরিচ, লঙ্কা।

মরিজাদ (দ ৪৭), **মরিয়াদ** (পদা ৩৯০) সীমা, স্থিতি [সং—মর্যাদা]।

মরি মরি (পদক ২৮৮) বিস্ময়-সূচক [ব্য]।

মরিল হয় (বংশ ৪৮৭১) হয়ত মরিত।

মরুআ (ক্লকী ২২৪) গন্ধতুলসী।

মরুতি (পদা ২৯২) মূর্তিমতী, 'মরুতি শিঙ্গার লখমী অবতারা'।

মল (গৌত ২।২।১৩) নূপুর-জাতীয় ভূষণ-বিশেষ। **-বঙ্ক** (চৈচ আদি ১৩।১১২) বাঁক মল।

মলা (দ ৭) মালিন্য [সং—মল]।

মলানে (বিদ্যা ৩৭৫) ম্লান।

মলামলি (বিদ্যা ৮২১) জ্যোতির্হীন।

মলি (পদক ২৩৬২) ময়লা [সং—মলিন]।

মলুঁ (চৈচ মধ্য ২।১৪) মরিলাম।

মল্য (পদক ২৬৭) মরিল।

মল্ল তোড়ল (চণ্ডী ১২) 'পায়জোর', তোড়া।

মল্লি, -ল্লিকা, -ল্লী (পদক ২৭২, ২৪২৬) বেলিফুল।

মল্‌হাই (অ° দো° ৩৮) আদর করিলেন।

মবাস (বাণী ৩৮) আশ্রয়।

মসবাসী (অ° পদ ৯) বেশ্যা।

মসান (ভক্ত ৪।১১) বধ-স্থান [সং—শ্মশান]।

মসিনা (রসিক পূর্ব ১২।৩৬) মছলন্দ মাদুর।

মহ (বিদ্যা ৪২৬) মাঝে।

মহক (হি গৌ ২০) সুগন্ধ।

মহগ (বিদ্যা ১৩৭), **মহঘ** (বিদ্যা ১০৪), **মহঘি** (বিদ্যা ৭৭৭) মহার্ঘ।

মহটা (চণ্ডী ৫৬৩) অগ্রভাগ, 'মহটা লইয়া করে' [বাং—মহড়া]।

মহত * (বিদ্যা ২৯২) মাহুত। ২ * (বিদ্যা ৬৪৮) মহত্ত্ব।

মহতারী (হি গৌ ৫৪) মাতা।

মহতে * (বিদ্যা ৭৩) মুস্কিলে।

মহুরি (স্থর ৮২) গৃহস্বামিনী।

মহল (পদক ৬৪১) প্রকোষ্ঠ [আ°]।

মহলম্‌ (বিদ্যা ২৬৮) বোধ, অবগত হওয়া [আ°—মা'লূম্‌]।

মহসিল (ভক্ত ১৯।১) অধিকার।

মহমহ (চৈম ৬৮।৭০) সুরভিত।

মহাই (চণ্ডী ৬১৮) মহান্‌।

মহাজন—লীলারসে নিমজ্জিত রসিক ও ভাবুক পদকর্তাই পদাবলী-সাহিত্যে 'মহাজন'-আখ্যায় কথিত হন। শ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা মহাজনগণই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে পরিপুষ্ট বৈষ্ণব-কবিতা বা পদাবলীর রচয়িতা। ইঁহাদের রচনাই 'মহাজনী পদ'-নামে কথিত হয়। ২ (ভক্ত ২।৪) বণিক্‌, আড়ৎদার।

মহাতাপ দীপ (চৈভা আদি ১৫।১৮৩) [ফা°—'মহতাব'] রঙ্‌মশাল, রোশনাই, মশাল।

মহাদেই (বিজয় ৫৭।৩২) মহাদেবী।

মহান্ত (চৈচ আদি ১০।৪) মহা-ভাগবত, কৃষ্ণভক্ত। ২ মঠাধ্যক্ষ।

মহান্ত-বিদায়——শ্রীমহামহোৎসব-সমাপনান্তে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিদায়-কালে করণীয় দধিভাণ্ড-ভঞ্জন-লীলা। 'শ্রীহরিবাসর সমাধি, কাঁন্দে প্রভু নিরবধি, আঁখিজলে বুক ভাসি যায়' ইত্যাদি পদ গেয় ও তৎপরে দধিমঙ্গল হয়।

মহাপাত্র (পদক ২০৭২) প্রধান-মন্ত্রী।

মহামত (বিদ্যা ৫১৯) মহামতি।

মহারম্ভ (বংশ ৬৩৯৬) অতিত্বরা।

মহাসোয়ার (চৈচ মধ্য ১০।৪৩) শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রধান পাককর্তা [সং—মহাসূপকার]।

মহু (গৌত ৩।১।৫) মধু।

মহুকুত (ক্লকী ২০৭) মধুর রসপূর্ণ।

মহুরা—শ্রীজগন্নাথের ছত্রভোগের উপকরণ। বেগুন, কচু, কাঁচকলা, দেশী আলু, খাম্বা আলু, লাল আলু, মিষ্ট কুমড়া প্রভৃতি তরকারীর সহিত জিরা, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, বড় এলাইচ, লবঙ্গ ও ধনিয়াবাটা মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে আবার জিরা মৌরি, সরিষা ও মেথি ফোড়ন দিয়া উপরে ছড়াইতে হয়।

মহুরী (রসিক পশ্চিম ১।৩৯) মৌরী, ২ (রাভ ৩৫।৮, ৩২।১১) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

মহুল (কৃকী ৩২) মউল, 'কপোল যুগল তার মহুলের ফুল' [সং—মধুক]।

মহোৎসব—বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন ও ভোজের বিরাট্ উৎসব।

মা (পদক ৯৯১) মধ্যে [সং—মধ্য]।

মাঅ (কৃকী ৭) মাতা।

মাই (পদক ১৪১০) মধ্যে, ২ (পদক ৭২৭) মাতা [সং—মাতৃ, প্রা°—মাঅ, হি°—মাই]। ৩ (পদক ১৩৫) [ব্য] বিস্ময়-সূচক।

মাইরি (গৌত ৩।১।১০৯) [খৃষ্টীয় প্রথায় প্রতিজ্ঞা, বিস্ময়, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকাশ-কালে (Maria) মেরীমাতার নাম ধরিয়া শপথ করিবার প্রথা পর্ত্তুগীজগণদ্বারা বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্বে মুসলমান আমলে জগন্মাতা বা গর্ভধারিণী জননীর নাম লইয়া শপথের ঠিক প্রয়োগ না পাওয়া গেলেও বিস্ময়স্থলে বৈষ্ণব-পদ সাহিত্যে 'মাইরি' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।] (১) 'মাইরি দিঠে ভারি, মাধুরী পীবইতে, লাজ বৈরিণী দুখ দেলি'। বিস্ময়ে হিন্দী 'মায়ী'-রী (মাগো) হইতে অনুকরণে বাঙ্গালা 'মাইরি'। (২) মাইরি কো পুন বিহরই ইহ। (৩) মাইরি অপরূপ গোর তনু-কাতি। (৪) মাইরি গৌর কলেবর মাধুরী ইত্যাদি স্থলে 'বিস্ময়োক্তি' ধর্ত্তব্য।

মাইল (তর ৮।৩।৪৬) মারিল।

মাউগ * (বিদ্যা ১০) রমণী।

মাউগাছি (রত্না ১২।৫৪৯) [মোদ্রদ্রুম দ্বীপের অপভ্রংশ]। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত, শ্রীগৌরলীলাস্থলী।

মাউলানী (কৃকী ৪৮) মাতুলী।

মাউসী (কৃকী ২৪৭) মাসী।

মাঁচনা (হি গৌ ৮০) আরম্ভ করা।

মাকড় (পদক ১৩৯৮) বানর [সং—মর্কট]।

মাখন (পদক ১১৫৬) নবনীত, ২ (পদক ১৮২৫) মাখা [সং—ম্রক্ষণ]।

মাগঞো (বিদ্যা ৩৯) ভিক্ষা করি।

মাগু (কৃকী ৮৫) স্ত্রীলোক [পালি —মাতুগাম]।

মাগো (পদক ৪৩৯) [ব্য] বিস্ময়সূচক।

মাঙ্গন (পদক ৪২৭) যাচ্ঞা করা [সং—মার্গণ]।

মাঙ্গিঘ (বিদ্যা ৮০২) দুর্মূল্য [সং—মহার্ঘ, হি°—মহঙ্ঘা]।

মাচ (বাণী ২৮) করা।

মাচন * (বিদ্যা ৬২) অত্যাচার।

মাজরী (বিদ্যা ৬৪৫) মঞ্জরী।

মাজরে (পদক ৩০৪৫) মঞ্জরিত হয় [সং মঞ্জরী>বাং √ মঞ্জরা]।

মাজা (রসিক পশ্চিম ১।৬৬) খোঁড় [সং—মধ্য]।

মাজিতা (রত্না ১২।৩০৫) [মধ্যদ্বীপের অপভ্রংশ] মধ্যদ্বীপ শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গার পূর্বতটে অবস্থিত।

মাজি (চৈচ অন্ত্য ৬।৩১১) মধ্যাংশ [সং—মজ্জা]।

মাঝা (পদক ১৯৭) কটিদেশ [সং—মধ্য]।

মাঝারি (ক্ষণ ১।৩) মধ্যদেশ, কটি।

মাঞ (কৃকী ৩১৫) মাতা।

মাঞ্জা (বংশ প ৯৬৬) কটি।

মাঞ্জিল (বংশ ৩৬১৭) মার্জিত।

মাটেরি (পদক ২৫৯৫) একপ্রকার সন্দেশ।

মাঠনি (পদক ১২৯১) ঘর্ষণ-জনিত মসৃণতা।

মাঠপুলি—শ্রীজগন্নাথের রাজভোগের উপকরণ। কলাইবাটা, আদা, হিঙ্গ্, কাঁচা জিরার গুঁড়া, লবণ এবং গুড় মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিলে 'মাঠপুলি' প্রস্তুত হয়।

মাঠা (চৈচ মধ্য ৪।৭৪) ঘোল।

মাড়ুয়া বসন (চৈচ মধ্য ১৬।৭৯) অধৌত নূতন বস্ত্র। ওড়ন ষষ্ঠীতে (অগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠীতে) শ্রীজগন্নাথের অঙ্গে মাড়ুয়া বস্ত্র দেওয়ার প্রথা আছে। [সং—মণ্ড-যুত]।

মাতল (রস ৬৬) মত্ত।

মাতা (চৈচ মধ্য ১৯।১৫৬) মত্ত। 'যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা'।

মাতালিয়া (চৈভা মধ্য ৬।১৪৮) মত্ত, ২ মদ্যপায়ী।

মাতিল (চৈম আদি ১।১৬৩) মাতাল, মত্ত। 'মাতিল কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায়'।

মাতোয়ার, মাতোয়াল (পদক ৪) মত্ত; 'সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার'।

মাৎ (চৈচ অন্ত্য ৯।১২৬) নাই [হি°]।

মাত্রা (চৈচ অন্ত্য ১২।১০১) ষোল সের।

মাথ (পদক ৪২৭) মাথা [সং— মস্তক, প্রা°—মথঅ,হি°,মৈ°—মাথ্]।

মাথন্তি (পদক ১৫৪২) মস্তকে [উৎ]।

মাথানি (ক্ষকী ১১৯) মন্থান।

মাদল (চৈচ মধ্য ১৩।৪৮) মৃদঙ্গ, খোল [সং— মর্দ্দল]।

মাধব (পদক ১৪৩০) শ্রীকৃষ্ণ, ২ বৈশাখমাস।

মাধাই (পদক ৭২৭) মাধব, শ্রীকৃষ্ণ।

মাধুর (বিদ্যা ৪৩) মথুরায়।

মাধো (পদক ১৭৩৬) মাধব।

মাধ্বিক, (গৌত ৩।১৪২), **মাধ্বীক** (পদক ২১৬৪) মধুজাত মদ্য।

মান (চৈচ আদি ৭।১১৭) বিশ্বাস করা, ২ গ্রাহ্য করা, ৩ মানত করা। ৪ মাপিবার উপকরণ, পরিমাণবিশেষ ; ৫ (পদক ১৪৯৮) গানের লয় ও তাল।

মানসতা (পদক ১৩৭৭) ভদ্রোচিত ব্যবহার [মানুষতা-শব্দজ]।

মানসিক (চৈভা আদি ৯।২০৯) ইচ্ছা, অভিপ্রায়।

মানহি (রতি ৩। প ১) মনে করে, মানে।

মানা (বংশ ২০৬৩) নিষেধ [আ°— মনহ্]।

মানায়ল (পদা ২৯১) ক্ষমা করাইল। 'পাদ পরশি পুন, রাই মানায়ল, নিজ সুখ বহুত জানাই'।

মানু (বংশ ৪৩৪৫) মানি।

মানো (চৈচ মধ্য ২১।২০) মানি মনে করি। ২ (ক্ষণ ৩।৪) মানসিক কর।

মাফ (পদক ৩৯৮) ক্ষমা [আ° —মুআফ্]।

মায় (ক্ষকী ১৫৯) মাতা, 'ধন্য বাপ মায়'।

মার (গৌত) কামদেব [সং]।

মারকমার (পদা ১৫) মদনমোহন।

মারন্তা (ক্ষকী ১০৯) বধোদ্যত।

মারু (বিদ্যা ৭১৯) মারিতেছে।

মাল (পদক ৩৫৫) মালা [সং— মাল্য]। ২ (পদা ২৮৬) গানের লয় ও তাল ; 'গাওত বাওত খণ্ড মাল'। ৩ (ক্ষকী ৭৯) শ্রেণী।

মালতী (ক্ষণ ১৩।১০) জাতিলতা, ২ যুবতী।

মালসাট (ক্ষণ ৩।২) মল্লগণের স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক হুঙ্কার বা বাহুর আস্ফালন। [সং—মল্লাস্ফোট]।

মাসীমা—শ্রীক্ষেত্রের অর্দ্ধাসনী দেবী। পুনর্যাত্রার দিন রথ এস্থলে উপস্থিত হইলে তথায় 'পোড়া পিঠা' ভোগ হয়।

মাস্যুয়া (ভক্ত ৯।১) মাসীর পতি।

মাহ (ক্ষণ ১।১) ভিতরে [সং—মধ্য] ২ (পদক ১৫৫৬) মাস [হি°]।

মাহা (দ ১) মধ্যে। ২ (ক্ষকী ৭) মহা। ৩ (গৌত) মাস।

মাহাতি (চৈচ মধ্য ১৫।১৯) উৎকল-দেশীয় করণ ও খণ্ডাইতগণের উপাধি।

মাহি (পদক ২৫৭৮) অভ্যন্তরে।

মাহ্লী (ক্ষকী ১৪) মল্লী।

মিছ (পদক), **মিছই** (পদক ৬৪) বৃথা, মিথ্যা।

মিছিলা (ভক্ত ৫।৭) মিলন, সমাবেশ।

মিঝল (বিদ্যা ৫৭৪) মিশ্রিত।

মিঝাএ (বিদ্যা ৪৮৫) নির্ব্বাপিত করিয়া—'শুতি রহল পহুঁ দীপ মিঝাএ'।

মিট (পদক ৩২০) বিনষ্ট হওয়া, ২ মিটান। ৩ মিষ্ট।

মিটি (বিদ্যা ১৬৯) মুছিয়া।

মিঠ (গৌত ১।২।৩২) মধুর। 'ইক্ষু-দণ্ড বলি কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ' [সং—মিষ্ট]। ২ (ক্ষকী ৩২০) মিথ্যা।

মিঠা কাণিকা—শ্রীজগন্নাথের রাজ-ভোগের উপকরণ। দেড় পোয়া খণ্ড ও তেজপাতা জলের সহিত ফুটিলে চৌদ্দ ছটাক চাউল ও আধপোয়া কাঁচামুগ ছাড়িতে হয়। সিদ্ধ হইতে থাকিলে তাহাতে লবণ দিয়া নামাইয়া ঘৃত চার ছটাক, থেঁতকরা বড় এলাচ, কিসমিস ও থেঁত করা লবঙ্গ মিশাইলে এই 'কাণিকা' হয়।

মিঠিরি (দ ৪৬) মিষ্টান্ন-বিশেষ।

মিত, মিতা (পদক ২৫৮) বন্ধু [সং —মিত্র]।

মিতালি (চৈচ মধ্য ১৬।১৯৩) মিত্রতা।

মিত্র (পদক ২৬৭৫) সূর্য, ২ বন্ধু।

মিনতি (পদক ২২২) প্রার্থনা, নিবেদন [সং—বিজ্ঞপ্তি, বিনতি ; প্রা°—বিণ্ণত্তি, হি°—বিন্তি]।

মিন্‌ষা, মিন্‌ষে, মিন্‌সা, মিন্‌সে (চৈভা মধ্য ২০।৯৭) মানুষ। [মনুষ্য-শব্দের অপভ্রংশ হইলেও নিন্দাসূচক গ্রাম্য শব্দ]।

মিরতু (র° ম° পূর্ব ৮।৮৩) মৃত্যু।

মিলাতি (পদক ১৮৯৪) বিগলিত হয়। [সং—√ মিল্]। **মিলু** (পদক ২৪২৭) মিলে, ২ মিলিত হইল।

মিস (অ° দোহা ৫৮) ভান। **মিসি** (বাণী ৪০) ছলে।

মিহি (ভক্ত ১২।১) সূক্ষ্ম [ফা°—

মহীন্]।

মিহির (পদক ২৪৬২) সূর্য [সং]।

মীচ (অ° দোহা ১৮) মৃত্যু।

মীচনা (স্থর ৭৯) চক্ষুবন্ধ করা।

মীছ (পদক ৩৭৩) মিথ্যা।

মীড়না (স্থর ৮৪) হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করা।

মীতি (অ° দোহা ২৫) মিত্র।

মীনসুতা-সুত (জ্ঞান ৩৭) মৎস্যগন্ধার পুত্র ব্যাসদেব।

মীলু (পদক ২৮৭৭) মিলুক।

মু (পদক ১৪৯), **মুই** (বংশ ৭২) আমি। [হি°—মৈঁ বাং—'মুঞি']।

মুকল (বিজয় ৮।৪) মুক্ত, আলুলায়িত। 'মুকল সে কেশপাশ'।

মুকুত (পদক ১২২) মুক্ত, খোলা।

মুক্তিমণ্ডপ—অনঙ্গ ভীমদেব যখন শ্রীজগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করেন, তখন এই মুক্তিমণ্ডপও নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। ইহার নামান্তর —ব্রহ্মাসন বা ব্রহ্মপীঠ। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া তত্রত্য পরিচালকগণ বলেন। পুরীর শঙ্কর মঠের সন্ন্যাসিগণ ও ষোড়শ শাসনের ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ এস্থানে উপবেশন করিতে পারেন না। এই মুক্তিমণ্ডপে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও নির্বাচিত শাসনের পণ্ডিতগণের একটি সভা আবহমানকাল হইতে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের স্মৃতি-বিষয়ক যাবতীয় কার্য এই সভাদ্বারা নির্ধারিত হইয়া তৎপরে মন্দিরে প্রচলিত হয়। উড়িষ্যাদেশের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেরও যাবতীয় স্মৃতি-সংক্রান্ত প্রশ্নাদির মীমাংসা এই সভাই করিয়া থাকেন। মন্দিরের পাণ্ডা, সেবকগণ এই সমাজে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে মহারাজ তাঁহাকে যথাযোগ্য মন্দির-সেবায় নিয়োগ করেন।

মুকুর (বংশ ৩৬৭১) দর্পণ [সং]।

মুখচন্দ্রিকা (ৈভা ১০।১০০) বরকন্যার পরস্পর শুভদৃষ্টি।

মুখতোর (অ° দো ৫৩) নিরুত্তর।

মুখবাস (চৈচ মধ্য ৩।৯৭) মুখ-সুগন্ধিকর তাম্বূলাদি।

মুখশুদ্ধি (চৈভা মধ্য ১৩।৩৭১) ভোজনের পরে তাম্বূলাদিদ্বারা মুখের দুর্গন্ধ-নাশ।

মুগধল (ক্ষণ ৩০।৮) মুগ্ধ করিল। ২ (পদক ২৫০১) মুগ্ধ।

মুগধি (পদক ১৮৭) মুগ্ধা নায়িকা। ২ (পদক ৫০) মুগ্ধার স্বভাব।

মুচকি (পদক ২০৫) ঈষৎ হাস্য করিয়া হি°—মুস্‌কানা]।

মুচঙ্গ (রসিক পূর্ব ১২।১০) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

মুচকানা (পদা ২১১) ঈষৎ হাস্য করা [হি°—মুস্‌কানি]।

মুচ্ছদ্দি (গৌত পরি ১।১১৫) কার্যাধ্যক্ষ। 'মুচ্ছদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ'। [আ°—মুৎসদ্দী]।

মুঝে (দ ৭৪) আমাকে, ২ আমার প্রতি [হি°]।

মুঞি (চৈভা আদি ২।১২১) আমি।

মুঞ্জ (পদক ১২৯৪) সুন্দর [সং—মঞ্জু]। **মুঞ্জরিত** (চৈম ১০২।৩৩) মুকুলিত, অঙ্কুরিত।

মুটকী (চৈভা মধ্য ১৩।১৭৮) কলসীর কানা।

মুটুকি (কৃম) মুষ্টি। 'মুটুকির ঘায়ে প্রাণ হারাইল'।

মুড় (চৈম মধ্য ১১।১৭৬) মুণ্ড। ২ (বিদ্যা) চূর্ণ করা, নষ্ট করা; 'অঙ্কুরে মুড়লি'।

মুড়ি (চৈম মধ্য ১১।১৭৬) মুণ্ডন করিয়া, ২ (চৈভা মধ্য ১৬।৫) আবৃত বা সঙ্কুচিত করিয়া। ৩ (চৈচ মধ্য ২১।৯৯) ঢাকনা, আবরণ।

মুণ্ডা (চৈচ অন্ত্য ১০।৬৬) মস্তক [উৎ]।

মুতীম (কৃকী ৮৪) মৌক্তিক।

মুদরি, মুদরী (হি° গৌ ৮৭) অঙ্গুরীয়ক [সং—মুদ্রা]।

মুদসি (পদক ২২৮) নিমীলিত করিতেছ। 'মুদসি নয়ন' [বাং]।

মুদা (রাভ ১০।৮) অঙ্গুরী। 'বেণি করে রখি রাধা কনক-বসানি মুদা' [সং—মুদ্রা]। ২ (তর ৫।৫।১২) মুদ্রিত করা।

মুদিত (কৃকী ৯৮) মুদ্রিত, মোহরাঙ্কিত। ২ (পদক ২৪২৬) আনন্দিত।

মুদির (পদা ৩২৮) মেঘ, 'মুদির মরকত মধুর মুরতি'। ২ (পদক ২৪২৯) চিক্কণ, কোমল, ও স্নিগ্ধ।

মুদিরথ (রসিক উত্তর ৭।৩৯) শ্রীজগন্নাথের সেবক-বিশেষ।

মুদ্দতী (চৈচ অন্ত্য ৯।৫৫) মেয়াদী, নির্দিষ্টকালীন। [আ°—মুদ্দৎ]।

মুদ্রা (চৈচ আদি ৭।১৮) শিলমোহর।

মুদ্রিত (বংশ ৩৮৫) নিমীলিত [সং]।

মুনলাহু (বিদ্যা ৩৩১) মুদিত করিলে, 'গোপহি ন পারিয় হৃদয়-উলাস। মুনলাহু বদন বেকত হো হাস'।

মুনি (কৃমা ৩৬।৯) বকফুল। 'রতন কুণ্ডল করে ঝলমল, মুনি জিনি কলেবরে'। **-ষট্** (কৃকী ১৫৬) মুনি-শাঠ্য।

মুন্দ (পদক ৩৪৯) রুদ্ধ করা। 'কো ইহ মুন্দল কুঞ্জক বাট'।

মুন্দল (বিদ্যা ১৯৫)—মুদ্রিত।

মুন্‌সি (গৌত ১৩।১২) লিখনের অধিকারী। 'ঠাকুর অদ্বৈত, মুন্সি হাটের মাঝ' [আ°—মুন্‌শী]।

মুন্‌সিব (চৈচ অন্ত্য ১০।৪০) তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক [আ° মুন্‌সিফ্]।

মুরছান (পদা ২১১) মূর্ছা-কারক, মোহকর। 'মানিনি মান-মথন মুদ্বকায়সি মুনি-মানস-মুরছান'।

মুরজ (গীত ২।৩।৫) মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ [সং]।

মুরদর (ভক্ত ১২।৪) মৃতদেহ [ফা° মুর্দহ্]।

মুরুছ,-ছা (কৃকী ১১১) মূর্ছিত হওয়া, 'মুরুছি পড়য়ে'।

মুলুক (চৈচ অন্ত্য ৩।১৬৫) **মুল্লুক** (চৈভা মধ্য ১৯।১২) প্রদেশ [আ°—মুলুক্]।

মুষব (বিদ্যা ৮০২) অঙ্কুশ দ্বারা নিবারণ করিবে। ২ (পদা ৫৪১) হরণ করিব, ৩ বশে আনিব—'অচিরে মুষব রে'।

মুসকাত (স্বর ৩০) ঈষৎ হাসিতেছে, [হিং মুস্‌কানা]।

মুহ (পদক) মুখ [হিং°—মুহ্]।

মুহরি (গোবিন্দ ৪৩) গালামোহর করিয়া [ফা°—মোহর্]। ২ (রস ৬৩) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

মুহান (পদক ৪৪৪) নর্দমা, নালা [হিং°—মুহার]।

মুহু (চৈম মধ্য ১৩।১২৪) মুখ। 'কান্দয়ে সকল লোক না তুলয়ে মুহু'।

মুহুরি (গৌত ২।১।৮) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

মুহুরিয়া (রসিক পূর্ব ৭।৭) সানাইদার।

মুহে (গৌত) মুখে।

মূতি (বিদ্যা ৬৯) মূর্তি।

মূদরি (পদা ২৯৯) রত্নাঙ্গুরীয়, 'মণিময় মূদরি মোহন মুরলী' [সং—মুদ্রিকা]।

মূর (বাণী ৪০) মূল।

মূররী (রস ৪৩২) মুরলী, বংশী।

মূরি (বাণী ৩৯) কন্দ, মূল।

মূরুছানা (বিদ্যা ৩৯) মূর্ছিত হওয়া।

মূল (পদা ১১৪) মূল্য। ২ (কৃকী ২৮৫) আসল। ৩ (বংশ ৭১৪১) আকার। ৪ (বংশ ৮১৯) গোড়া।

মৃগউ (বপ) ব্যাধ [সং—মৃগয়ু]।

মৃগবন্ধনি (রতি ৫।প ৬) ব্যাধ।

মৃতক (চৈচ অন্ত্য ১৮।৪৪), **মৃতা** (বংশ ২৩৫) মৃতদেহ।

মৃদং (কৃমা ৭৩।৭) মৃদঙ্গ ·'তা তা থৈ থৈ মৃদং বাজই'।

মেওয়া (চৈচ অন্ত্য ১৮।১০১) বেদানা, আঙ্গুর ও বাদামাদি পুষ্টিকর ফল। [ফা°—মেওয়াহ্]।

মেঘনাদ-প্রাচীর—শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ ও চতুর্দিকস্থিত বিবিধ মন্দিরাদিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত বহিঃপ্রাকার। ৬৬৫ ×৬৪০ ফিট্, উচ্চতায় ২০ ফিট্ হইতে ২৪ ফিট্। রাজা পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে বিধর্মী শত্রুর আক্রমণ হইতে মন্দিরকে রক্ষা করিবার জন্য নির্মিত হয়।

মেঁদী (স্বর ৩২) মেহেঁদী।

মেচক (পদক ২৪৬২) শ্যামল [সং]।

মেটল (বিদ্যা ৪০৬) ঢাকিল। ২ (বিদ্যা ৩২২) ঘর্ষণ।

মেটি (পদক ১৮৩৩) ঘুচাইয়া, কমাইয়া।

মেঢ়ে (কৃকী ৪৯) মণ্ডপ, পীঠ।

মেন (পদক ১৩৪৫) বুঝি [সং—মন্যে, হিং°—মানো]। ২ (কৃকী ৩১৪) বিনীত প্রার্থনা, 'মোর বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে'।

মেনে (দ ৯৪) নিশ্চয়, ২ সিদ্ধান্ত। ৩ (পদা ২৬) কথার মাত্রা। 'মো মেনে মন্থু মো মেনে মন্থু'। ৪ (চণ্ডী) সংশয়—'সে মেনে নাগর কে ?'

মেবা (বিদ্যা ৮৪) মিলন।

মেরাওল (বিদ্যা ১২৭) মিলাইল।

মেরানি (বিদ্যা ৩২০) মেলানি, বিদায়।

মেরাপ (ভক্ত ২১৫) দরমাদি দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী মণ্ডপ [আ°—মেহ্‌রাব্]।

মেরি (বিদ্যা ৬৬৩) মিলন।

মেল (দ ১০৩) মিলন। ২ (কৃম) সমাগম, 'দারুণ ফণীর মেলে কেমনে আছহ একেশ্বর'। ৩ (কৃকী ১৯) [√মেল্ল মোচনে] বিক্ষিপ্ত হয়।

মেললছু (বিদ্যা ১১৩) নিক্ষিপ্ত হইল।

মেলা (দ ৩৩) সমাগম, ২ সমাজ। ৩ মিলন। ৪ (ভক্ত ২।৪) গমন।

মেলানি (দ ৭৯), **মেল্লানী** (কৃকী ৩৮৪) বিদায় গ্রহণ। ২ যাত্রা, গমন ; 'করিতে মেলানি, কি হৈল না জানি, জাগল দারুণ লেহা' [সং—মেলন]।

মেলি (রস ৬৫) মিলন।

মেবা (স্বর ১৩) শুষ্ক ফল [ফা°—মেওয়াহ্]।

মেহ (ক্ষণ ১১), **মেহা** (চণ্ডী ১০৯) মেঘ [সং—মেঘ, হিং°, মৈ°—মেহ]।

মেহন (জপ ৪) লিঙ্গ।

মৈন (স্মর ৩১) কামদেব [সং—মদন]।

মৈলা (বংশ ৮৪৩৯) **মৈলান** (চৈম আদি ১।৩০৩) ম্লান। (গোপ) 'অব রসলালস, কিয়ে দরশায়সি, নিলজ লোহ মৈলান'।

মো (পদক ১০৩) আমি, ২ (পদক ১৯৭৪) আমার। ৩ আমাকে। ৪ (পদক ২৬৯৮) মোহ।

মোক (ক্কী ২৪) আমাকে, ২ (ক্কী ৪৭) আমার।

মোকট (ক্কী ১৫৩) কলসীর কাণা।

মোকররি (চৈচ অন্ত্য ৬।১৭) স্থায়িরূপে ভোগ করিবার জন্য নির্দিষ্ট খাজনার জমি। [আ°—মুকর্‌র্‌]।

মোই (রতি ৫। পদ ৩১) আমাকে। ২ (পদা ৪৭৫) মোহিত।

মোগরী (স্মর ২) ছোট মুষল।

মোচঙ্গ (গৌত ২।১।১৮) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

মোচন (বংশ ৪৯৯৫, ৪৯৯৮) উদ্ধার, ২ পরিত্যাগ।

মোঞে (বিদ্যা ৬৯) আমি।

মোটরী (তর ১০।৯০।১৩) বোঝা, ভার।

মোড় (বিদ্যা) মাথা, 'তাপর শাপিনী বেঢ়ল মোড়'।

মোড়বন্ধ (রাভ ৬।১৩) গা মোড়া-মুড়ি দেওয়া।

মোত (ক্কী ৫৪) আমায়, ২ (ক্কী ১৮৪) আমার।

মোতি (গৌত ৩।১।৪০), **মোতিম** (বিদ্যা ৬০) মুক্তা।

মোতিলর (পদা ৯৪) মুক্তাহার, মুক্তার লহর।

মোথড়া (ক্কী ৪৯) জোআলের গুঁজি কাঠ।

মোদিত (পদক ১৭৩৫) আনন্দিত।

মোনু (ধা ২১) মরিলাম।

মোপতি * (বিদ্যা ১৭২) আমার প্রতি।

মোয় (রতি ২। পদ ৪) আমার, আমাকে বা আমাতে।

মোয়া (চৈভা মধ্য ৯।৮২) লাড়ু [সং—মোদক]।

মোর (পদক ২০১০) ময়ূর। ২ (বিদ্যা ৮৫) ফিরিয়া। ৩ (চৈচ আদি ১।২) আমার। ৪ (পদা) মড়মড় শব্দ।

মোরা (দ ৬১) মর্দন। ২ * (বিদ্যা ২৩৯) আমার [হি°—মেরা]।

মোরি (দ ৬১) মুড়িয়া, ২ ঘুরাইয়া।

মোলন (বিদ্যা ৫৬৭) মোচড়ান।

মোলে (বিদ্যা ১৩৪) মূল্য।

মোল্লা (চৈভা মধ্য ২।৩১২) মুসলমান পণ্ডিত, ব্যবস্থাপক বা পুরোহিত। [তুর্কী—মুল্লা]।

মোহ (নপ) আমার, 'মোহ এ বিবাহে, জল সহিবারে, আইবে প্রাতে'।

মোহন (বিদ্যা ৪৯) কন্দর্পের পঞ্চ-শরের অন্যতম। ২ (পদক ৭৩) মোহ-কর। ৩ (পদক ২৫৪৩) শোভা।

মোহনি (পদক ২০৩) মোহ-কারী।

মোহমোহ (পদক ৩৪৮) সৌরভ-বিস্তারহেতু মনোমোহন ভাব।

মোহর (তর ২।১।৭৩) মোর, আমার। ২ (চৈচ অন্ত্য ১০।৩৬) ছাপ [ফা°—মোহর্‌]।

মোহরি (চৈম আদি ৭৬) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

মোহরে (বিদ্যা ১৯৫) মোহর দ্বারা।

মোহান (ক্ষণ ১৭।২) মোহনা।

মোহার (তর ৪।২।৭১) আমার।

মোহি (রতি ৩। পদ ৬) আমার, আমাকে।

মোহে (ক্ষণ ৩।৮) আমাকে। ২ (চৈচ মধ্য ১৭।১১৪) মুগ্ধ হয়। ৩ (ক্কী ৪৬) মোহিত করে।

মোহোর (ক্কী ৪৩) আমার।

মৌগ্ধ্য (পদক ২৬০৬) মুগ্ধা নায়িকার স্বভাব।

মৌতিম (রতি ৫। পদ ৩) মুক্তা।

মৌর (রতি ৫। পদ ১২) ময়ূর।

মৌলি (ক্রম) চূড়া, 'মৌলি-মিলিত কমলনয়না'। ২ * (বিদ্যা ১২) মস্তক,'মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়'।

মৌহরী (চৈচ অন্ত্য ১০।২২) মৌরি, মসলা-ভেদ [সং—মধুরিকা]।

মৌহারী (ক্কী ৮৩) বংশী-বিশেষ।

ম্লানি (ভক্ত) বিষাদ।

ম্লেচ্ছ (চৈচ অন্ত্য ৬।২৩) অনার্য জাতি, অহিন্দু।

য

যইঅও (বিগ্ধা ১২২) যদিও।

যইসনি (বিগ্ধা ৭৫১) যেমন।

যইহ (বিগ্ধা ৭১৮) যেই, 'যইহ প্রেম সুরতরু সুখদায়ক'।

যঁহা (বিগ্ধা ৬৬) যেখানে।

যঁহি (চৈভা আদি ২।৩৮) যেস্থানে।

যঙ (পদক ২৩৬৪) যদি [উ°—জৌ, হি°—জেঁা, জেঁ]।

যছু (রতি ১। পদ ১) যাহার [সং—যস্য, প্রা°—জসস্, মৈ°—জসু]। ২ যেখানে।

যজ (চণ্ডী ১৮৭) গর্জন, 'সঘনে আমারে যজে'। ২ যাজন করা 'শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে। মরম বুঝিয়া ধরম যজে'।

যজকার (গৌত) উলুধ্বনি।

যতইতি (বংশ ১১৩) যত কিছু।

যতনহি (ক্ষণ ১।৬) সযত্নে।

যতি (পদক ৬০) ব্রহ্মচারী। ২ (পদক ৩১৯) যত। ৩ (গৌত) যখন।

যথি (চৈভা আদি ৯।৫) যেখানে। -**তথি** (চৈচ অন্ত্য ৮।২৩) যেখানে ইচ্ছা সেখানে।

যদ্বা তদ্বা (চৈচ অন্ত্য ৫।৯৯) যে-সে, নগণ্য।

যনু (ক্ষণ ২।৫) যেমন।

যন্তি (পদক ২৬৫৬) গমন-কারিণী [সং—যন্তী]।

যন্ত্র (রস ৫০৯) দেবতাদির অধিষ্ঠান-চক্র। ২ (পদক ১২৮৪) শিল্প-কার্যের উপকরণ।

যন্ত্রিয়া (বিগ্ধা ৫৩২) যন্ত্রবাদ্য-নিপুণ।

যরম (কৃকী ২২৭) জন্ম।

যব (বিগ্ধা ১০১) যখন।

যবে (বংশ ৬১) যখন। [হি°, মৈ° —জব্]।

যবেঁ (কৃকী ১১) যখন, ২ (কৃকী ১৬) যাঁহার নিমিত্ত।

যহিঁ (ক্ষণ ২।৪) যেখানে।

যহ্নিকা (বিগ্ধা ২৪৩) যাঁহার।

যাইমু (চৈচ মধ্য ৫।১০৩) যাইব।

যাউকা (বংশ ৫৮০৯) যাউন।

যাঁক (পদক ৯) যাঁহার।

যাঁতহি (রতি ৩। পদ ১) যাইতেছে।

যাঁতি (পদক ২৪৮২) চাপিয়া।

যাঁহা (তর ১১।৩।৫৮) যে স্থানে।

যাকর (রতি ২। পদ ২) যাহার।

যাঙ (চৈচ মধ্য ২।৫৩) যাইব।

যাচায় (চণ্ডী ৫৪) নিবেদন করে, সমর্পণ করে। 'আপনার যৌবন যাচায়'।

যাচিঙ্গা (ভক্ত ৫।১২), **যাচিঞা** (চৈম সূত্র ২।২৬৭) যাচ্ঞা।

যাছি (পদক ১২২১) যাইতেছি [দক্ষিণ রাঢ়দেশীয়]।

যাজন (চণ্ডী) উপাসনা, 'তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার হারা'।

যাঞা (পদক ২৬) যাইয়া।

যাত (ক্ষণ ২৩।১৪) যাইতেছে। ২ (কৃকী ৯৮) যাহার, ৩ (কৃকী ১৪২) যাহাতে।

যাতিয়া (বপ ৩০।৪) যায়। 'তুঁহুক মধুর চরণ সেবন, ভাবন জনম যাতিয়া'।

যাথে (তর ১।২।১১) যাহাতে।

যাদ (জ্ঞান) বন্ধনসূত্র ; 'নীবী যে বান্ধল বেঢ়ল যাদ'।

যামিক (বিগ্ধা ৩০৬) প্রহরী [সং]।

যামু (তর ৪।৬।৬৪) যাব।

যায়ে খণে (বিগ্ধা ৬০০) যাত্রাকালে, —'যায়েখণে দিতহু আলিঙ্গন গাঢ়'।

যাবক (ক্ষণ ১০।৬) অলক্তক [সং]।

যাবহু (গৌত ২।৪।৪) যাইয়া।

যাবে (বিগ্ধা ৪৪৫) যাবৎ।

যাসি (ক্ষণ ৩।৮) যাইতেছে।

যাসু (কৃম) যাঁহার, 'যাসু মকরন্দ, পরসিয়া অন্ধ, শমন জিনিয়া করে দণ্ড'।

যাহাঁ (পদক ৪৮) যেখানে [সং—যত্র, প্রা°—জাহি, হি°,মৈ°—জহ]।

যাহি (বিগ্ধা ১০৭) যাহার।

যাহু তাহু (বিগ্ধা ১৫) যাহাকে তাহাকে।

যুগ (পদক ৩০১) যুগল। ২ সত্য-ত্রেতাদি [সং]।

যুগতে (রসিক দক্ষিণ ১।৬০) যুক্তিমতে। ২ (রসিক পূর্ব ১৫।১৪) সাক্ষাতে।

যুগুতি (বিগ্ধা ৪৯) যুক্তি।

যুঝা (চৈচ অন্ত্য ৫।১৩৪) যুদ্ধ করা।

যুঝার (তর ১০।৫৮।৮৯) যোদ্ধা।

যুড়া (চৈভা আদি ১৬।১৪৯) একত্র করা, 'কর যুড়ি'।

যুতি (পদা ৪২) দ্যুতি, কান্তি। 'হেমবরণ গৌরযুতি'। ২ (রস ৬৬) যূথী।

যুতী (কৃকী ৫৮) প্রভা।

যুতে যুতে (চণ্ডী ৪১) বহু সংখ্যায়, 'বহুত কাঞ্চন রজত পূরিয়া যুতে যুতে দিল যত'। ২ (রস ৪৭৭) জোড়ায় জোড়ায়।

যুয়ায় (পদক ২২২) যোগ্য হয় [সং —যুজ্যতে]।

যুবরাজ (বিদ্যা) যুবকরত্ন. 'নবযুবরাজ, নবীন নব নাগরী'।

যূথ যূথ (রা ভ ১৯।১৯) দলে দলে।

যেঁহো (চৈচ আদি ১০।১৯) যিনি।

যে (চণ্ডী) [ব্য] বাক্যালঙ্কারে— 'বিবিধ মসলা রসেতে মিশায়, রসিক বলি যে তারে'।

যেইখনে (কৃকী ৩৪১) যখনই।

যেঙ তেঙ (পদক ১৪১২) যেমন তেমন করিয়া।

যেক (সূর ২৫) এক।

যেছে (ধা ৪) যাইতেছে [রাঢ়-দেশীয়]।

যে তে মতে (চৈভা আদি ১।১৮১) যে কোনও প্রকারে।

যেন (চৈভা আদি ১৭।১৪৬) যেরূপে। ২ (কৃকী ২১১) যেমন।

যেন তেন মত (চৈভা আদি ১।৮৫) যেমন তেমন। ২ যে কোনও প্রকারে।

যেন মন (চৈম সূত্র ১।১১৭) যেমন, যে প্রকার।

যে মতে (বংশ ৬৭) যে প্রকারে।

যেহ, যেহো (পদক ১৭৫৫) যাহা।

যে হে (বিদ্যা ১৫) যে, 'যেহে অবয়ব পুরুব সময়'।

যেহেন (কৃকী ৭) যাদৃশ, যেরূপ।

যেহ্ন (কৃকী ৬) যেন। ২ (কৃকী ২১১) যেমন।

যৈছন (চৈচ আদি ১১।২৫) যে প্রকার। [হিং—জৈছন, যৈসে]।

যৈছে (চৈচ আদি ১।৩৭) যেরূপে।

যো (পদক ১), **যোই** (বপ) যে, ২ সেই [সং—যঃ, যৎ ; হিং—জো]।

যোখ মাপ (কৃকী ১৪০) পরিমাণ।

যোগ (রস ৭৪) পর্যায়, পালা। ২ (রস ১২৫) কৌশল, বশীকরণোপায়।

যোগান (বংশ ৫২১) সহযোগ। ২ (তর ১০।৩৯।২৭) সরবরাহ।

যোগানিঞা (চৈভা মধ্য ৯।১৭৬) প্রত্যহ সরবরাহকারী।

যোগিনী (পদক ১৬০২) অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া পৌর্ণমাসী।

যোগেশ্বর (চৈম সূত্র ২।২২৮) শিব, 'প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে'।

যোজন (রস ৫৫৪) মিলন, 'সেজন পৃথক্ নহে ঈশ্বরে যোজন'।

যোঞীছা (বিদ্যা ২২৭) কোঁচড়।

যোটনা (গৌত ৩।২।৭৭) মিলন, সংঘটনা।

যোড় (বংশ ২৩৭২) যুক্ত, ২ বদ্ধ। **-যাড়** (ভক্ত ৯।১) সংযোজনা।

যোড়া (বংশ ৪২১৫) সাথী। **যোড়ী** (কৃকী ১৪০) জোড়া।

যোত্র (ভক্ত ২২।১) উপায়।

যোয় (পদক ৪৮৩) যাহা [সং—যঃ]।

যোরি (গৌত ১।২।১৪) সংযোগ, মিলন।

যোহন (পদা ৫৩৭) যোজিত, 'যোহন প্রেমবিথার'।

যোহি কোহি (চৈচ মধ্য ২৪।৫৫) যে কেহ।

যৌবত(পদক ১২৫৭)যুবতি সমূহ[সং]।

র

রআনী (কৃকী ২০৫) রজনী।

রএ (কৃকী ৭৩) রব করে।

রঁচক (মামা ৬) অত্যল্প।

রকম সকম (ভক্ত ১৯।২) বিবিধ-প্রকার, কলকৌশল, ভাবভঙ্গী।

রখবার (বিদ্যা ৮২০) রক্ষক।

রঙন (পদক ১৬৯৮) রঞ্জিত।

রঙ্ক (পদা ১১৭) দরিদ্র। ২ (ক্ষণ ৩।২) কৃপণ, ৩ (সূর ৬৭) মন্দ।

রঙ্কন ঝঙ্কন (দ ২৮) রুণুঝুনু।

রঙ্গ (পদক ১৯৯) বর্ণ। ২ (বিদ্যা) লহরী, ভঙ্গি ; 'ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা'। ৩ (পদক ১৩) আনন্দ, ৪ কৌতুক।

রঙ্গথল (পদক ২৮৮৩) নাট্যমঞ্চ [সং—রঙ্গস্থল]।

রঙ্গরতী (কৃকী ৩৬৪) কেলিবিলাস।

রঙ্গরলিয়াঁ (সূর ২৭) আমোদ-প্রমোদ।

রঙ্গবাসফের (রাভ ৩২।৪) সুন্দর বর্ণযুক্ত।

রঙ্গিণী (গোবিন্দ ৩৮৯) শ্রীরাধার হরিণী। ২ (পদক ৭১) বিলাসিনী।

রঙ্গিত (পদা ২৮০) রঙ্গযুক্ত—'সঙ্গীত-রঙ্গিত বাজত চরণা'।

রঙ্গিম (গোবিন্দ ৩৯৩) রসবিলাসযুক্ত, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। ২ (চৈভা অন্ত্য ৭।১৩০) রক্তবর্ণ।

রঙ্গিমা (রা শে) সবিলাস নৃত্য, 'ভুরুর ভঙ্গিমা রঙ্গিমা হেরিতে কামের কাঁপয়ে বুক'।

রঙ্গিয়া (নির ১৪) রঞ্জিত। ২ (পদক ২৭৭) রসিক।

রঙ্গিলা,-লে (পদক ২৯২১) রসিক।

রচ (জ্ঞান) বর্ণনা করা। ২ উৎপাদন করা, 'চুম্বনে বদনে রচয়ে সিতকার'।

রজাই (মোহিনী ৫৭) শীতবস্ত্র, লেপ তোষকাদি [ফা°]।

রঞ্চ (চৈচ অন্ত্য ১১।১৯) অল্পাংশ, 'একরঞ্চ লৈয়া তার করিল ভক্ষণ'।

রটনা (বিদ্যা ৬০৪) কীর্ত্তন করা। 'অনুখন রাধা রাধা রটতহি'।

রটা (পদক ১৫০১) [সং—রটিত]।

রড় (চৈভা আদি ৫।৬৬) দৌড় [প্রাদেশিক বাংলা পদ্যে]।

রড়ারড়ি (তর ৮।৩।৬) দৌড়াদৌড়ি, তাড়াতাড়ি।

রণরণি (পদঝ ২৯৭) রুণুঝুনু ধ্বনি।

রত-আরত (পদক ২৩৬) সুরতানুরক্ত।

রতন-ঝুরি (কুম) রত্নজটিত কর্ণভূষণ।

রতল (বিদ্যা ১১৪) অনুরক্ত।

রতিটীট (বিদ্যা) সুরত-চতুর, রতিলম্পট।

রতিপতি-বৈরী (রতি ৫। প ২৬) শিব।

রতিরত (বিদ্যা) শৃঙ্গারোদ্দীপক, 'রতিরত রাগিণী-রমণ বসন্ত'।

রদ (ভক্ত ২১৫) রহিত, প্রত্যাহৃত, খারিজ [আ°—রদ্]।

রদন (পদক ২৮৯৯) দন্ত [সং]।

রদন-ছদন (জপ) ওষ্ঠ [সং]।

রদারদি (চৈচ অন্ত্য ১৯।৮৭) কেলিবিলাসে দন্তাঘাত-যুদ্ধ।

রন্তা (বিদ্যা ৪৯) রাজা।

রপট (হি গৌ ৯২) পশ্চাদ্ধাবন।

রভস (পদক ৬২) রসাবেশ, ২ (পদক ২৪৪) বৈদগ্ধ্য, রহস্য। ৩ (পদক ৫১) বলপ্রয়োগ। ৪ (রস ১০৮) পরিহাস। ৫ (ক্ষণ ২।৮) বেগ। ৬ আনন্দ।

রম (বিদ্যা) সম্ভোগ করা, 'লহু লহু রমই পরিজন পাশ'। ২ (বিদ্যা) ক্রীড়া করা। 'ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি'। ৩ (ভক্ত) বাস করে, 'সর্বগুণ সদাচার তার দেহে রমে'।

রমক ঝমক (সুর ৯৩) হিন্দোলন।

রমণ (পদক ১৬৬০) মোহনকারী, বল্লভ। ২ (পদক ১৩১) রতিক্রীড়া, ৩ সন্তোষকর।

রমি (পদক ১৫২৩) সম্ভুক্তা [সং—রমিতা]।

রম্ভণ (পদক ৪৫০) আলিঙ্গন [সং]।

রম্ভা (পদক ৮২২) কদলীবৃক্ষ। **-মঞ্জরী** (চৈভা আদি ১৫।১৩১) কলার মা'জ।

রয়না, রয়নি -নী (পদক ৭৩৫) রজনী।

রলী (সুর ৬৫) আনন্দ।

রব (চণ্ডী) অখ্যাতি, 'বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে'।

রবণ (দা মা ৩২) রমণ, ২ প্রেমপ্রবণ।

রবাব (রস ৬৩) রুদ্রবীণা। [Eng —Rebeck]।

রবি (কৃকী ২০৬) রক্ত আকন্দ।

রশনা (রস ৭২) কটিভূষণ।

রস (পদক ৪৩৫) জল, ২ অনুরাগ। ৩ (পদক ৬৯০) মধু, ৪ আনন্দ। ৫ (পদক ৬২৩) রহস্য। ৭ পারদ। ৮ (বংশ ৭৯৯০) বিষ।

রসকণ (পদক ৫৩৮) প্রেমবিন্দু।

রসকলা (ন প) রতিবিদ্যা, 'জানে নানা রসকলা'।

রসকিনী (পদক ৭১) রসিকা।

রসখান (অ° দোহা ৩৫) রসের খনি।

রসধিয়া (ভক্ত) রসজ্ঞ।

রসন (পদা ২৭১) কটিভূষণ-বিশেষ। ২ (সুর ৪৮) আস্বাদন। ৩ (ক্ষণ ২৩।৭) ধ্বনি।

রসনা (গৌত ৫।২।৫১) কটিভূষণ।

রসনা-শোধনী (দ ৬) জিব্‌ছোলা।

রসনেহা (নির ১৭) রসস্নেহ।

রসপানী (পদা ২৩৫) রসপানকারী।

রসপূপী (চৈচ অন্ত্য ১০।১১৮) রসবড়া প্রভৃতি পিষ্টক।

রসমন্ত্র (ক্ষণ ১।৬) মাধুর্যরসগর্ভ মন্ত্র।

রসরাজ (বিদ্যা) মূর্তিমান্ মহাশৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণ।

রসবন্ত (পদক ৬৩) রসকলাবিৎ, রসিক। 'বড়পুণ্যে রসবতি মিলে রসবন্ত'।

রসসানী (চা অ° ৭) রসযুক্ত।

রসা (চৈচ অন্ত্য ৪।৪) ক্ষতাদির রস, 'রসা চলে খাজুয়া হইতে'।

রসান (গৌত ৩।২।৬৮) স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলঙ্কারে রং করিবার সোরা ও ফট্‌কিরি-গন্ধকাদি-মিশ্রিত জল। ২ পালিশ। 'কাঁচা সোণা, চাঁদখানা, রসান দিল মেজে'।

রসায়ন (রস ৬১০) রসসমূহ। ২ রসাত্মক লীলাবলি। ৩ গ্লানি-নাশন

ঔষধবিশেষ।

রসালা (পদক ২৫৫৭) নির্জলা দধি, শর্করা, সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত লেহ্য দ্রব্যবিশেষ [প্রথম খণ্ডে ৬৪৭ পৃষ্ঠায় নির্মাণ-প্রণালী দ্রষ্টব্য]। ২ (পদক ১৪৮৭) সুন্দর, ৩ রসময়, ৪ সুমধুর।

রসিক (চণ্ডী) বিদগ্ধ।

রসিকিনি (পদক ৭১), **রসিনী** (দ ৮৬) রসবতী।

রসিয়া (গৌত ৩।১।৫) রসিক। ২ (ক্ষণ ৮।৮) রসিকমুকুটমণি কৃষ্ণ। 'জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়াবয়ান'।

রসিল (ভক্ত ২৫।১১) রসময়, 'পরম রসিলা হাবভাব লীলা'।

রসুই (চৈচ অন্ত্য ১২।১৪২) রন্ধন।

রসুড়ি (ভক্ত ২৩।৪) দড়ি, 'গলায় রসুড়ি দিয়া মরিতে জুয়ায়'।

রসুয়্যা (ভক্ত ১০।৭) পাচক।

রহত (রতি ১। প ১) থাকে।

রহথু (বিদ্যা ৭১৪) থাকুন।

রহলিছু (বিদ্যা ৪১) রহিলাম।

রহসহি (বিদ্যা ৩২১) রহস্যের।

রহসি (ক্ষণ ১৭।৬) রহস্য, কৌতুক ; ২ রসাবেশে। 'হরি অব রহসি রভসে পুন কাহুকো, কুটিল নয়নে নাহি চাহ'। ৩ (ক্ষণ ১।৭) নিভৃতে।

রহাইল (বংশ ৮৫২৩) থামাইল।

রহিতে (রস ৭৩) স্থির হইতে।

রা (পদক ১৮৫৩) বাক্য, শব্দ। [সং—রাব, পূর্ববঙ্গীয়—রাও]।

রাঅ (কৃকী ২) রব ; ২ (কৃকী ৫২) রাজা।

রাই (চৈচ মধ্য ১৫।১৭৫) সর্ষপ, [সং—রাজিকা]। ২ (পদক ৩২৬) রাধা [সং—রাধিকা, অপ°—রাহিআ, রাহি]।

রাইত (বপ) রাত্রি।

রাইতা—শ্রীজগন্নাথের ছত্রভোগের উপকরণ। চাল কুমড়া সরু সরু করিয়া বানাইয়া জলে সিদ্ধ করত ছাঁকিয়া পরে শীতল জলে ধুইবে। তাহার সহিত দধি, কাঁচা সরিষাবাটা, লবণ ও ধনেপাতা কুচি কুচি করিয়া মিশাইয়া জিরা ফোড়ন দিবে।

রাউত (বিজয় ৮৩।৪২) রাজপুত সৈন্য। **-শরণ** (রসিক পূর্ব ১৮।৮৯) জাতিবিশেষের গীত বা বন্দনা।

রাও (তর ১০।৮।৭৬) শব্দ [সং—রাব]।

রাঁক (বিদ্যা ১৪৪) দরিদ্র [সং—রঙ্ক]।

রাঁচনা (হি গৌ ৮০) প্রেমবদ্ধ হওয়া, ২ ইচ্ছা করা।

রাঁচি (পদা) রঞ্জন।

রাঁড় (ভক্ত ৪।১১) ব্যভিচারিণী নারী, ২ বিধবা [সং—রণ্ডা]।

রাকা (পদক ৩৫০) ষোলকলাযুক্তা পূর্ণিমা।

রা কাড়া (র° ম° উত্তর ৩।২০) কথা বলা।

রাখবি (পদা ২৯৫) রক্ষা করিবে, ২ স্থগিত করিবে। [**রাখহিসি** (বিদ্যা ১৩৯) রক্ষা কর। **রাখুকা** (বংশ ৪৪৮৪) রক্ষা করুন]।

রাখী (কৃকী ৩৭৪) বন্ধকী বা ন্যস্ত বস্তু।

রাখোয়াল (বংশ ৪৩০৮) রাখাল [সং—রক্ষাপাল]।

রাগ (পদক ২৪৩৪) রক্তিমা, ২ (পদক ৪৩) অনুরাগ। ৩ (চৈচ মধ্য ৮। ১৯৩) পূর্বরাগ, ৪ (পদক ১০৬৬) সঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ।

রাগত (ভক্ত ১৯।২) রুষ্ট, ক্রোধযুক্ত।

রাগি (চণ্ডী ১) প্রেম, অনুরাগ। 'কহিতে উঠয়ে মনে রাগি'। ২ (পদক ২১১) অনুরাগিণী।

রাগী (বিদ্যা ৫৭৯) রক্তিম, ২ (ক্ষণ ১৭।৮) রঞ্জিত।

রাঙ্গা (জ্ঞান) ফাগু-রঞ্জিত, 'রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়'।

রাজ (পদা ২৫০) বিরাজ করে, 'করপদনখ রাধামোহন-মন রাজ'। ২ (পদক ১০৬) রাজ্য, ৩ (পদক ১৩৯৩) রাজস্ব। ৪ (চণ্ডী ৮) মিস্ত্রী।

রাজড়া (ভক্ত ২১।৬) ক্ষুদ্র রাজা, সামন্ত।

রাঢ়ী (চৈচ মধ্য ১৬।৫০) রাঢ়দেশীয়।

রাণ্ডী (চৈচ মধ্য ১।১২৮) বিধবা।

রাতাপল (চণ্ডী ৪২৭ রক্তপদ্ম।

রাতা (পদক ২১) রক্তবর্ণ, ২ (বাণী ৫৩) রঞ্জিত।

রাতুল (পদক ৩২৮) লোহিতবর্ণ, 'রাতুল বসন'। 'রাতুল চরণ'। [সং—রক্তালু]

রাত্রি (রস ৭৬০) জ্ঞান, পঞ্চরাত্র ; বেদোক্ত অর্চন-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

রামগুয়া (বিজয় ৩২।২) বৃক্ষবিশেষ।

রামা (পদা ৫২) রমণী।

রাম্পি (ভক্ত ১৬।১) চর্ম-কর্তরী।

রায় (পদা ১৭) ধ্বনিবিশেষ। ২ (চৈভা আদি ৪।১৪১) রাজা, 'এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়'।

রায়বার (দ ৯১) রাজস্তুতি বা যশোগাথা।

রায়ান (পদক ২৫৬২) শ্রীরাধার পতিম্মন্য গোপ।

রায়ান ঝি (পদা ২৩৯) রাজকন্যা।

রাব (ক্ষণ ১৪।৭) ধ্বনি। (গীগো) 'মধুপকুল-কলিত-রাব'। (বিদ্যা)

'স্বরমণ্ডল করু রাব'।

রাবিয়া (পদক ১৮০৫) শব্দ, [সং—রাব]।

রাশ (তর ১০।১।৯৭) ঘোড়ার লাগাম।

রাহি,-হী (বিদ্যা ১০৭) রাধা। 'মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি'। [সং—রাধিকা, অপ°-রাহিআ, রাহি]

রাহে (গৌত) রাখে, ২ পথে।

রি (পদক ৮৯০) স্ত্রীলোকের সম্বোধনে উচ্চার্য—[অব্যয়]।

রিঝ (পদক ৫৮৮) হৃষ্ট করা—'তুয়া কর-সরস পরশে রিঝাওহ'।

রিঝবত (স্থর ২৮) অনুরক্ত করে।

রিঝবার (হি গৌ ১০৪) প্রিয়, গুণগ্রাহী।

রিঝানা (হি গৌ ৭) সন্তুষ্ট করা, ২ মুগ্ধ করা। **রিঝি** (দ ১০৬) হৃষ্ট হইয়া, ২ হৃদয়ে, 'রিঝি দেয়লি নিজ মোতিম মাল'। [সং—হৃদ্; হি°, মৈ°—'রীঝ' ধাতু]।

রিমঝিম (স্থর ৯২) বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়া।

রিষ (ভক্ত ১৩।৬) দ্বেষ, আক্রোশ [সং—ঈর্ষ্যা]। **রিসায়** (মা মা ৪) ক্রোধ করে।

রীঝ (স্থর ২৮) অনুরক্ত হইয়া। ২ (পদক ২৪৬২) হৃষ্ট করে। [**রীঝলি** (পদক ৮৯৫) হৃষ্ট হইল। **রীঝি** (পদক ২৭১৬) হৃষ্ট হইয়া, ২ হৃদয়ে]।

রীঝৈ (অ° ক ১) মোহিত হয়।

রীঠ (স্থর ৫০) তরবার, ২ যুদ্ধ।

রীত (বিদ্যা) লক্ষণ, ভাব; 'প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি'।

রীতু (পদক ১৪৩৩) ঋতু।

রুইদাস (ভক্ত ১৬) চামার [হি° —রয়দাস]।

রুখ (চৈম আদি ৩।৫৫) কর্কশ, কঠোর; 'দিন অনাথিনী হেন কহ অতিরুখ'। ২ (ভক্ত ২।৪) তৈল-ঘৃতশূন্য, 'রুখ আণ্ডা খাইতে নারিল'।

রুখলি (গৌত), **রুখো** (স্থর ৪৩) রুক্ষ।

রুখ (স্থর ৮৭) বদন, ২ সদয়াবলোকন।

রুচ (জপ) শোভা, 'উচ কোরক, রুচ-চোরক, কুচজোর কসাজে'। ২ (কৃকী ৩৪) প্রীতিকর হওয়া, 'দুঈ কুচে। নন্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে'।

রুচল (বিদ্যা ৮০৮) বাজিয়া উঠিল।

রুঠ (ক্ষণ ২৫।৯) রুষ্ট হওয়া, (ভক্ত ২৬।৬) 'স্বরূপ কহিতে যদি রুঠ'।

রুতা (রাভ ১৪।১৪) ঋতুমতী।

রুধ (ক্ষণ ২০।১১) রুষ্ট।

রুণুঝুনু (চৈভা আদি ৫।৪) নূপুর এবং ঘুঙুর প্রভৃতির শব্দ।

রুরু (পদক ১৯৭৯) মৃগবিশেষ [সং]।

রুলম্ব (পদক ১৪৮৯) রোলম্ব, ভ্রমর।

রুষিবেহেঁ (কৃকী ৩৬৯) রুষ্ট হইবে।

রুহ (পদক ৭০৮) বৃক্ষ [সং—বৃক্ষ, হি°—রূখ]।

রুঠ্যো (স্থর ৪৩) রুষ্ট।

রূপীলা (হি গৌ ৭০) শুভ্র।

রেঁট (অ° পদ ৭) নাকের মল।

রেউড়ি (পদক ২৫৫৭) চিনির রসে পাক করা তিলের মিষ্টান্ন।

রেক (ভক্ত ১৪।১১) রেখা, চিহ্ন।

রেজাই (ভক্ত ২০।১) শীতবস্ত্র।

রেলনা (হি গৌ ৮৪) পরিপূর্ণ হওয়া।

রেহ (ক্ষণ ২।৫), **রেহা** (কৃকী ১৬৩) রেখা। (বিদ্যা) 'না দিহ নখরেহ হরি'। 'সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা'।

রৈণ (হি গৌ ৮৩) রাত্রি।

রোই (দ ১) রোদন করে, রোদন করিয়া। **রোওই** (রতি ২। পদ ৪) কাঁদে।

রোক (বিদ্যা ২৪৭) নগদ। ২ (চৈনা) আটকান—'অদ্বৈতাদি যত জন সভারে রোকিল'।

রোখ (পদক ৩৭৫) রোষ। ২ (ভক্ত ৬।১১) থামান, বাধা দেওয়া। [**রোখি** (রতি ৩। পদ ৬) রাগ করিয়া]।

রোচন (জপ ২৪) আনন্দদায়ী।

রোজিনা (ভক্ত ১৪।৮) দৈনিক বেতন।

রোতিয়া (বিদ্যা ৭৩৬) রোদন করে।

রোধ (পদক ১৬৬৪) তট, [সং—রোধঃ]।

রোধক (গীগো) আবরক।

রোমলতা (জ্ঞান) লতাকৃতি লোম-পংক্তি, 'রোমলতাবলী ভুজগী ভান'।

রোরা (বিদ্যা ৩২০) রোল।

রোরী (স্থর ৮২) চিৎকার। ২ (হি গৌ ৯২) মুখের বর্ণ।

রোলই (পদক ২১) শব্দ করে, 'কনক কিঙ্কিণী রোলই'।

রোহি রোহি (জ্ঞান ৩২) রহিয়া রহিয়া।

রোহিণী (বংশ ৮০২১) রক্ত।

রোহিণী-নায়ক (পদক ২১৩৫) চন্দ্র।

রৌক * (বিদ্যা ৩৪১) নগদ [বাং —রোক, রোকড়]।

রৌদ্র (রতি ১।১০) ভীষণ।

রৌম (গৌত ৬।৩।৩৪) রম্য।

রৌস (দা মা ২৭) উপায়, গতি।

ল

ল (ক্ষকী ২) 'হলা' শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ —সম্বোধনে।

লইতে (রস ৩২০) লখিতে, লক্ষ্য করিতে।

লউলি (বিদ্যা ৯০) নমিত হইল।

লএবহ * (বিদ্যা ৪৯৮) লইবে।

লকরী (স্বর ১৯) কাঠ [হি°—লকড়ী]।

লক্ষ (রস ১২৮) লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। ২ (রস ৬৯৭) দর্শন। ৩ (পদক ১৭৩৪) লাখ।

লক্ষ্য (বংশ ১৭৩৮) অবলম্বন।

লখন (জ্ঞান ২৯৮) শুভচিহ্ন।

লখা (রতি ৫। পদ ১১) লক্ষ্য করা।

লখিমি (পদক ১৭৭) লক্ষ্মী।

লখিয় (বিদ্যা ৫২) দেখিতেছি।

লগসোঁ (বিদ্যা ৫১৫) নিকট হইতে।

লগাত (পদক ২৮১৩) লগায়।

লগুড় (চৈচ মধ্য ১।১৩৬) লাঠি [সং]।

লগে (গৌত) নিকটে, ২ সঙ্গে। **-লগে** (তর ১৩।৫২) পশ্চাৎ পশ্চাৎ, সঙ্গে সঙ্গে।

লগ্নপত্র (ভক্ত ২২।১) যে লিপিতে জ্যোতিষ-মতে বিবাহের লগ্ন স্থিরীকৃত হইয়াছে।

লগ্নোদয় (রাভ ২।১১) শুভক্ষণের উদয়।

লঘি (গৌত) প্রস্রাব।

লঘু (চৈচ আদি ৬।৪৯) কনিষ্ঠ। ২ (পদক ২৮৮৮) শীঘ্র।

লঘ্বি (পদক ৩০৩৭), **লঘ্বী** (চৈভা আদি ৭।১৫৭) মূত্রত্যাগ [সং—লঘ্বী, লঘুক্রিয়া]। 'লঘ্বীগুর্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে'।

লঙ্গ (ক্ষকী ১৩১) লবঙ্গ পুষ্প।

লঙ্ঘন (বংশ ৪৭০) অতিক্রম, ২ সম্ভোগ। ৩ (চৈচ অন্ত্য ৬।২০৫) উপবাস।

লচ্ছ (স্বর ৩) লক্ষ, ২ ছল।

লচ্ছন (বিদ্যা ৫৯৯) লক্ষণ, চিহ্ন; 'পহিলহি বামচরণ তুলি মোহন, স্ত্রিয়া গতি লচ্ছন ভানে'।

লছিমা—বিদ্যাপতির প্রতিপালক রাজা শিবসিংহের মহিষী।

লজাওল (ক্ষণ ১৫।৯) লজ্জিত করিল।

লজোহী (স্বর ৪৩) লজ্জাশীল।

লজ্জাসি (বিদ্যা ৬৫) লজ্জা পাও।

লট (স্বর ৩০) অলকা।

লটকন (হি গৌ ৫৪) নাসিকার মুক্তা, দুল। **লটকান** (ভক্ত ২৬।১) ঝুলান। **লটকি রহী** (স্বর ৩৭) ঝুলিতেছে।

লটকিলী (বাণী ২৬) বিলাসী।

লটপট (চণ্ডী) পরিপাটীহীন, 'সদা ছটফট, ঘুরুনি নিপট, লটপট তার বেশ'।

লটপটা (স্বর ৬৮) খোলা, অনাবদ্ধ।

লটপটাত (স্বর ৩০) অস্থির-গতি হয়।

লটপটী (চৈচ মধ্য ৫।৮৪ গোলমেলে। 'স্ব বাক্য ছাড়িতে ইঁহার কভু নহে মন। স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে লটপটী বচন'॥

লটা (স্বর ১১) কেশপাশ।

লড় (স্বর ৬৮) নহর, শৃঙ্খল। ২ (চৈম আদি ৫।১২) নড়ি, দণ্ড। ৩ (বিজয় ৭২।১১) রড়, দৌড়।

লড়ি (বংশ ৩০১৬), **লড়ী** (ক্ষকী ১৪৪) যষ্টি।

লড়েতী (মামা ১১) প্রিয়, ২ কলহকারী। **লড়ৈতী** (চা° অ° ১০) দুলালী।

লণ্ডভণ্ড (বংশ ৫৯৭৬) বিপর্যস্ত।

লতা (চণ্ডী ৩৬) সর্প [স্ত্রীগণ কখন কখন বিশেষতঃ রাত্রিকালে সাপকে 'লতা' বলেন]।

লথা * (বিদ্যা ২৯৮) ছলনা।

লনি (ক্ষমা ২০।২৫) নবনীত।

লপট (স্বর ২৪) সুগন্ধ বায়ুর বেগ। ২ (নপ) মাখান, 'কেশর মৃগমদ মলয়জপঙ্ক। দাস গদাধর লপটে নিশঙ্ক'।

লপটাই (পদক ২৮৯১) বেষ্টন করিল। ২ (দ ৭৩) আবৃত করে।

লপটানা (স্বর ৭০) সংযুক্ত হওয়া।

লপত (পদক ১০৭০) আলাপ করে।

লপন (গৌত ৪।২।৫০) ভাষণ—'নিরসি শরদশশী হসিত লপন'। ২ (গৌ ১।১) মুখ।

লয় (পদক ৩৬২) লীনতা, নিশ্চলতা।

লরাবৈ (স্বর ১২) আদর করে।

লরিকা (স্বর ৭৯) বালক।

ললকায় (পদক ২৬) ঝুলে, দোলে। 'নাসিকায়ে নথিনীমোতি ললকায়' [হি°—ললকনা]।

ললকার (হি গৌ ৪৩) তিরস্কার।
ললকে (পদক ২৫৭৫) দোদুল্যমান।
ললকেঁ (স্থর ১১) উৎকট লালসা করা, শোভা পাওয়া।
ললচানা (হি° গৌ ৭) মুগ্ধ হওয়া, ২ লোভ করা।
ললপিত (পদক ১৫৫৮) চমকিত (?)
ললা (হি গৌ ১৫) প্রিয় পুত্র।
ললাই (হি গৌ ১২২) রক্ততা।
ললিত (গোবিন্দ ৩৬৯) সুন্দর।
লব (পদক ১) কণা, 'নাহি সুকৃতি লবলেশ'।
লবনী (চৈম আদি ১।৩৬৪) লাবণ্য। ২ (বংশ ১৭১১) মাখন।
লবলী (কৃকী ২০৬) নোয়াড়ী।
লসত (স্থর ২৬) শোভাযুক্ত হয়।
লস্কর (ভক্ত ১৭।২), সৈন্য, ফৌজ ; [ফা°—লশ্‌কর্]।
লহ (বিদ্যা ১৭) অনুমিত হয়, 'দুওএ নয়ন লহ একহোক লাখ'।
লহরী (পদক ৩০১৬) তরঙ্গ, 'তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, সাগর-লহরী-সমানা'।
লহলহত (অ° দোহা ১৪) শ্যামল শোভাযুক্ত। **লহলহানা** (বাণী ৫২) সবুজপত্রে সজ্জিত হওয়া, ২ শুষ্কতরু মঞ্জরিত হওয়া।
লহু (চৈম সূত্র ২।২৬০) মধুর, লঘু, মৃদু, ২ (পদক ৭২৫) অল্প। ৩ (কৃম) লৌহ, 'মুষলের শেষ লহু আছে তার স্থানে'।
লাই (ক্ষণ ৩০।৯) সংলগ্ন করিয়া—'তনু তনু লাই'। ২ লাগে—'হে সখি! হেরি চমক মোহে লাই'। ৩ (পদক ১৮০৯) লইয়া।
লাউলি (বিদ্যা ২৪৯) আনিলাম।
লাওয়া (পদক ১৭৬২) লওয়া।
লাঁঘল (বিদ্যা ৩০৪) লঙ্ঘন করিলাম।
লাখ (কৃকী ১২) লক্ষ্য।
লাখবাণ (পদা ২১ লক্ষবার দগ্ধ অতএব অতিনির্মল অত্যুজ্জ্বল।
লাগল (দ ১৪ , **লাগালি** (চৈভা আদি ১৫।২৪) সঙ্গম, সাক্ষাৎকার।
লাগানি (চৈচ অন্ত্য ৯।২৭) মিথ্যা দোষারোপ, ২ অভিযোগ।
লাগি (চণ্ডী ১৬৩) দর্শন, 'হেথা বনমালী, খুঁজিয়া বিকলি, না পাই ধেনুর লাগি'। ২ (চৈচ আদি ৪।১৩) নিমিত্ত।
লাগী (স্থর ৯) সম্মিলিত হইয়াছে। ২ (কৃকী ১১৪) নিমিত্ত।
লাগে (চণ্ডী ৮) বোধ হয়।
লাগৈ (স্থর ১৩) জন্য।
লাগ্‌ (পদক ৩৯৩) স্পর্শ, সঙ্গ, ২ সাক্ষাৎকার। ৩ (চৈভা আদি ১৭১) লাগাল, নিকটবর্ত্তী।
লাঙ্গট (তর ১১।২৬।৭) নগ্ন, উলঙ্গ। 'লাঙ্গট হইয়া কান্দো আউদর কেশে'।
লাছি (বিদ্যা ১২৪) লক্ষ্মী!
লাজ (গোপ) খই—'সুবরণ ভাজন, লাজ হি ভরি ভরি'। ২ (পদক ৮১) লজ্জা।
লাজাই (ক্ষণ ২।৬) লজ্জিত হইয়া।
লাঞ্ছন (কৃকী ৩৭) কলঙ্ক।
লাট (বিদ্যা ৬৩) সম্বন্ধ, ২ ছটা—'কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল'। ৩ (গৌত ৩।২।৫৪) নাট, রসিকতা, রঙ্গ। 'হিরণবরণ দেখিলাম গোরা, ঢুলি ঢুলি যায় ঠাটে। তনু মন প্রাণ আপনার নয়, ডুবিনু তার লাটে'।
লাটুয়া (পদক ১১৯৫) লাটিম [সং— লট্ব্]।
লাড় (হি গৌ ২৮) প্রেম। **-লড়াবৈ** (স্থর ১৪) আদর করে।
লাড়লি (পদক ২৯৬৬), **লাড়লী** (চা অ° ১০), **লাড়িলী** (স্থর ২৮) আদরের পাত্রী, দুলালী।
লাথ (বিদ্যা ২৬২) ছলনা।
লাফ (চৈচ আদি ১৭।১৭৭) লম্ফ।
লাফরা (চৈচ মধ্য ১২।১৬৪) পাঁচ তরকারী-মিশ্রিত ব্যঞ্জন।
লাম্ফ (কৃকী ২) উল্লম্ফন।
লায়ল (পদক ১৮৩৩) আনিলাম।
লার (অ° পদ ৭) লালা, বালক।
লাল (চা° অ° ৪৩) শ্রীকৃষ্ণ। ২ আদরের পাত্র, ৩ প্রিয়।
লালস (চৈচ অন্ত্য ৬।২২৫) অতিস্পৃহা, 'জিহ্বার লালসে জীব ইতি উতি ধায়'।
লালা (চৈভা অন্ত্য ৫।১৬০) মুখ-জাত জল।
লালিম (ক্ষণ ১।৫) আরক্ত [ফা° —লাল]]
লাব (অ° দোহা ১৪) লাউ।
লাবএ (বিদ্যা ১৮৬) ঘটাইতে।
লাবণ (গৌত), **লাবণি** (পদক ৩) লাবণ্য। 'জিতল গৌরতনু লাবণিরে'।
লাবল (বিদ্যা ২২) নাবিল।
লাবিল (বিদ্যা ২০৯) ঘটিল।
লাসবেশ (কৃকী ৩১) সাজগোছ, 'লাসবেশ করে রাধা বড়ই বিহানে।'
লাসী (কৃকী ৩৩২) বহুমূল্য বস্ত্র।
লাহ (হি গৌ ৭) কিরণ, ২ লাভ।
লিখ (পদক ১৬৭১) গণনা করা, 'নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি'। ২ (বংশ ৫৩১) অঙ্কিত করা।
লিয়ে (পদক ২৮১৫) নিমিত্ত [হি°

—লিএ]।

লীক (স্থর ২৬) সোণার রেখা।

লীলা (পদা ১৭৪) অনুকরণ।

লীলাকমল (পদক ১৯৩) বিলাসের ইঙ্গিত-সূচক শ্রীহস্তে ধৃত পদ্ম।

লীলাঙ্গ (রস ৫১১) কর্মেন্দ্রিয়।

লীলা-ডম্বর (পদক ২৬৬৩) লীলা-বিস্তারক।

লুও (গৌত ২।২।৮) হুলুধ্বনি, উলুধ্বনি।

লুঁজ (বুমা ৫১) পঙ্গু।

লুকা (চৈচ মধ্য ৪।৭৮) গোপনীয়—'তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই'॥ **-ছাপা** (ভক্ত ২৩।১) গোপন, রহস্য।

লুকি (ক্ষণ ২৩।১৪) লুকাইয়া।

লুগা (রসিক উত্তর ১৬।৩০) বস্ত্র [উৎ]।

লুট (চৈভা অন্ত্য ৩।১৬১) প্রসাদ-ছড়ান।

লুড় (কৃম) মর্দন করা, 'উচ কুচ লুড়ে কার'। ২ (বংশ ৩৭৮৬) চুরি করা বস্তুর পরিবর্তে কল্পিত বস্তু।

লুনী (পদা ৪৬৬) নবনীত, 'লুনীক পুতলি যম্ন'।

লুফা (ভক্ত ৭।১) পতনশীল বস্তুর গ্রহণ।

লুবধল, লুবুধল (পদক ১৮৯) লোভী।

লুল (ক্ষণ ৩।১) লোল বা শিথিলাঙ্গ হওয়া, ঢুলা। 'লোলিয়া লোলিয়া পড়ে হরি হরি বলি'। **লুলইছে** (রাভ ১০।৬) ঢুলিতেছে।

লুলিত (পদা ১৪০) ছিন্ন, চালিত। 'গলিত বসন লুলিত ভূষণ'। ২ (কৃকী ২৬৯) অবলুণ্ঠিত।

লূন (ক্ষণ ১১৩) লাবণ্যযুক্ত।

লে (চণ্ডী ৫) লেহ, প্রেম। 'তা সনে করি যে লে'।

লেউটি (চৈচ মধ্য ৭।৪৫) ফিরিয়া [হিং—লৌটনা]।

লেখা (রস ৫৯) লক্ষ্য করা 'অধিক অধিক রূপ লেখি'। ২ (কৃকী ৪২) হিসাব, গণনা। ৩ (পদক ৩৮৩) লিখন, পত্র। ৪ (চৈচ মধ্য ৩।৭৩) তুলনা।

লেখাছি (রাভ ১।২) লিখিয়াছে।

লেখাজোকা,-খা (বপ ৩৭।১) গণনা, হিসাব। 'রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রীজীব গোসাঞি। কত ভক্তি-গ্রন্থ লিখে লেখাজোকা নাই'॥

লেখু (পদা ২৯৪) লিখিয়াছে—'লিখন লেখু পাঁচ বাণরে'।

লেঙ্গা (ভক্ত ১৬।৩) ব্রজবাসিনী স্ত্রীদের অন্তর্বাস।

লেঙ্গুড় (তর ৮।২।৭৩) লেজ [সং—লাঙ্গুল]।

লেঠা (ভক্ত ৭।১) বিপত্তি।

লেত (গৌত) লয়, নেয়।

লেথু (বিদ্যা ৭৯৮) লউক।

লেসলি (বিদ্যা ৭২৪) জ্বালিল 'লেসলি আগি'।

লেহ (ক্ষণ ১।১) লও, ২ (ক্ষণ ৮।১১) প্রেম, অনুরাগ ; [সং—স্নেহ, প্রা° সিণেহ, হিং°, মৈ—নেহ]।

লেহা (ক্ষণ ২৫।৫) স্নেহ, প্রীতি। (বিদ্যা) 'মোয় তেজবি লেহা'।

লো (কৃম) অশ্রু, 'চক্ষে পড়ে লো'। ২ (কৃকী ২৪) সম্বোধনে [ব্য]।

লোক (রস ৫) ভক্ত, ২ লীলাক্ষেত্র। ৩ (চৈচ আদি ৪।১৪) জগৎ।

লোকাচার (চৈভা আদি ১৫।১০৮) সামাজিক প্রথা।

লোটন (দ ১১৪) পৃষ্ঠে দোলিত বেণী, ঢিলা খোঁপা। ২ (পদক ১১৫২) ঝুলিয়া পড়া।

লোটান (ভক্ত ২০।১) লুঠ করান।

লোড় (তর ৫।৫।২৯) লুণ্ঠন করা।

লোণ (চৈচ অন্ত্য ৬।৩১১) লবণ।

লোত (বপ) চুরির মাল। [সং—লোপ্‌ত্র]।

লোধ (কৃকী ৮১) লোধ্র।

লোফা (গৌত) আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করা।

লোয়ন (দা মা ৬) চক্ষু। **-অণী** (হি গৌ ৭৬) নয়ন-প্রান্ত।

লোর (দ ৩৬), **লোরা** (গৌত) অশ্রু [সং—লোত্র]।

লোল (দ ৫৫) লম্বিত হওয়া, ঝুলা। ২ (পদক ৪১) শিথিলীকৃত।

লোলত (পদা ১৫৪) আন্দোলিত, 'নীল অলককুল অলিকহি লোলত'।

লোলনী (পদা ২৭১) দোলায়মান, 'বেণী লোলনী'। ২ (গোবিন্দ ২০৯) চঞ্চলতা, 'গলিত বেণী লোলনি'।

লোলান (জ্ঞান ৯২) চালান, সরান —'মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধ্রে ফুক দেহ, অঙ্গুলী লোলায়া দিব আমি'।

লোলিত (বিদ্যা ৬৩৫) আলুলায়িত।

লোলী (বিদ্যা ১৫৩) লক্ষ্মী, ২ লোলা।

লোহ (গৌত ৩।২।৬৬) অশ্রু, 'লোহাতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে'।

লৌঁ (অ° দো ৪৯) পর্যন্ত।

ব

বঅন (কৃকী ১৩৬) বদন।
বই (চৈচ আদি ৪।১১৪) ব্যতীত।
বইঠা—নৌকার দাঁড় [সং—বহিত্র]।
বইন (কৃম) ভগিনী।
বইরি (কৃমা ৯।১৪) বৈরি, শত্রু।
বইল (রাভ ৩।৪) বসিল, ২ বলিল। [**বইসাউলি** (বিদ্যা ৭৬১) বসাইলাম]।
বএস (কৃকী) বয়ঃক্রম [সং—বয়স]।
বংঢ়াওল (ক্ষণ ১০।৪) বৰ্দ্ধিত করিল।
বকুলিত (বংশ ৮১০৯) মুকুলিত।
বখ্‌সীস (চৈভা মধ্য ৯।১১৬) পুরস্কার [ফা°—বখ্‌শীশ্‌]।
বগর (স্থর ৫৮) গৃহ, ২ গোষ্ঠ।
বগহুল (কৃকী ৮৯) বকফুল।
বঙ্ক (রস ৬৩) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ২ (পদক ১৯৪) বক্র, ৩ প্রতিকূল।
বঙ্কন (পদক ২৫৬১) অলঙ্কারভেদ।
বঙ্করাজ (গৌত ৩।১।৪৬) বাঁকমল।
বঙ্কা (দ ১০৮) বক্র।
বঙ্কিল (চণ্ডী ১৭৮) বক্রগামী, ২ দুষ্ট।
বচন-ঢামারি (ক্ষণ ১১।১৩) উচ্চৈঃস্বরে কৃত গীতবিশেষ, ২ ধামালি।
বচন সচন (চণ্ডী ১২৭) কথাবাৰ্ত্তা।
বচনস্থ (রস ৬৯৩) আজ্ঞানুবৰ্ত্তী। ২ মুখস্থ [অনুরূপ—কণ্ঠস্থ]।
বছল (বিদ্যা ৭৭০) বৎসল।
বছা (স্থর ১৮) বাছুর।
বছার (এ।৬) বাছুর, ২ বিহার।
বচ্ছর (তর ৪।৫।৫৫) বৎসর।
বজর (স্থর ২) বজ্র।
বজাব (বিদ্যা ১১৫) বলে, ডাকে।
বঞ্জিতহুঁ (বিদ্যা ৮১২) কথা বলিতাম।
বঝাএ (বিদ্যা ১৩৯) পাশবদ্ধ করিয়া।
বঞ্চন (চৈচ মধ্য ৪।১৬) অবস্থান। ২ ঠকান, ৩ (পদা ২৫৫) তিরস্কারী —'কাঞ্চন-বঞ্চন বসন বিভূষণ'।
বঞ্চা (দ ৫) সময় কাটান।
বঞ্জুল (পদক ২৬৬২) অশোক বৃক্ষ, ২ (পদা ২) স্থলপদ্মবৃক্ষ, ৩ (পদা ১৪৪) বেতস বৃক্ষ।
বট (দ ১২) হও, ২ (চৈচ মধ্য ৪।১৮৫) কড়ি। ৩ (পদক ১২২৫) বটবৃক্ষ।
বটবারী (বিদ্যা ১৩১) বাটপাড়ি।
বটহিয়া * (বিদ্যা ৫৯১) পথিক।
বটাবনি (স্থর ২২) স্তব্ধ।
বটিয়া (বিদ্যা ৩৭) পথে।
বটু (দ ৪৪) ব্রহ্মচারী, ২ (চৈচ অন্ত্য ৪।১৬০) বালক।
বটুয়া (চৈচ অন্ত্য ৪।১৫৩) ছাত্র। ২ * (বিদ্যা ৭৮৬) থলি [উৎ°]।
বটুরাওল (বিদ্যা ৪১০) সঞ্চয় করিল। 'যতেক ধন পাপে বটো-রাওল'। [হি°—বটোরনা]।
বটেক (বপ ২২।৪) এক কড়া মূল্য, অল্পমাত্র।
বটোই (স্থর ৬১) রন্ধনপাত্র।
বটোরলু (পদক ৩৩১৮) সঞ্চয় করিলাম।
বড় (ভক্ত ১৯।১) খড়ের আঁটি,।
বড়য়ি (কৃকী ১২) অত্যন্ত।
বড়রসী (বিদ্যা ৩৭) কথাবাৰ্ত্তা।
বড়াই (পদা ৩৩৭) বৃন্দাদেবী। ২ (চৈচ আদি ১৩।৬৪) গৌরব, মাহাত্ম্য। ৩ (কৃকী ১১০) বড়মা, মাতামহী। ৪ (কৃকী ২৮) অত্যন্ত।
বড়াক (বিদ্যা ৩৩৩) গুরু।
বড়াঞি (তর ১০।৫০।৩৩) গৌরব, মহত্ত্ব।
বড়ারি (পদক ২৫৮৬) মহৎলোক [সং—বটুক, অপ°—বড়ুঅ]।
বড়ি (পদক ১২৮) অত্যন্ত, ২ (পদক ১২২) বৃদ্ধা [সং—বৃদ্ধ, বড্ড ; বাং—বড্ড, হি°—বড়া, স্ত্রীলিঙ্গে—বড়ী]।
বড়িমাই (ক্ষণ ৬।৩) মাতামহী।
বড়ু (চণ্ডী ৪৮) বটু, ব্রাহ্মণ-বালক। ২ (পদা ২৩৯) ব্রাহ্মণ—'বড়ু চণ্ডীদাস গান। ৩ কৌলিক উপাধি-বিশেষ। ৪ (কৃকী ১) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ [সং—বটু, অপ°—বড়ু]।
বড়ুআই (পদা ২৪১) বড়াই, গৌরব।
বড়ুয়া (চণ্ডী ৪৯) বড়লোক। 'বড়ুয়ার বধূ' [সং—বটুক, অপ° বড়ুঅ]। **বড়ুয়াই** (পদক ৫৭৭) অহঙ্কার, বড়াই।
বড়ে (অ° পদ ১১) বয়স্ক।
বঢ়ওবহ (বিদ্যা ১০৬) বাড়াইবে।
বঢ়ায়্যা (রা ভ ১২।১৯) নির্বাহ করিয়া, ২ সঙ্গে করিয়া।
বঢ়ি (ক্ষণ ২৩।১৩) বন্যা।
বণিকিনী (চণ্ডী ৮২) বণিকপত্নী।
বণিজা (বিদ্যা ৮২০) বাণিজ্য।
বণিজার (বিদ্যা ৮১০) বিক্রেয় দ্রব্য। ২ ব্যবসায়ী।
বতিয়ন্ (স্থর ৪২) বার্ত্তালাপ।
বতেউ (অ° পদ ১১) বলেন।
বথানশালি (বিদ্যা ২৪৩) গোশালা।

বথু (বিদ্যা ৩৯৪) বস্তু।

বদ (গৌত পরি ১৬৫) বল। 'বদ বদ হরি ছদ না করিহ'।

বদরিয়া (সুর ৪৫) মেঘ।

বদল (চৈচ আদি ১৭।১৭৪) পরিবর্ত্তন।

বন (রা ভ ১৫।১৩) জল।

বনমাহ্লী (কৃকী ৮১) বনমল্লিকা।

বনয়ারি (পদক ১০৮৫) বনে বিলাসী, ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বনসোণা (পদক ১৩৮৯) স্বর্ণবর্ণ বন্যপুষ্পভেদ, বন্য অতসী।

বনাত (ভক্ত ২।৪) পশমী কাপড়।

বনান (ক্ষণ ৩০।৩) ধারণ করা 'বনি বনমাল'। [**বনানি** (ক্ষণ ২৩।৯) রচনা] **বনায়ই** (এ ৪) রচনা করিয়া। [**বনাহ** (এ ৩) রচনা কর, **বনি** (গোবিন্দ ৬) সজ্জিত, ভূষিত—'অবনী বিলম্বিত বনি বন-মাল'। ২ (এ ৮০) সুন্দর। **বনিয়া** (পদা ১৮১) বিন্যাস করিয়া। ২ (বপ ৭।১) সাজিয়াছে।]

বনোয়ারী (গৌত পরি ১২২) বনবিহারী 'ললিত ত্রিভঙ্গ নাগর বনোয়ারি'। [সং—বনমালী]।

বন্দন (সুর ৮২) সিন্দুর। ২ (পদক ১৩১৬) ফাগু [সং]।

বন্দনী (সুর দোহা ৭) দীর্ঘ মালা।

বন্দাপনা (চৈভা মধ্য ৬) বন্দনা।

বন্দীশাল (পদক ২৩৬১) কয়েদখানা।

বন্দুক (পদক ১৭৩৬) আগ্নেয়াস্ত্র [আ°]।

বন্দোঁ (চৈচ আদি ১।১৯) বন্দনা করি।

বন্ধান (ভক্ত ২।৪) নির্দিষ্ট সেবা-সাহায্য।

বম (বিদ্যা ৫২) বমন, উদ্গিরণ। ২ (বিদ্যা ৬৯) উদ্গার করে।

বয় (চৈচ আদি ৮।২০) বহে, প্রবাহিত হয়। ২ (গৌত) বয়স।

বয়ন (পদক ৬৮), **বয়না** (জপ ১৪), **বয়নি** (দ ১০৫) মুখ [সং—বদন]।

বয়স-বিলাস (পদক ৭৬) যৌবনসুলভ চাপল্য।

বয়ান (দ ১০৬) বদন।

বয়েসিয়া (রসিক পূর্ব ১২।৯১) বয়স্ক —'বয়েসিয়া সবে করে ভিড়ে পেলাপেলি'। **বয়েসী** (রস ৪৪৫) বয়স্ক।

বর (গৌত ১।২।৪২) আবরণ, (পদক ১) 'হিয়া অগেয়ান তিমির-বর জ্ঞান। ২ (কৃকী ৮১) বটবৃক্ষ, ৩ (কৃকী ৯২) শ্রেষ্ঠ। ৪ (বংশ ৪৩১) আশীর্বাদ। ৫ পতি।

বরকী (ক্ষণ ৭।৪) বরাকী, ক্ষুদ্রা।

বরকে (পদক ৯৩৯) অধিকন্তু [হিন্দী বল্‌কি, আ°—বলেকিন্]।

বরখনি (পদক ১৫৫৭) বর্ষণ। [**বরখি** (রতি ৫।প ৬) বর্ষণ করিয়া]।

বরগোঁ (চৈম আদি ২।৭৫), **বরঙ্গ** (চৈভা আদি ১৫।১৪৯) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

বরজ (রতি ৪। প ৪) ব্রজ।

বরজত (হি অ° পদ ৪) বর্জন করিলে।

বরজোরি (পদক ১৪৪১) বলাৎকার [ফা° বর্=হইতে, জোর=বল]।

বরণ (ক্ষণ ১৯।১) বর্ণ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ। ২ (চৈভা আদি ১৫।১৬৫) সসম্মানে গ্রহণ বা অভ্যর্থনা।

বরণি (পদক ২৮১৩) বর্ণনা, ব্যাখ্যা।

বরণিত (পদা ৩৫৩) ব্রণযুক্ত—'কুসুম-পরশে যোই বরণিত হোই'।

বরত (বপ) ব্রত।

বরততি (পদক ২৫৯৬) লতা [সং—ব্রততি]।

বরতন (পদা ৩৫০) বর্ত্তন, বেতন।

বরতয়ে (রা ভ ২৩।৯) থাকে, বেড়ায় [সং—বর্ত্ততে]।

বরতায় (পদক ২৮৮০) নির্দেশ করে।

বরনারী (ক্ষণ ৭।৪) নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধা।

বরনাহ (বপ) নাগরেন্দ্র।

বর রস (পদক ১৩৩৪) শ্রেষ্ঠ রস, ২ শৃঙ্গার।

বরবস (বাণী ৪০) বলাৎকার।

বরাক (পদক ১৩৯৯) দীন, ক্ষুদ্র। [সং]।

বরাটিকা (কৃন) হংসী, 'বরবরাটিকা গতি পরম রঞ্জিত'।

বরাদ্দ (ভক্ত ২৪।১১) নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা। [ফা°—বরার্বর্দ্]।

বরাবর (বিজয় ২৫।১৫) সমীপ, সাক্ষাৎ। ২ চিরকাল [ফা°]।

বরিখ (ক্ষণ ১৯।১৪) বর্ষা। ২ (বিদ্যা ৬১৫) বৎসর।

বরিখন্ত (ক্ষণ ৭।৬) বর্ষণ করিল।

বরিয়াতী (বিদ্যা ২৩৩) বরযাত্রী।

বরিষ (বংশ ৬০৯৬) বৎসর।

বরিসাত * (বিদ্যা ৫৩৮) বর্ষাকাল।

বরিহা (বপ), ময়ূরপুচ্ছ [সং—বর্হ]।

বরু (বিদ্যা ৩৫৯) বরং—'**বরু মনমথ-শরে জীবন যাউ**'। ২ (ক্ষণ ২২।৯) বরাঙ্গিণী। ৩ * (বিদ্যা ১৭২) বরণ করিল।

বরুণক দেশ (পদক ১৭৩৫) পশ্চিম দিক্।

বরুণালয় (বপ) মেঘ, ২ সমুদ্র।

বরুল,-লী (চৈচ মধ্য ২০।১৩২) বোলতা [সং—বরট, বরল]।

বর্গ (ভক্ত ১১।৭) সম্মত, 'যত্ন কৈলা রাজা বহু, বর্গ না হইলা'।

বর্জন (চৈচ আদি ১৭।২০৭) বারণ, নিষেধ।

বর্ত্তন (চৈভা আদি ১২।২৬) বর্ত্তমান থাকা, প্রাণে বাঁচা। ২ (চৈচ অন্ত্য ৯।১০৪) বেতন।

বর্বর (বংশ ১৮২১) মূর্খ, অসভ্য জাতি [সং]।

বলনি (চণ্ডী) গঠন, ২ বলয়াকৃতি, 'ভুরুর বলনি কামধনু জিনি'।

বলয়া (পদক ১১) বালা।

বলয়ে (চৈভা আদি ১।৪৭) বেষ্টন করে।

বলাহ (তর ৫।৪.৪৮) বলিতেছে।

বলিকা (বপ) ভঙ্গী।

বল্ক (ভক্ত ৬।২) গাছের ছাল, বাকল।

বল্গাই (বিদ্যা ২৮৯) লম্ফ দিয়া, ২ (পদক ৯৮৪) আন্দোলিত হয়। [**বল্গান** (চৈভা মধ্য ৮।১১৯) আস্ফালন সহকারে নৃত্য, 'শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বল্গিয়া]।

বলগু (দা ৫০) মনোজ্ঞ [সং]।

বল্লভ—উৎকলে মুড়কির নাম। শ্রীজগন্নাথের বাল্যভোগের একটি প্রধান উপকরণ। ঘৃতে খই ভাজিয়া পাতলা নারিকেলখণ্ড দিয়া জ্বাল দেওয়া গুড়ের মধ্যে খই মিশাইবে এবং নামাইবার সময় মরিচ, লবঙ্গ ও বড় এলাইচের গুঁড়া এবং কর্পূর মিশাইবে।

বল্লভকোরা—শ্রীজগন্নাথের বাল্য-ভোগের উপকরণ। নারিকেল কোরাইয়া গুড়ে জ্বাল দিয়া নামাইবে, তাহাতে গোলমরিচ, লবঙ্গ ও বড় এলাইচের গুঁড়া এবং কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লাড়ু পাকাইবে।

বল্লব (পদা ৩) গোপ [সং]।

বল্লি,-ল্লী (পদক ১৪৩১) লতা [সং]।

বশ (রস ৩৫২) বাধ্য।

বস (বিদ্যা ১৯) বাস করে, ২ (কৃকী ৪৬) বশীভূত।

বসিল (কৃকী ১৫) বাসিন্দা।

বসিয়া (বিদ্যা ৮১৬) বাঁশী।

বসু (বিদ্যা ৩১৯) বাস করিল। ২ (দ ৩২) আট [সংখ্যা-বাচক]।

বসুল (কৃকী ২) বসুদেব।

বহনি (কৃকী ৮০) ভাঁটা।

বহনেউ (অ° পদ ১১) ভগিনীপতি।

বহন্তা (পদক ২৭০৬) বহনকারী।

বহরাত (অ° ক ৫) ভুলান।

বহি (তর ২।১।৯) ব্যতীত, ছাড়া। (বিদ্যা) 'দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি'। ২ (পদক ১৩৩৬) উহা। ৩ (পদক ১৪৯২) বহিয়া।

বহীরি (বিদ্যা ১৫) বাহিরে।

বহু (বিদ্যা) বহে, বহুক—'মলয় পবন বহু মন্দা'।

বহুআড়ি (পদক ২৫৮৬), **বহু** (দ ১১) বধূ।

বহুআরী (দ ৪২) পুত্রবধূ [সং—বধূটী]।

বহুমলা (বংশ ২২৫৬) শৈবাল।

বহুরি (বিদ্যা) বালিকাবধূ [সং—বধূটী]। ২ (গৌত) ভূরি।

বহুল (কৃকী ৮১) বকুল।

বা (দ ২৬) বীজন, ২ (চৈম সূত্র ১।১৪) বায়ু, 'ওপদ শীতল বা লাগুক কলেবরে'। ৩ বাজান, 'বায়নে মৃদঙ্গ বায়'। ৪ (পদক ১০৮৩) অথবা।

বাই (চৈভা মধ্য ২।১১৩) বায়ু, উন্মাদ রোগ। ২ (চণ্ডী ৫৩৩) বাহিত করিয়া।

বাইচ (ভক্ত ১০।৮), **বাইছালি** (গৌত ৬।১।৩২) নৌকাচালন-প্রতিযোগিতা।

বাইয়ি (জ্ঞান ৪৮) বাজায়।

বাইশ পাহাচ (চৈচ অন্ত্য ১৬।৪১) উৎকলীয় ভাষায় পাহাচ=সোপান, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় বেষ্টনের মধ্যদেশে প্রবেশ-পথে ২২টি সিঁড়ি।

বাউ (পদক ৯০৭) বায়ু।

বাউড়ি [ভাঁউরি] (কৃমা ১৭।২) ভ্রমণশীল, 'গগনমণ্ডলে আসি ঘুরিঞা বেড়ায়। বাউড়ি হইঞা খোলা পাথর উড়ায়'। ২ (দ ৩৪) অতি-রঞ্জিত কথাদি।

বাউর (পদা ২৩২) বাতুল, বিরহ-বেদনে বাউর সুন্দর মাধব মোর'।

বাউরি (চণ্ডী ৫০) পাগলী, 'সোণার নাতিনী এমন যে কেনি হইলি বাউরি পারা'। [হি°—বাউরা, সং—বাতুল]।

বাউল (চৈচ মধ্য ২১।১৪৬) পাগল। [সং—বাতুল]। **বাউলি** (চৈচ অন্ত্য ১২।২৩) পাগল, ২ (কৃবি ১২) কুণ্ডল, কর্ণভূষণ। **বাউলিয়া** (চৈচ আদি ১২।৩৬) উন্মত্ত।

বাও (পদক ২৫০) বাতাস [সং—বায়ু]।

বাওনি (পদক ২৮৮৩) বাদ্যকারিণী। ২ (পদক ২৮৮৮) বাদন।

বাওয়াস (চৈভা আদি ১৫।২৭) বীজ-শস্য-বর্জিত কঠিনত্বক্ শুষ্ক অলাবু।

বাঁ (কৃম) বাম।

বাঁক (ধা ১৮) বক্র ভঙ্গিমা। **বাঁকুয়া** (জ্ঞান ২৮), **বাঁকে** (বিদ্যা ১১৩),

বক্র [সং—বঙ্ক, হি°—বাঁকা]।

বাঁচ (পদক ৭১০) বঞ্চনা করা, ২ রক্ষিত হওয়া।

বাঁচনা (হি গৌ ৮০) মোচন করা।

বাঁঝ (অ° পদ ৪) বন্ধ্যা, ফলহীন।

বাঁটা (চৈচ অন্ত্য ৪।২০৩) বণ্টন করা, ২ (ভক্ত ১৫।১১) কলঙ্ক, 'বাঁটা দিলে জাতিকুলে'।

বাটোরা (ভক্ত ১৫।১১) বণ্টন।

বাঁধই (রতি ২।২।৯) বাঁধে।

বাঁশুলী (পদক ৮৬২) চণ্ডীদাসের পূজ্যা বিশালাক্ষী, বাগীশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী, তান্ত্রিক দেবী-বিশেষ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে কিন্তু বাসুলী ও বিশালাক্ষী ধর্ম্মের দুই পৃথক্ আবরণ-দেবতা। ধর্ম্মপূজাবিধানের পুঁথি হইতে শ্রীবসন্তবাবু যে ধ্যান ও আবাহনমন্ত্র (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকা ২১ পৃষ্ঠায়) উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী অভিন্না বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাহ * (বিদ্যা ৬৭), **বাঁহী** * (বিদ্যা ১৩২) বাহু।

বাকল (ভক্ত ৬।২) বল্কল।

বাকুয়া (গৌত ১।২।৪৯) বাঁকা পাচনী—'পীত বসন ছাড়ি, ডোর কৌপীন পরি, বাকুয়া করিলা দণ্ড'।

বাকোবাক্য (চৈভা আদি ১২।১৮০) কথা-কাটাকাটি।

বাখর * (বিদ্যা ২৭৯) দিনের বেলায়।

বাখান (চৈচ আদি ১৬।৯৬) প্রশংসা করা, ২ ব্যাখ্যান।

বাখার (চণ্ডী ১১০) গোলা, ভাণ্ডার। 'যার ঘরে আছে দুধের বাখার, নন্দঘোষ যার পিতা'।

বাগ (তর ৪।৭।২৩) শাসন, ২ সুযোগ, ৩ পথ।

বাগড় (কৃকী ৩৩) বাধা, প্রতিবন্ধ, [সং—ব্যাঘাত]।

বাগাল (চণ্ডী ১২১) রাখাল, 'গোপের গোধন, রাখহ বাগাল, বোলহ বালক-সনে'।

বাগিচা (ভক্ত ২।৪) ছোট বাগান [ফা°—বাগ্‌চাহ্‌]।

বাঙ (কৃম) বাম।

বাঙন (পদক ১২) বামন, খর্বাকৃতি।

বাঙ্গী (কৃকী ৮১) ফুটি।

বাচা * (বিদ্যা ৫৫১) বচন।

বাচান (চণ্ডী ৫৬৭) ব্যক্ত করা, উৎপন্ন করা, 'তবে প্রেম বাচাইলা কেনে'।

বাচ্ছলি (বংশ ১৫০৯) বাৎসল্য।

বাছনি (দ ১৮) বাছা [সং—বৎস]।

বাছা (বিজয় ২৪।৪) বাছুর। 'নড়িলা গোঠেরে কৃষ্ণ বাছা চালাইয়া'। [সং—বৎসা]।

বাছুয়া (এ ১১) বৎস, বাছুর।

বাজ (বিদ্যা ২৯) বাক্য, 'বাজ সখী সঞে নত কএ মাথ'। ২ (দ ৩৬) বজ্র, ৩ (বিদ্যা ১১৩) কথা কহা, (বিদ্যা ৪১৮) 'জঞো বাজলি তঞো সংশয় গেলি'।

বাজদার (অ° পদ ৭) নিম্নজাতি।

বাজন (পদক ১৪৯) বাদ্যকার। **বাজনি** (পদক ২০) বাদ্য।

বাজন্তি (পদক ১৫৪২) বাজে [উৎ]।

বাজি (পদক ১৪৮) অশ্ব [সং—বাজিন্]। ২ (চৈচ মধ্য ১৬।২৭০) ভেল্‌কি, ইন্দ্রজাল [ফা°—বাজী]। **-কর** (চৈচ অন্ত্য ১৬।১১৫) ঐন্দ্রজালিক।

বাজিল (পদক ৭৩৮) বিঁধিল [সং—√বিধ্‌]। **বাজে** (পদক ২২৬) বিঁধে [সং—√বাধ]।

বাঞ (কৃম) বাম।

বাঞা (ভর ৯।১।১০৩) প্রবাহিত হইয়া।

বাট (দ ৫৫) রাস্তা, [সং—বর্ত্ম, অপ°—বট্ট]। **-খারা** (ভক্ত ২০।১১) ওজন করিবার নির্দিষ্ট লৌহ-খণ্ডাদি। **-দান** (কৃকী ১৬) পথকর। **-পাড়** (চৈচ অন্ত্য ১৩।৩৫) পথদস্যু।

বাটা (চৈভা আদি ৫।৬৭) তাম্বূল-পাত্র [দেশী]।

বাটুল (কৃকী ৩) মৃণ্ময় গুলিকা [সং—বর্ত্তুল]।

বাটোয়ার (প্রেচ ৯।১৬ দস্যু [সং—বর্ত্মপাতী]।

বাড়ব (বপ) সামুদ্রাগ্নি [সং]।

বাড়ি (চৈভা আদি ৫।৬৭) যষ্টি। ২ (তর ১০।৬৭।৩০) আঘাত। **বাড়িয়া** (চণ্ডী ২১৬) আঘাত করিয়া, 'বাড়িয়া ভাঙ্গিব আপন মাথা']।

বাড়ী (কৃকী ২৮) যষ্টি, ২ বাটিকা [সং-বাটী]।

বাড়ৈ (গৌত ১।৩।৪৭) মিস্ত্রী, ছুতার [সং—বর্দ্ধকি, অপ°—বড্‌ঢই, বাড়ই]।

বাঢ়া (চণ্ডী ৭২৬) সংবর্দ্ধনা, 'যাহার যেমন পীরিতি গাঢ়া। তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া'॥ ২ (পদক ৬৪০) অধিক [সং—বর্দ্ধিত, অপ° বাড্‌ঢঅ]। **বাঢ়ান** (তর ২।১।১২৭) বিস্তার করা, ব্যাখ্যা করা। **বাঢ়ায়ল** (পদক ২৯৬৬) বর্দ্ধন।

বাণ (গৌত) পোড়া বা দগ্ধ।

বাণা (চৈভা আদি ২।২০৯) পতাকা,

ধ্বজা।

বাণিজার (তর ৫।৫।৬) ব্যবসায়ী, বাণিজ্যজীবী।

বাত (চৈচ মধ্য ৭।১২৭) কথা।

বাতা (ক্ষণ ২৬।৭) কথাবার্ত্তা, সংবাদ।

বাতুল (চৈচ মধ্য ৮।২৪২) পাগল [সং]।

বাথান (চৈচ অন্ত্য ৬।১৭৪) গোশালা, গোষ্ঠ [সং—বাসস্থান ?]।

বাদ (দ ৪) ঘোষণা, ২ কীর্ত্তন ৩ (চৈচ আদি ৫।১৫০) তর্ক, ৪ (চৈচ আদি ১৬।৫৪) বাধা, বিঘ্ন; ৫ (চৈচ মধ্য ১১।১২১) অন্যথা। ৬ (কৃকী ৮৮) অপবাদ।

বাদর (দ ৮১) বর্ষা, বৃষ্টি [সং—বার্দল]।

বাদাবাদি (চৈচ অন্ত্য ১৮।৮৭) কথা কাটাকাটি।

বাদিয়া (দ ৩১) নীচজাতি-বিশেষ, ২ বিষবৈদ্য [সং—বৈদ্য ?]

বাদী (পদক ৮৬০) বিরোধী, প্রতিকূল।

বাধল (পদক ১৫২) পীড়া দিল।

বাধা (বৃপ ১৯।৪) কাষ্ঠ-পাদুকা; 'চরণের বাধা লৈয়া, দিব আমরা যোগাইয়া' [সং—বধ্রী]। ২ (পদা ১২৭) ব্যাধি, ব্যথা।

বাধাই (চৈম আদি ১৮৪) বাদ্য, ২ আনন্দ-বিশেষ—[মোহন]।

বাধ্য (চৈচ আদি ২।৬৯) বাধাপ্রাপ্ত।

বান (পদক ৩৭১) শোভা, ২ (পদক ৬১৮) জোয়ারের জল [সং—বন্যা]। ৩ (পদক ৪৭৬) দাহজনিত স্বর্ণে ঔজ্জ্বল্য।

বানা (ক্ষণ ৩।২) ধ্বজা, ২ (পদক ২৩১৯) সাজ [সং—বান, বয়ন]।

বানি (বিদ্যা ৪৪৬) মূল্য, দাম; [হি° —বানাই]।

বান্ধ (পদক ২১৬ বাঁধ [সং—বন্ধ]।

বাপ (চৈচ অন্ত্য ৬।২১) পিতা, [২ পুত্রস্থানীয় লোকের প্রতি সম্বোধন]।

বাম (বিদ্যা ৪১) বিমুখ, বৈরী। ২ (ক্ষণ ২৭।৪) নির্দয়, বাম্যভাবযুক্ত।

বামপন্থী (চৈভা মধ্য ১৯।৮৫) বামাচারী, ইঁহারা মদ্য মাংসাদিদ্বারা সাধন করেন।

বামাচার (ভক্ত ১৭।৩) তান্ত্রিক-মতে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সাধনা-বিশেষ।

বায় (চৈভা আদি ৮।১০) বাজায়, ২ (চণ্ডী ৩১) বাতাস, 'কোন্ বা দেবের বায়' ?

বার (বিদ্যা ১৩) বালক। ২ (কৃবি ২৩) সভা।

বারই (ক্ষণ ৫।১০) নিবারণ করিল।

বারক্ষেত্র (বংশ ৬৪৬৩) বারনারী।

বারণ (পদক ৫৮) নিবারণ, ২ হস্তী।

বারণে (স্বর ৩৯) উৎসর্গ।

বারমাসী (চৈচ আদি ১০।২৩) বৎসরের উপযোগী।

বারমাস্যা (রতি) প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে বিরহিণী নায়িকার বৎসরব্যাপী খেদোক্তি।

বারহ (বিদ্যা ২১৩) বার।

বারহবাণী (অ° দো ২৫) সূর্যসম দীপ্তিমান্. ২ বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

বারা (বিদ্যা ৬৮) বালা, ২ (গৌত ৩।২।৩৫) জল।

বারি (বিদ্যা ৬৪) নিবারণ করিয়া। ২ (পদক ২৪৭৬) বালিকা, বালা। ৩ (চৈচ অন্ত্য ১৩।৮০) বেড়া।

বারিষ (বিদ্যা ৩৬১) বর্ষা।

বারুণা (গৌত) জলতরঙ্গের ন্যায় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

বারূ (অ° পদ ৫) বালী।

বারে (স্বর ১৪), **বারৌ** (অ° পদ ৩) বালক।

বার্ত্তা (বংশ ১৬৭৭) সংবাদ।

বালাই (চৈভা আদি ৮।১৫৭) বিপদ অমঙ্গল, অশুভ, পাপ [আ°—বলা]।

বালাখানা (ভক্ত ১৫।৬) উপরতলার ঘর [ফা°—বালাখানহ্]।

বালি (দ ১০৯) বালিকা, ২ (দ ৪২) বালুকা।

বাস (অ° ক ৬) সুগন্ধ, ২ (কৃম) ভাল লাগা, 'রাধার বোল বাসিল গোপালে'।

বাস-গেহ (পদক ২৮৩) বাসক-নিকুঞ্জ।

বাসর (দ ২) বাস-গৃহ বা শয়নমন্দির। ২ (পদক ৪৭৮) দিবস, ৩ বিলাস-রজনী।

বাসলী (কৃকী ২) বাগীশ্বরী ['বাঁশুলী, শব্দ দ্রষ্টব্য]।

বাসা (রস ৫৩৪) মনে করা। ২ (চৈভা মধ্য ১৬।৭৪, অনুভব করা, ৩ প্রিয় মনে করা। ৪ (চৈচ মধ্য ২৫।১৬০) বাসস্থান।

বাসা-নিষ্ঠা (চৈচ মধ্য ১৯।২৫১) বাসস্থানের স্থিরতা।

বাসি (চৈচ অন্ত্য ১০।১২২) পুরাতন, ২ মনে করি।

বাসোঁ (চৈভা আদি ৭।১৫৪) মনে করি, বোধ করি।

বাহ (কৃকী ৬০) চালিত করা, 'বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ'। ২ (চণ্ডী) আকৃষ্ট করা, 'সে গুণে বাহিল হিয়া'। ৩ (কৃকী ২৫) বাহু।

বাহার (র° ম° দক্ষিণ ৪।৪৩) বাহির।

বাহিরায় (চৈচ অন্ত্য ৬।৪) বাহির হয়, প্রকাশ পায়।

বাহুক (ক্রম ৬০।৭) বাঁক, ভার।

বাহুটী (রাভ ১৭।১৯) অলঙ্কার-বিশেষ —বাজু।

বাহুড়ান (পদা ২১৮) প্রত্যাবৃত্ত করান।

বাহুতাল (চৈভা মধ্য ৪।১৭) কক্ষতালি।

বাহুদণ্ড (বংশ ৬৩৪৭) যে চতুষ্কোণ বেদীর বাহু চারিহস্ত-পরিমিত।

বাহে (গৌত ১।৩।৭১) বাহুদ্বারা, বাহুতে।

বাহেনা (ভক্ত ২।৪) আবদার [ফা° —বহানা]।

বিঁগ (বাণী ৭১) ব্যঙ্গ।

বিআল (বংশ ৫৫১৭) বিকাল।

বিকচ (গৌত ৩।১।১২৮) উজ্জ্বল, ২ (পদক ২৬৮) প্রস্ফুটিত [সং]।

বিকরুণ (জ্ঞান ২৯৩) নিষ্ঠুর।

বিকলস (রস ৭৩৩) বিকল।

বিকলিত (বংশ ৬৭৮২) বিকল।

বিকায় (চৈচ মধ্য ২৫।১২২) বিক্রয় হয়। **বিকি-কিনি** (তর ১১।১৭।৭৪) বিক্রয় ও ক্রয়। **বিকিনিল** (তর ১১।৩।২৪), **বিকিল** (তর ৯।৪।১৩) বিক্রয় করিল।

বিকুলি (চৈম মধ্য ১।১৯) ব্যাকুলতা।

বিকে (বিদ্যা ৪৩) বিক্রয় করিতে, ২ (পদক ১৩৫৫) বিক্রয়ের স্থলে।

বিখ (পদক ১০৫১) বিষ।

বিখ-দাহ (ক্ষণ ২।৫) বিষ-জ্বালা।

বিখাত (বপ) আঘাত।

বিখাদ * (বিদ্যা ১৪৮) বিষাদ।

বিখিনি (বিদ্যা ৬৪৬) শীর্ণা, ক্ষীণা; 'বিরহে বিখিনী ধনী'।

বিগড়ান (ভক্ত ৭।১) বিকৃত বা খারাপ হওয়া।

বিগরে (অ° পদ ২) বিপথগামী।

বিগাত (পদক ২৫২৩) বিশেষ বিশেষ অঙ্গ।

বিগান (বিদ্যা ৭০০) নিন্দা [সং]।

বিগুত (কৃকী ২৩) নিপীড়িত করা, 'হেন মতে বিগুতিলে সোদর মাউলানী'।

বিগুণী (রাভ ১৫।১১) বিহ্বল। 'শুনি বিনোদিনী হরষে বিগুণী'।

বিঘট (পদক ৬২৪) বিনষ্ট। [**বিঘটতি** (বিদ্যা ১৪৯) বিপরীত হইবে।]

বিঘটন (এ ৩) ব্যাঘাত, অনিষ্ট, বিরোধ; 'বিঘটন কানুক পীরিত'। ২ (গোবিন্দ ১৫২) নষ্ট, 'বিঘটন-সময় পালটি নাহি আয়ত'।

বিঘটিত (বিদ্যা ২৯২) ব্যাহত, ২ (পদক ১০০৬) বিশৃঙ্খল [সং— বিঘট্টিত]।

বিঘটু (বিদ্যা ৮১) স্থানান্তরিত।

বিঘাতন * (বিদ্যা ৬৮৬) ক্ষত।

বিঘিনি (চণ্ডী ৬৪০) বিঘ্ন, 'কে এত কয়ল বিঘিনি'।

বিচইন (বংশ ৮০১৬) পাখা [সং— ব্যজন]।

বিচচ্ছন (বিদ্যা ২৬৯) বিচক্ষণ।

বিচনী (কৃকী ১২৬) ব্যজনী, ২ কুলা।

বিচবিচ * (বিদ্যা ৮৮৯) মধ্যে মধ্যে [হি°]।

বিচার (চৈভ মধ্য ১৬।১০) খোঁজ।

বিচারণা (রস ৪৬) গতাগতি, ২ (রস ৯৮৩) বিচার।

বিচারা (কৃকী ১৪) হিসাব, বিবরণ।

বিচিত (জ্ঞান ৬৩) বিচিত্র, 'ভুবন বিচিত ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম'।

বিছইন (বংশ ৭৯০৯) পাখা।

বিছরণ (বপ) বিস্মরণ।

বিছান (দ ১) বিস্তার করা।

বিছুড়লি (বিদ্যা ৪৯) ছাড়াছাড়ি হইল।

বিছুয়ারী (গৌত ৩।১।৭৫) বিস্মরণ করাইয়াছে। 'চন্দ্রকোটি ভানু কোটি মুখ শোভা বিছুয়ারী'। **বিছুর** (ক্ষণ ৭।৪) বিস্মরণ, ২ বিস্মৃত। **বিছুরণ** (পদা ৬১৪) বিস্মরণ। **বিছুরন্তিয়া** (পদক ১৮১৭) বিস্মৃত হই।

বিছুরল (বিদ্যা ৬৫১) বিচ্ছিন্ন হইল। ২ (রতি ২।প ৯) বিস্মৃত হইল। **বিছুরাই** (পদা ২২০) বিস্মরণ। ২(পদক ১৬৪০) বিস্মৃত হইয়া]।

বিছোহ (কৃকী ৪৮) বিক্ষোভ, ২ শোভাহীন, 'বিরহে বেআকুল কাহ্নাঞিঁ বেড়ায় বিছোহে'। ৩ * (বিদ্যা ১৭৪) বিচ্ছেদ।

বিজ (পদক ২৭১) বীজ, ২ (পদক ২৩৮) বীজমন্ত্র, ৩ (পদক ৩৯৯) বীর্য।

বিজই (পদক ২২৫৩) গমন করে। ২ (পদক ২৬৭) জয়কারী। ৩ (পদক ৫৯৪) ব্যজন করে।

বিজয় (চৈচ মধ্য ১৪.২২৯) গমন, ২ মৃত্যু, ৩ (চৈভা আদি ১৫।৬) প্রভাব, উচ্ছ্বাস, বিকাশ।

বিজয়া (গৌত পরি) ১।৬২) সিদ্ধি, শ্রেষ্ঠত্ব। 'দরিদ্র বিজয়া পানে শুতি যেন দেখয়ে স্বপন'।

বিজলি (পদক ২৭৯), **বিজুরী** (ক্ষণ ১।৩) বিদ্যুৎ।

বিজে (রসিক দক্ষিণ ১০।২৪) বিজয়।

বিজোরি (পদক ১০৬১) বিদ্যুৎ।

বিজ্জু (ক্ষমা ৯৮।২০) বিদ্যুৎ, 'ঘন ঘন বিজ্জুক মালা'।

বিঞ্চন (রাভ ৩২।১৬) ব্যজন করা।

বিটঙ্ক (পদক ১৬৭৭) সুন্দর [সং]।

বিটাল (গৌত পরি ১।৭৪) মিথ্যা, বিরস ; 'গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পূরি, তৈছে দেখ সকলি বিটাল'।

বিটিকা (গৌত পরি ১।৪৫) খিলি। 'শ্রীরূপমঞ্জরী তাম্বূল-বিটিকা, দেয়ব দোঁহার মুখে' [সং— বীটি]।

বিটী (দ ৮১) কন্যা, ২ পুত্রবধূ।

বিট্‌কাল (বিজয় ৮৪।২২) বিশ্রী, বিকটাকার, ভয়ানক।

বিড়ক (চৈচ মধ্য ৪।৮০) পানের খিলি [সং—বীটিকা]।

বিড়া (কৃম) খড়-জড়িত বেড়, 'খসিয়া পড়িল বিড়া দূরে গেল ডালি'। ২ (চৈচ অন্ত্য ৬।১২১) পানের খিলি। [সং—বীটী]।

বিণিঞঁ (কৃকী ১১৪) ব্যজনী।

বিত * (বিদ্যা ৩৭৫) বিত্ত।

বিতথ (বিদ্যা ২০৭) মিথ্যা, বিফল।

বিতথা (জ্ঞান ১১৪) বিড়ম্বনা, দুর্গতি, বিপদ্‌। ২ (দ ৬৭) লজ্জিত, অপ্রতিভ।

বিতপন (কৃকী ১০৬) অতিদীপ্ত, 'রতন কঙ্কণ অতি বিতপন, পহ্নিল জগতনাথে'।

বিতলঅছি (বিদ্যা ২১২) কাটিয়াছে।

বিতান (হি গৌ২) চন্দ্রাতপ, ২ যজ্ঞ, ৩ (গৌত ১।২।১১) বিস্তার, ৪ (পদক ১৯২০) কুঞ্জ [সং]।

বিতানিত (পদক ২৬০৯) বিস্তারিত, প্রকাশিত।

বিতানী (চা° কবিত্ব ৩১) কাটাইলাম।

বিতি * (বিদ্যা ১২), **বিতীত** (বিদ্যা ৬৮৩) অতীত হইয়া।

বিতে (কৃকী ৩৫) ভিত্তিমূলে, ২ ব্যপদেশে।

বিৎসেদ (রস ২৭৪) বিচ্ছেদ।

বিথর (নির ৭) বিস্তার।

বিথল (জপ ৩) বিস্তর, বিশাল।

বিথা (কে মা ৯৪) ব্যথা।

বিথান (পদক ১০৮৩) স্থানচ্যুত, ২ বিক্ষিপ্ত [সং—বি+স্থান]।

বিথার (প্রা ১৪।৩) বিস্তার, 'কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব'। ২ (পদক ৭৫১) বিস্তৃত। [**বিথারল** (বিদ্যা ১৫২) বিস্তৃত হইল। **বিথারা** (দ ১০০) বিস্তারিত, ২ বিস্তার। **বিথুরলহু** (বিদ্যা ২৩৭) বিস্তার করিল।] **বিথুরী** (স্বর ৩৩) আলুলায়িত।

বিদগধ (পদক ১০০) রসিক।

বিদর (কৃম) বিদীর্ণ হওয়া, 'পাকা দাড়িম বিদরে'।

বিদিত (বংশ ১৭৩৮) বিদ্যমান, গোচর। ২ (পদক ১৮২) জ্ঞাত।

বিদীঘল (পদা ১৫১) সুদীর্ঘ ; 'সুখময় সেজ বিদীঘল রাতি'।

বিদুমালা (পদা ২৫২) তড়িৎ, বিদ্যুন্মালা ; 'রসজলধরে যেন বিদু-মালা'।

বিদেসল * (বিদ্যা ১৬২) দূর হইল।

বিদ্যমান (চৈভা মধ্য ১০।১০৩) বর্ত্তমান সাক্ষাৎ।

বিদ্রুম (রাভ ২৩।১৭) রক্ত প্রবাল [সং]।

বিধুন্তুদ (ক্ষণ ৯।১০) রাহু [সং]।

বিধুমণি (পদক ৭৬০) চন্দ্রকান্তমণি।

বিন, -নি,-নু (পদক ১২৫,১৪৪) বিনা।

বিনউনী * (বিদ্যা ২০৫) বুনানের পারিশ্রমিক।

বিনতি (বিদ্যা ৬৬৫) প্রবোধ, আশ্বাস-বচন।

বিনমওঁ * (বিদ্যা ৬০৬) মিনতি করি।

বিনানি (পদক ২৫৫৯) পরিপাটী, সজ্জা, বিন্যাস [সং—বর্ণনা]।

বিনানিয়া বাণী (চৈম মধ্য ১৫।৩৩) বিলাপ-বচন।

বিনানী (দ ২৬) খাদ্যসজ্জা, ২ বিন্যাস।

বিনি, বিনী (কৃকী ৮৩, ৮৫) বিনা।

বিনিয়া (চণ্ডী ৩২৫) কাটিয়া, 'আপনার বুড়া অঙ্গুলি বিনিয়া, চলিতে নারি যে ধীরে'। ২ (পদক ২৫১৭) সাজাইয়া।

বিনু (চৈচ আদি ৫।১৮৫) ব্যতীত।

বিনে (চৈচ আদি ৫।২০৫) ব্যতীত।

বিনোদিয়া (পদক ৩৩৪) মনোহর।

বিন্দ (পদক ২৭৫২) বিন্দু। ২ * (বিদ্যা ৭৩) জানে, ৩ (কৃকী ১১৯) ছিদ্র। [**বিন্দেক** (রস ৮৪৯) এক বিন্দু]।

বিন্দক (বিদ্যা ১২৬) জ্ঞাতা। **বিন্দুয়া** (পদক ২৬৫৭) বিন্দু, [সং— বিন্দুক]।

বিন্ধ (কৃকী ১১৫) ছিদ্র।

বিপতি (রতি ২। প ৩) বিপদ্‌।

বিপরাএো * (বিদ্যা ৪৩৯) বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

বিপাক (বংশ ৮০৫০) বিরুদ্ধ পরিণাম।

বিফরনা (দা মা ১৯) বিরোধ করা, ২ অসুখী হওয়া।

বিবল (চণ্ডী ৩১৮) বলশূন্য।

বিভঙ্গ (পদক ৩৯৬) ভঙ্গী, চাতুরী। ২ (পদক ১৭৯২) বিরহ।

বিভজ (রস ১৮৮) ভাগ করা।

বিভতুল * (বিদ্যা ৬০৭) সাদা হইল।

বিভা (চৈভা আদি ৬৭৮) 'বিবাহ'-

শব্দের অপভ্রংশ।

বিভালা (বিদ্যা ৭২৬) মন্দভাগ্য—'কি কহব আল সখি অপন বিভালা'।

বিভোল (চণ্ডী ১৮৬) বিভোর, বিহ্বল।

বিভ্রম (পদক ২৬৬২) বিলাস, বৈদগ্ধী [সং]।

বিমন (পদক ২৯০৬) দুঃখিত, ২ (পদক ২৫০) মানসিক ক্লেশ। [সং—বিমনাঃ]।

বিমরখ * (বিদ্যা ১৫০) বিমর্ষ।

বিমরিষ (চৈভা আদি ৭।১২১) বিমর্ষ, বিষণ্ণ। ২ (বংশ ৫৭৫১) পরামর্শ।

বিমর্ম (বংশ ৫২১৫) মর্মপীড়া।

বিমলা (চণ্ডী ১৮৬) শ্রীকৃষ্ণের বেণু-বিশেষ।

বিমলাদেবী—শ্রীক্ষেত্রে 'বড় দেউলের' পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে পূর্বাভিমুখিনী চতুর্ভুজা দেবী। ইঁহার দক্ষিণ নিম্নের হস্তে অক্ষমালা, দক্ষিণ উর্ধ্ব হস্তে অমৃত-কলস,বাম ঊর্দ্ধ হস্তে নাগ-কন্যা ও বাম নিম্ন হস্তে অভয়-বর। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল-মতে ইনি ভগবতী দুর্গা, শ্রীনারদের হস্তস্থিত শ্রীহরি-প্রসাদ কণিকা পাইয়া শ্রীহরের নৃত্যভঙ্গী-দর্শনে দুর্গার তৎকারণ-জিজ্ঞাসায় মহাদেব প্রসাদ-প্রাপ্তির কথা বলেন। পার্বতী তৎপ্রসাদের অপ্রাপ্তি-বশতঃ ক্ষুব্ধা হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি ঐ প্রসাদ কলিকালে আচণ্ডালে বিতরণ করিবেন এবং এই জন্যই তিনি এস্থানে বসিযা জগন্নাথের যাবতীয় প্রসাদী নৈবেদ্যই বিমলা-দেবীরূপে অঙ্গীকার করেন, তখন নাম হয়—'মহাপ্রসাদ'।

বিমান (বংশ ৬৪৭৫) রথ। ২ (ভক্ত ১০।১১) দোলা।

বিমোয় (বিদ্যা ৬১৯) বিমোহিত করে।

বিম্ব (কৃকী ৯০) তেলাকুঁচা ফল। ২ (বংশ ১১০১) বুদ্বুদ।

বিম্বুকাই (পদা ৪৯০) বুদ্বুদ হইয়া। 'দেহ উঠয়ে বিম্বুকাই'।

বিয়রি (চৈচ মধ্য ১৪।৩১) বিরণ-ধান্যের চাউল ভাজার চাক।

বিয়লি (চৈভা অন্ত্য ৪।৪৬২) খোসা ছাড়ান মুগ বা মাস কলাইর ডাল।

বিয়া (চৈভা আদি ৯।১৮) বিবাহ।

বিয়াকুল (পদক ২৪৬২) বিহ্বল।

বিয়াজ (পদা ১৯১) ব্যাজ, ছল, বিলম্ব।

বিয়াধি (দু মধ্য ১০৬) ব্যাধি।

বিয়াপিল (তর ৪।৩।৩২) ব্যাপ্ত হইল।

বিরঙ্গ (দ ১৩) রঙ্গহীন, ২ মলিন।

বিরপণ (পদক ৬২৫) বীরত্ব।

বিরল (পদক ৩০) নির্জনস্থল [সং]।

বিরলা * (বিদ্যা ৮৩) বিড়াল।

বিরস (বংশ ৫৫৩৯) অসন্তুষ্ট।

বিরাগ (পদা ২৫৭) রাগরাগিণীর ব্যতিক্রম, ২ ঔদাসীন্য।

বিরাগিনি (পদক ২১১) বিরক্তা।

বিরিখ (চণ্ডী ৩৮৪), **বিরিখি** (পদক ২৫৩০) বৃক্ষ—'বিরিখের ফল নহেত পীরিতি'।

বিরিতি (পদক ৭৩১) অনভ্যাস [সং—বি-রীতি]।

বিরীতি (বিদ্যা ৫৬৮) রীতি-বিরুদ্ধ।

বিরুহ (বিদ্যা ১৫) বিরস, কটু।

বিরোধ (রস ৬৮৬) নিষিদ্ধাচরণ, ২ বিবাদ, বিসম্বাদ।

বিলখ (পদক ২৬৪৩) বিস্ময়ান্বিত [সং—বিলক্ষ]।

বিলগ (অ° পদ৪) অপমান। ২ * (বিদ্যা ৭৮০) বাহির।

বিলগাই (হি° গৌ ২৫) পৃথক্। [**বিলগানা** (সুর ৮৩) পৃথক্ হওয়া]।

বিলছি (বিদ্যা ৫২৪) লক্ষ্য করিয়া। ২ * (বিদ্যা ৪৭২) বিলজ্জিত।

বিলমায়ত (পদক ১০২৫) **বিলম্বায়ত** (পদক ৩৫৮) বিলম্ব করে [সং—বিলম্বায়তে]।

বিলব (বিদ্যা ২৭৩) বিলম্ব।

বিলস (রস১৩) পছন্দ করা।

বিলাত (চৈচ অন্ত্য ৯।৩১) অনাদায়, প্রাপ্য টাকা।

বিলান (চৈচ অন্ত্য ৪।৮৩) বিতরণ।

বিলস (রস ১৩) পছন্দ করা।

বিলাস (গৌত) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

বিলুঠই (ক্ষণ ২।৫) বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

বিলোক * (বিদ্যা ৩৪৭) কটাক্ষ।

বিলোল * (বিদ্যা ৪৯৪) সুন্দর।

বিবরণ (পদা ৩৭) বিবর্ণ।

বিবর্ত্তন (চৈভা মধ্য ৬।১৩) ভ্রমণ, প্রত্যাবর্তন।

বিবর্ত্তিঞা (রস ২৪৯) ভাগ করিয়া।

বিবশ (পদক ৮৩১) অবাধ্য। ২ (বংশ ২৬৪০) নিরুপায়।

বিবি (চা অ° ৪৬) যুগল।

বিশঙ্কউ (পদক ৩৯৯) বিশেষ আশঙ্কা করিতেছি।

বিশলেখ (বিদ্যা ৬৭৭) বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ।

বিশাই (গৌত ৫।৪.৪) বিশ্বরূপ। [সং—বিশ্বকর্মা]।

বিশিখ (বপ) বাণ [সং]।

বিশেখ (ক্ষণ ৫।৭) বিশেষ, 'বান্ধব তিমির বিশেখ'।

বিশেষ (কৃকী ১৩৮) বৈচিত্র্য।

২ (পদক ৭৭০) বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য। ৩ (পদক ২২৩) বিশেষরূপে।

বিশোয়াস (প্রেচ ২।১৯) বিশ্বাস।

বিশ্বশর্মা (পদক ২৬৭৬) সূর্যপূজায় পুরোহিত বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের নাম।

বিশ্বাস (গৌত ১।৩।৭২) কার্যকারক, বিশ্বস্ত কর্মচারী। **-খানা** (চৈচ অন্ত্য ১৩।৯০) গোপনীয় বিভাগ।

বিষ (বংশ ১৯০৪) বেদনা।

বিষম (পদক ১৫২) বেজোড়, ২ (পদক ১৭১) দারুণ। **-খাওয়া** (বপ) খাদ্যপানীয়াদি গলাধঃকরণ-কালে শ্বাসরোধ ও হিক্কা।

বিষহরী (পদক ৬৪৩) মনসা দেবী।

বিষাণ (পদক ১১৯২) শিঙা [সং]।

বিস (বিদ্যা ২৪৫) মৃণাল [সং]।

বিসর (পদা) বিশীর্ণ।

বিসরণ (পদক ১৬৮) বিস্মরণ।

বিসাজ (পদা ১৬২) সাজের অভাব —'সুন্দরি বিছুরল সাজ বিসাজ'।

বিসারনা (অ° পদ ৪) বিস্মৃত হওয়া।

বিসাসী (অ° পদ ১০) অবিশ্বসনীয়।

বিসাহন (পদক ৫৮০) প্রসাধন, বেশবিন্যাস।

বিস্তুনাএ (বিদ্যা ১১৫) বিস্মৃত হয়।

বিসেখ * (বিদ্যা ৪২) বিশেষ, প্রভেদ।

বিহঁসি (সুর ২৯) হাসিয়া।

বিহ * (বিদ্যা ৫৬৩) বিধি।

বিহনি (গৌত) প্রভাত।

বিহরণ (রস ৫৮) অপহরণ, ম্লান করা; 'মণিগণ প্রদীপ বিহরে'। ২ (পদক ১৪৭৮) বিলাস, বিহার।

বিহরত (বিদ্যা ৬৮২) বাহির হইতেছে।

বিহরে (রস ৫১) তুষ্ট করে।

বিহলি (বিদ্যা ৫৫৫) বিহার করিতেছে।

বিহসি (বিদ্যা ৫৪) মুচকি হাসিয়া।

বিহা (চৈভা মধ্য ২৩।৩৭৬) বিবাহ।

বিহান (দ ১১৯) প্রাতঃকাল। [সং—বিভাত]। ২ (কৃকী ৫৪) অভাব, বিহীন।

বিহারা (বিদ্যা ৫৮৭) ব্যবহার, ২ (পদক ৩৯৮) ক্রীড়া, সম্ভোগ।

বিহাল (উ° মা ৯০) অস্থির।

বিহি (গৌত ৫।২।৬৪) বিধি, বিধাতা।

বিহিন (পদক ১৮০) বিহীন, শূন্য।

বিহিনী (জ্ঞান ২৮৭) বিরহিণী, 'নাহ বিহিনী, সব দাহক মানিয়ে'।

বিহুনি * (বিদ্যা ৫০৭) বিনা।

বিহুসলি (বিদ্যা৬৪) মুচকিয়া হাসিল।

বীকল (পদক ৪৬৮) বিকল।

বীকে (পদক) বিক্রয়ের স্থলে।

বীখ (পদক ১৮৫৭) বিষ।

বীচ (পদক ১০২৩) মধ্য [হি°]।

বীজ (পদক ৩৯৯) মূলমন্ত্র, 'পূজক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে, সো ইহ কছু নাহি জান। জটিলা কহ – আন দেব কাঁহা পাওব, তুহুঁ বীজ কর ইথে দান'॥ ২ (পদক ২৯০১) শস্যাদির বীজ।

বীজই (পদক ২১) জয়শীল, 'কণ্ঠে শোভিত হারমণিময়, ঝলকে দামিনি বীজই'। ২ (পদক ৬৪৯) গমন, [৩ ব্যজন করে]।

বীজ-কপোর (বিদ্যা ৪) বীজপুর, গোঁড়ালেবু। **-তাল** (চৈচ মধ্য ১৪। ২৬) তালের শাঁস। **-পূর** (চৈচ মধ্য ১৪।২৭) বেদানা, ডালিম, টাবানেবু।

বীজে (রসিক দক্ষিণ ১৬।৫০) বিজয়, আগমন।

বীটিকা (গৌত), **বীড়** (পদক ১২৯০), **বীড়ী** (রাভ ২০।৭) পানের খিলি [সং—বীটিকা, হি°—বীড়া]।

বীণ (পদক ৫০৭) বীণা।

বীতউ (পদক ১৫৯৯) অতীত হউক। [হি° √ বীত]।

বীদর (পদক ১৮২১) বিদীর্ণ হয়।

বীন (পদক ১৮৯৫) বিনা।

বীনতি (সুর ২৭) চয়ন করেন।

বীননা (সুর ৫৫) গ্রন্থন করা।

বীর (সুর ১৮) ভাই। ২ (পদক ৭) শূর, ৩ বীরচন্দ্র প্রভু।

বীর-তাত (পদক ৭) শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পিতা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

বীরভাগ (রস ৬৩) বীর সকল। [বহুবচনার্থে 'ভাগ' শব্দ]।

বীরবানা (বপ) বীরত্ব।

বীরা (সুর ৬৮) তাম্বূল-বীটিকা।

বীরুধ (পদক ১৩২৪) লতা [সং]।

বুজা, বুজান (চৈচ মধ্য ১৪।৬) নিমীলন করা। **বুজায়ব** (পদক ৭৪০) নির্বাপিত করিব।

বুঝউলিসি (বিদ্যা ১০৪) বুঝাইলাম।

[**বুঝওলহ** (বিদ্যা ৪২২ বুঝাইয়াছ। **বুঝওবিসি** (বিদ্যা ১১৩) বুঝাইব। **বুঝি** (পদক ৯২) বোধ হয়, সম্ভবতঃ। **বুঝিল** (পদক ১০২) বুঝার যোগ্য 'মধুর মধুর স্মিত করে বুঝিল না হয়'।]

বুটা (ভক্ত ২৬।১) সূচসূতাদিয়া বস্ত্রাদিতে তোলা ফুললতাদি [হি°]।

বুনন (তর ৪।৩।১৬৮) শস্যবীজাদির বপন।

বুন্দ (পদক ১৫৫৩) বিন্দু।

বুম্বুক (কৃকী ৬২) ঝল্লক 'বুম্বুকে উথলে জল'।

বুম্বুকী (রস ৭২) পট্টবস্ত্রের 'বুট'।

বুলয়ে (ধা ২১) ভ্রমণ করে।

বুলি (চৈচ মধ্য ১৬।৮) বাক্য, ২ বলিয়া।

বূ (বাণী ৬৩) সুগন্ধ।

বূক (পদক ৭০৭) বুক, বক্ষঃ।

বূড়ক (বট ৫১) নিমজ্জন। **বূড়ত** (পদা ৪৯২) ডুবিয়াছে। **বূর** (বপ) ডুবিয়া।

বৃত্তি (চৈভা আদি ৭) বিবরণ-গ্রন্থ [সং]।

বে (অ° পদ ১১) তাহারা।

বেঁত (পদক ১২০০) মুখ। [প্রাদেশিক বাং]।

বেউশ্যা (কৃকী ১৬০) বারনারী।

বেকত (পদক ১০৫) ব্যক্ত, বিকসিত। **বেকতাওব** (বিদ্যা ৩৮২) ব্যক্ত করিব।

বেগর (বিদ্যা ৭৩৭) বিনা। (পদা ৪৪৮) 'আওয়ে ভাদো বেগর মাধো' [আ—বগয়র্]।

বেগার (তর ৫।৩।৭) বিনা বেতনে খাটুনি [ফা°]।

বেগি (স্বর ৩৫) অবিলম্বে।

বেগ্রতা (বংশ ৬১৮৮) আগ্রহ।

বেণ্ডতে (দ ৭৭) পরস্পর বিনিময় পূর্বক।

বেঙ্কা (পদক ৩০৩৭) বক্র।

বেচন (পদক ১৩৫৬) বিক্রয়।

বেজ * (বিদ্যা ৬০৮) সুদ। ২ (গৌত) বৈদ্য।

বেজার (ভক্ত ১৬।১) দুঃখী, বিরক্ত [ফা°]।

বেটন (ভক্ত ২০।১) বেষ্টন।

বেটা (চৈভা আদি ৯। ৯) [অবজ্ঞা-সূচক] লোক [সং—বটু]।

বেড়ি (ভক্ত ৭।১) শৃঙ্খল।

বেঢ়লিছু (বিদ্যা ১৩৪) বেড়িয়াছে।

বেঢ়াকীর্ত্তন (চৈচ অন্ত্য ১০।৫৬) পরিক্রমণসহ কীর্ত্তন।

বেঢ়ানৃত্য (চৈচ মধ্য ১১।২০৭) পরিক্রমা করিয়া নৃত্য।

বেণা (পদক ৬৪২) খসখসের ঝোঁপ [সং—বীরণ]।

বেণানী (চণ্ডী ৮২) বণিক্‌পত্নী।

বেণী (রাভ ১২।২, ১৩।১৩) চুই—'বেণী মাতা অলিন্দতে দঢ়ে বসাইয়া'। ২ গাভীর বাঁটদ্বয়—'ঘটিতে ধরিয়া বেণী করয়ে দোহন'। ৩ (পদা ৩৩৯) ত্রিবেণী, জলের নালা।

বেণ্ডুআ (কৃকী ৬৬) ঝিঁড়ে।

বেথা (পদক ৩০) ব্যথা।

বেথি (পদক ৯৪৮), **বেথিত** (পদক ৮১৭) ব্যথিত।

বেদ (বিদ্যা ১২০) মন্ত্র।

বেদনি (গৌত ৫।৪।২৪) মর্মী, 'ব্যথিত বেদনি জন, বোধায়ত অনুখন'।

বেদনী (চৈম মধ্য ১১।২০৩) ব্যথিত।

বেদা * (বিদ্যা ৫৫৫) বিদায়।

বেনন (পদক ২৬১) বিনানো কেশ। ২ (পদক ১৩৩৩) বিনানো।

বেপথ (গৌত) কম্প [সং—বেপথু]।

বেপরদা (ভক্ত ২৪।১) উন্মুক্ত, ঘোমটা-শূন্য, বে-আবরু।

বেভার (দ ৮১) ব্যবহার, আচরণ। ২ (পদক ১৫৫৬) প্রচলিত কর।

বেমান (ভক্ত ১৫।১১) বিধর্ম [বে+ ইমান্=ধর্ম]।

বেয়া (চণ্ডী ১০৩) বাহিত করিয়া। 'মথুরার পথে চলে যদুনাথে, রাজপথ খানি বেয়া'।

বেয়াজ (ক্ষণ ১২।৫) ছল, ২ বিলম্ব। [সং—ব্যাজ]। ৩ (পদক ২৩৮) সুদ [হিং°]।

বেয়াধি (চণ্ডী ৫৬৫) ব্যাধ, ২ (পদক ১১৮) ব্যাধি।

বেয়াধিনী (পদা ৫০০) ব্যাধিগ্রস্তা।

বেয়াপ (বপ) ব্যাপিত।

বেয়াল (পদক ২৯৪৫) সর্প [সং—ব্যাল]।

বেরা (বিদ্যা ৬৭) বার—'এক বেরা' =একবার। ২ (পদক ২৬৩) বেলা, সময়।

বেরি (দ ৭৩) সময়ে। ২ (দ ১৪) দফা, ৩ বার।

বেরিবেরি (কৃমা ৫৬।৩৬) বহুবার।

বেরো (অ°পদ ১১) সন্ধান।

বেল (গোবিন্দ ৪৪) বেলা, সৈকত 'উতপত বালুক বেল'।

বেলন (ক্ষণ ২৮।৭) বোটাদার।

বেলল (পদা ৩৩০) [বল্লী-শব্দজাত] বস্ত্রাদিতে ফুল পাতার লতাকৃতি সূচিকর্ম বা নকসা, ফুলপাতার নক্‌সা-কাটা রেশমী বা মখমলী ফিতা—'বেলল পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী'।

বেলা (দ ৯২) বাটি, রত্নের পাত্র। ২ (কৃকী ৫৭) সময়। ৩ (ভক্ত ৬।২) সমুদ্রতট।

বেলি (দ ৬) ছোট বাটি, রত্নের পাত্র। ২ (দ ৫১) সময়ে। ৩ (স্বর ২) নৌকা।

বেলী (ক্ষণ ৯।১০) বল্লী, লতা। ২ (কৃকী ৩৩) বেলা।

বেল্লিত (পদা ১৮) ঈষৎ কম্পিত [সং]।

বেবত * (বিদ্যা ৫০২) মধ্যে।

বেবথা (বিদ্যা ৬৫৪) ব্যবস্থা।

বেবর্ত্তা (রসিক দক্ষিণ ১৬।৯) ব্যবস্থাপক [সং—ব্যবহর্ত্তা ?]।

বেবি (বিদ্যা ১৪৮) দুই।

বেশর (গৌত ২।৩।২২) নথ, নাসা-

ভূষণ। ২ (রাভ ১০।৪)—শ্রীজগন্নাথের ছত্রভোগের উপকরণ। বেগুণ, কচু, আলু, মিষ্ট কুমড়া প্রভৃতি তরকারি সিদ্ধ হইলে সরিষা ও মরিচ বাটা এবং বেশী পরিমাণে নারিকেল কোরা দিবে।

বেশায়ন (পদা ২৪৪) [পাঠান্তর—বিসাহন] প্রসাধন। 'বেশ বেশায়ন সবহুঁ বিসরণ চললি পরিহরি মান'।

বেশী (রস ৬৭) বেশধারী।

বেশোআর (কৃকী ১২০) ঝালবাটনা।

বেসনি (বিদ্যা ১৬০) তরুণ।

বেসর (স্বর ৩০) নাকের ভূষণ।

বেসহি (বিদ্যা ১৫৭) বিক্রয়।

বেসাইতে (পদক ২২৬৯) বাড়াইতে।

বেসালি (চণ্ডী ৩২০) দধি পাতিবার জন্য মাটির পাত্র; দুগ্ধ জাল দিবার ভাণ্ড। 'যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া, সাঁজে সাজাইনু দুধ'।

বেহাই (ভক্ত ২২।১) পুত্র বা কন্যার শ্বশুর [সং—বৈবাহিক]।

বেহার (রস ৭২০) বিহার, লীলা-বিলাস, ভ্রমণ। ২ (কৃবি ৪৯) মঠ।

বেহাল (বংশ প ৬৯৮) দুর্দশাপন্ন [বে+আ°—হাল্]।

বৈছে (ধা ১০) বহিতেছে।

বৈঠব (এ ৩) বসিব।

বৈঠান (পদা ২২৫) অবস্থান—'দুহুঁ আওল কুণ্ডহি যাঁহা সুবদনিক বৈঠান'।

বৈঠে (স্বর ৮) বসিয়াছেন।

বৈদগতা (পদক ১৩৬৪), **বৈদগধ** (প্রা ৩৪।২) রসমাধুর্য, রসজ্ঞতা।

বৈদে * (বিদ্যা ৪১২) বৈদ্য।

বৈন (স্বর ১৫) শব্দ।

বৈনো (পদক ১০৮৬) সাজিয়াছে [ব্রজ°√বন্.অতীত কালে—বন্যো]।

বৈভব (রস ৫) বিভূতা, ঐশ্বর্য।

বৈয়ে (দ ৬৪) বসিয়া।

বৈরাগ (ভক্ত ২।৪) বিতৃষ্ণা, বৈরাগ্য।

বৈবর্ণ (রস ৮৬৬) বিবর্ণ।

বৈস (স্বর ২৫) বয়স।

বৈহারী (বপ) বধূ।

বোকান (বিদ্যা ৪৪৪) বোঝা, থলি।

বোঝারি (চৈচ অন্ত্য ১০।৩৮) ভার-বাহী।

বোদাপোড় (রসিক পূর্ব ৩।১২) বলির উদ্দেশ্যে ছাগাদি পশু। 'সবে জীবহত্যা করে হয়ে অচেতন। বাদাবাদি বোদাপোড় কাটে সর্ব্বজন'।

বোন্দ (বংশ ১৩৬১) বন্ধু।

বোরোলি (চৈচ মধ্য ২০।১১৮) বোলতা [সং—বরটা]।

বোল (পদক ১৪৪) বাক্য।

বোলহ (চণ্ডী ১২১) বেড়াও, 'বোলহ বালকসনে'।

বোলায় (রস ৪৩২) বাজায়। ২ (চৈচ আদি ১৬।৮৮) বলায়, ৩ ডাকে।

বোহারি (চণ্ডী) বধূ [সং—বধূটী]। ২ (কৃকী ৮১) বহুবার। ৩ (ভক্ত ৪।৬) ঝাঁটা।

বোহিত (হিং° গৌ ১০৯) বৃহৎনৌকা।

বৌরা (হিং° গৌ ১৩৯) উন্মত্ত।

বৌলি (চৈচ আদি ১১।১১২) মুকুলাকৃতি স্বর্ণভূষণ।

বৌহারি (বপ ২।৩) বধূ। 'সঙ্কীর্ত্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি'।

ব্যভার (চৈভা আদি ৬।৮৮) ব্যবহার।

ব্যবসায় (চৈভা আদি ১০) আচরণ, ব্যবহার।

ব্যবসিক (চণ্ডী ৭৯৯) পরিনিষ্ঠিত, প্রেমিক। 'সেইত রসিক, হয় ব্যবসিক দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে'।

ব্যাজ (পদা ১৯১) ছলনা, ২ বিলম্ব, 'ধনি যদি পেখবি না কর বেয়াজ'। ৩ (গৌত) সুদ, ৪ বাধা।

ব্যাধা (পদক ১১৪) ব্যাধ, কিরাত।

ব্যাভার (চৈভা আদি ৬।৮৮) ব্যবহার।

ব্যামহ (ভক্ত ৩।১) পীড়া, দুঃখ [সং—ব্যামোহ]।

ব্যার (অ° দো ৩৩) বাতাস।

ব্যাহ (অ° দো ২৪) বিবাহ।

ব্রণ (চৈচ আদি ১৭।১৮৩) ক্ষত।

শ, ষ

শউচ (ভক্ত) স্নান, 'কুঞ্জর শউচ'।

শঙ্ক (কৃকী ৩৭৮) ভয়।

শঙ্কিল (পদা ১৫৯) শঙ্কাযুক্ত—'চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট'।

শঙ্কু (পদক ২০৫০) শল্য, গোঁজ।

শঙ্কেত (কৃকী ৭৯) বেণু।

শঙ্খচুর (কৃকী ৮৮) চূর্ণবিচূর্ণ।

শঙ্কা (রসিক দক্ষিণ ১১।৩৩) রন্ধনোপযোগী করিয়া তরকারী প্রস্তুতি।

শটা (পদক ৭০৬) কুঞ্চিত কেশ, ২ কেশর।

শতকরা (রসিক পশ্চিম ১।৩৮) বাতাবি নেবু।

শতঘরিয়া (পদক ৪১১) [যে পুরুষ শত শত পর-গৃহে পরস্ত্রীগমন করেন] বহুবল্লভ।

শতবেরি (পদক ২৩২) শতবার।

শতেশ্বরি (পদক ৪৮৩) সাতনরী হার।

শপতি,-থি (পদক ৭১০) শপথ।

শমতি (জ্ঞান ৫০) বিরাম, উপশম। 'শমতি না দেই, দিন রজনী রোয়'।

শম্ভুঘরণী (বিদ্যা ৩১৬) সন্ধ্যা—'শম্ভু-ঘরণী বেরি'।

শম্ভুশেখর (বিদ্যা ৫৫৫) কৈলাস পর্বত।

শয়ন (চণ্ডী ১৮৭), **শয়াণ** (কৃকী ৫২) শয্যা—'আজুক শয়নে ননদিনী সনে, শুতিয়া আছিনু সই'!

শরদ বদর (রাভ ১২।৪) শরৎকালীন মেঘ।

শরপুলী (রাভ ৩৪।৯) পিষ্টক-বিশেষ।

শরলা (চৈচ অন্ত্য ১৩.৫) কদলীর বল্কল।

শরবরি (পদক ১৭১৭) রাত্রি [সং—শর্বরী]।

শলাক (পদক ২৪৬১) কর্ণাভরণ [সং—শলাকা]।

শলি (পদক ২৫৩৩) শল্য, শেল।

শব (ভক্ত ১১।৮) মৃতদেহ।

শবর—বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অন্ত্যজ জাতি-বিশেষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-মতে বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট দস্যুজাতিদের অন্যতম। মহাভারত, অমরকোষ, বরাহমিহির, বাণভট্ট প্রভৃতিও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পুরাকালে শ্রীনীলমাধব-স্বরূপে বিশ্বাবসু শবরের পূজা ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি 'দয়িতা'-সেবকরূপে সেবা করেন। বিদ্যাপতির শবরী-গর্ভজাত সন্তানগণ ভোগরন্ধনাদি সেবা করেন। তাঁহারাই সুয়ার-(সূপকার)-নামে খ্যাত হইয়াছেন।

শশিরেহ (বিদ্যা ৪৮২) শশিরেখা, নখচিহ্ন।

শাঁকু (বংশ ৪২৪২) শলাকা।

শাঁস (চৈচ মধ্য ১৫।১৭৯) শস্য।

শাকর (এ ১৮) শর্করাজাত এক-প্রকার দ্রব্য। ২ শ্রীজগন্নাথের ছত্রভোগের উপকরণ। পানিকখারু (চাল কুমড়া) পাতলা চাকা চাকা করিয়া বানাইয়া সিদ্ধ করত উহার সহিত গুড়, তেঁতুলের মণ্ড এবং নারিকেলকোরা মিশাইয়া আবার সিদ্ধ করিয়া সম্বরা দিবে।

শাকর-সেবনি (চণ্ডী ১৭৫) শর্করা-যুক্ত; 'এ ক্ষীর নবনী শাকরসেবনি রাখিল যতন করি'।

শাকরা (চৈচ মধ্য ১৫।২২১) মিষ্ট তরকারী। ২ (দ ৪৬) মিশ্রিত চিনি-ময়দার মিষ্টান্ন।

শাকিনী (চৈচ আদি ১৩।১১৩) স্ত্রী ভূত।

শাখ (পদক ১৮২০) শাখা।

শাখি (পদক ৫০) বৃক্ষ।

শাঙন (ক্ষণ ৯।৭) শ্রাবণ।

শাঙর, শাঙল (গৌত ৪।৪।১৯) শ্যামল।

শাড়িম (বিদ্যা ৮০২) শস্তা।

শাটী (চৈচ মধ্য ৮।১২৯) শাড়ী।

শাতি (গোবিন্দ ৯৫) শাস্তি। 'বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত'।

শান (পদা ৫১) ধ্বনি।

শাপ (কৃকী ২৯) সর্প।

শাপান্ত (চৈম ১৯০।৩২৮) অভিশাপ।

শাম রঙ্গ (বিদ্যা ৪৪০) শ্যামবর্ণ।

শামর (বিদ্যা ২২) শ্যামল। [**শামরী** (ক্ষণ ৬।৫) কৃষ্ণবর্ণা। **শামরু** (ক্ষণ ৬।৫) নীল]।

শারী (পদক ২৬।৯) পাশাখেলার গুটি। ২ শুকপক্ষির স্ত্রী।

শাল (চৈম সূত্র ২।৭৫) তীব্র দুঃখ, যন্ত্রণা। [সং—শল্য]। ২ (পদক ১৭৫৮) গৃহ [সং—শালা]। ৩ (গৌত) ইক্ষু ভাঙ্গিবার স্থান। ৪ (কৃকী ৩৪৯) শল্য।

শালয় (বিদ্যা ১২৭) শেলবিদ্ধ করে।

শাশ (পদক ৩৯৯), **শাশু** (বিদ্যা ২১১), **শাশুহি** (বিদ্যা ৩২৬) শাশুড়ী [সং শ্বশ্রূ, হি° মৈ°— সাস্]।

শাস (পদক ৯৫) নিঃশ্বাস।

শাসন—উড়িষ্যার রাজা, রাণী বা মন্ত্রি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত ও ব্রাহ্মণের করে প্রদত্ত গ্রাম।

শিঙলি (বিদ্যা) শিমুলগাছ, 'চন্দন-ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু।'

শিকা (চৈভা আদি ৮।১৩৬), **শিক্যা** (তর ১০।১৩।১৫) দ্রব্য রাখিবার জন্য দড়ি বা তারে নির্মিত ঝুলন্ত আধার-বিশেষ।

শিক্‌দার (চৈচ মধ্য ১৮।১৬৮) শান্তিরক্ষক রাজকর্মচারী [ফা°]।

শিখও (ক্ষণ ১৬) শিখাইব।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক (পদক ৭৪) ময়ূর-পুচ্ছ।

শিখর (গৌত ৩।১।৪৫) পক্ব দাড়িম্ব-বীজাভ মাণিক্য, পদ্মরাগ [সং]।

২ (পদক ২৬৭) ফুলের কুঁড়ি। ৩ (পদক ১২) পর্বতের চূড়া।

শিঙ্গার (গৌত ২।৪।১৭) শৃঙ্গার, বেশভূষা। ২ (পদক ২৫৬) কাম-কেলি।

শিঙ্গারিণী (পদক ১০৫৪) সজ্জিতা।

শিথ (কৃকী ৬২) সীমন্ত, ‘প্রভাত আদিত শিথে সিন্দূরে’।

শিথান (পদক ২৮৩৫) শিয়রের বালিশ। (চণ্ডী) ‘শিথান হইতে মাথাটী বাহুতে, রাখিয়া শুতল কাছে’ [সং—শিরঃস্থান]।

শিদা (রসিক দক্ষিণ ৯।৩) চাউল, ডাল, তরিতরকারী প্রভৃতি রন্ধন-সামগ্রী [সং—সিদ্ধ ?]।

শিনিছাঁদ (দ ৮৯) ছাঁদন-ডোরী। ‘আইল গোকুলচাঁদ করে করি শিনিছাঁদ’।

শিয়ল (কৃকী ৩৩৩) শীতল।

শিয়ার (বিদ্যা ২৪১) শৃগাল।

শিরতাজ (ভক্ত ১০.১) মুকুট।

শিরিযুত (বিদ্যা ২৫) শ্রীযুক্ত।

শিরোপা (চণ্ডী ৮) পুরস্কার-রূপে দত্ত উষ্ণীষ [ফা°—সর্-ও-পা]।

শিলীমুখ (পদা ২) ভ্রমর [সং]।

শিষ (ক্ষণ ২৪।১১) মস্তক [সং—শীর্ষ]।

শিহালা (পদক ৮৭২) শৈবাল, ‘গুরুজন-জ্বালা, জলের শিহালা’।

শীঘ্রচেতন (চৈচ অন্ত্য ১৯।৬৯) সত্বর জাগ্রত [সং]।

শীতিম (পদক ১০৩৩) শ্বেতবর্ণ।

শীধু (পদক ২৮৮১) মধু।

শীন্দুফুল (রাভ ১০।৪) সিন্ধুফুল, মুক্তা।

শীলিত (পদক ২৪৬২) ধৃত [সং]।

শুআ (কৃকী ৩০৬) শুকপাখী।

শুইহো (গৌত ২।৩।১৪) শুভগা, পতি-সোহাগিনী। ‘আইহো শুইহো লঞা শুভ কর্ম করে আই’।

শুঁকা (চৈচ অন্ত্য ১৭।১৮) ঘ্রাণ লওয়া।

শুখ (পদক ২৩৭০) শুষ্ক।

শুখরুখা (চৈচ মধ্য ৩।৩৯) শুষ্ক ও তৈলঘৃত-শূন্য খাদ্যদ্রব্য।

শুচিবাসগেহ (ক্ষণ ১১।৯) শৃঙ্গার-নিকেতন, নিকুঞ্জ।

শুণ্ঠী (চৈচ অন্ত্য ১০।২১) শুঁঠ, শুকনা আদা।

শুতয়ে (চৈম সূত্র ২।৭০) শয়ন করে।

শুতলি (রস ৩) শণের সরু দড়ি। ‘হৃদয়ে বাঁধিব গুণ প্রেমের শুতলি’। ২ (ক্ষণ ১।১০) শয়ন করিল।

শুদ্ধ (রস ১৬৪) বিশ্বস্ত, ‘যুক্তিকালে শুদ্ধ মন্ত্রী’।

শুদ্ধি (চৈভা আদি ৮।৫৪) প্রকৃত মর্ম বা অর্থ।

শুধা (পদক ১১৪৭) রিক্ত, শূন্য।

শুধাবই (দ ১০) জিজ্ঞাসা করে।

শুধি (ক্ষণ ১৯।৬) শুদ্ধি। **শুধী** (কৃকী ৭২, ৩৭৫) তত্ত্ব, ২ উপায়। ৩ (পদক ৯৮) চেতনা।

শুন (পদক ৬১) শূন্য। ২ (পদক ৩৬১) শোনে, শোন। [**শুনইছিয়** (বিদ্যা ১৫৪) শুনিতেছি। **শুনি-লায়** (বংশ ৬৩।১০) শুনিলা]।

শুভ করা (চৈভা অন্ত্য ২।১৬৮) শুভযাত্রা করা, বিজয় করা। ‘দানী বলে—গোসাঞি করহ শুভ তুমি’।

শুয়া (বংশ ৪২৩২) শুকপক্ষী।

শুভোদয় (পদক ৮২৪) সৌভাগ্য।

শুষির (গৌত ২।৪।১৮) বংশীবাদ্য [সং]।

শুষ্‌খ (পদক ১৭৭৬) শুষ্ক।

শূন (পদক ৪৬) শূন্য।

শূনহি (এ ১১) শূন্য মনে, উদাস ভাবে।

শূর (বিদ্যা) সূর্য, ‘তরল তিমির শশী শূর গরাসল’। ২ (পদক ৩৫০) বীর।

শৃঙ্গ (চৈভা আদি ৯।৩১) শিঙ্গা।

শৃঙ্গিকাক (গৌত ২।৪।১৭) বাদ্য-যন্ত্রভেদ।

শেখর (পদক ১৩) শিরোভূষণ, ২ পদকর্ত্তা, ৩ শ্রীকৃষ্ণ।

শেজ (পদক ৬৫৬) শয্যা, ‘কমলের শেজে’ [সং—শয্যা]।

শেণী, সেণী (বিদ্যা ৪৪) শ্রেণী।

শেয (প্রা ৫।১।১), **শেযরি** (পদা ৫০৫) শয্যা।

শেষ (পদা ৬৬৬) উচ্ছিষ্ট। ২ (পদক ১২০) সীমা, ৩ (পদক ১১৪৪) অনন্তদেব।

শেহলা (তর ১০।৫০।৫৬), **শৈবল** (পদক ২৭১) শৈবাল।

শৈল (বংশ ৩৯৮৭) শেল।

শোঁসর (রস ৭২১) নিকট, ২ (রস ৭০) সোসর, তুল্য।

শোকিল (গোপ) শোকজনক, ‘কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল’।

শোধ (চৈচ মধ্য ১২।৯০) শোধন কর।

শোয়াস (পদক ৯৮) শ্বাস।

শোর (পদক ১৭৩৬) উচ্চধ্বনি, ২ কোলাহল।

শোষ (তর ১০।২৫।৪৩), **শোস** (রসিক পূর্ব ১০।২২) তৃষ্ণা। ২ (চৈচ মধ্য ৪।২৫) শুষ্কতা।

৩ (চণ্ডী ৪০২) বেদনা।

শোহ (পদা ৫৪) শোভা। ২ (পদা ২৫০) শোভা করে—'পীত পট শোহ'। **শোহন** (পদক ২৬৩) শোভাময়, সুন্দর। **শোহনী** (পদা ৫৮৯) শোভনা, 'অঙ্গভঙ্গী নটবর শোহনী'। **শোহায়ন** (পদা ৪৪৮) শোভাযুক্ত, 'ঘন শোহায়ন বারি'। **শোহিনী** (গোবিন্দ ৭৩) শোভিনী।

শৌরহীন (ক্ষণ ৮।২) সংজ্ঞাশূন্য, 'গৌর বলিতে শৌরহীন'।

শ্যামর (রতি ২। প ১), **শ্যামরু** (ক্ষণ ১৪।৭) শ্যামল।

শ্যামলা (চণ্ডী ১৮৬) শ্রীকৃষ্ণের ধেনুবিশেষ।

শ্রীখণ্ড (জ্ঞান ৪৫) চন্দন [সং]।

শ্রীপাট (ভক্ত ১৮।১) বৈষ্ণব মহাজনগণের জন্মভূমি বা ভজনস্থান, লীলা-নিকেতন।

শ্রীপাদ (চৈভা মধ্য ৫।৮) শ্রীনিত্যানন্দের সম্বোধনে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত গৌরব-বোধক শব্দ। 'ইঁহা আইস শুনহ শ্রীপাদ'।

শ্রীফল—বিল্বফল।

শ্রীবাস (পদক ১২৪৩) শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রোণি (পদক ১৩২৩) নিতম্ব।

ষট্পদ (পদক ১৪৯২) ভ্রমর।

ষড় (পদক ১৪৮৯) ছয়।

ষড়ঙ্গ (চৈভা মধ্য ৬।৩৩) ষড়্‌বিধ পূজোপচার—জল, আসন, বস্ত্র, দীপ, অন্ন ও তাম্বূল।

ষণ্ড (পদক ২৫৫২) ষাঁড়।

ষাটি (তর ১।৩।১) ষাট্ [সং—ষষ্টি]।

ষোলয় (রস ৩৯) ষোল [সং—ষোড়শ, হি°—ষোলহ]।

ষোলসাঙ্গ (চৈচ আদি ১০।১১৪) যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের প্রয়োজন হয়।

স

সআন * (বিদ্যা ৩৭৬) চতুর।

সই (বংশ ৭৩৭) সখী।

সইহ (বিদ্যা ৭১৮) সেই।

সও * (বিদ্যা ৯৫) হইতে।

সওগাদ (ভক্ত ২২।৩) ভেট, উপহার [তুর্কী°—সওগৎ]।

সওদা (চৈভা মধ্য ৯।১৪২) বাণিজ্য-লব্ধ অর্থ, লভ্যাংশ [ফা°]।

সওয়ার (ভক্ত ১৪।১১) আরোহী।

সংঘট্ট (চৈচ মধ্য ১।১৪০) ভিড়, জনতা [সং]।

সংঘাতিনী (বিদ্যা ৭৯৬) সখী, সঙ্গিনী।

সংঘার (কৃম ৬।২৮) সংহার।

সংভ্রম (পদক ৭৩১) সঙ্কোচ, ভয় [সং]।

সংহতি (চৈভা আদি ৫) সঙ্গে।

সংহতী (কৃকী ১১) সঙ্গী, সাথী।

সংহার (রস ৭১৪) সংগ্রহ।

সঁকীরণ (পদক ৪৫০) সঙ্কীর্ণ, মিশ্রিত।

সঁচার (পদা ১৫০) সঞ্চার। 'ঐছে দুরতর পন্থ সঁচার'।

সঁতাবয় (বিদ্যা ৪৯) সন্তাপিত করে।

সঁপা (তর ৬।৩।১৭) সমর্পণ করা।

সঁভারি (বিদ্যা ৪৭) সংযত করা।

সঁভোগ (পদক ৪৫০) সম্ভোগ।

সঁবারী (স্বর ৩৩) সংস্কৃত করা।

সঁবারো (অ° প° ৩) দৃঢ়তাপূর্বক।

সকট (কৃকী ৯৫) শকট।

সকটক (পদক ২৯০৫) সকণ্টক।

সকন * (বিদ্যা ১৪৪) সাবধান।

সকলাত (ভক্ত ১৯।১) বহুমূল্য শীত-বস্ত্র।

সকারনা (দা মা ১৪) গ্রহণ করা।

সকারে (দা মা ১৪) প্রাতঃকালে।

সকাল (বংশ ১৬৮) শীঘ্র। ২ (কৃকী ১৪৫) পূর্বাহ্ণ।

সকুচ (স্বর ২০) সঙ্কোচ [হি°]।

সখড় (পদক ২৬৯৯) উচ্ছিষ্ট।

সগড় (কৃম) গোযান—'গোকুলবাসী চলিল, সগড়ে পূরিয়া সর্বজনে'। [সং —শকট]।

সগর (বিদ্যা ১১) সকল, 'সগর বচন কহু নত কয় মাথ'। ২ (পদা ১৮৬) বিষময়, 'ইহ যৌবন ধন সগরহি ভূষণ'।

সগরি (পদক ১৬৩৯), **সগরী** (পদা ৪০১), **সগরে** (বিদ্যা ৮৪) সকল।

সগবগ (স্বর ৭০) শীঘ্র, ২ পূর্ণরূপে। ৩ (উমা ১৩৭) সিঞ্চিত।

সগাঈ (স্বর ৭৭) বিবাহ, ২ নিয়োগ।

সগুণী (কৃকী ৩১৮) ব্যাধ, ২ নিমিত্তজ্ঞ।

সঘন (রস ১৮৩) ঘনঘন, ২ উচ্চ রব। ৩ (পদক ৯৭৭) মেঘযুক্ত।

সঙরণ (চৈভা মধ্য ১০।১০৫) স্মরণ।

সঙার (পদক ১৬৯৮) শৃঙ্গার, সংস্কার।

সঙে (পদক ২৯১৯) সহিত [সং—সঙ্গ, বাং—সনে]।

সঙ্কীরণ (পদা ২৪৮) সঙ্কীর্ণ, মিশ্রিত। 'বর সঙ্কীরণ রস করু অবগাহ'।

সঙ্কেত-গেহা (পদক ৩৩০) গোপন-মিলন-স্থান।

সঙ্গ (পদক ৬৩) সম্মিলন, ২ (পদক ২১৩) সম্ভোগ, ৩ (পদক ৬৪) সহিতে।

সঙ্গতি (দ ৬২) সঙ্গে। ২ (চৈম শেষ ২।৩২) সঙ্গী। ৩ (ভক্ত ২০। ১) ধনসম্পৎ।

সঙ্গম (বংশ ১৮৩৯) সম্ভোগ।

সঙ্গর (পদা ২৯৬) যুদ্ধ [সং]।

সঙ্গব (পদক ৬২৮) গোষ্ঠ [সং]।

সঙ্গাত (চণ্ডী ৯৫) সঙ্গী, সখা। 'সুবল সঙ্গাত, তার কাঁধে হাত, আরোপি নাগর রায়'। **সঙ্গাতি** (পদক ১০৭৩) সম্মিলন। ২ (পদক ৫৫) সহচর, সখা।

সঙ্গিয়া (পদক ২৭৭) সঙ্গী, অনুচর।

সঙ্ঘট্ট (চৈচ মধ্য ১।১৪০) ভিড়, জনতা। ২ জাঁকজমক।

সঙ্ঘাতি (বিদ্যা ৩৪০) সংহতি। ২ (বিদ্যা ২৫৬) সুহৃৎ।

সচকিঞা (রস ১৯১) সচকিত হইয়া।

সচু (স্বর ৩২) সুখ।

সচূল (পদক ৬৯) চূড়াযুক্ত [সং]।

সচে (স্বর ৪৩) সাজে।

সচেল (পদক ১৩৪১) বস্ত্রসহিত [সং]।

সজ (বিজয় ২।২৫) সোজা 'কুঞ্জ সজ কৈল'। ২ (পদক ২৭৯৭) সজ্জা। ৩ (কৃকী ১৬৮) নির্মাণ। ৪ (কৃকী ১৭৯) সজ্জিত।

সজন (কৃকী ১৫৫) সজ্জন।

সজনি (ক্ষণ ২৬।৩) সঙ্গিনী, সখী।

সজাব, সজাবট (স্বর ৮২) সাজান।

সজ্জ (চৈভা আদি ৫।৩০) সজ্জা, আয়োজন বা উপকরণ।

সঞে (ক্ষণ ১।৪) সঙ্গে। ২ (গৌত ৪।২।৩৫) হইতে—'দূরসঞে দেখে যত নাগরী সমাজ' [হি°, মৈ°—সে ; তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন]।

সঞো (বিদ্যা ৪১) হইতে।

সঞ্চ (রস ৫১৮) সংগ্রহ। ২ (রস ৩৯৪) পুষ্টি, পুষ্ট। 'প্রথমে পালিয়া পশু মাংস সঞ্চ করে'।

সঞ্চয় (রস ১৪০) লাভ, উৎপাদন। ২ (চৈচ মধ্য ৪।৮০) সমূহ।

সঞ্চয়ে (বংশ ১১১৭) সঞ্চিত করে।

সঞ্চরু (গোবিন্দ ১৭) সঞ্চরণ করে, ২ সঞ্চার করে। 'অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু, সুরধুনীতীরে উজোর'॥

সঞ্চা (বিদ্যা ৭৬৩) ছাঁচ।

সঞ্চার (পদা ৩৫৩) অভিসার—'সুসময় জানি অরু তাক সঞ্চার'। ২ (পদক ১৭১) চেষ্টা, যত্ন।

সঞ্চে (চৈম সূত্র ২।২৭৬) সঞ্চরণ করে।

সঞ্জম (বংশ ২২৯) সংযম।

সঞ্জাত (বিদ্যা ৩৩৯) সংযত।

সটেপটে (ভক্ত ১২।৪) সসম্ভ্রমে, সাপটিয়া।

সড়কী (দ ৯২) বংশ-শলাকা-রচিত আবরণ [চিক্]।

সড়া (চৈচ অন্ত্য ৬।৩১৫) পচা।

সত (বংশ ২) সত্ত্বগুণ। ২ (কৃকী ১১) সত্য।

সতন্তর (পদক ২৯০) স্বাধীন। [সং—স্বতন্ত্র]।

সতর (পদক ২৭৯৭) সতর্ক, সাবধান। ২ (পদক ৯৫৩) ত্বরাযুক্ত [সং—সত্বর]।

সতরে (দ ৬) সত্বর।

সতরোহি (স্বর ৪৩) কুপিত।

সতহি * (বিদ্যা ৩৮১) সর্বদা।

সতহু (দ ১০) সত্যই।

সতা * (বিদ্যা ৩৭২) সত্য।

সতাই (চৈম মধ্য ৯।৫১) সৎমা, বিমাতা।

সতালে (বিদ্যা ৪৭০) স্থির জল, 'সাগর হোয়ত সতালে।

সতাবএ (বিদ্যা ১২২) সন্তাপিত করে, 'চান্দ সতাবএ সবিতাহু জিনি'।

সতি (পদক ৭৬) যথার্থ—'আজ সতি মাধব শুভ দিন তোরি'। ২ (পদক ৭৬) সাধ্বী [সং]।

সতিনী (চৈচ আদি ১৪।৫৮) সপত্নী। ২ (পদক ২৪৯২) সত্য, প্রকৃত।

সৎকার (চৈচ আদি ১৬।৩৫) প্রশংসা।

সত্য (বংশ ৭৪) প্রতিজ্ঞা।

সত্বর (কৃকী ১৫৭) সতর্ক।

সদ (বাণী ১২৬) স্বভাব।

সদন্দ (বিদ্যা ৩৯১) কাতর।

সদাগর (ভক্ত ৪।৫) বণিক্ [ফা°—সওদাগর]।

সদান * (বিদ্যা ৪৭১) নিকটে।

সদায় (তর ৩।৪।১) সর্বদা।

সদ্দহি * (বিদ্যা ৯) শব্দিত হইল।

সন * (বিদ্যা ৪৩৭) যেন।

সনখত (বিদ্যা ৩৮) সনক্ষত্র।

সনাই (বিদ্যা ৪০) স্নান করাইয়া।

সনাতন-সন্ধ (পদক ৩৫৭) স্থির-প্রতিজ্ঞ, ২ সনাতন-নামা পদকর্ত্তার সহিত সন্ধিকারী।

সনান (বিদ্যা ৬১) স্নান।

সনি (বিদ্যা ১৪৮) তুল্য।

সনে (চৈচ আদি ৭৪০) সঙ্গে।

সনেহ (দোহা ৯) স্নেহ।

সনোড়িয়া (চৈচ মধ্য ১৭।১৭৯) সনাঢ্য ব্রাহ্মণ। [সনোয়াড়-শব্দে সুবর্ণ বণিক্, তাহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাই সনোড়িয়া]।

সন্ত (পদক ১৪৯২) সজ্জন [হি°, তুলনীয় Saint]।

সন্তত (পদক ১৭৩৫) সতত [সং]।

সন্ততি (পদা ৪৪৭) সতত। 'ঝম্পি-ঘন গরজন্তি সন্ততি গগন ভরি'। ২ (পদক ১৭৮৪) সন্তান।

সন্তান (রস ৪৭৭) দেবতরু-বিশেষ।

সন্তারা (চৈচ অন্ত্য ১৮।১০৪) বাতাবী নেবু।

সন্দর্ভ (চৈভা মধ্য ৫।৪৯) তত্ত্ব, রহস্য।

সন্দেশ (ক্ষণ ৮।১০) সংবাদ। ২ (চণ্ডী ২৫১) সন্দেহ—'এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ'। ৩ (কৃকী ১২৫) উপহার। ৪ মিষ্ট দ্রব্য।

সন্ধান (দ ২২) মিলন,২ সংঘটন, ৩ চাপে শরযোজনা। ৪ (রস ১১৩) স্থাপন। ৫ (রস ৬৮৪) সম্পর্ক। ৬ (পদক ২৯২৬) বাঞ্ছা, ৭ (চৈচ অন্ত্য ১০।১৪) আচার।

সন্ধি (ক্রম ৬৯।১৭) সন্ধান। ২ (বংশ ৬০৭৮) মিলন, সাক্ষাৎকার। ৩ (বংশ ৬৬৩৭) বঞ্চন-কৌশল।

সন্ধ্যামুনি (চণ্ডী ৩৮২) সর্পবিশেষ। 'সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে'।

সন্না (পদক ১৪৮৪) বর্ম, পরিচ্ছদ, ২ বন্ধন [সং—সন্নাহ]।

সন্নাহ (পদক ১৪৮৩) বন্ধন।

সন্নিধান (চৈচ মধ্য ২০।১৮২) আবির্ভাব।

সন্মদ (রস ৪৮১) সদানন্দ।

সপজত (বিদ্যা ৩১০) সম্পূর্ণ হইবে। 'চলচল সুন্দরি করগএ সাজ। দিবস সমাগম সপজত আজ'॥

সপতি (গোবিন্দ ৭০) শপথ।

সপথ (চণ্ডী ৫১৬) সুপথ, 'অপথ, সপথ কৈল পণ'।

সপদ (পদক ২৫৯৮) উত্তম অবস্থা।

সপদি (পদা ২২৫) তৎক্ষণাৎ, 'সো পদতল বিনু, কিছুই না জানিয়ে, সপদি কহই তুয়া ঠাম্'।

সপন (পদক ১৯৬) স্বপ্ন।

সপব (ক্ষণ ৮।১৩) সমর্পণ করিব।

সপুণে (বিদ্যা ২২৬) সম্পূর্ণ।

সপ্তসপ্তি (বাণী ২১) সূর্য [সং]।

সফরী (দ ৭৮) পেয়ারা, ২ আম্র, ৩ কদলী। ৪ (পদক ২৭১) পুঁঠি মাছ।

সভা (চৈচ আদি ৬।৬০) সকল। ২ (চৈচ মধ্য ৫।৯০) সমাজ। ৩ (পদক ৮) সমিতি।

সমকএ * (বিদ্যা ৩১০) সমকক্ষ।

সমঝ (বিদ্যা ৭০২) বুঝা [হি°]।

সমতি (জ্ঞান ৫৪) সম্মতি, সাড়া। 'ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে'। ২ (ক্ষণ ৩।৩) উত্তর।

সমতুল (চৈচ মধ্য ৮।২৪২) সমান, তুল্য।

সমদল (বিদ্যা ৪৯) সংবাদ দিয়াছিল।

সমদি (বিদ্যা ৫৯৯) সমাধা, সম্পূর্ণ।

সমধান (বিদ্যা ১৯) সন্ধান, প্রতিকার।

সমন্দল (বিদ্যা ৭৬২) নিবেদন করিল।

সমর রস (রস ৬০) উগ্রভাব।

সমরস (চৈচ আদি ৪।২৫৭) সমান সুখ।

সমরা (বিদ্যা ৫৮৫) তুলনা।

সমরী (পদক ২৭৩৪) সংস্কার করিয়া।

সমরু (এ ২৭) সমর। 'সরস সমরু করু তাই'।

সমরেছ (পদক ২৭৩৪) সংস্কার কর।

সমবায় (বংশ ৮৬৪) সহযোগ। ২ (চৈভা অন্ত্য ৯।১৫৮) মিলন, ৩ সজ্ঘ।

সমসম (গৌত ৫।২।৬৪) ঋজু ঋজু।

সমসর (তর ৪।৩।১৬৭) উপযুক্ত, ২ সদৃশ।

সমা (বংশ ২৪) সকল।

সমাওত (বিদ্যা ৮১৮) প্রবেশ করে।

সমাজ (বিদ্যা ২১৯) মিলন। ২ (পদক ২৩৯) সম্প্রদায়।

সমাত (সুর ৪০) ধরে।

সমাদ (কৃকী ৪২) সংবাদ।

সমাধান (চৈচ অন্ত্য ১।১১) নির্বাহ।

সমাধি (চণ্ডী ৪) শেষ, সমাপ্তি। 'চণ্ডীদাস কহে ব্যাধি সমাধি নহে'। ২ (পদক ৫৬) গভীর ধ্যান। ৩ (পদক ৮৩৮) নিশ্চয়।

সমান (কৃকী ৪৫) সম্মান।

সমায় (বিদ্যা ৭৩১) প্রবেশ করে।

সমাবয়া (বিদ্যা ৭৭৩) অতিবাহিত করিবে।

সমারল (বিদ্যা ১৯) সাজাইল।

সমারি (পদক ২৫১৩) গোপন করিয়া, সামলাইয়া। ২ (দ ৩) সংযত করা,

৩ সম্বরণ।

সমারু (বিদ্যা ২৫২) সাজাইল।

সমাবেশ (চৈভা আদি ১২।১১২) সমাগম।

সমাহার (চৈচ মধ্য ১৯।১৯২) মিলন।

সমিত (জ্ঞান) সদৃশ, 'চামর-সমিত কেশ'।

সমিভ্যার (ভক্ত ১২।২) সমভিব্যাহার, সঙ্গে।

সমিহ (গৌত ২।২।৪০) সম্মান, সম্ভ্রম-প্রদর্শন। 'যতেক পণ্ডিত গো কেবা বা সমিহ নাহি করে' [সং—সমীক্ষা, বাং—সমীহ]।

সমীহয় (বিদ্যা ৪৯) অভিলাষ করে।

সমীহিত (চৈভা আদি ৮।২৫) মর্ম, অভিপ্রায়। 'সর্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত'।

সমুচ্চয় (বংশ ৫২৬৪) সমবেত। ২ (চৈভা আদি ২।৬১) শেষ, অন্ত।

সমুঝা (দ ৪) বুঝা।

সমূহ (ভক্ত ৭।১) অনেক, সমূহ বালকসনে পঢ়াইতে বসাইলা'।

সম্পাটন (বংশ ৪১৪৫) সমাপ্তি।

সম্পায়ন (পদক ১৫১৮) সম্পাদন।

সম্পুট (পদক ৩১০) কৌটা।

সম্প্রীত (বংশ ১৭৩৩) সদ্ভাব।

সম্বল (চৈচ মধ্য ৪।১৫১) উপায়, টাকা পয়সাদি, পুঁজি।

সম্ভাওব (বিদ্যা ৮০২) আলিঙ্গন দিবে।

সম্ভার (বংশ ৬৪২০) দ্রব্যসামগ্রী, আয়োজন [সং]।

সম্ভারলি (বিদ্যা ১৫৭) সাম্‌লাইতে।

সম্ভারী (সূর ১৭) রাখিল।

সম্ভাল (দ ১০৭) চিত্তবৃত্তি-সম্বরণ। ২ (পদা ২৭৯) সংযত। ৩ (চৈচ আদি ১৩।১০৭) শুনিয়া বুঝা, 'কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়, সম্ভালিতে নারে কারো বোল'।

সম্ভাষা (বংশ ৫২৭৩, ৫২৮৫) আলাপ, ২ সম্ভোগ।

সম্ভেট (চৈম) সাক্ষাৎকার।

সম্ভেদ (জ্ঞান ১২৩) সংঘটনা, 'জ্ঞান দাস কহ বিহিক সম্ভেদ'। ২ (বিদ্যা ১৭১) মিলন। ৩ (রুকী ১৯২) অবস্থা।

সম্ভ্রম (চৈভা আদি ৫।৬৭) ব্যস্ততা, তাড়াতাড়ি। ২ (পদক ২৩৮) সম্মান।

সম্বরণ (চৈভা আদি ৫।১৫৯) ত্যাগ করা, ছাড়া।

সম্বাদ (পদা ৫৮) সম্ভাষণ—'কা দেই করব সম্বাদ'। ২ (বংশ ৬২৪) খবর, ৩ (বংশ ৪৯৪২) সাড়া।

সম্বাদলু (ক্ষণ ২৫।২৫) সংবাদ দিলাম। **সম্বাদি** (পদা ৪০৩) সংবাদ লইয়া।

সম্বিত (পদক ১৫১৮) যুক্ত [সং—সংবীত]। ২ (পদক ১৬০৫) চৈতন্য, জ্ঞান। ৩ (পদক ৮৬২) সুস্থ [সং—সংবিৎ]।

সম্বিধান (চৈম মধ্য ১৫।৪৬) পারিপাট্য 'অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সম্বিধান'।

সম্বীত (পদক ১৮৯২) সোয়াস্তি [সং—সংবিৎ]।

সম্বেদন (চৈম মধ্য ১৪।২৯) চেতনা, 'দেবী সম্বেদন পায় ক্ষণে'।

সম্বেশ (কৃম) নিদ্রা, 'শার্দূল অশন সম্বেশ গেছিল'। ২ (বিদ্যা) সন্নিবেশ, 'ঝামর ঝামর কুটিল হি কেশ। শশি-মণ্ডল শিখণ্ড সম্বেশ'॥

সয়নাঁ (বিদ্যা ৪৯) সেয়ানা, চালাক।

সয়ানি (গোবিন্দ) চতুরা 'সো চঞ্চল হরি, হিয়া পিঞ্জর ভরি, কৈছনে ধরলি সয়ানি'॥ ২ (বিদ্যা ৩) কিশোরী।

সরকার (ভক্ত ১৫।৭) রাজস্ব, শাসনতন্ত্র [ফা°—সরকার]।

সরখেল (চৈচ মধ্য ১৫।৯৬) তত্ত্বা-বধায়ক, সরকার। [ফা°—সর্‌খয়ল্‌]।

সরণা (পদক ৯৭৭), **সরণি** (দ ১০১) **সরণী** (ক্ষণ ২৩।১৪) পথ, [সং—শরণি সরণী]।

সরপুপি (পদক ২৫ ৭) সরপুরিয়া।

সরভাজা (পদক ২৫৫৭) মিষ্টান্ন-ভেদ।

সরম (দ ১১) লজ্জা, 'সরম মরম ফাঁসী' [ফা—শরম্]।

সরমণ্ডল (পদক ২৭৯৯) বীণাযন্ত্র-ভেদ [সং—স্বরমণ্ডল]।

সরমিত (গৌত) লজ্জিত।

সরবস (চৈম সূত্র ২।৪৭৩) সর্বস্ব।

সরস (ক্ষণ ৭।৫) আর্দ্র, ভিজা। ২ (পদক ৫৫৭) রসযুক্ত ; ৩ (পদক ২১২) প্রফুল্ল। **সরসনা** (সূর ৯২) সবুজ হওয়া, ২ সরস হওয়া।

সরসাই (হি গৌ ৪) নিত্য নবায়-মান, ২ সরস। **সরসাত** (অ° ক ১) সরস করে। **সরসানা** (বৃ মা ৭) সাজান, সরস করা।

সরাণ (চৈচ অন্ত্য ৬।১৮৫) প্রশস্ত পথ।

সরাধ (অ° দোহা ১৫) শ্রাদ্ধ।

সরাপ (হি° অ° পদ ১) শাপ। ২ (ভক্ত ১১।২) মদ্য [আ°—শরাব্]।

সরাহনা (বিদ্যা ১০৭) প্রশংসা করা।

সরি (পদক ২৭৪০) মাল্য। ২ (চণ্ডী ৫৩৪) বিস্তার করে, 'মরা

তরু যেন বরিষ পাইলে, সে যেন মঞ্জরী সরি'। ৩ (স্থর ৩) সমান। ৪ (চৈচ মধ্য ৪।১২০) শেষ হইয়া।

সরিখ (পদক ৭০৯), **সরিসে** (বিদ্যা ৫৯) সদৃশ [সং—সদৃক্ষ]।

সরিষপ (চৈভা মধ্য ২৩।১৮৬) সর্ষপ।

সরু, সরুয়া (জ্ঞান ৩২) ক্ষীণ।

সরূপ (কৃকী ১১) স্বরূপ, যথার্থ।

সরোজ (পদক ২৬৮), **সরোরুহ** (পদক ১২) পদ্ম।

সর্পি (রস ২৬৪) ঘৃত।

সর্বজান (চৈভা আদি ১২।১৫৪), **সর্বজ্ঞ** (আদি ৮।৬৬) সর্বজ্ঞ, দৈবজ্ঞ।

সর্বতন্ত্র (বিজয় ৩।২৮) একচ্ছত্র, অসমোর্দ্ধ। ২ সর্বশাস্ত্রসার।

সর্বত্থর (ভক্ত ৭।১) সর্বত্র।

সলসল (দ ৬৩) আনচান্, ২ অতিশিথিল।

সলাপ (ভক্ত ১৯।১) গুঁড়িমারা।

সলি (চণ্ডী ২৪১) ক্ষুদ্র শলাকার ন্যায় ক্ষীণ, 'তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হৈল সলি।' ২ (কৃকী ৭৮) শল্য।

সলুঁ (গৌত ৩।১।৪) শ্লথ।

সলোনী (হিং° গৌ ১৪) সুন্দরী, ২ রসিকা।

সল্লভ (গৌত পরি ১।২০) সুলভ। 'জয় গোপবল্লভ, ভক্তসল্লভ, দেবদুর্লভ বন্দন।

সব কোই (পদক ১৮১৩) সকলে।

সব তহু (বিদ্যা ৬৯৯) সকলের অপেক্ষা।

সবদ (বিদ্যা ৩৬৪) সম্বন্ধ।

সবয়স (পদক ১৩০৮) সম-বয়স্ক।

সবহু (ক্ষণ ৩।৭) সকলেই।

সবে (চৈচ আদি ৪।১৩২) কেবল-মাত্র। ২ (পদক ৩৯২) সহিবে।

সসন (বিদ্যা ৭০) শ্বসন, বায়ু; 'সসন পরশ খসু অম্বর রে'।

সসরল (বিদ্যা ৫৭০) সরসর করিয়া গেল।

সসরি (বিদ্যা ৫৪৭) স্রস্ত হইয়া।

সহই (ক্ষণ ৭।৩) সহ্য করিতে।

সহচরী (বিজয় ১।২৯) পত্নী। ২ (পদক ৮৬) সঙ্গিনী।

সহজ (রস ৬৮৬) আনুষঙ্গিক, ২ অনিবার্য। ৩ (চৈচ মধ্য ২।৭৫) প্রকৃত, ৪ (পদক ১৫০) স্বভাবতঃ, ৫ (পদক ১২০) সাধারণ।

সহসহ (বিদ্যা ৫১৬) সহস্র। ২ * (বিদ্যা ৪৪৪) সরীসৃপ।

সহিয় (বিদ্যা ১৯৫) সহ্য করিও।

সহী * (বিদ্যা ৪০১) সহি। ২ (কৃকী ১১৬) সখী।

সহুঁ (পদক ১৬৬৫) সহে। **সহু** (গৌত) সহিতে।

সহে (তর ১০।৮৮) সঙ্গে। ২ (কৃকী ২১) সহ্য করে।

সহেট (দা মা ১৪) সঙ্কেতস্থান।

সহেলী (স্থর ৫৭) সখী, দাসী।

সঙ্কা (কৃকী ১৪৫) সকলকে।

সাই (বিদ্যা ১৪) তাহাকে, 'এ কান্হা কান্হা তোরি দোহাই। অতি অপরূপ দেখলি সাই'॥ ২ (পদা ১৩৯) সহিত, সঙ্গে। ৩ (পদক ২৫৯) সাধিয়া [সং—√সাধ, প্রা°—√সাহ]।

সাএ (বিদ্যা ৩৬) সখি। ২ * (বিদ্যা ১৭২) সময়, ৩ * (বিদ্যা ৩১৫) শত।

সাঁকড়ি (বিদ্যা ৪০) সঙ্কীর্ণ।

সাঁকরিখোর (রত্না ৫।৮৯৩-৮৯৪) বরষানার পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ।

সাঁকরী (স্থর ৬৬) অপ্রশস্ত, সরু।

সাঁকাল (কৃকী ২৩৭) সত্বর।

সাঁচ (বিদ্যা ১৬০) সঞ্চয়। ২ (বিদ্যা ৬৯) সত্য।

সাঁচা (চৈচ আদি ১৭।১৪৮) সত্য, খাঁটি।

সাঁচি (বিদ্যা ৬৫) সঞ্চয় করিয়া। ২ (পদক ৮৮) সত্য।

সাঁজ (পদক ৯৫৯), **সাঁঝ** (বিদ্যা ৬৫০) সন্ধ্যাকাল [সং—সন্ধ্যা, প্র° —সঞ্ঝা]।

সাঁতি (পদা ৪৪৩) মন্ত্রবিশেষ [সাঞ্চিত্যাখ্যাতমন্ত্রবিশেষঃ—মোহন]।

সাঁভারি (জ্ঞান ১৩৪) সামলাইয়া, 'ক্ষণে পুলকিত তনু রহসি সাঁভারি'।

সাঁস (চৈচ মধ্য ১৫।৭৮) শস্য।

সাকত (অ° পদ ৩) শাক্তমতাবলম্বী।

সাকোট (কৃম ২৬।৯) শাখোট, শ্যাওড়া গাছ। 'কল্পতরু ফল মাগে সাকোটের স্থানে' [সং—শাখোট]।

সাকৌ (স্থর ৩) কীর্ত্তি।

সাখ (অ° দোহা ৫১) শাখা।

সাখি (কৃম ৫৬।৪) সাক্ষী, ২ (পদক ২২৬) সাক্ষ্য। **সাখিতা** (বিদ্যা ২৩৮) সাক্ষ্য। **সাখী** (রতি ৪। পদ ৩) সাক্ষী, প্রমাণ।

সাঙন (ক্ষণ ৭।৪) শ্রাবণমাস।

সাঙর (পদক ২৫৩) শ্যামবর্ণ।

সাঙরি (এ ৩৩) সংস্কার বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া।

সাঙলি (জ্ঞান ৪৫) শ্যামলী গৌ। ২ শ্যামবর্ণা।

সাঙাড়ি (পদক ২৬৫০) সংস্কার করিয়া।

সাঙ্গ (তর ১০।৭৪।২৩) সম্পূর্ণ [সং —সহ+অঙ্গ]।

সাঙ্গাইত (গৌত ৫।১।৩০), **সাঙ্গাত** (গোবিন্দ ১৪), **সাঙ্গাতি** (দ ৫০), **সাঙ্ঘাতি** (পদক ২০৩৮) সখা, বন্ধু।

সাজ্ঝি (পদক ১৯৮৩) সন্ধ্যা। 'মাজ্ঝি হোই পুন সাজ্ঝি হোয়ব রে'।

সাচনা (পদক ২১১৯) দধি জমাইবার সাজা [দম্বল]।

সাচল (জ্ঞান ১২৯) সচল, 'সাচল নবনীক পুতলী'।

সাচা (তর ১১।১৯।৩৪) সত্য [হিং° —সচ্চা]।

সাচার (ভক্ত ১১।৭) সদাচারী।

সাচি (পদা ১৬) ঈষৎ।

সাচিব্য (পদক ১৯৩১) সাহায্য।

সাচে (বিদ্যা ৪৮৯), **সাচ্চা** (চৈভা আদি ১৬।৯৭) সত্য।

সাজ (পদক ১১২) সজ্জা।

সাজনা (পদক ২৯৩), **সাজনি** (চৈচ মধ্য ১৩।১৯) সজ্জা, শোভা।

সাজলি (ক্ষণ ৪।১০) সজ্জিতা হইয়াছে।

সাজা (পদা ১৪৫) শোভা। ২ (পদক ২৭১) সজ্জিত। ৩ (ভক্ত ২০।১১) শাস্তি।

সাজাই (বিজয় ২৫।১৫) শাস্তি [ফা° —সজা]।

সাজি (বিদ্যা ১২৪) সাজাইয়া, নির্মাণ করিয়া। ২ (চৈভা আদি ৬।৬৪) ফুলের ডালা।

সাঞলি (কৃম ৯৩।৬) শ্যামলী।

সাট (কৃম ২২।১৫) ছড়ি, লাঠি। ২ (বিদ্যা ৫০) কষা।

সাটব (দ ৫৭) বাহ্যাড়ম্বর। 'সে সব আটব, দেখিতে সাটব, রাধিকা ডরলি ডরে'।

সাটি (ক্ষণ ১।১১) দৃঢ় করিয়া। ২ (বিদ্যা ১৪৯) শাস্তি।

সাটোপ (পদক ২৭৯৫) দর্প, 'সাটোপ করিয়া পাটি ফেলিল নাগর'।

সাঠ (বিদ্যা ১১১) কষাঘাত, শাস্তি। ২ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরা।

সাঠীহার (কৃকী ৩৮) ষষ্ঠীজাগর-বাসর।

সাড়া (তর ১০।৩৯।৩১) ডাক, আহ্বান।

সাড়ি (চৈভা মধ্য ৮।২৬৮) অশ্লীল গান।

সাত (পদা ৭০৫) সুখ, আরাম। [সং—শাত]। ২ (পদক ১৩৪) প্রদত্ত [সং]। ৩ (পদক ২৮৮৫) সহিত।

সাতকড়া (কৃকী ২০৬) কমলানেবু।

সাতাত (কৃবি ১২) মঙ্গলারতির প্রদীপ।

সাতলি (পদক ১১৯৫) ক্রীড়কগণের সর্ত্ত, বালক-ক্রীড়াবিশেষ। 'সাতলি ভাঙ্গলুঁ বলি, ডাকে মহামত্ত বলী, চৌদিগে পড়ে ধাওয়াধাই।'

সাতায়লি (পদক ২৫০২) সান্ত্বনা করিল।

সাতি (পদক ২৬৯৮) আরাম। ২ (দ ৯৭) কষ্ট, দুঃখ। ৩ (পদা ৩৩) শাস্তি।

সাতেশরী (কৃকী ২৮) সপ্তকণ্ঠী।

সাথ (চৈচ আদি ২।২১) সহিত।

সাথি (ক্ষণ ১।৮) শাস্তি।

সাদ (বিদ্যা ৭৭৬) ধ্বনি। ২ (কৃকী ৩৪১) ইচ্ছা।

সাধ (চৈচ আদি ১২।৯১) ইচ্ছা।

সাধন (চৈচ অন্ত্য ২০।৪৫) অনুনয়। ২ (চৈচ অন্ত্য ৯।৩১) আদায় করা। ৩ (চৈচ আদি ৪।৪৫) পূর্ণ করা, সিদ্ধ করা। ৪ (পদক ৯২) অনুষ্ঠান।

সাধস (ক্ষণ ১।৭) ভয় [সং—সাধ্বস]।

সাধা (বপ ৯।৫) সাধ, বাসনা— 'সাধব মনের সাধা'।

সাধু (কৃকী ২৯৮) বণিক্।

সান (রসিক পশ্চিম ১২।১০) ছোট। ২ (ক্ষণ ১০।৭) ধ্বনি। ৩ (দ ৮৫) গান। ৪ (পদক ২৬) ইঙ্গিত [হিং°—সৈন]।

সানন্দুয়া (পদক ৩৪১) আনন্দিত।

সানা (চৈচ অন্ত্য ৬।৫৬) চটকাইয়া মাখা।

সানাই, -ঞি (চৈভা আদি ৩।৩৩, ১৫।৮০) বংশীভেদ [ফা°—শাহ্‌নাঈ]।

সানাবান (চৈম আদি ১।২৩৭) নির্মল জলযুক্ত।

সানাসানি (চৈম আদি ২।৮০) হস্ত বা চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত ; পরস্পর ইসারা।

সানি (চৈচ অন্ত্য ১৯।৩৯) মিশান। ২ * (বিদ্যা ৩৬) সঙ্কেত।

সানে (পদা ২৭৫) বাজে,—'পীপী বেণু সানে'।

সান্ধান (পদক ৩২) প্রবেশ করা।

সান্ধি (পদক ২৮৯৩) যোড়া, [সং —সন্ধি]। ২ (পদক ৬৫৪) ফাঁক।

সাফলি (পদক ২৮৯৫) সাফল্য।

সামর (বিদ্যা ৬৭) কৃষ্ণবর্ণ [সং— শ্যামল]।

সামরী * (বিদ্যা ১৮) সুন্দরী, শ্যামা।

সামাইল (গৌত ২।২।৯), **সাম্ভাইল** (ক্ষণ ২২।৪) প্রবেশ করিল।

সামিল (পদক ৯৫১) সহিত, অন্ত-

ভুর্ক্ত ; 'সখীর সামিলে পথে আসিয়ে চলিয়া'। ২ সদৃশ [আ°—শামিল্]।

সান্ভায় (চৈভা মধ্য ১০।১৯০) প্রবেশ করে।

সান্ভাল (চৈচ অন্ত্য ৭।৭৪) সামলান, সাবধান। **২** ধৈর্য।

সায় (পদক ১২৩৬) শেষ [সং]।

সায়ক (গৌত ৩।১।২৬) বাণ [সং]।

সায়র (পদক ৮৭২) সমুদ্র, সরোবর [সং—সাগর]।

সার (রস ৯৩) উৎকৃষ্ট। ২ (কৃকী ৩০৩) স্বর।

সারঙ্গ (বিন্তা ১৯) মৃগ, কোকিল, মদন, পদ্ম, ভ্রমর [ক্রমিক উদাহরণ —'সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ সারঙ্গ তসু সমধানে। সারঙ্গ উপর, উগল দশ সারঙ্গ কেলি করথি মধু পানে']।

সারঙ্গি (পদক ১৪৪২) সারঙ্গ, রাগিণীবিশেষ।

সারদ্র (চণ্ডী ৬২) পীতবর্ণ হরিদ্রাময়। 'আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল'।

সারি (দ গৌরচন্দ্র) সমাপন করিয়া। ২ (দ ৬৬) পাশার ছক, ৩ শ্রেণী। ৪ (চৈভা মধ্য ৮।২৬৮) অশ্লীল গান-বিশেষ।

সারিম (জ্ঞান ৩৬) শ্রেণীর ; 'বিভ্রম সারিম সময় সাজ'।

সারী (বিন্তা ৭৪৩) সমুদয়, 'হরি বিমু হৃদয় দগধ ভেলরে ঝামর ভেল সারী'। ২ * (বিন্তা ৩২০) সাড়ী।

সারো (স্থর ১৩) সমগ্র।

সাল * (বিন্তা ৫১১) সার, ২ শেল। ৩ (ভক্ত ২।৪) পশমী শীতবস্ত্র।

সালঙ্ক (চণ্ডী ৩০০) অলঙ্কার 'কুলের কলঙ্ক হইল সালঙ্ক তবু যে না পাইনু হরি'।

সালয় (বিন্তা ৭০২) বিদ্ধ করে।

সালি (বিন্তা ৭৪৯) বিদীর্ণ করিয়া।

সালিয়া উখড়া (রসিক পশ্চিম ১। ৩৩) উত্তম মুড়কি।

সাব (অ° ক ৫) সজ্জন।

সাবল (ভক্ত ২৩।১) খননাস্ত্র-ভেদ।

সাস (অ° ক ৬) শ্বাস।

সাসু (কৃকী ৯২) শ্বশ্রূ।

সাহড় (কৃকী ২০৭) সেওড়া গাছ [সং—শাখোট]।

সাহনি (পদক ১২৫৬) স্বাধীন।

সাহর (বিন্তা ২২৮), **সাহার** (কৃকী ৩৪২) সহকার, আম্রবৃক্ষ।

সাহি (বিন্তা ৪৮) সাধিয়া।

সাহিত (মা মা ৩৬) সম্বন্ধ।

সাহিনি (কৃম ১১০।২৪) সানাই, ২ রাগিণীবিশেষ। ৩ (ক্ষণ ২৯।৫) সাহসিনী। ৪ (গোবিন্দ ২১০) স্বাধীনা। 'বুঝি আওলি সাহিনী'।

সাহিয় (বিন্তা ২৮১) সাধনা করি।

সাহেবান (চৈভা মধ্য ৭।৬৬) বিছানাদি শয্যাদ্রব্য। 'দোলা সাহেবান'—সুসজ্জিত চতুর্দোলা।

সিআর * (বিন্তা ৩০) শৃগাল।

সিকর * (বিন্তা ২৫২) শৃঙ্খল।

সিঙ্গাপাত, সিঞাপাত (কৃম ১৫০। ২) সমগ্র পত্রখণ্ড। 'চারি অংশ করি তাথে উভারিল সিঞাপাতে, গোবিন্দেরে করে নিবেদন।'

সিঙ্গার (গৌ ২।২১) শৃঙ্গার, বেশ-রচনা।

সিচনিয়া (পদক ২১৪৫) সিঞ্চনকারী।

সিচলি * (বিন্তা ৫৩৪] সিঞ্চন।

সিজ (চৈচ অন্ত্য ১৩।৮১) মনসা-নামক কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ।

সিঞ্চড়া (পদক ২৬৯৯) রোমাঞ্চ।

সিঞ্চনা (ধা ২১) সাঁচ।

সিঞ্চড়া (পদক ২৫৬৬) রোমাঞ্চ।

সিতকার (পদক ৩০১) সম্ভোগ-সুখজনিত ধ্বনি [সং— শীৎকার]।

সিথা (পদক ২০২) সীমন্ত।

সিদ্ধাঙ্গ (রস ৫১২) চিদ্দেহ, চিন্ময়রূপ।

সিধা * (বিন্তা ৩০৬) সিদ্ধি। ২ (ভক্ত ১৬।১) স্থূলভিক্ষা।

সিধায়ব (পদক ৭১) সিদ্ধি হইবে।

সিধারল (বিন্তা ৬১২) প্রস্থান করিল। 'মলয়ানিল হিম শিখরে সিধারল'।

সিধি (পদক ৫৫০) সিদ্ধি।

সিধু (পদক ২৬৩৯) সীধু, মদ্য।

সিন * (বিন্তা ৩৫৬) সেনা।

সিনান (ক্ষণ ৩।৩) স্নান। **সিনাহ** (দ ৮১) স্নান কর।

সিনেহ * (বিন্তা ৩৩১) স্নেহ, প্রণয়।

সিদ্ধি (চণ্ডী ৪৮৪) সাধ, কামনা। 'যে ছিল মনের সিদ্ধি'।

সিন্ধুর (পদক ২৮৪) হস্তী।

সিন্ধুবার (কৃকী ২০৬) নিসিন্ধা।

সিফাই (ভক্ত ১৩।১২) অস্ত্রধারী প্রহরী [ফা°—সিপাহ্]।

সিমর (বিন্তা ৩৫৩) শিমূল।

সিমিটি (স্থর ৩২) একত্র হইয়া, ২ (হি° গৌ ১০) লজ্জিত হইয়া।

সিয়র (কৃকী ৩৮৫) মস্তক।

সিয়া (পদক ২০৭১) আসিয়া।

সিয়ান (দ ৯৭) অবসরজ্ঞ, ২ জ্ঞানী [সং—সজ্ঞান, হি°, মৈ°—সিআন]।

সিয়ানী (পদা ২২২) চতুরা— 'সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সিয়ানী'।

সিরজএ (বিন্তা ২৮৬) সৃজন করে।

সিরতাজ (হি° গৌ ৬) মুকুট, ২ শিরোমণি।

সিরমৌর (হি° গৌ ১৫২) শিরোমণি। ২ (মা ম! ৩৯) রাজমুকুট।

সিরাত (অ° পদ ৬) শীতল হয়।

সিরিজু (বিদ্যা ১২৪) সৃজন করিলেন।

সিরিফল * (বিদ্যা ২৬০) বিল্বফল, 'কনকলতা জনি সিরিফল তোরা'।

সিলসিলা (সূর ৭০) পংক্তিক্রমে। ২ (বাণী ৭৮) শৃঙ্খলা।

সিশ (কৃকী ৩৪) সিঁথা, শীর্ষ।

সিহাই (হি° গৌ ৪) শ্লাঘা করিয়া।

সিহাত (অ° ক ১) অভিলাষ করে।

সিহাল (কৃকী ১৯৫) শৈবাল।

সীঁগ (বিদ্যা ২৪১) শৃঙ্গ।

সীঁচি (চা অ° ৩১) সেচন করিয়া।

সীকা (কৃকী ১৭৭) শিক্য।

সীট (চণ্ডী ৩২২) অসার দ্রব্য, 'মোদক আনিয়া ভিয়ান করিয়া, এবে সে লাগিল সীট্'।

সীঠ, সীঠি (বিদ্যা ৭৩৯) সারহীন।

সীত (অ° দো ১৩) শীতল।

সীতিম (গৌত ৩।১।১১৩) শুক্লতা, 'পীন উর উপনীত কৃত উপবীত সীতিম রঙ্গ'।

সীথ,-থি (পদক ৪৮৩) সীমন্ত। **-পাত** (পদক ২৯২০) সীমন্তের অলঙ্কার।

সীম (ক্ষণ ২।৮) সীমা, প্রান্তভাগ। ২ (পদক ৯৯৭) পরাকাষ্ঠা।

সীমর * (বিদ্যা ৪৬১) শিমুল।

সীবে (চা অ° ১৯) সীমা।

সুক * (বিদ্যা ৬১৭) সুকুমার।

সুকুপাল (রসিক উত্তর ১৬।২০) পাল্‌কী।

সুখমা * (বিদ্যা ১৪৮) সুষমা।

সুখান (দ ৬) শুষ্ক।

সুখ্‌তা (চৈচ অন্ত্য ১০।১৬) শুষ্কীকৃত তিক্ত পাটশাক [সং—শুক্ত]।

সুগড় (চণ্ডী ৩৯) সুগঠিত—'যো পঁহু নাগর সুগড় মুরতি বসতি গোকুলমাঝ'। ২ (দ ১২) সুচতুর, ৩ সুন্দর। [সং—সুগঠিত]।

সুগতি (রস ৯২) লহরী। ২ (রস ১১৯) সহসা।

সুঘড় (দ ৭৩) চতুর। ২ সুন্দর।

সুঘর (ক্ষণ ২০।২) সুনিপুণ, ২ সরল, উদার, ৩ সুন্দর। 'সুঘর সহচর সঙ্গিয়া'।

সুচাঁদ (বপ) সুন্দর।

সুচিত (বিদ্যা ২৭৪) সহৃদয়।

সুছঙ্গ (গৌত) মনোহর।

সুছন্দ (চৈভা মধ্য ১৮) সুন্দর।

সুছাঁদ (গৌত ২।২।৪২) সুগঠন, সুনির্মাণ। 'সুছাঁদ বদনে হাসি, মা বলিয়া ডাকে গো'।

সুজ (পদক ২৬৯৮) দেখা, ধ্যান করা, ২ (ভক্ত ২।৩) বুঝা।

সুজান (পদক ২৮৩) সজ্জন [সং= সুজন]। ২ (দ ১৪) বিদগ্ধ, জ্ঞানবান্ [সং—সুজ্ঞান]।

সুঝম্প (বিদ্যা ৭৭৯) শব্দিত ও আন্দোলিত।

সুঝা (পদক ২৬৯৮) দেখা।

সুঝাল (কৃকী ১৮০) ধারশোধ।

সুঠান (পদক ২) সুঠাম, সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত।

সুঠি (বাণী ১।২১) সুন্দর, ২ সম্পূর্ণ।

সুঠোনা (বাণী ৬১) পরম সুন্দর।

সুঢার (বাণী ২৮) শোভনাকৃতি, সুগঠন। [হি°]।

সুত (পদা ১১৪) সূত্র, তন্তু। ২ (পদক ১৫৮৯) পুত্র।

সুতথু * (বিদ্যা ৩৮৬) শয়ন করিয়াছিল।

সুতন (পদক ২৬৯২) পোষাক-বিশেষ।

সুতরি * (বিদ্যা ৩৯৯) দড়ি।

সু-তানুয়া (পদক ১২৭৭) সুন্দর তান।

সুধ (সূর ৬২) খবর। ২ * (বিদ্যা ৩৫১) শুধু, খাঁটি।

সুধই (পদা ১৯) কেবল। ২ (গোবিন্দ ৬) আলাপ করে। 'সুধই সুধাময় মুরলীবিলাস'।

সুধঙ্গ (গৌত ২।১।২২) মধুর—'গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায় মৃদুতর মৃদঙ্গ'। ২ (গৌ ২।২১) সুঢঙ্গ সুন্দরাকৃতি।

সুধরী (সূর ১৯) গুরুত্বপ্রাপ্তি করিল।

সুধা (কৃম ৭০।১৫) শুধু, কেবলমাত্র। 'সুধা তনু আইল ঘরে, নাহি আইল প্রাণ'।

সুধান (চণ্ডী) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা। 'রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে'।

সুধারয়ে (পদক ২৫৪৭) সংশোধন করে।

সুধারি (ক্ষণ ১১।৫) সুতীক্ষ্ণ।

সুধি (পদক ৯৮) জ্ঞান, শুদ্ধবুদ্ধি। ২ (গোবিন্দ ৪২) শুদ্ধ, ৩ চৈতন্য। 'মধু মন যশ গুণ, সুধি মতি সাধস, লেই চলল সব বালা' !! ৩ (অ° দোহা ৪৯) স্মৃতি, সন্ধান [সং— সু + ধী]।

সুধী (চণ্ডী ৩৩) জ্ঞান—'অগেয়ান হৈয়া সুধী নাহি রহে, পড়ল কিশোরী তেন'।

সুনসন * (বিদ্যা ৩৯৭) শূন্যতুল্য।

সুনায়ক (রস ১৪৭) বিদগ্ধ-শিরোমণি।

সুনাহ (গোবিন্দ ১১৬) সুনাগর, ২ সুনায়ক।

সুনীত (পদা ৩২৪) প্রীতি, 'নাগরি ! নিরুপম তুহারি সুনীত'।

সুনু * (বিদ্যা ৯১৩) শুন।

সুনেহ (চৈম মধ্য ২।৮) [সু + নেহ] সুস্নেহ।

সুন্ধি (কৃকী ১৪৩) কুমুদ।

সুপটে (দ ৬৭) সুবিধামত, ২ অভিমতদানে।

সুপত্তন (পদক ২৮৮৩) সুন্দর সূত্র-পাত বা আরম্ভ।

সুপীন (ক্ষণ ৪।১) সুবিশাল, সুপ্রশস্ত।

সুপুট (কৃকী ৬) সুগঠিত।

সুপুরুখ (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) সুপুরুষ, প্রেমিক লোক, উত্তম নায়ক।

সুভগ (পদক ২৮৮৪) সুন্দর, ২ সৌভাগ্য।

সুভাতি (চৈভা আদি ১০।১৩),**সুভান** (রস ৯৯১) সুন্দর।

সুভায় (অ° দো° ৩৪) স্বভাব।

সুভাব * (বিদ্যা ৭৫৯) স্বভাব।

সুম (বিদ্যা ১৪৯), **সুমন** * (বিদ্যা ২৯২) পুষ্প।

সুমর (বিদ্যা ১০৬) স্মরণ কর।

সুমার (ব মা ৮৩) স্মরণ।

সুয়াথ (কৃবি ৮২) স্বস্তি, আরাম।

সুর (অ° পদ ৬) স্বর। **২** * [বিদ্যা ১৭২) সূর্য।

সুরগিরি (রতি ৫।৫০) সুমেরু পর্বত।

সুরগুঠি (কৃকী ১৪০) যোড়মুখ বন্ধ করিবার পলিতা।

সুরঙ্গ (পদক ৮০) সুন্দর রক্তবর্ণ। ২ (পদক ২৬৬৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় হরিণ। ৩ (গৌত) হিঙ্গুল।

সুরজ (পদক ৭৭০) সূর্য।

সুরঝত (হি গৌ ৬৭) মুক্ত।

সুরঝাই (স্বর ১০) সংস্কৃত করিয়া।

সুরত (উ মা ৮৩) স্মরণ। **২** (পদক ১৫২৩) রতিক্রীড়া। **৩** * (বিদ্যা ৩৮৯) অনুরক্ত।

সুরতান (বিদ্যা ৩৭) সম্রাট্।

সুরতি (বাণী ৩।১) স্মরণ। ২ (উ মা ৮৩) ক্রীড়াবিনোদ।

সুরপতি (পদক ৭৩৫) ইন্দ্র।

সুরভি (পদক ৬৭২) সুগন্ধি। **২** (পদক ১৭৬০) কামধেনু।

সুরশাখী (ক্ষণ ১।১) কল্পতরু।

সুরসরি (বিদ্যা ২৬) গঙ্গা—'মণিময় হার ধার বাহু সুরসরি'।

সুরসুতা (পদক ১৬৩) গঙ্গা।

সুরা (বপ) মদ্য।

সুরাত (পদক ১৪৮৪) সুরক্ত।

সুরীত (রস ৬০) সুন্দর।

সুরেখলি (বিদ্যা ৮২) সুরেখা-বিশিষ্ট।

সুরেহ (পদক ৯১১) উত্তম প্রেম। ২ (গৌত) সুন্দর রেখা।

সুলগণ (চৈভা আদি ১০।৬৯) শুভ-লগ্ন।

সুলছন (পদক ১৯৭৫) সুলক্ষণ।

সুলহ (পদা ২৭৩) সুমধুর, 'সুলহ বোলনা'। **২** (বিদ্যা ৬৯৬) সুলভ।

সুলাবণি (পদক ২৯৭) লাবণ্যযুক্ত।

সুলুঙ্গ (কৃম ১১৭।২৮) সুড়ুঙ্গ, গহ্বর।

সুলেহ (পদক ১১৫) উত্তম প্রেম।

সুবন (হি° গৌ ২৮) পুত্র।

সুবলনি (পদক ২১) সুগঠন।

সুবলিত (পদক ২০৬১) সুগঠিত।

সুবা (র° ম° দক্ষিণ ১০।৩১) মোগল রাজত্ব-কালের প্রদেশ বা জিলা [আ°]।

সুবিতত (বিদ্যা ৩০৩) সুবিদিত।

সুবিলাস (রস ১৪৭) প্রমোদ-বৈচিত্র্য।

সুশঙ্ক (রসিক পূর্ব ৪।৫৮, ৫।২৯) সুগঠিত। 'দুই কর্ণ সুশঙ্ক শোভিত যথাস্থানে'।

সুষম (বপ) সুন্দর।

সুসঞ্চ (চৈম শেষ ২।৩৯৯) সুসংলগ্ন, সুবিন্যস্ত। 'চৌদিকে পাত্রমিত্র সবে কৈল মঞ্চ। অবিকল মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ'॥

সুসর (কৃকী ১৬৮) সুবিন্যস্ত।

সুসার (চণ্ডী ৮৯) অবসর করা, সুশৃঙ্খল করা—'সুসারিতে নিশি গেল আধা'। **২** (বংশ ৫৩৩) সুন্দররূপে। ৩ (কৃকী ৯০) সুবিধা।

সুহাগ (অ° পদ ১০) সৌভাগ্য। **২** (পদক ২৮৩৪) আদর [হি°]।

সুহায়ত (গৌত ২।৩।২১) শোভা পাইতেছে। ২ (বংশ ৩৫৩৬) সুখ-দান করে।

সূচ (ভক্ত ৪।১) বিচার কর, 'ইহা শুনি সূচ মনে কিবা যুক্তি কর'।

সূচনা (চণ্ডী ২০০) শোচনা, 'মিছাই বচন, লোকের সূচনা, আমি ভাল জানি ইহা'।

সূঝনা (কে মা ৪) দেখা, বুঝা।

সূতরি (বিদ্যা ৪৪৯) দড়ী [সং—সূত্র]।

সূতল (ক্ষণ ৭।৫) শয়ন করিল।

সূতহুঁ (দ ৯০) সূতী চাদর।

সূত্র (চৈচ অন্ত্য ৬।২৯) ব্যপদেশ, ছল।

সূত্রমত (চৈভা আদি ১৪।১০৭) সংক্ষেপ।

সূধ (পদক ৭৩১) সামান্য জ্ঞান। [ফা°—শুদ্]। **২** * (বিদ্যা ৩৮৪) বিশুদ্ধ।

সূন (হি° গৌ ১৫০) শূন্য। ২ (পদক ১১২৯) সুত, পুত্র [সং—সূনু, হি°—

সূন]।

সূপ (পদক ১২৪৯) ব্যঞ্জন। ২ (চৈচ মধ্য ১৫।২১৪) দাল। ৩ * (বিদ্যা ২৪৯) কুলা, সূর্প।

সূর (পদক ৩৫৭) সূর্য। ২ (পদক ১২৭১) কবি [সং—সূরি]।

সূরত (হি° গৌ ১৫২) মূর্ত্তি।

সূরী (অ° দো ৪৩) শূল।

সূরে (বিদ্যা ৬৮৮) সূর্য।

সূলৈ (সুর ৮) শূল, পীড়া।

সূহী (সুর ১৫) রক্তবর্ণ।

সেঁ, সে (পদক ১৬৫) দ্বারা, ২ (পদক ৯৬৮) সহিত, 'কানুসে প্রেম বাঢ়াই'। ৩ (পদক) পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন।

সে (পদা ৩১৮) তজ্জন্য, 'তারে সে পরাণ কান্দে'। ২ (অ° পদ ৭) সমান। ৩ (চৈচ আদি ১৫৫) মাত্র।

সেখ (ব মা ১২১) অবশেষ।

সেচন (পদক ৩৬১) সেক, বর্ষণ [সং]।

সেজ (দ ১), **সেজা** (কৃকী ৩৫১) শয্যা।

সেত (সুর ৫৯) শ্বেত।

সেদ * (বিদ্যা ৬০) স্বেদ।

সেন (হি° গৌ ২৮) দেহ।

সেনা (চণ্ডী ৩৫৫) সেই। 'এনা রস যেনা জানে সেনা আছে ভাল'।

সেনী * (বিদ্যা ২৪৫) শ্রেণী।

সেমনে (কৃকী ১৭০) সেইমত।

সেমার (বিদ্যা ৪১০) সাজাইতে।

সেয় (অ° দোহা ৩০) সেবা।

সেয়তী (কৃকী ২২১) সেঁউতী, দেশী গোলাপ ভেদ [সং—সেবন্তী]।

সেয়নী (ক্ষণ ১।৬), **সেয়ানী** (পদক ৮২) সুচতুরা [সং—সজ্ঞানা]।

সেবা (বিদ্যা ৪৩৭) প্রণাম, নমস্কার।

সেবাতি (পদক ১৫৪২) সেবায়েত।

সেবোঁ (প্রা ৪৮।১) যেন সেবা করিতে পারি।

সে সি (কৃকী ৩) সেই।

সেহ (পদক ৪২) সে, তিনি, ২ (পদক ১২৬) তাহাও।

সেহনে (চণ্ডী ৩২৬) তাঁহাকে, ২ সেই ক্ষণে। 'কিবা সে কুদিন, দেখিল সেহনে'।

সেহরা (বাণী ৫৩) বরের মস্তকে পরিহিত পুষ্পমাল্য।

সেহাকুল (পদক ১৬৫১) একপ্রকার কাঁটাযুক্ত লতানে বৃক্ষ। [সং—শৃগাল-কোলিকা]।

সেহি (পদক) সেই।

সৈন (সুর ২৬) সঙ্কেত। ২ (ব মা ১২৮) কটাক্ষ। ৩ (পদক ১০৭৯) সৈন্য।

সৈনাছল (কৃকী ২০৬) সোণালু।

সৈয়দ (চৈচ মধ্য ২০।১৮০) মুসলমান-ধর্মপ্রবর্তক হজরৎ মহম্মদের দৌহিত্র হুসেনের বংশধরদিগের উপাধি। 'হুঁসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকুরী'।

সো (পদক ১, ১৬৯৫) সেই, তাহা। ২ (পদক ১১৪) সহিত।

সোআথ (কৃকী ৫৯) স্বস্তি।

সোই (বিদ্যা ৭২) তাহাকে। ২ (রতি ১।প ১) সেই, তিনিই।

সোঁ (পদক ১১৪) হইতে। ২ * (বিদ্যা ৬০১) প্রতি।

সোঁঅরণ (কৃকী ১৫৯), **সোঁরণ** (রস ৪১৫), **সোঙরণ** (পদক ১৬) স্মরণ।

সোঁগা (চৈচ অন্ত্য ১৭।১৭) আঘ্রাণ করা।

সোঁটা (ভক্ত ২০।১০) লাঠি, দণ্ড।

সোঁধে (সুর ২৪) সুগন্ধিযুক্ত।

সোচ (হি° গৌ ৮০) চিন্তা, ধ্যান।

সোঝহি (বিদ্যা ৫৮৫) সম্মুখ।

সোণ (পদক ২৩১৭) স্বর্ণবর্ণ।

সোণার (পদক) স্বর্ণকার।

সোত (সুর ৬২) ক্ষুদ্রনদী। ২ (চণ্ডী ২৫৪) স্রোত।

সোতী (বিদ্যা ৪৯৪) সপত্নী।

সোদর (কৃকী ৫০) সাক্ষাৎ, 'সোদর ভাগিনা হঞা হেন তোর কাজ॥'

সোধনা (বাণী ৩৫) নির্দেশ করা, ২ জিজ্ঞাসা করা। **সোধান** (কৃম ১৪০।১৯) জিজ্ঞাসা। **সোধী** (মাম ২৯) অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা।

সোন্ত (অ° দো° ৬৭) স্রোত।

সোপল (বিদ্যা ৭৫৯) সমর্পণ করিল।

সোপান (দ ৮৭) উপায়।

সোয় (পদক ১৭৮) তাহা, সে। ২ (পদক ১৬৮) তাহাকে।

সোয়াগ (রস ৭৭৫) সোহাগ, আদর [সং—সৌভাগ্য]।

সোয়াথ (দ ৮২) স্বস্তি, ২ শান্তি।

সোয়াধিনী (বিদ্যা ৩৫২) স্বাধীনা।

সোয়াস (তর ১০।৩৯।৩২) হা-হুতাশ।

সোয়াস্তি (চৈচ মধ্য ৩।১২২) সান্ত্বনা, শান্তি, আরাম।

সোয়াস্থ্য (পদক ৩২) স্বস্তি।

সোর (গৌত ১।৩।৪) কোলাহল, স্বর। 'এ তিন ভুবন আনন্দে ভরল, উঠিল মঙ্গল সোর'। [ফা°—শোর]।

সোসনী (বমা ২৭) রক্তাভনীল।

সোসর (গৌত ১।৩।৫৬), **সোসরি** (ক্ষণ ২৮।৭) তুল্য, সমান [সং—

সদৃশ ? সোদর]।

সোহঙ্গম (বিদ্যা ৮০) সুন্দর।

সোহন (হি গৌ ১৫) মনোহর। ২ প্রিয় [সং—শোভন]।

সোহন্তী * (বিদ্যা ১) শোভমানা।

সোহসি (ক্ষণ ৯।৩) শোভা পাও।

সোহাওন (বিদ্যা ৩৭) শোভন।

সোহাগ (পদক ৭০৭) আদর [সং —সৌভাগ্য]।

সোহাগল (ক্ষণ ১১।১৩) শোভিত করিল, 'বদন সোহাগল শ্রমজল-বিন্দু'।

সোহাএোনা (বিদ্যা ৭৫) শোভন।

সোহাব (বিদ্যা ৭৯) শোভন বলিয়া বোধ হয়।

সোহৈঁ (সুর ১১) শোভা পায়।

সোঁ (বিদ্যা ৩০) সহিত, দ্বারা।

সোজ (বমা ১৬৪) প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

সৌত (অ° পদ ৪) সপত্নী।

সৌতিন (বংশ ৮৫৪১), **সৌতিনী** (গোবিন্দ ৯২) সপত্নী।

সৌভাগিনী (রস ৮৬৪) সৌভাগ্য-বতী।

সৌরব (বৃ মা ২৫) উৎকট লালসা, ২ প্রীতি।

সৌরহীন (গৌত ৬।১।২২) সংজ্ঞা-হীন।

সৌহঁ (উমা ৪৮) সম্মুখে।

স্তিরি (তর ৭।৪।২৯) স্ত্রী।

স্তোক (ভক্ত ১৪।১) স্তোভ, আশ্বাস।

স্ত্রিয়া (পদক ৪৮৩) স্ত্রীলোক।

স্ত্রীজিত (বংশ ৭৬৫৮) স্ত্রৈণ।

স্থকিত (ক্রম ৭১।১০) স্থগিত, 'পবন স্থকিত হয় যমুনা উজান'।

স্থলি (পদক ১৮৭৬) বেদী [সং—স্থলী]।

স্থাপ্য (চৈচ অন্ত্য ৪।৮৩) গচ্ছিত।

স্থেহ (পদক) স্থৈর্য।

স্মউরি (গৌত পরি ১।১১৫) স্মরণ করিয়া, গণনা করিয়া। 'ভাণ্ডার স্মউরি রূপ মোহর করিলা।'

স্যান (বংশ ৪২১) সেয়ানা, চতুর।

স্বতন্তরী (চণ্ডী ৩১৬) স্বাধীনা।

স্বরূপ (দ ২৬) ঠিক, সত্য। ২ (পদক ৪৬) সদৃশ, 'জগজন-লোচন অমিয়া স্বরূপ'।

স্বর্ণকাপ (রসিক পূর্ব ১২।১৩০) কর্ণা-লঙ্কার-বিশেষ। 'দশবাণ জিনি স্বর্ণ-কাপ শোভে কর্ণে'।

স্বাদি (অ° দোহা ২০) রসাস্বাদ।

স্বাদু (চৈচ মধ্য ২।৩০) আস্বাদ।

স্বানুভাব (চৈভা মধ্য ৩।১১) স্বরূপে অবস্থান, ঈশ্বর-ভাব [সং]।

স্বামিবরত (পদা ১১৭) পাতিব্রত্য।

স্বাম্য (তর ৮।৬।৪৪) স্বামিত্ব, 'স্বাম্য নহে, স্বামী বোলে'।

স্বৌন্নত্য (পদা ২৪১) আত্মগরিমা।

হ

হ [ব্য] (পদক ৩০৮) সমুচ্চয়ে, ২ (পদক ১৭৩৬) নিশ্চয়ে। ৩ (পদক ৯৫৪) হও।

হঁহঁ (ভক্ত ২।৪) [ব্য] সম্মতিসূচক।

হইহই (চৈভা মধ্য ৮।২৬৯) হট্টগোল।

হউ (চৈভা অন্ত্য ৯।১৩) হউক।

হকারই (বিদ্যা ২৩৭) আহ্বান।

হক্কইত (বিদ্যা ৩২০) হাঁকিয়া।

হটবই (বিদ্যা ৪৪৪), **হটবএ** (বিদ্যা ২৫০) হট্টপতি, দোকানী।

হটি (বিদ্যা ৪১) নিবারণ করিয়া।

হটিয়াঁ (বিদ্যা ৩৭) হাটে।

হটিল (দ ৭৩) হঠী।

হটী (পদক ১৩৯১) হঠকারিণী ধৃষ্টা।

হঠ (পদা ৭১) বলপূর্বক, জেদ। ২ (বিদ্যা ৪১) বলবান্। **হঠন** (বিদ্যা ৬৮৩) হঠতা। **হঠহি** (বিদ্যা ৭০৪) জিদ করিয়া।

হঠিনা (দ ৬০), **হঠিয়া** (পদক ১৯৭৪) হঠকারিণী, ২ নির্বন্ধশীল।

হড়মড়ি (তর ৩।১৩।৫৪) মেঘের গর্জন।

হড়বড়ে (ভক্ত ১২।৪) ব্যস্তসমস্ত, 'শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হড়বড়ে'।

হতে (বংশ ১০৫৩), **হঁতে** (বংশ ২৫৯২) হইতে।

হন (বিদ্যা ২৯২) বিদ্যুৎ।

হনু (কৃকী ১৬০) হইলাম।

হনে (প্রেচ ১।১) হইতে [মৈমন-সিংহ, মালদহ ও রাজসাহী জেলায় প্রচলিত শব্দ]।

হন্তিয়া (পদক ১৭৩৫) আঘাত করে।

হম (পদক ১৯৭৫) আমি [অহম্-শব্দজাত]। **হমার, -রা,-রি** (পদক ৪৫) আমার, **হমে** (পদক ২৫৯) আমাকে।

হয় (চৈচ মধ্য ২০।২৪) আছে, [হিন্দী—'হ্যায়']। ২ (চৈভা আদি ৪।১২৩) হাঁ, ৩ (বংশ ২৬১০) অশ্ব। [**হয়ে** (রস ২৩) হয়]।

হর (বিদ্যা ২২৫) লাঙ্গল। ২ (পদক ৪৮১) হরণকারী, ৩ মহাদেব। ৪ (পদক ১৪৩৪) হরণ কর।

হরখ (পদক ৭১৯) আনন্দ [সং—হর্ষ]। **হরখনি** (পদক ১৫৫৭) হর্ষণ। **হরখাউ** (বিদ্যা ৭৯৬) হর্ষিত করে। **হরখি** (ক্ষণ ২।১০) হর্ষযুক্ত হইয়া।

হরড়াবহ (বিদ্যা ১৭) ব্যস্ত হইও।

হরদ (স্বর ৬৭) হরিদ্রা।

হরন্তা (বিদ্যা ২২৮) হরণ করিয়াছে।

হরবা (বিদ্যা ৮১১) হার।

হরাস (বিদ্যা ৩১৩) হ্রাস।

হরি (বিদ্যা ৭২৫) মেঘ—'গগন গরজ ঘন শুনি মন শঙ্কিত বারিষ হরি করু রাবে'।

হরিকএ (বিদ্যা ৩৭৬), **হরিকহু** (বিদ্যা ৪৫৫) হরণ করিয়া, ২ গোপন করিয়া।

হরিখ (ক্ষণ ১৯।১৪) হর্ষ।

হরিচন্দন (পদক ১০১) দেবতরু। ২ অত্যুত্তম-সৌরভযুক্ত শ্বেতচন্দন।

হরিণবহ (বিদ্যা ২৯৩) কলঙ্কবিশিষ্ট, চন্দ্র।

হরিত-হরিত (ক্ষণ ৪।১০) দিগ্-বিদিক্। 'পরিমলে হরিত-হরিত করি বাসিত'।

হরিতালী চন্দ্র (রুকী ২৮৫) ভাদ্র মাসের চতুর্থীর চন্দ্র। ঐ তিথিতে চন্দ্র গুরুপত্নীকে হরণ করেন বলিয়া ঐ দিন চন্দ্রদর্শনে অযথা কলঙ্ক রটে।

হরিমণি (পদা ৩) ইন্দ্রনীলমণি।

হরিমন্দির (গৌত ৩।১।৮১) তিলক।

হরিয়ারী (বমা ৩) সবুজ, শ্যামল।

হরিবল্লভ (চৈচ মধ্য ১৪।৩০) মিষ্টান্ন-ভেদ।

হরিষ (চৈভা আদি ১৭।১৩৮) হর্ষ।

হরীরা (স্বর ৬০) সন্তুষ্ট, ২ সবুজ।

হলবি (বিদ্যা ১৪৭) যাইবি। **হলিয়, হলিয়া** (বিদ্যা ১৭, ৪৫০) চল, যাইবে।

হল্লা (ভক্ত ৯১) চেঁচামেচি [হি°]।

হল্লীশক (ক্ষণ ২৯।১০) যুবতীগণের মণ্ডলীবন্ধনে রাসনৃত্য [সং]।

হল্য (রতি ৫।৭৪) হইল।

হসইতে (ক্ষণ ৮।৪) হাসিতে হাসিতে।

হসনি (ক্ষণ ৫।৮) হাস্য। **হসলউ** (বিদ্যা ৭১১) হাসিয়াছিলাম।

হাওয়া (ভক্ত ২।৪) বায়ু [আ—হবা]

হাওর (বংশ ২০৮৩) বৃহৎ জলাশয় [সং—সাগর]।

হাঁক (দ ৩৫) উচ্চশব্দ [সং - হুঙ্কার]।

হাঁকরনা (স্বর ৬৬) সম্মত হওয়া।

হাঁকার (দ ৩৫) হুঙ্কারপূর্বক বেগে চালান। **হাঁকারিল** (রস ৯৪৮) উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল।

হাঁতী (স্বর ১৬) পৃথক্।

হাকল-বিকল (রুকী ৪৯) অধীর।

হাকান্দ (পদক ২২২৫) ক্রন্দন-ধ্বনি।

হাকান্দ কান্দনা (চৈম মধ্য ৭।৭৩) হাহাকার করিয়া ক্রন্দন। "উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভরায়। হাকান্দ কান্দনা কান্দে—ভূমিতে লোটায়॥"

হাকার (চৈচ মধ্য ১০।৪০) উচ্চ ডাক। ২ হুঙ্কার।

হাকাল (গৌত) আকাল, দুর্ভিক্ষ।

হাকিম (ভক্ত ২০।১১) বিচারক [আ°—হকীম্]।

হাকুলাইতে (বংশ ৭৪৫৫) আকুলবৎ আচরণ করিতে।

হাটক (বিদ্যা ৪৪৪) সুবর্ণ। ২ (রুকী ৩৭) হাটে।

হাড়ি (চৈচ আদি ১৭।৪০) নীচজাতি-বিশেষ। [সং—হড্ডিপ]।

হাড়িঞা (রুম ৩৬।৭) [উৎকলে হাণ্ডিয়া] কাল হাঁড়ীর মত, 'অতি সুমধুর আছয়ে প্রচুর হাড়িঞা হাড়িঞা তাল'।

হাণ্ডী (চৈচ আদি ১৪।৬৯) হাঁড়ি [সং—হণ্ডী]।

হাতগণিতা (চৈচ মধ্য ২০।১৮) হাত দেখিয়া গুহ্যবিষয়ে বক্তা।

হাতসানি (দ ৮৬) হস্তসঙ্কেত।

হাতান (চৈচ মধ্য ১৫।৬৩) দ্বারা—'ঈশান হাতাইয়া পুনঃ স্থান লেপাইল'।

হাতে খড়ি (চৈভা আদি ৫।১) বিদ্যারম্ভ।

হাতে লোতে (বপ) অপরাধের প্রমাণ সহ।

হাত্যাস (রুবি ৪৫) হা-হুতাশ।

হাথড়ান (ভক্ত ২৩) হাত বুলাইয়া বুলাইয়া অনুসন্ধান করা।

হাথিনা (তর ১০৮৭।৪৫) হাপর, ভস্ত্রা।

হানা (ক্ষণ ৩।৫) বিদ্ধ করা, ব্যথা দেওয়া, আক্রমণ করা। ২ (চণ্ডী ৪৮৫) ধ্বংস। 'চণ্ডীদাস বলে আমি জানি ভালে, যে দেহ দুকুলে হানা'। ৩ (ভক্ত ১৩।১) আঘাত করা।

হাপুতি (চৈম মধ্য ১১।১৫) মৃত-পুত্রিকা। 'হাপুতির পুত মোর সোণার নিমাই'। **২** পুত্রহীনা।

হাফান (পদক ২৩৪৩) হাঁপ, শ্বাসরোধ।

হাম (প্রা ১।৪) আমি। [সং—অহং, হিং, মৈ°—হম্]।

হামলা (তর ১০।৭।৪৪) হাম্বারব করা, 'গাভী যেন হামলায় বাছুর হারাইয়া'।

হামাকুড়ি (কৃম ১৭।২৩) হামাগুড়ি।

হামি (কৃম ১৫।১৯) হাই, 'হামি উঠাইলেন প্রভু মেলিয়া বদন' [সং —হাফিকা]।

হামু (গৌত) আমি।

হাম্বী (কৃকী ২০৮) হাই, জৃম্ভণ।

হারা (প্রেচ ১।৮) হার, কণ্ঠভূষা।

হারাইল (চৈম শেষ ২।২৬১) হৃত বস্তু।

হারাম (চৈচ অন্ত্য ৩।৫২) শূকর [আ°]

হারিদ (গোবিন্দ ২৬৫) হরিদ্রা।

হাল (ভক্ত ২২।১) অবস্থা [আ°]।

হালি (ভক্ত ২৩।১) শ্রেণী।

হালিয়া (রসিক উত্তর ১০।১৪) বলদ।

হালে (গৌত ৬।২।১৯) উৎপীড়িত হয়। **২** (চৈচ মধ্য ২।৬) নড়ে।

হাবাস (চৈম মধ্য ১০।৪৪) সংজ্ঞা, চৈতন্য, জ্ঞান। [আ°—হবস্]। 'সকল বৈষ্ণব সনে কীর্ত্তনবিলাস। পুরনারী-গণ হেরি ফেলায় হাবাস'॥ [হাবাস ফেলায়=সংজ্ঞা হারায়]।

হাবোলা (দ ৩৩) নির্বিচার, **২** বুদ্ধিহীন [আ°—আব্‌লাহ্]।

হাব্যাস (গৌত ২।৪।৩৬) প্রবল ইচ্ছা, লালসা। 'হিয়ার হাব্যাস পেলে, যে আছিল অন্তরে, মন কথা বিকাইনু তোরে'।

হাসনি (পদক ৩) হাস্যমাধুরী, হাস্য।

হাসিল (চণ্ডী ১১০) আদায়, প্রাপ্য। 'হাসিল লইতে, রাজকর ভিতে ঘাটে রহে যাদুমণি' [আ°]।

হিঅ * (বিদ্যা ২৮০) হৃদয়।

হিকুটি (দ ৩৬) ফোঁপান, ক্রন্দনে হিক্কার ভাব।

হিচোল (কৃকী ১৩১) হেঁচকা টান।

হিজিপিজি (গৌত পরি ১।৬৪) বিফল প্রতিকল্প—'কভু কবিরাজসাজ সাজি। ঔষধ না দিয়া লোকে দেও হিজিপিজি'।

হিডোর (রত্না ৫।১৩০২) হিন্দোল, দোলা।

হিণ্ডোর (পদক ১৫২৯) হিন্দোলিকা।

হিত (বাণী ১৫) স্নেহ।

হিতু (চণ্ডী ৭০৩) হিতৈষী। 'কে এত আছয়ে হিতু'।

হিন (পদক ১০) হীন।

হিনক * (বিদ্যা ৬০০) ইহার।

হিন্তাল (তর ৩।৫।২৭) হেঁতাল বৃক্ষ।

হিন্দুয়ানি (চৈচ আদি ১৭।১২৬) হিন্দুধর্মের আচার।

হিন্দোলা (কৃম ১৮।৭) ঝুলন-দোলা।

হিংফিলেক (কৃকী ২৬৬) বিতাড়িত করিল।

হিমকর (পদক ২১৭), **হিমধামা** (পদক ৫৯) চন্দ্র।

হিয় (পদক ১), **হিয়রা** (বিদ্যা ১৭) হৃদয়, 'হিয় অগেয়ান'।

হিয় হারি (বিদ্যা ১৯০) [হিয়=হৃদয়, হারি=হারিয়া] ভয় পাইয়া।

হিরণ (চণ্ডী ৪৯) পীতবর্ণ, 'শ্যামল-বরণ হিরণ পিঁধন'।

হিরানা (মা মা ৬) অন্তর্ধান করা।

হিলগ (মামা ২৯) সম্বন্ধ, **২** পরিচয়।

হিলন (গৌত), **হিলা** (পদক ৩৯৮) দোলা, নড়া। ২ (পদা ৫৩৬) ঠেস দেওয়া 'হিলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ'।

হিলমিল (হিং গৌ ১০) প্রেমভরে।

হিলল (পদা ২৮), **হিলোর** (ক্ষণ ৭।৮), **হিলোরা** (বিদ্যা ০৮৯) হিল্লোল, দোলন, তরঙ্গ।

হিলোরি (দ ১১৪) হিল্লোল, ২ সঞ্চলন করে।

হিলোল (পদক ১২৫) লহরী। ২ (পদক ১৫২) আন্দোলন।

হীতম (পদক ২৮৫৯) হিত।

হীম, হীমা (পদক ২০৮) তুষার, হিমকণা।

হীয় (পদক ১৯০১) হৃদয়।

হীর (গৌত ৩।১।৫২) হার। ২ (পদক ১৩২৭) হীরা।

হুকুম (ভক্ত ২৪।৯) আদেশ। [আ° —হুকুম্]।

হুড় (ধা ৩) ভিড়, জনতা।

হুড়াহুড়ি (চৈচ আদি ৪।১৯৩) প্রতিযোগিতা, ঠেলাঠেলি।

হুড়ি (পদক ৩০২৭) হুঁচট খাইয়া।

হুড়ুম (রসিক পশ্চিম ১।৩৪) মুড়ি অথবা চিড়ার মুড়কী। ২ শস্য-বিশেষ—ইহার খই উৎকলে প্রচলিত।

হুণ্ডি (ভক্ত ২২।১) ঋণ-পরিশোধের প্রতিশ্রুতি-পত্র [ফা°]।

হুতি (সুর ৪২) ছিলাম।

হুনক * (বিদ্যা ৩৭৫) উহার। **হুনি** * (বিদ্যা ২৮৫) উনি।

হুনা (তর ১২।৬।৪০) হোম করা।

হুলরাবৈ (সুর ১৪) আনন্দিত করে।

হুলসী (হিং গৌ ৭৬) আনন্দোন্মত্ত।

হুলাস (বৃ মা ৬) প্রফুল্লতা,

সজীবতা। ৩ (জপ ২১) উল্লাস।
হুলাসী (হি গৌ ১৪) আনন্দিত, উল্লসিত।
হুলাহুলি (চৈভা মধ্য ২৩।১৮৮) উলুউলু।
হুহুঙ্কার (ক্ষণ ৩।২) প্রেমের আবেশে গর্জনধ্বনি।
হূক্ (স্বর ৮৯) ব্যথা।
হূতী (স্বর ২৫) ছিল।
হৃদয় (চৈচ অন্ত্য ১।১০১) অভিপ্রায়, ভাব।
হেঁইগো (ধা ৫) সম্বোধন-বাচক অব্যয় শব্দ।
হেঁট (বংশ ১৬৭৬) অবনত।
হেটে (তর ১২।৪।১৪), **হেঠে** (তর ৪।৫।৬৩) নিম্নদেশ, তলদেশ।
হেত (অ° দো ১৪) হেতু।
হেথা (চৈচ মধ্য ৩।২৯) এস্থানে।
হেদে (চণ্ডী ৩৪), **হেদেগো** (দ ১১) সম্বোধন-সূচক প্রাদেশিক অব্যয় শব্দ।
হেনগ্রিঁ (তর ১।৪।৯) এই প্রকার।
হেনকালে (চৈচ আদি ১৭।২৮১) সেই সময়ে।
হেমজড়ি (চৈচ আদি ১৩।১১৩) স্বুবর্ণ-জড়িত।
হেমন্ত (বংশ ২১৩২) হিমালয়।
হেমাত (ভক্ত ১৮।১) হিম্মত, বল।
হের (চণ্ডী ৪৭৪) এখানে, 'হের এস ধনি কুলের রমণী'। ২ এই। ৩ পশ্চিম রাঢ়ে কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত। ৪ (বংশ ৪৮০৭) দেখ।
হেরলা * (বিদ্যা ২৩৯) দেখিল।
হেরু (পদক ২৫৬) দেখিলাম।
হেলা (পদা ১৮) শৃঙ্গার-সূচক ভাব-বিশেষ। ২ (পদক ১৪৯) অবহেলা, ৩ ঠেস।
হেলী (হি° গৌ ১২) সখী।
হেলে (বংশ ৭২২০) অবহেলায়।
হৈমন (পদক ১৭১৮) হেমন্ত কাল।
হৈতে হৈতে (চৈচ আদি ১৩।৮৪) অপেক্ষা করিতে করিতে।
হৈরত (মা মা ৬) বিস্ময়।
হৈলা হয় (বংশ ৩৬১৬) হয়ত হইত।
হোই (দ ৩) হয়, ২ হইয়া।
হোছাল (কৃকী ৮৬) হেঁচকা টান।
হোড় (চৈচ আদি ৪।১৪২) প্রতি-যোগিতা, জেদাজেদি।
হোড়াহোড়ী (স্বর ৩০) স্পর্ধা।
হোত (গৌত ২।২।১৩) হয়। [**হোতা** (ভক্ত ২।৪) সেইস্থানে। **হোতি** (পদক ৫৫৮) হয়। **হোতিত** (কৃকী ১২২) হইতে]।
হোথা ঐস্থানে, ওখানে।
হোয়েবহ (বিদ্যা ৭৫৪) হইবে।
হোর (পদক ২৬০৫) অদূরে, ঐখানে। ২ (বংশ ৭৯২৪) দেখ।
হোরে (চণ্ডী ৬০৮) দূরে, 'হোরে গিয়ে যেন পড়য়ে হুতাশে, বাণেতে হইয়া জর'। ২ (বপ) হয়।
হোলনা (চৈচ অন্ত্য ৬।৬৬) মালসা।
হোসি (বিদ্যা ৩২৭) হইব, হোস্।
হোহ (বিদ্যা ১৫৪) হও।
হো হো (পদক ১৪৪১) আনন্দোচ্ছ্বাস-সূচক অব্যয়।
হৌঁ (স্বর ১০) আমি।
হ্যাদে (গৌত ৫।৩।৪১) [ব্য] ওগো [সম্বোধন-সূচক]।
হ্বৈব (অ° পদ ৭) হইয়া।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২ক)

পরিশিষ্ট ক (পদাবলী বিষয়ক)

পদাবলী-সাহিত্য এক বিরাট সাম্রাজ্য—রসরত্নাকর। ইহার বিস্তারিত আলোচনা বা আস্বাদন দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারই বটে। ইহাতে একাধারে রসভাবের স্রোতস্বতী কুলুকুলুনাদে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া মরুভূমিতুল্য বহু পাষাণহৃদয়েও আনন্দোন্মাদনা-সহকারে প্রেমধারার প্রপাত করাইয়াছে, করাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া করাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' পদাবলী-সাহিত্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়াছে। পদাবলী-সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য ; পূর্ববরাগ, সম্ভোগ, অভিসার, মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ত্য, নৌকা-বিলাস, বাসন্তী লীলা, বিরহ, পুনর্মিলন—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে—মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় কতকগুলি অপ্রাকৃত-ভাবাপন্ন পাগল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন—পদাবলী-সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।" বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক অপার্থিব উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত-সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। 'পাঠকগণ পদাবলী-বর্ণিত শ্রীরাধার ভাবগুলির সহিত শ্রীচৈতন্যলীলার অতিনিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন এবং তদ্দ্বারা পদাবলী যে ধর্ম-সাহিত্যের অন্তর্গত করা যায়, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ববরাগ, শ্রীরাধার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ—শ্রীগৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত ও বৈষ্ণবগীতিসমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান।..... চরিত পদাবলী দ্বারা, পদাবলী চরিতদ্বারা এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হয়। পদাবলীর সঙ্গে শ্রীগৌরচরিত্রের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

"পদকর্ত্তৃগণ—প্রেমিক ভক্ত। তাঁহারা কেবল কর্ণবিনোদি-কাব্য রচনা করেন নাই, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রীতিরস-বর্ণনও এই সকল পদকাব্যের কবিগণের উদ্দেশ্য নহে। প্রীতিরসে শ্রীভগবানের সাধন-প্রণালী-প্রদর্শন ও রসাস্বাদ—এই দুই উদ্দেশ্য অতিস্পষ্টভাবেই পদাবলী-সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণ প্রীতিরসের কাব্য হইতে পদকাব্যের এক মহাবিশিষ্টতা এই যে ইহা মানুষের চিত্তে অতিমধুরভাবে ভজনপদ্ধতির-শিক্ষা সঞ্চার করে। শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মহাপ্রভাব পদকাব্যে মধুরভাবে বর্ণিত থাকায় ইহার শ্রবণে ও স্মরণে যে আনন্দ-চমৎকারিতা

জন্মে, তাহা অন্যপ্রকারে বাস্তবিকই অসম্ভব।" "শ্রীলচণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে ভাবকল্পদ্রুমের বীজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—শ্রীপাদ রামরায়ের গীতিকাব্যে যে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়াছিল,—শ্রীল লোচনদাসের বঙ্গানুবাদে যাহা সরল সুন্দর সজীব সবুজ পত্রাবলীতে লোচনবিনোদিনী শ্রীমূর্ত্তিতে পাঠকগণের লোচনগোচর হইয়াছিল, ভাবগম্ভীর প্রেমিক ভক্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিশ্লেষণপূর্ণ বিচার-ব্যাখ্যায় তাহা ফলেফুলে সমাবৃত হইয়া সুবিলাস ভাবকল্পদ্রুমরূপে ভক্ত-পাঠকগণের মানস-নেত্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এই শ্রেণীরই কবিগণের মধ্যে একটি সরস সুন্দর একতানতা ও একপ্রাণতা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্তরালে কাব্যের যে যমুনা-জাহ্নবী প্রবাহ দেখিয়া সাহিত্যিকগণ বিমুগ্ধ হন, বৈষ্ণব পাঠকগণের নিকট তাহা বহিরঙ্গ ব্যাপার। ইঁহারা উহার অন্তরালে প্রেমভক্তির সাগরতরঙ্গের রঙ্গভঙ্গী-সন্দর্শনে মধুময়ী ভক্তিময়ী উপাসনার সন্ধান প্রাপ্ত হন এবং উহা আস্বাদন করিতে করিতে ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন।" (চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিতে শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ)।

সুতরাং সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলী রচনা করেন নাই, শ্রীগৌরগোবিন্দলীলার স্মরণ, মনন ও আস্বাদন করিবার জন্যই তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা। এই জন্যই সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের পদাবলীতে অতুলনীয় আন্তরিকতা, গভীরতা ও মর্ম্মস্পর্শিতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। এই ভাবগাম্ভীর্য, আনন্দোন্মাদনা ও রসতন্ময়তা আছে বলিয়াই পদাবলী-সাহিত্যের এত সুবহুল প্রচার, প্রসার ও প্রতিপত্তি সংলক্ষিত হইতেছে।

'পদাবলী' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন—শ্রীজয়দেব; 'মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম ভারতে ইহাকে 'বাণী' বলে, যেমন 'মাধুরীবাণী', 'মোহিনী বাণী' ইত্যাদি। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এবং শ্রীচৈতন্যযুগ ও তৎপরবর্ত্তী যুগে রচিত সঙ্গীতসমূহই 'পদাবলী' আখ্যায় অভিহিত।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে—মৈথিলী, মিশ্র মৈথিলী (ব্রজবুলি) ও বাংলা—এই ত্রিবিধ ভাষাই দেখা যায়। প্রায় ৫০০ বৎসর পর্যন্ত এই পদাবলী রচনা চলিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একই বাংলা ভাষারও কত রূপান্তর হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। একই দেশে নদী বা পাহাড়ের ব্যবধানে, ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্যে এবং অন্যান্য অনেক কারণে একই কালে এবং একই দেশে কথ্যভাষায় বিভিন্নতা শব্দবিজ্ঞান (Philology) শাস্ত্রে উক্ত আছে। ব্রজবুলি কিন্তু প্রসিদ্ধ ব্রজমণ্ডলের ভাষা আদৌ নহে, ইহা মৈথিল ও বঙ্গ-ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া কাহারও কাহারও মত। তাঁহারা বলেন—বাঙ্গালী পদকর্ত্তাগণ বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করিতে যাইয়া এই মিশ্রভাষাটি তৈয়ার করিয়াছেন। বাংলা কিন্তু প্রচলদ্‌ভাষা বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রানুসারে বাংলা পদাবলীর ভাষায় অল্পাধিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে; যেমন চণ্ডীদাস-পদাবলীর বাংলাভাষার সহিত জ্ঞানদাস কি গোবিন্দ কবিরাজের ভাষার তুলনা করিলে উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হইবে, তদ্রূপ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জ্ঞানদাস বা গোবিন্দ দাসের বাংলা রচনার সহিত আধুনিক কমলাকান্ত বা নিমানন্দের বাংলার তুলনা করিলেও যথেষ্ট

পার্থক্য দেখা যাইবে। [মৈথিলী রচনায় মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও সাহিত্য-সম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে Grierson কৃত 'Maithil Chrestomathy' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য]।

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১২।২) ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'ব্রজবুলির কাহিনী' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখিয়াছেন। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর রচনা পঞ্চদশ খৃঃ শতাব্দীর শেষ হইতে উনবিংশ খৃঃ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে পাওয়া যাইতেছে। ত্রিহুত বা মিথিলায় কিন্তু বাংলা পদাবলীর পূর্ব ইতিহাসের চিহ্ন আছে—আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লিখিত সর্বপ্রাচীনতম বৈষ্ণব গীতিকবিতা মিথিলার শেষ হিন্দুরাজা হরিহরসিংহের মন্ত্রী **উমাপতি ওঝা**-কর্তৃক চতুর্দশ খৃঃ শতাব্দীর প্রথম পাদে এবং তাহারও প্রায় ১২৫ বর্ষ পরে মিথিলারই প্রসিদ্ধ কবি **বিদ্যাপতি**-কৃত রচনা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক নিত্য আস্বাদ্য পদাবলী ছিল—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির। চণ্ডীদাসের ভাষা—বাংলা এবং বিদ্যাপতির ভাষা ছিল 'ব্রজবুলি'। ব্রজবুলি বাংলা না হইলেও প্রায় হিন্দীর মত, ব্যাকরণে ও ছন্দে বাংলা হইতে অনেক পৃথক্। শঙ্করদেবের শিষ্য কবি মাধবদেব ষোড়শ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈষ্ণব পদাবলীর এই বিশিষ্ট ভাষা বা বাক্‌রীতিকে 'ব্রজাৱলী' বলিয়াছেন। প্রাচীন অসমীয়া শব্দ 'সোণাৱলী', 'ৰূপাৱলী' পূর্বে বাংলায় প্রচলিত ছিল, পরে এই দুইটি শব্দ 'সোণালী' ও 'ৰূপালী' হইয়াছে ; এই অনুসারে 'ব্রজাৱলী' শব্দটিও পরে 'ব্রজালী' হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু 'বুলি' শব্দের সান্নিধ্যে বা সমাক্ষর-লোপের কারণে 'ব্রজাৱলী বোলি' শব্দটি ক্রমে 'ব্রজবুলিতে' পরিণত হইয়াছে। ব্রজবুলিতে বচনভঙ্গী আঁটসাঁট ছন্দ খর-তাল, আর বাংলায় বচন-ভঙ্গী শিথিল ছন্দ ঢিমাতাল। ব্রজবুলিতে ঝঙ্কার আছে, বাংলায় আছে মীড় (স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ)। গাঢ় কথাবন্ধ ও ছন্দঝঙ্কারের জন্যই কীর্ত্তনে ব্রজবুলি পদ অনায়াসে আসর জমাইত।

ডাঃ সুকুমার সেন ব্রজবুলির উৎপত্তি-সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছিলেন যে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলীর অনুকরণে বাঙ্গালী পদকর্ত্তারা ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অনেক গবেষণার ফলে তিনি এখন সে মত সমর্থন করেন না। প্রথমতঃ বিদ্যাপতির সময়ের মৈথিলী ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য দুইই আছে ; বিদ্যাপতির পূর্বতন কবি উমাপতি ওঝার পদাবলী আলোচনা করিলেও সমসাময়িক মৈথিলী গদ্যভাষার সঙ্গে পদাবলীর পার্থক্য উপলব্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ মৈথিলী পদাবলীর অনুকরণে ব্রজবুলি রচিত হইয়াছে,—ইহা অনুমানমাত্র। যদি তাহা হইত, তবে প্রথম দিকের রচনায় মৈথিলীর সঙ্গে পদাবলীর মিল ঘনিষ্ঠতর হইত এবং ক্রমশঃ সে মিল কমিয়া যাইত ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহার বিপরীতই হইয়াছে। বাঙ্গালীর সর্বপ্রাচীন পদাবলীতে কিন্তু মৈথিলীর সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠ মিল নাই, যতটা পরবর্ত্তী কালের পদাবলীতে দেখা যাইতেছে। গোবিন্দ কবিরাজের পূর্বগামিগণের ব্রজবুলি-রচনায় বাংলা ও অ-বাংলা অংশ প্রায় সমান সমান ; সুতরাং মৈথিলীরই অনুকরণে ব্রজবুলির উৎপত্তি—এ অনুমান ঠিক নহে। গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুসরণে ও অনুকরণে প্রচুরতর পদ লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আগে ষোড়শ খৃঃ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা যে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কবিতা সপ্তম খৃঃ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ খৃঃ শতাব্দী পর্যন্ত আর্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচারিত ছিল এবং এই চারি পাঁচশত বর্ষ যাবৎ আর্যাবর্ত্তে আর্যভাষাভাষী ভারতের সর্বত্র সমসাময়িক কথ্যভাষার সার্বভৌম সাধুরূপ অবলম্বন করত যে সাহিত্যিক ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাক্তন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট, অবহট্‌ঠ, দেশী, ভাষা, অর্বাচীন অপভ্রংশ ইত্যাদি। এতন্মধ্যে অবহট্‌ঠ নামটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং সমসাময়িক রচনায়ও এই নামটি পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর অব্যবহিত পূর্বতন রূপ বিদ্যমান ছিল—অবহট্‌ঠে। অবহট্‌ঠ কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়-ঘটিত পূর্বসূত্র পাওয়া যাইতেছে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে নৌবিলাসের একটি কবিতা—"অরেরে বাহহি কাহ্ন নাব। ছোড়ি ডগমগ কুগতি ন দেহি। তই ইথি নঈহি সন্তার দেই। জো চাহসি সো লেহি"॥ আবার প্রাচীন ছন্দোগ্রন্থের বাঙ্গালী লেখক অপভ্রংশ ছন্দের উদাহরণ-স্বরূপে উদ্ধার করিয়াছেন—"রাই দোহড়ী পঢ়ণ সুনি হসউ কাহ্ন গোআল। বৃন্দাবন ঘন কুঞ্জঘর চলিউ কমন রসাল॥" এই উদাহরণ-দুইটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়-বস্তুর পূর্ব ইতিহাসই আছে, পরন্তু গীতিকবিতার পরিপূর্ণ রূপ নাই; কিন্তু সে রূপ যে অবহট্‌ঠ সাহিত্যেও দেখা দিয়াছিল—তাহার প্রমাণ শ্রীজয়দেবের পদাবলী। শ্রীগীতগোবিন্দের রচনা সংস্কৃত ভাষায় হইলেও কিন্তু ঠাটটি অবহট্‌ঠের ও প্রাচীন বাংলার। প্রাচীন বাংলা চর্যা গীতিতে আর জয়দেবের পদাবলীতে একই রূপ পাওয়া যায়। অবহট্‌ঠে ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকের 'বজ্রগীতি'-নামক সাধন-সঙ্গীতে সেই রূপ মিলে। এই অবহট্‌ঠ হইতেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাসমূহ অল্পবিস্তর পূর্ণ-পরিণত রূপ ধারণের পরেও অবহট্‌ঠের আদর ছিল—দরবারী সাহিত্যে এবং বিশেষতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে। এই পরবর্ত্তী অবহট্‌ঠ—মৈথিলী প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার প্রভাবান্বিত হইয়া পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলির রূপ ধারণ করিয়াছে। সূরদাস প্রভৃতি প্রাচীন ব্রজভাষা-কবিগণের রচনায় যে অল্পস্বল্প অ-হিন্দী শব্দ ও পদ আছে, তাহাও এই পরবর্ত্তী অবহট্‌ঠ বা প্রাচীন ব্রজবুলির সম্পত্তি; সুতরাং ব্রজবুলি কোনও প্রদেশ-বিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা আর্যভাষার সাধারণ সম্পত্তি এবং এক হিসাবে কনিষ্ঠতম সর্বভারতীয় সাধু আর্যভাষা। বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা' পুস্তিকাটি অর্বাচীন অবহট্‌ঠে গদ্যপদ্যে লিখিত। তাহাতে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা স্বচ্ছন্দে ব্রজবুলি-আখ্যায়ও অভিহিত করা চলে। ইহা হইতে অবহট্‌ঠ ও ব্রজবুলির মধ্যবর্ত্তী অন্তরঙ্গ যোগাযোগের অভ্রান্ত প্রমাণও পাওয়া যায়। যেমন—"পাএঁ চলু দুঅও কুমর, হরি হরি সব সুমর। বহুল ছাড়ল পাটি পাঁতরেঁ, বসল পাএল আঁতরে আঁতরে' ইত্যাদি...।

ব্রজবুলির উদ্ভব ও বিকাশ নেপাল, তীরহুত ও মোরঙ্গের রাজসভায় ঘটিয়াছিল। তুর্কি আক্রমণের ফলে দক্ষিণ বিহার ও বাংলা বহুদিনের জন্য রাজসভা-পুষ্ট সাহিত্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। কবি পণ্ডিতেরা তখন নেপালে, তীরহুতে ও মোরঙ্গে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খৃঃ শতাব্দীতে সাহিত্যচর্চার খোঁজ ঐসব দেশের রাজসভার কাহিনীতে গুপ্ত ও লুপ্ত হইয়া আছে। নেপালের রাজসভায় বাংলা, বিহার, কাশী ও অন্যান্য দেশ হইতে কবিরা আসিলে সাদরে গৃহীত হইতেন। তাঁহারাই বিবিধ দেবলীলাগীতি পরিপুষ্ট করিতেন। বাংলাদেশে

সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সূত্রপাত পালরাজগণের সময় হইতে। তখনকার শিল্পে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্যের পরিচয় পাহাড়পুরের মন্দিরে ভিত্তি-চিত্রাবলিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্যে ও বহু প্রকীর্ণ শ্লোকে 'রাধা', 'সত্যভামা', 'উৎকণ্ঠিত মাধব' প্রভৃতি অধুনা লুপ্ত নাট্য-রচনার নামাবলিতে কৃষ্ণলীলার সাক্ষ্য আছে। সেনরাজগণের কালে, বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনের রাজ্য-কালে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক রচনা সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং লক্ষ্মণসেন, তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণ কবিতা রচনা করিতেন, তাঁহার সভাকবিগণ কৃষ্ণলীলা কবিতা লিখিতে উৎসাহিত হইতেন। একজন সমসাময়িক কবি উমাপতি ধর লক্ষ্মণসেনের পিতামহ, পিতা ও স্বয়ং—এই তিন পুরুষ যাবৎ দীর্ঘকালের মহামন্ত্রী ছিলেন। পদ্যাবলিতে (৩৭১) 'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ' ইত্যাদি পদ্যটি ইঁহারই রচনা এবং মথুরা ও দ্বারকালীলা হইতেও বৃন্দাবন-লীলার মাহাত্ম্যাতিশয়-সূচক। বৈষ্ণব-পদাবলীর ভিত্তিও সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সভায় স্থাপিত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দ-পদাবলী যে তাঁহার আসর জমাইত, এ প্রবাদ অতি অমূলক নহে। লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপের অনুশাসনে পিতার প্রাত্যহিক কার্যাবলির প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"প্রত্যুষে নিগড়স্বনৈর্নিয়মিত-প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং, মধ্যাহ্নে জলপান-মুক্তকরটি-প্রোদ্‌গালঘণ্টারবৈঃ।
সায়ং বেশবিলাসিনীজন-রণন্মঞ্জীর-মঞ্জুস্বনৈ,-র্যেনাকারি বিভিন্নশব্দ-ঘটনাবন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ॥"

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য নষ্ট হইলে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের এই সভাসিদ্ধ প্রথা নেপালে, তীরহুতে ও অন্যান্য প্রান্তীয় রাজ ও সামন্ত-সভায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। নেপালে ব্রজবুলি পদাবলী-চর্চা অষ্টাদশ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তত্রত্য রাজারাও ব্রজবুলিতে পদ লিখিতেন—শ্রীনিবাস মল্লের রচনা যথা—

উপমিঅ আনন নীরজ-পঙ্কজ শশধর দিবস-মলিনে।
ভৌহঁ অনুপম অধর সোহাঞন নব-পল্লবরুচি জিনে।
শুন পেয়সি কী মোর পরল গরুঅ অপরাধে।
দহ মলয়ানিল জার কলেবর ন কর মনোরথ বাধে॥'

নেপালের রাজসভায় যে ব্রজবুলির চর্চা হইত, তাহা বাংলার প্রভাব-মুক্ত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত একটি পদে এই অনুমানের সমর্থন আছে—

'সঘন বরিষে মেহা, সুমরি সুবন্ধু নেহা, জীব ছুটপুটু নীদ না আএ বরহ-দগধ দেহা।
মনপংখি হয়া যাইব, যাহা গিয়া লাগ পাইব, হাতে ধরিয়া পাএ পড়িয়া গলায় তুলিয়া লইব॥'

মিথিলায় ব্রজবুলি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উমাপতি ওঝার রচনায় পাওয়া যায়। রাজা হরিহরসিংহের রণজয়-উপলক্ষে তাঁহার রচিত 'পারিজাতমঙ্গল' নামক সংস্কৃত গীতিনাট্যে তিনি যেসব গান রচনা করিয়াছিলেন, সেই সবগুলি ব্রজবুলি ভাষায়। সখী সুমুখী শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে মানিনী সত্যভামার বিরহদশা বর্ণনা করিতেছেন এই পদে—'কি কহব মাধব তনিক বিশেষে, অপনহু তনু ধনি পাব কলেশে। অপনুক আনন আরসি হেরি, চাঁদক ভরম কাঁপ কত বেরি॥' ইত্যাদি। উমাপতির পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি রচনা পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ খৃঃ শতাব্দী হইতে বাংলায়, আসামে ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলি পদাবলীর রীতি পাওয়া

যাইতেছে। বাংলায় কিন্তু এরীতি যতটা স্থায়ী ও ফলবান্ হইয়াছিল, অন্যত্র ততটা নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে উড়িষ্যায় রায় রামানন্দের 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' ইত্যাদি পদটি ব্রজবুলিতে রচিত হইয়াছে। বাংলায় প্রাচীনতম ব্রজবুলিপদ যশোরাজখানের রচিত—'এক পয়োধর চন্দন-লেপিত, আর সহজই গৌর' ইত্যাদি। হুসেন শাহা ও তৎপুত্র নসরৎ শাহার দরবারেও কবিশেখর এবং বিদ্যাপতি-ভণিতায় উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ব্রজবুলি ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় মুখ্যতঃ শব্দঝঙ্কার ও ছন্দ-চপলতা এবং তৎসহ ভাব-সংহতি ও ভাষার গাঢ়তাই লক্ষ্যীতব্য।

আসামে শংকরদেব ও তৎশিষ্য মাধবদেব ষোড়শ খৃঃ শতাব্দীতে ব্রজবুলি পদ রচনা করত কামতা-কামরূপকে মাতাইয়াছিলেন। আসামের প্রথম বৈষ্ণবপদকর্ত্তা শঙ্করদেবের রচনায় ভক্তিপ্রকাশই মুখ্য। তাঁহার পদাবলিতে ভাষার বিশুদ্ধির সহিত ভাবের গাঢ়তা ও ছন্দোদৃঢ়তা পরিস্ফুট। রচনার আদর্শ—

"সোই সোই, ঠাকুর মোই, জো হরিপরকাশা ; নাম স্মরত, রূপ ধরত, তাকেরি হামু দাসা।
পণ্ডিতে পঢ়ে, শাস্ত্রমাত্র, সার ভকতি লিজে ; অন্তর জল, ফুটয় কমল, মধু মধুকর পিজে।
জাহে ভকতি, তাহে মুকতি, ভকতে তত্ত্ব জানা ; জৈছে বণিক, চিন্তামণিক, জানি গুণ বখানা।
কৃষ্ণকিঙ্কর, কহ শঙ্কর, ভজ গোবিন্দ কি পায়ি ; সোহি পণ্ডিত, সোহি মণ্ডিত, যো হরিগুণ গায়ি"॥

মাধবদেবের ব্রজবুলি পদে হিন্দীর ছাপ আছে ; একটি প্রার্থনা-পদ—

'গোবিন্দ দীনদয়াল স্বামী, তুঁহু মেরি সাহেব চাকর হামি।
কাকু করিয়ে তুয়া চরণে লাগোঁ, অরুণ চরণে চাকরি মাগোঁ।
তেরি চরণে মেরি পরণাম, চাকরি মাগোঁ নাহি আন কাম।
আপুন করমে জনম যাহাঁ হোই, তাঁহে তুয়া চরণে চাকর রহুঁ মোই।
মাধবদাস কহয় মতিহীনা, গতি মেরি নাহি তুয়া পদবিনা॥'

এই পদটি মীরাবাঈর রচনার স্মরণ করায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাংলায় ব্রজবুলি সাহিত্যে নূতন পন্থা দেখা গেল—পদাবলির ধারাবাহিক একঘেয়েমির মধ্যে ভাষা ও ছন্দের তরলতা নবীনত্ব সৃষ্টি করিল। ইহার সাহিত্যিক মূল্য ততটা না হইলেও কিন্তু কীর্ত্তনগানে নূতন রস সঞ্চার হইয়াছে। যথা—শশিশেখরের পদ—'অতিশীতল, মলয়ানিল, মন্দ-মধুর-বহনা ; হরিবৈমুখী, হামারি অঙ্গ, মদনানলে দহনা' ইত্যাদি।

এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর রচনার অনুবৃত্তি উনবিংশ শতাব্দীতেও আসিয়াছে। ব্রজবুলি সাহিত্যের সমাপ্তি করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' ; এই পদাবলী যথাযথ বৈষ্ণব-পদাবলীর ছাঁদে লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বালককালে বৈষ্ণব-পদাবলী পাঠ করত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহারই অনুকরণে ব্রজবুলিতে কয়েকটি গান ও কবিতা লিখিয়াছেন। এইসব গান ও কবিতা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় সুরের অভিষেকে জীবন্ত হইয়া উঠে॥

পদাবলীর ছন্দঃ

পদাবলীর ছন্দঃসম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমন্নরহরিকৃত অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য 'ছন্দঃসমুদ্রের' * কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তদ্রচিত শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণিতে ব্যবহৃত প্রায় ৬০।৬৫টি ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় এত প্রকার ছন্দঃ ইতঃপূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই বলিয়াই আমার ধারণা। গীতচন্দ্রোদয়ের মঙ্গলাচরণে (এবং ভক্তিরত্নাকরে ৫।৩০১৪—৩০১৭) তিনি সম, অর্দ্ধসম ও বিষম-ভেদে গীতের ত্রিবিধ বিভাগ করিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। গুরুলঘুর নির্ণয়াদিও সংস্কৃতবৎ, স্থলবিশেষে প্রাকৃতবৎ বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক—বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধারণতঃ তিন প্রকার ছন্দঃ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। (১) মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ, (২) অক্ষরবৃত্ত ছন্দঃ ও (৩) মাত্রা এবং অক্ষরবৃত্ত মিশ্রিত ছন্দঃ। মাত্রাবৃত্তে অক্ষর-সংখ্যা না ধরিয়া অক্ষরের লঘুগুরু মাত্রা ও যতির নিয়ম ধর্ত্তব্য। (২) অক্ষরবৃত্তে কবিতার চরণগুলি অক্ষর-সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং (৩) উভয়-মিশ্র ছন্দে কোনস্থলে বর্ণের লঘুগুরু মাত্রা, কোথাও বা অক্ষর-সংখ্যার প্রণালী অনুসরণ করিতে হয়। বর্ণের লঘুগুরু বিচারে সংস্কৃতের ন্যায় লঘুস্বর একমাত্রা ও গুরুস্বর দুই মাত্রা ধরিতে হয়, কিন্তু সঙ্গীতে অনেক সময় লঘুগুরুব্যত্যয় করিতেও দেখা যায়। পদাবলীতে সাধারণতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ১৪ অক্ষরে পয়ার, ৮ অক্ষরে বা ১১ অক্ষরে একাবলী, ২৬ অক্ষরে দীর্ঘত্রিপদী, ২০ অক্ষরে লঘুত্রিপদী, মাত্রাবৃত্তে ১৬ মাত্রায় মাত্রাচতুষ্পদী (চৌপাই), অযুগ্মচরণে ১২ মাত্রা ও যুগ্মচরণে ১৬ মাত্রা হইলে বিষম চতুষ্পদী, ২৮ মাত্রায় ত্রিপদী এবং (৩+৪+৩+৪+৩+৪+৪ করিয়া) ২৫ মাত্রায় মিশ্র ত্রিপদী এবং ধামালীতে ষোলমাত্রায় ত্রিপদী প্রভৃতি দেখা যায়, বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিরা বিচিত্র ও সুললিত এত বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে নূতন ও বিচিত্র ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের গর্ব করিবার কিছুই নাই। (সতীশ বাবু)

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর-প্রণীত 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতেছি। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান ছন্দ ঃ—পজ্ঝটিকা †। প্রধানতঃ এই ছন্দে প্রাকৃত ভাষায় কবিতা রচিত হইত। এই ছন্দে চরণে চরণে মিল থাকে। দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের ধ্রুবসন্নিবেশ মানিতে হয় না।

---

* মৎসংগৃহীত খণ্ডিত ছন্দঃসমুদ্রে দশাক্ষরবৃত্ত পর্যন্ত আছে। তাহাতে বাণীভূষণ, বৃত্তরত্নাকর, ছন্দোমঞ্জরী, ছন্দোদীপক, বৃত্তরত্নমালা, প্রাকৃত পিঙ্গল, বৃত্তচন্দ্রিকা, সঙ্গীতপারিজাত, সঙ্গীতকৌমুদী ও ছন্দঃকৌস্তুভ প্রভৃতি হইতে লক্ষণ ও সংজ্ঞাদির সমাবেশ করা হইয়াছে।

† প্রাকৃতপিঙ্গলে পজ্ঝটিকার বিবিধ রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক পর্ব-দীর্ঘস্বর দিয়া আরব্ধ হইলে পজ্ঝটিকাকে বলা হইয়াছে—**দোধক**।

পিংগ জ- | টা বলি | ঠারিঅ | গঙ্গা॥ ধারিঅ | নাঅরি | জেণ অ- | ধংগা॥
চন্দ-ক- | লা জস্যু | সীসহি | ণোক্খা॥ সো তুহ | সংকর | দিজ্জউ | মোক্খা॥

প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরকে দুই মাত্রা এবং প্রত্যেক লঘু স্বরকে এক মাত্রা ধরিয়া প্রত্যেক চরণে ষোলটি মাত্রা রাখিলেই চলে। ঐ ষোলমাত্রা চারিটি পর্বে ভাগ করা যায়। দীর্ঘস্বর বেশী থাকিলে অক্ষরসংখ্যা কম থাকে, লঘুস্বর বেশী থাকিলে অক্ষরসংখ্যা বেশী থাকে। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' (৯ অক্ষর)' 'নলিনীদলগতজলমতিতরলম্' (১৫ অক্ষর)—দুইই পজ্ঝটিকার চরণ। স্বরের ধ্রুব-সন্নিবেশের নিয়ম না থাকায় এই ছন্দোরচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। বৈষ্ণব কবিরা স্বাধীনতার পরিসর আরো বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে উদাহরণ দিতেছি—

[সংস্কৃত]

তালফ | লাদপি | গুরুমতি | সরসম্ ॥
কিমু বিফ | লীকুরু | যে কুচ | কলসম্ ॥
সীদতি | সখি মম | হৃদয়ম | ধীরম্ ॥
যদভজ | মিহ ন হি | গোকুল | বীরম্ ॥

[ব্রজবুলি]

আঁচর | লেই বদন | পর | ঝাঁপে ॥
থির নহি | হোয়ত | থরথর | কাঁপে ॥
হঠ পরি | রস্তণে | নহি নহি | বোল ॥
হরিডরে | হরিণী | হরিহিয় | ডোল ॥
শিরপর | চাঁদ অ | ধর পর | মুরলী ॥
চলইতে | পন্থে ক | রয়ে কত | খুরলী ॥

লঘুস্বরান্ত শেষ পর্বে দুইটি দীর্ঘস্বরের স্থলে দুইটি লঘুস্বর এবং একটি দীর্ঘ স্বর থাকিলে এই দোধকের নাম হয়—**মোদক**।

গজ্জউ মেহকি অম্বর সাম্বর | ফুল্লউ নীব কি বুল্লউ ভাম্বর ॥
এক্কউ জীউ পরাহিণ অম্মহ | কীলউ পাউস কীলউ যম্মহ ॥

পজ্ঝটিকার দোধকরূপে প্রত্যেক চরণে দুই মাত্রা অতিপর্ব থাকিলে নাম হয়—**তারক**।

ণব—মঞ্জরি লিজ্জিঅ | চুঅহ গাচ্ছে ॥ পরি—ফুল্লিঅ কেসু ণ | আবণ কাচ্ছে ॥
জই—এথি দিগংতর | জাই ণহি কংতা ॥ কিঅ—বম্মহ ণথি কি | ণথি বসংতা ॥

কেবল প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের প্রারম্ভে দীর্ঘস্বর থাকিলে এবং বাকি সমস্ত হ্রস্ব স্বর হইলে পজ্ঝটিকার নাম হয়—**একাবলী**।

সো জণ | জণমউ | সো গুণ- | মন্তউ ॥ জেকর | পর উঅ- | আর হ- | সন্তউ ॥
জো পুণ | পর উঅ- | আর বি- | রুজ্জউ ॥ তাক জ- | ণণি কিণ | থক্কউ | বংঝউ ॥

পজ্ঝটিকার শেষাক্ষর ছাড়া যদি সব স্বরগুলি হ্রস্ব হয়, তবে তাহাকে বলে—**সরভ**।

তরল কমল দল সরিজুঅণঅণা ॥ সরঅ সমঅ সসি সুসরিস বঅণা ॥
মঅগল করিবর সঅলস গমণী ॥ কমণ সুকিঅ ফল বিহিমিঠ রমণী ॥

বিদ্যাপতির—'কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর। ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল রূপ ॥' অনেকটা এইরূপ।

বৈষ্ণব কবিদের পজ্ঝটিকার ছন্দে রচিত পদে এই সকল বিশিষ্ট রূপের চরণের অবাধ মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। চর্যাপদের পজ্ঝটিকার দৃষ্টান্ত—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥

সো ধনি | মানি স্থ | রত অধি | দেবী ॥
তাকর | চরণ ক | মলপর | সেবি ॥
তুঁহু বর | নারী চ | তুরবর | কান ॥
মরকতে | মিলল ক | নক দশ | বাণ ॥

সংস্কৃত চরণের সহিত ব্রজবুলির চরণগুলি মিলাইলে দেখা যাইবে—বৈষ্ণব কবিরা শেষ পর্বে অধিকাংশস্থলে ৪ মাত্রার বদলে ৩ মাত্রা প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকস্থলে দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া একমাত্রা ধরিয়াছেন। অনেক চরণকে ৮+৮ মাত্রায় না পড়িয়া ৭+৮ মাত্রায় পড়িলে সুরের বৈচিত্র্য ঘটে বলিয়া ৭+৮ মাত্রার বিভাগে পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন।

ক্রমে ১৫ মাত্রার পজ্‌ঝটিকার চরণের শেষ পর্বে আরও একটি মাত্রা লুপ্ত হওয়ায় পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নলিখিত চরণগুলি পজ্‌ঝটিকার পদে দেখা যায়। এইগুলিও পয়ারের চরণ।

বদনে দশন দিয়া দগধে পরাণ।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান।
না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে।
রসবতি আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ।
দশদিশ দামিনী দহই বিথার।

পজ্‌ঝটিকার ১৬ মাত্রার স্থলে ১৪ মাত্রা ধরিলে এবং প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরকে একমাত্রা ধরিলেই পয়ার হইল। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ অপেক্ষা করায় এবং শব্দের মাঝে যতিদানের প্রথা উঠাইয়া দেওয়ায় পয়ারে পজ্‌ঝটিকার ছন্দঃস্পন্দ একেবারে লোপ পাইল। 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট'। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট'—ইহাতে যে ছন্দঃস্পন্দ আছে, পয়ারে তাহা নাই।

আরো একমাত্রা কমানোতে ইহা নূতন ছন্দের রূপলাভ করিল। যেমন—

শুন সুন্দর কানু | ব্রজবিহারী। হৃদি-মন্দিরে রাখি | তোমারে হেরি ॥
আহিরিণী কুরূপিণী | গোপনারী। তুমি জগরঞ্জন | বংশীধারী ॥

ইহারই অনুরূপ রবীন্দ্রনাথের—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা ॥

প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ছন্দকে বলা হইয়াছে—**হাকলি**

উচউ ছাঅণ | বিমল ধরা | তরুণী ধরিণী | বিনয় পরা ॥
বিত্তক পূরল | মুদ্দহরা | বরিসা সমআ | সুক্‌খকরা ॥

ব্রজবুলিতে রচিত পদের আর একটি প্রধান ছন্দ- **প্রাকৃত দীর্ঘত্রিপদী**। এই ছন্দ প্রাকৃতের **মরহট্টা, চউপইয়া ও নরেন্দ্রবৃত্তের** মিশ্রণ। * এই ছন্দে প্রত্যেক চরণের প্রথমাংশ পজ্ঝটিকা।

এই ছন্দগুলির দৃষ্টান্ত প্রাকৃত পিঙ্গল হইতে দেওয়া হইল। বৈষ্ণব কবিগণ অধিকাংশ স্থলে গোড়ার অতিপর্ব দুই মাত্রা বাদ দিয়া থাকেন। প্রথমে **মরহট্টার** কথা বলি। দুই মাত্রা অতিপর্বের (Hyper-metrical) পর ৮+৮+৮+৩ মাত্রায় মরহট্টার চরণ গঠিত।

জই—মিও ধণেসা | সম্ভুর গিরীসা | তহ বিহু পিংধন | দীস।
জই—অমিঅহকন্দা | ণি অলহি চন্দা | তহ বিহু ভোঅণ | বীস॥
জই—কণঅ সুরঙ্গা | গোরি অধংগা | তহ বিহু ডাকিণি | সঙ্গ।
জো—জস্ম হি দিআণা | দেব সহাবা | কবহু ণহো তস্ম | ভঙ্গ॥

চউপইআ—৮+৮+৮+৪
কির—ণা বলি কন্দা | বন্দিঅ | চন্দা—ণঅণহি অণল ফু | রন্তা।
সো—সংপঅ দিজ্জউ | বহু সুহ বিজ্জউ | তুম্ম ভবাণী | কন্তা॥

বৈষ্ণব কবিরা পর্বে পর্বে কোথাও মিল দিয়াছেন- কোথাও দেন নাই। চউপইআ ও মরহট্টার বিশেষ প্রভেদ কিছু নাই। মরহট্টার শেষ পর্বে ৩ মাত্রার বদলে ৪ মাত্রা। বৈষ্ণব কবিগণও কোথাও মরহট্টার মত ৩ মাত্রা - কোথাও চউপইআর মত ৪ মাত্রা ধরিয়াছেন। পিঙ্গল এই দুই ছন্দে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের সুনির্দিষ্ট সমাবেশ পর্বে পর্বে একইরূপ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু ইহা বাধ্যতামূলক নহে। বৈষ্ণব কবিকুঞ্জরগণ এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ।

মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্রবৃত্তের মিশ্রণে বৈষ্ণব কবিদের বহু পদ রচিত হইয়াছে। নরেন্দ্রবৃত্তের চরণকে ৭+৯+৮+৪ বা ৩ মাত্রায় ভাগ করা হয়। প্রাকৃত কবি এই ছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস না করিয়া স্বেচ্ছামূলক বিন্যাস করিয়াছেন, এবং মোটের উপর মাত্রাবিভাগ ঠিক রাখিয়াছেন। তাহা ছাড়া নরেন্দ্রবৃত্তে তাঁহারা পৃথক্ পদ রচনা না করিয়া অধিকাংশস্থলে মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্র-বৃত্তের চরণ মিশাইয়াছেন। প্রাকৃত পিঙ্গলে নরেন্দ্রবৃত্তের দৃষ্টান্ত— ৭+৯+৮+৪—

ফুল্লিঅ কেসু | চন্দ তহ পঅলিঅ | মঞ্জরি তেজ্জউ | চুআ।
দক্খিণ বাউ | সীঅ ভউ পবহই | কম্প বিয়োহণি | হীআ।
কেঅই ধূলি | সব্ব দিস পসরই | পীঅর সব্বউ | ভাসে।
আউ বসন্ত | কাই সহি করিঅই | কন্ত ণ থক্কই | পাশে।

ইহার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ঐ ছন্দে—

কিংশুক ফুল্ল | চন্দ্র এবে প্রকটিত | মঞ্জরী ত্যজে সহ | কারে।
দক্ষিণ পবন | শীতল হয়ে প্রবাহিত | বিরহিণী কাঁপে বারে | বারে।
কেতকীর পরাগে | ভরিয়া গেল দশদিশ | পীতবাসে তারা যেন | হাসে।
বসন্ত আইল | কি করি বল সখি আজ | কান্ত যে নেই মোর | পাশে॥

গগনাঙ্গ ছন্দেও এইরূপ ৭—৯ মাত্রায় পর্বার্ধ গঠিত। পূর্ববিভাগ—(১) ভংজিঅ মলঅ | চোল বই

ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে যেমন উপজাতি, নরেন্দ্রবৃত্ত ও মরহট্টার (বা চউপইয়ার) মিশ্রণে তেমনি এই দীর্ঘ ত্রিপদী। ঠিক পজ্‌ঝটিকার নিয়মেই ব্রজবুলিতে এই ছন্দ রচিত, প্রত্যেক চরণের প্রথমার্ধ মরহট্টা বা চউপইআর মত ৮+৮ মাত্রা কিম্বা নরেন্দ্রবৃত্তের মত ৭+৯ মাত্রায় গঠিত। বৈষ্ণব কবিগণ ছন্দোহিল্লোল ও সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই উভয়বিধ চরণের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন।

দৃষ্টান্ত—৮ | ৮ +৮+৪ অথবা ৩ (মাত্রায়)—

রাধা বদন বি- | লোকন বিকসিত | বিবিধ বিকার বি- | ভঙ্গম্।
জলনিধিমিব বিধু | মণ্ডলদর্শন- | তরলিত তুঙ্গ-ত- | রঙ্গম্॥ [জয়দেব]
ভজদবনস্থিতি- | মখিলপদে সখি | সপদি বিড়ম্বিত | তূলম্।
কলিত-সনাতন- | কৌতুকমপি তব | হৃদয়ং স্ফুরতি স- | শূলম্॥ [শ্রীরূপ]
গিরিবর গুরুয়া | পয়োধর পরশিত | গীম গজ মোতিম | হারা।
কাম কম্বু ভরি | কনয়া শম্ভুপরি | ঢারত সুরধুনী | ধারা॥ [বিদ্যাপতি]
রজনি কাজর সম | ভীম ভুজঙ্গম | কুলিশ পড়য়ে দুর | বার।
গরজ তরজ মন | রোষে বরিষ ঘন | সংশয় পড়ু অভি- | সার॥ [গোবিন্দ দাস]
আহিরিণী কুরূপিণী | গুণহিনী অভাগিনী | কাহে লাগি তাহে বিষ | পিয়বি।
চন্দ্রাবলী মুখ- | চন্দ্র সুধারস | পিবি পিবি যুগে যুগে | জিয়বি॥ [চন্দ্রশেখর]

ণিবলিঅ। (২) মালব রাঅ | মলঅ গিরি লুক্কিঅ—এইরূপ। ইহাতে নরেন্দ্রবৃত্তের মত দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের ধ্রুব বিন্যাস নাই। বৈষ্ণব কবিরা এই প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রয়োগ করিয়াছেন—

নীল আকাশে | তারক ভাসে | যমুনা গাওত | গান।
পাদপ মরমর | নির্ঝর ঝরঝর | কুসুমিত বল্লী বি | তান॥

এইরূপে কবি পর্বে পর্বে মিলও দিয়াছেন, কিন্তু বিনা মিলের চরণেই অধিকাংশ বৈষ্ণব পদ রচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরকে দুই মাত্রা ধরিয়া অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম পালন করিয়াছেন। এই ছন্দে তিনি খাঁটি বাংলায় গানও লিখিয়াছেন। তাঁহার একটি বিখ্যাত গানের দুই চরণ—

পতন অভ্যুদয়—বন্ধুর পন্থা | যুগ যুগ ধাবিত | যাত্রী।
হে চির-সারথি | তব রথচক্রে | মুখরিত পথ দিন | রাত্রি॥

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে তিনি এই ছন্দে স্তবক-বন্ধনও করিয়াছেন—

মরণরে—তুঁহু মম শ্যাম-সমান।
মেঘবরণ তুঝ | মেঘ জটাজূট | রক্তকমল কর | রক্ত অধর পুট।
তাপ-বিমোচন | করুণা কোর তব | মৃত্যু অমৃত করে | দান॥
ভুজপাশে তব | লহ সম্বোধয়ি | আঁখিপাত মম | আসব মোদয়ি।
কোর উপর তুঝ | রোদয়ি রোদয়ি | রাধা হৃদয় তু | কবহুঁ ন তোড়বি।
হিয় হিয় রাখবি | অনুদিন অনুখণ | অতুলন তোঁহার | লেহ॥

এই পজ্ঝটিকায় অন্তরার সঙ্গে প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর স্তবক-বন্ধন।

৭+৯+৮+৪ অথবা ৩ মাত্রায় নরেন্দ্রবৃত্তের চরণ—

করিবর রাজ- | হংস জিনি গামিনী | চলিলহুঁ সঙ্কেত- | গেহা।
অমলা তড়িত- | দণ্ড হেমমঞ্জরী | জিনি অতিসুন্দর | দেহা॥ (বিদ্যাপতি)
অভিমত কাম | নাম পুন শুনইতে | রোখই গুণ দর- | শাই। (কবিশেখর)
লহু লহু মুচকি | হাসি হাসি আয়নি | পুনপুন হেরসি | ফেরি। (জ্ঞানদাস)
আঘণ মাস | নাহ হিয় দাহই | শুনইতে হিমকর- | নাম।
অঙ্গন গহন | দহন ভেল মন্দির | সুন্দরি তুহুঁ ভেলি | বাম॥ (বলরাম)

এই দৃষ্টান্তগুলি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে—বৈষ্ণব কবিরা সুবিধামত কখনও দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা ধরিয়াছেন, কখনও বা একমাত্রা ধরিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে হ্রস্বস্বরকেও কোথাও কোথাও দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে পর্বে পর্বে মিলও আছে—এমিল অবশ্য বাধ্যতামূলক নহে। শেষ পর্বে তিনটী লঘুমাত্রারও সমাবেশ করিয়াছেন। যে চরণে দীর্ঘস্বর বেশী, সেই চরণে ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে। যে চরণে হ্রস্বমাত্রার সংখ্যা বেশী, সে চরণে অক্ষর-বাহুল্য ঘটিয়াছে—ছন্দোহিল্লোলের অভাব ঘটিয়াছে। এই ছন্দের চরণে অক্ষর-বাহুল্য ঘটিলে এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণকে অপেক্ষা করিলে ইহা প্রচলিত দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত অংশে ছন্দোহিল্লোলহীন প্রচলিত দীর্ঘত্রিপদী ও ছন্দঃস্পন্দময় প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর চরণ একসঙ্গে গুম্ফিত হইয়াছে। এক মাত্রায় ব্যবহৃত যুক্তাক্ষর না থাকায় ঐ গুম্ফন সম্ভব হইয়াছে।

না দেখিলে প্রাণ কাঁদে | দেখিলে না হিয়া বাঁধে | অনুখন মদন-ত- | রঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ | উপজে চরম সুখ | সুন্দর শ্যামর | অঙ্গ॥
চরণে নূপুরধ্বনি | সুমধুর শুনি শুনি | রমণীক ধৈরয | অন্ত।
ওরূপ-সায়রে মন | হিলোলে নয়ন মন | আটকিল রায় ব- | সন্ত॥

এই ছন্দের চরণের শেষার্দ্ধকে এক-একটি চরণ ধরিয়া নব ছন্দের রূপ দেওয়া হইয়াছে।
যেমন— গণইতে মোতিমা | হারা॥ ছলে পরশিবি কুচ- | ভারা। (বিদ্যাপতি)
হাম করলু পরি | হাস॥ তাকর বিরহ-হু- | তাস। (যদুনন্দন)।

এই ছন্দকে প্রাকৃত পিঙ্গলে **আভীর** ছন্দ বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

সুন্দরি গুঞ্জরি | নারী॥ লোঅন দীশ বি- | সারি॥
পীন পওহর | ভার॥ লোলই মোতিম | হার॥

এইরূপ চরণের সঙ্গে পজ্ঝটিকার পূরা চরণের মিল দেওয়াও হয়।

মানয়ে তব পরি- | রম্ভ। প্রেমভরে | সুবদনি | তনু জনু স্তম্ভ॥
তোড়ল যব নীবি- | বন্ধ। হরিসুখে | তবহিঁ ম- | নোভব মন্দ॥

এই আভীর ছন্দের চরণই হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-বৈষম্য হারাইয়া দশাক্ষরী লঘু পয়ারে পরিণত হইয়াছে।

আজু কেগো মুরলী বা- | জায়॥ এতো কভু নহে শ্যাম | রায়॥

চণ্ডীদাস মনে মনে | হাসে॥ এরূপ হইবে কোন | দেশে॥

প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ পর্বে ৩ বা ৪ মাত্রার স্থলে ৬, ৭ বা ৮ মাত্রা থাকিলে তাহাকে **'প্রাকৃত দীর্ঘ চৌপদী'** বলা যায়। * মাত্রানির্ণয়, মাত্রা-বিভাগ প্রভৃতি প্রায় দীর্ঘ ত্রিপদীর মতই ৮+৮+৮+৬, ৭+৯+৮+৬, ৭+৯+৮+৭, ৮+৮+৮+৭, ৮+৮+৮+৮।

* এই দীর্ঘ চৌপদীর বিবিধ রূপ প্রাকৃত পিঙ্গলে বিভিন্ন নামে অভিহিত। সব মাত্রাগুলিকে লঘুস্বরে পরিণত করিলে এবং দুই মাত্রা অতিপর্ব যোগ করিলে হয়—**জলহরণা**।

চলু—দমকি দমকি বলু | চলই পইক বলু | ধুলকি ধুলকি করি | করি চলিআ।

বর—মলু সঅল কমল | বিপথ হিঅঅ সল | হমীর বীর জব | রণ চলিআ॥

প্রত্যেক পর্বার্দ্ধ দীর্ঘস্বরের দ্বারা আরব্ধ হইলে—**চউবোলা**।

রে ধনি মত্ত ম | তংগজ-গামিনি | খংজন লোঅণি | চন্দমুহী।

চংচল জুব্বণ | জাত ণ জাণহি | ছইল সমপ্পহি | কাই ণহী॥

দুইটি অতিপর্ব মাত্রার সঙ্গে নিয়মিত দীর্ঘমাত্রার ঘনঘন প্রয়োগের ফলে হয়—**পদ্মাবতী**।

ভঅ—ভংজিঅ বংগা | ভংগু কলিঙ্গা | তেলঙ্গা রণ | মুক্কি চলে।

মর—হট্টা ধিট্টা | লগ্গিঅ কট্টা | সোরট্টা ভঅ | পাঅ পলে॥

এই ছন্দগুলিকে সাধারণভাবে **'প্রাকৃত চৌপদী'** নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃত চৌপদীতে রচিত পদে ঐ সকল বিশিষ্ট রূপের চরণের অবাধ মিশ্রণ থাকে। সেজন্য এই শ্রেণীর **ত্রিভঙ্গী** ছন্দের সহিত বৈষ্ণব কবিদের অবলম্বিত ছন্দের মিল বেশী।

শির—কিজ্জিঅ গঙ্গং | গৌরি অধঙ্গং | হণিঅ অণঙ্গং | পুরদহণম্।

কিঅ—ফণি বই হারং | তিহুঅণ সারং | বন্দিঅ ছারং | রিউমহণম্॥

সুর—সেবিঅ চরণং মুণিগণ সরণং | ভবভয়হরণং | মূলধরম্।

সা—নন্দিঅ বঅণং | সুন্দর ণঅণং | গিরিবর সয়ণং | ণমহ হরম্॥ [ত্রিভঙ্গী]।

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে' শ্রীচৈতন্যস্তবের ছন্দটি ইহারই বাংলারূপ। এই ছন্দই অক্ষরমাত্রিক হইয়া অথবা দীর্ঘ উচ্চারণ হারাইয়া **'দীর্ঘ চৌপদীতে'** পরিণত হইয়াছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের—

কেদারার পরে চাপি | ভাবি শুধু ফিলসাফি | নিতান্তই চুপিচাপি | মাটির মানুষ।

লেখাত লিখেছি ঢের | এখন পেয়েছি টের | সে কেবল কাগজের | রঙিন ফানুষ॥

এই ছন্দের স্তবক-বন্ধনের নিদর্শনও বৈষ্ণব কাব্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর একটি পদ হইতে নিদর্শন উদ্ধৃত করি—

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন | নিত্যানন্দ বিপদভয়ভঞ্জন,

কঞ্জনয়ন জিতি খঞ্জন গঞ্জন | চাহনি মনমথ গরব হরে।

ঝলকত দুহুঁ তনু কনক ধরাধর | নটন ঘটন পগ ধরত ধরণীপর,

হাস মিলিত মুখ লয়ত সুধাকর | উচার বচন জনু অমিয় ঝরে॥

শ্রীগোবিন্দদাস দুই একটি পদে এই দীর্ঘ চৌপদীকে একটি অভিনব রূপ দিয়াছেন। একই মিলের বারবার আবির্ভাবে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কুঞ্চিত কেশিনী | নিরুপম-বেশিনী | রস আবেশিনী | ভঙ্গিনী রে।

অধর সুরঙ্গিণী | অঙ্গ তরঙ্গিণী | সাজলি নব নব | রঙ্গিণী রে॥

অধর সুধা ঝরু | মুরলী তরঙ্গিণী | বিগলিত রঙ্গিণী | হৃদয়-দুকূল।
মাতল নয়ন | ভ্রমর জনি ভ্রমি ভ্রমি | উড়ত পড়ত শ্রুতি | উতপলফুল ॥
গোরোচন তিলক | চূড়ে বনি চন্দ্রক | বেঢ়ল রমণী মন | মধুকরমাল।
গোবিন্দদাস চিতে | নিতি নিতি বিহরই | ইহ নাগরবর | তরুণ তমাল॥
নীল সুলাবণি | অবনী ভরল রূপ | নখমণি দরপণি | তিমির বিনাশে।
রায় বসন্ত মন | সেবই অনুখন | ঐছন চরণ ক- | মল-মধুআশে ॥

এই ছন্দের চরণের সহিত আভীর, পজ্‌ঝটিকা ও প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর মিল দেখা যায়।

(১) গোবিন্দদাস মতি | মন্দে।
এত সুখ সম্পদে | রহইতে আনমন | যৈছন বামন | ধরলহি চন্দে ॥
(২) সে সুখ সম্পদে | শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার | সরবস রসিকই | কণ্ঠ হি কণ্ঠ প- | রায়ল বনিয়া॥
(৩) বলয় বিশাল কনক কটিকিঙ্কিণী নূপুর রুনু ঝনু বাজে।
গোবিন্দদাস পহুঁ নিতি নিতি ঐছন বিহরই নবঘন বিপিন-সমাজে ॥

পঞ্চমাত্রার ছন্দ *—পূর্বালোচিত ছন্দগুলিতে যে ভাবে মাত্রাবিচার হইয়াছে, সেইভাবের ৫ মাত্রায় ৪টি পর্বে এই ছন্দের প্রত্যেক চরণ গঠিত হয়। ৫+৫+৫+৫—

হরিচরণ | শরণ জয় | দেব কবি- | ভারতী।
বসতু হৃদি | যুবাতরিব | কোমলক- | লাবতী (জয়দেব)।

ইহার স্তবকিত রূপ—জয়দেবের ৫+৫+৫+৫ ; ৫+৫+৪

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি- | কৌমুদী ॥ হরতি দর | তিমিরমতি | ঘোরম্।
স্ফুরদধর | সীধবে | তব বদন- | চন্দ্রমা | রোচয়তি | লোচন-চ | কোরম্॥

---

* প্রাকৃত পিঙ্গলে এই পঞ্চ মাত্রার স্তবকিত ছন্দকে '**ঝুল্লনা**' বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই ছন্দের ২য় ও ৪র্থ চরণে দুইটি করিয়া পর্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ঝুল্লনা—সহজ মঅ | মত্ত গঅ | লাখ লখ | পকৃখরিঅ ॥ সাহি দহ | সাজি খে | লন্ত গিং | দু |
কোপ্পি পিঅ | জাহি তহি | থাপ্পি জসু | বিমল মহি ॥ জিণই ণহি | কোই তুঅ | তুলক হিং | দু ॥

শিখা—এই ছন্দও পাঁচ মাত্রায় গঠিত। ইহার সহিত বৈষ্ণব কবিদের ছন্দের মিল আরও ঘনিষ্ঠ।

ফুলিঅ মহু | ভমর বহু | রঅণি পহু | কিরণ লহু | অব অরু ব | সন্ত।
মলয়গিরি | কুসুম ধরি | পবন বহ | সহব কহু | সুনুহি সখি | ণিঅল ণ হি | কন্ত ॥

ভানুসিংহ প্রত্যেক ২য় পর্বে একটি করিয়া মাত্রা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যেমন—

আজু সখি মুহু মুহু | গাহে পিক কুহু কুহু | কুঞ্জবনে দুহুঁ দুহুঁ | দোঁহার পানে চায়।
যুবনপদ বিলসিত | পুলকে হিয়া উলসিত | অবশ তনু অলসিত | মুরছি জনু যায় ॥

রবীন্দ্রনাথ (১) পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ একি সন্ন্যাসী, (২) একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে, মরি মরি অনঙ্গ দেবতা, (৩) শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে, (৪) আবার মোরে পাগল করে দিবে কে, (৫) মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প-সম ফোঁসে—ইত্যাদি কবিতায় এই পাঁচ মাত্রার ছন্দকে নানা বিচিত্র-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিগণ এই স্তবকিত রূপেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই ছন্দের প্রধান কবি—শশিশেখর। বৈচিত্রের জন্য ৫+৪+৫+৪ ; ৫+৫+৪ মাত্রাতেও স্তবক গঠিত হইয়াছে। অন্তরায় স্থলে স্থলে মিলও দেওয়া হইয়াছে।

১। গ্রাম্যকুল | বালিকা | সহজে পশু- | পালিকা। হাম কিয়ে। শ্যাম উপ- | ভোগ্যা।
রাজকুল | সম্ভবা | সরসিরুহ- | গৌরবা। যোগ্যজনে | মিলয়ে জনু | যোগ্যা।

২। প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি মরিলে হাম করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি রাখবি দেহ এই বরজ মাঝে॥

৩। কান্ত সঞে কলহ করি কঠিন কুল কামিনী, বৈঠি রহু আসি নিজ ধামে।
তবহি পিক পাপিয়া শুক সারী উড়ি আওত, বদনভরি রটত শ্যাম নামে॥

সাতমাত্রার ছন্দ *—একইরূপ মাত্রাবিচারে সাত মাত্রায় গঠিত তিন পর্ব এবং ৩, ৪ বা ৫ মাত্রায় গঠিত শেষ পর্বের দ্বারা এই ছন্দ রচিত। পর্বের ৭ মাত্রাকে ৩+৪ মাত্রায় উপবিভাগ করা চলে। জয়দেবের—৭+৭+৭+৩ :—

কিং করিষ্যতি | কিং বদিষ্যতি | সা চিরং বির- | হেণ।
কিং জনেন ধ- | নেন কিং মম | জীবিতেন গৃ- | হেণ।

৭+৭+৭+৪—শ্রীসনাতন | চিত্তমানস | কেলিনীপ ম- | রালে।
মাদৃশাং রতি | রত্র তিষ্ঠতু | সর্বদা তব | বালে॥

প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ছন্দ (১) চর্চরী, (২) মনোহংস, (৩) গীতা, (৪) হরিগীতা।

চর্চরী— পাঅর নেউর | ঝংঝণক্কই | হংস সদ্দ সু | মোহণা।
খুর থোর থ- | ণগংগ ণচ্চই | মোত্তিদাম ম- | ণোহরা॥

গীতা— জহ—ফুল্লকেঅই | চারু চম্পঅ | চূতমঞ্জরি | বঞ্জুলা।
সব—দীস দীসহ | কেসু কাণণ | পাণ বাউল | ভম্মরা॥

কেবল দুইমাত্রা অতিপর্ব ছাড়া দুই ছন্দে কোন ভেদ নাই।

হরিগীতা— গঅ—গহহি ঢুক্কিঅ | তরণি লুক্কিঅ | তুবয় তুব অহি | দুজ্‌ঝিয়া।
রহ—রহসি মীলিঅ | ধরণি পীলিঅ | অপ্পপর ণহি | বুঝিয়া॥

পর্বের প্রথমে দীর্ঘস্বরের বদলে ইহাতে হ্রস্বস্বর আছে—ইহাই প্রভেদ।

মনোহংস— জহি—ফুল্ল কেসু অ | সোঅ চম্পঅ | মংজুলা।
সহ—আর কেসর | গন্ধ লুদ্ধউ | ভম্মরা॥

ইহাতে একটি পর্বই কম। রবীন্দ্রনাথ ৭ এর সহিত ৫ মাত্রার পর্ব ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। (১) বেলা যে পড়ে এল জলকে চল, (২) পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে, (৩) এমন দিনে তারে বলা যায়, (৪) গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি—ইত্যাদি কবিতায় ৭ এর সঙ্গে ৫ মাত্রার সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

চলি—চূঅ কোইল | সাব॥ মহু—মাস পঞ্চম | গাব॥
মণ—মজ্ঝ বম্মহি | তাব॥ ণহ—কন্ত অজ্জবি | আব॥

নব—মঞ্জু মঞ্জুল | পুঞ্জরঞ্জিত | চূতকানন | শোহই।
রসা– লাপ কোকিল | কোকিলাকুল | কাকলী মন | মোহই॥
৭+৭+৭+৩—নবীন নীরদ | নীল নীরজ | নীলমণি জিনি | অঙ্গ।
যুবতিচেতন | চোর চূড়হি | মোর পিঞ্ছ-বি- | ভঙ্গ॥

বিদ্যাপতির 'গেলি কামিনী গজহু গামিনী বিহসি পালটি নেহারি।'—গোবিন্দদাসের 'নন্দনন্দন চন্দ্রনন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ।' রায়শেখরের 'গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।' কবিশেখরের (বিদ্যাপতির ?) 'ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর। সিংহভূপতির 'মোর বন বন শোর শূনত বাঢ়ত মনমথপীড়।'—ইত্যাদি পদ এই ছন্দে রচিত।

এই ছন্দের স্তবকিত রূপ—৭+৭, ৭+৭, ৭+৭, ৭+২ (কিম্বা ৭+৫)
যবহুঁ পিয়া মঝু | আঙনে আওব | দূরে রহি মুঝে | কহি পাঠাওব |
সকল দূখন | তেজি ভূখন | সমক সাজব | রে।
লাজনতিভয়ে | নিকটে আওব | রসিক ব্রজপতি | হিয়ে সম্ভায়ব |
কামকৌশল | কোপকাজর | তবহুঁ রাজব | রে॥ [সিংহভূপতি]

শ্রীমন্ নরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যাম) এইরূপ স্তবক-গঠনের প্রধান শিল্পী। দৃষ্টান্ত—
গৌর বিধুবর | বরজ সুন্দর | জননী পদধূলি | ধরত শিরপর |
করত বিজয় বি- | বাহে ভূসুর | বৃন্দ-বলিত সু | শোহয়ে।
চড়ত চৌদল | নাহি ঝলকত | অরুণ কিরণ স- | মুদ্র উছলত |
মদন মদভর | হরণ সরস শি- | ঙার জনমন | মোহয়ে॥

লঘু ত্রিপদী ও চৌপদী *—একই নিয়মে ৬টি মাত্রায় এক এক পর্ব গঠন করিয়া ৩ পর্ব

প্রাকৃত পিঙ্গলে **তোমর** ছন্দের এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। ২—৭+৩ শচীনন্দন দাস ও ঘনশ্যাম দাস বারমাস্যা-পদে এই তোমর ছন্দকে সাত মাত্রার সহিত মিশাইয়া স্তবক গঠন করিয়াছেন।
দেখ—পাপি আঘন | মাস॥ জনু – বিরহতাপ-হু | তাশ॥
দর – পাই সুখ বিহি | পেল॥ হিয়ে—কৈছে সহইব | শেল॥
হিয়ে—কৈছে সহইহ | শেল ভেল মঝু | প্রাণ পিয়া পর | দেশিয়া।
জনু – ছুটল ফুলশর | ফুটল অন্তর | রহিল তহি পর- | বেশিয়া॥

তোমর ছন্দ হইতে **গীতা**-ছন্দে ৪টি শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা অভিসরণ সঙ্গীতমাধুর্য বাড়াইয়াছে। শচীনন্দন দাসও ঠিক এইভাবে ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন।

ইহার অনুরূপ ছন্দ প্রাকৃত পিঙ্গলে **হীর** ও **ধবলাঙ্গ**।

হীর ছন্দে শেষ পর্বে পাঁচ মাত্রা এবং ধবলাঙ্গে দুই মাত্রা। অতএব হীর লঘু চৌপদীর এবং ধবলাঙ্গ লঘু ত্রিপদীর অনুরূপ। এই দুই ছন্দে দীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস আছে। বৈষ্ণব কবিদের পদে মোটের উপর পর্বে পর্বে মাত্রাসাম্য রাখা হইয়াছে।

হীর—৬+৬+৬+৫—ধূলি ধবল | হক্ক সবল | পক্‌খি পবল | পত্তিও।
কণ্ণ চলই | কুম্ম ললই | ভূমি ভরই | কীত্তিএ।

ও একটি ২ বা ৩ মাত্রার উপপর্বে প্রাকৃত লঘু ত্রিপদীর চরণ এবং ঐরূপ ৩ পর্ব ও ৪ বা ৫ মাত্রায় গঠিত এক এক উপপর্বে প্রাকৃত লঘু চৌপদীর চরণ গঠন করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—

৬+৫+৬+৩—বসতি বিপিন- | বিতানে× | ত্যজতি ললিত | ধাম।

৬+৬+৬+৩—লুঠতি ধরণি- | শয়নে বহু | বিলপতি তব | নাম ॥ [জয়দেব]।

৬+৬+৬+৪—কুর্বতি কিল | কোকিলকুল | উজ্জ্বল কল- | নাদম্।

জৈমিনিরিতি | জৈমিনিরিতি | জল্পতি সবি- | ষাদম্ ॥ [সনাতন]।

(১) আওত পর | বঞ্চক শঠ | নাগর শত | ঘরিয়া |

রমণীপদ- | যাবক পরি- | সর বক্ষসি | ধরিয়া ॥

(২) স্ফুট চম্পক | দলনিন্দিত | উজ্জ্বল তনু | শোভা।

পদপঙ্কজে | নূপুর বাজে | শেখর মনো- | লোভা ॥ [শেখর]

রবীন্দ্রনাথ ঘনঘন যুক্তাক্ষর-প্রয়োগে হীরছন্দের ছন্দোহিল্লোল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—

কভু—কাষ্ঠ-লোষ্ট্র ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধকারা। কভু—ভূতল জল অন্তরীক্ষ লঙ্ঘনে লঘু মায়া ॥

তব—খনি খনিত্র নখবিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অস্ত্র। তব—পঞ্চভূত বন্ধন কর পঞ্চভূত তন্ত্র ॥

ধবলাঙ্গ—৬+৬+৬+২—তরুণ তরণি | তবই ধরণি | পবণ বহ খ- | রা।

লগণ হি জল | বড় মরু থল | জণ জিঅণ হ | রা ॥

এই ছয় মাত্রার ছন্দ তিনভাবে বাংলায় রূপলাভ করিয়াছে।

(১) একটি রূপে দুই মাত্রা প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরের জন্য ধরা হইয়াছে। যেমন—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিল তব ভেরী। আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ॥

(২) কেবল যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বর এবং ঐকার, ঔকারকে দুই মাত্রা ধরিয়া। যেমন—

পৌষ প্রখর শীত জর্জর ঝিল্লীমুখর রাতি | নির্জন গৃহ নিদ্রিত পুরী নির্বাণ দীপবাতি ॥

(৩) সকলপ্রকার দীর্ঘস্বরকেই উপেক্ষা করিয়া অক্ষর-মাত্রিকভাবে। যেমন—

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ ক্ষীরসম স্বাদু নীর।

রবীন্দ্রনাথ অন্তরার পূর্বে দুই মাত্রা বাড়াইয়া লিখিয়াছেন—

(১) শুনহ শুনহ বালিকা। রাখ কুসুম-মালিকা।

কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।

দুলই কুসুম মঞ্জরী ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি।

অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে ॥

(২) তুমি—চক্রমুখর-মন্দ্রিত। তুমি বজ্রবহ্নি-বন্দিত।

তব—বস্ত বিশ্ব বক্ষদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।

তব—দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী বিঘ্নবিজয় পন্থ ॥

ইহা অনেকটা বিদ্যাপতির—

যব—গোধূলি সময় বেলি। ধনি—মন্দির বাহির ভেলি।

নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পাসরিয়া গেলি ॥ ইত্যাদির অনুরূপ।

৬+৬+৬+৫ (৩) চন্দ্রকোটি | কমল ছোটি | ঐছে বদন | ইন্দুয়া |
মুকুতাপাঁতি | দশন কাঁতি | বচন অমিয়া | সিন্ধুয়া ॥ [মাধব]।

৬+৬+৬+৩ (৪) নব রঙ্গিম | পদ ভঙ্গিম | অঙ্গুলে নখ | চাঁদ |
মাধব ভণ | রমণী মন- | চকোর নিকর | ফাঁদ ॥

স্তবক—আজু বিপিনে আওত কান। মূরতি মূরত কুসুমবাণ।
জনু জলধর রুচির অঙ্গ ভাঙ নটবরশোহনী।
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ। তরুণী নয়নবয়ন ফন্দ।
বিম্ব অধরে মুরলী খুরলী ত্রিভুবন-মনমোহিনী ॥

বৈষ্ণব কবিগণ কোথাও অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রায় ধরিয়াছেন—কোথাও কোন কোন দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়াছেন। কোথাও তাঁহারা পর্বের প্রথমাংশে দীর্ঘমাত্রা, কোথাও দ্বিতীয়াংশে দীর্ঘমাত্রার ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়—যুক্তাক্ষরের পূর্ব স্বরকে সর্বত্রই দুই মাত্রা ধরিয়াছেন। ক্রমে এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের পূর্ব স্বর, ঐকার ঔকার ছাড়া কোন দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব স্বীকার করা হয় নাই। পরে কোন দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘত্ব স্বীকার করা হয় নাই। পরে কোন দীর্ঘস্বরকেই দুই মাত্রা ধরা হয় নাই অর্থাৎ ছন্দ অক্ষরমাত্রিক হইয়া পড়িয়া একেবারে ছন্দোহিল্লোল হারাইয়াছিল।

পয়ার—পজ্ঝটিকা শেষ পর্বের দুইমাত্রা ও হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রার বৈষম্য হারাইয়া চতুর্দশ অক্ষর মাত্রায় পয়ারে পরিণত হইয়াছে। পূর্বেই কতকগুলি চরণ তুলিয়া দেখাইয়াছি—সেগুলি পজ্ঝটিকার পদে যেমন সুসমঞ্জস, পয়ারের পদেও তেমনি। চণ্ডীদাস, কবিশেখর, যদুনন্দন ইত্যাদি কবিগণ এবং চৈতন্যচরিতকারগণ পয়ারে কাব্য রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পয়ারে যুক্তাক্ষরের আতিশয্য নাই—সেজন্য ইহা পজ্ঝটিকারই কাছাকাছি।

১। কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী | কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী।

২। এ কবিশেখর কয় না করিহ ডর | গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না জানিবে পর ॥

ক্রমে এক-এক মাত্রার স্থলে দলে দলে যুক্তাক্ষর পয়ারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পয়ারকে পজ্ঝটিকা হইতে বহুদূরে লইয়া গেল। যেমন—

ভাবাদি অঙ্গজা তিন বৈমুগ্ধ্য চকিত। দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত ॥ [যদুনন্দন]।

তারপর পয়ারের মধ্যে আর এক শ্রেণীর চরণ প্রবেশ করিল। এই শ্রেণীর চরণে পাদক মাত্রা (Syllablic) এক এক মাত্রার স্থান অধিকার করিল। পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত হলন্ত বর্ণের মিলনে অথবা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে একএকটি পাদকমাত্রা গঠিত। পয়ারের মধ্যেই পাই—

পিঠে দোলে সোণার ঝাঁপা তাঁহে পাটের থোপা।
গলে দোলে বকুলমালা গন্ধরাজ চাঁপা ॥ [রামানন্দ]

ইহা যে পয়ার, তাহা নিম্ন রূপ হইতেই বুঝা যাইবে—৮+৬, ৮+৬

পিঠে দোলে সোণাঝাঁপা তাহে পাটেথোপা।
গলে দোলে বকুল্মালা গন্ধরাজ চাঁপা ॥

এই শ্রেণীর চরণের আতিশয্য কোন পদে ঘটিলেই তাহাকে 'ধামালী' বলা হয়। পয়ারের এই ধামালীরূপের সূত্রপাত বড়ু চণ্ডীদাস হইতেই হইয়াছে।

কেনা বাঁশী | বাএ বড়ায়ি | কালিনী নই | কূলে।
কেনা বাঁশী | বাএ বড়ায়ি | এ গোঠ গো | কুলে॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীল লোচনদাস এই ধামালী ছন্দের প্রধান প্রবর্ত্তক।*

তার পর ক্রমে এই ছন্দই রামপ্রসাদের রচনার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বাংলা কবিতার প্রধান ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত—

৪+৪+৪+২—রূপের্ নাগর্ | রসের্ সাগর্ | উদয় হলো | এসে।
নাগরী লো- | চনের্ মন্ যে | তাইতে গেল | ভেসে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী—পজ্ ঝটিকা যেভাবে পয়ারে পরিণত হইয়াছে, প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীও সেই ভাবে সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘস্বরের মাত্রা-গৌরব হারাইয়াও ইহা কেবল অযুক্তাক্ষরের ভূরি প্রয়োগে প্রাকৃত ছন্দের কাছাকাছি ছিল। যেমন—

গোকুলনগর-মাঝে | আরো কত নারী আছে | তাহে কোন না পড়িল | বাধা।
নিরমল কুলখানি | যতনে রেখেছি আমি | বাঁশী কেন বলে রাধা | রাধা॥

ক্রমে এক একটি মাত্রার স্থলে যুক্তাক্ষরের অবাধ প্রবেশে ইহা প্রাকৃত হইতে দূরবর্ত্তী হইল। যেমন—

মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম | কি কান্তি আনন্দ সদ্ম | কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়।
কহিতে গদ্‌গদ বাণী | পুলকিত অঙ্গখানি | এ যদুনন্দন দাস কয়॥

শুধু যুক্তাক্ষর নয়, ক্রমে পাদকমাত্রা (স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন+হলন্ত ব্যঞ্জনে গঠিত মাত্রা) প্রবেশ করিয়া ইহার রূপ আরও বদলাইয়া দিল। যেমন—

অক্রূর করে তোর দোষ | আমায় কেনে কর রোষ | ইহা যদি কহ দুরা- | চার।
তুই অক্রূর মূর্ত্তি ধরি | কৃষ্ণ নিলি চুরি করি | অন্যের নয় ঐছে ব্যব- | হার॥

চাইলে নয়ন বাঁধা রবে মনচোরা তার রূপ। হাস্যবয়ান রাঙা নয়ান এই না রসের কূপ॥
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপি কুল সে রবে নাই। কুল শীল তোর রাখবি যদি থাক না বিরল ঠাঁই॥
কুল খোওয়াবি বাউরি হবি লাগলে রসের ঢেউ। লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝতে পারে কেউ॥

পাদকমাত্রার সংখ্যা বাড়িয়া এই ছন্দ ধামালীর দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপ ধরিল।

এমন কেউ ব্যথিত থাকে | কথার ছলে খানিক রাখে | নয়ন ভরে দেখি | রূপখানি।
লোচন দাস বলে কেনে | নয়ান দিলি উহার পানে। কুল মজালি আপনা আ- | পনি॥

ইহারই বর্ত্তমান রূপ (রবীন্দ্রনাথ)—

'খোকা মাকে শুধায় ডেকে এলাম আমি কোথায় থেকে
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।
মা তারে কয় হেসে কেঁদে, খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে॥

ব্রজবুলির ব্যাকরণ*

শব্দরূপ—ইহাতে দ্বিবচনের কোনও বিভক্তি নাই। দ্বিবচন প্রকাশ করিতে শব্দের পূর্বে বা পরে তুহুঁ বা দোন শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'তুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই' (পদক ২৩৩)। বহুবচনেরও বিভক্তি নাই। 'সব', 'গণ', 'আদি' শব্দযোগে প্রথমার বহুবচন ব্যক্ত করিতে হয়।

(১) প্রথমার একবচনে প্রায়ই কোনও বিভক্তি-চিহ্ন থাকে না। ক্বচিৎ 'এ' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

(২) কর্মকারকে দ্বিতীয়ার কোন বিভক্তির ব্যবহার নাই।

(৩) তৃতীয়ায় 'এ', 'হি', 'হিঁ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। '**করে** কর বারিতে উপজল প্রেম' (পদক ৫২)। 'ঝরঝর **লোরহি** লোলিত কাজর' (পদক ৪০)। 'যো **অভিলাষহি** প্রকট নবদ্বীপে' (পদক ৬৮) এস্থলে হেত্বর্থে তৃতীয়া।

(৪) পঞ্চমীতে 'সেঁ' ও 'সঞে' প্রযুক্ত হয়। 'ঘর সঞে করষয়ে নয়ল সুলেহ' (পদক ১১৫)।

(৫) ষষ্ঠীতে 'ক', 'কা', 'কি' ও 'কে' প্রযুক্ত হয়; কিন্তু হিন্দীতে যেমন 'রাজাকা বেটা', 'রাজাকী বেটী—এইরূপ বেটা ও বেটী শব্দের যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ অনুসারে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তির 'কা' ও 'কী' হয়, মৈথিলী ও ব্রজবুলিতে সেরূপ নিয়ম নাই। মৈথিলীতে উভয়ত্রই 'ক' বিভক্তি হয়। বাংলা ব্রজবুলিতে ব্রজভাষার প্রভাব হেতু যদিও ষষ্ঠী বিভক্তিতে কদাচিৎ 'কি' বিভক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু ব্রজভাষার ন্যায় লিঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। যথা—(ক) 'পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা' (পদক ৫৬), ব্রজভাষায় মালা স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 'বিজুরিকী' হওয়া উচিত ছিল। (খ) 'রূপগুণবতিকা ইহ বড় কাজ (পদক ৬৩), (গ) 'আরতি যুগল কিশোরকি কীজৈ' (পদক ২৮৫); এই সব স্থলেও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয় নাই। (ঘ) 'যাঁকে মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর' (পদক ১১); এস্থলে 'যাঁকে, স্থলে 'যাঁক' পাঠে ছন্দঃপাত হয়।

(৬) সপ্তমী বিভক্তিতে 'এ', 'হি' ও 'হিঁ' প্রযুক্ত হয়। কখনও বা কোন বিভক্তি-চিহ্নই থাকে না। আবার কখনও 'মধ্যে' শব্দের অপভ্রংশ 'মাহা', 'মাহ' বা 'মাঝে' শব্দ-প্রয়োগ হইয়া সপ্তমীর অর্থ প্রকাশ করে।

(ক) 'ইহ সব ভুবনে, প্রেমরস-সিঞ্চনে, পূরল জগজন আশ' (পদক ৮); এস্থলে ভুবনে শব্দ সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত এবং 'সিঞ্চনে' শব্দ তৃতীয়ান্ত পদ।

(খ) 'মরমহি পামর পরিজন পামর' (পদক ৪০), মরমহি=মর্মে

(গ) 'কবিগণ চমকয়ে চীত' (পদক ১৮), চীত=চিত্তে

(ঘ) 'নৃপ-আসন খেতরি মাহা বৈঠত' (পদক ১১), খেতরি মাহা=খেতরিতে !

(ঙ) 'সো রসজলধি মাঝে মণিগেহ' (পদক ২৭) জলধি মাঝে=জলধিতে।

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ে পদকল্পতরুর ভূমিকার ছায়াবলম্বনে।

সর্বনামের বিশেষত্ব—(১) **অস্মদ্** শব্দের প্রথমার একবচনে 'হম্ বা 'হাম্', বহুবচনে 'হম্সব', দ্বিতীয়ার একবচনে 'মুঝে', 'হমে' বা 'হামে'। তৃতীয়া একবচনে 'হম্সেঁ, চতুর্থীর একবচনে 'মুঝে', 'হমে' বা 'হামে'। পঞ্চমীর একবচনে 'হমা সঞে', ষষ্ঠীর একবচনে 'মোর', 'মঝু' বা 'হামক'। সপ্তমীর একবচনে 'হমে বা 'হামে'।

(২) **যুষ্মদ্** শব্দের ১।১ তুহুঁ, ১ বহু 'তুহুঁ সব'। ২।১ তোহে, ৩।১ 'তোসোঁ', ৪।১ 'তোহে' ৫।১ 'তো সঞে' বা 'তুহুঁ সঞে', ৬।১ 'তুয়া', 'তোর', বা 'তোহর'। ৭।১ 'তোহে'।

(৩) **তদ্** শব্দের ১।১ 'সো', (মৈথিলী 'সে', ব্রজভাষা 'সো') 'সেহ'; ২।১ 'তাহে', ৩।১ 'তা সঞে', ৪।১ 'তাহে', ৫।১ তা সঞে, ৬।১ 'তছু', 'তাক', 'তাকর'; ৭।১ 'তাহে'।

(৪) **যদ্** শব্দের ১।১ 'যো', 'যেহ', ২।১ 'যাহে', ৩।১ 'যা সঞে; ৪।১ 'যাহে'; ৫।১ 'যা সঞে', ৬।১ 'যছু', 'যাক', 'যাকে', 'যাকর'; ৭।১ 'যাহে'।

(৫) **ইদম্** শব্দের ১।১ 'ইহ', 'এ' 'এহ,; ২।১ 'ইহকো', ৩।১ 'ইহ সঞে', ৪।১ 'ইহকে', ৫।১ 'ইহ সঞে', ৬।১ 'অছু', 'ইহক', 'ইহকর'; ৭।১ 'ইহপর'।

(৬ **অদস্** শব্দের ১।১ 'উহ' 'ও'; ২।১ 'উহকে', ৩।১ 'উহসঞে', ৪।১ 'উহকে', ৫।১ 'উহ সঞে', ৬।১ 'উহক', 'উহকর'; ৭।১ 'উহপর'।

ধাতুরূপ—ব্রজবুলির ধাতুরূপে প্রায় সর্বত্রই মৈথিল ও বাংলা ভাষার প্রভাব দেখা যায়, তবে 'গেও' ইত্যাদি কোন কোন ধাতুরূপে ব্রজভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্রজভাষার 'গএ' ব্রজবুলিতে 'গেও' হইয়াছে; দৃষ্টান্ত যথা—দূরে গেও মুরলি আলাপন গীত (পদক ৫৫)

(১) ধাতুর উত্তর প্রথমপুরুষ বর্ত্তমান কালে 'অ', 'অই', 'অয়ে', 'উ' বিভক্তি হয়। 'কহ্' ধাতুর পদ—'কহ, কহই, কহয়ে, কহু'। এক বা বহুবচনে রূপের প্রভেদ নাই। মধ্যম পুরুষে 'অ' ও 'অসি' বিভক্তির যোগে 'কহ', 'কহসি' পদ হয়। উত্তম পুরুষে 'অ', 'ই', 'উঁ', ওঁ-বিভক্তিযোগে 'কহ, কহি, কহুঁ, কহোঁ' পদ হয়।

(২) অতীতকালে 'অল'-প্রত্যয় মৈথিল ও বাংলার নিজস্ব। 'কহই, কহে' ইত্যাদি রূপ ব্রজভাষায় ক্বচিৎ দৃষ্ট হইলেও 'কহল, কহলুঁ' উহাতে আদৌ হয় না। মধ্যমপুরুষে কর্তৃবাচ্যে 'অলি' প্রত্যয় হয়, যেমন 'হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি (বপ)। 'মাধব কাঁহে আশোয়াসলি রামা' (গোবিন্দ)। উত্তমপুরুষে কিন্তু 'অনু' বিভক্তির যোগ হয়, যথা—'ভালে বুঝনু, অলপে চিহ্নুনু' (বিদ্যা) আর উত্তমপুরুষে 'অলু' বা 'অলুঁ' হয়, যথা—'মধু সিন্ধুহি বিন্দু ন দেখলু' (বিদ্যা)।

(৩) ব্রজভাষার অপর বৈশিষ্ট্য—কর্তৃপদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে তিঙন্তপদও 'ী' যুক্ত হয়। 'রাজা জাতে হৈঁ', কিন্তু 'রাণী জাতী হৈঁ'। 'রাজা গয়া' কিন্তু 'রাণী গঈ'। হিন্দীভাষায় ও উর্দুতে তিঙন্তপদে লিঙ্গভেদ দেখা যায়; কিন্তু মৈথিল ও বাংলা ভাষায় ইহা নাই। বিদ্যাপতির কোনও কোনও পদে ব্রজভাষার এই বিশেষত্বও লক্ষিত হয়—যেমন—'গেলি কামিনি গজহু গামিনী' (বিদ্যা ৫১). 'ততহি ধাওল দুহু লোচন রে জতহি গেলি বর নারী (বিদ্যা ৫২)। বাংলাতেও 'ই' প্রত্যয় হয়। 'খোজতি ফিরতি জননী যশোমতি'।

(৪) মৈথিল ও ব্রজবুলিতে 'অব'যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ সিদ্ধ হয়—কহব, চলব

ইত্যাদি। ইহা বাংলার কহিব চলিব ইত্যাদির অনুরূপ। ব্রজভাষায় ও উর্দ্দুতে পুংলিঙ্গে 'এগা' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'এগী' এবং সম্মানার্থে 'এঙ্গে' ও 'এঙ্গী' যোগ হয়। লড়্কা কহেগা, লড়্কী কহেগী। রাজা কহেঙ্গে, রাণী কহেঙ্গী ; ব্রজবুলিতে দৃষ্টান্ত—'নগরে বাজব জয়তূর (বিদ্যা), 'দরপণ ধরব, বেদী বনাব হাম, কদলী রোপব' ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষে 'অবে' প্রত্যয়ও ক্বচিৎ হয়। 'আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে। যাওব হাম, যতন তনু করবে' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কর্ত্তৃবাচ্যে ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষে 'অবোঁ' হয়—'জৈসানে রতি জানবোঁ। তেসাণে কাহ্নু আনিবোঁ। তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে' ইত্যাদি।

(৫) অনুজ্ঞায় 'অউ' যোগে 'কহউ, চলউ' ইত্যাদি পদ নিষ্পন্ন হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞাসূচক মধ্যমপুরুষে 'অবি' বিভক্তির প্রয়োগ হয়—যথা 'বৈঠবি, দেওবি, ঠেলবি (বিদ্যা) ; 'ঝাঁপবি, দরশায়বি, রাখবি' (গোবিন্দ) 'উপেখবি, সহবি, ধরবি (শেখর) ইত্যাদি।

(৬) মৈথিল ও ব্রজবুলিতে প্রথম ও উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ একই রূপ ; 'সো কহব, হম কহব' ইত্যাদি।

(৭) প্রাচীন বাংলার ন্যায় ব্রজবুলিতেও ভাববাচ্যে 'ইয়ে' প্রত্যয় যোগ হয়—'যো তুয়া দুখে দুখায়ত শতগুণ, তাহারে কি বেদন না কহিয়ে' (বিদ্যা ৭১) ; কহিয়ে=কহা যায়।

কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়—(১) হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতির অপভ্রংশ ভাষার ন্যায় ব্রজবুলির নিজস্ব কৃৎপ্রত্যয়ের সংখ্যা খুব কম। তৎসম কৃদন্ত শব্দ হইতেই অপভ্রংশের নিয়মানুসারে ব্রজবুলির কৃদন্ত পদও উদ্ভূত হয়। সংস্কৃত যপ্-প্রত্যয়ান্ত 'প্রণম্য' পদের অপভ্রংশ 'প্রণমিঅ' হইতে ব্রজবুলী ও বাংলার 'প্রণমি' হইয়াছে। তদ্রূপ কথয়িত্বা=কহইঅ, চলিত্বা= 'চলিঅ' ইত্যাদি হইতে ব্রজবুলির 'কহই', 'চলই' বা ঠিক বাংলার মত 'কহি', 'চলি' ইত্যাদি। বাংলা ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে 'অনি' প্রত্যয় হয়। যথা 'বঙ্ক নেহারনি' (বিদ্যা), 'বাহুর বলনি, অঙ্গের হেলনি, মন্থর চলনি ছাঁদে' [গোবিন্দ]। প্রাচীন বাংলা ও ব্রজবুলির একটা নিজস্ব কৃৎপ্রত্যয়—সংস্কৃতে অতীতের 'ক্ত' প্রত্যয়ার্থে 'ইল' প্রত্যয়। ইল=সংস্কৃতে যোগ্যার্থক 'অনীয়' প্রত্যয়ার্থেও কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। 'যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়। ক্ষেপিল বাণ যেন রাখিল না হয় (বিদ্যা ৮৯৭); এস্থলে খেপিল=নিক্ষিপ্ত, রাখিল=রক্ষণীয়। বিদ্যাপতির পদেও 'তিতল বসন' (পদক ২০৭), 'নাহলি গোরি' (পদক ২০৮) ইত্যাদি পদ 'সিক্ত বসন' ও 'স্নাতা গৌরী' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) তদ্ধিত-প্রত্যয়-সম্বন্ধে বাংলা ও ব্রজবুলিতে নিজস্ব তদ্ধিত প্রত্যয় খুবই কম।

(ক) 'তৎপ্রিয়' অর্থে 'ইয়া' প্রত্যয়, যেমন—'সুরধুনী তীরে নাচে রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া' [নপ]।

(খ) 'তদ্‌যুক্ত' অর্থে 'উআ' প্রত্যয়, যথা—'ভরুআ দেখিয়া যেহ্ন রুচক আম্বল' [কৃকী]।

সমাস—ব্রজবুলিতে কর্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসই খুব বেশী দৃষ্ট হয়। বহুব্রীহি সমাস অতিশয় কম। সংস্কৃত ব্যাকরণে যোগ্যতানুসারে পদগুলি সাজাইয়া সমাস করিতে হয়—ব্রজবুলিতে এরূপ নিয়ম নাই।

(ক) 'চঞ্চল-নয়নে, চাহ চপলমতি, জিতগতি-মত্ত-গজরাজ' (পদক ৩৮) জিতগতি ইত্যাদি পংক্তিটি নায়িকার বিশেষণ—সংস্কৃত নিয়মে হওয়া উচিত ছিল—'গতিজিত-মত্ত-গজরাজ'।

(খ) 'চূড়ক চূড়ে, ময়ূর-শিখণ্ডক, মণ্ডিত-মালতি-মাল (পদক ৭৪) এস্থলে 'মালতিমালমণ্ডিত' হওয়া উচিত।

সমাস-সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা এই যে হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি প্রচরৎ ভাষা-গুলিতে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ নাই, কিন্তু ব্রজবুলিতে প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীগোবিন্দ দাসের পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় সমাসের মালা গাঁথা হইয়াছে। বিদ্যাপতি যাহা করিতে পারেন নাই, গোবিন্দদাস তাহা সম্যক্‌ভাবে করিয়াছেন ; যথা—'অঞ্জন-গঞ্জন, জগজন-রঞ্জন, জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা। তরুণারুণ-থল, কমলদলারুণ, মঞ্জীর-রঞ্জিত-চরণা'॥ ইহার রচনা-পরিপাট্য সর্বসহৃদয়-বেদ্য ; 'তৎসম' শব্দ ও সমাসের প্রাচুর্যই উহার মুখ্য কারণ। বাঙ্গালার ব্রজবুলির ইহাই অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব।

পদাবলীর রস ও অলঙ্কার

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের অনুসরণে জানা যায় যে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-কদম্ব মিলিত হইয়া স্থায়ী ভাব হইলে 'রস' হয়। রসের সার—চমৎকারিত্ব। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই কাব্যে চমৎকারিত্ব সমর্পণ করে। ব্যঞ্জনারহিত কাব্য অলঙ্কার-পূর্ণ হইলেও শোভা পায় না। রস ব্যঞ্জনাগম্যই বলিয়া আলঙ্কারিকেরা রসকে কাব্যের প্রাণ বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এই রসতত্ত্ব সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবকবিগণ অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর রসাস্বাদন-বৈচিত্রী বিশেষভাবে পরিবেষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া বাৎসল্য বা সখ্যরসও উপেক্ষিত হয় নাই। শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার প্রভৃতিও বৈষ্ণবকবিগণ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের 'কাননে কামিনী কোই না যায়' (পদক ১৭৩০), 'মুখরিত মুরলী মিলিত মোদনে' ইত্যাদি পদটি **অনুপ্রাস** ও **যমকের** দৃষ্টান্ত। তদ্রূপ তদ্রচিত 'দেখত বেকত গৌরচন্দ্র' (পদক ১০৫৬) পদটিতেও অনেকস্থলে **রূপক** এবং তত্রত্য 'উদিত দিনহুঁ রাতিয়া' বাক্যে উপমান প্রাকৃতচন্দ্র হইতে উপমেয় গৌরচন্দ্রের দিবারাত্রিতে উদয়-নিবন্ধন **'ব্যতিরেক'** অলঙ্কার সূচিত হইতেছে। এইরূপ বহু উদাহরণ দেখান যায়।

মীলিত অলঙ্কার—'রাধার কাজল লেগেছে হৃদয়ে, লখিতে নারিল কেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, লুকাতে না হয়, বলিহারি কাল দেহ'॥

আক্ষেপ—'বন্ধুসঙ্গে তব যদি ইচ্ছা থাকে মনে।
তবে এ মূরতি সখি! দেখোনা নয়নে'॥ (ঘনশ্যাম দাস)।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী-হীন হিমধামা (বিদ্যাপতি—পদক ৫৯।

সন্দেহ—'ইনি কি হে কনকলতিকা সঞ্চারিণী ?
কিম্বা লাবণ্যের উর্মি নয়ন-রঞ্জিনী ?' (যদুনন্দন দাস)।

অনুকূল— 'ভুজপাশে বাঁধি জঘনপর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি' (পদক ৩৮৭)।

অনুরূপ—(গীগো ০।৪) 'ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্'।

শ্লেষ— সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি কনকলতাসম সাজ।
হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল কুঞ্জে ভুজঙ্গমরাজ ॥'

পরিণাম— যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হউ মঝু গাত ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হউ তছু মাহ ॥ ইত্যাদি।

অর্থান্তরন্যাস—(বংশ ৪২১৫—১৮) 'এত পোড়ায় পুড়িব যারে তার কিবা সুখ।
বান্ধা নারী কি জানে প্রসুতা নারীর দুখ ॥'

এস্থলে বৈধর্ম্য-মূলক অর্থান্তরন্যাস হইয়াছে, যেহেতু বন্ধ্যা নারী প্রসূতার দুঃখ বোঝে না;— এই বিরুদ্ধ ধর্মসূচক বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকেও শ্রীরাধার দুঃখে অনভিজ্ঞ বলা হইয়াছে।

নিদর্শনা—(বংশ ১১২১-২২) 'নিশির সপন জান এই রঙ্গ-রস।
ফুটিলে কমল-পুষ্প দিন অষ্ট দশ ॥'

এস্থলে রঙ্গরসের সহিত অল্পদিনস্থায়ী কমলপুষ্পের বিম্বানুবিম্বত্ব-(সাদৃশ্য)-প্রকটনে নিদর্শনার স্থান করিয়াছে।

ব্যাজস্তুতি— 'ভাল ভাল মাধব তুহুঁ রহু দূর।
অযতনে ধনিক মনোরথ পূর' ॥

বিনোক্তি— 'তনু মন জোরি গোরি তোহে সোঁপল কনয়া-জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভণে কনয়া বিহনে মণি কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ' ॥

অসঙ্গতি— 'পদনখ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি।
অধরহি কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর ॥'

অতিশয়োক্তি— 'কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ তুহুঁ পাদুক করি নেল' ॥

বিষম— 'যো কর-বিরচিত হার উপেখলুঁ হার ভুজঙ্গম ভেল'।

একাবলী— 'কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান ॥'

ভ্রান্তিমান— 'সুন্দরি জানলি তুয়া দুরভান।
হরিউর-মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি তাহে সৌতিনি করি মান' ॥

সংসৃষ্টি— 'অব কিয়ে করব উপায়।
কালভুজগকোরে ছোড়ি মুগধি সখি গমন যুগতি না যুয়ায় ॥

চন্দ্রক চারু ফণাগণ-মণ্ডিত বিষ বিষমারুণ দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে দশনক দংশন মীঠ'॥

ইহাতে বিশেষোক্তি, বিভাবনা, অপহ্নুতি, যমকাদির মিশ্রণ।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

সঙ্গীতের আকরস্থান সর্বোচ্চ ধাম—শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলী ও অভিন্নব্রজ শ্রীমন্নবদ্বীপ। নিত্যরাসস্থলীতে ইহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুরতর আনন্দসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গরঙ্গাবলীর উদ্ভাবক এবং শ্রীনবদ্বীপে মহাসংকীর্ত্তন–রাসবিলাসের নিত্যসহায়ক। ব্রজগোপীগণ চতুষষ্টিকলাবিৎ, অতএব সঙ্গীতজ্ঞও, এই বিদ্যা অনাদি হইলেও ব্রহ্মা হইতেই ইহা সঙ্গীতরূপে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। "পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ। ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥" প্রাচীনতম ঋগ্‌বেদের ছন্দঃ ও মাত্রাদি হইতে বুঝা যায় যে বৈদিকযুগে এই সঙ্গীতবিদ্যার যথেষ্ট প্রচার-প্রসার ছিল। গীতনিবদ্ধ সামবেদে বহু প্রকার গীতের উপায়াবলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিকগানেও সপ্তস্বর—ক্রুষ্ট, প্রথম হইতে ষষ্ঠ—এই সাত (সামসংহিতাভাষ্য)। সামবিধানব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—দেবতারা ক্রুষ্ট, মনুষ্যগণ প্রথম, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ দ্বিতীয়, পশুগণ তৃতীয়, পিতৃলোক চতুর্থ, অসুর ও রাক্ষসগণ পঞ্চম এবং ঔষধি প্রভৃতি অন্য জগৎ ষষ্ঠ স্বরে তৃপ্ত। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত প্রমাণ-(৫।২৪৯৩)-বলে জানা যায় যে ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহলাদি সঙ্গীত-প্রচারক। এই দেব-ঋষি-প্রচারিত সঙ্গীতচর্চা ভারত হইতে গ্রীস্ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল—আরবে, পারস্যে, স্পেইনে, ইটালীতেও প্রসারলাভ করিয়াছিল। অধুনা তত্তদ্দেশে কণ্ঠ-সঙ্গীত হইতেও যন্ত্র-সঙ্গীতের সমাদর দেখা যাইতেছে। ভারতীয় ষড়্‌জ ঋষভাদির আদিবর্ণ সরিগাদির অনুকরণে প্রতীচ্য দেশেও ডো, রি, মি প্রভৃতি আকারে সপ্তস্বরের প্রচলন হইয়াছে। ১৭২৫ শকাব্দে শ্রীনরহরি-ঘনশ্যাম-রচিত সঙ্গীতসারসংগ্রহে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও ভাষাবিষয়ক ছন্দাদি দ্রষ্টব্য।

ঋগ্‌বেদের প্রায় মন্ত্রগুলিই স্বরতানলয়-সহযোগে উচ্চারিত হইয়া সামগান হয়। বেদের আরণ্যকগুলিও ক্রমে ক্রমে গীত হইতে থাকে। পৌরাণিকযুগে দেবর্ষি নারদ কচ্ছপী বা তুম্বুরু–নামক বীণাসহযোগে হরিগুণ গান করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী-রচিত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এই পুস্তকের পূর্বভাগে ইনি খৃষ্টপূর্ব ৪০০০—৩৫০০ হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দী এবং প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা হইতে নারদীয় শিক্ষা পর্যন্ত সঙ্গীতের বিচিত্র রূপ ও বিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। উত্তরভাগে খৃঃ পূর্ব ৬০০ হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এবং লৌকিক বা ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সূচনা হইতে গুপ্তযুগপর্যন্ত সঙ্গীতের ক্রমবিবর্ত্তনের বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে বৈদিক সঙ্গীতের উপাদানদ্বারা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা-ভরত-নামা জনৈক সঙ্গীতশাস্ত্রী গান্ধর্বের কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছেন। আদি নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা এবং সম্ভবতঃ নাট্য ও অভিনয়ে তিনি কুশলী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'ভরত' বা 'ব্রহ্মভরত' বলা হয়। শাস্ত্রকার ও পুরাণকারগণ তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা বলাতে পরবর্ত্তী সঙ্গীতজ্ঞগণও তাঁহাকে পদ্মভূ, কমলজ,

দ্রুহিণব্রহ্মা ইত্যাদি আখ্যা দিয়াছেন। সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রী-হিসাবে এই ব্রহ্মা কিন্তু জনৈক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনি সেই প্রাচীন ব্রহ্মভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্র হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নাট্যশাস্ত্র সংকলন করিয়াছেন, 'নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্', 'শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সম্ভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ', 'নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্' —ইত্যাদি উক্তিই ব্রহ্মভরত রচিত আদি নাট্যশাস্ত্রের সূচনা করিতেছে। 'ব্রহ্মভরতম্'-নামক অভিনয়ের গ্রন্থে নাট্যোপযোগী নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সঙ্গীতের আলোচনা নিবদ্ধ ছিল। এই গ্রন্থটিকে বৈদিক সাম গানের পরবর্ত্তী গান্ধর্বগানের গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। বৈদিক সামগানের মালমশলাই গান্ধর্বের কলেবরকে পরিপুষ্ট করিয়াছে; কেননা ভরত বলিয়াছেন—'জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ। যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি'। ব্রহ্মভরতের পর নাট্যশাস্ত্রী সদাশিব ব্রহ্মভরতের অনুরূপ 'সদাশিব-ভরতম্' গ্রন্থ করিলেন—শাস্ত্রী সদাশিবেরও উপাধি 'ভরত' ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে 'সদাশিব-ভরত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল—মুনি ভরত তাঁহাকে 'মহেশ্বর' বলিয়াছেন 'প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ-মহেশ্বরৌ'। সুতরাং ব্রহ্মভরত ও সদাশিব ভরত—ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন—বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়কর্ত্তা নহেন।

সামগানোত্তর যুগে পাণিনির ব্যাকরণে (৪।৩।১১০—১১১) সূত্রদ্বয়ের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে কৃশাশ্ব ও শিলালি নটসূত্র (নাট্যশাস্ত্র) প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রূপ উহাতে (৪।৪।৫৫, ৫৬) মৃদঙ্গ, মড্ডুক, ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। পতঞ্জলি মহাভাষ্যেও রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রন্থিক, শোভনিক প্রভৃতি শব্দে নাটকাভিনয়েরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'কংসবধ' ও 'বালিবধ'-নামে দুইটি নাটকীয় ঘটনারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে (৪০০—২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) যে মার্গসঙ্গীতের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বাল্মিকী, ব্যাস প্রভৃতি অন্তর্ধান করিলেও তাঁহাদের লেখনী-প্রসূত অমরকাহিনী এখনও ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজমান। জাভার মন্দিরসমূহে বরোবুদুরের প্রস্তর-প্রাচীরগাত্রে রামায়ণের জীবন্ত কাহিনী যেন ক্ষোদিত হইয়াই আছে।

ভরতোত্তর অভিজাত দেশী সঙ্গীতকে সুধীগণ Classical শ্রেণীভুক্ত করেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্ত্তী কোহল, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক, শার্দূল, দত্তিল, বিশ্বাবসু, বিশ্বাখিল, তুম্বুরু প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রী ও সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। পার্শ্বদেব, অভিনব গুপ্ত, নান্যদেব, আঞ্জনেয়, সঙ্গীতমকরন্দকার নারদ, ভোজরাজ, সোমেশ্বর, সারদাতনয় প্রভৃতি গুণিগণও খৃঃ ৭ম—১৩শ শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সঙ্গীত বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। ভারতীয় সঙ্গীত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অবদান বা অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সব সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদ্বারা অনুমিত হয় যে সুপ্রাচীন সভ্য সমাজবাসিগণের মধ্যে চারুকলা সঙ্গীতের চেতনাও জাগ্রত ছিল; নৃত্য, গীত ও বাদ্যের তাঁহারা যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। ঐসব ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত সপ্তচ্ছিদ্র বংশীটি ত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও গানে সাতটি স্বরেরই ব্যবহার ছিল। তন্ত্রীযুক্ত বীণা, মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র, করতাল, ব্রোঞ্জের

নৃত্যপরা নারীমূর্ত্তি ও নৃত্যরত নর্ত্তকাদি যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ একবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন যে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক ভারতেও সঙ্গীতকলার যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। [Vide Prehistoric India 1950, p 270 ; Prehistoric Civilization of Indus Valley (Madras 1939) p. 30 ; The Rigveda and Mohenjodaro published in Indian Culture vol. IV. no. 2. p. 153 ; Hindu Civilization (2nd ed. 1950) p. 19 and I. H. Q. vol. VIII. March 1932 p. 143].

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পৃথিবীতে ভরতমুনিকেই সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলা হয়। তৎপরে নর, গন্ধর্ব ও কিন্নরাদি সঙ্গীতশিক্ষা করেন। 'সঙ্গীতপারিজাত, সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীতদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্গীত শব্দে নৃত্যগীতবাদ্যের সমবায়কে বুঝায়। 'সংকীর্ত্তনৈকপিতা' স্বয়ং মহাপ্রভু সঙ্গীতের সমাদর পূর্বক শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে রুক্মিণী-আবেশে নৃত্য করিয়া নাট্যকলাকে ভগবৎসেবোপায়রূপে প্রচার করিয়াছেন। উপাস্য-সন্তর্পণই গানের উদ্দেশ্য। কীর্ত্তন-শব্দ 'নাম-গুণ-লীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং' (রসামৃত) অথবা ভক্তিসন্দর্ভোক্ত— 'কলৌ যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব' ইত্যাদি বচনে ভগবন্নামগুণাদি-প্রচারকেই লক্ষ্য করে। 'ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং' বলিয়া শ্রীজীবপাদ কীর্ত্তনে তালমানের নিরপেক্ষতাই সূচিত করিয়াছেন। তবেই কীর্ত্তন-শব্দ শ্রীগৌরগোবিন্দের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলাবিষয়েই প্রযোজ্য। মহাজনী পদাবলীও এতদ্‌বিষয়কই। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির যে ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন— তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমে নামেরই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্যন্ত বিধেয়, তৎপরে রূপশ্রবণাদি, রূপ সম্যক্ প্রকারে উদিত হইলে গুণাবলির স্ফুরণ এবং তৎপরে নামরূপগুণরাজি ও তৎপরিকরাদি সম্যক্ স্ফুরিত হইলেই লীলাবলির স্ফুরণ সুন্দররূপে হইতে পারে। এই ক্রম লঙ্ঘন করিলে অনর্থপাত অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইতে সঙ্কীর্ত্তন-প্রথা প্রচারিত হইলেও—শ্রীস্বরূপদামোদরের কণ্ঠে এইরূপ গানের বীজপত্তন হইলেও—কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্যাদি হইতে ইহার পারিপাট্য দেখা যাইতেছে। আচার্যপ্রভু **মনোহরসাহী,** ঠাকুর মহাশয় **গরাণহাটী** (গড়েরহাটী) এবং শ্যামানন্দপ্রভু **রাণীহাটী** (রেণেটী) গানের প্রবর্ত্তক। কেহ কেহ বলেন মনোহরসাহী পরগণায় খেয়ালের ছাঁচে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক হলেন— বিপ্রদাস ঘোষ, বর্দ্ধমান জেলায় রাণীহাটি পরগণায় টপ্পার ছাঁচে কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক হলেন—গোকুলানন্দ এবং ঠুংরীর ছাঁচে মন্দারিণী ধারার প্রবর্ত্তক হলেন—বংশীবদন। রাঢ়ের প্রাচীন ধারার সংস্কার করিয়া কবীন্দ্র গোকুল ঝাড়খণ্ডের নামে ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন। মনোহরসাহী, গরাণহাটী ও রেণেটী—এই তিনটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে। টেঁয়া বৈদ্যপুরবাসী গোকুলানন্দ সেন (বৈষ্ণবদাস—'পদকল্পতরু' নামক পদসংগ্রহকর্ত্তা) আর এক সুর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—তাহাকে **'টেঁয়ার ছপ'** বলে। ঝাড়খণ্ডী লুপ্ত হইয়াছে। মনোহরসাহী কীর্ত্তনে বিলম্বিত তালের আতিশয্য নাই, ইহাতে ৫৪টি তাল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দশকুশী, ধামার, চৌতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মতালাদি কঠিন কঠিন তালের এবং মেঘ, মালকোশ, শ্রী, মালবশ্রী, ধানশ্রী প্রভৃতি রাগরাগিণীর গান আছে। গড়েরহাটী কীর্ত্তনে কীর্ত্তনীয়াগণ সুর ও তালের উপর বিশেষ মনোযোগ

দেন, ইহাতে ১০৮ তাল ব্যবহৃত হয়। রেণেটীর গতি এবং মাত্রা দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত সরল ইহাতে ২৬ তাল ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিও প্রায় লুপ্ত বলিলেই হয়। মন্দারিণী পদ্ধতি সরকার মান্দারণে বা তৎসন্নিহিত স্থানে উদ্ভূত হয়। ইহাতে ৯টি তাল ব্যবহৃত হয়। এখন বিশুদ্ধ মন্দারিণীর কেহই অনুসরণ করেন না। প্রতি পদ্ধতিতেই 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' গীত হয়। এই কীর্ত্তনে সঙ্গীত-মাধুর্য, মহাজনগণের পদলালিত্য, ছন্দঃঝঙ্কার ও ভাবগাম্ভীর্যাদির বিদ্যমানতায় ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। মহাজনী পদাবলীতে যে রসভাবচাতুরী খেলিয়া বেড়াইতেছে—তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও গীতে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণ অধিকাংশই সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন—তন্মধ্যে স্বরূপদামোদর, মুকুন্দ, বাসুঘোষ প্রভৃতির নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুঃখের বিষয় ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় এই কীর্ত্তনে অধুনা বহু প্রকার আবর্জনা প্রবেশ করিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে মাৎসর্যশীল অথচ অনধিকারী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে এই সাহিত্য যে বহুশঃ বিকৃত হইয়াছে—তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে ইহাদের মধ্য হইতে খাঁটি, জাল (প্রক্ষেপাদি) বাছিয়া লওয়া সুকঠিন ব্যাপারই বটে। সংকীর্ত্তনৈকপিতার কৃতি ভক্তগণ যদি আবার আসিয়া সংশোধন-কার্যটি করেন, তবেই মঙ্গল।

সংকীর্ত্তনের মহামাহাত্ম্য যে সর্বশাস্ত্রে বিঘোষিত, এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমন্-মহাপ্রভু যে ইহার প্রবর্ত্তক, তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিদ্যমান; নগরসঙ্কীর্ত্তনের সূত্রপাতও যে তিনিই করিয়াছেন—তাহাও শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ১।৪০৫—৪১১) সাক্ষ্য দিতেছেন। কাজীদলন-লীলায় বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তনও বিস্তৃতভাবে দেদীপ্যমান। 'চেতোদর্পণমার্জন'-শ্লোকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বমুখেই কীর্ত্তনের মহামহিমা পরিব্যক্ত করিয়া প্রেমপ্রাপ্তির উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কীর্ত্তনে উপাঙ্গ-ভেদ *

লীলাকীর্ত্তনের ছয়টি অঙ্গ—কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট এবং ঝুমর।

(১) **কথা**—একটি পদ গাহিয়া, অন্য পদ গাহিবার পূর্বে গায়ক এই উভয় পদের সংযোগ-সূত্র-স্বরূপ যাহা বলিয়া থাকেন; অথবা নায়ক, নায়িকা কিম্বা দূতী বা সখাসখী প্রভৃতির উক্তিরূপে যাহা বর্ণনা করেন।

(২) **দোঁহা**—কোন হিন্দী কবির রচিত দোঁহা বা চৌপাই, কোন সংস্কৃত শ্লোক, কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের পয়ার, ত্রিপদী বা চৌপদী—গায়ক যাহা আবৃত্তি করেন। [শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তদীয় 'পদাবলী-পরিচয়ে' ৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন—মূল গায়কের গাহিবার পর গান দুই হারো—(দুইবার) গাহে বলিয়া ইহাদের নাম—দোহার। দোঁহা শব্দে উভয় বুঝায়, দুই পার্শ্বের

* কীর্ত্তন-পদাবলীর ভূমিকা (৩৶০—৩।৵০)

গাহিবার সঙ্গী ; হয়তো এইজন্য বলে দোহার। ইহাদের গান—দোহারী। সঙ্গীতে গানের সূত্র ধরাইয়া দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমাইয়া রাখা দোহারের কাজ।]

(৩) **আখর**—ব্রজবুলি, প্রাচীন বাঙ্গালা, সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদাবলী – সাধারণের সুবোধ্য নহে। পদের মর্ম আরও দুর্বোধ্য। আখর—এই পদের কবিত্বময় ব্যাখ্যা, পদের মর্মের রসভাবপূর্ণ বিশ্লেষণ। আখর—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারহস্য-ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা। আখর—কোন একজনের রচনা নহে। কোন ভক্ত কবি বা ভাবুক গায়ক কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কোন একটি পদের অনুধ্যানে হয়তো দুই চারিটী আখরের সৃষ্টি করিলেন। এমনি আর একজন, তার পরে আর একজন, এইরূপে কবি এবং গায়কগণ পুরুষানুক্রমে আখরের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়া আসিতেছেন। আখর—কীর্ত্তনের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর কোন দেশের কোন গানে আখরের প্রচলন আছে কিনা জানি না। আখরের অন্য নাম—**অলঙ্কার**।

(৪) **তুক**—সম্পূর্ণ পদ নহে, পদের অংশও নহে। ইহাও কবি এবং গায়কগণের এক অভিনব সৃষ্টি। তুককে মিলাত্মক আখর বলিতে পারি। কোন কোন বিশেষ বিশেষ পদের মাঝে তুক গাহিবার পদ্ধতি পাছে। পদাবলী এবং বিবিধ বৈষ্ণব-কাব্য হইতেই তুকের উৎপত্তি। কীর্ত্তনীয়াগণ একটি পদের অংশবিশেষের সহিত অন্য পদাংশ মিলাইয়া কিম্বা বৈষ্ণব-কাব্যের পয়ার বা ত্রিপদীর অংশ-বিশেষ লইয়া তুক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। [শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন—অনুপ্রাস-বহুল ছন্দোময়, মিলাত্মক-গাথা তুক আখ্যায় অভিহিত। কোন কোন তুকে গানের মত কয়েকটি 'কলি' থাকে।]

(৫) **ছুট**—সম্পূর্ণ পদ না গাহিয়া, তরল তালে পদের অংশবিশেষ গানকে 'ছুট' গান বলে। বড় তালের গানের মাঝে তাল ফেরতায় ছোট তালের গানও ছুট গান নামে অভিহিত।

(৬) **ঝুমর**—সুরবিশেষের নাম ঝুমর বা ঝুমরী, কিন্তু কীর্ত্তনে ঝুমর অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। চারি পাঁচজন কীর্ত্তনীয়া পর পর গান করিতে গিয়া, প্রত্যেকেই মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ঝুমর গাহিয়া পালা রাখিবার রীতি আছে। একটি পালা দুই তিন দিন ধরিয়া গাহিতে হইলেও অভিসার এবং মিলন না গাহিয়া ঝুমর গাহিতে হয়। সাধারণতঃ দুই বা চারি ছত্রের পয়ার, ভঙ্গ পয়ার বা ত্রিপদীতে রচিত পদাংশ ঝুমর-নামে পরিচিত। কীর্ত্তনীয়াগণ গৌরচন্দ্রিকা বা পালা শেষ করিয়া সংক্ষেপে তাহার মর্ম বুঝাইবার জন্যও ঝুমর গাহিয়া থাকেন।

চৌষট্টি রসের কীর্ত্তন

লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন চৌষট্টি রসের গান বলিয়া খ্যাত। ইহা কতকগুলি পালা-গানের সমষ্টিমাত্র। উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রে উক্ত আছে যে উজ্জ্বল রস প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত - সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। নায়ক ও নায়িকার দর্শন, আলিঙ্গন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদির

যে সুখতাৎপর্যমূলক নিষেবণ, তাহা দ্বারা উল্লাসপ্রাপ্ত ভাবই—**সম্ভোগ** [উঃ ১৫।১৮৮-৮৯]। ইহা আবার—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান-ভেদে চতুর্বিধ। নায়ক ও নায়িকার সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হয়, তাহাই **বিপ্রলম্ভ** [উঃ ১৫।১-৪]। ইহাও পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য-ভেদে চতুর্বিধ। এই আটটি রসের প্রত্যেকের আবার আটটি করিয়া বিভাগ আছে। প্রথমতঃ বিপ্রলম্ভের কথাই বলিতেছি—

(১) **পূর্বরাগ**—নায়িকা ও নায়কের মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদি হইতে জাত রতি। নায়িকার পূর্বরাগে ১ সাক্ষাৎ দর্শন, ২ চিত্রপটে দর্শন, ৩ স্বপ্নে দর্শন, ৪ বন্দিমুখে শ্রবণ, ৫ দূতীমুখে শ্রবণ, ৬ সখীমুখে শ্রবণ, ৭ সঙ্গীতে শ্রবণ এবং ৮ বংশীধ্বনি শ্রবণ।

(২) **মান**—একস্থানে থাকিলেও, অনুরক্ত হইলেও, নায়ক-নায়িকার স্বস্বাভীষ্ট আলিঙ্গন ও দর্শনাদির প্রতিবন্ধক ভাব[১]। নায়িকার মানে ১ সখীমুখে শ্রবণ, ২ শুকমুখে শ্রবণ, ৩ মুরলীধ্বনি-শ্রবণ, ৪ নায়কের দেহে রতিচিহ্নদর্শন, ৫ প্রতিপক্ষ নায়িকাতে ভোগাঙ্কদর্শন, ৬ গোত্রস্খলন, ৭ স্বপ্নে দর্শন এবং ৮ অন্যনায়িকার সঙ্গে দর্শনাদি হেতু।

(৩) **প্রেমবৈচিত্ত্য**—প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবে প্রিয়তমের সন্নিকটস্থ থাকিয়াও বিরহভয়োত্থ আর্ত্তি[২]। রসকীর্ত্তনে নায়িকার আক্ষেপানুরাগকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হয়। এই আক্ষেপ ১ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, ২ মুরলীর প্রতি, ৩ নিজের প্রতি, ৪ সখীর প্রতি, ৫ দূতীর প্রতি, ৫ বিধাতার প্রতি, ৭ কন্দর্পের প্রতি এবং ৮ গুরুজনের প্রতি হইতে পারে।

(৪) **প্রবাস**—পূর্বে মিলিত নায়ক ও নায়িকার দেশান্তরে (গ্রামান্তরে বা বনান্তরে) গমনাদি-বশতঃ ব্যবধান[৩]। নিকট ও দূর-ভেদে ইহা দ্বিবিধ। নিকট প্রবাস—১ কালীয়দমন, ২ গোচারণ, ৩ নন্দ-মোক্ষণ, ৪ কার্যানুরোধে, ৫ রাসে অন্তর্ধানে বিরহ। দূরপ্রবাস—৬ ভাবি, ৭ মথুরাগমন ও ৮ দ্বারকাগমন [ভবন্—বর্ত্তমান বিরহ এবং ভূত—অতীতস্মরণজনিত বিরহ]।

এক্ষণে সম্ভোগের ভেদ বলা হইতেছে।

(১) **সংক্ষিপ্ত**—যেস্থলে নায়ক ও নায়িকা সম্ভ্রম ও লজ্জাদিহেতু সংক্ষিপ্ত আলিঙ্গনচুম্বনাদি উপচারের সেবা করেন[৪]। ১ বাল্যাবস্থায় মিলন, ২ গোষ্ঠে গমন, ৩ গোদোহন, ৪ অকস্মাৎ চুম্বন, ৫ হস্তাকর্ষণ, ৬ বস্ত্রাকর্ষণ ৭ বর্ত্মরোধ এবং ৮ রতিভোগ।

(২) **সঙ্কীর্ণ**—যে সম্ভোগে নায়ক-কৃত বঞ্চনার স্মরণে, কখনও বা রতিচিহ্নাদির দর্শনে এবং শ্রবণে সৌরতচেষ্টা-বিষয়ক উপচারসমূহ মিশ্রিত হইয়া তপ্ত ইক্ষুর যুগপৎ উষ্ণতা ও মাধুর্য-অনুভবের ন্যায় আস্বাদ দান করে, তাহাই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ[৫]। ১ মহারাস, ২ জলকেলি, ৩ কুঞ্জলীলা, ৪ দান-লীলা, ৫ বংশীচুরি, ৬ নৌ-খেলা, ৭ মধুপান এবং ৮ সূর্যপূজা।

(৩) **সম্পন্ন**—কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস হইতে সমাগত নায়কের সহিত নায়িকার মিলন[৬]।

১। উ° ১৫।৭৪—১৪৬; ২। উ° ১৫।১৪৮—১৫১; ৩। উ° ১৫।১৫২—১৮৪; ৪। উ° ১৫।১৯২; ৫। উ° ১৫।১৯৫; ৬। উ° ১৫।১৯৮।

১ সুদূর দর্শন, ২ ঝুলন, ৩ হোলি, ৪ প্রহেলিকা, ৫ পাশাখেলা, ৬ নর্ত্তকরাস, ৭ রসালস ও কপট নিদ্রা।

(৪) **সমৃদ্ধিমান**- পরাধীনতা-প্রযুক্ত বিরহ-বিধুর নায়ক ও নায়িকার মধ্যে পরস্পরের দর্শনও সুদুর্লভ হইলে হঠাৎ মিলনে তাঁহাদের যে আনন্দাতিরেক হয়, তাহাই রসশাস্ত্র-মতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ[১]। ১ স্বপ্নে বিলাস, ২ কুরুক্ষেত্র-মিলন, ৩ ভাবোল্লাস, ৪ ব্রজাগমন, ৫ বিপরীত সম্ভোগ, ৬ ভোজন-কৌতুক, ৭ একত্র নিদ্রা এবং ৮ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে সাক্ষাৎ দর্শনাদি সাতটি হেতুই গ্রাহ্য। শ্রীরাধার বংশী নাই। মান দ্বিবিধ—সহেতু ও নির্হেতু, শ্রীকৃষ্ণের সহেতু মান কদাচিৎ সঙ্ঘট্যমান, (উ° ১৫।১০৯) তাহাও 'কারণাভাসজ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জন্য রসকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের নির্হেতুমানেরই উল্লেখ হয়। শ্রীকৃষ্ণে আক্ষেপানুরাগ বিরল-প্রচার। শ্রীরাধার অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আছে ; কিন্তু শ্রীরাধার স্থানান্তরে গমন নাই। সম্ভোগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—মুখ্য (জাগ্রৎকালীন) ও গৌণ (স্বাপ্ন)। সম্পন্ন সম্ভোগও দ্বিবিধ—আগতি ও প্রাদুর্ভাব। প্রকট লীলানুসারে আগমনকে বলে 'আগতি' এবং প্রেমবেগে বিবশা প্রেয়সীগণের সম্মুখে অতর্কিতভাবে শ্রীহরির আগমনকে 'প্রাদুর্ভাব' বলে (উ° ১৫।১৯৯—২০১)।

পক্ষান্তরে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ নায়িকার অবস্থাভেদে আটটি মূল রসেরও কল্পনা করিয়াছেন। কীর্ত্তনীয়াগণ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চোষট্টি বিভাগের কীর্ত্তনকেই চৌষট্টি রসের গান বলেন। নিম্নে নায়িকার অষ্টবিধ অবস্থা ও তাহাদের প্রত্যেকের আটটি করিয়া ভেদও দেখান হইতেছে।

(১) **অভিসারিকা**—যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন[২]। ১ জ্যোৎস্নাভিসারিকা, ২ তামসাভিসারিকা, ৩ বর্ষাভিসারিকা, ৪ দিবাভিসারিকা, ৫ কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, ৬ তীর্থযাত্রাভিসারিকা, ৭ উন্মত্তাভিসারিকা (বংশীধ্বনি-শ্রবণে) ও ৮ অসমঞ্জসাভিসারিকা (ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা)।

(২) **বাসকসজ্জিকা**—'নিজাবসরক্রমে প্রিয়তম আসিবেন'—এই ভাবিয়া যিনি নিজদেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন[৩]। ১ মোহিনী, ২ জাগ্রতিকা (প্রতীক্ষায় জাগ্রতা), ৩ রোদিতা (বিলম্বহেতু রোদনপরা), ৪ মধ্যোক্তিকা (কান্ত আসিয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন—এই চিন্তামগ্না ও আলাপ-পরা), ৫ সুপ্তিকা (কপট-নিদ্রায় সুপ্তা), ৬ চকিতা (নিজাঙ্গচ্ছায়ায় নায়কভ্রমে ত্রস্তা), ৭ সুরসা (সঙ্গীতপরা) এবং ৮ উদ্দেশা (দূতী-প্রেরিকা)।

(৩) **উৎকণ্ঠিতা**—নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সঙ্কেতে না আসিলে যে নায়িকা উৎসুকা হন[৪]। ১ দুর্মতি (কেন খলের বাক্যে বিশ্বাস করিলাম—এ চিন্তায় ব্যথিতা), ২ বিকলা (পরিতাপযুক্তা), ৩ স্তব্ধা (চিন্তিতা), ৪ উচ্চকিতা (পত্র-সঞ্চালনে বা পক্ষির পক্ষ-কম্পনেও কান্তের আগমন ভাবিয়া চকিতা), ৫ অচেতনা (দুঃখহতা), ৬ সুখোৎকণ্ঠিতা (নায়কধ্যান-মুগ্ধা ও

১। উ° ১৫।২০৬ ; ২। উ° ৫।৭১—৭৫ ;
৩। উ° ৫।৭৬—৭৮ ; ৪। উ° ৫।৭৯—৮১।

গুণকথন-পরা), ৭ মুখরা (দূতীর সঙ্গে বৃথা কলহকারিণী) এবং ৮ নিবর্ন্ধা (মদীয় কর্মদোষে প্রিয়তম আসিলেন না, হায় আমি ত বাঁচিব না—ইত্যাদি খেদযুক্তা)।

(৪) **বিপ্রলব্ধা**—সঙ্কেত করিয়াও যদি দৈবাৎ প্রাণেশ্বর না আসেন, সেই ব্যথিতান্তরা নায়িকাই বিপ্রলব্ধা[১]। ১ বিফলা (কান্ত না আসায় সমস্ত বিফল হইল ভাবিয়া খেদান্বিতা), ২ প্রেমমত্তা (অন্য নায়িকার সহিত কান্তের মিলনাশঙ্কাযুক্তা), ৩ ক্লেশা (যাঁহার নিকট যাবতীয় বস্তুই বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে), ৪ বিনীতা (বিলাপযুক্তা), ৫ নির্দয়া (কান্তের প্রতি নির্দয়ত্বারোপে খেদিতা), ৬ প্রখরা (অগ্নিতে বা যমুনায় বেশভূষাদির নিক্ষেপোদ্যতা), ৭ দূত্যাদরা (দূতীর প্রতি আদরকারিণী ও সম্ভাষিণী) এবং ৮ ভীতা (প্রভাত দেখিয়া ভয়যুক্তা)।

(৫) **খণ্ডিতা**—পূর্বসঙ্কেতিত কাল অতিক্রম করত যে নায়িকার প্রিয়তম অন্য নায়িকার সহিত সম্ভোগের চিহ্নাঙ্কিত হইয়া প্রাতঃকালে আগমন করেন[২]। ১ নিন্দা (কান্তের প্রতি নিন্দাকারিণী); ২ ক্রোধা (অনুনয়রত কান্তকে তিরস্কারকারিণী), ৩ ভয়ানকা (সিন্দুর-কজ্জল-ভূষিত কান্তের দর্শনে ভীতা), ৪ প্রগল্ভা (কান্তের সহিত কলহরতা), ৫ মধ্যা (অন্য নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্নে লজ্জান্বিতা), ৬ মুগ্ধা (রোষবাষ্পমৌনা ও কাতরা), ৭ কম্পিতা (অমর্ষবশে রোদন-পরা) ও ৮ সন্তপ্তা (ভোগাঙ্কিত নায়কের দর্শনে তাপযুক্তা)।

(৬) **কলহান্তরিতা**—যে নায়িকা সখীজন-সমক্ষে পাদপতিত প্রিয়তমকে নিরসন করত পশ্চাত্তাপ করেন[৩]। ১ আগ্রহা (আগ্রহযুক্ত নায়ককে কেন ত্যাগ করিলাম!) ২ ক্ষুব্ধা (পাদপতিত কান্তকে কেন দুর্বাক্য বলিলাম!), ৩ ধীরা (পাদপতিত বল্লভকে কেন দেখি নাই ?), ৪ অধীরা (সখী-তিরস্কৃতা), ৫ কুপিতা (কান্তের মিথ্যাভাষণ-স্মরণে কোপযুক্তা), ৬ সমা (একমাত্র কান্তেরই যে দোষ, তাহা নহে, দূতীর, আমার এবং সময়ের দোষেই আমি ক্লেশ পাইলাম !), ৭ মৃদুলা (পরিতাপে রোদনপরা) এবং ৮ বিধুরা (সখীকর্তৃক আশ্বস্তা)।

(৭) **প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা**—নায়ক দূরদেশে গেলে তদীয় নায়িকাকে 'প্রোষিতভর্ত্তৃকা' বলা হয়[৪]। ১ ভাবি (কান্ত প্রবাসে যাইবেন সংবাদে কাতরা), ২ ভবন্ (বর্ত্তমান বিরহ), ৩ ভূত (কান্ত মথুরায়), ৪ দশ দশা (চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ,মোহ ও মৃত্যু), ৫ দূত-সংবাদ (উদ্ধবাদি-মুখে), ৬ বিলাপা (বিলাপ-পরা), ৭ সখ্যুক্তিকা (যাঁহার সখী কান্তের নিকট গিয়া বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন) এবং ৮ ভাবোল্লাসা (ভাবসম্মিলনে উল্লসিতা)।

(৮) **স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা**—কান্ত যে নায়িকার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করেন[৫]। ১ কোপনা (বিলাসে বাহ্যরোষযুক্তা), ২ মানিনী (নায়কাঙ্গে নিজকৃত বিলাসচিহ্ন-দর্শনে), ৩ মুগ্ধা (নায়ক যাঁহার বেশবিন্যাসাদি করেন), ৪ মধ্যা (নায়ক যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ), ৫ সমুক্তিকা (সমীচীন উক্তিযুক্তা), ৬ সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা), ৭ অনুকূলা (নায়ক যাঁহার অনুকূল) এবং ৮ অভিষিক্তা (অভিষেক করত নায়ক যাঁহাকে চামরব্যজনাদি সেবা করেন)।

১। উ° ৫।৩—৮৪ ; ২। উ° ৫।৮৫—৮৬ ; ৩। উ° ৮৭—৮৮ ।
৪। উ° ৫।৮৯—৯০ ; ৫। উ° ৫।৯১—৯২ ;

'মিথিলার কবি ভানুদত্ত 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে 'অনুশয়ানা' নায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্কেত স্থানের বিনাশে অনুতপ্তা নায়িকাই—অনুশয়ানা। বর্ত্তমান স্থান-নাশে দুঃখিতা, ভাবিস্থান-নাশে দুঃখিতা এবং সঙ্কেতস্থানে যাইতে না পারিয়া দুঃখিতা—এ তিন প্রকার অনুশয়ানা।

বাঙ্গালায় **ঢপ** কীর্ত্তন নামে কীর্ত্তনের একটি ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল। যশোহরের মধুসূদন কান এই ধারার প্রবর্ত্তক। ইনি কীর্ত্তনে স্বরচিত পদও গান করিতেন। এই গান কম-বেশী প্রায় শতখানেক বৎসর চলিত হইয়াছে। প্রধানতঃ পণ্যা রমণীগণই এই গান শিখিয়া কীর্ত্তনের ব্যবসায় করিত। ইহারা 'কীর্ত্তনওয়ালী' নামে পরিচিতা ছিল। আজকাল ঢপ গানের চলন কমিয়াছে[১]।

কীর্ত্তনে বাদ্য

সঙ্গীতপারিজাত[২] ও সঙ্গীত শিরোমণির[৩] মতে গীত, বাদিত্র ও নৃত্যকে সঙ্গীত বলে। কীর্ত্তনের প্রধান বাদ্য—খোল করতাল। মৃত্তিকানির্মিত মৃদঙ্গ বা খোল বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ব্রজমণ্ডলে পাখোয়াজ ব্যবহৃত হয়। ঐজাতীয় মাদল কাষ্ঠনির্মিতও হইতে পারে, মৃণ্ময়ও হয়। কাংস্যনির্মিত করতাল সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে (৩১০৯—৩১৭৭) রাসপ্রসঙ্গে বাদ্যের বিবিধ ভেদাদি সুবিন্যস্ত আছে। তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন-ভেদে চতুর্বিধ বাদ্য। বাদ্য ব্যতীত গীত ও তাল শোভা পায় না, এজন্য বাদ্য মঙ্গলবিধায়ক। বীণাদি তারের যন্ত্র 'তত', মুরজ প্রভৃতি 'আনদ্ধ', বংশী প্রভৃতি 'শুষির' এবং করতালাদি 'ঘন'। সঙ্গীতদামোদরে তত বাদ্যের বিভেদ বর্ণিত আছে[৪]। আনদ্ধ-বিভেদ-মধ্যেও মর্দল, মুরজ, ঢক্কা, পটহ, ভেরী, ঘণ্টাবাদ্য, ঝর্ঝর, ডমরু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। মর্দল-সম্বন্ধে তত্রত্য বিশেষ বর্ণনা—

'মর্দল আনদ্ধ-শ্রেষ্ঠ, মৃদঙ্গাখ্যা তার। কাষ্ঠ-মৃত্তিকা-নির্মিত—এ দুই প্রকার ॥
সর্ববাদ্যোত্তম এ মর্দল-সংযোগেতে। সর্ববাদ্য শোভা পায়—বিদিত শাস্ত্রেতে ॥
মৃদঙ্গে ব্রহ্মাদিদেব-স্থিতি নিরন্তর। পরম মঙ্গল ধ্বনি সর্বমনোহর'॥

সঙ্গীতপারিজাতে—মৃদঙ্গের মধ্যাংশে ব্রহ্মা সর্বদা বাস করেন এবং তাঁহাকে বেষ্টন করত সকল দেবতাও বিরাজ করেন।

১। পদাবলী-পরিচয় ৭৪—৭৫ পৃষ্ঠা।

২। 'গীত-বাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। গীতস্যাত্র প্রধানত্বাত্তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্' ॥

৩। 'গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। গীতবাদ্য উভে এব সঙ্গীতমিতি কেচন' ॥

৪। 'অলাবনী ব্রহ্মবীণা কিন্নরী লঘুকিন্নরী। বিপঞ্চী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী জয়া ॥
হস্তিকা কুব্জিকা কূর্মী শারঙ্গী পরিবাদিনী। ত্রিশরী শতচন্দ্রী চ নকুলৌষ্ঠী চ কংসরী ॥
ঔড়ম্বরী পিণাকী চ নিবন্ধঃ পুষ্কলস্তথা। গদাবারণহস্তশ্চ রুদ্রোঽথ শরমণ্ডলঃ ॥
কপিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ' ॥

মধ্যদেশে মৃদঙ্গস্থ ব্রহ্মা বসতি সর্বদা। যথা তিষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অত্রাপি সংস্থিতাঃ॥
সর্বদেবময়ো যস্মান্মৃদঙ্গঃ সর্বমঙ্গলঃ॥

কীর্ত্তন যাহাতে সকলের পক্ষে সুলভ ও সহজসাধ্য হয়, এইজন্যই হয়ত শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার অনুযায়িগণ খোলকরতালের প্রচলন করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনারম্ভে, শুভ অধিবাসে খোল ও করতালে মাল্যচন্দনাদি সর্বপ্রথমেই অর্পিত হয়—ইহাকে গৌড়ীয়গণ **'খোলমঙ্গল'** বলেন।

খোলের বাঁধা সুর, যে কোনও যন্ত্রের সঙ্গেই ইহার বাদ্য চলিবে, নূতন করিয়া সুর বাঁধিতে হইবে না। খোলে সর্ব সুরের সমন্বয় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কীর্ত্তন-গানে যেমন চারিটী সুর-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, খোলেও তেমনি এই চারি ধারার অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ বাদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন পদ্ধতির বাদ্যে ভিন্ন ভিন্ন তাল; আবার প্রত্যেক তালে সঙ্গম, লয়, লহর, মাতান, তেহাই, ফাঁক এবং তাহার পৃথক্ পৃথক্ বোল আছে। কীর্ত্তনে যেমন আখর আছে, খোলেও তেমনি কাটান আছে। এই কাটানে বাদক আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়া এবং গায়ক গানের বিভিন্ন ঢেউ উঠাইয়া শ্রোতৃগণের চিত্তে এক অপূর্ব আনন্দ প্রবাহের সৃষ্টি করেন[১]।

ভক্তিরত্নাকরে (৫।৩১৩৫—৩১৪৬) শুষির বাদ্যের প্রভেদ দেখান হইয়াছে। বংশী, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খ, কাহল, মুরলী, শৃঙ্গিকা ইত্যাদি বহু যন্ত্র বর্ণিত। বংশীর অঙ্গুলি-পরিমাণে নামভেদাদি ভক্তিরসামৃতে (২।১।৩৬৬—৩৭২) দ্রষ্টব্য।

ঘনবাদ্যে করতাল, কাংস্যবল, জয়ঘণ্টা, শুক্তিকা, কম্পিকা, ঘর্ঘর, ঝঞ্ঝাতাল, মঞ্জীর প্রভৃতি দ্বাদশ ভেদই মুনি-সম্মত।

শ্রীরাসমণ্ডলে প্রেয়সী-বেষ্টিত শ্রীব্রজেন্দ্রতনয়কে সেবা করিবার জন্য এইসব বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা (৫।৩১৫২—৩১৭৫)—

'এসব বাদ্যের মহাসৌভাগ্য উদয়। শ্রীরাসমণ্ডলে হৈল শোভা অতিশয়॥
ওহে শ্রীনিবাস! রাসে কি অদ্ভুত রীত। বায় নানা বাদ্য যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত॥
সর্ববাদ্য-বিশারদ ব্রজেন্দ্র-তনয়। প্রেয়সী-বেষ্টিত কোটি কন্দর্প মোহয়॥
বাজায়েন বংশী কিবা অপূর্ব ভঙ্গীতে। ত্রিজগতে শোভার উপমা নাই দিতে॥
মন্দ্র, মধ্য, তারে স্বরালাপ মনোহর। বংশীধ্বনি-শ্রবণে বিহ্বল মহেশ্বর॥
গোবিন্দ-মোহিনী রাধা রসের মূরতি। বাজায়েন অলাবনী যন্ত্র শুদ্ধরীতি॥
ষড়্‌জ আর মধ্যম, গান্ধার—গ্রামত্রয়। যৈছে গানে ব্যক্ত তৈছে বাদ্য প্রকাশয়॥
ললিতা কৌতুকে বাজায়েন ব্রহ্মবীণা। শ্রুতি-আদি বাদ্যে প্রকাশিতে যে প্রবীণা॥
বিশাখা সুন্দরী মহামধুর ভঙ্গীতে। বাজায় কচ্ছপী বীণা নানা ভেদ মতে॥
রুদ্রবীণা বাজায়েন সুচিত্রা সুন্দরী। স্বর জাতি প্রভেদ প্রকাশে ভঙ্গি করি॥
বিপঞ্চী বাজান রঙ্গে চম্পকলতিকা। মূর্ছনা তালাদি প্রকাশেন সর্বাধিকা॥
রঙ্গদেবী বাজায়েন যন্ত্র কবিলাস। তথি কি অদ্ভুত গমকের পরকাশ॥

১। কীর্ত্তন-পদাবলীর ভূমিকা ৩।/০—৩।৶০

সুদেবী সুন্দরী রঙ্গে সারঙ্গী বাজায়। নানা রাগ-প্রভেদ, প্রবন্ধ ব্যক্ত তায়॥
বাজান কিন্নরী তুঙ্গবিদ্যা কুতূহলে। করয়ে অমৃতবৃষ্টি শ্রীরাসমণ্ডলে॥
ইন্দুলেখা রঙ্গে স্বরমণ্ডল বাজায়। স্বরের প্রভেদ ব্যক্তকরয়ে হেলায়॥
শ্রীরাধিকা সখীসমূহের গণ যত। সবে সর্বপ্রকারে সকল বাদ্যরত॥
কেহ বায় মর্দল, মৃদঙ্গ সর্বমতে। প্রকাশে অদ্ভুত তাল অশ্রুত জগতে॥
কেহ কেহ মুরজ, উপাঙ্গ বাদ্য বায়। যাহার শ্রবণে ধৈর্য না রহে হিয়ায়॥
কেহ বায় ডমরু পরম চাতুর্যেতে। শিবপ্রিয় ডমরু—এ বিদিত জগতে॥
কেহ কেহ করতালাদিক বাদ্য বায়। শ্রীরাসমণ্ডল ব্যাপ্ত বাদ্যের ঘটায়॥
সর্ববাদ্যধ্বনি কি অদ্ভুত এক মেলে। সুধা বৃষ্টি করে যেন শ্রীরাসমণ্ডলে॥'

উপরে ভক্তিরত্নাকর হইতে রাসমণ্ডলের বাদ্যবিষয়ক একটিমাত্র চিত্র দেওয়া হইল। অনুসন্ধিৎসুগণ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (২২।৮৮—২৩।২৩), শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে (১৯।৬১—৮২) শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পূতে (২০।৫২—১২০) শ্রীগোপালচম্পূ (পূর্ব ২৬।২৮—৬৩) প্রভৃতিতে এবিষয়ে আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন।

কীর্ত্তনে নৃত্য

গান, স্বর, গ্রাম, শ্রুতি, তান, মূর্ছনা, রাগ, রাগিণী প্রভৃতির সহিত এই নাট্যবিদ্যা মূর্ত্ত মহাশৃঙ্গার রসরাজ রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দ চৌষট্টি-কলাবিদ্যা-পারদর্শিনী স্বাভিন্ন আভীরিকা-গণের সহিত যামুন-পুলিনে সর্ব-প্রথমতঃ ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপিয়া প্রকট করিয়াছেন—এবার্ত্তা সুধীগণ নিশ্চয়ই জানেন। লাস্য, হল্লীশক, ছালিক্যাদি নৃত্যবিদ্যাও সেই স্থলেই সর্বথা সম্পূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক-ভেদবিশিষ্ট অভিনয়ও তথায় সর্ববৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত ছিল। ভরতাদিকৃত নাট্যশাস্ত্রে মহেন্দ্র-প্রমুখ দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা চতুর্বেদের সার সঙ্কলন করত নাট্যবেদ নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া যে শুনা যায়[১], তাহা কিন্তু যমুনাতটবর্ত্তী রাসলাস্যের বহুপরেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গও সংকীর্ত্তনে নৃত্যবিনোদী ছিলেন। এপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতোক্ত শ্রীবাসাঙ্গনে নৃত্য, কাজীদলন-অভিযানে নৃত্য, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যগৃহে সন্ন্যাসিবেশে নৃত্য, রথাগ্রে নৃত্য, শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বেড়ানৃত্য প্রভৃতি স্মরণীয়। তদীয় পার্ষদগণও নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের একভাবে চব্বিশপ্রহর নৃত্য, শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সকলেরই নৃত্য কীর্ত্তনের আবেশ বহুশঃ বহুত্র বর্ণিত হইয়াছে।

অধুনা লীলাকীর্ত্তনে নৃত্যের কোন স্থান নাই। [ব্রজে রাসধারী সম্প্রদায় এখনও কিছু নৃত্যকলার চিহ্ন রাখিয়াছে। তত্রত্য ব্রজবালকের ময়ূর নৃত্য এবং মণ্ডলীবন্ধনে বহু ছন্দে নৃত্য স্বচক্ষে

১। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ১।১৬—১৮।

দেখিয়াছি। চরণে নূপুর বাজিতে বাজিতে ধীরে ধীরে অশ্রুতপ্রায় হইয়াছে, অথচ চরণ চলিতেছে আবার নৃত্যের তালে তালে ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া নূপুর বাজিতেছে—এ দৃশ্যও দেখিয়াছি। শ্রীরাধা-কুণ্ডে ঝুলন-দিবসে ব্রজবালাগণের নৃত্য, হোলিক-লীলায় দাউজিতে দেবর-ভ্রাতৃবধূর বিচিত্র বন্ধানে নৃত্যভঙ্গী দেখিয়াছি। হস্তকনৃত্য, গ্রীবানৃত্য, কটিনৃত্য প্রভৃতিও যৎকিঞ্চিৎ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। এক্ষণে অতি দুঃখের কথা—এই নৃত্যকলাটি বঙ্গদেশ হইতে, শুধু বঙ্গদেশ কেন ভারতের বুক হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যৎসামান্য থাকিলেও কিন্তু যথোপযুক্ত আলোচনা ও কৃষ্টির অভাবে নষ্ট হইতেছে।]

নর্ত্তন ত্রিবিধ নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। ধনঞ্জয় দশরূপকে বলেন যে নাট্য—সাত্ত্বিকবহুল, রসাশ্রয় ও বাক্যার্থাভিনয়াত্মক; নৃত্য—আঙ্গিকবহুল, ভাবাশ্রয় ও পদার্থাভিনয়াত্মক এবং নৃত্ত—তাল-লয়ের অপেক্ষাযুক্ত অথচ অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ। ভক্তিরত্নাকরে—(৫।৩১৮০,৮৪,৮৭)।

যে লোক-স্বভাবাবস্থা-ভেদ সুপ্রকার। সে নাট্য অঙ্গাভিনয়যুক্ত এ প্রকার॥
দেশ-রীত-প্রতীত যে তালাদি-মিশ্রিত। সে নৃত্য সবিলাসাঙ্গ-বিক্ষেপ বিদিত॥
নৃত্তাখ্য লক্ষণ—সর্বাভিনয়-বর্জিত। অঙ্গের বিক্ষেপ-মাত্রাদিক এ বিদিত॥

এই ত্রিবিধ নর্ত্তনও মার্গ এবং দেশীভেদে দ্বিবিধ[১]। ব্রহ্মাদি শম্ভু হইতে (মার্গণ) প্রার্থনা করত এই গান্ধর্ব বিদ্যালাভ করেন এবং ভরতাদি-কর্ত্তৃক ইহা জগতে প্রযুক্ত করেন। মার্গণলব্ধ বস্তু (এই বিদ্যা), তজ্জন্য 'মার্গ' নামে খ্যাত[২]। দেশে দেশে নৃপগণের আহ্লাদকর যে গান, বাদ্য, নৃত্য—তাহাই 'দেশী' নামে প্রসিদ্ধ[৩]। কোহল মার্গনাট্য বিশ প্রকার বলেন, মতান্তরে তাহা দশ প্রকার; দেশী নাট্য ষোড়শবিধ বলিয়া দত্তিলাদির মত। নৃত্য ও নৃত্ত আবার তাণ্ডব ও লাস্য-ভেদে প্রত্যেকে দ্বিবিধ হয়। পুংনৃত্য তাণ্ডব এবং স্ত্রীনৃত্যই লাস্য[৪]। তাণ্ডব দ্বিবিধ—প্রেরণী ও বহুরূপ এবং লাস্যও দ্বিবিধ—স্ফুরিত ও যৌবত[৫]। বিষম, বিকট ও লঘুভেদে আবার নৃত্য ত্রিবিধ। রজ্জুভ্রমণাদি সহিত নৃত্য—বিষম, বেশভূষা ও অঙ্গ-ব্যাপারে সাধ্য নৃত্ত—বিকট এবং অঞ্চিত (বক্র-ভঙ্গি) প্রভৃতি অল্পকরণযুক্ত নৃত্তই লঘু[৬]।

অঙ্গাভিনয়—অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ-ভেদে আঙ্গিকাভিনয় ত্রিবিধ। **অঙ্গ**—শির, অংস (স্কন্ধ), উরঃ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি ও পাদ—এই সাতটি। **প্রত্যঙ্গ**—গ্রীবা, বাহু, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, ঊরু, জানু, জঙ্ঘা ও ভূষণ। **উপাঙ্গ**—মূর্দ্ধা, চক্ষু, তারা, ভ্রূকুটী, নাসা, নিঃশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দন্ত, অধর ও মুখরাগ—এই দ্বাদশটি। ইহাদের বিবরণ (রত্না ৫।৩২১৮—৩৩০০) দ্রষ্টব্য।

গীতে যথা—রাগ কেদার। (রত্না ৫।৩৩৩৩—৩৬)
নৃত্যত ব্রজনাগর রসসাগর সুখধামা।
ঝমকত মঞ্জীর চরণ, নানা গতি তালধরণ, ধৈরজ-ভরহরণ, ভূরি ভঙ্গিম নিরুপামা॥

১। রত্না ৫।৩১৯০, ২। ঐ ৫।৩১৯১, ৩। ঐ ৩১৯২, ৪। ঐ ৩২০১, ৫। ঐ ৩২০৭, ৬। ঐ ৫।৩২১১—১৩।

ললনাকুল কৌতুকধৃত, বিবিধ ভাঁতি হস্তক নত, মস্তক অভিনয় নব শিখিপিঞ্ছবলিতবামা।
মঞ্জু বদন রদনচ্ছদ, নিরসই চন্দ্র অরুণ মদ, কুন্দরদন দমকত, মধুরস্মিতজিত-কামা॥
চারু পাঠ উঘটত কত, ধাধা ধিকি ধিকি তক তত, থৈ থৈ থৈ থো দ্দি দৃমিকি, দৃমিকট দিদিদ্রামা।
তাত্তা তক থোঙ্গ থোঙ্গ, থবি কুকু কুকুধা ধিলঙ্গ, ধিক্কট ধিধিকট ধিধিকট্,
ধিধি ধিল্লি লিলি ললামা।
কটিভূষণ ধ্বনি রসাল, লম্বিত উর পুহপ মাল, দোলত অলকালি ভাল, ভালয় অভিরামা।
ঝলকত শ্রুতি কুণ্ডলমণি, চঞ্চল নব খঞ্জন জিনি, কঞ্জনয়ন চাহনি, নিরমঞ্জন ঘনশ্যামা॥

২। মায়ূর (রত্না ১২।২৫৬৮—৭১)

আজু শুভ আরম্ভ কীর্ত্তনে, গৌরসুন্দর মুদিত নর্ত্তনে, সুঘর পরিকর মধ্য মধুর,
শ্রীবাসঅঙ্গনে শোহয়ে।
কনককেশর গরব গঞ্জন, মঞ্জু তনুরুচি অতনুরঞ্জন, কঞ্জলোচন চপল চহু দিশ,
চাহি জন-মন মোহয়ে॥
নটন গতি অতি অরুণ পদতল, তাল ধরইতে ধরণী টলমল, করই হস্তক ত্রস্তকলিত–
সুললিত করকিসলয়ছটা।
দশনমোতিম-পাঁতি নিরসত, হাস লহুলহু অমিয় বরষত, সরস লসত সুবদনমাধুরী,
জিতই শারদশশিঘটা॥
চিকণ চাঁচর চিকুরবন্ধন, চারু রচিত সুতিলক চন্দন, ভূরি ভূষণ ঝলকে অঙ্গ,
বিভঙ্গী ভণত না আয়এ।
বামে পহুঁ পণ্ডিত গদাধর দক্ষিণেতে, নিতাই সুন্দর সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত,
উনমত পেখি সুরগণ ধায়এ॥
বাসুদেব শ্রীবাস নন্দন বিজয়, বক্রেশ্বর নারায়ণ গোপীনাথ, মুকুন্দ মাধব,
গায়ত এ অদ্ভুত গুণী।
রাম বামে গরুড় গোবিন্দ আদি বায়ে, মর্দল ধিকি ধিকি তা তা ধিক ধিক্,
ধিনি নিনি নিনি নি ভণত নরহরি ভুবন ভরু জয়জয় ধ্বনি॥

গৌরচন্দ্র বা তদুচিত গৌরচন্দ্র

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পদাবলীর সহিত রসরাজ-মহাভাব প্রেমময় শ্রীগৌরচন্দ্রের অতিনিকট সম্বন্ধ আছে। পদকাব্য বিশাল এক স্বপ্রধান রসরত্ন-ভাণ্ডার—ইহাতে রসভাবের মন্দাকিনী নিরন্তর প্রবহমান হইয়া মরুভূমিতুল্য শুষ্ক নীরস হৃদয়েও আনন্দোন্মাদনা-সহকৃত প্রেমাশ্রুর প্রপাত করাইয়াছে, করাইতেছে ও ভবিষ্যতে যুগযুগান্তর ধরিয়া করাইবে। বৈষ্ণব পদকাব্যের প্রতি অঙ্গে

রসভাব-প্রবাহ খেলিয়া বেড়াইতেছে—ইহাতে পূর্বরাগ মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্যে ; দান, নৌবিহার, বনবিহার, হোলিকা ও মধুপানাদি বিবিধ বিচিত্র লীলাকদম্বের সমবায়ে যে চমৎকারিতা সহৃদয় সামাজিকগণ অনুভব করেন—তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীরূপসনাতনাদি গুরুগোস্বামিগণ বিবিধগ্রন্থ-সম্পুটে সংস্কৃত ভাষায় যাহা নিহিত করিয়াছেন, তাহা তাহাই প্রাকৃত ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদকাব্যে ভূরিশঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাক্‌চৈতন্যযুগেও কীর্ত্তন প্রথা ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্যপ্রাদুর্ভাব হইতেই এই কীর্ত্তনটি সহৃদয়বেদ্য রূপোৎসব লাভ করিয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচিত গীতাবলি তৎকালেও কীর্ত্তিত হইত, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রই তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করত সজীব করিয়াছেন। শ্রুতির 'রস ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্ম, মধু ব্রহ্ম ও ভূমা ব্রহ্ম'-সম্বন্ধে তৎকালে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্ জনেরই পরিচয় ছিল। শ্রুত্যুক্ত 'রসো বৈ সঃ' শ্রীবৃন্দাবনে রসরাজ [১] হইয়াছেন, আনন্দ ব্রহ্ম 'আনন্দময়' [২] হইয়াছেন, 'মধু ব্রহ্ম' মধুময় মধুসূদন[৩] হইয়াছেন এবং তিনিই মহাকাল-পুরবাসী ভূমাপুরুষেরও অধিনায়ক[৪] হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় রসঘন, আনন্দঘন শ্রীগোপীজনবল্লভ ব্রজসুন্দরীগণের নিষ্কৈতব নিরবদ্য প্রেমের প্রতিদান দিতে না পারিয়া ঋণী হইয়াছেন [৫]। রসিকশেখর কৃষ্ণের রসাস্বাদনটি মুখ্য কৃত্য ; অশেষ বিশেষে রসাস্বাদন করিলেও রাসাদিলীলায় কৈশোর বয়স, কাম ও জগৎসকলকে সফল করিলেও [৬] তথাপি তিন বাঞ্ছার পূর্ত্তি হয় নাই। 'কৈছন রাধা-প্রেমা কৈছন মধুরিমা, কৈছন সুখে তিহোঁ ভোর'—এই তিনটী বাঞ্ছা পূর্ত্তি করিতে না পারিয়া এবং আশ্রয়জাতীয় ভাবের অঙ্গীকার ব্যতিরেকে বিষয়জাতীয় বস্তু তাহা আস্বাদন করিতে পারেননা বলিয়াই রসরাজ কৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত তনু হইয়া শ্রীনবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন। 'কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি'—এই উক্তিটী ব্রজমধ্যেই ধর্ত্তব্য, ব্রজমণ্ডলের বহির্দেশে তাহা আদৌ প্রযোজ্য নহে, ব্রজগোপীর ভাব লইয়া ভজন-পরিপাকে তবে সেই প্রেমার প্রাপ্তি হয়—বহির্জগতের সাধকের। ঋণী কৃষ্ণ নবদ্বীপে আসিবার মুখ্য কারণ হইল—স্বমাধুরী, শ্রীরাধার প্রেম ও সুখের আস্বাদন এবং গৌণ কারণ—উদারবর্য হইয়া জগৎকেও প্রেমময়, আনন্দময় করা।

'প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম॥ [চৈচ আদি ৪।১৫-১৬]

এবং—'রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার।

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। তাহা শিখাইব লীলা-আচরণ দ্বারে॥' (ঐ ২৬৪-২৫)

ব্রজের কৃষ্ণ বিলাসী, ধীরললিত, 'সর্বদাই কামক্রীড়া যাঁহার চরিত', কিন্তু নদীয়ার গৌর বিলাসীও বটে বিরাগীও বটে,[৭] অন্তরে রসভাব-আস্বাদক হইয়াও বাহিরে হইলেন—সন্ন্যাসী, স্বয়ং

১। 'শৃঙ্গারঃ সখি! মূর্ত্তিমান্' [গী গো ১।৪৮)। 'শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর' [চৈচ মধ্য ৮।১৪২]।

২। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' [ব্রহ্মসূত্র ১।১।১২]। আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভিঃ [ব্র ৫।৩৩]।

৩। 'পদ্মাপয়োধর-তটী-পরিরম্ভলগ্ন-কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য' [গীগো ১।২৬]।

৪। ভা° ১০।৮৯।৫৮—৬০।

৫। ভা° ১০,৩২।২২। ৬। চৈচ আদি ৪।১১৫—১২০। ৭। চৈতন্যচন্দ্রোদয় ২।২৪।

ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাবে আচার্যবর্য, 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—স্বয়ং হরি হইয়াও 'হরিবোল' বলিয়া অধীর—স্বয়ং রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু হইয়াও রসলোলুপ এবং ভাব-তন্ময়—স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভাবিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়া 'কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায়' [১] বলিয়া স্বরূপ-রামানন্দের কণ্ঠ জড়াইয়া আর্তনাদ করেন। 'চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দ' নিরন্তর আস্বাদন করেন, ভাবভরে নৃত্য করেন, অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবে মণ্ডিত হন—কূর্মাকৃতি, রক্তোদ্‌গম এবং অস্থিচর্ম-শৈথিল্যাদি প্রকট করেন। রস-সাহিত্যের মতে 'ন রসহীনোঽস্তি ভাবো ন ভাবো রসবর্জিতঃ', 'রস ব্যতীত ভাব এবং ভাব ব্যতীত রসের উপলব্ধিই হয় না'। রস ও ভাবের লীলাখেলা অনাদিকাল হইতে চলিতে থাকিলেও—অপর কথায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলাবিনোদাদি অনাদি নিত্য হইলেও কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্যাদি বিরহ-কালে তাঁহাদের যে নিমিষাসহিষ্ণুতা ও ক্ষণকল্পতাদির উদ্‌গম হয়, তাহাতে তাঁহাদের উভয়েরই 'ঐকাত্ম্য'-প্রাপ্তির ইচ্ছাও অসঙ্গত নহে [২]। তবেই বলিতে হয় যে রস ও ভাবের পৃথক্ লীলাও যেমন নিত্য, একাত্মক লীলাও তেমনই নিত্য। রস আস্বাদনের বৈশিষ্ট্যে—ব্রজলীলা এবং ভাবাস্বাদনের বৈশিষ্ট্যে হয়-নবদ্বীপলীলা। ব্রজলীলায় রসপ্রাচুর্য এবং নদীয়ালীলায় ভাবের প্রাচুর্য। বস্তুতঃ উভয় লীলাই নিত্য ও সমাস্বাদনীয়—তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন[৩] হইলেও লীলায় হইলেন ভিন্ন[৪]। ব্রজলীলায় প্রবেশে প্রকৃতি-দেহপ্রাপ্তির আবশ্যকতা আছে, গৌরলীলায় কিন্তু পুরুষ বা প্রকৃতির ভাবদেহে গৌরভজন করিতে বাধা নাই। ভাবাঢ্য গৌরকে সময়োচিত ভাবে ভক্তবৃন্দ সেবা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীভাবে, দাসভাবে ও ঈশ-(কৃষ্ণ)-ভাবে থাকিতেন[৫]; কখনও বিবিধ ভঙ্গীপূর্বক কৃষ্ণাবেশে নৃত্য, কখনও রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া 'হরি হরি' ধ্বনিপূর্বক আর্তনাদ, কখনও বালবৎ জানুচংক্রমণের, কখনও বা গোপালন চরিতের অনুকরণ করিতেন[৬]। এইভাবে সর্ব অবতারের সর্বভাব-প্রকাশে, বিশেষতঃ লবণসাগরবেলায় পূর্বলীলামালার সার স্ফুরিত করত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসাগরে জগৎকে প্রবেশ করাইয়াছেন[৭]। অশ্রুতচর প্রেম-নামক অদ্ভুত পরমার্থ, অজ্ঞাতচর নাম-মহিমা, দুর্লভতর শ্রীবৃন্দাবনমাধুরী-প্রবেশ এবং অননুভূতচর পরমাশ্চর্যমাধুর্যসীমা শ্রীরাধাপ্রভৃতিকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই করুণা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন[৮]। মালী হইয়া বৃক্ষধর্মপ্রাপ্তি করত আবার স্বপরিবারকে আজ্ঞা দিলেন—'পাত্রাপাত্র-

---

১। চৈচ অন্ত্য ১৫।৬৫।

২। কাপিলতন্ত্রে—ক্বচিৎ সাপি কৃষ্ণমাহ শৃণু মদ্বচনং প্রিয়! ভবতা চ সহৈকাত্ম্যমিচ্ছামি ভবিতুং প্রভো!!
মম ভাবান্বিতং রূপং হৃদয়াহ্লাদ-কারণম্। পরস্পরাঙ্গ-মধ্যস্থং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলম্॥
পরস্পর-স্বভাবাঢ্যং রূপমেকং প্রদর্শয়। শ্রুত্বা তু প্রেয়সী-বাক্যং পরমপ্রীতি-সূচকম্॥
স্বেচ্ছয়াসীদ্ যথাপূর্বমুৎসাহেন জগদ্‌গুরুঃ॥ প্রেমালিঙ্গনযোগেন হ্যচিন্ত্য-শক্তিযোগতঃ।
রাধাভাবকান্তিযুতাং মূর্তিমেকাং প্রকাশয়ন্। স্বপ্নে তু দর্শয়ামাস রাধিকায়ৈ স্বয়ং প্রভুঃ॥

৩। চৈচ আদি ২।১২০; ৪। চৈচ মধ্য ২৫।২৬৪।

৫। 'গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ [কৃ চৈ° চরিতামৃত ২।৩।১৭]।

৬—৮। চন্দ্রামৃত ১২৮—১৩০।

বিচার-রহিত হইয়া প্রেমফল যথাতথা দান কর'[১]; ফলতঃ পূর্ব পূর্ব অবতারের যাবতীয় পরিকরগণও 'পূর্বাধিকতর মহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মী' প্রাপ্তি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পাদপদ্মসবিধে অবতীর্ণ হইয়াছেন[২]। একাধারে রসভোক্তা ও রসদাতা, স্বয়ং ভাবমত্ত ও ভাবোন্মাদনাপ্রদ— শ্রীগৌরচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্য কোন অবতারই নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অলোকসামান্য সৌন্দর্য, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অনন্যসুলভ পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ, স্বভাবসুলভ মধুর বাক্যালাপ, বিনয়গর্ভ অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি সদ্গুণ-কদম্বই সর্বজাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষক ছিল—এইজন্য শ্রীগৌর-প্রবর্ত্তিত ধর্মে তাৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে সার্বভৌমের ন্যায় ভুবন-বিজয়ী পণ্ডিত, প্রকাশানন্দের ন্যায় কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিকুলগুরু, মুসলমানধর্মনিষ্ঠ নিরক্ষর দুর্বিনীত পাঠান সৈন্য বিজলী খাঁ, অতিনিকিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর, বিপক্ষ-নৃপতিকুল-কালাগ্নি রাজা প্রতাপরুদ্র, নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজি এবং গৌড়ের বাদসাহ হোসেন শাহ্, নবদ্বীপের মহাদুর্বৃত্ত জগাই মাধাই—এই বিপরীত-ভাবাপন্ন লোকগণই শ্রীগৌরচরণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি বিষ্ণুভক্ত শ্রীবাস, রাজনীতিবিৎ মহাপণ্ডিত শ্রীরূপসনাতন, সংসারজ্ঞান-লেশশূন্য গোপালভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট, বারলক্ষ টাকার জমিদারীর অধিপতি যুবক রঘুনাথ দাস এবং বিপুলবৈভবের অধিকারী রায় রামানন্দ—শ্রীগৌরগুণাকৃষ্ট হইয়া চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

সংকীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাই নামসংকীর্ত্তনের এক বিপুল ইতিহাস। নামরূপ-গুণ-লীলা সমসূত্রে গ্রথিত হইলেও নামকীর্ত্তনে সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু রূপ, গুণ ও লীলার স্ফুরণ-বিষয়ে অধিকারির যোগ্যতা অবশ্য অপেক্ষিত। সৎসাহিত্যের আত্মাই হইল রস; রস অনির্বচনীয়, ব্রহ্মবৎ অবাঙ্মনসগোচর হইলেও অনুভব-সংবেদ্য, সৎসামাজিকের আস্বাদনীয়; ভাগ্যবান্ দ্রষ্টা ও শ্রোতা রসাস্বাদন করিতে পারেন। রস-সাক্ষাৎকার-বিষয়ে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ ক্রম দেখাইয়াছেন—(১) প্রথমে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনের পুনঃপুনঃ অভ্যাসবশতঃ আনন্দরূপা রতির আবির্ভাব হয়, (২) তৎপরে বিভাবাদির সহিত চিত্তসংযোগ হইয়া রতি-সাক্ষাৎকার হয়, (৩) তার পরে সেই রতিই রসরূপে পরিণত হয়, (৪) তদনন্তর সেই বিভাবাদির সাহচর্যে রসসাক্ষাৎকার হয়। ভাব-রাজ্যের যে স্তরে রস-স্পর্শ অনুভূত হয়, আস্বাদনের সৌভাগ্য ঘটে, তাহাকে কেহ কেহ **রসের অধিষ্ঠান-ভূমি**[৩] বলিয়াছেন, এই অধিষ্ঠানভূমির প্রয়োজনীয়তা সাধারণ সাহিত্যে ও পদকাব্যে সমভাবেই স্বীকার্য। সাধারণ সাহিত্যে যাহা রসাস্বাদনের ভূমিকা, পদকাব্যে তাহাই 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' বা 'গৌরচন্দ্রিকা।'

লীলাকথারস-নিষেবণই সংসারসিন্ধু উত্তরণের একমাত্র প্লবরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্ত্তনদ্বারাই লীলারস-নিষেবণ সুনিষ্পন্ন হয়; মহদাবির্ভাবিত ও মহন্মুখোচারিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদির সমধিক ফল ভক্তিসন্দর্ভে[৫] বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাজনগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীরাধার পূর্বরাগ, ব্যাকুল

১। চৈচ আদি ৯।৩১—৫২; চন্দ্রামৃত ৭৭। ২। চন্দ্রামৃত ১১৮—১১৯।

৩। কীর্ত্তনপদাবলী ভূমিকা ৩।৵০।

৪। ভা° ১২।৪।৪০। ৫। ২৫৭—২৫৮ অনুচ্ছেদ।

বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি শ্রীগৌরচন্দ্র স্বজীবনে প্রকট দেখাইয়াছেন। 'তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত ও বৈষ্ণবগীতিমালার সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান।..চরিত পদাবলীদ্বারা, পদাবলি চরিতদ্বারা এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারসদ্বারা বুঝিতে হয়'। সুতরাং পদকাব্যের শ্রবণ ও কীর্ত্তনে গৌরচন্দ্রের প্রয়োজন অনিবার্য। গৌরচন্দ্রের শুভ্র বিমল জ্যোৎস্নায় স্বতশ্চঞ্চল মনও নিশ্চল হয়, হৃদয় নির্মল ও উজ্জ্বল হয় এবং যুগলবিলাস-আস্বাদনের যোগ্যতা হয়। নাটকের প্রস্তাবনার ন্যায়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপের ন্যায় এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের overture এর ন্যায় গৌরচন্দ্রদ্বারা যে রসের বা যে পর্যায়ের লীলা কীর্ত্তিত হইবে, তাহার পূর্বাভাসও পাওয়া যায়—ইহাতে সামাজিক তত্তল্লীলার অনুধাবনে যথেষ্ট সাহায্য পান। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে মহান্ অযোগ্যকেও অন্তশ্চিন্তিত স্বসেবোপযোগী দেহ-সমর্পণটি অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-রসগর্ভ স্বভক্তি সম্পত্তি-সমর্পণের একতম ব্যাপার।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২ খ)

পরিশিষ্ট খ (সঙ্গীত পরিভাষা)

অংশস্বর (সসা ১।১০০-১০২) যে স্বর গানে রাগ-প্রকাশক, অন্যান্য স্বরসকল যাহার অনুগামী, ন্যাসাদির প্রয়োগে যাহা স্বয়ং গ্রহস্বরত্ব প্রাপ্ত (গ্রহস্বরের কারণ), সর্বত্র যাহার বাহুল্য, সেই রাজতুল্য বাদী স্বরই 'অংশ'-নামে কথিত হয়।

অংসাভিনয় (সসা ৪।৩৩) স্কন্ধ দেশের অভিনয় পাঁচ প্রকার—একোচ্চ, কর্ণলগ্ন, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত এবং লোলিত।

অঙ্গ (রত্না ৫।২৮৭৮) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধের অংশবিশেষ। অঙ্গ ছয়টি—স্বর, বিরুদ, পদ, তেন, পাট ও তাল। **২** (সসা ৪।৩) অভিনয়োপযোগী অঙ্গ সাতটি—শির, অংস উরঃ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি ও পদ। মতান্তরে ছয়টি।

অঙ্গহার (সসা ৪।১) অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গাদি দ্বারা অনুষ্ঠেয় অভিনয় (অঙ্গবিক্ষেপ)। তণ্ডুমুনি ৩২টির উল্লেখ করিয়াছেন (নাট্যশাস্ত্র, কাশীসং ৪।১৭।২৭), ১০টিরও বিবরণ আছে (নাট্যশাস্ত্র ঐ চতুর্থ অধ্যায়ে ও সঙ্গীতদামোদর ৪র্থ স্তবকে)।

অঞ্চিত (সসা ৪।২৫) গ্রীবা পার্শ্ব-দেশে কিঞ্চিত অবনত করত শির-শ্চালন। ইহা রোগ, চিন্তা, মোহ ও মূর্ছাদিতে তত্তৎকার্যের অনুধাবন-বিষয়ে অভিনেয়।

অঞ্জলি (সসা ৪।৮৪,৮৬) সংযুত হস্তকভেদ। পতাক করতলদ্বয়ের সহিত সম্মিলিত হইলে 'অঞ্জলি' হস্তক রচিত হয়। দেবতা-নমস্কারে ইহা শিরঃস্থ, গুরুগণের নমস্কারে মুখস্থান-গত এবং বিপ্র-নমস্কারে হৃদয়স্থিত করিয়া অভিনেয়।

অড্ডতালী (সর ৫।৩০৬) এক দ্রুতের পরে দুইটি লঘুমাত্রার তাল। নামান্তর—'ত্রিপুট'।

অদ্ভুতা দৃষ্টি (সসা ৪।১৩৭) যে দৃষ্টিতে উভয় গোলক স্তব্ধ হয় এবং চক্ষু-রোমাবলির অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়, তাহাই 'অদ্ভুতা'।

অধোমুখ (সসা ৪।৪৪) নৃত্যহস্ত-ভেদ। **২** (সসা ৪।২৯) অধোদিকে মুখ করিয়া শিরশ্চালন। ইহা লজ্জা, দুঃখ ও প্রণামে অভিনেতব্য।

অনঙ্গ (সর ৫।২৮৮) ক্রমে এক লঘু, এক প্লুত ও একটি স-গণযুক্ত মাত্রার তাল।

অনভ্যাস—অংশব্যতীত অন্যান্য স্বরের বর্জন।

অনিযুক্ত প্রবন্ধ (সর ৪।২১) প্রবন্ধের ভেদ যাহাতে ছন্দঃ ও তালাদির নিয়ম-ব্যত্যয় হয়।

অনিবদ্ধ গীত (সসা ১।১৫১) রাগের আলাপমাত্র। 'আলাপ'-শব্দে রাগের প্রাকট্যই বাচ্য।

অনুগত (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৪।২৯৪—৩০১) মধ্য লয়।

অনুবাদী (সসা ১।৬৮) বাদী, সম্বাদী ও বিবাদী স্বর ব্যতীত স্বরই অনুবাদী। ইহা রাজা ও পাত্রের অনুচর। সঙ্গীতপারিজাতে (১।৮২) ইহাকে রাগের সরসতা ও জাতীয়তা-নাশক বলা হইয়াছে।

অন্তরক্রীড়া (সর ৫।৩০১) বিরামান্ত দ্রুতত্রয়াত্মক তাল।

অন্তরা (রত্না ৫।২৮৬২) ধ্রুব ও আভোগের মধ্যবর্তী ধাতু। 'ধ্রুবা-ভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরা-ভিধঃ'। (সঙ্গীতশিরোমণি ও সঙ্গীত সার)।

অভঙ্গ (সর ৫।২৯২) একটি লঘু ও একটি প্লুত মাত্রার তাল।

অভিনন্দ (সর ৫।২৮৭) ক্রমে দুই লঘু, দুই দ্রুত ও একটি গুরুমাত্রার তাল।

অভিনয়-ভেদ (সর ৭।২১) আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক-ভেদে চতুর্বিধ। (১) **আঙ্গিক**—বুদ্ধি-বলে জ্ঞাত পদ-পদার্থের দ্বারা অনু-কর্তাগণ করচরণাদি অঙ্গ-সাহায্যে যাহা নাট্যমঞ্চে প্রদর্শন করান। (২) **বাচিক**—বাক্য-ঘটিত কাব্য-নাটকাদি। (৩) **আহার্য**—অনুকার্যগত আভরণ-সদৃশ অনুকর্তা-কর্তৃক ধৃত হারাদিভূষণ। (৪) **সাত্ত্বিক**—ভাবুক নট ও প্রেক্ষক-কর্তৃক স্তম্ভাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবদ্বারা বিভাবিত। অভি-

নয়ের প্রকার-নিয়মও দ্বিবিধ—লোক-ধর্মী ও নাট্যধর্মী।

অভিরুদ্‌গতা (সপ ১০৭) ষড়্‌জগ্রামে ঋষভাদি স্বর হইতে জাতা সপ্তমী মূর্ছনা। নারদ-মতে—রজনী।

অর্থ নৈর্ম্মল্য (সসা ১।৩৩৭) বাক্যের উচ্চারণমাত্রই যদি সম্যক্ প্রকারে সুখকর, অদোষ ও রসযুক্ত অর্থজ্ঞান হয়, তাহাকেই অর্থ নৈর্ম্মল্য'-নামক গীতগুণ বলে।

অর্দ্ধচন্দ্র (সসা ৪।৪৮,৭৯-৮৩) অসংযুত হস্তক-ভেদ, যাহাতে অঙ্গুষ্ঠের সহিত অঙ্গুলিসকল চাপবৎ বিনত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবৎ দৃষ্ট হয়। প্রয়োগাদি আকরে দ্রষ্টব্য।

অলঙ্কার (রত্না ৫।২৬৬৭) রচনার বৈশিষ্ট্যবশতঃ বর্ণসকল অলঙ্কার-নামে কথিত হয়। স্থায়ী বর্ণে ২৬, আরোহী অবরোহী ও সঞ্চারী বর্ণে প্রত্যেকে ১২ টি করিয়া ৩৬টি অলঙ্কার হয়।

অবধুত (সসা ৪।২০) একবার মাত্র অধোদেশে শিরশ্চালনকে 'অবধুত' কহে। ইহা কোনও বস্তুর অবস্থাপনের জন্য দেশ-নির্দ্দেশে, আলাপে, আদানে (গ্রহণে), উপবিষ্টভাবে অল্পনিদ্রায় ও সংজ্ঞায় (চৈতন্যে) প্রযোজ্য।

অবরোহী বর্ণ (রত্না ৫।২৬৬৫) ক্রমশঃ নীচ হইতে নীচতর কক্ষায় অবরোহণকারী স্বর। দ্বাদশটি আরোহীর অলঙ্কার-স্বরের আরোহণ-ক্রমে ইহার অলঙ্কার নির্ণীত হয়।

অবান্তরবিদারী যাহা পদ ও বর্ণের দ্বারা শেষ হয় তাহা। গীতের খণ্ড-বিশেষ।

অশ্বক্রান্তা (সপ ১০৭) ষড়্‌জগ্রামে গান্ধারাদি-স্বর হইতে জাতা ষষ্ঠী মূর্ছনা। নারদ-মতে—উত্তরায়তা।

অসংযুত (সসা ৪।৪২) হস্তাভিনয়-ভেদ যাহাতে একটিমাত্র হস্তের কার্যাবলি প্রদর্শিত হয়। ইহা ২৪, ২৮ কিংবা ৩০ প্রকার হইতে পারে।

আকম্পিত (সসা ৪।২২) মন্দগতিতে দুইবার প্রযুক্ত কম্পিত (উর্দ্ধাধো-দেশে শিরশ্চালন) অভিনয়ই 'আকম্পিত'। ইহা সম্মুখবর্ত্তী বস্তুর নির্দ্দেশে ও চিত্তস্থ বস্তুর প্রকাশনে অভিনেতব্য।

আক্ষেপ (রত্না ৫।২৬৯১) সঞ্চারী বর্ণের অলঙ্কার-বিশেষ। যাহাতে প্রথম হইতে তিনটী স্বরের ক্রমান্বয়ে উল্লেখ হয়, তাহাই 'আক্ষেপ' অলঙ্কার; যথা—সরিগ, রিগম, গমপ, মপধ, পধনি, ধনিস।

আখর—লীলা কীর্ত্তনের উপাঙ্গ-ভেদ, [১০৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] গেয় পদের অভি-প্রেত ব্যাখ্যান-বিশেষ।

আঙ্গিক অভিনয় (সসা ৪।৩) অঙ্গাভিনয় ত্রিবিধ—অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ।

আতানারি (রত্না ৫।২৮২০) সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলাপ-বিশেষ। [আ=হরি, তা=গৌরী, না=হর এবং রি=ব্রহ্মা, সুতরাং আতানারি শব্দদ্বারা এই চারি দেবতাই উদ্দিষ্ট]।

আদিতাল (সর ৫।২৬১) 'লঘ্বা-দিতালঃ'। একটি লঘু মাত্রার তাল।

আধুত (সসা ৪।১৯) একটিবার মাত্র বক্রভাবে উর্দ্ধনীত শিরশ্চালন হইলে 'আধুত' হয়। ইহা গর্ব্বভরে নিজাঙ্গদর্শনে, পার্শ্বস্থ বস্তুর প্রতি উর্দ্ধ নিরীক্ষণে, সামর্থ্যসূচক অভিমানে এবং অঙ্গীকারে অভিনেতব্য।

আনদ্ধ (সসা ২।১৯—২০) চর্ম্ম-নির্ম্মিত মর্দ্দলাদি বাদ্য। মর্দ্দল, মুরজ, ঢক্কা, পটহ, পণব, কুণ্ডলী, ভেরী, ঘণ্টা, ঝর্ঝর, ডমরু, মন্থ, হুড়ক্কা, মড্ডু, ডিণ্ডিমী, উপাঙ্গ, দর্দ্দুর প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে মর্দ্দলই শ্রেষ্ঠ।

আনন্দিনী (সর ৪।২০) প্রবন্ধের জাতিভেদ যাহাতে পাঁচটি অঙ্গ বিদ্য-মান থাকে। (সসা ১।১৭৪) ইহাকে 'নন্দিনী' বলা হইয়াছে।

আন্দোলিত (সসা ১।৩২৯) লঘু-মাত্রার বেগে স্বরকম্পন হইলে 'আন্দোলিত' গমক হয়।

আভীরিকা—'ধ-কোমলা নি-তীব্রাখ্যা ষড়্‌জপূর্বক-মূর্ছনা। ধগয়োঃ কম্প-সংযুক্তা সপাংশাভীরিকা মতা। আরোহণেঽবরোহেঽপি ক্বচিন্-মধ্যম-বর্জিতা'॥ দিবা তৃতীয় প্রহরের পরে গেয়া। [পারিজাত ৩৯৯]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৯৪) 'কল্যাণরাগ-বজ্‌জ্ঞেয়া বুধৈরাভীরিকা সদা'॥

আভুগ্ন (সসা ৪।৩৭) বক্ষের অভিনয়-ভেদ যাহাতে বক্ষোদেশটি নিম্ন, শিথিল ও কিঞ্চিৎ বক্র হয়। হর্ষে, লজ্জায়, সীৎকারে, শল্যবেধে, শোকে, মূর্ছায়, ভয়ে, সম্ভ্রমে, ব্যাধিতে এবং বিষাদে অভিনেতব্য।

আভোগ (সসা ১।১৬১) গীতের শেষ ভাগ। ইহাতে কবির ও নায়কের নাম থাকে।

আরভটী (সক ২।৩৬) বৃত্তি-বিশেষ, যাহা প্রৌঢ় অর্থ-রাশির অভিব্যক্তি করে।

আরোহী বর্ণ (রত্না ৫।২৬৬৪) ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর কক্ষায়

আরোহণকারী স্বর। ইহার বারটি অলঙ্কার আছে। বিস্তীর্ণা, সন্ধি প্রচ্ছাদন, উদ্বাহিত ইত্যাদি [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য]।

আলপ্তিকা (সসা ২।৩৩) কনিষ্ঠাঙ্গুলি-সংযোগে সকল অঙ্গুলির ভ্রমণক্রমে প্রদর্শিত বাদনমার্গ।

আলাপ—অনিবদ্ধ পদ। ২ (সসা ১।১৫১) বর্ণালঙ্কার-(সরিগমাদি)-যুক্ত, গমকের বিচিত্রতা-মণ্ডিত ও নানা ভঙ্গিদ্বারা মনোহর রাগ-প্রকাশ। হরিনায়ক কিন্তু অক্ষর-বর্জিত গমকের আলাপ বলেন।

আলাপা (সপ ২০৩ টী) গান্ধার গ্রামে সপ্তমী মূর্ছনা।

আবর্ত্তিতা (সর ৭।৩৬৫) বিদূষকের পরিক্রমের অভিনয়ে বাম চরণের দক্ষিণে ও দক্ষিণ চরণের বামে মুহু-র্মুহু আবর্ত্তনকে 'আবর্ত্তিতা জঙ্ঘা' বলে।

আবাপ (নাট্যশাস্ত্র কাশী ৩১।৩৩) নিঃশব্দ তাল-বিশেষ যাহাতে উত্থিত হস্তের অঙ্গুলি-সমাক্ষেপ (কুঞ্চন) হয়।

আশাবরী—মালবরাগের পঞ্চমী ভার্যা। ধ্যান—জবাপ্রসূনদ্যুতিবিম্ব-বক্ত্রা, সকঞ্চু-পদ্মং করয়োর্দধানা। ক্ষৌমাংশুকাচ্ছাদিত-গাত্রযষ্টিরাশাবরী রঙ্গকলা-বিদগ্ধা॥

আশ্রাবণা-বিধি (নাট্য, কাশী ৫।১৮) আতোদ্যাদি বাদ্যে রঞ্জনার জন্য শুষ্ক বা নির্গীত বাদ্যবিশেষ। গীত বা নৃত্যের বিরামস্থলে প্রযোজ্য বাদ্যই 'শুষ্কবাদ্য'। বিস্তার-নামক ধাতুর ভেদ চৌদ্দবার হইলে আশ্রাবণাবিধি হয়।

আসাবরী—'গৌরীমেল—সমুৎপন্না-রোহণে গনি-বর্জিতা। মধ্যমোদ্গ্রাহ-ধাংশাগ্ন্যাসাবরী ন্যাস-পঞ্চমা।' [সপ ৪৪২] (সদ ২।৭৫) লক্ষণ—'আসাবরী গনি-ত্যক্তা ধ-গ্রহাংশা চ ঔড়বা। ন্যাসস্ত ধৈবতো জ্ঞেয়ঃ করুণারস-নির্ভরা॥ অথবা—'ককুভায়াঃ সমুৎপন্না ধান্তা মাংশগ্রহা মতা। পঞ্চমেনৈব রহিতা ষাড়বা চ নিগদ্যতে॥' ধ্যান—'শ্রীখণ্ডশৈল-শিখরে শিখি-পিচ্ছ-বস্ত্রা, মাতঙ্গমৌক্তিক-মনোহর-হারবল্লী। আকৃষ্য চন্দনতরোরুরগং বহন্তী, আসাবরী বলয়মুজ্জ্বল-নীলকান্তিঃ'॥

আসারিত (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৪।২৬৮) অভিনয়ের অঙ্গ-হিসাবে নৃত্যক্রিয়া-বিধি। নীলকণ্ঠ-মতে ইহাতে প্রথমতঃ নর্ত্তকী-প্রবেশ, তারপরে অভিনয়-প্রদর্শন, পরে তাল ও ছন্দের আনুগত্যে অঙ্গহার-প্রয়োগ, সর্বশেষে দেবতা-চিহ্নরূপে নৃত্য-প্রদর্শন। কুতপ-বিধানের পরে নর্ত্তকী আসারিত নৃত্য করিতেন। এ প্রসঙ্গে আসারিত গীতির কথাও উল্লেখ-যোগ্য। নাটকের জন্য অভিপ্রেত গানই—আসারিত। ইহাতে মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার—এই চারিটি অঙ্গ। এতদ্ব্যতীত ষাড়বাদি গ্রামরাগের সমাবেশও ইহাতে থাকে। আসারিত গান—ত্রিবিধ, (নাট্যশাস্ত্র কাশী, ৩১।২০৮—২২৫)। আবার গান, বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে তালরক্ষা করাকেও আসারিত (কলাপাত) বলে।

আহত (সসা ১।৩৩১) পূর্বস্বরকে আঘাত করিয়া নিবৃত্ত গমকই 'আহত'।

উচ্ছ্রিত (রত্না ৫।৩২৪১) হর্ষ ও গর্বাদিতে অনুষ্ঠেয় অংসাভিনয়।

উৎক্ষিপ্ত (সসা ৪।২৮) যে শির-শ্চালনে মুখটি উর্ধ্বদিকে থাকে, তাহাই 'উৎক্ষিপ্ত'। ইহা চন্দ্রাদি আকাশ-চারী উচ্চ বস্তুসমূহের দর্শনে অভিনেতব্য।

উত্তম বৃন্দ (সর ৩।২০৫—২০৬) যে বৃন্দে ৪ জন মূল গায়ক, ৮ জন সম-গায়ক, ৪ জন বাংশিক, ৪ জন মৃদঙ্গ-বাদক থাকে।

উত্তরমন্দ্রা (সপ ১০৪) ষড়্জগ্রামের ষড়্জপূর্বক জাত প্রথম মূর্ছনা। নারদমতে—উত্তরবর্ণা।

উত্তরায়তা (সপ ১০৫) ষড়্জগ্রামে ধৈবতাদি স্বর হইতে উৎপন্না তৃতীয়া মূর্ছনা। নারদমতে—অশ্বক্রান্তা।

উত্তান (সসা ৪।৪৪) নৃত্যহস্ত-ভেদ।

উৎসব (সর ৫।৩০২) এক লঘুর পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

উদীক্ষণ (সর ৫।২৮৫) ক্রমে দুই লঘু ও একটি গুরু মাত্রার তাল।

উদ্গ্রাহক (সসা ১।১৬১) গীতের প্রথম ভাগ।

উদ্ঘট্ট (সসা ১।২৫৯) তিনটী গুরু-মাত্রার তাল।

উদ্বাহিত (রত্না ৫।২৬৮২) আরোহি-বর্ণের অলঙ্কার-ভেদ। আদিস্বর চারি বার, দ্বিতীয় স্বর দুই বার, তৃতীয় ও চতুর্থ একবার মাত্র আলাপ করিলে 'উদ্বাহিত' অলঙ্কার হয়। যথা—স স স স রি রি গম, রি রি রি রি গগ মপ ইত্যাদি। ২ (সসা ৪।৩৫) বক্ষের অভিনয়-ভেদ, যাহাতে বক্ষঃ কম্প-রহিত ও সরলভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহা দীর্ঘোচ্ছ্বাসে, জৃম্ভায় ও উচ্চবস্তুর

দর্শনে অভিনেয়। ৩ (সসা ৪।২৩) একবার মাত্র ঊর্দ্ধে নীত শিরশ্চালন। 'আমি এই কার্যে সমর্থ'—ইত্যাকার অভিমান-দ্যোতনে ইহা অভিনেয়।

উদ্বৃত্ত (সর ৭।২২০—২২২) সম হংসপক্ষদ্বয়ের অধোদেশে একটি হস্ত উত্তান-ভাবে এবং অপর হস্তটি অধোমুখ হইয়া অন্যটির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে 'উদ্বৃত্ত' হস্তক হয়। ['হংসপক্ষ' দ্রষ্টব্য]।

উন্নত (সসা ৪।৩৮) পার্শ্বাঙ্গাভিনয়।

উন্নামিত (সসা ১।৩৩১) যে গমক উত্তরোত্তর স্বরসমূহে ক্রমে সঞ্চরণ করে, তাহাই 'উন্নামিত'।

উপাঙ্গ (সসা ৪।৪—৫) মূর্ধা, চক্ষু, তারা, ভ্রূকুটি, মুখ, নাসিকা, নিঃশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দন্ত, অধর। এই বারটি অভিনয়োপযোগী উপাঙ্গ। মুখরাগকেও শার্ঙ্গদেব উপাঙ্গমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। মতান্তরও আছে।

উপাডড (সসা ১।২৫৬) একটিমাত্র দ্রুতমাত্রার তাল।

উরোঽভিনয় (সসা ৪।৩৫) সম, আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত—এই পাঁচটি বক্ষের অভিনয়।

ঊর্দ্ধস্থ (সর ৭।৩৪০) মস্তকের উপরে বাহুর গতিকে 'ঊর্দ্ধস্থ বাহু' বলে। ইহা উচ্চবস্তুর দর্শনে অভিনেতব্য।

ঋষভ স্বর (রত্না ৫।২৫৮৭) যখন বায়ু নাভিমূল হইতে উত্থিত হইয়া বৃষের ন্যায় ধ্বনি উৎপাদন করে এবং অনায়াসে মুখনির্গত হয়, তখন তাহাকে 'ঋষভ স্বর' বলা হয়। চাতক ঋষভ-প্রকাশক। দামোদর মতে বৃষভই ইহার বক্তা।

একতালী (সর ৫।২৯০) একটি দ্রুত মাত্রার তাল।

একোচ্চ (সসা ৪।৩৪) একটি স্কন্ধের উচ্চতা-করণে এই অভিনয় করিতে হয়। ইহা মুষ্টি ও কুন্ত-প্রহারে প্রযোজ্য।

ওঘ (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৪।২৯৪-৩০১) দ্রুত লয়।

ওড়ব রাগ (রত্না ৫।২৭৮১) পঞ্চ স্বরে উৎপন্ন, যথা—মধ্যমাদি, মল্লার, দেশপাল, মালব, হিন্দোল, ভৈরব, নাগধ্বনি, গুণকিরী, ললিতা, ছায়া, তোড়ী, বেলাবলী ও প্রতাপসিন্ধু প্রভৃতি। সঙ্গীতসারে—তুরস্ক, গৌড়, গান্ধার, পুলিন্দ, মেঘরঞ্জক ইত্যাদি।

কঙ্কাল (সর ৫।২৮৯—৯০) এই তাল চতুর্বিধ,—পূর্ণ, খণ্ড, সম ও বিষম। (১) চারি দ্রুতের পরে এক গুরু ও এক লঘু মাত্রার তাল—পূর্ণ। (২) দুই দ্রুতের পরে দুই গুরু মাত্রা—খণ্ড। (৩) গুরুদ্বয়ের পরে একটি লঘু মাত্রা—সম এবং (৪) এক লঘুর পরে দুইটি গুরু মাত্রায়—বিষম কঙ্কাল তাল হয়।

কঞ্চুক (সসা ১।২৩০) যে ধ্রুব পদের পূর্বে আলাপ থাকে, তাহাই কঞ্চুক; ইহা করুণ রসে গেয়। [সর ৪। ৩৫৬) ইহাকে 'কম্বুজ' বলে।

কথা—লীলাকীর্ত্তনের উপাঙ্গ-ভেদ [১০৯৫ পৃষ্ঠা] ইহা কীর্ত্তনে উক্তি-প্রত্যুক্তি, গানের যোগসূত্র, অর্থবিশদীকরণ প্রভৃতিতে লক্ষ্যীতব্য।

কনিষ্ঠ বৃন্দ (সর ৩।২০৭) যে বৃন্দে একজন মূলগায়ক, তিন জন সমগায়ক, দুই জন বাংশিক ও দুইজন মার্দঙ্গিক থাকে, তাহাই অধম বা কনিষ্ঠ বৃন্দ।

কন্দর্প (সর ৫।২৬৪) দুইটি দ্রুতমাত্রার পরে একটি য-গণ থাকিলে কন্দর্প তাল হয়। নামান্তর—'পরিক্রম'। ২ (সসা ১।২৬১) ক্রমে দুই দ্রুত, দুই লঘু ও একটি গুরু মাত্রার তাল।

কন্দুক (সর ৫।২৯০) দুই লঘুর পরে স-গণাত্মক মাত্রার তাল।

কপোত (সসা ৪।৮৪,৮৮) সংযুত হস্তকভেদ যাহাতে করতলদ্বয় বিশ্লিষ্ট হইলেও মূল, অগ্র ও পার্শ্বদেশটি মিলিত হয়। ইহা প্রণামে, গুরু-সম্ভাষণে এবং বিনয়পূর্বক অঙ্গীকারে অভিনেয়।

কম্পিত (সসা ৪।২১) বহুবার শীঘ্র-গতিতে ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে শিরশ্চালনকে 'কম্পিত' কহে। ইহা জ্ঞানে, স্বীকারে, রোষে, বিতর্কে এবং তর্জনে অভিনেতব্য। ২ (সর ৭।৩৬০) অধম ব্যক্তিগণের গমনের অভিনয়ে পার্শ্বের মুহুর্মুহু নতোন্নতি। ৩ দ্রুত মাত্রার অর্দ্ধ-পরিমাণে স্বরকম্পন হইলে 'কম্পিত' গমক হয়।

কম্পিতা (সর ৭।৩০৯) কটীনর্ত্তন-বিশেষ, যাহাতে দুই পার্শ্ব দ্রুতগতিতে চলাফেরা করে। কুব্জ ও বামনাদির গতিপ্রদর্শনে অভিনেতব্য।

করঞ্জী নৃত্য (সসা ৩।৪১) স্বভাষায় গানরত গুঞ্জামালাধারী স্ত্রীযুগলের শবরী-বেশে নৃত্য।

করণ (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৪।৩১—১৬৮) নৃত্যবিশেষ। 'হস্তপাদ-সমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ' অর্থাৎ হস্ত ও পদের সহযোগ বা প্রয়োগই নৃত্তের করণ। ইহা ১০৮

প্রকার—তলপুষ্পপুট, বর্ত্তিত, বলিতোরু, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, উন্মত্ত, অলাত, কটীসম, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি। ২ (সসা ২।২৪) ছয় মাসের উর্দ্ধবয়স্ক মৃতবৎসের চর্ম্ম, যাহা মর্দলে ব্যবহৃত হয়।

করণযতি (সর ৫।২৯৭) চারিটি দ্রুতমাত্রার তাল।

করতাল (সসা ২।৬৭—৬৮) শুদ্ধ-কাংস্য-নির্মিত, ত্রয়োদশাঙ্গুলি-প্রমাণ ব্যাসবিশিষ্ট, মধ্যে স্তনাকার মুখ, তাহার মধ্যে রজ্জু-গ্রন্থি এবং পদ্ম-পত্রের তুল্যাকৃতি হইবে। দুই হাতে রজ্জুদ্বয় জড়াইয়া বাজাইতে হয়।

করুণ (সর ৫।৩০৩) একটি গুরুমাত্রার তাল।

করুণা দৃষ্টি (সসা ৪।১৩৪) যে দৃষ্টিতে চক্ষুর উর্দ্ধপুট পতিত (নিম্নগামী) হয়, যাহা অশ্রুযুক্ত হয়, যাহার তারকা শোকহেতু মন্থরা হয় এবং যাহা নাসাগ্রে নিবদ্ধ থাকে, সেই দৃষ্টিই 'করুণা'।

কর্ণলগ্ন (লগ্নকর্ণ) [রত্না ৫।৩২৪১] আলিঙ্গনে ও শীতের অভিনয়ে অনু-ষ্ঠেয় অংসাভিনয়।

কর্ণাট—নারদপঞ্চম-সংহিতার মতে ষষ্ঠ রাগ। ধ্যান—কৃপাণপাণিস্তির-গাধিরূঢ়ো, ময়ূরকণ্ঠাতিসুকণ্ঠকান্তিঃ। স্ফুরৎসিত-স্নিগ্ধরসঃ প্রশান্তঃ, কর্ণাট-রাগো হরিতালবর্ণঃ।

কর্ত্তরীমুখ (সসা ৪।৪৮) অসংযুত হস্তকভেদ যাহাতে ত্রিপতাক হস্তের মধ্যমাকে স্পর্শ না করিয়া তর্জনী তাহার পশ্চাদ্দিকে সংস্থিত হয়। ইহা অলক্তকাদি দ্বারা পাদরঞ্জন প্রভৃতিতে অভিনেতব্য।

কলধ্বনি (সর ৫।৩০৮) ক্রমশঃ দুই লঘু, এক গুরু, এক লঘুর পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

কলা—নিঃশব্দ তাল; 'নিঃশব্দক্রিয়া তু কলাসংজ্ঞয়ৈবোচ্যতে'——কল্লিনাথ। ইহার চারিভেদ—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক। ২ মন্দলয় (নাট্যশাস্ত্র ৩১।৫)। ৩ মাত্রা। চিত্রা, বার্ত্তিক ও দক্ষিণাভেদে ইহা ত্রিবিধা, মতান্তরে ধ্রুবা-কলাও স্বীকৃত হইয়াছে। (নাট্য, কাশী ৩১।৩। ৭) পাঁচ নিমিষে এক 'মাত্রা' হয়, মাত্রার যোগে 'কলা' হয়, সুতরাং পাঁচ নিমিষে গীতকালের কলান্তর হয়। চিত্রায় দুইটি, বার্ত্তিকে চারিটি ও দক্ষিণায় আটটি মাত্রা থাকে। (১) চিত্রা= ১ কলা= ১ তাল= ২ মাত্রা=মাগধী, (২) বার্ত্তিক=২ কলা=২ তাল=৪ মাত্রা=সম্ভাবিতা, (৩) দক্ষিণা=৪ কলা=৪ তাল=৮ মাত্রা=পৃথুলা।

কলোপনতা (সপ ২০৩ টী) মধ্যম গ্রামের ঋষভপূর্বিকা তৃতীয়া মূর্ছনা। ঋষিমূর্ছনা—চন্দ্রা।

কল্যাণ—'মস্ত তীব্রতরো যস্মিন্ গ-নী তীব্রাবিতীরিতৌ। গান্ধারোদ্গ্রাহ-কল্যাণে নারোহে তিষ্ঠতো ম-নী'॥ দিবা তৃতীয় প্রহরের পরে গেয় [পারিজাত ৪০০]।

কল্যাণনাট--(সঙ্গীতপারিজাত ৪৩৯) লক্ষণ— কল্যাণমেল-সম্ভূতোঽবরোহে গধ-বর্জিতঃ। ষড়্জাদিমূর্ছনোপেতো রাগঃ কল্যাণনাটকঃ'॥ সঙ্গীতদর্পণে (২।৮২) ভিন্ন লক্ষণ। ধ্যান— 'কৃপাণপাণিস্তিলকং ললাটে, সুবর্ণ-বেশঃ সমরে প্রবিষ্টঃ। প্রচণ্ডমূর্তিঃ কিল রক্তবর্ণঃ, কল্যাণনাটঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ'॥

কল্যাণী—কর্ণাট রাগের ষষ্ঠী ভার্যা। ধ্যান—ব্যাধূতা নটনৃত্য-পরিশ্রমেণ বালা লীলাভিঃ সুদতী কৃতাদরা। নটীনাং কল্যাণী কলয়তি মত্ত-হস্তী এণপ্রস্থানং মুখরিতা কিঙ্কিণী-কলাপম্ (?)॥

কহু রাগ (পদা ৭২) 'পীতং বসানা বসনং সুকেশী, বনে রুদন্তী পিকনাদ-দূনা। বিলোকয়ন্তী ককুভোঽতি ভীত,-মূর্তিঃ প্রদিষ্টা কহুরাগিণী সা'॥

কাকু—মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-প্রকাশের জন্য কণ্ঠের ধ্বনির বিচিত্রতা বা বিভিন্নতা। সাহিত্যদর্পণ-মতে কণ্ঠ ও উচ্চারণ-ভেদে ধ্বনির বিভিন্নতা। ভানুজী দীক্ষিত অমরকোষের টীকায় বলেন——শোকে ও ভয়ে জনিত স্ত্রীগণের ধ্বনিভেদ।

কানড়া—মল্লার রাগের তৃতীয়া ভার্যা। ধ্যান—অশোকবৃক্ষস্য তলে নিষণ্ণা, বিয়োগিনী বাষ্পকণাঞ্চিতাঙ্গী। বিভূষিতাঙ্গী জটিলেব বালা, সা কানড়া হেমলতেব তন্বী॥

কানড়ী—'তীব্রগান্ধার-সম্পন্না মধ্য-মোদ্গ্রাহ-ধান্তিমা। সাংশস্বরেণ সংযুক্তা কানড়ী সা বিরাজতে'॥ দিবা তৃতীয় প্রহরের পরে গেয়া [সঙ্গীত-পারিজাত ৩৮৪]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৬৬) ইহা দীপকের রাগিণী। লক্ষণ—'ত্রিনিষাদাথ সংপূর্ণা নিষাদো বিকৃতো ভবেৎ। মার্গী চ মূর্ছনা জ্ঞেয়া কানড়েয়ং সুখপ্রদা'॥ ধ্যান— 'কৃপাণপাণি-র্গজদন্তখণ্ড,-মেকং বহন্তী নিজ-হস্তকেন। সংস্তূয়মানা সুর-চারণৌঘৈঃ, সা কানড়েয়ং কিল

দিব্যমূর্ত্তিঃ'॥ কানড়া, কানড়ী ও কানর রাগ একই, যদিও পরিভাষাদি ভিন্ন।

কানর রাগ (পদা ২২) 'মন্দারপুষ্প-গ্রথিত-বনমালা-বিভূষিতঃ। তপ্ত-চামীকরাভাসঃ কানরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ'॥

কান্তা দৃষ্টি (সসা ৪।১৩২) মন্মথ-বর্দ্ধিনী যে দৃষ্টি দৃশ্যবিষয়কে যেন পান করে, যাহা হয় নির্ম্মলা, ভ্রূক্ষেপ ও কটাক্ষে শোভিতা সেই দৃষ্টিই 'কান্তা'।

কামোদা—কর্ণাট রাগের পঞ্চমী ভার্যা। ধ্যান—ভর্ত্তুঃ সমং পাথসি সন্তরন্তী, পয়োবিহারেণ সরোরুহাণি। বিচিন্বতী সৌরভমোদমানা, কামোদ-রাগিণ্যুদিতা গুণজ্ঞৈঃ॥

কামোদী—সঙ্গীতদর্পণে (২।৬৬) দীপকের রাগিণী। লক্ষণ—'ধাংশ-ন্যাসগ্রহা পূর্ণা পৌরবী মূর্চ্ছনা মতা। মল্লার-নিকটে গেয়া কামোদী সর্ব্বদা। শিবভূষণ-কেদারযুক্তা সর্ব্বসুখপ্রদা'॥ ধ্যান—'পীতং বসানা বসনং সুকেশী, বনে রুদন্তী পিক-নাদদূনা। বিলোকয়ন্তী বিদিশো-হতিভীতা, কামোদিকা কান্তমনু-স্মরন্তী'॥ লক্ষণাদি ভিন্ন হইলেও কামোদা ও কামোদী একই রাগ।

কাম্বোধী—'কাম্বোধী তীব্রগান্ধারা গান্ধারাদ্দিক-মূর্চ্ছনা। আরোহে মনি-হীনা স্যান্মধাংশ-স্বরভূষিতা। যদা গান্ধারহীনা স্যান্মূর্চ্ছনা চোত্তরায়তা'॥ [পারিজাত ৪১০]।

কাষ্ঠা নৃত্য (সসা ৩।৩৮) আটটি গোপীর সহিত আটটি কৃষ্ণমূর্ত্তির নৃত্যবিশেষ যাহাতে স্বস্তিকাদি মাঙ্গলিক উপচারের প্রয়োগ হয়।

কীর্ত্তি (সর ৫।২৮২) ক্রমশঃ এক লঘু, এক প্লুত, এক গুরু ও এক লঘুর পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

কুকুভা—মালবকৌশিকের রাগিণী। লক্ষণ—'ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা কুকুভা মতা। তৃতীয়মূর্চ্ছনোৎপন্না শৃঙ্গার-রসমণ্ডিতা'॥ সঙ্গীতদর্পণে (২।৫৭) ধ্যান—'সুপোষিতাঙ্গী রতিমণ্ডিতাঙ্গী, চন্দ্রাননা চম্পক-দামযুক্তা। কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা বিচিত্রা, দানেন যুক্তা ককুভা মনোজ্ঞা'॥

কুড়াই—'কুড়াই তীব্রগোপেতা চারোহে মনি-বর্জিতা। গান্ধারোদ্-গ্রাহ-সংযুক্তা পঞ্চমাংশেন শোভিতা॥ ধর্যোরন্যতরেণৈব যত্রাবরোহণং মতম্। গান্ধারেণ বিহীনা সাপ্যবরোহে ক্বচিন্মতা'॥ [সঙ্গীতপারিজাত ৪৫৪—৪৫৫]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৯৩) লক্ষণ—'দেশাখ্য-সদৃশী জ্ঞেয়া কুড়াই সর্ব্বসম্মতা'॥

কুড়ুক্ক (সর ৫।২৭৪) ক্রমশঃ দুই দ্রুত ও দুই লঘু মাত্রার তাল।

কুতপ (নাট্যশাস্ত্র কাশী, ৪।২৬৮) আসর বিছান, ২ চারিপ্রকার বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রাদির সমাবেশ করত নাট্যোপযোগী অভিনয়-মঞ্চে আসর প্রস্তুত করাই কুতপ। তিনটি কুতপের একত্র সমাবেশের নাম—'বৃন্দ'। [অভিনব গুপ্ত-মতে—'কুতং পাতি, কুতঃ শব্দবিশেষঃ। কুং তপতীতি কুতপো ন শব্দবিশেষঃ]।

কুতপবৃন্দ—তিনটি কুতপের একত্র সমাবেশকে 'বৃন্দ' বলে। তত, অবনদ্ধ ও নাট্য-ভেদে ত্রিবিধ কুতপ-বৃন্দ ভরত ও শার্ঙ্গদেব স্বীকার করিয়াছেন।

কুবল (সসা ১।৩৩০) বলিগমক কোমলকণ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত হইলে হয় 'কুবল' গমক।

কুমুদ (সর ৫।২৯১) ক্রমে এক লঘু, দুই দ্রুত, দুই লঘুর পরে একটি গুরু মাত্রার তাল। (২) একটি লঘুর পরে চারিটী দ্রুত ও একটি গুরু মাত্রার তালই মতান্তরে কুমুদ।

কুবিন্দক (সর ৫।৩০৭) ক্রমশঃ এক লঘু, দুই দ্রুত, এক গুরু ও পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

কুশীলব (নাট্যশাস্ত্র, কাব্যমালা ৩৫।৩৭) নাটকের উপযোগী গীত-বাদ্যাদির শিল্পী।

কূটতান—যে সকল তানে স্বরসমূহের কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নাই অর্থাৎ ষড়্জের আগে ঋষভ অথবা গান্ধারের আগে মধ্যম স্বর প্রয়োগ হইবে কিনা এ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ নাই, তাহারাই 'কূটতান'। (সদ ১।১১২) এ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অসম্পূর্ণ (ঔড়ব কি ষাড়ব) এবং সম্পূর্ণ (সপ্তস্বরযুক্ত) মূর্চ্ছনার স্বর ব্যুৎক্রমে উচ্চারিত হইলে কূটতান (যেমন—স গ ম রে প গ রে ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়।

কেদার রাগ (পদা ২) ধ্যান—'প্রিয়াবিরহ-সন্তাপ-দুঃখিতো ধূসরা-কৃতিঃ। কেদাররাগঃ শ্যামোঽয়ং যুবা সর্বাঙ্গসুন্দরঃ'॥

কেদারিকা—মল্লার রাগের ষষ্ঠী ভার্যা। ধ্যান—স্নাত্বা সমুত্তীর্ণবতী সুদেহা কেশ-প্রণিষ্যন্দিত-বারি-বিন্দুঃ। নিষ্পীড়য়ন্তী তিমিরাংশুকান্তিং কেদারিকা রক্তপয়োধরশ্রীঃ॥

কেদারী—'গনী তীব্রৌ তু কেদার্য্যাং

রিধৌ নষ্টোঽথ গাদিমা'। ভরত-মতে ইহা দীপক রাগের ভার্যা। দিনের চতুর্থ প্রহর হইতে গেয়া [সঙ্গীত-পারিজাত ৪০৯]। সঙ্গীতদর্পণে লক্ষণ—'কেদারী রিধ-হীনা স্যাদৌড়বা পরিকীর্ত্তিতা। নি-ত্রয়া মূর্ছনা মার্গী কাকলী-স্বর-মণ্ডিতা॥' ধ্যান—জটাং দধানা সিতচন্দ্র-মৌলিঃ, নাগোত্তরীয়া ধৃতযোগপট্টা। গঙ্গাধর-ধ্যাননিমগ্ন-চিত্তা, কেদারিকা দীপক-রাগিণীয়ম্॥' কেদার, কেদারিকা ও কেদারী একই রাগ, যদিও লক্ষণাদি ভিন্ন।

কৈশিকী (সক ২।৩৬) বৃত্তি-ভেদ, যাহা সুকুমার অর্থ-সন্দর্ভের প্রকাশ করে।

কোকিল (রত্না ৫।২৬৭৩) সঞ্চারী বর্ণের অলঙ্কারভেদ। সরিগ, সরিগম—এইরূপ স্বরবিন্যাসে 'কোকিল' অলঙ্কার ঘটিত হয়।

কোকিলাপ্রিয় (সর ৫।২৭৮) ক্রমে এক গুরু, এক লঘু ও একটি প্লুত-মাত্রার তাল।

কোড়া—মল্লার রাগের পঞ্চমী ভার্যা। ধ্যান—সুকচ্ছপীং বাদয়তি স্বভর্ত্তু-র্গীনার্থমভ্যস্যতি সম্মুখেন। সদৈব তালাবিহিতা (?) চ বালা, কোড়া কলা-তানবতী মতা সা॥ (পঞ্চম সার-সংহিতায় তৃতীয় নারদ)।

কোলাহল বৃন্দ (সর ৩।২০৯) যে বৃন্দে উত্তম বৃন্দ হইতেও অধিক গায়ক ও বাদকের সমাবেশ হয়, তাহাই 'কোলাহলবৃন্দ'।

কৌমারিকা—শ্রীরাগের চতুর্থী ভার্যা। ধ্যান—অট্টালিকায়াং স্ফুট-কৌমুদীভিঃ, প্রকাশিতায়াং রজনী-বিহারম্। অহ্নায় কান্তেন সমং বসন্তী কৌমারিকা কামকলা বহন্তী॥

কৌমারী— 'গৌরী--মেল-সমুদ্ভূতা ধৈবতোদ্‌গ্রাহ-শোভিতা। ধন্যা-সাংশাপি কৌমারী প্রায়শঃ কম্পিত-স্বরা॥' [পারিজাত ৪।১৭]। কৌমারিকা এতৎসদৃশ।

ক্রীড়া (সর ৫।২৮১) দুটি বিরামান্ত দ্রুত মাত্রার তাল। ইহার অন্য নাম—'চণ্ডনিঃসারুক'।

ক্রুদ্ধা দৃষ্টি (সসা ৪।১২৫) যে দৃষ্টিতে চক্ষুর বৃত্তপুট স্থির হয়, যাহা রূক্ষ এবং যাহার তারকা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়, সেই ভ্রুকুটী-কুটিল দৃষ্টিই ক্রুদ্ধা।

ক্ষাম (সর ৭।৩৫৭) জৃম্ভণ, হাস্য, নিঃশ্বাস ও রোদনের অভিনয়ে উদরের নমনই 'ক্ষাম'।

ক্ষুদ্রগীত (সসা ১।২৯৫) তাল ও ধাতুযুক্ত বাক্যমাত্র। ইহা প্রায় শুদ্ধ সালগের ন্যায়। ইহার চারিভেদ—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পঞ্চালী। [লক্ষণাদি তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]।

খটকামুখ (সর ৭।১৩৬--১৩৯) অনামিকা ও কনিষ্ঠা উৎক্ষিপ্ত, কুটিলীকৃত ও বিরল থাকিলে 'কপিত্থই' খটকামুখ হস্তক হয়। উত্তান হইয়া ইহা বল্গা ও চামরাদি-ধারণে, কুসুম-চয়নে, মুক্তাহারাদি-ধারণে অভিনেতব্য।

খণ্ড (নাট্য, কাশী ১১।৪) সমস্ত করণের একত্র করা। (সর ৭।৯০৮) তিন করণে নিষ্পাদ্য চারী। -**ধারা**—প্রবন্ধগীতি-বিশেষ। ইহা দ্বিপদিকার রূপভেদ। খণ্ডধারা দ্বিপদিকায় চৌদ্দটি কলা ও চারিটি চরণ থাকে।

খম্বাবতী (সঙ্গীতপারিজাতে ৩৯৮) লক্ষণ—'খম্বাবতী প-হীনা স্যাৎ কোমলীকৃত-ধৈবতা। গান্ধার-মূর্ছনা-যুক্তা রিণা ত্যক্তাবরোহিকা॥' দিবা তৃতীয় প্রহরের পরে গেয়া। সঙ্গীত দর্পণে (২।৫৪) ইহা মালবকৌশিকের ভার্যা। লক্ষণ—'ধৈবতাংশ-গ্রহন্যাসা ষাড়বা ত্যক্ত-পঞ্চমা। খংবাবতী চ বিজ্ঞেয়া মূর্ছনা পৌরবী মতা'॥ ধ্যান—'খম্বাবতী স্যাৎ সুখদা রসজ্ঞা, সৌন্দর্যলাবণ্যবিভূষিতাঙ্গী। গান-প্রিয়া কোকিলনাদতুল্যা, প্রিয়ংবদা কৌশিকরাগিণীয়ম্॥ (২) [পদা ১৫] 'বাসো বসানা শরদভ্রশুভ্রং, বিরিঞ্চ-বেদী--পরিকর্মদক্ষা। মন্দারদাত্রী চতুরাননস্য খম্ভাবতী লব্ধ-সমৃদ্ধবেশা'॥

খরলি (সসা ২।২৬) মর্দলে ব্যবহার্য লেপ-বিশেষ।

খল্ল (সর ৭।৩৫৮) আতুর ও শ্রম-ক্লিষ্টের অভিনয়ে নীচ উদরকে 'খল্ল' কহে।

গঙ্গাবতরণ (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৪।৫৫) করণ বা নৃত্ত। ইহা অভিনয়াঙ্গ নৃত্য বলিয়া হরিবংশে ইহার উল্লেখ নাই ; ভরতের মতে এই করণে পদতল ও পদাঙ্গুলি ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত থাকিবে, হস্তে ত্রিপতাক প্রদর্শিত হইবে কিন্তু অঙ্গুলিসমূহ নিম্নদিকে নমিত এবং মস্তক সম্যক্ উন্নত থাকিবে। স্ত্রী ও পুরুষ এই নৃত্য করিতে পারে।

গজ (সর ৫।৩০২) চারিটি লঘু-মাত্রাত্মক তাল।

গজঝম্প (সর ৫।২৯৪) একটি গুরুর পরে বিরামান্ত দ্রুতত্রয়াত্মক মাত্রার তাল।

গজলীল (সর ৫।২৬৭) বিরামান্ত

চারিটি লঘু মাত্রার তাল ; 'গজলীলো বিরামান্তমুক্তং লঘুচতুষ্টয়ম্' ।

গমক (সসা ১৷৩২৫—৩২৬) শ্রোতৃবর্গের আনন্দপ্রদ স্বর-কম্পন। তাহা ১৫ প্রকার—তিরিপ, স্ফুরিত, কম্পিত, নীল, আন্দোলিত, বলি, ত্রিভিন্ন, কুবল, আহত, উন্নামিত, প্লাবিত, হুম্কৃত, মুদ্রিত, নামিত ও মিশ্রিত। পৌষ ও মাঘ মাসের রাত্রির শেষ প্রহরে জলমধ্যে থাকিয়া সাধক গমক অভ্যাস করিবেন।

গাথা (সর ৪৷২৩২-২৩৩) আর্যার লক্ষণান্বিত প্রাকৃতপদ। ইহা ত্রিপদী ও ষট্‌পদী-ভেদে দ্বিবিধ, ইহাতে পাঁচটি চরণও থাকে।

গানক্রিয়া (সর ১৷৬৷১) সঙ্গীতে বর্ণের নাম গানক্রিয়া। স্বরের পদকে বা স্বরকে বিস্তার করাই বর্ণ। নান্যদেব 'বর্ণ' শব্দে গীতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

গান্ধার স্বর (রত্না ৫৷২৫৮৮) নাভি হইতে উত্থিত বায়ু নাসিকা ও কর্ণকে সঞ্চালিত করত সশব্দে নির্গত হইলে 'গান্ধার স্বর' হয়। ছাগ গান্ধার-প্রকাশক।

গান্ধর্ব (নাট্যশাস্ত্র ২৮৷৮) বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীত।

গান্ধারী—শ্রীরাগের প্রথমা ভার্যা। ধ্যান—সন্ধ্যাসুকালে গৃহমধ্যদেশে, প্রবাদয়ন্তী হ পিনাকযন্ত্রম্। ধারাধরা-ধাতুবিচিত্রিতাঙ্গী, গান্ধারিকা গন্ধস্রজং নিধত্তে॥

গায়ক (সসা ১৷৩৪৯—৩৫৬) যিনি সঙ্গীত করেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে ত্রিবিধ গায়ক। যিনি মার্জিত্‌স্বর, সুগঠিতদেহ, বিবিধ রাগরাগিণী-ভেদজ্ঞাতা, গ্রহমান-লয়াদিতে অধিকারী, তালজ্ঞ, ক্লান্তিহীন, ত্রিভিন্নাদি গমকে সহজ ও সাবলীল-গতিবিশিষ্ট, প্রবন্ধগানে নিপুণ, গানক্রিয়ায় সাবধান, আয়ত্তকণ্ঠ, স্থায়িজ্ঞ, দোষরহিত ও মেধাবী—তিনিই 'উত্তম' গায়ক। এই গুণগণের কতিপয় গুণ থাকিলে হয় 'মধ্যম' এবং গুণযুক্ত হইয়াও যদি বহুদোষসম্পন্ন হয়, তবে তাহাকে বলে 'অধম' গায়ক। আবার (১) শিক্ষাকার (সহস্র শিক্ষাদানে দক্ষ), (২) অনুকার (পরের ভঙ্গির অনুকরণকারী), (৩) রসিক (রসাবিষ্ট), (৪) রঞ্জক (শ্রোতৃরঞ্জনকারী) এবং (৫) ভাবক (গীতের অতিধ্যানকারী)—গায়ক পঞ্চবিধ। আবার 'একল' (একাকী), 'যমল' (অন্য একজনের সহিত গায়ক) ও 'বৃন্দ'-(বহুর সঙ্গে গায়ক)-ভেদেও ত্রিবিধ।

গায়নদোষ (সসা ১৷৩৫৭—৩৫৮) ভীত, অস্পষ্টবাক্য, বিচলিত-শিরস্ক, ফুৎকারী, স্খলিত-স্বর, দৃষ্টদন্ত, নিমীলিত-নেত্র, সমারব্ধ গ্রামে অস্থির, বক্রগল, স্থলে স্থলে স্বরের অল্পতা ও বাহুল্যযুক্ত, এক রাগের সহিত অন্য রাগের মিশ্রণকারী, কম্পিতাঙ্গ, অন্যমনাঃ, বিরসকারী, কর্কশ-স্বর ও দ্রুতগায়ক—এবম্বিধ গায়কই দুষ্ট। অধিকন্তু—তালভঙ্গ, গীতাঙ্গের দীর্ঘতাপাদন, ভীষণাকৃতি, ছাগবৎ-ধ্বনি, অব্যবস্থিততা, গণ্ডস্ফীতি, নাকিস্থুর ইত্যাদিও গায়ন-দোষ।

গায়নীবৃন্দ (সর ৩৷২০৭—৮) উত্তম গায়নীবৃন্দে দুই মূল গায়ক, দশ সমগায়ক, দুই বাংশিক ও দুই মার্দঙ্গিক থাকে। মধ্যমে এক মূল গায়ক, চারি সমগায়ক, এক বাংশিক ও এক মৃদঙ্গী থাকে এবং অধম বা কনিষ্ঠ বৃন্দে মধ্যমের ন্যূন সংখ্যা।

গারুগি (সর ৫৷২৯৭) বিরামান্ত চারিটী দ্রুতমাত্রার তাল।

গীত (সসা ১৷৩৪—৩৭) নারদ-সংহিতামতে গীত 'ধাতু-মাতু'-বিশিষ্ট। নাদাত্মক গীত ধাতু এবং রাগাদি মাতু। (সসা ১৷১৫০) ইহা অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধভেদে দ্বিবিধ। আবার দিব্য, মানুষ ও দিব্যমানুষ ভেদে ইহা তিন প্রকার। (সসা ১৷৩০৯) সম, অর্দ্ধসম ও বিষমভেদে ত্রিবিধ। সমানমাত্রাযুক্ত চারিচরণে গীতের সংজ্ঞা হয়—'সম'। প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সমানমাত্রা হইলে হয়—'অর্দ্ধসম'। যাহার চারি চরণই মাত্রাসংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহাকে 'বিষম' গীত বলে।

গীতগুণ (সসা ১৷৩১২) গ্রহ, লয়, যতি, মানের বৈচিত্র্য, ধাতুর পুনরুক্তি, নবনবতা, মাতুর অনেকার্থতা, রাগ-সুরম্যতা, গমক, অর্থ নৈর্মল্য এবং 'তেনক', স্বর ও পাটের বিবিধাকারে সংযোজন।

গীতদোষ (সসা ১৷৩৪২) কথার স্খলন, তালাদির অভাবে রচনা, ধাতুমাতু প্রভৃতির হানি, কটু উক্তি, রসাদি-হানি, শ্রুতিকঠোরতা প্রভৃতি।

গীতবিধি (সর) দেবতাগণের গুণ ও মহিমাকীর্ত্তন করত গান করা।

গুণকরী বা **গুণক্রিয়া**—'রিধ-

কোমলসংযুক্তা গ-নি-বর্জ্জা গুণক্রিয়া। ধৈবতোদ্‌গ্রাহ-সংযুক্তা ক্বচিদ্‌গান্ধার-সংযুতা ॥' [পারিজাত ৪০৪] সঙ্গীতদর্পণে (২।৫৬) ইহা মালব-কৌশিকের ভার্যা। লক্ষণ—'রিধ-হীনা গুণকিরী ঔড়বা পরিকীর্ত্তিতা। নি-গ্রহাংশা তু নিত্যা সা কৈশ্চিৎ ষড়্‌জাশ্রয়া মতা। রজনী মূর্চ্ছনা চাত্র মালবাশ্রয়িণী তু সা' ॥ ধ্যান—'শোকাভিভূত-নয়নারুণদীনদৃষ্টি-র্ম্লানা-ননা ধরণি-ধূসরগাত্রযষ্টিঃ। আমুক্ত-চারুকবরী প্রিয়দূরবৃত্তা, সংকীর্ত্তিতা গুণকিরী করুণোৎক্লশাঙ্গী' ॥

গুর্জরী—'গুর্জরী মালবোৎপন্নাহ-বরোহে মনি-বর্জিতা। গ-শিষ্টমধ্য-মোপেতা ধৈবত-শ্লিষ্ট-সস্বরা। গান্ধার-মূর্চ্ছনোপেতা দাক্ষিণাত্যা প্রকী-র্ত্তিতা ॥' [সঙ্গীত-পারিজাত ৪১৫]। সঙ্গীত-দর্পণে (২।৮০) ইহা মেঘ-রাগের ভার্যা এবং ধ্যান—'শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমাণাং, মৃদুল্লসৎপল্লব-তল্পযাতা। শ্রুতেঃ স্বরাণাং দধতী বিভাগং, তন্ত্রীমুখা দক্ষিণগুর্জরীয়ম্' ॥ মতান্তরে—বসন্তরাগের পঞ্চমী ভার্যা। ধ্যান — কর্ণোৎপলালম্বিমধু-ব্রতালী, শৃণোতি সা মঞ্জুল-কূজিতানি। কান্তান্তিকং গন্তমনাঃ প্রদোষে, সা গুর্জ্জরী বেশকলোচিতাঙ্গী ॥

গোণ্ডকিরী রাগ (পদা ১৫২) 'রতোৎসুকা কান্তবর-প্রতীক্ষা, সম্পাদয়ন্তী মৃদুপুষ্পতল্পম্। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিরার্ত্তা, শ্যামাতনুর্গোণ্ডকিরী প্রদিষ্টা' ॥

গোপী-কাম্বোধী — 'ধৈবতোদ্‌গ্রাহ-সংযুক্তা গোপী-কাম্বোধিকা পুনঃ। যত্রারোহে নি-বর্জত্বং মপাংশাভ্যাং সুশোভিতা' ॥

গোপুচ্ছা যতি—গীতের পূর্বভাগে দ্রুত, মধ্যভাগে মধ্য ও শেষভাগে বিলম্বিত লয়ের সমাবেশে গোপুচ্ছা যতি হয়। **২** গীতের প্রথমে দ্রুত, মধ্যে ও অন্তে বিলম্বিত লয়ের সমাবেশকে গোপুচ্ছা বলে।

গোমুখী (সসা ২।৩২) অগ্র হস্তের চালনাদ্বারা প্রদর্শিত বাদনমার্গ।

গৌণ্ড (গৌড়)—'তীব্র-গান্ধার-সংযুক্ত আরোহে বর্জিতৌ গনী। ষড়্‌জোদ্‌গ্রাহেণ সম্পন্নো গৌণ্ড আম্রেড়িত-স্বরৈঃ ॥' [পারিজাত ৪৫৬]।

গৌরী—শ্রীরাগের তৃতীয়া ভার্যা। ধ্যান—পুষ্পোদ্যানে সার্দ্ধমালীকলাপৈঃ, ক্রীড়ন্ত্যেবং কোকিলা-কাকলীষু। রামা শ্যামা সদ্‌গুণানাঞ্চ সীমা, গৌরী গৌরী গৌরবালোকদিষ্টা ॥ **২** 'রি-স্বরাদিস্বরারম্ভা রি-কোমল ধ-কোমলা। গ-তীব্রা সা-নি তীব্রা চ গৌরী ন্যংশস্বরা মতা ॥ আরোহে গ-ধ-হীনা সা নি-কম্পন-মনোহরা। আরোহে যদি গান্ধারো মধ্যমাবধি-মূর্চ্ছনা ॥' [পারিজাত ৩৬৬—৩৬৭]। ধ্যান—'শ্যামা মদোন্মত্ত-কলেবরা বরা, বিভাতি তন্ত্রী করয়োঃ সুগায়কা। নিতান্তযত্তানবিভূষিতা-গতি,-র্গীতস্তু গৌরী রসিকা দিনান্তরে' ॥ সঙ্গীতদর্পণে (২।৫৫) লক্ষণ ও ধ্যানাদি পৃথক্। **৩** (সর ৫।৩০৪) পাঁচটি লঘু মাত্রার তাল।

গৌরীবিক্রম (সসা ১।২৬৪) দুই লঘু ও দুই দ্রুত মাত্রার তাল (?)।

গ্রহ (সসা ১।৩১৪—৩১৮) গীত-গতির সাম্যকারী তাল। গ্রহ তিনটী—অনাগত, সম ও অতীত। গীতারম্ভের পূর্বে দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করত তালন্যাস হইলে তাহাকে 'অনাগতগ্রহ' বলে। গীতোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তালের সঙ্গতি হইলে তাহাকে 'সমগ্রহ' বলে। তালের যে অংশ পরে পড়িবে, যদি তাহা পূর্বে স্থাপন করত তাল গৃহীত হয়, তখন 'তালগ্রহ' হয় ইহা অতীত গ্রহের ভেদ-বিশেষ।

গ্রহস্বর (সসা ১।৯৯) গীতের প্রারম্ভে প্রযুক্ত স্বর।

গ্রাম (সসা ১।৭১—৭৬) প্রাচীন ঠাট-বিশেষ (Scale)। ষড়্‌জাদি স্বরের অতিসূক্ষ্মভাবে সংযোজন। মতান্তরে—সুব্যবস্থিত **স্বর-সমূহ**। তিনটী গ্রাম—ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার। ইহারা মূর্চ্ছনার আধার-ভূত। ষড়্‌জ গ্রামই উত্তম। ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম পৃথিবীতে এবং গান্ধার দেবলোকে প্রচলিত। মূর্চ্ছনা-প্রকার—

১) ষড়্‌জগ্রামে—স রি গ ম প ধ নি।
২) মধ্যমে— ম প ধ নি স রি গ।
৩) গান্ধারে— গ ম প ধ নি স রি।

কোহল বলেন—জাতি ও শ্রুতি-গণ সহিত স্বরই গ্রামরূপে ব্যক্ত হয়। তাৎপর্য-বিচারে—পঞ্চমকে স্বর মানিলে হয় ষড়্‌জগ্রাম, ষড়্‌জকে স্বর মানিলে মধ্যম এবং মধ্যমকে স্বর মানিলে গান্ধার (নিষাদ) গ্রাম হয়।

গ্লানা দৃষ্টি (সসা ৪।১৪৬) যে দৃষ্টিতে ভ্রূ-দ্বয় ও পক্ষ্মপুট বিশ্লথ হয়, যাহা মলিনা ও মন্দগতিশীলা এবং যাহাতে তারকাদ্বয় অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, তাহাই

গ্লানা। ইহা গ্লানি ও অপস্মারে অভিনেতব্য।

ঘট্টিতা (সসা ২।৩২) করমূলের চালনদ্বারা প্রদর্শিত বাদনমার্গ।

ঘন (সসা ২।৬৪—৬৬) বাদ্য-ভেদ। ইহা অনুরক্ত ও বিরক্ত-ভেদে দ্বিবিধ। গীতের অনুগত হইলে অনুরক্ত এবং তালাশ্রয়ী হইলে নাম হয়—বিরক্ত বাদ্য। করতাল, কাংস্যবল, জয়ঘণ্টা, শুক্তিকা, কম্পকা, ঘটবাদ্য, ঘণ্টাতোদ্য, ঘর্ঘর, ঝঞ্ঝাতাল, মঞ্জীর, কর্ত্তরী ও অঙ্কুর—এই বারটিকে ঘন বাদ্য বলে।

চচ্চরী (সর ৫।২৬৬) আটটি বিরামান্ত দ্রুতদ্বয়ের পরে একটি লঘু-মাত্রার তাল।

চঞ্চৎপুট (সসা ১।২৫৮) তগণের পরে প্লুতমাত্রার তাল।

চণ্ডতাল (সর ৫।৩০৪) তিন দ্রুতের পরে দুই লঘুমাত্রার তাল।

চতুরস্র—সমক্ষেত্র বা চারিকোণযুক্ত ক্ষেত্র (মঞ্চ)। এই রঙ্গক্ষেত্র ৪৮´ ×৪৮´, সঙ্গীতমকরন্দ-মতে ৯৬´× ৯৬´ বিস্তৃত। ২ (সর ৭।২১৮-২১৯) বক্ষের সম্মুখে অথচ তাহা হইতে অষ্টাঙ্গুলি-ব্যবধানে স্থিত করদ্বয়কে চতুরস্র বলে, যদি অভিনেতার সম্মুখ-দিকে হস্তদ্বয় স্থাপিত হয় এবং স্কন্ধ ও কফোণি (কনুই) দুইটি 'খটকামুখ'-হস্তক হয়। ইহা মুক্তাহার এবং মাল্যাদির আকর্ষণে অভিনেয়।

চতুর্থক (সর ৫।২৬২) ক্রমে দুই লঘু ও একটি দ্রুত মাত্রায় চতুর্থ তাল।

চতুর্মার্গ [সঙ্গীতশাস্ত্রে] আলিপ্ত, আদিত, গোমুখ ও বিতস্ত।

চতুর্মুখ (সর ৫।২৯৫) জ-গণের পরে একটি প্লুতমাত্রার তাল।

চতুস্তাল (সর ৫।২৯১) একটি গুরুর পরে তিনটী দ্রুত মাত্রার তাল।

চন্দ্রকলা (সর ৫।৩০৪) ম-গণের পরে তিনটী প্লুত ও একটি লঘু মাত্রার তাল।

চন্দ্রিকা (সসা ১।২৫৪) একতালীর ভেদ।

চর্চরী, চচ্চরী (স সা ১।২০৬) 'একান্তর-বিরামান্তশ্চর্চরী ষোড়শদ্রুতৈঃ॥' ২ (সর ৪।২৯২,২৯৩) বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ-ভেদ। এই প্রবন্ধ বসন্তোৎসবে প্রাকৃত পদযোগে গীত হইত। চর্চরী প্রবন্ধ গীতিও বটে, আবার ছন্দও বটে। কেহ কেহ ক্রীড়া [বিরামান্ত দ্রুতদ্বয়] তালেও চর্চরী গান করিত। কালিদাসের সময়ে ইহার প্রচলন ছিল—বিক্রমোর্বশী চতুর্থাঙ্কে জম্ভালিকা, খণ্ডধারা প্রভৃতির সহিত চর্চরীর উল্লেখ আছে।

চর্যা—লুইপাদ, সরহা প্রভৃতি বজ্রযান-পন্থী তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্য-কর্তৃক রচিত পদ। নামান্তর—'বজ্রগীতি'। ভাষা—অবহট্‌ঠ। কেহ কেহ বলেন যে এই চর্যা-রীতির অনুসরণে ১২শ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন (সর ৪।২৯৪-২৯৫)। পূর্ণ ও অপূর্ণভেদে চর্যা-প্রবন্ধ দ্বিবিধ। সমধ্রুবা চর্যাগানে একটি বা দুইটি পদ আবৃত্তি হইত। বিষমে কিন্তু ধ্রুব ধাতুরই আবৃত্তি হইত। চর্যায় সাধারণতঃ মেলাপক-বর্জিত উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ থাকে।

চাচপুট (সসা ১।২৫৮) ভগণের পরে একটি গুরু মাত্রার তাল।

চাপস্তুত (সসা ৪।৩৮) পার্শ্বাঙ্গাভিনয়।

চারী (সসা ৪।১০৭) পদ, জঙ্ঘা, উরু ও কটির সমতা-বিধায়ক চেষ্টাকে 'চারী' বলে। একপাদ-প্রচারে হয় 'চারী' এবং দুইপাদ-সঞ্চালনে তাহাকে 'করণ' বলে। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সমতা (তাল বা লয়) রক্ষা করে—এই চারী [নাট্য-শাস্ত্র, কাশী-১১।১-৩], ভরত ১৬টি ভৌম ও ১৬টি আকাশচারীর পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব ৩৫টি দেশী ভৌমচারী ও ১৯টি দেশী আকাশ-চারী এবং কোহল ২৫ প্রকার 'মধুপ' চারির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার ভিন্নভাবে নন্দিকেশ্বরও চলন, চঙ্-ক্রমণ ইত্যাদি ৮ প্রকার চারীর উল্লেখ করিয়াছেন।

চিত্রকলা (সসা ১।৩১২) ক্ষুদ্রগীত-ভেদ, যাহাতে উদ্‌গ্রাহ ও আভোগে মাত্রা সমান, কিন্তু ধ্রুবপদে ন্যূন হয় এবং তিন হইতে আটপর্যন্ত পাদ-সংখ্যা হয়, তাহাকে 'চিত্রকলা' বলে।

চিত্রপদা (সসা ১।৩০১) ক্ষুদ্রগীত-ভেদ, যাহাতে কেবল পদবৈচিত্রী (কোমল অনুপ্রাস ও প্রসাদাদি গুণ) থাকে অথচ ধাতু প্রভৃতির বিচিত্রতা নাই, তাহাকে 'চিত্রপদা' বলে।

চিত্রা (সপ ২০৩ টী) গান্ধার গ্রামে চতুর্থী মূর্ছনা।

চিত্রাবতী (সপ ২০৩ টী) গান্ধারগ্রামে পঞ্চমী মূর্ছনা। নামান্তর—রোহিণী।

চিত্রা বীণা (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ২৯। ১১৪) সপ্ততন্ত্রী, সেতার-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

ছায়ালগ (সসা ১।২১০-২১১) যাহা

শুদ্ধ প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষণান্বিত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই 'ছায়ালগ'। তালবাদ্য প্রভৃতির যোগে শূড় রচিত হইয়া চিত্তরঞ্জক হয়। ইহার নামান্তর—'সালগ'।

ছালিক্য (হব ২।৮৯।৬৬) নৃত্য-বিশেষ, স্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া নৃত্যের সহিত এই ক্রীড়া সমারব্ধ হইত। হরিবংশ-মতে ছালিক্যগান যাদব-গণের অতিপ্রিয়। ইহা গান্ধর্বগানের শ্রেণীভুক্ত, নিবদ্ধ গান। ছালিক্য গানে ছয়টি গ্রাম রাগের ও বিভিন্ন তালের সমাবেশ থাকিত। বিভিন্ন ধাতু ও মাতুর ইহাতে অন্তর্নিবেশ হইত। হরিবংশে বিষ্ণু পর্বে ৯৩-তম অধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে ভৈমস্ত্রীগণ গঙ্গাবতরণের বিষয়বস্তু-বর্ণনাচ্ছলে গান্ধার গ্রাম-পর্যন্ত লীলায়িত করিয়া ছালিক্যগান করিয়াছিলেন। কালি-দাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের দ্বিতীয়াঙ্কে 'দেব! শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি। তস্যাস্ত ছলিক-প্রয়োগ-মেকমনাঃ শ্রোতুর্মর্হতি'। এই বাক্যের ছলিক-শব্দটি চতুষ্পদা নাটকে ছালিক্য গানেরই বাচক।

ছুট লীলা-কীর্ত্তনের উপাঙ্গভেদ [১০৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। পদের অংশ-বিশেষ। সম্পূর্ণ পদ গান না করিয়া ছোট তালে পদের অংশ-বিশেষ গান করাই 'ছুট'।

জনক (সর ৫।৩০০) ন-য-স এই তিন গণের পরে একটি গুরু মাত্রার তাল।

জয় (সর ৫।২৭২) ক্রমশঃ জগণ, এক লঘু, দুই দ্রুত ও একটি প্লুত মাত্রার তাল। ২ (সসা ২।৫৫) চতুর্দশাঙ্গুল-প্রমাণ বংশ।

জয়মঙ্গল (সর ৫।২৮০) দুইটি স-গণের মাত্রাত্মক তাল। ২ (সসা ১।২৭১) দুই লঘুর পরে একটি ভ-গণাত্মক তাল।

জয়শ্রী (সর ৫।২৮২) র-গণের পরে এক লঘু ও এক গুরু মাত্রার তাল। ২ (সসা ১।২৭০) জ-গণের পরে ক্রমে এক লঘু, দুই গুরু ও এক লঘু মাত্রার তাল।

জাকড়ী নৃত্য (সসা ৩।৩৯) পানমত্ত তুরঙ্কদ্বয় এক গুচ্ছ ময়ূরপিচ্ছ করে লইয়া স্বভাষায় গান করত যে নৃত্য করে, তাহাই 'জাকড়ী'।

জাতি (সসা ১।১০৪—১১১) সঙ্গীত-শাস্ত্রমতে যাহা হইতে রাগের জন্ম হয়। ইহা ত্রিবিধ—শুদ্ধা, বিকৃতা ও সঙ্কীর্ণা। শুদ্ধা জাতি সাতটি—ষড়্জাদি স্বরেই তাহাদের সংজ্ঞা। এই ষড়্জাদির বিকারে হয় 'বিকৃতা' এবং শুদ্ধা ও বিকৃতার মিশ্রণে হয় 'সঙ্কীর্ণা'। হরিনায়ক বলেন—শুদ্ধা ও বিকৃতার মিলনে অষ্টাদশবিধা জাতি হয়। এই মতই সমীচীন বলিয়া প্রাচীনাচার্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন। নিবন্ধান্তরে—ষাড়্জা, আর্ষভী, গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী—এই সাতটি শুদ্ধা। ষড়্জ-কৈশিকী, ষড়্জ মধ্যমা, গান্ধার-পঞ্চমী, ষড়্জা, ধৈবতী, কার্মাবরী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্চরা, মধ্যমোদী-চ্চরা, রক্তগান্ধারী এবং কৈশিকী—এই ১১টি বিকৃতা। ২ (সসা ১।১৭৩) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধের প্রকার-ভেদ। জাতি পাঁচটি—মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী ও তারাবলী। ষড়ঙ্গ প্রবন্ধই মেদিনী, পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী, চতুরঙ্গ দীপনী, ত্র্যঙ্গ পাবনী এবং দ্ব্যঙ্গ হইলে তারাবলী নাম হয়।

জীবনী (সসা ২।২৬) হরীতকী।

জুগুপ্সিতা দৃষ্টি (সসা ৪।১২৮) যে দৃষ্টিতে অস্পষ্ট আলোক (দর্শন) হয়, তারকা নিমীলিত ও গোলক সঙ্কুচিত থাকে এবং যাহা দৃশ্য বস্তুর দর্শনে সমুদ্বিগ্ন হয়।

ঝম্প (সসা ১।২৫২) বিরামান্ত দ্রুতদ্বয়-যুক্ত তালকে কেহ কেহ 'ঝম্প' বলে। 'রূপক' দ্রষ্টব্য।

ঝম্পা (সর ৫।২৯৪) বিরামান্ত দ্রুত-দ্বয়ের পরে একটি লঘুমাত্রার তাল।

ঝুমর—লীলা-কীর্ত্তনের উপাঙ্গ-ভেদ [১০৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

টঙ্কা—সঙ্গীতদর্পণে (২।৮১) মেঘের রাগিণী। লক্ষণ—'টঙ্কা স্যাত্তু ত্রিধা-ষড়্জা সংপূর্ণা চাদিমূর্ছনা'॥ ধ্যান—'শয্যাসু সুপ্তং নলিনীদলানাং, বিয়ো-গিনী বীক্ষ্য বিষণ্ণচিত্তম্। সুবর্ণবর্ণা গৃহমাগতা সা, কান্তং ভজন্তী কিল টঙ্কসংজ্ঞা'॥

ডোম্বুলী (সর ৫।২৯২) বিরামান্ত দুইটি লঘু মাত্রার তাল।

ঢক্ক—'রিধৌ তু কোমলৌ জ্ঞেয়াবাভীরী-মূর্ছনাযুতে। আরোহে চ ধ-বর্জত্বং রাগে ঢক্কা-বিধানকে॥' [পারিজাত ৪৩২]।

ঢেঙ্কিকা (সর ৫।২৮৬) রগণে মাত্রা ঘটিত হইলে এই তাল। নামান্তর—'যোজন'।

তত (সসা ২।৩—৬) তন্ত্রী-গত বাদ্য—অলাবনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লঘু-কিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা,

কূর্ম্মা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিশরী, শততন্ত্রী, নকুলোষ্ঠী, কংসরী (ঢংসরী), ঔদুম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, পুষ্কল, গদা, বারণ-(রাবণ)-হস্ত, রুদ্রবীণা, স্বরমণ্ডল. কপিলাস, মধুস্যন্দী, ঘোণাদি তত বাদ্যের ভেদ।

তত্ত্ব (নাট্যশাস্ত্র কাশী ৪।২৯৪—৩০১) বিলম্বিত লয়।

তৎসম (সসা ৫।২) সংস্কৃত শব্দের ন্যায় শব্দাবলী; যেমন—তরল, তরঙ্গ, মন্দার, হর, হীর, হার, কীর প্রভৃতি।

তদ্ভব (সসা ৫।২) প্রকৃতি সংস্কৃত ভাষা হইতে জাত, রূপান্তরপ্রাপ্ত ভাষা বা শব্দ। যথা- গৃহ হইতে ঘর, শৃঙ্গার হইতে সিঙ্গারো, চন্দ্র হইতে চন্দো ইত্যাদি।

তাণ্ডব (সসা ৩।২৩—২৫) নৃত্য ও নৃত্তের ভেদ। তণ্ডুনামক শিবানুচর-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত উদ্ধত-প্রায় নৃত্যকে 'তাণ্ডব' বলা হয়। নারদসংহিতা-মতে পুংনৃত্যই তাণ্ডব। ইহা দ্বিবিধ —প্রেরণী ও বহুরূপ। বর্দ্ধমান-বাদ্য-বিশেষ ও আসারিকা-নামক যবনিকা-বিশেষের সহযোগে, ধ্রুবাগীতিযুক্ত, করণ ও অঙ্গহারাদির প্রাধান্যে প্রবর্ত্তিত প্রয়োগকেই তাণ্ডব বলে। (নাট্যশাস্ত্রে ৪।২৬৬) ভরত তাণ্ডবকে শৃঙ্গার রস হইতে সৃষ্ট এবং প্রয়োগও সুকুমার (লীলায়িত-গতি-বিশিষ্ট) বলেন।

তান (সসা ১।৮৭—৯১) স্বরের আরোহণমুখে মূর্চ্ছনাসকলই শুদ্ধ-'তান' হয়। দামোদর-মতে কিন্তু যাহাদ্বারা মূর্চ্ছনাসকলের সমাশ্রয়ে স্বরপ্রয়োগ বিস্তারিত হয়, সেই সপ্তস্বর-সমুদ্ভূত ৪৯টিকে 'তান' কহে। এই তান হইতে অসংখ্যাত কূট তানের উৎপত্তি হয়।

তারাবলী (সসা ১।১৭৫) প্রবন্ধের জাতিভেদ যাহাতে দুইটি মাত্র অঙ্গ বর্ত্তমান থাকে।

তাল—সঙ্গীতরত্নাকরে (৫।৩—৬) উক্ত আছে 'কালো লঘ্বাদি-মিতয়া ক্রিয়য়া সংমিতো মিতিম্। গীতাদের্বিদধত্তালঃ স চ দ্বেধা বুধৈঃ স্মৃতঃ'॥ অর্থাৎ লঘু, গুরু, প্লুত ও দ্রুতাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে সশব্দ, নিঃশব্দ বা স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া, তাহা-দ্বারা গীত, বাদ্য ও নৃত্তের সাম্য-বিধায়ক কালই তাল-নামে কথিত হয়। ইহা দ্বিবিধ—মার্গ ও দেশী। মার্গ তালের ক্রিয়া দুই প্রকার—নিঃশব্দ ও সশব্দ। নিঃশব্দ ক্রিয়াকে 'কলা' বলে, ইহা চতুর্বিধ—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক। সশব্দ ক্রিয়াও চারিপ্রকার—ধ্রুব, শম্যা, তাল ও সংনিপাত। আবার সশব্দ ক্রিয়ার দুইটী সংজ্ঞা—পাত ও কাল। তালাধিকারে ৫০৩৩ টি তাল উক্ত হইয়াছে। এপ্রসঙ্গে শ্রীমন্নরহরি-ঘনশ্যাম-কৃত গীতচন্দ্রো-দয়ের অন্তর্গত 'তালার্ণব' এবং সঙ্গীত-রত্নাকর (৫ম অধ্যায়) আলোচ্য। ভক্তিরত্নাকরে (৫।২৯৬৪—৭৮) কেবল দেশী তালেরই নামকরণ করিয়াছে। আদিতাল, চঞ্চৎপুট ইত্যাদি ১২০টি তাল আছে। লক্ষণাদি তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য। ২ (নাট্য, কাশী ৩১।৩৮) সশব্দ তাল-ভেদ, যাহাতে বাম হস্তে তালি দেওয়া হয়।

তালাঙ্গ (সসা ১।২৩৮—২৪২) অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু ও প্লুত-ভেদে তালের অঙ্গ পাঁচটি। দ্রুতাদির সঙ্কেত দ, ল, গ, প। লঘু এক মাত্রা, গুরু দুই মাত্রা। প্লুত তিন মাত্রা, দ্রুত অর্দ্ধমাত্রা এবং অনুদ্রুত দ্রুতেরও অর্দ্ধমাত্রা। অনুদ্রুতকে 'বিরাম'ও বলে। সশব্দ ও নিঃশব্দ-ভেদে তালের দ্বিবিধ 'ধরণ' আছে। উচ্চ আঘাতকে 'সশব্দ' এবং লঘু তালাঙ্গে একটি মাত্র 'নিঃশব্দ'। গুরু তালাঙ্গের দুইটি আঘাত, একটি সশব্দ ও অন্যটি নিঃশব্দ। লঘুর সেই নিঃশব্দটিও অর্দ্ধ হইলে তাহাকে 'দ্রুত' কহে। প্লুত তালাঙ্গে একটি আঘাত সশব্দ এবং দুইটি আঘাত নিঃশব্দ। তন্মধ্যে একটি ঊর্দ্ধে ও অপরটি নিম্নে পতিত হয়।

তিরিপ (সসা ১।৩২৭) ডমরুধ্বনির লঘুতম কম্পনের অনুকরণে সুন্দর ও দ্রুতমাত্রার চতুর্থাংশবেগে 'তিরিপ' গমক হয়।

তুক—লীলা-কীর্ত্তনের উপাঙ্গভেদ [১০৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। অনুপ্রাস-বহুল ছন্দোবদ্ধ গাথাবিশেষ—ইহা গায়ক-সম্প্রদায়েই সৃষ্ট।

তুড়ী—বসন্তরাগের প্রথমা ভার্য্যা। ইহার ধ্যান--সুনৃত্যমানাতিসুশীলযুক্তা, মুক্তালতাকল্পিত-হারযষ্টিঃ। চূতাঙ্কুরং পাণিযুগে বহন্তী, জবারুণাঙ্গী তুড়িকেবিতেয়ম্॥

তুরঙ্গলীল (সর ৫।২৭৪) বিরামান্ত দুই দ্রুতের পরে দুইটি দ্রুত মাত্রার তাল। (সসা ১।২৬৬) অন্যবিধ।

তৃতীয়ক (সর ৫।২৬১) দুইটি দ্রুত মাত্রার পরে একটি বিরামান্ত দ্রুত মাত্রা, 'দ্রুতাদদ্রুতৌ বিরামান্তৌ

তৃতীয়ঃ স্যাৎ'।

তেনক (সর ৪।১৭) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধের অঙ্গভেদ। ইহা মঙ্গলার্থক।

তোড়ী—'ষড়্‌জপূর্বা তু তোড়ী স্যাদ্ যত্রোক্তৌ কোমলৌ রি-ধৌ। ন্যাসঃ স্যাদ্ধৈবতস্তস্যাং গান্ধারাংশেন শোভিতা। মেনারোহে তু প-ন্যাসা পঞ্চমেনোভয়োরপি ॥ দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয়া। ইহার দুই ভেদ—ছায়া ও মার্গ [পারিজাত ৩৮৬—৮৮]। সঙ্গীতদর্পণ-মতে (২।৫৩) মালব-কৌশিক রাগের ভার্যা। লক্ষণ—'মধ্যমাংশ-গ্রহন্যাসা সৌবিরী মূর্ছনা মতা। সংপূর্ণা কথিতা তজ্‌জ্ঞৈস্তোড়ী শ্রীকৌশিকে মতা। গ্রহাংশ-ন্যাসষড়্‌জাঞ্চ কেচিদেনাং প্রচক্ষতে'॥ ধ্যান—'তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ, কাশ্মীর-কর্পূর-বিলিপ্তদেহা। বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে, বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ম্॥ কিন্তু (পদা ১৪) 'উন্নিদ্র-পঙ্কেরুহচারুনেত্রা, কুরঙ্গসারং কলমন্তরেণ। সন্তাবয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠে, তোড়ীয়মিন্দীবরদাম-রম্যা'॥ তুড়ী ও তোড়ী অভিন্ন।

ত্রিগত [সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত] তত্ব. ঘন ও ওঘ।

ত্রিপতাক (সসা ৪।৪৮, ৬৬) অসংযুত হস্তক-ভেদ, যাহাতে অঙ্গুষ্ঠ বক্র হইয়া তর্জনীর মূলস্পর্শ করে, অনামিকা বক্রিত হয় এবং অন্যান্য অঙ্গুলি সোজা থাকে। দধ্যাদি মঙ্গলদ্রব্য-স্পর্শে ও অন্যান্য বহুবিধ ক্ষেত্রে অভিনেতব্য। [নাট্যশাস্ত্র ৯।২৮—৩১]।

ত্রিপাণি [সঙ্গীতশাস্ত্রে] সম. অবর ও উপরি।

ত্রিপুট (সসা ১।২৫০) বিরামান্ত দ্রুতত্রয়ের মাত্রাত্মক তাল।

ত্রিপ্রচার [সঙ্গীতশাস্ত্রে] সম,' বিষম ও সম-বিষম।

ত্রিপ্রহার [সঙ্গীতশাস্ত্রে] নিগৃহীত, অর্ধনিগৃহীত ও মুক্ত।

ত্রিভঙ্গি (সর ৫।২৭৬) স-গণের পরে একটি গুরুমাত্রার তাল।

ত্রিভিন্ন[১] (সর ৫।২৬৮) একটি করিয়া লঘু, গুরু ও প্লুত মাত্রার তাল। ২ (সসা ১।২৬৪) ন-গণ, একটি প্লুত ও একটি দ্রুত মাত্রার তাল।

ত্রিভিন্ন[২] (সসা ১।৩৩০) তিনটী ভিন্ন স্থানে অবিশ্রান্ত ঘন স্বর হইলে তাহাকে বলে 'ত্রিভিন্ন' গমক।

ত্রিযতি [সঙ্গীতশাস্ত্রে] সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা।

ত্রিলয় [সঙ্গীতশাস্ত্রে] দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত।

ত্রিবণা সঙ্গীতদর্পণে (২।৮৬) লক্ষণ—'ত্রিবণা সা চ বিজ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাস-ধৈবতা। ঔড়বা রিপহীনেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা'॥ ধ্যান—'চারুরম্ভা-তরোর্মূলে নিষণ্ণা কনকপ্রভা। নতাঙ্গী হারললিতা কান্তেন ত্রিবণা মতা'॥

ত্রিবণী—সঙ্গীতপারিজাতে (৪৫৬) 'গৌরীমেল-সমুৎপন্না ত্রিবণী মস্বরোজ্‌ঝিতা। অবরোহণ-বেলায়াং ষড়্‌জোদ্‌গ্রাহাংশ-রিস্বরা'॥ ত্রিবণা ও ত্রিবণী একই, কিন্তু লক্ষণাদি পৃথক্।

ত্রিসংযোগ [সঙ্গীতশাস্ত্রে] গুরু, লঘু ও গুরুলঘু।

ত্র্যস্র—ত্রিকোণক্ষেত্র (Triangular) মঞ্চ। এই রঙ্গক্ষেত্র ২৪´ পার্শ্বযুক্ত হইত।

দর্পণ (সর ৫।২৬৩) ক্রমশঃ দুই দ্রুত ও একটি গুরু মাত্রার তাল।

দিব্যগীত (সসা ১।৩০৬) সংস্কৃত ভাষায় রচিত গীত।

দিব্যমানুষ গীত (সসা ১।৩০৭) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণে রচিত গীত।

দীনা দৃষ্টি (সসা ৪।১২৪) যে দৃষ্টিতে তারকার নিম্ন দেশটি ঈষৎ শ্লথ হইয়া উর্দ্ধ ভাগটি অপ্রকাশিত হয়, বাষ্প-যুক্তা ও মন্দসঞ্চারিণী সেই দৃষ্টিই 'দীনা'।

দীপক (সর ৫।২৮৫) ক্রমে দুইটি করিয়া দ্রুত, লঘু ও গুরু মাত্রার তাল। ২ 'আরোহে মনি-বর্জঃ স্যাদ্দীপকো মালবোত্থিতঃ। গান্ধারোদ্‌গ্রাহ-সংযুক্তঃ স-ন্যাসাংশ-বিভূষিতঃ' [সঙ্গীতপারিজাত ৪:২]। সঙ্গীত-দর্পণে (২।৮৪) লক্ষণ 'ষড়্‌জগ্রহাংশক-ন্যাসঃ সংপূর্ণো দীপকো মতঃ। মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাদ্‌গাতব্যো গায়কৈঃ সদা ॥ ধ্যান—'বালারতার্থং প্রবিলীন-দীপে, গৃহেহন্ধকারে সুভগং প্রবৃত্তঃ। তস্যাঃ শিরোভূষণ-রত্নদীপৈ,-র্লজ্জাং দধৌ দীপক-রাগরাজঃ'॥

দীপনী (সসা ১।১৭৫) প্রবন্ধের জাতিভেদ যাহাতে চারি অঙ্গ বর্ত্তমান আছে।

দীপিকা—হিন্দোল রাগের দ্বিতীয়া ভার্যা। ধ্যান—প্রদোষকালে গৃহ-সংপ্রবিষ্টা, প্রদীপহস্তারুণ-গাত্রবস্ত্রা। সীমন্তসিন্দুর-বিরাজমানা, সুরক্তমাল্যা কিল দীপিকেয়ম্॥

দৃপ্তা দৃষ্টি (সসা ৪।১২৬) যে দৃষ্টি স্থিরা, বিকশিতা, ধৈর্যোদ্‌গারিণী এবং উৎসাহিনী, তাহাকে 'দৃপ্তা' বলে।

দৃষ্টি (সসা ৪।১১৯) আঙ্গিকাভিনয়ে উপাঙ্গ-ভেদে উল্লিখিত দৃষ্টি ত্রিবিধা—স্থায়িভাবজা (৮), রসদৃষ্টি (৮) এবং ব্যভিচারিণী (২০)।

দেবগিরি—'অবরোহে ধগৌ নস্তো মস্ত তীব্রতরো ভবেৎ। দেবগিরৌ গনী তীব্রৌ যত্র স্যাৎ ষড়্‌জ-মূর্ছনা॥' [সঙ্গীত-পারিজাত ৪৫৭]। সঙ্গীত-দর্পণে (২।৮৪) লক্ষণ—'দেবগির্য্যাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ সারঙ্গসদৃশা বুধৈঃ'। ধ্যান—'কাদম্বিনী-শ্যামতনুঃ সুবৃত্তা, তুঙ্গস্তনী সুন্দরহারবল্লী। চিত্রাম্বরা মত্তচকোরনেত্রা, মদালসা দেবগিরী প্রদিষ্টা'॥

দেশকারী—'দেশকার্য্যাং গনী তীব্রৌ ধাংশো ধাদিকমূর্ছনা'। রাগবিবোধে দেশকারী স্বয়ং মেল (ঠাট) এবং এই জন্যই ইহাকে শুদ্ধ রামক্রী মেল বলা হয়। প্রাতঃকালীয়া। ধ্যান—'বিভাতি চামীকর-বেশভূষিতা, প্রিয়েণ যা ক্রীড়াতি মঞ্জুভাষিণী। মনোজবেগেন বিশঙ্কমানসা, সুদেশকারী প্রমদোন্নতস্তনী'॥ [সঙ্গীত-পারিজাত ৩৭২]। সঙ্গীত-দর্পণে (২।৭৮) লক্ষণ ও ধ্যানপৃথক্। ইহা নারদ-সংহিতায় হিন্দোলরাগের তৃতীয়া ভার্য্যা। ধ্যান—সার্দ্ধং সখীভির্বিজনে বসন্তী, বিচিত্র-বক্ষোজ-নিতম্বসঙ্গা। নিরীক্ষ্যমাণাননদর্পণা যা, সা দেশকারী কথিতা গুণজ্ঞৈঃ॥

দেশাখ্য রাগ—'রি-তীব্রতর-সংযুক্তো গ-তীব্রেণাপি সংযুতঃ। ধ-গ-বর্জ্জোঽবরোহে স্যাদ্‌গান্ধার-স্বর-মূর্ছনঃ। তীব্রো যত্র নিষাদঃ স্যাদ্দেশাখ্যঃ স বিরাজতে'। ভরত-মতে দেশাখ্যা আজকাল দেশাখ, হিন্দোল রাগের স্ত্রীরূপে বর্ণিত হয়। যথা—'কান্তোরুশীর্ষাশয়িতাঽভিলাষিণী, মদোন্মদা সীৎকৃত-সঙ্গমেচ্ছুকা। কঠোর-বক্ষোজবতী কৃশা রতা, দেশাখ্যিকা সা মদঘূর্ণিতেক্ষণা'॥ এই দেশাখ্যরাগ প্রাতঃকালে গেয় (সঙ্গীত-পারিজাত ৩৭১)। সঙ্গীত-দর্পণে (২।৬১) ইহা হিন্দোলের রাগিণী হইলেও লক্ষণ কিন্তু ভিন্ন। এই মতে ধ্যান—'বীরে রসে ব্যঞ্জিত-রোমহর্ষা, শিরোধরাবন্ধবিলাসবাহুঃ। প্রাংশুঃ প্রচণ্ডা কিল চন্দ্রাগা, দেশাখ্যসংজ্ঞা কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ'॥

দেশী (রত্না ৫।২৫০২—৩) স্বয়ং ব্রহ্মা হইতে ভরত যে নাট্যবিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা 'মার্গসঙ্গীত' এবং ভরত হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপ্‌সরা ও গন্ধর্বগণকর্তৃক শিবসকাশে সেই অভিনীত সঙ্গীত দেশভেদে 'দেশী' নাম প্রাপ্ত হয়। মতঙ্গমতে—আলাপাদি-বিহীন সঙ্গীত। ২ 'গনী ত্যজ্যাবধীরোহে রিধৌ যত্র চ কোমলৌ। ষড়্‌জাদিস্বরসম্ভূতি-র্দেশ্যামংশস্ত রি-স্মৃতঃ॥' [সঙ্গীত-পারিজাত ৪২৯)। সঙ্গীত-দর্পণে (২।৬৭) ইহা দীপকের রাগিণী। লক্ষণ—'দেশী পঞ্চম-হীনা স্যাদৃষভ-ত্রয়-সংযুতা। কলোপনতিকা জ্ঞেয়া মূর্ছনা বিকৃতর্ষভা॥' ধ্যান—'নিদ্রা-লসং সা কপটেন কান্তং, বিবোধয়ন্তী সুরতোৎসুকেব। গৌরী মনোজ্ঞা শুকপিচ্ছবস্ত্রা, খ্যাতা চ দেশী রস-পূর্ণচিত্তা'॥ ৩ (সসা ৩।১১) যে গান, বাদ্য ও নৃত্য বিভিন্ন দেশে রাজগণের পরমানন্দ-জনক হয়, তাহাকে 'দেশী' বলে।

দেশী নাট্য (সসা ৩।১৮-১৯) দত্তিলাদি-কর্তৃক উক্ত ষোড়শ নাট্য—ষট্টক, ত্রোটক, গোষ্ঠী, বৃন্দক, শিল্পক, প্রেক্ষণ, সংলাপক, হল্লীস, বাসিকা, দুর্লজ্ঘ্যক, শ্রীগদিত, নাট্য, রসিক, দুর্মল্লী, প্রাস্থান ও কাব্য-লাসিকা।

দেশ্য (সসা ৫।৩) লক্ষণে অপ্রসিদ্ধ, অথচ তত্তদ্দেশ-প্রসিদ্ধ মহাকবি-প্রযুক্ত শব্দাদি, যথা—লড়হ, পেট্ট, চোক্যাদি।

দোঁহা—লীলা-কীর্ত্তনের উপাঙ্গ-ভেদ [১০৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। (পয়ার ত্রিপদী বা চৌপদী) ছন্দে ব্যবহৃত কয়েকটি পদ।

দোহার—কীর্ত্তনে মূল গায়কের সহায়ক। মূল গায়নের পদগানকে আবৃত্তি করত বিস্তৃত করাই দোহারের কাজ। [বৃন্দশব্দ দ্রষ্টব্য]

দ্বন্দ্ব (সর ৫।৩০৭) স-ত-গণের পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

দ্বিতীয়ক (সর ৫।২৬১) ক্রমে দুইটি দ্রুত ও একটি লঘু মাত্রার তাল।

ধত্তা (সর ৫।৩০৬) ক্রমে দুই লঘু, দুই দ্রুতের পরে একটি করিয়া লঘু ও গুরু মাত্রার তাল।

ধনাশ্রী—হনুমন্মতে এই রাগ ত্রিবিধ; সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। সম্পূর্ণ ধনাশ্রীতে সকল স্বর শুদ্ধ; ইহার আরোহে ঋষভ ও ধৈবত স্বর লাগে না। প্রথম স্বর গান্ধার ও মধ্যমে ইহার ন্যাস হইবে। ধৈবত-বর্জিত হইলে ষাড়ব এবং ঋষভ ও ধৈবত দুইই রহিত হইলে ঔড়ব ধনাশ্রী বলিবে। রত্নাকর ও রাগবিবোধ প্রভৃতিতে মতভেদ আছে [সঙ্গীত-

পারিজাত ৩৫৯ কারিকার ভাষ্য দ্রষ্টব্য]। ধ্যান—(রাগবিবোধে) 'দূর্বার্ভবিভা বিরহাসহা লিখন্তী পটে পতিং রুদতী। স্নপিত-কুচা সিতগল্লা স্থির-ধম্মিল্লা ধনাশ্রীঃ স্যাৎ'। সঙ্গীত দামোদর-মতে ইহা মালব রাগের রাগিণী; মতান্তরে ইহা শ্রীরাগের চতুর্থী রাগিণী, প্রাতঃকালীয়া, সঙ্গীতদর্পণে লক্ষণ ও ধ্যান (২।৭৪) পৃথক্।

ধাতু (সসা ১।১৫৯) গীতের অবয়ব-বিশেষ। নাদাত্মক গীতই 'ধাতু'। সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধের অবয়ব। ইহা চতুর্বিধ—উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। [ইহাদের লক্ষণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]। অন্য মতে—উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ। ২ (নাট্যশাস্ত্র কাশী, ২৯।৮১) বীণার তন্ত্রীতে অঙ্গুলি বা কোণদ্বারা আঘাত-জাত স্বর বা শব্দ। ইহা চারিপ্রকার—বিস্তার, কারণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন। 'যে প্রহার-বিশেষেণ উত্থা উদিতাঃ স্বরাঃ তে ধাতবঃ'। বিস্তার-ধাতু বিস্তারজ, সংঘাতজ, সমবায়জ ও অনুবন্ধজ ভেদে চতুর্বিধ। সংঘাতজ দ্বিরুত্তরাদি-ভেদে চারিপ্রকার, সমবায়জও ত্রিরুত্তরাদিভেদে অষ্টবিধ। সুতরাং বিস্তারধাতু চৌদ্দপ্রকার, করণধাতু রিভিতাদিভেদে পঞ্চবিধ, আবিদ্ধ ক্ষেপাদি-ভেদে পঞ্চবিধ এবং ব্যঞ্জন ধাতু পুষ্পাদিভেদে দশপ্রকার। সুতরাং ধাতু সর্বসাকল্যে হইতেছে চৌত্রিশ প্রকার। ধাতুযুক্ত বীণাবাদ্য ধ্রুবাগানকে মাধুর্যমণ্ডিত করিত।

ধানসী—মালব রাগের প্রথমা ভার্যা। ধ্যান—'নীলোৎপলং কর্ণযুগে বহন্তী, শ্যামা সুকেশী চ সুমধ্যভাগা। ঈষৎ সহাসাম্বুজরম্যবক্ত্রা, সা ধানসী পদ্ম-সুচারুনেত্রা ॥ (২) [পদা ১৭] 'নীলা-ম্বুজচ্ছবি-দেহকান্তি,-র্বালা বিলোল-নয়না বিপিনে রুদন্তী। কান্তং বিলিখ্য ফলকে প্রবিলোকয়ন্তী, ধানাসিকা নিগদিতা কবিভূষণেন'॥ ধনাশ্রী ও ধানসী একই রাগ, যদিও পরিভাষা পৃথক্।

ধুত (সসা ৪।১৭) ক্রমশঃ বক্রভাবে ও ধীরে ধীরে শিরশ্চালনকে 'ধুত' বলে। ইহা নিষেধে, অনভীষ্ট বিষয়ে, বিষাদে ও বিস্ময়ে অভিনেতব্য।

ধৈবত স্বর (রত্না ৫।২৫৯২) যে স্বর নাভির অধোভাগে গিয়া বস্তিস্থান স্পর্শ করত পুনরায় উর্দ্ধগতি হইয়া সবেগে কণ্ঠে উপস্থিত হয়, তাহাই 'ধৈবত'। ভেক (মতান্তরে অশ্ব) ধৈবত-বক্তা।

ধ্রুব (নাট্য, কাশী ৩১।৩৯) সশব্দ তাল-ভেদ, যাহাতে অঙ্গুষ্ঠাও মধ্যমার সাহায্যে ছোটিকা দিতে দিতে হস্ত নামাইতে হয়। ২ (সসা ১।১৬১) গীতের তৃতীয়াংশ, মতান্তরে ইহাই মধ্যবর্ত্তী (উদ্‌গ্রাহক, ধ্রুব ও আভোগ)। ধ্রুবপদ নিশ্চল এবং পুনঃ পুনঃ গীত হয়।

ধ্রুবপদা (সসা ১।৩০৩) ক্ষুদ্রগীতভেদ, পদাবলীকে ধ্রুবপদা বলা হয়, কেননা মূলগায়ক ও দোহার সকলে মিলিয়া ধ্রুবপদ গান করেন। মঙ্গলগানের মত ধ্রুবপদের পুনরাবৃত্তি হয়না।

ধ্রুবা (সসা ৩।২৬) গীতি-বিশেষ। নাট্যবিশেষে ইহা পাত্রবিশেষকে বিখ্যাত করে, সামাজিকের চিত্তরঞ্জন করে এবং রস সঞ্চার করে। (নাট্যশাস্ত্র কাব্যমালা ৩১।১—২) গীতাঙ্গ, যাহা যাহা নারদ-প্রমুখ দ্বিজ-গণ বিনিয়োগ করিয়াছেন। ছন্দক, আসারিত, বর্দ্ধমানক, ঋক্, পাণিকা, গাথা ও সাম—এই সাতটি বৈদিকোত্তর নিবদ্ধ গানের উপাদানে সৃষ্ট, ইহারা ধ্রুবারই অঙ্গ। ঋগাদি গীতিগুলিকে প্রমাণও বলা হইত। মুখ, প্রতিমুখাদি মহাজনিকান্ত ১৭টি ধ্রুবার কাব্যরূপ-নির্মাণে সহায়ক। শার্ঙ্গদেব-কথিত ওবেণকের বারটি অঙ্গের অধিকাংশকেই ধ্রুবার কাব্যাঙ্গ বলিতে পারা যায়। (সর ৫।১৪৩—১৪৫)। ধ্রুবা সর্বসমেত ৬৪টি, সম ও বিষম-ভেদে ইহারা দ্বিবিধ; সমানবৃত্তযুক্ত হইলে সমধ্রুবা এবং বিষমবৃত্তযুক্ত হইলে বিষমধ্রুবা বলা হয়। সমধ্রুবাও যুগ্মা, ঔজা ও মিশ্রা-ভেদে ত্রিবিধ। আবার শীর্ষকা, উদ্ধতা, অনুবন্ধা, বিলম্বিতা, অড্ডিতা ও অপকৃষ্টা-ভেদে ধ্রুবাগান ছয়প্রকার (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৩২।৩৫৩)। উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে ইহার তিন প্রকার প্রকৃতি। অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধভেদে ধ্রুবার দ্বিবিধ পদ, আবার উহারা সতাল ও অতাল-ভেদে দ্বিবিধ। ধ্রুবায় শৌরসেনী ভাষার প্রয়োগ করিতে হয়। ধ্রুবগানে পূর্ণস্বর, বিলম্বিতবর্ণ, মন্দ্রাদি তিন স্থান ও বিলম্বিতাদি তিন মাত্রার বিকাশ থাকে। ধ্রুবা রক্ত, সম ও শ্লক্ষ্ণাদি গুণে অলঙ্কৃত। নাট্য বা অভিনয়ের জন্যই ধ্রুবাগান অভিপ্রেত। এই জাতীয় গান শ্রুতিরঞ্জক ও মনোহরণ-কারী স্বরের ও রাগের মাধ্যম ও পরিবেষক। ইহাতে গান্ধর্বজাতি-

রাগের প্রয়োগ হইত (সঙ্গীতরত্নাকর ১।১৯৯—২৩৪ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

নটনারায়ণ— 'বেলাবলী-সমুদ্ভূতো মাংশো রি-ন্যাসকো নটঃ। অবরোহে গ-হীনঃ স্যাদ্গান্ধারাদিক-মূর্ছনা' ॥ [পারিজাত ৪৩৪]।

নটরাগ—(পদা ১৬) 'তুরঙ্গম-স্কন্ধ-নিবদ্ধরাগঃ (?), স্বর্ণপ্রভঃ শোণিত-শোণগাত্রঃ। সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ ধৃতাসি,-র্নটোঽয়মুক্তঃ কিল কাশ্যপেন' [নাটিকা-ধ্যান দ্রষ্টব্য]।

নটী—কর্ণাটরাগের প্রথমা ভার্যা। ধ্যান—চিরং নটন্তী শুভরঙ্গমধ্যে, সংপ্রার্থয়ন্তী নটিনং বসন্তম্। সুগীত-তালেষু কৃতাবধানা, নটী সুশাটী-পরিধানদেহা॥

নত (সসা ৪।৩৮) পার্শ্বাঙ্গাভিনয়।

নন্দ (সর ৪।৩৫৫) দ্বিখণ্ডযুক্ত উদ্গ্রাহের প্রথম খণ্ডে যদি আলাপ থাকে, তাহাকে নন্দ বলে। ২ (সসা ২।৫৫) একাদশাঙ্গুল-প্রমাণ বংশ।

নন্দন (সর ৫।২৮৪) ক্রমশঃ এক লঘু, দুই দ্রুত ও একটি প্লুত মাত্রার তাল।

নন্দা (সপ ২০৩ টী) গান্ধার গ্রামে প্রথমা মূর্ছনা।

নন্দিনী (সসা ১।১৭৪) প্রবন্ধের জাতিভেদ যাহাতে পঞ্চ অঙ্গ বর্ত্তমান থাকে।

নন্দ্যাবর্ত্ত (সর) নৃত্যবিশেষ যাহাতে উভয় পদের স্থিতি ছয়-অঙ্গুলি ব্যবহিত হয়।

নর্ত্তন (সসা ৩।৩) নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত-ভেদে নর্ত্তন ত্রিবিধ।

নাট—'রিস্ত তীব্রতরো যস্মিন্ গান্ধার-স্তীব্র-সংজ্ঞকঃ। ধস্তু তীব্রতরঃ প্রোক্তো নিষাদস্তীব্রনামকঃ। অবরোহে ধগৌ নস্তো নাটে রি-স্বরমূর্ছনা' ॥ [পারিজাত ৪৩৩]।

নাটিকা (সদ ২।৬৯) দীপকের রাগিণী। লক্ষণ—'গ্রহাংশন্যাস-ষড়্জা স্যাৎ সংপূর্ণা নাটিকা মতা। প্রথমা মূর্ছনা জ্ঞেয়া গমকৈর্বিবিধৈর্যুতা' ॥ ধ্যান—'তুরঙ্গম-স্কন্ধনিষক্ত-বাহুঃ, স্বর্ণ-প্রভঃ শোণিত-শোণগাত্রঃ। সংগ্রাম-ভূমৌ বিচরন্ প্রতাপী, নটোঽয়মুক্তঃ কিল রাগমূর্ত্তিঃ' ॥ [নটরাগ দ্রষ্টব্য]।

নাট্য (সসা ৩।৪-৫) লোকের নানাবিধ অবস্থান্তরযুক্ত যে স্বভাব, তাহা অঙ্গাভিনয়পূর্বক প্রদর্শিত হইলে তাহাকে 'নাট্য' কহে। নাটকস্থিত বাক্যার্থ ও পদার্থের অভিনয়াত্মক রসভাব-সমাযুক্ত ভঙ্গী-বিশেষই নাট্য।

নাদ (সসা ৬।২৪—৩৪) গীতাদির উৎপত্তি-কারণ। নাদ হইতে গীত, ষড়্জাদি স্বর, রাগ উৎপন্ন হয়। এই জগৎ নাদময়। জ্যোতিঃরূপ ব্রহ্ম নাদময়, স্বয়ং হরিও নাদরূপী। নাদ বহুধা উৎপন্ন হয়, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হইতে। উৎপত্তিস্থান—নাভির অধোদেশ, নাভি-উর্ধ্বে ভ্রমণ করত শেষে মুখে ব্যক্ত হয়। সঙ্গীত-মুক্তাবলীতে—'আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্। মুখেঽভিব্যক্তি-মায়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ' ॥ এই নাদ প্রাণিজাত, অপ্রাণিজাত ও উভয়জাত হয়। প্রথমটি জীবদেহ, দ্বিতীয়টি বীণা ও তৃতীয়টি বংশ্যাদি হইতে জাত। প্রয়োগস্থলে এই নাদ ত্রিবিধ—হৃদয়ে 'মন্দ্র', কণ্ঠে 'মধ্য' এবং তালুতে 'তার'। সঙ্গীত-দর্পণে (১।১৫—১৭) নাদের দ্বৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে—আহত ও অনাহত। দ্বিতীয়টি মুনিগণের উপাস্য, তাহা গুরূপদিষ্ট মার্গে মুক্তিদ হইলেও রঞ্জক অর্থাৎ মনোরঞ্জন নহে। সঙ্গীতে অনাহত নাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। আহত নাদ কিন্তু ব্যবহারে শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও মূর্ছনাদিদ্বারা রঞ্জক হইয়া ভবরঞ্জক অর্থাৎ সংসার-পারকও হয়। সঙ্গীতরত্নাকরের মতে—'নাভেরূর্দ্ধ্বং হৃদিস্থানান্মারুতঃ প্রাণ-সংজ্ঞকঃ। নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ' ॥

নান্দি (হব ২।৪।২০) চর্মবাদ্য, ২ স্বস্তিবাচন। নীলকণ্ঠ বলেন—চর্ম-কোষময় বাদ্যবিশেষ। অন্য মতে—১২টি পটহের একত্রীকৃত বাদ্যবিশেষ। আবার দেবতা ও প্রশংসা-সূচক আট বা দশটি অবান্তর-বাক্যে গঠিত পূর্বরঙ্গ-প্রধান বাক্য-সমূহ। মঙ্গল-বাচক পদ্যের পাঠ বা উচ্চারণ। নান্দি অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

নান্দী (সর ৫।২৮৮) ক্রমশঃ এক লঘু, দুই দ্রুত, দুই লঘু ও দুই গুরু মাত্রার তাল।

নামিত (সসা ১।৩৩) স্বরের নীচত্বে হয় 'নামিত' গমক।

নারায়ণী—'নারায়ণ্যো গ-নী তীব্রৌ গান্ধারাদিক-মূর্ছনা। আরোহে মনি-বর্জা স্যান্ন্যাসাংশ-ধৈবতা স্মৃতা' ॥ ইহা প্রাতঃকালে গেয়া [পারিজাত ৩৮২]।

নিঃশঙ্ক (সর ৫।৩১১) ক্রমে এক লঘু, দুই গুরু, এক প্লুত, দুই গুরুর পরে এক গুরু ও এক লঘু মাত্রার তাল।

নিঃশঙ্কলীল (সর ৫।২৬২) ক্রমে দুই প্লুত, দুই গুরু ও একটি লঘু মাত্রার

তাল।

নিঃসারু (সর ৫।২৭৯) বিরামান্ত লঘুদ্বয়ের মাত্রাত্মক তাল। **২** (সসা ১।২৪৭) সবিরাম দ্রুতদ্বয়ের পরে দুইটি লঘু মাত্রার তাল।

নিকুঞ্চ (সর ৭।৩৭২) বিত্ত-দান ও অভয়দান বিষয়ে মণিবন্ধকে বাহিরে নত করাকে 'নিকুঞ্চ' বলে।

নিকুঞ্চিত (সসা ৪।২৬) স্কন্ধদেশকে উন্নত করত গ্রীবাটি অবনত করিলে 'নিকুঞ্চিত' শিরোঽভিনয় হয়। ইহা বিলাস, ললিত, গর্ব, বিব্বোক, কিল কিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, মান ও জড়তায় অভিনেতব্য। [সর ৭।৬৬] ইহা '**নিহঞ্চিত**'।

নিবন্ধ গীত (সসা ১।১৫৩) সঙ্গীত-শাস্ত্রমতে ধাতু ও অঙ্গসমূহদ্বারা বদ্ধ গীত। ইহা ত্রিবিধ—শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র (সঙ্কীর্ণ)। মতান্তরে (রত্না ৫।২৮৪৬) ইহার নাম—প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক।

নির্গীত বাদ্য (সর ৬।১৮৩) গীত বা নৃত্যের বিরামস্থলে প্রযোজ্য বাদ্য বা (ভরতমতে) যন্ত্রসঙ্গীত ; নামান্তর—'শুষ্ক বাদ্য'।

নির্ভুগ্ন (সসা ৪।৩৫) বক্ষের অভিনয়-ভেদ, যাহাতে পৃষ্ঠ নিম্ন হইয়া বক্ষোদেশ উন্নত ও স্তব্ধ হয়।

নির্যুক্ত প্রবন্ধ (সর ৪।২১) ছন্দঃ-তালাদি-যুক্ত প্রবন্ধ।

নিষাদ স্বর (রত্না ৫।২৫৯৩) ষড়্জাদি ছয়টি স্বর যাহাতে অবস্থান করে, তাহাই 'নিষাদ' স্বর। হস্তী নিষাদ-বক্তা।

নিষ্ক্রাম (নাট্য কাশী ৩১।৩৩) নিঃশব্দ তাল-বিশেষ, যাহাতে বাম দিক হইতে অঙ্গুলি-সমূহের অধো-দিকে প্রসারণ হয়।

নীল (সসা ১।৩৯) দ্রুতমাত্রার বেগে স্বরকম্পন হইলে হয় 'নীল' গমক।

নৃত্ত (সসা ৩।৮) সর্বাভিনয়-বর্জিত, আঙ্গিক-অভিনয়-প্রকরণে উক্ত গাত্র-বিক্ষেপমাত্র। **নৃত্ত-ভেদ** (সসা ৩।৩৫-৩৬) বিষম, বিকট ও লঘু-ভেদে ত্রি-প্রকার।

নৃত্য (সসা ৩।৬) দেশরীতিক্রমে তালমান-লয়ের সাহচর্যে বিলাসযুক্ত অঙ্গ-বিক্ষেপ। এস্থলে 'বিলাস' বলিতে নায়কাদির দর্শনে নায়িকাদির ক্রিয়া-সমূহে যে শৃঙ্গার-চেষ্টাবিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য আবির্ভূত হয়, তাহাই বাচ্য। **নৃত্যভেদ** (সসা ৩।২০-২১) ডোম্বিকা, অভিনিকা, ভাণক, প্রস্থানক, লাসিকা, বাসক, দুর্মাল্লিকা, বিদগ্ধ, শিল্লিনী, হণ্ডিনী, ভিন্নকী, তিন্দুকী—এই বার প্রকার।

নৃত্যহস্ত (সসা ৪।৪৩) হস্তাভিনয়-ভেদ, যাহা কেবল নৃত্যেই অবস্থান করে, কোনও বস্তুর বাচক নহে অথচ অঙ্গাভিনয়-সহিত প্রযুক্ত হয়, তাহাই 'নৃত্যহস্ত' বলিয়া কথিত। ইহা ত্রিবিধ—উত্তাল, পার্শ্বগ ও অধোমুখ। মতান্তরে ইহা—পঞ্চ বা পঞ্চদশ।

নৃত্যাঙ্গ (সসা ৪।১৪৭) স্থানক, চারী, করণ, মণ্ডল ও অঙ্গহার—এই পাঁচটি 'নৃত্যাঙ্গ' বলিয়া কথিত।

নেপথ্যগৃহ—নাট্যমণ্ডপের অন্তর্গত 'রঙ্গশীর্ষের' পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ১৬ × ৩২ হাত পরিমিত স্থানে নির্মিত সাজঘর।

ন্যাস—জাতিরাগ বা রাগের আলাপ কিংবা বিকাশ যেস্থানে শেষ হয়।

ন্যাসস্বর (সসা ১।১০৩) গীত-সমাপক স্বর।

পঞ্চপাণি-প্রহত [সঙ্গীতশাস্ত্রে] সম, অর্দ্ধ, অর্ধার্দ্ধ, পার্শ্ব ও প্রদেশিনীত-ভেদ পাণি-প্রহার।

পঞ্চম 'পঞ্চমো রি-প-হীনঃ স্যাত্তীব্রগঃ সাদিমঃ স্মৃতঃ। মধ্যম-ন্যাসসংযুক্তো মধ্যমাংশেন শোভিতঃ॥' ভরত-মতে ইহা ভৈরবরাগের প্রথম পুত্র। এই মতে ধ্যান—'কণ্ঠে কদম্বকুটজাব্জ-সুমালজালো, ভালে বিভর্ত্তি মলয়ং বলয়াপ্তভূষঃ। সুষঃ প্রযাতি কল-গায়তি গানদক্ষঃ, স্বচ্ছো হি কোঽপি স্বর-পঞ্চম-সঞ্চিতোঽসৌ'॥ সর্ব্বদা গেয় [সঙ্গীতপারিজাত ৩৯], পঞ্চম ও পঞ্চমী একই রাগ ; পরিভাষাদি পৃথক্। **২** (সর ৫।২৬২) দুই দ্রুত মাত্রায় পঞ্চম তাল হয়।

পঞ্চম স্বর (রত্না ৫।২৫৯০) প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—ইহাদের সম্মিলনে জাত স্বর। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু থাকে। কোকিল পঞ্চম-বক্তা।

পঞ্চমী—বসন্ত রাগের দ্বিতীয়া ভার্যা। ধ্যান—'সঙ্গীতগোষ্ঠীষু গরিষ্ঠভাবং, সমাশ্রিতা গায়ন সম্প্রদায়ৈঃ। খর্বাঙ্গিণী নূপুর-পাদপদ্মা, সা পঞ্চমী পঞ্চমবেদ-বেত্রী॥

পাঞ্চালী (সসা ১।৩০৫) ক্ষুদ্রগীতভেদ। ইহা বিষমধ্রুবা হয় বলিয়া কীর্ত্তনীয়া-গণের অভিমত। বাঙ্গালার মঙ্গল-গানসকল পাঁচালীর অন্তর্গত। চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল—এই

সব গান একই ধরণে গাওয়া হয়।

পঠমঞ্জরী—নারদপঞ্চমসংহিতায় ইহা বসন্তের চতুর্থী ভার্যা। সঙ্গীতদর্পণে (২।৬২) হিন্দোলের ভার্যা। লক্ষণ—'পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা সংপূর্ণা পঠমঞ্জরী। হৃষ্যকা মূর্ছনা জ্ঞেয়া রসিকানাং সুখপ্রদা॥" ধ্যান——'বিয়োগিনী কান্ত-বিশীর্ণগাত্রা, স্রজং বহন্তী বপুষা চ শুষ্কা। আশ্বাস্যমানা প্রিয়য়া চ সখ্যা, বিধূসরাঙ্গী পঠমঞ্জরীয়ম্'॥ মতান্তরে ধ্যান—'সখীকলাপৈঃ পরিহাস্যমানা, বিয়োগিনী কান্তবিয়োগ-দেহা। পীনস্তনী চৈব ধরা-প্রসুপ্তা, শ্যামা সুকেশী পঠমঞ্জরীয়ম্'॥

পণব (নাট্য ৩৪।১৪) চর্মনির্মিত অবনদ্ধ বাদ্যভেদ। পণব ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ, একটি মুখ হয় আট অঙ্গুলি এবং অন্যটি হয় পাঁচ অঙ্গুলি-ব্যাসবিশিষ্ট।

পতাক (সসা ৪।৪৮, ৫৪-৬৫) অসংযুত হস্তক-ভেদ, যাহাতে অঙ্গুষ্ঠ বক্র হইয়া তর্জনী-মূল আশ্রয় করে এবং অন্যান্য অঙ্গুলি সোজা হইয়া থাকে। স্পর্শে, চপেটে, শিলাদির উৎপাটন ও ধারণ প্রভৃতিতে অভিনেতব্য।

পদ (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৩২।২৫-২৬) স্বর ও তালের অনুভাবক (বোধক) বস্তু এবং যাহা কিছু অক্ষর-সন্নিবদ্ধ তাহাই 'পদ'। পদ—নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ-ভেদে বিবিধ। নিবদ্ধ—তালযুক্ত ও ধ্রুবাগানে ব্যবহার্য, অনিবদ্ধ--তাল-হীন, ইহাতে কিন্তু অক্ষর, ছন্দঃ ও যতি থাকে। অনিবদ্ধকে 'আলাপ'ও বলে। নিবদ্ধপদেও বিচিত্র ছন্দঃসমাবেশ থাকে। ২ (রত্না ৫।২৮৭৯) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত-প্রবন্ধের অঙ্গভেদ। ইহাতে গুণ ব্যতীত অন্য বস্তুর বাচক বাক্য থাকে।

পরাবৃত্ত (সসা ৪।২৭) মস্তককে পশ্চাদ্দিকে ফিরাইলে 'পরাবৃত্ত' হয়। কোপ ও লজ্জাদি হেতু মুখাপ-সারণে, পরাবৃত্ত বস্তুর অনুকরণে এবং পৃষ্ঠদিকে প্রেক্ষণকালে অভিনেতব্য।

পরিক্রম (সর ৫।২৬৩) 'কন্দর্প তাল' দ্রষ্টব্য।

পরিবর্ত্তন (সর) রঙ্গপীঠের চতুর্দিকে লোকপালগণের বন্দনা বা গীতি।

পরিবাহিত (সসা ৪।২৪) মণ্ডলা-কারে মস্তক-ঘূর্ণন। ইহা বিচারে, বিস্ময়ে, হর্ষে, মৃদুহাস্যে, ক্রোধে ও অনুমোদনে অভিনেয়।

পহাড়ী—'গৌর্যুৎপন্না পহাড়ী স্যাদ্-গান্ধার-স্বর-বর্জিতা। উদ্গ্রাহে ষড়্জ-সম্পন্না ন্যাসাংশয়ো রি-শোভিতা॥ [সপ ৪৪৬]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৮৭) 'ষড়্জত্রয়া পহাড়ী স্যাদ্ রি-প-হীনা তথৌড়বা। ছায়া তৈলঙ্গ-দেশীয়া যস্যাঃ সা পরিকীর্ত্তিতা'॥ ধ্যান----'বীণোপগায়ত্যতিসুন্দরাঙ্গী, রক্তাম্বরা বঞ্জুলবৃক্ষমূলে। শ্রীচন্দনাদ্রৌ স্থিতিকারিণী সা, শ্রীরাগকান্তা কথিতা পহাড়ী'॥ পহাড়ী ও পাহিড়া অভিন্ন রাগ, পরিভাষাদি কিন্তু ভিন্ন।

পাট (সর ৪।১৮) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধের অঙ্গভেদ। ধাং ধাং ধুগ্ ধুগ্ ইত্যাদি বাদ্যাক্ষর-সমূহ।

পাঠ্য—(নাট্যশাস্ত্র বরোদা ১৭।১০২) ষড়্জাদি সপ্ত স্বর, মন্দ্রাদি তিন স্থান, আরোহাদি চারি বর্ণ, সাকাঙ্ক্ষা ও নিরাকাঙ্ক্ষা—এই দুই কাকু, শৃঙ্গারাদি রস এবং উচ্চ, দীপ্ত, মন্দ্র, নীচাদি—ছয়টি অলঙ্কার বা গুণযুক্ত কাব্যই 'পাঠ্য' বা 'গেয়'। সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভেদে পাঠ্য দ্বিবিধ।

পাণি [নাট্যশাস্ত্র, কাব্যমালা ৩১। ৩২৯] লয়ের উপরি বাদ্যবিশেষ। 'লয়স্যোপরি যদ্বাদ্যং পাণিঃ স উপকীর্ত্ত্যতে'।

পাদভাগ (নাট্য, কাশী ৩১।৩০৯) গীতির চারি ভাগের এক ভাগ।

পার্বতীলোচন (সর ৫।২৯৬) ক্রমশঃ ম-গণ, এক লঘু, এক প্লুত, দুই গুরু ও দুই দ্রুত মাত্রার তাল।

পার্শ্বগ (সসা ৪।৪৪) নৃত্যহস্ত-ভেদ।

পার্শ্বাভিনয় (সসা ৪।৩৮) বিবর্ত্তিত, চাপস্থত (চাপসৃত্র ?), প্রসারিত, নত এবং উন্নত—এই পাঁচটি পার্শ্ব-দেশের অভিনয়।

পাবনী (সসা ১।১৭৫) প্রবন্ধের জাতিভেদ যাহাতে তিনটী অঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। (সর ৪।১৯) ইহাকে 'ভাবনী' বলে।

পাহিড়া—হিন্দোল রাগের চতুর্থী ভার্যা। ধ্যান—'ভর্ত্তুর্দধানা চরণার-বিন্দং, নিষেধয়ন্তী পরদেশযানম্। প্রকামদাম্পত্যসুখে নিমগ্না, সা পাহিড়া সংকথিতা কবীন্দ্রৈঃ'॥

পুরবী—মল্লাররাগের দ্বিতীয়া ভার্যা। ধ্যান—রহঃসু কান্ত-প্রিয়-মানপত্রং, রম্যং বহন্তী কুচকুম্ভযুগ্মে। দূর্বাদল-শ্যামতনুঃ সকামা, পুরাতনৈঃ সা পুরবী নিরুক্তা॥

পুষ্কর (সর ৬।১০২৪) অভিনব-গুপ্তের মতে স্বাতিমুনি এই জাতীয় আতোদ্য বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কারক। ইহা মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত হয়। মৃদঙ্গশব্দে ত্রিবিধ পুষ্করই লক্ষ্য বলিয়া ভরতের মত। সম, বিষম ও সম-

বিষম-ভেদে তিন আকারে পুষ্করের উল্লেখও আছে [নাট্যশাস্ত্র, কাশী ৩৩।৫—১০]। মায়ূরী, অর্দ্ধমায়ূরী ও কার্মারবী—এই তিন মার্জনা (স্বর-স্থাপনা) তাহাতে ব্যবহৃত হইত। অঙ্গহার-অনুষ্ঠানের কালে পুষ্কর বা মৃদঙ্গ বাজান হইত। ভরত পুষ্করকেই চর্মবাদ্যের মধ্যে অধিক সম্মান দিয়াছেন [নাট্যশাস্ত্র ৩৭।৩৯]।

পূরিকা (সসা ২।২৬) ভক্ত (অন্ন), লাজ (খৈ) বা চিঁড়ার সহিত জল-দ্বারা পিষ্ট ভস্ম।

পূর্বী—'গৌরীমেল-সমুৎপন্না ষড়্‌জোদ্‌গ্রাহ-সমন্বিতা। ন্যাসাংশ-গস্বরোপেতা পূর্বী সা সুখদায়িনী॥' [পারিজাত ৪৪৯]। পুরবী ও পূর্বী অভিন্ন রাগ।

পৃষ্ঠ—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অংশ। ইহা ৩২×৩২ হাত পরিমিত হয়। ইহাকে সম দুইভাগে (১৬×৩২ হাত) বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগকে 'পৃষ্ঠগত' ও অপর ভাগকে 'পশ্চিম' বলা হইত।

পৌরবী (সপ ২০৩ টী) মধ্যম গ্রামের ধৈবত-পূর্বক ষষ্ঠী মূর্ছ্না। ঋষি-মতে—মৈত্রী।

প্রকম্পিত (সসা ৪।৩৫) বক্ষের অভিনয়-ভেদ, যাহাতে বক্ষটি নিরন্তর ঊর্দ্ধক্ষেপ-দ্বারা কম্পিত হয়। ইহা ভয়, হাস্য, শ্রম, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও রোদনে অভিনেয়।

প্রকরণ—মদ্রক বর্ধমানাদি গীতিকে প্রস্তুত বা গানোপযোগী করার নাম 'প্রকরণ'। মদ্রক, অপরান্তক ইত্যাদি ইহার চতুর্দশ ভেদ।

প্রকার-নাট্য (সসা ৩।৩৭) সঙ্গীত-কৌমুদী ও সঙ্গীতসারে উক্ত আছে যে রাসক্রীড়াদিকে প্রকার-নাট্য বলে। তাহা বিবিধ—কাষ্ঠা, জাকড়ী, শাবর, করঞ্জী, মত্তাবলী প্রভৃতি।

প্রতাপশেখর (সর ৫।২৯৩) একটি প্লুতের পরে বিরামান্ত-দ্রুতদ্বয়াত্মক মাত্রার তাল।

প্রতিতাল (সর ৫।২৮৩) ক্রমে এক লঘু ও দুই দ্রুত মাত্রার তাল।

প্রতিমণ্ঠক (সর ৫।২৯৫) ক্রমে স ও ভ-গণে গঠিত মাত্রাত্মক তাল। নামান্তর—'কোল্লট'।

প্রত্যঙ্গ (সসা ৪।৩—৪) অভিনয়োপযোগী প্রত্যঙ্গ নয়টি—গ্রীবা, বাহুবংস, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, ঊরু, জঙ্ঘা, জানু ও ভূষণ। মতান্তরে—দশটি। **২** (সর ৫।২৬৬) মগণের পরে দুইটি লঘু মাত্রার তাল।

প্রবন্ধ (সসা ১।১৫৭) ধাতুচতুষ্টয় ও ষড়ঙ্গদ্বারা কল্পিত নিবদ্ধ গীত। অন্য মতে ইহার নাম—শুদ্ধ। (সর ৪।৬) ইহার অন্য দুই সংজ্ঞা—বস্তু ও রূপক। প্রবন্ধের অবয়ব-ধাতু চারিটি—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। যে প্রবন্ধে মেলাপক ও আভোগ থাকে না, তাহাকে 'দ্বিধাতু' বলে, মেলাপক না থাকিলে 'ত্রিধাতু' এবং চারিটীই থাকিলে তাহাকে চতুর্ধাতু বলা হয়। এই ত্রিবিধ প্রবন্ধের ছয় অঙ্গ—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল।

প্রবেশক (নাট্য কাশী ৩১।৩৪) নিঃশব্দ তাল-বিশেষ, যাহাতে অধোমুখ হস্তের অঙ্গুলিসকলের পুনরায় সঙ্কোচ করিতে হয়।

প্রসাদ (রত্না ৫।২৬৮৮—৯০) সঞ্চারী বর্ণের অলঙ্কারভেদ। প্রথম স্বরদ্বয় তিনবার আবৃত্তি করিয়া তারপর ক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর প্রযুক্ত হইলেই 'প্রসাদ' অলঙ্কার হয়। যথা—সরি সরি সরি গরি, রিগ রিগ রিগ মগ, গম গম গম পম, মপ মপ মপ ধপ, পধ পধ পধ নিধ।

প্রসারিত (সসা ৪।৩৮) পার্শ্বাঙ্গাভিনয়।

প্রাসাদিকী (নাট্য, কাশী ৩২।৩৩৮) আক্ষেপবশতঃ উপনীত অন্য (বিজাতীয়) রসকে সাম্য করিবার জন্য গীত ধ্রুবাগান।

প্রেক্ষাগৃহ—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাগণের সম্মুখবর্ত্তী অংশ, এখানে শ্রোতারা আসন গ্রহণ করেন। ৩২×৩২ হাত বিস্তৃত [auditorium]।

প্রেরণি (সসা ৩।২৮) অঙ্গবিক্ষেপের বাহুল্যযুক্ত অথচ অভিনয়হীন তাণ্ডব নৃত্য।

প্লাবিত (সসা ১।৩৩২) প্লুতগানের কম্পনকে 'প্লাবিত' গমক কহে।

বড়হংস—'বড়হংসঃ সদা জ্ঞেয়ঃ শঙ্করাভরণ-স্বরৈঃ। ষড়্‌জাদিঃ পঞ্চমাংশঃ স্যান্ন্যাসোঽপি পঞ্চম-স্বরঃ। অবরোহে গ-হীনঃ স্যাদারোহে তু ধ-বর্জিতঃ॥ [সপ ৪০৭]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৯০) 'বড়হংসে স্বরা জ্ঞেয়াঃ কর্ণাট-সদৃশা বুধৈঃ'।

বড়া—কর্ণাট রাগের চতুর্থী ভার্যা। ধ্যান—বিশেষবৈদগ্ধ্যবতী সমস্তান্, কলাবিলাসেন বিমোহয়ন্তী। বৃহন্নিতম্বা পরিপুষ্টদেহা, বড়া প্রলম্বস্তনভারভব্যা।

বড়ারী—হিন্দোল রাগের পঞ্চমী ভার্যা। ধ্যান—কর্ণে দধানা স্মরপুষ্প-

যুগ্মং, স্ফুরৎসুবক্ষোজ-মনোহরাঙ্গী। স্মেরাননা চারুবিলোলনেত্রা, বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বড়ারী॥

বলি (সসা ১।৩২৯) রাগবশতঃ বিবিধ বক্রতাযুক্ত স্বরকম্পনই 'বলি গমক'।

ভগ্নতাল (সর ৫।৩০৯) চারি প্লুতের পরে বিরামান্ত ন-গণাত্মক তাল।

ভদ্র (রত্না ৫।২৬৭৬) স্থায়িবর্ণের অলঙ্কার-ভেদ। যাহাতে এক স্বরে যাইয়া পুনঃ পূর্বস্বরের আলাপ হয়, তাহাকে 'ভদ্র' নামক অলঙ্কার বলে। উদাহরণ—সরিস রিগরি, গমগ, মপম, পধপ, ধনিধ, নিসনি, সরিস। এই অলঙ্কারে একএকটি স্বরের হানি করিয়া ক্রম-সংঘটন হয়।

ভয়ানকা দৃষ্টি (সসা ৪।১৩৮) যে দৃষ্টিতে গোলক স্তব্ধ ও উর্ধ্ব চালিত হয়, তারকা ও অত্যন্ত চঞ্চল এবং উর্ধ্বগতিশীল হয় এবং যাহা ভয়হেতু দৃশ্য বস্তু হইতে যেন পলায়নপর হয়, তাহাই ভয়ানকা।

ভয়ান্বিতা দৃষ্টি (সসা ৪।১২৭) যে দৃষ্টিতে অক্ষি-গোলকের মধ্য ভাগটি যেন বহির্গত হইতেছে, যাহাতে তারকা কম্পিত হইতে থাকে এবং উভয় পুট (গোলক) বিস্ফারিত হয়, তাহাই 'ভয়ান্বিতা'।

ভরত—নাট্যশাস্ত্রবিৎ নট।

ভাণ্ডবাদ্য—মৃদঙ্গ (ভরত-মতে)।

ভারতী (সক ২।৩৭) বৃত্তি-ভেদ, যাহা কোমল-প্রৌঢ় সন্দর্ভ ও কোমল অর্থের প্রকাশ করে।

ভাবনী (সর ৪।১৯) প্রবন্ধের জাতি-ভেদ যাহাতে তিনটি অঙ্গ বর্তমান আছে। [পাবনী দ্রষ্টব্য]।

ভাষা—ভরত-মতে চারিপ্রকার, অতি-ভাষা (দেবতাগণের), আর্যভাষা (রাজগণের), জাতিভাষা (ম্লেচ্ছাদি-গত এবং ভারতের অধিবাসি-গত) এবং যোন্যন্তরী ভাষা (গ্রাম্য ও আরণ্য পশুপক্ষিগণের)। উবটমতে কিন্তু দুই প্রকার ভাষা—লৌকিকী ও বৈদিকী।

ভূপালী—'মনি-বর্জা তু ভূপালী রিধৌ যত্র চ কোমলৌ। গান্ধারোদ্‌গ্রাহ-সংযুক্তা রিন্যাসা গাংশশোভিতা'॥ ধ্যান——'পত্যুর্বিয়োগান্মলিনাননা-লসা, বিয়োগবহ্নিকৃত-পীতগাত্রিকা। সুকেশরাদ্রঞ্জিত-শাটিকোত্তমা, ভূপালিকা সা খলু মেঘরাগিণী'॥ প্রাতঃ-কালীয়া [সঙ্গীতপারিজাত ৩৭৫]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৮০) লক্ষণ ও ধ্যান পৃথক্। নারদপঞ্চমসংহিতায় ইহা কর্ণাটরাগের দ্বিতীয়া ভার্যা। ধ্যান—স্বনায়কং পুষ্পলতাধিরূঢ়া, হসন্মুখী সর্বমুদং বহন্তী। স্বনানি শশ্বদ্বিতনোতি মুগ্ধা, ভূপালিকা সা স্খলদুত্তরীয়া॥

ভূষণ (সর ৭।৩৭৯) বেশের পোষক ভূষা।

ভৈরব রাগ (পদা ৩) ধ্যান—'খট্বাঙ্গ-ধারী ত্রিকপালমালা-বিভূষিতো ভূতি-বিচিত্রিতাঙ্গঃ। দিগম্বরস্তাণ্ডব-পণ্ডিতোঽয়ং গৌরীপতির্ভৈরবনাম-ধেয়ঃ'॥

ভৈরবী—স-স্বরাংশগ্রহন্যাসা ভৈরবী স্যাদ্ধকোমলা। রিণারোহে তু ষন্যাসা পঞ্চমেনোভয়োরপি। ষড়্‌জেনাথা-বরোহে তু সর্বদা সুখদায়িনী'॥ [পারিজাত ৩৭৪]। রত্নাকর-মতে—'ধাংশন্যাসগ্রহা তারমন্দ্র-গান্ধার-শোভিতা। ভৈরবী ভৈরবোপাঙ্গং সমশেষস্বরা ভবেৎ॥ ধ্যান—'সরে-বরস্থে স্ফটিকস্য মণ্ডপে সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়ন্তী। তালপ্রভেদ-প্রতিপন্ন-গীতা, গৌরীতনুর্নাম হি ভৈরবীয়ম্'॥ সর্বদা গেয়া। সঙ্গীতদর্পণে (২।৪৮) অন্য ধ্যান। মতান্তরে ইহা মালব রাগের ষষ্ঠী ভার্যা।

মকরন্দ (সর ৫।২৮২) ক্রমে দ্রুতদ্বয় ও লঘুত্রয়াত্মক তাল। ২ (সসা ১। ২৭১) দুইটি দ্রুতমাত্রার তাল।

মঙ্গলগীত (মহা° দ্রোণ ৫।৪১, ৬৯। ১১) কল্যাণ বা আশীর্বাদ-সূচক গান। স্তাবক, ব্রাহ্মণ, বৈতালিক ও সূত প্রভৃতির কণ্ঠে ইহা গীত হইত। (সর ৪।৩০৩) শার্ঙ্গদেবও নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের পর্যায়ে মঙ্গল গানের উল্লেখ করিয়াছেন। শিব-স্তুতির উদ্দেশ্যে ইহা গীত হইত; মহাভারতের সূত, মাগধ ও বন্দিগণের মুখে রাজা ও বীরসকলের বিজয়গাথা ঘোষণার জন্য কীর্তিত হইত। শার্ঙ্গ-দেব বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ-ভেদ-গণনায় চর্চরী, চর্যা, পদ্ধড়ী, ধবল, মঙ্গল বা মঙ্গলগীতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; কালিদাসের কুমারসম্ভবে গীতমঙ্গল বা মঙ্গলগীতের ইঙ্গিত আছে। বিলম্বিত লয়ে বা মঙ্গল ছন্দে কৈশিক বা বোট্ট রাগে মঙ্গল প্রবন্ধ গীত হইত। মঙ্গল ছন্দে পাঁচটি চারি-মাত্রাযুক্তগণ-বিশিষ্ট পাদ ও প্রতি-পাদে কুড়িটি মাত্রার সমাবেশ এবং প্রতিপাদে মঙ্গলবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় পাল ও সেন-রাজত্বের কালই (খৃষ্টীয় ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী) মঙ্গলগীতি কাব্যের যুগ। ইহার পূর্বে (খৃষ্টীয় ৮ম হইতে

১১শ শতাব্দী পর্যন্ত) বাঙ্গালাদেশে নাথযোগিরা নাথ-গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন। ১১শ শতাব্দীতে নাথগীতিকার ভিত্তিতে চর্যাপদ-গীতির উদ্ভব হয়। মঙ্গল কাব্যগুলি নাথ-গীতি, চর্যা ও অন্যান্য দেশীয় বা আঞ্চলিক গীতিরূপের উপাদানে ছন্দ বা তাল, সুর (রাগ), শব্দবিন্যাস, বিচিত্র ধ্বনি ও বিলম্বিতাদি লয় ও মন্দ্রাদিস্থানকে নিয়া রূপায়িত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যে উল্লেখযোগ্য শিবমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, সূর্য্যমঙ্গল এবং অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গল রাগ (পদা ৭) পঞ্চম রাগকেই গৌড়ে মঙ্গল রাগ বলে। লক্ষণ—'বিলাসিনী-চামর-চালনেন, লব্ধা-নিলোহলংকৃত-হেমপীঠঃ। গন্ধর্বরাট্ কাঞ্চন-কান্তিরাঢ্যঃ, শ্রীমানয়ং পঞ্চম-নামধেয়ঃ॥'

মঠতাল (সর ৫।২৭৭—২৭৮) স-গণের পরে চারিটী নিঃশব্দ লঘুমাত্রার তাল। (২) ভ-গণের পরে দুইটি নিঃশব্দ ভ-গণ হইলেও মতান্তরে মঠতাল। (৩) মুদ্রিত-মঠে—ভ-গণের পরে নিঃশব্দ লঘু চতুষ্টয়ের তাল। (৪) ন ও জ-গণের পরে একটি লঘু মাত্রার তাল। ইহার অপর ছয়টি ভেদ (সর ৪।৩৩৩—৩৩৮) জয়প্রিয়, মঙ্গল, সুন্দর, বল্লভ, কলাপ ও কমল। (৫) বীররসে জ-গণাত্মক মঠদ্বারা গেয়—জয়প্রিয়। (৬) শৃঙ্গার রসে ভ-গণাত্মক মঠে গেয়—মঙ্গল। (৭) শৃঙ্গাররসে স-গণাত্মক মঠে গেয়—সুন্দর। (৮) করুণরসে র-গণাত্মক মঠে গেয়—বল্লভ। (৯) হাস্যরসে বিরামান্ত ন-গণাত্মক মঠে গেয়—কলাপ এবং (১০) অদ্ভুত রসে বিরামান্ত দ্রুতদ্বয়ের পরে একটি লঘুমাত্রাত্মক গণে গঠিত—হয় কমল মঠ। সুতরাং মঠতাল দশ-প্রকার হয়।

মণ্ঠিকা (সর ৫।২৮৪) ক্রমশঃ একটি করিয়া গুরু, দ্রুত ও প্লুত মাত্রার তাল (২) ক্রমে দুই লঘু ও বিরামাদি দ্রুতদ্বয়াত্মক তাল।

মণ্ডল (নাট্য কাশী ১১।৪) তিন বা বা চারিটী খণ্ডের সমবায়। ত্র্যস্র চচ্চৎপুটতালে তিনটি খণ্ডে এবং চতুরস্র চচ্চৎপুট তালে চারিটি খণ্ডে নিষ্পাদ্যা চারী।

মত্তবারণী—রঙ্গপীঠের উভয় দিকে ৮×৮ হাত পরিমিত স্থানে নির্মিত রঙ্গমঞ্চের অংশ-বিশেষ। মতান্তরে—ইহা ১২×৮ হাত হয়।

মত্তাবলী নৃত্য (সসা ৩।৪২) মদিরা-পানে মত্ত তুরঙ্গগণের নৃত্যপ্রকারকে 'মত্তাবলী' বলে।

মৎসরীকৃতা (সপ ১০৬) ষড়্জগ্রামে মধ্যমাদিস্বর হইতে উৎপন্না পঞ্চমী মূর্ছ্না। নারদ-মতে—হৃষ্যকা।

মদন (সর ৫।২৯৫) দ্রুতদ্বয়ের পরে একটি গুরুমাত্রার তাল।

মধ্যমকৈশিকী (সক ২।৩৮) বৃত্তি-ভেদ যাহা প্রৌঢ়সন্দর্ভে কোমল অর্থের প্রকাশ করে।

মধ্যম বৃন্দ (সর ৩।২০৬-২০৭) যে বৃন্দে মূলগায়ক ২ জন, সমগায়ক ৪ জন, বাংশিক ২ জন ও মার্দঙ্গিক ২ জন থাকে, তাহা।

মধ্যম স্বর (রত্না ৫।২৫৮৯) নাভিমূল ও শরীরের মধ্যে স্থান হইতে জাত স্বভাবতঃ গম্ভীর ও কিঞ্চিৎ উচ্চ স্বর। ক্রৌঞ্চ (বক) মধ্যম-বক্তা।

মধ্যমাদি—'মধ্যমাদৌ গ-ধৌ নষ্টৌ মূর্ছ্না মধ্যমাদিকা। তত্র ত্বংশস্বরাঃ প্রোক্তা রি-ম-নয়ো মুনীশ্বরৈঃ'॥ গ্রীষ্ম ঋতুতে বা দ্বিপ্রহরে গেয় [পারিজাত ৩৮০]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৪৭) ইহার ধ্যান—'পত্যা সহাসং পরিরভ্য কামং, সংচুম্বিতাস্যা কমলায়তাক্ষী। স্বর্ণচ্ছবিঃ কুঙ্কুম-লিপ্তদেহা, সা মধ্যমাদিঃ কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ'॥

মধ্যমারভটী (সক ২।৩৮) বৃত্তি-ভেদ, যাহা কোমল সন্দর্ভে প্রৌঢ়ার্থের ব্যঞ্জক।

মর্দল (সসা ২।২১—২৪) খদির-জাত মর্দলই শ্রেষ্ঠ। অন্য কাষ্ঠ-সম্ভূত হইলে উহা হীন। রক্তচন্দন-জাত মর্দল রম্য ও উচ্চ-গম্ভীর-ধ্বনিবিশিষ্ট হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে দেড় হাত, বাম দিকে ১৩ কি ১২ অঙ্গুলি এবং দক্ষিণ দিকে তাহা হইতে এক বা অর্দ্ধেক অঙ্গুলি কম হইবে। ছয়মাসের মৃত বৎসের- চর্মদ্বারা উহার মুখ নির্মাণ করিবে এবং মধ্যদেশটি পৃথু (মোটা) হইবে। মৃত্তিকা-নির্মিত মর্দলকে 'মৃদঙ্গ' কহে। বাদনের জন্য মর্দলে খরলি-নামক লেপ-বিশেষ দক্ষিণপুটে প্রয়োগ করিবে।

মলিনা দৃষ্টি (সসা ৪।১৪৪) যে দৃষ্টিতে দৃশ্য বিষয় হইতে তারকাদ্বয় অপসৃত হয়, গোলকদ্বয় কিঞ্চিৎ মুকুলিত থাকে, নেত্রপ্রান্তদ্বয় কান্তি-হীন হয় এবং পক্ষাগ্র হইতে জলবিন্দুর ক্ষরণ হইতে থাকে, সেই দৃষ্টিই

মলিনা। ইহা স্ত্রীগণের বিহৃতভাবের অভিনয়ে প্রয়োজ্য। [লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যাদিহেতু প্রিয়তমকে স্ববিবক্ষিত না বলিয়া চেষ্টা দ্বারা জানানকে 'বিহৃত' বলে]।

মল্ল (সর ৫।২৮৮) চারি লঘুর পরে বিরামান্ত দুইটি দ্রুত মাত্রার তাল।

মল্লার— ইহা সঙ্গীতপারিজাতে (৩৬০) ষড়্জাদি মূর্চ্ছনাযুক্ত, তিন ষড়্জের (মন্দ্র, মধ্য ও তার) সহিত বাজাইতে হয় এবং ইহাতে গান্ধার ও নিষাদ স্বর চলিবে না। বর্ষাকালে সুখকর। পারিজাতের ভাষ্যকার মল্লারের ভূমিকায় ভাতখণ্ডেজীর মতে মল্লারকে 'মেঘমল্লার' বলিয়াছেন। যদিও এই মতটি রাগবিবোধকার সোমনাথের। অহোবলেরও এই মতই সম্মত। রাগবিবোধ ও পারিজাতের মতে মল্লার ও মল্লারী বা নটমল্লারি পৃথক্ রাগ। মল্লারের ধ্যান—'নীলো ঘনান্তরোল্লসিতঃ পীতাম্বরো বরো বীরঃ। মৃদুহসিতোঽতিপিপাসিত-চাতকপোষ্যেষু মল্লারিঃ'॥ কিন্তু মল্লারীর ধ্যান—'সুগৌরবর্ণা মলিনাংশুকান্বিতা, বিয়োগিনী চম্পকমালভূষিতা। রহস্যুপস্থা রসিকপ্রিয়ার্দ্রিতা মহ্লারিকা সাঽশ্রুদৃগাতি মন্দগা'॥ অথবা—'স্মরাতুরা ক্ষীণকলেবরা নতা, ঘনাগমে প্রাগ্‌বিরহেণ তাপিতা। নিরাশ-গীতা কিল বল্লকীকরা, মহ্লারিকা রোদনবৎস্বরা হি সা'॥ গৌরী মেল হইতে মল্লারী রাগিণী উৎপন্ন হয়। ইহাতে ঋষভ, ধৈবত কোমল শেষস্বর শুদ্ধ হয়। নিষাদ স্বর ইহাতে নাই; আরোহে গান্ধার থাকে না, অবরোহে গান্ধার চলে [সঙ্গীতপারিজাত ৩৬৮]। মল্লারী সর্বদা গেয়া। সঙ্গীতদর্পণে (২।৭৬) লক্ষণ ও ধ্যান পৃথক্। নারদপঞ্চম-সংহিতার মতে ইহা কিন্তু দ্বিতীয় রাগ। ধ্যান—বিহারশীলোঽতিসুকান্তদেহঃ, কান্তাপ্রিয়ো ধার্মিকশীলযুক্তঃ। কামাতুরঃ পিঙ্গলনেত্রযুগ্মো, মল্লাররাগঃ প্রিয়কৃৎ সুবেশঃ॥ (২) [পদা ৫] 'শঙ্খদ্যুতিঃ পলিতনিন্দিত-শারদেন্দুঃ, কৌপীনমেকমরুণং রুচিরং বসানঃ। শান্তঃ প্রসন্নবদনঃ সুবিহারচারী, মল্লার এষ কথিতঃ পৃথুলম্বকর্ণঃ'॥

মল্লিকামোদ (সর ৫।২৮০) ক্রমে দুইটি লঘু ও চারিটী দ্রুত মাত্রার তাল।

মহানন্দ (সসা ২।৫৫) দশাঙ্গুলপ্রমাণ বংশ।

মহাবিদারী—যাহাদ্বারা গানের সকল অংশ, অবয়ব বা বস্তুকে বুঝায়, তাহাই মহাবিদারী।

মাতু (রত্না ২৫৩১—৩৩) গীতের অবয়ব-বিশেষ। রাগাদিই 'মাতু'।

মাধবী—মল্লার রাগের চতুর্থী ভার্যা। ধ্যান—সংগ্রথ্য সংগ্রথ্য গলে দধানা, প্রসূনমালা দয়িতেন বালা। গৌরী স্বকান্তানন-চুম্বিতাঙ্গা, সা সুন্দরী মাধবিকা নিকুঞ্জে।

মান (সসা ১।৩২৩) সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়া। তালের বিশ্রামকারী বলিয়া মান তালের সমাপ্তি-জ্ঞাপক। যখন ধ্রুবপদে দ্বিতীয়কলায় মান পড়ে, তখন সেই তালকে বলে 'বর্দ্ধমান আবর্ত্ত'। আর যখন ধ্রুবপদে শেষকলায় মান পড়ে, তখন তাহাকে বলে 'হীয়মান আবর্ত্ত'।

মানুষ গীত (সসা ১।৩০৭) প্রাকৃত ভাষায় নিবদ্ধ গীত। কেহ কেহ দেশবিশেষের ভাষায় রচিত গীতকে 'মানুষ' বলেন।

মায়ূরী—হিন্দোল রাগের প্রথমা ভার্যা। ধ্যান—ময়ূরকেকাশ্রবণোল্লসন্তী, ময়ূরিকানৃত্যততং কিরন্তী। ময়ূরকান্তীব সিতিং দধানা, মায়ূরিকা সংকথিতা গুণজ্ঞৈঃ॥

মার্গ (সসা ৩।১০) ব্রহ্মাদিদেবগণকর্তৃক মার্গিত (প্রার্থিত) হইয়া এই গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রথমতঃ শম্ভু প্রচার করেন এবং ব্রহ্মা হইতে ভরতাদি ইহা পৃথিবীতে প্রয়োগ করেন বলিয়া এই তিনটীর নাম হয়—মার্গ। (রত্না ৫।২৪৯৮) সঙ্গীতভেদ, ইহা স্বর্গে বিদ্যমান, ব্রহ্মাই ইহার আচার্য। ব্রহ্মার শিষ্য ভরত মার্গসঙ্গীত অধ্যয়ন করত অপ্‌সরা ও গন্ধর্বগণদ্বারা শিবের সম্মুখে প্রয়োগ করেন। তাহাই দেশভেদে 'দেশী' নামে কথিত (২৫০৩), মতঙ্গ-মতে 'আলাপাদি-নিবদ্ধ হইলেই 'মার্গসঙ্গীত' হয়। ভরতের মতে—যে গান দেবতার ইষ্ট (বাঞ্ছিত) এবং গন্ধর্বগণেরও প্রীতিকর, স্বর, তাল ও পদযুক্ত সেই গানই 'গান্ধর্ব'-নামে কথিত হয়। গান্ধর্বগান পবিত্র, অভ্যুদয়ভাবের উদ্বোধক ও আভ্যুদায়ক অনুষ্ঠানের উপযোগী বলিয়া ইহাকে 'মার্গসঙ্গীত'ও বলা হয়।

মার্গনাট্য (সসা ৩।১৪-১৭) শিব ও দুর্গা-কর্তৃক প্রচারিত নাট্যবিশেষ। শিব প্রচারিত দশ নাট্য—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ,

সমবকার, বীথী, অঙ্ক, ঈহামৃগ ও রূপক। দুর্গার দশটি—নাটিকা, প্রাকরণিকা, হাসিকা, বিয়োগিনী, ডিমিকা, কলা, উৎসাহবতী, চিত্রা, জুগুপ্সিতা এবং বিচিত্রার্থা।

মার্গহিন্দোল—'হিন্দোলো রিগ-যোগেন মার্গহিন্দলকো ভবেৎ'।

মার্গী (সপ ২০৩ টী) মধ্যম গ্রামের নিষাদপূর্বক পঞ্চমী মূর্ছনা। ঋষি-মতে—কপর্দিনী।

মার্জনা [নাট্যশাস্ত্র কাশী ৩৩।৯২) পুষ্করে স্বর-স্থাপনা। আধুনিক কালে তানপুরায় ষড়্‌জাদিস্বরের স্থাপনার ন্যায় ভরতের সময়ে মার্জনা ছিল পুষ্কর-নামক মৃদঙ্গজাতীয় আতোদ্য বাদ্যযন্ত্রে। মায়ূরী, অর্ধ-মায়ূরী ও কার্মারবী-ভেদে তিন মার্জনা। মায়ূরী মধ্যম গ্রামে, অর্ধমায়ুরী ষড়্‌জগ্রামে এবং কার্মারবী গান্ধার গানের সঙ্গে সম্পর্কিত [মার্জনা=tunic process].

মার্দঙ্গিক (সসা ২।৩৯) ধীর, বাদ্য-বিশারদ, বাগ্মী, পাঠাক্ষর-ব্যঞ্জক, তালাভ্যাস-রত, সমস্ত গমকের প্রকাশে নিপুণ, বিবিধ বাদ্য-বিবর্ত্তে ও নর্ত্তনে পটু, গীতক্রমেও সুষ্ঠু অভ্যাস-শীল, সন্তুষ্ট, মুখবাদক ও লঘু-হস্ত ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট মার্দঙ্গিক।

মালব—'রিধৌ তু কোমলৌ যত্র গনী তীব্রৌ চ মালবে। ষড়্‌জাবরোহণোদ্‌-গ্রাহে সরি-ন্যাসাংশশোভিতে'। [পারিজাত ৪০৩]। নারদ-পঞ্চম-সংহিতার মতে প্রথম রাগ। ধ্যান—(পদা) নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্র-পদ্মঃ, শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ। সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে, মালাধরো মালবরাগরাজঃ॥

মালব কৌশিক—'ষড়্‌জগ্রহাংশক-ন্যাসো পূর্ণো মালব-কৌশিকঃ। মূর্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া কাকলীস্বর-মণ্ডিতা'॥ ধ্যান—'আরক্তবর্ণো ধৃত-রক্তযষ্টিঃ, বীরঃ সুধীরেষু কৃত-প্রবীর্যঃ। বীরৈ-র্বৃতো বৈরি-কপালমালা, মালী মতো মালবকৌশিকোঽয়ম্'॥

মালবশ্রী—'রিহীনা মালবশ্রীঃ স্যাৎ শুদ্ধমেল-স্বরোদ্ভবা। মধ্যমাদি-স্বরোদ্‌গ্রাহা ধাংশযুক্তান্ত্যপা স্মৃতা॥ [সঙ্গীতপারিজাত ৩৬৪]। ভরতের মতে ইহা শ্রীরাগের ভার্যা, কিন্তু সঙ্গীতদামোদরের মতে মালবরাগেরই ভার্যা। শিবমতে ইহাকে শ্রীরাগের মেলে (ঠাটে) ধরা হইয়াছে। প্রাতঃকালে গেয়। ধ্যান—'সরোজ-গাত্রারুণবস্ত্র-ভূষিতা, সুপীতবক্ষোজ-পটা বিয়োগিনী। অলংকৃতা চূত-তলে মদেন সা, করোতি ক্রীড়ামিহ মালবশ্রিকা'॥ সঙ্গীতদর্পণে লক্ষণ ও ধ্যান ভিন্ন (২।৭৩)।

মালবী—সঙ্গীতদর্পণে (২।৭২) ইহা শ্রীরাগের ভার্যা। লক্ষণ—'ঔড়বা মালবী জ্ঞেয়া নি-ত্রয়া রিপ-বর্জিতা। রজনী মূর্ছনা চাত্র কাকলীস্বর-মণ্ডিতা'॥ ধ্যান—'স্বকান্ত-সঞ্চুম্বিত-বক্ত্রপদ্মা, শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলিনী প্রমত্তা। সঙ্কেতশালাং বিশতী প্রদোষে, মালাধরা মালবিকেয়-মুক্তা'॥ মালব ও মালবী একই রাগ।

মালসী—মালবরাগের দ্বিতীয়া ভার্যা। ধ্যান—'করে যুতা চাম্বুজ-যুগ্মরম্যা, ইতস্ততশ্চারু বিলোকয়ন্তী। কণ্ঠস্ফুরন্মৌক্তিক-রত্নহারা, সা মালসী সঙ্কথিতা বিচিত্রা'॥

মিশ্র (রত্না ৫।৩০৬৮) তিরিপ স্ফুরিতাদি গমকের মিশ্রণ হইলে হয় 'মিশ্র' গমক।

মিশ্র তাল (সসা ১।২৬৭) ক্রমশঃ একটি করিয়া দ্রুত, লঘু, গুরু ও প্লুতমাত্রার তাল।

মুকুন্দ (সর ৫।৩০৭) এক লঘু, চারি দ্রুতের পরে একটি গুরু মাত্রার তাল।

মুখারী—'ঋষভঃ কোমলো যত্র গান্ধারঃ পূর্বসংজ্ঞকঃ। মুখার্যাং ধৈবতোদগ্রাহো নিধৌ পূর্বাখ্য-কোমলৌ। আরোহে গ-নিহীনায়াং ন্যাসাংশৌ ষড়্‌জ-পঞ্চমৌ'। সোম-নাথ-কৃত ধ্যান—'শ্যামা কামাক্রান্তা কান্ত-বিয়োগাসহা মুখারীয়ম্। মণি-ময়-স্তকুচাবরণা বীণাপাণিঃ প্রবী-ণোচ্চৈঃ'॥ সর্বদা গেয়া। [সঙ্গীত-পারিজাত ৩৭৩]।

মুদ্রিত (সসা ১।৩৩৩) মুখবন্ধ করিয়া উদ্ভূত স্বর-কম্পনই 'মুদ্রিত' গমক।

মূর্ছনা (সসা ১।৭৯—৮৬) স্বর সং-মূর্ছিত হইয়া যখন রাগত্ব প্রাপ্তি করে, ভরতাদি নাট্যশাস্ত্রকারগণ সেই গ্রাম-জাত রাগকে 'মূর্ছনা' বলেন। সপ্ত-স্বরযুত তিন গ্রামে মূর্ছনা হয়—২১টি; (১) ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, বর্ণমধ্যা। (২) ষড়্‌জমধ্যা, পঞ্চমী, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবতী, তীব্রা। (৩) রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরী, বরা, নাদবতী, বিশালা—এই ২১টি মূর্ছনা তিন গ্রামে প্রসিদ্ধ। [প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য]। ভরত-মতে—ক্রমযুক্ত স্বরই মূর্ছনা। তিনি দুইটি গ্রামের মূর্ছনার পরিচয় দিয়াছেন। ষড়্‌জগ্রামে—উত্তরমন্দ্রা,

রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়্‌জা, মৎসরীকৃতা ও অভিরুদ্‌গতা। মধ্যম গ্রামে—সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী ও হৃষ্যকা। শিক্ষাকার নারদ ২১টী মূর্ছনার পরিচয় দিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের সঙ্গে মূর্ছনার সম্পর্কস্থাপন করিয়াছেন। মতঙ্গ সাত স্বর, সপ্তস্বর-মূর্ছনা ও দ্বাদশস্বরমূর্ছনা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পূর্ণা (সাতস্বরে), ষাড়বা (ছয় স্বরে), ঔড়বা (পাঁচ স্বরে) এবং সাধারণা (অন্তর-গান্ধার ও কাকলি-নিষাদ-যুক্ত)—এই চারি শ্রেণীর মূর্ছনাও আছে।

মেদিনী (সসা ১।১৭৪) প্রবন্ধের জাতি-ভেদ। ইহাতে ছয়টি অঙ্গই বর্ত্তমান থাকে।

মেল—যে কোনও প্রকার স্বরসমূহের সজ্ঞ। ইহাকে 'থাঠ' (ঠাট)ও বলা হয়। ইহা রাগের ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে। (সঙ্গীতপারিজাত ৩২৯)।

মেলাপক (সসা ১।১৬১) গীতের দ্বিতীয়াংশ।

মোরহাটী—হিন্দোল রাগের ষষ্ঠী ভার্যা। ধ্যান—উৎপন্নমাত্রে প্রথমাপরাধে, মানং পুনঃ কর্ত্তুমনাশ্চিরেণ। ঋজুস্বভাবান্নিয়তং...সা মোরহাটী হঠকেলিরুষ্টা॥ [মারহাটী—অন্য নাম]।

যাত (সসা ১।২৪৬) লঘুদ্বয়ের পরে দ্রুত-দ্বয়াত্মক তাল। ইহা দ্বিবিধ—শুদ্ধা ও ত্রিপুটান্তরা। (সসা ১।৩২২) লয়-প্রবর্ত্তনের নিয়মই যতি। ইহা স্রোতোবহা, সমা ও গোপুচ্ছিকা-ভেদে ত্রিবিধ।

যতিলগ্ন (স্বর ৫।২৬৭) ক্রমশঃ একটি দ্রুত ও একটি লঘু মাত্রার তাল।

যথারাগ—অনেকের মতে ইহা জাতিরাগ, ইহাদের অনুমান এই যে কীর্ত্তনগীতির বিশুদ্ধ স্বর-বিন্যাস প্রাচীন জাতিগানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর মতে—এই অনুমান কিন্তু ঠিক নহে, যেহেতু জাতিরাগ শুধু গ্রামরাগ কেন, পরবর্ত্তী অভিজাত সকল দেশী-রাগ-গানের জনক হইলেও খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সমাজে তাহার প্রচলন প্রায় লোপ পায়; সুতরাং যথারাগ বা তথারাগ বলিলে শিল্পীর অভিলষিত অথবা পদগানের প্রকৃতি-অনুযায়ী যোগ্য রসের নির্বাচনই বোঝায় [শ্রীবলরাম দাসের পদাবলীর ভূমিকা ৪৩ পৃঃ]।

যৌবত-লাস্য (সসা ৩।৩৩) যে নৃত্যে নটীগণ মধুরভাবে রচিত লীলাভঙ্গীতে বশীকরণবিদ্যাবৎ (নৃত্য) প্রয়োগ করে, তাহাই 'যৌবতলাস্য'।

রক্তহংস -'গহীনো রক্তহংসঃ স্যাদারোহে নি-স্বরোজ্ঝিতঃ। অবরোহে ধ-বর্জঃ স্যাৎ ষড়্‌জ-পূর্বকমূর্ছনঃ॥' প্রাতঃকালীয় [পারিজাত ৩৬৫]।

রঙ্গ (সর ৫।২৬৫) ক্রমে চারিটি দ্রুত ও একটি গুরু মাত্রার তাল।

রঙ্গতাল (সসা ১।২৬২) ক্রমশঃ দুই দ্রুত ও এক গুরু মাত্রার তাল।

রঙ্গপীঠ—রঙ্গশীর্ষের পিছনে ১৬×৩২ হাত পরিমিত স্থানে যে নেপথ্যগৃহ প্রস্তুত হইত, তাহার সম্মুখে রঙ্গশীর্ষের পরিমাণ ৮×৩২ হাত এবং তাহারই সম্মুখে ১৬×৮ হাত পরিমিত স্থানে এই 'রঙ্গপীঠ' প্রস্তুত হইত। মতান্তরে ইহা ৮×১৬ হাতও হইত।

রঙ্গপ্রদীপ (সসা ১।২৬৭) ক্রমশঃ একটি করিয়া ত-গণ, গুরু ও প্লুত মাত্রার তাল [সর ৫।২৬৯]।

রঙ্গলীল (সসা ১।২৬২) পরপর দুই লঘু ও দুই গুরু মাত্রার তাল।

রঙ্গশীর্ষ—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অংশ যাহা ৩২×৩২ হাত পরিমিত, তাহার সম দুই ভাগের (১৬×৩২ হাত) প্রথমাংশকে আবার (৪×৩২ হাত) ভাগ করিয়া তাহাতে ৮ হাত পরিমিত স্থান লইয়া পূর্বে 'রঙ্গশীর্ষ' তৈয়ার করা হইত।

রঙ্গাভরণ (সর ৫।২৭৬) ত-গণের পরে এক লঘু এবং একটি প্লুত মাত্রার তাল।

রঙ্গোদ্যোত (সর ৫।২৬৯) ক্রমে ম-গণ (তিন গুরু), এক লঘু ও এক প্লুত মাত্রার তাল।

রজনী (সপ ১০৫) ষড়্‌জগ্রামে নিষাদ-পূর্বক জাত দ্বিতীয় মূর্ছনা। নারদ মতে—অভিরুদ্‌গতা।

রতি (সর ৫।২৯৬) একটি লঘুর পর একটি গুরু মাত্রার তাল।

রতিলীল (সর ৫।২৬৩) পরপর দুই লঘু ও দুই গুরু মাত্রার তাল।

রসদৃষ্টি (সসা ৪।১৩০--১৩১) স্থায়িভাবজা স্নিগ্ধাদি দৃষ্টিই উল্বণ (উৎকট) হইলে রসদৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। আটটি রসদৃষ্টি—কান্তা, হাস্যা, করুণা, রৌদ্রী, বীরা, ভয়ানকা, বীভৎসা ও অদ্ভুতা।

রাগ (সসা ১।১১৪—১৪৯) ত্রিজগদ্বাসী জীবের চিত্ত যাহাদ্বারা রাগযুক্ত হয়, ভরতাদি নাট্যশাস্ত্রকারগণ তাহাকে 'রাগ' বলেন। নারদপঞ্চম-

সংহিতায়—রাসে শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর শব্দে সকলের মোহ করাইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, তৎপার্শ্বস্থ ষোল হাজার গোপী গান ধরিলেন—তাহাতে ১৬০০০ রাগের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে ৩৬টি রাগ জগতে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ছয় রাগ ও ত্রিশটি রাগিণী আছে। সঙ্গীত-দামোদর-মতে কিন্তু—

রাগ রাগিণী

১। ভৈরব—ভৈরবী, কৌশিকী, বিভাষা, বেলাবলী ও বঙ্গালী।

২। বসন্ত—আন্দোলিতা, দেশাখ্যা লোলা, প্রথমমঞ্জরী ও মল্লারী।

৩। মালব কৌশিক—গৌরী, গুণকিরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী ও কর্ণাটী।

৪। শ্রীরাগ—গান্ধারী, দেবগান্ধারী, মালবশ্রী, আশাবরী ও রামকিরী।

৫। মেঘ—ললিতা, মালসী, গৌরী, নাটী ও দেবকিরী।

৬। নটনারায়ণ—তারামণী, সুধাভীরী, কামোদী, গুর্জরী ও কুকুভা। মতান্তরে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী (পঞ্চম-সারসংহিতা) মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট।

রাগ রাগিণী

১। মালব—ধানসী, মালসী, রামকেরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী ও ভৈরবী।

২। মল্লার—বেলাবলী, পুরবী, কানড়া, মাগধী, কোড়া ও কেদারিকা।

৩। শ্রীরাগ—বেলোয়ারী, গৌরী, গান্ধারী, সুভগা, কৌমারী ও বৈরাগী।

৪। বসন্ত—তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুর্জরী ও বিভাষা।

৫। হিন্দোল—মায়ুরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়ী, বরাড়ী ও মারহট্টা।

৬। কর্ণাট—নাটিকা, ভুপালী, রামকেরী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী।

মতঙ্গ-মতে রাগের ভেদ তিনটি; শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ। শুদ্ধরাগ তাহাকেই বলে যাহাতে শাস্ত্রোক্ত রীতিতে গান হইয়া আনন্দবিধান করে। ছায়ালগে দুইটি রাগের মিশ্রণ থাকে এবং সংকীর্ণ রাগে শুদ্ধ ও ছায়ালগের মিশ্রণ হইয়া আনন্দকর হয়—কল্লিনাথের এই উক্তি।

শিব মতে আবার শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও বৃহন্নাট এই ছয়টি রাগ এবং ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি করিয়া ভার্যা উক্ত আছে। এইরূপ হনুমানের মতে ও রাগার্ণবের মতে পার্থক্য আছে [সঙ্গীতদর্পণ ২।১৩—৪৫]। সঙ্গীত-কৌমুদীতে আবার পুংরাগ আটটি—ভৈরবী, ভুপতি, শ্রীরাগ, পঠমঞ্জরী, বাসন্তিকা, ভূপাল, সারঙ্গ ও মাতঙ্গ।

রাগবর্দ্ধন (সর ৫।৩০০) ক্রমশঃ বিরামান্ত দ্রুতদ্বয়, দ্রুত ও একটি প্লুত মাত্রার তাল।

রাজচূড়ামণি (সর ৫।২৬৮) ক্রমে দুই দ্রুত, ন-গণ, দুই দ্রুত, এক লঘু, ও এক গুরু মাত্রার তাল। ২ (সসা ১।২৬৫) ক্রমে দুই দ্রুত, এক লঘু, দুই দ্রুত, এক লঘু ও এক গুরু মাত্রার তাল।

রাজতাল (সর ৫।২৬৯) পরপর এক গুরু, এক প্লুত, দুই দ্রুত, এক গুরু ও এক প্লুতের তাল। ২ (সসা ১।২৬৫) দুই গুরু, দুই দ্রুত, এক গুরু, এক লঘু ও একটি প্লুতমাত্রার তাল।

রাজনারায়ণ (সর ৫।২৯৮) দুই দ্রুত, একটি জ-গণ ও পরে একটি গুরু-মাত্রার তাল।

রাজমার্ত্তণ্ড (সর ৫।৩১০) ক্রমে একটি করিয়া গুরু, লঘু ও দ্রুত মাত্রার তাল।

রাজমৃগাঙ্ক (সর ৫।৩১০) দুই দ্রুত, এক লঘু ও পরে একটি গুরু মাত্রার তাল।

রাজবিদ্যাধর (সর ৫।২৭৯) ক্রমে এক লঘু, এক গুরু ও দুইটি দ্রুত মাত্রার তাল।

রামকরী 'রিকোমলা গ-তীব্রা যা ম-তীব্রতর-সংযুতা। ধ-কোমলা নি-তীব্রা চ খ্যাতা রামকরীতি সা॥ আরোহে মনি-বর্জা স্যাৎ পাংশা ধৈবত-মূর্ছনা'॥ প্রাতঃকালীয়া। ইহা সঙ্গীতপারিজাতের (৪০১) লক্ষণ। নারদ-পঞ্চম-সংহিতার মতে ইহা মালবরাগের তৃতীয় ভার্যা। ধ্যান—প্রতপ্তচামীকর-চারুবস্ত্রা, কর্ণাবতংসং কমলং বহন্তী। পুষ্পং ধনুঃ পুষ্প-শরৈর্দধানা, চন্দ্রাননা রামকিরী প্রদিষ্টা॥ সঙ্গীতদর্পণে (২।৬০) ইহা হিন্দোলের রাগিণী। লক্ষণও ভিন্ন। ধ্যান—'হেমপ্রভা ভাস্বর-ভূষণা চ, নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী। কান্তে সমীপে কমনীয়কণ্ঠা, মানোন্নতা রামকিরী মতেয়ম্'॥ রামকরী ও রামকেলী অভিন্ন রাগ।

রামকেলী—কর্ণাট রাগের তৃতীয়া ভার্যা। ধ্যান—অধ্যাপয়ন্তী শুকসারসারীঃ শ্রীরাম রামেতি সুবেশলক্ষ্মীঃ। বামস্তনার্দ্ধস্খলিতাংশুকশ্রীঃ, শ্রীরাম-কেলী কথিতা কবীন্দ্রৈঃ॥

রামা (সসা ১।২৫৪) একতালীর

ভেদ।

রায়বঙ্কোল (সর ৫।২৯২) র-গণের পরে দুইটি দ্রুত মাত্রার তাল।

রীতি—গুণযুক্ত পদের সমাবেশ; ইহা কাব্য বা পদ-রচনার গুণ-প্রকাশক। ভরত, ভোজরাজ ও অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ ভাষা ও ছন্দঃসৌকর্যের জন্য বৈদর্ভী, মাগধী, পাঞ্চালী, গৌড়ী, অবন্তিকা ও লাটিকা-নামক ছয়টি রীতির উল্লেখ করিয়াছেন।

রূপক (সসা ১।২৫১) বিরামান্ত দ্রুতদ্বয়যুক্ত মাত্রার তাল। ২ (সসা ১।১৫৮) দুই ধাতু ও দুই অঙ্গে রচিত বন্ধ।

রেবা—সঙ্গীত-পারিজাতে (৪১৮) লক্ষণ—'গৌরীমেল-সমুদ্ভূতা ষড়্-জোদ্‌গ্রাহেণ মণ্ডিতা। মনি-ত্যক্তা সদা রেবা গ-পাদি-যমলস্বরা'। সঙ্গীতদর্পণে (২।৯২) 'রেবা গুর্জরীবৎ সদা'।

রৌদ্রী দৃষ্টি (সসা ৪।১৩৫) যে দৃষ্টিতে চক্ষুর উভয় পুট চকিত হয় এবং তারকা স্তব্ধ থাকে, যাহা রক্তবর্ণা ও ভ্রূকুটিতে ভীষণা, উগ্রা ও অতিধূসরা হয়, তাহাই 'রৌদ্রী'।

লক্ষ্মীশ (সর ৫।২৯৮) বিরামান্ত দুই দ্রুত ও এক লঘুর পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

লঘু নৃত্ত (সসা ৩।৩৬) অঞ্চিতাদি অল্পকরণযুক্ত নৃত্ত।

লঘুশেখর (সর ৫।২৯৩) বিরামান্ত একটি লঘু মাত্রার তাল।

লঙ্ঘন—সামান্যভাবে স্বরের স্পর্শ।

লয়—লঘু, গুরু, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি তাল-ভেদ। ২ (সসা ১।৩২০) গীত, বাদ্য ও পদন্যাস-ক্রিয়াদির এবং ক্রিয়া ও তালাদির সমতাবিধান। হরিনায়ক-মতে কিন্তু গানমধ্যে বিশ্রামকে 'লয়' বলে। 'দ্রুত'লয়ের এক মাত্রা, দ্বিগুণ বিশ্রামে 'মধ্য' এবং দ্রুতের দ্বিগুণে 'বিলম্বিত' লয়। সকল তালেই লয় আছে। ৩ (সর ৫।৩০৫) ক্রমে এক গুরু, এক লঘু, তিনটি প্লুত, এক এক গুরু, এক প্লুত ও পরে তিনটি দ্রুত মাত্রার তাল।

ললিত (সর ৫।২৯৭) পরপর দুই দ্রুত, এক লঘু ও এক গুরু মাত্রার তাল।

ললিতপ্রিয় (সর ৫।২৯৯) দুই লঘুর পরে একটি র-গণাত্মক মাত্রার তাল।

ললিতরাগ (পদা ৭২) ধ্যান—'প্রফুল্ল-সপ্তচ্ছদ-মাল্যধারী, যুবাতিগৌরো লললোচনশ্রীঃ। বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে, বিলাসি-বেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ'॥

ললিতা—'যা গৌরীরাগসম্ভূতা ললিতা পঞ্চমোজ্ঝিতা। সাংশোদ্‌গ্রাহা তথা মান্তা গীতান্তে সা সুশোভনা'॥ [সঙ্গীত-পারিজাত ৪১৩]। নারদ-পঞ্চমসংহিতায় ইহা—বসন্ত রাগের তৃতীয়া ভার্যা। ধ্যান—উরসি কেশ-চয়স্য সুভারং, বিদধতী শয়নোত্থিত-চারুবেশম্। বিলুলিতালকবল্লিকশাঙ্গী, ভাস্বরা ললিতা কথিতা বুধৈঃ॥ সঙ্গীতদর্পণে (২।৬৩) ইহার লক্ষণ—'রি-প-বর্জা চ ললিতা ঔড়বা স-ত্রয়া মতা। মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সংপূর্ণাং কেচিদূচিরে। ধৈবত-ত্রয়সংযুক্তা দ্বিতীয়া ললিতা মতা'॥ ধ্যান—'প্রোৎফুল্ল-সপ্তচ্ছদ-মাল্যধারী, যুবা চ গৌরোহব্জদলায়তাক্ষঃ। বিনিঃশ্বসন্ দৈব-বশাৎ প্রভাতে, যস্যাঃ পতিঃ সা ললিতা প্রদিষ্টা'॥

লাস্য (সসা ৩।৩১) নৃত্যভেদ; সুকুমার অঙ্গে প্রযুক্ত ও কাম-বর্দ্ধক। ইহার দুই ভেদ—স্ফুরিত ও লাস্য।

লীলা (সর ৫।২৯৭) ক্রমশঃ একটি করিয়া দ্রুত, লঘু ও প্লুত মাত্রার তাল।

লোলিত (রত্না ৫।৩২৪১) লম্পটের নর্ত্তনে, হাস্যে ও হুড্ডুকাবাদ্যবাদনে অনুষ্ঠেয় অংসাভিনয়। ২ (সসা ৪।৩০) মন্দগতিতে সর্বদিকে শিরশ্চালনা। ইহা নিদ্রা, রোগ, গ্রহাবেশ, মদ ও মূর্ছাবিষয়ে অভিনেতব্য।

বঙ্গালী (সপ ৩৮১) লক্ষণ—'বঙ্গালী রি-ধ-হীনা স্যান্ম-তীব্রতর-সংযুতা। নি-তীব্রেণাপি সংযুক্তা স-স্বরোত্থিত-মূর্ছনা'॥ রত্নাকরে ইহার ছয়টি ভেদ আছে—সঙ্গীতমঞ্জরী-মতে ইহা ভৈরব রাগের পঞ্চমী ভার্যা। ধ্যান—'ভস্মাবৃতা নরকপালধরা ত্রিশূলা, ব্যাঘ্রাম্বরা চ কুপিতা কুকুভেষু দীপ্তা। রৌদ্রাননা ঝটিতি ডিণ্ডিমমারবন্তী, বাঙ্গালিকা প্রথিত-ভৈরব-ভামিনী সা'॥ প্রাতঃকালীয়া। সঙ্গীত-দর্পণে (২।৪৯) ধ্যান অন্যবিধ।

বনমালী (সর ৫।২৭২) ক্রমশঃ চারি দ্রুত, এক লঘু, দুই দ্রুত ও একটি গুরু মাত্রার তাল।

বরদ (সসা ১।২৩০) দেবস্তুতিতে গেয় ধ্রুবপদ যাহার অন্তে আলাপ থাকে।

বরাটী—রি-কোমলা গ-তীব্রাঢ্যা কোমলীকৃতধৈবতা। নিনা তীব্রেণ সংযুক্তা বরাটী ধৈবতাদিকা। ম-তীব্রতর-সম্পন্নান্দোলনেন মনোহরা'॥ দিনে একটা হইতে তিনটা পর্যন্ত

গেয়া। শুদ্ধ, তোড়ী, নাগ, পুন্নাগ, প্রতাপ, শোক ও কল্যাণাদিভেদে বরাটী বিবিধ [সঙ্গীতপারিজাত ৩৯১—৩৯৭]। সঙ্গীতদর্পণে (২।৫০) ধ্যান—'বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী, সুকঙ্কণা চামর-চালনেন। কর্ণে দধানা সুরবৃক্ষ-পুষ্পং, বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাটী'॥

বরাড়ী (পদা ১৩) ধ্যান—'বিনোদয়ন্তী দয়িতঞ্চ গৌরী, সকঙ্কণা চামর-চালনেন। কর্ণে দধানা সুরপুষ্প-গুচ্ছং, বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ী'॥ বরাটী, বড়ারী ও বরাড়ী একই রাগ।

বর্ণ (সসা ১৯২—৯৬) গান-ক্রিয়ারম্ভে প্রযুক্ত স্বর। ইহা চতুর্বিধ—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। [ইহাদের লক্ষণাদি তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বর্ণতাল (সসা ১।২৬৭) ক্রমে এক গুরু, এক লঘু, দুই দ্রুত ও পরে এক গুরু মাত্রার তাল। ২ (সর ৫।২৭০) এই তাল দ্বিবিধ; ত্র্যশ্র ও মিশ্র। (১) **ত্র্যশ্রবর্ণ**—দুই লঘু, দুই দ্রুত ও দুইটি লঘু মাত্রার তাল। (২) **মিশ্রবর্ণ**—পৃথক্ পৃথক্ তিনটি বিরামান্ত দ্রুত-চতুষ্কের পরে এক প্লুত, এক গুরু, দুই দ্রুত, এক গুরু, এক লঘু এবং এক গুরু মাত্রার তাল। 'মিশ্রো দ্রুত-চতুষ্কাঃ স্যুর্বিরামান্তাস্ত্রয়ঃ পৃথক্; ততঃ পগৌ দৌ গলৌ গঃ'। (৩) **চতুরশ্রবর্ণ**—ক্রমশঃ এক গুরু, এক লঘু, দুই দ্রুত ও একটি গুরু মাত্রার তাল।

বর্ণনীল (সসা ১।২৬৪) দুই দ্রুত, এক লঘু ও পরে একটি গুরুমাত্রার তাল।

বর্ণভিন্ন (সর ৫।২৬৮) দুই দ্রুত, এক লঘু ও পরে এক গুরু মাত্রার তাল।

বর্ণমণ্ঠিকা (সর ৫।২৮৭) ক্রমে দুই লঘু, দুই দ্রুত, এক লঘুর পরে দুই দ্রুত মাত্রার তাল।

বর্ণযতি (সর ৫।৩০২) দুইটি লঘুর পরে দুইটি দ্রুত মাত্রার তাল।

বর্ণালঙ্কার (রত্না ৫।২৮২৮) নিরর্থক হুঙ্কারাদি শব্দ ও সঙ্গীতোক্ত স রি গ ম প ধ নি।

বর্দ্ধন (সর ৫।৩০০) দুই দ্রুত, এক লঘুর পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

বসন্ত (সর ৫।২৯৩) ন ও ম-গণে গঠিত মাত্রাত্মক তাল। ২ রাগ-বিশেষ। 'ষড়্জাদিমূর্ছনে মান্তে গ-নী তীব্রৌ বসন্তকে'। [সঙ্গীত-পারিজাত ৩৭০]। ধ্যান—'ময়ূর-পক্ষোচ্চকিরীট-ভূষিতঃ, সমাবৃত-শ্চালিকুলৈঃ সমন্ততঃ। করে ধৃতা যেন রসালমঞ্জরী,সুপীতবাসো রসিকো বসন্তঃ'॥ অথবা—'শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়-বদ্ধচূড়ঃ, পুষ্ণন্ পিকং চূতলতাঙ্কুরেণ। ভ্রমন্ মুদাবাসমনঙ্গমূর্ত্তি,-র্মত্তো মতঙ্গস্থ-বসন্তরাগঃ'॥ প্রাতঃকালীয়। নারদ পঞ্চম-সংহিতার মতে চতুর্থ রাগ। ধ্যান—চূতাঙ্কুরৈণৈব কৃতাবতংসো, বিঘূর্ণমানারুণনেত্রপদ্মঃ। পীতাম্বরঃ কাঞ্চন-চারুদেহো, বসন্তরাগো যুবতী-প্রিয়শ্চ॥

বসন্ত ভৈরব—'কোমলাখ্যৌ রি-ধৌ তীব্রৌ গ-নী বসন্ত-ভৈরবে। ধৈবতাংশ-গ্রহন্যাসো মধ্যমাংশোঽপি সম্মতঃ'॥ রাগবিবোধে ইহাকে 'বসন্তভৈরবী' বলা হয়। প্রাতঃকালীয় [পারি-জাত ৩৭৯]।

বসন্তী—সঙ্গীতদর্পণে (২।৭১) ইহা শ্রীরাগের ভার্যা। লক্ষণ—'বসন্তী স্যাত্তু সংপূর্ণা স-ত্রয়া কথিতা বুধৈঃ। শ্রীরাগ-মূর্ছনৈবাত্র জ্ঞেয়া রাগ-বিশারদৈঃ'॥ ধ্যান—'শিখণ্ডি-বর্হোচ্চয়' ইত্যাদি বসন্তরাগে দ্রষ্টব্য। বসন্তরাগ ও বসন্তী অভিন্ন।

বস্তু (রত্না ৫।২৮৫২) ধাতুত্রয় ও পঞ্চাঙ্গে বদ্ধ গীতকে 'বস্তু' বলে। ২ (সর ৪।৩৯,২৭৪) বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্গত। বস্তু প্রবন্ধ পাঁচটি পাদযুক্ত, তাহার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পাদে ১৫ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ১২ মাত্রা হইবে। প্রথমার্ধে স্বর ও পাট, দ্বিতীয়ার্ধে স্বর ও তেনক (তেন) থাকে। স্বর=ষড়্জাদি সাতটি, পাট=বাদ্যের অক্ষর, তেনক (তেন)=মঙ্গলবাচী শব্দ। অংশ, ন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতিকেও বস্তু বলে (নাট্য, কাশী ৩১।২৭০)।

বহির্গীত—পূর্বরঙ্গ বা রঙ্গপীঠের বহি-র্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পরে আসারিত বা বর্ধমানক প্রভৃতি গান।

বহুরূপ (সসা ৩।২৯) যে তাণ্ডব নৃত্যে ছেদন, ভেদন, বিবিধ মুখ-ভঙ্গী ও বিবিধ ভাষারস থাকে, যাহা সূত্রদ্বারা উক্ত হয়, যাহা আশ্চর্যকর ও বীর বা শৃঙ্গাররসের প্রচারক হয়, তাহাকে 'বহুরূপ' তাণ্ডব বলে।

বহুলা—'গৌরী-মেলসমুদ্ভূতা বহুলা মধ্যমোজ্ঝিতা। স-বিয়োগি-নিনা যুক্তা গান্ধারোদ্‌গ্রাহ-পাংশকা॥' [পারিজাত ৫১৪]।

বাংশিক-গুণ (সর ৬।৬৬২) অঙ্গুলী-সারণে অভ্যাস, সুস্থানতা, সু-রাগতা, আরোহ ও অবরোহ বেগে কৃত

হইলেও সুরাগব্যক্তি-মাধুর্য, গীত-বাদন-দক্ষতা এবং গায়কগণ-কর্তৃক **ইয্যমাণ** তালের আনুকূল্যে প্রথম **প্রদর্শন** অথবা মন্দ্র-মধ্য-তারাদির প্রদর্শনাদি।

বাংশিক-দোষ (সর ৬।৬৬৪) অস্থানে গমকালাপের প্রাচুর্য, অঙ্গুলিসারণাদি-গুণের অন্যথাভাব, ইষ্ট-স্থানানবাপ্তি, শিরঃকম্পন প্রভৃতি।

বাংশিকবৃন্দ (সর ৬।৬৬৭) মূল বংশীবাদক একজন এবং সমবংশী-বাদক চারিজনের সমাবেশ।

বাগ্‌গেয়কার (সসা ১।৩৬১-৩৬৩) বাক্ = মাতু, গেয় = ধাতু। যিনি বাক্ ও গেয় জানেন; যিনি ব্যাকরণ, কাব্য, **অলঙ্কার,** কোষাদিতে বিচক্ষণ হন; **স্মৃতি,** আগম, পুরাণাদি ও ছন্দঃ-**শাস্ত্রের** প্রভেদ জানেন; সকল দেশের ভাষাবিৎ, সর্বপ্রকার প্রাকৃত-ভাষায় ব্যুৎপন্ন; নীতিশাস্ত্র, কলাশাস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্রাদিতে বিচক্ষণ এবং বিবিধ **ধাতু**-বিচারে নিপুণ এবং লয় ও **তানাদির** তত্ত্বজ্ঞ—তিনিই বাগ্-গেয়কার।

বাদনমার্গ (সসা ২।৩১) মৃদঙ্গাদি বাদনের চারিটি মার্গ—ঘট্টিতা, বিপ্রকৃষ্টা, গোমুখী ও আলপ্তিকা।

বাদী (রত্না ৫।২৬০৭ ৮) স্বর-ভেদ। যে **স্বর** প্রয়োগে প্রচুর হইয়া রাগাদির নির্ধারণ করে, তাহাই বাদী। বাদী স্বরই 'রাজা'। সঙ্গীত পারিজাতে (১৭৯—৮০) দ্রষ্টব্য।

বাদ্য (সসা ২।১—২) বাদ্য ব্যতীত তাল ও গীত শোভা পায় না। বাদ্য চারি প্রকার—(১) তত = তন্ত্রীগত, (২) আনদ্ধ = চর্মনির্মিত মুরজাদিগত, (৩) শুষির = বংশী প্রভৃতি হইতে উত্থিত, (৪) ঘন—কাংস্য-করতালাদি-গত।

বার্ত্তিক—(মতঙ্গ ১৭৫) চারিমাত্রা-বিশিষ্ট গীতি [সংভাবিতা]।

বিকট নৃত্ত (সসা ৫।৩৬) নানাবিধ বেশ ও অঙ্গ-ব্যাপার-সহিত নৃত্ত।

বিকৃষ্ট—দীর্ঘক্ষেত্র (rectangular) মঞ্চ। এই রঙ্গক্ষেত্র ৯৬´×৪৮´ বিস্তৃত।

বিক্ষেপ (নাট্য, কাশী ৩১।৩৪) নিঃশব্দ তাল-বিশেষ, যাহাতে উত্থিত হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিসকলকে দক্ষিণদিকে রাখা হয়।

বিজয় (সসা ২।৫৫) দ্বাদশাঙ্গুল-প্রমাণ বংশ। ২ (সর ৫।২৮৩) ক্রমে প্লুত, গুরু, প্লুত ও লঘু মাত্রার তাল। ৩ (সসা ১।২৭১) ক্রমশঃ প্লুত, গুরু ও প্লুত মাত্রাত্মক তাল।

বিজয়ানন্দ (সর ৫।২৮১) দুই লঘুর পরে তিনটী গুরু মাত্রার তাল।

বিদারী (নাট্য, কাশী ৩১।২৭০) পদ ও বর্ণের সমাপ্তি। গীতের খণ্ড বা বিভাগ। সামুদ্গ, অর্ধসামুদ্গ ও বিবৃত—বিদারীর এই তিন ভেদ ব্যতীতও ইহা আবার মহাবিদারী ও অবান্তর বিদারী-ভেদে দ্বিবিধ হয়।

বিধূত (সসা ৪।১৮) ক্রমশঃ বক্রভাবে শীঘ্র শিরশ্চালন হইলে 'বিধূত' হয়। ইহা শীতার্ত্ত, জ্বরাক্রান্ত, ভীত এবং সদ্যঃপীতাসব (সদ্য মদ্যপান) অভিনয়ে প্রয়োক্তব্য।

বিনোদ (সর ৪।৩৫৬) কৌতুকে গেয় আলাপান্ত ধ্রুবপদ। (সসা ১।২৩০) অন্যরূপও দেখা যায়। ইহাকে নন্দবৎ বলিয়াছেন।

বিন্দুমালী (সর ৫।২৮৩) এক গুরুর পরে চারিটি দ্রুত ও অন্তে একটি গুরু মাত্রার তাল।

বিপঞ্চী (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ২৯।১১৪) নব-তন্ত্রী বীণা।

বিপুলা (সসা ১।২৫৪) একতালীর ভেদ। আলাপ গানের পরে উদ্‌গ্রাহ গানই ইহার বৈশিষ্ট্য।

বিপ্রকৃষ্টা (সসা ২।৩২) অঙ্গুলিমূল-চালনার দ্বারা প্রদর্শিত বাদনমার্গ।

বিভাস—'মস্ত তীব্রতরো যস্মিন্ গনী তীব্রৌ রি-ধৌ মতৌ। কোমলৌ ন্যাস-ধোপেতে বিভাসে গাদিমূর্ছনে। আরোহে মনি-বর্জত্বং গ-পাংশস্বর-সংযুতে'॥ ভরতাচার্য বলেন—বিভাসরাগ হিন্দোলের পঞ্চম পুত্র। ধ্যান—'বীণাবিবাদন-পটুঃ দ্রুত-সিদ্ধহস্তঃ, গীতজ্ঞপুঞ্জ-প্রতিপূজিত-পাদপীঠঃ। রাগেষু ভূরিতর-তান-কলাপযুক্তো, হিন্দোল-সুন্দরতিমান-ধরো বিভাসঃ'॥ প্রাতঃকালীয় [পারিজাত ৩৮৩]। (পদা ১১) ধ্যানান্তর——'স্বচ্ছন্দ-সন্ধানিত-পুষ্প-বাণং, প্রিয়াধরাস্বাদ-রসেন তৃপ্তঃ। পর্যঙ্কমধ্যাস্য কৃতোপবেশো, ভাসঃ স নিদ্রোত্থিত-হেমগৌরঃ'॥ বিভাস ও বিভাষা একই রাগ।

বিভাষা—বসন্তরাগের ষষ্ঠী ভার্যা। ধ্যান—অধ্যাপয়ন্তী নিজশিষ্যবৃন্দং, সঙ্গীত-শাস্ত্রাণি বিবেচনাভিঃ। মনো-হরা হারলতাভিরামা, সমস্তভাষা-কুশলা বিভাষা॥

বিরুদ (রত্না ৫।২৮৭৯) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধের অঙ্গ-ভেদ। ইহাতে গুণের উল্লেখ থাকে।

বিলেপন—[সঙ্গীতশাস্ত্রে] পুষ্করের বামদিকে উর্দ্ধের প্রলেপ।

বিলোকিত (সর ৫।৩০২) ক্রমশঃ একটি গুরু, দুইটি দ্রুত ও একটি প্লুত মাত্রার তাল।

বিবর্ত্তিত (সসা ৪।৩৯) পার্শ্বাঙ্গাভিনয়। মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের ঘূর্ণন, ইহা পরাবর্ত্তনে অভিনেয়।

বিবাদী (রত্না ৫।২৬০৭—৮) স্বরভেদ। গান্ধার ও নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবত পরস্পর—বিবাদী। ইহাকে 'শত্রু' বলে।

বিশালা (সপ ২০৩ টী) গান্ধার গ্রামে দ্বিতীয়া মূর্ছ'না।

বিষম (সর ৫।২৮৬) বিরামান্ত দুইটি দ্রুতচতুষ্ক মাত্রার তাল।

বিষম নৃত্ত (সসা ৩।৩৫) রজ্জু-ভ্রমণাদি-সহিত নৃত্ত।

বিস্তীর্ণ (রত্না ৫।২৬৭৮) আরোহি-বর্ণের অলঙ্কারভেদ। যাহাতে মূর্ছ'নার আদিস্বর হইতে দীর্ঘস্বর সহিত অবস্থান করিয়া করিয়া ক্রমশঃ আরোহণ হয়, তাহাকে 'বিস্তীর্ণ বলে। যথা—সা রী, গা, মা, পা, ধা, নী, সা।

বিস্মিতা দৃষ্টি (সসা ৪।১২৯) যে দৃষ্টিতে গোলকদ্বয় দুরবিস্ফারিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যাহা নিশ্চল ও উর্দ্ধক্ষিপ্ত হয়, তাহাই বিস্মিতা'।

বিহাগড়া—'বিহাগড়ে গনী তীব্রা-বারোহে তু বিবর্জিতে। গান্ধারোদ্-গ্রাহ-সম্পন্নে ন্যাসাংশো রি-স্বরো মতঃ॥ যত্তস্মিন্ পঞ্চমোদ্‌গ্রাহঃ ন্যাদারোহে গ-বর্জনম্। মূর্ছ'না মধ্যমে চাপি প-রাহিত্যং সদা ভবেৎ॥' [পারিজাত ৪৪৭]।

বীভৎসা দৃষ্টি (সসা ৪।১৩৯) যে দৃষ্টিতে পক্ষ মিলিত ও চঞ্চল থাকে, তারকাও চঞ্চল হয় এবং দৃশ্য বস্তুর দর্শনে উদ্বেগেই যেন অপাঙ্গদ্বয় বক্র পুটদ্বয়ের আশ্রিত হয়, তাহাকে 'বীভৎসা' বলে।

বীরবিক্রম (সর ৫।২৬৫) একটি লঘু, দুইটি দ্রুত ও একটি গুরু মাত্রার তাল।

বীরা দৃষ্টি (সসা ৪।১৩৬) যে দৃষ্টি অচঞ্চলা, বিকসিতা, গম্ভীরা, সমান-তারকা-বিশিষ্টা [তেজঃশোভাদির বৈশিষ্ট্যে বিবিধ ভেদ-প্রকাশিকা], দীপ্তা ও সঙ্কুচিত-প্রান্তা হয়, তাহাই 'বীরা'।

বৃত্তি [সর ৭।১১২২] বাক্য, মন ও কায়জাতা পুরুষার্থোপযোগিনী চেষ্টা। ইহা চারি প্রকার—ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে কিন্তু মধ্যমারভটী ও মধ্যমকৈশিকীনামক আরো দুই বৃত্তির উল্লেখ আছে। মন বা চিত্তের বিকাশ, বিক্ষেপ, সঙ্কোচ ও বিস্তার সাধন করে—এই বৃত্তি। ইহাদের অনুকৃতি বা ছায়াবৃত্তিও (সক ২। ৩৯) ছয়টি স্বীকার করা হইয়াছে। লোক, ছেক, অর্ভক, উন্মত্ত, পোটা, এবং মত্ত [লোকোক্তিচ্ছায়া ইত্যাদি]। ২ (নাট্য, কাব্যমালা ২৮।১০৮-১০৯) ভরত-মতে মার্গবৃত্তি আবার তিন-প্রকার—চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণা। চিত্রা বৃত্তিতে—সংক্ষিপ্ত বাদ্য, দ্রুত লয়, সমা যতি ও অনাগত গ্রহের প্রাধান্য; আবৃত্তিতে—মাগধী প্রভৃতি গীতি, বাদ্যযন্ত্র, দ্বিকলবিশিষ্ট তাল, মধ্য লয়, স্রোতোগতা যতি ও সমগ্রহের প্রাধান্য এবং দক্ষিণা বৃত্তিতে গীতি, চতুষ্কলযুক্ত তাল, বিলম্বিত লয়, গোপুচ্ছা যতি ও অতীত গ্রহের প্রাধান্য।

বৃন্দ (সর ৩।২১২) তিনটি কুতপের একত্র সমাবেশ। বিবিধ বৃন্দ—কুতপ-বৃন্দ, বাংশিক-বৃন্দ, গায়নী-বৃন্দ, কোলাহলাখ্য বৃন্দ প্রভৃতি। গায়ক ও বাদকগণের সমবায়ই বৃন্দ। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে তাহা ত্রিবিধ (সর ৩।২০৪—২০৯)।

বেলাবলী—'বেলাবল্যাং গ-নী তীব্রৌ মূর্ছ'না চাভিরুদ্‌গতা। আরোহে মনি-হীনায়ামংশঃ ষড়্‌জো বুধৈঃ স্মৃতঃ। অবরোহে গ-বর্জায়াং ক্বচিদ্‌গান্ধার-মূর্ছ'না॥' ইহা সঙ্গীত-পারিজাতের (৪০৮) লক্ষণ। সঙ্গীতদর্পণে (২। ৫৯) ইহা হিন্দোল রাগের ভার্যা, লক্ষণ—'ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা পূর্ণা বেলাবলী মতা। পৌরবী মূর্ছ'না জ্ঞেয়া রসে বীরে প্রযুজ্যতে'॥ ধ্যান—'সঙ্কেতদীক্ষাং দয়িতে চ দত্ত্বা বিতন্বতী ভূষণমঙ্গকেষু। মুহুঃ স্মরন্তী স্মরমিষ্ট-দেবং, বেলাবলী নীলসরোজকান্তিঃ॥' কিন্তু নারদপঞ্চম-সংহিতার মতে ইহা মল্লার রাগের প্রথমা ভার্যা। ধ্যান—সঙ্কেতিতোৎফুল্ল-লতানিকুঞ্জে, কৃতস্থিতিঃ কান্ত-সমাগমায়। বেলা-বলী চম্পকমৌলিনী সা, বালা বিচিত্রা-ভরণা নিরুক্তা॥ বেলাবলী ও বেলো-য়ারী অভিন্ন রাগ।

বেলোয়ারী—শ্রীরাগের পঞ্চমী ভার্যা। ধ্যান—গৌরী-পাদাম্ভোজমভ্যর্চয়ন্তী, গন্ধোদ্ধৃতং গন্ধমাল্যং দধানা। নানারত্নোপায়নৈর্ভক্তিভাবৈ,- র্বেলো-য়ারী কথ্যতে বালিকেয়ম্॥

বৈরাগী—শ্রীরাগের ষষ্ঠী ভার্যা। ধ্যান—উল্লাসয়তি ধম্মিল্লে রহঃস্থান্

প্রাণবন্ধুনা। মালতীকুসুমস্রগ্ভি-বৈরাগী রাগিণী স্মৃতা॥

ব্যভিচারিণী দৃষ্টি (সসা ৪।১৪০) স্থায়িদৃষ্টিই শৃঙ্গারাদি রসে ব্যভিচারিণীরূপে পরিণমিত হয়। মলিনা, শঙ্কিতা, গ্লানা, জিহ্মা, শূন্যা, বিষাদিনী, লজ্জিতা, মুকুলা, শ্রান্তা, অভিতপ্তা, কুঞ্চিতা, আকেকরা, বিকাশার্দ্ধা,..... বিতর্কিকা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, ত্রস্তা, ললিতা ও মদিরা—এই ২০টি ব্যভিচারিণী দৃষ্টি।

শঙ্করাভরণ—'শঙ্করাভরণে প্রোক্তৌ গ-নী তীব্রৌ তু সাদিমে। গ-ন্যাসে মধ্যমাংশে চ ঢালুকম্প-সুশোভিতে॥ [সঙ্গীতপারিজাত ৪০৬]। সঙ্গীত দর্পণে (২।৮৯) 'বেলাবল্যাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ শঙ্করাভরণে বুধৈঃ'॥

শঙ্কিতা দৃষ্টি (সসা ৪।১৪৫) যাহা মুহুর্মুহুঃ চঞ্চলা, পার্শ্বদ্বয়ে দৃষ্টিকারিণী, বহির্দিকে উন্মুখী, গূঢ়রূপে দর্শনশীলা অথচ দর্শন হইতে শীঘ্রই নিবৃত্তা, সেই দৃষ্টিই 'শঙ্কিতা'। শঙ্কার অভিনয়ে প্রয়োজ্য।

শঙ্খ (সসা ১।২৪৮) অড্ডতালের ভেদ। একটি লঘুর পরে দ্রুতদ্বয় থাকিলে 'শঙ্খ' হয়, ইহা শৃঙ্গার ও বীররসে প্রযোজ্য।

শম্যা (নাট্য, কাশী ৩১।৩৮) সশব্দ তাল-ভেদ যাহাতে দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়া হয়। (সর ৫।৬) লঘু ও গুরু-ভেদে দ্বিবিধ।

শরভলীল (সর ৫।২৭৫) ক্রমশঃ দুই লঘু, চারি দ্রুত ও পরে দুইটি লঘু মাত্রার তাল।

শার্ঙ্গদেব (সর ৫।৩১১) দুই দ্রুত, এক গুরু, এক প্লুত, দুই গুরুর পরে একটি লঘু মাত্রার তাল।

শাবর নৃত্য (সসা ৩.৪০) নিজ-ভাষায় গান করিয়া শবরগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নৃত্য।

শির অভিনয় (সসা ৪।১৩—১৪) ইহা ১৪ প্রকার—ধুত, বিধুত, আধুত, অবধুত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধো-মুখ ও লোলিত।

শীল (সসা ১।২৪৯) বিরামান্ত দ্রুত-দ্বয়ের পরে একটি লঘুমাত্রার তাল। ইহা শান্ত রসে প্রযোজ্য। অড্ড-তালের ভেদ-বিশেষ।

শুদ্ধ (সসা ১।১৫৫) সার্থক পদ-বিশিষ্ট আলাপ, ধাতু ও অঙ্গসমূহের সহিত সংযুক্ত গীতকে শুদ্ধ নিবদ্ধ গীত বলে। মতান্তরে—ইহাই 'প্রবন্ধ'।

শুদ্ধ ভৈরব—[পারিজাত ৩৭৮] 'ভৈরবে তু রি-পৌ ন স্তো ধাদিমে ন্যাস-মধ্যমে। তত্রোক্তৌ তু গনী তীব্রৌ কোমলো ধৈবতঃ স্মৃতঃ॥ রত্নাকরে বসন্তভৈরব ও শুদ্ধ ভৈরবের ন্যায় ভৈরব ও শুদ্ধভৈরব—দ্বিবিধ রাগ বিবৃত হইয়াছে। সঙ্গীত-পারিজাতে ১২ প্রকার ভৈরব দেখা যায়। ধ্যান--'রুদ্রবেষো জটাযুক্তো মুণ্ডমালা-বিভূষিতঃ। রক্তনেত্রো কপর্দী চ ভৈরবো ভৈরবাহসনঃ'॥ [সঙ্গীত মঞ্জরী]। রাগবিবোধের ধ্যান কিন্তু—'ডমরুত্রিশূলধারী পন্নগহারী সিতোলসদ্ভূষিতঃ। ধৃতশশিগঙ্গোঽতি-জটোঽজিনবিকটো ভৈরবোঽসমদৃক্॥' প্রাতঃকালীয়। সঙ্গীতদর্পণের (২।৪৬) মতে অন্য ধ্যানও দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধ মধ্যা (সপ ২০৩ টী) মধ্যম গ্রামের ষড়্জপূর্ব্বক চতুর্থী মূর্ছ্না। ঋষি-মতে—হেমা।

শুদ্ধষড়্জা (সপ ১০৬) ষড়্জগ্রামে পঞ্চমাদি স্বর হইতে উৎপন্না চতুর্থী মূর্ছ্না। নারদ-মতে—সৌবীরী।

শুষির (সসা ২।৪৫—৪১) বাদ্যভেদ। বংশ, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খ, কাহল, ডোহড়ী, মুরলী, বুক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, কাপালিক, চর্ম্মবংশাদি —শুষির-ভেদ।

শুষ্কবাদ্য (সর ৬।১৮৩) নির্গীত বাদ্য; গীত বা নৃত্যের বিরামস্থলে বিহিত। ভরত কিন্তু যন্ত্র-সঙ্গীতকে নির্গীত বলেন।

শূড় (রত্না ৫।২৯৪২) বহু তালের একত্র গুম্ফন।

শ্রীকীর্ত্তি (সর ৫।২৮২) ক্রমে দুই গুরু ও দুই লঘু মাত্রার তাল।

শ্রীনন্দন (সর ৫।২৯৯) ভ-গণের পরে একটি প্লুত মাত্রার তাল।

শ্রীরঙ্গ (সর ৫।২৬৫) ক্রমশঃ স-গণ, একটি লঘু ও একটি প্লুত মাত্রার তাল।

শ্রী রাগ (সপ ৪৪৫) 'রি-ত্রয়োদ্‌গ্রাহ-সংযুক্তঃ ষড়্জোদ্‌গ্রাথোঽথবা মতঃ। শ্রীরাগস্তীব্রগান্ধার আরোহে গধ-বর্জ্জিতঃ'॥ (সদ ২।৭০)লক্ষণ—'শ্রীরাগঃ স চ বিখ্যাতঃ স-ত্রয়েণ বিভূষিতঃ। পূর্ণঃ সর্বগুণোপেতো মূর্ছ্না প্রথমা মতা। কেচিত্তু কথয়ন্ত্যেনমৃষভঃ-ত্রয়-সংযুতম্'॥ ধ্যান— অষ্টাদশাব্দঃ স্মরচারুমূর্ত্তিঃ, ধীরো লসৎপল্লব-কর্ণ-পূরঃ। ষড়্জাদিসেব্যোঽরুণবস্ত্রধারী, শ্রীরাগ এষ ক্ষিতিপালমূর্ত্তিঃ'॥ ২ (পদা ২০) অন্য ধ্যান দ্রষ্টব্য। নারদ পঞ্চম-সংহিতার মতে তৃতীয় রাগ।

ধ্যান—'লীলাবতারেণ বনান্তরাণি, চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ। বিলাস-বেশো হৃতিদিব্যমূর্ত্তিঃ, শ্রীরাগ এষ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্'॥

শ্রুতি (সসা ১।৪০—৪৬) কর্ণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া ধ্বনিই শ্রুতি-নামে কথিত হয়। বিশ্বাবসু বলেন—'শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ'। মতঙ্গও এই মতেরই পোষক—'শ্রবণার্থস্য ধাতোঃ ক্তি-প্রত্যয়ে চ সুসংশ্রিতে। শ্রুতি-শব্দঃ প্রসাধ্যোঽয়ং শব্দজ্ঞৈঃ কর্ম-সাধনৈঃ'॥ নাদ বায়ু-দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া দ্বাবিংশ শ্রুতিতে পরিণত হয়। ২২টি নাড়ী বক্র ও উর্ধ্বভাবে হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে। শ্রুতিসমূহ উচ্চ হইতে উচ্চতর কক্ষায় আরূঢ় হইয়া বীণাদি যন্ত্রেই লক্ষিত হয়, যেহেতু কফাদি-দূষিত কণ্ঠে তাহাদের অভি-ব্যক্তি হয় না। পঞ্চম, ষড়্জ ও মধ্যমের প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া, ঋষভ এবং ধৈবতে তিনটি করিয়া—গান্ধারে ও নিষাদে দুইটি করিয়া শ্রুতি আছে। দেশভেদে শ্রুতি-নামও বিভিন্ন হয়। সঙ্গীতসারসংগ্রহে (১।৪৩—৪৬)—(১) ষড়্জস্বরে—নান্দী, বিশালা, সুমুখী ও বিচিত্রা। (২) পঞ্চম স্বরে—রালা, কলা, কলরবা ও শার্ঙ্গরবী। (৩) মধ্যমস্বরে—মাধবী, শিবা, মাতঙ্গিকা ও মৈত্রেয়ী। (৪) ঋষভস্বরে—চিত্রা, ঘনা ও চালনিকা। (৫) ধৈবত স্বরে—জায়া,রসা ও অমৃতা। (৬) গান্ধারে—সরসা ও মালা। (৭) নিষাদে—মাত্রা ও মধুকরী। কোহলীয়ে আছে যে প্রজাপতির মুখ হইতে বিনির্গত সিদ্ধি, প্রভাবতী, কান্তা ও সুভদ্রা—এই শ্রুতি-চতুষ্টয় ষড়্জস্বর উৎপাদন করে। নারদীয় মতে কিন্তু (১) ষড়্জে—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী। (২) ঋষভে—দয়াবতী, রঞ্জনী ও রক্তিকা। (৩) গান্ধারে—রৌদ্রী ও ক্রোধা। (৪) মধ্যমে—প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জনী। (৫) পঞ্চমে—ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপিনী ও আলাপিনী। (৬) ধৈবতে—মদন্তী, রোহিণী ও রম্যা। (৭) নিষাদে—উগ্রা ও ক্ষোভিণী। এইরূপে দত্তিলও অন্যপ্রকারে শ্রুতিসমূহের নামকরণ করিয়াছেন।

ষট্করণ [সঙ্গীতশাস্ত্রে] রূপ, কৃত (প্রতিকৃত), প্রতিভেদ, রূপশেষ, ওঘ ও প্রতিশুক্র।

ষট্তাল (সর ৫।৩০১) ছয়টি দ্রুত মাত্রার তাল।

ষট্পিতাপুত্রক (সসা ১।২৫৮) একটি করিয়া প্লুত, লঘু ও গুরুর পরে গুরু, লঘু ও প্লুত মাত্রার তাল।

ষড়লঙ্কার (নাট্যশাস্ত্র, কাশী ১৯।৪৬) উচ্চ, দীপ্ত, মন্দ্র, নীচ, দ্রুত ও বিলম্বিত। নাটকের কাব্যে বা পাঠে ইহারা ব্যবহৃত হয়।

ষড়্জ স্বর (রত্না ৫।২৫৮৩—৮৫) বক্ষঃ, নাসা, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা ও দন্তকে সংস্পর্শ করিয়া জাত স্বর। দামোদর-মতে কিন্তু নাভি, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাড়ী এবং মস্তক—এই ছয় স্থানের বায়ু সংমূর্ছিত হইয়া ষড়্জ স্বর উৎ-পাদন করে। ময়ূর ষড়্জ্-প্রকাশক।

ষড়্দারুক—নেপথ্য গৃহের দ্বার। মতান্তরে—রঙ্গশীর্ষ, যাহা ছয়টি কাষ্ঠের স্তম্ভে নির্মিত হয় এবং যাহাতে রঙ্গ-দেবতার পূজা হয়।

ষাড়ব রাগ (রত্না ৫।২৭৭৫) ছয় স্বরে উৎপন্ন, যথা—গৌড়, কর্ণাট গৌড়, দেশী, ধানশী, কোলাহলা, বল্লালী, দেশ, আশাবরী, খম্বাবতী, হর্ষপুরী, মল্লারী ও হুঞ্চিকা। সঙ্গীতসারে—শ্রীকণ্ঠ, ভৌলী, তারা, ষালগ, গৌড়, শুদ্ধাভীরী, মধুকরী, ছায়া ও নীলোৎপলা।

ষোড়শাক্ষর [নাট্যশাস্ত্র ৩৩।৪০] বাদ্যের অক্ষর-(বোল)-রূপে ব্যবহৃত —ক খ গ ঘ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ য র ল হ। ইহা সাঙ্গীতিক উপাদান-ভেদ।

সংযুত (সসা ৪।৪২) হস্তাভিনয়-ভেদ যাহাতে দুই হস্তেই কার্যাবলি প্রদর্শিত হয়। প্রয়োজন-বশতঃ অসংযুত হস্তকই সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা ১৩ প্রকার (সসা ৪।৮৪—৮৬)।

সংস্কৃত (সসা ৫।২) দেবভাষা, ইহাই প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতাদি ভাষার প্রসবিত্রী। সংস্কৃত শব্দই সাধু, তদ্ভিন্ন শব্দ প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পৈশাচিক প্রভৃতি।

সংহত (সর ৭।৩৭৫) লজ্জা, রোষ ও ঈর্ষ্যার অভিনয়ে এক জানু অন্য জানুর সহিত মিলিত হইলে 'সংহত জানু' হয়।

সঙ্কীর্ণ রাগ (রত্না ৫।২৭৮৯) সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব—এই তিন রাগের পরস্পর মিশ্রণে জাত রাগ। পৌরবী (দেশ + মল্লারী), মধুর কল্যাণী (বারাটী + নাট কর্ণাট), গৌরী (শ্রী + গৌড়), নটমল্লারিকা (নাট + মল্লার) কর্ণাটিকা (কর্ণাট + ভৈরব)। সুখাবরী (সৈন্ধবী +

তৌড়ী), আশাবরী (মল্লার + সৈন্ধবী + তৌড়ী), রামকেলি (গুর্জরী + দেশী)।

সঙ্গীত (সসা ১।৯) গীত, বাদ্য ও নৃত্য। সঙ্গীত-পারিজাতে—'গীত-বাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। গীতস্যাত্র প্রধানত্বাত্তৎ সঙ্গীতমিতী-রিতম্' ॥

সঙ্গীত-প্রচারক (সসা ১।৪) ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহল, দশাস্য, বায়ু, রম্ভা—ইঁহারা সঙ্গীত-শাস্ত্র-প্রচারক।

সঙ্গীত-ভেদ (সসা ১।২০—২১) মার্গ ও দেশী-ভেদে সঙ্গীত দ্বিবিধ। স্বর্গে মার্গাশ্রিত এবং ভূতলে দেশী সঙ্গীতের প্রচার।

সঙ্গীতবেদ (সসা ১।২—৩) প্রাচীন কালে ব্রহ্মা চারি বেদের সার সংগ্রহ করিয়া 'সঙ্গীতবেদ'-নামক পঞ্চম বেদ রচনা করেন। ঋকৃসমূহ হইতে পাঠ্য, সাম হইতে গীত, যজুঃ হইতে অভিনয় এবং অথর্ব হইতে রস উৎপন্ন হয়।

সঙ্গীত-সম্পর্কিত ক্রীড়া—প্রাচীন-ভারতের বিবিধ খেলা, যাহাতে সঙ্গীতাদির সমাবেশ থাকিত। জল-ক্রীড়া, (হব ২।৮৮।২৫—২৭, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত ৪।২৮।১৩৩—১৪২), রাসক্রীড়া (ভা ১০।২৯—৩৩), ছালিক্যক্রীড়া (হব ২।৮৯।৬৬—৬৭), নৃত্যক্রীড়া (ভা ১০।১৮।৯—১১), নাট্যক্রীড়া (গর্গসং ২।২৫।২২—২৩), বংশনৃত্য শুক্লযজুঃ সং ৩০।২১), ইন্দ্রধ্বজোৎসব (বিষ্ণুধর্মোত্তর, সঙ্গীতদামোদর ৩), দেবযাত্রামহোৎসব (গর্গ সং ৪।১২। ১৫—১৯), হোলিকোৎসব (ভবিষ্য পু), বসন্তোৎসব (সঙ্গীতদামোদর)।

সঞ্চারী বর্ণ (রত্না ৫।২৬৮৫) স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী স্বরসমূহের সংমিশ্রণে 'সঞ্চারী' বর্ণ ঘটিত হয়। ইহারও ১২টি অলঙ্কার আছে—প্রসাদ, আক্ষেপ, কোকিল ইত্যাদি।

সন্ধি-প্রচ্ছাদন (রত্না ৫।২৬৮০) আরোহিবর্ণের অলঙ্কার-বিশেষ। পূর্ব দুই স্বরকে হ্রস্ব ও তৃতীয় স্বরকে দীর্ঘ করিলে 'সন্ধিপ্রচ্ছাদন'-নামক অলঙ্কার হয়। যথা—সরিগা, রিগমা, গমপা, মপধা, পধনী, ধনিসা।

সন্নিপাত (নাট্য, কাশী ৩১।৩৯) সশব্দ তাল-ভেদ, যাহাতে উভয় হস্তে তালি দেওয়া হয়।

সম (সসা ৪।৩২) নির্বিকার ও স্বভাবস্থ শিরকে 'সম' বলে। ইহা পূজা, জপ, ধ্যান এবং স্বামিসেবাদিতে অভিনেতব্য। ২ (সসা ৪।৩৬) বক্ষের অভিনয়-ভেদ। সৌষ্ঠবযুক্ত, পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট ও প্রকৃতিস্থ বক্ষের চালনকে 'সম' বলে। ইহা স্বাভাবিক ভাবের অভিনয়ে প্রযোক্তব্য। ৩ (সর ৭।৩১৬) স্বভাববশতঃ ভূমিতে স্থিত চরণকে 'সমপাদ' বলে।

সমতাল (সর ৫।২৮৪) দুইটি লঘুর পরে দুইটি বিরামান্ত দ্রুত মাত্রার তাল।

সমপাণি (নাট্যশাস্ত্র, কাব্যমালা ৩১।৩৩১) সমান লয়ের বাদ্য।

সমা (সর ৭।৩৩৩) স্বাভাবিক গ্রীবা-ভঙ্গী, ইহা জপে অভিনেয়।

সমা যতি—যে যতির আদি, মধ্য ও অন্তে একটি লয়ের সমাবেশ থাকে, তাহা।

সম্পূর্ণ রাগ (রত্না ৫।২৭৬৩) সাত স্বরে উৎপন্ন, যথা—শ্রী, নট, কর্ণাট, গুপ্তবসন্ত, শুদ্ধভৈরব, বঙ্গালী, সোম, আম্রপঞ্চম, কামোদ, মেঘ দ্রাবিড় গৌড়, বরাটী, গুর্জরী, তোড়ী মালবশ্রী, সৈন্ধবী, দেবকিরী, রামকিরী, প্রথমমঞ্জরী, নাট, বেলাবলী এবং গৌরী। সঙ্গীতসারে—নাট, ঘণ্টা, নটনারায়ণ, ভূপালী, শঙ্করাভরণ —পূর্ণরাগ। এই প্রসঙ্গে শ্রীনরহরি ঘনশ্যাম-প্রণীত 'রাগার্ণব' আলোচ্য।

সম্পেষ্টক (সসা ১।২৫৯) ক্রমশঃ একটি প্লুত, ম-গণ ও একটি প্লুত মাত্রার তাল।

সম্বাদী (রত্না ৫।২৬০৭—৮) স্বরভেদ। সমশ্রুতিই সম্বাদী। পঞ্চম স্বরের সম্বাদী কেহ নাই। ইহাকে 'পাত্র' বলে। (সঙ্গীতপারিজাত ১।৮১) 'মিথঃ সম্বাদিনৌ তৌ স্তঃ সপৌ স্যাতাং পসৌ তথা। ন বাদী ন চ সম্বাদী ন বিবাদ্যপি যঃ স্বরঃ' ॥

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (সর ৫।৩০৯) দুই গুরু ও দুই লঘুর পরে দুই প্লুত মাত্রার তাল।

সশব্দ তাল—মার্গতালের ভেদ। ইহার চারি ভেদ—ধ্রুব, শম্যা, তাল ও সন্নিপাত।

সাত্বতী (সক ২।৩৭) বৃত্তি-ভেদ, যাহা কোমল-প্রৌঢ় সন্দর্ভ ও প্রৌঢ় অর্থের প্রকাশ করে।

সাধারণ (নাট্যশাস্ত্র কাশী ২৮।৩৩) দুইটি স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্বর। 'সাধারণং নামান্তরস্বরতা। কস্মাৎ? দ্বয়োরন্তরস্থং তৎ সাধারণম্।' ২ মূর্চ্ছনার ভেদ। ইহা প্রথমতঃ স্বর ও জাতি-ভেদে দ্বিবিধ।

ব্যবধান বা অন্তরকে 'সাধারণ' বলে। ভরতের সময়ে স্বর-সাধারণ দুইটি—কাকলি (নিষাদ) ও অন্তর (গান্ধার)। ইহাদিগকে বিকৃত স্বরও বলা হয়। দুই দুইটি শ্রুতির অন্তর ও প্রকর্ষণের (বৃদ্ধির) জন্য শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদের বিকৃতিভাব সৃষ্ট হয়। দুইটি শ্রুতি-সম্পন্ন নিষাদ যখন চারিশ্রুতি-যুক্ত ষড়্জের তীব্রা ও কুমুদ্বতী শ্রুতিদ্বয়কে গ্রহণ করত চারিশ্রুতি-বিশিষ্ট হয়, তখনই তাহাকে কাকলিস্বর বলে এবং এইজন্য তার অন্তর স্বর হইল নিষাদ ও ষড়্জ। তদ্রূপ শুদ্ধ-গান্ধার যখন শুদ্ধ-মধ্যমের বজ্রিকা ও প্রসারিণী শ্রুতিদ্বয়কে লইয়া চারিশ্রুতি-বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে অন্তর-গান্ধার বলে। আবার এক গ্রামের জাতির মধ্যে অন্য গ্রামের জাতির বর্ণসাম্য হইলে গানের যে সাধারণভাব দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'জাতি-সাধারণ' বলে। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদ্বয়ের অনুসারে স্বর-সাধারণ 'ষড়্জ-সাধারণ' ও 'মধ্যম-সাধারণ'-নামে কথিত হয়। এস্থলে স্বরবিশেষই 'সাধারণ' বলিয়া বাচ্য। ভরত আবার তৃতীয় কালসাধারণেরও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'ন চ নাগতো বসন্তো ন চ নিঃশেষঃ শিশিরকালঃ—ইতি কালসাধারণঃ'।

সারঙ্গ—'অতিতীব্রতমো গঃ স্যান্মস্তু তীব্রতরো মতঃ। ধস্তু তীব্রতরো নিঃ স্যাত্তীব্রঃ ষড়্জাদিমূর্ছনে। স-ন্যাসে মধ্যমাংশে চ রাগে সারঙ্গ-সংজ্ঞকে'॥ [সঙ্গীতপারিজাত ৪০২]।

সারঙ্গনট্ট—সঙ্গীতদর্পণে (২।৮৩) লক্ষণ—'সারঙ্গনট্টা সংপূর্ণা সক্ষয়োত্তর-মন্দ্রজা'। ধ্যান—'বীণাং দধানা দৃঢ়-বদ্ধবেণী, সখ্যা সমং বঞ্জুলবৃক্ষ-মূলে। জাম্বূনদাভা চ নিষণ্ণদেহা, সারঙ্গনট্টা কথিতা সুবেশা'॥ বা—'করধৃতবীণা সখ্যা সহোপবিষ্টা চ কল্পতরুমূলে। দৃঢ়তর-নিবদ্ধকবরী সারঙ্গী সা সুরঙ্গিণী প্রোক্তা'॥

সারস (সর ৫।৩০৩) ক্রমে এক লঘু, তিন দ্রুতের পরে দুইটি লঘু মাত্রার তাল।

সালগ (সসা ১।২১১) শুদ্ধ প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষণান্বিত হইয়া উৎপন্ন তালবাদ্যাদির যোগে সূঢ় রচিত হইয়া চিত্তরঞ্জক হয়। ইহাকে কেহ কেহ 'ছায়ালগ' বলেন।

সালগ সূড় (সসা ১।২১২—২২৪) সঙ্গীতদামোদর ও পঞ্চমসারমতে ধ্রুবক, মণ্ঠক, প্রতিমণ্ঠ, নিসারু, বাসক, প্রতিতাল, একতালী, যতি ও ঝুমরি। নয়তালে সূড় গঠিত হয়—আদি, যতি, নিসারু, অড্ড, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্প, মণ্ঠ ও একতালী। এই প্রকার সূড়—গানে, বাদ্যে ও নৃত্যে চিত্তরঞ্জক হয়।

সালঙ্ক নাট (সপ ৪৩৫) 'শঙ্করা-ভরণোৎপন্নে গান্ধার-স্বরবর্জিতে। অথ সালঙ্কনাটেঽস্মিন্ স-ন্যাসাংশ-সমন্বিতে। ষড়্জোদ্‌গ্রাহেণ সম্পন্নে মধাবাম্রেড়িতৌ স্মৃতৌ'॥

সিংহ (সর ৫।৩০৩) এক লঘু, এক দ্রুতের পরে তিনটী লঘু মাত্রার তাল।

সিংহনন্দন (সর ৫।২৭৫) ক্রমশঃ ত-গণ, এক প্লুত, এক লঘু, এক গুরু, দ্রুতদ্বয়, গুরুদ্বয়, লঘু, প্লুত, লঘু, প্লুত, গুরু, দুইটি লঘু মাত্রার পরে চারিটি অশব্দ লঘু মাত্রার তাল।

সিংহনাদ (সর ৫।২৭৩) ক্রমে য-গণ, এক লঘু ও গুরু মাত্রার তাল।

সিংহলীল (সর ৫।২৬৪) ক্রমশঃ একটি লঘু, তিনটি দ্রুত ও একটি লঘু মাত্রার তাল, ইহা সুধাকরের মতে; মূলে কিন্তু 'লঘ্বন্তে দত্রয়ং সিংহলীলঃ' বলাতে মনে হয় যে দ্রুতত্রয়ের আগে একটি লঘু মাত্রা থাকিলে 'সিংহলীল' হয়।

সিংহবিক্রম (সর ৫।২৬৩) তিন গুরুর পরে ক্রমে একটি করিয়া লঘু, গুরু, প্লুত, লঘু, গুরু ও প্লুত মাত্রার তাল।

সিংহবিক্রীড়িত (সর ৫৫৭২) একটি করিয়া ক্রমশঃ লঘু, প্লুত; গুরু, প্লুত; প্লুত, গুরু; লঘু, গুরু; প্লুত, লঘু ও দ্রুত মাত্রার তাল।

সিন্ধুড়া (পদা ১০) ধ্যান—'উৎফুল্ল-পঙ্কজ-গলন্মকরন্দ-পানমত্তালি-ঝঙ্কৃতি-ভরৈরপি দূয়মানা। কান্তং পদান্ত-মিলিতং কটু ভাষয়ন্তী, মানোন্নতা বসতি সিন্ধুতটে সিন্ধুড়া'॥ মতান্তরে ইহা মালব রাগের চতুর্থী ভার্যা। ইহার ধ্যান— 'মহেন্দ্র-নীলদ্যুতিরম্বুজাক্ষী, প্রবাদয়ন্তী কপিলাশযন্ত্রম্। বিচিত্র-রত্নাভরণা সুকেশী, সা সিন্ধুড়া কান্ত-সমীপসংস্থা'॥

সুখা (সপ ২০৩ টী) গান্ধারগ্রামে ষষ্ঠী মূর্ছনা।

সুভগা—শ্রীরাগের দ্বিতীয়া ভার্যা। ধ্যান—রসনয়া সুবিচার-কৌতুকং, বিদধতী কবিকোবিদ-কৌতুকম্। সুকবিতামৃত-ভাবন-তৎপরা, ভগবতী সুভগা সমুদাহৃতা॥

সুমুখী (সপ ২০৩ টী) গান্ধারগ্রামে

তৃতীয়া মূর্ছনা।

সুহই (পদা ২১) 'সিন্দূরবিন্দুং মম ভালদেশে, পত্রাবলিঞ্চাপি কপোল-ভিত্তৌ। অলক্তসিক্তং কুরু পাদমেকং, কান্তং বদন্তী সুহই প্রদিষ্টা'॥

সূড় (সর ৪।২৩) এলা, করণ, ঢেঙ্কী, বর্তনী, ঝোম্বড়, লম্ভ, রাসক ও এক-তালী। 'সূড়' বলিতে গীতবিশেষ-সমূহকে বুঝায়, ইহা দেশী শব্দ (কল্লিনাথ), শুদ্ধ ও ছায়ালগ-ভেদে সূড় দ্বিবিধ। এলাদি শুদ্ধ সূঢ় এবং ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিসারু, অড্ডতাল, রাস ও একতালী—ছায়ালগ।

সৈন্ধবরাগ—শুদ্ধ স্বরে উৎপন্ন ও ধৈবত স্বরের আদি-মূর্ছনাযুক্ত হয় সৈন্ধব-রাগ। ইহার আরোহে গান্ধার ও নিষাদ থাকিবে না। ইহা আম্রেড়িত স্বরসমূহে (সপপ, সধধ)- যুক্ত ও স্ফুরিত-গমক হইবে। সর্ব্বকালে গেয় [সপ ৩৫৭]।

সৈন্ধবী—'ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসা পূর্ণা সৈন্ধবিকা মতা। মূর্ছনোত্তর-মন্দ্রাঢ্যা কৈশ্চিৎ ষাড়বিকা মতা। রি-হীনা তু ভবেন্নিত্যং রসে বীরে প্রযুজ্যতে॥ ধ্যান—'ত্রিশূলপাণিঃ শিবভক্তিযুক্তা, রক্তাম্বরা ধারিত-বন্ধুজীবা। প্রচণ্ড-কোপা রসবীরযুক্তা, সা সৈন্ধবী ভৈরব-রাগিণীয়ম্'॥ সৈন্ধবরাগ ও সৈন্ধবী অভিন্ন-রাগ।

সোরঠী সঙ্গীতপরিজাতে (৪৭২-৭৩) লক্ষণ—'শ্রীরাগমেল-সম্ভূতা সোরঠী রি-স্বরোদ্‌গ্রহা। পঞ্চমাদ্ধ্ফিতো-পেতা রি-পর্যন্তং পুনস্তথা॥ সহুম্ফিতা মপর্যন্তমগ্রস্বস্থান-ষড়্জকা। তথৈব পঞ্চমোপেতা রি-স্বর-চ্যবিতোদিতা'॥

সৌরটী—সঙ্গীতদর্পণে (২।৮৫) লক্ষণ—'সৌরটী ষাড়বা জ্ঞেয়া পঞ্চম-ত্রয়সঙ্গতা। রি-হীনা চ সমাখ্যাতা কৈশ্চিৎ ষড়্জত্রয়া মতা॥' ধ্যান—'পীনোন্নত-স্তন--সুশোভন - হারবল্লী, কর্ণোৎপল - ভ্রমরনাদ - বিলগ্নচিত্তা। যাতি প্রিয়াস্তিকমতিশ্লথ-বাহুবল্লী, সৌরাষ্ট্রিকা স্মরসুখে মিলিতাঙ্গযষ্টিঃ'॥ সুরট, সোরঠী, সৌরটী ও সৌরাষ্ট্র একই রাগ।

সৌবীরী (সপ ২০৩ টী) মধ্যম গ্রামের মধ্যমস্বর-পূর্বিকা প্রথমা মূর্ছনা। মধ্যস্থানস্থ ষড়্জ হইতে আরম্ভ হয়। ঋষি-মূর্ছনা—আপ্যায়নী।

স্কন্দ (সর ৫।৩০৫) র-গণ, দুই দ্রুত এবং পরে দুইটী গুরু মাত্রার তাল।

স্থান—মন্দ্র, মধ্য ও তার। ইহা বর্ণ বা স্বরের উচ্চারণ-ভেদ নির্ণয় করে।

স্থানক (সর ৭।১০২৭) গতির আদিতে ও অন্তে নিয়ত অবস্থান। এই লক্ষণে ধূমাগ্নির ন্যায় ব্যাপ্তি-নিয়ম স্বীকার্য। সামান্য লক্ষণে—শরীরে চলন-রহিত বুদ্ধিপূর্বক কৃত সন্নিবেশই বোধ্য। বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়-ভেদে স্থানক ছয় প্রকার। অন্যান্য ভেদও আছে। দেশী স্থানক—স্বস্তিক, বর্ধমান, নন্দ্যাবর্ত্ত, সংহত প্রভৃতি ২৩টি।

স্থায়িদৃষ্টি (সসা ৪।১২০) আঙ্গিকা-ভিনয়ে উপাঙ্গভেদে উল্লিখিত স্থায়ি-ভাবজা দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ। স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দীপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা এবং বিস্মিতা—এই আটটি বিভেদ।

স্থায়ীবর্ণ (রত্না ৫।২৬৬৩—৬৫) এক একটি স্বরে থাকিয়া থাকিয়া পুনঃ প্রয়োগ হইলে সেই বর্ণই 'স্থায়ি'-নামে কথিত। রচনা-বৈশিষ্ট্যে ইহার ভদ্র প্রভৃতি ২৬টি 'অলঙ্কার' হয়।

স্নিগ্ধা দৃষ্টি (সসা ৪।১২১) যে দৃষ্টিতে একটি ভ্রূ কিঞ্চিৎ উন্নমিত হয়, যাহাতে অভিলাষ-ব্যঞ্জনা থাকে, সেই কটাক্ষযুক্তা, বিলাসিনী ও রতি-ভাবজা দৃষ্টিকে 'স্নিগ্ধা' বলে।

স্ফুরিত (সসা ১।৩২৮) দ্রুতমাত্রার একতৃতীয়াংশ বেগে স্বরকম্পন হইলে 'স্ফুরিত' গমক। ২ (সসা ৩।৩২) লাস্য-ভেদ। যে শৃঙ্গার-রস-প্রধান অভিনয়ে নায়ক ও নায়িকা রসজনক আলিঙ্গনচুম্বনাদি-রহিত চেষ্টাদি করিয়া নৃত্য করে, তাহাই স্ফুরিত লাস্য।

স্রস্ত (রত্না ৫।৩২৪১) দুঃখে, শ্রমে, মদে ও মূর্ছায় অনুষ্ঠেয় অংসাভিনয়।

স্রোতোগতা যতি—গীতের আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে দ্রুত লয়ের সমাবেশে স্রোতোগতা যতি।

স্বর—(সসা ১।৫১—৬৯) শ্রুতিস্থানে হৃদয়রঞ্জক বা শ্রোতৃমনোহর ধ্বনি-বিশেষ। স্বর সাতটি—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। সংক্ষেপে—স রি গ ম প ধ নি। ইহারা মন্দ্র, মধ্য ও তার-ভেদে ভাবত্রয়ে অবস্থিত। হৃদয়ে 'মন্দ্র', কণ্ঠে 'মধ্য' এবং মস্তকে 'তার' উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পরপরটি পূর্ব-পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ। [ষড়্জাদি স্বরের উৎপত্তি প্রভৃতির সম্বন্ধে তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য]। ইহাদের আবার চারি ভেদ—বাদী, সম্বাদী, বিবাদী

ও অনুবাদী। [তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য]। (রত্না ৫।২৮৭৮) প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ।

স্বরমণ্ডল—সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা ও উনপঞ্চাশ তানদ্বারা রচিত।

হংস (সর ৫।৩০১) বিরামান্ত লঘু-দ্বয়াত্মক তাল।

হংসনাদ (সর ৫।২৭৩) ক্রমে এক লঘু, এক প্লুত, দুই দ্রুত ও এক প্লুত মাত্রার তাল। ২ (সসা ১।২৬৭) ক্রমশঃ একটি করিয়া লঘু, প্লুত, দ্রুত ও প্লুত মাত্রার তাল।

হংসপক্ষ (সর ৭।১৬৫—১৬৮) পতাক হস্তের যদি তর্জনী প্রভৃতি তিনটী অঙ্গুলী কিঞ্চিৎ নত ও সম হয়, অথচ কনিষ্ঠা ঊর্দ্ধভাবে থাকে, তবে তাহা হংসপক্ষ হস্তক হয়। আচমনে এবং চন্দনাদির অনুলেপনে অভিনেতব্য।

হংসলীল (সর ৫।২৬৭) বিরামান্ত লঘুদ্বয়াত্মক মাত্রার তাল ; 'হংসলীলে বিরামান্তং লঘুদ্বয়মুদাহৃতম্'। ২ (সসা ১।২৬৪) দুইটি বিরামান্ত নগণাত্মক মাত্রার তাল।

হরিণাশ্বা (সপ ২০৩ টী) মধ্যম গ্রামের গান্ধার-পূর্বিকা দ্বিতীয়া মূর্ছনা। ঋষি-মূর্ছনা—বিশ্বহৃতা।

হল্লীসক (হব ২।২০।২৫—২৬) স্ত্রী ও পুরুষ-কৃত মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য। অভিনব গুপ্তের মতে মণ্ডলীকৃত নৃত্যই হল্লীসক। নীলকণ্ঠ-মতে 'বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ নৃত্যং'। রাস-ক্রীড়ায় ও হল্লীসকে পার্থক্য এই যে রাসে এক পুরুষের পরে এক এক নারী থাকে, কিন্তু হল্লীসকে পুরুষকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নারীগণ নৃত্য, গীত ও বাদ্য করেন।

হস্তাভিনয় (সসা ৪।৪০) ত্রিবিধ—অসংযুত, সংযুত এবং নৃত্যহস্ত।

হাস্যা দৃষ্টি (সসা ৪।১৫৩) ক্রমশঃ মন্দ, মধ্য ও তীব্রভাবে চক্ষুঃপুট আকুঞ্চিত হইলে এবং তারকাদ্বয়ও ভিতরদিকে কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়া বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করিতে থাকিলে হাস্যা দৃষ্টি হয়। ইহা বিস্ময় উৎপাদন করাইতে অভিনেতব্য।

হিন্দোল—'হিন্দোলেঽথ রিপৌ ত্যজ্যৌ কোমলো ধৈবতো ভবেৎ'। ইহা সঙ্গীত-পারিজাতের (৪৩০) লক্ষণ, সঙ্গীতদর্পণে (২।৫৮) কিন্তু 'হিন্দোলকো রিধ-ত্যক্তঃ সত্রয়ো গদিতো বুধৈঃ। মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাদৌড়বঃ কাকলীযুতঃ'॥ এবং ধ্যান—'নিতম্বিনী মন্দতরঙ্গিতাসু, দোলাসু খেলাসুখমাদধানঃ। খর্বঃ কপোতদ্যুতিকামযুক্তো, হিন্দোল-রাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ'॥ নারদ-পঞ্চমসংহিতায় ইহা পঞ্চম রাগ এবং নামান্তর—হিল্লোল ; ইহার ধ্যান—'হাসাভিলাষেণ পতন্ পৃথিব্যা,-মুথাপিতস্তৎক্ষণমালিবৃন্দৈঃ। উল্লোল-সঙ্গীতরসৈর্বিদগ্ধো, হিল্লোলরাগঃ কথিতো রসজ্ঞৈঃ'॥

হৃষ্টা দৃষ্টি (সসা ৪।১২৩) যে দৃষ্টিতে গণ্ডদ্বয় প্রফুল্ল হয়, তারাদ্বয় অন্তঃ-প্রবিষ্ট দেখায়, যাহা কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হয়—চঞ্চলা, নিমেষযুক্ত ও হাস্য-শোভিতা সেই দৃষ্টিই—'হৃষ্টা'।

হৃষ্যকা (সপ ২০৩ টী) মধ্যম গ্রামে পঞ্চমপূর্বক সপ্তমী মূর্ছনা। ঋষি-মতে—চন্দ্রাবতী।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান

তৃতীয় খণ্ড

চরিতাবলী

অ

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস—শ্রীচৈতন্যশাখা। 'অকিঞ্চন প্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস নাম'। (চৈ° চ° আদি ১০।৬৬) রথযাত্রাকালে ইনি অন্যান্য ভক্তসঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। (চৈ° চ° অন্ত্য ১০।৯)।

অকিঞ্চন দাস—শ্রীগৌরভক্ত। 'অকিঞ্চন দাস! কৃপা করহ অশেষ। দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ'॥ [নামা ১৫৯]। ২ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের পদ্যানুবাদক। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ১৫১২]।

অক্রূর—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা। 'ভুবনানন্দদং বন্দে শ্রীমদক্রূরঠক্কুরম্। গদাধরপ্রেমকন্দং গৌরপ্রেমবিলাসকম্॥ [শা° নি° ৫১] ২ শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর। "উদ্ধব, অক্রূর, মধুসূদন, গোবিন্দ॥"—[প্রেম ২০, ভক্তি ১৫।৬৪]। ৩-৭ শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য পাঁচ জন। [র° ম° পশ্চিম, ১৪।১১১, ১৩১, ১৫১, ১৫২, ১৫৮]।

অগ্রদাস—সুপ্রসিদ্ধ কিল্হদাস পয়-আহারী ব্রজভাষায় বহু কৃষ্ণলীলা পদ রচনা করেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য এই অগ্রদাস। ইঁহারই শিষ্য 'নাভাজী' হিন্দী ভক্তমালের রচয়িতা।

অচ্যুত—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, দুই জন [র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৮, ১২৩]।

অচ্যুত পট্টনায়ক (রসিক পূর্ব ৩।৫৪) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পিতা।

অচ্যুত পণ্ডিত—শ্রীঅভিরামদাসের 'পাটপর্যটন'-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—কোটরা; 'কোটরাতে বাস—অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান'॥

অচ্যুতানন্দ—শ্রীচৈতন্যশাখা। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীপাট—শান্তিপুর। শ্রীসীতাদেবীর গর্ভে ১৪২৫ কি ১৪২৬ শকে জন্ম। ইনি শৈশব হইতেই মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবজগতে অচ্যুতের মতই গ্রাহ্য। 'অচ্যুতের যেই মত সেই মত সারে'॥ [চৈ° চ° আদি ১২।২০]। মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্। গদাধর-প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈত-নন্দনম্'॥ [শা° নি° ১৪]। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-মতে (৮৭—৮৮) ইনি শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামির মন্ত্র-শিষ্য। পূর্বলীলায় কার্ত্তিকেয় ও অচ্যুতা গোপী। ইনি খেতরি-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনা—শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরাষ্টক। মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তা-শ্রবণে অচ্যুতের আনন্দ-ক্রন্দন-প্রসঙ্গ (চৈভা মধ্য ৬।৪০)। মহাপ্রভুর কৃপাদণ্ডে পিতার ভক্তি-সম্পত্তি-দর্শনে ইহার প্রেমক্রন্দন (চৈভা মধ্য ১৯।১৬৬)। কুলিয়া হইতে শান্তি-

পুরে মহাপ্রভুর আগমনে 'ধুলাময় সর্ব অঙ্গ—হাসিতে হাসিতে' অচ্যুত প্রভুর চরণ দেখিতে আসিয়া গৌর-পদতলে লুণ্ঠন করিতে থাকিলে প্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে করেন (চৈভা অন্ত্য ১।২১৩—২১৬)। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে পিতা বলিলে 'অচ্যুত বলেন—তুমি দৈবে জীব-সখা। সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা'॥ বালক অচ্যুতের সিদ্ধান্ত শুনিয়া সকলের আনন্দ (চৈভা অন্ত্য ১।২১৭—২২০)। শান্তিপুরে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকটে শ্রীকেশব ভারতীর সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করিলে অদ্বৈত ব্যবহার-পক্ষ ধরিয়া ভারতীকে মহাপ্রভুর গুরু বলিলে অচ্যুত ক্রোধাবেশে শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব উদ্ঘাটন-পূর্বক পিতাকে অনুযোগ দেন (চৈভা অন্ত্য ৪।১৩৮—২০৫)। নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান (চৈচ আদি ১০।১৫০)। রথাগ্রে নর্ত্তন (চৈচ মধ্য ১৩।৪৫), গুণ্ডিচায় নর্ত্তন (চৈচ মধ্য ১৪।৭১), সাত সম্প্রদায়ের বেড়া-সঙ্কীর্ত্তনে নর্ত্তন (চৈচ অন্ত্য ১০।৬০) ইত্যাদি আলোচ্য।

অচ্যুতানন্দ রাজা—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। প্রসিদ্ধ রসিকমুরারির পিতাঠাকুর [ভক্তি ১৫।২৬ ২৭]। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রয়ণীতে ইঁহার শ্রীপাট। ইনি উক্ত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। শিষ্ট করণকুলে আবির্ভাব হয়।

'সুবর্ণরেখা নদীর তীরে হয় সেই গ্রাম। তথি আছয়ে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম'॥ (প্রেম ২৪)।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য; শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রকাশক, শ্রীলঘুভাগবতামৃতের অনুবাদক ও 'ভক্তের জয়' ইত্যাদির প্রণেতা।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত (আচার্য-প্রভু)—পঞ্চতত্ত্বের একতম। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। পূর্বলীলায় দেবাদিদেব মহাদেব। শ্রীহট্ট লাউড়গ্রামে ১৩৫৫ শকে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে অবতীর্ণ হন। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-মতে ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জন্ম। ১৪৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ)। পিতার নাম—শ্রীকুবের পণ্ডিত। মাতার নাম—শ্রীমতী নাভা দেবী। ইঁহার পূর্বনাম—কমলাক্ষ (কমলাকান্ত) বেদপঞ্চানন। অদ্বৈত-প্রভুর দুই পত্নী—শ্রীসীতা দেবী ও শ্রীদেবী। সীতাদেবীর গর্ভে অচ্যুতানন্দ (১৪২৫ শকে) এবং ক্রমশঃ কৃষ্ণদাস, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ মিশ্রের জন্ম হয় এবং শ্রীদেবীর গর্ভে—(ছোট) শ্যামদাস জন্মগ্রহণ করেন (প্রেম ২৪)। অদ্বৈত-প্রভু লাউড় হইতে নবহট্ট গ্রামে, তথা হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন, নবদ্বীপেও ইঁহার গৃহ ছিল। ১৪৮০ শকে ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকটের ২৫ বৎসর পরে ইনি অপ্রকট হন।

'সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥' [অ বি]; প্রেমবিলাস-মতে (২৪) শান্তিপুরে ইঁহার জন্ম। শান্তিপুরের নিকট 'ফুল্লবাটী' গ্রামে শ্রীল শান্তাচার্য-নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট ইনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও আচার্য উপাধি প্রাপ্ত হন। আরও—'হরিসহ অভেদ-হেতু নাম হৈল অদ্বৈত॥'—(ঐ); প্রেমবিলাসে (২৪) শ্রীআচার্য-প্রভুর বংশাবলী লিখিত আছে। বাল্যলীলাসূত্রে (সংস্কৃত ভাষায়) এবং অদ্বৈতমঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস, সীতা-চরিত্র প্রভৃতি বহু বাঙ্গালা গ্রন্থে ইঁহার বিবরণ দৃষ্ট হয়।

অদ্বৈত-প্রভু তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে মিথিলায় উপস্থিত হন। পথিমধ্যে বটবৃক্ষমূলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কিন্নর-কণ্ঠে কৃষ্ণগুণ গান করিতে শুনিয়া তিনি মোহিত হইয়া পড়েন। এমন সুন্দর কবিত্ব, সুন্দর ভাব এবং ভক্তি-প্রবণতা তিনি কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। সঙ্গীত-শ্রবণে অদ্বৈত-প্রভু বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাভাগ; আপনি কে?' ব্রাহ্মণ দৈন্য করিয়া উত্তর দিলেন—

'বিপ্র কহে—মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি। রাজান্ন-ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥ বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত। সারগ্রাহী সাধু তুহুঁ, তেঁই ইথে প্রীত॥ তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোন্ জনে। নিজ গুণে হইল মোর উদ্ধার-সাধনে'॥ [অ বি] অদ্বৈত-প্রভু কহিলেন—'অদ্ভুত তোমার রচিত এই গীতামৃত। জীব কোন্ ছার, কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত॥ ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল। তেঁই পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হইল'॥ [অ বি]

১৩৩০ শকে বিদ্যাপতি শিবসিংহ

রাজার নিকট হইতে বিসফী গ্রাম প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৩০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সম-সাময়িক। চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে গীত রচনা করেন। তাঁহার পদেই আছে—

'বিধুর নিকটে বসি নেত্র-পক্ষ-বাণ।
নবহু নবহু রস গীত-পরমাণ'॥

বিদ্যাপতির স্বহস্ত-লিখিত একখানি ভাগবত আছে; তাহাতে প্রতিলিপির তারিখ ১৩৭৯ শক লেখা আছে। বিদ্যাপতির ১৪০১ শকাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্বৈত-প্রভু ১৪০৭ শকে ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মলীলা দেখিতে সূতিকাগৃহে আসিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বে তিনি তীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। এজন্য বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার সত্য ঘটনা।

অদ্বৈত-প্রকাশ-মতে—(১) কুবের তর্কপঞ্চাননের ঔরসে ও নাভাদেবীর গর্ভে মহাবিষ্ণুর সহিত শিবের দুঁহু তনু এক হইয়া আবির্ভাব। (২) নাভাদেবীর আগ্রহে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে তীর্থগণকে আহ্বান করত পণাতীর্থে স্থাপন, কালীর মন্দিরে রাজপুত্রের মূর্ছাপনোদন ও কমলাক্ষের দেবী-প্রণামে মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইয়া কালীর অন্তর্ধান। (৩) পরে কমলাক্ষের অন্তর্ধানে কুবেরের শোক, শান্তিপুরে আগমন ও মিলনাদি। (৪) পিতামাতার অপ্রকটে গয়ায় শ্রাদ্ধ, তীর্থভ্রমণ, শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীসহ মিলন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনগোপালপ্রাপ্তি। (৫) অদ্বৈতের দীক্ষা, (৬) শান্তিপুরে দিগ্‌বিজয়ীর আগমন, তুলসী ও গঙ্গার মহিমা-বর্ণনান্তে শাস্ত্রবিচার ও দীক্ষাদি। (১০) নবদ্বীপে টোলস্থাপনা, শচী-জগন্নাথের চতুরক্ষর গৌরগোপালমন্ত্রে দীক্ষা, পুষ্পাঞ্জলির উজানদিকে গমন ও নদীয়ায় শচীর গর্ভে স্থিতি, গৌরাঙ্গের জন্মাদি-প্রসঙ্গ। (১১) মহাপ্রভুর অন্তর্ধানে অদ্বৈত ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা—কৃষ্ণমিশ্রে সেবা-সমর্পণ—বলরাম ও জগদীশের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি-স্থাপনাদি। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্রেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভক্তি-কল্পবৃক্ষের স্কন্ধ-স্বরূপ (চৈচ আদি ৯।২১); ইনি সর্ব্বশাস্ত্রের কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করিতেন, গঙ্গাজল-তুলসী-দ্বারা কৃষ্ণের অবতারণার্থ হুঙ্কার করিতেন (চৈভা আদি ২।৭৯—১০৫); বিশ্বরূপের অদ্বৈত-সকাশে শাস্ত্রালোচনার্থ নিত্য গমন, নিমাইর অদ্বৈত-সভায় ভ্রাতৃ-আহ্বানার্থ গমনাদি (চৈভা আদি ৭।২৯—৬৭); বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে অদ্বৈতের বিরহ-ক্রন্দনাদি (ঐ ৭। ৯৫—১০৮)। শ্রীঈশ্বরপুরীর অদ্বৈত-মন্দিরে আগমন, পরিচয়াদি (ঐ ১১।৭২—৮৩). ঠাকুর হরিদাস-সহ মিলনাদি (ঐ আদি ১৬।২০—২১, ৩১১; মধ্য ১। ৫)। মহাপ্রভুর সহিত মিলনাদি (ঐ মধ্য ২।৪—১৫৪); প্রভুর পরীক্ষা-জন্য অদ্বৈতের শান্তিপুরে গমন ও রামাইদ্বারা পুনরায় নবদ্বীপে আনয়নাদি (ঐ মধ্য ২।১৫৫, ৬।৮—১৭৫); গৌরানুগত্যে অদ্বৈত-সেবা (ঐ মধ্য ১০।১৪৭, ১৫১—১৫৫)। মহাপ্রভু-সমীপে গীতাশিক্ষা (ঐ মধ্য ১০।১৬৬), পতিতের জন্য কৃপা-প্রার্থনা (ঐ ১০।১৬৯)। প্রভুর মন্দিরে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-প্রসঙ্গে (ঐ মধ্য ১৩।২৩৮, ২৫৭, ৩০০—৩০৫, ৩৩৫); নিত্যানন্দ-সহ প্রেম-কন্দল (ঐ মধ্য ১৩।৩৪১—৩৬০)। মহাপ্রভুর ভাবাবেশ-কালে অদ্বৈত-কর্ত্তৃক তদীয় সেবাপূজাদি (ঐ মধ্য ১৬।৪৫—৫১); প্রভুর মূর্ছায় অদ্বৈত-কর্ত্তৃক তৎপদধূলি-গ্রহণে মহাপ্রভুর ক্রোধাদি (ঐ মধ্য ১৬।৫২—৯৩); মহাপ্রভুকৃত স্ববিষয়ক ভক্তি-দর্শনে অদ্বৈতের দুঃখ ও শান্তিপুরে গিয়া যোগবাশিষ্ঠ-ব্যাখ্যাদি (ঐ মধ্য ১৯।১৩—১৬০)। অদ্বৈতের চরণ-ধূলি-গ্রহণে শচী-মাতার অপরাধ-খণ্ডনাদি (ঐ মধ্য ২২।৩৫—১২৫); অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন (ঐ মধ্য ২৪।৪০—৭৬); মহাপ্রভুর সন্ন্যাসে অদ্বৈতের দুঃখাদি (ঐ অন্ত্য ১।৩৬—৪৬); মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি-প্রসঙ্গ (ঐ অন্ত্য ৪।৪৪১—৫১৫); ভক্তগোষ্ঠীসহ অদ্বৈতের নীলাচলে গমনাদি (ঐ অন্ত্য ৮।৩—৮৬)। মহাপ্রভুর ভিক্ষার্থ স্বহস্তে রন্ধনাদি (ঐ অন্ত্য ৯।১২—৮৮); অদ্বৈত-সিংহের চৈতন্য-সংকীর্ত্তন (ঐ অন্ত্য ৯।১৬৪—১৮৪)। শ্রীঅদ্বৈত-দ্বারা শ্রীরূপসনাতনের প্রেম-প্রদান (ঐ ৯।২৫৬—২৮৪)। অদ্বৈত-তত্ত্ববিষয়ে শ্রীবাসের প্রতি মহাপ্রভুর ক্রোধাদি (ঐ অন্ত্য ৯।২৯০—৩০৫)। স্বপুত্র গোপালের মূর্ছায় নৃসিংহমন্ত্রপাঠাদি (চৈচ আদি ১২।২৩)। কমলা-

কান্তের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপাদণ্ডে অদ্বৈত-কর্ত্তৃক সান্ত্বনাদি (চৈচ আদি ১২।৩৮—৪৩) গুণ্ডিচা-মার্জনের পরে জলকেলি (চৈচ মধ্য ১৪।৮৮—৯২)। হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্রদান (চৈচ অন্ত্য ৩।২১৩—২২০)। জগদানন্দের দ্বারা তরজা-প্রেরণ (চৈচ অন্ত্য ১৯।১৬—২১)। অদ্বৈতের দ্বিতীয়বার জ্ঞানবাদ-প্রচারে মহাপ্রভুর দুঃখ ও তৎকারণ-নির্দেশ (প্রে বি ১)। অদ্বৈতের বিজয়পুরীসহ মিলন ও কুঞ্জ হইতে মদনমোহন-প্রাপ্তি ও সেবাদি, হরিদাসের শ্রাদ্ধপাত্রভোজনে শান্তিপুরে সামাজিক দলাদলি, ব্রাহ্মণ সমাজে অদ্বৈতের বর্জন, হরিদাসের প্রভাব-প্রদর্শনাদি (প্রে বি ২৪)। ১২৫ বৎসরকালে অপ্রকট; শেষ উপদেশ —'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম। যথাসাধ্য প্রচারিবা—এই মোর মর্ম্ম'॥ (অদ্বৈতপ্রকাশ ২২)

শ্রীসার্বভৌম-কৃত—(১) শ্রীঅদ্বৈত-দ্বাদশ-নামস্তোত্র, (২) শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্, (৩)শ্রীঅদ্বৈতাষ্টোত্তর-শতনামস্তোত্রম্।

শ্রীঅদ্বৈত-কৃত—মহাপ্রভুর প্রত্যঙ্গ-বর্ণনা-স্তোত্রই প্রসিদ্ধ। শ্রীঅদ্বৈতের ধ্যান, মন্ত্র ও গায়ত্রী প্রভৃতি শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামির পদ্ধতিতে (৫১, ৫৮—৬০, ৭২) দ্রষ্টব্য।

অনঙ্গভীমদেব (দ্বিতীয়) গঙ্গ-বংশীয় অনন্তবর্ম্মন চোড়গঙ্গ রাজার চতুর্থ অধস্তন (১১৯০—৯৮ খৃঃ)। কথিত হয় যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, যাহা ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে জীর্ণ হইলে চোড়-গঙ্গদেব (১০৭৮ খৃঃ) পুরাতন মন্দিরের ভগ্নপীঠে নূতন মন্দির-নির্মাণের সংকল্প লইয়া কিয়দংশ নির্মাণ করান। পরে রাজা অনঙ্গ-ভীমদেব তাহা সম্পন্ন করেন; প্রাকার, বিমলাদেবীর এবং লক্ষ্মী দেবীর মন্দিরও তিনি নির্মাণ করেন। রত্নবেদীর পশ্চাতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে (রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে) ১১১৯ শক নির্মাণকার্য-শেষের তারিখ জানা যায়। 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' গ্রন্থেও ইহা নিরূপিত হইয়াছে—'অঙ্ক-ক্ষৌণী-শশাঙ্কেন্দু-সম্মিতে শকবৎ-সরে'। সিংহদ্বারের উত্তর-পূর্বদিকে বড়দাণ্ডের পার্শ্বস্থিত নারায়ণছাতা মঠের শ্রীনারায়ণ (শুভলক্ষ্মীনারায়ণ) দেবকে ইনি মন্দির-নির্মাণের পূর্বে বিঘ্নবিনাশনজন্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি শ্রীজগন্নাথের ভোগরাগ ও যাত্রা-মহোৎসবাদির জন্য বহু চাকলা ও পরগণার ভূমি দান করিয়াছিলেন।

অনন্ত—পদকর্ত্তা, পরিচয় ঠিক হয় নাই। অনন্ত আচার্য, অনন্তদাস বা অনন্ত পণ্ডিত ?

অনন্ত আচার্য—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

'চক্রপাণি আচার্য, আর অনন্ত আচার্য॥' (চৈ° চ° আদি ১২।৫৮) ২ শ্রীগদাধর-শাখা। 'অনন্ত আচার্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন'॥ (চৈ° চ° আদি ১২।৮০)। ইনি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের সেবাধিকারী ছিলেন। (ভক্তি ১৩)।

'গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্যবর্য। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য'॥

ইনি বৃন্দাবনবাসী। ইঁহাদের গুরু-প্রণালী এইরূপ—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধি, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, অনন্ত আচার্য, হরিদাস পণ্ডিত, রাধাকৃষ্ণ দাস। শ্রীল বীরভদ্রপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে ভক্তবৃন্দের সহিত ইঁহাকেও তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গমন করিতে দেখা যায়। (ভক্তি ১৩।৩১৩—৩১৪)।

শ্রীযদুনাথ দাস-কৃত শ্রীমৎপণ্ডিত গোস্বামি-শাখানির্ণয়ামৃতে তিন জন অনন্ত আচার্যের নাম আছে।

'বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য-সংজ্ঞকম্। নানানন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেম্ণো হি ভাজনম্[শা° নি° ৮]॥ শ্রীলশ্রীগোবিন্দ-দেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্॥ বন্দেঽনন্তাচার্যবর্যং মহাভাব-কদম্বকম্। আপাদমস্তকং যস্য পুলকেনোজ্জ্বলী-কৃতম্ [ঐ ৩৯]॥ বিগ্যানন্তাচার্যবর্যং গঙ্গাতীর-নিবাসিনম্। বন্দে যেনা-কারি পূজা গৌরস্য ফলমূলকৈঃ' [ঐ ৪৭]। ২ বৈষ্ণবপদকর্ত্তা (ব-সা-সে)।

অনন্তদাস—শ্রীঅদ্বৈত শাখা।

'অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ॥' (চৈ° চ° আদি ১২।৬১)। ২ বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা [ব-সা-সে]।

অনন্ত পণ্ডিত—আঁটিসারা গ্রাম-বাসী—শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় গমন করিলে ইনি তাঁহার আতিথ্যবিধান করিয়াছিলেন। [চৈ° ভা° অন্ত্য ২'৫০—৫৬]।

অনন্তপুরী—শ্রীঅভিরাম দাসের 'পাটপর্যটনে' ইঁহার নাম আছে; শ্রীপাট—বুড়বেলুন (বর্দ্ধমান)।

'বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর'॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই ইনি এই শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর সেবা প্রচলিত করেন। অগ্রহায়ণী

শুক্লাষ্টমীতে ইঁহার তিরোভাব। ইঁহার অপ্রকটের পরেও তৎ-প্রবর্ত্তিত দেবসেবা, অতিথিসেবা ও মহোৎসবাদি কিছুদিন চলে, পরে রাজা মানসিংহের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ্ ৪০৯ বিঘা জমির সনন্দ পাঞ্জা প্রদান করেন। বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ও দুই শত বিঘা নাখেরাজ জমি দান করেন এবং তত্রত্য রাজা তেজশ্চন্দ্র বার্ষিক ১৬৩৲ বৃত্তি দিতেন। বড় বেলুনের অগ্নিকোণস্থ বাঁকুড়া গ্রামের রাধাবল্লভ রায়কে শ্রীঅনন্তপুরী স্বপ্নাদেশ দিয়া শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বর্দ্ধমান জেলার ভাটাকুলের ডাকাতের সর্দ্দার রাজা রামচন্দ্র রায় এই শ্রীপাটের অলঙ্কারাদি চুরি করিতে আসিয়া শ্রীবিগ্রহের মায়ায় তৎপরিবর্ত্তে ভাটাকুল ও বড় বেলুনের মধ্যস্থানে একশত বিঘা নাখেরাজ জমি দানপত্র করিয়া শ্রীমন্দির হইতে পলায়ন করেন বলিয়া প্রবাদ। ইনি অণিমা-সিদ্ধি (গৌ° গ° ৯৬—৯৭)।

অনন্তবর্ম্মন্ চোড়গঙ্গদেব—গঙ্গ-বংশীয় রাজা, খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১০৭৮ খৃঃ) শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমন্দিরের উত্তরদ্বারের সম্মুখস্থিত তিরমলমন্দিরে রাজা চতুর্থ নৃসিংহদেবের তাম্রলিপি ইহাই সপ্রমাণ করে। 'অয়ং চক্রেহথ গঙ্গেশ্বরঃ' পদের গঙ্গেশ্বর বলিতে অনন্তবর্ম্মন্ চোড়গঙ্গই লক্ষ্য। তৎপরবর্ত্তী চতুর্থ অধস্তন রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গভীম প্রাকার ও পার্শ্বস্থিত মন্দির নির্ম্মাণ করত মন্দিরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। সেবাপূজাপদ্ধতিও তাঁহারই আমলে যথারীতি প্রণালী-বদ্ধ হইয়াছিল।

অনন্ত রায়—শ্রীশ্যামানন্দী দামো-দরের শিষ্য।

অনিরুদ্ধ—সর্বজ্ঞের পুত্র, শ্রীরূপ-সনাতনের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ।

অনুকূল চক্রবর্ত্তী—শ্রীরসিকানন্দের অধ্যাপক। (র° ম° পূর্ব ১৯।৬)।

অনুপম (বল্লভ)—শ্রীমহাপ্রভুর শাখা। শ্রীরূপসনাতন গোস্বামির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম—কুমার দেব। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহার পুত্র। অনুপম গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অধীনে টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর। 'অনুপম' নাম থুইল, শ্রীগৌরসুন্দর॥ রঘুনাথ বিনে, যেঁহো অন্য নাহি মানে। সদা মত্ত রঘুনাথ-বিগ্রহ-সেবনে॥ সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য গোসাঞি। আপনা মানয়ে ধন্য, ঐছে প্রভু পাই॥ (ভক্তি ১। ৬৬৫—৬৬৭)।

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট ইঁহার ইষ্ট-নিষ্ঠার কাহিনী বলিয়াছিলেন। অনুপম বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীরঘুনাথকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া ভজনা করিতেন। এক দিবস সনাতন বলিলেন—"অনুপম! রঘুনাথ-ভজন ছাড়িয়া দাও, তিন ভাই মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিব।" অগ্রজের আজ্ঞায় অনুপম প্রথমতঃ স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল। রঘুনাথকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেই তাঁহার প্রাণের মধ্যে অরুন্তুদ ব্যথা হইতে থাকে। এদিকে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবহেলা হইয়া যায়!! নিরুপায় হইয়া সারারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনুপমের মনোভাব বুঝিয়া শ্রীগোস্বামী তখন—"সাধু, দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি' প্রশংসিল॥" [চৈ° চ° অন্ত্য ৪।৪৩]। শ্রীরূপ এবং অনুপম দুই জনে গৌড়ে গমন করিবার সময় গঙ্গাতীরে অনুপম লীলা সংবরণ করেন।

'শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গৌড়-দেশ। শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে॥ নীলাচলে গেলা রূপ কিছুদিন পরে॥" (ভক্তি ১।৬৬৮—৬৬৯)।

অনুভবানন্দ—শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী [বৈষ্ণব-বন্দনা]।

'অনুভবানন্দ! কৃপা করহ আপুনি। গাই যেন গৌর অবতার-শিরোমণি'॥ [নামা ১৬৩]।

অনূপনারায়ণ—আমোদকাব্য-প্রণেতা। আমোদকাব্যে পঞ্চদশ সর্গ—শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। ব্রহ্ম-সূত্রের 'সমঞ্জসা' বৃত্তিও ইঁহারই রচনা। বৃত্তির উপসংহারে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরূপ এবং স্বরূপাদির নামও উল্লিখিত আছে। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি—স ৮৫৫। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীভাগবতের বিদ্বদ্বিনোদিনী-সূচিকা ও শ্রীসীতাশতক কাব্য রচনা করেন (Sanskrit Collections, Benares 1897—1901, p. 9)। ইনি আমোদকাব্যের প্রথম-

সর্গের শেষে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের পুত্র এবং শ্রীচম্পকলতা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণকথা-সুধা পান করাইয়াছেন। সীতাশতকের উপ-সংহার-শ্লোক হইতে জানা যায় যে ইনি তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাহাদুর উপাধি-দ্বয়ে ভূষিত কাশীনাথের সভাসদ্ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের মতে ঐ শ্লোকের 'বর্ষান্তর-নায়ক' পদটি Duncan সাহেবকে লক্ষ্য করিতেছে। Duncan সাহেব Lord Cornwallis-এর সময় (১৭৮৬—১৭৯৩ খৃঃ) Political Resident ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনা হয়। কাশীনাথ ১৭৯১—১৮০১ খৃঃ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সর্বপ্রথম Principal, Director বা Rector ছিলেন। সুতরাং অনুপনারায়ণকে কাশীনাথের সমসাময়িক বলিতে হয়। সিদ্ধান্ত-বিষয়ে ইনি শ্রীচৈতন্য-মতাবলম্বী নহেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপার্ষদগণের প্রতি সাধারণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, রামানন্দী সাধুগণের প্রতিও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সীতাশতক কাব্য শ্রীসীতা-রামের প্রতি তাঁহার আন্তর নিষ্ঠার দ্যোতক। সমঞ্জসা বৃত্তিটীও দ্বৈতপর, অচিন্ত্য-ভেদাভেদসূচক নহে।

অভয়াদেবী 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের মাতামহী ('লোচনদাস' দেখ)।

অভিমন্যু সামন্ত সিঙ্গার মহাপাত্র —১৬৭৯ শকে কটকে বালিয়াগ্রামে জন্ম। 'বিদগ্ধচিন্তামণি'-নামক ওড্র ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য-প্রণেতা। ইহাতে ৯৬টি ছান্দে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অভিরাম গোস্বামী—শ্রীমহাপ্রভুর শাখা; দ্বাদশ গোপালের অন্যতম—শ্রীদাম। শ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। 'রামদাস', 'রাম', 'অভিরাম ঠাকুর' ইত্যাদি নামে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ইনি শ্রীদাম-সখা ও রাম-লীলায় ইনি ভরত ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে ইঁহার শ্রীপাট। পত্নীর নাম—মালিনীদেবী। ষোল জন লোকের [ভক্তি (৪।১২৩)-মতে একশত জনের] বাহ্য একখানি বৃহৎ কাষ্ঠকে ইনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় উত্তোলন করিয়া বংশীর ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন।

শুনা যায়, ইনি এমনই তেজস্বী ছিলেন যে—শ্রীবিগ্রহ ও শালগ্রামকে প্রণাম করিলে, তাহা ফাটিয়া যাইত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাতটী পুত্রকে প্রণাম করিয়া ইনি নষ্ট করেন। পরে শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিলে, ইঁহার প্রণাম সহ্য করেন। তখন অভিরাম সানন্দে তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া স্বীকার করেন। একথা অভিরামগোপাল স্ব-রচিত শ্রীবীরভদ্রাষ্টকে স্বীকার করিয়াছেন 'সোঽয়ং প্রসীদতু হরিঃ কিল বীরভদ্রঃ'॥ শ্রীগঙ্গামাতা-সম্বন্ধেও এই কথা। স্বকৃত গঙ্গাস্তোত্রে (৬) ইনি বলিয়া-ছেন যে 'প্রভুর অনুচর শ্রীদাম সখা আমি সেই বস্তু কোথায় কোথায় আছেন জানিবার জন্য পৃথিবী পর্যটন করিতেছি: কিন্তু হে মাতঃ গঙ্গে! তোমাকে দ্বাদশ বার প্রণাম করিয়াও যখন দেখিলাম যে তুমি অক্ষতদেহে হাস্য করিতেছ, তখনই তোমার অসাধারণ ঐশ্বর্য অবগত হইয়াছি' ইত্যাদি। 'জয়মঙ্গল'-নামে একগাছি চাবুক ইঁহার নিকট থাকিত। যে ভাগ্যবানে ইহা স্পৃষ্ট হইত, তিনিই প্রেমধন লাভ করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্যকেও ইনি এই 'জয়মঙ্গল' চাবুক মারিয়াছিলেন। বহু পাষণ্ডকে ইনি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

'অভিরাম গোস্বামির প্রতাপ প্রচণ্ড।
যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥
অভিরাম পূর্ব্বে শ্রীদাম,খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম স্থিতি'॥
(পা° প)

প্রবাদ আছে—শ্রীকৃষ্ণলীলার পর ইনি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, একেবারে শ্রীদাম-সখারূপে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-কর্ত্তৃক রচিত অপ্রকাশিত 'ঐশ্বর্যামৃত-কাব্যে' (১০৯-১১১) বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বাপরযুগে ব্রজলীলা-কালে পর্বত-গুহায় নিলীন-তনু শ্রীদামকে বাহির করিয়া শ্রীগৌর-লীলার বার্ত্তা বলিয়া নবদ্বীপে আনয়ন করেন। কিন্তু—

"জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্যগীতবাদ্যে বিশারদ অনুপম।
প্রভু নিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥

শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব কত কহিতে না জানি॥"
(ভক্তি ৪।১০৫—১০৮)
বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রায় সর্ব্ব স্থানেই অভিরাম ও রামদাসকে অভিন্ন বলিয়া উক্ত আছে; কিন্তু স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় বলেন—"৺জগদীশ্বর গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নামান্তর উল্লেখ করিয়াছেন; ফলতঃ তাহা নহে। 'অভিরামলীলামৃত' গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই অভিরাম গোপালকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আনয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং আগমন না করিয়া, শক্তিসঞ্চার দ্বারা রামদাস-মূর্ত্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক নবদ্বীপে প্রভুর সঙ্গে গমন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তনে জগৎ মোহিত ও পাষণ্ডদলন করিয়াছিলেন। অভিরামের স্বরূপ রামদাস —শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা এবং স্বয়ং অভিরাম—শ্রীচৈতন্যশাখা" (গৌর-পদতরঙ্গিণী—২১ পৃঃ)। শ্রীবীর-ভদ্রাষ্টক ও শ্রীগঙ্গাস্তোত্র—ইঁহার রচনা।

ভক্তিরত্নাকরে জানা যায়, অভিরাম খানাকুল কৃষ্ণনগরে স্বপ্নাদেশে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে মৃত্তিকামধ্য হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যেস্থান হইতে উঁহাকে উত্তোলন করেন, তাহা 'রামকুণ্ড' নামে খ্যাত (ভক্তি ৪। ১১৮)। পুরীর বালিমঠটি ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শুনা যায়। গৌণ বৈশাখী কৃষ্ণা সপ্তমীতে তিরোভাব।

অভিরাম দাস—ইনি 'পাটপর্যটন' ও 'অভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়' -নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ-মধ্যে নিজের পরিচয় কিছুই নাই, কেবল এই আছে—

'শ্রীরত্নেশ্বর-পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম'॥

ইনি 'পাট-নির্ণয়' নামক গ্রন্থ হইতে চুম্বক সংগ্রহ করিয়া 'পাটপর্যটন' লিখিয়াছেন ;—

'পাটনির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার।
তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার॥
পাটপর্যটন এই সমাপ্ত হইল।
অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল'॥

'পাটনির্ণয়' গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত। উহার প্রচার হইলে বহু শ্রীপাটের ও ভক্তের বিবরণ জানিতে পারা যাইবে; শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' 'পাটপর্যটন' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ২ গোবিন্দবিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা [ব-সা-সে]।

অমূল্যধন রায় ভট্ট—পানিহাটি-বাসী বিখ্যাত বৈষ্ণব ঐতিহাসিক। 'দ্বাদশগোপাল', 'বৃহদ্‌বৈষ্ণবচরিত অভিধান' প্রভৃতি গ্রন্থের নির্ম্মাতা। ইনি ১৩০৪ সালের ১লা মাঘে 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির' প্রথমতঃ পানিহাটীতে প্রতিষ্ঠা করেন, ১৩৪১ সালে উহা বরাহনগর পাটবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৩৩২ সালে ৯ই কার্ত্তিক ইনি সর্বপ্রথম পানিহাটীতে বৈষ্ণব প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছেন। পরে এই প্রদর্শনী বঙ্গদেশে ও বিহারে বহুবার খোলা হইয়াছিল। এই অক্লান্তকর্ম্মা মহামনস্বী নীরবে ধন-জন-বল-বর্জিত হইয়াও কালের বিধ্বংসী হস্ত হইতে বহু ভক্তিগ্রন্থ উদ্ধার করত স্বনাম সার্থক করিয়াছেন।

অমোঘ পণ্ডিত—শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শাখা।

'অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল,
চৈতন্যবল্লভ॥' [চৈ° চ° আদি ১২।৮৬] সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা। ইনি মহাপ্রভুর অত্যধিক ভোজন-বিষয়ক নিন্দা করিয়া বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে প্রভু পুনরুজ্জীবিত করেন [চৈ° চ° মধ্য ১৫।২৪৫—৩০০]।

'অমোঘ-পণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্ম-সাৎকৃতম্।
প্রেমগদ্‌-গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল-বিগ্রহম্'॥
[শা° নি° ৩১]।

অর্জ্জুন বিশ্বাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীগুরুসেবায় ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন—'মনোহর ঘোষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস অতি শুদ্ধাচার॥' (প্রেম ২০)। অপিচ,—'জয় জয় অর্জ্জুন বিশ্বাস বলবান্। প্রভু-পরিচর্যাতে পরম সাবধান'॥ (নরো ১২)

অর্জ্জুনী (র°ম° দক্ষিণ ১২।৩) নৈহাটী-গ্রামবাসী। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইঁহার গৃহে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ সহ তিনটি মহোৎসব করিয়াছেন।

অষ্ট কবিরাজ—(১) শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। (২) শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ। (৩) শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ। (৪) শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ। (৫) শ্রীভগবান্ কবিরাজ। (৬) শ্রীবল্লবী কবিরাজ। (৭) শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ ও (৮) শ্রীগোকুল কবিরাজ।

অষ্ট গোস্বামী—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

অষ্ট প্রধান মোহান্ত—শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীসেন শিবানন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ।

আ

আই—শ্রীশচীমাতা, আর্যাশব্দের অপভ্রংশ [চৈ° ভা° আদি ৪।২২]।

আউল মনোহর দাস—এই মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবের বহু পরবর্ত্তী। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৬৫৭ শকে ১৭ই পৌষ বদনগঞ্জ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহার তিরোভাবোপলক্ষে বদনগঞ্জে মকর-সংক্রান্তিতে মহোৎসব হইয়া থাকে। ইনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। হুগলী জেলার আরামবাগ সাবডিভিসনের গোঘাট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জে, বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের তিন ক্রোশ দূরে জয়পুর গ্রামের সংলগ্ন গোকুলনগর গ্রামে এবং ঐ জেলার সোনামুখী গ্রামে—এই তিন স্থানেই বাবা মনোহর দাসের সমাধি আছে। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল। ইনি দেশের পাঠশালাসমূহে নিত্য গমন করিয়া বালকগণকে ধর্ম-শিক্ষা দিতেন। ইনি কাঁদরার জ্ঞানদাসের আবাল্য বন্ধু ছিলেন এবং জ্ঞানদাসের জীবিতকাল পর্যন্ত কাঁদরাতেই ছিলেন। ইনি মা জাহ্নবার মন্ত্রশিষ্য বলিয়া জানা যায়। **'পদ-সমুদ্র'** ইহার সঙ্কলিত গ্রন্থ কিনা এ বিষয়ে ঠিক বলা যায় না। বিপ্র পরশুরামকে ইনি বেশাশ্রয় করান।

আউলিয়া ঠাকুর—গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রাস-মহোৎসবে ইনি অনুচরগণসহ যোগ দিয়াছিলেন (রসিক পশ্চিম ২।৫)।

আকবরশাহ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। [গৌরপদতরঙ্গিণী ৪।২। ২৯]।

আগট—(?) শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। 'আগট মোহনাদি ভৃত্য-পরমাণ' [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৮]।

আগরওয়ালি—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক মুসলমান (?) বৈষ্ণব কবি। ব্রজভাষায় পদাবলি-রচয়িতা। পদকল্পতরু ২৮৩৪ সংখ্যক পদটি ইঁহার রচনা—'দেখ দেখ প্রীতম-প্যারিক সোহাগে' ইত্যাদি।

আগল পাগল—ইনি পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞা-লঙ্ঘনের জন্য বৈষ্ণব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হন (প্রেম ২৪)। (কামদেব নাগর দেখ)।

আচার্যচন্দ্র—শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ। 'মহান্ত আচার্যচন্দ্র নিত্যানন্দ-গতি॥' (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭৪৯)।

আচার্যপ্রভু—শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সংজ্ঞা। (অদ্বৈত আচার্য দেখ)। ২ উত্তরকালে শ্রীনিবাস আচার্যকেও এই আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

আচার্যরত্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতৃ-স্বসার স্বামী চন্দ্রশেখর। (চন্দ্রশেখর আচার্য দেখ)।

'আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর'। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু দেবীভাবে নৃত্য করেন [চৈ° চ° আ° ১০।১৩]। (গৌ° গ° ১০২) পূর্বের শঙ্খনিধি।

আচার্যশেখর—'চন্দ্রশেখর' দেখ। [চৈ° ম° ১৫৮ পৃঃ]।

আত্মারাম দাস—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইঁহার স্ত্রীর নাম—সৌদামিনী। জাতি বৈদ্য। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে শ্রীপাট। প্রেমবিলাস-রচয়িতা শ্রীবলরাম দাস বা নিত্যানন্দ দাস ইঁহারই পুত্র। (বলরাম দাস দেখ)। (গৌরপদতরঙ্গিণী ৫১ পৃঃ)। ইনি একজন পদকর্ত্তা ও প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া। ২ শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর শিষ্য। আচার্যপ্রভুর অপর ভক্ত শ্রীশ্যামদাস চট্টের স্বগ্রামবাসী।

'তথায় শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস। সদা হরি নাম জপে সংসারে উদাস'॥ (কর্ণা—১) ; ৩—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। উপরোক্ত আত্মারাম দাস হইতে ইনি ভিন্ন ভক্ত। আত্মারাম দাস, শ্যামসুন্দর দাস ও মথুরাদাস এই তিন জনে মথুরা ধামে বাস করিয়া ভজন-সাধন

করিতেন। তিনজনেই আচার্য-প্রভুর শিষ্য।

'শ্রীআত্মারাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল। একত্র নিবাসী তিনে মহা-প্রীতি পাইল'॥ (কর্ণা—১ম)।

আনন্দ—নীলাচলবাসী কারিগর (র° ম° পশ্চিম ১০।৭৬)।

আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদক [ব. সা. সে]।

আনন্দচাঁদ—পদকর্তা। পদকল্পতরুর ২৪৫৫ সংখ্যক পদটি ইহার রচনা। ২৮৭২ সংখ্যক পদটি আনন্দ দাসের ভণিতায়। উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা অনিশ্চিত [সতীশ বাবু]।

আনন্দ দাস—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম অধস্তন। ইনি ঐ পণ্ডিতের অনুশিষ্য শ্রীভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে ১৬৪০—৫০ শকে শ্রীজগদীশচরিত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ২ শ্রীশ্যামানন্দী দামোদরের শিষ্য।

'শ্রীদামোদরের শিষ্য আনন্দ দাস খ্যাতা। সদাবর্ত্ত নাম বলি জগত-বিখ্যাতা'॥ (র° ম° পশ্চিম ১৫।১৮)।

আনন্দ পুরী—শ্রীগৌর-ভক্ত।

'শ্রীআনন্দ পুরী! প্রাণনাথ হৌক সে। নিরন্তর বৃন্দাবনে বিলসয়ে যে'॥ [নামা ১৯৮]

আনন্দরাম লালা—ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত-রচয়িতা। নিবাস—শ্রীহট্ট [ব-সা-সে]।

আনন্দানন্দ—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য—বালেশ্বর জেলায় তোগরাই গ্রামে বাস।

আনন্দী—শ্রীপাদপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার (১৬৪৫ শক, বাণবিধাতৃ-বক্ত্র-রস-কু)। ইহার 'ব্যাখ্যান-কৌশল অতি প্রশংসনীয়। ১৬৪০ শকাব্দায় ইনি **'শীঘ্রবোধ'**-নামে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থ 'নীলাদ্রৌ' 'বটসাগরে' শেষ হয়। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে সপ্তদশ-শকশতাব্দীতেও শ্রীসরস্বতীপাদের গ্রন্থের পঠন ও পাঠন যথেষ্টই ছিল। শীঘ্রবোধ ব্যাকরণের উদাহরণগুলি প্রায়শঃই শ্রীগৌর-পক্ষে দেওয়ায় বুঝা যায় যে ইনি নৈষ্ঠিক গৌরভক্ত ছিলেন। শ্রীচন্দ্রামৃত-টীকাতে (৩১) শ্রীগৌরমন্ত্রের সমাবেশাদি এবং প্রতি-শ্লোকের টীকায় তত্ত্বানুরূপ শ্লোক রচনা দেখা যায়।

আফজল আলি—মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। নিবাস—চট্টগ্রাম (?) [ব-সা-সে]।

আমান—মুসলমান বৈষ্ণব কবি [ব-সা-সে]।

আবদুর রহিম খান—মুসলমান বৈষ্ণব কবি ['হিন্দীকে মুসলমান কবি' দ্রষ্টব্য]।

'সুনি সুনি কান মুরলিয়া রাগন ভেদ। গৈল ন ছোড়ত গৌরিয়া গনকি ন খেদ॥ মোহি বরজোগ কাহৈয়া লাগউঁ পাঁয়। তুহুঁ কুলপূজ দেবতবা হোহু সহায়'॥

আলম—মুসলমান বৈষ্ণব কবি ['হিন্দীকে মুসলমান কবি']।

'জমুদাকে অজীর বিরাজে মনমোহনজূ। অঙ্গ রজ লাগে ছবি ছাচে সুরপালকি॥ ছোটে ছোটে আছে পগ ঘুঁঘরু ঘুমত ঘনে। জাসো চিত হিত লাগৈ শোভা বলি জালকী॥ আছি বতিয়াঁ সুনাবৈ ছিনু ছাড়িবো ন ভাবৈ। ছাতি সো ছপাবৈ লাগি ছোহ বা দয়ালকী॥ হেরি ব্রজনারী হারী বারী ফেরি ডারি সব। আলম বলৈয়া লীজে ঐসে নন্দলালকী'॥

আলাওল সাহেব, সৈয়দ—খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ইনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনা করেন [ব-সা-সে]।

আলি মহম্মদ—বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, চট্টগ্রামবাসী [ব-সা-সে]।

আলিরাজা—বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, শ্যাম-সঙ্গীত রচয়িতা। নিবাস—চট্টগ্রামের বংশখালী থানার অধীন ওশখাইন গ্রামে [ব-সা-সে]।

আশ্রমী উপেন্দ্র—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণববন্দনা)।

আহম্মদ বেগ—উৎকলদেশীয় সুবা-দার, বাণপুরে বাস, মহাদুষ্ট যবন। মত্তহস্তীর দলন দেখিয়া শ্রীরসিকা-নন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। [র° ম° পশ্চিম ৭।২৭—৮।৫]

ই, ঈ

ইচ্ছাময়ী দেবী—(ইচ্ছা) শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শাখা। শ্রীশ্যামানন্দের বিখ্যাত ভক্ত রসিকমুরারির পত্নী। 'মুরারির ভার্যা ইচ্ছাদেই গুণবতী'। (ভক্তি ১৫।৩০)

ইন্দুমুখী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যা। বিষ্ণুপুরের রাজসভাপণ্ডিত শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীল ব্যাসাচার্যের পত্নী। পুত্রের নাম শ্যামদাস আচার্য। 'তারপর শ্রীব্যাস আচার্য ঘরণী। তাঁহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥ নাম তাঁর হয় ইন্দুমুখী ঠাকুরাণী। তাঁহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি'॥ (কর্ণা ১ম)

ইন্দ্রিয়ানন্দ কবিচন্দ্র—ভক্ত, কিন্তু কাহার শাখা, তাহা জানা যায় না, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকার জয়ানন্দের আত্মীয় ছিলেন।

ঈশান—শ্রীমহাপ্রভুর শাখা এবং গৃহভৃত্য।

'শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান'॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১১০) ; ঈশানের মহিমা বৈষ্ণব-গ্রন্থমাত্রেই দৃষ্ট হয়।

'বন্দিব ঈশানদাস কর জোড় করি। শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি'॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)। 'সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা তিহোঁ সর্বত্র বিদিত। শ্রীশচী দেবীরে সেবিলা যে যথোচিত'॥ (ভক্তি ১২। ৯১) 'সেবিলেন সর্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দশ-লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্'॥ (চৈ° ভা° মধ্য° ৮।৭৪)।

এই মহাভাগ্যবান্ মহাপ্রভুকে বাল্যকালে সর্বদা ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেন এবং নিমাইচাঁদ যত কিছু আব্দার করিতেন, তৎসমুদয় পূর্ণ করিতেন। প্রভুও ঈশানকে ছাড়া হইয়া একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না।

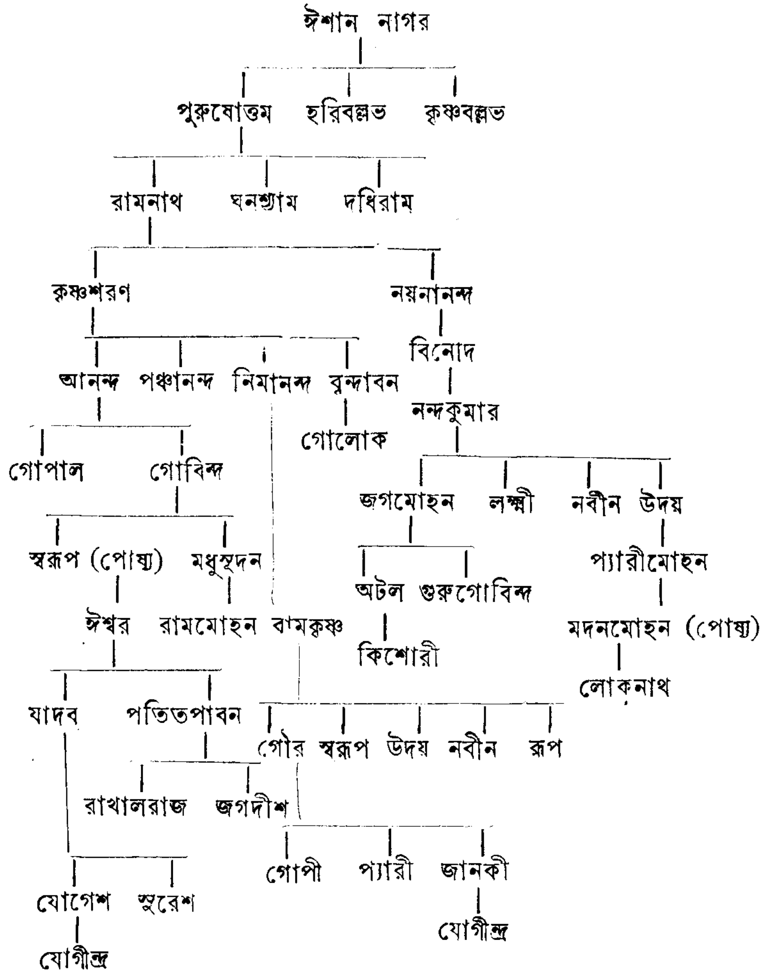
'নিমাইচাঁদের অতি প্রিয় যে ঈশান॥ ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই। ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই॥ বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়। যে আখুঁটি করে তা ঈশান সমাধয়'॥ (ভক্তি ১২।৯৫—৯৭) ঈশান অতীব দীর্ঘজীবী ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং নবদ্বীপে প্রভুর যাবতীয় ভক্তের অদর্শন হইলে পর ইনি দেহ ত্যাগ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে ইনি অতীব জরাজীর্ণ অবস্থায় নবদ্বীপধামে প্রভুর লীলাস্থানগুলি দর্শন করাইয়াছিলেন।

'প্রায় নবদ্বীপে গুপ্ত হইল সকলে। প্রভুর ঈশান মাত্র আছেন সকলে'॥ (ভক্তি ১১।৭২১)। ২—শ্রীসনাতন গোস্বামির ভৃত্য। শ্রীগোস্বামী যখন হোসেনসার কারাগার হইতে পলায়ন করত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতেছিলেন, তখন ইনি সঙ্গে ছিলেন। ঈশানের নিকটে আটটি মোহর ছিল জানিয়া শ্রীসনাতন প্রভু তাহা লইয়া ভুঞার আদরাপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া সাতটি ভুঞাকে দেন। অবশিষ্ট মোহরটি সহ ঈশান শ্রীপাদ-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বদেশে গেলেন। পাতড়া পর্বত পার হইলে শ্রীপাদ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (চৈ° চ° মধ্য ২০।১৮—৩৬)। ৩—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। সম্ভবতঃ গৌড়-দেশীয়। বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বৃন্দাবনে বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে যখন শ্রীশ্রীগোপাল-জীউকে ম্লেচ্ছের উপদ্রবের ভয়ে একমাসকাল লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখন শ্রীরূপ গোস্বামী বহু ভক্ত সঙ্গে ঐ স্থানে আগমন করত পাঁচমাসকাল শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তত্রোক্ত ভক্তবৃন্দের সহিত ইঁহারও নাম পাওয়া যায়। যথা,—'পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান আর লঘু হরিদাস' (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫২)। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ-প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থের গাড়ী লইয়া গৌড়ে আগমন করিতেছিলেন, তখন অন্যান্য ভক্ত-বৃন্দের সহিত ইনিও উঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। 'পুণ্ডরীকাক্ষ গোঁসাঞি, গোবিন্দ, ঈশান'॥ (ভক্তি ৬।৫১৩)।

ঈশান আচার্য—(গৌ° গ° ১৯৫) ইনি ব্রজের মৌনমঞ্জরী।

ঈশান নাগর—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা, ব্রাহ্মণবংশে ১৪১৪ শকে জন্ম। আদি নিবাস—শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণান্তর্গত নবগ্রাম। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার বিধবা মাতা ঈশানকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর গৃহে আশ্রয় লন। ঈশানের শিক্ষার

ঈশান নাগরের বংশাবলী



ব্যবস্থা শ্রীলঅদ্বৈত প্রভুই করেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর আজ্ঞায় ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি সংসারী হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঈশান অতীব তেজস্বী ছিলেন। এক দিবস মহাপ্রভুর পদধৌত করিবার জন্য অগ্রসর হইলে—মহাপ্রভু ঈশানের উপবীত দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া নিষেধ করিলে ঈশান তদ্দণ্ডেই উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন—ইনি পদ্মাতীরস্থ তেওতাগ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম নাগর, হরিবল্লভ নাগর ও কৃষ্ণবল্লভ নাগর নামে ঈশানের তিন পুত্র জন্মে। বংশধরগণ গোয়ালন্দ, তেওতাগ্রামের নিকট ঝাঁকপাল গ্রামে বাস করেন। তেওতার রাজ-পরিবারগণ ও বাগচি মহাশয়গণ এই নাগরবংশীয়গণের শিষ্য। ঈশান নাগর ১৪৯০ শকে শ্রীলাউড়ধামে **'অদ্বৈতপ্রকাশ'** গ্রন্থ রচনা করেন।

'চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে'॥

ঈশ্বরদাস—ওড়িয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-প্রণেতা।

শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরী——শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। কুমারহট্ট (বর্তমান হালি-সহর-নামক) গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীল শ্যামসুন্দর আচার্য। ঈশ্বরপুরীর সংসারাশ্রমের নাম জানা যায় না। ইনি নিত্যানন্দকে গৃহ-ত্যাগ করান (প্রেম ৭)।

'ঈশ্বরপুরী নাম হৈল সন্ন্যাস-আশ্রমে॥' ইনি শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর

প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্য।
কুমারহট্টবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য॥
তাঁর পুত্র ঈশ্বরপুরী বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁর মতি গতি॥
পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস।
মাধবেন্দ্র-শিষ্য হৈঞা করিলা সন্ন্যাস॥
ঈশ্বরপুরী নাম হৈল সন্ন্যাস আশ্রমে।
মাধবের করে সদা চরণ-সেবনে'॥
(প্রেম ২৩)

পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর অপরূপ-মিলন-দর্শনে ইহার প্রেমার্ত্তি (চৈভা আদি ৯।১৬১—১৭০), অদ্বৈত-গৃহে অলক্ষিত-বেশে আগমন, মুকুন্দের মুখে কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে আবিষ্টতা, নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে অবস্থান ও **'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'**-রচনা, গদাধর পণ্ডিতকে ঐ গ্রন্থ অধ্যাপনা, গ্রন্থের শোধনজন্য বারংবার মহাপ্রভুকে অনুরোধ, গ্রন্থ-বিচারাদি-প্রসঙ্গ (চৈভা আদি ১১।৭০—১২৬)। গয়াধামে আবার মহাপ্রভুর সহিত মিলন ও দীক্ষা, মহাপ্রভুর বাসায় পুরীপাদের ভিক্ষা, পুরীর জন্মস্থান কুমারহট্টের প্রতি প্রভুর সম্মান-দানাদি, পুরীস্থানে বিদায় লইয়া প্রভুর নবদ্বীপে আগমন প্রভৃতি (চৈভা আদি ১৭।৪৬—১৬২)। সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে ইনি গোবিন্দকে ও কাশীশ্বরকে মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য আজ্ঞা করেন (চৈচ মধ্য ১০। ১৩১—১৫০)। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী গুরুভক্তি-প্রসঙ্গ; 'প্রেমের সাগর' পুরী মহদনুগ্রহের সাক্ষী হইলেন (চৈচ মধ্য ৮।২৬—৩০)। পদ্যাবলীতে (১৬, ৬২ ও ৭৫) ইঁহার তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (ভক্তি ১২।২২০৬—৯)।

ঈশ্বরী দেবী—শ্রীনিবাস-প্রভুর প্রথমা পত্নী এবং শিষ্যা। ইনি বর্দ্ধমান জেলার যাজিগ্রাম-নিবাসী ভৌমিক (জমিদার) শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ঈশ্বরীদেবীর দুই ভ্রাতা—শ্যামদাস ও রামচরণ চক্রবর্ত্তী।

ঈশ্বরী দেবীর পূর্বে নাম দ্রৌপদী-দেবী ছিল। শ্রীনিবাস প্রভু দীক্ষা প্রদানান্তর নামান্তর করেন।

'পূর্বে কন্যা-নাম সবে দ্রৌপদী কহয়। ইঁহার ঈশ্বরী নাম বিভার সময়'॥ (ভক্তি ৮।৪৯৫)

কর্ণানন্দ, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার বিবরণ আছে।

উ, ঊ

উড়িয়া রমণী—'উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা। গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর কান্ধে পদ দিয়া'॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১৪।২৪]।

মহাপ্রভু পুরীধামে নিত্য গরুড়-স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শন করিতেন, এক দিবস ঐরূপভাবে প্রভু দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে উপরোক্ত স্ত্রীলোকটী জগন্নাথের দর্শন জন্য আগমন করেন, কিন্তু লোকের ভিড় বশতঃ দর্শন করিতে না পাইয়া, গরুড়-স্তম্ভোপরি আরোহণ করেন, অধিকন্তু এমত বাহ্যজ্ঞান-রহিত হয়েন যে, তলদেশে মহাপ্রভুর স্কন্ধের উপরে পদভর দিয়া বিভোরভাবে ভগবানের দর্শন করিতে থাকেন। প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ ঘটনা দেখিবা-মাত্র স্ত্রীলোকটিকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলে, মহাপ্রভু সহাস্যে গোবিন্দকে কহিলেন—

'আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন। করুক যথেষ্ট জগন্নাথ-দরশন॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ১৪।২৬)।

(তামিল ভাষায় অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে আদিবশ্যা কহে)।

অধিকন্তু স্ত্রীলোকটির শ্রীভগবদ্-দর্শনের আর্ত্তি দেখিয়া দৈন্যাবতার প্রভু বলিতে লাগিলেন ;—

'তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা। এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥ জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে। মোর স্কন্ধে পদ দিঞাছে, তাহা নাহি জানে॥ অহো! ভাগ্যবতী এই—বন্দি ইহার পা'। ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি

আমার বা হয়'॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১৪। ২৮—৩০]।

উড়িয়া বিপ্রদাস—উৎকলীয় গৌর-ভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)।

উত্তম দাস—শ্রীপাদ রাঘবপণ্ডিত গোস্বামি-প্রণীত **'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন-প্রকাশ'** গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদক। প্রসিদ্ধ বনবিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল-সিংহের সময়ে ১৬৬১ শকে ইনি এই অনুবাদ শেষ করেন বলিয়া অন্তিমবাক্যে প্রকাশ।

উদাসীন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য (র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৮)।

উদ্দণ্ড রায়—নৃসিংহপুরের ভূঞা, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য (র° ম° দক্ষিণ ১৬।৪৩—৬৬)। ইঁহার গৃহে ১৫৫২ শকের আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অপ্রকট হন।

উদ্ধব—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাশিয়াড়ী।

'উদ্ধব, অক্রূর, মধুসূদন, গোবিন্দ'॥ (প্রেম—২০)। ২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয় (র°ম° পশ্চিম ১৪।১৩৭,১৪২)।

উদ্ধব দাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শাখা। শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। [গৌ° গ° ১১২] চন্দ্রের আবেশ।

'শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।'
(চৈ° চ° আদি ১২।৮৩)

শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীরাঘব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবন পরিক্রমার সময়ে ইঁহার আশ্রমে উপনীত হইলে ইনি পরমাদরে তাঁহাদের সৎকারাদি করিয়াছিলেন।

'শ্রীউদ্ধবদাস মাধবাদি যে যে ছিলা। পরস্পর মিলি সবে মহাহর্ষ হৈলা'॥ (ভক্তি ৫।১৩৩৩)

শ্রীবৃন্দাবনে বিট্ঠলনাথের গৃহে যখন শ্রীশ্রীগোপালদেবকে যবনভয়ে লুকাইয়া রাখা হয়, তখন শ্রীরূপ গোস্বামী যে যে ভক্ত-সঙ্গে মাসাবধি ঐস্থানে থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে এই উদ্ধব-দাসকেও দেখা যায়।

'শ্রীউদ্ধবদাস আর মাধব দুই জন'॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫১)।

'অতিদীনজনে পূর্ণপ্রেমবিত্ত-প্রদায়কম্। শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দে-ঽহং গুণশালিনম্'॥ (শা° নি° ২০)। ২ (ভক্তি ৫।১৩৩৩) পাবন সরোবরের তীরস্থিত কুটীরে বাসকারী, শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামির অনুগত বৈষ্ণব। ৩—মুর্শিদাবাদ জেলায় টেঁয়াগ্রামে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। ইঁহার প্রকৃত নাম—কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি মালীহাটীর আচার্য-বংশীয় প্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ও পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলির পদকর্ত্তা। (পদকে) ৯৭টি পদ পাওয়া যায়।

উদ্ধবানন্দ—শ্রীরাধিকামঙ্গল-রচয়িতা (ব-সা-সে)।

উদ্ধারণ দত্ত—(দত্ত ঠাকুর)—শ্রীনিত্যানন্দশাখা। দ্বাদশগোপালের অন্যতম—সুবাহু গোপাল।

'মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ'॥
(চৈ° চ° আদি ১১।৪১)।

১৪০৩ শকাব্দে সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগরীতে ধনী সুবর্ণবণিককুলে উদ্ধারণ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম—ভদ্রাবতী। পুত্রের নাম—শ্রীনিবাস। উদ্ধারণ—প্রভু নিত্যানন্দের পারিষদ ছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য এবং পুত্র-কলত্র পরিত্যাগ করত শ্রীনিত্যা-নন্দের কিঙ্কর হইয়া ইনি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এত প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, একদা সূর্যদাস-পণ্ডিতগৃহে ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে যখন জিজ্ঞাসা করেন,—"শ্রীপাদ! আপনার সেবার জন্য রন্ধন কে করেন?" উত্তরে তখন প্রভু বলিয়াছিলেন,—"কখন আমি করি; না পারিলে, উদ্ধারণ রন্ধন করে।"

৯৭৫ শকে উদ্ধারণ দত্তের আদি-পুরুষ ভবেশ দত্ত অযোধ্যা হইতে সুবর্ণগ্রামে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন এবং তত্রস্থ কাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী শ্রীমতী ভাগ্যবতীকে বিবাহ করেন। কাঞ্জিলাল ধরের পুত্রের নাম—'উমাপতি ধর'। ইনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি জয়দেব ও পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্যের সহিত থাকিতেন। ভবেশ দত্তের পুত্র কৃষ্ণদত্তও তৎকালে পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীকর দত্ত।

উদ্ধারণ দত্ত কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে নবহট্ট বা নৈহাটীর 'নৈরাজা' নামক জনৈক রাজার দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে দত্তঠাকুর উক্ত স্থানের উত্তরে উদ্ধারণপুর গ্রামে বাস করিতেন। কথিত আছে—তাঁহার নামানুসারেই উদ্ধারণপুর গ্রামের

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বংশ-তালিকা

- অজর খাঁ মল্লিক
  - লক্ষ্মণচন্দ্র
- (কন্যা) (স্বামীর নাম অজ্ঞাত)
  - পতিরাজ দে
    - (অজ্ঞাত)
      - শ্রীকান্ত দে (হুগলী মুটিয়াবাজারে বাস করেন)
  - শ্রীনীলাম্বর দে
    - অমরচাঁদ দত্ত (ইনি সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করেন)
      - আনন্দ দত্ত
        - ভবেশ দত্ত
          - কৃষ্ণ দত্ত
            - শ্রীকর দত্ত
              - **শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর**
                - শ্রীনিবাস

নাম হয়। শেষ বয়সেও সপ্তগ্রামের আবাস পরিত্যাগ করত এই স্থানেই তিনি বাস করিয়াছিলেন। উদ্ধারণপুরে অদ্যাপি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের পশ্চিমে দত্তঠাকুরের সমাধি।

'উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুরে কয়।
হুগলীর নিকট কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পূর্বনাম॥'

[পা° প°]

উদ্ধারণপুরে গঙ্গাতীরে যে পাকাঘাট আছে, তাহা দত্তঠাকুরের নির্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্বোক্ত নৈহাটীর নৈরাজার অট্টালিকাদির চিহ্ন বর্ত্তমানে পাতাইহাট গ্রামে দৃষ্ট হয়।

দত্তঠাকুরের জন্মভূমি সপ্তগ্রামে একটী প্রাচীন মাধবীলতার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উহা স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সুবর্ণবণিক্‌গণ উক্ত শ্রীপাটবাটী সংস্কৃত করিয়াছেন। এইস্থান ইষ্টার্ণ রেলের ত্রিশবিঘা-নামক ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তর পার্শ্বে। হুগলী বালীনিবাসী জগমোহন দত্তের দেবমন্দিরে প্রাচীনকালের খোদিত শ্রীদত্ত মহাশয়ের একটী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রতিদিন উহার পূজা হয়। উদ্ধারণ-দত্তঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম শিলা উক্ত স্থানের শ্রীনাথ দত্তের গৃহে সেবিত হইতেছেন।

৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (১৪৬৩ শকাব্দে) অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দত্তঠাকুর লীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার বংশধরগণ হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি বহুস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

উপেন্দ্র ভঞ্জ কবি—ওড়িয়া ভাষায় বহু গ্রন্থরচনা করিয়াছেন—ইঁহার রচনা সাধারণতঃ গীতিকা, পৌরাণিক কাব্য, কাল্পনিক কাব্য, আলঙ্কারিক কাব্য ও বিবিধ রচনা-হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে। পৌরাণিক কাব্য—(১) সুভদ্রাপরিণয়, (২) অবণা রসতরঙ্গ, (৩) ব্রজলীলা, (৪) রামলীলামৃত, (৫) কুঞ্জবিহার, (৬) রাসলীলা, (৭) কলাকৌতুক এবং বৈদেহীশবিলাস। এতদ্‌ব্যতীত ইনি কোলাহল-চৌতিশা, প্রেমসুধানিধি প্রভৃতিরও রচয়িতা [১৭শ-শক শতাব্দী]।

উপেন্দ্র মিশ্র--শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ,

শ্রীহট্টে বড়গঙ্গা-নামক স্থানে শ্রীপাট। (গৌগ ৩৫) ব্রজলীলায় পর্জন্য গোপ। পত্নীর নাম—কলাবতী দেবী। ইঁহার ৭ পুত্র; তন্মধ্যে প্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পঞ্চম।

মহাপ্রভু যখন গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন, তখন একবার বড়গঙ্গায় পিতামহের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি পদ্মা-তীর দিয়া ফরিদপুর, বিক্রমপুর, বদরপুর, এগারসিন্দুর, বৈতালগ্রাম, ভিটাদিয়া-প্রভৃতি স্থানগুলিতে শ্রীচরণধূলি দিয়া বড়গঙ্গায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রেম-বিলাসে জানা যায় যে প্রভুর পিতামহ—উপেন্দ্র মিশ্র তালপত্র সংগ্রহ করত ৮চণ্ডীপুথি লিখিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় প্রভু তথায় উপস্থিত হইলে মিশ্রবর মহানন্দে স্বীয় পত্নীকে নিমাইয়ের আগমনবার্ত্তা প্রদান করিতে গমন করেন। পরে গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিয়া—

'এত বলি উপেন্দ্র মিশ্র বহির্ব্বাটীতে গেল। সম্পূর্ণ লিখিত চণ্ডী দেখিতে পাইল॥ জগন্নাথসুত গৌর সাক্ষাৎ ঈশ্বর। নৈলে ক্ষণকালে চণ্ডী লেখে সাধ্য কার'॥ (প্রেম ২৪)

উপেন্দ্র মিশ্র

- কংসারি
- পরমানন্দ
- পদ্মনাভ
- সর্ব্বেশ্বর
- শ্রীশ্রীজগন্নাথমিশ্র
  - শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ
  - শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর বা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
- জনার্দ্দন
- ত্রৈলোক্যনাথ

এ

একচক্রাবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী যখন ভক্ত-সঙ্গে প্রভুর জন্মভূমি একচক্রা-নগরী দর্শন করিতে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে এই ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

'একচক্রাপথে দেখে বিপ্র একজন। অতি বৃদ্ধ, করেতে লগুড়, মন্দগতি॥ দেখি বৃদ্ধ বিপ্রে প্রণমি বিজ্ঞজন। সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসেন বিপ্রপ্রতি॥ (ভক্তি ১১।৪০৮);

বিপ্র বলিতে লাগিলেন;—

'বহু প্রাচীনকাল হইতে এই একচক্রাধামের বিবরণ পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ বনবাসকালে এই স্থানে আগমন করত বক-নামক দুর্ব্বৃত্তকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই গ্রাম বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যাহা দেখিয়াছি, বর্ত্তমানে তাহার সামান্যমাত্রও নাই। নদী কতই বিস্তৃত ছিল, দুই পার্শ্বে বহু দেবমন্দির এবং অসংখ্য লোকের বাস। বৃক্ষলতা ও নানাজাতি বিহঙ্গ-কলরবে গ্রামটী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া থাকিত। এখানে 'একচক্রেশ্বর'-নামক শিব পার্ব্বতীসহ ছিলেন।

ইহার পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পিতৃ-পরিচয়, নিত্যানন্দ-জন্মকথা, বাল্যলীলা-প্রভৃতি বলিয়া প্রভুর সংসারত্যাগের কাহিনী বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না। জাহ্নবাদেবীর সহিত ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—'প্রভুর সংসার ত্যাগের পর হইতেই গ্রাম শ্রীহীন হইয়া গেল।'

নদীর পরপারে জনৈক ধনী যবন ছিলেন। একচক্রার শ্রীহীন অবস্থা দেখিয়া তিনি স্বীয় নামে ঐ স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে একচক্রাবাসিগণ ঐ স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন; ক্রমে একচক্রা মনুষ্যশূন্য হইতে চলিল। যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যসঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাও উদাসীন হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি অধম,

নিতাইয়ের গুণ ভুলিতে পারি নাই, তাই এখনও এস্থানে আছি ;—

'মনে ছিল যদি বিধি রাখিল আমারে। অবশ্য দিবেন সুখ কিছুদিন পরে॥ জন্মভূমি সোঙরিয়া নিতাই আমার। একচক্রা আসিবে দেখিব পুনর্বার'॥ (ভক্তি ১১।৬০৭-৮)

এই বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ 'হা নিতাই' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

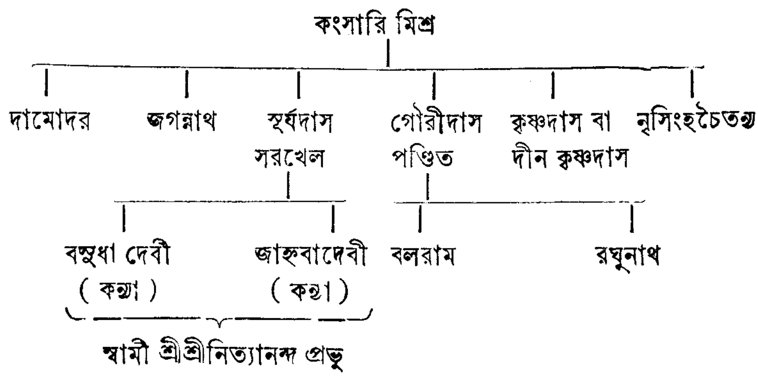
একান্তী গোবিন্দ দাস [রত্ন টী ১১] শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ এই নাম দেন।

এবাদোল্লা— বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা (ব-সা-সে)।

ক

কংসারি ঘোষ—শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। বাসুদেব ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি গৃহী ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ দিনাজপুরের রাজবংশ—(বাসুদেব ঘোষ দেখ)। ২ কুলাই-গ্রামবাসী, ইনি শ্রীমন্ নরহরি সরকারের শাখা। শ্রীমহাপ্রভুর তিনটি শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া ইনি শ্রীসরকার ঠাকুরকে সমর্পণ করিয়াছেন। ছোট ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, মধ্যমটি গঙ্গানগর (ভাগ-কোলায়) এবং বড় ঠাকুরটি কাটোয়ায় বিরাজমান (শ্রীনরহরির শাখানির্ণয় দেখ)।

কংসারি মিশ্র[১]—শালিগ্রাম-নিবাসী। প্রসিদ্ধ গৌরীদাস পণ্ডিতাদির পিতা-



ঠাকুর। পত্নীর নাম—কমলাদেবী। দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস সরখেল, গৌরীদাস পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য—ছয় পুত্র।

কংসারি মিশ্র[২]—উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠতাত। শ্রীহট্টে ঢাকাদক্ষিণ—শ্রীপাট।

কংসারি সেন—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। জাতি—বৈদ্য। ইনি ব্রজলীলায় রত্নাবলী (গৌগ ১৯৪, ২০০)।

কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৫১]

ইনি প্রসিদ্ধ সদাশিব কবিরাজের পিতা। কুলপঞ্জিমতে ইঁহার নামান্তর—শম্বরারি। ['সদাশিব কবিরাজ' দ্রষ্টব্য]

কণ্ঠাভরণ—শ্রীগদাধর-শাখা।

গঙ্গা-মন্ত্রী, মামুঠাকুর, শ্রীকণ্ঠাভরণ॥ [চৈ° চ° আদি ১২।৮০]

'শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ। লীলাকলাপ-সংযুক্তং রাধাকৃষ্ণ-রসাত্মকম্। শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্'॥ [শা° নি° ১৩]

[গৌ° গ° ১৯৬, ২০৬] ইঁহার নাম—অনন্ত চট্টরাজ, পূর্ব্বলীলায়—গোপালী।

কনকপ্রিয়া দেবী—বিষ্ণুপুরের শ্রীব্যাসাচার্য্যের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণবল্লভ আচার্য্যের ভগিনী। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের

শিষ্যা।

'শ্রীব্যাসকন্যার নাম শ্রীকনকপ্রিয়া। তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া'॥ (কর্ণা ২)

২ রাজা চাঁদরায়ের স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। (চাঁদরায় দেখ)।

'চাঁদরায়ের ঘরণী কনকপ্রিয়া নাম॥' (প্রেম ২০)

কনকলতিকা দেবী—শ্রীনরোত্তম-ঠাকুরের শাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের বা চক্রবর্তীর ভার্যা ও তদীয় শিষ্যা। ইঁহার গর্ভে আচার্যের দুই পুত্র জন্মে; রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী।

'আচার্যের ভার্যা নাম কনকলতিকা। ভক্তি মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা গুণাধিকা'॥ (নরো ১২)

কন্দর্প রায়—শ্রীল গতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্য।

'শ্রীকন্দর্পরায় চট্ট গতিপ্রভুর দাস। তার কীর্ত্তি-গুণগান জগতে প্রকাশ'॥ (কর্ণা ২)

কপিলেন্দ্রদেব—উড়িষ্যার গজপতি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সূর্যবংশ্য বলিয়া কথিত হয়। ইনি ১৪৩৫—১৪৭০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তখন রাজধানী ছিল—কটকে। শ্রীজগন্নাথমন্দিরে, ভুবনেশ্বরে ও গঙ্গামে কূর্মদেবের মন্দিরে ইঁহার অনেক অনুশাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীজগন্নাথমন্দিরের লিপি-গুলিতে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব-কৃত শ্রীজগ-ন্নাথসেবার জন্য তৈজসপত্র, অলঙ্কার-সমর্পণ, সন্ধ্যাধুপের পর হইতে বড় শৃঙ্গার পর্যন্ত তেলিঙ্গনার নর্ত্তকগণের নৃত্য, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দগান করিবার আদেশ আছে।

কপিলেশ্বর (র° ম° পূর্ব ১।১৩০) শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য।

কমর ঙালি পণ্ডিত— বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা [ব-সা-সে]।

কমলনয়ন—মহাপ্রভুর শাখা, ব্রজের গন্ধোন্মাদা (গৌ° গ° ২০৫, ১৯৬)।

'সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমল-নয়ন'। (চৈ° চ° আদি ১০।১১১)।

কমল সেন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

'আর শাখা কমল সেন, যাদব কবিরাজ। মনোহর বিশ্বাস শাখা, কৃষ্ণ কবিরাজ॥' (প্রেম ২০)

কমলাকর (কান্ত) বা দ্বিজ কমলাকর (কান্ত)—শ্রীচৈতন্য-শাখা; শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপে আগমন করিয়া যখন শ্রবণ করিলেন —মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন তিনি এই কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া সত্বর পুরীতে প্রভুর দর্শনে গমন করেন।

'প্রভুর এক ভক্ত, দ্বিজ কমলাকর (কান্ত) নাম। তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ'॥ [চৈ° চ° মধ্য ১০।৯৪]

কমলাকর দাস—বৈদ্য। প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচন-দাসের পিতাঠাকুর (লোচনদাস দেখ)। ২ 'ঠাকুর' উপাধি। সম্ভবত: ব্রাহ্মণ, 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় কমলাকর পিপ্‌লায়ের পরেই ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

'তবে বন্দ ঠাকুর কমলাকর দাস। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যাঁর পরম উল্লাস'॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা) 'গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান॥' (পা° প°) এই গ্রন্থমতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য।

কমলাকর পিপ্‌লাই—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ইনি কমলাকান্ত পিপ্‌লাই নামে অভিহিত, শ্রীনিত্যানন্দশাখা ও পার্ষদ। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম —শ্রীমহাবল গোপাল।

'কমলাকর পিপলাই অলৌকিক রীত। অলৌকিক প্রেম তার ভুবন-বিদিত॥ [চৈ° চ° আদি ১১।২৪]

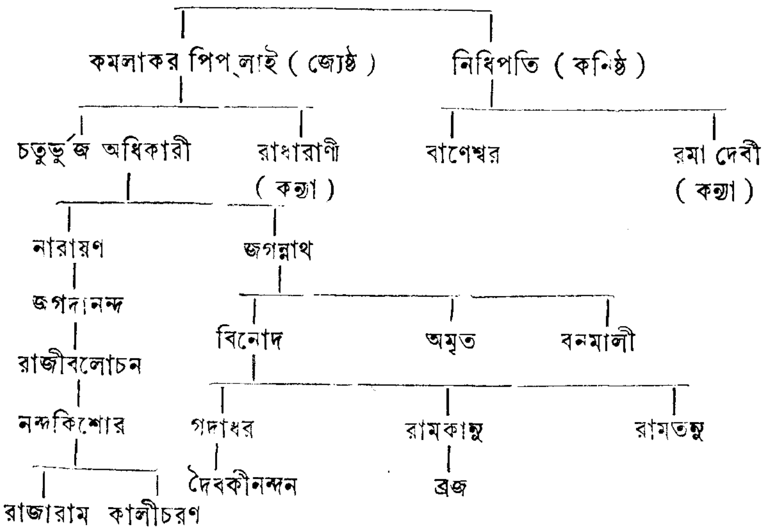
আকনা মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিত। কমলাকর পিপ্‌লাই এই সে লিখিত॥ কমলাকর মহাবল পূর্ব্বনাম হয়॥ [পা° প°]

শ্রীপাট—মাহেশ। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর হইতে একক্রোশ দক্ষিণে, গঙ্গাতীরে। বৈষ্ণবাচারদর্পণে—

'মহাবল গোপাল যে ছিল বৃন্দাবনে। কমলাকর পিপ্‌লাই সেই সে এখানে॥ দিবারাত্র করে রাধাকৃষ্ণ-গুণগান। নিত্যানন্দ প্রভু-শাখা বৈষ্ণবের প্রাণ॥ গঙ্গার পশ্চিম তীরে মাহেশে রহিল। জগন্নাথ-প্রতিমূর্ত্তি করি' সেবা কৈল॥' ১৪৩৯ শকাব্দে পাণিহাটীর দণ্ড-মহোৎসবে এবং ১৫০৪ শকাব্দে খেতুরির বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। কাটোয়ার দাস গদাধরের তিরোভাব উৎসবেও ইনি ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে জানা যায়;—

'কমলাকর পিপ্‌লাই বড় ভাবের উদ্দাম। নিত্যানন্দ দিলা যাঁরে পাণি-হাটী গ্রাম'॥ (বিজয়খণ্ড); আবার

কমলাকর পিপ্‌লাইর বংশতালিকা



শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য ৫।৭২৯) জানা যায় ;—'পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম। যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম'॥

পিপ্‌লাই মহাশয় শেষে বিবাহাদি করিয়া সংসারী হয়েন। ইঁহার এক কন্যারত্ন ছিলেন—তাঁহার নাম বিদ্যুন্মালা দেবী। 'শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তার' গ্রন্থে জানা যায়, পিপ্‌লাই মহাশয়ের কন্যার সহিত মাহেশনিবাসী সুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। কন্যা ও জামাতা পুরীধামে গমন করত তাঁহারাও এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার নাম—নারায়ণী দেবী। ইঁহার সহিত প্রভু বীরভদ্রের বিবাহ হয়।

'মাহেশনিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধ-চিত্ত। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পূজা তাঁর নিত্যকৃত্য॥ সুধাময় নাম পিপ্‌লায়ের জামাতা। বিদ্যুন্মালা নাম হয় তাহার বনিতা॥' (নিত্যানন্দবংশ-বিস্তার ৩য় স্তবক, ১৬ পৃঃ)।

কিন্তু এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। বৈষ্ণবাচারদর্পণের মতে পিপলায়ের জামাতা—যদুনন্দন। যথা—'শ্রীযদুনন্দন, শুদ্ধচিত্ত হন, নানাবিধ গুণালয়। ভার্যা বিদ্যুন্মালা, লক্ষ্মীসম লীলা, পিতা যাঁর পিপ্‌লাই। মাহেশে নিবাস, জগন্নাথে আশ, অন্য আশ কিছুই নাই। শ্রীকমলাকর, যাহার শ্বশুর, জামাতা যদুনন্দন'॥—(ঐ ১০ পৃঃ)

আবার মাহেশের কমলাকর-বংশীয় অধিকারী মহাশয়গণ বলেন—কমলাকরের কন্যার নাম—রাধারাণী এবং তাঁহার ভ্রাতৃকন্যার নাম—রমা দেবী। দুই ভ্রাতার দুই কন্যাকে খড়দহের প্রসিদ্ধ কামদেব পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিত বিবাহ করিয়াছিলেন। কমলাকর পিপ্‌লাই মহাশয়ের অধস্তন ১৪শ পুরুষ, মাহেশনিবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবক শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী মহাশয় তাঁহাদের বংশপরম্পরায় শ্রুত কাহিনী এবং দেবালয়ে রক্ষিত পুরাতন কাগজপত্র হইতে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি জানাইয়াছেন ;—

সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি'-নামক গ্রামে ১৪১৪ শকাব্দে বাঙ্গালা ৮৯৯ সালে কমলাকরের জন্ম হয়। ইনি শুদ্ধ শ্রোত্রিয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বাৎস্যগোত্র। ইহার পিতা ধনী জমিদার ছিলেন। কমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—নিধিপতি।

'বৈষ্ণবাচারদর্পণে' কমলাকর পিপ্‌লাই মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উক্ত আছে ; কিন্তু ইঁহারা বলেন, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী-নামক জনৈক ভক্ত উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া কমলাকরকে সেবাভার দিয়া যান। কমলাকর স্বপ্নাদেশে মাহেশে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় জন্মভূমি খালিজুলী হইতে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-

বর্গকে এবং স্বীয় কুলপুরোহিত চণ্ডীবর ঠাকুরকে মাহেশে লইয়া আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। মাহেশ পূর্বে বন-জঙ্গলে পরিবৃত ছিল। তাঁহার আগমনে সুন্দর গ্রামে পরিণত হয়।

কমলাকরের পুত্রের নাম—**চতুর্ভুজ**। কন্যার নাম—**রাধারাণী**। পূর্বেই বলা হইয়াছে—(ইঁহাদের মতে) খড়দহের কামদেব পণ্ডিতের সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে ইনি কন্যার বিবাহ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় দেহরক্ষা করেন। অধিকারিদের মতে ১৪৮৫শকে বা ৯৭০ সালে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন; কোথায় এবং কিরূপে, তাহা কিছু লেখা নাই। পিপলাই মহাশয়ের মাহেশে কোন সমাধি নাই। এজন্য শ্রীবৃন্দাবনেই দেহরক্ষা হইতে পারে। অধিকারী মহাশয়দিগের সকল কথা গ্রন্থের সহিত মিলে না। অধিকন্তু তাঁহাদের বিবরণে পিপ্‌লাই মহাশয়ের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের মিলনের বা তৎসংক্রান্ত কোন কথাই দেখা যায় না।

কমলাকরের পুত্র চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র রাজীবলোচন। রাজীবলোচনের সময় দেবসেবার বড়ই দুরবস্থা হয়, কিন্তু ঐসময়ে কোন কারণে ঢাকার নবাব বাহাদুর জগন্নাথদেবকে (১০৬০ সনে) ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন। জগন্নাথদেবের নামানুসারে উক্ত মৌজার নাম **জগন্নাথপুর** হয়। উহা মাহেশের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কিছুকাল পরে উক্ত মৌজার কর লইয়া গোলমাল হইলে নবাবসাহেবের দেওয়ান পাণিহাটি-নিবাসী ৺গৌরীচরণ রায়চৌধুরী মহাশয় চুনাখালি পরগণার উপর জগন্নাথপুরের করভার চাপাইয়া দিয়া উহাকে দেবোত্তর করিয়া দেন।

বর্ত্তমানে যেখানে সুন্দর দেবমন্দিরাদি আছে, পূর্ব্বে তথায় ছিল না, গঙ্গার উপর ছিল। এজন্য গঙ্গার ভাঙ্গনে পুরাতন মন্দির নষ্ট হইয়া গেলে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী স্বর্গীয় নয়ানচাঁদমল্লিক মহাশয় ১১৬২ সালে নব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বর্ত্তমানে জগন্নাথদেবের একখানি অতীব সুন্দর লৌহনির্ম্মিত রথ আছে। ১২৯২ সালে পুরাতন কাষ্ঠ-রথ ভস্মীভুত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র বাবু মহাশয় বিশ হাজার মুদ্রাব্যয়ে উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সর্ব্বপ্রথমে দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু (কলিকাতার শ্যামবাজার-নিবাসী) রথ প্রস্তুত করিয়া দেন, পরে উহা জীর্ণ হইলে তৎপুত্র দেওয়ান গুরুচরণ বসু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১২৬০ সালে উহা ভস্মীভূত হয়। এজন্য গুরুচরণ বসুর পুত্র কালাচাঁদ বসু রায়বাহাদুর পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর প্রথমোক্ত লৌহনির্ম্মিত রথ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুঞ্জা-বাটী ১২৬৪ সালে মল্লিক-বংশীয়া রঙ্গময়ী দাসী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

পিপ্‌লাই মহাশয়ের বংশধরগণ বর্ত্তমানে অধিকারি-নামে খ্যাত। উঁহাদের বিস্তৃত বংশতালিকা ১১৬১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

কমলাকান্ত—শ্রীচৈতন্য-শাখায় কেবল নাম আছে।

'মাধবাচার্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন'॥ চৈ° চ° আদি ১০।১১৯)।

২—কেহ কেহ বলেন, ইনি মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন। প্রভু বিদ্যাবিলাসের কালে কমলাকান্ত, মুরারি গুপ্ত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন-প্রভৃতি (ভবিষ্যতের মহামহাপণ্ডিতগণকে) ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া পরাজিত করিতেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
(চৈ° চ° আদি ৮।৩৮)

কৃষ্ণানন্দ, শ্রীকমলাকান্ত, মুরারিগুপ্তে।
এথা ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হর্ষচিত্তে॥
(ভক্তি ১২।২১৮৭)

কমলাকান্ত আচার্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

'আচার্যং কমলাকান্তং মহাসুভগবিগ্রহম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে রূপ-নিষেবিণম্'॥ (শা° নি° ৫৪)

কমলাকান্ত কর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী আর কমলাকান্ত কর।
(প্রেম ২০)

কমলাকান্ত দত্ত—রাসরস-কণিকার রচয়িতা [ব-সা-সে]।

কমলাকান্ত দাস—১২১৩ বঙ্গাব্দে **'পদরত্নাকর'**-নামক গ্রন্থ সঙ্কলন

করিয়াছেন। ইনি ব্রজবুলি-পদ-রচনায় উত্তম কবি। পদরত্নাকরে ৪৩ তরঙ্গে ১৩৫৮ পদ সমাহৃত হইয়াছে। **২** (জচ ১২।৪) দুর্গাপুর-নিবাসী-শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য।

কমলাকান্ত দ্বিজ—ইনি নবদ্বীপ হইতে শ্রীপরমানন্দপুরীসহ নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। (চৈচ মধ্য ১০।৯৪)

কমলাকান্ত পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ। (কমলাকান্ত দেখুন) [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭২৯]

কমলাকান্ত বিশ্বাস—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

'কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম অদ্বৈত-কিঙ্কর'॥ [চৈ° চ° আদি ১২।২৮]

ইনি অদ্বৈত প্রভুর গৃহে হিসাবপত্র লিখিতেন। একদা পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রদেবকে ইনি একখানি পত্র লিখেন। পত্রের বিষয়—অদ্বৈত-প্রভু স্বয়ং ভগবান্, ইহা নানাবিধ প্রমাণদ্বারা লিপিবদ্ধ করেন এবং পরিশেষে তাঁহার তিনশত টাকা ঋণ হইয়াছে, এজন্য অর্থের প্রার্থনা করেন। দৈবক্রমে মহাপ্রভুর হস্তে এই পত্রিকাখানি আসে। ইহাতে মহাপ্রভু কমলাকান্তের ব্যবহারে অতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আসিতে বারণ করিয়া দেন। অদ্বৈত-প্রভু বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলে প্রভু কমলাকান্তকে বলিলেন—

'প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজ-ধন। বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ। কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥ লোকলজ্জা হয়, ধর্মকীর্তি হয় হানি। ঐছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি'॥ (চৈ° চ° আদি ১২। ৫০—৫২)।

কমলাক্ষ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূর্বনাম [চৈ° চ° আদি ৬।৩০]। **-বন্দ্য** (জচ ২।২০) শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পিতা।

কমলাদেবী—শ্রীকংসারি মিশ্রের বনিতা। শ্রীসূর্যদাস ও গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতির মাতাঠাকুরাণী। শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর পিতা-মহী। ২ শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রূপনারায়ণের মাতা।

কমলানন্দ—শ্রীচৈতন্যশাখা। পূর্বে গৌড়ে ইঁহার শ্রীপাট ছিল। তথা হইতে পুরীধামে প্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন।

'গৌড়ে পূর্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ'॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১৪৯]

কমলাবতী (গৌগ ৩৬) শ্রীগৌরাঙ্গের পিতামহী, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-পিতা-মহী—'বরীয়সী'।

করুণাদাস মজুমদার—করণ-কুলোদ্ভব, আচার্যপ্রভুর শিষ্য জানকীরাম দাসের পিতা, আচার্যের পত্র লিখিয়া ইঁহারা 'বিশ্বাস' উপাধি পাইয়াছেন (প্রেম ২০)।

কর্ণদেব—দিগ্‌বিজয়ী ভূমিপাল চেদীপতি, পালরাজগণের সময়ে রাঢ়দেশের অধিপতি ছিলেন। বীরভূমের পাইকোড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি পরমবৈষ্ণব ছিলেন। যুবরাজ বিগ্রহপালকে ইনি স্বকন্যা যৌবনশ্রীকে সম্প্রদান করত পাল-সম্রাট্ নয়পালের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মালব-রাজ উদয়াদিত্য ও তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কর্ণাটকগণ চেদীবংশ্য গাঙ্গেয়-দেব ও তৎপুত্র কর্ণদেবের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন।

কর্ণপূর—পদ্যাবলিতে ইঁহার রচিত (৩০৫) একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কর্ণপূর কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য, শ্রীপাট—বাহাদুরপুর (প্রেম ২০)।

'কর্ণপূর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈল। প্রভুশাখা-বর্ণনাতে যিঁহো ধন্য হইল॥ অপার ভজন যাঁর না পারি কহিতে। সদা মগ্ন রহে যিঁহো মানস-সেবাতে'॥ (কর্ণা ১)

ইঁহার রচিত শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনীর বিষয় বহু গ্রন্থে জানা যায়।

'কর্ণপূর কবিরাজ পরম সুধীর। শুনি তাঁর কাব্য কেহো হইতে নারে স্থির'॥ (ভক্তি—১০।১৩৭)

খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন এবং রঘুনাথ আচার্যাদির বাসাগৃহের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

'রঘুনাথ আচার্যাদির বাসা ঘরে। করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপূরে'॥ (নরো ৬)।

ইনি 'গুণলেশসূচক' বা 'শ্রীনিবাস-গুণলেশসূচক' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন [নরো ২]। দ্বাবিংশতি অনুষ্টুপ্ শ্লোকে রচিত ইঁহার শাখাবর্ণন-স্তোত্রটিও শ্রীনিবাসা-চার্যেরই মহিম-সূচক।

কলানিধি আচার্য—শ্রীনিবাস

আচার্যের শিষ্য।

'বঙ্গদেশে স্থিতি হয়, নাম কলানিধি। বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর, আচার্য উপাধি॥ তাঁরে কৃপা কৈল প্রভু হঞা কৃপাবান্'॥ [কর্ণা ১]

কলানিধি চট্ট—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া।

'তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম। সদা হরি নাম জপে—এই তার কাম॥ প্রভু কহে—তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম। লক্ষ নাম জপ তুমি করিয়া নিয়ম'॥ [কর্ণা ১]

কেহ কেহ কুমুদ চট্টকেই 'কলানিধি' বলিয়া থাকেন।

কলানিধি নরসুন্দর—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় ইনি ক্ষৌরকর্ম করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় ভিন্ন নাম দেখা যায় ;—

'দেবা নামে নাপিতেরে ডাকিয়া আনিল। বিল্ববৃক্ষতলে আসি নাপিত বসিল'॥ (গোবিন্দ-কড়চা ২৪ পৃঃ)।

আবার মতান্তরে এই নাপিতের নাম **মধুশীল** বলিয়া উক্ত আছে।

কলানিধি রায়—শ্রীচৈতন্যশাখা। প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। পিতার নাম—ভবানন্দ রায়।

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ। কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১৩৩]।

কলাবতী—উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী। শ্রীগৌরাঙ্গের পিতামহী কমলাবতী।

কবি কর্ণপূর—শ্রীচৈতন্যশাখা। ইঁহার প্রকৃত নাম—পরমানন্দ সেন। মহাপ্রভু-দত্ত নাম—কর্ণপূর। পিতার নাম—শ্রীশিবানন্দ সেন।

'চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর। শিবানন্দের তিন পুত্র প্রভুর ভক্তশূর'॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৬২)

জন্মকাল—১৫২৪ খৃঃ। কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায়—শ্রীপাট। ১৪৯৪ শকে ইনি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক সংস্কৃত-ভাষায় রচনা করেন। তাহার চারি বৎসর পরে 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচনা করেন। ইহা ব্যতীত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, আর্যাশতক, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, দশমস্কন্ধটীকা, চৈতন্যসহস্রনামস্তোত্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কর্ণপূর বা পরমানন্দ সেনের যখন বয়ঃক্রম ৭ বৎসর তখন সস্ত্রীক শিবানন্দ সেন তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন। তখন তিনি মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করত একটি অপূর্ব শ্লোক রচনা করিলেন—

'শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি'॥

আর দিন প্রভু কহেন 'পড় পুরীদাস'। এক শ্লোক করি' তিঁহো করিলা প্রকাশ॥ সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন। ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকৃত হন॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১৬।৭৩, ৭৫]।

বৈষ্ণবাচারদর্পণে আছে,—

'গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপূর। কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখাশূর॥ বৃদ্ধ-পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যাঁর মুখে দিলা। 'পুরীদাস' নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা'॥

কবিচক্রবর্ত্তী চূড়ামণি—'শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা শ্রুতিস্তুতির উপর ইনি শঙ্করমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টিপ্পনীর নাম—'অন্বয়বোধিনী'। ইনি শ্রীবৃন্দাবনবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া অন্তিমে পরিচয় দিয়াছেন। রচনার তারিখ নাই।

কবিচন্দ্র—শ্রীচৈতন্য শাখা।

কবিচন্দ্র, আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১০৯)

'কবিচন্দ্র' ইঁহার উপাধি ; এই উপাধি বহু ভক্তের দৃষ্ট হয় যথা—কবিচন্দ্র যদুনাথ, মুকুন্দ, বনমালী, ইন্দ্রিয়ানন্দ। ভগীরথ বন্ধু-প্রণীত ১৩১৮ সালে ৩৩৭ নং গরাণহাটা হইতে সীতানাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত—'চৈতন্য-সঙ্গীতা'-গ্রন্থে (১৬ পৃঃ) এই কবিচন্দ্রকে ভট্ট বা ভাটব্রাহ্মণ বলিয়া লিখিত আছে।

৬৪ মহান্ত উল্লেখে লিখিত আছে;—'গুণচূড়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী (?)। বরাঙ্গনা কবিচন্দ্র ভাট্ মহামতি'॥

কবিচন্দ্র-কৃত চারিটি পদ্য (১৬২, ১৬৬, ১৮৮ ও ১৮৯) পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্ কবিচন্দ্র জানিবার উপায় নাই। ২ শ্রীরসিকানন্দের বাল্যশিক্ষক। [র° ম° পূর্ব ৯।২৬]। ৩ শ্রীগীতগোবিন্দের পয়ারে অনুবাদক ; ইনি খণ্ডঘোষবাসী কবিকর্ণপূরের পুত্র।

কবিদত্ত—শ্রীগদাধর-শাখা। নাম ভিন্ন আর কোনও পরিচয় নাই। [গৌ° গ° ১৯৭, ২০৭] ইনি ব্রজের কলকণ্ঠী।

'কুলিয়া, পাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার। বংশীবদন, কবিদত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর॥ এই দুই গ্রামে তিনে সতত আদর। কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয়'॥ (পা° প°]। 'অনন্ত আচার্য, কবিদত্ত,

মিশ্র নয়ন'। [চৈ° চ° আদি ১২।৮০]

'মহাভাব-চমৎকারভরপাশ্বিত-স্বভাব-জম্। রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্'॥ [শা° নি° ৯]

কবিরঞ্জন—শ্রীখণ্ডবাসী ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা।

কবিরত্ন মিশ্র—এড়ুয়াগ্রামী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা।

'কবিরাজ মিশ্র! কবি বর্ণিবেক যাহা। পুনঃ পুনঃ জন্ম লৈয়া শুনি যেন তাহা'॥ [নামা ২২০]

কবিবল্লভ—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শিষ্য। ইঁহার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর ছিল, এজন্য ইনি 'আঁখরিয়া' নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

'শ্রীকবিবল্লভ হয় প্রভুর নিজ দাস। প্রেমে রাধাকৃষ্ণনাম গান মহোল্লাস॥ অনেক পুস্তক প্রভুকে দিয়াছে লিখিয়া। যেন মুক্তাপাঁতি লেখা মহা আঁখরিয়া'॥ (কর্ণা ২)

কবিবল্লভ দাস—পিতা রাজবল্লভ, মাতা—বৈষ্ণবী। গুরু—উদ্ধব দাস। গুরু শ্রীসরকার ঠাকুরের শিষ্য; মুকুটরায়-নামক ব্রাহ্মণের অনুরোধে ১৫২০ শকে **'রসকদম্ব'** গ্রন্থ রচনা করেন। বাসস্থান বগুড়াজেলায় করতোয়াতীরে মহাস্থানের সমীপবর্ত্তী অরোড়া গ্রামে। (রসকদম্ব ৯৯৭) পদকল্পতরুতে (৯৩৯) একটিমাত্র পদ ইঁহার রচিত পাওয়া যায়।

আক্ষেপানুরাগ—(৯৩৯) 'সখি হে! কি পুছসি অনুভব মোয়। সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥ জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥ বচন-অমিয়ারস অনুখণ শুনলু শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি। কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইলুঁ না বুঝনু কৈছন কেলি॥ কত বিদগধ জন রস অনুমোদই অনুভব কাঁহু না পেখি। কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে মিলয়ে কোটিমে একি'॥

কবিশেখর (রায় শেখর) শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পরে যাঁহারা ব্রজবুলি-কবিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রায়শেখরের আসনই সর্বোচ্চে। ইনি খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য এবং তাঁহার নামে দুইটি পদও রচনা করিয়াছেন (পদক ২৩৭৩—৭৪)। রায়শেখর, কবিশেখর, শেখর, নৃপকবিশেখর প্রভৃতি ভণিতায় পদকল্পতরুতে প্রায় ৯১।৯২টি ব্রজবুলি কবিতা আছে। ইনি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পূর্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী—এই লইয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। ডাক্তার সুকুমার সেনের সহিত একমত হইয়া আমি ইঁহাকে পরবর্ত্তী মহাজনই বলিলাম। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস' নামক পুস্তকের ১৪৭ পৃঃ—১৪৯ পৃঃ এবং বিপক্ষে যুক্তি গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা ২৫১—২৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য, রচনার আদর্শ—(২৭০৮) ব্রজবুলিতে—

'কাজর-রুচিহর রয়নী বিশালা। তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥ ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর। নিশবদ পথ গতি চললিহুঁ থোর॥ উনমত চিত অতি আরতি বিথার। গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবন ভার॥ কমলিনী মাঝা খিনী উচ কুচজোর। ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥ রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোরা। নব অনুরাগিণী নব রসে ভোরা॥ অঙ্গকি আভরণ বাসয়ে ভার। নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥ লীলাকমল উপেখলি রামা। মন্থরগতি চলু ধরি সখী শ্যামা॥ যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্তা। শেখর আভরণ ভেল বহন্তা।'॥

পদক ২৫৫৮ হইতে ২৫৬৬ পর্যন্ত পদগুলি প্রায়শঃই আখ্যায়িকা-জাতীয়। ২৭২৪—২৭৩০ এবং ২৭৯৮—২৮০৩ পর্যন্ত ধামালীরীতিতে রচিত। কবিশেখরের দণ্ডাত্মিকা লীলাগ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ। ডাঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (২১৪ পৃঃ) বলেন—কবিশেখর ৪ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (১) গোপাল-চরিত-মহাকাব্য, (২) গোপাল-কীর্ত্তনামৃত, (৩) গোপীনাথ-বিজয় নাটক ও (৪) গোপালবিজয়। তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি সংস্কৃত।

কাজি—মৌলানা সিরাজুদ্দিন, নামান্তর—চাঁদকাজি। প্রথমতঃ নদীয়ায় কীর্ত্তন-বিরোধ করেন, পরে মহাপ্রভুর কৃপালাভে ধন্য হন (চৈ° চ° আদি ১৭।১২৪—১২৬), কীর্ত্তনকারী নগরিয়াগণকে অত্যাচার করেন (চৈভা মধ্য ২৩।১০১—১১১, ২৩২, ৩১৮, ৩৩২) কাজিদলনলীলা (চৈভা মধ্য ২৩।৩৫৯—৪২০)। ২ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ফুলিয়ায় অবস্থানকালে কাজি-কর্ত্তৃক মুলুকপতির সমীপে

যবনকুলোদ্ভূত হরিদাসের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মযাজনের জন্য অভিযোগ, হরিদাস ঠাকুরের শাস্তি, ২২ বাজারে প্রহার, শ্রীনামানন্দে বিভোর ঠাকুর হরিদাস, কাজির পরিবর্ত্তনাদি-প্রসঙ্গ (চৈভা আদি ১৬।৩৬—১২৮)।

কাজি সাহেব--এঁড়িয়াদহ-নিবাসী, দাসগদাধর ইঁহাদ্বারা হরিনাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৩৯৫—৪১৫]।

কাঞ্চনলতিকা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর কনিষ্ঠা কন্যা ও শিষ্যা। কাঞ্চন ঠাকুরঝি এবং যমুনাঠাকুরঝি নামেও খ্যাত।

'শ্রীকাঞ্চন ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি যমুনা অভিধান' (অনু ৭)। আর কন্যা কাঞ্চন-লতিকা যাঁর নাম। তাঁরে নিজ-পদাশ্রয় দিলা দয়াবান্'॥ (কর্ণা ১) ইঁহার স্বামীর নাম বা বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় না।

কানাই খুঁটিয়া—শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত। উড়িষ্যাদেশবাসী--শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক। জন্মাষ্টমী দিনে মহাপ্রভু নন্দোৎসব করিলে ইনি শ্রীনন্দ মহারাজের বেশ ধারণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন।

কানাই খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি'। জগন্নাথ মাহাতি হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥ [চৈ° চ° মধ্য ১৫।২৯]

ইনি ওঢ ভাষায় **'মহাভাব-প্রকাশ'** রচনা করেন। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে ৪৩৪ সংখ্যক পদটি ইহার রচনা বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

কানাই গোপ—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা।

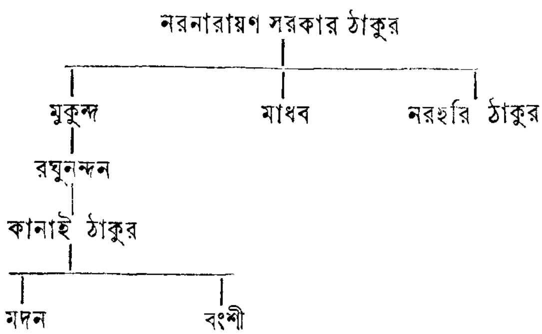
'নিমু গোপ, কানাই গোপ, হরি গোপ আর। ধারেন্দা গ্রামেতে বাস হয় এ সবার' ॥ (প্রেম ২০)।

কানাই ঠাকুর—'কানু পণ্ডিত' নামেও খ্যাত। শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র। শ্রীখণ্ডে—শ্রীপাট, বৈদ্য।

'রঘুনন্দনের পুত্র, নাম শ্রীকানাই। অল্প বয়সে সে সৌন্দর্যের সীমা নাই॥ শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণে সদাই বিহ্বল। ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল'॥

[ভক্তি ১১।৭৩৩—৭৩৪]

শ্রীজাহ্নবা দেবী ও ভক্তবৃন্দ শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের গৃহে পদার্পণ করিলে



ইঁহার পিতা রঘুনন্দন সর্বভক্তের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। কানাই ভক্তিভরে—

প্রণমিতে সবে তুলি' লইলেন কোলে। শ্রীঈশ্বরী করিলেন বাৎসল্যাতিশয়॥

ইনি কাটোয়ার দাস গদাধরের বিখ্যাত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পিতা রঘুনন্দনের তিরোভাব-উপলক্ষে তৎকালের সমস্ত মহান্তগণকে নিমন্ত্রণ করত মহোৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য উক্ত উৎসবে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

'শ্রীরঘুনন্দন-পুত্র ঠাকুর কানাই। কৈল মহোৎসব আয়োজন অন্ত নাই॥ হৈল মহোৎসব যৈছে না যায় বর্ণন। সকল মহান্ত খণ্ডে করিলা গমন'॥

(ভক্তি ১৩।১৮৫,১৮৭)

ঠাকুর কানাই শ্রীখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহা সেবিত হইতেছেন। শ্রীপাট বোরাকুলিতে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর গৃহে শ্রীরাধাবিনোদ-প্রতিষ্ঠাকালে শ্রীনিবাস আচার্যের ইঙ্গিতে ইনি অধিবাসের মাল্যচন্দন দিয়াছেন। ইঁহার পুত্র—মদন পূর্বাবতারের মদনমঞ্জরী, কীর্ত্তনাদিকালে তাঁহার এক অঙ্গে পুলক ও এক চক্ষে অশ্রু হইত। ২ [চৈচ আদি ১১।৩৯) শ্রীকানুঠাকুর বা ঠাকুর কানাই 'শিশু কৃষ্ণদাস' নামেও খ্যাত। সদাশিব কবিরাজের পুত্র—পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের পুত্রই কানু ঠাকুর। এই বংশীয়গণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে

'নাগর পুরুষোত্তম' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলেন। তাঁহাদের মতে দাস পুরুষোত্তম বলিয়া যিনি গৌর-গণোদ্দেশে উক্ত হইয়াছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় স্তোককৃষ্ণ, তিনিই কানু ঠাকুরের পিতা। গঙ্গাতীরে সুখ-সাগরে পুরুষোত্তম ঠাকুর বাস করিতেন—ইঁহার পত্নী জাহ্নবা ১৪৫৩ শকে রথদ্বিতীয়ায় ঠাকুর কানাইর আবির্ভাবের বার দিন পরেই অপ্রকট হন। শ্রীনিত্যানন্দ এই ঘটনা জানিয়া দ্বাদশ দিনের শিশু কানু ঠাকুরকে স্বগৃহে লইয়া মা জাহ্নবার ক্রোড়ে সমর্পণ করেন। মা জাহ্নবা ইঁহাকে অপত্য-নির্বিশেষে লালন পালন করেন। শ্রীবসুধার গর্ভে বীরভদ্র-প্রভুর আবির্ভাবের পরেও ইনি খড়দহেই ছিলেন। শিশু কৃষ্ণদাস মা জাহ্নবার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন (প্রেম ১৬)। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব ভাবাবেশ ও বেণুবাদনাদি দর্শন করত তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই' নাম দেন। প্রবাদ—শ্রীমদনমোহন-প্রাঙ্গণে ইনি যখন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ চরণ হইতে নূপুর চ্যুত হইয়া যশোহরের অন্তর্গত বোধখানায় পতিত হয়। ঠাকুর কানাই তৎপরে খড়দহে আসিয়া তথা হইতে বোধখানায় চলিয়া যান। পুরুষোত্তম ঠাকুরের পূর্বপুরুষ-সেবিত 'শ্রীপ্রাণবল্লভ-বিগ্রহ' সুখসাগর গঙ্গাগত হইলে চান্দুড়ে নীত হন। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক তৎকৃত চন্দ্রপ্রভায় (৭৪ পৃঃ) সদাশিব কবিরাজ হইতে ইঁহাদের নাম সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'সদাশিব কবিরাজ' দ্রষ্টব্য। প্রেম-বিলাস-মতে কানু ঠাকুর খেতরির উৎসবে মা জাহ্নবা ও বীরভদ্র প্রভুর সহিত উপস্থিত ছিলেন। ইনি ব্রজ-লীলায় 'উজ্জ্বল গোপাল।' পদাবলি-সাহিত্যে ইঁহার যথেষ্ট দান আছে।

ঠাকুর কানাই শেষ জীবনে বোধ-খানা হইতে (মেদিনীপুরে) গড়বেতায় ৬।৭টি শালগ্রাম সহিত উপস্থিত হইয়া একটি ভজন-কুটীরে অবস্থানপূর্বক বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতেন। তত্রত্য শীলাবতী নদীতে স্নান করিবার সময় তাঁহার পদতলে একটি ব্রাহ্মণকুমারের শবদেহ লাগিয়াছিল—তাহাকে উঠাইয়া মন্ত্রদান করিতেই তিনি জীবিত হইয়া আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে বলিলেন—'আমি কাশ্যপগোত্রীয় সিমলাগাঁই কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ—শ্রীরাম।' শ্রীরাম দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার বংশধারা অদ্যাপি ঐ দেশে বিরাজমান আছে। এই গ্রামে কয়েক বৎসর অবস্থানের পর ঠাকুর কানাই একটি দধিচিঁড়ার মহোৎসব করেন। ব্রাহ্মণগণ অকালে আম্র ও পনস পাইতে ইচ্ছা করিলে ইনি শ্রীরামকে সঙ্গে নিয়া শীলাবতীর অপর তীরে আম্রকাননে গেলেন এবং সুপক্ক আম্র ও পনসের ভারে অত্রত্য বৃক্ষসমূহ দর্শন করিয়া প্রচুর ফল লইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষ-পূর্বক খাওয়াইয়াছিলেন। মহোৎ-সবের পরে তিনি সমাধিতে উপবিষ্ট হইলেন—পর দিবসও তাঁহাকে তদবস্থই দেখা গেল; কিন্তু দেহে স্পন্দন নাই। সেইদিন অতি-প্রত্যুষে শীলাবতীর অপর তীরস্থ ধাদ্‌কিয়া গ্রামে বটবৃক্ষতলে জনৈক গোপ তাহাকে উপবিষ্ট দেখেন এবং তিনি তাঁহার নিকট হইতে দধি লইয়া ভোজন করত বলিলেন—'তুমি আমার ভজন কুটীরে গিয়া শিষ্যদের নিকট হইতে মূল্য লইবে এবং বলিবে যে আমি সমাধি লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিতেছি। আমাকে যেন সেই স্থানেই সমাহিত করা হয়।' সেই গোপ গড়বেতায় আসিয়া ঘটনাটি বলিলে সকলে বিস্ময়সহকারে আদেশানুসারে তাঁহাকে সমাহিত করিলেন।

[কানুতত্ত্ব-নির্ণয় ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা]

ঠাকুর কানাইর চতুর্থ অধস্তন শ্রীবংশীবদন গোস্বামি-পাদের বংশধর-গণ যশোহর জেলার বোধখানা ও বোলোড় গ্রাম হইতে ভাজনঘাটে আসিয়া (বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার দশ বার বৎসর পরে) বসতি স্থাপন করেন। এইস্থানে শ্রীনন্দরাম গোস্বামি-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীগোপাল বল্লভ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধামোহন এবং শ্রীরাধারমণ গোস্বামি-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধা বৃন্দাবনচন্দ্র স্থাপিত হন।

কানাই দাস—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা শ্রীশ্যামাদাসাচার্য্যের অনুযায়ী শ্রীহরি প্রসাদ গোস্বামিপাদের শিষ্য। শ্রীবৃন্দাবনবাসী উদাসীন বৈষ্ণব। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসলেশ' ও 'বৃহদ-ভাগবতামৃতকণা' নামক (অনুবাদ) গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা। রচনা সরল, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টাশূন্য। ২ বৈষ্ণবপদকর্ত্তা [ব সা-সে]

কানাইয়া বা কানাইয়া বিপ্র—

ব্রজবাসী।

'কানাইয়া নামেতে এক বিপ্র ব্রজবাসী। কৃষ্ণে আরাধয়ে সেই বৃক্ষতলে বসি'॥ (ভক্তি ৩।৩৭৩)

ইনি ব্রজধামের বৈষ্ণবগণের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন, শ্রীসনাতন গোস্বামির নিকটে সর্ব্বদাই থাকিতেন।

'কানাইয়ে কেহ না ছাড়য়ে তিল-মাত্র। সনাতনরূপের পরম প্রিয়-পাত্র'॥ (ঐ ৩৮৬)

কানাইয়ার মাতা শ্রীরূপসনাতন গোস্বামিকে অতীব বাৎসল্যভাবে স্নেহ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহা-দিগকে স্বগৃহে আনয়ন করত ভিক্ষা করাইতেন এবং ভোগের জন্য ফুল-চন্দনাদি গোস্বামির কুটিরে প্রদান করিতেন। প্রবাদ আছে—এক দিবস সনাতনপ্রভু কানাইয়ার মাতার নিকট ভিক্ষা করিতে আগমন করিলে ঐ সময়ে কেহই গৃহে ছিলেন না। শ্রীভগবান্ কানাই--মূর্ত্তিতে আগমন করত সনাতনের ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভুর তিরোভাব হইলে কানাই শোকে দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

'সনাতন রূপগোস্বামির অদর্শনে। ছাড়িব জীবন এই দঢ়াইলা মনে'॥ (ঐ ৩৮৭)

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন-কালে ইনি আচার্য-প্রভুকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

কানু—(র° ম° দক্ষিণ ১১।১৮) ধারেন্দাগ্রামবাসী ও শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য। ২—৩ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয়। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৮, ১৫৯]।

কানুদাস—[র° ম° পূর্ব ১।৮০] শ্যামানন্দ-শিষ্য। ২ অন্যজন, শ্রীশ্যামা-নন্দ প্রভুর প্রশিষ্য অর্থাৎ রসিকের শিষ্য। মেদিনীপুর জেলায় ধারেন্দা-বাসী ছিলেন। পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

কানু পণ্ডিত —শ্রীঅদ্বৈত-শাখা। বৈদ্য; শ্রীপাট—শান্তিপুর।

'অনন্তদাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ'। [চৈ° চ° আদি ১২।৬১]

কাটোয়ার দাস গদাধরের তিরোভাব-উৎসবে ও খেতুরির উৎসবে ইনি গমন করিয়াছিলেন।

কানুপ্রিয় গোস্বামী—ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ সর্বজন-প্রিয় চিরকুমার বৈষ্ণবাচার্য। 'শ্রীভাগবতামৃতকণা', 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম', 'শ্রীনাম-চিন্তামণি' প্রভৃতি-প্রণেতা।

কানুরাম চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য। (কর্ণা ২)

'কানুরাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার'॥

কানুরাম দাস—বৈদ্যবংশ্য সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের ঔরসে জাহ্নবা দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে, দ্বাদশ দিনের শিশুসন্তান রাখিয়া জাহ্নবা নিত্য লীলায় প্রবেশ করিলে শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী মা জাহ্নবা দেবী ইঁহাকে লালন করেন। পুরুষোত্তমের পত্নীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ-ভার্যা জাহ্নবার সখীভাব ছিলেন। 'সুখ-সাগর' নামক স্থানে ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল, পরে যশোহরে বোধখানা, নদীয়ার ভাজনঘাট প্রভৃতি স্থানে ইঁহার বংশধরগণ বসতি স্থাপন করেন। পদাবলী-রচনাতে ইঁহার কৃতিত্ব আছে, কিন্তু তাহা কোন্ কানুদাস-রচিত সঠিক বলা যায় না। [ঠাকুর কানাই (২) দ্রষ্টব্য]। পদকল্পতরুতে ৭টি পদ পাওয়া যায়।

কান্ত—বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা [ব-সা-সে]।

কামদেব নাগর—পূর্বে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পূর্বে যখন বিশেষ কারণে জ্ঞান-যোগ শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁহার শিষ্যমধ্যে কয়েকজন উক্ত বাক্যকেই শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলেন। পরে তিনি ভক্তিযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যখন প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন উঁহারা সে বাক্য গ্রহণ করিলেন না; জ্ঞানমার্গকেই ধরিয়া রাখিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুনঃ পুনঃ নিষেধসত্ত্বেও ইহারা পূর্ব-মত ত্যাগ না করাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে বিতাড়িত হয়েন। বিতাড়িত গণের মধ্যে কামদেব নাগর, আগল পাগল ও শঙ্করের নাম শুনা যায়।

'সর্বশিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল। জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল॥ কামদেব নাগর আর আগল পাগল। না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর শঙ্কর॥ শঙ্কর বোলে —মোরা হই জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদ বিনে কেহ না পাইবে সিদ্ধি॥ অদ্বৈত বোলে—তোমরা জ্ঞানবাদ ছাড়। শঙ্কর বোলে—বিচারে পরাজিত কর॥ অদ্বৈত বোলে—শঙ্কর তুমি

হইলে বাউল। তোর মতে লোক সব হইবে আউল॥ ক্রোধ করি অদ্বৈত তাদের ত্যাগ কৈল। ত্যাগী হইয়া তারা দেশান্তরে গেল॥ নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত আর ভক্তগণ। যাদেরে ত্যজিল তারা ত্যাগীতে গণন' (প্রেম—২৪)॥ অদ্বৈত-প্রকাশেও (২০।৯৩ পৃষ্ঠায়) এই প্রসঙ্গ আছে।

কামদেব পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য। ভক্তিরত্নাকরে (১০।৪০৩) জানা যায়, কাটোয়ায় শ্রীলগদাধর দাসের তিরোভাব-উৎসবে, শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতপুত্র শ্রীঅচ্যুতের সঙ্গে কামদেব-নামক জনৈক ভক্ত গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কামদেব রাঢ়ীশ্রেণীর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ—খড়দহ মেলের শ্রেষ্ঠ কুলীন ও খড়দহবাসী। ইঁহার প্রপৌত্র চাঁদশর্মা খড়দহে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন। কামদেবের স্ত্রীর নাম—রাধারাণী এবং ইঁহার পিতা কমলাকর পিপলাইর বিশেষ চেষ্টায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খড়দহে বাস করেন।

কামদেব মণ্ডল—শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর শিষ্য।

'তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল। নিগূঢ় তাঁহার ভাব কে কহিতে পারে। রাধাকৃষ্ণ-লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে'॥ (কর্ণা ১)

ইঁহার দুই পুত্র—রাধাবল্লভদাস ও রমণদাস, দুই জনই ভক্ত।

'শ্রীরাধাবল্লভদাস, রমণদাস মহাশয়। কামদেব মণ্ডলের যুগল তনয়॥' (অনু ৭)

কামাভট্ট--শ্রীচৈতন্য-শাখা। নাম-ভিন্ন কোনও পরিচয় নাই।

সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ॥
[চৈ° চ° আদি ১০।১৪৯]

ইঁহারা যে প্রভুর গৌড়দেশীয় ভক্ত নহেন, তাহা নাম দেখিয়া বুঝা যায়।

কালন্দী—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৩]।

কালন্দী দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। এই নামে দুই জন আছে।

'আদ্য শিষ্য ব্রাহ্মণ কালন্দী ভক্ত-দাস। রসিকের চরণ যাঁহার নিজ বাস'॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।৬৬]।

'রাধাবিনোদ দাস, কালন্দী ভগবান্'।
[ঐ ১৪.১০৭]

কালন্দী (দ্বিজ)—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের শিষ্য কালন্দী দ্বিজবর। রসিকের চরণ যাঁহার নিজ ঘর॥
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১১০]

কালাকৃষ্ণ দাস—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। (মহাপ্রভুর শাখা বলিয়াও উক্ত)।

'রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর। শ্রীনিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর॥ কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান। নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন'॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৩৬-৩৭]

'প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে'॥ [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭৪০]

কাটোয়ার নিকটে আকাইহাট গ্রামে ইনি শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। *

* শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশ-গোপাল' দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ ভ্রমণ॥
[চৈ° চ° আদি ১০।৪৫]

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতে যান, তখন সার্বভৌম ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে কালা কৃষ্ণদাসকে দিয়াছিলেন।

'কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ। ইহা সঙ্গে করি লহ, ধর নিবেদন'॥
(চৈ° চ° মধ্য ৭।৩৯)

কালা কৃষ্ণদাস প্রকৃতই অতীব সরল ছিলেন। একদা দক্ষিণে মল্লার দেশে বেতাপনি-নামক স্থানে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে উপনীত হইয়া শ্রীরঘুনাথজীকে দর্শন করত রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। ঐ স্থানে 'ভট্টথারি' নামক বামাচারী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় (স্ত্রী মদ্য প্রভৃতি লইয়া ইহারা তান্ত্রিকমতে সাধন-শীল) থাকিত। তাহারা কৃষ্ণদাসকে সরল বুঝিয়া প্রলোভনদ্বারা মোহিত করত নিজেদের আশ্রমে লইয়া যায়।

'স্ত্রী ধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল। আর্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি-নাশ কৈল'॥ (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৭)

নিদ্রাভঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে দেখিতে না পাইয়া ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। এজন্য ভট্টথারিগণের গৃহে গমন করত কৃষ্ণদাসকে প্রার্থনা করিলে তাহারা 'মার' মার' শব্দে প্রভুকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলে—

'খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারি ভিতে। ভট্টথারি-গৃহে উঠিল মহা ক্রন্দনের রোল॥'

প্রভু কালা কৃষ্ণদাসকে কেশে ধরিয়া গৃহ হইতে আনিয়া তথা

হইতে পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব মন্দিরে গমন করিলেন। পরে প্রভু যখন পুরীধামে প্রত্যাগমন করেন, তখন সার্বভৌমকে ডাকিয়া কৃষ্ণদাসের আচরণের কথা বলিলেন—

'তবে প্রভু কালা কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ প্রভু কহে—ভট্টাচার্য শুন ইহার চরিত। দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত ॥ ভট্টথারি কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া। ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলু ধরিয়া ॥ এবে আমি ইহাঁ আনি করিলাঙ বিদায়। যাঁহা ইচ্ছা যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায়' ॥ [চৈ° চ° মধ্য ১০। ৬২-৬৫]।

কালা কৃষ্ণদাস প্রভুর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে নবদ্বীপধামে শচীমাতাকে ও ভক্তবৃন্দকে প্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন-সংবাদ প্রদান করিবার জন্য কালা কৃষ্ণদাসকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কালা কৃষ্ণদাসের তিরোভাব—চৈত্রী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে; আকাইহাটে ইঁহার সমাধি আছে। এখনও তথায় শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবা হয় ও তিরোভাব-উৎসব হইয়া থাকে। সমাধির পশ্চিমে একটী পুষ্করিণী আছে। তাহার নাম—'নূপুরকুণ্ড'। একদা শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর (বড় ডাঙ্গাতে) নৃত্য করিতে থাকিলে তাঁহার পদের নূপুর স্খলিত হইয়া ঐস্থানে পতিত হয়। শুনা যায়, উক্ত নূপুর কুড়ুই-গ্রামের মহান্ত বাটীতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

শ্রীগদাধর দাসের তিরোভাব-উৎসবে ইনি কাটোয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

'আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি সহিত। কণ্টকনগরে সবে হইলা উপনীত' ॥ (ভক্তি ১০।৪০৯)। আকাইহাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি। পূর্বেতে লবঙ্গ সখা যার নাম খ্যাতি ॥ [পা° প°]

কালা কৃষ্ণদাস আকাইহাট হইতে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে পাবনা জেলায় সোণাতলা গ্রামে গিয়া আশ্রম করিয়াছিলেন। ইনি কালিদাস ঠাকুরের পুত্র এবং বারেন্দ্র-শ্রেণীর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণ। ভাহুটি মথুরাপুর—সোণাতলার প্রাচীন নাম। তিনি এই দেশে বিবাহ করিলে মোহনদাস-নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহাকে সোণাতলায় রাখিয়া এবং বিষয়াদি দিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস নামে দ্বিতীয় পুত্র হয়, শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহার দ্বিতীয় নাম। এই পুত্রকে তিনি কালক্রমে মোহন দাসের নিকট পাঠাইয়া ছয় আনি সম্পত্তি লইতে আদেশ করিলেন। শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস শ্রীগোবিন্দজীউর অনুরূপ এক মূর্তি শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদাসের সহিত সোণাতলায় পাঠাইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গদাস মথুরাপুরে (সোণাতলায়) আসিয়া জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সহিত সেবা করিতে থাকেন। সোণাতলার আশ্রমবাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট ও পুষ্করিণীর ঘাট এখনও দেখা যায়। পূর্বে শ্রীশ্রীকালাচাঁদ-জীউ পালাক্রমে বংশধরদের বাড়ীতে দুই মাস করিয়া অবস্থিতি করিতেন, এক্ষণে সোণাতলাতেই থাকেন। এখানেও কালাকৃষ্ণ দাসের তিরোভাবোৎসব হয়, তাহা কিন্তু অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে।

কালিদাস—মহাপ্রভুর ভক্ত, কায়স্থ। শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামির জ্ঞাতি-খুড়া। (গৌগ ১৯০) পূর্বযুগের—পুলিন্দ-কন্যা মল্লী।

'রঘুনাথদাসের তিহোঁ হয় জ্ঞাতিখুড়া। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইতে তিহোঁ হৈলা বুড়া' ॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১৬।৮]

কালিদাসের মুখে অহরহঃ 'হরেকৃষ্ণ' নাম বিরাজ করিত। ক্ষণ-মাত্রও তিনি শ্রীনাম ছাড়া থাকিতেন না। এমন কি, কৌতুক-বশতঃ কখন পাশাক্রীড়া করিলে তখনও হরেকৃষ্ণ বলিয়া পাশা চালনা করিতেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রসাদ ভোজন করিতেন।

'গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ। সভার উচ্ছিষ্ট তিঁহো করিয়াছেন ভক্ষণ ॥'

কালিদাস ভক্তগৃহে নানাবিধ সামগ্রী উপহার লইয়া গমন করিতেন এবং শ্রীভগবানে নিবেদন করিয়া ভক্তগণ প্রসাদ পাইলে পর তিনি ভক্তগণের নিকট হইতে অবশেষ গ্রহণ করিতেন। একদিবস ঝড়ু নামক জনৈক ভক্তগৃহে কালিদাস কতকগুলি আম্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঝড়ু জাতিতে ভূঁইমালী ছিলেন।

'আম্রফল ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল। তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল' ॥

ঝড়ু ও আস্তেব্যস্তে ভূমি লুণ্ঠন পূর্বক প্রণামাদি করিয়া আসন প্রদানানন্তর কহিলেন—'আমি নীচ জাতি'। কালিদাস গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ুঠাকুর কালিদাস-প্রদত্ত আম্র-ফলগুলি মানসে ভগবানে অর্পণ করত সস্ত্রীক প্রসাদ পাইলেন এবং উচ্ছিষ্টগুলি বাহিরের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কালিদাস সন্তর্পণে বাহির হইয়া অলক্ষিতে—

'সেই খোলা আঁটি চোকলা চুষে কালিদাস। চুষিতে চুষিতে হয় হয় প্রেমের উল্লাস॥'

এইরূপ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে মহাভক্তির জন্যই ইনি একদিন ব্রহ্মার দুর্লভ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণামৃত ও অধরামৃত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরীধামে সিংহদ্বারের উত্তরে, কপাটের আড়ে বাইশপাহাচের তলাতে যে গর্ত্ত আছে, তাহাতে মহাপ্রভু নিত্য পাদ-প্রক্ষালন করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিতে গমন করিতেন। কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা ছিল—'মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন। প্রাণিমাত্র নিতে না পায় সেই পদজল॥' কিন্তু 'কালিদাস আসি তলে পাতিলেন হাত। এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিল॥' তিন অঞ্জলি পান করিবার পরে—

'তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥ অতঃপর আর না করিহ বারবার। এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিলুঁ তোমার'॥

কেননা,—'সর্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর। বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥ সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা। অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা'॥

ইহার পরে মহাপ্রভু কালিদাসকে স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিয়াছিলেন।

'বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা। কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা'॥

কালিদাস চট্ট—শ্রীনরোত্তমঠাকুরের শিষ্য, পূর্বে চাঁদ রায়ের দলে দস্যুবৃত্তি করিতেন।

'কালিদাস চট্ট দস্যু অতি দুরাচার। পূর্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল। চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যু-বৃত্তি কৈল'॥ (প্রেম ১৯)

পতিতপাবন শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় তিনি মহাবৈষ্ণব হন।

'ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম। সবে হইলেন শিষ্য, ছাড়ি' পূর্ব কর্ম'॥ ঐ

কালিদাস মিশ্র—পিতার নাম—দুর্গাদাস মিশ্র এবং পত্নীর নাম—বিধুমুখী দেবী। ইঁহাদের পুত্রের নাম—মাধব আচার্য। কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা। কালিদাস শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর খুল্লতাত ছিলেন। (প্রেম—১৯)

দুর্গাদাস মিশ্র

সনাতন | কালিদাস

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী | যাদব | মাধব

কালীনাথ—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

'হরিরায়, কালীনাথ, শ্রীকৃষ্ণ-কিশোর। শ্যামানন্দ-শাখা, বাস গোপীবল্লভপুর'॥ (প্রেম ২০)

কালীনাথ আচার্য—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু শ্রীশ্রীকেশবভারতীর পূর্বা-শ্রমের নাম (কেশবভারতী দেখ)।

কাশীনাথ (র° ম° পূর্ব ১।১২৯) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

কাশীনাথ তর্কভূষণ—মতান্তরে কালীনাথ তর্কভূষণ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে ঠাকুর মহাশয়ের ও বৈষ্ণবগণের বড়ই নিন্দা করিতেন। পরিশেষে শ্রীনরোত্তম-চরণে আত্মবিক্রয় করেন। (রূপনারায়ণ দেখ)

'যদুনাথ বিদ্যাভূষণ কাশীনাথ আর। তর্কভূষণ উপাধি তাঁর সর্বত্র প্রচার'॥ (প্রেম ১৯)

ইনি পূর্বে নরসিংহ রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন (প্রেম ২০)।

কাশীনাথ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। [র° ম° দক্ষিণ ৩।৪৯]।

কাশীনাথ নন্দন—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য।

'কাশীনাথ নন্দন সে জগত-বিখ্যাতা। বড় বাগ্মী, বুদ্ধিমান্—যে কহে উচিতা'॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।৬৮]

কাশীনাথ পণ্ডিত—নবদ্বীপবাসী। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর শুভ বিবাহের ঘটকতা করিয়াছিলেন [চৈ° ভা° আদি ১৫। ৫১—৬৬]।

কাশীনাথ পণ্ডিত শ্রীশচীর আজ্ঞাতে। বিবাহ-ঘটনা যত্নে কৈল তাঁর সাথে॥ [ভক্তি ১২।১৩৮১]। দ্বারকালীলায় ইনি সত্রাজিত-কর্ত্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণ (গৌগ ৫০)। অন্যত্র আছে—ইনি

সনক ছিলেন [গৌ° গ° ১০৭]। ২ কাশীশ্বর নামও স্থানে স্থানে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের উপশাখা অর্থাৎ শঙ্করারণ্য পণ্ডিত আচার্যের শাখা।

'শঙ্করারণ্য আচার্য বৃক্ষের এক শাখা। মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র উপ-শাখা লেখা'॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১০৬]।

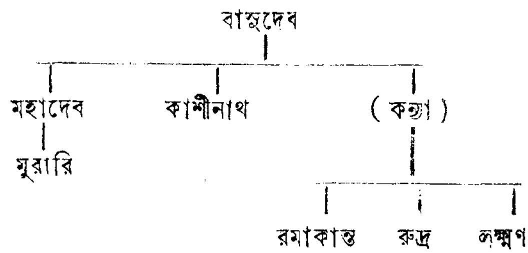
ইঁহার স্বরূপ-নির্ণয়ে দুইটি মত দেখা যায়। প্রথমতঃ বৈষ্ণবাচার-দর্পণে—'রসবতী সখী যে কাশীশ্বর ঠাকুর। চৈতন্যের শাখা, বাস বল্লভপুর'॥ দ্বিতীয় চৈতন্যসঙ্গীতায়—'কিঙ্কিণী মহাশয় চাতরায় উপনীত। কাশীশ্বর ঠাকুর বলি জগতে বিদিত'॥

[কাশীনাথ চৈতন্যগণমধ্যে উপ-মহান্ত বলিয়া গণ্য]। ইঁহার শ্রীপাট —বল্লভপুর নহে, বল্লভপুর হইতে ২।৩ মাইল উত্তরে চাতরা-নামক গ্রামে। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর ষ্টেশনের (ই, আই, আর,) যৎ-সামান্য উত্তর-পূর্ব কোণে চাতরা গ্রাম। কাশীনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-বংশ এখনও বাস করিতেছেন। ইঁহাদের উপাধি—চৌধুরী।

যশোহর জেলার ব্রাহ্মণডাঙ্গা-নামক গ্রামে ১৪২০ শকাব্দে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতার নাম—বাসুদেব ভট্টাচার্য। ইনি কাঞ্জিলাল কানুর বংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্র। বাসুদেব ধনী এবং অতীব হরিপরায়ণ ছিলেন। মাতার নাম—জাহ্নবী দেবী। বাসুদেবের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—মহাদেব ভট্টাচার্য। ভগিনীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে—রমাকান্ত, রুদ্র ও লক্ষ্মণ। এই রুদ্রপণ্ডিতের নাম শ্রীচৈতন্য-উপশাখামধ্যে দেখা যায়। অধিকন্তু রুদ্রপণ্ডিত ও লক্ষ্মণ পণ্ডিত বল্লভপুরে ও সাঁইবোনার শ্রীশ্রীনন্দ-দুলাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (রুদ্র পণ্ডিত দেখ)।

কাশীশ্বর বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরক্ত হয়েন, বিদ্যা-শিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষাও প্রাপ্ত হন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ১৪৩৭ শকাব্দে অন্যের অজ্ঞাতসারে পুরীধামে গমন করত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। কয়েক বৎসর পরে মাতা জাহ্নবী দেবী পুত্রকে বহুকষ্টে দেশে আনয়ন করিলেও তিনি আর সংসারী হইলেন না। (১৪৫৪ শকাব্দে) চাতরাগ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মাতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন চাতরাতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পরম ধার্মিক ছিলেন, মুরারি নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে (১৪৬৮ শকে)। কাশীনাথ ইহাকে দীক্ষা-প্রদানান্তর শ্রীমহাপ্রভুর সেবাভার প্রদান করেন। ১৪৬৬ শকে ইঁহার মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করত তথায় ১৪৮৬ শকে চৈত্রী-বারুণী দিবসে দেহ রক্ষা করেন। প্রতিবৎসর চাতরায় ঐ দিবসে উৎসব হইয়া থাকে। কাশীনাথের সঙ্গগুণেই ভাগিনেয় রুদ্র পরম ধার্মিক হইয়াছিলেন। কাশী-নাথকে তাৎকালীন যবন অধিকারী ১০৮৲ টাকা কর-ধার্যে বহু জমিজমা প্রদান করিয়াছিলেন। মৌজার মধ্যে যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন হয়, তাহাকে 'গৌরাঙ্গপুর' এবং অন্যাংশ ইঁহার পিতৃনামানুসারে 'বাসুদেবপুর' নামকরণ করেন।

মহাপ্রভুর মন্দিরটি যেন বৌদ্ধমঠের অনুকরণে নির্মিত। মন্দিরের সম্মুখ-বর্তী দরজার উপরেই নাসিকাহীন একটি গণেশমূর্তি দৃষ্ট হয়—প্রবাদ আছে যে মুসলমানেরা উহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। পূর্বে দুইটি দোলমঞ্চ ছিল; এক্ষণে একটি আছে। মন্দিরটি প্রস্তর-নির্মিত, এজন্য বহু দিনের হইলেও নূতনের ন্যায় দেখায়। মন্দিরের মধ্যে একটি কুণ্ড আছে এবং একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। সর্পাদির ভয়ে কেহ তাহাতে নামিতে সাহস করে না। প্রবাদ—পূর্বে মন্দিরের নিকট দিয়া গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইতেন, কিন্তু বর্তমানে গঙ্গাদেবী বহু পূর্বদিকে সরিয়া গিয়াছেন।



কাশীনাথ কাটোয়ার দাস গদাধরের তিরোভাব-উৎসবে গমন করিয়াছিলেন (ভক্তি ১০। ৪১৬)।

'চাতরা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম। ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তাঁর নাম॥ কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ আর। শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার'॥ [পা° প°]

কাশীনাথ ভাদুড়ী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

'কাশীনাথ ভাদুড়ী, রামজয় মিত্র আর। যদুনাথ, রমানাথ ভক্তিরত্নাকর'॥ (প্রেম ২০)।

কাশীনাথ মাহিতী—নীলাচলবাসী গৌরভক্ত।

'কাশীনাথ মাহিতী, জুড়াই মোর আঁখি। যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি যায়, গৌরময় দেখি'॥ (নামা ১৭২)

কাশীমিশ্র—শ্রীচৈতন্য শাখা, উড়িষ্যাবাসী।

'কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ॥' (চৈ° চ° আদি ১০।১৩১)।

ইনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান সেবক এবং উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন। ইঁহারই গৃহে গম্ভীরামধ্যে মহাপ্রভুর আবাস ছিল। ইনি পূর্ব লীলায় সৈরিন্ধ্রী ছিলেন (গৌ° গ° ১৯৩)। ইনি প্রভুপদে আত্মসমর্পণ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজমূর্তি দেখাইয়া আত্মসাৎ করেন (চৈচ মধ্য ১০।৩২—৩৩)। গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনের পরে ইনি ও তুলসী পড়িছা ৫০০ মূর্তির প্রসাদ আনয়ন করেন (ঐ ১২।১৫৪) সগণ প্রভু সেই প্রসাদ অঙ্গীকার করেন। রথাগ্রে নর্তনকালে ইনি মহাপ্রভুর 'সাত ঠাঞি' বিলাস লীলাদি দর্শন করেন (ঐ ১৩।৫৭—৬২), হেরাপঞ্চমী দিনে ইনি প্রভুকে উত্তম স্থানে বসাইয়া লক্ষ্মীর মানলীলাদি শ্রবণে ও দর্শনে সাহায্য করেন (ঐ ১৪।১০৬—১১৫)। নন্দোৎসবে (ঐ ১৫।২০), প্রসাদসংস্থানে (ঐ ১৬।৪৫), গোপীনাথের চাঙ্গে চড়ান-লীলায় (ঐ অন্ত্য ৯। ৫৯—১০৪) এবং হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণোৎসবে (ঐ ১১।৮০—৮৬) ইনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা-সাহায্যাদি করিয়াছেন। পুরীর শ্রীরাধাকান্তমঠ ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

কাশীবাসী ব্রাহ্মণ—নাম পাওয়া যায় না। ইঁহারই গৃহে ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বৈদান্তিক পণ্ডিত কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার হয়। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে কাশীধামে যখন পুনরায় আগমন করেন, তখন ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ কাশীর সকল সন্ন্যাসীকে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। ঐসঙ্গে বহু মিনতি করিয়া মহাপ্রভুকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভুর দৈন্য-দর্শনেই সন্ন্যাসিগণের মনঃপরিবর্তন হইয়া যায়। (চৈ° চ° আদি ৭)। (প্রকাশানন্দ সরস্বতী দেখ)।

কাশীবাসী বৈষ্ণব—চন্দ্রশেখর বৈদ্যের শিষ্য। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কাশীবাসী ভক্তগণ স্বধাম গমন করিলে ইনি স্বীয় গুরুর আজ্ঞায় সেই স্থানের রক্ষক হইয়া সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার প্রসঙ্গে কাশীধামের চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভু যথায় পদধূলি দিয়াছিলেন এবং সনাতন গোস্বামির সঙ্গে তত্ত্বকথা কহিয়াছিলেন—সেই স্থানগুলির নির্দেশ বুঝিতে পারি।

শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন গমন করিবার সময় কাশীধামে উপনীত হইলে উক্ত বৈষ্ণবপ্রবর প্রভুর পদচিহ্নিত স্থানগুলি দর্শন করাইয়াছিলেন। নরোত্তম—

'পার হইয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট। বিশ্বেশ্বর যে ঘাটে ধরিলেন বাট॥ ঘাটের বামে আছে বাড়ী অতি মনোহর। নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অপার॥ পূর্বমুখে দ্বার বাড়ী তুলসী বেদী বামে। সনাতনের স্থান দেখি করয়ে প্রণামে'॥ (প্রেম ১০)

এই স্থান মণিকর্ণিকা ঘাটের বামদিকে, একটী বাড়ী পূর্বদ্বারী, দ্বারের বামদিকে তুলসীবেদী। মহাপ্রভুর নিকট শ্রীসনাতন গোস্বামী আসিয়া যেস্থানে বসিয়া কথাবার্তা কহিয়াছেন, ঠিক সেই স্থানেই চন্দ্রশেখর উক্ত তুলসীবেদী নির্মাণ করত স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন।

কাশীশ্বর পণ্ডিত- মহাপ্রভুর ভক্ত। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত বাস করিতেন। ইনি ব্রজের কেলিমঞ্জরী।

'কাশীশ্বর-মহিমা কহিতে কেবা জানে। শ্রীগৌরগোবিন্দ যে আনিল বৃন্দাবনে॥ প্রভুপ্রিয় কাশীশ্বর বিদিত ভুবনে। শ্রীরূপ সনাতন মগ্ন যাঁর গুণে'॥ [ভক্তি ৬।৪৪৪, ৫৭৯]।

তথাহি সাধনদীপিকায়াম্—(২।৪১পৃঃ)

'শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে যৎপ্রীতিবশতঃ স্বয়ং। চৈতন্যদেবঃ কৃপয়া

পশ্চিমং দেশমাগতঃ' ॥

পুরীধামে মহাপ্রভু কাশীশ্বরকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আজ্ঞা করিলে কাশীশ্বর বলিলেন,—"প্রভু আপনাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" তখন অন্তর্যামী প্রভু—

'কাশীশ্বর-অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি। দিল নিজ-স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি॥ প্রভু সে বিগ্রহসহ অন্নাদি ভুঞ্জিল। দেখি' কাশীশ্বরের পরমানন্দ হইল॥ 'শ্রীগৌরগোবিন্দ'-নাম প্রভু জানাইলা। তারে লইয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥ শ্রীগোবিন্দ-দক্ষিণে প্রভুকে বসাইয়া। করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া'॥ [ভক্তি ২।৪৪০—৪৪৪]

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী (গোস্বামী) শ্রীচৈতন্যশাখা। শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য। 'ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর'। [চৈ° চ° আদি ১০।১৩৮]। ইনি এবং গোবিন্দ দুইজনই ঈশ্বরপুরীর সেবা করিতেন। শ্রীপুরীপাদ তাঁহার সিদ্ধিকালে দুইজনকেই পুরীধামে মহাপ্রভুর সেবা করিতে আজ্ঞা করেন। প্রথমতঃ গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট আগমন করত পুরীগোস্বামির কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন—

'কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া। প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া'॥ পরে—'কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে। সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা আপনে'॥

প্রথমতঃ মহাপ্রভু ইঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই—কারণ উঁহারা দুই জনই গুরুর ভৃত্য; কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন বলিলেন—'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া', তখন প্রভু ইঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবা করিতেন। কাশীশ্বর—

'প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর-দরশন। আগে লোক-ভিড় সব করে নিবারণ'॥

ইনি পূর্ব লীলায় ভৃঙ্গার ও শশিরেখা ছিলেন [গৌ° গ° ১৩৭, ১৬৬] অন্যান্য বিষয় (ভক্ত ২০।১২) দ্রষ্টব্য।

কিশোর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—মেদিনীপুর জেলায় কাশিয়াড়ীতে বাস। ২ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪। ১৬১]।

কিশোরপ্রসাদ—শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ীর উপর বিশুদ্ধরসদীপিকা-নামে টীকাকার। ইনি উজ্জ্বলনীলমণি, বৈষ্ণবতোষণী, আনন্দবৃন্দাবন, বৃন্দাবনশতক প্রভৃতি গ্রন্থের আলোকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয় যে ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির পরবর্তী অথচ শ্রীবিশ্বনাথ-বলদেবের পূর্ববর্তী গৌড়ীয় মহাজন।

কিশোরানন্দদেব গোস্বামী—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য। ইনি উৎকলীয় ভাষায় রেমুণা-বিবরণ 'শ্রুতিসার' রচনা করেন।

কিশোরী চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সত্যভামা দেবীর আত্মীয় ও শিষ্য। 'রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী, কিশোরী চক্রবর্ত্তী আর'॥ (কর্ণা ২)

কিশোরী দাস—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য। মতান্তরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রশিষ্য (রসিকানন্দের শিষ্য)। পিতার নাম—রসময়। খুল্লতাতের নাম—বংশীমথুরা দাস। 'রসিকমঙ্গল'-প্রণেতা গোপীজনবল্লভ দাস কিশোরী দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (গোপীজনবল্লভদাস দেখ)

'কিশোরী দাস শাখা ভক্তিরসময়। তাঁরে কৃপা কৈল শ্যামানন্দ মহাশয়'॥ [প্রেম ২০]

কীর্ত্তিচন্দ্র—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভ্রাতা। কুবের পণ্ডিতের ষষ্ঠ পুত্র। (প্রেম ২৪, কুবের পণ্ডিত দেখ)।

কুতুবুদ্দিন (যবন দস্যু)—শ্রীজাহ্নবা-দেবীর কৃপাপাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-গৃহিণী জাহ্নবা দেবী যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এই দস্যুদলপতি স্বদল-বলে দেবীর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু দেবীর মহিমায় দস্যুগণ সারারাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন ক্রমে দেবীর নিকট পৌঁছিতে পারে না। প্রাতে তাহাদের চৈতন্য হয় এবং দেবীর মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে। তখন সকলেই অস্ত্র ফেলিয়া দেবীর পদতলে পড়িয়া

কিশোরী দাসের বংশতালিকা

- রসময়
  - গোপী
    - রাধাবল্লভ
  - হরি
  - মাধব
  - রসিক
  - কিশোরী
- বংশীমথুরা দাস

ক্রন্দন করিতে থাকে। দেবীর কৃপায় কুতুবুদ্দিন স্বগণসহ বৈষ্ণব হইয়া যান।

'শুনি ঠাকুরাণী মহা হরিষ অন্তরে।
অনুগ্রহ করিলেন সব যবনেরে॥
হেনকালে হরিধ্বনি উঠিল তথায়।
সকল যবন নাচে কৃষ্ণগুণ গায়'॥ (প্রেম ৯)

কুমারদেব—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের পিতাঠাকুর। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। (শ্রীরূপ-সনাতন দেখ)।

কুমারদেব
├ শ্রীসনাতন
├ শ্রীরূপ
└ শ্রীঅনুপম বা বল্লভ
  └ শ্রীজীব

মুকুন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন—এই কুমারদেব। তিনি অতিশুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। পদ্মনাভের পুত্র-পৌত্রগণের পরিবার বহু বৃদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য জ্ঞাতি-বিরোধ ঘটিলে ধর্ম্মভীরু কুমারদেব পিতার আজ্ঞা লইয়া নৈহাটি ছাড়িয়া বাকলাচন্দ্রদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। [ভক্তি ১।৫৬১-৫৬৪]। এই সময়ে পিরালীর অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ অঞ্চল উৎসন্ন হইতেছিল (প্রেবি ২৩।২২২ পৃ)। বাকলায় তখন দনুজমর্দ্দনের বংশ্য হিন্দুরাজগণের প্রবল প্রতাপ, সেখানে এজাতীয় অত্যাচার ছিল না। বিশেষতঃ রাজা দনুজমর্দ্দন তাঁহার পিতামহ পদ্মনাভের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই পরিচয়ে কুমারদেব চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় পাইলেন। এ স্থানেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ তিন পুত্র—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভের আবির্ভাব হয়। বল্লভের জন্মের অল্পদিন পরেই ইনি ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তখনও তাঁহার পিতা মুকুন্দ গৌড়রাজসরকারে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। মুকুন্দ তাঁহার পৌত্রগণকে রামকেলিতে আনাইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এস্থানেই শ্রীজীবপাদের প্রাকট্য হয়।

কুমুদ কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখায় নাম পাওয়া যায়। [মতান্তরে —মুকুন্দ কবিরাজ]।

'গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, কুমুদ—তিন কবিরাজ'॥ [চৈ° চ° আ ১১।৫১]

কুমুদ চট্টরাজ—শ্রীআচার্য প্রভুর শিষ্য। ইঁহার ভ্রাতার নাম—রামকৃষ্ণ চট্টরাজ।

'দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ, কুমুদ এ দ্বয়।
এ দুই ভ্রাতার গুণ কহনে না যায়'॥ [ভক্তি ১০।১৪০]

কুমুদ চট্টরাজের পুত্রের নাম—চৈতন্য। শ্রীনিবাস আচার্যের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর সহিত চৈতন্যের বিবাহ হইয়াছিল।

'শ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
প্রভুপদ বিনে যাঁর নাহি আর কৃত্য॥
তাঁর পুত্র চৈতন্য-নাম চট্টরাজ।
প্রভুর কৃপাপাত্র যিঁহো মহাভক্তরাজ॥ [কর্ণা ১]

কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী *—শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকে ইনিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

'কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন'॥ [চৈ° চ° আদি ৮।৬৯]

আচার্যপ্রভুর শিষ্য হইতে ইনি ভিন্ন ভক্ত।

কুমুদানন্দ ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

'কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈল।
প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হৈল'॥ (কর্ণা ১)

কুমুদানন্দ পণ্ডিত—(গৌ° গ° ১৩৬) পূর্ব্বলীলার গন্ধর্ব গোপ।

কুলদা ব্রহ্মচারী—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য ও 'সদ্গুরুসঙ্গ'-নামক গ্রন্থের লেখক।

কুলশেখর—শ্রীবৈষ্ণবগণ-মধ্যেও রাজন্যবর্গ-মুকুটমণি কেরলরাজ সম্রাট্ কুলশেখর ৫৩টি পদ্যাত্মক যে 'শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র' রচনা করিয়াছেন—তাহা ভক্তিরসোদ্দীপক। এই স্তোত্রের উপর বেঙ্কটেশ ও আনন্দরাঘব টীকা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-

* গৌড়ীয়-সংস্করণে 'মুকুন্দানন্দ' পাঠ আছে।

চরিতামৃতে মধ্য ১৩।৭৮ এবং ভক্তি-রসামৃতে ২।৫।২৯ ইহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুবের—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব নাম।

কুবের পণ্ডিত—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতা। ইনি 'দত্তকচন্দ্রিকা'-নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং রাজা দিব্য-সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীহট্ট লাউড় দেশে বাস করিতেন। (অদ্বৈত দেখ) ভরদ্বাজ-বংশজ, অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। ইনি নবগ্রামের নাড়িয়াল বংশজ মহানন্দ বিপ্রের কন্যা শ্রীমতী নাভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

'নাভাদেবীর ছয় পুত্র, এক কন্যা হইল। শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরি-হরানন্দ। সদাশিব, কুশলদাস আর কীর্ত্তিচন্দ্র'॥

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সকল পুত্রই তীর্থ-পর্যটনে যাত্রা করেন। তন্মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে চারিজনের দেহরক্ষা হয়। দুইজন স্বদেশে আগমন করত পিতৃ-আজ্ঞায় সংসারী হন। পুত্র-গণের লোকান্তরে কুবের-দম্পতি বড়ই শোকপ্রাপ্ত হয়েন। পরে লাউড় হইতে শান্তিপুর ধামে আসিয়া বাস করেন (প্রেম—২৪)। তৎপরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব হয়।

কুশলদাস—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভ্রাতা। কুবের পণ্ডিতের পঞ্চম পুত্র। (কুবের পণ্ডিত দেখ, প্রেম ২৪)।

কূর্মবিপ্র—বৈদিক ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্যে ৺কূর্মদেবের মন্দিরের নিকট ইঁহার শ্রীপাট ছিল।

'কূর্মনামে সেই বিপ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ। বহুশ্রদ্ধাভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥ ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ-প্রক্ষালন। সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ'॥

পরে মহাপ্রভু কূর্মবিপ্রে শক্তি সঞ্চার করত আজ্ঞা দিলেন—

'যারে দেখ, তারে কর 'কৃষ্ণ'-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ'॥ [চৈ° চ° মধ্য ৭।১২৮]।

কৃষ্ণ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫২]।

কৃষ্ণ আচার্য—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—গোপালপুর; শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

'কৃষ্ণ আচার্য শাখা পরম উদার। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, গোপালপুরে বাস যাঁর'॥ [প্রেম ২০]

'জয় শ্রীআচার্য জয় কৃষ্ণ বিজ্ঞবর। প্রভু-পাদপদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর'॥ (নরো° ১২)

২—শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য (কর্ণা ২)

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—শ্রীমন্মহা-প্রভুর পার্ষদ-চতুষ্টয় কংসারি সেন, সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তম ও কানুঠাকুর প্রভৃতিদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বংশে শ্রীকৃষ্ণকমল নদীয়া জেলায় ভাজনঘাটে ১৭৩৩ শকাব্দায় আবি-র্ভূত হইয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দান—সর্বজন-প্রশংসনীয়। তিনি যাত্রার পালা-হিসাবে আটখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (১) নন্দহরণ, (২) স্বপ্নবিলাস, রচনাকাল ১৭৬৪ শাক (৩) দিব্যোন্মাদ (রাইউন্মাদিনী), (৪) বিচিত্রবিলাস, (৫) ভরতমিলন, (৬) গন্ধর্বমিলন, (৭) কালীয়-দমন ও নিমাই-সন্ন্যাস। ইহাদের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটিতে যে অপূর্বত্ব, অভিনবত্ব আছে, যাহার শ্রবণে শতসহস্র নরনারী অশ্রুপাত করিয়া দিবারাত্র এক অভিনব ভাববিহ্বলতা ও রসতন্ময়তা লাভ করত ধন্য ধন্য হইয়াছেন—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকমলে একা-ধারে পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিত্ব প্রভৃতির সহিত তাঁহার সুধীরতা ও সর্বজনপ্রিয় ব্যবহার-কুশলতা প্রভৃতি মিশিয়া তাঁহাকে চির অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অনুপ্রাস-প্রিয়তা সময় সময় শ্রুতিকটুতা আনয়ন করিলেও সময়-বিশেষে যে তাহাই আবার সরসতা আনয়ন করিয়া থাকে—এ কথাও বলিতে হইবে। যেমন—'ভাল ভাল বঁধু ভালত আছিলে, ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে'। এখানে 'ভাল' শব্দের প্রত্যেকটীর সার্থকতা আছে; রাইউন্মাদিনী, বিচিত্র-বিলাস প্রভৃতির গৌরচন্দ্রই বা কত মধুর, কত রসাল! শ্রীরাধার মেঘ-দর্শনে নিস্পন্দভাবে অবস্থান দেখিয়া বিশাখার উক্তি—

'দেখ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেমা অসাধার, কত ধার বহে তিলে তিলে। দেখে নবজলধর, ভেবেছে মুরলীধর, অতঃপর আসি দেখা দিলে॥ ইন্দ্রধনু দেখে ধনী, ভাবে শিখিপুচ্ছশ্রেণী, শোভে কিবা চূড়ায়

উপর। বকশ্রেণী যায় চলে, ভাবে মুক্তাহার দোলে, বিদ্যুৎ দেখে ভাবে পীতাম্বর॥ হেম তনু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্ল কদম্বজিত, যথোচিত শোভিত হইল। ক্ষুব্ধ দেহ লুব্ধ মনে, অনিমেষ দুনয়নে, মেঘ পানে চাহিয়া রহিল ॥ (দিব্যোন্মাদ ১০০ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণকমল সংস্কৃত ভাষায়ও উৎকৃষ্ট পদ লিখিতে পারিতেন, তাহারও নিদর্শন আছে—

'অয়ি রাধে! মুঞ্চ তদনুচিন্তনমনুদিনম্। অলমতীতয়া চিন্তয়া তয়া কুরুষে তনু ক্ষীণম॥ চিন্তা গরীয়সী চিতাচিন্তয়োঃ, ন গুণং কলয়সি কিং তয়োঃ, চিন্তা দহতি সজীবনমপি চিতা জীবনহীনং। স বহুবল্লভঃ সহজদুর্লভঃ, ন কেবলং সখি তবৈব বল্লভঃ, ন যোগী সংযোগী, ন গৃহানুরাগী ন গোপীবল্লভঃ স গোপীবল্লভঃ যদা তব ভাগ্যে বলবতি সতি, সোঽপি স্বয়মেষ্যতি সতি! রোদনমুপসংহর পরিহর বিষাদমহীনম্'॥ (স্বপ্নবিলাস ২৬৭ পৃঃ)

কৃষ্ণ কবিরাজ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। 'আর শাখা কমলসেন, যাদব কবিরাজ। মনোহর বিশ্বাস শাখা কৃষ্ণ কবিরাজ'॥ [প্রেম ২০]

কৃষ্ণকান্ত—উদ্ধবদাস পদকর্ত্তার প্রকৃত নাম। টেঁঞাবৈদ্যপুরবাসী ও পদকল্পতরুকার বৈষ্ণবদাসের বন্ধু। ইনি সুললিত ব্রজবুলি-পদরচনায় সুপটু ছিলেন। পদকল্পতরুতে ২৯টি পদ সমাহৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণকিঙ্করদাস (বৈষ্ণব)—রূপপুরবাসী। শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা। ইনি শ্রীগোবিন্দরায়ের সেবা প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণকিশোর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর। 'হরিরায়, কালীনাথ, শ্রীকৃষ্ণকিশোর। শ্যামানন্দ-শাখা, বাস—গোপীবল্লভপুর'॥ [প্রেম ২০]

কৃষ্ণগতি—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর দ্বিতীয় পুত্র ও শিষ্য। কৃষ্ণগতি-মতিকথা অতি অনুপাম। [র° ম° পশ্চিম ১৪।২৭]

ইনি শ্যামসুন্দরপুরে গিয়া তত্রত্য শ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেন। তিনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান দ্বাদশ-শাখার অন্যতম মহান্ত শ্রীকিশোরদেবের শিষ্য ছিলেন। সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন। ইনি অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি শ্যামসুন্দরপুরে বাস করিতেছেন। ২ শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজ পুত্র।

কৃষ্ণগোবিন্দ দেব—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর মধ্যম পুত্র। [কৃষ্ণগতি দ্রষ্টব্য]

কৃষ্ণচরণ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। 'কৃষ্ণচরণ," দ্বিজ অচ্যুত শ্রীচরণ'। (র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৮)

কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম-শাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র। মাতার নাম—কনকলতিকা দেবী। রামকৃষ্ণ আচার্যের সহিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর মহাপ্রীতি ছিল, গঙ্গানারায়ণ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া বন্ধু রামকৃষ্ণের এই পুত্র কৃষ্ণচরণকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন।

'শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী দয়াময়। রামকৃষ্ণ আচার্যের কনিষ্ঠ তনয়॥ শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী (গঙ্গানারায়ণ) সন্তান-রহিত। কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য-চরিত॥ আচার্য (রামকৃষ্ণ) জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষমনে। অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ ভক্তিরস-আস্বাদনে। তার্কিকাদি পাষণ্ডগণেরে নাহি গণে'॥ (নরো ১২)

শিবাই চক্রবর্ত্তী
- হরিরাম
  - গোপীনাথ
- রামকৃষ্ণ
  - রাধাকৃষ্ণ
  - কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী

কৃষ্ণচরণ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রপৌত্র ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। ইনি 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব' রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীল রাধামোহন দাসের শিষ্য ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের গুরুভ্রাতা। [শ্রীনয়নানন্দ দেব গোস্বামিপাদই রাধামোহন ও রাধাদামোদর দাসের দীক্ষাগুরু]।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস—১৭৯৩ খৃঃ 'বিলাপ-বিবৃতি-মালা'নামে শ্রীমদ্রঘুনাথদাস গোস্বামির বিলাপকুসুমাঞ্জলির পদ্যানুবাদ করেন। ইনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বংশীয়—শ্রীলালবিহারীর শিষ্য [ব-সা-সে]।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ নাম (চৈভা মধ্য ২৮।১৭৯, ১৮১)—যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া। করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥ এতেকে

তোমার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্বলোক তোমা' হইতে যাতে হৈল ধন্য॥' শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দে তন্ত্রমতে কৃষ্ণচৈতন্যই সঙ্কেতিত।' 'কৃষ্ণবর্ণ'-শব্দব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামভদ্র বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—'কৃষ্ণ ইতি বর্ণদ্বয়ং যস্য নামান্ত্যাবয়বে সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ'। যেমন সত্যা বলিতে সত্যভামাই বাচ্য, ভীম বলিতে ভীমসেনই লক্ষ্য, তদ্রূপ 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দেও কৃষ্ণচৈতন্যই ধ্বনিত। [ভা ৩।৩।৩ 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' শ্লোকের টীকা এপ্রসঙ্গে আলোচ্য]। কাহারও ধারণা—এই নামটি সন্ন্যাসকালে শ্রীকেশবভারতীর মুখারবিন্দ হইতে উচ্চারিত বলিয়া নবদ্বীপবিহারী শ্রীগৌর-নামই মুখ্য, কিন্তু তত্ত্ববিচারে এই মত যুক্তিসহ হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি চরিতগ্রন্থমালার নামকরণ-তাৎপর্য বিচার করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীত হইবে যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামই মুখ্য। শ্রীগৌর-পারতম্যবাদী শ্রীলোচন ঠাকুর স্বকীয় ধামালীতে গৌর-নাম-গুণ-লীলাদি পরিবেষণ করিলেও কিন্তু চরিতগ্রন্থের নামকরণ করিলেন 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে (১৩২) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী লবণোদধিতটে 'গৌর নাগরবরের' ধ্যান লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ একই অখণ্ড লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্যাদি অসংখ্য নাম সঙ্কেতিত হইলেও শ্রীচৈতন্যনামের ভূয়োভূয়ঃ প্রয়োগ দেখিয়া তাহাই যে মুখ্যতর—ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব——শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীরাধা, আদ্যব্যূহ বাসুদেব ইত্যাদি (গৌগ ২৬-৩০)। গৌরাবতার-রহস্য (চৈচ আদি ৩।১৩-২৯); গৌরাবতারের মুখ্য কারণ (চৈচ আদি ৪।৭-৩৬, ৬।১০৫-১০৭); শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য তত্ত্বতঃ একান্ত অভিন্ন (চৈচ আদি ২।৯,২।১২০,৫। ১৫৬,৬।৮২ ইত্যাদি) হইয়াও লীলায় ভিন্ন (চৈচ আদি ৮।১৮-৩২, মধ্য ২৫। ২৬৪)। শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব এবং শ্রীগৌরতত্ত্বে একান্ত অভেদত্বেও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে নামবৈশিষ্ট্য (৫৩), লীলাবৈশিষ্ট্য (৭৭-৭৮), পরিকর-বৈশিষ্ট্য (১১৯), স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য (১৩) এবং ধাম-বৈশিষ্ট্য (১) আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রথমাঙ্কেও স্বরূপতঃ, নামতঃ, গুণতঃ ও লীলাতঃ বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধেয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা [শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, শ্রীমুরারি গুপ্ত-কড়চা, শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় প্রভৃতি চরিত-গ্রন্থে বিস্তারিত জীবনী আলোচ্য ও অনুসন্ধেয় হইলেও এস্থলে যৎসামান্য সূচিত হইল]।

অবতারের পূর্বাভাস—জৈমিনী-ভারতের নারদ-উদ্ধব-সংবাদ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতারের কারণ-নিরূপণাদি; নারদের দ্বারকায় গমন ও গৌররূপ-দর্শন, কৈলাসে গমন ও পার্বতীর পূর্বপ্রতিজ্ঞা (অবাধ মহাপ্রসাদ-বিতরণ)-স্মারণ, ব্রহ্মার নিকটে ভাবী শ্রীগৌরাবতার-কীর্তন, পুরুষোত্তমে গমন, তথা হইতে গোলোকে গমনাদি, শ্বেতদ্বীপে পরিকরগণের অবতারাদি সঙ্কেত (চৈম সূত্র খণ্ড ১-৬৬০) অদ্বৈতপ্রকাশের (১০) মতে শ্রীলঅদ্বৈত-প্রভু-দত্ত পুষ্পাঞ্জলি উজানদিকে যাইতে যাইতে নদীয়ায় শচীর গর্ভ স্পর্শ করিল—শচীমাতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে সেই গর্ভপাত হইল—এইভাবে আটবার ঘটিল। এদিকে অদ্বৈত নবদ্বীপে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিতেন এবং দীক্ষাও দিতে লাগিলেন। মিশ্র পুরন্দর ও শচীর কর্ণে তিনি 'চতুরক্ষর গৌর-গোপাল' মহামন্ত্র দিলেন; তৎপরে যে পুত্র হইল তিনিই বিশ্বরূপ এবং দ্বিতীয় পুত্র হইলেন—বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর আবির্ভাবমাত্র নয়ন মুদিয়া থাকেন, দুগ্ধপান করেন না দেখিয়া অদ্বৈত শচীগৃহে আগমন করিলে বালক বলিলেন যে 'হরেকৃষ্ণ' আদি ষোলনাম না দিয়া অশুদ্ধ কর্ণে মন্ত্র শ্রবণ হইয়াছে বলিয়া তিনি মাতার দুগ্ধ পান করিতেছেন না। শচীর কর্ণে আবার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ষোল নাম দিয়া পূর্ব মন্ত্র স্মরণ করাইলে মহাপ্রভু মাতৃদুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন।

আদিলীলা

শ্রীধাম নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথ-গৃহে ১৪০৭শকে ২৩শে ফাল্গুন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ-কালে আবির্ভাব-প্রসঙ্গ (চৈভা আদি ২।১৯২-২৩৪, চৈচ আদি ১৩।৮৯—১২২), নামকরণ (চৈভা আদি ৩।১৫-২৮),

নিষ্ক্রমণ-লীলা (ঐ ৪।১৮-২২) অন্নপ্রাশন (ঐ ৪।৫৩-৫৮), জানুচংক্রমণ, শেষশয্যায় শয়ন (ঐ ৪।৬৫-৭৩), কীর্ত্তন-প্রিয়তা (ঐ ৪।৮৮-৯৮); গৌর-চৌর (ঐ ৪।১০৮-১৩২), শূন্য চরণে নূপুর-ধ্বনি (ঐ ৫।১-১৫); তৈর্থিক-বিপ্র-প্রসঙ্গ (ঐ ৫।১৬—১৫৪), বিদ্যারম্ভ, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ (ঐ ৬।১—৮), হরিবাসরে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য-ভোজন (ঐ ৬।১৬—৪০), চাঞ্চল্যাদি ওলাহন-লীলা (ঐ ৬।৪২—১৩৪); বিশ্বরূপের আহ্বানে বালক নিমাই (ঐ ৭।৪—৫৬), বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসে (ঐ ৭।৭৫); পাঠে মনোনিবেশ (ঐ ৭।১১৩—১২০); অধ্যয়ন-বন্ধে ঔদ্ধত্য-বৃদ্ধি (৭।১২১—১৮৯); দত্তাত্রেয়-ভাবে শচীকে তত্ত্বোপদেশ (ঐ ৭।১৯১); উপনয়ন (ঐ ৮।৭—২৩); বিদ্যাবিলাস (ঐ ৮।২৭—১০৮)।

অদ্বৈত-প্রকাশের (১২) মতে শ্রীঅদ্বৈত বেদপঞ্চাননের নিকটে গদাধর-সঙ্গে বেদ পড়িতে গৌরের গমন; গৌরের প্রিয় চাঁপাকলা কৃষ্ণমিশ্রের 'স্বপ্রণব গৌরায় নমঃ' মন্ত্রে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ—সীতা মা তাঁহাকে তাড়ন করিলে শ্রীঅদ্বৈতসমীপে কৃষ্ণমিশ্রের গৌরমন্ত্রে মহাবৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদন; গৌরের উদ্‌গারেও চাঁপাকলার গন্ধ পাইয়া সকলের বিস্ময়; গৌরের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি-লাভ ও নবদ্বীপে গমন। মিশ্র-পুরন্দরের পরলোক (চৈভা আদি ৮।১০৯—১২১), ক্রোধলীলা ও শচীর মহাবাৎসল্যভাব (ঐ ৮।১২৩—১৭১), সর্বসিদ্ধীশ্বর গৌর (ঐ ৮।১৭৫—১৮৩); অধ্যাপনাদি (ঐ ১০।৫—৪৬); প্রথম বিবাহ (ঐ ১০।৪৭—১৩১); ফাঁকি-জিজ্ঞাসা (ঐ ১১।১৮—৫১); ঈশ্বর-পুরী-মিলন (ঐ ১১।৮৫—১২৬); গদাধর-সহ শাস্ত্রবিচার (ঐ ১২।২০—২৮), শ্রীবাসাদি-কৃত আশীর্বাদ (ঐ ১২।২৮—৫২); বায়ুরোগছলে প্রেম-বিকাশ (ঐ ১২।৬৩—৯৮); নগর-ভ্রমণ (ঐ ১২।১০৫—১৭৭) শ্রীধর-সঙ্গে কোন্দল (ঐ ১২।১৭৮—২১৩); গৌরগোবিন্দের বংশীবাদন (ঐ ১২। ২১৪—২৩২); দিগ্‌বিজয়ী-পরাজয় (ঐ ১৩।১৭—২০৮); আতিথেয়তা (ঐ ১৪।১১—৩৭), বঙ্গদেশে বিজয় (ঐ ১৪।৪৯—৯৭)।

প্রেমবিলাসের (২৪) মতে মহাপ্রভু পদ্মাতীরে বিদ্যাবিলাস করত শ্রীনরোত্তমকে আকর্ষণ পূর্বক শ্রীহট্টে যান; পথে ফরিদপুর হইয়া বিক্রম-পুরস্থ হুরপুরে গমন, তৎপরে ক্রমশঃ সুবর্ণগ্রাম হইয়া এগারসিন্দুরে, বেতাল হইয়া ভিটাদিয়া বৈষ্ণব-প্রবর লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর ভবনে কয়েকদিন অবস্থান করত শ্রীহট্টে উপেন্দ্রমিশ্রের গৃহে গমন করেন। পিতামহ ও পিতামহীর সহিত পরিচয়, ঐস্থানে পিতামহের অসমাপ্ত চণ্ডীর লিখা পূর্ণ করেন এবং উভয়কে কৃপা করিয়া আবার পদ্মাতীরে আসেন। লক্ষ্মী-প্রিয়ার অন্তর্ধান (চৈভা আদি ১৪।৯৯—১০৬); তপনমিশ্র-মিলনাদি (ঐ ১৪।১১৬—১৫৫); শচীর দুঃখাপনোদন (ঐ ১৪।১৬৮—১৮৯); পুনরায় অধ্যাপনা (ঐ ১৫।৩—৩২); বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয় (ঐ ১৫।৩৮—২২৪) গয়া-পথে মন্দারে বিপ্রপাদোদক-পানে স্বীয় জ্বর-চিকিৎসা (ঐ ১৭।১১—২৮)। গয়ায় প্রবেশ, শ্রাদ্ধাদি, দীক্ষা-প্রসঙ্গ (১৭।২৯—১৪১)। নবদ্বীপে আগমন (১৭।১৬২—১৬৩)।

মধ্যলীলা

তীর্থযাত্রা-বর্ণন, কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দনাদি (চৈভা মধ্য ১।১৩-৯৭); পুনরায় অধ্যাপনারম্ভ (ঐ ১।১২৩-২৯৪); শ্রীমদ্ ভাগবত-ব্যাখ্যার শ্রবণে মূর্চ্ছা (ঐ ১।৩০৩,৩১৩); প্রতিশব্দের কৃষ্ণ-পর ব্যাখ্যা (ঐ ১।৩২২-৩৪৬), অধ্যাপন-বিরতি ও কৃষ্ণকীর্ত্তন-শিক্ষা-দান (ঐ ১।৩৮০-৪২৩)। অদ্বৈত-মিলন (ঐ ২।৭৫,১৩০,১৪৩-১৮৭), শ্রীবাস-গৃহে (ঐ ২৫২-৩৩৯), বিভিন্নভাবে (ঐ ৩।১৫,২২); নিত্যানন্দ-মিলন (ঐ ৩।৫৮—৪।৪৪); নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গে (ঐ মধ্য ৫।৭-১৬৫)। রামাইদ্বারা অদ্বৈতানয়ন ও তৎকর্ত্তৃক চরণপূজাদি (ঐ ৬।৯—১৪১)। পুণ্ডরীকমিলন (ঐ ৭।১২-১৫৫); শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে পরীক্ষা (ঐ ৮।১০); শঙ্করাবেশ (ঐ ৮।৯৮-১০৩); নৃত্যকীর্ত্তনাদি-বিলাস (ঐ ৮।১১০-২৮৫) সাতপ্রহরিয়া মহা-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ (ঐ ৯।৮-১৩৩); শ্রীধরকে বরদান (ঐ ৯।১৫৫-২৮৮); মুরারিকে বরদান (ঐ ১০।৮-৩৩); হরিদাসকে বরদান (ঐ ১০।৫৭-১১২); অদ্বৈত-সকাশে গীতার গূঢ়ব্যাখ্যা (ঐ ১০।১৩৩, ১৬৬); মুকুন্দকে বরদান (ঐ ১০। ২০৩-২৪৪); প্রভুর আজ্ঞায় নারায়ণীর কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন (ঐ ১০।২৯৬-২৯৭); নিত্যানন্দ-চাঞ্চল্যে গৌর

(ঐ ১১।১১-২৮) ; নিত্যানন্দ-পাদোদক-বিতরণে (ঐ ১২।২-৪৯), হরিদাস-নিত্যানন্দের প্রতি নাম-প্রচারে আজ্ঞা (ঐ ১৩।২৫-৩০) ; জগাই-মাধাই উদ্ধারলীলা (ঐ ১৩।৬৮—১৫।৯৮) ; নিশা-কীর্ত্তন (ঐ ১৬।২) ; অদ্বৈত-কর্ত্তৃক পদধূলি-গ্রহণে ক্রোধ-ব্যাজ (ঐ ১৬।২৭-৯৩)। শুক্লাম্বরকে অনুগ্রহ (ঐ ১৬।১০৯—১৫০)। প্রাণবিসর্জন-চেষ্টায় (ঐ ১৭।১৭-১১১) ; অভিনয়ে (ঐ ১৮।২৫-২১০)। অদ্বৈতের প্রতি কৃপাদণ্ড (ঐ ১৯।৮—২৬৬), মদ্যপ সন্ন্যাসির গৃহে (ঐ ১৯।৯৩)। মুরারিকে নিতাই-তত্ত্বজ্ঞাপন (ঐ ২০।১৬-৭৬) তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ (ঐ ২০।১১৪-১২৭) ; দেবানন্দের প্রতি কৃপা বাক্যদণ্ড (ঐ ২১।৫৩, ৬৬-৮০) ; শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডন (ঐ ২২।৭—১২৬)। লুক্কায়িত ব্রহ্মচারির প্রতি দণ্ড ও কৃপা (ঐ ২৩।৩—৫৩)। নগরকীর্ত্তন, কাজী-দলনাদি (ঐ ২৩।৬৪-৫১৩)। বিশ্বরূপ-প্রদর্শন (ঐ ২৪।৪০-৭৫) ; শ্রীবাস-পুত্রের পরলোকে (ঐ ২৫।৪৩-৮২)। বিষ্ণুর অর্চনে অসামর্থ্য (ঐ ২৫।৮৫-৯১)। শুক্লাম্বরের অন্নভোজন (ঐ ২৬।৩-৩৫) ; বিজয়ের প্রতি কৃপা (ঐ ২৬।৩৬-৪৩) ; বলরাম-ভাব (ঐ ২৬।৬২—৭৫) ; গোপীভাবাবেশ (ঐ (২৬।৭৯-৯৭) ; পড়ুয়ার চৈতন্যনিন্দা ও গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগে সংকল্প (ঐ ২৬।৮৬-১৫৬)। মুকুন্দ, গদাধর ও শচীর নিকট সন্ন্যাস-বার্ত্তাজ্ঞাপনাদি (ঐ ২৬।১৫৭—২৮।১৭) ; শ্রীধরের লাউ-ভেট (ঐ ২৮।৩৪-৪২) । সন্ন্যাস-গ্রহণ (ঐ ২৮।৪৭-১৮১)।

অন্ত্যলীলা

সন্ন্যাসের পরে রাঢ়দেশে ভ্রমণ, চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপে প্রেরণ (চৈভা অন্ত্য ১।২২-৯৫) ; গঙ্গামজ্জন (ঐ ১।১০০-১২২), ফুলিয়ায় ও শান্তিপুরে ভক্তসম্মিলনী (ঐ ১।১২৭-২৮৫) ; নীলাচলযাত্রা (ঐ ২।৪-২৮) পথে আটিসারা (ঐ ২।৫১-৫৬), ছত্রভোগ (ঐ ২।৫৭-৮৫), রামচন্দ্র খানের প্রতি কৃপা (ঐ ২।৮২-১৪৪) ; কীর্ত্তন, নৃত্যাদিসহ নৌকাপথে গমন (ঐ ২।১১৯-১৪৬) ; দানীর প্রতি কৃপাদি (ঐ ২।১৬৪-১৮৭) ; দণ্ড-ভঙ্গলীলা (ঐ ২।২০৮-২৩৫) ; জলেশ্বরে শিবদর্শন (ঐ ২।২৩৬-২৬৩) ; বাঁশদহে শাক্ত সন্ন্যাসির প্রতি কৃপা (ঐ ২।২৬৪-২৭২) ; রেমুণায় গোপীনাথ-দর্শনাদি (ঐ ২।২৭৬-২৭৯), ক্ষীরচোরার কাহিনী চৈচ মধ্য ৪।১৯-২১১) যাজপুরে গমন (চৈভা অন্ত্য ২।২৮০-৩০৩) সাক্ষীগোপাল-দর্শন (ঐ ২।৩০৪-৩০৫) ; ভুবনেশ্বরে গমন (চৈভা অন্ত্য ২।৩০৭-৪০৩) ঐ কাহিনী (চৈচ মধ্য ৫।৫-১৩৪) আঠারনালায় প্রবেশ (ঐ ২।৪১৯-২০) ; জগন্নাথ দর্শনে আনন্দমূর্চ্ছাদি (ঐ ২।৪৩০ ৪৭৪) ; সার্বভৌম-গৃহে ভক্তবৃন্দ-মিলনাদি (ঐ ২।৪৭৫-৫০১), সার্বভৌমের প্রতি কৃপাদি (ঐ ৩।৯-১৫২ , চৈচ মধ্য ৬।৩-২৮৭) ১৪৩২শকে বৈশাখে দক্ষিণদেশে গমনোদ্যোগ (চৈচ মধ্য ৭।৩—৫৮) কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে গমন (ঐ ৭।৫৯—৯৩), প্রভুর মুখে নামসংকীর্ত্তন-শ্রবণে লোকের প্রেমোন্মাদ (ঐ ৭।৯৫—১১২) ক্রমে কূর্ম-স্থানে কূর্মবিপ্রের আতিথ্যগ্রহণ (ঐ ৭।১২১—১৩২) গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবের উদ্ধার (ঐ ৭।১৩৬—১৪৯), গোদাবরীতে রামানন্দ-মিলন ও কৃষ্ণকথাদি (ঐ ৮।১০—৩০৪), দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও সিদ্ধবটে রামসেবক বৈষ্ণববিপ্রের কৃষ্ণনাম-স্ফুরণাদি (ঐ ৯।১৭— ৩৮), বৌদ্ধ-পরাজয় (ঐ ৯।৪৭—৬৩), রঙ্গক্ষেত্রে ব্যেঙ্কট-ভবনে চাতুর্মাস্যবাস (ঐ ৯।৮২—১৬৬) ; ঋষভ-পর্বতে পরমানন্দপুরীর মিলন (ঐ ১৬৭—১৭৫) ; মাদুরায় রামভক্ত-মিলন ও তাহার নিকট সীতাদেবীর রাবণ-কর্ত্তৃক অস্পৃষ্টাবস্থাতেই অন্তর্ধানাদি-বর্ণনা (ঐ ৯।১৭৯—২১৭), ভট্টথারি-বৃত্তান্ত (ঐ ৯।২২৬—২৩৩), ব্রহ্ম-সংহিতা-প্রাপ্তি (ঐ ৯।২৩৭—২৪০), উড়ুপীতে নর্ত্তকগোপালদর্শন ও মাধ্বী-সংপ্রদায়ের সহিত শাস্ত্রালাপ (ঐ ৯।২৪৫—২৭৮) ; পাণ্ঢারপুরে শ্রীরঙ্গ-পুরীর সহিত সাক্ষাৎকার (ঐ ৯।২৮২—৩০৩) কৃষ্ণবেণ্বাতীরে 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'-প্রাপ্তি (ঐ ৯।৩০৪—৩৩৯)। পুনরায় বিদ্যানগর হইয়া নীলাচলে আগমন ও বৈষ্ণবমিলনাদি (ঐ ১০।৩৯-৬২) ; কালা কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপে প্রেরণাদি (ঐ ১০।৬৫—৭৯), সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নীলাচলে যাত্রার আয়োজন এবং পরমানন্দ-পুরীর সর্বাগ্রে পুরী-গমনাদি (ঐ ১০।৮০—৯১) ; স্বরূপদামোদরের সহিত মিলন (ঐ ১০।১০২—১২৯),গোবিন্দের

আগমনাদি (চৈচ মধ্য ১০।১৩১-১৫০), ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগমন (ঐ ১০। ১৫১—১৮৩)। কাশীশ্বর মিলন (ঐ ১০।১৮৫—১৮৬)। রাজা প্রতাপ-রুদ্রের গৌরমিলনে উৎকণ্ঠা (ঐ ১১। ৩-৫৯), গৌড়ীয়গণের পুরীতে মহাপ্রভুর দর্শনে আগমন (ঐ ১১।৬৭ —২১১) মন্দিরাঙ্গনে মহাকীর্ত্তন (ঐ ১১।২১৪—২৪১)। প্রতাপরুদ্রের জন্য ভক্তগণের প্রার্থনা (ঐ ১২।৪ —৩২); নিত্যানন্দ-পরামর্শে প্রভুর বহির্বাসদান (ঐ ১২।৩৩—৩৮), রাজপুত্রের প্রভুদর্শন (ঐ ১২।৫৫— ৬৯)। গুণ্ডিচামার্জনাদি (ঐ ১২। ৭৩–২২১)। রথাগ্রে নর্ত্তনাদি (ঐ ১৩।৩ · ২০৩)। প্রভুর বিশ্রাম-কালে প্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণব-বেশে প্রভুপাশে গমন ও কৃপালাভ (ঐ ১৪।৪— ১৯) বলগণ্ডির প্রসাদ-সেবন (ঐ ১৪। ২৫—৪৩) আইটোটায় বিশ্রামাদি, ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি (ঐ ১৪।৬৫— ৯১)। হেরা পঞ্চমীর সাজসজ্জা ও গোপীমানাস্বাদনাদি (ঐ ১৪।১০৬— ২৪৩); পুনর্যাত্রাদি (ঐ ১৪।২৪৪— ২৪৫) কুলীনগ্রামীর প্রতি পট্ট-ডোরীর জন্য আদেশ (ঐ ১৪।২৪৬— ২৫৩)। নন্দোৎসবদিনে গোপ-বেশে অভিনয় (ঐ ১৫।১৭—৩১); মাতৃভক্তি-প্রখ্যাপনাদি (ঐ ১৫। ৪৭—৬৬), রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণ-সেবাস্বাদন (ঐ ১৫।৬৮—৯২)। মাহাত্ম্য-কথনপূর্ব্বক ভক্ত-বিদায় (ঐ ১৫।৯৩—১৮২)। সার্বভৌম-গৃহে ভিক্ষাদি (ঐ ১৫।১৮৬—২৭৮), অমোঘের বিসূচিকা ও তন্নিরাকরণ (ঐ ১৫।২৪৫—২৯২)। গৌড়দেশে যাত্রা (ঐ ১৬।৯০—১২৯), তিলার্দ্ধ বিরহাসহিষ্ণু শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামির ক্ষেত্রসন্ন্যাসত্যাগ ও আত্যন্তিক গৌর-নিষ্ঠার প্রসঙ্গ (ঐ ১৬।১৩০—১৩২)। পাণিহাটি, কুমারহট্ট ও কাঁচরাপাড়াদি হইয়া (চৈচ মধ্য ১৬।২০২—২০৬) পুনরায় বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গমনাদি (চৈভা অন্ত্য ৩।২৭৩—৩৩২), কুলিয়ায় (ঐ ৩।৩৪৩—৪৪১); দেবানন্দের প্রতি কৃপা ও ভাগবত-তাৎপর্য-বর্ণনাদি (ঐ ৩।৪৬৪— ৫৪০)। প্রেমবিলাসের (৮) মতে মহাপ্রভু এই সময়ে তত্তিবপুরের ঘাটে পদ্মানদী পার হইয়া চতুরপুরে রাম-কেলিতে শ্রীরূপসনাতনের সহিত মিলিত হন। রামকেলিতে গমনাদি (চৈভা অন্ত্য ৪।৫—১৩০) পুনরায় অদ্বৈত-মন্দিরে মাধবেন্দ্র-তিথি-আরা-ধনায় (চৈভা অন্ত্য ৪।১৩১— ৫১৯)। কুমারহট্টে শ্রীবাস-ভবনে (ঐ ৫।৫—৭৪), পাণিহাটিতে রাঘব-মন্দিরে (ঐ ৫।৭৫—১০৮), বরাহ-নগরে (ঐ ৫।১১০—১২০), পুনরায় নীলাচলে (ঐ ৫।১২৩—১৩৮)। ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীধাম বৃন্দাবন-যাত্রা (চৈচ মধ্য ১৭।৩—৮১) কাশীতে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরাদির সহ মিলন (ঐ ১৭।৮২—১৪৪); প্রয়াগে বিন্দুমাধব-দর্শনাদি (ঐ ১৭।১৪৯) মথুরায় প্রবেশ ও তীর্থদর্শনাদি (ঐ ১৭।১৫৫—২২৯)। শ্রীরাধাকুণ্ডা-বিষ্কার (ঐ ১৮।৩—১৪), গোবর্দ্ধন-দর্শন (ঐ ১৮।১৭—৫৪); সকল লীলাস্থলী-দর্শন (ঐ ১৮।৫৫—১৪২); নীলাচলপথে হঠাৎ বংশীধ্বনির শ্রবণে প্রেমাবেশ ও পাঠানের প্রতি কৃপাদি (ঐ ১৮।১৪৩—২১৩)। প্রয়াগে শ্রীরূপ-মিলন ও তত্ত্বকথাদি (ঐ ১৯। ৩৭—২৫৪)। কাশীতে শ্রীসনাতনের সহ মিলন এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিষয়ে বিস্তর উপদেশ (ঐ মধ্য ২০—২৩ অধ্যায়); 'আত্মারাম' শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা (ঐ মধ্য ২৪ অধ্যায়); বৈষ্ণব স্মৃতির সূত্র-কথন (ঐ মধ্য ২৪।৩২৩— ৩৪০)। প্রবোধানন্দ-উদ্ধার (ঐ মধ্য ২৫।৪—১৫৯)। সুবুদ্ধি মিশ্রের সহিত মিলনাদি (ঐ ২৫।১৮০— ১৯৯)। পুনরায় নীলাচলে বিজয় (ঐ ২৫।২১৫—২৩০)। হিন্দী ভক্তমালের (৫৯৬ পৃঃ) বর্ণনানুসারে মহাপ্রভু কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরে জগন্নাথকে কৃপা করেন এবং জগন্নাথের গৃহে তিন দিন বিরাজ করত তাহাকে শিষ্য করিয়া 'কৃষ্ণদাস' নাম দেন। চৈতন্যমঙ্গলে বিশেষ—নীলাচল-পথে জনৈক গোপের নিকট তক্র-পান (চৈম অন্ত্য ৩।৪—২১); ক্রমে ক্রমে রাঢ় দেশ দিয়া নদীয়ায় প্রত্যা-বর্ত্তন (ঐ ৩।২২—৫৬); শান্তিপুর, তমলুক হইয়া (ঐ ৩।৫৭—৬৪) পুরুষোত্তমে আগমন। স্বরূপ-কর্ত্তৃক প্রেরিত (প্রভুর আগমন-)বার্ত্তা পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল-যাত্রা, শিবানন্দের ঘাটী-সমাধান (চৈচ অন্ত্য ১।১৩—১৬) ভক্ত কুকুরের নীলাচলে প্রভুমিলনাদি (ঐ ১।১৭—৩২); শ্রীরূপের বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে প্রভু-মিলন ও নাটক-পরীক্ষাদি (ঐ ১।৩৪ ২২০)। আখুয়া মুলুকের নকুল ব্রহ্মচারির হৃদয়ে মহাপ্রভুর আবেশ, শিবানন্দের

সন্দেহ ও তৎভঞ্জনাদি (ঐ ২।১৬—৩২); নৃসিংহানন্দের সম্মুখে প্রভুর আবির্ভাব ও ভোজনাদি (ঐ ২।৩৬—৮৩)। ছোট হরিদাসের বর্জন-লীলা (ঐ ২।১০১—১৭১)। বিধবা-ব্রাহ্মণকুমারীর সন্তানে প্রভুর কৃপায় দামোদরের ওলাহনাদি (ঐ ৩।৩—২০); হরিদাসঠাকুর-মুখে নাম-মহিমাস্বাদন (ঐ ৩।৪৯—৯২) হরিদাসের গুণ-বর্ণনাদি (ঐ ৩।৯৪—২৬৫)। নীলাচলে সনাতনের আগমন, হরিদাস ঠাকুরের নিকটে অবস্থান, গাত্রে কণ্ডুর জন্য চিত্তে বিক্ষেপ, প্রভুর পরীক্ষা ও কৃপাদি (ঐ ৪।৩—২৩৮)। রামানন্দ রায়ের নিকট প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে পাঠাইয়া কৃষ্ণকথা প্রচারাদি (ঐ ৫।৪—৮১); বঙ্গদেশী বিপ্রের নাটক-পরীক্ষাদি (ঐ ৯১—১৬২)। শ্রীদাসগোস্বামির দণ্ডমহোৎসব, নিত্যানন্দের কৃপা পাইয়া পলায়ন করত ১২ দিনে গিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ-প্রাপ্তি, কঠোর বৈরাগ্য ও অন্তরঙ্গ সেবাদি (ঐ ৬।১৩—৩২৬)। বল্লভভট্টের গর্বনাশাদি (ঐ ৭।৪-১৬৮); রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে ভিক্ষা-সঙ্কোচনাদি (ঐ ৮।৫—৯৫)। বাণীনাথের চাঙ্গে চড়ান-লীলা ও কৃপাদি (ঐ ৯।১৩—১৫১)। রথযাত্রায় পূর্ববৎ ভক্ত-সমাগম, রাঘবের ঝালি-সমর্পণ, কীর্ত্তনাদি (ঐ ১০।৩—৮১); গোবিন্দের সেবানিষ্ঠাদি (ঐ ১০। ৮২—১০১)।

প্রভুর সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক নীলাচলে আসিয়া নিত্যানন্দের আশ্রম-বিরোধী আচারে স্বীয় সন্দেহ-জ্ঞাপন এবং প্রভুর তন্নিরসনাদি (চৈভা অন্ত্য ৬.৮—১২৩); চৈতন্য-নিত্যানন্দের নিভৃতে মিলন (ঐ ৭। ১৮—১০২), টোটা গোপীনাথে নিত্যানন্দদ্রব্যাস্বাদনে প্রভুর গমনাদি (ঐ ৭।১০২—১৬৪)। ভক্তগণ-সহ নরেন্দ্রে জলকেলি (ঐ ৮।১০১—১৪৮)। তুলসী-সেবাদি (ঐ ৮। ১৫৪—১৬১)। অদ্বৈতাচার্যের রন্ধন ও প্রভুর একেশ্বর ভোজনাদি (ঐ ৯।১৪—৭৭)। দামোদর-মুখে শচীমাতার ভক্তি-মহিমাশ্রবণ (ঐ ৯।৯১—১০৫)। ভক্তগণকে 'লক্ষেশ্বর' হওয়ার নির্দেশ (ঐ ৯।১২১—১২৮)। ভারতী-সমীপে জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য-প্রশ্নাদি (ঐ ৯।১৩০—১৫৫)। অদ্বৈত সিংহ-কর্ত্তৃক গৌর-নাম-প্রচার-প্রবর্ত্তনাদি (ঐ ৯।১৫৯—২৩৩)। অদ্বৈতের বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা, তদুত্তরে শ্রীবাসকে প্রহারাদি (ঐ ৯। ২৮০—২৯৮)। শ্রীগদাধর-মুখে শ্রী-ভাগবতাস্বাদন, স্বরূপ-কণ্ঠে সঙ্গীত-শ্রবণাদি (ঐ ১০।৩২—৫৭), প্রেমা-বেশে কূপে পতনাদি (ঐ ১০।৫৮—৬৪)। প্রেমনিধি-মিলনাদি (ঐ ১০।৭৭—১৮০)। শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের নির্যাণে ভক্তবাৎসল্যসীমা-প্রকটন (চৈচ অন্ত্য ১১।১৬—১০৭) গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল যাত্রা, নিত্যানন্দপ্রভু-কর্ত্তৃক বাসার অনিশ্চয়ে শিবানন্দকে পাদপ্রহার-কৃপাদি এবং ক্ষোভে শ্রীকান্ত সেনের নীলাচল-গমনাদি (ঐ অন্ত্য ১২।৭—৪৪); পরমানন্দ (পুরী) দাসের সহিত মিলন (ঐ ১২।৪৫—৫৩), পরমেশ্বর মোদকের সহিত মিলন (ঐ ১২।৫৪—৬০)। গৌড় হইতে জগদানন্দের চন্দনাদি তৈল লইয়া নীলাচলে গমন ও প্রভুর তৈল-গ্রহণে আপত্তিতে জগদানন্দের ক্রোধাদি (ঐ ১২।১০২—১৫৫)। প্রভু-কর্তৃক জগদানন্দ-নির্মিত তুলিবালিশ-প্রত্যাখ্যান অথচ স্বরূপ-কৃত কলার পেটো-নির্মিত শয্যায় শয়নাদি (ঐ ১৩।৫—২০) জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন, সনাতন-সহ মিলন—মুকুন্দ-সরস্বতীর বস্ত্র শ্রীসনাতনের মস্তকে দেখিয়া জগদানন্দের ক্রোধাদি (ঐ ১৩।২১—৬৫)। গুর্জরীরাগিণীতে গীতগোবিন্দ-গান শুনিয়া প্রভুর 'সিজের-বাড়ি' লঙ্ঘনক্রমে ধাবন ও গোবিন্দ-কৃত নিবারণাদি (ঐ ১৩। ৭৮—৮৮)। রঘুনাথ ভট্টের মিলন ও কৃপাদি (ঐ ১৩।৮৯—১৩৫)। দিব্যোন্মাদ, চিত্রজল্প, সিংহদ্বারে পতন, চটক পর্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমে অভিসারাদি (ঐ ১৪।৫—১১৯)। পঞ্চেন্দ্রিয়ের যুগপৎ আকর্ষণ, বিলাপোক্তি, স্বরূপ-কণ্ঠে গান, রামানন্দের শ্লোকপাঠাদি (ঐ ১৫।৪—৯৮)। কালিদাসের বৈষ্ণবাধরামৃতে নিষ্ঠা জানিয়া প্রভুর মহাকৃপা (ঐ ১৬।৫—৬৪), ফেলালব-বৃত্তান্ত (ঐ ১৬।৮৮—১৪৯)। কূর্মঠাকৃতিভাব (ঐ ১৭।৩—৭১); শরজ্জ্যোৎস্নায় সমুদ্রদর্শনে যমুনাভাগে মঞ্জরীভাবে জলকেলি-দর্শন ও সমুদ্রে পতন-লীলাদি (ঐ ১৮।৩—১১৯)। মাতৃ-সন্তোষণার্থ নবদ্বীপে জগদানন্দকে প্রসাদী দ্রব্যাদিসহ প্রেরণ (ঐ ১৯। ৫—১৫); অদ্বৈত প্রভুর তরজা-শ্রবণে প্রভুর বিরহদশার দ্বিগুণ বৃদ্ধি,

রাধাভাবাবেশে অনুক্ষণ উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপাদি, ভিত্তে মুখঘর্ষণ, কৃষ্ণগন্ধে দিব্যনৃত্যাদি (ঐ ১৯।২০—১০৪)। দ্রাবিড়ীয় ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-নিরাকরণে নীলাচলে আগমন, সপ্তাহ উপবাস, বিভীষণসহ সাক্ষাৎকার ও পরে প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি (চৈম শেষ ৩।৪।৪—৯২)। দৈন্যোদ্বেগাদিসহকৃত শিক্ষাষ্টকের শ্লোকাস্বাদনে স্বরূপরায়ের সহিত নিশাযাপনাদি বিবিধ লীলা (চৈচ অন্ত্য ২০।৩—৭২)।

গৌর-মন্ত্র—(১) ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে (৩।১৪—১৬) Madras Oriental Mss. Libraryর পুঁথি। (২) ঈশান-সংহিতায় পাঁচটি, (৩) শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামি-কৃত পদ্ধতিতে (৫৪—৫৫) বিরাজমান। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে (৯), অদ্বৈতপ্রকাশে (১০) মিশ্র-দম্পতির দীক্ষা-প্রসঙ্গে ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্য ২।৩১) 'গৌর-গোপাল-মন্ত্র চারিঅক্ষর', অদ্বৈত-প্রকাশে (১২) 'সপ্রণব গৌরায় নমঃ'; শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-মহাকাব্যের (১৬৮০ শকে) ১৮।২২—৩৪ শ্লোকে শ্রীগৌরমন্ত্র, গায়ত্রী ও ধ্যানাদি বিদ্যমান [গৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধান প্রথম খণ্ডে ২৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]। এতদ্‌ব্যতীত চৈতন্যকল্পে, চৈতন্যমহাভাগবতে (১।১।৩, ১২।১০।৫৯—৬০), শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের আনন্দি-কৃত টীকায় (৩১) এবং বহুত্র দেখা যায়। ধ্যান, গায়ত্রী প্রভৃতি ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতিতে (৪৯, ৫৬, ৭২) দ্রষ্টব্য।

অষ্টক—শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য-কৃত, (২) শ্রীনরহরি সরকার-কৃত শ্রীশচী-সুতাষ্টক; শ্রীরূপপ্রভুকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টক, শ্রীপ্রবোধানন্দ-কৃত 'গৌরসুধাকর-চিত্রাষ্টক' এবং শ্রীমদ্দাসগোস্বামিকৃত—শ্রীশচীসূন্বষ্টক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

অষ্টোত্তরশতনাম—শ্রীসার্বভৌম-কৃত।

নামদ্বাদশক ও নাম-বিংশতি-স্তোত্র—শ্রীসার্বভৌম-কৃত।

সহস্রক—শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীকবি-কর্ণপূর ও শ্রীরূপপ্রভু-কৃত তিনটী।

স্তব—শ্রীরঘুনন্দনঠাকুর-কৃত 'নবদ্বীপ চন্দ্রস্তবরাজ'। (২) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-কৃত 'প্রত্যঙ্গবর্ণনাখ্যস্তবরাজ।' (৩) গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু (দাসগোস্বামী)।

শতক—শ্রীসার্বভৌম-কৃত শ্রীচৈতন্য-শতক, (২) শ্রীরতিকান্তঠাকুরকৃত 'শ্রীগৌর-শতক।'

অষ্টকালীয় সূত্র—(১) শ্রীরূপ-প্রভুকৃত—ভাবাঢ্যলীলা, (২) শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামি-কৃত (পদ্ধতি ৭২-৭৭) এবং (৩) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত—স্মরণমঙ্গল। বঙ্গভাষানিবদ্ধ গৌর-চরিতচিন্তামণিতে শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্ত্তী বিস্তারিতভাবে অষ্টকাল আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভু-বিষয়ক গ্রন্থাদি—(১) বঙ্গভাষায়—শ্রীগৌরসুন্দর (শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী), অমিয়-নিমাই-চরিত (শ্রীশিশির কুমার ঘোষ), শ্রীচৈতন্যদেব (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ) প্রভৃতি। (২) ওড়িয়া ভাষায়—চৈতন্য-ভাগবত (ঈশ্বর দাস), চৈতন্য-বিলাস (মাধব)। (৩) ব্রজভাষায়—চৈতন্যচরিতামৃত (সুবলশ্যাম)। (৪) হিন্দী ভাষায়—অমিয়-নিমাই-চরিত, চৈতন্যপ্রেম-সাগর (পণ্ডিত রামানন্দ), চৈতন্য-চরিতাবলী (প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী); (৫) গুরুমুখী ভাষায়—চৈতন্য-চরিত। (৬) উর্দ্দু ভাষায়—শ্রীনিমাইচাঁদ (কৃষ্ণপ্রসাদ ভুগ্‌গুল), (৭) তেলেগু ভাষায়—শ্রীচৈতন্য-লীলামৃতসারম্, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতম্; 'Lord Gouranga in Telegu'. (৮) তামিল ভাষায়—Life and Teachings of Gouranga (P. V. Pillai, Madras). (৯) ইংরেজী ভাষায়--Lord Gouranga (Sisir Kumar Ghose), Sri Krisna Chaitanya (N. K. Sanyal), Lord Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu (B. P. Tirtha), Chaitanya (G. Tucci), Life of Sri-Chaitanya (C. S. Triloke kar), Chaitanya and His Companions (D. C. Sen), Gouranga and His Gospel (M. Dhar), The Universal Religion of Sri Chaitanya (N. N. Chatterjee). Chaitanya's Pilgrimage and Teachings (J. Sarkar).

শ্রীমন্ মহাপ্রভু-রচিত 'শিক্ষাষ্টকই' সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে বেদ-বেদান্তাদি নিখিলশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পুরুষার্থ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত স্তোত্রটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মুখচন্দ্র-নির্গলিত বলিয়া টীকাকার বিট্‌ঠলেশ্বরের মত। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নামে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টক ও প্রবন্ধাদি আরোপিত হয়, তাহাদের

প্রামাণ্য সন্দেহ-মুক্ত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক বিশেষ কোনও গ্রন্থ রচনা না করিলেও তাঁহা-কর্ত্তৃক সঞ্চারিত-শক্তি শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টপূরক শ্রীরূপ-সনাতনাদি তদনুগ মনীষীগণ যে সকল গ্রন্থরাজি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীগৌরের অন্তর্নিহিত ভাবরাজি দেদীপ্যমান্ হইয়াছে। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যসম্বন্ধে তিনি যে বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বেদান্তমত-সম্বন্ধে হার্দ বিনিশ্চিত হয়। পাঠকগণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মধ্য ৬।১৩৩—১৭৫ এবং ২৫।৮৯—১৪৬) পয়ারগুলি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ কিভাবে অতিসহজ সুখবোধ্য ভাষায় বেদান্তের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলির সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়াছেন। এই বিচার-ধারাই গৌড়ীয় গুরুগোস্বামিগণের যাবতীয় গ্রন্থে অনুস্যূত হইয়াছে। ইহারই ফলে শ্রীজীবপাদের ষট্সন্দর্ভ, ক্রম-সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থরত্নমালার উদ্ভব হইয়াছে।

এস্থলে অতিসংক্ষেপে মহাপ্রভুর বেদান্ত-মত লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়মুক্ত শ্রীনারায়ণই বেদব্যাসরূপে ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। শ্রুতিগণই ব্রহ্মসূত্রের উপ-জীব্য। ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অভিধা বৃত্তির আশ্রয়ে সুনিষ্পন্ন হইলেও শ্রীভগবদাজ্ঞাবহ শ্রীশঙ্করাচার্য লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা ভাষ্য রচনা করায় বেদান্ত সূত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিত হইয়াছে।

(১) প্রথমতঃ ব্রহ্মশব্দের তাৎপর্য-বিচারে (বৃংহতি, বৃংহয়তি চ) মুখ্যার্থ হইতেছে অসমোর্দ্ধ (বৃহত্তম) স্বাভাবিকী- জ্ঞানবলক্রিয়া-শক্তি- সমন্বিত তত্ত্ব (শ্বেতাশ্ব° ৬।৮); সুতরাং বৃংহণ অর্থাৎ অন্যকেও বৃহৎ করিবার শক্তিযুক্ত বস্তুই ব্রহ্ম। আচার্য শঙ্করও (ভাষ্যে ১।১।১ 'অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং সর্ব-শক্তি-সমন্বিতং ব্রহ্ম') স্বীকার করিয়াছেন যে বৃংহ-ধাতু-নিষ্পন্ন ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিতে নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিযুক্ত বস্তুকে বুঝায়। সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ তত্ত্ব; সর্বজ্ঞ (মুণ্ডক ২।২।৭), রস (তৈত্তিরীয় ২।৭), আনন্দ (বৃহদা° ৩।৯।২৮।৭), সত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ এবং অনন্ত (তৈত্তিরীয় ২।১।৩)—এই সকল শ্রুতিবাক্য স্পষ্টতঃই সবিশেষপর, কেননা সর্বজ্ঞাদি শব্দ বিশেষত্ব-সূচক। ব্রহ্মের লীলার দ্বৈবিধ্য—(১) মায়িকা সৃষ্টিস্থিত্যাদি এবং (২) স্বরূপ-শক্তিময়ী শ্রীবিগ্রহচেষ্টা হাস্যবিলাসাদি (প্রীতি ১৫০) ব্রহ্মসূত্রের ২।১।৩৩ সূত্রে সঙ্কেতিত হইয়াছে। 'স ঐক্ষত, সোঽকাময়ত' প্রভৃতি বহু শ্রুতিতে ব্রহ্মের শক্তির পরিচয় আছে। সুতরাং ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ—'চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্ধ্ব সমান' (চৈচ আদি ৭।১১১)। যদি প্রশ্ন হয় যে শ্রুতিতে ত নির্বিশেষপর বাক্যও আছে; তাহার কি গতি হইবে? তদুত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—'শ্রুতি যে যে স্থলে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিরাকার ইত্যাদি বলিয়াছেন, তত্তৎ-স্থলে প্রাকৃত গুণাদি নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত গুণাদিতেই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে (চৈচ মধ্য ৬। ১৪১)। তাহার কারণও এই যে শ্রীভগবানের সবিশেষত্ব-নির্ণায়ক তৈত্তিরীয় শ্রুতি (৩।১) বলিতেছেন 'জীবজগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ে ব্রহ্মই অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকরূপে অধিষ্ঠিত আছেন' (চৈচ মধ্য ৬।১৪৪)। সুতরাং (চৈনা ৬।৬৭ উদ্ধৃত) হয়-শীর্ষ পঞ্চরাত্রের অনুসরণে বলিতে পারি যে নির্বিশেষপরা শ্রুতি হইতেও সবিশেষপরা শ্রুতিরই বলবত্তা সমর্থিত হইয়াছে।

(২) মুণ্ডক (২।২।৭), শ্বেতাশ্ব° (৬।৮), গীতা (৭।৫), বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১,১।১২। ৬৯) পরব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি-বৈচিত্রীর কথা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান—স্বরূপশক্তি (হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎরূপ-তিনবৃত্তিযুক্তা), তটস্থা জীবশক্তি—[(১) নিত্যসিদ্ধ গরুড়াদি পরিকর, (২) সাধনসিদ্ধ ভক্ত, (৩) নিত্যবদ্ধ অনাদি-বহির্মুখ হইলেও স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস] এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি (বিশ্ব-সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্তা)। শঙ্করাচার্য 'কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ' (ভাষ্য ২।১।১৮) স্বীকার করিয়াও শক্তিবৈচিত্র্য মানেন নাই। মহাপ্রভু শক্তি এবং তাহার বৈচিত্র স্বীকার

করিয়াছেন (চৈচ মধ্য ৬।১৫৩-১৬১)।

(৩) শ্রীরামানুজাদি আচার্যগণ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করিলেও শঙ্করাচার্য (ভাষ্য ১।১।২০,৩।২।১৪) নির্বিশেষ ব্রহ্মের মুখ্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব এবং সবিশেষ বা মায়াশবলিত ব্রহ্মের গৌণত্ব ও উপাস্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু শ্রুতিপ্রমাণমূলে পরতত্ত্বকে সচ্চিদানন্দতনু এবং তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, লীলা ও পরিকরাদিকে তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির বিলাস বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন (চৈভা মধ্য ৩।৩৮-৪০,২০।৩৫-৪০)।

(৪) শঙ্কর মায়াবশ জীবকে মায়াধীশ ব্রহ্মের সহিত অভেদ করিয়াছেন, মহাপ্রভু তাহা নিরসন করিয়াছেন (চৈচ মধ্য ৬।১৬২)।

(৫) ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে পরিণাম-বাদ স্থাপন করিলেও শঙ্কর স্বকপোলকল্পনায় বিবর্তবাদ স্থাপন করত ব্যাসকেও ভ্রান্ত বলিয়াছেন (ভাষ্য ২।১।১৪); মহাপ্রভু এই মতকেও খণ্ডন করিয়াছেন (চৈচ আদি ৭।১২১-১২৭), মধ্য ৬।১৭০-১৭২)।

(৬) শঙ্কর 'তত্ত্বমসি'বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন--উহা বেদের একদেশমাত্র, বস্তুতঃ প্রণবই মহাবাক্য, বেদের নিদান, ঈশ্বর-স্বরূপ, প্রণবপূর্বকই বিশ্বসৃষ্টি হয় ইত্যাদি। (চৈচ আদি ৭।১২৮-১৩০)

বস্তুতঃ এই বেদাশ্রয়-নাস্তিক্য-বাদকে মহাপ্রভু বৌদ্ধমতবাদ হইতেও অধিক নিন্দনীয় বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন (চৈচ মধ্য ৬। ১৬৮)। ঔপাধিকভেদাভেদবাদী আচার্য ভাস্কর শ্রীরামানুজাচার্যের বহুপূর্বে স্বভাষ্যে (১।৪।২৫, ২।২।২৯) এই মায়াবাদকে 'মাহাযানিকবৌদ্ধ-গাথিত' বলিয়া ধিক্কার করিয়াছেন। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য বিবেকচূড়ামণিতে (১১১) বৌদ্ধমত-সিদ্ধ লঙ্কাবতার-সূত্রের সিদ্ধান্ত (মায়া চ মহামতে! বৈচিত্র্যাৎ ন অন্যা ন অনন্যা') মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন—সদসদনির্বাচ্যা এই মায়া। শঙ্করও বৌদ্ধ ধম্মপদের (২৭৯) সিদ্ধান্তসম্মত জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও প্রাতিভাসিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য-কারিকার অলাত-শান্তি-প্রকরণে অজাতিবাদ, উচ্ছেদ-বাদ বা সর্বশূন্যত্ববাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমতই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন এবং বুদ্ধকেই বহুবচন প্রয়োগদ্বারা (বুদ্ধৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্—৪।৮৮, বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা—৪।১৯) সম্মানিত করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগণই একবাক্যে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

এক্ষণে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যনির্ণয়ে পন্থা কি, তাহাই বিবেচ্য। সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগণই স্বস্বপক্ষে সিদ্ধান্ত করিয়া স্বস্ব-মতই স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু মূর্ত্ত শব্দব্রহ্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু তারস্বরে ঘোষণা করিলেন যে (চৈচ মধ্য ২৫।৯৫—৯৮) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ—শ্রীমদ্ভাগবতই।

'চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়। তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥ যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন। ভাগবতে সেই ঋক্শ্লোকে নিবন্ধন ॥ অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত। ভাগবত-শ্লোক, উপ-নিষৎ কহে এক মত ॥' সুতরাং ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীভাগবত একার্থ-প্রতি-পাদক বলিয়া ব্রহ্মসূত্রের অভিমত যাবতীয় তত্ত্বতথ্যই শ্রীভাগবতরূপ ভাষ্যে অন্তর্নিহিত। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে শ্রীমদ্ভাগবতানু-গত পন্থাই আদরণীয়। শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ-চূড়ামণি। মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সকলকে শ্রীমদ্ভাগ-বত অধ্যাপনার উপদেশও দিয়াছেন (চৈভা অন্ত্য ৩।৫০৫—৫৩৯)। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহ স্বরূপও ভাগবতাধ্যয়নরীতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন (চৈচ অন্ত্য ৫।১৩১—১৩২)। 'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ চৈতন্যের ভক্ত-গণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে সে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ' ॥ তাৎপর্য এই যে গৌড়ীয় গুরু গোস্বামিগণের আনুগত্যেই শাস্ত্রের নিগূঢ় বাচ্যধ্বনি স্ফূর্ত্তি হয়।

কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপীর সুবর্ণ বণিককুলে সপ্তদশ শকশতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। ইনি পরম বৈষ্ণব ও মনোহরসাহী কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন। স্থানীয় কৃষ্ণহরি হাজরার নিকট ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি বাল্যকালে মুনিয়া-ডিহির আলঙ্কারিক ও ভাগবতশাস্ত্র-বিশারদ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-

শাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বীরভূম হুনোবহরার দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত রামসুন্দর তর্কবাগীশের সহিত ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক অদ্বৈতদাস বাবাজি মহাশয়ও ইঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। (মুর্শিদাবাদ-কথা ৪।৩৮৮ পৃষ্ঠা)

কৃষ্ণদাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। ইঁহারা চারি ভ্রাতা। 'নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর। দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর'॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৪৬] ২ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা। বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যং প্রেম-মত্ত-কলেবরম্‌। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ-পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহম্‌ [শা° নি° ৪০]॥ ৩ শ্রীআচার্য-প্রভুর পঞ্চম অধস্তন, নামান্তর—লালদাস। নাভাজী-কৃত হিন্দী ভক্তমাল-গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদক। ৪—৬ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয় [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৯—১৬০] এবং শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রপৌত্র, শ্রীনয়নানন্দপ্রভুর প্রশিষ্য। শেষোক্ত মহাজন 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। পুঁথিদ্বয় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রক্ষিত আছে। ৭ পূজারী ঠাকুরের শিষ্য। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। 'পূজারী ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণদাস নাম। অত্যন্ত বিরক্ত সেই মহাগুণবান্‌'॥ [প্রেম ১০]

এই কৃষ্ণদাস এবং ভূগর্ভ ঠাকুরের শিষ্য রামদাস, দুই জনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরী-দর্শনে যাইবার সময় শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীল লোকনাথ প্রভু প্রভৃতি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর সংবাদ পাইবার জন্য খেতুরি, যাজি-গ্রাম ও গোপীবল্লভপুর হইয়া গমন করিতে ইঁহাদিগকে আজ্ঞা করিয়া-ছিলেন। আর উঁহাদের বৈষ্ণবের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা--তাহাও জানিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন :—

'যাইয়া চাহিবা শীঘ্র ভোজন করিতে। অপরাধ বলি ভয় না করিহ চিতে'॥ (প্রেম ১৭)

৮ শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীহরিবংশ গোস্বামির প্রথম পুত্র। শ্রীহরিবংশ শ্রীলগোপাল ভট্টের শিষ্য ছিলেন, পরে গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করার জন্য বিতাড়িত হন। কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবা করিতেন। ইঁহার ভ্রাতার নাম ছিল—সূর্যদাস। (হরিবংশ দেখ)।

'পূর্বে হরিবংশের দুই পুত্র হয়। কৃষ্ণদাস, সূর্যদাস যাঁর নাম রাখয়'॥ (প্রেম ১৮)

৯ উড়িষ্যাদেশবাসী। শ্রীজগন্নাথ-দেবের বেত্রধারী সেবক। ইনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অগ্রে অগ্রে স্বর্ণবেত্র ধারণ করত গমন করিতেন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী॥ [চৈ° চ° মধ্য ১০।৪২]

১০ শ্রীগোবিন্দ-মঙ্গল-নামক বাঙ্গালা কাব্যের রচয়িতা (পাটবাড়ী পুঁথি বাং কা ১৪)।

কৃষ্ণদাস অধিকারী—শ্রীজীব-গোস্বামির ছাত্র। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-দীপিকার 'প্রভা'-নামক বৃত্তিকার।

'শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধি-কারী। তিঁহো নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি'॥ [ভক্তি ১।৮০৫]

কেহ কেহ ইঁহাকে **মন্ত্রশিষ্য** বলিলেও সাধন-দীপিকায় কিন্তু ইহাকে শ্রীজীবের অধ্যয়নের শিষ্য বলিয়াছেন; যথা (৯ শেষ) 'শ্রীকৃষ্ণদাসনামা ব্রাহ্মণো গৌড়ীয়ঃ শ্রীমজ্জীব-বিদ্যাধ্যয়নে শিষ্যঃ; ন তু মন্ত্রশিষ্যঃ'।

কৃষ্ণদাস বা রামকৃষ্ণ দাস—সুবর্ণ বণিক্‌। পূর্ববাস—অম্বিকানগর, হাঁসপুকুরের উত্তর। পিতামহ—মদন-মোহন, পিতা—তারাচাঁদ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—রামনারায়ণ। ইনি ভেক লয়েন। মধ্যম ভ্রাতা রঘুনাথ স্বর্গীয় হন। ইনি সন ১০৭৭ সালে নারদ পুরাণ রচনা করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৬ পৃঃ)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—পূর্বলীলায় ইনি রত্নরেখা। পিতার নাম—ভগীরথ; মাতার নাম--সুনন্দা। ভ্রাতার নাম—শ্যামদাস। (১৪১৮ ?) ১৪২৮ শকাব্দে কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। কৃষ্ণদাসের ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দেহ রক্ষা করেন। এজন্য দুই ভ্রাতা পিতৃষ্বসার গৃহে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। এজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতার হস্তে সমুদয় বিষয় অর্পণ করত হরিনামে উন্মত্ত হয়েন। পরে

একদিবস শ্রীনিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় শেষ পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। প্রেমবিলাসে (১৮) জানা যায়—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইঁহার গুরু ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে কবিরাজ গোস্বামির যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দ লীলামৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শ্রীচরিতামৃত বৈষ্ণবের জীবনসর্বস্ব।

'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত', শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা' এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত —এই তিন অমৃত পরিবেষণ করিয়া তিনি কলি-কল্মষহত জীবকে অমরত্ব দান করিয়াছেন। ইঁহাতে আরোপিত 'স্বরূপ-বর্ণন' নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার অন্য নাম—'স্বরূপ-নির্ণয়' (পাটবাড়ীর পুঁথি বি ১৯৪); বিষয়—গৌর-গণোদ্দেশবৎ। প্রেমবিলাসকার (১৩। ৯৪ পৃঃ) বলেন যে গ্রন্থচুরির সংবাদ পাইয়াই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধা কুণ্ডে ঝাঁপ দেন, ভক্তগণ তাঁহাকে উঠাইলেন—দাস গোস্বামী তাঁহাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কবিরাজ একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া চরণযুগল ধরিয়া—'মুদ্রিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ'। কিন্তু কর্ণানন্দ (৭ম) বলেন যে, কবিরাজ ঝাঁপ দিলেন বটে, কিন্তু তখন প্রাণ-ত্যাগ ঘটে নাই। শ্রীরূপ সনাতনের আদেশ পাইয়া তিনি গ্রন্থপ্রাপ্তির আশায় আরো কতকদিন প্রকট ছিলেন এবং শ্রীদাস গোস্বামির অপ্রকটের পরে ইনি চান্দ্র আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে সমাধি আছে।

বর্ত্তমানে ঝামটপুরে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি এবং কবিরাজ গোস্বামির পাদুকা ও ভজনস্থান আছে। ইনি ব্রজের কস্তুরী-মঞ্জরী (মতান্তরে)।

কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী (ভক্ত ২।১৭) লাহোরে জন্ম, সপ্তবর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-স্ফূর্ত্তি হইয়া ইনি জন্মভূমি ত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সেবক তাঁহাকে সেবা দিয়া নিকটে রাখেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিলে তাঁহার দর্শন পাইয়া ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে ইনি মুলতানে সেবা প্রকাশ করিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনয়ারিচন্দ্রকে শিষ্য করত সেই গাদির মহান্ত করিয়া গুজরাটেও সেবা স্থাপন করেন। ইহার সান্নিধ্যে তত্রত্য বহুলোক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আশ্রিত হয়। মহাপ্রভু স্বকণ্ঠস্থিত গুঞ্জামালা ইহাকে দেন বলিয়া নাম হয়—'গুঞ্জামালী'; ইনি বড় গৌড়ীয় গাদীর সংস্থাপক। পরে আবার পাঞ্জাবের ওলম্বা গ্রামে সেবা বসাইয়া তত্রত্য জনার্দন বিপ্রকে গাদির মোহন্ত করিয়া বসান এবং সিন্ধুদেশে গিয়া বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করেন। এইভাবে অন্যান্য দেশেও নাম প্রেম প্রচার করত ইনি বৃন্দাবনে আজীবন বাস করেন।

কৃষ্ণদাস চট্ট—শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শিষ্য। নদীয়া জেলার ফরিদপুর গ্রামে শ্রীপাট।

'প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস।
লক্ষ হরি নাম জপে, নামেই বিশ্বাস॥
তাঁহার সেবক যত নাহি তার অন্ত॥
সবে হরিনামে রত, সবে গুণবন্ত'॥
(কর্ণা ১)

কৃষ্ণদাস ঠাকুর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

'কৃষ্ণদাস ঠাকুর আর মদন বিশ্বাস।
মদন রায় আর বড়ু চৈতন্য দাস'॥
(প্রেম ২০) 'জয় মহাবিজ্ঞ শ্রীঠাকুর কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণবের প্রতি যার পরম বিশ্বাস'॥ (নরো ১২)

২ অভিরাম দাসের 'পাট-পর্যটন-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শাখা; শ্রীপাট খানাকুল—হুগলী জেলায়।

অভিরামচন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত। তা সবার বাস-গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত॥ খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস। (পা° প°)

কৃষ্ণদাস দাস—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির শিষ্য বলিয়া পরিচিত বৈষ্ণব কবি। ইনি চমৎকার-চন্দ্রিকা, মাধুর্য-কাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ভাগবতা-মৃতকণা, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু ও উজ্জ্বলনীলমণির পয়ারানুবাদ করিয়া-ছেন। 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত'-নামক 'স্মরণমঙ্গলের' অনুবাদটিও ইঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকার পদ্যানুবাদে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

'রাধাকুণ্ডে দিল বাস, তাহে নাহি বিশোয়াস, মন সদা দুষ্ট পথে ধায়।
নিজগুণে কৃপা কর, উদ্ধারহ এ'পামর, নহে আর না দেখি উপায়॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁর কৃপাবলে

স্ফূর্ত্তি, এ লীলাবর্ণনে হৈল আশ। কানুদাস সঙ্গ পাঞা, সাহসে পূরিল হিয়া, কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস॥'

মাধুর্যকাদম্বিনীর শেষে—মাধুর্য-কাদম্বিনী গ্রন্থ পৃথিবী কৈল ধন্য। চক্রবর্ত্তি-মুখে বক্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ 'শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গুরু তাঁহার চরণ-ধ্যানে। ষষ্ঠ অমৃতবৃষ্টি তার ভাষা দীন কৃষ্ণদাস ভণে'॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল স্তোত্রটিরও অনুবাদ ইঁহারই রচনা বলিয়া ধারণা হয়। পয়ারাদি-ছন্দে রচিত অনুবাদটির নাম—শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত। বহরমপুর হইতে ৪০২ শ্রীচৈতন্যাব্দে প্রথম প্রকাশিত। ২—মহাভারতের অনুবাদক কাশীরামদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বৈষ্ণব। শ্রীগোপাল দাস-নামক বৈষ্ণবের শিষ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর-নামে ভণিতা দিয়া 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দের গৌড়দেশে নাম-প্রেমপ্রচারার্থ যাত্রাকালে ইনি সঙ্গী ছিলেন এবং পথিমধ্যে ইহার গোপালভাব প্রকাশ পায়।

[চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।২৩২, ২৪০]

কৃষ্ণদাস (রামদাস) পাঞ্জাবী—(কপূর) মূলতান-নিবাসী; পরে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। ইঁহার বহু শিষ্য। তন্মধ্যে এই পাঁচজন বিখ্যাত—গোপাল ক্ষত্রিয়, বিষ্ণুদাস, রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ অধিকারী ও মুকুন্দ গোস্বামী।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীশ্রীমদন-মোহন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে শুষ্ক রুটী ও শাক ভোগ দিতে মনে মনে কুণ্ঠিত হইতেন। এজন্য শ্রীমদন-মোহন ঠাকুর—

'সনাতন-মন জানি মদনগোপাল। নিজ সেবা বৃদ্ধি-ইচ্ছা হইল তৎকাল॥ হেনকালে মূলতান-দেশীয় একজন। অতিশয় ধনাঢ্য, সর্বাংশে বিচক্ষণ॥ দুর্জয় ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস। নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামির পাশ॥ গোস্বামির চরণে পড়িল লোটাইয়া। কৈল কত দৈন্য নেত্র-জলে সিক্ত হইয়া॥ সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কৈল। শ্রীমদন-মোহন-চরণে সমর্পিল॥

(ভক্তি° ২।৪৬৪—৭১)

কৃষ্ণদাস মদনমোহনের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ করিলেন এবং বিবিধ রত্নালঙ্কারে শ্রীবিগ্রহকে সুশোভিত করত রাজভোগের আয়োজন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস পুরোহিত—গৌড়দেশ-বাসী, শ্রীআচার্য প্রভুর শাখা।

(প্রেম ২০)

কৃষ্ণদাস (প্রেমী)—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামির শিষ্য, শ্রীবৃন্দাবনবাসী—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে ইনিও আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস।

[চৈ° চ° আদি ৮।৬৯]

সাধনদীপিকা (১) মতে শ্রীরূপ প্রভু প্রথমতঃ ইঁহাকে শ্রীগোবিন্দসেবা দেন। ইনি তদনুগ—শ্রীহরিদাস পণ্ডিতকে সেবা সমর্পণ করেন।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—শ্রীগদাধর-শাখা। শ্রীবৃন্দাবন-বাসী।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প-গোপাল॥

[চৈ° চ° আদি ১২।৮৪]

শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমার সময়ে ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী আদি যত জন। সবে প্রেমাবেশে দিল দৃঢ় আলিঙ্গন॥

(ভক্তি ৪।৩৬৮)

শ্রীমদনগোপালের সেবা-অধিকারী। গদাধর-শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী॥

(ভক্তি ১৩।৩১৭)

ইনি ব্রজের ইন্দুলেখা ছিলেন (গৌ° গ° ১৬৪)।

ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং কৃষ্ণদাস-মহাশয়ম্। উজ্জ্বলাব্ধিয়ং শান্তং বৃন্দা-কাননবাসিনম্॥ [শা° নি° ৪৬]

কৃষ্ণদাস ভূঞা—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৩]।

কৃষ্ণদাস মিশ্র—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-পুত্র।

'কৃষ্ণ মিশ্র নাম আর আচার্য-তনয়। চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়'॥

[চৈ° চ° আদি ১২।১৮]

শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ (১১) বলেন যে ১৪১৮ (?) শকে চৈত্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে সীতার গর্ভে ইনি উদয় হন। তখন শ্রীঠাকুরাণী এক পুত্র প্রসব করিলেই শিশুটি দেহত্যাগ করে, তাহাতে শ্রীদেবী রোদন করিতে থাকিলে সীতা কৃষ্ণদাসকে শ্রীর করে সমর্পণ করেন।

কৃষ্ণদাস রাজপুত—যমুনাপুলিনে অক্রূর-স্থানের নিকট ইনি থাকিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ আমলি বৃক্ষ-(তেঁতুলগাছ)-তলে ইনি মহাপ্রভুর

কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এ আমলি-তলে মহা কৌতুক হইল। কৃষ্ণদাস রাজপুতে অতি কৃপা কৈল॥ [ভক্তি ৫।২২৩৪]

'কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন। তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ॥ নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর॥ (প্রভু) তেঁতুলতলাতে বসি করে নামসংকীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন করিয়া করে অক্রুরে ভোজন॥ হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম। রাজপুত গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম॥ কেশিস্নান করি তিঁহো কালিদহ হইতে। আমলি-তলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে'॥ [চৈ° চ° মধ্য ১৮।৭৬—৮৩]

কৃষ্ণদাস প্রভুর দর্শনমাত্রে চমৎকৃত হইয়া পদতলে পড়িয়াছিলেন। প্রভু কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তুমি, কোথায় তোমার ঘর'—তখন কৃষ্ণদাস পরিচয় প্রদান করত কহিলেন—'রাত্রিকালে আমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনাকে দেখিয়া আমার সেই সমুদয় অতীব সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। আমাকে কৃপা করুন' এই বলিয়া বহু দৈন্য করিতে লাগিলেন। প্রভু কৃষ্ণদাসের ভক্তিতে—

প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি'। প্রেমে মত্ত নাচে সেই বলে হরি হরি॥ [চৈ° চ° মধ্য ১৮।৮৮]

কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

একদা শ্রীনীলাচল-পথে প্রভু প্রেমে মূর্ছিত হইলে রামদাস পাঠান ও বিজুলি খাঁন প্রভৃতি ভদ্র পাঠানগণ প্রভুর সঙ্গী উক্ত কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভৃতিকে দস্যু মনে করিয়া যখন প্রতিবিধান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস তাঁহাদের নিকট যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাকে বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়াই জানা যায়।

কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এই গ্রামে। শতেক তুড়্‌কি আছে, দুই শত কামানে॥ এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি। ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবে মারি॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৮।১৭৩)

(রামদাস পাঠান দেখ)

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া—ইনি 'ব্রহ্মচারী' বলিয়া খ্যাত। শ্রীঅদ্বৈত-শাখা। ইঁহার পূর্ব নাম—রাজা দিব্যসিংহ।

'শক্তিমন্ত্র ছাড়ি গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিল। কৃষ্ণদাস নাম তার অদ্বৈত রাখিল॥ বৃন্দাবনে চলিলেন হইয়া ভিখারী। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি'॥ (দিব্যসিংহ দেখ, প্রেম ২৪)।

ইনি 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-নামক শ্রীবিষ্ণুপুরী-রচিত গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। এই মূল গ্রন্থের ইতিহাস-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বলেন—

'শ্রীবিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী। জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণ-ভকতি প্রকাশি॥ বিচারি বিচারি ভাগবত-পয়োনিধি। বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি॥ প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ। সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ॥ নানাবিধ শ্লোকব্যাখ্যা করি সাধু। তাপিত জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু॥ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত। তা'হতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত॥ বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিলা রত্নাবলী। কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী॥'

কৃষ্ণদাস বাণী বা বাণী কৃষ্ণদাস—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। ব্রজধামে শ্রীবল্লভ আচার্যের পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীশ্রীগোপাল দেবকে যবন-ভয়ে সেবাধিকারিগণ লুকাইয়া রাখিলে শ্রীরূপ গোস্বামী যে বৃন্দাবন-বাসী ভক্তগণসহ একমাস কাল দর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইঁহারও নাম আছে।

'গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস॥ [চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫২]

বাণীস্থানে কেহ কেহ বিপ্রও বলিয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ প্রথম সিদ্ধ বাবা (পূর্বাশ্রমের বটকৃষ্ণ) শ্রীললিতাদেবী, শ্রীসনাতন্ গোস্বামী ও শ্রীশ্রীরাধারাণীর কৃপাদেশে গোবর্দ্ধনে চাকলেশ্বরে অবস্থান করত সহজ বঙ্গভাষায় 'গুটিকা' রচনা করেন। এই গুটিকা অবলম্বনে বহু বৈষ্ণব আজকাল স্মরণমননাদি করিতেছেন। ইঁহার সঙ্কলিত প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণীও বিপুলায়তন প্রার্থনা সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে ১২টি ধারা (অধ্যায়) আছে। প্রথম ধারায় ৪টি পদ গুরু-প্রার্থনা, দ্বিতীয়ে ১৭টি পদে গৌরচন্দ্রের নির্বেদময়ী প্রার্থনা, তৃতীয়ে দৈন্যময়ী ২৬টি পদ, চতুর্থে

শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থনাময়ী ২৩টি পদ, পঞ্চমে মনঃশিক্ষা ১৮টি, ষষ্ঠে লোকশিক্ষার্থ প্রার্থনা ১৩টি, সপ্তমে সাধন-লালসাময়ী ১১টি, অষ্টমে দর্শন-সেবনোচিত-লালসাময়ী ৮৮, নবমে সেবাভিলাষময়ী ৬২, দশমে সেবা-লালসাময়ী ৩২, একাদশেও সেবা-লালসাময়ী ১৩, দ্বাদশে দৈন্যময়ী ১৯, মোট—৩২৬টি পদ সংগৃহীত। প্রায় ৩০জন পদকর্ত্তার পদাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। সপ্তম হইতে একাদশ ধারা পর্যন্ত স্মরণভক্তি-যাজকদেরই সবিশেষ উপযোগী। ইঁহার 'ভাবনাসার-সংগ্রহ'-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থটি সংস্কৃত-ভাষানিবদ্ধ ৩৪খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত হইয়াছে; ইহাও স্মরণ-ভক্তিযাজিগণের অমূল্য নিধি। আবার তৎকৃত 'পদ্ধতি' (সাধনামৃতচন্দ্রিকা) মন্ত্রময়ী ও স্বারসিকী উপাসনার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সিদ্ধ বাবা কৃষ্ণদাসজি গুটিকাকেই বিপুলায়তন করিয়া প্রচার প্রসার করেন। ১৭৪০ শাকে তৃতীয় সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা শ্রীনন্দীশ্বরচন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন। আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ ও ব্রজরীতি-চিন্তামণি-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের নন্দীশ্বর-বর্ণনা প্রসঙ্গ-অবলম্বনে এই পুস্তিকা সঙ্কলিত হইয়া বঙ্গভাষায় পয়ারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রজলীলার সাধকগণ ইহাতে নন্দগ্রাম, বর্ষাণ ও যাবটের পরিচয় পাইবেন।

কৃষ্ণদাস বিপ্র—প্রভুর ভক্ত। খেতুরী গ্রামে শ্রীপাট। ইঁহার মুখে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাল্যে মহাপ্রভুর কাহিনী শ্রবণ করত শ্রীগৌরাঙ্গে দৃঢ় অনুরাগী হয়েন। কেহ কেহ বলেন—ইনি তাঁহার বিদ্যাগুরু।

শ্রীখেতুরী গ্রামে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ। নাম তাঁর কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ-পরায়ণ॥ চৈতন্যের আদি মধ্য অন্ত্য লীলা যত। ক্রমে শুনাইল কিছু হৈয়া সাবহিত॥ (নরো° ১।১৬ পৃঃ)

কৃষ্ণদাস বেহারী—বিহারদেশীয় কৃষ্ণদাস। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। ইনি নিত্যানন্দ-গতপ্রাণ ছিলেন।

বেহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ। শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৪৭]

গৌড়ীয় মঠের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কিন্তু 'হোড় কৃষ্ণদাস' বলিয়া উল্লিখিত আছে।

কৃষ্ণদাস বৈদ্য—শ্রীচৈতন্য শাখা।

কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর। [চৈ° চ° আ ১০।১০৯]

ওহে বৈদ্য কৃষ্ণদাস! করুণা-নিধান। পরনিন্দা রত মুঞি, মোরে কর ত্রাণ॥ [নামা ২৩২]

কৃষ্ণদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণচরণ-শাখা শিবরাম দাস। কৃষ্ণদাস বৈরাগী আর চাটুয়া রাম-দাস॥ (প্রেম ২০)

'জয় জয় কৃষ্ণদাস বৈরাগী ঠাকুর। যার অনুগ্রহে সব দুঃখ যায় দূর'॥ (নরো)

কৃষ্ণদাস সরখেল—শালিগ্রামবাসী সূর্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা, শ্রীনিত্যা-নন্দ-শাখা (চৈ° চ° আদি ১১।২৫)।

কৃষ্ণদাস হোড়—শ্রীনিত্যানন্দ-পারি-ষদ। পিতার নাম—হরিহোড়। বড়গাছিতে নিবাস।

'বড়গাছি গ্রামে হরি হোড়ের সন্তান। কৃষ্ণদাস নাম তার, তিঁহো ভাগ্যবান্। নিত্যানন্দ-পদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি। করাইতে বিবাহ তাঁহার আর্ত্তি অতি'॥

(ভক্তি ১২।৩৮৭২-৭৩)

প্রেমবিলাসে ভ্রমক্রমে দোগাছিয়া লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত কৃষ্ণদাস হোড় আনন্দিত হঞা। নিত্যানন্দে আনে নিজ বাড়ী দোগাছিয়া॥ (প্রেম ২৪)

কৃষ্ণদাস হোড় শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধা ও জাহ্নবার সহিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। হরি হোড় অনেকস্থানে রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণদাসী—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য রামচন্দ্র খান যে বেশ্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন, উক্ত বেশ্যা ঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণবী হয়েন, তাঁহারই বৈষ্ণব নাম—কৃষ্ণদাসী (হরিদাস ঠাকুর দেখ)।

কৃষ্ণদেব রায়—বিজয়নগরের রাজা। রাজা প্রতাপরুদ্রের কন্যা জগন্মোহিনী (তুকা) দেবীর পতি। —ইনি তিন-চারিবার প্রতাপরুদ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার কিয়দংশ দখল করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র সন্ধি করিয়া স্বকন্যা জগন্মোহিনীকে ইঁহার করে সমর্পণ করেন এবং যৌতুক-স্বরূপ কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ দেশসমূহ প্রদান করেন।

কৃষ্ণদেব সার্বভৌম—'বেদান্তবাগীশ' নামেও পরিচিত। ১৬২৮ শকাব্দায় জয়পুরে 'গলিতা'-নামক পর্বত-সঙ্কুল প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যাত্রা করেন, তখন ইনিই তাঁহার সহচর ছিলেন।

১। ইনি প্রমেয়রত্নাবলী-নামক শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত বেদান্ত-প্রকরণ-গ্রন্থের টীকাকার, ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সার্বভৌম-পদবীদ্বারা পরিচিত হইলেও প্রমেয়-রত্নাবলীর টীকা 'কান্তিমালার' অন্তিম শ্লোকে 'বেদান্তবাগীশ' পদবী দেখা যাইতেছে। সেই শ্লোকটি—

'বেদান্তবাগীশকৃতপ্রকাশা, প্রমেয়-রত্নাবলি-কান্তিমালা। গোবিন্দ-পাদাম্বুজভক্তিভাজাং, ভূয়াৎ সতাং লোচনরোচনীয়ম্' ॥

২। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত'-মহাকাব্যের টীকাকারও ইনি। প্রারম্ভ-শ্লোকটি—

'বৃন্দাটবীশ্বর-সভাজন-রাজমান-,
শ্রীবিশ্বনাথগুণসূচককাব্যরত্নম্।
মচ্চিত্ত-সম্পুটমলঙ্কুরুতাং তদীক্ষা,-
সৌভাগ্যভাজমপি শীঘ্রমমুং বিধত্তাম্ ॥'

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে যত শ্লিষ্টশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এই টীকাকার অতিসুন্দররূপে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দ্ব্যর্থক শ্লোকগুলিরও যথাযথ-ব্যাখ্যানে ইনি কুশলতা দেখাইয়াছেন। শ্লোকাবলিতে বীজাকারে রসরহস্যলীলাবলি উক্ত হইলেও টীকাকার সুদক্ষতাসহকারে তাহারও বিবৃতি দিয়াছেন।

৩। শ্রীমৎরূপগোস্বামি-রচিত বিদগ্ধমাধবেরও ইনিই টীকাকার বলিয়া আমাদের ধারণা।

৪। কোনও কোনও পুঁথির অন্তিমশ্লোকের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে অলঙ্কারকৌস্তুভেরও ইনি টীকা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদেবাচার্য—নৃসিংহপরিচর্যা-নামক বৈষ্ণব স্মৃতির নির্মাতা। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ইহা হইতে বহু সাহায্য নেওয়া হইয়াছে।

কৃষ্ণপণ্ডিত—শ্রীচৈতন্যের পরিকর, শ্রীগোবিন্দদেবের অধিকারী, বৃন্দাবনবাসী।

'শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-পরিকর। শ্রীনিবাসে দেখি তার আনন্দ অন্তর ॥ এক মুখে তার গুণ কহন না যায়। তেঁহো গোবিন্দের অধিকারী সে সময় ॥ শ্রীনিবাসে শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইয়া। প্রসাদি তাম্বূলমালা দিল যত্ন পাঞা ॥ (ভক্তি ৪।২৭২—৭৪) অন্যত্র—কাশীশ্বর গোসাঞির হইলে সঙ্গোপন। শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সেবে গোবিন্দ-চরণ' ॥ (নরো ২)

অন্যত্র—কাশীশ্বর গোসাঞি সে সর্বত্র বিদিত। শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতসহ যাঁর অতিপ্রীত ॥ (ভক্তি ১৩।৩২২)

কৃষ্ণ পুরোহিত—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। গৌড়দেশবাসী।

গৌড়দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত। তাঁহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপান্বিত ॥ (কর্ণা ১)

কৃষ্ণপ্রমোদ দাস—বৈষ্ণব পদকর্ত্তা [ব-সা-সে]।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাতেণ্ডা গ্রামে পূর্ব নিবাস। বিবাহের পরে সিউড়ীর নিকটে দুর্গাপুরে শ্বশুরালয়ে বাস করেন। ইহার নিয়ম ছিল—প্রত্যহ স্নানের পর দুই একটি পদ রচনা করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। শাল-পাতা, কাগজ প্রভৃতিতে লিখিতেন বলিয়া অধিকাংশ পদই নষ্ট হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ পদই শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বিষয়ক [ব-সা-সে]।

কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—শ্রীলগতি-গোবিন্দ প্রভুর শিষ্য (কর্ণা ২)

কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর—শ্রীলগতি-গোবিন্দ প্রভুর পুত্র ও শিষ্য। শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের পিতা, পদ-কর্ত্তা।

শ্রীগতিপ্রভুর শিষ্য, প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর-হৃদয় ॥ শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তাঁর, তিন ভক্তশূর ॥ (কর্ণা ২)

কৃষ্ণপ্রিয়া—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্র-বর্ত্তির কন্যা। শ্রীমুকুন্দ দাস ইহাকে শ্রীদাসগোস্বামির সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করেন। রূপ কবিরাজ ইঁহার শিষ্য হইয়াও শ্রীগুরুতে হেয় বুদ্ধি করত অধঃপতিত হন এবং শ্রীবৃন্দাবন বা গৌড়মণ্ডলে স্থান না পাইয়া উৎকলে খুরিয়া-নামক গ্রামে কুষ্ঠব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। (নরো ১৩)

কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর মধ্যম কন্যা এবং শিষ্যা।

আর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া নাম ঠাকুরাণী। তারে নিজ আশ্রয় দিলা গুণমণি ॥ (কর্ণা ১)

কুমুদ চট্টরাজের পুত্র শ্রীচৈতন্যের

সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

কৃষ্ণভক্ত দাস—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১২]

কৃষ্ণভঞ্জদেব (র° ম° পূর্ব ১।১১৩) শ্রীলশ্যামানন্দ প্রভুর প্রিয়শিষ্য।

কৃষ্ণভারতী—শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গুরু, কাশীবাসী বৈষ্ণব। [শ্রীচৈতন্য-মহাভাগবত ২।৪।১২]।

কৃষ্ণ ভুঞা—শ্রীশ্যামানন্দী দামোদরের শিষ্য।

কৃষ্ণমণ্ডল—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর পিতাঠাকুর। (শ্যামানন্দ দেখ)।

কৃষ্ণমিশ্র—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি পূর্বলীলায় কার্ত্তিক ছিলেন।

অদ্বৈতপ্রকাশে (১২) উক্ত আছে যে গৌরের শান্তিপুরে অদ্বৈত-সমীপে বেদাধ্যয়নকালে কৃষ্ণমিশ্র চাঁপাকলা গৌরমন্ত্রে নিবেদন করিয়াছিলেন। সীতাদেবীর তাড়নে কৃষ্ণমিশ্র অদ্বৈত-নিকটে সব কথা বলিলেন। অদ্বৈত প্রভু কোন্ মন্ত্রে নিবেদন করা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে—'শিশু কহে স-প্রণব গৌরায় নমঃ। প্রভু কহে—গৌরায় স্থলে কৃষ্ণায় কহা যুক্ত। শিশু কহে—গৌরনামে কৃষ্ণনাম ভুক্ত॥' এদিকে ভোজনের জন্য সীতা-কর্ত্তৃক আহুত গৌর বলিলেন যে নিদ্রায় তিনি কাহারও দত্ত কলা খাইয়াছেন এবং—"'এত কহি তিঁহো এক ছাড়িলা উদ্গার। রম্ভার গন্ধ পাইয়া সভে হইলা চমৎকার॥"

কৃষ্ণরাম—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

পরমানন্দ, মনোহর, কানু, কৃষ্ণরাম।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৭]

কৃষ্ণরাম দত্ত—'রাধিকামঙ্গল'-রচয়িতা [ব-সা-সে]।

কৃষ্ণ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। 'আর শাখা গন্ধর্ব্বরায়, গঙ্গাদাস রায়। ব্রজরায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণরায়'॥ (প্রেম ২০)

অন্যত্র—জয় কৃষ্ণরায় কৃষ্ণ-প্রেমেতে বিহ্বল। নিরন্তর যাঁর দুই নেত্রে বহে জল॥ (নরো ১২)

কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর[১]—কৃষ্ণচক্রবর্ত্তী ও বল্লভ-ঠাকুর নামেও খ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্যের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। শ্রীপাট—বনবিষ্ণুপুরের নিকট দেউলি গ্রামে।

দেউলি গ্রামেতে স্থিতি শ্রীবল্লভ ঠাকুর। তাহারে করিলা দয়া করিয়া প্রচুর॥ যার মুখে শুনিলেন গ্রন্থ-প্রাপ্তি-বাণী। হৃত গ্রন্থ পাই প্রভুর জুড়াইল পরাণি॥ (কর্ণা ১)

ঐ অন্যত্র—আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। প্রভু-কৃপা পাইয়া যেঁহো হৈলা মহামতি॥ অপিচ,—শ্রীকৃষ্ণবল্লভনামে ব্রাহ্মণতনয়। আচার্য-দর্শনে তার হইল প্রেমোদয়॥ তেঁহো দেউলিতে নিজ গৃহে লৈয়া গেলা। আচার্যের পাদপদ্মে আত্ম সমর্পিলা॥
(ভক্তি ৭।১৩৩)

কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর[২] **বা চক্রবর্ত্তী**—পিতার নাম—গোকুলদাস বা গোকুলানন্দ। পিতামহের নাম হরিদাসাচার্য (শ্রীবৃন্দাবনের)। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

গোকুলানন্দ, কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী॥ (অনু ৭), কর্ণানন্দে—তার (গোকুলের) পুত্র শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর। সুন্দর দেখিয়া কৃপা করিলা প্রচুর। বালক-কালেতে কৃপা তাঁহারে হৈল। তিহোঁ মহাভাগবত শিষ্য বহু কৈল॥

হরিদাসাচার্য
├ গোকুলদাস
│ └ কৃষ্ণবল্লভঠাকুর
└ শ্রীদাস

কৃষ্ণশরণ—'শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী'-নামক বিরুদ কাব্যের রচয়িতা (?)। শ্রীমহাপ্রভুর বন্দনায় এবং ১২২-তম শ্লোকে 'সত্তমরূপানুসারিণী বাণী' প্রভৃতি বাক্যে ইনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। গ্রন্থমধ্যে কবির নাম, ধাম বা অন্য পরিচয় নাই॥

কৃষ্ণসিংহ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণসিংহ বিনোদ রায়, ফাগু-চৌধুরী। সংকীর্ত্তনে নাচে যেঁহো বলি' হরি হরি॥ (প্রেম ২০)

অন্যত্র—জয় কৃষ্ণসিংহ, বিক্রম জগতে বিদিত। নিরন্তর প্রেমে মত্ত সঙ্গীতে পণ্ডিত॥ (নরো ১২)

কৃষ্ণহরি ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী গ্রামে উত্তর রাঢীয় কায়স্থ-কুলে ষোড়শ-শকশতাব্দীর শেষ-ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। মনোহরসাহী সঙ্গীতের বঙ্গবিখ্যাত গায়ক। ইঁহার নিকট কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র মহাশয় সঙ্গীতশিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণহরিদাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—নৃসিংহপুর।

ধ্রুবানন্দ, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ হরিদাস। শ্যামানন্দের প্রিয়—নৃসিংহপুর বাস॥
(প্রেম ২০)

কৃষ্ণানন্দ—ব্রাহ্মণ, শ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। রত্নগর্ভাচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। জীবপণ্ডিত ও যদুনাথ কবিচন্দ্র—ইঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয়।

তিন পুত্র তাঁহার কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র॥

[চৈ° ভা° মধ্য ১।২৯৭]; (গৌগ ১৬৭) পূর্বলীলায় কলাবতী। বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন। [চৈ° চ° আদি ১১।৫০]। ২ শ্রীনিত্যানন্দের অনুজ (ভ্রাতা) [প্রেম ২৪] ৩—৫ শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য তিনজন [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩২, ১৪৪, ১৫২]

কৃষ্ণানন্দ অবধূত—অভিরামদাসের পাটপর্যটন-গ্রন্থে জানা যায়—ইনি দ্বীপাগ্রামে থাকিতেন। শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শাখা। 'দ্বীপাগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত'।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—মহেশ্বর গৌড়াচার্যের পুত্র। 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থ-প্রণেতা। অনেকে বলেন—ইনি মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন। প্রভু বাল্যকালে ইঁহাকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন।

কৃষ্ণানন্দ শ্রীকমলাকান্ত, মুরারি গুপ্তে। এথা রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষচিত্তে॥ [ভক্তি° ১২।২১৮৭]

কথিত আছে যে ইনিই তান্ত্রিক-মতে দেবীমূর্তি-সমূহের সাকার পূজা প্রচলন করেন। শ্যামাপূজার পদ্ধতির প্রবর্তনও ইনিই করেন। ইঁহার পৌত্র গোপাল—'তন্ত্রদীপিকার' রচয়িতা।

কৃষ্ণানন্দ ওড্র—শ্রীচৈতন্যশাখা। উড়িষ্যাদেশীয় ভক্ত। প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৫)।

কৃষ্ণানন্দ দত্ত—খেতুরীর রাজা, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পিতা।

শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তার পুত্র নরোত্তম সর্বত্র বিদিত॥
(নরো ১)

ভ্রাতার নাম—পুরুষোত্তম দত্ত, ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম—সন্তোষ দত্ত। কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম—রমাকান্ত। প্রেমবিলাসমতে কৃষ্ণানন্দ কনিষ্ঠ এবং পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ; কিন্তু নরোত্তম-বিলাস-মতে কৃষ্ণানন্দ জ্যেষ্ঠ ও পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের জন্মসময়ে রাজা কৃষ্ণানন্দের পিতা জীবিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান্।
পৌত্রের কল্যাণে দেন বহু অর্থদান॥
গায়ক মাগধ সূত সকল বন্দীরে।
যৈছে তুষ্ট কৈল তাহা কে বর্ণিতে পারে॥ (নরো ২)

- রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত
  - রমাকান্ত
    - রাধাবল্লভ দত্ত
  - শ্রীনরোত্তম
- পুরুষোত্তম দত্ত
  - রাজা সন্তোষ দত্ত

কৃষ্ণানন্দ দাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। (র° ম° পূর্ব ১।১২০)

কৃষ্ণানন্দ পুরী—শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ সন্ন্যাসী, মহিমাসিদ্ধ [গৌ গ ৯৬] শ্রীচৈতন্যপ্রেম-কল্পবৃক্ষের মূলসদৃশ সন্ন্যাসিগণের একতম। (চৈচ আদি ৯।১৪)।

বিষ্ণুপুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী মহাধীর।
কৃপা করি শোধ মোর এ পাপ শরীর॥
[নামা ২২৪]

কৃষ্ণানন্দ বৈদ্য—গৌরভক্ত। পদকর্তা জগদানন্দের তৃতীয় সহোদর। ইনিও পদকর্তা [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]।

কৃষ্ণানন্দ ভুঞা—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। 'কৃষ্ণানন্দ ভুঞা অতি বড় শুদ্ধমতি। রসিক-চরণ যাঁর কুল শীল জাতি'॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৩]।

কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ—এই মহাজন শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, তত্ত্বসূত্র, হরিনামচিন্তামণি, আম্নায়সূত্র, ভাগবতার্কমরীচিমালা, নবদ্বীপভাব-তরঙ্গ, জৈবধর্ম, চৈতন্যশিক্ষামৃতাদি রচনা করিয়াছেন। ইহার কল্যাণ-কল্পতরু, শরণাগতি গীতমালা (যামুনভাবাবলি ও কার্পণ্যপঞ্জিকা), শোকশাতন প্রভৃতি গীতিসাহিত্যেও শ্রীগোস্বামিগণ-কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দুর্বোধ্য সিদ্ধান্তসমূহ বঙ্গভাষায় সম্পুটিত হইয়াছে। শরণাগতিতে প্রধানতঃ আত্মনিবেদন, কল্যাণকল্প-তরুতে নিঃশ্রেয়সের উপদেশ, গীতমালায় শান্তদাস্যভক্তি ও শ্রীরূপানুগত্যে উজ্জ্বল ভক্তিশিক্ষা প্রভৃতি প্রকটিত। প্রতি পদই বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বের সুষ্ঠ নিদর্শন।

কেশব—বাঘনাপাড়ার শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি 'কেশব-সঙ্গীত' নামে পদাবলী রচনা করেন। (History of Brajabuli Lit. p. 427) ২ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৯]।

কেশব কাশ্মীরী বা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—ইনি শ্রীনিম্বার্ক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ছিলেন। কাশ্মীর দেশে নিবাস ছিল। (গুরুপ্রণালী)—

১। শ্রীনারায়ণ, ২। হংস, ৩। সনকাদি চতুঃসন, ৪। শ্রীনারদ, ৫। নিম্বাদিত্য, ৬। শ্রীনিবাস, ৭। বিশ্বাচার্য, ৮। পুরুষোত্তম, ৯। বিলাস আচার্য, ১০। স্বরূপ আচার্য, ১১। মাধব আচার্য, ১২। বলভদ্রাচার্য, ১৩। পদ্মাচার্য, ১৪। শ্যামাচার্য, ১৫। গোপালাচার্য, ১৬। কৃপাচার্য, ১৭। দেবাচার্য, ১৮। সুন্দর ভট্ট, ১৯। পদ্মনাভ ভট্ট, ২০। উপেন্দ্র ভট্ট, ২১। রামচন্দ্র ভট্ট, ২২। বামন ভট্ট, ২৩। কৃষ্ণ ভট্ট, ২৪। পদ্মাকর ভট্ট, ২৫। শ্রীশ্রবণ ভট্ট, ২৬। ভূরি ভট্ট, ২৭। মাধব ভট্ট, ২৮। শ্যাম ভট্ট, ২৯। গোপাল ভট্ট, ৩০। বলভদ্র ভট্ট, ৩১। গোপীনাথ ভট্ট, ৩২। কেশব ভট্ট, ৩৩। গোকুল ভট্ট, ৩৪। কেশব কাশ্মীরী। 'তাঁর (গোকুলভট্টের) অতিপ্রিয় শিষ্য কেশব কাশ্মীর। সরস্বতী দেবীর করিয়া মন্ত্রজপ। হৈল সর্ব্ববিদ্যা-স্ফূর্ত্তি, বাড়িল প্রতাপ॥ সর্ব্বদেশ জয় করি 'দিগ্বিজয়ী'-খ্যাতি॥ কাশ্মীরদেশস্থ অতিশিষ্ট বিপ্রজাতি॥ বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গণে। হস্তী অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁর সনে'॥ (ভক্তি ১২।২২৫৫—৭৩, ২২৬৩)

ইনি নবদ্বীপে আগমন করত মহাপ্রভুর সহিত বিচার করিতে গিয়া পরাজিত হন। "কেশব কাশ্মীরী দিগ্‌বিজয়ী লজ্জা ইথে। বর্ণি লীলা-ভোগ 'লঘুকেশব' নামেতে" (ঐ ২২৭৬)। ইঁহার রচনা 'লঘুকেশব'।

অন্যান্য রচনা—বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, তত্ত্বপ্রকাশিকা (গীতার টীকা), গোবিন্দশরণাগতি-স্তোত্র, যমুনা-স্তোত্র। ইনি কৌস্তুভপ্রভার মঙ্গলাচরণে—শ্রীমুকুন্দকে এবং গীতাটীকার মঙ্গলাচরণে গাঙ্গলভট্টকে গুরুবুদ্ধিতে প্রণাম করিয়াছেন। সলিমাবাদ গাদীতে 'ভূচক্রদিগ্‌বিজয়ী'-নামক পুঁথিটি ইহার নামে আছে। ক্রম-দীপিকার রচয়িতা শ্রীকেশবাচার্যকে অনেকে কেশব কাশ্মীরী মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। (হ ৫।২,১৭।১৬; উ ১৪।৮০) ক্রমদীপিকার উল্লেখ আছে। এসিয়াটিক সোসাইটির হস্তলিখিত ছয়টি পুথির বিবরণে ও হরিবোলকুটীরে মৎসংগৃহীত সটীক পুঁথিদ্বয়েও কেশবাচার্যের নামই আছে।

কেশবখান (ছত্রী)—হুসেন শাহের কর্ম্মচারী, রাজপুত। মহাপ্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গমন করেন, তখন প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বহু জনতা হয়। নগরের কোতোয়াল ইহা দেখিয়া বিদ্রোহ আশঙ্কা করত বাদশাহকে সংবাদ প্রদান করিলে, কেশবছত্রী হুসেন-শাহ্‌কে অন্যভাবে বুঝাইয়া দেন (চৈভা অন্ত্য ৪।৪৮—৫২) এবং প্রভুকে রামকেলি হইতে চরদ্বারা সংবাদ দেন। পরে গোপনে মহা-প্রভুকে দর্শন করত কৃতার্থ হয়েন।

কেশবছত্রী আদি যত বিজ্ঞ জন। হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন॥ (ভক্তি ১।৬৩৭) কেশব ছত্রীর একটি শ্লোক (১৫৩) পদ্যাবলিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কেশব দাস—ব্রাহ্মণ। বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং শচীনন্দন ঠাকুরের পুত্র। (বংশীবদন দেখ)

কেশব পুরী—শ্রীচৈতন্য-প্রেমকল্প-তরুর যে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি নয় জন মূল ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিও একজন [চৈ° চ° আ, ৯।১৪]। ইনি (গৌ° গ° ৯৬—৯৭) ঈশিত্বসিদ্ধি।

কেশব ভট্ট—'কেশব কাশ্মীরী' দেখুন। ইহার বৃত্তান্ত নাভাজিকৃত হিন্দী ভক্তমালে (৩৩৩—৩৩৭) দ্রষ্টব্য।

কেশব ভারতী—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—কুলিয়া। পূর্ব্বা-শ্রমের নাম—কালীনাথ আচার্য। ইনিই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের গুরুদেব। ভারতী মহাশয় শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। (গৌগ ৫২, ১১৭) পূর্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণের উপ-বীতদাতা সান্দীপনি, মতান্তরে অক্রূর।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিল কালীনাথ আচার্য। কুলিয়াবাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য॥ মাধবেন্দ্র-শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস। 'কেশব ভারতী'-নামে জগতে প্রকাশ॥ [প্রেম ২৩]

নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ-সবিধে সন্ন্যাসদিবস ও সন্ন্যাসদাতা শ্রীকেশব ভারতীর নামোল্লেখ (চৈভা মধ্য

২৮।১০) ; কাটোয়াতে প্রভুর আগমন, ভারতী মহাপ্রভুকে দেখিয়া জগদ্-গুরুরূপে ধারণা করেন (ঐ ২৮।১০৫—১২৬), ছলে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্রদান ও তৎপরে প্রভুর সেই মন্ত্র-গ্রহণ (ঐ ২৮।১৫৪—১৫৯), প্রভুর নামকরণে চিন্তান্বিত হইয়া পরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম-প্রদান (ঐ ২৮।১৬৯—১৭৪)। মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-লাভে ভারতীর প্রেম ও প্রভুর অনুগমনাদি (ঐ অন্ত্য ১।১৩—৫২)। অদ্বৈত-মন্দিরে জনৈক সন্ন্যাসি-কর্তৃক ভারতীর সহিত প্রভুর সম্বন্ধ-জিজ্ঞাসা, অদ্বৈতের উত্তরে বালক অচ্যুতের ক্রোধাবেশে মহাপ্রভুর তত্ত্বকথনাদি (ঐ অন্ত্য ৪।১৩৯—১৮৮)। ভারতীর স্থানে জ্ঞান-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে প্রভুর জিজ্ঞাসা ও ভারতীর উত্তর (ঐ অন্ত্য ৯।১৩০—১৫০) প্রভৃতি আলোচ্য।

ইঁহার ভ্রাতার নাম—বলভদ্র। কেহ কেহ বলেন—মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির বংশে কেশব ভারতীর জন্ম হয়। অন্য মতে ইনি উমাপতি ধরের বংশধর।

চুঁচুড়াবাসী 'চুঁচুড়ার ব্রহ্মচারিগণ' কেশব ভারতীর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়ে 'ভারতীর পুষ্করিণী' আছে। দেনুড়ের ব্রহ্মচারী গোষ্ঠীবর্গ কহেন—তাঁহারা ডিংশাই মতের সন্তান কেশব ভারতীর ধারা।

নদীয়ার কালাবাড়ী, গোপালপুর ও মুর্শিদাবাদ বাগপুরের শিমলায়ীগণ মেদিনীপুর শ্রীবরার ভট্টাচার্যগণ, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্যগণ, মামযোয়ানীর ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠীগণ কেশবভারতীর বংশীয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

কেশব শিরোমণি (র° ম° পূর্ব ১।৯১) শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য।

কেশবানন্দ—(র° ম° উত্তর ৪।২৯) শ্রীশ্যামানন্দ-পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গ দাসীর অনুগত দুষ্ট ব্যক্তি।

কেশোবনাই (?) শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৪]।

ক্রোধী বিপ্র—নাম অজ্ঞাত। ইনি যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া মহাপ্রভুকে শাপ দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন নিজজন ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কীর্ত্তনের সময় দরজা বন্ধ থাকিত। কীর্ত্তনের সময় বাহির হইতে কেহ ডাকাডাকি করিলেও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিত না। এক দিবস উক্ত ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন দেখিবার জন্য আগমন করেন, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এজন্য ক্রোধভরে পৈতা ছিঁড়িয়া প্রভুকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন—

যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া কহয়ে বার বার।
সংসারের সুখ নাশ হউক তোমার॥
[ভক্তি ১২।৩৪১৩]

ক্ষীরু চৌধুরী—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। (প্রেম ২০)

ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়াণ-গ্রামবাসী দ্বিজ। ইনি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের আধারে বঙ্গভাষায় 'বৈষ্ণবব্রতবিধান' নামে সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

—

খ, গ

খাড়ঙ্গা দীনবন্ধু দাস—শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের ওড্র ভাষায় নবাক্ষরে অনুবাদক। বৈতরণী-তীরবর্ত্তী মুকুন্দপুর-গ্রামবাসী। শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারের জনৈক বৃন্দাবন দাসের প্রশিষ্য।

'বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণভক্তিরে লালস। শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার, অটস্তি অতিশুদ্ধাচার। যে অটে তাহাঙ্কর শিষ্য, বৈষ্ণব জয়রাম দাস। তাঙ্ক প্রীতিরে বশ হেলি, ভাগবতকু গীত কলি॥'

খোলাবেচা—'শ্রীধর' দেখুন।

গঙ্গা—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-সুতা। (গঙ্গাদেবী দেখ)।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—লর্ড হেষ্টিংসের দেওয়ান, কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শেষ বয়সে নবদ্বীপে বাস

করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও শ্রীচৈতন্যভক্ত ছিলেন। সিদ্ধ তোতারাম বাবার চরিত্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বীয় পৌত্র লালাবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি দান করত তিনি দুই তিন শত বৈষ্ণবসহ শ্রীধামে আসেন এবং শ্রীগৌরগৃহ-আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। তখন নবদ্বীপে গৌরগৃহ দেখিয়াছিলেন—এমন অনেক লোক বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহাদের মুখে শুনিয়া এবং প্রমাণাদিদ্বারা গৌর-গৃহের স্থান নিরূপণ করেন। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ঐ স্থানকে 'রামচন্দ্রপুর' বলা হইত। তিনি সেই স্থানে (১৭৯২ খৃঃ) ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ ৬০ ফুট হইতেও উচ্চ এক বিরাট্ মন্দির নির্ম্মাণপূর্বক তথায় শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-কৃষ্ণ-মদনমোহনজীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও বিদ্যমান ছিল এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। ইনি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতবর্গের সাহায্য এবং ছাত্রদিগের জন্য টোল-গৃহনির্মাণ ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রতি মাসের প্রথমে আহার্য ও বস্ত্র দান করিতেন। বৈষ্ণব সাধু তীর্থ-যাত্রিগণকেও আহার্য দিতেন। (নবদ্বীপ-মহিমা ৪০৭—৪০৮ পৃষ্ঠা)

গঙ্গাদাস——শ্রীনিত্যানন্দ--পারিষদ। রাঢ়দেশী চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭৪৫]।

নিত্যানন্দ-প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
[জ° চৈ° ম°] ইঁহারা তিন ভ্রাতা—
বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই। পূর্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞি॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৪৩) ২-৩ শ্রীরসিকানন্দের শিষ্যদ্বয়—

রসিকের শিষ্য গঙ্গাদাস মহাশয়।
অতি প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীধর-তনয়॥
(র° ম° পশ্চিম ১৫।১১৮ ও ১৪৯)

গঙ্গাদাস দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। গোপাল দত্ত, রামদেব দত্ত, গঙ্গাদাস দত্ত আর। মনোহর মোক্ষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস, অতিশুদ্ধাচার॥ (প্রেম ২০)

জয় শ্রীগঙ্গাদাস দত্ত দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর করে যেঁহ নাম-সংকীর্ত্তন॥
(নরো ১২)

গঙ্গাদাস পণ্ডিত——পূর্বলীলায় সান্দীপনি [গৌগ ৫৩] ; শ্রীরামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠ মুনিও ইঁহাতে অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রভুর শাখা। শ্রীধাম—নবদ্বীপ। প্রভুর বিদ্যাগুরু।

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস। যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ-নাশ॥ (চৈ° চ° আদি ১০।২৯)

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়ে ব্যাকরণ। শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥ [চৈ° চ° আদি ১৫।৫]

মহাপ্রভুর অলৌকিক মেধা-দর্শনে গঙ্গাদাসের আনন্দাদি (চৈভা আদি ৮।৩১—৩৭), গয়া হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পরে অপূর্ব প্রেম-বিকার এবং অধ্যয়নবাদ শুনিয়া গঙ্গাদাসের হাস্য, আশীর্বাদ ও যথার্থ ব্যাখ্যার উপদেশ (ঐ মধ্য ১।১২০—২৮৪) ; গঙ্গাদাস-গৃহে নিত্যানন্দ-মিলনাদি (চৈভা মধ্য ৮।২৫), গঙ্গাদাসের খেয়াঘাটে বিপদ-মোচনাদি (ঐ মধ্য ৯।১০৯—১২০)।

গঙ্গাদাস রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। 'আর শাখা গন্ধর্ব রায়, গঙ্গাদাস রায়'। (প্রেম ২০)

জয় গঙ্গাদাস রায় স্নেহের মুরতি।
অতি অলৌকিক যার প্রেমভক্তি-রীতি॥ (নরো ১২)

গঙ্গাদেবী—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মাতা ঠাকুরাণী। শ্রীবাণেশ্বর ব্রহ্ম-চারির গৃহিণী। (পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দেখ)। ২ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা। অভিরাম গোস্বামী ইঁহাকে দ্বাদশ বার প্রণাম করিলেও ইনি অক্ষত শরীরে ছিলেন দেখিয়া অভিরাম ইঁহাকে মহাশক্তিমতী জানিয়া এবং তাঁহার ঐশ্বর্গ দেখিয়া ২০ শ্লোকে 'শ্রীগঙ্গাস্তোত্র' প্রণয়ন করেন।

জীরাটে মাধবাচার্য আর গঙ্গাদেবী॥
ইনি সাক্ষাৎ ভাগীরথী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মাধব চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। ইঁহার পুত্র—গোপীবল্লভ। ইঁহারা জীরাটে গঙ্গাবংশীয় গোস্বামী বলিয়া পরিচিত।

গঙ্গাধর দাস—(রসিক পূর্ব ১।৭৯) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য—শ্রীচৈতন্যদাসের পূর্বনাম। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের পিতাঠাকুর। (চৈতন্যদাস ভট্টাচার্য দেখ)।

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি 'ঠাকুর চক্রবর্ত্তী' নামেও খ্যাত। শ্রীপাট—সুরধুনীতীরে গাম্ভিলাগ্রামে।

আর শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
গঙ্গাতীরে গাম্ভিলা গ্রামে যাঁর স্থিতি॥

ঠাকুর চক্রবর্ত্তী বলি তাঁরে সবে কন॥
(প্রেম ২০)

ইনি বিশেষ পণ্ডিত এবং সমাজে খুবই গণ্যমান্য ছিলেন। নিত্য পাঁচ শত ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান। পাঁচ শত পড়ুয়ার নিত্য অন্ন করে দান॥ ঐ

গঙ্গানারায়ণ
- কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া
- কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী (পোষ্যপুত্র)

ইঁহার পত্নীর নাম—নারায়ণী দেবী এবং কন্যার নাম—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। গঙ্গানারায়ণ স্ত্রী এবং কন্যাকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহারাও বিশেষ ভক্তিমতী। গঙ্গানারায়ণের পুত্র ছিল না; এজন্য স্বীয় গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ আচার্য বা চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা দেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে ভজন-সাধন-গুণে ভক্তবৃন্দের অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

গাম্ভিলাগ্রাম বর্ত্তমানে 'গামলা' নামে খ্যাত। ইহা মুর্শিদাবাদ—বালুচরের অন্তর্গত। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি পূর্ব্বে বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শ্রীলঠাকুর মহাশয়কে অবজ্ঞা করিতেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ অপর শিষ্য হরিরাম আচার্যের সঙ্গগুণে ইনি তাঁহার প্রভাব বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন ও পরে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হয়েন।

'মুঞি বিপ্রাধম, তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে। না বুঝিয়া অবজ্ঞা কৈনু সে মহাশয়েরে॥ ঐছে মনে বিচারিয়া গঙ্গানারায়ণ। আপনা মানিয়া দীন করয়ে ক্রন্দন॥ করিতে ক্রন্দন হইল ভক্তির উদয়। (নরো১০)

গঙ্গানারায়ণ দীক্ষাপ্রার্থী হইলে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণ, এরূপ আচরণ করিলে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ আপনাকে কি বলিবে?" তাহাতে গঙ্গানারায়ণ বলিয়াছিলেন—

'চক্রবর্ত্তী কহে—প্রভু! কৃপা কর যারে। সে কি হেন ভক্তিহীন বিপ্রে ভয় করে'॥ ঐ

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায়—

সর্বশাস্ত্র-বিশারদ গঙ্গানারায়ণ। গোস্বামিগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন॥ নিরবধি সংকীর্ত্তন-সুখের পাথারে। গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দে সাঁতারে॥ ঐ

গঙ্গানারায়ণের বহু শিষ্য ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া কায়স্থের শিষ্য হইয়াছেন—এজন্য বহু বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাকে নির্যাতন ও নিন্দাবাদ করিতেন। কালে ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে সেই সমুদয় ব্রাহ্মণগণও গঙ্গানারায়ণের শ্রীচরণে পতিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। (নরোত্তম ঠাকুর দেখ)।

গঙ্গানারায়ণ (রাম) চৌধুরী—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখার চক্রপাণি চৌধুরীর পৌত্র। (চক্রপাণি দেখ) গঙ্গারামের দুই পৌত্র—মদন ও রামগোপাল। রামগোপালের পুত্র রসমঞ্জরী-প্রণেতা পীতাম্বর (ব° ভা° সা°)। মদন—গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদক। রামগোপাল—রসকল্পবল্লী প্রণেতা।

রামগোপাল
- মহানন্দ
- চক্রপাণি
  - জনানন্দ
  - নিত্যানন্দ
    - গঙ্গারাম
      - শ্যামরায়
        - মদন
        - রামগোপাল
          - পীতাম্বর

গঙ্গামন্ত্রী—শ্রীগদাধর-শাখা। উড়িষ্যাবাসী। গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, শ্রীকণ্ঠাভরণ॥ [চৈ° চ° আদি ১২।৮০] গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনম্। নামপ্রেম-প্রকাশার্থং স্বধুর্ন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ॥ [শা° নি° ১১] ইনি পূর্বলীলায় চন্দ্রিকা [গৌ° গ° ১৯৬, ২০৫]।

গঙ্গামাতা——শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির অনুশিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত শ্রীগুরুআনুগত্যে শ্রীরাধাকুণ্ডে কঠোর ভজন করিয়া পরে নীলাচলে ক্ষেত্রসন্ন্যাস করেন এবং শ্রীসার্বভৌমের স্থানে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের সেবা প্রকট করত শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা করিতেন। শুদ্ধা ভক্তি-প্রচারের জন্য তিনি শিষ্যাদিও করিয়াছিলেন। পুরীতে গঙ্গামাতামঠ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে ইনি পুঁটিয়ার রাজকন্যা শচীদেবী, শ্রীগুরুকৃপায়

যখন তিনি শ্রীনীলাচলে সার্বভৌম-ভবনে আসেন, তখন স্থানটি লুপ্তপ্রায় ছিল—কেবলমাত্র শ্রীরাধাদামোদর শালগ্রামই বিরাজমান ছিলেন। শচী ভিক্ষাদ্বারা সেবা চালাইতেন, তৎপরে তাঁহার ভাগবতপাঠের আকর্ষণে রাজা মুকুন্দদেব শ্রীজগন্নাথের স্বপ্নাদেশে তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। একবার মহাবারুণী স্নানযোগে ইনি শ্বেত-গঙ্গায় স্নান করিতে থাকিলে গঙ্গা-স্রোতে চালিত হইয়া ইনি শ্রীমন্দিরে উপনীতা হন—তখন অর্দ্ধরাত্র। সমবেত স্নানার্থী লোকের কোলাহলে প্রহরীগণ দ্বার খুলিয়া শচীকে চৌর্যাপবাদে বন্দিনী করেন। পরে শ্রীজগন্নাথের স্বপ্নাদেশে শ্রীমুকুন্দদেব ও পড়িছাগণ ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীজগন্নাথ স্বচরণ-নিস্যূত গঙ্গাজলে ইঁহাকে স্নান করাইয়াছেন বলিয়া তদবধি ইনি 'গঙ্গামাতা' আখ্যা লাভ করেন এবং তত্রত্য মঠটিও 'গঙ্গামাতামঠ' নামে পরিচিত হয়।

গঙ্গাহরি দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। 'গঙ্গাহরিদাস শাখা সর্বাংশে উত্তম' (প্রেম ২০)। জয় গঙ্গাহরি দাস গঙ্গাতীরে স্থিতি। লোক চমৎকার দেখি যার ভক্তি-রীতি॥ (নরো ১২)॥

গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব—উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি। মহাপ্রভুর শাখা। (প্রতাপরুদ্রদেব দেখ)। শাখা-নির্ণয়ামৃতে ইঁহাকে শ্রীপণ্ডিত গদাধরের শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পূর্বলীলায় ইনি ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন। প্রভুর সহিত মিলনোদ্যোগ (চৈচ মধ্য ১১।৫৯), গৌড়ীয়ভক্তগণের দর্শন (মধ্য ১১।২৩৬); মিলনের জন্য উৎকট অবস্থা এবং পরে মিলন (চৈচ মধ্য ১২।৫, ৫২)।

গজেন্দ্র মথুরা দাস—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [দুই নাম কি ?]

গজেন্দ্র মথুরা দাস বড় শুদ্ধমতি। রসিকেন্দ্র বিনা তার আন নাহি গতি॥ (র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৪)

গণেশ চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। 'চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগণেশ রায়। (প্রেম ২০)

জয় জয় গণেশ চৌধুরী মগ্ন গানে। দিবানিশি যায় কৈছে কিছু নাহি জানে॥ (নরো ১২)

গণেশ রাজা—উত্তর বঙ্গে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার। ইনি গৌড়াধিপতি আজম্ শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসনবিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে গণেশের অনুগ্রহে শ্রীরূপসনাতনের প্রপিতামহ সুপণ্ডিত পদ্মনাভ গৌড় রাজ-সরকারে উচ্চপদ লাভ করেন। অদ্বৈতপ্রভুর পিতামহ নরসিংহ নাড়িয়ালও শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া গৌড়ের পার্শ্ববর্তী রামকেলি গ্রামে থাকিয়া সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত হন এবং উত্তরকালে গণেশের অমাত্যপদ বরণ করেন। সুলতান আজমের পরে তাঁহার পুত্র হামজাশাহ ও পৌত্র শামসুদ্দীন রাজা হন, কিন্তু উভয়েই প্রধান মন্ত্রী গণেশের হস্তে ক্রীড়াপুত্তল ছিলেন। রাজা গণেশ অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় অমাত্য নরসিংহের মন্ত্রণাবলে শামসুদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪০৭ খৃঃ) (বাল্যলীলাসূত্র ও অদ্বৈতপ্রকাশ ১)। গণেশের রাজত্বকালে পদ্মনাভ, নরসিংহ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহার সভা শোভন করিতেন। কবি কৃত্তিবাস এইসময়ে রাজসভায় সম্বর্ধনা পাইয়াছিলেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সং, ১৩০—১৩১ পৃঃ)।

গণেশ রায়—শ্রীনরোত্তর ঠাকুরের শিষ্য। 'চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগণেশ রায়'॥ (প্রেম ২০)

গতিগোবিন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য। নামান্তর—গোবিন্দগতি। ইনি বীরচন্দ্র-চরিতাবলম্বনে **'বীররত্নাবলী'** রচনা করেন। পদাবলী-সাহিত্যেও ইঁহার দান আছে। [ক্ষণদা ১৫।২, ২০।২] ইঁহার রচিত 'জাহ্নবাতত্ত্বমর্মার্থ' গ্রন্থের পুঁথি আছে (পাটবাড়ী বি ৬২ ক)।

গদাধর—বরহানপুরবাসী ভক্ত। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলালবিহারী বিগ্রহের কথা ভক্তমালগ্রন্থে (২৫।৩) দৃষ্ট হয়।

২ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর। 'উদ্ধব, অক্রুর, মধুসূদন, গোবিন্দ। জগন্নাথ, গদাধর আর সুন্দরানন্দ'॥ (প্রেম ২০)

গদাধর দাস বা দাস গদাধর—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। ইঁহার শ্রীপাট—কলিকাতার চারিক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী-তীরে এড়িয়াদহ গ্রামে। প্রথমে ইনি মহাপ্রভুর নিকট পুরীধামে থাকিতেন, পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে যখন মহাপ্রভু গৌড়ে প্রেমপ্রচারের জন্য প্রেরণ

করেন, তখন এই গদাধর ও রামদাস প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গদাধর দাসের গৃহে দানলীলা করিয়াছিলেন। গদাধর দাস বড়ই তেজস্বী ভক্ত ছিলেন। এক দিন স্বগ্রামের মুসলমান কাজীর নিকট গমন করত তাহাকে হরিনাম গ্রহণ করিবার জন্য আজ্ঞা করেন এবং গদাধরের কৃপাতেই উক্ত কাজী হরিপরায়ণ হন। অদ্যাপি দাস গদাধরের দেবালয়, দানলীলা-ক্ষেত্র, গদাধরঅঙ্গন ও গদাধরের সমাধিবেদী এড়িয়াদহে বর্ত্তমান আছে। [গৌগ ১৫৪—১৫৫) শ্রীরাধা-বিভূতি চন্দ্র-কান্তি ও 'পূর্ণানন্দা' গোপী।

কলিকাতার বলাইচাঁদ মল্লিক মহাশয় উক্ত দেবালয়ের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী। তিনি বহু অর্থব্যয়ে প্রাচীন স্থানগুলি সুসংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তিরোভাব-উৎসব—কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে। শ্রীগদাধর দাস পাণিহাটির দণ্ড মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাট কাটোয়াতেও ইঁহার বাস ছিল। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীশচীমাতার এবং শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। উঁহাদের অন্তর্ধানে কাটোয়াতে গমন করত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে কাটোয়ার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীই গদাধর দাসের দেবালয়। শ্রীল যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী-নামক ইঁহার একজন ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন।

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞবর। যাঁর ইষ্টদেব প্রভু দাস গদাধর॥ [ভক্তি ৯।৩৫২] কি বলিব কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে। মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে॥ [ভক্তি ৯।৩৬২]

শ্রীদাস গদাধরের তিরোভাব-উৎসবে শ্রীনিবাস প্রভু অধ্যক্ষ হইয়া-ছিলেন এবং বহু স্থানের মহান্তবৃন্দ আগমন করিয়াছিলেন। এই উৎসবটি খেতুরীর উৎসবের ন্যায় বৈষ্ণব সমাজের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

কাটোয়ার বর্ত্তমান মহাপ্রভুর বাটীতে শ্রীকেশব ভারতীর সমাধির নিকটে ইঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়।

২ শ্রীবৃন্দাবনবাসী। 'সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস। বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ'॥ [বৈষ্ণব-বন্দনা]

৩ ইনি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম—কমলাকান্ত দাস। গদাধরের অপর ভ্রাতার নাম—কৃষ্ণদাস। কমলাকান্ত দাস পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন। গদাধর দাসও ঐস্থানে থাকিতেন। (১৭৭০ শকা-ব্দায়) পুরী জেলার মাখনপুর গ্রামে 'পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য' (পরে ঐ গ্রন্থের নাম 'জগৎমঙ্গল' হয়)রচনা করেন। গ্রন্থের সর্বপ্রথমেই তিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বন্দনা করিয়াছেন।

সুতরাং অনুমিত হয় যে গদাধর দাস গৌরভক্ত ছিলেন। ইঁহার নিবাস অগ্রদ্বীপের সমীপে ইন্দ্রাণী গ্রামের নিকট গণিসিংহ গ্রামে।

'ভাগীরথী-তটে বাড়ী ইন্দ্রায়নি নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণিসিংহ গ্রাম॥ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ রায় পদতলে। নিবাস আমার সেই চরণকমলে'॥

জগৎমঙ্গলের প্রথমেই গৌর-অবতারের পৌরাণিক প্রমাণ সংগ্রহ ও তাহার অনুবাদ করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়াছিলেন। শেষে আছে—

'শ্রীচৈতন্য অবতার কথা পুরাতন। ভক্তিভাব করি' ইহা শুনে যেই জন॥ কোটি কোটি জন্ম পাপ ততক্ষণে দহে। অভক্ত যত তারা নিকটে না রহে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে দেন প্রেমদান। তুলনায় নাহিক দিতে তাঁহার সমান॥ সাদরে শুনহ নর হেলা না করিহ। ভবসিন্ধু তরিবারে তরণী বান্ধহ॥ বায়ুপুরাণের কথা শুনহ শ্রবণে। চৈতন্যচরিত দীন গদাধর ভণে'॥

গদাধর পণ্ডিত—'পণ্ডিত প্রভু' 'গদাই' ইত্যাদি নামেও খ্যাত। পঞ্চতত্ত্বের একতম। (পূর্বলীলায় শ্রীমতী রাধিকা)। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কাশ্যপগোত্র, পিতার নাম—শ্রীলমাধব মিশ্র। মাতার নাম—শ্রীমতী রত্নাবতী দেবী। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—বাণীনাথ। ১৪০৮ শকাব্দে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে গদাধরের জন্ম হয়। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি বেলিটীগ্রামে বাস করেন। ১৩ বৎসরে ইনি নব-দ্বীপে মাতুলালয়ে আগমন করেন। কেহ বলেন—কান্দিপুরের ধনাঢ্য ব্যক্তি সুররাজ গদাধরকে বেলিটি হইতে ভরতপুরে আনয়ন করেন। গদাধর পণ্ডিত আকুমার ছিলেন। ইহার শ্রীগুরুর নাম—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

গদাধর মহাপ্রভুর চিরসঙ্গী।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনিও মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। ইনি প্রভুকে ভাগবত শ্রবণ করাইতেন। ১৪৫৬শকে ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১১ মাস পরে) ইনিও পুরীধামে জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যায় অপ্রকট হন। গদাধরের গীতাগ্রন্থের মধ্যে মহাপ্রভু স্বহস্তে একটি শ্লোক লিখিয়া দিয়াছিলেন। সাধনদীপিকা (৯)-মতে ইনি প্রেমামৃতস্তোত্রাদি রচনা করেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত ঈশ-শক্তি (চৈচ আদি ১।৪১, ৪।২২৭, ৬।৪৮) নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীসহ মিলন ও তদীয় 'কৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থাধ্যয়ন (চৈভা আদি ১১।৯৯—১০০), মহাপ্রভুর সহিত ন্যায়ের বিচার (ঐ ১২।২০—২৭)। শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কীর্ত্তন-শ্রবণে গদাধরের মূর্চ্ছা (ঐ মধ্য ১।৫৬—১০৮)। অদ্বৈত-কর্ত্তৃক গৌরের পূজাদর্শনে গদাধরের নিষেধ (ঐ মধ্য ২।১২৬—১৪২)। বিরহী গৌরের সান্ত্বনাদান (ঐ মধ্য ২।২০২—২০৯)। প্রভুকে তাম্বূলদান (ঐ মধ্য ৬।৬৫, ২০।২৭, ২২।১৯); পুণ্ডরীক-মিলনে তদীয় বিলাসিতা-দর্শনে গদাধরের সন্দেহ ও মুকুন্দ-দ্বারা তদপনোদন, গদাধরের দীক্ষাদি (ঐ মধ্য ৭।৪৪—১১২)। নিত্যানন্দের দিগ্‌বাস-দর্শনে গদাধর (ঐ মধ্য ১১।২৩, ১৩।১৯)। জগাই-মাধাই উদ্ধারানন্তর মহাপ্রভুর সহিত জলকেলি (ঐ মধ্য ১৩।৩৪১)। চন্দ্রশেখর-ভবনে অভিনয়-মঞ্চে গোপিকা-বেশে নৃত্য (ঐ মধ্য ১৮। ১০১—১১৬)। কাজিদলনে প্রভুর নৃত্যে বামে গদাধর (ঐ মধ্য ২৩। ২১১, ৪৯১) সদাকাল মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান (ঐ মধ্য ২৪।৩১)। মহাপ্রভুর গৃহে বিষ্ণু-পূজার আদেশ-প্রাপ্তি (ঐ মধ্য ২৫।৯১)। সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে গদাধর (ঐ মধ্য ২৬।১৬৬—১৭১), সন্ন্যাস-রাত্রে গৌরাঙ্গ সহ একগৃহে গদাধর (ঐ মধ্য ২৮।৪৪), সন্ন্যাস-গমনে সঙ্গী (ঐ মধ্য ২৮। ১০৪, অন্ত্য ১।৫২) নীলাচল-গমনে সঙ্গী (ঐ অন্ত্য ২।৩৫) নীলাচলে একত্র বাস (ঐ অন্ত্য ৩।২২৮—২৩১)। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস (চৈচ মধ্য ১।২৫২)। নিত্যানন্দ সহ টোটা গোপীনাথে মিলন ও তিন প্রভুর ভোজন-রঙ্গ (চৈভা অন্ত্য ৭।১১২—১৬৪)। নরেন্দ্র-সরোবরে জল-কেলি (ঐ অন্ত্য ৮।১২২)। মহাপ্রভুর নিকট পুনঃ দীক্ষা-প্রসঙ্গাদি (ঐ অন্ত্য ১০।২২—২৭) নরেন্দ্র-তীরে গদাধরের ভাগবত-পাঠ (ঐ অন্ত্য ১০।৩২—২৬)। বল্লভ ভট্টের তোষামোদে পণ্ডিতের দীক্ষাদানে অসম্মতি (চৈচ অন্ত্য ৭।৮৬—১৪৮)। 'গদাইর গৌরাঙ্গ', গদাধর-প্রাণনাথ (চৈচ অন্ত্য ৭।১৫৯—৬০, চৈভা মধ্য ২০। ২)। গদাধরের ক্ষেত্র-সন্ন্যাসত্যাগে মহাপ্রভুর সহিত বাকোবাক্যাদি (চৈচ মধ্য ১৬।১৩০—১৪৩)। 'পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়। প্রতিজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িলা তৃণ-প্রায়' ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে গদাধর (ভক্তি ৩।১৩৫—১৪৩), শ্রীনিবাস সহ মিলনাদি (ঐ ৩।১৪৭—১৫২)। শ্রীগদাধর-মন্ত্র, ধ্যান, গায়ত্রী, প্রভৃতি (শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামি-কৃত পদ্ধতিতে (৫২, ৬০, ৭২) দ্রষ্টব্য। আবার শ্রীগৌরগদাধর-মন্ত্র (ঐ পদ্ধতিতে ৭২) লিখিত আছে। ঐ পদ্ধতিতে উদ্ধৃত চৈতন্যার্চনচন্দ্রিকায় যোগপীঠে শ্রীগৌরবামে শ্রীগদাধরের অবস্থিতি (৩৭—৪৪) রহিয়াছে। **অষ্টক**—(১) শ্রীসনাতন গোস্বামি-কৃত, (২) শ্রীরূপপ্রভু-রচিত, (৩) শ্রীস্বরূপগোস্বামি-রচিত, (৪) শ্রীলোকনাথ প্রভু-কৃত, (৫) শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামি-কৃত, (৬) শ্রীপরমানন্দ-গোস্বামি-রচিত, (৭) শ্রীশিবানন্দ-চক্রবর্ত্তি-কৃত। **শ্রীশ্রীগৌরগদাধরাষ্টক**—(১) শ্রীঅচ্যুতানন্দ-কৃত ও (২) শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র-রচিত। **রতি-জনক-দ্বাদশ নামস্তোত্র এবং অষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্র**—শ্রীসার্বভৌম-কৃত। **শাখানির্ণয়ামৃত**—শ্রীযদুনাথ কৃত। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-কৃত—**প্রেমামৃতস্তোত্র**।

গদাধর ভট্ট—পূর্বলীলায় রঙ্গদেবী (গৌ° গ° ১৬৫)। তৈলঙ্গ দেশে হনুমানপুরে শ্রীপাট। ২ শ্রীশ্রীরঘুনাথ-ভট্ট গোস্বামিজির শিষ্য শ্রীগদাধর-ভট্টজি মহারাজ মোহিনীবাণীর রচয়িতা। ভক্তমাল (২৩) গ্রন্থে ইঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইনি সজ্জন, সুহৃৎ, সুশীল এবং শ্রীমদ্‌-ভাগবতের সুরসাল বক্তৃতা করিতেন। কথিত আছে যে শ্রীপাদ শ্রীজীব তাঁহার একটি পদ-রচনা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন এবং পত্র লিখিয়া দুইজন লোককে তাঁহার দেশে পাঠাইয়াছিলেন; পত্রে এই শ্লোকটি

লিখিত ছিল—

'অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্ কুতঃ
শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ ?'

পত্রবাহকদ্বয় যথাসময়ে তাঁহার গ্রামে গিয়া প্রাতঃকৃত্যে রত তাঁহাকেই গদাধরভট্টের বাড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁহাদের বাসস্থানের উদ্দেশ জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন—'শিরমোর বৃন্দাবনধামমে'। শ্রীবৃন্দাবনের নাম শ্রবণ করিয়াই ভট্টজি প্রেমে মূর্চ্ছিত ' হইয়া নিপতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সাধুগণ তাঁহাকেই গদাধরভট্ট জানিয়া তাঁহার হস্তে শ্রীজীবপাদের পত্রখানি দিলেন। ভট্টজি মস্তকে ধরিয়া পত্র পাঠ করিয়াই তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীজীবপাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্টপাদের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন (ভক্তমাল ২৩শ মালা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রিয় ভট্ট গদাধর।
স্ফুরাহ শ্রীভাগবত অর্থ মনোহর॥
[নামা ২৭১]

গদাধর ভাস্কর—শ্রীপাট দাঁইহাট। 'ভাস্কর ঠাকুর বন্দ বিশ্বকর্ম্মাত্মভব' (বৈষ্ণব-বন্দনা)। ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি দাঁইহাটে বর্ত্তমান আছেন। ইহাদের দ্বারা প্রস্তর-নির্ম্মিত শ্রীবিগ্রহ অতীব সুন্দর দেখায় ; ইঁহারা বৈষ্ণব-পরিবার।

গন্ধর্ব কুমুদানন্দ—বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাট গ্রামে শ্রীপাট। কোন কোন গ্রন্থে ইনি দশম গোপাল এবং কোন কোন গ্রন্থে উপগোপাল-রূপে বর্ণিত আছেন। আবার কুমুদানন্দ-স্থানে 'মুকুদানন্দ' পাঠও আছে।

ইঁহার আদি বাসস্থান—চট্টগ্রামে। দাঁইহাটে বর্ত্তমানে কোন চিহ্ন নাই। পাটবাড়ীর স্থানটী বর্ত্তমানে একজন গৃহস্থের বাটির মধ্যে আছে। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরসিকরাজ বিগ্রহ বর্ত্তমানে দাঁইহাট গ্রামের রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বংশীয় গোস্বামিগণ-দ্বারা সেবিত হন।

গন্ধর্ব রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। তাঁরি শাখা গন্ধর্ব রায়, গঙ্গাদাস রায়। [প্রেম ২০]

জয় শ্রীগন্ধর্ব রায় গানে বিচক্ষণ।
যার গানে লজ্জা পান গন্ধর্বের গণ॥
[নরো ১২]

ইঁহার পুত্রের নাম—মদন রায়।

গন্ধর্ববর খাঁ—প্রকৃত নাম গোবিন্দ বসু। গৌরভক্ত, হুগলী জেলার শেয়াখালাতে নিবাস ছিল। ইনি হোসেন সাহ্ বাদশাহের উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। হোসেন সাহার উজীর পুরন্দর খাঁ ইঁহার ভ্রাতা।

গরুড়—শ্রীগৌরপার্ষদ। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ কুমুদ (গৌ° গ° ১১৬)।

গরুড় অবধূত—শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী, মহাভাগবত ও কুমুদনিধি [গৌ° গ° ৯৮—১০১]।

গরুড় পণ্ডিত—'গরুড়' ও 'গরুড়াই' নামেও খ্যাত। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি শ্রীনামের বলে সর্পবিষ পরিপাক করিয়াছিলেন।

গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম মঙ্গল।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল।
[চৈ° চ° আদি ১০।৭৫]

পূর্বলীলায় ইনি 'গরুড়' ছিলেন [গৌ° গ° ১১৭]।

গালীম—শ্রীচৈতন্য-শাখায় উল্লিখিত, কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না (চৈ° চ° আদি ১০।১১২, ইহা উপাধি কি ?)

ওহে শ্রীপুরুষোত্তম গালীম !
বিখ্যাত। মো অধমে বারেক করহ
দৃষ্টিপাত॥ (নামা ২৩০)

গিরিধর দাস—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। ইনি 'পরকীয়ারস-স্থাপন-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ২—১৬৫৮ শাকে ইনি 'শ্রীগীতগোবিন্দের' বঙ্গানুবাদ রচনা শেষ করেন। ৩ শ্রীদাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষার অনুবাদক। ৪ স্মরণমঙ্গলের অনু-বাদক।

গীতাপাঠী ব্রাহ্মণ—(নাম অজ্ঞাত) মহাপ্রভু দক্ষিণে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে, ব্যেঙ্কটাচার্যের গৃহে যখন চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিতেছিলেন, তখন—

'সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন'॥ (চৈ° চ° মধ্য ৯।৯৩)

ব্রাহ্মণের বিদ্যা কিছুই ছিল না—গীতাপাঠ করিতে করিতে কতই অশুদ্ধ উচ্চারণ করিতেন এবং লোকে উপহাস করিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না—অবিরত গীতাপাঠ লইয়াই থাকিতেন এবং প্রেমভরে মত্ত হইতেন। বিপ্রবরের এই প্রকার সাত্ত্বিক বিকারাদির দর্শনে মহাপ্রভু একদিবস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহাপ্রভু পুছিলা তারে—শুন

মহাশয়। কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥ ঐ ৯৭

ইহাতে—'বিপ্র কহে মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি। শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু আজ্ঞা মানি'॥

আরও বলিলেন—আমি যতক্ষণ গীতা পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি – আমার সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথিবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য দর্শন করত আমি আর স্থির থাকিতে পারি না। এই জন্যই অশুদ্ধ উচ্চারণ হইলেও আমি গীতাপাঠ হইতে নিরস্ত হইতে পারি না।

'প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারই অধিকার। তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার'॥

এই বলিয়া বিপ্রকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। বিপ্রবর গীতার কর্ত্তাকে আজ চিনিতে পারিলেন। তাই তাঁহার শ্রীচরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বিপ্রকে উঠাইয়া গুপ্ত মহারত্ন প্রদান করত কহিলেন—

এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥ ঐ ১০৬

বিপ্র প্রভুর মহাভক্ত হইলেন এবং চারিমাস প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণকথায় যাপন করিলেন।

গুণনিধি—ইনি 'মুকুন্দনিধি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (গৌ° গ° ১০২-৩)।

গুণমঞ্জরী—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্মরণ-মঙ্গলের ব্রজভাষায় অনুবাদক।

গুণরাজ খান—শ্রীমালাধর বসু; ইনি ১৩৯৫ হইতে আরম্ভ করত ১৪০২ শকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। 'গুণরাজ' খাঁ নাম নহে, ইহা জনৈক গৌড়াধিপতি-প্রদত্ত উপাধি। ইঁহার পিতা—ভগীরথ বসু এবং মাতা—ইন্দুমতী। কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর-কর্ত্তৃক আনীত দশরথ বসুর ত্রয়োদশ অধস্তন। [বংশ-তালিকা 'মালাধর বসুর' অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য]। কুলীনগ্রাম ইহাদের বাসস্থান। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-সম্বন্ধে স্বয়ং মহাপ্রভুর উক্তি—

"গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥ 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত"॥ [চৈ° চ° মধ্য ১৫। ৯৯—১০০]।

গুণানন্দ গুহ (মজুমদার)—বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলতিলক বঙ্গাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত স্বনামধন্য রাজা বসন্ত রায়ের পিতা। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস (মতান্তরে রামদাস) কর্পূরের মন্দিরের দক্ষিণ-দিকে শ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের পূর্ব গাত্রে যে শিলালিপি আছে—তাহা গ্রাউস্ সাহেব পাঠোদ্ধারক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

'হর ইব গুহবংশ্যো যৎপিতা রামচন্দ্রো, গুণমণিরিব পুত্রো যস্য রাজা বসন্তঃ। স কৃত-সুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দ-নামা, ব্যধিত বিধিবদে-তন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ'॥

পূর্বোক্ত কৃষ্ণদাসের মন্দির জীর্ণ হইবার পূর্ব হইতেই শ্রীমদনগোপাল এই মন্দিরে সেবিত হইতেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা দুইটি শ্রীরাধাবিগ্রহ গঠন করাইয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। স্বপ্নাদেশে উহার ছোটটি শ্রীরাধারূপে মদনগোপালের বামে এবং বড়টি ললিতারূপে দক্ষিণে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তখন হইতে মদন-গোপালের নাম হয়—মদনমোহন। কালক্রমে আরঙ্গজেবের অত্যাচার-ভয়ে মদনমোহন প্রভৃতি জয়পুরে নীত হন। সেস্থান হইতে আবার রাজ-শ্যালক করৌলির রাজা গোপালসিংহ ঐ বিগ্রহ নিয়া করৌলিতে স্থাপন করেন। গুণানন্দের প্রাচীন মন্দিরে এক্ষণে কিন্তু শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের পূজা চলিতেছে।

শিলালিপিতে উক্ত গুহ-বংশ্য রামচন্দ্র পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া প্রথমতঃ সপ্তগ্রামে ও পরে গৌড়ে রাজসরকারে কর্মচারী হন। তাঁহার তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ—ঐ সরকারে প্রধান প্রধান রাজকার্যে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ভবানন্দের পুত্র রাজা বিক্রমাদিত্য ও গুণানন্দের পুত্র রাজা বসন্ত রায় যশোহর রাজ্য পত্তন করেন। এই বিক্রমাদিত্যের পুত্রই—প্রতাপাদিত্য। বঙ্গেশ্বর সুলেমান কররাণীর রাজত্ব-কালে (১৫৬৩—৭২ খৃঃ) গুণানন্দ শ্রীবৃন্দাবনবাসী হন এবং আজীবন তথায় বাস করেন। আনুমানিক ১৫৭০ খৃঃ প্রাক্‌কালে গুণানন্দ স্বীয় পুত্র বসন্ত রায়ের উদ্যোগে ও অর্থ-ব্যয়ে ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। [মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৩ বৈশাখ]।

গুণার্ণব মিশ্র—সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির জন্মভূমি ঝামট-

পুরে ইঁহার নিবাস ছিল। শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-গৃহে যখন অহোরাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ হইতেছিল, তখন ইনি শ্রীবিগ্রহাদির সেবাকার্য করিতেছিলেন—

'গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য। শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেহোঁ করে সেবাকার্য' ॥

উক্ত উৎসবক্ষেত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীল রামদাস মীনকেতন-নামক প্রভুর জনৈক পারিষদ শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে সকল ভক্ত মহাভক্তিসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনাদি করিলেন, কিন্তু এই গুণার্ণব মিশ্র শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না বলিয়া রামদাস মীনকেতনকে প্রণামাদি কিছুই করিলেন না। এ জন্য রামদাস মীনকেতন গুণার্ণবকে দ্বিতীয় 'সূত রোমহর্ষণ' বলিয়া অভিহিত করিলেন।

'অঙ্গনে বসিয়া তিঁহো না কৈল সম্ভাষ। তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস॥ এই তো দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ। বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম' ॥ [চৈ° চ° আদি ৫।১৬৮—৭০]

গুপ্ত বেঝা—মুরারি গুপ্ত দেখুন [চৈ° ম° সূত্র ২৭]।

গুম্ফনারায়ণ—অভিরাম দাসের 'পাটপর্যটন্'-মতে ইনি অভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—পাকমাল্যাটি।

'পাকামাল্যাটিতে বাস গুম্ফনারায়ণ॥' [পা প]

গুরুচরণ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নীর শিষ্য এবং তাঁহারই আদেশে ইনি 'প্রেমামৃত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রেমবিলাসই ইহার আধার।

গুরুদাস ভট্টাচার্য—বৈদিক ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—গোপালপুর। ইঁহার একটি টোল ছিল, তাহাতে বহু ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে শ্রীঠাকুরের মহিমা বিস্তৃত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে থাকায় গুরুদাস ভট্টাচার্য অতীব ক্রোধান্বিত হয়েন এবং নরোত্তমের উদ্দেশে বহু নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। দৈবক্রমে—

নিন্দিতে নিন্দিতে তার কুষ্ঠব্যাধি হৈল। স্বস্ত্যয়ন চিকিৎসাতে ব্যাধি নাহি গেল॥ (প্রেম ১৯)

পরে এক দিবস স্বপ্ন দেখিলেন—ভবানীদেবী উগ্রমূর্ত্তিতে তাঁহাকে বলিতেছেন—

নরোত্তমে সদা তুমি শূদ্র-বুদ্ধি কর। সেই অপরাধে দুঃখ পাইয়াছ বড়॥ নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের হয় প্রেমমূর্ত্তি। ভক্তিতে দেখিলে তাঁরে যায় মনের আর্ত্তি॥ ঐ

তখন গুরুচরণ ভীতভাবে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নিকটে গিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাঁহার কিছুমাত্র দোষ গ্রহণ না করিয়া নিজ সেবক করিয়া লইলেন—

শুনি' কৃপায় নরোত্তম পদ মাথে দিলা। হৈল রোগমুক্ত সবে দেখিতে পাইলা॥ ঠাকুর মহাশয় হয় দয়ার সাগর। করুণা করিয়া তারে করিলা কিঙ্কর॥ ঐ

গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত—(শ্রীপ্রসাদ দাস) রজনীকান্ত সেনের পিতা। 'পদচিন্তামণিমালা'-নামক পদাবলীর সঙ্কলয়িতা। ইহার অধিকাংশ কবিতাই ব্রজবুলিতে রচিত। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথমতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে ইনি ব্রজবুলি ভাষার স্বরবিষয়ে ও ব্যাকরণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

গোকুল চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার। মহাদাতা, প্রেমময়, গম্ভীর আশয়॥ (কর্ণা ২)

গোকুল দাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৪৯]

২ শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য (র° ম° পূর্ব ১।৮২)। ৩ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের বাল্য শিষ্য শ্রীগোকুল দাস। কেন্দুঝুরি দেশে ভক্তি করিল প্রকাশ॥ বনভুমে বহুশিষ্য কৈল মহাশয়। রসিকেন্দ্র বিনা তারা কিছু না জানয়॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪। ৯০—৯১]

ইনি গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর এক তম। [র° ম° পশ্চিম ২।৪৫]

৪ যাজিগ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

জয় গোকুল ভক্তি-রসের মুরতি।

যাঁর গানে নাই বৈষ্ণবের দেহস্মৃতি।
(নরো ১২)

সঙ্গীতের বিষয়গুলি ইনি হস্ত-মুখাদির ভঙ্গিতে অতীব সুন্দরভাবে প্রাণে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কণ্ঠস্বরে ত্রিভুবন মোহিত হইয়া যাইত।

শ্রীগোকুল দাস বর্ণ বিন্যাসে মধুর। হস্তাদি ভঙ্গিতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥ ঐ

ইনি খেতুরীর উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং সংকীর্ত্তন করিয়া ছিলেন—

তালবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়॥ তালবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ। আলাপে গোকুল কণ্ঠ-ধ্বনি নাশে তাপ॥ আলাপে গমক মধ্য-তার-স্বরে। সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য ধরে॥ [ভক্তি ১০। ৫৩১—৫৩২]

শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামী ইঁহার গীত-শ্রবণে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

গাও গাও ওহে গোকুল! প্রাণ জুড়াও আমার। শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লসিত (নরো ১১)। গোকুল, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকৃত সেই অপূর্ব গীত—জয় জগতারণকারণ ধাম। আনন্দকন্দ শ্রীনিত্যানন্দ নাম॥ ইত্যাদি গান করিলে প্রভু বীরভদ্র—

গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া। কহিলা যতেক তারে অধৈর্য হইয়া॥
(নরো ১১)

৫ [গোকুলানন্দ] শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চন-গড়িয়া। ইঁহারা দুই ভ্রাতা—গোকুল দাস ও শ্রীদাস। বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ হরিদাসাচার্য ইঁহাদের পিতৃদেব।

তথায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুল দাস। ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস॥ মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণ-সেবা করে। তাঁর প্রেম-চেষ্টা কেহ বুঝিতে না পারে॥ (কর্ণা ১)

অন্যত্র—'জ্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাসে'। শ্রীদাস, গোকুলানন্দে সবে প্রশংসয়। দোঁহার চরিত্র যৈছে কহন না যায়॥ (ভক্তি ১০।৩৬, ৫৮)

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু বৃন্দাবন হইতে যখন গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন করেন, তখন শ্রীল হরিদাস আচার্য তাঁহার দুই পুত্রকে দীক্ষা দিবার জন্য আচার্য প্রভুকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ইহার পরে হরিদাসাচার্য শ্রীধাম-বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিলে শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ তাঁহার তিরোভাব-উপলক্ষে মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে মহোৎসব করেন। তাহাতে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি বহু ভক্তের সমাগম হয় এবং ঐ দিবস আচার্য প্রভু গোকুলদাস ও শ্রীদাসকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। (ভক্তি ১০।৮৯—৯২)

গোকুলদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। 'বিহারী দাস বৈরাগী, আর বৈরাগী গোকুল দাস'॥
(প্রেম ২০)

জয় শ্রীগোকুলদাস বৈরাগী প্রবল। নবদ্বীপ-বৃন্দাবন বাসে যে প্রবল॥
(নরো ১২)

গোকুলদাস মহান্ত—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। রাজা বীর-হাম্বীরের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরে শ্রীপাট।

গোকুলানন্দ—ইনি 'বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী' দলের মধ্যে একজন। যোষিৎ-সঙ্গভয়ে দলস্থ রমানাথ প্রভৃতি তিন জনের সঙ্গে পলায়ন করেন ও ২৪ পরগণার বেলে বসিরহাটে গিয়া বাস করেন। ইঁহাদের বিষয়ে প্রবাদ এইরূপ—

কোন সময়ে শ্রীলবীরভদ্র গোস্বামী ১২ শত কয়েদীকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন। পরে জাহ্নবা মাতার নিকটে উহাদিগকে লইয়া আসিয়া উহাদের জন্য ভোজ্য প্রার্থনা করিলে জাহ্নবাদেবী উক্ত কয়েদিগণ প্রকৃতই বৈষ্ণবধর্মগ্রহণের উপযোগী কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য ১৩ শত নেড়ী বা স্ত্রীলোক সৃজন করত প্রত্যেক কয়েদিকে এক এক জন নেড়ী প্রদান করিতে থাকিলে সকলেই স্ত্রীলোক গ্রহণ করিলেন; কেবল উক্ত গোকুলানন্দ এবং আরও তিনজন স্ত্রী-সঙ্গভয়ে ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

কয়েদিগণকে কারামুক্ত করিয়া তাহাদের দীক্ষাকালে মস্তক মুণ্ডিত করা হইয়াছিল। এইজন্যই তাহারা 'নেড়া' নামে অভিহিত হইয়াছিল। সেই হইতেই 'নেড়া নেড়ীর দল' বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৮]।

গোকুলানন্দ দাস বা গোকুল কবীন্দ্র—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। ভক্তিরত্নাকর-মতে ইঁহার পূর্ব-নিবাস

কড়ুইগ্রামে, পরে পঞ্চকোটের অন্তর্গত সেরগড়ে।

পঞ্চকোটে—সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল। পূর্ববাস কড়ুই, কবীন্দ্র ভক্ত্যতুল॥ (ভক্তি ১০।১৩৯)

আর এক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস। সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস॥ (কর্ণা ১)

গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রভু কৃপা কৈলা তাঁরে সদয়-হৃদয়॥ (কর্ণা ১)

গোকুলানন্দ সেন—প্রসিদ্ধ পদকল্পতরুকার শ্রীবৈষ্ণব দাসের পূর্ব নাম। ['বৈষ্ণবচরণ দাস' দ্রষ্টব্য]।

গোপাল—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৫০]

২ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শিখিধ্বজ, গোপাল শাখা ভজন-প্রবল। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে, কহে হরি হরি বোল॥ [প্রেম ২০]

৩-৪ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয় [র° ম° পশ্চিম, ৪।১১১—১১৪]।

গোপাল আচার্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

গোপাল আচার্য আর বিপ্র বাণীনাথ॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১১৪]

শ্রীগোপালাচার্য! এই গাই অনিবার। কাজির দমন আর কীর্ত্তন-বিহার॥ [নামা ১৩৫]

২ শ্রীনরোত্তম-বিলাসে নাম পাওয়া যায়। 'শুভানন্দ, শ্রীগোপাল আচার্য উদার' [নরো]। ৩ শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৩]।

গোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক—ওড্র-দেশীয় কবি, গৌরভক্ত—ইনি স্বরচিত 'গোপালকৃষ্ণ-পত্মাবলীর' মনঃ-শিক্ষায় শ্রীগৌরের অন্তর্নিহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ৯৪ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত-ভাষায় যে শ্রীগৌরবন্দনা লিখিয়াছেন, তাহাও অতিসুন্দর।

গোপাল (ক্ষত্রিয়)—মুলতানবাসী, গৌরভক্ত। পাঞ্জাবী কৃষ্ণদাসের শিষ্য। (কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী দেখ)।

গোপাল গুরু—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য। পূর্বনাম শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত, ইনি মুরারি পণ্ডিতের পুত্র।

চন্দ্রশেখর, শঙ্করারণ্য আচার্য এই দুই জন। গোবিন্দানন্দ, দেবানন্দ, নাহিক কথন॥ গোপালগুরু গোস্বামির গুণের নাহি লেখা। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই পঞ্চ শাখা॥ [বক্রেশ্বর-চরিত, মধ্য, ১১৬ পৃঃ]

৺পুরীধামে কাশীমিশ্রের আলয়ে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে প্রভু যে গৃহে (গম্ভীরায়) অবস্থান করিতেন —সেই গম্ভীরার সেবাধিকার শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে তাঁহার শিষ্য গোপালগুরু গম্ভীরার সেবা করিতে থাকেন। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা আছে।

তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা। অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নীলাচলে গমন করিয়া গোপাল গুরুকে দর্শন করিয়াছিলেন—

শ্রীগোপাল গুরু অতি অধৈর্য হিয়ায়। নরোত্তমে কোলে করি কান্দে উভরায়॥ (ভক্তি ৮।৩৮৯)

ইনি আবাল্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সেবা করিতেন; কথিত আছে যে একদিন মহাপ্রভু বহির্দেশে গমনাবসরে স্বীয় নামবিনোদী জিহ্বাকে দন্তদ্বারা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন—গোপাল তাহা দেখিয়া কৌতুকভরে স্বসেবাবসরে মহাপ্রভুকে বলিলেন—'প্রভো! তোমার কথা না হয় স্বতন্ত্র, প্রাকৃত জীবের যদি বাহ্যকৃত্য করিতে প্রাণ যায়, তবে ত আর নাম গ্রহণ করিতে করিতে জীবন গেল না! তখন কি উপায়?' বালকের মুখে অমৃতভাষণ-শ্রবণে শ্রীগৌর বলিলেন—'ঠিকই বলিয়াছ, গোপাল! আজ হইতে তুমি 'গুরু' আখ্যা লাভ করিলে!!' এই বার্ত্তাটি তখন দিগ্‌বিদিকে প্রচারিত হইলে শ্রীঅভিরামগোস্বামী গোপালকে প্রণাম করিয়া পরীক্ষা করিতে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে অভিরাম দণ্ডবৎ করিয়া বহু শালগ্রাম বিদীর্ণ করিয়াছেন, স্বয়ং নিত্যানন্দ-প্রভুর বীরভদ্র ও গঙ্গা ব্যতীত অন্যান্য সন্ততিকেও বিনষ্ট করিয়াছেন। খবর পাইয়া গোপাল সন্ত্রস্তচিত্তে শ্রীমহাপ্রভুর ক্রোড়ে গিয়া বসিলেন; মহাপ্রভু তাঁহার ললাটে স্বীয় চরণারবিন্দ অর্পণ করিয়া পদাকৃতি তিলক করিয়া দিলেন। অভিরামের প্রণামে গোপালগুরুর কোনই ক্ষতি হইল না। তদবধি চৌষট্টি মহান্ত, ছয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে গোপালগুরু বলিয়া মানিয়া লইলেন। শ্রীগোপালগুরুর সময়ে (১৪৬০—

১৪৭০ শকাব্দ) শ্রীরাধাকান্তের বর্ত্তমান মন্দির পুনঃ সংস্কৃত ও প্রতিষ্ঠাপিত হয়। শ্রীরাধাকান্তের দুই পার্শ্বে তিনি শ্রীরাধা ও শ্রীললিতা সখীকে এবং শ্রীরাধাকান্তের দক্ষিণে ও বামে নৃত্যপরায়ণ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে স্থাপন করেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তৈলচিত্র পূর্ব হইতেই সেবিত হইতেন। মাঘীশুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীগোপালগুরুকে গাদীসমর্পণ করা হয় বলিয়া অদ্যাপি সেই তিথির স্মরণে উৎসব হয় এবং গম্ভীরায় শ্রীমহাপ্রভুর আসনের একপার্শ্বে শ্রীগোপালগুরু ক্ষণকতিপয়ের জন্য বিরাজমান হন। গম্ভীরায় শ্রীমন্-মহাপ্রভুর শ্রীকন্থার কিয়দংশ, রজের কমণ্ডলু ও পাদুকা অদ্যাপি বিরাজ-মান। গোপালগুরু বার্দ্ধক্যে ধ্যান-চন্দ্রকে সেবাদি সমর্পণ করত দেহত্যাগ করিলেন। কথিত আছে যে তত্রত্য রাজপুরুষগণের বিনানু-মতিতে এই গাদীসমর্পণ হয় বলিয়া শ্রীগোপালগুরুর দেহ সৎকারের জন্য স্বর্গদ্বারে নীত হইলে রাজপুরুষগণ রাধাকান্তমঠ অবরোধ করিয়াছিল। ধ্যানচন্দ্র সেই সংবাদ পাইয়া আর্ত্তিভরে রোদন করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদের শ্রীচরণ ধরিয়া নিবেদন করিলে শ্রীগোপালগুরু প্রিয়ভক্তের কাতরোক্তি শুনিয়া এবং রাজ-পুরুষের দৌরাত্ম্য বুঝিয়া পুনরায় শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন সহকারে রাজনগরে উপস্থিত হইলেন; বলা বাহুল্য রাজকর্মচারিগণ ইতঃপূর্বেই বার্ত্তা শুনিয়া রাধাকান্তের মন্দির খুলিয়া দেন; শ্রীগোপালগুরু সেই রাজার তিনপুরুষযাবৎ গাদীতে থাকিয়া ধ্যানচন্দ্রকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করত আবার কার্ত্তিকী শুক্লানবমীতে তিরোহিত হন। পরবর্ষে রথযাত্রার পরে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ আবার ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বংশীবটনিকটে পাঁকুড়তলায় শ্রীগোপালগুরুকে ভজন করিতে দেখিয়া খবর পাঠাইয়া ধ্যানচন্দ্রকে ব্রজে আনয়ন করিলেন। ধ্যানচন্দ্র তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া নীলাচলে গমনের জন্য সকাকু নিবেদন করিলেন। গোপালগুরু বলিলেন—'ব্যাকুল হইও না, যদি আমার বিরহ নিতান্তই অসহ্য হয়, তবে শ্রীরাধা-কান্তের সম্মুখস্থিত নিম্ববৃক্ষদ্বারা আমার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গর্ভ-মন্দিরের সম্মুখে রাখিবে এবং নৈবেদ্যার্পণের কালে শ্রীরাধাকান্তের সম্মুখে লইয়া বসাইবে, তাহাতে তোমার সেবাপরাধাদি হইবে না, তুমি সেই মূর্ত্তিতেই আমাকে দেখিবে।' তদবধি শ্রীগোপালগুরুর মূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের জগমোহনে অবস্থিত আছেন।

কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে—শ্রীগোপালগুরুর তিরোধান হয়। ইঁহার রচনা—**শ্রীগৌরগোবিন্দার্চন-পদ্ধতি**।

গোপাল চক্রবর্ত্তী——শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং শ্বশুর। শ্রীপাট—যাজিগ্রাম। গোপাল চক্রবর্ত্তির ভ্রাতার নাম—বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। গোপালের দুই পুত্র—শ্যামদাস (শ্যামানন্দ) ও রামচরণ (রামচন্দ্র) এবং এক কন্যা—শ্রীমতী দ্রৌপদী।

প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ।
দোহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন॥
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। অবিশ্রাম ঝরে আঁখি, কীর্ত্তনে করে নৃত্য॥ [কর্ণা ১]

অন্যত্র—যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আচার্যেরে কন্যা দিতে তার মহা আর্ত্তি॥ বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে। কন্যাদান করয়ে আচার্য শ্রীনিবাসে॥

[ভক্তি ৮।৪৯০-৯৪]

উক্ত শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর সহিত শ্রীনিবাস প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এ বিবাহের ঘটক ছিলেন।

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য অর্থাৎ রামকৃষ্ণ আচার্যের শিষ্য। কোমরপুরে শ্রীপাট।

কোমরপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
সকল লোকেতে যাঁর গায় গুণকীর্ত্তি॥

[নরো ১২]

৩ সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস মজুমদারের গৃহে (শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামির গৃহে) কর্ম্মচারী ছিলেন।

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ। মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥ গৌড়ে রহে, পাতসাহ আগে আরিন্দাগিরি করে। বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহেরে ভরে॥ পরম সুন্দর পণ্ডিত, নবীন যৌবন। নামাভাসে 'মুক্তি' শুনি না হৈল সহন॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ৩।১৮৮-৯০)

আরিন্দাস্থলে অনেক গ্রন্থে 'কারিন্দা' পাঠ আছে—আরিন্দা অর্থে রসুইয়া ব্রাহ্মণ আর কারিন্দা

(যাবনিক ভাষা) অর্থে কর্ম্মচারী অর্থাৎ গোবর্দ্ধন দাসাদির রাজকর ইনি বাদশাহের আগে বুঝাইয়া দিতেন। এক দিবস সপ্তগ্রামে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসের সভাতে ইঁহাদের পুরোহিত বলরাম শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে গোপাল চক্রবর্ত্তির সহ্য হইল না, তিনি ঠাকুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে অপমান করিলে হরিদাস ঠাকুর হাস্য করত সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলরাম পুরোহিত গোপালকে বলিয়া গেলেন—

হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান। সর্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥ ঐ

গোবর্দ্ধনদাস গোপালকে দূর করিয়া দিলেন। অক্রোধ পরমানন্দ হরিদাস ঠাকুর গোপালের কোন অপরাধ গ্রহণ না করিলেও পরে—

তিন দিন রহি' সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল। অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥ চম্পক-কলিকা সম হস্ত-পদাঙ্গুলী। কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥ (ঐ)

কেহ কেহ বলেন, ইনিই চাপাল গোপাল।

গোপাল ঠাকুর——উপগোপাল। শ্রীপাট—গৌরাঙ্গপুর (হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট)। ইনি ব্রজের কোকিল গোপাল।

গোপাল দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। গোপাল দত্ত, রামদেব দত্ত, গঙ্গাদাস দত্ত আর। মনোহর ঘোষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস, অতিশুদ্ধাচার॥

(প্রেম ২০)

গোপাল দাস——শ্রীচৈতন্য-শাখায় নাম পাওয়া যায়।

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।

[চৈ° চ° আদি ১০।১১৩]

শ্রীবৃন্দাবনে বিট্ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীগোপালদেবকে যবনভয়ে লুক্কায়িত রাখিলে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত ভক্তবৃন্দ মধ্যে এই গোপালদাসের নাম আছে। ব্রজলীলার পালী [গৌ° গ° ১৫৮]

শ্রীগোপালদাস আর দাস নারায়ণ॥

[চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫১]

২ (ভক্তি ৫।১৩০৭) পাবনসরোবর তীরস্থিত-কুটীরবাসী শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব।

৩—অভিরামদাসের 'পাটপর্যটন' মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামি-পাদের শিষ্য। শ্রীপাট—মহেশ।

'মহেশ গ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম॥' (পা° প°)।

৪—শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের প্রিয় শিষ্য, বৈশ্যজাতি; ইহাঁরই প্রার্থনা-বশতঃ শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়ামতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধনদীপিকায় (৯, শেষ)—'গোপালদাসনামা কোঽপি বৈশ্যঃ শ্রীজীবগোস্বামিপাদানাং প্রিয়-শিষ্যঃ। তৎপ্রার্থনাপরবশেন তেন স্বকীয়াত্বং সিদ্ধান্তিতম্॥' ইত্যাদি

৫—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য ও পদকর্ত্তা। শ্রীপাট—বুধুইপাড়া।

গোপালদাস প্রভুর এক শাখা। প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাই লেখা॥ বুধুইপাড়াতে বাড়ী, কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়া। যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥

(কর্ণা ১)

ইনি ১৫১২ শাকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামির উপদেশে 'শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পলতা' প্রণয়ন করেন।

অন্যত্র—শ্রীআচার্য প্রভুর শিষ্য—বৃন্দাবনবাসী (ঐ)

৬—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া ভজন করি-তেন। গোপালদাস, গোবিন্দরাম, বৃন্দাবন দাস, তিন জনই আচার্যের শিষ্য। তিন জনই একত্র শ্রীরাধা-কুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।

তারপর কৃপা হৈল শ্রীগোপালদাসে। এক স্থানে স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে॥ শ্রীকুণ্ডনিবাসী তিন মহাভক্ত ধীর। প্রভু কৃপা কৈল তিনে হইয়া সুস্থির॥ (কর্ণা ১)

৭—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া।

কাঞ্চনগড়িয়াবাসী শ্রীগোপাল দাস॥

(ভক্তি ১০।১৪২)

তথা বর্ণবিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া। তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া॥

নাম শ্রীগোপালদাস, তাঁরে কৃপা কৈল। নীচ জাতি উদ্ধারিতে তাঁরে আজ্ঞা দিল॥ (কর্ণা ১)

এই গোপালদাসের প্রভাবে, তাঁহার গ্রামস্থ ভক্তগণ হরিনাম-গ্রহণে এরূপ তৎপর ছিলেন যে রাত্রিকালে নাম-জপের সময় নিদ্রা তাড়াইবার জন্য শিখায় দড়ি দিয়া চালে বান্ধিতেন। নিত্য লক্ষ হরিনামের কম কেহ গ্রহণ করিতেন না।

৮ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

ইঁহার পুত্রের নাম—বনমালী দাস। উভয়ই আচার্য প্রভুর শিষ্য ছিলেন।

বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস। প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধা ভাব (?)॥ [কর্ণা ১]

৯ শ্রীনিবাসপ্রভুর শিষ্য। বন-বিষ্ণুপুরের বল্লবী কবিপতি বা বল্লব কবিরাজের মধ্যম ভ্রাতা। কনিষ্ঠ সহোদরের নাম—রামদাস।

১০ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫২]

১১ ইনি (১৫৯০ খৃঃ অব্দে) **'ভক্তিরত্নাকর'** নামক গ্রন্থ রচনা করেন। (ঘনশ্যাম বা নরহরিকৃত ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা ভিন্ন গ্রন্থ)।

১২ শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস-রচয়িতা ব্রাহ্মণ, গুরুদত্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।

১৩ রামগোপাল রায় চৌধুরী দ্রষ্টব্য।

১৪ 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের অনুবাদক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ২৫৮২; লিপিকাল১২৩৫ সাল)।

গোপালদাস অধিকারী—(গোপাল গোসাঞি)—শ্রীবৃন্দাবন-বাসী। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

বন্দে গোপালদাসাখ্যং প্রেম-ভক্তিরসাশ্রয়ম্। শ্রীমন্মদন-গোপালাঙ্ঘ্রি কঞ্জদ্বন্দ্ব-সেবিনম্॥

[শা° নি° ৩৩]

গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য আর। গোসাঞি গোপাল দাসাধিক অধিকার॥ (ভক্তি ১৩৩১৮)

শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামিকে শ্রীবৃন্দা-বনে ভক্তগণ যখন আগুবাড়াইয়া লইয়া যান, তৎসঙ্গে ইনিও ছিলেন।

গোপালদাস ঠাকুর—শ্রীল আচার্য-প্রভুর শিষ্য। 'বুধুইপাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর। আচার্যের শিষ্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেতে শূর'॥ (প্রেম ২০)

তবে শ্রীগোপালদাস ঠাকুরে কৃপা কৈল। প্রভু-কৃপা পাইয়া যেঁহো অতিধন্য হৈল॥ (কর্ণা ১)

গোপালদাস বাহাত্তুর—বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের পুত্র। পূর্ব্বনাম—ধীরহাম্বীর। "ধাড়ীহাম্বির' বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই আচার্যের শিষ্য। শ্রীজীব গোস্বামী ধীর হাম্বীরের নাম 'গোপাল দাস' রাখেন। তিনি এই রাজকুমারকে বড়ই স্নেহ করিতেন। শ্রীবৃন্দা-বন হইতে গৌড়ে পত্রাদি প্রেরণ করিলে ইঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন।

বীর হাম্বীরের পুত্র শ্রীগোপাল দাস। শ্রীজীব গোস্বামি দত্ত এ নাম-প্রকাশ॥ শ্রীধাড়ী হাম্বীর নাম সর্বত্র প্রচার। শ্রীজীব গোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার॥ (ভক্তি ১৪।২৫—২৬)

গোপাল বাহাত্তুর পিতার ন্যায় পরম ধার্মিক হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার রাজত্বকালে ঘোষণা করিয়া দেন—'যে ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ না করত জল গ্রহণ করিবে, তাহার গুরু দণ্ড হইবে'। এই জন্যই প্রাচীন পদে আছে—

গোপালের কালে, রাজার মহলে,
কুক্কুটেও হরিনাম করে॥

আমাদের দেশে 'গোপালের ব্যাগার' বলিয়া যে প্রবাদবাক্য আছে, তাহা ঐ সময় হইতেই চলিত হয়। (বীর হাম্বীর দেখ)।

ইঁহার অধস্তন বংশধর রাজা চৈতন্যসিংহকর্তৃক ২৭৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমির ছাড়পত্র একখানি বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের ৫।৬ ক্রোশ উত্তরে দামোদরবাটী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—

শ্রীশ্রীহরি শরণং

(সংস্কৃতে নাম-সাহ—শ্রীচৈতন্য সিংহ)

স্বস্তি মল্লাবনীনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য সিংহ দেবমহো * * শ্রীরতনরায় সুচরিতেষু ভট্টোত্তর-পট্টকমিদং কার্যঞ্চাগে তোমার ভট্টোত্তরের নির্ব্বন্ধ জমি ৪৫ গরজ—মঞ্জুর ইহার শোদ (উঃ) সিংহ-জারী মৌঃ পুঞ্চা বাগানগড়া সুনা —৪৫ এবং পয়তাল্লিস ওন তোমাকে ভট্টোত্তর দেওয়া গেল ও আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ করহ পঞ্চান্ন নিগর বেক্তুকে ইতি সন ১০৮৬ সাল ২১ অগ্রহায়ণ। (দলিলের পশ্চাৎদিকে শ্রীতিলকরাম রায় সহি আছে।)

গোপালভঞ্জ রায়—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৬১]।

গোপাল ভট্ট—ছয় গোস্বামির অন্যতম। শ্রীরঙ্গমের নিকটে কাবেরীর তীরে বেলগুণ্ডি গ্রামে বাস।

'ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট'। জন্ম ১৪২২ শক (১৫০০খৃঃ)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্টকে স্বীয় ডোর, কৌপীন ও একখানি আসন দিয়া পাঠান। ঐ আসনখানি কৃষ্ণবর্ণের কাষ্ঠের পিঁড়া। উহা

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট উত্তরদেশে তীর্থ-ভ্রমণ-সময়ে গণ্ডকী নদীতীরে একটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হয়েন। ভক্ত-বাসনায় উহাই পরে শ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহরূপে পরিণত হয়েন (ভক্ত ২।৭)। মতান্তরে 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে (১৪ পৃঃ) শ্রীরূপগোস্বামি-কর্তৃক শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের নির্মাণ-প্রসঙ্গ আছে। ['শ্রীরাধারমণ' শব্দে দ্রষ্টব্য]।

বৈশাখী পূর্ণিমাতে শ্রীরাধারমণের অভিষেক হয়। এই বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবন ধামে পূর্ব হইতেই বিরাজিত আছেন। আরঙ্গজেবের ভয়ে স্থানান্তরিত করা হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনেই লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের বামে শ্রীমতী নাই। তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনের বাম ভাগে একটি রৌপ্য মুকুট রাখা হয়। উহাকে শ্রীমতীর প্রতিভূ বলা হয়। প্রাচীন মন্দির নাই। বর্ত্তমানের মন্দির লক্ষ্ণৌ-নিবাসী সাহ কুন্দন-নামক জনৈক বণিক্ ও তাঁহার ভ্রাতা-দ্বারা নির্মিত। ১৫০৭ শকের আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীল গোপাল ভট্টের তিরোভাব-তিথি। শ্রীরাধা-রমণের শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে উঁহার সমাধি আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-নামক বৈষ্ণব স্মৃতি ইহার রচনা বলিয়া কেহ কেহ বলেন, কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে (১।৯৭-৯৮) প্রকাশ যে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ভট্টের নামেই উহা প্রচার করেন।

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি কৈল ভট্ট মনে। সনাতন গোস্বামী জানিল সেইক্ষণে॥ গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস-বর্ণন॥

পদাবলি-সাহিত্যেও ইহার দান আছে। পদকল্পতরুর ১০১৯, ২৮৩৪ ও ২৯৬৭ সংখ্যক পদগুলি ইহার রচিত। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের উপর 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা' নাম্নী টীকা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর ১।২২৮, অনুরাগবল্লী, বিশেষতঃ সাধনদীপিকা নবম কক্ষায় (২৫৭পৃঃ) এই টীকাটি ইহারই রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে ইঁহার একটি শ্লোক (৩৮) উদ্ধৃত হইয়াছে।

গোপাল ভট্টাচার্য—শতানন্দখানের পুত্র। খঞ্জ ভগবান্ আচার্যের ভ্রাতা।

গোপাল ভট্টাচার্য নাম তাঁর ছোট ভাই। কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাই॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ২।৮৯]

গোপাল কাশীতে অনেকদিন বেদান্ত পড়িয়া নীলাচলে ভ্রাতার নিকট গমন করেন—ভগবান্ আচার্য সাগ্রহে তাহাকে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। গোপালের অন্তরে বিদ্যার গর্ব্ব ছিল। এজন্য অন্তর্যামী প্রভু আচার্যের সম্বন্ধে বাহ্যতঃ গোপালকে প্রীতি দেখাইলেন।

একদিবস ভগবান্ আচার্য শ্রীস্বরূপ দামোদরকে বলিলেন—'গোপাল কাশী হইতে কিরূপ বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছে, একদিন সকলে শ্রবণ করুন'। স্বরূপ গোস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে। মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥ বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে। সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥ [ঐ ৯৪-৯৫]

ভগবান্ আচার্য পরদিন গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

গোপাল ভুঞা—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৪]

গোপাল মণ্ডল—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

তবে প্রভু কৃপা কৈল গোপাল মণ্ডলে। প্রভুপদে নিষ্ঠা যার অতি-নিরমলে॥ (কর্ণা ১)

গোপাল মিশ্র—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তৃতীয় পুত্র।

শ্রীগোপাল নামে আর আচার্যের সুত। [চৈ° চ° আদি ১২।১৯]

অদ্বৈতপ্রকাশের (১১) মতে ১৪২২ (?) শকে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে জন্ম। মুদ্রিতনয়ন বালক দেখিয়া অদ্বৈতপ্রভু 'গৌরহরি' নাম সহুঙ্কারে উচ্চারণ করা মাত্র বালকের নয়ন উন্মীলন হয়। ইনি গণেশ। নামকীর্ত্তন-শ্রবণ করিলে ইনি শিশুকালে দুগ্ধপান ছাড়িয়া নাম শুনিতেন এবং সাত্ত্বিক ভাবে ভূষিত হইতেন। নামের বিরামে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করিতেন।

একদা পুরীধামে গুণ্ডিচামার্জনের সময় গোপাল হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়েন। অদ্বৈতপ্রভু বহু তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও সংজ্ঞা আনাইতে পারিলেন না। শেষে মহাপ্রভু আচার্যের বিষাদ দেখিয়া আর স্থির থাকতে পারিলেন না—গোপালের বক্ষে হস্ত ধারণকরত 'উঠহ গোপাল'

বলিবামাত্র গোপাল উঠিয়া বসিলেন।

২ ইনি শ্রীল সনাতন গোস্বামির পুরোহিতের পুত্র এবং শ্রীসনাতনের শিষ্য ছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে নন্দীশ্বরে পাবন সরোবরের নিকটে ভজন করিতেন।

তথা বিপ্র শ্রীগোপাল মিশ্র সুচরিত্র
সনাতন গোস্বামির পুরোহিত-পুত্র ॥
শ্রীসনাতনের শিষ্য সর্বাংশে সুন্দর।
[ভক্তি ৫।১৩৩১-৩২]
অদ্যাপি মাড়গ্রামে তাঁহার সন্তান।
প্রভু সনাতন বিনে না জানয়ে আন ॥
(ভক্তি ১।৬৮২)

শ্রীনিবাস আচার্য রাঘব গোস্বামির সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণ করিতে করিতে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি, উদ্ধবদাস এবং মাধব প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে মহা-সমাদর করিয়াছিলেন।

গোপালবল্লভ (জচ ১২।১৬) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জামাতা শ্রীমাধবাচার্যের পুত্র। ইনি জগদীশ পণ্ডিতের কন্যা রসমঞ্জরীকে বিবাহ করেন।

গোপালসিংহ—বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের ষষ্ঠ অধস্তন। ইঁহার রাজ্যকাল ১৭১২—১৭৪৮ খৃঃ। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাত্মক এক বাংলা কাব্য লিখেন। ভণিতায় আছে—

শ্রীগুরু-চৈতন্য-পদ ভজন-চতুর।
নরেন্দ্র গোপালসিংহ গাইলা মধুর ॥

গোপাল হোড়—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীহোড় গোপাল মোর প্রভু হউক্ সে। শঙ্খচূড়-অরিষ্ট-কেশিরে বধে' যে ॥ [নামা ১৯২]

গোপীকান্ত—মহাপ্রভুর শাখায় ইহার নামমাত্র পাওয়া যায়—

শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্। (চৈ° চ° ১০।১১০)

গোপীকান্ত আচার্য—পিতার নাম—হরিরাম আচার্য, পিতার নিকটেই দীক্ষা লন। শ্রীহরিরামাচার্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ছিলেন। এজন্য ইঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য-শাখা। ইনি পদকর্ত্তা ছিলেন। পদকল্পতরুর ২৩৮২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

গোপীকান্ত দাস—পদকর্ত্তা ; প্রার্থনা ও নগর-সংকীর্ত্তন-রচয়িতা [ব-সা-সে]। নগর-সংকীর্ত্তনে—মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ কীর্ত্তন ও কাজির উদ্ধার-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

গোপীকান্ত মিশ্র—শ্রীগৌরভক্ত।

ওহে গোপীকান্ত মিশ্র! বলিয়ে তোমায়। ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা স্ফুরাহ আমায় ॥ (নামা ৮৭)

গোপীচরণ দাস—উদাসীন বৈষ্ণব। শ্রীহরিনামামৃতের টীকা বালতোষণীর সংশোধক।

গোপীকৃষ্ণ দাস—'হরিনাম-কবচ'-রচয়িতা। ২ শ্রীশ্যামানন্দী দামোদরের শিষ্য।

গোপীজনবল্লভ—শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। (প্রেম ২৪)

২ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং জামাতা। পিতার নাম—রামকৃষ্ণ চট্টরাজ। শ্রীপাট— বুধুইপাড়া। আচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতাদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

তাঁরে কৃপা করি, প্রভু করি প্রসন্নতা। যাঁরে সমর্পিলা কন্যা শ্রীল হেমলতা ॥ (কর্ণা ১)

৩ 'কর্ণানন্দে' এই নামে আর একজন শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যের নাম পাওয়া যায়।

গোপীজনবল্লভ প্রতি প্রভু দয়া কৈল। মহাভাগবত তিঁহো জগৎ ব্যাপিল ॥ যাঁহার ভজন-কথা কহনে ন যায়। মহামগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবায় ॥ (কর্ণা ১)

গোপীজনবল্লভ দাস—গোপজাতি, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শাখা অর্থাৎ রসিকানন্দের শিষ্য। পিতার নাম—রসময়। খুল্লতাতের নাম—বংশী ও মথুরা দাস। রসময়ের পাঁচ পুত্র—গোপীবল্লভ, হরিচরণদাস, মাধব, রসিকানন্দ ও কিশোরদাস। ইঁহারা সকলেই শ্যামানন্দ-পরিবার, রসিকের শিষ্য। গোপীজনবল্লভ 'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে স্বীয় গুরুদেবের জীবনী লিখিয়াছিলেন। ইনি মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দাগ্রামবাসী ছিলেন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর একজন [র° ম° পশ্চিম ২।৪৫]

গোপীজীবন—শ্রীপাট গোপীবল্লভ-পুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর অন্যতম। [র° ম° পশ্চিম ২।৪৬)

গোপীদাস (র° ম° উত্তর ৪।৫৫) শ্রীশ্যামানন্দ-পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গ দাসীর বিশ্বস্ত সেবক।

গোপীনাথ—ইনি শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের সখা ছিলেন। শ্রীপাদ কেশব ভারতীর ভ্রাতা বলভদ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোপালের কুলোজ্জ্বলকারী গোপীনাথই দেনুড় গ্রামের বিখ্যাত ব্রহ্মচারি বংশের আদিপুরুষ। ২ (র° ম° পূর্ব ১।৩২) শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য।

৩ (র° ম° দক্ষিণ ৪।১৯) শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য।

গোপীনাথ আচার্য--শ্রীচৈতন্য শাখা, বাসুদেব সার্বভৌমের ভগ্নীপতি।

বড় শাখা এক সার্বভৌম—ভট্টাচার্য। তাঁর ভগ্নীপতি—শ্রীগোপীনাথ আচার্য ॥

[চৈ° চ° আদি ১০।১৩৩]

মহাপ্রভুর বাল্যকালে ইনি নদীয়ায় ছিলেন। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে ইহার গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করেন (চৈভা আদি ১১।৯৬)। ইনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী (ঐ মধ্য ৮।১১৫) মহাপ্রভুসহ জলক্রীড়া (ঐ ১৩।৩৩৭); চন্দ্রশেখরের গৃহে অভিনয়কালে পাত্রকাচ (ঐ মধ্য ১৮।২২)। পরে পুরীধামে সার্বভৌমের নিকটে বাস করেন। গোপীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ছিলেন। পুরীধামে সর্বপ্রথমে ইনিই মহাপ্রভুকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করেন এবং সার্বভৌমের নিকট উপহাসপ্রাপ্ত হয়েন। পুরীধামে মহাপ্রভুর সংবাদ পাইবামাত্র—

হেনকালে আইলা তাহাঁ গোপীনাথ আচার্য। নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা ॥

[চৈ° চ° মধ্য ৬।১৮]

ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বাসা-সমাধান করিতেন (চৈ চ ১১।১৭৩—২০৪); রথাগ্রে নর্ত্তন করিতেন (ঐ ১৩।৪০, ১৪।৮৩) ইত্যাদি।

এই মহেশ্বর বিশারদের আলয়। বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহার তনয় ॥ প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে স্থিতি। গোপীনাথ আচার্য যাঁর হন ভগ্নীপতি ॥ গোপীনাথ প্রভু-লীলা দেখে নদীয়ায়। নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥

(ভক্তি ১২।২৯৮১—৮৩)

শ্রীনরোত্তমঠাকুর পুরীধামে গমন করিয়া বলিতেছেন—

গোপীনাথ আচার্য আদি পরম-বৈষ্ণব। দেখিলাম অতিজীর্ণ হইয়াছেন সব ॥ (নরো ৪)

গৌরগণোদ্দেশে (৭৫) ইনি নবব্যূহমধ্যে গণিত ব্রহ্মা ও (১৭৮) রত্নাবলী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

গোপীনাথ ঠাকুর - শ্রীপ্রভুর স্তুতি-পাঠক।

শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগৎ-বিখ্যাত। প্রভুর স্তুতিপাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥ (বৈষ্ণববন্দনা)

গোপীনাথ দাস পট্টনায়ক— শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের ভৃত্য মঙ্গরাজ হরিচন্দন। গোপীনাথ দাস পট্টনায়ক মহাজন ॥

(র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৬)

গোপীনাথ পট্টনায়ক—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পিতার নাম—ভবানন্দরায়। প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা।

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ। কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১৩৩]

ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন।

'মালজ্যাঠা দণ্ডপাটে তার অধিকার'। (চৈচ অন্ত্য ৯।১৮)

রাজার নিকট দুই লক্ষ কাহণ বাকী পড়ার দরুণ বড় জানার আদেশে চাঙে চাপাইয়া ইঁহাকে বহু কদর্থনা করা হয়। মহাপ্রভুর নিকট তিনবার লোক পাঠাইয়া নিবেদন করা হয়—ইনি রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনঃ সম্মান লাভ করেন।

চৈ° চ° অন্ত্য ৯।১৩—১৫২]

গোপীনাথ পূজারী—শ্রীগোপাল ভট্টের শিষ্য। প্রেমবিলাস-মতে (১৮) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট-স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের সেবা-ভার ইনি প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমানে ইঁহারই বংশধরগণের হস্তে সেবা আছে। শ্রীগোপালভট্ট যখন উত্তরা-খণ্ডে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী দেববন হইতে এই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ গোপীনাথকে শিষ্য করিয়া সঙ্গে আনেন। পরে বহুকাল পর্যন্ত ইঁহার অনাবিল ভক্তি ও প্রগাঢ় প্রেম দেখিয়া ভট্টগোস্বামী অন্তিম কালে ইঁহারই হস্তে শ্রীরাধা-রমণের সেবাভার সমর্পণ করেন। গোপীনাথ ছিলেন চিরকুমার, তিনি অপ্রকট কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দামোদরের করে সেবা সমর্পণ করেন। তদবধি তদ্বংশীয়েরা সেবা-পূজাদি স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। এই বংশে বহুপণ্ডিত গৌরনিষ্ঠ মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছে—তন্মধ্যে গল্লুজী মহারাজ, সখালাল, গোপীলাল, মধুসূদন সার্বভৌম, দামোদর লাল, বনমালী লাল প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। সার্বভৌমমহাশয়-কৃত 'শ্রীরাধারমণ প্রাকট্য' গ্রন্থে শ্রীগোপালভট্টের জীবনের বহুঘটনার নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়।

গোপীনাথ বসু—গৌড়েশ্বর হুসেন

শাহার মন্ত্রী (১৪৯৪—১৫২৫ খৃঃ), পুরন্দর খাঁ বা যশোরাজখাঁ উপাধিতে ভূষিত। মালাধর বসুর জ্ঞাতি ভ্রাতা। কেহ কেহ বলেন—ইনি 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে এক পুস্তক রচনা করেন।

গোপীনাথ সিংহ—শ্রীচৈতন্যশাখা। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'অক্রুর' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস। অক্রুর বলি' প্রভু যারে কৈলা পরিহাস॥ [চৈ° চ° আদি ১০।৭৬]

গোপীমণ্ডল (র° ম° পূর্ব ৩,৩৬) রোহিণী-গ্রামবাসী।

গোপীমোহন—রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৮]

গোপীমোহন দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের পরিবার গোপালদাস ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—মির্জ্জাপুর।

গোপালদাস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয়। গোপীমোহন দাস মির্জ্জাপুরালয়॥ তিহোঁ মহাভাগবত কি তার কথন। যাঁর শিষ্য শ্যামদাস খড়গ্রাম-ভবন॥ (কর্ণা ১)

গোপীরমণ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরু ১৮ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

গোপীরমণ কবিরাজ—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পরিবার (অনু ৭)।

গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী—শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী। নামসংকার্ত্তনে যাঁর অতিশয় প্রীতি॥ [প্রেম ২০]

জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ। গণসহ গৌরচন্দ্র যাঁর প্রাণধন॥ (নরো ১২)

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবগণের বাসার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

আর যে যে বৈষ্ণবগণের বাসা যথা। সমর্পিলা গোপীরমণ আদি তথা॥ (নরো ৬)

শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবে ইনিও উপস্থিত ছিলেন। ২ শ্রীপাট বুধুরী। রসিকমঙ্গলমতে ইনি গোবর্দ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য। ৩ শ্রীহৃদয়ানন্দে শিষ্য। বোরাকুলি গ্রামে গোবিন্দ ব ভাবকচক্রবর্ত্তির গৃহে শ্রীরাধাবিনোদের প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে ইনি গিয়াছিলেন।

শ্রীহৃদয়ানন্দের শিষ্য শ্রীগোপীরমণ। অম্বিকা হইতে তিঁহো করিলা গমন॥ (ভক্তি ১৪।৯৭)

গোপীরমণ দাস বৈদ্য—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—গোয়াস। পদকর্ত্তা।

গোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়। তাঁহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয়॥ গোয়াসে তাঁহার বাড়ী; বড়ই রসিক। সদা কৃষ্ণরসকথা যাতে প্রেমাধিক॥ (কর্ণা ১৪ পৃঃ)

গোপীবল্লভ—বৈষ্ণব পদকর্ত্তা (ব-সা-সে)।

গোপেন্দ্র আশ্রম—শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী। মহাযোগীন্দ্র [গৌ° গ° ৯৮, ১০১]

গোয়ীদেবী—শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী। স্বামীর নাম—শ্রীনারায়ণ সরকার। ইহার তিন পুত্র—মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি। (নরহরি দেখ)।

গোরাই কাজি—চাঁদ কাজীর জনৈক কর্ম্মচারী, ইনি হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রসিদ্ধ (?) হন।

গোবর্দ্ধন দাস—রসিকমঙ্গলগ্রন্থে ইঁহাকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পরিবার বলা হইয়াছে; ইনি দামোদরের শিষ্য। মেদিনীপুর জিলায় কেশীয়াড়ীতে জন্মস্থান (ভারতবর্ষ ১৩২৩ বৈশাখ ৭৫২ পৃঃ)। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে। (মেদিনীপুরের ইতিহাস ৬০৪ পৃঃ) ২ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। জয়পুরের শ্রীশ্রীগোকুলচন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তনীয়া। পদকর্ত্তা, ১৭০০ শকে তিরোভাব। ৩ মজুমদার-খ্যাতি কায়স্থ, সপ্তগ্রামের জমিদার। প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতা। ভ্রাতার নাম—হিরণ্যদাস।

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন দাস—দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥ মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে, বদান্য ব্রহ্মণ্য। সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য॥ নদীয়ানিবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়। অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৬।২১৭—২১৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির সহিত দুই ভাইর সৌহার্দ্দ ছিল।

সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস। বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৬।২২২)

গোবর্দ্ধন দাসের দানশীলতা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—

পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ। [সঙ্গীত-মাধব-নাটকে]

ইনি ঠাকুর হরিদাসের সহিত মিলন করেন (চৈচ অন্ত্য ৩।১৬৫, ১৭৩)। শিবানন্দ হইতে রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া ইনি পুরীতে অর্থসহ-লোক পাঠান (ঐ ৬।২৪৮—২৬৭)।

গোবর্দ্ধন ভট্ট—শ্রীগদাধর ভট্টের অন্ববায়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি আনুমানিক সপ্তদশ শক-শতাব্দীতে ২২৩ শ্লোকে 'মধুকেলিবল্লী' রচনা করেন। ইহাতে হোরিকালীলাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। ইনি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে 'শ্রীরূপ-সনাতন-স্তোত্র' নামে ৪৯ শ্লোকে যে স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপসনাতনের জীবনীই আলোচ্য-বিষয়—অতি উপাদেয় কাব্যই বটে। ইঁহার শ্রীরাধাকুণ্ডস্তবও ১০৪টি শ্লোকে রচিত হইয়াছে।

গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী শাখা সর্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তাঁরে অতিশয় প্রীত॥ [প্রেম ২০]

জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্য-বান্। যেঁহ সর্বমতে কার্য করে সমাধান॥ [নরো ১২]

ইনি কবি ছিলেন। পদসাহিত্যে ইঁহার দান আছে। পদকল্পতরু ১৪৫৪, ১৪৭৯, ১৫৭৩ পদগুলি আস্বাদ্য।

গোবিন্দ—শ্রীগৌরপার্ষদ। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ পুণ্ডরীকাক্ষ [গৌ° গ° ১১৬] ২ (কায়স্থ) শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহা-প্রভুর প্রিয়ভৃত্য ও দ্বারপাল (চৈভা আদি ১০।২)। ইনি এবং কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী দুই জনে শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই সেবা-কার্যে অবিরত নিযুক্ত থাকিতেন। পরে ঈশ্বর পুরী স্বধাম-গমনসময়ে এই দুই জনকে মহাপ্রভুর সেবা করিতে আজ্ঞা দিয়া যান। গোবিন্দ অগ্রে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করত ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা প্রভুকে জ্ঞাপন করিলে—প্রথমতঃ তিনি শ্রীগুরুর ভৃত্যকে স্বীয় সেবাকার্যে নিযুক্ত করিতে রাজী হয়েন নাই, পরে সার্বভৌম প্রভুকে বলেন, 'গুরুর আজ্ঞাই বলবান্'। এই বাক্যে প্রভু তাঁহাদিগকে স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করেন। তদবধি গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করত সেবা করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর গোবিন্দের আগমন হয়।

মহাপ্রভুর ভোজনের পর নিত্য গোবিন্দ পদসেবাদ্বারা প্রভুকে নিদ্রিত করণানন্তর তবে নিজে ভোজন করিতে যাইতেন। এক দিবস নিত্য কার্য করিতে আসিয়া দেখেন—

সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।

গৃহমধ্যে গোবিন্দ প্রবেশ করিতে না পাইয়া বলিলেন—"প্রভো! একটু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করুন, আমি ভিতরে যাইব।" চতুরচূড়ামণি—

প্রভু কহে—শক্তি নাই অঙ্গ চালাইতে।

গোবিন্দ বলিলেন,—'আমি আপ-নার পদসেবা করিব।' প্রভু বলিলেন —'কর বা না কর, আমি সরিতে পারিতেছি না।' বারংবার বলাতেও প্রভু যখন সরিলেন না, তখন গোবিন্দ নিজের বহির্বাসখানি মহা-প্রভুর গাত্রের উপর ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন করত ভিতরে গমন করিলেন ও প্রভুর পদসেবা করিতে লাগিলেন। প্রভু নিদ্রা গেলেন। দুই দণ্ড পরে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গে গোবিন্দ দাসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রভু বলিলেন—'গোবিন্দ! আহার করিতে এখনও যাও নাই কেন'? গোবিন্দ বলিলেন —'কি করিয়া যাইব। আপনি যে দ্বারের উপর শুইয়া আছেন। প্রভু—'যেমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া-ছিলে, তেমনি করিয়া গমন করিলে না কেন?'

তখন—'গোবিন্দ কহয়ে আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥ সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি'॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১০।৯৪—৯৫]

ইনি ভক্ত-সমাধান করিতেন। রাঘবের ঝালি সাবধানে রক্ষণ করিতেন (চৈচ অন্ত্য ১০।৫৫—৫৬), প্রভু-পাদ সম্বাহনাদি করিতেন (ঐ ১৫।৮২—১০০) গম্ভীরালীলার সঙ্গী (ঐ ১৯।৫৬, ২০।১১৮) ইত্যাদি।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস আচার্য পুরীধামে গমন করিয়া গোবিন্দ দাসকে দেখিতেছেন—

'গৌরাঙ্গ-বিরহে শুষ্ক বাতাসে হালয়ে। দোঁহে শ্রীনিবাসে তুলি করিলেন কোলে'॥ [ভক্তি ৩।১৮৯—৯০] ৩ শ্রীবৃন্দাবনবাসী—গৌড়ীয় বৈষ্ণব। শ্রীগোবিন্দ, বাণীকৃষ্ণদাস অত্যুদার'। [ভক্তি ৬।৫১৩]

শ্রীনিবাস আচার্য গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন-কালে ইনিও ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। ৪ শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

উদ্ধব, অক্রূর, মধুসূদন, গোবিন্দ॥ (প্রেম ২০) ৫ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীগোবিন্দ-নামে। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোদ্দামে॥ (কর্ণা ১) ৬ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্যদ্বয় [র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৮, ১৫০]

গোবিন্দ অধিকারী—মুলতানবাসী প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবীর শিষ্য। (কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী দেখ)। ২ যাত্রার পালা-রচয়িতা, হুগলিজেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট জাঙ্গীপাড়ায় ১২০৫ সালে জন্ম। তাঁহার যাত্রার দলের নাম—কালীয়দমন। ইঁহার গানে অনুপ্রাস-প্রাচুর্য লক্ষ্যীতব্য। 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের'—এই প্রসিদ্ধ গানটি ইঁহার রচনা।

গোবিন্দ আচার্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা। মল্লদেশবাসী।

বন্দে গোবিন্দমাচার্যং কৃষ্ণপ্রেমসুধাময়ম্। গোবিন্দোল্লাস-রসিকং মল্লদেশ-নিবাসিনম্॥ [শা° নি° ৫০]

২ বৈষ্ণব-বন্দনায় ও গৌরগণোদ্দেশে উক্ত সঙ্গীত-পণ্ডিত। গোবিন্দদাসদ্বয়ের পদাবলীর সহিত ইঁহার রচনা মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া কোন্‌টি কাহার বলিবার উপায় নাই।

গোবিন্দ আচার্য বন্দো সর্বগুণশালী। যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥ [বৈষ্ণব-বন্দনা]

৩ গোবিন্দভাগবত-রচয়িতা।

গোবিন্দ কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। 'গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, কুমুদ তিন কবিরাজ'। [চৈ° চ° আদি ১১।৫১]

২—ইনি প্রধানতঃ 'গোবিন্দ দাস' বা 'দাস গোবিন্দ' নামে খ্যাত। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম—চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম—সুনন্দা দেবী। জাতি—বৈদ্য। শ্রীপাট—তিলিয়া-বুধুরী। পত্নীর নাম—মহামায়া দেবী এবং পুত্রের নাম—দিব্যসিংহ। গোবিন্দের মাতামহের নাম—দামোদর কবি।

চিরঞজীব সেন
- রামচন্দ্র কবিরাজ
- গোবিন্দ কবিরাজ
  - দিব্যসিংহ
    - ঘনশ্যাম
      - স্বরূপনাথ
        - হরিদাস

শ্রীলচিরঞ্জীব সেন খণ্ডবাসী দামোদর কবিরাজের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া তদবধি শ্রীখণ্ডে বসতি করেন। তথায় তাঁহার রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় পিত্রালয় কুমারনগরে চলিয়া আসেন, পরে তেলিয়াবুধরীতে আসিয়া বহুদিন বাস্তব্য করেন। বরবেশে সজ্জিত সুপুরুষ রামচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীআচার্যপ্রভু বিবাহের লৌকিক মঙ্গলাচারের মধ্যে পারলৌকিক অমঙ্গল নিহিত আছে বলিয়া বিবাহে তীব্র দোষোদ্‌ঘাটন করেন, তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র তৎপরদিনই আসিয়া শ্রীআচার্যপ্রভুর চরণে চিরদিনের জন্য শরণ লইলেন। উত্তর কালে ইনিই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়তম সুহৃদ হইয়াছিলেন। আবার প্রসবকালে মাতার নিদারুণ পীড়া হইলে দামোদর-সেবিত শক্তিযন্ত্রের প্রক্ষালিত বারি-পানানন্তর সুখে প্রসব হইয়া শাক্ত মাতামহের আশ্রয়ে লালিত পালিত হওয়ার জন্য গোবিন্দ শাক্তই হইয়া পড়িলেন। বারংবার মাতৃকৃপা-বিজৃম্ভিত শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াও যখন গোবিন্দ শক্তির উপাসনা ছাড়িলেন না, তখন দৈবক্রমে কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া আসন্ন মৃত্যু মনে করিয়া অধীর হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট ব্যাধির বিষয় নিবেদনপূর্বক শেষকালে শ্রীআচার্যপ্রভুর চরণদর্শন জন্য উৎকট লালসা জানাইলেন। রামচন্দ্র আচার্যপ্রভুর সঙ্গে বুধুরী আসিয়া একেবারে গোবিন্দের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, শ্রীআচার্যপ্রভু গোবিন্দের মস্তকে চরণ দিলে গোবিন্দ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পরদিবস গোবিন্দের দীক্ষা হইল—মৃত্যুশয্যাশায়ী গোবিন্দ পুনরুজ্জীবিত হইয়া নূতন ভাগবত-জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার তাৎকালীন প্রথম পদটি কত মধুর, কত রসাল!! গোবিন্দ যে স্বভাবকবি ছিলেন—তাহা এই পদ দেখিলে সহজেই বুঝা যায়—

ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দরে। দুলহ মানুষ-জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধুরে॥ শীত আতপ বাত বরিখণ, এ দিন যামিনী জাগিরে। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগিরে॥ এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীতরে। নলিনীদল-জল জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতরে॥ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন, পদ-সেবন দাসীরে। পূজন সখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষীরে॥

গোবিন্দত তখনই দেহব্যাধি-মুক্ত হইলেনই, পরন্তু স্বয়ং ভবব্যাধি মুক্ত হইয়া শ্রীআচার্যপ্রভুর কৃপায় শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলী-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে ইহার কবিত্বশক্তি বঙ্গদেশের ইতস্তত: বিস্তারিত হইতে লাগিল। ভক্তি-রত্নাকরে প্রকাশ যে ইনি হরি-নারায়ণ রাজার আদেশে 'শ্রীরাম-চরিত্রগীত' বর্ণনা করিয়াছেন—খেতরির রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে 'সঙ্গীতমাধব নাটক' বর্ণন করিয়া অতুলনীয় কাব্যশক্তির প্রকাশ করিয়াছেন। অষ্টকালীয় একান্নপদও ইঁহার রচিত। ইঁহার কবিত্ব শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ রহিল না—ক্রমশঃ শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্য শ্রীজীবপাদ-প্রমুখ বৈষ্ণব-মণ্ডলীও ইঁহার অসাধারণ কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া পত্র প্রেরণ করিতেন, এমন কি বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ একত্র হইয়া তাহাকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধিতে গৌরবান্বিত করেন এবং নিম্ন শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

শ্রীগোবিন্দ - কবীন্দ্র - চন্দনগিরে শ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সম্বন্ধভাক্। শ্রীমজ্জীব-সুরাজ্ঘ্রি-পাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্ সর্ব্বস্থাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥

শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী একবার—'শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি। বলে তুয়া কাব্যের বালাই লঞা মরি॥'

তিলিয়াবুধুরীর পশ্চিম পাড়ায় ইহার বাস ছিল। 'বুধুরীপশ্চিমে পশ্চিমপাড়া নাম' (ভক্তি ৯।১৭৬)।

বর্ত্তমান পদ্মানদীর তীরে উক্ত গ্রামকে লোকে 'বুবোড়' বলে। ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন-সময়ে সিনিলার অন্তর্গত বিসকী গ্রামে কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতির শ্রীপাট দর্শন করেন ও বহুপদ উদ্ধার করিয়া আনেন।

ইনি বুধুরীতে অবস্থান-সময়ে পঞ্চপল্লীর রাজা নরসিংহের এবং যশোহরের প্রসিদ্ধ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ-সভায় গমন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের সহিত ইহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

১৫৩৪ শকে আশ্বিনী কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে ইনি দেহ রক্ষা করেন। গোবিন্দ দাসের স্থাপিত শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিত্য স্মরণীয়, বন্দনীয় ও অর্চ্চনীয় অষ্ট কবিরাজের মধ্যে গোবিন্দও একতম। যথা—

শ্রীরামচন্দ্র - গোবিন্দ - কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ। ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ॥ কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে। উত্তমাভক্তি-সদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ॥

পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাস-ভণিতায় প্রায় ৪৩০টি ব্রজবুলি পদ আছে। পদামৃতসমুদ্রেও আরো কতকগুলি আছে। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ৭৫টি পদ দেখা যায়। ২০।২১টি পদে বিদ্যাপতি, রায়বসন্ত, সন্তোষ, ভূপতি রূপনারায়ণ প্রভৃতির সহিত মিশ্র-ভণিতা দেওয়া হইয়াছে, যেমন কল্পতরুর ২৬১, ১০৫২, ২৪১৫, ২৪১৬, ২৪২০ ইত্যাদি। আবার কতকগুলি পদে ভণিতা নাই, যেমন ৪২৮, ১২৯৮, ১৩৮৪ প্রভৃতি। ক্ষণদায় ৭৯টি গীত আছে। গোবিন্দ-দাস যে 'গীতাবলী' রচনা করিয়াছেন, তাহা পদামৃতসমুদ্রের টীকায় (১৭ পৃঃ) 'তৎকৃতে গ্রন্থে' এই অংশ হইতে জানা যায়। ব্রজবুলি-কবিদের মধ্যে গোবিন্দই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইনি যে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলী হইতেই বেশ বুঝা যায়, যেহেতু শব্দালঙ্কার অর্থা-লঙ্কার প্রভৃতিতে ইঁহার পদাবলী প্রায়শঃই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ছন্দো-মাধুর্যের সহিত যতি, তাল ও তান-মাধুরী মিলিয়া তাঁহার পদাবলীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। যদিও তিনি প্রায়শঃই অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁহার রচনাকে

বিসদৃশ না করিয়া বরং অতিসুন্দরই করিয়া তুলিয়াছে। নায়ক-নায়িকার বিলাস-বর্ণনায় তাঁহার অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গী প্রশংসনীয়ই বটে। পদাবলীর শ্রুতিমধুরতা ও তালে তালে শব্দ-বিন্যাস প্রভৃতি ব্রজবুলির কৃত্রিমতাকে ঢাকিয়া মহামধুরতাই সমর্পণ করিয়াছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অসমাপ্ত কয়েকটি পদকে তিনি পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অদ্যাপি রসকীর্ত্তন-বিষয়ে তাঁহারই প্রাধান্য ও জন-প্রিয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত শৃঙ্গার-রস-বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ অবলম্বনে যাবতীয় মানস-ব্যাপারের বিশ্লেষণ ও অনুশীলনপূর্ব্বক গীতামৃত রচনা করায় তিনি জনমণ্ডলীর এত সমাদর লাভ করিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্যিকদের ধারণা। [বঙ্গদর্শন ১৩১৭ অগ্রহায়ণ ৩০৯—৪০৬ পৃঃ, শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

শ্রীজয়দেবের ন্যায় গোবিন্দদাসের পদ-কাব্যেও পদমাধুর্য ও অনুপ্রাস-প্রিয়তাদি দেখা যায় (পদকল্পতরুর ৪।২৬ শাখার ৫।৮।১২।১৩।১৫—২৫ পদগুলি এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। 'অঞ্জন গঞ্জন, জগজনরঞ্জন, জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা' (১৬৮৯ পৃ) মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু-মাধুরী, মালতী মঞ্জুলমাল (১১৯৯ পৃ) প্রভৃতিতে গোবিন্দদাস যে সুমধুর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনাস্থল কেবল গীতগোবিন্দই। স্থলে স্থলে আবার গোবিন্দদাস জয়দেবকেও পরাস্ত করিয়াছেন—যেমন 'কুবলয়-কন্দল-কুসুমকলেবর, কালিম-কান্তি-কলোল' ইত্যাদি পদে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত একই বর্ণের অনুপ্রাস চলিতেছে!

গীতগোবিন্দের 'দশনপদং' (গী ১৭।৫), গোবিন্দদাসের 'নখপদ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি' পদটিতে অসঙ্গতি-অলঙ্কার প্রদর্শন দ্বারা গোবিন্দদাসের ভাব-বৈচিত্র্যই সমধিক প্রশংসনীয়।

গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শিষ্য। যাজিগ্রামে নিবাস।

গোবিন্দগতি নাম কনিষ্ঠ তনয়।
তাঁরে কৃপা কৈল প্রভু সদয় হৃদয় ॥
(কর্ণা ১)

ইঁহার পুত্রের নাম—কৃষ্ণপ্রসাদ। কৃষ্ণপ্রসাদের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর। ইনি—'বীররত্নাবলী' ও 'জাহ্নবাতত্ত্বমর্মার্থ' গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন।

আচার্যের তিন পুত্র, কন্যা তিন-জনে। মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে ॥ জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন, মধ্যম রাধা-কৃষ্ণাচার্য। কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ সর্বগুণে বর্য ॥ [প্রেম ২০]

গোবিন্দ গোঁসাঞি—শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধামে কাশীশ্বর গোস্বামির শিষ্য ছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবা করিতেন।

কাশীশ্বর গোঁসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি। গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাই ॥ [চৈ° চ° আদি ৮।৬৬]

শ্রীরূপ গোস্বামির সঙ্গে বিট্ঠল-নাথের গৃহে শ্রীশ্রীগোপালজীকে দর্শন করিতে ইনিও গিয়াছিলেন।

'শ্রীযাদবাচার্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি' ॥ [চৈ° চ° মধ্য ১৮। ৫২]। গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস আচার্যের গৌড়ে আগমন-সময়েও ইনি উপস্থিত ছিলেন [ভক্তি ৬। ৫১৩]।

ভক্তিরত্নাকরে জানা যায়—শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ যখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করেন, তখন ইনিও তৎসঙ্গে ছিলেন।

'গোবিন্দ যাদবাচার্য আদি যত জন। পরম আনন্দে হৈল সবার গমন ॥ প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্বজনে। ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে' ॥ [ভক্তি ১৩।৩২৪—২৫]

গোবিন্দ ঘোষ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। শ্রীপাট—অগ্রদ্বীপ। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীবাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। 'ঘোষ ঠাকুর' নামেও খ্যাত। ইনি অগ্রদ্বীপের শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই। যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি ॥
[চৈ° চ° আদি ১০।১১৫]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়ে প্রেম প্রচার করিতে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ আগমন করেন। গোবিন্দ ঘোষ নীলাচলে প্রভুর নিকট থাকেন। 'প্রভু সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ' ॥ (ঐ ১১৮)

বৈষ্ণবাচার-দর্পণে—

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বলি যাঁহার

খেয়াতি॥ গৌরাঙ্গের শাখা অগ্রদ্বীপেতে নিবাস। শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর যাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য ৮।১৬) যে গোবিন্দানন্দ নাম আছে, তাহা ইঁহারই হইবে। বাসুদেব তমলুকে, মাধব ঘোষ দাঁইহাটে এবং গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট করেন। বিশ্বকোষকার বলেন—অগ্রদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী কাশীপুর বিষ্ণুতলায় ঘোষ ঠাকুরের বাস ছিল। কাহারও মতে বৈষ্ণবতলায় ইঁহার জন্মস্থান। এখনও ঐস্থানে ঘোষ-উপাধিধারী কয়েক ঘর কায়স্থের বাস আছে। মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে ভক্ত-সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন, তখন গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলেন। এখানে শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—একদিন আহারান্তে হরীতকীর জন্য প্রভু হাত বাড়াইলেন, গোবিন্দ ঘোষ দৌড়িয়া গিয়া গ্রাম হইতে হরীতকী আনিয়া প্রভুকে দেন। পরদিনও প্রভু হাত বাড়াইলে গোবিন্দ পূর্বদিবসে আনীত যে হরীতকী কয়েকটি রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটি প্রভুকে দিলেন। হরীতকী তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া প্রভু গোবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যখন জানিলেন যে গোবিন্দ হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন বলিলেন—'গোবিন্দ! তোমার সঞ্চয়-বুদ্ধি যায় নাই, তুমি এই স্থানেই থাক এবং গোপীনাথের সেবা প্রকাশ কর।' গোবিন্দ সেই আদেশেই অগ্রদ্বীপে থাকিয়া যান।

গোবিন্দ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন কিন্তু প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। কিছুদিন পরে ঘোষ ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিতেছেন. এমন সময়ে একটি জিনিষ আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে ঠেকিল। তিনি তুলিয়া দেখিলেন, কাঠের মত; কিন্তু খুব ভারী। পরে রাত্রে স্বপ্নে শুনিলেন—"গোবিন্দ, ঐ কাঠখানি যত্নে রাখিও, প্রভু আগমন করিলে তাঁহাকে দিও।" গোবিন্দ সেই রাত্রে কাঠখানি গৃহে আনিতে গিয়া দেখিলেন, উহা কৃষ্ণশিলা। পরদিন প্রাতে প্রভু তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া বলিলেন, 'গোবিন্দ! তোমার আর চিন্তা নাই, কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে বিগ্রহ নির্মাণ করিবে, তুমি প্রতিষ্ঠা করিবে'। এইরূপে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত হইলেন।

গোবিন্দ পরে প্রভুর আজ্ঞায় বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি পুত্রও জন্মে; কিন্তু প্রথমে পত্নী ও পরে পুত্র স্বধামে গমন করিলে গোবিন্দ অতিশয় কাতর হইলেন। এমন কি গোপীনাথের সেবা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন গোবিন্দ স্বপ্নে দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন—"গোবিন্দ! যাহার এক পুত্র মরে, সে কি অনাহারে অপর পুত্রকেও মারে?" তখন গোবিন্দ উত্তর করিলেন 'আমার পুত্রদ্বারা আমার ও আমার পিতৃপুরুষের জল-পিণ্ডের আশা ছিল। তোমার সেবা করিয়া আমার কি লাভ হইবে?'

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, চিরদিন আমি তোমার মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধ করিব। এখন আমাকে খাইতে দাও।" তখন গোবিন্দ আনন্দে গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দের দেহান্ত হইলে গোপীনাথজীউ হস্তে কুশ বাঁধিয়া অদ্যাবধি শ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। গোবিন্দ শেষ সময়ে বলিয়াছিলেন—'আমার দেহ দাহ করিও না। দোলপ্রাঙ্গনের পার্শ্বে সমাধি দিও।'

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি 'ভাবক চক্রবর্ত্তী' নামে খ্যাত। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বোরাকুলি গ্রামে। পূর্ব বাস—বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মহুলাগ্রামে ছিল। ইহাঁর স্ত্রীও পরম ধার্মিকা ছিলেন। শ্রীনিবাস প্রভুর পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর নিকট তিনি দীক্ষা লয়েন। ইঁহাদের তিন পুত্র—রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ ও কিশোরী দাস। সকলই পরম বৈষ্ণব। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পদকর্ত্তাও ছিলেন।

প্রভু কৃপা হৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম। বাল্যকালেতে যিঁহো ভজন অনুরাগ॥ প্রেমমূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যাঁর নাম। 'ভাবক চক্রবর্ত্তী' খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম॥ তাহার ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা। শ্রীঈশ্বরী-কৃপা-পাত্রী অতি সুচরিতা॥ লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ। ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥ (কর্ণা ১)

সঙ্গীত-শাস্ত্রে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

বিশেষ দক্ষ ছিলেন। শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ-নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ উপলক্ষে মহামহোৎসব হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য সশিষ্যে বুধুরী হইতে বোরাকুলি গ্রামে আগমন করত উৎসব কার্য সমাধান করিয়াছিলেন। গোবিন্দের প্রেমের বাহুল্যে 'ভাবক চক্রবর্ত্তী' খ্যাতি হয়।

চক্রবর্ত্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ। শ্রীভাবক চক্রবর্ত্তী হৈল তাঁর খ্যাতি॥ [ভক্তি ১৪।১৪৩—৪৫]

গোবিন্দ দত্ত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া। ইনিও পদ-কর্ত্তা ছিলেন।

প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥ [চৈ° চ° আদি ১০।৬৪]

ইনি রথাগ্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন (চৈচ মধ্য ১৩।৩৭, ৭৩)।

বৈষ্ণবাচারদর্পণে জানা যায়—ইঁহার শ্রীপাট সুখচর গ্রামে ছিল। (জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ খড়দহ এবং পাণিহাটীর মধ্যস্থানে গঙ্গাতীরে সুখচর গ্রাম)। সুখচর গ্রামে শ্রীশ্রীনিতাই - গৌরাঙ্গমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ দত্তের স্থাপিত। বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরাদি সুখচর-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেবালয়ের সীমার মধ্যে পড়িয়াছে। মহেন্দ্রবাবু দেবসেবার ও মন্দিরাদির জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন। গোবিন্দদত্ত-কৃত একটি পদে 'গিরীশ্বর' দত্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-কার বলেন—উহা গোবিন্দ দত্তের পিতার নাম। গোবিন্দ শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। ঘাটশিলাবাসী।

'মহাধীর প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ দাস। রসিকের শিষ্য—ঘণ্টশিলাতে নিবাস॥ বহু শিষ্য করিলেন ভঞ্জভুঁই দেশে। কৃষ্ণপ্রেমে ঢলাঢলি করিল বিশেষে॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৬—১১৭]

গোবিন্দ দাসী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যা ও কাশীনাথ নন্দনের মাতা। [র° ম° পশ্চিম ১৪।৬৯]

গোবিন্দ দেব কবি—উৎকল-দেশীয় বৈষ্ণব, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পরিবারভুক্ত। ইনি ১৬৮০ শকে অষ্টাদশসর্গযুক্ত 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য রচনা করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন।

গোবিন্দ পুরী-শ্রীগৌরপার্ষদ সন্ন্যাসী, প্রাপ্তি সিদ্ধি [গৌ গ ৯৬-৯৭]

গোবিন্দ বারুড়ী বা ভাদুড়ী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে রাজা চাঁদরায়ের দলে দস্যুবৃত্তি করিতেন। চাঁদরায় শ্রীল ঠাকুরের শিষ্য হইলে তাঁহার দলবল সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের পদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সঙ্গে গোবিন্দ বাড়ুয্যে মহাশয়ও ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত মহাবৈষ্ণব হইলেন।

গোবিন্দ বাড়ুয্যে আর ললিত ঘোষাল। কালিদাস চট্ট দস্যু অতি-দুরাচার॥ ঠাকুর মহাশয়-প্রভাব জানি তার মর্ম। সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব কর্ম॥ (প্রেম ১৯)

গোবিন্দ ভকত—শ্রীবৃন্দাবনবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তগণসহ যখন বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীশ্রীগোপাল-দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন ইনিও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণ-দাস॥ [চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫২]

গোবিন্দ ভঞ্জ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৬০]

গোবিন্দরাম—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রী-নিবাস আচার্যের শিষ্য।

তবেত করিল দয়া গোবিন্দরাম প্রতি। আত্মসাৎ কৈলা প্রভু দেখি মহাআর্ত্তি॥ (কর্ণা ১)

গোবিন্দরাম রাজা—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রাজা গোবিন্দরাম আর বসন্ত রায়। (প্রেম ২০)

জয় মহাবিজ্ঞ রাজা শ্রীগোবিন্দ-রাম। নিরন্তর যাঁর জিহ্বা জপে হরিনাম॥ (নরো ১২)

যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রামচন্দ্র কবিরাজের অপ্রকট সংবাদ জানিয়া তাঁহার জন্য অধীর হয়েন, সেই সময় রাজা গোবিন্দরাম ঠাকুর মহাশয়ের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

তথা রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ। কৃষ্ণসিংহ, নন্দরায়, শ্রীগোপীরমণ॥ শ্রীগোবিন্দ রাজা, সন্তোষাদি প্রিয়গণ। সবে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব আয়োজন॥ (নরো ১)

গোবিন্দ রায়—শ্রীআচার্য প্রভুর পরিবার (অনু ৭)।

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

'চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায়'। (প্রেম ২০)

জয় শ্রীগোবিন্দ রায় গুণের নিধান। কৃষ্ণনাম লয় যে তাহারে দেয় প্রাণ॥ (নরো ১২)

গোবিন্দানন্দ—নবদ্বীপবাসী ও মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী। (চৈ° ভা° মধ্য ৮।১১৪, ১৩।৩৩৮, ২৩।১৫১)

গৌরগণোদ্দেশ-(১১)-মতে ইনি ত্রেতাযুগের সুগ্রীব। বৈষ্ণব-বন্দনায়—বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ। প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥

গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। কীর্ত্তনীয়া, ইনি রথাগ্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত। [চৈ° চ° আদি ১০।৬৪, মধ্য ১৩।৩৭, ৭৩]

গোবিন্দানন্দ ঠাকুর—পূর্ব্বলীলায় ইন্দুরেখা; পাটপর্যটনে ইঁহার নাম ও ধাম আছে।

কোঙরহট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস। ইন্দুরেখা সখী পূর্বে জানিবা নির্য্যাস॥ (পা° প°)

গোঁসাই দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোঁসাঞিদাস, মুরারিদাস, শ্রীবসন্ত দত্ত। শ্যামদাস, ঠাকুরশাখা সংকীর্ত্তনে মত্ত॥ (প্রেম ২০)

জয় শ্রীগোঁসাইদাস অদ্ভুত-আশয়। যারে প্রশংসয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়॥

গোঁসাইদাস পূজারী—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবক। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিবার পূর্বে শ্রীশ্রীমদনমোহনের আজ্ঞা মাগিতে গেলে শ্রীবিগ্রহের গলদেশ হইতে মালা খসিয়া গেল। তখন এই গোঁসাঞিদাস পূজারী ঐ মালা কবিরাজ গোস্বামির গলদেশে পরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বহু ভক্ত আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন।

মদনগোপালে গেলুঁ আজ্ঞা মাগিবারে॥ দরশন করি কৈলুঁ চরণ-বন্দন। গোঁসাইদাস পূজারী করেন চরণ সেবন॥ প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল। প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল॥ সর্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল। গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥

[চৈ° চ° আদি ৮।৭৪—৭৬]

গৌড়পূর্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী (খৃঃ ১৮শ শতাব্দী) বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত, পরে নারায়ণ ভট্টের শিষ্য হন। 'তত্ত্বমুক্তাবলী' বা 'মায়াবাদ-শতদূষণী'—ইহার রচনা। এই গ্রন্থে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্য ভূতশুদ্ধিপর এবং 'তত্ত্বমসি' বাক্য তদীয়ত্ব-বাচক বলিয়া তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। Cat. Cat.-মতে ইঁহার অন্য দুই গ্রন্থ—'যোগবাশিষ্টসারটীকা' ও শতদূষণী-যামুন'।

গৌরগণদাস—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য। ব্রজভাষায় 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গভূষণমঞ্জাবলী' নামে এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথম প্রকরণে—শ্রীগুরুদেব-স্বরূপ বর্ণন, দ্বিতীয়ে—মহাপ্রভুর শৃঙ্গার-বর্ণন, তৃতীয়ে—প্রার্থনা, চতুর্থে দ্বিবিধ শৃঙ্গার-মঞ্জাবলি এবং পঞ্চমে সিদ্ধান্ত-সম্পুটিত সপার্ষদ মহাপ্রভুর সাম্রাজ্য চক্রবর্ত্তিত্ব-বর্ণনা।

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের সরকারঠাকুর-বংশ্য। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ও সুগায়ক।

গৌরগোপাল—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে সখীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর এক জন।

দ্বিজকুলে জনমিলা গৌউর গোপাল। রসিকেন্দ্র বিনা কিছু না জানয়ে আর॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।৮৫]

গৌরদাস, গৌরমোহন—পদকর্ত্তা, কর্ণানন্দ-প্রণেতা যদুনন্দন দাসের ভক্ত (পদকল্পতরুর ৩৭৭ পদের ভণিতা)। ইনি ব্রজবুলিপদ রচনা করিয়াছেন।

গৌরসুন্দর দাস—পদকর্ত্তা। রচনা—'কীর্ত্তনানন্দ', ইহাতে প্রায় ৬০ জন কবির ৬৫০টি পদ সমাহৃত। ইহার অনেক পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং এই কবি বৈষ্ণবদাসের পূর্ববর্ত্তী না হইলেও সমসাময়িক হইবেনই।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ— শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্যদেব, বিশ্বম্ভর, নিমাই, গোরা, গৌর, শচীনন্দন ইত্যাদি নামে অভিহিত। কলিপাবনাবতার। ইঁহার বিস্তৃত ইতিবৃত্ত শ্রীমুরারি-গুপ্তের কড়চা, শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূ প্রভৃতি দেবভাষার এবং শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবে লীলাবিনোদী এবং প্রেমপুরুষোত্তম।

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দ্রষ্টব্য]

ইঁহার জন্মকালে গ্রহ-সমাবেশ*

লগ্নে শনি, গুরু, কুজ, রবি ও রাহুর পূর্ণদৃষ্টি ও শুক্রের অর্দ্ধদৃষ্টি; দ্বিতীয়ে তদধিপতি বুধের পূর্ণদৃষ্টি; তৃতীয়ে তদধিপতি শুক্র ও রাহুর পূর্ণদৃষ্টি; ষষ্ঠে তদধিপতি শনির পূর্ণ-দৃষ্টি; সপ্তমে চন্দ্রের পূর্ণদৃষ্টি ও তদধিপতি শনির ত্রিপাদ দৃষ্টি; অষ্টমে তদধিপতি বৃহস্পতির ত্রিপাদ দৃষ্টি; নবমে তদধিপতি মঙ্গল ও পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি। দশমে—শনির পূর্ণদৃষ্টি, একাদশে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং দ্বাদশে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি। এই কোষ্ঠিতে মঙ্গল উচ্চস্থ, বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রস্থ, বুধ নীচস্থ, রাহু ও কেতু মূলত্রিকোণস্থ; রবি, চন্দ্র, শনি ও কেতু সমগৃহে। মঙ্গল, বুধ ও শুক্র মিত্রক্ষেত্রে এবং রাহু অধিমিত্র ক্ষেত্রে বিদ্যমান। চন্দ্র, কেতু, শনি, রবি ও রাহু কেন্দ্রস্থ এবং বৃহস্পতি ও শুক্র ত্রিকোণস্থ।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-কাল :—

সম্বৎ ১৫৪২, শকাব্দা ১৪০৭, বঙ্গাব্দ ৮৯২, ২৩শে ফাল্গুন; ফসলী ৮৯৩, বগড়ী ৮৯৩, মগী ৮৪৮, ত্রিপুরাব্দ ৮৯৫, হিজরী ৮৯১, ১৩ই সফর; খৃষ্টাব্দ ১৪৮৬, জুলিয়ান্ কেলেণ্ডার মতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার এবং গ্রেগ্‌রিয়ান কেলেণ্ডার মতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণিমা চন্দ্র-গ্রহণ সন্ধ্যাকাল।

* শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত-কর্ত্তৃক গণিত (শ্রীচৈতন্য-জাতক)।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের-প্রাকট্য-সময়ে ভারতের রাজন্যবর্গ †

আবির্ভাব ১৪০৭ শক, ১৪৮৫ খৃঃ এবং তিরোধান ১৪৫৫ শক (৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে) ইংরেজী ১৫৩৪ খৃঃ। ইং ১৪৮৬ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ-মধ্যে—

(ক) দিল্লীর সিংহাসনে

(১) বাহ্‌লোল লোদী—১৪৫১—১৪৮৮ খৃ। (২) সিকন্দর লোদী—১৪৮৮—১৫১৭ খৃ। (৩) ইব্রাহিম লোদী—১৫১৮—১৫২৬ খৃ। (৪) জহরউদ্দিন বাবর (আকবরের ঠাকুরদাদা)—১৫২৬—১৫৩০ খৃঃ। (৫) নাসিরুদ্দিন হুমায়ুন (আকবরের পিতা) ১৫৩০—১৫৩৯ খৃ।

(খ) বঙ্গের সিংহাসনে

(১) সুলতান শাহজাদা বারবাক—১৪৮৬ খৃ। (২) সৈফউদ্দিন ফিরোজশাহ—১৪৮৬—১৪৮৯ খৃ। (৩) নাসিরউদ্দিন মহমুৎ শাহ—১৪৮৯—১৪৯০ খৃ। (৪) সামসউদ্দিন মজঃফর শাহ—১৪৯০—১৪৯৩ খৃ। (৫) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ—১৪৯৩—১৫১৯ খৃ। (৬) নাসির-উদ্দিন নসরৎ শাহ—১৫১৯—১৫৩২ খৃ। (৭) আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৫৩২—খৃ। (৮) গিয়াসউদ্দিন মহমুদ শাহ—১৫৩২—১৫৩৮ খৃ।

(গ) উড়িষ্যার সিংহাসনে

(১) পুরুষোত্তম দেব—১৪৬৯—১৪৯৭ খৃ। (২) প্রতাপরুদ্র দেব ১৪৯৭—১৫৪০ খৃ।

† শ্রীগৌরাঙ্গসেবক (১৪।৩—৪, পৃঃ ১০৮—১০৯) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট-লিখিত।

(ঘ) ত্রিপুরার সিংহাসনে

(১) প্রতাপ মাণিক্য—১৪৯০—খৃ। (২) ধন মাণিক্য ১৪৯০—১৫২২ খৃ। (৩) ধ্বজ মাণিক্য—১৫২২—খৃ। (৪) দেব মাণিক্য—১৫২২—১৫৩৫ খৃ।

(ঙ) নেপাল-সিংহাসনে

(১) রায়মল্ল—১৪৯৫—১৪৯৬ খৃ। (২) ভুবনমল্ল—? (৩) জিতমল্ল—১৫২৫—১৫৩৩ খৃ। (৪) প্রাণমল্ল।

(চ) কোচবিহার-সিংহাসনে

(১) বিশ্বসিংহ—১৫১৫—১৫৪০ খৃ।

(ছ) আসামের সিংহাসনে

(১) সুফেন ফা—১৩৩৯—১৪৮৮ খৃ। (২) সুহেন ফা—১৪৮৮—১৪৯৩ খৃ। (৩) সুপিম ফা—১৪৯৩—১৪৯৭ খৃ। (৪) সুসঙ্গ মুঙ্গ—১৪৯৭—১৫৯৯ (?) খৃ।

(জ) কাছাড়ের সিংহাসনে

(১) খুন করা—১৫২৯—রাজস্ব খৃ। (২) দেশাঙ্গ—১৫৩৬ মৃত্যু খৃ।

(ঝ) জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে

(১) মহারাজ পর্বত রায়—১৫০০ ১৫১৬ খৃ। (২) মহারাজ মাঝ গোঁসাই—১৫১৬—১৫৩২ খৃ। (৩) মহারাজ বুড়া পার্বতী রায়—১৫৩২—১৫৪৮ খৃ।

(ঞ) কাশ্মীরে

(১) সামসীর বা সমসুদ্দীনের বংশ ১৫৫৯ খৃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

(ট) গুজরাটে

(১) সুলতানগণমধ্যে প্রভুর প্রকট-কালে বাহাদুর শাহ ১৫২৬—১৫৩৬ খৃ।

(ঠ) পাণ্ড্যদেশে নায়ক-বংশীয় রাজা

(১) নরস নায়ক—১৪৯৯—১৫০০ খৃ। (২) বেন্ন নায়ক—১৫০০—১৫১৫ খৃ। (৩) নরস পিন্নে—১৫১৫—১৫১৯ খৃ। (৪) কুরুকুরু তিম্মপ নায়ক্কণ—১৫১৯—১৫২৪ খৃ। (৫) কীর্ত্তিময় কাম্যৈয় নায়ক্কণ—১৫২৪—১৫২৬ খৃ। (৬) বিন্নক নায়ক্কণ—১৫২৬—১৫৩০ খৃ। (৭) আর্য্যাকারৈ বৈর্যক্ক নায়ক্কণ—১৫৩০—১৫৩৪ খৃ।

(ড) বিজাপুরে

(আদিলশাহ রাজগণ)

(১) য়ুসফ নাদিল শাহ—১৪৮৯—১৫১০ খৃ। (২) ইস্‌মাইল শাহ—১৫১০—১৫৩৪ খৃ। (৩) মল্লু শাহ ১৫৩৪ খৃ।

(ঢ) কোচিনে

প্রভুর সময়ে—চেরুমল পেরুমল বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন।

প্রভুর সময়েই—পর্ত্তুগীজগণ-কালীকটের জামোরিণের সহিত বন্দোবস্ত করেন—১৫০০ খৃ ২৪শে ডিসেম্বর।

ভাস্কডিগামার আগমন প্রভুর সময়ে ১৫০২ খৃ অব্দে।

(ণ) গোলকুণ্ডায়

(১) বাহমনীরাজ ২য় মহম্মদ—১৪৭৮ খৃ। (২) সুলতান কুতুবশাহ্।

(ত) ইংলণ্ডের সিংহাসনে

(ইয়র্ক বংশীয়)

(১) পঞ্চম এড্‌ওয়ার্ড ১৪৮৩ খৃ। (২) তৃতীয় রিচার্ড ১৪৮৩—১৪৮৫ খৃ। (ঐ টিউড রাজবংশ)। (৩) সপ্তম হেন্‌রী ১৪৮৫—১৫০৯ খৃ। (৪) অষ্টম হেন্‌রী ১৫০৯—১৫৪৭ খৃ।

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের পূর্ব ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তীকালে নবদ্বীপে বিবিধ শাস্ত্রের গবেষণা *

১। বাসুদেব সার্বভৌম—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চারিখণ্ড 'চিন্তামণি' মুখস্থ করা হইলে কুসুমাঞ্জলিও মুখস্থ করিতে থাকিলেন। সহপাঠীগণ ধরিয়া ফেলিলেন যে ইনি ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র শলাকা পরীক্ষা করিয়া ইঁহাকে 'সার্বভৌম' উপাধি দিয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনচ্ছলে তিনি কাশীতে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং তৎপরে নবদ্বীপে আসিয়া সর্বাগ্রে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। ইনি বিদ্যানগরে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; পরে রাজা প্রতাপরুদ্রের সাদরাহ্বান পাইয়া সপরিবারে পুরীবাসী হন।

[পরে ঐ শব্দ দ্রষ্টব্য]

২। বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি—বাসুদেবের অনুজ; ইনিও পণ্ডিত ছিলেন।

৩। রঘুনাথ শিরোমণি—বাসুদেবের ছাত্র। (ঐ শব্দ দ্রষ্টব্য)।

৪। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার—বাসুদেবের ছাত্র। কুসুমাঞ্জলি-কারিকা-ব্যাখ্যা, চিন্তামণির আলোক-নামক পুস্তকের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ।

৫। জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি—রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র। ন্যায়-সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী-নামক গ্রন্থ-রচয়িতা।

৬। মথুরানাথ তর্কবাগীশ—শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র এবং রামভদ্রের ছাত্র। ইনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ড চিন্তামণির টীকা এবং পক্ষধর মিশ্রের মণ্যালোক, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের গুণকিরণাবলী ও বল্লভাচার্যের ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশের ভাষ্য করেন। এতদ্ব্যতীত লীলাবতীর টীকা, দীধিতির টীকা, বৌদ্ধাধিকারের টীকা, দ্রব্যরহস্য, গুণ-রহস্য ও বিধি-মীমাংসার টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সব টীকা 'মাথুরী'-নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাদের নাম—'রহস্য'।

৭। রামভদ্র সার্বভৌম—রঘুনাথের ছাত্র (পুত্র)। সমগ্র কুসুমাঞ্জলির টীকা, পদার্থখণ্ডনের 'পদার্থতত্ত্ব-বিবেচন-প্রকাশ', গুণ-কিরণাবলীর 'গুণকিরণাবলীরহস্য', তর্কদীপিকাপ্রকাশ, চিন্তামণির 'ভাষ্য' এবং 'সমাসবাদ' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

৮। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ—রামভদ্রের ছাত্র। মণ্যালোকের 'সারমঞ্জরী', 'কারকচক্র', লটার্থবাদ, কারণতার্থবাদবিচার, শব্দার্থ-সারমঞ্জরি, দীধিতির ভাষ্য মণি-দীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

* শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'নবদ্বীপ-মহিমা' গ্রন্থের ছায়া।

৯। মধুসূদন বাচস্পতি—ভবানন্দের পৌত্র। ইনি মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করত অসাধারণ পাণ্ডিত্য-লাভে নবদ্বীপে আসিলে—

মিথিলাতঃ সমায়াতে বাক্‌পতৌ মধুসূদনে। চকম্পে ন্যায়বাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ ॥

ইনি অকালে কাল-কবলিত হইয়াছিলেন বলিয়া কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

১০। রুদ্ররাম তর্কবাগীশ—ভবানন্দের পৌত্র। ভবানন্দ-কৃত কারকচক্রের টিপ্পনী, পদার্থ-নিরূপণ, অধিকরণচন্দ্রিকা, কারক-ব্যূহ, বাদ-পরিচ্ছেদ এবং চিত্ররূপ-পদার্থ প্রভৃতি রচনা করেন।

১১। দ্বিতীয় বাসুদেব সার্বভৌম—১৫৫১ শকে লক্ষ্মীধর-বিরচিত-'অদ্বৈতমকরন্দ'-নামক বেদান্তগ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

১২। দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—দ্বিতীয় বাসুদেবের পুত্র। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকাকার।

১৩। হরিরাম তর্কবাগীশ—রঘুনাথের বংশধর। অনুমিতি-বিচার, সপ্তপদার্থ-নিরূপণের ব্যাখ্যা, রত্নকোষ-ব্যাখ্যা, আচার্য-মতরহস্য, নব্যমত-রহস্য, মঙ্গলবাদ, বিষয়তাবাদ, নবীনমত-বিচার, অনুমিতি-পরামর্শ-বাদবুদ্ধি, প্রতিবন্ধকতা-বিচার, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-বোধ-বিচার, নব্যধর্মিতাবচ্ছেদকতা, প্রত্যাসত্তি-বিচার প্রভৃতি বহু ন্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

১৪। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস—ইনি বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র; তত্ত্ব-চিন্তামণি-বিবেক, সচ্চরিত-মীমাংসা, শ্রাদ্ধমীমাংসা প্রভৃতি রচনা। কৃত্যকল্পতরুর 'দানকাণ্ড' পুস্তকের শেষে লিখিত আছে—

সর্বেষাং মৌলিরত্নানাং ভট্টাচার্য-মহাত্মনাম্। এতদ্বিদ্যানিবাসানাং দানকাণ্ডাখ্য-পুস্তকম্ ॥ ব্যোমেন্দু-শরশীতাংশুমিত-শাকে বিশেষতঃ। শূদ্রেণ কবিচন্দ্রেণ বিলিখ্য পরি-শোধিতম্ ॥

১৫। রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি—বিদ্যানিবাসের পুত্র। গুণপ্রকাশ-দীধিতির 'ভাবপ্রকাশিকা', মণি-দীধিতির 'ভাষ্য', কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর ভাষ্য এবং ভ্রমরদূত-নামে খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-মণিদীধিতির ব্যাখ্যায় তিনি পরিচয় দিয়াছেন—

বিদ্যানিবাস-পুত্রস্তু ন্যায়-বাচস্পতেরিয়ম্। নির্মিতির্নির্ম্মল-ধিয়ামামন্দয়তু মানসম্ ॥

১৬। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন—কাশীনাথ বিদ্যা-নিবাসের পুত্র (J. A. S. B, Vol. VI, New Series No 7, 1910)। ইনি 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ও তাহার টীকা 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' রচনা করিয়া ন্যায়-শাস্ত্রে সারগ্রাহিতা ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেখাইয়াছেন। গৌতম-সূত্রের 'বৃত্তি', ন্যায়ালোক, আখ্যাতবাদটীকা, ন্যায়তন্ত্রবোধিনী, অলঙ্কার-পরিষ্কার, পদার্থতত্ত্বের 'অবলোক' ভাষ্য ও ভেদসিদ্ধি, প্রাকৃত পিঙ্গল-প্রকাশিকা এবং নঞ্‌বাদটীকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৭। জগদীশ তর্কালঙ্কার—শ্রীসনাতন মিশ্রের চতুর্থ অধস্তন নৈয়ায়িক পণ্ডিত যাদবচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশের ইনি তৃতীয় পুত্র। ইঁহার রচনা——কাব্যপ্রকাশরহস্য-প্রকাশ, রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত বহুগ্রন্থের টিপ্পনী, গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত অনুমান-ময়ূখের ভাষ্য, প্রশস্তপাদ-কৃত দ্রব্য-ভাষ্যের টিপ্পনী, লীলাবতীদীধিতির টীকা, শঙ্করাচার্য-কৃত আনন্দ-লহরীস্তোত্রের টীকা এবং শব্দ-শক্তিপ্রকাশিকা[১] ও তর্কামৃত। এতদ্ব্যতীত 'মুক্তিবিচার' নামে এক-খানি পুঁথিও তদীয় বংশধর যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের নিকটে আছে। তদীয় গ্রন্থসকল 'জাগদীশী' নামে প্রসিদ্ধ। জগদীশের দুই পুত্র—রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর; রঘুনাথ 'সাংখ্যতত্ত্ব-বিলাস' ও অনুমানচিন্তামণির উপর 'পরামর্শ' টীকা লিখেন।

১৮। রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—রামরাম ন্যায়-পঞ্চাননের পুত্র ও জগদীশের ছাত্র। ইনি শব্দশক্তি-প্রকাশিকার 'সুবোধিনী' টীকা করেন।

১৯। গদাধর ভট্টাচার্য—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, জীবদেবাচার্যের পুত্র। আদি নিবাস—বগুড়া জেলার লক্ষ্মীচাপড় গ্রামে। বাল্যকালে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আসিয়া নবদ্বীপেই বসবাস করেন। ইনিও

১। 'জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তি-প্রকাশিকা।'

জগদীশের ন্যায় বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন—তাঁহার টীকাগুলি সাধারণতঃ 'গাদাধরী' বলিয়া কথিত হয়। বাদার্থ-বিষয়ে তিনি ৬৪ খানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীর টীকাও রচনা করিয়াছেন।

২০। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ—প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্বভৌম-বংশ্য। ইনি পদার্থ-খণ্ডনের টীকা, ন্যায়রহস্য ও তাহার ব্যাখ্যা রচনা করেন। মহারাজ রাঘব রায় ১০৬৭ সালে ১১ই ফাল্গুন তারিখে গোবিন্দকে আড়বান্দী গ্রামে ৭০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়াছেন।

২১। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার—গদাধরের পৌত্র। ইনি শিরোমণি-কৃত নঞ্‌বাদের উপর 'নঞ্‌বাদ-বিবেচন' নামে এক টীকা করেন। এতদ্ব্যতীত চিন্তামণির গূঢ়ার্থ-তত্ত্ব-দীপিকা, বৈশেষিক-সূত্রব্যাখ্যা, পদার্থতত্ত্ব-ব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু টীকা-গ্রন্থ রচনা করেন।

২২। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার—গোবিন্দের পুত্র। ইনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি-প্রণীত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর 'ভাবদীপিকা'-নামে উৎকৃষ্ট টীকা করেন।

২৩। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন—প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। অনুমান-দীধিতির 'ব্যাখ্যাসুধা', নানার্থবাদের 'বিবৃতি', সামান্যলক্ষণাদীধিতির টিপ্পনী', পদার্থতত্ত্বের 'পদার্থমণি-মাল্যভাষ্য', গুণপ্রকাশদীধিতি ও হেত্বাভাস-দীধিতির টিপ্পনী, মণ্যালোকের 'আলোক-বিবেক' এবং কারক ও সমাসবাদ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, শব্দা-লোক-রহস্য, 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা' ও কাব্যপ্রকাশটীকা তাঁহার রচনা।

২৪। জয়রাম তর্কালঙ্কার—গদাধরের ছাত্র এবং তৎপ্রণীত শক্তিবাদের টীকা করিয়া যশস্বী হন।

২৫। শিবরাম বাচস্পতি—ষড়্‌দর্শনবেত্তা বিখ্যাত পণ্ডিত। গদাধর-প্রণীত মুক্তিবাদের টীকা রচনা (১৬৬৪ শকে) করেন।

২৬। রঘুনন্দন স্মার্তভট্টাচার্য—'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'-নামক স্মৃতিগ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। এতদ্ব্যতীত 'রাসযাত্রা-পদ্ধতি', 'সঙ্কল্পচন্দ্রিকা', 'ত্রিপুষ্করা-শান্তিতত্ত্ব', 'দ্বাদশযাত্রা-প্রমাণতত্ত্ব' ও 'হরিস্মৃতি-সুধাকর'-নামে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের উপর কালীরাম বাচস্পতি ও শান্তিপুরবাসী রাধামোহন গোস্বামী টীকা করিয়াছেন।

২৭। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির পুত্র। 'দায়ভাগটীকা' ও 'সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি রঘুবংশের 'বিদ্বন্মোদিনী' ও শকুন্তলার 'শকুন্তলা-বিবৃতি'-নামে টীকা নির্মাণ করিয়াছেন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তান্ত্রিক দীক্ষা-হোমাদি-বিষয়ে 'তন্ত্রপ্রমোদন' এবং ষষ্ঠ পুত্র রঘুমণি 'আগমসার' ও 'দত্তক-চন্দ্রিকা' প্রণয়ন করত স্ববংশ-গৌরব রক্ষা করেন।

২৮। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—শান্তিপুরবাসী। ১৬৩৩ শাকে 'কৃষ্ণ-পদামৃত' এবং ১৬৪৫ শাকে 'পদাঙ্ক-দূত' রচনা করিয়া কাব্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন।

২৯। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—'স্মৃতিপ্রদীপ', 'স্মৃতি-সার-সংগ্রহ', 'সঙ্কল্প-দুর্গভঞ্জন' ও 'ধর্মবিবেক' নামে চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩০। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—দায়ভাগের 'টীকা' ও 'দায়ক্রমসংগ্রহ'-নামক স্মৃতিগ্রন্থ এবং সাহিত্যের লক্ষণ ও অর্থাদি-বিষয়ে 'সাহিত্য-বিচার'-নামে এক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩১। পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস—বেদ, বেদান্ত, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত। তন্ত্রোক্ত-সাধনে সিদ্ধপুরুষ। তৎপ্রণীত 'ষট্‌চক্রভেদ' 'বামকেশ্বর তন্ত্র,' 'শ্যামারহস্য তন্ত্র', 'শাক্তক্রমতন্ত্র ও 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্র, 'তত্ত্বচিন্তামণি'-নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ।

৩২। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—মহেশ্বর গৌড়াচার্যের পুত্র—শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থই ইঁহার রচনা। নবদ্বীপে শ্যামাপূজার পদ্ধতি ইঁহারই আবিষ্কৃত।

৩৩। গোপাল ভট্টাচার্য—আগমবাগীশের পৌত্র; ইনি 'তন্ত্র-দীপিকা'-নামে ১১৭১৫ শ্লোকে এক বিরাট 'তন্ত্রগ্রন্থ' সঙ্কলন করেন।

৩৪। মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ—কৃষ্ণানন্দের ভ্রাতা। ইনি শ্রীগোপালের উপাসক ছিলেন; 'শ্রীরাধাবল্লভ'-বিগ্রহ স্থাপন করায় ইঁহার বংশ-

ধরেরা 'রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য' নামে প্রসিদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় অজিত-নাথ ন্যায়রত্ন এই বংশেরই পণ্ডিত ছিলেন।

গৌরাঙ্গদাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

'নর্ত্তক গোপাল, রামচন্দ্র, গৌরাঙ্গ-দাস'। [চৈ° চ° আদি ১১।৫৩]

২ শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাসের পুত্র। ইনি রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল দাসের মাতামহ।

৩ শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শিষ্য।

তার পর কৃপা কৈল গৌরাঙ্গ-দাসেরে। তাঁহার অনন্ত গুণ কে বর্ণিতে পারে॥ গোবিন্দ বলিতে যিঁহো ভাবাবিষ্ট মনে। নিজপ্রভু-পাদপদ্ম সদা চিন্তে মনে॥ (কর্ণা ১)

৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি মৃদঙ্গবাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

নারায়ণ, মুখ্যশাখা গৌরাঙ্গ দাস।
(প্রেম ২০)

জয় গৌরাঙ্গদাস বায়ন ঠাকুর। যাহার মৃদঙ্গ-বাদ্যে তাপ যায় দূর॥
(নরো ১২)

খেতুরির বিখ্যাত শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ইনি করতাল-বাদ্যদ্বারা ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদিক মনের উল্লাসে। বায় কাংস্য-তালাদি প্রভেদ পরকাশে॥ (ভক্তি ১০।৫৩০)

গৌরাঙ্গদাস ঘোষাল—শ্রীখণ্ডবাসী ও শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা। সুপ্রসিদ্ধ মধুপুষ্করিণীর অগ্নিকোণে ইঁহার বসত বাটী ছিল।

গৌরাঙ্গদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বালকদাস বৈরাগী, বৈরাগী গৌরাঙ্গ-দাস। (প্রেম ২০)

জয় শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৈরাগী প্রবীণ। সদা আপনাকে যেঁহো মানে অতি দীন॥ (নরো ১২)

গৌরাঙ্গদাসী——শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী (র° ম° দক্ষিণ ১২।১২)।

গৌরাঙ্গপ্রিয়া—শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী এবং শিষ্যা। ইনি পশ্চিম গোপালপুর-নিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তির কন্যা। (শ্রীনিবাস দেখ)।

গৌরাঙ্গবল্লভ ——শ্রীআচার্যপ্রভুর পরিবার। (অনু ৭)

গৌরীদাস—শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য।

গৌরীদাস নাম শাখা সর্বগুণাকর॥
(প্রেম ২০)

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া--শ্রীনিত্যানন্দ-অনুগত। পদকর্ত্তা ছিলেন। বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিত আছে—

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া। নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া॥

গৌরীদাস পণ্ডিত--দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। পূর্ব-লীলায় সুবলসখা, (গৌরগণোদ্দেশ —১২৮)। বর্দ্ধমান জেলায় কালনার সংলগ্ন অম্বিকানগরে শ্রীপাট। পূর্ব-নিবাস—শালিগ্রামে ছিল।

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে। গৌরীদাস-মন্দিরে প্রভু অম্বিকাতে বিহরে॥ (প্রাচীন-পদ)

সরখেল সূর্যদাস পণ্ডিত উদার। তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥ শালিগ্রাম হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া। গঙ্গাতীরে কৈল বাস অম্বিকা আসিয়া॥ (ভক্তি ৭।৩৩০-৩১)

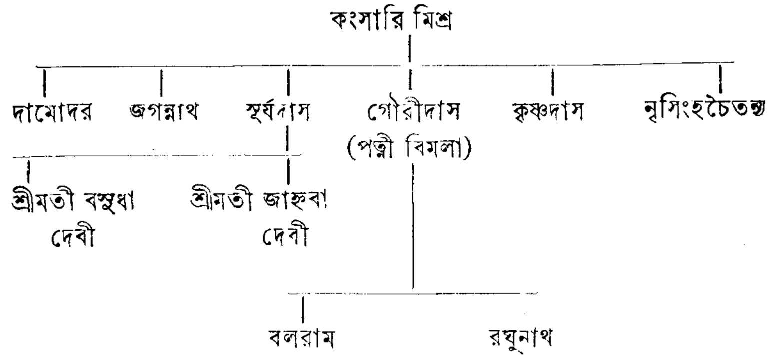
ইঁহাদের পিতার নাম—কংসারি মিশ্র। মাতার নাম—কমলা দেবী। ইঁহারা ছয় ভ্রাতা। গৌরীদাসের অগ্রজ ভ্রাতার কন্যা শ্রীমতী বসুধা ও জাহ্নবা দেবীর সহিতই শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। গৌরী-দাসের পত্নীর নাম—বিমলা দেবী। ইঁহাদের দুই পুত্র; প্রথম—বলরাম, দ্বিতীয়—রঘুনাথ।

একদা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু হরিনদী গ্রাম হইতে নিজেরাই নৌকার বৈঠা বাহিয়া বাহিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হইয়া বাহিরের একটী তেঁতুল বৃক্ষতলে উপবেশন করেন। বহুদিনে প্রভুকে পাইয়া গৌরীদাস আর ছাড়িলেন না। চিরদিনের তরে স্বীয় আলয়ে রাখিবার জন্য বহু কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তত্রত্য নিম্ববৃক্ষ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া গৌরীদাসকে প্রদান করিলেন। গৌরীদাসের অচলা ভক্তিতে শ্রীবিগ্রহযুগল ভোগের দ্রব্যাদি ভোজন করিলেন।

কালনায় অদ্যাপি উক্ত তেঁতুলবৃক্ষ দৃষ্ট হয় এবং মহাপ্রভু যে বৈঠা বাহিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও অদ্যাপি দেবমন্দিরে আছে। মহাপ্রভু গৌরীদাসকে উক্ত বৈঠা দিয়া বলিয়াছিলেন—

এই লেহ বৈঠা, এবে দিলাম তোমারে। ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে॥ (ভক্তি ৭।৩৩৬)

মহাপ্রভু-দত্ত একখানি গীতাও ঐ



স্থানে আছে—প্রভুদত্ত গীতা, বৈঠা প্রভু-সন্নিধানে। অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে॥ [ভক্তি ৭।৩৮১]

গৌরীমোহন দাস—পদাবলী-সঙ্কলয়িতা। ১৮৪৯ খৃঃ ইঁহার 'পদকল্পলতিকা' প্রকাশিত হয়; পদসংখ্যা ৩৫১। ইনি বৈষ্ণবদাস, এমন কি শশিশেখর-চন্দ্রশেখরেরও পরবর্ত্তী।

ঘ, চ

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী—বর্দ্ধমান জেলায় কৃষ্ণপুর-গ্রামবাসী গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তির পুত্র। ১৬৩৩ শাকে ইনি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা শেষ করেন। ইনি পদকর্ত্তাও ছিলেন। বাৎসল্যরস ও গোষ্ঠলীলায় সখ্যরসের বর্ণনায় ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ঘনশ্যাম—জাতি বৈদ্য। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম—দিব্যসিংহ, পিতামহ—বিখ্যাত শ্রীগোবিন্দ দাস কবিরাজ। ঘনশ্যামের জন্মভূমি—শ্রীখণ্ডে। ঘনশ্যাম যখন গর্ভে, তখন দিব্যসিংহ পত্নী সহ বুধুরী হইতে শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। ইঁহারা বুধুরী ত্যাগ করিয়া গেলে, গোবিন্দ কবিরাজের বা দিব্যসিংহের যে ভূমিবিত্তাদি ছিল—তৎসমুদয় নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ঘনশ্যাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নবাব বাহাদুর তাঁহার মধুর পদাবলি শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে ৬০ বিঘা ভূমি দান করত বুধুরীতে বাস করিতে আজ্ঞা করেন। ঘনশ্যামের পুত্রের নাম—স্বরূপনাথ। তৎপুত্র—হরিদাস। এই হরিদাসের স্থাপিত শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে দিয়া যে দুইটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন—অদ্যাপি সেই রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দৃষ্ট হয়, কিন্তু জঙ্গলাকীর্ণ। বুধুরী ভগবান্‌গোলা ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে। ইঁহার রচনা—'শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী' সর্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ।

২—'ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন'-নামক গ্রন্থ প্রণেতা। [গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্য ১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]।

৩—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৮]

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী—(নরহরি দাস) জগন্নাথের পুত্র ও শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তির শিষ্য (নরো—১৩)। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞাপুরে বাস করিতেন।

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর পিতা—বিপ্র জগন্নাথ॥ না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্যাম॥ গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে

মজিনু রাত্রি দিন ॥

ইনি 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাস' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় এক্ষণে প্রচারিত আছে। ইহা ব্যতিরেকে 'শ্রীনিবাস-চরিত্র'-নামক আর একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বলিতেছেন—

শিষ্যগণ-নাম হেথা বর্ণিতে নারিনু।
শ্রীনিবাসচরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু ॥ ঐ

ইঁহার কৃত পদাবলী মধুর। এতদ্ব্যতীত ছন্দঃসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত-চিন্তামণি, পদ্ধতি, সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ইঁহার রচিত এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে।

ঘনশ্যাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য। পিতার নাম—তুলসীরাম দাস।

তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম।
তাহারে করিলা দয়া হইয়া কৃপাবান্ ॥
(কর্ণা ২)

২—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৫]।

৩ দাস জয়গোপালের শিষ্য—'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'-প্রণেতা।

চক্রপাণি আচার্য—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা

চক্রপাণি আচার্য, আর অনন্ত আচার্য ॥ [চৈ° চ° আ ১২।৫৮]

ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেরণায় গুজরাট প্রভৃতি দেশে গিয়া কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর সহিত মিলিত হইয়া সেবাপ্রকাশ করেন। ছোট গৌড়ীয়া গাদির সংস্থাপক (ভক্ত ২।১৭)।

চক্রপাণি আচার্য! সে পদে দেহ রতি। যেঁহো সে পূতনা বধি' দিল মাতৃগতি ॥ [নামা ১৭৫]

চক্রপাণি চৌধুরী—শ্রীনরহরির শিষ্য। ভ্রাতার নাম—মহানন্দ। নীলাচলে প্রভুর নিকটে দুই ভ্রাতা রঘুনন্দনের সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন (রসকল্পবল্লী)।

নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে প্রভু বলিলেন—'তুমি সংসারী বৈষ্ণব। পুত্রপৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব' ॥ শ্রীমন্নরহরির আজ্ঞায় দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেন (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ২৩৫-২৩৭ পৃঃ)।

চণ্ডীদাস[১]—বীরভূম জেলায় নান্নুর গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে ১৩০৯ শকে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহারা হইয়া নিরাশ্রয় হন এবং গ্রামের বাশুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর পূজকরূপে নিযুক্ত হন। প্রবাদ আছে যে চণ্ডীদাস প্রথমে উঁহার উপাসনা করিতেন, পরে ঐ বাশুলীরই আদেশে কৃষ্ণ-পরায়ণ হন এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী-রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রসিদ্ধ 'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান (পদক ৮০৭) পদের ভণিতাতে 'বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়' এবং এইরূপে ২০৬, ২১৩, ৮৫৩ ইত্যাদির ভণিতায় বাশুলীর ইঙ্গিত-কথা বর্ণিত আছে। নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা। তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, সুখ যে পাইবা কোথা (৮৭৯) ॥ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যে সমসাময়িক লোক, তদ্‌বিষয়ে (পদক ২৩৮৯) 'চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি-গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ' এবং 'ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ-সঙ্গে। দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥' (ঐ ২৩৯১)—এই পদদ্বয়ই প্রমাণ।

কথিত আছে যে চণ্ডীদাস যে সময়ে নিরাশ্রয় হইয়া বাশুলীর মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই আর একটি বালবিধবা ঐ মন্দিরে আশ্রিতা হইয়াছিলেন; তিনি পরমাসুন্দরী, পূর্ণযৌবনা কিশোরী, নাম তাঁর রামী (রামমণি); বিদ্যাপতির যেরূপ লছিমা-প্রসক্তির কথা শুনা যায়, তদ্রূপ চণ্ডীদাস-রজকিনীরও (রামীর) অকৃত্রিম ভালবাসার কথা জানা যায়। স্বয়ং চণ্ডীদাসও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'রজকী-সঙ্গতি, চণ্ডীদাসগতি' (৬৪১ পদ) ইত্যাদি। এইস্থলে মন্তব্য এই যে চণ্ডীদাস রজকিণীকে পবিত্র প্রেমের আশ্রয় সখীরূপে ভক্তিনম্রনেত্রে দর্শন করিতেন, ইহাতে কামের গন্ধও নাই। 'রজকিণীরূপ, কিশোরী স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়'। এই প্রসক্তি-প্রবাদ কিন্তু ভিত্তিহীন বলিয়াই অনেকের মত।

চণ্ডীদাস[২]—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধরু চৌধুরী আর শাখা চণ্ডীদাস। [প্রেম ২০] জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে। পাষণ্ডী-খণ্ডনে দক্ষ, দয়া অতিদীনে ॥ [নরো ২১]

চণ্ডী সিংহ—শ্রীল আচার্যপ্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য।

দর্পনারায়ণ, চণ্ডীসিংহ—দুই ভৃত্য তাঁর ॥ (কর্ণা ২)

চতুর্ভুজ—ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ কমলাকর পিপ্‌লায়ের পুত্র। শ্রীপাট—মাহেশ। চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ। ইঁহাদের বংশধরগণই বর্ত্তমানে মাহেশের অধিকারী (কমলাকর পিপলাই দেখ)।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত——শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ। [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭৪৫]। নবদ্বীপ-বাসী ভক্ত।

ইঁহার তিন পুত্র—নন্দন, গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস—ইঁহার গৃহ শ্রীনিত্যানন্দ-বিলাসস্থান।

চন্দনেশ্বর——মহাপ্রভুর পরিবার। সার্ব্বভৌমের পুত্র; মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন করাইতে সার্বভৌম নিজপুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম পাঠাইলা সবা দর্শন করিতে। চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিয়া সবার সাথে॥ [চৈ° চ° মধ্য ৬।৩৩]

দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের সহিত সার্ব্বভৌম ইঁহারও পরিচয় দিয়াছিলেন।

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুদাস, ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥ [চৈ°চ° মধ্য ১০।৪৫]

নরহরি বা মহেশ্বর বিশারদ
বাসুদেব সার্বভৌম — বিদ্যাবাচস্পতি — (কন্যা) স্বামী গোপীনাথাচার্য
বাসুদেব সার্বভৌম: চন্দনেশ্বর — (কন্যা) (ষাটী বা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী, স্বামী অমোঘ পণ্ডিত)

চন্দ্রকলা দেবী—উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রের পত্নী। মহাপ্রভুর অনুগতা।

চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্ব্বে ঠাকুরের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতেন। পরে তাঁহার কৃপায় মহাভক্ত হয়েন।

হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত আর। ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্বত্র প্রচার॥ (রূপনারায়ণ দেখ; প্রেম ১৯)

চন্দ্রভানু—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। চন্দ্র ও ভানু দুই কি এক বুঝিবার উপায় নাই। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৬]

চন্দ্রমুখী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্যের মধ্যম পুত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী। শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর নিকট ইনি দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।

আর পুত্রবধূ চন্দ্রমুখী নানা গুণমণি॥ (কর্ণা ১)

চন্দ্রশেখর[১]—শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের শাখা। নিবাস—শ্রীখণ্ডে, জাতি—বৈদ্য। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইঁহার বাটীতে শ্রীরসিকরায়-নামে একমূর্ত্তি সুবর্ণসমোজ্জ্বল শ্রীবিগ্রহ ছিল, কোনও সময়ে মুঘলগণ সেই বিগ্রহ হরণ করিতে আসিলে তিনি সেই মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন। মুঘলরা তাঁহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলে সেই কাটামুণ্ড বারংবার 'নরহরির প্রাণ গৌর' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। শ্রীখণ্ডের খণ্ডেশ্বরী তলার নিকট ইঁহার বসতবাটী ছিল। ইঁহার সেবিত শ্রীরসিকরায় পরে শ্রীনরহরির অন্যতম শিষ্য শ্রীগোপালদাস ঠাকুর সেবা করেন। [শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ১১৪—১১৫ পৃঃ]

চন্দ্রশেখর[২]—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায়। [প্রেম ২০]

জয় ভক্তিরত্ন-দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর। প্রভু-পাদপদ্মে যেহোঁ মত্ত মধুকর॥ (নরো ১২)

২—শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৭]

চন্দ্রশেখর আচার্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা। 'আচার্য-রত্ন' নামে খ্যাত। [গৌগ ১১২) চন্দ্রের আবেশ।

আচার্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচেন ঈশ্বর॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১৩]

ইনি মহাপ্রভুর মেসোমহাশয় অর্থাৎ শচীদেবীর ভগিনী শ্রীমতী সর্বজয়া দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

পৌর্ণমাসী-পৃথুপ্রেমপাত্রং শ্রীচন্দ্রশেখরম্। অপার করুণাপূর-পৌর্ণমাসীতিসংজ্ঞকম্॥ [শা° নি° ৩৫]

আবির্ভাব—শ্রীহট্টে (চৈভা আদি

২।৩৪)। আচার্যগৃহে প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস (ঐ মধ্য ৮।১১১), এই গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের লক্ষ্মীবেশে অভিনয় (ঐ মধ্য ১৮।২৮—১৯৮) কাজীদলনের নগরসংকীর্ত্তনে আচার্য (ঐ মধ্য ২৩। ১৫১), সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে (ঐ মধ্য ২৮। ১২), কাটোয়ায় প্রভু-সঙ্গে (ঐ মধ্য ২৮।১০৪—১৩৪), শান্তিপুরে ও নবদ্বীপে প্রভুর সন্ন্যাসবার্ত্তাদি জ্ঞাপন (চৈচ মধ্য ৩।২০,১১৭), কালা-কৃষ্ণদাস-সহ মিলন (চৈচ মধ্য ১০। ৮২) পুরীতে বিলাস (ঐ মধ্য ১১। ১৫৯,১২।১৫৭,১৬।১৬,৫৮)। নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি-প্রসঙ্গ (চৈভা অন্ত, ৮।১২৫)।

চন্দ্রশেখর কবি—সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, শশিশেখরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম--শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর, জন্মস্থান —কাঁদরা। মঙ্গল ঠাকুরের বংশে জন্ম। [বিশেষ কথা 'শশিশেখরে' দ্রষ্টব্য]। 'নায়িকারত্নমালা'—গ্রন্থ ইঁহাদের কীর্ত্তি।

চন্দ্রশেখর দাস—বৈদ্য, শ্রীচৈতন্য-শাখা। (চন্দ্রশেখর দাস, চন্দ্রশেখর বৈদ্য ও চন্দ্রশেখর শূদ্র একই ব্যক্তি)।

শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস।
(চৈ° চ° আদি ১০।১১২)

ইনি কাশীবাসী ছিলেন। তপন মিশ্রের সহিত ইঁহার বড়ই সখ্য ছিল।

বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন। চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥ (ঐ ১০।১৫২)

মহাপ্রভু ইঁহার ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর। তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥
[ঐ ৭।৪৫—৪৬]

কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ এবং তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে উপহাস করিতেন। ভক্তগণের ইহা সহ্য হইত না। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুকে বলিলেন—'যদি ঐ সকল পাষণ্ড পতিতকে উদ্ধার করা না হয়—তবে আমরা আত্মহত্যা করিব।'

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥ (ঐ ৭।৫০)

প্রভু হাস্য করিলেন। সেইদিন একজন বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া দৈন্য-প্রকাশে বলিলেন,—'প্রভো! কাশীবাসী সমুদয় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনাকেও কৃপা করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে।' প্রভু অস্বীকার করিলেন না; ঐ বিপ্রগৃহে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মায়াবাদিগণকে উদ্ধার করেন।

এই চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুর অবস্থান-কালে শ্রীসনাতন গোস্বামী দরবেশ-বেশে আগমন করিয়াছিলেন। (চন্দ্রশেখরের গৃহপরিচয়—কাশীবাসী-বৈষ্ণব-শব্দে দেখ)। কাশীতে শ্রীরূপসহ মিলন (চৈচ মধ্য ২৫।২১০—২১২), জগদানন্দ সহ মিলন (চৈচ অন্ত্য ১৩।৪৩, ১০২)।

চন্দ্রাবলী———'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা রামগোপাল দাসের মাতা ও গৌরাঙ্গদাসের কন্যা।

চম্পতিরায়——দাক্ষিণাত্য--নিবাসী, রাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র। পদা-বলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে। ইঁহার রচনা প্রায়ই ব্রজবুলিতে। শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত টীকায় ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। 'চম্পতিরায়-নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ, স এব গীতকর্ত্তা'। 'রায় চম্পতি রসগায়ক গোবিন্দ দাস গান'—এই ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদ-পূরণের ন্যায় চম্পতি ঠাকুরেরও অসম্পূর্ণ পদের পূর্ত্তি করিয়াছেন।

চাঁদ কাজি—হোসেন শাহের গুরু। নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। ইনিই নবদ্বীপে কীর্ত্তন নিষেধ করেন ও খোল ভাঙ্গেন। ইহার মুখ্য কর্ম্মচারী গোরাই হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রসিদ্ধ (?) হয়।

চাঁদ হালদার--শ্রীখেতরীর মহোৎসবে সমাগত ভক্ত। শ্রীচাঁদ হালদার, মিতু হালদার সকলে। (নরো° ৮)

চাটুয়া রামদাস—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় শ্রীচাটুয়া রামদাস ভক্তিপাত্র। বৈষ্ণবের পত্র-অবশেষ ভুঞ্জে মাত্র॥
(নরো ১২)

চান্দরায় বা রাজা চান্দরায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম—রাঘবেন্দ্র রায়, ভ্রাতার নাম—সন্তোষ রায়। ইনি পূর্বে বড়ই দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। ৮৪ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী ছিল। হাজার

অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতিক সৈন্য ছিল। রাজমহল পর্যন্ত ইঁহার অধিকারে ছিল। বাদশাহকে এক পয়সাও কর না দিয়া লুটতরাজ করিয়া উপার্জন করিতেন। ইঁহার মত অত্যাচারী জমিদার তখন আর কেহই ছিল না।

তাহার পাপের কথা লেখা নাহি যায়। কাণে হাত দিয়া লোক ছাড়িয়া পালায়॥ (প্রেম ১৮)

দুই ভ্রাতা প্রতি বৎসর খুব ধুমধামে দুর্গাপূজা করিতেন, তাহাতে এত জীব বলি দিতেন যে রক্তে নদী বহিয়া যাইত।

যত জন্তু বধ করে নাহি তার সীমা॥ জয় চাঁদ রায় চারু-চরিত্র বিদিত। বৈষ্ণব সেবায় যার পরম পীরিত॥ (নরো ১২)

অত্যাচারী চাঁদরায়কে এক সময় এক ব্রহ্মদৈত্য পাইয়া বসে। কত তন্ত্র মন্ত্র বৈদ্য হইল, কিছুতেই দৈত্য বিদূরিত হইল না। পিতা এবং ভ্রাতা কাঁদিয়া আকুল। শেষে স্বপ্নাদেশ পাইলেন—'শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কৃপা হইলে দৈত্য পলাইয়া যাইবে।' পরে শ্রীল ঠাকুরের আগমনে চাঁদ-রায়ের ভবব্যাধি পর্যন্ত দূর হইয়া তিনি সপরিজনে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন।

ভক্ত হইলেই তাহার উপর পরীক্ষা আসে। চাঁদ রায়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। একদা চাঁদ রায় চারি শত আশোয়ার সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এমন সময়ে ক্রুদ্ধ নবাব বহু সহস্র সিপাই দ্বারা তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। চাঁদরায়কে ধরিবার জন্য নবাব পূর্বে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। বৈষ্ণব হওয়া অবধি তিনি অন্য প্রকৃতির হইয়াছিলেন। এজন্য স্বেচ্ছায় নবাবের হস্তে বন্দী হইলেন। নবাব চাঁদরায়কে ভয়ানক যন্ত্রণা দিবার জন্য তলঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। চাঁদরায়ের পিতা পুত্রের উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। শেষে একজন তান্ত্রিক আসিয়া বলিল —আমি উদ্ধার করিয়া দিব। কিন্তু তোমার পুত্রকে শক্তিমন্ত্র লইতে হইবে। তান্ত্রিক ঠাকুর কৌশলে বন্দীশালে প্রবেশ করত চাঁদরায়কে বলিলেন—

মা কালীর মন্ত্র এক আছে মোর স্থানে। আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহিব তোমার কাণে॥ সেই বলে যাবে তুমি ভয় নাহি আর। তৎকাল চলহ আর না কর বিচার॥

কিন্তু চাঁদরায় স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন—'আমি বন্দীশালে খুব আনন্দেই আছি। পূর্বে যেমন পাপ করিয়াছি, তাহার ফলভোগ ত করিতেই হইবে। অধিকন্তু যে কর্ণে পবিত্র গৌরনাম প্রবেশ করিয়াছে, সে কর্ণে আর কিছু প্রবেশ করিতেই পারে না। আমি গৃহে যাইব না, গৌর নাম করিতে করিতে এইখানেই দেহ ক্ষয় করিব।' তান্ত্রিক ঠাকুর বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পরে নবাব বাহাদুর চাঁদরায়কে নির্যাতন করিবার জন্য মত্ত হস্তির পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। হস্তিবর প্রথমতঃ চাঁদরায়কে শুণ্ডে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে চাঁদরায় শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে স্মরণ করত হস্তির শুণ্ড ধরিয়া এমন টানিলেন যে তাহাতেই হস্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নবাব চাঁদরায়ের বিক্রম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধ দূর হইল। শেষে চাঁদকে আলিঙ্গন করত শিরোপা দিয়া ও নির্বিবাদে তাঁহার হৃত অধিকার ভোগ করিবার জন্য স্বীয় পাঞ্জাযুক্ত দলিল প্রদান করিলেন। চাঁদরায় তদবধি স্বরাজ্যে আসিয়া হরিনামে উন্মত্ত হইয়া রহিলেন (প্রেম ১৮)। উদ্ধার-বৃত্তান্ত (ভক্ত ১৭।২) দ্রষ্টব্য। ২ বৈষ্ণব পদকর্তা (ব-সা-সে)।

চাপাল গোপাল—নবদ্বীপবাসী দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ।

চাপাল গোপাল নামে পাষণ্ড ব্রাহ্মণ। শ্রীবাসের দুঃখ যাতে এই কর্ম তান॥ মদ্যভাণ্ড সিন্দূরাদি রাখি এই দ্বারে। মনের আনন্দে তেঁহো গেলা নিজ ঘরে॥ প্রভাতে শ্রীবাস তা' দেখায় শিষ্টগণে। সেস্থান সংস্কার করাইলা সেইক্ষণে॥ শ্রীবাসের স্থানে তিঁহো অপরাধ কৈল। দিন দুই তিন মধ্যে কুষ্ঠ ব্যাধি হৈল॥ চাপাল গোপাল কুষ্ঠে মহাদুঃখ পায়। কথোদিনে ভাল হৈল শ্রীবাস-কৃপায়॥ (ভক্তি ১২।৩৪০৫—৯)

চিত্রসেন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১১]

চিত্রেশ্বর—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [ঐ ১৪।১৩৬]

চিন্তামণি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বড়গ্রামে নিবাস। [র° ম° পূর্ব ১।১৩১]

চিন্তামণি দাস—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য ও সঙ্গীত-বিশারদ। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৪]

চিন্তামণি বিহারী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

চিন্তামণি বিহারী বড়ই ভাগ্যবান্।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি জাতি ধন প্রাণ।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১২২]

চিদানন্দ—শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী [বৈষ্ণব-বন্দনা]। নবযোগীন্দ্রের একতম [গৌ° গ° ৯৮—১০০]।

চিরঞ্জীব—ইনি মহাপ্রভুর শাখার শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেন হইতে ভিন্ন ভক্ত। চরিতামৃতে গৌরভক্তগণনায় ইঁহার নাম আছে।

ভাগবতাচার্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন॥
(চৈ° চ° আদি ১০।১৯৯)

চিরঞ্জীব সেন—শ্রীচৈতন্য-শাখা; পূর্বলীলায় চন্দ্রিকা (রূপকণ্ঠী) সখী। মহাপ্রভুর ভক্ত, জাতি—বৈদ্য। আদি নিবাস—ভাগীরথীতীরে কুমারনগর। পরে শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ দামোদর পণ্ডিতের কন্যা সুনন্দাদেবীকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডেই বসবাস করেন। ইনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীগুরু-সেবাতেই সর্বদা রত থাকিতেন।

ইঁহার প্রসিদ্ধ দুই পুত্রের নাম রামচন্দ্র কবিরাজ ও পদকর্তা গোবিন্দ দাস।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
[চৈ° চ° আদি ১০।৭৮]

সেইগ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥
শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর॥
[ভক্তি ১০।২৫০, ২৫২]

পদ্যাবলিতে একটি শ্লোক (১৫৭) চিরঞ্জীব-কৃত দৃষ্ট হয়।

চূড়ামণি দাস—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ১১৪২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য। ইনি 'ভুবনমঙ্গল'-নামে চৈতন্যচরিতপ্রসঙ্গে বাঙ্গালা কাব্য নির্মাণ করিয়াছেন।

চৈতন্য চট্টরাজ—শ্রীনিবাস প্রভুর মধ্যম জামাতা এবং শিষ্য। কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর স্বামী, ইঁহার পিতার নাম—কুমুদ চট্টরাজ।

তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া।
যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া॥
(কর্ণা ১)

চৈতন্যদাস—ইনি 'আউলিয়া চৈতন্য দাস' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। শ্রীনিত্যানন্দ দাস বলেন—

মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্য দাস। 'আউলিয়া' বলি তাঁকে সর্বত্র প্রকাশ॥ (প্রেম ১৬)

বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুর নগর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে কোন এক গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল।

২ শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥
(চৈ° চ° আদি ১০।৬২)

একদা রথযাত্রা-কালে শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্য দাসকে সঙ্গে লইয়া পুরীধামে গমন করিলে, মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—শিবানন্দ। তোমার এ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছ? শিবানন্দ কহিলেন—'শ্রীচৈতন্যদাস'। ইহাতে মহাপ্রভু হাস্য করিয়া কহিলেন—'ছি! ছি! ও কি নাম রাখিয়াছ?' ঐ সময়ে শিবানন্দ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ প্রসাদ দ্বারা সেবা করিলেন; কিন্তু চৈতন্য দাস ইহার পরে এক দিবস দধি, নেবু, আদা, ফুলবড়ি ও নানাবিধ ব্যঞ্জন সংগ্রহ করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ভোজন করাইলেন। প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'এই বালক চৈতন্য দাস আমার মনের কথা জানে'।

আর দিন চৈতন্য দাস কৈল নিমন্ত্রণ। প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি আনিলা ব্যঞ্জন॥ দধি, নেবু, আদা আর ফুলবড়ী, লবণ। সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥ প্রভু কহে—এ বালক মোর মন জানে। সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥ এত বলি দধি ভাত করেন ভোজন। চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন॥
(চৈ° চ° অন্ত্য ১০।১৪৮—১৫১)

৩ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা।

নন্দিনী আর কামদেব, চৈতন্য দাস॥ (চৈ° চ° আ° ১২।৫৯)

৪ (নামান্তর—পূজারী গোঁসাই) ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-দেবের পূজাকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এজন্য 'পূজারী গোঁসাই' আখ্যা হয়।

পণ্ডিত গোঁসাইয়ের শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাই। গৌরকথা বিনা আর

মুখে অন্য নাই ॥ তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্য দাস ॥

[চৈ° চ° আদি ৮।৬৯]

ইনি শ্রীগীতগোবিন্দের **'বাল-বোধিনী'** টীকা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের **'সুবোধিনী'** টীকাটিও বোধ হয় ইঁহারই রচিত।

৫ শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের নামান্তর। (গঙ্গাধর ভট্টাচার্য দেখ)

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া নগরের ৩।৪ ক্রোশ পূর্বদিকে চাখুন্দী গ্রামে চৈতন্যদাসের বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের নিবাস ছিল। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও মধুশীল নাপিত প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করেন, তখন গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ৪৬।৪৭ বৎসর হইবে। তিনি প্রভুর সন্ন্যাস দেখিতে গিয়া একেবারে শোকে অধীর হইয়া 'হা চৈতন্য, হা চৈতন্য' বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে মহাপ্রভুর বরে তাঁহার পুত্র হয়। ঐ পুত্রই বৈষ্ণব-সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু।

৬ শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পুত্র।

'শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস'

(নরো)

ভক্তিরত্নাকরেও ইঁহার নাম আছে—

সর্বত্র বিদিত সর্বমতে যোগ্য যেঁহো। গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো॥ (ভক্তি ১০।৩৮৬)

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

৭ শ্রীনিবাস প্রভুর জনৈক শিষ্যের নাম। 'তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীচৈতন্য দাসে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে'॥ (কর্ণা ১)

৮ বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের বৈষ্ণব নাম। শ্রীলজীবগোস্বামিপ্রভু রাজার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য-ঠাকুর রাজাকে বলিতেছেন—

শ্রীজীবগোস্বামী হৈলা প্রসন্ন তোমারে। শ্রীচৈতন্যদাস নাম থুইলা তোমার॥ (ভক্তি ৯।২৬৫—২৬৬, বীরহাম্বীর দেখ)

৯ 'ভক্তিতত্ত্ব-প্রকাশিকার' প্রণেতা।

চৈতন্যদাস চট্টরাজ—শ্রীনিবাসাচার্য-পরিবার (অনু ৭)।

চৈতন্যদাস পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ। ইনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ব্যাঘ্রকেও ভয় করিতেন না; তাহার উপর আরোহণ করিতেন—

বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥ কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥ (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৪২৬—৪২৭)

চৈতন্যদাস বাবাজী (সিদ্ধ)—শ্রীধামনবদ্বীপ-বাসী এই মহাপুরুষ বৎসরের অধিকাংশ সময় ঠাকুর নরহরির ভাবানুগত্যে শ্রীখণ্ডে থাকিতেন। তিনি বলিতেন—'শ্রীখণ্ড আমার বাপেরবাড়ী এবং নবদ্বীপ—শ্বশুরবাড়ী। শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন-বংশ্য শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। ঠাকুর নরহরি-লোচনের আনুগত্যে তিনি আপনাকে গৌর-কান্তা-স্বরূপেই চিন্তা করিতেন এবং অন্তিম সময়ে সেই ভাবেই সিদ্ধ হইয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শ্রীখণ্ডে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একটি পুঁথিতে লক্ষাধিক গোরা নাম বিরাজমান। তুলট কাগজের প্রতি পাতায় নামাবলী মুক্তামালার ন্যায় সুসজ্জিত রহিয়াছে। তাঁহার রচনা—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর **'প্রত্যঙ্গ-বর্ণনাত্মক পদ্য'**, অতিসরল সংস্কৃত ভাষায় **'শ্রীগৌরাঙ্গের সপ্তবিংশতি নামামৃত-স্তোত্র'** এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 'ভাববিচার'-নামক পদ্য। এই সবগুলি শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী পত্রিকায় প্রথম বর্ষে মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার-ভুক্ত ছিলেন।

চৈতন্যবল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিতেরশাখা।

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ। (চৈ° চ° আ° ১২।৮৬)

চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসা-লয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভি-লাষিণম্॥ (শা° নি° ৫৮)

চৈতন্যানন্দ—শ্রীলস্বরূপ দামোদরের গুরু, বেদবেদান্তাদির অধ্যাপক—কাশীবাসী (চৈচ মধ্য ১০।১০৫)।

চৌষট্টি মোহান্ত :—

* অষ্ট প্রধান মোহান্ত—

শ্রীস্বরূপ দামোদর (ললিতা), রায়

* শ্রীলগোপাল গুরু গোস্বামিপাদের পদ্ধতি-মত। মতান্তরে—মাধব ঘোষ (তুঙ্গবিদ্যা)। বন্ধনীমধ্যে পূর্বলীলার নাম লিখিত হইয়াছে।

রামানন্দ (বিশাখা), গোবিন্দানন্দ ঠাকুর (সুচিত্রা), বসু রামানন্দ (ইন্দুরেখা), সেন শিবানন্দ (চম্পকলতা), গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী), বক্রেশ্বর (তুঙ্গবিদ্যা), বাসুদেব ঘোষ (সুদেবী)।

ব্রজলীলায় অষ্ট সখীর প্রত্যেকের অনুগতা আট জন করিয়া চৌষট্টি জন সখী আছেন। নবদ্বীপ লীলায়ও অষ্ট প্রধান মহান্তের প্রত্যেকের অনুগত আট জন করিয়া সর্বসমেত চৌষট্টি মোহান্ত হইতেছেন। [বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার ৬৬৪—৬৬৬ পৃঃ]

১। শ্রীস্বরূপদামোদরের অনুগত—আচার্যরত্ন (রত্নপ্রভা), রত্নগর্ভ ঠাকুর (রতিকলা), চন্দ্রশেখর আচার্য (সুভদ্রা), ভূগর্ভ ঠাকুর (ভদ্ররেখিকা), রাঘব গোস্বামী (সুমুখী), দামোদর পণ্ডিত (ধনিষ্ঠা) কৃষ্ণদাস ঠাকুর (কলহংসী) ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর (কলাপিনী)।

২। শ্রীরামানন্দ রায়ের অনুগত—মাধবসঞ্জয় (মাধবী), নীলাম্বর ঠাকুর (মালতী), রামচন্দ্র দত্ত (চন্দ্ররেখিকা), বাসুদেব দত্ত (কুঞ্জরী), নন্দন আচার্য (হরিণী), শঙ্কর ঠাকুর (চপলা), সুদর্শন ঠাকুর (সুরভী) এবং সুবুদ্ধি মিশ্র (শুভাননা)।

৩। শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুরের অনুগত—শ্রীমান্ পণ্ডিত (রসালিকা), ঠাকুর জগন্নাথ দাস (তিলকিনী), জগদীশ ঠাকুর (শৌরসেনী), সদাশিব ঠাকুর (সুগন্ধিকা), রায় মুকুন্দ (রমিলা), মুকুন্দানন্দ (কামনাগরী), পুরন্দর আচার্য (নাগরী) এবং নারায়ণ বাচস্পতি (নাগবেলিকা)।

৪। শ্রীবসু রামানন্দের অনুগত—পরমানন্দ ঠাকুর (তুঙ্গভদ্রা), বল্লভ ঠাকুর (রসতুঙ্গা), জগদীশ ঠাকুর (রঙ্গবাটী), বনমালী দাস (সুমঙ্গলা), শ্রীকর পণ্ডিত (চিত্রলেখা), শ্রীনাথ মিশ্র (বিচিত্রাঙ্গী), লক্ষ্মণ আচার্য (মেদিনী) ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত (মদনালসা)।

৫। শ্রীসেন শিবানন্দের অনুগত—মকরধ্বজ দত্ত (কুরঙ্গাক্ষী), রঘুনাথ দত্ত (সুচরিতা), মধু পণ্ডিত (মণ্ডলী, (বিষ্ণুদাস আচার্য (মণিকুণ্ডলা), পুরন্দর মিশ্র (চন্দ্রিকা), গোবিন্দ ঠাকুর (চন্দ্রলতিকা), পরমানন্দ গুপ্ত (কন্দুকাক্ষী) এবং বলরাম দাস (সুমন্দিরা)।

৬। শ্রীগোবিন্দ ঘোষের অনুগত—কাশী মিশ্র (কলকণ্ঠী), শিখি মাহাতি (শশিকলা), শ্রীরাম পণ্ডিত (কমলা), বড় হরিদাস (মধুরা), কবিচন্দ্র (ইন্দিরা), হিরণ্যগর্ভ (কন্দর্পসুন্দরী), জগন্নাথ সেন (কামলতিকা) এবং দ্বিজ পিতাম্বর (প্রেমমঞ্জরী)।

৭। শ্রীমাধব ঘোষের অনুগত—মকরধ্বজ সেন (মঞ্জুমেধা), বিদ্যাবাচস্পতি (সুমধুরা), ঠাকুর গোবিন্দ (সুমধ্যা), মহেশ ঠাকুর (মধুরেক্ষণা), শ্রীকান্ত (তনুমধ্যা), মাধব পণ্ডিত (মধুস্যন্দা), প্রবোধানন্দ সরস্বতী (গুণচূড়া) এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য (বরাঙ্গদা)।

৮। শ্রীবাসুদেব ঘোষের অনুগত—রাঘব পণ্ডিত (কাবেরী), মুরারি চৈতন্যদাস (চারুকবরা), মকরধ্বজ পণ্ডিত (সুকেশী), কংসারি সেন (মঞ্জুকেশিকা), শ্রীজীব পণ্ডিত (হারহীরা), মুকুন্দ কবিরাজ (মহাহীরা), ছোট হরিদাস (হারকণ্ঠী) এবং কবিচন্দ্রগুপ্ত (মনোহরা)।

ছ, জ

ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়—পাটুলিনিবাসী ; মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়াপাহাড়পুরে বাস করেন। ইঁহারই পুত্র—প্রসিদ্ধ বংশীবদন ঠাকুর।

ছয় গোস্বামী—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ দাস।

ছয় চক্রবর্ত্তী—(১) শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী, (২) শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, (৩) শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী। (৪) শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী, (৫) শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, (৬) শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী। সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য।

ছোট রায়—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর

শিষ্য। রাজগড়বাসী।

ছোট রায়, রাউত্রা সে বড় শুদ্ধমতি। রসিকেন্দ্র বিনা যার আন নাহি গতি॥ বড়ই প্রতাপী দোঁহে প্রেমময় মূর্ত্তি। যাহার করণী দেখি' সবে পাইলা ভক্তি॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।৯৬—৯৭]

ছোট হরিদাস—শ্রীচৈতন্যশাখা।

বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস। দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥
(চৈ° চ° আদি ১০।১৪৭)

ইনি মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতেন। অতীব সুকণ্ঠ ছিলেন।

ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া। (চৈ° চ° অন্ত্য ২।১০২)

একদিবস পুরী-প্রবাসী শ্রীল ভগবান্ আচার্য-নামক মহাপ্রভুর এক ভক্ত মহাপ্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে সূক্ষ্ম চাউল না থাকায় শিখি মাহিতির ভগিনী পরমা বৈষ্ণবী ও বৃদ্ধা শ্রীমতী মাধবী দাসী—যিনি মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন মর্ম্মী ভক্তের অর্দ্ধজন—তাঁহার নিকট হইতে উত্তম সরু চাউল ১ মান্ (প্রায় চারি সের) আনিবার জন্য এই ছোট হরিদাসকে প্রেরণ করেন এবং উক্ত চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদান করেন। মহাপ্রভু ভোজনে বসিয়া অতীব উত্তম শাল্যন্ন-দর্শনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়া কহিলেন—'আচার্য ! এরূপ সুন্দর চাউল কোথায় পাইলে ?' ভগবান্ আচার্য আনন্দ-ভরে কহিলেন—'মাধবী দাসীর গৃহ হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি।' প্রভু কহিলেন—'কে উহা আনয়ন করিয়াছিল ?' ভগবান্ কহিলেন—'ছোট হরিদাস।'

তৎপরে মহাপ্রভু অন্নের বহুতর প্রশংসা করিয়া ভোজন সমাপন-পূর্বক স্বীয় বাসাতে চলিয়া গিয়া ভৃত্য গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন—'আজি হইতে ছোট হরিদাসের এখানে দ্বাররুদ্ধ হইল।'

ছোট হরিদাস একথা শ্রবণ করিয়া দুঃখসাগরে পতিত হইলেন ও অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। ভক্তগণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল। তখন স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে কহিলেন—'প্রভো ! ছোট হরিদাসের দ্বার মানা কেন ? তাহার কি অপরাধ ?' ইহাতে—

প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥ দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ। দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ ক্ষুদ্র জীবসব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ২।১১৭—১২০)

এই বলিয়া মহাপ্রভু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাসের দুঃখে ভক্তগণ দুঃখিত হইয়া অপর একদিন প্রভুসকাশে আগমন করিয়া তাঁহাকে মিনতি করিয়া কহিতে লাগিলেন—'প্রভো ! হরিদাসের দোষ অল্প, এবার উহাকে ক্ষমা করুন, ইহাতেই শিক্ষা হইবে'। ভক্তগণের বাক্যে—

প্রভু কহে—'মোর বশ নহে মোর-মন। প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করি দর্শন॥ নিজ-কার্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা। কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে এথা॥' (ঐ ১২৪—১২৫)

ভক্তগণ বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রভুর চরিত্র একদিকে কুসুমের মত কোমল, অন্য দিকে আবার বজ্রের মত কঠিন !!

পরে হরিদাসের অনাহার ও দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় শ্রীল পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু একেবারে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—'আমি গোবিন্দকে লইয়া আলালনাথে চলিলাম, আপনারা এখানে থাকুন।' এই বলিয়া মহাপ্রভু গমনোদ্যত হইলে পরমানন্দপুরী বহুকষ্টে প্রভুকে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন স্বরূপ গোস্বামী ছোট হরিদাসের নিকট গিয়া কহিলেন—'হরিদাস ! তুমি অনাহারে থাকিও না। স্নান-ভোজন কর। এখন প্রভুকে অনুনয় করিয়া কিছুই হইবে না। তিনি দয়াময়, এক সময়ে অবশ্যই তোমার প্রতি দয়া হইবেই।' স্বরূপ গোস্বামির বাক্যে হরিদাস স্নান ভোজন করিলেন এবং দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে। দূর হৈতে হরিদাস করে নিরীক্ষণে॥
(ঐ ১৪২)

এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু তথাপি প্রভুর মন প্রসন্ন হইল না। বৎসরান্তে একদিন শেষরাত্রে হরিদাস কাহাকেও কিছু

না বলিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রয়াগ ধামে চলিয়া গেলেন এবং ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

প্রভুপাদ-প্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল। ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ (ঐ ১৪৭)

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গহরি ভৃত্যকে ত্যাগ করিয়া কতদিন ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন? তাই একদিন ভক্তগণকে কহিলেন—

'হরিদাস কাঁহা, তারে আনহ এখানে॥' (ঐ ১৫০)

হরিদাসের প্রয়াগ-গমন ও দেহত্যাগের বিষয় কেহই জানিতেন না। এজন্য তাঁহারা কহিলেন—'প্রভো! হরিদাস এক বৎসর পরে কাহাকেও না বলিয়া এখান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।'

ভক্তগণের বাক্যে মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন। এ হাস্যের মর্ম কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তৎপরে একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া সমুদ্র-মধ্য হইতে ছোট হরিদাসের কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। ইহাতে গোবিন্দ অনুমান করিলেন—ছোট হরিদাস বোধ হয় মনের দুঃখে বিষাদি পান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মরাক্ষসরূপে জন্ম লইয়া ঐরূপ গান করিতেছেন। ধীমান্ স্বরূপ দামোদর কিন্তু কহিলেন—

'আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, প্রভুর সেবন। প্রভুকৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ॥ দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি সে হয়। মহাপ্রভুর ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয়॥' (ঐ ১৫৮—১৫৯)

ইহার পরে প্রয়াগ হইতে জনৈক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছোট হরিদাসের ত্রিবেণী-মধ্যে দেহত্যাগের বিবরণ জানাইলেন। বর্ষান্তরে রথযাত্রার সময়ে গৌড় হইতে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ পুরীধামে গমন করিয়া ছোট হরিদাসের কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে—

'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্—প্রভু উত্তর দিল।' (ঐ ১৬৩)

পরে শ্রীবাস পণ্ডিত—হরিদাসের প্রয়াগধামে দেহত্যাগের কথা জ্ঞাপন করিলে প্রভু কহিলেন,—

'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' (ঐ ১৬৫)

জীব-শিক্ষার জন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে বর্জন করিলেও স্বীয় ভক্তকে তিনি ত্যাগ করেন নাই, ত্যাগ করিতে পারেন না। হরিদাস ত্রিবেণীতে দেহত্যাগমাত্রই—

সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্য দেহে আইলা। প্রভু কৃপা পাইয়া অন্তর্ধানেতে রহিলা॥ গন্ধর্ব-দেহে গান করেন অন্তর্ধানে। রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায়, অন্যে নাহি জানে॥

(ঐ ১৪৮—৪৯)

মহাপ্রভু ধর্মসংস্থাপক—তাঁহার প্রাণের প্রাণ পারিষদের উপর দণ্ড-বিধান করত জগৎকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। নতুবা কে তার শাসন সহ্য করিবে?

'মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে? নিজ ভক্তে দণ্ড করে, ধর্ম বুঝাইতে? (ঐ ১৪৩)

এই হরিদাসের নির্যাতনদ্বারা—

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥

(ঐ ১৪৪)

গৌরপ্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস। মোরে দণ্ড করি অপরাধ কর নাশ॥

(নামা ৬৩)

জগচ্চন্দ্র ঘোষ—মুর্শিদাবাদ পাঁচথুপীর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। ১১৮২ সালে অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম—বাঙ্গালা ও পারসীক ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। তিনি নিত্য আহ্নিক পূজা, জপ, তপ, শ্রীচরিতামৃতপাঠ ও বৈষ্ণব গ্রন্থাবলির পূজা করিতেন। সাংসারিক অসচ্ছলতায় বাধ্য হইয়া দিনকতক নায়েব মুন্সীর কার্য করিলেও তিনি প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান হইতে বিরত হন নাই। প্রসাদে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল—প্রসাদের কোন অংশই ত্যাগ করিতেন না। আমড়ার আঁটি ও লঙ্কাদি পর্যন্ত চিবাইয়া খাইতেন। শ্রীনামে তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে একদিন সংশয়াপন্ন পীড়িত পুত্রের নিকট গমন করিতে পথে হরিনাম শুনিয়া তিনি কীর্ত্তনদলে যোগ দিলেন এবং মুমূর্ষু পুত্রের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের রাত্রে তিনি শ্রীহরিবাসর করিবার জন্য স্বগৃহ-ত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে ব্রত উদ্‌যাপনান্তে পরদিন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন!! ১২৬০ সালে ইনি শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয়ের

নিকট ভেকাশ্রিত হন এবং নাম হয়—**জয়কৃষ্ণ দাস**। বিংশতি বৎসর তিনি মাধুকরী করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। ১২৭৪ সালে ইনি মাধুকরী করিতে অশক্ত হইয়া মধু-মঙ্গল কুঞ্জে প্রসাদ পাইতেন—তিনি সেখানে 'বুড়া বাবা' নামে অভিহিত হইতেন। ১২৭৮ সালে শ্রীরজঃলাভ করেন।

জগজ্জীবন মিশ্র—শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে শ্রীপাট। ইনি মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র হইতে ৮ম পর্যায়। ইনি শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'র 'মনঃ-সন্তোষণী' নামে অনুবাদ করিয়াছেন। রচনাটি—সরল, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা নাই।

জগৎ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা জগৎ রায়, হরিদাস ঠাকুর। জয় জগৎ রায় পরম পণ্ডিত। পাষণ্ডী অসুরে দণ্ড দেন যে উচিত॥
(নরো ১২)

জগৎসিংহ—গীতগোবিন্দের অনুবাদক (কোচবিহার দরবার পুঁথি ২৬)।

জগতেশ্বর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য —মেদিনীপুর জেলায় হরিহরপুরে বাস।

জগদানন্দ ঘোষ—বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

জগদানন্দ ঠাকুর—বৈদ্য, পদকর্ত্তা ; মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ সরকারের বংশে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম—নিত্যানন্দ, পিতামহের নাম—পরমানন্দ। জগদানন্দেরা চারি সহোদর—সর্বানন্দ, জগদানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ। জগদানন্দের পৈত্রিক বাস—শ্রীখণ্ডে। ইনি তথা হইতে আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন। জগদানন্দ পরে বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার এলাকাধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ১৭০২ শকের ৫ই আশ্বিন বামন-দ্বাদশীতে ইঁহার তিরোভাব হয়। ঐস্থানে এখনও ইঁহার স্মরণে প্রতি বৎসর দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে। (গৌ° প° ত° ৮৮ পৃষ্ঠা)

সর্বানন্দ ঠাকুর শ্রীভাগবতের টীকা ও পদ রচনা করিয়াছিলেন। দুই ভ্রাতারই বাস কিশোরীমোহন গোস্বামির মতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌকি রাণীগঞ্জের পূর্বাংশে দক্ষিণখণ্ড-নামক গ্রামে ছিল, কিন্তু গৌরীদাস পণ্ডিতের মতে বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরবর্ত্তী দুবরাজপুরের সন্নিকটে জোফলাই গ্রামে। জগদানন্দ জোফলাই গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন শ্লোকে আছে—

শ্রীলশ্রীজগদানন্দো জগদানন্দ-দায়কঃ। গীতপদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তিশাস্ত্রবিশারদঃ॥

প্রবাদ আছে—জগদানন্দের গৃহে নিত্য অতিথি-সেবা ছিল। একদিন কয়েকটি সাধু আসিয়া অতিথি হন। ইঁহারা পশ্চিমদেশীয়, কূপোদক ভিন্ন অন্য জল পান করিতেন না ; কিন্তু জোফলাই গ্রামে কূপ ছিল না। জগদানন্দ মহাপ্রভুর নাম স্মরণ করিয়া ভূমিতে একটি লৌহখণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে জল উত্থিত হইল। পরে ঐ স্থানে একটি পুষ্করিণী হয়, জোফলাই গ্রামে উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে উহাকে **'গৌরাঙ্গ-সায়ের'** বলিয়া থাকে।

জগদানন্দ পঞ্চকোট রাজ্যের অধীন আমলালা সুসুরী গ্রামে উপস্থিত হয়েন ও তথায় একটি সরোবরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপের ন্যায় স্থানে পাদুকা পায়ে দিয়া জলরাশি অতিক্রম পূর্বক গমন করিয়া হরিনাম করিতেন। পঞ্চকোটের রাজা পাত্র-মিত্রসহ জগদানন্দের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে আমলালা সুসুরী গ্রাম অর্পণ করেন। জগদানন্দ ঐস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেবাইতগণ এখনও ঐ গ্রাম ভোগ করিতেছেন। পূর্বোক্ত সরোবর 'ঠাকুরবাঁধ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। জগদানন্দের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। (গৌ° প° ত°—১০)

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ এবং শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ ঠাকুর মহাশয় **'জগদানন্দের পদাবলী'** মুদ্রিত করিয়াছেন। ইনি গীতগোবিন্দেরও অনুবাদক, (বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার পুঁথি ১৮৫)।

ইঁহার রচিত পদাবলি শ্রুতি-রসায়ন। ছন্দোবিন্যাসে ও শ্রুতি-মধুর পদকদম্ব-লিখনে ইনি অদ্বিতীয়। ভাষাশব্দার্ণবে ইনি ককারাদিক্রমে অনুপ্রাসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার চিত্রপদরচনাও অতি সুন্দর।

২ কুলিয়ার বংশীবদনের শিষ্য। ইনি 'বংশীলীলামৃত' রচনা করেন। 'শ্রীজগদানন্দ বন্দো মধুরচরিত। যিঁহো বরণিলা গ্রন্থ বংশীলীলামৃত'॥

৩—বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামের পানুয়া গোপালের চতুর্থ অধস্তন। ইনি বঙ্গভাষায় ত্রিপদী ছন্দে শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় ও বহু কীর্ত্তন পদ রচনা করিয়া মঙ্গলডিহির ঠাকুর বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

৪—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার ছয় পুত্র—যাদবেন্দু, রাধামোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন, শ্যামসুন্দর ও মদন-মোহন॥

জগদানন্দ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ও কীর্ত্তন-সঙ্গী। প্রভু ভিন্ন ইনি আর কিছুই জানিতেন না। পূর্বলীলায় ইনি সত্যভামা ছিলেন। পুরীধামে প্রভুর সেবা করিতেন।

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ। লোকে খ্যাত যিহোঁ সত্যভামার স্বরূপ॥ [চৈ° চ° আ ১০।২১]

একবার পণ্ডিতজী গৌড়ে গিয়া শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল এক কলস প্রস্তুত করাইয়া পুরীধামে লইয়া গেলেন এবং মহাপ্রভুর ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে দিলেন। কারণ—

তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়। পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায়॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১২।১০৬]

কিন্তু প্রভু তৈল দেখিয়া কহিলেন—সন্ন্যাসীর তৈল-মর্দনে অধিকার নাই। গোবিন্দের নিকট সংবাদ শুনিয়া জগদানন্দ অভিমানভরে চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভুলিলেন না। কয়েকদিন পরে পুনরায় গোবিন্দ-দ্বারা বলাইলেন 'প্রভু যেন তৈল মর্দন করেন।' এবারে প্রভু শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—'কেবল তৈল কেন? একজন মর্দনিয়া রাখ। সে আমাকে নিত্য তৈল মাখাইবে। এই সব সুখের জন্যই আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। তোমাদের কি? আমার সর্বনাশ হয়। আর তোমরা পরিহাস করিবে।'

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে। দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥

পরদিন জগদানন্দ প্রভুর নিকট আসিলে—

প্রভু কহে পণ্ডিত! তৈল আনিলা গৌড় হইতে। আমিত সন্ন্যাসী তৈল নারিব লইতে॥ জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে। তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ১২।১১৬—১১৭)

জগদানন্দ কয়দিন অভিমানভরে চুপ করিয়াছিলেন—আজ তাঁহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন—

.........কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী। আমি গৌড় হইতে তৈল কভু নাহি আনি॥ ঐ ১১৮

এই বলিয়া দ্রুতবেগে গৃহমধ্য হইতে তৈল-কলস আনিয়া প্রভুর সম্মুখে—

'তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘর গিয়া। শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া॥' ঐ ১২০

জগদানন্দ উপবাস করত ঘরে কপাট দিয়া তিন দিন পড়িয়া রহিলেন। প্রেমবশ্য প্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? কিন্তু জগদানন্দকে অন্য ভাবে সান্ত্বনা দিলে তিনি বুঝিবেন না, তাই চতুর প্রভু জগদানন্দের দ্বারে গিয়া বলিলেন—'জগদানন্দ! আমি দর্শন করিতে যাইতেছি, তোমার গৃহে আজ ভোজন করিব। শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন কর, আমি আসিতেছি॥' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রভু ভোজন করিবেন বলিয়াছেন, অভিমান ছাড়িয়া রন্ধন না করিলে প্রভুর ভোজন হইবে না, তাই পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় জগদানন্দ উঠিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর আগমন হইলে ভোগ বাড়িয়া প্রভুর অগ্রে ধরিলে প্রভু কহিলেন,—'তোমার ভোজ্যও প্রস্তুত কর। আজ দুই জনে একসঙ্গে ভোজন করিব।'

এই বলিয়া প্রভু ভোজনপাত্র হইতে হাত তুলিয়া বসিলেন। প্রভুর সেবা হইতেছে না দেখিয়া জগদানন্দ কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই বলিলেন—'প্রভো! আপনি অগ্রে সেবা করুন; পশ্চাৎ আমি খাইব।' প্রভু বলিলেন 'দেখিও যেন মিথ্যা না হয়।' পণ্ডিত কহিলেন—'না, তাহা হইবে না। তোমার কথা আমি কি ঠেলিতে পারি?' জগদানন্দের আজ মহানন্দ হইল। রামাই ও রঘুকে দিয়া তিনি প্রভুর জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করাইয়াছেন। প্রভু অল্প ভোজন

করেন, কিন্তু আজ জগদানন্দের ভয়ে জগদানন্দ যাহা যাহা পাতে দিতেছেন, তাহাই বাধ্য হইয়া খাইতেছেন—কিছু বলিবার যো নাই। প্রভু ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ভৃত্য গোবিন্দকে বলিয়া গেলেন—'জগদানন্দের প্রসাদ পাওয়া হইলে তুমি আমাকে সংবাদ দিবে।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া কঠোরতা করেন, জগদানন্দ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাই প্রভুকে কিসে সুখে রাখিবেন, তাহারই চেষ্টা অবিরত করিতে থাকেন। প্রভু কঠিন শয্যায় শয়ন করেন, জগদানন্দ তাহা দেখিতে পারেন না। তাই এক দিবস শিমুল তূলার একটি শয্যা করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু বলিলেন 'কে এ কার্য করিয়াছে?' গোবিন্দ বলিল—'পণ্ডিত জগদানন্দ'। জগদানন্দের নাম শুনিয়া প্রভু ভয়ে আর কিছু বলিলেন না। শয্যাটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। তারপর স্বরূপ গোস্বামী জগদানন্দের পক্ষ লইয়া প্রভুকে কিছু বলিলে প্রভু কহিলেন—'খাট এক আনহ পাড়িতে। জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥ সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন। আমারে খাট তুলি বালিশ মস্তক-মুণ্ডন'!! [চৈ° চ° অন্ত্য ১৩।১৪—১৫]

এবারে জগদানন্দ প্রভুর সহিত আর ঝগড়া করিলেন না। মুখ নত করিয়া বলিলেন, 'আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি।'' প্রভুও বুঝিলেন—জগদানন্দের অভিমান। তাই তিনি বলিলেন—

প্রভু বোলে—মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি। আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী॥ [ঐ ২৩]

পরে স্বরূপ কলার বাসনা চিরিয়া পুরাতন বহির্বাসের মধ্যে পুরিয়া প্রভুকে তদুপরি শয়ন করাইয়াছিলেন। ইহার পরে প্রভু যখন বুঝিলেন জগদানন্দের আর অভিমান নাই, তখন তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন-গমনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে জগদানন্দ এক দিবস শ্রীল সনাতন গোস্বামিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জন্য রন্ধন করিতেছেন, এমন সময়ে সনাতন একখানি লালবস্ত্র মস্তকে জড়াইয়া জগদানন্দের বাসাতে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনবাসী ভিন্ন-সম্প্রদায়ী মুকুন্দ সরস্বতী-নামক জনৈক সন্ন্যাসী সনাতনকে উক্ত লালবস্ত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামির মস্তকে রক্তবস্ত্র দেখিয়া জগদানন্দ মনে করিলেন—ইহা বোধ হয় মহাপ্রভুর প্রসাদিবস্ত্র। তাই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ বস্ত্র কোথায় পাইলে? প্রভু পাঠাইয়া দিয়াছেন?' সনাতন গোস্বামী বলিলেন—'না, মুকুন্দ সরস্বতীর নিকট উপহার পাইয়াছি।'

ভিন্ন সম্প্রদায়ীর বস্ত্র সনাতন গোস্বামী শিরোভূষণ করিয়াছেন দেখিয়া ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তপ্ত ভাতের হাঁড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন। বলিলেন—

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥ [ঐ ৫৬-৫৭]

সনাতন গোস্বামী এইবার প্রকৃত তথ্য বুঝিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি জগদানন্দের কতদূর নিষ্ঠা তাহা জানিবার জন্যই আজ তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা। জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১২।১৫৩]

জগদানন্দে প্রভুর প্রেম চলে এই মতে। সত্যভামা-কৃষ্ণ যেন শুনি ভাগবতে। [চৈ° চ° অন্ত্য ১২।১৫২]। সনাতন গোস্বামির গাত্রে কণ্ডুরসা ব্যাধি হইয়াছিল, কিন্তু পুরীধামে প্রভুর সহিত দর্শন করিতে যখন তিনি যাইতেন প্রভু সনাতনকে দৃঢ় আলিঙ্গন না করিয়া ছাড়িতেন না। এজন্য প্রভুর গাত্রে রক্তরসা প্রভৃতি লাগিত। সনাতন ইহাতে বড়ই মর্মাহত হইয়া প্রভুকে নিষেধ করিলেও প্রভু তাহা শুনিতেন না। সনাতন বড়ই দুঃখিত হইয়া একদিবস জগদানন্দ পণ্ডিতকে মনের কথা জানাইয়া বলিলেন, 'আমার এখন কি কর্তব্য?' ইহাতে—

পণ্ডিত কহে—'তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন। রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন॥' [চৈ° চ° অন্ত্য ৪।১৪১]

পরে মহাপ্রভু যখন শুনিলেন

সনাতনকে জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন—

এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে। জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হইয়া করে তিরস্কারে॥ কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হইল। তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ৪।১৫৭—১৫৮]

'সনাতন! তুমি তাহার গুরুতুল্য, এমন কি তুমি আমারও উপদেষ্টা, তোমাকে জগদানন্দ উপদেশ দেয়!' ইহা শুনিয়া সনাতন প্রভুকে বলিলেন, 'প্রভো! আজ বুঝিলাম, জগদানন্দ তোমার কত প্রিয়।'

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস। মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব নিসিন্দারস॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ৪।১৬৩]। তখন প্রভু কহিলেন—

মর্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে। [ঐ ১৬৬]

আরও বলিলেন—'বৈষ্ণবের দেহ কখন প্রাকৃত নয়'। আমাকে পরীক্ষার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তোমার অঙ্গে কণ্ডুরসা দিয়াছেন।'

আমি ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে। কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে॥ পারিষদ-দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ। প্রথম দিনে পাইলাম চতুঃসমগন্ধ॥ [ঐ ১৯৬—১৯৭]

জগদীশ আচার্য—শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরীদেবীর শিষ্য।

জয়কৃষ্ণাচার্য আর জগদীশাচার্য। আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি গুণবান্॥ (কর্ণা ২)

জগদীশ কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য, রাধাবল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা।

জগদীশ কবিরাজ আর শিষ্য তাঁর। রাধাবল্লভ কবিরাজ ভ্রাতা ভক্তসার॥ (কর্ণা ২)

জগদীশ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা, শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী। ইঁহার ভ্রাতার নাম—হিরণ্য পণ্ডিত। মহাপ্রভু শিশুকালে একদিবস একাদশীতে এই দুই ভ্রাতার গৃহ-দেবতার উদ্দেশে সজ্জিত নৈবেদ্য খাইবার জন্য রোদন করিলে সৌভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃদ্বয় বিষ্ণুর নৈবেদ্য মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসিয়া বালগোপাল-জ্ঞানে তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। পরে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বিহারের সময় ইঁহারা নিকটে থাকিতেন, পুরীধামে গমন করিলে তথায় ইঁহারা দর্শন করিতে যাইতেন।

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥ দুই ভ্রাতার ঘরে প্রভু একাদশীর দিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥ [চৈ° চ° আদি ১০।৭০—৭১]

গৌরগণোদ্দেশ-(১৯২)-মতে ইনি পূর্বলীলায় 'যজ্ঞপত্নী'। ২—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

জগদীশ পণ্ডিত হয় পতিত-পাবন। কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাসম॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৩০]

ইঁহার শ্রীপাট—চাকদহের নিকট যশোড়া গ্রামে।

'যশোড়াতে জগদীশ নৃত্য-বিনোদী॥' (পা° প°)

ভ্রাতার নাম—মহেশ পণ্ডিত, শ্রীপাট—মসিপুর। যশোড়া গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি এবং শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান। ঐ স্থানে প্রাচীনকালের একটী শুষ্ক বকুল বৃক্ষ ছিল। 'জগদীশ-চরিত্র'-গ্রন্থে * অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ ১৭৩৭ শকে পুঁথির আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানে পূর্বনিয়মে শ্রীবিগ্রহকে সিদ্ধ-তণ্ডুলের অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। পূর্বলীলায় ইনি চন্দ্রহাস (গৌ° গ° ১৫৩) ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ ঢাকা জেলায় জাফরগঞ্জের নিকট ধুবরিয়া গ্রামে বাস করেন।

জগদীশ ব্রাহ্মণ—কাঞ্চন-গড়িয়ায় শ্রীপাট। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—শ্রীদাস ঠাকুর।

জগদীশ ভট্ট রায়—৬৪ মহান্তের একতম।

বঙ্গবাটী শ্রীজগদীশ্বর ভট্টরায়। সমঙ্গলা বনমালী দাস নাম পায়। (ভগীরথ বন্ধুর চৈতন্যসঙ্গীতা ১৬পৃঃ)

জগদীশ মিশ্র—শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর ষষ্ঠ পুত্র, শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

* জগদীশচরিত্র-মতে 'হিরণ্য' জগদীশের ভ্রাতা নহেন, তাঁহার সহিত নবদ্বীপে জগদীশের মিলন হয় (৭ম অধ্যায়), তিনি জনৈক ভাগবত। জগন্নাথের আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠস্থল হইতে জগদীশ জগন্নাথকলেবরসহ যশোড়ায় আগমন ও সেবাপ্রকাশ ইত্যাদি (৮ম অধ্যায়) করিয়াছেন। এই মতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ শাখায় পঠিত দুই জগদীশ-নাম একই ব্যক্তির। পৌষী শুক্লা তৃতীয়ায় ইনি অন্তর্ধান করেন।

আচার্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম। তার পুত্র স্বরূপ, শাখা জগদীশ নাম॥ [চৈ° চ° আদি ১২।২৭]

অদ্বৈতপ্রকাশে (১৫) ও প্রেম-বিলাসে (২৪) স্বরূপ ও জগদীশকে সীতা-গর্ভজ বলা হইয়াছে। অদ্বৈত-প্রকাশ-মতে কিন্তু ইঁহারা যমজ ভ্রাতা এবং ১৪৩০ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম হয়। 'তবে চৌদ্দশত ত্রিশ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে। সীতার যমজ পুত্র তাহে পরকাশে।' [জন্মশক-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, কেননা মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া প্রশ্ন করেন যে কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের কে হন? তদুত্তরে ব্যবহারপক্ষ ধরিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভারতীকে গুরু বলিলে —'পঞ্চবর্ষবয়স্ক' (চৈভা অন্ত্য ৪। ১৫৩) অচ্যুতানন্দের ক্রোধে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-প্রকাশ—এই বর্ণনা মিলেনা; কেননা ১৪৩১ কি ১৪৩২ শকে অচ্যুতের পাঁচ বৎসর বয়স ধরিলে ১৪২৫ কি ১৪২৬ শকে অচ্যুতেরই জন্ম ধরিতে হয়; অচ্যুতের পরে আরো তিন পুত্রের জন্ম হইলে তবে স্বরূপ ও জগদীশের জন্ম হয়; সুতরাং চৈতন্যভাগবতের প্রামাণ্য-স্বীকারে অদ্বৈত-প্রকাশের তারিখগুলিকে অপ্রামাণিক মনে না করিয়া উপায় নাই।]

জগদীশ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মথুরদাস, ভাগবত দাস, শ্রীজগদীশ রায়। [প্রেম ২০]

জয় জগদীশ রায় জগতে প্রচার। প্রভু-সেবাযুক্ত সদা অতিশুদ্ধাচার॥ (নরো ১২)

জগদীশ্বর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য; শ্রীপাট—বলরামপুর।

যদুনাথ, রামচন্দ্র, শ্রীজগদীশ্বর। শ্যামানন্দ-শিষ্য, বাস বলরামপুর॥ (প্রেম ২০)

জগদ্বন্ধু ভদ্র—১২৪৮ সালে ঢাকার পানকুণ্ডা গ্রামে জন্ম হয়। ১৩১০ সালে ইনি ১৫১৭টি পদযুক্ত 'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী' প্রকাশ করেন। ইতঃপূর্বে গৌর-পদাবলী কেহ সংকলন করেন নাই। ইনি ব্যঙ্গ্য কবিতা লিখিতেও অভ্যস্ত ছিলেন। মেঘনাদ-বধের অনুকরণে 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্য লিখিয়া ইনি মাইকেল মধুসূদনকেও হাসাইয়াছিলেন।

জগদ্বন্ধু সুন্দর—মুর্শিদাবাদ জেলায় ডাহাপাড়ায় দীননাথ ন্যায়রত্নের পত্নী বামাসুন্দরীর গর্ভে ১৭৯৩ শকের সীতানবমীতে আবির্ভাব। অসামান্য রূপলাবণ্যে, সর্ববিধ সুলক্ষণে এবং সর্বচিত্ত-সুরঞ্জনে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। পিতৃমাতৃ-বিয়োগে ফরিদপুর চলিয়া যান। এই সম্প্রদায়ের মতে ইনি স্বয়ং ভগবান্— The Lila-Combination of all things. ইঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইঁহাকে ভগবান্ বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

শ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভু-কৃত শ্রীমতী-সঙ্কীর্তন'-নামক গ্রন্থে ৮৭টি পদ আছে—ইহাদের শ্রেণীবিভাগ যথা— (১) আরাত্রিক, (২) প্রভাতি, (৩) জয়সূচক, (৪) ভজনগান ও (৫) বিবিধ। প্রত্যেকটি পদে রাগরাগিণী সূচিত হইয়াছে। এই সকল পদ সঙ্গীত হইলে শ্রুতিরসায়ন হইলেও কিন্তু মধ্যে মধ্যে 'ব্যাসকূটবৎ' দুর্বোধ্য শব্দবিন্যাসে অর্থবোধ স্থগিত করিয়া রাখে। ইঁহার 'হরিকথায়'ও তালরাগাদির সূচনা-পূর্বক নিম্ন-লিখিত ভাবের পদাবলী দৃষ্ট হয়। (১) খণ্ডিতা, (২) বিপ্রলব্ধা, (৩) কুঞ্জভঙ্গ, (৪) নৌকাবিলাস, (৫) কৃষ্ণরূপ, (৬) মান, (৭) পূর্বরাগ, (৮) বংশীবিনয়, (৯) দৈন্য, (১০) গৌররূপ, (১১) বিরহ, (১২) সুবল-মিলন, (১৩) অভিসার, (১৪) দশম-দশা, (১৫) চৈতন্য-প্রচারণ, (১৬) প্রার্থনা, (১৭) নিতাই-প্রচারণ, (১৮) ফিরা গোষ্ঠ, (১৯) রাস, (২০) অলস, (২১) রসোদ্গার, (২২) গোষ্ঠ, (২৩) বটুক্রীড়া, (২৪) কল্যাণকুণ্ড, (২৫) মিলন, (২৬) উদ্ধারণ, (২৭) রাখালি, (২৮) প্রকটরহস্য, (২৯) যমুনা ও (৩০) নিভৃতনিকুঞ্জ। এই গ্রন্থও দুর্বোধ্য। তৎকৃত পদাবলীকীর্তন, বিবিধসঙ্গীতাদি কিন্তু অতি সরল। শ্রীগৌরগোষ্ঠ, প্রার্থনা, রসালস প্রভৃতি অতিমনোরম ও আস্বাদ্য।

জগন্নাথ—ব্রাহ্মণ; শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। কংসারি মিশ্রের মধ্যম পুত্র ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা মাতার মধ্যম খুল্লতাত।

রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর। [চৈ° চ° আদি ১১।৪৮]

২ দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা।

বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর। পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥ বন্দো শ্রীজগন্নাথ, শঙ্কর, নারায়ণ। বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন। [বৈষ্ণববন্দনা]

৩ শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য।

শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুরে।

জগন্নাথ, গদাধর আর সুন্দরানন্দ। [প্রেম ২০]

৪ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৬০]

৫ পূর্বলীলায় তারকা (গৌগ ১৫৮)।

জগন্নাথ আচার্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা, গঙ্গাতীরবাসী।

জগন্নাথ আচার্য প্রভুর প্রিয় দাস। প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহ কৈল গঙ্গাবাস॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১০৮]

(গৌগ ১১১) পূর্বলীলায় গোপী-প্রিয় দুর্বাসা।

২ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীল-নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—তেলিয়াবুধুরি গ্রামে। ইনি প্রথমে ঠাকুরের বড়ই বিদ্বেষ করিতেন। ঠাকুর মহাশয় জাতিতে শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে শিষ্য করিতেন বলিয়া ইহার বড়ই ক্রোধ ছিল।

বিপ্র-দীক্ষা দেখি সেই জগন্নাথ বিপ্র। নরোত্তমের প্রতি মনে হইলেন ক্ষিপ্ত॥

পরে শ্রীঠাকুরের মহিমা বুঝিতে পারিয়া—

নরোত্তম-পদে আসি শরণ লইলা। কৃপা করি নরোত্তম দীক্ষামন্ত্র দিলা॥ [প্রেম ১৯]

জগন্নাথ আচার্য শাখা পরম বিদ্বান্। বৈদিক ব্রাহ্মণ, বাস—তেলিয়াবুধুরী গ্রাম॥ (ঐ ২০)

ভগবতী দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

জগন্নাথ আচার্য নামেতে বিপ্রবর। ভগবতী-পূজাতে সে পরম তৎপর॥ তাঁরে দেবী আজ্ঞা দিল প্রসন্ন হইয়া। নরোত্তম-পাদপদ্মাশ্রয় কর গিয়া॥ (নরো ১০)

জগন্নাথ কর—শ্রীঅদ্বৈতশাখা, জাতি কায়স্থ।

জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ॥ (চৈ° চ° আদি ১২।৬০)

এই কর জগন্নাথ কর! প্রেম-রাশি। কৃষ্ণ-জন্ম-উৎসব গাহিয়া সুখে ভাসি॥ [নামা ১৭৪]

জগন্নাথ ঘোষ—প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের তৃতীয় সহোদর। ইঁহার বংশ নাই, মহাপ্রভুর ভক্ত।

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির শিষ্য ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তির পিতা। শ্রীপাট—রেঙাপুর।

জগন্নাথ তীর্থ—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। (চৈ° চ° আদি ১০।১১৪)

ইনি নবযোগীন্দ্রের একতম (গৌ° গ° ৯৮—১০০)।

ওহে জগন্নাথ তীর্থ! তার গুণ গাই॥ যে পড়ে গঙ্গায় ক্রোধে, ধরিলা নিতাই॥ [নামা ১৫৩]

জগন্নাথ থানেশ্বরী—শ্রীমন্ মহা-প্রভুর পার্ষদ। ইনি গৃহস্থাবস্থায় পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ মহাভাগ্য-বলে তিন দিন পর্যন্ত প্রাণনাথ শ্রীভগবানের প্রকাশমান রূপ দেখিয়া মহানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎ-পরে আসিয়া মহাপ্রভুর শিষ্য হন—মহাপ্রভু ইঁহাকে 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দী ভক্তমালে (৫৯৬ পৃঃ) বর্ণনা আছে—এ স্থান-কার প্রবাদ যে মহাপ্রভু কুরুক্ষেত্রে গিয়া ইহার গৃহে তিন দিন ছিলেন, অদ্যাপি কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরে মহা-প্রভুর গাদি আছে।

মহাপ্রভু পারষদ থানেশ্বরী জগন্নাথ, নাথকো প্রকাশ ঘর দিনা তিন দেখ্যো হৈ। ভয়ে শিষ্য জান, আপ কৃষ্ণদাস ধর্‌য়ো, কৃষ্ণজু কহত সবৈ আদর বিশেখ্যো হৈ॥ সেবা 'মনমোহনজু' কূপমে জনাই দঈ, বাহর নিকাশ, করী লাড়, উর লেখ্যো হৈ। সুত রঘুনাথজুকোঁ, স্বপ্নমে শ্লোকদান, দয়াকৈ নিদান, পুত্র দিয়ো, প্রেম পেখ্যো হৈ॥

জগন্নাথ দাস—ওড্র, ব্রাহ্মণ, শ্রীচৈতন্য-দেবের শাখা।

পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথ দাস। [চৈ° চ° আদি ১০।১১২]

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নীলাচলে গেলে ইনি তাঁহাকে লীলাস্থানসমূহ দর্শন করাইয়াছিলেন।

ঐছে মহাবিজ্ঞ বিপ্র জগন্নাথ দাস। দেখাইলা যথা তথা প্রভুর বিলাস॥ [ভক্তি ৮।৪০৩]

২ (কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ)—ব্রাহ্মণ, ইনি পূর্বলীলায় শ্রীমতী সুচিত্রা সখীর যূথের তিলকিনী সখী ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

'জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস'। [চৈ° চ° আদি ১২।৮৩]

লক্ষ্মণ সেনের বিক্রমপুর রাজ-ধানীর সন্নিকটে কাষ্ঠকাটা গ্রামে (বর্তমান কাঠাদিয়া) রাজমন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্যের বংশে রত্নাকর মিশ্রের জন্ম হয়। রত্নাকরের দুই পুত্র—সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্বানন্দের পুত্রই জগন্নাথ। শৈশব

কালে ইনি পিতৃহীন হইলে পিতৃব্য-কর্তৃক বহু আদরে পালিত হন, একারণে লেখাপড়া শিখেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ইনি একজন অসাধারণ ধর্ম-প্রচারক হইয়াছিলেন। গৃহে থাকিতে ইনি স্বপ্ন দেখেন মহাপ্রভু যেন তাঁহাকে অদ্বৈত-গৃহে যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। স্বপ্ন দেখিয়া তিনি পাগলের ন্যায় দিবানিশি পথ অতিক্রম করিয়া শান্তিপুরে উপনীত হন এবং মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীগদাধরের চরণাশ্রয় করেন; কিন্তু পরে স্নেহশীল পিতৃব্য বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া শান্তিপুরে আগমন পূর্বক মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া জগন্নাথকে দেশে লইয়া যান এবং বিবাহ দিয়া সংসারী করেন। অধিকন্তু তদানীন্তন নবাব-সরকারে একটি চাকরীও করিয়া দেন। জগন্নাথের গুণে নবাব সাহেব ইঁহাকে আড়িয়াল গ্রাম জায়গীর-স্বরূপ প্রদান করিলে ইনি কাষ্ঠকাটা গ্রাম ত্যাগ করিয়া ঐস্থানে বাস করেন। কাঠাদিয়া গ্রামে জগন্নাথের এখনও শ্রীপাট বর্ত্তমান। ইঁহার বংশ আছে। বংশধরগণ কাঠাদিয়া, আড়িয়াল, কামারখাড়া, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ঠাকুর জগন্নাথের স্বপ্নাদেশে ঘাসীপুকুরে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীযশোমাধব বিগ্রহ বর্ত্তমানে আড়িয়ালের গোস্বামিগণ সেবা করেন। সূর্যদাস সরখেল-কৃত ভোগ নির্ণয়-পদ্ধতিতে ইঁহার নাম আছে। ইনি ত্রিপুরায় নামপ্রেম-প্রচারক। শাখানির্ণয়ামৃতে (৪৮) আছে—

'বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্। দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ দেশে শ্রীনাম-মঙ্গলম্॥'

আংশিক বংশধারা:—

দক্ষ (কাশ্যপগোত্র, যজুর্বেদী), জটাধর, মাধব, যাদব, বিষ্ণু, পুরুষোত্তম, পশুপতি, মহাদেব, হলায়ুধ, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, রত্নাকর মিশ্র, সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ, **শ্রীশ্রীজগন্নাথ,** রামনরসিংহ, রামগোপাল, রামচন্দ্র, সনাতন, মুক্তারাম, গোপীনাথ, গোলোকচন্দ্র, শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী।

৩—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা, প্রকৃত নাম—**'পাথর হাজঙ্গ'**। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার নাম রাখেন—জগন্নাথ। পার্বত্যঅধিবাসী। ['পাথর হাজঙ্গ' দ্রষ্টব্য]

৪—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে নয়টি ও 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে' আরও এগারটি পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নৌকাবিলাস, সুবল-মিলন ইত্যাদি বিষয়ক পদই দৃষ্ট হয়।

জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
[বৈষ্ণব-বন্দনা]।

৫—ব্রাহ্মণ, (অতিবড়ী জগন্নাথ দাস)। পুরী জেলার কপিলেশ্বরপুরে ভগবান্ পাণ্ডার ঔরসে ও পার্বতী দেবীর গর্ভে ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নবাক্ষর ছন্দে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন, অদ্যাপি উৎকলে তাহার সপ্তাহ পারায়ণাদি হইয়া থাকে। তাহাতে ভক্তিতত্ত্ব-বিরোধি অনেক কথা থাকায় মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া জগন্নাথকে বলেন—'তুমি মুনিঋষি অপেক্ষাও বড়, কারণ—তাঁহাদের উপর কলম ধরিয়াছ।'

সেই অবধি সকলেই জগন্নাথকে 'অতিবড়ী'-আখ্যাতে অভিহিত করিতেন; অধিকন্তু জগন্নাথের শিষ্যগণও 'অতিবড়ী সম্প্রদায়' নামে পরিচিত হইয়া পড়েন। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি দেহরক্ষা করেন।

ইনি ব্রহ্মাণ্ডভূগোল, প্রেমসাধন, দূতীবোধ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

৬—উড়িয়া জগন্নাথ দাস—শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

বন্দ উড়িয়া জগন্নাথ দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
[বৈষ্ণব-বন্দনা]

ইঁহার 'রসোজ্জ্বল' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায়—জগন্নাথদাস দাস বন্দো মধুর-চরিত।

৭—মালদহ জিলার গিলাবাড়ী-গ্রামবাসী কবি; নাভাজী-কৃত হিন্দী ভক্তমালের অবলম্বনে ইনি চারি খণ্ডে 'ভক্ত-চরিতামৃত' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথ পট্টনায়ক—শ্রীরসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

[র° ম° দক্ষিণ ৬।১৯]।

জগন্নাথ পড়িছা—শ্রীগৌরভক্ত।

জগন্নাথ পড়িছা! এ মিনতি আমার। ভাসি যেন গৌরলীলা-সমুদ্র-মাঝার॥

জগন্নাথ—(মামু ঠাকুর) ব্রজের কলভাষিণী [গৌগ ১৯৬, ২০৫;

মামু ঠাকুর দ্রষ্টব্য]।

জগন্নাথ মাহাতি—ওড্র, শ্রীগৌর-ভক্ত। ব্রজেশ্বরীজ্ঞানে মহাপ্রভু নন্দোৎসবের দিন ইঁহাকে নমস্কার করিতেন।

জগন্নাথ মাহাতি! সে স্থানে রহু আশ। যথা যথা গৌরভক্তগণের বিলাস॥ [নামা ১৭১]

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীমাধব মিশ্রের পুত্র বাণীনাথের অন্য নাম (প্রেম ২৪)। ২ শ্রীরসিকানন্দের অধ্যাপক।

অধ্যাপক জগন্নাথ মিশ্র ভাগ্যবান্। গীতছন্দে বাঁধিলেন ভাগবত-পুরাণ॥ [র° ম° পূর্ব ৯।৪৯]

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর—মহাপ্রভুর পিতৃদেব। প্রেমবিলাস (২৪)-মতে বংশ-তালিকা—

মধু মিশ্রের চারি পুত্র—১ম উপেন্দ্র, পত্নী কলাবতী, ২য় রঙ্গদ, ৩য় কীর্ত্তিদ, ৪র্থ কীর্ত্তিবাস। উপেন্দ্রের সাত পুত্র—১ম কংসারি, ২য় পরমানন্দ, ৩য় পদ্মনাভ, ৪র্থ সর্বেশ্বর, ৫ম জগন্নাথ মিশ্র, ৬ষ্ঠ জনার্দন, ৭ম ত্রৈলোক্যনাথ।

পরমানন্দের পুত্র—অধস্তন ৮ম পর্যায়ে মনঃসন্তোষিণী-প্রণেতা—জগজ্জীবন মিশ্র।

জগন্নাথ মিশ্রের অষ্ট কন্যা ও দুই পুত্র। দুই পুত্রের নাম—১ম বিশ্বরূপ বা শঙ্করারণ্য পুরী, ২য় নিমাই বা শ্রীচৈতন্যদেব। (গৌগ ৩৭) ব্রজলীলায় শ্রীনন্দ। কশ্যপ, দশরথ, সুতপা এবং বসুদেবও ইঁহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে মিশ্র পুরন্দরে সর্ববাসুদেব-তত্ত্বের পিতৃবর্গের মিলন (চৈভা আদি ২।১৩৬—১৩৮), গৃহে গৌরজন্মমহোৎসব (চৈভা আদি ঐ ৩।৬—৪২, চৈচ আদি ১৩।৮০—১১৮, ১৪।৯—৯৪), গৌরের অন্নপ্রাশন-লীলা (চৈভা আদি ৪।৫৪—৫৯), বিশ্বম্ভরের গ্রন্থানয়নকালে গৃহে নূপুরধ্বনি-শ্রবণাদি (ঐ আদি ৫।৩-১৫) তৈর্থিক বিপ্র-প্রসঙ্গ (ঐ আদি ৫।১৬—১২১), নিমাইর বিদ্যারম্ভাদি সংস্কার (ঐ ৬।২—৩)। ওলাহন-লীলা (ঐ আদি ৬।৫৬—১৩৫), বিশ্বরূপকে তিরস্কার (ঐ মধ্য ২২।৬৫—৭২), বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে ভক্তপুত্র-বিচ্ছেদে বিহ্বলতা (ঐ আদি ৭।৭৪।৮৮)। বিশ্বম্ভরের পাঠবাদ (ঐ আদি ৭।১২০—১৯৬)। গৌরের উপনয়নাদি (ঐ আদি ৮।৮—২৩), গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়নার্থ পুত্রার্পণ (ঐ আদি ৮।২৮—৩০)। স্বপ্নদর্শনে পুত্রের ভাবি সন্ন্যাস-স্মরণে মিশ্রের বিষাদাদি (ঐ আদি ৮।৯২-১০৮)। অন্তর্ধান-লীলা (ঐ আদি ৮।১০৯, চৈচ আদি ১৫।২৩)।

জগন্নাথ সেন——শ্রীগৌর-পার্ষদ। পূর্বলীলায়—কমলা। [গৌ° গ° ১৯৪, ২০০]

জগন্মোহিনী—- শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কন্যা, অপর নাম—তুক্কা। কথিত আছে যে বিজয়নগর-রাজ শ্রীকৃষ্ণদেব রায় তিনচারি বার প্রতাপরুদ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার কতেক অংশ দখল করিলে প্রতাপরুদ্র সন্ধি করত কৃষ্ণদেবের সহিত স্বকন্যা জগন্মোহিনীকে বিবাহ দেন এবং যৌতুক-স্বরূপে তাঁহার অধিকৃত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত দেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণদেব জগন্মোহিনীকে অনাদর করায় তিনি 'কম্বম্' নামক স্থানে গিয়া নিভৃতে বাস করিতেন। 'তুক্কা-পঞ্চকং' নামক সংস্কৃত পদ্যগুলি তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জগমোহন—পদকর্ত্তা (পদকল্পতরুতে দুইটি পদ আছে)।

জগাই—প্রকৃত নাম জগন্নাথ, পূর্ব-লীলার 'জয়' বৈকুণ্ঠপার্ষদ (গৌ° গ° ১৪৫)। শ্রীচৈতন্য-শাখা, কুলীন ব্রাহ্মণ। পিতার নাম—রঘুনাথ রায়, খুল্লতাতের নাম—জনার্দন রায় এবং পিতামহের নাম—শুভানন্দ রায়। খুল্লতাত-ভ্রাতার নাম--মাধাই। শ্রীধাম নবদ্বীপে ইঁহাদের বাড়ী ছিল। দুই ভাই নবদ্বীপের কোটাল ছিলেন। ইঁহারা বড়ই পাপী ছিলেন; মদ্য-মাংস-আহার, পরদার, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি নিরন্তর করিতেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপধামে সংকীর্ত্তনলীলার সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম-প্রচারার্থ ইঁহাদের নিকট গমন করিলে মাধাই প্রভুকে কলসীর কাণাদ্বারা প্রহার করেন। দয়ার সাগর নিত্যানন্দ মহাঅপরাধীকে দণ্ড না দিয়া প্রেম-সাগরে ভাসাইয়া দেন, তদবধি জগাই ও মাধাই মহাভক্ত হইয়া যান।

মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই, মাধাই। পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১২০]

শুভানন্দ রায় নবদ্বীপের জমিদার ছিলেন। 'নবদ্বীপবাসী শুভানন্দ রায়। ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম কুলীন যে হয়॥ নবদ্বীপের জমিদার রাজা তাঁর খ্যাতি। দেশে বিদেশে যার ঘোষয়ে সুকীর্ত্তি॥ পাৎসাহের সঙ্গে অতিশয় প্রীত হয়। পরম সুন্দর তাঁর দুইত কুমার॥ জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, কনিষ্ঠ

জনার্দ্দন দাস। পরম পণ্ডিত সর্বগুণের নিবাস॥ রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয়। জনার্দ্দনের পুত্রকে মাধব বলি কয়॥ জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ তারে জগাই বলি কয়। কনিষ্ঠ মাধব তারে মাধাই ডাকয়॥ নদীয়ার রাজা এই দুই মহাশয়। যৌবনেতে ছিল তারা দস্যু অতিশয়॥

[প্রেম ২১]

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অমিয়নিমাই চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে জগাই মাধাইয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

জগু—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৭]

জঙ্গলীপ্রিয়া দাসী—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী শ্রীমতী সীতা দেবীর সেবিকা ও শিষ্যা।

সীতাদেবীর দুই দাসী—জঙ্গলী, নন্দিনী। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি॥ [প্রেম ২৪]

জঙ্গলী দাসী অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। একদা তিনি ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকীর্ণ গভীর অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে গৌড়েশ্বর (বাদশাহ) শিকার করিতে গিয়া হঠাৎ জঙ্গলী দাসীর অপরূপ রূপলাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিনাশে উদ্যত হইলে বাদশাহ দেখিতে পান যে জঙ্গলী রমণী নহেন, পুরুষ। অতীব আশ্চর্যান্বিত হইয়া তিনি জঙ্গলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি নারী না পুরুষ?' জঙ্গলী বলিলেন,—

নারীজনে নারী দেখে, পুরুষে পুরুষ। কিন্তু কোন কালে আমি না হই পুরুষ॥

ইহাতে বাদশাহের ভ্রম গেল না। তিনি একজন স্ত্রীলোকদ্বারা জঙ্গলী দাসীকে পরীক্ষা করিয়া জানিলেন যে ইনি নারী, কিন্তু পরক্ষণে একজন পুরুষদ্বারা পরীক্ষা করাইয়া শুনিলেন যে পুরুষ। তখন বাদশাহের চৈতন্য হইল। তিনি অতীব ভীত চিত্তে জঙ্গলী দাসীর চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জঙ্গলী দাসী বাদ-শাহকে ক্ষমা করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। গৌড়েশ্বর তদ্দণ্ডেই সেই জঙ্গলমধ্যে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার হুকুম প্রদান করিলেন। ঐ বাড়ী 'জঙ্গলী টোটা'-নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।

জঙ্গলী রাজাকে কৃপা করিলেন বড়ি। রাজা তথা করিয়া দিলেন এক পুরী॥ সে স্থানের নাম 'জঙ্গলী-টোটা' সবে কন। জঙ্গলীর ঐশ্বর্য আমি কৈল প্রকটন॥ (প্রেম ২৪)

কিন্তু লোকনাথের সীতাচরিত্র-গ্রন্থে জানা যায় যে জঙ্গলী নারী ছিলেন না। শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রামের যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী বা রাজকুমার সীতাদেবীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার নাম পরে জঙ্গলীপ্রিয়া হয়। জঙ্গলী-প্রিয়ার শিষ্য নন্দরাম, তিনিও 'হরিপ্রিয়া' নামে পরিচিত। এই নন্দরাম 'শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-চরিত্র'-রচনা করেন। গৌরগণোদ্দেশ-(৮৯)-মতে ইনি পূর্বলীলায় 'বিজয়া'।

জনমেজয় মিত্র—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা; ইনি সংকর্ষণ-ভণিতায় বহু পদ রচনা করিয়াছেন। ১৮৬০ খৃঃ ইনি **'সঙ্গীতরসার্ণব'**-নামক স্বরচিত পদাবলী প্রকাশ করেন। তাহাতে তৎপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের পদাবলীও সমাহৃত হইয়াছে।

জনানন্দ চৌধুরী—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা। ইনি চক্রপাণির পুত্র।

'জনানন্দের কথা সবে শুন সাবধানে। রহে বিশ শত জন যাহার কৃষাণে'॥

জনার্দ্দন—উড়িষ্যাবাসী। অনবসর-কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক। মহাপ্রভুর ভক্ত, প্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

জগন্নাথ-সেবক এই, নাম—'জনার্দ্দন'। অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন॥ (চৈ° চ° মধ্য ১০।৪১)।

জনার্দ্দন দাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

যাদব দাস, বিজয় দাস, জনার্দ্দন॥

(চৈ° চ° আদি ১২।৬০)

জনার্দ্দন দাস রায়—কুলীন ব্রাহ্মণ, পিতার নাম—শুভানন্দ রায়। শ্রীধাম নবদ্বীপ-বাসী। ইনি প্রসিদ্ধ ভক্ত জগাইয়ের খুল্লতাত এবং মাধাইর পিতা। ভ্রাতার নাম রঘুনাথ (জগাই মাধাই দ্রষ্টব্য)।

জনার্দ্দন মিশ্র—পুরীধামে শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের সেবক। (চৈচ মধ্য ১০।৪১)। ২ উপেন্দ্র মিশ্রের ষষ্ঠ পুত্র (চৈচ আদি ১৩।৫৮)।

জনার্দন বিপ্র--পাঞ্জাবের ওলম্বা-নামক গ্রামে বাস। গুঞ্জামালী কৃষ্ণদাসের শিষ্য হইয়া ইনি তত্রত্য গাদির মোহন্ত হন। পরে নিজ কনিষ্ঠ ভাই শ্যামজীকে শিষ্য করিয়া ঐ গাদিতে বসাইয়া ইনি সিন্ধু প্রভৃতি দেশে নামপ্রেম প্রচার করেন।

[ভক্ত ২১।৬]

জয়কৃষ্ণাচার্য--শ্রীনিবাস-পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরীদেবীর শিষ্য, শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া। শ্রীদাস ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

(অনু ৭)

জয়কৃষ্ণাচার্য আর জগদীশাচার্য। শ্যামবল্লভাচার্য, এই তিন মহাআর্য॥ আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতিগুণবান্॥

(কর্ণা ২)

জয়গোপাল--কায়স্থ, কাঁদড়া গ্রামে নিবাস। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ লঙ্ঘন করায় শ্রীবীরভদ্র গোস্বামি-কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হন।

রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল, জ্ঞানদাসের আলয়॥ তথাই কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা-অহংকারে তার জন্মিল দুর্মতি॥ গুরু বিদ্যাহীন—ইথে হেয় অতিশয়। জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয়॥ প্রভু বীরভদ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল। লঙ্ঘিল প্রসাদ তেঞি—তারে ত্যাগ দিল॥ [ভক্তি ১৪।১৮০—১৮৩]

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তনয় জয়গোপালকে বর্জনের জন্য শ্রীল শ্রীনিবাসকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার নকল—

পত্রিকা ৫

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ।

ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয়শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্বকং নিবেদয়তি—শ্রীলশ্রীনিবাসচার্য! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ। অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি- শ্রীমদ্রূপ - গোস্বামি-দ্বারা গ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজনসংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোতি—ইতি ভবতোঽস্তিকে মদীয়বার্ত্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপালদাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্দ্ধং মদীয়জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে, ময়াপি নিষিদ্ধং; ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি।

প্রভু বীরভদ্র-গুণে কেবা নাহি ঝুরে। করিলেন ত্যাগ পাপী জয়গোপালেরে॥ এসকল কথা হৈল সর্বত্র বিদিত। আলাপাদি কেহো না করয়ে কদাচিত॥ [ভক্তি ১৪।১৯০—১৯১]। প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসেও জয়গোপালের বিবরণ আছে।

জয়গোপাল দত্ত--শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

জয় জয় শ্রীজয়গোপাল দত্ত যাঁরে। তিলার্দ্ধ বৈষ্ণবগণ ছাড়িতে না পারে॥

(নরো ১২)

জয়গোপাল দাস[১]--কাঁদরার মঙ্গল-ঠাকুর-বংশ্য বলরামের পিতা। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ও 'জ্ঞানপ্রদীপাদি' গ্রন্থের রচয়িতা। [জয়গোপাল দ্রষ্টব্য]

জয়গোপাল দাস[২] --শ্রীকৃষ্ণবিলাস-প্রণেতা ঘনশ্যাম দাসের গুরু। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীজীবগোস্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক বর্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিলাসের প্রায়ই 'জয়গোপালের' নাম উট্টঙ্কন পূর্বক ভণিতা দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার রচনা সংস্কৃত—'ভক্তিভাবপ্রদীপ' ও 'ভক্তি-রত্নাকর' (১৫৫১ শকাব্দে রচিত)।

জয়গোবিন্দ বসু চৌধুরী--বর্দ্ধমান জেলায় বেনাপুর গ্রামে (কুলীন গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে) ১৭৬৪ শকে ইনি 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' গ্রন্থের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের 'কানাই-দাস'-কৃত পয়ারাদি অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

জয়দুর্গা দেবী--শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী মাধবাচার্যের পালকমাতা ছিলেন। ইঁহার স্বামীর নাম—ভগীরথ আচার্য। জয়দুর্গাদেবীর পুত্রের নাম—শ্রীনাথ ও শ্রীপতি। বিশ্বেশ্বর আচার্যের পত্নী মহালক্ষ্মী দেবীর সহিত জয়দুর্গা-দেবীর 'সই' পাতান ছিল।

(প্রেম ২১)।

জয়দেব--খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বগ্রামে ভোজদেবের ঔরসে ও বামাদেবীর গর্ভে আবির্ভাব হয়। ইনি লক্ষ্মণ-সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-রচনা ইঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি।

জয়দেব দাস--শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৯]। ২ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা [ব° সা° সে]।

জয়রাম চক্রবর্ত্তী--শ্রীধাম নবদ্বীপ-বাসী। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীস্বরূপ দামোদরের মাতামহ। ইঁহার কন্যাকেই পদ্মগর্ভাচার্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

সে সময় নবদ্বীপবাসী এক বিপ্র। জয়রাম চক্রবর্ত্তী অতি সুচরিত্র॥ এক কন্যা দিলা তারে কুলীন জানিয়া। নিজ গৃহে রাখিলেন আগ্রহ করিয়া॥ (প্রেম ২৪)

২ (প্রেমী জয়রাম) শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। 'অনুরাগবল্লী'-(৭ম) মতে গৌড়ের 'কানসোণা' গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট।

একত্র নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী। 'প্রেমী জয়রাম' বলি যাঁর হৈল খ্যাতি॥ (কর্ণা ১)

শ্যামভট্ট, কৃষ্ণ পুরোহিত ও জয়রাম চক্রবর্ত্তী তিন জনে একগ্রামে বাস করিতেন।

জয়রাম চৌধুরী—উৎকলবাসী, শ্রীআচার্য প্রভুর শাখা। (প্রেম ২০)

জয়রাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য। শ্রীপাট —সোণারুন্দি গ্রামে।

আর শিষ্য প্রভুর জয়রাম দাস নামে। মধুর-চরিত্র বৈসে সোনারুন্দি গ্রামে। (কর্ণা ২)

জয়ানন্দ—ব্রাহ্মণ। ডাক নাম— 'গুইয়া'। শ্রীপাট—বর্দ্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে। ইনি 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-নামে (শ্রীলোচন-দাসের চৈতন্যমঙ্গল হইতে ভিন্ন) মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ রচনা করেন। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনা দেবী। ১৫১১ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মকাল। ইঁহার পিতা ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের শাখা ছিলেম। জয়ানন্দের যে সকল আত্মীয় বৈষ্ণব বা ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের নাম তদ্‌গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। বাণীনাথ মিশ্র, মহানন্দ বিদ্যাভূষণ, ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র, বৈষ্ণব মিশ্র। রামানন্দ মিশ্র—জয়ানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-গণের অনাদরণীয়।

ইনি শ্রীযদুনাথদাসের শাখানির্ণয়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

বন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দ-মহাশয়ম্। প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকঃ॥ [শা° নি° ৫৩]

জলধর পণ্ডিত—বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতা ঠাকুর। পূর্বে শ্রীহট্টে নিবাস ছিল। তথা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া সস্ত্রীক বাস করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র—নলিন পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত ও শ্রীকান্ত পণ্ডিত। নলিন পণ্ডিতের কন্যা—নারায়ণী দেবী, ইঁহারই পুত্র —শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা। (প্রেম ২৪)

জলেশ্বর—বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র। জলেশ্বর বাহিনীপতি খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র সুধাকরের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি শব্দালোকোদ্যোত (কাশী সরস্বতীভবন পুঁথি-সংখ্যা ৩৫৮) রচনা করেন। ইঁহার উপাধি ছিল—'মহাপাত্র'। পক্ষধর মিশ্রের 'আলোকের' বাঙ্গালী টীকাকারগণের মধ্য জলেশ্বরই প্রাচীনতম হওয়া অসম্ভব নহে।

(বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ৪৩ পৃঃ)

জানকী—ধারেন্দা-বাসী ভীমশ্রীকরের আশ্রিত পণ্ডিত (র° ম° দক্ষিণ ৫।২৭)

জানকীনাথ—শ্রীচৈতন্য-শাখা, ব্রাহ্মণ। জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। [চৈ° চ° আদি ১০।১১৪]

ওহে শ্রীজানকীনাথ বিপ্র! দেহ বর। ঘুচুক কুতর্ক, শঠ কপট অন্তর॥ [নামা ২৩৫]

জানকীবল্লভ চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম-ঠাকুরের শিষ্য।

জানকীবল্লভ চৌধুরী শাখা শ্রীমন্ত দত্ত। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে তাঁরা হৈয়া উন্মত্ত॥ (প্রেম ২০)

জয় জয় জানকীবল্লভ চৌধুরী ঠাকুর। যাঁর চেষ্টা দেখি' বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥ (নরো ১২)

জানকী বিশ্বাস—শ্রীল গতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্য।

জানকী বিশ্বাস, পুত্র হাড়গোবিন্দ। কায়মনে সেবে দুঁহে প্রভু-পদদ্বন্দ্ব॥ (কর্ণা ২)

জানকীরাম দাস—উপাধি—বিশ্বাস। পিতার নাম—করুণাকর দাস বা মজুমদার। করুণাদাসের দুই পুত্র— জানকীরাম ও প্রসাদদাস। জাতি করণ, নিবাস বনবিষ্ণুপুর। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। দুই ভ্রাতার হস্তাক্ষর অতিসুন্দর ছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের যাবতীয় লিখনকার্য ইঁহারাই সম্পাদন করিতেন।

করণ-কুলেতে জন্ম অতিশুদ্ধাচার। করুণাকর দাসের পুত্র—দুই সহোদর॥ প্রভু-গৃহে পত্র দোঁহে সদাই লেখয়। সেই হেতু 'বিশ্বাস' নাম দিলা মহাশয়॥ জ্যেষ্ঠ জানকীরাম দাস মহাশয়। তাঁরে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময়॥ (কর্ণা ১)

জানুরায়—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর

শিষ্য। লোকনাথ দাসের সীতা-চরিত্রে ইঁহার বিষয় আছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

জালিয়া—ধীবর বা কৈবর্ত্ত জাতি; পুরীর নিকটে সমুদ্রে মৎস্য ধরিতেন। এক দিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত সমুদ্রের অপরূপ শোভা দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে তাহাতে ঝম্প দিয়া পড়িলেন এবং ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিয়া গেলেন।

কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লইয়া যায়। কভু ডুবাইয়া রাখে, কভু বা ভাসায়॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১৮।৩১]

ভক্তগণ প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া 'হায় হায়' করিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে ছুটিলেন; কিন্তু কোথাও প্রভুকে পাওয়া গেল না—তখন ভক্তগণের মস্তকে যেন বজ্র পড়িল। তাঁহারা ভাবিলেন—

অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল। (ঐ ৩৮)

কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ—

দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি। হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, বলে হরি হরি॥ (ঐ ৪৪)

স্বরূপ গোস্বামী ধীবরের ঐরূপ ভাব-দর্শনে কহিলেন—

কহ জালিয়া এদিকে দেখিলে একজন। তোমার এ দশা কেন কহত কারণ॥ ঐ ৪৬

জালিয়া ভীত হইয়া বলিল—মানুষ দেখি নাই, আমাকে ভূত কিম্বা ব্রহ্মদৈত্য পাইয়াছে। আমি জাল ফেলিতে ছিলাম, খুব ভারি ঠেকাতে মনে করিলাম—বড় মাছ পড়িয়াছে। তারপর জাল উঠাইয়া দেখি—অপরূপ একজন মড়া মানুষ।

'জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল। স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥ ভয়ে কম্প হইল, মোর নেত্রে বহে জল। গদ গদ বাণী, রোম উঠিল সকল॥ কিবা ব্রহ্ম-দৈত্য,কিবা ভূত কহনে না যায়। দর্শন-মাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়'॥

তারপর বলিতেছেন—

'শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত। এক এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥ অস্থি সন্ধি ছাড়ি চর্ম করে নড়বড়ে। তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে॥ মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ান। কভু গোঁ গোঁ করে, কভু হয় অচেতন॥' (ঐ ৫২—৫৪)

মহাশয়! আমি চিরকাল রাত্রে মাছ ধরি, কখন এমন হয় না। যদি কখনও কিছু ভয় পাই, তবে 'নৃসিংহ নৃসিংহ' নাম করিবা-মাত্র সব দুর হইয়া যায়; কিন্তু এ ভূত কি রকম, কত নাম করিলাম, কিন্তু ছাড়িতেছে না। আপনারা ওদিকে যাইবেন না। চতুর শ্রীস্বরূপ গোস্বামী জালিয়ার কথাতে ব্যাপার বুঝিয়া বলিলেন—'তোমার ভয় নাই, আমি খুব বড় বৈদ্য, এখনই ভূত ছাড়াইয়া দিতেছি'—এই বলিয়া তাহার গাত্রে তিন চাপড় মারিলেন। তখন জালিয়ার ভয় দূর হইল। তখন গোস্বামী বলিতেছেন—

স্বরূপ কহে—তুমি যারে কর ভূতজ্ঞান। ভূত নহে, তিঁহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥ ঐ ৬৪

জালিয়া বলিল—'না ঠাকুর, আমিত মহাপ্রভুকে অনেকবার দেখিয়াছি। এ যে সে মূর্ত্তি নয়'। স্বরূপ কহিলেন—প্রেমের বিকারে তাঁহার ঐরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে।

স্বরূপ কহে—তাঁর হয় প্রেমের বিকার। অস্থি-সন্ধি ছাড়ি হয় অতি-দীর্ঘাকার॥ ঐ ৬৯

তখন জালিয়ার সঙ্গে ভক্তগণ প্রভুকে আনিবার জন্য ছুটিলেন—

ভূমিতে পড়িয়া আছেন দীর্ঘ মহাকায়। জলে শ্বেত-তনু, বালু লাগ্যাছে গায়॥ অতিদীর্ঘ শিথিল তনু-চর্ম নট্ কায়। দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনা না যায়॥ ঐ ৭১।৭২

পরে প্রভুকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া সেই স্থানে প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে সকলে কৃষ্ণনাম বলিতে থাকিলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরূপের গলা ধরিয়া যে কথা বলিলেন কৃপাময় পাঠক! শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ১৮শ পরিচ্ছেদের সেই কাহিনীটি একবার পাঠ করুন।

শ্রীজাহ্নবা দেবী—সরখেল শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী। পূর্বলীলায় রেবতী ও অনঙ্গমঞ্জরী (গৌ গ° ৬৫, ৬৬)। ইনি প্রকটকালে স্ব-প্রতিমা করাইয়া গোপীনাথের বামে বসাইলে প্যারীজীর মান হয় এবং তাহার প্রশমনের জন্য জয়পুরের রাজা আসিয়া মীমাংসা করেন, এদিকে আপোস হইয়া জাহ্নবাজী বামেই রহিলেন [ভক্ত ৩]। ঠাকুর

নরোত্তমের সংকীর্ত্তন-মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবাজীর গমন, খেতরী হইতে বৃন্দাবনযাত্রা (ভক্তি ১০।৩৬৯—১১।২৯৮)। পুনরায় খেতরী হইয়া বুধুরিগ্রামে আগমন ও বড়ু গঙ্গাদাসের সহিত হেমলতার বিবাহ দান (ভক্তি ১১।৩৬২—৩৯৬), একচক্রায় গমনাদি (ঐ ১১।৩৯৭—৬৫৯), খড়দহে আগমন (ঐ ৬৬০—৭৮৬); মা জাহ্নবার আজ্ঞায় বীরচন্দ্রপ্রভুর বিবাহ (ঐ ১৩।২৪৯—২৫৭)। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গমনাদি (ঐ ১৩।২৬৮—২৮০)। অভিরামের বংশীর আঘাতে বীরভদ্রের নৌকাভঙ্গ, জাহ্নবা মাতার চতুর্ভুজ দর্শনে বীরভদ্রের মনঃ-পরিবর্ত্তন ও দীক্ষা (প্রেবি ২৪)। বৃন্দাবনে যাইতে কুতুবুদ্দিন দস্যুর উদ্ধার-প্রসঙ্গ (প্রেবি ১৯)।

২ সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের পত্নী ও শ্রীকানু-ঠাকুরের মাতা। [কানুরাম দাস দেখুন]।

জাহ্নবী দেবী—চাতরার কাশীনাথ পণ্ডিতের মাতা। শ্রীপুরীধামে মহা-প্রভুর নিকটে গমন করত কাশী-নাথকে লইয়া আসেন। ('কাশী-নাথ') দেখুন।

জিতামিত্র—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ইনি ছয় রিপু জয় করিয়া-ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু এই নাম দিয়াছেন (চৈচ আদি ১২।৮৩)। পূর্বলীলায় শ্যামমঞ্জরী (গৌ গ ১৯১, ২০০)।

যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য-প্রেম-পোষকম্। জিতামিত্রমহং বন্দে সর্বাভীষ্ট-প্রদায়কম্ [শা° নি° ৩৬]।

জীব—রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ। ব্রজের ইন্দিরা। [জীব পণ্ডিত দেখুন]। (চৈভা মধ্য ১।২৯৫)

শ্রীজীবগোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শাখা। প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা, চিরকুমার। **বংশ-পরিচয়**—লঘু তোষণীর উপসংহারে আত্মবংশের পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বলিয়াছেন যে ইঁহার ঊর্দ্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ **সর্বজ্ঞ** কর্ণাটদেশীয়, ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে পরমপূজ্য ছিলেন বলিয়া 'জগদ্গুরু' নামেও অভিহিত হইতেন। তিনি তত্রত্য রাজাও ছিলেন—সর্বশাস্ত্রবিশারদ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও অলোকসামান্য গুণরাজিতে বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। সর্বজ্ঞের পুত্র—**অনিরুদ্ধ** যজুর্বেদের সুপণ্ডিত, মহাযশাঃ ও জগৎপূজ্যই ছিলেন। ইঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র—**রূপেশ্বর** ও **হরিহর**। প্রথম জন শাস্ত্রে ও অপর জন শস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। পিতা দুই পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া নিত্য-ধামে প্রবেশ করিলে হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য দখল করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া সস্ত্রীক পৌরস্ত্যদেশে আগমন করত তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত মিত্রতা করিয়া বসতি করিলেন। ইঁহার পুত্র—**পদ্মনাভ** রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনে ও মানে প্রসিদ্ধ হইলেন। পদ্মনাভ ভাগীরথী-প্রান্তে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে নূতন বাস স্থাপন করেন। পদ্মনাভের আঠার কন্যা ও পাঁচ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—**মুকুন্দ**, তাঁহার পুত্র **কুমারদেব** পরম আচারনিষ্ঠ ছিলেন; নৈহাটীতে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে ইনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাক্‌লার মধ্যে (যশোহরে) ফতেয়াবাদেও এক বাসস্থান করিয়া-ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কুমার-দেবের অনেক পুত্রের মধ্যে তিন-জনই প্রসিদ্ধ—**সনাতন**, **রূপ** ও **অনুপম**। ইঁহাদের পিতার পরলোক হইলে ইঁহারা গৌড়-রাজধানীর সন্নিকটে সাকুর্মা-নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীপাদসনাতন ও শ্রীরূপ গৌড়রাজ হুঁসেন সাহের মন্ত্রীত্ব বরণ করত শাকর মল্লিক ও দবীর খাস সাজিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। অনুপমের পুত্রই—**শ্রীজীব**।

শ্রীজীবের সংক্ষিপ্ত জীবন—শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীভগবানে অনুরাগী ছিলেন। বাল্যক্রীড়া না করিয়া ফুলচন্দনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই করিতেন।

শ্রীজীব বালক-কালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে॥ কৃষ্ণবলরাম-মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প-চন্দনাদি দিয়া॥ [ভক্তি ১।৭১৯]

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীজীবগোস্বামির বংশলতা

- শ্রীসর্বজ্ঞ (জগদ্‌গুরু) (কর্ণাটের রাজা ১৩০৩ শক)
  - অনিরুদ্ধ (১৩৩৮ শকে রাজা)
    - হরিহর
    - রূপেশ্বর
      - পদ্মনাভ (১৩০৮ শকে জন্ম)
        - পুরুষোত্তম
        - জগন্নাথ
        - নারায়ণ
        - মুরারি
        - মুকুন্দদেব
          - কুমারদেব
            - (১)
            - (২)
            - (৩) শ্রীসনাতন (১৩৮৬—১৪৭৬) *
            - (৪) শ্রীরূপ (১৩৯২—১৪৭৬) *
            - (৫) শ্রীবল্লভ (অনুপম) (১৩৯৫—১৪৩৭) *
              - শ্রীজীব (১৪৩৩—১৫১৮)*

সর্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার পর হইতেই শ্রীজীবের বৈরাগ্য প্রবল হয়। শ্রীরূপ সনাতন তাঁহাদের বিষয়-বৈভব বিতরণ করিয়া দিলেও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও শ্রীজীবের বিষময় বোধ হইল—

নানারত্ন ভূষা পরিধেয় সূক্ষ্ম বাস। অপূর্ব শয়ন শয্যা ভোজন-বিলাস॥ এ সব ছাড়িল, কিছু নাহি ভায় চিতে। রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥ [ভক্তি ১।৬৮৭—৮৮]

ক্রমে তিনি গোস্বামিগণের আকর্ষণে আর গৃহবাসী হইতে পারিলেন না। এক দিবস মহাপ্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তিনি অস্থির হইলেন। পরিজনদিগকে বলিলেন—'আমি নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে যাইব।' এইরূপ ছল করিয়া তিনি বাকলাচন্দ্রদ্বীপ হইতে নবদ্বীপে গমন করিলেন। সঙ্গের লোকজনকে পথিমধ্যে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে বিদায় দিয়া একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে রাখিয়া কিছু দিন পরে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু মহাবাৎসল্য-বিহ্বল। ধরিলা শ্রীজীব-মাথে চরণযুগল॥ (ভক্তি ১।৬৭৫)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কহিলেন—'শ্রীজীব! তোমার জন্যই আমি শ্রীপাট খড়দহ হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে কিছুদিন অবস্থান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাও।' কোন গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামির সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাতের কথা জানা যায় না। তবে 'ভক্তিরত্নাকরে' জানা যায়—মহাপ্রভু যখন রামকেলি গ্রামে গমন করেন, তখন শিশু শ্রীজীব প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব নবদ্বীপ হইতে কাশীধামে গমন করেন। তথায় মধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুদিন বেদান্ত পড়িয়া তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যান ও গোস্বামিগণের চরণাশ্রয় করেন। শ্রীজীব গোস্বামির ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি দেবী সরস্বতীর কৃপাপাত্র হয়েন। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াছিলেন। একদা যমুনাতীরে শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, নিকটে শ্রীজীব তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রসিদ্ধ বল্লভ ভট্ট (যাঁহা হইতে বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন হয়) আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ গ্রন্থ রচনা হইতেছে?' শ্রীরূপ

* সপ্তগোস্বামী।

কহিলেন -'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,' ; বল্লভ ভট্ট বলিলেন—'বেশ ! এ গ্রন্থ আমি সংশোধন করিয়া দিব।' এই কথা বলিয়া ভট্টজী যমুনাতে স্নান করিতে গমন করিলেন। শ্রীজীব ভট্টের অহঙ্কার দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত দৈন্যা-বতার শ্রীরূপের নিকট কথা কহিবার সাধ্য নাই, তাই চুপে চুপে তিনিও যমুনাতে জল আনিবার ছলে বল্লভ ভট্টের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—'গ্রন্থমধ্যে কোন্ স্থানে ভ্রম দেখিলেন যে সংশোধন করিয়া দিবেন, বলিলেন।'

ক্রমে উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রযুদ্ধ হইল। ভট্টজী বালক শ্রীজীবের পাণ্ডিত্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

'শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবারে'। [ভক্তি ৫।১৬৩৫]

স্নানান্তে ভট্টজী শ্রীরূপের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন—'তোমার নিকট যে বালককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেটি কে ?' ইহাতে—

শ্রীরূপ কহেন—কিবা দিব পরিচয়। জীব নাম, শিষ্য মোর—ভ্রাতার তনয়॥ [ভক্তি ৫।১৬৩৮]

বল্লভ ভট্ট বালকের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। মহাবুদ্ধিমান্ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবের স্বভাব জানিতেন। তথাপি শোধন-জন্য শ্রীজীব জল লইয়া যমুনা হইতে নিকটে আসিতেই বলিলেন—

মোরে কৃপা করি ভট্ট আইলা মোর পাশে। মোর হিত লাগি গ্রন্থ শোধিব বলিলা। এ অতি অল্প বাক্য সহিতে নারিলা॥ তাহে পূর্ব-দেশে শীঘ্র করহ গমন।

(ভক্তি ৫।১৬৪১—৪৩)

গোস্বামিগণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। কাজেই শ্রীজীব ক্ষুণ্ণমনে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পূর্বমুখে চলিয়া গেলেন এবং নন্দঘাটে পড়িয়া রহিলেন। কোন-দিন উপবাস, কোনদিন ব্রজবাসি-গণের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে সামান্য ফলমূল ভোজন করিয়া দিন-যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমেই তিনি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। পরে এক দিবস শ্রীসনাতন গোস্বামী বন ভ্রমণ করিতে করিতে ঐস্থানে আগমন করিয়া শ্রীজীবের সংবাদ পান। দয়ার সাগর জ্যেষ্ঠতাত শ্রীসনাতন গোস্বামী জীবের অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হন এবং অপরাধের ক্ষমার জন্য ভ্রাতা শ্রীরূপের অনুমতিক্রমে শ্রীজীবকে বৃন্দাবনে লইয়া যান। অগ্রজের আজ্ঞায় শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ক্ষমা করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—অচিরেই শ্রীজীব আরোগ্য লাভ করিলেন।

শ্রীজীবের আরোগ্যে সবার হর্ষ মন। দিলেন সকল ভার রূপ সনাতন॥ শ্রীরূপ-সনাতন-অনুগ্রহ হইতে। শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে॥ [ভক্তি ৫।১৬৬৪]

গ্রন্থাবলী—ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, ভক্তিরসামৃতশেষ, শ্রীমাধব-মহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূ (পূর্ব ও উত্তর), সংকল্পকল্পবৃক্ষ, শ্রীগোপাল বিরুদাবলী, গোপালতাপনীটীকা, ব্রহ্মসংহিতাটীকা, রসামৃতটীকা, উজ্জ্বলটীকা, গায়ত্রীভাষ্য, ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-করপদচিহ্নসমাহৃতি ইত্যাদি।

জীব দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

জীবন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।২৫২]

জীবন চক্রবর্ত্তী—(ভক্ত ২।৪) অর্থাকাঙ্ক্ষী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বর্দ্ধমান জেলায় মানকর-নিবাসী। ইনি বহু-দিনযাবৎ কাশীধামে শিবের আরাধনা করত শিবের আদেশে বৃন্দাবনে শ্রীসনাতন গোস্বামির সহিত সাক্ষাৎ করত স্পর্শমণি পাইয়াও সঙ্গগুণে তাহা ত্যাগ করিয়া শিষ্য হন। ইহার বংশধরগণ মাড়গাঁয় বাস করেন।

জীব পণ্ডিত—উপমহান্ত, পূর্বলীলায় ইন্দিরা (গৌ° গ° ১৬৯)। ইনি রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র [চৈ° ভা° মধ্য ১।২৯৬]

মহাভাগ্যবান্ জীব পণ্ডিত উদার। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার॥

[ঐ অন্ত্য ৫।৭৫১]

জ্ঞানদাস—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। শ্রীজাহ্নবা-দেবীর শিষ্য।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।

[চৈ° চ° আদি ১১।৫২]

অনুমান ১৪৫৩ শকে জ্ঞানদাস বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকট-বর্ত্তী কাঁদড়া গ্রামে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান-দাস কৈশোরে বৈরাগ্য গ্রহণ

করেন। জানা যায়—বাবা আউল মনোহর দাস ইঁহার চির সহচর ছিলেন। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ আছে। প্রতি বৎসর পৌষ-পূর্ণিমায় ইঁহার উৎসব হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার কুতুলপুর গ্রামে কয়েক ঘর গোস্বামী আছেন। তাঁহারা জ্ঞানদাসের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। জ্ঞানদাস বাঙ্গলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করিয়াছেন। পূর্বরাগ, সখী-শিক্ষা, মিলন, নৌকাখণ্ড, মুরলী-শিক্ষা, গোষ্ঠবিহার, মান, মাথুর, প্রশ্নদূতিকা ইত্যাদি পদাবলী সাহিত্যের অলঙ্কার।

জ্ঞানবল্লভ দাস—বৈষ্ণব পদকর্তা।

ঋ, ঔ, ড, ঢ, ত

ঝড়ু ঠাকুর—জাতি ভুঁইমালী। ভক্ত বৈষ্ণব।

ভুমিমালী জাতি বৈষ্ণব—ঝড়ু ঠাকুর নাম॥

[চৈ° চ° অন্ত্য ১৬।১৪]

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির জ্ঞাতি-খুল্লতাত কালিদাস একদিন ইঁহার গৃহে আম্রফল উপহার লইয়া গমন করিয়া ইঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন। ইনি ও ইঁহার স্ত্রী উভয়েই মহাপ্রভুর ভক্ত। (কালিদাস দেখ) হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশ-বিঘার সন্নিকটস্থ 'ভুত আকনা' নামক গ্রামে শ্রীল ঝড়ু ঠাকুরের জন্ম বলিয়া কথিত আছে।

ঠাকুর দাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য, ব্রাহ্মণ।

তবে কৃপা কৈলে প্রভু ঠাকুরদাস ঠাকুরে। তাঁহার ভজন-রীতি বড়ই গম্ভীরে॥ (কর্ণা ১)

ঠাকুর দাস বৈষ্ণব—উজ্জ্বলনীল-মণির পদ্যানুবাদক [ব-সা-সে]।

ঠাকুর প্রসাদ দাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ভ্রাতা।

কিশোর, বালক, শ্যামদাস শুদ্ধ-মতি। এই তিন শিষ্য সঙ্গে, ভাই একজন। ঠাকুর প্রসাদ দাস খ্যাত সর্বস্থান॥

[র° ম° পূর্ব ১৫।৩৪—৩৫]

ডঙ্ক—সাপুড়িয়া, নাম অজ্ঞাত। নাগরাজাবিষ্ট হইয়া ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে থাকেন, তাহাতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেমোদয় ও বিবিধ ভাববিকার হয়; তাহা দেখিয়া এক বিপ্রের মাৎসর্যবশতঃ তদনুকরণের স্পৃহা হইলে ইনি তাহাকে দারুণ প্রহার করিয়া দূর করিয়াছিলেন। এই ডঙ্কের মুখে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্তিত হইয়াছিল। [চৈ° ভা° আদি ১৬। ১৯৯—২৪৮]

ঢঙ্গ বিপ্র—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রেমচেষ্টার অনুকরণ করিতে গিয়া ইনি সর্পক্ষত ডঙ্ক-কর্তৃক তীব্র প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন।

[চৈ° ভা° আদি ১৬।২১৩—২২৯]

তপন মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন-জন॥ চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন। রঘুনাথ ভট্টাচার্য মিশ্রের নন্দন॥

[চৈ° চ° আদি ১০।১৫২—১৫৩]

ইনি পূর্বে পদ্মা-তীরবর্তী রামপুর-বাসী ছিলেন (সপ্ত গোস্বামী)।

সেই দেশে বিপ্র, নাম মিশ্র তপন। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন॥ বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়। সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥

[চৈ° চ° আদি ১৬।১০—১১]

তপন মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পান যে মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য আজ্ঞা করিতেছেন। পরে তিনি প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম-বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ-দান করত তাঁহাকে বারাণসী ধামে বাস করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। [চৈ° ভা° আদি ১৪।১১৬—১৫৫]

যখন বারাণসী ধামে মহাপ্রভু শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করেন, তখন এই তপন মিশ্রই সেই লীলার অনেক পুষ্টি করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু বারাণসীতে আসিয়া মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে করিতে তপন মিশ্রকে দেখিতে পাইলেন, তপন মিশ্রও প্রভুকে দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্চর্যান্বিত হইলেন, কারণ তিনি মহাপ্রভুকে স্বদেশে নটেন্দ্র-

বেশে দেখিয়াছিলেন, আজ সন্ন্যাসি-বেশ! মিশ্র সাগ্রহে প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!! প্রভু তপন মিশ্রকে কৃপালিঙ্গন করিলেন।

[চৈ° চ° মধ্য ১৭।৮৩—১০০]

এই তপন মিশ্রের পুত্রেরই নাম—শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট। ইনি ষড়্-গোস্বামির মধ্যে একজন। [রঘুনাথ ভট্ট দেখ]

তিলকরাম দাস—শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য, তাঁহারই কৃপাদেশে ইনি **'শ্রীঅভিরামলীলামৃত'** নামে বিংশতি-পরিচ্ছেদাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে শ্রীঅভিরামের লীলামালাই গুম্ফিত হইয়াছে।

তুক্কা—রাজা প্রতাপরুদ্রের কন্যা; **'জগন্মোহিনী'** দ্রষ্টব্য।

তুলসী দাস—রসিকমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীগোপীজনবল্লভ দাসের সঙ্কীর্ত্তন-গুরু। রসময়ের পুত্র [র° ম° দক্ষিণ ৪।৫৩—৫৪]

বন্দো শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-গুরু শ্রীতুলসী-দাস। আজন্ম রসিক-সঙ্গে করিল নিবাস॥ সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে প্রথম বন্দন। বস্ত্র আভরণ দিয়া রসিক পুজেন॥ তুলসীতে জল দিতে না পেয়ে রসিকে। তুলসী চরণে দিয়া খায় মনস্থুখে॥

[র° ম° পূর্ব ১।৬৪—৬৬]

তুলসী দাসী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যা। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১১]

তুলসী পড়িছা—ওড্রদেশীয় গৌর-পার্ষদ। নন্দোৎসবে ইনি মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী ছিলেন। (চৈচ মধ্য ১৫। ২০)।

তুলসী পড়িছা! মগ্ন কর সে লীলায়। ব্রহ্মা শিব শেষ যার অন্ত নাহি পায়॥ [নামা ১৬৭]

তুলসী মিশ্র—ওড্রদেশীয়, গৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা, নামা ৫০)

তুলসীরাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। জাতিতে তন্তুবায়।

তন্তুবায়-কুলোদ্ভব তুলসীরাম দাসে। সদা প্রভুপদ চিন্তে পরম লালসে॥ (কর্ণা ১)

তেলাই (?)—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৬০]

তৈর্থিক ব্রাহ্মণ—'সত্যভানু উপাধ্যায়' দেখ।

এই কর গৌর-প্রিয় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে গণসহ দেখি বৃন্দাবন॥ [নামা ২১৪]

ত্রিমল্লভট্ট—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ইঁহাকে কৃপা করিয়া ভট্টদের গৃহে চাতুর্মাস্য কাল-যাপন করিলেন। ইঁহারই ভ্রাতা—ব্যেঙ্কট এবং প্রবোধানন্দ; ভ্রাতুষ্পুত্র—গোপাল ভট্ট।

ত্রিবিক্রমানন্দ দেব—শ্রীরসিক-মুরারির ষষ্ঠ অধস্তন। ইনি উৎকল-ভাষায় **শ্রীবৃন্দাবনপদকল্পতরু**-নামক গীতিকাব্য, শ্যামানন্দশতকের পদ্যানুবাদ এবং ১৪টি পদ রচনা করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর খুল্লতাত। (চৈচ আদি ১৩।৫৮)

দ

দক্ষসখী—শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের অন্ববায়ী, প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। দক্ষসখী কিন্তু উপনাম। ইনি ব্রজ-ভাষায় ১৮৩৫ সম্বতে **'বনবিহার-লীলা'** এবং ১৮৩৬ সম্বতে **'অষ্টকাল লীলা'** রচনা করেন।

দনুজমর্দন—১৪০৭ শকে উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার গণেশ স্বীয় অমাত্য নরসিংহ নাড়িয়ালের মন্ত্রণা-বলে তদানীন্তন সুলতান শামস্ উদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গণেশের রাজত্বকালে পদ্মনাভ, নর-সিংহ নাড়িয়াল, কবি কৃত্তিবাস প্রভৃতি রাজসভা মণ্ডন করিতেন। গণেশের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র যদু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করত জালাল উদ্দীন-নামে সিংহাসন দখল করিয়া পিতার হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তখন দনুজ-মর্দন দেব-নামক জনৈক কায়স্থ উচ্চ-

রাজকর্মচারী স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়ায় রাজা হন। হিন্দু অমাত্যগণ সকলেই তাঁহার আশ্রয়ে থাকেন। কয়েক বৎসর রাজ্য লইয়া ঘোরতর সংঘর্ষ চলিতে থাকে। তখন পদ্মনাভ স্বীয় পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া গঙ্গাতীরে শেষ জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া দনুজমর্দনের সাহায্যে তাঁহারই রাজ্যমধ্যে গঙ্গা-তীরে নবহট্ট বা নৈহাটীতে (১৪১৭ শকে) বাস করেন। তাহার তিনবৎসর পরে দনুজমর্দন পাঠান-দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাণ্ডুয়া হইতে বিতাড়িত হন এবং সসৈন্যে পূর্বদিকে চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। বাক্‌লা চন্দ্র-দ্বীপ বা বর্ত্তমান বরিশালের প্রাচীন কায়স্থ রাজবংশীয়েরা এই দনুজ-মর্দনেরই বংশধর। ১৩৩৯—৪০ শকের দনুজমর্দন-নামাঙ্কিত মুদ্রাসমূহ বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হইয়াছে।

দনুজারি ঘোষ—উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের সপ্তম ভ্রাতা। বর্ত্তমানে ইঁহার বংশ লুপ্ত হইয়াছে।

দময়ন্তী দেবী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। প্রসিদ্ধ রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নী। পূর্ব-লীলার গুণমালা (গৌ° গ° ১৬৭)।

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর॥
তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী। প্রভুর ভোগ-সামগ্রী যে করে বারমাসী॥ [চৈ° চ° আদি ১০।২৪—২৫]

শ্রীপাট পাণিহাটীতে ইঁহার নিবাস। ইঁহারা ভ্রাতা ভগ্নী সারা বৎসর ধরিয়া প্রভুর ভোগের জন্য নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি সাজাইয়া (চৈচ অন্ত্য ১০।১৩—৩৯) পুরীধামে পাঠাইয়া দিতেন।

দয়ারাম চৌধুরী—ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। দয়ারাম চৌধুরী এবং উড়িয়া বিপ্র বলরাম উভয়ে এক গ্রামবাসী ছিলেন।

তবে প্রভু কৃপা কৈল দয়ারামে।
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দু'হে রহে এক গ্রামে॥ দুই জনে মহাপ্রীত কহনে না যায়॥ সর্বস্ব সঁপিলা যিঁহো প্রভুর রাঙ্গা পায়॥ (কর্ণা ১)

দয়ারাম দাস ঠাকুর—ব্রাহ্মণ। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

দয়ারাম দাস ঠাকুর উদার চরিত।
ঠাকুরমহাশয়-গুণে সর্বদা মোহিত॥
(প্রেম ২০)

জয় জয় ঠাকুর শ্রীদয়ারাম দাস।
তুলসী-সেবায় যার পরম উল্লাস॥
(নরো ১২)

দয়াল—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪—১৫৫]।

দয়াল দাসী ঠাকুরাণী—শ্রীরসিকা-নন্দের পিতা অচ্যুতের আশ্রিতা, শ্রীচৈতন্যানুরাগিণী। রসিকের রূপে মূর্ছিত হন এবং ভাবি-মহিমা বর্ণন করেন (র° ম° পূর্ব ৭।২২—৫৩)।

দরিয়া দামোদর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—ধারেন্দাবাসী।

দর্জি—মুসলমান। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য দেখিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া যান।

শ্রীবাসের বস্ত্র সীয়ে দরজী একজন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ-দর্শন॥
'দেখিনু, দেখিনু' করি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হইল বৈষ্ণব-আগল॥ [চৈ° চ° আদি ১৭।২৩১—২৩২]

শ্রীবাস-অঙ্গন-পাশে দর্জি একজন।
শ্রীবাসের বস্ত্র সীয়ে জাতি সে যবন॥
এথা চতুর্ভুজ প্রভু দেখাইলা তারে।
'দেখিনু দেখিনু' বলিয়া সে নৃত্য করে॥ প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইলা সে যবন। ঐছে লীলা প্রকাশয়ে শচীর নন্দন॥ (ভক্তি ১২।৩৪৬৪—৬৬)

দর্পনারায়ণ—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

দর্পনারায়ণ, চণ্ডীসিংহ, দুই ভৃত্য তাঁর॥ (কর্ণা ২)।

২ শ্রীকৃষ্ণচৌতিশার প্রণেতা (ব-সা-সে)।

দবির খাস—শ্রীরূপগোস্বামিপাদের বাদশাহ-প্রদত্ত পূর্ব নাম। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ এবং কৃপা-লাভাদি (চৈভা আদি ১।১৭১—১৭২); শ্রীগৌর ও শ্রীঅদ্বৈত কৃপায় প্রেম-লাভাদি (ঐ আদি ১৩।১৯১—১৯২, অন্ত্য ৯।২৬৮) দ্রষ্টব্য।

দামোদর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—মেদিনীপুর জিলায় কাশিয়াড়ীতে বাস।

দামোদর গোস্বামী—চাকুলিয়া-গ্রামবাসী, শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য (র° ম° দক্ষিণ ১৫০)।

দামোদর ঘোষ—উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। বাসুদেব ঘোষের চতুর্থ ভ্রাতা, ইঁহার বংশ নাই। (বাসুদেব ঘোষ দেখ)

দামোদর চৌবে—বৃন্দাবনবাসী

ব্রাহ্মণ। পত্নীর নাম—শ্রীমতী বল্লভাদেবী। পুত্রের নাম—মদন-মোহন চৌবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই ভক্ত-দম্পতির গৃহ হইতেই শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দামোদর চৌবে বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। ইঁহার পুত্র মদনমোহনও এমত ভক্তছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেন।

দামোদর চৌবে,তাঁর পত্নী শ্রীবল্লভা। ভক্তিভাবে করে মদনমোহনের সেবা। মদনগোপালে ডাকে মদনমোহন। পুত্র-বাৎসল্যেতে করে লালন পালন॥ চৌবে-পুত্রসহ ঠাকুরের মহাসখ্য হয়। কভু মারামারি করি' নালিশ করয়॥ একত্র খাওয়া দাওয়া একত্র শয়ন। দুঁহে মিলি একত্র করয়ে ভ্রমণ॥ রূপ সনাতন যবে বৃন্দাবনে গেলা। মদনমোহন আসি স্বপনে কহিলা॥ ওহে সনাতন! চৌবের বাড়ী আছি আমি। আমারে আনিয়া যত্নে সেবা কর তুমি॥ [প্রেম ২৩]

দামোদর দাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

পীতাম্বর, মাধবাচার্য, দাস দামোদর॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৫২]

দামোদর দাস! সে চরণে রাখ মোরে। যে বরাহ-রূপে তত্ত্ব কহে মুরারিরে॥ [নামা ১৩৬]

দামোদর পণ্ডিত—মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। পূর্বলীলার শৈব্যা ও সরস্বতী। (গৌ° গ° ১৫৯)

দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড। প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৩১)

পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকট একটী পরম সুন্দর শান্ত সুশিষ্ট উড়িয়া ব্রাহ্মণ-বালক নিত্য আসিত, প্রভুও বালককে অতিশয় ভালবাসিতেন। বালক পিতৃহীন, গৃহে কেবল অল্প-বয়স্কা বিধবা মাতা ছিলেন। দামোদর পণ্ডিত ঐ বালকের যাতায়াত পছন্দ করিতেন না, এজন্য তাহাকে প্রভুর নিকট আসিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু বালক প্রভুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না; এজন্য দামোদরের নিষেধবাক্য না মানিয়া নিত্য আসা যাওয়া করিত।

দামোদর বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ-কুমারে। প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ৩।৫)। কারণ, বালক প্রভুর ভালবাসা পাইয়া ছাড়িতে পারে না। একদিন বালক আসিয়াছে এবং প্রভুও তাহাকে স্নেহ করিতেছেন, এদিনে দামোদরের আর সহ্য হইল না। তিনি একেবারে মুখর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোঁসাঞির ঠাঞি। গোঁসাঞি গোঁসাঞি এবে জানিব গোঁসাঞি॥ এবে গোঁসাঞির যশ সব লোকে পাবে। এবে গোঁসাঞির খ্যাতি পুরুষোত্তমে হবে॥

প্রভু বলিলেন—ব্যাপার কি দামোদর? তখন নিরপেক্ষ দামোদর পণ্ডিত বলিতেছেন—

"পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর। রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর? যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী। তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী॥ তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর। লোক-কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥" এত বলি দামোদর মৌন হইলা। অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা॥

দামোদরের বাক্যে মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন—দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ। (চৈ চ অন্ত্য ৩।১৯)

পরে মহাপ্রভু উপযুক্ত বুঝিয়া শচী মাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপধামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা। তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন। আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥ তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে। নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥ মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে। তোমার আগে নাহি কারও স্বচ্ছন্দা-চরণে॥

দামোদর মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সেই হইতে নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট রহিলেন।

ইনি একবার শচীমাতাকে দর্শন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ইনি নিরপেক্ষভাবে ও ক্রোধে উত্তর দিলেন—'আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি। যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি'। ইত্যাদি (চৈভা অন্ত্য ৯।৯৫—১৬৮)।

দামোদর পুরী—শ্রীগৌর-পার্ষদ

সন্ন্যাসী, বশিত্ব সিদ্ধি।

(গৌ° গ° ৯৬—৯৭)

দামোদর পুরী কৃপা করহ বিদিত।
প্রভু-সম প্রভুর শ্রীধামে হৌক প্রীত॥

[নামা ২১১]

দামোদর পূজারী—হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী সাহারাণপুর জেলার দেববন-বাসী গৌড়ব্রাহ্মণ। ইনি শ্রীরাধারমণের সেবায়েত-স্বরূপে শ্রীগোপালভট্টপ্রভুকর্তৃক অঙ্গীকৃত শ্রীগোপীনাথ পূজারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীগোপীনাথের অপ্রকটে ইনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ সেবা চালাইতেছেন।

দামোদর যোগী—ব্রাহ্মণ। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। মেদিনীপুর জেলায় কেশিয়াড়ীতে জন্ম। ইঁহার শিষ্য—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস। ইনি প্রথমে বৈদান্তিক ছিলেন। শুষ্ক তর্ক করিয়া সদর্পে পরিভ্রমণ করিতেন। দৈবযোগে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বহু বাদবিতর্ক হয় এবং পরিশেষে দামোদর পরাজিত হইয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জ্যোতির্ময় অঙ্গে উপবীত দর্শন করিয়াছিলেন।

আর শাখা দামোদর যোগী মহাজ্ঞানী। শ্যামানন্দ সহ বিচার করিলেন তিনি॥ হৃদয় চিরিয়া শ্যামানন্দ পৈতা দেখাইলা। দেখি যোগিবর তবে দীক্ষা-মন্ত্র নিলা॥

(প্রেম ২০)

দামোদর সরখেল—ব্রাহ্মণ। শ্রীকংসারি মিশ্রের মধ্যম পুত্র। শ্রীমতী জাহ্নবা ও বসুধা মাতার খুল্লতাত। (সূর্য্যদাস পণ্ডিত দেখ)

দামোদর সেন—বৈদ্য। শ্রীপাট—শ্রীখণ্ড গ্রামে।

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে। যিঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥ (ভক্তি ১।২৩৯)

ইঁহার কবিত্ব-বিষয়ে 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে লিখিত আছে—

পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥

ইঁহারই কন্যা শ্রীমতী সুনন্দার সহিত চিরঞ্জীব সেনের বিবাহ হইয়াছিল। এই চিরঞ্জীবেরই পুত্র—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ।

দামোদর কবিরাজ সর্বত্র প্রচার। তাঁর কন্যা সুনন্দা, গোবিন্দ পুত্র যাঁর॥

(ভক্তি ৯।১৪৪)

দামোদর একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিলে তিনি ক্রোধে 'অপুত্রক হও' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে দামোদর তাঁহার ক্রোধের শান্তি করিলে পণ্ডিত বলেন—তোমার একটি কন্যা হইবে এবং ঐ কন্যার গর্ভে কীর্ত্তিমান্ দুই পুত্র জন্মিবে।

[ভক্তি ১।২৪২—২৪৪]

দামোদর স্বরূপ—'স্বরূপ দামোদর' দেখুন।

দাস—ওড়িষ্যাবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের 'মহাশোয়ার' বা পাচক ছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইঁহাকে প্রভুর নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

জগন্নাথের মহাশোয়ার 'দাস'-নাম।

(চৈ° চ° মধ্য ১০।৪৩)

দাস ব্রজবাসী—শ্রীবৃন্দাবনবাসী ব্রাহ্মণ, শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামির যে স্থানে ভজন-কুটীর ছিল, তাঁহার নিকটেই ইহার বাস ছিল। ইঁহাকে শ্রীদাস গোস্বামী বড়ই ভাল বাসিতেন।

দাস নামে এক ব্রজবাসী তথা রয়। দাস গোস্বামির তাঁরে অতিস্নেহ হয়॥ (ভক্তি ৫।৫৬৪)

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শেষ জীবনে অন্নাদি ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র এক দোনা তক্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এক দিবস দাস ব্রজবাসী বৃন্দাবনের মধ্যে 'সখীস্থলী' নামক স্থানের একটি পলাশ বৃক্ষের বৃহৎ পত্র লইয়া তন্মধ্যে তক্র রক্ষা করত দাস গোস্বামিকে উপহার দিতে গমন করিলেন।

অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে॥ একদোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাঁহার। ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার॥ ঐছে মনে করি' ঘরে আসি দোনা কৈলা। তাহে তক্র রাখি রঘুনাথ আগে আইলা॥

(ভক্তি ৫।৫৬৭—৫৬৮)

শ্রীদাস গোস্বামির দিবারাত্রমধ্যে শ্রীলীলা-চিন্তার বিরাম নাই। তিনি সম্মুখে দাস ব্রজবাসীকে দেখিয়া কহিলেন—'এরূপ বৃহৎ পলাশপত্র কোথায় পাইলে।' তিনি কহিলেন, —'সখীস্থলীতে।' সখীস্থলী চন্দ্রাবলী

দেবীর অধিকৃত। শ্রীরঘুনাথ দাস-ব্রজবাসীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন 'চন্দ্রাবলীর গ্রামের বৃক্ষের পত্রে তক্র আমি গ্রহণ করিব না।' এই বলিয়া ক্রোধভরে তক্রসমেত পত্র-দোনা ফেলিয়া দিলেন এবং ব্রজবাসীকে বলিলেন—

সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম—না যাইবে তথি॥ (ভক্তি ৫।৫৭২)

শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীরাঘব গোস্বামী যখন ব্রজধাম পরিক্রমণ করিতে আসেন, তখন শ্রীদাস গোস্বামির আলয়ে তাঁহারা উপনীত হইলে এই ব্রজবাসী পরমাদরে তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন।

দিগ্ বিজয়ী—'কেশব কাশ্মীরী' দেখ।

দিবাকর দত্ত—উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পূর্ব নাম।

দিব্যসিংহ—বৈদ্য। শ্রীআচার্য প্রভুর শিষ্য ও প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র। মাতার নাম—মহামায়া দেবী। দিব্যসিংহ শ্রীখণ্ডের ঠাকুর-বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম——ঘনশ্যাম। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে। (শ্রীনিবাস আচার্য ও ঘনশ্যাম দেখ)

দিব্যসিংহ রাজা—শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। বৈষ্ণব নাম—শ্রীকৃষ্ণদাস। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রাম বা নবগ্রামে ইঁহার রাজধানী ছিল। শেষ জীবনে ইনি বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতাঠাকুর রাজা দিব্যসিংহের রাজসভায় থাকিতেন।

রাজা দিব্যসিংহের এক পুত্রকে বাল্যকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রাণদান করেন। দিব্যসিংহ মহাশাক্ত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দেবীমূর্ত্তিকে দণ্ডবৎ করিলে বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া যাইত। এই সব কারণে দিব্য সিংহের মন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উপর ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে থাকে ও শেষে তিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষা লইয়া পরম বৈষ্ণব হন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' বা 'কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী'-নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার সহিত শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামির বড়ই সৌহার্দ্য ছিল।

অদ্বৈত আদেশে সেই দিব্যসিংহ রাজা। শান্তিপুরে রাজা যাই উপস্থিত হয়॥ শক্তিমন্ত্র ছাড়ে, গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা নিল। কৃষ্ণদাস নাম তার অদ্বৈত রাখিল। অদ্বৈত-চরিত কিছু তিঁহো প্রকাশিল। অদ্বৈতের স্থানে ভাগবত পড়িল॥ বৃন্দাবনে চলিলেন হইয়া ভিখারী॥ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি। রূপ সনাতন সহ যাঁহার পিরীতি॥ (প্রেম ২৪)

ইনি 'বিষ্ণুভক্তি-পীযূষবাহিনী'-নামে শ্রীবিষ্ণুপুরীর বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন।

দীন কৃষ্ণদাস—ব্রাহ্মণ। শালিগ্রাম-বাসী কংসারি মিশ্রের পঞ্চম পুত্র; শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ও শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। ইনি দীন কৃষ্ণদাস ভণিতা দিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমা-সূচক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)

২ ওঢ্র কবি। ইনি 'রসকল্লোল'-গ্রন্থে উৎকলীয় ভাষায় ৩৪টি ছান্দে বিবিধ রাগরাগিণী-সমবেত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

দীন চৈতন্য (দ্বিজ চৈতন্য)—ওঢ্র দেশীয় কবি, ইনি ৪৩টি অধ্যায়ে উৎকলীয় ভাষায় 'সাক্ষিগোপাল মাহাত্ম্য' বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-বর্ণিত ঘটনাই বিবৃত হইলেও নূতনত্ব আছে। রচনাটি প্রাঞ্জল, নবাক্ষরে গ্রথিত।

দীনবন্ধু—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা।

আর শাখা নাম দীনবন্ধু মহা-মতি। ধারেন্দা গ্রামেতে তাঁর হয় অবস্থিতি। (প্রেম ২০)

দীনবন্ধু দাস—পদ-সঙ্কলয়িতা। ইনি 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত'-নামে এক গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাতে ৪০ জন পদকর্ত্তার পদাবলির সহিত স্বকৃত ২০৭ টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

দীন শ্যামদাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, রামদাসের পুত্র ও ইঁহার মাতা—দ্রৌপদী। শ্রীজংহ-গ্রামে নিবাস।

রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্য-বান্। দ্রৌপদী বলিয়া তার পত্নী পতিব্রতা। শিষ্ট করণকুলে যার জন্ম বিখ্যাতা॥ তাহার উদরে জাত দীনশ্যাম দাস। বাল্য হইতে তার হৃদে রসিক-প্রকাশ॥ অতিপ্রেমময় মূর্ত্তি, রসিকের শিষ্য। রসিক যে আজ্ঞা করে, করেন অবশ্য॥ নিশিদিশি সদা তার রসিকেন্দ্র-ধ্যান। রসিক-চরণে সমর্পিলা জাতি-প্রাণ। বৈষ্ণবের অতিপ্রিয় দীন শ্যামদাস। সদাই করেন কৃষ্ণপ্রেমের বিলাস॥ ইত্যাদি

[র° ম° পশ্চিম ১৪।৭০—৭৮]

দীনহীন দাস—গৌরগণোদ্দেশের আধারে 'কিরণ-দীপিকা' নামে পদ্যানুবাদক।

দুঃখিনী—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের স্ত্রী। [জচ ১।৪৩]

দুঃখী—শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহের পরিচারিকা 'সুখী'। ইঁহার সেবায় মহাপ্রভুর সন্তোষ হইয়াছিল। (চৈভা মধ্য ২৫।১১-২২)

দুখিনী কৃষ্ণদাস—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর অপর নাম। (শ্যামানন্দ দেখ)

দুঃখী শ্যামদাস—ইনি গোবিন্দ-মঙ্গল' নামক গ্রন্থ এবং শ্রীমদ্-ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। গোবিন্দমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধানতঃ দশম স্কন্ধের এবং অংশতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অবলম্বনে রচিত। ইনি প্রায় ২৭৫ বর্ষ পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে এই গ্রন্থ গান করিয়া বেড়াইতেন। রচনা ভাবপূর্ণ ও বিবিধ ছন্দোবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার অবলম্বনে মূল শ্রীমদ্ভাগবতেরও পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয়সাহিত্যসেবক ২৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ।

দুরিকা দাসী—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর মাতাঠাকুরাণী। (শ্যামানন্দ দেখ)

দুর্গাদাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য।

শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাস। সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস॥ (কর্ণা ১)

দুর্গাদাস মিশ্র—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতামহ। পত্নী—বিজয়া। ইঁহার দুই পুত্র—শ্রীসনাতন মিশ্র ও শ্রীকালিদাস মিশ্র। শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যার নামই—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী।

(বিষ্ণুপ্রিয়া দেখ)

দুর্গাদাস রায়—শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মভূমি চাখুন্দি গ্রামের জমিদার। পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পিতা শ্রীচৈতন্যদাস বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের কৃপায় শেষে পরম বৈষ্ণব হয়েন। শ্রীনিবাস যখন গর্ভে, তখন হইতেই চাখুন্দি গ্রামে হরিনামের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। শাক্তধর্ম্মী কোন ব্রাহ্মণ ইহাতে বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া জমিদার দুর্গাদাসকে তাহার প্রতি-কারের জন্য নালিশ করিলে, দুর্গা-দাস ঢেঁড়া দিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—

শিব দুর্গা বিনা আর কেহ যদি বলে। ঘর দ্বার লুটি নিব রাখে কোন বলে॥ (প্রেম ১)

ঘোষণা দিতে দিতে দুর্গাদাস রায় গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের গৃহে গমন করেন। গঙ্গাধর তাঁহাকে পরম যত্নে অবস্থানের জন্য বলিলে তিনি সে রাত্রি তথায় থাকেন, কিন্তু নিদ্রা-কালে তাঁহার হৃদয়মধ্যে শ্রীগৌর-নিতাই প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রেম প্রদান করিলে তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। তদবধি দুর্গাদাস শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া যান। শ্রীনিবাস প্রভুর জন্ম-দিনে ইনি বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া উৎসব করিয়াছেন। (প্রেম ১)

দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীদুর্গাদাস প্রথমে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বড়ই নিন্দুক ছিলেন। যথায় তথায় 'ক্ষুদ্র নরোত্তম ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়াছে' বলিয়া গালি দিয়া বেড়াইতেন। পরে প্রভুর কৃপায় তিনি শ্রীনরোত্তমের শিষ্য হইয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন।

নিবারণ, দুর্গাদাস— এই দুইজন। বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি হন॥ (রূপনারায়ণ দেখ ; প্রেম ১৯)

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মহাপ্রভুর ভক্ত এবং দ্বিতীয় বাসুদেবের পুত্র। ইনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের' ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা করিয়াছিলেন।

দুর্গাদাস বিপ্র—ব্রাহ্মণ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইহার নিবাস খেতুরিতে ছিল।

বিপ্র কহে – খেতুরি গ্রামেতে মোর বাস। মুঞি বিপ্রাধম, মোর নাম—দুর্গাদাস॥ শ্রীঠাকুর নরোত্তম দেখি এ পতিতে। তুলিলেন বিষয়-বিষ্ঠার গর্ত্ত-হইতে॥ (ভক্তি ১০।১৮৪—১৮৫)

শ্রীনিবাস আচার্য যখন তেলিয়া-বুধুরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ৺পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ দিবার জন্য ঐস্থানে গমন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিপ্রদাস-নামক জনৈক ভক্তের ধান্যের গোলা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ প্রদান করিলে সকলে আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দুর্লভ বিশ্বাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর

শাখা।

দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস।

[চৈ° চ° আদি ১২।৫৯]

ডুবে—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, ব্রাহ্মণ।

রসিকের শিষ্য ডুবে দ্বিজ ভাগ্যবান্। রসিকেন্দ্র-চন্দ্র বিনা না জানয়ে আন্॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১০১]

দেবকী—শ্রীরসিকানন্দের কন্যা ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যা।

[র° ম° দক্ষিণ ১।৭]

দেবদাসী—ইঁহারা দেব-মন্দিরে নৃত্য-বাদ্যসহ সুমধুর সঙ্গীত করিয়া থাকেন। [প্রথম খণ্ডে ৩৩৭-৩৩৮ পৃঃ]

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় যাইতে। সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥ গুর্জ্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর স্বরে। 'গীতগোবিন্দ' পদ গায় জগ-মন হরে॥

[চৈ° চ° অন্ত্য ১৩।৭৮-৭৯]

দূর হইতে মহাপ্রভু গীতগোবিন্দের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন।

পথেতে 'সিজের বাড়ী' ফুটিয়া চলিলা। অঙ্গে কাঁটা লাগিলা কিছুই না জানিলা। [ঐ ৮১—৮২]

ভৃত্য শ্রীগোবিন্দ প্রভুর অবস্থা দেখিয়া দ্রুতগতি গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন—'প্রভো! কোথায় যাইতেছেন? ও যে স্ত্রীলোক গান করিতেছে!' তখন—

প্রভু কহে—গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥ এ ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার॥

দেবদুর্লভ দাস—ওড্র দেশীয় কবি। ষোড়শ খৃঃ শতাব্দীতে ইনি 'রহস্য-মঞ্জরী' প্রণয়ন করেন। ['রহস্য-মঞ্জরী' দ্রষ্টব্য]

দেবনাথ দাস—'শ্রীগৌরগণাখ্যান'-গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ী।

দেবানন্দ—বৈদ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর। দেবানন্দ চারি ভাই—নিতাই-কিঙ্কর॥

(চৈচ আদি ১১।৪৬)

দেবানন্দ পণ্ডিত—কুলিয়া-গ্রামবাসী শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক। একদিন ইঁহার অধ্যাপনাকালে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রন্দন করিতে থাকিলে ইহার ছাত্র-গণ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন [চৈ° ভা° মধ্য ৯ ও ২১]। বহুদিন পরে মহাপ্রভু ঐ পথে আসিতে উহার প্রতি তীব্র ক্রোধ ও ভর্ৎসনা করেন। শ্রীবক্রেশ্বর-কৃপাতে ইঁহার কুবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া মহাপ্রভুতে বিশ্বাস হইয়াছিল এবং প্রভু তাঁহাকে ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। (গৌগ ১০৬) ব্রজলীলায় ভাগুরি মুনি।

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে। ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হইতে॥

[চৈ° চ° আদি ১০।৭৭]

দেবীদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদক।

কীর্ত্তনীয়া দেবীদাস নানা শাস্ত্র জানে। মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিলা তার কাণে॥ (প্রেম ২০)

জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্ত্তনীয়া। বৈষ্ণব উন্মত্ত যাঁর কীর্ত্তন শুনিয়া॥

(নরো ১২)

খেতুরির বিখ্যাত উৎসবে—

প্রথমেই দেবীদাস মর্দ্দল বামেতে। করে হস্তাঘাত, প্রেমময় শব্দ তা'তে॥ অমৃত অক্ষরপ্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে। শ্রীবল্লব দাসাদি সহিত বিস্তারয়ে॥

(ভক্তি ১০।৫২৮-৫২৯)

দৈত্যারি—রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র।

(র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৯)

দৈত্যারি ঘোষ—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। কুলাইগ্রামবাসী (কংসারি দেখ)।

দৈবকী দাস—শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপী-বেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর অন্যতম।

(র° ম° পশ্চিম ২।৪৫)

দৈবকীনন্দন দাস—ব্রাহ্মণ। গুরুর নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দাস। দৈবকী-নন্দনের নিবাস—কুমারহট্ট বা হালি-সহরে ছিল। ইঁহার কৃত **'বৈষ্ণব-বন্দনা'** ও সংস্কৃত **'বৈষ্ণবাভিধান'** ভক্তগণের নিকট প্রসিদ্ধ। এতদ্-ব্যতীত পাঁচটি গৌরপদ গৌরপদ তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় পুরুষোত্তম মহাশয়। দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥ তেঁহো যে করিলা বড় বৈষ্ণব-বন্দনা॥ (অনু ৮)

শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ইনি কোন সময়ে অপরাধী হইয়া কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হন। পরে মহাপ্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে প্রভু

শ্রীবাসের শরণাপন্ন হইতে আজ্ঞা করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত দৈবকীনন্দনের দৈন্য দেখিয়া বলেন 'বৈষ্ণবগণের তুমি বন্দনা কর, তাহা হইলে তোমার অপরাধের শান্তি হইবে ও ব্যাধিমুক্ত হইবে।' আজ্ঞা পাইয়া দৈবকীনন্দন দেশে দেশে ভ্রমণপূর্বক বৈষ্ণবগণের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া 'বৈষ্ণব-বন্দনা' রচনা করেন। ভক্তগণ ইহার রচিত বন্দনা নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন—চাপাল গোপাল বা গোপাল ঠাকুরের (যিনি শ্রীবাসের গৃহে তান্ত্রিকপূজার দ্রব্য মদ্যাদি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) কুষ্ঠব্যাধি হয়। পরে শ্রীবাসের কৃপায় আরোগ্য লাভ করেন। এই মতে ঐ ব্যক্তিই দৈবকীনন্দন। ২ 'ভাইয়া দৈবকীনন্দন' দ্রষ্টব্য।

দ্রৌপদী—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যা, রামদাসের বনিতা ও দীন শ্যামদাসের মাতা।

রামদাস বলিয়া আছিলা ভাগ্যবান্। দ্রৌপদী বলিয়া তার পত্নী পতিব্রতা। শিষ্ট করণকুলে যার জন্ম বিখ্যাতা॥ তাহার উদরে জাত দীন শ্যামদাস। বাল্য হৈতে তার হৃদে রসিক প্রকাশ॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।৭০—৭২]

দ্রৌপদী দেবী—শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর প্রথমা পত্নী। শ্রীমতী ঈশ্বরীদেবীর পূর্ব নাম (ঈশ্বরীদেবী দেখ)।

দ্বাদশ উপগোপাল—বৈষ্ণবাচারদর্পণ-মতে (৩৩৪ পৃঃ)। ক্রমশঃ পূর্বলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় নাম এবং শ্রীপাট লিখিত হইতেছে।

১। সুবল সখা হলায়ুধঠাকুর, রামচন্দ্রপুর (নবদ্বীপ)
২। বরূথপ রুদ্রপণ্ডিত বল্লভপুর
৩। গন্ধর্ব মুকুন্দানন্দ নবদ্বীপ
৪। কিঙ্কিণি কাশীশ্বর বল্লভপুর
৫। অংশুমান্ ওঝাবনমালী, কুল্যাপাড়া
৬। ভদ্রসেন শ্রীমন্ত ঠাকুর রুকুণপুর
৭। বসন্ত মুরারি মাইতি বংশীটোটা
৮। উজ্জ্বল গঙ্গাদাস নৈহাটি
৯। কোকিল গোপালঠাকুর গৌরাঙ্গপুর
১০। বিলাসী শিবাই বেলুন
১১। পুণ্ডরীক নন্দাই শালিগ্রাম
১২। কলবিঙ্ক বিষ্ণাই ঝামটপুর।

দ্বাদশ গোপাল * [গৌরগণোদ্দেশ-মতে পূর্বলীলায়]

১। অভিরাম ঠাকুর (রামদাস অভিরাম)...শ্রীদাম
২। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর...সুবাহু
৩। কমলাকর পিপ্‌লাই·· মহাবল
৪। কালাকৃষ্ণ দাস ... লবঙ্গ
৫। গৌরীদাস পণ্ডিত ... সুবল
৬। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ... বসুদাম
৭। পরমেশ্বরী দাস ... অর্জ্জুন
৮। পুরুষোত্তম দাস, নাগর পুরুষোত্তম...দাম
৯। পুরুষোত্তম দাস ·· স্তোককৃষ্ণ
১০। মহেশ পণ্ডিত ... মহাবাহু
১১। শ্রীধর (খোলাবেচা)·· মধুমঙ্গল
১২। সুন্দরানন্দ ঠাকুর ... সুদাম
[১২ ক। হলায়ুধ ঠাকুর ... প্রবল পুরুষোত্তম নাগরের পরিবর্ত্তে মতান্তরে হলায়ুধ]।

* অনন্ত-সংহিতা, গৌরগণোদ্দেশ, চৈতন্যসঙ্গীতা, পাটপর্যটন ও বৈষ্ণবাচারদর্পণাদি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। কাহারও প্রয়োজন হইলে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট-কৃত 'দ্বাদশগোপাল' [৩—১৩ পৃঃ] দেখুন।

দ্বারকানন্দ——শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৩।১৩৫]

দ্বারকানাথ ঠাকুর—মঙ্গলডিহি গ্রামে (বীরভূম জেলায়) পান্নুয়া গোপালের বংশের ষষ্ঠ অধস্তন। ইনি **'শ্রীগোবিন্দবল্লভনাটক'** (সংস্কৃত ভাষায়) রচনা করেন।

দ্বিজ কবিচন্দ্র—'গোবিন্দমঙ্গল-রচয়িতা [পাটবাড়ীপুঁথি কা ১৫]

দ্বিজ কৃষ্ণদাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। রাঢ়দেশবাসী।

রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর। শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর॥ (চৈ° চ° আদি ১৪।৪৬]

দ্বিজ গোপাল—শ্রীরসিক-শিষ্য। [র° ম° ১৪।১৫৫]

দ্বিজ গোপালদাস ঠাকুর—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য—জাতি—ব্রাহ্মণ। ইনি শ্রীখণ্ড হইতে তকিপুরে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। তকিপুর গ্রামের একটি বাটির ব্রহ্মদৈত্যকে তিনি প্রসাদ দিয়া মুক্ত করেন। শ্রীনরহরি ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য চন্দ্রশেখরের সেবিত শ্রীরসিক রায় বিগ্রহের সেবাভার ইনিই গ্রহণ করেন। ইঁহার বহু শিষ্যশাখা আছে।

দ্বিজ গোপীনাথ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ গোপীনাথ উদাসীন মহাশয়। নিরবধি রসিকেন্দ্র যাঁহার হৃদয়॥ কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বিনা নাহি জানে

আর। রসিকের সঙ্গে তাঁর গেল সর্বকাল॥ কৃষ্ণের ভোজন ষড়্‌রস উপহার। রন্ধন করেন গোপীনাথ সদাচার॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।৮৬—৮৮]

দ্বিজ গোপীমোহন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয় [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৭, ১৫৬]।

দ্বিজগোবিন্দ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ সে গোবিন্দ দাস রসিক কিঙ্কর। কৃষ্ণপ্রেমে নিশি দিশি অঙ্গ-জরজর॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৯, ১১২]

দ্বিজ গোবিন্দ ভট্টাচার্য—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ গোবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়। সদা রসিকেন্দ্রচন্দ্র যাহার হৃদয়॥ বঙ্গেতে করিল হরিভক্তি-পরচার। শত শত দ্বিজ শিষ্য হইল তাহার॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।৯৯—১০০]

দ্বিজ চৈতন্য—'দীন চৈতন্য' দ্রষ্টব্য।

দ্বিজ জীবদাস—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৩]

দ্বিজ দাস—ঐ [ঐ ১৪।১৫৫]

দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ—তেলিয়া-(মুকসুদাবাদ)-বাসী, গীতগোবিন্দের অনুবাদক। অনুবাদের নাম—জয়দেব-প্রসাদাবলী [A. S. B. 5402]।

দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে। ইনি পূর্ব লীলায় সুমন্দিরা সখী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

জয় প্রভু-প্রিয় শ্রীবলরাম দাস। সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যাঁর বাস॥ বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী। নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী॥

(চৈ° চ° আদি ১১।৩৪)

শ্রীবলরাম ঠাকুর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইঁহার পিতার নাম—সত্যভানু উপাধ্যায়। আদিনিবাস—শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড গ্রামে। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর দোগাছিয়াতে আসিয়া বাস করেন। একদা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কীর্তন করিতে করিতে আগমন করিয়া বলরামের শ্রীশ্রীগোপাল মূর্তির সেবা প্রভৃতি দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া স্বীয় শিরোভূষণ (পাগড়ি) বলরামকে উপহার প্রদান করেন। ঐ পাগড়ি এখনও শ্রীপাটে পরমযত্নে রক্ষিত আছে। বলরাম শ্রীগুরুর আজ্ঞায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী তাঁহার বংশধর। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাচতুর্থীতে বলরামের তিরোভাব-উপলক্ষে দোগাছিয়ায় বৈষ্ণব-সমাগম হয়। তখনকার 'মূলা মহোৎসব' অতিপ্রসিদ্ধ।

দ্বিজ মুরলীদাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৫]।

দ্বিজ যদুনাথ—ঐ [ঐ ১৪।১৫৭]

দ্বিজ রঘুনাথ—শ্রীগৌরভক্ত [বৈষ্ণব-বন্দনা]। (গৌগ ১৯৪, ২০০) ব্রজের বরাঙ্গদা।

দ্বিজ রাধাবল্লভ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য ও পুরুষোত্তম-সুত। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৯]।

দ্বিজ রাধামোহন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [১৪।১৪২]

দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস অতিশুদ্ধমতি। রসিকেন্দ্র বিনা যাঁর আন নাহি গতি॥ ব্যাঘ্র কুম্ভীরের স্কন্ধে বৈসে কুতূহলে। রসিক-কৃপায় কারে ভয় নাহি করে॥ কুম্ভীর-উপরে চড়ি নদী পার হয়। পতিত-তারণ রামকৃষ্ণ মহাশয়॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।৭৯—৮২]

দ্বিজ বাণীনাথ——শ্রীগৌরভক্ত। (গৌগ ১৯৫, ২০৪) ব্রজের কাম-লেখা। ইনি চম্পহট্টবাসী ছিলেন।

ওহে দ্বিজ বাণীনাথ পূর মোর আশ। গাঙ শিশুরূপ-বিশ্বম্ভরের প্রকাশ॥ [নামা ৯৮]

দ্বিজ শঙ্কর—কবি, পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি আদি, মধ্য, সন্ন্যাস ও শেষ-খণ্ডে ২৯ অধ্যায়ে **'শ্রীগৌরলীলামৃত'** নামক সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার লিপিকাল ১৭১১ শকাব্দ, সুতরাং কবি তৎপূর্ববর্তী। ভাষা সরল, সাধারণতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিজ শ্যামসুন্দর—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য, ব্রাহ্মণ।

দ্বিজ শ্যামসুন্দর বড়ই মহাজন। রসিকের কৃষ্ণভোগ করেন রন্ধন॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪১]

দ্বিজ সুন্দর রায়—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের শিষ্য দ্বিজ সুন্দর সে রায়। কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি মূর্তিমন্ত মহাশয়॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৩]

দ্বিজ হরিদাস—শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের কৃপাপাত্র। নীলাচলযাত্রা-কালে ইনি পথমধ্যে ঠাকুর নরহরির মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামাত্মক মন্ত্র প্রাপ্ত হন। (ঠাকুর নরহরি-মুখোদ্গীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সহস্রনাম ৪৪—৪৬)।

ধ

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—ব্রজের বসুদাম সখা (গৌ° গ° ১২৭), দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীপাট—শীতল গ্রাম (বর্দ্ধমানে)। প্রবেশপথের বামে তুলসী বেদীকেই 'ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি' বলে। বিগ্রহ—শ্রীগৌর-নিতাই, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীদামোদর। ইঁহার পূর্ব নিবাস ছিল চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে। পিতার নাম—শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা—কালিন্দী দেবী। 'শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী'-মতে বীরভূম জেলায় বোল-পুরের নিকটবর্ত্তী সিয়ানমুলুক গ্রামে আদিদেব বাচস্পতির ঔরসে এবং দয়াময়ী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি তুলসীকে ত্রিকালীন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। অল্প বয়সে হরিপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেও তিনি অত্যল্প দিনেই সংসার ত্যাগ করত তীর্থপর্যটনচ্ছলে বাহির হন। ধনাঢ্য পিতা পাথেয় বাবৎ বহু অর্থ দিয়াছিলেন—ইনি শ্রীমহা-প্রভুর দর্শন পাইয়া সেই সমস্ত অর্থ প্রভুকে দিয়া ভাণ্ড হাতে লইলেন। [বৈষ্ণব-বন্দনায়—]

বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়। সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥

শীতল গ্রামের বহু দস্যু ও পাষণ্ড ইঁহার কৃপায় ভক্ত হইয়া ছিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর দর্শনানন্তর পুনরায় ইনি শীতল গ্রামে গিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। পথে সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামেও কয়েকদিন ছিলেন বলিয়া ঐ স্থানকেও 'ধনঞ্জয়ের পাট' বলা হয়। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া জলন্দি গ্রামে সেবা প্রকাশ করত আবার শীতল গ্রামে আসিয়াছিলেন, এই গ্রামেই তাঁহার সমাধি আছে। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'সঞ্জয়' পণ্ডিত জলন্দিতে বাস করেন; তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঐস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন।

ধনঞ্জয় বিদ্যানিধি—মতান্তরে 'বিদ্যা-নিবাস' ও 'বিদ্যাবাচস্পতি'। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের বিদ্যাশিক্ষক। কাহারও মতে শ্রীনিবাসের বিদ্যাগুরুর নাম—শ্রীরাম বাচস্পতি।

'এইকালে বিদ্যানিধি পণ্ডিত উপস্থিত'। পাঠান্তরে—'শ্রীরাম বাচস্পতি উপস্থিত'॥ 'ধনঞ্জয় বিদ্যা-নিবাস কহে অপরূপ॥' [প্রেম ৩]

ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি ভাগ্যবান্।
নিজসাধ্যমতে করিলেন বিদ্যাদান॥
[ভক্তি ২।১৮৬]

সম্ভবতঃ দুই জনেই তাঁহার শিক্ষক ছিলেন বা উভয় নাম একই ব্যক্তির।

ধরণী—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ৬৭৬, ৮৫৮, ২৩৮১ ও ২৪৫৪ সংখ্যক পদ-চতুষ্টয় ইঁহার রচনা। শ্রীআচার্য প্রভুর পরবর্ত্তী; ইনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছেন।

ধরু চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধরু চৌধুরী শাখা আর চণ্ডীদাস।
[প্রেম ২০]

জয় ধরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী।
কান্দে পশুপাখীগণ যাঁর গুণ শুনি॥
[নরো ১২]

ধর্মদাস চৌধুরী—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধর্মদাস চৌধুরী আর নিত্যানন্দ দাস। ধরু-চৌধুরী-শাখা আর চণ্ডীদাস॥ [প্রেম ২০]

অতিজিতেন্দ্রিয় শ্রীচৌধুরী ধর্মদাস।
অতি অলৌকিক যাঁর বৈষ্ণব বিশ্বাস॥
[নরো ১২]

ধীর হাম্বীর [ধাড়ী হাম্বীর]—ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা শ্রীবীর হাম্বীরের পুত্র। শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা। ইঁহার বৈষ্ণব নাম—গোপাল দাস। মতান্তরে শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহার নাম রাখেন 'শ্রীচৈতন্য দাস'।

শ্রীধাড়ী হাম্বীর নাম হয় যুবরাজ।

প্রভু-কৃপাপাত্র যিঁহো মহাভাগবত॥
[গোপাল বাহাদুর দেখ ; কর্ণা ১]

ধীরু চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় ধীরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী।
কান্দে পশুপক্ষীগণ যাঁর গুণ শুনি॥
[নরো° ১২ ; ধরু চৌধুরী দেখ]

ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামি-পাদের শিষ্য ও শ্রীশ্রী-গম্ভীরার সেবক ছিলেন। তদীয় গুরুর পদ্ধতি-অবলম্বনে ইনিও একখানি 'শ্রীগৌরগোবিন্দার্চন-পদ্ধতি' রচনা করিয়াছেন। ইহা কিন্তু অধিকতর স্ফুট ও শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদির মন্ত্রধ্যানাদি-সম্বলিত।

ধ্রুব গোস্বামী—কাম্যবনবাসী জনৈক সন্ন্যাসী; শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ ও শ্রীশ্রীবলরাম বিগ্রহদ্বয় মস্তকে করিয়া মঙ্গলডিহিতে উপস্থিত হন। * মুসলমান-অত্যাচারে পলায়ন করত এই ধ্রুব গোস্বামী দ্বাদশ গোপাল সমভি-ব্যাহারে বঙ্গদেশে আসিয়া ভাণ্ডীরবন গ্রামে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। তত্রত্য দোলমঞ্চে অবস্থান-কালে এক নিদারুণ ঘটনায় তিনি সেই স্থানও ত্যাগ করেন। ভাণ্ডীর বনের নিকটবর্ত্তী খটঙ্গা গ্রামের অধীশ্বরের পরিবারস্থ কোন বিধবা যুবতীর সহিত তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণের অবৈধ প্রণয় হইলে রাজা ক্রোধে ব্রাহ্মণের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে আজ্ঞা করেন। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া ভাণ্ডীরবনের ধ্রুব গোস্বামিজির আশ্রমে পলায়ন করেন এবং গোস্বামিজি তাঁহাকে অভয়দান করেন। কিছুক্ষণ পরে রাজপুরুষগণ সেই ব্রাহ্মণকে ধরিয়া অতি নিষ্ঠুর-ভাবে নিহত করে। এই ঘটনার পরে গোস্বামিজি স্থানান্তরিত হইতে ইচ্ছা করিয়া দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করিয়া ময়ূরাক্ষীতটে উপস্থিত হন। চৈত্র মাস হইলেও প্রচুর বর্ষায় ময়ূরাক্ষী তখন দুই কূল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে—গোস্বামিজি একে একে একাদশ বিগ্রহ পর্যন্ত নৌকায় স্থাপন করিলেন, কিন্তু দ্বাদশ মূর্ত্তি অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া বিশ্বম্ভর হইলে জনৈক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের হস্তে ঐ গোস্বামিজি গোপালটি দিয়া প্রস্থান করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি ঐ গোপাল মূর্ত্তি বক্ষে ধরিয়া নোয়াডিহি গ্রামের শ্রীনন্দদুলাল ঘোষাল মহা-শয়ের বাটীতে রাখিয়া প্রস্থান করেন। বহুদিন পরে রমানাথ ভাদুড়ী নামক জনৈক বদান্য ব্রাহ্মণ ভাণ্ডীরবনে মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীগোপাল-জীউকে ঘোষাল বংশের সহিত ভাণ্ডীরবনে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত ধ্রুবগোস্বামী মঙ্গলডিহিতে শুভ বিজয় করত তত্রত্য জনৈক পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করেন। কথা-প্রসঙ্গে গোস্বামিজি জানিলেন যে মঙ্গলডিহি-নিবাসী মনসুখের পুত্র গোপাল নিষ্ঠাবান্ ও দেবপরায়ণ বৈষ্ণব। গোপালের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইলে গোপাল আসিয়া সন্ন্যাসির মুখে শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদের অপূর্ব কাহিনী ও তাঁহার পূর্ববংশের পরি-চয়াদি পাইয়া সন্ন্যাসির সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। সন্ন্যাসী গোপালের গুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীশ্যাম-চাঁদ ও শ্রীবলরামকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিয়া চারি বৎসর পরে প্রত্যাগত হন। গোপাল স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া ও ভগিনী মাধবীলতার সহিত পরমানন্দে শ্রীশ্যামচাঁদের সেবায় দিনাতিপাত করিতে-ছিলেন—কিন্তু সন্ন্যাসী আসিয়া বিগ্রহ লইয়া গেলে বিরহে, দুঃখে ও শোকে তাঁহারা ম্রিয়মাণ হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসী গ্রাম হইতে অনতিদূর যাইতে না যাইতেই শ্রীবিগ্রহ পাঙ্গুণার প্রেমরজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং পুনরায় স্বপ্নাদেশ দিয়া মঙ্গলডিহিতে আগমন করেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীজগদানন্দের 'শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে ত্রিপদীছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

ধ্রুবানন্দ—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

ধ্রুবানন্দ, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ হরিদাস। শ্যামানন্দের প্রিয়, নৃসিংহ-পুরে বাস॥ (প্রেম ২০)

২—ধ্রুবানন্দ কমলাকর পিপ্-লায়ের শ্রীপাট মাহেশ গ্রামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের স্থাপনকর্ত্তা। ধ্রুবানন্দ কমলাকরকে শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবাধিকার প্রদান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। কমলাকর পিপলায়ের বংশধরগণের নিকট রক্ষিত প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায়—শ্রীপুরীধামে গমন করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিতে ধ্রুবানন্দের বড়ই বাসনা

* ভাণ্ডীরবনকাহিনী (বীরভূম-বিবরণ ১।১৪৬—১৪৭ পৃষ্ঠা)

হয়, কিন্তু পুরীর সেবক বা পাণ্ডাগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ইহাতে তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন। শেষে নিদ্রাকালে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়েন—'ধ্রুবানন্দ! তুমি গঙ্গাতীরে মাহেশ গ্রামে গমন কর, তথায় আমাকে দেখিতে পাইবে ও তোমার মনোমত সেবা করিবে'। ধ্রুবানন্দ আদেশ পাইয়া আকনা মাহেশে আগমন করেন (হুগলী জেলার মহকুমা শ্রীরামপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে উক্ত মাহেশ গ্রাম) এবং গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি ভাসমান দেখিয়া অতীব আনন্দ-সহকারে তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে ঐ স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল। ধ্রুবানন্দ অরণ্য পরিষ্কার করিয়া প্রভুর সেবা প্রকাশ করেন এবং পুরীধামে যেরূপ শ্রীজগন্নাথ-দেবের লীলা পর্বাদি হইয়া থাকে, এখানেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন। ইনিই বঙ্গদেশে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের প্রথম স্থাপনকারী, অন্য মতে—কমলাকর পিপলাই-কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত হন। (কমলাকর পিপলাই দেখ)

ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী—ব্রাহ্মণ, শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শাখা। পূর্বলীলায় ললিতার প্রকাশ (গৌ গ ১৫২)।

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী॥
(চৈ° চ° আদি ১২।৭৯)

ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বল-বিলাসিনম্। স্ব-স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ॥ (শা° নি° ৪)

ধ্রুবানন্দের বংশধরগণ বর্দ্ধমান জিলায় শ্রীপাট মাহাতা, চাণক, মানকর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে-ছেন। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ সকলস্থানে সমারোহে পালাক্রমে সেবিত হন।

ন

নকড়ি—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য, মাধব, শ্রীধর॥
[চৈ° চ° আদি ১১।৪৮]

নকড়ি দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

শ্রীনকড়ি দাস প্রতি অতিকৃপা কৈলা। প্রভুর চরণ তিঁহো সর্বস্ব করিলা॥ (কর্ণা ১)

নকুল ব্রহ্মচারী—আম্বুয়ামুলুক-নিবাসী। ইঁহাতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবেশ স্বীকৃত হয়।

আম্বুয়ামুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হইল। নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥ গ্রহগ্রস্ত প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা। হাসে, কান্দে, নাচে, গায় উন্মত্ত হইয়া॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ২।১৬—১৮)

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী দেখিতে বড়ই সুপুরুষ ছিলেন। তদুপরি প্রেমধনে ধনী হইয়া তিনি জীব উদ্ধার করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তাঁহার মধ্যে মহাপ্রভুর আবেশের প্রচার হইলে শ্রীশিবানন্দ সেন পরীক্ষা করিবার জন্য সেখানে গেলেন।

চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে। শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥ পরীক্ষা করিতে তাঁরে যবে ইচ্ছা হইলা। বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিলা॥ ঐ

শ্রীশিবানন্দ ভাবিলেন—আমার ইষ্টমন্ত্র যাহা, তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানেন না। শ্রীনকুল যদি তাহা আমাকে বলিয়া দিতে পারেন, তবেই জানিব—নকুলের শরীরে মহাপ্রভুর সত্যই আবেশ। নকুলের দর্শন ও কৃপালাভের জন্য দেশ বিদেশ হইতে লোক সমাগম হইতেছে। খুবই জনতা। শ্রীশিবানন্দ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া জনতার মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই শ্রীনকুল—

ব্রহ্মচারী কহে—শিবানন্দ আছে দূরে। জন দুই চারি যাহ, বোলাও তাহারে॥ ঐ

শ্রীশিবানন্দ গোপনে আসিয়াছেন, শ্রীনকুলের লোকজন তাঁহাকে ডাকা-ডাকি করাতেই তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। নিকটে আগমন করিলে শ্রীনকুল বলিলেন, 'তুমি আমাকে

পরীক্ষা করিবার জন্য গোপনে আসিয়াছ ও মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ ; বেশ, তুমি যাহা ভাবিয়াছ তাহা এই—

গৌরগোপাল-মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর। অবিশ্বাস ছাড়, যেই করেছ অন্তর॥ ঐ

শ্রীশিবানন্দ সেন তখন শ্রীনকুলে সত্যসত্যই মহাপ্রভুর আবেশ দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিতে লাগিলেন।

নটবর—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু ১৩৬৬ (দানলীলা) ও ২২৫০ (শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক) দুইটি পদ উদ্ধার করিয়াছে।

নন্দকিশোর-চন্দ্র দাস—শ্রীবৃন্দাবনে ১৮৭০ সম্বতে সারস্বত-বংশে জন্ম। শুকদূত মহাকাব্য, প্রেমোল্লাসকাব্য, গোবিন্দগুণার্ণব নাটক, রাধাবিহার-চম্পূ, ভাগবতদর্পণকাব্য এবং রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর উপর বালবোধিনী টীকার রচয়িতা।

নন্দকিশোর দাস—শ্রীঅভিরাম দাসের পাটপর্যটনমতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট চুনাখালি।

'চুনাখালিবাসী দাস নন্দকিশোর॥
(পা° প°)

২ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য শ্রীপাট পুরুণিয়া গাদির অধ্যক্ষ। ইনি বাদশাহী সনদ পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শৃঙ্গারবটে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ লইয়া যান। তত্রত্য গাদির ইনিই প্রতিষ্ঠাতা ; ইনি শ্রীকৃষ্ণবলরামের সাক্ষাৎ আদেশে **'শ্রীবৃন্দাবন-লীলামৃত'** ও **'শ্রীরসকলিকা'** নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছেন।

নন্দদুলাল অধিকারী (মহান্ত)—শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শিষ্য শ্যামাদাস ঠাকুরের নবম অধস্তন ১৭৭১ শাকে পাঁচথুপী গ্রামে প্রকট হন। আবাল্য বৈষ্ণবসঙ্গ, বৈরাগ্য, অনুরাগ ও ধর্মপ্রাণতার জন্য তাঁহাকে বৈষ্ণবগণ 'মহান্ত' আখ্যা দিয়াছিলেন। পাঁচ-থুপীর বৈষ্ণবচূড়ামণি বনওয়ারীলাল সিংহ মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রণয় ছিল এবং তাঁহার গৃহে সমাগত বৈষ্ণবগণের সহিত সর্বদা ধর্মা-লোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। ১৮৩৭ শকে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে ইনি সুস্থদেহে সিংহমহাশয়ের গৃহে আসিয়া পূজ্যপাদ ত্রিভঙ্গদাস বাবাজি-প্রমুখ বৈষ্ণবগণে বেষ্টিত হইয়া হরিনামামৃত পান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

নন্দন—পদকর্ত্তা। পরিচয় অজ্ঞাত।

২ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। তিন ভ্রাতা। ইঁহাদের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করিয়া-ছিলেন।

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই। পূর্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোঁসাই॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৪৩)

৩ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫১]

নন্দন আচার্য—গ্রহবিপ্র। পিতার নাম—লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বজ্ঞ। তারকেশ্বরের নিকট বহিরখণ্ড গ্রামে ইনি কিছুদিন বাস করত নবদ্বীপে শ্রীহট্টিয়া বা দক্ষিণ পাড়ায় বাস করেন। [নন্দন আচার্যের পূর্ব-পুরুষগণ শাকদ্বীপী পরাশরাত্মজ শান্তিমুনিবংশোদ্ভব, বাৎস্যগোত্র রাঢ়ীয় ভরত শাখার বংশ। ইঁহারা ঢাকার ভাতখণ্ড সমাজভুক্ত—রোষেড়াবাসী মধ্যম কি দ্বিতীয় গোত্রীয় বংশাবলী]। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র—নন্দন ও ভগবান্ অধিকারী সার্বভৌম। লক্ষ্মীনারায়ণ সর্বজ্ঞ ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমহাপ্রভুর জন্মলীলা-দর্শক ও কোষ্ঠী-গণক [শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ ৩।১০]। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি খঞ্জ ছিলেন।

নবদ্বীপে ঘর নন্দন আচার্য। নিত্যানন্দ-প্রিয় তাঁর, জানে সর্ব্বকার্য॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে ইঁহার গৃহে ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও একরাত্রি এই গৃহে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

নন্দন আচার্য শাখা জগতে বিদিত। লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত॥
(চৈ° চ° আদি ১০।৩৯)

মহাপ্রভু যেদিন মহাপ্রকাশ লীলা করেন, সেই দিবস শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ইহার গৃহে লুক্কায়িত ছিলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া পুরীধামে গমন করিলে ইনিও পরে তথায় গমন করেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে ভ্রমণান্তে পুরীতে প্রত্যাগমন করিলে নন্দনাচার্য খঞ্জ হইলেও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে প্রভুর অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়াছিলেন।

নন্দন আচার্য আসে গাঢ় অনুরাগে। খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥

শ্রীনিবাস আচার্য যখন শ্রীনবদ্বীপ-ধাম দর্শন করিতে আসেন, তখন

ইঁহার গৃহ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন—

শ্রীনন্দন আচার্য পরম ভাগ্যবান্‌।
দেখ শ্রীনিবাস এই ভবন তাহার॥
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভু গিয়া এ ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে ধেয়ানে॥
[ভক্তি ১২।২৪২২—২৩]

নন্দন মাইতি—উড়িষ্যাদেশবাসী। মহাপ্রভুর ভক্ত। ইনি পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা কার্য করিতেন।

নন্দ মিশ্র—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের শিষ্য। সিদ্ধান্তদর্পণের টীকাকার।

নন্দরাম—শ্রীসীতাদেবীর সেবিকা ও শিষ্যা জঙ্গলীপ্রিয়ার শিষ্য—ইনি 'শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-চরিত্র'-রচয়িতা।

নন্দাই—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি, গোবিন্দ ও রামাই তিনজনে মহাপ্রভুর গৃহে সেবাকার্য করিতেন।

রামাই, নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ বাইশ ঘড়া পানি দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥
[চৈ° চ° আদি ১০।১৪৩—১৪৪]

২ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ।
(চৈ° চ° আদি ১১।৪৯)

নন্দিনী দাসী—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা (মতান্তরে শ্রীঅদ্বৈতদুহিতা)।

নন্দিনী আর কামদেব, চৈতন্য দাস।

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবীর পরিচারিকা ছিলেন।

সীতাদেবীর দুই দাসী—জঙ্গলী, নন্দিনী। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি॥ নন্দিনী সেবয়ে শ্রীসীতার চরণে। (প্রেম ২৪) পূর্বলীলায় ইনি জয়া ছিলেন (গৌ° গ° ৮৯)। ভক্তমালে (৩) উল্লিখিত আছে যে ইনি ও জঙ্গলী সীতাদেবীর সহচরী ছিলেন। কথিত আছে যে ইনি শান্তিপুরের নিকটস্থ হরিপুরের ক্ষত্রিয়-কুমার ছিলেন—সীতাদেবীর শিষ্য হইয়া ইনি স্ত্রীবেশ ধারণ করেন—নাম হয় নন্দিনী। ইঁহার গাদির মোহান্তগণও স্ত্রীবেশ ধারণ করেন। লোকনাথ দাসের 'সীতা-চরিত্রে' ইঁহার পূর্বনাম—নন্দরাম। নন্দিনী শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন—বগুড়া কালেক্টরী হইতে প্রতি বৎসর ৭২৮/০ দেওয়া হয়। ইনি শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্রবাসিনী হয়েন। পুরীতে এখনও নন্দিনী মঠ আছে।

নয়ন ভাস্কর—হালিসহর-নিবাসী ভাস্কর। 'নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিলা। পরমানন্দে তিহোঁ শীঘ্র যাত্রা কৈলা'॥ (ভক্তি ১০।৩৮১)

খেতুরির বিখ্যাত উৎসবে ইনি গিয়াছিলেন। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের জন্য শ্রীরাধিকার মূর্তি নির্মাণ করিতে ইহাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অনুগ্রহ করি কহে নয়ন ভাস্করে।
নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান॥
করিতে হইবে এক প্রেয়সী-নির্ম্মাণ॥
(ভক্তি ১১।২৪৪—৪৫)

নয়ন ভাস্করে শ্রীজাহ্নবা আজ্ঞা কৈলা। তেহোঁ শ্রীরাধিকা-মূর্তি নির্মাণ করিলা॥ (ভক্তি ১১।৭৮৮)

২ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

আর শাখা রামানন্দ, নয়ন ভাস্কর॥
(প্রেম ২০)

নয়নানন্দ কবিরাজ—শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্য, প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইনি শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। ইঁহার রচিত 'অকিঞ্চন-সর্বস্ব' গ্রন্থে শ্রীল সরকার ঠাকুর-সম্বন্ধে বহু বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থটি অপ্রকাশিত। মতান্তরে—এই গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন দাসের রচিত। (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ২২৯ পৃষ্ঠা)

নয়নানন্দ ঠাকুর—বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে পাল্লুয়া গোপালের শিষ্যবংশের তৃতীয় অধস্তন। ইনি শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-রচিত শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর আধারে ১৬৫২ শকে 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব' ও ১৬৫৩ শকে 'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব' রচনা করিয়া মঙ্গলডিহি গ্রামকে চির-গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

নয়নানন্দ দেব—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পৌত্র ও দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত। ১৬০৭ শকাব্দে বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমীতে শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনয়নানন্দ প্রভু শ্যামানন্দী গাদীশ্বর হওয়ায় কনিষ্ঠ শ্রীশ্রীরাসানন্দ প্রভু পুরীতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীগোকুলানন্দজীউর সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশে শ্রীলকৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর পূর্বাবির্ভাবের অত্যাশ্চর্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের 'গলতা' নামে এক গাদী ছিল। পূর্বে 'শ্রীসূর্যানন্দ' নামে এক পরম তেজস্বী ও প্রেমিক ভক্ত উক্ত গলতা গাদীর অধীশ্বর ছিলেন। একদা তিনি

'রঘুদাস'-নামক প্রধান চেলার হস্তে কার্যভার সমর্পণ করিয়া তীর্থ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রঘুদাস তাহাতে অসামর্থ্য প্রকাশদ্বারা গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় তাঁহাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। রঘুদাস স্বকীয় অপরাধক্ষালনোদ্দেশ্যে তাঁহার চরণে বারংবার লুণ্ঠিত হওয়ায় মহান্ত সূর্যানন্দ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে অচিরে তিনি পুনর্বার জন্ম পরিগ্রহ করিবেন; রঘু শ্রীপুরুষোত্তম যাইবার পথে তাঁহার দর্শন ও চরণামৃত পান করিয়াই অপরাধমুক্ত হইতে পারিবেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে তরবারি-চিহ্ন ছিল, তাঁহার পুনরাবির্ভাবেও তাহা স্মারক চিহ্নরূপে বিরাজিত থাকিবে। এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তীর্থপর্যটন-মানসে পূর্বদিকে চলিতে চলিতে চৌদ্দ সহস্র নাগা সন্ন্যাসিসহ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভু প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সমাদরে লইয়া আসিলেন। মহান্ত সূর্যানন্দ শ্রীপাটে কিছুদিন অবস্থান করিলে পর শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর স্নেহাকর্ষণে তাঁহার পুত্রত্ব-প্রাপ্তির ইচ্ছা তদীয় হৃদয়ে বলবতী হইল। একদিন শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভু নিভৃতে কৃষ্ণকথা-আলাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে সূর্যানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর অভিপ্রায়-অনুযায়ী তাঁহাকে তদীয় শিষ্য শ্রীশ্রীরাধানন্দদেবের আত্মজরূপে আবির্ভূত হইতে আদেশ করিলেন। মহান্ত সূর্যানন্দ ভক্তি-গদ্গদস্বরে পুনশ্চ প্রার্থনা করিলেন যে শ্রীহরিদ্বার তীর্থে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যুদ্ধসংঘর্ষনকালে পলাইয়া আসিবার সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে যে তরবারির আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান রহিয়াছে। উক্ত চিহ্ন যেন তাহার ভাবী দেহেও বর্তমান থাকে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার সে প্রার্থনাও পূরণ করিলেন। অতঃপর তৎপূজিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নরসিংহ শালগ্রামশিলা শ্রীপাটে রাখিয়া মহান্ত সূর্যানন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্য ক্ষেত্রে লীলা সাঙ্গ করিয়া পুনশ্চ শ্রীশ্রীরাধানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীনয়নানন্দ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। এইদিকে রঘুদাস গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইলেন এবং গুরুর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীনয়নানন্দ প্রভুর পৃষ্ঠদেশে তরবারীর চিহ্ন অবলোকন করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার চরণামৃত পান করিতেই তাঁহার পূর্বাপরাধ দূর হইল এবং গুরুর আশীর্বাদ ও আদেশ লাভ করিয়া গলতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মহান্ত-পদে সমাসীন হইলেন। শ্রীলক্ষ্মী-নরসিংহ শালগ্রামশিলা অদ্যাপি শ্রীপাটে শ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। শ্রীনয়নানন্দ-প্রভুর রচিত বঙ্গ, উৎকল ও মৈথিলী ভাষায় ১৫টি সংকীর্তনের পদ এযাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ও শ্রীশ্যামানন্দ-রসার্ণব-প্রণেতা কৃষ্ণদাস শ্রীনয়নানন্দ প্রভুর অনুশিষ্য ছিলেন। শ্রীনয়নানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীনয়নানন্দ প্রভু বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার সমাধি মন্দির শ্রীপাটে ও ময়নাগড়ে সুবিরাজিত আছেন। (রসিকমঙ্গলের ভূমিকা)

নয়নানন্দ মিশ্র—ব্রাহ্মণ। প্রসিদ্ধ শ্রীলগদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। মহাপ্রভু ইঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। প্রসিদ্ধ পদ-কর্তা। (গৌগ ১৯৬,২০৭) ব্রজের নিত্যমঞ্জরী।

'অনন্ত আচার্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন ॥' (চৈ° চ° আদি ১২।৮০)

মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদির নিকট ভরতপুর গ্রামে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সেবাভার শ্রীগদাধর পণ্ডিত ইঁহাকে দিয়াছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় ইনি সংসারী হয়েন। নয়নানন্দের বংশ-ধরগণ অদ্যাপি উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন। খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গৌরপদাবলী হৃদ্য ও আস্বাদ্য। (গদাধর পণ্ডিত দেখ)।

বন্দে শ্রীনয়নানন্দং মিশ্রং প্রেম

সুধার্ণবম্। গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্॥ (শা° নি° ১০)

নয়ান সেন—শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণব, শ্রীনিবাস আচার্য যে সময়ে শ্রীখণ্ডে শ্রীস সরকার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সে সময়ে ইনি তাঁহার নিকটে ছিলেন। (প্রেম ৪)

নরসিংহ কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চন-গড়িয়া।

তথায় নরসিংহ কবিরাজ প্রতি।
দয়া করি মন্ত্র দিল, অর্পিয়া শকতি॥
পরম পণ্ডিত তিহোঁ প্রভুরে ধেয়ায়।
তাঁর প্রেম-চেষ্টা-গুণ বুঝন না যায়॥
(কর্ণা ১)

নরসিংহ তীর্থ—'নৃসিংহ তীর্থ' দেখ।

নরসিংহ দাস—হংসদূতের পদ্যে অনুবাদক [ব-সা-সে]।

নরসিংহ দেব (প্রথম)—চোড় গঙ্গবংশীয় অষ্টম রাজা (১২৩৮—৬৪ খৃঃ) কোণার্ক সূর্যমন্দির-নির্মাতা।

নরসিংহ নাড়িয়াল—শ্রীহট্টবাসী, শ্রীঅদ্বৈতের পিতামহ। ইনি শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলিগ্রামে থাকিয়া সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন এবং উত্তরকালে রাজা গণেশের অমাত্য হন। ইঁহারই মন্ত্রণায় রাজা গণেশ (১৪০৭ খৃঃ) শামস্ উদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। [অদ্বৈত-প্রকাশ ১]

নরসিংহ রায় রাজা—পক্কপল্লী বা পাইকপাড়াতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি সস্ত্রীক শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। (রূপচন্দ্র সরস্বতী দেখ)

নরোত্তম স্বগণ রাজা নরসিংহ রায়।
অতি দূরদেশ পক্কপল্লী রাজধানী হয়॥
গঙ্গাতীরে নগরী সে অতিমনোরম।
পুত্রসম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু থাকে তার পাশে।
আর দিনে নরসিংহ নিজ ঘরণী আনিলা। নরোত্তম গোঁসাই তাঁরে মন্ত্র-প্রদান কৈলা॥ (প্রেম ১৯)

নৃসিংহ নামেও ইনি খ্যাত ছিলেন--

রাজা নৃসিংহ পরম তেজোময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
(নরো ১২)

রাজা নরসিংহ রায় সর্বাংশে উত্তম।
তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম॥
(প্রেম ২০)

ইহার স্ত্রীর নাম রূপমালা ছিল।
জয় রূপমালা নরসিংহ-ঘরণী॥
(নরো ১২)

নরহরি চক্রবর্তী—(ঘনশ্যাম দাস) —মুর্শিদাবাদ জেলায় রেঙাপুর বা রেঙাগ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। ইঁহার পিতা প্রসিদ্ধ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য—জগন্নাথ। ইনি শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্তির শিষ্য ছিলেন—

মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্তী।
জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি—এই আর্তি॥ (নরো ১৩)

ইনি শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে ব্রজে যাইয়া তাঁহার পাচকের কার্যে নিযুক্ত হন। এজন্য তিনি 'রসুইয়া পূজারী' নামে খ্যাত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ—(১) ভক্তিরত্নাকর, (২) নরোত্তম-বিলাস, (৩) শ্রীনিবাস-চরিত্র, (৪) গীতচন্দ্রোদয়, (৫) ছন্দঃ-সমুদ্র, (৬) গৌরচরিত-চিন্তামণি, (৭) নামামৃতসমুদ্র, (৮) পদ্ধতি-প্রদীপ, (৯) সঙ্গীতসারসংগ্রহ প্রভৃতি। ইনি একাধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরম ভক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সকল ভক্তের জীবনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীলোকনাথ, শ্রীপ্রবোধানন্দ বা শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতির কথা এবং পরবর্তী মহাজনত্রয়—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুর কথা কুত্রাপি নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় আচার্যদের এবং তৎকালীয় ভক্ত-বৃন্দের অপ্রকাশিতপূর্ব জীবনবৃত্তান্ত ইনি ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে ৫ম তরঙ্গে শ্রীব্রজ-মণ্ডলের এবং দ্বাদশ-তরঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে স্থান বিলুপ্ত হইলেও সহৃদয় ভক্তচিত্তে ও কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ঐতিহাসিক হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য অত্যল্প হইলেও কিন্তু স্থানসূচক বিবরণে ইহাকে অমূল্যই বলিতে হয়।

নরহরি দাস—'অদ্বৈতবিলাস-নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। এই গ্রন্থখানি নাতি প্রামাণিক।

নরহরি বিশারদ—বাসুদেব সার্ব-ভৌমের পিতা। (বঙ্গের জাতীয়

ইতিহাস ২৯৫ পৃঃ)

ভট্টাচার্য-বিশারদো নরহরিঃ খ্যাতো নবদ্বীপকে, জ্যায়ান্ সর্বগুণান্বিতো বিজয়তে লোকান্তরস্থো হ্যসৌ। জাতৌ শ্রীলবিশারদস্য তনয়ৌ শ্রীবাসুদেবাহ্বয় - শ্রীরত্নাকর- নামকৌ গুণনিধী শ্রীসার্বভৌমো মহান্॥

চৈতন্য ভাগবতে (মধ্য ২১।৬) ইঁহার নাম—মহেশ্বর। সার্বভৌম-রচিত অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় আছে—নরহরি। ইঁহার পিতার নাম—রত্নাকর। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-মতে বিশারদের দ্বিতীয় পুত্রের নামই—রত্নাকর। বঙ্গে নব্য ন্যায়-চর্চামতে ইঁহাদের বংশ-তালিকা—

বংশ-তালিকা

রত্নাকর
- নরহরি বিশারদ
  - বাসুদেব সার্বভৌম
    - জলেশ্বর
      - স্বপ্নেশ্বর
    - চন্দনেশ্বর
  - কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি
  - বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি
    - কাশীনাথ বিদ্যানিবাস
  - চণ্ডীদাস বিদ্যানন্দ
- শ্রীনাথ ভট্টাচার্য
- শ্রীকান্ত
  - পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগর

হরিদাস-রচিত শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় বিশারদের কাল-সূচনা ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ আছে—'তথা গৌড়প্রৌঢ়-পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশ-শতীমিত-শকাব্দে... ... বিশারদে-নোক্তম্ (৩৪—৩৫ পত্র)। সুতরাং বারবক্ সাহার রাজত্বকালে ১৩৯৭ খৃঃ কিছু পরেই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে বিশারদ একটি স্মৃতিগ্রন্থও করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ-মহিমায় (১ম সং, ৩৪ পৃঃ) লিখিত আছে যে বাসুদেবের পিতা স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির টীকা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। তৎকালে বিশারদ গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন এবং ঐসময়ে তাঁহার সমকক্ষ মিথিলার পণ্ডিত ছিলেন—বাচস্পতি মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল-মতে ইনি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই কাশী-বাসী হয়েন 'বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী'। ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহাধ্যায়ী (চৈচ মধ্য ৬।৫৩)। [বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা]

নরহরি সরকার ঠাকুর—বৈদ্য। শ্রীখণ্ডগ্রামে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলার প্রাণসখী—শ্রীমধুমতী।

খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
(চৈ° চ° আদি ১০।৭৮)

১৪০১ কিম্বা ১৪০২ শকাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীনারায়ণ দেব। মাতার নাম—শ্রীগোয়ী (মুরারি সেনের কন্যা) দেবী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর। এই মুকুন্দেরই পুত্র—প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি—তিনজন॥
(ভক্তি ১১।৭৩০)

পিতার অপ্রকটে মুকুন্দ নবদ্বীপে নরহরির অধ্যয়ন-ব্যবস্থা করিয়া গৌড়ের বাদশাহের গৃহচিকিৎসক-রূপে গমন করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই নরহরি সুপণ্ডিত ও ভক্তি-রসজ্ঞ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গলাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিতেন। তৎপরে নরহরি ঠাকুর এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। নরহরির প্রেম-কাহিনী অতীব মনোহর। চামর-ব্যজনই নরহরির সেবা ছিল। 'নরহরি চামর ঢুলায়।'

(১) ভক্তিচন্দ্রিকা পটল, (২)

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত, (৩) শ্রীচৈতন্য-সহস্রনাম (৪) শ্রীশচীনন্দনাষ্টক (৫) শ্রীরাধাষ্টক প্রভৃতি ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার কৃত পদাবলী অমৃত-সমান। আনুমানিক ১৫৪০ খৃ: অব্দে অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা একাদশীতে ইনি অদর্শন হয়েন। শ্রীনরহরির তিরোভাব-উৎসবে তৎকালের যাবতীয় বৈষ্ণববৃন্দের আগমন হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু এই উৎসবে কর্মকর্তা ছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামী উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় উৎসব-দিনে জনৈক অন্ধের দৃষ্টিলাভ হয়।

শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি-স্থাপিত শ্রীগৌরবিগ্রহ অদ্যাপি পরম যত্নে সেবিত হইতেছেন। শ্রীনরহরির অগ্রজ শ্রীমুকুন্দ ঠাকুরের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন হইতেই শ্রীখণ্ডের ঠাকুর-বংশের বিস্তৃতি।

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী সর্বোপরি।
যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি॥
(ভক্তি ৯ ৫১৩)

একবার শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে গিয়া সরকার ঠাকুরের নিকট মধুপান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তিনিও তখন নিকটবর্তী পুষ্করিণীর জলকে স্বপ্রভাবে মধুরূপে পরিণত করিয়া উঁহাদের পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছেন, সেই পুষ্করিণীকে এখন 'মধুপুষ্করিণী' বলে। নরহরি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে যে তিনটি শ্রীগৌরবিগ্রহ নির্মিত করাইয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে শ্রীখণ্ডে, কাটোয়া ও গঙ্গানগরে (সংপ্রতি শ্রীখণ্ডে) সেবিত হইতেছেন।

নরোত্তম ঠাকুর—কায়স্থ। ধনী রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। রাজসাহী জেলার গোপালপুর পরগণার ইনি অধিপতি ছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার উত্তর পশ্চিম ছয় ক্রোশ ব্যবধানে পদ্মানদীর তীরে প্রেমতলি হইতে উত্তর-পূর্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ-ব্যবধানে খেতুরী নামক গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীনরোত্তমের মাতার নাম—শ্রীনারায়ণী দেবী। পঞ্চদশ শক-শতাব্দের মধ্যভাগে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। কাহারো মতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে (১।৪৬৬—৬৮) জানা যায়—

জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীলনরোত্তম॥
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য।
মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
অতি সুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী॥
কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বাল্য হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবে অনুরক্ত হন। কেহ কেহ বলেন—পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ-তাতপুত্র শ্রীসন্তোষ দত্তের উপর রাজ্যাদির ভার অর্পণ করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

প্রেমবিলাসে (৮) বর্ণিত আছে যে মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা গ্রামে একদিন কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ 'নরোত্তম' নাম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে প্রভুর মন অস্থির হইল। নিত্যানন্দ-সঙ্গে পরামর্শ করত পদ্মাতীরে গড়ের হাটে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন—'প্রভু কহে শ্রীপাদ! বুঝি করহ ভাবনা। আপনার গুণ তুমি না জান আপনা॥ নীলাচল যাইতে যত কান্দিয়াছ তুমি। সেই প্রেমা দিনে দিনে বান্ধিয়াছি আমি॥ সে প্রেম রাখিব আমি পদ্মাবতী-তীরে। নরোত্তম-নামে পাত্র দিব আমি তাঁরে॥ প্রেমে জন্ম হবে তাঁর আমা বিদ্যমানে। এখনে রাখিয়া যাব পদ্মাবতী-স্থানে।' তারপরে কুতুবপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে—'স্নান করি তটে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভ। হুহুঙ্কার প্রেমভরে হৈল মহাকম্প॥' তারপরে—'প্রভু কহে পদ্মাবতী! ধর প্রেম লহ। নরোত্তমনামে পাত্র, প্রেম তাঁরে দিহ॥ নিত্যানন্দসহ প্রেম রাখিল তোমা স্থানে। যত্ন করি ইহা তুমি রাখিবা গোপনে॥' তখন—'পদ্মাবতী বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম॥ 'যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥' যেস্থানে প্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেম রাখিলেন, তাহাই উত্তরকালে 'প্রেমতলী' নামে কথিত হইয়াছে। দ্বাদশবর্ষ বয়সে নরোত্তম স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দর্শন পাইলেন এবং পদ্মাবতীর স্থানে গচ্ছিত প্রেম লইবার জন্য আদেশ লাভ করিলেন।

প্রাতঃকালে একাকী পদ্মাতীরে গেলেন, যখন—'স্নান করিবারে আসি জলে উত্তরিলা। চরণ-পরশে পদ্মাবতী উথলিলা॥' তখন শ্রীচৈতন্যের বাক্য স্মরণ করিয়া পদ্মা নরোত্তমকে প্রেম সমর্পণ করিলেন। প্রেম পাইয়া নরোত্তমের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইল; পিতামাতা অনেক সন্তর্পণে নরোত্তমকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রেমমদিরা-পানে অতিমত্ত নরোত্তম গেহশৃঙ্খল ছেদন করত শ্রীবৃন্দাবন-পথে ছুটিলেন। অহো! তাৎকালীন অবস্থা—'আহারের চেষ্টা নাই সকল দিবসে। ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥ পথেতে চলিতে পায়ে হৈল বড় ব্রণ। বৃক্ষতলে পড়ি রহে হৈয়া অচেতন॥' দৈন্যার্ত্তি-রোদনে নরোত্তমের দিবানিশি কাটিতে লাগিল। একদিন—'দুগ্ধ-ভাণ্ড লৈয়া এক বিপ্র গৌরবর্ণ। নরোত্তম এই দুগ্ধ করহ ভক্ষণ॥ অহে বাপু নরোত্তম! এই দুগ্ধ খাও। ব্রণ স্বাস্থ্য হবে, সুখে পথে চলি যাও॥' দুগ্ধ রাখিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি নিদ্রিত হইলে শ্রীরূপ-সনাতন আসিয়া বক্ষে হস্ত দিয়া তাঁহার সব ক্লেশ দূর করত বলিলেন, 'শ্রীচৈতন্যপ্রভু-আনীত দুগ্ধ ভোজন কর।' দুই ভাই সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। নরোত্তম নির্বিঘ্নে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া কি প্রকারে শ্রীলোকনাথ গোস্বামির কৃপালাভ করেন, তাহাও (প্রেবি ১১) বর্ণিত আছে। নরোত্তম শ্রীলোকনাথের শয্যোত্থানের বহুপূর্বে শয্যাত্যাগ করত লোকনাথের বাহ্যকৃত্যের স্থানটি পরিষ্কার করিতেন, হস্তশৌচের জন্য উত্তম মাটি ও জল আনিতেন—ঝাড়ুখানি বুকে ধরিয়া অশ্রুধারায় মুখবুক ভাসাইতেন। লোকনাথ এই সেবা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নরোত্তমকে আত্মসাৎ করিলেন।

'যেস্থানে গোসাঞিজীউ যান বহির্দেশ। সেই স্থানে যাই করেন সংস্কার-বিশেষ॥ মৃত্তিকাশৌচের লাগি মাটি ছানি আনে। নিত্য নিত্য এইমত করেন সেবনে॥ ঝাঁটা গাছি পুঁতি রাখে মাটির ভিতরে। বাহির করি' সেবা করে আনন্দ অন্তরে॥ আপনাকে ধন্য মানে, শরীর সফল। প্রভুর চরণ-প্রাপ্ত্যে এই মোর বল॥ কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাঁটা বুকে দিয়া। পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া॥'

(প্রেবি ১১।৬৫ পৃঃ)

দীক্ষার পরে লোকনাথ নরোত্তমকে যাবতীয় উপাসনা-রীতি বুঝাইয়া দিলেন। নরোত্তমের সিদ্ধ-নাম হইল—চম্পকমঞ্জরী। ইনি মানস-সেবায় দুগ্ধ আবর্ত্তন-কালে উচ্ছলিত দুগ্ধ নাবাইতে হস্ত দগ্ধ করেন; বাহ্যাবেশেও হস্ত দগ্ধ দেখিয়া লোকনাথ তাঁহাকে বহু কৃপা করিলেন।

শ্রীজীবপ্রভু তত্রত্য বৈষ্ণবগণের সম্মতিক্রমে গৌড়ীয় গোস্বামিগুরু-বর্গের গ্রন্থরাজি গৌড়দেশে পাঠাই-বার জন্য উপযুক্ত যানবাহন ও রক্ষী প্রভৃতি লইয়া শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দকে পাঠাইলেন। বনবিষ্ণুপুরের নিকটে গ্রন্থরত্ন চুরি হইলে আচার্যপ্রভু নরোত্তমকে খেতুরীতে এবং শ্যামানন্দকে উৎকলে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুরই শক্তি বলিয়া খ্যাত। রাজধানী খেতুরীর এক ক্রোশ দূরে ইনি আশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার নাম--'ভজনটুলি'। শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বদেশে আগমন করিয়া কিছুদিন পরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত—এই ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইনি মহামহোৎসব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে ঐ উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ঠাকুর মহাশয় 'গরাণহাটী' নামক সুরের প্রবর্ত্তন করিয়া এমন-ভাবে সঙ্গীতবিদ্যা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন যে তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট ও অপ্রকট লীলার সকল পার্ষদগণই একত্র সমবেত হইয়া সকল দর্শক এবং শ্রোতৃবৃন্দের সমধিক আনন্দরস বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ইঁহার চিরসঙ্গী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইঁহার জীবনী, কার্যকলাপ প্রভৃতি ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের রচনামধ্যে প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত 'হাটপত্তন' নামক ক্ষুদ্রপ্রবন্ধটি তাঁহার নামে আরোপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু রূপকের মধ্যে নিহিত

তথ্যগুলি শ্রীগৌরগণের লীলায় যথোচিতভাবে সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে অন্য কাহারও রচনা বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন হস্তলিপিতে দেখিয়াছি যে উহার রচয়িতা জনৈক রামেশ্বর দাস। যে 'নরোত্তমদাস' হাটপত্তন রচনা করিয়া চৈতন্যের হাটে ঝাড়ুগিরি করিয়া ফিরেন, তিনিই যে আবার 'অলঙ্কার ঝালাইয়া প্রকাশ' করিবার মহত্ত্বটুকু স্বয়ং বর্ণনা করিয়া শ্রীগৌর-গণোচিত দৈন্যের লাঘব করিবেন, ইহা ত মনে করা যায় না। কাহারও মতে ইনি সিদ্ধভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধ্য-প্রেমভক্তি ও চমৎকার-চন্দ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেরও রচনা করিয়া-ছেন, কিন্তু তাহারা প্রকাশিতও নহে, যে দুই একখানা হস্তলিপি দেখা গিয়াছে, তাহার ভাব ভাষা অন্যপ্রকার। শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় 'স্মরণ-মঙ্গল' নামক ১১টি শ্লোকের পয়ার দীর্ঘত্রিপদী আদি ছন্দে সরল বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে এই দুইটি পংক্তি দেখা যায়—'শ্রীরূপমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল এক কালের আখ্যান ইত্যাদি।'

ঠাকুরমহাশয় সঙ্গীতদ্বারা বঙ্গদেশে অভিনব প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীপ্সিত প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া চিরজীবী হইয়াছেন।

সংকীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য—
দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত—দিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারা-স্নপিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

নরোত্তম মজুমদার—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা নরোত্তম মজুমদার।
(প্রেম ২০)

জয় অতিবিজ্ঞ নরোত্তম মজুমদার।
(নরো ১২)

নর্ত্তক গোপাল—ব্রাহ্মণ। শ্রীনিত্যা-নন্দ-শাখা।

নর্ত্তক গোপাল, জিতামিশ্র বিপ্রবর্য। (নরো ?)

নলিন পণ্ডিত—শ্রীজলধর পণ্ডিতের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা মহা-ভাগবত শ্রীবৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়।
(বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেখ)

শ্রীহট্টনিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত। তাঁর পাঁচ পুত্র হইল পরম বিদ্বান্। সর্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়॥ (প্রেম ২৩)

নলিনী দেবী—রাজা চাঁদ রায়ের ভ্রাতা সন্তোষ রায়ের বনিতা। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা।

সন্তোষ রায়ের ঘরণী নলিনী-অভিধান। (প্রেম ২০)

নবকান্ত—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ১৪৫৩ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলিতে হোরি-লীলাবিষয়ক।

নবগৌরাঙ্গ দাস——শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রাধাবল্লভ চৌধুরী শাখা নব গৌরাঙ্গ দাস। (প্রেম ২০)

জয় নব গৌরাঙ্গ দাস গুণরাশি।
যেঁহ গৌরচন্দ্র নামে মত্ত দিবানিশি॥
(নরো ১২)

নবচন্দ্র——পদকর্ত্তা; গোষ্ঠোচিত সখ্যবিষয়ক তিনটি পদ পদকল্পতরুতে সমাহৃত হইয়াছে।

নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামি-বিদ্যারত্ন—শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ-বংশ্য পণ্ডিত। 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ,' 'বৈষ্ণবব্রতদিন নির্ণয়' এবং 'অরুণোদয়-বেধে জন্মাষ্টমী পরিত্যাগবিধি' প্রভৃতি গ্রন্থের নির্মাতা। ১৮৬৭ খৃঃ ইনি 'শঙ্করাচার্য-বিজয়' গ্রন্থের শোধন জন্য বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটি-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ৩৩ প্রকরণ পর্যন্ত শোধন করিয়া অনবসরবশতঃ ন্যায়াধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের উপর অবশিষ্ট গ্রন্থের শোধনভার সমর্পণ করেন [শঙ্করবিজয়ের ভূমিকা Bibliotheca Indica, New Series 49,137,138 published in 1868 A.D.]। বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়—সহকারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি যাবতীয় শাস্ত্রসমুদ্র আলোড়ন করত, বিশেষতঃ সিদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের উপদেশ পাইয়া বৈষ্ণবাচারদর্পণ দুই খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ অথচ বৈষ্ণব মার্গে সাধন-প্রয়াসী ভক্তগণের হিতার্থে ইনি সহজ বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থে বৈধী ও রাগানুগামার্গের বিস্তারিত বিবৃতি দিয়াছেন। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি নবদ্বীপে শ্রীবাসাঙ্গনে সোণারগৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিগ্রহগণের সেবায় অতুলনীয় শ্রীগৌরনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন।

নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—পদকর্ত্তা। পদ-কল্পতরুর ২৯৬১ সংখ্যক পদটি নামসঙ্কীর্ত্তন-বিষয়ক।

নবনী হোড়—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

[চৈ° চ° আদি ১১।৫০]

নসির মামুদ—মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ১৩৩৯ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলিতে গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক।

নাজীর—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। 'হিন্দীকে মুসলমান কবি' পুস্তকে ইহার রচনা স্থান পাইয়াছে।

নাভা—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মাতা ঠাকুরাণী। শ্রীকুবের আচার্যের পত্নী।

নাভানামে শ্রীকুবের-মিশ্রের ঘরণী।
অতিপতিব্রতা যেঁহো অদ্বৈত-জননী॥
পুত্রের কামনা পূর্বে দোঁহার আছিল।
তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল॥
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

(ভক্তি ১২।১৭৫৬-৫৮)

শ্রীনাভাদেবীর পিতার নাম—মহানন্দ বিপ্র। ইনি নবগ্রামের নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশজ।

সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্বগুণের আলয়॥
তাঁর কন্যা নাভাদেবী পরমা সুন্দরী।
কুবের আচার্য সনে বিয়া হৈল তাঁরি॥

(প্রেম ২৪)

শ্রীনাভাদেবীর সাত পুত্র। (অদ্বৈত আচার্য দেখ)।

নাভাজী——অগ্রদাসজীর শিষ্য। ডোমকুলের উজ্জ্বলতা-বিধায়ক। হিন্দী ভক্তমালের রচয়িতা। ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন—লালদাস বা কৃষ্ণদাস [শ্রীনিবাস-আচার্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন], টীকা করিয়াছেন—প্রিয়াদাসজি। [প্রথমখণ্ডে নাভদাস দ্রষ্টব্য]।

নারায়ণ—বৈদ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। ইঁহারা চারি ভ্রাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাস।

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ, চারি ভাই—নিতাই-কিঙ্কর॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৪৬)

২ শ্রীসনাতন প্রভুর জ্যেষ্ঠ পিতামহ।

(রত্না ১।৫৫৯)

৩ দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা [জগন্নাথ দেখুন] (বৈষ্ণববন্দনা)

নারায়ণ কবি—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

তবে প্রভু করিলেন নারায়ণ কবি
প্রতি দয়া। শরণ লইলে তিঁহো
দিলা পদছায়া॥ (কর্ণা ১)

নারায়ণ গুপ্ত—শ্রীগৌরভক্ত, পরিচয় অজ্ঞাত। 'শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দো গুপ্ত নারায়ণ'। [বৈষ্ণববন্দনা]

নারায়ণ ঘোষ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। নারায়ণ ঘোষ, শাখা গৌরাঙ্গ দাস। (প্রেম ২০)

জয় নারায়ণ ঘোষ প্রেমভক্তিময়।
যাঁর গানে মত্ত শ্রীঠাকুর মহাশয়।

(নরো ১২)

নারায়ণ চৌধুরী—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। গোয়াস পরগণার জয়পুরে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি শ্রীশ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ স্বীয় গুরুদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (অনু ৭)

নারায়ণ দাস—ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। কাহার গণ জানা যায় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখার নারায়ণ দাসও হইতে পারেন। যে সময়ে মথুরায় যবন-ভয়ে শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহকে বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখন শ্রীরূপগোস্বামির সঙ্গে যে যে ভক্ত শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে গমন করিতেন, তন্মধ্যে ইঁহারও নাম পাওয়া যায়।

ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল
মথুরা নগরে। একমাস রহিলা
বিট্‌ঠলেশ্বর-ঘরে। গোপাল দাস
আর দাস নারায়ণ। (শ্রীরূপ) এই
সব মুখ্য ভক্ত লঞা সঙ্গে। শ্রীগোপাল
দরশন কৈলা বহুরঙ্গে॥

(চৈ° চ° মধ্য ১৮।৪৭,৫৩)

২ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা। অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ॥

[চৈ° চ° আদি ১২।৬১]

৩ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের শিষ্য নারায়ণ দাস
খ্যাতা। কৃষ্ণ বিনা আর নাহি জানে
শুদ্ধচেতাঃ॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।৮৩]

সম্ভবতঃ ইনি শ্রীগোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর একজন।

৪ শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর প্রপৌত্র শ্রীজগদানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইনি শ্রীল দাসগোস্বামিকৃত 'মুক্তাচরিতে'র পয়ারে অনুবাদক। ১৬২৪ খৃঃ রচনা-কাল (?)।

৫ উজ্জ্বলনীলমণির অনুবাদক [পাট-বাড়ী পুঁথি অনু ১]

নারায়ণ দাস কবিরাজ—শ্রীগীত-গোবিন্দের উপর 'সর্বাঙ্গসুন্দরী'-নামক টীকা করেন। ১৪৫৮-তম শকে শ্রীরমানাথ শর্মা মনোরমা-ব্যাখ্যানে '৫সর'-ধাতুর ব্যুৎপত্তি-বিচারে নারায়ণ দাসের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ইনি তৎ-পূর্ববর্ত্তী হইবেন। বালবোধিনীটীকায়

(গী ১১।২) 'নামসমেতং' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় শ্রীপূজারি গোস্বামীও 'সর্বাঙ্গ-সুন্দরীর' নাম করিয়াছেন।

নারায়ণ দাস ঠাকুর--শ্রীখণ্ড-বাস্তব্য সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও পরম বৈষ্ণব। ইনি শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন—ইঁহারই ঔরসে শ্রীমুকুন্দ, মাধব ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। কেহ কেহ বলেন—ইনি গীতগোবিন্দের টীকা করিয়াছেন।

নারায়ণ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

নারায়ণ পণ্ডিত বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর॥
[চৈ° চ° আদি ১০।৩৬]

নারায়ণ পৈড়ারি—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

নারায়ণং পড়িয়ারিং গৌরপ্রেম-সুধালয়ম্। শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গ-সেবা-সুখবিনোদিনম্॥ [শা° নি° ৫৭]

নারায়ণ বাচস্পতি–শ্রীগৌর ভক্ত। পূর্বলীলায় শৌরসেনী (গৌগ ১৬৮)

কৃপা করি' দেহ বাচস্পতি নারায়ণ। স্তুতি করি' যে বর পাইল ভক্তগণ॥ [নাম। ১৪৬]

নারায়ণ ভট্ট—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, ইঁহারই প্রিয় শিষ্য নারায়ণ ভট্ট। শ্রীনারায়ণ ভট্ট দক্ষিণ মাদুরার অধিবাসী ভৈরব-নামক জনৈক মাধ্বসংপ্রদায়ী তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, ১৬০২ সম্বতে ব্রজে আসিয়া ইনি আনুমানিক ১৭০০ সম্বতের পূর্বে শ্রীধামের রজঃ-লাভ করেন। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণীকার কবি গৌড় পূর্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীনারায়ণ ভট্টের নিকট দ্বৈতমতে উপদিষ্ট হন। ব্রজ-তীর্থ-উদ্ধার, রাসলীলানুকরণের সর্বপ্রথম প্রাকট্য, ব্রজযাত্রা ও বনযাত্রার সর্বপ্রথম প্রচার, শ্রীজীর প্রাকট্য, শ্রীবলদেবের প্রাকট্য প্রভৃতি ইঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত ইঁহার গ্রন্থাবলী—ভক্তি-রসতরঙ্গিণী, ব্রজভক্তিবিলাস, ব্রজ-দীপিকা, ব্রজোৎসবচন্দ্রিকা, ব্রজমহোদধি, ব্রজোৎসবাহ্লাদিনী, বৃহদ্‌ব্রজ-গুণোৎসব, ব্রজপ্রকাশ, ব্রজদীপিকা, ভক্তভূষণ সন্দর্ভ, ব্রজসাধনচন্দ্রিকা, ভক্তিবিবেক, সাধনদীপিকা, রসিকাহ্লাদিনী (শ্রীভাগবতটীকা), প্রেমাঙ্কুর নাটক, লাড়িলীলালযুগলপদ্ধতি এবং লাড়িলেয়াষ্টক। ২ (জচ ২।২০) জগদীশ পণ্ডিতের পিতামহ।

নারায়ণ মণ্ডল—শ্রীআচার্যপ্রভুর পরিবার। [অনু ৭]

নারায়ণ রায়· শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

নারায়ণ রায় শিষ্য পরম উদার।
(প্রেম ২০)

জয় নারায়ণ রায় পরম সুশান্ত।
সদা মত্ত দেখি' শ্রীবিগ্রহ রাধাকান্ত॥
(নরো ১২)

নারায়ণ সরকার—বৈদ্য। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের পিতৃদেব। শ্রীখণ্ড-নিবাসী।

নারায়ণ সান্যাল—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

নারায়ণ সান্যাল আর মিশ্র পুরন্দর।
(প্রেম ২০)

নারায়ণী দাসী—এই মহাভাগ্যবতী রমণী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ধাত্রীমাতা ছিলেন। (জয়া চৈ° মঃ)

২ প্রসিদ্ধ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী।

(নরোত্তম ঠাকুর দেখ)

ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী-সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম॥
(নরো ২)

নারায়ণী দেবী—প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের অগ্রজ শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা। পূর্বলীলায়—কিলিম্বিকা (গৌ° গ° ৪৩)। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের মাতাঠাকুরাণী। স্বামীর নাম—শ্রীবৈকুণ্ঠদাস বিপ্র।

কুমারহট্টে বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথ যিঁহো। তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥ তাঁর গর্ভে জনমিলা বৃন্দাবন দাস॥ (প্রেম ২৩)

শ্রীবৃন্দাবন দাস যখন গর্ভে সেই সময়ে শ্রীনারায়ণীর স্বামির পরলোক গমন হয়। এজন্য স্বামিগৃহ কুমারহট্ট বা হালিসহর গ্রাম ছাড়িয়া নারায়ণী নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আগমন করেন। (বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেখ)

শ্রীমহাপ্রভু নারায়ণীকে বাল্যকাল হইতে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে প্রভু ইঁহাকে প্রায়ই খাইতে দিতেন। ভক্তগণ এজন্য নারায়ণীকে মহাপ্রভুর 'আলবাটা' বা পিক্‌দানী বলিয়া ডাকিতেন।

শ্রীলোচন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়া নারায়ণীর পুত্র শ্রীল বৃন্দাবন দাসকে তাহা দর্শন করিতে দিলে শ্রীবৃন্দাবন দাস উক্ত গ্রন্থে

সন্ন্যাসের পূর্বদিনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর সম্ভাষণ-কাহিনী অত্যুক্তি বোধে গ্রন্থখানিকে অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু নারায়ণী দেবী একথা শ্রবণ করিয়া পুত্রকে বলেন—'লোচন যাহা লিখিয়াছে, তাহা সত্য; কারণ সহচরীগণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মহাপ্রভুর শয়ন-কক্ষে প্রেরণ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমবার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম এবং লোচন যাহা বর্ণন করিয়াছে, তাহাই শ্রবণ করিয়াছি'। মাতার মুখে লোচনের গ্রন্থের সত্যতা বুঝিয়া বৃন্দাবন দাস আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন।

২ ইনি শ্রীনিত্যানন্দ-নন্দন শ্রীবীরভদ্র গোস্বামির পত্নী। পিতার নাম—শ্রীযদুনন্দন আচার্য। মাতার নাম—শ্রীলক্ষ্মীদেবী। নারায়ণীর ভগ্নীর নাম—শ্রীমতী দেবী। দুই জনকেই শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী বিবাহ করিয়াছিলেন।

(যদুনন্দন) তাঁর দুই দুহিতা
শ্রীমতী, শ্রীনারায়ণী। সৌন্দর্যের
সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥
(ভক্তি ১৩।২৫২)

শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা মাতা দুই পুত্রবধুকেই দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

৩ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা। স্বামীর নাম—শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী। কন্যার নাম—শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া। শ্রীনারায়ণী বৃন্দাবনে রাধা-কুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীচক্রবর্তীর পত্নী নাম নারায়ণী।
জগৎ-বিদিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী॥
(নরো ১২)

নারোজী দস্যু——ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্যে 'চোরানন্দি'-বনে দস্যু-বৃত্তি করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ সময়ে নারোজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, প্রভুর দর্শনমাত্রে নরঘাতক মহাপাপী সেই দস্যুর ভাবান্তর হয়।

নাবড় শ্রীগর্ভ—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী।
নিত্যানন্দ প্রিয় বড় নাবড় শ্রীগর্ভ।
(জয়া চৈ° ম°)

নাসির মামুদ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। পদকল্পতরুর ১৩৩৯ সংখ্যক পদটি ইহার রচনা। (নসির মামুদ)

(শ্রী) নিত্যানন্দ—বীরভূম জেলায় একচক্রাগ্রামে ১৩৯৫ শকে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে আবির্ভাব। পিতা—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা; মাতা—পদ্মাবতী। পিতা-মহ—সুন্দরামল্ল নকড়ি বাড়ুরী। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্ব নাম—কুবের। ইনি অবধূত ছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর, (মতান্তরে লক্ষ্মীপতির), প্রেমবিলাস (২৪)-মতে আবার ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ইনি ঈশ-প্রকাশ (চৈচ আদি ১।৭—১১) সর্ব গৌড়ীয়ের উপাস্য তত্ত্ব (চৈচ আদি ১।১৮—১৯), ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ (ঐ ৯।২১, ১০।১১৫)। দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ বাল্যক্রীড়া (চৈভা আদি ৯।১২—৯৯), তীর্থপর্যটন বিশ বর্ষ (ঐ আদি ৯।১০০—২৩৬)। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যগৃহে আগমন ও মহাপ্রভুসহ মিলনাদি (ঐ মধ্য ৩।১২০—৪।৭৬)। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা (ঐ মধ্য ৫।৬—১৩২), ষড়্ভুজ-দর্শন (ঐ মধ্য ৫।১৫০—১৫৫); অদ্বৈতের শান্তিপুর হইতে আগমন ও নিত্যানন্দ-মিলনাদি (ঐ মধ্য ৬।১৪—১৭৩)। শ্রীবাসগৃহে বাল্যভাবে স্থিতি ও মালিনীর বাৎসল্যাদি (ঐ মধ্য ৭।৭—৮।৮)। শচীগৃহে ভোজনলীলাদি (ঐ মধ্য ৮।২৭—১৪৩)। মহাপ্রভুর অভিষেকে (ঐ মধ্য ৯।২৯, ২৫, ১০।৬); নিত্যানন্দ-পাদোদক-বিতরণলীলাদি (ঐ মধ্য ১২।৩২—৪১; জগাইমাধাই-উদ্ধার (ঐ মধ্য ১৩।৪৫—১৫।২০); অভিনয়-মঞ্চে (ঐ মধ্য ১৮।১০, ১২১, ১২৪, ১৫৮); নদীয়া-বিহার (ঐ মধ্য ১৯।৩, ২৮)। প্রভুসহ দারী সন্ন্যাসির গৃহে গমনাদি (ঐ মধ্য ১৯।৩৯—১২২)। অদ্বৈত-গৃহে প্রভু সহ গমনাদি (ঐ মধ্য ১৯।১২৭, ১৩৮, ১৬৪, ২১৯, ২২১, ২২৫—২৪৪), নিত্যানন্দ-তত্ত্বজ্ঞানে মুরারি গুপ্ত (ঐ মধ্য ২০।৫—১৫৭)। মহাপ্রকাশ-লীলায় ছত্রধারণ (ঐ মধ্য ২২।১৮), নগরকীর্ত্তনে (ঐ মধ্য ২৩।১২০, ১৪৪, ১৪৭, ২১১, ২৭৯, ২৮৪—২৮৫); বিশ্বরূপ-দর্শন (ঐ মধ্য ২৪।৫৬—৬০)। সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে (ঐ মধ্য ২৬।১২৩—১৫৬, ২৭।২৫—৩৫; ২৮।৭—১৪, ১০৪, ১৪২, ১৮৩—১৯৪)। নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতাসহ শান্তিপুরে আগমনাদি (ঐ অন্ত্য ১।১৩৩—২।১১৯); মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ (ঐ অন্ত্য ২।২০৮—২৭০)। জগন্নাথে (ঐ অন্ত্য ২।৫৫৮, ৪৭৬, ৪৯০—

৫০৩) মহাপ্রভু-সহ নিভৃতে আলাপাদি ও গৌড়দেশে যাত্রা (ঐ অন্ত্য ৫।২২০—২৫০) পাণিহাটীতে আগমন, ভাবাবেশ, নৃত্যাদি (ঐ ৫।২৫১—২৬৩), অভিষেক, কদম্বমালাধারণাদি (ঐ ৫।২৭৬—৩২৮) অলঙ্কার-পরিধান (ঐ ৫।৩৩৩)। দানলীলাভিনয়ে (ঐ ৫।৩৮২—৩৯২)। সপ্তগ্রামে বিহারাদি (ঐ ৫।৪৫০—৪৭০), শান্তিপুরে (ঐ ৫।৪৭২—৪৯১), নবদ্বীপে শচীমাতা-সমীপে (ঐ ৫।৪৯৮—৫২৫), চোর দস্যুর উদ্ধার (ঐ ৫।৫২৬—৭০৭)। লীলাবিলাসে ব্রাহ্মণের সন্দেহাদিনিরসন-প্রসঙ্গ (ঐ ৬।৯—১২৭)। নীলাচলে আগমন ও গদাধর-মন্দিরে ভিক্ষা-প্রসঙ্গ (ঐ অন্ত্য ৭।১১৩—১৬২)। নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি (ঐ অন্ত্য ৮।১২২, ১৭৯)। চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ—প্রভুর মুখে মাধবেন্দ্রচরিত্রাস্বাদন (চৈচ মধ্য ৪।১৭৭, ১৯৯); সাক্ষিগোপাল-কথাকীর্তন (চৈচ মধ্য ৫।৯—১৩৮); নিত্যানন্দ-নর্তনে মহাপ্রভুর আবির্ভাব (ঐ অন্ত্য ২।৩৪, ৮০) রামচন্দ্র খাঁর ব্যবহারে (ঐ অন্ত্য ৩।১৪৭—১৫৫); রঘুনাথ দাসের দণ্ড-মহোৎসবে (ঐ অন্ত্য ৬।৪২—১৫৪); নীলাচল-পথে শিবানন্দ সেনের প্রতি কৃপাদণ্ডাদি (চৈচ অন্ত্য ১২।১৯—৭৮)। প্রেমবিলাসে বিশেষ—নিত্যানন্দের বিবাহ-বর্ণন, বসুধাজাহ্নবাসহ খড়দহে বাস, ক্রমে সাত পুত্র জন্মিলে অভিরামের প্রণামে সকলের দেহত্যাগ; পরে বীরচন্দ্র ও গঙ্গার আবির্ভাব এবং অভিরামের প্রণামে উভয়েরই অক্ষতদেহে অবস্থানাদি (প্রেবি ২৪ এবং শ্রীঅভিরামকৃত গঙ্গাদেবীর স্তোত্র)।

নিত্যানন্দতত্ত্ব——মহাসঙ্কর্ষণ, শেষাদি (গৌ গ° ৬৩—৬৪)। সন্ধিনী শক্তি; অনঙ্গমঞ্জরীর অন্তঃপ্রবেশ (অনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা)। পরোক্ষে প্রকৃতি এবং প্রত্যক্ষে পুরুষ (১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ধরণীশেষ-সংবাদে, শ্রীবৃন্দাবনদাসঠক্কুর-কৃত (২) ঐশ্বর্যামৃত-কাব্যে এবং (৩) রসকল্পসারতন্ত্রে।

নিত্যানন্দ-মন্ত্র—(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে 'অন্তে চ বহ্নিজায়া স্যাদাদৌ তারো নমস্তথা। জাহ্নবেতি পদং মধ্যে বল্লভায় ততঃ পরম্॥' (২) শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামিকৃত পদ্ধতিতে (৫৬—৫৭)।

ধ্যান ও গায়ত্রী—(ঐ পদ্ধতি ৫০,৭২)

অষ্টক—(১) শ্রীসার্বভৌম-কৃত, (২) শ্রীবৃন্দাবন-দাসঠক্কুর-কৃত।

নাম-দ্বাদশক——শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য-কৃত।

অষ্টোত্তরশতনাম—(১) ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে, (২) শ্রীসার্বভৌম-কৃত।

নিত্যানন্দ অধিকারী—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্লোকাবলির টীকাকার। ইনি স্বগুরু রাজা পুরুষোত্তমদেবের আজ্ঞায় 'গৌরভক্তবিনোদিনী'-নামক এই টীকা রচনা করিয়াছেন। (Madras Govt. Mss. 3013)

পুরুষোত্তমদেবাখ্য-বসুধাধিপতে-র্গুরোঃ। আজ্ঞয়া সম্মতা নাম্না গৌরভক্তবিনোদিনী॥

নিত্যানন্দ চৌধুরী—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীল সরকার ঠাকুরের শাখা। চক্রপাণির পুত্র।

নিত্যানন্দ দাস—শ্রীখণ্ডের কবিরাজ-বংশে আত্মারাম দাসের ঔরসে ১৫৩৭ খৃঃ জন্ম। পূর্বাশ্রমের নাম—বলরাম। শৈশবে মাতাপিতার পরলোকে মা জাহ্নবার আশ্রয়ে দীক্ষিত হন। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ ইঁহার রচনা। 'বীরচন্দ্রচরিত'ও ইহারই রচনা বলিয়া প্রেমবিলাসে জানা যায়। ইহা এখনও অপ্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত রসকল্পসার, গৌরাঙ্গাষ্টক, কৃষ্ণলীলামৃত ও হাটবন্দনাদিও ইহার রচনা বলিয়া প্রকাশ। ২ ব্রাহ্মণ। শ্রীবংশীবদনের পুত্র। চৈতন্যদাসের ভ্রাতা (বংশীবদন দেখ)। ৩ বৈদ্য। শ্রীজগদানন্দের ভ্রাতা। (জগদানন্দ দেখ)! ৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ধর্মদাস চৌধুরী আর নিত্যানন্দ দাস। (প্রেম ২০)

জয় নিত্যানন্দদাস প্রেমভক্তিময়।
নিত্যানন্দগুণে যেঁহ মত্ত অতিশয়। (নরো ১২)

নিমাই কবিরাজ—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। নিমু ও নিমাই—দুই নামেই খ্যাত। বীরভূম-বাসী। ইঁহারা চারি ভ্রাতা। (অনুরাগবল্লী ৭)

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়। যার ভ্রাতা রূপ, নিমু, বীর-ভৌমালয়॥ (ভক্তি ১০।১৩৮)

তবে প্রভু কৃপা কৈলা নিমাই কবিরাজে। রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগমাঝে॥ নয়নের ধারা যার বহে অবিরাম। পুলকে অমৃত তনু সদা বহে ঘাম॥ (কর্ণা ১)

নিমানন্দ দাস—পদকর্ত্তা ও পদ-সঙ্কলয়িতা। ইনি পদকল্পতরুর আদর্শে 'পদরসসার' সঙ্কলন করত ২৭০০ পদ একত্র করিয়াছেন। নিজস্ব রচনা ১৪৬টি ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার রচনা অতি সাধারণ। ২ শ্রীদাস গোস্বামির শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর পয়ারে অনুবাদক (পাটবাড়ী পুঁথি অম্বু ১২ খ)

নিমানন্দ সম্প্রদায়—

নিমানন্দ সম্প্রদায় চলিলা প্রভু হৈতে। প্রভুর নাম-মধ্যে মুখ্য—'নিমাই পণ্ডিত'। নিত্যানন্দ প্রভুর ঐ নামে অতিপ্রীত॥ প্রভুর বৈষ্ণবগণে দেখি নদীয়ায়। 'নিমাই-সম্প্রদায়' বলি অদ্যাপিহ গায়॥ নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ। এই হেতু অবনী-বিখ্যাত নিমানন্দ।

[ভক্তি ৫।২১৬৪-৬৭]

নিমু গোপ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা।

নিমু গোপ, কানাই গোপ, হরি-গোপ আর। ধারেন্দা গ্রামেতে বাস হয় এ সবার॥ (প্রেম ২০)

নিরঞ্জন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৭]

নির্লোম গঙ্গাদাস—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পুরীধাম-বাসী।

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণু-দাস। এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৫১)

নিবারণ বিদ্যাবাগীশ—পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত ও শেষে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

নিবারণ, দুর্গাদাস—এই দুই জন। বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি হন॥

(প্রেম ১৯)

নীলকণ্ঠ সূরি—মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি হরিবংশের টীকায় অপূর্ব পাণ্ডিত্যবলে ঋঙ্‌মন্ত্র সমাবেশ করত শ্রীকৃষ্ণলীলার বৈদিকত্ব স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত 'মন্ত্রভাগবতের' চারিটী কাণ্ডে ২৫০টি ঋঙ্‌ মন্ত্রে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রতিপাদন-ক্রমে 'মন্ত্ররহস্য-প্রকাশিকা'-নামে এক সুরসাল টীকা ও রচনা করিয়াছেন।

নীলমণি মুখুটী--শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে চাঁদরায়ের দলে ডাকাতি করিতেন। পরে শ্রীঠাকুরের কৃপালাভে পরম বৈষ্ণব হন।

'নীলমণি মুখুটী আর রামজয় চক্রবর্ত্তী। পূর্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিলা॥ চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যু-বৃত্তি কৈলা। ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব, জানি তাঁর মর্ম॥ সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্ব কর্ম।

(প্রেম ১৯)

নীলশ্যাম দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৮]

নীলাম্বর—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

তপন আচার্য আর রঘু, নীলাম্বর।

[চৈ° চ° আদি ১০।১৪৮]

ওহে নীলাম্বর! এই নিবেদি চরণে। বৈষ্ণবের নিন্দা যেন না শুনি শ্রবণে॥ [নামা ২৩১]

২—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪২]

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী——শ্রীশচী মাতার পিতা। মহাপ্রভুর মাতামহ। শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপের বেল-পুখুরিয়াতে আসিয়া বাস করেন। * ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পরম বিচক্ষণ ছিলেন। পূর্বলীলায় গর্গমুনি ও সুমুখ গোপ।

(গৌ° গ° ১০৪—১০৫)

নৃসিংহ কবিরাজ-শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ভরতপুর কাঞ্চনগড়িয়ার অধিবাসী। ইনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম।

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যিঁহো। যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তিঁহো। (ভক্তি ১০।১৩৬)

বিখ্যাত খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য দাস আদি যথা উত্তরিল। শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিল॥

(নরো ৬)

নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী——শ্রীহরিরাম আচার্যের বংশ্য শ্রীরামনিধির পুত্র এবং শ্রীনরহরি-ঘনশ্যামের দীক্ষাগুরু।

মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী। জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্ত্তি॥

(নরো ১৩)

নৃসিংহ চৈতন্য—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

নৃসিংহ চৈতন্য, মীনকেতন রামদাস॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৫৩)

---

* লালমোহন বিদ্যানিধিকৃত "সম্বন্ধনির্ণয়"-গ্রন্থে আছে—মহাপ্রভুর মাতুল বা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির সন্তানের. নাম বিষ্ণুদাস। ইনি প্রথম বিবাহ সাতসতী ঘরে ও দ্বিতীয় বিবাহ রাঢ়ী ঘরে করেন॥ শ্রীনীলাম্বরের গোত্র—'রথীতর'। বৈষ্ণবাচারদর্পণ (১৩৫৩ পৃঃ) বলেন,'যশোদার ছোট ভাই যশোধর-নামা। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী চৈতন্যের মামা।'

শ্রীজাহ্নবা মাতার সহিত ইনি বিখ্যাত খেতুরীর উৎসবে গমন করিয়াছিলেন ও উৎসব-ক্ষেত্রে ভক্তগণকে মাল্যচন্দন প্রদান করিবার ভার পাইয়াছিলেন।

শ্রীঈশ্বরী নৃসিংহ চৈতন্যে নিদেশিলা। তেঁহো শ্রীনিবাসাদি সবারে মালা দিলা॥ (ভক্তি ১০।৫১৯)

নৃসিংহ তীর্থ—শ্রীগৌর-পার্ষদ নব সন্ন্যাসির অন্যতম। নবযোগীন্দ্রের একতম। [গৌ° গ° ৯৮—১০০]

বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ। শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥

[চৈ° চ° আদি ৯।১৪]

নৃসিংহ দেব—পদকর্ত্তা। ব্রজবুলিতে তোটকছন্দে রচিত দুইটি পদ পদকল্প-তরুতে সমাহৃত হইয়াছে।

নৃসিংহ পুরী——শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী।

হে নৃসিংহ পুরী! সে যাউক ছারেখারে॥ বৃন্দাবনভূমে প্রীত যে জনা না করে॥ [নামা ২১৩]

নৃসিংহ ভাদুড়ী—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহিণী শ্রীসীতা-দেবীর পিতৃদেব। পূর্ব্বলীলায়—হিমালয়।

(প্রেম ২৪)

নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর—কাটোয়ার সাত ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামের নিকট রাজুর গ্রামে কালীচরণ মিত্র বাস করিতেন। পুত্রাদি না হওয়ায় ইনি শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীমঙ্গল ঠাকুরের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার বরে এই নৃসিংহবল্লভ জন্ম গ্রহণ করেন। পরে নৃসিংহবল্লভ ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রমে মঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত ময়নাডাল গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। যে ভাস্কর ঐ বিগ্রহ নির্মাণ করেন, তাঁহার নাম—কেনারাম। কেন্দুলীর নিকট সুকায়গ্রামে ইহার বাড়ী ছিল।

এই নৃসিংহ ঠাকুর কীর্ত্তন-বিশারদ ছিলেন। ইনি যে সুরে কীর্ত্তন করিতেন, উহা মনোহরসাহী পরগণায় হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম 'মনোহরসাহী'।*

নৃসিংহ ভিক্ষাদ্বারা শ্রীগৌরসেবা চালাইতেন। সেইজন্য সেকালেও সিদ্ধান্নের ভোগের প্রথা ছিল। এক মুসলমান মসুর কলাই মানসিক দিতে আসায় নৃসিংহের পুত্র তাহাকে ফিরাইয়া দেন, পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মসুর ডাল গ্রহণ করেন। সেই অবধি বৎসরে একদিন মসুর ডালের ভোগ হয়। মহাপ্রভু এক রাত্রিতে সেবাইতগণ নিদ্রিত হইলে নিজের হাতের বালা মুদির দোকানে বন্ধক দিয়া চাউল ডাল আনিয়া অতিথি-সৎকার করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র—হরেকৃষ্ণ সিদ্ধপুরুষ। এই বংশে বহু খ্যাতনামা কীর্ত্তন-গায়ক ও মৃদঙ্গ-বাদক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

নৃসিংহানন্দ ঠাকুর——শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর-বংশ্য, শ্রীজগদানন্দের সমসাময়িক কবি। ইনি শ্রীগৌরকৃষ্ণ-বিষয়ক বহু পদাবলী রচনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী (৩।৩৩২—৩৩৭পৃঃ) পত্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক ৩২ টি এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ১৫টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী—আদি নাম 'প্রদ্যুম্ন' ছিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে এই নাম দিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তাঁর নাম কৈলা—নৃসিংহানন্দ করি॥ [চৈ° চ° আদি ১০।৩৫]

একবার পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তকে বলিয়াছিলেন——'এই বৎসরে গৌড়ীয় ভক্তগণকে পুরীধামে আসিতে নিষেধ করিও, কারণ আমি পৌষ মাসে তথায় যাইব।' প্রভুর আগমন হইবে শুনিয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দিন গণিতে লাগিলেন, কিন্তু পৌষমাস চলিয়া গেল, প্রভু আসিলেন না। ভক্তগণের দুঃখের অবধি নাই। শ্রীশিবানন্দ সেন ও পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, এমত সময়ে শ্রীনৃসিংহানন্দ আসিয়া দুঃখের কারণ—

'শুনি ব্রহ্মচারী কহে—করহ সন্তোষে। আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে'॥

(চৈ° চ° অন্ত্য ২।৫১)

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী ধ্যানে বসিলেন। দুই দিন দুই রাত্র চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন—'প্রভুকে আনিয়াছি। পাণিহাটী শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে তিনি আসিয়া পৌছিয়াছেন, কল্য তোমার গৃহে তাঁহার নিশ্চয়ই আগমন হইবে।

* শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সুরের নাম—'রেণেটী' উহা রাণীহাটী পরগণায় হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সুরের নাম——'গরাণহাটী' উহা গরাণহাটী পরগণায় হয়।

তুমি পাক-সামগ্রীর আয়োজন কর।'

দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দে কহিল। পাণিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥ কালি মধ্যাহ্নে তিঁহো আসিবেন তোমার ঘরে। পাক-সামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥ (ঐ)

শ্রীশিবানন্দ রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলে ব্রহ্মচারী প্রাতঃকাল হইতে সুপ, পিঠা, ক্ষীর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য রন্ধন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ এবং তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীনরসিংহদেবকে ভোগ প্রদান করিয়া ধ্যানস্থ হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইল এবং তিন ভোগই তিনি ভোজন করিলেন। ইহা দেখিয়া প্রেমভরে শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভুকে বলিলেন—'শ্রীজগন্নাথ ও তুমি অভিন্ন, সেজন্য দুই জনের ভোগ তুমি খাইলে; তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমার শ্রীনরসিংহদেবের ভোগ তুমি কেন খাইলে? আমার ঠাকুর আজ যে উপবাসী রহিল। ব্রহ্মচারীর অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না, কিন্তু বাহ্যে তিনি 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ভোজন করিয়া পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন। এই সব ঘটনায় শ্রীশিবানন্দ সেনের বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন—'সত্যই কি প্রভুর আবির্ভাব হইল? না, প্রেমাবেশে ব্রহ্মচারী ঐরূপ করিতেছেন?' বর্ষান্তরে নীলাচলে ভক্ত-সম্মুখে প্রভু ইহা ব্যক্ত করিলে—

শুনি' ভক্তগণ মনে আশ্চর্য মানিলা। শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিলা॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ২।৭৮)

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রাকালে ইনি ধ্যানমগ্ন হইয়া ফুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্যন্ত পথ-সজ্জা করিতে করিতে কানাইর নাটশালা পর্যন্ত গিয়া ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু ওখান হইতে ফিরিবেন (চৈচ মধ্য ১।১৫৫—১৬২)। ইনি গৌরের আবেশ (গৌগ ৭৪)।

নেত্রানন্দ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° দক্ষিণ ১।৯৪]

প

পঞ্চতত্ত্ব—ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। (গৌ° গ° ৯—১২)

পদ্মগর্ভ আচার্য—ব্রাহ্মণ। উপাধি—লাহিড়ী। ইনি মহাপ্রভুর মর্মিভক্ত শ্রীলস্বরূপদামোদরের পিতৃদেব। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ভিটাদিয়া গ্রামে নিবাস ছিল। নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীজয়রাম চক্রবর্তির কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করেন। পরে তথায় পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম বা স্বরূপ দামোদর জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি পত্নী ও পুত্রকে নবদ্বীপে রাখিয়া বেদ, বেদান্ত ও দর্শনাদি পাঠ করিবার জন্য প্রথমতঃ মিথিলায় পরে বারাণসীতে গমন করেন।

এক পুত্র হৈল তাঁর বড় গুণবান্। তাহার রাখিল শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥ পত্নী পুত্রে পদ্মগর্ভ শ্বশুর বাড়ী রাখি'। মিথিলায় চলিলেন পড়িতে উৎসুকী॥ (প্রেম ২৪)

মিথিলায় পদ্মগর্ভাচার্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীলক্ষ্মীপতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু-নাম লক্ষ্মীপতি। গোপাল মন্ত্রেই দীক্ষা লক্ষ্মীপতি স্থানে। (ঐ)

বারাণসী হইতে পদ্মগর্ভাচার্য স্বগ্রাম ভিটাদিয়াতে গমন করেন এবং কিছুদিন পরে তথায় পুনরায় দুইটি বিবাহ করেন।

অধ্যয়ন শেষ করি' পদ্মগর্ভ মহামতি। জন্মস্থান ভিটাদিয়া করিলা বসতি॥ ভিটাদিয়া আসি দুই বিবাহ করিলা। লক্ষ্মীনাথ আদি অনেক পুত্র হইলা॥ (প্রেম ২৪)

পদ্মগর্ভাচার্য 'পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণ-

ভাষ্য', উপনিষদের দ্বৈতভাষ্য ও ক্রমদীপিকার টীকা প্রভৃতি করিয়াছিলেন।

পদ্মনাভ—শ্রীশ্রীরূপসনাতনের প্রপিতামহ এবং জগদ্‌গুরু সর্বজ্ঞের প্রপৌত্র। ইঁহার পিতা রূপেশ্বর কর্ণাটদেশ হইতে ভ্রাতৃবিরোধে পৌরস্ত্যদেশে আগমন করত রাজা শিখরেশ্বরের রাজ্যে বাস করেন। পরে বৃদ্ধ বয়সে ভাগীরথীতটপ্রান্তে নবহট্ট-(নৈহাটি)-গ্রামে নব বাসস্থান নির্মাণ করেন। এস্থানে রাজা দনুজমর্দন ইঁহাকে সাহায্য করিতেন। পদ্মনাভের আঠার কন্যা ও পাঁচ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র—মুকুন্দ, ইঁহার পুত্র—কুমারদেব এবং তৎপুত্রই—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅনুপম (বল্লভ)।

পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী—ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কুলীন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। যশোহর জিলার তালখড়ি গ্রামে নিবাস ছিল। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পিতা। স্ত্রীর নাম—শ্রীসীতাদেবী। শ্রীঅদ্বৈতের কৃপাপাত্র। 'ফুলের মুখুটী' কবি কৃত্তিবাস কান্যকুব্জ হইতে আগত ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষের বিংশপর্যায়ে অবস্থিত। তাঁহার দুই পুরুষ পরে দ্বাবিংশ পর্যায়ে এই পদ্মনাভ বা পরমানন্দ। ইঁহার চারি পুত্র—ভবনাথ, পূর্ণানন্দ বা প্রগলভ, লোকনাথ এবং রঘুনাথ। পাঠার্থী পদ্মনাভ ফুলিয়ার নিকটবর্ত্তী শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে আশ্রিত হন, অদ্বৈতের নিকট দীক্ষিত হন এবং ভাগবতরস-পানে সদা উন্মত্ত ছিলেন। দীক্ষার পরে ইনি তালখড়িতে আসেন এবং মধ্যে মধ্যে শান্তিপুর ও নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তিচর্চা করিতেন। তদীয় পত্নী সীতাদেবীও পরমভক্তিমতী ছিলেন। এই দম্পতির গৃহে আনুমানিক ১৪০৫ শকে শ্রীলোকনাথ আবির্ভূত হন। (শ্রীলোকনাথ গোস্বামী দেখ)

পদ্মনাভ মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুত্র (চৈচ আদি ১৩।৫৭)

পদ্মাবতী দেবী—মৌড়েশ্বরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জননী। ইনি পূর্বলীলায় সুমিত্রা ও রোহিণী [গৌ° গ° ৪০]। নিজসর্বস্ব প্রাণ-প্রতিম দ্বাদশবর্ষীয় বালক নিত্যানন্দকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসির প্রার্থনায় ভিক্ষাদান করত ইনি আতিথ্যসৎকার-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রাজপুত-কাহিনীতে শত্রুর হস্তে পুত্রের বলি দিয়া প্রভু-পুত্রের প্রাণরক্ষাদি ব্যাপার শুনা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ বা বৈষ্ণব-সেবার শ্রেষ্ঠতা ও বাস্তব জ্ঞান আদৌ ছিল না; তাহাতে মাত্র মানসিক বা নৈতিক বলেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পুত্র বা মাতার নিত্যজীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির অবসর হয় নাই। (ভাগ ৫।৫।১৮ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে পদ্মাতে যেরূপ আদর্শ মাতৃত্বের অতিমর্ত্ত্য প্রভাব দেখা যায়, তদ্রূপ মহাপাতিব্রত্যের আদর্শও ছিলেন তিনি, কেননা হাড়াই পণ্ডিতের একটিমাত্র কথাতেই তিনি বিনা আপত্তিতে প্রাণাধিক পুত্রকে সন্ন্যাসির হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। 'যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা।' (চৈ° ভা° মধ্য ৩।৯৩)

২ শ্রীনিবাস আচার্যের গৃহিণী। শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীর পূর্ব নাম। গোপালপুরবাসী রঘুচক্রবর্ত্তীর কন্যা (শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া দেখ)।

পরমানন্দ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যত্রয়।

ব্রাহ্মণ পরমানন্দ অতিশুদ্ধচিত।
রসিক-কৃপায় হৈলা অতি সুপণ্ডিত॥
[র° ম° পশ্চিম ১৪।৮৪, ১০৭, ১৪৮]

পরমানন্দ অবধূত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ।
(চৈ° চ° আদি ১১।৪৯)

এই কর' শ্রীপরমানন্দ অবধূত।
মোরে যেন প্রহার না করে যমদূত॥
[নামা ২৪৬]

পরমানন্দ উপাধ্যায়—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়। (চৈ° চ° আদি ১১।৪৪)

শ্রীপরমানন্দ উপাধ্যায়! কহি ওহে। বিষয়ী অসত যেন নাহি পশে মোহে॥ [নামা ২৩৯]

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া—ইনি কাশীধামে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত থাকিতেন এবং ভক্তগণকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতেন। মহাপ্রভুর কাশী হইতে পুরীধামে গমন-সময়ে ইনি তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ঐস্থানে থাকিয়া কীর্ত্তন করিবার আজ্ঞা দিয়া ঝারিখণ্ডপথে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ পঞ্চ জন॥ (চৈ°চ° মধ্য ২৫।১৭২)

পরমানন্দ গুপ্ত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীলনিত্যানন্দ প্রভু পূর্বে ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পূর্বলীলার মঞ্জুমেধা। [গৌ° গ° ১৯৩, ১৯৯] কৃষ্ণস্তবাবলী-প্রণেতা।

পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণভক্ত মহামতি। পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৪৫)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল-মতে গৌরাঙ্গবিজয়-রচয়িতা।

প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়। পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিহার॥

পরমানন্দ পণ্ডিত—শ্রীমহাপ্রভুর সতীর্থ। [বৈষ্ণব-বন্দনা]

পরমানন্দ পুরী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীচৈতন্যকল্পতরুর নব মূলের মধ্যে ইনি মধ্যমূল ছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ত্রিহুতে ইহার পূর্ব-নিবাস ছিল, পরে পুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বলীলার উদ্ধব [গৌ° গ° ১১৮]।

পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর। [চৈ° চ° আদি ১০।১২৫]

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ-সময়ে মহাপ্রভু ঋষভ পর্বতে শ্রীশ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া তথায় শ্রবণ করিলেন যে নিকটে শ্রীপরমানন্দ পুরী চাতুর্মাস্য-উপলক্ষে অবস্থান করিতেছেন, তখন তিনি দ্রুত গতিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন।

পরমানন্দ তাঁহা রহে চতুর্মাস। শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী গোঁসাঞির পাশ॥ পুরী গোঁসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন। প্রেমে পুরী গোঁসাঞি তারে কৈল আলিঙ্গন॥ [চৈ° চ° মধ্য ৯।১৬৮—১৬৯]

মহাপ্রভু ঐস্থানে পুরীর সহিত তিন দিন অবিরত কৃষ্ণ-কথায় উন্মত্ত হইয়া কাটাইয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দ-পুরী এস্থান হইতে নীলাচলে তৎপরে গঙ্গাস্নানজন্য গৌড়ে ও শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। মহাপ্রভু ঐ স্থান হইতে শ্রীশৈলে গমন করেন এবং পুরী গোস্বামিকে বলিলেন—'আপনি গৌড় হইতে শীঘ্র ফিরিয়া নীলাচলে আসিবেন। উভয়ে কৃষ্ণ কথায় দিন কাটাইব।' অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর সঙ্গী (চৈভা অন্ত্য ৩।১৬৭—১৮১, ২৩৩—২৩৭), পুরী গোঁসাইর কূপ-প্রসঙ্গ (চৈভা অন্ত্য ৩।২৩৫—২৫৭), নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি প্রভৃতি (ঐ অন্ত্য ১০।৪২, ৪৬)। ২ 'গোবিন্দ-বিজয়' রচয়িতা (ব-সা-সে)।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য—শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গণ। শ্রীরূপসনাতনের ভক্তিশাস্ত্র-গুরু।

বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ম্। রাধাগোবিন্দ-গৌরাঙ্গ-গদাধর-পদপ্রদম্॥ [শা° নি° ২৫]

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য প্রেমরাশি। শ্রীজীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী॥ (ভক্তি ১।২৬৭)

ইনি ও শ্রীলমধুপণ্ডিত দুই জনে বৃন্দাবনে একত্র থাকিতেন। ইনি শ্রীবংশীবটে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্তি করেন এবং শ্রীমধুপণ্ডিতকে সেই সেবা সমর্পণ করেন। (সাধন দীপিকা ১)

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥ দুই প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। পরম দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্য কার॥ (ভক্তি ২।৪৭৫—৪৭৬)

ইনি কাব্য-প্রকাশের টীকাকার নৈয়ায়িক পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী হইতে অভিন্ন বলিয়া 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

পরমানন্দ মহাপাত্র—উড়িষ্যাদেশ-বাসী। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কর্মচারী।

পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ্র শিবানন্দ। [চৈ° চ° আদি ১০।১৩৫]

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পুরীতে আগমন করিলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন প্রভুকে উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের পরিচয় দেন, তখন ইঁহারও নাম করিয়াছিলেন।

প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহো মহামতি। পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি। (চৈ° চ° মধ্য ১০।৪৬)

পরমানন্দ মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র (চৈচ আদি ১৩।৫৭)।

পরমানন্দ বৈদ্য—প্রসিদ্ধ শ্রীগৌর-ভক্ত শ্রীজগদানন্দের পিতামহ (জগদানন্দ দেখ)।

পরমানন্দ সেন—কবি কর্ণপূরের পূর্ব নাম। শ্রীপুরীদাস নামেও ইনি খ্যাত। শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র। ১৫২৪ খৃঃ অব্দে শ্রীপাট কাঞ্চন-পল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় ইঁহার জন্ম। শ্রীপুরীদাসের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, সেই সময়ে তিনি পিতা-মাতার সহিত পুরীধামে মহাপ্রভুর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্রকে দেখিয়া প্রভু বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং

বালককে বলিলেন—'কৃষ্ণ বল'। প্রভু বার বার বলিলেও বালক নীরব রহিলেন, এজন্য মহাপ্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন 'জগতের স্থাবরজঙ্গম পর্যন্ত সকলকেই আমি নাম লওয়াইলাম, কিন্তু এ বালককে পারিলাম না!' নিকটে স্বরূপ-দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন,—'তাহা নহে, আপনি ইহাকে কৃষ্ণ-নাম বলিলেন, বালক তাহা ইষ্ট মন্ত্রজ্ঞানে মনে মনে জপ করিতেছে।' প্রভু শুনিয়া হাস্য করিলেন।

অন্য এক দিবস মহাপ্রভু পুরী-দাসকে শ্লোক বলিতে বলিলে সেই সাত বৎসরের বালক নিজেই তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া 'শ্রবসোঃ কুবলয়ম্' ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন। ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা রহিলনা।

সাত বৎরের বালক, নাহিক অধ্যয়ন। ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥
[চৈ° চ° অন্ত্য ১৬।৭৫]

মহাপ্রভু ইহাকে কবিকর্ণপূর আখ্যা দিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আর্যাশতক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যেও ইঁহার দান অনবদ্য।

পরমেশ্বর দাস—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম; পদকর্তা। ব্রাহ্মণ। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—কেতু-গ্রাম বা কাউগ্রামে ছিল। তথা হইতে খড়দহে বাস করেন। পূর্ব-লীলার অর্জ্জুন [গৌ° গ° ১৩২]।

পরমেশ্বর দাস—নিত্যানন্দৈকশরণ। কৃষ্ণ-ভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥ (চৈ° চ° আদি ১১।২৯)

ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগমন-কালে গরলগাছা গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর আজ্ঞায় তড়াআটপুরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে। শ্রীপরমেশ্বরীদাসে কহে ধীরে ধীরে॥ 'তড়াআটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ। তথা রাধাকৃষ্ণ গোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠাহ'॥ ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস। রাধা-গোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ।
(ভক্তি ১৩।২৪৪—২৪৬)

ইনি শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিত শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন। ইঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। একদা আকনামহেশ গ্রামে (হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সাবডিবিসনের নিকট) শ্রীকমলাকর পিপলায়ের শ্রীপাটে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। শ্রীপরমেশ্বরী দাস তথায় হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছিলেন, সেই সময়ে কতকগুলি পাষণ্ডলোক পথিমধ্যে একটি মৃত শৃগাল দেখিয়া উহাকে সংকীর্ত্তনদলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। অক্রোধ বৈষ্ণব-প্রবর দুষ্টগণের প্রতি রুষ্ট হইলেন না, অধিকন্তু মৃত শৃগালটি জীবিত হইয়া চলিয়া গেল। বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন-স্থানে॥

কথিত আছে যে ইনি একদা তড়াআটপুরে দুইখানি দন্তকাষ্ঠ প্রোথিত করেন—অতিসত্বর তাহা দুইটি প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। অদ্যাপি ঐ বৃক্ষদ্বয় বর্তমান। [সতীশবাবুর ভূমিকা ১৪৯ পৃষ্ঠা]।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খড়দহে আগমন করিলে ইনি তাঁহাকে পুরীধামের পথের বিবরণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীপরমেশ্বর দাস ব্যাকুল হইয়া। পথের সন্ধান সব দিলেন বলিয়া॥
(ভক্তি ৮।২১৯)

বৈশাখী পূর্ণিমাতে ইঁহার তিরো-ভাব হয়। ইনি সংকীর্ত্তনে যে খুন্তি ব্যবহার করিতেন, তাহা ঐ তিথিতে তদীয় সমাধির পার্শ্বে বসান হয়।

পরমেশ্বর মোদক—জাতি মোদক। প্রভুর ভক্ত। নদীয়াধামে মহাপ্রভুর গৃহের নিকটে ইঁহার আবাস ও দোকান ছিল। ইঁহার পুত্রের নাম —মুকুন্দ।

নদীয়াবাসী মোদক, তার নাম পরমেশ্বর। মোদক বেচে, প্রভুর ঘরের নিকট তার ঘর॥
(চৈ° চ° অন্ত্য ১২।৫৪)

এই ভাগ্যবান্ প্রভুকে বাল্যকালে বড়ই ভালবাসিতেন। ইনি প্রভুকে স্বহস্তে প্রস্তুত নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য ভোজন করাইতেন। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া পুরীধামে চলিয়া গেলে মোদক মহাশয় পরে প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে সস্ত্রীক গমন করেন। যে নিমাইকে তিনি উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়াছেন, যিনি নাড়ু খাইবার জন্য জন্য তাহার নিকট আব্দার করিতেন, আজ সেই নিমাই শ্রীভগবান্রূপে জগৎপূজ্য হইয়াছেন। পরমানন্দের আনন্দ আর ধরে না। প্রভু যদি

ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাই দণ্ডবৎ করিয়া প্রভুকে বলিতেছেন—প্রভো ! 'মুঞি পরমেশ্বরা।' প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া সানন্দে কহিলেন—'পরমেশ্বর ! সব কুশল ত,' তখন পরমেশ্বর কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, সব কুশল। মুকুন্দার মাতা পর্যন্ত আপনার দর্শনে আসিয়াছে।" (পরমেশ্বরের পুত্রের নাম—মুকুন্দ) পরমেশ্বর জানেন না যে সন্ন্যাসির স্ত্রী-দর্শন নিষেধ ; এমন কি, স্ত্রী-লোকের কথা পর্যন্ত শুনিতে বারণ। তাই মুকুন্দের মাতার নাম শুনিয়া প্রভু ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেও সরল-স্বভাব পরমেশ্বরকে কিছু বলিলেন না, তাহার সরলতায় মোহিত হইয়া গেলেন।

মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হইলা। তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা॥ প্রশ্রয় প্রাগল্ভ্য শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে। অন্তরে সুখী হইলা প্রভু তার সেই গুণে॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১২।৬০]

পরমেশ্বরী দাস—[পরমেশ্বর দাস দ্রষ্টব্য]।

কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরী দাস—দুইজন। গোপাল-ভাবে 'হৈ হৈ' করে অনুক্ষণ॥ (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।২৪০)

সাঁচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি। পরমেশ্বর অর্জ্জুন সখা পূর্বে এই খ্যাতি॥ হিরণগাঁ, সাঁচড়া পাঁচড়া সর্বজন কহে॥ [পা-প]

পরশুরাম (বিপ্র)—চম্পকনগরীর মধুসূদন রায়ের পুত্র। ইনি 'কৃষ্ণ-মঙ্গল' ও 'মাধব-সঙ্গীত'-নামক গ্রন্থ-দ্বয়ের প্রণেতা। দ্বাদশকল্য গ্রামে কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মাধব-সঙ্গীত রচনা করেন। ইনি আউলিয়া মনোহর দাসের নিকট বেশাশ্রয় করেন।

পরাণ দাস—জগন্নাথবল্লভ নাটকের অনুবাদক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পুঁথি ৩৮২০)।

পাখিয়া গোপালদাস—অভিরাম দাসের 'পাট-পর্যটন'-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—হেলাগ্রাম।

হেলাগ্রামে পাখিয়া গোপালদাসের স্থিতি॥

পাথর হাজঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইহার নাম রাখেন—'জগন্নাথ দাস'! পাহাড়ীয়া অসভ্য জাতি। ময়মন-সিংহ জেলায় সেরপুর পরগণার উত্তরে যে সব পাহাড় আছে, তথায় ফারো, হাজঙ্গ প্রভৃতি অসভ্য জাতি-গণের বাস। পাথর হাজঙ্গের নিবাস ঐ স্থানে ছিল। পাথরের দেহে অসীম বল ছিল। কোন কারণে পাথরের সহিত আত্মীয়গণের বিবাদ হয়, এজন্য পাথর মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হন। সে ১৪৪০ শাকের কথা। প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার সময় অলক্ষ্যে কে একজন সুন্দর পুরুষ 'দেও' (দেবতা) তাঁহাকে পুরীধামে যাইবার জন্য আজ্ঞা করেন। দেব-আজ্ঞায় পাথর প্রাণত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া পুরীর উদ্দেশে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হস্তে একটি মাত্রও কড়ি নাই। ব্রহ্মপুত্র-তীরে পৌছিলে মাঝি পারের জন্য ১০ কাহণ কড়ি চাহিল। কপর্দক-শূন্য পাথর কি করিয়া পার হইবেন ভাবিতে ভাবিতে শেষে তিনি জলে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। অদৃশ্য পরপার এবং বেগবান্ স্রোতের প্রতি তাহার লক্ষ্য হইল না। সমস্ত দিন ভীম পরাক্রমে নদীতে সাঁতার দিয়া সন্ধ্যাবেলা তিনি তীরে উঠিলেন।

সেই সময়ে সুসঙ্গের মহারাজ নৌকাযোগে তীর্থভ্রমণে যাইতে-ছিলেন, পাথরের এই অদ্ভুত বীরত্ব এবং পুরীধাম-গমনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সযত্নে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া তিনি পুরীতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

পুরীধামে উপস্থিত হইয়া পাথর দেবতার উদ্দেশ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—রথযাত্রা হই-তেছে, আর তাহার অগ্রে অগ্রে সংকীর্ত্তন, তন্মধ্যে অপূর্ব এক মনুষ্যের নৃত্য। পাথরের প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। তিনি সেই কীর্ত্তন দেখিয়া বাহ্য হারাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

পরে শ্রীবাস পণ্ডিত পাথরের প্রেম-দর্শনে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঐ ভক্ত কে?' প্রভু তখন হাস্য করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করাতে তিনি পাথরকে কোলে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পাথরের হৃদয় একেবারে শীতল হইয়া গেল। তাহার পর পাথর সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। পাথরের বৈষ্ণব নাম হইল—জগন্নাথ দাস। কিছুদিন

পরে পাথর শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞায় স্বদেশে আগমন করেন ও তাঁহার আত্মীয়বর্গকে হরিনাম প্রদান করেন।

প্রথমতঃ তিনি দেশে গিয়া পল্লী-সান্নিধ্যে একটি তুলসী-মঞ্চ নির্মাণ করিয়া সাত দিন অনাহারে অনিদ্রায় উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম করিতে থাকেন। তাহার ভাবদর্শনে অসভ্য গ্রামবাসিগণ দেবতার অনুগৃহীত ভাবিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে থাকেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঐসকল স্থানের পার্বত্য অসভ্যজাতি-গণ দলে দলে আসিয়া পাথরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; অদ্যাপি পাথর হাজঙ্গ বা জগন্নাথ দাসের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের আবালবৃদ্ধ-বনিতা হরিনামে পাগল। ইঁহারা সকলেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন। সকলেরই 'পাথর' উপাধি। ইঁহারা 'লুকোর গাদির' শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিগণের শিষ্য।

পানুয়া গোপাল—(পর্ণিগোপাল) —বীরভূম জিলায় মঙ্গলডিহি গ্রামের ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ। (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীসুন্দরানন্দ-গোপালের শিষ্য। পানুয়ার পূর্ব্ব নাম—গোপালচন্দ্র। পান বিক্রয় করিয়া ইষ্টদেবের সেবা করিতেন বলিয়া 'পানুয়া' বা 'পর্ণিগোপাল' নাম। ইঁহার পিতা—মন্মথ। কাম্য-বনবাসী শ্রীধ্রুবগোস্বামী স্বপূজিত শ্রীকৃষ্ণবলরাম-বিগ্রহ লইয়া তীর্থ-পর্যটনক্রমে এই গ্রামে আসেন, পানুয়ার আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শ্রীশ্যামচাঁদ ও শ্রীবলরামের সেবা দিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। পানুয়া ঠাকুর প্রত্যহ পঞ্চকোটে পান বিক্রয় ও কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিয়া মঙ্গলডিহিতে ফিরিয়া অভীষ্ট দেবের সেবাদি করিতেন। ইঁহার একটি গাভীকে ব্যাঘ্র লইয়া গেলে তিনি ব্যাঘ্রমুখ হইতে গাভীকে রক্ষা করিয়া ব্যাঘ্রকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন এবং ঘোষটিকুরী গ্রামের সিদ্ধ ফকির সাহ আবদুল্লার বস্ত্রাবৃত অমেধ্য খাদ্যদ্রব্যকে পুষ্পরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। শ্যাম-চন্দ্রোদয়ে লিখিত আছে—'যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্র-প্রদায়কম্। তং নত্বা পর্ণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া।' ঠাকুর সুন্দরানন্দ মঙ্গলডিহির পূর্বদিক্‌স্থিত পুরিয়া পুষ্করিণীর কদম্বখণ্ডীর যে ঘাটে পর্ণিগোপালকে দীক্ষা দেন এবং যেস্থানে তৎকালে দ্বাদশ দিনব্যাপী মহোৎসব সংঘটিত হয়, সেই স্থানে সেই স্মৃতিরক্ষার্থে অদ্যাপি নন্দোৎ-সবের দিন বহু নরনারী সমবেত হয়েন এবং পুরিয়ায় স্নান করিয়া ঘাটে চিঁড়া, দধি, মিষ্টান্নাদির ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

পর্ণিগোপালের সন্তান ছিল না বলিয়া তিনি গড়গড়ে-গ্রামবাসী কাশীনাথ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পঞ্চপুত্রকে (অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষ্মণ ও কানুরামকে) পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত করেন। পানুয়ার অন্তর্ধানে ইঁহারাই তাঁহার সকল সম্পত্তিতে ও বিগ্রহ-সেবায় অধিকারী হন। অনন্তের বংশধরগণ মঙ্গলডিহি হইতে শ্রীবলরামসহ খররাশোলে বসতি স্থাপন করেন। কিশোরের একমাত্র কন্যা হীরামুণির বংশধরগণ শ্রীমদন-গোপালের সেবা করেন। শ্রীবিনোদরায়জীউ পানুয়া ঠাকুরের কুলদেবতা বলিয়াই প্রবাদ শুনা যায়। হরিচরণ অপুত্রক। লক্ষ্মণ ও কানুরামের পুত্রগণই শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদের সেবাধিকারী।

কানুরামের পুত্র—গোপালচরণ। ইঁহার দুই পুত্র—গোকুলানন্দ (গোকুলচন্দ্র) ও নয়নানন্দ। জ্যেষ্ঠ পরম প্রেমিক ও সুগায়ক ছিলেন, কীর্ত্তন-পদরচনায় সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল বলিয়া তিনি কাশীপুরাধিপের নিকট হইতে গোস্বামিডিহি ও মোতাবেগ-নামক দুইটি গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হন। সেই সম্পত্তির আয়ে শ্রীশ্যামচাঁদের সেবা হয়। নয়নানন্দকে বুকে ধরিয়া মঙ্গলডিহি কৃতার্থ হইয়াছে। ইঁহার রচিত—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসকদম্ব (১৬৫২ শকাব্দায়) এবং প্রেয়োভক্তিরসার্ণব (১৬৫৩ শাকে) গ্রন্থদ্বয় সখ্যরসের সুপরি-পাটী ও ভজন-নির্ণায়ক। এতদ্ব্যতীত তিনি পদকর্ত্তাও ছিলেন। গোকুলা-নন্দের পুত্র জগদানন্দ বঙ্গভাষায় ত্রিপদীছন্দে 'শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়' এবং বহু পদাবলী রচনা করেন। গোকুলানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভ-নামক সঙ্গীত-নাটক প্রণয়ন করেন। ইঁহারা সকলেই সখ্যরসেরই উপাসক। প্রতি গ্রন্থেই সখ্যরস সমুল্লসিত হইয়াছে।

পার্বতীনাথ মুখুটি—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জামাতা ও ভুবনমোহিনীর স্বামী। (প্রেম—২৪)

পাষণ্ডগণ—শ্রীমতী জাহ্নবা মাতা যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে কতকগুলি পাষণ্ড তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও কুকথা বলিতে থাকেন। মাতা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে সেইসব দুর্বৃত্তগণের অপূর্ব ভাব হইল, তাঁহারা মাতার শ্রীচরণে পতিত হইয়া উদ্ধারের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রেমধন দিয়া পবিত্র করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে যত পাষণ্ডির দলে। আসিয়া পড়িল ঠাকুরাণী-পদতলে॥ জাহ্নবা ঈশ্বরী মোর দয়ার সাগর। অনুগ্রহ কৈলা সবে হইলা পরিকর॥ (প্রেম ১৯)

পীতাম্বর—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। পূর্ব-লীলায় কাবেরী [গৌ° গ° ১৬৮]।

পীতাম্বর মাধবাচার্য, দাস দামোদর। [চৈ° চ° আদি ১১।৫২]

২—পণ্ডিত দামোদরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর। পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

পীতাম্বর দাস—পিতার নাম রাম-গোপাল দাস। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা এবং শ্রীশচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। 'রসমঞ্জরী'-নামক 'পদাবলী'-গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। ইনি সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীমন্নরহরিশাখানির্ণয়' রচনা করিয়াছেন (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ১১৩ পৃঃ)। [শ্রীখণ্ডে শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের গ্রন্থভাণ্ডারের পুঁথি]

(চক্রপাণি চৌধুরী দ্রষ্টব্য)

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্বলীলায়—রাজা বৃষভানু। চক্রশালার জমিদার, নবদ্বীপেও গৃহবিত্ত ছিল। পত্নীর নাম—রত্নাবতী। পিতার নাম—বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী। মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। ইনি শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি। যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি॥

[চৈ° চ° আদি ১০।১৪]

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল। পুণ্ডরীক রাজর্ষির ন্যায় ছিলেন। বিষয়কর্ম, ভোগবিলাস সবই করিতেন। ইঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ বৈষ্ণব-বুদ্ধি হইত না। মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ-লীলা করেন, তখন একদা 'বাপ পুণ্ডরীক! বাপ পুণ্ডরীক!' বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে তখন আদৌ পরিচয় ছিল না। শ্রীমদ্‌গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীককে ভোগবিলাসে রত থাকিতে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারেন নাই, এজন্য ইহার উপর বিরক্ত হন। পরে পুণ্ডরীকের অদ্ভুত প্রেম দর্শনে তিনি অনুতপ্ত হইয়া উহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামে জমিদার। অতিধনী হয়—অতি শুদ্ধাচার॥ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয়, কুলাংশে উত্তম। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তাঁর নাম॥ কখন চাটিগ্রামে করয়ে বসতি। নবদ্বীপে আসি কখন করেন স্থিতি॥ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥ (প্রেম ২২)

পুণ্ডরীক বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী ও হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। পাণ্ডিত্যেও ইঁহার যশঃসৌরভ ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্যানিধিকে মহাপ্রভু 'প্রেমনিধি' বলিতেন। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামির ইনি প্রিয়সখা (চৈভা অন্ত্য ১০।৫২), বিদ্যানিধিসহ স্বরূপের একসঙ্গে শ্রীজগন্নাথদর্শনাদি, মাণ্ডুয়াবস্ত্রপরিধানে জগন্নাথ-সেবক-গণের প্রতি কটাক্ষ করায় জগন্নাথ ও বলরামের চপেটাঘাত-প্রাপ্তি ইত্যাদি (চৈভা অন্ত্য ১০।৬৭-১৮৭)।

পুণ্ডরীক-স্থাপিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-গোবিন্দ বিগ্রহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত এক মৃত্তিকার ঘট এখনও রহিয়াছে। দেবমন্দিরের ঊর্দ্ধদিকে দুইটি সংস্কৃত শ্লোকযুক্ত ফলক দৃষ্ট হয়। বহুপূর্বে অগ্নি-দাহে উহা বিকৃত হইলেও চেষ্টা করিলে পাঠোদ্ধার হইতে পারে। চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে ১৭৬৯৭ নং তৌজিতে বাণেশ্বর ব্রহ্মচারীর এবং ২৬৮৩৭ ও ১৭৭৮১ নং তৌজিতে বিদ্যানিধির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ঐনামে রোড্‌সেস্ দেওয়া হয়। মেখলাতে বিদ্যানিধি হইতে ১৩শ অধস্তন পুরুষগণের বাস এখনও আছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ—শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্ত। পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস। [চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫২]

বল্লভাচার্য পুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বরের গৃহে ম্লেচ্ছ-ভয়ে যখন শ্রীগোপালদেবকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখন শ্রীরূপগোস্বামির সঙ্গে বহু ভক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে দর্শনজন্য একমাস ঐস্থানে ছিলেন। উহাতে পুণ্ডরীকাক্ষেরও নাম আছে।

পুরন্দর আচার্য—শ্রীচৈতন্য শাখা, মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রেরও 'আচার্য পুরন্দর' আখ্যা ছিল। এজন্য মহাপ্রভু ইহাকে ভক্তিভাবে 'পিতা' বলিয়া ডাকিতেন [চৈভা অন্ত্য ৮।৩১]।

চৈতন্য-পার্ষদ—শ্রীআচার্য পুরন্দর ॥
পিতা করি' যারে বলে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ [চৈ° চ° আদি ১০।৩০]

পুরন্দর খাঁ—প্রকৃত নাম কিন্তু গোপীনাথ বসু। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রামে বাস ছিল। এখনও 'পুরন্দরগড়' ঐস্থানে বর্ত্তমান আছে। ইনি হোসেন সা বাদসার উজির ছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম—সুবুদ্ধি খাঁ। তিনিও গৌড়ের বাদসাহের নিকটে চাকরী করিতেন। ইঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত। (হোসেন সাহ দ্রষ্টব্য)

পুরন্দর পণ্ডিত—২৪ পরগণার শ্রীপাট খড়দহ-নিবাসী, শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর। প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ [চৈ° চ° আদি ১১।২৮]

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীপাট খড়দহে বসতি করেন, তাহার পূর্ব হইতে পুরন্দর পণ্ডিতের ঐ স্থানে দেবালয়াদি ছিল বলিয়া জানা যায়।

খড়দহে প্রভু পদ্মাবতীর তনয়।
নিরন্তর সংকীর্ত্তনে মত্ত অতিশয় ॥
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় যথা।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম প্রকাশিল তথা ॥
(ভক্তি ৮।:৬৫—১৬৬)

খড়দহে আসি প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে রহে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতেরে।
ডুবাইলেন সংকীর্ত্তন সুখের সাগরে ॥
শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত যত।
সবেই হইল সংকীর্ত্তনে উনমত ॥
খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া।
বিলায় দুর্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া ॥
[ভক্তি ১২।৩৭০২—৫]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার গৃহে আগমন করিয়া নৃত্যগীত করিতেন; আবার পুরীধামে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গেও থাকিতেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে প্রেম প্রচারের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন পুরন্দর পণ্ডিত তাঁহার সহিত আগমন করেন।

পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে। মুক্তিরে 'অঙ্গদ' বলি লাফ দিয়া পড়ে ॥ (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।২৪১)

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥
ঐ ৪২৩

কিন্তু 'বৈষ্ণব-আচারদর্পণে' লিখিত আছে যে পুরন্দর পণ্ডিতের শ্রীপাট—'পাড়পুরে'।

পুরন্দর মিশ্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

'নারায়ণ সান্যাল আর মিশ্র পুরন্দর।' [প্রেম ২০]

পুরুষোত্তম—শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহাপ্রভুর ছাত্র ও কীর্ত্তনসঙ্গী।

প্রভুর পড়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়। ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥ [চৈ° চ° আদি ১০।৭২]
(চৈভা আদি ১৫।৫, অন্ত্য ৮।২০)

'সঞ্জয়'টীকে পুরুষোত্তমের উপাধি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই পয়ারটি প্রকৃতপক্ষে দুই জনকেই বুঝায়।

২ নবদ্বীপবাসী গৌরভক্ত।

রত্নাকর-সুত বন্দো পুরুষোত্তম নাম ॥
নদীয়া-বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥
[বৈষ্ণব-বন্দনা]

৩ শ্রীচৈতন্য শাখা।

পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথ দাস।
(চৈ° চ° আদি ১০.১১২)

৪ শ্রীচৈতন্য-শাখা, কুলীন-গ্রামী।

যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৮০)

৫ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য, শ্রীপাট—নৃসিংহপুর (মতান্তরে—কাশিয়াড়ি)।

ধ্রুবানন্দ, পুরুষোত্তম আর হরিদাস।
শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য নৃসিংহপুরে বাস ॥ (প্রেম ২০)

৬ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫০]

৭ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

পুরুষোত্তম, গোকুলদাস আর হরিদাস। (প্রেম ২০)

পুরুষোত্তম আচার্য—মহাপ্রভুর মর্মিভক্ত স্বরূপ দামোদরের পূর্বাশ্রমের নাম।

সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বরূপ দামোদর ॥ (স্বরূপ দামোদর দ্রষ্টব্য)

পুরুষোত্তম গুপ্ত—শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচন দাসের

মাতামহ (লোচনদাস দ্রষ্টব্য)।

পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য।

শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী আর শিষ্য তাঁর॥ (কর্ণা ২)

পুরুষোত্তম জানা—উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের পুত্র। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য।

মহারাজা প্রতাপরুদ্রের কুমার। 'পুরুষোত্তম জানা' নাম, সর্বাংশে সুন্দর॥ [ভক্তি ৬।৬৫]

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর বামে শ্রীশ্রী-রাধারাণী ছিলেন না। পুরুষোত্তম এই সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধামে দুইটী শ্রীমতীর মূর্ত্তি পাঠাইয়া দেন, কিন্তু শ্রীমদনমোহন সেবায়েৎ ব্রাহ্মণের নিকট স্বপ্নাদেশ দেন যে—'যে দুইটি মূর্ত্তি আসিয়াছেন, তন্মধ্যে যিনি আকারে ক্ষুদ্র, তিনিই শ্রীমতী রাধা এবং অন্যটী ললিতাদেবী। রাধিকাকে আমার বামভাগে এবং ললিতাদেবীকে আমার দক্ষিণদিকে বসাইয়া দাও।' ইহাতে কিন্তু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বামভাগ শূন্য রহিল। পুরুষোত্তম এ সংবাদ জানিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীগোবিন্দের জন্যও একটি স্বতন্ত্র শ্রীমতীর মূর্ত্তি নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু সেই রাত্রেই গোবিন্দদেব তাঁহাকে স্বপ্ন-যোগে বলেন—পুরীধামে শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের চক্রবেড়ের মধ্যে লক্ষ্মীঠাকুরাণী-নামে যিনি পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তিনি লক্ষ্মী নহেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকা দেবী, তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।'

সাধনদীপিকায় উক্ত লক্ষ্মীঠাকুরাণী বিগ্রহের একটু ইতিহাস আছে। উক্ত বিগ্রহ পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনেই ছিলেন। কোন ভক্ত উৎকল দেশে আনয়ন করেন। তৎপরে উৎকলের রাধানগর-নিবাসী বৃহদ্ভানু নামে একজন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ উহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক সেবা করিতে থাকেন। তাঁহার-স্বধাম গমনের পর উড়িষ্যার কোন ভক্ত রাজা ঐ শ্রীস্থানের মতীকে লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চক্রবেড়ের মধ্যে পরম যত্নে রক্ষা করেন, কিন্তু পূজারীরা ইহাকে লক্ষ্মীজ্ঞানেই পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। পুরুষোত্তম জানা স্বপ্ন দেখিয়া মহাসমারোহে শ্রীমতীকে শ্রীগোবিন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন। [সাধনদীপিকা ১২৮—১২৯ পৃঃ]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের এবং তদীয় পুত্রের সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠা-ভয়ে রাজদর্শন করিতেন না। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব প্রভুর সঙ্গলাভের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইলেন। পরিশেষে রাজার আগ্রহাধিক্য বুঝিয়া তিনি আজ্ঞা করিলেন 'রাজপুত্রকে আমার নিকট লইয়া আসিতে পার', রাজপুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে নীত হইলেন এবং তিনি মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন। প্রভুও রাজকুমারকে দেখিয়া মোহিত হইলেন।

সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল বরণ। পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ॥ কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহ হইলা উদ্দীপন॥ প্রভু-স্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ। স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক-বিশেষ॥ 'কৃষ্ণ', কৃষ্ণ' কহে নাচে, করয়ে রোদন। তার ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥ [চৈ° চ° মধ্য ১২।৫৮—৬৪]

প্রভু রাজকুমারকে নিত্য আসিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম তীর্থ—শ্রীগৌর-পার্ষদ, সন্ন্যাসী; নব যোগীন্দ্রের অন্যতম [গৌ° গ° ৯৭—১০১]।

পুরুষোত্তম দত্ত—জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে নাম আছে।

পুরুষোত্তম দত্ত যে কেবল উদার। যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিহার॥

২ শ্রীনিমাইর ব্যাকরণের ছাত্র (?)

৩ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেঠা মহাশয়। ইঁহার পুত্রের নাম—সন্তোষ দত্ত (নরোত্তম ঠাকুর দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পিতা পুরুষোত্তম দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া লিখিত আছে। অধিকন্তু কৃষ্ণানন্দই রাজা ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে।

রাজধানী স্থান পদ্মাতীরবর্ত্তী। গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি॥ তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম মহান্ত॥ 'জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম। শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য। [ভক্তি ১।৪৬৪—৪৬৮]

পুরুষোত্তম দাস—সদাশিব কবিরাজের পুত্র, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইঁহার শিষ্য দৈবকীনন্দন দাস বৈষ্ণব-বন্দনা ও সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধান রচনা করেন। ইঁহার রচিত পদাবলি আলোচ্য ও আস্বাদ্য। যশোহরে বোধখানায় এবং নদীয়ার ভাজনঘাটে এই বংশীয়দের বাসস্থান। এই বংশেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকমল গোস্বামী রাইউন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাসাদি রচনা করিয়া বহু নরনারীকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন। পূর্ব লীলায় ইনি স্তোককৃষ্ণ। (গৌ° গ° ১৩০)।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস—তাঁহার তনয়॥
(চৈ° চ° আদি ১১।৩৮)

স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম। (ভক্তমাল—৩)

ভরত মল্লিক-কৃত 'চন্দ্রপ্রভায়' ৭৪ পৃঃ ইঁহাদের নাম আছে ঃ—

সদাশিবস্য পুত্রৌ দ্বাবগ্রজঃ পুরুষোত্তমঃ। পুরুষোত্তম-সেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ। স ঠকুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুত-সদ্যশাঃ॥

পুরুষোত্তম দেব—রাজা প্রতাপরুদ্রের পিতা।

সরস্বতীবিলাসের বর্ণনানুসারে কপিলেন্দ্রদেবের ঔরসে ও পার্বতীদেবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 'গঙ্গবংশানুচরিত'-কাব্যমতে কপিলেন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম—হম্বীর দেব। পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠপুত্র না হইলেও শ্রীজগন্নাথের আদেশে ইনিই উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত হন। ইহাতে অন্যান্য ভ্রাতারা ক্রুদ্ধ হইয়া তিনিই যে জগন্নাথের মনোনীত রাজা ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। পুরুষোত্তম নির্দিষ্ট দিবসে জগন্নাথের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে নিরস্ত্র তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাদি নিঃক্ষেপ করিলেও ইনি অক্ষতাবস্থায় থাকিলেন দেখিয়া তাঁহারা পুরুষোত্তমকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। 'কাঞ্চী-কাবেরী' নামক ওড়িয়া কাব্যে বর্ণিত আছে যে পুরুষোত্তমদেবের সহিত কাঞ্চীর রাজকুমারী পদ্মাবতীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে রথযাত্রাকালে কাঞ্চীরাজ পাত্র দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে পুরুষোত্তম সুবর্ণ-সম্মার্জনী হাতে লইয়া রথের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। ঝাড়ুদারের (?) হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। প্রথমতঃ পশ্চাৎপদ হইয়া আবার জগন্নাথের শরণাপন্ন হইয়া তৎকৃত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া দ্বিতীয়বারে তিনি কাঞ্চীর দিকে যাত্রা করেন। পুরী হইতে পাঁচক্রোশ দূরে সমুদ্রের ধারে আনন্দপুর গ্রামে মাণিকা-নাম্নী গোয়ালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে মাণিকা তাঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় দেখাইয়া বলিলেন যে রাজার অগ্রবর্ত্তী দুই জন সৈনিক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দধিদুগ্ধাদি খাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ অঙ্গুরীয়টি দিয়া বলিয়াছেন—'পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজাকে ইহা প্রত্যর্পণ করিয়া দধিদুগ্ধাদির মূল্য লইবে।' রাজা অঙ্গুরীয় দেখিয়াই বুঝিলেন যে উহা স্বয়ং জগন্নাথ ও বলরামের লীলা। রাজা মাণিকাকে সৎকৃত করিয়া কাঞ্চীরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং তদীয় মাণিক্যসিংহাসনটি লইয়া শ্রীজগন্নাথের সেবায় সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চীরাজের পূজিত গণেশকেও তিনি পুরীতে আনিলেন। এই গণেশ পুরুষোত্তমদেবকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি 'ভণ্ডগণেশ' নামে খ্যাত হন। অদ্যাপি তিনি 'ভণ্ডগণেশ' বা 'কাঞ্চীগণেশ'-নামে কূর্মবেড়ের মধ্যে পশ্চিমদ্বারের সংলগ্ন মন্দিরে বিরাজমান। তিনি রাজকুমারী পদ্মাবতীকে জগন্নাথের ইচ্ছায় বিবাহ করিলেন। শ্রীমন্দিরের জগন্মোহনের প্রাচীর গাত্রে এই ঘটনাবলীর চিত্রাবলি দেখা যায়। তাহাতে বীরবেশে অশ্বারোহী কাঞ্চী-যাত্রী শ্রীজগন্নাথ-বলরামও অঙ্কিত আছেন। প্রতাপরুদ্রের অনন্তবর্মন্-অনুশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা কর্ণাটদেশের রাজধানী বিদ্যানগর বা বিজয়নগর আক্রমণ করত নৃসিংহকে পরাজিত করেন। বিদ্যানগর হইতে তিনি শ্রীসাক্ষিগোপাল বিগ্রহকে আনিয়া কটকে স্থাপন করেন। পুরুষোত্তমদেব শ্রীমন্দিরের 'ভোগমণ্ডপ' নির্মাণ করাইয়াছেন বলিয়া মাদলাপাঞ্জীতে লিখিত আছে।

ইনি অপ্রাকৃত-সাহিত্য-রসিক ও কবি ছিলেন। তৎকৃত সাতটি পদ্য শ্রীপাদ শ্রীরূপ প্রভু পদ্যাবলীতে (৪৮, ১৫৬, ১৬১, ২২০, ২২১,

২২৪ ও ২৯৩) সমাহরণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'বেণীসংহার'-নাটকের অবলম্বনে ইনি অভিনববেণী-সংহরণ নামে অন্য সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। 'অভিনব গীতগোবিন্দ'ও নাকি ইঁহার রচনা। Vide Report (1895-1900) p. 18 by Mm. H. P. Sastri] তদ্রচিত মুক্তিচিন্তামণি আছে। (পাটবাড়ী পুঁথি স্মৃ ১৪৭)

পুরুষোত্তম নাগর——পূর্বলীলায় দামগোপাল। * কেহ কেহ বলেন নাগর উঁহার উপাধি এবং কেহ কেহ বলেন নাগর দেশে উঁহার পূর্ব নিবাস ছিল। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ইনি সর্পবিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই অনিষ্ট হয় নাই।

২ ঈশান নাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পদ্মার পূর্বতীরে ঢাকা জেলায় তেওথা ঝাঁকপাল গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে লিহানপুর গ্রামের নীচে হুড়াসাগর। উত্তর দিক্ হইতে বাইশ কোদালিয়া ও পশ্চিম হইতে পদ্মা আসিয়া এই হুড়াসাগরে মিলিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম নিত্য এই স্থানে আহ্নিক করিতেন। একদিন স্নানান্তে তিনি নিবিষ্ট মনে আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময় পান্‌সি ও বজরা নৌকার মাল্লারা গুণযোজনায় উত্তর দিকে নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বড় লোকের নৌকার মাঝিগণ নিরীহ বৈষ্ণব পুরুষোত্তমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই নৌকা চালাইল, কিন্তু বৈষ্ণব-শক্তিতে যাহারা গুণ টানিতেছিল, তাহাদের পা বদ্ধ হইয়া গেল। নৌকাস্থিত ভদ্রলোকের ইচ্ছায় বৈষ্ণবের 'জহুরা' দেখিবার জন্য মাঝিরা একখানা তিন হাত দীর্ঘ ও আড়াই হাত প্রস্থ বিশাল পাথর ধরাধরি করিয়া জলে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—দেখি বৈষ্ণবের ইচ্ছায় এই পাথর জলে ভাসে কিনা? পুরুষোত্তম তাহা দেখিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন আর পাথরখানি ভাসিতে ভাসিতে পুরুষোত্তমের নিকট আসিতেই তিনি ভক্তিভরে পাথরখানিকে স্পর্শ ও প্রণাম করিয়া মস্তকে ধরিয়া একাকী বাড়ী লইয়া আসিলেন। উহাকে নিজ-প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের সিংহাসনের এক পার্শ্বে রাখিয়া সেবা পূজাদি করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে যে তাঁহার পরে ঐ পাথরখানা সরিকী বিভাগ জন্য করাতদ্বারা চিরিতে যাইয়া দেখা গেল যে তাহাতে রক্তোদ্‌গম হইতেছে। তখন বিভাগে ক্ষান্ত হইয়া সরিকদারগণ কেহ শ্রীজগন্নাথ পাইলেন, কেহ বা ঐ পাথর ও শ্রীবিগ্রহাদি পাইলেন। বামন্দী গ্রামে ঐ পাথর এখনও সেবিত হইতেছে।

[অদ্বৈত-প্রকাশের ভূমিকা]

* নাগর পুরুষোত্তম যেঁহো পূর্বে ব্রজে দাম। (ভক্তমাল ৩)

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস।

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়। নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥

(চৈ° চ° আদি ১১।৩৩)

পণ্ডিত পুরুষোত্তমের নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম॥ (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭৩৭)

২ শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।

(চৈ° চ° আদি ১২।৬৩)

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজন। প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য গোসাঞির স্থান॥ [বৈষ্ণব-বন্দনা]

পুরুষোত্তম পুরী—শ্রীগৌরভক্ত।

(বৈষ্ণব-বন্দনা)

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস। (চৈ° চ° আদি ১২।৬২)

কৃপা কর পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী। করিনু কুক্রিয়া বহু কহিতে না পারি॥ [নামা ২৪৪]

পুরুষোত্তম মিশ্র—প্রেমদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের নামান্তর। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের পূজারি। (প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ দ্রষ্টব্য)।

পুরুষোত্তম শর্মা—সদাশিব-তনূদ্ভব, রম্ভা-গর্ভাসমুদ্ভূত,খলিকালী-নিবাসভূঃ, শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য। 'শ্রীহরিভক্তি-তত্ত্বসারসংগ্রহ'-গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। পুরুষোত্তম দাসও হইতে পারে।

পুরুষোত্তমাচার্য—শ্রীস্বরূপ দামোদরের পূর্বাশ্রমের নাম।

[চৈ° ভা° অন্ত্য ১০।৫২]

পুষ্প গোপাল—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ইনি ঢাকায় স্বর্ণগ্রামবাসী ছিলেন।

শ্রীহরি আচার্য,সাদিপুরিয়া গোপাল। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥

[চৈ° চ° আদি ১২।৮৪]

ওহে পুষ্প গোপাল! দেখাহ

মোরে তারে। যে বিষ্ণুখট্টায় বৈসে শ্রীবাসের ঘরে ॥ [নামা ১২৬]

পুষ্পগোপাল-নামানং বন্দে প্রেম-বিলাসিনম্। স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণ-গ্রামকো নামধেয়তঃ ॥

[শা° নি° ৪৫]

পূজারী গোঁসাই—শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার ; 'চৈতন্য দাস' দ্রষ্টব্য।

পূর্ণানন্দ——শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম ভ্রাতা। (প্রেম ২৪)

প্রকাশানন্দ--শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত ঢাকার কাষ্ঠকাটা গ্রামের ঠাকুর জগন্নাথ আচার্যের পিতৃব্য। ইনি যজুর্বেদীয় কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ মহর্ষির দ্বাদশ অধস্তন এবং রত্নাকর মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর জগন্নাথকে ইনিই লালন পালন করিতেন। পূর্বপুরুষানুক্রমে একটি দামোদর শালগ্রাম সেবা করিয়া ইনি কাষ্ঠকাটা গ্রামে ঘাসীপুকুরের তীরে সামান্য ঝোঁপড়ায় বাস করিতেন। ঠাকুর জগন্নাথ যখন মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশে শান্তিপুরের দিকে ধাবিত হইতে-ছিলেন, ইনিও পশ্চাদনুসরণক্রমে আসিয়া দুই একদিন পরে শান্তিপুরে সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের কামবীজে দীক্ষিত করেন। তিনি কামবীজের ল-কারের পরিবর্তে র-কার শুনিয়া তাহাই নিরন্তর জপ করিতে করিতে শ্যামাসুন্দরীর দর্শন পাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে কেন শ্যামার দর্শন হইতেছে বুঝিতে না পারিয়া ইনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আদেশে ইনি বটপত্রে নিজের ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। তখন প্রভু বলিলেন—'তুমি এখনও শক্তি-মন্ত্রে সিদ্ধ হও নাই, কাজেই দেশে গিয়া এই মন্ত্রেই তুমি মহামায়ার আরাধনা করিতে থাক, তাহাতেই অভিলষিত বস্তু পাইবে'। কিয়দ্দিন পরে শ্রীপ্রভুর আজ্ঞায় ঠাকুর জগন্নাথ-সহ ইনি দেশে গিয়া দামোদরকে না দেখিয়া ঘাসীপুকুরের তীরে হত্যা দিয়া আদেশ পান যে তখন হইতে পাঁচ পুরুষ পরে আবার দামোদর তদীয় বংশের সেবা অঙ্গীকার করিবেন। এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দামোদর স্থানীয় মুসলমানের গৃহে শিলাপুত্রের কার্যে ব্যবহৃত হইয়া অক্ষয় অব্যয় দেহে বিরাজমান থাকিয়া আবার স্বপ্নাদেশ দিয়া ঐ বংশের সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইঁহার বংশ-ধরেরা এখনও শান্তিপুরের চাকৃফেরা গোস্বামিদের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অদ্যাবধি আড়িয়াল গ্রামে দামোদরের সেবা করিতেছেন।

প্রকাশানন্দের বংশ—প্রকাশানন্দ, (১) রামজীবন ও রামগোপাল, (২) রামকেশব ও রামবল্লভ, (৩) রাম-গোবিন্দ, (৪) ভবানীচরণ, (৫) রামবল্লভ; (৬) রামনরসিংহ, (৭) গোকুলচন্দ্র, (৮) রামনারায়ণ, (৯) শ্যামাচরণ, (১০) ধূর্জটী ও সুরেন্দ্র।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী (চৈ° ভা° মধ্য ৩।৩৭-৪০)। মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ববর্তী জীবন (চৈচ মধ্য ১৭।১০৪-১৪৩) প্রভুর কৃপালাভের পরের জীবন (ঐ ২৫।৫-১৬০)। (ভক্ত ২২। ৭) 'প্রবোধানন্দ' দ্রষ্টব্য।

প্রতাপরুদ্র দেব—শ্রীগৌর-পার্ষদ। পুরুষোত্তম দেবের পুত্র, মাতা—পদ্মাবতী। শ্রীগদাধরের উপশাখা।

প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ। (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৫)

উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি। রাজা ও রাণীগণ এবং রাজপুত্র সকলেই মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্তন-সময়ে—

রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লঞা। রাজপত্নীগণ দেখে অট্টালি চড়িয়া ॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১০।৬৩]

ইঁহার এক পুত্রের নাম—'পুরুষোত্তম জানা' ছিল।

(ভক্তি ৬।৬৫)

গৌরগণোদ্দেশ-(১১৮)-মতে ইনি জগন্নাথ-সেবক ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইনি যতদিন পুরীধামে থাকিতেন, ততদিন নিত্য স্বীয় গুরুদেব কাশীমিশ্রের গৃহে আগমন করত তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পদসেবা করিতেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগাদির কোন বিঘ্ন হইতেছে কিনা শ্রবণ করিতেন।

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে। যতদিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ-সম্বাহন। জগন্নাথের সেবার করে ভিয়ান-শ্রবণ ॥

(চৈ° চ° অন্ত্য ৯।৮১—৮২)

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের পরি-পোষক, শ্রীরামানন্দ-কাশীমিশ্র-সার্ব-ভৌমভট্টাচার্য প্রভৃতির পরমপ্রিয় গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের

পরিচয় বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (১) শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক (১৫-৭) তাঁহার অতুলনীয় দোর্দণ্ড-প্রতাপ, শৌর্যবীর্য, উদারতা অথচ বৈষ্ণবতার পরিচয় দিতেছে। এই নাটকের প্রায় প্রত্যেক গীতিকার ভণিতায় প্রতাপরুদ্রের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাতেই অনুমিত হয় যে রাজা পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রসঙ্গ প্রায় প্রতি চরিতগ্রন্থেই অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও (প্রথমাঙ্কে) তাঁহার শৌর্যবীর্যের কথা, (৭-১০ অঙ্কে) বিবিধ প্রসঙ্গ, মহাকাব্যে (১৫।৯৫—৬) শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে সুবর্ণ-মার্জনী ধারণপূর্বক সেবার কথা এবং গৌরগণোদ্দেশে (১১৮), শ্রীমুরারিগুপ্ত কড়চায় (৪।১৬), শ্রীচৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতিতে ইঁহার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। গৌড়ীয়ে (২৪।২৫৩ পৃঃ) গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব-শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত আছে যে প্রতাপপুর নামক গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীজগন্নাথ ও দধিবামন বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়া একটি দারুময়ী শ্রীচৈতন্য-মূর্তি প্রকট করিয়াছিলেন এবং নির্যাণ-কালের কিছুদিন পূর্বে ৫৪ জন পাণ্ডার উপর সেবাভার সমর্পণ ও তজ্জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। পুরী রাজপ্রাসাদের মধ্যে অন্যান্য মূর্তির সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরগদাধর মূর্তি বিরাজমান—ইঁহাদের ভোগরাগের প্রচুরতর ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। তদীয় গ্রন্থাবলী—(১) **শ্রীসরস্বতীবিলাস,** (২) **প্রতাপ-মার্ত্তণ্ড** বা প্রৌঢ়প্রতাপ-মার্ত্তণ্ড, (৩) **নির্ণয়সংগ্রহ,** (৪) **কৌতুকচিন্তামণি** ও (৫) বাংলা পদ। (১) সরস্বতীবিলাস স্মৃতিগ্রন্থ—তদীয় অনুগ্রহ-প্রার্থী লোল্ল-লক্ষীধর নামক সভাপণ্ডিত-কর্তৃক রচিত এবং রাজা প্রতাপরুদ্রে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া গবেষকদিগের মত। (২) প্রতাপমার্ত্তণ্ডও অন্য সভাপণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক রচিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রে আরোপিত স্মৃতিনিবন্ধ। (৪) কৌতুকচিন্তামণি—'চিত্রবন্ধ', 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি কাব্যরচনা-বিষয়ক, কামশাস্ত্র-বিষয়ক ও ইন্দ্র-জালবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার তিনটী দীপ্তি (অধ্যায়) আছে। Poona Bhandarkar Research Instituteএ দুই খানা এবং বিকানীর রাজ-গ্রন্থাগারে একখানা পুঁথি আছে। (৫) বাংলাপদটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯২নং পুঁথিতে দেখা যাইতেছে। ইহা তাঁহারই রচিত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে—তথাপি সুন্দর বলিয়া এস্থানে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীরাধার প্রতি উক্তি (পদের কিয়দংশ)—

আভরণ-মাঝে হ'ব দুখানি নূপুর। ......নখচন্দ্রে চকোর, পদকমলে ভ্রমর। ওরূপে মুকুর হব নিরাগে চামর॥ আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে। অতি ক্ষীণ রেণু হঞা থাকিব চরণে॥ রেণু হৈতে না পাই যদি মনে অনুমানি। প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি॥

রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাদ্যং সুবিশ্রুতম্। বন্দে গদাধরযুতো গৌরো যেন সুসেবিতঃ॥ [শা° নি° ৫৩] অন্যান্য প্রসঙ্গ (ভক্ত ২১৫) দ্রষ্টব্য।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু-দত্ত নাম—নৃসিংহানন্দ।

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু যাঁর নাম কৈলা নৃসিংহানন্দ করি'॥ [নৃসিংহানন্দ দ্রষ্টব্য] (চৈ° চ° আদি ১০।৩৫)

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা, শ্রীহট্টবাসী, পরে উড়িষ্যাপ্রবাসী।

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ। (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৫)

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুকে পুরীবাসী ভক্তগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিলেন—

'প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইঁহো বৈষ্ণব-প্রধান॥'
(চৈ° চ° মধ্য ১০।৪৩)

শ্রীপ্রভুর আজ্ঞায় ইনি রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিয়াছিলেন। (চৈ চ অন্ত্য ৫।৪—৬৭)।

২—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জ্ঞাতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র। (মতান্তরে খুল্লতাতপুত্র)—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি শ্রীহট্ট জিলায় বুরুঙ্গাবাসী কীর্তিমিশ্রের বংশজাত।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃব্য, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক—শ্রীগৌর-কৃপায় শ্রীরাধাকৃষ্ণরসে মত্ত হইলেন

[ভক্তি ১।৮৩—৮৪]। পূর্বলীলায় তুঙ্গবিদ্যা (গৌ° গ° ১৬৩)। ইঁহার গ্রন্থাবলি—(১) শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত, (২) শ্রীরাধারসসুধানিধি, (৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, (৪) সঙ্গীতমাধব, (৫) আশ্চর্যরাসপ্রবন্ধ ; (৬) শ্রুতি-স্তুতি-ব্যাখ্যা, (৭) কামবীজ-কাম-গায়ত্রী-ব্যাখ্যান, (৮) গীতগোবিন্দ-ব্যাখ্যান এবং (৯) শ্রীগৌরসুধাকর-চিত্রাষ্টক প্রভৃতি (পাটবাড়ী পুঁথি স্ত ৪১, ৪৬, ৭৪)। Mr. Growse তদীয় 'Mathura' পুস্তকে দ্বিতীয় গ্রন্থখানিকে শ্রীহরিবংশ-রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জয়পুর শ্রীগোবিন্দ গ্রন্থাগারে দুইখানা পুঁথি আছে, একখানায় অতিরিক্ত দুইটি (আদ্যো-পান্তে) শ্লোক বেশী এবং তাহা মহাপ্রভু-বিষয়ক। অন্যটিতে শ্রীহরি-বংশনামাঙ্কিত। আমরা এই গ্রন্থ-পঞ্চকের ভাবভাষাদি ও শ্রীপ্রবোধা-নন্দের সিদ্ধদেহগত (সখীদেহের) স্বভাব—[দক্ষিণা প্রখরা, মাননির্বন্ধা-সহা, নায়কভেদ্যা] প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করত ইহাকেও শ্রীপ্রবোধা-নন্দে বিন্যস্ত করিলাম। অনেক স্থলে বাহ্যিক প্রমাণাভাবেও আভ্যন্তরীণ প্রমাণই বলবত্তর হইয়া থাকে।

হিন্দী ভক্তমালে—(টীকা কবিত্ত ৮৭৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীপ্রবোধানন্দ বড়ে রসিক আনন্দ-কন্দ, শ্রীচৈতন্যচন্দজুকে পারষদ প্যারে হৈঁ॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জকেলি, নিপট নবেলি কহি, ঝেলি রসরূপ, দোউ কিয়ে দৃগ তারে হৈঁ॥ বৃন্দাবন বাসকো হুলাসলে প্রকাশ কিয়ো, দিয়ো সুখসিন্ধু কর্ম ধর্ম সব টারে হৈঁ। তাহী সুনি সুনি কোটি কোটি জন রঙ্গ পায়ো, বিপিন সুহায়ো বসে তন মন ওয়ারে হৈঁ॥ ৬১২

২ মতান্তরে প্রকাশানন্দেরই বৈষ্ণব নাম হয়—প্রবোধানন্দ এবং তিনিই উপর্যুক্ত গ্রন্থ-পঞ্চকের রচয়িতা। মায়াবাদের প্রতি তিক্ততা-বোধ, গ্রন্থমধ্যে ভূয়শঃ মহঃ ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ-প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ এবং সুধানিধির অন্তিমশ্লোকস্থ'মায়াবাদার্ক-তাপসন্তপ্ত' কথা দ্বারা ইনি যে পূর্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ১৬৪০ শকাব্দে বিদ্যমান আনন্দি-কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকার উপক্রমশ্লোকেও এই সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিতেছে।

প্রভুচন্দ্র গোপাল—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য, ইনি শ্রীরামরায়ের অনুজ। শ্রীরামরায়কৃত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তির (গৌরবিনোদিনীর) উপর ইনি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, নাম—'শ্রীরাধামাধব ভাষ্য'। ইহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদই সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্চদশ-শকশতাব্দীর রচনা। ইহার অন্য রচনা—ব্রজভাষায় 'মহাবাণী', প্রথম সেবাসুধায় বহু পদ দেখা যায়। অন্যান্য সুধাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। এই পদাবলীতে শ্রীগৌরকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ হইতে অভিন্নভাবে ধরিয়া কবি বিবিধযামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রভুরাম দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। 'প্রভু রামদত্ত-শাখা আর শীতল রায়। জয় প্রভুরাম দত্ত পরম সুধীর। নিরন্তর যাঁর নেত্রে বহে প্রেম-নীর'॥ (নরো ১২)

প্রসাদ দাস—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। 'রসিক-মঙ্গল' গ্রন্থে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

২ (প্রকাশ দাস) উপ'ধি—বিশ্বাস। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—কমলাকর দাস। ভ্রাতার নাম—জানকীরাম দাস। বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুর রাজ্যে ইঁহাদের বাস ছিল। পূর্বে ইঁহাদের 'মজুমদার' উপাধি ছিল। শ্রীনিবাসপ্রভু ইঁহাদিগকে 'বিশ্বাস' উপাধি প্রদান করেন।

তাঁহার অনুজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা। প্রভু-কৃপা পাইয়া দোঁহে মহামত্ত হৈলা॥ পূর্বে ইঁহাদের ছিল 'মজুমদার' খ্যাতি। প্রভুদত্ত এবে হইল 'বিশ্বাস'-খেয়াতি॥ (কর্ণা ১)

৩ 'গুরুপ্রসাদ সেন' দ্রষ্টব্য।

প্রসাদদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

প্রসাদদাস বৈরাগী-শাখা সেবায় অনুরক্ত। (প্রেম ২০)

জয় শ্রীপ্রসাদ দাস বৈরাগী-প্রধান। (নরো ১২)

প্রহররাজ মহাপাত্র—উৎকলবাসী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর নিকটে ইঁহার পরিচয় করাইয়াছেন [চৈ° চ° মধ্য ১০।৪৬]। উৎকলে রাজ-গণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে মৃত রাজার মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ বা অভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত এক প্রহর কাল রাজকুল-পুরোহিতবংশের এক-

জন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্যাবস্থায় পতিত না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে 'প্রহররাজ' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাণকিশোর গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য; ভক্তচরিত্র, সন্ধানীর সাধুসঙ্গ, জ্ঞানেশ্বরী গীতা (অনুবাদ) প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকৃষ্ট লিখক ও ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা।

প্রাণগোপাল গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য। অনুপম ভক্তিশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, ইনি শিষ্যগণ-সাহায্যে প্রেমসম্পুট, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভের অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। সাময়িক বৈষ্ণব-পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

প্রাণবল্লভ (পরাণ) দাস—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শিষ্য ব্যাসাচার্যের অন্বয়ী। ইনি 'রসমাধুরী'-নামক সুবৃহৎ ব্রজলীলা কাব্য রচনা করেন (১৭০০ শক)।

প্রিয়ঙ্কর—উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্র শ্রীনিবাসের নামান্তর।

প্রিয়াদাসজি—কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য ও ভক্তমালের 'ভক্তিরসবোধিনী' নামে টীকাকার। ১৬৩৫ শকাব্দের পূর্বে ও পরে ইনি 'অনন্যমোদিনী', 'চাহবেলী', 'রসিকমোহিনী', 'ভক্তসুমিরণী' প্রভৃতি গ্রন্থমালা রচনা করিয়াছেন।

প্রেমদাস—শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের বিরক্ত শিষ্য বলিয়া কথিত। ইনি শ্রীজীবপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরীগোস্বামিপাদের কূপের নিকটে বটবৃক্ষতলে ছত্র স্থাপন করিয়া শ্রীরাধাদামোদর-বিগ্রহ প্রকাশ করেন। ইনি উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী ও অতিবিরক্ত ছিলেন বলিয়া নীলাচলবাসিরা তাঁহাকে 'নাগা' বলিতেন। এইজন্য তাঁহার স্থাপিত শ্রীরাধাদামোদর-মঠকেও লোকে 'নাগামঠ' বলে।

২ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ভ্রাতার নাম—রসিক দাস।

প্রেমদাস, রসিক দাস—দুই সহোদর। বৈষ্ণব-সেবাতে দোঁহে বড়ই তৎপর॥ (কর্ণা ১)

প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—কাশ্যপ গোত্র। আদি-নাম—পুরুষোত্তম মিশ্র। শ্রীধাম নবদ্বীপে গোকুলনগর বা কুলিয়াতে গঙ্গাদাস মিশ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ—মুকুন্দানন্দ শ্রীচৈতন্য-দেবের সমসাময়িক। প্রেমদাসের চারি সহোদর ছিল। পূর্বেই দুই জন স্বধামে গমন করেন। অবশিষ্ট দুই জনের নাম--গোবিন্দরাম ও রাধাচরণ।

প্রেমদাস ১৬শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বৈরাগ্য অবলম্বন করত নানাতীর্থ পর্যটন করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী হন। কাহারও মতে তিনি গোবিন্দদেবের জন্য ভোগরন্ধন করিতেন। বর্তমানে সূপকারের বৃত্তি ঘৃণ্য হইলেও তখন শ্রীবিগ্রহের ভোগ-রন্ধন অতীব পবিত্র ভাবাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্যকে প্রদান করা হইত না।

প্রেমদাস সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ১৬৩৪ সালে তিনি কবি-কর্ণপূরকৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের' বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন এবং 'বংশীশিক্ষা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন—প্রেমদাস ও প্রেমানন্দ দাস একই ব্যক্তি। এজন্য সুপ্রসিদ্ধ 'মনঃশিক্ষা' নামক গ্রন্থেরও ইনি রচয়িতা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরাইয়া আনেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া তদবধি শ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করিতে থাকেন। বাসুঘোষের ন্যায় তাঁহার লীলাবর্ণনা ও ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় তাঁহার প্রার্থনা দেখিয়া তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বংশীশিক্ষায় তিনি শ্রীপাট বাঘ্‌না-পাড়ার ইতিবৃত্ত কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রেমনিধি—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি' দেখুন।

প্রেমাঙ্কুর দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

প্রেম-অঙ্কুর দাস রসিকের ভৃত্য। কদম্ব ফুটাল যার ভৃত্য তদ্‌ভৃত্য॥
[র° ম° পশ্চিম ১৪।৮৯]

প্রেমানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম ভ্রাতা। (প্রেম ২৪)

প্রেমী কৃষ্ণদাস—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি-পাদের শিষ্য।

প্রেমী কৃষ্ণদাস! সমর্পহ তার পায়। যে রাধিকা-প্রেমে ভাসি জগৎ ভাসায়॥ [নামা ১৬০] 'কৃষ্ণদাস প্রেমী' দ্রষ্টব্য।

প্রেমেশ্বর—শ্রীচৈতন্যানুচর (?)

প্রেমেশ্বর বন্দো চৈতন্যের অনুচর।
[র° ম° পূর্ব ১।৩২]

ফ, ব

ফাগু চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণসিংহ, বিনোদ রায়, ফাগু চৌধুরী। সংকীর্ত্তনে নাচে যেহোঁ বলি হরি হরি॥ (প্রেম ২০)

জয় ফাগু চৌধুরী পরম বিদ্যাবান্। গন্ধর্ব মানবে ধন্য শুনি যাঁর গান॥ (নরো ১২)

ফুল্ল ঠাকুরঝি, ফুল্ল ঠাকুরাণী—'ফুল্লরী' ও 'ফুলঝি ঠাকুরাণী' নামেও খ্যাত। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যা। পিতার নাম—কুমুদ চট্ট। ভগ্নীর নাম—মালতী দেবী। কাঞ্চনগড়িয়াতে নিবাস ছিল। ইঁহার স্বামির নাম—রাজেন্দ্র। তিনিও শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য।

তার কন্যা শ্রীফুল্লঝি নাম ঠাকুরাণী। তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥ (কর্ণা ১)

রাজেন্দ্র চট্ট ফুল্লঠাকুরাণী ও তাঁহার ভগিনী মালতী দেবী দুই জনকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। মতান্তরে ফুল্লঠাকুরাণীর পিতার নাম—কলানিধি চট্ট।

এজন্য অন্যত্র দেখা যায়—

কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্র-ঘরণী। শ্রীমালতী আর ফুল্লরী ঠাকুরাণী॥ (প্রেম ২০)

দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত। সুস্নিগ্ধ মুরতি দুহেঁ অতিশুদ্ধ শান্ত॥ (কর্ণা ২)

বলদেব দাস—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ২৮৪২ সংখ্যক পদটি ইঁহার রচিত। প্রসিদ্ধ বিদ্যাভূষণ কিনা বলা যায় না।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় রেমুণার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় আনুমানিক খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। চিল্কাহ্রদের তীরে কোনও বিদ্বদ্‌বসতি স্থলে ইনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করত বেদ অধ্যয়নার্থ মহীশূরে গমন করেন। এই সময়ে তিনি মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করত তৎসম্প্রদায়ী হন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করত পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ পণ্ডিত সমাজকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজয় করিয়া তত্ত্ববাদিমঠে অবস্থান করেন। কিছুদিন পরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী শ্রীরাধাদামোদরের নিকটে ষট্‌সন্দর্ভ অধ্যয়ন করত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিগাঢ় মর্মে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্য হন। পীতাম্বরদাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বিরক্ত বৈষ্ণববেশ গ্রহণ করিয়া বলদেব 'একান্তি-গোবিন্দদাস-নামে'ও প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ ইঁহারই স্থাপিত। উদ্ধবদাস ও নন্দমিশ্র—ইঁহার দুই প্রধান শিষ্য। ইনি গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য, শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির শেষ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে যখন খবর আসিল যে জয়পুরের মন্দিরসমূহ হইতে বাঙ্গালী সেবায়েতগণ অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত হইয়াছেন, তখন শ্রীবিশ্বনাথের আদেশে ইনি শ্রীমৎকৃষ্ণদেব সার্বভৌমসহ জয়পুরে গিয়া বিচারে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া 'গলতা' নামক পার্বত্য প্রদেশে গৌড়ীয়দের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করত 'শ্রীবিজয়-গোপাল' শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। অদ্যাপি এই বিগ্রহ তত্রত্য দেবমন্দিরে বিরাজমান। এই সময় তিনি গোবিন্দের কৃপাদেশে 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' রচনা করত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মুখ উজ্জ্বল করেন। গ্রন্থাবলি—ষট্‌সন্দর্ভের টীকা, লঘু-ভাগবতামৃতের টীকা, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্তস্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী, সিদ্ধান্তদর্পণ, শ্যামানন্দ-শতকের টীকা, নাটকচন্দ্রিকার টীকা (দুষ্প্রাপ্য), সাহিত্যকৌমুদী, ছন্দঃকৌস্তুভ, কাব্য-কৌস্তুভ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা বৈষ্ণবানন্দিনী, শ্রীগোপালতাপনী ও শ্রীভগবদ্‌গীতার ভাষ্য, স্তবমালার টীকা, ঐশ্বর্যকাদম্বিনী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভূত সেবা করিয়াছেন।

বলভদ্র—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। মেদিনীপুর জেলায় রাজগ্রামে বাস।

বলভদ্র দাস—হিজলিমণ্ডলের অধিকারী ও শ্রীরসিকানন্দের শ্বশুর। ইচ্ছাদেইর পিতা [র° ম° পূর্ব ১০। ৮৬, ৯১]।

বলভদ্র বৈদ্য—শ্রীরসিকানন্দের বাল্য-শিক্ষক। (র° ম° পূর্ব ৯।২৪)

বলভদ্র ভট্টাচার্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের মধুরেক্ষণা (গৌ° গ° ১৭১)।

বলভদ্র ভট্টাচার্য ভক্তি-অধিকারী। মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো অধিকারী॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১৪৬]

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার মানস করিলে, রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর বলভদ্রকে এবং তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে প্রভুর সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।

স্বরূপ কহে—এই বলভদ্র ভট্টাচার্য। তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৭।১৫)

বলভদ্র গৌড়দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রথমে প্রভুর সহিত পুরীতে আগমন করেন।

প্রথমেই তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হইতে। ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্বতীর্থ করিতে॥ ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য। ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা কৃত্য॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৭।১৬—১৭)

স্বরূপ কহিলেন—এই ভৃত্য ব্রাহ্মণটি তোমার বহির্বাস, কৌপীন এবং জল-পাত্র বহন করিবে ও বলভদ্র ভিক্ষা করিয়া রন্ধনাদি করিয়া দিবেন।

তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল। বলভদ্র ভট্টাচার্যে সঙ্গে করি' নিল॥ (ঐ ২০)

মহাপ্রভু বনপথে গমন করিতে করিতে যে সকল সুন্দর দৃশ্য দর্শন করেন ও যে যে ঘটনা হয়, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১৭শ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

মহাপ্রভু বৃন্দাবনে অবস্থানের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠিলে বহুলোক দেখিতে গেল। ঐ সময়ে বলভদ্র মহাপ্রভুকে বলিলেন—

ভট্টাচার্য তবে কহে প্রভুর চরণে। 'আজ্ঞা দেহ, যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে'॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৯৯)

বলভদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে এক চাপড় মারিয়া কহিলেন—

'মূর্খ-বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥ কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে॥ নিজ-ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে'॥ (ঐ ১০১)

পরদিন প্রাতে কতগুলি ভব্য-লোক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়া রহস্য ব্যক্ত করিলেন।

লোক কহে, রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া। কালীদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া॥ দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম। কালীয়-শিরেতে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন। নৌকাতে কালীয়জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে। জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥ (ঐ ১০৩—১০৬)

অন্য এক দিবস মহাপ্রভু অক্রুর ঘাট হইতে যমুনাতে ঝম্প প্রদান করিলে কৃষ্ণদাস রাজপুত ও বলভদ্র তাঁহাকে বহু কষ্টে উত্তোলন করেন। প্রভুর বৃন্দাবন-দর্শনে ক্রমশঃ ভাবা-ধিক্য দেখিয়া বলভদ্র চিন্তিত হন। তিনি মহাপ্রভুকে অনেক বুঝাইয়া বৃন্দাবন হইতে বাহির করেন ও সোরো ক্ষেত্র-পথে প্রয়াগধামে যাত্রা করেন। ঐ সময় সঙ্গে বলভদ্র, তাঁহার ভৃত্য, কৃষ্ণদাস রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন করিলে কিছু দিন পরে সনাতন গোস্বামী পুরী গমন করেন এবং বলভদ্রের নিকট প্রভুর বনপথে বৃন্দাবন-যাত্রার বিবরণগুলি লিখিয়া লন।

যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন। সেই পথে যাইতে মন কৈলা সনাতন॥ যে পথে যে গ্রাম, নদী শৈল যাঁহা যেই লীলা। বলভদ্রভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ৪।২০৯—২১০)

বলভদ্র ভট্টাচার্যের ভৃত্য—ইনি মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ইঁহার নাম—কৃষ্ণদাস। (বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখ)

বলরাম—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চতুর্থ পুত্র। (চৈ° চ° আদি ১২।২৭)

২ উৎকলবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। কানাই খুঁটিয়ার দ্বিতীয় পুত্র।

কানাই খুঁটিয়া বন্দ বিশ্ব-পরচার। জগন্নাথ, বলরাম—দুই পুত্র যার॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)

মতান্তরে এই বলরাম ও জগন্নাথ কানাই খুঁটিয়ার পুত্র নহেন, তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলদেবকে পুত্ররূপে ভজনা করিতেন। ৩ শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর অনুজ (র° ম° পূর্ব ২।৩৬)। ৪ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বলরাম আচার্য—সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাস ও হিরণ্যদাস মজুমদারের

বা শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামির গৃহে ইনি পৌরোহিত্য করিতেন।

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—দুই মুলুকের মজুমদার। তার পুরোহিত—'বলরাম' নাম তাঁর॥ হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে 'ভক্তি' মানে। যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ৩।১৬৫—১৬৬)

সপ্তগ্রামের চাঁদপুরে ইঁহার নিবাস ছিল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ইহার গৃহে আগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রঘুনাথ দাস অধ্যয়ন করিতেন, তিনি নিত্য শ্রীবলরামের গৃহে গমন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গ করিতেন। বলরাম একদা হরিদাসকে লইয়া গোবর্দ্ধনের গৃহে আগমন করেন ও শ্রীভগবানের নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ঐ সময় গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক গোবর্দ্ধন দাসের জনৈক কর্মচারী হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া রোগাক্রান্ত হয়েন। (গোপাল চক্রবর্ত্তী দেখ)

বলরাম কবিপতি—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বুধুরী।

আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়। পরম পণ্ডিত তিঁহো বুধুরী-আলয়॥ (প্রেম ২০)

২ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য।

কবিরাজের শিষ্য বলরাম কবিপতি। প্রেমময় চেষ্টা যাঁর অলৌকিক রীতি॥ (কর্ণা ২)

বলরাম ঘনশ্যাম বা ঘনশ্যাম বলরাম—পদকর্ত্তা, পরিচয় অজ্ঞাত।

বলরাম চক্রবর্ত্তী—খেতরী-নিবাসী, রাঢ়ীশ্রেণী সাবর্ণ গোত্র। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। শ্রীবিগ্রহ-সেবি পূজারী আখ্যায় খ্যাত হন। ['বলরাম পূজারী' দ্রষ্টব্য] [প্রেম ২০]

বলরাম ঠাকুর—গোস্বামী উপাধি। পিতার নাম—তারাচাঁদ ভাগ্যবন্ত। আদি নিবাস ঢাকা জিলার বলদাখান্ গ্রামে। তথা হইতে পাবনা জেলার ভুঁইখালি গ্রামে শ্রীপাট করেন।

১৬৫৫।৫৬ সালে বলরাম ঠাকুরের জন্ম; ইহার পূর্ব-পুরুষগণের কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গণ ছিলেন, কিন্তু বলরাম ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পরিবার। বলরাম বাল্য-কালে গৌর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্যটন করিতেন। ইহার নিকট 'শ্রীশ্রী-কেশবরায়'-নামক এক শ্রীবিগ্রহ থাকিতেন, বলরাম ক্ষণমাত্রও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন।

শ্রীবিগ্রহ এবং বলরাম ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে বলরাম ঠাকুর শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামী ছিলেন। একবার তিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐসময়ে তাঁহার এক প্রিয় ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। একদা উক্ত শিষ্যের নিকট স্বীয় শ্রীশ্রীকেশবরায় বিগ্রহ (রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি) অর্পণ করিয়া কহিলেন—'আমি যতদিন ফিরিয়া না আসি, ততদিন তুমি শ্রীমূর্ত্তিকে পরম যত্নে সেবা করিবে। আমি আসিলে আমাকে আমার ধন দিবে'। এই বলিয়া তিনি গমন করেন এবং কিছুদিন পরে দেহ রক্ষা করেন কিন্তু শিষ্যের প্রতি এরূপও বলিয়া-ছিলেন,—'আমি যতদিন না আসিব, ততদিন তোমার মৃত্যু হইবে না।' শিষ্যপ্রবর পরম যত্নে শ্রীবিগ্রহকে সেবা করিতে থাকেন। বহুবর্ষ পরে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ বলরাম ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া স্বগুরুজ্ঞানে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং শ্রীকেশবরায়কে তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন। তদবধি শ্রীকেশব-রায়কে লইয়া বলরাম ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবলরাম ঠাকুরের সৌম্য-মধুরমূর্ত্তি এবং অলৌকিক ক্ষমতায় হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব বলরামের গুণে মুগ্ধ হইয়া 'বোরে' নামক একটি জমিদারী গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন; কিন্তু বলরাম তাহা গ্রহণ করিলেন না। নবাবের ধারণা—এরূপ পীর যে দেশে থাকিবেন, সেখানে কখনও অমঙ্গল হইবে না, এজন্য পুনঃ পুনঃ বলরামকে অনুরোধ করিতে থাকেন। শেষে বোরে জমিদারীর পরিবর্ত্তে নদীয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত 'বিয়াজিত-পুর'-নামক উত্তম স্থানে বলরামকে বাস করাইবার মানস করিলে বলরাম তাহাতে স্বীকৃত হন ও সমুদয় গ্রাম না লইয়া মাত্র ২০ বিঘা জমি গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানে শ্রীশ্রীকেশবরায়কে স্থাপন করেন। বহুদিন পরে নাটোরের মহারাজা বলরামের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে

আসেন এবং মুগ্ধ হইয়া বহু সাধ্য-সাধনায় তাঁহাকে স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত পাবনা জেলার ভুঁইখালি নামক গ্রামে লইয়া গিয়া বাস করান। ভুঁইখালির ডাকঘর—সাইথিয়া। বলরাম ঠাকুর শেষ বয়সে ভগবৎ-প্রেরণায় বিবাহ করেন ও দুইটি পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠের নাম—নন্দকিশোর, কনিষ্ঠের নাম—সচ্চিদানন্দ। শ্রীশ্রী-কেশব রায় ভিন্ন বলরাম ঠাকুরের সেবিত একটি শ্রীনীলামূর্ত্তি আছেন। ইহা ছাড়া বলরামের একটি সোটা বা কাষ্ঠের বিশ্রামদণ্ড শ্রীবিগ্রহগণের পার্শ্বে পূজিত হয়। অদ্যাবধি শ্রীকেশবরায়ের রাসযাত্রা খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

বলরাম দাস—মহাপ্রভুর ভক্ত। ইনি রামশিঙা বাজাইতে সুদক্ষ ছিলেন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া পুরীতে আগমন করেন, তখন ইনি মহানন্দে রামশিঙা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিয়াছিলেন।

রামশিঙা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরাম দাস আসে হইয়া পুলকিত ॥

২ (মহান্তী) উৎকলবাসী ভক্ত।

বন্দো ওড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয় ॥

[বৈষ্ণব-বন্দনা] শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ।

৩ প্রেমরসে মহামত্ত—বলরাম দাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥ [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭৩৪]

বলরামদাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম-উন্মাদী ॥
[চৈ° চ° আদি ১১।৩৪]

৪ 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব নাম। (নিত্যানন্দ দাস দেখ; প্রেম ২০—২১২ পৃঃ)। পিতার নাম—আত্মারাম দাস। মাতার নাম—সৌদামিনী দেবী। ১৪৫৯ শকে জন্ম। জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইনি জাহ্নবা মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন ও তথায় সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হন। 'রসরাজ'-নামক গ্রন্থে তাঁহার বিষয় বর্ণিত আছে। প্রেমবিলাস, রসকল্পসার, গৌরাঙ্গাষ্টক, কৃষ্ণলীলামৃত, বীরচন্দ্র-চরিত এবং হাটবন্দনা প্রভৃতি ইঁহার রচনা।

৫ শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। উৎকলীয় ব্রাহ্মণ।

উৎকল দেশেতে জন্ম বলরাম দাস।
বিপ্র-কুলোদ্ভব তিঁহো সংসারে উদাস ॥ (কর্ণা ২)

৬ শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকার রচয়িতা।

বলরাম দাস মাধবী—শ্রীদাম তরফদার কাম্যষট্‌পুরের জনৈক ভূম্যধিকারী—এই স্থানটি রাণাঘাটের দুই ক্রোশ পূর্বে। ইঁহার পত্নী—কৃপাময়ী। ইনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমসাময়িক। সিদ্ধেশ্বরী মাতার প্রসাদে কৃপাময়ীর গর্ভে পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রারম্ভে বলরামদাস মাধবীর জন্ম হয়। ফুলিয়াতেও ইহার বাসাবাটি ছিল এবং শিশুকালে বলরাম ফুলিয়ায় থাকিয়া বিল্বগড়-নিবাসী মুন্সী কুতুব খাঁর নিকট পারসিক ভাষা শিক্ষা করেন। পারসিক ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া শান্তিপুরাঞ্চলের কাজি আলিখান্ সুপারিশ করিয়া ইঁহাকে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ইনি তত্রত্য সৈনিক বিভাগের সর্বোচ্চ লেখক হইলেন। চট্টগ্রামের উপর মগের আক্রমণকালে ইনি চতুর্থ সেনাপতি হইয়া অপূর্ব রণ-কৌশল দেখাইয়া পরগল খানের প্রীতি উৎপাদন পূর্বক হুসেনশাহ্ হইতে 'খান' উপাধি ও একটি গ্রাম (ছুটীপুর—রাণাঘাট হইতে ১১।১২ ক্রোশ উত্তরে) প্রাপ্ত হন। এই সময় একদিন পথিমধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাকে কৃপা করিয়া শিষ্য করিলেন এবং শ্রীকানু ঠাকুরকে সমর্পণ করিলেন। ইনি পরে 'শ্রীপতিতপাবনাবতার' নামে গ্রন্থ করেন। (শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক ৭।৬)

বলরাম পূজারী—চক্রবর্ত্তী উপাধি, সাবর্ণ গোত্র। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ভ্রাতার নাম—রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীপাট—খেতুরী। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহের সেবাভার প্রাপ্ত হন।

জয় শ্রীপূজারী বলরাম ভক্তিময়।
যাঁর সেবা-বশে প্রভু প্রসন্ন হৃদয় ॥
(নরো ১১)

রাঢ়ী-শ্রেণী সাবর্ণ গোত্র ভাই দুই জন। শ্রীবলরাম আর রূপনারায়ণ ॥
দোঁহাকার প্রেমভক্তি হয় অতিশয়।
শ্রীখেতুরী গ্রামে হয় দোঁহার আলয় ॥

নরোত্তম দোঁহাকার প্রেমভক্তি দেখি'। শ্রীবিগ্রহ-সেবাতে দিলেন দুহেঁ রাখি॥ (প্রেম ১৯)

বলরাম বসু—পদকর্তা। ইহার পদটি—আরে মোর নিত্যানন্দ রায়। মথিয়া সকল তন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র, করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥ ইত্যাদি (বপ ২৭ পৃঃ)

বলরাম বিপ্র (শর্মা)—শ্রীনিবাস আচার্যের মাতামহ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা। কাটোয়ার নিকটবর্তী যাজিগ্রামে নিবাস।

যাজিগ্রামে বলরাম বিপ্রের বসতি। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা, অতিশুদ্ধমতি॥ (ভক্তি ২।৬৮, ১৪১)

বলরাম মাহিতি—শ্রীগৌরভক্ত, উৎকলবাসী। [বৈষ্ণব বন্দনা]

বলরাম মিশ্র--শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র।

আচার্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম। [চৈ° চ° আদি ১১।২৭]

বলাই দাস—পদকর্তা (পদকল্পতরুর ১২১২ পদ)

বলি—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৩]

বালক—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫১] শ্রীগোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে গোপীবেশে সজ্জিত অষ্ট শিশুর একতম।

(র° ম° পশ্চিম ২।৪৬)

বালকদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বালকদাস বৈরাগী, বৈরাগী গৌরাঙ্গদাস। (প্রেম ২০)

জয় বালকদাস বৈরাগী ঠাকুর। সদা বালকের চেষ্টা, করুণা প্রচুর॥ (নরো ১২)

বুদ্ধিমন্ত খাঁন—শ্রীচৈতন্ত-শাখা। নবদ্বীপের জমিদার। মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-সময়ে ইনি সকল ব্যয় নির্বাহ করিয়া মহাসমারোহ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্তের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খাঁন। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান॥ [চৈচ আদি ১০।৭৪]

বৌদ্ধাচার্য—দক্ষিণদেশে বৃদ্ধকাশীর নিকট প্রভু যখন একটি গ্রামে অবস্থান করিয়া যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে বৈষ্ণব-মতাবলম্বী করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ অঞ্চলের বৌদ্ধগণ সে সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত বাদ-বিতর্ক করিবার জন্য তাঁহাদের আচার্যকে প্রেরণ করিলেন।

বৌদ্ধাচার্য মহাপণ্ডিত নিজ নব মতে। প্রভু-আগে উদ্গ্রাহ করি' লাগিলা কহিতে॥

প্রভুর সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া আচার্য পরাজিত হইলে অন্যান্য পণ্ডিত-মণ্ডলী হাস্য করিলেন। ইহাতে আচার্য ক্রোধান্বিত হইয়া প্রভুকে অপদস্থ করিবার জন্য সে স্থান হইতে গমন করিয়া দলস্থ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া একথালি অপবিত্র অন্ন বিষ্ণুর প্রসাদ বলিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লইয়া আসিলেন। বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রভু কখনই অস্বীকার করেন না, কিন্তু অন্ন লইয়া আসিবামাত্রই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল।

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল। ঠোঁটে করি থালিসহ অন্ন লইয়া গেল॥ বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া। বৌদ্ধাচার্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥ তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল। মূর্ছিত হইয়া আচার্য ভূমিতে পড়িল॥ [চৈ° চ° মধ্য ৯।৫৪—৫৬]

অকস্মাৎ এরূপ ঘটনা ঘটায় বৌদ্ধগণের মনে বড়ই ভয় হইল। তখন তাঁহারা প্রভুর মহিমা উপলব্ধি করিয়া সকলে শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। আচার্যের কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান করাতে তিনি চেতনা পাইয়া প্রেমানন্দে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মগোপালজী——শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরামরায় গোস্বামিজী পরমহংস-চূড়ামণি ছিলেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচন্দ্রগোপালজির পৌত্র—ব্রহ্মগোপালজী। ব্রজভাষায় ইনি 'হরিলীলা'-নামে ৫৫টি পদে অষ্টযামিক লীলামালার রচনা করিয়া ব্রজভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। প্রত্যেক পদের পূর্বে একটি করিয়া দোহা আছে। আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে প্রিয়াপ্রিয়তমজুর অষ্ট সখীর কুঞ্জ-সমূহে ক্রমশঃ অষ্টকালীন সেবা বর্ণনা হইয়াছে। আদর্শ—

দোহা—রসিক রসায়ন বন গয়ে রাস হেতু সুকুমারি। ইঁসত বিহারিন লাড়িলী বনে নবল লখি নারি॥

পদ—রাস রস রসিক মোহন বনে সামরী। উদিত উৎসাহ বল আলি মণ্ডল বিমল, কমলদল কর্ণিকা কৃষ্ণ ছবি ভামরী॥ চরণবর ধরণ মন হরণ গন্ধর্বগণ, শরণ রন স্মুরন জন

প্রাণধন ধামরী। করণকী পরন মন উঠন অংসন নমন, গমন সম মৃগ-নৃপন বিপিন বিধু বামরী। হঁসত অতিপ্রীতি জুব সব মন হরব নব, শ্রীপ্রিয়াসখি পরব মধুর ধব নামরী ॥৪৫

ইনি শ্রীরামরায়জী-কৃত 'গৌর-বিনোদিনী বৃত্তি' ও শ্রীপ্রভুচন্দ্র গোপাল-কৃত 'শ্রীরাধামাধবভাষ্য' অবলম্বন করত 'বস্তুবোধিনী' নামে টিপ্পনী করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুজ। (প্রেম ২৪)

২ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাসে সঙ্গী (চৈভা মধ্য ৮।১১৬), গদাধরের সখীরূপে অভিনয়াদি (ঐ মধ্য ১৮।৯, ১০২—১০৭), প্রভুর সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে (ঐ মধ্য ২৮।১২, ১০৪), নীলাচল-পথে সঙ্গী (ঐ অন্ত্য ২।৩৫)।

ব্রহ্মানন্দ পুরী—শ্রীচৈতন্য কল্পতরুর মূলস্বরূপ যে নয় জন সন্ন্যাসী ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একতম। পশ্চিম ভারতে নিত্যানন্দ-সহ মিলনাদি। (চৈভা আদি ৯।১৭০)

ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী। [চৈ° চ° আদি ৯।১৩]

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—শ্রীচৈতন্যকল্প-বৃক্ষের মূলস্বরূপ।

ভগবান্ আচার্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৬)

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান-সময়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলে দ্বাররক্ষক মুকুন্দ দত্ত প্রভুকে সংবাদ দেন। প্রভু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আগমন করিলেন। (চৈ° চ° মধ্য ১০। ১৫৫—১৫৯)। তখন—

মুকুন্দেরে পুছে,—কাঁহা ভারতী গোসাঞি? মুকুন্দ কহে—এই আগে দেখ বিদ্যমান॥ প্রভু কহে,—তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান্। অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান॥ ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম।

তখন ব্রহ্মানন্দ ভাবিলেন—

'ভাল কহেন, চর্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি। চর্মাম্বর-পরিধানে সংসার নাহি তরি।'

তখন তিনি চর্মাম্বর ত্যাগ করিয়া বহির্বাস পরিলেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে রহিলেন।

ব্রহ্মানন্দ- স্বরূপ——শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী। [বৈষ্ণব-বন্দনা]

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ! করি এই নিবেদন। অনন্ত শ্রবণে শুনি প্রভুর বর্ণন॥ [নামা ২১৯]

ভ

ভক্ত কাশী—শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য।

কাশীশ্বরের এক শিষ্য হন ব্রজ-বাসী। ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম, নাম—ভক্ত কাশী॥ (প্রেম ১৮)

ভক্ত দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ভক্তদাসের ভক্তিরীতি সর্বাংশে উত্তম। তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম। জয় শ্রীভকতদাস ভক্তি-রস-মগ্ন। শ্রীবৈষ্ণব যাঁরে না ছাড়য়ে তিলমাত্র॥ (নরো ১২)

২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫০]।

ভক্তদাস পূজারি (ভক্ত ২।৭) শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামির শিষ্য ও শ্রীরাধারমণ-সেবায়েত বংশের আদি পুরুষ। [গোপীনাথ পূজারী দ্রষ্টব্য]

ভক্ত ভৌমিক—শ্রীপাট মালিয়াড়ায় (বনবিষ্ণুপুরের সীমায় রঘুনাথ পুরের নিকট) নিবাস। শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে যখন গ্রন্থের গাড়ী লইয়া আগমন করেন, তখন তাঁহারা ইঁহার গৃহে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। (শ্রীনিবাস আচার্য দ্রষ্টব্য)

ভক্তচরণ দাস—ওড্রদেশীয় বৈষ্ণব কবি। তদ্রচিত '**মথুরামঙ্গলে**' ৩০টি ছান্দে অক্রুর-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা-নয়নের পরে উদ্ধব-দৌত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। অন্য রচনা—'**মন-বোধ-চৌতিশা**'।

ভক্তরাম দাস—'**গোকুলমঙ্গল**'-রচয়িতা। ইনি চট্টগ্রাম জিলায় আনোয়ারা গ্রামবাসী হইবেন।

আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ভগবতী—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যা। শ্রীপাট—পাছপাড়া। ইনি বিপ্রদাসের গৃহিণী এবং যদুনাথ ও রামনাথের মাতা।

তাঁহার পত্নীর নাম—ভগবতী হয়। তাঁহারে করিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয়॥ (প্রেম ২০)

ইঁহাদেরই ধান্যগোলাতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছিলেন।

ভগবন্ত মুদিত—শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া হিন্দী ভক্তমালে উল্লিখিত। ইনি ব্রজভাষায় শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের অনুবাদ করিয়াছেন।

ভগবান্—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° ১৪।১০৭]

২ ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। [ঐ ১৪। ১১৯—২৯]

৩—৪ শিষ্য [ঐ ১৪।১৪২, ১৪৮]

ভগবান্ আচার্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীগৌরাঙ্গের কলা (গৌ° গ° ৭৪) ইনি হালিসহরবাসী, খঞ্জ ছিলেন।

ভগবান্ আচার্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৬)

ভগবান্ আচার্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে॥ (ঐ অন্ত্য ১৪।৯০)

পিতার নাম—শতানন্দ খাঁন। ইনি ধনী ছিলেন। ভগবান্ শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় ইঁহার 'ন্যায়াচার্য' উপাধি হয়। অল্প বয়স হইতে বৈরাগ্য দেখিয়া পিতা নবদ্বীপবাসী মধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ দেন, কিন্তু ভগবান্ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রভু সকাশে নীলাচলে প্রস্থান করেন। প্রভু তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলে পুনরায় গৃহী হন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মে—রঘুনাথ ও রমানাথ।

কিছুদিন পরে পুত্র ও পত্নীকে স্বীয় শ্যালক ও শিষ্যবর্গের নিকট রাখিয়া তিনি নীলাচলে বাস করেন।

পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্ আচার্য। পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য॥ সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার। স্বরূপ-গোঁসাই সহ সখ্য-ব্যবহার॥

[চৈ° চ° অন্ত্য ২।৮৪—৮৫]

ইঁহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য কাশীতে বেদান্ত পড়িয়া নীলাচলে গেলে বেদান্তভাষ্য-শ্রবণে ইচ্ছুক জানিয়া ইঁহাকে প্রেম-ক্রোধ করিয়া স্বরূপ বলিলেন—

'বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরকভাষ্য শুনে। সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে ঈশ্বর মানে॥ মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার। মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥' তখন—

'লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য মৌন হইলা। আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা'॥

[চৈ° চ° অন্ত্য ২।৯৪—১০০]

ইঁহারই গৃহে ছোট হরিদাসের বর্জন-লীলার সূত্রপাত হয় [ঐ ১০১ —১৬৭]। বঙ্গদেশী বিপ্র কবির নাটক-শ্রবণে ইনি তৃপ্ত হইয়া মহাপ্রভুকেও শুনাইতে আগ্রহ করিলে স্বরূপ তাঁহার অনুরোধে নান্দীশ্লোক শুনিয়াই দোষারোপ করিলেন।

[চৈ° চ° অন্ত্য ৫।৯১—১৫৮]

আচার্যং ভগবন্তং তু তেজোময়-কলেবরম্। যস্য স্মরণ-মাত্রেণ গৌর-প্রেম প্রজায়তে॥

[শা° নি ৩৮]

ভগবান্ কবিরাজ—জাতি বৈদ্য। শ্রীনিবাস-প্রভুর শিষ্য।

প্রভু কৃপা করে ভগবান্ কবিবরে। পণ্ডিত রসিক তিঁহো হয় মহাধীরে॥

'অনুরাগবল্লী'-গ্রন্থ-মতে ইঁহার শ্রীপাট বীরভূমে এবং ইঁহার ভ্রাতা—রূপ কবিরাজ। পুত্রের নাম—নিমু কবিরাজ। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর-মতে (১০।১৩৮)—

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়। যাঁর ভ্রাতা রূপ নিমু বীরভৌমালয়॥

মাতা জাহ্নবা দেবীর সহিত ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ—'ভগবান্ কবিরাজ আদি সর্বজনে। প্রকাশিলা স্নেহ অতি-গাঢ় আলিঙ্গনে'॥

খেতুড়ীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্তী বাসাস্থানে। নিয়োজিল যত্নে কবিরাজ ভগবানে॥

(নরো)

ভগবান্ দাস—শ্রীগীতগোবিন্দের অনুবাদক।

ভগবান্ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত। যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হৈল অধিষ্ঠিত॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৬৯)

ভগবান্ পণ্ডিত গাওয়াও অনুক্ষণ। নগরে নগরে যৈছে প্রভুর কীর্ত্তন॥ [নামা ১৩৪]

ভগবান্ মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১১০)

ভগীরথ আচার্য—কাশ্যপ গোত্র চট্ট গাঁই ভগীরথ আচার্য। যাঁর জন্মে পৃথ্বীব্যাপী সর্বত্র সুকার্য॥

ইনি নিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী মাধবের পালক পিতা ছিলেন। পত্নীর নাম—জয়দুর্গা। (বহু পত্নী ছিল) পুত্রের নাম—(জয়দুর্গার গর্ভে) শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মাধবের মাতা মহালক্ষ্মী দেবীর পরলোক হইলে তাহার স্বামী বিশ্বেশ্বর আচার্য—ভগীরথ ও জয়দুর্গার হস্তে পুত্র মাধবকে সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। এই কারণে—

মাধব ভগীরথের হইল তৃতীয় নন্দন। অতিযত্নে কৈল তার লালন পালন॥ (প্রেম ২১)

ভগীরথ কবিরাজ- প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির পিতৃদেব। পত্নীর নাম—সুনন্দা। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস দুই ভাই।

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখ)

ভগীরথ দাস—'চৈতন্য-সংহিতার' প্রণেতা।

ভগীরথ বসু—গুণরাজ খানের পিতা। পত্নীর নাম—ইন্দুমতী।

(বিজয় ১৪৪)

ভঞ্জন অধিকারী—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। জাতি—ভট্ট ব্রাহ্মণ। কাশ্যপ গোত্র। শ্রীপাট—ফতেপুর, ডাকঘর গড়হরিপুর, জেলা মেদিনীপুর। ভঞ্জন প্রেমধনে ধনী হইয়াছিলেন, এজন্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁহাকে 'অধিকারী' আখ্যা দেন। ভঞ্জনের নিকট আত্মীয়গণের নাম—নিরঞ্জন অধিকারী, জীবনকৃষ্ণ অধিকারী, প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী—সকলেই শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। চারি জনই মৃদঙ্গবাদ্যে বিশারদ ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সহিত সংকীর্তনে তাঁহারা মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

ভঞ্জন অধিকারীর বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত শ্রীপাটে বাস করেন। নিকটবর্ত্তী ফতেপুর, হাসিমপুর, এগড়া, কেঁথড়, এরাঙ্গ, কুশুণ্ডা, কামিয়াবাগ, ডোড়েখান, গড়িয়া কোটরা, গোপালপুর, বাদলপুর প্রভৃতি মেদিনীপুর জেলার গ্রামগুলিতে ভঞ্জন অধিকারীর শিষ্য বা পরিবারগণ বাস করেন। শ্রীপাট ফতেপুর বি, এন, রেলওয়ের কণ্টাই রোড্ ষ্টেশন হইতে ৫।৭ ক্রোশ দক্ষিণে।

ভট্টথারি—মালাবার-দেশে প্রচুরতর নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণের বাস। ভট্টথারিগণ তাহাদের পৌরোহিত্য করেন। ইহারা মারণ-উচাটন-বশীকরণাদি বিদ্যায় বিখ্যাত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-সঙ্গী বিপ্র কৃষ্ণদাসকে ইহারাই ভুলাইয়াছিল। (চৈচ মধ্য ৯।২২৬—২২৩); ভট্টথারি শব্দই বঙ্গীয় পাঠে 'ভট্টমারি' হইয়াছে।

ভদ্রাবতী—সূর্যদাস পণ্ডিতের পত্নী। মাজাহ্নবার জননী। ২ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মাতা ঠাকুরাণী। স্বামির নাম—শ্রীকর দত্ত।

(উদ্ধারণ দত্ত দেখ)

ভরত মল্লিক—ষোড়শ-শকশতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত মহামহোপাধ্যায় ভরত সেন কিরাত, কুমার, ঘটকর্পর, নৈষধ, নলোদয়, অমরকোষ, ভট্টী, মেঘদূত, শিশুপাল প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন। তৎপ্রণীত 'চন্দ্রপ্রভায়' ও 'রত্নপ্রভায়' বৈদ্যকুলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ইনি 'কারকোল্লাস' নামে ১০৭ কারিকায় অনুষ্টুপ্‌ছন্দে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রীজীব-প্রভুর শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের আদর্শে রচিত বলিয়া বিশেষজ্ঞদের মত। 'সুবোধা' নামে শ্রীগীতগোবিন্দের টীকার একটি খণ্ডিত পুঁথি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—সংখ্যা ৩৯) আছে, দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত টীকা। নিগূঢ়রস-নিষ্কাসনে এই সুবোধা টীকা শ্রীনারায়ণ দাস-কৃত 'সর্বাঙ্গসুন্দরী', রাণা কুম্ভ-কৃত 'রসিকপ্রিয়া' এবং শঙ্কর মিশ্র-কৃত রসমঞ্জরী হইতেও উৎকৃষ্ট। ভরতসেনের 'দ্রুতবোধ' নামে একটি ব্যাকরণের পুঁথিও (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে ৪৯০, ৪৯০ অ) আছে। 'দ্রুতবোধিনী' নামে ইহার এক টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'রত্নকৌমুদী' ও 'সারকৌমুদী' নামে দুইটি আয়ুর্বেদ-সম্মত প্রকরণ গ্রন্থও আছে।

ভবদেব ভট্ট—রাঢ়ের 'দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-ভুজঙ্গ' সিদ্ধল-গ্রামীণ। বর্মণ-বংশ্য বঙ্গেশ্বর হরিবর্মদেবের সান্ধিবিগ্রহিক। শস্ত্র ও শাস্ত্রে তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মূর্ত্তি ও মন্দির অদ্যাবধি ইঁহার গৌরব-রূপে বিরাজমান। প্রসিদ্ধ দশকর্ম-পদ্ধতি

—ইঁহার রচনা।

ভবনাথ কর—কায়স্থ। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শাখা।

জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
(চৈ° চ° আদি ১২।৬০)

ওহে ভবানন্দ কর! দেহ সে চরণ। রুক্মিণীর বেশে নাচি যে পিয়াইল স্তন॥ [নামা ১৪১]

ভবানন্দ—'হরিবংশ'-নামক প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের প্রণেতা। ষোড়শ-শক-শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে জন্ম।

ভবানন্দ গোস্বামী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা। ইনি শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ-সেবায় প্রীতিমান্ ছিলেন।

মহাতেজোময়ং চারুসেবাসুখ-বিনোদিনম্। গোস্বামিনং ভবানন্দং বন্দে তং স্মৃতিপ্রেমদম্॥ শ্রীগোপীনাথ-দেবো যত্নৈর্যেন সুসেবিতঃ। যস্য স্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেম প্রজায়তে॥
[শা° নি° ৪২—৪৩]

শ্রীমধুপণ্ডিতের সতীর্থ—ভবানন্দ। গোপীনাথ-সেবায় যাঁহার মহানন্দ। শ্রীবীরভদ্রপ্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে—হরিদাস, গোপাল, শ্রীভবানন্দাদয়। গোবিন্দাধিকারী সবে আনন্দে চলয়॥
(ভক্তি ১৩।৩২০—৩২১)

ভবানন্দ রায়—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ।
(চৈ° চ° আদি—১০।১৩১)

ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতা। পঞ্চপুত্রসহ ইনি শ্রীপ্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। পূর্বলীলার পাণ্ডু। [চৈ° চ° আদি ১০।১৩২]

ভবানী দেবী—রাজা অচ্যুতানন্দের বনিতা এবং শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রধান শিষ্য রসিকমুরারির মাতাঠাকুরাণী।
(ভক্তি ১৫।২৯)

ভবেশ দত্ত—শ্রীউদ্ধারণ দত্তের আদি পুরুষ। অযোধ্যা হইতে বাণিজ্য করিবার জন্য বঙ্গের সুবর্ণগ্রামে আগমন করেন। ইনি কাঞ্জিলাল ধরের কন্যা শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম—কৃষ্ণদত্ত।

ভাইয়া দেবকীনন্দন—শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের সপ্তদশ মালায় বর্ণিত আছে যে ইনি প্রথমে বামাচারী ও ধনী ছিলেন, কাটোয়ার নবাবসরকারে ফৌজদার ছিলেন। জনৈক বৈষ্ণবের কন্যা বিবাহ করিয়া সেই স্ত্রীর পরামর্শে ও সঙ্গগুণে ইনি মালিহাটীর শ্রীআচার্য প্রভুর সন্তানগণের আশ্রয় করত ভাগবত-জীবন যাপন করেন। ইঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীনন্দদুলাল অদ্যাপি কিশোরনগর জালালপুরে বিরাজমান।

ভাগবত—(ভক্ত ২।৫) শ্রীসনাতন-শিষ্য জীবন চক্রবর্তীর নন্দন। বর্দ্ধমান জেলায় মাড়গাঁয় বাস করেন। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ঐস্থানে বাস করিতেছেন।

ভাগবত আচার্য—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

ভাগবতাচার্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য॥
(চৈ° চ° আদি ১২।৫৮)

ইঁহার পূর্বনাম—বড় শ্যামদাস। ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার সেবক হন।

অতি কদাচারী দ্বিজ বড় শ্যামদাস নাম। দিগ্বিজয়ী বলি নাম তাঁর সর্বত্র হৈল। শান্তিপুরে অদ্বৈত-স্থানে একদিন আইল॥ বিচার করিয়া সেই পরাজিত হৈল। অদ্বৈত-স্থানে বড় শ্যাম কৃষ্ণমন্ত্র নিল॥ শ্রীভাগবত-শাস্ত্র পড়িতে লাগিল॥ ভাগবতে হৈলা তেঁহো পরম পণ্ডিত। ভাগবতাচার্য নাম জগতে বিদিত॥ (প্রেম ২৪)

প্রেমবিলাসে আরও জানা যায় যে ইনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন।

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা।

ভাগবতাচার্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন।
[চৈ° চ° আদি ১০।১১৩, ১১৯]

৩ শ্রীগদাধর-শাখা। প্রকৃত নাম—রঘুনাথ পণ্ডিত।

ভাগবতাচার্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
(চৈ° চ° আদি ১২।৭৯)

ইঁহার রচনা 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' অতি অপূর্ব গ্রন্থ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রায়িক পদ্যানুবাদ। বরাহনগর—শ্রীপাট। ইনি ব্রজের শ্বেতমঞ্জরী ছিলেন। (গৌ° গ° ১৯৫)

নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী। শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥ (গৌগ ২০৩)

ভাগবতাচার্য উপাধি দিলেন—মহাপ্রভু।
(চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।১১০—১২১)

ভাগবত দাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

ভুগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস। [চৈ° চ° আদি ১২।৮১]

ভূগর্ভ-সঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবত-দাসকম্। সদা রাধাকৃষ্ণ-লীলাগান-মণ্ডিত-মানসম্॥ [শা° নি° ১৬]

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মথুরাদাস, ভাগবত দাস, শ্রীজগদীশ্বর ॥
ইঁহারা সকলে নিজ প্রভুর কিঙ্কর।
যা বলেন মহাশয় তা করেন সত্বর ॥
(প্রেম ২০)

জয় ভাগবত দাস ভক্তিরসপাত্র।
সাধনেতে অবসর নাহি তিলমাত্র ॥
(নরো ১২)

ভাতুয়া গোপাল—শ্রীগৌরভক্ত।

ভাতুয়া গোপাল হে! করাহ তারে নষ্ট। গুরু-পদে রতি খর্ব করায় যে দুষ্ট ॥ [নামা ২২৬]

ভাবক চক্রবর্ত্তী—[গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী দেখ]।

ভাস্কর ঠাকুর——শ্রীগৌরভক্ত, শিল্পী (?)

ভাস্কর ঠাকুর বন্দো বিশ্বকর্মা-অনুভব। [বৈষ্ণব-বন্দনা]

ইনি পূর্ব্বলীলায় বিশ্বকর্মা ছিলেন। (গৌ° গ° ১১৪)

ভিল বৈষ্ণব—মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড-পথে যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে বিস্তর পাষণ্ড-প্রকৃতির ভিল জাতিকে বশ করিয়া ভক্ত করিয়াছিলেন—

মথুরা যাবার ছলে আসি' ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥
[চৈ° চ° মধ্য ১৭।৫৩—৫৪]

ভীখা সাহেব—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। 'সন্ত-সাহিত্যে' ইঁহার পদাবলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভীম—খড়্গাপুরের অনতিদূরবর্ত্তী ধারেন্দা গ্রামের জমিদার। গোপজাতি—প্রথমতঃ মহাপাষণ্ড ও অত্যাচারী ছিলেন ; পরে শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় বৈষ্ণব হন।
[র° ম° দক্ষিণ ৪।২২—৫।৩৬]

ভীমলোচন সান্যাল—শ্রীচাটু-পুষ্পাঞ্জলির অনুবাদক। [ব-সা-সে]

ভুবন দাস—পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুর ৪।৯ শাখায় ইঁহার 'বারমাসী' পদাবলী প্রশংসনীয় ও আস্বাদ্য কাব্য।

ভুবনমোহন ঠাকুর——শ্রীনিবাস আচার্য্যের অধস্তন বংশধর শ্রীরাধা-মোহন ঠাকুরের সহোদর। ইঁহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ মাণিক্যহারে বাস করিতেছেন।
(রাধামোহন ঠাকুর দেখ)

ভুবনমোহিনী——শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর কন্যা ও ফুলিয়ার মুখুটি পার্বতীনাথের পত্নী। (প্রেম ২৪)

ভূগর্ভ গোস্বামী--শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ব্রজের প্রেমমঞ্জরী (গৌ° গ° ১৮৭)। শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পিতৃব্য (সাধনদীপিকা ৮ ; ২১৪ পৃষ্ঠা)।

ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস। (চৈ° চ° আদি ১২।৮১)

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ইনি ও লোকনাথ গোস্বামী দুই জন প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া লুপ্ত লীলাস্থলসকল উদ্ধার করিয়াছিলেন। (প্রেম ৭)

গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥
[শা° নি° ১৫]

ভূধর—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয়। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৪,১৫২]

ভূপতি—পদকর্ত্তা, পরিচয় অজ্ঞাত।

ভোলানাথ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গণ (প্রেম ১৯)। ইনি কাটোয়ার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। (ভক্তি ৯।৪০৩)

ভোলানাথ দাস——শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা।

হৃদয়সেন আর দাস ভোলানাথ ॥
[চৈ° চ° আদি ১২।৬০]

ওহে ভোলানাথ দাস! রাখ সেই সঙ্গে। যেঁহো আম্রফল ভক্তে খাওয়াইল রঙ্গে ॥ [নামা ১৩৯]

ম

মকরধ্বজ—ব্রজের সুকেশী। (গৌ° গ° ১৬৮)

মকরধ্বজ কর—কায়স্থ। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের নট—চন্দ্রমুখ। (গৌ° গ° ১৪১)

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর খাদ্য-অনুচর।
তার শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর ॥
[চৈ° চ° আদি ১০।২৪]

ইনি রাঘব পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীপাট—পানিহাটি, ২৪ পরগণা জেলা। ই, আর সোদপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার তীরে। এস্থানে রাঘব পণ্ডিতের দেবালয় ও সমাধি আছে, কিন্তু মকরধ্বজ

করের কোন চিহ্ন নাই। মহাপ্রভু যখন পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে আগমন করেন, তখন তিনি মকরধ্বজ করকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইনিই রাঘবের প্রদত্ত ঝালি লইয়া পুরীধামে প্রতিবৎসর রথযাত্রায় গমন করিতেন। ইহার বংশাবলী কেহ পাণিহাটীতেনাই। *

বিশ্বেশ্বর-কৃত 'কায়স্থ-কুল-দর্পণে' (২য় ভাগ—২৫ পৃঃ) পাণিহাটীর কর-কায়স্থের বিষয় লিখিত আছে। তাঁহারা মকরধ্বজের বংশধর হইতে পারেন।

মকরধ্বজ দত্ত—(পূর্বলীলায় কুরঙ্গাক্ষী সখী)।

কুরঙ্গাক্ষী বলি যেঁহো নাম ছিল পূর্বে। কহিয়ে মকরধ্বজ দত্ত নাম এবে॥ [বৈ-আ-দ]

মকরধ্বজ পণ্ডিত—শ্রীগোপালগুরুর পূর্ব নাম। ইনি শ্রীমুরারি পণ্ডিতের পুত্র।

মকরধ্বজ সেন—মঞ্জুমেধা সখী বলি পূর্বে যার নাম। এবে সে মকরধ্বজ সেন অনুপাম॥ [বৈ-আ-দ]

মকরন্দ—গুজরাট্‌বাসী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামির শিষ্য (প্রেম ১৮)।

মঙ্গরাজ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

রসিকের ভৃত্য মঙ্গরাজ হরিচন্দন॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৬]

* শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে (১৩১১) আছে যে বর্ত্তমানে ইহারা মাগুরা সাং মৃজাপুর 'করধামে' আছেন। পাণিহাটীতে অদ্যাপি মকরধ্বজ করের ভিটা আছে—পাণিহাটীর ভবানীপুর ওয়ার্ডে ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাগানের পূর্বে ও সুখচর যাইবার রাস্তার ধারে।

মঙ্গরাজ মহাপাত্র—রাজা প্রতাপরুদ্রের পরিকর। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌড়মণ্ডলে আসিবার কালে রাজা ইঁহাকে আদেশ করিলেন—

দুই মহাপাত্র—হরিচন্দন, মঙ্গরাজ। তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—'করিহ সর্বকাজ॥ এক নব্য নৌকা আনি, রাখিহ নদী-তীরে। যাঁহা স্নান করি' প্রভু যান নদী-পারে॥ তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি। নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥ চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।'

[চৈ° চ° মধ্য ১৬।১১৩—১৬]

মঙ্গল বৈষ্ণব—শ্রীগদাধর-শাখা।

যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব।

[চৈ° চ° আদি ১২।৮৬]

মঙ্গল ঠাকুরের নিবাস ছিল—মুর্শিদাবাদ জেলার কীরিট্‌কোণায়। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া কাঁদরার পশ্চিমে রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গায় আশ্রয় করেন। সঙ্গে ছিল—কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহ শালগ্রাম। ভিক্ষাদ্বারা সেবাদি নির্বাহ করিয়া সারাদিন মঙ্গল জপতপে থাকিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী অযাচিতভাবে আসিয়া দীক্ষা দেন এবং স্বপূজিত গৌরাঙ্গ-গোপাল বিগ্রহের সেবা সমর্পণ করেন। শারদীয়-কল্পারম্ভের দিনে দীক্ষা হয় এবং পরবর্ত্তী প্রতিপদ পর্যন্ত শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী এস্থানে অবস্থান করেন বলিয়া অদ্যাপি ঐ ঘটনার স্মরণার্থে ঐ কয়দিন 'সাঁজি উৎসব' হয়। মঙ্গল খেতুরের মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্ত-কলেবরন্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃত-স্নিগ্ধ-কলেবরম্॥ [শা° নি° ৪৩]

মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ইনি কাশীমবাজারের রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াও নিরহঙ্কার এবং বিলাসশূন্য ছিলেন—বৈষ্ণব ধর্মে তাঁহার অকপট অনুরাগ ছিল, বৈষ্ণবধর্মের উন্নতি-কামনায়, বৈষ্ণব-তীর্থরক্ষাকল্পে এবং লুপ্ত বৈষ্ণবগ্রন্থের উদ্ধারের জন্য তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। রাজপথে নগর-সঙ্কীর্ত্তন চলিলে কোটিপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নগ্নপদে দীনবেশে তাহাতে যোগদান দিয়া হরিনাম করিতে করিতে নগরপরিক্রমা করিতেন। বহুটীকা-সমন্বিত ও বঙ্গানুবাদসহিত শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রকাশ করিয়া তিনি বৈষ্ণব জগতের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। ইনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বধামে গমন করেন।

মথুর—ধারেন্দাবাসী জমিদার ভীমের নন্দিনী-গর্ভজাত পুত্র।

[র° ম° দক্ষিণ ৪।৩৪]

মথুরা দাস—শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শিষ্য।

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস। হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস॥

(কর্ণা ১)

২ মথুরাবাসী হয় শ্রীমথুরা দাস। বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর মহাসুখোল্লাস॥

৩ পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরুর ৭৮৯ সংখ্যক পদ)।

৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মথুরাদাস, ভাগবত দাস, দাস জগদীশ্বর। ইঁহা সবা হয় নিজ প্রভুর

কিঙ্কর॥ যা' বলে মহাশয় তা' করেন সত্বর॥ [প্রেম ২০]

জয় শ্রীমথুরা দাস পরম সুধীর।
সদা দৈন্য ভাব যাঁর অন্তর বাহির॥
[নরো ১২]

মথুরানাথ—শ্রীনিবাসাচার্য--পরিবার [অনু ৭]

মদন—পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরুর ২৩০৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

মদনগোপাল গোস্বামী—শান্তিপুর-বাসী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রকাশক ও লঘুভাগবতামৃতের অনুবাদক। পরমভাগবত, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত।

মদনমোহন—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° দক্ষিণ ১০।৩]

মদনমোহন চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য। কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্তির ভ্রাতুষ্পুত্র।

তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদন চক্রবর্তী।
কৃষ্ণলীলামৃত-রসে যাঁর সদা আর্তি।
(কর্ণা ২)

মদনমোহন চৌবে—মথুরার দামোদর চৌবের পুত্র। ইঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ ক্রীড়া করিতেন। (দামোদর চৌবে দেখ)

মদনমোহন ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য-বংশীয়। ইঁহার বংশধরগণ মালিহাটী গ্রামে শ্রীপাট করিয়াছেন।

২ বৈদ্য, পিতা—কানাই ঠাকুর। পিতামহ—শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ঠাকুর। প্রপিতামহ—শ্রীমুকুন্দ। মদনমোহন ও বংশী—দুই ভ্রাতা।

'শ্রীঠাকুর কানাইর পুত্র শ্রীমদন।' কৈশোরে কানায়ের ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়। শ্রীমদন আর বংশী—ভক্তিরসময়॥

পিতামহ শ্রীরঘুনন্দনের তিরোভাব উৎসবে—

তেঁহো সংকীর্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন। মদন পৌগণ্ডে ভক্তিরত্ন প্রকাশিলা। প্রভু-নরহরি-পদে আত্ম সমর্পিলা॥ যারে দেখি মহানন্দ পায় সর্বজনে। যে নৃত্য কীর্তন তা বর্ণিতে কেবা জানে?'
(ভক্তি ১৩।১৮৯—১৯৪)

মদন রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম—গন্ধর্ব রায়।

মদন রায় আর বড়ু চৈতন্য দাস।
(প্রেম ২০)

জয় মদন রায় গন্ধর্ব-তনয়।
যাঁর গুণ শুনিতে সবার প্রেমোদয়॥
(নরো ১৩)

মদন রায় চৌধুরী—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য চক্রপাণির প্রপৌত্র। ইনি গোবিন্দলীলামৃতের পয়ারে অনুবাদক।

মদন রায় ঠাকুর—শ্রীমন্নরহরি-বংশ্য, ঠাকুর কানাইয়ের পুত্র। সংকীর্ত্তনে নৃত্যকালে ইঁহার এক চক্ষে অশ্রু ও এক অঙ্গে পুলক প্রকাশ পাইত।

মধুকণ্ঠ দ্বিজ—'জগন্নাথ-মঙ্গল'-প্রণেতা ও পদকর্ত্তা। [ব-সা-সে]

মধু পণ্ডিত—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, শ্রীবৃন্দাবনবাসী।

মধুস্নেহ-সমাযুক্তং প্রেমাসক্তং মহাশয়ম্। বৃন্দাবনে রাসরতং বন্দে শ্রীমধুপণ্ডিতম্॥ [শা° নি° ৩৪]

শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবট-নিকটে শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী যে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন, ইনি তাঁহার প্রথম সেবক ও শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধাবিগ্রহ-সংস্থাপক। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্যের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল।

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥ দুঁহু-প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। পরম দুর্গম চেষ্টা, বুঝে সাধ্য কার॥ বংশীবট-নিকট পরমরম্য হয়॥ তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়॥ অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি। শ্রীমধু-পণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী॥
(ভক্তি ২।৪৭৫-৭৯)

শ্রীগোপীনাথ-অধিকারী শ্রীমধু-পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত॥

ভবানন্দ ভক্ত ইঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ। গোপীনাথ-সেবায় যাঁহার মহানন্দ॥
(ভক্তি ১৩।৩১৯-৩২০)

শ্রীশ্রীবীরভদ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে ইনি ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থের গাড়ী লইয়া ইঁহার সমীপে বিদায় লইতে যান, তখন তিনি তাঁহার গলদেশে শ্রীগোপীনাথের প্রসাদী মাল্য প্রদান করেন।

শ্রীজীব, শ্রীমধুপণ্ডিতাদি প্রতি কয়। শ্রীনিবাস-গমন নির্বিঘ্নে যেন হয়॥ শ্রীমধুপণ্ডিত—গোপীনাথে জানাইলা॥ শ্রীনিবাসে প্রভুর আজ্ঞামালা আনি' দিলা॥
(ভক্তি ৬।৪৩১-৪৩২)

মধু বিশ্বাস—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

রামচরণ, মধুবিশ্বাস, রাধাকান্ত বৈদ্য। (কর্ণা ২)

মধু শীল—জাতি নরসুন্দর। কেহ কেহ বলেন ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় ক্ষৌরকার্য করিয়াছিলেন।

মধুসূদন—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন।
[চৈ° চ° আদি ১০।১১১]

২—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট— গোপীবল্লভপুর (মতান্তরে সাঁকোয়া)।

উদ্ধব, অক্রুর, মধুসূদন, গোবিন্দ॥
(প্রেম ২০)

৩—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৫]

৪—পদকর্তা, পদকল্পতরুতে পাঁচটি পদ আছে।

মধুসূদন ঘটক—খঞ্জ ভগবানাচার্যের শ্বশুর। (ভগবান্ আচার্য দেখ)

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য এবং শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির শিষ্য।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী শাখা তাঁর।
গঙ্গানারায়ণ প্রাণ-জীবন যাঁহার॥
(নরো ১১)

মধুসূদন দাস—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা ও সংকীর্ত্তনের বাদক।

মধুসূদন বাচস্পতি—কাশীধামের বিখ্যাত অধ্যাপক। শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহার নিকট বেদান্ত পড়িয়াছিলেন।

তাঁহা রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি।
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি॥
তেঁহো শ্রীজীবেরে দেখি' অতিস্নেহ কৈলা। কতদিন রাখি' বেদান্তাদি পড়াইলা॥ শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি। যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি॥ [ভক্তি ১।৭৭৬—৭৭৮

ইনি নীলাচল-প্রবাসী বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য। অদ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক বাসুদেব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপালাভের পরে বেদান্তাদিশাস্ত্রে ভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে ব্যাখ্যা করিতেন; বাচস্পতি তাঁহার নিকট সেইভাবে বেদান্তচর্চা করিয়া কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিত হন। শ্রীজীবপাদ ইঁহার আশ্রয়ে বেদান্তাদি শিক্ষা করেন।

মধুসূদন সরস্বতী—বঙ্গদেশের ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড়া গ্রামবাসী। (১৫৪০—১৬৩২ খৃঃ) ইনি পূর্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হন। তদ্রচিত 'অদ্বৈতসাম্রাজ্য-পথাধিরূঢ়াঃ', 'ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা' এবং 'বংশীবিভূষিতকরাৎ' ইত্যাদি শ্লোকই অদ্বৈতমার্গ হইতে ভক্তিমার্গের প্রবেশ সংসূচনা করে। ইনি শ্রীভাগবতের প্রথমশ্লোক-ব্যাখ্যা, বেদস্তুতির টীকা, রাসপঞ্চাধ্যায়ীর টীকা, গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা, কৃষ্ণকুতূহল নাটক, ভক্তিরসায়ন, শাণ্ডিল্যসূত্র-টীকাদি রচনা করিয়াছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ গীতার টীকায় বহুশঃ (৯।১৫, ১৩।১২, ১৪।২৭, ১৫।১৮) সরস্বতীপাদের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

মধ্বাচার্য—দক্ষিণ কানাড়া জিলার প্রধান নগর মাঙ্গালোর হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে উড়ুপীগ্রামে পাজকা-ক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে শ্রীমধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে ও শ্রীমতী বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে (মতান্তরে ১১৬০ শকে) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যের নাম—বাসুদেব। দ্বাদশ বর্ষে অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট দীক্ষিত হন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-নাম হয়—পূর্ণপ্রজ্ঞ। ইনি গোপী-চন্দনপূরিত নৌকা হইতে উড়ুপীকৃষ্ণ (নৃত্যগোপাল মূর্ত্তি) শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। শ্রীবিগ্রহের একহস্তে দধিমন্থন দণ্ড ও অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। ভারী মূর্ত্তি হইলেও কিন্তু মধ্বাচার্য একাই ইহাকে বড়ভণ্ডেশ্বর-নামক স্থান হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কাদুর জেলার মুদ্গেরী গ্রামের প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে —'শ্রীমধ্বাচার্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা'।

মাধ্বতত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়াচার্যগণ উড়ুপী-গ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠকে 'উত্তরাদি মঠ' বলেন। উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল অধীশ্বর—শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ।

উড়ুপী ৮ মঠের মূল পুরুষ ও মঠের নাম :—

১। পলিমার ... শ্রীহৃষীকেশ তীর্থ
২। অদমার ... নরহরি ...
৩। কৃষ্ণাপুর ... জনার্দন ...
৪। পুত্তিগে ... উপেন্দ্র — ..
৫। শীরুরু ... বামন ...
৬। সোদে ... বিষ্ণু ...
৭। কাণুরু ... শ্রীরাম ...
৮। পেজাবর ... অধোক্ষজ ...

এই সব মঠে যথাক্রমে নিম্ন বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন— ১। শ্রীরামচন্দ্র, ২। শ্রীকৃষ্ণ, ৩। চতুর্ভুজ কালিয়-মর্দন শ্রীকৃষ্ণ, ৪। বিট্ঠলদেব, ৫। বিট্ঠলদেব। ৬। ভূবরাহদেব, ৭। নৃসিংহদেব এবং ৮। বিট্ঠলদেব। শ্রীকৃষ্ণমঠে—

শ্রীমধ্বাচার্য-স্থাপিত বালকৃষ্ণমূর্ত্তি।

শ্রীমধ্বাচার্য-রচিত গ্রন্থমালা—গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, অণুভাষ্য, প্রমাণ-লক্ষণ, তত্ত্ববিবেক, ঋগ্‌ভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য, গীতাতাৎপর্যনির্ণয়, দ্বাদশস্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব, শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য, শ্রীমহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়, শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ইত্যাদি।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়িগণ পরে 'দাসকূট' (ভজনানন্দী) ও 'ব্যাসকূট' (গোষ্ঠ্যানন্দী) নামে দুইটি বিভাগে দৃষ্ট হয়। উভয় দলেই কনড় ভাষায় বহু গ্রন্থ আছে।

উড়ুপীর শ্রীবিগ্রহের নবম উপচারে নিত্য পূজা হয়। ১। মন-বিসর্জ্জন বা মন্দির-পরিষ্কার, ২। উপস্থান বা শ্রীবিগ্রহের নিদ্রাভঙ্গ, ৩। পঞ্চামৃত বা দধিদুগ্ধদ্বারা স্নান, ৪। উদ্বর্ত্তন বা গাত্রমার্জ্জন, ৫। তীর্থপূজা বা তীর্থজলে স্নান, ৬। অলঙ্কার-ধারণ, ৭। আবৃত্তি বা গীত ও স্তোত্রাদিপাঠ, ৮। মহাপূজা বা ফলপুষ্পগন্ধ-প্রদান ও গালবাদ্য এবং ৯। রাত্রিপূজা বা আরতি, ভোগদান ও গীতবাদ্য।

মধ্বাচার্য দ্বৈতভাষ্যের প্রবর্ত্তক। ইঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দার্শনিক-তত্ত্বের প্রগাঢ় আলোচনা না থাকিলেও অণুভাষ্যে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। ইনি জীবের অণুত্ব, দাসত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃপ্রামাণ্যত্ব, প্রমাণত্রয় ও পঞ্চরাত্র-উপজীব্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে রামানুজের সহিত প্রায়শঃ একমত হইলেও (রামানুজের) তত্ত্বত্রয়ের সহিত ইঁহার মতানৈক্য আছে। ইঁহার মতে তত্ত্বপদার্থ দুইটি—(তত্ত্ব-বিবেক)। 'স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে। স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষোঽশেষসদ্‌গুণঃ।'

সর্বদর্শনসংগ্রহে এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—পরমেশ্বর জীব হইতে ভিন্ন; কেননা তিনি সেব্য, যিনি যাহার সেব্য, তিনি সেবক হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন*, যেমন ভৃত্য হইতে রাজা ভিন্ন। শাকল্যসংহিতা পরিশিষ্ট ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে এই দ্বৈতবাদের সমর্থক শ্রুতি উদ্ধার হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে ভেদ পঞ্চবিধ—(১) জীবেশ্বর-ভেদ, (২) জড়েশ্বরভেদ, (৩) জীবে জীবে ভেদ, (৪) জড়ে জীবে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে ভেদ।

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা। জীবে ভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥ মিথশ্চ জড়-ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ। সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেৎ-নাশমাপ্নুয়াৎ॥ (বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়)

শ্রীমন্ মধ্ব তিনটি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন। (১) **শ্রীমদ্-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং বা সূত্রভাষ্যং**—এই ভাষ্যটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চ-রাত্রাদির প্রমাণ দ্বারা শ্রীব্যাসের সমস্ত সূত্রই যে একসূত্রে গ্রথিত ও শুদ্ধদ্বৈত-তাৎপর্যপর, তাহাই প্রতি-পন্ন হইয়াছে। ইহাতে অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই—কেবল শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণমূলে সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি দেখান হইয়াছে। (২) **অনুব্যাখ্যানং বা অনুভাষ্যং**—ইহা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ—ইহাতেই পূর্বাচার্যদের মতবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বমত-স্থাপন হইয়াছে। (৩) **অণুভাষ্যং**—চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্ম-সূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য ইহাতে শ্লোকাকারে গুম্ফিত হইয়াছে। 'গীতাভাষ্যে' আচার্য মধ্বের মতবাদ সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত আছে। 'মহা-ভারত-তাৎপর্যনির্ণয়ে' অদ্বৈতবাদের অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাষ্যে উদ্ধৃত ব্রহ্মতর্কের শ্লোক-কতিপয়ে ভেদাভেদবাদের ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে—'নারায়ণে অবয়বী ও অবয়ব-সমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও অংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীব-স্বরূপে ও চিদ্রূপ-প্রকৃতিতেও ঐরূপ অভেদ বিদ্য-মান। অতএব অংশাদির সহিত অংশি-প্রভৃতির অভেদহেতু, গুণাদির গুণিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্ অবস্থানের অভাবহেতু এবং অংশী ও অংশাদির নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশি প্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয়াদি শব্দে কথিত হয়। ক্রিয়াদির নিত্যতা, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্য-শক্তিত্বনিবন্ধন পরমেশে সকলই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতু জীবসমূহে এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও তত্তদ্বিষয়গত

* পরমেশ্বরো জীবাদ্ভিন্নঃ, তং প্রতি সেব্যত্বাৎ, যো যং প্রতি সেব্যঃ স তস্মাদ্ভিন্নো যথা ভৃত্যাদ্ রাজা।

ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান ; যেহেতু অন্যত্র ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্ত কারণ ব্যতীত কার্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য।' মধ্বভাষ্য (২।৩।২৮—২৯) দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ মধ্বাচার্য্য মুখ্যতঃ ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন নাই।

শ্রীভগবদ্‌গীতাতে ক্ষর ও অক্ষর দ্বিবিধ পুরুষের উল্লেখ আছে। ইঁহার মতে তত্ত্বমস্যাদি-বাক্য তাদাত্ম্য-প্রতিপাদক নহে, 'আদিত্যো যূপবৎ' এই বাক্যবৎ কেবল সাদৃশ্যের দ্যোতনা করে। মুক্তাবস্থাতেও জীব পৃথক। 'জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্বদৈব বিলক্ষণৌ।' জগৎ ক্ষয়শীল বটে, কিন্তু মিথ্যা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে। সিদ্ধান্ত-সার— সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীত-ক্ষরাক্ষরম্। নারায়ণং সদা বন্দে নির্দোষাশেষ-সদ্‌গুণম্' ॥

রামানুজী ও মাধ্বী সম্প্রদায় বৈষ্ণব হইলেও উপাসনা এবং সাম্প্রদায়িক চিহ্নাদিতে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে। মায়াবাদশতদূষণী বা তত্ত্বমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতবাদের সমর্থন-পূর্বক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ উপাস্য দেবতা। বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ লক্ষ্মী, ভূমি ও লীলাদেবী সহ বিরাজ করেন। ইঁহারা সারূপ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি স্বীকার করেন। বিষ্ণুর প্রসাদলাভই উপাসনার প্রয়োজন। এই ধর্মের মর্ম শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্যক্ত করিয়াছেন —'শ্রীমন্‌ মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো, ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনমক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলা-ম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ'। [প্রমেয়রত্নাবলী৯]

শ্রীগুরুপরম্পরা—যথা, শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মা—নারদ--বাদরায়ণ...মধ্বাচার্য—পদ্মনাভ—নরহরি—মাধব—অক্ষোভ্য—জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—-দয়ানিধি—বিদ্যানিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম—বিষ্ণু-পুরী ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম হইতে ব্যাসতীর্থ—লক্ষ্মীপতি—মাধবেন্দ্রপুরী—ঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। ঈশ্বর-পুরী হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ। এই গুরুপ্রণালী-অনুসারে অনেকেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন।

মধ্ববিজয়' গ্রন্থে মধ্বাচার্যের বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। দক্ষিণা-পথের বহু স্থান এই সম্প্রদায়ের আবাস-স্থান। উড়ুপী (নামান্তর—রজতপীঠপুর) গাদী। ইঁহাদের বহু শাখাপ্রশাখা আছে।

মনোহর—পরমানন্দ গুপ্তের ভ্রাতা। (পরমানন্দ গুপ্ত দেখ)

২—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। ইঁহারা চারি ভ্রাতা।

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥
[চৈ° চ° আদি ১১।৪৬]

৩—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।
[চৈ° চ° আদি ১১।৫২]

কেহ কেহ বলেন জ্ঞানদাসের নামও মনোহর। খেতুরির উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

৪-৬—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য-ত্রয় [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩১, ১৩৭, ১৫১]

মনোহর ঘোষ--শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

মনোহর ঘোষ, অর্জ্জুন বিশ্বাস,
অতি শুদ্ধাচার॥ (প্রেম ২০)
জয় মনোহর ঘোষ ক্রিয়া-মনোহর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণ গায় নিরন্তর ॥
(নরো ১২)

মনোহর দাস—আউল মনোহর দাস দেখ।

২ শ্রীনিবাস আচার্যের পরিবার ও ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়া-দাসজির গুরু। বাইগোনকলা-নিবাসী শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শিষ্য। ১৬১৮ শকাব্দে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে 'অনুরাগবল্লী' নামক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় এবং ১৭৫৭ সম্বতে 'শ্রীরাধারমণরসসাগর' ব্রজ-ভাষায় রচনা করেন।

মনোহর বিশ্বাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। (প্রেম ২০)

জয় শ্রীবিশ্বাস মনোহর মহাশান্ত।
যাঁহার সর্বস্ব গৌর শ্রীবল্লবীকান্ত ॥
(নরো ১২)

মলয়া কাজি—অম্বুয়া মুলুকের অধি-কারী। 'প্রেম-বিলাস' (২৪) মতে ইনি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পালনকর্ত্তা।

'গোবৎস-হরণপাপে ব্রহ্মা মহাশয়।
যবনের পাল্য হঞা জাতিনাশ হয় ॥
বুঢ়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে।
যবনত্ব-প্রাপ্তি তাঁর যবনান্ন-দোষে ॥
শৈশবে তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হৈল। যবন আসিয়া তাঁরে নিজগৃহে নিল ॥ অম্বুয়ার অধিকারী মলয়া

কাজি নাম। তাহার পালিত হঞা তার অন্নখান॥'

মহত্তম বৈষ্ণব—শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবিশ্বম্ভরের সম্মুখে বিলাসী পার্ষদগণ। (গৌ° গ° ১৫)

মহত্তর বৈষ্ণব—নীলাচল-লীলায় বিখ্যাত শ্রীগৌরগণ (গৌ° গ° ১৬)।

মহাদেব ভট্টাচার্য—হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর সহরের নিকট চাতরা শ্রীপাটের শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বাসুদেব ভট্টাচার্যের পুত্র। কনিষ্ঠের ধর্মপথের বিশেষ উৎসাহদাতা। ১৪৬৮ খৃঃ অব্দে জন্ম। মহাদেবের পুত্রের নাম—মুরারি। (কাশীনাথ পণ্ডিত দেখুন)

মহানন্দ—শ্রীহট্টের নবগ্রামবাসী; শ্রীনাভাদেবীর পিতা ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর মাতামহ।

সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব গুণের আশ্রয়॥
তাঁর কন্যা নাভাদেবী পরমা সুন্দরী।
কুবের আচার্যসহ বিয়ে হৈল তারি॥
(প্রেবি ২৪)

মহানন্দ চৌধুরী—শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। চক্রপাণি চৌধুরীর ভ্রাতা। পুরীধামে দুই ভ্রাতার সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হয়।

ইনি শ্রীমন্নরহরি-প্রদত্ত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ লইয়া একবার নৌকাযোগে গৌড়দেশে গিয়াছিলেন। পদ্মায় নৌকা ডুবিলে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে বক্ষে লইয়া তিন দিন অনাহারে থাকিয়া ভাসিতে ভাসিতে পোখরিয়া নামক গ্রামে উপস্থিত হয়েন। কয়েকদিন তথায় বিশ্রাম করিয়া তিনি শ্রীখণ্ডে ফিরিয়া আসেন। এখনও সেই ঘাটকে লোকে 'বৃন্দাবনচন্দ্রের ঘাট' বলে। তিনি সেই স্থানে নূতন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত নিজ সেবিত বিগ্রহ লইয়া আসেন। (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ২২৯ পৃষ্ঠা)

মহানন্দ বিদ্যাভূষণ—'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল'-প্রণেতা শ্রীজয়ানন্দ দাসের আত্মীয়। (জয়া চৈ° মঙ্গল

মহান্ত—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভক্তবৃন্দ (গৌ° গ° ১৪—১৭)। সাধারণতঃ চৌষট্টি মহান্তেই রূঢ়ি।

মহাপাত্র—মহাপ্রভুর ভক্ত। রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের উড়িষ্যা-রাজ্যের সীমারক্ষক।

তবে ওড্র দেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা। তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
(চৈ° চ° মধ্য ১৬।১৫৭)

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন-মানসে বহির্গত হইয়া কটক নগরের সীমা ছাড়াইয়া যাইবার সময় এই সীমারক্ষক উচ্চ রাজকর্মচারী তাঁহাকে পরমাদরে নিজগৃহে দুই চারি দিন রাখিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের আদেশ ছিল—মহাপ্রভু তাঁহার রাজ্যের উপর দিয়া যে যে স্থানে যাইবেন, সেই সেই স্থানে যাহাতে মহাপ্রভুর কোন কষ্ট না হয়, তাহা তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তাই মহাপাত্র প্রভুকে কহিলেন—বর্তমানে মুসলমানগণের সহিত আমাদের যুদ্ধ হইতেছে, এজন্য এক রাজ্য-সীমা হইতে অন্য রাজ্য-সীমায় যাওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ আপনার গমন-পথ এখান হইতে পিছলদা পর্যন্ত যে যবনের অধিকার, সেই যবন ভয়ানক মগুপ এবং পাষণ্ড-প্রকৃতি। উহার ভয়ে কেহ নদী পার হইতে পারে না। আমি অগ্রে উহার সহিত সন্ধি করি, তৎপরে আপনি যাইবেন।

দিনকত রহ' সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥
(চৈ° চ° মধ্য ১৬।১৬০)

একথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্য করিলেন। ওদিকে গুপ্তচর-মুখে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সেই দুর্দান্ত যবন অধিকারীর হঠাৎ স্বভাব পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া স্বীয় কর্মচারী 'বিশ্বাস'কে মহাপাত্রের নিকট পাঠাইয়া দর্শনের সুযোগ করিলেন। মহাপাত্র মহাপ্রভুর মহিমা বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া যবন অধিকারীকে স্বীয় সীমাতে আসিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। যবন অধিকারী প্রভুর দর্শনে পরম ভক্ত হইলেন এবং মহাপ্রভুর গমনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মহাপ্রভু—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

মহামায়া—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যা। প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পত্নী এবং দিব্যসিংহের মাতা। (গোবিন্দ কবিরাজ দেখ)।

২ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পত্নী।

মহামায়া দেবী—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও যাদব মিশ্রের মাতা-ঠাকুরাণী। স্বামির নাম—শ্রীসনাতন মিশ্র। (বিষ্ণুপ্রিয়া দেখ)

মহারাজা সীতারাম রায়—গৌড়ীয়

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ভক্ত। ইঁহার গুরুর নাম—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী। মহম্মদপুর হইতে ১॥ ক্রোশ পশ্চিমে মাগুরা যাইবার পথে রাস্তার পূর্ব-পার্শ্বে শ্যামগঞ্জগ্রাম। সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীল শ্যামসুন্দর নিকটেই ঘোষপুর গ্রামে দুইটি আখ্ড়া করেন। একটী আখ্ড়ায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব ও অন্যটিতে গিরিধারী প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপন করেন। মহম্মদপুরের বড় গড়ের পশ্চিম প্রান্তে, কানাই-নগর গ্রামেরও পশ্চিম প্রান্তে বনের মধ্যে মহারাজা সীতারামের 'দারুময় হরেকৃষ্ণ' বিগ্রহের বাটী আছে। উঠানের পশ্চিম দিকে উক্ত বিগ্রহের উচ্চ পঞ্চচূড় মন্দির আছে। বর্ত্তমানে উক্ত হরেকৃষ্ণ বিগ্রহ দুর্গের মধ্যে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজীউর মন্দিরে আছেন। মন্দিরে লুপ্ত প্রস্তর-ফলকে লিখিত ছিল—বিশ্বাস-বংশোদ্ভব সীতারাম রায় ১৬২৫ শকে শ্রীকৃষ্ণ-তোষাভিলাষী হইয়া যদু-পতিনগরে (কানাইনগরে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (ভারতবর্ষ ১৩৩২ বৈশাখ)

মহালক্ষ্মী দেবী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর শ্বশ্রূ মাধবাচার্যের মাতা ঠাকুরাণী ও বিশ্বেশ্বর আচার্যের পত্নী। ইনি মাধবকে প্রসব করিয়াই স্বধাম গমন করেন। (বিশ্বেশ্বর আচার্য দেখ)

মহীধর—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর॥
[চৈ° চ° আদি ১১।৪৮]

মহেশ চৌধুরী—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শাখা। (প্রেম ২০)

জয় জয় ঠাকুর শ্রীমহেশ চৌধুরী।
সদা অশ্রুকম্পপুলকাঙ্গসুমাধুরী॥
(নরো ১২)

মহেশ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা (চৈ° চ° আদি ১০।১১) এবং শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজলীলায় মহাবাহু (গৌ° গ° ১২৯)।

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল। ঢক্কা-বাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥
[চৈ° চ° আদি ১১।৩২]

ইনি যশোড়ার শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট সরডাঙ্গায় ছিল, পরে মশিপুরে হয়, কিন্তু গঙ্গাভাঙ্গনে উভয় গ্রাম নষ্ট হইয়া গেলে বেলেডাঙ্গায় কিছু-দিন থাকিয়া বর্ত্তমানে চাকদহের নিকট পালপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপিত হয়। 'চৈতন্য-সংহিতা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট—বরাহনগরে। উভয়ে একই ভক্ত কি ভিন্ন ভক্ত, তাহা জানা যায় না। খড়দহেতে মহেশ পণ্ডিতের যাতায়াত ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খড়দহে আসিলে—

মহেশ পণ্ডিত আসি অতিশয় স্নেহে। নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে॥ (ভক্তি ৮।২২০)

আবার ইনি শ্রীনিত্যানন্দের সহিত পাণিহাটীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। [চৈ° চ° অন্ত্য ৬।৬২]

সাগুণা সরডেঙ্গা সুখসাগর নিকটে।
মহেশ পণ্ডিতের বাস কহি করপুটে॥
মহেশ—'মহাবাহু' পূর্ব্বে জানিবা আখ্যান॥ (পা° প°)

মহেশ্বর বিশারদ—বিদ্যানগরবাসী, শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতির পিতা। নামান্তর—নরহরি বিশারদ।

সার্বভৌম-পিতা—বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
[চৈ ভা° মধ্য ২১।৬]

মাধব—শ্রীবৃন্দাবনে দুই জন মাধব ভক্ত বাস করিতেন। অবশ্য পূর্ব নিবাস তাঁহাদের বঙ্গদেশে ছিল; কিন্তু পরিচয় জানা যাইতেছে না। বল্লভাচার্যের পুত্র বিট্‌ঠলনাথের গৃহে যবন-ভয়ে শ্রীগোপালজীকে লুক্কায়িত করিলে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামির সঙ্গে যে সকল ভক্ত শ্রীবিগ্রহ দর্শনে যাইতেন, তন্মধ্যে দুই জন মাধবের নাম পাওয়া যায়। (চৈচ মধ্য ১৮।৫১)

২ চট্টগ্রামের চক্রশালা-গ্রামনিবাসী মহাপ্রভুর পরম ভক্ত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাল্যসখা। দুই জনই একত্র অধ্যয়ন করিতেন ও পরিশেষে শ্রীগৌরভক্তও হইয়াছিলেন।

পুণ্ডরীক, মাধবের একত্র অধ্যয়ন। এক আত্মা, কেবল হয় দেহমাত্র ভিন॥ পুণ্ডরীক-মাধব মহাপ্রভুর অতিভক্ত। দোঁহে মহাপ্রভুর শাখা আছয়ে বিখ্যাত॥ (প্রেম ২০)

৩ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য, মাধব, শ্রীধর॥
[চৈ° চ° আদি ১১।৪৮]

৪ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৪]

৫ পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ৫৫টি পদ মাধব-ভণিতায় আছে।

৬ উৎকলবাসী, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য (?)। ওড্র ভাষায় 'শ্রীচৈতন্য-বিলাস' রচনা করিয়াছেন।

মাধব আচার্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা।
[চৈ° চ° আদি ১০।১১৯]

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

পীতাম্বর, মাধবাচার্য, দাস মনোহর।
[চৈ° চ° আদি ১১।৫২]

ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী।

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম। মাধব আচার্যে প্রভু কৈলা কন্যা দান। (প্রেম ১৯)

মাধবের পিতার নাম—বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম—মহালক্ষ্মী দেবী। মাধবকে প্রসব করিয়াই মহালক্ষ্মী দেবী স্বধাম গমন করেন; এজন্য বিশ্বেশ্বরের পরম বন্ধু স্বগ্রামবাসী ভগীরথ আচার্য ও তদীয় পত্নী (মহালক্ষ্মীর সখী) জয়দুর্গা দেবীর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করেন। ইঁহারা পুত্রস্নেহে মাধবকে পালন করিতে থাকিলে বিশ্বেশ্বর আচার্য ভগীরথের উপর পুত্রের ভার দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যান। ইহার পরে—

মাধবকে পুত্ররূপে করিয়া গ্রহণ। ভগীরথের হইল আনন্দিত মন॥ যথাকালে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। নানা শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল॥ নানা শাস্ত্র প'ড়ে হৈল পণ্ডিত অতিশয়। 'আচার্য' উপাধিতে তিঁহো খ্যাত হয়॥ (প্রেম ২১)

জয়দুর্গার গর্ভে শ্রীনীল ও শ্রীপতির জন্ম হইয়াছিল। মাধবকে লইয়া তাঁহাদের তিন পুত্র হইল।

বিশ্বেশ্বর আচার্য কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভগীরথ চট্টগাঁই—রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভগীরথের পুত্ররূপে মাধব পালিত হওয়াতে মাধব ভগীরথেরই গাঁই পাইলেন। সেই হইতে মাধব—

চট্টবংশে হইলেন কুলীন প্রধান॥

কেহ কেহ তাঁহাকে বারেন্দ্র চট্ট ও বঙ্গীয় চট্ট নামেও অভিহিত করিতেন। কাটোয়ার নিকটে নন্যাম্বুর গ্রামে ভগীরথের নিবাস ছিল। মাধবের শ্রীপাট- জীরাট বলাগড়ে।

৩ শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব-শীতল। যাঁহার রচিত গীত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'॥

এই গ্রন্থখানি মঙ্গলকাব্য-ধরণে লিখিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধই স্থূলতঃ ইহার উপাদান হইলেও অন্যান্য পুরাণেরও সাহায্য নিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর খুল্লতাত-পুত্র মাধব মিশ্র অন্য (প্রেম ১৯)

আচার্যং মাধবং বন্দে কৃষ্ণভক্তি-রসালয়ম্। কৃতো যেন প্রযত্নেন গ্রন্থঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলঃ॥ [শা° নি ৩২]

পূর্বলীলায় মাধবী (গৌ গ ১৬৯)।

মাধব কবীন্দ্র বা **মাধব গুণাকর**—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে মাধব গুণাকরের নাম আছে।

তালিত-নামেতে গ্রাম অতি অনুপম। কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম॥ তাঁহার পুত্র মাধব-নামেতে গুণাকর। পরম পণ্ডিত ছিল মাধব গুণধর॥ গজসিংহ নামে রাজা ছিল বর্দ্ধমানে। তার সভাসদ ছিল দ্বিজ সর্বগুণে॥

'উদ্ধবদূত'-গ্রন্থ-প্রণেতা, ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব কিনা তাহা বুঝা যায় না।

মাধব ঘোষ—শ্রীচৈতন্য-শাখা [চৈ° চ° আদি ১০।১১৫]। পরে শ্রীনিত্যানন্দ-শাখাতেও গণনীয় হন। প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। পূর্বলীলায় রসোল্লাসা সখী। শ্রীপাট—দাইহাট, কিন্তু দাইহাঁটে (বাসুদেব ঘোষ দ্রষ্টব্য) ইহার কোন চিহ্ন নাই। এই স্থান মুকুন্দ ঘোষের শ্রীপাট বলিয়া খ্যাত।

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে। নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
[চৈ° চ° আদি ১১।১৮]

মাধবের পদাবলী-সংখ্যা—১২। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন প্রেম-প্রচারার্থ গৌড়ে আগমন করেন, তখন ইঁহারা দুই ভ্রাতাই সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভুর আজ্ঞায় আইলা॥ রামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ। প্রভুসঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ॥
(চৈ° চ° আদি ১০।১১৭—১১৮)

মাধব চূড়াধারী—শাণ্ডিল্য গোত্র, বন্দ্যঘটি-বংশজ। বাসুদেব শৃগালের শিষ্য। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে ত্যাজ্য।

মাধব-নামে বিপ্র কোন রাজার পূজারী। শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার নিল চুরি করি॥ কোনস্থানে গোপের

পল্লীতে চলি গেল। গোয়ালার পৌরোহিত্য করিতে লাগিল॥ কামুক পাপিষ্ঠ তথি কাচি' চূড়াধারী। আপনারে গাওয়ায় 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' করি॥ বলে—'আমি চূড়াধারী কৃষ্ণ নারায়ণ। আমারে ভজিলে পাবে বৈকুণ্ঠ-ভবন॥' চূড়াধারী-নামে ইথে বিখ্যাত হইল। চণ্ডালাদি যত অন্ত্যজের নারীগণ। কৃষ্ণলীলা ছলে করে তাদের সঙ্গম॥ (প্রেম ২৪)

এই চূড়াধারী মাধব নারীগণ লইয়া নীলাচলে সংকীর্ত্তনরত হইলে প্রভু পুরীধাম হইতে বিতাড়িত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে চূড়াধারীদের কুঞ্জ আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে তাহারা ভিন্ন। (প্রেম ২০)

মাধব দাস—ফুলিয়াতে শ্রীপাট। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রাকালীন গৌড়ে আসিয়া যখন সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেন, তথায় অত্যন্ত লোকসংঘট্ট হয়, এজন্য তথা হইতে তিনি মাধবের গৃহে গমন করত সাত দিন সেস্থানে লোকনিস্তার করেন। [চৈ° চ° মধ্য ১৬।২০৮]

মাধব পট্টনায়ক——শ্রীগৌরভক্ত, উৎকলবাসী [বৈষ্ণব-বন্দনা]

মাধব পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥ (চৈ° চ° আ° ১২।৬৪)

মাধব মিশ্র——শ্রীচৈতন্য-শাখা। পিতার নাম—বিলাস আচার্য (প্রেম ২৪)। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বলীলায় বৃষভানু [গৌ° গ° ৫৬-৫৭]। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতাঠাকুর; শ্রীপাট—চট্টগ্রাম জেলার বেলেটী গ্রামে। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়। (প্রেম ২২)

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গুরু হন।

পুণ্ডরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন। এক আত্মা, কেবল হয় দেহ মাত্র ভিন। (প্রেম ২০)

ইঁহার পত্নীর নাম—রত্নাবতী দেবী।

তৎপ্রকাশবিশেষোঽপি মিশ্র-শ্রীমাধবো মতঃ। রত্নাবতীতি তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কথিতা বুধৈঃ॥ [গৌ° গ° ৫৭]

২ (বা আচার্য)—বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতার নাম—কালীদাস। মাতার নাম—বিধুমুখী দেবী। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন (প্রেম ১৯)। ইনি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তুত ভাই। মহাপ্রভুর শ্যালক। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈত প্রভুর নিকট ইনি দীক্ষা লন। কালীদাস মিশ্র মাধবকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তদীয় অগ্রজ সনাতন মিশ্র পুত্রস্নেহে মাধবকে পালন করেন ও শিক্ষা দেন।

নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি' হইলা পণ্ডিত। আচার্য উপাধি তিঁহো হইলা বিদিত॥ (প্রেম ১৯)

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর অভিষেক-দিনে মাধব প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হন। সেই হইতে ইনি পরম ভক্ত হইলেন। ইনি নিত্য লক্ষ নাম জপ করিতেন (প্রেম ১৯)। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈত—

মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥ ঐ

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥ (চৈ° চ° আদি ১২।৬৪)

মাধব পরে সন্ন্যাস লইয়া শ্রীবৃন্দা-বনে গমন করেন।

সন্ন্যাস করিয়া তিঁহো রহি' বৃন্দাবন। ব্রজের মধুর ভাবে করয়ে ভজন॥ ঐ

শ্রীগদাধর-শাখাতে অপর মাধবের নাম আছে। [মাধব আচার্য[৩] দেখুন]

শ্রীচৈতন্য-শাখায়———শ্রীমাধবাচার্য, কমলাকান্ত,শ্রীযদুনন্দন। (ঐ ১০।১১৯)

কাটোয়ায় শ্রীদাসগদাধরের উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, শ্রীচন্দ্রশেখর। শ্রীমাধবাচার্য, কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর॥ (ভক্তি ৯।৩৯৪)

খেতুরী উৎসবেও ইনি গমন করেন (ভক্তি ১০।৩৭৩)

আরও জানা যায়—ইনি মহাপ্রভুর টোলে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। অষ্টম বৎসরে ইহার উপবীত হয়। মাধবের বিধবা মাতা পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে ইনি বৃন্দাবনে পলায়ন করেন। পরে মাতার মৃত্যু হইলে স্বদেশে আসেন। ইনি (সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার) যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ (বলরাম) দাসের সঙ্গে ছিলেন।

ইঁহার আর একটী উপাধি ছিল —'কবিবল্লভাচার্য'।

পরে মাধবের 'কবিবল্লভাচার্য'-খ্যাতি। সবে বোলে—কলির ব্যাস এই মহামতি॥ (প্রেম ১৯)

৩ মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামে শ্রীপাট ছিল। তথা হইতে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা-তীরস্থ নন্যাপুর (নবীনপুর) গ্রামে বাস করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে 'গোসাঞিপুর' নামে পরিচিত। প্রথমে ১৫০১ সালে ইনি 'চণ্ডীলীলা' রচনা করেন। পরে বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় লন। ইঁহার পিতামহের নাম—ধরণীধর বিশারদ। পিতা—প্রসাদ মিশ্র। পুত্রের নাম—জয়রাম।

মাধবানন্দ—শ্রীগৌর-পার্ষদ, ব্রজের রসোল্লাসা (গৌ° গ° ১৮৮) 'মাধব ঘোষ' দ্রষ্টব্য।

মাধবী দাস—নীলাচলবাসী শিখী মাহিতীর ভগিনী শ্রীমাধবী দাসী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথিত 'সাড়ে তিন পাত্রের' অর্দ্ধপাত্র। ইনি কতিপয় পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া সাহিত্যিকদের ধারণা, কিন্তু ভণিতায় মাধবী দাস নাম ব্যবহার করিয়াছেন। পদগুলি কিন্তু বঙ্গভাষায় রচিত।

মাধবী দেবী—শ্রীচৈতন্য-শাখা; কায়স্থ কন্যা। উড়িষ্যাবাসী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ শিখি-মাহিতি ও মুরারি মাহিতির ভগিনী। পূর্বলীলায় কলাকেলি [গৌ° গ° ১৮৯]

মাধবী দেবী—শিখি মাহিতির ভগিনী। শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৭)

ইনি ভক্তিরাজ্যের যে কত উচ্চাধিকারিণী, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়।

শিখি মাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী। বৃদ্ধা, তপস্বিনী, তেঁহো পরম বৈষ্ণবী॥ প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার 'গণে'। জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জনে॥ স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতি তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥ (চৈ° চ° অন্ত্য ২।১০৪—১০৬)।

শুনা যায় ইনি সংস্কৃত ভাষায় 'পুরুষোত্তমদেব-নাটক' রচনা করেন। ২ রাঘব বা রঘু চক্রবর্ত্তির বনিতা। তাঁহারই কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর দ্বিতীয় বিবাহ হয়।

শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী নাম কেহ কহে। শ্রীমাধবী নামে হয় তাঁহার বনিতা॥ [ভক্তি ১৩।২০৬]

এই মাধবী দেবী স্বপ্নে দেখেন—শান্তিপুর হইতে এক বৃদ্ধ মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন,—'শ্রীনিবাসাচার্য্যই তোমার কন্যার স্বামী'। এই আদেশ পাইয়া মাধবী স্বামিকে বলিলে তিনি আচার্য প্রভুকে কন্যা সম্প্রদান করেন। উক্ত বিবাহে খুব ধুমধাম হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর স্বীয় গুরুর বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। (রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী দ্রষ্টব্য)

গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য-বিবাহে বহু অর্থ করে ব্যয়॥

মাধবীলতা—মঙ্গলডিহির পান্থয়া-গোপালের ভগ্নী—ভাইবোন শ্যামচাঁদের সেবায়েত ছিলেন।

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরী—শ্রীবিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতারী। শ্রীশ্রীঈশ্বর-পুরীর গুরু ও মহাপ্রভুর পরম গুরু।

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি-রসময়। যাঁর নাম-স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥ শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী আদি যত। মাধবেন্দ্রের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত॥ গৌড়-উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ। সবে কৃষ্ণভক্তি-প্রেমভক্তি-পরায়ণ॥ [ভক্তি ৫।২২৭২—৭৪]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর—

কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে। দেখা হইল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে। নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ॥ (ভক্তি ৫।২৩৩০, ৩২)

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ইনি মিলিত হইলে উভয়ের প্রেমমূর্চ্ছাদি-প্রসঙ্গ (চৈ° ভা° আদি ৯।১৫৮—১৮৮) দ্রষ্টব্য। ইনি 'ভক্তিরসের আদি সূত্রধার' (ঐ ১৬০); মেঘ-দর্শনেই কৃষ্ণপ্রেমে অচেতন হইতেন (ঐ ৯।১৭৫); শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ইনি তাঁহাকে প্রেমসম্পত্তি দান করেন। (ঐ আদি ১১।১২৫, অন্ত্য ৩।৫৯,১৭২ ইত্যাদি)। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে আগমন করত ইনি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন—(ঐ অন্ত্য ৪।৪৩৩—৫০৭)। ইঁহার প্রেমসেবা গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজে শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রকট হন—তথায় নিত্য অন্নকূট মহামহোৎসব চলিতে লাগিল। মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করিয়া শ্রীগোপালের অঙ্গে লাগাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়া ইনি আবার নীলাচলে গমন করেন। পথে রেমুণায় গোপীনাথ ইঁহার জন্য

ক্ষীর চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা'-আখ্যা লাভ করেন। নীলাচলে গিয়া চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করত গোপালের স্বপ্নাদেশে গোপীনাথের অঙ্গে মাখাইলেন। পুরী গোস্বামী শেষকালে নিম্ন শ্লোক-রত্নটি পড়িতে পড়িতে সিদ্ধিপ্রাপ্তি করিলেন—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥' [চৈ° চ° মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ]। ১৭০২ শকে কিশোরীদাস এই শ্লোকের ভাষ্য রচনা করেন। নাম — অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ-শ্লোকের 'বিন্দুপ্রকাশ'।

এতদ্ব্যতীত পদ্যাবলীতে (৭১,৯৬, ১৬৪, ২৮৬ ও ৩৩০) ইঁহার পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধ রায়—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৬১]

মাধাই—শ্রীচৈতন্য-শাখা, কুলীন ব্রাহ্মণ।

মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১১০)

পূর্ব্বজীবনে এমন কোন পাপকার্য নাই, যাহা ইনি করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ইনিই কলসীর কাণা মারিয়া রক্তারক্তি করিয়াছিলেন। পরে ইনি মহাভক্ত হয়েন। কাটোয়ার উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল 'বিজয়' [গৌ° গ° ১৭৫]। মাধাইর পরিচয় (চৈভা মধ্য ১৩। ১২২—১২৫), নিত্যানন্দ-শিরে আঘাত (ঐ মধ্য ১৩।১৭৮), মহাপ্রভুর হস্তে সুদর্শনচক্র দর্শনে নিত্যানন্দের প্রার্থনাদি (ঐ মধ্য ১৩।১৮৬—১৮৮), নিত্যানন্দ-কৃপালাভ (ঐ মধ্য ১৩।২০৪—৩৮৬); মাধাইর ভজন (ঐ মধ্য ১৫।৪—৯২)। মাধাইর গঙ্গাঘাট-পরিষ্কারাদি (ঐ মধ্য ১৫।৯৪, ২৩।২৯৯)। কাটোয়ায় মাইর সমাজ আছে।

মাধুরীজি—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য। 'মাধুরী-বাণী' নামে ইঁহার রচিত পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ১৬৭৮ সম্বতে ও তৎপূর্ব-পরবর্ত্তীকালে এই সমস্ত পদাবলী লিখিত হইয়াছিল। মাধুরীজির পদাবলী সাতখণ্ডে বিভক্ত—(১) বংশীবট-বিলাস-মাধুরী, (২) উৎকণ্ঠা-মাধুরী, (৩) কেলি-মাধুরী, (৪) বৃন্দাবনবিহার-মাধুরী, (৫) দান-মাধুরী, (৬) মান-মাধুরী ও (৭) হোরি-মাধুরী।

মাধো———শ্রীশ্যামানন্দ--পরিকর। শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৭]

২ পদকর্ত্তা, ব্রজভাষায় চারিটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মানসিংহ—অম্বরের পৃথ্বীরাজাধিরাজ-বংশ্য ভগবান্ দাসের পুত্র। ষোড়শ খৃষ্টশতাব্দীর প্রায় শেষ দশকে ইনি পাঁচহাজারী মন্‌সবদার হন এবং সম্রাট্ আকবরের নিকট স্নেহ-গৌরবের অধিকারী হইয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার পদে নিযুক্ত হন। (১৫৯০ খৃঃ) তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অপূর্ব মন্দির নির্মাণ করান। শ্রীগোবিন্দদেবের অভিষেক ও সেবার ব্যবস্থাদি করত তিনি বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। মানসিংহ বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, স্বয়ং ও বৈষ্ণব ছিলেন; কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তাঁহাকে 'বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে আসিতে তিনি কাশীতে রামজীর মন্দির, মান-সরোবর (দীর্ঘিকা) ও মানেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে ইনি বারাণসীতে কামদেব ব্রহ্মচারীর নিকট শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গবিজয়ের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিক্রমপুর হইতে দানবীর কেদার রায়ের শিলা-দেবীকে (অম্বরে নাম—সল্লাদেবী) সঙ্গে লইয়া যান। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস ২।৩৫৮—৩৬১ পৃঃ)। শ্রীগোবিন্দজীর মূলমন্দিরের পূর্বদিকে উত্তরপার্শ্বে বৃন্দাদেবীর মন্দিরের উত্তর প্রাচীরে হিন্দী অক্ষরে শিলালিপিতে আছে—'সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্দ আকবর শাহ রাজশ্রী কর্মকুল শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজ-বংশ মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাস সুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহ-দেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠস্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেবকো, কাম উপরি শ্রীকল্যাণ দাস, আজ্ঞাকারী মাণিক চংদ চোপাড়, শিল্পকারি গোবিন্দ দাস দিলবলী কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিমবল॥' (Growse's Mathura p. 145)। ১৬১৪ খৃঃ মানসিংহ দেহত্যাগ করেন।

মামু গোসাঞি—(মামু ঠাকুর)— শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, নিবাস—ফরিদপুর জেলায় মগডোবা গ্রামে। শ্রীগদাধরের অপ্রকটে ইনিই টোটা গোপী-

নাথের সেবায়েত হন। শ্রীগদাধর-শাখা।

গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, শ্রীকণ্ঠাভরণ॥ (চৈ° চ° আদি ১২।৮০)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর পুরীতে যাইয়া দেখেন যে শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটে—

সহিতে নারয়ে দুঃখ শ্রীমামু গোসাঞি। মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন এক ঠাঁই॥ (নরো ৪)

পরে তিনি পুরীধামে মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের বিহার-স্থানগুলি নরোত্তমকে দেখাইয়াছিলেন। (ভক্তি ৮।২৬৯—৩৮১)। ইনি পূর্বলীলার কলভাষিণী (গৌ° গ° ১৯৬, ২০৫)

যঃ প্রেম্ণা গৌরচন্দ্রেণ পরিবার-গণৈঃ সহ। উৎকলে ভাবিতো মামুস্তং বন্দে মামুঠক্কুরম্॥ [শা° নি° ১২]

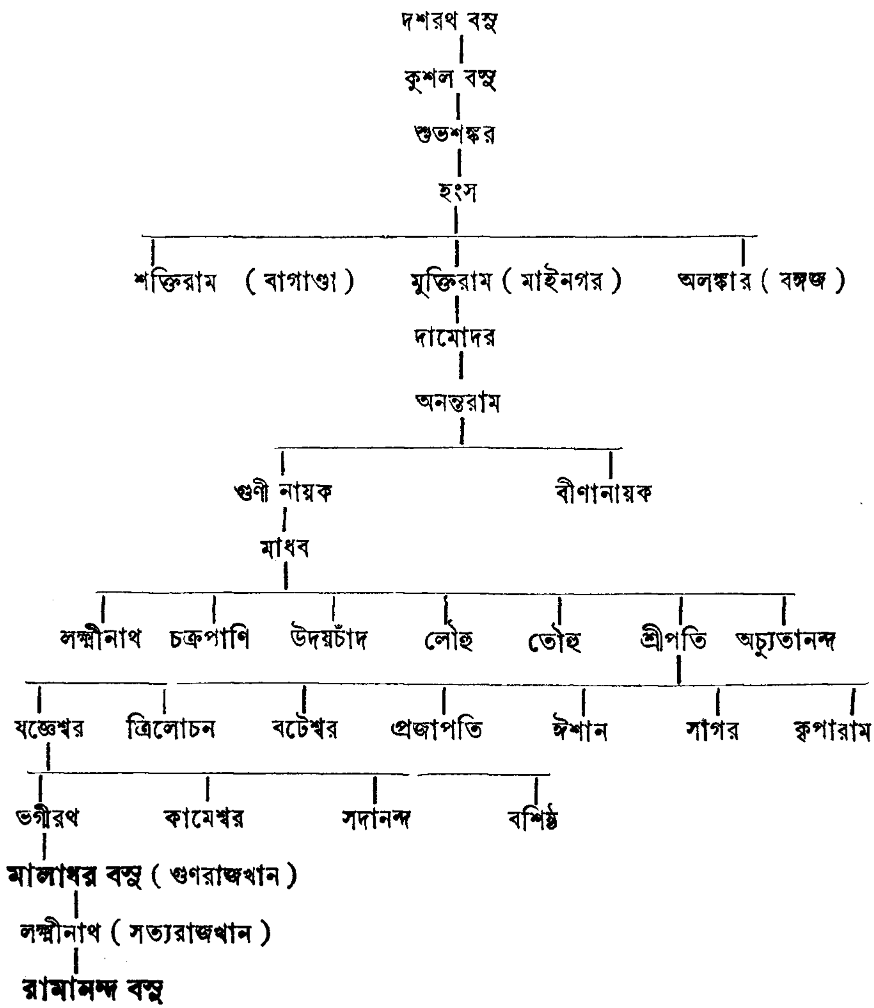
মালতী—শ্রীসেন শিবানন্দের ভার্যা, পূর্বলীলার বিন্দুমতী (গৌগ ১৭৬)।

মালতী ঠাকুরঝি, মালতী দেবী[১]—শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যা (অনু ৭)। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া; পিতার নাম—কুমুদ বা কলানিধি চট্ট। স্বামির নাম—রাজেন্দ্র। তাঁহার আর এক ভার্যার নাম—ফুল্লরী বা ফুলঝি ঠাকুরাণী।

দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত। সুস্নিগ্ধ মূরতি দোঁহে অতিশুদ্ধ, শান্ত॥ শ্রীমালতী ব্রতে (?) তবে প্রভু দয়া কৈলা। প্রভুকৃপা পাইয়া তিঁহো অতিধন্য হৈলা॥ (কর্ণা ১)

মালতী দেবী[২]—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্যা, শ্রীরসিকানন্দের পত্নী।

মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁন)—১৩৯৫ শকে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে



মালাধর বসুর বংশ-তালিকা

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করত ১৪০১ শকে শেষ করেন। শ্রীশ্রী-মহাপ্রভু এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু ও বাদসাহ হুসেনসার মন্ত্রী পুরন্দর খাঁ—(গোপীনাথ বসু) উভয়ে জ্ঞাতি-ভ্রাতা। ইঁহারা আদিশূর-কর্ত্তৃক আনীত দশরথ বসুর বংশীয়। দশরথ বসু হইতে ১৩শ পুরুষ। বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ইঁহাদের গ্রামখানি দুর্গসংরক্ষিত ছিল। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

মালিনী ঠাকুরাণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী। পূর্ব্বলীলার অম্বিকা [গৌ° গ° ৪২]; (শ্রীবাস পণ্ডিত দ্রষ্টব্য)। ইনি বাৎসল্যভাবে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবা করিতেন। ইঁহার দুগ্ধহীন স্তনেও দুগ্ধক্ষরণ হইত [চৈ° ভা° মধ্য ১১।৮—১০] কাক ঘৃতপাত্র অপহরণ করিলে ইঁহার দুঃখ হয় ও শ্রীনিত্যানন্দ-আজ্ঞায় কাকের বাটি-আনয়ন দেখিয়া ইনি নিত্যানন্দকে স্তব করেন [ঐ মধ্য ১১।৩২—৪৪]।

২ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীলরঘুনন্দনের শাখা ও শ্রীমহানন্দ চৌধুরীর পত্নী।

মালিনী দেবী—কাহারও মতে তাঁহার নাম মালতী দেবী। ইনি অভিরাম গোস্বামির পত্নী।

শ্রীঅভিরামের পত্নী-নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি ॥
[ভক্তি ৪।১০৮]

মিতু হালদার—ভক্ত; খেতুরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচাঁদ হালদার, মিতু হালদার সকলে। নিবেদিতে নারে পড়ি কান্দয়ে সকলে ॥

মিথী ভঞ্জ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৬১]।

মিশ্র পুরন্দর—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পদবী [চৈ° ভা° আদি ৩।২৫]।

মীনকেতন ঘোষ—কায়স্থ। প্রসিদ্ধ বাসুদেব ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার বংশ আছে। (বাসুদেব ঘোষ দ্রষ্টব্য) শ্রীপাটের তালিকায় কাটোয়ার চারি ক্রোশ ব্যবধানে ঝামটপুর গ্রামে মীনকেতনের শ্রীপাট আছে বলিয়া উল্লেখ আছে।

মীনকেতন রামদাস—বা রামদাস মীনকেতন। শ্রীনিত্যানন্দশাখা। সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ [গৌ° গ° ৬৮]।

নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস।
[চৈ° চ° আদি ১১।৫৩]

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-পাদের গৃহে অহোরাত্র নামসংকীর্ত্তনে নিমন্ত্রণ পাইয়া ইনি আসিলে সকল বৈষ্ণব ইঁহার চরণ বন্দনা করিলেও তত্রত্য পূজারী গুণার্ণব মিশ্র তাঁহাকে সম্ভাষা না করায় ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

এইত দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ। বলদেবে দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥ [চৈ° চ° আদি ৫।১৭০]

ইনি মহাপ্রেমময় ছিলেন, অশ্রুকম্পাদি ভাবভূষণে সদা বিভূষিত ছিলেন—

মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে। সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥ নমস্কার করিতে, কা'র উপরেতে চড়ে। প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে ॥ কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব। এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প ॥ নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার। তাহা দেখি' লোকের হয় মহা-চমৎকার ॥ [চৈ° চ° আদি ৫।১৬৩—১৬৭]

মীমাংসা-মণ্ডন ভট্টাচার্য—শ্রীরসিক মুরারি প্রভু বাল্যকালে ইঁহার নিকট নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন।
[র° ম° পূর্ব ৮।১১]

মীরা বাঈ—শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামি-গণের অবস্থানকালে ইনি উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রী-গিরিধারীজীউর প্রেমের আকর্ষণে ব্রজে আসেন। ইঁহার চরিত্র ভক্তমাল ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। ইঁহার ভজনগান সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীজীব-পাদের সহিত ইঁহার কৃষ্ণকথা হইয়াছিল—ভক্তমালের 'ভক্তিরস-বোধনী' টীকাতে (৪৬৯ অনুচ্ছেদে) ইঁহার স্পষ্টোক্তি আছে। ইনি একটি গৌর-পদ রচনা করিয়াছেন—তাহার বিবিধ পাঠ থাকিলেও সচরাচর যে ভাবে গীত হয়, তাহা উল্লিখিত হইল—

(সাধো) অব তো হরিনাম লৌ লাগী। সব জগকো মন-মাখনচোরা নাম ধর্য়ো বৈরাগী ॥ মাতু জশোধা মাখন কাজে বান্ধ্যো যাকো দাম। শ্যাম কিশোরা ভয়ো নব গোরা চৈতন যাকো নাম ॥ কাঁহা ছোড়ী বো মোহন মুরলী কাঁহা ছোড়ী বো গোপী। মুণ্ড মুড়াই ভয়ো সন্ন্যাসী মাথে মাহি ন টোপী ॥ পীতাম্বরকো ভাব দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ। দাস ভক্তকী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ ॥

মুকুট মৈত্রেয়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের

শিষ্য। শ্রীপাট—নদীয়া জেলার ফরিদপুর গ্রামে।

আর শিষ্য মুকুট মৈত্রেয় সর্বলোক জানে। ফরিদপুর বাড়ী তাঁর কহে সর্বজনে ॥ (প্রেম ২০)

জয় শ্রীমুকুট মৈত্রেয় অতিশুদ্ধ-রীতি। রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণে দৃঢ় রতি ॥ (নরো ১২)

মুকুট রায়—মৌড়েশ্বরের রাজা, ইঁহার কন্যা পদ্মাবতীর সহিত হাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ হয়। ইনি অমরকোষের টীকা করেন—'পদচন্দ্রিকা" কিরাতার্জুনীয়েরও টীকা করেন বলিয়া শুনা যায়। রায়মুকুটপদ্ধতি-নামে স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে—রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্বে'।

মুকুন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর। (চৈ° চ° আদি ১১।৫২)

২ শ্রীচৈতন্যের উপশাখা।

শঙ্করারণ্য, আচার্য বৃক্ষের এক-শাখা। মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র—উপশাখা লেখা ॥

ইঁহারা সকলেই শঙ্করারণ্যের শাখা। (চৈ° চ° আদি ১০।১০৬)

৩ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য, মাধব, শ্রীধর। (চৈ° চ° আদি ১১।৪৮)

৪ পদ্মনাভের পুত্র ও শ্রীরূপ-সনাতনের পিতামহ। ইনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রে সর্বোত্তম ছিলেন এবং গৌড়ে পাঠান-রাজত্বকালে মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

৫ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৮]।

৬ পরমেশ্বর মোদকের পুত্র (চৈচ অন্ত্য ১২।৫৮)।

মুকুন্দ ওঝা (হাড়াই পণ্ডিত)—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতাঠাকুর। পিতার নাম—(নকড়ী বাড়ুরী) মুরারী ওঝা। শ্রীধাম—একচাকা-গ্রামে। মুকুন্দ ওঝা মৌড়েশ্বরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্বলীলায় দশরথ ও বসুদেব (গৌ° গ° ৪০)।

মুকুন্দ কবিচন্দ্র--শ্রীগৌরভক্ত [বৈষ্ণব-বন্দনা]।

মুকুন্দ কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা]।

গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ ॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৫১)

শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ! কর এই হিত। হবে যে বৈষ্ণব, তার পদে রহু চিত ॥ (নামা ২২৩)

মুকুন্দ গোস্বামী—পাঞ্জাবের মুলতান নগরে শ্রীপাট। ইনি মুলতান-নিবাসী মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাসের শিষ্য। গৌড়দেশে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ ইনিই আনয়ন করিয়াছিলেন ও সর্বভক্তকে তাহা নকল করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতেই উক্ত মহাগ্রন্থের সর্বপ্রথম প্রচার হয়।

মুকুন্দ গোস্বামী, গোপাল ক্ষত্রিয়, বিষ্ণুদাস, রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ অধিকারী—এই কয়জন কৃষ্ণদাসের শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান।

মুকুন্দের পিতা বিখ্যাত ধনী সদাগর ছিলেন। মুকুন্দ একদিন তাঁহার পরম রমণীয় অট্টালিকায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় স্বপ্নাদেশ পান—'শীঘ্র বৃন্দাবনে আইস'। নিদ্রাভঙ্গে তিনি বাণিজ্যের ছল করিয়া নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য-পূরিত নৌকায় শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া বন-রাজীর শোভা, বিশেষতঃ শ্রীশ্রী-গোবিন্দ-গোপীনাথজীকে দর্শন করিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস স্বীয় আশ্রমে মুকুন্দকে লইয়া গেলেন। বৃন্দাবনের যাবতীয় ভক্ত মুকুন্দকে কৃপা করিলেন। সেই হইতে মুকুন্দ প্রেমরাজ্যের সদাগর হইলেন।

২ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির কৃপাশ্রিত, ইনি শ্রীভক্তিরসামৃতের উপর 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' নামে নাতি-বৃহৎ টীকা করিয়াছেন।

[মুকুন্দদাস গোস্বামী দ্রষ্টব্য]

মুকুন্দ ঘোষ—শ্রীবাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। (শ্রীবাসুদেব ঘোষ দ্রষ্টব্য)

মুকুন্দ ঠাকুর—শ্রীল আচার্য প্রভুর শাখা। (প্রেম ২০)

মুকুন্দ দত্ত—শ্রীচৈতন্য-শাখা—অম্বষ্ঠ। ব্রজের মধুকণ্ঠ। [গৌ° গ° ১৪০]

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি ॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৪০)

শ্রীপাট——চট্টগ্রামে চক্রশালা। তথা হইতে নবদ্বীপে ও পরে কাঁচরা-পাড়াতে শ্রীপাট করেন। ইনি শ্রীবাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার সুকণ্ঠে মহাপ্রভুর ভাবসাগর

উথলিয়া উঠিত।

চট্টগ্রাম দেশে চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে খ্যাত রয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন।
দুই আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস॥
(প্রেম ২২)

মুকুন্দ শিশুকাল হইতেই মহাপ্রভুর সঙ্গী। একসঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠ করিতেন। শ্রীনিমাই ও মুকুন্দে নিরন্তর শাস্ত্র-যুদ্ধ হইত। (চৈভা আদি ১১।২৮—৩০, ১২। ৬-১৯)।

বিদ্যানিধির সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা, গদাধর-সহ বিদ্যানিধি-সকাশে গমন, গদাধরের সন্দেহ ও তন্নিরাকরণাদিতে মুকুন্দ (চৈ ভা মধ্য ৭।৩৯—১২১)। শ্রীহরিবাসর-কীর্ত্তনে মুখ্য গায়ক (ঐ মধ্য ৮।১৪১) অভিষেক-লীলাগান (ঐ মধ্য ৯।৩২)।

শ্রীবাস-অঙ্গনে যেদিন মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ হয়, সেদিন প্রভু কৃত্রিম ক্রোধ করত বলিয়াছিলেন—মুকুন্দকে আমার নিকট আসিতে দিও না; 'ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে' অর্থাৎ মুকুন্দ কখন জ্ঞান বড়, আবার কখন ভক্তি বড় বলিয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়।' তখন মুকুন্দ বলিয়া পাঠাইলেন—'বেশ, এবারে না হয় পাইলাম না—তবে কখন কি তোমায় পাইব না?'

প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন—'কোটি জন্মের পর আমাকে নিশ্চয় পাইবে।' এই কথা শুনিবামাত্র মুকুন্দ লম্ফ দিয়া উঠিলেন—এবং 'কোটি জন্মের পরে পাইব, পাইব' বলিতে বলিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে মহাপ্রভু মুকুন্দকে আনয়নপূর্বক কৃপা করিলেন। [চৈ° ভা° মধ্য ১০।১৭৩—২৬৪] সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে মুকুন্দ (ঐ মধ্য ২৬।১৬০—১৬৬), কাটোয়ায় গমন, কীর্ত্তনাদি (ঐ মধ্য ২৮।৮৫—১৪৯), নীলাচলে গমনের সঙ্গী (ঐ অন্ত্য ২। ৩৫,১২২,১৩৩) নরেন্দ্রে জলকেলি (ঐ অন্ত্য ৮।১২৩)।

মুকুন্দ দাস—পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণ—শ্রীগৌরভক্ত। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের নিকট গ্রন্থাধ্যয়ন করেন—তাঁহার অপ্রকটে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকে পাইয়া বিরহ দুঃখ প্রশমন করেন। [নরো ২০০ পৃষ্ঠা]

মুকুন্দ দাস গোস্বামী—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া সাবনদীপিকায় উক্ত। ইনি ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' নামে একখানি গ্রন্থ ইঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। [গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য ২।৪৫,১১২, ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। তদীয় অধস্তন শিষ্য-বংশের প্রতি দানপত্রটি এস্থানে লিখিত হইল। ইহা শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় (Ex-D.P.I. Assam) মহোদয়ের সংগ্রহে আছে।

১৭৭৩ সম্বতে লিখিত দান-পত্রের নকল

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ জয়তাং

শ্রীরাধাগদাধর-গৌরগোবিন্দরূপ-সেবাপরায়ণ শ্রীরাধামোহনাধিকারী প্রেমালিঙ্গন-শুভাশীর্বাদ লিখনং কার্যঞ্চ আগে শ্রী৺[1] মুখ্যসেবক শ্রী৺[2] হএন; তার সেবক শ্রী৺[3] হন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেবক তুমি হও, অতএব শ্রীশ্রী৺মঞ্জকুরের সেবিত সেবা জে শ্রীশ্রী৺জীউর নিকটে ছিলেন তাহা তোমাকে সেবা করিতে দিলাম এবং শ্রীশ্রী৺সিরোপাটীকা তোমাকে করিলাম। শ্রীশ্রী৺[4] সেবক শ্রীশ্রী৺জীউর হন——তদনুসারে শ্রীশ্রী৺সেবা শ্রী৺[5] সেবাভজন স্মরণ সাধ্যসাধন শ্রী৺[6] বর্ত্মানুসার ভজন করিতে থাকিবা। দুরমাদের সঙ্গ না করিবা তোমাদিগে বাস করিতে শ্রী৺কুঞ্জ[7] দিলাম। তাহাকে বনাইয়া বাস করহ মিতি সম্বৎ ১৭৭৩ আশ্বিন সুদী তিজ।

মুকুন্দ দেব—শ্রীপদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামির পিতামহ। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ। (শ্রীরূপ দ্রষ্টব্য)

মুকুন্দ সরকার—(বা মুকুন্দ ঠাকুর) শ্রীচৈতন্য-শাখা। প্রসিদ্ধ শ্রীল নরহরি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পুত্রের নাম—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। পিতার নাম—শ্রীনারায়ণ সরকার। শ্রীপাট—বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে। ব্রজলীলায় বৃন্দা। [গৌ° গ° ১৭৫]

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
(চৈ° চ° আদি ১০।৭৮)

১। শ্রীমুকুন্দ দাস গোস্বামীর ; ২। মথুরা-দাস গোস্বামী। ৩। প্রাণবন্ধু অধিকারী ; ৪। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, কবিরাজ গোস্বামী। ৫। বৈষ্ণব ; ৬। চৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহান্ত ; ৭। শ্রীকুণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী গোস্বামীর।

মুকুন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বিবাহ করেন। শ্রীরঘুনন্দনই তাঁহার এক-মাত্র পুত্র। তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ মুকুন্দের চিকিৎসা-বিদ্যার সুনাম শুনিয়া তাঁহাকে বহু সমাদরে স্বীয় রাজধানীতে রাজচিকিৎসকের পদে বরণ করেন। একদিন মুকুন্দ বাদশাহকে শিখিপুচ্ছের ব্যজনে বাতাস করা হইতেছে দেখিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হন। বুদ্ধিমান্ হোসেন শাহ মুকুন্দের অবস্থা বুঝিতে পারেন। ইহার পরে মুকুন্দ চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া আসেন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। তদবধি ইনি ভক্তিশাস্ত্র আলোচনায় ও গৌর-কথায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। শ্রীরাসপূর্ণিমায় ইনি অপ্রকটে প্রবেশ করেন।

মুকুন্দ সঞ্জয়—শ্রীনবদ্বীপবাসী, মহাপ্রভুর ছাত্র।

প্রভুর পড়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য—দুই মহাশয়॥
[চৈ° চ° আদি ১০।৭১]

অনেকে মুকুন্দ ও সঞ্জয়কে বিভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন, কিন্তু এস্থলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে 'সঞ্জয়' তাঁহার উপাধি ছিল। মুকুন্দ পুরুষোত্তমের পিতা। ইঁহার গৃহেই অধ্যাপক নিমাইর বিদ্যাচতুষ্পাঠী ছিল।

[চৈ° ভা° আদি ১০।৩৮—৩৯]

অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হেন যাঁহার তনয়॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥
[ঐ আদি ১৫।৫—৬]

পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষ-মনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য—পূর্ব অধ্যয়নে॥
(ঐ অন্ত্য ৮।২০)

মুকুন্দ সরস্বতী——মহাপ্রভুর গণ নহে।

'মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে॥'
(চৈ° চ° অন্ত্য ১৩।৫০)

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীবৃন্দাবনে থাকিতেন। ইনি এক দিবস শ্রীসনাতন গোস্বামিকে একখানি লোহিত বর্ণের বস্ত্র প্রদান করেন। বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া শ্রীসনাতন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তিনি প্রথমে মনে করেন যে উহা পুরীতে মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র। পরে তিনি তথ্য জানিয়া ও ভিন্ন সম্প্রদায়ীর বস্ত্র সনাতনকে শিরোভূষণ করিতে দেখিয়া ক্রোধে ভাতের হাঁড়ি লইয়া মারিতে উদ্যত হন। (জগদানন্দ পণ্ডিত দেখ)

মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীগৌরভক্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে আজ্ঞাদানকারী ভক্ত-গণের অন্যতম।

(চৈ° চ° আদি ৮।৬৯)

মুকুন্দার মাতা——শ্রীনবদ্বীপবাসী পরমেশ্বর মোদকের বনিতা। ইনি একবার শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে পুরী গিয়া ছিলেন।

[চৈ° চ° অন্ত্য ১২।৫৮]।

মুক্তারাম দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। (কর্ণা ১ ; মোহনদাস দেখ)

মুরারি—(রসিক) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রয়ণি গ্রামে। ইনি রয়ণি পরগণার অধিপতি রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র। (প্রেম ১৯)

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর
শ্রীমুরারি। যাঁর যশোগুণ গায়
উৎকল দেশ ভরি॥

রসিকমুরারির মাতার নাম—ভবানী দেবী। পত্নীর নাম—শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দেবী। অতি অল্প বয়স হইতে মুরারি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং ধর্মানুরাগী হয়েন। মুরারি ধনবানের পুত্র, কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য ভাল লাগিত না। এক দিবস ঘাটশিলায় (বর্ত্তমান B. N .R. ঘাটশিলা) তিনি নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে—

হইল আকাশ বাণী—'চিন্তা না করিবে। এথায় শ্রীশ্যামানন্দ-স্থানে শিষ্য হবে'॥ (ভক্তি ১৫।৩৩)

পরদিন প্রাতে মুরারি দেখেন—সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তেজোরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে কিশোরদাস আদি ভক্ত গণের সঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উপস্থিত হইলেন এবং মুরারির সকল অভাব পূরণ করিলেন।

মুরারির উপর খুবই পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু সবগুলিই তিনি উত্তীর্ণ হন।

২ চাতরার শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ও ভ্রাতা—মহাদেব ভট্টাচার্যের পুত্র। কাশীশ্বর ইহার হস্তে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহের সেবার ভার দিয়াছিলেন। মুরারির পুত্রগণই চাতরার চৌধুরীগণ। বর্ত্তমানে তাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীর সেবায়েত। (কাশীশ্বর পণ্ডিত দেখ)

মুরারি আচার্য—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর

শিষ্য, তাঁহারই আদেশে ইনি ১৬২৮ শকাব্দায় 'বিন্দুপ্রকাশ' নামে ১৪৪ শ্লোকে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ব্রজবাস-কালে শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচ্যুত নূপুর-প্রাপ্তি ও বিন্দুশোভিত নূপুরাকৃতি-তিলক-বিষয়ক তথ্যাদি প্রকটিত হইয়াছে।

মুরারি ওঝা—একচক্রা-নিবাসী। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহ। (শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেখ)

মুরারি গুপ্ত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলায় হনুমান্ [গৌ° গ° ৯১]।

শ্রীমুরারি গুপ্ত, গুপ্ত প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি' দৈন্য যার॥
(চৈ° চ° আদি ১০।৪৯)

আদি নিবাস—শ্রীহট্ট। তথা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাটীর নিকটে নিবাস হয়। মহাপ্রভুর সমবয়স্ক বাল্যবন্ধু। এক সঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন।

ইনি মহাপ্রভুর বাল্যলীলা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন,তাহা সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' নাম দিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি পদাবলী-সাহিত্যেও দান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রতি মুরারির ভক্তি অতুলনীয়। শ্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে—পাছে মহাপ্রভু মুরারির অগ্রে অদর্শন হন, এজন্য একদিবস আত্মহত্যা করিবার জন্য একখানি শাণিত ছুরিকা লইয়া গলদেশে দিতে মনস্থ করিলে অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করেন [চৈ° ভা° মধ্য ২০।১১৪—১২৬]। বাল্যলীলায় প্রভু মুরারির স্কন্ধে আরোহণ করত চতুর্ভুজরূপে অঙ্গন-ভ্রমণ করেন (ঐ আদি ১।১৩৩)। ভবরোগ্য-বৈদ্য মুরারি—

'চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ, ভবরোগ—দুই তার ক্ষয়॥' (চৈ° চ° আদি ১০।৫১)

মহাপ্রভু ইঁহাকে অনেকবার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গুপ্তের অর্থ খণ্ডন করিয়া বৃথা তিরস্কারও করিয়াছেন। বরাহাবেশে মুরারির গৃহে প্রভু গমন করত বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া প্রকাশানন্দের প্রতি আক্ষেপ সূচনা করিলেন (চৈ° ভা° মধ্য ৩।২৪—৫২)। ইনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-লীলার সঙ্গী; মুরারিকে শ্রীরামরূপে দর্শন দান ও শ্রীরামাষ্টক শ্রবণ করেন (ঐ মধ্য ১০।৭—২০), শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুরারিকে স্বপ্নযোগে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন (ঐ মধ্য ২০।১৭—২১)। মুরারি-প্রদত্ত ঘৃতান্ন-ভোজনে মহাপ্রভুর 'বিষ্টম্ভ' ও মুরারির জলপানে তন্নাশাদি (ঐ মধ্য ২০।৫৩—৭১)। মুরারির গরুড়-ভাব ও প্রভুকে স্কন্ধে ধারণাদি (ঐ মধ্য ২০।৮১—১০২)।

মুরারিচৈতন্য দাস—(মুরারি পণ্ডিত) শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা! ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্পসনে খেলা॥ (চৈ° চ° আদি ১১।২০)। [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৪২৬—৪৩৫ পর্যন্ত ইঁহার লীলা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।]

মুরারি দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোসাঞি দাস, মুরারি দাস, শ্রীবসন্ত দত্ত। (প্রেম ২০)

জয় শ্রীমুরারি দাস দীনে দয়া অতি।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যার পরম পীরিতি॥
(নরো ১২)

২ (ভক্ত ২৩।৩) চামার কুলের পবিত্রতাবিধায়ক ভাগবত। শ্রীরসিক-মুরারি ইঁহার গৃহে গিয়া মুরারি-দাসের পাদোদক পান করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীরসিকমুরারির শিষ্য জনৈক রাজার মনে সন্দেহ হইলে শিষ্যবৎসল মুরারি ভাগবতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করত রাজার অপরাধ ক্ষালন করেন।

মুরারি পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত। [চৈ° চ° আদি ১২।৬৪]

মুরারি পণ্ডিত! কৃপা করহ আমায়। অশেষ গৌরাঙ্গ-লীলা দেখি নদীয়ায়॥ [নামা ১৫৫]

২ শ্রীগোপাল গুরুর পিতা।

মুরারি ব্রাহ্মণ—উড়িষ্যাবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইঁহারও পরিচয় দিয়াছিলেন—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর,—মুরারি ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুদাস ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥ (চৈ° চ° মধ্য ১০।৪৫)

দেখাহ' মুরারি বিপ্র! গৌরাঙ্গ-বিলাস। দক্ষিণাদি ভ্রমি' বৃন্দাবন-ক্ষেত্র-বাস। [নামা ১৬৫]

মুরারি মাহিতি—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভুর মর্ম্মিভক্ত শ্রীশিখি-মাহিতি ও মাধবী দাসীর ভ্রাতা।

শ্রীশিখি মাহিতি আর শ্রীমুরারি মাহিতি। মুরারি মাহিতি ইহ শিখি মাহিতির ভাই। তোমা চরণ বিনু অন্য গতি নাই॥ (চৈ° চ° মধ্য ১০। ৪৪ ; শিখি মাহিতি দেখ)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সার্বভৌম-গৃহে প্রথম দর্শনমাত্রেই ইনি তাঁহার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মুরারি মিশ্র—কবি জয়দেবের সমসাময়িক কবি। ইনি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে উৎসব-উপলক্ষে 'অনর্ঘরাঘব' রচনা করেন।

মুলুক কাজি—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাকট্য-সময়ে ইনি শান্তিপুরে বাস করিতেন এবং গ্রাম্যবিচারাদি নির্বাহ করিতেন। ইনি ঠাকুর হরিদাসের বিরোধী ছিলেন—শ্রীহরিদাসকে বিচারার্থ তৎসমীপে আনীত হইলে ঠাকুরের অচলা নামনিষ্ঠার প্রকাশ—বাইশ বাজারে প্রহার ইত্যাদি [চৈ° ভা° আদি ১৬।৩৬—১৫৫ দ্রষ্টব্য]।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি—রমণীমোহন মল্লিক-কর্তৃক প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখ আছে—(১) শালবেগ, (২) ফটন, (৩) সেখ ভিখান, (৪) শাহ আকবর, (৫) ফকির হবিব্, (৬) কবির মহম্মদ ও (৭) সেখ লাল। ইঁহাদের কবিতা ব্রজসুন্দর সান্যাল-কৃত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' ৪র্থ খণ্ডে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। মুন্সি আবদুল করিম 'সাহিত্য-সংহিতায়' ও 'পূর্ণিমায়' প্রায় ২০ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির সন্ধান দিয়াছেন। 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে' শ্রীদীনেশ সেন ১১৪২—৪৬ পৃষ্ঠায় 'পদ্মাবৎ'-প্রণেতা আলোয়াল, অলিরাজা, চাঁদকাজি, গরিব খাঁ প্রভৃতিরও পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত আরো কতজন বৈষ্ণব কবির সন্ধান ডাক্তার সুকুমার সেন-কৃত 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে' ৪৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী-প্রণীত 'দিন্-ই-ইলাহি' নামক প্রতীচ্য ভাষায় লিখিত পুস্তকে ১৯—২০ পৃষ্ঠায় আবদুর রহিম খাঁ নামক জনৈক মুসলমান কবির সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যে দান-প্রসঙ্গে—

দোহা—তৈ রহীম মন আপনো কীন্হো চারু চকোর। নিসি বাসর লাগো রহৈ কৃষ্ণচন্দ্রকী ওর॥ ১ গহি শরণাগত রাম কী ভবসাগরকী নাব। রহিম ন জগত উদ্ধার করি ঔর ন কছু উপাব॥ ২

রহিমের সংস্কৃতহিন্দি-মিশ্রিত শ্লোক রচনা—

শরদ নিশি নিশীথে চাঁদ কী রোশনাই। সঘন বন নিকুঞ্জে কাহ্ন বংশী বজাই॥ রতিপতি সুত নিদ্রা সাইয়াঁ ছোড় ভাগী। মদন-শিরসি ভূয়ঃ ক্যা বলা আন লাগী॥

একটী সংস্কৃত পদ্য—রত্নাকরোঽস্তি সদনং গৃহিণী চ পদ্মা, কিং দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়। রাধাগৃহীত-মনসে মনসে চ তুভ্যং, দত্তং ময়া নিজ মনস্তদিদং গৃহাণ॥ 'দিন্-ই-ইলাহি' নামক পুস্তকের ১২—২৫ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য। নজরুল ইসলামের পদাবলীও অতিহৃদ্য ও আস্বাদ্য।

মোহন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যদ্বয় [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৮, ১৫৩]।

২—পদকর্তা, পদকল্পতরুতে ইঁহার ৩০টি পদ সমাহৃত হইয়াছে।

মোহন ঠাকুর—শ্রীঅভিরাম দাসের 'পাট-পর্যটন'-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—পাণিহাটী।

'পাণিহাটীতে ঠাকুর মোহনের স্থিতি'। [পা° প°]

২ (দাড়িয়ামোহন)—শ্রীঅভিরাম দাসের 'পাট-পর্যটন'-মতে শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—সীতানগর।

সীতানগরে বাস—ঠাকুর মোহন। দাড়িয়া মোহন নাম বলে সর্বজনে। কিবা সে শোভন দাড়ি অতি বিলক্ষণে॥ [পা° প°]

মোহন দাস—শ্রীআচার্য প্রভুর শিষ্য। ইনি ব্রজানন্দ দাস, হরিপ্রসাদ, সুখানন্দ দাস এবং প্রেমী হরিরাম দাস—এই কয়জন গুরু-ভ্রাতা মিলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে একত্র ভজন করিতেন।

শ্রীমোহন দাস আর ব্রজানন্দ দাস। সবে মিলি একত্রে করেন ভজন। লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ॥ ভজন-পরাকাষ্ঠা যাঁর না পারি কহিতে। আবেশে রহেন সদা মানস-সেবাতে॥ (কর্ণা ১)

২—বৈদ্য, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। শ্রীমোহন দাস নামে জন্ম বৈদ্য-কুলে। নৈষ্ঠিক ভজন যাঁর অতিনিরমলে॥ (কর্ণা ১)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের সহিত ইঁহার বন্ধুতা ছিল। মোহনদাস পদ-রচনা করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে রচিত ২৩টি পদ পদকল্পতরুতে সমাহৃত হইয়াছে।

৩—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, ব্রাহ্মণ। 'দ্বিজবর উদাসীন শ্রীমোহন দাস। আজন্ম রসিক-সঙ্গে করিলা বিলাস'॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৪]

মোহনানন্দ——শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫১]

য

যদু গাঙ্গুলি—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব।
[চৈ° চ° আদি ১২।৮৬]

বর্দ্ধমান জেলায় পালিগ্রাম—চাণক-নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ ঠাকুর এই শাখার বংশধর।

যদুজীবন তর্কালঙ্কার——বর্দ্ধমান প্রদেশে শিখরভূমের অধিপতি মহেন্দ্র সিংহের সভাপণ্ডিত। ইঁহার কন্যা রমাদেবীকে মুকুন্দ (শ্রীরূপসনাতনের পিতামহ) বিবাহ করেন।

যদুনন্দন—মাহেশের শ্রীকমলাকর পিপ্‌লাইয়ের জামাতা, শ্রীমতী বিদ্যুৎমালার স্বামী। (বীরভদ্র গোস্বামী দেখ)।

শ্রীকমলাকর যাহার শ্বশুর, জামাতা যদুনন্দন॥ (বৈ-আ-দ)

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা।

মাধবাচার্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদু-নন্দন॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১১৯]

ইনি কোন্ যদুনন্দন, তাহা বুঝা যায় না।

৩ (বা যদুনন্দনাচার্য)—শ্রীবীর-ভদ্র গোস্বামির শিষ্য। পিপ্পলী-বংশোদ্ভব। শ্রীপাট—ঝামটপুর। ইনি বীরভদ্র গোস্বামির শ্বশুর। ইহার দুই কন্যার নাম—শ্রীমতী ও নারায়ণী। দুই কন্যাকেই বীরভদ্র প্রভু বিবাহ করিয়াছিলেন (প্রেম ২৪)।

শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবামাতা—
রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে।
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে॥
তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য ধেয়ায়॥
(ভক্তি ১৩।২৫০)

ইহার ভার্যার নাম—লক্ষ্মী দেবী।

যদুনন্দনের ভার্যা—লক্ষ্মী নাম তাঁর। কহিতে কি—অতি পতিব্রতা-ধর্ম্ম যাঁর॥ তাঁর দুই দুহিতা শ্রীমতী, নারায়ণী। সৌন্দর্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥ ঈশ্বরী-ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্। প্রভু বীরভদ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥

(পরে) যদুনন্দনেরে—বীরভদ্র শিষ্য কৈলা। জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈলা॥ (ঐ ১৩।২৫১—২৫৩)

বীরভদ্র প্রভু স্বীয় বনিতা—
শ্রীমতী, নারায়ণী দোঁহে শিষ্য কৈলা॥ (ঐ ২৫৫)

যদুনন্দন আচার্য—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

শ্রীযদুনন্দনাচার্য অদ্বৈত-শাখা।
তার শাখা উপশাখা নাহি যায় লেখা॥
(চৈ° চ° আদি ১২।৫৬)

ইনি সপ্তগ্রামের হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস প্রভৃতির কুলগুরু।
(প্রেম ২৪)

বাসুদেব দত্তের তেঁহ হয় অনু-গৃহীত। রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত॥ অদ্বৈত আচার্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ। আচার্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে প্রাণধন। [চৈ° চ° অন্ত্য ৬।১৬১—১৬২]

ইনি সুপণ্ডিত, সুগায়ক ও প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। ইহাঁর উপাধি ছিল—তর্কচূড়ামণি। একদা শান্তিপুরে শ্রীহরিদাসঠাকুরের মুখে সাকার-নিরাকার-বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত শুনিবার পরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। (অদ্বৈত-প্রকাশ ৭)

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী—শ্রীল দাস গদা-ধরের শিষ্য। শ্রীপাট—কাটোয়া। বটব্যাল—শাণ্ডিল্য গোত্র।

শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞবর। যাঁর ইষ্টদেব—প্রভু দাস গদাধর॥
(ভক্তি ৯।৩৫২)

শ্রীদাস গদাধরের তিরোভাব-উপলক্ষে ইনি চতুর্দ্দিকের ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিয়া-ছিলেন। বর্ত্তমানে কাটোয়ার মহা-প্রভুর বাড়ীর সেবায়েত ঠাকুরগণ ইঁহার বংশধর। শ্রীদাস গদাধরের শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ এবং সমাধি-বেদী প্রভৃতির ইঁহারা অধিকারী। (গদাধর দাস দেখ) পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে।

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বাল্য-

শিক্ষক। [র° ম° পূর্ব ৯।২৭]

যদুনন্দন দাস বা ঠাকুর—বৈদ্য, শ্রীনিবাসাচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতার ভ্রাতুষ্পুত্র সুবলচন্দ্রের শিষ্য। ইঁহার শ্রীপাট—কাটোয়ার উত্তরাংশে মালিহাটী বা মেলেটী গ্রামে ছিল। ইনি 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থে আচার্য প্রভুর জীবনী লিখিয়াছেন। কর্ণানন্দ ২য় নির্যাসে—

দীন যদুনন্দন দাস বৈদ্য নাম যার।
মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥

ঐ ষষ্ঠে গ্রন্থ-রচনার সন আছে—

বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতী-নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিংশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা-দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥

শ্রীমতী হেমলতা দেবী গ্রন্থখানি শুনিয়া এরূপ আনন্দিত হয়েন যে উহার নাম 'কর্ণানন্দ' রাখিয়াছিলেন। গ্রন্থ শুনি' ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ 'কর্ণানন্দ'॥ শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের ইনি সুললিত অনুবাদ-রচনায় চির-যশস্বী। পদামৃতসমুদ্রে ইঁহার পদাবলি সমাহৃত হইয়াছে।

যদুনাথ—শ্রীচৈতন্য-শাখা। কুলীন-গ্রামবাসী।

যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৮০)

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীপাট—পাছপাড়া। ইঁহার পিতার নাম—বিপ্রদাস, মাতার নাম—ভগবতী; ভ্রাতার নাম—রমানাথ। ইঁহাদেরই ধান্যগোলাতে শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি পাওয়া যায় ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাহা খেতুরীতে প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর দুই পুত্র হয় পরম সুন্দর।
যদুনাথ, রমানাথ—ভক্তিরত্নাকর॥
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়॥
পাছপাড়া গ্রামেতে তাহার আলয়॥
(প্রেম ২০)

৩—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বলরামপুর।

যদুনাথ, রামভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর।
শ্যামানন্দ-শিষ্য, বাস—বলরামপুর॥
(প্রেম ২০)

যদুনাথ কবিচন্দ্র—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
(চৈ° চ° আদি—১১।৩৫)

শ্রীহট্ট জেলার বুরুঙ্গা গ্রামে, কেহ বলেন ঢাকা-দক্ষিণ-গ্রামে পূর্বে বাস ছিল, তথা হইতে কুলীন গ্রামে বাস করেন। পিতার নাম—রত্নগর্ভ আচার্য। যদুনাথেরা তিন ভ্রাতা—কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ। যদুনাথের পিতা ও মহাপ্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এক গ্রামবাসী ছিলেন। যদুনাথ প্রভুর সমসাময়িক।

যদুনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

যদুনাথ-চক্রবর্ত্তিনমীড়ে গুণসাগরম্।
গদাধর-প্রিয়তমং লীলাভাগবতাভিধম্। প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্॥ [শা° নি° ৩০]

যদুনাথ দিগ্বিজয়ী—প্রেমবিলাসমতে (২৪ বিঃ) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত ইঁহার বিচার হয় এবং পরাজিত হইয়া শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন।

যদুনাথ বিদ্যাভূষণ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে শ্রীঠাকুরের বড়ই বিদ্বেষী ছিলেন, পরে তাঁহার কৃপাকটাক্ষে পরম বৈষ্ণব হন।

যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ আর। তর্কভূষণ উপাধি তাঁর সর্বত্র প্রচার॥
(প্রেম ১৯ ; শ্রীরূপনারায়ণ দেখ)

যদুনাথ হালদার—'পাটপর্যটন'-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য শ্রীপাট—রাধানগরে ছিল।

রাধানগরেতে বাস যদু হালদার॥

যবন চর—রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের সীমা কটকের বাহিরে মুসলমান রাজার অধিকৃত রাজ্যের (হোসেন শাহর) একজন অধিকারী বা রাজার ন্যায় সম্মান-বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। তিনিই ঐ অঞ্চলের হর্ত্তা কর্ত্তা। ইনি তাঁহার জনৈক গুপ্তচর। উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিতেন।

যখন মহাপ্রভু উড়িষ্যা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার জন্য বহির্গত হন এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া উড়িষ্যা-সীমারক্ষক 'মহাপাত্রের' গৃহে অবস্থান করেন, সেই সময়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য জনতা হইতে থাকে। জনতার সংবাদ পাইয়া এই যবন চর কোন রাজনৈতিক বিভ্রাট ঘটিয়াছে ভাবিয়া

গোপনে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া যাহা দেখেন, তাহাতেই তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া যান। প্রভুর অপরূপ রূপ, অদ্ভুত ভাব প্রভৃতি দর্শনে ভাগ্যবান্ যবন চরের অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। তাহার পরে—

* * সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় বাউলের প্রায়॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৬।১৬৮)

পরে এই চরের মুখে তাহার যবনাধিকারী মহাপ্রভুর অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য 'বিশ্বাস' নামক জনৈক উচ্চ কর্মচারীকে, উড়িষ্যাসীমা-রক্ষকের নিকট পাঠাইয়া সন্ধি করত মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

(যবনাধিকারী, মহাপাত্র, বিশ্বাস দেখ)

যবনাধিকারী—নাম প্রকাশ নাই। উড়িষ্যা সীমার বাহিরে মুসলমান রাজ্যের ইনি একজন প্রতিনিধি ছিলেন। রাজার ন্যায় তাঁহার ধন ও ক্ষমতা ছিল।

মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-গমনজন্য নীলাচল হইতে বহির্গত হইয়া সীমারক্ষক মহাপাত্রের গৃহে অবস্থান করিবার সময়ে উভয় রাজার যুদ্ধ হইতেছিল; এজন্য এক রাজ্যের সীমা হইতে অন্য রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হইলে মুসলমান অধিকারের মধ্য দিয়া গমন করিতে হইবে, এজন্য মহাপাত্র প্রভুকে ২।৪ দিন স্বীয় আবাসে রাখিয়া যবন অধিকারীর সহিত সন্ধি করিয়া মহাপ্রভুর যাত্রার সুযোগ ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে সেই যবন অধিকারী গুপ্তচর-মুখে প্রভুর মহিমা শুনিয়া বিশেষতঃ যবনাধিকারীর জনৈক কর্মচারী 'বিশ্বাসের' মুখেও মহাপ্রভুর বিস্তারিত কাহিনী জানিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন এবং অচিরেই নিজে উপযাচক হইয়া মহাপাত্রের সহিত সন্ধি করিয়া—

হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইলা॥ দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমিতে পড়িয়া। দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হইয়া॥ (তখন) মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান। জোড়হাতে প্রভু আগে লয় 'কৃষ্ণ' নাম॥

(চৈ° চ° মধ্য ১৬।১৭৮—১৮০)

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি। আশ্বাসিয়া কহে—তুমি কহ 'কৃষ্ণ হরি'॥ (ঐ ১৮৭)

যবনের ভাগ্যের সীমা রহিল না। প্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রেমোদয় হইল। তখন যবন অধিকারী বলিলেন,—'প্রভো! দাসকে কৃপা করিলেন, তবে কিঞ্চিৎ সেবার জন্য আজ্ঞা প্রদত্ত হউক'।

সেই সময়ে মহাপ্রভুর সঙ্গী মুকুন্দ দত্ত বলিলেন—

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে—শুন মহাশয়। গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥ তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায়-প্রকার। এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার॥ (ঐ ১৯০—১৯১)

যবন অধিকারী আজ্ঞা পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া মহাপ্রভুর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে একখানি নূতন নৌকাতে একটি সুন্দর নূতন গৃহ করিয়া তাহাতে প্রভু ও ভক্তগণকে বসাইলেন। সেই সময়ে জলদস্যুর বড়ই প্রাদুর্ভাব, এজন্য আরও দশখানি নৌকাতে সৈন্য সামন্ত লইয়া যবন অধিকারী স্বয়ং প্রভুকে রক্ষা করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন।

এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর। স্বগণে চড়াইলা প্রভু তাহার উপর॥ জলদস্যু-ভয়ে সেই যবন চলিল। দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥ মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল। 'পিছল্‌দা' পর্যন্ত সেই যবন আইল।

(চৈ° চ° মধ্য ১৬।১৯৬—৯৯)

পিছল্‌দা হইতে মহাপ্রভু যবন অধিকারীকে বিদায় দিলেন; কিন্তু সারাপথ প্রভুকে ভাবিতে ভাবিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি স্বস্থানে আগমন করিলেন ও মহাপ্রভুর উপদেশমত কার্য করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। (মহাপাত্র, যবনরাজ, বিশ্বাস শব্দ দেখ)

যমুনা—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কন্যা। (অনু ৭)

যশোরাজ খাঁ—শ্রীখণ্ডবাসী ও বৈদ্য। ব্রজবুলি-পদরচনার সর্বপ্রথম বাঙ্গালী লেখক বলিয়া ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদটি রসমঞ্জরী হইতে উদ্ধার করিতেছি—

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত, আরে সহজই গোর। হিম ধরাধর কনক ভূধর কোলে মিলল জোর॥ মাধব! তুয়া দরশন-কাজে। আধ পদ চারি করত সুন্দরী বাহির দেহলি

মাঝে॥ ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম। নীল ধবল কমলযুগলে চাঁদ পূজল কাম॥ শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ সোই ইহ রস জান। পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর ভণে যশোরাজ খাঁন॥

যাদব—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৩]

যাদব কবিরাজ—শ্রীখণ্ডের নিকট-বর্ত্তী কুলাই গ্রামে বাস। শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা।

২—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা কমল সেন, যাদব কবি-রাজ॥ (প্রেম ২০)

যাদব দাস—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

যাদবদাস, বিজয়দাস, দাস জনার্দ্দন। (চৈ° চ° আদি ১২।৬১)

যাদবাচার্য--শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপ-শাখা। বন্দে শ্রীযাদবাচার্যং প্রেম-মত্ত-কলেবরম্। লীলারস-পরীপাক-শালিনং গুণসাগরম্॥ [শা° নি° ৪৫]

যাদবাচার্য গোঁসাই বা যাদব মিশ্র—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা। মহাপ্রভুর শ্যালক। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন।

যাদবাচার্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী। চৈতন্যচরিতে তিঁহো অতিবড়-রঙ্গী॥ (চৈ° চ° আদি ৮।৬৭)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থরচনার সময়ে ইহার অনুমতি আনিতে গিয়াছিলেন।

প্রভু শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে, ইনি ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনের কাশীশ্বর গোস্বামির শিষ্য।

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য মহা-আর্য। গোবিন্দ গোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য॥ গোবিন্দ যাদবাচার্য আদি যত জন। পরম আনন্দে হৈল সবার গমন॥ প্রভু বীরভদ্রে লইয়া আইলা সর্বজনে। ব্রজবাসীগণ-হর্ষ প্রভুর দর্শনে॥

(ভক্তি ১৩।৩২৩—৩২৫; প্রেম ১৮)

যাদবেন্দু ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বংশীয়। 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থের সংগ্রহকারক শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার কৃত পদ আছে। মালিহাটীর নিকট দক্ষিণখণ্ডগ্রামে ইঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। (শ্রীনিবাস আচার্য দেখ)।

যাদবেন্দ্র—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে তিনটি পদ আছে।

যামুনাচার্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক মহামনস্বী—ইনি শ্রীরামানুজের পরমগুরু। ইঁহার অন্য নাম—আলবন্দার। ইনি **'স্তোত্ররত্ন'** নামক যে কবিতা রচনা করেন, তাহার কতিপয় শ্লোক গৌড়ীয়গুরু গোস্বামি-গণ সাদরে স্বীকার করিয়াছেন।

যুগল—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩১]

যোগেশ্বর পণ্ডিত—বেলপুখুরিয়া-(নবদ্বীপ)-নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্র-বর্ত্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র। (প্রেম ৭)

ওহে যোগেশ্বর! এই বলিয়ে নির্দ্ধার। প্রাণ দিয়া করি যেন পর উপকার॥ [নামা ২৬০]

র

রঘু—শ্রীচৈতন্য-শাখা। নীলাচলবাসী প্রভুভক্ত। তপন আচার্য আর রঘু নীলাম্বর॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৪৮)

রঘুদাস—রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর গলতাগাদীর পূর্বতন মহান্ত। ইনি স্বগুরু সূর্যানন্দের আজ্ঞা অমান্য করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন ও শ্রীনয়না-নন্দদেবরূপে সূর্যানন্দের পরবর্ত্তী জন্মে তাঁহার চরণামৃতপান করিয়া অপরাধ-মুক্ত হন। [শ্রীনয়নানন্দ দ্রষ্টব্য]

রঘুদাস ঠাকুর—শ্রীনিবাসাচার্য-পরিবার। [অনু ৭]

রঘুদেব ভট্টাচার্য--শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা—গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বা ঠাকুর চক্রবর্ত্তির শিষ্য।

রঘুদেব ভট্টাচার্য পরম প্রবীণ। শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী যাঁর প্রেমাধীন॥ (নরো ১১)

রঘুনন্দন—শ্রীনিবাসআচার্য প্রভুর শিষ্য।

তবে প্রভু কৃপা কৈল রঘুনন্দনে। যাঁরে কৃপা করি প্রভু সুখাবিষ্ট মনে॥ (কর্ণা ১)

২ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য।

আচার্যের শিষ্য রাম, শ্রীরঘুনন্দন। বৃন্দাবন হৈতে আইলা দুই জন॥ (নরো ১০)

খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবামাতার প্রেরিত শ্রীমতীরাধিকার শ্রীমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগোপীনাথের বামে বসাইবার পরে শ্রীবৃন্দাবনে যে মহোৎসব হইয়াছিল, সেই আনন্দবার্ত্তা প্রদান করিবার জন্য গোস্বামিগণ-কর্তৃক ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী—সপ্তদশ শক-শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইনি মাড়ো গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার প্রচুরতর দান আছে। শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ, শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী, শ্রীরামরসায়ন, শ্রীরাধাদামোদর কাব্য, গীতমালা, দেশিক-নির্ণয়, বৈষ্ণবব্রত-নির্ণয়, শ্রীমদ্ভাগবতের 'সংশয়শাতনী টীকা' এবং ছন্দোমঞ্জরীর 'ব্যাখ্যান-মঞ্জরী'-নামক টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া ইনি মহাগৌরব-মণ্ডিত হইয়াছেন।

রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী—শ্রীআচার্যপ্রভুর শ্বশুর ও শিষ্য। (কর্ণা ১)

রঘুনন্দন ঠাকুর—বৈদ্য। শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীমুকুন্দ-দাসের পুত্র। প্রদ্যুম্নব্যূহ [গৌ° গ° ৭০] ও প্রিয়-নর্মসখা উজ্জ্বল।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন॥
(চৈ° চ° আদি ১০।৭৮)

বসন্তপঞ্চমীতে ইঁহার আবির্ভাব। আবাল্য ঠাকুর নরহরি-কর্তৃক লালিত পালিত হইয়াছেন। অতি শিশুকালে ইনি স্বকুলদেবতা শ্রীগোপীনাথকে প্রতিমাধর্ম ছাড়াইয়া ক্ষীরলাড়ু খাওয়াইয়াছেন। অষ্টবর্ষ বয়সে মহাপ্রভুকে স্বকৃত 'গৌরভাবামৃত' স্তোত্রদ্বারা বন্দনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রভাবে মধু-পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে নিত্য দুইটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত।

একবার শ্রীঅভিরাম গোস্বামী শ্রীখণ্ডে আসিয়া রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন, রঘুনন্দন তাঁহাকে আলি-ঙ্গন করিয়া বড়ডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ করেন। নৃত্যাবেশে তাঁহার চরণ হইতে নূপুর খসিয়া দুই ক্রোশ দূরে আকাইহাটে তদীয় শিষ্য কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে গিয়া পড়ে। এখনও আকাইহাটে সেই 'নূপুরকুণ্ড' বর্ত্তমান আছে। সংকীর্ত্তন-জনক শ্রীগৌরাঙ্গ তদীয় স্বীকৃতপুত্র রঘুনন্দনকেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অধিবাসে মাল্য-চন্দন প্রদানের এবং যজ্ঞশেষে পূর্ণাহুতি দধিহরিদ্রাভাণ্ড-ভঞ্জনের অধিকারী করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন লীলা সম্বরণ করিবার পূর্বে শ্রীনিবাস প্রভুকে বৈষ্ণব ধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

আইসে সময় ইথে বিষম হইবে।
সভাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিবে॥

তথাহি 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে'—

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংহৃতে। অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব এব হি॥ ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে। প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ॥

এইজন্য তিনি আশ্বাস দিয়া শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—

'নহিবে চিন্তিত ইথে—প্রভু গৌর-রায়। সাধিব অনেক কার্য তোমার দ্বারায়॥ চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে। রাখিবে প্রভুর ধর্ম স্বগণ-সহিতে। তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখগণ। হইবে সমুখ লৈয়া তোমারি শরণ'॥ (ভক্তি ১৩।১৭৭—১৭৯)

এই উপদেশ দিবার পর তিনি স্বীয়পুত্র কানাই ঠাকুরকে শ্রীশ্রীগৌর-গোপালের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া তিন দিন কেবল নামকীর্ত্তন করিয়া চতুর্থ দিনে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে স্বধামে চলিয়া গেলেন।

ধন্য সে শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থী দিবস
কেবা নাহি গায় রঘুনন্দনের যশ॥
(ভক্তি ১৩।১৮৪)

কানাই ঠাকুর সেই সময়ের ভক্ত-বৃন্দকে আহ্বান করিয়া শ্রীরঘুনন্দনের মহোৎসব করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন দাস, ঘটক—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীনিবাস প্রভু-প্রদত্ত 'ঘটক' উপাধি প্রাপ্ত হন।

তারপর দয়া হৈল রঘুনন্দন দাসে।
'ঘটক' বলিয়া খ্যাতি দিলেন সন্তোষে॥ (কর্ণা ১)

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য—বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্যের পুত্র। 'স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য'-নামেও ইনি পরিচিত। উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কৃত্যসম্বন্ধে ইনি 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' নামে বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক।

রঘুনাথ—শ্রীগৌর-পার্ষদ। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির অন্যতম (গৌ° গ° ৯৬—৯৭)।

২ শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ। (চৈ° চ° আদি ১২।৬৩)

৩ ব্রাহ্মণ, শ্রীগদাধর-শাখা। ব্রজের বরাঙ্গদা [গৌ° গ° ১৯৪—২০০]।

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ॥ (চৈ° চ° আদি ১২।৮৫)

বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দং মহাশয়ম্। যন্নাম-শ্রবণেনৈব বৃন্দাবন-রসং লভেৎ। [শা° নি° ২৮]

৪ ভগবানাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। খেতুরির বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

খঞ্জ ভগবানাত্মজ রঘুনাথাচার্য। আসিয়া মিলিলা তেঁহো সর্বশুভ আর্য॥ (ভক্তি ১০।৩৮২)

এই রঘুনাথ জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য।

রঘুনাথ—খঞ্জ ভগবানের নন্দন। জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম॥ (নরো ৬)

৫ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণবেশে সজ্জিত শিশু [র° ম° পশ্চিম ২।৪৭]। ৬ নীলাচলবাসী কারিগর (র° ম° পশ্চিম ১০।৭৫)। ৭ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ পুত্র।

রঘুনাথ কর—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া।

তবে প্রভু রঘুনাথ করে কৃপা করে॥ (কর্ণা ১)

রঘুনাথ চক্রবর্তী—'রাঘব', রঘুনন্দন চক্রবর্তী'-নামেও অভিহিত। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং শ্বশুর। শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীর পিতাঠাকুর। শ্রীপাট—গোপালপুর।

গোপালপুরবাসী রঘু চক্রবর্তী নাম। (প্রেম ১৭)

আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্তী। প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈল কৃতকার্তি॥ (কর্ণা ১)

'গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাঢ়দেশে।' 'সেই গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয়॥' 'শ্রীরাঘব চক্রবর্তী নাম কেহ কয়।' (ভক্তি ৩।২০৪—৫) ইঁহার স্ত্রীর নাম মাধবী দেবী।

২—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তির অগ্রজ (মধ্যম)।

রঘুনাথ দাস—শ্রীল আচার্যপ্রভুর শাখা। (প্রেম ২০)

তবে প্রভু কৃপা কৈলা রঘুনাথ দাসে॥ (কর্ণা ১)

রঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের রসমঞ্জরী, মতান্তরে রতিমঞ্জরী বা ভানুমতী. (গৌগ ১৮৬)

আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য মজুমদারের অনুজ গোবর্দ্ধনের গৃহে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইঁহার পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি 'শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়'; সপ্তগ্রাম তালুকের বার লক্ষ টাকার জমিদার ছিলেন। ইঁহার দীক্ষাগুরু—শ্রীযদুনন্দন আচার্য। অপ্সরাসমা স্ত্রী ত্যাগ করিয়া ইনি সুযোগ বুঝিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করত শ্রীস্বরূপ-দামোদরের আনুগত্য করেন। ষোল বৎসর শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করত তাঁহার অপ্রকটে শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া নিয়মপূর্বক ভজন করেন। তাঁহার রচনা--স্তবাবলী, দানকেলি-চিন্তামণি ও মুক্তাচরিত।

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথ দাস। সর্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥ প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে। প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥ ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া। গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥ এইত নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে। আসি' রূপসনাতনের বন্দিল চরণে॥ তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল। নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল॥ মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর। দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥ অন্নজল ত্যাগ কৈল, অন্য-কথন। পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥ সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম। দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম॥ রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥ তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান। ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন-দান॥ সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে। চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥

[চৈ° চ° আদি ১০।৯১-১০২]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যাইবার পূর্বে ইনি পাণিহাটীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া 'চিঁড়াদধি-মহোৎসব' করাইয়াছিলেন। [চৈ° চ° অন্ত্য ৬।৩৫-১৫৪]। ইঁহার তীব্র বৈরাগ্যাদি—সিংহদ্বারে ভিক্ষা, তাহার ত্যাগে ছত্রে ভিক্ষা, তাহা ত্যাগ করিয়া সড়া অন্নভোজন

ইত্যাদি (ঐ অন্ত্য ৬।২৬৬—৩২৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রীত হইয়া শ্রীদাসগোস্বামিকে যে গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন, তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। শ্রীদাস গোস্বামির অপ্রকটে ঐ শিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ-মন্দিরে সেবিত হইতেছিলেন। এক্ষণে তত্রত্য সেবায়েত শ্রীবিনোদী লাল গোস্বামি প্রভু ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ অমাবস্যা তিথিতে বন-বিহার শ্রীভাগবতনিবাসে শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস বাবাজি মহারাজের হস্তে ঐ সেবা সমর্পণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীগোকুলানন্দে তৎপ্রতিমূর্ত্তির সেবা চলিতেছে।

প্রেমবিলাস-(১৬।১২৭পৃঃ)-মতে মা জাহ্নবার দর্শনে শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী বলিতেছেন—'বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাসোঁ লাজ ভয়। কিগুণে চৈতন্য-পদ দিবেন অভয়॥ এক দিন না করিনু চরণ-সেবন। তথাপি চরণ মাগোঁ হেন দীনজন॥' এতাদৃশ বিনয়-গর্ভ কাতরোক্তি শুনিয়া মা জাহ্নবা দাস গোস্বামির হাতে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণ অবগত আছেন যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আরিট্‌-গ্রামে ধান্যক্ষেত্রে স্নান করিয়া শ্রীরাধা-কুণ্ডের স্তবপাঠ করিলে স্থানীয় লোকগণ জানিলেন যে উহাই রাধাকুণ্ড। শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যখন শ্রীরাধা-কুণ্ডাশ্রয়ী হইলেন, তখন মনে করিলেন যে যদি অর্থ পাওয়া যাইত, তবে শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডের সংস্কার করা যাইত। পরক্ষণেই আবার বিষয়-বিরক্ত গোস্বামী স্বীয়মনকে ধিক্‌কার দিয়া বলিলেন 'এখন আবার এইসব ভাবনা কেন'? এদিকে কোনও মহাজন বদরীনারায়ণে গিয়া বহু টাকা ভেট দিতে চাহিলে শ্রীনারায়ণ স্বপ্নাদেশে তাঁহাকে জানাইলেন যে সেই অর্থ লইয়া গিয়া মথুরায় আরিট্‌-গ্রামে দাসগোস্বামিকে দিলেই শ্রীনারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন। প্রত্যাদেশ পাইয়া মহাজন আবার আরিট্‌গ্রামে আসিয়া গোস্বামিকে সেই প্রত্যাদেশ-বার্ত্তা শুনাইয়া অর্থ দিলেন। দাস গোস্বামী তখন কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার-ক্রমে যথারীতি সংস্কার করিলেন।

কথিত আছে যে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী মহাবিপ্রলম্ভ-প্রধান ললিতমাধব নাটক প্রণয়ন করত শ্রীদাস-গোস্বামিকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ উহা পাঠ করিয়া বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া উন্মত্ত, অধীর ও মূর্চ্ছিত হইতেন; বলা বাহুল্য যে শ্রীরঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীমতীর নিত্য-সান্নিধ্যে থাকিয়াও ক্ষণকালের বিরহেই অতিমাত্রায় কাতর ও অস্থির হইতেন। তদুপরি নিত্যবিরহ-সূচক ললিতমাধবের ঘটনাপারম্পর্যে তাঁহার প্রাণরক্ষাও দুর্বিষহ হইলে শ্রীরূপ তখন হাস-পরিহাসাত্মক নিত্যসম্ভোগ-বহুল দানকেলিকৌমুদী প্রণয়ন করত দাসগোস্বামিকে পাঠাইয়া শোধনচ্ছলে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। শ্রীরঘুনাথও রসান্তরে মনোনিবেশ করত স্বয়ং 'দানকেলিচিন্তামণি' ও 'মুক্তাচরিত' প্রণয়ন করেন।

রঘুনাথ দাস—(ভুঞা)—শ্রীরসিকা-নন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।:৩৩]

রঘুনাথ পুরী—আচার্য বৈষ্ণবানন্দের নামান্তর। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

(বৈষ্ণবানন্দ আচার্য দেখ)

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী। পূর্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী'॥ (চৈ চ আদি ১১।৪২) প্রাকাম্যসিদ্ধি। (গৌ গ ৯৬—৯৭)

রঘুনাথ ভট্ট বা ভট্ট রঘুনাথ—শ্রীচৈতন্য-শাখা। তপন মিশ্রের পুত্র। ব্রজের রাগমঞ্জরী [গৌ° গ° ১৮৫]।

বারাণসী-মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন॥ চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন। রঘুনাথ ভট্টাচার্য—মিশ্রের নন্দন॥ [চৈ চ আদি ১০।১৫২--১৫৩]

শ্রীবৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মধ্যে ইনি একজন।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।

১৪২৭ শকে জন্ম ও ১৫০১ শকে অপ্রকট। ২৮ বৎসর গৃহে ছিলেন। মহাপ্রভু বারাণসীতে তপন মিশ্রের গৃহে যখন দুই মাস অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন, তখন হইতেই বিশেষভাবে রঘুনাথ মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত হন। পিতার দেহান্তর হইলে বৈরাগ্য লইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট গমন করেন, পরে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে যান।

মহাপ্রভু—'চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস। তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥ রঘুনাথ কৈল বাল্যে প্রভুর সেবন॥ উচ্ছিষ্ট-মার্জন আর পাদ-সম্বাহন॥ বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে। অষ্ট মাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥ প্রভুর

আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা॥ আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা॥ তাঁর স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত। প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৫৪—১৫৮)

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির গুণগণ। শ্রবণমাত্র কার না জুড়ায় মন? সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক, চর্চা শ্রবণেতে। বৃহস্পতি সাধুবাদ করে হর্ষচিতে॥ ভাগবত পাঠের উপমা দিতে নাই। ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে সুখ পাই॥ যাঁর ভক্তিরীতি দেখি দেবের বিস্ময়। ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে হয়॥ [ভক্তি ৬। ৪৫৩—৪৫৭]

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট প্রভু পিক-বিনিন্দি কণ্ঠে শ্রীভাগবত পাঠ করত সকলের মনোমোহন করিতেন এবং নিজ শিষ্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির নির্মাণ করাইলেন।

রূপগোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥ অশ্রু, কম্প, গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে। নেত্র-রোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে॥ পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥ কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যবে পড়ে, শুনে। প্রেমেতে বিহ্বল তবে কিছুই না জানে॥ গোবিন্দচরণে কৈলা আত্ম-সমর্পণ। গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন॥ নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইলা। বংশী মকর-কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি দিলা॥ গ্রাম্যবার্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥ বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ-ভজন করে—এই মাত্র জানে॥ মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে। প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধি' দেন গলে॥

(চৈ° চ° অন্ত্য ১৩। ১২৬—১৩৪)

২ শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)

রঘুনাথ ভট্ট বন্দো করিয়া বিশ্বাস।

রঘুনাথ মিশ্র—শ্রীগৌরভক্ত।

ওহে রঘুনাথ মিশ্র! গাই যেন তাঁরে। যে বিদ্যাবিলাসে কাঁপাইল পাষণ্ডিরে॥ [নামা ১১২]

রঘুনাথ রায়—ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপ-নিবাসী। পিতার নাম—শুভানন্দ রায়, ভ্রাতার নাম—জনার্দন। ইঁহারই পুত্র—সুপ্রসিদ্ধ জগাই বা জগন্নাথ।

জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, কনিষ্ঠ জনার্দন দাস। পরম পণ্ডিত সর্বগুণের নিবাস॥ রঘুনাথের পুত্রের নাম—জগন্নাথ হয়। সেই জগন্নাথ তারে 'জগাই' কহয়॥

(প্রেম ২১)

রঘুনাথ বৈদ্য—শ্রীচৈতন্য-শাখা। নীলাচলে লীলাসঙ্গী।

রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস। [চৈ° চ° আদি ১০।১২৬]

২—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রঘুনাথ বৈদ্য আর মিশ্র হলধর॥ (প্রেম ২০)

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়—শ্রীনিত্যা-নন্দ-শাখা।

রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়। যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়। [চৈ° চ° আদি ১১।২৬]

রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি॥

(চৈভা অন্ত্য ৫।৭২৬)

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে পুরী হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-সহ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫। ২৩১) এবং পথে ইঁহার রেবতীভাব হইয়াছিল (ঐ ২৩৯)

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন মূর্তিমতী যে হেন রেবতী॥

রঘুনাথ শিরোমণি—শ্রীবাসুদেব-সার্বভৌমের ছাত্র। শ্রীহট্টে পঞ্চখণ্ডে জন্ম। ইঁহার বংশধারা যথা—(পুত্রানুসারে ক্রমশঃ):—

ঈশান—বিদ্যুন্মালী—হরিহর—রমাকান্ত—রামচন্দ্র—গোবিন্দ (পত্নী সীতাদেবী)। গোবিন্দের দুই পুত্র—রঘুপতি ও রঘুনাথ।

রঘুনাথ নবদ্বীপে পাঠাভ্যাস করত মিথিলায় নিমন্ত্রিত হইয়া যান, তৎপরে নবদ্বীপে সঙ্গতিপন্ন হরি-ঘোষের গোশালায় প্রথমতঃ ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। এই সময়ে বাসুদেব সার্বভৌমকে রাজা প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যায় লইয়া গেলে রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'কাণা শিরোমণি' বা 'কাণাভট্ট' নামেও খ্যাত। অদ্বৈতপ্রকাশ-(৫৪ পৃষ্ঠা) গ্রন্থমতে শ্রীচৈতন্যদেবকৃত ন্যায়-শাস্ত্রের টীকাটি রঘুনাথকৃত ন্যায়-শাস্ত্রের টীকার প্রসারজন্য গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়।

গ্রন্থাবলি—চিন্তামণি-দীধিতি, পদার্থ-খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেক বা বৌদ্ধাধি-

কারের টীকা, গুণকিরণাবলী ও ন্যায়লীলাবতীর টীকা, নঞর্থবাদ, প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, ক্ষণ-ভঙ্গুরবাদ ও মলিম্লুচ-বিবেক প্রভৃতি। দীধিতি-রচনার পরে নবদ্বীপ তর্ক-শাস্ত্রালোচনার প্রধান স্থান হয়। [নবদ্বীপ-মহিমা ১৩০—১৪৭ পৃঃ]।

রঘুপতি উপাধ্যায়—মৈথিল ব্রাহ্মণ, ত্রিহুতে শ্রীপাট।

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়। তিরুহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব, মহাশয় ॥

(চৈ° চ° মধ্য ১৯।৯২)

মহাপ্রভু প্রয়াগধামে শ্রীবল্লভাচার্যের গৃহে যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ইনি তথায় গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু ইঁহার সহিত কৃষ্ণ-কথায় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন (ঐ ৯৩—১০৭)।

ইঁহার রচিত শ্লোকগুলি পদ্যাবলীতে (৮২, ৮৭, ৯৭, ৭৮,১২৬ ও ৩০১) সমাহৃত হইয়াছে।

রঘুমিশ্র—শ্রীগদাধর-শাখা। ব্রজের কর্পূরমঞ্জরী (গৌ° গ° ১৯৫, ২০১)।

শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ ॥

[চৈ° চ° আদি ১২।৮৫]

রঙ্গপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামির শিষ্য।

রঙ্গবাসী বল্লভ—পূর্বলীলার কালী [গৌ° গ° ১৯৬, ২০৬]। বঙ্গবাটী চৈতন্য দাসই বোধহয় লিপিকর-প্রমাদে 'রঙ্গবাসী বল্লভ' হইয়াছে। [বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস দ্রষ্টব্য]

রজনী কর পণ্ডিত—'পাটপর্যটন' মতে শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—সালিকাতে।

সালিকাতে রজনী কর পণ্ডিত আখ্যান ॥ [পা° প°]

রজনী পণ্ডিত—'অবধূত' আখ্যাও ছিল। হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাঙ্গামোড়া গ্রামে ইনি অবস্থিতি করিতেন। শ্রীঅভিরাম গোস্বামী এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করেন। তদনুসারে উক্ত গ্রামের নামকরণ 'মদনমোহনপুর' হয়। এখনও হুগলী জেলার মানচিত্রে ভাঙ্গামোড়া স্থলে মদনমোহনপুর লিখিত আছে। ঐস্থানে শ্রীঅভিরাম গোস্বামি-কর্তৃক রোপিত একটী বকুল বৃক্ষ অনেক দিন জীবিত থাকিয়া অল্পদিন হইল শুকাইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে রজনী পণ্ডিত, অভিরাম গোস্বামির শিষ্য মুকুন্দ পণ্ডিতকে ৺মদনমোহনের সেবাভার প্রদান করিয়া বাখরপুর গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবাভার মুকুন্দ পণ্ডিতের উপর দিবার পক্ষে 'অভিরামলীলামৃতে' নিম্নলিখিত প্রবাদ লিখিত আছে—মুকুন্দ পণ্ডিত স্বীয় গুরু শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের আজ্ঞায় সোণাতলা গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামরায় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে থাকেন। একদা তিনি ভাঙ্গামোড়া গ্রামে আগমন করিলে রজনী পণ্ডিত তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও ভৃত্যকে পদধৌতের জন্য জল আনিতে বলিলেন। ভৃত্যের জল আনিতে বিলম্ব হওয়ায় অন্য একজন মুকুন্দের পদধৌতের জন্য জল আনিয়া দিয়া গেলেন। ওদিকে রজনী পণ্ডিত মন্দির-মধ্যে গিয়া দেখেন শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণে পুকুরের পানা লাগিয়া রহিয়াছে। এ ঘটনায় তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীমদনমোহনই স্বীয় ভক্তের জন্য ভৃঙ্গারে জল আনিয়া দিয়াছেন। তৎপরে তিনি মুকুন্দ পণ্ডিতের নিকট গললগ্নিকৃতবাসে জানাইলেন—'আপনি প্রভুর ভক্ত, এজন্য প্রভুর সেবা আপনিই করিবেন। অদ্য হইতে শ্রীমদনমোহনের ভার আপনার হাতে দিয়া আমি বিদায় লইলাম'। পরে মুকুন্দ পণ্ডিত ঐ স্থানের সেবাভার গ্রহণ করেন এবং রজনী পণ্ডিত মুকুন্দ পণ্ডিতের বিগ্রহ শ্রীশ্রীশ্যামরায়কে সেবা করিতে গমন করেন।

রতিকান্ত ঠাকুর—শ্রীখণ্ডবাসী মদন ঠাকুরের পৌত্র, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদনগোপাল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। 'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা গোপাল দাস—ইঁহারই শিষ্য। ইনি 'শ্রীগৌরশতক' প্রণয়ন করিয়াছেন।

রত্নগর্ভ——-বেলপুখুরিয়া-নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির কনিষ্ঠ পুত্র—শচীদেবীর অগ্রজ। (প্রেম° ৭)

রত্নগর্ভাচার্য-শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক, শ্রীপাট—শ্রীহট্ট জেলায় বুরুঙ্গা গ্রামে। পুত্রের নাম—যদুনাথ কবিচন্দ্র, জীবপণ্ডিত ও কৃষ্ণানন্দ।

ইনি মহাপ্রভুর পিতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গী ছিলেন। একই স্থানে দুই জনের জন্মভূমি। মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে ইঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ

করিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন।

তিন পুত্র তাঁর, কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥
[চৈ° ভা° মধ্য ১।২৯৭]

রত্নমালা—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পত্নী ও শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্যা। (প্রেম ২০)

রত্নবাহু—'বিজয়দাস আখরিয়া দ্রষ্টব্য। [চৈ° ভা° মধ্য ২৬।৩১—৫৫]। নব নিধির অন্যতম (গৌ° গ° ১০৩)।

রত্নাকর—'বিদ্যাবাচস্পতি' দেখুন।

রত্নাকর পণ্ডিত—শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী, খর্বনিধি। [গৌ° গ° ১০৩]

রত্নাকর! তারে মুই করেঁ। খণ্ড খণ্ড। গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি করে যে পাষণ্ড ॥ [নামা ২০৬]

রত্নাবতী দেবী—পূর্বলীলায় ইনি কীর্ত্তিদা ছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বনিতা। চট্টগ্রাম চক্রশালাতে শ্রীপাট।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৃষভানু হয়।
তাঁর পত্নী রত্নাবতীকে কীর্ত্তিদা কহয় ॥
তাঁর পত্নী রত্নাবতী, যাঁর ভক্তি গাঢ়তর। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তিঁহো আছেন তৎপর ॥
(প্রেম ২২, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দেখ)

২ পূর্বলীলার কীর্ত্তিদা। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের মাতা-ঠাকুরাণী। ইঁহার নামান্তর—নবকুমারী দেবী। স্বামির নাম—মাধব মিশ্র। চট্টগ্রামের বেলেটীতে শ্রীপাট। (গদাধর পণ্ডিত দেখ)।

শ্রীরাধার মাতা কীর্ত্তিদা যে আছিলা। এবে মাধবের পত্নী রত্নাবতী হইলা ॥ মাধবের পত্নী রত্নাবতী কৃষ্ণভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সদা হয় অনুরক্ত ॥ (প্রেম ২৪)

নবদ্বীপে রত্নাবতী হইলা গর্ভবতী ॥ (ঐ—২২)

রত্নেশ্বর—সম্ভবতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, অভিরাম দাসের 'পাটপর্যটন' ও 'শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শাখা-নির্ণয়' নামক গ্রন্থে অভিরাম দাস ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। বোধ হয় ইনি গ্রন্থকারের গুরু কি পিতা ছিলেন।

শ্রীরত্নেশ্বর-পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥
(পা° প°)

রমণ দাস—শ্রীল আচার্যপ্রভুর শিষ্য।

শ্রীরমণ দাস হয় প্রভুর কৃপাপাত্র।
মুখে সদা রহে যাঁর হরিনামামৃত ॥
(কর্ণা ১)

রমাকান্ত—শ্রীপাট বল্লভপুরের রুদ্র পণ্ডিতের ভ্রাতা এবং শ্রীপাট চাতরার কাশীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেয়। (কাশীনাথ ও কাশীশ্বর পণ্ডিত দেখ)।

রমাকান্ত দত্ত—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ও শিষ্য)।

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম রমাকান্ত। তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ দত্ত মহাশান্ত ॥ (প্রেম ২০)

রমা দেবী—শ্রীপাট মাহেশের কমলাকর পিপ্‌লাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতির কন্যা। মাহেশ-শ্রীপাটের অধিকারিরা বলেন—খড়দহের প্রসিদ্ধ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। উভয়েই গৌর-ভক্ত। ২ যদুজীবন তর্কালঙ্কারের কন্যা, শ্রীরূপসনাতনের পিতামহী। যদুজীবন ছিলেন বর্দ্ধমান প্রদেশের শিখরভূমির অধিপতি মহেন্দ্রসিংহের সভাপণ্ডিত।

রমানাথ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

যদুনাথ রমানাথ—ভক্তিরত্নাকর।
(প্রেম ২০)

পিতার নাম—বিপ্রদাস, মাতার নাম—ভগবতী, ভ্রাতার নাম- যদুনাথ। এই বিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ বাহির হয়েন ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাহা লইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। (বিপ্রদাস দেখ)

রমানাথ ভাদুড়ী—বদান্য ব্রাহ্মণ, ইনি বীরভূম জেলায় ভাণ্ডীরবনে মন্দির নির্মাণ করাইয়া অন্যত্র-গামী শ্রীধ্রুব-গোস্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শ্রীগোপাল বিগ্রহকে সেবায়েত ঘোষালবংশের সহিত প্রতিষ্ঠা করেন।

রবি রায়——বৈদিক ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও পূজারী। শ্রীপাট—বুধুরী গ্রামে।

রবি রায় পূজারী হন, বৈদিক ব্রাহ্মণ। বুধুরিতে বাস, তাঁর শাখা প্রিয়তম ॥ (প্রেম ২০)

জয় ভক্তিদাতা শ্রীপূজারী রবি রায়। মহানন্দ পান যেঁহো বৈষ্ণব-সেবায় ॥ (নরো ১২)

রবীন্দ্রনারায়ণ (রাজা)—পুটিয়ার রাজা, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর সন্তান-গণকর্ত্তৃক প্রেরিত বৈষ্ণবদ্বয়ের কৃপায় ইনি বৈষ্ণবধর্মে আস্থাবান্ হইয়া মালিহাটীর আচার্যগণের আশ্রয়ে ভাগবত হইয়াছিলেন। (ভক্ত ১৮)

রসজানি বৈষ্ণবদাস—শ্রীপ্রিয়াদাসজির পৌত্র ও শ্রীহরিজীবনের শিষ্য। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের হিন্দীতে

সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন এবং ব্রজভাষায় শ্রীগীতগোবিন্দেরও অনুবাদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের অনুবাদে ইনি প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে দোহা ছন্দে অধ্যায়টির সংক্ষেপ দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। প্রায় ১৫০০০ চৌপাই ছন্দে সমগ্র গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। রচনাকাল—১৮২২—১৮৩২ সম্বৎ। শ্রীগীতগোবিন্দ ১৭৭৭ সম্বতে অনূদিত হয়। ইহাতে চৌপাই, কবিত্ত, দোহা, শোভা, অষ্টপদী, সবৈয়া প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ আছে। রচনা অতিসরল ও মূলানুগত। 'চন্দনচর্চিত' গীতের ব্রজভাষায় অনুবাদ—

চন্দন চরচ্যৌ শ্যাম সুভগতন পীতবসন বনমালা। গণ্ডযুগল মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত হসত লসত সুরসালা॥ হরি ইন মুগ্ধ বধুনিকে মাহীহে বিলাসিনী রাস করাহী॥ ধ্রু॥ কিন হু পীন পয়োধরকে পর হরি লপটায় লয়ে হৈ। গায়ত পঞ্চমকে সুর আছেঁ হরি পাছে সু দয়ে হে॥ ইত্যাদি

রসমঞ্জরী—জগদীশ পণ্ডিতের কন্যা; গোপালবল্লভের স্ত্রী। (জচ ১২।১৬)

রসময় দাস—ইঁহার সম্বন্ধে এপর্যন্ত কোনও পরিচয়-সংগ্রহ হয় নাই। তাঁহার গীতগোবিন্দের পয়ারে অনুবাদটি প্রাঞ্জল; যদিও ভাষান্তরে কাব্য-মাধুর্য-সংরক্ষণ প্রায়শঃই হয় না, গীতগোবিন্দের অনুবাদে ইহার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য একেবারেই অন্তর্ধান করে, তথাপি ইঁহার রচনায় সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ভক্তদের কথঞ্চিৎ পিপাসা নিবৃত্তি হইবে। 'ললিত লবঙ্গলতা' পদটির অনুবাদ যথা—

শুন শুন প্রাণসখি! বসন্ত সময়।
বৃন্দাবন-সুখশোভা বর্ণন না হয়॥
তাহাতে রসিক কৃষ্ণ যুবতীর সঙ্গে।
বিহার করয়ে আর নৃত্য করে রঙ্গে॥
ছয় রস শৃঙ্গার রয়েছে মূর্তিমান্।
তাহাতে সম্মিলন বসন্ত আগুয়ান॥
বসন্ত-সমীরে কৃষ্ণ রয়েছে বিহার।
মূর্তিমান হইয়াছে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
ললিত লবঙ্গলতা তাহার মিলনে।
কোমল মলয় বায়ু বহে অনুক্ষণে॥
মধুকর-নিকর-বেষ্টিত সব ঠাঁই।
কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে সদাই॥
ইত্যাদি

২ 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর' রচয়িতা—(বিশ্বভারতী পুঁথি ৫৯, লিপিকাল ১১৭২)

৩ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য বিষ্ণুদাসের বৈষ্ণব নাম। [র° ম° দক্ষিণ ২।৬৭]

৪ শ্রীরসিকানন্দের ভৃত্য—ধারেন্দার জমিদার ভীমের নন্দিনী-গর্ভজাত পুত্র। রসিকমঙ্গল-লিখক গোপীজন-বল্লভের পিতা [র° ম° দক্ষিণ ৪।৩৪]।

৫ পদকর্তা, পদকল্পতরুতে তিনটি পদ আছে।

রসময় দাসী—'পদকল্পতরু' গ্রন্থে ৩য় শাখায় ৮ম পল্লবে—১৪১ সংখ্যাতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইনি পদ রচনা করিতেন।

রসিক দাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য।

রামশরণ, রসিকদাস আর প্রেমদাস। তাহারে করিলা শিষ্য আচার্য শ্রীনিবাস॥ (প্রেম ২০)

২ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-বিরচিতা শ্রীশ্রীগোপালবিরুদাবলী-নামক কাব্যে 'পল্লব'-নামক টীকাকৃৎ। ইঁহার টীকাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গ্রন্থকারের আশয় বুঝিতে মহা-সহায়।

৩ শ্রীরাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ী এই মহাজন শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তি-কৃত উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণের অনুবাদ ব্রজভাষায় 'শৃঙ্গার-চূড়ামণি' এবং ভাগবতামৃতকণার অনুবাদ 'রসসিদ্ধান্ত-চিন্তামণি' রচনা করিয়াছেন। প্রতি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীহরিবল্লভের বন্দনা আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীরূপ-সনাতনপ্রভুর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থ-দ্বয়েরও স্পষ্টতঃ উক্তি আছে। ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি গৌড়ীয় মহাজন-গণের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কাব্য-প্রতিভাদি সপ্তদশ-শকশতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবেই শ্রীব্রজমণ্ডলে বর্তমান ছিল এবং পরবর্তিকালের মহাজনগণ ভিন্ন সম্প্রদায়ী হইলেও সগৌরবে ইঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর দ্বিতীয় কন্যার বংশে জন্ম। শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিয়া ইনি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। একাধারে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থরাজির অনুশীলনকারী শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রণী। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলি—রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, চরণতুলসী, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সাধন-সঙ্কেত, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীবৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দ, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ,

নীলাচলে ব্রজমাধুরী, লীলামাধুরী, গীতগোবিন্দ, সানুবাদ সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি। ইনি বহু মাসিক বৈষ্ণব-পত্রিকার সম্পাদক এবং অতুলনীয় ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যাতা ছিলেন।

রসিকশেখর—ঠাকুর নরহরির অনু-শিষ্যের শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীমন্নরহরির শাখা-নির্ণয়' রচনা করিয়াছেন।

রসিকানন্দ——(রসিকমুরারি), শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য। জন্ম—১৫১২ শকে, শ্রীপাট সুবর্ণরেখা নদীতীরে (রোহিণী) রয়ণী গ্রামে। ইনি রাজপুত্র। পিতার নাম—রাজা অচ্যুতানন্দ। মাতার নাম—ভবানী দেবী। ইঁহার রচনা—শ্রীশ্যামানন্দশতক, শ্রীমদ্‌ভক্ত-ভাগবতাষ্টক ও কুঞ্জকেলি-দ্বাদশক।

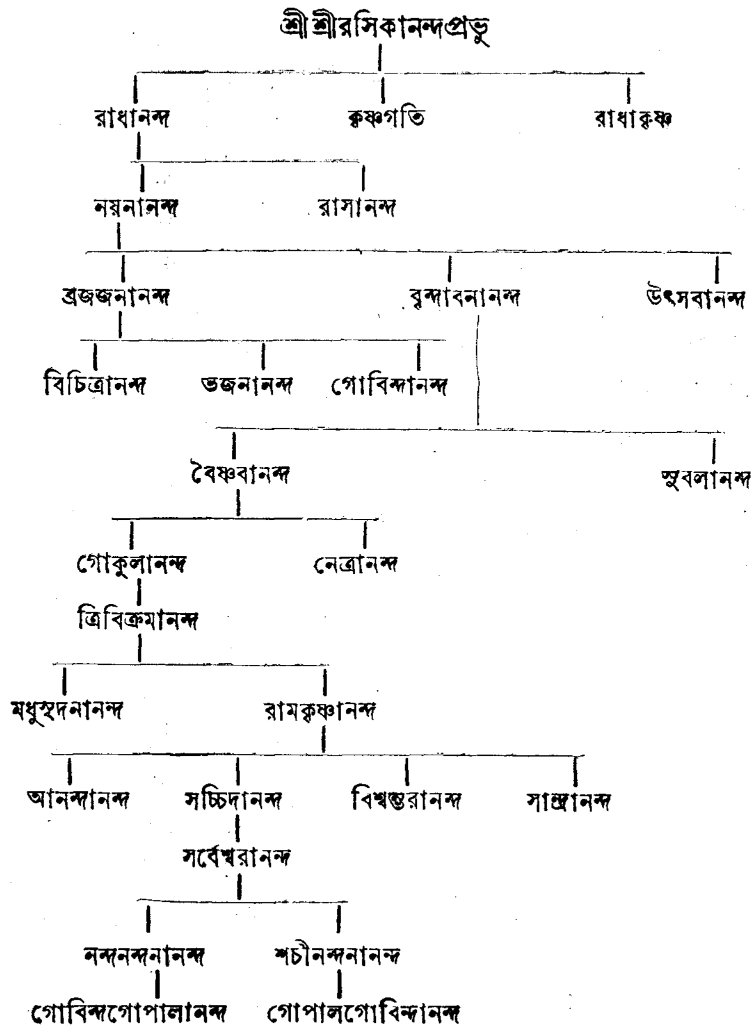
শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি। যার যশোগুণ গায় উৎকল দেশ ভরি॥ শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য দুই মহাশয়। সুবর্ণরেখা-নদীতীরে রয়ণী আলয়॥ (প্রেম ২০)

ইনি বহু যবন দস্যুর উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিঁহো কৈল বহু যবন দস্যুরে উদ্ধার। (প্রেম ১৯)

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গোপীবল্লভ-পুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা-ভার ইঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

মল্লভূমির মধ্যে রয়ণী গ্রাম। পার্শ্বে কলুষনাশিনী উত্তরবাহিনী সুবর্ণরেখা নদী। তীরে বারাজিত গ্রাম। ইহার কিছুদূর দূরে আবার ডোলঙ্গ নদী। প্রবাদ—এইস্থানে



শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য 'রামেশ্বর'-নামে শিব তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রসিককে দীক্ষা দিয়া সঙ্কীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবাইয়াছিলেন।

গোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা। শ্রীগোবিন্দ-সেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥ রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার। কৃপা করি কৈল দস্যু-পাষণ্ডে উদ্ধার॥ ভক্তি-রত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে। গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লইয়া শিষ্যগণে॥ দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তারে শিষ্য কৈল। তারে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিল॥ সে দুষ্ট যবন রাজা প্রণত হইলা। না গণিলা ঘর কত জীব উদ্ধারিলা॥ (ভক্তি ১৫।৮১—৮৫ ; মুরারি দেখ)

শ্রীরসিকানন্দ গোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজীউর প্রকাশক। ইঁহার অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ময়ূরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু, এমন কি তাৎকালীন উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ বেগও ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। কথিত হয় যে শ্রীরসিকানন্দ বাঁশদহ হইতে সাতজন সেবক সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করত শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লীলাপ্রবিষ্ট হন। তাঁহার সঙ্গী সেবকগণও দেহরক্ষা করেন—শ্রীগোপীনাথের প্রাঙ্গণে একটি বেড়ের মধ্যে শ্রীরসিকানন্দের পুষ্প-সমাধি এবং ভক্ত-সপ্তকের সমাধি দৃষ্ট হয়। শ্রীরসিকানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে রেমুণায় শিব-চতুর্দশীর পর হইতে বার-দিনব্যাপী দ্বাদশ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই বংশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ - দেব - বিরচিত আস্তিক্যদর্শন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রসিক মঙ্গলে বিস্তৃত জীবনী আলোচ্য।

২ পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ২২২৭ সংখ্যক পদটি শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-বিষয়ক।

রসিকানন্দ দাস—'লীলামৃতরসপূরের' অনুবাদক।

রসিকোত্তংস————শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামির শিষ্য শ্রীগদাধর ভট্টের পুত্র। 'প্রেমপত্তন'-নামক কাব্য-রচয়িতা। ১৬০৫ সম্বতে ইহার জন্ম হয় বলিয়া ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে। পুরঞ্জনের উপাখ্যানবৎ এই গ্রন্থেও প্রেমপত্তন বা বৃন্দাবনরাজ্যের বর্ণনা হইয়াছে। ইঁহার সহোদর বল্লভ-রসিকজীর 'বাণী' উল্লেখ-যোগ্য পদাবলি-সংগ্রহ।

রাউত্রা—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। রাজগড়বাসী।

ছোটরায় রাউত্রা সে বড় শুদ্ধমতি। রসিকেন্দ্রবিনা যার আন নাহি গতি॥ যাহার করণী দেখি' সবে পাইলা ভক্তি। [র° ম° পশ্চিম ১৪।৯৬—৯৭]।

রাখালানন্দ ঠাকুর—শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের বংশাবতংস। ভক্তিচন্দ্রিকার টীকাকৃৎ, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃত-প্রকাশক এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী পত্রিকার সম্পাদক। সুপ্রসিদ্ধ গৌরভক্ত ও মধুমতী-সমিতির উজ্জ্বলতা-বিধায়ক।

রাঘব গোস্বামী—পূর্বলীলায় চম্পক-লতা (গৌ° গ° ১৬২) ; শ্রীগোবর্দ্ধন-বিলাসী। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেম।

প্রেমানন্দে মত্ত সদা রাঘব গোসাঞি। রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই॥ দাক্ষিণাত্য-বিপ্র মহা-কুলীন প্রচার। পরম-বৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর॥ দীনহীনে অনুগ্রহ-সীমা দেখাইলা। 'ভক্তিরত্ন-প্রকাশাদি' গ্রন্থ যে বর্ণিলা॥ যাঁহার সর্বস্ব শ্রীপর্বত গোবরধন। গোবরধনে বাস, সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥ মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে গমন করে রঙ্গে। মধ্যে মধ্যে রহে দাস গোস্বামির সঙ্গে॥ কভু কভু একযোগে আসি' বৃন্দাবনে। মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে॥ রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিত্র সদা গায়। না ধরে ধৈরজ নেত্রজলে ভাসি' যায়॥ ধূলায় ধূসর, স্পৃহা নাহি ভক্ষণেতে। প্রবল বৈরাগ্য চেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥ (ভক্তি ৫।২০—২৮)

ইনি দাক্ষিণাত্যের রামনগর-নিবাসী ব্রাহ্মণ। শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহার সমাধি আছে।

রাঘব পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলার ধনিষ্ঠা [গৌ° গ° ১৬৬] শ্রীপাট—পাণিহাটী, ২৪ পরগণায় ভাগীরথীর তীরে।

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর (আদ্য) খাদ্য-অনুচর॥ [চৈ° চ° আদি ১০।২৪]

'পাণিহাটী গ্রামে রাঘব-দময়ন্তী-

ধাম ॥ 'রাঘবের ঝালি' বলি আছয়ে আখ্যান ॥ [পা° প°]

এই রাঘবের ঝালি সাজাইতেন—দময়ন্তী, ইহাতে মহাপ্রভুর বারমাসের খাদ্যদ্রব্য সুরক্ষিত হইত।

তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী। প্রভুর ভোগ-সামগ্রী যে করে বারমাসী ॥ সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥ বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার। 'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার ॥ [চৈ° চ° আদি ১০।২৫—২৭]

ঝালির দ্রব্য—ঐ অন্ত্য ১০।১৩—৩৯, ১২৮—১৩৯ দ্রষ্টব্য। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় স্বহস্তে রন্ধনাদি (চৈভা অন্ত্য ৫।৮৩—১০০), শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বিষয়ে উপদেশ (ঐ অন্ত্য ৫। ১০—১০৮), নিত্যানন্দের অভিষেক, জম্বীরবৃক্ষে প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পদ্বারা মাল্য-গুম্ফনাদি (ঐ ৫।২৬৬—২৮৪)।

রাঘব পুরী—নাম ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি কামাবসায়িতা-সিদ্ধি। (গৌ° গ° ৯৬—৯৭)।

দৈবকীনন্দন-কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়—

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দো বড় ভক্তি করি। কৃষ্ণানন্দ পুরী বন্দো, শ্রীরাঘবপুরী ॥

রাঘবেন্দ্র রায়—ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য, রাজা চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়ের পিতাঠাকুর।

রাঘবেন্দ্র রায় ব্রাহ্মণ একদেশ-বাসী। গড়ের হাট উত্তরে লঞা লিখিয়ে প্রকাশি ॥ তাঁর দুই পুত্র হৈল সন্তোষ, চাঁদরায়। চাঁদরায় বলবান্ সর্ব লোকে গায় ॥

[প্রেম ১৮; চাঁদর'য় দেখ]

রাজবল্লভ—শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র, শচীনন্দনের পুত্র। (বংশী-বদন দেখ) 'বংশীবিলাস'-রচয়িতা।

(বংশীশিক্ষা ২৩২ পৃষ্ঠা)

রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরী মাতার শিষ্য। শ্রীপাট—বোরাকুলি গ্রাম। পিতার নাম—গোবিন্দ বা ভাবক চক্রবর্ত্তী। ভ্রাতার নাম—রাধাবিনোদ ও কিশোরী দাস।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম। তাঁর গুণ কি কহিব অতি অনুপাম ॥ তাঁহার চরিত্র-কথা না পারি কহিতে। প্রভুপদ বিনা যাঁর অন্য নাহি চিতে ॥ (কর্ণা ১)

রাজা নৃসিংহদেব—মানভূম জেলার জনৈক রাজা, বীরহাম্বীরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যভ্রাতা। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার দান আছে। 'সারাবলী'-গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে উক্তি [গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাহিত্যে ২।৩১ পৃষ্ঠায়] দ্রষ্টব্য।

রাজা মিত্র—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১১]।

রাজীব—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীরাজীব! তার সঙ্গ ঘুচাহ' তুরিতে। যে পাপীর জল-বুদ্ধি শ্রীচরণামৃতে ॥ [নামা ২২৪]

রাজেন্দ্র গোস্বামী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীল সনাতন গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র।

তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা। অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥

[চৈ° চ° আদি ১১।৮৫]

শ্রীসনাতন গোস্বামির শাখা-নির্ণয়ে—'তার শাখা শ্রীরূপ গোস্বামী সর্বোপরি। শ্রীরাজেন্দ্র গোস্বামী, কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী। কৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামী— অদ্ভুত ক্রিয়া যার। গোস্বামী শ্রীভগবন্তদাসাদি প্রচার' ॥

[ভক্তি ৬।২৭৮—৭৯]

শ্রীশ্রীব্রজদর্পণে ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—শ্রীসনাতন গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্র শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে মাথুর লীলা শ্রবণ করিয়া এরূপ অধৈর্য হন যে তিনি অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে আনয়ন করিবার জন্য দ্রুত-বেগে উন্মত্তের ন্যায় বাহির হন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের দক্ষিণে অল্পদূর যাইয়াই দেহরক্ষা করেন। তথায় তাঁহার সমাজ অদ্যাপি অবস্থিত।

রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং তাঁহার বৈবাহিক কুমুদ বা কলানিধি চট্ট-রাজের জামাতা। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া। ইনি কুমুদ চট্টরাজের দুই কন্যা শ্রীমালতী ও শ্রীফুল্লরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্র-ঘরণী। শ্রীমালতী আর ফুল্লঝি ঠাকুরাণী ॥

(কর্ণা ১)

রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা। তাঁহারে করিলা দয়া লভি প্রসন্নতা ॥ (ঐ)

রাণা কুম্ভ—মেবার-রাজ, গীত-গোবিন্দের টীকাকার।

রাধাকান্ত বৈদ্য—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য।

রামচরণ, মধুবিশ্বাস, রাধাকান্ত বৈদ্য। কতেক কহিব আমি নাহি

তার অন্ত ॥ (কর্ণা ২)

রাধাকৃষ্ণ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য ব্রাহ্মণ। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৪]

রাধাকৃষ্ণ আচার্য—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর মধ্যম পুত্র ও শিষ্য। স্ত্রীর নাম—চন্দ্রমুখী দেবী।

মধ্যম পুত্র প্রভুর রাধাকৃষ্ণ আচার্য।
তাঁর গুণ কি কহিব, সকলি আশ্চর্য ॥
(কর্ণা ১)

রাধাকৃষ্ণ আচার্য (ঠাকুর)—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতি-গোবিন্দের শিষ্য।

আর ভৃত্য রাধাকৃষ্ণ আচার্য ঠাকুর।
ভজন-পরকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর ॥
(কর্ণা ২)

২ রামকৃষ্ণ আচার্যের পুত্র ও শিষ্য। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা।

আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ আচার্য। অল্পকালে সংগোপনে হৈলা মহা আর্য ॥

ইঁহার ভ্রাতার নাম—কৃষ্ণচরণ। (কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী দ্রষ্টব্য)।

৩ (গোস্বামী), বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। রামকৃষ্ণ আচার্যের শিষ্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা। ইনি শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির ভ্রাতুষ্পুত্র। নিজের বংশধর-গণ ঢাকার বেতিলা গ্রামে বাস করিতেছেন। ঢাকার লাঙ্গলবাঁদের রাঢ়ী শ্রেণীয় গোস্বামিগণ বেতিলার গোস্বামিগণের শিষ্য। (প্রেম ২০, ২০৭ পৃ:)।

বেতুল্যা গ্রামনিবাসী রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। ভক্তিঅঙ্গ-সাধনেতে যাঁর মহাআর্ত্তি ॥ (নরো ১২)

৪ প্রসিদ্ধ মুলতানবাসী কৃষ্ণদাসের শিষ্য। (কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী দ্রষ্টব্য)।

রাধাকৃষ্ণ দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

রাধাকৃষ্ণ দাস নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে, কীর্ত্তনেতে নৃত্য। (কর্ণা ১)

২ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুত্র।

রাধাকৃষ্ণ দাস নাম কৃষ্ণপ্রেমধাম।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।২৮]

৩ ঐ শিষ্য [ঐ ১৪।১৬২]

৪ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

জয় রাধাকৃষ্ণ দাস রসিক অনন্য।
ভক্তি প্রবর্ত্তাইয়া কৈল পতিতেরে ধন্য ॥ (নরো ১২)

ব্রজরায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণরায় ॥
(প্রেম ২০)

রাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী—শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য। ইনি স্বকৃত 'সাধনদীপিকায়' মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং 'দশশ্লোকীভাষ্যে' স্বারসিকী সাধনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ দেব—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র।

রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে নিবাস ছিল।

আর শাখা রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কুলে, শীলে, রূপে, গুণে—সর্বমতে আর্য ॥ রাঢ়ীয় কুলীন হয়, নবদ্বীপে বাস। সদা হরিনাম জপে, মনেতে উল্লাস ॥ (প্রেম ২০)

জয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য দয়াবান্।
অতিপূর্বে নবদ্বীপে যাঁর অবস্থান ॥
(নরো ১২)

রাধাগোবিন্দ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৪]

রাধাচরণ—ঐ [ঐ ১৪।১৫২]

রাধাদামোদর—(স্ত ৬। উপসংহার) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য এবং শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের গুরুদেব। ইনি কান্যকুব্জদেশে বিপ্রকুলে আবির্ভূত হন। ইঁহার প্রেরণায় শ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ 'বেদান্ত-স্যমন্তক' প্রণয়ন করেন—ইহা উক্ত গ্রন্থের অন্ত্য শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ইনি ছন্দঃ-কৌস্তুভ রচনা করেন।

রাধানন্দ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। গোপীবল্লভপুরে শ্রীপাট।

আর শাখা রাধানন্দ, নয়ন ভাস্কর।
গৌরীদাস-নাম শাখা, সর্বগুণধর ॥
(প্রেম ২০)

রাধানন্দ চৌধুরী—চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র (চক্রপাণি চৌধুরী দ্রষ্টব্য)।

রাধানন্দ দেব—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জ্যেষ্ঠ সুত রাধানন্দ মহামতিমান্।
কৃষ্ণগতিমতি কথা অতি অনুপাম ॥
(র° ম° পশ্চিম ১৪।২৭)

কৃষ্ণে রতি, কৃষ্ণে মতি, কৃষ্ণে তাঁর স্থিতি। অন্তরে বাহিরে তাঁর কৃষ্ণের বসতি ॥ নিদ্রা গেলে কৃষ্ণসঙ্গে করেন ক্রীড়ন। জাগিলে বিচ্ছেদ হয়ে, করেন ক্রন্দন ॥ কান্দিতে কান্দিতে দেখে রাধাকৃষ্ণরূপে। মগ্ন হঞা অবগাহে আনন্দের কূপে ॥

ইত্যাদি [ঐ ১৪।৩১—৩৩]

জন্ম—১৫৩৮ শকাব্দা। শৈশবে কাঁকুড়-আহরণাদি লীলায় অতিমর্ত্ত্য ঐশ্বর্যাবলীর বিবরণ শ্রীকৃষ্ণদাস-রচিত 'শ্যামানন্দ-রসার্ণবে' দ্রষ্টব্য। ইনি

১৪ বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরে 'শ্যামানন্দী গাদীশ্বর' নিযুক্ত হন। ইনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত **'শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্য'** ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত ইঁহার পদাবলীও আছে। ১৬০৬ শকাব্দে অপ্রকট হন। ইঁহার দুই পুত্র—নয়নানন্দ ও রাগানন্দ।

রাধামাধব—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।
(র° ম° ১৪।১৪৭)

রাধামাধব ঘোষ—হুগলী জেলার দশঘরা-গ্রামী রামপ্রসাদের পুত্র। ইনি ১৮৪৮ খৃঃ 'বৃহৎসারাবলী' নামে বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রাধামুকুন্দ দাস—শ্রীনিবাস আচার্যের প্রিয় শিষ্য পদকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বংশ্য। **'মুকুন্দানন্দ'**-গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা, উহা পূর্ব ও উত্তর দুই বিভাগে ষোলটি স্তবকে গুম্ফিত; পদসংখ্যা—৬৫৯।

রাধামোহন--শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য (প্রেম ২০)। **২-৩** শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য (র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৪,১৫০)।

রাধামোহন গোস্বামী—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অধস্তন। মহাবিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। সাধারণতঃ গোস্বামি-ভট্টাচার্য-নামে খ্যাত। শ্রীমদ্ ভাগবতের উপর **'ভাগবত-তত্ত্বসার'**-নামে টীকাকার। এতদ্ব্যতীত তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্বামৃত, কৃষ্ণভক্তিরসোদয়, কৃষ্ণ-ভজনক্রমসংগ্রহ ও তত্ত্বসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ['রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি' দ্রষ্টব্য]

রাধামোহন ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্যের বংশীয়। পিতার নাম—জগদানন্দ ঠাকুর। বর্দ্ধমান জেলার মালিহাটী গ্রামে—১১০৪ বঙ্গাব্দে জন্ম হয়। মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার শিষ্য ছিলেন। পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্র-নারায়ণ পূর্বে শাক্ত ছিলেন। ইনি তাঁহার সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া রাজাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। বৈদ্যপুরনিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, টেঁয়া-নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর—এই দুই জন ইঁহার কৃতবিদ্য ছাত্র।

রাধামোহন ঠাকুর **'পদামৃত-সমুদ্র'** নামক ৩০১টি পদের সমবায়ে পদগ্রন্থ ও তাহার মহাভাবানুসারিণী টীকা করেন। পদকল্পতরুতে ১৮২টি পদ সমাহৃত হইয়াছে।

১১২৫ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাব লইয়া যে বিচার হয়, সেই সভায় ইনিও উপস্থিত ছিলেন। ১১৮৫ সালের চৈত্রী শুক্লা নবমীতে ইনি স্নানান্তে তিলকমাল্যাদি ধারণ পূর্বক তুলসীকাননে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে অপ্রকট হন। কথিত আছে যে তাঁহার প্রিয়শিষ্যদ্বয়—কালিন্দী দাস ও পরাণ দাস—সে সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঈশ্বরীজির জীর্ণ কুঞ্জের সংস্কার করিয়া মালিহাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে রাধামোহন প্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া বৈশাখের কৃষ্ণাচতুর্থীতে মহোৎসব করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হন। প্রভু রাধামোহন নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার অপ্রকটের সাত দিন পরে তদীয় পত্নীও দেহত্যাগ করেন।

রাধামোহন দাস—পয়ারে 'মন্ত্রার্থ-চন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ-প্রণেতা। এই গ্রন্থে ইনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, শ্রীরাধামন্ত্র, কাম গায়ত্রী, কামবীজ ও রাধাবীজ প্রভৃতির বিবৃতি দিয়াছেন।

রাধামোহন মিত্র——সাদিপুর-নিবাসী। পয়ারে **'শ্রীহরিবাসর-দীপিকা'**-প্রণেতা।

রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি—শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অধস্তন সপ্তমপুরুষ। ইনি শান্তিপুর বিদ্যাসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং স্মৃতিন্যায়াদি বিবিধ শাস্ত্রে টীকা ও নিবন্ধ বাঙ্গালার সর্বত্র এবং তাঁহার নব্যন্যায়ের পত্রিকা সমূহ এক সময়ে বাঙ্গালার বাহিরেও প্রচার লাভ করিয়াছিল। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তাঁহার জন্ম-তারিখ মানিতে হয়, কেননা নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ৮১/০ ভূমি দান করেন—তারিখ ২১ মাঘ ১১৬৯ সন। গ্রন্থাবলী—(১) **ভাগবততত্ত্বসার** পত্রসংখ্যা ১৭। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিতর্কিত কোন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যাঃ——শ্রীনবদ্বীপ গোস্বামির 'শ্রীগৌরাঙ্গ-মঙ্গল-সঙ্গীত-লীলারসতত্ত্ব-সারসংগ্রহে' অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৩য় সং ১৩০৮, পৃ-১৭৩, ১৭৮-৮০, ২৪৯)। (২) তত্ত্বসংগ্রহ (পত্রসংখ্যা ৫৪, L.684)। (৩) ভক্তিরহস্য—ভাগবতের শ্রুতি-স্তুতি ও ব্রহ্ম-স্তুতির ব্যাখ্যা (শান্তিপুর-পরিচয় ৬৬১ পৃষ্ঠা)। (৪) **কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব** (L. 4057)

পত্রসংখ্যা ১৮৬; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি ৮৯৬, ২০৫ পত্র খণ্ডিত)। (৫) শ্রীকৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা (পরিষদের পুঁথি নং ৮৯৭, ১৭০ পত্র খণ্ডিত)। (৬) তত্ত্বদীপিকা—গৌতমীয় তন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা (ঐ ১৭৭, ৩২৬ ও ৩৩৫ সংখ্যা, খণ্ডিত)। (৭) শ্রীকৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহ (L. 3137), ৫৫ পত্র)। (৮) **তত্ত্বসন্দর্ভ-টিপ্পনী** (কলিকাতা দেবকীনন্দন প্রেসে মুদ্রিত, চৈতন্যাব্দ ৪৩৩)। (৯) কৃষ্ণতত্ত্বামৃত (L. 1183, পত্র-সংখ্যা ২৪)। (১০) কৃষ্ণভক্তিরসোদয় (L. 1192, পত্রসংখ্যা ১২, খণ্ডিত; I. O. p 815-16, পত্রসংখ্যা ৬০, দশ উল্লাসে পূর্ণ)। এই সকল গ্রন্থে ইনি ভজন, পূজন, আচার, দার্শনিক বিচার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণবাচার ও স্মার্তাচারের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। (১১) ইনি পদাঙ্কদূতের টীকা করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও ইঁহার দান আছে—(১২) রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব ও একাদশী-তত্ত্বের টীকা করিয়াছেন। (১৩) প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থানির্ণয় (পত্রসংখ্যা ৬৬) একটি উৎকৃষ্ট সারসঙ্কলন ও প্রথম পাঠার্থীর উপযোগী। (১৪) ন্যায়সূত্রবিবরণ কাশীতে পণ্ডিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০৩ খৃঃ)। (১৫) কুসুমাঞ্জলি-কারিকার হরিদাসী টীকার উপর ইনি 'ব্যাখ্যাপ্রকাশ' নামে উপটীকা করিয়াছেন। (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ২৩৭—২৪১ পৃষ্ঠা)।

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী—শ্রীরাধা-রমণের সেবক ও শ্রীগোপাল ভট্টের অন্ববায়ী। ইনি ভাবার্থ-দীপিকার পর 'দীপিকাদীপনী' নামে টিপ্পনী রচনা করেন। টিপ্পনীর প্রারম্ভে ইনি শ্রীগোবর্দ্ধনলাল গোস্বামির পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তারিখাদি নাই।

রাধারাণী দেবী—শ্রীপাট মাহেশের শ্রীকমলাকর পিপ্‌লাইয়ের কন্যা। ইঁহার সহিত খড়দহের প্রসিদ্ধ কামদেব পণ্ডিতের বিবাহ হইয়াছিল; উভয়েই গৌরভক্ত ছিলেন।

রাধাবল্লভ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪০]

রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্রবধূ শ্রীমতী সত্যভামা দেবীর শিষ্য। (কর্ণা ২)

রাধাবল্লভ চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর পরিবার। (অনু ৭)

রাধাবল্লভ চৌধুরী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রাধাবল্লভ চৌধুরী শাখা, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস। (প্রেম ১২)

জয় রাধাবল্লভ চৌধুরী দয়াময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
(নরো ১২)

রাধাবল্লভ ঠাকুর—শ্রীনিবাস প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি মণ্ডল গ্রামে বাস করিতেন। কর্ণানন্দ-মতে ইনি জ্যেষ্ঠা সহোদরা হেমলতা দেবীর শিষ্য।

আর শিষ্য তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুর।
মণ্ডল-গ্রামবাসী তিঁহো হয় ভক্তশূর॥
(কর্ণা ২)

রাধাবল্লভ দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত দত্তের পুত্র। শ্রীপাট—খেতুরী।

শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত।
তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত॥
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়।
সর্বগুণবান্ ভক্তিরসের আশ্রয়॥
(প্রেম ২০)

রাধাবল্লভ দাস- শ্রীআচার্যপ্রভুর শিষ্য।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস প্রভুর সেবক।
মহাভাগবত তিঁহো ভজন অনেক॥
(কর্ণা ১)

২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪৬]।

৩—এই নামে তিন জন পদকর্ত্তা আছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর- শ্রীনিবাসা-চার্য প্রভুর শিষ্য।

রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদার।
প্রভুর চরণ-ধ্যান অন্তরে যাঁহার॥
(কর্ণা ১)

রাধাবল্লভ মণ্ডল—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—সুধাকর মণ্ডল। মাতার নাম—শ্যামপ্রিয়া, ভ্রাতার নাম—কামদেব ও গোপাল।

তাঁহার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল
সুচরিত। হরিনাম বিনা যাঁর নাহি আর কৃত্য॥ (কর্ণা ১)

শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া ইনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-কৃত-'বিলাপকুসুমাঞ্জলীর' পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু

'সূচক'ও তাঁহার রচিত।

রাধাবল্লভ সিংহ—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপীর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় জনৈক বৈষ্ণব পদকর্ত্তা গায়ক, মৃদঙ্গবাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ। স্বহস্ত-লিখিত 'সঙ্গীতমালা' গ্রন্থ গবেষণা-পূর্ণ সঙ্গীতশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত তদীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে।

(মুর্শিদাবাদ-কথা ৪।৪১৩ পৃষ্ঠা)

রাধাবিনোদ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫১]

রাধাবিনোদ গোস্বামী—শ্রীঅদ্বৈত-বংশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও রহস্যাদিসহ কিয়দংশের প্রকাশক।

রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস প্রভুর পুত্রবধূ সত্যভামা দেবীর শিষ্য।

বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাঁহার। রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী, কিশোরী চক্রবর্ত্তী আর॥ [কর্ণা ২]

২ শ্রীনিবাস প্রভুর গৃহিণী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য। শ্রীপাট—বোরাকুলি গ্রামে। ইনি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মধ্যম পুত্র। ভ্রাতার নাম—রাজবল্লভ ও কিশোরী।

তার দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা। রাধাবিনোদ, কিশোরী দাস, ভক্তিপরা॥ (কর্ণা ১)

রাধাবিনোদ দাস—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য।

রাধাবিনোদ দাস, কালন্দী ভগবান্। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৭]

রাম—দ্রাবিড়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কিছু পূর্বে ইনি দারিদ্র্য-নিবন্ধন ক্লিষ্ট হইয়া জগন্নাথের কৃপাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাত দিন উপবাসী থাকিয়াও তৎকৃপায় বঞ্চিত হইয়া সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিতে যাইয়া দৈবাৎ বিভীষণের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বিভীষণ তত্ত্বোপদেশ করিয়া যাইতে থাকিলে ইনি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করত শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হন। প্রভুর আজ্ঞায় বিভীষণ ইঁহাকে প্রচুর ধন দিয়াছিলেন।

(চৈ° ম° শেষ ৪।৪—৯১)

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান। (চৈ° চ° আদি ১০।১১০)

রাম আচার্য—শ্রীঅদ্বৈত-গণ।

(প্রেম ১৯)

রামকান্ত—পদকর্ত্তা, পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরুর ১৫৭২ পদ।

রামকান্ত দত্ত—কায়স্থ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্য। শ্রীপাট—খেতুরী। রাজপুত্র।

শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত। তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত॥ (নরো ১২)

রামকৃষ্ণ—শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর মধ্যমপুত্র।

(প্রেম ২৪)

২ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ৭।১৩]

৩ শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাগবত-কৌমুদী' নামে টীকাকার। ১৭৪৩ শকে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর টীকা সমাপ্ত হয়।

রামকৃষ্ণ আচার্য—রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। গঙ্গা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমে 'গোয়াস' গ্রামে শ্রীপাট। ইনি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিকে শ্রীনরোত্তমের শ্রীচরণ আশ্রয় করাইয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অপর শিষ্য হরিরামের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল।

প্রসিদ্ধ ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রামকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণচরণের শিক্ষার শিষ্য। রামকৃষ্ণের বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ সৈদাপুরে বাস করেন। মণিপুরের রাজা ইঁহাদের শিষ্য।

আর শিষ্য—রামকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়। গঙ্গা-পদ্মার সঙ্গম 'গোয়াসে' আলয়॥ রাঢ়ী শ্রেণী বিপ্র তিঁহো পণ্ডিত-প্রধান। যাঁর শিষ্যে উপ-শিষ্যে ব্যাপিল ভুবন॥ (প্রেম ২০)

নরোত্তমের শিষ্য রামকৃষ্ণ আচার্য। পরম পণ্ডিত, ভক্তিপথে মহা আর্য॥ দীনহীন অকিঞ্চন জনে অতিপ্রীত। নাশয়ে পাষণ্ডিমত সর্বত্র বিদিত॥ [ভক্তি ১৫।১২১-১২২]

পিতার নাম—শিবাজী, ভ্রাতার নাম—হরিরাম, পুত্রদ্বয়ের নাম—রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচরণ। পত্নীর নাম—কনকলতিকা দেবী। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ অল্পবয়সে স্বধাম গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে হরিরাম আচার্য পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইঁহার পিতা ঘোর শাক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার উপলক্ষে বিস্তর ছাগ-মেষ বলি দিতেন। পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণ দুইজনে পূজার বলির জন্য ছাগ ক্রয় করিতে গিয়াছেন; ঠিক ঐ সময়ে ঘটনা-ক্রমে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় উঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রিয় সখা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে

বলিলেন—

তাহা দেখি রামচন্দ্রে কহে মহাশয়। কৃষ্ণ-ভজনের যোগ্য এই বিপ্র হয় ॥

ইঁহারাও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং ছাগ-মেষাদির বধ যে অন্যায়, ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পরে ক্রীত পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণ ধারণ করিয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন—তিনি দীক্ষা দিয়া প্রেম-ধনে ধনী করিয়া দিলেন। [নরো ১০ ; হরিরাম আচার্য দেখ]

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ইঁহার পুত্রের নাম—গোপীজনবল্লভ। এই গোপী-জনবল্লভের সহিত শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাঁহার মহিমা-গুণ কি করিব লেখা ॥
তাঁর পুত্র গোপীজনবল্লভ চট্টরাজ ॥
বিখ্যাত আছেন যিনি জগতের মাঝ ॥
(কর্ণা ১)

রামকৃষ্ণ দাস—অভিরাম দাসের 'পাটপর্যটন'-মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—বিষ্ণুপাড়া।

বিষ্ণুপাড়া-বাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম ॥
[পা° প°]

ইনি মুর্শিদাবাদের অধীন জঙ্গী-পুরের নিকট বাজিতপুরে 'শ্রীশ্রীশ্যাম-সর্বেশ্বর'-নামক শ্রীবিগ্রহের সেবক ছিলেন। পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ শিখিপুচ্ছাদি দ্বারা চূড়াধড়া করিয়া পরিতেন। পরে শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দপ্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহাদের শিষ্যগণকে ঐ বেশ পরিতে নিষেধ করিলেন—শিষ্যগণ আজ্ঞা পালন করিলেন ; কিন্তু রামকৃষ্ণ চূড়াধারী তাঁহাদের আজ্ঞা মানিলেন না। এজন্য সেই হইতে তিনি 'চূড়াধারী' নামে অভিহিত এবং সম্প্রদায় হইতে ত্যাজ্য হইয়া গেলেন।

ইঁহাদের গুরুপ্রণালী—শ্রীশ্রী-জাহ্নবা মাতা, শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামী, রামকৃষ্ণ চূড়াধারী, মাধব দাস চূড়াধারী, কৃষ্ণদাস চূড়াধারী, বাল-কানন্দ চূড়াধাড়ী, রামজীবন চূড়াধারী, কৃষ্ণতারণ চূড়াধারী, নবীনকৃষ্ণ দাস চূড়াধারী এবং তিনকড়ি শর্ম্মা চূড়াধারী।

রামগোপাল দাস—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল রঘুনন্দনের বংশ্য শ্রীরতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল রায়-চৌধুরী। ১৫৯৫ শকে 'রসকল্পবল্লী'-নামে পদাবলী সঙ্কলন করেন। ইহা দ্বাদশ কোরকে পূর্ণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘু-নন্দনের সেবক বলিয়া শ্রীগৌরের চরণে আত্মনিবেদন করিলে শ্রীমন্-মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাধনোপদেশ দিয়া শ্রীসরকার ঠাকুরের সমীপে পাঠান। সরকার ঠাকুরের প্রেরণায় তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের সেবা প্রকট করেন। চক্র-পাণি চৌধুরীর পুত্র—শ্রীনিত্যানন্দ। তৎপুত্র গঙ্গারাম, তৎপুত্র শ্যামরায়। শ্যামরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মদন—গোবিন্দ-লীলামৃতের পদ্যানুবাদ-রচয়িতা এবং কনিষ্ঠ রামগোপাল 'রসকল্পবল্লী'-গ্রন্থকর্তা। পীতাম্বর দাস এই রামগোপাল-চৌধুরীর পুত্র—'রস-মঞ্জরী'-নির্মাতা। শ্রীগোপালদাস-কৃত অন্য দুই গ্রন্থ—শ্রীনরহরিশাখা-নির্ণয় ও শ্রীরঘুনন্দনশাখানির্ণয়। এতদ্ব্যতীত পদকর্ত্তাহিসাবেও তাঁহার খ্যাতি আছে। [গৌরাঙ্গমাধুরী ২।২৬১ পৃষ্ঠা]

২ পাটনির্ণয়-প্রণেতা (পাটবাড়ী পুঁথি বি ১২৯)।

রামচন্দ্র—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। (প্রেম ২৪)

২ শ্রীখণ্ডবাসী ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা।

৩ পদকর্ত্তা।

৪ (রামাই)—বাঘনাপাড়ানিবাসী বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র শ্রীচৈতন্যের সন্তান। অনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা ইঁহার রচনা। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে ইনি শ্রীবৃন্দা-বনে গমন করেন। তৎকালে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রস্কন্দন তীর্থে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহাই আনিয়া বাঘ্‌নাপাড়ায় স্থাপন করেন। ১৪৫৬ শকে ইঁহার আবি-র্ভাব এবং ১৫০৫ শাকে মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় অপ্রকট হয়। [রামাই গোঁসাই দেখ]।

৫ (নৃপ)—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৬]।

রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ-

শাখা।

কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ। গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৫১]

২ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—চিরঞ্জীব সেন, মাতা—সুনন্দা দেবী। জন্মস্থান—শ্রীখণ্ড গ্রামে (জেলা বর্দ্ধমান)।

খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেন এক হয়। তাঁহার পত্নীর নাম সুনন্দা কহয়॥ দুই পুত্র হইল তাঁর পরম গুণবান্। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দ অভিধান॥ শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। 'করুণামঞ্জরী' রামচন্দ্রের সিদ্ধ নাম॥

জন্ম—অনুমান ১৪২৮ শকাব্দে। ১৬১২ খৃ: ১৫৩৪ শকে তিরোভাব। ইঁহার মাতামহ—শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল দামোদর কবিরাজ।

চিরঞ্জীব সেনের অপ্রকটের পর রামচন্দ্র মাতামহালয়ে কুমারনগরে বাস করিতে থাকেন। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত তিলিয়াবুধুরী গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় শ্রীপাট করেন। বিবাহবেশে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আচার্যপ্রভু বলিলেন—

এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ। অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ॥ গলে ফাঁস দিল মায়া—তাহা না বুঝিয়া। মঙ্গল আচরে দেখ কৌতুক করিয়া॥ অমঙ্গলে শুভ জ্ঞান সদাই করিয়া। উৎসব করয়ে লোক কৃতার্থ মানিয়া॥ (ভক্ত ১৯।১)

এই কথাগুলি রামচন্দ্রের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে ও পরে তিনি শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের গুরুভক্তি অতুলনীয়! শ্রীনিবাস প্রভু যাহা আজ্ঞা করিতেন, অবিচারে তাহাই প্রতিপালন করিতেন। এ বিষয়ে খড়বড়ের ঘটনা স্মরণীয়। (কর্ণা ৩)

ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রণয় ছিল। রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী রামচন্দ্রের কবিত্ব-শ্রবণে তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন। ইনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। ইঁহার রচিত স্মরণচমৎকার, স্মরণ-দর্পণ, সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা এবং শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্যের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই রামচন্দ্রও ঐস্থানে দেহরক্ষা করেন। ইঁহার পত্নীর নাম—রত্নমালা। পূর্বোক্ত তেলিয়া বুধুরী গ্রাম ভগবান্‌গোলা ষ্টেশন হইতে এক মাইল। বিবাহ করিলেও ইনি সংসার আশ্রমে আর গমন করেন নাই। ইঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রামচন্দ্র খাঁন—মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীধামে গমন করিবার সময় ছত্রভোগে উপস্থিত হইলে ইনি প্রভুর কৃপালাভ করেন।

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন। যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা-ভাগ্যবান্॥ [চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৮২]

বৈষ্ণব গ্রন্থে দুইজন রামচন্দ্র খাঁন আছেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খাঁন—তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ; আর ছত্র-ভোগের রামচন্দ্র খাঁন—কায়স্থ। ইঁহার সর্বাদি নিবাস—হাওড়া জেলায় ভাগীরথীর তীরে বালী গ্রামে (উত্তর পাড়ার নিকট)। এই খাঁন মহাশয় আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহচরগণ মধ্যে মকরন্দ ঘোষের বংশে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মকরন্দ ঘোষ হইতে ইনি ১৪শ অধস্তন পুরুষ। কৌলিক উপাধি—'ঘোষ', গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ-প্রদত্ত উপাধি 'খাঁন', 'রায়' এবং 'মহাশয়'। ঐ বালী গ্রামের উত্তরে ভদ্রকালী গ্রামে ইনি বাস করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-শ্রীপাট কুলীন গ্রামের বিখ্যাত ভক্ত বসু-বংশোদ্ভব পুরন্দর খাঁ গোপীনাথ বসুর কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। উক্ত পুরন্দর খাঁ হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। রামচন্দ্র খাঁনও হোসেন শাহের উচ্চ কর্মচারী-পদে বৃত হইয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন ছত্র-ভোগ অঞ্চলের 'অধিকারী' বা শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। পরে ইনি উড়িষ্যার উত্তরাংশ ও বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে পাঠানদিগের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন। হোসেন শাহ ইঁহার উপর প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করেন। হোসেন শাহের পরলোক গমন হইলে রামচন্দ্রের ভাগ্য-বিধাতা আরও সুপ্রসন্ন হইল।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সের শাহ কনৌজের নিকট হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া

দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় বাংলাকে কয়েকটী 'সুবাতে' পরিণত করিয়া প্রত্যেক সুবাতে একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। ভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র খাঁনও একটী সুবার কর্ত্তা হন। তাঁহার সুবার সীমানা ছিল—বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার হিজলী কাঁথি পর্যন্ত এবং উড়িষ্যার সর্বদক্ষিণ অংশ। রাজস্ব-আদায়, শাসন এবং দস্যুগণের উৎপীড়ন হইতে প্রজারক্ষা প্রভৃতি কার্যের জন্য রামচন্দ্র খাঁনকে ঐ সময় স্বীয় জন্মভূমি বালী ও ভদ্রকালী গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান B. N. Ry ষ্টেশন জলেশ্বর-নামক স্থানে বাস করিতে হয়। বহুদিন পরে আবার রামচন্দ্র খাঁনের ভাগ্য-বিধাতা বাম হইলেন। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে না পারায় রাজরোষে কারারুদ্ধ হইলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য জমিদারগণও ঐ কারণে কারাবাসী হন। প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনগণ কারামুক্তি করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে তিনি অর্থের পরিমাণ দেখিয়া বুঝিলেন যে ইহাদ্বারা মুক্তি হইবে না। এজন্য যাঁহাদের ঋণের পরিমাণ কম ছিল—ঐ অর্থে জমিদারগণকে তিনি মুক্ত করিয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর একদিনে অধিক সংখ্যক কয়েদী মুক্ত হইয়া গমন করিতেছে দেখিয়া কারণানুসন্ধানে যখন রামচন্দ্রের মহাপ্রাণতার কথা শ্রবণ করিলেন, তখন অত্যন্ত সম্মান-সহকারে রামচন্দ্রকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে 'মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করিয়া পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আরও কথিত আছে যে—বঙ্গেশ্বর ঐ সময়ে তাঁহাকে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারের উচ্চপদে স্থায়িভাবে নিয়োগ করিয়া দুই স্থানের জন্য স্বীয় পাঞ্জাযুক্ত দুইখানা সনন্দ পত্র প্রদান করেন; কিন্তু একখানি সনন্দ নষ্ট হয়। বর্ত্তমানে ইঁহার বংশধরগণ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অনেক স্থানে বসবাস করিতেছেন। মহাপ্রভুর কৃপায় বর্ত্তমানে ইঁহারা সকলেই জমিদার।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ছত্রভোগে উপনীত হইলেন। ছত্রভোগ বর্ত্তমানে ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। জলপথে এই স্থল দিয়াই তখন পুরী গমন করিতে হইত। গঙ্গাদেবীর গতি তখন ঐ দিকেই ছিল। ঐসময়ে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ের সুবাদারের সহিত উৎকলের স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র-দেবের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। মাদলা পাঁজিতে আছে—'১৫১০ খৃষ্টাব্দে হোসেনশার সেনাপতি ইসমাইল গাজি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন।' সুতরাং মহাপ্রভুর পুরীগমন-সময়ে পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল। দুই রাজার সৈন্যসামন্ত সুবর্ণরেখা নদী ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে স্বস্বসীমানার উপর ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া থাকিত।

রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে
স্থানে। পথিক পাইলে 'জাশু' বলি
লয় প্রাণে॥

[চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৯৭]

ঐ মহাসঙ্কট-সময়েই মহাপ্রভু পুরী-গমনের প্রসিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়াছেন; ঐ সময়েই রামচন্দ্র খাঁন ছত্রভোগের 'অধিকারী' থাকিয়া বঙ্গেশ্বরের পক্ষে সকল দিক্ রক্ষা করিতেছিলেন। ভাগ্যবান্ রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিপ্রেমে অলৌকিক মাতোয়ারা ভাব দেখিয়া মহাসম্ভ্রমে প্রভুর শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া জোড়হস্তে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তুমি ?' রামচন্দ্র খাঁন বলিলেন—'আমি আপনার দাসানুদাস'। তখন নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণ রামচন্দ্রের পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন—'ইনিই এক্ষণে এই দক্ষিণ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইঁহার নাম—'রামচন্দ্র খাঁন'। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু রামচন্দ্র খাঁনকে বলিলেন—'তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া ভালই হইল। আমি নীলাচলে জগন্নাথ-দর্শনের জন্য বড়ই কাতর হইয়াছি। যাহাতে তথায় শীঘ্র শীঘ্র পৌছিতে পারি, তার উপায় করিয়া দাও।" রামচন্দ্র বলিলেন—

'কোন্ দিগ দিয়া বা পাঠাও
লুকাইয়া। তাহাতে ডরাও প্রভু,
শুন মন দিয়া॥ মুঞি সে লস্কর, হেথা
মোর ভার। লাগালি পাইলে আগে
সংশয় আমার॥'

[চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৯৮—৯৯]

পরিশেষে রামচন্দ্র খাঁন নিজের বিপদ ও প্রাণ তুচ্ছ করিয়া মহাপ্রভুকে নৌকাযোগে উৎকলের রাজ্য-সীমাতে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু

কৃপাকটাক্ষপাত দ্বারা রামচন্দ্রের সর্ব বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

উক্ত ছত্রভোগে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে শুক্লাপ্রতিপদে 'নন্দাস্নান' উৎসব হয়। ঐস্থান হইতেই যে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া একদিন প্রবাহিত হইতেন, অদ্যাপি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দির অদ্যাপি বিরাজিত আছে। সাধারণ লোক তাঁহাকে 'বৈদ্য নাথ শিব' বা 'বদরীনাথ' বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণ বলেন—ছত্রভোগের উৎসবটি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

২ যশোহর জেলায় পূর্ববঙ্গ রেলের বেনাপোল ষ্টেশনের নিকটে কাগজপুখুরিয়া গ্রামে রামচন্দ্র খাঁনের আবাস ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম 'শান্তিধর'; 'খাঁন' ইঁহার উপাধি। ইনি হোসেন শাহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। শ্রোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যাপি ইঁহার বংশধরগণ যশোহরে সদর ও বনগ্রাম মহকুমায় বাস করিতেছেন। ইনি জমিদার ছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট বার-বনিতা প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

সেই দেশাধ্যক্ষ নাম,—রামচন্দ্র খাঁন। বৈষ্ণব বিদ্বেষী বড়, পাষণ্ড-প্রধান॥ হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে। তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ৩।১০১—১০২]

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমপ্রচারার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস তদীয় গৃহে উপনীত হইয়া চণ্ডী-মণ্ডপে উপবেশন করিলে রামচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভক্তি করা ত দূরের কথা, সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন নাই। অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, অধিকন্তু বৈষ্ণবের উপবেশন-জন্য চণ্ডীমণ্ডপ অপবিত্র হইয়াছে বুঝিয়া উপবেশন-স্থানের মৃত্তিকা ফেলাইয়া তথায় গোময় লিপ্ত করিয়াও মনে তৃপ্তি পান নাই।

ইঁহা রামচন্দ্র খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল। গোঁসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল॥ গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ। তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ৩।১৫৬—১৫৭]

রামচন্দ্রের পরিণাম-সম্বন্ধে জানা যায়—

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, রাজারে না দেয় কর। ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥ আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রান্ধিল। স্ত্রীপুত্রসহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া। তা'র ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥ [ঐ ১৫৮—১৬০]

তৎপরে—জাতি-ধন-জন খাঁয়ের সকল লইল। বহুদিন পর্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥ (ঐ ১৬২)

রামচন্দ্র গুহ—শ্রীগুণানন্দ গুহ-নির্মিত শ্রীমদনমোহনের মন্দিরের পূর্ব গাত্রে ক্ষোদিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইনি গুণানন্দের পিতা। ইনি পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া প্রথমতঃ সপ্তগ্রামে ও পরে গৌড়ে রাজ সরকারে কর্মচারী হন। তাঁহার তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ—ঐ সরকারে প্রধান প্রধান রাজকার্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। [গুণানন্দ গুহ ও বসন্ত রায় দ্রষ্টব্য]।

রামচন্দ্র দাস—শ্রীগৌরভক্ত।

(বৈষ্ণব-বন্দনা)

রামচন্দ্র পুরী—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামির উপেক্ষিত শিষ্য। ইনি বিশ্বনিন্দুক ছিলেন এবং কেবল পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন।

শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ। সর্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্বন্ধ।

(চৈ° চ° অন্ত্য ৮।২৫)।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ইঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। অন্তর্ধান-পূর্বে পুরী গোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া ছটপট করিয়া বলিতেছেন— 'অয়ি! দীনদয়ার্দ্র! হে মথুরানাথ!'

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে। শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে॥ 'তুমি পূর্ণ ব্রহ্মা-নন্দ করহ স্মরণ। ব্রহ্মবিৎ হৈয়া কেনে করহ রোদন॥' শুনি মাধবেন্দ্র-মনে দুঃখ উপজিল। 'দুর, দুর, পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসনা করিল॥ কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা। আপনার দুঃখে মরো, এই দিতে আইল জ্বালা। মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যা' যথি তথি। তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥ কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে। মোরে ব্রহ্ম

উপদেশে এই ছার মূর্খে॥

(চৈ° চ° অন্ত্য ৮।১৮—২৩)

একদা পুরীধামে রামচন্দ্র আগমন করিলে মর্যাদারক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরীকে পরমভক্তি-সহকারে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন।

নিন্দুক পুরী জগদানন্দকে—

আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি' খাওয়াইল। আপনি আগ্রহ করি' পরিবেশন কৈল॥ আগ্রহ করিয়া তারে পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল॥ (ঐ ১১—১২)

এইরূপে জগদানন্দকে জোর করিয়া অতিরিক্ত প্রসাদ খাওয়াইয়া পরে নিন্দা করিতে লাগিলেন—

শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ভক্ষণ। 'সত্য' সেই বাক্য, সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥ সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম নাশ। বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাস॥ (ঐ ১৩—১৪)

অধিকন্তু রামচন্দ্র পুরী পুরীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল। ছিদ্র চাহি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥

'রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়-লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥ অর্থাৎ গত রজনীতে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল, সেই হেতু এত পিপীলিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; কি আশ্চর্য, বিরক্ত সন্ন্যাসিদিগের এতাদৃশ জিহ্বার লালসা!' এই কথা বলিতে বলিতে পুরী চলিয়া গেলেন। প্রেমময় গৌরহরি পুরীর এই মিথ্যা উক্তিতে কিছুমাত্র রাগ করিলেন না। অধিকন্তু—

গোবিন্দে বোলাইয়া কিছু কহেন বচন। আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইতো নিয়ম॥ পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠি, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন। ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা। অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥' (ঐ ৫০—৫২)

প্রভুর এইরূপ অবস্থা ও শরীর কৃশ হইতেছে দেখিয়া পুরীবাসী গৌরভক্তগণের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। আর একদিবস—

শুনি রামচন্দ্র পুরী প্রভু-পাশ আইলা॥ (প্রভু) প্রণাম করি পুরীর কৈল চরণ বন্দন। (পুরী) প্রভুকে কহেন কিছু হাসিয়া বচন॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ। যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর-ভরণ॥ তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি কর অর্দ্ধাশন। এ'ত শুষ্ক বৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম॥ যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়-ভোগ। সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥

মানদ প্রভু পুরীর বাক্য-শ্রবণে কহিলেন—

প্রভু কহে—'অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার। মোরে শিক্ষা দেহ, এই ভাগ্য সে আমার'॥

যাহা হউক, পরে পরমানন্দ পুরী গোস্বামী বিবরণ জ্ঞাত হইয়া প্রভু-সকাশে আগমন করিয়া প্রভুকে বুঝাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্রপুরীর ঐরূপ স্বভাবের কথা বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলে—

প্রভু কহে—সবে কেনে পুরীরে কর রোষ? সহজ ধর্ম কহেন তিঁহো—তাঁর কিবা দোষ॥ যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য—অত্যন্ত অন্যায়। যতির ধর্ম—প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায়॥ (ঐ ৮২—৮৩)

ইহার কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী তীর্থ-পর্যটনে গমন করিলেন। তখন ভক্তগণও প্রভুকে পূর্ববৎ সেবা করাইতে সম্মত করিয়াছিলেন। ইনি পূর্বলীলায় বিভীষণ ছিলেন, কার্যবশতঃ জটিলাও ইঁহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট (গৌ° গ° ৯২—৯৩), সুতরাং মহাপ্রভুর ভিক্ষা সঙ্কোচনাদি করিয়াছেন। কাশীতে অবস্থান কালে প্রভু রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া ছিলেন। (চৈ ভা মধ্য ১৯।১০৫)

রামচরণ—শ্রীল আচার্যপ্রভুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য।

(কর্ণা ২)

রামচরণ চক্রবর্ত্তী—'রামচরণ', 'রামদাস' ইত্যাদি নামেও অভিহিত। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য ও শ্যালক। পিতার নাম—গোপাল চক্রবর্ত্তী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—শ্যামদাস। শ্রীপাট—নদীয়া জেলার ফরিদপুর গ্রামে। কাহারও মতে কাটোয়ার নিকটে বাইগোন গ্রামে।

চক্রবর্ত্তী শ্যামদাস, শ্রীরামচরণ। ব্যবহারে আচার্য-শ্যালক দুই জন॥

[ভক্তি ১০।১৪১]

শ্যামদাস রামচন্দ্র—গোপাল-তনয়। শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্য কেহ কেহ কয়॥ [ভক্তি ৮।৪৯৯]

তাঁহার অনুজ অতি ভক্ত, মহাশয়। ফরিদপুরবাসী কহে তাঁহার আলয়॥ রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক। তাঁর যত শিষ্যগণ কহিব কতেক॥ (কর্ণা ১)

রামজয় চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

পূর্বে চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল। চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥ ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তার মর্ম। সবে হইলেন শিষ্য, ছাড়ি পূর্ব কর্ম॥ (প্রেম ১৯)

রামজয় মৈত্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কাশীলাল ভাদুড়ি, রামজয় মৈত্র॥ (প্রেম ২০)

রামতীর্থ—শ্রীগৌরপার্ষদ, নব যোগীন্দ্রের অন্যতম। [গৌ° গ° ১০১]

ওহে রামতীর্থ! এই বিজ্ঞপ্তি আমার। গৌরকৃষ্ণে রতি যেন হয় সভাকার॥ [নামা ২১০]

রামদাস—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেমরাশি। ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১১৬) ['অভিরাম গোস্বামী' দেখুন]

২ সেন শিবানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। পূর্বলীলার—বিচক্ষণ শুক। [গৌ° গ° ১৪৫]

৩ শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপাদের শিষ্য। (প্রেম ১৭)

৪ শ্রীল আচার্য প্রভুর শিষ্য। আর ভৃত্য হয় প্রভুর রামদাস নাম। সদা প্রেমোন্মাদে নাচে, লয় হরিনাম॥ (কর্ণা ১)

৫ শ্রীআচার্যপ্রভুর শিষ্য ও বল্লবী কবিপতির পুত্র, বনবিষ্ণুপুরে বাস।

৬ (গৌগ ১৯৭,২০৭) ব্রজের কুরঙ্গাক্ষী।

৭ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইঁহার পত্নী—দ্রৌপদী ও পুত্র—দীনশ্যামদাস। শ্রীজংহগ্রামে ইঁহাদের বাস।

৮—১০ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্যত্রয় [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪২, ১৫৯, ১৬০]।

রামদাস (শ্রীরামচন্দ্র)—ভক্ত ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে কামকোষ্ঠী হইতে দক্ষিণ মথুরাতে (মাদুরায়) আগমন করিলে, এই শ্রীরামভক্ত ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

বিপ্রবর 'রাম'-নামে দিবারাত্র তন্ময় হইয়া থাকিতেন, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। মহাপ্রভুকে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ রাম নাম করিতে করিতে একেবারে মত্ত হইয়া উঠিলেন। রন্ধনাদি করিয়া প্রভুকে যে সেবা করাইবেন, তাহাও ভুলিয়া গেলেন। প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্য সারিয়া ভোজন করিতে আসিয়া দেখেন যে কিছুই পাক হয় নাই, এজন্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভাবাবেশে—

বিপ্র কহে—'প্রভু মোর অরণ্যে বসতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ বন্য শাক ফল মূল আনিবে লক্ষ্মণ। তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন॥ [চৈ° চ° মধ্য ৯।১৮৩—১৮৪]

বিপ্রের ভাব দেখিয়া মহাপ্রভু পরম তুষ্ট হইলেন। পরে বিপ্রের বাহ্য জ্ঞান আসিলে তিনি লজ্জিত হইয়া ত্বরায় পাকের আয়োজন করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন, কিন্তু বিপ্রবর অন্ন গ্রহণ করিলেন না। প্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

বিপ্র কহে—'মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন। অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী। রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কাণে শুনি॥' [ঐ ১৮৮—১৮৯]

ব্রাহ্মণের বেদনা বুঝিয়া—

প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর। পণ্ডিত হঞা কেনে না কর' বিচার॥ ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দ মূর্ত্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥ স্পর্শিবার কার্য আছুক, না পায় দর্শন। সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ॥ (ঐ ১৯১—১৯৩)

প্রভুর শ্রীমুখের বাণীতে বিপ্রের আশ্বাস হইল ও অন্নজল গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে প্রভু যখন রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন, তখন এক বিপ্রসভাতে 'কূর্মপুরাণ' পাঠ হইতেছিল। প্রভু বিপ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই কথা উক্ত পুরাণে দেখিতে পাইয়া তিনি বিপ্রের জন্য পুরাণের ঐ স্থানের পৃষ্ঠাগুলি সংগ্রহ করিলেন। পরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ পত্রগুলি উক্ত বিপ্রকে প্রদান করাতে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

রামদাস কপূর (কৃষ্ণদাস পাঞ্জাবী দ্রষ্টব্য)।

রামদাস কবিবল্লভ—শ্রীআচার্যপ্রভুর শিষ্য।

রামদাস কবিবল্লভ মহা আঁখরিয়া।

আচার্যকে বহু পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥

(প্রেম ২০)

রামদাস ঘোষাল—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা। পরে একব্বরপুর গ্রামে সেবা প্রতিষ্ঠা করেন।

রামদাস ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

শ্রীরামদাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। (কর্ণা ১)

রামদাস দ্বিজ—ফুলিয়া-গ্রামবাসী, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শিষ্য।

সে গ্রামেতে রামদাস নামে দ্বিজবর। পরম পণ্ডিত হয় সর্ব-গুণধর॥ হরিদাসের প্রতি তার হৈল দৃঢ় ভক্তি। তাঁর শিষ্য হঞা বিপ্রের হৈল শুদ্ধ মতি।

(প্রেম ২৪)

রামদাস পাঠান—শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে বৃন্দাবন-প্রান্তে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য, মাথুর ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুতাদি ৪।৫ জন সঙ্গী আছেন, তখন—

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল। শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল॥ অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা। মুখে ফেনা পড়ে, নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈলা॥

[চৈ° চ° ১৮।১৬১—৬২]

সঙ্গী ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব-বিহ্বলতায় কাতর হইয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ঠিক ঐ সময়ে সেই স্থান দিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া জনৈক মুসলমান রাজকুমার গমন করিতেছিলেন। এই রাজকুমারের নাম—'বিজলী খাঁন'। এক অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন ফকিরকে (মহাপ্রভুকে) ঐরূপ ভাবে অচেতন, বিশেষতঃ তাঁহার নিকট ৪।৫ জন লোককে দেখিয়া রাজকুমার ও সৈন্যগণের ধারণা হইল যে ঐ লোকগুলি নিরীহ ফকিরকে ভাঙ্গ ধুতুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অর্থাদির অপহরণ-মানসে তাঁহাকে অচেতন করাইয়াছে। এজন্য পাঠানগণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রভুর সঙ্গীগণকে বন্ধন করত তরবারিদ্বারা কাটিতে উদ্যত হইলেন; গৌড়ীয়গণ (বা বলভদ্র প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ) ইহাতে বড়ই ভীত হইলেন, কিন্তু মথুরার ব্রাহ্মণ চৌবে ভীত হইবার পাত্র নহেন—তিনি 'আমরা এই সন্ন্যাসির রক্ষক' বলিয়া যথাযথ উত্তর দিলেন। পাঠানগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলে তখন রাজ-পুত কৃষ্ণদাস কহিলেন—

কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এই গ্রামে। দুই শত তুড়কি আছে, শতেক কামানে॥ এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি। ঘোড়া-পিড়া লুটি' লবে তোমা সবা মারি'॥

[চৈচ মধ্য ১৮।১৭৩—১৭৪]

এই কথা শ্রবণ করিয়া পাঠানগণ ভক্তগণের বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন। পরে মহাপ্রভুর বাহ্যভাব ফিরিয়া আসিলে পাঠানগণ প্রভুকে সত্য-মিথ্যা-নির্দ্ধারণের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই সব লোক আপনার সঙ্গী কি?'

প্রভু বলিলেন, 'হাঁ, ইঁহারা আমার সঙ্গী; আমার ব্যাধি আছে, তাই মধ্যে মধ্যে অচেতন হইয়া পড়ি, আর ইঁহারা আমার সেবা শুশ্রূষা করেন।' পাঠানগণ প্রভুর দর্শনেই মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার পর প্রভুর বাক্যামৃত-শ্রবণে অধিকতর আনন্দিত হইয়া প্রভুর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। পাঠান সৈন্যগণের মধ্যে যিনি সর্দ্দার ছিলেন, তিনি স্বধর্মপরায়ণ ও কোরাণজ্ঞ ছিলেন। তিনি মুসলমান সাধুগণের বেশ পরিধান করিতেন। প্রভুর মুখে অপরূপ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া পাঠান সর্দ্দারের মন মোহিত হইয়া গেল। তখন তিনি প্রভুকে বলিতে লাগিলেন—

তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে—কৃষ্ণ নাম। আমি বড় জ্ঞানী—এই গেল অভিমান॥ কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে। এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥ প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে। কোটি-জন্মের পাপ গেল, পবিত্র হইলে। কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ, কৈলা—উপদেশ। সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥ (ঐ ২০৩—৬)

মহাপ্রভু সেই পাঠান ভক্তবরকে শ্রীহরিনাম দিয়া তাঁহার নাম 'রাম-দাস' রাখিলেন। অন্যান্য পাঠানগণ ও রাজকুমার বিজলী খান বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপর—

সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা। পাঠান বৈষ্ণব বলি' হৈল তার খ্যাতি। সর্বত্র গাইয়ে বুলে মহা-প্রভুর কীর্ত্তি॥ সেই বিজলী খাঁন

হৈল মহাভাগবত। সর্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥ (ঐ ২১০—১২)

কিছুদিন পূর্বেও মুলতান সহরে ঐরূপ 'মুসলমান বৈষ্ণব' পরিদৃষ্ট হইত। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইরূপে বহু মুসলমানকে এই প্রেমধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

রামদাস ব্রাহ্মণ (রামভক্ত ব্রাহ্মণ) —মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ-কালে সিদ্ধবটে শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে—

তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ। সেই বিপ্র রাম-নাম নিরন্তর লয়॥ রাম নাম বিনা অন্য বচন না কয়॥

(চৈ° চ° মধ্য ৯।১৮—১৯)

মহাপ্রভু বিপ্রগৃহে অবস্থান করিয়া স্কন্দক্ষেত্রে শ্রীস্কন্দদেবের দর্শন-পূর্বক শ্রীত্রিবিক্রম-দেবকে দেখিয়া পুনরায় সিদ্ধবটে উক্ত বিপ্রগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন—

সেই বিপ্র কৃষ্ণ নাম লয় নিরন্তরে।

(ঐ—২২)

মহাপ্রভু বিপ্রকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন—

বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার। তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার॥ সেই হইতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল। কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেল॥ (ঐ ২৬—২৭)

তাহার পর বলিতেছেন—

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল। সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ— ইহা নির্দ্ধারিল॥ (ঐ ৩৬)

এই বলিয়া প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলে প্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়া বৃদ্ধ-কাশীতে শ্রীশিব-দর্শনে গমন করিলেন।

রামদাস রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রামদাস রায় শাখা সর্বগুণাকর।

(প্রেম ২০)

জয় রামদাস রায় অতি অকিঞ্চন। সপার্ষদে গৌরচন্দ্র যার প্রাণধন॥

(নরো ১২)

রামদাস বাটুয়া (বাটুয়া রামদাস) —শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণদাস চৌধুরী আর বাটুয়া রাম-দাস॥ (প্রেম ২০)

মতান্তরে নাম—'চাটুয়া রামদাস'।

জয় শ্রীচাটুয়া রামদাস ভক্তিপাত্র। বৈষ্ণবের পাত্র-অবশেষ ভুঞ্জে মাত্র॥

(নরো ২০)

রামদাস বিশ্বাস—কায়স্থ, শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহা-প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য যখন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বিশ্বাস-খানার কায়স্থ-বংশীয় উক্ত রামদাস বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। রামদাস বিশেষ পণ্ডিত এবং বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার উপাস্য ছিল— শ্রীশ্রীরঘুনাথ। ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া পুরীতে বাস-সংকল্পে যাইতেছিলেন—

পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রাম-দাস। বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস॥ সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক। পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক॥ অষ্ট প্রহর রাম নাম জপেন রাত্রি দিনে। সর্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥

[চৈ° চ° অন্ত্য ১৩।৯১—৯৩)

রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ-সেবা করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু তাঁহার ঝালি পর্যন্ত বহিয়া চলিলেন।

রামদাস ধনীর সন্তান, মহাপণ্ডিত এবং ভক্ত, ইহাতে রঘুনাথ তাহার সেবা-গ্রহণে সঙ্কুচিত হইলে—

রামদাস কহে—আমি শূদ্র, অধম। ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজ ধর্ম॥

(ঐ ৯৭)

ক্রমে নীলাচলে উপনীত হইয়া রঘুনাথ প্রভুর নিকটে যাইয়া রাম-দাসের কথা বলিলেন, কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন না। তাঁহার অনেক গুণ থাকিলেও তাঁহার অন্তরে পাণ্ডিত্যের গর্ব ছিল।

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা। মহাপ্রভু তাঁরে অতি কৃপা না করিলা॥ অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ববান্। সর্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্॥ (ঐ ১০৯—১১০)

ইহার পরে রামদাস পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন এবং পট্টনায়কের বালকগণকে 'কাব্যপ্রকাশ' পড়াইতে লাগিলেন।

রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস। পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥ (ঐ ১১১)

রামদেব দত্ত—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

গোপাল দত্ত, রামদেব, গঙ্গাদাস দত্ত আর। (প্রেম ২০)

জয় রামদেব দত্ত দীনে দয়াপর।

সংকীর্ত্তন-রসেতে উন্মত্ত অনিবার॥
(নরো ১২)

রামনারায়ণ মিশ্র (চন্দ্রভাগা)

১। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের অন্বয়ী শ্রীশ্রীরাধারমণ-সেবায়েত শ্রীগোপীনাথ পূজারির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদর দাসের পুত্র শ্রীহরিনাথের শিষ্য। ইনি প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর 'ভাবভাব-বিভাবিকা' নাম্নী এক বিস্তারিত টীকা রচনা করত স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার টীকার মঙ্গলাচরণে স্থূলতঃ শ্রী, শ্রীশ, ঢুণ্ঢি, শিবা, শিব, অজ, দেবগণ, গুরু, বিপ্র, ভক্ত, বিশ্বকে বন্দনা করিয়া, স্বগুরুবর্গকে প্রণাম পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য, মধ্বাচার্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীজীবরূপসনাতন, চিন্ময় নবদ্বীপ-ধাম প্রভৃতিরও বন্দনা করিয়াছেন। ইনি যমক ও অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন—তাঁহার রচিত এই মঙ্গলাচরণের 'রাধিকাষ্টকে' কেবল যমকেরই প্রাচুর্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং
কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাম্।
কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণহৃদ্ধারিকাং কৃষ্ণ-হৃদ্ধারিকাং রাধিকাং তং ভজে॥

[(১) কৃষ্ণং হৃদি ধারিকাং, (২) কৃষ্ণহৃদি হারভূতাং, (৩) কৃষ্ণহৃদো হরণশীলাং, (৪) কৃষ্ণো হৃদি যেষাং, তেষাং ধারিকাং, (৫) কৃষ্ণ এব হৃদো হারকো যস্তাঃ, (৬) কৃষ্ণ এব হৃদি হার ইব যস্তাঃ]

এত বড় বিস্তৃত টীকা আর কেহই করেন নাই। পুষ্পিকাবাক্য—

'ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে.....দশম-স্কন্ধান্তর্গতরাসপঞ্চাধ্যায়ী - ব্যাখ্যায়াং শ্রীচন্দ্রভাগাখ্যবিষ্ণুসখ্যাপন্ন - শ্রীরাম - নারায়ণ-বিরচিতায়াং ভাবভাববিভাবিকায়াং ভগবচ্ছ্রীমদ্রাসবিহারাদি-নিরূপণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥'

২। শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রোদয়' নামক অধ্যায়েরও ইনি 'প্রভা' নাম্নী এক টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাও বিস্তারিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই অধ্যায়টি শতানন্দ-গৌতম-সংবাদের একাংশ। উপসংহারে আছে--ইনি শ্রীমদ্রাজসুচেত-রামের তনুজা, শ্রীচন্দ্রভাগা, অপর নাম বা আখ্যা—বিষ্ণুসখী (?); পুষ্পিকাবাক্য—'ইতি শ্রীভগবদ্রাধা-রমণচরণ-শরণ-শ্রীমদ্গোপালগোস্বামি-প্রেরিত-শ্রীবিষ্ণুসখ্যাপন্ন - শ্রীরাম-নারায়ণ-বিরচিত-বায়ুপুরাণে শেষখণ্ডে চতুর্দ্দশাধ্যায়ব্যাখ্যা 'শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রোদয়প্রভা' বৈষ্ণবপ্রীতিদা সম্পূর্ণা॥

৩। এতদ্ব্যতীত ইনি ব্রহ্মসূত্রের একটা 'সূক্ষ্মতমা বৃত্তি' রচনা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু স্থলবিশেষে শ্রীচৈতন্যমতের সহিত অসমঞ্জস বলিয়াই ধারণা হয়।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—জয়পুরবাসী হইয়াও পরে বঙ্গদেশে বহরমপুরে বাস করিয়াছিলেন। ইনি আগর-তলার রাজার সাহায্যে বহরমপুরে শ্রীরাধারমণ যন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন।

রামপ্রসন্ন ঘোষ—ইনি (ক) ললিতগোপাললীলামৃত ও (খ) বিদগ্ধগোপাললীলামৃত - নামে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের প্রসিদ্ধ ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধবের মর্মানুবাদ গৌড়ভূমি-পত্রিকায় ক্রমশঃ ১৩১২—১৩১৫ সালে প্রকাশ করেন।

রামভদ্র--শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র, অল্পকালে নিত্যধামে গমন করেন। (নরো ১৩)

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গ দাস। [চৈ° চ° আদি ১১।৫৩]

৩ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বলরামপুর।

যদুনাথ, রামভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর।
শ্যামানন্দ-শিষ্য, বাস—বলরামপুর॥
(প্রেম ২০)

৪ শ্রীহরিরামাচার্যের পুত্র শ্রীগোপী-কান্তের শিষ্য ও শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (নরো ১২)

রামভদ্র রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বোঁচা রামভদ্র আর রামভদ্র রায়।
তাঁহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়॥
(প্রেম ২০)

জয় রামভদ্র রায় দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর যার কার্য—নামসংকীর্ত্তন॥
(নরো ১২)

রামভদ্রাচার্য——শ্রীচৈতন্য-শাখা।

রামভদ্রাচার্য আর ভট্ট সিংহেশ্বর॥
(চৈ° চ° আদি ১০।১৪৮)

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইনি এবং ভগবান্ আচার্য সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

রাম রায়—পদকর্তা, (পদকল্পতরুর ২৮৪৪ পদ)।

২ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য সারস্বত-

বংশাবতংস রাম রায় গোস্বামী-প্রণীত গৌর-বিনোদিনী বৃত্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের ভাষ্য, গৌরগীতা ও ব্রজভাষায় ৪০০০ পদ আছে। ব্রজভাষায় গীত-গোবিন্দের পদ্যানুবাদক। নাভাজি ভক্তমালে ইঁহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের বংশধর এবং অদ্যাপি বৃন্দাবনে বিহারীপাড়ায় তদ্‌বংশ্যগণের বাস আছে।

রামশরণ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

রামশরণ, রসিকদাস আর প্রেমদাস। তাহারে করিলা শিষ্য আচার্য শ্রীনিবাস॥ (প্রেম ২০)

আর এক শিষ্য তাঁর রামশরণ নাম॥ (কর্ণা ১)

রামশরণ চট্টরাজ—শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীল আচার্য প্রভুর প্রশিষ্য ও শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্য। 'অনুরাগবল্লী'-রচয়িতা মনোহর দাসের গুরু। ইঁহার বাসস্থান—কাটোয়ার নিকট বাগ্যনকোলা (বেগুণকোলা—অনুরাগবল্লী ৮)।

রাম সরস্বতী--শকাব্দ পঞ্চদশশতকের মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি অনিরুদ্ধ। ইনি জয়দেব-কাব্য রচনা করেন। জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন, আর পদ্মাবতী তালে তালে নাচিতেন—এই জনশ্রুতির অনুকূলে ইনিও লিখিয়াছেন—

'জয়দেবে মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে, পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে। কৃষ্ণর গীতক জয়দেব নিগদতি, রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী'॥

রামসেন—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ। [চৈ° চ° আদি ১১।৫১]

রামহরি দাস সরকার—দেনুড়-গ্রামবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, পদবী—সরকার। সেইকালে শ্রীমন্-মহাপ্রভু নীলাচলে বিরাজমান। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৌর-দর্শনেচ্ছায় সগণে নীলাচলাভিমুখে চলিয়াছেন—অপরাহ্নে দেনুড়গ্রামে ধরার পুষ্করিণীর আম্রবাগানে আশ্রয় লইলেন। এই সঙ্গে শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও ছিলেন। আহারান্তে শ্রীনিতাইচাঁদ ঠাকুর বৃন্দাবনের নিকট মুখবাস চাহিলেই তিনি পূর্বদিনের সঞ্চিত হরীতকী দিলে নিত্যানন্দ এই সঞ্চয়ের জন্য তীব্র শাসন করিলেন এবং ঐ হরীতকীটি ঐস্থানে পুঁতিয়া বলিলেন—'তুমি এই স্থানে থাকিয়া চিত্ত শোধন কর, এইস্থানেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ত্তি হইবে'। প্রভাতে উঠিয়া অবধূত বৃন্দাবনকে ত্যাগ করত চলিয়া গেলেন। ঠাকুর ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—ইহাতে এই রামহরির চিত্ত আকৃষ্ট হইল এবং ঠাকুরকে নিজগৃহে লইয়া সেবাদি করত তিনি কালক্রমে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই স্থানেই তিনি ভুবন-পাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। দেনুড়ে শ্রীপাট স্থাপন পূর্বক শ্রীনিতাইগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রামহরির বংশধরগণই তত্রত্য সেবায়েত! রামহরির আজ্ঞায় তদীয় শব শ্রীনিতাইগৌরের স্নান জলের পতন-স্থানে সমাহিত হয়।

রামহরিজি—শ্রীগোপালভট্টগোস্বামির অনুবায়ী। ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজির পৌত্র রসজানি বৈষ্ণবদাসের সমসাময়িক ও তাঁহার কৃপাবলেই ইনি ৮ খানি গ্রন্থ ব্রজ-ভাষায় বিবিধ ছন্দে রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থসমূহ—বুধিবিলাস, সতহংসী, বোধবাওনী, রসপচীসী, লঘুনামাবলী, লঘুশব্দাবলী, প্রেমপত্রী ও বারহ-খড়ীককো।

রামাই—শ্রীচৈতন্য-শাখা. মহাপ্রভুর ভৃত্য। পূর্বলীলার পয়োদ [গৌ° গ° ১৩৯]। রামাই, নন্দাই ও গোবিন্দ তিন জনে মিলিয়া মহাপ্রভুর বাটীর যাবতীয় কার্য করিতেন।

রামাই, নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১৪৩—১৪৪]

২ (চৈচ আদি ১০।৮) শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ। (গৌ গ ৯০) পর্বতমুনি ['শ্রীরাম' দ্রষ্টব্য]

৩ (অন্ধ)—শ্রীশ্রীবীরভদ্র গোস্বামির শিষ্য। শ্রীখণ্ডগ্রামে যখন শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব হইতেছিল, সেই সময়ে অন্ধ রামাই আগমন করত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বীরভদ্র প্রভুকে ও ভক্তগণকে দর্শন করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। দয়ার ঠাকুর বীরভদ্র রামাইয়ের কাতরতা দেখিয়া তাহার—

চক্ষু ধরি' কহে প্রভু—দেখহ রামাই। এই সংকীর্ত্তনে নৃত্য করয়ে সবাই ॥ (প্রেম ১৯)

এই কথা বলিতে বলিতে রামাইয়ের দৃষ্টি-শক্তি হইল; তিনি আনন্দে প্রভুর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র রামাইকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। প্রেমবিলাস-রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ দাস তাঁহার—'বীরভদ্র-চরিতে' এ বিষয়ে বিশেষভাবে লিখিয়াছেন।

রামাই গোঁসাই—[রামচন্দ্র] মা জাহ্নবার প্রিয়। ইনি গৌড়দেশে শ্রীকানাইবলাই বিগ্রহ আনয়ন করেন।

জাহ্নবার প্রিয় বন্দো রামাই গোঁসাই। যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই ॥ যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই। জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা, ইথে আন নাই ॥

(বৈষ্ণব-বন্দনা)

রামানন্দ মঙ্গরাজ—শ্রীগৌর-ভক্ত।

রামানন্দ মঙ্গরাজ কানাই খুঁটিয়া! ধন্য কর' ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিয়া ॥ [নামা ১৬৮]

রামানন্দ মিশ্র—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (জয়ানন্দ দাস দ্রষ্টব্য)

রামানন্দ রায়—শ্রীশ্রীচৈতন্য-শাখা, মহাপ্রভু বলিতেছেন—

রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র। (চৈ° চ° আ ১০॥১৩৪)

পূর্ব্বলীলায় বিশাখাসখী, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন এবং প্রিয়নর্মসখা অর্জ্জুন। (গৌ° গ° ১২০—১২৪)। কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বের 'ললিতা সখী'ও ইহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট, এই মত সর্বজন-সম্মত নহে। পদ্মপুরাণ-মতে অর্জ্জুন গোপীদেহ লাভ করত 'অর্জুনীয়া' নাম ধারণ করেন, অতএব ইঁহার মধ্যে সখা অর্জ্জুন, পাণ্ডব অর্জ্জুন, অর্জ্জুনীয়া সখী প্রভৃতির প্রবেশই স্বীকার্য।

ইনি উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্রদেবের মন্ত্রী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় জগন্নাথবল্লভ-নামক নাটক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের এবং স্বীয় পিতৃদেব ভবানন্দ রায়ের বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন। ১৩০০ শকের শেষভাগে সম্ভবতঃ কটক অঞ্চলে রামানন্দের জন্ম হয়। 'দিনমণি-চন্দ্রোদয়'-নামক গ্রন্থ রামানন্দ রায়ের বংশধর মনোহর রায় রচনা করেন। উহাতে পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় আছে—

জগন্নাথবল্লভ নাটক দেখি আনন্দ বরণ। পর-পিতামহ 'রামানন্দ রায়' যেই হন ॥ 'বাণীনাথ' পট্টনায়ক মহাশয়। রামানন্দ-ভ্রাতা তেঁহো মোর জ্ঞান হয় ॥ বাণীনাথের হইল দুইটি তনয়। গোকুলানন্দ, হরিহর রায় মহাশয় ॥ তাঁহার তনয় এক 'গোবিন্দানন্দ' হইল। মহাবিদ্যাবান্ তিঁহো এইত' কহিল ॥ তাঁর দুই পুত্র হৈল 'নিত্যানন্দ', 'মনোহর'। নিজ গ্রাম ছাড়ি' পিতা আইলা কটক নগর ॥ কটকে করিলা তিঁহো এক রাজধানী। আর কারণ কিছু নয় জুয়ারের পানি ॥ দুই পুত্র রাখি' পিতা হইল অন্তর্ধান। সকল লইল উড়িয়া রাজা করিয়া শাসন ॥ কিঞ্চিৎ রাখিল নিজগ্রাম সাতখানি। আর সব লইল রাজা করিয়া সমানি ॥

পিতৃবিয়োগ ও বিত্তনাশে দুঃখিত হইয়া মনোহরের ভ্রাতা নিত্যানন্দ বর্দ্ধমানে আগমন করিয়া তথায় বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে বাস করিতে থাকেন; কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোহরকেও তথায় আনয়ন করেন। ইহার কিছু পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের অধীন 'রামাই আনন্দকোল' নামক গ্রামে পারিবারিক বাসস্থান ছিল। বাণীনাথের পৌত্র গোবিন্দানন্দ কটক নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ জমিদার ছিলেন। গোবিন্দা-নন্দের মৃত্যুর পর রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয়কে সাতখানি গ্রাম দিয়া অবশিষ্ট খাস করেন।

রাজা রামানন্দ রায়ের শাসনাধীন বিদ্যানগরেও এই কাল পর্যন্ত ইঁহাদের বাসভবন ছিল।

নিত্যানন্দ রায় পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইয়া পরিজনকে বিদ্যানগরের প্রাচীন বাটীতে রাখিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম করিতেন। এখানে এক বাস-ভবন নির্মাণ করিয়া প্রচুর সম্পত্তি করেন।

অনুমান—১৪৫৫ বা ১৪৫৬ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরই গৌণ বৈশাখী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে রামানন্দ রায়ের দেহত্যাগ ঘটে। শ্রীলোচন-দাস কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আছে— শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত কাঞ্চীনগরে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ঐস্থান

গোদাবরী-তটবর্ত্তী। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে—পুরীধামেই রামানন্দ রায়ের সহিত প্রভুর মিলন-সংবাদ আছে, কিন্তু (চৈচ মধ্য ১।১০৪) বিদ্যানগরে প্রভুসহ মিলন হয়, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণান্তে পুরী-প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইনি ভদ্রক পর্যন্ত অনুগমন করেন (ঐ মধ্য ১।১৪৯)। গোদাবরীতটে প্রভুসহ কৃষ্ণকথাদি (ঐ মধ্য ৮।৫৫—৩১১), প্রভুসহ পুনর্মিলন (ঐ মধ্য ১১।১৫—৪০, ৫৮, ৯১), প্রতাপরুদ্র-বিষয়ে প্রভুসহ পুরীতে কথোপকথনাদি (ঐ মধ্য ১২।৫৫—৫৭)। শ্রীলরূপ-গোস্বামির নাটকাস্বাদন (ঐ অন্ত্য ১।১০৬—২০৫)। প্রভুর প্রেরণায় প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সহিত রায়ের কৃষ্ণ-কথা (ঐ অন্ত্য ৫।১১—৮৫), দেব-দাসী-পরিচর্যা (ঐ অন্ত্য ৫।১৬—২৬) এবং প্রভুসহ রসাস্বাদনাদি (ঐ অন্ত্য ১৫।১১—৯৪, ১৬।১১৬—১৫০, ১৭।৪—৮, ১৯।৩৩—২.১০)।

ভজননির্ণয়ে উক্ত আছে যে রামানন্দ রায় রাঘবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

মাধব পুরীর শিষ্য—রাঘবেন্দ্র পুরী। তাঁর শিষ্য রামানন্দ প্রেম-অধিকারী।

পদকল্পতরুতে (৫৭৬) তাঁহার একটি ব্রজবুলি পদ দৃষ্ট হয়।

রামানন্দ বসু—শ্রীশ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের কলকণ্ঠী [গৌ° গ° ১৭৩] কুলীনগ্রামবাসী। পদকর্ত্তা। [বংশ-তালিকা ১৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ॥
(চৈ° চ° আদি ১০।৮০)

ইঁহাদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রভু কহে—'কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥' (ঐ ৮২)

শ্রীকবিরাজ গোস্বামির উক্তি—

কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শূকরে চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥ (ঐ ৮৬)

মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে জগন্নাথের পট্টডোরী সরবরাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন। (চৈ° চ° মধ্য ১৫।৯৮)। কুলীনগ্রামবাসিরা বৈষ্ণব-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে ক্রমশঃ—

(১) প্রভু কহে—'যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার'॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৫।১০৬)

(২) 'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥' [ঐ ১৬।৭২]

(৩) 'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥' [ঐ ১৬।৭৪]

২ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর॥
(চৈ° চ° আদি ১১।৪৮)

রামানন্দ স্বামী—প্রয়াগক্ষেত্রে 'পুণ্যসদন'-নামে জনৈক কাশ্যপ-গোত্রীয় কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণের গৃহে তৎপত্নী সুশীলা দেবীর গর্ভে বিক্রম সম্বৎ ১৩৫৬, শকাব্দা ১২২২ মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমীতে আবির্ভাব হয়। পূর্বনাম—রামদত্ত। অধ্যয়নার্থ কাশীতে গিয়া তিনি স্বামী রাঘবা-নন্দের উপদেশে স্বীয় আয়ুর পূর্ণতা জানিয়া ব্যর্থ পাণ্ডিত্যার্জনস্পৃহা ত্যাগ করত রাঘবানন্দের নিকট ষড়ক্ষর শ্রীরামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া 'রামানন্দ' নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে আবার সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়া পরি-ব্রাজকরূপে বৈষ্ণবধর্ম ও রামভক্তির কথা-প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই রাঘবানন্দ স্বামী হরিয়ানন্দের শিষ্য। তিনি আবার রামানুজাচার্য হইতে একবিংশ অধস্তন। শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অধস্তনগণের এক পক্ষ ইহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার কল্পনা করিয়া এই সংপ্র-দায়কে পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন। অপর পক্ষ কিন্তু তাঁহাকে শ্রীরামাংশাবতার বলিলেও রামা-নুজের অধস্তন আচার্যরূপে রামা-নন্দের আচার্য-পরম্পরা দেখাইয়া থাকেন। হিন্দী ভক্তমাল-রচয়িতা নাভাজী ও বার্ত্তিকপ্রকাশকার এই দ্বিতীয়-পক্ষাবলম্বী। ভবিষ্যপুরাণে প্রতিসর্গপর্বে ৪।৭ অধ্যায়ে রামানন্দের জন্মকাহিনী বিবৃত আছে।

রামানুজ——দাক্ষিণাত্যে ৯৩৮ শকাব্দের চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমীতে আবির্ভূত হন। বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারক। ইঁহার রচনা--শ্রীভাষ্য, বেদান্তসার, বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্তদীপ, শ্রীগীতাভাষ্য প্রভৃতি। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচার্য ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারই আসন সর্বোচ্চে—ইহাতে সন্দেহ নাই। আলোয়ারগণ ইঁহারই মতপোষক। [শ্রীলরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-কৃত 'শ্রীবৈষ্ণব' দ্রষ্টব্য।]

রামী, রামমণি—রজকিনী রামী প্রাচীনা স্ত্রীকবিদের মধ্যে আদিম মহিলা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যখন নান্নুরগ্রামে বাশুলী-দেবীর পূজারী ছিলেন, ঠিক সেই কালে ইনিও শ্রীমন্দিরের মার্জনাদি কার্যে নিযুক্তা হন। চণ্ডীদাস ও রজকিনীর 'সহজ' প্রেমের কথা লইয়া এদেশে বহু বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহাই বিবেচ্য। চণ্ডীদাস তাঁহাকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন—'রজকিনী-রূপ, কিশোরী-স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়।'

রায়শেখর—বর্দ্ধমান পরাণ গ্রামে জন্ম। রঘুনন্দন গোস্বামির শিষ্য। শ্রীনিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত। ব্রজবুলি কবিতার শ্রেষ্ঠ লেখক। 'দণ্ডাত্মিকা' গ্রন্থও ইঁহার লেখনী-প্রসূত।

রুদ্র পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা; পূর্বলীলায় বরূথপ উপগোপাল।

[গৌ° গ° ১৩৫]

শঙ্করারণ্য আচার্য, বৃক্ষের এক-শাখা। মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র উপ-শাখায় লেখা॥

[চৈ° চ° আদি ১০।১০৬]

চাতরা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম॥
কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ আর।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার॥

(পা° প°)

শ্রীপাট—হুগলী জেলার বল্লভপুর গ্রামে গঙ্গার তীরে। ১৪৬০ শকে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্ম। ইনি বাল্যকালে মাতুলালয়ে অর্থাৎ শ্রীপাট চাতরায় কাশীশ্বর (বা কাশীনাথ) পণ্ডিতের গৃহে প্রতিপালিত হন। কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশধরগণের নিকট ইঁহার যে জীবনী আছে, তাহাতে জানা যায় যে এই রুদ্র পণ্ডিতই (মতান্তরে বীরভদ্র প্রভু) মুসলমান বাদশাহের সিংহ-দরজা হইতে প্রস্তর আনিয়া উহা হইতে (খড়দেহের) শ্রীশ্যামসুন্দর, (সাঁইবোনার) শ্রীনন্দদুলাল এবং (বল্লভপুরের) শ্রীরাধাবল্লভ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রুদ্রপণ্ডিতের অপর ভ্রাতাদের নাম—রমাকান্ত ও লক্ষ্মণ। বল্লভপুরের বর্ত্তমান সেবায়েত চৌধুরীগণ এই রুদ্রের বংশধর। লক্ষ্মণের বংশধরগণ সাঁইবোনা গ্রামে (২৪ পরগণা) বাস করেন ও শ্রীশ্রীনন্দদুলালের সেবক। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর আদি ভগ্ন মন্দির গঙ্গার ধারে এখনও সুরক্ষিত আছে। উহা শ্রীরামপুর জলের কলের সীমানার মধ্যে। মন্দিরের খিলান আশ্চর্যকর। ইংরাজ সরকার মন্দির মধ্যে একখানি প্রস্তরফলক দিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—'হেনরী মার্টিন-নামক মিশনারীদ্বারা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত।'

রুদ্রারি কবিরাজ—শ্রীগৌরভক্ত।

[বৈষ্ণব-বন্দনা]

রূপ কবিরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—বীরভূম। ইনি ও ভগবান্ কবিরাজ নিমাই কবিরাজের ভ্রাতা। অনুরাগবল্লীর মতে (৭ম—৪৫ পৃঃ) নিমাই—ভগবান্ কবিরাজের পুত্র।

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়।
যাঁর ভ্রাতা—রূপ, নিমু, বীর-ভৌমালয়॥ [ভক্তি ১০।১৩৮]

শ্রীরূপ গোস্বামী--শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় ষড়্‌গোস্বামির একতম। ব্রজের শ্রীরূপমঞ্জরী (গৌ° গ° ১৮০)। যজুর্বেদীয় ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। পূর্ব-পুরুষের নিবাস—কর্ণাট প্রদেশে ছিল। তদানীন্তন গৌড়ের বাদসাহ হোসেন শাহের ইনি বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। পরে সমুদয় বিষয় ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

ইঁহার শ্রীগৌরানুরাগে গৃহত্যাগ, দৈন্য ও বিষয়-বৈরাগ্যাদি সর্বজন-প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্ত-মাল প্রভৃতিতে সবিস্তার জীবনী আলোচ্য ও আস্বাদ্য। শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইঁহাকে যথার্থতঃ

'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-স্থাপক'

বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার—এই দুই কার্যের জন্যই ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে যান এবং তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক বিষয়-ব্যবস্থাদি করত আবার নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৌড়দেশে অবস্থান-কালেই ইনি বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের রচনা বিষয়ে উৎসুক হন। ব্রজলীলা ও পুরলীলা একই নাটকে রচনা করত ব্রজবিরহ প্রশমন করিতে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও কিন্তু সত্য-ভামাপুরে সত্যভামাদেবীর আজ্ঞায় এবং নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ উপদেশে পৃথক্‌ভাবে নাটক

করেন। ভক্তগোষ্ঠী-সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহার রচনা শুনিয়া যে আনন্দোৎসব লাভ করিয়াছেন—তাহা একমাত্র রসিকজন-সংবেদ্য। সর্বশক্তি সঞ্চার করত প্রভু ইঁহাকে আবার শ্রীবৃন্দাবনে আচার্যপদ দিয়া পাঠাইয়া স্বাভীষ্টপূর্তি করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী—— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, নিকুঞ্জরহস্য-স্তব, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা, মথুরা-মাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, দানকেলিকৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি-বিধি, প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী, নাটক-চন্দ্রিকা ইত্যাদি।

রূপ ঘটক—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—যাজিগ্রামে।

শ্রীরূপ ঘটক যাজিগ্রামে যাঁর বাস।
[ভক্তি ১০।১৪২]

শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য।
রাধাকৃষ্ণ-নাম বিনা যাঁর নাহি কৃত্য॥
(কর্ণা ১)

ইনি আচার্য প্রভুকে নিজের যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক দিয়াছিলেন।

রূপচন্দ্র সরস্বতী (রূপনারায়ণ চক্রবর্তী)—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। প্রেমবিলাসে (১৯) তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

কামরূপ রাজ্যে 'এগারসিন্দুর'-নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-ক্ষেত্রের নিকটে 'ভিটাদিয়া' গ্রামে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর ঔরসে এবং কমলা (কামিনী) দেবীর গর্ভে রূপচন্দ্র ১৪২৩ হইতে ১৪২৭ শকাব্দার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি বড়ই চঞ্চল ছিলেন, লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না। বয়োবৃদ্ধিতেও ঐ দোষ সংশোধিত হইতেছে না দেখিয়া রূপচন্দ্রের পিতৃদেব এক দিবস ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে অন্নের পরিবর্তে 'ছাই' খাইতে দিয়াছিলেন। ইহাতে রূপচন্দ্র মর্মান্তিক বেদনা পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন ও বিদ্যা উপার্জনের জন্য 'পণ্ডিতবাড়ী' নামক স্থানে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। প্রবল অধ্যবসায়ের বলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই রূপচন্দ্র অধ্যাপকের নিকট হইতে 'চক্রবর্তী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে অধিকতর বিদ্যা অর্জনের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করেন। পরে তথায় অধ্যয়নান্তে 'আচার্য' উপাধি-লাভে খ্যাত হন। এইরূপে ভারতের প্রধান প্রধান বিদ্যাক্ষেত্র হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া পরিশেষে সরস্বতী ও মহাশ্রুতিধর আখ্যায় পরিশোভিত হইয়া দিগ্বিজয়-মানসে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

পুরীধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত রূপচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু রূপচন্দ্র তখন বিদ্যারসে উন্মত্ত। দূর হইতেই তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয় করিতে করিতে রূপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামির অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবার মানসে তথায় আগমন করেন। বিচার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবামাত্রই তৃণাদপি সুনীচ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-প্রভুদ্বয় বিনা বিচারেই রূপচন্দ্রের জয়পত্রে 'পরাজিত হইলাম' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেন; কিন্তু এই সংবাদে শ্রীসনাতন গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শ্রীজীবগোস্বামী মর্মান্তিক বেদনা পাইয়া রূপচন্দ্রের সহিত বিচার-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সাত দিবস পরে রূপচন্দ্রকে পরাজিত করেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবকে বর্জন করেন। পরে রূপচন্দ্র গোস্বামিগণের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের চরণাশ্রিত হন। ঐ সময়ে ইনি পক্কপল্লী-নামক স্থানের রাজা নরসিংহের সভায় কিছুদিনের জন্য সভাপণ্ডিত ছিলেন।

রাজা নরসিংহ পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া সর্বদাই শাস্ত্রালোচনায় রত থাকিতেন। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের নাম—

যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ আর।
তর্কভূষণ-উপাধি তাঁর সর্বত্র প্রচার॥
হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত আর।
ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্বত্র প্রচার॥
শিবচরণ, দুর্গাদাস—এই দুই জন।
বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি হন॥
(প্রেম ১৯)

ঐ সময়ে রাজা নরসিংহের নিকট সংবাদ আসে—'ঘোর কলিকাল উপস্থিত! খেতুরীর রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্য করিতেছেন! হিন্দুধর্ম লোপ পাইল—

কৃষ্ণানন্দ দত্ত-পুত্র নরোত্তম দাস।
ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্বনাশ॥

বুঝি এতদিনে ঘোর কলি উপস্থিত।
শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত॥
(প্রেম ১৯)

রাজা আরও শুনিলেন—'নরোত্তমের জন্য ধর্মকর্ম পণ্ড হইয়া যাইতেছে। দেবীর পূজায় বলিদান রহিত হইতেছে। লোক মৎস্য মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিয়া 'হরি হরি' বলিয়া চীৎকার করিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া পাগল হইয়া যাইতেছে। নরোত্তম কুহক-বিদ্যা জানে। সেই বিদ্যাবলে দেশকে ছারখারে দিতেছে। স্বয়ং দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, এজন্য ব্রাহ্মণের জাতি, ব্রাহ্মণের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য'।

রাজা নরসিংহ তাঁহার সভাসদ পণ্ডিত-মণ্ডলীতে এ বিষয়ের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের ভারার্পণ করিলে স্থিরীকৃত হইল—সভাপতি রূপচন্দ্র খেতুরীতে গিয়া শ্রীনরোত্তমের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

রূপচন্দ্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের মহত্ত্ব পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন; পূর্ব হইতেই নরোত্তমের সঙ্গলাভ করিবার জন্য তাঁহার বাসনা হইতেছিল। এক্ষণে তিনি অন্তরে অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়া বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

রূপনারায়ণ কহে—'চল মহারাজ।
গোষ্ঠীসহ চল ইথে না করিহ ব্যাজ॥'

তিনি পণ্ডিতগণকেও কহিলেন—'পণ্ডিতগণ! চলুন আমরা গিয়া নরোত্তমকে ঐ সকল অশাস্ত্রীয় কার্যের জন্য শাস্ত্রযুদ্ধ করিয়া পরাজিত করি'। এই বলিয়া সকলে খেতুরী অভিমুখে গমন করিয়া খেতুরীর সন্নিকটে 'কুমারপুর' নামক স্থানে আসিয়া বাসাবাড়ী নির্দ্দেশ করিলেন।

এদিকে খেতুরীতে এই সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অভিন্নাত্মা শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ রহস্য-উদ্দেশ্যে তদীয় ভ্রাতা (প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা) শ্রীল গোবিন্দ দাস এবং শ্রীঠাকুরের ব্রাহ্মণ-শিষ্য—শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, হরিহর, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে পানবিক্রেতা, বারুই, তৈল-বিক্রেতা (তেলি) প্রভৃতি সাজাইয়া পণ্যদ্রব্য সহ কুমারপুরের বাজারে বসাইয়া দিলেন। রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিতগণ বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিয়া মূল্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বিক্রেতাগণ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু শাস্ত্রপ্রসঙ্গও করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ সামান্য পণ্যজীবিগণের পাণ্ডিত্যদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'যে দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক এমত বিদ্বান্, সে দেশের পণ্ডিতগণের বিদ্যাবত্তা যে কত উচ্চ তাহা কি বলিতে হয়? এজন্য এস্থানে শাস্ত্রাদির বিচারে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই অপমানিত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া পণ্ডিতগণ পলায়নই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন; কিন্তু রূপচন্দ্র কাহাকেও পলায়ন করিতে দিলেন না। তিনি বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ পণ্ডিতগণ স্বপ্নযোগে দেখেন যে ভগবতী ক্রোধে তাঁহাদিগকে নরোত্তমের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দীক্ষা লইতে আদেশ করিলেন।

হৃদে যাঁর ব্রহ্ম আছে, সে হয় ব্রাহ্মণ। বাহ্য পৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ॥ (প্রেম ১৯)

এজন্য তাঁহারা পর দিবস সদলবলে নরোত্তম ঠাকুরের সকাশে উপনীত হইলেন এবং নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নরসিংহ এবং তাঁহার রাণী রূপমালাও নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপচন্দ্র বিদ্যার্জনের সুফলে নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয়-লাভ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে—ইনি ব্রজধাম হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীব্রজমোহন বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীমূর্ত্তির সেবার জন্য ইনি কিছু সম্পত্তির প্রত্যাশায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট উপনীত হন এবং স্বীয় সঙ্গীত-কলায় তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রার্থনানুসারে ভিটাদিয়া ও এগার সিন্দুরের নিকটবর্ত্তী অনেক ভূ-সম্পত্তির সনদ লিখিয়া লন। সনদ লইয়া রূপনারায়ণ দেশে আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহার পিতার পরলোক হইয়াছে। তখন এগারসিন্দূরে তাঁহার ভজনমন্দির নির্মিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবা স্থাপিত হয়।

রূপচাঁদ অধিকারী—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভাব হয়। ঢপকীর্ত্তনের উদ্ভাবক। মুর্শিদাবাদ জেলায় সালার ষ্টেসনের অদূরে তালিবপুর গ্রামে প্রাণকৃষ্ণ

চট্টোপাধ্যায় বাস করিতেন। ইনি পরে বেলডাঙ্গায় মাতুলালয়ে মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া বাস করেন। ১১২৯ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পাঠশালায় কিছুদিন পাঠাভ্যাস করত ইনি টোলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন—তৎপরে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথকতা করিতেন—কণ্ঠস্বর অতিমধুর ছিল এবং আবাল্য সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সালারের নিকটবর্ত্তী সিমুলিয়া গ্রামে জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তিসম্পন্ন এক 'ডুবকী' উপহার প্রাপ্ত হন। তদবধি ইনি স্বরচিত ঢপকীর্ত্তনেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদা তিনি গান করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে দস্যুদলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং দস্যুদের সম্মতি লইয়া সুললিত কণ্ঠে উচ্চ কীর্ত্তন করত তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া জগৎশেঠের বংশধরগণ ইহাঁকে বহু নিষ্কর জমি ও পাকা বাসভবন নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ১২০৯।১০ সালে ইনি লোকান্তরিত হন।

রূপনারায়ণ—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য—খেতুরী-নিবাসী। রাঢ়ীশ্রেণী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। [প্রেম ২০]।

রূপমালা—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যা ও রাজা নরসিংহের পত্নী।

রূপ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি বহু মুসলমানকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

জয় রূপ রায় গানে অতি বিচক্ষণ। যাঁর গান শুনি' প্রেমে ভাসয়ে যবন॥

(নরো ১২)

রূপ রায় শাখা হয় ভুবনপাবন।
যিহোঁ করিলেন বহু যবন-তারণ॥

(প্রেম ২০)

রূপেশ্বর—শ্রীরূপসনাতনের প্রপিতামহ। [পদ্মনাভ দ্রষ্টব্য]

রেবতী—শ্রীরূপসনাতনের মাতা, কুমারদেবের পত্নী।

রোদনা—জয়ানন্দ মিশ্রের মাতা এবং সুবুদ্ধি মিশ্রের বনিতা।

ল

লইছন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৯]

লক্ষহীরা (কৃষ্ণদাসী)—মাৎসর্যপর রামচন্দ্রখাঁ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের বৈরাগ্যব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য নিযুক্তা হইলেও ঠাকুরের মুখে নামশ্রবণে এবং তাঁহার অকপট ব্যবহারে স্বীয় দুরভিসন্ধি, পাপবৃত্তি প্রভৃতি বর্জন করিয়া নাম-সাধনে 'প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।' প্রাক্তন পাপ-প্রবৃত্তি নাশে ও ভক্ত-সঙ্গে স্বরূপের জাগরণে যে কোনও জঘন্য লোকও 'ভাগবত' হইতে পারে, তাহারই প্রকট দৃষ্টান্ত।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত—হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকট চাতরা গ্রামে বাস। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ কাশীনাথ পণ্ডিতের ভাগিনেয় ও শিষ্য ছিলেন। বল্লভপুরের রুদ্র পণ্ডিতের সহোদর ভ্রাতা (কাহারও মতে—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)। লক্ষ্মণ পণ্ডিত ২৪ পরগণার সাঁইবোনা গ্রামে বিবাহ করেন। তথায় শ্রীশ্রীনন্দদুলালজীর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে এই যে শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় শ্রীলবীরভদ্র প্রভু একই প্রস্তরে তিনটি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীপাট খড়দহ গ্রামে বীরভদ্র প্রভু শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউকে প্রতিষ্ঠা করেন, অপর দুই বিগ্রহের মধ্যে বল্লভপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও সাঁইবোনাতে পূর্ব্বোক্ত শ্রীশ্রীনন্দদুলাল বিগ্রহ স্থাপিত হন; কিন্তু শ্রীনন্দদুলাল প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ'-গ্রন্থে জানা যায়—শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ মধু পণ্ডিত মহারাজ ঐ সাঁইবোনাতে উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ পণ্ডিতের বংশধরগণ অদ্যাপি সাঁইবোনা গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রতিবর্ষে মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ স্থানে উৎসব হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণাচার্য—শ্রীগৌরভক্ত।

ওহে লক্ষ্মণাচার্য! এই মাত্র চাই।
অপ্রসাদি দ্রব্য যেন ভুলিয়া না খাই॥

[নামা ২৫৪]

লক্ষ্মীকান্ত বা দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ—খানাকুল কৃষ্ণনগরের শ্রীশ্রীনিত্যা-

নন্দসখা শ্রীল অভিরাম গোস্বামির শিষ্য ছিলেন। পাটনা গ্রামে (?) ইঁহার শ্রীপাট ছিল।

পাটনা গ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মী-নারায়ণ। (পা° প°)

লক্ষ্মীকান্ত দ্বিজ—শ্রীখণ্ডবাসী, শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা। ইনি শ্রীনরহরির ঠাকুর বাড়ীর পূজারী ছিলেন। পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ১১৬ সংখ্যক পদটি অতিসুন্দর।

'কি খেনে দেখিলু গোরা, নবীন কামের কোঁড়া' ইত্যাদি।

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী—শ্রীনিবাস আচার্যের মাতাঠাকুরাণী। যাজি-গ্রামের বলরাম আচার্যের কন্যা।

(শ্রীনিবাস আচার্য দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্মীদেবী—শ্রীযদুনন্দন আচার্যের পত্নী। ইঁহার দুই কন্যা—শ্রীমতী এবং নারায়ণী। এই দুই কন্যাকেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীল বীর-ভদ্র গোস্বামী বিবাহ করেন।

যদুনন্দনের ভার্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর। কহিতে কি অতিপতিব্রতা ধর্ম যাঁর।

[ভক্তি ১৩।২৫১]

লক্ষ্মীধর—শ্রীধরস্বামিপাদের ভ্রাতা, নামকৌমুদী-প্রণেতা। ইঁহার চারিটি কবিতা (১৬, ২৯, ৩৩, ৩৪) পদ্যা-বলিতে সমাহৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।

(চৈ° চ° আদি ১২।৮৫)

ইনি পূর্বলীলায় রসোন্মদা।

[গৌ° গ° ১৯৬,২০৫]।

ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়-বিগ্রহম্। মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্॥ [শা° নি° ২৬]

লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মর্ম্মী ভক্ত প্রসিদ্ধ স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পিতার নাম—পদ্মগর্ভাচার্য। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ভিটাদিয়া-গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

সেই স্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী হন, শুন সব শ্রোতা॥ (প্রেম ২৪)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব অধ্যাপক-অবস্থায় যখন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে শ্রীহট্টে পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের গৃহে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। ঐ প্রসঙ্গে তিনি ভক্ত লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতের বাটীতেও ৩।৪ দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন।

সেই লক্ষ্মীনাথ ভক্ত পণ্ডিত-প্রধান। দিন চারি তাঁর ঘরে প্রভুর বিশ্রাম॥ লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌরহরি। কিছু দিনে শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥ [প্রেম ২৪]

শ্রীলক্ষ্মীপতি——ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামির এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুরুদেব।

কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা। যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র পুরী এই সীমা॥ লক্ষ্মীপতি-স্থানে শিষ্য হৈলা নিত্যানন্দ। বাড়াইল তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ॥

(ভক্তি ৫।২২৭১, ২৩১১)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে বিট্‌ঠলনাথজীর মন্দিরের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে লক্ষ্মীপতি গোস্বামির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েন। ঐ সময়ে লক্ষ্মীপতি স্বপ্ন দেখেন—

এই গ্রামে আইলা এক ব্রাহ্মণ-কুমার। অবধূত-বেশ, শিষ্য হইবে তোমার॥ এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাহারে। এত কহি' মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে॥

(ভক্তি ৫।২২৯৭—৯৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভাতে লক্ষ্মীপতি-স্থানে আগমন করিলে তিনি মহানন্দে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি প্রভুকে দীক্ষিত করিলেন।

সেই দিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিলা॥ (ঐ ২৩০৬)

দীক্ষান্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অন্যত্র গমন করিলে লক্ষ্মীপতি তাঁহার প্রিয় শিষ্যের জন্য এমন কাতর হইলেন যে অচিরেই তিনি স্বধাম গমন করিয়াছিলেন।

কারে কিছু না কহে, ধরিতে নারে ধৈর্য। সেই দিন হইতে দশা হইল আশ্চর্য॥ দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ। অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হইলেন সঙ্গোপন॥

[ঐ ৫।২৩২৫—২৬]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাণ্ডারপুরে অবস্থিতিতে ঐ দেশবাসী সকলেই সাধুভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডারবাসীর ভক্তি কহনে না যায়। অদ্যাপি প্রবল ভক্তি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়॥ (ঐ ২৩২৮)

ঐ পাণ্ডারপুরে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপের সিদ্ধিলাভ হয়। ঐ স্থানে তাঁহার সমাধি আছে

বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু উহা ঠিক কোন্ স্থানে তাহার নিরূপণ হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সময়ে ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রথমা গৃহিণী। শ্রীল বল্লভাচার্যের কন্যা। প্রিয়াজীর চরিত্রে আদর্শনারী-চরিত্রটি বিশেষভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার চৈতন্যভাগবতে (আদি ১৪। ১৩—৪৫)

'নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে। যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥ কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ। সবা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥ তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে। রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি বৈসে॥ একেশ্বর লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন। তথাপিও পরম আনন্দযুক্ত মন॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী। দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ-বিশেষ বাঢ়ে অতি॥ উষঃকালে হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম। আপনে করেন সব—এই তাঁর ধর্ম॥ দেবগৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী। শঙ্খ, চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল। ঈশ্বর-পূজার সজ্জ করেন সকল॥ নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। ততোধিক শচীর সেবায় তাঁর মন॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর॥ কোন দিন লক্ষ্মী লই' প্রভুর চরণ। বসিয়া থাকেন পদতলে অনুক্ষণ॥'

অধ্যাপক শ্রীগৌরসুন্দর যখন পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণে গমন করেন, সেই সময় লক্ষ্মীদেবী কালসর্প-দংশনচ্ছলে অন্তর্ধান করেন। পূর্বলীলায় ইনি জানকী ও রুক্মিণী (গৌ° গ° ৪৫—৪৬) ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্যকালে তালভঙ্গ হওয়ায় শাপান্ত হন এবং কলিযুগে এই লক্ষ্মীপ্রিয়ায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হন। (চৈম আদি ৫।১৫১-২)

২ শ্রীগঙ্গাদাস ভট্টাচার্যের (শ্রীচৈতন্যদাসের) পত্নী ও শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর জননী। ৩ মঙ্গলডিহির পাহুয়া গোপালের পত্নী।

লঘু কেশব—শ্রীগৌরভক্ত।

হে লঘুকেশব! অগ্নি জ্বালো তার মুখে। দারু শিলা-স্বর্ণাদি শ্রীমূর্ত্তি যে না দেখে॥ [নামা ২১৮]

লঘু হরিদাস—শ্রীবৃন্দাবনে বল্লভভট্টের পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে ম্লেচ্ছ-ভয়ে যে শ্রীশ্রীগোপালজীকে (ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামির সেবিত শ্রীবিগ্রহ, বর্ত্তমানে নাথদ্বারে শ্রীনাথজী-নামে প্রসিদ্ধ) এক মাস লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই সময়ে লঘু হরিদাস শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভাগবতগণের সঙ্গে বিট্‌ঠলেশ্বর-গৃহে আগমন করত শ্রীশ্রীগোপালজীউকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি কিন্তু 'ছোট হরিদাস' নহেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান আর লঘু হরিদাস॥ এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে। শ্রীগোপাল-দরশন কৈল বহু রঙ্গে॥

(চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫২—৫৩)

ললিত ঘোষাল—ব্রাহ্মণ; শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে প্রসিদ্ধ চাঁদরায়ের দলে ডাকাতি করিতেন। বড়ই দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, শ্রীনরোত্তম-কৃপায় পরে পরম ভক্ত হয়েন।

গোবিন্দ বাড়ুয্যে, আর ললিত ঘোষাল। ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম। সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব কর্ম॥ (প্রেম ১৯)

ললিত সখী—শ্রীনারায়ণ ভট্টের অন্ববায়ী শ্রীমুরলীধরের শিষ্য। ইনি 'মৈয়া' অভিমান করত শ্রীরাধারাণীর বিষয়ে ১৮৩৫ সম্বতে **'কহানীরহসি'** এবং ১৮৩৬ সম্বতে **'কুবরীকেলি'** রচনা করেন।

লালদাস—নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমালের বঙ্গভাষায় অনুবাদক। [নামান্তর—কৃষ্ণদাস]। এই লালদাস শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন বলিয়া প্রকাশ।

'যদি থাকে মনের গোলমাল। তবে (নিত্য) পড় ভক্তমাল॥'

লাল পুরুষোত্তম (?)—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩১]

লোকদত্ত—জনৈক বণিক্। ইনি সম্রাট্ প্রথম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে সমতটে নারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

লোকনাথ—শ্রীগৌরপার্ষদ। চতুঃসনের অন্যতম সনাতন? (গৌ° গ° ১০৭)।

লোকনাথ গোস্বামী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিষ্য (প্রেম ২০)। পূর্বলীলায় মঞ্জুলালী সখী। যশোহর জিলায় তালখড়ি গ্রামে শ্রীপাট—

যশোর দেশেতে তালখেড়া গ্রামে স্থিতি। মাতা—সীতা, পিতা—

পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী॥ (ভক্তি ১।২৯৬)

ইঁহার গৃহত্যাগ-প্রসঙ্গ প্রভৃতি (প্রেম ৭) দ্রষ্টব্য।

১৪৩১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলে মহাপ্রভু ইঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ করেন। শ্রীলোকনাথ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। পদব্রজে রাজমহল, তাজপুর, পূর্ণিয়া, অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ হইয়া গোকুলে বা ব্রজে উপনীত হন। শ্রীগৌরভক্তগণমধ্যে সর্বপ্রথম সুবুদ্ধি মিশ্র, তৎপরে এই দুই গোস্বামীই ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত লোকনাথের আর দেখা হয় নাই। উহাই শেষ প্রকট দর্শন, কারণ মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে গমন করেন—

তথা হইতে গেলা প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে। তাহা শুনি' লোকনাথ চলিলা দক্ষিণে॥ দক্ষিণ হইয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন। লোকনাথ শুনি' ব্রজে করিলা গমন॥ প্রভু বৃন্দাবন হইয়া প্রয়াগে চলিলা। লোকনাথ ব্রজে আসি ব্যাকুল হইলা॥

[ভক্তি ১।৩১০—৩১২]

এইরূপে মহাপ্রভুর দর্শন-জন্য লোকনাথ ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার দর্শন না পাওয়াতে বড়ই ব্যাকুল হইলেন। মহাপ্রভু প্রয়াগে গমন করিয়াছেন শুনিয়া পুনরায় তিনি প্রয়াগের দিকে ধাবিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময়ে মহাপ্রভু লোকনাথকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া ছুটাছুটি করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। লোকনাথ ব্রজে ফিরিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রজের ছত্রবনের নিকট উমরাও গ্রামে কিশোরী কুণ্ডের নিকটে তিনি শ্রীরাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন এবং বক্ষে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন। ব্রজবাসিরা তাঁহাকে কুটীর নির্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেও তিনি স্বীকৃত হইলেন না; বৃক্ষতলেই অবস্থিতি করিলেন। পরে গোস্বামিগণের প্রবল আগ্রহে তিনি তাঁহাদের নিকট অবস্থিতি করিতে থাকেন।

এই শ্রীলোকনাথ গোস্বামীই প্রসিদ্ধ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষা-গুরু। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বহুদিনের সাধ্য সাধনায় ইঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরই ইঁহার একমাত্র শিষ্য। ইঁহার বৈরাগ্যের কাহিনী অপরূপ। যখন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে লোকনাথ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থমধ্যে তাঁহার কোনরূপ কাহিনী লিখিতে নিষেধ করেন; সেই কারণে তাঁহার কোন জীবনী জানিবার উপায় নাই।

এই লোকনাথ গোস্বামির ভ্রাতৃ-বংশধর—প্রসিদ্ধ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ঋষিবর মুখোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ১৫১০ শকের পূর্বে স্বধাম গমন করেন। শ্রীগোকুলানন্দ-মন্দিরে তাঁহার সমাধি আছে। শ্রীবিগ্রহ ঐস্থানে অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন।

লোকনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপরে 'ভাগবত-টিপ্পনী' রচনা করিয়াছেন।

লোকনাথ দাস—(পণ্ডিত)—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত। (চৈ° চ° আ।° ১২।৬৪)

ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবীর জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের নাম 'সীতা-চরিত্র'। প্রামাণিক চরিত গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থ মিলে না।

লোকনাথ পণ্ডিত—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীল রত্নগর্ভাচার্য্যের পুত্র। মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্তী, ইঁহার দুই পুত্র——যোগেশ্বর পণ্ডিত এবং রত্নাগর্ভাচার্য। দুই কন্যা—শ্রীশ্রীশচীমাতা ও শ্রীমতী সর্বজয়াদেবী।

মহাপ্রভুর মাতামহের 'রথীতর' গোত্র। শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া ইনি নবদ্বীপের বেলপুকুরে বাস করেন। এই লোকনাথ পণ্ডিত মহাপ্রভুর অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ (সন্ন্যাসাশ্রমের নাম—শ্রীশঙ্করারণ্য) প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

(ক) শচীর পিতার গৃহ বেলপুকুরিয়া। যোগেশ্বর পণ্ডিত পিতার জ্যেষ্ঠ তনয়। রত্নগর্ভ পণ্ডিত, শচী তার ছোট হয়॥ তাঁর পুত্র লোকনাথ পণ্ডিত গুণবান্।

(খ) শঙ্করারণ্য পুরী নাম হইল

তাঁহার (বিশ্বরূপের)। কি কহিব গুণ তাঁর যতেক প্রকার॥ তাঁহার হইল শিষ্য পণ্ডিত লোকনাথ। তীর্থ করেন, সেবা করেন, নিরবধি সাথ॥ (প্রেম ৭)

লোকনাথ ভট্ট—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

লোকনাথং ভট্টসংজ্ঞং প্রেমানন্দ-সুখালয়ম্। রাধাকৃষ্ণরসে মগ্নং চম্পক-লতিকাভিধম্॥

[শা° নি° ৪১]

লোকানন্দাচার্য——দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত; শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য—'ভক্তিসার-সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। 'ভক্তি-চন্দ্রিকা-পটল'ও ইঁহারই সঙ্কলিত বৈষ্ণব-স্মৃতি। শ্রীনরহরি-মুখোদ্গীর্ণ 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সহস্রনাম' ইনিই প্রচার করেন।

লোচনদাস বা **ত্রিলোচনদাস**—প্রসিদ্ধ '**শ্রীচৈতন্যমঙ্গল**'-গ্রন্থ-প্রণেতা, বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকারী। বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে ও গুস্করা ষ্টেশনের ৫ ক্রোশ উত্তরে কোগ্রাম গ্রামে ১৪৪৫ শকে জন্ম। মাতার নাম—শ্রীমতী সদানন্দী, পিতার নাম—কমলাকর দাস। মাতামহীর নাম—অভয়া দেবী। ইনি শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোভাব হয়। গুস্করা ষ্টেশনের নিকট কাঁদড়া গ্রামে ৮প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তির গৃহে লোচন দাসের স্বহস্ত-লিখিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীলোচনদাস শ্রীখণ্ডের শ্রীসরকার ঠাকুরের বিখ্যাত তিরোভাব-উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তগণকে মাল্য-চন্দন দিয়াছিলেন।

শ্রীযদুনন্দন, শ্রীলোচন দুই জন।
লইলেন পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চন্দন॥
[ভক্তি ৯।৫৯১]

শ্রীলোচনদাসের বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না। গ্রন্থাবলি—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, প্রার্থনা, দুর্লভসার, পদাবলি (ধামালী দ্রষ্টব্য) জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক ও রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর পদ্যানুবাদ প্রভৃতি।

ব

বংশী—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩১] ধারেন্দাবাসী ভীমের নন্দিনী-গর্ভজাত পুত্র।

২ পদকর্ত্তা, (সিউড়ি রতন লাইব্রেরীর পুঁথি ২০৬৭) একটি পদ পাওয়া গিয়াছে—

'অনঙ্গমঞ্জরী কখন রাম। জাহ্নবা নিতাই তাহার নাম॥ প্রকৃতিপুরুষ দুই সে রূপ। রসেতে বিরলে প্রেমক কূপ॥ রসবতী পুরুষ দুই সকল ধাম। সকল স্বরূপ নিতাই রাম॥ নিতাই চান্দের যে জন হবে। সে ধন নিশ্চয় সেজন পাবে। ইহাতে বিশ্বাস না হয় যার। তাহার নরক নিশ্চয় সার॥ ...বংশী তাহার দাসের দাস॥

বংশী ঠাকুর—বৈদ্য। পিতার নাম—কানাই ঠাকুর। পিতামহ—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। তাঁহারা দুই ভ্রাতা—বংশী ও মদন।

শেষে কানাইয়ের ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়। শ্রীমদন আর বংশী ভক্তি-রসময়॥ পিতামহ রঘুনন্দনের তিরোভাব উৎসবে। তেঁহো সংকীর্ত্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন॥ (ভক্তি ১৩।১৯১)

বংশীদাস—'নিকুঞ্জরহস্যস্তবের' পদ্যানু-বাদক।

বংশীদাস ঠাকুর চক্রবর্ত্তী- শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—বাহাদুরপুর। ভ্রাতার নাম—শ্যামদাস।

কর্ণপূর কবিরাজ, বংশীদাস ঠাকুর। আচার্যের সাথে বাস বাহাদুরপুর॥ (প্রেম ২০)

কর্ণানন্দমতে ইনি বাহাদুরপুর হইতে বুধুরিতে, পরে আমিনাবাজারে বাস করেন এবং শ্রীশ্রীগোপীরমণজীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর যেই মহাশয়। প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর-আশয়॥ (কর্ণা ১)

বুধুরি নিকটে বাহাদুরপুর গ্রাম। তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম॥ তাহার অনুজ বংশীদাস চক্রবর্ত্তী। বিধাতা নির্মিল তারে যেন স্নেহমূর্ত্তি॥ অল্পকাল হৈতে আর্ত্তি বিদ্যা-

অধ্যয়নে। দেখিয়া সে চেষ্টা সুখ পায় সর্বজনে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনুরাগ অতিশয়। নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদয়॥

[ভক্তি ১০।২৯৯—৩০২]

শ্রীআচার্য প্রভু বুধুরিতে শ্রীগোবিন্দদাসের গৃহে অবস্থান-সময়ে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহারই ভ্রাতার কন্যার সহিত বড়ু-গঙ্গাদাসের বিবাহ হইয়াছিল।

বংশীবদন দাস—বংশীবদন, বংশীদাস, বংশী, বদন ও বদনানন্দ—এই পাঁচ নামে ইনি অভিহিত। বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ১৪১৬ শকে মধুপূর্ণিমায় ইঁহার আবির্ভাব—

চৌদ্দ শত ষোল শকে মধু-পূর্ণিমায়। বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব-লোকে গায়। (বংশীশিক্ষা)

পূর্বলীলায়—কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী।

(গৌ° গ° ১৭৯)

কুলিয়া পাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার। বংশীবদন, কবিদত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর॥ এই দুই গ্রামে তিনে সতত বিহার। কুলিয়া পাহাড়পুর নামে খ্যাত হয়॥

[পা° প°]

পিতার নাম—ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ইঁহারা কুলীন। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর নামক স্থানে শ্রীপাট। ১৪১৬ শকে, কাহারও মতে ১৪২৭। ২৮ শকে, বংশীবদনের জন্ম হয়। ইঁহার জন্মসময়ে ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভু বিরাজ করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষকরূপে ইনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র——নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদাস। কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রামে বংশীবদনের পূর্বপুরুষগণের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপী-নাথ বিগ্রহ ছিলেন। বংশীবদন 'প্রাণবল্লভ' নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ইনি বিল্বগ্রামে গিয়া বাস করেন। বর্ত্তমানে বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্যগণ ইঁহার বংশধর। নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুমতি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে শ্রীযাদব মিশ্রের বংশধরগণদ্বারা তাহা অর্চিত হইতেছেন।

বংশীবদনের প্রপৌত্র বল্লভদাস 'বংশীবিলাস' গ্রন্থ রচনা করিয়া ইঁহার জীবনী লিখিয়াছেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা ও মহাপ্রভুর কীর্ত্তন সঙ্গী। শ্রীপাট—সেটেরী (?)। পূর্বলীলার অনিরুদ্ধ ও শশিরেখা [গৌ° গ° ৭১—৭৩]

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়ভৃত্য। একভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥

[চৈ° চ° আদি ১০।১৭]

ইনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করিলে তবে শ্রীমহাপ্রভু উহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন [ঐ ৭৭]।

ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শাখা বলিয়া পঠিত হইয়াছেন।

উৎকলে চৈব তৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতা। প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিতম্॥ [শা° নি° ৩৬]

বঙ্গদেশীয় কবি—নাম অজ্ঞাত। ব্রাহ্মণ, ইনি প্রভুর জীবনী-সম্পর্কে নাটক রচনা করিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন এবং প্রভুর পারিষদ ভগবান্ আচার্যের সহিত পরিচয় থাকাতে তাহার গৃহে বাস করেন। কবি মহাশয় অনেক ভক্তকে তাঁহার গ্রন্থ শ্রবণ করাইলে তাঁহারা প্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রভুকে একবার শুনাইবার জন্য সকলে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রভুর নিয়ম ছিল—

গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব যেই করি আনে। প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥ স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তাঁর মন। তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ॥

গ্রন্থমধ্যে ভক্তিতত্ত্ব-বিরোধী কোন প্রসঙ্গ থাকিলে প্রভু মর্মান্তিক বেদনা পান। এইজন্য এই নিয়ম ছিল। ভগবান্ আচার্যের অনুরোধে স্বরূপ দামোদর উহা শুনিয়াই তন্মধ্যে দোষ বাহির করিয়াছিলেন। তৎ-পরে স্বরূপ কহিলেন—

তাঁর দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম দয়াবান্। উপদেশ কৈল তাঁরে যৈছে হিত হন॥ যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে সে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

(চৈচ অন্ত্য ৫।১৩১—১৩২)

কবির গর্ব্ব নাশ হইল। তখন তিনি দন্তে তৃণ ধরিয়া ভক্তগণের চরণে পতিত হওয়াতে সকলে কৃপা করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইয়া দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া কবি সংসার

ত্যাগ করত নীলাচলে রহিয়া গেলেন। (চৈ° চ° অন্ত্য ৫।১৫৮)

বঙ্গদেশীয় বিপ্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে বড়ই পাষণ্ড ছিলেন। একদিবস খেতুরীতে শ্রীনিবাস আচার্যের কীর্তন শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রাণে অনুতাপ আসে ও আচার্যের শ্রীচরণে পতিত হন। তিনি এই বিপ্রকে শ্রীনরোত্তমের নিকট সমর্পণ করেন। তখন—

তার্কিক বিষয়ী বিপ্র হৈলা ভক্তিময়। করিলা শ্রীআচার্যের পাদ-পদ্মাশ্রয়॥ আচার্য সোঁপিলা নরোত্তমে তাঁরে। সবে হর্ষ হইলা তাঁর ভক্তি অধিকারে॥ (ভক্তি ১৩।১৬৭ - ১৬৮)

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস—শ্রীগদাধর-শাখা। পূর্বলীলায় কালী [গৌ° গ° ১৯৬, ২০৬] বঙ্গবাটী গ্রামে শ্রীপাট।

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনন্দন॥
(চৈ° চ° আদি ১২।৮৫)

বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্। সদা প্রেমাশ্রু-রোমাঞ্চ-পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহম্॥ [শা° নি° ২৭]

বঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কার (বঙ্গেশ্বর) শ্রীমদ্দাসগোস্বামিপাদ-রচিত 'স্তবাবলী গ্রন্থের 'কাশিকা'-নাম্নী টীকার রচয়িতা শ্রীবঙ্গবিহারী (নামান্তর বঙ্গেশ্বর) শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর বংশধর শ্রীমধুসূদন নামক জনৈক মহাপুরুষের আশ্রিত। টীকাপ্রারম্ভে আবার শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র শব্দবিদ্যার্ণবকে (উপসংহারে তর্কালঙ্কারকে ?) শ্রীগুরুদেব বলিয়া উল্লেখ আছে। টীকান্তে 'শাকে বেদ-সরিৎপতৌ রসবিধৌ' ১৬৪৪ (কি ১৬৭৪) শকাব্দে টীকা-সমাপনের তারিখ আছে। টীকাটি সুস্পষ্ট, নাতিবৃহৎ এবং শ্রীদাসগোস্বামির গূঢ়াশয় বুঝিতে সহায়ক।

বড় হরিদাস—শ্রীচৈতন্য-শাখা। কীর্তনীয়া, শ্রীপ্রভুর নীলাচল-লীলার সঙ্গী।

বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥
[চৈ° চ° আদি ১০।১৪৭]

বড়ু গঙ্গাদাস—গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। ইনি জাহ্নবাদেবীর মাতা ভদ্রাবতীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র।

ভদ্রাবতী-নামে জাহ্নবার জননী।
অতিপতিব্রতা সূর্যদাসের ঘরণী॥
যাঁর ভক্তি-রীতি দেখি সবার বিস্ময়।
গঙ্গাদাস তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর তনয়॥
[ভক্তি ১১।২৬২—২৬৩]

গৌরীদাস পণ্ডিত বৃন্দাবনে অপ্রকট হইলে, ইনি পণ্ডিতের স্বপ্নাদেশে তথায় গমন করত ধীরসমীরে সেবারত হন। পরে জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন-সময়ে গঙ্গাদাসকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ে আনয়ন করেন এবং বুধুরী-নিবাসী বংশীদাস চক্রবর্তির ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্তির কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর সহিত গঙ্গাদাসের বিবাহ দিলেম। অধিকন্তু জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে যে শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ আনয়ন করেন, তাহা গঙ্গাদাসকে অর্পণ করেন। গঙ্গাদাস বালকের ন্যায় অতীব সরল ছিলেন।

বড়ু চৈতন্যদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

নন্দন রায় আর বড়ু চৈতন্য দাস।
জয় জয় শ্রীবড়ু চৈতন্য দাস বিজ্ঞ।
প্রেমভক্তিময় মূর্তি পরম মনোজ্ঞ॥
(প্রেম ২০)
(নরো ১২)

বড়ু জগন্নাথ—শ্রীগৌরভক্ত।

বড়ু জগন্নাথ! দণ্ড করাহ তৎকাল।
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে যে চণ্ডাল॥
[নামা ২২৫]

বদনানন্দ—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীবদনানন্দ হে! আনন্দ দেহ দান।
বহির্মুখ জনের জ্বালায় জ্বলে প্রাণ॥
[নামা ১৯৯]

বনচন্দ্র—শ্রীগোপাল ভট্টের শিষ্য। শ্রীহরিবংশ গোস্বামির তৃতীয় পুত্র। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাবল্লভজীর সেবক। (প্রেম ১৮ ; হরিবংশ গোস্বামী দেখ)

বনমালী—শ্রীরসিকানন্দের শিষ্যদ্বয়। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪২, ১৪৭]

বনমালী আচার্য—'বনমালী পণ্ডিত দ্রষ্টব্য।

বনমালী কবিচন্দ্র—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ।
[চৈ° চ° আদি ১২।৬৩]

বনমালী কবিরাজ—পূর্বলীলার চিত্রা সখী। [গৌ° গ° ১৬১]

২ শ্রীলরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা, নিবাস—ঘোরাঘাট (?)।

৩ আচার্য প্রভুর শিষ্য (অনু ৭)।

বনমালী ঘটক (আচার্য)—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী। ইনি প্রথমে লক্ষ্মী-দেবীর সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকতা করিয়াছিলেন॥

একদিন বনমালী আচার্য এথায়।
বিবাহ-প্রসঙ্গ কিছু কহে শচীমায়॥
বল্লভ-আচার্য-কন্যা লক্ষ্মী তার সনে।
হইল বিবাহ স্থির আর এক

দিনে॥

(ভক্তি ১২।১২৩৭—৩৮)

'আচার্য' 'মিশ্র' প্রভৃতি পদবীও ইঁহার ছিল। দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইলা। শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ ঘটন করিলা॥ (চৈ° চ° আদি ১৫।২৯)

পূর্বলীলায় শ্রীরামের বিবাহ-কার্যে ঘটক বিশ্বামিত্র ও কৃষ্ণ-নিকট রুক্মিণী-প্রেরিত ব্রাহ্মণ (গৌ° গ° ৪৯)।

বমমালী চট্ট—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। (প্রেম ২০)

বনমালী দাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস। (চৈ° চ° আদি ১২।৫৯)

২ বৈদ্য। শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম—গোপাল দাস।

বনমালী দাস নাম—বৈদ্যকুলে-জন্ম। প্রভুর প্রিয় সেবক, কেবা জানে তাঁর মর্ম॥ (কর্ণা ১)

সম্ভবতঃ ইনিই 'জয়দেব-চরিত্র' লিখিয়াছেন।

বনমালী পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীধাম নবদ্বীপে নিবাস ছিল। শ্রীবাস-অঙ্গনে ইনি মহাপ্রভুর হস্তে সুবর্ণ হল ও মুষল দর্শন করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। পূর্বলীলায়—মালাধর। (গৌ° গ° ১৪৪)

বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে। সুবর্ণ মুষল হল যে দেখিল হাতে॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৭৩)

ইনিই বোধ হয় বৈষ্ণববন্দনার 'ভিক্ষু বনমালী'।

বন্দো ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে। প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥

বনমালী মিশ্র—'বনমালী ঘটক' দ্রষ্টব্য।

বনমালী বিপ্র—মহাপ্রভুর মহাভক্ত। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে নিবাস ছিল। পূর্বলীলায় সুদামা। [গৌ° গ° ১১৪]

পুত্রসহ বঙ্গদেশী বিপ্র সদাচার। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বনমালী নাম তাঁর॥ তিঁহো গৌরচন্দ্রে দেখে শ্যামল সুন্দর। শিরে শিখিপুচ্ছ, পরিধেয় পীতাম্বর॥ অধরে স্পর্শয়ে বংশী দেখিয়া বিহ্বল। এই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি করে কোলাহল॥ কি বলিব বনমালী বিপ্র ভাগ্যবানে। দিলেন অমূল্য প্রেমরত্ন এই খানে॥ (ভক্তি ১২।২০৮০—৮৩)

বনমালী বিশ্বাস—শ্রীগৌরভক্ত।

বনমালী বিশ্বাস ! দেখাহ রঙ্গ তার। ভক্ত-বস্ত্র হরিয়া কৌতুক অতি যার॥ [নামা ১৪০]

বল্লভ—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামির কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের পূর্বনাম। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামিপাদের পিতা।

বল্লভ আচার্য—নবদ্বীপ-নিবাসী। শ্রীগৌরের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার জনক। সীতাপিতা জনক ও বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের ইহাতে অন্তঃ-প্রবেশ [গৌগ° ৪৪]।

বল্লভচৈতন্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য (চৈ° চ° আদি ১২।৮২)। ইনি কুলজী গ্রন্থে ও ব্রাহ্মণ-সমাজে 'ঠাকুর বল্লভ' নামেই সুপরিচিত। কথিত আছে যে ইনি হিমালয়ে মহাশক্তির উপাসনা করিতেন। একদা দেবী তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে মূল মহাশক্তি শ্রীরাধা তখন শ্রীগৌরপ্রেমলক্ষ্মীরূপে নবদ্বীপ-লীলায় বিরাজ করিতেছেন। এই প্রত্যাদেশ পাইয়াই তিনি নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি হইতে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইলেন। রাঢ়দেশে তাঁহার পূর্বনিবাস থাকিলেও কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি বিক্রম-পুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করত পঞ্চসারে শ্রীপাট স্থাপিত করেন। ইতঃপূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গও বিদ্যাবিলাসের জন্য তদানীন্তন বিদ্যাপীঠ বিক্রমপুরে বিজয় করত (নবদ্বীপ হইতে রাজপথে আসিয়া রামপাল পঞ্চসারের পার্শ্ব ধরিয়া যে রাস্তা ব্রহ্মপুত্র বারুণি ঘাটে মিলিয়াছে, সেই রাজপথে) পদ্মা পার হইয়া বিক্রমপুরের সুরপুরে (প্রেবি ২৪) প্রথমতঃ পদার্পণ করেন। তৎকালে পঞ্চসারে ২০টি টোল ছিল; এই পঞ্চসারে শ্রীগৌর কিয়ৎকাল অবস্থান করত তত্রত্য সপ্তনদীর সঙ্গমস্থলে কার্তিক বারুণীতে স্নান করেন। তদবধি এই স্নান-উপলক্ষে এই স্থানে পাঁচ মাস ব্যাপী মেলা বসে। ঠাকুর বল্লভকে অতিতেজস্বী দেখিয়া তদানীন্তন মুসলমান সুবেদার ৬০নম্বর তালুক জায়গীর দিয়াছিলেন। বল্লভ-চৈতন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্বপ্রকাশ শ্রীরাধারমণবিগ্রহ স্থাপন করেন। তদীয় শিষ্য বৈদিক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাঁহাকেই স্বকন্যা সম্প্রদান করেন। রামচন্দ্র, মাধবেন্দ্র, মথুরানাথ ও রামকৃষ্ণ—এই চারি পুত্র

ও এক কন্যা জন্মে। কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে দন্তসমাজ প্রতিষ্ঠা করত আকুমার থাকিয়া তথায় সেবা চালাইতে থাকেন। তদীয় বংশধরগণ অদ্যাপি পঞ্চসার, বিনোদপুর, চরগঙ্গারামপুর, দেওভোগ, ইছাপুরা, বাসাইল, শিয়ালদী প্রভৃতিতে বাস করেন। ফরিদপুর জেলায় খাটরার বাসুদেব-প্রতিষ্ঠাতা বৈদিক বিষ্ণুদাসকে ঠাকুর বল্লভ স্বকন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

বল্লভচৈতন্য দাস রাখ তার সনে।
ষষ্ঠীপূজাদ্রব্য যে খাইল মাতা-স্থানে॥
[নামা ১০৪]

কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িনম্। বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরম্॥ [শা° নি° ১৮]

বল্লভ ঠাকুর—দেউলির কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরের নামান্তর। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য (কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর দেখ)।

বল্লভ দাস—শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের প্রপৌত্র—রাজবল্লভ। ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক। 'বংশীবিলাস' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের চরিত্র বর্ণিত আছে। বংশীশিক্ষা-(২৩২ পৃঃ)-মতে বল্লভলীলার প্রণেতা। শচীনন্দনের তিন পুত্র বা বল্লভদাসের দুই ভ্রাতা, দুই জনই ভক্ত। সচ্চিদানন্দ—বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং চৈতন্য দাসের দ্বিতীয় পুত্র।

শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
তিন প্রভু যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব॥ (বংশীশিক্ষা)

২ শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য। শ্রীপাট—গোস্বামী-গ্রাম।

শ্রীবল্লভদাস আর সেবক তাঁহার।
গোসাঞি-নিবাসী তিঁহো অনুরাগ সার॥ (কর্ণা ২)

৩ এই নামে ৪।৫ জন পদাবলী-কর্তা আছেন। কে কোন্ পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা বা সত্য পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বল্লভ ভট্ট—বা বল্লভাচার্য। বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। পূর্বলীলার শুকদেব [গৌ° গ° ১১০]। তিনি পূর্বে রুদ্র সম্প্রদায়ী বিষ্ণুস্বামির অনুগত ছিলেন। শ্রীপাট—তৈলঙ্গ দেশে। পিতার নাম—লক্ষ্মণ ভট্ট। লক্ষ্মণভট্ট শ্রীকাশীধামে হনুমান্‌ঘাটে বাস করিতেন। বিধর্মিগণ-কর্তৃক কাশী-আক্রমণের জনরব শুনিয়া তিনি সাতমাসের অন্তর্বত্নী পত্নীকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন-কালে পথে মধ্যপ্রদেশের চম্পারণ্যে ১৪৭৯ খৃঃ বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশীতে বল্লভের আবির্ভাব হয়। বল্লভ শৈশবে কাশীতে মাধবেন্দ্র যতির নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেন। দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণ-কালে ইনি বিজয়নগরে স্বমাতুলালয়ে উপস্থিত হন এবং তত্রত্য রাজসভায় তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীব্যাসতীর্থের সহিত মিলিত হন। শ্রীবল্লভ তথায় মায়াবাদ খণ্ডন করত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিলে রাজা কৃষ্ণদেব শ্রীব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বে বল্লভ ভট্টের 'কনকাভিষেক' করেন ও আচার্য-পদবী প্রদান করেন। দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া তিনি তিন বার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং দ্বিতীয়পর্যটনকালে কাশীতে বিবাহ করেন। গৃহস্থ হইয়া কাশীতে অবস্থান অসঙ্গত বিবেচনা করত প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে বাস করেন। নানা তীর্থপর্যটনক্রমে ইনি ব্রজে গোবর্দ্ধনে আগমন করত পূর্ণমল্ল-নামক তদীয় বণিক্‌শিষ্যের সাহায্যে গোবর্দ্ধন গিরির উপরে মন্দির করাইলেন। তৎপরে কাশীতে আসিয়া পঞ্চগঙ্গাঘাটে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে জয় করেন। তৎপরে আবার গোকুলে বাসস্থান নির্মাণ করত গোবর্দ্ধনস্থ নূতন মন্দিরে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীপাদের আবিষ্কৃত শ্রীগোপালকে পুনঃ স্থাপন করেন। ইহার পর সস্ত্রীক আড়াইল গ্রামে আসিলে ১৫১০ খৃঃ তাঁহার প্রথম পুত্র গোপীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১৫ খৃঃ দ্বিতীয় পুত্র বিট্‌ঠলনাথ চরণাদ্রিতে আবির্ভূত হন। আড়াইলে প্রত্যাবর্তন করত শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা সমাপ্ত করত একাদশের টীকা আরম্ভ করেন।

মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন বল্লভ ভট্টের সহিত উক্ত আড়াইল গ্রামে সাক্ষাৎকার ও পরিচয় হয়। বল্লভাচার্য মহাপ্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া পাদপ্রক্ষালনান্তর সগোষ্ঠী সেই জলপান করেন এবং প্রভুকে দিব্যাসনে উপবেশন করাইয়া নূতন কৌপীন ও বহির্বাস প্রদান করেন (চরিতামৃত মধ্য—১৯)। ইঁহার পরে বল্লভাচার্য

স্বমত-প্রচারার্থ দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া শেষে পুরীধামে উপনীত হন। তথায় প্রভুকে নিত্য দর্শন করিতে যাইতেন। প্রথম হইতে বল্লভাচার্যের মনে পাণ্ডিত্যের গর্ব ছিল; মহাপ্রভু তাঁহার গর্বনাশ করিয়া শেষে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। একদিবস পুরীধামে বল্লভাচার্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—'কৃষ্ণ যখন আপনাদের স্বামী, তখন তাঁহার নাম কেন উচ্চারণ করেন'? একথায় মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—স্বামির আজ্ঞাই বলবতী। স্বামী তাঁহার নাম অবিরত উচ্চারণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

অন্যদিনে বল্লভাচার্য বলিয়াছিলেন—'আমি স্বামির (শ্রীধর স্বামির) ভাগবতের ব্যাখ্যা মানি না'; ইহাতে প্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন—স্বামিকে যিনি না মানেন, তিনি বেশ্যা। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট বল্লভাচার্য মন্ত্রগ্রহণ করেন ও বালগোপাল-উপাসনা ত্যাগ করিয়া যুগল উপাসনায় রত হয়েন; কিন্তু বল্লভাচার্যের শিষ্যগণ পূর্বমতেই চলিতে থাকেন। বল্লভাচার্য প্রভুর চরণে স্বীয় পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বর প্রভৃতিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৫৩১ খৃঃ আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় কাশীর হনুমান্ ঘাটে অন্তর্হিত হন।

বন্দে বল্লভভট্টাখ্যমায়রোলনিবাসিনম্। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-লীলাপারাবার-বিগাহিনম্॥ [শা° নি° ৫৬]

ইনি ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, ভাগবত-টীকা সুবোধিনী, তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ, ষোড়শ গ্রন্থ, শিক্ষাশ্লোক, শ্রুতিগীতা, মথুরা-মাহাত্ম্য, মধুরাষ্টক, পুরুষোত্তম-নামসহস্র, পরিবৃঢ়াষ্টক, নন্দকুমারাষ্টক, পঞ্চশ্লোকী, গায়ত্রীভাষ্য ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। ইঁহার মতে ভক্তিমার্গ দ্বিবিধ—মর্যাদা (বৈধী) এবং পুষ্টি (রাগানুগা)।

বল্লভ মজুমদার- ব্রাহ্মণ। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বল্লভ মজুমদার নাম। কবিরাজ-শাখা ইঁহো সর্বগুণধাম॥ (প্রেম ২০)

শ্রীবল্লভ মজুমদার—বিপ্রকুলে জন্ম। কবিরাজ দয়া কৈলা হৈয়া কৃপাধীন॥ (কর্ণা ২)

বল্লভ মিশ্র—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতৃদেব। পূর্বে ইনি মিথিলাধিপতি জনক ও বিদর্ভরাজ ভীষ্মক ছিলেন। (গৌ° গ° ৪৪)

বল্লভ সেন—শ্রীশিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। পরম ভক্ত।

বল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত। শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৬৩)

বল্লভাচার্য—(কবি) 'কৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধবাচার্য। (মাধবাচার্য দেখ)

পরে মাধবের কবি বল্লভাচার্য-খ্যাতি। যারে বলে কলির ব্যাস—এই মহামতি॥ (প্রেম ১৯)

বল্লভা দেবী—ব্রজবাসিনী। ভক্ত দামোদরাচার্যের বনিতা। ইঁহাদের গৃহেই শ্রীমদনমোহনজীউ বিরাজ করিতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামির সহিত ইঁহাদের বড়ই সদ্‌ভাব ছিল। (দামোদর চৌবে দেখ)

বল্লবীকান্ত কবিরাজ—কবিপতি-আখ্যাও ছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—বনবিষ্ণুপুর।

ভক্তিমূর্তি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ। যাঁকে দেখি কাঁপে মহাপাষণ্ড-সমাজ। (ভক্তি ১০।১৩৫)

ইঁহারা তিন ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ—রামদাস ও মধ্যম—গোপাল দাস।

তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই যেঁহো হইলা সুকৃতি॥ হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম। লক্ষ হরিনাম বিনা না করে ভোজন॥ প্রভুর নিকটে রহে, প্রভু প্রাণ তাঁর। প্রভুরে সপিলা যিহোঁ গৃহ পরিবার॥ (কর্ণা ১)

খেতুরীর মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়। হইল নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায়॥ (নরো ৬)

বল্লবীকান্ত চক্রবর্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য।

বল্লবীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর এক শিষ্য। মধুর রসেতে মগ্ন রহেন অবশ্য॥ (কর্ণা ২)

বল্লবীদাস কবিরাজ—শ্রীআচার্য প্রভুর পরিবার। [অনু ৭]

বসন্ত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

বসন্ত, নবনীহোড়, গোপাল, সনাতন। (চৈ° চ° আদি ১১।৫০)

বসন্ত দত্ত—শ্রীনরোত্তম-শিষ্য।

গোসাঞিদাস, মুরারিদাস, শ্রীবসন্ত দত্ত। শ্যামদাস-ঠাকুরশাখা সংকীর্তনে মত্ত॥ (প্রেম ২০)

জয় শ্রীপ্রেমময় শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ-প্রেমরসে সদা মত্ত॥
(নরো ১২)

বসন্ত রায়—(রায় বসন্ত) ব্রাহ্মণ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রাজা গোবিন্দ রায় আর বসন্ত রায়। (প্রেম ২০)

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥
শ্রীনরোত্তমের গৌড়-ব্রজ-উৎকলেতে।
গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে॥
[ভক্তি ১।৪১৫—১৬]

জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-লীলায়॥
(নরো ১২)

রায় বসন্তের হস্তে রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব-গোস্বামির নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রায় বসন্তনামে এক মহাভাগবত। বৃন্দাবনে যাবার লাগি চিন্তে অবিরত॥ আমরা কহিলে তারে যত বিবরণ। তার দ্বারে পত্রী মোরা দিনু তিন জন॥ (কর্ণা ৫)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলজীব গোস্বামী একখানি পত্র ইঁহার হস্তে দিয়া শ্রীনিবাস আচার্যকে প্রেরণ করিয়াছেন।

হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্র লইয়া আইলা তিঁহো আচার্য-আলয়॥ ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে। শ্রীজীব গোস্বামির পত্র দিলা আচার্যেরে॥ (ভক্তি ১৪।১৬—১৭)

উক্ত পত্রে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামির স্বধাম-গমনের কথা এবং শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন দাসের কুশল-জিজ্ঞাসা ছিল।

পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত ৫১টি ব্রজবুলি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি।

২ বঙ্গজ-কায়স্থকুলতিলক বঙ্গাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত ও গুণানন্দ গুহের পুত্র। তদীয় জ্যেষ্ঠ তাত ভবানন্দের পুত্র বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় যশোহর রাজ্য পত্তন করেন। বঙ্গেশ্বর সুলেমান্ কররাণীর রাজত্বকালে (১৫৬৩—১৫৭২ খৃঃ) বসন্তরায়ের পিতা গুণানন্দ শ্রীবৃন্দাবন-বাসী হন এবং আজীবন তথায় বাস করেন। আনুমানিক ১৫৭০ খৃঃ রাজা বসন্তরায়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে গুণানন্দ শ্রীমদনমোহনের পুরাতন (কর্পূর-নির্মিত) মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অন্য মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের মন্দির জীর্ণ হওয়ার পূর্বেই শ্রীমদনমোহন এই স্থানে সেবিত হইতেন। ['গুণানন্দ গুহ' দ্রষ্টব্য]।

বসুধা—শ্রীসূর্যদাস সরখেলের কন্যা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী ও বীরচন্দ্র প্রভুর মাতা। পূর্বলীলায় বারুণী ও অনঙ্গমঞ্জরী [গৌ° গ° ৬৫—৬৬]

বাটুয়ারাম দাস—শ্রীনরোত্তম-শিষ্য। মতান্তরে—চাটুয়া রামদাস।

কৃষ্ণদাস বৈরাগী আর বাটুয়ারাম দাস। (রামদাস বাটুয়া দেখ; প্রেম ২০)

বাণী কৃষ্ণদাস—বৃন্দাবনবাসী গৌর-ভক্ত। ইনি শ্রীরূপ প্রভুর সঙ্গে শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৫২)।

বাণীনাথ পট্টনায়ক—শ্রীচৈতন্যশাখা। প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা ও ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ রায় বাণীনাথকে প্রভুর পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রভুর নিকটে থাকিতেন।

বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিল। (চৈ° চ° মধ্য ১০।৬১)

ইনি নীলাচলে বৈষ্ণবগণের প্রসাদ-সমাধানে যত্নবান্ ছিলেন। ইঁহাকে চাঙ্গে চড়াইলে ইনি নির্ভীকচিত্তে শ্রীহরিনাম করিয়া করিয়া অঙ্গে রেখা কাটিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (চৈ° চ° অন্ত্য ৯।৫৫)

বাণীনাথ পণ্ডিত——শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা ও ভ্রাতা। শ্রীনয়নানন্দ ও শ্রীহৃদয়ানন্দের পিতা। চাঁপাহাটিতে বাস করিতেন। (প্রেম ২৪) ইঁহার নামান্তর—জগন্নাথ।

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
(চৈ° চ° আদি ১২।৮২)

ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্। ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ-মহাশয়ম্॥ (শা° নি° ১৭)

বাণীনাথ মিশ্র—'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-প্রণেতা জয়ানন্দ মিশ্রের আত্মীয়—ভক্ত। উঁহার নামমাত্র আছে।

বাণীনাথ বসু—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীপাট—কুলীন গ্রামে।

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
(চৈ° চ° আদি ১০।৮১)

বাণীনাথ বসু মোরে কর তার দাস। বায়ুছলে প্রেমভক্তি যে করে প্রকাশ। [নামা ১১৮]

বাণীনাথ বিপ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

পূর্বলীলার—কামলেখা।

[গৌ° গ° ১৯৫, ২০৪]

গোপাল আচার্য আর বিপ্র বাণী-নাথ। (চৈ° চ° আদি ১০।১১৪)

ইনি কাটোয়ার শ্রীদাস গদাধরের উৎসবে (ভক্তি ৯।৩৯৫) এবং শ্রীখণ্ডে শ্রীল সরকার ঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন (ভক্তি ১০।৪১৪)।

বাণীবিলাস—বৃহদ্বৈষ্ণব--তোষণীতে (উপক্রম ৬) উক্ত মহাজন।

বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী——শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পিতা।

বামন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৩]

বাবা ব্রহ্মচারী——মহারাষ্ট্রীয়গণের গুরু। ইনি রাজা দ্বিতীয় দিব্যসিংহের সময়ে (১৭৭৯—১৭৯৭ খৃঃ) সাক্ষি-গোপালের পাকা মন্দির, নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের বর্ত্তমান সিংহদ্বার, কোণার্ক হইতে অরুণস্তম্ভ আনয়ন-পূর্বক সিংহদ্বারে স্থাপন, নরেন্দ্র-সরোবরে প্রস্তরময় বেষ্টনী ও সোপানাদি মাধুকরী ভিক্ষায় নির্মাণ করাইয়াছেন।

বাসুদেব কবিরাজ—-শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

'ব্যাস, বাসুদেব—আচার্যের শিষ্য-দ্বয়। (ভক্তি ১৪।২১)

শ্রীজীব গোস্বামির পত্রে ইঁহার কুশল সংবাদ-জ্ঞাপনের বিষয় জানা যায়। 'শ্রীব্যাস-শর্মা সংপ্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে, শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যম্।'

(ভক্তি ১৪।১৮)

বাসুদেব কবিরাজ বড় গুণবন্ত। কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক চিত্ত যাঁহার নিতান্ত॥

(কর্ণা ১)

বাসুদেব কুষ্ঠী—দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ-বাসী, মহাপ্রভুর পরমভক্ত। দক্ষিণ-দেশ-ভ্রমণসময়ে মহাপ্রভু কূর্মমন্দিরে যখন গমন করেন, (গঞ্জাম জেলার সমুদ্রতীরে চিকাকোল রেল ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল পূর্বে) তখন এই বাসুদেব প্রভুর কৃপালিঙ্গন পাইয়া নিরাময় হইয়াছিলেন।

সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, ক্ষতে বড় বড় রাশি রাশি কীট বিচরণ করিতেছে, বাসুদেবের তাহাতে দুঃখ নাই, এতগুলি জীবের আহার তাঁহার শরীর হইতে সরবরাহ হইতেছে—এই ভাবিয়াই তাঁহার অতুলনীয় আনন্দ। আবার—

অঙ্গ হইতে যেই কীট খসিয়া পড়য়। উঠাইয়া সেই কীট রাখে সেই ঠাঁয়॥ (চৈ° চ° মধ্য ৭।১৩১)

বাসুদেব ঘোষ—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলায় ইনি গুণতুঙ্গা। (গৌ° গ° ১৮৮)

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিন ভাই। (চৈ° চ° আদি ১০।১১৫)

উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। ইঁহারা ৮ ভ্রাতা। তিন জন চিরকুমার থাকিয়া মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী অতুলনীয়। তমলুকে ইঁহার শ্রীপাট আছে। ইনি গৌরাঙ্গ-চরিত ও নিমাইসন্ন্যাস-নামে দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মেদিনী-পুরের ইতিহাসে [৬০৭ পৃঃ] লিখিত আছে।

বাসুদেব তীর্থ——শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণববন্দনা), নব-যোগীন্দ্রের অন্যতম (গৌ° গ° ৯৮—১০১)

বাসুদেব তীর্থ! মনে রহু' সে চরিত। জীবে কৃপা লাগি যার বেশ বিপরীত॥ (নামা ১৬৪)

বাসুদেব দত্ত—পূর্বলীলায় মধুব্রত। (গৌ° গ° ১৪০)

বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়। সহস্রমুখে যার গুণ কহিলে না হয়॥

(চৈ° চ° আদি ১০।৪১)

ইনি মহাপ্রভুর পারিষদ শ্রীমুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা। শ্রীপাট—চট্টগ্রাম জেলার ছন্‌হরা গ্রামে। 'প্রেম-বিলাস'-মতে ইনি অম্বষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মানন্দ ভারতী-প্রণীত 'সুবর্ণবণিক' পুস্তকে ইঁহাকে সুবর্ণ বণিক্-কুলোদ্ভব বলা হইয়াছে।

বাসুদেব সুকণ্ঠ, সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ ও প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন—

যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে। তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে॥

(চৈ° চ° মধ্য ১১।১৩৮)

শ্রীবাসুদেবই বলিয়াছিলেন—'প্রভু জগতের যত জীবের পাপরাশি আমাকে দিন, আমি তাহাদের হইয়া অনন্তকাল নরকে থাকিব; আর তাহারা সুখে তোমার নাম করিয়া ভজন করুক।'

বাসুদেব বোলে—প্রভু এই দেহ বর। সর্বজীব চলি যাউক বৈকুণ্ঠ নগর। নরক ভুঞ্জিব সদা জীবের কারণ। সকল জীবের পাপ করিয়া গ্রহণ॥ সকল জীবেরে প্রভু করহ

উদ্ধার। তার দায়ে নরক-ভোগ হউক আমার ॥ (প্রেম ২২)

পরে ২৪ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায় ইনি শ্রীপাট করিয়াছিলেন। তৎপরে আবার ইনি নীলাচলবাসী হয়েন।

বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে। উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)

পূর্বস্থলীর নিকটবর্ত্তী মামগাছিতে ইঁহার সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিরাজমান।

বাসুদেব দৈবজ্ঞ—শ্রীরসিকানন্দের বাল্যশিক্ষক। (র° ম° পূর্ব ৯।৫)

বাসুদেব ভট্টাচার্য—হুগলি জেলার চাতরা গ্রামের কাশীশ্বর পণ্ডিতের পিতা। যশোহর জেলার ব্রাহ্মণ-ডাঙ্গায় নিবাস ছিল। ইনি বিদ্বান্, ধনবান্ ও পরম ধার্মিক ছিলেন (কাশীশ্বর দেখ)।

বাসুদেব ভাদর—শ্রীগৌরভক্ত।

বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর। (বৈষ্ণব-বন্দনা)

বাসুদেব শিয়াল—রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। পরে অন্যায় আচরণের জন্য এই সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হন।

বাসুদেব নামে বিপ্র বড় দুরাচার। রাঢ়দেশে করে পাপী বড় অনাচার॥ বলে 'আমি ঈশ্বর, নন্দের দুলাল।' শুনি সব লোক তারে বোলয়ে শিয়াল॥ এই মহাপাপী হইল মহা-ত্যাজ্য। মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য॥ (প্রেম ২৪)

মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া যখন ভারতে পূজা পাইতেছিলেন, তখন কতকগুলি ভণ্ড দুরাচার প্রভুর অনুরূপ সম্মান লাভের আশায় নিজেকে ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ঐ সকল লোকের নাম—বাসুদেব শিয়াল, বিষ্ণুদাস কপীন্দ্র মাধব চূড়াধারী ইত্যাদি। ইহারা কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতির অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেন। গৌরগণচন্দ্রিকা, প্রেমবিলাস, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ আছে। সাধারণ জন অবজ্ঞা করিয়া ইহাদের শিয়াল, কপীন্দ্র প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন।

বাসুদেব সার্বভৌম—রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পূর্ব-লীলায় বৃহস্পতি (গৌ° গ° ১১৯)। শ্রীধাম নবদ্বীপে খৃঃ চতুর্দশ শক-শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম। পিতার নাম—মহেশ্বর (নরহরি) বিশারদ।

বাসুদেব নবদ্বীপে সাধারণভাবে পাঠ সমাপ্ত করিয়া মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান। তখন মৈথিলী পণ্ডিতগণ স্বদেশের গৌরব পাছে নষ্ট হয়—এজন্য ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইলেও কিন্তু কাহাকেও গ্রন্থলিপি করিয়া লইয়া যাইতে দিতেন না; এজন্য বঙ্গদেশে ন্যায়ের পঠন পাঠন বন্ধ ছিল। অদ্ভুত-স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব ন্যায়ের সমুদয় গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ * করিয়া স্বদেশে উহা অবিকল লিখিয়া ফেলিয়াছেন। নবদ্বীপে সেই হইতেই প্রথম ন্যায়ের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য স্বরচিত 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থে কিন্তু এমত সমর্থন করেন নাই। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে (ঐ গ্রন্থ ৪০ পৃঃ) সার্বভৌম তাঁহার পিতা নরহরি বিশারদের নিকটেই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই। সার্বভৌম স্বয়ং ষড়্দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন—তৎপুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতির শব্দালোকোদ্দ্যোতের প্রথম শ্লোকেই বিবৃত হইয়াছে যে সার্বভৌম ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতিতে মহাপারদর্শী ছিলেন। সার্বভৌম স্ব-রচিত অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় পিতৃপরিচয়স্থলে বিশারদকে 'বেদান্তবিদ্যাময়াৎ' বিশেষণে মণ্ডিত করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের টীকাকৃৎ হইলেও তিনি স্বয়ং বেদান্তে প্রচুরতর আসক্তিমান্ ছিলেন (পদ্যাবলী ৯৯)। সার্বভৌম নবদ্বীপে অবস্থানকালে তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন ১৪৬০—৮০ খৃঃ মধ্যে। মহাপ্রভুর জন্মকালে নবদ্বীপে রাজভয় উপস্থিত হইলে সার্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পুরীতে যান--ইহা জয়ানন্দের উক্তি। ইনি পুরুযোত্তমদেব (১৪৬৫—৯৬ খৃঃ) ও প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪৯৬—১৫৩৯ খৃঃ) সভা সুদীর্ঘকাল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫৩২ খৃঃ ইনি পুরী ত্যাগ

* গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি। কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ না হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। শলাকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে তিনি সসম্মানে 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেন। [বৈষ্ণব-ইতিহাস ১৬ পৃঃ]

করত বারাণসীতে গিয়াছিলেন (চৈচ মধ্য ১।১৪১, চৈনা ১০)। বাসুদেবের পাণ্ডিত্য-শ্রবণে উৎকলের স্বাধীন নরপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র দেব ইঁহাকে পরম আদরে ও যথেষ্ট বিত্ত দিয়া নীলাচলে লইয়া গিয়া রাজসভাপণ্ডিত করেন। পরিশেষে মহাপ্রভুর কৃপায় প্রেম লাভ করিয়া সার্বভৌম তদীয় ভৃত্যমধ্যে পরিগণিত হন। ইঁহার রচনা—'সার্বভৌম নিরুক্ত'।

বাহুবলীন্দ্র—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৬]

বিজয় দাস—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

যাদব দাস, বিজয় দাস, দাস জনার্দন।

(চৈ° চ° আদি ১২।৬১)

বিজয় দাস আখরিয়া—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল। এজন্য 'আখরিয়া' বলিয়া সকলে ডাকিতেন। মহাপ্রভুকে ইনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। প্রভু ইঁহাকে 'রত্নবাহু' বলিয়া ডাকিতেন। পূর্বলীলায় কুন্দনিধি (গৌ° গ° ১০৩)। মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ-দিনে ইনি প্রভুর মহিমা-দর্শনে ক্ষিপ্ত হন।

শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
'রত্নবাহু' বলি প্রভু নাম থুইলা তাঁর॥

(চৈ° চ° আদি ১০।৬৫—৬৬)

প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেইখানে। প্রভুহস্ত-স্পর্শে কি দেখিল কেবা জানে॥ কারে কিছু না কহিলা প্রভুর আজ্ঞায়। বাহুহীন ভ্রমে সপ্ত দিন নদীয়ায়॥

(ভক্তি ১২।৩৭৭০-৭১)

বিজয়ধ্বজ—পেজাবর-মঠীয় যতি ও শ্রীমধ্ব হইতে সপ্তম অধস্তন। ইনি মধ্বাচার্য-রচিত ভাগবত-তাৎপর্যের ব্যাখ্যা (পদরত্নাবলী), যমকভারত-টীকা, দশাবতার-হরিগাথাস্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণাষ্টক প্রভৃতি রচনা করেন। শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে ও পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনীতে বিজয়ধ্বজ ও ব্যাসতীর্থকে 'বেদবেদার্থবিৎ-শ্রেষ্ঠ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিজয় পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

বিজয় পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।

(চৈ° চ° আদি ১২।৬৫)

বিজয় পুরী—গ্রাম্য- সম্বন্ধে ইনি শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর মাতুল ছিলেন। পূর্বাশ্রমে নবগ্রামবাসী। ইনি 'দুর্বাসা' নামে অদ্বৈত-কর্তৃক অভিহিত হইতেন। অদ্বৈত প্রভুর মাতা শ্রীনাভা দেবী ইহাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীলক্ষ্মীপতির নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত ইনিও ভ্রমণ করিতেন।

মহানন্দ-পুরোহিত একটি ব্রাহ্মণ। নাভাদেবী-ভাই যারে বোলে সর্বজন॥ সে বিপ্র সন্ন্যাসী হইল লক্ষ্মীপতি-স্থানে। 'বিজয়পুরী' নাম তাঁর জানে সর্বজনে॥ মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ বিজয়পুরী। সে সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রভু মান্য করি॥ (প্রেম ২৪।২২৮ পৃঃ)

'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থ-প্রণেতা হরিচরণ দাস ইঁহার নিকট (শ্রীহট্টের নবগ্রামে) অদ্বৈত প্রভুর জীবনী শ্রবণ করিয়া গ্রন্থ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-প্রকাশে (৪।১৪ পৃষ্ঠায়) শ্রীঅদ্বৈতের সহিত ইঁহার কাশীধামে মিলন বর্ণিত আছে। অদ্বৈত-বিলাস (উত্তর তৃতীয় অধ্যায়) বলে যে ইনি অদ্বৈত-মন্দিরে আগমন করত শ্রীঅদ্বৈতের মুখে শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন এবং ভক্তগণের অনুরোধে অদ্বৈতের বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা বর্ণনা করেন।

বিজয়া—নবদ্বীপবাসী দুর্গাদাস মিশ্রের পত্নী। ইঁহার দুই পুত্র—সনাতন ও কালীদাস। প্রেমবিলাস (১৯)-মতে পরাশর কালীভক্ত ছিলেন বলিয়া কালীদাস নাম হয়। সনাতন মিশ্রের কন্যাই—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

বিজয়ানন্দ—পদকর্তা, পদকল্পতরুর ২২৪২ সংখ্যক পদটি শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক। সম্ভবতঃ ইনি আঁখরিয়া বিজয় দাস 'রত্নবাহু' হইবেন।

বিজুলী খাঁন—(পাঠান বৈষ্ণব) ইনি রাজার ন্যায় ধনশালী জনৈক মুসলমানের পুত্র। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ ধামে আসিবার সময়ে একস্থানে বংশীধ্বনি শ্রবণ করত প্রেমে অচেতন হইয়া পড়েন। এই বিজলী খাঁন ১০ জন অশ্বারোহী পাঠান ভৃত্যসঙ্গে এই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। ভৃত্যগণের মধ্যে জনৈক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি (পরে বৈষ্ণব নাম 'রামদাস' হয়) প্রভুর মহিমা বুঝিতে পারিয়া শ্রীচরণাশ্রয় করেন। রামদাসের উদ্ধার হইলে বিজলী খাঁনও প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রিত হন।

আর এক পাঠান নাম বিজলী খাঁন। অল্পবয়স তাঁর, রাজার কুমার॥

রামদাস আদি পাঠান চাকর তাঁহার ॥ 'কৃষ্ণ' বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়। প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায় ॥ তাঁসবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা। সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥ 'পাঠান বৈষ্ণব' বলি হইল খ্যাতি। সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত। সর্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব ॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৮।২০৭—২১২)

বিট্‌ঠলনাথ বা **বিট্‌ঠলেশ্বর**—প্রসিদ্ধ বল্লভাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বল্লভী সম্প্রদায়ের অধিকর্ত্তা হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভজন করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনে গাঠুলিগ্রামে ইনি শ্রীশ্রীগোপালজীর সেবা করিতেন। চরিতামৃত মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদে উক্ত গোপালজীর প্রাকট্য-কাহিনী লিখিত আছে। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী দ্বারাই প্রথমতঃ শ্রীগোপাল প্রকট হন। মহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতে আরোহণ করিতেন না, তথাপি শ্রীগোপালজীকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে গোপাল প্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন। পূর্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপালজীর সেবা করিতেন। পরে দুইজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব বৃন্দাবনে আসিলে পুরী গোঁসাই তাঁহাদের উপর সেবাভার প্রদান করেন। (মাধবেন্দ্রপুরী দেখ)

'ভক্তিরত্নাকরে' জানা যায়—উক্ত গৌড়ীয়দ্বয়ের স্বধাম-গমনের পরে—

শ্রীদাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি'। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী ॥ (ভক্তি ৫।৮১৫)

শ্রীদাস গোস্বামী তদীয় স্তবাবলীতে শ্রীগোপাল-স্তবরাজে (১৩, ১৪) এবং শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীগোপাল-দেবাষ্টকে (৭) নামতঃ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির অজীর্ণ হইলে বিট্‌ঠলনাথ দুই জন বৈদ্য আনিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

শ্রীবল্লভ-পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ-শুনি'। দুই চিকিৎসক লইয়া আইলা আপনি ॥ (ভক্তি ৫।৫৭৭)

শ্রীনিবাস আচার্য যখন শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণে গমন করিতে করিতে ঐস্থানে উপনীত হন, তখন বিট্‌ঠলনাথ পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিট্‌ঠলনাথ যে মহাপ্রভুর ভক্ত, তাহার প্রমাণ—

বিট্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ। তাঁহার দর্শনে হইল পরম আগ্রহ ॥ (ভক্তি ৫।৮০৪)

যবনের ভয়ে শ্রীশ্রীগোপালজীকে বিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহেই এক মাস লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে। একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে ॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৪৭)

ঐ সময়ে শ্রীরূপ বহু ভক্তের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গিয়া শ্রীগোপালজীকে দর্শন করিতেন। এই গোপালজী এক্ষণে নাথদ্বারে আছেন। বি-বি-সি-আই রেলের নাথদ্বার ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। এরূপ ঐশ্বর্যময় সেবা ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই।

বিট্‌ঠলনাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রচিত প্রেমামৃত-রসায়নের টীকা ও 'বিদ্বন্মণ্ডন' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত ইনি স্বসংপ্রদায়ের পোষক শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যপূর্ত্তি, বিবৃতিপ্রকাশ, নিবন্ধপ্রকাশপূর্ত্তি, শৃঙ্গার-রসমণ্ডন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫০৮ শকে ইনি অন্তর্হিত হন।

বিদ্যানন্দ—কুলীনগ্রামবাসী।

(চৈ° চ° আদি ১০।৮০)

ইনি কাটোয়ার মহোৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। (প্রেম ১৯)

বিদ্যানন্দ পণ্ডিত——শ্রীদাস গদাধরের কৃপাপাত্র। 'নরহরি-শাখা-নির্ণয়ে' উক্ত আছে—

'বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম অতি অকিঞ্চন। গদাধর দাস ঠাকুরের কৃপার ভাজন ॥ কণ্টকনগর হয় মহাপ্রভুর স্থান। তোমার সেবায় তুষ্ট হবেন গৌর ভগবান ॥ ঠাকুরের এই আজ্ঞায় ঠাকুর লইয়া আইলা। বনের ভিতর এক চুপরী বনাইলা ॥ ভিক্ষার চাউল আর তোলে বন্যশাক ॥ তাঁহার ঘরণী যত্নে করে অন্ন পাক ॥ সেই ভোজনে তুষ্ট হন শচীর নন্দন।'

কথিত আছে যে কুলাইগ্রামের দৈত্যারি ও কংসারি ঘোষ স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিন মূর্ত্তি শ্রীগৌর-বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া স্বগুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে সমর্পণ করেন। ছোট ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, বড়ঠাকুর কাটোয়ায় ও মধ্যমটি গঙ্গানগর (ভাগ্‌কোলায়) প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীদাস গদাধরের কৃপা-প্রেরণায় বিদ্যানন্দ পণ্ডিত বড় মূর্ত্তিটী আনিয়া সেবা করিতেছিলেন। তার পর—

'একদিন বীরচন্দ্র গোঁসাই তথা

আইলা। পণ্ডিতের সেবা দেখি সন্তুষ্ট হইলা॥ বিদ্যানন্দে আজ্ঞা দিলা না যাহ ভিক্ষাতে। ঘরে বসি সুসার হবে তোমার সেবাতে॥ সংক্রান্তি পূর্ণিমায় যাত্রী আইসে সকল। তাদের ভিক্ষায় পূর্ণ হয় পণ্ডিতের ঘর॥ কেহ জলাধার দেয়, সুবর্ণের ঝারি। রত্নভূষণ কেহ কেহ ভোজনের ঝালি॥ কাহাকেও আজ্ঞা দেন মন্দির তুমি দেহ। দিনে দিনে সেবা বাঢ়ে, অপূর্ব কথা এহ॥'

বিদ্যানিধি——'পুণ্ডরীক' দেখুন।

২ শ্রীগৌর-পার্ষদ, নব নিধির অন্যতম। (গৌ° গ°১০২-৩)

বিদ্যাপতি—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। [কাহারও মতে ইনি মিথিলা-প্রবাসী বাঙ্গালী।] ইনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—পদাবলী, পুরুষ-পরীক্ষা, কীর্ত্তিলতা, লিখনাবলী, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গা-বাক্যাবলী বিভাগসার, গয়াপত্তন, গোরক্ষ-বিজয়-নাটক ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। বিদ্যা-পতির অনেক গীতই তাহার আশ্রয়-দাতা 'শিবসিংহ' ও মহিষী 'লছিমা' দেবীর নামাঙ্কিত আছে। প্রবাদ আছে যে লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যা-পতির নিগূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিতা স্ফুরণ হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুগম্ভীর গম্ভীরা-লীলায় বিদ্যাপতির পদামৃত আস্বাদন করিয়াছেন—ইহাই তদীয় পদাবলীর সর্বাকর্ষণ-শীলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পদাবলী-সাহিত্যপ্রসঙ্গে বিদ্যা-পতির সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ জ্ঞাতব্য। নেপালে বিদ্যাপতি-রচিত 'গোরক্ষ-বিজয়নাটকের' পুঁথি আছে; তাহাতে শিষ্য গোরক্ষনাথ-কর্ত্তৃক কামিনীমোহ-পাশবদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের উদ্ধার-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহার গানগুলি ব্রজবুলিতে এবং অন্যান্য অংশ সংস্কৃত ও প্রাকৃতে। মিথিলায় ভৈরবেশ্বর শিবের উৎসব-উপলক্ষে রাজা শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি এই সংগীত-নাটক রচনা করিয়া-ছিলেন, সুতরাং রচনাকাল ১৪১৬ খৃঃ পূর্বে। এই কাহিনীটী ভক্তমালে (১৪।৬) 'গোরক্ষনাথ-মীননাথ'-প্রবন্ধেও পাওয়া যায়; [বিশ্বভারতী পত্রিকা (১২।৪) বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ]।

বিদ্যাভূষণ—(বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত) গৌড়দেশ-বিভূষণ মহাজন।

বিদ্যাবাচস্পতি—মহেশ্বর (নরহরি) বিশারদের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা—বিষ্ণুদাস। ইনি নবদ্বীপ হইতে উঠিয়া কুমারহট্টে শ্রীপাট করেন। মহাপ্রভু সর্বপ্রথম যখন পুরী হইতে গৌড়ে আসেন, তখন বিদ্যানগরে ইঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু অসংখ্য লোকসমাগম হইতে থাকিলে প্রভু রাত্রিকালে ঐস্থান হইতে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে গমন করেন। (বাসুদেব সার্বভৌম দেখ)।

শ্রীবিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি। যাঁর জ্যেষ্ঠ সার্বভৌম নীলাচলে স্থিতি॥ (ভক্তি ১২।৩৮৬৫)

ইনি শ্রীসনাতন-প্রভুর বিদ্যা-গুরু (ভক্তি ১।৫৯৮)। 'তত্ত্বচিন্তামণির টীকাকার [বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ৫১—৫২ পত্র দ্রষ্টব্য]।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণ-কাণ্ডে ১ম ভাগে ধৃত কুলপঞ্জিকার মতে ইঁহার নাম—রত্নাকর বিদ্যা-বাচস্পতি। ['নরহরি বিশারদ' দ্রষ্টব্য]। ইনি ব্রজের সুমধুরা (গৌ° গ° ১৭০)।

বিদ্যাবিরিঞ্চি—জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে আছে—মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে নবদ্বীপে রাজভয় উপস্থিত হইলে সার্বভৌম প্রভৃতি দেশত্যাগী হন। রাজভয়সত্ত্বেও বিদ্যাবিরিঞ্চি ও বিদ্যানন্দ নবদ্বীপে রহিয়া গেলেন। 'বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যানন্দ নবদ্বীপে। ভট্টাচার্য-শিরোমণি সভার সমীপে'॥ কুলপঞ্জীমতে ইহারা দুই জনই সার্বভৌমের ভ্রাতা। পরিষৎ-পুঁথিতে বিদ্যাবিরিঞ্চির নাম কৃষ্ণ, পুরা নাম ছিল—কৃষ্ণানন্দ (রাজসাহীর পুঁথি ১১৮।২ পত্র)।

বিধু চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বিধু চক্রবর্ত্তী আর কমলাকান্ত কর। (প্রেম ২০)

বিধুমুখী দেবী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর খুল্লতাত কালীদাস মিশ্রের পত্নী। 'কৃষ্ণমঙ্গল'-রচয়িতা মাধব মিশ্রের মাতা। (প্রেম ১৯)

বিনোদ ঠাকুর—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পৌত্র বংশী ঠাকুর, বংশীর পুত্র ঠাকুর বিনোদ। ইনি শ্রীখণ্ড হইতে বীরভূম জেলার আদমপুর গ্রামে গিয়া বসতি করেন এবং শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিগ্রহ ১৩৫২ সালের ২০শে আশ্বিন আবার

শ্রীখণ্ডে আনীত হইয়া হরিরাম ঠাকুরের উত্তরাধিকারিগণ-কর্তৃক সেবিত হইতেছেন।

বিনোদ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৪]

বিনোদ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

কৃষ্ণসিংহ, বিনোদ রায়, ফাগু চৌধুরী। সংকীর্ত্তনে নাচে যেঁহো বলি 'হরি হরি'॥ (প্রেম ২০)

জয় শ্রীবিনোদ রায় বিনোদ বন্ধানে। করয়ে নর্ত্তন প্রেমে মাতি সংকীর্ত্তনে॥ (নরো ১২)

বিন্দুদাস— পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

বিপিনবিহারী গোস্বামী— বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঘনাপাড়া-বাসী। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীরামাই গোস্বামির অন্বয়ী। 'দশমূলরস', হরিভক্তি-তরঙ্গিণী, হরিনামামৃতসিন্ধু ও বিষ্ণুসহস্রনামের অনুবাদ প্রভৃতি ইহাঁর রচনা। ঊনবিংশ-শক-শতাব্দীর প্রথম পাদেও জীবিত ছিলেন।

বিপ্রদাস—শ্রীনরোত্তমের শিষ্য। শ্রীপাট—গোপালপুরের সন্নিধানে পাছপাড়ায়। পত্নীর নাম—ভগবতী। পুত্রের নাম--যদুনাথ ও রমানাথ।

গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম। তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম॥ (ভক্তি ১০।১৯৩)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইঁহারই ধান্যগোলা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

আর শাখা বিপ্রদাস নাম মহাভাগ। যাঁর ধান্যগোলায় গৌরাঙ্গ হইল লাভ॥ তাঁহার পত্নীর নাম—ভগবতী হয়। তাঁহারে করিলা কৃপা ঠাকুর মহাশয়॥ তাঁর দুই পুত্র হয় পরম সুন্দর। যদুনাথ, রমানাথ—ভক্তি-রত্নাকর॥ (প্রেম ২০)

বিপ্রদাস ঘোষ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ১১৭৫ সংখ্যক পদটি গোষ্ঠ-যাত্রা-বিষয়ক।

বিমলা দেবী—প্রসিদ্ধ গৌরীদাস পণ্ডিতের বনিতা। ইঁহার দুই পুত্র—বলরাম ও রঘুনাথ।

বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী—১২৮০ বঙ্গাব্দে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে পুরীধামে আবির্ভাব। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন। বিখ্যাত জ্যোতিষী, তেজস্বী ও বাগ্মী। ভারতের বহুস্থানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারক ও মঠ-সংস্থাপক। বাঙ্গালা, উৎকল ও হিন্দীভাষায় বহু সংবাদপত্রের পরিচালক, জ্যোতিষ-বিষয়ে গবেষণা-মূলক পত্রিকার সম্পাদক। রেঙ্গুনে ও লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতা। বিবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রকাশক। দীক্ষামাত্রেই নরমাত্রের দ্বিজত্ব-সমর্থক। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ১৬ই পৌষ কৃষ্ণা চতুর্থীতে অপ্রকট হন।

বিলাস আচার্য - চট্টগ্রামের বেলেটী-গ্রামবাসী। ইনি তত্রত্য চিত্রসেন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁরই পুত্র শ্রীমাধব মিশ্র, যিনি পঞ্চতত্ত্বের একতম শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির পিতা। (প্রেম ২৪)

বিল্বমঙ্গল—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিমতীর-নিবাসী পণ্ডিত, কবীন্দ্র ও ব্রাহ্মণ-বংশ্য ছিলেন। জন্মান্তরীণ দুর্বাসনা-বশতঃ ইনি ঐ নদীর পূর্বতীর-বাসিনী চিন্তামণি-নামিকা বেশ্যার সঙ্গ করিয়া তাহাতে এত আসক্ত হইয়াছিলেন যে বর্ষা-কালের অন্ধকারময় রজনীতে নিজের পিতৃশ্রাদ্ধ-দিবসেও প্রচুরতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত অনেক কষ্টে মৃত-দেহাবলম্বনে উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষোভিত নদী উত্তীর্ণ হইয়া চিন্তামণির গৃহে দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া ভিত্তি-গর্ত্তে অর্দ্ধ-প্রবিষ্ট সর্পের পুচ্ছাবলম্বনে প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্বক প্রণালী-মধ্যে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। অনু-সন্ধানে তত্রত্য দাসীগণ জানিল যে এত গভীর রাত্রিতেও বিল্বমঙ্গল আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। চিন্তামণি সেবাশুশ্রূষা করত তাঁহাকে নির্বেদে বলিয়া ফেলিলেন—'হে ব্রাহ্মণকুমার! আমার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা, তুমি যদি ভগবানের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইতে, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা পাইতে।' বিল্বমঙ্গল সেই রাত্রি তথায় কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে নিকটবর্ত্তী সোমগিরি গুরুর আশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া অনন্যভাবে শ্রীগুরুসেবা করত ব্যাকুলতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ হইতে থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে যে শ্লোকমালা নির্গলিত হইতেছিল, তাহাই সঙ্গীয় লোকগণ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক সুললিত গ্রন্থাকারে প্রকটিত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গলের শ্রীগুরু-দত্ত নাম—লীলাশুক।

কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি

ত্রিভুবনে। যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে॥ সৌন্দর্য, মাধুর্য, কৃষ্ণলীলার অবধি। সেই জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

[চৈ° চ° মধ্য ৯।৩০৭—৮]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু গম্ভীরা-লীলায় রাত্রিদিন এই গ্রন্থের আস্বাদন করিয়াছেন।

বিশারদ—মহেশ্বর (নরহরি); সার্ব-ভৌমের পিতা। [চৈ° ভা° মধ্য ২১।৬]

বিশুদ্ধানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রাতা। (প্রেম ২৪)

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—(মহামহোপাধ্যায়)—১৫৭৬ শকে (মতান্তরে ১৫৮৬ শকে) মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘি থানার অধীন দেবগ্রামে জন্ম হয়। পিতা—রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। দেবগ্রামে প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া সৈদাবাদে আসিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমে গুরুপ্রণালী-প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে বালুচর গাম্ভীলানিবাসী শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শাখা শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার পরম গুরু এবং তৎপুত্র শ্রীরাধারমণ—তাঁহার দীক্ষাগুরু।

কৃষ্ণচরণ সৈদাবাদনিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের পুত্র ও বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির দত্তক পুত্র। তিনি পরিণত বয়সে সৈদাবাসে বাস করত ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। বিশ্বনাথ ইঁহারই নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতাদি অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে—বিশ্বনাথ এস্থানে থাকিয়াই বিন্দু, কিরণ, কণা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অলঙ্কার-কৌস্তুভের টীকাও এস্থানে লিখিত। অপ্রাপ্ত বয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না। কথিত আছে--ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া স্বগুরুর আদেশে একবারমাত্র গৃহে আসিয়া স্বীয় ভার্য্যার সহিত একরাত্রি যাপন করেন—কিন্তু সারারাত্রি সাধ্বী পত্নীকে শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃত পান করাইয়া পরদিন প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া তাৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের কর্ণধার হইলেন এবং বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের প্রচুরতর কল্যাণ সাধন করেন। তিনি যথাসময়ে বেশাশ্রয় করত 'হরিবল্লভ' নাম ধারণ করেন। [মতান্তরে তিনি আদৌ বেশাশ্রয় করেন নাই।] তিনি একাধারে প্রগাঢ় পণ্ডিত, মহা-দার্শনিক, পরম ভক্ত, রসবিৎ, শ্রেষ্ঠ কবি ও বৈষ্ণব-চূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার নাম সার্থকতা দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচিত হয়—

'বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম-প্রদর্শনাৎ। ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াঽভবৎ॥'

কথিত আছে—তিনি যেস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিতেন, তথায় বর্ষার জল লাগিত না। এমন কি উত্তরকালে শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় মানসগঙ্গায় ডুবিয়া তিন চারি দিন পরে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের লিখিত পুঁথির জলস্পর্শশূন্য অবস্থায় সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা—

টীকা—(১) শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী', (২) গীতার সারার্থ-বর্ষিণী', (৩) উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা, (৪) ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর 'ভক্তিসার-প্রদর্শিনী', (৫) গোপালতাপনীর 'ভক্তহর্ষিণী', (৬) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (৭) দানকেলি-কৌমুদীর 'মহতী', (৮) আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূর 'সুখবর্ত্তনী', (৯) অলঙ্কার-কৌস্তুভের 'সুবোধিনী', (১০) হংসদূতের টীকা (?) (১১) চৈতন্য-চরিতামৃতের টীকা, (১২) প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকার টীকা ইত্যাদি।

স্বরচিত মূলগ্রন্থ—(১) শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত, (২) শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত, (৩) ঐশ্বর্যকাদম্বিনী, (৪) স্তবামৃত-লহরী, (৫) সিন্ধুবিন্দু, (৬) উজ্জ্বল-কিরণ, (৭) ভাগবতামৃতকণা, (৮) রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা, (৯) মাধুর্য-কাদম্বিনী, (১০) গৌরগণস্বরূপ-তত্ত্ব-চন্দ্রিকা, (১১) চমৎকারচন্দ্রিকা ও (১২) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।

ইঁহার স্থাপিত বিগ্রহ শ্রীগোকুলা-নন্দজীউ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতে-ছেন। মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীরাধাকুণ্ডে ইনি অন্তর্হিত হন। শ্রীবৃন্দাবনে পাথরপুরায় ইঁহার সমাধি ছিল, বর্ত্তমানে তাহা গোকুলানন্দে অপসারিত হইয়াছে। ইঁহার বংশ-ধরগণ অদ্যাপি বালুচরে বাস করেন।

বিশ্বনাথ দাস—শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য। বৈষ্ণব নাম—শ্যামমনোহর।

[র° ম° দক্ষিণ ১০।৫৮]

বিশ্বম্ভর—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

বিশ্বম্ভর দাস—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ৭৪৩ ও ১১৯৯ সংখ্যক পদ। ২ 'জগন্নাথ-মঙ্গল'-প্রণেতা।

বিশ্বম্ভর পাইন—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট হাটবাসী-গ্রামে বাস করিতেন। সঙ্গীতমাধব, ভক্তরত্নমালা, কন্দর্পকৌমুদী, বৃন্দাবনপ্রাপ্ত্যুপায়, প্রেমসম্পুট প্রভৃতি রচনা করেন। পণ্ডিত ও ভক্তকবি। [ব-সা-সে]

বিশ্বরূপ—শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ [অন্য নাম শঙ্করারণ্য], পূর্বলীলায় লক্ষ্মণ ও সঙ্কর্ষণ। ইনি ষোড়শ-বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করত কাশীতে শ্রীকৃষ্ণভারতীর * নিকট সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করত তীর্থ-পর্যটন করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে অন্তর্হিত হন। ইনি স্বীয় তেজঃ পুরীশ্বরকে দিয়া নিত্যানন্দে সমর্পণ করেন। [চৈতন্যচন্দ্রোদয় ১।৮, গৌ° গ° ৫৮—৬৪]

বৈরাগ্য ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা (চৈভা আদি ২।১৪২), তৈর্থিকবিপ্রের সহিত সাক্ষাৎকার, কথোপকথন, চরণ স্পর্শ করত তৃতীয়বার রন্ধন করিতে অনুরোধ এবং তৎপরে নির্বিঘ্নে ভোজন সমাধান ও গৌরগোপালমূর্ত্তি-দর্শনাদিপ্রসঙ্গ (ঐ আদি ৫।৭৯—১১০), সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তিপর ব্যাখ্যাস্ফুরণ (ঐ আদি ৭।১০—১১) নিমাইর অলৌকিক আচরণে বিস্ময় ও প্রকৃত তত্ত্বস্ফুর্তি (ঐ ৭।১২—১৫), অদ্বৈতসভায় যাতায়াতাদি (ঐ ৭।২৯—৭০), মাতাপিতার বিবাহোদ্যোগে গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ (ঐ ৭।৬৮—৭১) শঙ্করারণ্যনাম-গ্রহণ। মিশ্র-দম্পতির নিদারুণ দুঃখ (ঐ আদি ৭।৭৪—৯৫) ইত্যাদি।

* শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে (১২—২২)

তত্রৈকো বৈষ্ণবো নাম্না শ্রীকৃষ্ণভারতিস্তথা। সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-পাদপদ্মাসবালিবৎ॥ বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং নৃপোত্তম! কারয়ামাস সন্ন্যাসং ভারতির্বিশ্বরূপকম্॥

বিশ্বাস—ম্লেচ্ছ অধিকারীর কর্মচারী। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন-সময়ে উড়িষ্যারাজ্যে যখন প্রবেশ করিতে যান, সেই সময় উভয় রাজার যুদ্ধ হইতেছিল, এজন্য উড়িষ্যার সীমা-রক্ষক 'মহাপাত্র'-নামক জনৈক কর্মচারী মুসলমান অধিকারীর সহিত সন্ধি করিয়া প্রভুর গমনের সুবিধা অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলে ওদিকে মুসলমান অধিকারী গুপ্তচর দ্বারা মহাপ্রভুর আগমন ও মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন জন্য ব্যাকুল হন এবং উক্ত বিশ্বাস-নামক স্বীয় কর্মচারীকে উড়িষ্যার সীমারক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দেন।

বিশ্বাস মহাশয় প্রভুর দর্শন মাত্র প্রেমোল্লাসে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া বিহ্বল হইয়া শ্রীচরণে পতিত হয়েন। পরে মুসলমান অধিকারীর নিবেদন মহাপাত্রকে জানাইলে তিনি বলিলেন—

'ভাগ্য তাঁর আসি করুক প্রভুর দরশন।' (চৈ° চ° মধ্য ১৬।১৭৬)

কিন্তু মহাপাত্র রাজকর্মচারী, সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। পাছে প্রভুর দর্শন ছল করিয়া কিছু অনর্থ ঘটায়, এজন্য বলিলেন—

প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া। আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া॥ [ঐ ১৭৭]

বিশ্বাস মহাশয় মহানন্দে ম্লেচ্ছ অধিকারীকে প্রভুর দর্শনবার্ত্তা দিবার জন্য গমন করিলেন এবং পরে সেই ম্লেচ্ছও ভক্ত হইয়াছিলেন।

বিশ্বাস দেবী—মিথিলার রাণী বিশ্বাসদেবী 'গঙ্গাবাক্যাবলী' রচনা করিয়াছেন। ইহা একটি স্মৃতিগ্রন্থ। ইনি পদ্মসিংহ রাজার স্ত্রী ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে গঙ্গাবাক্যাবলীর শেষ শ্লোকই প্রমাণ—কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতি-স্বরিণা। গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা॥

বিশ্বেশ্বর আচার্য—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বৈবাহিক। ইঁহার পত্নীর নাম—মহালক্ষ্মীদেবী। ইঁহার পুত্র মাধবাচার্যের সহিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বিবাহ হয়। বিশ্বেশ্বরের বন্ধুর নাম—ভগীরথ আচার্য। উভয়ের একই গ্রামে নিবাস। বিশ্বেশ্বরের পত্নীবিয়োগ হইলে ভগীরথের পত্নী জয়দুর্গার হস্তে পুত্র মাধবকে সমর্পণ করিয়া তিনি সন্ন্যাস লইয়া কাশীধামে গমন করেন (প্রেম ২১)।

পূর্বলীলার দিবাকর (গৌ° গ° ১১৩)

বিশ্বেশ্বরানন্দ—শ্রীগৌর-পার্ষদ।

বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দো বিশ্ব-পরকাশ। মহাপ্রভু-পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস॥ (বৈষ্ণব-বন্দনা)

বিষ্ণাই হাজরা—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। ব্রজের কলবিঙ্ক।

বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৫০)

বিষ্ণুদাস—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পুরী-

ধামে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন।

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস। এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস। (চৈ° চ° আদি ১০।১৫১)

২—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। ইঁহারা তিন ভ্রাতা।

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই। পূর্বে যার ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই ॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৪৩)

৩—গৌরভক্ত; মূলতানবাসী কৃষ্ণদাসের শিষ্য।

৪—উড়িষ্যাবাসী, মহাপ্রভুর ভক্ত। দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু পুরীধামে উপস্থিত হইলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুকে ইঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুদাস – ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ ॥ (চৈ° চ° মধ্য ১০।৪৫)

৫—(শ্রীবেড়য়া ?)—শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৫)

৬ শ্রীকবিরাজ গোস্বামির শিষ্য। উজ্জ্বলনীলমণির উপর স্বাত্মপ্রমোদিনী-নামক বিস্তৃত টীকা করিয়াছেন।

৭ মনোদূত-কাব্য-রচয়িতা। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের মাতুল বলিয়া কথিত (Vide C H. Chakravarti's Introduction pp 4-5).

বিষ্ণুদাস আচার্য—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

ভাগবতাচার্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য ॥ (চৈ° চ° আদি ১২।৫৮)

ইনি খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। (ভক্তি ১০।৪০৩)

বিষ্ণুদাসাচার্য দুই জন। একের সন্তান মাণিক্যডিহির গোস্বামিগণ *। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণী। এই বিষ্ণুদাস শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর পুত্র বলিয়া প্রকাশ। 'সীতাগুণকদম্ব'-নামক সীতাদেবীর জীবনীমূলক গ্রন্থের প্রণেতা। অন্যের সন্তান কাঁদিখালির গোস্বামিগণ—ইহারা রাঢ়ী শ্রেণী। এই দুই গ্রাম ভাগীরথী-তটে অদ্যাপি বর্ত্তমান।

বিষ্ণুদাস কপীন্দ্র—কায়স্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে পরিত্যাজ্য।

আর এক কায়স্থ পাপী নাম বিষ্ণুদাস। আপন ঐশ্বর্য বঙ্গে করয়ে প্রকাশ ॥ বলে—'আমি রঘুনাথ বৈকুণ্ঠ হইতে। জগৎউদ্ধারার্থ উপস্থিত অবনীতে ॥ হনুমান অঙ্গদাদি যত কপীন্দ্রগণ। সকল আমার ভক্ত জানে সর্বজন ॥' নানা ছলে লোক নষ্ট করে দুরাচার। 'কপীন্দ্র' বলিয়া নাম হইল তাহার ॥ সেই কপীন্দ্র হৈলা মহাপ্রভুর ত্যাজ্য। মহাপ্রভুর ভক্তগণের হইল অগ্রাহ্য ॥

(প্রেম ২৪)

স্বমত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার। কহয়ে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশেতে প্রচার ॥ কেহ কহে রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম। মল্লিক খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তার সম ॥ সে পাপিষ্ঠ আপনাকে 'গোপাল' কহায়॥ প্রকাশি রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায় ॥

(ভক্তি ১৪।১৬৫—১৬৮)

বিষ্ণুদাস কবিরাজ—বৈদ্য। কুমারনগরে শ্রীপাট। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

আর শাখা বিষ্ণুদাস কবিরাজ। বৈদ্যবংশ-তিলক, বাস কুমারনগর ॥ (প্রেম ২০)

বিষ্ণুদাস পূজারী—পূর্বে মণিপুরবাসী, পরে রাজপুতানায় ঘাটিতে (জয়পুরে) শ্রীগোবিন্দজীউর পূজারী ছিলেন। 'শ্রীগোবিন্দার্চনচন্দ্রিকা' নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অনুরূপ এক বিরাট ষোড়শোল্লাসাত্মক স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতা। বেঙ্কটেশ্বর (মুম্বই)-প্রেস হইতে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরী—শ্রীচৈতন্য - প্রেমকল্পতরুর যে, নয়জন মূলস্বরূপ সন্ন্যাসী ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একজন।

বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ। (চৈ° চ° আদি ৯।১৪)

ইনি 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভক্তমাল (১৩শ) ইঁহার জীবন-প্রসঙ্গ বিবৃত করিয়াছে। পদ্যাবলীতে (৯, ১০) তৎকৃত শ্লোকদ্বয় সমাহৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা। রাজা চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়ের মাতা এবং রাঘবেন্দ্র রায়ের গৃহিণী।

তাঁহার ঘরণী হয়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁহারে করিলা শিষ্যা সদয় হইয়া ॥ (প্রেম ২০)

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যা। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির কন্যা। ইনি পিতার নিকট দীক্ষা লন। মাতার নাম—নারায়ণী দেবী। ইনি

---

* এই বিষ্ণুদাস আচার্য 'সীতাগুণকদম্ব'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলিয়া দ্বারভাঙ্গা মিথিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রীর মত। তিনি আরও বলেন যে এই বিষ্ণুদাস শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্বাশ্রমের সন্তান।

শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীচক্রবর্তির পত্নী নাম মহামায়া। জগৎবিদিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী॥ বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তিরাশি। শ্রীরাধানুগৃহীতা যে রাধাকুণ্ডবাসী॥ (নরো ১২)

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়া পত্নী। পূর্বের ভূশক্তি ও সত্যভামা। [গৌ° গ° ৪৮]

দুর্গাদাস মিশ্র
- সনাতন মিশ্র
  - বিষ্ণুপ্রিয়া
- কালীদাস মিশ্র
  - মাধব আচার্য
    - যাদব আচার্য

[মতান্তরে—দুর্গাদাস মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া এবং পুত্র যাদব মিশ্র, যাদবের পুত্র—মাধব]। প্রেমবিলাস-মতে যাদবাচার্য বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তির সেবা করেন। যাদবাচার্যের বংশধরগণ 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার' বলিয়া কথিত।

বিষ্ণুপ্রিয়ার আশৈশব আচরণ—প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান, পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তিমতী, শচীমাতার আশীর্বাদ-লাভ (চৈভা আদি ১৫।৪৬—৪৮)। কাশীনাথ পণ্ডিতের ঘটকত্বে বিষ্ণু-প্রিয়া-বিশ্বম্ভরের বিবাহাদি (ঐ আদি ১৫।৪৯—২১৪)। সন্ন্যাস-শ্রবণে প্রিয়াজির অবস্থাদি ও বিশ্বম্ভরের সান্ত্বনা (চৈম মধ্য ১২। ১—৪০)।

জগদানন্দ-মুখে মহাপ্রভু বিষ্ণু-প্রিয়ার বার্ত্তা শুনিতেছেন—(অদ্বৈত-প্রকাশ ২১) প্রত্যহ প্রত্যূষে শচী-মাতাসহ গঙ্গাস্নান, সারাদিন গৃহ মধ্যেই থাকেন, চন্দ্রসূর্যও মুখ দেখে না; ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইতে গেলে শ্রীচরণ-ব্যতীত মুখ দেখিতে পায় না, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনেনা। ম্লানমুখ, সদা অশ্রুপাত, শচীমাতার অবশেষ পাইয়া জীবনধারণ, অবসরকালে বিরলে নামকীর্ত্তন—হরিনামামৃতে মহারুচি—গৌরের চিত্রপট নির্মাণ করত প্রেমভক্তি-মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিভৃতে সুসেবন—গৌরপদে আত্মসমর্পণাদি অনন্ত গুণ প্রিয়াজীতে বর্ত্তমান।

প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী দেবী বিষ্ণু-প্রিয়ায় অতিমর্ত্ত্য সহধর্মিণীর আদর্শ—'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে শ্রীপ্রভু-মুখে উচ্চারিত সহিষ্ণুতার আদর্শ—প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারীর ইতি-কর্ত্তব্যতার জলন্ত আদর্শ প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে। অহো! দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বক্ষো-বিলাসিনী হইয়াও কখনও সম্ভোগ-বাদের প্রশ্রয় দেন নাই। শিক্ষাষ্টকের প্রতি শ্লোকই কি এই দেবীতে মূর্তিমান আদর্শ হইয়া বিরাজমান ছিল!! ভক্তিরত্নাকর চতুর্থ তরঙ্গ-মতে (৪৮—৫২) বিরহিণী বিষ্ণু-প্রিয়ার দৈনন্দিন চরিত্র—

'প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণ চতুর্দশীর প্রায় হৈল অতিক্ষীণ॥ হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুকে অর্পয়॥ তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেন রাখয়ে জীবন॥'

শ্রীনিবাস আচার্যের প্রতি কৃপা-বিস্তার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ (ভক্তি ৪।২৫—৩৬)। শ্রীনিবাসের মস্তকে বাৎসল্যানুগ্রহে শ্রীচরণদানাদি (ঐ ৪।৪৪—৪৬)। প্রেমবিলাস (৫) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম-ভজনের কাহিনী বলিতেছেন—

'ঈশ্বরীর নাম-গ্রহণ শুন ভাই সব। যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥ নবীন মৃৎভাজন আনে দুই পাশে ধরি। এক শূন্য পাত্র আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি॥ একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ-অন্তর॥ তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত লয়েন হরিনাম। তাতে যে তণ্ডুল হয়, লৈয়া পাকে যান॥ সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া। ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥ রাত্রিদিন হরিনাম প্রভুর সংখ্যা যত। সে চেষ্টা বুঝিতে নারি, বুদ্ধি অতিহত॥ প্রভুর প্রেয়সী যেঁহো তাঁহার কি কথা। দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্বথা॥ তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি। নাম লয়েন তাহে রোপণ করেন প্রভুর শক্তি॥'

বিহারীদাস বৈরাগী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বিহারী দাস বৈরাগী আর গোকুলানন্দ॥ (প্রেম ২০)

জয় বিহারী দাস বৈরাগী ঠাকুর। অতি অকিঞ্চন বেশ, চরিত্র মধুর॥ (নরো ১২)

বিহারীলাল গোস্বামী—ভাজন-ঘাটের স্বনামধন্য শ্রীকানুঠাকুরের

বংশধর। 'শ্রীশ্রীকানুতত্ত্বনির্ণয়'-প্রণেতা।

বীরচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র [প্রথম খণ্ড ৭৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

২ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য মাড়োগ্রাম-বাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইনি শ্রীগোপালচম্পূ ও পদ্যাবলীর টীকা করিয়াছেন (১৮০০ শকাব্দা)।

বীর দর্পনারায়ণ—কাছাড়ের রাজা, ইনি ১৫৫৩ শকে দশাবতার মূর্ত্তি চিহ্নিত করিয়া এক শঙ্খ নির্মাণ করাইয়াছেন।

বীরভদ্র—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য।

বীরভদ্র, রাধামোহন, শাখা হলধর॥ (প্রেম ২০)

বীরভদ্র গোস্বামী—'বীরচন্দ্র' ও 'জগৎদুর্লভ' নামেও খ্যাত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র। বসুধা দেবীর গর্ভে অগ্রহায়ণী শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে আবির্ভাব। পয়োব্ধিশায়ী, নিশঠ ও উল্মুক। [গৌ° গ° ৬৭]।

বীরভদ্র

গোপীজনবল্লভ রামকৃষ্ণ রামচন্দ্র কন্যা ভুবনমোহিনী

(স্বামী পার্বতীনাথ, ফুলিয়ার মুখুটি)

কেহ বীরভদ্র কহে, কেহ বীরচন্দ্র॥ (ভক্তি ৯।৪২০)

শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি স্কন্ধ-সম শাখা। তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৮)

বীরভদ্রের পত্নী—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী। ইনি মা জাহ্নবার মন্ত্রশিষ্য। শ্রীরামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন—ইহার বংশধরগণ বৃন্দাবন নবদ্বীপ, খড়দহ, কলিকাতা, ঢাকা, বুতনি, উদ্ধারণপুর, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মালদহে বাস করেন—ইহার বংশধরগণ বৃন্দাবন, গয়েশপুর, সোদপুর, কানাইডাঙ্গা, গোরাবাজার, মাড়ো প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শ্রীগোপীজনবল্লভ লতায় বাস করেন—ইহার বংশধরগণ লতাদহ, নূপুরবল্লভপুর, বাঁকুড়া জেলার পুরুনিয়া, কোদলা, মোক্তারপুর, আগরতলা ও যশোহর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র—রামদেব, কৃষ্ণদেব, রাধামাধব ও বিষ্ণুদেব। রাধামাধবের পুত্র—গোপীকান্ত, রাঘব, রাজেন্দ্র, যাদব ও বলরাম। রাজেন্দ্রের পুত্র হরিগোবিন্দ খড়দহ হইতে ঢাকা জেলার বুতনি গ্রামে বাস করেন। হরিগোবিন্দের পুত্র—সর্বেশ্বর, বঙ্গেশ্বর ও নন্দেশ্বর। সর্বেশ্বরের তিন পুত্র—লক্ষ্মীকান্ত, গোপীকৃষ্ণ ও রতন কৃষ্ণ। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র—কৃষ্ণকিশোর, কৃষ্ণকিশোরের পুত্র—চন্দ্রমোহন, অলোকমোহন প্রভৃতি। চন্দ্রমোহনের পুত্র—নিত্যানন্দ, তাঁহার পুত্র গোরাচাঁদ। অলোকমোহনের পুত্র—কৃষ্ণগোপাল ও প্রাণগোপাল।

২ সমগ্র দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের মর্মানুবাদক, এই গ্রন্থ ১২৬৫ সালে প্রথম ভাগ (প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ) এবং ১২৬৮ সালে দ্বিতীয় ভাগ (দশম হইতে দ্বাদশ) মুদ্রিত হইয়াছে।

বীরবর দেউ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৯]।

বীরবল্লভ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুর ২৮৬৮ সংখ্যক পদ।

বীর হাম্বীর—বাঁকুড়া জেলার বন-বিষ্ণুপুরের রাজা। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রদত্ত নাম—'শ্রীচৈতন্যদাস'। পত্নীর নাম—সুলক্ষণা। পুত্রের নাম—ধীরহাম্বীর বা ধাড়িহাম্বীর।

ইনি পূর্বে বড়ই অত্যাচারী ছিলেন—

ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারত-ভূমিতে। কেহ না পারয়ে এ পাপীরে দণ্ড দিতে॥ (ভক্তি ৭।৬১)

শ্রীবীর হাম্বীর রাজা বনবিষ্ণুপুরে। (ভক্তি ৯।৫)

শ্রীজীবগোস্বামী হইলা প্রসন্ন তোমারে। 'শ্রীচৈতন্যদাস' নাম থুইল তোমার॥ (ঐ ৯।২৬৫—৬৬)

ইনি শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকার্য শ্রীনিবাসপ্রভুই করিয়াছিলেন।

হৈল বীরহাম্বীরের পরম উল্লাস। শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ॥ (ঐ ২৭৩)

রাজা বীরহাম্বীরের রাণী সুলক্ষণা॥ আচার্য প্রভুরে কত করিলা প্রার্থনা॥ আচার্য প্রসন্ন হইয়া দীক্ষামন্ত্র দিলা। পাইয়া যুগল-মন্ত্র রাণী হর্ষ হৈলা॥ (ভক্তি ৯।২৭০)

পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার রচিত দুইটি পদ পাওয়া যায়। (কর্ণা ১৯ পৃঃ)

বৃন্দাবতী—শ্রীরসিকানন্দের কন্যা। (র° ম° পূর্ব ১।১২১)

বন্দো বৃন্দাবতী সতী রসিকনন্দিনী। নম্রশীলা ধৈর্য যাঁর জগতে বাখানি॥

বৃন্দাবতী দাসী—উৎকলীয় বৈষ্ণব-মহিলা। ইনি ১৬২১ শকাব্দে 'পূর্ণতমচন্দ্রোদয়'-নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

বৃন্দাবন—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য ও বংশীর নন্দন।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৮]

বৃন্দাবন আচার্য—('বৃন্দাবনবল্লভ' এবং 'বৃন্দাবনচন্দ্র' নামেও খ্যাত) শ্রীনিবাসপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য। পত্নীর নাম—সত্যভামা দেবী।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন আচার্য হয় নাম। তাঁহারে করিলা দয়া প্রভু গুণধাম ॥ (কর্ণা ১)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন এবং পত্রদ্বারা প্রায়ই তাঁহার সংবাদ লইতেন।

শ্রীজীব গোস্বামি-দত্ত নাম বৃন্দাবন ॥ (নরো ১১)

পত্রীমধ্যে 'বৃন্দাবন দাস'-নাম যাঁর। তেঁহো আচার্যের জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার ॥ পুত্র হবামাত্র ব্রজে সংবাদ হইল। শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে এ নাম থুইল ॥ (ভক্তি ১৪।১৯—২০)

বৃন্দাবন কবিরাজ বা বৃন্দাবন দাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। ভ্রাতার নাম—বাসুদেব কবিরাজ।

তবে প্রভু কৃপা কৈল বৃন্দাবন দাসে। কবিরাজ-খ্যাতি তার জগৎ প্রকাশে ॥ (কর্ণা ১)

বৃন্দাবন কিশোর—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বৃন্দাবন কিশোর সে রসিকের ভৃত্য। সগোষ্ঠী-সহিতে বলিলেন কৃষ্ণতত্ত্ব ॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২১]

বৃন্দাবন চক্রবর্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্রবধূ শ্রীমতী সত্যভামা দেবীর শিষ্য। (কর্ণা ২)

২ শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌমের শিষ্য। ইনি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের 'সদানন্দবিধায়িনী' নামে এক প্রাঞ্জল টীকা করেন। ১৭০১ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবনে টীকা সমাপ্ত হয়। টীকা রম্ভে শ্রীযুগলকিশোর, শ্রীকৃষ্ণদেবাদি গুরুগণ, নিত্যানন্দাদি প্রভুগণ ও গৌরগণকে এবং শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকে বন্দনাদি করিয়াছেন। টীকাটি সরল, পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত; একাদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গের টীকায় যে ভাবে তিনি অলঙ্কারের বিচার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার শব্দ-শাস্ত্রপারঙ্গমত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ সর্গের টীকায় স্বর, তাল, তান, মানাদির যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতেও বুঝা যায় যে টীকাকার সঙ্গীতশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

বৃন্দাবন চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চন-গড়িয়া।

প্রভুর পরম প্রিয় সেবক-প্রধান। বৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয়ভৃত্য-প্রাণ ॥ কি কহিব ইহা সবার ভজন-প্রসঙ্গ। কহিতে বাড়য়ে চিত্তে সুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ (কর্ণা ১)

বৃন্দাবন চন্দ্র—শ্রীলগোপালভট্টের শিষ্য। হরিবংশ গোস্বামির কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর সেবক। (প্রেম ১৮)

বৃন্দাবন দাস—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

বৃন্দাবনবাসী হয় মহাসুখরাশি। বৃন্দাবন দাস নাম মহা গুণরাশি ॥ তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণনিধি। তার গুণ কি কহিব মুঞি হীনবুদ্ধি ॥ (কর্ণা ১)

২ ব্রজবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি ব্রজভাষায় বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও বৈষ্ণবাভিধান (বৈষ্ণব-বন্দনার) প্রভৃতির অনুবাদ করিয়াছেন। সর্বত্র দোহা, উপদোহা, সোরঠা, চৌপাই প্রভৃতি ছন্দঃ বিদ্যমান। ১৮১৩ সম্বতে ইহাদের রচনা।

৩ শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য। পিতার নাম—প্রসাদ বিশ্বাস।

প্রসাদ-বিশ্বাস-পুত্র বৃন্দাবন দাস। প্রভুপদে নিষ্ঠা রতি পরম বিশ্বাস ॥ (কর্ণা ২)

৪ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৩,১৪৬]

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—পূর্বলীলায় বেদব্যাস [গৌ° গ° ১০৯]। প্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ-রচয়িতা। পিতার নাম—বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র। মাতার নাম—নারায়ণী দেবী। নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা। শ্রীপাট—বর্দ্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে। বৃন্দাবন দাস ৫ বৎসর বয়ঃ-ক্রমকালে মাতৃসঙ্গে মামগাছি গ্রামে থাকিতেন; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি—কুমারহট্টে বা হালিসহরে।

হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী-সুত। ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন-

বিখ্যাত ॥ নতিগ্রামে জন্মস্থান, স্থিতি দেন্দুড়াতে। শ্রীচৈতন্যভাগবত কৈল প্রচারিতে ॥ (পা° প°)

বৃন্দাবন দাস—নারায়ণীর নন্দন। 'চৈতন্যমঙ্গল' যেঁহো করিলা বচন ॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৫৪)

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যিহোঁ। তাঁর সহিত নারায়ণার হইল বিবাহ ॥ তাঁর গর্ভে জনমিলা—বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলিলেন স্বর্গে॥ ভ্রাতৃ-কন্যা গর্ভবতী পিতৃ-হীনা দেখি। আনিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে দিলা রাখি ॥ (প্রেম ২৩, ২২২ পৃঃ)

মহাপ্রভুর ভক্ত বাসুদেব দত্ত—শ্রীবৃন্দাবন দাস ও তাঁহার মাতাকে নিজের দেবালয়ে কিছুদিন পরম যত্নে রাখিয়াছিলেন। (প্রেম ২৩)

বৃন্দাবন দাসের পূর্বপুরুষগণের নিবাস ছিল—শ্রীহট্টে। ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে ইঁহার জন্ম। ১৪৫৭ শকে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ছিল, পরে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হয়। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' গ্রন্থটি ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীপাদ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামিমহোদয় ৪৫৫ গৌরাব্দে মুদ্রাপিত করিয়াছেন। 'শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার,' 'গৌরাঙ্গবিলাস' (পাটবাড়ী পুঁথি বি ৪৭), 'চৈতন্যলীলামৃত' (পাট-বাড়ী পুঁথি কা ১৮ ক) ভজন-নির্ণয়, ভক্তিচিন্তামণি প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নামে আরোপিত হইয়াছে। 'শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভোরৈশ্বর্যামৃতস্তোত্রটি' ১২৮ শ্লোকে রচিত।

ইনি দেনুড় গ্রামে শ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামহরি-নামক জনৈক কায়স্থ শিষ্যের উপর সেবাভার অর্পণ করিয়া ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। গোপীনাথ নামে ইঁহার জনৈক বিশেষ বন্ধুর বিষয় জানা যায়।

'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল॥ যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥ চৈতন্যনিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥ ভাগবতে যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া উদ্ধার॥ 'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী যবন। সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥ মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ বৃন্দাবন দাস-পদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার॥ নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥' (চৈ° চ° আদি ৮।৩৪—৪১)

ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। ১৫১১ শকে ইঁহার অন্তর্ধান হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

বৃন্দাবন বল্লভ—শ্রীআচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। (বৃন্দাবন আচার্য দ্রষ্টব্য)।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব—নাম অজ্ঞাত। একদিবস শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে লীলাচিন্তারসে মগ্ন আছেন; তিনি দেখিতেছেন—সখীগণ শ্রীমতী রাধিকার বেশ রচনা করিতেছেন। সেই সময়ে শ্রীমতীর বসন আলুথালুভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল। পরে বেণী-বন্ধন হইলে সখীগণ দর্পণ আনিয়া তাঁহার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে দিলেন। ওদিকে রসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপনে শ্রীমতীর পশ্চাতে লুকাইয়া তাঁহার রূপরাশি দর্শন করিতেছিলেন; কিন্তু দর্পণে শ্রীমতী রাধা নিজের মুখকমল দেখিতে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হইল। শ্রীমতী লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বসনে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিতে গেলে সখীগণমধ্যে উচ্চহাস্য পড়িয়া গেল। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুও লীলাবেশে হাস্য করিলেন। ঠিক সেই সময়ে উক্ত বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীরূপগোস্বামিকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে আগমন করেন, কিন্তু শ্রীরূপের ঐরূপ উচ্চহাস্য দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীরূপ বিদ্রূপ করিয়া হাস্য করিলেন। এজন্য ক্ষুণ্ণ-মনে তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামি-পাদের নিকটে গিয়া—

বৈষ্ণব কহয়ে—গেনু শ্রীরূপে দেখিতে। আমারে দেখিয়া তেঁহো লাগিলা হাসিতে॥ মনোদুঃখী হৈয়া তারে কিছু না কহিনু। না বুঝি কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু॥ [ভক্তি ৫।৩৮১৪—১৫]

সর্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ণব ঠাকুরের বাক্যদ্বারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন ও বৈষ্ণবকে

বুঝাইয়া দিলেন। তিনি শ্রীরূপের উপরে বৃথা দোষারোপ করিয়াছেন বলিয়া অতীব চিন্তিত হইলেন।

এদিকে দর্শনপ্রার্থী বৈষ্ণবঠাকুর ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া যাইবার পর হইতে শ্রীরূপের আর লীলার স্ফূর্তি হইল না, ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে সম্ভবতঃ কোনও বৈষ্ণব আসিয়া দুঃখ পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের নিকট গমন করিয়া তিনি ব্যাপার শুনিলেন। তখন উক্ত বৈষ্ণব তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপও ভূমিতে পড়িয়া তাঁহার নিকট স্বীয় অপরাধের ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। অতএব—

বৈষ্ণবের দোষদৃষ্টে হবে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণগান॥
পূর্ব পূর্ব ভাগবতগণ এই কথা কয়।
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
(ভক্তি ৫।৩৮৩৩—৩৪)

বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী—শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা।

বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাঁহার॥
(কর্ণা ২)

বেঙ্কটাচার্য—(হ ১৫।৬৮ টী) শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রুতিস্মৃতি-বিশারদ মুখ্যতম পণ্ডিত বেদান্ত-দেশিকাচার্য। ১২৬৮ খৃঃ কাঞ্চীর নিকটবর্তী এক গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিব্রাজকরূপে ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। আদর্শচরিত্রে, অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় এবং অদ্বৈতবাদের নিরসনে ইনি শ্রীসম্প্রদায়কে জয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছেন। ইনি শ্রীভাষ্যের উপর 'তত্ত্বটীকা' রচনা করেন। ইঁহার সময়ে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর (১৩১০ খৃঃ) দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। ১৩২৬ খৃঃ মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করত নগরী ও মন্দির লুণ্ঠন করিতে থাকে। বেদান্তদেশিক বেঙ্কটাচার্য তখন শ্রীরঙ্গনাথকে লোকাচার্যের সাহায্যে বনপথে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করেন এবং শ্রীসুদর্শনা-চার্যের শ্রুতপ্রকাশিকাটীকা ও তাঁহার (শ্রীসুদর্শন সূরির) দুই পুত্রসহ যাদবাদ্রিতে গমন করেন। পরে গোপ্পনার্য-নামক জনৈক পরাক্রমী শ্রীবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ শাসন-কর্তার সহায়তায় যবনগণকে দলনপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথকে আবার ১৩৭১ খৃঃ শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বৎসরেই ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠলাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন—তন্মধ্যে 'শতদূষণী' গ্রন্থে ইনি শঙ্কর-মায়াবাদের বিরুদ্ধে শত-প্রকার দোষ দেখাইয়াছেন—শ্রীজীব-প্রভু সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।২) এই গ্রন্থের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

বেচারাম ভদ্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বেচারাম ভদ্র আর রামচন্দ্র রায়।
তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়॥
(প্রেম ২০)

কিন্তু নরোত্তমবিলাসে 'বোঁচারাম ভদ্র' লিখিত আছে।

জয় বোঁচারাম ভদ্র আর রামভদ্র রায়। তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর মহাশয়॥ (নরো ১২)

বেঝা গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত [চৈ° ম° ৫২ পৃঃ, ৩৯৩]

বেতালভট্ট বা বেতাল সিংহ—ইনি ভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের সময় ইনি স্তবগান করিয়া-ছিলেন। (জয়া—চৈতন্যমঙ্গল)

বেদগর্ভ—অভিরামদাসের 'পাট-পর্যটন' মতে ইনি শ্রীঅভিরাম গোস্বামিপাদের শিষ্য। কৈয়ড় গ্রামে শ্রীপাট। কৈয়ড় গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়।

কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ॥
[পা° প°]

বৈকুণ্ঠ দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

হিজলী-মণ্ডলে বৈকুণ্ঠ দাস মহাশয়। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাঁহার হৃদয়॥ শত শত সাধুসেবা করে নিরন্তর। আপনা বিকাঞা সাধু সেবে দৃঢ়তর॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৯—১৩০]

বৈকুণ্ঠদাস বিপ্র—কুমারহট্ট বা হালিসহরে- শ্রীপাট। ইনি শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার শ্রীবৃন্দাবন-দাসের পিতা। শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। বৃন্দাবনদাস যখন নারায়ণীর গর্ভে, তখন ইনি স্বধামে গমন করেন।

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যিহোঁ। তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥ বৃন্দাবন দাস যবে

আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেলা স্বর্গে॥ (প্রেম ২০)

বৈদ্যনাথ—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ।

[চৈ° চ° আদি ১২।৬৩]

বৈদ্যনাথ ভঞ্জ—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। রাজগড়বাসী; বারিপদায় 'বুড়া জগন্নাথদেবের' মন্দির-প্রতিষ্ঠাপক।

[র° ম° দক্ষিণ ১২।১৭]

বৈদ্যনাথ মহারাজা—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বৈদ্যনাথ মহারাজা বড় মহাজন। কায়মনোবাক্যে দৃঢ়ে রসিক-শরণ॥ দেহত্যাগ করিলেন উৎকল-ভুবনে। বৃন্দাবনে দেখিলেন সব সাধুগণে॥

[র° ম° পশ্চিম ১৪।৯৪—৯৫]

বৈদ্য বিষ্ণুদাস—শ্রীগৌরভক্ত ও কীর্ত্তনীয়া।

দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণু-দাস। যাঁর গীত শুনি' প্রভুর অধিক উল্লাস॥ [বৈষ্ণব-বন্দনা]

বৈষ্ণবচরণ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

বৈষ্ণবচরণ শাখা, শিবরাম দাস।

(প্রেম ২০)

জয় জয় বৈষ্ণবচরণ বিরক্ত। সদা গৌরচন্দ্র-গুণগানে অনুরক্ত॥

(নরো ১২)

বৈষ্ণব চরণ দাস—বৈদ্য। আদি নাম—গোকুলানন্দ সেন। কাটোয়া সাবডিভিসনের ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে টেঞা বৈদ্যপুরে শ্রীপাট। ইনি 'পদকল্পতরু' গ্রন্থের সংগ্রহকর্ত্তা। (১৬৪০।৪৫ শকে) শ্রীনিবাস আচার্য-বংশীয় শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। ইনি সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। তিনি যে সব সুরে গান করিতেন, তাহার নাম 'টেঞার ছপ বা 'ঢপ্'। পদ-কল্পতরুতে ৩১০১টি পদ আছে। বৈষ্ণবদাসের পুত্রের নাম—রাম-গোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা। শ্রীপাটে এখনও বৈষ্ণব দাসের ভক্ত দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব দাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

বন্দেঽহং বৈষ্ণবং দাসং শুদ্ধচিত্ত-কলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃত-স্নিগ্ধ-কলেবরম্। [শা° নি° ৪৯]

বৈষ্ণব মিশ্র—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা জয়ানন্দ দাসের আত্মীয় এবং গৌরভক্ত। ইনি ছয় দিন যাবৎ জলস্পর্শ না করিয়া নামরসে উন্মত্ত ছিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীবৈষ্ণবাচার্য মোরে রাখ' তার পাশে। নদীয়ার ভট্টাচার্য কাঁপে যার ত্রাসে॥ [নামা ১২০]

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। পূর্ব নাম—রঘুনাথ পুরী।

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধি-কারী। পূর্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী॥

(চৈ° চ° আদি ১১।৪২)

শ্রীবৈষ্ণবানন্দ রাখ তারে মোর চিতে। মায়েরে আনন্দ যেঁহো দেন নানা মতে॥ [নামা ১২১]

বোঁচা রামভদ্র—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় বোঁচা রামভদ্র পরম কৌতুকী। সর্ব বৈষ্ণবের সুখ যাঁর চেষ্টা দেখি'॥

(নরো ১২)

ব্যাসতীর্থ (১৪৬০—১৫৩৯ খৃঃ) শ্রীমধ্ব হইতে চতুর্দশ অধস্তন ও বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবাচার্যের গুরু ছিলেন বলিয়া কথিত। ইনি তর্ক-তাণ্ডব, তাৎপর্যচন্দ্রিকা, ন্যায়ামৃত, ভেদোজ্জীবন, খণ্ডনত্রয়-মন্দার-মঞ্জরী, তত্ত্ববিবেকমন্দার-মঞ্জরী প্রভৃতি রচনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক তত্ত্ববাদাচার্য। শ্রীজীব-পাদ তত্ত্বসন্দর্ভে ইঁহাকে 'বেদবেদার্থ-বিৎশ্রেষ্ঠ' বলিয়া গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছেন এবং সর্বসম্বাদিনী (পরম) ও সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।২) ন্যায়ামৃতের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাসাচার্য—শ্রীনিবাস আচার্যের সর্বপ্রথম শিষ্য। বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুর রাজ্যে শ্রীপাট ছিল। ইনি বিষ্ণুপুরের মহারাজা বীর-হাম্বীরের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। পত্নীর নাম—ইন্দুমুখী, পুত্রের নাম—শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী। পরে শ্রীনিবাস-প্রভু ইহাকে নিজের পুরোহিত করিয়াছিলেন।

চক্রবর্তী ব্যাসাচার্য—খ্যাতি ভক্তি রাশি॥ (ভক্তি ১০।১৩৪)

খেতুরীর বিখ্যাত উৎসবে ইনি উপস্থিত থাকিয়া যে স্থানে শ্রীপতি শ্রীনিধি প্রভৃতি মহান্তগণের বাসা হইয়া ছিল, সেই স্থানে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি-বাসা ঘরে। করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্যেরে॥ (নরো ৬)

ব্যেঙ্কট ভট্ট—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, শ্রীরঙ্গম্‌বাসী। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ

ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব এক ব্যেঙ্কট ভট্ট নাম। প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান। তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণ কথা-রসে। ভট্ট-সঙ্গে গোঁয়াইলা সুখে চারি মাসে॥ (চৈ° চ° মধ্য ৯।৮২, ৮৬)

ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রথমে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক ছিলেন, পরে কিন্তু প্রভুর উপদেশে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক হন।

ভট্ট কহে—কাঁহা আমি জীব পামর। কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই নাহি জানি। তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥ [চৈ° চ° মধ্য ৯।১৫৮—১৫৯]

ব্রজমোহন (দ্বিজ)—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১২, ১২৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২]। ২ পদ-কর্ত্তা। (ব-সা-সে)

ব্রজমোহন চট্টরাজ—শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের শিষ্য।

ব্রজমোহন চট্টরাজ তাঁর শিষ্য আর॥

(কর্ণা ২)

ব্রজ রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

ব্রজ রায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ রায়। (প্রেম ২০)

জয় ব্রজ রায় ভক্তি-রীতি চমৎকার। প্রাণ দিয়া করে যেঁহো পর-উপকার॥ (নরো ১২)

ব্রজ লক্ষ্মীনাথ—'লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত' দেখ।

ব্রজানন্দ—পদকর্ত্তা, (পদকল্পতরু ১২৭ সংখ্যক পদ)।

২—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রথম পুত্র। [র° ম° দক্ষিণ ১১।৩৫]

ব্রজানন্দ ঠাকুর—মঙ্গলডিহির নয়নানন্দ ঠাকুরের পৌত্র—বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা।

ব্রজানন্দ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য।

শ্রীমোহন দাস আর ব্রজানন্দ দাস। প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা, অন্তরে উল্লাস॥ (কর্ণা ১)

শ

শঙ্কর—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর॥ (চৈ° চ° আদি ১১।৫২)

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা। কুলীনগ্রামী। যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ। (চৈ° চ° আদি ১০।৮০)

৩ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৯]

শঙ্কর ঘোষ—ডম্ফবাদ্যে শ্রীগৌরের আনন্দদায়ক। পূর্বলীলায় সুধাকর। (গৌ° গ° ১৪২)

শ্রীশঙ্কর বন্দো বড় অকিঞ্চন রীতি। ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি॥ [বৈষ্ণব-বন্দনা]

শঙ্কর দাস—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে তিনটী পদ আছে, একটি শ্রীগৌর-বিষয়ক, অন্য দুইটি মাথুর।

শঙ্কর পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা। পূর্ব-লীলার ভদ্রা। [গৌ° গ° ১৫৭]

তাঁহার অগ্রজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত। 'প্রভু-পাদোপধান'—যাঁর নাম বিদিত॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৩৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সম্বাহন-সৌভাগ্যই ইঁহাকে বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

প্রভুপাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন। প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ-প্রসারণ॥ 'প্রভু-পাদোপধান' বলি' তাঁর নাম হইল। পূর্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥ শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন। ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন॥ উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥ নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন। বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি জাগরণ॥ তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে। তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্তে মুখাব্জ ঘসিতে॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ১৯। ৬৮—৭৪]

গৌর-পাদ-উপাধান ঠাকুর শঙ্কর॥ গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর॥ (নামা ৬৫)

শঙ্কর পাগল—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য। ইনি পরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর মতাবলম্বী না হইয়া জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করায়

অদ্বৈত-প্রভুকর্তৃক পরিত্যজ্য হয়েন।

অদ্বৈত আচার্যের শাখা 'শঙ্কর'-নামেতে। জ্ঞানপথে তার নিষ্ঠা হৈল ভালমতে॥ অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে। 'মনোরথ-সিদ্ধি মুক্তি কৈমু এ প্রকারে॥ ছাড় ছাড় ওরেরে পাগল! নষ্ট হৈলা'। তেহো না ছাড়ে, তাহে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা॥ মহাবহির্মুখ বীজ করিল রোপণ। ক্রমে বৃদ্ধি হবে জানিল বিজ্ঞগণ॥ (ভক্তি ২২।১৯৮৫—৮৮)

অদ্বৈতপ্রকাশ (২০৯৩ পৃঃ) এবং প্রেম ২৪শ বিলাসে এ প্রসঙ্গ আছে।

অসমীয় গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায়, আসামের নওগাঁয়ের অন্তর্গত বর-দোয়া গ্রামে কুসুম্বর ভূঞার ঔরসে সত্যসন্ধার গর্ভে ইনি জাত হন। তিনি মহেন্দ্রকন্দলীর নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং কিঞ্চিৎ বড় হইলে তাঁহাকে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসেন। [...গৌরাঙ্গ-সেবক ১৩৩০ সাল ৫৩৯ পৃঃ)। শঙ্করের ঔরসে সূর্যবতীর গর্ভে মমু-নামে কন্যা হয়। ১৪৮৯ শকাব্দে ১১১ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শঙ্কর ভট্টাচার্য—ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—নৈহাটী। এই নৈহাটী 'নৈটী'-নামে খ্যাত; কাটোয়ার নিকট। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়াও কায়স্থ-কুলরবি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

আর শাখা বৈদিক ব্রাহ্মণ শঙ্কর ভট্টাচার্য। (প্রেম ২০)

জয় শঙ্কর ভট্টাচার্য নানাগুণে পূর্ণ। পাষণ্ডীগণের অহঙ্কার করেন চূর্ণ॥ (নরো ১২)

শঙ্কর মিশ্র——শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার। টীকার নাম—'রসমঞ্জরী'।

শঙ্কর বিশ্বাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পদকর্ত্তা।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর আর শঙ্কর বিশ্বাস। (প্রেম ২০)

জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস। গৌরগুণ-গানে যেঁহ পরম উল্লাস॥ (নরো ১২)

শঙ্করানন্দ সরস্বতী—বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আসিয়া ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গোবর্দ্ধনের শিলা ও গুঞ্জামালা উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্মরণের কালে গুঞ্জামালা পরিতেন এবং গোবর্দ্ধনশিলাকে হৃদয়ে, নেত্রে, শিরে বা নাসায় লইতেন—অশ্রুসিক্ত করিতেন। তিন বৎসর শিলামালা এই ভাবে সেবা করিয়া মহাপ্রভু শ্রীদাসগোস্বামিকে দিয়াছিলেন। [চৈ° চ° অন্ত্য ৬।২৮৮—৩০৭]

শঙ্করারণ্য—শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বহু পূর্বেই সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীতে শ্রীকৃষ্ণ ভারতীর নিকট যোগপট্ট লইয়া সন্ন্যাসী হয়েন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে শোলাপুরের সন্নিকট পাণ্ডুরঙ্গপুরে (বর্ত্তমান পণ্ঢরপুর, যেখানে শ্রীশ্রীবিট্‌ঠলনাথের মন্দির অবস্থিত) সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে উপস্থিত হয়েন, তখন ঐ স্থানে শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং শ্রীরঙ্গপুরী মহাপ্রভুকে শ্রীবিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তির কথা বিবৃত করেন। শুনা যায়—ঐস্থানে শঙ্করারণ্যের সমাধি আছে।

(চৈ° ভা° আদি ৭।৭৩, মধ্য ২২।১০৬)

শঙ্করারণ্য আচার্য——শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শঙ্করারণ্য আচার্য——বৃক্ষের এক শাখা। মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র—উপশাখা লেখা॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১০৬)

পুরীধামে 'গুণ্ডিচা-মার্জন' করিবার পরে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে পিণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন।

শঙ্করারণ্য, ন্যায়াচার্য, রাঘব, বক্রেশ্বর। পিণ্ডাপরি বসে প্রভু লঞা এত জন॥ (চৈ° চ° মধ্য ১২।১৫৭—১৫৮)

ইঁহার শ্রীপাট—বর্ত্তমানে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকটেই চাতরা গ্রামে। চাতরাকে 'চারটা' নামেও বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়।

চারটা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম। ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম। কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ পণ্ডিত আর। শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার॥ (পা° প°)

অদ্যাপি চাতরা গ্রামে মহাপ্রভুর মন্দির আছে।

শচী—বেলপুখুরিয়া-নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির কন্যা, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পত্নী এবং শ্রীবিশ্বরূপ ও শ্রীবিশ্বম্ভরের জননী। (প্রেম° ৭) নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির দুই পুত্র—যোগেশ্বর ও

রত্নগর্ভ, কন্যা——শচীদেবী। গৌরগণোদ্দেশ-(৩৮)-মতে শচীতে যশোদা, অদিতি, কৌশল্যা, পৃশ্নি ও দেবকীর প্রবেশ হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার-দর্পণ-(১৩৪৩ পৃঃ)-মতে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী চৈতন্যের 'মামা'॥

অষ্ট কন্যার তিরোধানের পরে শচীর উদরে বিশ্বরূপের আবির্ভাব (চৈভা আদি ২।:৩৯), শ্রীগৌরের প্রাকট্য (ঐ ১৯৫—২২৬)। বালকোত্থান-পর্ব, গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি (ঐ ৪।৩—৮৫), নূপুরধ্বনি-শ্রবণ ও সর্বগৃহে চরণচিহ্ন দর্শনাদি (ঐ ৫।৫—৩২); তৈর্থিকবিপ্রান্ন-ভোজী নিমাই (ঐ ৫।৫২, ৬।৪১); ওলাহনলীলা (ঐ ৬।৭২—১৩৪); অগ্রজের আহ্বানে অদ্বৈত-গৃহে নিমাইকে প্রেরণ (ঐ ৭।৩৪); বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে বিরহ-ক্রন্দনাদি (ঐ ৭।৭৪—১১৪); বর্জ্য হাণ্ডীর আসনে নিমাইর উপবেশনাদি (ঐ ৭।১৫১—১৯২); নিমাইর যজ্ঞোপ-বীত-ধারণাদি (ঐ ৮।৮—২৪); মিশ্রপুরন্দরের অন্তর্ধানে দুঃখাদি (ঐ ৮।১০৯—১১৯); গঙ্গাপূজার দ্রব্যানয়নে মাতার বিলম্বে নিমাইর ক্রোধাদি (ঐ ৮।১২৭—১৮২); নিমাইর বিবাহোদ্যোগাদি (ঐ ১০।৪৭—১২৮); নিমাইর বদনে বংশীধ্বনি-শ্রবণাদি ও ঐশ্বর্য-দর্শন (ঐ ১২।২১৪—২৫৫); লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্ধানে শচীর দুঃখাদি (ঐ ১৪।১০৬—১৮৮); বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়াদি (ঐ ১৫।৩৮—১৭।৪০৬); প্রভুর ভাবাবেশ-দর্শনে ব্যাধি বলিয়া ধারণাদি (ঐ মধ্য ২।৮৮—৩।১০৩); গৌরনিতাইর ঐশ্বর্য-দর্শনাদি (ঐ মধ্য ৮।৬৮—১২২, ১০।৯১, ১১।৬৭, ১৮।১৬১, ১৯৭, ২০১)। বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনাদি (ঐ মধ্য ২২।১০—৪৮৩); প্রভুর সন্ন্যাসে শচীদেবীর অবস্থাদি (ঐ মধ্য ২৭।১৮—৫১, ২৮।৬০—৬৫, অন্ত্য ১।৩৮, ৫০, ১৪৬; ২।২৬২, ৩।১১৯, ২০৫; ৪।৯৬, ১০৪, ১১১) শান্তিপুরে আগমনাদি (ঐ অন্ত্য ৪।২৩৯, ৫০১, ৫।১১৮); নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন ও শচীমাতার সহিত মিলনাদি (ঐ অন্ত্য ৫।৪২১, ৯।১৭০, ২১৯)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ—একাদশীতে অন্নভোজন-নিষেধ (চৈচ আদি ১৫।১০, ২৯—৩০; ১৬।২২—২৩), রামকেলি-পথে শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে চৈতন্য-মিলন (ঐ মধ্য ১৬।২১০, অন্ত্য ১।১৪); প্রভুর আবির্ভাবাদি (ঐ অন্ত্য ২।৩৪, ৭৯); জগদানন্দ-হস্তে প্রভুদত্ত প্রসাদবস্ত্রাদির প্রাপ্তি (ঐ অন্ত্য ১৯।৫—১৫)। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বিশেষ—নিমাইকর্ত্তৃক শচীমাতাকে প্রহার ও নারিকেল-দানাদি (চৈম আদি ২।২২৭—২৪২), কুকুরশাবক সহ ক্রীড়ার প্রতিরোধে শচীমাতা (চৈম আদি ২।২৮৩—৩১৭)। লক্ষ্মীদেবীর অপ্রকটে শচীর দুঃখদর্শনে নিমাইকর্ত্তৃক লক্ষ্মীর প্রাগ্‌জন্মকথনে সান্ত্বনাদি (ঐ ৫।১৪৩—১৫৭; প্রভুর স্বপ্নাবেশে কৃষ্ণদর্শন-কাহিনী শচীমাতাকে নিবেদন (ঐ মধ্য ৫।৫—১৩); নীলাচল হইতে চৈতন্যের নবদ্বীপে আগমনে শচীদেবীর আকুলতাদি (ঐ শেষ ৩।২৭—৫৫)। অদ্বৈত-প্রকাশে বিশেষ—অদ্বৈতপ্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণপাদোদ্দেশ্যে অর্পিত পুষ্পাঞ্জলির শ্রীশচীগর্ভ-পরিক্রমাদি (১০)।

পারমার্থিক গৃহস্থজীবনে মাতা ও সহধর্মিণীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরের ন্যায় সর্বজীব-প্রভুকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার পুত্রদ্বয়ই ভুবন-মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহার পতি শুদ্ধসত্ত্বের মূর্ত্তবিগ্রহ, যাঁহার পুত্রবধূদ্বয়ই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—তাঁহার দৈন্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার গৃহের সকল কার্য বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-সেবার জন্য। তাঁহার সংসার প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণের সংসার। পুত্রের নিকট হইতেও পরমার্থ উপদেশ শুনিতে ও পালন করিতে তিনি কুণ্ঠিতা ছিলেন না। একাদশী-ব্রতপালন ও অদ্বৈতচরণে অপরাধ-ক্ষালনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অষ্ট কন্যার মৃত্যু, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, জগন্নাথ-মিশ্রের পরলোক, প্রাণসমা পুত্রবধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্ধান, নিমাইর সন্ন্যাস, নিঃস্ব ও নিঃসহায়াবস্থা, যুবতী পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ-সমস্যা প্রভৃতি শতশত বাধা-বিপত্তিতেও শচীদেবী পরমার্থ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পুত্রের অনুকূল পরমার্থ (সন্ন্যাস) বিষয়ে বাধা না দিয়া বরং তিনি অনুমোদনই করিয়াছেন। শচীমাতা পুত্রের নিকট হইতে সাধারণ অর্থাদির আশা না করিয়া পরমার্থই প্রাপ্তি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শচীদেবী জগন্নাথমিশ্রের কৃষ্ণসেবার সহায়-কারিণীও ছিলেন। 'মহাপতিব্রতা

মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি' (চৈ° ভা° আদি ২।১৩৯)।

শচীনন্দন গোস্বামী—বাঘনাপাড়া-বাসী। ইনি শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র। শ্রীচৈতন্য দাসের কনিষ্ঠ পুত্র। (বংশীবদন দ্রষ্টব্য)। ইনি 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামে পদাবলী রচনা করেন (বংশীশিক্ষা)। এতদ্ব্যতীত পদকল্পতরুতে ইঁহার দুইটি পদ দেখা যায়।

শচীনন্দন বিদ্যানিধি—বর্দ্ধমান জিলার চাণক-গ্রামবাসী, ১৭০৭ শাকে উজ্জ্বলনীলমণির 'উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা' নামে পদ্যানুবাদ করেন।

শচীরাণী—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যা ও মুরারির পত্নী। (প্রেম ২০)

শতানন্দ খাঁ—ইনি খঞ্জ ভগবান্ আচার্যের পিতা।

তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খাঁ। (চৈ° চ° অন্ত্য ২।৮৮)

শতানন্দের অপর পুত্রের নাম—গোপাল ভট্টাচার্য। গোপাল ভট্টাচার্য নাম তার ছোট ভাই। (ঐ ৮৯)

(ভগবান্ আচার্য ও গোপাল ভট্টাচার্য দ্রষ্টব্য)

শম্বরারি—কংসারি সেনের অন্য নাম। ইনি সদাশিব কবিরাজের পিতা। 'চন্দ্রপ্রভায়' ইঁহার ও তদ্‌বংশাবলীর নাম আছে। 'সদাশিব কবিরাজ' দ্রষ্টব্য।

শম্ভুরাম—শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শিষ্য, গুজরাটবাসী। (প্রেম ১৮)

শশিশেখর—বর্দ্ধমান জেলায় পরাণ গ্রামে জন্ম। ইঁহার ভ্রাতা চন্দ্রশেখর। রায়শেখর, কবিশেখর, নৃপশেখর ইত্যাদি নামে পদাবলীর ভণিতা দেখা যায়। ইনি শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। 'গোপাল-বিজয়' ইঁহার রচনা।

[বীরভূম-বিবরণে (৩।১৫৩ পৃষ্ঠায়) প্রকাশ যে কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীরমণের বংশে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর জন্মগ্রহণ করেন। মুলুকের পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর ঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত পদই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; পদটি এই—

শ্রীশশিশেখর জয় জয়। চন্দ্রশেখর-অনুজ জয় পরম করুণাময়॥ রসময় সঙ্গীত মনোহর সুবচন অনুপম ভাব-নিদান। সুকবি সুগায়ক কোকিল-সুস্বর মধুর বিনোদ তালমান॥ কতেক যতনে মঝু শিক্ষা সমাপিলা হাম অবোধ বোধহীন। কহ বিশ্বম্ভর প্রণতি পুরসর চরণে শরণাগত দীন॥

এই মতে শেখরদের পিতা—শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর, জন্মভূমি—কাঁদরা]।

শাকর মল্লিক—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বাদশাহ-দত্ত পূর্ব নাম। মহাপ্রভু ইহাকে 'সনাতন' নাম দেন। [চৈ °ভা° অন্ত্য ৯।২৭৩]

শাঠী—শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের কন্যা। 'ষষ্ঠী' দেখুন।

শিখরেশ্বর—শ্রীরূপসনাতনের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রূপেশ্বরের বন্ধু, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিহর-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পত্নী ও ধনসম্পত্তিসহ অশ্বযানে পূর্বদেশে আগমন করত এই পূর্বতন বন্ধুর রাজ্যে বাস করেন। এইসময়ে তাঁহার পদ্মনাভ-নামক পুত্র হয়।

শিখিধ্বজ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

শিখিধ্বজ, গোপাল-শাখা ভজন প্রবল। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কহে 'হরি হরি বোল'॥ (প্রেম ২০)

শিখি মাহিতি—কায়স্থ। শ্রীচৈতন্য-শাখা, পূর্বলীলায় রাগলেখা (গৌ° গ° ১৮৯) উৎকল-দেশবাসী। পুরী-ধামে থাকিতেন। [চৈ° চ° আদি ১০।১৩৬]

শিখি মাহিতি আর মুরারি মাহিতি॥

ইনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের লেখনা-ধিকারী বা ইতিহাস-লেখক ছিলেন।

শিখি মাহিতি এই লিখন-অধিকারী॥ (ঐ মধ্য ১০।৪২)

ভ্রাতার নাম—মুরারি মাহিতি, ভগিনীর নাম—শ্রীমতী মাধবী দাসী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাতে প্রেমের পাত্র মাত্র সাড়ে তিন জন ছিলেন—

জগতের মধ্যে পাত্র—সাড়ে তিন জন॥ স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতি তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধ জন॥ (ঐ অন্ত্য ২।১০৬)

প্রেমরাজ্যের উচ্চাধিকারী হইতে-ছেন—শ্রীশিখি মাহিতি। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া যখন পুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে আগমন করেন, তখন ইঁহারা তিন জনই প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন। প্রথম দর্শনমাত্রেই মুরারি ও মাধবী দাসী দুই জনে মহাপ্রভুকে সেই গোকুল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করেন, কিন্তু শিখি মাহিতি যেমন তেমনই থাকেন, অধিকন্তু

তিনি ভ্রাতা ও ভগিনীর সহিত তর্ক করিতে থাকেন—'আগন্তুক সন্ন্যাসী সর্বতোভাবে মহাপুরুষ বটেন, কিন্তু তাঁহাকে ভগবান্ বলিতে পারি না।'

মুরারি এবং মাধবী দাসী ভ্রাতার বাক্যে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। পরেও তর্ক থামিল না, বরং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—মুরারি ও মাধবী দাসী ভাবিলেন পাছে কোন দিন ভ্রাতার মুখ হইতে মহাপ্রভুর নিন্দাসূচক কোন কথা বাহির হয়, তাই দুইজনে শিখি মাহিতির সহিত মুখদেখা-দেখি পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে এক দিবস গভীর রাত্রে হঠাৎ শিখি মাহিতির কক্ষ হইতে ভয়ানক রোদন ধ্বনি শ্রুত হইলে মুরারি ও মাধবী দাসী ভ্রাতার কোন বিপদ হইয়াছে বুঝিয়া দ্রুতপদে গৃহমধ্যে গিয়া দেখেন—তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে! তাঁহারা দেখিয়াই বুঝিলেন—'এ অশ্রু, এ রোদন কোন বিপদের নহে, ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের ধারা।' তখন তিন ভ্রাতা ভগিনীতে গলা ধরাধরি করিয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভাবের উপশম হইলে শিখি মাহিতি বলিলেন——'ভাই! তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন, তোমাদের কৃপায় আজ প্রভু আমার হৃদয়-মন্দিরে উদয় হইয়াছেন।' পরদিন ভ্রাতা ও ভগ্নী-সঙ্গে শিখি মাহিতি গরুড় স্তম্ভের নিকটে গমন করিয়া মহাপ্রভুর চরণে চিরজীবনের তরে বিক্রীত হইয়া গেলেন। (চৈতন্য চরিত মহাকাব্য ১৩।৮৯—১০৯)

শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে তাঁহার নিন্দা করিতেন, পরে মহাভক্ত হন।

শিবচরণ, দুর্গাদাস—এই দুই জন। বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যারত্ন উপাধি সবে কন ॥ (প্রেম ১৯)

শিবভক্ত ব্রাহ্মণ—নাম অজ্ঞাত।

আর দিন শিবভক্ত শিব-গুণ গায়। প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বুরু বাজায় ॥ মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন। তাঁর স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ [চৈ° চ° আদি ১৭।৯৯—১০০]

এই প্রসঙ্গে চৈ° ভা° মধ্য ৮।৯৬—১০৪ দ্রষ্টব্য।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে চাঁদ রায়ের সঙ্গে দস্যুবৃত্তি করিতেন, পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হন।

হরিরাম গাঙ্গুলী, আর শিবরাম চক্রবর্ত্তী। ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তাঁর মর্ম্ম। সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্ব কর্ম ॥ (প্রেম ১৯)

শিবরাম দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পদ-কর্ত্তা (?)।

বৈষ্ণবচরণ শাখা, শিবরাম দাস। (প্রেম ২০)

জয় শিবরাম দাস পরম উদার। গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্বস্ব যাঁহার ॥ (নরো ১২)

শিবাই—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা।

শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ ॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৪৯]

শিবাই আচার্য—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। নিবাস—গোয়াসে। হরিরাম ও রামকৃষ্ণের পিতা। ইনি ঘোর শাক্ত ছিলেন।

শিবাই আচার্য মোর পিতা সবে কন। বহু-অর্থব্যয়ে কৈল ভবানী-পূজন ॥ (নরো ১০)

শিবাই দাস—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ছয়টি পদ আছে।

শিবানন্দ—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে তিনটি পদ আছে।

২ শ্রীচৈতন্য-শাখা। উড়িষ্যা-দেশবাসী। পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ্র শিবানন্দ। (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৫)

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীঅদ্বৈত আচার্যপ্রভুর শিষ্য।

আচার্য গোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ ॥ [চৈ° চ° আদি ৮।৭০]

২ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ব্রজবাসী। ইনি পূর্বলীলায় লবঙ্গ-মঞ্জরীর প্রকাশ (গৌ° গ° ১৮৩)।

চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী। [চৈ° চ° আদি ১২।৮৭]

শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ-নামকম্। রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকানন-বাসিনম্ ॥ [শা° নি° ২০]

৩ (দস্তুর)—শ্রীচৈতন্য-শাখা। নীলাচলবাসী ভক্ত। 'দস্তুর' ইঁহার উপাধিও হইতে পারে।

শিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট দস্তুর শিবানন্দ। [চৈ° চ° আদি ১০।১৪৯]

শিবানন্দ সেন—বৈদ্য। ব্রজলীলায়—বীরা দূতী (গৌ° গ° ১৭৬)। শ্রীপাট—কুমারহট্ট (হালিসহর)।

কাঁচরাপাড়া কুমারহট্টে শিবানন্দের স্থিতি। পূর্বে সুচিত্রা নাম ইঁহার হয় খ্যাতি ॥ (পা° প°)

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। ইনি প্রতি বর্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে লইয়া ঘাটি সমাধান করত নীলাচলে যাইতেন (চৈ° চ° মধ্য ১৬।২৬—২৭)। একবার এক ভাগ্যবান্ কুকুরও ইঁহার সঙ্গে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে সেবকের ত্রুটিতে অন্তর্হিত হইয়া শ্রীগৌরপার্শ্বে গমন করেন (চৈ° চ° অন্ত্য ১।১৭—৩৩)। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপ্রহার পাইয়া সৌভাগ্যাতিরেক মনে করিয়াছিলেন (ঐ অন্ত্য ১২।১৭-৩৩); ইহাতে শ্রীকান্তের অভিমান হয়। পুরী দাসের মুখে প্রভু পদাঙ্গুষ্ঠদান-ছলে অতুলনীয় কবিত্ব শক্তি সঞ্চার করেন (ঐ অন্ত্য ১২।৩৪—৫৩)। শ্রীনকুল ব্রহ্মচারির দেহে প্রভুর আবেশ-বিষয়ে শিবানন্দের সন্দেহের মীমাংসা (চৈ° চ° অন্ত্য ২।১৬—৩২) হয়। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারির সহিত শিবানন্দের মিলনাদি (ঐ অন্ত্য ২। ৪৭—৭৪) প্রসঙ্গ আলোচ্য।

শিশির কুমার ঘোষ—যশোহর জেলার মাগুরার অধীন অমৃতবাজার-বাসী মহাপ্রেমিক গৌরভক্ত। 'আনন্দবাজার-বিষ্ণুপ্রিয়া' ও পরিশেষে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' উদ্যোক্তা এবং সম্পাদক। 'অমিয়নিমাই-চরিত', 'কালাচাঁদগীতা','Lord Gouranga' এবং বহুল পদরত্নাবলীর রচয়িতা।

শিশুকৃষ্ণ দাস—ঠাকুর কানাইর নামান্তর। (কানাই বা কানু ঠাকুর দেখ) শ্রীনিত্যানন্দ-ভক্ত।

প্রসিদ্ধ ছাওয়াল কৃষ্ণদাস মহাশয়। নিত্যানন্দ নিরবধি যাঁহার হৃদয়॥
(জয়ানন্দ চৈ° ম°)

শীতল রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

প্রভুরাম দত্ত শাখা আর শীতল রায়॥ যে শুনে তাহার মনে আনন্দ অপার। এই কয়ের ভক্তি-রীতি অতিচমৎকার॥ (প্রেম ২)

জয় শীতল রায়—স্বভাব-শীতল। যাঁরে দেখি মহাসুখী বৈষ্ণবসকল॥
(নরো ১২)

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলায় যজ্ঞপত্নী বা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। [গৌ° গ° ১৯১]

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্। যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৩৮)

নবদ্বীপবাসী দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে আগমন করিয়া ইঁহারই গৃহে তাঁহার প্রেম-কাহিনী প্রথম বিবৃত করেন। ইঁহারই ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল প্রভু কাড়িয়া খাইয়াছিলেন। (চৈভা মধ্য ১৬।১২০—১২৬)। আর একদিন প্রভু ইঁহার অন্ন যাচিয়া খাইয়াছেন (ঐ মধ্য ২৬।৩—৫৯)।

সংকীর্তনাবেশে প্রভু বৈসে এ খট্টায়। ভিক্ষা করি' শুক্লাম্বর আইলা হেথায়॥ মহাপ্রীতে প্রভু সে ঝুলিতে হাত দিয়া। খায়েন তণ্ডুল তাঁরে 'সুদামা' বলিয়া॥ কত দৈন্য করি' ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। ঝুলি কান্ধে কীর্তনে নাচয়ে মনোহর॥ শ্রীশুক্লাম্বরের প্রেম-চেষ্টা নিরখিতে। গণসহ প্রভুর আনন্দ বাড়ে চিতে॥
(ভক্তি ১২।২৭৫৪—৫৭)

শুদ্ধ সরস্বতী—শ্রীগৌর-পার্ষদ সন্ন্যাসী।

শুদ্ধ সরস্বতী বন্দো বড় শুদ্ধমতি। প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধা ভকতি॥
[বৈষ্ণববন্দনা]

শুভানন্দ—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্ব-লীলার মালতী।
[গৌ° গ° ১৯৪, ১৯৯]

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান। (চৈ° চ° আদি ১০।১১০)

ইনি মহাপ্রভুর মুখামৃত-পানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন—শ্রীরথাগ্রে নৃত্য-কীর্তনে বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের—

কভু নেত্রে, নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥ সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ কৈল পান। কৃষ্ণপ্রেম-রসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্॥
[চৈ° চ° মধ্য ১৩।১০৯—১০]

ইনি খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শুভানন্দ রায়—কুলীন ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের জমিদার। ইঁহার দুই পুত্র—রঘুনাথ ও জনার্দন। এই রঘুনাথের পুত্র—বিখ্যাত জগাই। জনার্দনের পুত্র—মাধাই।

নবদ্বীপবাসী শ্রীশুভানন্দ রায়। ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম কুলীন যে হয়॥ নবদ্বীপের জমিদার, রাজা তার খ্যাতি। দেশ-বিদেশে যাঁর ঘোষয়ে সুকৃতি॥ পাতসাহের সঙ্গে অতি-শয় প্রীত তাঁর। পরম সুন্দর তাঁর দুই ত কুমার॥ জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, কনিষ্ঠ জনার্দন দাস। পরম পণ্ডিত সর্বগুণের বিলাস॥ (প্রেম ২১)

শ্যাম—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।
[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪২

শ্যামকিশোর—শ্রীরসিকানন্দ- শিষ্য-দ্বয়। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৩, ১৩১]

২ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার [Dacca University Mss. কাব্য Vol. V. 4406]

শ্যামগোপাল দাস—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য।

শ্রীশ্যামগোপাল দাস অতি শুদ্ধমতি।
রসিকশেখর যাঁর কুল শীল জাতি॥
[র° ম° পশ্চিম ১৪।৬৭]

শ্যামজী গোসাঞি–(ভক্ত ২১।৭) পাঞ্জাবের ওলম্বা গ্রামে বাস, জনার্দন ইঁহার বড় ভাই। জনার্দন কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর নিকট দীক্ষিত হইলে ইনিও জনার্দনের নিকট দীক্ষিত হইয়া তত্রত্য গাদির মোহন্ত হন এবং শ্রীহরিনামপ্রেম-প্রচারের সাহায্য করেন।

শ্যামদাস—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির ভ্রাতা। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সংসার ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবার পূর্বে তাঁহার গৃহে (কাটোয়ার সন্নিকট নৈহাটীর নিকটে ঝামটপুর গ্রামে) অহোরাত্র শ্রীহরি-নাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল। ঐ উৎসবে গুণার্ণব মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পারিষদ শ্রীমীনকেতন মহাশয় ঐ উৎসবে নৃত্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা-গীত করিতেছিলেন।

শ্যামদাস শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না; এজন্য তিনি রামদাস মীনকেতনের সহিত তর্ক করেন। এই তর্কে রামদাস বড়ই বিরক্ত হইয়া স্বীয় হস্তের বংশী ভঙ্গ করিয়া সভা হইতে চলিয়া যান। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ। চৈতন্য গোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস আভাস॥ ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
[চৈ° চ° আদি ৫।১৭২, ১৭৮]

কবিরাজ গোস্বামী ভ্রাতা শ্যাম-দাসের উপরে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্বনাশ॥ একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়' তোমার প্রমাণ॥ (ঐ ১৭৫—১৭৬)

তুমি যদি দুই জনকেই না মানিয়া পাষণ্ড হও, সে উত্তম; কিন্তু এককে মানিবে, অন্যকে মানিবে না ইহা ভণ্ডের কার্য। পরদিনই কবিরাজ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিলেন।

২ (**বড় শ্যামদাস** ভাগবতাচার্য; ভাগবতাচার্য শ্যামদাস দ্রষ্টব্য)।

৩ শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর অন্যতম শিষ্য ও সুকবি। ইনি মেদিনীপুর সহরের আট ক্রোশ পূর্বে কেদারকুণ্ড পর-গণার হরিহরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা—শ্রীমুখ দে ও মাতা—ভবানী। ভরদ্বাজগোত্রীয় কায়স্থ। ইনিও শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর ন্যায় 'দুঃখীশ্যাম' নামে পরিচিত। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'গোবিন্দমঙ্গল', ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দশমস্কন্ধের মধুর লীলাময় কাহিনী ছন্দোবৈচিত্র্যের সহিত বর্ণিত। স্থলবিশেষে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি পুরাণ হইতেও সাহায্য লইয়া ইনি এই গ্রন্থ রসাল করিয়াছেন। করুণরস-বর্ণনায় ইহার 'বারমাস্যা' অতি সুন্দর। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকার আলোকে একখানা পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন। ইনি 'গোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থখানিকে প্রতিদিন পুষ্পচন্দনে পূজা করিতেন। তাঁহার পরেও উহা অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন।

৪ শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৯]।

৫—১০ ঐ শিষ্য [ঐ ১৪।১২৩, ১৪০, ১৫০, ১৫৩, ১৫৬, ১৬১]।

১১ শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা। আচার্য্য-প্রভুর শিষ্য—গোপাল দাস, তৎশিষ্য গোপীমোহন, তৎশিষ্য শ্যামদাস। শ্রীপাট—খড়গ্রাম।

তিঁহো মহাভাগবত, কি তার কথন। যাঁর শিষ্য শ্যামদাস খড়গ্রাম-ভবন॥ (কর্ণা ১)

শ্যামদাস আচার্য—ইনি 'ছোট শ্যামদাস' নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয়া ভার্যা শ্রীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সীতা ঠাকুরাণী ইহাকে স্তন্যপান করাইয়া পালন করেন।

পুত্র-স্নেহে সীতা তারে করাইলা স্তন্যপান। সীতা মায়ে চতুর্ভুজা দেখে শ্যামদাস মতিমান॥ (প্রেম ২৪)

ইঁহার বংশধরগণ বর্দ্ধমান জেলায় নবগ্রামে বাস করিতেছেন।

অভিন্ন-অচ্যুত বন্দো আচার্য

শ্যামদাস। [বৈষ্ণব-বন্দনা]

অদ্বৈত-প্রকাশ (১১) বলেন যে ১৪১৮ শকে (?) মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে সীতাদেবী প্রসব করেন এবং 'হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন। শ্রীশ্রীঠাকুরাণীর এক হইল নন্দন॥ জন্মমাত্র বালকের হইল মরণ। তাহা দেখি শ্রী-জননী করয়ে রোদন'॥ সীতা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে সমর্পণপূর্বক বলিলেন—'মোর এই পুত্র সমর্পিলু সত্য তোরে। এই পুত্র তোর বুলি ঘুষিব সংসারে॥ এত কহি সেই পুত্র শ্রীর কোলে দিল। শোক ছাড়ি শ্রীমা পুত্রে স্তন পিয়াইল।' সুতরাং প্রেমবিলাসের সহিত অদ্বৈত-প্রকাশের মিল নাই।

২ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীব্যাসাচার্যের পুত্র। শ্রীপাট—বনবিষ্ণুপুর। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে পত্রদ্বারা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন।

পত্রীমধ্যে শ্যামদাসাচার্য যাঁর নাম। তিঁহো ব্যাসাচার্যের নন্দন বিদ্যমান্॥

[ভক্তি ১৪।২৩]

ইঁহার 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি ছিল। মাতার নাম—ইন্দুমুখী।

তাঁর পুত্র শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাঁহারে করিলা দয়া প্রভু কৃপাময়॥ (কর্ণা ১)

শ্যামদাস কবিরাজ—মতান্তরে শ্রীদাস কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্যামদাস কবিরাজে। যাঁহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে। (কর্ণা ১)

শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও শ্যালক। গোপাল চক্রবর্ত্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভ্রাতার নাম—রামচরণ চক্রবর্ত্তী।

দুই শ্যালক প্রভুর, তাহা কহি শুন। দুই জনে হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন॥ জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রভুর কৃপাপাত্র হয় সদয় হৃদয়॥ (কর্ণা ১)

শ্যামদাস, রামচন্দ্র—গোপাল-তনয়। শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥

(ভক্তি ৮।৪৯৯)

২ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—বুধুরীর নিকটে বাহাদুরপুর। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—বংশীদাস চক্রবর্ত্তী।

বুধুরী নিকটে বাহাদুরপুর গ্রাম। তথা বৈসে বিপ্র-শ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম॥ তাঁহার অনুজ—বংশীদাস চক্রবর্ত্তী। বিধাতা নির্মিল তাঁরে যেন স্নেহমূর্ত্তি॥ অল্পকাল হৈতে আর্ত্তি বিদ্যা-অধ্যয়নে। দেখিয়া সে চেষ্টা সুখ পায় সর্বজনে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনুরাগ অতিশয়। নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদয়।

[ভক্তি ১০।২৯৯—৩০২]

শ্রীনিবাস আচার্য যখন বুধুরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শ্যামদাস ও বংশীবদন স্বপ্নাদেশে তাঁহার নিকটে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শ্যামদাসের কন্যা হেমলতা দেবীর সহিত জাহ্নবা মাতা 'বড়ুগঙ্গাদাসের' বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাহাদুরপুর গ্রামে গিয়া—

শ্রীবংশীর ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী। হাসিয়া ঈশ্বরী কিছু কহে তাঁর প্রতি॥ 'তোমারে মাগিব যাহা তাহা হবে দিতে। সে অতি সুলভ, চিন্তা না করহ চিতে॥'

[ভক্তি ১১।৩৭৪—৩৭৫]

পরে বলিলেন—'তোমার কন্যা হেমলতা দেবীকে বড়ু গঙ্গাদাসের সহিত বিবাহ দিতে হইবে।' ইহার পূর্বেই শ্যামদাস স্বপ্নে ঠিক ঐরূপ দেখিয়াছিলেন, এজন্য ত্বরায় বিবাহ কার্য সম্পাদন করিলেন।

শ্যামদাস চট্ট—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যদ্বয় (?)।

তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্যামদাস প্রতি। চট্ট-বংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥ (কর্ণা ১)

২ তারপর শ্যামদাস চট্টে কৃপা কৈলা। তিঁহো মহাভাগবত প্রভু-কৃপা পাইলা॥ (কর্ণা ১)

শ্যামদাস ঠাকুর—রাঢ়ী ভরদ্বাজ-গোত্রীয়; শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য। বাল্যকালে বৈরাগ্য করত সংসার ছাড়িয়া তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে ইনি কাঁদি মহকুমার পাঁচতোপী গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্রীসুদর্শন শালগ্রামচক্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং ইঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা চলিত। তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ফতেসিংহ পরগণার মুসলমান জায়গীরদার তাঁহাকে সাত তোলা সর্পবিষ পান করাইয়াছিলেন। অনায়াসে বিষপান করিতে দেখিয়া তিনি শ্রীচক্রের সেবার জন্য শ্যামদাসকে ভূসম্পত্তি দান করেন। শ্রীগুরুর আদেশে ইনি শেষ

জীবনে দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি স্ত্রীসম্ভাষণ করেন নাই। ঋতুকালে তাঁহার স্ত্রীকে একটি শ্রীফল খাওয়াইলে ঐ গর্ভে শ্রীকিশোর দাসের জন্ম হয়।

২ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

শ্যামদাস ঠাকুর-শাখা সংকীর্ত্তনে মত্ত। (প্রেম ২০)

জয় ঠাকুর শ্যামদাস সদা সুখী। দুঃখীগণ ভাসে প্রেমানন্দে যাঁরে দেখি॥ (নরো ১২)

শ্যামদাস——(মার্দঙ্গিক) প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক।

শ্যামদাস, দেবীদাস বাজায় মৃদঙ্গ। তাহে উপজায় কত রসের তরঙ্গ॥ [ভক্তি ১৪।১২২]

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ইঁহার হস্তে শ্রীবৃন্দাবন হইতে 'শ্রীবৃহদভাগবতামৃত' গ্রন্থ গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। [ভক্তি ১৪।৩৬]

শ্যামদাস মোহন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

শ্যামদাস মোহন প্রভুর নিজ ভৃত্য। জয়দেব-গানে সবে করায় মোহিত॥ (র° ম° পশ্চিম ১৪।৯৮)

শ্যামদাসী—শ্রীরসিকানন্দের পত্নী ইচ্ছাদেবীর বৈষ্ণব নাম। [র° ম° দক্ষিণ ১।২৯]

শ্যামপাল—নারায়ণগড়ের ভূঞা। (র° ম° পশ্চিম ১২।৬৭)

শ্যামপ্রিয়া—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্যা। স্বামির নাম—সুধাকর মণ্ডল। পুত্রের নাম—রাধাবল্লভ মণ্ডল। সকলেই আচার্য প্রভুর কৃপাপাত্র।

তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥ (কর্ণা ১)

২ মেদিনীপুরের অন্তর্গত বড়-বলরামপুরের জগন্নাথের কন্যা। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বনিতা। [র° ম° দক্ষিণ ১১।২৭-২৮]

শ্যাম ভঞ্জ—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ২৪।১৬০]

শ্যাম ভট্ট—ভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, গৌড়দেশ-বাসী। শ্রীকৃষ্ণ-পুরোহিত ও শ্যামভট্ট একগ্রামবাসী ছিলেন। ইঁহাদেরও বহু শিষ্য হইয়াছিল।

সেই দেশবাসী শ্যাম ভট্টে কৃপা কৈল। দুই জনার শিষ্য-প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল॥ (কর্ণা ১)

শ্যামমনোহর দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

শ্যামমনোহর দাস বড় শুদ্ধমতি। রসিক-চরণ বিনা আন নাহি গতি॥ সর্বলোক উদ্ধারিল বড় সুপণ্ডিত॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।৯২—৯৩]

শ্যামমোহন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৯]

শ্যামমোহন দাস—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। (র° ম° পশ্চিম ১৪। ১১২, ১২৭, ১৫৩, ১৫৭)।

শ্যামরসিক দাস—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৬, ১২৮]

শ্যামলাল গোস্বামী—ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীগোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, বৃহদ্ভাগ-বতামৃত, বেদান্তস্যমন্তক প্রভৃতির অনুবাদাদিসহ প্রকাশক। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থের নির্মাতা।

শ্যামবল্লভ আচার্য——(শ্যামদাস আচার্য)--শ্রীনিবাস আচার্যের প্রথমা গৃহিণী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য। ইঁহার পিতা—শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল হরিদাস আচার্যের পুত্র শ্রীদাস।

জয় কৃষ্ণাচার্য, আর জগদীশাচার্য। শ্যামবল্লভাচার্য এই তিন মহা আর্য॥ আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতিগুণবান্॥ (কর্ণা ১)

শ্যামসুন্দর—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১১৯; ২—৫ ঐ শিষ্য [ঐ ১৪। ১৩১, ১৩৮, ১৪৭, ১৪৯]।

শ্যামসুন্দর আচার্য—শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর পিতৃদেব (প্রেম ২২)। শ্রীপাট—কুমারহট্ট। (ঈশ্বরপুরী দ্রষ্টব্য)

শ্যামসুন্দর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য শ্যামসুন্দর। প্রেমভক্তি যারে দিল রসিকশেখর॥ [র° ম° পশ্চিম ১৪।১০২]

শ্যামসুন্দর দাস—ব্রাহ্মণ, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীমথুরাতে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ। লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ॥ (কর্ণা ১)

শ্যামানন্দ প্রভু—সদ্‌গোপকুলোদ্ভব। 'দুঃখী বা দুঃখিনী' ও 'কৃষ্ণদাস' ইঁহার পূর্ব নাম। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম রাখেন।

দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্বাংশে প্রবল। মাতা—শ্রীদুরিকা, পিতা—শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল॥ সদ্‌গোপ-কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতিসুচরিত। ধারেন্দা-

বাহাদুরপুরেতে পূর্বে স্থিত ॥
[ভক্তি ১।৩৫১—৩৫২]

পুত্র কন্যা গত হৈলে' হৈল শ্যামানন্দ। মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল। এই হেতু 'দুঃখী' নাম প্রথম হইল ॥ (ঐ ৩৫৯)

শ্যামসুন্দরের মহা আনন্দ জন্মাইল। 'শ্যামানন্দ' নাম পুন বৃন্দাবনে হইল ॥ (ঐ ৪০১)

রাধা শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল। জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল ॥
[ভক্তি ৬।৫২]

ইনি শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য। ১৪৫৬ শকে মধুপূর্ণিমায় ইঁহার জন্ম। 'শ্যামানন্দপ্রকাশ,' 'অভিরাম-লীলামৃত', 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তি-রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার জীবনী আছে। শ্যামানন্দের পিতা পূর্বে গৌড়ে বাস করিতেন, তথা হইতে উৎকলে দণ্ডেশ্বরের অন্তর্গত 'ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে' বাস করেন। শ্যামানন্দের আরও ভ্রাতাভগ্নী ছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই স্বধাম গমন করেন। পিতামাতা শ্যামা-নন্দকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শ্যামানন্দ প্রভু 'শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের প্রকাশ' বলিয়া উক্ত।

শ্যামানন্দ প্রভু বাল্যকাল হইতেই ধর্মানুরাগী ছিলেন। ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং অম্বিকানগরে আসিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ দর্শন করিয়া প্রেমে বিগলিত হন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ইঁহার বিশুদ্ধ ভাবদর্শনে মোহিত হইয়া দীক্ষা প্রদান করেন।

শ্যামানন্দ প্রথমতঃ গৌড়মণ্ডল দর্শন করিয়া পরে ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করেন ও পরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের আশ্রয়ে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সাধন ভজন করিতে থাকেন। একদা শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাস-মণ্ডল পরিষ্কার করিতে করিতে শ্রীমতী রাধিকার শ্রীচরণের নূপুর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ললাটে স্পর্শ করাইতেই নূপুরাকৃতি তিলক হয়; এই কারণে শ্যামানন্দ-পরিবারগণ তিলকমধ্যে নূপুরের চিহ্ন ধারণ করেন। ১৫০৪ শকে শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য তিনজনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন করেন (শ্রীনিবাস আচার্য দ্রষ্টব্য)।

শেষ জীবনে শ্যামানন্দ প্রভু উৎকল দেশের 'নৃসিংহপুর' গ্রামে অবস্থিতি করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া-ছিলেন। ইনি বহু যবনকে শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রসিকমুরারিই প্রধান। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্যামানন্দ শিষ্য করিলেন স্থানে স্থানে। রাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, মনোহর। চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর ॥ উদ্ধব, অক্রূর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ। জগন্নাথ, গদাধর, শ্রীআনন্দানন্দ ॥ শ্রীরাধামোহন-আদি শিষ্যগণ-সঙ্গে। সদা ভাসে সংকীর্তন সুখের তরঙ্গে ॥ [ভক্তি ১৫।৬৩—৬৫]

১৫৫২ শকের আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতি-পদে নৃসিংহপুরে উদ্দণ্ডরায় ভুঁইয়ার গৃহে ইনি অপ্রকট হন।

শ্রী—শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী, পূর্বলীলায় যোগ-মায়ার প্রকাশ [গৌ° গ° ৮৬]।

শ্রীকণ্ঠাভরণ—'কণ্ঠাভরণ দেখ।

শ্রীকর—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥
[চৈ° চ° আদি ১০।১১১]

২ ধারেন্দাবাসী গোপজাতি অত্যাচারী জমিদার। পরে শ্রীরসিকা-নন্দ প্রভুর কৃপা পাইয়া পরম বৈষ্ণব হন। [র° ম° দক্ষিণ ৪।২৩—৫।৩৬]

শ্রীকর দত্ত—শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পিতা।

শ্রীকান্ত—শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের ভ্রাতা।

নাভাদেবীর ছয় পুত্র, এক কন্যা হৈল ॥ শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরি-হরানন্দ। সদাশিব, কুশলদাস আর কীর্তিচন্দ্র। (প্রেম ২৪)

২ শ্রীসনাতন গোস্বামির ভগ্নী-পতি।

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত—তার নাম। গোঁসাঞির ভগ্নীপতি, করে রাজকাম ॥
[চৈ° চ° মধ্য ২০।৩৮]

৩ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

শ্রীকান্ত, ক্ষীরু চৌধুরী—মহা-ভক্তশূর। (প্রেম ২০)

জয় জয় শ্রীকান্ত পরম বিদ্যাবান্। নিজগুণে করে যেঁহো পতিতের ত্রাণ ॥ (নরো ১২)

শ্রীকান্ত সেন——শ্রীচৈতন্য-শাখা। শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। পূর্ব-লীলায় কাত্যায়নী [গৌ° গ° ১৭৪]

শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম। প্রভুর কৃপাতে তিঁহো মহা-

ভাগ্যবান্॥ [চৈ° চ° অন্ত্য ২।৩৭]

কাঁচরাপাড়া কুমারহট্টের শুনহ কথন। শ্রীকান্ত সেন, কবিকর্ণ, শ্রীরাম পণ্ডিত-প্রকটন॥ [পা° প°]

ইনি একবার একাকী পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর নিকট দুই মাস ছিলেন। মহাপ্রভু ঐ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা করিয়া ইঁহার দ্বারা গৌড়ের ভক্তগণকে রথযাত্রায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অন্য এক বৎসর ইনি শিবানন্দ সেনের সহিত গৌড়ের যাবতীয় ভক্তসঙ্গে পুরীতে প্রভুর দর্শনে যাইতেছেন, সঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও আছেন। পথিমধ্যে একদিন বাসাঘর ও ভোজনাদির ব্যবস্থা না দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ক্রোধ করত শিবানন্দ সেনকে গালি দিলেন—

তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল। ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল॥

(চৈ° চ° অন্ত্য ১২।১৮)

পরে শিবানন্দ সেন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নিকটে আসিলে তাঁহাকে লাথি মারিলেন, কিন্তু লাথি খাইয়া শিবানন্দের আনন্দ আর ধরে না। তিনি তদ্দণ্ডেই বাসা ও ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নিত্যানন্দ-প্রভুর চরিত্র—সব বিপরীত। ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত॥ (ঐ ৩৩)

নিকটে বালক শ্রীকান্ত ছিল। তিনি প্রভু ও ভক্তের রহস্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ভাবিলেন —'আমার মামা শ্রীচৈতন্যের পারিষদ, তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু লাথি মারিলেন!' এজন্য মনে দুঃখ পাইয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী পুরীতে চলিয়া গেলেন, পরে প্রভুর নিকট পুরীতে উপস্থিত হইয়া 'পেটাঙ্গি' (অঙ্গরাখা বা জামা) সহিতই তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে উদ্যত হইলে—'গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার।' মহাপ্রভু শ্রীকান্তের অভিমানের কথা জানেন, এজন্য স্নেহ করিয়া—

প্রভু কহে—শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ। কিছু না বলিও, করুক্ যাতে উঁহার সুখ॥ (ঐ ৩৮)

প্রভুর বাক্যে শ্রীকান্ত বুঝিলেন—প্রভু সব জানিয়াছেন। এজন্য আর কোন কথা বলিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভারতীকে ইনি সন্ন্যাস গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। চৈ° ভা° চৈ° চ°, চৈ° ম°, ইত্যাদিতে তৎ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—বারেন্দ্র বাৎস্য-গোত্রীয় সান্যালবংশে সুলোচনের ধারায় রামকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশের অন্বয়ী শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম। নবদ্বীপাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ রায় শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমকে ভূমিদান করিয়াছেন দানপত্রের তারিখ—২রা জ্যৈষ্ঠ ১১১০ সন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ভূমি নিজ শিষ্য রামজীবন পঞ্চাননকে ১০ই কার্তিক ১১২৩ সনে পুনর্দান করিয়াছেন (নদীয়া কালেক্টরীর ১৬৬৩৩ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। এই শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলে তিনি তিন রাজার সময়ে খ্যাতিলাভ করেন—রামকৃষ্ণ, রামজীবন ও রঘুরাম। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম-রচিত 'পদাঙ্কদূত' সমধিক প্রসিদ্ধ, ইঁহার 'কৃষ্ণপদামৃত' কাব্যটিও ১৬৩৩ শকে ২৫০ শ্লোকে রচিত। প্রথমটি ধীর শ্রীরঘুরাম রায় নৃপতির আজ্ঞায় এবং দ্বিতীয়টি শ্রীযুত রামজীবন-মহারাজাদৃত হইয়া প্রকটিত হয় বলিয়া অন্তিম বাক্য হইতে জানা গিয়াছে। তদীয় 'মুকুন্দপদমাধুরী' ও 'সিদ্ধান্ত-চিন্তামণি' গ্রন্থদ্বয়ের আবিষ্কারে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি একজন প্রতিভাশালী নৈয়ায়িকও ছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অতীব মূল্যবান্। মুকুন্দপদমাধুরীতে শ্রীকৃষ্ণকেই পরমাত্ম-স্বরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত-চিন্তামণি গ্রন্থারম্ভে 'ভুজগেন্দ্র-ফণারত্ন-রঞ্জিত-শ্রীপদাম্বুজম্। যশোদা-নন্দনং বন্দে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্॥' এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেও শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে—'অথবা শ্রীবিগ্রহো নিত্যঃ, অজন্যত্বে সতি ভাবত্বাৎ, বিশেষণসিদ্ধিস্ত—'জয়তি জননিবাসঃ' (ভা ১০।৯০।২৫) ইত্যনেনেতি ধ্যেয়ং। নব্যাস্ত অনু-পদোক্তপদ্যৈকদেশস্য ব্রজবনিতানাং কামং বর্দ্ধয়ন্ জয়তি ইত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রীবিগ্রহস্য শুকোক্তি-সময়ে সত্ত্ব এব সংভবতীতি তস্য নিত্যত্বসিদ্ধিঃ। অতএব—'লোকাভিরামাং স্বতনুম্' (ভা ১১।৩১।৬) অদগ্ধ্বেত্যর্থকতয়া স্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতমিতি প্রাহুঃ

তৎপরে একটি মূল্যবান্ শ্লোক আছে—

'পদ্ভ্যামেব ফণাগণস্ত বিষয়-ব্যাধেশ্চ চিন্তামণেঃ, সান্দ্রানন্দময়স্ত দেবকসুতাজন্মপ্রবাদস্ত চ। নিত্যত্বং জগদীশ্বরস্ত বপুষঃ শ্রীকৃষ্ণনাম্না ময়া, ধীরশ্রীরঘুরামরায় - নৃপতেরাজ্ঞাবশাদ্ বর্ণিতম্॥' এস্থলেও গ্রন্থকারের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন—রঘুরাম রাজা।

শ্রীগর্ভ--শ্রীগৌর-পার্ষদ, মহাপদ্মনিধি। [গৌ° গ° ১২০—১২৩]

ইনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন। [চৈ° ভা° মধ্য ৮।১১৫,৯।৫]

শ্রীচন্দন—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৬]

শ্রীচরণ—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৮]

শ্রীজীব পণ্ডিত—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)। রত্নগর্ভাচার্যের পুত্র। পূর্বলীলায় ইন্দিরা। (গৌ° গ° ১৬৯)

শ্রীঠাকুরাণী——শ্রীশ্রীঅদ্বৈত - প্রভুর দ্বিতীয়া ভার্যা। সীতাদেবীর ভগিনী, ইঁহার পুত্রের নাম—ছোট শ্যামদাস।

শ্রীদাস—শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—কাঞ্চনগড়িয়া। শ্রীনিবাস প্রভু--

শ্রীদাস, গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে। শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা যাজিগ্রামে॥ (ভক্তি ১২।১৯)

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও অধ্যয়নরত ভক্তগণকে ইঁহারা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করাইতেন। পিতা —শ্রীবৃন্দাবন-প্রবাসী প্রসিদ্ধ হরিদাসাচার্য। ভ্রাতার নাম—গোকুলানন্দ।

শ্রীনিবাস আচার্য যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসেন, তখন হরিদাসাচার্য তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দীক্ষা প্রদান করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। হরিদাসাচার্যের তিরোভাব-তিথি মাঘী কৃষ্ণা একাদশীতে দুই ভ্রাতা যে মহামহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু ভক্তের আগমন হয়। ঐ সময়ে ইঁহাদের দীক্ষাও হয়।

এই মাঘী কৃষ্ণা-একাদশী দিনে। দীক্ষা দিব হরিদাসাচার্যের নন্দনে॥ (ভক্তি ১০।৪৭)

তবে প্রভু কাঞ্চনগড়িয়া প্রতি দয়া (?)। শ্রীদাস ঠাকুরে দয়া করিলা আসিয়া॥ তিঁহো মহাভাগবত পরম পণ্ডিত। প্রভুর নিকটে যাঁর সদা ছিল স্থিত॥ জয়কৃষ্ণ, জগদীশ, শ্যামবল্লভ আচার্য। তাঁহার তনয় তিন, গুণে মহা আর্য॥ শ্রীঈশ্বরের কৃপাপাত্র তিন মহাশয়। মহাভাগবত হয় প্রেমের আলয়॥ (কর্ণা)

শ্রীধর—'খোলাবেচা শ্রীধর' নামে খ্যাত। পূর্বলীলার মধুমঙ্গল [গৌ° গ° ১৩৩], শ্রীচৈতন্য-শাখা। নবদ্বীপ-বাসী জনৈক দরিদ্র শাকসব্জি, থোঁড় মোচা প্রভৃতির বিক্রেতা। বাল্যকালে মহাপ্রভু জোর করিয়া ইঁহার খোলা, মোচা প্রভৃতি লইয়া আসিতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশদিনে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ ইঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রকাশ দেখিয়া অনন্যা ভক্তিমাত্রই শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা করিয়া অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইঁহার ভগ্ন কলসের জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস। যার সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৬৭)

বর-প্রার্থনাকালে (চৈভা মধ্য ৯।২২৫—২২৬)—

শ্রীধর বলয়ে প্রভু দেহ এই বর। যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা-পাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥ যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল। মোর প্রভু হউক তার চরণ-যুগল॥ সুতরাং—কলা, মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা। কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিল তাহা। বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তাঁরে গৌর দিল।

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য, মাধব, শ্রীধর। [চৈ° চ° আদি ১১।৪৮]

শ্রীধর ব্রহ্মচারী--শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। পূর্বলীলায় চন্দ্রলতিকা। (গৌ° গ° ১৯৪, ১৯৯)

শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী॥ (চৈ° চ° আদি ১২.৭৯)

শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণম-দ্ভুতম্। প্রেমামৃতময়ং সর্বং গৌর-লীলাবিলাসকম্॥ [শা° নি° ৫]

শ্রীধর স্বামী—ইঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ ঐতিহ্য ও কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে; কেহ বলেন ইনি গুজরাটদেশীয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা বলেন ইনি ভট্টিকাব্য-রচয়িতার জনয়িতা (ভক্তমাল ১২শ), অন্য মতে ইনি অদ্বৈতমতাবলম্বী সন্ন্যাসী (অদ্বৈত-

সিদ্ধির ভূমিকায় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ)। তাঁহার রচনা হইতে কেবল এইমাত্র সংগৃহীত হয় যে তিনি কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের কাশীবাসী একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন [আত্মপ্রকাশ টীকার ১৷১ মঙ্গলাচরণে]। তিনি অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের শোধনের জন্য যত্নপর ছিলেন (ভাবার্থদীপিকা ১০৷৮৭ মঙ্গলাচরণ ৩); তাঁহার গুরুর নাম ছিল—পরমানন্দ [সুবোধিনী ১৷১ টীকা]; তাঁহার সন্ন্যাস-নাম—শ্রীধরস্বামী ও তিনি নৃসিংহ-উপাসক (আত্মপ্রকাশটীকা ১৷২)। রচিত গ্রন্থাবলী—(১) গীতার টীকা—সুবোধিনী, (২) বিষ্ণুপুরাণের টীকা—আত্মপ্রকাশ, (৩) ভাগবতের টীকা—ভাবার্থদীপিকা, (৪) সনৎসুজাতীয়ের টীকা—বালবোধিনী, (৫) গীতাসার-টীকা—ব্রহ্মসম্বোধিনী [Bhandarkar Research Institute, Poona Ms. no. 425]। (৬) ব্রজবিহার-কাব্য [জীবানন্দবিদ্যাসাগর-প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে]; (৭) পদ্যাবলিতে উদ্ধৃত ১৫, ২৮, ৪৩ শ্লোকসমূহ।

(খৃঃ ১৩৫০—১৪৫০) শ্রীনৃসিংহ-দেব-প্রসাদে সর্ববেত্তা শ্রীধরস্বামিপাদ সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন-পূর্ব্বক উহারই আদর্শে শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা রচনা করিতে ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে সে 'ভাগবত' জানি। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥ শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥

(চৈ° চ° অন্ত্য ৭৷১২৯, ১৩১)

সুতরাং শ্রীমৎসনাতন ও শ্রীজীবপাদ শ্রীধরানুগত্যেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীধর সম্প্রদায়ানুরোধে পৌর্বাপর্যানুসরণে বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা' টীকা রচনা করেন। ভাগ (১৷১৷২) টীকায় ভেদাভেদবাদ-সমর্থনে তিনি ভক্ত, ভক্তি, শাস্ত্র ও জীবের নিত্যতা ও জগৎসত্যতাদি প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং 'প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব' শব্দের ব্যাখ্যানে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। সাত্বত আচার্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল শ্রীবিষ্ণুস্বামির সর্বজ্ঞসূক্তের (১৷৭৷৬ ও ৩৷১২৷২) প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামি-নির্মিত 'বিষ্ণুপুরাণের টীকায়'ও কেবলাদ্বৈতমত-খণ্ডনে শুদ্ধাদ্বৈত বিচার হইয়াছে (৬৷১৬৷১৩)। ভাগ (১০৷১৪৷২৮—৩৯) ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যতা, (৩৷২৮৷৪১ ও ১১৷১১৷৬) টীকায় জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য, (৩৷২৫৷৩২ টীকায়) মুক্তির প্রাসঙ্গিকত্ব, (১০৷৮৭৷৩১) চেতনাচেতনপ্রপঞ্চের পরমাত্মোপাদানত্ব, (১০৷৮৭৷২১) নির্ভেদমুক্তির নিন্দা এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মায়াবাদিগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরতত্ত্ব বলিলেও ইনি (গীতা ১৪৷২৭) শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, 'ঘনীভূত ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিরা শ্রীবিগ্রহ, নাম, রূপ, গুণ, বিভূতি, ধাম ও পরিকরের নিত্যত্ব স্বীকার না করিলেও ইনি (ভা দী ৮৷৬৷৭—৯) শ্রীবিগ্রহের সনাতনত্ব, অপরিমেয়ত্বাদি স্থাপন করিয়াছেন (ভা দী ১০৷৮৭৷২) 'প্রভু' শব্দের ব্যাখ্যানাবসরে ভগবানের সগুণ গুণনিচয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিশেষ কথা—ইনি শ্রীবিষ্ণুপুরাণের (১৷৩৷২) টীকায় 'অচিন্ত্য' শব্দের ব্যাখ্যায় অর্থাপত্তি-প্রমাণ-মূলে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বীজ দেখাইয়াছেন। (এ প্রসঙ্গে ভা দী ১১৷২২৷১০, ১১; গীতা ১৩৷১৬ আলোচ্য।)

শ্রীনাথ—মাহেশের নিকটে বল্লভপুর-বাসী ভক্ত।

চারটা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম। ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম॥ কাশীশ্বর, শঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ আর। শ্রীরুদ্রপণ্ডিত আদি বাস সবাকার॥

(পা° প°)

শ্রীনাথ ঘটক—পিতার নাম শ্রীভগীরথ আচার্য। মাতার নাম—জয়-দুর্গা দেবী। চট্টগাঁই, কাশ্যপ গোত্র। ভ্রাতার নাম—শ্রীপতি।

শ্রীনাথ, শ্রীপতি—ভগীরথের তনয়। ঘটক আচার্য নাম শ্রীনাথের হয়॥

(প্রেম ২১)

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস।

[চৈ° চ° আদি ১২৷৮৩]

বন্দে শ্রীনাথ-নামানং পণ্ডিতং সদ্‌গুণাশ্রয়ম্। কৃষ্ণসেবা-পরিপাটী যত্নৈর্যেন সুসেবিতা॥ [শা° নি° ১৯]

২ (আচার্য) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। পূর্বলীলায় সনন্দন [গৌ° গ° ১০৭, ২১১] শ্রীপাট—কুমার-হট্ট। ইঁহারই ছাত্র—শিবানন্দ সেনের

পুত্র পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুর। শ্রীনাথ কুমারহট্টে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাহা ঐস্থানে বর্ত্তমান আছেন। ইনি '**শ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষা**' নামে শ্রীভাগবতের টীকা করেন।

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত-প্রধান। শ্রীনাথ আচার্য বলি কেহ তাঁরে কন॥ অদ্বৈত প্রভু তারে দীক্ষামন্ত্র দিলা। শিবানন্দ-পুত্র কবিকর্ণপুর তাঁর ছাত্র॥ চৈতন্য-মতমঞ্জুষা ভাগবতের টীকা কৈল॥ (প্রেম ২৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইনি শ্রীচৈতন্য-শাখায় উক্ত হইয়াছেন—

শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১০৭)

কাঁচড়াপাড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে বৃহৎ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পদতলে ইঁহার নাম-যুক্ত সংস্কৃত শ্লোক অঙ্কিত আছে।

শ্রীনাথ পণ্ডিত—শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপর 'চৈতন্যমতচন্দ্রিকা'-নামক টীকাকার।

শ্রীনাথ মিশ্র—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের চিত্রাঙ্গী (গৌ° গ° ১৭১)।

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১১০]

শ্রীনিধি—শ্রীচৈতন্য-শাখা। প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। পদ্মনিধি। [গৌ° গ° ১০২—১০৩]

শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর। [চৈ° চ° আদি ১০।৯]

২ 'শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্‌।' [চৈ° চ° আদি ১০।১১০]

শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর—প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের উত্তরে চাকুন্দী-গ্রামে ১৪৪১ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীচৈতন্যদাস-নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভাব। চৈতন্য দাসের পূর্ব নাম—গঙ্গাধর ভট্টাচার্য; শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসকালে ইনি তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার নামের শেষাংশ শুনিয়া তাহাই জপিতে জপিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন—তৎপরে সকলে তাঁহাকে 'চৈতন্য দাস' আখ্যা দেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ; শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর জীবনী ও লীলাবলী ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী এবং নরোত্তম বিলাসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহামহোপদেশক, আধ্যাত্মিক শিক্ষক, বৈষ্ণব বেদান্ত ও সাহিত্য-প্রভৃতির মহাপ্রচারক এবং বৈষ্ণব-মহাজনী পদাবলীর উন্নতি-সাধনে উৎসাহদাতা আচার্যপ্রভু যে কতভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু একশক্তি-প্রকটনে শ্রীরূপসনাতনাদি দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করাইয়াছেন এবং অন্য শক্তি-প্রকটনে শ্রীনিবাস আচার্যদ্বারা তাহার প্রচার করাইয়াছেন (ভক্তি ১।২৩২—২৩৪)।

আচার্যপ্রভু মাত্র পাঁচটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ; কর্ণানন্দের ষষ্ঠ নির্যাসের (১) 'বদনচাঁদ'

শ্রীনিবাসাচার্য

- প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর গর্ভজ
  - বৃন্দাবন
  - রাধাকৃষ্ণ
- দ্বিতীয়া পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজ
  - গতিগোবিন্দ
    - কৃষ্ণপ্রসাদ
      - জগদানন্দ
        - প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে
          - যাদবেন্দ্র
        - দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে
          - রাধামোহন
          - ভুবনমোহন
          - গৌরমোহন
          - শ্যামমোহন
          - মদনমোহন
    - সুন্দরানন্দ
    - শ্রীহরি
    - সুবল
    - রাধামাধব
  - হেমলতা
  - কৃষ্ণপ্রিয়া
  - কাঞ্চনলতিকা

কোন্ কুন্দরে কুন্দিল গো', (২) 'প্রেমক মঞ্জরী, শুন গুণমঞ্জরী, তুহুঁ সে সকল শুভদাই', (৩) 'তুহুঁ গুণ-মঞ্জরী, রূপে গুণে আগরী' এই তিনটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি **'মনোহরসাহী'** সুরের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রকাশ। শ্রীআচার্যপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য করিয়াছেন। ইহার ভাব, ভাষা ও পদ-ব্যাখ্যান-কৌশল অতিসুন্দর। শ্রীমন্নরহরিঠক্কুরাষ্টক, ষড়্গোস্বামি-গুণলেশ-সূচক প্রভৃতিও ইঁহার রচনা।

শ্রীনিবাস-শাখা :—

ছয় চক্রবর্ত্তী--১। শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী, ২। শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, ৩। শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, ৪। শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী, ৫। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং ৬। শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

কর্ণানন্দে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

অষ্ট কবিরাজ :— শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ, শ্রীনৃসিংহ কবি-রাজ, শ্রীভগবান্ কবিরাজ, শ্রীবল্লবী কান্ত কবিরাজ, শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ এবং শ্রীগোকুল কবিরাজ।

ছয় ঠাকুর :—শ্রীরামকৃষ্ণ চট্ট-রাজ, শ্রীকুমুদানন্দ কুলরাজ, শ্রীরাধা-বল্লভ মণ্ডল, শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীরূপ ঘটক, শ্রীঠাকুর দাস ঠাকুর।

এক রাজা :—বীরহাম্বীর।[তৎ-পুত্র ধাড়ী হাম্বীর] শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু প্রভৃতি নিম্নলিখিত 'ভূমে' বা রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া-ছিলেন :—

১। মল্লভূম—বিষ্ণুপুর, ২। মান-ভূম, ৩। সিংহভূম—চাইবাসা, ৪। ভট্টভূম (রামগড়), ৫। সামন্তভূম, ৬। বরাহভূম, ৭। তুঙ্গভূম, ৮। ব্রাহ্মণভূম, ৯। শীকরভূম, ১০। ধলভূম, ১১। ধনভূম, ১২। নাগ-ভূম, ১৩। বীরভূম প্রভৃতি। ১৪। শবরভূম [মেদিনীপুরের পশ্চিমদক্ষিণ দিকে সুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংশাবতী নদী পর্যন্ত ভূভাগই শবর-ভূমি ছিল]।

J. A. S. B. New series Vol XII 1916, No. 1 Page 52.

একটী প্রবাদ আছে--ধলে 'রা', মলে 'পা', শেখরে 'বা', সন্ধিপূজার ঠিক শুভক্ষণ প্রকাশ করিবার জন্য ধলভূমে বা রাজ্যে গভীর শব্দ হইত। মল্ল-রাজ্যে সিন্দুর-রঞ্জিত পাত্রে দেবীর চরণচিহ্ন পড়িত। শেখর রাজ্যে প্রবল ব্যাতা বহিত।

শ্রীনিবাস দত্ত—শ্রীউদ্ধারণদত্ত ঠাকুরের পুত্র (প্রিয়ঙ্কর)।

শ্রীপতি—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা।

শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর। (চৈ° চ° আদি ১০।৯)

২ শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১৬০]

শ্রীপতি চট্ট—পিতার নাম ভগীরথ আচার্য। মাতার নাম—জয়দুর্গা দেবী। ভ্রাতার নাম—শ্রীনাথ ঘটক। ইনি শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী মাধবাচার্যের ধর্ম্মভ্রাতা।

শ্রীনাথ, শ্রীপতি--ভগীরথের তনয়।

(প্রেম ২১)

শ্রীমতী দেবী—শ্রীজাহ্নবা মাতার শিষ্যা। রাজবলহাটের নিকটে ঝামট-পুর গ্রামের শ্রীযদুনন্দনাচার্যের কন্যা। মাতার নাম—লক্ষ্মী দেবী। ভগিনীর নাম—নারায়ণী দেবী। দুই ভগ্নীকেই শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী বিবাহ করিয়াছিলেন।

জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈলা। শ্রীমতী নারায়ণী—দোঁহে শিষ্য কৈলা॥ (ভক্তি ১৩।২৫৫)

শ্রীমন্ত—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ॥

(চৈ° চ° আদি ১১।৪৯)

শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

তারপর কৃপা কৈলা শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী। পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইল কৃতকীর্ত্তি॥ লক্ষ হরিনাম লয়, নামেতে বিশ্বাস। বড়ই রসিক, তিঁহো সংসারে উদাস॥ (কর্ণা ১)

শ্রীমন্ত ঠাকুর—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

শ্রীমন্ত ঠাকুর এক বিপ্রকুলোদ্ভব। তাঁরে কৃপা কৈলা প্রভু হঞা সুখাবিষ্ট॥ (কর্ণা ১)

শ্রীমন্ত দত্ত—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

জয় জয় শ্রীমন্ত দত্ত ভাণ্ডারী প্রবীণ। যেঁহো গৌর-গুণেতে উন্মত্ত রাত্রি দিন। (নরো ১২)

শ্রীমান্ ঠক্কুর—শ্রীগৌরভক্ত।

'শ্রীমান্ ঠক্কুর! তারে দেখাহ আমারে। যে বনভোজন-ছলে মোহিল ব্রহ্মারে॥'

শ্রীমান্ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন ও নৃত্যকালে দেউটি ধরিতেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য। দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৩৭)

শ্রীমান্ সেন—শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক-প্রধান। চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন॥ (চৈ° চ° আদি ১০।৫২)

২ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের-শাখা।

শ্রীরঙ্গ কবিরাজ—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা।

গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ। (চৈ° চ° আদি ১১।৫১)

শ্রীরঙ্গপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামির শিষ্য।

শ্রীমাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম। [চৈ° চ° মধ্য ৯।২৮৫)

মহাপ্রভুর সহিত প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যে পাণ্ঢরপুরে ইঁহার মিলন ও কৃষ্ণকথা হয়। (ঐ ২৮৬—৩০২)

শ্রীরত্ন পণ্ডিত—শ্রীগৌরভক্ত।

শ্রীরত্ন পণ্ডিত! ভক্তি দেহ' তাঁর পায়। ঈশ্বরপুরীরে কৃপা যে করে গয়ায়॥ (নামা ১০৪)

শ্রীরাম—শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১২৪]

শ্রীরাম তীর্থ—শ্রীগৌরভক্ত। (বৈষ্ণব-বন্দনা)

শ্রীরাম পণ্ডিত—(রামাই)—প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ। পূর্বকালে ইনি নারদের প্রিয় পর্বত মুনি ছিলেন। (গৌ° গ° ৯০)। প্রভুর কীর্ত্তন-সঙ্গী।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। দুই ভাই, দুই শাখা জগতে বিদিত॥ শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর। চারি ভাইয়ের দাস-দাসী গৃহ পরিকর॥ দুই শাখার উপশাখায় তা সভার গণন। যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন॥ চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা। গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা॥ [চৈ° চ° আদি ১০।৮—১১]

শ্রীপ্রভুর নৃত্যকালে ইনি স্নাতক হইয়াছিলেন [চৈ° ভা° মধ্য ১৮।১১—৫৩]। মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তা জানাইবার জন্য ইনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-সকাশে প্রেরিত হন (চৈভা মধ্য ৬।৯—৭১)। মহাপ্রভুর কুমারহট্ট-বিজয়কালে তৎসকাশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবাদেশ-লাভ (চৈভা অন্ত্য ৫।৬৬)। শ্রীবাসসহ চন্দ্রশেখর-ভবনে অভিনয়ে যোগদান (ঐ মধ্য ১৮।৫২)

২ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর-শাখা।

বিজয় পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত॥ (চৈ° চ° আদি ১২।৬৫)

শ্রীরাম বাচস্পতি—মতান্তরে ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস। শ্রীনিবাস আচার্যের বিদ্যাগুরু [ভক্তি ২।১৮৬]।

শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। '**শ্রীনিবাস**'-নামেও খ্যাত (চৈচ ১।৪।২২৭)। পূর্বাবতারে নারদ (গৌ° গ° ৯০)। শ্রীহট্টে আবির্ভাব। শ্রীবাসাঙ্গনে সপার্ষদ গৌরের কীর্ত্তন-বিলাসাদি (চৈভা আদি ২।৯৬) শ্রীবাসাঙ্গনে সাতপ্রহরিয়া ভাব (চৈচ আদি ১৭।১১), গোপালচাপাল-বৃত্তান্ত (চৈচ আদি ১৭।৩৮—৫৯) মৃতপুত্রমুখে জন্মমৃত্যু-রহস্য (ঐ ১।১৪৭) চারিভাইর কীর্ত্তনে পাষণ্ডিগণের গাত্রদাহ (চৈভা আদি ১১।৫৬)। রথাগ্রে হরিচন্দনকে চপেটাঘাত (চৈচ মধ্য ১৩.৯২—৯৫), প্রভুর শ্রীবাসাঙ্গনে নিত্যনর্ত্তন (ঐ মধ্য ১৫। ৫), শ্রীবাসপণ্ডিতের ধ্যান মন্ত্র ও গায়ত্রী (শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামির পদ্ধতিতে ৫৩, ৭২) দ্রষ্টব্য। অষ্টক 'আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসম্' ইত্যাদি। মহাপ্রভু নবদ্বীপ ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইলে ইনিও নবদ্বীপে না থাকিয়া কুমারহট্টে গিয়া বাস করেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। দুই ভাই, দুই শাখা—জগতে বিদিত॥ শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর। চারি ভাইয়ের দাস দাসী গৃহ-পরিকর॥ দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন। যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা-সংকীর্ত্তন। [চৈ° চ° আদি ১০।৮—১০]

প্রেম-বিলাস-(২৩)-মতে শ্রীহট্টনিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত সস্ত্রীক নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচপুত্র—নলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি (শ্রীকান্ত)। কুমারহট্ট ও নবদ্বীপে ইঁহার বসতি ছিল।

শ্রীবাস-শাশুড়ী—মালিনী দেবীর মাতা ঠাকুরাণী। মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, ঐ সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের শাশুড়ী গোপনে ইহাদের রঙ্গ দেখিবার উদ্দেশ্যে ডোল চাপা দিয়া বসিয়াছিলেন। বহিরঙ্গ লোক থাকিলে প্রভুর আনন্দ হয় না, অথচ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না, এজন্য শ্রীবাসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস গৃহাভ্যন্তর খুঁজিয়া স্বীয় শাশুড়ীকে লুক্কায়িত অবস্থায়

দেখিতে পান।

(চৈ° ভা° মধ্য ১৬।৫—২০)

এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে। সভাপ্রতি কহে—'সুখ না জন্ময়ে কেনে॥' শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস পণ্ডিত। চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহয়ে চারিভিত॥ শ্রীবাসের শাশুড়ী মাথায় ডোল দিয়া। ঘরের কোণেতে ছিলা লুকাইয়া॥ বাহ্যহীন শ্রীবাস উন্মত্ত কৃষ্ণাবেশে। ঘর হইতে বাহির কৈল ধরি তার কেশে॥

তারপরে—প্রভু কহে—'এবে সুখ উপজয়ে মনে।' হইলেন সবে মহা-মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে॥ (ভক্তি ১২।২৭৪৫—৪৯)।

কিন্তু ইহার পরে এক দিবস—

একদিন প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী গেলা। তাঁর শাশুড়ীরে কৃপা করি' ঘরে আইলা॥

(ভক্তি ১২।১৯৭৪)

শ্রীহরি আচার্য—শ্রীগদাধর-শাখা। ব্রজলীলায় কালাক্ষী [গৌ° গ° ১৯৬, ২০৭]।

শ্রীহরি আচার্য, সাদিপুরিয়া গোপাল। (চৈ° চ° আদি ১২।৮৪)

হরিদাসাচার্যবর্যং বঙ্গদেশনিবাসিনম্। বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা স্বোজ্জ্বলেনো-জ্জ্বলীকৃতম্॥ (শা° নি° ৩৩)

শ্রীহরিচরণ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা।

শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত।

(চৈ° চ° আদি ১২।৬৪)

শ্রীহর্ষ—শ্রীগদাধর-শাখা। পূর্বলীলায় সুকেশিনী [গৌ° গ° ১৯৪, ২০১]।

শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।

(চৈ° চ° আদি ১২।৮৫)

শ্রীহর্ষ! করহ মোরে তার অনুচর। যাঁর বিশ্ব অঙ্গ দেখে অদ্বৈত ঈশ্বর॥

[নামা ১২৯]

বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেম-বিনোদিনম্। গৌরপ্রেম্ণা মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্॥

[শা° নি° ২৫]

ষ, স

ষষ্ঠী বা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী—বাসুদেব সার্বভৌমের কন্যা। ইঁহার স্বামির নাম—অমোঘ পণ্ডিত।

'ষষ্ঠীর মাতা', নাম—সার্বভৌম-গৃহিণী। চৈ° চ° মধ্য ১৫।২০০)

সার্বভৌম-গৃহে একদা মহাপ্রভু ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে অমোঘ পণ্ডিত আসিয়া 'একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন!'—ইত্যাদি বলিয়া মহাপ্রভুর নিন্দা করিলেন। সার্বভৌম-গৃহিণী ও সার্বভৌম শুনিবামাত্র 'হায় হায়, সর্বনাশ হইল' বলিয়া উঠিলেন।

শুনি ষাঠীর মাতা শিরে, বুকে হাত মারে। 'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—ইহা বলে বারে বারে॥ (ঐ ২৫২)

ষষ্ঠীধর (ষষ্ঠীবর) কীর্ত্তনীয়া—মহাপ্রভুর শাখা।

কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর।

(চৈ° চ° আদি ১০।১০৯)

ষষ্ঠীবর সেন——বাঙ্গালী কবি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গে ইহার জন্ম হয়। ইনি সমগ্র মহাভারত পদ্যে রচনা করেন। রামায়ণ ও পদ্মপুরাণের অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন।

সঙ্কর্ষণ—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা। ইনি সঙ্কর্ষণ-ভণিতা দিয়া বহু পদ রচনা করেন। ১৮৬০ খৃঃ 'সঙ্গীতরসার্ণব' প্রকাশ হয়।

সঙ্কেত আচার্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা।

বন্দে সঙ্কেতমাচার্যং শ্রীগৌরেঙ্গিত-প্রজ্ঞকম্। গৌরপ্রেম-মহাপাত্রং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥

[শা° নি° ৫১]

সচ্চিদানন্দ—পদকর্ত্তা জগদানন্দের ভ্রাতা।

সঞ্জয় পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভ্রাতা। শ্রীপাট——জলন্দি, বোলপুর ষ্টেশন হইতে ৪।৫ ক্রোশ পূর্বদিকে। ইঁহার পুত্র—রামকানাই ঠাকুর। মতান্তরে ইনি ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য।

সত্যভানু উপাধ্যায়—শ্রীহট্টবাসী বৈদিক বিপ্র—ইনি বালগোপালের উপাসক ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ইঁহাকে কৃপা করিয়া ইঁহার হস্তে পাচিত অন্নগ্রহণ করেন। ইঁহার তিন পুত্র—বলরাম, জনার্দ্দন ও মুরারি। বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ও জনৈক বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। শ্রীপাট দোগাছিয়ায় বাল-গোপালের সেবা আছে।

সত্যভামা দেবী——শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবনবল্লভের স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠা বধূ সত্যভামা-নাম ঠাকুরাণী॥ (কর্ণা ২)

ইনি শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্যা, বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবগোস্বামি-প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থাদির আলোচনা করিতেন।

সত্যরাঘব—'পাটপর্যটন'-মতে ইনি অভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট —মহিনামুড়ি গ্রাম।

মহিনামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম। (পা° প°)

সত্যরাজ খাঁন—শ্রীগৌরপার্ষদ, ব্রজের সুকণ্ঠী (গৌ° গ° ১৭৩)। কুলীনগ্রামবাসী, ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র।

কুলীনগ্রামবাসী, সত্যরাজ রামানন্দ। (চৈ° চ° আদি ১০।৮০)

ইনি রথযাত্রায় পুরীতে গিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে প্রভু ইঁহাকে 'পট্টডোরীর যজমান' হইতে আদেশ করেন।

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া। প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥

[চৈ° চ° মধ্য ১৫।৯৮]

ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু বৈষ্ণবের ক্রমস্তর দেখাইয়াছেন। (ঐ ১০৪—১১১, ১৬।৬৯-৭৫)। গুণরাজ খাঁনকৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের প্রশংসা করত মহাপ্রভু বলিলেন—

'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ'। এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর (বংশের হাত ॥ (ঐ ১৫।১০০)

সত্যানন্দ—— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সত্যানন্দ গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য, সানুবাদ তত্ত্বসন্দর্ভ ও ভগবৎ-সন্দর্ভের প্রকাশক।

সত্যানন্দ ভারতী—শ্রীগৌর-পার্ষদ (বৈষ্ণববন্দনা)। নবযোগীন্দ্রের অন্যতম (গৌ° গ° ৯৮—১০০)।

এই নিবেদিয়ে সত্যানন্দ হে ভারতী! গৌরকৃষ্ণ-দ্বেষির মস্তকে মারোঁ লাথি॥ [নামা ২০৭]

সত্যানন্দ সরস্বতী—গুপ্তিপাড়াবাসী, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবক।

গোপ্তিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী। বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পীরিতি॥ [পা° প°]

সদানন্দ—পদকর্ত্তা। (পদকল্পতরুর ২১৯৪ সংখ্যক পদ)

সদানন্দী—মতান্তরে অরুন্ধতী দেবী। 'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল'-প্রণেতা শ্রীলোচন-দাসের মাতাঠাকুরাণী।

সদাশিব—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভ্রাতা।

নাভাদেবীর ছয়পুত্র, এক কন্যা হৈল॥
শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ।
সদাশিব, কুশলদাস আর কীর্ত্তিচন্দ্র॥
(প্রেম ২০)

২ হিজলিমণ্ডলের অধিকারী বলভদ্র দাসের ভ্রাতা।

[র° ম° পূর্ব ১০।৮৬]

সদাশিব কবিরাজ—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। কংসারি সেনের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম—পুরুষোত্তম দাস। পৌত্রের নাম—কানু ঠাকুর। সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত।

সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তম দাস—যাঁহার তনয়॥

[চৈচ আদি ১১।৩৮]

ইঁহার বংশধরেরা বোধখানা, ভাজনঘাট প্রভৃতি স্থানের গোস্বামি-গণ। 'শচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দ্দশক' ইঁহার রচিত [গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য ২।১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য]। ইঁহার পূর্ব পুরুষ শ্রীপ্রাণবল্লভ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাপক। এই বংশে চারি পুরুষ ধরিয়া শ্রীগৌর পার্ষদ। ইনি ব্রজলীলায় চন্দ্রাবলী।

পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা। অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজ-সদাশিবঃ॥
(গৌ° গ° ১৫৬)

মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক তৎকৃত চন্দ্রপ্রভায় ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৭৪ পৃঃ):—

শম্বরারেঃ সুতো জাতঃ কবিরাজঃ সদাশিবঃ। সদাশিবস্য পুত্রৌ দ্বাবগ্রজঃ পুরুষোত্তমঃ॥ পুরুষোত্তম-সেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ। স ঠকুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুত-সদ্‌যশাঃ॥ তত্তুল্যস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কানু ঠকুর সংজ্ঞকঃ। বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ সৎসম্বন্ধ-পরায়ণঃ॥

পূর্বে সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমের বাসস্থান ছিল—সুখসাগরে; সুখ-সাগর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে কানু ঠাকুর শ্রীপ্রাণবল্লভবিগ্রহের সহিত পিতাকে লইয়া বোধখানায় আসেন। এতাবৎকাল শ্রীবিগ্রহ বোধখানাতেই সেবিত হইতেছিলেন—সম্প্রতি পাকিস্থানে রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে থাকিলে ১৩৫৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীবিগ্রহ আসিয়া ২৪ পরগণা জিলায় যাদব-

পুর ঘোষপাড়ায় শ্রীকানুঠাকুর-বংশ্য শ্রীগৌরহরি গোস্বামিপাদের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। (কানাই ঠাকুর[২] দ্রষ্টব্য)।

সদাশিব পট্টনায়ক—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩২]

সদাশিব পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু প্রথমে ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ। প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর গৃহে বাস॥
[চৈ° চ° আদি ১০।৩৪]

সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। যাঁর ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি॥
(চৈ° ভা° অন্ত্য ৮।১৯)

ইনি মহাপ্রভুর নদীয়া-লীলায় কীর্ত্তন-বিলাসের সঙ্গী (চৈ° ভা° মধ্য ৮।১১৫), লক্ষ্মীবেশে নৃত্যেচ্ছায় প্রভু ইঁহাকে কাচসজ্জা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। (চৈ° ভা° মধ্য ১৮।৭-১৪)।

সন ৃতন—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

বসন্ত ৃ নবনীহোড়, গোপাল, সনাতন॥ [চৈ° চ° আদি ১১।৫০)

সনাতন গোস্বামী——শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূ ৃ লীলায় সনাতন (চতুঃসন) ও ৃ তিমঞ্জরী বা রাগ-মঞ্জরী [গৌ° গ° ১৮ ১—১৮২]।

অনুপমবল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন। এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চি ম গণন॥
(চৈ° চ° আদি : ০।৮৪)

শ্রীপাদ সনাতন আনুমানিক ১৪১০ শকাব্দে আবির্ভূত হইয়াছে ন। তিনি অল্প বয়সে অধ্যাপক-শিরোমা ণি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল।

কথিত আছে যে সুলতান বারবক্ শাহের সময়ে (১৪৬০—১৪৭০ খৃঃ) শ্রীসনাতনের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেন। বারবকের পুত্র ইউসফ্ শাহ সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎপুত্র ফতেশাহ সিংহাসনে বসেন। বারবক্ শাহ রাজ্য ও অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আবিসিনীয়া হইতে বহু ক্রীতদাস ও খোজাকে আনিয়া চাকরি দিয়াছিলেন—ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'হাবসি' বলে। ইহারা ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া রাজধানীতে ষড়যন্ত্র করত ফতেশাহকে হত্যা করে। ক্রমে উহাদের চারিজন ৬।৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া বিনষ্ট হয় এবং শেষ জনের উজীর হুসেন শাহ গৌড়ের রাজতক্তে বসেন। ফতেশাহের সময় মুকুন্দ পরলোক গমন করিলে তৎপদে শ্রীসনাতন নিযুক্ত হন; হাবসীদের অত্যাচার-কালে তিনি আত্মরক্ষা করিয়া হুশেন শাহের সময়ে উচ্চ রাজপদে বৃত হন—এই রাজপদের নামই দবীর খাস (Private Secretary)। দবীরখাস কিন্তু নাম বা উপাধি নহে, ইহা কেবল উচ্চপদ-দ্যোতক শব্দমাত্র। সময়ে সময়ে আবার সনাতন সমর-সচিবের কার্যও করিতেন। সনাতনের মন্ত্রণায় হুশেনের রাজত্ব চলিত। শ্রীরূপ সময় সময় প্রাদেশিক রাজ্য শাসন করিতেন। ফতেহাবাদের অন্তর্গত ইউসফপুর ও চেঙ্গুটিয়া পরগণা তাঁহারা নিজেদের ভোগদখলের জন্য রাজসরকার হইতে পাইয়াছিলেন। এইস্থানে ভৈরব নদীর তটে প্রেম-ভাগে তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ যশোহর খুলনার ইতিহাসে (১।৩৪৯—৩৫৮ পৃষ্ঠায়) আলোচ্য। রামকেলিতেও তাঁহারা সুরম্য প্রাসাদ, বহু দীর্ঘিকা প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছেন।

অতিশয় বুদ্ধিমত্তার জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ ইঁহাকে প্রধান মন্ত্রী এবং শ্রীরূপকে উপমন্ত্রী করিলেও ইঁহারা গৃহে বসিয়া নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থের আলোচনা করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-গমনব্যপদেশে যখন রাম-কেলিতে শুভ বিজয় করেন, তখন দুই ভাই রাজ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করত দীনহীনবেশে তাঁহার চরণদর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং তদবধি ইঁহাদের পূর্বসিদ্ধ বিষয়-বৈরাগ্য ও প্রবলতর ভগবদনুরক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-প্রাপ্তিকামনায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে পুরশ্চরণদ্বয়ের অনুষ্ঠান করত দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গগুণে ঝুরিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমন-বার্তা শুনিয়া শ্রীরূপ অনুপমের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া প্রয়াগে তাঁহার সহিত মিলন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দশ-দিন নিকটে রাখিয়া রস-ভক্তি-প্রেম-তত্ত্বাদি শিক্ষা দিয়া শক্তি সঞ্চারণ করত শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে সনাতন দেহপীড়ার ছলে গৃহে বসিয়া শ্রীভাগবতানুশীলনে দিন কাটাইতেন, অথচ রাজকার্যে অমনোযোগী হইতেছেন জানিয়া গৌড়েশ্বর বহুচেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাজকার্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিলেন। সনাতন বহু কৌশলে কারামুক্ত হইয়া একাকী পদব্রজে কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দুইমাস যাবৎ তাঁহাকে স্বচরণ-সান্নিধ্যে রাখিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া শক্তি সঞ্চারণ করত তাঁহাকে আচার্য-পদে স্থাপন পূর্বক চারিটি বিশেষ কার্যের ভার দিলেন; (১) জগতে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-স্থাপন, (২) শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, (৩) শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রকাশ ও (৪) বৈষ্ণবস্মৃতিপ্রচার। বলা বাহুল্য যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতি সম্বন্ধে স্বয়ং সূত্র করিয়া দিগ্‌দর্শনও করিয়াছিলেন। এই সব বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯—২৫ পরিচ্ছেদে ভক্তিলাভেচ্ছুদের বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস-(মতান্তরে লালদাস)-কৃত ভক্তমালের দ্বিতীয় মালায়ও ইঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন প্রভুর গ্রন্থাবলী—(১) শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দিগ্‌দর্শিনী টীকা। (২) শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত ও টীকা, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত এবং (৪) শ্রীদশমটিপ্পনী বা তোষণী *। এতদ্‌ব্যতীত 'লঘু-হরিনামামৃত-ব্যাকরণ' নামে একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থও ইহারই রচনা বলিয়া প্রকাশ। Dacca University Library তে এই গ্রন্থ শ্রীরূপ-কৃত বলিয়া জানা যায়। ১৪৬৩ শাকে রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৭২, ২০১) হরিভক্তিবিলাসের নাম দেখা যায় বলিয়া হরিভক্তিবিলাসকে ১৪৬৩ শাকের পূর্বেই রচিত বলিতে হইবে।

সনাতন চক্রবর্তী—মেদিনীপুর জিলার (তমলুক)-নিবাসী জনৈক কবি। ইনি ১৬৫৮ খৃঃ শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয়ে ইহার কতেকাংশ মুদ্রিত হইয়াছিল (মেদিনীপুরের ইতিহাস ৬২৬ পৃঃ)।

সনাতন দাস—শ্রীগৌর-ভক্ত।

ওহে সনাতন দাস! এ বর মাগিয়ে। কর্মান্ন বিষয়-বিষ যেন না ভুঞ্জিয়ে॥ [নামা ২২৫]

২ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিষ্য। বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাট হইতে দুই মাইল দক্ষিণে 'মোস-স্থলি'-গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট ও সমাধি আছে।

* India Office Catalogue এ (Vol. VII pp 1422—1423) Eggeling কালিদাসের মেঘদূতের উপরে শ্রীসনাতনের 'তাৎপর্যদীপিকা' নামক টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। Madras Oriental Mss. Library Catalogue (Vol. IV. Part I Sanskrit A. R. No 3053, a-47) 'গোপালপূজা' নামক পুঁথিও ইঁহার নামাঙ্কিত দেখা যায়।

সনাতন মিশ্র—পূর্বলীলার সত্রাজিৎ [গৌ° গ° ৪৭]। শ্রীদুর্গাদাস মিশ্রের পুত্র। ইঁহার কন্যাই আমাদের পরমারাধ্যা——শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী।

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্। দয়াশীল-স্বভাব শ্রীসনাতন-নাম॥ অকৈতব উদার পরম বিষ্ণুভক্ত। অতিথি-সেবন পর-উপকারে রত॥ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাবংশজাত। পদবী রাজপণ্ডিত—সর্বত্র বিখ্যাত॥ ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন। অনায়াসে অনেকেরে করেন পালন॥ [চৈ° ভা° আদি ১৫।৪০—৪৩]

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ—শ্রীমহাপ্রভু মথুরামণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীকেশব-মন্দিরে উপস্থিত হইলে এই বৃদ্ধ বিপ্র প্রভুর দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুও ব্রাহ্মণের অদ্ভুত প্রেমদর্শনে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিপ্র! এ অদ্ভুত প্রেম আপনি কোথায় পাইলেন?'

বিপ্র কহে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী॥ কৃপা করি' তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা। মোরে শিষ্য করি মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা॥ গোপাল প্রকট করি সেবা কৈলা মহাশয়। অদ্যাপিও তাঁর সেবা

গোবর্দ্ধনে হয় ॥ *

[চৈ° চ° মধ্য ১৭।১৬৬—১৬৮]

পরে প্রভু কহিলেন—'আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ভিন্ন এরূপ প্রেম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।' এই বলিয়া মহাপ্রভু বিপ্রের শ্রীচরণ বন্দনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রভু কহে—'তুমি গুরু, আমি শিষ্য প্রায়। গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায় ॥' (ঐ ১৭০)

কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা শুনিলেন না। পরে বিপ্রের নিকট প্রভু ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে বিপ্র স্বীকৃত হইলেন না, কারণ বিপ্র সনোড়িয়া। তাঁহাদের অন্ন সমাজে প্রচলিত নাই।

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেইত ব্রাহ্মণ। সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥

এই কারণে বিপ্র মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্যকে দিয়া পাক করাইয়া প্রভুর সেবা করাইলেন, কিন্তু প্রভুর ইহাতে আনন্দ হইল না, তিনি কহিলেন—আপনার গৃহে যখন শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীভোজন করিয়াছেন, তখন তাঁহার আচরণই সর্ব সারধর্ম।

প্রভু কহে—'শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ। সবে এক-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম। ধর্ম-সংস্থাপন হেতু সাধুর ব্যবহার। পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম সার ॥' (ঐ ১৮৪—১৮৫)

এই বলিয়া তিনি পরে সেই বিপ্রগৃহে অন্নভোজন করিলেন। ঐ স্থানে প্রভুকে দর্শন করিতে বিস্তর লোকসমাগম হয়, প্রভু সকলকে উদ্ধার করেন। পরে এই বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডল পরিক্রমণে গমন করেন।

সন্ত ঠাকুর—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—রুকুণপুর। পূর্বলীলায় ভদ্রসেন—উপগোপাল।

সন্তোষ দত্ত বা **রায়**—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র। ইনি পরে রাজা হয়েন। খেতুরির নিকট শিয়ালা-নামক স্থানে বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি গৌড়ের বাদশাহের অমাত্য ছিলেন এবং বিদ্বান্ ও রাজকার্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য। শ্রীকৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্যে দক্ষ ॥ গৌড়রাজামাত্য প্রজাপালনে প্রবীণ। অত্যন্ত প্রভাব, অন্য যাঁহার অধীন ॥

(ভক্তি ১।৪৬৮—৪৬৯)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ ও জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম দত্তের স্বধামে গমন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়; কারণ ঐ সময় হইতে সন্তোষ দত্তের 'রাজা' উপাধি দেখা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর গ্রন্থ-চুরির সংবাদের পর যখন গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ আসিল, তখন স্বীয় রাজ্যে ইনি উৎসব করিয়াছিলেন।

যৈছে শ্রীসন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে। করিল মঙ্গল ক্রিয়া বিবিধ বিধানে ॥ (ভক্তি ৭।২৬৯)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় ইনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সন্তোষ দত্তের অপর নাম—বসন্ত দত্ত।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু খেতুরীতে আগমন করিলে—

রাজা শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগণ লঞা। বহু দৈন্য কৈল শ্যামানন্দে প্রণমিয়া ॥ [ভক্তি ৭।৩০৮]

কৃষ্ণানন্দ দত্ত ইঁহাকে রাজ্যভার দিয়াছিলেন—

শ্রীসন্তোষ দত্ত নাম গুণের আলয়। শ্রীনরোত্তমের তিঁহো পিতৃব্য-কুমার। কৃষ্ণানন্দ দত্ত যাঁরে দিলা রাজ্যভার ॥

(নরো ২)

'সঙ্গীতমাধব'-নাটকে লিখিত আছে —'পদ্মাবতীতীরবর্ত্তি - গোপালপুর-নগরবাসী - গৌড়াধিরাজ - মহামাত্য - শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত -সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ-দত্তঃ, স হি শ্রীনরোত্তমদত্ত-সত্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ, তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্বরাগাদি-বিলাসাঢ্যং সঙ্গীতমাধবনাটকং বিরচয্য নানা-রত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিত-মস্তি ॥'

ঐছে শ্রীসন্তোষদত্ত অনুমতি দিল। সঙ্গীতমাধব-নামে নাটক বর্ণিল ॥ রাধাকৃষ্ণ-পূর্বরাগ অপূর্ব তাহাতে। শুনিয়া সন্তোষদত্ত পরমানন্দ চিতে ॥

[ভক্তি ১।৪৬১—৪৬২]

সন্তোষ রায়—পিতার নাম রাঘবেন্দ্র রায়। ভ্রাতার নাম—রাজা চাঁদ

* বর্তমানে গোবর্দ্ধন হইতে অনেক দূরে উদয়পুরের নিকটবর্তী নাথদ্বারে ঐ গোপাল সেবিত হইতেছেন।

রায়। এই চাঁদ রায় পূর্বে দস্যুবৃত্তি করিতেন। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় সগোষ্ঠি পরম বৈষ্ণব হন।

[চাঁদরায় দেখ]

সর্বজয়া——বেলপুকুরিয়া - নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যের পত্নী। (প্রেম ২৪)

সর্বজ্ঞ—ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জগদ্‌গুরু, কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ-রাজবংশে জন্ম হয়। ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির আদি-পুরুষ।

সর্বানন্দ—পদকর্ত্তা। ঠাকুর জগদানন্দের ভ্রাতা। ইনি শ্রীভাগবতের টীকা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। নিবাস—দক্ষিণখণ্ডে, মতান্তরে কিন্তু জোফলাই গ্রামে।

(জগদানন্দ দেখুন)

২ নিত্যানন্দের অনুজ।

(প্রেম ২৪)

সর্বেশ্বর মিশ্র—উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র ও শ্রীগৌরের জ্যেষ্ঠতাত।

(চৈচ আদি ১৩।৫৭)

সাদিপুরিয়া গোপাল—বিক্রমপুরের অন্তর্গত সাদিপুরে নিবাস ছিল। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা।

শ্রীহরি আচার্য, সাদিপুরিয়া গোপাল॥ [চৈ° চ° আদি ১২।৮৪]

বন্দে গোপালদাসাখ্যং সাদিপুর-নিবাসিনম্। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্॥

[শা° নি° ২৪]

সারঙ্গদাস ঠাকুর—শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের নান্দীমুখী (গৌ° গ° ১৭২)।

ভাগবতাচার্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস।

[চৈ° চ° আদি ১০।১১৩]

সারঙ্গদেব ও ইনি বোধ হয় একই ভক্ত।

কুলিয়া পাহাড়পুর দুই ত নির্দ্ধার। বংশীবদন, কবিদত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর॥ এই দুই গ্রামে তিনে সতত থাকয়। কুলিয়াপাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয়॥

সারঙ্গদেব—মহাপ্রভুর ভক্ত। একদা নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা করিয়া শ্রীবাস-পণ্ডিতের সঙ্গে স্বীয় গৃহে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সারঙ্গদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রভু কহিলেন—'সারঙ্গদেব! তুমি শিষ্য কর না কেন?'

সারঙ্গদেব বলিলেন——উপযুক্ত শিষ্য পাই না, তাই করি না।'

প্রভু বলিলেন,—'তুমি যাহাকে শিষ্য করিবে, সেই উপযুক্ত হইবে'। সারঙ্গদেব—'আপনার যখন আজ্ঞা, তখন কল্য যাহাকে পাইব, তাহাকেই শিষ্য করিব।' এই বলিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সারঙ্গদেব চলিয়া গেলেন।

পরদিন সারঙ্গদেব গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখেন একটি মৃত বালক ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছে। সারঙ্গ প্রভুর আজ্ঞামতে তাঁহাকেই দীক্ষা দিলেন। দীক্ষ মন্ত্র কর্ণে যাওয়াতে বালকের প্রাণে সঞ্চার হইল। উক্ত বালকের যজ্ঞোপবীত-দিনে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তৎকালের রীতি-অনুসারে দাহ না করিয়া তাহার আত্মীয়গণ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। পরে জানা যায় যে এই বালকের নাম—মুরারি। বালকের জীবিত হইবার সংবাদ তাহার মাতা-পিতা পাইয়া গৃহে লইতে আসিলে বালক আর গেল না। সারঙ্গদেবের সেবাতে জীবন কাটাইবার মানস করিল। ইনিই শ্রীঠাকুর মুরারি-নামে উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহার অনুগ বংশ এখনও বর্দ্ধমানের 'শর' গ্রামে বাস করিতেছেন। এই প্রাচীন সেবাটি মামগাছি গ্রামে বহু প্রাচীন বকুলবৃক্ষতলে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। (শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর'—১১৩ পৃঃ)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য——শ্রীচৈতন্য-শাখা। পূর্বলীলায় বৃহস্পতি (গৌ° গ° ১১৯)।

বড় শাখা এক সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য॥

[চৈ° চ° আদি ১০।২৫০]

পুরীধামে মহারাজা প্রতাপরুদ্র-দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভু পুরীধামে গমন করিলে সার্বভৌম তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইতে থাকেন, পরে মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে তাঁহারই শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করেন। ইঁহার রচিত **'শ্রীচৈতন্যশতক',** প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভৃতির অষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্র—ইঁহার রচনা। নিম্ন শ্লোক-দ্বয়ও ইঁহারই রচিত।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ১॥ কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ২॥

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার। সার্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার॥ সার্বভৌম হইলা প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥

[চৈ° চ° মধ্য ৬।২৫৭—২৫৮]

নীলাচললীলায় সার্বভৌমই মহাপ্রভুর প্রধান সঙ্গী ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলনে প্রথমতঃ ইনি কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন। ইঁহারই যুক্তিতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে রাজা প্রভুর চরণস্পর্শাদিলাভ করেন। গুণ্ডিচামার্জনে, জলকেলিতে, নন্দোৎসবে, শ্রীরূপের কাব্যামৃতাস্বাদনে, ভোজন-বিলাসে, শ্রীহরিদাসনির্যাণ-প্রসঙ্গে আমরা সর্বত্রই ইঁহার সাহিত্য ও প্রাধান্য অনুভব করি। সার্বভৌম-রচিত সাতটি পদ্য (৭২, ৭৩, ৯০, ৯১, ৯৯, ১০০, ১৩৩) পদ্যাবলীতে সমাহৃত হইয়াছে।

সালবেগ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। পদকল্পতরুতে ইঁহার তিনটি পদ সমাহৃত হইয়াছে। বিপ্ররামদাস কবিকৃত 'দার্ঢ্যতাভক্তিতে' [২০৯-২১৯ পৃঃ] উৎকল-ভাষায় ইঁহার জীবনী বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে 'পতিতপাবনাষ্টকটি' ইঁহার রচনা।

সাহ আবদুল্লা—ঘোষটিকুরী গ্রামের সিদ্ধ ফকির। বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের পান্থুয়া গোপালের প্রভাবে ইনি মুগ্ধ হন। প্রেয়োভক্তি-রসার্ণবের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সাহাসুজা—উড়িষ্যাবাসী পাতসাহার অনুচর। ইনি দুষ্ট পাতসাহা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীরসিকানন্দের প্রভাব-পরীক্ষা করেন। রসিকের ইঙ্গিতে 'খেদায়' ১৪ হস্তীর প্রেরণ দেখিয়া বাদসাহ রসিকানন্দকে স্তবাদি করেন। [র° ম° উত্তর ১১। ২১—৪৭]

সিংহেশ্বর ওঢ্র—উড়িষ্যাবাসী। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

রামভদ্রাচার্য আর ওঢ্র সিংহেশ্বর॥ [চৈ° চ° আদি ১০।১৪৮]

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্বভৌম ভক্তগণের পরিচয়-প্রদানকালে বলিয়াছেন—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুদাস, ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥

(চৈ° চ° মধ্য—১০।৪৫)

সিঙ্গা ভট্ট—শ্রীচৈতন্য-শাখা। উড়িষ্যাবাসী। সিঙ্গা ভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৪৯)

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস—গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ মহাত্মা। ইনি শ্রীরাধারাণীর আদেশে 'ভাবনাসার-সংগ্রহ', 'গুটিকা' 'পদ্ধতি', 'প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তৃতীয় সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা 'নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা' ১৭৪০ শকে প্রণয়ন করেন।

সীতাঠাকুরাণী—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর পত্নী। পূর্বলীলায় যোগমায়া (গৌ° গ° ৮৬)। পিতার নাম—নৃসিংহ ভাদুড়ী। (মাতার নাম পূর্বলীলায় মেনকা), ভগিনীর নাম—শ্রীদেবী। সীতাদেবীর মাতা দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নৃসিংহ ভাদুড়ী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে দুই কন্যা দান করিবার জন্য আদেশ পান। ফুলিয়া নগরে ইঁহাদের বিবাহ হয়।

প্রেমবিলাস-মতে ফুলিয়া নগরের অধিপতি হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস (রঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন। বিবাহের পর অদ্বৈত প্রভু নদীয়া হইতে শান্তিপুরে বাস করেন। সীতাদেবীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপাল, বলরাম এবং জগদীশ।

(প্রেম ২৪)

সীতাদেবী—প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরু শ্রীললোকনাথ গোস্বামির মাতা। পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তির পত্নী।

সুকৃতি কৃষ্ণদাস—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—বড়গাছি। নিত্যানন্দ-প্রভু ঐস্থানে অনেকদিন বিহার করিয়াছিলেন।

বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস। যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

[চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭৪৮]

সুখানন্দ—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। (কর্ণা ১; মোহন দাস দেখুন)

সুখানন্দ পুরী—সখিমাসিদ্ধি (গৌ° গ° ৯৬-৯৭)। শ্রীচৈতন্য-রূপ ভক্তি-কল্পতরুর যে নয় জন সন্ন্যাসী মূল ছিলেন, ইনি তন্মধ্যে একজন।

বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ। শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর

পুরী সুখানন্দ ॥

[চৈ° চ° আদি ৯।১৪]

সুখী—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দুঃখী-নাম্নী পরিচারিকা। ইহার সেবা-বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু নাম রাখেন - 'সুখী'।

শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে। 'প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জনে আনে?' শ্রীবাস বোলয়ে 'প্রভু,' 'দুঃখী' বহি' আনে।' প্রভু বোলে—'সুখী' করি বল সর্বজনে॥ এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়। সর্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়॥

[চৈ° ভা° মধ্য ২৫।১৪—১৬]

সুগ্রীব মিশ্র—শ্রীগৌরভক্ত (বৈষ্ণব-বন্দনা)।

শ্রীসুগ্রীব মিশ্র! তাঁরে দেহ' সমর্পিয়া। যাঁর গৌরবর্ণ—রাধা মাধুরী ভাবিয়া॥ (নামা ১৬২)

সুদর্শন—শ্রীগৌরভক্ত। পরিচয় অজ্ঞাত। মহাপ্রভুর বিদ্যাগুরু।

সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে। পঢ়িলা জগত-গুরু তাসভার হিতে॥

(চৈম আদি ৬৪ পৃঃ)

বন্দো গুরু বিষ্ণু, গঙ্গাদাস, সুদর্শন। [বৈষ্ণব-বন্দনা, নামা ৬১]

সুধাকর—খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র। বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি সুধাকরের কন্যাকে বিবাহ করেন।

সুধাকর মণ্ডল—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। পত্নীর নাম—শ্যামপ্রিয়া, পুত্রের নাম—রাধাবল্লভ, কামদেব ও গোপাল মণ্ডল। সকলেই আচার্য-প্রভুর ভৃত্য।

সুধাকর মণ্ডল—প্রভুর ভৃত্য একজন। তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥ (কর্ণা ১)

সুধানিধি রায়—কায়স্থ। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ভবানন্দ রায়ের চতুর্থ পুত্র, প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। নব নিধির অন্যতম (গৌ° গ° ১০২-১০৩)

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপী-নাথ। কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥ (চৈ° চ° আদি ১০।১৩৩)

সুধাময়—কমলাকর পিপ্‌লাইয়ের জামাতা। শ্রীপাট—মাহেশ। 'শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবিস্তার' গ্রন্থমতে ইঁহার স্ত্রীর নাম—বিদ্যুন্মালা দেবী। ইঁহারা পুরীধামে গিয়া তথায় সমুদ্র-দেবের কৃপায়, নারায়ণী-নামে এক কন্যারত্ন লাভ করেন এবং শ্রীশ্রীবীর-ভদ্র গোস্বামির সহিত তাঁহার বিবাহ দেন (বীরভদ্র দেখুন)।

সুনন্দা—শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পত্নী। শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিরাজের কন্যা। বিখ্যাত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দাস কবিরাজের মাতা।

সুনন্দা দেবী—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির মাতা ঠাকুরাণী।

সুন্দরবর খাঁ—প্রাণবল্লভ বসু। হোসেন শাহ বাদসাহের উজির পুরন্দর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শেয়া-খালীতে জন্ম। ইনিও বাদশাহের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন।

সুন্দরানন্দ—মতান্তরে আনন্দানন্দ। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর।

জগন্নাথ, গদাধর আর সুন্দরানন্দ॥

(প্রেম ২০)

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—পূর্ব লীলায় সুদাম সখা [গৌ° গ° ১২৭]; শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা ও পারিষদ। শ্রীপাট—হলদা মহেশপুর গ্রামে (যশোহর জেলায়), মতান্তরে বোধ-খানায়। উক্ত স্থানে তাঁহার বংশধর-গণ আছেন। শুনা যায় পণ্ডিত মন্মথনাথ গোস্বামী বর্ত্তমানে ইঁহার বংশধর।

সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম। যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম॥ [চৈ° চ° আদি ১১।২৩]

ইনি প্রেমোন্মাদে জল হইতে কুম্ভীরকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে। ফুটাল কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে॥ [বৈষ্ণব-বন্দনা]

হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস। সুন্দরানন্দ পূর্বে সুদাম জানিবে নিশ্চয়॥ [পাট-পর্যটন]

২ শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র। শ্রীগতিগোবিন্দের পুত্র ও শিষ্য।

শ্রীগতিপ্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়। শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তাঁর, তিন ভক্তশূর॥

(কর্ণা ২)

সুন্দরানন্দ পণ্ডিত—শ্রীঅভিরাম গোস্বামির শিষ্য। শ্রীপাট—ভঙ্গমোড়া বা ভাঙ্গামোড়া গ্রাম।

ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম। পরম বিদ্বান্, বিপ্র, পণ্ডিত-আখ্যান॥

[পা° প°]

সুন্দরী ঠাকুর—(পূর্বলীলায় খঞ্জনী সখী) শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীপাট—বরাহনগর।

খঞ্জনী সখী এবে সুন্দরী ঠাকুর।
নিত্যানন্দ-শাখা, বাস—বরাহনগর ॥
[বৈ-আ-দ]

সুবলচন্দ্র ঠাকুর--শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র, শ্রীগতিগোবিন্দের পুত্র। 'কর্ণানন্দ'-মতে—শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা দেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার খ্যাতি। শ্রীসুবলচন্দ্রঠাকুর সদানন্দময়।
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, তার শিষ্য মহাশয় ॥
(কর্ণা ২)

সুবল শ্যাম—ব্রজভাষায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুবাদক।

সুবুদ্ধি মিশ্র—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দের পিতা। শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের গুণচূড়া (গৌ° গ° ১৯৪, ২০১)। ইঁহার পত্নী—রোদনা ও পুত্র—জয়ানন্দ।

সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন।
(চৈ° চ° আদি ১০।১১১)

সুবুদ্ধি রাঘব সাথ, ভুগর্ভ শ্রীলোকনাথ, ব্রজে যাঁরা ফিরে প্রেম রঙ্গে ॥ (ভক্তি° গ্রন্থশেষ ২৭)

সুবুদ্ধি রায় পূর্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন। হোসেন শাহ করোয়ার জল ইঁহার মুখে দিয়া জাতি নাশ করেন। এজন্য ইনি ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ তুষানলে প্রাণত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রদান করেন; কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি হরিনামে সর্বপাপ নাশ হইবে আজ্ঞা দিয়া সুবুদ্ধিকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে বলেন। শ্রীরূপ-মিলন ও তৎপ্রসঙ্গাদি [চৈ° চ° মধ্য ২৫।১৮০—২০০] দ্রষ্টব্য। সুবুদ্ধি রায়ের বৈরাগ্য ও দৈন্যাচরণ যথা—

শুষ্ক কাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে। পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে ॥ আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা। আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন ॥ গৌড়ীয়া আইলে দধিভাত, তৈলমর্দন ॥ [চৈ° চ° মধ্য ২৫।১৯৭--১৯৯]

সুভদ্রা দেবী—শ্রীবীরচন্দ্রের পত্নী, ইনি মা জাহ্নবার তিরোভাব শুনিয়া শতশ্লোকে 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামে স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটি শ্লোক—

বন্দেহং তব পাদপদ্মযুগলং মৎপ্রাণ-দেহাস্পদং, সত্যং ব্রূমি কৃপাময়ি! ত্বদপরং তুচ্ছং ত্রিলোক্যাস্পদম্। শ্রীল শ্রীচরণারবিন্দ-মধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি, হা মাতঃ! করুণালয়ে! তব পদে দাস্যং কদা যাস্যতি ॥
(মুরলীবিলাস ৩২৩ পৃষ্ঠা)

এ প্রসঙ্গে মুরলীবিলাসকার রাজবল্লভ বলিতেছেন—(৩২৩—৩২৪ পৃঃ)

এই মত বহুবিধ প্রলাপ কহিলা।
শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী স্বাক্ষরে লিখিলা।
'অনঙ্গকদম্বাবলী' শুভ সংজ্ঞা যার।
শুনিয়া মধুর প্রেমতত্ত্বের ভাণ্ডার ॥
একশত শ্লোকে বস্তুতত্ত্বনিরূপণ। অজ্ঞ
জীব তাহা কাঁহা করে নির্ধারণ ॥

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—ভাজনঘাটের স্বনামধন্য শ্রীকানুঠাকুরের বংশধর ও প্রসিদ্ধ কবিরাজ। প্রেমাশ্রু, প্রেমাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীরূপসনাতন, মীরাবাঈ প্রভৃতি গ্রন্থের নির্মাতা।

সুলক্ষণা—রাজা বীরহাম্বীরের পত্নী ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যা।

সুলোচন—শ্রীচৈতন্য-শাখা। শ্রীখণ্ডে শ্রীপাট ছিল। পূর্বলীলায় চন্দ্রশেখরা [গৌ° গ° ২০৭]।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥
[চৈ° চ° আদি ১০।৭৮]

২ শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন।
[চৈ° চ° আদি ১১।৫০]

সুরদাস মদনমোহন—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য। প্রকৃত নাম—সুরধ্বজ। আকবরের রাজত্বকালে ইনি 'সণ্ডীলে'-নামক স্থানের সুবাদার ছিলেন। তত্রত্য গুড় অত্যুৎকৃষ্ট দেখিয়া ইনি বহু পয়সা খরচ করিয়া এক গাড়ী গুড় শ্রীবৃন্দাবনে মদনমোহনের জন্য পাঠাইলেন। কথিত আছে যে বৃন্দাবনে রাত্রিকালে গুড় পৌছিলে শ্রীমন্ মদনমোহন স্বপ্নাদেশ দিয়া পূজারীকে সেই রাত্রেই মালপুয়া ভোজন করিয়াছিলেন। একটী পাত্রে ইঁহার নিকট প্রসাদও পৌছিয়াছিল। আকবরের তহবিল হইতে ইনি তের লক্ষ টাকা সাধুগণকে বণ্টন করত সিন্ধুকে পাথর পূরিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া গোস্বামিপাদের চরণাশ্রয় করেন। ইনি ঠাকুর-সেবার অবসরে পদাবলি রচনা করিতেন। তাহার নাম হয়—'সুহৃদ্বাণী'; তাঁহার কবিতা সরস ও উচ্চস্থানীয়। ব্রজভাষায় ১০৫টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সূর্য—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।
(চৈচ আদি ১১।৪৮)।

সূর্যদাস—শ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীল

গোপাল ভট্ট গোস্বামির শিষ্য—হরিবংশ গোস্বামির দ্বিতীয় পুত্র। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবায়েত। (প্রেম ১৮; হরিবংশ গোস্বামী দেখ)।

সূর্যদাস পণ্ডিত—'সরখেল'-উপাধি। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীবসুধাজাহ্নবা মাতার পিতা; শালিগ্রামে বাস ছিল, পরে অম্বিকা কালনায় বাসস্থান করেন। পূর্বলীলার ককুদ্মী (গৌ° গ° ৬৫)। ইঁহার পত্নীর নাম ভদ্রাবতী। ইনি 'ভোগ-নির্ণয়-দ্ধতি' রচনা করেন।

সূর্যানন্দ——রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের 'গলতা' গাদীর অধীশ্বর। ইনি পরম তেজস্বী ও প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি রঘুদাস-নামক স্বশিষ্যের প্রতি তত্রত্য সেবাভার সমর্পণ করত তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রঘুদাস তাহাতে স্বীয় অসামর্থ্য জানাইলে সূর্যানন্দ তাঁহাকে কুষ্ঠরোগী হইবার অভিশাপ দেন। রঘু স্বাপরাধ-ক্ষালনের জন্য তাঁহার চরণে কাকুতি করিতে থাকিলে তিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে অচিরে সূর্যানন্দ পুনর্বার জন্মধারণ করিবেন এবং রঘুও পুরুষোত্তম যাইবার পথে তাঁহার দর্শন ও চরণামৃত পান করিলে অপরাধ মুক্ত হইবেন। তাঁহার পৃষ্ঠের তরবারি-চিহ্নটি স্মারক-চিহ্নরূপে ভাবিজীবনেও বর্ত্তমান থাকিবে। সূর্যানন্দ তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরে আসিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর স্নেহাকর্ষণে তাঁহার পুত্রত্ব-প্রাপ্তির ইচ্ছায় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকটে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দের ইচ্ছানুসারে শ্রীরাধানন্দ দেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইতে আজ্ঞা করেন। অতঃপর তৎসেবিত শ্রীলক্ষ্মীনরসিংহ-শালগ্রাম ঐ শ্রীপাটে রাখিয়া সূর্যানন্দ শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিয়া লীলা-সংগোপন করত পুনর্বার শ্রীরাধানন্দ প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। রঘুদাসও গুরুর আজ্ঞা-ক্রমে তীর্থপর্যটন করিতে করিতে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে আসিয়া শ্রীনয়নানন্দ দেবের পৃষ্ঠদেশে তরবারির চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে স্বগুরু সূর্যানন্দের আবির্ভাব-বিশেষ জানিয়া চরণামৃত পান করিয়া অপরাধমুক্ত হইয়া পুনরায় গলতায় প্রত্যাবর্ত্তন করত তত্রত্য মহান্তপদে সমাসীন হইলেন।

সেকন্দর—যবনরাজ, মহারাজা প্রতাপরুদ্রের অধীন সামন্ত (জ ১।৫)।

সেখ হবু—শ্রীসনাতন গোস্বামিকে হোসেন শাহ্ বাদশাহ যখন কারারুদ্ধ করেন, তখন এই কারারক্ষী তাঁহার নিকটে থাকিত। পূর্বে সনাতনদ্বারা বহু বিষয়ে উপকৃত ছিল।

শ্রীসনাতন প্রভু মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুলচিত্তে রক্ষীর নিকটে গিয়া—

যবনরক্ষী-পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥ এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধর্ম দেখিয়া। সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞি॥ পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার। তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার॥
(চৈ° চ° মধ্য ২০।৪—৭)

ইহার জন্য আমি তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিতেছি। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তুমি ধর্ম্ম ও অর্থ দুই লাভ কর।

রক্ষী বাদশাহের ভয়ে ভীত হইলেন। সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন,—'সেজন্য কোন ভাবনা নাই। হোসেন সাহ দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলে তুমি বলিবে—সনাতন দবিরখাস প্রাতঃকৃত্যের জন্য গঙ্গাতীরে যাইয়া হঠাৎ দাড়ুকা সমেত (হাতপায়ের বেড়ী) ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর দেখা গেল না। আমি আর এদিকে আসিব না। আমি দরবেশ হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব। তাহা হইলে তোমার আর ভয়ের কারণ কি?' [মক্কায় যাইবার অর্থ—রক্ষীকে সন্তুষ্ট করা।] কিন্তু তাহাতেও যখন রক্ষীর মন টলিল না, তখন রাজমন্ত্রী সনাতন একেবারে সাত হাজার মুদ্রা তাহার সম্মুখে রাশীকৃত করিয়া চালিয়া দিলেন।

তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিলা। সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা॥ (ঐ ১৪)

ঐ সামান্য বেতনভোগী রক্ষী, এক রাশি টাকা দেখিয়া আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কাজেই রাজি হইয়া পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিয়া সেই রাত্রে অতীব গোপনে সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়া দিল।

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া॥ (ঐ ১৫)

(শ্রীসনাতন গোস্বামী দেখ)

সেরখাঁ—পাঠান। পরে বৈষ্ণব নাম হয়—শ্রীচৈতন্য দাস। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। মুসলমান বাদসাহের জনৈক প্রতিনিধি। বোধ হয় অম্বুয়া ধারেন্দা পরগণার (উৎকলের) শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

একদা শ্যামানন্দ প্রভু সদলবলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে সেরখাঁ বহির্গত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলেন, কিন্তু শ্যামানন্দ প্রভু সে আজ্ঞা পালন না করাতে সেরখাঁ মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া সকলকে নির্যাতন করিতে থাকেন। ভক্তগণের অকারণ নির্যাতন শ্যামানন্দ প্রভু সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, সে ক্রোধ-বহ্নিতে—

যবনের দাঁড়ি গোঁফ সব পুড়ি' গেল।
রক্ত বমি করি' সবে অবসন্ন হৈল॥ (প্রেম ১৯)

ইহার পরে সেরখাঁ অতীব ভীত হইয়া অনুচরবর্গ-সহিত শ্রীশ্যামানন্দের চরণতলে পতিত হইলে, তিনি—

দৈন্য দেখি' শ্যামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈল॥ ঐ

সেই হইতে সানুচর সেরখাঁ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষা লইয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন।

সৈয়দ মরতুজা—জনৈক মুসলমান ফকির। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইনি মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুসলমান হইলেও হিন্দুধর্মে আস্থাসম্পন্ন এবং তান্ত্রিক সাধনায় নিরত ছিলেন। বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে ইঁহার পদ স্থান পাইয়াছে। ইঁহার রচনা সরল, ছন্দোবদ্ধ ও অলঙ্কারের ঘটাশূন্য। জঙ্গীপুরের প্রান্তে 'সূতী'-নামক স্থানে ইঁহার সমাধি আছে।

সৌদামিনী দেবী——আত্মারাম দাসের বনিতা ও 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ বা বলরাম দাসের মাতাঠাকুরাণী। (বলরাম দাস দেখুন)

স্বপ্নেশ্বর—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পৌত্র; জলেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র। ইনি 'শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য', ন্যায়তত্ত্ব-নিকষ' এবং 'বেদান্ততত্ত্ব-নিকষ' রচনা করেন (বঙ্গে নব্য ন্যায়চর্চা ৪৩ পৃষ্ঠা)।

স্বপ্নেশ্বর বিপ্র—কটক-নগরবাসী। মহাপ্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভু পুরী হইতে শ্রীবৃন্দাবন-পথে গৌড়ে আসিবার সময় কটক শহরে আগমন করিলে ইনি প্রভুকে মহাসমাদরে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করিলেন।

স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
[চৈ° চ° মধ্য ১৬।১০০]

স্বরূপ গোস্বামী—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অষ্টম অধস্তন। ইনি ললিত-মাধব নাটকের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে ১৭০৯ শাকে 'প্রেমকদম্ব' নামে এক প্রাঞ্জল অনুবাদ রচনা করেন।

স্বরূপ চক্রবর্ত্তী (স্বরূপ গোস্বামী)—আদি নাম ছিল রামরাম সান্ন্যাল। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের শিষ্য। শ্রীপাট—হুসেনপুর।

শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞ সর্বমতে।
শ্রীগোবিন্দ-সেবা, বাস—হুসেন-পুরেতে॥ (নরো° ১২)

গঙ্গাতীরে হুসেনপুরে শ্রীশ্রী-গোবিন্দজীর সেবা করিতে করিতে পরে দুই জন শিষ্যকে উহার ভারার্পণ করিয়া ৺গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে জন্মভূমি নওপাড়ায় গমন করেন, পরে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ হুসেনপুরে আসিয়া দ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার বংশধরগণ ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে আচমিতা গ্রামে বাস করিতেছেন। (প্রেম ২০।২০৭ পৃঃ টীকা)

স্বরূপ দামোদর—আদি নাম পুরুষোত্তম আচার্য, শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের ললিতাসখী (গৌ° গ° ১৬০)।

সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্মী দুই জন।
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
(চৈ° চ° আদি ১০।২৫)

পিতার নাম—পদ্মগর্ভাচার্য। মাতামহের নাম—জয়রাম চক্রবর্ত্তী। আদি নিবাস—ভিটাদিয়া।

পদ্মগর্ভাচার্য
|
পুরুষোত্তম বা স্বরূপ দামোদর | লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী

জয়রাম চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপবাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যার সহিত পদ্মগর্ভাচার্যের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে বাস করান। কিছুদিন পরে স্বরূপ দামোদরের জন্ম হইলে পদ্মগর্ভাচার্য পত্নী ও পুত্রকে

শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে বেদবেদান্ত পাঠ করিবার জন্য গমন করেন। পরে দৈবক্রমে বারাণসীতে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পুনরায় ভিটাদিয়াতে আসিয়া দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐস্থানে দ্বিতীয়া পত্নী কমলা দেবীর গর্ভে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর জন্ম হয়। পুরুষোত্তম বা স্বরূপ দামোদর নবদ্বীপে মাতামহের আলয়ে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। পরে মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইলে পুরুষোত্তম আর নদীয়াতে থাকিতে পারিলেন না, তিনিও সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম হয়—স্বরূপ দামোদর।

মাতাসহ পুরুষোত্তম হৈল নবদ্বীপ-বাসী। চৈতন্যের প্রিয়ভক্ত হৈল গুণরাশি॥ চৈতন্যের সন্ন্যাস দেখি' পাগল হইয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥ সন্ন্যাস-আশ্রমে নাম—স্বরূপ দামোদর। প্রভুর অতি মর্মী ভক্ত, রসের সাগর॥ (প্রেম ২৪)

চৈতন্যানন্দ-নামক সন্ন্যাসীর নিকট বারাণসী ধামে ইনি কিছুদিন বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম আচার্য নাম তাঁর পূর্বাশ্রমে। (চৈ° চ° মধ্য ১০।১০৩)

কিন্তু স্বামীজী বড়ই বেদান্তপ্রিয় ছিলেন—মায়াবাদ-শ্রবণে অনিচ্ছুক স্বরূপদামোদর এজন্য তাঁহার কাছে থাকিতে না পারিয়া পুরীতে যান।

মহাপ্রভুর মর্মী ভক্ত সাড়ে তিন জনের মধ্যে ইনি একজন। মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী, বিদ্যানিধির পূর্বসখা। বিদ্যানিধিসহ নরেন্দ্রসরোবরে জল-ক্রীড়া (চৈভা মধ্য ৮।১২৪, ১০।৩৬—৩৭)। ইনি কড়চা করিয়া মহাপ্রভুর লীলামালা গুম্ফন করেন (চৈচ আদি ১৩।১৬, ৪২); শ্রীরূপ-রচিত শ্লোকাস্বাদন (চৈচ অন্ত্য ১।১৭৬—৯২, ১১৩, ১২৪)। ইনি শ্রীচৈতন্য-লীলারত্নের ভাণ্ডারী (চৈচ মধ্য ২।৮৪, ৯৪, ৮।৩১২); রামানন্দ-মিলন (ঐ মধ্য ১০।১০৯—১১৭); ভক্তমিলনাদি (ঐ ১০।১১৮—১২৯); পরিবেষণ (ঐ মধ্য ১১। ২০৮); গুণ্ডিচামার্জন (ঐ মধ্য ১২।১০৯); গৌড়ীয়ভক্তকে শাসন (ঐ মধ্য ১২।১২৫—১২৮); রথাগ্রে কীর্তন (ঐ মধ্য ১৩।৭৪, ১১২—১১৪); প্রভুর হৃদয়বেত্তা (ঐ মধ্য ১৩।১২২—১৬৭); জলকেলি (ঐ মধ্য ১৪।৮০, ১০১); জগন্নাথের বৃন্দাবনলীলাস্বাদন (ঐ মধ্য ১৪। ১১৬—২০২); ভগবান্ আচার্যসহ সখ্যভাব ও গোপালাচার্য-সম্বন্ধে অভিমত (ঐ অন্ত্য ২।৮৫, ১০০); ছোট হরিদাসকে সান্ত্বনাদান (ঐ অন্ত্য ২।১৩৮—১৪১, ১৫৩)। সনাতন-মিলন (ঐ অন্ত্য ৪।১০৯); বঙ্গদেশী কবির নাটক-পরীক্ষাদি (ঐ অন্ত্য ৫।৯৫—১৮৯); দাসগোস্বামি-সহ মিলনাদি (ঐ অন্ত্য ৬।১৯২—৩২৩); প্রভুর সেবার্থ শয্যানির্মাণ (ঐ অন্ত্য ১৩।১০—৮৮); হরিদাস-নির্যাণে কীর্তন (ঐ অন্ত্য ১১।৪৯, ৬১, ৭৬—৭৮); রঘুনাথ ভট্টসহ মিলনাদি (ঐ অন্ত্য ১৩।১০৪); প্রভুর গম্ভীরা হইতে অন্তর্ধানপূর্বক সিংহদ্বারে গমন-প্রসঙ্গে (ঐ অন্ত্য ১৪।৫৭—৮২); চটকপর্বত-গমনে (ঐ অন্ত্য ১৪।৮৯, ৯৮, ১০৪); প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা (ঐ ১৫।১১, ২৪—২৬); তেলেঙ্গাগাভী-মধ্যে প্রভুর দর্শনে (ঐ অন্ত্য ১৭।১৩—৩৬); সমুদ্র-নিমজ্জিত গৌরান্বেষণে (ঐ ১৪।৪৫—১২০); অদ্বৈত-প্রেরিত তরজা-শ্রবণে (ঐ অন্ত্য ১৯।২৪—৫৪); গম্ভীরায় প্রভু-সন্তর্পণে (ঐ অন্ত্য ১৯।৫৫—৬৭, ১০০; ২০।৪, ৮, ২০, ১১১, ১১৩)।

পাণ্ডিত্যের অবধি; বাক্য নাহি কারো সনে। নির্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে॥ কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥ গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভুপাশে আনে। স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস। শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥ অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ। শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান শ্রবণ॥ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ॥ সঙ্গীতে—গন্ধর্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি। দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥ অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম। শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥

(চৈ° চ° মধ্য ১০।১১০—১১৭)

শাখানির্ণয়ামৃতে ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শাখায় পঠিত হইয়াছেন।

অশেষ-সদ্‌গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্য-কলেবরম্॥ মহারসাত্মকং বন্দে

শ্রীদামোদর-পণ্ডিতম্। শিখাসূত্র-পরিত্যাগাৎ স্বরূপং যং বিদুর্বুধাঃ॥

[শা° নি° ৩৭]

বিদ্যানিধি মাণ্ডুয়াবস্ত্র-ব্যবহারে দোষারোপ করিলে জগন্নাথ ও বলরামের চপেটাঘাতরূপ-কৃপাপ্রাপ্তি-শ্রবণে দামোদরের আনন্দ (চৈ ভা অন্ত্য ১০।৮৬—১৭৫)।

স্বরূপ দাস—পদকর্তা, পরিচয় অজ্ঞাত।

স্বরূপ ভূপতি——মুক্তাচরিতের অনুবাদক (পাটবাড়ী পুঁথি অনু ২৭)।

স্বরূপাচার্য—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র ও শিষ্য।

আর পুত্র স্বরূপ, শাখা জগদীশ নাম। (চৈ° চ° আদি—১২।২৭)

অদ্বৈতপ্রকাশের (১৫) মতে জগদীশ ও স্বরূপ যমজ। ['জগদীশ মিশ্র' দেখুন।]

হ

হরবোলা—মেদিনীপুর অঞ্চলের দুষ্ট যবন রাজা, ইনি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর কৃপায় আলমগঞ্জে তিনদিন-ব্যাপী মহোৎসব করাইয়াছিলেন।

[র° ম° দক্ষিণ ১১।৩—১৫]

হরি—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১১১]

হরি আচার্য—শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ব্রজের কালাক্ষী (গৌ° গ° ১৯৬, ২০৭)

শ্রীহরি আচার্য সাদিপরিয়া গোপাল। (চৈ° চ° আদি—১২।৮৪)

হরিদাসাচার্যবর্যং বঙ্গদেশ-নিবাসিনম্। বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা স্বোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্॥

[শা° নি° ২২]

হরিকৃষ্ণ দাস——পদকর্তা, পরিচয় অজ্ঞাত। (পদকল্পতরুর ৬০ সংখ্যক পদ)।

হরিকেশব—রসিকানন্দ-শিষ্য। [দুই নাম কি?]

(র° ম° পশ্চিম ১৪।১৩৭)

হরি গোপ—শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীপাট—ধারেন্দা।

নিমু গোপ, কানাই গোপ, হরি গোপ আর। ধারেন্দা-গ্রামেতে বাস হয় এ সবার॥ (প্রেম ২০)

হরিচন্দন——উড়িষ্যাবাসী। রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্মচারী, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক। একদা পুরীধামে রথযাত্রাকালে রাজা প্রতাপরুদ্র—

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া। প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥ হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন। রাজার আগে রহে দেখি প্রভুর নর্তন॥ রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাসে। হস্তে তারে স্পর্শি কহে—'হও এক পাশে'॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৩।৯১—৯৩)

রাজা ও হরিচন্দন উভয়ে শ্রীনিবাসকে (শ্রীবাসপণ্ডিতকে) চেনেন না, আবার শ্রীবাস পণ্ডিতেরও প্রভুর নৃত্যে বাহ্যজ্ঞান নাই। পুনঃ পুনঃ হরিচন্দন সরিয়া যাইতে বলিলেন বটে, কিন্তু যখন তিনি সরিলেন না, তখন হরিচন্দন তাঁহাকে জোরে ঠেলিয়া দিলেন। হঠাৎ দর্শনসুখে বাধা পড়াতে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রোধে হরিচন্দনকে এক চড় মারিয়াছিলেন। হরিচন্দন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, তিনিও শ্রীবাসকে মারিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের হস্ত ধরিয়া কহিলেন—

ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্য নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥

(চৈ চ মধ্য—১৩।৯৭)

হরিচন্দন—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইহার উপাধি—'মঙ্গরাজ'।

রসিকের ভৃত্য মঙ্গরাজ হরিচন্দন।

[র° ম° পশ্চিম ১৪।১০৬]

২—৩ ঐ [ঐ ১৪।১৩২, ১৪৫]

হরিচন্দ্র রায়—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ইনি পূর্বে দস্যু ছিলেন—ঠাকুর মহাশয় কৃপা করিয়া 'হরিদাস' নাম দেন। ইনি জলাপন্থের (?) জমিদারী ত্যাগ করিয়া গৌরভক্ত হন (নরো ১০। ১৬৪ পৃঃ)।

হরিচরণ দাস—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা। শ্রীঅচ্যুতানন্দের শিষ্য।

শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পণ্ডিত।

(চৈ° চ°—আদি ১২।৬৪)

'শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল'-নামক গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। গ্রাম্যসম্পর্কে ইনি নাভাদেবীর ভ্রাতা। শ্রীহট্টের নবগ্রামে বাস করিতেন।

হরি ঠাকুর—শ্রীলগতিগোবিন্দ প্রভুর পুত্র ও শিষ্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর-হৃদয়। শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরিঠাকুর॥ তিন পুত্র শিষ্য তাঁর, তিন ভক্তশূর॥ (কর্ণা ২)

হরিদাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

পুরুষোত্তম, গোকুলদাস আর হরিদাস। গঙ্গাহরিদাস-শাখা সর্বাংশে উদাস॥ (প্রেম ২০)

জয় জয় হরিদাস হর্ষ গৌর-রসে। নিরন্তর অভিলাষ নবদ্বীপ বাসে॥ (নরো ১২)

২—উৎকলীয় গৌরভক্ত। ইনি ষোড়শ শকশতাব্দীতে 'ময়ূরচন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর বন্দনা করিয়াছেন। বিংশ চন্দ্রিকায় মহাপ্রভুর বন্দনা যথা—

শ্রীরাধা সুবর্ণকু করি স্বীকার। অদ্ভুতে কলিযুগে হেলে প্রচার গো॥ গৌর বর্ণকোটি সূর্য সমান। সঙ্গতে সপার্ষদ স-অস্ত্রগণ॥ অঙ্গ উপাঙ্গ ঘেণি কীর্ত্তনারম্ভে। নাম প্রকাশ কৈলে অত্যন্ত দম্ভে॥ স্থাবর জঙ্গমাদি কীট পতঙ্গ। দ্রবিলে দেখি শুনি গৌরাঙ্গ রঙ্গ গো॥ ইত্যাদি

৩—শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। [র° ম° দক্ষিণ ১।৯৪]

৪—পদকর্ত্তা, পদকল্পতরুতে ছয়টি পদ আছে। তন্মধ্যে ৩০১৪ সংখ্যক পদটি অপরূপ—

'নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি', গাইতে না জানি তমু গাই।' ইত্যাদি

৫ (বড়)—গৌর-পার্ষদ, ব্রজের রক্তক। (গৌ° গ° ১৩৮)

৬ (ছোট)—গৌর-পার্ষদ, ব্রজের পত্রক (গৌ° গ° ১৩৮)।

হরিদাস আচার্য বা দ্বিজ হরিদাসাচার্য—'বড় হরিদাস'-নামেও খ্যাত। ব্রাহ্মণ-কুলের মুখুটী নৃসিংহের সন্তান। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পারিষদ। শ্রীচৈতন্য-শাখা।

শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস। (চৈ° চ° আদি ১০।১১২)

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীপাট—মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। ইঁহার দুই পুত্র—শ্রীদাস ও গোকুল দাস। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস প্রভুকে ইনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে দীক্ষা প্রদান করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ বর্ত্তমানে টেঞা গ্রামে এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ সাটুই গ্রামে বাস করিতেছেন। ভক্তিরত্নাকরে (১।৪৮৫—৪৮৬) আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ। দ্বিজ হরিদাসাচার্য যে খণ্ডে বিপদ॥ প্রেমভক্তি-মহারত্ন-প্রদানে প্রবীণ। সঙ্কীর্ত্তন-রসেতে উন্মত্ত রাত্রিদিন॥

শ্রীনিবাস আচার্যকে হরিদাসাচার্য বলিয়াছিলেন—

শ্রীদাস গোকুলানন্দ—আমার তনয়। জন্মে জন্মে সেই দুই তোমার শিষ্য হয়॥ গৌড়ে গিয়া সে দোঁহারে দীক্ষামন্ত্র দিবা। পরম দুর্লভ ভক্তিশাস্ত্র পড়াইবা॥ (ভক্তি ৬।৩২৬—৩২৭)

মহাপ্রভুর অপ্রকটে দ্বিজ হরিদাস আচার্য তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেন; কিন্তু মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ দেন। তদবধি ইনি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিবার অল্পকাল পরেই ইনি দেহ রক্ষা করেন।

মাঘী কৃষ্ণা একাদশী দিনে কি আশ্চর্য। সংগোপন হৈলা দ্বিজ হরিদাসাচার্য॥ (ঐ ৯।৭৮)

কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে ইঁহার পুত্রদ্বয় পিতৃদেবের তিরোভাব-উপলক্ষে মহাসমারোহ করিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু শুভাগমন করত শ্রীদাস ও গোকুলদাসকে দীক্ষা প্রদান করেন। সম্ভবতঃ ইঁহার সহিত পুরীগমনকালে শ্রীনরহরি [illegible]কার ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ের প্রেমালাপ হয়। ইঁহাদের সংলাপ-সুধা-সম্পুটিত লোকানন্দাচার্য-প্রচারিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসহস্রনাম' প্রকটিত হইয়াছে।

হরিদাস গোস্বামী—দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া' মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক এবং শ্রীগৌরাঙ্গমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটকাদি বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

হরিদাস ঠাকুর—প্রাক্তন যশোহর বর্ত্তমান খুলনা জেলার বুঢ়ন গ্রামে অবতীর্ণ হন। [কাহারও মতে ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম—সুমতি ও মাতার নাম—

গৌরী। শৈশবে পিতামাতার পরলোক হইলে প্রতিবেশী মুসলমান-কর্ত্তৃক পালিত হন বলিয়া যবন-হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন।] অদ্বৈত-বিলাসে পরিশিষ্ট ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে শ্রীহরিদাসঠাকুর ১৩৭২ শকে অগ্রহায়ণমাসে খানাউল্লা কাজির গৃহে অবতীর্ণ হন এবং কয়েকমাস পরে পিতৃমাতৃহীন হইয়া-ছিলেন।

অদ্বৈত-প্রকাশে বিশেষ—ব্রহ্মার হরিদাসরূপে যবনকুলে জন্মাদি, অদ্বৈতপ্রভুর স্থানে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির অধ্যয়নাদি, বৈষ্ণববেশধারণাদি—চূড়ামণি ও যদুনন্দনাচার্য্যের সাকার-নিরাকারত্বাদিপ্রশ্নে ঠাকুরের সিদ্ধান্তাদি (ঐ ৭)। ফুলিয়াগ্রামে গমন, বিপ্র রামদাসকে নামদীক্ষাদান, (ঐ ৯), হরিদাসের সঙ্গী অদ্বৈত প্রভুর সমাজ-বর্জনাদি এবং হরিদাসের প্রভাবদর্শনে ব্রাহ্মণগণের প্রসন্নতাদি (ঐ ৯)।

চৈতন্যভাগবতে বিশেষ—হরিদাস-ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত-প্রভৃতি (চৈভা আদি ১৬।১৮—১৭১); গোফায় বাসকালে মহা-সর্পের প্রসঙ্গাদি (ঐ ১৬।১৭৪—১৯৪); ডঙ্কের উপাখ্যানাদি (ঐ ১৬।১৯৮—২৪৮); হরিনদী-গ্রাম-বাসী বিপ্রের উচ্চকীর্ত্তনের কারণ-জিজ্ঞাসায় ঠাকুরের উত্তরাদি প্রসঙ্গ (ঐ ১৬।২৬৭—৩০৭); নিত্যানন্দ সন্ধানে প্রভুর আদেশ (ঐ মধ্য ৩। ১৬০, ৫।৫২); মহাপ্রকাশ-দর্শনাদি (ঐ মধ্য ১০।৩৫—১১২); জগাই-মাধাই-উদ্ধার লীলায় ঠাকুর (ঐ মধ্য ১৩।১৭—৮, ২০, ৬৩,…২৫৮); অদ্বৈত-বাক্যে গঙ্গাপতিত মহাপ্রভুর উত্তোলনাদি (ঐ মধ্য ১৭।৩৪—১০২); কোটালবেশে অভিনয়-মঞ্চে ঠাকুর (ঐ মধ্যে ১৮।৩১, ৪৩—৪৫, ১০০—১৫৭)। অদ্বৈতের যোগবাশিষ্ঠ-ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে (ঐ মধ্য ১৯।২৫, ১২৮, ১৩৮, ১৬৫, ২২৬)। প্রভুর সন্ন্যাসে ঠাকুর (ঐ মধ্য ২৮। ৪৪, ৪৭, ৮৫ ; অন্ত্য ১।১৩১, ৪।২৭৩, ৪৯৮)। নীলাচলে হরিদাস (ঐ অন্ত্য ৮।১৩, ১২৫, ১০।৮১)।

চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ—নামাচার্য হরিদাসের জগন্নাথ-মন্দিরে অপ্রবেশ (চৈচ মধ্য ১।৬৩), রূপ-সনাতন-মিলন (চৈচ মধ্য ১।১৮৩), রামকেলিতে প্রভু-সঙ্গে (ঐ ১।২১৯)। সিদ্ধবকুলে বাসা-নির্দ্ধারণ (ঐ মধ্য ১১।১৭৫—১৯৪); মহাপ্রসাদ-প্রাপ্তি (ঐ ১১।২০৬); প্রভুর আজ্ঞায় নাম-মহিমাকীর্ত্তন (ঐ অন্ত্য ৩।৪৯—৯৩)। বেনাপোলে রামচন্দ্রখাঁন-কর্ত্তৃক প্রেরিত বেশ্যার উদ্ধার-কাহিনী (ঐ অন্ত্য ৩।৯৮—১৬৩)। সপ্তগ্রাম চাঁদপুরে নাম-মহিমা-কীর্ত্তনে অসহিষ্ণু গোপাল-চক্রবর্ত্তির বৃত্তান্ত (ঐ ৩।১৮৮—২০৮)। ভাদ্রী শুক্লা চতুর্দশীতে নির্যাণ-প্রসঙ্গ। (ঐ অন্ত্য ১১।১৬—১০৫)

কেহ কেহ ইঁহাকে 'ব্রহ্মহরিদাস'ও বলেন। গোবৎসহরণকারী ব্রহ্মাই অপরাধ-ক্ষালন-জন্য শ্রীগৌরলীলায় যবনকুলে জন্ম লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-প্রেম-প্রচারের মহাসহায় হইয়া-ছিলেন। ঋচীক-মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ (গৌ° গ° ৯৩)। (কুচ ১।৪।৯—১২) রামমুনির পুত্র অধৌত তুলসীপত্র দেওয়ায় পিতা-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যবনকুলে জন্ম ধারণ করেন।

ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র—(১) হরিনদী গ্রাম; (২) সপ্তগ্রামের নিকট চাঁদপুর, (৩) বেনাপোল [ইহার নিকট কাগজপুকুরিয়া গ্রামে ঠাকুরের নির্যাতনকারী রামচন্দ্র খানের বাটীর ভগ্নাবশেষ] (৪) বন্দিশালা—গৌড়ে বাইশগাছি প্রাচীরের বাহিরে চিকা মসজিদে। (৫) শান্তিপুরে বাবলা, (৬) হরিদাসপুর—বেনাপোলের নিকট; (৭) কুলীনগ্রাম; (৮) পুরী সিদ্ধ-বকুল।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান (পুরীতে)—কেন্দ্রাপাড়ার ভ্রমরবর-নামক জনৈক ভক্ত দেবালয়াদি করিয়া দেন ও শ্রীগৌর, শ্রীনিতাই ও শ্রীঅদ্বৈত-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

২ ব্রাহ্মণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। আর শাখা জগত রায়, হরিদাস ঠাকুর। শ্রীকান্ত, ক্ষীরু চৌধুরী, মহাভক্তশূর॥

(প্রেম ২০)

জয় জয় শ্রীঠাকুর জয় হরিদাস।
ভক্তি-গ্রন্থ-সেবনেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥

(নরো ১২)

হরিদাস পণ্ডিত—শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও অনন্ত আচার্যের শিষ্য।

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য। তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো

পণ্ডিত হরিদাস ॥

(চৈ° চ° আদি ৮।৫৯—৬০)

ইঁহার গুরুপ্রণালী :—শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীঅনন্ত আচার্য, শ্রীহরিদাস পণ্ডিত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ ছিলেন—পণ্ডিত হরিদাস।

'সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস। তাঁর যশঃ গুণ সর্বজগতে প্রকাশ ॥ সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর। মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর ॥ সবার সম্মানকর্ত্তা, করেন সবার হিত। কৌটিল্য-মাৎসর্য-হিংসা-শূন্য তাঁর চিত ॥ কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ। সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥ পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য। তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো শ্রীপণ্ডিত হরিদাস। চৈতন্যনিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস। চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ। কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ ॥ নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল।' তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥ কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র। নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥

[চৈ° চ° আদি ৮।৫৪—৬৪]

ইনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা লিখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে। গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥ (ঐ ৬৫)

ইঁহার শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী স্ব-রচিত 'দশশ্লোকীভাষ্যে'র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

অমন্দ-বৃন্দাবন-মন্দিরোদরে, সুহেম-রত্নাবলি চিত্রকুট্টিমে। সদোপবিষ্টং প্রিয়য়া সমানয়া, গোবিন্দদেবং সগণং সমাশ্রয়ে ॥ তদীয়-সেবাধিপতিং মহাশয়ং, সমস্ত-কল্যাণ-গুণৈক-মন্দিরং। বারেন্দ্র-বিপ্রান্বয়-ভূষণং গুরুং, ভজেঽহনিশং শ্রীহরিদাস-সংজ্ঞকম্ ॥

গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য-বর্য। গোবিন্দের অধিকারী—অনন্ত আচার্য ॥ তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি। গোবিন্দাধিকারী, গুণ কহি অন্ত নাই। শ্রীগোবিন্দ যাঁর প্রেমাধীন জানাইলা। যাঁর ঠাঁই দুগ্ধ অন্ন মাগিয়া খাইলা ॥ (ভক্তি ১৩।৩১২—১৪)

বীরভদ্র প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে পণ্ডিত হরিদাস তাঁহাকে আগুবাড়াইয়াতে আসিয়াছিলেন।

হরিদাস ব্রহ্মচারী—শ্রীঅদ্বৈত-শাখা।

শ্রীবৎস পণ্ডিত, হরিদাস ব্রহ্মচারী।

(চৈ° চ° আদি ১২।৬২)

২ ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। ভাগবতাচার্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী।

(চৈ° চ° আদি ১২।৭৯)

শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি-মহাশয়ম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরম্ ॥ (শা° নি° ৭)

হরিদাস বৈরাগী—(ভক্ত ১৩।৪) ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে বর্দ্ধমান জেলায় মানকরে এক গৃহস্থ বাড়ীতে আইসেন। মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া ইনি হুঙ্কার করিলে তার্কিক ব্রাহ্মণগণ নির্বাক ও নিস্পন্দ হইলেন। পরে আবার প্রসন্ন হইয়া ডোমজাতীয়-বৈষ্ণবের চরণামৃত আনিয়া দিলে সকলেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। তদবধি ঐ গ্রামের সকলে শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুর শিষ্য শ্রীজীবন চক্রবর্ত্তির পরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

হরিদাস শিরোমণি—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি পূর্বে নরোত্তম ঠাকুরের বড়ই নিন্দুক ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ হইয়া যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন—ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। পরে কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় ইনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া যান।

হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত আর। ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্বত্র প্রচার ॥ (প্রেম ১৯)

হরিদাস স্বামী—নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভক্ত। সারস্বত ব্রাহ্মণ। মুলতানের অন্তর্গত কোন এক গ্রামে মতান্তরে 'উছা'-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনের পার্শ্বে রায়পুর গ্রামের গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈরাগ্যধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঁকেবিহারী বা শ্রীবঙ্কিমবিহারী শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। প্রবাদ—নিধুবনের বিশাখাকুণ্ড হইতে তিনি শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে ইনি শ্রীবৃন্দাবনের পরপারে মানসরোবরে কুণ্ডতীরে ভজন করিতেন, পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে ইনিও শ্রীবৃন্দাবনে বাস

করেন। হরিদাস স্বামী গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত-নামক জনৈক সঙ্গীত-বিদ্যায় সিদ্ধ মহাত্মার নিকট হইতে নাদবিদ্যা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ মিয়া তান্‌সেন এই হরিদাস স্বামির নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ নাদবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তৎকালে ভারতে অদ্বিতীয় সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবর হরিদাস স্বামিকে দর্শন করিবার জন্য যে শ্রীবৃন্দাবনে তানসেন সহ আগমন করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রবাদ —দিল্লী-নিবাসী দয়ালদাস ক্ষেত্রী-নামক জনৈক মহাধনী ইঁহাকে কতকগুলি অমূল্য মণি প্রদান করিলে বৈরাগী হরিদাস স্বামী উহা যমুনাতে নিক্ষেপ করেন ও দয়াল-দাসকে যমুনার জলরাশির মধ্যে যে কত অমূল্য রত্ন পড়িয়া আছে, তাহা দর্শন করান।

হরিদাস স্বামি-কৃত হিন্দী ভাষায় 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' এবং 'রসকে পদ' নামক দুইখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। নিধুবনে হরিদাস স্বামির সমাধি আছে।

হরি দুবে——শ্রীরসিকানন্দের শ্রীভাগবতাধ্যাপক। [র° ম° পূর্ব ৯।৬৮]

হরিনাথ গাঙ্গুলী——শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্বে চাঁদরায়ের দলে ডাকাতি করিতেন। শ্রীঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হন।

হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্তী। পূর্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল॥ চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল॥ ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব জানি তার মর্ম। সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি' পূর্ব কর্ম॥

(প্রেম ১৯)

হরিনারায়ণ১--শিখরভূমি পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু রঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে আনয়ন করিয়া ইঁহাকে দীক্ষা প্রদান করান। দীক্ষাদানান্তে ত্রিমল্ল-নন্দন শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর হস্তে রাজা হরিনারায়ণকে সমর্পণ করেন।

শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ।

(ভক্তি ৯।৩০৩)

রাজা হরিনারায়ণ শ্রীরাম-চন্দ্রের ভক্ত ছিলেন।

হরিনারায়ণ রাজা বৈষ্ণব-প্রধান। রামচন্দ্রবিনা তেঁহো না জানয়ে আন্॥ তেঁহো যৈছে শিষ্য হইলা, যে শিষ্য করিলা। সে সব প্রসঙ্গ হেথা বর্ণিতে নারিলা॥ (ঐ ১।৪৫৪—৫৫)

ইঁহার প্রেরণায় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ 'শ্রীরামচরিত্রগীত' প্রণয়ন করেন।

হরিনারায়ণ২—শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৫৬]

হরিপ্রসাদ—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। (মোহনদাস দেখুন)

হরিপ্রিয়া (বা নন্দরাম)—ইনি পুরুষ হইয়াও প্রকৃতিভাবে ভজন করিতেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর পত্নী সীতাদেবীর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম—'শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-চরিত'। উক্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র কৃষ্ণমিশ্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

হরিপ্রিয়া দাস——শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহাজন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে বিদায় দেওয়ার কালে ইনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। [র° ম° পূর্ব ১৫।৩২]

হরিপ্রিয়া দেবী—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সহধর্মিণী।

হরি ভট্ট—গৌড়দেশবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভক্ত।

গঙ্গাদাস, হরি ভট্ট, আচার্য পুরন্দর। (চৈ° চ° মধ্য ১১।১৫৯)

পুরীধামে রথযাত্রার সময়ে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবকে বাসুদেব সার্ব-ভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথাচার্য ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম করিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই হরি ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ। এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ॥

(চৈ° চ° মধ্য ১১।৮৭)

শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথদাস ঠাকুরের নবম অধস্তন-রূপে শ্রীপাদ শিরোমণি প্রভু ১৭৬৮ শকাব্দায় ২০ শে পৌষ অমাবস্যায় আবির্ভূত হন এবং ১৮৫৩ শকাব্দার ২১ শে অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় অপ্রকট হন। এই জীবাধমের অভীষ্টদেব বলিয়া ইঁহার বংশধারার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইতেছে। কাষ্ঠ-কাটা গ্রামটি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায়। এক্ষণে এই

গ্রাম 'কাঠাদিয়া' বলিয়া কথিত হয়। ১৪০৯ শকাব্দার বৈশাখমাসে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীতে ঠাকুর শ্রীশ্রী-জগন্নাথ আচার্য মহারাজ আদিশূর-কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অন্যতম কাশ্যপ-গোত্রীয় যজুর্বেদী দক্ষ মহর্ষির ত্রয়োদশ অধস্তনরূপে কাষ্ঠকাটা গ্রামে অবতীর্ণ হন। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশমতে ঠাকুর জগন্নাথ সুচিত্রা সখীর যূথে দ্বিতীয়া সখী তিলকিনীর অবতার, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ ছিলেন।

পূর্বকালে মহারাজ বল্লাল সেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া-ছিলেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনও পরে ঐ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—হলায়ুধ; তিনি রাজধানীর মধ্যেই কাঠকাটা গ্রামে বসতি নির্মাণ করত যাবজ্জীবন বাস করেন। হলায়ুধের পুত্র—চন্দ্রশেখর বাচস্পতি; তৎপুত্র রত্নাকর মিশ্র, তাঁহার দুই পুত্র—সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্বানন্দের পুত্রই ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ আচার্য। ঠাকুর জগন্নাথ অল্পবয়সেই মাতা-পিতৃহীন হইয়া পিতৃব্যের আনুগত্যে লালিত পালিত হন এবং কিয়ৎ-কালমধ্যে ভক্তিমান্ ও সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও ইনি তৎকালে স্বতঃ-স্ফুরিত শাস্ত্রযুক্তি-সম্মত ভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ তত্ত্বোপদেশ ও হরিকথার প্রচারে পণ্ডিতগণেরও হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে তাৎ-কালীন পণ্ডিতসমাজে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও কিন্তু তাঁহার চিত্তকাননের একদেশ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহদাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে ব্যস্তসমস্ত করিতে-ছিল; সুতরাং তিনি দেহদৈহিক নিত্য কর্মাদি ভুলিয়া 'হা নাথ! হা রমণ! হা কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতেন। একদা ভক্ত-বৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া শ্রীজগন্নাথকে বলিলেন—'ওহে জগন্নাথ! তুমি আমার তিলকিনী সখীর অবতার, আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, এক্ষণে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি, সন্ন্যাসলীলা অঙ্গীকার করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে যাইতেছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া তথায় আমার পরিকরগণের সহিত মিলিত হও।' প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তি মাত্রই ঠাকুর জগন্নাথ—'ওহে প্রভো! দাঁড়াও, দাঁড়াও হে রমণ! হা প্রাণ কৃষ্ণ!!' বলিয়া তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিতে করিতে শান্তিপুরাভি-মুখে ধাবিত হইলেন। কথিত আছে—ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরহে তদীয় পিতৃব্য প্রকাশানন্দও দুই একদিনের ব্যব-ধানে শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শ্রীজগন্নাথ শান্তিপুরে যাইয়া মহাপ্রভুর অনু-মত্যনুসারে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির নিকট দীক্ষিত হন এবং তদীয় পিতৃব্য প্রকাশানন্দও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর মন্ত্র কামবীজে দীক্ষিত হন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে প্রকাশানন্দ কাম-বীজের 'ল'কারের পরিবর্তে রকার শুনিয়া নির্দিষ্ট নিয়মে ধ্যান-নিমগ্ন হইলেও শ্রীশ্যামসুন্দরের পরিবর্তে শ্রীশ্যামাসুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমূল ঘটনা জানিয়া বলিলেন—'তুমি এখনও শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধ হও নাই—কাজেই দেশে গিয়া এই মন্ত্রেই মহামায়ার আরাধনা করিতে থাক, তাহাতেই তোমার অভীষ্টপূর্ত্তি হইবে।' কিয়-দ্দিন পরে শ্রীপ্রভুর আদেশানুসারে ঠাকুর জগন্নাথ পিতৃব্যসহ কাষ্ঠকাটায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখেন যে তাঁহাদের পুরুষাক্রমে সেবিত শ্রী-দামোদর শালগ্রাম অন্তর্হিত হইয়া-ছেন। উভয়েই বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া সেই কাষ্ঠকাটায় ঘাসীপুকুরের সমীপে হত্যা (ধন্না) দিলেন। ঠাকুর জগন্নাথ আদেশ পাইলেন—'ঘাসী-পুকুরে ডুবিয়া যাহা পাইবে, তাহারই সেবা কর।' এই আদেশে ঠাকুর জলমগ্ন হইয়া 'শ্রীশ্রীযশোমাধব'-নামক শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। এই শ্রীবিগ্রহ অতি মনোরম—দুইপার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, মধ্যে শ্রীবিষ্ণুমূর্তি। প্রকাশানন্দের প্রতিও আদেশ হয় যে তখন হইতে পাঁচ পুরুষের পর আবার দামোদর তাঁহার বংশধরের সেবা অঙ্গীকার করিবেন। এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দামোদর স্থানীয় মুসলমান-গৃহে শিলাপুত্রের কার্যেই ব্যবহৃত হইয়া অক্ষয় অব্যয় দেহে বিরাজমান থাকিয়া পাঁচ পুরুষ পরে আবার স্বপ্নাদেশ দিয়া আসিয়াছেন—এখনও ইনি আড়িয়াল গ্রামে ৺প্রকাশানন্দেরই বংশধরগণ-কর্তৃক

সেবিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীযশোমাধবও কাঠাদিয়া (কাষ্ঠকাটা) হইতে স্বপ্নাদেশ দিয়া নিকটবর্ত্তী আড়িয়াল গ্রামে নবাব সরকার হইতে এক জায়গীর তালুক পাইয়া বাস করিতেছেন। এই ঠাকুর জগন্নাথের বংশধর গোস্বামিবৃন্দই এক্ষণে পালাক্রমে শ্রীযশোমাধবের দৈনন্দিন সেবা চালাইতেছেন এবং প্রকাশানন্দের বংশধরেরাও শান্তিপুরের চাকৃফেরা গোস্বামিদের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অদ্যাবধি দামোদরের সেবা করিতেছেন। ঠাকুর জগন্নাথের সন্তানগণ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া এক্ষণে আড়িয়াল, কামারখাড়া ও পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীদক্ষ হইতে বংশধারা যথা—

(১) শ্রীদক্ষ—(২) শ্রীজটাধর (ইনি 'পুষল' গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়া পুষলীগ্রামী হন [জটাধর-কৃত অভিধান প্রসিদ্ধ]—(৩) শ্রীমাধব (৪) শ্রীযাদব—(৫) শ্রীবিষ্ণু—(৬) শ্রীপুরুষোত্তম—(৭) শ্রীপশুপতি—[যজুর্বেদীয় কর্মকাণ্ডবহুল গ্রন্থ-প্রণেতা]—(৮) শ্রীমহাদেব—(৯) শ্রীহলায়ুধ—[ইনি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা এবং বিমাতৃ-গমনের উদ্যমে তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন] রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু—(১০) চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—(১১) রত্নাকর মিশ্র—(১২) সর্বানন্দ—(১৩) শ্রীশ্রী ঠাকুর জগন্নাথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথের শাখার গুরুপ্রণালিকা (আংশিক)

(১) শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ, (২) শ্রীরামনরসিংহ, (৩) শ্রীরামগোপাল, (৪) শ্রীরামচন্দ্র, (৫) শ্রীসনাতন, (৬) শ্রীমুক্তারাম, (৭) শ্রীগোপীনাথ, (৮) শ্রীগোলোকচন্দ্র, (৯) ১০৮ শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী (১০) শ্রীগোপালরাজ, শ্রীরাখালরাজ, শ্রীগোষ্ঠজীবন, শ্রীযদুজীবন ও শ্রীরসরাজ।

[শ্রীশ্রীশিরোমণিপ্রভুপাদের জীবনী সম্বন্ধে অনেকেরই জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু তাঁহার নিষেধহেতু আমি ধারাবাহিক জীবনী লিখিতে পারিলাম না; তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ-বিগলিত যে সব কাহিনীসুধা পান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখন বিস্মৃত হইয়াছি—তাঁহার ভাগবত-জীবনের যৎকিঞ্চিৎমাত্র দিগ্‌দর্শন-ন্যায়ে এস্থলে সংক্ষেপে সূচিত হইল; যদি কোনও ভাগ্যবান্ এতদ্দৃষ্টে তাঁহার পরমপূত চরিতকথা গ্রন্থন করেন, তবে আমার চিরাভিলষিত বস্তু সিদ্ধ হয়।]

১৭৬৮ শকাব্দায় ২০শে পৌষ অমাবস্যা তিথিতে প্রকট——মহা দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত—পুরাপাড়ায় শ্রীজগদ্বন্ধু তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণ-কাব্যাদির অধ্যয়ন ও অশেষ কৃতিত্বের সহিত 'শিরোমণি' উপাধিলাভ—পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পিতৃদেবের অন্তর্ধানে 'শ্রীগৌরতত্ত্ব'-জিজ্ঞাসায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-সেবাইত স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীসখালাল গোপীলাল গোস্বামিদের নিকট গমন——শ্রীবৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে সন্ধ্যাকালে গৌরবর্ণা নীলাম্বর-পরিধানা বালিকার দর্শনে শ্রীশ্রীমতীর স্ফুর্ত্তিতে মূর্চ্ছা—উক্ত গোস্বামিদের প্রেরণায় শ্রীশ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয়ের নিকট গমন—শ্রীগৌর-শিরোমণি-কর্ত্তৃক পঞ্চদশ দিন যাবৎ আচার্য-সন্তান-বুদ্ধিতে সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ পূর্বক আলাপ—শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব না বুঝিয়া প্রাণের পিপাসার অপূর্ত্তিতে ষোড়শ দিবসে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সনির্বেদ উক্তি, দণ্ডবৎ করিবার জন্য স্বচরণ-প্রসারণ ও প্রার্থনা—'গুরুবুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তোমার নিকট আসি, কিন্তু আচার্য-সন্তান-বুদ্ধিতে তুমি দণ্ডবৎ ভক্তি কর—আচ্ছা, যদি তোমার তৃপ্তি হয়, এই চরণে যত পার দণ্ডবৎ কর—আমি না হয় নরকগামী হইব—তবু শ্রীশ্রীগৌর-কথা শুনাও'—এই প্রৌঢ়োক্তি-শ্রবণে শিরোমণি মহাশয়ের অদ্ভুত প্রেমাবেশে শ্রীপ্রভুকে আলিঙ্গনদান, উভয়ের অশ্রুস্নাত-মূর্ত্তি—তদবধি শ্রীশ্রীগৌরলীলায় শ্রীপ্রভুর মনো-নিবেশ এবং অভূতপূর্ব স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি। বহুদিন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয় ও শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী-প্রমুখ বৈষ্ণব মহামনস্বিদের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীসিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের সমীপে আগমন—শ্রীশ্রীসিদ্ধ বাবার চরণে প্রণত হইলে পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বাবা তাঁহার জীবনের আনুপূর্বিক সকল ঘটনা এবং শ্রীবৃন্দাবন-গমনের কারণ ইত্যাদি বলিয়া 'শ্রীগৌরতত্ত্ব' হৃদয়ে গোপন রাখিবার জন্য বাহিক উপদেশ করেন—'রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া'—শ্রীপ্রভু

প্রৌঢ়ির সহিত সিদ্ধবাবাকে বলিলেন—'আমি শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রচার করিতেই আসিয়াছি—তাহাই করিব; বালকের মুখে এত বড় কথা শুনিয়া সিদ্ধবাবা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত ধরিয়া আশীর্বাদ করেন এবং বলেন—'তুমিই পারিবে।' তৎপরদিন দ্বাদশীতে মহাপ্রভুর ভোগরাগের জন্য সিদ্ধবাবার আশ্রমে আয়োজন—বেলা দশটার সময় পংক্তিভোজনে বসিয়া 'ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই পর্যন্ত শুনিয়াই শ্রীসিদ্ধবাবার বেলা চারিটা পর্যন্ত আবেশ ইত্যাদি। গৃহে আসিয়া অধ্যাপনারম্ভ ও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি হইতে বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতাদান—বহু প্রতিপক্ষের নিকট অযথা অপমান-লাভ—স্মার্ত্ত-প্রধান বিক্রমপুরাদি অঞ্চলে বৈষ্ণব সদাচার-প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস, তিরস্কার, সামাজিক গ্লানি প্রভৃতি অর্জন—দারিদ্র্যের ঘোরতর পীড়নেও স্বধর্ম-নিষ্ঠা হইতে অবিচ্যুতি—কাব্য-রচনা—কবিওয়ালাদের জন্য গান-রচনা, (দধিমঙ্গল) যাত্রাপালা রচনা ইত্যাদি—দেশে বিদেশে সুনাম-অর্জন—ফরিদপুর-নিবাসী জনৈক কুষ্ঠরোগী রজকের স্ববন্ধুবান্ধব-কর্ত্তৃক পরিত্যাগে মনের দুঃখে নীলাচল-যাত্রা—পথে স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রীশিরোমণি-প্রভুর গৃহে কাঙ্গালের ন্যায় অবস্থান পূর্বক প্রভুর উচ্ছিষ্ট-ভোজনে রোগমুক্তি ও তৎপরে নীলাচলে গঙ্গামাতার মঠে সেবাপ্রাপ্তি ইত্যাদি। ফরিদপুর জিলায় ছয়গাঁওনিবাসী এবং নোয়াখালীর প্রবাসী উচ্চ-শিক্ষিত (B.A.) শ্রীজ্ঞান মুখার্জির শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াই মন্ত-বেশ্যাদির আসক্তিজনিত দুর্দান্ত স্বভাবের অপূর্ব পরিবর্ত্তন। ১২৯৪ সনে আনন্দ কবিরাজ, ভগবান্ দাস বাবাজি, জ্ঞান মুখার্জি, দ্বিতীয়া পত্নী উমা দেবী, এক পুত্র (?) ও জনৈক শিষ্যসহ নীলাচলে যাত্রা—কীর্ত্তনানন্দে শ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান দিয়া পদব্রজে গমন—ক্রমশঃ লোক-সমাবেশ, পথে শিষ্যটির জ্বর, মহানদী পার হওয়ার কালে শ্রীপ্রভুকর্ত্তৃক শিষ্যকে স্কন্ধে বহন—নীলাচলে প্রবেশ—সন্ধ্যার পরে আনন্দবাজারে শ্রীমহাপ্রসাদ-ক্রয়কালে আবৃতদেহ দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ। পূর্বসিদ্ধ স্ব-গুরুগণের স্বীয় স্বীয় সেবাদ্রব্যসহ শ্রীনীলাচলবিভূষণ শ্রীশ্রীগম্ভীরানাথের সম্মিলনে যাত্রার স্বপ্নদর্শন অথচ তাঁহাদের পশ্চাতে নিজ সিদ্ধদেহেরও অদর্শনে নীলাচলে অবস্থানকালে অভিমান-বশতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অপ্রবেশ। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন,

১৩১২ সালে (৪২০ গৌরাব্দে) শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তাৎকালীন পূর্বদিকস্থ মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরতত্ত্বসূচক গ্রন্থাদির তালিকা জানিবার জন্য 'ধন্না'—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-কর্ত্তৃক বহু বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ ও গ্রন্থ-প্রণয়নে আদেশ-দান—গ্রন্থনির্মাণের উপাদান-সংগ্রহ ও নির্ভীকভাবে অনর্গল শ্রীগৌরমন্ত্র-প্রচার। ১৩১৫ সালে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌড়েশ্বর সমিতির তৃতীয় অধিবেশনের তৃতীয় দিবসে ইনি সভাপতি হইয়া শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে এক বিরাট বক্তৃতা দান করেন, তাহা প্রবন্ধাকারে বৃন্দাবন হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩২১ সালে বৈশাখ মাসে তদীয় মাতৃদেবীর অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ—প্রাপ্তির পূর্বদিন রাত্রিযোগে নিকটে উপবিষ্টা সেবা-পরায়ণা পুত্রবধূ শ্রীউমা দেবী দেখিলেন—দুইজন ব্রজবাসী বাহির হইতে ঘরের মধ্যে শরীরের অর্দ্ধাংশ প্রবেশ করাইয়া কি যেন দেখিতেছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল-রাজ তাঁহার ইঙ্গিতে সমস্ত বাড়ী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরদিন শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদের মাতৃদেবীর নিকট শ্রীপ্রভুর জননী রহস্যটি ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহাকে (শ্রীপ্রভুর মাতৃদেবীকে) নেওয়ার জন্য গত-রাত্রে একটি ভগ্ননৌকা আসিয়াছিল, তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং সেই দিন তাঁহার জন্য রথ আসিবে। 'কোথায় যাইবেন, বৃন্দাবন ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রৌঢ়ির সহিত বলিলেন—'আমি বৃন্দাবন যাইব কেন ? আমি যাইব শ্রীক্ষেত্রধাম।' আশ্চর্যের বিষয় ঐদিনই রাত্রি চারিটায় তিনি অভিলষিত ধামে গমন করিলেন। ১৩২১ সালে অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশী-তিথিতে দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীউমা দেবীর অন্তর্ধান এবং তৎসমকালেই বিক্রমপুর পরগণায় রাজাবাড়ী-নিবাসী, তৎকালে শ্রীবৃন্দাবন-প্রবাসী

শ্রীযুক্ত ভবানন্দ কুণ্ডের সম্মুখে শ্রীশ্রী-গোবিন্দজীউর মন্দিরপ্রাঙ্গণে গোপী-বেশে দর্শনদান। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় ঢাকার (?) হরিমতি-নামিকা মুখরা বেশ্যার উদ্ধার—বৈষ্ণব-সদাচার বা বৈষ্ণবপন্থার সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও হরিমতির শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীবৃন্দারাণীর পরিক্রমাকালে 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি সঙ্কীর্ত্তনের আবেশে স্বচ্ছন্দে দেহত্যাগ—বাখরগঞ্জ ঝালকাটিনিবাসী বেশ্যার উদ্ধার *। শ্রীহট্টে ইটাপরগণার গয়সর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু-পরিবার শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত-কর্ত্তৃক তৎপার্শ্ব গ্রামে জনৈক শিষ্যগৃহে শ্রীশ্রীশিরোমণি প্রভুর অবস্থান, তাঁহার আকৃতি, বেশ-বিন্যাসাদির সহিত স্বপ্নে দর্শন ও শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্রের প্রাপ্তি এবং তৎপরে যথারীতি দীক্ষাদি। আসাম-বেঙ্গল-রেইলওয়ের বহু স্থলে ষ্টেসনমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাধামাধব ঘোষ-কর্ত্তৃক খোয়াই ষ্টেসনে অবস্থানকালে স্বপ্নে শ্রীপ্রভুর মুখে শ্রীগৌরমন্ত্র-শ্রবণ ও তৎপরে দীক্ষালাভ। কলিকাতা বদরী নারায়ণ টেম্পল ষ্ট্রীটে কুণ্ড-উপাধিকারী জনৈক ভক্তের গৃহে শ্রীশ্রীপ্রভুর অবস্থানের সময় নোয়াখালী জিলার অধিবাসী, তৎকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ ক্লাসের ছাত্র ও সারকুলার রোডে কোনও বোর্ডিংএ অবস্থান-কারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আচার্য-কর্ত্তৃক ১০৪।৫ ডিগ্রী জ্বরের অসহ্য যন্ত্রণায় মরণোন্মুখী অবস্থায় স্বপ্নে শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শনলাভ, শ্রীপ্রভুকর্ত্তৃক সাদরাহ্বান-শ্রবণ, শ্রীগৌরমন্ত্রলাভ ও স্বপ্নভঙ্গের পরেই উঠিয়া যথানির্দিষ্ট স্থানে যথাদৃষ্ট অবস্থায়, বেশে ও ভূষায় শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের দর্শন ও দীক্ষালাভ। স্বগৃহে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-প্রতিষ্ঠাদি। কাশীমবাজারাধি-পতি বদান্যবর শ্রীযুক্ত রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-কর্ত্তৃক উদ্বোধিত কুমিল্লা হরিসভায় নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া শ্রীপ্রভুর তত্র গমন এবং বিনাপরিচয়ে তত্রত্য মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষ্ণুপুরের বাসায় গমন—উভয়ের প্রেমালাপ, ইষ্টগোষ্ঠী এবং সপরিবারে শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণাদি। ১৯২৬ ইং সালে কলিকাতা বেলগাছিয়া হাসপাতালে চক্ষু-চিকিৎসাকালে রাত্রিবেলা শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের দর্শনলাভ এবং তাঁহাদের শ্রীচরণে স্বশিষ্যগণের সমর্পণাদি। **১৯২৯—৩১ ইং সালে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসন্দর্ভ ও শ্রীশ্রীগদাধর সন্দর্ভ এবং বৈষ্ণবব্রতদিন-নির্ণয়াদি গ্রন্থ-প্রকাশন।** ১৮৫৩ শকাব্দায় (১৩৩৮ সাল) ২১শে অগ্রহায়ণ অমাবস্যা তিথিতে **'গদাধরের প্রাণগৌর'** নাম বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-চরণে বিশ্রামলাভ।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—অমায়িক সহজ সরল ব্যবহার, যথালাভে সন্তুষ্ট, অমানী মানদ, রন্ধনে সুনিপুণ, শাস্ত্র-বিচারে বিচক্ষণ, নারীজনোচিত সলজ্জ মৃদু চরিত্র, আহারে বিহারে সুসংযত, কষ্টসহিষ্ণু, বাৎসল্যঘনমূর্ত্তি, 'গৌর বলিতে ঠোঁরহারা' ইত্যাদি।

অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (খণ্ডিত)

(৪০) 'কৌতুকাঙ্কুর-প্রহসনম্' নামক শ্রীপাদ রচিত গ্রন্থের মুখবন্ধে কাব্যাস্বাদে মোক্ষপ্রাপ্তির উদাহরণ—(৪) যৎপাদং মুনিভিঃ কঠোরতপসা লব্ধং ন দৈবেরপি, তৎপাদং রসিকো রসেন রসবৎ কাব্যং বিরচ্যাপ্তবান্। কিং ব্রূমঃ সুকবেঃ সুখাৎ শুভতমং ভাগ্যং ভবে ভাব্যতাং, তস্মাৎ সর্ব-জনো মুদা সুকবিতাস্বাদঃ সদা-স্বাদ্যতাম্॥

অন্তিমে (৫)—শ্রুত্বৈতাং কবিতাং রসৈর্বিরহিতাং সংবর্জিতাং ভূষণৈ,-র্বিদ্যাহীনজনস্তু মে নবকৃতাং হাস্যো ভবেন্নিশ্চিতম্। তস্মাদ্ধাস্যরসো ধ্রুবং বিলসিতং তস্যাং জুগুপ্সা যদি, বীভৎসঃ স রসো বিভাতি সুতরাং কাব্যত্বমত্রাগতম্॥

শৃঙ্গারহারাবলী—শ্রীপাদ-শিরো-মণি প্রভু-প্রণীত এই গ্রন্থের প্রথমসর্গ মাত্র হস্তগত হইয়াছে।

প্রারম্ভশ্লোক———অজ্ঞানান্ধতমে কুচিত্তগহনে সন্নেবমাতিষ্ঠ মে, যস্মাত্ত্বং বিপিনপ্রিয়ো মুহুরিতো রাধাধরং চুম্বয়ন্। সব্যাঙ্ঘ্রেরুপরি প্রদায় চরণং বঙ্কেন ভুবঙ্গুলং, রাধাংসে চ ভুজং নিধায় সরসো দণ্ডায়মানো হরিঃ॥

সপ্তমশ্লোক—কৃতান্তঃ কান্তো বা সমজনি ন ভেদঃ প্রথমত,-স্ততো

---

* ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত দাস-কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকায় ও তৎপরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিত্রির্মাসৈর্মন্মজ ইতি জগ্রাহ হৃদয়ম্। ততোঽসৌ মৎপ্রেয়ানহমপি তদীয়া সহচরী, ততো যাতে বর্ষে প্রিয়তম-ময়ং জাতমখিলং॥

হরি মৌলিক (হরি কাঞ্জিলাল)—বাংলার প্রসিদ্ধ বার ভুঁয়ার অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ জমিদার। ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। চাঁদ রায়ের ইনি দেওয়ান ও সেনাপতি ছিলেন। চাঁদ রায়ের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতিক সৈন্য ছিল বলিয়া জানা যায়। (চাঁদ রায় দেখুন)

চাঁদ রায় শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হইলে তদীয় আত্মীয় স্বজন এবং পারিষদবর্গও ভক্ত-পদবীতে উন্নীত হন। উক্ত হরি মৌলিক তন্মধ্যে একজন বলিয়া মনে হয়। চাঁদ রায় হরি মৌলিকের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মৌলিক উপাধি ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগ্রাম-মৌজা প্রদান করেন। ইঁহার সন্তানসন্ততি (প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে) কালীঘাটে আসিয়া বাস করেন। পরে কালীঘাট হইতে বংশধরগণ ২৪ পরগণার আগরপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। আগরপাড়ায় ইঁহাদের ভবনে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্মৃতিমঞ্চ আছে। প্রাচীন-বৈষ্ণব-গ্রন্থে আগরপাড়া গ্রাম শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহারভূমি বলিয়া জানা যায়। ঐ স্থানে নিত্য শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের শ্রীনামকীর্ত্তন হইয়া থাকে।

হরিরাম—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

রামচন্দ্র, নরোত্তম, একই জীবন
রামকৃষ্ণ হরিরাম তেন দুই জন॥
(প্রেম ১৭)

২ (প্রেমী)—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য।

প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারাম দাস। প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তর-উল্লাস॥ (কর্ণা ১)

হরিরাম আচার্য—ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের প্রশিষ্য ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমের নিকট 'গোয়াস' গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ। পিতার নাম—শিবাই আচার্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—রামকৃষ্ণ এবং পুত্রের নাম—গোপীকান্ত।

হরিরাম-আচার্য-শাখা পরম পণ্ডিত। রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র তিঁহো জগতে বিদিত॥ গঙ্গা-পদ্মা-সঙ্গম যেবা স্থলে হয়। তথায় 'গোয়াস'-গ্রামে তাহার আলয়॥ (প্রেম ২০)

কর্ণানন্দ গ্রন্থে আছে—

আর এক সেবক হয় হরিরাম আচার্য। পরম পণ্ডিত বড় সর্বগুণে আর্য॥ তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিঁহো হরিনামে রত, প্রেমময় মূর্ত্তি॥ পিতার সেবক তিঁহো অতি-ভক্তরাজ। তাঁহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥

'নরোত্তম বিলাস'-গ্রন্থে জানা যায়—

হরিরামের পিতা শিবাই আচার্য ঘোর শাক্ত ছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কালীপূজা করিতেন এবং ছাগ মহিষাদির রক্তে নদী বহাইয়া দিতেন। একদা হরিরাম ও রাম-কৃষ্ণ দুই ভ্রাতা দুর্গা-পূজার বলির জন্য ছাগ ক্রয় করিয়া গৃহে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ-কার হয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অপূর্ব মূর্ত্তির দর্শনে বিশেষতঃ তাঁহার মুখে অহিংস বৈষ্ণব ধর্মের সুমধুর কাহিনীর শ্রবণে দুই ভ্রাতা মোহিত হইয়া পশুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। ইহাতে নরোত্তম ঠাকুর কৃপা করিয়া দুই জনকে বক্ষে ধারণ করেন।

কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ শ্রীঠাকুরের নিকট এবং জ্যেষ্ঠ হরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবি-রাজের নিকট দীক্ষিত হয়েন।

হরিরাম আচার্য শ্রীকবিরাজ-স্থানে। করিলেন মন্ত্র-দীক্ষা অতি-সাবধানে॥
(নরো ১৭)

হরিরাম আচার্য নরোত্তম ঠাকুরকে এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

শুনি বিপ্র কহে—মোর নাম 'হরিরাম'। আমার কনিষ্ঠ এই 'রামকৃষ্ণ' নাম॥ শিবাই আচার্য মোর পিতা সবে জানে। বহু অর্থ ব্যয় তাঁর ভবানী-পূজনে॥ (নরো ১০)

হরিরামের পিতা শিবাই পুত্র-দিগকে বলিদানের ছাগাদি পশু ক্রয় করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু যথাসময়ে পুত্রদ্বয় বাটী আসিল না। বিজয়া দশমী উপস্থিত হইল, তবুও তাহাদের সংবাদ নাই। দেবীপূজা পণ্ড হইল। পরে সমুদয় সংবাদ অবগত হইয়া শিবাই আচার্য ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। তাঁহার ক্রোধের হেতু এই যে নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ

হইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ পুত্রকে দীক্ষা দান করিয়াছেন! হরিরাম ও রামকৃষ্ণ গৃহে গমন না করিয়া প্রতিবাসী 'বলরাম কবিরাজ'-নামক জনৈক পরম ভক্তের গৃহে কয়দিন রহিলেন। পরে এক দিবস—

পিতা-সহ সাক্ষাৎ হইল প্রাতঃ-কালে। শিবাই দেখিয়া পুত্রে অগ্নি হেন জ্বলে॥

পরে বলিলেন—

ওরে মূর্খ! কহ দেখি কোন শাস্ত্রে কয়? ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণব বড় হয়? ভগবতী নিগ্রহ করিলে এতদিনে। বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে॥

তৎপরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রতি দ্বেষ করিয়া কহিলেন—

বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব? পণ্ডিতের সমাজে তারে করাব পরাভব॥ (নরো ১০)

এইরূপে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রতি নানা কুবাক্য বলাতে, হরিরাম প্রাণের দারুণ ব্যথায় পিতাকে বলিলেন—'আপনি পণ্ডিত আনাইয়া শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত কি তর্ক করাইবেন, ঠাকুর মহাশয়কে আনিতে হইবে না; আমি নিজেই পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিব।' ইহাতে পিতৃদেব অধিকতর কুপিত হইয়া কহিলেন—'বটে বটে!' এই বলিয়া শিবাই পণ্ডিত কতকগুলি পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া পুত্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত করাইলেন, কিন্তু পণ্ডিত-মণ্ডলী হরিরামের সিদ্ধান্তকে কোনক্রমেই খণ্ডন করিতে পারিলেন না। ইহাতে শিবাই আচার্য আরও ক্রোধান্বিত হইয়া মিথিলা হইতে সেই সময়ের দিগ্বিজয়ী মুরারি পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম খণ্ডন করিবার জন্য পুত্রের সহিত শাস্ত্র-যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পরে বলরাম কবিরাজ—

তাঁর বাক্যে তাঁরে হারাইলা অনায়াসে॥ পরাভব হৈয়া দিগ্বিজয়ী সভে কয়। বৈষ্ণব-মহিমা কহি' মোর সাধ্য নয়॥ এত কহি দ্রব্য সব কৈল বিতরণ। লজ্জাহেতু দেশে পুনঃ না কৈল গমন॥ ভিক্ষু-ধর্ম-আশ্রয় করিলা সেই ক্ষণে। 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা' কহে সর্বজনে॥ (নরো ১০)

অতঃপর শিবাই আচার্য লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন। পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণ মহানন্দে বলরাম কবিরাজের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন—

শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য—হরিরামাচার্য। সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্বকার্য॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমভক্তি বিলাইয়া। জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া॥ সংকীর্ত্তনে পরম বিহ্বল নিরন্তর। গায় কবিগণ সে চরিত মনোহর॥ (ভক্তি ১৫।১১৪—১১৬)

ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমানে সৈদাবাদে বাস করিতেছেন।

হরিরাম দাস—পদকর্ত্তা, পূর্বোক্ত 'হরিরামাচার্য কি?

হরিরাম ব্যাস—ব্রাহ্মণ। বুঁন্দেলখণ্ডের ওঁড়ছা গ্রামে ১৫৬৭ সম্বতে জন্ম। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য ও শ্রীমাধবের শিষ্য। একদিন স্বীয় গৃহেতে বিবাহ-উপলক্ষে ভোজের আয়োজন হইলে হরিরাম ব্যাস সেই সুখাদ্য দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের সেবা করেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত বিবাদ হয়। ইহার পরে কতকগুলি হাঁড়ি জাতি কোন মহোৎসবস্থান হইতে ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া যাইতেছিলেন। বিকারশূন্য ভক্ত হরিরাম তদ্দর্শনে উক্ত হাঁড়িগণের নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া ভক্ষণ করেন। এই সব কারণে ইঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ হরিরামকে বিতাড়িত করিয়া দেন। তৎপরে ইনি স্বীয় পত্নীসহ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। (ভক্ত ২০৮)

একদা শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা যাত্রা হইতেছিল। হঠাৎ শ্রীরাধিকার বেশে সজ্জিত বালকের চরণ হইতে নূপুর ছিঁড়িয়া গেলে হরিরাম স্বীয় উপবীত ছিড়িয়া বালকের নূপুর বাঁধিয়া দেন।

হরিরামের তিনটি পুত্র হয়। হরিরাম তিন পুত্রকে বিষয় সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে পত্নীকে প্রেরণ করিতে চাহিলে সহধর্ম্মিণী গৃহে গমন করিলেন না।

পরে একদা বৈষ্ণব-ভোজন-সময়ে হরিরামের পত্নী পরিবেশন করিতেছিলেন, কিন্তু পরিবেশন করিতে করিতে হরিরামের পত্নীর হস্ত হইতে দুগ্ধের উত্তম সর বৈষ্ণবের পাতে না পড়িয়া হরিরামের পাতে পড়িয়া যায়, ইহাতে হরিরাম ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীকে বিতাড়িত করেন। ভক্তিমতী হরিরাম-পত্নী স্বামির আজ্ঞা পালন করিয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করত নিজের অলঙ্কারসমুদয়ের

বিক্রয়-লব্ধ ১০ হাজার টাকায় শ্রীশ্রী-যুগলকিশোর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে থাকেন; ইঁহাতে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মিটিয়া যায়। 'কিশোর বন' বা 'ব্যাসজীকা ঘেরা'-নামে ইঁহাদের একটি উদ্যান আছে। ঐস্থানেই স্বামী-স্ত্রীর সমাধি বর্ত্তমান। প্রবাদ—বাদশাহ আকবর হরিরামের সাধুতা-দর্শনে তাঁহাকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

হরিরাম ও তদীয় পত্নীর রচিত অনেকগুলি বাণী বা পদাবলী আছে। 'স্বধর্মপদ্ধতি' নামক গ্রন্থখানি সমধিক প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত ইনি 'নবরত্ন' নামে এক প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করেন, যাহাতে মধ্বাচার্য-স্বীকৃত নব প্রমেয় বিচারিত হইয়াছে।

ইঁহাদের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুগল-কিশোর বিগ্রহ 'নওলকিশোর'-নামেও প্রসিদ্ধ। মতান্তরে উক্ত শ্রীবিগ্রহকে হরিরাম ব্যাস কিশোর-বনের ইন্দারা হইতে প্রাপ্ত হয়েন।

ইনি যুগলকিশোরের দরবারে সদা পিকদানি হাতে করিয়া দণ্ডায়মান থাকেন।

হরি রায়—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

হরি রায়, কালীনাথ, শ্রীকৃষ্ণ-কিশোর। শ্যামানন্দ-শাখা, বাস গোপীবল্লভপুর॥ (প্রেম ২০)

হরিবংশ বা হিতহরিবংশ- গৌড় ব্রাহ্মণ। রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা একাদশীতে সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—ব্যাস মিশ্র, মাতার নাম—তারা দেবী। ব্যাস মিশ্র মথুরার নিকট বাদগ্রামে দিল্লীর বাদসাহের কর্ম্মচারী ছিলেন। হরিবংশ ঠাকুর ১১ বৎসর বয়সে চটুথাবল গ্রামে দ্বিজ অনন্তরামের দুই কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণদাসী ও শ্রীমতী মনোহরা দাসীকে বিবাহ করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীজির শিষ্য, শ্রীহরিবাসরে শ্রীরাধাপ্রসাদী তাম্বূল-চর্বিত খাইয়া শ্রীগোপাল ভট্টপাদ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন (প্রেম ১৮)। ১৫৬৫ সম্বতের কার্ত্তিক মাসে পুরাণা শহরে শ্রীরাধাবল্লভজী নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। নরবাহন, নবল, ছবিলে, গাহ, নাহর, স্থবিটন প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য হন। ইনি গোবিন্দঘাটে 'রাসমণ্ডল'-নামে একটি বেদী এবং নিকুঞ্জবনে একটি উদ্যান করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে হরিবংশ স্বামির তিরোভাব হয়। ইঁহার রচিত চৌরাশিজি, মহাবাণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ইঁহাদের বিবরণ আছে। শ্রীরাধার নামাঙ্কিত শিলালেখা বা পাষাণফলক ইঁহারা পূজা করেন। ইঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল নায়ক। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত ভাণ্ডীরবনে শ্রীমতী রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা লইয়া ইঁহারা শ্রীরাধাকে স্বকীয়া নায়িকা বলিয়া বর্ণন করেন।

হরিবল্লভ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের বেশাশ্রিত নাম—কখনও 'বল্লভ' ভণিতা দিয়াই তিনি পদ রচনা করিয়াছেন। (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দেখ)

হরিবল্লভ সরকার—ব্রাহ্মণ। শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শিষ্য।

আর ভক্তরাজ এক শ্রীহরিবল্লভ। সরকার-খ্যাতি তিঁহো জগৎদুর্লভ॥
প্রভুতো করিলা কৃপা হইয়া সদয়। যাঁহার ভজন-রীতি কহন না যায়॥
(কর্ণা ১)

হরিব্যাসদেব—শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী শ্রীভট্টের শিষ্য। ইনি শ্রীনিম্বার্কের দশশ্লোকীর ভাষ্য—সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলি, অর্থপঞ্চক, সিদ্ধান্ত-রত্নাঞ্জলি, প্রেমভক্তি-বিবর্ধিনী এবং হিন্দীভাষায় মহাবাণী-পঞ্চরত্ন প্রভৃতি রচনা করেন। ইনি সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলিতে (১) শ্রীলবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কথিত 'বিশেষ' শব্দ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—'বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্নি ভেদঃ, স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্যং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ।' তদ্রূপ (৪) বিদ্যাভূষণপ্রোক্ত ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাদি পঞ্চপদার্থও স্বীকার করিয়াছেন; সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলিতে (১।১) স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র-ভেদে তত্ত্বদ্বয়, ষড়্‌বিধ তাৎপর্যলিঙ্গদ্বারা পারমার্থিক ভেদ-স্থাপনাদি স্বীকার করিয়া ফলতঃ সিদ্ধান্তে, শব্দে ও পরিভাষায় শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত-রত্নেরই আনুগত্য করিয়াছেন। 'জীবাদিতত্ত্বেভ্যো ভিন্নমিতি নিম্বার্কস্য শুদ্ধং দ্বৈতমেবাভিমতম্' (সিদ্ধান্ত কুসুমাঞ্জলি) বলিয়া তিনি স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কের মতকে তুচ্ছ বলিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের উপ-সংহারেও স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—

'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং সত্যং ভেদমপি ব্রুবন্। নিম্বার্কো ভগবান্ বিদ্‌ভিঃ সত্যবাদী নিগদ্যতে॥'

এতদ্‌ব্যতীত সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ববিষয়ে শ্রীনিম্বার্কীয় পুরুষোত্তম-প্রমুখ আচার্যগণের মতের অতিক্রম করত হরিব্যাসদেব যথাযথ গৌড়ীয় সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র রায়--জলাপন্থের জমিদার। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। বৈষ্ণবনাম—হরিদাস। পূর্বে দস্যুবৃত্তি ও রাজদ্রোহ করিতেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কৃপায় তাহা ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লন।

জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়। রাজদ্রোহী, দস্যুবৃত্তি করেন সদাই॥ একদিন সেই রায় দেখি' নরোত্তমে। পাপ দূরে গেল তার আনন্দ হৈল মনে॥ মহাশয়-পদে আসি শরণ লইলা। কৃপা করি' নরোত্তম তারে শিষ্য কৈলা॥

(প্রেম ১৯)

দীক্ষামন্ত্র দিয়া তারে করিল উদ্ধার। শেষে 'হরিদাস'-নাম হইল তাহার॥ (নরো ১০।১৭৬ পৃঃ)

হরিহর—শ্রীরূপসনাতনের প্রপিতা-মহ।

হরিহরানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা।

শ্রীমন্ত, গোকুল দাস, হরিহরানন্দ।

(চৈ° চ° আদি ১১।৪৯)

২ শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভ্রাতা।

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দেখুন)

হরি হোড়—নবদ্বীপের উত্তরে বড়গাছিগ্রামবাসী—ইনি কায়স্থ-কুলোদ্ভব বিষ্ণু হোড়ের পুত্র ও পাঠান রাজত্বকালে স্বাধীন রাজা ছিলেন। ইঁহার পুত্র—কৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পার্ষদ ও পরম ভক্ত ছিলেন।

হরেকৃষ্ণ আচার্য—শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদকৃত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের 'বালতোষণী' নাম্নী টীকা ইনি রচনা করিয়াছেন। এই টীকা শ্রীগোপীচরণদাস সংশোধন করিয়াছেন। এই টীকার প্রারম্ভে মহাড়ম্বর-সহকারে শ্রীজীবচরণ-বন্দনা পূর্বক ইনি বলিতেছেন যে শ্রীমৎ-সনাতন গোস্বামিপাদের সূত্রানুসারে শ্রীজীবপাদ পরম মঙ্গলরূপ হরিনামা-বলিদ্বারা এই ব্যাকরণ রচনা করিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে শ্রীপাদসনাতন একখানা ব্যাকরণ-সূত্র রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম —লঘুহরিনামামৃত ব্যাকরণ। কথিত আছে শ্রীজীবচরণ এই সূত্রগ্রন্থ দেখিয়াই বৃহদায়তন এই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্যকৃত টীকাটি অতি বৃহৎ ও সরল, কিন্তু সমাসের ২৫৯ সূত্র পর্যন্ত টীকা রচনার পরেই তিনি ব্রজে গমন করিলে অবশিষ্টাংশ শ্রীগোপী-চরণদাস মহাশয় পূর্ণ করেন। তিনি যে এ টীকার আমূল সংশোধক, তাহাও সমাসের ২৬০ সূত্রের টীকার প্রাক্‌কাহিনীতে লিখিত আছে। দুঃখের বিষয় বহরমপুর হইতে মুদ্রিত সংস্করণে বহু ভ্রমনিবন্ধন টীকাটি দুষ্পাঠ্য হইয়াছে।

হরেকৃষ্ণ দাস—রাসপঞ্চাধ্যায়ের পয়ারে অনুবাদক। পদকল্পতরুর (৬০, ১৩৭২) দুইটি পদ ইহার রচনা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৫৬।১১ অগ্রহায়ণে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে উঁহার সংগ্রহে হরেকৃষ্ণ-দাসের পদাবলীতে ৬৩টি পদ ছিল। ইনি ভূগর্ভ গোস্বামী, পণ্ডিত গদাধর, পূজারিগোস্বামিপ্রভৃতির নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে হরেকৃষ্ণ দাস প্রায় তিনশতবর্ষের পূর্বেই প্রকট ছিলেন। শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অপ্রকট-সংবাদে তদীয় পদ—

'গোরাচাঁদ হারা শুনি গোপীনাথ-ঘরে। দারুণ বিশাল শেল ফুটিল অন্তরে॥ হেন নাহি দেখি কেহো খশায় টানিয়া। বিষম শেলের বিষ উঠিল জিনিয়া॥ গোরা বিনে দশ দিশ সকলি আঁধার। গোরা বিনে ··ধিক্ জীবন আমার॥ ই কথা শুনিয়া কেনে না গেল পরাণ। কেমন কঠিন হিয়া পাষাণ-সমান॥ দাস হরেকৃষ্ণ মরে বুক বিদরিয়া। নিরবধি ঝুরে আঁখি গোরা না দেখিয়া॥'

হলধর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বীরভদ্র, রাধামোহন-শাখা হলধর।

(প্রেম ২০)

হলধর মিশ্র—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রঘুনাথ বৈদ্য আর মিশ্র হলধর।

(প্রেম ২০)

হলায়ুধ—মহারাজ আদিশূর-কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অন্যতম কাশ্যপগোত্রীয় যজুর্বেদী দক্ষ মহর্ষির নবম অধস্তন এবং কাষ্ঠকাটা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামির চতুর্থ উর্ধ্বতন। ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন,

বহু স্মৃতিগ্রন্থের প্রণেতা এবং বিমাতৃ-গমনের উদ্যমে তুষানল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। কথিত আছে যে হলায়ুধের যৌবনকালে তদীয় পিতৃ-দেব শ্রীমহাদেব (শঙ্কর) গ্রামান্তরে একরাত্রির জন্য গিয়াছিলেন। গৃহে হলায়ুধ ও তাঁহার বিমাতা সতী দেবী--অপরূপ-লাবণ্যবতী কিশোরী। হলায়ুধ বিমাতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বিমাতৃ-সদনে গিয়া স্বকামচরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে বিমাতা প্রথমতঃ বহু প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তৎপরে বলিলেন—'বৎস! একবার বাহিরে ঘুরিয়া আস ত'। তিনি বাহিরে গিয়াই দেখিলেন যে এক সুদীর্ঘ পুরুষ ঢক্কা হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে উনি কালপুরুষ এবং হলায়ুধ বিমাতৃ-গমন করিলেই তিনিও ঢক্কা-বাদ্যে সর্বজগতে হলায়ুধের অপকীর্ত্তি প্রচার করিতে প্রস্তুত!! এই কথা শুনিয়া হলায়ুধ স্বীয় অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া বিমাতৃ-চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিমাতা বলিলেন—'বৎস! তোমার পিতা ক্ষমা করিলেই তুমি দোষমুক্ত হইবে।' পরদিন পিতা আসিলে হলায়ুধ জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ! বিমাতৃ-গমনে উদ্যত ব্যক্তির কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে?' উত্তর হইল—তুষানলই প্রায়শ্চিত্ত। হলায়ুধ তখন নিজের পাপাচরণের কথা বলিয়া তুষানলের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সম্মুখে শ্রীদামোদর শালগ্রাম রাখিয়া চারি-দিকে বহুলোকের সমাগম হইলে হলায়ুধ তুষানলে জীবন দিতে বসিলেন। অগ্নি যখন কণ্ঠপর্যন্ত আসিয়াছে, তখন হলায়ুধ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?' পিতার উত্তর হইল—'শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মই সেব্য'। হলায়ুধ বলিলেন—'পিতার বাক্যই সত্য।' পিপাসার্ত্ত হইয়া বিমাতার নিকট জল প্রার্থনা করিলে বিমাতা বলিলেন—'এক্ষণে গঙ্গাজলই পেয়, অন্যজল অপেয়।' অগ্নি সর্বদেহ গ্রাস করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে আসিলে শ্রীদামোদর শালগ্রাম স্বমুখ হইতে ধূম উদ্‌গীরণ করত বলিলেন—'হলায়ুধই পাত্র, অন্য সব অপাত্র।' শ্লোকাকারে—

পিতা—বিষ্ণোঃ পদং সেব্যমসেব্য-মন্যদ্, [হলায়ুধঃ]—গুরোর্বচঃ সত্যম-সত্যমন্যৎ। [বিমাতা]—গাঙ্গং জলং পেয়মপেয়মন্যৎ, [শ্রীদামোদরঃ]—হলায়ুধঃ পাত্রমপাত্রমন্যৎ॥

হলায়ুধ ঠাকুর—শ্রীগৌরভক্ত।

হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর।
[বৈষ্ণব-বন্দনা]

হলায়ুধ পণ্ডিত—'অনন্তসংহিতা'-মতে ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ, দ্বাদশ গোপালের একতম গোপাল। 'বৈষ্ণব-আচার-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ-মতে ইনি উপগোপাল। পূর্বলীলায় কাহারও মতে ইনি 'দ্বিতীয় সুবল' গোপাল এবং কাহারও মতে 'প্রবল' গোপাল এবং বীরবাহু' সখা। 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' (১৩৪)—বলরাম-সখঃ কশ্চিৎ প্রবলো গোপবালকঃ। আসীদ্‌ব্রজে পুরা যোঽদ্য স হলায়ুধ-ঠকুরঃ॥

নবদ্বীপধামে গঙ্গার উত্তরপশ্চিম তীরে রামচন্দ্রপুর গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট ছিল। বর্ত্তমানে প্রাচীন রামচন্দ্রপুর গ্রাম আর নাই, উহা গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের রামচন্দ্রপুর গ্রাম ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বের গ্রাম। ঐ রামচন্দ্রপুর গ্রামেই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সুরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দির বর্ত্তমানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত।

সুবল গোপাল ব্রজে বলরাম-সখা।
এবে শ্রীহলায়ুধ পণ্ডিত নামে লেখা॥
কৃষ্ণ সেবা করি যেঁহো বিষয় কৈল দূর। চৈতন্যের শাখা বাস—রাম-চন্দ্রপুর॥ (বৈ-আ-দ)

হস্তিগোপাল—পূর্বলীলায় হরিণী [গৌ° গ° ১৯৬, ২০৬] শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভুর শাখা।

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, শ্রীচৈতন্যবল্লভ।
(চৈ° চ° আদি ১২।৮৬)

হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্ত-কলেবরম্। নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্॥ [শা° নি° ৬১]

হাড় গোবিন্দ—ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীল গতিগোবিন্দ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। পিতার নাম—জানকী বিশ্বাস।

জানকী-বিশ্বাস, পুত্র শ্রীহাড় গোবিন্দ। কায়মনে সেবে দুঁহে প্রভু-পদদ্বন্দ্ব॥ (কর্ণা ২)

হাড় ঘোষ—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য, কাশিয়াড়ী-নিবাসী।

(শ্রীশ্রী) হাড়াই পণ্ডিত বা মুকুন্দ ওঝা—পূর্বলীলায় বসুদেব ও দশরথ [গৌ° গ° ৪০] পত্নীর নাম—শ্রীশ্রী-পদ্মাবতী। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃদেব। হাড়াই পণ্ডিতের উর্দ্ধতন বংশাবলী এইরূপ—

নারায়ণ ভট্ট শাণ্ডিল্য-গোত্র চতুর্বেদী হন। তাঁর পুত্র আদিবরাহ জানে সর্বজন॥ তাঁর পুত্র বৈনতেয়, সুবুদ্ধি তাঁর তনয়। সুবুদ্ধির বিবুধেশ, তাঁর পুত্র গুহ হয়॥ গুহের পুত্র গঙ্গাধর, তাঁর তনয় সুহাস। তাঁর পুত্র শকুনি যাঁর সর্বশাস্ত্রাভ্যাস॥ তাঁর পুত্র মহেশ্বর হইলা কুলীন। তাঁর পুত্র মহাদেব শাস্ত্রেতে প্রবীণ॥ মহাদেবের পুত্র তিকু, তাঁর পুত্র নেঙ্গুর। নেঙ্গুরের বহু পুত্র পণ্ডিত-প্রবর॥ গাঙ্গ, সোম, সিধু, লখাই, মিহির। মিহির কন্যা বিয়ে করিলা বংশজের॥ কুল গেল হৈলা সমাজে অচল। মিহিরের পুত্র ভাস্কর পণ্ডিত প্রবল॥ বংশজ বলিয়া তাঁরে সকলে বোলয়। তাঁর সঙ্গে ভোজনাদি কেহ না করয়॥ ভাস্করের পুত্রের নাম হয় পুষ্কর। তাঁর পুত্র সৃষ্টিধর, তাঁর পুত্র মালাধর॥ মালাধরের পুত্রের নাম বৃষকেতু হয়। তাঁর পুত্র চন্দ্রকেতু জানিহ নিশ্চয়॥ চন্দ্রকেতুর পুত্রের নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুরী। তাঁর পুত্র হাড়া ওঝা, মুকুন্দ নাম যাঁরি॥ তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ যিঁহো বলরাম। তাঁর পুত্র বীরভদ্র সর্বগুণধাম॥'

(প্রেম ২৪)

শ্রীল হাড়াই পণ্ডিতের সপ্ত পুত্র, তন্মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই জ্যেষ্ঠ। অপর পুত্রগণের নাম—কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। গার্হস্থ্যাশ্রমে শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দপ্রভুর 'চিদানন্দ' নাম ছিল। 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার' ৭ম সংখ্যায় লিখিত আছে—মুকুন্দ (হাড়াই) পণ্ডিত বর্দ্ধমান জেলায় কাজলা গ্রামের মহেশ্বর শর্মার কন্যা শ্রীমতী পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। নিত্যানন্দের নানাবতার-লীলাভিনয়-দর্শনে হাড়াই পণ্ডিতের আনন্দাতিরেক (চৈভা আদি ৯।৯১), নিত্যানন্দে ইঁহার অলৌকিকী প্রীতি (ঐ মধ্য ৩।৭১, ৭৫)। নিত্যানন্দের গৃহত্যাগে ইঁহার অবস্থাদি (ঐ মধ্য ৩।৯৬) আলোচ্য।

হাল সাতবাহন—R. G. Bhandarkar-মতে খৃঃ ৬৯, Weber-মতে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী এবং Dr. S. K Dea মতে ৪৬৭ খৃঃ ইনি 'গাথা-সপ্তশতী' রচনা করেন। মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ভাষায় এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাও গ্রথিত হইয়াছে। ['গাথাসপ্তশতী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য]।

হিরণ্য দাস—কায়স্থ। সপ্তগ্রামের জমিদার, রাজা গোবর্দ্ধন মজুমদারের ভ্রাতা, প্রসিদ্ধ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতৃব্য।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন—দুই সহোদর। সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥ মহৈশ্বর্যযুক্ত দোঁহে বদান্য, ব্রাহ্মণ্য। সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য॥ নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়। অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ [গোবর্দ্ধন দেখ; চৈ° চ° মধ্য ১৬।২১৭-১৯]

সপ্তগ্রামের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরে কৃষ্ণপুর-নামক স্থানে একটি পাটবাড়ী আছে, উহাকে 'শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির পাটবাড়ী' বলে। সম্ভবতঃ ঐস্থানেই হিরণ্যদাস প্রভৃতির রাজপ্রাসাদ ছিল। উক্ত পাটবাড়ীতে বহু প্রাচীন কালের একটি দামামা বাদ্যের খোল দেখিয়াছিলাম। উহা বৃহৎ তালবৃক্ষের মূলদেশ হইতে নির্ম্মিত। মুসলমান-কর্ত্তৃক ইঁহাদের অধিকার চ্যুত হইলে গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দকে স্থানান্তরিত করা হয়।

চুঁচুড়ার 'খেঁকশিয়ালি'-নামক স্থানে যে শ্রীমন্দির ও বিগ্রহ আছেন, উহাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামির পিতার বিগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

হিরণ্য পণ্ডিত——শ্রীচৈতন্য-শাখা। ব্রজের যজ্ঞপত্নী (গৌ° গ° ১৯২)। ইঁহার গৃহে প্রভুর একাদশী দিনে নৈবেদ্যভক্ষণলীলা হয় (চৈভা আদি ১।১০০)।

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥ এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী দিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইলা আপনে॥

(চৈ° চ° আদি ১০।৭০—৭১)

জগদীশ ও হিরণ্য দুই সহোদর। নিত্যানন্দ-প্রিয় বড় নবদ্বীপে ঘর॥

[জয়া-চৈতন্যমঙ্গল]

অন্য গ্রন্থে জানা যায় ইহারা তিন সহোদর—জগদীশ, হিরণ্য ও মহেশ পণ্ডিত। রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটী গাঞি। মুদ্রিত 'জগদীশ-চরিত্রবিজয়'

গ্রন্থে ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। (জগদীশ দেখুন)

২ নবদ্বীপ-বাসী সুব্রাহ্মণ, মহা-অকিঞ্চন। ইঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দ প্রভু নিভৃতে বাস করিতে থাকিলে এক দস্যুপতির নিত্যানন্দ-পরিহিত অলঙ্কার-হরণে চেষ্টা ও তৎপরে সগণে উদ্ধারাদি হয় (চৈভা অন্ত্য ৫।৫৩৫—৭০৩)।

হীরা—বেনাপোলের নিকটবর্ত্তী কাগজপুকুরিয়া গ্রামের দুর্বৃত্ত জমিদার রামচন্দ্র খাঁনের রক্ষিতা বেশ্যা। ইনি রামচন্দ্রের লক্ষ মুদ্রা আহরণ করত **'লক্ষহীরা'** নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সাধনা-ভঙ্গে নিযুক্তা হইয়া **তাঁহার** সঙ্গপ্রভাবে 'পরম মহান্তী' **হইয়াছিলেন।** কাগজপুকুরিয়ার নিকটবর্ত্তী গয়ড়া-রাজাপুরে হীরার জন্য বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল। রামচন্দ্র ময়ূরপঙ্খী তরণীতে চড়িয়া যে পথে হীরার বাটীতে যাতায়াত করিতেন, সে পথে খালের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস ৩৬৪—৩৬৫ পৃষ্ঠা)

হীরামাধব দাস—'পাটপর্যটন'-গ্রন্থমতে ইনি শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য, নিবাস--খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটে অনন্তনগরে।

হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর ॥

হুসেন খাঁ সৈয়দ—প্রথমতঃ সুবুদ্ধি-রায়ের অধীনে চাকর ছিলেন [চৈ° চ° মধ্য ২৫।১৮০] পরে গৌড়ের রাজা হন (ঐ ১৮২)। পত্নীর উপদেশে ইনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করেন (ঐ ১৮৬)। শ্রীপাদ রূপসনাতন ইঁহার অধীনে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন—মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ইঁহার জগদীশ্বর-বুদ্ধি ছিল (ঐ মধ্য ১৮০, ২২২)। শ্রীসনাতন প্রভুকে ইনিই বন্দী করিয়াছিলেন। (ঐ মধ্য ১৯।১৮—৩০)।

হৃদয়চৈতন্য—শ্রীবাণীনাথের পুত্র ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের ভ্রাতুষ্পুত্র 'হৃদয়ানন্দ'। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত হৃদয়কে গদাধরের নিকট প্রার্থনা করিয়া অম্বিকা কালনায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবায় নিয়োগ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দীক্ষাগুরু।

বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা। মহাভাব--চমৎকার-গৌরভাব-কলেবরম্ ॥ [শা° নি° ৫৮]

হৃদয়ানন্দ দাস—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গণোদ্দেশ-দীপিকার রচয়িতা।

হৃদয়ানন্দ সেন—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর-গণ (প্রেম ১৯)।

হেমলতা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইঁহাকে মুনিপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ বিবাহ করেন। হেমলতা দেবী অর্দ্ধকালীরূপে বিখ্যাতা। দুই হস্তে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন-কালে পরিবেশন করিতে করিতে হঠাৎ মাথার বস্ত্রাবরণ স্থানচ্যুত হয়। দেবী তৎক্ষণাৎ স্কন্ধদেশ হইতে অপর দুই হস্ত উদ্‌গত করিয়া যথাস্থানে বস্ত্র বিন্যস্ত করেন। ইনি ভাগবত-সিদ্ধান্তে সুনিপুণা ও তেজস্বিনী লোকশিক্ষয়িত্রী। কথিত আছে, ইনি শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের নামে সহজিয়া মতপোষক এক জাল গ্রন্থ বাহির করিয়া প্রকাশ করার চেষ্টায় এবং নিজ গুরুর প্রতিও কটাক্ষ করায় শিষ্যাভিমানী রূপ কবিরাজকে সমাজচ্যুত করিয়া গলার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া দেন।

২ বুধুরী-নিবাসী শ্যামদাস চক্রবর্ত্তির কন্যা এবং বড়ু গঙ্গাদাসের বনিতা (ভক্তি ১১।৩৮৯—৩৯৭)।

হেমাদ্রি—(হ ১২।৪ টী) মহারাষ্ট্র-দেশে দেবগিরিরাজ্যে (১২৬০ খৃঃ হইতে ১৩০৯ খৃঃ পর্যন্ত) হেমাদ্রি মন্ত্রিত্বপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইনি বোপদেবের আশ্রয় ছিলেন বলিয়া বোপদেব-কৃতা মুক্তাফলটীকা কৈবল্য-দীপিকা হেমাদ্রির নামে প্রচারিত হইয়াছে। হেমাদ্রি-রচিত **'চতুর্বর্গ-চিন্তামণি'** গ্রন্থখানি বিরাট স্মৃতিসার-সঙ্কলন; দাক্ষিণাত্যে এই স্মৃতির সবিশেষ প্রচলন রহিয়াছে। তৎকৃত **'আয়ুর্বেদ-রসায়ন'** গ্রন্থটি বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকা; এতদ্ব্যতীত 'চিন্তামণি', 'কামধেনু' ও 'কল্পদ্রুম' নামক স্মৃতি-গ্রন্থত্রয়ও ইহারই রচনা। ('চতুর্বর্গচিন্তামণি')

হেমাদ্রি-রচিত **'রাজপ্রশস্তি'** দুইখানিতে তদানীন্তন দেবগিরির যাদব-রাজবংশের কতিপয় রাজার পরিচয়ের সহিত কবির কবিত্বশক্তি এবং ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়।

হোরকী ঠাকুরাণী—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা বনমালী কবিরাজের পত্নী। (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব—২২৯ পৃষ্ঠা)।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (৩ ক)

পরিশিষ্ট (ক) প্রসিদ্ধ-দেব-দেবী-বিষয়ক

অগ্নীশ্বর—শ্রীক্ষেত্রে রন্ধনশালা হইতে ভোগমণ্ডপে ভোগ আনয়ন করিবার আবৃত পথের সংলগ্ন স্থানে পাতালে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিরাজমান মহাদেব। ইনি জগন্নাথের ভোগ-রন্ধনের অগ্নির পর্যবেক্ষক। অগ্নির বা অগ্নিকোণের অধিপতি বলিয়া নাম—'অগ্নীশ্বর'।

অনন্ত (চৈচ আদি ৫।১১৭) ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণুর অংশাংশ। ইনি মহীধর, সহস্রবদন, বহু বিগ্রহ ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণসেবায় সদা তৎপর।

-পদ্মনাভ (চৈচ মধ্য ৯।২৪১) ত্রিবান্দ্রম জিলায় প্রসিদ্ধ অর্চা।

অনন্ত বাসুদেব—ভুবনেশ্বরে বিন্দু-সরোবরের পূর্বতীরে প্রাচীন মন্দির। ইহাতে ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন অপূর্ব। একাম্রচন্দ্রিকা, কপিল-সংহিতা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয়, একাম্রপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনন্ত-বাসুদেব এবং বিন্দুসরোবরের ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্যাদি দ্রষ্টব্য। এই মন্দির—বিমান, জগমোহন, নাট্যমন্দির ও ভোগমন্দির—এই চারি অংশে বিভক্ত। শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে বেদীর উপরে পশ্চিমমুখী হইয়া দণ্ডায়মান তিনটী মূর্তি; দক্ষিণে শ্রীঅনন্তদেব—মস্তকোপরি সপ্তফণাযুক্ত সর্প, দক্ষিণ হস্তে হল ও বাম হস্তে মুষল। মধ্যে সুভদ্রা—চরণে নূপুর ও মস্তকে চূড়া, করদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে অর্দ্ধ উত্তোলিত। তাঁহার বামে চতুর্ভুজ বাসুদেব-মূর্তি। সিদ্ধার্থসংহিতা-মতে ইহা কিন্তু অধোক্ষজ-বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ভুবনেশ্বরের বর্ণনা-প্রসঙ্গে অনন্তবাসুদেবের নাম নাই। এই মন্দিরের সম্মুখে অনন্তবাসুদেব-ঘাট আছে। ইহাতে যে বিগ্রহত্রয় আছেন, তাহাই স্থানীয় পাণ্ডাদের মতে প্রাচীন অনন্তবাসুদেব-বিগ্রহ; প্রায় আড়াইশত বর্ষ পূর্বে নব-কলেবর হইলে প্রাচীন বিগ্রহগণকে সরাইয়া এই ঘাটে রাখা হইয়াছে। এই মন্দিরের পশ্চিম প্রাচীরগাত্রে যে শিলালিপি আছে, তাহা ভট্ট-ভবদেবের নামাঙ্কিত এবং তদীয় প্রিয়সুহৃৎ বাচস্পতি কবির রচনা। এই শিলালিপিতে বিভিন্ন ছন্দে রচিত ৩৩টি পদ্য আছে—এই প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে ভবদেব একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীমন্দিরের গর্ভমধ্যে শ্রীনারায়ণ, অনন্ত ও শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করাইয়া-ছিলেন এবং মন্দিরের সম্মুখে একটি সরোবর খনন ও বহির্ভাগে একটি উদ্যান রচনা করাইয়াছেন। এই প্রশস্তি লইয়া আধুনিক গবেষক গণের মধ্যে বহু বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। [শ্রীক্ষেত্র ৩য় সংস্করণ ৪২৬—৪৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। উড়িষ্যার প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন যে চন্দ্রিকা-দেবীর যে শিলালিপি (Royal Asiatic Society of Great Bretain and Ireland এ) রক্ষিত আছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে ১২০০ শকে চন্দ্রিকাদেবী ভুবনেশ্বরে একটী বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন, কিন্তু তাহা অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির কিনা অনিশ্চিত।

অন্নপূর্ণা (চৈভা অন্ত্য ২।১৫৮) লক্ষ্মীদেবী, ২ শিবানী।

অপরাজিতা (চৈভা আদি ৪।১২) চণ্ডীর নামান্তর।

অম্বুলিঙ্গ (চৈভা অন্ত্য ২।৬২) ছত্র-ভোগে অবস্থিত শিবলিঙ্গ।

অহোবল নৃসিংহ (চৈচ মধ্য ১। ১০৬) দাক্ষিণাত্যে সার্বেল তালুকের অর্চা-মূর্তি।

আদিকেশব (চৈচ মধ্য ৯।২৩৪) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যস্থ পয়স্বিনী নদীর তীরবর্তী বিষ্ণুবিগ্রহ।

আদ্যাশক্তি (চৈভা মধ্য ১৮।১২০) মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী।

উপেন্দ্র (চৈচ মধ্য ২০।২০৪) দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের বৈভব-বিলাস। ইনি দক্ষিণ নিম্নহস্তক্রমে বাম নীচ কর পর্যন্ত শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-ধারী।

উরুক্রম (চৈচ মধ্য ২৪।১৯) স্বাংশা-বতার, বামনদেব।

কার্ত্তিক (চৈভা আদি ৯।১৩০) শিব-

পুত্র ষড়ানন। ইনি দেবসেনাপতি হইয়া দেবশত্রু তারকাসুরকে নিহত করেন।

কৃত্তিকা (রত্না ৫।১৮১২) শ্রীরাধার মাতা কীর্ত্তিদা।

কৃষ্ণ[১]—দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীযশোদানন্দনেই কৃষ্ণশব্দ রূঢ়—তিনিই শ্যামসুন্দর, ভক্তবৎসল, গিরিধারী প্রভৃতি বর্ণ-গুণ-লীলাদির অনুযায়ী বহু নামে উদ্দিষ্ট হন। অনন্তনাম থাকিলেও কিন্তু কৃষ্ণনামই মুখ্য। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই পূর্ণতম, মথুরানাথ পূর্ণতর এবং দ্বারকানাথ পূর্ণ। আশ্রয়-বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যবশতঃ ব্রজেও আবার সর্বোর্ধ্বা নায়িকা শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই তাঁহার পূর্ণতম বিকাশ। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণ-নিবহে তাঁহার লীলামালা গুম্ফিত হইয়াছে। সর্বাবতারাবতারী, সর্বাংশী শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমধন লভ্য। গোপী-আনুগত্য ব্যতীত ঐশ্বর্যজ্ঞানে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন লভ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণরূপ—(ভা ১১।৫।২৭) শ্যাম [টীকায় শ্যামবর্ণঃ শ্যামনামা চ], রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশে (লঘুর) উপক্রমে দুই শ্লোকে দলিতাঞ্জন-চিক্কণ, ইন্দ্রনীলমণি, নীলোৎপল, নব্যতমাল, মেঘপুঞ্জ, মারকতীকান্তি প্রভৃতি শব্দে দ্যোতিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতে শিতিমা (২।১।৩১৪), গরুড়মণি (২।১।৩২১), কৃষ্ণাভ্র (২।১। ৩২৬), মরকত গিরিগ্রাব (২।১।৩২৮), শ্যামাঙ্গ (২।১।৩৫৮), নবাম্বুধরবন্ধুর (৩।২।৮), মহেন্দ্রমণি (৩।৩।৪), হরিন্মণি (৩।৩।৫), নবকুবলয়দাম (৩।৪।৩) শ্যামাঙ্গ (৩।৪।৪) প্রভৃতি শব্দে সঙ্কেতিত হইয়াছে। ধ্যানে —ফুল্লেন্দীবরকান্তি, ঘনশ্যাম (পাদ্ম-পাতাল ৫০।৩৫), ক্রমদীপিকায়—'সুত্রামরত্ন - দলিতাঞ্জন - মেঘপুঞ্জ-প্রত্যগ্র - নীলজলজন্ম - সমানভাস'; গোপালতাপনীতে 'মেঘাভ', সনৎ-কুমারকল্পে 'কহ্লারকুসুমশ্যাম', গৌতমীয়তন্ত্রে 'নবীননীরদশ্যাম', (হ ৫।২১৭) কলায়দ্যুতিঃ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবর্ণটি শ্যামল এবং কৃষ্ণ দুইই। ভাদ্রী কৃষ্ণাষ্টমীতে 'জয়ন্তী' ব্রত করণীয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও তত্ত্বতথ্যাদির জিজ্ঞাসায় বঙ্গভাষায় লিখিত **শ্রীকৃষ্ণলীলা** ও **শ্রীশ্যামসুন্দর** (শ্রীশ্যামলালগোস্বামি প্রভু-রচিত) আলোচ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ-হিসাবে **শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী** (শ্রীভাগবতাচার্য), **শ্রীকৃষ্ণবিজয়** (শ্রীগুণরাজখাঁ), মঙ্গলকাব্য-হিসাবে **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল** (শ্রীমাধবাচার্য, কবি কৃষ্ণদাস, বিপ্র পরশুরাম), শ্রীগোবিন্দ-মঙ্গল (দুঃখী শ্যামদাস), মুকুন্দমঙ্গল (দ্বিজ হরিদাস) প্রভৃতি এবং গোবিন্দবিজয়, শ্রীকৃষ্ণবিলাসাদিও আলোচ্য।

কৃষ্ণ[২] (চৈচ মধ্য ২০।২০৪) চতুর্ভুর্জ বৈভব-বিলাস, ইনি ক্রমশঃ দক্ষিণ নীচ হস্ত হইতে বাম নীচ হস্ত পর্যন্ত শঙ্খ-গদা পদ্ম-চক্র-ধর।

কেশব (চৈচ মধ্য ২০।১৯৪) পরব্যোমে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রকাশ-বিগ্রহ, মার্গশীর্ষমাসের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। চতুর্ভুর্জ, ক্রমশঃ দক্ষিণ নীচ হস্ত হইতে বাম নীচ হস্ত পর্যন্ত পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর। ২ (চৈচ মধ্য ১৭।১৫৬) শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানে অবস্থিত মূর্তি; (ঐ ২০।২১৫) 'মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান'।

কেশবদেব —মথুরায় অবস্থিত সুপ্রাচীন বিগ্রহ। এই মন্দিরের পার্শ্বে যে মসজিদ আছে, ঐস্থানে পূর্বে শ্রীকেশবের অত্যুচ্চ প্রাচীন মন্দির ছিল। ঔরঙ্গজেব উহা ভগ্ন করিয়া উহারই মালমসলায় এই মসজিদ্ নির্মাণ করাইয়াছেন। তৎপরে ঐ মসজিদের পার্শ্বে শ্রীকেশবের নূতন মন্দির নির্মিত হয়।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ (চৈচ মধ্য ৪।১৩২—২০৯) রেমুণায় অবস্থিত শ্রীবিগ্রহ। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর লুকাইয়া 'ক্ষীরচোরা'-নাম প্রাপ্ত হন।

ক্ষীরোদকশায়ী—(চৈচ আদি ২।৪৯—৫৪, ৫।৭৬) শ্রীভগবানের তৃতীয় পুরুষাবতার।

গঙ্গা—শ্রীবিষ্ণুচরণোদ্ভূতা দেবী। মহাদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কপিলমুনির শাপে সগর-বংশ নষ্ট হইলে ভগীরথ পূর্বপুরুষের উদ্ধারের জন্য ইঁহার আরাধনা করিয়া ইঁহাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করেন। মানবীরূপে ইনি শান্তনুরাজার পত্নী ও ভীষ্মের জননী। শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনিত্যানন্দ-দুহিতা।

গণেশ (চৈভা মধ্য ১৪।৪৯) শিব-পুত্র, গজানন, একদন্ত, বিঘ্নবিনাশন।

গতশ্রম—মথুরায় বিরাজমান বিগ্রহ। বিশ্রামঘাটের নিকটবর্তী। দ্বারকাধীশ-মন্দিরের দক্ষিণ দিকে।

গর্ভোদকশায়ী (চৈচ আদি ২।৪৯

—৫৪) শ্রীভগবানের দ্বিতীয় পুরুষাবতার।

গোপীনাথ—শ্রীপরমানন্দ গোস্বামি-কর্ত্তৃক যমুনোপকণ্ঠে বংশীবটতটে শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হন। শ্রীপরমানন্দের সহিত শ্রীমধুপণ্ডিতের সখ্যভাব ছিল, তিনি পরে ঐ বিগ্রহ-সেবা শ্রীমধুপণ্ডিতকে সমর্পণ করেন (সাধনদীপিকা ১)। ভক্তমাল (২) কিন্তু বলেন যে শ্রীবিগ্রহ শ্রীমধুপণ্ডিতই আবিষ্কার করেন। ভক্তিরত্নাকর-(২।৪৭৪-৪৮০)-মতে দুই জনই আবিষ্কর্ত্তা। শ্রীমধুপণ্ডিতের সময়ে (সাধনদীপিকা ১) শ্রীরাধাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। মা জাহ্নবা অন্য শ্রীরাধামূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া শ্রীপরমেশ্বরী দাসাদি দ্বারা সপ্তশত মুদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কারাদিসহ সযত্নে নৌকাযোগে নবদ্বীপ, কাটোয়া হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ পাঠাইলেন ; পূর্ব শ্রীরাধামূর্ত্তি দক্ষিণে বসাইয়া জাহ্নবা-প্রেরিত মূর্ত্তিকে বামে বসান হইল। ভক্তমালে (৩) বর্ণনা আছে যে মা জাহ্নবা প্রকটকালে স্বপ্রতিমা করাইয়া শ্রীগোপীনাথের বামে বসাইতে আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন। গোপীনাথও সেবকগণের সঙ্কোচ দেখিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তিনি তাঁহার প্রেয়সী অনঙ্গমঞ্জরী, সুতরাং তিনি বামে বসিতে বাধা নাই, এদিকে আবার দক্ষিণে যাইয়া প্যারীজী মান করিলেন। মতদ্বৈত দেখিয়া সেবকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে, ঘটনা শুনিয়া জয়পুরের রাজা আসিয়া সাধুগণসহ বিচার করাইলেন —শ্রীমতীর পক্ষই অনেকে সমর্থন করিলেন ; শ্রীরাধা বামে ও শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী দক্ষিণে বসিলেন—ছলে শ্রীগোপীনাথ শ্রীরাধার মানভঙ্গী দেখিলেন এবং শ্রীজাহ্নবামাতার তত্ত্বও জানাইলেন। পরে শ্রীমতীর অনুমতিক্রমে জাহ্নবাজী বামেই বসিলেন। শ্রীগোপীনাথের বর্ত্তমান সেবাইতগণ বলেন যে তাঁহারা শ্রীমধুপণ্ডিতের পূর্বাশ্রমের তিন ভ্রাতার সন্তান! ইঁহাদের পূর্বপুরুষ শ্রীগোপাললাল গোস্বামির সময়ে শ্রীগোপীনাথ জয়পুরে বিজয় করেন।

শ্রীগোপীনাথের প্রাচীন মন্দিরটি বিকানীর-রাজ রায় শিলূহজী-কর্ত্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। কালাপাহাড় মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিলে পুরাতন মন্দিরের পশ্চিমে শ্রীগোপীনাথের বিজয়মূর্ত্তি নূতন মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

গোবর্দ্ধননাথজী——শ্রীমন্‌মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামি-প্রকটিত শ্রীগোপাল-দেব। (চৈচ মধ্য ৪।৪:—১৮৯) প্রাকট্য-কাহিনী আলোচ্য। সপ্তদশ খৃষ্ট শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষের দিকে (১৬৬৯ কি ১৬৭১ খৃঃ) ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার-আশঙ্কায় উদয়পুরের রাণা বীরকেশরী রাজসিংহ এই বিগ্রহকে মেবারে আনিবার ইচ্ছা করেন। কোটা ও রামপুরার পথ দিয়া শ্রীবিগ্রহকে রথে চড়াইয়া মেবারে আনা হইতেছিল। পথে কিন্তু 'সিহাড়'-নামক গ্রামে রথচক্র বসিয়া গেলে তত্রত্য জায়গীরদার-গণের আগ্রহাতিরেকে শ্রীনাথজিকে ঐ গ্রামেই স্থাপন করা হইল এবং যথাসময়ে মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া যথাযথ সেবাদির ব্যবস্থাও হইল। শ্রীগোপালকে তত্রত্য অধিবাসিগণ শ্রীনাথজী বলেন এবং এই জন্যই সিহাড় গ্রামও পরবর্ত্তী কালে 'শ্রীনাথ-দ্বার' হইয়াছে। দিল্লী আমেদাবাদ লাইনে মাওয়ালি ষ্টেসনে গাড়ী বদলাইয়া নাথদ্বার ষ্টেসনে যাইতে হয়। ষ্টেসন হইতে মন্দির প্রায় ছয় মাইল। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের পঞ্চম অধস্তন বড় দাউজি মহারাজের সময়ে শ্রীনাথজী মথুরামণ্ডল হইতে মেবারে বিজয় করিয়াছেন।

গোবর্দ্ধন শিলা——শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-কর্ত্তৃক সেবিত শ্রীগিরিধারী। এই চেপটা চতুষ্কোণ ঈষৎ হরিদ্রাভ শিলাখণ্ডটি বৃন্দাবন হইতে আগত শঙ্করানন্দ সরস্বতী পুরীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে উপহার দিয়াছিলেন। স্মরণের কালে গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে। নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। শিলারে কহেন প্রভু—'কৃষ্ণ-কলেবর'॥ তিন বৎসর এইভাবে সেবা করিয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথদাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথকে উহা দিলেন। প্রভু কহে 'এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥ এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥ এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী। সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি'॥ দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী। এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥ [চৈচ অন্ত্য ৬।২৮৭-৩০৮]। শ্রীমহাপ্রভুর স্বহস্তে প্রদত্ত

এই গোবর্দ্ধন শিলাটিকে রঘুনাথ আজীবন সেবা করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তির কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই শিলার বহুদিন সেবা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার অপ্রকটে ইহা শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দের মন্দিরে ছিলেন। ১৩৫৬ বাংলায় ইহা বনবিহার ভাগবতনিবাসে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

গোবিন্দ—(চৈচ মধ্য ২০।১৯৬,২২৮) ব্রজেন্দ্র-নন্দন-ভিন্ন, সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি, বৈভব-বিলাস, ফাল্গুনের অধিদেব; চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, দক্ষিণ নীচ কর হইতে ক্রমশঃ বাম নীচ কর পর্যন্ত চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধারী।

শ্রীগোবিন্দদেব —— শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীরূপপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে আসিয়া লুপ্ত তীর্থ-প্রকটনে ব্রতী হইয়া কোথাও শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়া অন্তরে সাতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। তত্রত্য বনে বনে ব্রজ-বাসিগণের গৃহে গৃহে ঘুরিয়াও কিছুই না দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। একদিন বিষণ্ণ-চিত্তে যমুনাতটে বসিয়া আছেন—এমন সময় জনৈক ব্রজবাসী আসিয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপপ্রভু আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন সেই কৃপালু ব্রজবাসী তাঁহাকে গোমাটিলায় লইয়া গিয়া বলিলেন যে একটি উৎকৃষ্টা গাভী নিত্য পূর্বাহ্ণে আসিয়া এই স্থানে দুগ্ধক্ষরণ করে, ইহাই গোবিন্দস্থল। ব্রজবাসী অপ্রকট হইলে শ্রীরূপ মূর্ছিত হইলেন এবং পরে চেতন হইয়া ব্রজবাসিগণকে আনাইয়া স্থানটি খনন করাইলে কন্দর্পমোহন ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রকট হইলেন (সাধনদীপিকা ৮।৯—২০)। শ্রীগোবিন্দের প্রাকট্য-সংবাদ দিয়া শ্রীরূপ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে লোক পাঠাইলেন, মহাপ্রভু আনন্দে অধীর হইলেন (ভক্তি ২। ৪০৪—৪৩৭)। শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দ-দেবকে সিংহাসনে স্থাপন করত অভিষেকাদি কৃত্য করিয়া সেবা চালাইলেন। কথিত আছে যে তখন সামান্য একটি ঝোঁপড়ায় শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির শিষ্য-কর্ত্তৃক শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্মিত হয় এবং বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি ভূষণ প্রস্তুত হয়। (চৈচ অন্ত্য ১৩।১৩১)। তৎপরে ১৫৯০ খৃঃ মানসিংহ ঐ মন্দিরের সংস্কার করেন। এই বিশাল মন্দিরটি মুঘল আমলের ভারতীয় হিন্দুভাস্কর্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্তস্থল। সপ্তদশ খৃষ্ট শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্তও এই মন্দিরে জাঁকজমক ছিল। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার-ভয়ে অন্যান্য বিগ্রহগণের সহিত শ্রীগোবিন্দদেব জয়পুর অভি-মুখে চলিয়া যান। ১৬৬৬ খৃঃ গোবিন্দজী প্রথমতঃ কাম্যবনে, ১৭০৭ খৃঃ গোবিন্দপুরা বা রোফাড়ায় ১৭১৪ খৃঃ অম্বরে এবং ১৭১৬ খৃঃ জয়পুরে বিজয় করেন। এস্থলে তত্রত্য মন্দিরের কামদার শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন গোস্বামিজির নিকটে প্রাপ্ত 'জয়নিবাস দলিলের' তারিখ দেওয়া হইল। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীরাধা-গদাধর-পরি-বারে শ্রীপণ্ডিতগোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীহরিদাস গোস্বামিকে সেবা সমর্পণ করিয়াছেন (সাধনদীপিকা ১, ৮)। সাধনদীপিকার প্রথম কক্ষায় 'তত্রাপি শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামি-শিষ্য-প্রেমিকৃষ্ণদাস-গোস্বামিনে তদ-নুগহরিদাস-গোস্বামিনে সমর্পিতা'—এই বাক্যে মনে হয় যেন প্রথমতঃ প্রেমী কৃষ্ণদাসকে সেবা দেন, তৎপরে হরিদাস গোস্বামিকে দেন। এই সেবা বিরক্ত-পরম্পরায় পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত চলিতে থাকে, পরে জগন্নাথ বা রামশরণ গোস্বামির সময় হইতে গৃহস্থগণ সেবাধিকার প্রাপ্তি করেন।

সাধনদীপিকায় (৬।৬-১৮) বর্ণিত আছে যে বৃহদ্ভানুনামে দাক্ষিণাত্য-বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব রাধা-নগর গ্রামে একমূর্ত্তি শ্রীরাধাবিগ্রহকে স্বীয়কন্যাভাবে সেবা করিতেন। ব্রাহ্মণের অপ্রকটে সেই গ্রামবাসিগণ এই বিগ্রহের সেবা করিলেন। শ্রীমৎ শ্রীরূপপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীগোবিন্দ-দেব প্রকটিত হইলে শ্রীগদাধর পণ্ডিতপ্রভুর শিষ্য ও রাজা প্রতাপ-রুদ্রের পুত্রকে রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে শ্রীবিগ্রহ বলিলেন—'আমার প্রাণ-নাথ শ্রীনন্দনন্দন ব্রজে প্রকট হইয়া-ছেন—মৎস্বরূপ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্যদ্বারা যেন আমাকে শীঘ্রই ব্রজে পাঠাইয়া দেন। রাজপুত্র স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীগদাধরের দুইজন শিষ্যদ্বারা ইঁহাকে পথে পথে সেবা করাইয়া করাইয়া ব্রজে আনিয়া শ্রীগোবিন্দের বামপার্শ্বে বিজয় করাইলেন।

শ্রীহরিদাস গোস্বামির সময়েই শ্রীরাধিকা প্রতিষ্ঠিত হন (ঐ ১)। বিস্তৃত বিবরণ ভক্তিরত্নাকরে (৬। ৬৩—১১০) আছে যে পুরুষোত্তম জানা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধাবিগ্রহ লোক দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন যাহাতে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দ যুগলিত হন। বৃন্দাবনে বিগ্রহদ্বয় পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই স্বপ্নাদেশ দিয়া মদনমোহন ঐ দুই মূর্ত্তিকেই শ্রীললিতা ও শ্রীরাধারূপে দক্ষিণে ও বামে অঙ্গীকার করেন। সংবাদ পাইয়া পুরুষোত্তম জানা শ্রীগোবিন্দের প্রেয়সীর জন্য চিন্তান্বিত হইলে চক্রবেড়স্থিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া কথিতা ও পূজিতা শ্রীরাধামূর্ত্তি স্বপরিচয় দিয়া বলিলেন—'পুরাকালে শ্রীরাধা (আমি) বৃন্দাবন হইতে ভক্তপারবশ্যতাবশতঃ উৎকলদেশে আসিয়াছিলাম। রাধানগরে জনৈক বৃহদ্ভানু-নামক দাক্ষিণাত্য বিপ্র আমাকে কন্যাবুদ্ধিতে বহুদিন সেবা করেন। বিপ্রের অপ্রকটে লোক-মুখে অবগত হইয়া শ্রীক্ষেত্রের তদানীন্তন রাজা আমাকে স্বপ্নাদেশে জগন্নাথালয়ে (চক্রবেড়ে) স্থাপন করিলেন; তত্রত্য সেবকগণ সর্ব-লক্ষ্মীময়ী আমাকে লক্ষ্মীরূপে অর্চনাদি করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে আমি শ্রীগোবিন্দ-সবিধে যাইব, আমাকে শীঘ্র ব্রজে পাঠাইয়া দাও।' এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া বড়জানা বহুলোক সঙ্গে দিয়া পরমযত্নে ইঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং যথাক্রমে সিংহাসনে শ্রীগোবিন্দের বামে বসাইলেন।

গৌরগোপাল--যশোড়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পত্নী-কর্ত্তৃক প্রকটিত বিগ্রহ (প্রথমখণ্ডে ২৫০ পৃষ্ঠায় বিবরণ দ্রষ্টব্য।

গৌরগোবিন্দ—অনুরাগবল্লী -(৪)-মতে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবের প্রকটন পূর্বক সেবা করিতে অধিকারীর জন্য চিন্তান্বিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট পত্র পাঠাইলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে তত্রত্য সকল গৌড়ীয়ার কথাই চিন্তা করত শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য ভাগ্যবান্ কাশীশ্বরকেই উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-সেবনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। কাশীশ্বর কিন্তু মহাপ্রভুর সেবাসান্নিধ্য ব্যতীত তিলমাত্রও স্থির থাকিতে পারিতেন না—একথা মহাপ্রভু জানিতেন; এইজন্য তিনি বলিলেন—'যে আমি সে গোবিন্দ, কিছুই ভেদ নাই। বিশ্বস্ত হইয়া সেবা করহ তথাই। যদি মোরে এইরূপ দেখিবারে চাহ। এই আপনারে দিল, শীঘ্র লঞা যাহ॥ ইহা বলি এক গৌরসুন্দর বিগ্রহ। উঠাইয়া দিল হাতে করিয়া আগ্রহ॥ এই আমি সদা মোর দর্শন পাইবা। অঙ্গীকার করিব যে সেবন করিবা॥ ইহা বলি পুন তারে আলিঙ্গন কৈলা। তিঁহো প্রণিপাত করি কাঁদিতে চলিলা॥' সাধন-দীপিকা (২।৪১ পৃঃ) ও ভক্তিরত্নাকরে (২।৪৪০—৪৪৪) অনুকূল বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই শ্রীগৌরগোবিন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের দক্ষিণদিকে অধিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাপি সেবিত হইতেছেন।

চক্রধর (চৈভা আদি ১১।৬৩) সুদর্শন-ধারী বিষ্ণু।

চণ্ডিকা (চৈভা অন্ত্য ৫।৬৬৩), **চণ্ডী** (ঐ আদি ৪।১৩১) মার্কণ্ডেয় পুরাণ-প্রসিদ্ধ শক্তি-বিশেষ।

চর্চিকা—মথুরায় বিশ্রামঘাটের নিকট-বর্ত্তী দেবীমূর্ত্তি, নামান্তর—**সুমঙ্গলা**।

জগন্নাথ (চৈভা আদি ৯।১৯৯) শ্রীনীলাচলে অধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম, অর্চাবিগ্রহ।

জনার্দন (চৈচ মধ্য ১।১১৫) শ্রীবিষ্ণুর অর্চামূর্ত্তি, ২ (ঐ ২০।২০৪, ২৩৪) পরব্যোমে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহবর্ত্তী প্রদ্যুম্নের বিলাস। ইনি চতুর্ভুজ, দক্ষিণাধঃ কর হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত ক্রমশঃ পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধর।

জলেশ্বর (চৈভা অন্ত্য ২।২৩৭) উৎকলে জলেশ্বর-নামক স্থানে অবস্থিত শিবমূর্ত্তি।

জিয়ড় নৃসিংহ—[প্রথম খণ্ডে ২৮৬ পৃষ্ঠায় বিবরণ দ্রষ্টব্য]

টোটা-গোপীনাথ (চৈচ অন্ত্য ৪। ১১৬) শ্রীজগন্নাথের দ্বারপাল শ্রীযমে-শ্বর শিবের মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ উদ্যান। মহাপ্রভু এইস্থানে বালুকা-রাশি অপসারণ-ক্রমে যে শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগোপীনাথ। (চৈভা অন্ত্য ৭।১১৪—১১৬) ইহার মোহন মূর্ত্তি-সম্বন্ধে বর্ণনা দৃশ্য। এস্থানে শ্রীনিত্যা-প্রভুর গৌড়দেশ হইতে আনীত তণ্ডুল-রন্ধন, সেবা ও শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের আগমনাদি লীলাও (ঐ ৭।১২৮—১৪৬) আলোচ্য। এই স্থানেই গুর্জরী-রাগিণী-শ্রবণলুব্ধ ধাবমান মহাপ্রভুকে গোবিন্দ 'স্ত্রী-

পরশ' হইতে রক্ষা করেন (চৈচ অন্ত্য ১৩।৭৮—৮৭)। কথিত হয় যে মামুঠাকুর অতিবৃদ্ধ ও কুব্জ-পৃষ্ঠ হইলে শ্রীগোপীনাথের মস্তক ও মুখারবিন্দের শৃঙ্গার করিতে অসমর্থ হন এবং সেবাশূন্য জীবনের বিসর্জনে কৃত-নিশ্চয় হন। ইহাতে ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া খর্বাকৃতি হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই মূর্তি তদবস্থই দেখা যায়। কার্তিক মাসে গোপীনাথের নটবরবেশ হয়। শ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া তত্রত্য জনশ্রুতি। শ্রীগোপীনাথের দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণা শ্রীরাধা ও শ্রীললিতা নৃত্যভঙ্গীতে বিরাজমানা। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব ও তৎপ্রিয়াদ্বয়, উত্তর প্রকোষ্ঠে মামুঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধা-মদনমোহন। প্রাঙ্গণের ঈশান কোণে শ্রীগোপীশ্বর শিব বিরাজমান। অন্যত্র কুত্রাপি শ্রীরাধা কৃষ্ণবর্ণা নহেন, এস্থলে কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে শুনা যায় যে শ্রীরাধা প্রাণ-বন্ধুকে তাঁহার ভাব-কান্তি ধরিয়া কাঁদিতে দেখিয়া তিনিও বঁধুয়ার ভাবে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করত বিপঞ্চিকা-হস্তে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীমতীর আদেশে ললিতাও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমতী বংশীটিকে বহুক্ষণ আস্বাদন করিয়া আবার ললিতার হস্তে দিলে তিনি তাহা লইয়া আনন্দাবেশে বংশীর মুখচুম্বন করিতেছেন।

তুলসী (চৈভা আদি ৮।৭৩) শ্রীবিষ্ণু-শক্তি। তুলসীর সেবায় সর্বার্থসিদ্ধি হয়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও তৎপরিকরগণ নিত্য তুলসীকে জলদানাদি সেবা ও পরিক্রমাদি করিয়াছেন। নবধা-সেবা (সিন্ধু ১২।২০৩, ও প্রথম-খণ্ডে ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তুলসীর ধ্যান—'ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং, বিদ্যোতন্তীং কুচ-যুগভরানম্রকল্লাঙ্গযষ্টিম্। ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্যাগ্নিনেত্রাং, শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মা-সনস্থাম্॥' অর্ঘ্যদানমন্ত্র—'শ্রিয়ঃ-প্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর-সৎকৃতে। ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি! গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥ প্রার্থনা-মন্ত্র—'শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্তিমায়ুস্তথা সুখম্। বলং পুষ্টিং তথা ধর্মং তুলসি! ত্বং প্রযচ্ছ মে॥' তুলসী-স্তোত্র ও কবচাদি—স্কন্দপুরাণাদিতে আলোচ্য।

ত্রিবিক্রম (চৈচ মধ্য ২০।১৯৭, ২৩০) দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহবর্তী প্রদ্যুম্নের বৈভব বিলাস। জ্যৈষ্ঠের অধিদেব; বৈচিত্র্যযুক্ত আকৃতিবিশিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্তি। ক্রমে দক্ষিণাধঃ কর হইতে বামাধঃকর পর্যন্ত পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ-ধারী।

দামোদর (চৈচ মধ্য ২০।২০১) স্বয়ং রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ২ (ঐ ২০। ১৯৭, ২৩২) পরব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধ মূর্তির প্রকাশ-বিগ্রহ। ইনিই কার্তিকের অধিদেব; ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে ভিন্নস্বরূপ; চতুর্ভুজ মূর্তি—ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ কর হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খধারী।

দীর্ঘবিষ্ণু (চৈচ মধ্য ১৭।১৯১) মথুরায় অবস্থিত বিষ্ণুমূর্তি।

নারায়ণ (চৈচ আদি ২।৩৯—৫৭) মূল, স্বয়ংরূপ। ২ (ঐ মধ্য ৯।১৬৭) ঋষভ পর্বতে অর্চামূর্তি। ৩ (ঐ মধ্য ২০।১৯৫, ২৩৯) পরব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহবর্তী বাসুদেবের প্রকাশ-মূর্তি। পৌষমাসের অধিদেব, চতুর্ভুজমূর্তি, ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্র-ধর।

নৃসিংহ (চৈচ মধ্য ১।১০৩) অর্চা-বিগ্রহ; ২ পানা নৃসিংহ (ঐ মধ্য ৯।৬৭), ৩ জিয়ড় নৃসিংহ (ঐ মধ্য ৯।:৬—১৭); ৪ (মধ্য ২০।২০৪, ২৩৪) পরব্যোমের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহস্থ প্রদ্যুম্নের বিলাস। বৈচিত্র্য যুক্ত বিষ্ণুমূর্তি, চতুর্ভুজ; ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত-চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খধর।

পদ্মনাভ (চৈচ মধ্য ২০।১৯৭, ২৩২) পরব্যোমের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধদেবের প্রকাশ-মূর্তি। আশ্বিনের অধিদেব, বৈচিত্র্যযুক্ত বিষ্ণুমূর্তি। চারি হস্তে ক্রমশঃ (দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ পর্যন্ত) শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-ধর।

পানা নরসিংহ (চৈচ মধ্য ৯।৬৭) দাক্ষিণাত্যে মঙ্গলগিরির মন্দিরে অবস্থিত অর্চামূর্তি। ইঁহাকে সরবৎ ভোগ দিতে হয়; বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইনি প্রদত্ত সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না।

পার্বতী (চৈভা আদি ১।১৯) গুণা-বতার শিবের শক্তি।

পুরুষোত্তম (চৈচ মধ্য ১।১১৫) অর্চাবিগ্রহ, **২** (ঐ মধ্য ২০।২০৪, ২৩৩) পরব্যোমবর্ত্তী দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহস্থ বাসুদেবের বিলাস। চতুর্ভুজ, দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত ক্রমশঃ চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদাকর।

প্রদ্যুম্ন (চৈচ আদি ১।৭৮) চতুর্ব্যূহান্তর্গত তৃতীয়, বৈভববিলাস। **২** (চৈচ মধ্য ২০।২২৫) প্রাভব-বিলাস, পরব্যোমে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মকর।

শ্রীমদনমোহন—শ্রীমৎ সনাতন-গোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক মথুরাবাসী চৌবের গৃহিণী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আনীত শ্রীবিগ্রহ। ভক্তমালের (২) মতে এই মূর্ত্তি শ্রীকুব্জাদেবী প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনপ্রভু মাধুকরী করিতে নিত্য এই চৌবের মন্দিরে যাইতেন এবং ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রেমানন্দ লাভ করিতেন, অথচ অনাচারে সেবায় দুঃখিতও হইতেন। ক্রম করিয়া সেবাবিধি বলিয়া দিলেও চৌবের ঘরণী তাহা করিতে পারিতেন না, নিজ প্রেমভাবেই সেবা করিতেন। একদিন গোঁসাইজি মাধুকরীতে যাইয়া দেখেন যে চৌবের বালকসহ মদনমোহন একত্র বসিয়া ভোজন করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার প্রেমবিকার হইল এবং মাতাকে নিজ রুচিমত সেবা করিতেই বলিয়া দিলেন। গোঁসাইজি সেই বালকের অধরামৃত পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। রাত্রিকালে মদনটেরে তিনি স্বপ্নযোগে শুনিলেন যে মদন-মোহন তাঁহাকে চৌবের ভবন হইতে আনিয়া তুলসীজল দিয়া সেবা করিতে আজ্ঞা করিলেন। চৌবের ঘরণীকেও যথারীতি আদেশ করিলেন যে তিনি বনবাস করিতে সনাতনের কাছে যাইবেন। সনাতন মদনমোহন পাইয়া আনন্দে সূর্য-ঘাটের নিকটবর্ত্তী টিলায় ঝোঁপড়া বাঁধিয়া তথায় রাখিলেন এবং চুটকি মাগিয়া আঙাকড়ি ভোগ দিতে লাগিলেন। মদনমোহন লবণ-হীন আঙা খাইতে না পারিয়া সনাতনের নিকট লবণ চাহিলে তিনি বলিলেন—'লবণ নিতানি তবে আমি কোথা পাব? বিষয়ীর স্থানে মুঞি মাঙ্গিতে নারিব॥ ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ। আমা হইতে নাহি হবে, চাহ করি লহ'॥ সনাতনের ইঙ্গিত পাইয়া মদনমোহন মথুরাগামী কৃষ্ণদাস (বা রামদাস) কপূর-নামক বণিকের জাহাজ চড়ায় ঠেকাইয়া দিলেন। অসহায় বণিক্ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন—'প্রতিজ্ঞা করিনু মুঞি কায়মনোবাক্যে। এবার বাণিজ্যে যত উপস্বত্ব হব। সমুদায় শ্রীচরণ-পদ্মে সমর্পিব॥ মন্দির নির্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা। করি দিয়া পশ্চাত করিব গৃহে মেলা॥' ফলতঃ প্রার্থনা পূর্ণ হইল, বণিক্ যাবতীয় লভ্যমুদ্রা-দ্বারা মদনমোহনের মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া সেবার সুশৃঙ্খলা করিয়া দিলেন।

শ্রীসনাতনপ্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজির হস্তে সেবা সমর্পণ করেন; ইঁহারই সময়ে শ্রীরাধারাণী বামে অধিষ্ঠিত হন। (ভক্তি ৬।৬৩—৭২) কথিত আছে যে পুরুষোত্তম জানা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের জন্য দুই মূর্ত্তি রাধা-বিগ্রহ বৃন্দাবনে পাঠাইয়া-ছিলেন; বড় মূর্ত্তিটী শ্রীললিতারূপে দক্ষিণে এবং ছোটটি শ্রীরাধারূপে বামে বসাইবার জন্য শ্রীমদনমোহন সেবাধিকারীকে স্বপ্নচ্ছলে জানাইয়া দুই মূর্ত্তিকেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। রাজা বসন্তরায়ের পিতা গুণানন্দ গুহ পূর্বোক্ত কৃষ্ণদাস কপূরের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে শ্রীমদনমোহনের জন্য অন্য মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের পূর্বগাত্রের শিলা-লিপিতে আছে—

'হর ইব গুহ-বংশ্যো যৎপিতা রামচন্দ্রো, গুণমণিরিব পুত্রো যস্য রাজা বসন্তঃ। স কৃত-সুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা, ব্যধিত বিধিবদেত-ন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥' কৃষ্ণদাসের মন্দির জীর্ণ হইবার পূর্বেই শ্রীমদন-গোপাল এই মন্দিরে সেবিত হইতেছিলেন। আনুমানিক ১৫৭০ খৃঃ প্রাক্‌কালে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

শ্রীসনাতনপ্রভুর কৃপাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-দাসজী হইতে শ্রীসুবলদাসজী পর্যন্ত বিরক্ত-শিষ্যপরম্পরায় এই সেবা চলিতে থাকে। শ্রীসুবলদাসজীর সেবাধিকার-কালে এবং জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় সবাঈ জয়সিংহের (১৭০০—১৭৪৩ খৃঃ) রাজত্বকালে শ্রীমদনমোহন শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে বিজয় করেন। ইহার

কিছুকাল পরে করৌলীরাজ শ্রীগোপালসিংহ (১৭২৪—১৭৫৭ খৃঃ) শ্রীমদনমোহনকে মহা আগ্রহে স্বীয় রাজধানী করৌলীতে লইয়া যান। শ্রীসুবলদাসজি করৌলীরাজের গুরু-পদে বৃত হইয়াছিলেন; কিছুদিন পরে তিনি সেইখানে দেহরক্ষা করিলে তদীয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসজী এই সেবাপ্রাপ্ত হন এবং এই সময় হইতে লৌকিক বংশধারা প্রবর্ত্তিত হয়।

মধুসূদন (চৈচ মধ্য ২০।১৯৬, ১৯৯) পরব্যোমবর্ত্তী দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহস্থিত সঙ্কর্ষণের বিলাস-বিগ্রহ। বৈশাখের অধিদেবতা, মন্দারে নিত্য অধিষ্ঠান। চতুর্ভুজ, ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃপর্যন্ত চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদাধারী।

মহাবিদ্যা—(চৈচ মধ্য ১৭।১৯১) মথুরায় জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, নিকটেই মহাবিদ্যা কুণ্ড। দেবীমূর্ত্তি শ্রীবজ্রনাভ-কর্ত্তৃক স্থাপিত।

মাধব—(চৈচ মধ্য ৩।১১৪) স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্। **২** (ঐ ২০।১৯৫, ২৩৮) পরব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহবর্ত্তী বাসুদেবের প্রকাশভেদ। মাঘের অধিদেব, ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী প্রয়াগে নাম—বিন্দুমাধব। চতুর্ভুজমূর্ত্তি; ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মধর। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র-মতে চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর।

যশোমাধব—ঢাকায় আড়িয়ালে শ্রীজগন্নাথদাসগোস্বামিপ্রভু - কর্ত্তৃক প্রকটিত বিগ্রহ। (১১৪০—১১৪১ পৃষ্ঠায় 'কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ' দ্রষ্টব্য)

যুগলকিশোর—শ্রীহরিরাম ব্যাস-কর্ত্তৃক কিশোরবনের ইন্দারা হইতে প্রকটিত বিগ্রহ। ইঁহার পত্নীর অলঙ্কার-বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রথমতঃ মন্দিরটি নির্মিত হয়, পরে রাজা বসন্ত রায় উহার সংস্কার করেন বলিয়া শুনা যায়।

রঘুনাথ (চৈচ মধ্য ৯।১৮) অহোবল নৃসিংহে অর্চাবতার, ২ ব্যেঙ্কটাচলে (ঐ ৯।৬৮), ৩ দুর্বশনে (ঐ ৯।১৯৯), ৪ বেতাপনিতে (ঐ ৯।২২৫)।

রাধাকৃষ্ণ—শ্রীরাধাকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার-কালে শ্রীকুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী ঐ বিগ্রহের সেবাভার ব্রজবাসিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জনৈক ধনী ভক্ত বহুঅর্থব্যয়ে মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বহুকাল অসংস্কৃত থাকিয়া জীর্ণ হওয়ায় রাণাঘাটের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি আবার উহার সংস্কার করিয়াছেন।

শ্রীরাধাদামোদর—শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর স্বহস্তে নির্মিত এবং শ্রীজীব-গোস্বামিকে প্রদত্ত শ্রীবিগ্রহ (সাধনদীপিকা ৮)। শ্রীমন্দিরটি শৃঙ্গারবটের দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত। এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে বিজয়মূর্ত্তি আছেন—শ্রীজীবপাদ-সেবিত মূর্ত্তি জয়পুরে বিরাজ করিতেছেন। [চতুর্থখণ্ডে জয়পুর-শীর্ষক অনুচ্ছেদে 'শ্রীরাধাদামোদর' শব্দ দ্রষ্টব্য]। শ্রীলশ্রীজীবপ্রভুর পরে শ্রীকৃষ্ণদাসজী হইতে শ্রীনবল লালজী পর্যন্ত পাঁচপুরুষ বিরক্তশিষ্য-পরম্পরায় সেবা চালাইয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী গোবিন্দলালজীর সময় হইতে গৃহস্থ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় এবং তদবধি বংশ-পারম্পর্যে সেবাধিকার চলিতেছে।

শ্রীরাধামাধব—শ্রীজয়দেব-সেবিত শ্রীবিগ্রহ। ভক্তমালের (১২) বর্ণনা-মতে জয়দেব বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছায় স্থূল বিগ্রহ কিরূপে লইয়া যাইবেন ভাবিয়া অতি চিন্তিত হইলেন। শ্রীরাধামাধব তখন তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি ছোটমূর্ত্তি হইবেন এবং বহনে ভার লাগিবেনা। আদেশ পাইয়া জয়দেব ঝুলির মধ্যে বিগ্রহ রাখিয়া বৃন্দাবনে কেশীঘাটে উপস্থিত হইলেন। জনৈক মহাজন বিগ্রহের আকর্ষণে মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন। জয়দেবের অপ্রকটে ঔরঙ্গজেব ও কালাপাহাড়ের অত্যাচার-ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। অদ্যাবধি শ্রীরাধা-মাধব তত্রত্য ঘাটি-নামক পার্বত্য স্থানে বিরাজমান আছেন।

শ্রীরাধারমণ—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সেবিত শালগ্রাম হইতে স্বয়ং প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ। ভক্তমালে (২) বর্ণিত হইয়াছে যে জনৈক ধনী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোবিন্দাদি বিগ্রহগণকে অপূর্ব অলঙ্কারাদি দিয়াছিলেন। শালগ্রামের সম্মুখে অপূর্ব অলঙ্কার দেখিয়া শ্রীগোপাল ভট্টপাদ মূর্ছিত হইয়া পড়েন, যেহেতু ঐ সব অলঙ্কার হস্ত-পদহীন শালগ্রামে পরান যায় না। শ্রীভট্টগোস্বামিজী ভাবিতেছেন—
"শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ঠাঁহার। প্রকাশ হইত অবয়ব পদ কর॥ তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত। কি শোভা হইত, তবে

কি আনন্দ হইত॥' বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে সেই রাত্রিমধ্যেই শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া বিরাজমান হইলেন। অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণের পৃষ্ঠদেশে সেই শালগ্রামের বিলক্ষণ চিহ্ন বিরাজ করিতেছে। সুখের বিষয়—ঔরঙ্গজেব বা কালাপাহাড়ের অত্যাচার-ভয়ে শ্রীরাধারমণ শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। শ্রীভট্ট গোস্বামী সিদ্ধিকালে স্বশিষ্য শ্রীগোপীনাথ পূজারীকে সেবা-ভার সমর্পণ করেন। বর্ত্তমানে তদ্‌বংশ্যগণই সেবা চালাইতেছেন। শ্রীবিগ্রহের বামে কিন্তু শ্রীমতী নাই, তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনের বামদিকে একটি রৌপ্য মুকুট শ্রীমতীর প্রতিভূ-রূপে অর্চিত হন। বর্ত্তমান মন্দিরটি লক্ষ্ণৌনিবাসী সাহকুন্দন-নামক বণিক্ ও তাহার ভ্রাতার সাহায্যে নির্মিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীরাধারমণের অভিষেক হয়।

শ্রীরাধাবল্লভ—শ্রীমৎ হরিবংশ-গোস্বামি-কর্ত্তৃক নিকুঞ্জবন হইতে প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ। ইনি যবনের অত্যাচার-ভয়ে স্থানান্তরিত হয়েন নাই। শ্রীরাধাবল্লভী গোস্বামিগণই প্রীতিপূর্ব্বক অদ্যাবধি সেবা চালাই-তেছেন। এখানে শ্রীবিগ্রহের 'ঝাঁকি দর্শন' হয়।

শ্রীরাধাবিনোদ—শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামি-কর্ত্তৃক উমরায়ের কিশোরী কুণ্ড হইতে প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ। ইঁহার মন্দিরটি শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানে শ্রীরাধা-বিনোদের বিজয়মূর্ত্তি বৃন্দাবনে আছেন, মূলমূর্ত্তি কিন্তু জয়পুরে ত্রিপোলিয়া বাজারের সম্মুখের মন্দিরে বিরাজমান।

বক্রেশ্বর—(চৈভা অন্ত্য ১।৬৪) প্রাচীন শিবমূর্ত্তি, নামান্তর—বক্রনাথ। [৪র্থ খণ্ডে স্থান-বিবরণ দ্রষ্টব্য]

বঙ্কবিহারী—শ্রীমৎ হরিদাস স্বামি-কর্ত্তৃক নিধুবন হইতে প্রকটীকৃত শ্রীবিগ্রহ। মন্দিরটি শ্রীমদনমোহনের মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত। সেবা-পরিপাটী প্রশংসনীয়। অক্ষয়তৃতীয়ায় মাত্র শ্রীবঙ্কবিহারীর শ্রীচরণ দর্শন হয়। এস্থানে শ্রীবিগ্রহের 'ঝাঁকি দর্শন' হয়।

বজ্রনাভ (রত্না ১২।৪৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র।

বনখণ্ডী মহাদেব—শ্রীবৃন্দাবনে লুই বাজারের নিকটে অবস্থিত। শ্রীসনা-তনপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার কালে প্রত্যহ শ্রীগোপীশ্বর মহাদেবের দর্শনে যাইতেন। তদানীন্তন জঙ্গলাকীর্ণ বৃন্দাবনের পথে মধ্যে মধ্যে শ্রীগোসাঞিকে বহু ক্লেশ পাইতে হইত। এজন্য একবার গোপীশ্বর শ্রীসনাতনকে বলিলেন—'আমি তোমার জন্য তোমার নিকটে 'বনখণ্ডী মহাদেব' নামে প্রকট হইতেছি; প্রত্যহ এই স্থানেই তুমি আমার দর্শন পাইবে।' তদবধি শ্রীগোস্বামিপ্রভু এই স্থানেই বনখণ্ডী মহাদেব দর্শন করিতে থাকেন। ইহার নিকটে মুরারিগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত (বা পিসীমার) 'নিতাইগৌর বিরাজ-মান আছেন।

বরাহদেব—মথুরায় দ্বারকাধীশ মন্দি-রের পশ্চাৎ দিকে বিরাজমান সুপ্রাচীন শ্রীবিগ্রহ। কথিত আছে যে ইন্দ্র কপিল-নামক ব্রাহ্মণ হইতে শ্রীবরাহদেবকে লইয়া দেবলোকে যান। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া উহাকে লঙ্কায় আনয়ন করেন। রাবণ-বধের পর শ্রীরামচন্দ্র ঐ মূর্ত্তিকে অযোধ্যায় লইয়া যান। শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বধ করিয়া মথুরাপুরী স্থাপন করত ঐ স্থানে বহু ব্রাহ্মণবাসের ব্যবস্থা করেন। পরে তিনি অযোধ্যায় আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সকাশে সমস্ত বিষয় জানাইলে শ্রীরাম প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে এই বরাহদেব সমর্পণ করেন। তৎপরে শত্রুঘ্ন উহাকে মথুরায় আনিয়া সেবাস্থাপন করেন। তদবধি এইস্থানে শ্রীবরাহদেব বিরাজ করিতেছেন।

বামন—দশাবতারের পঞ্চম। দান-গর্বিত বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ইনি তাঁহাকে ত্রিপাদ ভূমিগ্রহণের ছলে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধরিয়া সুতলে প্রেরণ করেন। পরব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্তঃপাতী প্রদ্যুম্নের প্রকাশবিগ্রহ। আষাঢ় মাসের অধিদেব। আকারে বৈচিত্র্যযুক্ত; চতুর্ভুজ, ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ হস্ত পর্যন্ত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

বিরজা দেবী—বৈতরণীর তটে যাজপুর গ্রামে ব্রহ্মার যজ্ঞ হইতে আবির্ভূতা দেবী। দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে বিরজাদেবীর প্রাচীন মন্দির। গর্ভ-মন্দিরে দ্বিভুজা দেবী। এস্থানে পশুবলি হয় না। মাঘী ত্রিবেণী-অমাবস্যায় বিরজাদেবীর আবির্ভাব-

তিথি হিসাবে এস্থানে উৎসব ও মেলা হয়। শারদীয়া প্রতিপৎ হইতে নবমী পর্যন্তও উৎসব হয়। মন্দিরের পশ্চাতে কালভৈরব আছেন। উত্তরাংশে 'নাভিগয়া', তাহার পশ্চিমে গদাধর ও ঈশান কোণে নিম্নস্থানে মৃত্যুঞ্জয় শিব আছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে প্রস্তর-গ্রথিত (১০০´×৭০´) ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজা-কুণ্ড।

বিষ্ণু (চৈচ আদি ১।৬৭) স্বাংশ, গুণাবতার। অর্চামূর্ত্তি—দেবস্থানে (ঐ মধ্য ৯।৭৭), পাপনাশনে (ঐ ৯।৭৯), গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে (ঐ ৯।২২১), শ্রীবৈকুণ্ঠে (ঐ ৯।২২২), বিষ্ণুকাঞ্চীতে (ঐ ২০।২১৭)। ২ (ঐ মধ্য ২০।১৯৬, ২২৯) পরব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্তঃপাতী সঙ্কর্ষণের বিলাস। চৈত্রমাসের অধিদেব, চতুর্ভুজ—ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর-পর্যন্ত গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-ধারী।

বৈকুণ্ঠ (চৈচ মধ্য ২০।৩২৬) রৈবত মন্বন্তরের অবতার।

শঙ্কর নারায়ণ (চৈচ মধ্য ৯।২৪৩) পয়স্বিনী নদীর তীরে অবস্থিত অর্চা-মূর্ত্তি।

শেষশায়ী (চৈভা অন্ত্য ৯।২৩১) অনন্তশয্যায় শায়িত মহাবিষ্ণু।

শ্বেতবরাহ (চৈচ মধ্য ৯।৭৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় নৃবরাহ, লীলাবতার ; বৃদ্ধ-কোলতীর্থে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ।

শ্রীধর (চৈচ মধ্য ২০।১৯৭, ২৩১) পরব্যোমের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহবর্ত্তী প্রদ্যুম্নের প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রাবণের অধিদেব ; চতুর্ভুজ—ক্রমে দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খধারী।

ষষ্ঠী (চৈভা আদি ৪।১৯) সন্তানের দীর্ঘায়ুঃকামনায় পূজিতা গ্রাম্য দেবী।

সঙ্কর্ষণ (চৈভা আদি ১।২০) চতুর্ব্যূহান্তর্বর্ত্তী দ্বিতীয় তত্ত্ব, ইলাবৃত বর্ষে পার্বতী প্রভৃতি নারীবৃন্দ-সহিত শিব-কর্ত্তৃক পূজিত বিগ্রহ। মূল সঙ্কর্ষণরূপে শ্রীবলদেব, শেষরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবক। (চৈচ মধ্য ২০। ১৮৬, ১৯১) মথুরা ও দ্বারকায় আদি চতুর্ব্যূহবর্ত্তী প্রাভব-বিলাস এবং অস্ত্রভেদে, নামভেদে বৈভব-বিলাস।

সদাশিব (চৈচ আদি ৬।৭৭) শৈব-মতে সর্বকারণ-স্বরূপ ও তমোগুণ-সম্বন্ধ-রহিত ; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস (ব্রহ্মসং° ৫।৪৫)। জীব-কোটি শিব হইতে সদাশিব পৃথক্ তত্ত্ব (সভা) 'সত্ত্বং রজঃ' ইত্যাদি বাক্যে (ভা ১২।২৩) উক্ত শিবই ঈশ্বরকোটি, তিনি একাদশ ব্যূহাত্মক, পৃথিব্যাদি-অষ্টমূর্ত্তিক, পঞ্চানন, ত্রিনয়ন এবং দশভুজ। সংহারক শিব কিন্তু জীব-কোটি। ঋক্ শ্রুতির 'তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং', নারায়ণোপনিষদের (১) 'নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে', মহোপনিষদের (১—২) 'তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত', মোক্ষধর্মের 'প্রজাপতিঞ্চ রুদ্র-ঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ' ইত্যাদি বাক্যনিচয়ে জন্ম কথিত হওয়ায় শ্রীহরের জীবকোটিত্ব প্রমাণিত হয়। বিষ্ণুধর্মে আবার জগৎ-কার্যাবসানে ইঁহার প্রলয়ও কথিত আছে 'ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। জগৎকার্যাবসানে তু সর্বে পঞ্চত্বমু-পযান্তি বৈ॥' শতপথাদিতে বিধির ললাট হইতে, মহোপনিষদে কমলা-পতির ললাট হইতে এবং (ভা ১১। ৩।১০) কল্পান্তে সংকর্ষণের মুখানল হইতে রুদ্রের আবির্ভাব কল্পভেদে স্বীকার্য।

সীতা—শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা। পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরাম বনে গমন করিলে ইনিও তৎসঙ্গিনী হন। রাবণ ইঁহার ছায়া দণ্ডকারণ্য হইতে বলে হরণ করিয়া লঙ্কায় নিলে শ্রীরামচন্দ্র সগোষ্ঠী রাবণের বিনাশ করত সীতাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় আসেন। প্রজারঞ্জন-তৎপর শ্রীরাম ইঁহাকে নির্বাসিত করিলে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ইনি লব ও কুশ-নামক যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন।

সুভদ্রা—স্কান্দ উৎকলখণ্ড-(১৯।৪৫-৪৬)-মতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের মধ্যস্থলে বিরাজিতা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বলা হয়। ইনি শ্রীজগন্নাথের ভগিনী বলিয়া পৌরাণিকী কাহিনী থাকিলেও কিন্তু তিনি তাঁহার শক্তি-স্বরূপাই (উৎকলখণ্ড ১৯।১১—১৭ দ্রষ্টব্য)। শ্রীসুভদ্রা দেবী সর্ব-চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্ত্যন্তরে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন। ইনিই শ্রীকৃষ্ণাবতারে রোহিণীগর্ভে প্রকটিতা হন। শ্রীবলভদ্রের চিন্তা করিতে করিতে তিনি বলভদ্রাকৃতি হইয়াছিলেন। পুরুষরূপে ও স্ত্রীমূর্ত্তিতে শ্রীলক্ষ্মী সর্বত্র অবস্থিতা। পুরুষরূপে ভগবান্ বিষ্ণু এবং স্ত্রীরূপে লক্ষ্মী। শ্রীসুভদ্রা শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষেরই

শক্তিস্বরূপা ভগিনী ও শ্রীপ্রদায়িকা। নীলাদ্রিমহোদয়ে চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত আছে যে ইনি—

'ভক্তানামবনায়ৈব তথা ভদ্রাপি ভদ্রদা। অধোলম্বিত-হস্তাক্তা কুঙ্কুমাভা শুভাননা॥' শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির একতমা। (রাধা ৬৩)

সুসঙ্গতা—(রত্না ৫।৩৭২৬) ইন্দুলেখার যূথে চতুর্থী সখী সুমঙ্গলার নামান্তর।

হয়গ্রীব—(চৈচ মধ্য ২০।২৪২) নবব্যূহের অন্যতম। ইনি বৈভবাবস্থ হইয়াও 'পরাবস্থ'-সদৃশ। (সভা ১। ২৩৮)

হরি—(চৈচ মধ্য ২০।২০৯,২৩৫) পরব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্তঃপাতী অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্ত্তি; বৈচিত্র্যযুক্ত, চতুর্ভুজ ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ পর্যন্ত শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধারী। ২ (ঐ ২০।৩২৫) তামসে মন্বন্তরাবতার।

হৃষীকেশ—(চৈচ মধ্য ২০।১৯৭,২৩১) পরব্যোমস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্তঃপাতী অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্ত্তি; ভাদ্রমাসের অধিপতি। চতুর্ভুজ, ক্রমশঃ দক্ষিণাধঃ হইতে বামাধঃ কর পর্যন্ত গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খধারী।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (৩ খ)

পরিশিষ্ট খ (গ্রন্থাবলী)

অ

অকিঞ্চন-সর্বস্ব—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য বৈদ্য শ্রীনয়নানন্দ কবিরাজ-প্রণীত। এই গ্রন্থে শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুর-সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত আছে। অপ্রকাশিত। মতান্তরে এই গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচনা। (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ২২৯ পৃষ্ঠা)।

অদ্বৈতপ্রকাশ—শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ঈশান নাগর-কর্ত্তৃক অদ্বৈত-প্রকাশ রচিত। ঈশান পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলে তদীয় অনাথা জননী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মাতা পুত্র উভয়েই দীক্ষিত হন। অচ্যুতানন্দের সহিত ঈশান লেখাপড়ায় ক্রমশঃ ব্যুৎপন্ন হন। শ্রীগৌর-বিরহে শ্রীঅদ্বৈত আত্মসঙ্গোপন করিতে ইচ্ছা করত ঈশানকে স্বজন্মভূমি শ্রীহট্টে শ্রীগৌর-নামপ্রেম প্রচার করিতে আদেশ করেন। অদ্বৈতের অপ্রকটে ঈশানকে বঙ্গদেশে গমনোদ্যত দেখিয়া শ্রীসীতাদেবী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ও শ্রীঅদ্বৈত-চরিত্র বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। এই অদ্বৈতপ্রকাশ শ্রীহট্টে নবগ্রামে রচিত হয়। ইহার প্রধান উপাদান—লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের (রাজা দিব্যসিংহের নামান্তর) 'বাল্যলীলা-সূত্র', অদ্বৈতের আবাল্য সঙ্গী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ও শ্যামদাস আচার্যের মুখাশ্রিত বৃত্তান্ত এবং স্বয়ং দৃষ্ট ঘটনাবলী। ১৪৯০ শকে গ্রন্থকারের ৭০ বর্ষ বয়সে এই গ্রন্থ শেষ হয় বলিয়া প্রকাশ।

ইহাতে ২২টি নাতিক্ষুদ্র অধ্যায় আছে- শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিচিত্র লীলাবলী বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গেরও অনেক নূতন কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তগণ-বৃত্তান্তও যথাযথ ভাবে সমাবেশ হইয়াছে।

ঘটনাবলী—[১] সদাশিব ও মহাবিষ্ণুর মিলনে দুঁহু এক মূর্ত্তি হইলে নাভাগর্ভে অবতীর্ণ হইবার জন্য দৈববাণী—[লাউড় পরগণায় নবগ্রামবাসী] কুবেরাচার্য তর্ক-পঞ্চাননের গৃহে নাভাদেবীর অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শন—কমলাক্ষের আবির্ভাব। [২] পণাতীর্থ-বিবরণ—কালীর মন্দিরে রাজপুত্রের মূর্চ্ছাপনোদন—কমলাক্ষের দেবী-প্রণামে মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইয়া দেবীর অন্তর্ধান। [৩] কমলাক্ষের অন্তর্ধানে কুবেরের শোক ও সান্ত্বনা—শান্তিপুরে পুনরাগমন ও পিতামহসহ মিলন—অধ্যয়ন—গঙ্গার বিল হইতে অদ্ভুত উপায়ে গুরু-আজ্ঞায় পদ্মানয়ন—বেদপঞ্চানন-উপাধি লাভ। [৪] পিতামাতার অন্তর্ধানে গয়াশ্রাদ্ধ—তীর্থভ্রমণ—মাধবেন্দ্রপুরী সহ মিলন—অনন্তসংহিতায় গৌরাবতার—বৃন্দাবনে মদনগোপালের বৃত্তান্ত—বিশাখার চিত্রপট ইত্যাদি। [৫] মাধবেন্দ্রপুরীর শান্তিপুরে আগমন—অদ্বৈতের দীক্ষা—পুরীগোসাঞির চন্দন-চয়ন ও রেমুণাতে সিদ্ধিপ্রাপ্তি। [৬] শান্তিপুরে দিগ্‌বিজয়ীর আগমন ও দীক্ষা। [৭] ব্রহ্মহরিদাসের পূর্ব বৃত্তান্ত—বুড়ন গ্রামে জন্ম—গৃহত্যাগ ; হরিদাস শান্তিপুরে—নামমহিমা—হরিদাসের বৈষ্ণব-বেশ—তর্কচূড়ামণি যদুনন্দনাচার্যসহ মিলন। [৮] শ্রী ও সীতাদেবীর কথা—বিবাহ—সীতার স্বপ্নে মন্ত্রলাভ, [৯] হরিদাসের ফুলিয়া-গমন—রামদাস বিপ্রকে হরিনামদান—বেনাপোলে বেশ্যার উদ্ধার, যবন-উদ্ধার—সর্পের কর্ণে হরিনামদান—হরিদাসের মহিমা ও অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা। [১০] অদ্বৈত-কর্ত্তৃক নবদ্বীপে টোলস্থাপনা—শচীজগন্নাথকে চতুরক্ষর গৌরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা—গৌরাঙ্গের জন্ম ও বাল্যলীলা। [১১] অচ্যুতের জন্ম, ঈশানের আগমন—কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালদাসের জন্ম। [১২] গৌরাঙ্গের শাস্ত্রাধ্যয়ন—কৃষ্ণমিশ্রের 'সপ্রণব গৌরায় নমঃ'

মন্ত্রে চাঁপাকলা-নিবেদন—'গৌরনামে কৃষ্ণ নাম ভুক্ত'—লোকনাথের ভাগবতপাঠ ও মন্ত্রগ্রহণ—গৌরাঙ্গের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি-লাভ—বিদায় ও বিবাহ। [১৩] ঈশ্বর পুরীর নবদ্বীপে আগমন—গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গে পদ্মনাভ-গৃহে বিজয়—তপনমিশ্র—বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়। [১৪] গয়া-গমন—দীক্ষাগ্রহণ—নিত্যানন্দ-মিলন—অদ্বৈতের জ্ঞানব্যাখ্যায় গৌরের ক্রোধ—তিন প্রভুর ভোজন। [১৫] বলরাম ও জগদীশের জন্ম—সন্ন্যাসে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও অদ্বৈতের অবস্থা—শান্তিপুরে মিলন—শ্রীক্ষেত্রযাত্রা—সার্বভৌম-মিলন। [১৬] মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আগমন—রূপসনাতন—রঘুনাথদাস—মথুরা-গমন—শান্তিপুর হইতে গোরার আজ্ঞাপুষ্পরথে অচ্যুতের ব্রজে গমন এবং গোপীব্রজ (বৃন্দাবন) হইতে ভক্তিব্রজের (নবদ্বীপের) মাহাত্ম্যাতিশয়-প্রকটন—রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন-মাহাত্ম্য। [১৭] প্রয়াগে শ্রীরূপ-মিলন—কাশীতে আগমন—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র সহ মিলন—উলঙ্গ সন্ন্যাসিসহ অচ্যুতের বিচার—সন্ন্যাসির প্রেমলাভ এবং গৌরনাম-মাধুর্যানুভব—'শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম শুদ্ধ প্রেমরসময়। সিদ্ধহরি নামাপেক্ষা মাধুর্যাতিশয়॥' প্রবোধানন্দ-উদ্ধার। [১৮] অদ্বৈতের সীতাসহ নীলাচল-যাত্রা—রথযাত্রায় গোপাল দাসের মূর্চ্ছা—মহাপ্রভুর ভিক্ষানিমন্ত্রণ—ঈশানের প্রতি প্রভুর উপদেশ-সার,—কবিকর্ণপূর—ভক্ত কুকুর—ছোট হরিদাসের বর্জন। শ্রীরূপের শ্রীক্ষেত্রে আগমন—নাটক-রচনা—মহাপ্রভুর ভাগবত ও ন্যায়ের টীকা—সনাতনের কণ্ডুক্ষয়—রথোৎসব—হরিদাস-নির্যাণ। [২০] সূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যাদ্বয়—গৌরীদাস পণ্ডিত-কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মূর্তি-প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা ও নারায়ণমন্ত্রে নিত্যানন্দ পূজার ব্যবস্থা হইলে শ্রীঅচ্যুতানন্দ-কর্তৃক খণ্ডবাসী নরহরির গৌরমন্ত্রে গৌরপূজার কারণ-জিজ্ঞাসা—অদ্বৈত বলিলেন—'প্রভু কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমার্ণবে। ভক্তি-অনুসারে পূজা সকলি সম্ভবে।' বসুধার মৃতদেহে নিত্যানন্দকর্তৃক প্রাণ-সঞ্চারণ ও বিবাহ—জাহ্নবা দেবীকে যৌতুক-স্বরূপে গ্রহণ—খড়দেহে শ্যামসুন্দর-প্রতিষ্ঠা। অদ্বৈতের পুনঃ জ্ঞান-ব্যাখ্যা, মহাপ্রভুর শান্তিপুরে আগমন ও মিষ্ট বাক্যে ভৎর্সনা—ভক্তিব্যাখ্যা, অদ্বৈত-শিষ্যগণের দ্বৈবিধ্য। [২৩] জগদানন্দ-শচীর সংবাদ—অদ্বৈতের প্রহেলিকা, বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা—মহাপ্রভুর অন্তর্ধানে অদ্বৈতের শোক, কৃষ্ণমিশ্রে সেবাসমর্পণ—বলরাম ও জগদীশের কৃষ্ণমূর্ত্তি-স্থাপন। [২২] অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বিরহ-বর্ণনা, অদ্বৈতের খড়দহে গমন—নিত্যানন্দের অন্তর্ধান ও মহোৎসব—বিষ্ণুপ্রিয়ার কঠোর ব্রত, দাস গদাধরের মুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার বৃত্তান্ত-শ্রবণ; অদ্বৈতের সঙ্কল্প—'প্রভু কহে মোর দুঃখ শুন ভক্তগণ। মোর দুষ্টগণে করে গৌরাঙ্গ-নিন্দন॥ ইহা মোর পরাণে নাহিক সহ্য হয়। তার প্রায়শ্চিত্তে দেহ তেজিমু নিশ্চয়॥'

শ্রীঅদ্বৈতের শেষ উপদেশ—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম। যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম॥ শ্রীগৌরাঙ্গ-দ্বেষী যত পাষণ্ডী অসভ্য। তা সভার সঙ্গত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য॥'

শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর্ধান - গ্রন্থকারের লাউড়-গমনের কারণ।

এই গ্রন্থে কোথাও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা নাই, ভাষাটিও সরল, আড়ম্বরহীন অথচ মধুর, কিন্তু আধুনিক বলিয়া কাহারও মতে ইহা ষোড়শ শকাব্দার রচনা নহে। এই গ্রন্থে অদ্বৈতপুত্রের জন্মতারিখগুলি সন্দিগ্ধ, অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত ঘটনা-পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই।

অদ্বৈতমঙ্গল—দ্বিজ শ্যামদাস-কৃত। অনাবিষ্কৃত।

২ শ্রীঅদ্বৈত-নন্দন অচ্যুতানন্দের আজ্ঞায় শ্রীহরিচরণদাস-কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থকার বোধ হয় অচ্যুতানন্দের শিষ্য। অদ্বৈতমঙ্গল পাঁচ অবস্থায় ও তেইশ সংখ্যায় বিভক্ত। পাঁচ অবস্থায় যথাক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য-বয়সোচিত লীলামালা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজয়-পুরীর নিকট হইতে শ্রীঅদ্বৈতের বাল্যলীলা অবগত হইয়াছেন। কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্য-লীলা বর্ণনাত্মক গ্রন্থ ব্যতীত ইহাতে অন্য কোনও গ্রন্থের নাম নাই। গ্রন্থশেষে অনুবাদে গ্রন্থসূচি দেওয়া হইয়াছে। তিন প্রভু একত্র হইয়া শান্তিপুরে দানলীলাভিনয় (?) ইহার এক

বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ আচার্য প্রভুর বর্ত্তমান কালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বর্ণনা শ্রীমুরারি, কবিকর্ণপূর ও শ্রীবৃন্দাবন-দাসের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রামাণিকতায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অদ্বৈতবিলাস—শ্রীনরহরিদাস-কৃত। শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথিসংখ্যা—২৬৫। অপ্রামাণিক।

অদ্বৈতসূত্র-কড়চা—জনৈক কৃষ্ণ-দাসের রচনা। এই গ্রন্থে মাধবেন্দ্র-পুরী ও অদ্বৈত প্রভুর মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে তত্ত্বকথা বর্ণিত। ছয় গোস্বামির কথাও ইহাতে বাদ যায় নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের মতই সব ভণিতা। [কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পুঁথি ৩৯৫৮]। এই গ্রন্থের নামান্তর 'অদ্বৈততত্ত্বসূত্র' (বিশ্ব-ভারতী ৩২৪)।

অনঙ্গকদম্বাবলী—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর পত্নী সুভদ্রা দেবী মা জাহ্নবার তিরোধানের কথা শুনিয়া শত শ্লোকে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। মুরলীবিলাসে (৩২৩ পৃষ্ঠা) ইহার একটি শ্লোক দেখা যায়। ['সুভদ্রা দেবী' দেখুন]।

অনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা—শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী-(রামাই)-বিরচিত এই গ্রন্থে চারিটী লহরী, প্রায়ই ত্রিপদী ছন্দে রচিত। প্রায়শঃই শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র দাস-কৃত 'ভজনচন্দ্রিকা' হইতে প্রমাণ-শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার মা জাহ্নবার পালিত পুত্র; শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

জাহ্নবার প্রিয় বন্দো রামাই গোসাঞি। যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥ যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই। জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা, ইথে আন নাই॥

এই জন্যই গ্রন্থকারও বলিতেছেন—'বসুধানন্দন বীর, সর্বরসকলাধীর, বন্দো সেই অগ্রজ-চরণ।' প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনিত্যানন্দে অনঙ্গমঞ্জরীর আবেশ, লীলাদি। প্রথম লহরীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলরামকে আনন্দ, চিৎ ও সৎশব্দ-বাচ্য বলিয়া পরে তিন তত্ত্বকেই 'এক বস্তু, রূপ মাত্র ভিন্নু' (ভিন্ন) বলা হইয়াছে। তৎপরে শ্রীবলদেবতত্ত্ব-নিরূপণ, সঙ্কর্ষণ, শেষ প্রভৃতি হইয়া সেবাসুখাস্বাদন। সৎ ও চিৎ তত্ত্বে মিলিত পুরুষদেহে বলদেব কৌমার ও পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণসহিত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসে বিবিধ খেলা করেন, কিন্তু শ্রীবলদেবের মুখ্য রস অতিগুহ্য। দ্বিতীয়ে—বলরাম প্রকৃত্যংশে গোলোক (গোকুল) রচনা করেন, সদংশে গোষ্ঠ-ক্রীড়ানায়ক-প্রধান, আনন্দাংশে তিনি রাধাভাবযুক্ত 'মহাগূঢ়শক্তি' অনঙ্গমঞ্জরী। তৎপরে অনঙ্গমঞ্জরীর বেশভূষা ও অনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার-বর্ণনা। তৃতীয়ে—অনঙ্গমঞ্জরী-দেহে রতি-চিহ্ন দেখিয়া শ্রীরাধার মহানন্দ, অনঙ্গমঞ্জরীর সহচরীগণের নাম-গুণ-রূপ-নিরূপণ, যূথেশ্বরীদের নাম। চতুর্থে—সেই অনঙ্গমঞ্জরী এক্ষণে মা জাহ্নবা, অনঙ্গমঞ্জরীর আনুগত্যে সেবা-প্রার্থনা ইত্যাদি। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পুঁথি নং ২৪৩২।

অনন্তসংহিতা—(রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পুঁথি ২২৯) ইহাতে ৫৫ হইতে ৫৮ অধ্যায় পাওয়া গিয়াছে। ৫৫-তম অধ্যায়ে অগস্ত্য-কমঠ-সংবাদে যুগধর্মাদি-কথন, ৫৬-তম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য-জন্ম-বার্ত্তা, ৫৭-তম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যগণের পূর্বসিদ্ধ নামাবলী-কীর্ত্তন এবং ৫৮-তম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যস্তবাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। [খণ্ডিত]। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদেও এইরূপ খণ্ডিত পুঁথি আছে [১৩২ অ]।

অনর্ঘরাঘব—কবি জয়দেবের সম-সাময়িক পশ্চিম রাঢ়ের কবি মুরারি মিশ্র শ্রীজগন্নাথদেবের উৎসব-সম্পর্কে অভিনয়ের জন্য ইহা প্রণয়ন করেন।

অনন্যমোদিনী—কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য শ্রীপ্রিয়াদাসজি ১৬৩৫ শকাব্দায় এই পদাবলী হিন্দী ভাষায় রচনা করেন। ইহাতে ৬৯ দোহা, ৬ কবিত্ত এবং ব্যাসজির ১১টি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রারম্ভ যথা—

শ্রীচৈতন্য মনহরণ ভজ শ্রীনিত্যা-নন্দ সঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরিষদ জৈসে অঙ্গী অঙ্গ॥ ১॥ রসিক-শিরো-মণি বিজ্ঞবর শ্রীমদ্রূপ অনূপ। সদা সনাতন ধরি হিয়ে দৌউ এক স্বরূপ॥ ২॥ কহুঁ বিন্দু কহুঁ বিন্দু দ্বৈ কহুঁ চল্লু ভরি জান। মূল সিন্ধু রস রসিকতা রূপসনাতন মান॥ ৫॥

অনুরাগবল্লী—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্যানুশিষ্য শ্রীমনোহর দাস ১৬১৮ শকাব্দায় রচনা করেন। ইহাতে আচার্য প্রভুর চরিত্র আস্বাদন করা হইয়াছে। ইহা আটটি অধ্যায়ে

(মঞ্জরীতে) বিভক্ত। প্রথমে—শ্রীগোপাল ভট্টের চরিত্র, দ্বিতীয়ে—আচার্য প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে গমন, শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন—দাস গদাধরের নিকট পণ্ডিত গদাধরের সংবাদ বলিতে বিস্মরণ হইয়া নিজেকে অপরাধী মনে করত আচার্য প্রভুর অন্ন-জল-ত্যাগ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভজন-পরাকাষ্ঠা ও শ্রীনিবাসের অপরাধক্ষালন এবং আপাদমস্তকের দর্শনদান ইত্যাদি। তৃতীয়ে—শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির বিরহে দাস গদাধরের উন্মাদ, আচার্যপ্রভুর শান্তিপুর, খড়দহ হইয়া খানাকুলে শ্রীঅভিরাম গোস্বামির নিকট গমন ও পরীক্ষা—'জয়মঙ্গল' চাবুক দ্বারা তিনবার শ্রীনিবাসকে আঘাত—শ্রীনিবাসের অদ্ভুত প্রেমপ্রাপ্তি, শ্রীবৃন্দাবনে গমন ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামির কৃপালাভ। চতুর্থে—শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ- মদনমোহনের বামে শ্রীমতীর মূর্তিস্থাপনা—শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞি-কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ-স্থাপন—ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীলোকনাথ গোস্বামি হইতে কৃপালাভ।

পঞ্চমে—শ্রীআচার্য প্রভুর বনভ্রমণ, গৌড়ে গমন-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ইত্যাদি। ষষ্ঠে—গ্রন্থাদি সহ গৌড়ে আগমন, পুনঃ বৃন্দাবন-যাত্রা, শ্যামানন্দ প্রভুর বৃত্তান্ত, গোবিন্দ কবিরাজের সংক্ষেপ-বিবরণ। সপ্তমে—আচার্য প্রভুর শাখা-বর্ণনা। অষ্টমে—চারি সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী, হরিনাম-ব্যাখ্যা, গ্রন্থকারের গুরু শ্রীরামশরণ চট্টরাজের সূচক। এই শোচকটি ১১টি শ্লোকে গ্রথিত এবং গ্রন্থকারের উত্তম সংস্কৃত বিদ্যার পরিচায়ক। [পাটবাড়ী পুঁথি বাং কা ১, ১৬০০ শক]।

অন্বয়বোধিনী--কবিচূড়ামণি-চক্রবর্ত্তি-কৃত। শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা শ্রুতিস্তুতির উপর ব্যাখ্যান। শঙ্করমতানুযায়ী ব্যাখ্যা। ইনি শ্রীবৃন্দাবনবাসী দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 'বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জস্থঃ কবিচূড়ামণি-র্দ্বিজঃ। শ্রুতিস্তুতি-শ্রুতিব্যাখ্যামকরোৎ সর্বসম্মতাম্।'

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এই গ্রন্থে ছয় শতের অধিক পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাকে পদকল্পতরুর 'প্রপূর্ত্তি' বলা চলে। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়, দুরূহ ও অধুনা অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়ায় গ্রন্থখানি পদাবলি-আলোচকদিগের অতিসহায়ক।

অভিনব গীতগোবিন্দ—পুরীর গজপতিরাজ পুরুষোত্তম-দেব বিরচিত কাব্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। [Vide Report 1895-1900, page 18] also History of Classical Sanskrit Literature by Dr. M. Krishnamachariar.]

শ্রীঅভিরামগোপালের শাখা-নির্ণয়—শ্রীঅভিরাম দাস-কৃত। ১। শ্রীকানুকৃষ্ণ গোস্বামী (খানাকুল, কৃষ্ণনগর), ২। বেদগর্ভ আচার্য, (কৈয়ড়), ৩। বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস (শোঙালুক), ৪। হরিদাস (গৌরহাটী), ৫। কৃষ্ণানন্দ অবধৌত (দ্বিপাহার হাট), ৬। পাখিয়া গোপাল দাস (হেলানে), ৭। রজনী পণ্ডিত (ভাঙ্গামোড়া), ৮। মোহন দাস (সীতানগর), ৯। গর্জন নারায়ণ (পাকমালট্যা), ১০। সত্য রাঘবদাস (মৈশামুড়ি), ১১। মুকুন্দ-পণ্ডিত (সোণাতলা), ১২। মুরারি দাস (গৌড়, মালদহ), ১৩। মধুমোহন দাস (পাণিহাটী), ১৪। হীরাধর দাস (অনন্তনগর), ১৫। গোপালদাস (লাউসর), ১৬। বিজটা নারায়ণ দাস (রাধানগর), ১৭। অচ্যুত দাস (কোঠরা), ১৮। দরিদ্র লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (পাটনা), ১৯। নন্দকিশোর দাস (চুণাখালি), ২০। বলরাম দাস (তকিপুর, বেলগ্রাম), ২১। গোপীমোহন দাস (মাকড়া) ২২। পুরুষোত্তম আচার্য (নিধুপাড়া), ২২½। শ্রীনিবাস আচার্য (নবদ্বীপ)।

(শ্রীপ্রসন্নকুমার গোস্বামি-সঙ্কলিত ৪০৯ গৌরাব্দের গ্রন্থাবলম্বনে)

শ্রীঅভিরামলীলামৃত-—শ্রীতিলক-রামদাস-কৃত বিংশতি-পরিচ্ছেদাত্মক এই শ্রীশ্রীঅভিরামলীলামৃত নামক গ্রন্থে শ্রীশ্রীঅভিরাম প্রভুর অপরূপ লীলামালা সংকলিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে——শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীদাম সখার যথাবস্থিত দ্বাপরযুগীয় প্রকাণ্ড দেহে অভিরাম-নামে আবির্ভাব ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুসহ কথোপকথনাদি। দ্বিতীয়ে—গোপিকার বস্ত্রহরণ-লীলা, তৃতীয়ে—মালিনী-বিবরণ, চতুর্থে—শ্রীমদন-মোহন-মিলন, পঞ্চমে—বগ্ড়িতে শ্রীকৃষ্ণরায়জির পরীক্ষা, কাজীগৃহ

হইতে শ্রীমালিনীর উদ্ধার, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাশার্থ শ্রীগৌরাঙ্গসহ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমনাদি। ষষ্ঠে—কৃষ্ণনগরে আগমন ও বাসুলীর সহিত মিলন, সপ্তমে—মহামহোৎসব, মালিনী-পরীক্ষা ও পাষণ্ডদলন। অষ্টমে—শিষ্য হরিদাসের স্থাপন। নবমে—বাঙ্গাল কৃষ্ণদাসসহ মিলন; দশমে—পাখিয়া গোপালের স্থাপন, একাদশে--কৃষ্ণানন্দ অবধৌত-স্থাপন, দ্বাদশে—রজনী পণ্ডিত-মিলন, ত্রয়োদশে ও চতুর্দ্দশে—মুকুন্দ পণ্ডিত-সহ কথন ও মিলন, পঞ্চদশে—শ্রীবীর-চন্দ্র-মিলন, ষোড়শে—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর বৈষ্ণবসেবাদি, সপ্তদশে—শ্রীনিবাসসহ মিলন, অষ্টাদশে—বেদ-গর্ভের প্রেম-স্থাপন, ঊনবিংশে—শ্রীনিবাসের সহিত বিষ্ণুপুরে পুনর্মিলন এবং বিংশে—বেদগর্ভের মদন-গোপাল-প্রাপ্তি ও স্থাপন। সঙ্গোপন-প্রসঙ্গ।

শ্রীতিলকরামের ভাষাটি সরল, গ্রন্থকার শ্রীঅভিরামেরই শিষ্য, তাঁহারই কৃপাদেশে এই গ্রন্থ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা চতুর্থে—

'উঠ উঠ ওরে শিষ্য শুনহ বচনে।
আমার যতেক লীলা করহ বর্ণনে॥
এত বলি মোর মাথে চরণ ধরিলা।
চরণ-পরশে লীলা স্মরণ হইলা'॥

অভিরাম-বন্দনা——রাইচরণদাস-প্রণীত। অভিরাম গোপালের জীবনী এবং প্রসঙ্গতঃ মা জাহ্নবা-বিষয়ক প্রসঙ্গ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃঃ শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামি-কর্তৃক সম্পাদিত।

অমিয়নিমাইচরিত—মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ' মহাশয়-কর্তৃক ছয় খণ্ডে আবিষ্ট অবস্থায় উক্ত। ইহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনী সুরসাল ভাষায় অতিসুন্দর সজীবতার সহিত গ্রথিত। ইংরাজীতে *'Lord Gouranga'* এবং বঙ্গভাষায় 'অমিয়নিমাইচরিত' কত শত নর-নারীর প্রভূত কল্যাণ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দী ভাষাতেও এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে।

অয়ি-দীন-শ্লোকার্থ-সিন্ধুর বিন্দু-প্রকাশ—১৭০২ শকাব্দে বক্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী জনৈক কিশোরী দাসের রচনা। শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর প্রসিদ্ধ শ্লোকের ভাষ্যই ইহার বিষয়-বস্তু। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৮; ১৮৭ পৃষ্ঠা)।

অর্থরত্নাল্পদীপিকা——শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর পদাশ্রিত শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর **'অর্থরত্নাল্পদীপিকা'** নামে এক নাতিবৃহৎ টীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি যে কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্য তাহাও টীকার মধ্যে দক্ষিণ-বিভাগের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই লিখিয়াছেন—

'যেষাং কৃপাবলেনৈবাশয়োদ্‌ঘাটে মহাপ্রভোঃ। প্রবৃত্তিঃ সহসা তে মে গতিঃ কৃষ্ণকবীশ্বরাঃ॥'

টীকা-প্রারম্ভে ইনি শ্রীশচীনন্দন, শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ ও তদাশ্রিতজনকে বন্দনা করিয়াছেন। উপসংহারেও শ্রীরূপগণকেই বন্দনা করিয়াছেন। টীকাটি অতি সরল, প্রাঞ্জল, শ্রীজীবপাদের ন্যায় অক্ষর-কার্পণ্য ইহাতে না থাকিলেও সংক্ষেপে সার কথাই উক্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে শ্রীজীবের টীকার মর্ম বুঝিতে না পারিলেও এটীকার সাহায্যে তত্তৎস্থল সুখেই অধিগত করা যায়। অর্থরত্নাল্পদীপিকার একটি পুঁথি নবদ্বীপের হরিবোল কুটীরে আছে। লিপিকাল ১৬৩৭ শকাব্দা।

অলঙ্কার-কৌস্তুভ—-শ্রীকবিকর্ণপূর-বিরচিত অলঙ্কার-শাস্ত্র। এই গ্রন্থ দশটি কিরণে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। প্রথম কিরণে—'ধ্বনি নাদব্রহ্ম' নির্ণয় করত যোগশাস্ত্রমতে 'পরা পশ্যন্তী' প্রভৃতি নাদের সর্বোৎকর্ষ প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ধ্বনির কাব্য-প্রাণতা প্রতিপন্ন করিয়া তৎপরে রসাপকর্ষ-দোষরহিত যথাসম্ভব গুণালঙ্কার ও রসাত্মক শব্দার্থদ্বয়ই কাব্য—ইহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কবির লক্ষণ—যিনি সবীজ তিনিই কবি, অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সরস ও প্রতিভাশালী। 'বীজ' শব্দে প্রাক্তন সংস্কার-বিশেষই বাচ্য, যাহাতে কাব্য-নির্মাণ ও কাব্যাস্বাদন-বিষয়ে সামর্থ্য আসে। কাব্যও ত্রিবিধ—উত্তম (বিশিষ্ট-ধ্বনিযুক্ত), মধ্যম (মধ্যম-ধ্বনিযুক্ত) ও অধম (অস্পষ্ট-ধ্বনিযুক্ত); ধ্বনি ধ্বন্যন্তর সমর্পণ করিলে সেই কাব্য উত্তমোত্তম সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ে—স্ফোটবাদ - স্বীকারে আন্তর ও বহিস্ফোটদ্বয়ের নির্ণয়—বর্ণাত্মক শব্দের সাধু ও অসাধুভেদ; জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যভেদে পুনরায় তাহাদের চাতুর্বিধ্য—মুখ্য, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জকভেদে শব্দও

ত্রিবিধ—তাহারাও আবার রূঢ়, যোগরূঢ় ও যৌগিকভেদে ত্রিবিধ। সমাসশক্তির বহুবিধত্ব নিরূপণপূর্বক অভিধাদি-বৃত্তিত্রয়ের প্রতিপাদন হইয়াছে। নানাবিধ অর্থবিশিষ্ট-শব্দের প্রকৃতার্থবোধের নির্দ্ধারক হইতেছে—সংযোগ, বিয়োগ, বিরোধ, সহচারিতা, অন্যশব্দের সান্নিধ্য, দেশ, কাল, সামর্থ্য, ঔচিত্য, লিঙ্গ, অর্থ, প্রকরণ, ব্যক্তি প্রভৃতি। আবার অর্থেরও ব্যঞ্জকত্ব-নির্দ্ধারক হইতেছে—বোদ্ধব্য, বক্তা, প্রকৃতি, কাকু, প্রকরণ, দেশ ও কালাদির বৈশিষ্ট্য।

ধ্বনি-নির্ণয়াত্মক তৃতীয় কিরণে—রসাখ্যধ্বনি ব্যতীত অন্য ধ্বনি কাব্যের প্রাণ, কিন্তু রসাখ্যধ্বনিই আত্মা। ধ্বনিভেদ—লক্ষণামূলক ধ্বনি অবিবক্ষিত-বাচ্য হয়, ইহা দুই প্রকার—(১) অর্থান্তরোপসংক্রান্ত ও (২) অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য। অভিধা-মূলক ধ্বনিতে বিবক্ষিতবাচ্যও (১) লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য এবং (২) অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যভেদে দ্বিবিধ। ইহাদের ৫১ প্রকার ভেদ লক্ষণ ও উদাহিরণ সহ প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-জনিত বস্ত্বলঙ্কারাদিব্যঙ্গ্য বাচ্যের উদাহরণ দেখাইয়া শঙ্কর-ত্রৈবিধ্য দৃষ্টান্ত-সহ প্রদর্শনপূর্বক সিদ্ধান্ত হইয়াছে—'ধ্বনন ও অনু-ধ্বননরূপে ধ্বনির ব্যাপারদ্বয় আছে; যেস্থলে কেবল ধ্বনন আছে, তাহা উত্তম কাব্য; কিন্তু যেস্থলে ধ্বনন ও অনুধ্বনন আছে, তাহাই উত্তমোত্তম কাব্য।'

গুণীভূতব্যঙ্গ্যনির্ণয়াত্মক চতুর্থ কিরণে--ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে আট প্রকার ভেদ সূচিত হইয়াছে—(১) স্ফুট, (২) অপরাঙ্গ, (৩) বাচ্যপ্রপোষক, (৪) কষ্টগম্য, (৫) সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, (৬) তুল্যপ্রাধান্য, (৭) কাকুগম্য ও (৮) অমনোজ্ঞ।

রসভাব- তদ্‌ভেদ- নিরূপণাত্মক পঞ্চম কিরণে—ভরত মুনির মতে বিভাবানুভাবাদি রসনিষ্পত্তির জ্ঞাপক। রতি রস, রসাভাসাদি—সামাজিকের রসাস্বাদন-পদ্ধতি; 'রসের সার হইতেছে চমৎকার'—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, শান্ত, বাৎসল্য, প্রেমাই—দৃশ্য ও শ্রব্য-কাব্যের একাদশ রস। শ্রীপাদের মতে প্রেমরসেই সকল রসের অন্তর্ভাব আছে, ভক্তিরস-শৃঙ্গারের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদদ্বয়, পূর্ব-রাগের অভিলাষ, চিন্তাদি দশ অবস্থা; ভাবী, ভবন্ ও ভূতভেদে বিরহ তিন প্রকার; মানও দ্বিবিধ—ঈর্ষ্যাসম্ভূত ও প্রণয়সম্ভূত। পরস্পর অবলোকনাদি মধুপানান্ত সম্ভোগের বিবৃতি। সপ্রপঞ্চ বিরহ ও মানাদি; নায়কভেদ ও তদ্‌-গুণাবলি; নায়িকাভেদ, অভিসারি-কাদি অষ্ট অবস্থা, ভাবহাবাদি অলঙ্কারসমূহ; সখীদূতীপ্রভৃতি, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি এবং ভাবোদয় ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট নিরূপণ।

গুণবিবেচনাত্মক ষষ্ঠ কিরণে মাধুর্যাদি গুণত্রয়-নিরূপণ, অর্থব্যক্তি, উদারতাদি সপ্ত অতিরিক্ত গুণের উদাহরণাদি।

শব্দালঙ্কার-নির্ণয়াত্মক সপ্তম কিরণে—বক্রোক্তি, শ্লেষ, অনুপ্রাস যমক, ভাষাশ্লেষাদি এবং চিত্রকাব্য।

অর্থালঙ্কার-নির্ণয়াত্মক অষ্টম কিরণে উপমাদি সকল অলঙ্কারের লক্ষণ, ভেদ ও বিস্তারিত উদাহরণ। অন্তে শব্দার্থালঙ্কারের দোষাদি।

রীতিনিরূপণাত্মক নবম কিরণে—বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি-চতুষ্টয়।

দোষ-নির্ণয়াত্মক দশম কিরণে—পদ, পদাংশ, বাক্য, অর্থ ও রসগত দোষের নির্দ্ধারণ হইয়াছে।

এই গ্রন্থের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা 'সুবোধনী' নামে এক টীকা আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক পুঁথিতে এই টীকাটি কৃষ্ণদেব সার্বভৌম-কৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। কাশী সারস্বতভবনের এক পুঁথিতেও (4th Book 915.42,3092) ইহা সার্বভৌম-কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অলঙ্কার-চন্দ্রিকা—গজপতি বীরশ্রী নারায়ণদেব-কর্তৃক বিরচিত। গ্রন্থকার ১৭০০ খৃঃ পারলাকিমেডির রাজা ছিলেন। ইঁহার অন্য রচনা—'সঙ্গীত-নারায়ণ'।

অষ্টকাললীলা—— শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের অন্বয়ী দক্ষসখী ১৮৩৬ সম্বতে ব্রজভাষায় (দোহা, চৌপাই প্রভৃতি ছন্দে) রচনা করেন। প্রকৃত নাম অজ্ঞাত, দক্ষসখী কিন্তু উপনাম। প্রথমতঃ শ্রীরাধারমণের মঙ্গলারতি। ইঁহার অন্য গ্রন্থ—'বনবিহার-লীলা'।

অষ্টরস, অষ্টরস-নিরূপণ—রাম-গোপালদাস-কৃত ক্ষুদ্র অলঙ্কার-নিবন্ধ।

অষ্টরস ব্যাখ্যা—রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস 'অষ্টরস'-অবলম্বনে 'অষ্টরস-ব্যাখ্যা' লিখেন। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৯৮২)।

অষ্টোত্তর - শতনাম - স্তোত্রম্—শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য-রচিত ১০৮টি নামে গ্রথিত স্তোত্র-কাব্য বিশেষ। (১) শ্রীচৈতন্যাষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্র [সর্বাপরাধ-ভঞ্জন]। (২) শ্রীমন্-নিত্যানন্দাষ্টোত্তর-শতনাম, (৩) শ্রীঅদ্বৈতাষ্টোত্তর-শতনাম এবং (৪) শ্রীগদাধরপণ্ডিতাষ্টোত্তরশতনাম।

আ

আচার্যপ্রভুর শাখা-নির্ণয়—জনৈক নরহরি-রচিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮)।

আদিবাণী—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরামরায়জির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রভু-চন্দ্র গোপাল-প্রণীত (ব্রজভাষায়) ৫০০ পদাবলী। ইহাতে সেবাসুধা, সিদ্ধান্তসুধা, লীলাসুধা, উৎসবসুধা, মহারাসসুধা, প্রেমসুধা, ভক্তিসুধা ও সহজসুধা নামে আটটি প্রকরণ আছে। পদগুলি সব পাওয়া যায় না।

আদেশামৃত-স্তোত্রম্—শ্রীকলানিধি চট্টরাজ-কৃত দশশ্লোকাত্মক স্তব। ইহাতে শ্রীআচার্যপ্রভুর প্রতি শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশাদি বর্ণিত হইয়াছে। কর্ণানন্দে (১০৮—১১৬ পৃষ্ঠায়) অনুবাদ আছে।

আনন্দচন্দ্রিকা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত উজ্জ্বলনীলমণি-টীকা। মঙ্গলা-চরণ—শ্রীরাধাকর্ত্তৃক কটাক্ষরূপ বিদ্যুদঞ্চলদ্বারা বীজিত হইয়াও যিনি মুহুর্মুহু স্বেদাপ্লুত হইতেছেন, স্বীয় কান্তিরূপ নগরাভ্যন্তরে বাসিত হইয়াও যিনি মুহুর্মুহু ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন এবং স্মিতামৃত পরিকৃষ্ট-রূপে পান করাইলেও যিনি মুহুর্মুহু তৃষ্ণার্ত্তই হইতেছেন—সেই শ্রীহরি আমাদের প্রমোদ বিধান করুন।

তৎপরে তিনি সিন্ধুকোটি-গম্ভীরা-শয় শ্রীজীব-পাদের চরণে অনবরত প্রণাম করিয়া 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' এই কারিকার সংশয়-নাশনত্ব বিচারে এবং পরকীয়া-লক্ষণে (৭০ পৃঃ) মহাভাব-লক্ষণে (৭৭২ পৃঃ) স্বজন ও আর্যপথ-ত্যাগকে যে বাস্তব বলিয়া শ্রীজীব প্রশংসা করিয়াছেন—তাহাতেই আনন্দ লাভ করত গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অবসানে দুর্গমত্ব থাকিলেও উজ্জ্বলতাবশতঃ পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। উপসংহারেও আবার এতাদৃশ বাক্য বলিয়া শ্রীজীবের চরণে অপরাধ ক্ষমাপণপূর্বক ১৬১৮ শকাব্দায় এটীকা সমাপন করেন।

২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক-মালার টীকা—উৎসবানন্দ-কৃত।

আনন্দলতিকা—শ্রীলোচনদাস ঠাকুর কৃত (পাটবাড়ী পুঁথি বি ৯, ১০)।

আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ—(শ্রী) চৈতন্য-কৃষ্ণকরুণোদিত-বাগবিভূতিঃ (২২। ৬৩) শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামিচরণ ২২ স্তবকে এই মহাগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে নন্দোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া রাসলীলা পর্যন্ত এবং অধিকন্তু হোরিকা ও ঝুলনাদি সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম স্তবকে শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণনা, দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত জন্মাদি বাল্যলীলা এবং অষ্টম হইতে শেষ পর্যন্ত কৈশোর লীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দুই শ্লোকে তিনি কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলের বন্দনা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ও তদ্ভক্তবৃন্দের বন্দনা, পঞ্চম শ্লোকে স্বগুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের বন্দনা করিয়াছেন। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে বাণীর স্তব করত তদনন্তর কাব্যের দোষ-গুণাদি বর্ণনপ্রসঙ্গে সাধু অসাধুর কৃতিত্ব প্রখ্যাপনপূর্বক কাব্য-প্রকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভাগবতীয় দশমস্কন্ধসম্বন্ধি কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইলেও ইহাতে কবির গুম্ফন-কৌশলে অপূর্ব রমণীয়তা ও আনন্দোন্মাদনাদি সৎকাব্যা-মোদিদেরও সমাস্বাদ্য। ইহার প্রথম স্তবকে—কবিকর্ণপূর শ্রীবৃন্দা-বনের অতিমর্ত্ত্য শোভাসমৃদ্ধি, বর্ষাহর্ষাদি ছয় বিভাগ, যমুনা, লতা-মন্দিরমণ্ডল, গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর, শ্রীনন্দযশোদা, শ্রীকৃষ্ণবয়স্যগণ, গোপী-গণ, শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ;

তৈলিক, তাম্বূলিকাদিরও যথাযথ বিবৃতি এবং বৃহদ্বনে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-প্রকটন প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তবকে—শুভক্ষণে শ্রীদেবকী ও শ্রীযশোদার নিকটে মথুরায় ও বৃহদ্বনে বাসুদেব ও গোবিন্দ-স্বরূপে আবির্ভাব, কংসভয়ে বসুদেব-কর্ত্তৃক আনীত শ্রীগোবিন্দে বাসুদেবের মিলন, সূতিকাগারের শোভাদি ও নন্দোৎসব। তৃতীয় স্তবকে—পূতনাবধ, মা যশোদার অবস্থা ও নিদারুণ ক্রন্দন এবং মথুরা হইতে নন্দবাবার আগমনাদির বর্ণনা। চতুর্থে—শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্ত-নিধনাদি। পঞ্চমে—জৃম্ভণ, রিঙ্গণ, নামকরণ, মাখনচৌর্য, মৃত্তিকা-ভোজন ও বিশ্বরূপ-দর্শনাদি। ষষ্ঠে—ভাণ্ড-ভঞ্জন, দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন-মোচন, ফলক্রয় ও বৃন্দাবনে গমনাদি। সপ্তমে—বৎস, অঘ ও বকাসুরের বধ, পুলিন-ভোজন, বৎস-বালকচোর ব্রহ্মার মোহ ও স্তবাদি। অষ্টমে—শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলার যুগপৎ আবির্ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের গুরুগণ ও প্রেয়সী-গণকর্ত্তৃক ঐ দুই লীলার আস্বাদন-প্রকার, ব্রজবালাদের পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম-যাত্রোৎসব, কন্দুকক্রীড়া ও ধেনুকবধাদি। নবমে—কালিয়-দমনাদি। দশমে—শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-গ্রথিত পুষ্পমাল্য-প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধাহস্ত-পাচিত অন্ন-ভোজনাদি। একাদশে—প্রলম্ববধ, দাবাগ্নিমোচন, সায়াহ্নকালে অভি-সার, সুখবিলাস, পরস্পর বাকোবাক্য এবং শ্রীরাধারতিশরণে বেণুগীতাদি-প্রকটন। দ্বাদশে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-লাভের উদ্দেশ্যে কুমারীগণকৃত কাত্যায়নীর আরাধনা ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহাদের বসন-চৌর্যাদি। ত্রয়োদশে—যজ্ঞপত্নীদের অন্নভিক্ষা, তাঁহাদের প্রতি প্রসাদ-বিস্তার এবং সায়ংকালে ব্রজে প্রবেশপূর্ব্বক গোপীগণের আনন্দ-বিধানাদি। চতুর্দ্দশে—কুসুমাসব সখার দৈবজ্ঞরূপে বৃন্দা-গোপীসভায় গমন ও তরুণী গোপী-দের স্বস্বপতির প্রতি আসক্ত্যভাব-নিরাকরণচ্ছলে ত্রিসন্ধ্যা কুঞ্জসমূহে কালকুমার-পূজনার্থে প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বসন্তোৎসবলীলাদি। পঞ্চদশে—ইন্দ্রযজ্ঞ-নিবারণ, গিরিরাজ-পূজা-প্রবর্ত্তন, গোবর্দ্ধন-ধারণ, সিদ্ধগণকৃত স্তব ও অভিষেকাদি। ষোড়শে—বরুণচর-কর্ত্তৃক নন্দমহারাজের বরুণ-লোকে নয়ন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পুনরায় ব্রজে আনয়ন এবং ব্রজবাসিদের ব্রহ্মলোকদর্শন। সপ্তদশে—চন্দ্রোদয়, বেণুনিনাদ, গোপীদের অভিসার, অপেক্ষা-উপেক্ষাময় বাক্য-ভঙ্গী, উপেক্ষাময় অর্থ-স্বীকারে তাঁহাদের বিরহ-বিধুরতা ও বিষাদোক্তি, কান্ত-প্রসাদন, বিহার ও শ্রীরাধাসহ তিরোধানাদি। অষ্টাদশে—গোপীদের দারুণ বিরহার্ত্তনাদ, বৃক্ষ বল্লরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা-জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণলীলানুকৃতি, পাদাঙ্কানুসরণ, প্রিয়বিরহিতা শ্রীরাধার তীব্রতম বিরহব্যথা ও নিখিল গোপী-মণ্ডলীর বিলাপাদি। উনবিংশে—গোপীগণের বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণদর্শন, নানাভাব প্রকটন, সংপ্রশ্ন ও উত্তর-কৌতুকাদি। বিংশে—হল্লীশকনৃত্য, হস্তকাভিনয়, চঞ্চৎপুটাদিতাল, মালব মল্লারাদি রাগ, মৃদঙ্গাদিবাদ্য, ষড়্জাদি স্বরোদ্ঘাটন, নৃত্য ও বিশ্রাম, সহভোজন, পুনর্নৃত্যোৎসব, রতি-বিলাস, জলকেলি, মধুপান এবং শয়নাদি। একবিংশে—বাসন্তিক হোলিলীলা, গীতবাদ্যাদি বিবিধ বিলাস, বংশীচৌর্য, শঙ্খচূড়বধাদি। দ্বাবিংশে—হিন্দোলন-লীলাস্বাদ ও উপসংহার।

ইঁহার কাব্যে ধ্বনির ধ্বন্যন্ত-রোদ্গারে মহাচমৎকারিত্ব সমর্পণ করায় ইঁহার গ্রন্থ সুরসিক, সুভাবুক ও সুকবিগণেরই সমাস্বাদ্য। ইনি মাধুর্য্যলীলার পরিবেষণে সিদ্ধহস্ত এবং সাধকের হিতের দিকে সর্ব্বথা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অতিমর্ত্ত্য লীলামালাকেও নরলীলাবৎ প্রতিপন্ন করাইয়াছেন। কুত্রাপি ঐশ্বর্য্যভাব-দ্যোতক শব্দ ব্যবহার করিলেও তদন্তরে নিগূঢ় কোনও ভাবের ব্যঞ্জনাই বুঝাইয়া থাকে। শ্রীগোপালচম্পূর ন্যায় ইহাতে কঠিন শব্দবিন্যাস নাই এবং অর্থগ্রহণেও তত কষ্ট হয় না। অধিকন্তু শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত 'সুখ-বর্ত্তনী' টীকার সাহায্যে অতিসহজেই ইহার তাৎপর্য বিনির্ণয় হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়—এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

আমোদ কাব্য—(অনূপনারায়ণ-কৃত) পঞ্চদশ-সর্গাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-লীল'-

বিষয়ক কাব্য। বন্দনাশ্লোক—

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো রূপস্বরূপাদয়ো, জাতা যৎকৃপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থা যতঃ। শ্রীচৈতন্যহরের্দয়াময়তনোস্তস্তোপহারো গুরোঃ, গ্রন্থঃ স্যান্মিহিরস্ত দীপবদাসাবামোদনামা লঘুঃ॥

প্রথম সর্গের শেষে ইনি স্বপরিচয় দিয়াছেন—

শ্রীলা কৃষ্ণকথামৃতং করুণয়া লক্ষ্ম্যগ্র-নারায়ণাপত্যং পায়য়তিস্ম চম্পকলতা যাহনৃপনারায়ণম্। গ্রন্থে তৎকরুণাকণেন জনিতে ধীমন্মনোমন্দরং, সর্গোহয়ং প্রথমো হরিপ্রণয়িতা দুগ্ধাব্ধিমগ্নং ক্রিয়াৎ॥ (এসিয়াটিক্ সোসাটির পুঁথি নং ৫১৯৮)

আম্নায়সূত্র—শ্রীকেদার নাথ ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-রচিত। লঘুভাষ্যসহিত বঙ্গানুবাদযুক্ত গ্রন্থ। ইহাতে ১৩০টি সূত্র আছে। সর্বত্র বেদ ও উপনিষৎ প্রভৃতি হইতে প্রমাণাবলি সংগৃহীত হইয়াছে। সম্বন্ধনিরূপণপ্রসঙ্গে—শক্তিমান্, শক্তি, ধাম,স্বরূপ, বহিরঙ্গা মায়া, জীবতত্ত্ব ও গতি; অভিধেয়--নিরূপণে—অভিধেয়-নির্ণয়, সাধন, সাধন-পরিপাক ও ভজনক্রম এবং প্রয়োজনতত্ত্বে—স্থায়িভাব, রস, রসাস্বাদন-প্রক্রিয়াদি বিবৃত হইয়াছে।

আর্যাশতক—শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরগোস্বামি-বিরচিত এই গ্রন্থে মাত্রাবৃত্তে গ্রথিত ১১৯ শ্লোক (প্রথম দশটি বাদ দিয়া) পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ স্তুতিকাব্যের অন্তর্গত করাও চলে। বর্ণয়িতব্য বিষয়—শ্রীশ্যামসুন্দরের ধীরললিত নায়কোচিত গুণরাজির পরিবেশন। প্রথমতঃ নমস্কার ও বস্তুনির্দেশরূপে 'শ্রবসোঃ কুবলয়ম্' ইত্যাদি শ্লোক, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সর্বৈশ্বর্যমাধুর্যবত্তার বিনির্দেশপূর্বক সর্বনায়ক-শিরোমণিত্ব প্রতিপাদনক্রমে ধীরললিতনায়কোচিত গুণ, স্বভাব ও ব্যবহারাদির সূচনা, রূপ-মাধুরী ও প্রত্যঙ্গবর্ণনা, পৃথক্ পৃথক্ দিবসের বিবিধ কালের লীলাবিনোদ, নিশান্ত (প্রাতঃ) লীলার দৃশ্য, মধ্যাহ্নকালে জলকেলি ও শয়ন, অপরাহ্নলীলা,নৈশ বিহার ও ষড়্ঋতুর সেবাদি সুবর্ণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় একখানিমাত্র আদর্শ পুস্তকের সাহায্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বহুস্থলে আর্যাবৃত্তের নিয়মগুলির ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।

আশ্চর্যরাসপ্রবন্ধঃ——শ্রীগৌরোদ্গান-সরস্বতী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীই এই গ্রন্থের নির্মাতা বলিয়া আমার বিশ্বাস। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা অবলম্বন করত এই গ্রন্থ রচিত হইলেও ইহাতে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ও অদ্ভুতত্ব আছে বলিয়াই ইহার নাম—আশ্চর্যরাসপ্রবন্ধঃ। শ্রীপাদ প্রথমতঃ (৩—২৪) শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা দিয়াছেন, ইহা প্রায়শঃই শতকের অনুযায়ী। (২৫—৩৩) শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসী স্বরূপের বর্ণনা, (৩৪) কদম্বতরু-তলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে রাধানামে মোহন বাঁশী বাজাইলে (৩৫—৪৮) গোপীগণের বিপর্যস্ত বেশে অভিসার; (৫০—৫৭) শ্যামানুরাগে শ্রীরাধার ভাববিকৃতি; (৫৯) মুরলীনিনাদশ্রবণে অভিসারোন্মত্তা হইলে সখীগণের নিবারণ, (৬০—৬১) শ্রীরাধার অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বেদনা, (৬২—৬৯) গোপীগণের রসলালসাদর্শনে (৭০—৭১) শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক স্ববিরহ-বিধুরতাখ্যাপন, (৭২) শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য গোপীগণের পরামর্শে দূতীপ্রেরণ; (৭৩—৯২) দূতীমুখে শ্রীকৃষ্ণের রাধাতন্ময়তা, রাধানিষ্ঠা ও গোপীজনলাম্পট্য ইত্যাদির বর্ণনা, (৯৩—৯৬) স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদর্শন ও রসময়-বাক্যালাপ-শ্রবণ, (৯৭—৯৯) রাধানামজপী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধামিলনোদ্দেশে বেণুধ্বনি, (১০০—১০৩) শ্রীরাধা-বিরহী শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ, গোপীগণকে উপেক্ষা, (১০৪—১০৯) শ্রীকৃষ্ণ-বিলাপে বৃন্দাবনীয় স্থাবর-জঙ্গমের রোদনাদি, (১১১—১২০) ললিতা-কর্তৃক শ্রীরাধার অভিসারে বাধা, (১২২—১২৪) দূতীমুখে শ্রীরাধার নিরোধবার্তা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোপীবেশে অভিসার, (১২৫—১৩৭) তাঁহার মুখে শ্রীরাধার প্রশংসা ও শ্রীহরির নির্দোষত্ব-খ্যাপন, (১৩৮—১৪৮) রাধামিলনের জন্য শ্রীহরির তীব্রতর উৎকণ্ঠা-প্রতিপাদন, (১৫১—১৫৫) শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাদৃশ্য-দর্শনে ইঁহার প্রতি শ্রীরাধার পরম প্রীতি ও আলিঙ্গনদান, (১৫৬—১৫৯) এই পরিরম্ভণে পরিচয় পাইয়া শ্রীরাধার কুঞ্জগৃহে প্রবেশ ও অঙ্গসঙ্গদান, (১৬২—১৬৭) যুগলকিশোরের রাসোপযোগী পুনর্বেশধারণ, (১৬৮—১৭২) নিখিলকলাবিৎ

সখীগণসহ বৃন্দাবনে প্রবেশ, (১৭৩—১৮২) সখীগণের সেবাদি, (১৮৩—১৯০) বহুমূর্ত্তিপ্রকটনে নিজকায়-ব্যূহরূপা সখীগণসহ রসোপভোগে শ্রীমতীর প্রেরণা (১৯১—২০২) ও বিবিধ রসাস্বাদন (২০৩—২০৪) সখীগণের অভিমান-প্রশমনের জন্য শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, (২০৫ ২১২) গোপীগণের সর্বত্র কৃষ্ণান্বেষণ ও জিজ্ঞাসা, (২১৩—২১৪) হরিপদাঙ্ক ও (২১৫) রাধা-পদচিহ্নের দর্শনে (২১৬—২২৪) তাঁহাদের বিলাসানুমান, (২২৫—২২৬) শ্রীরাধার সখীগণ-জন্য খেদ ও চলনে অসম্মতি, (২২৭) শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন (২২৮—২৩০) শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ও সখীসমাগম, (২৩২) শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও (২৩৩—২৩৬) গোপীদের ভাববিহ্বলতা, (২৩৭—২৬৮) ব্রজাঙ্গনাসহ রাসোৎসব, (২৬৯--২৭৬) শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগপৎ ও ক্রম-নৃত্য, গোপীদের গানবাদ্য প্রভৃতি রসময় ও কামময় উৎসব, (২৭৭—২৭৮) জলকেলি, (২৭৯) বাস-ভূষাদির পরিধান ও কুঞ্জমধ্যে শয়ন। এইরূপে—(২৮১)

পরমরসসমুদ্রোজ্জৃম্ভণস্যাতিকাষ্ঠা
পরমপুরুষলীলারূপশোভাতিকাষ্ঠা।
পরমবিলসদাঢ্যপ্রেমসৌভাগ্যভূমা
জয়তি পরপুমর্থোৎকর্ষসীমা স রাসঃ॥

(২৮২—২৮৩) শ্রীপাদ স্বকীয় স্ফূর্ত্তি-অনুসারে এই রাসপ্রবন্ধ প্রকট করিয়া (২৮৪) গ্রন্থফলও বলিয়াছেন—'যিনি এই রাস-প্রবন্ধ কৃষ্ণানুরাগ-ভরে গান করিবেন, তাঁহার পদতলে সকল পুরুষার্থ লুণ্ঠিত হইবে।'

এই গ্রন্থরচনা-কৌশল-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ একটি শ্লোকে বক্তব্য বিষয়টি বীজাকারে বর্ণনা করিয়া শ্রীপাদ তৎপরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে তাহারই সবিস্তারে বিবৃতি দিয়াছেন। বীজশ্লোকগুলি বিবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বিবৃতি-রূপে শ্লোকমালা সর্বত্রই পজ্‌ঝটিকা ছন্দে রচিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীসরস্বতীপাদ প্রেমোন্মত্ত হইয়া ধারাবাহিক লীলা বর্ণনা করিতে পারেন নাই, এই গ্রন্থে কিন্তু সম্পূর্ণ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শ্রীপাদের ভাষায় পুষ্পিত বৃন্দাবনের দৃশ্য--

কুসুমিত-পল্লবিত-দ্রুমবল্লি স্ফুটিত-কদম্বক-কিংশুক-মল্লি। স্মের-কুমুদ-করবীর-বিরাজি প্রহসিত-কেতক-চম্পকরাজি॥ ১০॥ বিকসিত-কুটজ কুন্দ-মন্দারং সুফলিত-পনস-পূগ-সহকারং। হরিচরণপ্রিয়-তুলসী-বিপিনৈঃ শোভমানমুরুপরিমল-মল্পনৈঃ॥ ১১॥ বিলসজ্জাতীযূথিকস্তুলং বিকচস্থলপঙ্কজ-বক-বঞ্জুলং। সন্তত-সন্তানক-সন্তানং বর-হরিচন্দন-চন্দনবিপিনং॥ ১২॥ পারিজাতবন-পরমামোদং রাধাকৃষ্ণজনিতবহু-মোদং। কুরুবক-মরুবক-মাধবিকাভি র্দমনক-দাড়িম-মালতিকাভিঃ॥ ১৩॥ শেফালিকয়া নবমালিকয়া শোভিত-মপি বহুবিধ ঝিন্টিকয়া। ললিত-লবঙ্গবনৈরতিমধুরং নবপুন্নাগ-নাগরুচি রুচিরম্॥ ১৪॥ স্তবকিত-নবকাশোক-বনালি স্মেরশিরীষ-পরিস্ফুটপাটলি। বন্ধুরমভিনব-বন্ধূকবিপিনৈঃ শোভিত-মভিতস্তিলকাম্লানৈঃ॥ ১৫॥

ঈ, ঊ

ঈশান-সংহিতা—গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারদ প্রথমতঃ বৈষ্ণবের মহামহিমা কীর্ত্তন করত মহাদেবের পঞ্চ বক্ত্র ব্যতীতও গুপ্ত ষষ্ঠ বদনের প্রসঙ্গে বলিলেন যে গুপ্ত বদনে মহাদেব সূর্য, চন্দ্র, হনুমান্, গৌরাঙ্গ, অপরাজিতা, প্রত্যঙ্গিরা, বিষহরা এবং অন্যান্য চতুর্বর্গপ্রদা দেবতাগণের সসাধন (বিশেষতঃ কলিকালোপ-যোগী) মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তৎপরে আবার পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে হত্যাদোষ-কথন-প্রস্তাবে বৈষ্ণব পক্ষে হত্যা-ত্যাগই সর্বথা বিধি বলিয়া মহাদেব বলিলেন। পুনরায় গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে পৃষ্ট হইয়া শিব পার্বতীকে বলিলেন—

'এক এব হি গৌরাঙ্গঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদঃ। যো বৈ কৃষ্ণঃ স গৌরাঙ্গস্তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে॥ তথাপি ভক্তিশাস্ত্রেষু গৌরঃ পূর্ণ-তয়াধিকঃ। শিক্ষার্থং সাধকানাঞ্চ

স্বয়ং সাধকরূপধৃক্ ॥ শিক্ষাগুরুঃ শচীপুত্রঃ পূর্ণব্রহ্ম ন সংশয়ঃ। কলৌ তৎসাধকা যে তু তে দেবা ন তু মানুষাঃ' ॥

পুনরায় পার্বতীকর্তৃক গৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে পৃষ্ট হইয়া শিব বলিতেছেন—(১) প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য ঙেন্তং গৌরং সমুদ্ধরেৎ। হৃদন্তো মনুবর্যোঽয়ং গৌরাঙ্গস্য ষড়ক্ষরঃ ॥ (২) মায়াদ্যোঽহয়ং মহামন্ত্রো বাঞ্ছাধিকফলপ্রদঃ। (৩) মায়াদিকস্তদন্তশ্চেন্ মন্ত্রোঽহয়ং সুরপাদপঃ ॥ (৪) আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য গৌরচন্দ্রং ততো বদেৎ। তৈর্যুতৈশ্চৈব দেবেশি ! ততো মায়াং সমুচ্চরেৎ ॥ এষ সপ্তাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্বাভীষ্ট-প্রদায়কঃ ॥ (৫) মায়াশ্রিয়ৌ গৌরচন্দ্রং ঙেন্তমুচ্চার্য তৎপরম্। হৃন্মন্ত্রো দেবদেবেশি ! মন্ত্রস্তস্য নবাক্ষরঃ ॥

তৎপরে গৌরমন্ত্রে পুরশ্চর্যাবিধি, ধ্যান, স্তোত্র, কবচাদির বিধানাদি বর্ণনা হইয়াছে।

ইতি শ্রীনারদ-গৌতমসম্বাদে কুলার্ণবীয়-গুপ্তাম্নায়ে ঈশানসংহিতা সমাপ্তা ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে ১৬১০ খৃঃ নীলকণ্ঠ ভট্টের 'সময়ময়ূখে'ও এই ঈশানসংহিতার প্রমাণ-উদ্ধার আছে।

ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য—শ্রীমদ্ গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঈশাদি দশোপনিষদের ভাষ্য করিয়া স্বসম্প্রদায়কে পুষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ঈশোপনিষদ্ ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য অদৃশ্য হইয়াছেন। এই উপনিষৎটি শুক্লযজুর্বেদীয় 'বাজসনেয়' সংহিতার শিরোভাগ—ইহার আঠারটি মন্ত্র। ভাষ্যপ্রারম্ভ—বেদাস্তথা স্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কারণমামনন্তি। তং শ্যামসুন্দরম-বিক্রিয়মাত্মমূর্তিং, সর্বেশ্বরং প্রণতি-মাত্রবশং ভজামঃ।

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা—শ্রীপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রণীত উজ্জ্বলনীলমণির পদ্যানুবাদ। ১৭০৭ শাকে শ্রীশচীনন্দন বিদ্যানিধি রচনা করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি দর্শন-সম্মত পদ্ধতি দ্বারা সুপরিপুষ্ট গ্রন্থ—'লোচনরোচনী' ও 'আনন্দচন্দ্রিকা' নামে যে দুইটি টীকা আছে, তাহার সহিত সমন্বয় করিয়া এই 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' প্রণীত হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সূত্র শ্লোকগুলির পয়ার ছন্দে এবং সূত্র-পরিপোষক উদ্ধৃত শ্লোকাবলিকে প্রায় সর্বত্রই ত্রিপদী, ক্বচিৎ বা তোটকছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে মূল বা উদাহরণের কোনও অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যে দুই এক স্থলে অনুবাদ নাই, তাহার প্রয়োজনীয়তাও কমই বুঝিতে হইবে। কোথাও স্বরচিত পদে, কোথায়ও বা শ্রীগোবিন্দ দাস প্রভৃতি মহাজনের পদ উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ-নিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক উদ্দীপনের পদ—

যাকর পদদ্যুতি দরশনে নিগরব কোটি কোটি মনমথ ভেল। কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরলি ত্রিভুবন মন হরি নেল॥ অভিনব জলধর সুন্দর আকৃতি করতহি পরম বিহার। ত্রিজগত যুবতীক ভাগিবর সাধন মূরতি সিদ্ধি অবতার॥ সো অব নন্দকি নন্দন নাগর তোহে করু আনন্দ ভোর। শ্রীশচীনন্দন ও নব মাধুরী বরণি না পাওল ওর ॥ (৩ পৃঃ)

কিঙ্কিদ্দূরপ্রবাসের পদটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত—

সুরভীকুল-পথি বিনিহিত-নয়না। তব নিজ-নাম-বশীকৃত-রসনা ॥ মাধব ! তব বিরহে বিধুবদনা। রাধা খিদ্যতি মনসিজ-কদনা ॥ মুরলী-নিনাদ শ্রুতিপটুবিষয়া। তব মুখ-কমলে বিনিহিত-হৃদয়া ॥ শ্রীল-শচীনন্দন-কবি-গদিতং। হরিমিহ জনয়তু বহুতর-মুদিতম্ ॥ (১৮২ পৃঃ)

উজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীপাদ শ্রীরূপ-বিরচিত অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুররসের বিজ্ঞানশাস্ত্র। এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসামৃতেরই উত্তরাংশ, গোপীভজনের বিশালভাবে পরিপূর্ণ। প্রেমরসময় শ্রীগোবিন্দের ভজন করিতে হইলে গোপী-আনুগত্যে আদর, সোহাগ ও মাধুর্যাদি লইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হয়। গোপী-দের প্রেমানুরাগ বা প্রেমমাধুরী ইহলোকে সুদুর্লভ হইলেও, তাঁহাদের প্রীতির কথা ভাষায় প্রস্ফুটিত না হইলেও, পূজ্যপাদ শ্রীরূপচরণ ইহাতে সেই অত্যুজ্জ্বল ব্রজরসের যে আভাসচ্ছায়া প্রকাশ করিয়াছেন—আমরা তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়াও চরিতার্থ হইতে পারি। করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মাদৃশ নারকীয় জীবের জন্য শ্রীরূপপাদের লেখনী-ফলকে যে অতুলনীয় অমূল্য সুধাভাণ্ডার নিহিত করিয়াছেন—আমরা সেই পীযূষসমুদ্রের কণামাত্র আস্বাদন করিতে পারিলেও ত্রিতাপ-জ্বালার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে

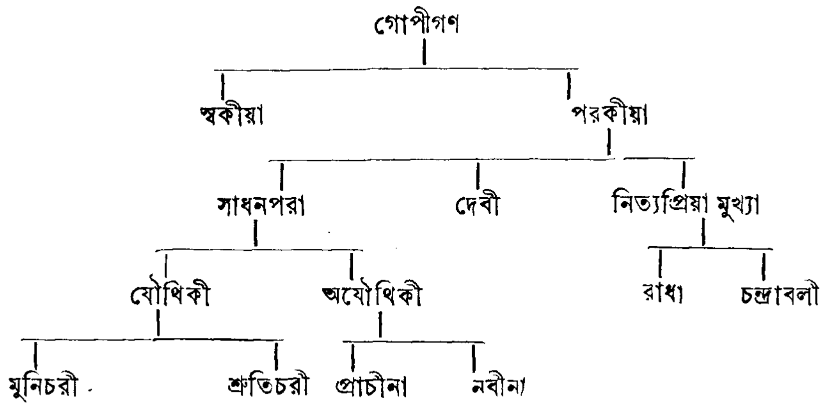
পারি। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য গোপীগণের হৃদয়ের ভীষণ বেগ, প্রগাঢ় প্রবল আকর্ষণ এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে অতিসুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় তাঁহাদের হৃদয়ে অনুরাগ-স্রোত কি প্রকারে শত শত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া উচ্ছ্বলিত হয়—এই গ্রন্থে তাহারই সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বিশদভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের ভাবহাবহেলাদি, বিলাস-বিচ্ছিত্তি-কিলকিঞ্চিতাদি, উদ্ভাস্বর-আলাপ-বিলাপাদি, স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাদি, নির্বেদ-বিষাদ-দৈন্যাদি, ভাবসন্ধি-ভাবশাবল্যাদি, নিমেষাসহিষ্ণুতা, আসন্নজনতাহৃদ্‌বিলোড়ন-কল্পক্ষণত্বাদি, অধিরূঢ়—মাদন—মোদন--মোহনাদি, দিব্যোন্মাদ-উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি, বিপ্রলম্ভ---পূর্বরাগ—লালসা—উদ্বেগাদি, প্রেমবৈচিত্ত্য-মান-সম্ভোগ-রাসপ্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচিত ও পরিবেষিত হইয়াছে। উন্নতোজ্জ্বলরসগর্ভা প্রেমভক্তির এমন সমুজ্জ্বল ও সুমধুর উপদেশ জগতের আর কোন গ্রন্থে কখনও দেখা যায় না। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরস-শাস্ত্রের বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থ-বিশ্লেষণ

(১) নায়কভেদ-প্রকরণে—নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতার বা নারায়ণ এই উজ্জ্বলরসের নায়ক হইতে পারেন না। প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার—(১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীর-ললিত, (৩) ধীরোদ্ধত ও (৩) ধীরশান্ত। ইঁহারা প্রতেকেই পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণভেদে বার প্রকার। ইঁহারাও আবার পতি ও উপপতিভেদে চব্বিশ প্রকার, ইহারাও পুনঃ অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে ছিয়ানব্বই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণে এই ৯৬ প্রকার নায়কগুণ ব্রজলীলায় বিরাজমান।

(২) সহায়ভেদ-প্রকরণে—নায়ক-সহায় পাঁচ প্রকার—(১) চেট, (২) বিট, (৩) বিদূষক, (৪) পীঠমর্দ ও (৫) প্রিয়নর্ম সখা। দূতী দুই প্রকার—স্বয়ং (বংশী), ও আপ্তদূতী (বীরাবৃন্দাদি)।

(৩) শ্রীহরিপ্রিয়া-প্রকরণে—প্রথমতঃ নায়িকার দ্বিবিধ ভেদ—(১) স্বকীয়া ও (২) পরকীয়া ; কাত্যায়নীব্রতপরা যে সকল গোপকন্যার সহিত গান্ধর্বরীতিতে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাই স্বকীয়া। তদ্‌ব্যতীত ধন্যাদি গোপকন্যাগণই পরকীয়া। এই অনূঢ়া কন্যারা পিতৃপালিতা হইলেও শ্রীহরির বল্লভাই। পরোঢ়া গোপীগণ ত্রিবিধ—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। সাধনপরাও আবার দুই প্রকার—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীগণ মুনিচরী ও শ্রুতিচরী-হিসাবে দ্বিবিধ। নিত্যপ্রিয়াগণ—রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি।



(৪) শ্রীরাধা-প্রকরণে—চন্দ্রাবলী হইতেও শ্রীরাধার সর্বথা সর্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যেহেতু শ্রীরাধা সর্বশক্তিবরীয়সী ও হ্লাদিনীসার-মহাভাবরূপা। তিনি সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা, ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা এবং দ্বাদশাভরণাশ্রিতা। শ্রীরাধার প্রধান প্রধান ২৫টি গুণ—মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গী, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। ইঁহার সখীগণ পঞ্চবিধ—(১) সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠাদি, (২) নিত্যসখী—কস্তূরী ও মণিমঞ্জরী প্রভৃতি; (৩) প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকাদি; (৪) প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা ও মদনালসা প্রভৃতি এবং (৫) পরমপ্রেষ্ঠসখী—ললিতা বিশাখাদি অষ্ট।

(৫) নায়িকাভেদ-প্রকরণে—প্রাকৃত পরোঢ়া রমণীর হেয়ত্ব, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী গোপীগণের পরোঢ়াত্ব শ্রেষ্ঠ। দ্বিভুজ মুরলীধারী ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্যত্র গোপীদের প্রেমসঙ্কোচ হয়। স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণীভেদে তিন প্রকার নায়িকা রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও সাধারণী নায়িকার বহুনায়কনিষ্ঠত্বহেতু রসাভাস-প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু কুব্জা সাধারণী হইলেও অন্য নায়কে তাঁহার প্রীতি সঞ্চারিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে পরকীয়া-মধ্যেই গণনা করা হয়। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকাগণ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভাভেদে ত্রিবিধ। মধ্যা ও প্রগল্ভা আবার ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা হইয়া প্রত্যেকের তিন প্রভেদ হয়। মুগ্ধার কোনও ভেদ নাই। স্বীয়া ও পরকীয়াভেদে ইঁহারা মোট ১৪ প্রকার এবং কন্যা একপ্রকার মিলিয়া ১৫ ভেদ হইল। এই ১৫ প্রকার নায়িকা আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেকেই আট প্রকার বিভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্তৃকা ও (৮) স্বাধীনভর্তৃকা; সুতরাং নায়িকাগণ ১২০ প্রকার হইলেন, ইঁহারাই আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমের তারতম্যবশতঃ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬০ প্রকার হইতেছেন। এক শ্রীরাধাতেই এই ৩৬০ প্রকার নায়িকাগুণ সমাহৃত হইতে পারে।

(৬) যূথেশ্বরীভেদ-প্রকরণে—যূথেশ্বরীগণের বিভাগ - বিচার হইয়াছে। প্রথমতঃ সৌভাগ্যাদির আধিক্যে ইঁহাদের অধিকা, সাম্যে সমা এবং লাঘবে লঘুভেদ হইয়া থাকে। আবার ইঁহারা প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীহিসাবে প্রত্যেকে ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। অধিকা ও লঘু আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী ভেদে দুই প্রকার। সর্বসমেত বারভেদ—(১) আত্যন্তিকাধিকা (শ্রীরাধা) (২) আত্যন্তিকী লঘু, (৩) সমলঘু, (৪) অধিকমধ্যা, (৫) সমমধ্যা, (৬) লঘুমধ্যা, (৭) অধিকপ্রখরা, (৮) সমপ্রখরা, (৯) লঘুপ্রখরা, (১০) অধিকমৃদ্বী (১১) সমমৃদ্বী ও (১২) লঘুমৃদ্বী।

(৭) দূতীভেদ-প্রকরণে—স্বয়ংদূতী এবং আপ্তদূতীভেদে দুই প্রকার। স্বয়ং দূতীর স্বাভিযোগ-প্রকাশ তিন প্রকারে প্রকটিত হয়—(১) বাচিক, (২) আঙ্গিক ও (৩) চাক্ষুষ। বাচিক—শব্দোত্থ ও অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য-হিসাবে দ্বিবিধ—ইহারাও আবার কৃষ্ণ-বিষয়ক ও পুরস্থ-বিষয়ক হিসাবে দ্বিপ্রকার। কৃষ্ণবিষয়ক হইলে সাক্ষাৎ (গর্ব, আক্ষেপ, যাচ্ঞাদি) ও ব্যপদেশ-ভেদে আবার তাহার দুই ভেদ স্বীকার্য। আঙ্গিক—অঙ্গুলিস্ফোটন, ছলে বা সম্ভ্রমে অঙ্গাবরণ, চরণে ভূমিলেখন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলকক্রিয়া, বেশক্রিয়া, ভ্রূধুনন, সখীকে আলিঙ্গন বা তাড়ন, অধরদংশন, হারাদি-গ্রন্থন, ভূষণধ্বনি, বাহুমূল-প্রকটন, কৃষ্ণনামলেখন এবং বৃক্ষে লতার সংযোগ। চাক্ষুষ—নয়নের হাস্য, অর্দ্ধনিমীলন, প্রান্তঘূর্ণন, প্রান্তসঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বামনয়নে দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষ প্রভৃতি। আপ্তদূতী—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারিণীরূপে ত্রিবিধা।

(৮) সখী-প্রকরণে—প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্গুণ্যাদিবশতঃ এই সখীগণেও অধিকাদি-ভেদত্রয়ে পূর্ববৎ দ্বাদশ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে লঘুপ্রখরা বামা ও দক্ষিণা—এই দুই প্রভেদ প্রাপ্ত হইতেছে। ইঁহাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইঁহারা কখনও দূতীর কার্যও করেন। নিত্যনায়িকা (নায়িকাপ্রায়া), দ্বিসমা ও সখীপ্রায়া-হিসাবে ইঁহারা ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। দেশকালাদির বৈশিষ্ট্যে কখনও প্রাখর্যাদি স্বভাবেরও ব্যত্যয় হইতে পারে। সখীদের

গুণাবলি—শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার প্রেমাতিরেক-বর্ণনা ও শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা, পরস্পরের আসক্তিকারিতা, উভয়ের অভিসার, কৃষ্ণের হস্তে স্বসখীর সমর্পণ, নর্ম, আশ্বাসদান, নেপথ্য-রচনা, হৃদয়োদ্‌ঘাটনে পটুতা, দোষাবরণ, পত্যাদির বঞ্চনা, শিক্ষা, কালে সঙ্গমন, ব্যজনাদিসেবা, উভয়ের তিরস্কার, সন্দেশপ্রেরণ এবং নায়িকার প্রাণ-সংরক্ষণে প্রযত্নাদি। সখীদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সমস্নেহা ও কেহ কেহ অসমস্নেহা। সখীগণ সমস্নেহা হইলেও কিন্তু 'রাধার দাসী আমরা'—এই অভিমান সর্বথা থাকে।

(৯) হরিবল্লভা-প্রকরণে — গোপীদের চতুর্ভেদ—স্বপক্ষ, সুহৃৎ-পক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ। স্বপক্ষের বৈশিষ্ট্য পূর্বেই সূচিত হইয়াছে। 'সুহৃৎপক্ষ'--ইষ্টসাধক ও অনিষ্টবাধক। বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে 'তটস্থ' এবং পরস্পর বিদ্বেষী ইষ্টবাধক ও অনিষ্টসাধক হইলে 'বিপক্ষ' বলা হয়। প্রতিপক্ষ সখীদের বাক্য ও চেষ্টাদিতে ছদ্ম, ঈর্ষা, চাঞ্চল্য, অসূয়া, মাৎসর্য, অমর্ষ ও গর্বাদি অভিব্যক্ত হয়। যূথেশ্বরীগণ কিন্তু গাম্ভীর্য-মর্যাদাদি গুণবশতঃ বিপক্ষকে সাক্ষাৎ-ভাবে ঈর্ষা করেন না এবং বিপক্ষ যূথেশ্বরীকে লঘুপ্রখরাগণও সাক্ষাতে ঈর্ষাদি প্রকটিত করিয়া বাক্যবিন্যাস করেন না। হরিপ্রিয় জনগণের এইরূপ দ্বেষাদি ভাব অনুচিত বলিয়া যাহারা বলে—তাহারা অ-পূর্বরসিক (অরসিক)। প্রিয়তমের তুষ্টি-বিধানের জন্যই উভয়পক্ষে এই বিজাতীয় ভাবটি শৃঙ্গার-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই জন্যই বিরহাবসরে বিপক্ষগণেও ইঁহাদের স্নেহই প্রকটিত হয়।

(১০) উদ্দীপনবিভাব-প্রকরণে —হরি ও হরিপ্রিয়াগণের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, তৎসম্বন্ধী ও তটস্থ প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হইয়াছে। গুণ তিন প্রকার,—মানসিক, বাচিক ও কায়িক। মানস গুণ—কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি, করুণাদি। বাচিক গুণ—কর্ণরসায়ন-তাদি এবং কায়িকগুণ—বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, অভিরূপতা, মাধুর্য ও মার্দবাদি। মধুর রসে বয়স চারি প্রকার—বয়ঃসন্ধি, নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ। ইহাদের বিশেষ সংজ্ঞা ও উদাহরণাদি মূল গ্রন্থেই দ্রষ্টব্য। তৎসম্বন্ধি বস্তু—বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণ-শিঞ্জিত, পদাঙ্ক, বিপঞ্চিকা-নিক্কাণ এবং নির্মাল্যাদি, বর্হা, গুঞ্জা, অদ্রিধাতু, লগুড়ী, ধেনুবৃন্দ, বেণু, শৃঙ্গ, গোধূলি, বৃন্দাবন প্রভৃতি; তদাশ্রিত—খগ, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, লতাদি, কর্ণিকার, কদম্ব, গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলী প্রভৃতি। তটস্থ—জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু, খগ প্রভৃতি।

(১১) অনুভাব-প্রকরণে— অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিকভেদে অনুভাব ত্রিবিধ। অলঙ্কার ২০টি। অঙ্গজ—ভাব, হাব ও হেলা। অযত্নজ—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য--এই সাত। স্বভাবজ—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই দশ। সংজ্ঞা, উদাহরণাদি আকরে দ্রষ্টব্য। উদ্ভাস্বর—নীবিস্রংসন, উত্তরীয়-স্রংসন, ধম্মিল্ল-স্রংসন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণ-ফুল্লতাদি। বাচিক—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশভেদে ১২টি।

(১২) সাত্ত্বিক-প্রকরণে—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়ভেদে অষ্ট সাত্ত্বিক। ইহারা আবার ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সূদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

(১৩) ব্যভিচারি-প্রকরণে—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশটি; মধুর রসে ঔগ্র্য ও আলস্যের অসদ্ভাব। এই রসে ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য এবং ভাবশান্তি—এই চারিটী দশা কথিত হয়।

(১৪) স্থায়িভাব-প্রকরণে—যথাযথ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ও ব্যভিচারী ভাবকদম্ব স্থায়িভাব রতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া অপ্রাকৃত 'রস' হয়। এই রসে মধুরা রতিই স্থায়িভাব। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতির উদয় হয়। এই কারণগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। মধুরা রতি—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে ত্রি-প্রকার। কুব্জাতে সাধারণী, পট্টমহিষীগণে সমঞ্জসা এবং গোপী-গণে সমর্থা রতি। নাতিগাঢ়, প্রায়শঃ

হরির দর্শন-জ এবং সম্ভোগেচ্ছামূলক হইলে রতি 'সাধারণী' আখ্যা লাভ করে। পত্নীত্বাভিমানক, গুণাদি-শ্রবণোত্থ এবং কদাচিৎ ভেদিত-সম্ভোগেচ্ছ সান্দ্র রতিকে 'সমঞ্জসা' বলে। অনির্বাচ্যবৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তা যে রতির সহিত সম্ভোগেচ্ছাটি সর্বথা তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি করে, তাহাই 'সমর্থা', ইহাতে কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যই অশেষবিশেষে বর্ত্তমান থাকে। বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপলের ন্যায় সমর্থা-রতিই উত্তরোত্তর গাঢ়তা (পরিপুষ্টি) লাভ করত প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবাদিতে পর্যবসিত হয়। প্রেমের তিন ভেদ—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। স্নেহের দুই বিভাগ—ঘৃতস্নেহ (চন্দ্রাবলীর) ও মধুস্নেহ (শ্রীরাধার)। মানেরও দুই ভেদ—উদাত্ত ও ললিত, উদাত্ত—দাক্ষিণ্যোদাত্ত ও বাম্যগন্ধোদাত্তভেদে দ্বিবিধ, কৌটিল্য ও নর্মভেদে ললিত-মানও দ্বিবিধ। প্রণয়ও মৈত্র এবং সখ্যভেদে দ্বিবিধ। নীলিমা ও রক্তিমাভেদে রাগ দ্বিবিধ, প্রথমটি নীলী ও শ্যামা এবং দ্বিতীয়টি কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাভেদে দুই প্রকার। অনুরাগের চারিটি লক্ষণ—পরস্পর-বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণিতে জন্মলাভের অত্যুৎকট বাসনা এবং বিপ্রলম্ভেও বিস্ফূর্ত্তি। ভাব—রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিপ্রকার ; রূঢ় ভাবের ছয়টি চিহ্ন—নিমিষের অসহিষ্ণুতা, আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, তৎসৌখ্যেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নতা, মোহাদ্যভাবেও সর্ববিস্মরণ এবং ক্ষণকল্পত্ব। অধিরূঢ় ভাবের মোদন ও মাদন দুই ভেদ। যাহাতে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার প্রেয়সীগণের বিক্ষোভ জন্মায়, তাহার নাম—মোদন। এই মোদন ভাব কেবল শ্রীরাধাযূথেই বর্ত্তমান। মোদনই বিরহকালে মাদন' (মোহন) হয় ; ইহার অনুভাব ছয়টি— (১) মহিষীগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত কৃষ্ণেরও মূর্চ্ছাকারিতা, (২) অসহ্য দুঃখস্বীকারেও প্রিয়তমের সুখকামিতা, (৩) ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকরতা, (৪) পশুপক্ষিরও রোদন, (৫) মৃত্যুস্বীকারে স্বভূতদ্বারাও তৎসঙ্গ-তৃষ্ণা এবং (৬) দিব্যোন্মাদ। দিব্যোন্মাদ—উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পভেদে প্রধানতঃ দুই প্রকার। চিত্রজল্পও দশ প্রকার—(১) প্রজল্প, (২) পরিজল্পিত, (৩) বিজল্প, (৪) উজ্জল্প, (৫) সংজল্প, (৬) অবজল্প, (৭) অভিজল্প, (৮) আজল্প, (৯) প্রতিজল্প এবং (১০) সুজল্প। সাধারণী রতির প্রেম পর্যন্তই সীমা, সমঞ্জসা অনুরাগ পর্যন্ত কিন্তু ব্রজদেবীদের মহাভাব-পর্যন্ত সীমা। মাদনাখ্য মহাভাব কেবলমাত্র শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট হয়।

(১৫) শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে—

উজ্জ্বল রস—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভও আবার পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস-ভেদে চারিপ্রকার। পূর্বরাগ বলিতে যুবক-যুবতীর সঙ্গমের পূর্বে দর্শন-শ্রবণাদিজা রতিই বাচ্য। দর্শন—সাক্ষাৎ, চিত্তে ও স্বপ্নে। শ্রবণ—বন্দী, দূতী ও সখীর মুখে এবং গীতে। প্রৌঢ় পূর্বরাগে দশ দশা, যথা—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। সমঞ্জস পূর্বরাগে—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু—এই দশ দশা। সাধারণ পূর্বরাগে—অভিলাষাদি বিলাপান্ত ছয় দশা। পূর্বরাগে কাম-লেখ ও মাল্যাদি-প্রেষণের ব্যবস্থা আছে ; কামলেখ—নিরক্ষর ও সাক্ষর দুই প্রকারই হয়। মান—সহেতুক ও নির্হেতুক-ভেদে দ্বিবিধ। প্রিয়তম-কৃত বিপক্ষাদির বৈশিষ্ট্যেই ঈর্ষা-বশতঃ প্রণয়মুখ্য সহেতুক মান হয়। এই বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারে অনুভূত হয়—(১) প্রিয়সখী বা শুকের মুখে শ্রবণে, (২) ভোগচিহ্নে, গোত্রস্খলনে ও স্বপ্নে অনুমানে এবং (৩) দর্শনে। নির্হেতুক মান অকারণে বা কারণাভাস হইতে সঞ্জাত হয়। নির্হেতুক মান স্বয়ংগ্রাহ (আলিঙ্গন) ও স্মিতপ্রভৃতিতে এবং সহেতুক মান—সাম, ভেদ, দান, নতি উপেক্ষা বা রসান্তরাদিদ্বারা প্রশমিত হয়। মান-প্রশমের চিহ্ন—অশ্রুত্যাগ ও মৃদুমন্দ হাস্যাদি। মানকালে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিতবেন্দ্র, কঠোর, নিরপত্রপ ইত্যাদি প্রণয়োক্তিতে সম্বোধন করেন। প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়তমের সন্নিকর্ষে থাকিয়াও প্রণয়োৎকর্ষবশতঃ বিরহ-বোধে যে আর্ত্তি—তাহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। প্রবাস—দূরগমনের নামই প্রবাস—ইহা কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠ ও সুদূরনিষ্ঠভেদে

দ্বিবিধ। প্রাত্যহিক বনগমন প্রথম এবং মাথুর-গমন দ্বিতীয়। ইহাতে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা হয়। প্রকটকালেই এই মাথুরবিয়োগ তিন মাসের জন্য সংঘটিত হয়, এইকালে দূতপ্রেরণ ও 'আবির্ভাব' প্রভৃতিতে ব্রজবাসিদের সহিত অপ্রকট প্রকাশে নিত্য বিহার হয়; তদনন্তর দন্তবক্রাদি বধের পর পুনরায় ব্রজে আগমন, প্রকট বিহার ও লীলা-সঙ্গোপন হইয়া থাকে।

'সম্ভোগ' বলিতে ব্রজনবযুবক-যুবতীর উল্লাসভরে দর্শনালিঙ্গনাদি-সেবাত্মক ভাব-বিশেষই বাচ্য। ইহা মুখ্য (জাগ্রৎকালীন) ও গৌণ (স্বাপ্ন) ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্য সম্ভোগ পূর্বরাগাদির পরে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্‌ভেদে চারি প্রকার। সম্ভোগ-বিশেষ—সন্দর্শন, জল্প (পরস্পর গোষ্ঠী ও বিতথোক্তি), স্পর্শ, বর্ত্মরোধ, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাজলকেলি, নৌবিহার, লীলাচৌর্য (বংশী, বসন ও পুষ্পাদির চুরি), দানলীলা, কুঞ্জাদিলীনতা, মধুপান, বধূবেশ-ধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, পটাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঙ্কদান, বিম্বাধরসুধাপান এবং সম্প্রয়োগাদি। সম্প্রয়োগ হইতেও লীলাবিলাসেই অধিকতর সুখচমৎকারিতা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

উপসংহার—গোকুলানন্দ! গোবিন্দ! গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রমঃ! প্রাণেশ! সুন্দরোত্তংশ! নাগরাণাং শিখামণে! বৃন্দাবনবিধো! গোষ্ঠযুবরাজ! মনোহর! ইত্যাদ্যা ব্রজদেবীনাং প্রেয়সি প্রণয়োক্তয়ঃ॥ অতলস্বাদ-পারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্বিগাহতাম্। স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া॥

মোট শ্লোকসংখ্যা—১৪৫৩। ইহার তিনটী টীকা আছে——শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত টীকা—'লোচনরোচনী', কবিরাজ গোস্বামির শিষ্য শ্রীবিষ্ণুদাস-কৃত—'স্বাত্মপ্রমোদিনী' এবং শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা—'আনন্দচন্দ্রিকা'। তিন খানাতেই পাণ্ডিত্যের ও ব্যাখ্যান-বৈভবের পরমপ্রকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তিন টীকার সাহায্যে উজ্জ্বলনীলমণি পঠিত হইলে ব্রজরসের উচ্চতম সাধনার ভাব হৃদ্‌গম্য হইতে পারে। শ্রীমৎ শচীনন্দন বিদ্যানিধি 'উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা' নামে ইহার এক পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকে (২৫৮ পৃঃ) ঠাকুরদাস বৈষ্ণবকেও ইঁহার মূলের পদ্যানুবাদক বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অপ্রকাশিত। ২ (পাটবাড়ী অঙ্ক ১) নারায়ণদাস—কৃত একটি অনুবাদ আছে। ৩ (বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার পুঁথি ৪৭৮) জগন্নাথদাসকৃত অনুবাদ-'উজ্জ্বলরস'।

বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজন-প্রণালীতে বিপ্রলম্ভেরই সমধিক চমৎকারিত্ব দেখা যায়। বিপ্রলম্ভ-রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরের চরিতে যে রস রূপোৎসব লাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীরূপপ্রভু এই গ্রন্থে আলঙ্কারিক বিচার, বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন উদাহরণের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ের সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং বৈচিত্রীস্থলেও পৃথক্ দৃষ্টান্ত বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে এগ্রন্থে সংগৃহীত ও সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে।

স্বকীয়া ও পরকীয়া—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥ পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

ব্রজের ঔপপত্য একটি অসাধারণ ভাব, ব্রজদেবীগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তির চিন্ময়ী মূর্ত্তি হইয়াও নিত্য পরকীয়ারূপে প্রতিষ্ঠিতা। এই ঔপপত্যের মধ্যে তর্কের অস্পৃশ্য, যুক্তির অদৃশ্য এবং মনের অচিন্ত্য অলোক-সামান্য ভাব বিদ্যমান। শ্রীভগবানের কোনও লীলারই নিয়ামক নাই, উহা কর্মপরতন্ত্র নহে। মানবসমাজের আচরণের ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত নহে, কিন্তু উহা রসোৎকর্ষ-বর্দ্ধনের জন্য চিন্ময় জগতের এক মহাশক্তিশালী ভাব-বিশেষ। জাগতিক পরকীয়াতে রসাভাস দোষ ঘটে বলিয়া ব্রজগোপীতেও তাহার আশঙ্কা-লেশ হইতে পারে না কেন তদুত্তরে উজ্জ্বলনীলমণিতে উপপতির লক্ষণ বলিতেছেন—'পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগবশতঃ ধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক যিনি সেই পরকীয়া নারীর প্রেমসর্বস্ব হইয়া থাকেন—

তাঁহাকে উপপতি বলা হয়।' এই ঔপপত্যেই শৃঙ্গার রসের পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইবার হেতু তিনটী—বহুবার্যমানতা, প্রচ্ছন্নকামুকতা ও পরস্পর দুর্লভতা। 'লঘুত্বমিতি' শ্লোকে আবার শ্রীপাদ বলিতেছেন যে ঔপপত্য-সম্বন্ধে যে লঘুত্বের বর্ণনা আছে, তাহা প্রাকৃত-নায়ক-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু মধুর রস আস্বাদনের জন্যই যাঁহার অবতার, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঔপপত্যের হেয়ত্ব হইতে পারে না। এই কয়েকটি পদ্যের টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীজীবচরণ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় যেরূপ বিচার ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ। সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ সজ্জনদের নিমিত্ত দিগ্-দর্শনন্যায়ে ঐ টীকাদ্বয়ের সারমর্ম প্রকাশিত হইয়াছে (গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে ৯০০—৯০৫ পৃঃ)।

উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ—শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ-প্রণীত। ইহাতে নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের ৯৬ প্রকার ভেদ, আশ্রয়ালম্বন নায়িকার ৩৬০ প্রকার ভেদ, নায়িকার স্বভাব, দূতীভেদ, সখীভেদ, বয়স উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী; রতিত্রয়—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা—স্নেহাদি মহাভাবান্ত অবস্থা; ভাবাবলির আশ্রয়নির্ণয় এবং স্থায়ী ভাব--বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চাতুর্বিধ্য বর্ণিত আছে।

উজ্জ্বলনীলমণি-পয়ার—ক্ষুদ্র নিবন্ধ (বর্দ্ধমান সাহিত্য সভার পুঁথি ৪৮০)।

উজ্জ্বলনীলমণি-প্রভাসারার্থদর্শিনী—উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোক-সূত্রসমূহের সঙ্কলন; আটপত্রাত্মক (বরাহনগর পুঁথি র ৬)।

উজ্জ্বলরস—উজ্জ্বলনীলমণির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অনুবাদকের নাম—জগন্নাথদাস (বর্দ্ধমান সাহিত্য সভার পুঁথি—৪৭৮)।

উজ্জ্বলরসবিবরণ—নারায়ণদাস-কৃত। উজ্জ্বলনীলমণির আধারে ক্ষুদ্র নিবন্ধ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৪৭৯২)। ২ শচীনন্দন বিদ্যানিধি-রচিত উজ্জ্বলচন্দ্রিকার নামান্তর।

উদ্ধবচরিত (I. O. 3894) রঘুনন্দন দাস-কৃত কাব্য। মন্দাক্রান্তাবৃত্তে ১৬৩ পদ্যাত্মক। ইহাতে উদ্ধব-কর্তৃক কৃষ্ণ-গোপীর সংবাদাদানপ্রদান-কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপক্রমে—শ্রীশো ভূত্বা মধুপুর-জনানন্দসন্দোহবর্ধী, জ্ঞাত্বা গোপীবিরহবিদশাং জাত-কারুণ্য-ভাবঃ। আত্মীয়ত্বং মৃদুমধুরতাশ্লেষি-সাকূতবাচা, প্রোচ্চীকুর্বন্ রহসি বিনয়াদুদ্ধবং ব্যাজহার॥ ৭

উদ্ধবদূত[১]—প্রাচীনতর খণ্ডকাব্য। উহা শ্রীমাধব কবীন্দ্র ভট্টাচার্য-কর্তৃক বিরচিত—এই কাব্যখানি সরস, সরল ও কিঞ্চিৎ তরল, শ্রীরূপপাদের উদ্ধবসন্দেশের ন্যায় প্রসন্নগম্ভীর নহে, শব্দচ্ছটাও তদ্রূপ সমুজ্জ্বল নহে। উহা সাধারণ পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক হইলেও কিন্তু শ্রীরূপপাদের উদ্ধব-সন্দেশ—অপ্রাকৃত অমৃতরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ।

উদ্ধবদূত[২] (উদ্ধবসন্দেশ) ১৩১ পদ্যাত্মক খণ্ড কাব্য। উপক্রমে—বিভ্রদ্বিদ্যুদ্বসনমমলং প্রাণি-নিস্তার-হেতুঃ, সংসারাগ্নেঃ শমনসুপটু-নীলকণ্ঠস্য বন্ধুঃ। রাজাভুক্তব্রজ-পরিলসচ্চাতকাশা বিধুন্বন্, আস্তাং চিত্তে সরসহৃদয়ঃ কৃষ্ণমেঘঃ সদা নঃ॥ (I. O. 3893) মাধবকবীন্দ্র-কৃত উদ্ধবদূত হইতে ইহা ভিন্ন গ্রন্থ।

উদ্ধব সংবাদ——কিশোরদাস - কৃত মৌলিক কাব্য (সাহিত্য সভা ১২) ২ শচীনন্দন-কৃত অনুবাদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৩৩) ৩ জয়রাম-কৃত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বনে ১৮৫৫ খৃঃ মুদ্রিত।

উদ্ধব-সংবাদের অনুবাদ—(দ্বিজ নরসিংহ-কৃত)।

উদ্ধব-সন্দেশ--শ্রীরূপগোস্বামি-প্রণীত দূতকাব্য। হংসদূতে শ্রীরাধার প্রধানা সখী ললিতা-কর্তৃক মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে যমুনা-জল-বিহারী হংসবর দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছে, এই উদ্ধবসন্দেশে নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও মথুরা হইতে উদ্ধবকে দূত করিয়া বিরহবিধুরা গোপাঙ্গনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৩।৩) 'গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য! পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ। গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈ-র্বিমোচয়॥' এই শ্লোকটির অবলম্বনেই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের নাম-করণ ও বিষয়-বস্তুর সংকলন হইয়াছে। 'সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈ-রায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ' (১০।৩৯। ৩৫) এই বাক্যেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। দন্তবক্র-বধের পরে প্রকটভাবে ব্রজে আগমন বর্ণিত থাকায় বুঝিতে হয় যে তৎপূর্বে ব্রজে তিনি সান্ত্বনা দিবার জন্য দৌত্য-

প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছেন। কাহাকে কি ভাবে সন্দেশ (সংবাদ) দিয়া সান্ত্বনা দিতে হইবে, কোন্ পথে কোথায় বা অগ্রে যাইতে হইবে, কিই বা করিতে হইবে—ইত্যাদি বিষয় শ্রীভাগবতে বর্ণিত নাই বলিয়া ভক্তগণের জিজ্ঞাসা থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা-নিরসনের জন্যই বোধ হয় শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই উদ্ধব-সন্দেশের রচনা করিয়াছেন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১৩১টী শ্লোকে এই গ্রন্থ রচিত। মেঘদূতের অনুকরণে এই খণ্ডকাব্য-খানি নির্মিত হইলেও এই কবির অপূর্ব কবিত্বে ইহা অভিনবভাবে উৎকর্ষমণ্ডিত হইয়াছে। প্রতি শ্লোকই সুমধুর রসে ও সুগম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার বহু শ্লোকই উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কথাসার ঃ—শ্রীগোপাঙ্গনাদের প্রগাঢ় প্রীতির কথা-স্মরণে 'দীর্ঘোৎ-কণ্ঠা-জটিলহৃদয়' শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বিহ্বলতা, (২) অন্তরঙ্গ বান্ধবপ্রধান উদ্ধবকে অভিমত দৌত্যকার্যে নিয়োগ-সঙ্কল্প (৪), অক্রূরের মুখে অহঙ্কারী কংসের বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আগমনের কারণ-নির্দেশ (৫), শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বসতি, কিন্তু এক্ষণে তিনি ললিতাদি সখী-গণের মৌখিক যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে বিরহবিধুর জীবনভার বহন করিতেছেন (৬), বিরহসর্পদষ্টা শ্রী-রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বার্তামন্ত্রধ্বনিদ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিতে মন্ত্রি-চূড়ামণীন্দ্রের প্রতি উপদেশ (৭), গোষ্ঠবনই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম (৮), গোষ্ঠের স্থাবরবৃক্ষগণও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানলে জর্জরিত (৯), মেরুতুল্য আত্মক্লেশ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশাভাস-দর্শন-স্মরণে গোপীদের অধিকতর ব্যথানুভব (১০), সরল, সুন্দর ও সুখময় পথের সন্ধান-প্রদান —নন্দীশ্বর-দর্শন (১১), গোকর্ণাখ্য-শিব, যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম (১২), কালীয়হ্রদ (১৪), ব্রহ্মহ্রদ (১৫, ১৬), যজ্ঞস্থান (ভাতরৌল, ১৭), কোটিক (১৮), সট্টীকরায় গরুড়গোবিন্দ (১৯), বহুলাবন (২১) গোকুল (২৫, ২৬), শাল্মলবন (২৭), সাহার (২৮) রহেলা (২৯), সৌয়াত্রিক (৩৩), গোষ্ঠাঙ্গন-বর্ণনা (৩৩—৩৫), তৎপরে পুরপ্রবেশ-স্চনা—যে যে পথে যে যে লীলাস্থান দর্শন করিতে হইবে, তাহা তাহা উদ্ধবকে জানাইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্রত্য বিভিন্নলীলা-স্মরণে প্রেমবিহ্বলতা; নন্দীশ্বরের সানুদেশে উদ্ধবের রথ উপস্থিত হইলে উদ্ধবকর্ণে গোপীদের পরস্পর বাক্যালাপ-প্রবেশানুমান (৩৬—৪৭), গোপীদের প্রাভাতিক দধিমন্থনকালে স্বগীতিকার শ্রবণে যে শ্রীকৃষ্ণের সুখস্বপ্ন-সমাপ্তি হইত, তাহার স্মরণ ও বর্ণন (৪৮—৪৯), শ্রীরাধাপ্রেমার প্রৌঢ়ত্ব-বিজ্ঞাপন (৫০—৬৩), গোপীগণের বিরহবর্ণনা, শ্রীরাধার উৎকট বিরহাদি (৬৬—৯০), ব্রজের তরুগণপ্রতি আশীর্বাদ-জ্ঞাপন (৯২), ধেনুগণের কুশল-জিজ্ঞাসা (৯৩), বৃদ্ধা মাতৃস্বরূপা ধেনুমণ্ডলীর পদে প্রণতি-জ্ঞাপন (৯৪), শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূস্বরূপে প্রিয়সখাগণকে আলিঙ্গন (৯৫), শ্রীনন্দযশোদাকে প্রণাম (৯৬—৯৮), শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-সচিবরূপে গোপীদের নিকট উদ্ধবকে পরিচয় করিবার জন্য উপদেশ (১০২—১০৭), চন্দ্রাবলী (১০৮), বিশাখা (১০৯), ধন্যা (১১০), শ্যামলা (১১১), পদ্মা (১১২), ললিতা (১১৩), ভদ্রা (১১৪) ও শৈব্যা (১১৫) প্রভৃতি গোপীগণকে সান্ত্বনাদান, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহে কৃশীভূতা সখী-বৃন্দপরিবৃতা শ্রীরাধার নিকটে সন্তর্পণে গমনোপদেশ (১১৬), বৈজয়ন্তীমালা স্পর্শ করাইয়া শ্রীরাধার চৈতন্য-সম্পাদনার্থ উপদেশ (১২০), তৎপরে বাচিক উপদেশের বিজ্ঞাপন (১২১—১২৭), গোপীদের প্রেমোল্লাস-দর্শনে উদ্ধবের দুর্লভপ্রেম-পুরুষার্থলাভ-কথন (১২৯) উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীদের যে কি শোচনীয় দুরবস্থা হয়, তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভিন্ন আর কেহ জানেনা, কেহ বুঝেনা। অতিকষ্টে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন-আশায় তাঁহারা কোনও প্রকারে জীবিত আছেন মাত্র—ইহা শ্রীকৃষ্ণ বেশ বুঝিয়াছেন—তাহারই জন্য মধ্যে মধ্যে দূতপ্রেরণের আবশ্যকতা। 'উদ্ধবসন্দেশে' বিরহ-বেদনার বিবৃতি আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায় আপনার তেজে আপনিই গরীয়ান্। ইহা পাঠক-মাত্রকেই ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তোলে।

উপাসনাচন্দ্রামৃত--ভক্তমাল-রচয়িতা লালদাসের রচনা। ১৬৮৪ শকাব্দে লিখিত। ইহা সাধন ও লীলাতত্ত্ব-ঘটিত নিবন্ধ। দুই ভাগে বিভক্ত,

প্রতি বিভাগে আট কলা আছে। ইহাতে গ্রন্থকারের গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়, যথা—শ্রীনিবাসাচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গৌরাঙ্গবল্লভা—শ্রীমতীমঞ্জরী—নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তী।

উপাসনাচন্দ্রিকা[১]——নরোত্তমদাস-কৃত পঞ্চদশ পত্রাত্মক পুঁথি (হরিবোলকুটীর ৯ ছ)। প্রথমতঃ কৃষ্ণমাধুরী, কৃষ্ণপরিকর, কৃষ্ণব্যবহার্য দ্রব্যাদির নামবিশেষ, তৎপরে রাধা-গুণ-পরিকরাদি, ললিতাদি অষ্ট মুখ্যা সখী ও তাঁহাদের সেবাবিশেষ, মঞ্জরীগণের সেবাদি বর্ণনা হইয়াছে। উপসংহারে—

'শ্রীরূপ-গ্রন্থের অর্থ নারি নির্দ্ধারিতে। শ্লোকময় এইসব না পারি বুঝিতে॥ সাধুমুখে অল্প কথা করিয়ে শ্রবণ। আপনা বুঝিতে ভাষা করিল লিখন॥ দোষ না লয় মোর বৈষ্ণবের গণ। দশনে ধরিয়া তৃণ করি নিবেদন॥ শ্রীরূপচরণপদ্ম হৃদে করি আশ। উপাসনাচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥'

উপাসনাচন্দ্রিকা[২]—শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের শিষ্য উদ্ধবদাস-কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ। ইহাতে তাঁহার শ্রীগুরু-প্রণালী দেওয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীহৃদয়চৈতন্য, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীনয়নানন্দ—শ্রীরাধা-দামোদর—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—উদ্ধব দাস। [সাহিত্য- কৌমুদীর ভূমিকায়]।

ঊ, এ, ঐ

ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতা—(হরিবোল-কুটীর পুঁথি ৯ চ) ত্রয়োদশ-পত্রাত্মক, ইহাতে দ্বাদশ অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে—ব্যাসকর্ত্তৃক পৃষ্ট নারদ শ্রীগুরুভক্তির মহিমাদি বলিয়াছেন। এইরূপে দ্বিতীয়ে—অবতার-কীর্ত্তন, তৃতীয়ে—গৌর-মন্ত্রোদ্ধার, চতুর্থে—তুলসী-মাহাত্ম্য, পঞ্চমে—গঙ্গামাহাত্ম্য, ষষ্ঠে—গুরুধ্যান-স্তবাদি, দেবতাধ্যানাদি, সপ্তমে—নারায়ণ-স্তব, অষ্টমে—গয়ামাহাত্ম্য, নবমে——কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য, দশমে—বৈষ্ণববর্গ গণন, একাদশে———বৈষ্ণবসংখ্যাবারপূজা এবং দ্বাদশে—প্রতিমাসে দ্রব্য-বিশেষে পূজা ও অপরাধ-কথন। (Madras Oriental Mss. Library-তেও অনুরূপ পুঁথি আছে। সাধনদীপিকা ষষ্ঠকক্ষায় কিন্তু 'ঊর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্র' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে, তাহা ইহা হইতে সর্বথা ভিন্ন। উহাতে সাধারণতঃ শ্রীরাধিকার মন্ত্রাদি, অষ্টাক্ষর-বিধি, গোপেশ্বরী-বিধান প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপ্রভু ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতা হইতেই শ্রীগৌরমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন।

একাম্নপদ—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ-বিরচিত অষ্টকালীয় পদাবলী। ভাষা—ব্রজবুলি। পদসমূহ গীত হইবার উদ্দেশ্যে রাগরাগিণীও সঙ্কেতিত হইয়াছে।

ঐশ্বর্যকাদম্বিনী[১]—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের মাধুর্যকাদম্বিনীর দ্বিতীয়ামৃত-বৃষ্টিতে এই গ্রন্থের নাম দেখা যায় ; এখন পর্যন্ত ইহা লোক-লোচনের অন্তরালে আছে। তাহাতে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বিচারিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীচক্রবর্ত্তি পাদ যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদেরই সমর্থক, তাহা কিন্তু (ভা ১।৫।২০) তদীয় টীকা হইতেই জানা যায়। 'ইদং দৃশ্যমানং বিশ্বং ভগবানিব সদিব চেতনমিব আনন্দরূপমিব, ন তু সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপো ভগবানেবেত্যর্থঃ। ভগবতঃ সত্ত্বাদীনাং সার্বকালিকত্বাৎ বিশ্বস্য সত্ত্বাদীনাঞ্চ ক্বচিৎকালিকত্বা-দিতি ভাবঃ। যতোঽসৌ ভগবানিতরঃ অস্মাদ্ বিশ্বস্মাদন্যঃ, কথং বিশ্বং ভগবানিব কথং ভগবান্ বিশ্বস্মাদিতরস্তত্রাহ যত ইতি। যস্মান্মায়া শক্তিমতো ভগবতঃ সকাশাজ্জগতঃ স্থাননিরোধ-সম্ভবা ইতি বিশ্বস্য কার্যরূপত্বাৎ কেনচিদং-শেনৈব তদ্রূপত্বং নিরূপ্যতে, ভগবত-স্তৎকারণত্বাৎ তদিতরত্বমিত্যতঃ (ছা ৩।১৪।১) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিভিরপি ব্রহ্মকার্যত্বা-

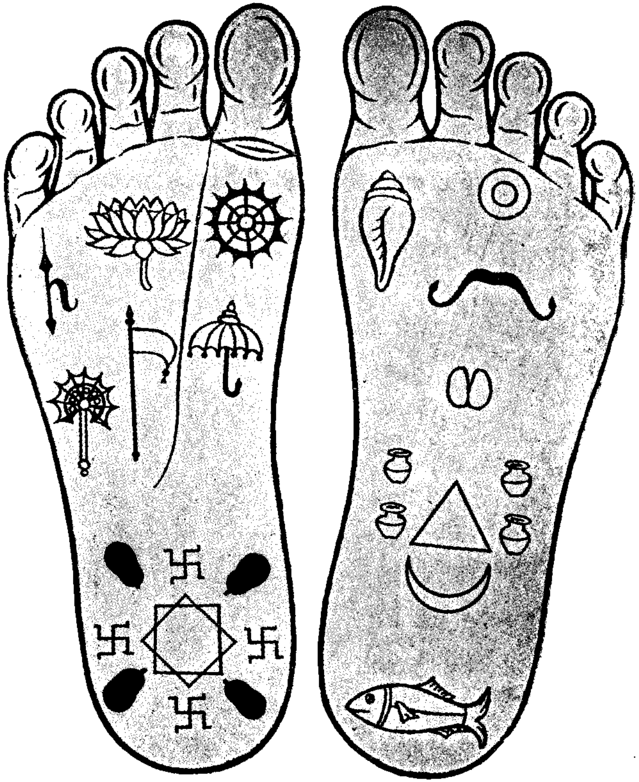


শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন

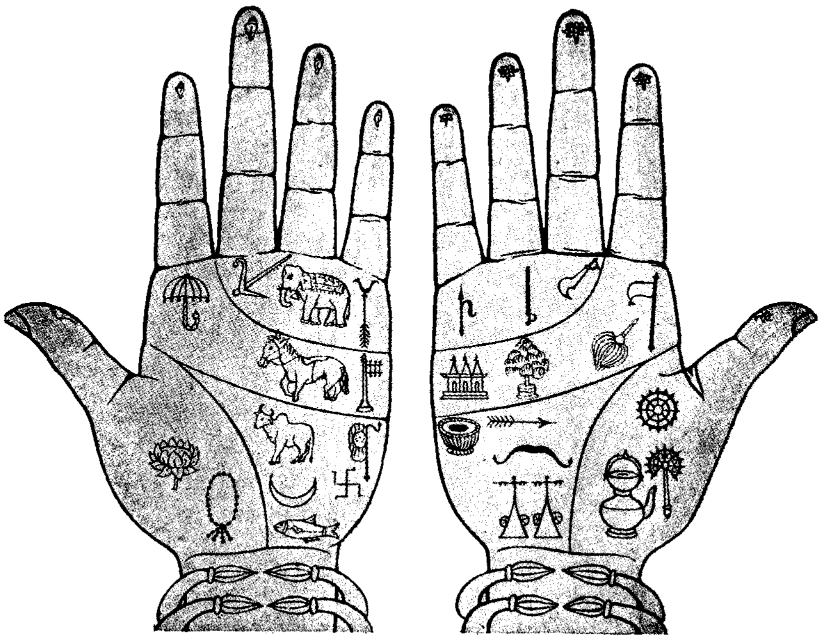
[১৪৫৩ পৃষ্ঠায়]



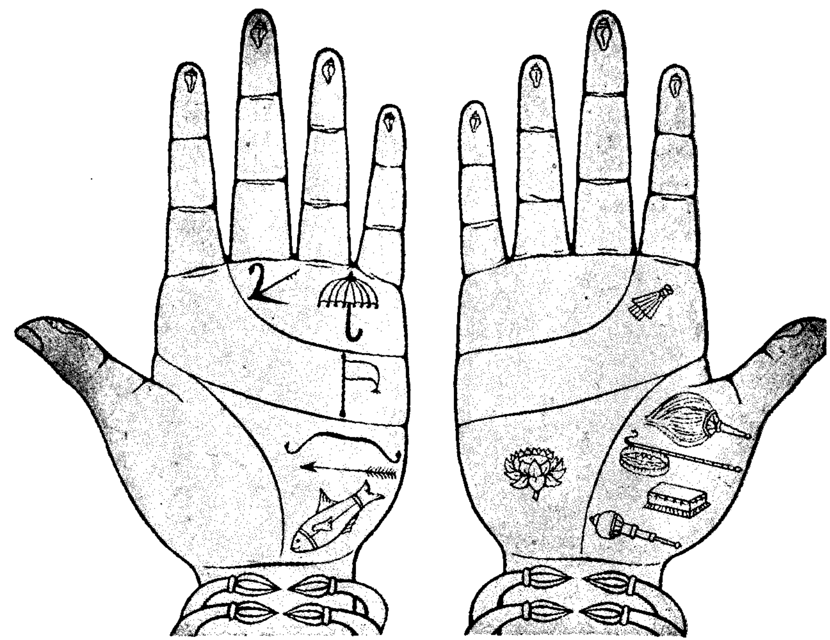
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণচিহ্ন



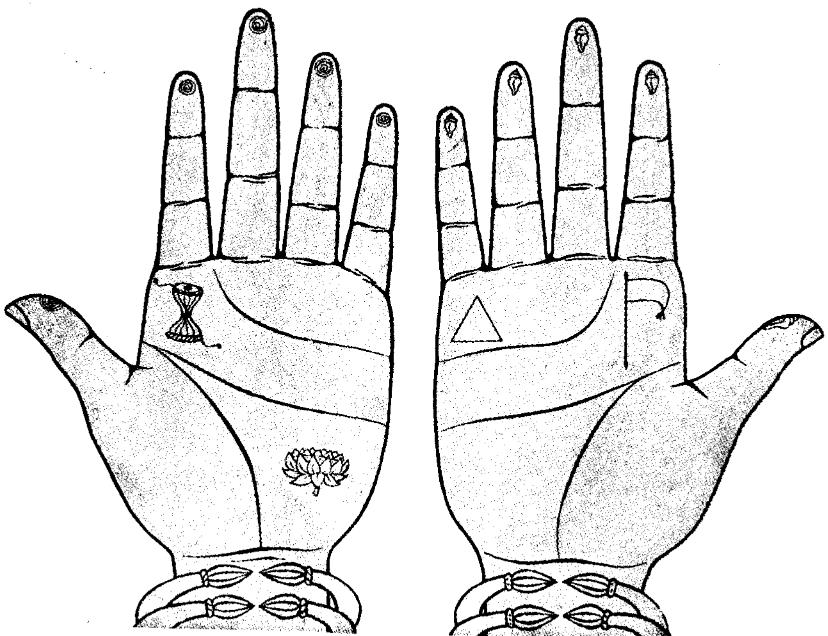
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন



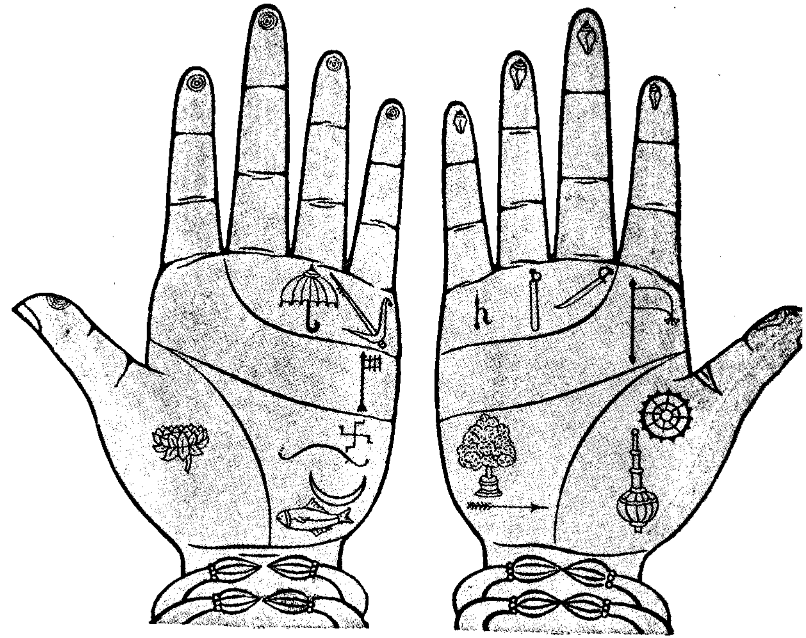
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন



শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন



শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীকরচিহ্ন

দেব ব্রহ্মত্বাতিদেশো জ্ঞাপ্যতে। 'অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ ভগবানবৎ (সৎ, চেতন ও আনন্দস্বরূপবৎ) প্রতীয়মান হইলেও সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপ ভগবানই নহে; যেহেতু ভগবানের সত্তা, চেতনতা ও আনন্দস্বরূপতা সার্বকালিক, কিন্তু বিশ্বের সত্ত্বাদি কাদাচিৎক; তবে ভগবান্ এই বিশ্ব হইতে পৃথক্ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন— মায়াশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি হয় বলিয়া বিশ্ব কার্য, অতএব অতি-সামান্যভাবেই মাত্র সত্ত্বাদি কারণগুণ কার্যে সংক্রমিত হয়, পক্ষান্তরে কারণস্বরূপ ভগবান্ কার্য হইতে সর্বদাই পৃথক্। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যেও জগৎ ব্রহ্মকার্য বলিয়া তাহাতে ব্রহ্মত্বের অতিদেশ (আরোপ) মাত্র হইয়াছে—ইহাই জানিতে হইবে।' এই কথাদ্বারা শ্রীবিশ্বনাথ কারণ ও কার্যের আংশিক অনন্যত্ব-সত্ত্বেও স্বরূপগত ও সামর্থ্য-গত বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়া ভেদাভেদবাদেরই ইঙ্গিত করিয়া-ছেন। এইরূপ ভাগ ২।৭।৫০, ২।৯।৩২, ৩৫, অচিন্ত্যত্ব-সম্বন্ধে ২।৪।৮,১৯, ২।৬।৩৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। বৃহদ্-ভাগবতামৃতে ২।২।১৯৬—১৯৭ টীকাও দ্রষ্টব্য।

ঐশ্বর্যকাদম্বিনী[২] শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণ-বিরচিত। ইহার সপ্ত বৃষ্টিতে (অধ্যায়ে) ১৩৭টি শ্লোকে শ্রীবল-দেব ক্রমশঃ (১) ত্রিপাদবিভূতি, (২) পাদবিভূতিগত পুরুষাদি, (৩) শ্রীবসুদেব-নন্দপ্রভৃতির বংশাদি, (৪) শ্রীনন্দরাজধানী, (৫) শ্রীভগবানের জন্মোৎসব, (৬) শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি ক্রমলীলা এবং (৭) দ্বারকা হইতে পুনরায় ব্রজে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু শ্রীচক্রবর্ত্তি-পাদের ঐশ্বর্যকাদম্বিনী হইতে ভিন্ন গ্রন্থ—ইহাতে ভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে কোনই প্রসঙ্গ নাই।

ক

কড়চা (১) 'শ্রীস্বরূপদামোদর কড়চা', বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য; কয়েকটি মাত্র শ্লোক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়।

(২) 'শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা' বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত। [ইহা-দের আলোচনা তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

(৩) বংশীশিক্ষায় (যোগেন্দ্র দে-সংস্করণ) ২৩২ পৃষ্ঠায় আছে যে রামাই ঠাকুর 'কড়চা'ও এক খানা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সন্ধান করিতে পারি নাই।

কপিলসংহিতা—শ্রীক্ষেত্র, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীভুবনেশ্বর, শ্রীঅনন্তবাসুদেব, বিন্দু-সরোবর, কোণার্ক প্রভৃতির মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকর-চরণচিহ্ন-সমাহৃতি (রত্না ১।৮৩৯) শ্রীজীবপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীকরচরণচিহ্ন পাদ্মানুসারে সমাহরণ করিয়াছিলেন। প্রমাণ প্রয়োগসহ উহা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর করচরণচিহ্নাদি সচিত্র এস্থলে প্রকাশিত হইল।

(১) অথ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রস্য পদাঙ্কানি লিখ্যন্তে— যবমঙ্গুষ্ঠমূলে চ তত্তলে চাতপত্রকম্। অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী - সন্ধিভাগস্থামূর্দ্ধরেখিকাম্। সুকুঞ্চিতাং সূক্ষ্মরূপাং স্মর রে মে মনঃ সদা॥ তর্জন্যাস্ত তলে দণ্ডং বারিজং মধ্যমাতলে। তত্তলে পর্বতাকারং তত্তলে চ রথং স্মর॥ রথস্য দক্ষিণে পার্শ্বে গদাং বামে চ শক্তিকাম্। কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং তত্তলে কুলিশং স্মর॥ বেদিকাং তত্তলে ব্যাপ্তাং তত্তলে কুণ্ডলং ততঃ। এতচ্চিহ্নতলে দীপ্তং স্বস্তিকানাং চতুষ্টয়ম্ অষ্টকোণ-সমাযুক্তং সন্ধৌ জম্বু-চতুষ্টয়ম্। অসব্যাজ্ঘ্রৌ মহালক্ষ্ম স্মর গৌরহরের্মনঃ॥ অথ বামপদাঙ্গুষ্ঠ-মূলে শঙ্খং তলেঽপ্যরিম্। মধ্যমাতল আকাশং তদ্দ্বয়াধো ধনুঃ স্মর॥ গুণেন রহিতং চাপং বলয়াং মণি-মূলকে। কনিষ্ঠায়াস্তলে চৈকং সুশোভন-কমণ্ডলুম্॥ তস্য তলে গোষ্পদাখ্যং সৎপতাকাং ধ্বজাং পুনঃ। চিন্তয় তত্তলে পুষ্পং বল্লীং তস্য তলে স্মর॥ গোষ্পদস্য তলেঽপ্যেকং ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডলম্। চিন্তয়

তত্তলে কুম্ভান্ চতুরঃ সুমনোরমান্॥ তেষাং মধ্যে চার্দ্ধচন্দ্রং তলে কূর্ম্মং সুশোভনম্। শফরীং তত্তলে রম্যাং তস্যা হি দক্ষিণে পুনঃ॥ কূর্ম্মস্য তুল্যভাগে তু নিম্নে ঘটতলেঽপি চ। মনোরমাং পুষ্পমালাং স্মর বামাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজে। ইতি দ্বাত্রিংশচ্চিহ্নানি গৌরাঙ্গস্য পদাব্জয়োঃ॥

অথ রূপচিন্তামণৌ—

ছত্রং শক্তি-যবাঙ্কুশং পবিচতুর্জম্বু-ফলং কুণ্ডলং, বেদী-দণ্ড-গদা-রথাম্বুজ-চতুঃস্বস্তিঞ্চ কোণাষ্টকম্। শুদ্ধং পর্বতমূর্দ্ধরেখমমলাঙ্গুষ্ঠাৎ কনিষ্ঠাবধে-, র্বিভ্রদ্দক্ষিণ-পাদপদ্মমমলং শচ্যাত্মজ-শ্রীহরেঃ॥ ১॥ শঙ্খাকাশ-কমণ্ডলুং ধ্বজলতা-পুষ্পস্রগর্দ্ধেন্দুকং, চক্রং নির্জ্যধনুস্ত্রিকোণবলয়া-পুষ্পং চতু-ষ্কুম্ভকম্। মীনং গোষ্পদ-কূর্ম্মমাম্বু-হৃদয়াঙ্গুষ্ঠাৎ কনিষ্ঠাবধে-,র্বিভ্রৎ সব্য-পদাম্বুজং ভগবতো বিশ্বম্ভরস্য স্মর॥ ২॥

(২) অথ শ্রীমন্মহাপ্রভু-করযুগল-ধ্যানস্যায়ং ক্রমো যথা—

দক্ষিণকর-তর্জনী-মধ্যমাঙ্গুলী-মধ্যতঃ। আকরভাবধেরায়ুরেখাং গৌরো বিভর্ত্তি চ। তর্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিতঃ সৌভাগ্যরেখিকাং তথা। সুমণি-বন্ধমারভ্য বক্রগত্যোত্থিতাস্তু হ॥ তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োঃ সন্ধৌ সৌভাগ্যরেখয়া সহ। ভক্তভোগ-প্রদানায় ভোগ-রেখাং বিভর্ত্তি সঃ॥ অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ পদ্মানি ধরতি প্রভুঃ। অঙ্গুষ্ঠস্য তলে যবং চক্রং ধরতি তত্তলে॥ ভক্তদুঃখাদ্রি-নাশায় ধত্তে বজ্রঞ্চ তত্তলে। বজ্রস্যাধঃ কমণ্ডলুং তর্জন্যাশ্চ তলে ধ্বজম্॥ তত্তলে চামরং ধত্তেঽপ্যসিঞ্চ মধ্যমাতলে। অনামিকাধঃ পরিঘং শ্রীবৃক্ষঞ্চ ততঃ পরম্॥ স্বভক্তারি-বিনাশায় বাণং ধরতি তত্তলে। কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং প্রাসাদং তত্তলে শুভম্॥ ভক্তজয়-ঘোষণায় দুন্দুভিং ধত্তে তত্তলে। মণি-বন্ধোপরি প্রভুর্দ্বৌ শকটৌ দধাতি চ॥ তদূর্দ্ধে ধনুষং ধত্তে ভক্তজনারি-নাশনম্। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোরিতি দক্ষকরং স্মর॥ বামকরে ত্রিরেখিকাং পূর্ববচ্চ সদা স্মর। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ শঙ্খান্ ধত্তে মনোহরান্॥ অঙ্গুষ্ঠস্য তলে পদ্মং তত্তলে মালিকাং স্মর। ছত্রঞ্চ তর্জনী-তলে মধ্যমায়াস্তলে হলম্। তথা চানামিকাতলে দধাতি কুঞ্জরং প্রভুঃ। কনিষ্ঠাধশ্চ তোমরং তত্তলে যূপকং স্মর॥ ব্যজনং তত্তলে জ্ঞেয়ং তত্তলে স্বস্তিকং শুভম্। পরমায়ু-স্তলেঽশ্বঞ্চ সৌভাগ্যস্য তলে বৃষম্॥ মণিবন্ধে ঝষং ধত্তে তদূর্ধ্বে চার্দ্ধচন্দ্রকম্। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভো-র্বামকরমিতি স্মর॥ তথাহি—

চক্রং চাপ-যবাঙ্কুশ-ধ্বজ-পবির্ভোগাদি-রেখাত্রয়ং, প্রাসাদং পরিঘাসি-দুন্দুভি-শরং ভৃঙ্গারকং চামরম্। অঙ্গুল্যগ্রজ-পদ্মপঞ্চকতরুং লক্ষ্মং করে দক্ষিণে, বিভ্রাণং শকটৌ ভজে নিরুপমং শচ্যাত্মজং শ্রীহরিম্। চন্দ্রার্দ্ধং হল-ষণ্ড-পদ্ম-তুরগং যূপং ঝষং স্বস্তিকং, বিভ্রাণং ব্যজনাঙ্কিতে মদকলং ছত্রং স্রজং তোমরম্। অঙ্গুল্যগ্রজ-শঙ্খপঞ্চকযুতং ভোগাদি-রেখাত্রয়ং, লক্ষ্মং সব্য-করে ভজে নিরুপমং শচ্যাত্মজং শ্রীহরিম্॥

(৩) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ চরণ-চিহ্নানি—

ধ্বজ-পবি-যব-জম্বুস্তম্বুজং শঙ্খচক্রে, হল-বিশিখচতুষ্কং বেদি-চাপার্দ্ধচন্দ্রান্। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য দক্ষে, পদতল ইতি চিত্রাঃ প্রেমরেখাঃ স্মরামি॥ মুষল-গগন-ছত্রাজাঙ্কুশং বেদি-শক্তী, ঝষ-কলসচতুষ্কং গোষ্পদং পুষ্পবল্লীম্। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দ-চন্দ্রস্য সব্যে, পদতল ইতি চিত্রাঃ প্রেমরেখাঃ স্মরামি॥

অথ ধারণ-ক্রমঃ—

দক্ষিণ-চরণাঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খং মনো-হরম্। নিত্যানন্দো বিভর্ত্তি চ সর্ববিদ্যা-প্রকাশকম্॥ চক্রং ধরতি তত্তলে ভক্ত-ষড়রিনাশনম্। পার্শ্বে জম্বু-ফলং ধত্তে তদুপর্যর্দ্ধচন্দ্রকম্॥ জ্যাশূন্যং ধনুষং তথা সুবিশিখচতুষ্টয়ম্। তদুপরি দধাতি চ তদুপরি হলং স্মৃতম্॥ মধ্যমায়াস্তলে যবং পদ্ম-মনামিকা-তলে। সর্বানর্থ-জয়ধ্বজং তত্তলে ধরতি প্রভুঃ॥ ভক্তদুঃখাদ্রি-নাশনং বজ্রং ধত্তে চ তত্তলে। বেদীঞ্চ তত্তলে ধত্তে তথা বাম-পদে স্মর॥ অঙ্গুষ্ঠস্য মূলে বেদীং ছত্রং শক্তিং ক্রমাত্তলে। পার্শ্বে মৎস্যং তদূর্দ্ধে চ কুম্ভচতুষ্টয়ং শুভম্॥ তদুপরি চ গোষ্পদমাকাশং মধ্যমা-তলে। অনামিকা-তলে পদ্মং তত্তলে মুষলং স্মৃতম্॥ কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং পুষ্পঞ্চ তত্তলে স্মর। বল্লীঞ্চ তত্তলে ধত্তে সুমনঃসহিতং তদা॥ চতুর্বিংশতি-শ্চিহ্নানি নিত্যানন্দ-পদাম্বুজে।

(৪) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ করযুগল-চিহ্নানি—

ব্যজনমপি গদাব্জে চামরং মার্জ্জনী-

ঞ্চাঙ্গুলি-মুখগতশঙ্খান্ বেদি-সৌভাগ্যরেখাঃ। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য দক্ষে, করতল ইতি চিত্রা ভক্তিপূর্বং স্মরামি॥ ধ্বজশরঝষ-চাপান্ লাঙ্গলং ছত্রকঞ্চাঙ্গুলিমুখগত-শঙ্খান্ সৌভগাদ্যাশ্চ রেখাঃ। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য সব্যে করতল ইতি চিত্রা ভক্তিপূর্বং স্মরামি॥

অথ ধারণ-ক্রমঃ—

দক্ষকরে চতুর্দ্দশ চিহ্নানি ধরতি প্রভুঃ। তেষাং ক্রমং প্রবক্ষ্যামি ভক্তানাং ধ্যানকারণম্॥ দক্ষকরস্য তর্জনী-মধ্যমা-সন্ধিতঃ প্রভুঃ। পরমায়ুঃ সুরেখিকামাকরভাৎ বিভর্ত্তি চ॥ তথা করভপর্যন্তং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ-সন্ধিতঃ। দিব্য-সৌভাগ্যরেখিকাং নিত্যানন্দো দধাতি চ॥ মণিবন্ধং সমারভ্য বক্রভাবোত্থিতাং তু হ। সৌভাগ্যরেখিকাং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োস্তলে স্মর॥ ভোগরেখাং দধাতি চ স্বজন-ভোগ-হেতবে। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ দরাণি ধরতি প্রভুঃ॥ মার্জনীং তর্জনী-তল অঙ্গুষ্ঠাধশ্চ চামরম্। তস্যাধো ব্যজনং জ্ঞেয়ং বেদীঞ্চ তত্তলে শুভাম্॥ তত্তলে চ গদাং ধত্তে স্বভক্তারি-প্রঘাতিকাম্। মণিবন্ধোর্দ্ধ-ভাগে চ কমলং করভাতলে॥ বামকরে চতুর্দ্দশ চিহ্নানি ধরতি প্রভুঃ। তেষাং ক্রমং প্রবক্ষ্যামি নতানাং ধ্যানহেতবে॥ অয়ং করে চ পূর্ববৎ সৌভাগ্যাদি-সুরেখিকাম্। তথাঙ্গুল্যগ্রতঃ পঞ্চ শঙ্খানতিমনো-হরান্॥ মধ্যমায়াস্তলে হলমনামিকা-কনিষ্ঠয়োঃ। সন্ধিতলে চ বৈ ছত্রং তস্যাধোঽধঃ ক্রমাত্তথা॥ আমণি-বন্ধাবধি শ্রীনিত্যানন্দো বিভর্ত্তি চ। ধ্বজং ধনুর্বাণং ঝষং সব্যকরমিতি স্মর॥

(৫) শ্রীশ্রীলাদ্বৈতপ্রভোঃ চরণ-চিহ্নানি—

শঙ্খং ত্রিকোণ-গোষ্পদং ঝষং সব্যে যবং গুণম্। চক্রোর্ধ্বরেখিকাং দক্ষে স্মরাদ্বৈত-পদে মনঃ॥

অথ ধারণ-ক্রমঃ—

দক্ষিণচরণাঙ্গুষ্ঠমূলেঽদ্বৈতপ্রভুর্হরিঃ। সর্বসম্পন্ময়ং ধত্তে যবং স্বভক্ত-পোষণম্॥ ভক্তপাপাদ্রিনাশনং চক্রং ধত্তে চ তত্তলে। তর্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিতো যাবৎ পাদার্দ্ধমিত্যুত॥ বক্রগত্যো-ত্থিতাঞ্চোর্ধ্বরেখামসৌ দধাতি হ। কনিষ্ঠানামিকাসন্ধিমারভ্যার্দ্ধপদাবধেঃ। স্বভক্তচিত্তবন্ধায় রজ্জুরেখাং ধরত্যসৌ॥ তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠ-তলে বিত্তাময়ং দরম্॥ ত্রিকোণং মধ্যমাতলে ভক্তচিত্ত-প্রমোদকম্॥ কনিষ্ঠায়াস্তলে তদ্বদ্ গোষ্পদঞ্চ সুশোভনম্। পার্ষ্ণৌ মৎস্যং বিদধাতি সর্বমঙ্গলরূপকম্। শ্রীলাদ্বৈতপ্রভোরস্য পাদযুগ্মমিতি স্মর॥

(৬) শ্রীশ্রীলাদ্বৈতকরযুগল-চিহ্নানি—

শঙ্খাঃ ধ্বজঃ ত্রিকোণকং দক্ষে পদ্মং তথেতরে। ডমরুং নন্দ্যাবর্ত্তকান্ স্মরাদ্বৈত-করে মনঃ॥

অথ ধারণ-ক্রমঃ—

সুরম্যে দক্ষিণে হস্তে চায়ুরাদি-ত্রিরেখিকাম্। ভক্তচিত্তবিনোদায় শ্রীলাদ্বৈতো বিভর্ত্তি চ॥ অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ দরাণি ধরতি প্রভুঃ। তর্জন্যাশ্চ তলে ভাতি সর্বানর্থজয়-ধ্বজঃ॥ কনিষ্ঠাধস্ত্রিকোণকং ধ্যেয়ং দক্ষ-করে ক্রমাৎ। বামকরে চ পূর্ব-বদায়ুরাদি-ত্রিরেখিকাম্॥ অঙ্গুলীনাং মুখে পঞ্চ নন্দ্যাবর্ত্তান্ দধাতি সঃ। ডমরুং তর্জনীতলে কমলং করভাতলে॥

(৭) অথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্নানি ঃ—

তথাহি রূপচিন্তামণৌ—

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণ-ধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং, শঙ্খং সব্য-পদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্। চক্রং ছত্র-যবাঙ্কুশং ধ্বজ-পবী জম্বূর্ধ্বরেখাম্বুজং, বিভ্রাণং হরি-মূনবিংশতি-মহালক্ষ্মার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥

অথ ধারণক্রমঃ—

অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্যাতপত্রং, তন্মুং তর্জনীসন্ধিভাগূর্ধ্বরেখাম্। পদার্দ্ধা-বধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধো,ঽম্বুজং তত্তলস্থং ধ্বজং সৎপতাকম্॥ কনিষ্ঠা-তলে ত্বঙ্কুশং বজ্রমেষাং, তলে স্বস্তিকা-নাং চতুষ্কং চতুর্ভিঃ। যুতং জম্বুভির্মধ্য-ভাতাষ্টকোণং, মনো রে স্মর শ্রীহরে-র্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ॥ বিয়ন্মধ্যমাধঃ স্মরা-ঙ্গুষ্ঠমূলে, দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যা-বিহীনম্। ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোণং, চতুষ্কুম্ভমর্দ্ধেন্দুমীনৌ চ বামে॥

অথ ধ্বজাদীনাং ধারণস্থানং প্রয়োজনঞ্চোক্তং শ্রীস্কান্দে—

দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্যজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারি-ষড়্-বর্গ-ছেদনায় সঃ॥ মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্ত-দ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনম্॥ পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্বানর্থজয়-

ধ্বজম্। কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্ত-পাপাদ্রিভেদনম্॥ পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভ-বশকারিণম্। ভোগ-সম্পন্ময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্বণি॥

তদেবং চক্র-ধ্বজ-কমল-বজ্রাঙ্কুশযবা ইতি ষট্ চিহ্নানি শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণে চরণেঽন্যান্যপি চিহ্নানি শ্রীবৈষ্ণব-তোষণীদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে—অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী-সন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধরেখা, চক্রস্য তলে ছত্রম্, অর্দ্ধচরণতলে চতুর্দ্দিগ-বস্থিতং স্বস্তিক-চতুষ্টয়ং, স্বস্তিক-চতুঃসন্ধিষু জম্বুফলচতুষ্টয়ং, স্বস্তিক-মধ্যে অষ্টকোণমিত্যেকাদশচিহ্নানি॥

অথ বাম-পদাঙ্গুষ্ঠমূলতস্তন্মুখে দরম্। সর্ববিদ্যা-প্রকাশায় দধাতি ভগবানসৌ॥ মধ্যমামূলেঽম্বরমন্তর্বাহ্যমণ্ডলদ্বয়াত্মকং, তদধঃ কার্ম্মুকং বিগতজ্যম্, তদধো গোষ্পদং, তত্তলে ত্রিকোণং, তদভিতঃ কলসানাং চতুষ্টয়ং ক্বচিৎ ত্রিতয়ঞ্চ দৃষ্টং, ত্রিকোণতলেঽর্দ্ধচন্দ্রোঽগ্রভাগদ্বয়-স্পৃষ্টত্রিকোণদ্বয়ং, তদধো মৎস্যঃ— ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা ঊনবিংশতিঃ চিহ্নানি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিটীকাদৃষ্ট্যা লিখিতম্—ইতি।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

চক্রার্দ্ধেন্দু-যবাষ্টকোণ-কলশৈশ্ছত্র-ত্রিকোণাম্বরৈ,-শ্চাপ-স্বস্তিক-বজ্র-গোষ্পদ-দরৈর্মীনোর্দ্ধরেখাঙ্কুশৈঃ। অম্ভোজ-ধ্বজ-পক্বজাম্বফলৈঃ সল্লক্ষণৈরঙ্কিতং, জীয়াচ্ছ্রী-পুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয়ম্॥

(৮) অথ শ্রীকৃষ্ণকরযুগল-ধ্যানক্রমঃ—

দক্ষকরস্য তর্জ্জনী-মধ্যমাসন্ধি-মূলতঃ। করভাবধিতঃ পরমায়ুরেখাং ধরত্যজঃ॥ তথা করভ-পর্য্যন্তং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-সন্ধিতঃ। সৌভাগ্য-রেখিকামন্যাং বিভর্ত্ত্যতিমনোহরাম্॥ সুমণিবন্ধমারভ্য বক্রগত্যোত্থিতা শুভা। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধৌ চ সৌভাগ্য-রেখয়া সহ॥ মিলিত্বা বর্ত্ততে তু যা সা ভোগরেখিকা মতা। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ শঙ্খানসৌ বিভর্ত্তি চ॥ অঙ্গুষ্ঠাধো যবং ধত্তে চক্রং ধত্তে চ তত্তলে। চক্রস্যাধো গদাং ধত্তে তর্জ্জন্যাশ্চ তলে ধ্বজম্॥ মধ্যমায়া-স্তলেঽসিঃ স্যাৎ পরিঘোঽনামিকা-তলে। কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং ভক্তারীভ প্রশমনম্॥ সৌভাগ্য-রেখিকা-তলে শ্রীবৃক্ষশ্চাতিশোভনম্। ভক্তষড়রি-নাশনং বাণং ধত্তে চ তত্তলে॥ অথ বামকরে চায়ুরাদি-রেখাত্রয়ং শুভম্। অঙ্গুলীনাং পুরো ধত্তে নন্দ্যাবর্ত্তাস্তু পঞ্চকান্॥ অথাঙ্গুষ্ঠ-তলে ধত্তে কমলং চিত্তমোহনম্। অনামিকা-তলে ছত্রং ভক্তত্রিতাপ-নাশনম্॥ কনিষ্ঠাতলতশ্চৈব মণি-বন্ধাবধি ক্রমাৎ। হলং ধত্তে চ যূপকং তথৈব স্বস্তিকং শুভম্॥ জ্যাশূন্যধনুকং ততঃ তত্তলে চার্দ্ধচন্দ্রকম্। তত্তলে চ ঝষং ধত্তে সব্যকরমিতি স্মর॥

অথ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে—

শঙ্খার্দ্ধেন্দুযবাঙ্কুশৈররিগদাচ্ছত্রধ্বজ-স্বস্তিকৈর্যূপাজাসি-হলৈর্ধনুঃপরিঘকৈঃ শ্রীবৃক্ষ-মীনেষুভিঃ। নন্দ্যাবর্ত্তচয়ৈ-স্তথাঙ্গুলিগতৈরেতৈর্নিজৈর্লক্ষণৈর্ভাতঃ শ্রীপুরুষোত্তমত্বগমকৈঃ পাণী হরেরঙ্কিতৌ॥

(৯) অথ শ্রীশ্রীরাধিকা-চরণ-চিহ্নানি—

ছত্রারি-ধ্বজ-বল্লি-পুষ্প-বলয়ান্ পদ্মোধ্বর্রেখাঙ্কুশান্, অর্দ্ধেন্দুঞ্চ যবঞ্চ বামমনু যা শক্তিং গদাং স্যন্দনম্। বেদী-কুণ্ডল-মৎস্য-পর্বত-দরং ধত্তে-ঽন্যসব্যং পদং, তাং রাধাং চিরমূন-বিংশতি-মহালক্ষ্মার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥

(রূপচিন্তামণৌ)

অথ ধারণ-ক্রমঃ—

অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেঽঙ্গুষ্ঠতলে যবারী। প্রদেশিনী-সন্ধিভাগূর্দ্ধরেখামাকুঞ্চি-তামাচরণার্দ্ধমেব॥ মধ্যাতলে-ঽব্জধ্বজপুষ্পবল্লীঃ, কনিষ্ঠিকাধো-ঽঙ্কুশমেকমেব। চক্রস্য মূলে বলয়াত-পত্রে, পার্ষ্ণৌ তু চন্দ্রার্দ্ধমথান্যপাদে॥ পার্ষ্ণৌ ঝষং স্যন্দনশৈলমূর্ধ্বে, তৎ-পার্শ্বয়োঃ শক্তিগদে চ শঙ্খম্। অঙ্গুষ্ঠমূলেঽথ কনিষ্ঠিকাধো, বেদীমধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ॥

যথা আনন্দচন্দ্রিকায়াম্—অথ বামচরণস্য অঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ, তত্তলে চক্রং, তত্তলে ছত্রং, তত্তলে বলয়ং, তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিমারভ্য বক্রগত্যা যাবদর্দ্ধচরণমূর্ধ্বরেখা, মধ্যমাতলে কমলং, কমলতলে ধ্বজঃ সপতাকঃ, কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ, পার্ষ্ণৌ অর্দ্ধচন্দ্রঃ, তদুপরি বল্লীপুষ্পঞ্চ—ইত্যেকাদশ। অথ দক্ষিণস্য অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ, কনিষ্ঠাতলে বেদী, তত্তলে কুণ্ডলং, তর্জ্জনীমধ্যময়োস্তলে পর্বতঃ, পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ, মৎস্যোপরি রথঃ, রথস্য পার্শ্বদ্বয়ে শক্তি-গদে ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা ঊনবিংশতিঃ।

(১০) অথ শ্রীরাধিকা-করযুগল-ধ্যানম্ঃ—

কোদণ্ডাঙ্কুশ-ভের্যনোদ্বয়-পবি-প্রাসাদ-ভৃঙ্গারকৈরায়ুর্ভাগ্যসুখপ্রদৈঃ

সুমধুরৈ রেখাত্রয়ৈরঙ্কিতম্। অঙ্গুল্যগ্রজ-শঙ্খপঞ্চকযুতং শ্রীচামরাস্তন্বিতং রাধাদক্ষিণহস্তকং নিরুপমং লক্ষ্মৈঃ শুভৈর্দ্দ্যোত্যতে॥ মালা তোমর-পাদপাঙ্কুশযুতং হস্ত্যশ্ব-গো-ভ্রাজিতং, নন্দ্যাবর্ত্তচয়াঙ্কিতাঙ্গুলিযুতং রাধাকরং বামকম্। আয়ুর্ভাগ্য-সুখপ্রদৈঃ পরিতৈতৈঃ রেখা-ত্রয়ৈরঙ্কিতং যূপেষু-ব্যজনাঙ্কিতং নিরুপমং লক্ষ্মৈঃ শুভৈরজ্যতে॥

অথ ধারণ-ক্রমঃ—

শ্রীকৃষ্ণস্য করস্থেব যা রেখাঃ সৌভগাদয়ঃ। তত্তিস্রো রাধিকা ধত্তে স্ববামকর-পঙ্কজে॥ ১॥ তদঙ্গুলিপুটা ভান্তি নন্দ্যাবর্ত্তক-পঞ্চভিঃ॥ অধোঽঙ্কুশঃ কনিষ্ঠায়াস্তত্তলে ব্যজনং স্মৃতম্॥ ২॥ শ্রীবৃক্ষস্তত্তলে ভাতি ততো যূপং স্মরেৎ সদা। বাণশ্চ তত্তলে শোভী তোমরশ্চ ততঃ পরম্॥ ৩॥ রাজতে তত্তলে মালাঽনামিকাতশ্চ কুঞ্জরঃ। পরমায়ুস্তলে চাশ্বঃ সৌভাগ্যাধো বৃষঃ স্মৃতঃ॥ ৪॥ দক্ষিণকরে চ রাজন্তে তাঃ পরমায়ুরাদয়ঃ। পঞ্চাঙ্গুলীষু শঙ্খাস্তু স্মর্ত্তব্যা হি সুখার্থিনা॥ ৫॥ অঙ্গুষ্ঠাধশ্চ ভৃঙ্গারশ্চামরস্তর্জ্জনী-তলে। অঙ্কুশশ্চ কনিষ্ঠায়াঃ প্রাসাদস্তত্তলে স্মৃতঃ॥ ৬॥ তদধো দুন্দুভিঃ খ্যাতস্ততো বজ্রং স্মৃতং শুভম্। উর্দ্ধ্বঞ্চ মণিবন্ধস্য শকটৌ কথিতৌ শুভৌ॥ ৭॥ তদূর্দ্ধ্বঞ্চ ধনুশ্চিহ্নমসিচিহ্নং ততঃ পরম্। শ্রীরাধাকরচিহ্নানি স্মরেৎ মনো নিরন্তরম্॥ ৮॥

যথা আনন্দচন্দ্রিকায়াম্—

বামকরস্য তর্জ্জনী-মধ্যময়োঃ সন্ধিমারভ্য কনিষ্ঠাধস্তলে করভভাগে গতা পরমায়ুরেখা, তত্তলে করভমারভ্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যভাগং গতান্যা ; অঙ্গুষ্ঠাধো মণিবন্ধত উত্থিতা বক্রগত্যা মধ্যরেখাং মিলিত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্য-ভাগং গতান্যা ; তথান্যা যুক্ত্যা বিভজ্য দর্শ্যন্তে—অঙ্গুলীনামগ্রতো নন্দ্যাবর্ত্তাঃ পঞ্চ, অনামিকাতলে কুঞ্জরঃ, পরমায়ুরেখাতলে বাজী, মধ্যরেখা-তলে বৃষঃ, কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ, ব্যজন-শ্রীবৃক্ষ-যূপ-বাণ-তোমরমালা যথাশোভমিত্যষ্টাদশ। অথ দক্ষিণ-করস্য পূর্ব্বোক্তং পরমায়ুরেখাদিত্রয়মত্রাপি জ্ঞেয়ম্। অঙ্গুলীনামগ্রতঃ শঙ্খাঃ পঞ্চ। তর্জ্জনীতলে চামরম্, অত্রাপি কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশ-প্রাসাদ - দুন্দুভি-বজ্র-শকটযুগ-কোদণ্ডাসি-ভৃঙ্গারা যথাশোভং জ্ঞেয়া ইতি মিলিত্বা পঞ্চত্রিংশৎ॥

করুণানিধানবিলাস—ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল-রচিত বাঙ্গালা কাব্য। রচনাকাল ১২২০—১২২১ সাল। গৌরচন্দ্রিকার পরে বন্দনাদি, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারের সূচনা হইতে দ্বারকান্ত লীলাকদম্বের বর্ণনা আছে। অদ্ভুত—নিদ্রাঘোরে সীতা-বিরহ, শালগ্রাম-গ্রাস, হাউলীলা, যুগলের বিবাহ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-লীলা, কোজাগরী-লীলা, গণেশপূজা-লীলা, কার্ত্তিক-পূজা-লীলা, কালী-পূজা-লীলা, চড়কপূজা-লীলা, মনসাপূজা-লীলা প্রভৃতি।

কর্ণানন্দ—শ্রীযদুনন্দন দাস-রচিত। এই গ্রন্থে সাতটি নির্যাস আছে। প্রথম নির্যাসে শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শাখাবর্ণনা, দ্বিতীয়ে—উপশাখা-বর্ণনা, সুবলচন্দ্রঠাকুরের শিষ্য গ্রন্থকার যদুনন্দন। তৃতীয়ে—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা-বর্ণনা, সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি-দর্শনে শ্রীনিবাসাচার্যের আবেশ, শ্রীমতীর নাসার বেশরের জন্য শ্রীরূপমঞ্জরী-কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট হইয়া তিন দিন পর্যন্ত অন্বেষণ—প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের গুরুবাক্যে-নিষ্ঠার বৃত্তান্ত—ঈশ্বরীর মুখে আচার্যপ্রভুর সমাধির কথা জানিয়া রামচন্দ্রের সিদ্ধদেহে গুরুর নিকটে গমন ও পদ্মপত্রে আচ্ছাদিত বেশর-প্রাপ্তি, যুগলকিশোর রসালসে নিদ্রিত থাকাকালীন শ্রীমতীর নাসায় শ্রীরূপমঞ্জরীকর্ত্তৃক বেশর-পরিধাপন, শ্রীরাধার চর্বিত তাম্বূলপ্রাপ্তি ও আচার্যপ্রভুর বাহ্যাবেশ ইত্যাদি। চতুর্থে—শ্রীবীরহাম্বীরপ্রতি রামচন্দ্রের শিক্ষাদান প্রসঙ্গ ; পঞ্চমে—শ্রীজীবপাদের পত্র, শ্রীগোপালভট্টের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ কৌপীন-বহির্বাসদান, শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে আসিলে 'এই কৌপীন বহির্বাস তারে তুমি দিবে। লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে॥ আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ। সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা। প্রেম-মূর্ত্তি শ্রীনিবাসে কৃপা যে করিবা॥' ষষ্ঠে—নবরত্ন শ্লোক—শ্রীগৌরকর্ত্তৃক একশক্তি শ্রীরূপদ্বারা গ্রন্থ-প্রকাশন এবং অন্য শক্তি শ্রীনিবাসদ্বারা ভক্তি ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার-বিবরণ, অষ্ট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তির বিবরণ। সপ্তমে—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামির অপ্রকট-সম্বন্ধে সন্দেহ-ছেদন। ১৫২৯ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় গ্রন্থ-সমাপ্তি হয়। ইহাতে কিছু প্রক্ষেপ

হইয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকদের ধারণা। [পাটবাড়ী পুঁথি কা ৫, ইহা ১২১৫ সনে লিখিত]।

কলাকৌতুক—উপেন্দ্র ভঞ্জ-কর্ত্তৃক রচিত এই পুস্তিকায় দশটি ছান্দে বিবিধ রাগরাগিণীতে ককারাদি ও ককারান্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাবলি বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—

কমলধর হে কমলধর জিতনায়ক। কমলধর যার রাম নাম সদা ধ্যায়ক ॥১॥ কমলা সাক্ষাত কমলা-সার সীতানায়ক। কমলাসন দিব্য-রূপে নিন্দে পুষ্পশায়ক ॥ ২ ॥ কদম্ব কদম্ব রুষিয়ে নারী হেবা লয়ক। কদম্বফুলকু ত তনু চাঁহি শোভা শায়ক ॥ ৩ ॥ কলাপ কলাপ বিহীনে জটা যে বিধায়ক। কলাপ কন্দরে রাজিত ধৃত ধনু সায়ক ॥ ৪ ॥ [১৭শ শক-শতাব্দী]

কহানী-রহসি—— শ্রীনারায়ণভট্টের অন্বয়ী শ্রীমুরলীধরের শিষ্য ললিতা সখী নিজেকে শ্রীরাধারাণীর মাতা অভিমানে ('মৈয়া' নামেও) ১৮৩৫ সম্বতে এই বাণী লিখিয়াছেন। দোহা, সবৈয়া, কবিত্ত প্রভৃতিতে ৫৩ টি হিন্দী পদ আছে। স্বপ্নদর্শনেই এই গ্রন্থকরণের বীজ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৭নং পদেই বাৎসল্য-রসটি দেদীপ্যমান হইয়াছে—(শ্রীরাধার প্রতি) 'জাদিনাতে ললীরী তূ মেরেঁ উদর আই বহুত বিধি ভাঁতি হুঁ সুখ সংপতি অঁঘানীরী। রমা উমা ঔর নারী নিতহী বখান করৈ মোসূঁ কুবরি তেরে হোয় বেদনকী বানীরী॥ আয় মেরেঁ দ্বার দ্বিজ জাচিক অসীস দঈ তেরো জন্ম হোত সব জগত মেঁ জানীরী। ললিত সখী মুরলীধরহিত মৈয়া কহৈ বাবাকী লড়ৈঁতী বেটী সুনিরী কহানীরী॥১৭॥ ইঁহার অন্য গ্রন্থ 'কুবরীকেলি' ১৮৩৬ সম্বতে রচনার তারিখ আছে।

কানুতত্ত্ব-নির্ণয়—ভাজনঘাটের প্রসিদ্ধ শ্রীবিহারীলাল গোস্বামিপ্রভু-রচিত। শ্রীসদাশিব কবিরাজের পৌত্র ঠাকুর কানাইর বিষয়ে যাবতীয় তত্ত্ব ইহাতে নির্ণীত হইয়াছে। ৪৩৬ গৌরাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

কান্তিমালা—শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদ-প্রণীত শ্রীবিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলীর স্বকৃত টীকা। ইহা ১৫৫৫ শকে (মহাযজ্ঞাসবপ্রাণশশাঙ্ক-গণিতে) রচিত হইয়াছে। ২ প্রমেয়রত্নাবলীর টীকা—কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ-(সার্বভৌম)-রচিত।

কামবীজ ও কামগায়ত্রী-ব্যাখ্যান—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত। কামগায়ত্রীর প্রতি অক্ষরের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কামগায়ত্রীর কোন্ অক্ষরে তাঁহার কোন্ অঙ্গ লক্ষ্যীভূত, তাহাও ইহাতে অভিধানানুসারে ব্যক্ত হইয়াছে। [ইহাতে ভাস্বদি, কামপাল, ঋষভ, দেবজ্যোতি, ব্যাঘ্র-ভূতি, ব্যাড়ি, বিশ্ব, রত্নহাস, গৌতমি, স্বভূতি, রভস, মেদিনী প্রভৃতি আভিধানিকের নামকরণ হইয়াছে।] এই সকল কোষের সাহায্যে আবার ক-কারাদি শব্দের চন্দ্রার্থ দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে চন্দ্র-রূপকের যাথার্থ্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কারকোল্লাস— মহামহোপাধ্যায় ভরত-মল্লিক কৃত ১০৭-কারিকাত্মক। শ্রীজীবপ্রভুর হরিনামামৃত-ব্যাকরণের কারক-প্রকরণের আদর্শে লিখিত বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত। [এই ভরতসেন-কৃত 'দ্রুতবোধ'-নামে ব্যাকরণের একটি পুঁথি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে (৪৯০, ৪৯১ অ) আছে।] উদাহরণ-সমূহ শ্রীগৌরীমহেশ্বর ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নামাত্মক। প্রথমতঃ দুহাদি ক্রিয়ার সহেতুক দ্বিকর্মকত্ব-বিচার, তৎপরে ছয় কারক ও সম্বন্ধ-বিচার করিয়াই উপসংহার করিয়াছেন।

কালীয়দমন—নদীয়া জেলার ভাজন-ঘাটের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামি-কর্ত্তৃক রচিত বাঙ্গালা গীতিকাব্য।

কাব্যকৌস্তুভ—শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ-রচিত। নব-প্রভাত্মক এই অলঙ্কারগ্রন্থে সাহিত্যকৌমুদীবৎ সর্ববিষয়ই নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বাধীন-ভাবে সকল প্রমেয়েরই তিনি যথাযথ বিচারও করিয়াছেন। বিষাদন, প্রমাণ প্রভৃতি কতিপয় নবীন অলঙ্কারও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উদাহরণাবলি প্রায়শঃই পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থরাজি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব-কৃত 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কার শাস্ত্রেরও এক টীকা শ্রীমদ্-বলদেবের নামে আরোপিত হইয়াছে। এই টীকা এখনও দুষ্প্রাপ্য।

কাব্যদর্পণ—১২৮১ সালে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র-

বিষয়ক বহু গ্রন্থ নিবদ্ধ হইলেও কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি গোস্বামিপ্রভুর এবিষয়ে মৌলিকতা ও অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক। কাব্যদর্পণে দশটি পরিচ্ছেদ আছে—প্রথমে কাব্য-স্বরূপ-নিরূপণ, দ্বিতীয়ে কাব্যস্বরূপ-নির্ণয়, তৃতীয়ে রসবিচার, [প্রসঙ্গতঃ রসাস্বাদন-পদ্ধতি, নায়ক-ভেদ, সহায়াদি, নায়কগুণ, নায়িকার বিবিধতা, বিভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ও স্থায়ী ভাবের বিবৃতি, রসাদি, ভাবাদি, রসাভাস, ভাবশান্তি প্রভৃতি], চতুর্থে মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ প্রভৃতি গুণ-বিচার, পঞ্চমে সাধ্বী ও প্রাকৃতী নামক রীতিদ্বয়ের প্রকার-ভেদাদি, ষষ্ঠে দোষনিরূপণ, সপ্তমে অলঙ্কার, অষ্টমে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার, নবমে ধ্বনি ও গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যাখ্য কাব্যভেদ এবং দশমে নাটক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে সাহিত্যদর্পণ, কাব্য-প্রকাশ, কাব্যাদর্শ, অলঙ্কার-কৌস্তুভাদির সারভাগ সঙ্কলনে এই দুরূহ ব্যাপারটি সুচারুরূপে সমাধান করিয়াছেন। উদাহরণনিচয় বাংলাগ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে 'আদি-রস' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নাই, এইজন্য গ্রন্থকার স্বসংকলিত 'উজ্জ্বলরসতরঙ্গিণীতে'ই তাহা প্রকাশিত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন।

কাশিকা—স্তবাবলীর টীকা। বঙ্গেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-কৃতা। বঙ্গবিহারী বা বঙ্গেশ্বর শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুর বংশধর শ্রীমধুসূদনের কৃপাশ্রিত।

কিরণদীপিকা——গৌরগণোদ্দেশের পদ্যানুবাদ। রচয়িতা—দীনহীন দাস। (বঙ্গীয়-সাহিত্য সেবক ২৮২ পৃঃ)।

কিশোরকৌমুদী—(হরিবোলকুটীর পুঁথি ৩৮) ২৬-পত্রাত্মক, গোকুল-বিহারী গোবিন্দের আশ্চর্যবার্ত্তা জানিবার জন্য শ্রীশিব সনৎকুমারকে প্রেরণা দিলে সনৎকুমার বলিতেছেন। গোকুললীলা, প্রেমাদ্ভুত-কথন, নন্দাদি-পরিণাম, শ্রীকৃষ্ণ-কারুণ্য, অভক্তনিদান-পরিণাম, ঈশ্বর-স্বরূপ-নিরূপণ, নাম-মাহাত্ম্য, হিংসাত্যাগ এবং উপসংহার—এইভাবে বিভাগগুলি সূচিত হইয়াছে।

আরম্ভে—জিজ্ঞাসমানো জনকো বাসুদেবকথাদ্ভুতম্। সমপৃচ্ছৎ সুসন্তুষ্টো মুনিং কৃষ্ণ-পরায়ণম্॥ ১ সনৎকুমার ভগবন্! কথ্যতাং মে কৃপানিধে! গোবিন্দস্য যদাশ্চর্যং বসতো গোকুলে বিভো॥ ২

অন্তিমে—নন্দবালস্ত গোপালং বালমেকোনষোড়শম্। চিদ্ঘনানন্দ-গোবিন্দং চিন্তয়ান্তঃ প্রজাপতে॥ ইতি শ্রীকিশোরকৌমুদী সমাপ্তা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে প্রাপ্ত পুঁথিটীর প্রতিপত্রে চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র লতাপাতাদির বিভিন্ন চিত্রাবলি অঙ্কিত আছে।

কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী— — কালিদাস নাথ-কর্ত্তৃক আধুনিক পদসংগ্রহ-গ্রন্থ।

কীর্ত্তনানন্দ—শ্রীগৌরসুন্দর দাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদকাব্য। ইহাতে ৬০ জন বিভিন্ন কবির প্রায় ৬৫০টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। অনেক পদ পদকল্পতরুতেও উদ্ধৃত আছে। ইনি বৈষ্ণবচরণ দাসের কিছু পূর্ববর্ত্তী সমসাময়িক। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকায় (২।৵০) বলিয়াছেন যে এই কীর্ত্তনানন্দের অধিকাংশ পদই পদ-রত্নাকর, পদরসসার ও সাহিত্য পরিষদের ২০১ নং পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। পদরত্নাবলীর ৪৪২-সংখ্যক পদে কীর্ত্তনানন্দ-সঙ্কলন বিষয়ে তাঁহার আত্মকথাও আছে—

শুন শুন বৈষ্ণবঠাকুর। দোষ পরিহরি শুন শ্রবণমধুর॥ ধ্রু॥ বড় অভিলাষে রাধাকৃষ্ণলীলা গীত হি সঙ্গতি করি। হয় নাহি হয় বুঝিতে না পারি সবে মাত্র আশা ধরি॥ তোমরা বৈষ্ণব সব শ্রোতাগণ চরণ-ভরসা করি। আপন ইচ্ছায়ে আমি নাহি লিখি লেখায় সে গৌর-হরি॥ মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব ক্ষেমিয়া করহ পান। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা-সমুদ্র 'কীর্ত্তনানন্দ'-নাম॥ তোমরা বৈষ্ণব পরম বান্ধব পূর মোর অভিলাষ। গৌরাঙ্গচরণ মধুকর গৌর সুন্দর দাস আশ॥

কুঞ্জকেল্যাখ্য-দ্বাদশক——শ্রীমদ্-রসিকানন্দ গোস্বামি-রচিত। শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জকেলি-বর্ণনাত্মক স্তব। প্রারম্ভে—'তল্পে পল্লব-কল্পিতে সুকুসুমে রম্যে নিবিষ্টৌ সুখং, ব্যামুগ্ধৌ রতি-কেলিভিঃ প্রমুদিতৌ ঘূর্ণায়মানেক্ষণৌ। শশ্বন্মানস-হৃষ্টমন্মথ-মদাবেশাতিমুগ্ধা-ননৌ, পশ্যালি স্ফুটকেলি-কুঞ্জ-ভবনে শ্রীরাধিকা-মাধবৌ॥ ১

কুবরীকেলি—শ্রীনারায়ণ ভট্টের অন্বয়ী শ্রীমুরলীধরের শিষ্য ললিত

সখী-কৃত। দোহা কবিত্ত, সবৈয়া, কুণ্ডলিয়া প্রভৃতি ছন্দে ১১৯ পদে গ্রথিত। গ্রন্থশেষে রচনার তারিখ দেওয়া আছে ১৮৩৬ সম্বৎ—'সম্বৎ দশসেঁ আটসৈঁ ঔর ছত্তিশ বিচারি। যহ প্রবন্ধ পূরণ ভয়ো রতনাগরিকী পারি॥' বিষয়বস্তু—শ্রীরাধার সখীগণসহ বিবিধ কেলিবিলাস। (ব্রজে বরষাণায় শ্রীযুগলকিশোর শাস্ত্রীর পিতার গৃহে রক্ষিত পুঁথি।)

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিম-তীর-নিবাসী পণ্ডিত, কবীন্দ্র ও ব্রাহ্মণবংশ্য ছিলেন। জন্মান্তরীণ দুর্বাসনাবশতঃ তিনি ঐ নদীর পূর্বতীরবাসিনী সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা চিন্তামণি-নামিকা বেশ্যাতে আসক্ত হইয়াছিলেন। বর্ষাকালের অন্ধকার-ময়ী রজনীতে পিতৃশ্রাদ্ধদিবসে প্রচুরতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত মৃতদেহাবলম্বনে অনেক কষ্টে উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষোভিত নদী উত্তীর্ণ হইয়া চিন্তামণির আবাসদ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে গৃহদ্বার রুদ্ধ। তখন তিনি ভিত্তিগর্ত্তে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট কৃষ্ণসর্পের পুচ্ছকেই রজ্জুজ্ঞান করত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রণালীমধ্যে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। চিন্তামণির পরিচারিকাগণ আসিয়া জানিলেন যে বিল্বমঙ্গলই মৃতদেহাবলম্বনে নদী পার হইয়া সর্পপুচ্ছ ধরিয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। চিন্তামণি তখন নির্বেদে বলিয়া উঠিলেন 'হায়রে! আমাকে ধিক্! পাপীয়সী আমি কপটতায় বঞ্চনা করিয়া মানবের ধনমন হরণ করিয়াছি। হে ব্রাহ্মণ-কুমার! আমার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা, এতাদৃশ আসক্তি যদি শ্রীভগবানে জন্মিত, তবে কিই না সুঘটিত হইত? আগামী কল্য আমি সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনই করিব'। বিল্বমঙ্গলও তখন নিজের অবস্থা দেখিয়া এবং চিন্তামণির মুখে সেই রাত্রিতে রাসলীলার সঙ্গীতাদি শুনিয়া নির্বিণ্ণ হইলেন এবং পূর্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর প্রোদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধাকান্তচরণভজনেই একান্ত আকর্ষণ করিল। প্রাতঃকালে সেই বেশ্যাকে প্রণাম করত সোমগিরি নামক বৈষ্ণববরের নিকটে তিনি নিজবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া শ্রীমন্ মদনগোপালের মন্ত্ররাজ প্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রপ্রাপ্তিমাত্রই অনুরাগ-প্রাবল্যে তাঁহার দেহে অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবকদম্ব বিকসিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনগমনোৎকণ্ঠিত হইলেও শ্রীগুরুসেবার জন্য কয়েকদিন সেই-স্থানেই বাস করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলাদি-বর্ণনাত্মক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন *। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সোমগিরি তাঁহাকে 'লীলাশুক' আখ্যা প্রদান করেন। অতঃপর গুরুর আজ্ঞা লইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিসমুচ্ছ্বসিত প্রেমপ্রবাহজনিত উৎকণ্ঠাতরঙ্গে নিপতিত হইয়া আপনাকে শূন্যবোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মথুরায় আসিয়া লীলাবিশেষের স্ফূর্ত্তি হইলে তিনি একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই উন্মত্তাবস্থার প্রলাপ-রূপেই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক গ্রন্থরত্নের উদ্ভব। এই কথা শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তদীয় 'সারঙ্গ-রঙ্গদা'-নামক টীকার প্রারম্ভে নিবেদন করিয়াছেন। ভক্তমাল দ্বাদশমালায় ইঁহার অন্যান্য প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই কবিপ্রবরের জন্মস্থান, জন্মসাল এবং পিতামাতা-প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ ১০ শ্লোকের টীকায় নীবীদামোদর-শব্দের ব্যাখ্যান্তরে অন্য মত তুলিয়া তাঁহার মাতা (নীবী) এবং পিতা (দামোদর) বলিয়া যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, অন্য বলবত্তর প্রমাণের অভাবে আমরা তাহাই স্বীকার করিলাম। তাঁহার আবির্ভাব-কালসম্বন্ধেও বহু মতদ্বৈধ আছে †। কেরলপ্রথামতে তিনি মুক্তিস্থলবাসী এবং পদ্মপাদের শিষ্য।

* (১) শ্রীকৃষ্ণবালচরিত্রম্, (২) গোবিন্দ-স্তোত্রম্, (৩) বালকৃষ্ণক্রীড়াকাব্যম্, (৪) কৃষ্ণস্তোত্রম্, (৫) গোবিন্দদামোদরস্তোত্রং, (৬) বিষ্ণুস্তুতি (Adyar Mss. 681) (৭) সুমঙ্গলস্তোত্রং। তৎপ্রণীত বলিয়া উক্ত কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী গ্রন্থখানি কিন্তু শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর-কৃত ষট্‌ প্রকাশাত্মক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা-বর্ণন-প্রধান, সুতরাং শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়-কৃত (Notices ix p 60. no. 2951) বিবরণে ভ্রমক্রমে বিল্বমঙ্গলের নামাঙ্কিত হইয়াছে।

† ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'Krisna-karnamrita' শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-কর্ত্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ (৩৭৮—৩৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই পদ্মপাদ শঙ্করাচার্যের শিষ্য। এই প্রথা মানিতে হইলে বিল্বমঙ্গলকে আনুমানিক নবম খৃষ্টাব্দের লোক বলিতে হইবে। Winternitz ইহাকে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ফেলেন আবার রামকৃষ্ণ কবি (Journal of the Andhra Hist. Research Society 111) বলেন যে বিল্বমঙ্গল ১২৫০হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেহেতু বিল্বমঙ্গলের নামাঙ্কিত 'পুরুষকার' নামক 'দৈব' ব্যাকরণ গ্রন্থের টীকায় আনুমানিক ১২৫০ খৃঃ আবির্ভূত বোপদেবের ব্যাকরণ হইতে উদ্ধার আছে; কিন্তু বৈয়াকরণ লীলাশুক ও আমাদের আলোচ্য লীলাশুক একই ব্যক্তি কিনা এ সম্বন্ধে সবিশেষ প্রমাণ না পাওয়ায় এ মতও সন্দিগ্ধ।

সে যাহা হউক শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা মহামুনি শুকদেবের ন্যায় শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলও শ্রীভগবানের মধুময়ী লীলা আস্বাদন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইয়াছিল—লীলাশুক। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অলৌকিক অমৃতই বটে। ইহার ভাব যেমন সরল, তেমনি উচ্চতম। ইহার ভাষা যেমন পবিত্র, তেমনি সুললিত ও সুমধুর। স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু যাহা নিরন্তর আস্বাদন করিয়া ভজনশিক্ষাচ্ছলে আস্বাদন করাইয়াছেন—তাহা যে কি অনির্বাচ্য বস্তু, তদ্বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—স্বয়ং টীকা রচনা করিয়া যাহার মাধুর্য-ফেলালব বিতরণ করিয়াছেন—তৎ-সম্বন্ধে আমাদের আর বলিবার কি আছে? তিনি বলিয়াছিলেন—

কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥ (চৈ-চ-মধ্য ৯।৩০৬-৭)

বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় এই 'মহারত্নকে' কণ্ঠহার করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরও গম্ভীরা-লীলায় নিরন্তর এই গ্রন্থরত্ন আস্বাদন করিতেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে গায় শুনে পরম আনন্দ॥
(চৈ চ মধ্য ২।৭৭)

এই গ্রন্থ কেবল পাঠের জিনিষ নহে, নিরন্তর আস্বাদনের সুধা-বিনিন্দি মহাসামগ্রী, শ্রীবৃন্দাবনীয় সুধারসের অক্ষয় নির্ঝর। কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না, যেহেতু ইহার প্রকৃত রস হৃদয়ের অন্তরালে গূঢ় গম্ভীর প্রদেশে অবস্থিত। তাহারই জন্য বোধ হয় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই অমৃত-পরিবেষণচ্ছলে 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামে রসময়ী টীকার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পদ্যগুলির এইভাবে সূচী-নির্দেশ হইতে পারে —প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু-নির্দেশ, তৃতীয় শ্লোকে লীলায় আত্মপ্রবেশানুভব, (৪—২১ শ্লোকে) স্ফূর্তি-প্রার্থনা, ২২ শ্লোকে আত্মনিশ্চয়, (২৩—৫৫ শ্লোকে) স্ফুর্তিতে দর্শন-প্রার্থনা, (৫৬—৬০ শ্লোকে) স্ফুর্তি-সাক্ষাৎকারভ্রম, (৬১—৬৭ শ্লোকে) পুনরায় দর্শনোৎকণ্ঠা, (৬৮—৯৫ শ্লোকে) সাক্ষাৎকারের পর ভগবদ্রূপের বাক্য ও মনের অগোচরত্ব-বর্ণনা, (৯৬—১১২ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি। মোট ১১২ শ্লোক। শ্রীলীলাশুকের দশা তিন প্রকার, ১ম—শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিতে স্ফুর্তি-জ্ঞান। ২য়—স্ফূর্তি ও সাক্ষাৎকারের মধ্যবর্তিনী ভ্রমময়ী দশা, ৩য়—সাক্ষাৎকার। লীলাশুক মধুরজাতীয় ভাবাশ্রয়ী, সুতরাং ঐ মধুর-জাতীয় ভাব হইতেই তাঁহার পূর্বরাগ ও বিপ্রলম্ভ হইতে লালসাদশার উৎপত্তি হয়। অন্তরে লালসার স্ফুর্তি হইলে বাহে রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের স্ফুর্তির জন্য তাঁহার দৈন্য ও বিকলতাভাব উদিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ বাহ্যদশার ব্যাখ্যান না দিয়া অন্তর্দশারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা শ্রীকবিরাজেরই অধরামৃত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। তাঁহার ব্যাখ্যাই কর্ণামৃতের রসাস্বাদনের প্রধানতম উপায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্গোপাল-ভট্ট-রচিত 'কৃষ্ণবল্লভা', * শ্রীলকবিকর্ণ-পূরাগ্রজ-শ্রীচৈতন্যদাসকৃত 'সুবোধিনী'

* ভক্তিরত্নাকর (১।২২৮) 'করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী'। সাধনদীপিকা নবম কক্ষায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে (২৫৭ পৃষ্ঠা)।

টীকাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য টীকারও নাম শুনা যায়—(১) কর্ণানন্দ-প্রকাশিনী, (২) শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস কৃত টীকা (L 2955), (৩) শঙ্করকৃত টীকা, (৪) পাপযল্লয় কৃত 'সুবর্ণচষক' টীকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত ১১২ শ্লোক ব্যতীত শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত আরো দুই শতকের প্রচার দেখা যায়, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি কেবল প্রথম শতকেরই টীকা করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতে কর্ণামৃত হইতে প্রথম শতকের ৩০ ৩২, ৪১, ৫৪, ৬৪, ৯৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু 'বিল্বমঙ্গলে' বলিয়া তিনি যে 'চিন্তামণিশ্চরণ' (২।১।১৭৩) 'অয়ি পঙ্কজনেত্র' (২।১।৩৮১) 'হস্তমুৎক্ষিপ্য' (২।৪।৪৩), 'রাধা পুনাতু (২।৪।৮১) এবং 'বিল্বমঙ্গল-স্তবে' বলিয়া 'অদ্বৈতবীথী' (৩।১।৪৪) ইত্যাদি শ্লোক রসামৃতে উদ্ধার করিয়াছেন, ঐ শ্লোকগুলি প্রথম শতকে নাই; কেবল 'হস্তমুৎক্ষিপ্য' শ্লোকটি ৩।৯৪ এবং 'রাধা পুনাতু' শ্লোকটি ২।২৫ পাওয়া যাইতেছে। Eggeling বলেন যে উপরোক্ত শ্লোকচতুষ্টয় বিল্বমঙ্গল-কৃত 'সুমঙ্গল-স্তোত্রে' পাওয়া যায়। উজ্জ্বলেও 'যথা কর্ণামৃতে' বলিয়া 'স্তোকস্তোক' (১৫।২৪৫) যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কর্ণামৃতের ১।২১ এবং 'যথা বিল্বমঙ্গলে' বলিয়া 'রাধেহপরাধেন' (উজ্জ্বল ১২।২৮), 'অয়ি মুরলি! (উজ্জ্বল ১৩।১২) কর্ণামৃতে ২।১১ এবং 'রাধামোহন মন্দিরাৎ' (উজ্জ্বল ১৫।৯৩) দ্বিতীয় শ্লোকটি ব্যতীত অন্য দুইটি কৃষ্ণ কর্ণামৃতে নাই; সুতরাং বলিতে হইবে যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কেবল প্রথম-শতকের কথাই জানিতেন এবং অন্য দুইটি শতককে কৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্যের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই গ্রন্থখানিকে 'কোষকাব্য' বলা যায়—সাহিত্যদর্পণকার লক্ষণ করিয়াছেন —'কোষঃ শ্লোকসমূহৈস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ। ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ॥'

মধ্যযুগের স্তোত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকর্ণামৃত সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। গীতগোবিন্দের ন্যায় এই গ্রন্থরত্নও অত্যুজ্জ্বল বিশুদ্ধ মাধুর্যরসে পরিপূরিত। কর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণ—শৃঙ্গাররস-সর্বস্ব, শিখিপিঞ্ছ-বিভূষণ ও অঙ্গীকৃত-নরাকার (৯৩), ব্রজযুবতি-হারবল্লী - মরকত - নায়ক-মহামণি (৯২), রাধাপয়োধরোৎ-সঙ্গশায়ী (৭৬), ব্রজযুবতী-রতি-কলহবিজয়ি-নিজলীলামদ-মুদিতবদন-শশী (৫১), লম্পটসম্প্রদায়লেখাবলেহী (৫০), ব্রজযুবতিহৃদয়েশয়, মধুরমধুর-স্মেরাকার ও মনোনয়নোৎসব (৪২), কামাবতারাঙ্কুর (৩), মদন-মন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজ ও ব্রজবধূনয়নারঞ্জন-রঞ্জিত (৮), কলবেণুক্বণিতাদৃতা-ননেন্দু (৭), বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুম-পঙ্কিল (৯), মাধুর্যবারিধি-মদাম্বুতরঙ্গভঙ্গী-শৃঙ্গারসঙ্কুলিত-শীতকিশোরবেষ (১৪), বিলাসভরালস, কমলাপাঙ্গোদগ্র-প্রসঙ্গজড় ও জগৎমধুরিম-পরিপাকোদ্রেক (৪৭), মদব্রজবধূ-বসনাপহারী (৮২) কান্তাকুচগ্রহণ-বিগ্রহ-লব্ধলক্ষ্মী-খণ্ডাঙ্গরাগ-নবরঞ্জিত-মঞ্জুলশ্রী (৯১), ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলি-লালিত-বিভ্রম (১০৩), শ্রবণ-মনোনয়নামৃতাবতার (১০৮), মাধুর্যৈক-মহার্ণব (১০৯) এবং নীবীদামোদর (১১০) ইত্যাদি। লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের অনন্তমাধুর্য আস্বাদন করত বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়াই যেন বলিতেছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ (৯২)

এই পদ্যের শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিকৃত তাৎপর্যানুবাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২১।১২৭—১৪৬) আস্বাদ্য ও উপভোগ্য। [মধুরস্মিত-বিষয়ে ৯৯-তম শ্লোকও দৃশ্য।] এইরূপ চরিতামৃত মধ্য ২।৬৫—৭৩ পয়ারে কর্ণামৃতের ৪০ শ্লোকের, ঐ মধ্য ২।৭৫—৭৬ পয়ারে উহার ৬৮ শ্লোকের, ঐ অন্ত্য ১৭।৫১—৬২ পয়ারে ৪২ শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী পরিবেষণ করিয়াছেন। লীলাশুক শ্রীমুখ-প্রভৃতির মাধুরী সন্দর্শন করিয়া বলিতেছেন—চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ (৫৯); আবার শ্রীভগবৎপ্রত্যক্ষ বর্ণন করিতে যাইয়া কেবল 'চিত্রং' পদ-দ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—'চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং, চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্। চিত্রং তদেতদ্ বদনারবিন্দং, চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্' (৮৮)॥ এইরূপে (৯২)

শ্লোকেও মাধুর্যবর্ণনে প্রয়াসী হইয়া কেবল 'মধুরং' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। লীলাশুকের শব্দ-সম্পৎ কম না থাকিলেও কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্যমাধুর্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন—সেখানকার ভাষার সর্বপ্রকার সম্পদই কম—সরস্বতী সেখানে মূক—ভাষার পথে ভাবের প্রবাহ আসিতে গেলেও কিন্তু ভাষা তখন স্তম্ভিত, জড় হইয়া যায়। এ অবস্থায় ভাব যাহা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে স্ফীত হয়, সেই অবলম্ব্য বস্তুর স্বরূপের কেবল লেশাভাস বা কণাবিন্দু লইয়াই নিরুপায়া ভাষা ভাবুকের কাছে দীনা বেশে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতেও ভাব-গ্রাহী শ্রোতার হৃৎকর্ণে এক অফুরন্ত অনাবিল ভাব-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া থাকে। এ স্থলেও 'চিত্র' 'বিচিত্র' এবং 'মধুর' পদগুলি সদ্‌ভাবুকের হৃৎকর্ণ-রসায়ন।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুবাদ—শ্রীরাধাবল্লভ দাস ও শ্রীযদুনন্দন দাস-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীচণ্ডীদাসের আদি রচনা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন—'বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি... নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।'

বড়ু চণ্ডীদাসের এই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-নামক গ্রন্থখানি প্রাচীন এবং প্রামাণিক। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়াইর চরিত্রই স্বস্বস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল —শ্রীরাধাচরিত্রের বর্ণনায় অসামান্য নৈপুণ্য ও মহাচাতুরী প্রকটিত হইয়াছে। সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ়া অথচ সত্যভাষিণী অশিক্ষিতা গোপ-বালা 'চন্দ্রাবলী রাহীর' প্রতি ঘটনায় কবি অনন্যসাধারণ কৌশলে তদীয় চিত্তের অভিনব ভাবোন্মেষাদি দেখাইতে দেখাইতে শেষকালে পাঠকের অজ্ঞাতসারে সেই মূঢ়া চন্দ্রাবলীকেই শ্রীরাধায় পরিণত করিয়াছেন; এই গ্রন্থের আখ্যান-বস্তুতে, চরিত্রচিত্রণে এবং ভাবভাষায় যথেষ্ট মিল আছে. সুতরাং এই কাব্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ বা মিশ্রণ ঘটিলেও ইহার প্রায়শঃই যে বড়ু চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-কৃত—তদ্‌বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। পয়ার-ছন্দেই প্রায়শঃ এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ—ভাষা স্পষ্ট; এই কাব্য গীত বা অভিনীত হইলেও শ্রোতৃবর্গের আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে গ্রাম্যতাদোষ দৃষ্ট হইলেও তাহা সোঢ়ব্য। ভাষাতত্ত্বের হিসাবেও ইহার অনেকটা মূল্য আছে।

বর্ণনীয় বিষয়—(১) জন্মখণ্ডে—দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার-খণ্ডনের জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতার, (২) তাম্বূলখণ্ডে—শ্রীরাধার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলাদি উপহার-প্রেরণ (পূর্ব-রাগ)। (৩) দানখণ্ডে—দানলীলা, মিলন ও সম্ভোগ, (৪) নৌকাখণ্ডে—যমুনাবিহার, (৫) ভারখণ্ডে—শ্রীমতীর পসরা-বহন। (৬) ছত্র-খণ্ডে—শ্রীরাধাশিরে ছত্রধারণ, (৭) বৃন্দাবনখণ্ডে—বনবিহার ও রাস। (৮) কালীয়দমনখণ্ডে—কালিয়দমন, (৯) যমুনাখণ্ডে—জলকেলি ও বসন-চুরি। (১০) হারখণ্ডে—হারচুরির জন্য শ্রীমতী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-বিরুদ্ধে মা যশোদার সমীপে অভিযোগ; (১১) বাণখণ্ডে—শ্রীমতীর প্রতি কামাস্ত্র-প্রয়োগ, শ্রীরাধার মোহাদি; (১২) বংশীখণ্ডে—বংশীনাদে শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা, বংশীচুরি প্রভৃতি। (১৩) বিরহ-খণ্ডে—শ্রীমতীর বিরহ, মিলন ও সম্ভোগাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা প্রসিদ্ধ পদাবলী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় ইহাতে কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ ও রাসের পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই, প্রায় প্রতি প্রবন্ধের পূর্বে একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া আছে। যথা—

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী। বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

ভাটিআলীরাগ ঃ—একতালী——
ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী। আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ রহাএ গো বোলে তোঞঁ বাঁশী কৈলী চুরী॥ ১॥ (৩১৪ পৃঃ)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা অতিপ্রাচীন। বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন তাঁহারা যে 'গদ্যপদ্যময়' [পদকল্পতরু (১৫)] গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কারণ সকল

দেশে গদ্যের পূর্বে পদ্যই প্রথমে রচিত হয়। † সংস্কৃতে বেদ, সংহিতা ও রামায়ণ প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গালাতেও প্রথমতঃ পদ্য রচনা হয়—এবং পদ্যমধ্যেও গীতই সর্বপ্রথমে রচিত হয়।

চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় আছে—তিনি শ্রীকৃষ্ণের 'স্বয়ং দৌত্য'-বর্ণনায় 'বণিকিনী, বাদিয়া, চিকিৎসক, পসারী, বাজীকর, নাপিতানী, মালিনী ও দেয়াশিনী প্রভৃতি বেশে শ্রীকৃষ্ণকে অভিসার করাইয়াছেন।

কৃষ্ণকৌতুক——শ্রীপরমানন্দ-কর্তৃক ১৬৪৬ সম্বতে রচিত নব-সর্গাত্মক কাব্য। ৮১ পত্রাত্মক। মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা, যথা—'তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গং প্রসন্নবদনাম্বুজম্। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং গুরুং নিত্যং নমামি শিরসা মুদা ॥২॥ চতুর্থ শ্লোকে গ্রন্থের কৃষ্ণকৃপোত্থত্ব-বর্ণনার পরে নন্দিনী-নাম্নী গোকুলবাসিনী বনদেবী বৃন্দাদেবীকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যানি কানি রহস্যানি রাধামাধবয়োর্বনে। ভবনে বা সমগ্রাণি কৃপয়া ত্বং বদস্ব মাম্ ॥' ইহার উত্তরে সমগ্র গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। প্রথম সর্গে ৩২৬ শ্লোকে গোচারণ-বিহার, দ্বিতীয়ে (২২৪) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাগোদয়, তৃতীয়ে (২৫১) শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গম, চতুর্থে (২২২) রাসবিহার, পঞ্চমে (১৩৯) চন্দ্রাবলীপ্রসঙ্গ, ষষ্ঠে (১৪৬) দধিদান-বিহার, সপ্তমে (২২৬) রাধালয়-বিহার, অষ্টমে (গদ্য) ঋতুবিহার এবং নবমে (২৭৬ শ্লোকে) মাকন্দমণ্ডপ-বিহার। নন্দিনী বৃন্দার মুখে বিবরণ শুনিয়া শেষে প্রার্থনা করিলেন—'অহং দেবি! সদারণ্যে বৎস্যামি তব পাদয়োঃ। কৃপয়া দর্শয় প্রাজ্ঞে! নিত্যকেলিং তয়োঃ খলু ॥ নিত্যং নূত্নতরাং (?) পরমানন্দ-বর্দ্ধিনীম্। রাধিকাকৃষ্ণয়োর্লীলাং মাং বিলোকয় দেবি বৈ ॥ নাতিদীর্ঘেণ কালেন নন্দিনী নিত্যকেলিষু। সংপ্রাপ্তা নিজভাবেন দদৃশে রাধিকাপ্রিয়ম্'। (৯।২৭৪—২৭৬)। মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণদাসজির সংগ্রহের পুঁথি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা—শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের বংশীয় হৃদয়ানন্দ দাস-কৃত। ইহা গৌরগণোদ্দেশদীপিকার পদ্যানুবাদমাত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রামৃত-তরঙ্গিণী—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকা। (পাটবাড়ী পুঁথি কাব্য ১০৩) এবং রাজসাহী বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (পুঁথি সাস ২'২) ২৯ পত্রাত্মক পুঁথি। ইহাতে ১৩৪ শ্লোক পর্যন্ত টীকা আছে। টীকাকারের নাম নাই, টীকা প্রাঞ্জল বটে, কিন্তু আনন্দি-কৃত টীকার ন্যায় হার্দবস্তুনিষ্কাসনে ইহার তত উপযোগিতা নাই।

কৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভ ও গদাধরসন্দর্ভ—শ্রীপাট আড়িয়াল-(ঢাকা)-নিবাসী শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিপাদ-কর্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরগদাধরের ভজন-প্রণালী যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগাদি পূর্বক সুবিন্যস্ত হইয়াছে। চারিযুগের বিবিধ উপাসনা-প্রণালী, 'যুগ' শব্দের দ্ব্যর্থকতা, শ্রীগৌরাঙ্গের বিবিধ মন্ত্রোদ্ধার ও যুগানুবর্তী ভজনই প্রথম গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। শ্রীগদাধরসন্দর্ভে শক্তিতত্ত্ববিচার, দ্বিবিধ কামবীজ, সম্প্রদায়তত্ত্ব ও গদাধরের ভজনপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পুটিত হইয়াছে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসহস্রনাম-স্তোত্র—(১) শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের মুখচন্দ্র-নির্গলিত ৪৮২ শ্লোকে গ্রথিত—শ্রীমদ্রাখালানন্দ-ঠাকুর-কৃত টীকা ও অনুবাদসহ শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায় প্রকাশিত। শ্রীলোকানন্দাচার্যই সংকলয়িতা—দ্বিজহরিদাসকর্তৃক শ্রীমন্নরহরিঠক্কুর কলিযুগে ক্ষেম বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া যাহা যাহা বলিয়াছেন—তাহাই লোকানন্দ সংগ্রহ করত সহস্রনামরূপে প্রকটিত করেন। (২) শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর-রচিত—(পাটবাড়ী পুঁথি ২৭; ইহা ব্রহ্ম হরিদাস-কর্তৃক শ্রীরূপগোস্বামিসকাশে প্রকটিত। (৩) শ্রীরূপগোস্বামি-কর্তৃক শ্রীরঘুনাথদাস-সমীপে বিকথিত (মৎসংগৃহীত পুঁথিত্রয়)। অন্তিমে 'নমস্তে শ্রীশচীপুত্র নমস্তে করুণাকর। নমস্তে শ্রীদয়াসিন্ধো জগন্নাথ-প্রিয়াত্মজ' ॥ ১৫০॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিত্রে বিমলজ্ঞান-প্রকাশক - শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম সংপূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী—শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র-কৃত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

† গ্রীসদেশে লিনস্, অর্ফিয়স্, মিউজিয়স্, হোমর এবং রোমে লিবিয়স্, এণ্ড্রোনিকস্ প্রভৃতি কবিগণ প্রথমতঃ পদ্যেরই রচনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (১।১০।৩৩, ৫৬) এবং উৎকলীয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র (১।১০।১২৯) ব্যতীত অন্য প্রদ্যুম্নের কথা কোন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে—'প্রদ্যুম্ন মিশ্র বুরুঙ্গাবাসী কীর্ত্তিমিশ্রের বংশজাত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জ্ঞাতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র'। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানে' শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার গ্রন্থটিকে নাতিপ্রামাণিক বলিয়াছেন এবং বিবিধ যুক্তিতর্কও বিন্যস্ত করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিন সর্গে মোট শ্লোকসংখ্যা (১৯+৩০+৫৩) ১০২; ভাষাটি সরল, প্রায়ই অনুষ্টুপ্ ছন্দ। রচনার কালনির্দ্দেশ নাই। ইহাতে শ্রীগৌরের জীবনীর কোনও তথ্যই নাই, কেবল সন্ন্যাসের পরে শোভাদেবীকে দর্শন দিতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন—এই বিশেষ। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ মধুকর মিশ্রের ঔরসে চারিপুত্রের পরে সর্পের প্রসব (১।৫—৮), জগন্নাথের অষ্ট কন্যার পরলোকের পরে বিশ্বরূপের জন্ম, তৎপরে শচীসহ জগন্নাথের শ্রীহট্টে গমন, শচী ঋতুস্নাতা হইলে শোভাদেবীর স্বপ্নে দৈববাণী-শ্রবণ ও জগন্নাথের নবদ্বীপে বিদায়। জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক-গমনের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত বিবাহ (৩।৮), বঙ্গদেশে গমন, লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্বধামে গমন। বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় বিবাহ ও সন্ন্যাস—শান্তিপুরে শচীদেবী-কর্ত্তৃক মহাপ্রভুকে শোভাদেবীর নিকটে প্রতিশ্রুত বাক্যরক্ষার্থ উপদেশ এবং এই জন্যই তিনি শ্রীহট্টে বুরুঙ্গায় আগমন করেন। তথায় তিনি গাভীগণের মুখে উচ্চ হরিধ্বনি করাইলে কৃষকগণ চমৎকৃত হইয়া গ্রামে নিবেদন করে এবং এই ভাবে তিনি স্বপিতামহী-কর্ত্তৃক পরিচিত হয়েন। এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণকে তিনি স্বহস্তে এক চণ্ডী লিখিয়া দিয়া তাহার জীবিকা-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করেন (৩।২৭)। গ্রন্থখানির ভাষা আধুনিক বলিয়া সাহিত্যিকগণের মত; বিষয়-সন্নিবেশও অদ্ভুত, কাজেই প্রামাণিকতায় সন্দেহ হয়।

কৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশ—শ্রীজয়কৃষ্ণদাস-কর্ত্তৃক গ্রথিত ২২৫-পত্রাত্মক পুস্তক। জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থালয়ে (১৬৮নং)। ইনি গ্রন্থারম্ভে ও অন্তিমে শ্রীজয়গোপাল দাসকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহার বাক্যই প্রামাণ্যরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থসংখ্যা—৬৩০০।

আরম্ভে—নৌমি শ্রীজয়গোপাল-দাসমদ্বৈতবোধকম্। যৎকথা-শ্রুতিমাত্রেণ মহাধ্বান্তো নিবার্যতে॥

অন্তিমে—তথাচ শ্রীমৎশ্রীজয়-গোপালদাস-বচঃ—'ন শাক্তা ন শৈবা ন চৈশ্বর্যনিষ্ঠা, ন চ জ্ঞানিনঃ পাপপুণ্যানুরক্তাঃ। চিদানন্দকন্দং হি কৃষ্ণং ভজামো, বয়ং কার্ষ্ণলোকাস্তু-লোকাঃ শৃণুধ্বম্॥

গ্রন্থের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণভজনের পরাকাষ্ঠাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সর্বেষাং ভজনীয়োঽয়ং তদ্-জ্ঞাপনমিহোচ্যতে। সর্বশাস্ত্রোক্ত-মানেন গ্রন্থোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া॥

তদ্‌যথা—নিত্যত্বেন, কাল-মায়াতীতত্বেন স্বেচ্ছাময়ত্বেন সর্গস্থিতি প্রলয়কর্তৃত্বেনৈকত্বেনাসমত্বেন সর্ব-শক্তিময়ত্বেন সর্বময়ত্বেন সর্বেষাং পরত্বেন কিন্তু গুণাগুণাতীতত্বেনো-পলক্ষিতঃ পরমেশ্বরঃ স এব ভজনীয়ঃ।

প্রমাণবিষয়ে ইনি যাবতীয় তন্ত্র, আগম, পুরাণ, যামলাদির সহিত গোস্বামিগ্রন্থও আলোচনা করত স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। বিভাগ-গুলি এইরূপে সূচিত হইয়াছে—(১) পরমেশ্বর-স্বরূপ-নিরূপণ, (২) মাধুর্যলীলা-বর্ণন, (৩) মহাবৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্যলীলা, (৪) পুরুষাবতার, (৫) গুণাবতার, (৬) গুণাবতারের অংশত্ব-নিরূপণ, (৭) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তারতম্য, (৮) ইঁহাদের প্রয়োজন ও (৯) ভেদাভেদ, (১০) প্রকৃতি ও পুরুষের জন্যত্ব ও নাশিত্ব-নিরূপণ, (১১) উভয়ের তারতম্য, (১২) প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য-নিরসন, (১৩) লীলাবতার—(ক) কল্পাবতার, (খ) মন্বন্তরাবতার ও (গ) যুগাবতার, (ঘ) আবেশাবতার, (ঙ) পূর্ণাংশ-কলা-ভেদ, (১৪) শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেই পর্যবসান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে ইনি কলি-যুগাবতার-বর্ণনপ্রসঙ্গে (১৪০ পৃঃ) শ্রীগৌরাঙ্গকে উপাস্যত্বে স্থাপন করিতেছেন—

তথাচ ভবিষ্যে—মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥১

অতএব সহস্রনাম্নি—সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

অপিচ ভবিষ্যে—শঙ্করগ্রাহগ্রস্তং হি ভক্তিযোগমহং পুনঃ। কলৌ

সন্ন্যাসিরূপেণ বিতরামি চরাণি চ॥ দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ। কলৌ সন্ন্যাসিরূপেণ ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥

অতএব সহস্রনাম্নি—সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ।

জৈমিনি-ভারতে চ চন্দ্রহাস-প্রসঙ্গে নারদবাক্যং —— শালগ্রামশিলাচক্রং দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবম্। কলিকালেঽপি ভোঃ পার্থ ন জহাতি জনার্দনঃ॥ সর্বলোকোপকারায় যতিরূপেণ তিষ্ঠতি। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন যতিঃ পূজ্যো হি কেশবঃ॥ দ্বে রূপে দেবদেবস্য চরং চাচরমেব চ। চরং সন্ন্যাসিনং প্রাহুরচরং চক্রচিহ্নিতম্॥

কৃষ্ণতত্ত্বামৃত-শ্রীরাধামোহন গোস্বামিপ্রণীত। ২৪ পত্রাত্মক পুঁথি (শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss. 1183)। উপক্রমে—'শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দ-লক্ষণং পীতবাসসম্। প্রণম্য তত্ত্বমযমমৃতং ভাবমাদিতম্॥ সংসারানলতাপার্ত্তিহারি ভূরিসুখোদয়ম্। সমুদ্ভাবয়তি শ্রীলমোহনো নিগমার্ণবাৎ॥ তত্র ব্রহ্মসংহিতায়াম্ 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি।

উপসংহারে—'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি' সপ্তমীয়াৎ, 'কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েদিতি' গোপালতাপনীয়বচনাৎ, 'অসারে খলু সংসারে সারং কৃষ্ণপদার্চনমিতি' গৌতমীয়াৎ, 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি বচনাৎ অন্যনিরপেক্ষো নিরন্তরং শ্রীকৃষ্ণং ভজেদিতি শম্।

বিষয়বস্তু—শ্রীকৃষ্ণই নিত্যনিরতিশয় জ্ঞানানন্দাশ্রয় পরমেশ্বর। আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব-কীর্ত্তন, প্রকৃতিতত্ত্ব, মায়া-স্বরূপ, প্রসঙ্গতঃ ভ্রম-নিরূপণ, পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ, আত্মজ্ঞানেরই মোক্ষহেতুতা, শ্রীকৃষ্ণই গুণভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে অবস্থিত, ভগবদ্‌বিগ্রহ, গুণাবতার, প্রকৃতির উপাদান-কারণত্ব, পরমাণুবাদ-খণ্ডন, ব্রহ্মোপাদানবাদির মত-নিরসন, সাংখ্যমত-খণ্ডন। বৃন্দাবনলীলার মধুরত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণরূপই সর্বথা মনোহর। ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়। তদীয় রূপাদি অপ্রাকৃত বলিয়াই শাস্ত্রে তাঁহাকে অরূপাদি বিশেষণ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরাণাদিতে উক্ত কেশাবতার-কথাদির মীমাংসা। ভগবদ্‌ভক্তিনিরূপণ, তাহার বিভাগ।

শ্রীকৃষ্ণতন্ত্র—(নবদ্বীপ, হরিবোল-কুটীর ২৯ ঝ) পঞ্চপত্রাত্মক পুঁথি। ইহাতে পৃথিবী ও বরাহ-সংবাদে শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্বতথ্যাদি নির্ণীত হইয়াছে। পৃথিবী বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং শ্রীবরাহ উত্তর দিতেছেন। প্রথম প্রশ্ন—কৃষ্ণের প্রিয়তম স্থান কি ? উত্তর—বৃন্দাবন। দ্বিতীয় প্রশ্ন—বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য ও রহস্য কি ? উত্তর—[শ্রী]বৃন্দাবনং মহারম্যং পূর্ণানন্দ-রসাশ্রয়ম্। ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূর্ণিতম্ (?)॥ ব্রহ্মা সুরদ্রুমস্তত্র সুরভীবৃন্দ-সেবিতম্। শ্রীর্লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদংশাংশসমুদ্ভবম্॥ তত্র কৈশোর-বয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্। গতির্নাট্যং কথা গানং স্মেরবক্ত্রং নিরন্তরম্॥ ভুজঙ্গশক্রনৃত্যাঢ্যং সকান্তামদবিভ্রমম্। নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণু-পুঞ্জরঞ্জিতম্॥

কৃষ্ণপদামৃত —— শ্রীকৃষ্ণসার্বভৌম-রচিত। বিবিধ ছন্দে ২৫৩ শ্লোকে কবি শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন। সাধকোচিত বর্ণনায় কবির কাব্য-প্রতিভা পদে পদে অভিব্যক্ত। উপক্রমে—মাঙ্গল্যানাং প্রধানং যম-ভয়-তমসাং শারদং শর্বরীশং,পীযূষাণাং নিধানং মুনিগণমনসামেকবিশ্রাম ধাম। সংসারাব্ধিং তিতীর্ষোস্তরণিমতিঘনং নারদাদের্মহর্ষে, র্লক্ষ্মীবক্ষোঽরবিন্দং স্মর হরিচরণদ্বন্দ্বমানন্দকন্দম্'॥ উপসংহারে—'নির্মিতং ভূরিযত্নেন শ্রীলশ্রীকৃষ্ণশর্মণা। তরণায় ভবব্যাধেঃ পিব কৃষ্ণপদামৃতম্॥' ১৬৩৩ শকে নবদ্বীপাধিপতি রামজীবন-কর্তৃক দানাদিদ্বারা সমাদৃত হইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু—— অজ্ঞাতনামা সঙ্কলয়িতার আধুনিক পদসংগ্রহগ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভুপাদের শিষ্য (চৈ° চ° আদি ১২।৭৯) শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নাম দিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের বঙ্গভাষায় সরস সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পাণিহাটি হইতে যখন বরাহনগরে শুভ বিজয় করিয়াছেন, তখন রঘুনাথ একমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনাইয়াই সেই মূর্তিমান্ শ্রীভাগবতরস শ্রীগৌরাঙ্গের আতিথ্যবিধি করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্যাদি করত রঘুনাথের গুণকীর্তনপূর্বক তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি

প্রদান করিয়াছেন। (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।১১০—১২১ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে (২০৩) লিখিত আছে—

নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ ১৪৯৮ শকাব্দায় রচিত, অতএব এই গ্রন্থও তৎপূর্বেই রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রায় ১৬৫০০ শ্লোক ও পয়ারে এই গ্রন্থ ভূষিত। প্রাক্‌শ্রীচৈতন্যযুগে বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থও শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১০, ১১ ও ১২ স্কন্ধের মর্মানুবাদ মাত্র, কিন্তু প্রেমতরঙ্গিণী সমগ্র ভাগবতেরই অনুবাদ; ১ম হইতে ৯ম পর্যন্ত মর্মানুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও কিন্তু দশম হইতে শেষ পর্যন্ত শ্লোকনিষ্ঠ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রেমতরঙ্গিণীতে শেষ তিন স্কন্ধের মূলের অধ্যায়-সংখ্যা যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু নবম স্কন্ধ পর্যন্ত অধ্যায়-সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন ১ম স্কন্ধে মূলে ১৯টি অধ্যায়, এস্থলে ৫ অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্ধে ১০ স্থলে ২, তৃতীয়ে ৩৩ স্থলে ৯, চতুর্থে ৩১ স্থলে ৮, পঞ্চমে ২৬ স্থলে ৮, ষষ্ঠে ১৯ স্থলে ৩, সপ্তমে ১৫ স্থলে ৫, অষ্টমে ২৪ স্থলে ৭ এবং নবমে ২৪ স্থলে ৯ অধ্যায় করা হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই নয় স্কন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইলেও মূলের তাৎপর্য এইরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত নিষ্কাসিত হইয়াছে যে তাহা পাঠ করিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীমদ্ভাগবতের মূল তাৎপর্য ও রহস্য অবগত হইবেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণেও শ্রীপাদ নিজ গুরুদেব শ্রীশ্রীপণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভুর বন্দনামুখে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য দৈন্যভরে ব্যক্ত করিয়াছেন—(১।১।১—৪)। এক কথায় বলিতে গেলে এই অনুবাদটি সর্বাঙ্গসুন্দর, ভাষাটি সরস, মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল। তাই শাখানির্ণয়ামৃতে শ্রীযদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন—

'বন্দে ভাগবতাচার্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়-পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী॥'

পূর্বকালে এই গ্রন্থের যে বহুল প্রচার ছিল এবং ইহা যে গীত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতি অধ্যায়ে বহুবিধ রাগরাগিণীর উল্লেখই ইহাকে সঙ্গীতাকারে ব্যবহারের সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত—(বৃন্দাবন ভক্তি-বিদ্যালয়ের পুঁথি) শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামির রচিত বলিয়া উল্লিখিত। ইহার প্রথম খণ্ডে ২৯ শ্লোকে বসন-চৌর্যকেলিবর্ণন, দ্বিতীয়ে ১৫ শ্লোকে ভারখণ্ড, তৃতীয়ে ৩৭ শ্লোকে পারখণ্ড এবং চতুর্থে ১৩ শ্লোকে দান-খণ্ড। শ্লোকাবলির মধ্যে মধ্যে আবার গদ্যও আছে।

কৃষ্ণভক্তিপ্রকাশ—— অজ্ঞাত-নামা কবির সঙ্কলন। সংস্কৃত ভাষায় দুই কাণ্ডে পাঁচটি করিয়া প্রকরণে গুম্ফিত, ভক্তিরসামৃত প্রভৃতির বহু প্রমাণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট। [বৃন্দাবনে নিম্বার্ক গ্রন্থালয়ের পুঁথি]। অন্য পুঁথি (Notices of Sanskrit Mss. 3189) ৪২ পত্রাত্মক, খণ্ডিত। উপক্রমে—'শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজং প্রণম্য পরয়া মুদা। নানাপুরাণ-বাক্যেন তস্য ভক্তিঃ প্রকাশ্যতে॥ অজ্ঞান-তিমিরধ্বংসী পরমার্থ - প্রকাশকঃ। কৃষ্ণভক্তি-প্রকাশোঽস্তু প্রমোদায় সতাং সদা॥' প্রথম কাণ্ডে প্রথম প্রকরণে--শ্রীকৃষ্ণভক্ত-প্রশংসা, দ্বিতীয়ে শ্রীকৃষ্ণাভক্ত-নিন্দা, তৃতীয়ে—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনাদি-কথন, চতুর্থে—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সার্বকালিকত্ব। পঞ্চমে—তদ্‌ভজনে অধিকারিনিয়মাভাব, ষষ্ঠে —— ভগবদ্‌ভক্তি - কারণাদি। দ্বিতীয় কাণ্ডে—(১) নিষ্কাম ভক্তির গরীয়স্ত্ব, (২) উত্তমাদিভক্তির লক্ষণ, (৩) গুরুপদাশ্রয়াদি ভক্ত্যঙ্গ, (৪) সাধনভক্তিনিরূপণ। তৎপরে খণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ (হরিবোল-কুটীর পুঁথি ৯ ক, লিপিকাল—১৬০৬ শক)। শ্রীগোবর্দ্ধনবিলাসী শ্রীমদ্ রাঘব-গোস্বামিকৃত। এই গ্রন্থে ছয়টি প্রকাশ আছে; প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটি শ্লোকে শ্রীপাদ প্রবন্ধটিকে রত্ন মাণিক্য ইত্যাদির সহিত 'রূপক' করিয়া 'ভক্তিরত্ন-প্রকাশ' নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। প্রথম (শ্রীকৃষ্ণভজনোদ্দেশ) প্রকাশে ক্রম-দীপিকার প্রথম আট শ্লোকে মঙ্গলা-চরণ ও বর্ণয়িতব্য বিষয়াদির সন্নিবেশ, সর্বোপাসনা-নিরসনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সমাদর ইত্যাদি; দ্বিতীয় (নানোপাসনাবর্জন) প্রকাশে বিভিন্ন দেবতা, তীর্থ ও সৎকর্মাদির নশ্বরত্ব-প্রতিপাদনপূর্বক ব্রহ্ম-

উপাসনারও নিষ্ফলত্ব দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ অধ্যাত্মবাদিগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে আরোপিত ভৌতিকত্ব, প্রাকৃতত্ব ও সগুণত্বাদির আক্ষেপ-সমাধান, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণরতি-বিষয়ক উপদেশাদি। তৃতীয় (শ্রীকৃষ্ণপূর্ণতমত্ব-নিরূপণ) প্রকাশে—শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্ব, নিত্য ও দিব্য বৃন্দাবন ধামের অপ্রাকৃতত্ব, কালাদ্যগোচরত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব, বেদগোচরত্ব, পরাৎপরত্ব, নিত্যকিশোরত্বাদি। চতুর্থ (বৃন্দাবনে নিত্যপ্রকাশ) অধ্যায়ে—শ্রীনন্দনন্দনের নিত্য-বৃন্দাবন-বিলাসিত্ব, জন্মলীলা, অবতার-কারণ, কেশাবতারত্ব-খণ্ডন, বাল্যাদি-লীলাহেতু-প্রদর্শন, অসুরবধাদি, ধামপ্রসঙ্গ, প্রবাস, দৃশ্যাদৃশ্যত্ব ইত্যাদি। পঞ্চমে (শ্রীনন্দকিশোরস্বরূপ) স্বাংশ অবতারাদির স্বরূপ, অবতারির লক্ষণ, বাসুদেবাদির স্বরূপ, শ্রীরাধা-তত্ত্ব, দুর্গাতত্ত্ব, শক্তিত্রয়-বিবৃতি, নিরীহ শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব, স্বরূপ ইত্যাদি। ষষ্ঠে (ভক্তিবিরচন) ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন—সাধনী, জ্ঞানযুক্তা ও প্রেমলক্ষণা-ভেদে ভক্তিত্রয়, নববিধা ভক্তিতে বিভাগ ও বিবৃতি, সৎসঙ্গপ্রভাব; সাধুনির্ণয়, ভাগবতধর্মে অচ্যুতি, শ্রীকৃষ্ণভজনই সারাৎসার। এই অধ্যায়গুলিতে (১) হীরা (২) মুক্তা, (৩) সুনীলরত্ন, (৪) মাণিক্য, (৫) মরকতরত্ন এবং (৬) চিন্তামণি-নামে অভিহিত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ভক্তিসাধনে যত বিরুদ্ধ বাদ আসিতে পারে, তাহারই নিরসন পূর্বক বিশুদ্ধ ভজনপন্থার বিনির্দেশেই এই গ্রন্থরত্নের তাৎপর্য।

প্রসিদ্ধ বনবিষ্ণুপুরের রাজা শ্রীগোপাল সিংহের রাজত্বকালে ১৬৬১ শকে ঐ গ্রামবাসী উত্তমদাস-নামক জনৈক কবি এই গ্রন্থের চতুর্থ রত্ন পর্যন্ত পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। এই পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৩৫৭২ সংখ্যক, ১৮৯২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত।

কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব——মঙ্গলডিহির পাম্বুঙা গোপালের প্রপৌত্র শ্রীনয়নানন্দঠাকুর ১৬৫২ শাকে শ্রীরূপপ্রভুর ভক্তিরসামৃতের সম্পূর্ণ আনুগত্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার অষ্টাদশ প্রকরণের প্রথম ও দ্বিতীয়ে মঙ্গলাচরণ ও শ্রীকৃষ্ণসাধনের সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদন করত তৃতীয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় সর্বদা সকলের অধিকার—ভক্তবাৎসল্য, সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখনিন্দা, বিষয়ি-নিন্দা, আয়ুর্ব্যর্থতা, ইন্দ্রিয়হীনতা ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বাদি কীর্ত্তনের পর চতুর্থ হইতে শেষ পর্যন্ত ভক্তিরসামৃতের যাবতীয় প্রকরণের মুখ্য মুখ্য কারিকাদির পয়ারে অনুবাদ ও তাৎপর্য লিখিয়াছেন। উপসংহারে গ্রন্থের অনুবাদ ও নিজ ইষ্টগণ-কথনাদি বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তিরসোদয়——শ্রীরাধামোহন গোস্বামি-কৃত খণ্ডিত পুঁথি (Notices of Skt. Mss. 1192)। উপক্রমে —— 'গোপীনয়নচকোরী-স্বাদিত সুরসামৃতাসিতাঙ্গরুচিঃ। কোঽপি ব্রজেন্দ্রতনয়ো নীরদনীলো বিধুর্জয়তি।' এই গ্রন্থটি তিনি ভক্তিরসামৃতের আধারে, কোথাও কোথাও তত্রত্য মূল শ্লোক ও স্বকৃত টীকা দিয়া গুম্ফিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন—

'শ্রীমদ্রসামৃতাম্ভোধির্গোস্বামিভিরুদাহৃতঃ। তস্মাদুদ্ধৃত্য যৎকিঞ্চিদমৃতশ্চ নিবেদ্যতে'॥ অতএব—'ক্ষন্তব্যং মম চাপল্যং তদ্‌গর্ধেরিতঃ চেতসঃ। বৈষ্ণবৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে গুণমাত্র-পরিগ্রহৈঃ'॥ ইহাতে ভক্তি লক্ষণ, অনুশীলন-স্বরূপ-প্রদর্শন, উপবাসের ভজনাঙ্গত্ব, ভক্তিলক্ষণ-পরিক্রিয়া, ভক্তি-প্রয়োজন-নির্দেশ, রুচি-লক্ষণ, কেবল যুক্তির অপ্রতিষ্ঠতা, সাধন ও সাধ্যভেদে ভক্তির দ্বৈবিধ্য, সাধনভক্তির লক্ষণ, বৈধীলক্ষণ, রাগলক্ষণ, ৬৪ ভক্ত্যঙ্গ, সন্ধ্যোপাসনাদির কর্ত্তব্যতা, ভক্ত্যনুকূল বৈরাগ্য-লক্ষণ, তৎপ্রতিকূল বৈরাগ্য-নিরূপণ, রাগানুগা-লক্ষণ। তৎপরে খণ্ডিত। দশ উল্লাসে বিভক্ত। (I. O. L. পুঁথি p 815—816, সম্পূর্ণ)।

কৃষ্ণভক্তিবল্লী —— রসময়দাস-কৃত (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪২৩) রসামৃতসিন্ধুর অনুবাদের মত বলিয়া ধারণা হয়। (বিশ্বভারতী ৫৯, পত্রসংখ্যা ১৮, লিপিকাল ১১৭২)।

কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব——শ্রীরাধামোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য-প্রণীত ২০৫ পত্রাত্মক পুঁথি (বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ নং ৮৯৬) স্মৃতিনিবন্ধ-বিশেষ। উপক্রমে—'বন্দে রাধা-মুখাম্ভোজ - মধুসম্ভোগ - লম্পটম্। গোবিন্দং পরমানন্দং বৃন্দাকানন-নায়কম্ ॥ ১॥ শ্রীচৈতন্য-পাদাব্জস্য

স্যন্দিতামৃত-সন্দ্রসঃ। সন্তর্পয়তু সংসার - তপ্তচেতোমধুব্রতম্ ॥ ২ ॥ রাধামোহনশর্মাবিষ্কৃতোঽয়ং মধুরান্তরঃ। আনন্দয়তু ভক্তান্ শ্রীকৃষ্ণভক্তিসুধার্ণবঃ ॥ ৫ ॥

বিষয়বস্তু—ভজন-প্রকরণ, ভজন-স্থান, ভক্তিবিরুদ্ধ, প্রেম-লক্ষণ, উপাস্য, পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, মন্ত্রকথন-বিধি, পূজন মাহাত্ম্য, তিলকধারণ, স্নানবিধি, মানসপূজা, পূজাস্থান, পাত্রনিয়ম, পূজাবিধি, জপ, মহাপ্রসাদ-ভক্ষণমন্ত্র, পাদোদক-মাহাত্ম্য বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন, নৈমিত্তিক বিধি, মাস-বিশেষে ক্রিয়াবিশেষ (বৈশাখ-কৃত্য—প্রাতঃস্নান, চন্দনযাত্রা, পুষ্পক-রথ যাত্রা, নৃসিংহ চতুর্দশী ; জ্যৈষ্ঠ-কৃত্য ; আষাঢ়ে শয়নী ; শ্রাবণ-কৃত্য ; ভাদ্র-কৃত্য—হিন্দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমীব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত ; আশ্বিন-কৃত্য ; কার্ত্তিক-কৃত্য—উত্থানযাত্রা, গোবর্দ্ধনপূজা, রাসযাত্রা ; মার্গশীর্ষ-কৃত্য ; পৌষকৃত্য ; মাঘ-কৃত্য, ফাল্গুন-কৃত্য, দোলযাত্রা-প্রয়োগ, বহ্ন্যুৎসব, যাত্রাবিধি ; চৈত্র-কৃত্য—দমনকারোপণ, শ্রীরাম-নবমী, একাদশী ; উপবাস-ব্যবস্থা, ভৈমী ; দ্বাদশীকৃত্য। গ্রন্থসমাপ্তিঃ—শ্রীকৃষ্ণভাব- মধুরামৃতলেশলিপ্‌সা,-সংপ্রেরিতেন বিবৃতং কিল মোহনেন। এতচ্চ সাত্বত-মতং স্বমতিপ্রচার-মর্যাদমুৎসুকধিয়া রুচির-প্রবন্ধম্ ॥ যচ্চোক্তমত্র বিপরীতমপক্ববুদ্ধ্যা দীনানুকম্পি-সদুদারমতি - প্রবীণৈঃ। তৎ শোধনীয়মুররীকৃত - কৃষ্ণভাবৈ,-র্বৈষ্ণবৈরিয়ং সবিনয়ং বিনিবেদিতং মে।

এই গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব বিধিটি লিখিত হইতেছে। দোলমণ্ডপং পূর্বতো গত্বা স্বস্তিবাচনাদিকং কৃত্বা ওঁমদ্যেত্যাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণফল্গুৎসব-কর্মাঙ্গভূত- বহ্ন্যুৎসবং করিষ্যামীতি সংকল্প্য ঘটং সংস্থাপ্য সামান্যার্ঘ্যং কৃত্বা গণেশাদিকং পূজয়িত্বা স্বগৃহোক্তবিধিনাগ্নিং সংস্থাপ্যাষ্টোত্তরশতহোমং কৃত্বা তৃণ-রাশিগৃহং কৃত্বা তত্র পিষ্টকময় মেষং সংস্থাপ্য তস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ওঁ মেষায় নম ইত্যনেন পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ—ওঁ মেষ-রূপ মহাভাগ কৃপালো প্রীতিকারক ! দহামি তব গাত্রঞ্চ ক্ষমস্ব করুণা-কর !!' ততঃ কুশণ্ডিকাস্থবহ্নিং নীত্বা 'ওঁ বিষ্ণু-সমুদ্ভুত-মহাসন হুতাশন মেষদাহবিধাবত্র সমুদ্ভূত-শিখো ভব' ইত্যনেন বহ্নিং দত্বা কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ শ্রীকৃষ্ণগাত্র-সংস্পর্শ পবিত্রীভূত মারুত ! মেষ-দাহবিধাবত্র বর্দ্ধয়স্ব হুতাশনম্'। ততো গোবিন্দং স্থাপিতাগ্নি-সমীপং নীত্বা যথাশক্তি ধ্যানাদিনা পূজয়িত্বা কুষ্মাণ্ড (?) বিধানেন হোমং কুর্যাৎ। যথা—ওঁ যদ্দেবা দেবহেলনং দেবেন-শ্চক্রিমা বয়ং। বিষ্ণুর্মাতস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা ॥ ওঁ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চক্রিমা বয়ম্। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা ॥ ওঁ যদি জাগ্রৎ যদি স্বপ্ন এনাংসি চক্রিমা বয়ম্। বায়ুর্মাতস্মাদেনসো বিশ্বান্মু-ঞ্চত্বংহসঃ স্বাহা ॥' ইত্যাহুতিত্রয়ং দত্বা পুনর্গোবিন্দং গন্ধপুষ্পাভ্যাং সংপূজ্য তং স্বগৃহোক্তবিধি-স্থাপিতাগ্নিং সপ্তকৃত্বো ভ্রাময়িত্বা কল্পিত-বৃন্দাবনান্তর্বর্ত্তিচারু-মণ্ডপে রত্নখট্টো-পরি শ্রীকৃষ্ণং স্থাপয়েৎ। তমগ্নিযাত্রা-সমাপ্তিপর্যন্তং রক্ষয়েদিতি বহ্ন্যুৎসব-বিধিঃ ॥

কৃষ্ণভজন-ক্রমসংগ্রহ— শান্তিপুরের শ্রীরাধামোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য-প্রণীত। (I. 3137) ৫৫ পত্র।

কৃষ্ণভজনামৃত :—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-রচিত। ইহাতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের পরে ভাবি কলিযুগের লোকসকলের সন্দিগ্ধতানিবন্ধন ভক্তিতত্ত্বের হ্রাস-কথা চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিলে স্বপ্নে শ্রীগৌর-চন্দ্র দর্শন দিয়া তাঁহার মনোভাবানু-সারে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বনে এক গ্রন্থ করিতে ইঙ্গিত করেন। পূর্বপক্ষ—[১] বৈষ্ণবের তারতম্য হয় কি প্রকারে ? [২] দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার বাঞ্ছনীয় ? [৩] শ্রীবলদেব —স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিম্বা তাঁহার অর্দ্ধবিগ্রহ ? [৪] গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে কিরূপে জানিতে হইবে ? অন্যান্য দেবগণেরই বা কি তত্ত্ব ? [৫] হরি-দেহস্থিতা লক্ষ্মীর প্রতি ভগবদঙ্গতুল্য বৈষ্ণবেরা কিরূপে ব্যবহার করিবেন ? তাঁহাদের মধ্যে আদ্যাশক্তি কে ? রুক্মিণী, জানকী, শ্রীরাধা প্রভৃতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন ?

সিদ্ধান্ত—[১] তত্ত্বতঃ সকল

বৈষ্ণব সমান, বলাবল-জ্ঞানশূন্য স্বল্প-বুদ্ধি বিষয়ী তাঁহাদের প্রতি সমব্যবহারই করিবে, কিন্তু যাঁহারা ব্যবহারে ও পরমার্থে, শ্রবণ-দর্শন-জ্ঞানাদিতে বিশেষাভিজ্ঞ এবং স্বল্পবল-বহুবল ইত্যাদি বিচার করিতে নিপুণ, তাঁহারাই বৈষ্ণব-দেহে শ্রীকৃষ্ণের তেজ, বল ইত্যাদির পরিমাণ জানিয়া তারতম্য করিবেন ও যোগ্যতানুযায়ী ব্যবহার করিবেন। বৈষ্ণবের নিন্দা বা হেলা ইত্যাদি কিন্তু সর্বথাই ত্যাজ্য। যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ—তাহারা সমব্যবহার করিবে।

২। সকল বৈষ্ণবই গুরু। তন্মধ্যে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুরই গৌরবাধিক্য এবং আজ্ঞাপালন বিধেয়। যদি ইঁহারা ভজনোপদেশে বিজ্ঞ না হন, তবে অন্য মহদ্ বৈষ্ণবের কাছে ভজনোপদেশ লইয়া ইঁহাদের অনুমতিক্রমে যাজন করিবে। বৈষ্ণবমাত্রেরই গুরুবৎ পূজ্যত্ব হইলেও গুরুরই কায়মনোবাক্যে সেবা বিধেয়। গুরু অসঙ্গত কার্য করিলে নির্জনে দণ্ড বিধেয়, কিন্তু ত্যাজ্য নহেন।

৩। বলদেব—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশই, তাঁহার দেহভাগ হইয়াও—সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও—কখনও অনুজ লক্ষ্মণ আবার কখনও অগ্রজ বলরাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ত্রিগুণাতীত অনন্ত গুণ বর্ণন করিতে ভক্তভাব স্বীকার করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলদেব হইলেও দেহে পৃথগ্‌ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৪। ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূর্তা আদ্যাশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা বিভাবিত করিয়া যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবকে সৃজন করেন। সকল জাগতিক ব্যাপারে ইঁহাদের অধিকার। সূর্যচন্দ্রাদিদেবগণকে, মনু বা মন্বন্তরাধিপতিগণকেও স্ববশে রাখিয়া লীলাবিনোদী শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন; অতএব এই পুরুষগণ সকলেই তাঁহার কলা বা অংশ।

৫। লক্ষ্মীর বিষয়ে বৈষ্ণবগণ তাঁহার আনুগত্যে শ্রীহরির প্রেম-ভিক্ষুক হইয়া ব্যবহার করিবেন। সম্পত্তিরূপা লক্ষ্মীও বিষ্ণুর গৃহ-সংশ্রয়া গৃহিণী বৈষ্ণবী—এই বুদ্ধিতে সকলের পরম সম্মাননীয়া।

রুক্মিণী ও জানকী শ্রীরাধার অনুগত। শ্রীরাধাই সর্ববনিতার প্রকাশ-খনি। সম্পত্তিরূপা লক্ষ্মী শ্রীরাধাঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধার বিলাসমহত্ত্ব জানেন না, ব্রহ্মাদিও জানেন না; তাঁহাদের রমণীগণও শ্রীরাধাতত্ত্ব অবগত নহেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধ অনুরাগ আস্বাদনের ইচ্ছাতেই তাঁহারা শ্রীরাধাঙ্গসঙ্গ বাঞ্ছা করেন। শ্রীরাধাগোবিন্দলীলাই পরমপ্রেম-রসানন্দময়; মহিষীগণ-তত্ত্ববিৎ শ্রীউদ্ধবেরও গোপী-অনুরাগে আত্ম-বিস্মৃতি, ব্রহ্মার ও নারদের গোপী-ভাবের অনুভব হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্ব-প্রেমে বিষয়ী, মণ্ডপ, অধ্যাত্মবাদিপ্রভৃতিরও মহানন্দাস্বাদন, প্রেমধারায় সকলের চিত্তশোধন এবং পুরুষের মধ্যেও প্রকৃতিভাব-সমর্পণ ইত্যাদি লীলা-বিনোদ করিলেও কিন্তু শ্রীরাধারহস্য পরমগোপ্য রাখিয়াছেন। শ্রীগদাধরপণ্ডিতই শ্রীরাধা—সকলবনিতা-প্রধানভূত, শ্রীগৌরাঙ্গ-গদাধরের পরস্পর নির্গুণ (চিদানন্দময় ভাব) দেহে মিলনই প্রগাঢ়, সত্য, ভক্তগণ-জীবাতু ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ আত্মসঙ্গোপন করিলে দেবনিগ্রহ ও রাজনিগ্রহ, বৈষ্ণবগণেরও স্বস্ব-ধামে গমন হইবে। যেসব বৈষ্ণব পৃথিবীতে থাকিবেন, তাঁহারাও নিজ নিজ প্রভাব সঙ্গোপন ও অন্তরে প্রেমনিরোধন করিবেন। হরিকীর্ত্তন, সৎসঙ্গ ও ঈশ্বরসেবা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে। প্রাকৃত জগতে কর্মসাপেক্ষ (কর্মী) এবং সাধুজগতে কৃষ্ণসাপেক্ষ জনই মহান্। পক্ব ও অপক্ব যোগির ভেদ—পক্ব-যোগির কদাচিৎ পদস্খলন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বা ভক্তকৃপায় নিষ্কৃতি হয়, অপক্বযোগী দিনে দিনে ভক্তিহ্রাস হইয়া বিষয়রসলিপ্সু হয়, প্রাকৃত-রসে আসক্ত হয়, বাহ্যবেশে ভূষিত হইলেও এই সৎসঙ্গহীন শ্রীভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে সকলে নিন্দা করে। এই ভক্তভেদ-পরীক্ষা। উপসংহারে সর্বত্র প্রেমময় ব্যবহার করিয়া—প্রেমাস্ত্র ব্যবহার করিয়া অসুখীকে সুখী করিবার উপদেশ এবং প্রার্থনা—

বৈষ্ণবে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিরাস্তাং প্রভোর্গুণে। সেবায়াং প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিরাস্তিশ্চ কীর্ত্তনে॥ আশ্রিতে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিশ্চ ভজনোন্মুখে। আত্মনি প্রীতি-

রাস্তাং মে কৃষ্ণভক্তির্যথা ভবেৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-প্রণীত। এই মহাকাব্য স্মরণোপযোগী লীলামালায় গুম্ফিত—বিংশটি সর্গে সজ্জিত। ইহাতে সর্বসমেত ১৩২৬টি শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে শ্লিষ্টশব্দ-প্রয়োগবাহুল্য থাকিলেও তদভ্যন্তরে নিগূঢ় শৃঙ্গার রসের ব্যঞ্জনা থাকায় মহাচমৎকারিত্ব সমর্পণ করিতেছে। মুখ্য ও গৌণ সম্ভোগরস-পরিবেষণ-কৌশলে এই গ্রন্থখানি সুরসিক, সদ্‌ভাবুক ও সৎ সামাজিকেরই আস্বাদ্য, চর্বণীয় ও নিদিধ্যাসিতব্য। প্রায় প্রত্যেক লীলাতেই যুগলকিশোরের একবার মিলন-বর্ণনাও এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। ১৬০১ শকে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থশেষে প্রকাশ।

(১) নিশান্তলীলা——নিশান্ত-কালোচিত সেবার জন্য দাসীদের মাল্যাদিনির্মাণ, জালরন্ধ্রে নয়নার্পণ-পূর্বক সখীদের যুগলশোভা-দর্শন, রহোলীলার উচিত অঙ্গকান্তি ও মলয়বায়ুর বর্ণনা, শ্রীবৃন্দানির্দ্দেশে পক্ষিগণের কলরবে যুগলের জাগরণ, শয্যোপবেশন এবং রসালসে পুনঃ শয়ন—(প্রথম সর্গ)।

(২) প্রাতর্লীলা—নির্বসন ও নিরাভরণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে সখীগণের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি—শ্রীকৃষ্ণের চরণে কুচকুঙ্কুমচিহ্ন ও মস্তকে যাবকচিহ্নাদি—মঞ্জরীদের সেবা—বেশ-রচনার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রতি শ্রীমতীর আদেশ—দাসীগণকৃত বেশ-রচনা-সামগ্রীর আনয়ন, বেশ-রচনায় শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশ—গবাক্ষ-ছিদ্রে নয়ন দিয়া সখীমঞ্জরীদের ঐ লীলা-দর্শন—প্রভাত হইয়া আসিল দেখিয়া বিধিকে নিন্দাবাদ—সখীগণের কেলিমন্দিরে প্রবেশ—শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃ হইতে বিযুক্তা শ্রীরাধার আসনে উপবেশন—শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা, সখীগণের সংলাপ শুনিতে শুনিতে হাস্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্ববক্ষঃস্থলে নখচিহ্ন-প্রদর্শনকালে শ্রীরাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃআচ্ছাদন— শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসালাপ শ্রবণ করিয়া ঐ রস কিরূপ জানিতে প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উত্তরদানচ্ছলে সখীদের অধরদংশন প্রভৃতি লীলা—প্রভাতকাল দেখিয়া বৃন্দানির্দিষ্ট কক্খটীর 'জটিলা'-শব্দোচ্চারণ শুনিয়া দ্রুতবেগে সকলের অঙ্গনে আগমন—পরস্পরের স্কন্ধে হস্ত দিয়া চলিতে চলিতে যুগলের জটিলাময় বন-দর্শন—ব্রজসীমায় আসিয়া শঙ্কাবশতঃ উভয়ের বিভিন্ন পথে স্বস্বগৃহে গমন ও শয়নাদি—(দ্বিতীয় সর্গ)। কিঙ্করীগণের স্নান, অনুলেপন ও শ্রীরাধার নির্মাল্য বসনভূষণাদিধারণ—শ্রীরাধার অট্টালিকা-ভবনের বর্ণনা--কিঙ্করীগণকর্তৃক প্রস্তুত সেবাসামগ্রী—মুখরার আগমন ও শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ—শ্যামলার আগমন ও রসোদ্‌গার—মধুরিকার নন্দালয় হইতে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান হইতে গোদোহনান্ত লীলা-বর্ণনা—শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ অনুরাগ-শ্রবণান্তে শ্যামলার স্বগৃহে গমন—(তৃতীয় সর্গ)। শ্রীরাধার স্নান ও ভূষণ-পরিধাপনাদি হইলে দর্পণে নিজ মধুর অঙ্গকান্তির দর্শনে চমৎকারিতা, কুন্দলতার আগমন—(চতুর্থ সর্গ)। শ্রীরাধিকার নন্দালয়ে গমনপথে শ্রীকৃষ্ণ সুবলের স্কন্ধে বাহু দিয়া ত্রিভঙ্গ ললিতঠামে দাঁড়ান—সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনা শুনিয়া শ্রীমতীর সাত্ত্বিক-বিকার—যুগলের পরস্পর দর্শনকালে বটু-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণগলে চম্পকমালার অর্পণ দেখিয়া সখীগণ-কর্তৃক শ্রীমতীর প্রতি পরিহাস-রঙ্গ—নন্দমহলের শোভাবর্ণন—নন্দালয়ে প্রবেশ, যশোদাদির প্রণামানন্তর রন্ধন-শালায় প্রবেশ—রন্ধনকালে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীমতীর শোভা-সন্দর্শন—শ্রীরাধার কর্ণে মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ছলোক্তি-প্রবেশ ও শ্রীরাধা-কর্তৃক প্রিয়তমের প্রতি কটাক্ষ-নিক্ষেপ—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সখীগণের নিকটে অভিলষিত-প্রার্থনা—(পঞ্চম সর্গ)। রন্ধনশালায় শ্রীমতীর দর্শনে জাত ক্ষোভ-নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শুকশাবকের অধ্যাপনচ্ছলে শ্রীরাধা-নামকীর্ত্তন। মধুমঙ্গলের সহিত ব্যায়ামকৌশলকথন, শ্রীকৃষ্ণসবিধে উজ্জ্বল জ্যোতির্বিদ্যা বলিয়া বটুর পারিতোষিক-প্রাপ্তি ও আশীর্বাদ-প্রদান, দাসগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্নানাদি-সমাধান, সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন—মধুমঙ্গল-কর্তৃক ভোজ্যরসের সহিত রসতত্ত্ব-বিচারাদি—সখীগণের সহিত শ্রীরাধার ভোজন—নন্দীশ্বর-গিরিগুহায় মিলন—(ষষ্ঠ সর্গ)।

(৩) পূর্বাহ্নলীলা—মাতৃকর্তৃক গোষ্ঠবেশভূষা-রচনায় বিলম্ব হইলে সখাগণের উৎকণ্ঠা, ব্রজেশ্বরীর অনুমতিতে মোদকাদিদ্রব্য-সহ দাসগণের

বনগমন—নন্দীশ্বর গিরিগুহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন—নর্মসখাগণকর্তৃক পরিহাস—কৃষ্ণের গোষ্ঠবেশ—'মুকুন্দ বনে যাইতেছেন' এই বাক্যের নানাবিধ অর্থজ্ঞাপন—ব্রজগোপীদের তাৎকালিক দর্শন-লালসা—শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাকে প্রবোধ-দান—শ্রীরাধার নিকট নেত্রাঞ্চলে অভিসার-প্রার্থনা ও সম্মতিপ্রাপ্তি, বনগমন (সপ্তম সর্গ)। শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে সখী-প্রেরণ সখীগণমুখে শ্রীরাধার বিরহ-বিধুর অবস্থা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌রুদ্ধ হইলে মধুমঙ্গল-কর্তৃক শ্রীরাধাকে অভিসার করাইবার জন্য রূপমঞ্জরীর প্রতি ইঙ্গিত—রূপমঞ্জরীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী চম্পকমালা আনিয়া শ্রীরাধাহৃদয়ে অর্পণ—সূর্যপূজার আয়োজনে বিলম্ব হওয়ায় অধীর কৃষ্ণের মুরলীবাদন এবং শ্রীরাধার বিভ্রম, অভিসার—বেণুনাদে 'গোগণ! আগমন কর' শব্দের নানা ধ্বন্যর্থবর্ণন, বেণুনাদে স্থাবরজঙ্গমের সাত্ত্বিক বিকার—সূর্যমন্দিরে গিয়া শ্রীরাধার প্রণাম ও স্তব—তৎপরে কুসুম-সরোবরে আগমন ও কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধে উল্লাস। মধুমঙ্গলসহ শ্রীকৃষ্ণের ছলক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন—শ্রীরাধারূপে পর্বত স্বর্ণময় হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিতর্ক—পরস্পর দর্শনে যুগলের ভ্রমাদি (অষ্টম সর্গ)।

(৪) মধ্যাহ্নলীলা—শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরাধার কপট ভয় হইলে সখীগণের ইঙ্গিতে কুঞ্জপ্রবেশ-সখীমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণাগমন দেখিয়া সখীগণের কপটক্রোধ—পরস্পরের সাটোপ-বাক্যাদি—শ্রীরাধার কুট্টমিতভাব—রাধার মুখ কি চন্দ্র?—এ বিষয়ে কৃষ্ণের বিতর্ক—কন্দর্পযজ্ঞ-কথন—বিশাখাকর্তৃক শ্রীমতীর প্রতি অবহিত্থাবলম্বনের উপদেশ নান্দীমুখী-প্রদত্ত পত্রখানির শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক পঠন ও রহঃস্থলে প্রবেশ—নান্দীমুখীসহ শ্রীরাধা ও ললিতার উত্তর-প্রত্যুত্তর—নান্দীমুখী-কর্তৃক পত্রের মর্মোদ্‌ঘাটন, বাম্য-নাশক মন্ত্রজপ—শ্রীকৃষ্ণের আগমন-শঙ্কায় অশোককুঞ্জে প্রবেশ—শ্রীকৃষ্ণের রমণীমণ্ডলে আগমন ও ললিতার ইঙ্গিতে কুঞ্জপ্রবেশ ও কেলিগৃহে যুগলের শয়ন (নবম সর্গ)। বৃন্দা-নিয়োজিত ছয় ঋতুর সেবা—অনঙ্গবিলাসান্তে অলঙ্কৃতা শ্রীরাধাকে স্ব-স্বরূপা করিয়া নিজ পার্শ্বে স্থাপন—রাধাকর্তৃক মন্ত্রজপের অভিনয়—সখীগণকর্তৃক দুই কৃষ্ণ-দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাসীগণের নিকট জিজ্ঞাসা—পরে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা মনে করিয়া স্থানান্তরে গমন—শ্রীরাধাকণ্ঠস্বরে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-বিন্যাস—সর্বাঙ্গস্পর্শ করিয়াও 'রাধা' বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান—ললিতাদিসহ শ্রীকৃষ্ণের ছলে রহস্যলীলা মুকুন্দ-বেশী রাধার নিকট সখীগণের আগমন—কুন্দলতাদ্বারা রতিচিহ্ন-সূচনা—ললিতা, নান্দীমুখী, কুন্দলতা ও বৃন্দা প্রভৃতির পরস্পর পরিহাস-বাক্যে সখীগণের হাস্য, মুকুন্দবেশী রাধার প্রতি প্রশ্ন ও উত্তর-প্রত্যুত্তর—সখীগণ-কর্তৃক শ্রীরাধার কৃষ্ণবেশের দূরীকরণ ও নিজবেশে সজ্জা—কৃষ্ণ আসিয়া সখীগণের সহিত পরিহাস—কুন্দলতা ও ললিতার উক্তি—সখীদের নিজমুখে কৃষ্ণকৃত সম্ভোগ-বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দা ও নান্দীমুখীর হাস্য—(দশম সর্গ)। শ্রীরাধা-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু অর্পণের শোভা—পার্শ্বদ্বয় হইতে দুই সখীকর্তৃক যুগলের হস্তে তাম্বূলবীটিকাপ্রদান—আশ্চর্যত্রয়-বর্ণনা—'বর্ষাহর্ষ'-বনভাগে গমন—বিদ্যুন্মেঘ, কদম্ববন, কুট্টিম ও হিন্দোলের বর্ণনা—রাধা-কৃষ্ণের হিন্দোল-লীলা দেখিয়া দেবীগণের পুষ্প-বর্ষণকালে মেঘগণের জলকণা-বর্ষণ—বীণাদিযন্ত্র ব্যতীত সখীগণের গান—পরস্পরের অঙ্গ-দর্পণে প্রতি-বিম্বিত কান্তি-আস্বাদন—দোলার অতিবেগে ভীতা রাধাকর্তৃক কৃষ্ণকণ্ঠ-গ্রহণ—সখীগণের দোলারোহণ—হিন্দোলার উপরে দুই দুই গোপী-মধ্যে এক এক কৃষ্ণমূর্তি—কমলাকৃতি হিন্দোলায় আরোহণ—ফলাদি-ভোজন—নান্দীমুখী ও বৃন্দাকর্তৃক পূর্ববৎ দোলন—দোলা হইতে অবতরণ ও বনভ্রমণ—(একাদশ সর্গ)। 'শারদীয়' বনে প্রবেশ ও তত্রত্য শোভা বর্ণন করিতে করিতে শ্লিষ্টবাক্য-প্রয়োগে রাধার প্রতি পরিহাস—কৃষ্ণকর্তৃক কমলকলিকার প্রশংসায় শ্রীরাধার ক্রোধ—বৃন্দাবনে আগমন ও তত্রত্য পশুপক্ষী, কুট্টিম, যমুনার ঘাট, তরু,লতা, পুষ্প, ফল ও কুঞ্জাদির বর্ণনা—কুসুমসমূহে পরস্পর হার-নির্মাণ ও পরস্পরকে সাজান, বরবর্ণিনী-বর্ণন—শ্রীরাধা - কর্তৃক 'পুরুষ-জাতি নির্লজ্জ' এই কথা বলাতে

কৃষ্ণকর্ত্তৃক রাধাকে তমালে জড়িত হেমযূথিকা-প্রদর্শন—বিবিধ কৌতুকে যোগপীঠে আগমন—যোগপীঠে আরূঢ় কৃষ্ণের ললিত ত্রিভঙ্গী মূর্ত্তি-ধারণে বামপার্শ্বস্থা শ্রীরাধাসহ অষ্টদলে বিরাজিত সখীগণের তাৎকালীন সেবাদি শুকমুখে বর্ণনা—রূপমাধুরী বর্ণন করিতে করিতে শুকের বৈবর্ণ্য ও বাক্‌রোধ হইলে ফল খাওয়াইয়া তাহার সন্তর্পণ—রাধাকৃষ্ণের বীণা ও বংশীবাদন—পরে রত্ন-মন্দিরে শয়নাদি—পরিজন-কর্ত্তৃক বন্য পুষ্পের বিবিধ হার-নির্ম্মাণ ও ফলমূলাদি-ভোজন—(দ্বাদশ সর্গ)। 'হেমন্তেষ্ট'-বনভাগে প্রবেশ—হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা—রাধাকে বক্ষে গ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণহস্ত হইতে মুরলীপতন ও ললিতাকর্ত্তৃক শ্রীরাধার বেণীমূলে তাহার গোপন—বৃন্দা-কর্ত্তৃক সকলের গাত্রে শীতবস্ত্র-দান—পুষ্পফলাদির ছলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক রাধার রূপ-বর্ণনা। 'শিশিরসুখদ' বনভাগে গমন—শিশির ঋতুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণকর্ত্তৃক কুন্দপুষ্পের চয়ন হইলে রাধাদিকৃত কুন্দলতাকে পরিহাস। 'বসন্তসুখদ' বনে আগমন—বসন্ত ঋতুর ও গিরিরাজের বর্ণনা—রাসস্থলীতে বিশ্রাম—বৃন্দাকর্ত্তৃক মধু-আনয়ন—মধুপাত্রে নিপতিত প্রতিবিম্ব-মাধুরী-আস্বাদন— মধুসৃষ্টি-কারী বিধাতার স্তুতি—মধুপানে ব্রজবালাদের উদ্‌ভ্রান্তি—কিঙ্করীগণকে মধুপান করাইয়া রহস্যলীলা—সখীগণ সহ বিলাসাদি—(ত্রয়োদশ সর্গ)। 'নিদাঘ-সুভগ' বনে আগমন, মধুমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণের রসিকতা এবং রস-বিচার—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যাম-কুণ্ডের বর্ণনা—সেতুবন্ধে দণ্ডায়মান প্রেয়সীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধা ও সরসীর তুলনা—জলবিহারোপযোগী বস্ত্র-পরিধান—জলযুদ্ধে পরাজিত রমণী-গণের বসনভূষণাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও স্মরসমর, জলমণ্ডুক-বাদ্য, জলকেলি সমাপনান্তে কুণ্ড-তীরে আসিয়া বস্ত্রাদিধারণ, ফলভোজন, রতিলীলা, দাসীগণকর্ত্তৃক পরিচর্য্যা ও নিদ্রার আবেশ (চতুর্দ্দশ সর্গ)। পাশা-খেলার আয়োজন—মধ্যস্থ রাখিয়া খেলা আরম্ভ—পরাজয়ী কৃষ্ণের প্রতি সখীগণকৃত ভর্ৎসনায় মধুমঙ্গলের নীরবতা—কৌস্তুভ-পণে খেলায় পরাজিত হইলে কুন্দলতাকর্ত্তৃক কৌস্তুভ লইয়া শ্রীরাধাবক্ষে সমর্পণ, কৌস্তুভে নিজ প্রতিবিম্বের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মোহ—ক্রমে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি পণপূর্ব্বক খেলা—বেণু ও বীণার পণে খেলা আরম্ভ হইলে বেণুর অন্বেষণ—মুরলীর জন্য প্রত্যেক সখীর নীবিবন্ধনাদি- উন্মোচন——জটিলার সূর্য্যমন্দিরে আগমন—বিপ্রবেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সূর্য্যপূজাদি—প্রণাম-কালে শ্রীরাধার বেণী হইতে মুরলীর পতন দেখিয়া জটিলার ক্রোধ ও বিপ্রবেশী কৃষ্ণহস্তে মুরলীর সমর্পণ—রমণীসকলের সহিত জটিলার গৃহে আগমন—কৃষ্ণেরও সখাগণের নিকট গমনাদি (পঞ্চদশ সর্গ)।

(৫) অপরাহ্ণলীলা—শ্রীরাধার বিরহব্যাধি-প্রশমনের বিবিধ চেষ্টা-সত্ত্বেও তাহার অশান্তি—চন্দনকলার মুখে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা-সুধাপানে শ্রীরাধার শান্তি ও মোদকাদি-নির্ম্মাণ। ষোড়শ আকল্প ও দ্বাদশ আভরণ-ধারণ—কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা, ললিতাসহ অট্টালিকায় আরোহণ—গোধূলিদর্শনে শ্রীরাধার তাপশান্তি—কৃষ্ণস্পৃষ্ট বায়ুর অনুভব—বংশীধ্বনির শ্রবণে সখীগণসহ উদ্যানে গমন—ভূষণাপেক্ষা না করিয়া শ্যামলাকর্ত্তৃক রাধা-সকাশে আগমন—কৃষ্ণদর্শন—বলদেবের নন্দীশ্বরে প্রবেশ—যাবটে আসিয়া ব্রজসুন্দরীদের প্রতি কৃষ্ণের কটাক্ষ-নিক্ষেপ—শ্যামলা, রাধা ও ললিতার সংলাপ—কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেওয়ায় বিধি ও লজ্জাদির প্রতি ধিক্কার, পরস্পরদর্শনে উভয়ের জাড্য—ব্রজেশ্বরীর নিকট তুলসীকে প্রেরণ—নিজ-মন্দিরে বিরহিণী রাধার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—কৃষ্ণের নিজগৃহে প্রবেশ (ষোড়শ সর্গ)।

(৬) সায়ংলীলা— দেবাঙ্গনাদের কৃষ্ণ ও সূর্য্য-বিষয়ক বিচার—রমণীদের অশ্রুসিক্ত পুষ্পবর্ষণ—অস্তাচলাভিমুখী সূর্য্য-সম্পর্কে বিবিধ উৎপ্রেক্ষা—ব্রজেশ্বরীর নিকট হইতে আগতা তুলসীর মুখে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্নান-ভোজনাদি লীলার শ্রবণ—রাধিকাকর্ত্তৃক ফেলামৃতা-স্বাদন—পাবনসরোবরস্থ অট্টালিকায় আরূঢ়া শ্রীমতীর গোদোহন-ব্যাপৃত শ্রীকৃষ্ণের রূপামৃত-পান—মুখচন্দ্র-বর্ণন ও লীলাদর্শন—কৃষ্ণের নিজালয়ে গমন—(সপ্তদশ সর্গ)।

(৭) প্রদোষলীলা—প্রদোষ-বর্ণনা, ব্রজেন্দ্রালয় হইতে আগতা ইন্দুপ্রভার মুখে ব্রজরাজ ও বন্ধুবর্গসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-শয়নাদিলীলা-শ্রবণ—সুবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের

রাধাকথা—জটিলা-নির্দেশে শ্রীমতীর ভোজন—অভিসার ও বংশীধ্বনি-শ্রবণ—পথমধ্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি-ভ্রম—ললিতার পরিহাস—রাধার ভূষণ-ধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণের তমাল-তরুবৎ অবস্থান—বিশাখার নির্দ্দেশে শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক সেই তমাল-স্কন্ধে করন্যাস ও রহোলীলা—(অষ্টাদশ সর্গ)।

(৮) নৈশলীলা—শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সখীগণের নিকট ছলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরণ—মঞ্জরীগণের শ্রীরাধা-পরিচর্যা—সখীগণের সহিত বাক্‌চাতুর্যাদি—শ্রীরাধার নটবরবেশ-ধারণ ও ললিত ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে মুরলীবাদন—শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গীবেশ—শারদীয় রাসের ন্যায় বংশীধ্বনিতে গোপীগণের আকর্ষণ—বৃন্দাকর্ত্তৃক রাধার হস্ত হইতে মুরলী লইয়া কৃষ্ণহস্তে অর্পণ ও ভ্রমনিরাকরণ—নিজ নিজ বেশ-ধারণ—প্রহেলিকা—যমুনাপুলিনবর্ণনা, তত্র আগমন, রাস-বিলাসে বিবিধ নৃত্য গীত বাদ্য প্রবন্ধাদি—অবসানে সখীগণকৃত সেবা—(উনবিংশ সর্গ)। যমুনায় জলকেলি, নিজনিজ-বেশ-বিন্যাস, ভোজন, শয়ন—কৃষ্ণের অতনুতীর্থে স্নানাভিলাষ—প্রত্যেক সখীর কুঞ্জে বিহার—দাসীগণের রহোবিলাসদর্শন —— প্রেমবৈচিত্ত্য-বর্ণনা—সমৃদ্ধিমান্ ও বিপরীত সম্ভোগ ইত্যাদি—রতিশ্রমে যুগলের নিদ্রা (বিংশ সর্গ)।

পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে যে এই মহাকাব্য রাগানুগীয় সাধনভক্তির পদ্ধতি। ইহাতে একদিনের লীলা-ক্রমের দিগ্‌দর্শনমাত্র সূচিত হইয়াছে। শ্রীগৌরানুগ সাধকগণ অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেই কেবল এই জাতীয় সাধনে উন্মুখী হয়েন এবং তাঁহাদের কল্যাণের জন্যই এই প্রকার লীলাগ্রন্থ-প্রণয়ন। শাব্দজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সাধক না হইলে এই জাতীয় লীলার আস্বাদন করিতে পারেন না—পক্ষান্তরে ঐ প্রকারের জ্ঞানহীন হইয়াও শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে লীলা-শ্রবণাদি করিয়া ভাগ্যবান্ সাধক এতাদৃশ ভজনে লুব্ধ হইতে পারেন। বস্তুতঃ লোভই এই মার্গের সুষ্ঠু প্রবর্ত্তক। লোভ না জন্মিলে এতাদৃশ গ্রন্থাস্বাদনের চেষ্টা বাতুলতা ও বিড়ম্বনামাত্র।

এই গ্রন্থের টীকাকার শ্রীল কৃষ্ণদেব সার্বভৌম মূলের ব্যাখ্যানে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্লিষ্ট শব্দগুলির যথাযথ পরিবেশন—অস্পষ্টাংশের বিশদ ব্যাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা তিনি স্ব-গুরুদেবের হার্দ্দ নিষ্কাসিত করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিপাদ-কৃত বাঙ্গালা অনুবাদটি সংস্কৃতের মতই দুর্বোধ্য ও গুরুগম্য। ঢাকার শ্রীগোপীনাথ বসাক-কৃত পয়ারে অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রায়শঃই মূলানুগত। শ্রীকৃষ্ণ-পদ দাস বাবাজি মহোদয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতরস' নামকরণপূর্বক শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের পয়ারে অনুবাদসহ স্থলে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতের অতিরিক্ত লীলাবলীরও নির্দেশ দিয়া দিগ্‌দর্শিনী ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। ২ অন্য পয়ারানুবাদ—শ্রীগোপীনাথ বসাক-কর্ত্তৃক ঢাকা হইতে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রণীত ও প্রকাশিত। অনুবাদক পদ্যের নিয়মপ্রণালী, ছন্দঃ বা যতি প্রভৃতির দিকে দৃক্‌পাত না করিলেও মূলের সৌন্দর্য রক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ভাবটি মধুর ও প্রাঞ্জল। ইহা প্রায়ঃশই শ্লোকনিষ্ঠ অনুবাদ। পয়ারই বেশী, মাঝে মাঝে ত্রিপদীও আছে।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—শ্রীমদ্ দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—'মাধবাচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল। যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।' এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীমাধবাচার্যের অপূর্ব কীর্ত্তি। ইনি শ্রীমৎ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য [শাখা-নির্ণয় ৭]। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধই এই গ্রন্থের স্থূলতঃ উপাদান হইলেও তিনি স্থানে স্থানে অন্যান্য স্কন্ধ হইতে এবং ইচ্ছামত ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ হইতেও উপকরণ যোগাড় করিয়াছেন। গ্রন্থকারও স্বমুখে বলিয়াছেন—'রাজরাজ-অভিষেক নাহি ভাগবতে। বিস্তারি কহিব তাহা 'হরিবংশ'-মতে।' (১৫৪ পৃঃ) এবং 'পারিজাত-হরণ ঈষৎ ভাগবতে। বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে।' (২১২ পৃঃ); এতদ্ব্যতীত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রুক্মিণীর ফুলশয্যা, অজামিল-উপাখ্যান, যদুবংশে ব্রহ্ম-শাপ হইতে যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান পর্যন্ত অংশগুলি দশম স্কন্ধে নাই। এই অনুবাদ সরল ও সুন্দর হইলেও কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে কবি স্বীয় প্রতিভা ও কল্পনাবলে

শ্রীভাগবতের বর্ণনাকে আরও রসাল করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি মঙ্গল-কাব্য-ধরণে লেখা হইয়াছে, প্রাচীন-কালে, অধুনাও দেশে দেশে মৃদঙ্গকরতাল-সহযোগে বিবিধ রাগ-রাগিণী-মিলনে এই গ্রন্থ গীত হইতেছে। [পাটবাড়ী পুঁথি কা ৬, ৮ ; ১১৬৮ সনের লিপি]

২ অন্য কবি **কৃষ্ণদাস** অপর **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল** রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইনি মাধবাচার্যের সহিত গুরুসূত্রে বা পিতৃব্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থাক্ষরে অনুমিত হয়। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড ও বংশীচৌর্যাদি কাহিনী লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও উৎকৃষ্ট। [পাটবাড়ী পুঁথি কা ৯]

৩ বিপ্র পরশুরাম-কৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের এক পুঁথি আছে [পাটবাড়ী পুঁথি কা ৭]। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের অনুকরণে রচিত এবং ইহার গান অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। ইহার বন্দনায় শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীসনাতন, দামোদর, হরিদাস, শ্রীনরহরি সরকার এবং অভিরামদাস উল্লিখিত হইয়াছেন। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত এখানেও রাধা =চন্দ্রাবলী। ৪ কবিশেখর-কৃত অন্য কৃষ্ণমঙ্গল আছে (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৮৩৫—৮৩৮ পৃষ্ঠায়)।

কৃষ্ণমিশ্রচরিত্র —— শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পত্নী শ্রীসীতাদেবীর সেবিকা ও শিষ্যা জঙ্গলীপ্রিয়ার (যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তির) শিষ্য নন্দরাম-কর্তৃক রচিত। স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্রে গৌরার্চক-গণের নাম-নির্দেশ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য—

পণ্ডিত জগদানন্দ গৌরভক্তশূর। কাশীমিশ্র নরহরি সরকার ঠাকুর॥ শ্রীরঘুনন্দন আর ত্রিলোচন দাস। পুরুষোত্তম বাসুঘোষ আদি কৃষ্ণদাস॥ পণ্ডিত গদাই আর দাস গদাধর। শিবানন্দ বৈদ্য কর্ণপূর প্রেমাকর॥ এ সব মহান্ত গৌর বিনা নাহি জানে। তেঁই গৌরমন্ত্রে পূজে স্বতন্ত্র বিধানে॥ রুদ্রজামলোক্ত ধ্যান মন্ত্র অনুসারে। বিধিমতে পূজয়ে শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরে॥

এই গ্রন্থে শ্রীসীতাদেবী নিজশিষ্য নন্দরাম ও যজ্ঞেশ্বরকে উপদেশ করিতেছেন—

আচমি করিবে আগে নবদ্বীপ-ধ্যান। তাহে বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌর ভগবান্॥ ভক্তি করি দুহুঁ রূপ করিয়া চিন্তন। করিহ চৈতন্য-মন্ত্রে চৈতন্য অর্চন॥ শ্রীচৈতন্য-গায়ত্রী জপি শ্রীচৈতন্য-বীজ। জপিলে পাইবে শুদ্ধ ভক্তিলতাবীজ॥ বিনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণ-আশ্রয়। কোটি জন্মে প্রেমভক্তি নাহি উপজয়॥

কৃষ্ণলীলামৃত[১]—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী-কৃত। অনাবিষ্কৃত। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন-স্থানে শ্রীঈশ্বরপুরীর বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। কুমারহট্টে ঈশ্বরপুরী আবির্ভূত হন (চৈভা, আদি ১৭। ৯৯), ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। পশ্চিম ভারতে শ্রীমাধবেন্দ্র-নিত্যানন্দের মিলন-দর্শনে ইঁহার প্রেমক্রন্দন (ঐ আদি, ৯।১৬১), নবদ্বীপে অলক্ষিতে আগমন, গোপী-নাথগৃহে অবস্থান, শ্রীগদাধরকে স্বকৃত 'কৃষ্ণ-লীলামৃত'-অধ্যাপনা, মহাপ্রভুর সহিত গ্রন্থশোধন-ব্যপদেশে ধাতু-বিচার ইত্যাদি (ঐ আদি ১১।৭০—১২৬), গয়াধামে মহাপ্রভুসহ মিলন, মন্ত্রদীক্ষা ইত্যাদি (ঐ আদি ১৭।৪৬—১১২) বর্ণিত আছে। [প্রেমবিলাস ২৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বরপুরী পূর্বাশ্রমে কুমারহট্টবাসী শ্যামসুন্দর আচার্যের পুত্র—রাঢ়ী ব্রাহ্মণ]। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (রুক্মিণী-স্বয়ম্বর ?) হইতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ দুইটি শ্লোক উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধার করিয়াছেন (সাত্ত্বিক প্রকরণে ১২।১২, ১৭)।

কৃষ্ণলীলামৃত[২] — নীলকণ্ঠ-বিরচিত, রাসলীলা-বর্ণনাত্মক ১০৭ শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। ইহা খণ্ডিত—মাত্র দশম সর্গ হস্তগত হইয়াছে। উপসংহার-বাক্যে 'মহাকাব্য' বলিয়া উল্লেখ আছে। [পাটবাড়ী পুঁথি কাব্য ৩৪]।

কৃষ্ণলীলামৃত[৩]—বলরামদাস - রচিত বাঙ্গালা কৃষ্ণলীলা-কাব্য। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অনুসরণে রচিত। বার পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের মথুরা-প্রয়াণ ও গোপীবিরহ বর্ণিত। ১৬২৪ শকাব্দে (অজমুখ-ভুজ-অঙ্গ-অশ্বিনী)। [বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি ৩৫৯]।

কৃষ্ণলীলাম্বুধি——বর্দ্ধমান জেলার সাতগেছে গ্রামের গুরুচরণ তর্ক-পঞ্চানন বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের তুষ্টির জন্য এই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। রচনাকাল 'বহ্নীষু-হয়শীতাংশৌ' ১৭৫৩ শকে (বঙ্গে

নব্যন্যায়চর্চা ২৩৬—২৩৭ পৃষ্ঠা)।

কৃষ্ণলীলারত্নাকর——শ্রীহরিভূষণ-নামক কবির কৃতিত্ব। চতুর্থ হইতে দশম সর্গ পর্যন্ত হস্তগত হইয়াছে। বিবিধ ছন্দের অবতারণা দেখা যায়। 'মহাকাব্য' বলিয়া উল্লিখিত [পাটবাড়ী পুঁথি কাব্য ৩৫]।

কৃষ্ণলীলারসোদয়—নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নিবন্ধ।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভা——শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টগোস্বামি-কৃতা টিপ্পনী। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বকৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী'-নামক গ্রন্থে ভক্তিরত্নাকর ও 'অনুরাগবল্লী' নামক পুস্তকের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ষড়্‌গোস্বামির একতম শ্রীগোপাল ভট্টপাদই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা'-নামক টীকার রচয়িতা ; সাধনদীপিকা নবম কক্ষায়ও এই মতই সমর্থিত হইয়াছে ; কিন্তু ডাঃ সুশীল কুমার দে কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের বহু পুঁথিতেই দ্রবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ নৃসিংহের পৌত্র এবং হরিবংশ ভট্টের পুত্র বলিয়া টীকাকার স্বপরিচয় দিয়াছেন বলিয়া সংশয় হইতেছে। আর এক কথা—এই টীকাকারের নামে 'রসিকরঞ্জনী', 'কালকৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা আরোপিত হইয়াছে এবং এই দুই গ্রন্থের আদিম পুষ্পিকায় ও অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণবল্লভার অনুরূপই দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের ভট্টগোস্বামিপাদের এই গ্রন্থ হইলে কি কবিরাজ গোস্বামী ইহার সাহায্য বা নাম নিতেন না? তিনি শ্রীচৈতন্যদাস-বিরচিত 'সুবোধিনী' টীকারই বা সাহায্য লইলেন কেন? যাহা হউক—এই টীকাতে প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষা, ভাব-বৈভব প্রভৃতি দেখিলে ইহা যে উৎকৃষ্ট টীকা, এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে অতিসংযত ভাবে আদিরসের গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। টীকাটি শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-সম্মত, নিজেকে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেও কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্য পাঠ গ্রহণ না করিয়া বঙ্গদেশীয় পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২।৩।৪ ইত্যাদিতে ভক্তিরসামৃত ও তৃতীয়ে উজ্জ্বলনীলমণি হইতেও উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমত-বিরোধী কোনও কথাই এ টীকাতে নাই, সর্বপ্রথমেই এই সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব, কিশোরত্ব ও নরাকৃতিত্ব প্রভৃতিও যথাযথ স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ রাধাবল্লভীয় হরিবংশ কিন্তু গৌড়ব্রাহ্মণ, তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে গোপাল-নামে কেহই ছিলেন না, তাঁহার জন্মভূমি গোকুলের নিকট বাদগ্রাম, তাঁহার পিতার নাম শ্রীকেশোদাস মিশ্রজী। (বিদ্যাভূষণ)

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—শ্রীমালাধর বসু গুণরাজ খাঁ-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীগোবিন্দমঙ্গলগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচরিতা-বলীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন। ইনি ১৩৯৫ শকে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে সমাপন করিয়াছেন (১০০-তম গীত ২২১), সুতরাং ইঁহার আবির্ভাবকাল ১৩৫০ হইতে ১৩৬০ শকাব্দা ধরিলে অসঙ্গত হয় না। জনৈক গৌড়েশ্বর শ্রীমালাধর বসুকে 'গুণরাজখান' উপাধি দিয়াছেন (১০০।২২২), তাঁহার পিতা ভগীরথ বসু এবং মাতা ইন্দুমতী (১।৪৪)। কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর-কর্তৃক আনীত দশরথ বসুর ত্রয়োদশ পর্যায়ে ইনি আবির্ভূত হন। বর্দ্ধমান জিলায় কুলীনগ্রাম ইঁহাদের বাসস্থান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১০। ৮০-৮৩) কুলীনগ্রামবাসির প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের অসীম কৃপার কথা শুনা যায়। প্রভু কহে—'কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥ কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। শূকরে চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায় ॥

ভুবনপাবন নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামে চাতুর্মাস্যকালে বাস করিয়া ভজন ও বসুবংশীয়-দিগকে প্রচুর কৃপা করিয়াছেন। স্বয়ং গ্রন্থকার (১০০।২২৫-২৬) বলিতেছেন যে এই গ্রন্থরচনার প্রেরণা সাক্ষাদ্ ব্যাসদেব হইতেই আসিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই গীতিকাব্য আস্বাদন করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—(চৈ, চ, মধ্য ১৫।৯৯-১০০) "গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥ 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।' এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত" ॥ শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ-গীতিগ্রন্থ, কিন্তু ইহাতে আক্ষরিক অনুবাদ নাই। ইহাতে কেবল ১০ম, ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের আদ্যন্তবর্ণন ও ১২শ স্কন্ধের

তাত্ত্বিকাংশের সামান্যতঃ তাৎপর্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে আবার মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বা ভবিষ্য পুরাণ হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়াছে। অনেক-স্থলে ঐশ্বর্যময় বর্ণনা-বাহুল্য আছে। লোকসমাজে শ্রীকৃষ্ণকথা-বিস্তারই গ্রন্থরচনার কারণ—একথা কবি নিজেই (১।১৫-১৯) বলিয়াছেন।

উত্তরকালে শ্রীভাগবতাচার্য-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'ও শ্রীমৎ-ভাগবতেরই পদ্যানুবাদ, কিন্তু উহা অধিকাংশই মূলের শ্লোকসমূহনিষ্ঠ; পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাহা নহে, এই গীতিকাব্য প্রায়শঃই পয়ারছন্দে রচিত, স্থলবিশেষে 'ত্রিপদী'ও দেখা যায়, পয়ারে বা ত্রিপদীতে সর্বত্র অক্ষর-সংখ্যা সমান ভাবে বজায়ও নাই। এই গ্রন্থ অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত নহে, কেবল রাগরাগিণীর বিভাগে গীতবিভাগ হইয়াছে। সাধারণতঃ একটি রাগের শেষে বা একই রাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আখ্যায়িকার শেষে গ্রন্থকারের ভণিতা আছে; সেই স্থানেই আংশিক বিরাম লক্ষিত হয়। বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন গীতবিভাগ ও রাগরাগিণীর পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। গৌড়ীয়-গ্রন্থগুটিকায় প্রকাশিত সংস্করণে একশত গীতে ও ৩৫টি রাগরাগিণীতে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে দেখা যায়।

শ্রীমালাধর বসু একাধারে ভক্ত ও কবি ছিলেন বলিয়া ইঁহার ঘটনা-বহুল বর্ণনাত্মক কবিত্ববাহুল্য-বর্জিত কাব্যটি সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায়, আড়ম্বরহীন পয়ার ছন্দের দ্রুততালের মধ্য দিয়া পাঠক এবং শ্রোতার মনকে অতি সহজে আকর্ষণ করে।

শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী—— শ্রীকৃষ্ণশরণ-কৃত বিরুদ কাব্য। মৈথিল কবি চন্দ্রদত্ত-কর্তৃক রচিত গ্রন্থ হইতে সর্বাংশে পৃথক্। (Vide R. L. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. 2361)। দুঃখের বিষয় গ্রন্থমধ্যে কবির নাম, ধাম বা অন্য কোনও পরিচয় নাই। শেষ (১২৪) শ্লোকের 'শ্রীকৃষ্ণশরণোদিতা' এই উক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণশরণ-নামক কোনও মহাজন কর্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া কতকটা অনুমান করা যায়, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণশরণ কে বা কোন্ দেশের লোক জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং শ্রীরূপ গোস্বামির পরবর্ত্তী, তাহা তাঁহার প্রথম শ্লোকে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বন্দনা-শ্লোকে এবং ১২২ শ্লোকের 'সত্তমরূপানুসারিণী বাণী'—এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়। ইনিও প্রায়শঃ শ্রীরূপেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—রচনারও বেশ মাধুরী আছে।

শ্রীকৃষ্ণকে ইনি তমাস (২৯), করীন্দ্র (৪১), সূর্য (২১) ও বিচিত্র দেবতরুর (৫৭) রূপকে নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ দৃষ্টি-সম্পাত (১৭), বাহুভঙ্গী (৮১, ১০৫), বক্ষঃ (৮৩) প্রভৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়া কবি ইঁহার মধুর মূর্ত্তিকে অপবর্গদাত্রীস্বরূপেই সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

পদ্মং করাঙ্ঘ্রিচরণে ফণবান্নব-লোমরাজির্বক্ত্রং বিধুর্ভ্রমরকা ভ্রমিতালকান্তে। মুক্তা রদা ইতি পবর্গময়ী মুরারে মূর্ত্তিস্তথাপি ভজতামপবর্গদাত্রী॥ ৯১॥

শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড (৭৯) ও রাস-লীলার (২৭) সুন্দর বর্ণনা করিয়া ইনি বংশীকেই বহুবার বহুভাবে স্তুতিমাল্য দান করিয়াছেন—বংশী পুরন্ধ্রীবৎ উত্তমবংশোৎপন্না, স্বীকৃত-সংনাগরা, মধুরালাপা ও কৃষ্ণাধর-দংশিনীরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন (৪৯)। এই বংশীধ্বনি গোপ-ললনাদের মানহস্তি-নিরসনে সিংহ, বিশ্বপাপরূপ তুলা-রাশির দহনে দাবানল, বনসমূহে ঋতুরাজ বসন্ত, জগদ্বশীকরণে অনির্বাচ্য মন্ত্র এবং দৈত্যকুলের উচ্চাটন (৫৩)। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বরবংশজাতা বংশী কুলজা-গণেরই কুলধৈর্য-বংশকে লোপ করিতেছে (৭৭)!! এইরূপে ৮৫ ও ৮৯ শ্লোকেও এই মোহন মুরলীরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

অক্ষরময়ী কলিকার শেষ প্রার্থনাটি অতি-সুন্দর—

কর্ণে কম্পিত-কর্ণিকার-কলিকঃ কন্দর্পকেলিক্রিয়াকল্যাকল্যবিকল্পনাতি কুতুকী কৈশোরকালক্রমঃ। কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত-কোমলালককুলঃ কাদম্বিনী-কন্দলঃ, কৃষ্ণঃ কেকি-কলাপ-কীলিত-কচঃ কং বঃ ক্রিয়াৎ কামদঃ॥ ১১৫

শ্রীকৃষ্ণবিলাস[১] —— মহাভারতের সুবিখ্যাত অনুবাদক কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস পরমধার্মিক ও বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি শ্রীগোপালদাস-নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' নাম প্রাপ্ত হন, এইজন্য তিনি গ্রন্থমধ্যে

গুরুদত্ত-নামেই ভণিতা দিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থ কোনও গ্রন্থ-বিশেষের অনুবাদ নহে; কিন্তু কৃষ্ণদাস আখ্যায়িকা-বিশেষের সংযোগ, বিয়োগ বা হ্রাস বৃদ্ধি করত আপন কল্পনাবলে সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত হরিলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের বিষয়সূচী—সূতের নিকট শৌনকাদির প্রশ্ন, কশ্যপ ও অদিতির তপশ্চর্যা, ভগবানের ২২টি অবতার, বামনোপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণাবতার, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার লীলা, উদ্ধব-প্রশ্ন, উদ্ধবের প্রতি জ্ঞানোপদেশ, চতুর্বিংশতি গুরুর বিষয়, ধ্রুবচরিত্র, ভগীরথের উপাখ্যান, শঙ্খাসুরবধ, তুলসীর আখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, গুরুভক্তি, হরিভজন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস-শ্রবণ ও অধ্যয়নফল। এই গ্রন্থে 'হরিভজন'-অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামমাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়—যথা—'হরিবোল বোলাইয়া চৈতন্য অবতার।' 'ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হরির অর্চনা। কলিযুগে কে আর হইবে হেন জনা॥'

এই গ্রন্থখানা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্বেই রচিত বলিয়া সাহিত্যিকদের ধারণা।

শ্রীকৃষ্ণবিলাস²—জয়গোপালদাসের শিষ্য ঘনশ্যামদাসের কৃষ্ণলীলাকাব্য। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে রাগরাগিণীর উল্লেখপূর্বক এই গ্রন্থ রচনা করেন—ষোড়শ সপ্তদশ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণবিলাস³—কাঁদরার বলরামদাসের পিতা জয়গোপাল দাসের রচনা। জয়গোপাল—শ্রীসুন্দরানন্দ-গোপালের শিষ্য।

কৃষ্ণসংহিতা¹——রসকদম্ব- প্রণয়নে কবিবল্লভের আদর্শ (রস ২২) গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা²—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত উপক্রমণিকা; উপসংহার ও অনুবাদাদিযুক্ত সংস্কৃত ছন্দোনিবদ্ধ গ্রন্থ ১৮০১ শাকে প্রকাশিত। উপক্রমণিকায় পরমার্থবিচার, ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আর্যগ্রন্থমালার রচনাকালনির্ধার, আর্যদিগেরই সর্বপ্রাচীনত্ব, পরমার্থ-তত্ত্বের ক্রমোন্নতি প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া মূল গ্রন্থপাঠের সুপ্রশস্ত বিশ্বাসভিত্তির নির্মাণ হইয়াছে। মূলগ্রন্থ দশটি অধ্যায়ে নিবদ্ধ হইয়াছে—(১) চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের বিচার, (২) ভগবচ্ছক্তি-বিচার, (৩) অবতারলীলা, (৪—৬) শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি মৌষললীলান্ত যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ, (৭) লীলা-ত্রিবিধতাবিচার, (৮) উপাসনাপর্বে রাগতত্ত্বের ত্রিবিধ বিভাগ এবং ব্রজভাবপ্রাপ্তির অষ্টাদশ প্রতিবন্ধক-বিচার ও বিশ্লেষণ, (৯) শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির স্তর, সাধক ও বাধক ভাবাদি-বিচার এবং (১০) ভাবসিদ্ধ জনগণের আচার-প্রণালী, চরিত্র ইত্যাদি। উপসংহারে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচার করা হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রণালীর অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত হওয়ায় উভয় শ্রেণীর লোকেরই পরম কল্যাণপ্রদ হইয়াছে। মূলগ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, অন্তর্নিহিত তথ্যগুলি আবার সরল বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থের সারল্য ও চমৎকারিতা বাড়াইয়া দিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ — শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-কর্তৃক-সংগ্রথিত দর্শনশাস্ত্র। (১) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব-বিচার, পরমাত্মার স্থান, স্বরূপাদি-নির্ণয়, তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, পরমাত্মার আকার, (২) লীলাবতার-বিচার, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বৈশিষ্ট্য, অবতার সকলের নিত্যত্ব ও প্রকার-ভেদ; অংশত্ব কি? বিভূতি ইত্যাদি। (৩) স্বয়ংভগবত্তা-বিচার, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের হেতু-নির্দেশ, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ, স্বয়ং ভগবত্তা-সম্বন্ধে যাবতীয় সন্দেহ-নিরসন, কেশাবতারত্ব-খণ্ডন, বিষ্ণু-পুরাণ, মহাভারত, নৃসিংহপুরাণ ও হরিবংশের বিরোধ ও তাহার সমাধান, শ্রীভগবানের লীলাবতার-কর্তৃত্ব, গুণাবতার-কর্তৃত্ব ও পুরুষাবতার-কর্তৃত্ব; (৪) শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নিত্যতা, ভাগবতে মহাবক্তা ও শ্রোতাদের শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য, শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই অভ্যাস (বহুশঃ উক্তি), 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই পরিভাষার প্রতিনিধিবাক্য, শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিনিধিরূপ শ্রীভাগবতেরও মুখ্য তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণেই; শ্রীকৃষ্ণেরই পারতম্য, দ্বিভুজত্ব ইত্যাদি। (৫) শ্রীবলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের স্বরূপ; (৬) শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বিভুত্ব, স্বয়ং-রূপত্ব, নরাকারত্ব, (৭) শ্রীধামতত্ত্ব, শ্রীবৃন্দাবন ও গোলোকের একত্ব, পৃথিবীতে প্রকাশমান ধামসমূহ অপ্রাকৃত, ধামের নিত্যত্ব, গোলোকের নিত্যত্ব; (৮) শ্রীকৃষ্ণ-

পরিকর-বর্ণনা, (৯) যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণপার্ষদতা, গোপাদির নিত্য-পার্ষদত্ব; গোপীগণের গুণময়দেহ-ত্যাগ-মীমাংসা; (১০) শ্রীকৃষ্ণের নন্দ-যশোদা-পুত্রত্বাদি; (১১) শ্রীকৃষ্ণ-লীলারহস্য, অপ্রকট ও প্রকট লীলা, মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী উপাসনা, পরিকরগণের অভিমান-ক্রিয়া-প্রকাশভেদ; (১২) প্রকট ও অপ্রকট লীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থিতিকাল, পুনরায় ব্রজে আগমন, অপ্রকট লীলায় প্রবেশ—নন্দাদির পরমবৈকুণ্ঠে ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন; (১৩) শ্রীমদ্‌ভাগবতে পুনঃ ব্রজাগমন অস্পষ্ট কেন? (১৪) অপ্রকট-লীলাগত ভাব-বিচার; যাদবদের ও ব্রজবাসিদের; (১৫) মহিষীদের স্বরূপ-নির্ণয়; (১৬) ব্রজদেবীদের মাহাত্ম্য, স্বরূপ—শ্রীরাধার স্বরূপ ও উৎকর্ষ, শ্রীরাধা-মাধব-যুগলমাধুরী ইত্যাদি। এই সন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণস্তবাবলী—পরমানন্দ গুপ্ত-কর্ত্তৃক রচিত (গৌগ ১৯৯)। অপ্রকাশিত, দুষ্প্রাপ্য।

কৃষ্ণস্তোত্র—বিল্বমঙ্গল কবি-কৃত ১২১ শ্লোক। কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে পৃথক্‌। ১৮৭৯ সম্বতের লিপি, ৯ পত্রাত্মক। (হরিবোল কুটীর ২৪)।

কৃষ্ণানন্দিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃতা সাহিত্যকৌমুদী-টীকা।

কৃষ্ণাভিষেক — শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-পাদ-সঙ্কলিত এই শ্রীকৃষ্ণাভিষেকে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীব্রত-ব্যবস্থাদি বৈদিক মন্ত্রে সমাহৃত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার প্রথমতঃই নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৫।২৪৭—৫৪২ গৌড়ীয় সংস্করণ) জন্মাষ্টমী প্রকরণের সহিত এই গ্রন্থের তুলনা করিলে বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে স্নানবিধিই কেবল ইহাতে বিস্তারিত ভাবে লিখিত। শ্রীবৃন্দাবনে, জয়পুরে এবং অন্যান্য বহুস্থলে ইহারই অনুসরণে অভিষেক হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের উপযোগিতা শ্রীকৃষ্ণা-ভিষেকেই স্বীকৃত হইলেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহকারে অন্যান্য দেবতার অভিষেকও সম্যক্‌প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়—(১) সপ্তমীর পূর্বাহ্নকালে স্নানবেদি-পরিক্রিয়া, (২) মঙ্গলবাদ্য-গীতপূর্বক অঙ্গনে খাতখনন, চতুষ্কোণে কদলী-স্তম্ভরোপণ, চন্দ্রাতপ ও পতাকা-রোপণ, মাঙ্গলিক দ্রব্যস্থাপন, (৩) জয়ন্তীদিন প্রাতঃকালে বৈষ্ণবগণসহ বাদ্যনৃত্য-গীতসহকারে দীপ ও মঙ্গলঘটাদিতে সুশোভিত স্নান-বেদিকায় ছত্রচামরাদিদ্বারা সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন, (৪) স্বস্তিবাচন, প্রার্থনাদি, (৫) ভূতশুদ্ধি, (৬) ঘটস্থাপন, (৭) মহাভিষেক-সম্পর্কে সঙ্কল্প ও প্রার্থনা, (৮) আসনাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চন, (৯) পাদ্যাদি দীপান্ত বৈদিকমন্ত্র, (১০) বিবিধ বিধানে স্নান-প্রক্রিয়া ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র, (১১) অঙ্গমার্জন, বস্ত্রপরিধাপন ও যজ্ঞসূত্র-নিবেদন, (১২) নির্মঞ্ছন, নয়নাঞ্জন, তিলকরচনা, (১৩) পুষ্পমাল্যাদি-নিবেদন, (১৪) মহানীরাজন, (১৫) আরাত্রিকমন্ত্র, (১৬) শ্রীকৃষ্ণস্তব, (১৭) নন্দোৎসব।

কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা—শ্রীরাধামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য-রচিত। [বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পুঁথি ৮৯৭; ১৭০ পত্রাত্মক, মধ্যে খণ্ডিত।]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী— শ্রীকবি-কর্ণপূরগোস্বামি-রচিত স্মরণোপযোগী কাব্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা-প্রেরিত মহাজনদিগের প্রেমভক্তি-রসময় গ্রন্থরাজির ভাবধারা—বিশুদ্ধ ভজন-পন্থার নির্দেশে, একমাত্র প্রেমভক্তির উদ্দেশ্যে এবং মহাভাব-রসরাজমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহের প্রেমসেবা-পরিপাটীর দিগ্‌দর্শনে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকদের চিত্তক্ষেত্র সর্বদাই নদীয়ার 'প্রেমের ঠাকুর' 'সোণার মানুষের' প্রেমরসে অভিষিক্ত ছিল—সেইজন্যই তাঁহারা ভক্তিকেই মুখ্যরসরূপে গ্রহণ করত জগতে প্রচার করিয়াছেন। এক কথায়—ইঁহাদের মতে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেমই চতুর্থ অনুবন্ধ বা 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। এই 'প্রেম' নিত্যসিদ্ধ বস্তু হইলেও শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ চিত্তে ইহার প্রাকট্য হয় বলিয়া ইঁহারা নববিধ ভক্তিযাজন-রূপ 'অভিধেয়' স্বীকার করেন। 'স্মরণ' নববিধা ভক্তির অন্তর্গত, উপনিষদুক্ত 'নিদিধ্যাসন'—তৈল-ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অভীষ্ট ধ্যেয় বস্তুর অনুচিন্তনই—স্মরণ। এই স্মরণভক্তি-যাজনের জন্য ইঁহারা স্বীয় অনুভূত লীলারাজির যৎকিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন ন্যায়ে জগতে বিতরণ করিয়াছেন। 'স্মর্ত্তব্যং সততং বিষ্ণোঃ' এবং 'কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য'

—ইত্যাদি ন্যায়াবলম্বনে দিবানিশির এক মুহূর্ত্তও যাহাতে বৃথা ব্যয় না হয়, তজ্জন্য ইঁহারা অষ্টকালীন লীলা-চিন্তার ব্যবস্থা করিয়া তদুপযোগী গ্রন্থাদিও রচনা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা ইঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত আদৌ নহে; যেহেতু পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ৫২-তম অধ্যায়ে এবং সনৎকুমার-সংহিতা প্রভৃতিতে অষ্টকালীন লীলাসূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিপাদ, শ্রীলকবিকর্ণপূর গোস্বামিচরণ এবং শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় মুখ্যভাবে অষ্টকালীন লীলা-পরিপাটী বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন *। এই শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী গ্রন্থরত্ন এই জাতীয় অষ্টকালীন লীলা-বিষয়ক—শ্রীলকবিকর্ণপূর-কর্ত্তৃক বিনির্মিত হইয়াছে। 'অলঙ্কার কৌস্তুভে' ইনি যে উত্তমোত্তম কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন—তাহা এই গ্রন্থে ভূয়শঃ পরিদৃষ্ট হয়। ধ্বনির ধ্বন্যন্তরোদ্‌গারে মহাচমৎকারিতা—ইঁহার প্রতিগ্রন্থেই বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকিয়া সুরসিক, সদ্ভাবুক এবং সুকবিরও সমালোচ্য এবং সমাস্বাদ্য হইয়াছে। শ্রীকবিকর্ণপূরের কাব্যামৃত যাঁহারা পান করিয়াছেন—তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে ইনি একমাত্র মাধুর্য-লীলারই পরিবেষক। সাধকের হিতের প্রতি সর্বথা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নরতনু অভীষ্ট বস্তুর লীলারস-বিস্তারই ইঁহার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ঐশ্বর্যময়ী লীলাসংসূচক শব্দবিন্যাস ইঁহার গ্রন্থে বিরলপ্রচার; কুত্রাপি ঐশ্বর্য-ভাবের শব্দব্যবহার দৃষ্ট হইলেও আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থের অভ্যন্তরে কোনও নিগূঢ় রসময় ভাবের ব্যঞ্জনা আছে—বুঝিতে হইবে।

অষ্টকালীন লীলা বলিতে সাধারণতঃ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন,প্রদোষ ও নৈশ-ভেদে অষ্ট-যামিক (দৈনন্দিন) ক্রিয়াকলাপই বোধ্য। মনে রাখিতে হইবে যে এই সব গ্রন্থ নিত্যলীলার সামান্যতঃ দিগ্‌দর্শন মাত্র—অনন্ত লীলাসমুদ্রের এক কণামাত্র; সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন মহাজন ভিন্ন ভিন্ন লীলার ইঙ্গিত দিয়াছেন—প্রতিগ্রন্থে বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যও মহাজনদের স্ফূর্ত্তি-হিসাবেই ধর্ত্তব্য ও আলোচ্য। তবে পরিবেষণের পরিপাটী যে কবির নিজস্ব—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সাধক ইঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুগমন করিতে করিতে যদি মহাসৌভাগ্যে লীলা-বিশেষে আকৃষ্ট হইয়া একই লীলা-চিন্তনে দিবানিশি অতিবাহিত করেন—তাহাতে অণুমাত্রও ত্রুটি হয় না; প্রত্যুত এই জাতীয় আবেশই চির-বাঞ্ছনীয়। যে পরিমাণে এই আবেশের বৃদ্ধি হইবে, গাঢ়তা হইবে, —সাধকও সেই পরিমাণে সিদ্ধি-লাভে অগ্রসর হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলা-স্মরণের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাচিন্তনও সম্প্রদায়ে দেখা যায়। রসকীর্ত্তন বা লীলা-কীর্ত্তনেও 'তদুচিত গৌরচন্দ্র' কীর্ত্তন করিবার রীতি আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাসূত্র সংস্কৃতে ও বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় (১) শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি পাদ ও (২) শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং বঙ্গভাষায় (১) শ্রীকৃষ্ণদাস (শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত) ও শ্রীলনরহরি চক্রবর্ত্তী (শ্রীগৌরচরিত-চিন্তামণি) রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-কৃত স্মরণ-মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণদাসকৃত অনুবাদ যথা—

(নিশান্তে) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে করি গাত্রোত্থান। সুবাসিত জলে কৈল মুখ-প্রক্ষালন॥ (প্রাতঃ)
তৈলাদি মর্দন করি গঙ্গাস্নান কৈল। শ্রীবিষ্ণু-অর্চনা করি ভোজন করিল॥
পূর্বাহ্ণ সময়ে ভক্ত-মন্দিরে গমন। কৃষ্ণ-কথা-রসানন্দ কভু ত কীর্ত্তন॥
মধ্যাহ্নে পরমানন্দ সুরধুনী-কূলে। নবদ্বীপ-ভ্রমণ পরাহ্ণে কুতূহলে॥
সায়াহ্নে গমন করে আপনার ঘরে। প্রদোষে গণের সহ শ্রীবাসমন্দিরে॥
নিশাতে করেন তথা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নিশার্দ্ধে স্বগৃহে গিয়া করেন শয়ন॥

শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্ত্তী এই স্মরণমঙ্গল-সূত্রেরই অবলম্বনে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন —— শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তা-মণিতে। বস্তুতঃ একান্ত গৌরভক্তগণ

* শ্রীমদ্‌গোপালগুরু, শ্রীলধ্যানচন্দ্র-গোস্বামী, শ্রীমৎ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি প্রভৃতি-কৃত পদ্ধতিসমূহে, ভাবনাসারসংগ্রহে এবং গুটিকাদিতেও এই লীলারই বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

স্বতন্ত্র ভাবেও শ্রীগৌরলীলা চিন্তা করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহাভাবাঢ্য শ্রীগৌরচন্দ্র-চিন্তনের পরে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলাপ্রবেশকথাই বহুশঃ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ একান্ত অভিন্নতত্ত্ব হইলেও যেমন রস-লীলাদি-বৈশিষ্ট্যে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ স্বতন্ত্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাচিন্তনে কোনও বাধা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

বস্তুতঃ ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের ভজন-সাধনাদি করিয়া আসিতেছেন। প্রথমতঃ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরিত ছয় গোস্বামী এবং তদনুযায়ী বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরচরিত্রে সমাকৃষ্টচিত্ত হইয়াও তদাজ্ঞায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসেই অবগাহন করিতেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ-প্রকাশাদি এই ভাবধারারই ফল বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীখণ্ডবাসী সরকার ঠাকুরাদি, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের রূপরসেই মজিয়াছিলেন—'গৌরচন্দ্র বিনা সেব্য নাহি জানে আন', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম' ইত্যাদি। ইঁহারা শ্রীগৌরোপাসনাকেই মুখ্য করিয়াছিলেন, এই ভাবধারাতেই মগ্ন থাকিয়াও সময়ে সময়ে ইচ্ছামত শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'পদাম্বুজ-সুধাম্বুরাশি' আস্বাদন করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু, শ্রীঠাকুর মহাশয়, গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার যুগপৎ প্রবর্ত্তনের ইঙ্গিত দেখাইয়াছেন। আচার্যপ্রভু উভয় লীলাতেই নিমগ্ন হইয়া স্মরণলব্ধ প্রসাদ সর্বসমক্ষে নয়নগোচর করাইয়াছেন (ভক্তি-রত্নাকর ৬।১২৮—১৬৫)। শ্রীঠাকুর-মহাশয় শ্রীগৌরের প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাই সমবেত জনমণ্ডলীকেও দর্শন করাইয়াছেন এবং শ্রীব্রজ-লীলার আবেশে দুগ্ধ-উত্তারণ করিতে হস্তও দগ্ধ করিয়াছিলেন (ভক্তি ৬।১৬৮—১৭৭)। শ্রীসিদ্ধ-বাবা গুটিকা ও ভাবনাসারসংগ্রহে শ্রীগৌরলীলাচিন্তনের পরে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী কালেও এই প্রথাই সমাজে চলিয়া আসিতেছে। 'যেনেষ্টং তেন গম্যতাং' বলিয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইতেছি।

আমাদের আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদীতে নিশান্তলীলায় শুক-শারীর প্রবোধনের পরে যুগল-কিশোরের রসালস-বর্ণনা চিত্ত-চমকপ্রদ। প্রাতর্লীলায় উভয়ের কেশদামের সপরিপাটি প্রসাধনাদি অতিস্বাভাবিক ও পরম মনোরম। শ্রীরাধার নন্দালয়ে রন্ধনাদির প্রকার ও পারিপাট্য অতিবিচিত্র। মধ্যাহ্ন-লীলায় গোপীগণের বাকোবাক্য, বনবিহার, প্রাণেশ্বর-কর্ত্তৃক গোপীদের এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রাণনাথের বিবিধ সাজসজ্জাদি, নাগকেশরপুষ্প-চয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার উত্তোলন ও পরে অধঃপাতন ইত্যাদি অভিনব কৌতুকপ্রদ। যমুনায় জলকেলি, পদ্মাপদ্মি যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন, সখীগণকর্ত্তৃক মণ্ডলীবন্ধনক্রমে তদন্বেষণ প্রভৃতি—জলচর পক্ষিগণের নৃত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভিলাষ-প্রকাশে শ্রীরাধার ভাব-বৈকল্য, জলমণ্ডুকবাদ্য, বন্যভোজন এবং অক্ষক্রীড়ায় রসকন্দল ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র বিলাস পরম অদ্ভুত ও সমাস্বাদনীয়। অপরাহ্নলীলায় গোধুলি-ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের শোভা, মুরলীধ্বনিতে স্থাবর জঙ্গমের ভাব-বিকার, গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক স্বাভিলাষ-সূচক কটাক্ষপাত, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রতিকটাক্ষেও শ্রীকৃষ্ণেরই মর্মভেদ—অতিবিচিত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সায়ং লীলায় প্রদোষ-লক্ষ্মীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণবরণ এবং চন্দ্রোদয়-বর্ণনা মনোরম হইয়াছে। প্রদোষ লীলায় যোগমায়ার সাহায্যে গোপীদের জ্যোৎস্নাভিসার এবং নৈশলীলায় মধুপানোৎসব, ব্রীড়া ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবকদম্ব-কর্ত্তৃক যুগলের সেবা—স্ফটিকচষকে মধুপূর্ণ করিতে জ্যোৎস্নামধ্যে না দেখায় বৃন্দার আক্ষেপ, সখীগণের ভাব-বিহ্বলতা, কৌস্তুভান্বেষণ ও অদ্ভুত উপায়ে তৎপ্রাপ্তি—গীত, অভিনয়াদি দ্বারা কামময় উৎসব-সম্পাদন অতীব রসাল, রমণীয় ও চিত্ত-চমকপ্রদই বটে।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃত বলিয়া

প্রসিদ্ধ, কিন্তু দশশ্লোকীভাষ্য-প্রণেতা শ্রীমদ্‌রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামির মতে শ্রীরূপপ্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কর্ত্তৃক বিরচিত স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রের 'শ্রীরাধাপ্রাণ-বন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ' ইত্যাদি দেখিয়া যে শ্রীলকবিকর্ণপূর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না; যেহেতু 'স্মরণমঙ্গল' হইতে এই গ্রন্থে স্থলবিশেষে অনৈক্য আছে। প্রাতর্লীলায় শ্রীকৃষ্ণভোজনের অব্যবহিত পরে শ্রীরাধাদি গোপীদের ভোজন-বর্ণনা নাই, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বনগমনের পরে ব্রজপতির ভোজনান্তে মা যশোদা ও রোহিণী প্রভৃতি সহ শ্রীরাধার ভোজনের ইঙ্গিত আছে (৩।১০—১৪)। দিবসভেদ স্বীকার করিলে সকল গ্রন্থের সমাধানও হয়, অথচ মধ্যাহ্ন লীলারও কোন ব্যাঘাত হয় না—যেহেতু ভোজনের পরেই মা যশোদা-কর্ত্তৃক অলঙ্কারাদির প্রদানে সৎকৃতা শ্রীমতী যাবটে যাইয়া পুনরায় সূর্য্যপূজার উদ্দেশ্যে (৩।৭২) পুষ্প-চয়নাদিচ্ছলে বৃন্দাবনে যাইতে পারেন। যাবট হইতে যে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অভিসার করেন—তাহারও ইঙ্গিত (৪।৩৫) আছে। দ্বিতীয়তঃ মধ্যাহ্নলীলায় বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে মিলন ও জলকেলি ইত্যাদি, অন্যত্র শ্রীকুণ্ডে মিলন-বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ সায়ংলীলায় দ্বিতীয় গোদোহনের পূর্বে শ্রীনন্দবাবা সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দ্বিতীয়ভোজন, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সায়ংকালে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে প্রদোষ-লীলায় ভোজন। চতুর্থতঃ নৈশ-লীলায় নন্দগ্রামের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যানে শ্রীরাধাদির অভিসার ইত্যাদি। শ্রীগোস্বামিগণ প্রত্যেকেই যখন প্রত্যক্ষদর্শী, মহানুভবী এবং একই ব্রজলীলার পরিবেষক, তখন স্থূলদর্শী মাদৃশ অজ্ঞজনের মতানৈক্যের কারণ নির্দেশ করা মহাবাতুলতা। তবে মনে হয় যে ইঁহারা সকলেই একই অনন্ত অসীম লীলাপারাবারের দিবস-ভেদে স্বস্বরুচি-অনুসারে দিগ্‌দর্শন-মাত্র করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতে (২।৩৫) শ্রীরাধা-গোবিন্দের বহুবিধ প্রকাশের যুগপৎ অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ২৩।৯৩ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। এক্ষণে সাধক স্বরুচি-অনুসারে অনুসরণীয় পন্থা ঠিক করিয়া লইবেন।

এই কৃষ্ণাহ্নিকে ছয়টি প্রকাশ (অধ্যায়) আছে ও (৪৫+১১৮+৭৩+২৯৮+৯৭+৭১) = ৭০২ এবং উপসংহারে ৩ শ্লোক আছে।

কেশবমঙ্গল—নরহরি দাস-কর্ত্তৃক অনূদিত শ্রীমদ্‌ভাগবত (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৮১১—৮৩৫ পৃষ্ঠা)।

কেশববিলাস—নরহরি দাস-কৃত। ২৬৯ পত্রাত্মক পুঁথি [পাটবাড়ী কা ১২]——খণ্ডিত। ইহাতে শ্রীদশমের যাবতীয় লীলাই বর্ণিত হইয়াছে। ১২৪১ সনের লিপি।

কেশব-সঙ্গীত বাঘনাপাড়ার শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকেশব-রচিত পদাবলী [বংশীশিক্ষা ২৩২ পৃষ্ঠা]।

কোলাহল-চৌতিশা— —উপেন্দ্র-ভঞ্জ-কৃত। গ্রন্থের উপসংহারে ইঁহার একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে—মন তোষিবি, মল্লিমাল শ্যামকু দেবি। গ্রীষম হইলে বাস চন্দন মু লেপিবি॥ তাঙ্কু স্বেদবারি, যেবে পড়ুথিব ঝরি, মো দৃষ্টি পড়ন্তে কানি পণন্তরে পুঁছিবি॥ ১॥ তাঙ্কু করি গলাহার, সেবিবি তাঙ্ক পয়র, সে যেবে হোইবে বর হরপূজা করিবি॥ ২॥ সে যেবে করিবে মান, ভাঙ্গি ভুলাইবি পান, গণ্ডে দেইন চুম্বন হরষ করাইবি॥ ৩॥ উপইন্দ্র ভঞ্জ কহি রমণী রতন সহি, তাহাঙ্ক চরণে ধ্যাহি শরণাগত হেবি॥ ৪॥

কৌতুকচিন্তামণি—রাজা প্রতাপ-রুদ্রে আরোপিত। ইহা 'চিত্রবন্ধ' 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি কাব্যরচনা বিষয়ক ও ইন্দ্রজাল-বিদ্যাসূচক গ্রন্থ। তিনটী দীপ্তি (অধ্যায়) আছে।

প্রারম্ভে—'ব্যামোহ - প্রশমৌষধং মুনিমনোমুক্তি - প্রবৃত্ত্যৌষধং, দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধং ত্রিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধম্। ভক্তার্ত্তি-প্রশমৌষধং ভবভয়-প্রধ্বংসনৈ-কৌষধং, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-করৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণ-দিব্যৌষধম্'॥ রচং রুচিরারেচিচঞ্চচ্চারু-রুচারুচঃ। চচার রুচিরাচারশ্চারেরোচারচঞ্চুরঃ॥

পুষ্পিকা—ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ-প্রতাপরুদ্রদেব-কৃতে চিন্তামণিগ্রন্থে কৌতুক-নিরূপণং নাম তৃতীয়া দীপ্তিঃ সমাপ্তা।

আনুমানিক ১৫২০ খৃঃ এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। (Bikaner Raj Library No. 1410)

কৌতুকাঙ্কুর-প্রহসনম্——শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি-কৃত।

গ্রন্থের মুখবন্ধে কাব্যাস্বাদে মোক্ষ-প্রাপ্তির উদাহরণ—(৪) যৎপাদং মুনিভিঃ কঠোরতপসা লব্ধং ন দেবৈরপি, তৎপাদং রসিকো রসেন রসবৎ কাব্যং বিরচ্যাপ্তবান্। কিং ক্রমঃ সুকবেঃ সুখাৎ শুভতমং ভাগ্যং ভবে ভাব্যতাং, তস্মাৎ সর্বজনো মুদা সুকবিতাস্বাদঃ সদা স্বাদ্যতাম্॥

অন্তিমে (৫)—শ্রুত্বৈতাং কবিতাং রসৈর্বিরহিতাং সংবর্জিতাং ভূষণৈ,-র্বিদ্যাহীনজনস্য মে নবকৃতাং হাসো ভবেন্নিশ্চিতম্। তস্মাদ্ধাস্যরসো ধ্রুবং বিলসিতস্তস্যাং জুগুপ্‌সা যদি, বীভৎসঃ স রসো বিভাতি সুতরাং কাব্যত্বমত্রাগতম্॥

ক্রমদীপিকা— শ্রীকেশবাচার্য-প্রণীত বৈষ্ণবতন্ত্র। হরিভক্তিবিলাসে (২, ৫, ১৭ বিলাস) ক্রমদীপিকার অনুসরণ দেখা যায়। উজ্জ্বলে (১৪।৮০) ইহার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। মৎসংগ্রহে গোবিন্দবিদ্যাবিনোদের টীকাসহ একটি ৭৪ পত্রাত্মক পুঁথি ১৬৮০ শাকের লিপি আছে। অন্য একটি মূলও ৪৭ পত্রাত্মক আছে (হরিবোলকুটীর ৯ গ, ঘ)। অন্যান্য টীকাকার—গোবিন্দশর্মা, ভৈরব ত্রিপাঠী, মাধবাচার্য, নিত্যানন্দ ও পুরুষোত্তম বন (হ ২।৬৪)। ইহাতে আটটি পটল (অধ্যায়) আছে। প্রথমে—পূজাক্রম, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করশোধনান্ত। দ্বিতীয়ে—মন্ত্রোদ্ধার, বিনিয়োগ ও মন্ত্রবীজাদি। তৃতীয়ে—ধ্যান, শঙ্খপূরণ, তীর্থাবাহনাদি, জপবিধি। চতুর্থে—দীক্ষাবিধি, পঞ্চমে—জপস্থান, পুরশ্চরণ, প্রাতঃপূজা প্রভৃতি, নৈবেদ্য, তর্পণ, যন্ত্র, ষোড়শ দ্রব্য। ষষ্ঠে—মন্ত্রপ্রয়োগ, ঋষ্যাদি ন্যাস। সপ্তমে—ধ্যান, কামগায়ত্রী, আবরণাদি, অষ্টমে—বশীকরণ প্রয়োগ, হোম, সেবাদি।

ক্রমসন্দর্ভ—শ্রীজীবপ্রভুপাদ-বিরচিত **দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত সমগ্র** শ্রীমদ্‌ভাগবতের **টীকা**। গ্রন্থকার ষট্‌সন্দর্ভ রচনা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্রম-ব্যাখ্যামুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন প্রভৃতি প্রদর্শন করিতে ইহা সপ্তম সন্দর্ভরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি টীকারম্ভে (৩) স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন—'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-সমূহ ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণী দর্শন করত যাহা যাহা মনে স্ফূর্তি পাইয়াছে, তাহাই ভাগবতব্যাখ্যারূপে এই ক্রমসন্দর্ভে লিখিত হইতেছে।' শ্রীধর-স্বামিপাদের অব্যক্ত ও অস্পষ্ট উক্তি-সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যাই এই ক্রম-সন্দর্ভের তাৎপর্য। ক্রমসন্দর্ভ বৃহৎ ও লঘু-নামে বর্ত্তমানে দুই প্রকারে পাওয়া যাইতেছে।

ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-সংকলিত সর্বপ্রথম পদ-সঞ্চয়ন। ইহাতে প্রায় ৩৬টি পদ হরিবল্লভ-ভণিতায় এবং ১৫টি পদ বল্লভ-ভণিতায় বর্ত্তমান। স্তবামৃত লহরীর অন্তর্গত গীতাবলীতেও (সংখ্যা ১১) বল্লভ ও হরিবল্লভ ভণিতা দেওয়া আছে, সুতরাং এই দুই নামই যে একই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির বেশাশ্রয়ের নাম বা সংসারাসক্তি-ত্যাগসূচক নামান্তর—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৬২৬ শকাব্দায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা-প্রণয়নান্তে দেহ ত্যাগ করেন বলিয়া জানা যায়। গীতচিন্তামণি এই সময়েই রচিত হইয়া থাকিবে, কেননা তিনি প্রতি ক্ষণদার সমাপ্তিতে 'ইতি গীতচিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে' বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে 'উত্তর বিভাগ' লিখিবারও সংকল্প ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়াই নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহার সংগৃহীত ক্ষণদায় ৪৫ জন বিভিন্ন কবির ৩০৯টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় ইহাতে চণ্ডীদাসের একটি পদও সমাহৃত হয় নাই। তন্মধ্যে স্বকৃত ৫১টি পদও আছে—স্বকৃত গীতাবলি হইতেও পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার গীতগুলি প্রায়ই পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী গীতদ্বয়ের সম্বন্ধ-নির্দেশক এবং 'এত কহি দূতী চললি' ইত্যাদি বর্ণনাদ্বারা কোথাও বা ক্ষণদায় বর্ণিত লীলার সংলগ্নতা রক্ষিত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীভাগবতটীকা বা উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য কৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন—এই গীতা-বলিতেও সেই ভাবভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই গীতচিন্তামণিই প্রাচীনতম পদসংগ্রহ-গ্রন্থ। হরি-বল্লভের ব্রজবুলি পদগুলি সাহিত্যিকদের মতে তত উৎকৃষ্ট নহে—তাহারা প্রায়ই সাধারণ। যেমন—(পদকল্পতরু ২১৪)

এ সখি! বিহি কি পূরায়ব সাধা?
হেরব পন কিয়ে রূপনিধি রাধা?

যদি মোহে না মিলব সো বর রামা। তব্ জীউ ছার ধরব কোন্ কামা ? তুহুঁ ভেলি দুতী পাশ ভেল আশা। জীববান্ধব কিয়ে করব উদাসা ॥ শুনইতে বচন দুতী অবিলম্বে। আওলি চলি যাঁহা রমণীকদম্বে ॥ কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা। হরি জপয়ে তুয়া গুণমণিমালা ॥ (১৭।৫)

ক্ষণদায় বহুগীত ভণিতাশূন্য, যেমন (১৬, ৪।৪, ৬।৭ ইত্যাদি)। সমগ্র গীতচিন্তামণি ৩০ বিভাগে (ক্ষণদায়) বিভক্ত, ইহাতে কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্যন্ত প্রতি ক্ষণদার (রাত্রির) বিশেষ বিশেষ বর্ননা ও আস্বাদন দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ ব্রজরসের সাধকদিগের হিতাভিলাষে রাগানুগীয় ভজন-পন্থার বিনির্দেশ-সহকারে ব্রজনবদম্পতির রসলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে সখী-ভাবে সাধকের ব্রজরসে লোভ সম্পাদনের জন্য সখীগণের স্বভাব, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, সুখদুঃখ, অধিকার ও চাতুর্য্যাদি প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুন্দর রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ১ম ক্ষণদার গৌরচন্দ্র—

দেখ দেখ সোই মূরতিময় মেহ। কাঞ্চন কাঁতি, সুধা জিনি মধুরিম, নয়ন-চষক ভরি লেহ ॥ শ্যামল বরণ, মধুর রস ঔষধি, পূরব যো গোকুল মাহ। উপজল জগত-যুবতী উমতাওল, যো সৌরভ পরবাহ ॥ যো রস বরজ-গোরী কুচমণ্ডল মণ্ডনবর করি রাখি। তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল, প্রকট প্রেম-সুরশাখী ॥ সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন-সম্পদ মত্ত রহল দিনরাতি। ভবদব কোন ? কোন কলিকল্মষ ? যাঁহা হরিবল্লভ ভাঁতি ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীঅদ্বৈতচরণ গোস্বামির নিকট উত্তরার্দ্ধের সপ্তদশ ক্ষণদা পর্যন্ত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বৃন্দাবনে নিম্বার্কগ্রন্থালয়েও পশ্চিম বিভাগ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজির গুরু শ্রীমনোহর দাসের রচিত গৌরচন্দ্রের হিন্দী-পদ এবং সুরদাস, নন্দদাস, হরিদাস স্বামী, হরিবংশ, গদাধর ভট্ট প্রভৃতি বহু বহু মহাজনের পদাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। ২৫ ক্ষণদার পর 'গৌরচন্দ্র' নাই। ক্ষণদায় চারিটী বিভাগ ছিল বলিয়া শুনা যায়।

ক্ষুদ্রগীত-প্রবন্ধ—শ্রীরামানন্দরায়-কৃত কাব্য। শ্রীনারায়ণকবি সঙ্গীতসারে এই গ্রন্থ হইতে একটি 'চিত্রপদ' উদ্ধার করিয়াছেন।

গ

গঙ্গাদেবী-স্তোত্রম্——শ্রীঅভিরাম গোপাল গোস্বামি-বিরচিত শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর দুহিতা শ্রীগঙ্গাদেবীর সর্বাপরাধ-ভঞ্জন-নামক স্তোত্র। ইহাতে শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব, মহিমা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতির সুস্পষ্ট বর্ণনাত্মক শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে ২০টি শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোক—শ্রীরাধা যুগপদ্ধরিশ্চ মুদিতৌ গোলোকমধ্যে মিথঃ, প্রেমাবিষ্টতয়া পুরা বিগলিতৌ তদ্বস্তু গঙ্গাবনৌ। সা ত্বং সূর্যসুতা-সুতা হি কৃপয়া জাতাধুনাধীশ্বরী, নিত্যানন্দ-সুতে প্রসীদ গতিদে প্রেম্ণা বরা মঞ্জরী ॥ ১

গন্ধর্বমিলন—ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামি-রচিত বাঙ্গালা গীতিকাব্য।

গাথাসপ্তশতী——হালসাতবাহন-নৃপতি-কর্ত্তৃক সংগৃহীত মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত আছে। [এই গ্রন্থরচনাকাল R. G. Bhandarkar মতে ৬৯ খ্রীঃ, Weber মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। Dr. S. K. De তৎকৃত Sanskrit Poetics 11 p. 115 লিখিয়াছেন যে ইহা ৪৬৭ খৃঃ রচিত হইয়াছে]।

(১।৮৯) মুহ মারুএণ তং কন্থ ইত্যাদি। সংস্কৃত—মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি ॥

(২।১২) অজ্জপি বালো দামোঅরোত্তি। সংস্কৃত—অদ্যাপি বালো-দামোদর ইতি জল্পাতে যশোদয়া। কৃষ্ণমুখপ্রেষিতাক্ষং নিভৃতং হসিতং

ব্রজবধূভিঃ॥ (বিধিবিজ্ঞ-রচিতম্)

(২।১৪) নচ্চন-সলাহননিহেণ। সংস্কৃত—নর্ত্তনশ্লাঘননিভেন পার্শ্ব পরিসংস্থিতা নিপুণগোপী। সদৃশ গোপীনাং চুম্বতি কপোলপ্রতিমাগতং কৃষ্ণম্॥ (গুনর-কৃতম্)

(৫।৪৭) জই ভমসি ভমস্থু। সংস্কৃত--যদি ভ্রমসি ভ্রম এবমেব কৃষ্ণ! সৌভাগ্যগর্বতো গোষ্ঠে। মহিলানাং দোষগুণৌ বিচারয়িতুং যদি ক্ষমোঽসি॥

(৭।৫৫) অচ্চাসন্নবিবাহে। সংস্কৃত—অত্যাসন্ন-বিবাহে সমং যশোদয়া তরুণগোপীভিঃ। বর্দ্ধমানে মধু-মথনে সংবন্ধা নিহ্নূয়ন্তে॥

গায়ত্রীব্যাখ্যাবিবৃতি—অগ্নিপুরাণীয় ২১৬ অধ্যায়ের মোট ১৭টি শ্লোক উদ্ধৃত করত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীজীবচরণ—উকৃথ, ভর্গ, প্রাণ, গায়ত্রী ও সরস্বতী প্রভৃতি শব্দের নিরুক্তি দিয়াছেন। ইহাতে গায়ত্রীর প্রতি পদের অর্থ সরলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গায়ত্রীর 'ভর্গ শব্দে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্বিশেষই বাচ্য। তাহাই 'তৎ' পদবাচ্য প্রসিদ্ধ পরমব্রহ্ম। 'বরেণ্য' শব্দে সর্বশ্রেষ্ঠ সকলের আশ্রয়রূপ বস্তু, তাহা কি? সর্বপ্রকাশেরও (সূর্য-চন্দ্রাদিরও) প্রকাশক অথচ স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু, যাহা স্বর্গ ও অপবর্গের (মুক্তির) কামনায় সর্বদাই বাঞ্ছিত। সর্বথা বরণীয় কি? জাগ্রৎস্বপ্ন-বিবর্জিত তুরীয়াবস্থ জীব হইতেও পরতর বস্তু। আমি সেই বরেণ্য ভর্গাখ্য জ্যোতিকে ধ্যান করি—'ভর্গ' বস্তুটি বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন উহা নিত্য অর্থাৎ সর্বদা শুদ্ধ, জীববৎ সংসারিত্ব-বিহীন; সর্বদা বোধযুক্ত; এক, কিন্তু জীববৎ অনেক নহে; অধীশ্বর=সর্বশক্তিযুক্ত; অহং শব্দের 'ব্রহ্ম' বিশেষণে কি বুঝায়? 'দেবতা (অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন) না হইয়া দেবার্চনা করিবে না'—এই নীতির অনুসরণে বলিতেছেন—আমি পর-জ্যোতি ব্রহ্ম,ইহাতে তাদাত্ম্য(তন্ময়ত্ব) ভাবনা দেখান হইল। 'ধ্যায়েমহি' শব্দে বহুবচনের কি তাৎপর্য? আমিই যে কেবল সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বস্তুর ধ্যান করি, তাহা নহে; পরন্তু আমরা সকল জীবই ধ্যান করি। ধ্যানের কি আবশ্যকতা? সংসার-বিমুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্তি করাই তাৎপর্য। মন্ত্রের 'তৎ' পদের বিশেষ ব্যাখ্যা বলিতেছেন—'ভর্গ'-পদবাচ্য জ্যোতিই—সেই ব্রহ্ম বস্তু, তাহাই হইতেছে ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ। মন্ত্রের 'প্রণব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৎ' পদ পর্যন্ত 'ধীমহি' শব্দের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। কারণ কার্য হইতে অনন্য বলিয়া স্বয়ং প্রণবার্থরূপ এবং ভূ. ভুব ও স্বরাদিরূপ সেই তত্ত্ব—সবিতাদেবতার বরেণ্য ভর্গ, তাহাকেই ধ্যান করি। এবিষয়ে যাঁহারা বিসম্বাদ করেন, তাঁহাদিগকেও নিজের মতে আনয়ন করিতেছেন—এই তত্ত্বকে শিব, শক্তি, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি আখ্যায় কেহ কেহ অভিহিত করিলেও কিন্তু বেদাদিতে বিষ্ণুকেই অগ্ন্যাদি-সর্বদেবময় বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়, সুতরাং বিষ্ণু ও সবিতা কারণ এবং কার্য হইলেও উভয়ের তাদাত্ম্যভাবে অভেদও দেখাইতেছেন—সেই 'ভর্গ' বস্তুটি (বিষ্ণু) বিশ্বাত্মক দেবতা সবিতার পরম পদ আশ্রয়। 'ধীমহি' শব্দে ধারণা করি বা পোষণ করি—এই অর্থও হইতে পারে। আমাদের অর্থাৎ সকল প্রাণিজাতের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে প্রেরণ করুন অর্থাৎ সূর্যাগ্নিরূপী সেই ভর্গাখ্য বিষ্ণু তেজ নিখিল ভোক্তাদের সকল কর্মে দৃষ্টাদৃষ্ট বিপাকে প্রেরণা দিন। প্রেরণাদানের হেতু কি? পূর্বোক্ত বিষ্ণুরূপ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ত জীব-নিচয় স্বর্গ বা নরকে গমন করে। এই কথাই অন্য শ্রুতিদ্বারা সমর্থন করিতেছেন—এই মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎসকলই সেই ঈশ্বর বিষ্ণু-কর্ত্তৃক ব্যাপৃত, তিনিই হরি; হরি কি অর্থে? যেহেতু তিনি স্বর্গ, মহঃ, জন, তপ প্রভৃতি লোকে নিত্য দেব (বিহার-পরায়ণ) তিনিই হংস=পরমাত্মা, তিনিই পুরুষপদ-বাচ্য। সেই দেবতার বরেণ্যত্ব-পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী' প্রভৃতিতে উদ্দিষ্ট ধ্যানে এই পুরুষ সূর্যমণ্ডলেই দ্রষ্টব্য। আশঙ্কা হইতেছে এই যে ঈশিতব্য (ঐশ্বর্যস্থান) সূর্যমণ্ডলের নাশে সেই পুরুষেরও ত ঐশ্বর্য-নাশ অনিবার্য? তদুত্তরে বলিতেছেন, বিষ্ণুর যে মহা-বৈকুণ্ঠ-লক্ষণ পরম পদ (ধাম), তাহা সত্য (ত্রিকালে ধ্বংসরহিত), সদাশিব (তাপত্রয়-বিহীন) এবং

বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব (বর্দ্ধিষ্ণুতা) আছে বলিয়া যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তদ্রূপই অর্থাৎ ধামতত্ত্ব—বিষ্ণুতত্ত্বসম ত্রিকাল সত্য ও সদানন্দময়। পুনরায় আশঙ্কা এই যে—সেই মহা-বৈকুণ্ঠে সবিতার অন্তর্যামী এই পুরুষ হইতে নারায়ণ পৃথক্ই ত, তিনিই নিত্য, কিন্তু সবিতৃমণ্ডলের অন্তর্যামী যিনি, তিনি নিত্য হইবেন কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—দ্যোতমান সবিতার মধ্যবর্ত্তী যে দেবতা 'ধ্যেয়ঃ সদা' ইত্যাদি ধ্যানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিও বরেণ্য, তুরীয় সমষ্টিগত, জাগ্রৎ স্বপ্নাদিরও অতীত, সমাধি অবস্থাতেই গম্য যে 'ভর্গ'-সংজ্ঞক সর্বাশ্রয়রূপ বস্তু—তদ্রূপই (তাহা হইতে অভিন্নস্বরূপ), তবে মহা-প্রলয়ে মহাবৈকুণ্ঠেই তিনি মহা-নারায়ণের সহিত একীভূত (মিলিত) হইয়া অবস্থান করেন। যিনি জনমণ্ডলীকে শুভ-কর্মাদিতে নিত্য সর্বোৎকর্ষ-সহকারে প্রবর্ত্তন করিতে-ছেন, সেই আদিত্য পুরুষই আমি—এই উক্তি কিন্তু ব্রহ্মসাম্যে অহংগ্রহোপাসনারূপ ত্রিপদা গায়ত্রীর অজপানামক ধ্যেয় (?) বস্তু-সম্বন্ধেই বলা হইল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীশিরোমণিপ্রভু এই গায়ত্রীমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভে (৫৯ —৬৩ পৃঃ) তাহা অতি সুন্দর, লোকের অশ্রুতচর ও অননুভূতপূর্ব সত্য। সার কথা এই যে—আমরা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সেই প্রসিদ্ধ বরণীয় ভর্গাখ্য দেবতাকে ধ্যান-ধারণা করি, তিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে চালনা দিন। 'ভর্গ' শব্দের তাৎপর্য—স্মার্ত্ত রঘু-নন্দনের মতে আদিত্যান্তর্গত তেজোবিশেষ, মুমুক্ষুগণ জন্মমৃত্যু ও আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিনাশের জন্য ধ্যানযোগে উপাসনা করত সূর্যমণ্ডলে এই পুরুষকে দেখিতে পারেন। এক্ষণে বিচার্য—এই সূর্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষটি কে ? তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন—সূর্যার্ঘদানমন্ত্রের 'বিষ্ণুতেজসে', গীতার 'আদিত্য-মণ্ডলে আমারই তেজ বিদ্যমান' এবং পঞ্চরাত্রের 'জ্যোতির মধ্যে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দররূপ' ইত্যাদি প্রমাণ-বলে এবং নারায়ণের ধ্যানে ['পদ্মাসনে আসীন (অথবা পদ্ম-গদাযুক্ত) সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের ধ্যান করিতে হয়, তিনি কনক-কুণ্ডল, কেয়ূর, কিরীট ও হার পরিধান করিয়াছেন, শঙ্খ-চক্রধারী হইলেও কিন্তু দেহটি হিরণ্ময়বর্ণ।' এখানে] স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভর্গশব্দে সূর্যমণ্ডলবাসী নারায়ণকে বুঝায় কিন্তু নারায়ণের হিরণ্ময়বপুঃ হইল কবে ? মুণ্ডকোপনিষদের 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে' প্রমাণ-বলে তিনি বলিতেছেন যে রুক্মবর্ণদেহধারী, জন্ম স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব-পুরুষার্থদাতা নরবেশে ব্রাহ্মণবংশে জাত মহাপুরুষের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া-মাত্রই লোক সংসার-মুক্ত হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উন্মুলিত হইয়া যায়, তখন তাহারা সাধনবলে পরমা শান্তি (ভক্তি) লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। অতএব গায়ত্রী-মন্ত্রে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা অজ্ঞাতসারে শ্রীগৌরাঙ্গেরই উপাসনা করে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—

গায়ত্রী-দীক্ষিতো যো হি স এব বিষ্ণুদীক্ষিতঃ। ইতরঃ পাপকৃদ্ বিপ্রো ভ্রষ্টাচারঃ স উচ্যতে ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণু-রূপাসিতঃ। দীর্ঘমায়ুঃ স লভতে ভক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥

গীতকল্পতরু—শ্রীবৈষ্ণবদাস-সংকলিত পদকল্পতরুর নামান্তর। পূর্বে তিনি এই নামেই প্রচার করিয়াছিলেন, কেননা এই সঙ্কলনের ইতিহাসে তিনি বলিয়াছেন—'এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।' পরে গায়কগণই 'পদকল্পতরু' আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীগীতগোবিন্দ—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে বীরভূম জিলায় কেন্দুবিল্ব-গ্রামে ভোজদেবের ঔরসে ও বামাদেবীর গর্ভে জয়দেবের জন্ম হয় *। তিনি বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। জয়দেব-রচিত গাথাময় শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যকে গীতিকাব্যও বলা যায়। বিশুদ্ধ সুরতানলয়ে এই মধুরকোমল-কান্ত পদাবলী কীর্ত্তিত হইলে মানুষ ত দূরের কথা, দেবতাও ভুলেন। কথিত আছে—ইঁহার পদ-লালিত্য আস্বাদন করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন (ভক্তমাল দ্বাদশমালা দ্রষ্টব্য)। গম্ভীরালীলায়

* কবি বনমালী দাস-বিরচিত 'জয়দেব চরিত্র' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-বর্ত্তৃক পয়ারে প্রকাশিত গ্রন্থ দৃষ্ট।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন (চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৩শ, ১৫শ, অধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় যে অসাধারণ অধিকার ও কাব্যপ্রতিভা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়-নিহিত কাব্যশক্তির সেবায় নিয়োজিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার এই কাব্য ভাবে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, লালিত্য-সম্পদে এবং সুরতানমানলয়-সহকৃত গেয় ছন্দঃ-প্রচুরতায় সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় নিধিই বটে। সর্বোপরি ইহার অন্তর্নিহিত প্রেম-ভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহময় সুধামধুর উচ্ছ্বাসই ইহাকে সমধিক চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। এইরূপে অসংখ্য গুণগৌরব-মণ্ডিত শ্রীগীতগোবিন্দ দেশের সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত, সদ্ভক্ত, ভাবুক ও বিষয়ীদের অতি আদরের বস্তু হইয়াছেন। সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও—কাব্যপ্রিয় নর-নারী-মাত্রই ইহার পদাবলী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত ও রসতন্ময় হইয়া থাকেন।

কথিত আছে—জয়দেব গীত-গোবিন্দের দশম সর্গে মানময়ী শ্রীরাধার মানপ্রশমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাচরণে পাতিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্যন্ত লিখিয়া আঠার ক্রোশ দূরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর নিকট হইতে সেই গ্রন্থখানা লইয়া ঐ পদটি এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন—স্মরগরল-খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, ধেহি পদপল্লবমুদারম্। জয়দেব স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া ব্যাপার বুঝিলেন যে মানিনীর মান-ভঞ্জনের এত বড় কথা আর কেহই লিখেন নাই। যাঁহার মানের দায়, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং লিখিয়াছেন। এইরূপেও গীতগোবিন্দের মাহাত্ম্য বিপুল প্রচার লাভ করিয়াছে। অহো! শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মদিরামত্ত এই ভক্তযুগলের নিত্য আস্বাদ্য এই গীতিসুধা ভক্তমাত্রেরই আদরের ধন। কাব্যামোদী সাহিত্যিকগণ, এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থখানির রসাস্বাদনের জন্য বহু প্রকারে টীকা ও অনুবাদাদি করিয়াছেন।

বঙ্গের কবি বলিয়া যে তিনি কেবল বাঙ্গালীরই গৌরব, তাহা নহে; ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই কাব্যরস-পিপাসুদের নিকট তিনি চিরসম্মাননীয়—এখনও সর্বত্র প্রত্যহ মধুরকোমলকান্ত পদাবলী গীত, প্রগীত, কীর্ত্তিত, সঙ্কীর্ত্তিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। *

শ্রীগীতগোবিন্দের বস্তু-বৈভব—শ্রীগীতগোবিন্দ ব্রজরসের সুধাসিন্ধু। ইহাতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজ-রসোপাসনার ভজন-সন্ধান প্রাপ্ত হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে নীলাচলে হেমাচল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলায় গীতগোবিন্দ নিরন্তর আস্বাদিত হইত। ইহাতে দ্বাদশ সর্গ আছে।

* শ্রীলরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কৃত গীত-গোবিন্দের ভূমিকা।

'সামোদ-দামোদর'-নামক প্রথম সর্গে প্রথমেই বসন্তকালের কথা। ললিত লবঙ্গলতায় স্পর্শে মলয় সমীর আরো কোমল হইয়া বহিতেছে। মধুকরের গুঞ্জনে, কোকিলের কূজনে কুঞ্জকুটীরে মধুর বাসন্তী যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীনন্দনন্দনের বসন্তকুঞ্জে গুঞ্জরিত অলিকুলসঙ্কুল বকুলফুলদলের দারুণ ভারে ও ভ্রমর-ঝঙ্কারে বকুল-বিটপী আকুল হইয়া পড়িয়াছে। তমালদলের নব পল্লব বাসন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে, আর উহাদের নব পত্রাবলী হইতে মৃগমদ-সৌরভ বিস্তৃত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে। পলাশতরুর অসীমশোভা দেখিয়া বিরহী যুবজনের ভয় হইতেছে—উহার ফুলগুলি যেন কামদেবের নখের ন্যায় বিরহিদের হৃদয়-বিদারণের জন্য সজ্জিত হইয়াছে! নাগকেশরের ফুলগুলি যেন মদনরাজার সুবর্ণছত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পারুলের বেশ আরো অদ্ভুত!! ভ্রমর অধোমুখে পারুলের মধুকোষে মধুপান করিতেছে—দেখিলে মনে হয় যেন স্মরের তূণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই ভাবে বুঝি বিরহিণী ব্রজবধূদের নিকট বসন্ত দুরন্তমূর্তিতে উপস্থিত! তাঁহারা দেখিতেছেন—কেতকী কুসুম বিরহিণীদের হৃদয় কর্ত্তন করিবার জন্যই যেন করাতের ন্যায় দন্তবিকাশ করিতেছে! মাধবী ও নবমল্লিকার পরিমলে মুনিরও মন টলিয়া যাইতেছে!! শ্রীবৃন্দাবনে এমন সরস বসন্তে বিরহিণী শ্রীরাধার প্রাণ আকুল, তিনি বনে বনে

শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন—অদূরে কুসুমিত কেলিকুঞ্জে চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালীকে দেখিতে পাইলেন যে তিনি বিলাসকেলিপর মুগ্ধ ব্রজবধূ-নিকরের সহিত বিলাস করিতেছেন। তখনই প্রেমময়ী শ্রীরাধার হৃদয় ঈর্ষার অন্তর্দাহী অনলে জ্বলিয়া উঠিল; তিনি দেখিতেছেন—ব্রজসুন্দরীগণ স্বচ্ছন্দে তাঁহার প্রতিঅঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছেন, মুগ্ধনায়ক এই মধুমাসে মূর্তিমান্ শৃঙ্গাররসরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। রাধা সমভাবে সকল যুবতীর সঙ্গে বিহারশীল শঠগুরুর সহিত ক্রীড়া করিবেন না—ইহাই স্থির করিলেন।

'অক্লেশকেশব'-নামক দ্বিতীয় সর্গে জয়দেব দীনা লীনা বিরহক্ষীণা অথচ সুমর্যাদাশালিনী কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধার অমৃতময়ী স্নিগ্ধ গম্ভীর ছবিখানি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীরাধা মান করিয়া বনান্তরে লুক্কায়িত হইলেও রাসবিলাসের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মানসনেত্রে শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপটিই কেবল প্রতিভাত হইতেছে। লম্পট শ্যাম অপর ব্রজাঙ্গনাদের সহিত রাসরসে মত্ত হইয়াছেন—সত্য বটে, কিন্তু বিরহিণী রাধা এক্ষণে তাঁহার দোষ না দেখিয়া গুণই গ্রহণ করিতেছেন এবং ক্ষণার্দ্ধকালও আর ধৈর্য ধরিয়া অন্তরালে থাকিতে পারিতেছেন না! কিন্তু সেই শঠের কাছেও ত যাইতে পারিতেছেন না, মানমর্যাদা ত আছেই, কিন্তু তিনি তাহা সহজেই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেও প্রেমমর্যাদা ত আর লঙ্ঘন করা চলে না! তখন তিনি সখীর কণ্ঠ জড়াইয়া বিরহবেদনা জ্ঞাপন-পূর্বক বলিতেছেন—'সখি হে! কেশিমথনমুদারং, রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারং।' রতিসুখসময়ের বহুবিধ বিলাসচ্ছবি শ্রীরাধার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে। স্তবকে স্তবকে ভূষিত নবকাশোক, উপবনের সরোবরের মলয়পবন, আম্রমুকুল, ভ্রমরীর গুঞ্জন প্রভৃতি বিরহিণীর তাপ-বৃদ্ধিই করিতেছে।

'মুগ্ধমধুসূদন'-নামক তৃতীয় সর্গে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্তি হইয়াও—সাক্ষাৎ আনন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও—কিন্তু সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলা রাধাকে না পাইয়া বিরহবিধুর হইলেন। তখন তিনি কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষাদ-তমসাবৃত মানসে যে বিলাপ করিয়াছেন, অজয়তটের অমর কবি তাহা বাস্তবিকই মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। স্ফূর্তিতে কখনও শ্রীরাধার দর্শন পাইয়া তিনি স্বাপরাধ স্বীকার করিতেছেন—স্ফূর্তির অবসানে আবার দ্বিগুণতর বিরহব্যথা তাঁহাকে যেন গ্রাস করিতেছে!! এইভাবে তিনি শ্রীরাধাকে অনঙ্গজয়ের জঙ্গম দেবতারূপে দেখিলেও তদীয় প্রাণেশ্বরীর সেই স্পর্শসুখ, সেই তরলস্নিগ্ধ দৃষ্টি-বিভ্রম, সেই বদনপঙ্কজের সৌরভ, সেই অমৃত-বিনিন্দী বাক্‌চাতুরী, সেই বিম্বাধরমাধুরী... প্রভৃতি পূর্বানুভূত বিষয়গুলি প্রগাঢ় ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া এক্ষণে তাঁহাকে সমাধিমগ্ন করিয়াও কিন্তু মানসক্ষেত্রে মহাবিরহ-যাতনার বৃদ্ধিই করিল।

'স্নিগ্ধমধুসূদন'-নামক চতুর্থ সর্গে যমুনাতীরে বাণীর-নিকুঞ্জে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার নর্মসখী বিরহদীনা শ্রীরাধার অবস্থা বলিতেছেন—মলয়সমীর, চন্দ্রমাচন্দ্রিকা, কমনীয় কুসুমশয্যা কিছুতেই রাধার সুখ নাই, শান্তি নাই—শ্রীরাধা 'বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্'—কখনও বা মদনস্বরূপ মাধবের মূর্তি অঙ্কিত করিয়া চরণতলে লুটাইয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিতেছেন—কখনও বা স্ফূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয়শীল দেখিয়া নিজের তাপ-প্রশমন করিতেছেন—নিশার সুখস্বপ্নবৎ স্ফূর্তির বিরামে আবার জ্বালা—সেই বিরহ—সেই মর্মদাহিনী ভীষণ জ্বালা!! বিরহবিধুরা পাণিতলে কপোল রাখিয়া মরণ নিশ্চয় জানিয়া কেবল 'হরি হরি' বলিয়া এই কামনা করিতেছেন যেন জন্মান্তরেও সেই হরিকেই প্রাণবল্লভরূপে প্রাপ্তি করিতে পারেন। অহো! বিরহবিকারের দশটি দশাই যুগপৎ শ্রীরাধার কুসুম-সুকোমল তনুলতাটিকে পীড়ন করিতেছে—'সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রাম্যতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।' এই দশমী দশায় শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপ-অমৃতপ্রদানই বাঞ্ছনীয় জানিয়া সখী

শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—'হে কৃষ্ণ! তুমিই এখন দেববৈদ্যরূপে কন্দর্প-জ্বরাতুরা শ্রীরাধার বিরহব্যাধির একমাত্র মহৌষধ দিতে পার—তুমি এই ব্যাধির চিকিৎসা না করিলে জানিব যে তুমি বজ্র হইতেও মহা-কঠিন-হৃদয়।' অহো! নিমেষ-বিরহে অসহনশীলাও কিরূপে যে চিরবিরহ সহ্য করিতেছে—তাহাই আশ্চর্য !!

'সাকাঙ্ক্ষ - পুণ্ডরীকাক্ষ' - নামক পঞ্চম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় নিবেদন করিবার জন্য শ্রীরাধাসবিধে সখীর গমন ও শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় বিজ্ঞাপন বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের দর্শনে প্রাণেশ্বরীর মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়া অধীর হইতেছেন—ভ্রমর-গুঞ্জনে কর্ণরন্ধ্র আবরণ করিতেছেন—বনবাসী হইয়া 'রাধা' 'রাধা' জপ করত ভূমিতলে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতেছেন—বিলাস-নিকুঞ্জই তাঁহার পক্ষে মন্মথ-মহাতীর্থ-পীঠ হইয়াছে—বৃক্ষের গলিতপত্রের মর্মর শব্দে রাধার পদধ্বনি মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেছেন—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কুঞ্জের বাহিরে ও অভ্যন্তরে গমনাগমন করিতেছেন—ইত্যাদি।

'ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ'-নামক ষষ্ঠ সর্গে শ্রীরাধায় 'বাসকসজ্জা' নায়িকার অবস্থা বর্ণনা হইয়াছে। কৃষ্ণানুরাগিণী রাধা উৎকণ্ঠিতভাবে লতাগৃহে আসীনা—স্বীয় দুর্বলতানিবন্ধন প্রাণনাথ-সমীপে স্বয়ং যাইতে না পারিয়া সখীকে পাঠাইয়াছেন—সেই সখী -বল্লভ-সকাশে শ্রীরাধার এই অবস্থা নিবেদন করিতেছেন—প্রিয়তমের মিলনাশায় তিনি স্বগেহদেহ মণ্ডন করিয়াছেন—বারংবার কৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন—আবার 'শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পং, হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্।' অন্ধকারকেই চুম্বন ও আলিঙ্গনদানে তাঁহাতে দিব্যোন্মাদই পরিব্যক্ত হইতেছে। অহো! শ্রীরাধা তখন 'আকল্প-বিকল্প-তল্প-রচনা-সঙ্কল্পলীলাশতব্যাসক্তা' (অর্থাৎ বারংবার বেশবিন্যাস, শ্রীকৃষ্ণের আগমন-কল্পনা, শয্যারচনা এবং নানাবিধ সঙ্কল্পে বিশেষভাবে আসক্ত-চিত্তা) হইলেও বিরহে কিছুতেই রাত্রিযাপন করিতে পারিতেছেন না!!

'নাগর-নারায়ণ'-নামক সপ্তম সর্গে—কবিবর 'বিপ্রলব্ধা' নায়িকা রাধিকাকে উপস্থাপিত করিতেছেন। চন্দ্রোদয়ে বৃন্দাবনের স্নিগ্ধ শ্যামল বনানী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল দেখিয়া শ্রীরাধা দূত পাঠাইলেও কৃষ্ণাগমনে বিলম্ব দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন--'কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং, মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনং ; যামি হে কমিহ শরণং সখীজন-বচনবঞ্চিতা॥' যদি তাঁহার ভোগসাধন এই রূপযৌবন তাঁহার সেবায় না লাগে, তবে এ দেহ-ধারণই বিফল!! মধুর মধু-যামিনী তাঁহাকে আকুল করিতেছে আর অন্য কোনও ভাগ্যবতীর বিলাসকুঞ্জে শ্রীহরি বিহার করিতেছেন! এই ভাবটি কোন্ প্রণয়িনীর প্রাণে সহ্য হয়? তাঁহার জন্য শ্রীরাধা ঘোর নিশিতে ঘোরতর কণ্টকিত কাননে প্রবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কই তিনি ত একটিবারও শ্রীরাধার কথা মনের কোণেও আনিতেছেন না—এই ভাবই শ্রীরাধার চিত্তে অরুন্তুদ ব্যথা আনয়ন করিল !!

শ্রীবৃন্দাবন-লীলাকাব্যের মহাকবি যে অতুলনীয় পদমাধুর্যে এই গীতি-কাব্য রচনা করিয়াছেন—বঙ্গভাষা সংস্কৃতের আত্মজা হইলেও মূলের ছন্দঃসৌন্দর্যমাধুর্য রক্ষা করিয়া জয়দেবের কাব্যসুধার গুরুগাম্ভীর্য-বৃংহিত ভাবরস-মাধুর্য বাঙ্গালী পাঠকদের জ্ঞানগোচর করিতে বাস্তবিকই অসমর্থা। শ্রীকৃষ্ণ মঞ্জুল বঞ্জুল-লতাগৃহে সঙ্কেত করিয়াও কেন আসিলেন না? এই ভাবনায় বিবিধ আশঙ্কা, নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি অনুভাব প্রকাশ করত শ্রীরাধা বলিতেছেন,—'যদি নির্দয় শঠ নাই আসিলেন, তিনি বহুবল্লভ বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া অন্য ভাগ্যবতীর প্রণয়বদ্ধই হইলেন, তবে এক্ষণই এই চিত্ত দয়িতের গুণে আবৃষ্ট ও উৎকণ্ঠায় বিদীর্ণ হইয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত মিলিত হইতে যাত্রা করিবে।' উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার শেষ কথা—'হে মলয়ানিল! আমি এখন তোমাকে ভয় করি না, যত পার আমাকে পীড়ন কর। হে পঞ্চবাণ! তুমি আমার পঞ্চপ্রাণ গ্রহণ কর। হে যম-ভগিনি যমুনে! আর ক্ষমা করিবার প্রয়োজন নাই। এই কৃষ্ণ-উপেক্ষিতা রাধার জীবনে আর কাজ নাই—তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি রাধাকে তোমার গর্ভে বিলীন করিয়া দেহদাহ জুড়াইয়া দাও।'

'বিলক্ষলক্ষ্মীপতি'-নামক অষ্টম সর্গে 'খণ্ডিতা' নায়িকার অবস্থা বর্ণনা হইয়াছে। প্রভাতকালে দয়িত আসিয়া চরণে প্রণত হইলে শ্রীরাধা স্মরশর-জর্জরিত হইলেও ঈর্ষাসহকারে বলিলেন—'গুরুতর রজনী-জাগরণে তোমার নয়ন ঢুলুঢুলু—সর্বাঙ্গে রতিচিহ্নাদি বিরাজ করিতেছে—রক্তিম অধরে কজ্জল, শ্যামদেহে খর-নখর-সম্পাত, উদার বক্ষে অলক্তক চিহ্ন, অধরে দশনক্ষত দেখা যাইতেছে—দেহের ন্যায় তোমার হৃদয়ও কি মলিন! অবলা-বধে তোমার লজ্জা নাই, অতএব—'হরি হরি যাহি মাধব যাহি মা কুরু কৈতববাদম্'।

'মুগ্ধমুকুন্দ'-নামক নবম সর্গে 'কলহান্তরিতা' নায়িকার স্বভাবটি পরিব্যক্ত হইতেছে। মদনপীড়িতা রতিরস-বঞ্চিতা, বিষাদসম্পন্না ও হরিচরিত-ভাবনশীলা রাধাকে কলহান্তরিতা দেখিয়া সখী সান্ত্বনা দিতে-ছেন—'তুমি কেন বৃথা বিষণ্ণ হইতেছ? কেনই বা ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছ? এই সজল-নলিনীদল-নির্মিত শয্যায় হরিকে শয়ন করাইয়া নয়ন ভরিয়া দেখ। আমার কথা শুনিলে তোমার বিরহবেদনা দূর হইবে। হরি তোমার নিকট আসিয়া মধুর সম্ভাষণ করুন। 'মাধবে মা কুরু মানিনি! মানময়ে!!'

'মুগ্ধমাধব'-নামক দশম সর্গে—'মানিনী' নায়িকার বর্ণনে কবিবর প্রদোষে শ্রীহরিকে সলজ্জা রাধার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলাইতেছেন—'প্রিয়ে! চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।' আমাকে তোমার মুখকমলমধু পান করিতে দাও, যদি সত্যই ক্রুদ্ধা হইয়া থাক, তবে খর-নখরশরাঘাতে আমাকে ছিন্নভিন্ন কর, ভুজপাশে বন্ধন কর, দশনাঘাত কর—অথবা যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাই করিতে পার। নিশ্চয়ই জানিও—'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নম্।' হে কান্তে! আজ্ঞা কর ত আমি তোমার স্থলপদ্ম-বিনিন্দি মদীয়-হৃদয়রঞ্জন তোমার চরণযুগল অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিতেছি। আর অধিক কি বলিব—'স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি (ধেহি) পদপল্লবমুদারম্।' হে প্রণয়িনি! আলিঙ্গন-প্রদানের জন্য আমাকে আজ্ঞা কর; হে চণ্ডি! তুমিই যথেষ্ট শাসন কর, কিন্তু চণ্ডাল পঞ্চবাণ কন্দর্পের শরাঘাতে যেন আমার জীবন না যায়—তাহার ব্যবস্থাটী ত কর। হে সুমুখি! বিমুখীভাব ত্যাগ কর, আমাকে আর ত্যাগ করিও না।'

'সানন্দগোবিন্দ'-নামক একাদশ সর্গে অভিসারিকা রাধার বর্ণনা করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ পর্যন্ত শ্রীরাধাকে অনুনয়-বিনয়ে সান্ত্বনা করিয়া অন্ধকারময় প্রদোষে মঞ্জুল বঞ্জুল-কুঞ্জে কেলি-শয্যায় গমন করিলেন। তখন কোনও প্রিয়তমা সখী তাঁহাকে সুরত-বিলাসের বিবিধ অবস্থা বর্ণনা করিয়া এমনভাবে শ্রবণ করাইতেছেন যাহাতে শ্রীরাধিকাও স্বতনুকে রতিরণসজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া লজ্জাদিত্যাগপূর্বক মেখলাডিণ্ডিমের ধ্বনি করিতে করিতে মদন-সমরে অগ্রসর হন। নিবিড় ঘন অন্ধকার-কালই অভি-সারের প্রকৃষ্ট সময়—সখীর বচনে প্রোদ্বুদ্ধা হইয়া শ্রীরাধা কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলেন—তাঁহার অঙ্গের ভূষণজ্যোতিতে অন্ধকার নাশ হইলে তিনি হরিকে দেখিয়া লজ্জাবনত হইতেছেন, তখন সখী বলি-তেছেন—'হে রাধে! মঞ্জুতর কুঞ্জ-তল-কেলিসদনে মাধবসমীপে গমন কর। ঐ দেখ! নবীন অশোক-পত্রে মনোহর শয্যা রচিত হইয়াছে, এই বাসগৃহও কুসুমসমূহ-রচিত, মলয়পবনে উহা আবার সুগন্ধি ও সুশীতল হইয়াছে—তুমি বিলাসের জন্য মাধব-সমীপে গমন কর।' সখীর বাক্যে শ্রীরাধা ভয়ে ও আনন্দে সতৃষ্ণনয়নে গোবিন্দের প্রতি দৃষ্টি-পাত করত মনোরম নূপুরধ্বনি করিতে করিতে কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন! বিলাসী কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গই যেন বিলাস-রসে উন্মুখী হইয়া শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গ আস্বাদন করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিল—শ্রীরাধা ভাবভূষণে ভূষিতা হইয়া তাহা দেখিলেন ও অন্তরে আনন্দা-তিরেক অনুভব করিতেছেন। সখীগণ ছলক্রমে কুঞ্জ হইতে বাহিরে গেলে শ্রীরাধাও প্রিয়তমের শয্যা-পার্শ্বে গেলেন—লজ্জাও বোধ-হয় তখন লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিল!!

'সুপ্রীতপীতাম্বর'-নামক দ্বাদশ সর্গে শ্রীরাধার চিত্তে গূঢ় রমণাভিলাষ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে মধুর

সম্ভাষণে ও সুরতি-জনক চাতুর্য-প্রকাশে মহাসন্তুষ্ট করিলেন—তুমুল রতিরণ হইতে লাগিল—বিপরীত বিলাসের চরম অবধি প্রকাশ হইল—প্রত্যেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল—হার, মাল্য, ভূষণাদি—ত্রুটিত, বিচ্যুত, খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল !! সুরতাবসানে 'স্বাধীনভর্তৃকা' শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারই নির্দেশমত পুনরায় বেশভূষণে ভূষিত করিতেছেন। এই যুগলবিলাসের চরম পরম পরিণতি দেখাইয়াই কবিবর লেখনী ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই ব্রজের নিগূঢ়-লীলাস্বাদকদের মহাসম্পত্তি—ভাবুকের হৃদয়ের অন্তরতম স্থানের অনভিব্যঞ্জনীয় মহানিধি !!

জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমলীলার আদি কবি, পরবর্ত্তী সকল বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শ; উৎকৃষ্ট ও অভিনব গীতাবলির আদি রচয়িতা। সুমধুর ও বিচিত্র বিচিত্র অভিনব মাত্রাছন্দের প্রবর্ত্তক, তাঁহার কাব্যে বাহ্যসৌন্দর্যের নিতান্ত প্রাচুর্য-সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ ভাব-সম্পদেরও অসদ্ভাব নাই। তাঁহার কাব্য পদলালিত্যে অতিহৃদ্য। এক কথায়, সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের অবদান অতিমহান্ ও মহার্ঘ্যতম। বস্তুতঃ শ্রীপাদ জয়দেব যে শ্রীবৃন্দাবনীয় কাব্যকুঞ্জের কলকণ্ঠ মহাসুরসিক অমর কবি—এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিতা উন্নত-উজ্জ্বল-রসগর্ভা ভক্তিশ্রীর যথেষ্ট পরিবেষণ আছে শ্রীগীতগোবিন্দে, কেননা ইহাতেই সর্বাঙ্গে মাধুর্যরসের সরসতর ও চিত্তচমকপ্রদ উপাস্যদেব শ্রীবৃন্দাবন-আনন্দ-কন্দ শ্রীগোবিন্দের মধুরভাবে উপাসনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান। সর্বলীলা-মুকুটায়মানা রাসলীলাতে শ্রীগোবিন্দের ত্রৈলোক্য-সৌভগ-রূপ মাধুর্য এবং কলপদায়ত-বেণুগীতে স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল বস্তুঃ আনন্দোন্মাদনা-সংকৃত অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে অভিসারের বর্ণনা আছে; শ্রীগীতগোবিন্দেও শ্রীজয়-দেব ঐসব সিদ্ধান্তের আনুগত্যই করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রতিটি পদ্য ও প্রতিটি গীতই মন্ত্রশক্তির ন্যায় অর্থবোধের অপেক্ষা না রাখিয়াও আত্মশক্তি প্রকট করে। কামবীজ ও কামগায়ত্রীর ন্যায় সাধকের হৃদয়ে প্রেমানুরাগের সঞ্চার করে। এই সকল গান ও পদ্য ভববিষ-বিনাশক ও প্রেমানুরাগাদির অব্যর্থ মন্ত্রস্বরূপ। গীতগোবিন্দে ২৪টি গীত আছে, বিভিন্ন রাগরাগিণী এবং তালের নির্দেশও ইহাতে দেওয়া আছে। বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ-সমূহে রাগরাগিণী ও তাহাদের লক্ষণে বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। ইহার গীতগুলি প্রায়শঃ আট আটটি পদে (কলিকায়) রচিত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে 'অষ্টপদী' বলেন।

জয়দেবের সমসাময়িক উমাপতিধর শরণ, গোবর্দ্ধন আচার্য ও ধোয়ী কবির নাম (গো° ৪) আছে। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন। উমাপতিধর—বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেনের মহামন্ত্রী ছিলেন। পদ্যাবলীতে (৩১১) ইহার রচনা সমাহৃত হইয়াছে। বিজয়সেন দেবের প্রশস্তিতে ইঁহার কর্তৃত্ব আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে ৯২টি শ্লোক ইঁহার রচিত। শরণ-রচিত বিশটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আচার্য গোবর্দ্ধন আর্যাসপ্তশতীর রচয়িতা, সদুক্তি-কর্ণামৃতে ইঁহার ছয়টি শ্লোক সমাহৃত হইয়াছে। ধোয়ী পবনদূত-কাব্যের প্রণেতা, সদুক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার ২০টি শ্লোক সংকলিত হইয়াছে। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভাতেও গতায়াত করিতেন, সেকশুভোদয়ায় (১৩) জয়দেব ও পদ্মাবতীর সঙ্গীত-কলা-পারদর্শিতার কাহিনী আছে। (গো° ২) 'পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্ত্তী' এই গল্পের পোষক। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি রামসরস্বতী তদীয় 'জয়দেবকাব্যে' এই কাহিনীটিকে স্বীকার করিয়াছেন—

'জয়দেবে মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।
কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিগদতি,
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী ॥'

গীতগোবিন্দ-আস্বাদনের অধি-কারী—জয়দেব স্বয়ং বলিয়াছেন—(গো° ৩) হরিস্মরণে মনকে সরস করিতে হইলে, বিলাস-কলায় কৌতূহল থাকিলে তবে মধুর-

কোমল-কান্ত-পদাবলীর শ্রবণ করিবে। সহৃদয়-হৃদয় রসিক ও ভাবুকের যে ইহা একমাত্র আস্বাদ্য, তাহা অন্যত্রও জয়দেব ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—'হরিচরণ - স্মৃতি-সারম্' (গী° ৩।৮) এবং (গী° ৫।৮, ১১।৮, ১৪।৮ ইত্যাদি)। কবি নিজেও 'হরিচরণ-শরণ' (গী° ১৩।৮), কৃত-হরিসেব (গী° ১১।৮) ইত্যাদি। ফলশ্রুতি—কলিকলুষ পরিশমিত হইবে (গী° ১৪।৮, ১৩।৮) এবং রসিক জনের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের রতিরসাস্বাদ-জনিত আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইবে (গী° ২৩।৮), অধিক কি—পাঠকের হৃদয়ে হরি প্রবেশ করিবেন (গী° ১৬।৮)।

শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা—অনুপোদয় (অনুপ সিংহ), অর্থ-রত্নাবলী (গোপাল), গঙ্গা (কৃষ্ণদত্ত), গীতগোবিন্দ-তিলকোত্তমা (হৃদয়াভরণ) গীতগোবিন্দ-প্রবোধ (রামকান্ত), গীতগোবিন্দ-মাধুরী (রঙ্গনাথ), গীতগোবিন্দ-ব্যাখ্যান (প্রবোধানন্দ), তত্ত্বদীপিকা (রাম রায়), দীপিকা (গোপাল), পদদ্যোতনিকা (নারায়ণ ভট্ট), পদভাবার্থ-চন্দ্রিকা (শ্রীকান্ত মিশ্র), পদাভিনয়-মঞ্জরী (বাসুদেব বাচা-সুন্দর), প্রকাশ-কৌমুদী (কবিরাজ চণ্ডীদাস), প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি (বিট্‌ঠল দীক্ষিত), বালবোধিনী (পূজারী গোস্বামী), ভাববিভাবিনী (উদয়নাচার্য), রত্নমালা (কমলাকর), রসকদম্ব-কল্লোলিনী (ভাগবত দাস), রসমঞ্জরী (শঙ্কর মিশ্র), রসিকপ্রিয়া (রাণা কুম্ভ), বচন-মালিকা, শশিলেখা (কৃষ্ণদত্ত), শ্রুতিরঞ্জনী (বিশ্বেশ্বর ভট্ট), শ্রুতি-রঞ্জিনী (লক্ষ্মণ সূরি), শ্রুতিসার-রঞ্জিনী (তিরুমল রাজ), সঞ্জীবিনী (বনমালী ভট্ট), সন্দর্ভদীপিকা (আস্থান-চতুরানন বিশ্বাস বৈদ্য ধৃতিদাস), সন্দেহভেদিকা (কুমার খান), সর্বাঙ্গসুন্দরী (নারায়ণ দাস), সানন্দগোবিন্দ (রূপদেব পণ্ডিত), সারদীপিকা (জগদ্ধর), সাহিত্য-রত্নমালা (শেষ কমলাকর), সাহিত্যরত্নাকর (শেষ রত্নাকর), সুবোধা (ভরত সেন মল্লিক)।

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত টীকাকার-গণের নামহীন টীকা পাওয়া যাইতেছে—চিদানন্দ ভিক্ষু, ধৃতিকর, পরমানন্দ পীতাম্বর, ভাবাচার্য, মানাঙ্ক, রামদত্ত, লক্ষ্মণভট্ট, বনমালী দাস, বৃহস্পতি মিশ্র, শালিনাথ, শুক্লধ্বজ, শ্রীহর্ষ এবং (Adyar Library Mss. 1048) স্বয়ং প্রকাশযতি।

ইঁহাদের মধ্যে এসিয়াটিক্ সোসাইটির গ্রন্থাগারে (১) কৃষ্ণদত্ত কবির গঙ্গা টীকা (১৭১ পত্র); ১৭০৬ শকের লিপি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ও শিবপক্ষে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা আছে। মঙ্গলাচরণে—

'গঙ্গাখ্যাং জয়দেব-দিব্যকবিতা-ব্যাখ্যামিমাং মৈথিলো, বস্ত্বর্থ-প্রতিপাদনায় তনুতে শ্রীকৃষ্ণদত্তঃ কবিঃ॥'

ইনি জগদ্ধরের পরবর্তী, কেননা ইহাতে জগদ্ধরের নামতঃ উল্লেখ আছে—'জগদ্ধরাদয়ঃ প্রামাণিক-টীকাকৃতঃ'।

(২) পদদ্যোতনিকা বা প্রদ্যোত-নিকা—নারায়ণ ভট্ট-কৃতা ১৮৫৭ সম্বতের লিপি, ৫২ পত্র।

(৩) সন্দেহভেদিকা—কুমারখান-কৃতা, ৫৩ পত্র; 'গীতগোবিন্দ-কাব্যস্য টীকা সন্দেহ-ভেদিকা। শ্রীমৎকুমার-খানেন ক্রিয়তে প্রীতয়ে সতাম্' ॥ ২

(৪) সারদীপিকা—জগদ্ধর-কৃতা, ৬৮ পত্র; 'নানাটীকাং সমালোচ্য বিচিন্ত্য সুচিরং হৃদা। গীতগোবিন্দ-টীকেয়ং ক্রিয়তে শ্রীজগদ্ধরৈঃ ॥

(৫) মাধুরী—রঙ্গনাথ-কৃতা, ১৮১০ সম্বতের লিপি, ৬৯ পত্র।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে (পুঁথি-সংখ্যা ৩৯) মহা-মহোপাধ্যায় ভরতসেন-কৃতা (৬) সুবোধা টীকার একটি খণ্ডিত পুঁথি আছে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত টীকা। নিগূঢ়রস-নিষ্কাসনে এই টীকা শ্রীনারায়ণদাস-কৃত সর্বাঙ্গ-সুন্দরী, শঙ্করমিশ্র-কৃত রসমঞ্জরী এবং রাণাকুম্ভকৃত রসিকপ্রিয়া হইতে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়াই আমার ধারণা। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে (পুঁথিসংখ্যা ২৪৮) (৭) কবিরাজ চণ্ডীদাস-কৃত প্রকাশ-কৌমুদী টীকা আছে, ইহাও খণ্ডিত। শ্রীজয়দেববংশ্য বলিয়া কথিত শ্রীরামরায়জী-প্রণীত টীকা (৮) 'তত্ত্বদীপিকার' পুঁথি শ্রীবৃন্দাবনে জয়দেব-পীঠে সংরক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে বালবোধিনী, সর্বাঙ্গসুন্দরী, রসমঞ্জরী ও রসিক-প্রিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। (৯) গীতগোবিন্দব্যাখ্যান শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত। ইহা

জয়পুর শ্রীগোবিন্দ গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত। এই গ্রন্থাগারের দুইখানা প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ-তালিকায় এই টীকার দুইটী পুঁথি ছিল বলিয়া লিখিত আছে। অনেক অনুসন্ধানে একখানা খণ্ডিত পুঁথি (আদ্যন্তপত্র-শূন্য) হস্তগত হইয়াছে, অন্য পুঁথির সন্ধান পাইলাম না। এই টীকার ভাষা-মাধুর্য, ব্যাখ্যান-কৌশল ও রস-নিষ্কাসনে প্রচুরতর আবেশ প্রভৃতি সংলক্ষিতব্য। প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে ধৃত পাঠ হইতে ইহাতে পাঠভেদাদিও দ্রষ্টব্য। এই টীকাতে কৃষ্ণকর্ণামৃত, শৃঙ্গারতিলক, নাট্যসূত্র (ভরত), রসরত্নদীপিকা, কাব্য-প্রকাশ, সঙ্গীত-রত্নাকর, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারবিবেক, রতিরহস্য, পঞ্চশায়ক, রসিকসর্বস্ব, রসার্ণবসুধাকর, কাব্যাদর্শ, সঙ্গীতরাজ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার আছে; এতদ্-ব্যতীত শ্রীরূপপ্রভুপাদের উজ্জ্বল-নীলমণি, ভক্তিরসামৃত ও বিদগ্ধমাধব হইতেও স্থলবিশেষে উদ্ধৃতি আছে। মনে হয় শ্রীরূপপাদের এই সব গ্রন্থ সুপ্রচারিত হইলে তবে এই টীকার রচনা হইয়াছে। বিদগ্ধমাধব ১৪৫৫ শকে, ভক্তিরসামৃত ১৪৬৩ শকে এবং উজ্জ্বল তৎপরবর্ত্তী (দুই তিন বৎসরের ব্যবধানে) ১৪৬৫।৬৬ শকে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা চলে; সুতরাং এই টীকাটি ১৪৭০ শকের মধ্যে রচিত বলিয়া বিবেচনা করিলে অতি অসম্ভব হইতে পারে না। যদি প্রশ্ন উঠে যে শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভু যে টীকা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছি যে শ্রীরসময় দাসের অনুবাদে প্রথম শ্লোকে উক্ত আছে—

'শ্রীপ্রবোধানন্দ গোসাঞি প্রভুর প্রিয়তম। দুই পক্ষে ব্যাখ্যা তার অত্যন্ত সুগম'॥

এই দুইটি পক্ষ—শ্রীমন্নন্দ মহা-রাজের আদেশ ও সখীর ভাষণে (৫ পৃষ্ঠা) সঙ্কেতিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের সংস্করণে ঐ অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে; সেইজন্য বরাহনগর পাটবাড়ীর তিনখানি পুঁথি (অনু° ৮ ক, খ, গ) হইতে ঐ অংশটি মৎসঙ্কলিত অনুবাদের পরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সপ্রমাণ হইল যে এই টীকাটি শ্রীপাদেরই রচনা।

এই টীকায় (৬ পৃষ্ঠায়) রসিক-প্রিয়া-টীকাকার (খৃঃ চতুর্দশ শতকের প্রথমপাদ) মিবার-নৃপতি কুম্ভকর্ণের নামতঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং অন্যত্র বহুস্থলেই 'কেচিৎ' বলিয়া অন্যান্য টীকাকারেরও সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশস্থলে কিন্তু শঙ্কর মিশ্রের রসমঞ্জরীর আনুগত্য দেখা যায়।

অনুকরণে শ্রীগীতগোবিন্দ—

[গৌড়ীয়]

(১) অভিনব-গীতগোবিন্দ—গজপতিরাজ পুরুষোত্তম দেব।

(২) গীতগোপাল——সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক চতুর্ভুজ—সিংহদলন রায় ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (?)।

(৩) সঙ্গীতমাধব—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী।

(৪) শ্রীরাধাগোবিন্দ-কাব্য—শ্রীরাধানন্দ দেব।

(৫) গোবিন্দবল্লভ নাটক—পানুয়া গোপালের অন্ববায়ী শ্রীদ্বারকানাথ ঠকুর।

এতদ্ব্যতীত [ক] শ্রীকেশবের গুণসূচক, (৬) কেশবধ্যানামৃত-তরঙ্গিণী— কেশব (Adyar Library Mss. No. 1020)।

[খ] শ্রীরামচন্দ্রের গুণ-গরিমায় বৃংহিত—(৭) জানকী-গীত—শ্রীহরি আচার্য; (৮) গীত-রাঘব—শ্রীহরিশঙ্কর; (৯) ভূধর-পুত্র প্রভাকর এবং (১০) রামগীতগোবিন্দ—শ্রীগয়াদীন।

[গ] শ্রীশিবের গুণোৎকর্ষ-প্রতি-পাদক——(১১) গীতগঙ্গাধর—কল্যাণ ঠাকুর; (১২) গীত-গিরিশ——রাম ভট্ট; (১৩) গীত-গৌরী—তিরুমলরাজ; (১৪) গীত-গৌরীশ—ভানুদত্ত কবি-চক্রবর্ত্তী; (১৫) গীত-দিগম্বর—বংশমুনি (মৈথিল); (১৬) গীত শঙ্করীয়—জয়নারায়ণ ঘোষাল; (১৭) দারুকাবনবিলাস—রত্নারাধ্য (Adyar Mss. 1049). (১৮) শিবগীতিমালিকা—-কামকোটিচন্দ্র-শেখরেন্দ্র সরস্বতী (Adyar Library Mss. 1051)।

গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ-রচিত 'গোপালকেলিচন্দ্রিকা'-নামকগ্রন্থেও গীতগোবিন্দের অনুরূপ পদাবলী

দৃষ্ট হয়।

পরবর্ত্তী পদ-কাব্যে গীত-গোবিন্দের প্রভাব—বিদ্যাপতির পদাবলীতে গীতগোবিন্দের প্রভাব ও অনুকরণ দেখা যায়। 'হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গম-নায়কঃ' (গো° ২১), বিদ্যাপতিতে 'কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহু শঙ্কর হুঁ বরনারী॥ নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ। মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ॥' [পদকল্পতরু ৮৫৭]। জয়দেব শঙ্করের সহিত বিরহী কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, বিদ্যাপতি বিরহিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। এইরূপ (গী° ১২।২) 'ঘটয় ভুজবন্ধনং' ইত্যাদি বিদ্যাপতির 'ভুজপাশে বাঁধি জঘনপর তাড়ি। পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি' [পদক ৩৮৭]। পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীগোবিন্দ দাস পদ-মাধুর্য্যে ও অনুপ্রাস-প্রিয়তায় গীতগোবিন্দের অনুকরণ করিয়াছেন (পদকল্পতরুর ৪।২৬ শাখায় ৫—২৫ পদগুলি আলোচ্য)। 'অঞ্জনগঞ্জন' এবং 'মুকুলিত-মল্লী' ইত্যাদিতে গীতগোবিন্দবৎ সুমধুর রূপ-বর্ণনা আস্বাদ্য। 'কুবলয়-কন্দল' ইত্যাদি পদে অনুপ্রাসচ্ছটায় গোবিন্দদাস জয়দেবকেও পরাস্ত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের 'দশনপদং' (গী ১৭।৫) শ্লোকটি হইতেও গোবিন্দদাসের 'নখপদ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি'—ইত্যাদি পদের ভাববৈচিত্র্য সমধিক প্রশংসনীয়।

১১২৭ শকাব্দে সঙ্কলিত সদুক্তি-কর্ণামৃতে (১।৫৯।৪, ২।৩৭।৪, ২।১৩২।৪, ২।১৩৪।৪ এবং ২।১৩৭।৫) শ্রীগীতগোবিন্দের (যথাক্রমে ৭৮, ৪৩, ৮০, ৮২, ৮৩) শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতগোবিন্দ-রচনার শতবৎসরের মধ্যে গুজরাতে পাটন বা অণহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত সম্বৎ ১৩৪৮ তারিখের এক সংস্কৃত লেখের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকরূপে ইহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৫০)। প্রাচীন গুজরাতী কাব্য 'বসন্তবিলাসে' ইহার ভাবগ্রহণ হইয়াছে। মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশে জয়দেবের কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই ; খৃঃ চতুর্দশ-শতকে শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্য-দর্পণে (১০।৫) গীতগোবিন্দের (গো° ১০) 'উন্মীলন্মধু...' উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমৎ রামানন্দ রায়ের শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকেও ২১টি গীতের মধ্যে প্রায়শঃই গীতগোবিন্দের অনুকরণ আছে ; শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের গীতাবলিতেও গীতগোবিন্দের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্য যেরূপ এদেশে বহু দূতকাব্যের প্রেরণা দিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগীত-গোবিন্দও অসংখ্যাত কবির হৃদয়ে সুবহুল গীতকাব্যের রচনায় প্রবৃত্তি দিয়াছে।

বলা বাহুল্য যে ভগবৎকৃপাশক্তি-প্রাপ্ত জয়দেবের গীতগোবিন্দের শব্দবিন্যাস, ভাবাবিন্যাস বা ছন্দো-বিন্যাসের ত্রিসীমায়ও ঐ সকল অনুচিকীর্ষুগণ পৌঁছিতে পারেন নাই। ভাবুকের ভাবরসের ভাষা এক, আবার পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য-প্রকাশের প্রযত্নময় ভাষা আর। একের ভাব—স্বাভাবিক, অন্যের প্রচেষ্টা—কৃত্রিম। জয়দেবের কাব্য-সম্পৎ—দৈবী, অনুকারিদের প্রয়াস—কৃত্রিম ; সুতরাং সেই ভাব, সেই রস, সেই স্বাভাবিকতা এবং সেই সজীবতা কৃত্রিম কাব্যে একেবারেই অসম্ভব।

অনুবাদে গীতগোবিন্দ—ভাষান্তরে কাব্য-মাধুর্য-সংরক্ষণ প্রায়শঃই ঘটেনা ; গীতগোবিন্দের অনুবাদে উহার সৌন্দর্য-মাধুর্য আদৌ অনুভূত হয় না। তথাপি বঙ্গভাষায় নিম্নলিখিত অনুবাদগুলি পাওয়া যাইতেছে—

(১) রসময় দাস – পয়ারে প্রাঞ্জল অনুবাদ ; বহু প্রকাশিত।

(২) গিরিধর দাস—১৬৫৮ শাকে, মূলানুসারী প্রাচীনতম পদ্যানুবাদ ; ভাষা শ্রুতিমধুর নহে, ভাব-গাম্ভীর্য ও রচনা-পরিপাটী নাই ; পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকাশিত। ইনি বরাকরের নিকট-বর্ত্তী হাতিনল-নিবাসী ছিলেন বলিয়া অন্তিম পয়ার হইতে জানা যায়। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি সংস্কৃতে—সংসারার্ণব-তারণৈকতরণীং প্রেম-প্রসূনদ্রুমং, সৎসেব্যং হরিনামপূত-নিখিলং ভক্তপ্রিয়ং ভক্তিদম্। শ্রীমদ্রূপ-সনাতন-প্রিয়তমং কোটীন্দু-নিন্দ্যাননং, নিত্যানন্দ-সমন্বিতং নরবরং তং নৌমি বিশ্বম্ভরম্॥

রচনার আদর্শ—প্রসিদ্ধ 'ললিত লবঙ্গলতা' পদটির অনুবাদ—

এমতে বসন্তে হরি করয়ে বিহার। হে সখি সুন্দরি! যুবতী জনে হরি

নাচেন কত পরকার ॥ পবনে লবঙ্গ লতা মৃদু বিচলিত শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি কোকিল কল কূজিত, কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায় ॥ বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরু ডাল। গতি দূরে যার তার প্রতি মনোরথ মন্মথনে হয়ে কাল ॥

(৩) ভগবান্ দাস—

(৪) দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ—প্রথম কৌশলে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়ে গুর্বাদি-স্তব, তৃতীয়ে পূজারি চৈতন্য-দাস গোস্বামির বালবোধিনী টীকার আনুগত্যে রচনা। এই প্রকারে ৩৮ কৌশলে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে। অনুবাদের নাম—জয়দেব-প্রসাদাবলী—১০২ পত্র, ১২৫৫ সালের লিপি (A. S. B. 5402)। ইহাতে অনুবাদকের কল্পনাকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মুর্শিদাবাদে তেলিয়া-নিবাসী লোচন ও নৃসিংহ ব্রহ্মচারির পৌত্র এবং যুগলকিশোরের পুত্র বলিয়া স্বপরিচয় দিয়াছেন। অপ্রকাশিত।

(৫) জগদানন্দ—জোফলাই গ্রামবাসী এই কবি শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমন্নরহরি-বংশ্য। অনুবাদটি বর্দ্ধমান সাহিত্যসভায় (পুঁথিসংখ্যা—১৮৫) আছে; অপ্রকাশিত।

(৬) জগৎসিংহ—কোচবিহার দরবারে সংগৃহীত (পুঁথি ২৬)। সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা (১৩১৮।৪) হইতে যৎকিঞ্চিৎ জানা যায়। প্রথমতঃ অনুবাদক-কৃত মঙ্গলাচরণ—'জয় জয় নম জগজ্জীবন মুরারি। গোবর্দ্ধনধারী গোপীজন-প্রিয়কারী' ইত্যাদি। দশাবতার স্তোত্রের অনুবাদ—

প্রলয়-পয়োধিজলে তল যায় বেদ। মীনরূপে কেশব খণ্ডালে তার খেদ ॥ নৌকার চরিত্রে ভাগবত কৈলা পার। জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥১॥ কচ্ছপ স্বরূপে দেবদেব লক্ষ্মীপতি। পৃষ্ঠত ধরিলা বিপুলতর ক্ষিতি ॥ ধরণীধরণ কর চক্রের আকার। জয় জগদীশ হরি নন্দের কুমার ॥২॥ ইত্যাদি—অনুবাদে মূলগ্রন্থের সৌন্দর্য রক্ষায় জগৎসিংহ কৃতকার্য হইয়াছেন।

(৭) কবিচন্দ্র—নবদ্বীপস্থ সাধারণ লাইব্রেরীতে রক্ষিত (পুঁথি ২২) এক্ষণে অদৃশ্য, ১৯৩৬ ইং সনে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত-কর্তৃক সংগৃহীত বিবরণে প্রাপ্ত। অনুবাদক—বৈদ্যবিশারদের পৌত্র ও কবিকর্ণপূরের পুত্র—খণ্ডঘোষবাসী। শেখ ফরীদের সন্তোষের জন্য এই অনুবাদ রচিত হইয়াছে—

অখণ্ড প্রতাপ যার ভূমণ্ডলে অবতার, শ্রীশেখ ফরীদ যশোধন। তাঁহার আদেশ-বশে শ্রীমণ্ডিত খণ্ড-ঘোষে, কবিচন্দ্র করিল রচন ॥

'তৎ কিং কামপি' (গো° ৪৭) ইত্যাদির অনুবাদ—

তবে কোণ কামিনীরে কি জানি পাইল। কিবা পরীহাস হেতু বান্ধবে বাঁধিল ॥ কিবা অন্ধকারযুত বন-সন্নিধানে। ভ্রমণ করয়ে হরি হেন লয় মনে ॥ কিবা সেই কান্তে মোর সন্তাপিত চিতে। হেন বুঝি পথে কিছু না পারে চলিতে ॥ বন্য বেতসের কুঞ্জ সঙ্কেত করিল। যে কারণে সেই স্থলে হরি না আইল ॥ শুন সভাজন কবিচন্দ্র নিবেদন। এইত শ্লোকের অর্থ করিল রচন ॥

পরিচয়—খ্যাত বৈদ্যবিশারদ গুণ-গ্রাম-ধাম। তাঁহার তনয় কবি-কর্ণপূর নাম ॥ তাঁহার তনয় কবিচন্দ্র কৃত গান। শেখ ফরীদের নিত্য করুক কল্যাণ ॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীজয়দেব-কবীন্দ্রকৃত-গীতগোবিন্দস্য অক্লেশ-কেশবনাম দ্বিতীয়-সংজ্ঞস্য বিবেচকে বৈদ্য শ্রীকবিচন্দ্রকৃত গীতগোবিন্দাদর্শে দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥

(৮) শ্রীনবদ্বীপ হরিবোলকুটীর হইতে প্রকাশিত অনুবাদটি 'বাল-বোধিনী' টীকার আনুগত্যে অজ্ঞাত-নামধামা কবির রচনা। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ মন্দিরের পুঁথি সংখ্যা—অনু ৯।

ব্রজভাষায় অনুবাদ—

(১) রামরায়জী-প্রণীত—শ্রীকৃষ্ণ-দাসজী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (২) রসজানি বৈষ্ণবদাস কৃত—ঐ প্রকাশিত।

বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ—

1. English Verse—A. Arnold (London 1875) 2. English Prose Translation—William Jones (1807) 3. Latin Edition—Lassen (1836 A. D.) 4. French Translation—G. Courtillier (Parish 1904) 5. German Translation—E. Rueckert (1837).

গীতচন্দ্রোদয়—শ্রীমন্নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তি-প্রণীত বিরাট পদ-সংগ্রহ

শ্রীনরহরি-ঘনশ্যামের অলোকসামান্য প্রতিভাদি-সম্বন্ধে বহু কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। [শ্রীগৌর-চরিত্রচিন্তামণির অবতরণিকা এবং শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ২১৩-২১৫, ২।৩১-৪৩ এবং ২।৮৯-৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] গীত-চন্দ্রোদয়ে আটটি প্রধান বিভাগ—(১) গৌরকৃষ্ণরসামৃত, (২) গৌরকৃষ্ণ-ভাবনামৃত, (৩) গৌরকৃষ্ণ-চরিতামৃত, (৪) গৌরকৃষ্ণ-বিলাসামৃত, (৫) গৌর-কৃষ্ণলীলামৃত, (৬) নিত্যসেবামৃত, (৭) নামামৃত এবং (৮) প্রার্থনা-মৃত। এই বিভাগগুলি প্রায়শঃই কতি পয় আস্বাদে উপবিভক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত পূর্বরাগ প্রকরণ অবলম্বন করিয়াই প্রায় ১১৭০টি পদ প্রকাশিত হই-য়াছে। সংকলিত মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতির কোনও পদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই, শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ-প্রণীত শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের অনুসরণে এই গীতাবলি গুম্ফিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীগৌরকৃষ্ণরসামৃত গ্রন্থের সূচনায় জানাইতেছেন—

গীতচন্দ্রোদয় এই গ্রন্থ রসায়ন।
ইথে অষ্টামৃত পূর্বে কৈল নিরূপণ॥
প্রথমে কহিল গৌরকৃষ্ণরসামৃত।
ইথে শ্রীউজ্জ্বলগ্রন্থ-মতে ব্যক্ত গীত॥
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা কিঞ্চিৎ সূচাইয়া। অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া॥ প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ গীত। তারপর গাব রাগানুরাগা কিঞ্চিৎ॥ ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস॥ ইথে গাব সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ ক্রমেতে। তদুপরি সন্দর্শনাদি পৃথক্ মতে॥

ইহাতে বুঝা যায় যে গ্রন্থকার মুগ্ধাদি নায়িকাত্রয় এবং অভিসারিকাদি অষ্টবিধ নায়িকার অবস্থাবিশেষ-অবলম্বনে গীতবন্ধেই প্রথম বিভাগ পূর্ণ করিয়াছেন। সংগৃহীত গীতচন্দ্রোদয়ে মঙ্গলাচরণ [শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের পরিকরগণের বন্দনাদি, প্রাচীন কবিগণের নামগুণ গান], কাব্যের দোষগুণাদি-নিরূপণ-প্রসঙ্গে নাদ, গীত, গীতভেদ [অনিবদ্ধ, নিবদ্ধ] ধাতু, প্রবন্ধের ছয় অঙ্গ—পদ, তাল, স্বর, পাঠ, তেন ও বিরুদ ইত্যাদির লক্ষণ ও বিভাগাদির সুনিরূপণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র-গীতের কারণ-নির্ধারণ পূর্বক সংকীর্ত্তনাধিবাসের পদগুলির সংগ্রহ হইয়াছে। [ইহাতে প্রধানতঃ ৬০টি পদ দৃষ্ট হইতেছে]। তৎপরে অষ্টামৃতের প্রথম বিভাগ গৌরকৃষ্ণরসামৃত পরিবেষণ আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার মুগ্ধামধ্যাদি প্রকরণের রূপামৃতে [গীতসংখ্যা—৩০] শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীগৌরচন্দ্র [মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, অভিসারয়িত্রী (শরদাদি ঋতুক্রমে ছয় প্রকার, জ্যোৎস্না ও অন্ধকারভেদে দুই প্রকার এবং দিবাভিসারে এক প্রকার) বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা-ভেদে অষ্ট প্রকার, বিবিধ বিলাস, রসোদ্গার] শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ও শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রাদি সহ এই সামান্য প্রকরণে প্রথম আস্বাদে ৭২টি পদ ধৃত হইয়াছে। এই সামান্য প্রকরণ সর্বপ্রকার গীতে প্রথমতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার ইহাকে কল্পতরু (মঙ্গলাচরণে), কামধেনু এবং চিন্তামণি (পূর্বরাগ ১৫ পৃষ্ঠায়) প্রভৃতি শব্দে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয়ে তদ্ভাবাঢ্য প্রকরণ এবং তৃতীয়ে নাগরীভাবের পদাবলি উদাহৃত হইয়াছে। সর্বসমেত পদসংখ্যা—২৬৭।

প্রথমে সামান্যরূপ কল্পতরুসম। দ্বিতীয়ে বিশেষ তদ্ভাবাঢ্য-নিরূপণ॥ তৃতীয়ে সে নবদ্বীপাঙ্গনার যে মত। সদা প্রেমাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গানুগত॥ অন্যত্র—এবে গাইব তৃতীয় প্রকার গৌরগীত। যাতে ব্যক্ত নবদ্বীপাঙ্গনার চরিত॥ পূর্বভাবোদয় নবদ্বীপ-নায়িকার। প্রেমতারতম্যে ভেদ অনেক প্রকার॥ প্রভুভার্যা লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমাদ্ভুত। আস্বাদিবে গীতক্রমে যথা যে উচিত॥ মুগ্ধাদি-প্রভেদ ইথে হইব প্রকাশ। এ অতি মধুর কহে ঘনশ্যাম দাস॥

[তৃতীয় প্রকরণের মঙ্গলাচরণে]

তৎপরে অষ্টপ্রকরণে মুগ্ধাদি-নায়িকাত্রয়ের ৭৫ পদ বর্ণনা করত কবি নবম আস্বাদের ৬টি পদে অভিসারয়িত্রীবর্ণন আরম্ভ করিয়া-ছেন। ইহার পর গ্রন্থ খণ্ডিত।

রাগানুরাগ-প্রকরণে ১২০টি পদ—রূপামৃত ৬, সামান্য ৩৪, তদ্ভাবাঢ্য ১৩ এবং রাগানুরাগ ৬৭, তৎপরে খণ্ডিত।

তৎপরে পূর্বরাগ প্রকরণ—রূপামৃত ৩০, সামান্য প্রকার ৭০ তৎপরে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে শ্রীগৌরচন্দ্র (ভাবাঢ্য + নাগরীভাবে) ১৬৭ পদ—তৎপরে ৬৫ আস্বাদে শ্রীরাধার পূর্বরাগে ৫২২ পদ এবং শ্রীকৃষ্ণ-পূর্বরাগে প্রথমতঃ শ্রীগৌরচন্দ্র ১০৩ পদ, তৎপরে ৩১ আস্বাদে ২৭৮ পদ সঙ্কলিত হইয়াছে; সুতরাং এই পূর্বরাগের সর্বসমেত ১১৭০ টি পদ দৃষ্ট হইতেছে। অন্যান্য অংশ খণ্ডিত।

দ্বিতীয় বিভাগ গৌরকৃষ্ণ-ভাবনামৃতের মাত্র দুইটি আস্বাদ আগরতলা রাজমালা-সংস্করণে পাওয়া যাইতেছে, তত্রত্য মূল পুঁথিতেও অন্যান্য বিভাগ নাই। ইহার শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-বর্ণন নামক আস্বাদদ্বয়ের প্রথমে ৫৩টি পদের মধ্যে নরহরির স্বরচিত দুইটি পদ এবং শ্রীগোবিন্দ দাসের ৫১টি পদ উদ্ধৃত। দ্বিতীয় আস্বাদেও কবি-শেখরের ১২৪, শ্রীগোবিন্দদাসের ২ এবং স্বরচিত ৩টি পদ সংযোজিত হইয়াছে; অতঃপর খণ্ডিত।

পঞ্চম বিভাগ—গৌরকৃষ্ণ-লীলামৃতের প্রারম্ভ তালার্ণব মাত্র আগরতলা পুঁথিতে দৃষ্ট হইতেছে। এই বিভাগের বর্ণনক্রমটি কবি এই ভাবে সূচনা দিয়াছেন—

'ওহে গৌরকৃষ্ণলীলামৃত এবে গাই। ইথে যে গায়নক্রম সংক্ষেপে জানাই॥ প্রথমে শ্রীগৌরজন্মোৎসব জানাইব। তদুপরি নিত্যানন্দাদ্বৈত-জন্ম গাবো॥ তদুপরি গৌরাঙ্গের হোলিকাদিলীলা। ক্রমেতে গাইব, যা' শুনিয়া দ্রবে শিলা॥ তদুপরি কিছু বলদেব জন্ম কৈয়া'। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব গাব বিস্তারিয়া॥ শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসব গাব তারপর। তদুপরি হোরিকাদি যাত্রা মনোহর॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব আদির প্রথমে। গাব গৌরভাবাবেশ সংক্ষেপ-সুক্রমে॥ নানা তালে সংযোগ করিব গীতগণ। তালার্ণবে দেখ এই তালের লক্ষণ। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণপদ ধ্যান করি। গৌরকৃষ্ণলীলামৃত কহে নরহরি'॥ অতঃপর খণ্ডিত; দুঃখের বিষয় অন্যান্য বিভাগগুলি এখনও হস্তগত হইতেছে না। শ্রীবৃন্দাবন, বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির এবং আগরতলা রাজমালা অফিস প্রভৃতি স্থানে বহু অনুসন্ধানেও সমগ্র পুঁথি দেখা গেল না।

শ্রীমন্নরহরি-ঘনশ্যামের কবিতায় ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ না থাকিলেও কবিহিসাবে তিনি তত সমাদৃত না হইলেও, তাঁহার রচনা আড়ম্বর-শূন্য সাদাসিদা গদ্যের ন্যায় হইলেও তিনি যে একাধারে সুনিপুণ গায়ক,বাদক, ছন্দোবিৎ, পাচক, বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক হিসাবে পরম সম্মাননীয় —একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমার মনে হয় এই একমাত্র শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানা সম্যক্ প্রকাশিত হইলে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের স্মরণমননাদি যাবতীয় বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটা মহা অভাব দূরীকৃত হয়। প্রকাশিত পূর্বরাগ-প্রকরণ আলোচনা করিলেই সহৃদয় মহাত্মগণ আমার একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন —'রস সাবশেষ হইলেই পুষ্টিবর হয়' এই ন্যায়টি লঙ্ঘন পূর্বক ইনি সমগ্র রসই অশেষ বিশেষে চর্বণ করিয়া সকলকে উপহার দিয়াছেন। সহজ সুখবোধ্য বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা ব্যতিরেকেও ইনি যে কবিতার মধ্য দিয়া চরিতাবলীর সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়াছেন—তাহা অনুভাবনীয় বলিয়াই ধারণা করি। তৎকালে গীতচন্দ্রোদয় হইতে বৃহত্তর পদাবলি-সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল না; ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। যদিও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিত হইয়াছে যে আউল মনোহর দাস 'পদসমুদ্র'-নামক গ্রন্থে প্রায় পনর হাজার পদাবলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ও প্রামাণ্য-সম্বন্ধে বহুবিধ সন্দেহের অবকাশ আছে।

গীতচিন্তামণি— ক্ষণদাগীতচিন্তামণির সংক্ষিপ্ত নাম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-সংকলিত সর্বপ্রাচীন পদসংগ্রহ গ্রন্থ।

গীতচিন্তাবলি— শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-কৃত পদাবলি এই নামে ১৮৫৭ খৃঃ মুদ্রিত হইয়াছিল [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩১৯ পৃঃ]।

গীতপুষ্পাঞ্জলি—মনোহর দাস-সংকলিত পদকাব্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৩৫১৮)।

গীতমালা—রামরসায়নাদি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামী শ্রীদশম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে লীলামালা সংগ্রহ করিয়া এই গীতমালাতে বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা

ত্রিশটি গ্রন্থনে (অধ্যায়ে) বিভক্ত—এক একটিতে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে—জন্মলীলা, দ্বিতীয়ে নন্দোৎসব, তৃতীয় হইতে পঞ্চম পর্যন্ত বাল্যলীলা, ষষ্ঠ ও সপ্তমে বৎস ও গোচারণ, অষ্টম ও নবমে শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও অনুরাগ; দশম হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা. খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ও স্বাধীনভর্তৃকা; ষোড়শে শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেক, সপ্তদশে সুবলবেশে মিলন, অষ্টাদশে ও উনবিংশে দানলীলা ও নৌকাবিলাস, বিংশে কলঙ্কভঞ্জন, একবিংশে রসোদ্গার, দ্বাবিংশে প্রেমবৈচিত্ত্য, ত্রয়োবিংশে শয্যোত্থান-বর্ণনা, চতুর্বিংশ হইতে সপ্তবিংশ পর্যন্ত দোল, বাসন্তিক রাস, হিন্দোল ও রাসযাত্রা, অষ্টাবিংশ হইতে ত্রিংশ গ্রন্থনে প্রোষিত-ভর্তৃকা, ভবন্-বিরহ ও ভূতবিরহ বর্ণনা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে অনুক্রমণী দেওয়া আছে। গীতসংখ্যা ৫৩৯ 'চারিশত একোনচল্লিশ পরিমিত'। প্রত্যেক লীলার পূর্বে 'গৌরচন্দ্র' দেওয়া আছে। একাবলী, ত্রিপদী (লঘু), পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে এই গ্রন্থ রচিত। রচনার আদর্শ (৩১ পৃঃ) অনুরাগ—

যে দিনে শ্যামের রূপ দেখিতে না পাই। সে দিনেরে 'দুর্দিন' বলিয়া আমি গাই॥ যে রাত্রিতে দেখিতে না পাই সে বদন। সে রাত্রিরে 'কালরাত্রি' মানে মোর মন॥ যদি বিধি না করিত মোরে কুলনারী। দেখিতাম তবে নিরবধি বংশীধারী॥ পারিতাম যদি পক্ষিস্বরূপ ধরিতে। ভ্রমিতাম তার সঙ্গে দেখিতে দেখিতে॥ কি করিয়া পাব সখি! তাহার দর্শন। সে উপায় কহি স্থির কর মোর মন॥ ইত্যাদি

গীতাভাষা—আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশ-কৃত গীতা-বিষয়ক বাঙ্গালা নিবন্ধ। আনুমানিক অষ্টাদশ খৃঃ শতাব্দীর শেষভাগে রেমুণায় বসিয়া রচনা করেন। পূর্বাশ্রমে ইনি মুখুটী কুলে গৌড়দেশ-নিবাসী ছিলেন। শ্রীবসন্ত-রঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত।

গীতাভূষণভাষ্য——শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত। এই টীকার প্রারম্ভে গোপালতাপনীবৎ 'সত্যানন্তাচিন্ত্য' ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ পূর্বক দ্বিতীয় শ্লোকে ভাষ্যকার গীতাকে প্রণাম করিয়াছেন। প্রথমতঃ উপোদ্ঘাতের সার—শ্রদ্ধালু জীবগণকে অবিদ্যারূপ ব্যাঘ্রীর বদন হইতে মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের মোহাপনোদনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব-নিরূপিকা এই গীতার উপদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পাঁচটি অর্থই গীতাশাস্ত্রে বিচারিত। তন্মধ্যে 'ঈশ্বর'—বিভুচৈতন্য, 'জীব'—অণুচৈতন্য, ত্রিগুণাত্মিকা 'প্রকৃতি', ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ 'কাল', পুরুষ-প্রযত্নে নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিবাচ্য—কর্ম। তন্মধ্যে প্রথম চারিটি নিত্য; জীব, প্রকৃতি ও কাল—ঈশ্বরাধীন। কর্ম অনাদি হইলেও বিনাশি; সম্বিৎস্বরূপ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই সম্বেত্তা ও অস্মদর্থ-নির্দিষ্ট; ঈশ্বরের ও জীবের অস্মদর্থ-রূপ অহঙ্কার—চিন্ময়, তাহা কিন্তু মহত্তত্ত্ব-জাত; অহঙ্কার জীব-প্রকৃতিগত হইলে প্রকৃতিতেই উৎপন্ন হইয়া জীবকে আশ্রয় করে এবং জীব যখন প্রকৃতিমুক্ত হয়, তখন ঐ অহঙ্কার প্রকৃতিতেই লীন হয় (মুক্তজীবের সঙ্গে যায় না)। ঈশ্বর ও জীব উভয়েই কর্ত্তা ও ভোক্তা (অনুভবিতা)। যদিও প্রকাশকরূপ সূর্যের প্রকাশকত্বের ন্যায় সম্বিৎ হইতেই সম্বেত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তথাপি সম্বিদ্গত বিশেষ ও সম্বেত্তৃগত বিশেষে পার্থক্যপ্রযুক্ত সম্বিৎ ও সম্বেত্তার পার্থক্য সিদ্ধ হয়। তত্ত্বে ভেদ না থাকিলেও নিত্য বিশেষ ধর্মই ভেদবৎ (স্বরূপ) তত্ত্ববিশেষ; অতএব নিত্য অচিন্ত্য ভেদাভেদরূপ পরম তত্ত্বই এই গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভেদাভাবেও ভেদ-প্রতীতি নিত্যতত্ত্বাশ্রিত ধর্মধর্মিগত স্বগতভেদ নিত্য অনিবার্য। এই সব বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারাবলি গীতাশাস্ত্রে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এই শাস্ত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম ও তৎপ্রাপ্ত্যুপায় নিরূপিত। জীবাত্ম-যাথাত্ম্যই পরমাত্ম-যাথাত্ম্যের উপযোগী, পরমাত্ম-যাথাত্ম্য তদুপাসনোপযোগী এবং প্রকৃতি, কাম ও কর্ম সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপকরণ-স্বরূপ। যাথাত্ম্য-প্রাপ্তির উপায়—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে ত্রিবিধ। ফলাশা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগপূর্বক স্বধর্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের উপকার হয়; অতএব পরম্পরা-মে কর্মেরও তৎসাধনোপায়ত্ব

স্বীকৃত হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে কর্ম দুই প্রকার। কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে ভক্তিতে পরিণত হয়। যতক্ষণ কটাক্ষ-বীক্ষণদ্বারা কেবল চিদেকতত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম জ্ঞান, তদ্দ্বারা সালোক্যাদি প্রাপ্তি হয়। যখন ঐ জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় নির্ণিমেষবীক্ষণরূপ অনুসন্ধানের উদয় হয়, তখন চিদেকতত্ত্বগত চিদ্বৈচিত্র-লীলারসবিশেষাশ্রিত ক্রোড়ীকৃত-সালোক্যাদি শুদ্ধভক্তিস্বরূপে ভগবৎ সেবানন্দলাভ-রূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ জীবের জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মসাধ্য অংশী ঈশ্বরের ভজনোপ-যোগি-স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যম ছয় অধ্যায়ে পরম প্রাপ্য-প্রাপণী তন্মহিমবুদ্ধিপূর্বিকা ভক্তির উপদেশ এবং অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত ঈশ্বরাদি তত্ত্বের পরিশোধিত স্বরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণনপূর্বক চরমে শুদ্ধ-ভক্তির প্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সদ্ধর্মনিষ্ঠ বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের 'অধিকারী'। শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ পরমেশ্বরই 'বাচ্য' এবং তদুক্ত গীতাশাস্ত্রই 'বাচক'। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই ইহার একমাত্র 'বিষয়' এবং অশেষ ক্লেশনিবৃত্তি-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই 'প্রয়োজন'।

এই ভাষ্যের প্রতি অধ্যায়ের উপক্রমে ও উপসংহারে দুইটি শ্লোকে অধ্যায়ের তাৎপর্য ও নিষ্কর্ষ সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে।

উপসংহারে—শ্রীমদ্গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং, যত্নাদ্ বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণং। শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্যলুব্ধাঃ কারুণ্যার্দ্রাঃ সাধবঃ শোধয়ধ্বম্॥

গীতারসামৃত——রতিরামদাস - কৃত গীতানুবাদ। অন্য নাম—সারগীতা বা গ্রন্থরসামৃত (A. S. B. 8021) রতিরাম দাস স্বগুরু শান্তিপুর-নিবাসী রাধাচরণ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন বলিয়া গ্রন্থশেষে কবি-পরিচয় আছে।

গীতাবলী——শ্রীরূপগোস্বামি - পাদ-বিরচিত। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কর্তৃক সঙ্কলিত এই স্তবমালার মধ্যে 'গীতা-বলী' অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মোট ৪১টি পদ আছে। নন্দোৎসবের ২টি, বসন্তপঞ্চমীর ১টি, দোলোৎসবের ১২টি, রাসের ৯টি, অভিসারিকাদি অষ্ট নায়িকার ৯টি (যেহেতু খণ্ডিতার ২টি), শ্রীরাধাজন্য শ্রীকৃষ্ণখেদের ৩টি, বসন্তবিহারে ৩টি, ও জলকেলির ২টি পদ আছে। এই সব পদের ভণিতায় সর্বত্র 'সনাতন' নাম আছে দেখিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে শ্রীসনাতনপ্রভুর রচনা বলেন এবং অপর কেহ বা ইহাদিগকে 'লীলাস্তব' বলিয়া অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লীলাস্তব বা দশমচরিত কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থ। যদি ইহারাই শ্রীসনাতন-রচিত হইত, তবে শ্রীজীবপাদ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াই 'শ্রীমদীশ্বর-রূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা'—এই বাক্য লিখিলেন কেন? 'স্তবমালাবিভূষণ-ভাষ্যে' শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'সনাতন' শব্দে তিন প্রকার ব্যাখ্যা করিবেন কেন? গীতাবলিভাষ্যারম্ভে শ্রীরূপপাদকেই বা মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকবৎ শুকদেবের সাম্য করিয়া বন্দনা করিলেন কেন? ইহাতে শ্রীরূপপাদ স্বভাব-সিদ্ধ কবিত্ব-শক্তিতে অপরূপ সঙ্গীত-কলা প্রকাশ করিয়া-ছেন। এই গীতাবলী চারিটি প্রসিদ্ধ বৃন্দাবনোৎসব (নন্দোৎসব বসন্তপঞ্চমী, দোল ও রাস) এবং অষ্টনায়িকা-স্বভাবযুক্ত শ্রীরাধাকে উপস্থাপিত করিতেছে; জয়দেবের তালে ও ভাবে এই সব গীত রচিত হইলেও ইহাদের আনন্দদায়িনী শক্তি অতুল-নীয় এবং সময়ে সময়ে গীতগোবিন্দ হইতেও অধিকতর মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহাদের ধ্বনি ও ছন্দঃঝঙ্কার গানগুলিকে পরম উপভোগ্যই করিয়াছে।

গুটিকা—গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ প্রথম কৃষ্ণদাস বাবা-কর্তৃক গুম্ফিত অষ্ট-কালীন লীলোপযোগী স্মরণ-বিষয়ক গ্রন্থ। ছোট, মধ্যম ও বৃহৎ তিন আকারে বিভিন্ন স্তরের সাধকের জন্য রচিত।

গুণলেশসূচক—অষ্ট কবিরাজের তৃতীয় কর্ণপূর কবিরাজ 'গুণলেশ-সূচক' বা 'শ্রীনিবাস-গুণলেশসূচক' নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহারই তিনটী শ্লোক নরোত্তম-বিলাসে (২।১০—১২) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাসাচার্য-গ্রন্থাবলীতে সূচকটি মুদ্রিত হইয়াছে।

২ শ্রীমনোহর দাস তদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীরামশরণ চট্টরাজের 'গুণলেশসূচক' রূপে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এগারটি শ্লোক রচনা করেন।

গোকুলমঙ্গল—ভক্ত রামদাস-

বিরচিত। এই গ্রন্থখানি শ্রীদশমের অনুসরণে রচিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা অতিবিস্তারিত ভাবে বর্ণনা হইয়াছে। রচনা অতিসুন্দর, ভাষা প্রাচীন, গ্রন্থখানিও বিরাট। বহু প্রাচীন রাগরাগিণী, বিবিধ নূতন ছন্দঃ ও কোমল ভাব-নিচয়ের সমাবেশে ইহা অপূর্ব ও সকলের প্রীতিপ্রদ।

গোপাল-কীর্ত্তনামৃত — কবিশেখর-রচিত পদাবলী গ্রন্থ। [ডাঃ সুকুমার সেনের History of Brajabuli Literature, page 404]।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ পদ্যাবলী—ওড্র দেশীয় বৈষ্ণব কবি শ্রীগোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক সার্দ্ধ অষ্টাদশ শক-শতাব্দীতে রচনা করেন। মনঃশিক্ষা-শীর্ষক পদ্য—

শ্রীগৌরচন্দ্রপদ বন্দরে মানস! এ একা শ্রীরাধা গোবিন্দ রে॥ ব্রজ-বিধু শ্রীমতী হোই গুটিয়ে মূর্তি জন্মিছন্তি শ্রীশচীতুন্দরে॥ ১॥ স্ব-স্বকল্পনাবধি দয়া সদ্‌গুণনিধি সদা বেষ্টিত ভক্তবৃন্দরে॥ ২॥ মহাভাব উজ্জ্বল রস পীত শ্যামল পরতত্ত্ব হেলার দ্বন্দরে॥ ৩॥ জগন্নেত্র সম্প্রতি বদান্য চক্রবর্ত্তী যা নামামৃত সর্ব শব্দরে॥ ৪॥ এ কৃপা পারাবার প্রত্যক্ষ হোইবার দেখিছন্তি শ্রীরামানন্দরে॥৫॥ গোপাল-কৃষ্ণ ভণে শ্রীনাম অনুক্ষণে কীর্ত্তন করুথা আনন্দরে॥ ৬॥

এই গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় সংস্কৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা উল্লিখিত হইতেছে—

সত্যে দৈত্যকুলাধিনাথমথনে স্থর্যেন্দুভঃ কেশরী, ত্রেতায়াং দশকণ্ঠ-কণ্ঠহরণে রামোঽভিরামাকৃতিঃ। গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজকুলে ভারাহরো দ্বাপরে, গৌরাঙ্গঃ প্রিয়-কীর্ত্তনঃ কলিযুগে কৃষ্ণঃ শচীনন্দনঃ॥

'নবানুরাগ'-শীর্ষক গীতিকায় [২২ পৃষ্ঠায়] ইনি কথোপকথন-ছলে যে সুন্দর গীতাবলি [৮১ পদ] রচনা করিয়াছেন—তাহাও চিত্তচমকপ্রদ এবং তৃতীয় কলিকাটি শ্রীরূপপাদের অনুকরণেই রচিত—

রাধা—কে চিত্রপটক যুবা? ললিতা—কৃষ্ণ বৈণবিক চিত্র তিনি যাক এক তরুণ মঘবা রে প্রাণমিত॥ ৩

শ্রীগোপালচম্পু—শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ গদ্যপদ্যাত্মক এই বিরাট চম্পূকাব্য নির্মাণ করিয়াছেন। পূর্বচম্পূতে ৩৩ পূরণ (পরিচ্ছেদ), তাহাতে জন্মাদি কৈশোরলীলা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং উত্তরচম্পূর ৩৭ পূরণে মথুরাগমন হইতে গোলোক-প্রবেশ পর্যন্ত লীলাকদম্বের পরিবেষণ হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি শ্লোকে উভয় চম্পূর মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থ-সূচনা সম্পর্কে শ্রীজীব বলিয়াছেন (১।১।৪—৫)—আমি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি, এই কাব্যগ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তা প্রজ্ঞাস্বরূপা রসনা দ্বারা সেই অমৃতেরই আস্বাদন করিব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উল্লিখিত তত্ত্বমালাই এই গ্রন্থে কাব্যাকারে আলোচিত হইবে। পূর্বোত্তর এই চম্পূদ্বয় তিন তিন বিভাগে সূচিত হইয়াছে—পূর্বচম্পূতে (১—২) গোলোকলীলা, (৩—১৩) বাল্যলীলা ও (১৪—৩৩) কৈশোরলীলাবিলাস' বর্ণিত এবং উত্তর চম্পূতে (১—১২) উদ্ধব-কর্ত্তৃক ব্রজের আনন্দবর্দ্ধন, (১৩—২১) বলদেবের আগমনে আনন্দপূর্ণ গোষ্ঠপ্রকাশ ও (২২—৩৭) শ্রীকৃষ্ণা-গমনে আনন্দপূর্ণ-ব্রজবর্ণনা। প্রথম-চম্পূ ১৫১০ শকাব্দায় এবং উত্তরচম্পূ ১৫১৪ শকাব্দায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

পূর্বচম্পূর বিষয়-বিভাগ—(১) গোলোকরূপ-নিরূপণ, (২) গোলোকবিলাস-বিকাসন। (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্ম, মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপারম্ভ, (৪) জন্মোৎসব, (৫) পূতনাবধ, (৬) শকটভঞ্জনাদি, (৭) তৃণাবর্ত্তবধ ও মৃদ্‌ভক্ষণলীলা, (৮) দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুন-মোচন, (৯) গোপীগণ-সহিত শ্রীকৃষ্ণবলরামের শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ, (১০) বিবিধ বাল্যলীলা ও বৎসাসুরবধ, (১১) অঘাসুরবধ ও ব্রহ্মমোহনলীলা, (১২) গোচারণলীলা, (১৩) কালিয়দমন ও দাবানল-পান, (১৪) গর্দভাসুর-বধ, (১৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, (১৬) প্রলম্বাসুরবধ ও দাবানল-নিবর্ত্তন, (১৭) বংশীশিক্ষাস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীভিক্ষা, (১৮) ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ ও শ্রীগিরিরাজ-পূজাপ্রবর্ত্তন, (১৯) ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব স্তম্ভন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ'-পদপ্রাপ্তি, (২০) শ্রীনন্দ মহারাজের বরুণলোকে গমন ও শ্রীগোলোক-দর্শন (২১) গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও আকর্ষণ, (২২) যজ্ঞ-পত্নীদের নিকট অন্নভিক্ষা, (২৩) শ্রীরাসলীলারম্ভ, প্রথমসঙ্গ-জনিত বাকোবাক্য ও সঙ্গীতাদি, (২৪) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও শ্রীরাধার সৌভাগ্য-বর্ণন, (২৫) গোপীদের

বিপ্রলম্ভ ও পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি, (২৬) শ্রীরাসরসবিস্তার (২৭) জলকেলি, বনভ্রমণ ও রাসলীলাপূর্ত্তি, (২৮) অম্বিকাবনে গমন ও বিদ্যাধরের শাপমোচন, (২৯) রহোবিলাস-বর্ণন, (৩০) শঙ্খচূড়-বধ ও হোরিলীলা, (৩১) বৃষাসুর-নিধন, কুণ্ডদ্বয়-প্রকাশ ও বিবিধ বিচিত্রলীলা, (৩২) কেশি-বধ এবং (৩৩) শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত-গণের সর্ব-মনোরথ-পূর্ত্তি।

উত্তরচম্পূর বিষয়-বিভাগ—(১) ব্রজবাসিদের অনুরাগ-সাগর-বিস্তারণ, (২) অক্রূরের আগমনে গোপীবিলাপ, (৩) মথুরাগমন, (৪) মথুরাপ্রবেশ, (৫) হস্তিমল্লাদি-বধ ও কংসনিধন, (৬) শ্রীনন্দ-বিদায়, (৭) ব্রজরাজের ব্রজ-প্রবেশ, (৮) শ্রীরাম-কৃষ্ণের অধ্যয়নলীলা, (৯) যমালয় হইতে গুরুপুত্রানয়ন, (১০) উদ্ধবের ব্রজাগমন, (১১) ভ্রমরগীত, (১২) উদ্ধবের মুখে ব্রজবার্ত্তাশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি। (১৩) জরাসন্ধ-বন্ধন, (১৪) কালযবন ও জরাসন্ধের জয়, (১৫) শ্রীবলরামের বিবাহ, (১৬) শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-পরিণয়, (১৭) সত্যভামাদি সপ্তকন্যা-বিবাহ, (১৮) নরকবধ, পারিজাত-হরণ ও ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ, (১৯) মহাদেব-বিজয় ও বাণাসুরযুদ্ধ, (২০) শ্রীবল-দেবের ব্রজে গমন, (২১) পৌণ্ড্রকাদি সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবার্ত্তা-শ্রবণে বলদেবের দ্বারকাগমন। (২২) দ্বিবিদ-বধ, (২৩) কুরুক্ষেত্র-যাত্রা, (২৪) তত্রত্য মিলনানন্তর ব্রজবাসিদের পুনঃ ব্রজে আগমন, (২৫) উদ্ধবের মন্ত্রণা, (২৬) জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজন্যদের মোচন, (২৭) রাজসূয়-যজ্ঞ ও শিশুপালবধ (২৮) শাল্ববধ, (২৯) পূর্ণিমা ও বৃন্দার কথোপকথনচ্ছলে ভাবিঘটনার সূচনা, (৩০) দন্তবক্রবধ ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন, (৩১) শ্রীপৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক গোপীদের বাধা-সমাধান, (৩২) বিবাহ-প্রসঙ্গ, (৩৩) শ্রীরাধামাধবের অধিবাস-মহোৎসব, (৩৪) অলঙ্কার-পরিধান, (৩৫) গোষ্ঠমধ্যে শুভ বিবাহ, (৩৬) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাদি গোপীগণের পরস্পর মিলনাদি ও (৩৭) সর্বসুখপূর্ণ গোলোকে প্রবেশ।

এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী (চৈ° চ° মধ্য ১।৪৪) যে উক্তি করিয়াছেন—তাহাই সকলকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। 'শ্রীগোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর'॥

'নিত্যলীলা' বলিতে অপ্রকটপ্রকাশ এবং 'ব্রজরসপূর' বলিতে গোকুল-প্রধানই বুঝিতে হইবে। স্বয়ং গ্রন্থকারও এবিষয়ে সর্বপ্রথমেই বলিয়াছেন—'প্রকটাপ্রকট - প্রকাশ-ময়স্য বৃন্দাবনস্য বহুবিধ-সংস্থানতয়া বহুবিধ - শাস্ত্র- শ্রুতস্যাপ্রকট-প্রকাশ-ময়বৈভব-বিশেষ এবং সম্প্রতি বর্ণ-নীয়ঃ, স চ গোকুল-প্রধান এবেতি।' অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট ও অপ্রকট-প্রকাশময় বহুবিধ সংস্থান-বিষয়ে বিবিধ শাস্ত্রে সুবর্ণিত হইলেও সম্প্রতি অপ্রকট-প্রকাশময় বৈভব-বিশেষই বর্ণনা করিতেছি এবং তাহাও গোকুল-প্রধানই; নিষ্কর্ষ এই যে ইহাতে প্রকট ও অপ্রকট লীলা মিশ্রিত করিয়া বর্ণিত হইবে; সুতরাং ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ প্রকটলীলার সহিত ব্রহ্মসংহিতাদি-প্রোক্ত অপ্রকট লীলারও সমাবেশ বুঝিতে হইবে। গ্রন্থ-সারস্যবোধনে এই বাক্যটি পরিভাষা-স্বরূপ মনে রাখিতে হইবে, নতুবা প্রকৃত তাৎপর্যবোধ স্থগিত হইয়া থাকিবে; পূর্বচম্পূর প্রথম পূরণে 'যত্তু মধ্যে মায়য়া প্রত্যায়িতমৌপপত্যং তৎ খলু অবাস্তবত্বাৎ পরস্তাদবধ্বস্তমিতি' অর্থাৎ অবতার-কালে মায়াকর্ত্তৃক যে উপপতি-ভাবের প্রতীতি হয়, তাহা কিন্তু অবাস্তব (মিথ্যা) বলিয়া পরে (উত্তরচম্পূ ৩১।৩২ পূরণে) প্রতিপাদন করা হইবে ইত্যাদি কথা উট্টঙ্কন করত তিনি গ্রন্থের প্রায়শঃই প্রকট প্রকাশ-সম্পর্কীয় লীলাবিনোদই বিস্তার করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ীর প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধন কুত্রাপি স্বকীয়া লীলার বর্ণনা বা তৎপরিপোষক সমর্থন-বাক্যাদি দেখিলেও কিন্তু তাহাতে তাঁহার হার্দ্দ বুঝিতে পারা যায় না। পরম-গম্ভীরাশয় পণ্ডিতকুল-নীরাজিতচরণ শ্রীজীবচরণের বাক্যভঙ্গী হৃদয়ঙ্গম করা মহা সুকঠিন ব্যাপারই বটে! শ্রীরূপসনাতনাশ্রিত শ্রীজীবপ্রভু যে তাঁহাদের পারকীয়বাদের বিরুদ্ধে স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিবেন—এ কথা সর্বথাই অযুক্তিসহ। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে গোকুলে প্রকটিত লীলামাত্রই গোলোকে মায়াস্পর্শ-শূন্য হইয়া চির বিরাজমান; সুতরাং পরকীয়া ভাবও কোনওরূপে

গোলোকে থাকিবেই। গোলোকে বিবাহবিধিবন্ধনরূপ ধর্মের অভাবে পতিত্ব অথচ স্বীয় স্বরূপাশ্রিতা গোপীদের অন্যত্র বিবাহ না থাকায় উপপত্নীত্বও পরিকল্পিত নহে অর্থাৎ সেস্থলে অবিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়া লীলা। প্রকট লীলায় গোকুলে কিন্তু বিবাহবিধিরূপ প্রাপঞ্চিক ধর্মের উল্লঙ্ঘনে যোগমায়া-কর্তৃক মাধুর্যরস-নির্যাস-আস্বাদনার্থ স্বরূপশক্তিগণের সহিত যে বিলাস-রসের অবতারণা, তাহা দূষণ না হইয়া ভূষণই হইয়া থাকে। পরমমাধুর্যময় গোলোকে বাৎসল্যরসের মূল অভিমান আছে, কিন্তু জন্মব্যাপার না থাকায় শ্রীনন্দ-যশোদার পিতৃমাতৃত্বাদি অভিমানটিও * রসসিদ্ধির জন্য নিত্য বলিয়া স্বীকার্য। শৃঙ্গার রসেও তদ্রূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে রসশাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। গোকুলে গোলোকতত্ত্ব যখন প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিঞ্চিৎ স্থূলাকারে প্রতীয়মান হইয়া বাৎসল্য-রসে শ্রীনন্দযশোদার পিতৃত্বাদি অভিমান জন্মাদিলীলারূপে এবং শৃঙ্গার রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-ব্যবহারও কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয় মাত্র, বস্তুতঃ গোপীদের পৃথক্ সম্ভোগত পতি গোকুলে বা গোলোকে নাই—'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।' 'পতিঃ পুরবনিতানাং, দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং' এই উজ্জ্বল-টীকাতে এবং বহুত্র শ্রীজীবপ্রভু গোলোকে ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য উপপতিত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীজীবপ্রভু তত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়া স্বকীয় স্বরূপশক্তিগণের সহিত স্বয়ং শক্তি-মানের যাদৃচ্ছিক লীলাবিনোদ যে দোষাবহ হইতে পারে না—ইহাই মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

* 'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ' ইত্যাদি ভাগ ১০।৯০।৪৮

এই গ্রন্থেই (উত্তর ৩৬।১৬৪—১৬৭) শ্রীজীবপাদ বিবাহের উত্তর-কালীন সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের মানস-সন্তোষের অসম্যক্‌ভাব প্রকটন পূর্বক সুবুদ্ধিজনের নিকটে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে এই শ্রীরাধাশ্যামের স্বকীয়া লীলায় রসপুষ্টি হয় না—তাহা যদি হইতে পারিত, তবে সর্ববাধা-প্রশমনপূর্বক পরমানন্দকন্দল-ময় ঐ সময়েও শ্রীরাধাহৃদয়ে কেন উৎকণ্ঠা-প্রাবল্য আসিয়া তাঁহাকে আকুলিত করিল? কেনই বা বিশাখা তাঁহার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়া শ্রীরাধামুখে 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি উচ্চারণ করাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মুখে নির্জন স্থল হইতে ঐ শ্লোক শুনিয়া চতুর্থ চরণের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন 'কৃষ্ণা-রোধসি তত্র কুঞ্জসদনে' এই পাঠই এক্ষণে সঙ্গত? যদি স্বকীয়া লীলাতেই রসের পর্যাপ্তি, সম্যক্ত্ব হইত, তবে কখনও এই প্রসঙ্গটি শ্রীজীবপাদ গ্রন্থের উপসংহারে প্রকাশিত করিয়া সমগ্র গ্রন্থের বিচার-ধারাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতেন না; সুতরাং শ্রীজীবপাদ অপ্রকট প্রকাশ অবলম্বনে এই গ্রন্থের তাত্ত্বিকাংশ এবং প্রকট প্রকাশ অবলম্বনে লীলাংশ প্রতিপন্ন করিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকদিগের প্রচুরতর কল্যাণই সাধন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের ভাষাটি অতি কঠিন, দার্শনিক এবং স্থলে স্থলে সমাস-বহুল। দুঃখের বিষয় এই বিপুলায়তন গ্রন্থরত্নের কোনও প্রাচীন টীকা নাই—১৮০০ শাকে মাণ্ড-গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র গোস্বামী 'শব্দার্থবোধিকা'-নাম্নী যে চূর্ণিকা করিয়াছেন, তাহাও অপর্যাপ্ত এবং মূলের স্বারস্য-বোধনে সম্যক্ সহায় নহে। ৪২৬ শ্রীচৈতন্যাব্দে (১৮৩৩ শাকে) শ্রীমদ্ রাসবিহারী সাঙ্খ্য-তীর্থ যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহাও সুখজনক নহে।

গোপালচরিত—কবিশেখরের সংস্কৃত মহাকাব্য গ্রন্থ। [ডাঃ সুকুমার সেনের History of Brajabuli Literature, page 404]।

শ্রীগোপালতাপনী টীকা[১] (সুখ-বোধিনী) :———অথর্ববেদান্তর্গতা পিপ্পলাদশাখীয়া এই গোপালতাপনী উপনিষৎ সর্বোপনিষৎশিরোমণিরূপে বিরাজমানা। ইহাতে 'গোপালবেশ ব্রহ্মের' প্রতিপাদনমুখে সেই স্বয়ং ভগবানের সর্বেশ্বরত্ব, ষড়ৈশ্বর্যবত্ত্ব, তাঁহার ভজন-ধ্যানাদির পরিপাটী প্রভৃতি সগুণোপাসনাবিধি যথাযথ বর্ণিত থাকায় ইহা ভক্তগণের পরম সমাদরণীয় বস্তু। যুগল উপাসনায় এই গ্রন্থের যথেষ্ট অপেক্ষা ও

উপযোগিতা বিদ্যমান। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভিমত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সূত্রাকারে সূচিত থাকায় ব্রজোপাসক সাধকদের এই উপনিষৎই শ্রেয়স্করী। এই জন্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যত্রয়ই [শ্রীজীব-বিশ্বনাথ-বলদেব] ইহার উপর তিনটী টীকা রচনা করিয়াছেন। বহরমপুর সংস্করণে শ্রীবিশ্বেশ্বর-কৃতা টীকাও সংযোজিত—এই বিশ্বেশ্বরের পরিচয় কিছু জানিতে পারি নাই। তবে সুখবোধনীতে (৪২, ৫১, ১৪০ পৃঃ) বিশ্বেশ্বর ভট্টের নামোল্লেখ থাকায় ইনি শ্রীজীবের পূর্ববর্ত্তী হইবেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীও ইহার এক টীকা করিয়াছেন।

শ্রীজীবপাদ এই গোপালতাপনীর যে টীকা করিয়াছেন, তাহা বহরমপুর সংস্করণে ভ্রমক্রমে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তির নামে আরোপিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলবনমালীলাল গোস্বামিপাদের গ্রন্থাগারে, শ্রীনীলমণি-গ্রন্থাগারে এবং জয়পুর শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থশালায় যে সকল পুঁথি আছে—তাহাতে এই টীকা যে শ্রীজীবপাদের রচিত, তাহা বিস্পষ্টই আছে। উপসংহার-বাক্যই তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ—

'শ্রীসনাতনরূপস্ত চরণাব্জমুধেপ্সুনা। পূরিতা টিপ্পনী চেয়ং জীবেন সুখবোধিনী॥'

এই বাক্যটি বহরমপুর সংস্করণে পরিহৃত হইয়াই গোলযোগ হইয়াছে। আবার এই টীকাটি দার্শনিক ভাষায় লিপিবদ্ধ, কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ-কৃতা বিবৃতিতে সহজ প্রাঞ্জল ভাষাই দেখা যায়। বহরমপুর সংস্করণে ১১৬—১১৭ পৃঃ ৫৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবের বিচার-নৈপুণ্য সহিত শ্রীহরিদাস দাসের প্রকাশিত বৃন্দাবনীয় সংস্করণে ৬৩ পৃষ্ঠায় ৬১ অঙ্কের 'ব্রজস্ত্রীজন'-শব্দের 'পরকীয়া-বোধনী' ব্যাখ্যাটি মিলাইয়া দেখুন।

শ্রীগোপাল-তাপনী-টীকা[২] —শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ সংক্ষেপে সারভাগসমূহ গ্রহণ করত স্বভাব-সুলভ সুললিত ভাষায় রাগমার্গানুসারে এই শ্রুতির তত্ত্বসমূহের বিবৃতি করিয়াছেন। কাহারও মতে এই বিবৃতির নাম—'ভক্তহর্ষিণী'। টীকার প্রারম্ভে মূর্ত্তিমদ্ গোপালব্রহ্মের তত্ত্বাদিবোধিনী ভক্তানন্দ-বিধায়িনী ও শ্রীগোপালের তাপনী (প্রকাশিনী) শ্রীমতী গোপালতাপনীকে প্রণাম করিতেছি। উপসংহার শ্লোক—শ্রীবিশ্বনাথ-নামক লেখক হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীমদ্ গোপালতাপনীর বিবৃতি সমাপ্ত হইল।

শ্রীগোপালতাপনী-ভাষ্য—এই ভাষ্যে শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ দার্শনিক বিচার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রারম্ভ—

সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্বাধ্যক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে। শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকন্দে পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং মতির্নঃ॥ ১॥ সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্নানন্দসিন্ধুং পরিতঃ প্রবর্দ্ধয়ন্। অন্তস্তমস্তোমহরঃ স রাজতাং চৈতন্যরূপো বিধুরদ্ভুতোদয়ঃ॥ ২॥ গোপালতাপনীং নৌমি যা কৃষ্ণং স্বয়মীশ্বরম্। করস্থরত্নসঙ্কাশং সন্দর্শয়তি সদ্ধিয়ঃ॥

উপসংহারে—বিদ্যাভূষণ-ভণিতং শ্রীমদ্‌গোপালতাপনীভাষ্যং। তোষয়তু বল্লবীনাং মিত্রং গোপালকং পরং ব্রহ্ম॥

গোপালবিজয় —— কবিশেখরের বাঙ্গালা পাঁচালী। [ডাঃ সুকুমার সেনের 'History of Brajabuli Literature' page 404]। কবিশেখরের নাম—দৈবকীনন্দন সিংহ। গোপালবিজয়ে আত্মপরিচয় আছে। প্রায়ই পয়ার, ক্বচিৎ ত্রিপদীও আছে। কাহিনীর অংশ অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত। এখানেও বড়াই কুট্টিনীর কার্যরতা। গ্রন্থে কোথাও পাণ্ডিত্যপ্রকাশের চেষ্টা নাই।

গোপাল - বিরুদাবলী——শ্রীপাদ শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিজিউ রচনা করিয়াছেন। উহার রচনা শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলীর আনুগত্যে বলিয়া ধারণা করা যায়। শ্রীজীব চণ্ডবৃত্তেরই অবান্তর নখের আটটি কলিকাতেই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। আট কলিকায় গ্রন্থ রচিত হইলে যদিও বিরুদকাব্যের লক্ষণ-বিপর্যয় ঘটে নাই, তথাপি এই কবিপ্রবর যে কেন পরমসুন্দর দ্বিগাদিগণবৃত্ত বা ত্রিভঙ্গীবৃত্ত স্পর্শও করিলেন না—তাহা এখনও বুঝিতেছি না। শ্রীপাদ শ্রীজীবের স্বাভাবিক অক্ষর-কার্পণ্য ও শব্দ-শ্লেষাদিযুক্ত হইয়া এই কাব্যখণ্ড দ্বিগুণতর কঠিন হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি-লীলা বর্ণিত আছে।

ইহার আদিম শ্লোক—'গোপালসুখদা সেয়ং গোপাল-বিরুদাবলী। অর্থায় শ্রূয়তাং কল্পবীরুদাবলি কল্পতাম্॥' ১

অন্তিম শ্লোক—স্থরারিহৃতি-শংসন-প্রথিত-কংসবিধ্বংসনঃ স্থধীভবহৃতো বিধির্বিবিধকীর্ত্তিভাসাং নিধিঃ। বিধি-প্রভৃতি-বাঞ্ছিতং চরণ-লাঞ্ছিতং যস্য তদ্ ব্রজস্য নিজবংশজঃ স্ফুরতু নঃ স বংশপ্রিয়ঃ॥ ৩৮

এতদ্ব্যতিরেকে শ্রীপাদ শ্রীজীব-প্রভু তদীয় শ্রীগোপালচম্পূর শেষ পূরণে বিরুদচ্ছন্দে রচিত দুইটি স্তুতি সংযোজনা করিয়াছেন।

গোপী-উপাসনা (রাধাকৃষ্ণবিলাস) ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণদাস-রচিত বৈষ্ণব তান্ত্রিক নিবন্ধ। [সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৮।১৮৮—১৮৯ পৃঃ, লিপিকাল—১৬৪৬ শক]।

গোপীনাথবিজয় নাটক—কবি-শেখরের সংস্কৃত রচনা গ্রন্থ। [ডাঃ সুকুমার সেনের 'History of Brajabuli Literature', page 404]।

গোপীপ্রেমামৃত—ইহার প্রধান বর্ণয়িতব্য বিষয়—'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোলনাম বত্রিশাক্ষরের অর্থ। পঞ্চম শ্লোকে এই মহানাম-কীর্ত্তনের বিধান আছে—

এতন্নামানি হর্ষেণ কীর্ত্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ। পুলকাঢ্যৈর্বিভূষ্যাঙ্গং ভবান্ ত্যতি সর্বদা॥ ৫॥ হরিনাম্নো জপাৎ সিদ্ধির্জপাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাদ্গানং ভবেৎ শ্রেয়ঃ গানাৎ পরতরং ন হি॥ ১০॥ অনেনারাধিতঃ কৃষ্ণঃ প্রসীদত্যেব তৎক্ষণাৎ। বলিত্বাদ্ধরিনাম্নো হি সংস্কারাপেক্ষণং ন হি॥ ১১॥ বীজং ন্যাসাদিকঞ্চাপি প্রাণায়ামো ন বর্ত্ততে। হরিনাম-মহামন্ত্রঃ প্রেমভক্তিপ্রদো ভবেৎ॥ ১৪॥

তৎপরে শ্রীনারদের প্রশ্নের উত্তরে বৃন্দা শ্রীহরিনামের ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীমতী রাধিকার প্রেমবৈচিত্ত্যভাবের উল্লেখ করত শ্রীমতীর মুখেই (২৭—৫৫) অর্থবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

শেষ—ইতি শ্রীগোপীপ্রেমামৃতে একাদশপটলে শ্রীপার্বতীশঙ্করসম্বাদে শ্রীবৃন্দানারদ-কথনে শ্রীহরিনামার্থ-কীর্ত্তনং সম্পূর্ণম্॥

গোবিন্দভাগবত —— শ্রীগোবিন্দ আচার্যকৃত। চৈতন্যদেবের সমগ্র লীলা ও আনুষঙ্গিক উপাখ্যান-সমূহ সূত্রানুসারে বর্ণিত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র বটে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত।

শ্রীগোবিন্দভাষ্য—— শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য। শ্রীমধ্ব-স্বীকৃত নব প্রমেয় এবং ঈশ্বরাদি পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবলদেব গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' (১।১।৫) সূত্রকে সাংখ্যবাদ-নিরসনে ব্যাখ্যা করিলেও শ্রীবলদেব শ্রীমধ্ব-মতের অনুসরণে এই সূত্রে ব্রহ্মের শব্দ-বাচ্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। অন্যান্য মতে চতুঃসূত্রীতেই তত্ত্বজ্ঞান বিনিশ্চিত হইলেও শ্রীবলদেবমতে প্রথম পাদের প্রথম একাদশটি সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। ১।১।১১ টীকায় তিনি বলিয়াছেন যে ভাষ্য ও বিবৃতি সহিত পঞ্চ ন্যায়-(বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি)-যুক্ত একাদশসূত্রী পাঠ করিলে জীবগণ সুলভে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, শেষগ্রন্থ কেবল ইহারই অতিবিস্তারমাত্র। রামানুজ-মতে তত্ত্বত্রয়—ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ; কিন্তু বলদেব-মতে তত্ত্ব পাঁচটি—ঈশ্বর জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। মধ্ব-মতের সহিত অন্যান্য বিষয়ে মিল থাকিলেও বলদেব ব্রহ্মজীবতত্ত্বে ও সাধন-সম্বন্ধে সামান্য পার্থক্য মানিয়াছেন। মধ্ব-মতে ব্রহ্ম ও জীব চির ভিন্ন, মুক্ত হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে। বলদেব কিন্তু জীব ও ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ ভিন্ন বলিলেও ভোগ-বিষয়েই মাত্র উভয়ের সামান্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন (৪।৪।২১)। সাধন-সম্বন্ধে—মধ্ব-মতে সেব্যসেবক-ভাবের স্ফূর্ত্তি কেবল দৃষ্ট হয়, বলদেব-মতে দাস্য সহিত শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। গৌড়ীয় ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কীয় দ্বৈতাদ্বৈতের অনুরূপ হইলেও * উপাসনাংশে যথেষ্ট তারতম্য আছে। গৌড়ীয়গণ নিকুঞ্জ-সেবায় যেমন গুরু-পরম্পরার

* নিম্বার্কীয় দ্বৈতাদ্বৈত জীব, ঈশ্বর ও জগৎ লইয়া, কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ শক্তি ও শক্তিমান্ লইয়া। নিম্বার্কমতে ভেদা-ভেদ-পঞ্চক—(১) জীব ঈশ্বর, (২) জীব জগৎ, (৩) জগৎ ঈশ্বর, (৪) জীব জীব ও (৫) জগৎ জগৎ; কিন্তু এই ভেদা-ভেদ মাত্র দুইটিতে আছে—ঈশ্বরে জগতে এবং ঈশ্বরে জীবে; জীব ও ঈশ্বরে—শক্তি ও শক্তিমত্তানিবন্ধন ঐরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও অপর তিনটিতে ঐরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। নিম্বার্কমতে স্বকীয়াবাদই নিত্য বলিয়া স্বীকৃত, গৌড়ীয়মতে পারকীয় রসই সর্বপ্রধান। স্বকীয়া মতের মাধুর্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য অধিকতর।

আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন—এইরূপ সুষ্ঠু সুগম পন্থা অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। গৌড়ীয় মধুরভাবের রাগানুগা-সাধনাই বল্লভীয় পুষ্টিমার্গ —গৌড়ীয় বৈধীমার্গ উহাদের মর্যাদামার্গ বলিয়া উক্ত। তামিল ভাষায় সুপ্রাচীন 'তিরুবায় মোড়ি' বা 'দ্রবিড়াম্নায়' গ্রন্থে কিন্তু গৌড়ীয় গোপীভাবে ভজনের ইঙ্গিত দেখা যায়।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

১। অধিকারী—— নিষ্কামধর্মে নির্মলচিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু ও শমদমাদি-সম্পন্ন জীব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। 'যত্র নিষ্কামধর্মনির্মল-চিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যা-দিমান্ অধিকারী।' আবার—শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্রবেদ অধ্যয়নপূর্বক তত্তদর্থ আপাততঃ জানিয়া তত্ত্ববিৎ আচার্যের সহিত প্রসঙ্গক্রমে অনিত্য জগৎ হইতে নিত্য ব্রহ্মকে ভিন্নবোধে নিত্য (ব্রহ্মের) বিশেষ অবগতির ব্যাপার ব্রহ্মসূত্রে প্রবর্ত্তিত হইবে। যাগাদি কর্মের আনন্তর্য বলা সঙ্গত নহে। কেননা তাদৃশ কর্ম করিয়াও কাহারও সাধুসঙ্গব্যতীত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অভাব দেখা যায়, পক্ষান্তরে তাদৃশকর্মহীন হইলেও সত্যাদি-পূত এবং লব্ধসৎসঙ্গ ব্যক্তির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা দৃষ্ট হইতেছে। শঙ্করের মতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবে-কাদি-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। বল-দেবের মতে ইহা অসঙ্গত, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞ সৎব্যক্তির সহিত প্রসঙ্গের পূর্বে ঐ সাধনসম্পত্তি দুর্লভাই থাকে। 'শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী' বলাতে শঙ্করের 'শমদমাদিষট্‌সম্পৎ', 'নিত্যা-নিত্যবিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণ' বলিতে শঙ্করের 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক' অঙ্গীকার করিয়াও বলদেব 'সৎ-প্রসঙ্গলুব্ধ-শ্রদ্ধালুঃ' বলিয়া সৎসঙ্গের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছেন। আবার সৎপ্রসঙ্গে লব্ধ-ধিষ্ণ জীবের ত্রিবিধতাও স্বীকার করিয়াছেন—(১) নিষ্ঠাসহকৃত কর্মাচরণকারী সনিষ্ঠ, (২) লোকসংগ্রহেচ্ছায় কর্মকারী পরিনিষ্ঠিত এবং (৩) ধ্যানমাত্রাবলম্বী নিরপেক্ষ। ইঁহার মতে সৎপ্রসঙ্গ-কারিরই প্রাধান্য, তবে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র-অধ্যয়ন-কারিরও সামান্যতঃ সার্থকতা স্বীকৃত হইয়াছে (১।১।১, ৩।৪।১)।

২। সম্বন্ধ—এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য—এই সম্বন্ধ। শঙ্করমতেও বাচ্যবাচকভাবই অঙ্গী-কৃত, কিন্তু শঙ্কর ব্রহ্ম-দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়া সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মকে বাচ্য বলিয়াছেন এবং নির্গুণ নিরু-পাধি ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বা লক্ষ্য বলিয়াছেন। ইনি কিন্তু বলেন—ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহে, যেহেতু 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতির প্রমাণে জিজ্ঞাস্য পুরুষের উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' —এই শ্রুতিতে যে অবাচ্যত্ব বলিয়া মনে হয়, তাহার সমাধান-কল্পে (১।১।৫) বলিতেছেন যে দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিলে যেমন তাহার কাশীগমনপূর্বক নিবৃত্তি বুঝায়, 'বাক্যসকল (যাঁহাকে) না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, বলিলেও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। 'যিনি বাক্যদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে প্রকাশিত হন না'—বলিলেও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হন —বুঝিতে হইবে; অতএব ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্য।

(৩) বিষয়—নিরবদ্য, বিশুদ্ধা-নন্তগুণগণ-সম্পন্ন, অচিন্ত্য অনন্তশক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়।

(৪) প্রয়োজন—অশেষদোষ-বিনাশপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন।

পঞ্চতত্ত্ব (পদার্থ)

(১) ঈশ্বর—স্বতন্ত্র, সর্বকর্ত্তা, সর্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা ও বিজ্ঞান-স্বরূপ। ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদিগুণ-বিশিষ্ট ও অস্মদর্থবাচ্য। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপ-শক্তিমান্ এবং প্রকৃতি-প্রভৃতিতে অনুপ্রবেশ ও নিয়মনাদি দ্বারা জগৎ রচনা করত জীবের ভোগ ও মুক্তি বিধান করেন। ঈশ্বর এক ও বহু ভাবে অভিন্ন হইলেও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহিভাবে জ্ঞানবানের প্রতীতিগোচর হন। ঈশ্বর অব্যক্ত (প্রত্যক্) হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য, তিনি একরস হইলেও চিদানন্দ স্বরূপ দান করেন। ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্য, অক্ষয়-অনন্তসুখস্বরূপ, নিত্যজ্ঞানাদি-গুণযুক্ত। ব্রহ্মের শক্তি —স্বাভাবিক। ব্রহ্মের তিনটি শক্তি —সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও শঙ্করের মতানুযায়ী গুণহীন নহেন, পরন্তু প্রাকৃত-সত্ত্বাদি গুণত্রয়-রহিত স্বরূপানুবন্ধি-অপ্রাকৃত-

গুণগণশালী (১।১।১৩)।

(২) জীব—শ্রীবলদেব-মতে ঈশ্বর নিয়ামক, জীব—নিয়ম্য, জীব অণুচৈতন্য, ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য-জ্ঞানাদি-গুণবিশিষ্ট ও অস্মদর্থবাচ্য। জীবাত্মা বহু ও নানাবস্থাসম্পন্ন। ঈশ্বর-বৈমুখ্যই বন্ধন-কারণ এবং তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্‌গুণাবরণ-রূপ দ্বিবিধ বন্ধনমোচন পূর্বক ঈশ্বর-সাম্মুখ্যই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ঘটায়। জীব ঈশ্বরের শক্তি এবং ঈশ্বর শক্তিমান্। ভোগবিষয়ে মুক্ত জীব ব্রহ্ম-সমান হইলেও স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ নিত্যই পৃথক্। জীবগণও আবার পরস্পর ভিন্ন এবং সাধন-তারতম্যে পরস্পরে পার্থক্য আছে।

(৩) প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা তমো-মায়াদি শব্দবাচ্য এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করে। সাংখ্যের প্রকৃতিবৎ এই মতে প্রকৃতি কিন্তু স্বতন্ত্রা নহে; উহা নিত্যা, ঈশ্বরের আশ্রিতা ও বশ্যা। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। সাংখ্যের মহৎ ও অহঙ্কারাদিতত্ত্ব বলদেব স্বীকার করিয়াছেন।

(৪) কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির ও ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারের কারণ ক্ষণাদি-পরার্দ্ধান্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান, প্রলয়-সর্গনিমিত্তভূত জড়দ্রব্য-বিশেষের নাম—কাল। কাল—নিত্য ও ঈশ্বরের অধীন।

(৫) কর্ম্ম—জড় পদার্থ, অদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি এবং অনিত্য (বিনাশি)।

ব্রহ্ম ও জগৎ—ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা (নিমিত্ত কারণ), তিনিই উপাদান কারণ; অবিচিন্ত্য শক্তি-বলেই তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকেন। জগৎ সৎ কিন্তু অনিত্য।

মুক্তি—মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। ব্রহ্মসান্নিধ্যপ্রাপ্ত (মুক্ত) জীব ব্রহ্মের সমান আনন্দ-লাভ করিতে পারেন, কিন্তু নিজের অণুত্ব বলিয়া জীব অনন্ত-আনন্দশালী হইতে পারেন না। অল্পধন ব্যক্তি মহাধনীর আশ্রয়েই সম্পন্ন হয়—ইহাই যুক্তি (৪।৪।২০)। কেবল ভোগবিষয়েই মাত্র জীবের ব্রহ্ম-সামান্য হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পার্থক্য সর্বদাই আছে ও থাকিবে (৪।৪।২১)। মুক্ত পুরুষের ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্তি হইলে আর পতন হয় না (৪।৪।২২)। এই মতে মুক্তি সাধ্যা ও ভগবদনুগ্রহ-লভ্যা।

সাধন—শ্রীবলদেবের মতে ভক্তিই মুখ্য সাধন। যাবতীয় সাধনের মধ্যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য বিষয়ে বিরাগ ও ব্রহ্ম-বিষয়ে স্পৃহাই মুখ্য সাধন। তৃতীয় অধ্যায়ের বন্দনা-শ্লোকে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সাধন ব্যতিরেকে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না বলা হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় পাদে ভক্তির সমক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করার সূচনায় ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ৩।৪ পাদে ধ্যানো-পাসনাদি-শব্দবাচ্যা ব্রহ্ম-বিদ্যার স্বাধীনতা, কর্মের তদধীনতা প্রভৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গেও কর্মকে ভক্তির অঙ্গই বলা হইয়াছে; অতএব সর্বনিরপেক্ষা ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ-প্রাপিকা, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সারভূতা। শমদমাদি কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধন (৩।৪।২৭)। রুচিপূর্বা ও বিধিপূর্বা হিসাবে ভক্তির দ্বৈবিধ্য এইমতে স্বীকৃত হইয়াছে (৩।৩।২৮)। গুরুপ্রসাদ - সহিত ঈশ্বরের উপাসনাতেই মোক্ষ-সম্ভব হইলেও মহদুপাসনাও কর্ত্তব্য (৩।৩।৫১)। ভগবদ্দর্শন লাভের ক্রম—প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সেবা, তদ্দ্বারা স্বস্বরূপ-বোধ, পরমাত্ম-স্বরূপবোধ এবং সম্বন্ধ-জ্ঞান, পরে তদ্‌ভিন্ন বস্তুতে বৈতৃষ্ণ্য-পূর্বিকা ভগবদ্‌ভক্তি, তদ্দ্বারা প্রেষ্ঠরূপে বরণ এবং তাহাতেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় (৩।৩।৫৪)। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবই এই মতে স্বীকৃত (৩।২।১১,৩৫ টীকা, ৫৫)। মৃতুকাল পর্যন্ত, মোক্ষ পর্যন্ত, এমন কি মোক্ষ হইলেও ভগবদুপাসনাই কর্তব্য।

প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ—এই তিনটিই প্রমাণরূপে এই মতে গৃহীত হইয়াছে। অপৌরুষেয়া শ্রুতিই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ; যেহেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমানে কদাচিৎ ব্যভি-চারিতাও দৃষ্ট হয়। অন্যান্য তন্ত্রোক্ত প্রমাণগুলি প্রত্যক্ষাদি তিন প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতই কিন্তু অমল প্রমাণ-

চূড়ামণি বলিয়া সাদরে স্বীকৃত। ইহার কারণ আছে—অন্যান্য পুরাণ বিভিন্ন ভগবদাবির্ভাবের নামে নামে প্রকাশিত যথা—বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বামনপুরাণ ইত্যাদি; কিন্তু সর্বপুরাণ-চূড়ামণিকে শ্রীকৃষ্ণপুরাণ না বলিয়া 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' বলা হইল কেন? পাণিনির 'উপজ্ঞাতে', (৪।৩।১১৫), 'তস্যেদম্' (৪।৩।১২০) ও 'কৃতে গ্রন্থে' (৪।৩।১১৬) এই সূত্রত্রয়ানুসারে সাধিত এই শব্দটির অর্থ এই—(১) সেই শ্রীভগবান্-কর্তৃক প্রথমেই বিদিত, অপরের উপদেশ ব্যতীত স্বয়ং আবিষ্কৃত অর্থাৎ অপৌরুষেয়, (২) শ্রীভগবানের ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠকলত্র বা শক্তিরূপ (আশ্রয় - বিগ্রহ-শিরোমণি) এবং (৩) মুনি-পরমহংসগণ-কর্তৃক পূজনীয়-চরণপঙ্কজ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কৃত (আবির্ভাবিত) শ্রীমদ্‌ভাগবত (১২।১৩।৯) বিশেষতঃ এই গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণ - প্রতিনিধি, সর্ববেদান্তসার (১২।১৩।১৫), তত্ত্বদীপ (১২।১২।৬৯) বলিয়া গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্যগণ ইঁহাকেই প্রমাণ-বরেণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরতত্ত্ব-প্রতিপাদক যত শাস্ত্র আছে, তাহারা সমস্তই শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীবলদেবের 'বিশেষ' শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। ইহা ভেদের প্রতিনিধি, অথচ ভেদ নহে, সুতরাং ভেদাভেদ বলিলেও কিছু দোষ নাই। ভেদাভাবেও ভেদকার্য ধর্মধর্মিভাবের নিবর্ত্তক (গোভা ৩।২।৩১)। এই বিশেষই ভেদসত্ত্বে অভেদ অথচ অভেদসত্ত্বে ভেদের তাৎপর্য প্রদান করে বলিয়া ভেদাভেদবাদই সিদ্ধ হয়। (গোভা ৩।২।৩১) সূত্রের টীকায় অচিন্ত্য ও অতর্ক্য শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে শ্রীবলদেবেরও অচিন্ত্য-ভেদাভেদই লক্ষ্য বস্তু প্রমাণ করিতেছে। ভাষ্যপীঠকের (১।১৮) 'তস্মাদবিচিন্ত্যত্বমিত্যেব সন্তোষ্টব্যম্' —এই কথাও মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত—(১) ব্রহ্ম বিভু, বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সার্বজ্ঞ্যাদি-গুণযুক্ত, পুরুষোত্তম; অচিন্ত্য, অনন্ত-গুণ ও শক্তির আধার, সর্বেশ্বরেশ্বর (সূ ২।২—৮)। ব্রহ্ম—সগুণ ও নির্গুণ; সগুণ—অপ্রাকৃত-গুণবান্, নির্গুণ—প্রাকৃত-গুণহীন; ব্রহ্ম—স্বরূপানুবন্ধী অনন্তাপ্রাকৃতগুণ-রত্নাকর (রত্ন ৪।৫—১১)। ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; ব্রহ্ম যুগপৎ সৎ ও সত্তাবান্, জ্ঞান ও জ্ঞাতা, আনন্দ ও আনন্দময়; ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে ভেদ না থাকিলেও আপাতভেদের প্রতীতি-কারক 'বিশেষ' আছে (রত্ন ১।১৭—১৯) (২) মায়া—বিচিত্রসৃষ্টিকরী পারমেশ্বরী শক্তি, ঐ শক্তি সত্য। মায়া অনির্বাচ্যা নহে, সদসদ্‌বিলক্ষণ নহে; বাচ্য বস্তুমাত্রই মিথ্যা হইলে বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি অনিবার্য (রত্ন ৬।৫৪)। (৩) জীব —অণুচৈতন্য, নিত্য, বহু, অনন্ত, পরমাত্মার অংশ, ভগবদ্দাস। জীব-সমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন বা সকলেই জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা ও অণু হইলেও কর্ম এবং সাধনানুসারে ভিন্ন; মুক্ত জীবগণও ভক্তির তারতম্যে পরস্পর ভিন্ন; জীব—ত্রিবিধ, নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও নিত্য-বদ্ধ (সূ ৩)। জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু তাহার ব্রহ্মাত্মকতা, বস্তুতঃ জীব স্বয়ং ব্রহ্ম নহে (রত্ন ৬।২৮, ৮।৫—১৫); ব্রহ্মের শক্তিরূপে তদংশ (রত্ন ৮। ১৪)। (৪) জগৎ—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তির কার্যনিবন্ধন সত্য। জগতের জন্মাদি কিন্তু ইহার অনিত্যতা-জ্ঞাপক; সত্যত্ব—নিত্যানিত্য-সাধারণ অর্থাৎ সত্য বস্তুও অনিত্য হইতে পারে। অতএব জগৎ সত্য হইয়াও অনিত্য (রত্ন ৬।৪৩); জগৎ ব্রহ্মাধীন বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ (রত্ন ৬।২৭)। ব্রহ্মসাম্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ভেদ-রাহিত্য নহে (রত্ন ৬।২২)। ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদিদ্বারা ভেদেই অভেদজ্ঞান-বোধক; ব্রহ্মাধীন বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন—এই অভেদবাদ কিন্তু ভক্তির প্রকার-বিশেষ, ভূতশুদ্ধিবৎ ভক্তিযোগেরই প্রকাশ-বিশেষ—'সচ্চিদানন্দাকারোঽসি' অর্থাৎ বিভু-চৈতন্য সেবক বলিয়া অণুসচ্চিদা-নন্দাকার (গোভা ৩।৩।৪৬, তত্ত্ব টী ৪৩)।

শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য—শ্রীজীবপ্রভু একই অদ্বয় পরতত্ত্ব হইতেই তাঁহার শক্তিবৈচিত্র্যক্রমে জীব ও প্রকৃতি প্রভৃতির প্রাকট্য স্বীকার করিয়াছেন; বলদেব কিন্তু ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চতত্ত্বের

উল্লেখ করত গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভে ইহাদের মধ্যে অন্ত্য চারিটীকে ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া 'শক্তিমদ্ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়ই'—একথাও বলিয়াছেন। (২) শ্রীজীবপাদ জীবকে তটস্থা শক্তি বলিয়াছেন (পরম ৩৭, ৩৯), কিন্তু বলদেব মধ্বমতানুসারে জীবকে 'বিভিন্নাংশ' বলিয়া উল্লেখ করিলেও (গোভা ২।৩।৪৭) তটস্থাশক্তি বলেন নাই। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির বিচার বিশ্লেষণও বলদেবের অসম্যক্। (৩) শ্রীজীবপ্রভু শক্তি-সিদ্ধান্তের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করত অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ সুষ্ঠু স্থাপন করিয়াছেন, বলদেব কিন্তু একমাত্র 'বিশেষ' শব্দ ব্যবহার করত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছুই বলেন নাই, বস্তুতঃ তাঁহার বিচারে ভেদ-বাদই সমধিক স্পষ্ট (রত্ন ৮।২৪)।

গোবিন্দমঙ্গল—দুঃখী শ্যামদাস-কৃত এই শ্রীগোবিন্দমঙ্গল 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণানুবাদ ও মহাভারতানুবাদের ন্যায় দুঃখী শ্যামদাসও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম দুই স্কন্ধ, দশম স্কন্ধের অধিকাংশ এবং শেষ দুই স্কন্ধের অবলম্বনে ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণেরও কথঞ্চিৎ সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি এই গোবিন্দমঙ্গল স্বয়ং গান ও পাঠাদি করিয়া ভক্তবৃন্দকে শুনাইতেন। মেদিনীপুর জিলায় হরিহরপুর গ্রামে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় কবিত্ব-প্রভাবে বহুলোকের দীক্ষাগুরু হইয়া সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থও মঙ্গলকাব্য-ধরণে লিখিত, পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লিপিবদ্ধ। রচনার নমুনা—শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলন-প্রসঙ্গ :—[৮৯—৯০]।

'দেখনা কদম্বতলে শ্যামরূপ হৈয়া।
কতচাঁদ জিনি তনু বরণ কালিয়া॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া চম্পকের বেড়া।
কস্তুরীতিলক কুলবতী-কুলছাড়া॥
কোন্ বিধি কতকালে নিরমিল তনু।
আঁখিঠারে মূরছিত কত ফুলধনু॥
শ্রবণে মকর-কড়ি, গলে মণিহার।
অধরে অমিয়া হাসি অমিয়া পসার॥
কটীতে পিয়ল ধটী পাটনীর ডোর।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর॥
চরণে বঙ্কিমরাজ নাচনিতে বাজে।
লাগি রহু দুঃখীশ্যাম চরণের মাঝে॥

এই কবি শ্রীরাধাকে চন্দ্রাবলীর সহিত সাম্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন [৯৪ পৃঃ] 'সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী।' এবং [৯৯] 'এত শুনি নাগর বনমালী। নৌকায় আসিয়া উঠ রাধা চন্দ্রাবলি!'

২ কৃষ্ণদাস-রচিত 'গোবিন্দমঙ্গল' [পাটবাড়ী পুঁথি কা ১৪]।

৩ দ্বিজকবিচন্দ্র-কৃত 'গোবিন্দমঙ্গল' [পাটবাড়ী পুঁথি কা ১৫]।

৪ অন্য পুঁথি দ্বিজ রামেশ্বর-প্রণীত [রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ, ১৩৪ পত্রাত্মক, ১৭১৪ শকাব্দের লিপি]।

গোবিন্দমানসোল্লাস-- অতিপ্রাচীন বৈষ্ণবস্মৃতি। ১৩৭১ শকে লিখিত ৭০ পত্রাত্মক পুঁথি (পাটবাড়ী স্মৃ ৫৪ ক), রচয়িতা—গোবিন্দ দত্ত। বিবিধ পুরাণনিবন্ধের সাহায্যে স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ ইত্যাদি বর্ণনা করত ভাগবতধর্ম-প্রসঙ্গে প্রতিমাকরণ, শালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্যাদি নিরূপণ-পূর্ব্বক পূজাদ্রব্য, ব্রত, চাতুর্মাস্য প্রভৃতিরও যথাযথ উট্টঙ্কন হইয়াছে।

গোবিন্দরতিমঞ্জরী——দিব্যসিংহের পুত্র ও গতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্য ঘনশ্যাম দাস সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় এই পদকাব্য রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে ও তরঙ্গিণীতে ইঁহার অধিকাংশ পদই উদ্ধৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় অনেকে নরহরি চক্রবর্ত্তির নামান্তর ঘনশ্যাম দাসের সহিত ইঁহার পদাবলীকে মিশাইয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গোবিন্দরতিমঞ্জরী একাধারে কাব্য ও অলঙ্কারের গ্রন্থ বলিলেই হয়। গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে পাঁচটি স্তবক আছে—'গোবিন্দ-রত্যঙ্কুর'-নামক প্রথম স্তবকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদির বন্দনা, স্ববংশ-পরিচয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। 'গোবিন্দরতিপল্লব'-নামক দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, স্বয়ংদৌত্য, অভিসার, সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ ; 'গোবিন্দরতি-কোরক'-নামক তৃতীয় স্তবকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ; 'গোবিন্দরতি-প্রসূন'-নামক চতুর্থ স্তবকে সম্পন্ন সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা এবং 'গোবিন্দরত্যামোদ'-নামক পঞ্চম স্তবকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, বিরহ, রতিমঞ্জরী-নামক দূতীর সাহায্যে শ্রীগোবিন্দ ও গোপীদের মধ্যে সংবাদের আদান-প্রদান, গোপীদের

'বারমাস্যা', বিরহাবসানে পুনর্মিলন ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকারের বিরহ-লীলায় প্রচুরতর আবেশ দৃষ্ট হইতেছে। পঞ্চম স্তবকে ৯২।৯৩ শ্লোকে তিনি যে বিপরীত বিলাসের ইঙ্গিত দিয়াছেন —তাহাতেই তিনি সুরসিক কাব্য-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ হইলেও রচনা পারিপাট্য ও ভাবগাম্ভীর্যে ইহাকে অতুলনীয় কাব্য বলিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি না। সংস্কৃত শ্লোকাবলীর ভাব প্রায়শঃই পদাবলীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রের পদ—কো কহু অপরূপ প্রেমসুধানিধি, কো হি কহত রস-মেহ। কোই কহত ইহ সোই কলপতরু, মঝু মনে হোত সন্দেহ॥ পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম। যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে, ঐছে রতন হরিনাম॥ যো এক সিন্ধু সো বিন্দু ন যাচই, পরবশ জলদ-সঞ্চার। মানস-অবধি রহত কলপতরু, কো অছু করুণ অপার॥ যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু, হৃদয়-সরোবরপূর। উমড়ই অধম নয়ন-মরুভূমহি, হোওত পুলক-অঙ্কুর॥ নামহিঁ যাক তাপ সব মেটই, তাহে কি চাঁদ উপাম॥ কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোওত কোটি কোটি একু ঠাম॥

প্রথম স্তবকে দুইটি, দ্বিতীয়ে নয়টি, তৃতীয়ে আটটি, চতুর্থে সাতটি এবং পঞ্চমে একত্রিশটি পদ আছে; মোট ৫৭টি পদ আছে। পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাগণ ইঁহার সমধিক প্রশংসা করিয়া কবিবর গোবিন্দদাসের সহিত তুলনাও করিয়াছেন, যথা—

১। গৌরসুন্দরের পদে—দাস ঘনশ্যাম, কয়লহি বর্ণন, গোবিন্দদাস-স্বরূপ। ২। কমলাকান্তের পদে —শ্রীঘনশ্যামদাস কবিশশধর, গোবিন্দ কবিসম ভাষ। অন্যত্র— ৩। গোপী-কান্তের পদে—শ্রীঘনশ্যাম কবিরাজ-রাজবর, অদ্‌ভুত বর্ণন বন্ধ॥ ৪। বৈষ্ণবদাসের পদে—কবিনৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত যশ ঘমশ্যাম বলরাম। ঐছন দুহুঁজন নিরুপম গুণগণ, গৌর-প্রেমময়ধাম॥ (কল্পতরু ১৮)

গোবিন্দলীলামৃত—শ্রীপাদকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামি-কৃত মহাকাব্য। ইহাতে অষ্টকালীন লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ২৩টি সর্গে ২৫৮৮টি শ্লোক আছে। নিশান্তলীলা—প্রথম সর্গে, প্রাতর্লীলা—(২—৪), পূর্বাহ্নলীলা-(৫—৭), মধ্যাহ্নলীলা—(৮—১৮), অপরাহ্নলীলা—(১৯), সায়ংলীলা—(২০) প্রদোষলীলা (২১) এবং নৈশলীলা—(২২—২৩) বর্ণিত হইয়াছে। 'কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে' ইত্যাদি স্মরণমঙ্গলীয় লীলাসূত্রের শ্লোকটি শ্রীযদুনন্দন দাস-কৃত অনুবাদে—

'নিশা-অন্তে কুঞ্জ হইতে, প্রবেশয়ে গোষ্ঠ নিতে, গোদোহন ভোজনাদি লীলা। প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, খেলে সব সখা মিলে, গোচারণ সঙ্গবের বেলা॥ মধ্যাহ্নে রজনীকালে, রাধাসঙ্গে সুবিহারে, বৃন্দাবনে যেই মহানন্দে। অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃৎস্থান সেই কৃষ্ণ রাখ রসকন্দে॥'

শ্রীরূপপাদের স্মরণমঙ্গলের একাদশ শ্লোক অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া টীকাকার ইঙ্গিত দিয়াছেন (১৩); কিন্তু দশশ্লোকী-ভাষ্যকার শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন যে ঐ স্মরণমঙ্গলও শ্রীমৎকৃষ্ণদাসেরই রচনা (১১ পৃঃ)। ইহাতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের ভক্তবৃন্দের আস্বাদ্য ও উপভোগ্য শ্রীযশোদানন্দনের দৈনন্দিন লীলাবৃত্ত মধুর অক্ষরে ও অপূর্ব পরিপাটিতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাহিত্যিকমাত্রই এই কথা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এই অতিমর্ত্ত্য মহাকবি অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্যে, অদ্বিতীয় কবিত্ব-শক্তিতে, কবিতার মধ্যেও আবার একাধারে সুগভীর দার্শনিকতা ও কাব্যের সহজমধুর রসধারার পরিবেষণ-কৌশলে তাৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অতিগৌরবপাত্রই ছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, সূপবিদ্যা, রসতত্ত্ব ও সিদ্ধান্তাদির একত্র পরিবেষণ-চমৎকারিতা দেখিয়া তাৎকালীন সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

(১) নিশান্তলীলা—প্রথমতঃ স্বাভীষ্টদেবের বন্দনা, দৈন্যোক্তি, লীলাক্রম ইত্যাদি। তৎপরে শ্রীবৃন্দার নিদেশে বনচর পক্ষিগণের কাকলি (১১—৩৭), যুগলের শয়নদৃশ্য (৩৮—৪০), শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ (৪৫), সখীগণ-কর্ত্তৃক যুগলমাধুরীদর্শন (৪৬). ময়ূর ও হরিণগণের দর্শন-প্রকার (৪৭—৫০), পরস্পরের মাধুর্যাস্বাদন (৫১—৫৯),

সখীগণের কুঞ্জে প্রবেশ (৬০—৬১), যুগলের রূপ ও কেলিশয্যা (৬২—৬৫), শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গারে শ্রীরাধার ভাবশাবল্য (৬৬—৭১), শারীর আলাপ (৭২—৭৮), কুঞ্জ হইতে নির্গমন (৭৯—৮৮), যুগলের বস্ত্রপরিবর্ত্তনে সখীগণের রঙ্গাদি (৮৮—৯১), অরুণের প্রতি নিন্দা-জ্ঞাপন (৯২ ৯৫), প্রভাতশোভা-বর্ণনে সকলের গৃহগমন-বিস্মৃতি (৯৩—১০৬), ককৃখটীর 'জটিলা' শব্দোচ্চারণে ভয়াদি ও গৃহে গমন-প্রকার (১০৭—১১৬)।

(২) প্রাতর্লীলা—দ্বিতীয় সর্গে নন্দালয়ের শোভা ও পৌর্ণমাসীর আগমন (২—৭), সখাগণের আগমন (৮), মধুমঙ্গলের কৃষ্ণ-প্রবোধনাদি (৯—১১), রতিচিহ্ন-দর্শনে মা যশোদার ভ্রান্তি ও আক্ষেপাদি (১২—১৭), মধুমঙ্গলের শ্লিষ্টবাক্য-প্রয়োগ (১৮—১৯), শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব-প্রদর্শন ও শয্যোত্থান (২০—২৭), সখাগণসহ মিলনে আনন্দ ও গোশালে প্রবেশ (২৬—৩০), পথে মধুমঙ্গল-কর্ত্তৃক পরিহাসরস-বিস্তার (৩১—৩৬) গোশালায় প্রবেশ ও ধেনুগণের আহ্বান (৩৬—৪০), গোদোহন-লীলা (৪১)। শ্রীরাধার গৃহে মুখরার গমন ও জটিলামিলন (৪২—৪৬), জটিলার বধূ-প্রবোধন (৪৭—৫০), মঞ্জরীদের সেবা (৫২), রাধাঙ্গে পীতবাস-দর্শনে মুখরার ত্রাস ও বিশাখার বঞ্চনা (৫৩—৫৬), সখীগণের রসোদ্গার (৫৭), শ্রীরাধার স্নানাদি (৫৮—৬৯), বেশভূষাদি (৭২—১০৫)। তৃতীয় সর্গে—মা যশোদার রন্ধনকার্যে পরিজন-নিয়োগাদি (১—১২), শ্রীরাধার আনয়নজন্য কুন্দলতাকে প্রেরণাদি (১৩—১৬), কুন্দলতা-কর্ত্তৃক জটিলার প্রবোধাদি (১৭—২২), শ্রীরাধার গমনে বাম্যপ্রদর্শন ও জটিলার অনুরোধ (২৩—২৮), পথে পথে পরিহাসরস (২৯—৩৫) নন্দালয়ে গমন (৩৬), মা যশোদার স্নেহ ও রন্ধনবিষয়ে উপদেশ (৩৭—৫১), দাসীগণের কর্ত্তব্য-নির্দেশ (৫২—৬০), শ্রীরাধার রন্ধনগৃহে প্রবেশ (৬১—৬২)। শ্রীকৃষ্ণের স্নানীয়-দ্রব্যাহরণে দাসগণের নিয়োগ (৬৩—৭৭) তাম্বূলবীটিকানির্মাণে উপদেশ (৭৮—৮০), শ্রীকৃষ্ণের আগমনার্থে লোক-প্রেরণ (৮১—৮৩), রন্ধনগৃহে প্রবেশ করত মা যশোদার ব্যঞ্জনাদি-দর্শন (৮৪—১১৩)। চতুর্থ সর্গে—গোশালা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও যশোদাকৃত লালনাদি (১—৭), শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও বেশভূষা (৮—২০), ভোজনরঙ্গ (২৭—৬০), বিশ্রাম ও দাসগণের সেবা (৬১—৬৩)। শ্রীরাধার বিশ্রাম, ভোজন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি-প্রাপ্তি (৬৪—৭১) বনগমনোচিত বেশধারণাদি (৭৩—৭৭)।

(৩) পূর্বাহ্নলীলা- পঞ্চম সর্গে গোশালার দৃশ্য (২—৯) গোপালসহ শ্রীকৃষ্ণের শোভা (১০—১২), ব্রজভূমির কৃষ্ণসেবানন্দ (১৩), ব্রজবাসিদের আগমন (১৪—১৭), ব্রজের তাৎকালিক নিরানন্দ (২৮), শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক স্থগিত-গতি হইয়া প্রেয়সীগণের দর্শনাদি (১৯—২২), সখাগণের মাতৃবর্গের শ্রীকৃষ্ণে স্নেহোৎকর্ষ, মা যশোদার লালন ও আক্ষেপাদি (২৩—২৭), গোচারণের নীতি ও স্বধর্মপালনাদির কথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান (২৮—২৯), বলদেবাদির হস্তে কৃষ্ণার্পণ ও রক্ষাবন্ধনাদি (৩০—৩৭), তরুণী-গণের প্রতি প্রেমকটাক্ষাদি (৩৮—৪৩), পিতৃমাতৃপ্রবোধাদি (৪৪—৫০). কান্তাগণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি-প্রদানপূর্বক বনপ্রবেশ (৫১—৫৯), জটিলার সমীপে কুন্দলতার রাধা-সমর্পণাদি (৬০—৬৩), সূর্যপূজা করাইবার জন্য জটিলার আদেশ (৬৪—৭৩), শ্রীরাধার বিশ্রাম, সখীগণের সেবা—বৈজয়ন্তীমালা ও তাম্বূলবীটিকা দিয়া কস্তুরিকা ও তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে প্রেরণ (৭৪—৭৮), পক্কান্ন ও অমৃতকেলি প্রভৃতি রচনান্তে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা (৭৯—৮০)। ষষ্ঠ সর্গে—সখাগণের নৃত্য, গীত এবং হাস্য ও গোপীদের ব্যবহারানুকরণাদি (২—৮), বৃন্দাদেবীর সেবা (৯—১১), বংশীধ্বনি (১২—১৫), বনময় শ্রীরাধাস্ফূর্ত্তি (১৬—২৭), বৃক্ষলতা-পশুপক্ষ্যাদির কুশলজিজ্ঞাসা (২৮), গোবর্দ্ধনতটে বিবিধ খেলা (২৯—৩০), ধনিষ্ঠার খাদ্যদ্রব্যসহ আগমন (৩১—৩৪), জলক্রীড়া, ভোজন, বনবিহারচ্ছলে রাধামিলনে গমন (৩৫—৪২), কুসুমসরোবরতীরে পরামর্শাদি (৪৩—৪৯), তুলসীর আগমন ও শ্রীরাধার জটিলা-কর্ত্তৃক অবরোধাদি-ছলসূচনা (৫০—৫৭),

ঐ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের উৎকট বিরহ-ব্যথা ও তুলসীর প্রকৃত সংবাদ দান (৫৮—৬৬), তুলসী-কর্ত্তৃক শৈব্যার বঞ্চনাদি (৬৭—৭৪), শৈব্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কপটালাপ, গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলী সহ গমনের ইঙ্গিতাদি বঞ্চনা (৭৫—৮৬)। **সপ্তম সর্গে**—শ্রীরাধা-কুণ্ডের ঘাট, মণ্ডপ, হিন্দোলা, রত্নসেতু, বৃক্ষ, কুট্টিম (২—৯), চতুঃ-শালা, পুষ্পকুঞ্জশ্রেণী, পুষ্পবন, উপবন, জলমধ্যস্থ মন্দির, তীরস্থ সেবাদ্রব্যগৃহাদি (১০—১৪), বৃন্দাকৃত সাজসজ্জা ও কেলি-উপকরণাদি (১৫—১৭), জলস্থলচর-পক্ষ্যাদির ধ্বনি, পুষ্পাদির শোভা, অষ্ট কুঞ্জ, শিল্পশালা, পথাদি, দ্বারাদির শোভা (১৮—৩০), ললিতানন্দাখ্য উত্তর দিকের কুঞ্জবর্ণনা (৩১), ঐ কর্ণিকার (৩২—৪০), শাখাকুঞ্জ (৪১—৪৩), পদ্মমন্দির (৪৪—৪৫), হিন্দোলকুট্টিম (৫৫—৬৪), শাখাকুঞ্জসমূহ (৬৫—৭২)। ঈশানে বিশাখার মদন-সুখদা কুঞ্জ (৭৩—৭৮), পূর্ব্বে চিত্রানন্দদ কুঞ্জ (৭৯—৮০) অগ্নি-কোণে ইন্দুলেখাসুখদ পূর্ণেন্দুকুঞ্জ (৮১—৮৪), দক্ষিণে চম্পকলতার হেমকুঞ্জ (৮৫—৯২), নৈর্ঋতে রঙ্গদেবীর শ্যামকুঞ্জ (৯৩—৯৫), পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যার অরুণকুঞ্জ (৯৬—৯৭), বায়ুকোণে সুদেবীর হরিৎকুঞ্জ (৯৮—৯৯), কুণ্ডমধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীর পদ্মকুঞ্জ (১০০—১০১), কুণ্ডমহিমা (১০২), শ্রীরাধাঙ্গসাম্য-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উৎপ্রেক্ষাদি (১০৩—১১০)। শ্যামকুণ্ড (১১১—১১৩) বায়ুকোণে সুবলানন্দাখ্য শ্রীরাধার শ্রীকুঞ্জ ও মানসপাবনঘাট (১১৪—১১৫), উত্তরে মধুমঙ্গলানন্দাখ্য ললিতাকুঞ্জ (১১৬), ঈশানে উজ্জ্বলানন্দাখ্য বিশাখাকুঞ্জ (১১৭), গৌঘাট (১১৮), মদনসুখদাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও মিলনোৎকণ্ঠাদি (১২০—১৩২)।

(৪) মধ্যাহ্নলীলা—অষ্টম সর্গে—শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা (২—৯), তুলসীর প্রত্যাগমনে আনন্দ (১০—১৫), ললিতার বাক্যে শ্রীমতীর পুনরুৎকণ্ঠা ও আক্ষেপ (১৭—১৯), ধনিষ্ঠার আগমন ও সংবাদ-দান (২০—৩৭), অভিসার (৩৮—৪৫), শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবেশধারণ (৪৬—৪৮), সখীগণের বনে রাধাসাম্য-বিতর্ক (৪৯—৫১), অন্য যূথেশ্বরীর সহিত মিলনাশঙ্কা, তমালে হেম-যূথী-মিলনদর্শনে ঈর্ষাদি (৫২—৬৫), সূর্য-মন্দিরে গমনাদি (৬৬—৭২), কৃষ্ণপ্রেরিত বৃন্দার সহিত কুঞ্জরায় সাক্ষাৎকার ও আলাপ (৭৩—৮১), তত্রত্য পরিহাসাদি (৮২—৯২), বৃন্দাকর্ত্তৃক মিলনের জন্য প্ররোচনাদান (৯৩—১০৫), পরস্পর দর্শনেও যুগলের স্ফূর্ত্তিভ্রম (১০৬—১০৮) ও তৎপ্রকার (১০৯—১১২), সখী-গণের উক্তিতে শ্রীমতীর বিস্ময়া-পনোদন ও যুগলের স্তম্ভভাব (১১৩—১১৫)। **নবম সর্গে**—যুগলের ভাব-বিকার (১—১০), শ্রীরাধাঙ্গে বিলাস, ললিত, কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবোদ্গম ও পুষ্পচয়নলীলা (১১—২১), তত্র রসকন্দল (২২), শ্রীরাধার মৌনত্ব-দূরীকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টাদি (২৩—৩৮), শ্রীমতীর তাৎকালীন ভাবাদি (৩৯—৫৭), গমনচেষ্টা ও বাধাদানাদিতে বিবিধ রস (৫৮—৬৭), শ্রীরাধাঙ্গে পঞ্চদেবতা-পূজাদি (৬৮—৭৯) নবগ্রহ-পূজা (৮০—৯৩), দিক্পাল পূজাছলে সখীগণসহ রসলীলা (৯৪—১০৬)। **দশম সর্গে** শ্রীকৃষ্ণের পশুপতিলীলা (১—৭), শ্রীরাধাবদনে ভ্রমর-গমনে চকিত-ভাবাদি (৮—১১), তাহাতে সখী-গণের আনন্দ-বিকারাদি (১২—১৯), শ্রীরাধার বাম্যাদি (২০—২২), ললিতার রঙ্গোক্তি, যুদ্ধ-সজ্জার আনন্দে কৃষ্ণহস্ত হইতে বংশীচ্যুতি (২৩—৩২), শ্রীকৃষ্ণের রাহুলীলা (৩২—৫১), বংশীর অন্বেষণ-কৌতুকাদি (৫২—১৪৩), নিকুঞ্জ-বিলাস (১৪৪—১৪৯)। **একাদশ সর্গে**—বৃন্দা ও নান্দীমুখীর আগমন, যুগলের পরস্পর বেশ-রচনাদি (১—৭), শ্রীরাধাঙ্গে রতিচিহ্নদর্শনে সখী-গণসহ হাস্য-কৌতুকাদি (৮—১৭), সখীগণ-মুখে শ্রীরাধাঙ্গবর্ণনা-ভঙ্গির আস্বাদনবিশেষ (১৮—১৪৫)। **দ্বাদশ সর্গে**—ছয় ঋতুর শোভাদি ও বৃন্দাবন-দর্শনের জন্য বৃন্দার নিবেদন (১—৪), শ্রীরাধাকর্ত্তৃক নিজাঙ্গ-দ্বারা বৃন্দাবনীয় শোভাহরণের জন্য বটুর নালিশ (৫—৬), নান্দীমুখী-কর্ত্তৃক পৌর্ণমাসীর বাণী-প্রকাশাদি (৭—১১), কন্দর্পরাজ-কর্ত্তৃক বিচার-সম্বন্ধে কুন্দলতাসহ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তরাদি (১২—১৪), রাজার আজ্ঞাপত্র—'অপহৃত দ্রব্যাদি শ্রীরাধা প্রজাগণকে প্রত্যর্পণ করুক' —তৎপরে বংশীচুরির বিচার

ইত্যাদি (১৯—২৬), বনশোভা-দর্শনার্থ যাত্রা (২৭), রাধার অঙ্গ-চ্ছটায় বনের ঔজ্জল্যাদি, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত কান্তিতে পুনরায় মকরতবর্ণ ধারণাদি (২৮—৩৩), বায়ুবেগে বৃন্দার হস্তে বংশীর শব্দ হওয়ায় তৎপ্রাপ্তি (৩৪—৩৮), বংশীবাদ্যাদি ও স্থিরচরের ধর্মবিপর্যয় (৩৯—৪২), যুগপৎ ছয়ঋতু-বিরাজিত বনশোভাদর্শন (৪৩—৫০), বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ-পূজা (৫১—৬৭), বসন্তবনবিভাগ (৬৮—৭৮), গ্রীষ্মবন (৭৯—৯১), বর্ষাবন (৯২ ১০৫)। ত্রয়োদশ সর্গে—শরদ্বর্ষার সীমান্ত বনদর্শন (১—৫), শরৎসুখদ বন (৬—১১), শুকশারীর দ্বন্দ্ব (১২—৪৪), হেমন্তসুখদ-বনদর্শন (৪৫—৪৭), হিমঋতুর বন-বর্ণন (৪৮—৬৬), বৃন্দাদত্ত কুন্দ-মালার শ্রীকৃষ্ণহস্তে বিবিধ বর্ণধারণে সখীগণের পরিহাস (৬৭—৭১), শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাকোবাক্যাদি (৭২—১১৪)। চতুর্দশ সর্গে—শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য (১—২৬), শ্রীকুণ্ডতীরে বসন্তলীলা (২৭—৪৮), ঝুলন ও মধুপান (৪৯—৭৬)। পঞ্চদশ সর্গে—সরোজকুঞ্জে নিদ্রিতা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার-চেষ্টাদি (১—২৪), রাধাঙ্গে বেশ-রচনাদি ও বিভ্রম (২৬—২৯), দাসীগণের সেবা, রাধাজ্ঞায় কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদি (৩০—৩৮), বিলাসান্তে সমাগতা সখীগণের সহিত শ্রীমতীর কৌতুক (৩৯—৪২), জলকেলি (৪৩—৯১), বেশরচনা (৯২—১১০), পদ্মমন্দিরে জলযোগ ও শয়নাদি (১১১—১৪৬)। ষোড়শ সর্গে—শারীশুক মুখে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গবর্ণনা (১—১১০)। সপ্তদশ সর্গে—শুকের শ্রীকৃষ্ণগুণ-বর্ণনা (১—৪৯) ও শ্রীকৃষ্ণাষ্টক পাঠ (৫০-৫৮), শারীর শ্রীরাধাষ্টক-পাঠ (৫৯—৬৭)। অষ্টাদশ সর্গে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের শুক-শারী-পাঠন (১—১৯), পাশাখেলা (২৫—৫৩), সূর্যপূজাদি (৫৪—৭৩), শ্রীমতীর হস্তরেখা-বিচার (৭৪—৮৩), সখাগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গমন ও নিজগৃহে শ্রীরাধার প্রত্যাবর্ত্তন (৮৪—৯৮)।

(৫) অপরাহ্নলীলা—ঊনবিংশ সর্গে—সখাগণের আনন্দোৎসবাদি (১—২০), ধেনুবৃন্দসহ গৃহাভিমুখে যাত্রা (২৯—৩৭), দেবস্তুতি-দর্শনে সখাগণের হাস্য-কৌতুকাদি (৩৮—৪৮); শ্রীরাধার বিবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুতকরণ, প্রেরণ ও বেশ-ভূষাদিধারণ (৪৯—৬৩), নন্দালয়ে রন্ধনোদ্যোগ, সকলের কৃষ্ণদর্শনের জন্য আকুলতাদি (৬৪—৭৫), শ্রীকৃষ্ণের গোসন্তালনাদি ও গৃহগমন-শোভা (৭৬—৮৩), ব্রজবাসিদের কৃষ্ণদর্শন-পরিপাটী, প্রেম ইত্যাদি (৮৪—১০৯)।

(৬) সায়ংলীলা—বিংশ সর্গে—শ্রীমতীর প্রেরিত দ্রব্যে জলযোগ, স্নানাদি (১—২২), গোশালায় দোহনাদি (২৩—৩৫), শালগ্রামের আরতিদর্শন ও রাত্রিভোজনের পরিপাটী (৩৬—৫৪), বিভিন্ন অট্টালিকা হইতে যুগলের পরস্পর দর্শন, যশোদা-প্রেরিত অন্নাদির শ্রীমতী-কর্ত্তৃক ভোজনাদি (৫৫—৭৮)।

(৭) প্রদোষলীলা—একবিংশ সর্গে—রঙ্গালয়ে গুণিকৃত নৃত্যগীত-বাদ্যাদির দর্শন (১—১৬), শ্রীকৃষ্ণের শয়ন (১৭—২২), শ্রীরাধার অভি-সার (২৩—২৭), গোবিন্দস্থলীর শোভা, সংস্থান, মণিমন্দির ও কুঞ্জাদি (২৮—৯৩), রত্নমন্দিরে শ্রীরাধার দশা (৯৪—১০১), শ্রীকৃষ্ণের অভি-সার (১০২—১০৬), শ্রীমতীর প্রেমচেষ্টাদি (১০৭—১০৮), সখী-গণের রঙ্গ ও যুগলমিলনাদি (১০৯—১১৮)।

(৮) নৈশলীলা—দ্বাবিংশ সর্গে—কাঞ্চনবেদিতে উপবেশন, বন-ভ্রমণাদি (১—৩০), গানে শ্রীকৃষ্ণের লতা-বর্ণন এবং সেই গানেই সখীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বর্ণনা (৩১—৪৫), বংশীবটে উপবেশন ও যমুনার দর্শনাদি (৪৬—৫৩), পুলিনে চক্রভ্রমণাদি (৫৪—৫৮). হল্লীশক নৃত্য (৫৯—৬৭), চক্র হইতে নামিয়া ভূমিতে রাস (৬৮—৭৬); গান, স্বর, গ্রাম, শ্রুতি, তান, মূর্চ্ছনাদি ও রাগরাগিণী প্রভৃতির লক্ষণ ও নামাদি (৭৭—৮৬), বাদ্যের ও যন্ত্রের নাম প্রকারাদি (৮৭—৯০), হস্তকভেদ (৯১—৯২), তাল ও মানাদি (৯৩—১০১)। ত্রয়োবিংশ সর্গে—গীত ও নৃত্যের প্রকার, প্রণালী ও কলাবিনোদ (১—৩৮), শ্রান্তি ও সেবার প্রচার (৩৯—৪৮), মধুপান (৪৯—৫১), রতিলীলা ও কান্তাগণের বেশ-বিন্যাসাদি (৫২—৫৫) পরিহাসাদি (৫৬—৬২), যমুনায় জলকেলি

(৬৩—৭৪), স্বর্ণমণ্ডপে বেশরচনাদি (৭৫—৮২), জলযোগ ও শয়নলীলা (৮৩—৯১)।

এই গ্রন্থের 'সদানন্দবিধায়িনী' টীকাটি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের অনুশিষ্য শ্রীমদ্ বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তি-কৃত। পয়ারে অনুবাদটি শ্রীমদ্ যদুনন্দন ঠাকুর-কর্ত্তৃক বিরচিত—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সংপ্রতি মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টাল মেনাস্ক্রিপ্ট্ লাইব্রেরীতে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের 'বৈষ্ণবাহ্লাদিনী' নামক এক টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—ইহা শ্রীহরিসেবক কবিরত্ন-কৃত [R. No. 3749]। প্রতি সর্গে টীকার উপসংহারে প্রায় একরূপ শ্লোক দেখা যায়—

ভারদ্বাজকুলাম্বুধৌ মহতি যঃ সংপূর্ণশুভ্রাংশুবদ্, বিপ্রঃ শ্রীপরমেশ্বরাখ্য উদিতঃ সামন্তরায়ঃ সুধীঃ। তৎসূনোঃ কবিরত্ন-নাম দধতো গোবিন্দলীলামৃত,-ব্যাখ্যাভিখ্যকৃতৌ গতোঽয়মধুনা ষষ্ঠোঽপি সর্গঃ শুচিঃ॥

গোবিন্দলীলামৃতরস--শ্রীমৎকৃষ্ণপদদাস বাবাজি-সঙ্কলিত গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ও স্থলবিশেষে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের লীলা ও মাধুর্য-রসবিশ্লেষণাদি দেওয়া আছে।

গোবিন্দবল্লভ নাটক—শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য শ্রীপর্ণিগোপাল—তাঁহার সপ্তম অধস্তন শ্রীদ্বারকানন্দ ঠক্কুরই এই সঙ্গীতনাটকের প্রণেতা। শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের অনুসরণে ইহা রচিত হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে শ্রীগোপাষ্টমীকৃত্য সহজ সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে; আনুসঙ্গিক বাৎসল্যও উজ্জ্বল রসেরও বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু উহারা প্রেয়োরসেরই অঙ্গহিসাবে ধর্ত্তব্য। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ- (প ৩১)-মতে সুদামচন্দ্রের মাতার নাম—রোচনা ও ভগ্নীর নাম—সুশীলা, এ গ্রন্থে কিন্তু সুশীলাই সুদামের মাতা (৩।১৫)। এই গ্রন্থ কবির পিতামহ শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের আদেশে রচিত হওয়ায় (১।৪) এবং তিনি ১৬৫২ শাকে রচিত শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্বের রচয়িতা শ্রীনয়নানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়ায় অনুমান করা যায় যে এই গ্রন্থ অষ্টাদশ-শকশতাব্দীর প্রথম ভাগেই রচিত হইয়াছে।

গোবিন্দবিজয়—অষ্টাদশ শকশতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি অভিরামদাস এই 'গোবিন্দবিজয়' কাব্য রচনা করেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকা-অংশের যথেচ্ছ অনুবাদ মাত্র। [বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৮৪৬—৮৪৯ পৃষ্ঠা] এই গ্রন্থে দ্বাদশগোপালের বন্দনা থাকায় কবি কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিরাম গোপাল নহেন। ভণিতায় আছে—'গোবিন্দপদারবিন্দ--মধুলুব্ধ-মতি। অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী'। ২ পরমানন্দ-পুরী-রচিত (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)।

শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী———

শ্রীপাদ শ্রীরূপ-রচিত কাব্যরত্ন। কথিত আছে—দাক্ষিণাত্য-নিবাসী জনৈক কবি-কর্ত্তৃক, পঠিত 'দেববিরুদাবলীর' পদার্থ-লালিত্য-আস্বাদনে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান করিয়াছেন। 'দেববিরুদাবলীর' শ্রবণে শ্রীগোবিন্দজির প্রসন্নতার কারণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শয়ন করিয়াছেন—এমন সময় স্বপ্নযোগে শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে বলিলেন—'শ্রীরূপ! তুমিও এই প্রকারে আমার বিরুদাবলী রচনা করিবে।' এই প্রত্যাদেশের ফলে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীল গোবিন্দদেবের জন্মাদি সকল লীলাই সংক্ষেপে 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী'-নামক এই কাব্যসম্পুটে নিহিত করিয়াছেন। শ্রীরূপের 'সামান্য-বিরুদাবলীলক্ষণং' নামক গ্রন্থপ্রণয়নের পূর্বে অন্য কোনও লক্ষণ-নির্ণায়ক গ্রন্থ থাকিলেও তাহার কোন সঠিক নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। যদিও সাহিত্যদর্পণ 'বিরুদমণিমালা'-নামক গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছে, তাহা কিন্তু এখন লোকলোচনের অপরিচিতই আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ['বিরুদকাব্য'-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] সে যাহা হউক—এসম্বন্ধে যখন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না, তখন শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই জাতীয় কঠিন কাব্যেও ভক্তিরস অন্তর্নিহিত করিয়া যে ইহাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন—এ কথা বলিলে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা দুই একটি বিরুদ উদ্ধৃত করিতেছি—

ক। চণ্ডবৃত্ত কলিকার নখভেদের 'অচ্যুত' প্রভেদ—জয় জয় বীর, স্মররসধীর। দ্বিজজিতহীর, প্রতিভট-বীর। স্ফুরদুরুহার ইত্যাদি।

খ। চণ্ডবৃত্ত কলিকার বিশিখ-ভেদের 'বঞ্জুল' প্রভেদ—জয় জয় সুন্দর, বিহসিতমন্দর, বিজিত-পুরন্দর নিজ গিরিকন্দর রতিরসশন্ধর মণিযুত-কন্ধর গুণমণি-মন্দির হৃদি বলদিন্দির ইত্যাদি।

গ। ত্রিভঙ্গবৃত্ত কলিকার বিদগ্ধ-ত্রিভঙ্গী—চণ্ডীপ্রিয়নত চণ্ডীকৃতবল রণ্ডীকৃতখল বল্লভ বল্লব, পট্টাম্বরধর ভট্টারক বক-কুট্টাক ললিত পণ্ডিত মণ্ডিত। ইহাতে ২য়, ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে ভঙ্গ (একরূপ অক্ষর) এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে সুন্দর যমক।

ঘ। অক্ষরময়ী—অচ্যুত জয় জয় আর্ত্তকৃপাময় ইন্দ্রমখার্দন ঈতি-বিশাতন। ইহাতে অ, আ ইত্যাদি ক্রমে প্রথম অক্ষর।

ঙ। সাপ্তবিভক্তিকী—(১) যঃ স্থিরকরুণস্তর্জিতবরুণস্তর্পিতজনকঃ সংমদজনকঃ। (২) প্রণতবিমায়ং জগু রনপায়ং ঘনরুচিকায়ং সুকৃতিজনা যং।

চ। সর্বলঘু—চরণ চলন-হতজঠর-শকটক রজকদলন বশগত-পরকটক ইত্যাদি।

এ জাতীয় কাব্যরচনায় কবির অসাধারণ প্রতিভা এবং শব্দশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকা চাই। অনেক সময় যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতির শব্দ-সাম্য রক্ষণ করিতে কবিকে মহাবিপদেই পড়িতে হয়। যাহা হউক, ইহার শ্রুতি-মধুরত্ব-গুণে কাব্যরসিক ব্যক্তিগণের হৃদয়াকর্ষিণী ক্ষমতাই প্রশংসনীয়। শ্রীরূপের সাহজিক পদ-লালিত্যগুণ এই বিরুদ কাব্যেও সংরক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

গোবিন্দবিলাস—শ্রীযদুনন্দন দাস-কৃত গোবিন্দলীলামৃতের পয়ারে অনুবাদ। **২** বরাহ-সংহিতার আধারে দ্বিজ তিলকরামের রচনা। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনের পূজারী ছিলেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৮৩০)।

গোবিন্দবৃন্দাবন—(হরিবোল-কুটীর ৮ ঙ) অষ্টপত্রাত্মক পুঁথি। কয়েক পটল আছে এবং শ্রীরাধিকাস্তুতি আছে। ব্রহ্মশিব-সংবাদে প্রথম পটলে বৃন্দাবন-বর্ণনা, যোগপীঠ, শ্রুতিগণের প্রার্থনা ও উপপতিভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বরদান, শ্রীকৃষ্ণনামলীলাদি, শ্রীকৃষ্ণের বহু অশ্রুতচর পরিকরের নাম, শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব-সংবাদে শিবকৃত শ্রীরাধাস্তব। শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামী তদীয় 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশে' গোবিন্দবৃন্দাবনের বহুস্থল উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রের অংশবিশেষ।

গোবিন্দ-ব্যাকরণ—ইহা বিট্‌ঠলনাথ দীক্ষিতের পুত্র গোবিন্দনাথ প্রণয়ন করেন। [ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড]।

গোবিন্দার্চনচন্দ্রিকা—শ্রীবিষ্ণুদাস পূজারি-রচিত ষোড়শোল্লাসাত্মক বিরাট বৈষ্ণবস্মৃতি। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের অনুরূপ; মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে মুদ্রিত।

গৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য—

(১) সকল সাহিত্যে পরতত্ত্ব বিনির্দেশ হরিকীর্ত্তনই সর্বত্র সর্বদা সর্বথা অভিধেয়। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতা এবং বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করেন; 'তস্মাদ্ বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্‌বলাদর্থ-প্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থ-প্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি'। পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটবাদের বিচার করিয়াছেন, জৈমিনি শব্দের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন—'নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ' (১।১।১৮), সাংখ্যমতে 'প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ' (৫।৫৭) এই সূত্রবলে স্ফোট-বাদের নিরসন হইয়াছে। শ্রীভা° ১২।৬।৩৯ শ্লোকে—'ততোঽভূত্ত্রি-বৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥' প্রণবাত্মক বর্ণসমূহের নিত্যতা স্বীকৃত। বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিঃস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দেশ করেন—কিন্তু বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ বশতঃ নিত্যদ্রব্য আকাশ-গুণাত্মক শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হয় বলিয়া শব্দের নিত্যতা স্বীকৃত হইতেছে। অন্তঃকরণে উপলভ্য-মান নিত্যবর্ণই আন্তর স্ফোটবাচ্য—তাহাই শব্দব্রহ্ম। শ্রীজীবপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় (সর্ব-সম্বাদিনীতে) স্ফোটবাদ নিয়সনক্রমে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যতা ও অর্থপ্রত্যায়কতা স্বীকার করিয়াছেন—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যাপনা-কালে প্রকটিত হইয়াছিল—ইহারই চরমশিক্ষা শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষা-ষ্টকের প্রথম শ্লোকেই বিজয়দুন্দুভি-

নিনাদে শ্রীনামভজন-উপদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সবত্র গীয়তে।' ইত্যাদি বাক্যে শব্দব্রহ্মেরই নিত্য আরাধনা সংসূচিত। শব্দব্রহ্মের (নামব্রহ্মের) আরাধনা-সম্পর্কে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন—অন্য কোনও সম্প্রদায়ে তাহা দৃশ্য নহে। শ্রীনিম্বার্কাচার্যকৃত 'মন্ত্ররহস্য-ষোড়শীতে' এবং শ্রীসুন্দর ভট্টকৃত তট্টীকায় অষ্টাদশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অর্থ গৌড়ীয়াচার্যগণের ব্যাখ্যা হইতে বিভিন্ন। নামব্রহ্মে মন্ত্রাদিও উপলক্ষিত; 'নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ'। সত্যাদি-যুগত্রয়ের ভজন ক্ষীণবীর্য, অন্নগতপ্রাণ কলিজীবের পক্ষে অসম্ভব, অতএব নামাশ্রয় ব্যতীত শ্রেয়ঃপন্থা হইতেই পারে না।

(২) গৌড়ীয়সাহিত্যে শ্রীশ্রীগুরু-তত্ত্ব—এইমতে শ্রীহরি-বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশই—শ্রীগুরুদেব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠা—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তঃ', তথাপি শ্রীপ্রভু ভগবানের নিত্য প্রেষ্ঠ, 'কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব'। শ্রীগুরু আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বস্তু; শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও সেবক, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। রাগমার্গীয় স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের চক্ষুতে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন-বার্ষভানবী-প্রকাশ (শ্যামানন্দশতক দ্রষ্টব্য)। শ্রৌতপন্থিরাই কেবল শ্রীগুরুদেবের নিত্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু মায়াবাদিগণ, চার্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত প্রভৃতি দার্শনিকগণ গুরুর পারমার্থিক নিত্যতা স্বীকার করেন না। জ্ঞানবাদিদের ত্রিপুটীলয়ে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, যোগ-সিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পরে গুরু-সেবার আবশ্যকতা বোধ হয় না, সুতরাং এইরূপ ক্ষণিক গুরুস্বীকার-বাদে পরাভক্তিও সুদূর-পরাহত॥

(৩) গৌড়ীয়দের উপাস্যতত্ত্ব—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অভিন্ন প্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর উপাসনাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ—একথা ইঁহারাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রত্বই ভগবত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ; আবার সেই নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রটির প্রতি যাঁহার যত বেশী প্রীতি, তাঁহার নিকট তত অধিক পরিমাণে প্রীতির পাত্রত্বগুণ বা মাধুর্য প্রতিফলিত হয়। সকল অবতার হইতেও শ্রীগোকুলনাথে ঐ প্রীতির পাত্রতা সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহার মধ্যেও আবার যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ - আরাধিকার আনুগত্যে মধুররসে উপাসনা করেন—তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত যে শ্রীগোকুলনাথ—তাঁহারই মাধুর্য সর্বাপেক্ষা অধিক। মধুর রসের বহু বহু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা রাধিকার প্রাণ-বন্ধুই উপাস্য-বিচারে পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ (দশশ্লোকীভাষ্য দ্রষ্টব্য); আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপ কল্পবৃক্ষে শ্রীরাধা-কৃষ্ণাখ্য বিহগযুগল অভিন্নভাবে আত্তনীড় (আশ্রিত) বলিয়া কলি-জীবের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে যাবতীয় ভজনই অন্তর্নিহিত (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত দ্রষ্টব্য)। 'প্রাপুঃ পূর্বাধিকতরমহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীং, স্ব-প্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতে হেম-গৌরে॥'

(৪) প্রমাণ-বৈশিষ্ট্য—প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা অবিসংবাদিত, যেহেতু অন্যান্য প্রমাণ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে দোষমুক্ত নহে; শ্রুতি-প্রমাণেও আবার শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত, ইহাতে যে পরতত্ত্ব-বিনিশ্চায়ক 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাতে একই স্বরূপের ত্রিধা আবির্ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে; ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিতত্ত্বে স্ফুরিত স্বয়ংরূপই সাধকগণের দর্শনশক্তি-অনুসারে আবির্ভূত হন; নির্ধর্মকরূপে—অস্পষ্টবিশেষরূপে- আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব; সধর্মক হইয়া আংশিক শক্তির প্রকাশবিশিষ্ট স্বরূপই পরমাত্মা এবং পূর্ণদর্শনে সম্পূর্ণস্বরূপ-শক্তির প্রকাশময় বস্তুই 'ভগবৎ'-পদবাচ্য। ভগবত্তার মধ্যে নিরুপাধিক প্রীতির পাত্রত্ব গুণ (মাধুর্য) যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। অংশী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই নিরুপাধি প্রীতিপাত্রতা সমধিক বেশী, অতএব অংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতই অংশ-প্রতিপাদক শাস্ত্রগণের শিরোমণি অর্থাৎ পরতত্ত্ববস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্র-গণ শ্রীমদ্ভাগবতেরই অন্তর্ভুক্ত। 'শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং'।

(৫) ধাম-বৈশিষ্ট্য—শ্রীরামানুজ

আচার্যের মতে বৈকুণ্ঠই পরম ধাম। শ্রীমধ্বমতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চস্থান—ভূলোক, সূর্যমণ্ডল, ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক, রুদ্রলোক এবং বৈকুণ্ঠ। মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ে এবং শ্রীমদ্ দ্বাদশস্তোত্রে ৬।৫ শ্লোকে তিনি গোকুলে শ্রীকৃষ্ণলীলার বর্ণনাও দিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি ভীমসেনের অবতার [এবং অন্যত্র 'ভারতবর্ষ্মচারী'] বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবে' বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণধাম সর্বোপরি—দশশ্লোকীর ভাষ্যে শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য ঐ ধামকে 'দ্বারকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় তিনি বলিয়াছেন 'রুক্মিণী - সত্যভামা - ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্'—এই বাক্যে দ্বারকা বা গোলোক বুঝা যায় না; 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবের' টীকায় কিন্তু গোলোক বলিয়াই উল্লিখিত। গোপাল-তাপনীতে শ্রীবৃন্দাবন এবং (ব্রহ্মগোপালপুরী) মথুরার উল্লেখ আছে, কিন্তু গোলোকের উল্লেখ নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীবৃন্দাবনে আবরণদেবতার মধ্যে বসুদেব-দেবকী এবং রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণও আছেন। গৌতমীয়-তন্ত্রের ধ্যানে শ্রীবৃন্দাবনে গোপী ও মহিষীগণের সংস্থান দেখা যায়। এই ধ্যানানুযায়ী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা হওয়ার ইচ্ছা করিয়াও যদি কেহ মহিষীদের ধ্যান না ছাড়েন, তবে তিনি দ্বারকায় মহিষীত্ব লাভ করিবেন (সিন্ধু ১।২।১৫৭)। বল্লভাচার্যের মতে গোলোকে মধুর ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা আছে, (অণুভাষ্য ৩।৩।১); ঈশ্বরবুদ্ধিও আছে, মধুরভাবও আছে—শুদ্ধমাধুর্য নহে। গৌড়ীয়দের মতে গোলোকে দেবলীলা (দেবলীলত্বাৎ—ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীজীব ও ভাগবতামৃতকণায় শ্রীচক্রবর্ত্তী)। 'গোপী-অনুগতি বিনে ঐশ্বর্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে'॥ 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা' ইত্যাদি শ্লোকেও ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতার যে ইঙ্গিত আছে, তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে পূর্ণতম সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতায় কেলিমাধুরী প্রকট করিতে পারেন—ধাম-বিচারে তাহারই সর্বশ্রেষ্ঠতা যুক্তিযুক্তই বটে। সুতরাং 'যত্তু গোলোকনাম স্যাৎ তত্তু গোকুল-বৈভবম্॥'

(৬) অভিধেয়-বৈশিষ্ট্য—ঐশ্বর্য ও মাধুর্যভাবে উপাসনা হয়। ঐশ্বর্যভাবের উপাসনায় সতত পরমেশ্বর-বুদ্ধি থাকে বলিয়া নিরুপাধি প্রীতির অবকাশ হয় না; কিন্তু মাধুর্যভাবের উপাসনায় কদাচিৎ পরমেশ্বরত্ব প্রকট হইলেও তাহাতে সম্ভ্রম বা গৌরববুদ্ধি না হইয়া প্রিয়-তারই গাঢ়তা (আধিক্য) হয়, মাধুর্যভাবের চরম বিকাশ—মধুরা রতিতে, অন্যান্য রস মধুরে অন্তর্ভুক্ত অথবা ইহারই পোষণজন্য সর্বথা নিযুক্ত। অনুকূল গাঢ় প্রেমময় তৃষ্ণাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সুখলভ্য এবং মহৎকৃপাফলে বা মহৎসঙ্গবলেই এজাতীয় ভাব তরুণ সাধকেও সংক্রমিত হয়—এই কথাই গৌড়ীয় আচার্যগণ ভক্তিসন্দর্ভাদি বিবিধগ্রন্থে স্থূণানিখনন-ন্যায়ে বারংবার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ভগবৎ-প্রাপ্তির সহজ সুখকর উপায়-নির্দ্ধারণে এই গৌড়ীয়গণেরই অবদান অসমোর্দ্ধ।

(৭) প্রয়োজন-বৈশিষ্ট্য—বিমুক্তি বা ভগবৎপ্রীতিই প্রয়োজন; পরতত্ত্বের জ্ঞান বা 'অনুভব' বলিতে তৎসাক্ষাৎকারই বোদ্ধব্য। সাক্ষাৎকার-শব্দে প্রিয়তাই ধ্বনিত—'প্রিয়ত্বলক্ষণধর্ম-সাক্ষাৎকারং বিনা সাক্ষাৎকারোঽপি অসাক্ষাৎকার এব' (ভক্তিসন্দর্ভে)। প্রিয়তার বহু বৈচিত্রী অবশ্য স্বীকার্য; দাস, সখা, পুত্র ও কান্তভাবে তাঁহাকে ভালবাসা যায়। কান্ত-ভাবে ভালবাসারই সর্বশ্রেষ্ঠতা আর্য-শাস্ত্রে উদ্‌ঘোষিত। তন্মধ্যে যে প্রীতির আধারের নিকট শ্রীগান্ধর্বা-দয়িত স্বাধীনভাবে প্রকটিত হন, সেই প্রীতিই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্তির সাহচর্যে প্রকাশিত আনন্দভেদে পরতত্ত্বের আনন্দ দ্বিবিধ। স্বরূপানন্দ—ব্রহ্ম; আর শক্ত্যানন্দ—আশ্রয় তত্ত্ব হইতে প্রীতির বিষয় যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা। স্বরূপানন্দ হইতে শক্ত্যানন্দেরই শ্রেষ্ঠতা—তাহার মধ্যে আবার হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশেই আনন্দাধিক্য সর্বমহাজন-স্বীকৃত। ঐ শক্তি উপাস্য ও উপাসক উভয়েরই আনন্দদায়িনী। হ্লাদিনী শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়—শ্রীরাধাতে; সুতরাং শ্রীরাধা ও তদনুগাগণের সেবিত পরতত্ত্বের প্রতি আনুকূল্যময়ী প্রীতিবিধানই প্রয়োজন-বিচারে

সর্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিতেছে। [শ্রীতি-সন্দর্ভাদি দ্রষ্টব্য]। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনের পূজন কর্ত্তব্য, পূজনক্রিয়া আনুগত্যমূলকই —কৃতজ্ঞতাই বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ চিহ্ন; এই গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মে শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে কুঞ্জ-সেবাধিকার-লাভই অভীষ্টতম বস্তু। এই প্রথা অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে সুদৃঢ় বিশ্বাস কেবল এই ধর্মেই স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আচার্য শ্রীনিম্বার্কপাদ শ্রীরাধার উপাসনার কথা বলিলেও তাহাতে সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই, কারণ তাহাতে স্বকীয়াবাদই সমুল্লসিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামির আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত মধুররসাশ্রিত লীলা-কথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীগৌর-প্রদত্ত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যমূলক চমৎকারিতার অভাব দেখা যায়। এমন কি শ্রীগীত-গোবিন্দেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই; সুতরাং বলিতে হয় যে অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসগর্ভা আনুগত্যময়ী স্বভক্তিশ্রীর সমর্পণই শ্রীগৌরাবতারের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

(৮) জীবতত্ত্ব-বিচারে-বৈশিষ্ট্য—মায়াধীশ ভগবান্ ও মায়াবশবর্ত্তী জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ অনিবার্য। আবার শক্তিশক্তিমদ্-বিচারে অভেদ। ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ আর জীব বিভিন্নাংশ, জীব দুই প্রকার—অনাদিমুক্ত (নিত্যপরিকর) এবং অনাদিবদ্ধ (মায়িক) জীব। সাধুসঙ্গে মায়িক-জীবেরও সংসারনাশ এবং প্রেম-ভক্তি লাভ হইতে পারে—এই সব সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়দেরই পরিষ্কার ও ও বিশদতর।

এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র, নাম (মন্ত্র), উপাস্য, সাধন, ধাম, প্রয়োজনাদি সকলই পরাৎপর তত্ত্ব। গৌড়ীয়-গণের শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত—স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের নির্ণায়ক বলিয়া পূর্ণতম; তদ্ব্যতীত অন্য শাস্ত্র আংশিক। গৌড়ীয়গণের মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মন্ত্র, [যে মন্ত্রেতে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম॥] উপাস্যের মধ্যে ব্রহ্ম-পরমাত্মার আবির্ভাব, ঋষি—আরাধিকা শ্রীরাধিকার মধ্যে সমস্ত উপাসক, সাধনের মধ্যে যাবতীয় সাধন ও প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠার মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং গৌড়ীয়গণের কৃপাতেই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্পর্শন, তাহাতে অবতরণ, নিমজ্জন, অবগাহন, সন্তরণ ও তাহা হইতে ভাবরত্ন আহরণ সম্ভব; অন্য কোনও উপায়ে সম্ভব নহে। গৌড়ীয়-সাহিত্য সর্বসঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত ও মহারসভাব-মাধুর্যাবগাহী —বিশ্ববিশাল ঔদার্যে ও জগতের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিময় ব্যবহারে গৌড়ীয়গণই অদ্বিতীয়—নম্রতা-ধীরতা-গর্ভ বাক্যে স্বাপকর্ষ-প্রদর্শনেও অন্যের সম্মানদানে ইঁহারা অপ্রতিম —সংস্কৃতসাহিত্যে রসবস্তুর অপরি-স্ফুট আলোচনাকে ইঁহারা সুবিশদ ও পরিস্ফুটতর করিয়া জগতের সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবদ্-বিশ্বাসিজনগণের ভগবৎ-সম্বন্ধে যে ধারণা (তিনি পাপপুণ্যবিচারক বা অনন্ত ঐশ্বর্যময় ইত্যাদি) আছে—ইঁহারা তদূর্দ্ধ্বেও আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণারাম হৃদয়সখা বলিয়াছেন। 'জীবাত্মা মাত্রই যে নারী এবং শ্রীভগবান্‌ই যে একমাত্র পতি'—একথাও ইঁহারা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, London বিশ্ববিদ্যালয়ের Cardinal Newman সাহেবের 'God is Lover' এই উক্তি হইতেও উর্দ্ধস্তরে আরোহণ পূর্বক ইঁহারা শ্রীভগবান্‌কে Paramour (উপপতি)-রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই পরকীয়া-ভাবের উপাসনাই গৌড়ীয়গণের মহাবৈশিষ্ট্য। 'ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥' 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। অতএব বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥'

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে অলঙ্কার শাস্ত্র—অলঙ্কার-শাস্ত্রকে 'কাব্য-মীমাংসা' নামেও অভিহিত করা হয় এবং ইহাতেই এই শাস্ত্রের স্বরূপ-পরিচয় হয়। এই শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান হইলে কাব্যরচনায় এবং কাব্য-স্থিত দোষ, গুণ, রীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতির অবধারণে শক্তি হয়। বৈদ্যকে নিদানের আবশ্যকতার ন্যায়, ভাষায় ব্যাকরণের প্রয়োজনের ন্যায়—

কাব্যেও এই অলঙ্কার শাস্ত্রের সবিশেষ উপযোগিতা ও অপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়। এই শাস্ত্রে দোষ, গুণ, রীতি ও রসাদির সমাবেশ থাকিলেও কেন ইহাকে 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' বলা হয়—তাহাই বিবেচ্য বটে। ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট ও বামন প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ গুণ ও অলঙ্কারের প্রায়শঃ সাম্য স্বীকার করিয়া * 'অলঙ্কারা এব কাব্যে প্রধানম্' এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কাজেই অলঙ্কার-প্রধান বলিয়া এই শাস্ত্রও তৎকালে 'অলঙ্কার' আখ্যালাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীকে 'অলঙ্কার-প্রস্থান' বলা যায়।

দণ্ডী কাব্যাদর্শে অলঙ্কারের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও গুণই কাব্যের প্রাণ বলিয়া গৌড়ীয়া ও বৈদর্ভী রীতির ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। 'শ্লেষঃ প্রসাদ সমতা' ইত্যাদি দশবিধ গুণই বৈদর্ভী মার্গের প্রাণ এবং ইহার বিপরীত ভাবই গৌড়ীয়া রীতিতে সমাদৃত বলিয়াছেন। বামনও কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তিতে গুণকে কাব্যশোভা-বিধায়ক এবং অলঙ্কারকে গুণকৃত কাব্যশোভার উৎকর্ষ-সম্পাদক বলিয়া গুণেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাঁদের মতে রীতিই কাব্যের আত্মা; বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও গৌড়ীয়া-নামক রীতিত্রয়ের মধ্যে বৈদর্ভীকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। ইহারাও ধ্বন্যমান অর্থকে বাচ্যোপস্কারক বলিয়া অলঙ্কার-পক্ষেই নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কাজেই তখনও এই শাস্ত্র 'অলঙ্কার'-নামেই অভিহিত রহিল। এই শ্রেণীকে 'রীতি-প্রস্থান' আখ্যা দেওয়া যায়।

ভামহ ও উদ্ভট অলঙ্কারের সর্বথা প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তদতিরিক্ত কোনও ধর্মের অস্তিত্ব মানেন নাই, বিশেষ ধর্ম কিছু পরিব্যক্ত হইলেও তাহা অলঙ্কার-পর্যায়েই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন †। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অলঙ্কারের দোষ ও গুণের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। বামনাচার্য শব্দগুণ ও অর্থগুণের পার্থক্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভোজরাজ-কৃত সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে গুণদোষের বিস্তৃত বিবরণ, বিভাগ-নিরূপণ ইত্যাদি দেখা যায়। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারে গুণ, অলঙ্কার, দোষ ও রীতির আসন সমান। তিনি 'লাটীয়া'-নামক রীতির স্বীকার করিয়া পূর্বোক্ত রীতির চাতুর্বিধ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। লঘুসমাস-নিবদ্ধা রচনা—পাঞ্চালী, মধ্যসমাস-বহুলা—লাটীয়া; অতিবিস্তৃত-সমাস-ভূয়িষ্ঠা গৌড়ীয়া এবং সমাস-রহিতা রচনাই বৈদর্ভী। ইনি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন। রুদ্রটের গ্রন্থে রসের অবতারণা হইয়াছে। তিনি শৃঙ্গার, বীর, করুণ, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য, রৌদ্র, শান্ত ও প্রেয়ান্—এই দশবিধ রসের উল্লেখ করিয়াছেন। শৃঙ্গার রসের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদ, নায়ক-নায়িকার ভেদ এবং বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে প্রথমানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ এই চারি প্রকার অবান্তর ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মধ্যে ইনিই রসের প্রাধান্য ও মহিমা ঘোষণা করেন। অগ্নিপুরাণে ৩৩৭ অধ্যায় হইতে ৩৪৭ অধ্যায় পর্যন্ত অলঙ্কার প্রকরণ আছে। পুরাণমতে নীরস বাক্য কাব্যই হইতে পারে না *। চিন্ময় ব্রহ্মের স্বাভাবিক আনন্দের অভিব্যক্তি হইলে 'চমৎকার রস' হয়, এই রসের আদ্য বিকার অহঙ্কার, তাহা হইতে অভিমান এবং তৎপরে রতির উদ্রেক হয়। এই রতি ব্যভিচারী ও অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা পরিপুষ্টতা লাভ করিলে শৃঙ্গার রস হয়। (৩৩৯।১—৪) রাগ বা রতি হইতে শৃঙ্গার, তৈক্ষ্ণ্য হইতে রৌদ্র, অবষ্টম্ভ হইতে বীর এবং সঙ্কোচ হইতে বীভৎস রসের উদ্ভব হয়। আবার শৃঙ্গার হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক রসেরও সৃষ্টি হয়। (৩৩৯।৫—৮) ইহার অলঙ্কারলক্ষণ হইতেছে—'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।' † এই পুরাণে

* রুয্যক-কৃত 'অলঙ্কার-সর্বস্বে' 'উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালঙ্কারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতঃ, বিষয়মাত্রেণ ভেদ-প্রতিপাদনাৎ। * * * তদেবমলঙ্কারা এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্।'

† 'তত্র কাব্যালঙ্কারা বক্রোক্তিবাস্তবাদয়ঃ অস্য প্রাধান্যেন অভিধেয়াঃ। অভিধেয়-ব্যপদেশেন হি শাস্ত্রং ব্যপদিশন্তিস্ম পূর্বকবয়ঃ যথা কুমারসম্ভবঃ কাব্যমিতি। দোষা রসাশ্চেহ প্রাসঙ্গিকা ন তু প্রধানাঃ।' নমিসাধু…

* লক্ষ্মীরিব বিনা ত্যাগান্ন বাণী ভাতি নীরসা (৩৩৯।৯) এবং 'ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রস-বর্জিতঃ।' (৩৩৯।১২)।

† অলঙ্করণমর্থানামর্থালঙ্কার ইষ্যতে। তং বিনা শব্দ-সৌন্দর্যমপি নাস্তি মনোহরম্॥

শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার ও উভয়ালঙ্কার-স্বরূপে † অলঙ্কারের ত্রৈবিধ্য স্বীকৃত হইয়াছে। রুদ্রট ও অগ্নিপুরাণ রসের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও রস যে গুণ ও অলঙ্কার হইতে পৃথক্ এবং উপকার্য—একথা পরিস্ফুট করেন নাই। ইঁহারা রসকে অন্যপ্রকার গুণ বলিয়াই ধরিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে ধ্বনি উভয়ালঙ্কারের অবান্তর-ভেদমধ্যে গণিত হইয়াছে এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণে [ধ্বনিমত্তা তু গাম্ভীর্যম্] গাম্ভীর্যনামক অভিনব গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্বোক্ত শ্রেণীকে 'রস-প্রস্থান' বলা যায়। তৎপরবর্তী আলঙ্কারিকগণ রসকে আত্মস্থানীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও কিন্তু পূর্বপ্রচলিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' রূপে ইহার নাম নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

আনন্দবর্দ্ধনাচার্য 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে 'কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ' (১।৫) বলিয়া ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা নিরূপণ করিয়াছেন। ইঁহার মতে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতিপাদনা দ্বারাই কাব্যের চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য সংস্থাপিত হয়। ব্যঞ্জনা ‡ (suggestiveness) রূপ ব্যাপারান্তরের দ্বারা বস্তু, অলঙ্কার বা রসভাবাদি বস্তুর প্রতীতি হইলেই কাব্যের উত্তমত্ব স্বীকৃত হয়। আবার যদি ধ্বনি ধ্বন্যন্তরোদ্গার করে, তবে তাহা উত্তমোত্তম কাব্যরূপে পরিগণিত হয়। ব্যঞ্জনা বৃত্তির বিপক্ষে পূর্বতন বহু মতবাদ খণ্ডন করিয়া আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনিবাদের স্থাপনা করিয়াছেন এবং অভিনব গুপ্ত ঐ গ্রন্থের টীকা 'লোচনে' অর্বাচীন বিপক্ষদের মত নিরসন করিয়া ধ্বনিমতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে মম্মটভট্ট স্বকৃত 'কাব্যপ্রকাশে' ব্যঞ্জনার সর্বাতিশায়ী মহামহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের রীতি অবলম্বনে বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ' রচনা করেন। বিশ্বনাথ ইহাতে রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। তৎপরে জগন্নাথ 'রসগঙ্গাধর'-নামক প্রামাণিক গ্রন্থের প্রণয়ন পূর্বক পূর্বাচার্যগণ-কৃত অস্পষ্ট ও সংশয়াবৃত প্রমেয়-সমূহকে সুস্পষ্ট ও নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ এবং অবান্তর ভেদ বিচার পূর্বক রুয্যক 'অলঙ্কার-সর্বস্ব' প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণ, রসগঙ্গাধর, একাবলী ও চিত্রমীমাংসাদি গ্রন্থে রুয্যকের মতই গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মত সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা রস কাব্যের আত্মা এবং ঐরস ব্যঞ্জনাব্যাপারেই আবির্ভূত হয়—বলিয়াছেন তাঁহাদিগকেই নব্য আলঙ্কারিকগণ পরম সম্মান দান করিয়াছেন। ধ্বনিমতের মধ্যে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সকল পদার্থই যথাযথ সমাবেশ হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও অসন্দিগ্ধতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এই মত সুবহুল সমর্থন পাইয়াছে। কাব্যের আত্মা রস, শব্দ ও অর্থ তাহার শরীর, গুণ রসের ধর্ম এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যাহাকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন--সেই অলঙ্কার কাব্যের শরীর-স্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা সম্পাদন করিয়া কাব্যাত্মভূত রসের অভিব্যক্তির কারণ হয়—ইহাই এই 'ধ্বনি-প্রস্থান' নামক চতুর্থ শ্রেণীর সিদ্ধান্ত। এই মতে শব্দ ও অর্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করায় শব্দগত বা অর্থগত গুণ, দোষ বা অলঙ্কার উভয়েরই ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং কাব্যের আত্মা রস ধ্বনির অভিব্যক্তিতে প্রত্যেকেরই উপযোগিতা আছে। ঈদৃশ সর্বতোমুখতাই ধ্বনি-প্রস্থানকে সর্বসহৃদয়-সমাদরণীয় করিয়াছে। প্রবন্ধবিস্তারভয়ে অন্যান্য গ্রন্থকার বা গ্রন্থের নামোল্লেখ হইল না। বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে Prof S. K. De, M. A., D. Litt-কৃত 'History of Sanskrit Poetics' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ঋগ্ বেদে কি ভাবে অলঙ্কার নিরূপিত হইয়াছে—তাহারই সংক্ষেপতঃ অনুসরণ করিতেছি।

উপমালঙ্কারের বৈদিক-পর্যায় নিরূপণ-প্রসঙ্গে যাস্ককৃত নিঘণ্টুর তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বিভাগে—

ইদমিব (১) ইদং যথা (২) অগ্নি র্ন যে (৩) চতুরিশ্চদ্দদমানাৎ (৪)

অর্থালঙ্কার-রহিতা বিধবেব সরস্বতী। (৩৪৩।১—২)

† শব্দার্থয়োরলঙ্কারো দ্বাবলঙ্কুরুতে সমম্। একত্র নিহিতো হারঃ স্তনং গ্রীবামিব স্ত্রিয়ঃ॥ (৩৪৫।১)

‡ বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতে পরঃ। সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ।

ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ (৫) বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূতবয়াঃ (৬) জার আ ভগম্ (৭) মেষোভূতোঽভী যন্নয়ঃ (৮) তদ্রূপঃ (৯) তদ্বর্ণঃ (১০) তদ্বৎ (১১) তথা (১২) ইতি দ্বাদশোপমাঃ।

[শ্রীজীবানন্দ সংস্করণ ২৭০ পৃষ্ঠা]

ইহার নৈঘণ্টুক কাণ্ডে (ঐ ৪৪৬ পৃঃ) বিবৃতি দিয়াছেন। 'অথ নিপাতা উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তি 'উপমার্থেঽপি' ইত্যাদি বলিয়া বেদেও উপমার অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। 'উপমা' কাহাকে বলে ? উপমা নাম—কস্মিংশ্চিদেবার্থে যঃ প্রসিদ্ধো গুণঃ, তদন্যস্মিন্নপ্রসিদ্ধস্তদ্গুণেঽর্থে শব্দমাত্রেণ যদুপসংযোজ্য তদ্গুণ-প্রকাশনং ক্রিয়তে —সোপমা। উদাহরণ দিতেছেন— 'দুর্মদাসো ন সুরায়াম্'ইত্যুপমার্থীয় উপরিষ্টাৎ উপচারস্তস্য যেনোপমিমীতে। এই ঋগ্বেদীয় (৫।৭।১৯) মন্ত্রে 'ন' শব্দটি উপমার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে 'ন' শব্দটি নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে উহা নিষেধ ও উপমা-দ্যোতক। এইরূপে 'ব' ও 'বা' শব্দ উপমাবাচক *।

পুনরায় (ঐ ৬৭৬ পৃষ্ঠায়) উপমালক্ষণ-কথনে বলিতেছেন— সামান্যলক্ষণমাসাং ব্রবীতি—যদতত্তৎসদৃশমিতি গার্গ্যঃ।' যৎকিঞ্চিদর্থজাতমতদ্ ভবতি, তৎসরূপঞ্চ, যথা অনগ্নিঃ খদ্যোতঃ অগ্নিসরূপশ্চ সোঽগ্নিনোপমীয়তে — অগ্নিরিব খদ্যোত ইতি। এবমতৎসরূপেণ গুণেন গুণ-সামান্যাদুপমীয়তে— ইত্যেবং গার্গ্যঃ আচার্যো মন্যতে। 'তদাসাং কর্ম' স আসামুপমানানামর্থঃ যদপ্রসিদ্ধতরগুণস্য কস্যচিৎ প্রসিদ্ধতর-গুণেনান্যেন গুণ-প্রকাশনম্— ইত্যাদি। * * * জ্যায়সা বা গুণেন, প্রখ্যাততমেন বা কনীয়াংসং বা প্রখ্যাতং বোপমিমীতে। তদ্ যথা —সিংহো মানবকঃ। চন্দ্র ইব কান্তো মানবকঃ ইত্যাদি।

(১) 'তনূত্যজেব তস্করা বনর্গূ (ঋক্—৭।৫।৩২।৬), এই স্থলে 'ইব' শব্দ উপমাবাচক। তদ্রূপ সক্তুমিব তিতউনা (ঋক্—৮।২৩।২)। (২) যথা ইতি—এষা কর্মোপমা, 'যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি', (ঋক্—৪।৪।২০।৪). এই স্থলে যথা= ইব। (৩) 'অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা' —(ঋক্—৮।৩।১২।২), এই স্থলে ন=ইব। (৪) 'চতুরশ্চিদ্দদমানাৎ' এস্থলে চিৎ=উপমার্থে ব্যবহৃত। (৫) 'ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ' (ঋক্ ৫।৭। ৩।১), 'ব্রাহ্মণা ইব ব্রতচারিণঃ' ইতি লুপ্তোপমা। (৬) 'বৃক্ষস্য নু তে' (ঋক্—৪।৬।১৭।৩), নু উপমার্থে। (৭) 'জার আ ভগম্' (ঋক্—৭।৬। ১০।১), আ=ইব। (৮) 'মেষোভূতো ভি যন্নয়ঃ' (ঋক্—৫।৭।২৪।৫), মেষ ইত্যেষা ভূতশব্দেনোপমা। (৯) (১০) অগ্নিরিতি—এষা রূপোপমা ; 'হিরণ্যরূপো হিরণ্যবর্ণঃ' (ঋক্—২।৭।২৩।৫)। (১১) বদিতি—এষা সিদ্ধোপমা ; ব্রাহ্মণবদধীতে, বৃষলবচ্চাক্রোশতি। (১২) থা ইত্যয়ং চোপমাশব্দঃ, তং প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথেমথা (ঋক্— ৪।২।২২।১)।

অথ লুপ্তোপমান্যর্থোপমানীত্যাচক্ষতে—সিংহো ব্যাঘ্র ইতি পূজায়াং. শ্বা কাক ইতি কুৎসায়াং, কাক ইতি শব্দানুকৃতিস্তদিদং শকুনিষু বহুলং ন শব্দানুকৃতির্বিদ্যত ইত্যৌপমন্যবঃ। (৬৯৫ পৃঃ), পূর্বোদাহৃত বৈদিক মন্ত্রসমূহে উপমার চাতুর্বিধ্য স্বীকৃত হইয়াছে—(১) কর্মোপমা, (১) রূপোপমা, (৩) সিদ্ধোপমা ও (৪) লুপ্তোপমা।

যাস্ক 'উপমান' শব্দটিও ব্যবহার করিয়াছেন। 'যাবন্মাত্রমুষসো ন প্রতীকম্' ইত্যাদি (ঋক্—৮।৪।১২।৩) মন্ত্রের ব্যাখ্যায়—* * * বাস্ত্যুপমানস্য সম্প্রত্যর্থে প্রয়োগঃ। পাণিনির ব্যাকরণে উপমান, উপমিতি ও সামান্য প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। (১) উপমান—উপমানানি সামান্যবচনৈঃ (২।১।৫৫), উপমানাদপ্রাণিষু (৫।৪।৯৭), উপমানাচ্চ (৫।৪।১৩৭) ইত্যাদি। (২) উপমিত—উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে (২।১।৫৬) (৩) সামান্য—(২।১।৫৫, ৫৬) কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকে ১।৩।২১, ২।১।৫৫ ইত্যাদিতে এবং মহাভাষ্য ২।১।৫৫ প্রভৃতিতে উপমানের লক্ষণও নিরূপিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা ধ্বনি-প্রস্থানেরই মতানুবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যসমূহে কি ভাবে অলঙ্কারের

---

* এই শব্দদ্বয় লৌকিক সংস্কৃতেও উপমার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) জাতাং মন্যে তুহিনমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ (মেঘদূত ৮৩) (২) মণীবোষ্ট্রস্য লম্বেতে (সিদ্ধান্তকৌমুদী) (৩) হৃষ্টো গর্জতি চাতিদর্পিতবলো দুর্যোধনো বা শিখী (মৃচ্ছকটিক ৫।৬)

আলোচনা হইয়াছে, তাহারই দিগ্‌দর্শন করিব। ১৪৬৩ শকে গৌড়ীয়ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তৎপরে ১৪৭১ শাকের পরে 'উজ্জ্বলনীলমণি' নির্মাণ করিয়াছেন। উজ্জ্বলকে রসামৃতেরই পরিশিষ্ট বলা চলে; এ বিষয়ে স্বয়ং গ্রন্থকার (ভক্তি-রসামৃত পশ্চিমবিভাগে ৫।২) বলিয়াছেন যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসে ভক্তিবুদ্ধিতে উন্মুখ অথচ উজ্জ্বল রসের স্থূলদর্শনে কাম-বুদ্ধি স্থাপন করত তাহাতে অরুচি-সম্পন্ন জনগণের অনুপযোগী ও তাহাদের নিকট এই রসটী দুর্লভ বলিয়া এবং দেশকালপাত্র-বিশেষে ইহা রহস্য বলিয়া ভক্তিরসামৃতে সুবিশাল উজ্জ্বল রস সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু উজ্জ্বল-নীলমণিতে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে (উজ্জ্বল নায়কভেদ ২)। উজ্জ্বলের অধিকাংশই শ্রীসিংহভূপালকৃত 'রসার্ণবসুধাকর'-নামক গ্রন্থরত্নের ছায়াবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ে ভক্তি-রসেরই সম্যক্ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহারা ভক্তিকেই মুখ্য অভিধেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া ভক্তিরসের অভিনব ব্যাখ্যান দিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীরূপ রসামৃতে (২।১।৩) ভক্তিরসের এই লক্ষণ দিতেছেন ———বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥ ৫।৬॥ ভক্তিরসাস্বাদনের ভাগ্য সকলের হয় না, তাহার জন্য শ্রীপাদ অধিকারী-নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন—প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তি-রসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥৭॥

'রস' ব্রহ্মবৎ অবাঙ্‌মনসগোচর হইলেও (Though it is something mystical, metaphysical and transcendental, yet it can be realised by the excepted few that have a sympathetic heart to receive it as an audiance.) ভাগ্যবান্ দ্রষ্টা ও শ্রোতাদের রসাস্বাদন হইতে পারে। দৃশ্য কাব্যে দ্রষ্টা এবং শ্রব্যকাব্যে শ্রোতাকে 'সামাজিক' বলা হয়। দৃশ্যকাব্যের অনুকার্য, অভিনেতা ও দর্শক, আর শ্রব্যকাব্যের বর্ণনীয় নায়কাদি, পাঠক ও শ্রোতা—ইহাদের মধ্যে দর্শক ও শ্রোতার রসাস্বাদন হয়—ইহাই অধিকাংশ আলঙ্কারিকের মত। 'তস্মাদ-লৌকিকঃ সত্যং বেদ্যঃ সহৃদয়ৈরয়ম্' —(সাহিত্যদর্পণ ৩); ভক্তিরসামৃতে রসের লক্ষণ দিতেছেন—(২।৫। ১১৪) ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎ-কৃতিভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলিতেছেন —বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং নীয়মানাসৌ স্থায়ী ভাবো রসো মতঃ॥ আবার অলঙ্কার-কৌস্তুভে (৫ম) বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর-রোধকম্। স্বকারণাদি - সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ। এস্থলে 'কারণাদি' বলিতে রসের নিমিত্ত কারণ—বিভাব, সমবায়ী —স্থায়ী ভাব, অসমবায়ী—সঞ্চারী ভাব এবং রসের নিয়ত কার্য— অনুভাব ও সাত্ত্বিক প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। ফলকথা—সামাজিকের চিত্তস্থ স্থায়ী ভাব কাব্যগত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী ভাবের সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।

রসশাস্ত্র (১) সাধারণ বা প্রাকৃত এবং (২) অপ্রাকৃত ভক্তিরসশাস্ত্র-ভেদে দ্বিবিধ। ভক্তিবাদিমতে প্রাকৃত পার্থিব নায়ক নায়িকাদির রসাস্বাদন হয় না—কেবল শ্রীরাম-সীতা প্রভৃতি দিব্য নায়ক-নায়িকারই রসাস্বাদ হয়; সুতরাং ভগবদ্-বিষয়ক কাব্যশাস্ত্রবিনোদন ব্যতিরেকে সামাজিকের রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। অনুকার্যের রসাস্বাদনই যদি না হয়, তবে সামাজিকেরও রসাস্বাদন হইতে পারে না। প্রাকৃত অনুকার্যাদির রসানুভব সিদ্ধ হয় না, সুতরাং লৌকিক কাব্যনাট্যাদির আলোচনায় সামাজিকের রসাস্বাদন নিষ্পন্ন নহে। সাধারণ রসশাস্ত্র-কারেরা বলেন যে 'পারিমিত্য, লৌকিকত্ব ও অন্তরায়যুক্ত বলিয়া' (সাহিত্যদর্পণ—তৃতীয়) অনুকার্যের রসাস্বাদন না হইলেও কিন্তু মহা-কবিদের লেখনীনৈপুণ্যে কাব্য-নাটকাদিতেও এবম্বিধ রস সঞ্চারিত হইতে পারে, যাহাতে সৎ-সামাজিকেরও রসাস্বাদন-সম্ভব হয়।

ভক্তিরসায়নে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বলেন—অতস্তদাবির্ভাবিত্বং মনসি প্রতিপদ্যতে। কিঞ্চিন্ন্যূনাঞ্চ রসতাং যাতি জাড্যবিমিশ্রণাৎ॥ (১।১৩) স্বকৃতটীকায়াঞ্চ——— বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যমেব দ্রবাবস্থমনোবৃত্ত্যারূঢ়-তয়াঽঽবির্ভাবিত্বং প্রাপ্য রসতাং প্রাপ্নোতীতি ন লৌকিক-রসস্যাপি পরমানন্দরূপতানুপপত্তিঃ, অতএবান-বচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণাদ্ভক্তিরসেঽত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য, লৌকিকরসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনতৈব, তস্মাদ্ ভক্তিরস এব লৌকিকরসানুপেক্ষ্য সেব্য ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই দ্রবীভূত মনোবৃত্তিতে আরোহণ করিয়া—আবির্ভূত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, অতএব লৌকিক রসেও পরমানন্দ লাভ হইতে পারে। ভক্তিরসে অনবচ্ছিন্ন চিদানন্দঘন ভগবানের স্ফুরণ হওয়ায় আনন্দা-তিরেক লাভ হয়, কিন্তু লৌকিক-রসে বিষয়াবচ্ছিন্ন চিদানন্দাংশের স্ফুরণে আনন্দেরও ন্যূনতা হয়; সুতরাং লৌকিকরস ত্যাগ করত ভক্তিরসেরই অনুশীলন কর্ত্তব্য।

রস-লক্ষণে ভক্তিরসামৃতে যে 'সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের' কথা বলা হইয়াছে—তত্রত্য 'সত্ত্ব' শব্দের বিবৃতি সাহিত্যদর্পণকার (তৃতীয়) করিতেছেন যে রজস্তমোগুণে অস্পৃষ্ট মনকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। 'রজস্তমো-ভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে।' 'বাহ্যমেয়বিমুখতাপাদকঃ কশ্চনান্তরো ধর্ম্মঃ সত্ত্বমিতি চ।' কাব্য বা নাট্য শ্রবণ বা দর্শনকারিরই যে রসাস্বাদন হইবে—এমত নহে, ভাগ্যবান্ সহৃদয় সামাজিকেরই তাহা হয়। সাধারণ রসশাস্ত্রে এই সত্ত্বকেই সামাজিকের স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সামাজিকের রসাস্বাদন সঙ্ঘট্য-মান নহে। আবার কিরূপে এই সত্ত্বোদ্রেক হইতে পারে—তৎ-সম্বন্ধেও সাহিত্যদর্পণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—'অত্র চ হেতুস্তথাবিধা-লৌকিক-কাব্যার্থ-পরিশীলনম্' অর্থাৎ অলৌকিক কাব্যার্থের (বিভাবাদির) সম্যক্ অনুশীলন করিতে করিতেই —তাহাতে অত্যন্ত অভিনিবেশ হইলে সত্ত্বোদ্রেক হয়; সুতরাং পূর্ব্বকথিত উক্তিই যুক্তিযুক্ত হইল যে সামাজিকের চিত্তস্থ স্থায়ী ভাব (সত্ত্বোদ্রেক) কাব্যনাট্যগত বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়ী ভাব রস হয়—এই চারি মিলি॥

(চৈ° চ° মধ্য ২৩।৪৪)

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুর রস-সাক্ষাৎকারের এই ক্রম জানাইতেছেন—(১) প্রথমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসবশতঃ আনন্দরূপা রতির আবির্ভাব—(২) তৎপরে বিভাবাদির সহিত চিত্তসংযোগ হইলে রতি-সাক্ষাৎকার—(৩) তৎপরে রতিই রসরূপে পরিণত হয়—(৪) তারপরে সেই বিভাবাদির সাহচর্যে রস-সাক্ষাৎকার বা আস্বাদন হয়।

ভাব—রস ও ভাবের প্রায়শঃ সাম্য হইলেও উভয়ের কিঞ্চিৎ ভেদ স্বীকার করা হয়। রসামৃতে বলিতেছেন (২।৫।১১৫) ভাবনায়াঃ পদং যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা। ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে॥ [পাশ্চাত্যদেশে রসশাস্ত্র নাই বলিলেই হয়। ভাবকে ইংরেজীতে Feeling বা Emotin বলিলেও সঠিক তাৎপর্য-গ্রহণ হয় না। 'রস-কুসুমাকর' গ্রন্থের সমালোচনায় রসকে যদিও Flavour ও Relish বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্ববৎ তাৎপর্য-ক্ষুণ্ণতাই বর্ত্তমান থাকে।] ভরতমুনি বলিয়াছেন 'দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং সত্ত্বাদ্ ভাবাঃ সমুত্থিতাঃ।' রসানুভবের পক্ষে জন্মান্তরীণ সংস্কার সূক্ষ্ম ও সুপ্ত ভাবে বাল্যকালে থাকিলেও তাহার বিকাশ হওয়ার জন্য সামাজিকের (এবং অনুকার্যের) বয়ঃসন্ধি প্রভৃতি বয়স ও অবস্থা-বিশেষের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভানুদত্ত 'রসতরঙ্গিণী'-নামক স্বকৃত গ্রন্থেও বলিয়াছেন যে চিত্তের রসানুকূল কোনও বিকার বা অবস্থা-বিশেষের নামই ভাব। এই বিকার দ্বিবিধ—(১) আন্তর ও (২) শারীর। স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব—শারীর বিকার। স্থায়ী ভাব মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকার এবং গৌণতঃ সাত প্রকার। সঞ্চারী তেত্রিশ ও সাত্ত্বিক আট প্রকার। সামাজিকের (এবং অনু-কার্যের) চিত্তে স্থায়ী ভাবের পরি-পুষ্টতা অনুসারে অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের তরঙ্গ-প্রাবল্যের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। 'স্থায়িভাব'-সম্বন্ধে অলঙ্কার-কৌস্তুভে (৫ম) বলিয়াছেন—

'আস্বাদাঙ্কুর-কন্দোঽস্তি ধর্ম্মঃ কশ্চন

চেতসঃ। রজস্তমোভ্যাং হীনস্তু শুদ্ধসত্ত্বতয়া মতঃ॥ স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈর্বিভাবস্থ পৃথক্তয়া। পৃথগ্ বিধত্বং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাম্'॥

পূর্বোক্ত ১২টি ভাব অনুকূল উপকরণযোগে রসরূপে পরিণত হয় বলিয়া এবং সুস্থির অনবচ্ছিন্নভাবে শেষ পর্যন্ত সেই সেই রসে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই ইহাদিগকে স্থায়ী ভাব বলা হয়। এই দ্বাদশটি ব্যতীত অন্য কোনও ভাবই স্থায়িসংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে না। আবার ইহাদের মধ্যে স্থলবিশেষে একে অন্যের সঞ্চারীও হইতে পারে, যেমন মধুর রসে হাসাদি। 'রত্যাদয়োঽপ্যনিয়তে রসে স্যুর্ব্যভিচারিণঃ' (সাহিত্যদর্পণ ৩)। আলঙ্কারিকগণের মতে প্রবলভাবে অভিব্যক্ত সঞ্চারী, সামান্যভাবে ব্যক্ত স্থায়ী এবং দেবাদিবিষয়া রতিকে আপাততঃ 'ভাব' বলে। *

সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ। উদ্বুদ্ধমাত্রস্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ (সাহিত্যদর্পণ ৩) টীকা চ—পরমবিশ্রান্তিস্থানেন রসেন সহৈব বর্ত্তমানা অপি রাজানুগতবিবাহপ্রবৃত্তভৃত্যবৎ আপাততঃ প্রাধান্যেনাভিব্যক্তা ব্যভিচারিণঃ, দেবগুরুনৃপাদিবিষয়া চ রতিঃ উদ্বুদ্ধমাত্রা বিভাবাদিভিরপরিপুষ্টতয়া রসরূপতামনাপদ্যমানাশ্চ স্থায়িনো ভাবা ভাবশব্দবাচ্যাঃ। আবার এইভাব যখন রসানুকূল কোনও অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা স্থায়ী ভাব। 'রসাবস্থঃ পরং ভাবঃ স্থায়িতাং প্রতিপদ্যতে।' রসাবস্থ ভাবের নামই স্থায়ী ভাব। ইহাই বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রস-রূপে পরিণত হয়। 'ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসরূপতাম্।' দধি যেমন খণ্ড মরীচাদির মিলনে রসালা হয়, ভাবও তদ্রূপ বিভাবাদিযোগে রস হয়। ইহা আংশিক সত্য বটে—কেননা 'ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রস-বর্জিতঃ। পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরুভয়ো রসভাবয়োঃ'॥

এই ভাব ও রস উভয়ই মৃগমদ ও তদ্‌গন্ধবৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত। আলঙ্করিকেরা ভাবকেও 'রসবিধ' বলেন—রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্য প্রশমোদয়ৌ। সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ॥ রসনধর্মযোগিত্বাদ্ভাবাদিষ্বপি রসত্বমুপচারাদিত্যভিপ্রায়ঃ—দর্পণ; 'ভাবা' বিভাব-জনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ' —রসামৃত। বিভাবেনোদ্ধতো যোঽর্থঃ ....স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ—নাট্যশাস্ত্রে।

(১) বিভাব—কারণান্যথ কার্যাণি সহকারীণি যানি চ। রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ। বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ॥ (কাব্যপ্রকাশ ৪র্থ) লৌকিক জগতে রসের কারণ নায়কনায়িকাদি কাব্যে নাট্যে বর্ণিত হইলেই ইহাদিগকে বিভাব বলে, যথা নলদময়ন্তী। সামাজিকের স্থায়ী ভাবকে বিভাবিত করে বলিয়া ইহারা বিভাব। নায়ক নায়িকাদি আলম্বন; কৈশোর, বসন্ত, মলয়ানিল ইত্যাদি উদ্দীপন। 'তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ' রসামৃত (২।১।১৫)। তদুক্তমগ্নিপুরাণে—'বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধাঽঽলম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ।' বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুর-প্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিক-রত্যাদিভাবা এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে—সাহিত্যদর্পণ। বিষয় ও আশ্রয়ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ।

(২) অনুভাব——অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ [রসামৃত ২।২।১)। অন্তরের ভাব বাহ্যদেশে প্রকটিত হইলে তাহাকে অনুভাব বলে। ইহা অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিকভেদে ত্রিবিধ। উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) সাত্ত্বিক — কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ [রসামৃত ২।৩।১]॥ ইহা একপ্রকার অনুভাববিশেষ হইলেও শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া গোবলীবর্দ্দন্যায়ে ইহাদিগকে সাত্ত্বিক বলা হয়। স্তম্ভ, কম্পাদি অষ্ট প্রকার।

(৪) ব্যভিচারী—বিশেষেণাভিভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভি-

* সাহিত্যকৌমুদ্যাঃ টীকায়াং—কিঞ্চ হাসাদয়ঃ ক্বচিদ্ ব্যভিচারিণশ্চ স্যুঃ। যদুক্তং —শৃঙ্গার-বীরয়োর্হাসো বীরে ক্রোধস্তথা মতঃ। শান্তে জুগুপ্সা কথিতা ব্যভিচারিতয়া পুনঃ॥ (৪।১৩) মূলে চ—রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ। (৪।১২) ভাবঃ প্রোক্তঃ, অঞ্জিতঃ প্রধানীভূতঃ।

চারিণঃ॥ সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে [রসামৃত ২।৪।১—২]॥ যাহা বিশেষভাবে স্থায়ী ভাবের আনুকূল্য করে এবং স্থায়ী ভাব হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই নিমজ্জিত হয়—তাহাকে ব্যভিচারী ভাব বলে। সামাজিকের স্থায়ী ভাবকে সঞ্চারিত অর্থাৎ বৈচিত্রী প্রাপ্ত করাতে ইহার নামান্তর—সঞ্চারী। নির্বেদ, বিষাদ, গ্লানি প্রভৃতি ৩৩ প্রকার।

বিভাবের দ্বারা যাহা সামাজিকের চিত্তে ভাবিত হয়—তাহা ভাব। ইহা সামাজিকগত; পক্ষান্তরে যাহা দ্বারা সামাজিকের চিত্তে ভাবের উন্মেষ ও আবির্ভাব হয়, তাহাকেও ভাব বলে—ইহা অনুকার্য বা মূল নায়ক-নায়িকাদিগত। এইরূপে অনুকার্য ও সামাজিক উভয়ের মধ্যে অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ বিদ্যমান আছে।

সামাজিকের স্থায়ী ভাবের সঙ্গে বিভাবাদির মিলন-ব্যাপার সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণের (তৃতীয়) টীকায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র-তর্কবাগীশ বলেন—(১) প্রথমতঃ কাব্যনাট্য-শ্রবণ-দর্শনাদি দ্বারা সামাজিকের চিত্তে বিভাব এবং অনুভাবের উপস্থিতি—(২) আক্ষেপে (ব্যঞ্জনাদ্বারা বোধ হেতু) সামাজিকের চিত্তে সত্বর সঞ্চারী ও স্থায়ী ভাবের আবির্ভাব। (৩) সাধারণীকরণাখ্য ব্যাপার-বলে দময়ন্তী নল রাজার বা আমার—এই ভাবে বিভাবাদি-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে সামাজিকের সাধারণ্য-প্রত্যয়। (৪) তৎপরে ব্যঞ্জনাদ্বারা অনুকার্যের সহিত সামাজিকের রস-সমানকার - প্রত্যয়। স্বাদনাখ্য-ব্যাপারদ্বারা 'আমিই দময়ন্তী-বিষয়ক রতিমান্ নলরাজা' ইত্যাকার স্বীয় রসবাসিত চিত্তে রত্যাদি অভেদাত্মক এবং নিজেতে নায়কা-ভেদাত্মক রস-সাক্ষাৎকার সহৃদয় সামাজিকের ঘটিয়া থাকে। এই 'সাধারণ্য'-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতে ও সাহিত্যকৌমুদীতে নাট্যশাস্ত্রের প্রমাণ ধৃত হইয়াছে।

শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণীকৃতৌ। প্রমাতা তদভেদেন স্বং যয়া প্রতিপদ্যতে॥

সাধারণ্যং চ স্বপর-সম্বন্ধ-নিয়মানির্ণয়ঃ। ভাবাদির স্বপরসম্বন্ধ-নিয়মের অনির্ণয়কে সাধারণ্য বলে *। নাট্যশাস্ত্রের (রসামৃত ২।৫।৮৪) টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব বলেন—'মুনিবাক্যে তু ভেদাংশঃ স্বয়মস্ত্যেব ইত্যভেদাংশ এব তু বিভাবাদেঃ শক্তিরিতি ভাবঃ॥' ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে যে নাট্যরসের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহার আস্বাদক প্রমাতা বা সামাজিক বিশেষভাবে দৃশ্য কাব্যের দর্শক বা প্রেক্ষক। দৃশ্যকাব্যের দর্শকমাত্রই যে প্রেক্ষক বা সামাজিক, তাহা নহে। ইঁহার মতে—'যস্তুষ্টে তুষ্টিমায়াতি শোকে শোকমুপৈতি চ। ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধে ভয়ে ভীতঃ স নাট্যে প্রেক্ষকঃ স্মৃতঃ'॥ এইরূপ শ্রব্যকাব্যেও হৃদয়বান্ শ্রোতা বা পাঠকই সামাজিক—

সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥ (ধর্মদত্তঃ)

যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়-তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, তে হৃদয়-সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ (অভিনব গুপ্ত)। রসজ্ঞতৈব সহৃদয়ত্বমিতি (আনন্দবর্দ্ধনাচার্যঃ)। যদি তু বিগলিতবেদ্যান্তরত্বম্ অনুকর্ত্তৃণামপি দৃশ্যতে, তদা তেষামপি সামাজিক-ত্বমেব, অনুকরণন্তু সংস্কারবশাদেব জীবন্মুক্তানামাহারবিহারাদিবৎ। তেন সামাজিকানামেব রসঃ (অলঙ্কার-কৌস্তুভ—৫ম) অর্থাৎ অনুকর্ত্তা শিক্ষা ও অভ্যাসাদিবশতঃ নাট্যে কুশলতা প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাতে রসাস্বাদন হয় না—ইহাই প্রায়িক নিয়ম। অনু-কর্ত্তৃগণেরও কদাচিৎ বাহ্যবৃত্তিলোপ হয়, তখন তাহারাও সামাজিক হইতে পারে, তাদৃশ ভাবাপন্ন নটের ঐরূপ অনুকরণ কিন্তু জীবন্মুক্তের আহারবিহারবৎ সংস্কারবশতঃই সম্পন্ন হয়, বলিতে হইবে। এতদ্দ্বারা সামাজিক গণেরই রসাস্বাদন হয়—ইহাই প্রমাণীকৃত হইল।

অলঙ্কারকৌস্তুভ—(৫ম) ভক্তি-রসের উদাহরণ দিতেছেন—

জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবন-মদন নন্দাত্মজ বিভো, প্রিয়াভীরীবৃন্দারিক-নিখিল-বৃন্দারকমণে! চিদানন্দস্যন্দাধিক-পদারবিন্দাসব, নমো নমস্তে গোবিন্দা-খিলভুবনকন্দায় মহতে॥

* সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎ প্রতীয়তে। পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ॥ সাহিত্যদর্পণ (৩)

অত্র দেববিষয়ত্বাচ্চেতোরঞ্জকতা রতিরেব ভাবঃ। স এব স্থায়ী, আলম্বনং শ্রীকৃষ্ণঃ, উদ্দীপনং তন্মহিমাদি, অনুভাবো হৃদয়দ্রবাদিঃ, ব্যভিচারী নির্বেদ-দৈন্যাদিঃ, পরোক্ষো ভক্তানাং, সামাজিকানান্তু প্রত্যক্ষঃ। †

গৌড়ীয়বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিবিধ বিদ্যা—

আবশ্যকতা— শ্রীভগবানে সর্ব-শাস্ত্র-সমন্বয়-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবচরণ ভগবৎসন্দর্ভের সর্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন—'বেদের অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বয় হইয়া থাকে। যথা—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ডের অবধারণার্থ পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা, ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিদচিৎ বস্তুগুলির জ্ঞানের জন্য গোতম, কণাদ ও কপিল প্রভৃতির দর্শনশাস্ত্র, ঈশ্বরের উপাসনা-বিষয়ে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র প্রয়োজনীয়। স্মৃতি প্রভৃতিও কর্ম, জ্ঞান বা উপাসনা কাণ্ডেরই অনুসরণ করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামতন্ত্র, গান্ধর্বকলা দ্বারা শ্রীভগবানের তত্তদ্বিষয়ক চরিত-মাধুর্যের অনুভবজ্ঞান সিদ্ধ হয়। নীতি ও শিল্পদ্বারা তাঁহার সেবা-চাতুরী-বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ দ্বারা তাঁহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিবারণের সামর্থ্য ঘটে। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন 'ধর্ম, অর্থ ও কাম—আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী (কর্মবিদ্যা), তর্কবিদ্যা, দম (দণ্ড-নীতি) ও বিবিধ বার্ত্তা (জীবিকা-নির্বাহার্থ বিদ্যা)—এই সকল বিষয় যদি স্বসুহৃৎ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধক হয়, তাহা হইলেই এই সকল বিষয়কে সত্য বলিয়া জানিবে, নচেৎ ইহারা অসৎ (ভাগবত ৭।৬।২৬); সুতরাং শ্রীভগবানের উপাসনার অনুকূলে সকল বিদ্যাই শিক্ষণীয় এবং সকল বিদ্যারই তাঁহাতে সমন্বয়জ্ঞান করণীয়।'

(১) চিত্রশিল্পাদি——শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (মধ্য ১।২২৭) হইতে জানা যায় যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা গ্রামে চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক ঘটনাবলী দেখিয়াছেন—'প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা। দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচিত্রলীলা।' শ্রীবিশাখাকৃত শ্রীমন্ মদনগোপালের চিত্রাঙ্কণ প্রসিদ্ধ কথা। বহু প্রাচীন কাল হইতে সমগ্র ভারতে গৃহাদিতে চিত্রাঙ্কণপ্রথা প্রচলিত। জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'চিত্রে শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতার' হস্তাঙ্কিত গ্রন্থদ্বয় তাৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের চিত্রবিদ্যায় পরম নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার পরিচায়ক। পুষ্পাদি-শিল্প এবং মণিমাণিক্য-জটিত শিল্পাদির কথা ভক্তিরসামৃতে, গোবিন্দলীলামৃতে, উজ্জ্বলে, কৃষ্ণ-ভাবনামৃতে ও কৃষ্ণগণোদ্দেশ-প্রভৃতি বহুগ্রন্থে অভিব্যক্তই আছে। স্তব-মালার অন্তর্গত চিত্রবন্ধাদিও কাব্য-কলার সহিত চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ-জ্ঞাপক (মালা° ৬৬ পৃষ্ঠা গৌড়ীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

(২) স্থাপত্যবিদ্যা (মূর্তিশিল্প) —শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৮—২০) বিবিধ মূর্তি ও মন্দিরের প্রস্তুতপ্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীললিতমাধবোক্ত নববৃন্দাবনের মূর্তিশিল্পাদির বর্ণনায় বুঝা যায় যে তৎকালে এই বিষয়ে সুবহুল চর্চা হইত। রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর-স্তূপ-খননে খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত শ্রীমদ্ভাগবতের বহু উপাখ্যান ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'মধ্য আমেরিকায় যে সব পুরাতন দেব দেবীর মূর্তি বা ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন যে সেগুলি হিন্দু-দেবদেবীরই প্রতীক। গণেশ, ইন্দ্র, বরুণ, শালগ্রাম শিলা ও ছোট বড় বহু দেবতা—এ সকলেরই পূজা করিত আমেরিকার আদিম অধি-বাসীরা—' (প্রবাসী ১৩৩৮ আষাঢ়) * ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-কর্তৃক

---

† অলঙ্কার শাস্ত্রের গবেষণা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় Dr. M. Krishnamachariar-কর্তৃক বিরচিত Classical Sanskrit Litt. pp. 723-800 এবং History of Skt. Poeties by Dr. S. K De., 'Some Concepts of the Alankar Sastra' by V. Raghaban, 'The Numbar of Rasas' by the same. কাব্যবিচার by S. N. Das Gupta. 'The Philosophy of Æsthetic pleasure' by P. Panchapogesh Sastri (Annamalai University) দ্রষ্টব্য।

* এ বিষয়ে প্রতীচ্যভাষায় লিখিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অনুসন্ধেয়—

1. History of Fine Arts in India and Ceylon—(Vincent Smith)

2. History of Indian Art—(Ananda Kumar Swamin).

সঙ্কলিত 'বৃহৎ বঙ্গের' প্রথম খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদে 'গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের'-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রস্তরশিল্প, কাগজ, তালপত্র ও পুঁথির মলাটের উপর অঙ্কিত চিত্রশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, কাঁথাশিল্প, মৃৎশিল্প, আলপনা ও বিবিধশিল্প প্রভৃতির সচিত্র ইতিবৃত্ত অনুসন্ধেয়। 'বৃহৎবঙ্গে' দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়েও ইতিবৃত্ত-সহিত পুঁথির মলাটের ছবি এবং বৈষ্ণবচিত্রাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিতে পারেন।

† গ্রাউজ্ প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা মনে করেন উত্তর ভারতে হিন্দু-শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ও সর্বাঙ্গের সামঞ্জস্য শ্রীগোবিন্দ-মন্দির। (E. R. E., II ; P 857). এই মন্দির শ্রীরূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে ও মূলতানী বণিক কৃষ্ণদাসের আর্থিক সহায়তায় আকবরের ৩৪শ রাজ্যাব্দে রচিত। শ্রীকৃষ্ণদত্ত বাজপেয়ী এম, এ, কর্তৃক লিখিত—হিন্দীভাষায় 'ব্রজ্‌কী কলা—স্থাপত্য, মূর্তি, তথা সঙ্গীত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। [Braja-Loka Samskriti' pp 106—152.]

পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের মন্দির স্থাপত্যশিল্পের গৌরবস্বরূপ ও প্রাচীন উৎকলের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। 'ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়গিরির পাদমূলে যে 'বৈরাগীর মঠ' আছে, ঐ মঠের কুটীরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্তি অঙ্কিত' (বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, তৃতীয়)। বীরভূমে বাসুদেব-মূর্তির বাহুল্য রাঢ়ীয় তক্ষণ-শিল্পের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী গুপ্ত রাজন্য-গণের সময়ে খৃঃ ৩২০—৪৮০ পর্যন্ত হিন্দু ভাস্কর্য-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ বিকাশ-লাভ করিয়াছিল [বীরভূম-বিবরণ ২।১৭৫ পৃঃ]।

(৩) সূপবিদ্যা—শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ৩।৮৪—১১৩, ১৯।৪৯, ২৩।৮৩ ; শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে দ্বিতীয় প্রকাশে, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ৫।৬ সর্গে শ্রীরাধাকর্তৃক বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুতি করার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। চরিতামৃত মধ্য ৩।৪৪—৫৫, অন্নকূট ৪।৬৭—৭৪, জগন্নাথের ভোগ ১৪।২৬—৩৪,১৫। ৫৪—৫৫, রঘুনাথের দণ্ডমহোৎসব, অন্ত্য ৬, রাঘবের ঝালি অন্ত্য ১০।১৫ —৩৩, বন্যভোজন অন্ত্য ১৮।১০৪—১৬০ প্রভৃতিও আস্বাদ্য। ইহাতে অমৃতকর্পূর (৩।১০।২৮), অমৃতকেলি (২।৪।১১৭), অমৃতগুটিকা (২।১২। ১৬৭), অমৃতমণ্ডা (২।১৪।২৯), কর্পূরকূপী (৩।১০।১১৮), কর্পূরকেলি (৩।১৮।১০৬), পীযূষগ্রন্থি (৩।১৮।১০৬), রসালা (২।১৯।১৮২), রসপূপী (৩।১০।১১৮), শিখরিণী (২।৪।৭৪), দুগ্ধলকলকি (২।৩।৫৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সুখাদ্য। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের (২৩।৮৩) অনঙ্গগুটিকা, দুগ্ধলড্ডুক ও সীধুবিলাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ভোজ্যবস্তু। শ্রীশচীমাতা, মা জাহ্নবা প্রভৃতির রন্ধন সর্ব-ভক্তপ্রশংসনীয় ও ঈপ্সিত।

(৪) রাজনীতি— বাংলার বাদশাহ হোসেনশাহের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ছিলেন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন--শ্রীবল্লভ। উড়িষ্যায় রাজা ছিলেন—গজপতি প্রতাপরুদ্র। ইহাদের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান তৃতীয় খণ্ডে সূচিত হইয়াছে। রায় রামানন্দ দাক্ষিণাত্যের বিদ্যানগরের অধিকারী, গোপীনাথ পট্টনায়ক উড়িষ্যার মালজ্যাঠাপাটের অধিকারী; রাজার অর্থ নষ্টকরায় বড় জানার অকৃপা, চাঙ্গে চড়ান ও উদ্ধারাদি চরিতামৃত অন্ত্য নবম-পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। রাজধন-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তিতে (ঐ ৩।৯।৮৮—৯০) রাজপ্রতিনিধির ইতিকর্তব্যতা সুষ্ঠু নির্ণীত হইয়াছে। হোসেন-শাহের বেগম-কর্তৃক সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাশ ও মহাপ্রভু-কর্তৃক উত্তম প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা (ঐ২।২৫।১৭৪-২০৬) রাজা প্রতাপরুদ্র তাৎকালীন উৎকলের দোর্দণ্ড প্রতাপবান্ রাজা হইয়াও গৌরপ্রেমের ভিখারী—প্রভুর বহির্বাসপ্রাপ্তি (চৈচ ২।১২।৩৭ —৪৭), পথসম্মার্জন (ঐ ২।১৩।১৫

3. History of Orissan Architecture—(R. D. Banerjee).

4. History of Indian and Eastern Architecture (Fergusson).

5. Mathura—(F. S. Growse).

6. Indian Architecture—(E. B. Havele).

† The first-named community (Bangali or Gaudiya Vaisnabas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was Chaitanya, the founder of the sect, whose immediate disciples were its first temple-builders (Page 183, Mathura, a District Memoir—by F. S. Growse).

—১৭) ইত্যাদিতে আদর্শ রাজার ভগবৎপ্রিয়তা পরিব্যক্ত। বৈষ্ণব রাজার মন্ত্রজপ-প্রভাবে নির্বিকারতা, জীবন-নির্বাহার্থে ভগবৎপ্রসাদান্ন-গ্রহণ, রাজ-পরিবারে যথাবিধি সম্পত্তি-বিভাগ ইত্যাদি করিয়াও রাজ-সম্পর্ক যে বিবেকী বৈষ্ণবগণের অসুখকর—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে (বৃ ভা ২।১৫৩—১৫৬)।

(৫) আয়ুর্বেদ—ভাগ ২।৭।২১, ৮।৮।৩৪, এবং ৯।১৭।৪ ধন্বন্তরির আয়ুর্বেদ-প্রবর্ত্তকত্ব দেখা যায়, শ্রীচিত্রা সখী 'পশু-বৈদ্যবিদ্যা-উপচার-শাস্ত্রে' সুনিপুণা ছিলেন। (ভক্ত ৯)

শ্রীচরিতামৃতে ধৃত আম (অন্ত্য ১০। ১৯—২০), কণ্ডু (অন্ত্য ৪।২০১—৪), কুষ্ঠ (মধ্য ৭।১৩৬), চন্দনাদিতৈল (অন্ত্য ১২।১০২), মৃগী (মধ্য ১৫। ১২৬), সন্নিপাত (মধ্য ২১।১৩৭) প্রভৃতিতে বহু ভৈষজ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। প্রেমসম্পুটে (১৩।১৪) অখিলাময়শাতন তৈলের প্রসঙ্গ আছে। মুরারিগুপ্ত 'আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ। চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ ভব-রোগ—দুই তার ক্ষয়।' (চৈচ আদি ১০।৫০—৫১) ; বিষ্টম্ভচিকিৎসা (চৈ° ভা° মধ্য ২০।৬৪—৭০), খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস রাজবৈদ্য—তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেম (চরিতামৃত মধ্য ১৫।১১৯—১২৭)। শ্রীদাস গোস্বামির মানসে পরমান্নভোজনে উদরাধ্মান-বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামির 'গুরুভোজন হইয়াছে' উক্তিতে তাঁহার আয়ুর্বেদ-বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট পরিচয় হইতেছে।

(৬) সঙ্গীতবিদ্যা—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্যবাদ্যবিনোদী, মহাপ্রভু—'সংকীর্ত্তনৈকপিতা', তুঙ্গ-বিদ্যা—সঙ্গীতকলায় মহাপারদর্শী ; শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ২২।৫৪—১০১, ২৩।১—৩৮, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের ১৯শ অধ্যায় দৃশ্য।

নৃত্য—শ্রীমহাপ্রভুর অলাতচক্রে নৃত্য (চৈ° চ° মধ্য ১৩।৮২ ও চৈ° ভা° মধ্য ৮।১৭৯) দ্রষ্টব্য। শ্রীনিত্যা-নন্দের সংকীর্ত্তনে মল্লবেশ (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৫১০—৫১৯)। তাণ্ডবনৃত্য—(চৈ° চ° মধ্য ১১।২২৫, ১৩।১১—১২), রাসে বহুবিধ নৃত্য, হস্তক-নৃত্যাদি।

অভিনয়—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দান-লীলা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে তৃতীয়াঙ্কে এবং রুক্মিণী-আবেশে নৃত্য-বিনোদাদি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য অষ্টাদশে আস্বাদ্য—মাধবানন্দ ঘোষমুখে দানখণ্ড-গান-শ্রবণে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমভক্তিবিকারাদি (চৈ° ভা°—মধ্য ৫।৩৭৮—৩৮৯)।

রাগ-রাগিণী বাদ্যাদি—রাগ-রাগিণীপ্রকট (রত্না—১০।৫৩৯)।

ডম্ফবাদ্যবিশারদ—শঙ্কর ঘোষ। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্যকারী মহেশপণ্ডিত (চরিতামৃতে আদি ১১।৩২) ; বাদ্য-সম্বন্ধে (রত্না ৫।৩১০৯—৩১৭৬), নৃত্যসম্বন্ধে (ঐ ৫।৩১৭৯—৩৩০৪)।

স্বরোৎপত্তি—ভাগ ৩।১২।৪৬— 'স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ।'

সুর—মনোহরসাহী, গরাণহাটী, রেণেটী, টেঁঞার ছপ ইত্যাদি।

সংকীর্ত্তনে প্রকট ও অপ্রকট লীলা-সমন্বয়—(রত্না ১০।৫৭১—৬৩২)। রাগরাগিণী প্রভৃতি সম্বন্ধে পদামৃত-সমুদ্রের টীকা ও রত্না (৫। ২৪৮৯—৩০৯০) অন্বেষণীয়। গীত-চন্দ্রোদয়ের অন্তর্গত রাগার্ণব ও তালার্ণব আলোচ্য। এ প্রসঙ্গে শ্রীমন্নরহরি ঘনশ্যাম-সংকলিত 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ' আলোচ্য। এগ্রন্থটি খৃঃ সপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গীতশাস্ত্রে অপূর্ব দান বলিয়াই গণ্য। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনীই সংকীর্ত্তনের বিপুল ইতিহাস। তাহারই ফলে বিরাট পদাবলী-সাহিত্যের অপূর্ব সমাবেশ।

(৭) জ্যোতির্বিদ্যা—ভাগ ৫।২১—২৪ এবং ১২।১১।৩২—৪৪ দ্রষ্টব্য। সুচিত্রা সখী মন্ত্রতন্ত্র-জ্যোতিষশাস্ত্রে বিচক্ষণ (ভক্ত ৯), ইন্দুলেখা সখী সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শিনী। মহাপ্রভুর কোষ্ঠিবিচারে চৈতন্য-ভাগবত (১।৩।১৫—২৮) ও সর্বজ্ঞের নিকট স্বরূপ-পরিচয়ে ঐ (১।১২। ১৫৩—১৭৭) এবং চৈতন্যচরিতামৃতে (১।১৩।৯০) নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির গণনাদিতে এবং (ঐ ২।২০।৩৮৪—৩৯১) জ্যোতিশ্চক্রের বর্ণনাতে সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে তৎকালে জ্যোতির্বিদ্যায় মহাপারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হরিভক্তিবিলাসের তিথি-প্রভৃতির নিরূপণ-প্রসঙ্গেও জ্যোতি-র্বিদ্যার আবশ্যকতা ও মহা উপ-যোগিতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ—চিত্রাদি—হস্তলিপি—ব্যবহৃতদ্রব্যাদি

প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ :—(১) শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবী-কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীগৌর

(মুরারির কড়চা ৪।১৪।৮) নবদ্বীপে। (২) শ্রীগৌরীদাস - পণ্ডিত-স্থাপিত শ্রীনিতাইগৌর (ঐ কড়চা ৪।১৪।১২—১৪) অম্বিকা কালনায়। (৩) শ্রীকাশীশ্বর-পণ্ডিত-স্থাপিত শ্রীগৌর-গোবিন্দ (সাধনদীপিকা ২।২৪ পৃঃ) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দমন্দিরে। (৪) শ্রীমহেশ-পণ্ডিত-স্থাপিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ (চাকদহ, পালপাড়ায়)। (৫) শ্রীজগদীশ - পণ্ডিত - স্থাপিত শ্রীগৌরগোপাল (যশোড়া— নদীয়া)। (৬) শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুর-স্থাপিত শ্রীখণ্ডে, (৭) শ্রীমদ্ গদাধরদাসকর্ত্তৃক কাটোয়ায় স্থাপিত এবং (৮) শ্রীকংসারি ঘোষকর্ত্তৃক গঙ্গানগরে (বর্দ্ধমানে) স্থাপিত শ্রীগৌর সুন্দরের বিগ্রহত্রয় মহাপ্রভুর প্রকটকালে কুলাইগ্রামে নির্মিত হয়। (৯) শ্রীমুরারিগুপ্ত-কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীনিতাইগৌর (বন-খণ্ডী মহাদেব, বৃন্দাবন)। (১০) শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়-আবিষ্কৃত শ্রীলক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ (ভক্তি-রত্নাকর ১০।১৯১—২০৩) খেতুড়। (১১) শ্রীঠাকুর জগন্নাথ-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত—শ্রীশ্রীযশোমাধব (শ্রীপাট আড়িয়াল, ঢাকা)। (১২) শ্রীশ্রী-গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-সেবিত শ্রীমেয়োকৃষ্ণ (ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ)। (১৩) শ্রীসত্যভানু উপাধ্যায়-(চৈ. ভা. তৈথিক বিপ্র)-সেবিত শ্রীবাল-গোপাল (শ্রীহরিদাস গোস্বামির গৃহে, নবদ্বীপ)। (১৪) শ্রীক্ষীর-চোরাগোপীনাথ (রেমুণা)। (১৫) শ্রীঅভিরামগোপালের সেবিত—শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ (খানাকুল, কৃষ্ণনগর)। (১৬) শ্রীক্ষেত্রে টোটা গোপীনাথ (শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক যমেশ্বর টোটায় আবিষ্কৃত)। (১৭) কটকে সাক্ষিগোপাল [এক্ষণে পুরীর নিকট নীত]। (১৮) শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দ-মন্দিরে (বর্ত্তমানে ভাগবতনিবাসে) শ্রীদাসগোস্বামিপাদের গোবর্দ্ধনশিলা। (১৯) শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রাপ্ত চরণচিহ্নযুক্ত গিরিরাজ—শ্রীবৃন্দাবনে ও জয়পুরে। (২০) নদীয়া জিলায় গোস্বামীদুর্গাপুরে ১৫৯৬ শকে (কালাঙ্কবাণেন্দুমিতে) মুকুট রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরায়-কর্ত্তৃক শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র **বজ্রনাভ-কর্ত্তৃক** স্থাপিত বিগ্রহ :—১। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেব, মথুরায় কেশবদেব, গোবর্দ্ধনে হরিদেব ও মহাবনে বলদেব—দেব-চতুষ্টয়, ২। বৃন্দাবনে সাক্ষী-গোপাল, গোপীনাথগোপাল, মদন-গোপাল ও গোবর্দ্ধনে শ্রীনাথ-গোপাল—গোপালচতুষ্টয়, ৩। মথুরায়—ভুতেশ্বর, বৃন্দাবনে গোপী-শ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর ও কাম্য-বনে কামেশ্বর—শিবচতুষ্টয়, ৪। মথুরায়—মহাদেবী, বৃন্দাবনে—বৃন্দাদেবী চীরঘাটে কাত্যায়নী ও সঙ্কেতে সঙ্কেতবাসিনী--দেবীচতুষ্টয়।

গোস্বামিগণ-কর্ত্তৃক প্রকটিত বিগ্রহ :——(১) শ্রীরূপের——শ্রীগোবিন্দ, (২) শ্রীসনাতনের—শ্রীমদনমোহন, (৩) শ্রীজীবের—শ্রীরাধাদামোদর, (৪) শ্রীগোপাল-ভট্টের—শ্রীরাধারমণ, (৫) শ্রীমধু-পণ্ডিতের—শ্রীগোপীনাথ, (৬) শ্রীলোকনাথের—শ্রীরাধাবিনোদ, (৭) শ্রীশ্যামানন্দের—শ্রীশ্যামসুন্দর, (৮) শ্রীবিশ্বনাথের—শ্রীগোকুলানন্দ।

প্রাচীন প্রসিদ্ধ বিগ্রহ :—(১) খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর, (২) সুখচরে শ্রীগৌরনিতাই, (৩) পানি-হাটীতে শ্রীমদনমোহন, (৪) সাঁই-বোনায় শ্রীনন্দদুলাল, (৫) মাহেশে শ্রীজগন্নাথ, (৬) চাতরায় মহাপ্রভু, (৭) এঁড়েদহে বালগোপাল, (৮) বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ, (৯) শান্তি-পুরে শ্রীমদনগোপাল, (১০) বহরম-পুরে মোহনরায় ও কৃষ্ণরায়, (১১) খেতুরে—গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, রাধা-রমণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও কৃষ্ণ, (১২) জালালপুরে শ্রীনন্দ-দুলাল।

প্রাচীন দলিল পত্রাদি :—(১) শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের শ্রীরাধাকুণ্ড-বিষয়ক দলিল (রাধা-কুণ্ডে ও পাণিহাটি গ্রন্থ-মন্দিরে)। (২) খড়দহের মন্দির-সম্পর্কে আলমগির-প্রদত্ত দলিল—(কলিকাতা শৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামির গৃহে) [সাধনায় ২।১১ ইংরেজীতে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।] (৩) শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে বাদশাহ্ আমলের দলিল ও প্রাচীন প্রাচীন মুদ্রা। (৪) শ্রীবৃন্দাবনে পশু পক্ষির হত্যানিবারণের জন্য হুমায়ুন বাদশাহের ফারম্যান। (৫) পরকীয়া মতের প্রাধান্য-স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণদেব শর্মা-কর্ত্তৃক শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের বরাবরে অজয়পত্র (১১২৮ সাল)। (৬) ঐ সম্পর্কে ১১২৭

সালে ইস্তফাপত্র। (৭) ১১৪০ সনে শ্রীহট্টে ঢাকা দক্ষিণের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহসেবার অংশ হস্তান্তরের দলিল (বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে)। (৮) ১০৬৬ হিজরি সালে সাহাজাহানের পুত্র দারাশাহ-কর্তৃক বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজিউর সেবার জন্য ১৮৫ বিঘা জমির দানপত্র (Farman)। (৯) ৯৯৬ হিজরি সালে শ্রীদাস গোস্বামির নামে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী কয়েকজন ব্রজবাসীর ভূমিবিক্রয়পত্র।

বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন শিলালিপিচিত্র—(1) The Akshay Vata Inscription of Vigrahapal III. (2) The Visnupada Inscription of Narayanpála. (3) Vasudeva Temple Inscription of Govindapala 1232 S. E. (4) The Nrisingha Temple Inscription of Nyayapal. (5) British Mususm Image Inscription of Mahendrapal. (6) Krisna Dwarika Temple Inscription of Nyayapala. (7) লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ইত্যাদি।

প্রাচীন চিত্র—(১) শ্রীবিশাখা-দেবী-কৃত শ্রীমন্ মদনগোপালের চিত্রপট, (২) শ্রীরাধাকুণ্ডে মা জাহ্নবার ঘাটে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চিত্রপট, (৩) কুঞ্জঘাটা (বহরমপুর) রাজ-বাড়ীতে সপার্ষদ মহাপ্রভুর চিত্রপট (৪) পুরীর রাজবাড়ীতে (life-size) ;—(৫) বম্বে ভোঁসলা হাউসে—(বর্গীরা বাংলা হইতে লইয়া যায়) ; (৬) শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্দাসগোস্বামির ভজন-কুটীরে রসরাজমহাভাব চিত্র—দিল্লীশ্বর মুসলমান সম্রাটের আদেশে উৎকলীয় সামন্তরাজের চিত্রকর-কর্তৃক সাক্ষাদ্‌ দৃষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের অবিকল চিত্র—(৭) শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর গৃহে ছিল ; খৃঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইহা নির্মিত। এঁড়েদহে মল্লিক মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে বর্ত্তমানে বিদ্যমান।

প্রাচীন হস্তলিপি—১) শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তাক্ষরে গীতা কালনায় (ভক্তিরত্নাকর ৭।৩৪০), (২) শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তাক্ষরে শ্রীভাগবতের টিপ্পনী দেন্মুড়ে (?), (৩) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির হস্তাক্ষরে মূল ভাগবত—দেন্মুড়ে (?) ; (৪) শ্রীরূপগোস্বামিপাদের হস্তাক্ষর ও (৫) শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের হস্তাক্ষর শ্রীবৃন্দাবন রাধাদামোদরের মন্দিরে ও নবদ্বীপ হরিবোল কুটিরে ; (৬) শ্রীভাগবতাচার্যের হস্তলিখিত প্রেমতরঙ্গিণী—বরাহনগর পাট-বাড়ীতে ; (৭) শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত—দেন্মুড়ে ; (৮) শ্রীসনাতন প্রভুর স্বাক্ষরযুক্ত দলিল—?

ব্যবহৃত দ্রব্যাদি—(১) আগর-তলা রাজবাড়ীতে মহারাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক প্রদত্ত হস্তিদন্ত-সিংহাসন (রাজমালা ১।৩২৫) ; (২) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৈঠা—কালনায় (ভক্তি-রত্নাকর ৭।৩৩৫) ; (৩) শ্রীকৃষ্ণের হস্তের পাঞ্চজন্য শঙ্খ—মহীশূর রাজবাড়ীতে ; (৪) শ্রীগৌরাঙ্গের উত্তরীয়—ভদ্রক সাঁইথিয়া শালিন্দী-তীরস্থ মন্দিরে। (৫) শ্রীসনাতন প্রভুর ভোট কম্বল—যমুনাতীরে এটোযাতে। (৬) ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কাষ্ঠপাদুকা ? (৭) গম্ভীরায় (শ্রীরাধাকান্তমঠে) শ্রীগৌরাঙ্গের পাদুকা, করোয়া ও কন্থা ; (৮) শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর পাগড়ী (শ্রীহরিদাস গোস্বামির গৃহে, নবদ্বীপে)। (৯) শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গলচাবুক ও ব্রহ্মদণ্ড নামক ছড়ি (খানাকুল কৃষ্ণনগরে)। (১০) শ্রীজগদীশ পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আনয়নের যষ্টি—যশোড়ায়। (১১) বরাহনগরে পাট-বাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদুকা। (১২) শ্রীবৃন্দাবন রাধারমণ-মন্দিরে মহাপ্রভুকর্তৃক গোপাল ভট্টকে প্রদত্ত আসন। (১৩) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত শিলা, ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্র ও যষ্টি--খড়দহের মন্দিরে ; (১৪) শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের নূপুর—বর্দ্ধমান কুড়ুই গ্রামে মহান্ত-বাটীতে (১৬) শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর খড়ম—বনবিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়ায়), (১৭) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর গলদেশে ব্যবহৃত মালা ও কন্থা—শ্রীপাটগোপীবল্লভপুরে, (১৮) শ্রীহরি-দাস ঠাকুরের নামের ঝোলা ও যষ্টি—পুরী হরিদাস ঠাকুরের মঠে। (১৯) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচনাকালে শ্রীলোচন দাসের উপবেশন-পীঠ বা প্রস্তরখণ্ড—(বর্দ্ধমান) কোগ্রামে।

প্রাচীন শ্রীমন্দিরাদি—[প্রাক্-চৈতন্যযুগে] (১) পুরীতে

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির—রাজা প্রতাপরুদ্র-কর্ত্তৃক প্রথম সংস্কার ১৫০৪—১৫৩২ খৃঃ। (২) ভুবনেশ্বরের মন্দির—কেশরী-বংশীয় রাজা যযাতি হইতে ষষ্ঠ ভূপতি ললাটেন্দু-কেশরী ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খৃঃ) এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। (৩) কোণার্কের মন্দির—গঙ্গাবংশীয় সপ্তম রাজা নরসিংহদেবের কীর্ত্তি, দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। (৪) আলালনাথের মন্দির। *

শ্রীচরণচিহ্ন—(১) পুরীতে গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণচিহ্ন—(অধুনা শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্ব্বদিকে ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থিত) (২) শ্রীবৃন্দাবনে ঝাড়ুমণ্ডলে যাঁতার উপরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন। (৩) শ্রীবৃন্দাবনে কাম্যবনে চরণ-পাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন। (৪) শ্রীবৃন্দাবনে বৈঠান গ্রামের চরণ পাহাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোমহিষগণের চরণচিহ্ন। (৫) শ্রীবৃন্দাবনে ও জয়পুরের শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে চরণচিহ্নযুক্ত গিরিরাজ শিলা। (৬) শ্রীনন্দীশ্বরে পাষাণের উপরে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন।

প্রাচীন খুন্তি—(১) শ্রীকানু-ঠাকুরের খুন্তি—নদীয়ার ভাজনঘাটের শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামিপাদের গৃহে। (২) চন্দননগর গোঁসাইঘাট মদন-মোহন-মন্দিরে। (৩) হুগলি জেলায় তড়া আটপুরে শ্রীপরমেশ্বর দাসের মন্দিরে। (৪) শ্রীপাট খড়দহে রৌপ্য খুন্তি ও পিত্তল খুন্তি। তিন প্রকার খুন্তি—পাঞ্জাযুক্ত, অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত ও ডবল অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত। এই সকল চিহ্ন সম্বন্ধে বিবিধ কিম্বদন্তী শুনা যায়। প্রথমতঃ হজরত মহম্মদ যখন ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন একদল লোক তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত কিনা এবিষয়ে সন্দিহান হইয়া কোন অলৌকিক প্রমাণ দেখিতে চায়। হজরত এক পূর্ণিমা রাত্রে অঙ্গুলি-হেলনে পূর্ণ-চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এই এই ঘটনার স্মরণেই মুসলমানেরা জাতীয় পতাকায় 'অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন' ব্যবহার করে। দ্বিতীয় ঘটনা এই যে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মাসিডন-অধিপতি ফিলিপ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল অবরোধ করে। রাত্রের অন্ধকারে গোপনে ফিলিপের সৈন্য-গণ প্রাচীর ভগ্ন করিতেছিল, সেই সময়ে তারকাসহ চন্দ্রকলা উদিত হওয়াতে দুর্গপ্রহরিগণ শত্রুর কার্য দেখিতে পায়। তখন হইতে তুরস্ক-রাজ সতারকা চন্দ্রকলা স্বকীয় রাজশক্তির চিহ্ন-স্বরূপ গ্রহণ করেন। তৃতীয় মত এই যে গ্রীসের ইলিরিয়া অঞ্চলে গ্রীস জয় করিয়া তুর্কিরা গ্রীসদের নিকট হইতে ঐ পতাকা গ্রহণ করিয়া স্বকীয় জাতীয় পতাকা করেন। চতুর্থ রোমক সম্রাটের পতাকায় ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ১৪৫৩ খৃঃ তুরস্ক সুলতান ২য় মহম্মদ খাঁন উহাদিগকে পরাস্ত করত ঐ পতাকাও কাড়িয়া লয়॥ (প্রবাসী মাঘ ১৩২৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদিগ্রন্থে মহা-প্রভু-কর্ত্তৃক কাজিদলন-বিবরণ আছে —কাজি সংকীর্ত্তন নির্বিরোধে প্রচারিত হওয়ার জন্য ছাড়পত্ররূপে ঐ অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত পতাকা দান করেন। কেহ কেহ বলেন হুসেনশাহ মহা-প্রভুর অবাধ ভ্রমণ ও কীর্ত্তনপ্রচার জন্য ঐরূপ খুন্তিদান করেন। প্রবাদ —মহাপ্রভু এই খুন্তি নাম-প্রচার-করণে আদেশ-দানকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেই দান করেন। উহা কালক্রমে খড়দহে আনীত হয়। উহাই এখনও খড়দহে আছেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের নিকট যে খুন্তি ছিল, তিনি উহা খঞ্জ ভগবান্ আচার্যের বংশীয় মালীপাড়া শ্রীপাটের রঘুনাথ গোস্বামিজিকে দিয়াছিলেন। ঐ খুন্তি লইয়া রঘুনাথের সহিত বীরভদ্র প্রভুর বিবাদ হইলে বীরভদ্র উহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন। ঐ খুন্তি অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় চন্দন-নগর গোঁসাইঘাটে দেখা দেয় —এই ঘাটকে 'জগদীশ ঘাট'ও বলা হয়। রঘুনাথ খুন্তিখানি গৃহে আনিয়া শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউর মন্দিরে রাখিয়া দেন। ১২৯২ সাল হইতে ঐ স্থানে প্রতিবৎসর ঐ তিথিতে 'খুন্তির মেলা' হইয়া থাকে। (নবসঙ্ঘ ১৩৩১।৮ম সংখ্যা)।

বৈষ্ণব-প্রদর্শনী

আবশ্যকতা—বিশ্ব - প্রদর্শনীতে যে সকল বিচিত্র সম্পৎ বিদ্যমান, তাহারই পূর্ণবিম্ব বা মূলাধার-স্বরূপে অনন্তগুণে পরিপূর্ণ হেয়ধর্ম্ম-বিবর্জিত অনাবিল অনন্তবৈচিত্র্যরাজি অলৌকিক

* শ্রীচৈতন্যযুগের শ্রীক্ষেত্রস্থ মঠমন্দিরাদি-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত 'শ্রীক্ষেত্র' (১৫৪—২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মাণ্ডে বা গোলোকে দেদীপ্যমান—ইহাই সুমনীষী ও বাস্তব বৈজ্ঞানিকগণের মত। অলৌকিক চিজ্জগতের বৈচিত্র্যসমূহের অসম্যক্ অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র দেখিয়াই মানব মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের অনন্ত বৈচিত্রীর কেহই সন্ধান রাখে না। প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত দ্রব্যজাতের প্রদর্শনী হইতে পারে না, এ কথা সত্য; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ১১।২৯।২২ শ্লোকার্থ-অনুসারে ছায়া ধরিয়াও কায়ার অনুসন্ধান হইতে পারে। ভৌগোলিক মানচিত্রের সাহায্যে যেমন অদৃশ্য অস্পৃশ্য দেশসমূহেরও স্থিতি, প্রকৃতি প্রভৃতি-বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী বা বৈষ্ণব-প্রদর্শনী অপ্রাকৃত জগতের অনুসন্ধান জাগায় বলিয়া তাহার আবশ্যকতা ও উপযোগিতা স্বীকৃত হয়। গোলোকের যে সকল ব্যাপারে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, বাস্তব রাজ্যের সেই সকল কথা এই দেশেও বুঝাইয়া দিবার জন্য এইরূপ প্রদর্শনীই প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম্মের পূর্বতন অবস্থা, তাহার লোপ ও পুনরভ্যুত্থান কিরূপ ছিল, হইয়াছে বা হইতে পারে—ইত্যাদি বিষয়ে যদি এই সব প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়, তবেই তাহা 'প্রদর্শনী'-নামের সার্থকতা বহন করিতে পারে। প্রাকৃত প্রদর্শনীতে ভোগতৃষ্ণাই বৃদ্ধি করে, কিন্তু এই অপ্রাকৃত প্রদর্শনী বুদ্ধিমান্ দ্রষ্টার হৃদয়ে শ্রীভগবানে রতি-মতি বহন করে, যেহেতু ইহাতে শাস্ত্রের কথা, ভক্ত-ভগবানের লীলাবিনোদই দেখান হয়

এই জাতীয় প্রদর্শনীতে কি কি থাকিবে? *

(১) যাদুঘর—ভারতীয় সাত্বত গ্রন্থাবলী; হস্তলিখিত পুঁথি, পত্রিকা, শিলালিপি প্রভৃতি; তীর্থবারি ও তীর্থরজঃ; বিভিন্ন বিভিন্ন শালগ্রাম, বিগ্রহ, অর্চনদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র, শৃঙ্গারদ্রব্য, কণ্ঠমালিকা, তিলকচিহ্ন, আসন, সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সামগ্রী, খুন্তি, শঙ্খ, মাঙ্গলিক দ্রব্য, যজ্ঞোপকরণ, অভিষেকের সামগ্রী, মুদ্রা, পুষ্প, তুলসী, নৈবেদ্য, নীরাজন-সামগ্রী প্রভৃতি।

(২) চিত্রকলা-বিভাগ——ভগবৎসম্বন্ধীয় তৈলচিত্র, দৃশ্যচিত্রাদি, তীর্থস্থান, মন্দিরাদি, আচার্যগণ, তাঁহাদের আবির্ভাব-স্থান ও সমাধি-স্থানাদি এবং মহাজনদের উপদেশাদিদ্বারা অঙ্কিত, গ্রথিত বা খোদিত পটাবলী।

(৩) মানচিত্র—ভারতীয় তীর্থস্থান, বিষ্ণুমন্দির, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলাদির মানচিত্র।

(৪) প্রাণি-বিভাগ——ভগবৎসেবায় অনুকূল প্রাণিসমূহের প্রদর্শনী—ভগবদ্বাহী হস্তী, ময়ূর, হরিণ, ধেনু প্রভৃতি, শুকশারিকাদি পক্ষী প্রভৃতি।

(৫) কৃষি বিভাগ—শ্রীধামোৎপন্ন ভগবৎসেবোপযোগী বিবিধ ধান্য, ফল, ফুল, শাকশব্জী ইত্যাদি।

(৬) শ্রমশিল্প-বিভাগ——ভগবৎসেবার জন্য গৃহশিল্প, কারুশিল্প, অলঙ্কার, তৈজসপত্রাদি, মন্দিরাদি সাজাইবার উপকরণাদি, চারুশিল্প, ভাস্কর্য, আলিম্পন, আসনাদি।

(৭) বস্ত্র-বিভাগ——বিভিন্ন পোষাক, নামাবলী, রোমবস্ত্র, গালিচা সতরঞ্চ।

(৮) খনিজদ্রব্য-বিভাগ—অভ্র, গৈরিকাদি, স্বর্ণরৌপ্যাদি, হিরকাদি, খনিজ রং প্রভৃতি।

(৯) সুগন্ধিদ্রব্য-বিভাগ—সেবোপযোগী আতর, অগুরু, কস্তুরী, গোলাপজল, চতুঃসম, ধূপ ও ধূপশলাকাদি, কুঙ্কুম, কর্পূরাদি।

(১০) প্রাণিজাত দ্রব্যবিভাগ—গব্য, গোরোচনা, মোম, মধু, মুক্তা, চামর, ময়ূরপুচ্ছাদি।

(১১) ভগবন্নৈবেদ্য-বিভাগ—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় বিবিধ খাদ্যদ্রব্য—রাঘবের ঝালি, ছাঁচ, নারিকেলের চিঁড়া, জিলাপী, অমৃতী, মতিচুর, পাটালি, জয়নগরের মোয়া, সীতাভোগ, মিহিদানা প্রভৃতি। নিবেদিত প্রসাদ—শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ, শ্রীনাথদ্বারের প্রসাদ, শ্রীবৃন্দাবনের সপ্ত দেবালয়ের প্রসাদ, ক্ষীরচোরা গোপীনাথের ক্ষীর-প্রসাদ, চৌষট্টি মোহন্তের ভোগারাধনার প্রসাদ—মহামহাপ্রসাদ প্রভৃতি।

(১২) কাগজশিল্প-বিভাগ—ভগবৎসেবানুযায়ী বিবিধ সামগ্রী ও

* এই স্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইল, বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা-কর্তৃক ৪৪৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে প্রচারিত 'শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী' পুস্তিকাই দ্রষ্টব্য।

লীলোদ্দীপক রমণীয় চিত্রাদি।

(১৩) মূর্ত্তিশিল্প-বিভাগ—প্রস্তরে বা মৃত্তিকায় নির্মিত উপদেশপূর্ণ ভগবল্লীলা যেমন—শ্রীরূপসনাতন-শিক্ষা, সার্বভৌম-উদ্ধার কাজিদলন, জগাই-মাধাই-উদ্ধার ইত্যাদি।

(১৪) গ্রন্থাদি-প্রকাশ ও প্রচার-বিভাগ—সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ করিয়া সুপ্রাচীন দুর্লভ গোস্বামি-গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আচার্যদের ভক্তি-গ্রন্থমালা ও চিত্রাবলী-প্রকাশ ও প্রচার ইত্যাদি।

(১৫) চলচ্চিত্রে বা ছায়াচিত্রে বক্তৃতা—লীলাভিনয়াদি।

পাণিহাটিতে—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্টমহাশয় কর্ত্তৃক ১৩০৪ সালে ১লা মাঘে প্রতিষ্ঠিত ও তৎপরে ১৩৪১ সালে বরাহনগর পাট-বাড়ীতে স্থানান্তরিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে' সদাকালের জন্য উন্মুক্ত বৈষ্ণব-প্রদর্শনীতে পূর্বোক্ত বিষয়-সমূহের অধিকাংশই সুচারুভাবে সুসজ্জিত আছে। এই অক্লান্তকর্মা মহামনস্বী নীরবে ধনজন বলবর্জিত হইয়াও যে এতাদৃশ বিরাট্ প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, যাহার পরিদর্শনে দেশবিদেশের লোক—পাশ্চাত্য দেশের মহামনস্বীগণও * একবাক্যে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন—ইহা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্তিই বটে।

* Brazil হইতে প্রকাশিত O Pensamento-নামক পর্ত্তুগীজ পত্রিকায় ১৯৩২ খৃঃ জুন সংখ্যায় A Exposicao de Vaisnab-শীর্ষক প্রবন্ধে পাণিহাটীর বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থমন্দিরের প্রাচীন পুঁথি-বিভাগের ৭।৮ খানা পুঁথি লইয়া শ্রীনবদ্বীপের হরিবোল কুটীরের হরিদাস দাস তৎপ্রকাশিত 'শ্রীগৌড়ীয় গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের' আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। কালের বিধ্বংসী হস্ত হইতে—অন্ধকারময় কারাকক্ষে বিবিধ কীটের ভোজন-ব্যাপৃত মুখ হইতে—গৃহের আবর্জ্জনাবোধে পথে, ঘাটে, পুষ্করিণী বা নদীগর্ভে সমাধির কবল হইতে—এই সব প্রাচীন পুঁথিগুলি স্কন্ধে ও বক্ষে বহনক্রমে সযত্নে উদ্ধার করিয়া শ্রীঅমূল্যধন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাহিত্য-সাম্রাজ্যে যে অমূল্য ধন দিয়া স্বনাম সার্থক করিলেন—এই জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ এই মহা অবদানের কথা এখন কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার না করিলেও কিন্তু ইতিহাস ভুলিতে পারিবে না; কবির ভাষায় আমরাও অমূল্যধনকে বলিতেছি—হে মহাজন! হে নীরব কর্মি! 'উৎপৎস্যতেঽস্তি তব কোঽপি সমানধর্মা কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর আদর্শ—(১) দশাবতার, (২) আরোহ ও অবরোহ পথ—নিজেদের চেষ্টায় ভগবানকে জানিতে যাওয়াই আরোহপথ, যেমন লণ্ঠন দিয়া সূর্যদেখা; আর ভগবানের দয়ায় তাঁহাকে জানা—অবরোহপথ যেমন সূর্যের আলোকেই সূর্যদেখা। (৩) আরোহপথ বা রাবণের সিঁড়ি। বিবরণ-পুস্তিকাতে এই সব আদর্শের বিস্তৃত ব্যাখ্যানও দেওয়া হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপযোগিতা

'গৌড়' শব্দ-সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বহু আলোচনা আছে। কূর্ম ও লিঙ্গপুরাণের শ্রাবস্তি নগরীর নামান্তর গৌড়দেশ, পাণিনি ও বরাহমিহিরের গৌড়পুর, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে গৌড়প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী রাঢ়দেশ, রাজতরঙ্গিণীতে ললিতাদিত্য ও জয়াদিত্য প্রভৃতি রাজগণ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট গৌড়দেশ, আর্যাবর্ত্তে উল্লিখিত পঞ্চগৌড় * চণ্ডীমঙ্গলে উক্ত পঞ্চগৌড় প্রভৃতি, বল্লালসেনের গৌড়নগরে রাজধানী-নির্মাণ ইত্যাদির বিচার করিলে মনে হয় যে পুরাকালে বঙ্গদেশবাসী বা আর্যাবর্ত্তবাসী 'গৌড়ীয়' শব্দে অভিহিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণানু-চরগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের বিশেষ বাচ্য হইয়াছেন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যাদি এই অভিধানের চতুর্থ খণ্ডে 'গৌড়দেশ' শব্দে আলোচ্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—'এই তিন 'গৌড়ীয়াকে' করিয়াছেন আত্মসাৎ' বাক্যই তাহার প্রমাণ। গৌড়ীয়গণকে গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ও বলা হয়,

* সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে। গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চ-গৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

যেহেতু 'স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদেব গৌরই' তাঁহাদের আরাধ্য ঈশতত্ত্ব। ইহাকে 'ব্রাহ্ম-মাধ্ব-গৌড়েশ্বর' সম্প্রদায়ও বলা চলে, যেহেতু ব্রহ্মা হইতেই এই সম্প্রদায়ের মূলতঃ প্রবৃত্তি [শব্দব্রহ্ম ও রেতোব্রহ্মের উদ্ভব], মধ্বাচার্য হইতে পুষ্টি এবং বিষয়াশ্রয়মিলিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরেই ইহার চরম পরিণতি। মধ্বমতের সহিত কতিপয় প্রমেয়-বিষয়ে এই অভিনব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইলেও মাধ্বের দ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে †। এক কথায় সম্বন্ধ-অভিধেয় - প্রয়োজন - তত্ত্বের বিচারে, কর্ম- জ্ঞান - যোগ-বৈরাগ্য-ভক্তি-প্রেমাদির বিশ্লেষণে,দর্শন-কাব্য-নাটক-রস-অলঙ্কার - ছন্দঃ- ব্যাকরণ-স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্র-বিষয়ক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ তথ্যনিষ্কাসনে এবং সার্বভৌমতা, সার্বকালিকতা, সার্বজনীনতা ও বিশ্বপ্রেমিকতায় গৌড়ীয়গৌরবই যে অসমানোর্দ্ধ, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান।

'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' (ভাগ° ৪।২৯।৫০) 'সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে' (ভা ১০।৮০।৩) এবং 'তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো' (ভা ১।৫।১১) ইত্যাদি ন্যায়ে যে বিদ্যাবুদ্ধিতে বা শাস্ত্রালোচনায় ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্তি করায়, তাহাই যথার্থতঃ 'সাহিত্য'-পদবাচ্য, নতুবা তত্তৎ আলোচনা ব্যর্থ 'রাহিত্য'-পদযোগ্য। সাহিত্যশব্দে সম্যক্ হিতকর সুসন্নিবিষ্ট বাক্যকদম্বই বাচ্য, তাহাতে বিচিত্রতা-বিলাসাদিও ধ্বনিত, অতএব সাহিত্যকে রসখনি বা ভাবরত্নাকর বলিতে হয়। গৌড়ীয়মতে শ্রীমদ্ভাগবতই (এবং তদনুগামী শাস্ত্রই) একাধারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং পারমহংস সংহিতা ; ইহাতেই জ্ঞানবিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত, ইহা একমাত্র রসিক ও ভাবুক-জনেরই সংবেদ্য ও সমাস্বাদনীয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মে সাহিত্যের স্থান নাই, যেহেতু তাহাতে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীর লয় হইয়া যায়। একল বাসুদেবতত্ত্বে বিষয়তত্ত্ব থাকিলেও নায়িকার অভাবে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা, লক্ষ্মীনারায়ণে কিঞ্চিৎ সাহিত্য পাওয়া গেলেও তাহাতে ঐশ্বর্যপ্রধান বলিয়া সম্যক্ স্ফূর্তি হয় না। শ্রীসীতারামে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিকসিত হইলেও সেই মর্যাদা-পুরুষোত্তমের লীলাবিলাসে সাহিত্যও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতই হয়। দ্বারকাধীশ এবং মথুরাধীশেও ঐশ্বর্য-প্রাবল্য বলিয়া সাহিত্য পূর্ণতর বিকাশ পাইতে পারে না—কিন্তু সৌন্দর্য-মাধুর্যনিদান শ্রীবৃন্দাবনেই লীলা-পুরুষোত্তমের সাহচর্যে সাহিত্যের চরম কাষ্ঠা বিকশিত, যেহেতু সেস্থানে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের [অন্যান্য স্বরূপে অনাবিষ্কৃত] ক্রীড়া-মাধুরী, বেণু-মাধুরী, বিগ্রহ-মাধুরী ও প্রেম-মাধুরী প্রভৃতি সম্যক্ প্রকাশিত। তত্রত্য যাবতীয় বস্তুনিচয়ই সৎসাহিত্যের আকর, সুতরাং সাহিত্যের প্রগতিও নির্বাধ এবং অসমোর্দ্ধ, অতএব এই বৃন্দাবনীয় কাব্যরচনাতেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য সর্বথা আত্ম-বিনিয়োগ করিয়া মহামহনীয় হইয়াছে। ফলতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র হইতে মথুরাধীশের লীলাপ্রচারক গ্রন্থপর্যন্ত সকলগুলিই অংশ, খণ্ড বা প্রকৃত ভূমা বস্তুর একদেশমাত্র। অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণই এই সব সাহিত্যের নায়ক এবং মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীই নায়িকা। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব রসরাজ সচ্চিদানন্দঘন স্বয়ং ভগবানে শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'রসো বৈ সঃ', 'মধু ব্রহ্ম' এবং 'আনন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যাবলির তাৎপর্য চরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গে অসমোর্দ্ধ রূপ, লীলা, ঔদার্য ও স্বরূপাদিগত মহাবৈশিষ্ট্যহেতু আস্বাদন-বৈচিত্র্যও স্ফুটতর ; সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যই শ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রেমসেবা-পরিপাটীর যথাযথ বিনির্দেশ করিয়া জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের পন্থা-প্রদর্শক।

এই সাহিত্যের অখিলরসবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সর্বাবগাহী নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ও নিরবদ্য আস্বাদন-ধারাগুলি যদি একবার সহৃদয়ের মর্মে পথ করিয়া লয়, তবে সীমাবদ্ধ হৃদয়ের মধ্যেই সেই অসীমের সংযোগ ঘটাইয়া দিবে। ফলে সেই

† এ বিষয়ে আলোচনা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যে ১১২—১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যিক প্রতিক্ষণে নবনবায়মান উদ্দীপনায় বিভোর হইয়া অন্তরে বাহিরে সেই ভূমারাজ্যেরই অনুভব করিবেন, কেননা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র তখন অলৌকিক ভাবের স্পর্শে স্বাভাবিক পবিত্রতাসম্পন্ন হইবে এবং তজ্জন্য নির্ধূতদোষ ও প্রসন্নোজ্জ্বল হইয়া ক্রমশঃ অখিল-রস-সম্রাটের নিখিলমাধুরীর আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করিবে। উক্ত অধিকারে চিত্তে যতই পরমৌদার্যময় স্ফারতা জন্মে, ততই আস্বাদনের বৈচিত্রী ও নবনব (চিৎ) বৃত্তির স্ফুরণ হয়, এমন কি তদীয় চিত্তের অগণিত বৃত্তিরাশিও তখন লবণাকর-ন্যায়ে রসায়িত বা রসভাবিত হইয়া যায়। ইহাই হইল সৎ-সাহিত্যালোচনার চরম ফল। বলা বাহুল্য যে প্রাকৃত সাহিত্যেও রস-সংবাদ আছে, কিন্তু তাহা ব্যাবহারিক, খণ্ডিত ও ভোগস্পৃহাত্মক বলিয়া সৎসাহিত্যজ আনন্দের ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না।

ইতিহাস-পর্যালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই অখণ্ড গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য তিনটী যুগে ক্রমশঃ আত্মবিকাশ করিয়াছে—(১) রসসম্রাট্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া (২) তৎপ্রাদুর্ভাব (১৪০৭ শাক) হইতে প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া পুষ্টিলাভ করিতে করিতে (৩) তদন্তর্ধানের (১৪৫৭ শাক) পরেও প্রায় দুই শত বর্ষকাল এই সাহিত্য স্বগরিমায় মহনীয় ছিল। প্রথমটিকে আমরা প্রাক্‌চৈতন্যযুগ, দ্বিতীয়টিকে শ্রীচৈতন্যযুগ এবং তৃতীয়টিকে শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। 'গৌড়োদয়ে' শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-রূপ (পুষ্পবান্) সূর্যচন্দ্রের আবির্ভাবে, শ্রীরূপসনাতনাদি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীরও সমুদয়ে—দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথ-বলদেবের অভ্যুত্থানেও সেই ধারাই অক্ষুণ্ণ ছিল।

অহো! যাঁহারা সেই মূর্ত্তরস-সম্রাটের নিত্যলীলা-সঙ্গী, তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে সেই রসামৃতসিন্ধু মন্থন করিয়া স্বয়ং ত যথেচ্ছ সম্ভোগ করিয়াছেনই, আবার জীবের প্রতি পরম করুণায় আপামরে বিতরণও করিয়াছেন। তাঁহারা অন্তর্ধান করিলেও কিন্তু তাঁহাদের আস্বাদ্য রসসম্পদ্‌রাশি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' করিয়া রাখিয়াছেন। অনধিকারী হইলেও আমাদিগকে তাঁহারা একেবারে বঞ্চিত করিয়া যান নাই। সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়োপভুক্ত ভাবের পসারগুলি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যরূপে এখনও বিরাজ করিতেছেন !!

এই গৌড়ীয় সাহিত্যের প্রতি-বিভাগেই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বরূপ ত্রিবেণীর অল্পবিস্তর বিকাশ প্রতিফলিত। সাহিত্য একমাত্র ভাগবত-ধর্ম-প্রতিপাদ্য অহৈতুকী ভক্তি বলিয়া সাহিত্য-সরস্বতীপতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যা-(সাহিত্য)-বধূজীবন শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনামে যুগপৎ শব্দ, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের সাহিত্য সম্যক্‌প্রকারে বিদ্যমান। শ্রীগৌরের মতে 'সুন্দরী কবিতা' অকাম্যা হইলেও কিন্তু 'নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল'-রূপ সাহিত্য সর্বদাই বাস্তব ও শিবদ বস্তুর আস্বাদনীয়তা দান করে বলিয়া সর্বথাই সেবিতব্য।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র

রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্-ভাগবতাদি পৌরাণিক বৈষ্ণব-সাহিত্যে কৌশল্যা, সীতা, ঊর্মিলা, মন্দোদরী, দ্রৌপদী, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির আদর্শ চরিত্র প্রকাশিত। মধ্যযুগীয় আচার্যগণের আবির্ভাবের পূর্বে ও তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সম-সাময়িক বৈষ্ণবসাহিত্যে গোদাদেবী বা অণ্ডাল, শ্রীরামানুজ-শিষ্য বরদা-চার্যের পত্নী লক্ষ্মীদেবী, অনন্তাচার্যের পত্নীপ্রমুখ বহু আদর্শচরিত্র বৈষ্ণব-স্ত্রীচরিত্র-ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যেও বিভিন্ন-প্রকার স্ত্রীচরিত্রে পরমার্থজীবনের সর্বথা আদর্শ প্রকটিত দেখা যায়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবী, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-জননী পদ্মাবতী, শ্রীসার্বভৌম-পত্নী (ষাঠীর মাতা), শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাতা নারায়ণী, শ্রীবসুধা জাহ্নবা, শ্রীমালিনী দেবী প্রভৃতির চরিত্রে মাতৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখা যায়।

শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়—শ্রীগোবিন্দদেব কবি-প্রণীত এই অষ্টাদশ-সর্গযুক্ত মহাকাব্য (সংস্কৃত) নানাবিধ ছন্দে

ও অনুপ্রাসাদি নানা অলঙ্কারে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও চরিতামৃতাদির অনুসরণে প্রাঞ্জল পদ্যে লিখিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাচরিত্র-অঙ্কনেই ইহার তাৎপর্য। শ্রীগোবিন্দ কবি—উৎকলদেশীয় বৈষ্ণব, শ্রীলবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের পরিবারভুক্ত বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৬৮০ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে, উপক্রমে (১।৫) এবং উপসংহারে (১৮।৬০) দুইটি শ্লোকে শ্রীলবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর নামকরণ হইয়াছে। প্রথম সর্গে—(কলাবতরণ), ইহাতে পাপে প্রপীড়িতা গোরূপা পৃথিবীর ব্রহ্মলোকে গমন, ক্ষীরসমুদ্রতীরে ব্রহ্মার স্তব, ভগবানের আবির্ভাব ও ব্রহ্মাকে আশ্বাসদান, পৃথিবীতে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ, লীলাপুরুষোত্তমের আশ্রয়-জাতীয় সুখাস্বাদনের জন্য রাধা-ভাবকান্তি-অঙ্গীকার, জগন্নাথ-শচী-বিশ্বরূপাদির অবতার, অদ্বৈত (শিব), নিত্যানন্দ (বলদেব), হরিদাস (ব্রহ্মা) ও শ্রীনিবাস (নারদ), প্রভৃতিরূপে অবতার, অদ্বৈত প্রভুর তুলসীমঞ্জরী-সমর্পণে সঘন হুঙ্কার, শ্রীশচীগর্ভ ইত্যাদির বর্ণনা। দ্বিতীয় সর্গে—(ভগবৎপ্রভাব), দেবগণের গর্ভস্তুতি, গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব, তিনদিন মাতৃস্তন পান না করায় অদ্বৈতপ্রভু-কর্তৃক শচীমাকে দীক্ষাপ্রদানাদি, ঔত্থানিক কর্ম, বাৎসরিক জন্মোৎসব। তৃতীয় সর্গে —(বাল্যলীলা), হরিনামোৎসব, চৌর্যলীলা মাতৃজীবনরক্ষার্থে নারিকেল-আনয়ন, গঙ্গাপুলিনে বালিকাদের সহিত রসরঙ্গ, লক্ষ্মীপ্রিয়া-মিলনাদি। চতুর্থ সর্গে—(বিহিত-বৈবাহিক), বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক, অধ্যয়নে মনোনিবেশ, হরিবাসর-পালন, বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস, লক্ষ্মীপরিণয়াদি। পঞ্চম সর্গে—(যৌবনলীলা), বঙ্গে তপনমিশ্রমিলন, লক্ষ্মীবিজয়,বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়, দিগ্‌বিজয়ি-জয়, গয়ায় ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালাভ, ঐশ্বর্য-প্রকাশ, নিত্যানন্দমিলন, হরিদাস-মিলন, আম্রোৎসবাদি। ষষ্ঠ সর্গে —(সন্ন্যাসলীলা), বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবিধ বিহার, সন্ন্যাস-গ্রহণে সঙ্কল্পাদি-নিবেদন, কেশবভারতীর নিকট বেশান্তর-গ্রহণ, শান্তিপুরে আগমন, শচীমিলনাদি। সপ্তম সর্গে (নীলাচলযাত্রা), শচীসান্ত্বনা, প্রত্যহ মধ্যাহ্নে শচীর হস্তে ভোজনের জন্য আগমন, রেমুনায় প্রবেশ, মাধবেন্দ্র-চরিতাস্বাদন, কটকে সাক্ষিগোপাল-দর্শন, ছোটবিপ্র ও বড়বিপ্রের কাহিনী। অষ্টম সর্গে - (নীলাচল লীলা), পুরীতে সার্বভৌম-মিলন, বেদান্তশ্রবণ, বিচার, ষড়্‌ভুজমূর্তি-প্রদর্শন, নীলাচলচন্দ্রের বিবিধযাত্রা-দর্শন। নবম সর্গে (দাক্ষিণাত্যভ্রমণ), কৃষ্ণদাসকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা, কূর্মক্ষেত্রলীলা, বাসুদেবোদ্ধার ও নিজমন্ত্রদীক্ষাদান (১২), গোদাবরী-তটে রামানন্দ-মিলন, কৃষ্ণকথা-আলাপনাদি, রামভক্তের কৃষ্ণনামগ্রহণ, বৌদ্ধমিলন, শৈবদের বৈষ্ণবীকরণ, রঙ্গনাথ-দর্শন। দশম সর্গে (নীলাচলা-গমন), অশুদ্ধগীতাপাঠকের বৃত্তান্ত, ভট্টগৃহে চাতুর্মাস্য-কালে অবস্থান, কামকোষ্ঠি, দক্ষিণমথুরায় নির্বিঘ্ন রামভক্তের প্রতি কৃপা, ভট্টথারি-বৃত্তান্ত, উড়ুপীতে মাধ্বমতাবলম্বিদের সহিত বিচার; ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত-সংগ্রহ, সপ্ততাল-মোচন, রামানন্দসহ পুনর্মিলন, আলাল-নাথ হইতে পুরীতে সংবাদপ্রেরণ। একাদশে (গজপতি-মিলন), ভক্ত-মিলন, প্রতাপরুদ্র-মিলন, গোবিন্দ-দাসের আগমন, নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি চন্দনযাত্রাদি, ব্রহ্মানন্দ-বৃত্তান্ত, স্নানযাত্রা, গৌড়ীয় ভক্তদের আগমন, গুণ্ডিচাযাত্রাদি। দ্বাদশে (সর্বর্তুযাত্রা), শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রায় নৃত্যোৎসবাদি, লক্ষ্মীবিজয়োৎসব, বর্ষাকালবর্ণনা, ভট্টাচার্যের নিমন্ত্রণ, অমোঘের জীবনদান, শারদ উৎসবাদি। ত্রয়োদশে (গৌড়াগমন) গৌড়পথে বৃন্দাবনযাত্রার সঙ্কল্প, কটকাগমন, পথেপথে প্রতাপরুদ্রের সেবাসৌষ্ঠব, পাণিহাটীতে আগমন, কুলিয়া ও শান্তিপুর হইয়া রাম-কেলিতে আসিয়া শ্রীরূপসনাতনমিলন, কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। চতুর্দশে (বৃন্দাবন-গমন), বলভদ্র ভট্টাচার্যকে লইয়া বনপথে কাশীতে গিয়া চন্দ্রশেখরগৃহে নিবাস, তৎপরে গোকুলে গমন, প্রেমাবেশে বনভ্রমণ, আমলিতলায় মধ্যাহ্নকৃত্যকালে কৃষ্ণদাস রাজপুতের সহ মিলন, প্রয়াগে শ্রীরূপ-মিলন। পঞ্চদশে— (আশ্রয়-সমাখ্যান), শ্রীরূপশিক্ষা, রসবিচার, কাশীতে শ্রীসনাতন প্রভুর সহিত মিলন ও শিক্ষাদান। ষোড়শে—(ভক্ত-

প্রমোদ), অবতারাবলির কীর্ত্তন, লীলানিত্যতা-স্থাপন, বৈধীরাগমার্গ-বিবেচন, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার, সনাতনের বৃন্দাবনে সুবুদ্ধিমিশ্রসহ মিলন, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, নীলাচলে শ্রীরূপের উপস্থিতি, শিবানন্দের কুকুরের আখ্যান, নাটকাস্বাদন, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবসুধাজাহ্নবার পাণিগ্রহণ ও বীরচন্দ্রোৎপত্তি, দাস রঘুনাথ-গোস্বামিসহ-মিলন। সপ্তদশে (দিব্যোন্মাদ), সনাতনের পুরীতে আগমন ও প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি, গোস্বামিদের গ্রন্থরচনা, বল্লভভট্ট-বৃত্তান্ত, জগদানন্দের সুগন্ধি তৈলভাণ্ড-ভঞ্জন ও বৃন্দাবনে গমন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-সমীপে প্রহেলিকা-প্রেরণ, রঘুনাথভট্টমিলন ও ব্রজে প্রেরণ, ভক্তদত্ত-দ্রব্যাদির আস্বাদন, রথোৎসব-সমাপন, ব্রজবিরহিণীভাবের প্রাবল্য, সমুদ্রে পতন, উদ্যানে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ, কূর্ম্মাকৃতিভাব ইত্যাদির বর্ণনা। অষ্টাদশে (স্বধামবিজয়), মুখঘর্ষণলীলা, অশোকমূলে কৃষ্ণদর্শন ও বিরহবিলাপ, স্বরূপরামানন্দের প্রচেষ্টা ও আস্বাসদানাদি-প্রসঙ্গ। আবির্ভাব, আবেশ ও শক্তিসঞ্চারে ত্রিবিধ উপায়ে লোকনিস্তার-বৃত্তান্ত, শচীর রন্ধনে, নিত্যানন্দ-নৃত্যে, রাঘবের মন্দিরে ও শ্রীবাসালয়ে আবির্ভাব; নকুল ব্রহ্মচারির দেহে আবেশ, শিবানন্দের সন্দেহচ্ছেদনের জন্য ইষ্টগৌরমন্ত্র-কথন, বহুবিধ গৌরমন্ত্রের উট্টঙ্কন; শ্রীরূপসনাতনা-দিতে শক্তিসঞ্চার করত ভক্তিপ্রচার, শিক্ষাষ্টক ইত্যাদি।

গ্রন্থবৈশিষ্ট্য—১৮।২২—৩৪ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীগৌরমন্ত্রোদ্ধার গায়ত্রী ধ্যান প্রভৃতির আলোচনা। এই অংশটির যথাযথ অনুবাদ দিতেছি—[শিবানন্দ সেনের ইষ্টমন্ত্রবিষয়ক সন্দেহ-নিরসনে নকুল ব্রহ্মচারির আবেশে উক্ত] 'হে শিবানন্দ! চতুবর্ণযুক্ত ও পুরুষার্থচতুষ্টয়দাতা নীলপীতাখ্য অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্য অথবা স্বরূপতঃ নীল (কৃষ্ণ) হইয়াও যিনি পীতবর্ণ ধারণ করত পীত (গৌরাখ্য) হইয়াছেন—সেই মঙ্গলনিদান চিন্তামণিরূপ 'গৌরগোপাল' মন্ত্র তোমার হৃদয়ে সতত বিদ্যমান' ॥২২॥ এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধালু ও সাধুচরিত্র শিবানন্দ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ পূর্বক করযোড়ে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন —'আপনি সবই জ্ঞাত আছেন, আমার আর কোনও সংশয় নাই, আপনি সাক্ষাৎ গৌর— এই বুদ্ধিতেই জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ২৩॥ আমি গৌরমন্ত্র জানি বটে, কিন্তু গৌরপূজা-বিধি কিছুই জানিনা; এক্ষণে পূজাবিষয়ে আমার অতিশয় শ্রদ্ধা হইতেছে, অতএব হে স্বামিন্! যে প্রকারে গৃহিগণ ভববন্ধনমুক্ত হইয়া আপনার ধামে যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ করুন।' ২৪॥ এই প্রশ্ন শুনিয়া ব্রহ্মচারী পুলকাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে স্পর্শ করত স্পষ্টস্বরে (ধীরে ধীরে) বলিতেছেন —হে শিবানন্দ! যাহাতে সর্বানন্দ বিরাজিত, তুমি সেই সেবানন্দ লাভ কর নাই (?) ২৫॥ তোমাকে যে চতুরক্ষর গৌরমন্ত্র দেওয়া হইয়াছে, ঐ মন্ত্রই স্মরণীয়, কীর্ত্তনীয় ও জপ্য; ইহাতেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহাতে আর পূর্বকালীন (অন্য বিষয়ে) শুশ্রূষা (শ্রবণেচ্ছা) বা দেশকালাদির অপেক্ষা নাই ॥২৬॥ সর্বকামী যোগীন্দ্রগণ যে নিত্য পূজোপযোগী মন্ত্রদ্বারা আমার সেবা করে, সেই মন্ত্র কিন্তু অন্যপ্রকার। এই যুগে সকল মন্ত্রই সত্ত্বহীন (প্রাণশূন্য), কিন্তু তোমাদের যে মন্ত্র, সে মন্ত্র ঐরূপ (প্রাণহীন) নহে ॥ ২৭॥

দশাক্ষর-গৌরমন্ত্রোদ্ধার * —

'ঙেংস্তং গৌরং পিণ্ডবীজাবসানে,
তদ্বৎ কৃষ্ণং মন্মথান্তে নিষোজ্য।
হার্দ্দান্তশ্চেৎ সর্ববর্ণৈরুপাস্তো,
মুর্দ্ধান্তোঽয়ং সোপবীতৈর্দ্দশার্ণঃ॥'

এই দশাক্ষর মন্ত্রটি দ্বিজাতিমাত্রই উপাসনা করিবে॥ ২৮॥ 'গুরুর আদেশানুযায়ী মন্ত্র জানিয়া মানব অর্চাতে (বিগ্রহে) আমাকে নিত্য এইভাবে অর্চনা করিবে, স্বাশ্রমোক্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক আমার বিদ্যায় (মন্ত্রে) তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে' ॥ ২৯॥ [তারপরে আবার 'গৌরগায়ত্রী' বলিতেছেন। রহস্য-বোধে তাহারও অনুবাদ দিলাম না]

মন্নামোক্ত্বা বিদ্মহেঽস্তং সতুর্যং,
ধীমহ্যন্তং ঙেংস্তং বিশ্বম্ভরঞ্চ। তন্নো
গৌরঃ প্রাদিচোঽহত্রির্মরুচ্চাৎ,
গায়ত্র্যেষা গানতস্ত্রাণকর্ত্রী॥ ৩০॥

আমার এই মন্ত্রে শুদ্ধচিত্ত হইয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্বক সাধক এই মন্ত্রের ঋষি গৌতম, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা আমাকে (গৌর) বীজশক্তি

* তন্ত্রমতে এই মন্ত্রটি লিখিত হইল রহস্যবোধে ইহার অনুবাদ দিলাম না।

প্রভৃতি ও বীজ-বিন্যাস করিয়া অন্তরে এইরূপ ধ্যান করিবে ॥ ৩১ ॥ 'মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত অঙ্গবিশিষ্ট, শুদ্ধহেমবর্ণ নৃত্যপরায়ণ অথবা পুনঃ পুনঃ মন্ত্রজপকারী অথবা দুই হস্তে দণ্ডকমণ্ডলুধারী, উক্তি (উপদেশ)-বিষয়ে নিঃশঙ্ক (?) উন্নতনাসিক ও পদ্মপলাশলোচন' (৩২) আমাকে এইভাবে বিষ্ণুসিংহাসনে আবাহন করত (আসন দিয়া) বিবিধ উপচার প্রদানপূর্বক স্বাঙ্গোপাঙ্গে সভৃত্যে লোকপালগণসহ সন্তুষ্ট করিবে এবং অনন্তর হৃৎপদ্মে উদ্‌বাসন (লয়) করিবে ॥ ৩৩ ॥ যোগ্য মানব এইভাবে আমার সেবায় নিত্য সংসক্তচিত্ত হইয়া থাকিলে বহুবিধ ভোগ উপভোগ করত অন্তে মুখ্যা (অহৈতুকী) ভক্তিলাভে তৃষ্ণাবিধ্বংসে (বাসনা দূরীভূত হইয়া) কৃষ্ণ (গৌর) ধামে গমন করে ॥ ৩৪ ॥ ১৮।৬০ শ্লোকে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিকে প্রভুর প্রথমশিষ্য বলা হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়-শেষে প্রায় একজাতীয় পদ্যে অধ্যায়ের উপসংহার করা হইয়াছে।

গৌরগণচন্দ্রিকা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির নামে আরোপিত। ইহাতে রাঢ়ের বাসুদেব, বিষ্ণুদাস ও মাধব-চূড়াধারী প্রভৃতির স্বীয় ঈশ্বরত্ব-স্থাপনে চেষ্টা ও লোকগর্হাদি বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্, কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে। স্বস্তেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো, ধ্বস্তেশবেষং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ ॥ তেষান্তু কশ্চিদ্‌দ্বিজবাসুদেবো, গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহম্! এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী, শৃগাল-সংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে ॥ শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ। ভক্তা মমেতিচ্ছলনাপরাধাৎ, ত্যক্তঃ কপীন্দ্রেতি সমাখ্যয়ার্যৈঃ ॥ উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং, সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্ধ্নি চূড়াং নিধায়। মন্দং হৃষ্যন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য,-শ্চূড়াধারীত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে ॥

গৌরগণ-স্বরূপ-তত্ত্ব-চন্দ্রিকা——শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি রচিতা বলিয়া কথিত (পাটবাড়ী পুঁথি বি ১৭)। ইহার প্রথমে কবিকর্ণপূর গোস্বামির গৌরগণোদ্দেশের আনুগত্যের উল্লেখ করত স্বসংপ্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তির পরিচয়াদি দিয়া শ্রীগৌর ও তদ্‌গণের পূর্বনামাদি সংসূচিত হইয়াছে।

গৌরগণাখ্যান——গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার পদ্যানুবাদ, রচয়িতা—শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের দেবনাথ দাস। ইহা সাত উদ্দেশে বিভক্ত।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-চন্দ্রিকা—ইহা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত বলিয়া শুনা যায়। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ অহংগ্রহ-উপাসনার নিরসন হইয়াছে। রাঢ়ের বাসুদেব, বিষ্ণুদাস ও বঙ্গের মাধব প্রভৃতির নিজ ঈশ্বরত্ব-স্থাপনে চেষ্টা ও লোকগর্হা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক পুঁথিও শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের নামে আরোপিত হইয়াছে—**শ্রীগৌরগণ-স্বরূপতত্ত্ব-চন্দ্রিকা**——(বরাহনগর পাটবাড়ী গ্রন্থসংখ্যা—বি ১৭) ১২৭৩ সনে লিখিত।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু-বিরচিত। শ্রীচৈতন্যলীলার পার্ষদগণ পূর্ব পূর্ব অবতারে কে কে কোন্ পার্ষদ ছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকেই এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে—শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে শ্রীশ্যামসুন্দর এবং গৌরাঙ্গী ব্রজললনামুকুটমণি শ্রীরাধা বর্ত্তমান। তাহা হইলে ইহাও সঙ্কেতিত হইল যে অন্যান্য পার্ষদদেহেও এক, দুই বা তিনটী পূর্ব পূর্ব স্বরূপের সমাবেশ হইয়াছে। যথারীতি মঙ্গলাচরণ করত স্বকপোল-কল্পিতত্ব-নিবারণের জন্য বলিতেছেন যে স্বস্ব-গ্রন্থে শ্রীস্বরূপাদি মহাজনগণ শ্রীগৌরপার্ষদ-গণের পূর্বনাম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া এবং গৌড় ও উৎকলের সাধুমুখে শুনিয়াই তিনি এ গ্রন্থ লিখিতেছেন। তত্ত্বনিরূপণে শ্রীস্বরূপ বলিয়াছেন যে (৯—১৩) নিজেকে লইয়া পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ ভক্তরূপ (স্বয়ং গৌর), ভক্তস্বরূপ (নিত্যানন্দ), ভক্তাবতার (অদ্বৈত), ভক্ত (শ্রীবাস) এবং ভক্তশক্তি (গদাধর) এই পঞ্চতত্ত্ব হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব 'মহাপ্রভু' এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তত্ত্ব 'প্রভু'-সংজ্ঞক। পার্ষদগণ কেহ বা মহান্ত, কেহ বা গোপাল, উপগোপাল নামে কথিত। নবদ্বীপে যে সকল বৈষ্ণব বিলাস করিয়াছেন—তাঁহারা মহত্তম, নীলাচলে মহত্তর এবং দক্ষিণাদি ভ্রমণ-কালে যাঁহাদের সঙ্গে বিলাস হইয়াছিল—তাঁহারাই মহান্ত। তৎপরে মাধবসম্প্র[illegible]তে স্বগুরু-

পরম্পরা-বর্ণনার পরে শ্রীগৌরাঙ্গে= স্বয়ং নন্দনন্দন+আগুবৃহ বাসুদেব+ শ্রীরাধার প্রবেশ (১৫১ শ্লোকে ইঙ্গিতে উক্ত)। শ্রীনিত্যানন্দে= বলদেব+বিশ্বরূপ+দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ +শেষ ইত্যাদি, শ্রীবাসে=নারদ, শ্রীহরিদাস ঠাকুরে=ব্রহ্মা+ঋচীক-মুনিপুত্র 'মহাতপা ব্রহ্মা'+প্রহ্লাদ ইত্যাদি। এই ভাবে তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর [১—১৩, ১৭], শ্রীমুরারি গুপ্ত [৯৪—৯৫] এবং বিজ্ঞগণমুখে শ্রুত বৃত্তান্ত [৩১৭, ১১২, ৬৬, ৮৭, ৮৮ ইত্যাদি] হইতে পূর্বনামাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। কখনও বা শ্রীচৈতন্য-কর্তৃকও ব্যক্ত হইয়াছে [৫৫, ১১৩, ১২২]। এই গ্রন্থে পূর্ববর্ত্তী মহাজনদের কয়েকখানা গ্রন্থেরও নাম পাওয়া যায়—মুরারির কড়চা [৯৪], রাঘব পণ্ডিতের [ভক্তিরত্ন-প্রকাশ ১৬২], প্রবোধানন্দের [চন্দ্রামৃত ১৬৩], শ্রীনাথ-চক্রবর্ত্তির [ভাগবতব্যাখ্যা ২১১] ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়—অধুনা মুদ্রিত গ্রন্থমধ্যে অন্যকৃত সংযোজনাও প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কাহারও ধারণা।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার পদ্যে অনুবাদ (চৈতন্যগণোদ্দেশ' দ্রষ্টব্য)

(ক) কবিকর্ণপূর-রচিত এই গৌরগণোদ্দেশের 'কিরণ-দীপিকা' নামক বাঙ্গালা পদ্যানুবাদক—শ্রীদীন-হীন দাস। তাঁহার প্রকৃত নাম জানা নাই। (বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক —২৮২ পৃঃ)। (খ) মাহাতা-গ্রামবাসী দ্বিজ শ্রীরূপচরণ-কৃত অনুবাদ-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬।৩২৮ পৃঃ)। (গ) শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ভুক্ত দেবনাথ দাস-কৃত 'গৌরগণাখ্যান'—সাতটি উদ্দেশে বিভক্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৫৪২)। (ঘ) শ্রীরঘুনন্দনের অধস্তন হৃদয়ানন্দ দাস-কৃত অনুবাদ—কৃষ্ণচৈতন্য-গণোদ্দেশ-দীপিকা (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৫২১।২ পৃঃ)

শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণি--শ্রীমন্নরহরি ঘনশ্যাম-কৃত অষ্টকালীন লীলাগ্রন্থ। আদর্শ—দুগ্ধসায়র মধ্যচারু সুমেরু-শৃঙ্গ-সমান গৌরকিশোর দেহ সুলেহ-মণ্ডিত চণ্ডকর-মদভঞ্জনা। শ্রীগদাধর ধীর পরম উলস অন্তর তরল পুলকিত হেরি অনিমিখ অক্ষি রঞ্জিত লক্ষ স্মরকৃতগঞ্জনা॥ মঞ্জু চরণ-সরোজ-সেবন, করত লঘু লঘু জাগি কিঞ্চিত, গাত্রমোটন বিরমি পহুঁ পুন শয়ন কর উতানহি। ভণত নরহরি সুষ্ঠু পুষ্টু, অতর্ক্য বক্র কনক লতা জনু, পবন-পরশ-সুচলিত মৃদু থির থির সুজন কৃত প্রাণহি॥ (চারু-মালা ছন্দঃ ২।১৬)—

এই গ্রন্থে ছন্দঃসমূহের নামাবলি যথা—ললিত, শ্যামা, যামিনী, তারা, কুমারী, সুবিলা, মঙ্গল, রঙ্গিণী, উজ্জ্বল, সুচিত্রা, কাদম্বিনী, বিচিত্রা, রসবর্দ্ধিনী, রঙ্গমালা, রমণী, হেমবতী, বিলাপ, শোভা, কান্তা, দ্রুতগতি, বিলাস, পার্বতী, রেবতী, সুবদনী, দ্বিপ, সাবিত্রী, দ্বিপদী, কোমলা, করুণাবতী, তরুণী, ভদ্রাবতী, কলাবতী, আনন্দবর্দ্ধনী, পদ্মাবতী, হেমদণ্ডক, বৃহদ্দ্বিপদী, দ্বিপথা, ললিত-গতি, ত্বরিতগতি, কুন্দবরী, মধুমতী, বল্লরী, মালতী, সুভঙ্গী, ভারতী, তরঙ্গিণী, চতুষ্পদী, চারুমালা, মালা, মোদক, মঞ্জুমুখী, কমলা, প্রভাকর, চতুর্ভঙ্গী, ত্রিবিক্রম, সুধামুখী, বেলাবলী, রসিকা, রূপ, সুরঙ্গ, মুক্তা, কেশরী এবং মাত্রাবৃত্তে চঞ্চলা প্রভৃতি।

গৌরনামরসচম্পূ--বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদর গ্রন্থাগারে রক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত-কৃত ব্রজভাষায় বিবিধ ছন্দে ১৬শ পরিচ্ছেদে বিভক্ত গ্রন্থ। গ্রন্থকার বহুত্র 'গৌর-নাম'-সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন। হরিনাম-সম্বন্ধে একটি দোহা—

'হরিনাম বিনা হরিকাম কহাঁ কাম বিনা কহাঁ বীজ। বীজ বিনা হরি তনু কহাঁ তনু বিনা কহাঁ নীজ॥ হরিরাগ বিনা হরিভাগ কহাঁ ভাগ বিনা কহাঁ ভোগ। ভোগ বিনা সুখভোগ কঁহা সুখভোগ বিনা কহাঁ জোগ॥ হরিরংগ বিনা সৎসঙ্গ কহাঁ সৎসঙ্গ বিনা কহাঁ অন্ত। অন্ত বিনা একন্ত কহাঁ একান্ত বিনা কহাঁ কন্ত॥ কন্ত বিনা কন্তার কহাঁ গৌর বিনা কহাঁ শ্যাম। শ্যামবিনা অভিরাম কহাঁ অভিরাম বিনা কহাঁ নাম॥ ৪॥

গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র-কর্তৃক সঙ্কলিত। ১৩১০ সালে ১৫১৭টি পদ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহার সকল পদই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক; তাঁহার পরি-কর ও পার্ষদ ভক্তগণের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনীও ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট। শ্রীগৌর-বিষয়ক পদাবলির একত্র সমাবেশ ইতঃপূর্বে কেহ করেন

নাই। ইহার ৬ তরঙ্গে ২৫ উল্লাস আছে এবং পরিশিষ্টে নানা ভাবের সঙ্গীত ও পূর্ববর্ত্তী পদকর্ত্তৃগণের গুণানুবাদ-নামক দুইটি উল্লাসে ১৩৫টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু ব্যঙ্গ্য কাব্য লিখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া দেশে যখন সাহিত্যিকগণের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল, তখন ইনি ঐ কাব্যের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'ছুছুন্দরীবধ' কাব্য'-নামে এক ব্যঙ্গ্য কবিতা লিখিয়া সমগ্র দেশকে, এমন কি, মাইকেলকেও হাসাইয়াছিলেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর সম্পাদকীয় মঙ্গলাচরণে ইনি 'প্রেমবন্যা'-শীর্ষক যে ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাও অতিসুন্দর।

গৌরলীলামৃত[১]—দ্বিজশঙ্কর-বিরচিত সংস্কৃত চরিতগ্রন্থ। এই গ্রন্থে আদি, মধ্য, সন্ন্যাস ও শেষ খণ্ডে ২৯টি অধ্যায় আছে। শ্রীচৈতন্য-বিরহে রাজা প্রতাপরুদ্র অধীর হইয়া তল্লীলাশ্রবণ-মানসে শ্রীচৈতন্য-ভক্ত মাধব পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করত শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মাদি যাবতীয় লীলা শ্রবণ করিতেছেন। ভাষাটি অতিসরল, সাধারণতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দেই লিখিত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলাদি লীলাগ্রন্থ-দর্শনে ইহা বিরচিত, কেননা এই গ্রন্থের ভাব, ভাষাদি এই দুই গ্রন্থের প্রায়শঃ অনুরূপ। দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা কোথাও নাই। প্রতি অধ্যায়ান্তে পুষ্পিকা-বাক্য—'ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে মহাভাগবতে শাঙ্করীয়ে আদিখণ্ডে ভগবন্নারদ-সংবাদে ভগবদবতারোপক্রমঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥'

বিষয়-সূচী—আদিখণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবদবতারোপক্রম, তৃতীয়ে ভগবদবতার, চতুর্থে বাল্যলীলায় অতিথিব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ, পঞ্চমে বিদ্যারম্ভাদি, ষষ্ঠে ও সপ্তমে বিবাহোৎসব, অষ্টমে তীর্থগমনাদি। **মধ্যখণ্ডের** প্রথমে — নিত্যানন্দ-সমাগম, দ্বিতীয়ে—জগাই-মাধাইর উদ্ধার, তৃতীয়ে প্রেমবিস্তারণ, চতুর্থে প্রকৃতিরূপে নৃত্যলীলা, পঞ্চমে যবনপতি-নিগ্রহ, ষষ্ঠে শ্রীবাস ও শ্রীধরের প্রতি কৃপাপ্রকাশ, সপ্তমে দানলীলানুকরণ। **সন্ন্যাস খণ্ডের** প্রথমে ভক্তবৃন্দের বিলাপ ও সান্ত্বনাদি, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ এবং সান্ত্বনা, চতুর্থে সন্ন্যাসগ্রহণ, পঞ্চমে আচার্যগৃহে ভিক্ষা, ষষ্ঠে শ্রীক্ষেত্রে গমন। **শেষখণ্ডের** প্রথমে—সার্বভৌমগৃহে গমন, দ্বিতীয়ে সার্বভৌমানুগ্রহ, তৃতীয়ে রামানন্দানুগ্রহ, চতুর্থে স্বগণসহ মিলনাদি, পঞ্চমে শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা, ষষ্ঠে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, সপ্তমে দরিদ্র-ব্রাহ্মণানুগ্রহ এবং অষ্টমে—ভক্তবর্গ-প্রস্থাপন। লিপিকাল—১৭১১ শকাব্দা, ৯২ পত্রাত্মক।

গ্রন্থশেষে—শ্রীচৈতন্য - পদাস্বাদ-প্রসাদাদ্ গ্রন্থমেতকং। শ্রীগৌরলীলামৃতং নাম ভবপাশ-নিকৃন্তনম্॥ নানাগ্রন্থং সমালোচ্য সারং সারং সমুদ্ধরন্। দ্বিজঃ শ্রীশঙ্করশ্চক্রে তত্র তত্র স্মরন্ প্রভুম্॥

গৌরলীলামৃত[২]— বংশীদাস - কৃত - ষোড়শসর্গাত্মক বাঙ্গালা চরিত-কাব্য। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে ১২১ পত্রাত্মক খণ্ডিত পুঁথি (হরিবোল কুটীর ৮)। ইহাতে অষ্টকালীন লীলারই মত বর্ণনা দেখা যায়। অন্তিমে 'গৌরলীলামৃত-প্রার্থনা'-নামে ৮ পত্রাত্মক সন্নিবেশও আছে।

গৌরবিনোদিনী বৃত্তি—ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীমদ্রামরায়-কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে চতুঃসূত্রীমাত্র পাওয়া যায়। অচিন্ত্যভেদাভেদপর ব্যাখ্যাই ইহাতে সমুল্লসিত। শ্রীরামরায়ের ভ্রাতা শ্রীপ্রভুচন্দ্রগোপাল এই বৃত্তির উপর 'শ্রীরাধামাধব ভাষ্য' রচনা করেন। ইহার পৌত্র ব্রহ্মগোপাল আবার 'বস্তুবোধিনী'- নামে টিপ্পনীও করিয়াছেন। বৃত্তির প্রারম্ভে—'নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় রাধামাধব-রূপিণে। নিত্যানন্দ - প্রভাচিন্ত্যভেদাভেদাত্মনে কলৌ॥' এই বৃত্তি ১৪৭৬ শাকে রচিত হয়, 'শাকে ষট্সপ্ততিমনৌ'।

গৌরবিরুদ—আগরতলা হইতে সংগৃহীত, অজ্ঞাতনামা কবির রচনা। স্বভক্তহৃৎসরোবরে প্রফুল্লকঞ্জপাদ রে বতীশসঙ্গ সপ্তলা সুমাল্য সর্বমঙ্গলা ভুতপ্রভাবপদ্মজা চিতাব্জপাদসদ্মজা জলন্মহো মহাকলা বতীর্ণ শুদ্ধভাবলা বিশুদ্ধ পৌরটপ্রভো দ্বিজেন্দ্রনন্দন প্রভো পতঙ্গদুষ্টপাবক প্রতাপরুদ্র-তারক স্বভক্তকল্পপাদপ স্বতন্ত্র সর্বলোকপ প্রমেয়শূন্যবৈভবা তিমান দেব কেশবা জিতাজ নাথ নার বা শচীতনুজ শৈশবা হুকম্পিতাচরাচরা

খিলেশ সর্বসুন্দরা রবিন্দনিন্দিলোচন স্মিত-প্রশোকমোচন স্বভীষ্টদাখিলেশ্বরী গৃহে বিভাতি সুন্দরী রমাস্ততে স্বসংবিদা প্রপূর্ণদুঃখ-সন্তিদা শ্রুতিস্মৃতিপ্রগোপিতা স্বরংগুরো প্রকাশিতা ত্বয়া স্বকীর্ত্তিরঞ্জসা জনাস্ততেতিসাধ্বসা দ্বয়োঽতিদূরগং হরে স্বকীয়সৌখ্যসাগরে জগন্নিমজ্জিতং দয়া বিচিত্রদা রসোদয়াঃ সতাং বিবাদহারিণী হঠাত্তবাঞ্ছিতারিণী সতাং সুধাতরঙ্গিণী সদাপ্রমেয়রঙ্গিণী গুণার্ণবেশ যস্য তে বিদা গুণেষু মুহৃতে জগৎ প্রপঞ্চমিচ্ছয়া কৃতং বিভো যদৃচ্ছয়া হৃতং সতাং মনো ময়া জগদ্ধ্রুবং যদন্বয়াদনীহ দীনবৎসল স্বভক্তশীতলাচল প্রবোধিতাত্মতত্ত্বসীম শাস্ত্রযোনিরপ্যসী শ-শাসনো ব্রজে সদা বিহারকারকো মুদা স্বগৌড়পূর্বপর্বতে নিরঙ্কচন্দ্রমা বতে ড়িতোরুরশ্মিশীতল প্রপূর্ণসর্বভূতল। স্ফুরৎসুগণ্ডমণ্ডল প্রলম্বিদিব্যকুণ্ডল প্রশস্তকুঞ্চকুন্তল প্রগাঢ়ভাবপেশল প্রভাবিড়ম্বিতারুণা চ্যুতোরুদিব্যসদ্গুণা ঽকলঙ্কচন্দ্রচন্দ্রিকা সুহাস্যশুদ্ধমন্দ্রিকা জিতাজকণ্ঠলোচনা স্ম কুন্দনিন্দিদন্ত না বিকানুকম্পমালিনী সুত স্বরঙ্গশালিনী কৃতোরুসৌরত প্রলো ভিতাখিলেন্দ্রিয়াবলো কনেন কামমোহক স্বরূপবেত্ত নায়ক স্বয়ম্ভুবোভিভাবক স্বহস্তশস্তদণ্ডকো ভুবো বিরাগ-পালকো বিহায় ভূতিদাসিকা মরণ্যগো মরালিকা গতিং রমাং চ শাশ্বতী-মনন্তভা সরস্বতী মুখে রমা চ বক্ষসী শ্বরী স্বভঙ্গতাপসী স্বসম্বিদা হৃদি স্থিরা বিভাতি তে সদিন্দিরা বিমোহমূর্ত্তিরচ্যুতো দিবিষু সুন্দরীস্ততো মহালয়ে ঝসাকৃতি রমেশ্বরো মহামতী রঘূত্তমো বলাখ্যকো নৃসিংহবুদ্ধনামকো বরাহকূর্মরূপকো বলীশ্বরোঽহরিতারকো ঽসি কল্কিভার্গবাভিধো ব্রজে মহোদধৌ বিধো প্ররূঢ়ভাব-সঙ্কুলী কৃতাঙ্গযষ্টিরাকুলী কৃত-স্বভক্তচাতকো হতান্ধদেশপাতকো ভ্রমন্ স্বনামজল্পকো জগদ্ধিতায় ভাবকো পনীতকৃষ্ণকীর্ত্তনো মৃদঙ্গবাদ্যনর্ত্তনো দৃগিঙ্গিতাভিনন্দিতাঃ মরাধরাগতাঽস্তিতা ঽসুরাদিদুষ্টভাবনোঽ সতামপীহ পাবনো মুনীন্দ্রবন্দিতাজ্ঘ্রয়ে স্বসম্বিদে ত্বধারয়ে মহাপ্রভো মহামতে কৃপালবে নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোগুণৈরলঙ্কৃতং স্তোত্রবরং সুমঙ্গলং। ক্ষুদ্র-স্বরূপেণ হি কেন সেব্যতে জিহ্বানুজন্তোঃ সফলায় শুদ্ধয়ে ॥

ইতি কলিমঙ্গলস্তোত্রম্।

গৌরশতক—শ্রীরতিকান্ত ঠাকুর-কৃত খণ্ডকাব্য। বিবিধ ছন্দে ১০২ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট সকাকু প্রার্থনা। প্রথম শ্লোক—'প্রণম্য ত্বাং প্রভো গৌর তব পাদে শতং ব্রুবে। সদাশয়ানাং সাধূনাং সুখার্থং মে কৃপাং কুরু ॥'

গৌরসুধাকরচিত্রাষ্টক—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত। (পাটবাড়ী পুঁথি স্ত ৪১, ৪৬ ও ৭৩)। আদর্শ—ব্রহ্মাদ্যৈরপি বাঞ্ছিতং মুনিবরৈর্ভাব্যঞ্চ লক্ষ্যাদিকৈ,-রেবং প্রেম সুদুর্লভং নবসুধা-সংপূর্ণমভূৎ কলৌ (?)। চাণ্ডালাবধি-পাপপামরজনাঃ প্রেমোজ্জ্বলং লেভিরে, গৌড়ে গৌরসুধাকরে সমুদয়ে কিং কিং বিচিত্রং ন হি ॥ ৪

শ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূ—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী মাণ্ড-গ্রামবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামিপাদবিরচিত এই বিপুলায়তন চম্পূকাব্য বত্রিশটি আস্বাদে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমন্নবদ্বীপ-সুধাকরের নবদ্বীপলীলাই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-বলদেবের উত্তরকালে যাঁহারা গৌড়ীয়-সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারাই আসন সর্বোচ্চে—ইহাতে সংশয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরুদাবলী, শ্রীরামরসায়ন, শ্রীরাধামাধবোদয় কাব্য, গীতমালা, দেশিক-নির্ণয়, বৈষ্ণবব্রতনির্ণয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া ইনি চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের পরিচয় যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। অষ্টাদশ শক-শতাব্দীর শেষভাগে এই চম্পূ রচিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সূচী—(১) শ্রীগৌরাবতার-কথনং, (১) শ্রীগৌরাবির্ভাব-নিশ্চয়ঃ, (২) শ্রীগৌরগর্ভবাসঃ, (৪) শ্রীগৌরজন্মমহোৎসবঃ, (৫) প্রথমবাল্যবিলাসঃ, (৬) মধ্যমবাল্যবিলাসঃ, (৭) শেষবাল্যবিলাসঃ, (৮) প্রথমপৌগণ্ডবিলাসঃ, (৯) মধ্যমপৌগণ্ডবিলাসঃ, (১০) শেষপৌগণ্ডবিলাসঃ, (১১) কৈশোরলীলাবর্ণনে——উপনয়নাদি-বিলাসঃ, (১২) লক্ষ্মীপূর্বরাগাঙ্কুরঃ, (১৩) লক্ষ্মীসন্দর্শনং (১৪) লক্ষ্মীপূর্বরাগঃ, (১৫) বিবাহ-পূর্বকৃত্যং, (১৬) কন্যাগৃহপ্রবেশঃ, (১৭) লক্ষ্মীপরিণয়-

উৎসবঃ, (১৮) লক্ষ্মী-সমাগমঃ, (১৯) বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়োৎসবঃ, (২০) দিগ্‌বিজয়ি-জয়ঃ, (২১) গয়া-প্রস্থানং, (২২) গয়া-প্রত্যাগমনং, (২৩) স্বরূপ-প্রকাশারম্ভঃ, (২৪) শ্রীনিত্যানন্দ-সমাগমঃ, (২৫) বহুপাষণ্ডি-নিস্তারঃ, (২৬) চপল-গোপালোদ্ধারঃ, (২৭) জগন্নাথ-মাধবানুগ্রহঃ, (২৮) স্বানন্দাবেশঃ, (২৯) হেমন্তশিশির-বিলাসঃ, (৩০) বসন্তগ্রীষ্ম-বিলাসঃ, (৩১) বর্ষাশরদ্-বিলাসঃ এবং (৩২) নিত্যবিলাসঃ।

গ্রন্থারম্ভে ও উপসংহারে গ্রন্থকারের ভ্রাতৃদ্বয় ও তাতপাদের বন্দনায় স্ববংশের গৌরব সূচিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণে যথারীতি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দের বন্দনা করত তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের আজ্ঞাবলে গ্রন্থকরণে প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। স্বদৈন্যখ্যাপন ও ভক্তশ্রোতৃ-প্রশংসা করত দ্বাপরের শেষে অধর্মরাজ কলিযুগের প্রবেশ ও তাৎকালীন অবস্থার বর্ণনা। দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক পৃথিবীর অবস্থা-দর্শনে উঁহার কল্যাণ-চিন্তা, শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে মথুরায় গমনেচ্ছা এবং নারদকুণ্ডে আশ্রয়-সংকল্প—ইহাই প্রথম আস্বাদের বিষয়। দ্বিতীয় আস্বাদে—নারদের শ্রীবৃন্দাবন-প্রবেশ, বীণাযন্ত্রে সঙ্গীত-শ্রবণে আকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ও নারদের নিকট বিনয়বচনে বাসনা-পূর্ত্তিপ্রকার-জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে নারদ-কর্ত্তৃক পৃথিবীর দুরবস্থাবর্ণনা এবং তৎপ্রতীকারের জন্য প্রার্থনা, ভগবানের ভক্তস্বরূপে শ্রীরাধার ভাবাশ্রয়ে অবতার-গ্রহণের প্রতিজ্ঞা, নামসংকীর্ত্তন-প্রচারের মুখ্য ক্ষেত্র নবদ্বীপে অবতরণের চেষ্টা—পার্ষদগণের অবতারে ইঙ্গিত ইত্যাদি। তৃতীয় আস্বাদে—জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর আটটী সন্তানের জন্মমাত্র তিরোধান, নবদ্বীপে বিশ্বরূপের আবির্ভাব ও একচক্রায় মুকুন্দপণ্ডিত ও পদ্মাবতীর গৃহে নিত্যানন্দের আবির্ভাব—পার্ষদগণের ইতস্তত: আবির্ভাব—শ্রীঅদ্বৈত-সমীপে ভক্তগণের জাগতিক দুঃখদুর্দশা-নিবেদন——শ্রীঅদ্বৈতের সঘন হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মিশ্র-পুরন্দরের হৃৎপদ্মে ও তৎপরে শচীদেবীর জঠরাকাশে প্রবেশলাভ—শচীদেবীর মনে সুখসন্ততি ও দেহে শোভা—গর্ভলক্ষণ-প্রকাশে গঙ্গাতটে শচীদর্শনে অদ্বৈতের অনুমান—দেবতাগণের গর্ভস্তুতি—তৎশ্রবণে শচী-জগন্নাথের কথোপ-কথন—দশম মাসের পরেও চারি মাস যাবৎ গর্ভে স্থিতি। চতুর্থ আস্বাদে—শুভক্ষণে ১৪০৭ শকে ঋতুরাজ বসন্তে শনিবারে পূর্ণিমা-তিথিতে পূর্বফল্গুনীনক্ষত্রে গ্রহণকালে শ্রীভগবানের আবির্ভাব—জগতে হরিনাম-প্রচার। সূতিকামন্দিরে নারীগণের মহাপুরুষ-লক্ষণ দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির কোষ্ঠি-গণনা—ভক্তগণের আনন্দোন্মাদ—অদ্বৈতের প্রেরণায় সীতাদেবীর উপায়নহস্তে মিশ্রভবনে গমন—নৃত্যগীতবাদ্য স্তুতি ইত্যাদি—মিশ্রচন্দ্রের দানাদি। পঞ্চমে—বাল্যলীলা, শচীদেবীর লালনপ্রকার—বালকের ক্রন্দন-স্থগনে হরি-নাম-সঙ্কেত, নামকরণ, গৃহদ্রব্যের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ-পূর্বক বালক-সুলভ চাঞ্চল্য-প্রকাশ—ভৌতিক ব্যাপার-জ্ঞানে বালকের অঙ্গরক্ষা, পঞ্চমমাসে বালক-হিতার্থে ব্রাহ্মণভোজন, তৎপরে অন্নপ্রাশনলীলা, জানুচংক্রমণাদি। ষষ্ঠে—গমনলীলা, অনন্তশয্যায় শয়ন, বাক্যোচ্চারণ, তাৎকালীন অঙ্গমাধুরী, 'হরিবোল' নামোচ্চারণ, প্রতিবেশি-গণের গৃহে গমন ও চাঞ্চল্য-প্রকাশ, ওলাহন-লীলা, চৌরদ্বয়ের স্কন্ধারোহণ ইত্যাদি, মাতার সহিত চন্দ্রসম্পর্কে বিতর্ক। সপ্তমে—চূড়াকরণ, তৈর্থিক-বিপ্র-প্রসঙ্গ। অষ্টমে—পৌগণ্ড-বয়সের শোভা—সমবয়স্ক বালক-গণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক—অদ্বৈতমন্দির হইতে বিশ্বরূপকে আনয়নের জন্য গমনাদি। নবমে—বালকগণের আগ্রহে একাদশীতিথিতে হিরণ্যজগদীশের নৈবেদ্য-স্বীকার এবং ব্রজবালকসহ শ্রীশ্যামসুন্দরের ভোজনলীলার অনুভব-প্রদান—দেবতাদের স্তব-শ্রবণ, নৃত্যভঙ্গী—অপূর্ব নূপুর-ধ্বনির শ্রবণে শচী-জগন্নাথের বিস্ময়—বিদ্যারম্ভ—অঙ্গমাধুরী—বিদ্যাভাস—বিবিধক্রীড়া, নামকীর্ত্তন। দশমে—মুরারি গুপ্তের সহিত বাকোবাক্য—মুরারির ভোজনস্থালীতে মূত্রত্যাগ—শ্রীরাম-রূপে সপার্ষদে আত্মপ্রকাশ—মুরারিকে ভাগবতের তাৎপর্য-কথন। গঙ্গাসৈকতে বালিকাদের সহিত রসচাঞ্চল্য—শচীর তর্জনগর্জনে ত্যক্ত-হাণ্ডীর আসনে বিশ্বম্ভরের

উপবেশন ও অদ্বয়বাদ-কথনাদি। বালকগণকে যূথদ্বয়ে বিভক্ত করত জলকেলি—মিশ্র পুরন্দরের স্বপ্নে বালকশাসন-সম্পর্কে কোনও পুরুষের সহিত আলোচনা—বিবাহ-প্রস্তাবে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগাদি। একাদশে —উপনয়ন-লীলায় শ্রীধরের হস্তহইতে গুবাক-গ্রহণ, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাগ্রহণ—গুরুর-আজ্ঞায় তীরস্থিত তিলপাত্রের আনয়ন-সময়ে জাহ্নবীসলিলে কমলপ্রকাশ ও তদুপরি শ্রীগৌরের চরণ-চালনদর্শনে গঙ্গাদাসের বিস্ময়; মাতার প্রতি শ্রীহরিবাসরে অন্নভোজন-নিষেধাজ্ঞা; অধ্যাপনারম্ভ, মিশ্রপুরন্দরের স্বধাম-গমনে শ্রীগৌরের বিলাপ—ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি। দ্বাদশে—নবকিশোর গৌরাঙ্গের শোভাসমৃদ্ধি—সখীমুখে গৌরগুণশ্রবণে লক্ষ্মীপ্রিয়ার অনুরাগ —বনমালী আচার্যের সহিত ভ্রমণ-কালে লক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎকার ও সখীসবিধে স্বাভিলাষ-প্রকাশ। ত্রয়োদশে—লক্ষ্মীপ্রিয়ার দর্শনে গৌরেরও চিত্তে রসচাঞ্চল্য দেখিয়া বনমালী আচার্য উভয়ের বিবাহ-বিধানে সংকল্প করিলেন। চতুর্দশে —লক্ষ্মীর তীব্র গৌরানুরাগ—সখীদের বিবিধ পরিচর্যাতেও তাঁহার ভাববিহ্বলতা—মনোবেদনা-প্রকাশ—তৎপরে সখীদের আশ্বাসদানাদি। পঞ্চদশে—শচীর নিকট বনমালী-কর্তৃক লক্ষ্মীর রূপগুণাদি-বর্ণনা—বিবাহে শচীর অমত—পুনরায় প্রভুর ইঙ্গিতে বিবাহোদ্যোগ—শুভাধিবাস-কৃত্যাদি। ষোড়শে—প্রদোষ-বর্ণনা, বিশ্বম্ভরের বিবাহোপযোগী বেশভূষাদি—লক্ষ্মীপ্রিয়ার শৃঙ্গার—বল্লভ-ভবনে শুভযাত্রা—দোলা, বাদ্যযন্ত্র, গীত ও নৃত্যাদি—দেবগণের যোগদান—রমণীদের শুভকার্যে সম্বর্দ্ধনা—তাঁহাদের ভূষাদি-বিপর্যয়—বল্লভ-মন্দিরে আগমন। সপ্তদশে—বিবাহপ্রাঙ্গণে সমবেতা নারীগণের ভাববিকার-সহকৃত বিতর্ক—নরনারী-কর্তৃক শ্রীগৌরের নীরাজন—মুখ-চন্দ্রিকা—কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রীদের রসকন্দল—কন্যাসম্প্রদান—বর--কন্যা-মিলনে তত্রত্য জনতার উক্তি—বন্দিস্তুতি—লোকাচারাদি-সম্পাদন——বাসরঘরে প্রবেশ। অষ্টাদশে—বাসরগৃহে গৌরকান্তির প্রশংসাদি—তত্রত্য বিনোদ—বরযাত্রীগণের ভোজনকালে রসকন্দল—বরকন্যার শয়নলীলা— গাত্রোত্থান—— লক্ষ্মীর পিতৃগৃহ হইতে বিদায়কালীন দৃশ্য —বরকন্যার আগমনে শচীমাতার নীরাজনাদি কৃত্য—গার্হস্থ্যলীলাদি। উনবিংশে—বঙ্গদেশে যাত্রা—পদ্মা-বতীর তীরে অবস্থান ও অধ্যাপনা—তপন মিশ্রের প্রতি সাধ্যসাধন-বিষয়ে উপদেশ—বিরহিণী লক্ষ্মীর গঙ্গাবিজয়—শ্রীগৌরের গৃহাগমন ও শচীমাতার সান্ত্বনা—পুনর্বিবাহের জন্য কাশীনাথকে ঘটকরূপে নিয়োগ —বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপগুণাদি-বর্ণনা—বিবাহ-প্রস্তাব-শ্রবণে সখীসহ বিষ্ণু-প্রিয়ার সংলাপ—বুদ্ধিমন্ত খানের আনুকূল্যে বিবাহের সর্বপ্রকার প্রবন্ধ—শুভ পরিণয়োৎসব। বিংশে—বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়নকক্ষায় গৌরসহ সখীজন-সংলাপ— বিলাসাদি —দিগ্‌বিজয়ির পরাজয়-প্রসঙ্গ—সরস্বতী-মুখে গৌরস্বরূপজ্ঞান ও আত্মসমর্পণাদি। একবিংশে——মুকুন্দের সহিত সাঙ্খ্যবাদ-বিচার, গদাধরের সহিত ন্যায়-শাস্ত্রালোচনা, ঈশ্বরপুরীকে স্বগৃহে ভিক্ষানিমন্ত্রণ, সর্বজ্ঞের সহিত স্বপূর্বজন্ম-বিষয়ক প্রসঙ্গ, শ্রীধরের সহিত দারিদ্র্য-সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরাদি ও প্রেমকলহ—শ্রীবাসের সহিত ভক্তিবিষয়ক আলাপ, গয়াপ্রস্থান। দ্বাবিংশে—মন্দারে মধুসূদন-দর্শন ও তত্রত্য দৃশ্য, সঙ্গিগণকে শিক্ষাদানজন্য দেহে জ্বরপ্রকাশ ও বিপ্র-পাদোদক-পানে তাহার শান্তির ব্যবস্থা—গয়াতীর্থে প্রবেশ ও বিষ্ণুপদের মাহাত্ম্য-বর্ণনা, ঈশ্বরপুরীসহ সাক্ষাৎকার ও মন্ত্রদীক্ষাদি—বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা—প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনাদি। ত্রয়োবিংশে—গৌরের বিবিধ ভাব-প্রবণতায় শচীমাতার আশঙ্কা ও শ্রীবাসমুখে আশ্বাসপ্রাপ্তি—মাতার সহিত কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক প্রসঙ্গ—ব্যাকরণ-ব্যাখ্যানে হরিনাম—নাম-প্রচার-আরম্ভ— ভাগবতশ্লোক-শ্রবণে গৌরের অপূর্ব ভাবাবেশ—সীতা-নাথের স্বপ্নানুভূতি, শ্রীবাসমন্দিরে অদ্বৈত-সমক্ষে প্রথম প্রকাশ—শ্রীবাসের স্তবামৃত—স্বরূপদর্শনাদি। চতুর্বিংশে—মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহাবেশ—প্রকাশানন্দের প্রতি তীব্রকটাক্ষ-প্রকাশ—নিত্যা-নন্দের জন্য আক্ষেপ—নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন—নন্দনাচার্য-গৃহে মিলন—উভয়ের প্রেমোদ্দাম ভাবাদি—শ্রীবাসভবনে নিত্যানন্দ-

গমন ও বাস—ষড়্ভুজমূর্ত্তির প্রকাশ—শ্রীবাসাঙ্গনে নৃত্যগীতাদি—শচীমাতার সহিত নিত্যানন্দের মিলনাদি। পঞ্চবিংশে—কাজির কীর্ত্তন-নিষেধে ভীত শ্রীবাসের সম্মুখে নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গ—বালিকা নারায়ণীর কৃষ্ণপ্রেম—প্রতিনিশায় কীর্ত্তনারম্ভ—কাজীর অত্যাচার দেখিয়া কাজিদলনে যাত্রা ও বিরাট নগরসংকীর্ত্তন—বিভিন্ন সংপ্রদায়-রচনা—গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি—কাজিদলন-প্রকার—কাজি ও পাষণ্ডিগণের প্রতি হরিনামোপদেশাদি। ষড়্বিংশে—'হরের্নাম' - শ্লোকের শ্রীমুখে ব্যাখ্যা—শুক্লাম্বরের প্রতি কৃপা—নামের অর্থবাদ-শ্রবণে সচেলে গঙ্গাস্নান—চপলগোপালের কাণ্ড, কুষ্ঠব্যাধি এবং তাহার খণ্ডন-প্রকারাদি। সপ্তবিংশে—নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি নগরে টহল-আজ্ঞা—মত্তপ জগাই-মাধাইর সাক্ষাৎকার—তাহাদের প্রতি নামোপদেশে বিপরীত ফল—মহাপ্রভুর নিকট তাহাদের বৃত্তান্ত-নিবেদন—তাহাদের উদ্ধার-সাধনে সপার্ষদে শ্রীগৌরের যাত্রা—নিত্যানন্দের অঙ্গে মাধাইর প্রহার—শ্রীগৌরের চক্রস্মরণ—নিত্যানন্দের দয়া—জগাইমাধাইর উদ্ধারাদি—স্তবপাঠ এবং বরদান ইত্যাদি। অষ্টাবিংশে—বিশ্বম্ভরের অভিষেক—ভোজনলীলা—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, হরিদাস, মুকুন্দ, মুরারি, শুক্লাম্বর, শ্রীধরাদি ভক্তগণের প্রতি কৃপাবৈভব—স্বানন্দাবেশ। উনত্রিংশে—হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা—শ্রীবাসের মুখে ব্রজগোপীগণের ভদ্রকালী-উপাসনার আস্বাদন-প্রকার—শীত ঋতুর বর্ণনা—হোলিকা-উৎসব—গন্ধচূর্ণ-বিকীরণ এবং গানাদি। ত্রিংশে—বসন্ত ঋতুর বর্ণনা--শ্রীবাসের মুখে (ব্রজরস) বাসন্তরাস-শ্রবণ; গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনা—কালীয়দমন-লীলাস্বাদনচ্ছলে নাট্যরসবিস্তার। একত্রিংশে— বর্ষাকাল - বর্ণনা — নৌকাবিলাস (দানলীলাদি) আস্বাদন—শরৎকাল বর্ণনা, রাসলীলাভিনয়—গোপীগীত-সঙ্গীতাদি। দ্বাত্রিংশে—নিশান্তকালে সখীগণ-কর্ত্তৃক বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রবোধন— রসোদ্গার—গঙ্গাস্নান — নারায়ণসেবা — ভোজন—শয়ন—বহির্বাটীতে ভক্তগণকে কৃষ্ণোপদেশ — সাধ্যসাধনতত্ত্ব-নির্ণয়—নামভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদন—গঙ্গাতীরে ধেনুবৃন্দদর্শনে অপূর্ব-ভাবাবেশ—মন্দিরে হরিনাম-কীর্ত্তন—নৈশভোজন—প্রভু-প্রিয়াজির রস-কন্দল কন্দর্পক্রীড়াদি—শয়নলীলাদি।

এই গ্রন্থের টিপ্পনী করিয়াছেন—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীশ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয় এবং অনুবাদ করিয়াছেন—শ্রীমদ্ গুরুচরণ দাস। গ্রন্থখানি সুখবোধ্য, প্রীতিপ্রদ ও সমাস্বাদ্য।

গৌরাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণনাখ্য স্তবরাজ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য-বিরচিত ৪১টি অনুষ্টুপ শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর প্রত্যঙ্গের বর্ণনা; প্রসঙ্গক্রমে অন্তর্নিহিত ভাবাদিরও সংক্ষিপ্ত সূচনা। স্তবের প্রারম্ভে—'তপ্তহেমদ্যুতিং বন্দে কলি-কৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্। চারুদীর্ঘতনুং শ্রীমচ্ছচী-হৃদয়-নন্দনম্॥ ৪॥ ২ শ্রীসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজও বঙ্গভাষায় ত্রিপদীছন্দে একটী পদ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায় (১৯) মুদ্রিত হইয়াছে। রচনার আদর্শ—'পিরীতি-সাগর ছানি, রসের হিল্লোল আনি, তাহে ছানি অসংখ্য অনঙ্গ। সু-উজ্জ্বল রস তায়, দিয়া কোন্ বিধাতায়, গড়িয়াছে নবীন গৌরাঙ্গ॥'

গৌরাঙ্গভূষণমঞ্জাবলী ——শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীগৌরগণদাসজি-কৃত ব্রজভাষায় পঞ্চ প্রকরণে গ্রথিত অপূর্ব গ্রন্থ। প্রথম প্রকরণে শ্রীগুরুদেব-স্বরূপ-বর্ণন, দ্বিতীয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শৃঙ্গার-বর্ণন, তৃতীয়ে প্রার্থনা, চতুর্থে দ্বিবিধ শৃঙ্গার মঞ্জাবলী ও পঞ্চমে সিদ্ধান্ত-মুখে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের সাম্রাজ্য-চক্রবর্ত্তিত্ব-বর্ণনা।

গৌরাঙ্গমঙ্গলসঙ্গীত (লীলারসতত্ত্ব-সারসংগ্রহ) শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামি-সংকলিত গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি চরিতগ্রন্থমালা হইতে সংগৃহীত সপার্ষদ গৌরাঙ্গ-বন্দনা, নিত্যানন্দতীর্থযাত্রা, নিত্যানন্দ-মিলনাদি, নিত্যানন্দ-কৃত গৌরস্তব, সংকীর্ত্তনযজ্ঞ-মহিমা, নিত্যানন্দগৌর-যুগলস্তোত্র, শ্রীলোচন দাসের ধামালী, গৌরাঙ্গের বিবিধ স্তবাদি সংকলিত হইয়াছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে এই গ্রন্থে শ্রীমৎ রাধামোহন গোস্বামি-রচিত শ্রীভাগবততত্ত্বসার-প্রকাশিকা হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তোষণী,

ক্রমসন্দর্ভাদি টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে বহু স্থলের সুমীমাংসাও করা হইয়াছে।

গৌরাঙ্গলীলামৃত——[বরাহনগর পাটবাড়ী কা ৭৬] ৩৩১ পত্রাত্মক খণ্ডিত সংস্কৃত পুঁথি। রচয়িতার পরিচয় নাই। ২ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলের অনুবাদ —শ্রীকৃষ্ণদাস-কর্ত্তৃক পয়ারাদিচ্ছন্দে বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত।

গৌরাঙ্গবিজয়—পরমানন্দ গুপ্ত-কৃত পদাবলী (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)। ২ চূড়ামণি দাস-কৃত (A. S. B.) পুঁথি। ৩ শচীনন্দন গোস্বামিকৃত পদাবলী (বংশীশিক্ষা ২৩২ পৃষ্ঠা)।

শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী—সপ্তদশ-শক শতাব্দীর শেষভাগে স্বনামধন্য শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামিপাদ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে রঘুনন্দনের আসনই সর্ব্বোচ্চে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার সুমধুর কবিত্ব ও রচনা-নৈপুণ্য সর্বজন-প্রশংসনীয়। শ্রীরূপগোস্বামি-চরণের শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর সহিত সর্বাংশে সমন্বয় রাখিয়া এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। গ্রন্থকারই স্বয়ং একথা বলিয়াছেন—

গোবিন্দস্য প্রকাশোঽভূদ্ যথা শ্রীগৌরসুন্দরঃ। গোবিন্দবিরুদাবল্যা-স্তথেয়ং বিরুদাবলী॥ ১২৩॥

(ক) ইঁহার গৌরাঙ্গ-বর্ণনা অতি সুন্দর ও জাজ্বল্যমান—সত্যপরম সুখ শুদ্ধ সমুজ্জ্বল নিত্য রুচিরতর বিশ্বগপুদ্দল। সর্ববিবুধবরবুদ্ধি-সুদুর্গম সর্বহৃদয়গত নির্মল-বিভ্রম ইত্যাদি। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনও মন্দর পর্বতের সহিত (৮), কখনও সিংহের সহিত (১৪ ও ৯১), কখনও মেঘের সহিত (১৮ ও ২০), কখনও সরোবরের সহিত (২৬), কখনও হস্তিবরের সহিত (৫৮), কখনও চন্দ্রের সহিত (৭৪) রূপক করিয়া পরম চমৎকার রসপ্রবাহ দান করিয়াছেন।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন—দোর্দণ্ড-দ্বয়-চণ্ডচালনভরাৎ পাপাণ্ডজান্ ডায়য়ন্, পাষণ্ডাবলিমুণ্ডমণ্ডলমতী-বাখণ্ডয়ন্নজ্ঘ্রিণা। কাণ্ডে দণ্ডমপি প্রমণ্ডয়তু মে মার্ত্তণ্ডকোটিচ্ছবি,-গৌরস্তাণ্ডব - পণ্ডিতোঽলিকল-সৎ-পুণ্ড্রো মনোমণ্ডপং॥ ৪৮॥ এইরূপে কবি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণারবিন্দযুগল (৫১), তাঁহার লীলালিকল্লোলিনী (৬০), ভক্তসেনাগণসহ কীর্ত্তন-বর্ষণ (৬৬), কীর্ত্তন-গর্জন-প্রভাব (৭০) প্রভৃতির বর্ণনায় স্বীয় অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য ও অলৌকিক কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

(গ) শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনাটিও কত মধুর—গৌরঃ সচ্চরিতামৃতাসব-নিধির্গৌরং সদৈব স্তবে, গৌরেণ প্রথিতং রহস্যভজনং গৌরায় সর্বং দদে। গৌরাদস্তি কৃপালুরত্র ন পরো গৌরস্য ভৃত্যোঽভবং, গৌরে গৌরবমাচরামি ভগবন্! গৌর প্রভো রক্ষ মাং॥ ১১০।১১৫তম শ্লোকেও এই জাতীয় প্রার্থনা আছে।

গৌরাঙ্গবিলাস—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরে আরোপিত (পাটবাড়ী পুঁথি বি ৪৭)।

গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ—শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামি-কৃত। ইহাতে মহাপ্রভুর বিরহদশার বহু প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য মিলে।

গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর অনুবাদ—নিমানন্দদাস-রচিত পয়ারে অনুবাদ [পাটবাড়ী পুঁথি অনু ১২ খ]।

শ্রীগৌরার্চন--প্রয়োগ——শ্রীপাদ-হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপাজ্ঞায় ৪২০ গৌরাব্দে এই পুস্তকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপাসনাদি শ্রুতি-স্মৃতি হইতে প্রমাণাদি উদ্ধার পূর্বক স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে শ্রীগৌর-গোবিন্দের অর্চনপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। মূল সূত্র যথা—

প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা স্নানঞ্চ তিলকাদিকং। প্রাতঃসন্ধ্যা ততঃ কার্যা শ্রীগুরুং পূজয়েত্ততঃ॥ দ্বার-পূজাং ততঃ কৃত্বা দেবগেহং প্রবে-শয়েৎ। ভূতশুদ্ধ্যাদিকং প্রাণায়ামাদি ন্যাসকানি চ॥ কৃত্বা শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ধ্যানং কুর্যাৎ সমাহিতঃ। মনসা পূজয়িত্বা তু শঙ্খঞ্চ স্থাপয়েত্ততঃ॥ পুনর্ধ্যাত্বা বহিঃ পূজাং পাদ্যাদিভিঃ প্রকল্পয়েৎ। অঙ্গোপাঙ্গাদ্যাবরণং শ্রীমন্নামাষ্টকং যজেৎ॥ মহামন্ত্রং শতং জপ্ত্বা জুহুয়াৎ শতসংখ্যকম্॥

ভোগ-নিবেদন প্রণালীটী বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ-দেরও প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীপাদ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত '**পুরুষার্থ-তত্ত্বনিরূপণ**' নামক বিরাট গ্রন্থের ক্ষুদ্রতম অংশ-বিশেষ। এই গ্রন্থখানি রচিত না হইতেই শ্রীপাদ শিরোমণি প্রভু নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

চ

চতুঃশ্লোকী ভাষ্য—শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের মূলীভূত শ্লোক চতুষ্টয়ের (ভা ২।৯।৩২—৩৫) যে টীকা করিয়াছেন, তাহাই 'চতুঃশ্লোকীভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার ভাব, ভাষা ও পদ-ব্যাখ্যান-কৌশল অতিসুন্দর। শ্রীনবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত। এই ভাষ্যে 'অহমেব' শ্লোকের 'পরং' শব্দের ব্যাখ্যায় ইনি লিখিয়াছেন—'পরং নিজগৃহিণীষু গোপীষু পরকীয়াভাবম্।' 'অগ্রে' শব্দে 'সর্বলোক-মুকুটমণৌ শ্রীগোলোকাখ্যে'। 'এতাবৎ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও বলিয়াছেন— —'শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্যং স্বকীয়া পরকীয়া, গোপীষু পরকীয়া ভাবাদিকং, নান্যৎ'। 'অন্বয়ব্যতিরেক' প্রভৃতি শব্দের অর্থে পরমার্ত্তিভরে (আনুগত্যে) শ্রীগুরুর অনুগমন সর্বত্র সর্বভজনসাধনে অনুসরণ, সর্বদা সর্বকালে জীবনে মরণে বিপদে সম্পদে দূরে নিকটে, দিনাদিতে নিশাদিতে সংকীর্ত্তনাদিতে মহাপ্রসাদে অনুশীলনে ইত্যাদি লিখিয়া শ্রীগুরুর আনুগত্যময়ী সেবাবিধানের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলারহস্য জ্ঞাতব্য বলিয়াছেন।

চন্দ্রালোক-টীকা—কবি মহাদেব সুমিত্রাত্মজ জয়দেব-প্রণীত অলঙ্কার-গ্রন্থ চন্দ্রালোকের উপর 'শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এক টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু টীকাটি এখনও দেখিবার সৌভাগ্য হইতেছেনা। [এই জয়দেব কিন্তু গীতগোবিন্দকার নহেন]।

চমৎকারচন্দ্রিকা— —শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত খণ্ডকাব্য। শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দ-লীলার অপ্রতিম সুচতুর চিত্রকর এই গ্রন্থকার প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করিয়া প্রেমভক্তির কোমল তুলিকায় এক অনির্বাচ্য মহামোহন অমৃতরস মাখাইয়া এই গ্রন্থপটে চারিটি মনোজ্ঞ অদ্ভুত ও সুচারু মিলনচিত্র অঙ্কিত করত ব্রজরস-লোলুপ পাঠক ও সাধকদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। চিত্র-চতুষ্টয়ই রস-পরিবেষণে, শব্দবিন্যাস-চাতুর্যে ও ভাব-মাধুর্যে রসিকজনের চিত্ত চমৎকৃত করিয়া থাকে, যুগলের ভজনানন্দী সাধকগণকে বিমুগ্ধ করিয়া তোলে; অলৌকিক হাস্যরসের ছটায় মনঃপ্রাণ মাতাইয়া এক অপার্থিব উজ্জ্বল জগতে উন্নীত করে। আলঙ্কারিকগণ বলেন—'রসে সারশ্চমৎকারঃ', ফলতঃ এই গ্রন্থের প্রতিটী প্রবন্ধে রসসার-চমৎকারিত্বই প্রদর্শিত হইয়া 'চমৎকারচন্দ্রিকা' নামের সার্থকতা আনয়ন করিতেছে। আবার 'রম্য বস্তু-সমালোকে লোলতা স্যাৎ কুতূহলম্'—এই উক্তির যাথার্থ্যও এই গ্রন্থপাঠেই সহৃদয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাবৈচিত্র্যও এমনই চমৎকার যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের যাঁহারা চির বিরোধী বলিয়া জগৎ-প্রসিদ্ধ, তাঁহারাই এই ক্ষেত্রে সেই মহামিলনের মহাসহায়ক। প্রথম কুতূহলে—মঞ্জুষিকা-মিলন, দ্বিতীয়ে অভিমন্যুবেশে, তৃতীয়ে বৈদ্যবেশে ও চতুর্থে গায়িকাবেশে মিলন বর্ণিত হইয়াছে। মহাজনী পদাবলীতেও এতাদৃশ মিলনের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কথিত আছে—শ্রীহরিবাসরে রাত্রিজাগরণ-সম্পর্কে চারি যামের জন্য চারিটি কৌতূহল লিখিত হইয়াছে এবং পূর্বকালে বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থের আলোচনা ও আস্বাদন করত বিবিধ ভাববিকারসহ রসোদ্‌গার ও স্বস্ব-অনুভব-চমৎকারিতার আদান-প্রদানে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া পরমানন্দলাভ করিতেন।

চাটুপুষ্পাঞ্জলি—শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-রচিত স্তবমালার অন্তর্গত প্রার্থনা, দৈন্যাদিময় অপরূপ স্তুতিকাব্য।

চাটুপুষ্পাঞ্জলির অনুবাদ—শ্রীভামলোচন সান্যাল এই অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৫৯—৬০ খৃঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। (বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—৫৭২ পৃঃ)

চাহবেলী— —ভক্তমালের টীকাকার শ্রীপ্রিয়াদাসজির রচনা—ভাষা হিন্দী। ইহাতে ৫০টি অরিল্ল (ছন্দঃ) ও একটি কবিত্ত আছে। প্রারম্ভ—

হাহা শ্রীমনহরণ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ গাঁউ। অমিত প্রেমফল দিএ সবন কোঁ এক বুন্দ রস পাউঁ ॥১॥ হাহা শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীনরহরি সরকার। কীজে কৃপা তুচ্ছ জন-

হুঁপে যাহী হিত অবতার ॥ ২ ॥ হাহা শ্রীমৎ দাস গোসাইঁ উৎকণ্ঠিত নিশি-ভোর। অচরজ সহীগুণ রোমপ্রতি, ঝলকত যুগলকিশোর ॥ ৫ ॥ হাহা শ্রীআচারজ ঠাকুর ভাব রসমঙ্গ মূরতি। মনমানী রস সানী জোরী দৈ করি কীজৈ পূরতি ॥ ৭ ॥

চিত্রপদ-কাব্য—শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের বংশোদ্ভূত কবি জগদানন্দের রচনা। আদর্শ—

যামিনী দিনপতি গগনে উদয় করু, কুমুদ কমল ক্ষিতি মাঝ। অপরশে দুঁহুক পরশ-রস-কৌতুক, নিতি নিতি জগতে বিরাজ ॥ ব্ররামাহে, বুঝবি তুহুঁ সুচতুর। আপন পরাণ যাক কর সোঁপিয়ে, সো পুন কভু নহে দূর ॥ ধ্রু ॥ জীবন অবধি হাম আপনা বেচলুঁ, তন মন এক করি তোএ। কিয়ে তুয়া বলবত প্রেম-পদাতিক, তিল আধ নাতে হ (?) মোএ ॥ কাঞ্চন-বদন কমল লাগি লোচন, মধুকর মরত পিয়াসে। লিখনক আদি আখর মেলি সমুঝবি, কহে জগদানন্দ দাসে ॥

এই চিত্রপদের স্থূলাক্ষরগুলি যোজনা করিলে যে সঙ্কেত হয় 'যাঅব আজী কি কালি'—তাহাই শ্রীরাধার প্রতি শ্রীদ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাণী। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১।৬৬৪—৬৬৫ পৃষ্ঠা]

চৈতন্যকল্প—(হরিবোলকুটীর ২৩ ঙ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৩৫৭৯) ইহা ব্রহ্মযামলের অন্তর্গত, ১৭৪৩ শাকের লিপি। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে অবতরণ-প্রসঙ্গে দেবতাদের অবতার, সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন (?), সন্ন্যাস-লীলা, হরি-নামের সর্বসাধনত্ব, মাতৃ-প্রবোধন, হরিনাম-মহামন্ত্র, শ্রীচৈতন্যের ধ্যান, পূজা, মন্ত্র, স্তবাদির সন্নিবেশ আছে।

চৈতন্যগণোদ্দেশ—(পাটবাড়ী পুঁথি বি ৫৮, ক, খ) বলরামদাস, বৃন্দাবন দাস (১১৮০ সন) ও রামগোপাল-দাসের (১২৫৭ সন) বাংলা ভাষায় রচনা পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকা—শ্রীবৃন্দাবন দাস-রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি ১১১, ১২১ (গোপালদাস চৌধুরী-সংগ্রহে) ১১০০, ১২০১ সালের হস্তলিপি। ইনি কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা নহেন।

[১১০০ সালের পুঁথি] আদিতে—অষ্টাঙ্গ প্রণতি করি বন্দো গুরুপদ। যাহার স্মরণে বিঘ্ন না রহে আপদ ॥ ৪ পৃঃ—নদীয়া-যুবতী দেখে কন্দর্প-স্বরূপ। তার্কিক পণ্ডিত দেখে বিরাটের রূপ ॥ ৫ পৃঃ—মহৈশ্বর্যযুক্ত পূর্বে যে লক্ষ্মী হয়েন। পণ্ডিত গদাধর এবে প্রমাণে কহেন ॥ ৭ পৃঃ—সর্বঅগ্রে চৈতন্যের করিল বন্দন। তবে সে বর্ণন কৈল দাস-বৃন্দাবন ॥

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যপূর্ব মহাজন-গণেরও সিদ্ধ নাম দেওয়া আছে—

১৮ পৃঃ—শুকদেব নাম পূর্বে ছিলা মহাশয়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কহিল নিশ্চয় ॥ ২১ পৃঃ—ব্যাস সম কহি এবে দাস বৃন্দাবন। চৈতন্যলীলার ব্যাস কহিল কারণ ॥

অন্তিম—কবিকর্ণপূর, রামচন্দ্র কবিরাজ। দোঁহার চরণে বন্দো মস্তকের মাঝ ॥ রচিলা দোঁহেতে গ্রন্থ বুঝিতে বিষম। তে কারণে কৈল গ্রন্থ করিয়া সুসম ॥ বহুভাগ্যে প্রাপ্তি শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশ। কহে বৃন্দাবন দাস ভাষা সুবিশেষ ॥

১২০১ সালের পুঁথিটি অনুরূপ হইলেও ভ্রমাত্মক। ২ রামাই-রচিত অন্য পুঁথি (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২৯৯—৩০০)।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—শ্রীপাদ প্রবোধা-নন্দ সরস্বতী-প্রণীত স্তোত্রকাব্য। ১৪৩টি শ্লোকে এই গ্রন্থরত্ন নিবদ্ধ। ইঁহার টীকাকার, আনন্দী (রসিকা-স্বাদিনীতে) এই শ্লোকমালাকে ১৩টি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বিভাগে (১—৭) স্তুতি-প্রকরণ, দ্বিতীয়ে (৮—১৩) প্রণাম, তৃতীয়ে (১৩—১৭) আশীর্বাদ, চতুর্থে (১৮—৩০) শ্রীচৈতন্যভক্ত-মহিমা, পঞ্চমে (৩১—৪৫) শ্রীচৈতন্যাভক্তনিন্দা, ষষ্ঠে (৪৬—৫৬) দৈন্যরূপ স্বনিন্দা, সপ্তমে (৫৭—৭৯) উপাস্যনিষ্ঠা, অষ্টমে (৮০—৯৯) লোকশিক্ষা, নবমে (১০০—১০৯) শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষতা, দশমে (১১০—১৩০) অবতার-মহিমা, একাদশে (১৩১—১৩৬) শ্রীগৌররূপোল্লাস নৃত্যাদি এবং দ্বাদশে (১৩৭—১৪৩) শোচক। শ্রীপাদের ভাবসমূহ পরম পরিস্ফুট, ভাষায় গাম্ভীর্য ও মাধুর্য যুগপৎ বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শব্দার্থালঙ্কার-পরিপূরিত প্রৌঢ়িবাদময় কোষকাব্য বা প্রকরণগ্রন্থ। শ্রীপাদ গ্রন্থমধ্যে তদীয় একান্ত গৌরভক্তি ও গৌরনিষ্ঠার কথা বহুস্থলে (৩১, ৬১) ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার

গৌর 'রাধয়া মাধবস্থ একীভূতং বপুঃ' (১৩) ; প্রবলতর গৌরনিষ্ঠার মধ্যেও সময় সময়ে তাঁহার চিত্তে 'রাধা-পদাম্বুজ-সুধাম্বুরাশি' (৮৮) ঝলক দিত এবং সময় সময় 'শ্রীরাধাপদ-নখমণিজ্যোতি' (৬৮) হৃদয়ে উদয় করাইবার জন্য প্রার্থনাও করিয়াছেন। আবার ইহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে প্রেমমহিমা, নাম-মাধুরী, শ্রীবৃন্দাবনমাধুরীতে প্রবেশ-অধিকার এবং পরমরস-চমৎকার-মাধুর্যসীমা শ্রীরাধার তত্ত্ব প্রভৃতি গৌরকৃপাতেই লভ্য (১৩০)। শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরতত্ত্বে একান্ত অভেদত্ব থাকিলেও নাম-বৈশিষ্ট্য (৫৩), লীলাবৈশিষ্ট্য (৭৭—৭৮), পরিকর-বৈশিষ্ট্য (১১৯), স্বরূপবৈশিষ্ট্য (১৩) এবং ধাম-বৈশিষ্ট্য (১) প্রভৃতিতেও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইনি গৌর-পারম্যবাদী ও (১৩২) 'গৌরনাগর' মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছেন। (১) বরাহনগর পাটবাড়ীর পুঁথি (কাব্য ১০৩) এবং রাজসাহী বারেন্দ্র সমিতির পুঁথি (সা স ১৩২) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রামৃত-তরঙ্গিণী টীকাটি প্রাঞ্জল হইলেও আনন্দি-কৃত টীকার ন্যায় সরস ও উপযোগী নহে। (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ে শ্যাম-কিশোর-কৃত এক টীকা আছে। (কাব্য Vol V. No. 3306) ১৪৯৮ শকে রচিত গৌরগণোদ্দেশে (১৬৩) ইঁহাকে 'গৌরোদ্গান-সরস্বতী' বলায় বুঝিতে হয় যে তৎ-পূর্বেই চন্দ্রামৃত রচিত হইয়াছিল। শ্রীজীবগোস্বামিতে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়ও চন্দ্রামৃতের নাম আছে। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায়, রসিকোত্তংসের প্রেমপত্তনে ও ভক্তমালে ইঁহার নাম আছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদ—শ্রীগোপীচরণ-কৃত।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনা বলিয়া ভাজন-ঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ গোস্বামি-কর্তৃক ৪৫৫ গৌরাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় দর্শনের (অধ্যায়ের) বর্ণনা-মতে বুঝা যায় যে ইহা চৈতন্য ভাগবতরচনার (?) পূর্বেই লিখিত (১০৪ পৃষ্ঠা)। ২৭ নক্ষত্র বেষ্টিত গগনচন্দ্রবৎ ২৭ পার্ষদ-নক্ষত্র বেষ্টিত চৈতন্যচন্দ্রের সংক্ষেপ চরিত, স্বভাব, এবং স্বরূপাদির পরিচয় আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও বোধখানায় ইহার মূল পুস্তক আছে বলিয়া শুনা যায়। যে সকল পার্ষদের পূর্ব নাম এ গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা গৌর-গণোদ্দেশাদির সহিত প্রায়ই মিলে না। যথা—মাধবেন্দ্র (সনক) (১) ব্রহ্মানন্দপুরী (সনন্দন), কেশব-পুরী (সনাতন), কৃষ্ণানন্দপুরী (সনৎকুমার), হরিদাস ঠাকুর (ব্রহ্মা) অদ্বৈতাচার্য (শঙ্কর), প্রতাপরুদ্র (ইন্দ্র), পরমানন্দপুরী (উদ্ধব), গোবিন্দগরুড় (রক্তক), রঘুনন্দন (কামদেব), রায় রামানন্দ (অর্জুন-গোপাল), বিশ্বরূপ (মণ্ডলীভদ্র), নিত্যানন্দ (বলভদ্র), [বীরচন্দ্র —বীরভদ্র], পরমানন্দ অবধূত (দেব-প্রস্থ), অভিরাম (শ্রীদাম), সুন্দরা-নন্দ (সুদাম), কমলাকর পিপলাই (বসুদাম), পরমানন্দ দাস (সুবাহু) পুরুষোত্তম দাস (স্তোককৃষ্ণ), গৌরীদাস (সুবল), শিশু কৃষ্ণদাস (উজ্জ্বল গোপাল), পণ্ডিত পুরুষোত্তম (অর্জুন), শচীদেবী (যশোদা), জগন্নাথ মিশ্র (নন্দ), কেশবভারতী (সান্দীপনি), দাস গদাধর (রাধা), সদাশিব কবিরাজ (চন্দ্রাবলী)। তন্মধ্যে মাধবেন্দ্রাদি চারিজন শান্তভক্ত, হরিদাস ঠাকুরাদি ছয় জন—দাসভক্ত, রায় রামানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিত পুরুষোত্তম পর্যন্ত বার জন সখ্যভক্ত, তন্মধ্যে নিত্যানন্দ-সুত বীরভদ্র ও ব্রজের বীরভদ্র অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার পৃথক্ সংখ্যা হয় নাই। শচীদেবী প্রভৃতি তিনজন বাৎসল্য ভক্ত এবং দাস গদাধর ও সদাশিব—মধুররসের ভক্ত।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—১৪৯৪ শাকে শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই নাটকখানি দশ অঙ্কে রচনা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাবর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য। নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহাতে লীলাবলির পারম্পর্য রক্ষিত না হইলেও কুত্রাপি সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসরীতি প্রভৃতির মর্যাদা-লঙ্ঘন হয় নাই। বস্তুতঃ এই নাটকে বহু বহু অপূর্ব সিদ্ধান্ত নিহিত থাকায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইহা পরম আদরণীয় ও নিত্য আলোচনীয় গ্রন্থই হইয়াছে।

প্রথমাঙ্কে—প্রচুরতর আনন্দ-কন্দলময় রথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটে রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে এই নাটকের

অভিনয় হইতেছে। সূত্রধার-মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদন, [শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণাখ্য লীলাময় বিহঙ্গম-যুগলের অভিন্নভাবে বাসনির্মাণ ।।] শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত উদার মতে সকল লোকের প্রবৃত্তি না হওয়ার কারণ—বিবিধ বাসনাবদ্ধ জীবের লোকোত্তর পথে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, রুচির বিভিন্নতাই জ্ঞানভেদ জন্মায়। ভক্তিই মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা, শ্রীগৌরাবতারে কলিও কৃতার্থ, যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারযুক্ত কলিযুগের প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবনার পরে কলি ও অধর্মের কথোপকথনচ্ছলে বহু গৌরতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। 'কুমারক' হইতে কলির মহাভীতি ; কুমারক কুৎসিৎ মারক বা পৃথিবীর মারক নহে, কিন্তু শচীনন্দনই, যেহেতু হরিই জগৎ পবিত্র করিতে হরিভক্তি-যোগ-শিক্ষাদানে রসালচিত্ত হইয়া বাল্য (জন্ম) লীলা আবিষ্কার-ছলেই নিখিল লোককে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন। এই হইল নামতঃ বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অবতারের পূর্বেই লীলাসহায়ক শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদিরূপে শম্ভু এবং বলদেব প্রভৃতিরও আবির্ভাব হইয়াছে—ইহা দ্বারা লীলাবৈশিষ্ট্য সূচিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ঈশ্বর তাহার প্রমাণ এই যে ইনি বালক-লীলাতেই আনন্দদানে সকলজনের চিত্তচমৎকারকারক হইয়াছেন, সাক্ষাৎ শ্রী- (লক্ষ্মীপ্রিয়া) ও ভূশক্তি (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) ইনি বিবাহক্রমে স্বীকার করিয়াও জগতে বৈরাগ্য-শিক্ষাদানার্থ ত্যাগ করিবেন। ইঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ স্বীয়তেজ পুরীশ্বরে সমর্পণ পূর্বক তিরোহিত হইয়াছেন। অধর্মকর্তৃক কামক্রোধাদি অমাত্য ছয়জনকে যুগপৎ চৈতন্যবিরুদ্ধে অভিযান করাইবার প্রস্তাবেও কিন্তু কলির বৈমনস্য, কলির মুখে নারায়ণ-কর্তৃক কামজয়ের কথা, জগাইমাধাই উদ্ধারে অহৈতুকী কৃপাবিস্তারে গুণবৈশিষ্ট্য, অভিষেকাবসরে ঈশ্বরাবেশ প্রভৃতিও অতিসুন্দর-ভাবে উট্টঙ্কিত হইয়াছে। এই বিষ্কম্ভকের পরে—ভগবদাদেশে শ্রীবাসের পূর্বজীবনবৃত্তান্ত-সূচনা, মুরারির জ্ঞানচর্চ্চায় আক্ষেপ. মুকুন্দের চতুর্ভুজ-স্বরূপের রুচিতে গৌরের অসম্মতি, শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালন ইত্যাদি স্বানন্দাবেশ।

দ্বিতীয়াঙ্কে—চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম, তার্কিকাদি পাশুপত পর্যন্ত স্বস্বমত-প্রাধান্যবাদিগণ, উদরভরণজন্য সাধুর অভিনয়কারী, তৈর্থিকাদি বহু বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়া স্বজনগণকে (শমদমাদি, ধর্ম, মৈত্রী প্রভৃতিকে) না দেখিয়া বিরাগের 'মনে মুখে সমানভাবাপন্ন' বৈষ্ণবগণকে দেখিবার জন্য নিদারুণ রোদন ও আর্তি—দৈববাণীতে ধামবৈশিষ্ট্য-কথন-পূর্বক শ্রীনবদ্বীপে গমনের ইঙ্গিত। ভক্তির সহিত সাক্ষাৎকার, বিরাগের প্রশ্নত্রয়—(১) এক্ষণে ভক্তির কি কি কার্য চলিতেছে ? (২) শ্রীচৈতন্য-দেব কি কি লীলা প্রকট করিতেছেন ? (৩) নিরাশ্রয় বিরাগকে তিনি আশ্রয় দিবেন কি ? ভক্তিদেবীর উত্তর—(১) আচণ্ডাল সকলের চিত্তবৃত্তির শোধনপূর্বক তাহাতে অপূর্ব রসভাব বিস্তার করাই আমাদের কার্য। (২) শ্রীগৌরাঙ্গ আবাল্য সংকীর্তন-নটনমুখ্য সুরসাল হরিসেবা প্রতিগৃহে সংস্থাপনা করিয়াছেন—শ্রীবাসাদির গৃহে নৃত্য-বিনোদ, কখনও বা যবন সূচীকরের প্রতি ঐশ্বর্যপ্রকাশ, মুরারিভবনে সংকর্ষণরূপাবিষ্কার, এইরূপে বুদ্ধ-বরাহাদি অবতারাবলির লীলাপ্রকটন, নিত্যানন্দপ্রতি ষড়্‌ভুজ-প্রকাশ, ভগবন্নামশ্রবণে প্রেমাবেশ, আচার্য-রত্নের মন্দিরে নর্তন করিয়া আসিবার কালে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের রোগনিদান অপরাধ-ক্ষালনের উপায়-কথন ইত্যাদি। (৩) শ্রীগৌরে সর্ববিরুদ্ধ-ধর্মের সমাবেশ থাকায় তিনি নিত্য-বিলাসী হইলেও বৈরাগ্যাশ্রয়ই বটেন।

পরিহাসচ্ছলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-কর্তৃক শান্তিপুর-ত্যাগের কারণ-নির্ণয়, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণীত্ব নির্ধারণ ইত্যাদি। 'অদ্বৈতপ্রেমপাত্র এই (গৌর) স্বরূপই ত আমার স্বরূপ' এই ভগবৎকথার উত্তরে অদ্বৈতের চিন্তা—যদি এই স্বরূপই লক্ষ্যীভূত হয়, তবে শ্যামসুন্দর-দর্শনাভিলাষ নিবৃত্ত হয়, আর যদি এই স্বরূপ অস্বীকৃত হইয়া শ্যাম-স্বরূপকেই গৌরের প্রকৃত স্বরূপ বলা হয়, তবে এই গৌর-স্বরূপে প্রেমহানি হয়—এই উভয় দিকের সমস্যা-নিরাকরণে শ্রীবাসের উত্তর এবং অদ্বৈতের হৃদয়ে শ্যামসুন্দর-রূপের আবির্ভাব—অদ্বৈত-কর্তৃক গ্রহগ্রস্তন্যায়ে অনুভূত স্বরূপের বর্ণনা

—এই গৌর-শরীর হইতে অকস্মাৎ নীল জ্যোতি বাহির হইয়া অদ্বৈতের হৃদয়ে প্রবেশ করত ক্ষণমধ্যে আবার এই গৌরদেহেই প্রবেশ করিয়াছে—এস্থলেও আশ্রয়াশ্রয়িভাবে স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সূচিত হইল; কিন্তু দুই স্বরূপ এইভাবে (লীলায়) ভিন্ন হইয়াও তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

তৃতীয়াঙ্কে—মৈত্রী ও প্রেম-ভক্তির সম্বন্ধ নিরূপণ, আচার্যরত্নের মন্দিরে স্ত্রীভাবে গৌরনটনের তাৎপর্য এই—বিরলপ্রচার কতিপয় ভাগবতের চিত্তে স্ত্রীভাব-সংক্রমণ; ভূমিকা-পরিগ্রহের বিবরণ ইত্যাদি। প্রবেশকের পরে শ্রীনারদের মুখে শ্রীবৃন্দাবনবিহারীর দানলীলা-অভিনয়ের প্রস্তাবনা, বৃন্দাবনে মুরলী-ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ, 'গোপীশ্বর-সমীপে গোপ-বালাগণ পূজাচ্ছলে যাইতেছেন' সূচনা করত মধুমঙ্গলের দান-গ্রহণে ইঙ্গিত, প্রসঙ্গতঃ শ্রীগৌরাঙ্গে তিন মূর্তির (স্বয়ং হরি, সখী ও রাধিকার) আবিষ্কার-বর্ণন, শ্রীরাধা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উৎপ্রেক্ষা, শ্রীরাধার লবঙ্গকুসুমচয়নে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বাধা-প্রদান এবং উভয়পক্ষের বাদানুবাদ, বিবাদ চরমসীমায় উঠিলে নিত্যানন্দ-প্রভুর আবেশে যোগমায়া-ভূমিকা-ত্যাগ এবং 'সাবশেষ রস সুরস হয়' এই ন্যায়ে নাট্যের যবনিকা-পতন।

চতুর্থাঙ্কে—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-লীলাবিষ্কার, ভক্তগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, গঙ্গাদাস-মুখে তৎকাহিনী-শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামের যাথার্থ্য-নিরূপণ।

পঞ্চমাঙ্কে—শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে পরিকরসহ মিলনাদি।

ষষ্ঠাঙ্কে—নীলাচলযাত্রা, রেমুনায় গোপীনাথদর্শন, কটকে সাক্ষিগোপাল-দর্শন, নীলাচলে প্রবেশ, ভগবত্তা-সম্বন্ধে গোপীনাথাচার্যসহ সার্বভৌমের শিষ্যগণের বিচার, জগন্নাথদর্শনের পরে শ্রীচৈতন্যের সার্বভৌম-গৃহে আগমন এবং ভিক্ষা, পরদিন প্রভাতে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ অঞ্চলে লইয়া সার্বভৌমগৃহে প্রবেশ ও 'মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর' বলাতেই সার্বভৌম-কর্তৃক প্রসাদ ভোজন; ভট্টাচার্যের অদ্বৈতবাদ-মূলক ব্যাখ্যা-পরিহার ও মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি।

সপ্তমাঙ্কে — দাক্ষিণাত্যযাত্রা, রামানন্দমিলন, বৌদ্ধদের অনাচার, রামনাম-জপপরায়ণ ব্রাহ্মণের কৃষ্ণনাম জপ-কারণ, গীতাপাঠক-বৃত্তান্ত, নীলাচলে পুনরাগমন।

অষ্টমাঙ্কে—ভক্তগণসহ মিলন, পুরীপরমানন্দের ও স্বরূপের আগমন, গোবিন্দের সেবা-স্বীকার, ব্রহ্মানন্দ-মিলন, প্রতাপরুদ্র-মিলন-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর বাক্য—'ভগবদ্ভজনোন্মুখ, ভবপারে জিগমিষু ও নিষ্কিঞ্চন জনের পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বিষভক্ষণ হইতেও গর্হিত।' রাজারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—সার্বভৌম-মন্ত্রণায় আশ্বাস, গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন ও ভক্তসম্মিলনী। প্রতাপরুদ্রের প্রতি অলক্ষিতে কৃপা।

নবমাঙ্কে—লোকানুগ্রহ-প্রকার-ত্রয়—(১) সাক্ষাৎ, (২) পরহৃদয়-প্রবেশ ও (৩) আবির্ভাব। (২) নকুল-ব্রহ্মচারিদেহে আবেশ ও শিবানন্দ-সেনের পরীক্ষা। (৩) নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারির রচিত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজনে আবির্ভাব ইত্যাদি—গৌড়ে গমন ও জনমণ্ডলীর আনন্দোচ্ছ্বাস, নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন ও বনপথে মথুরাগমন, প্রয়াগে শ্রীরূপমিলন ও শিক্ষাদান, কাশীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা ইত্যাদি।

দশমাঙ্কে—নীলাচলে ভক্ত-সমাগম, স্নানযাত্রা-দর্শন, আনন্দ-কীর্ত্তন, মূর্চ্ছাদি, গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রাদি, হেরাপঞ্চমী-প্রসঙ্গ; ভরতবাক্যে শ্রীমহাপ্রভুকর্ত্তৃক দাস্যাদি সকল রসের ভক্তগণকেই বৃন্দাবনাসঙ্গী করিতে প্রস্তাব; শ্রীঅদ্বৈত-কর্ত্তৃক প্রার্থনা—তোমার ইচ্ছায় ধামান্তর বা দেহান্তরই প্রাপ্তি হইলেও আমরা যেন জাতিস্মর হইয়া তোমার এই গৌরলীলা-বিচিত্রতাই চিরকাল স্মরণ করি। কবিগণ আকল্প এই গৌরবিলাসাবলি রচনা করুক, নর্ত্তকগণ এই গৌরলীলাই অভিনয় করুক, সাধুসজ্জনগণ মাৎসর্য-বিহীন হইয়া এই গৌরলীলাই শ্রবণ দর্শন করুন' ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী—পদকর্ত্তা প্রেমদাস ১৬৩৪ শকাব্দায় শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামি-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষাটি অতি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর; স্থলে স্থলে মূল হইতে অতিরিক্ত সংযোজনাও দৃষ্ট হয়। যথা নবম অঙ্কে (২৪৩ পৃঃ):—

'কাঞ্চনপাড়া বলি গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে। শিবানন্দসেন তথা প্রভু সেবা করে॥ সেই শিবানন্দ হন

অতিভাগ্যবান্। সর্বকাল কায়মনে চৈতন্যের ধ্যান॥ অন্য দেবা দেবী কিছু সেবা নাহি করে। গৌরবিনা কৃষ্ণনাম মুখে না উচ্চারে॥ 'কবিকর্ণপূর' নামে তাঁর পুত্র হইল। কৃষ্ণসেবা নিজ গৃহে প্রকাশ করিল॥ ঠাকুরের নাম রাখিলেন কৃষ্ণরায়। শিবানন্দ সেন আসি দেখিল তাঁহায়॥ দেখি শিবানন্দ অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈলা। কর্ণপূর নিজপুত্রে ভৎর্সিতে লাগিলা॥ অরে মূঢ়! কতকাল করিয়া মার্জন। কালবর্ণ ঘুচাইয়া কৈল গৌরবর্ণ॥ আরবার সেই কাল আনিলি মন্দিরে! শিবানন্দ-প্রেমকথা কে বুঝিতে পারে?'

শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য——বিবিধছন্দোবদ্ধ বিশটি সর্গে ১৯১১ শ্লোকে শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ এই মহাকাব্যের রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৯ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৬৪ শাকে এই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। 'আশৈশব প্রভু-চরিত্রবিলাসবিজ্ঞ' মুরারিগুপ্ত বিরচিত করচার অবলম্বনেই কবিকর্ণপূর এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ সর্গ পর্যন্ত রচনা করিয়াছেন (২০।৪২, ৪৩) এবং গ্রন্থশেষে কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করিয়াছেন। এই মহাকাব্যের নায়ক—মহত্তম গুণনিধি ধীরোদাত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র।

প্রথম সর্গে—বন্দনা, দৈন্যোক্তি এবং শ্রীগৌরাঙ্গান্তর্ধানে ভক্তগণের অরুন্তুদ বিরহবর্ণনা। দ্বিতীয়ে—নবদ্বীপনগরী, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পরিণয়, গর্ভ, শ্রীচৈতন্যজন্ম, বাল্যলীলা, বিদ্যালাভ, মাতার প্রতি হরিবাসরদিনে ভোজন-নিষেধ—শ্রীমিশ্রপুরন্দরের অন্তর্ধান। তৃতীয়ে——লক্ষ্মীপ্রিয়ার দর্শনে স্বাভিলাষ-প্রকটন, বিবাহ, লক্ষ্মী-বিজয়ে শচীর বিলাপ, পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়া - পরিণয়াদি। চতুর্থে—অধ্যাপনা, গয়াযাত্রা, গৃহাগমনাদি। পঞ্চমে--প্রেমচেষ্টা ও নবদ্বীপ-বিহার। ষষ্ঠে—নামমহিমা-প্রচার, নিত্যানন্দ-মিলন, মুরারিমুখে শ্রীরামাষ্টক-শ্রবণাদি, ষড়্ভুজমূর্ত্তি-প্রকটন। সপ্তমে--স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণদর্শন, নিত্যানন্দাদি-মিলন, ভক্তিশিক্ষা-বিস্তারাদি। অষ্টমে—শ্রীবাস-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণভাব-প্রকটন, বৃন্দাবন-স্মরণাদি। নবমে—বৃন্দাবনে গোপীসহিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসাদির স্মরণ। দশমে—গোপীদের প্রেম-চেষ্টাদির আস্বাদন। একাদশে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাসাদি স্মরণ করত তদ্ভাবে বিহার—সন্ন্যাসলীলা—শচীহস্তে ভোজন—নীলাচলযাত্রা, কটকে শ্রীবিগ্রহদর্শনাদি। দ্বাদশে—সার্বভৌম-গৃহে গমন ও বিচার—সার্বভৌমের পরিবর্ত্তন-সম্পাদন, রামানন্দ-বিবরণ, কূর্মক্ষেত্রে গমন—দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ। ত্রয়োদশে—ত্রিমল্লাদি-তীর্থদর্শন, রামভক্তমিলন—গোদাবরীতটে রামানন্দ-মিলন ও ভক্তিপ্রসঙ্গাদি, নীলাচলে আগমন, ভক্তমেলনাদি। চতুর্দশে—সার্বভৌমের কাশীযাত্রা, ভক্তগণের নীলাচলগমন, স্নানযাত্রা। পঞ্চদশে—বৃন্দাবনলীলা-স্মরণে প্রভুর বিরহ, গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রাবিহার। ষোড়শে—গুণ্ডিচামন্দিরে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি। সপ্তদশে—নৃত্যান্তে স্নানভোজনাদি, পুরুষোত্তম-বিহার, উপবন-বিলাসাদি। অষ্টাদশে—নরেন্দ্রসরোবরে জলক্রীড়া, দ্বাদশ-যাত্রাদর্শন, মকরযাত্রায় গোপবেশ-ধারণ—দোলযাত্রাবিলাসাদি। ঊনবিংশে—বৃন্দাবনে গমনাগমন, প্রেম-বিহ্বলাদি, ভক্তমিলনাদি। বিংশে—গৌড়মণ্ডলে আগমন, রাঘব-পণ্ডিতাশ্রমে, শ্রীবাসগৃহে, শান্তিপুরে; শচীদেবীমিলন, নবদ্বীপের পারে (কুলিয়া) গ্রামে আগমন ও পাঁচ ছয় দিন অবস্থান, পুনরায় নীলাচলে আগমনাদি।

এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণযুক্ত ও বহুবিধ অলঙ্কারে মণ্ডিত। ঊনবিংশ সর্গে চিত্রকবিত্ব অতি প্রশংসনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— শ্রীলকবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে এই গ্রন্থে অনন্যসুলভ মনস্বিত্ব, অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির সহিত একাধারে সুগম্ভীর দার্শনিকতা, কাব্যরস, অলঙ্কার, ইতিহাস প্রভৃতি সহজ সুমধুর ভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় পরিবেষিত হইয়া সকলকে আনন্দ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত করে। এই অপ্রাকৃত মহাকবি তিন অমৃত পরিবেষণ করিয়া চিরতৃষিত মানব-সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সম্বন্ধে পূর্বেই

আলোচনা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের নৈতিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই স্থূল ও সূক্ষ্ম মর্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অশেষ দক্ষতা ও পরম রসজ্ঞতার সহিত সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের হস্তে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালায় যে কার্য অবলীলাক্রমে সাধিত হইয়াছে—তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর উন্নততর ভাষাতেও সরলতররূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারেনা। অযথা কথা না বাড়াইয়া সংক্ষেপ করিয়া—অথচ কবিত্বের সহিত তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যান-কার্যে শ্রীকৃষ্ণদাস যে সফলতা লাভ করিয়াছেন—তাহা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসের বক্ষে জয়স্তম্ভরূপে চির-কাল বিরাজ করিবে।

শ্রীচরিতামৃতের উপাদান—বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি এবং শ্রীগোস্বামিগণ-রচিত গ্রন্থাদি ব্যতীত তিনি মুখ্যতঃ (১) শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা, (২) শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা এবং (৩) শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ংই (চৈ° চ° আদি ১৩।৪৬—৫০) স্বীকার করিয়াছেন। গোস্বামিগ্রন্থমধ্যেও আবার শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের লঘুভাগবতামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীকবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি হইতেও যে তিনি সাহায্য লইয়াছেন, তাহাও স্বীকার্য। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বঙ্গ-ভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুখ্যভাবে 'শ্রীবৃন্দাবন দাসের উচ্ছিষ্ট চর্বণ' করা ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনুসরণ ব্যতিরেকে অন্য কোনও বাংলা গ্রন্থের নামকরণও করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্য-লীলার পূর্বার্দ্ধ এবং শ্রীচরিতামৃত তাহার উত্তরার্দ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারকে সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তাৎকালীন বহির্মুখ সমাজে 'নারায়ণ', 'বৈকুণ্ঠবিলাসী', 'মুকুন্দ', 'লক্ষ্মীকান্ত', 'সীতাকান্ত' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া এবং মাঝে মাঝে 'গোকুলনাথ' ['এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে'] 'বনমালী' ও 'কৃষ্ণ' ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যে আরাধ্য ঈশতত্ত্ব—তাহাই সপ্রমাণ করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই ভিত্তিকে সুদৃঢ়তর করিবার জন্য দার্শনিক প্রণালীর অবলম্বনে 'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ' 'রাধাকৃষ্ণদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং' 'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।' (১।২।৯) এবং 'চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥' (১।২।১২০) ইত্যাদি পরিভাষারূপে প্রথমেই পাঠ করত 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো' ইত্যাদি শ্লোকে অবতারের মুখ্য কারণ নির্দেশ-পূর্বক বিজাতীয়ভাবে অর্থাৎ প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় রসাস্বাদনে অসামর্থ্যহেতু 'রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হন অবতীর্ণ॥' (চৈচ ১।৪।২৬৮) ইত্যাদি প্রমাণ-প্রয়োগ পুরঃসর সুবিচারে সুমীমাংসিত করিয়া শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট বস্তুটি অশেষ বিশেষে আলোচনা, আস্বাদন ও অনুশীলন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুগম্ভীর গম্ভীরালীলায় যে প্রেম-রত্নাকর উদ্বেলিত হইয়া নীলাচলকে ব্যাপ্লুত করত দশদিকে প্রসৃত হইতেছিল—'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাঁহা হইতে', (২।২৫।২৬৪) 'সেই অক্ষয়-সরোবর' শ্রীচৈতন্যলীলা-তরঙ্গের একবিন্দুলেশ মাদৃশ ত্রিতাপ-তাপিত কলিকলুষহত জীবাধমকেও স্পর্শ করাইবার জন্য ইহভব-রোগ-নাশক শ্রীকবিরাজের প্রাণ কাঁদিয়াছিল; তজ্জন্যই তিনি মুক্ত-কণ্ঠে গাহিয়াছেন—শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা। চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য-চরিতামৃতম্॥ (৩।১২।১)

এবং—চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। মাৎসর্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥ এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম। বৈষ্ণব, বৈষ্ণব শাস্ত্র—এই কহে মর্ম (চৈচ মধ্য ৯।৩৬১—৩৬।২)॥

বস্তুতঃ শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌর-

হরির এই 'অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী অহৈতুকী' ভক্তির উদ্দেশ না দিলে কেহই তাহার সন্ধান পাইত না। এক কথায় বলিতে গেলে ষড়্গোস্বামি-কর্তৃক অনুশীলিত ও আস্বাদিত রসসিন্ধু ও তত্ত্বসিন্ধু মন্থন করত তত্রত্য অমৃতনির্যাস শ্রীপাদকবিরাজ গোস্বামী শ্রদ্ধালু জীবনিচয়কে পরিবেষণ পূর্বক তাহাদিগকে অমরত্ব লাভ করিবার অসমানোর্ধ্ব উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামির শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীরাধা-ভাবাঢ্য—শ্রীকৃষ্ণ ['রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ'] পক্ষান্তরে, শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের ইঙ্গিতে উক্ত—'কামলীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়। লক্ষার্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়' (আদি ১২।২৩৭) বাক্যে ভগবৎ-স্বরূপের চিরন্তন স্বভাবটি অভিব্যক্ত করিয়াছেন—অথচ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং' ইত্যাদি শ্লোকের 'পরিভবঘ্ন' পদের 'ইন্দ্রিয়-কুটুম্বাদি - জনিত - তিরস্কার-রহিতত্ব' প্রদর্শনের জন্য 'গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বোলে' (চৈভা আদি ১৫।৩০) এবং 'যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে' ইত্যাদি বাক্যে প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌরে নাগরত্ব নিষেধপূর্বক যে রসরাজ গৌরাঙ্গের উট্টঙ্কন করা হইয়াছে—তাহারই পরিবেষণ হইয়াছে শ্রীললোচন দাসের ধামালীতে ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে। শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীগৌরাঙ্গে কেবল ভগবত্তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে—শ্রীকবিরাজের শ্রীগৌরাঙ্গে মহাভাবাঢ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রীলোচন ঠাকুরের শ্রীগৌরাঙ্গে নাগরীদের চক্ষুতে প্রতীয়মান রসরাজত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং নিরপেক্ষ সাধকগণ একই স্বয়ংভগবানের ব্রহ্ম-আত্ম-ভগবদ্রূপ ত্রিতত্ত্বে পরিস্ফুরিত স্বরূপবৎ স্বস্বরুচি-অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপত্রয়ের যে কোনও স্বরূপে মজিতে পারেন, ডুবিতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত মতে কিন্তু অখণ্ড শ্রীগৌরতত্ত্ব—তিন মহাজনেরই শ্রীগ্রন্থে শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। নাগরীদের উক্তিসমূহ ভাববিতর্ক-মূলক বলিলে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এই জাতীয় মিলন ভাবদেহেই সম্ভবপর, কদাচ রক্তমাংসের দেহে নহে। পদামৃতসমুদ্রের ২৭ সংখ্যক গীতের টীকায় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাভাবাঢ্যত্ব রাখিতে গিয়া শ্রীগৌরের নাগরালি-সম্বন্ধে আশঙ্কা তুলিতেছেন——কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ কলিকল্মষক্লিষ্ট নিখিল নরনারীর সংসার-নিদান শৃঙ্গারাদি-অনর্থ-নিবৃত্তি পূর্বক কেবল প্রেম-বিতরণার্থেই প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়া তৎকালে নবদ্বীপধামে প্রাদুর্ভূত নায়িকাদের প্রতি পর-নারী-পরপুরুষগত শৃঙ্গার-সূচক নানা প্রকারে কটাক্ষাদি-ধৃষ্টতা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর দিতেছেন—পূর্বাবতারে ইনিই বিষয়াবলম্বন ছিলেন; এই জ্ঞানে তাঁহারই আশ্রয়ালম্বনভাবময়ী কোনও নবদ্বীপ নাগরী শ্রীগৌরাঙ্গকৃত কটাক্ষাদিকে নিজের প্রতি অভিযোগ-প্রকাশ মনে করিয়া নিজ সখীকে স্বলালসা জানাইতেছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমেই কটাক্ষাদির উদ্ভব হয়, যেহেতু এই অবতারে মুখ্যতঃ আশ্রয়ালম্বনেরই ভাবাধিক্য বর্ত্তমান; কাজেই তাঁহার কটাক্ষাদি দূষণ নহে; পক্ষান্তরে নদীয়া-নাগরীদেরও শ্রীগৌরের আশ্রয়ালম্বনত্ব-বিষয়ে অজ্ঞানও দোষাবহ নহে, কিন্তু স্বভাব-ব্যত্যয়ের অভাবে তাহাকে গুণই বলিতে হয়।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু বক্তা ও শ্রোতা 'শ্রীনিবাসেশ্বর' শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইতে পারেন; শ্রীলোচন দাসের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল পাঠ করিয়া কেহ কেহ (বিরলপ্রচার) খণ্ডবাসীর হৃদয়বল্লভ শ্রীগৌরহরিকে উপলব্ধি করেন; শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া বিশুদ্ধবিক্রম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রামের লীলাবলী আস্বাদন করেন; শ্রীকবিকর্ণপুরের নাটক ও মহাকাব্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীশিবানন্দেশ্বর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণকমল-মধুপানে লুব্ধ হন; শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু জীব শ্রীগৌরপাদপদ্মে একান্ত নিষ্ঠা লাভ করেন; কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া অতিশয় সুদুর্লভ সুকৃতি-মান্ ব্যক্তি শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়-সনাতন - শ্রীহরিদাস-শ্রীরূপ-রঘুনাথ-

গদাধরের প্রাণকোটি-অনুরাগ-প্রদীপের শিখায় নির্মঞ্ছিত নীলাচল-বিভূষণ মহাভাব-(রসরাজ)-মূর্তি শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মসেবায় লুব্ধ হইতে পারেন। (গৌড়ীয় ২৪।৫০)

গ্রন্থের বিভাগ ও বিবরণ—গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য লীলা। আদিলীলায় ১৭, মধ্যে ২৫ এবং অন্ত্যলীলায় ২০টি পরিচ্ছেদ। [শ্লোক-সংখ্যা—কবিরাজ গোস্বামিকৃত ৯৭+উদ্ধৃত শ্লোক ৯১৫=মোট ১০১২। পয়ার-সংখ্যা আদি ২০৮৯+মধ্য ৫৩৭৮+অন্ত্য ৩০৩৬=মোট ১০৫০৩; শ্লোক ও পয়ার-সংখ্যা সর্বমোট ১১৫১৫।] তিন লীলায় বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অনুবাদ যথাক্রমে ১৭শ, ২৫শ ও ২০শ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে নীলাচল-লীলার ধারাবাহিক অনুবাদ লিখিতে গিয়া মধ্য ও অন্ত্য লীলার একটি সংক্ষেপ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আদিলীলার প্রথম, পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের সাধারণ তত্ত্ব, দ্বিতীয়ে বিশেষ তত্ত্ব, তৃতীয়ে অবতারের বাহ্য উদ্দেশ্য, চতুর্থে অন্তরঙ্গ হেতু; পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব, ষষ্ঠে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। সপ্তমে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান, অষ্টমে গ্রন্থের উপক্রমণিকা ও গ্রন্থকারের পরিচয়, নবমে শ্রীচৈতন্য-মালাকারের প্রেমফলদানের ঔদার্য-প্রদর্শন, দশম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত শ্রীগৌরের নিজ শাখা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গদাধরের শাখাসমূহের স্থূলতঃ তালিকা। এই পর্যন্ত পরিচ্ছেদগুলিকে 'উপোদ্‌ঘাত' বলা চলে। ত্রয়োদশে জন্মলীলা, চতুর্দশে বাল্যলীলা, পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা, ষোড়শে কিশোরলীলা এবং সপ্তদশে যৌবনলীলার ঘটনাবলী ও গ্রন্থানুবাদ লিখিত হইয়াছে।

মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীরূপসনাতনের বৃত্তান্ত, মধ্য ও অন্ত্য লীলার সূত্র, দ্বিতীয়ে শেষ দ্বাদশ বর্ষের লীলাবলীর সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ; তৃতীয়ে সন্ন্যাসের পরবর্তী ঘটনা, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, অদ্বৈতগৃহে আগমন ইত্যাদি। চতুর্থে ও পঞ্চমে নীলাচলপথে রেমুণা, যাজপুর, কটক, সাক্ষীগোপাল ও ভুবনেশ্বরাদি স্থানের আখ্যায়িকা, দণ্ডভঙ্গ-লীলাদি; ষষ্ঠে নীলাচলে আগমন ও সার্বভৌম-মিলন, সপ্তমে দক্ষিণ-যাত্রা, অষ্টমে শ্রীরামানন্দের সহিত মিলন, নবমে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, দশমে ও একাদশে পুরীতে প্রত্যাগমন ও ভক্তসম্মিলন; দ্বাদশে, ত্রয়োদশে ও চতুর্দশে নীলাচলে অবস্থান, জগন্নাথ-দেবের গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী প্রভৃতির বর্ণনা; পঞ্চদশে ভক্তবিদায়; ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা ও কানাইর নাটশালা হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন; সপ্তদশে বনপথে পুনঃ বৃন্দাবনযাত্রা, অষ্টাদশে বৃন্দাবনে ভ্রমণ, ঊনবিংশে প্রয়াগে শ্রীরূপ-শিক্ষা এবং (বিংশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্যন্ত কাশীতে সনাতন-শিক্ষার প্রসঙ্গে) বিংশে ও একবিংশে সম্বন্ধ-তত্ত্ব-নিরূপণ, দ্বাবিংশে অভিধেয়তত্ত্ব, ত্রয়োবিংশে প্রয়োজনতত্ত্ব, চতুর্বিংশে 'আত্মারাম' শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা এবং পঞ্চবিংশে মায়াবাদি-গণের উদ্ধার ও বৈষ্ণব-স্মৃতির উদ্দেশাদি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থানুবাদ—

অন্ত্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে—শ্রীরূপের সহিত দ্বিতীয় মিলন এবং কাব্যামৃত-আস্বাদন ও সেন শিবানন্দের কুকুরের আখ্যান। দ্বিতীয়ে—ছোট হরিদাসের বর্জন। তৃতীয়ে—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা, নাম-মহিমা ও দামোদরের বাক্যদণ্ড। চতুর্থে—সনাতনের সহিত পুনর্মিলন; পঞ্চমে —রামানন্দমুখে প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, বঙ্গকবির নাটক-পরীক্ষা। ষষ্ঠে দাসগোস্বামির প্রসঙ্গ ও চিঁড়া মহোৎসব। সপ্তমে বল্লভ-ভট্ট-মিলন। অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর কটাক্ষে ভিক্ষা-সঙ্কোচন। নবমে গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধার। দশমে রাঘবের ঝালি। একাদশে শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের নির্যাণ-মহোৎসব। দ্বাদশে জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত, ত্রয়োদশে জগদানন্দের বৃন্দাবনযাত্রা, প্রভু-কর্তৃক দেবদাসীর গীত-শ্রবণ ও রঘুনাথ ভট্টসহ মিলন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশে দিব্যোন্মাদ, অন্তর্দশায় বৃন্দাবনদর্শন ও কৃষ্ণান্বেষণ। ষোড়শে কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-প্রসঙ্গ, কবিকর্ণপূরের শিশুচরিত এবং ফেলালব-মাহাত্ম্য। সপ্তদশে তেলেঙ্গাগাভীর মধ্যে পতনাদি। অষ্টাদশে সমুদ্রে পতন। ঊনবিংশে বিরহ-প্রলাপ, মুখঘর্ষণাদি এবং বিংশে শিক্ষাষ্টক-আস্বাদন ও গ্রন্থানুবাদ।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামির দৈন্যোক্তি

পড়িয়া তাঁহার আন্তরিকতা, অটুট বিশ্বাস ও অটলা ভক্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের 'দীনতাই ভক্তি-জননী' এই উক্তির যাথার্থ্য ইঁহারই জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখা যায়। যাঁহারা শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবিক ধারণা হয় যে এই গ্রন্থরত্ন ভক্তিরস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই উপাদেয় ও আস্বাদ্য। ইহা শ্রীরূপপাদের নিখিল রসময় গ্রন্থাবলির সুধাময় প্রবাহে পরিষিক্ত। শ্রীরূপপাদের গ্রন্থরত্নাকরে যে সকল অমূল্য নিধি নিহিত আছে, কবিরাজ গোস্বামী তাহা সংগ্রহ করত এই চরিতামৃতকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী একাধারে খাঁটি জহরীর ন্যায় গ্রন্থসাগরের অতলতলে ডুবিয়া লুক্কায়িত রত্নাবলি সংগ্রহ ত করিয়াছেনই, তদুপরি নিজের লোকাতীত ভক্তির অনুভব—তাঁহার সেই সিদ্ধাবস্থার বিশুদ্ধ ভক্তির অমিয় প্রবাহও শ্রীচরিতামৃতের পত্রে পত্রে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। চরিতামৃত গোস্বামিদের উপদেশরত্নের মহা-ভাণ্ডার—যাঁহারা সংক্ষেপতঃ গোস্বামিশাস্ত্রের মর্ম জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চরিতামৃত পাঠ করিলেই তাহার আভাস পাইবেন।

Madras Govt. Oriental Mss. Libraryতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি সংস্কৃত টীকার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। (R. No 3013) ইহার রচয়িতার নাম বোধ হয় নিত্যানন্দ অধিকারী (৭) এবং টীকার নাম—'গৌরভক্তবিনোদিনী' (৬)। শ্লোকাবলির টীকাই কেবল ইহাতে বিদ্যমান। প্রারম্ভ :—

মন্দারমাল্যাঙ্ঘ্রি সরোজভাজাং মন্দার সৌন্দর্যবিনিন্দকোষ্ঠম্। বৃন্দাম্বকৈর্বন্দ্য-পদারবিন্দং বৃন্দাবনেশং সততং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥ নিজপ্রভা-নির্জিত-পুষ্পকেতুং পাষণ্ড-বিধ্বংসন-ধূমকেতুম্। বন্দে স্বভক্তপ্রপদাম্বুসেতুং চৈতন্যচন্দ্রং ভবমোক্ষহেতুম্ ॥ ২ ॥ পুরুষোত্তম-দেবাখ্য - বসুধাধিপতের্গুরোঃ। আজ্ঞয়া সম্মতা নাম্না গৌরভক্ত-বিনোদিনী ॥ ৬ ॥ সেয়ং চৈতন্যচরিতামৃত-টীকা ময়া মুদা। বিচার্য ক্রিয়তে নিত্যং নিত্যানন্দাধিকারিণা ॥ ৭ ॥

আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ব্যতীত প্রতি পরিচ্ছেদের উপসংহারে প্রায় একই রূপ শ্লোক দেখা যায়—যথা ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণনে। পরিচ্ছেদে দ্বিতীয়েঽস্মিন্ ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণয়ঃ ॥ অন্য এক টীকা—রাধাকুণ্ডবাসী জগমোহন দাস-কৃত। প্রেমবিলাসে (২৪) ১৫০৩ শকে, কোনওমতে ১৫৩৭ (অন্য মতে ১৫৩৪) শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ-সমাপ্তি হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা (অসম্পূর্ণা) ? শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদের নামে আরোপিত; কলিকাতা রাধাবাজার হইতে শ্রীমাখনলাল দাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে মঙ্গলাচরণ বা অধ্যায়-বক্তব্য ও শেষে উপসংহার বা পুষ্পিকাবাক্য কিছুই নাই। শ্রীবিশ্বনাথের ভাব ও ভাষার সহিত যাঁহাদের স্বল্প পরিচয় আছে, তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে ঐ টীকাটী চক্রবর্ত্তি-পাদের হইতে পারে না।

ব্রজভাষায় অনুবাদ—শ্রীসুবল-শ্যাম-কৃত। কুসুমসরোবর-বাসী শ্রীকৃষ্ণদাসজি মধ্যলীলা পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত অনুবাদ (India Office Library, Mackenzie Collection, No. I. 21) [অজ্ঞাতনামধামা কবির রচনা। ১৮২৫ খৃঃ ইহা সংগৃহীত হয়। তালপাতার পুঁথি — শলাকাবিদ্ধ নাগরীলেখা—সম্ভবতঃ উড়িষ্যাবাসী কাহারও রচনা] মধ্যলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

আরম্ভে——শ্রীমৎকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-যুগলং বন্দামহে গোপিকা,-বক্ষোজান্তরচারি যন্মুনিমনোরোলম্বলোভ্যাস্পদম্। ধ্যাতং যোগিভিরীশপদ্মজ-মুখৈর্দেবৈশ্চ সংসেবিতং, তত্তন্মৌলিগ-রত্নকোটিনিবহৈর্নির্নিক্তমালোহিতম্ ॥১ শ্রীকৃষ্ণদাসচরণৈর্নিজদেশবাণ্যা চৈতন্য-দেবচরিতমভ্যধায়ি। যতস্ত কেবলমহং রচয়ামি দেব,-বাণ্যা সুবোধ-রচনং খলু কারিকৌঘম্ ॥ ১০ ॥ দুর্বোধা বা সুবোধা বা নিন্দন্ত চ হসন্ত বা। প্রশংসন্ত্বথবা কেচিন্ন হর্ষো নাস্তি বিস্ময়ঃ ॥ ১৩ ॥

তৎপরে শ্রীগ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ-পদ্যাদিক্রমে—

গোপীনাথশ্চ গোবিন্দস্তথা মদন-মোহনঃ। গৌড়ীয়ানাত্মসাদেতে ত্রয়ঃ কৃত্বা মমেশ্বরাঃ ॥ ৩১

অনুষ্টুপ্ ছন্দই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, কদাচিৎ উপসংহারাদিতে

অন্য ছন্দও দেখা যায়।

চৈতন্য-প্রাদুর্ভাব—(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৩৮৩৪) ইহা অগ্নি-সংহিতার অন্তর্গত চতুর্বিংশতিতম উল্লাস। ধর্মবঞ্চক পাপিগণের পাদপ্রহারে পীড়িতা ধরণী ব্রহ্মার নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি বলিলেন—'দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ। কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ স্বর্নদী-তীরমাস্থায় নবদ্বীপে দ্বিজালয়ে। তত্র দ্বিজকুলপ্রাপ্তে জনিষ্যামি শচীগৃহে॥ সন্ন্যাসরূপমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য-নামধৃক্॥ ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যভাগবত[১]—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের পরমপূত লীলাকথায় মুখরিত শ্রীশ্রীব্যাসাবতার শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীগৌরচরিত্রের আদিগ্রন্থ—বঙ্গভাষার আদি মহা-কাব্য। এই মহাগ্রন্থের প্রতিপত্রে প্রতিছত্রে অলৌকিক মহাশক্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবিনম্র অন্তঃকরণে এ গ্রন্থের সেবা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছেন—তাঁহারাই এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে প্রেমেরই ভাষা পরিব্যক্ত হইয়াছে—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা পরতত্ত্বসীমা পরম প্রেমময়—শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার পার্ষদগণও প্রেমময়, তাঁহাদের লীলা-মাধুরীও প্রেমে অনুরঞ্জিত, কবিও একজন মহাপ্রেমিক স্বয়ং ব্যাসাবতার, সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে প্রেমের অক্ষয় অমিয় প্রস্রবণ যে প্রবাহিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামিও এই গ্রন্থের বহু সম্মান দান করত মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

ওরে মূঢ়লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল॥ কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস॥ চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥ বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥ চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥ ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥ চৈতন্য-মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন। সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥ মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ [চৈ° চ° আদি ৮।৩৩—৩৯]

বস্তুতঃ প্রেমের নিগূঢ় মহিমা, ভক্তিতত্ত্বের সমগ্র সৎসিদ্ধান্ত এই মহাগ্রন্থে সরল ও অতিসুন্দর ভাবে সমালোচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থও বিরল-প্রচার। সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্বে বঙ্গীয় সমাজের বিচিত্র চিত্র এই গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণেই চিত্রিত হইয়াছে। ইহার নাম প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলই ছিল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ ইহাকে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' আখ্যা দেন। এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে রীতিমত পঠন পাঠন হইত। শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত নিত্য পাঠ করাইয়া বহু বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে স্বয়ংও শ্রবণ করিতেন (চৈ° চ° আদি ৮।৬৩)। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের পদে পদে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব কবিত্ব ও সর্বতঃ-প্রসারিণী প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই মানবীয় সমালোচনার অতীত *।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত——বঙ্গভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ; বঙ্গদেশে যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। তাৎ-কালীন বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ-সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের একখানি মূল্যবান্ পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান্ পাঠক বিনয় সহকারে শ্রীচৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে, নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন। কঠোর ক্রোধপূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রাচীন চিত্রকরের উপযুক্ত; তাহা প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের শেষাংশ-

* শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকার ছায়া।

রচনা-কালে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুতে আবেশাতিরেক বশতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা পূর্ত্তি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান মুদ্রিত সংস্করণসমূহেও শ্রীঅদ্বৈতপুত্র গোপালের নৃত্যাবেশে মূর্চ্ছার প্রসঙ্গ (যাহা চরিতামৃত মধ্য ১২।১৪৩—১৫০ পয়ারে শ্রীবৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে) কোনও পুঁথিতেই নাই। আমরা শ্রীবৃন্দাবনে এবং কালনা হইতে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারি-কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায় বহুস্থলে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার ভাব-ভাষাদি অন্যপ্রকার বলিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। বিশেষতঃ চৈতন্যচরিতামৃত আদি অষ্টম পরিচ্ছেদে—'চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ'—বলিয়া কবিরাজ গোস্বামিও এই কথা বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচনার সমাপ্তি-কাল-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পূর্বে—একথা নিশ্চিত, যেহেতু এই গ্রন্থের পঠন পাঠন ও অনুশীলনাদির ইঙ্গিত চরিতামৃতে বর্ত্তমান। বর্দ্ধমান জিলার কাইগ্রামের মুন্সীবাবুদের গৃহে যে সুপ্রাচীন শ্রীচৈতন্যভাগবত আছে, তাহাতে ১৪৯৭ শকাব্দা লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়—

'চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন। নিত্যানন্দ-ধ্যানে গ্রন্থ হৈল সমাপন॥'

কিন্তু প্রেমবিলাসে (২৪) ১৪৯৫ শকাব্দা উল্লিখিত হইয়াছে—

'চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্দা যখন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥'

শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংস্কৃতে অনুবাদ—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি সংস্কৃত (খণ্ডিত) অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার ইহাকে উপপুরাণমধ্যে গণিত করিয়াছেন—যথা 'ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে উপপুরাণে আদি-খণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।' দুঃখের বিষয় গ্রন্থকর্ত্তার কোনও নাম পাওয়া যায় নাই। প্রারম্ভশ্লোক—

জগজ্জন-মনোহরং জগদপূর্বলীলা-ময়ং, হরিং হরিসমুন্নতোজ্জ্বল-রসাব্ধিমগ্নান্তরম্। সহাস-মধুরাননং মধুরমালতীমালিকং, ভজে ভুবনমঙ্গলং চিরসুখায় বিশ্বম্ভরম্॥১॥ শ্রীমচ্চৈতন্য-দেব-প্রিয়গণচরণেঽনেকধাগ্রে-প্রণাম, স্তস্মাচ্চৈতন্যমীশং স্থুরস্তুতচরণং শ্রীনবদ্বীপধাম্নি। বন্দেঽহং তং দয়ালুং স্বয়মবতরণং যস্য বিশ্বম্ভরাখ্যা, ভক্তানাং পূজনং মে বরমুপচিতিতো ব্যক্তমুক্তং হি বেদে॥২॥

অধ্যায়শেষে——শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্রাবধুতকঃ। তয়োঃ পাদপদ্মগানে দাসবৃন্দাবনোত্তমঃ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত[২]—ওঢ্র কবি ঈশ্বর দাসের রচনা। আনুমানিক সপ্তদশ খৃষ্টশতাব্দীর শেষের দিকে ওড়িয়া ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া বিমান বাবু শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের উপাদানে (৫২৮ পৃঃ) বলিয়াছেন। কবিকর্ণপূর, মুরারি-গুপ্ত বা ঠাকুর বৃন্দাবনের ইতিবৃত্তের সহিত ইহার মিল নাই। জগন্নাথের শ্রীচৈতন্যরূপে অবতার-সম্বন্ধে ঈশ্বর দাস বলেন—

ভক্তবৎসল জগন্নাথ অব্যয় অনাদি অচ্যুত, মর্ত্ত্যে মনুষ্যদেহ ধরি অনাদি নাথ অবতরি নদীয়া নগ্রে অবতার পশুজন্মরু কলে পার॥ (প্রথম অধ্যায়।)

গুরু নানককে শ্রীমহাপ্রভু কৃপা করিয়াছেন—

শ্রীনিবাস যে বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন মধ্যে বিহার, নানক সারঙ্গ এ দুই রূপ সনাতন দুই ভাই,জগাই মাধাই একত্র কীর্ত্তন করন্তি এ নৃত্য॥ (৬১ অধ্যায়)

ইঁহার মতে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিকট সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়াছেন (?)

শুনিল চৈতন্য গোঁসাই নৃপতি কর্ণে দীক্ষা কহি কর্ণেন মহামন্ত্র দেলে সমস্ত হরষ হইলে। (৪৯ অধ্যায়)

দিবাকর দাসের 'জগন্নাথ-চরিতামৃত' ও এই চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কিছু না থাকিলেও—প্রামাণিকতায় সন্দেহ থাকিলেও—ওড়িয়া ভক্তকৃত শ্রীচৈতন্যচরিত-হিসাবে এই স্থানে সূচিত হইল।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল[১]—শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীলোচন দাস তাঁহারই আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে চারিটি খণ্ড—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষ-খণ্ড। এই গ্রন্থ মঙ্গলকাব্য প্রণালীতে লিখিত। সরকার ঠাকুরের প্রাণের ইচ্ছা ছিল যে

তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরহরির লীলামালা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়; এই কারণেই তিনি লিখিয়াছিলেন—'গৌরলীলা দরশনে বাঞ্ছা কত হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি' এবং 'কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে কেহ লীলা। নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ-গানে দরবিবে শিলা॥' বাসুদেব ঘোষ শ্রীমন্নরহরির এই সাধ কতক পরিমাণে পূর্ত্তি করিলেও—এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রকাশিত হইলেও—কিন্তু তাহাতে নরহরির প্রাণের পিপাসা মিটে নাই, যেহেতু তাহাতে রসরাজ গৌরের ভজনের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই; সুতরাং লোচন দ্বারা তিনি সেই অভাব পূরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করত নিজের গৃহ কোগ্রামে পাঠাইয়া গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করেন। লোচন গৃহ-সমীপে একটী কুলতলায় একখানা পাথরের উপর বসিয়া তেড়েটের পাতায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীগৌরের অপার করুণায় গুহ্য ঘটনাবলীও লোচনের মানসলোচনে দৃশ্য হইয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়।

সূত্রখণ্ডে—মঙ্গলাচরণ, গুরু-বন্দনা, শচী ও জগন্নাথমিশ্রের আবির্ভাব, কলিতে পাপাধিক্য-দর্শনে নারদের আক্ষেপ ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণরুক্মিণী-সমীপে গিয়া কলিহত জীবের দুরবস্থার বর্ণনা, কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকার ও ব্রহ্মাশিব প্রভৃতির সমীপে নারদকে ঘোষণা করিতে আদেশ-দান। রুক্মিণী-সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভাবী গৌরাবতার-বিষয়ক আলোচনা। যাবতীয় ভক্তের আবির্ভাব-বর্ণনা।

আদিখণ্ডে—শচীর গর্ভাবস্থায় অদ্বৈতপ্রভুর শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন, গর্ভবন্দনা; ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রহণকালে জ্যোতির্ময় শচীদেহ হইতে গৌর-আবির্ভাব, নবদ্বীপে মহানন্দোৎসব, শচীগৃহে জনতা, নামকরণ, বাল্য-লীলা, ঔদ্ধত্য, গঙ্গায় জলকেলি, বালিকাগণের নৈবেদ্য-ভোজন, উপনয়ন, জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক-প্রাপ্তি, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, বঙ্গদেশ-যাত্রা, লক্ষ্মীর গঙ্গা-বিজয়, লক্ষ্মীর পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত, বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়, গয়াযাত্রা, ব্রাহ্মণের পাদোদক-পানে জ্বরনিবারণ, ঈশ্বরপুরী সহ মিলন ও দীক্ষা, গয়াকৃত্য, বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপে আগমন।

মধ্যখণ্ডে—ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণভক্তি ও হরিনাম-যাজন, ভক্তসঙ্গে হরিকথা, মুরারি গুপ্ত-কৃত 'রামাষ্টক'-আস্বাদন, নিত্যানন্দ-মিলন, শ্রীনিবাস-মন্দিরে কীর্ত্তন, নিত্যানন্দের কৌপীন লইয়া সকলের মস্তকে বন্ধন, সঙ্কীর্ত্তন, জগাই-মাধাইর উদ্ধার, বৃন্দাবনগমনের জন্য ব্যগ্রতা, কেশব ভারতীর সহিত সাক্ষাৎকার, সন্ন্যাসের সূত্রপাত, শচীর বিলাপ, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবিধ রসরঙ্গ, নিশান্তকালে গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়াযাত্রা, ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-প্রার্থনা, ভারতীর প্রত্যাখ্যান ও প্রভুর বিনয়, ভঙ্গীতে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্রকথন, ক্ষৌরকালে মধুনাপিতের খেদ ও বরপ্রাপ্তি—সন্ন্যাসান্তে রাঢ়ে ভ্রমণ, চন্দ্রশেখর আচার্যের নবদ্বীপে আগমন ও খেদ, শান্তিপুরে অদ্বৈত-মন্দিরে মিলন, নীলাচলযাত্রা, দণ্ডভঙ্গলীলা, দানি-গণের দৌরাত্ম্য এবং ঐশ্বর্য-দর্শনে ভক্তগণকে উদ্ধার করিয়া একাম্রনগরে উপস্থিতি, শিবদর্শন, প্রসাদ-গ্রহণ, পুরীতে আগমন, সার্বভৌম-মিলন ও ষড়্ভুজ-দর্শন, সার্বভৌমকৃত চৈতন্য-সহস্রনাম স্তব।

শেষখণ্ডে—জীয়ড়নৃসিংহাদিক্রমে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, কাঞ্চী, কাবেরী, সেতুবন্ধনাদি দর্শন ও নীলাচলে পুনরাগমন, কানাইর নাটশালা পর্যন্ত মহাপ্রভুর সুখগমন-জন্য নৃসিংহানন্দ-কৃত মানসে রাস্তা-নির্মাণ, কানাইর নাটশালা হইতে প্রভুর পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন এবং ঝারি-খণ্ডপথে বৃন্দাবন-গমনাদি, নীলা-চলাভিমুখে পুনর্যাত্রা, পথে ঘোল খাইয়া গোয়ালাকে অর্থদান, নব-দ্বীপে আগমন ও ভক্তসঙ্গ, সকলকে প্রবোধ দিয়া নীলাচলযাত্রা, প্রতাপ-রুদ্রের উদ্ধার, দ্রাবিড় দেশীয় দরিদ্র বিপ্রের দারিদ্র্য-মোচন-প্রসঙ্গ, জগন্নাথাঙ্গে লীন হইবার বৃত্তান্ত—শ্রীমন্নরহরির বৃত্তান্ত ও গ্রন্থকারের পরিচয়।

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চাই ইহার প্রধান অবলম্বন। গ্রন্থপ্রারম্ভে, মধ্যে ও শেষে ইঁহারই আনুগত্য শ্রীগ্রন্থকার বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। চৈতন্য-

মঙ্গলে জলসাধনকালে, শ্রীগৌরের শ্রীঅঙ্গ-মার্জনাকালে, লক্ষ্মীবিবাহ-প্রসঙ্গে, বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহের উদ্বর্ত্তন-কালে ও বিবাহ-প্রভৃতিতে নদীয়া নাগরীগণের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে রস-রাজ গৌরাঙ্গের * সংসূচনা দেখা যায়। এবিষয়ে যুক্তি যথা—

বিরুদ্ধে—শ্রীমন্ মহাপ্রভু কেবল মহাভাবাঢ্য, শ্রীমদ্ ভাগবতে তিনি 'পরিভবঘ্ন' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-কুটুম্বাদি-জনিত-তিরস্কার-রহিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে —'গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বোলে' ইত্যাদি, প্রত্যেক অব-তারেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র 'একপত্নীব্রতধর', শ্রীনন্দনন্দন 'গোপীজনৈকবিলাসী', তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গও নিজপত্নী ব্যতীত অন্যত্র স্বাভিলাষ-দৃষ্টিক্ষেপ-রহিত। শ্রীমদ্ রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রের (২৭) টীকায় নাগরীগণের উক্তিজাতকে 'ভাববিতর্ক' বলিয়াই ধরিয়াছেন।

স্বপক্ষে —— 'শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত বপু', 'রসরাজ মহাভাব দুই এক-রূপ' শ্রীগৌরে মহাভাবের প্রাবল্য সর্বসম্মত হইলেও রসরাজত্বে অনাঢ্যত্বাংশেরও কিঞ্চিৎ প্রচার প্রসারাদি অযৌক্তিক নহে। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে (১৩২) শ্রীপ্রবোধা-নন্দ সরস্বতী 'গৌর-নাগরবরের' ধ্যান লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভজনা-মৃতে শ্রীমন্নরহরি বলিয়াছেন— 'পুরুষানেব প্রকৃতিভাবং নিনায়।' নিত্যবৈরাগী হইয়াও তিনি নিত্য বিলাসী'—ইহাই শ্রীচন্দ্রোদয়ের (২। ২৪) মত—শ্রীভগবানে বিরুদ্ধ রস ও বিরুদ্ধ ভাবের সম্মিলন স্বীকার করিতে গেলে রসরাজত্বেরও স্বীকার অনিবার্য। শ্রীধামগত শ্রীবিভূতি গোস্বামিপাদের গৃহে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন এক পুঁথিতে 'গৌরাঙ্গনাগর বই স্তব নাহি বোলে' এই পাঠও দৃষ্ট হইয়াছে। নদীয়া নাগরীগণকে সত্যসঙ্কল্প স্বীকার করিয়া তাঁহাদের চিরাভীষ্ট মিলনকে কেবল ভাব-বিতর্কেই পর্যবসিত করিলে—গৌণ স্বাপ্ন সম্ভোগ স্বীকার করিয়া মুখ্য সম্ভোগ উড়াইয়া দিলে 'অর্দ্ধকুক্কুটী' ন্যায়েরই অবসর বলিতে হইবে। (উজ্জ্বল ১৫।২২০) 'চিত্রং স্বপ্নমিবাতন্বন্ কৃষ্ণং সঙ্গময়ত্যলম্' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। এই নাগরীদের রাগাত্মিকা ভক্তি—রুচিভেদে, অধিকারভেদে গ্রহণীয়, কিন্তু সার্বজনীন নহে। আমরা স্বপক্ষে বিপক্ষে যাহা যুক্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রীমদ্ রাধামোহন ঠাকুরের যুক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শীর্ষক প্রবন্ধের ১৫৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পয়ার, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, মধ্যতরজা, করুণা প্রভৃতি ছন্দঃ দেখা যায় ; গ্রন্থের ভাষা সরল ও লালিত্যপূর্ণ। পদগুলি কীর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নির্দ্দেশ আছে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণে কাহারও মতানৈক্য থাকিলেও কিন্তু ভৌগোলিক বৃত্তান্তের প্রামাণিকতা নিঃসন্দেহ। শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রধানতঃ বর্ণনাত্মক আর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল—রসাত্মক। পল্লবিত কবিত্বাংশে ঠাকুর লোচন শ্রীবৃন্দাবনকেও স্থল-বিশেষে অতিক্রম করিয়াছেন। ঠাকুর লোচন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত —দুর্লভসার, আনন্দলতিকা, রাগ-লহরী এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানু-বাদ করিয়াছেন বলিয়া 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ। শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের গীতিকাভাগের পদ্যানুবাদের কথা পদাবলী-সাহিত্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল[২]—শ্রীচরিতামৃতে উক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। বীরভদ্র প্রভুর প্রসাদে এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় ইনি এই গ্রন্থ খানি নয় ভাগে পালাবন্দী করিয়া প্রণয়ন করত দেশে দেশে চামর হস্তে গান করিয়া বেড়াইতেন। 'প্রথমেত আদি খণ্ডে যুগধর্ম-কর্ম। দ্বিতীয়ে নদীয়াখণ্ডে গৌরাঙ্গের জন্ম॥ তৃতীয়ে বৈরাগ্যখণ্ডে ছাড়ি নিজ বাস। চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস। পঞ্চমে উৎকল খণ্ডে গেলা নীলাচল। ষষ্ঠমে প্রকাশ খণ্ডে প্রকাশ উজ্জ্বল। সপ্তমেতে তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি। অষ্টমে বিজয় খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী। নবমে উত্তর খণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ। যুগাবতারে যত যত করিলা গৌরাঙ্গ। এই নব খণ্ড গীত চৈতন্য মঙ্গল। শুনিলে সকল পাপ

* শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রসরাজ-গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মতবাদের বিশেষ আলো-চনার অবকাশ নাই। সংক্ষেপে যৎ-কিঞ্চিৎ সূচিত হইতেছে।

যায় রসাতল॥' এই গ্রন্থে অনেক অদ্ভুত তথ্য (?) লিপিবদ্ধ আছে - (১) শ্রীচৈতন্য প্রভুর পূর্ব পুরুষগণ উৎকলে যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন —পরে রাজা ভ্রমরের ভয়ে দেশত্যাগ করত শ্রীহট্টে জয়পুর গ্রামে বাস করেন। মারীভয় হওয়ায় জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপে আসেন। (২) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পরে নবদ্বীপে মুসলমানগণের বিষম বিপ্লব। (৩) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান—গঙ্গাতীরে কলাগাছি গ্রাম, পিতা মনোহর, মাতা উজ্জ্বলা—ভাট বংশে জন্ম। (৪) কৃত্তিবাস, গুণরাজখাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বৃন্দাবনদাস ব্যতীত চৈতন্যচরিতকার সার্বভৌম ভট্টাচার্য, গোবিন্দবিজয়-প্রণেতা পরমানন্দপুরী, চৈতন্যসঙ্গীত-রচয়িতা গৌরীদাস পণ্ডিত, গৌরাঙ্গবিজয়-প্রণেতা পরমানন্দ গুপ্ত, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা গোপাল বসু প্রভৃতির নামোল্লেখ। (৫) কড়চা-লেখক 'গোবিন্দ কর্মকার'—মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সহচর। (৬) মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-কাহিনী। (৭) নিত্যানন্দের অষ্টাদশ বৎসরে গৃহত্যাগ, (৮) গয়াগমনে কাল-বিপর্যয়, পরিকর-বিপর্যয়াদি, (৯) গয়ায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎকার, (১০) লক্ষ্মীর বিয়োগে গৌরের প্রেমানন্দে নৃত্য, (১১) বিংশ বর্ষে সন্ন্যাস, সন্ন্যাসে যাইবার সময় গ্রন্থ-সংগ্রহ, (১২) রাজমহিষী চন্দ্রকলার গলে গৌরের মাল্যদান, (১৩) রায় রামানন্দের প্রতি কৃষ্ণভক্ত না হওয়ায় তীব্র ভর্ৎসনা, (১৪) বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনসহ মিলন, (১৫) জগন্নাথ-মিশ্রের পিতৃনাম-বিপর্যয় ইত্যাদি। এই সব অদ্ভুত-কাহিনী বর্ত্তমান থাকায় বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের আদরও নাই, পঠন-পাঠনও নাই। ভক্তিরত্নাকরেও এই গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই।

পদকল্পতরুতে শ্রীলোচন দাসের ভণিতায় যে 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা' আছে, তাহা জয়ানন্দের গ্রন্থে বৈরাগ্য খণ্ডে পরিবর্ত্তন সহকারে (মাঘমাসের ঘটনায় আদৌ মিল নাই) সংযোজনা হইয়াছে। জয়ানন্দ-বিরচিত কাব্যে—কোনই পারিপাট্য বা রচনা-নৈপুণ্য নাই। অনেক অসংলগ্ন ও বিপর্যস্ত কথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

চৈতন্যমতচন্দ্রিকা— -শ্রীনাথপণ্ডিত-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টিপ্পনী। ষষ্ঠ-স্কন্ধের কিয়দংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে [A. S. B. 8678]।

চৈতন্যমতমঞ্জুষা—শ্রীল কবিকর্ণ-পূরের শ্রীগুরুদেব শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী* শ্রীমদ্ভাগবতের এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন; মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি এই—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহা,-নিত্থং গৌরমহাপ্রভোর্মতমত-স্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥ ১॥

* শ্রীল কবিকর্ণপুর অলঙ্কার-কৌস্তভে ১০ম কিরণে ৭৫৩ পৃষ্ঠায়—'যথা অস্মদ্গুরবঃ' বলিয়া এই টীকার উপক্রমের ৫ম শ্লোক 'ন বাদিনিগ্রহঃ সাধ্যঃ' ইত্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন।

ইনিও শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থ-দীপিকার আলোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৪); এই টীকার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব, নিত্যবিগ্রহলীলত্ব, ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য, প্রেমৈক-প্রয়োজনত্ব এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্বপ্রমাণ-চূড়ামণিত্ব প্রতিপাদন পূর্বক গ্রন্থব্যাখ্যা হইয়াছে। স্বতঃ-প্রামাণ্যসূচক শ্রীমদ্ভাগবতের বচন দ্বারাই ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীমদ্ভাগবতের সমর্থন করিয়াছেন—কদাচিৎ অন্যান্য পুরাণেরও সাহায্য নিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে প্রসিদ্ধার্থেরও অন্য প্রকারে স্বকৌশলে ব্যাকরণ-নিরুক্তি প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে কিন্তু শব্দটিকে ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে 'পর' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—'পরং ক্ষরাক্ষরাতীতং পুরুষোত্তমং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি। পালয়তি পিপর্ত্তি বা বিশ্বমিতি পিপর্ত্তেরণি সিদ্ধং। বক্ষ্যতি চ (১১।৬।১৪) 'কালস্য তে প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ পরস্য, শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্যেতি' পরত্বে পুরুষোত্তমত্বং পুরুষোত্তমো হি শ্রীকৃষ্ণ এব, উক্তঞ্চ স্বয়মেব (গীতা ১৫।১৮) 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥' ইতি, এতেন বিশেষণ-মর্যাদয়া শ্রীকৃষ্ণরূপং বিশেষ্য-মবগম্যতে। 'নিরস্তকুহকং' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—'কুহকং কুং পৃথিবীং ঘ্নন্তীতি কুহনো দৈত্যাঃ

কংসাদয়ঃ নিরস্তং কুঘ্নাং কং শিরো যেন পৃথিবী-ভারাপহারকমিত্যর্থঃ। অথবা নিরাস্তানাং কুঘ্নাং কং সুখং মোক্ষো যস্মাৎ, বিষ্ণুনা হতস্য কালনেমেঃ পুনঃ কংসরূপেণ জাতত্বাৎ, অন্যকৃতহননে মোক্ষাপ্রসক্তেঃ, শ্রীকৃষ্ণ-কৃতহননেনৈবেত্যনুপহিত-চৈতন্যশক্তি শুস্য (?) পরত্বং স্বসিদ্ধমেব।

ইনি প্রতি অধ্যায়ের প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই; কেবল যে সব স্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রকর্ষের ব্যাঘাত মনে করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষস্থাপনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। ১১।১২।৮ টীকায় 'রসভক্তিচন্দ্রিকা' (?) নামে অলঙ্কার গ্রন্থটি তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি যে ভক্তিরসামৃত বা উজ্জ্বল দেখিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। উপসংহারে এই কয়েকটি শ্লোক—

ভগবদ্ ব্রহ্মণো বাদো ব্রহ্মনারদ-য়োরথ। নারদ-ব্যাসয়োঃ পশ্চাদ্ ব্যাস-তৎপুত্রয়োরথ ॥ ১ ॥ শুকো-ত্তরেয়য়োঃ পশ্চাৎ সূত-শৌনকয়ো-রিতি। ষট্ সংবাদা ভাগবতে সর্বে ব্যাসেন গুম্ফিতাঃ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণোৎ-কর্ষাৎ কৃষ্ণভক্তৈর্বিজ্ঞৈঃ কৌশল-কৌতুকাৎ। চৈতন্যমতরত্নস্য মঞ্জুষেয়ং বিচার্যতাম্ ॥ ৩ ॥ চৈতন্য-মতমঞ্জুষা পীযূষাদপি মঞ্জুলা। তদ্বাসনৈঃ সহৃদয়ৈরুদ্ঘাট্যেয়ং বিচার্যতাম্ ॥ ৪ ॥ স্বসিদ্ধান্ত-প্রকটনে পরসিদ্ধান্ত-বাধনম্। অত্র যদ্যপরাধঃ স্যাৎ শ্রীকৃষ্ণস্তং হরিষ্যতি ॥ ৫ ॥ ভ্রমাজ্ জ্ঞানস্য দৌর্বল্যাদ্ যদত্র ক্বাপি দূষণম্। তচ্ছোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণরস-লম্পটাঃ ॥ ৬ ॥ শ্রীনাথপণ্ডিত-কৃতা কৃষ্ণোৎকর্ষ-গরীয়সী। চৈতন্যমত-মঞ্জুষা জীয়াদ্ ভাগবতাশ্রয়া ॥ ৭ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম্— [বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ পুঁথি (১৬৯১) ও দক্ষিণখণ্ড শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকুরের পুঁথি] গ্রন্থোপসংহার হইতে জানা যায় যে শ্রীবাসুদেব আগমাচার্যের নন্দন কাশীনাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসকালে প্রথম ভিক্ষা দিয়া-ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহার বংশ হইতে স্বকীয় কীর্তিকথা বিস্তারিত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই বাসুদেবের পুত্র (৬।৫।২২) কাশীনাথ তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ—তৎপুত্র কাশীরাজ, —তৎপুত্র শ্রীরাম, তৎপুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রামকিঙ্কর—ইঁহার তিন পুত্র রঘুদেব, হরিদেব ও নৃসিংহ। ষষ্টিরাম আশ্রমবাগীশ-নামক জনৈক বেদ-বিদ্যাসম্পন্ন ও সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থাবলম্বনে শ্রীচন্দ্রশেখরে (সীতাকুণ্ডে) গমনপূর্বক উগ্রতপ-শ্চর্যায় শ্রীব্যাসদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার মুখ হইতে স্বপ্নে শ্রীগৌরলীলা শ্রবণ করেন। পূর্বোক্ত রামকিঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্ নৃসিংহ শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত এবং আশ্রমবাগীশের মুখে শ্রুত ঘটনাসমূহকে আশ্রয় করত এই বিপুলায়তন গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমহা-ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎপরে খঞ্জ ভগবান্ আচার্যের বংশ-সম্ভূত শ্রীগোলোক নৃসিংহ-মুখে এই গ্রন্থ শুনিয়া এবং তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের ন্যায় ইহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ এবং প্রতি স্কন্ধ কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ১২৯ অধ্যায়ে প্রায় পাঁচ হাজার শ্লোক আছে।

দ্বাদশস্কন্ধ দশম অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ বা বিষয়সূচী দেওয়া হইয়াছে। যথাবিধি মঙ্গলা-চরণ পূর্বক রাজা প্রতাপরুদ্রের পূর্ব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অগস্ত্য-মুনির শাপে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন গজযোনি লাভ করেন, গজ-কচ্ছপের যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উদ্ধার পাইয়া এই কলি যুগে তিনি রাজা প্রতাপরুদ্র-নামে শ্রীজগন্নাথের ভক্ত-রূপে নীলাচলে অবতার গ্রহণ করেন। এই প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রবোধানন্দ-নামক জনৈক দণ্ডীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই বিরাট গ্রন্থের রচনা। ক্রমদীপিকার সপ্তম পটল-স্থিত ধ্যান ও মন্ত্র শ্রীগৌরগোপাল-দেবেরই ধ্যানমন্ত্র বলিয়া এই গ্রন্থে (১।১।৩) ও (১২।১০।৫৯—৬০) উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্র—মারপুটিত কৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় মন্ত্র—মারয়োরস্য মাংসাধো রক্তচ্ছেদপরো মনুঃ ॥ প্রথম ধ্যান—শ্রীমৎকল্পদ্রু-মূলোদ্গত ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়—আরক্তোদ্যান-কল্পদ্রুম ইত্যাদি।

গ্রন্থের বিষয়-সূচী—(২।১০)

হর উবাচ—আদৌ প্রতাপরুদ্রস্য সংবাদো দণ্ডিনা সহ। পৃথিবী-ব্রহ্মসংবাদস্তৎপশ্চাৎ কথিতো ময়া ॥ ১ ॥ ঐন্দ্রদ্যুম্নমুপাখ্যানং নৈল-

মাধবমেব চ। গজেন্দ্র-নক্রয়োর্যুদ্ধং হরিণা তস্য মোক্ষণং ॥২॥ অবতারানু-কথনং ব্রহ্মস্থানস্য বর্ণনং। গোলোক-কথনঞ্চৈব শিব-গোলোকমেব চ ॥ ৩॥ বলরামগোলোকং বিষ্ণুগোলোকমেব চ। বিধাতুর্গোলোকং প্রোক্তং রাধিকাজনিরেব চ ॥ ৪ ॥ বিরাটস্য সমুৎপত্তির্ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকং তথা। কৃষ্ণাবতারঃ কথিতঃ পাষণ্ড-জননং তথা ॥ ৫ ॥ ক্ষিতিব্রহ্মাদি-সংবাদো রাধয়া কৃষ্ণসঙ্গতিঃ। অদিত্যা কদ্রুসংবাদঃ কুবেরস্য তপঃক্রিয়া ॥ ৬ ॥ অদ্বৈতজন্ম কথিতং বিশ্বরূপস্য জন্ম চ। বিশ্বরূপস্য সন্ন্যাসং কথিতং হিম-শৈলজে ॥ ৭ ॥ নিত্যানন্দে তস্য তেজোগমনং কথিতং প্রিয়ে! মহাপ্রভু - সমুৎপত্তিস্তদ্বাল্য-চরিতাদিকং ॥ ৮ ॥ দুগ্ধাদি-ভাণ্ডভঙ্গঞ্চ তন্নামকরণাদিকং। তস্য চৌর্যং প্রকথিতং দ্বিজান্নভক্ষণং তথা ॥ ৯ ॥ বিদ্যারম্ভশ্চ গৌরস্য গুরুগেহে প্রবাসনং। জলক্রীড়াদিকঞ্চৈব গৌরাঙ্গস্য প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১০ ॥ পুরন্দর-স্বপ্নদর্শং তৎপ্রাণত্যাগ এব চ। তস্য নির্হরণং প্রোক্তং মাতৃস্নেহস্য বর্দ্ধনং ॥ ১১ ॥ নিত্যানন্দ-বাল্যলীলা যতেঃ সঙ্গশ্চ তস্য চ। তীর্থযাত্রা চ কথিতা নিত্যানন্দস্য বৈ পুরা ॥ ১২ ॥ মহাপ্রভোঃ শাস্ত্রপাঠো গঙ্গায়াং পাদপদ্মতা। মহাপ্রভোর্বিবাহশ্চ কথিতং শৈলনন্দিনি ॥ ১৩ ॥ নবদ্বীপস্থ-লোকানাং স্নেহসম্বর্দ্ধনন্তথা। রামানন্দেন কবিনা বিচারঃ পরি-কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ ভিক্ষুকায়ান্নদান-ঞ্চোত্তরদেশ-গতিস্তথা। লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিয়োগশ্চ তন্নিমিত্ত-বিলাপনং ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহশ্চ ভক্তসঙ্গস্তথৈব চ। মন্ত্রপ্রকাশকঃ প্রোক্তো গৌরস্য তীর্থরিঙ্গণং ॥ ১৬ ॥ অধ্যাপনা পুরা প্রোক্তা প্রেমোল্লাসস্তথৈব চ। নিত্যানন্দেন সংযোগস্তথাদ্বৈতেন মেলনং ॥ ১৭ ॥ শ্রীমন্নিত্যানন্দভিক্ষা রাজরাজেশ্বরস্তথা। দানাদিকথনঞ্চাত্র জগাই-মোক্ষণং প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োশ্চ বিরোধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। জলযুদ্ধং মহেশানি! রাত্রি-সংকীর্ত্তনং তথা ॥ ১৯ ॥ অদ্বৈত-গৌরয়োর্দেবি! সংবাদঃ কথিতো ময়া। শ্রীমচ্ছুক্লাম্বরোপাখ্যা নগরে কীর্ত্তনন্তথা ॥ ২০ ॥ প্রোল্লাসো গৌরচন্দ্রস্য ভক্তানাঞ্চ বিশেষতঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রীতিদানং তয়োঃ সংবাদ এব চ ॥ ২১ ॥ নাট্যারম্ভশ্চ কথিতঃ প্রাচুর্যেণ মহেশ্বরি! গদাধরস্য নাট্যান্তে গৌরনাট্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২২॥ দেবাদীনাং বিলাপশ্চ সম্বাদো মাতৃ-পুত্রয়োঃ। বিষ্ণুপ্রিয়ায়া গৌরস্য-সংবাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩ ॥ শ্রীমচ্ছান্তিপুরে গৌর-গমনং কথিতং পুরা। বামাচারি-দ্বিজোপাখ্যা জলযানং তথৈব চ ॥ ২৪ ॥ অদ্বৈত-গৌরয়োস্তত্র বিচারশ্চ মহোৎসবঃ। মুরারি-গৌরসম্বাদো ব্রহ্ম-মোহন-মেব চ ॥ ২৫ ॥ মুরারের্বারণং মৃত্যোঃ শবরালয়-রিঙ্গণং। পীঠোৎপত্তিশ্চ কথিতা পীঠস্য চ নিরূপণং ॥ ২৬ ॥ জগন্নাথস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং পরি-কীর্ত্তিতং। দেবানন্দেন গৌরস্য সংবাদস্তদনন্তরং ॥ ২৭ ॥ অম্বরীষস্য রাজর্ষেরুপাখ্যানং পুরাঽকথি। শচ্যাঽদ্বৈতস্য সংবাদো গৌরাভিশাপ এব চ ॥ ২৮ ॥ ব্রতস্য কথনং দেবি! নৃযজ্ঞ-কথনং তথা। যবনরাজো-পাখ্যানং নাট্যগোপনমেব চ ॥ ২৯ ॥ ঐশ্বর্যলীলা গৌরস্য শ্রীবাসপুত্র-নির্গতিঃ। শুক্লাম্বরস্য গৌরেণ সংবাদঃ পুনরেব চ ॥ ৩০ ॥ বিজয়ানন্দ-সংবাদঃ সন্ন্যাস-চিন্তনন্তথা। বিষ্ণু-প্রিয়া-রতিক্রীড়া নিত্যানন্দস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৩১ ॥ শ্রীমচ্ছচী-স্বপ্নদর্শং তস্যাঃ শোকপ্রবর্দ্ধনং। শচীশান্তিঃ প্রকথিতা বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রবোধনম্ ॥ ৩২ ॥ কাঞ্চনগ্রাম-গমনং সন্ন্যাসস্তদনন্তরম্। মুণ্ডনং নাপিতোপাখ্যা কথিতা পর্বতাত্মজে !! ৩৩ ॥ ততঃ কাশীনাথ-গৃহে ভিক্ষা চ পরিকীর্ত্তিতা। ভুক্ত্বা তস্মৈ বরং দত্ত্বা প্রভো-র্গমনমীরিতম্ ॥ ৩৪ ॥ চন্দ্রশেখর-সংবাদঃ শচীদেব্যা সহ প্রিয়ে! ফুলিয়া-নগরে বাসস্ততঃ শান্তিপুরে গতিঃ ॥ ৩৫ ॥ শচ্যাঃ শান্তিপুরে যানং তস্যাঃ শোকস্য বর্দ্ধনং। বিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপশ্চ নীল-পর্বত-রিঙ্গণম্ ॥ ৩৬ ॥ গুণনিধেরু-পাখ্যানং কাশীমাহাত্ম্যমেব চ। সমুদ্রে গৌরচন্দ্রস্য ক্রীড়া চ কথিতা পুরা ॥ ৩৭ ॥ কাশীরাজস্য চরিতং সার্বভৌমস্য সঙ্গতিঃ। শ্রীমজ্জগন্নাথ-পুরে বহ্ব্যো লীলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৩৮॥ বক্রেনাথস্য মাহাত্ম্যং তৎক্ষেত্রস্য বিশেষতঃ। নবদ্বীপেঽদ্বৈতগতি-র্মুরারেগৌর-সঙ্গতিঃ ॥ ৩৯ ॥ শ্রীবাস-স্যাভিশাপে চ কুষ্ঠী চাপাল-পূর্বকঃ। গোপালঃ শ্রীপ্রভুং প্রাপ্য......॥ ৪০ ॥ গৌড়দেশে গৌরচন্দ্র-গমনং পুনরেব চ। প্রতাপরুদ্র-সংবাদঃ শ্রীগৌরস্য চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ৪১ ॥ নিত্যানন্দস্য গমনং গৌড়দেশে প্রকীর্ত্তিতম্। তস্য লীলা সমাখ্যাতা দ্বিজগৌর-সুসঙ্গতিঃ ॥ ৪২ ॥

নীলাচলে পুনর্বাসো গৌরাঙ্গস্য প্রকীর্ত্তিতঃ। সভ্রাতৃকেণ রূপেণ গৌরচন্দ্রস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৪৩ ॥ ততো দেবি! প্রকথিতং ভৃগূপাখ্যানমেব চ। সেতুবন্ধগতিঃ প্রোক্তা গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ ॥ ৪৪ ॥ পুনস্তস্য গৌড়-গতিঃ শ্রীমদ্বৃন্দাবনে গতিঃ। শ্রীবৃন্দাবনমধ্যেঽস্য রমণং পরি-কীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৫ ॥ বারাণসী-গতি স্তস্য নীলাচল-গতিস্তথা। শ্রীমন্দির-প্রবেশশ্চ গৌরাঙ্গস্য জগদ্গুরোঃ ॥৪৬॥ নিত্যানন্দ-বিবাহশ্চ বীরভদ্রজনিস্তথা। গঙ্গায়া জননঞ্চৈব নিত্যানন্দস্য নির্গতিঃ ॥ ৪৭ ॥ বীরভদ্রসুতোৎপত্তি-র্গঙ্গাসন্ততিরেব চ। গ্রন্থস্য মহিমাখ্যানং প্রোক্তমেতত্তব প্রিয়ে !! ৪৮ ॥ অতঃপরং গৌরচন্দ্র-পদদ্বন্দ্বং ভজ প্রিয়ে! ইত্যুক্ত্বা শঙ্করো যোগং সমাস্থায় স্থিতঃ প্রভৌ ॥ ৪৯ ॥

প্রতি স্কন্ধের সমাপ্তিতে পুষ্পিকা-বাক্য এইরূপ—'ইতি শ্রীমচ্চৈতন্য-মহাভাগবতে মহাশ্রমাবাগীশ-সংহিতায়াং নারসিংহিক্যাং প্রথমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥' ইত্যাদি.........

গ্রন্থের মূল প্রষ্টা—রাজা প্রতাপরুদ্র ও বক্তা—দণ্ডী প্রবোধানন্দ। এই দণ্ডী কে? কাশীর সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কোনও প্রসঙ্গ ইহাতে নাই। প্রকট লীলায় তিনি কখনও যে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন—তাহারই বা প্রমাণ কোথায়?

এই গ্রন্থের ভাষা সরল। যে পুঁথিখানা পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি ও লিপিকর-প্রমাদ রহিয়াছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত ইহার ঘটনা-পারম্পর্যের বা দেশকালাদিরও অসামঞ্জস্য নিবন্ধন গ্রন্থখানা নির্ভর-যোগ্য নহে বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে। রায় রামানন্দ-মিলন, সার্বভৌম মিলন ও শ্রীরূপসনাতনাদি-মিলনে দার্শনিক তত্ত্বকথা ইহাতে স্থান পায় নাই। শ্রীচৈতন্যভাগতের অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়ের ঘটনাগুলিও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে (১০।১০—১১।৩)।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে প্রাপ্ত জীর্ণ পুঁথির শেষে গ্রন্থ-রচনাকাল দেওয়া আছে (?)—

ব্যলেখি শাকে রসসপ্তচন্দ্রে নৃসিংহ-দেবেন হরিং প্রণম্য। চৈতন্যদেবস্য মহচ্চরিত্রং পবিত্রদং ভাগবতাখ্য-মেতৎ ॥

এই শ্লোকটি কাহার রচিত তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যদি গ্রন্থকারেরই রচিত হয়, তবে 'শাক' শব্দের সাধারণতঃ অতীতাব্দ ধরিলে রচনাকাল ১৭৬ চৈতন্যাব্দ অর্থাৎ ১৫৮৩ শকাব্দা হয়; তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাসুদেবের সপ্তম অধস্তন এই গ্রন্থ-কার হইতে পারেন।

চৈতন্যরসায়ন—সুপ্রসিদ্ধ শ্রীলবিশ্ব-নাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। শ্রীনরোত্তম-বিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে (২০২ পৃষ্ঠায়) শ্রীবিশ্বনাথ-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

বর্ণিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্যরসায়ন। স্বপ্নচ্ছলে মহাপ্রভু করয়ে বারণ ॥ 'ওহে বিশ্বনাথ এ চৈতন্যরসায়নে। বর্ণিবা পৃথক্ কিছু করিয়াছ মনে ॥ কলিযুগে মোর এই অদ্ভুত বিহার। অনেকে জানিব যাথে মোর চমৎকার ॥ মোর লীলারসে মগ্ন মোর ভক্তগণ। আস্বাদয়ে নানামতে করিয়া বর্ণন ॥ যে যৈছে রূপ বর্ণিব, সে সব তৈছে হয়। না কর সন্দেহ—এ পরমানন্দময় ॥' শ্রীচৈতন্য-রসায়নে বর্ণিতেন যাহা। না হইল গ্রন্থ পূর্ণ, না বর্ণিল তাহা ॥

শ্রীচৈতন্যরহস্য———শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও অনূদিত। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক জ্ঞাতব্য বস্তু নিহিত আছে। ইহার পাঁচটি রহস্যে ক্রমশঃ সংকীর্ত্তন, ভক্তি, ভক্তির কারণ, ভাগবত ধর্ম ও শ্রীচৈতন্যাবতার-সম্পর্কে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রবাক্যের সঙ্কলন হইয়াছে। সংগ্রহকারের নাম বা তারিখ ইত্যাদি দেওয়া নাই।

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত১—খোসাল রায়-প্রণীত। বরাহনগর পাটবাড়ী গ্রন্থ-মন্দিরে (কাব্য ৭৬) জীর্ণ পুঁথি। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে চারিটী লীলায় (বিভাগে) এবং প্রতি লীলা কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভাষা সরল হইলেও কোনই গাম্ভীর্য নাই—নাতিপ্রামাণিক বলিয়াই ধারণা হয়। শ্লোকসংখ্যা—৯০০০, পত্র-সংখ্যা—৩৩১। প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রায় একইরূপে সমাপ্তি—ইতি শ্রীচৈতন্যলীলামৃত-ভাগবতে নব-সহস্র-সংহিতায়াং খৌষালিকাং প্রথম-লীলায়াং সারদাদ্বৈতসম্বাদে বিদুর-মৈত্রীয়-সম্বাদীয় - যুগসংখ্যাকথনং নামাধ্যায়ঃ।

বিচিন্ত্য বাণীচরণাম্বুজদ্বয়ং শ্রীরায় খোসাল ইদং প্র......। খোসালের পরিচয়—চতুর্থলীলায় একপঞ্চাশ-অধ্যায়ে—[২২ পৃষ্ঠায়]।

বিক্রমাদিত্য-সংজ্ঞঃ ...পঁয়ার-বংশসম্ভবঃ। অবন্ত্যাং বসতির্ভূর্য়-শ্চক্রবর্ত্তীব ভাবিব ? চন্দ্রবংশ-প্রদীপঃ স দিলীপ ইব বিক্রমঃ। মহাবল ইতি খ্যাতো বিখ্যাতো ধরণীতলে। তস্য বংশে জগদ্দেবকঙ্কালীবরপুত্রকঃ। দানশীলো বদান্যশ্চ বিখ্যাতো ধরণী-তলে। তদ্বংশে দলেপসিংহঃ পূর্ব-সন্তানসন্ততিঃ। রঘুনাথসিংহস্তস্য সন্তানঃ সুধিয়াম্বরঃ। তস্য হি খোসালরাজর্ষির্ধর্মপুত্রঃ সমাগতঃ। [৩২৮ পৃষ্ঠা]

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত২ (পাটবাড়ী পুঁথি কা ১৮ ক) শ্রীবৃন্দাবনদাস-কর্ত্তৃক রচিত, খণ্ডিত ৮৪ পত্রাত্মক। প্রথমেই আত্মপরিচয় দেওয়া আছে—

'অনঙ্গমঞ্জরী নাম রাইর সহোদরী।
যার প্রেমের বশ কৃষ্ণ রসের মাধুরী॥
হেন প্রভু নিত্যানন্দ মোর প্রাণনাথ।
তাহার চরণে মোর কোটি দণ্ডবৎ॥'

নারদ পৃথিবীর দুর্দশা ব্রহ্মার নিকটে গিয়া নিবেদন করিলে দেব-গণের সহিত ব্রহ্মার মহাবিষ্ণু-সকাশে গমন ও মহাবিষ্ণুর আশ্বাস-দান এবং সুরধুনীর কূলে জন্মলাভ করিবার জন্য আজ্ঞা। মহেশ্বর অদ্বৈতাচার্যরূপে গঙ্গাজল তুলসীদ্বারা পূজা করেন—অন্যান্য দেবগণের অবতারাদি। শচী-জগন্নাথ-গৃহে বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভরের প্রকটন। বিশ্ব-রূপের অন্য প্রকাশে নিত্যানন্দের উদয়। বিশ্বম্ভর প্রকট হইয়া দুই দিন স্তন পান না করায় অদ্বৈতের আগমন ও প্রভুর নির্দ্দেশে শচী-মাতার কর্ণে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর হরিনাম-দান ইত্যাদি। মাধবপুরীর শিষ্য বিষ্ণানন্দপুরীর (?) তৈর্থিক বিপ্ররূপে নবদ্বীপে আগমন ও শচীগৃহে ভিক্ষাকৌতুক, ষড়্ভুজ-মূর্ত্তির দর্শন, মৃদ্ভক্ষণলীলায় শচীকর্ত্তৃক নিমাইর উদরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-দর্শন, চৌরস্কন্ধে নিমাইর নগর-ভ্রমণ, নদীয়ানাগরীগণসঙ্গে গঙ্গাঘাটে রস-চাঞ্চল্য, লক্ষ্মীপ্রিয়ার দর্শনে স্বাভাবিক ভাবোদয়, বিদ্যাধ্যয়ন, বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস, নিত্যানন্দ-মিলন, ষোলনাম বত্রিশাক্ষরের ব্যাখ্যা, কলিসান্ত্বনা, মিশ্রপুরন্দরের পরলোক, লক্ষ্মী-প্রিয়ার সহিত নিমাইর বিবাহ, বসুধা জাহ্নবার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ, জাহ্নবীপুলিনে মাধবীকুঞ্জে শ্রীগৌরের রাসরসোৎসব ও জলক্রীড়া, বঙ্গদেশে প্রভুর গমন ও বিদ্যা এবং নামদান-প্রসঙ্গ, তপনমিশ্রসহ মিলন, লক্ষ্মীপ্রিয়ার অপ্রাকট্য, প্রভুর নবদ্বীপে আগমন, বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়, দিগ্বিজয়ি-জয়, গয়াগমন, ঈশ্বরপুরী-সহমিলন ও দীক্ষাগ্রহণ, নবদ্বীপে পুনরাগমন। [অতঃপর খণ্ডিত]।

শ্রীচৈতন্যবিলাস—— ওড্র কবি মাধবের রচনা। শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদানে' ২৮১—২৯৩ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই গ্রন্থ শ্রীলোচন ঠাকুর ও শ্রীমুরারি-গুপ্তের গ্রন্থের অনুরূপ। ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া তাঁহার ধারণা।

যেতে চরিত গৌরর ব্রহ্মাশিবে অগোচর, ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ। তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল ভাষারে যঁহি, কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস॥ সাধুজনে ন ঘেন দোষ। কহই মাধব তুম্ভ পাদরে আশ॥ (দশম ছান্দ ১৭)

এই গ্রন্থকারের মতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করিতেছেন —(প্রথম ছান্দ)।

চৈতন্যরূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান। প্রকাশ করিঅছন্তি কহি শাস্ত্র-মান যে॥

আবার গ্রন্থোপসংহারেও—বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নীলাচলেই প্রভু বিরাজমান আছেন—

ভকতঙ্কু ঘেনি সঙ্গে বঞ্চন্তি ভাব-তরঙ্গে, তহুঁ নেউটি আইলা শ্রীনীলাচল। কৃষ্ণসুখে বঞ্চন্তি দিন পরম হরষ ভক্তজনঙ্ক মন॥

শ্রীচৈতন্যশতক—শ্রীপাদ বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য-নির্মিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নীলাচললীলার পার্ষদ এই সার্বভৌম। কোটিসূর্যময় অপূর্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তির দর্শনে তাঁহার মূর্চ্ছাদির প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য ভাগ-বতাদিতে দ্রষ্টব্য। ইনি সর্বপ্রথম মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া প্রবাদ। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বহু সম্মান-দানে নীলাচলে লইয়া যান। তদবধি তিনি নীলাচলেই বসতি করেন। তত্রত্য 'গঙ্গামাতা মঠেই' তিনি বাস

করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়—সার্বভৌম হইলা প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জ্ঞান—এই লয় নাম ॥ [চৈচ মধ্য ৬।২৫৭—৫৮] এবং—প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নামপ্রেম-দানাদি বর্ণেন মহত্ত্ব। শতশ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে বর্ণিতে ॥

[ঐ মধ্য ৬।২০৫—২০৬]

এই শতশ্লোকই 'শ্রীচৈতন্যশতক' বা 'সার্বভৌমশতক' বলিয়া উত্তর কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই শতকে প্রধানতঃ দৈন্য, প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি, শ্রীচৈতন্যরূপ-গুণাদি, তদ্ভক্ত প্রশংসা, অভক্ত-নিন্দা, নটেন্দ্র গৌরচন্দ্রের স্ফূর্তি প্রার্থনা (৫২—৬১), তৎকর্তৃক হরিনাম-মন্ত্রদান (৬৪), নমস্কার (৬৬—৭৩), নাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

চৈতন্যশিক্ষামৃত—শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ-কৃত, সরল বঙ্গভাষায় লিখিত। ইহাতে একাধারে নীতি, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি, ভক্তি ও প্রীতি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য নিহিত আছে। ইহাতে ৮টি (অধ্যায়) আছে—প্রতি অধ্যায় আবার কতকগুলি ধারাতে বিভক্ত। ক্রমশঃ—সামান্যতঃ পরমার্থ ধর্মনির্ণয়, গৌণবিধি বা ধর্মাচার, মুখ্য বিধি বা বৈধীভক্তি, রাগানুগা ভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, রসবিচার এবং উপসংহার। প্রমাণবাক্যগুলি সর্বত্র পাদটীকায় সুবিন্যস্ত হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা ও তাহার পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন, এই গ্রন্থ তাঁহাদিগকে প্রাথমিক উপযোগিতা দান করিবে।

চৈতন্যসংহিতা—শব্দকার শ্রীভগীরথ দাস-(বন্ধু)-কর্তৃক প্রণীত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত। অষ্ট সখী, নব মঞ্জরী, দ্বাদশ গোপাল, ছয় চক্রবর্তী, অষ্ট কবিরাজ এবং চৌষট্টি মহান্তের বিবরণাদি লিখিত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত; (১৪ পৃঃ) ষোল নামের প্রকরণে রাধাতন্ত্রানুসারে হ-কারাদি অক্ষরের ব্যাখ্যা। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে ২২ তারিখ পূর্ণিমা পূর্বফল্গুনীনক্ষত্রে (৪২ পৃঃ) —অন্যমতে ২৩শে ফাল্গুন শনিবার। ব্রহ্মহরিদাসের জন্ম সুমতি-নামক হরিভক্ত ব্রাহ্মণের ঔরসে ও গৌরী-নামিকা নারীর গর্ভে (৬০ পৃঃ) পিতামাতা স্বর্গত হইলে প্রতিবাসী যবনের প্রতিপালনে ছয়মাসের শিশু হরিদাসের জীবন রক্ষা—গোরাই কাজির প্ররোচনায় মূলক-নামক জমিদারের নিকট বাইশ বাজারে বেত্র প্রহার ইত্যাদি।

চৈতন্যামৃত ব্যাকরণ—কবিকর্ণপূরে আরোপিত হইয়াছে। * [ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড]

Third Vaishnava Grammar called Chaitanyamrita is likewise mentioned by Colebrooke (Miscellaneous Essays vol. II. p. 48) Systems of Sanskrit Grammar by S. K. Belvalkar p. 114.

ছ

ছন্দঃকৌস্তুভ—শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগে কান্যকুব্জ-বিপ্রবংশাবতংস শ্রীরাধাদামোদর প্রভু এই 'ছন্দঃকৌস্তুভ' প্রণয়ন করত সর্বশাস্ত্রে অভিনব ও স্বসম্প্রদায়োপযোগী গ্রন্থরচনাকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বহুদিনের এক অভাব পূর্তি করিয়াছেন। ইনি শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের দীক্ষাগুরু বলিয়া এই গ্রন্থের ভাষ্যের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ছন্দঃকৌস্তুভের নয়টি প্রভা। ইহাতে যেসকল ছন্দঃ (সংখ্যা—২৬৪) নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদের লক্ষণও সেই ছন্দেই নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই গ্রন্থকার পৃথক্‌ভাবে উদাহরণ দেন নাই। ছন্দোমঞ্জরীর আনুগত্যে ইনি চলিলেও ইহার সপ্তম প্রভায় রোলাদি ১৫টি ছন্দের, অষ্টমে

বর্ণপ্রস্তারাদি ও নবমে মাত্রা প্রস্তারাদির অতিরিক্ত সন্নিবেশ বিদ্যমান। প্রথম প্রভায়—সংজ্ঞা-নিবন্ধ, দ্বিতীয়ে—সমবৃত্তভেদ, তৃতীয়ে—অর্দ্ধসমবৃত্তভেদ, চতুর্থে—বিষমবৃত্তভেদ, পঞ্চমে—বক্ত্র-নিরূপণ, ষষ্ঠে—মাত্রাবৃত্তে আর্যা ও বৈতালীয়, সপ্তমে—পজ ঝটিকাদি ও রোলাদি পঞ্চদশ ছন্দঃ, অষ্টমে—বর্ণপ্রস্তার এবং নবমে—মাত্রাপ্রস্তার।

শ্রীমদ্ বলদেব-কৃত ভাষ্যে মূল গ্রন্থ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যে অনুকূল, ইন্দিরা, কলগীত, কলিত-ভৃঙ্গ, কান্তিডম্বর, কুসুমালী, কোরক, গুচ্ছক, দ্বিপদী, ভৃঙ্গার, মুখদেব, মুগ্ধসৌরভ, সংফুল্লক, হারিহরিণ, প্রভৃতি ছন্দের লক্ষণাবলী প্রকটিত হইয়াছে। আপীড়, কলিকাদি কতিপয় কঠিন ছন্দের লক্ষণানুযায়ী উদাহরণও ভাষ্যে দেওয়া হইয়াছে।

ছন্দঃকৌস্তুভভাষ্য—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত। মূল গ্রন্থকার কিন্তু শ্রীবিদ্যাভূষণের গুরুদেব।

ভাষ্য প্রারম্ভে—'অর্চিতনয়নানন্দো রাধাদামোদরো গুরুর্জীয়াৎ। বিবৃণোমি যস্য কৃপয়া ছন্দঃকৌস্তুভমহং মিতবাক্ ॥'

মূল গ্রন্থের অস্পষ্ট স্থলগুলির পরিস্ফুটীকরণে ভাষ্যের তাৎপর্য হইলেও স্থলবিশেষে দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। অষ্টম প্রভায় বর্ণপ্রস্তার-বিষয়ে এবং নবম প্রভায় মাত্রা-প্রস্তারে চিত্রাঙ্কনপূর্ব্বক পরিশেষে মূলগ্রন্থে অনুল্লিখিত গুচ্ছকাদি ১৫টি ছন্দের অতিরিক্ত সন্নিবেশও করিয়াছেন।

ছন্দঃসমুদ্র—[সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রমধ্যে পিঙ্গল-কৃত ছন্দঃসূত্র ও কালিদাস কৃত ছন্দোমঞ্জরী সমধিক প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত। এতদ্ব্যতীত শ্রুতবোধ, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতিও প্রচলিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ছন্দঃশাস্ত্র রচনার প্রতি যেন সপ্তদশ শকাব্দার শেষ পর্যন্ত কাহারও আগ্রহ দেখা যায় নাই। পিঙ্গলকৃত ছন্দঃসূত্রের টীকাকার ও 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'-রচয়িতা যদি একই ব্যক্তি হলায়ুধ হন, তবে তাঁহাকে জয়দেবের সমকালীন (দ্বাদশ শতাব্দীর) বাঙ্গালী বলা যায়। আর ছন্দোমঞ্জরী-রচয়িতা বৈদ্য গঙ্গাদাসও বাঙ্গালী বলিয়াই অনেকের ধারণা। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে ইঁহাদের যথেষ্ট দান এবং কৃতিত্ব থাকিলেও বাঙ্গালা ছন্দঃশাস্ত্র কেন যে এতকাল উপেক্ষিত ছিল, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না।]

বাঙ্গালার ছন্দঃশাস্ত্র-রচনার সর্ব-প্রথম ও ধারাবাহিক সূচনা শ্রীমন্নর-হরিকৃত 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধেই পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বাণীভূষণ, বৃত্তরত্নাকর, ছন্দোমঞ্জরী, ছন্দোদীপক, বৃত্তরত্নমালা, প্রাকৃত পিঙ্গল, বৃত্ত-চন্দ্রিকা, ছন্দঃকৌস্তুভ, সঙ্গীতকৌমুদী, সঙ্গীতপারিজাত প্রভৃতির সাহায্যে লক্ষণ ও উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। পর্ত্তুগীজ পাদ্রি মানো এল দা আসসুম্পসাঁও-প্রণীত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৭৩৪ সালে রচিত এবং ১৭৪৩ সালে লিসবনে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ সালে ওয়ারেণ হেস্টিংসের শাসন-সময়ে হালহেড্ হুগলি সহরে বাঙ্গালায় ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। ইহাতেই প্রথমতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ছন্দের স্থান-নির্দেশ হয়। ইহাতে সংস্কৃত অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একপদী, ত্রিপদী, তোটক ও পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ১৮০১ সালে কেরি সাহেব, ১৮২০ সালে কীথ সাহেব যে বাংলা ব্যাকরণ লিখেন, তাহাতেও ব্যাকরণের অধ্যায়-হিসাবে কয়েকটি বাংলা ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন। ১৭২৫ শকে (১৮০৩ খৃঃ) কাশীনাথ 'পদ্যমুক্তাবলী' প্রণয়ন করিয়াছেন [বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা ২৩৭ পৃঃ]। তৎপরে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' মুদ্রিত করেন, তাহাতে বাংলায় ছন্দঃপ্রকরণের আবশ্যকতা নাই বলিয়াই ছন্দঃবিষয়ে পৃথক্ পরিচ্ছেদ যোজনা করেন নাই। তাহাতে পয়ার, দুই রকম ত্রিপদী ও তোটক ছন্দের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৬২ সালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন—তাহাতে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি বিশ্লেষণ দিয়াছেন। বাং ১২৬৯ সাল কার্ত্তিক মাসে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় স্বকৃত 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থের একটা পরিচ্ছেদে তৎকাল-প্রচলিত ছন্দঃ-সমূহের বিস্তৃত আলোচনা করেন; কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণবপদাবলীতে

প্রাপ্ত মাত্রাবর্গীয় বহু ছন্দ ও লোকসাহিত্যের স্বরবৃত্ত-বর্গীয় ছন্দের উল্লেখ নাই। ইহাতে গৌরবিণী, হংসমালা, কুসুমমালিকা, মালতী প্রভৃতি নূতন ছন্দের নাম দেখা যায়। ১৮৬৪ খৃঃ ভুবনমোহন রায় চৌধুরী যে 'ছন্দঃকুসুম'-নামে ছন্দঃশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালায় সংস্কৃত ছন্দের প্রচলন করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন এবং গ্রন্থশেষে ১৩টি ফারসি ছন্দের বাংলা নামকরণ করিয়াছেন, যথা—অপূর্বশ্রী, মহানন্দা, সন্তোষিণী, মনোহারী প্রভৃতি। গীতগোবিন্দের 'চন্দন-চর্চিত' গীতটির ছন্দঃ সংস্কৃতে 'গাথা', কিন্তু ছন্দঃকুসুমে ইহাকে 'করকাগতি' বলা হইয়াছে। ১৮৬৮ সালে মধুসূদন বাচস্পতি 'ছন্দোমালা' প্রকাশ করেন—ইহাতে ৭৫টি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ছন্দের বিবরণ আছে এবং প্রত্যেক ছন্দের উদাহরণও সেই ছন্দেই রচিত হইয়াছে।

ছন্দঃসমুদ্রের উপক্রমে বন্দনা—

শ্রীগৌরাঙ্গপদারবিন্দমমলং বিঘ্নান্ধকারাপহং, নিত্যানন্দপদং পদার্থপরমাহ্লাদাস্পদং পারদং। নত্বাদ্বৈতপদঞ্চ পঞ্চকলুষোল্লাসাপহং প্রেমদং, শ্রীচৈতন্যগণস্য পাদরজসং ধ্বস্তোত্তমাঙ্গে মুদা॥ ১॥ শ্রীগোবিন্দ-পদং প্রণম্য নিতরাং মোদায় বিদ্যাবতাং, দৃষ্ট্বা শাস্ত্রমনেকমুজ্জ্বলধিয়াং সদ্বৃত্তি-ছন্দোবিদাং। নানালক্ষণ-লক্ষযুক্তি-কলিতৈস্তত্তৎপ্রমাণৈঃ সমং, ভাষায়াং পরিভণ্যতেঽতিললিতং ছন্দঃসমুদ্রং ময়া॥ ২॥

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্বেশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবতা যার চরণ-কিঙ্কর॥ জয় জয় নিত্যানন্দদেব বলরাম। ভুবনমঙ্গল মহা করুণার ধাম॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণু অবতার। কে বর্ণিতে পারে গুণ চরিত্র অপার॥ জয় গৌর-গোবিন্দের পরিকরগণ। পতিতপাবন সর্ব জীবের জীবন॥ জয় কৃষ্ণ-রসে মগ্না দেবী সরস্বতী। মোর কণ্ঠে স্ফুর, গুণ গাই যেন নিতি॥ জয় শ্রীগণেশদেব পার্বতী-তনয়। বিঘ্নবিনাশক, কৃষ্ণভক্তি-রসময়॥ জয় শ্রীপিঙ্গল, কে বুঝয়ে তার খেলা। ছন্দ প্রকাশিল যে বর্ণিতে কৃষ্ণলীলা॥ ছন্দঃশাস্ত্রে আচার্য পিঙ্গল ফণীশ্বর। যার কৃপা হৈলে স্ফুরে বৃত্ত মনোহর॥ রচিল অপূর্ব গ্রন্থ অশেষ কৌতুকে। বুঝয়ে পণ্ডিত, না বুঝয়ে অজ্ঞ লোকে॥ তার কৃপা ধরি শিরে করিয়া যতন। নিজ-বোধ হেতু করি ভাষায় বর্ণন॥ রচিল অপূর্ব গ্রন্থ বহু শাস্ত্রমতে। সুলক্ষ লক্ষণযুক্ত প্রমাণ-সহিতে॥ অত্যন্ত সুগম ইথে সর্বপ্রাপ্তি দেখি। তে কারণে শ্রীছন্দঃসমুদ্র নাম রাখি॥ পাইবে আনন্দ চিত্তে চিন্ত অনুক্ষণ। সংক্ষেপে কহিয়ে এবে গ্রন্থ-প্রয়োজন॥ বিপ্র নিষ্কারণ ধর্ম বেদাধ্যয়ন জ্ঞান। ষড়ঙ্গসহিত ইহা কহে বিদ্যাবান্॥ সর্বত্র সম্মান হয় সাঙ্গঅধ্যয়নে। ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে॥ * [পাটবাড়ী পুঁথি ছ...]

---

* ছন্দঃশাস্ত্র-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইলে Dr. M. Krishnamachariar's Classical Sanskrit Litt. pp 897-912, 'Sanskrit Prosody' by Charles Philip Brown এবং 'Chando-rachana' by Dr. M. T. Patwardhan এবং Jaydaman edited by H. D. Velankar দ্রষ্টব্য। অগ্নিপুরাণের ৩২৮—৩৩৫ অধ্যায় পর্যন্ত ছন্দঃসার বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২১।৪১ শ্লোকে কতিপয় ছন্দের নামকরণ আছে।

জ

জগদীশ-চরিত্র—শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের (শিষ্য-পরম্পরায়) পঞ্চম অধস্তন আনন্দদাস-কর্তৃক এই চরিত্র রচিত হইয়াছে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের অনুশিষ্য ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে আনুমানিক ১৬৪০—১৬৫০ শকে এই রচনা সমাপ্তি হয়। ইহাতে দ্বাদশ বর্ণ (অধ্যায়) আছে। প্রথম অধ্যায়ে স্বগুরুবর্গ ও শ্রীগৌরগণের বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়ে—পূর্বদেশে কমলাক্ষ-নামক ব্রাহ্মণের গৃহে তৎপত্নী ভাগ্যবতী দেবীর গর্ভে

শ্রীনারায়ণের বরে ভীম একাদশী তিথিতে জগদীশের জন্ম হইতে অন্নপ্রাশনান্ত লীলা। তৃতীয়ে—বাল্যকালে কৃষ্ণনামে আবেশ, অল্পদিনে সর্ববিদ্যাভ্যাস—উপনয়ন-লীলাদি। চতুর্থে—অধ্যাপন, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সঙ্গে শাস্ত্রবিচার ও তাঁহাকে কৃষ্ণোপদেশ। পঞ্চমে—কনিষ্ঠ মহেশের জন্ম—তপন-দুহিতা দুঃখিনীর সহিত জগদীশের বিবাহ। ষষ্ঠে——পিতামাতার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ—তাঁহাদের স্বধাম-গমনে তুলসীকাননে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া—গঙ্গাতীরে বাসনিশ্চয় করত মহেশ ও দুঃখিনী সহিত যাত্রা ও নবদ্বীপে আগমন। সপ্তমে --শ্রীশচীগৃহে চৈতন্যাবতার—হিরণ্য ভাগবতসহ মিলন ও কৃষ্ণসেবাপ্রকার চিন্তা—একাদশী ব্রতদিনে উপহৃত নৈবেদ্য-ভোজনে বালক নিমাইতে জগদীশের শ্রীকৃষ্ণদর্শন—-মহেশের নিকট দুঃখিনীকে রাখিয়া জগদীশের নীলাচলে গমন। অষ্টমে—জগন্নাথের আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠস্থল হইতে জগন্নাথ-কলেবরসহ যশোড়াগ্রামে আগমন ও তথায় সেবাপ্রকাশ—রাজার প্রতি কৃপা। নবমে—মহেশের বিবাহ ও শ্বশুরগৃহে বাস—নিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুর যশোড়ায় আগমন—দুঃখিনীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া পরমান্নভোজনে আগ্রহ—রন্ধনকালে দুঃখিনীর আবেশ ও হস্ত দিয়া পরমান্ন নাড়ায় মহাপ্রভু-কর্তৃক ব্যথা-স্বীকারাদি, গৌরবহির্মুখ পুত্রত্রয়ের জগদীশকোপে গৌরাঙ্গে প্রবেশ। দশমে—দুঃখিনীর প্রতি গৌরমূর্ত্তি-স্থাপনার জন্য আজ্ঞা ও তাহার স্থাপন প্রকার। একাদশে—মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নীলাচলপথে জগদীশের অদ্ভুত নৃত্য ও 'নৃত্য-বিনোদী' নামপ্রকাশ। নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে ভক্তিদানের আজ্ঞা—খঞ্জ ভগবান আচার্যের প্রতি পুত্রবরদান ও তৎপুত্র রঘুনাথের দীক্ষাশিক্ষাদি-সম্বন্ধে শ্রীমুখে জগদীশের প্রতি উপদেশ—কালক্রমে জগদীশের নিকট পুত্র রঘুনাথকে সমর্পণ করত খঞ্জ-ভগবানের নীলাচলে গমনাদি। দ্বাদশে—রঘুনাথের মালিপাড়ায় গমন—জগদীশের কন্যা রসমঞ্জরী ও পুত্র রামভদ্র—জিরাটে নিত্যানন্দ-দুহিতা গঙ্গা গোস্বামিনীর পুত্র গোপালবল্লভের সহিত রসমঞ্জরীর বিবাহ—পৌষী শুক্লা তৃতীয়ায় জগদীশের অন্তর্ধান—ব্রজের কলাবতী সখীই নদীয়ালীলায় জগদীশনামে মহাপ্রভুর লীলাসহায়ক হইয়াছেন।

গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ১৭৩৭ শকাব্দায় মুদ্রিত পুঁথির দর্শনে এই বিবরণী লিখিত হইল।

জগন্নাথমঙ্গল—(জগৎমঙ্গল)—কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ১৭৭০ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে উৎকলখণ্ডানুযায়ী শ্রীজগন্নাথের ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তিনি জগৎমঙ্গল-নামেই গ্রন্থ প্রচার করিবার হেতু দিয়াছেন—'জগত উজ্জ্বল জগত মঙ্গল, জগৎক মল ধ্বংসে। জগন্নাথ নাম জপি অবিরাম, বাঞ্ছে গদাধর দাসে।' পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে মঙ্গলকাব্য-ধরণে লিখিত।

২ দ্বিজমুকুন্দ-কৃত জগন্নাথবিজয় [ব্রহ্মপুরাণ]—১৭ অধ্যায় [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি No. 4710, পাটবাড়ী পুঁথি কা ১৯]।

৩ বিশ্বম্ভরদাস-রচিত একখানা 'জগন্নাথমঙ্গল' আছে, ইহা মূলতঃ সংস্কৃত উৎকলখণ্ডের পদ্যে মর্মানুবাদ কিন্তু পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। তিন খণ্ডে রচিত—সূত্রখণ্ড, লীলা-খণ্ড ও ক্ষেত্রখণ্ড।

সূত্রখণ্ডে নীলমাধবের উপাখ্যান।
লীলাখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্রগমন॥
ক্ষেত্রখণ্ডে জগন্নাথ-প্রকাশ-কথন।
বহুবিধ লীলা ইথি করহ শ্রবণ॥
শ্রীব্রজনাথ-পাদপদ্ম করি আশ।
জগন্নাথ-মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভরদাস।

ইহা মঙ্গলকাব্যের ন্যায় গীত হইবার জন্য রচিত; এইজন্য লিখিত আছে—

আরম্ভিবে পুস্তক পূজিয়া জগন্নাথে।
পূর্ণদিনে পুনঃ পূজিবেন সাবহিতে॥
যথাযোগ্য গায়কের করিবে সম্মান।
পূর্ণদিনে করিবেন মঙ্গল বিধান।

গ্রন্থশেষে—কীর্ত্তনরূপেতে গূঢ় দারুদেহধারী। প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর দাসে কৃপা করি॥

এই কাব্য আড়ম্বরহীন; কবি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

৪ কবি কুমুদ-কৃত (A. S. B. 4064) ৪৪ পত্রাত্মক পুঁথি।

৫ দ্বিজ মধুকণ্ঠ-কৃত ক্ষুদ্র কাব্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮৪৭)।

জগন্নাথবল্লভ নাটক—শ্রীপ্রতাপরুদ্র

রাজার আদেশে শ্রীল রামানন্দ রায়-কর্তৃক আনুমানিক ১৪২৬ শক হইতে ১৪৩২ শকের মধ্যে রচিত। পুরীতে প্রচলিত মাদলা পঞ্জী অনুসারে ১৪২৬ হইতে ১৪৫৪ শকাব্দ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্র রাজত্ব করিয়াছেন, ১৪৩২ শকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে বিজয় করিলে শ্রীরামানন্দের সহিত মিলন হইতে পারে। নাটকের প্রথমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বন্দনা নাই বলিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে ইহা তৎপূর্বেই রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগম্ভীরানাথ দিন-যামিনী যে নাটক-গীতির রসমাধুর্য-আস্বাদনে বিভোর থাকিতেন, তাহা যে শ্রীবৃন্দাবন-রসমাধুর্যের নির্ঝর, তাহা কি বলিতে হইবে ?

এই নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত—প্রথম অঙ্কে পূর্বরাগ, দ্বিতীয়ে ভাব-পরীক্ষা, তৃতীয়ে ভাব-প্রকাশ, চতুর্থে শ্রীরাধাভিসার এবং পঞ্চমে শ্রীরাধাসঙ্গম বর্ণিত হইয়াছে। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা স্ফুটতররূপে দেখান হইয়াছে। গদ্যে, পদ্যে, প্রাকৃত-ভাষায় ও গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গানগুলি (২১) সরস ও সুললিত, শ্রীজয়দেবের অনুকরণে রচিত। ইহাতে ২০টি বিভিন্ন রাগ (আভীর কর্ণাট প্রভৃতি) সূচিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ—নান্দীশ্লোকে আনন্দ-লীলারস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যভঙ্গি-মাধুর্য বর্ণিত। তৎপরে 'মৃদুল-মলয়জ-পবন-তরলিত-চিকুরপরিগত-কলাপ' শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমুখকান্তি—অনন্তর অপ্রাকৃত কাব্যের নিত্য নিকেতন, চির-সরস, চির নবীন, চির-মধুর—স্বীয়সৌন্দর্য-গৌরবে চির-গৌরবাস্পদ শ্রীবৃন্দাবিপিনের অতুলনীয় শোভাসমৃদ্ধির বর্ণনা হইয়াছে। 'যুবতীমনোহরবেশ' মুররিপুর রূপবর্ণনাটি অতিস্বাভাবিক, শব্দ-সম্পদে ও ভাববৈভবে মনোমদ। কুসুমহাস্য, চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা, মলয়জ-পবন, কোকিল-কূজন, শ্যামল-কানন, আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্যামলসুন্দর আর আনন্দ চিন্ময়রস-প্রতিভাবিত আহ্লাদিনী শক্তিগণের আনন্দলীলা—ইহাই এই নাটকের কবিতা-সম্পদ্। শ্রীবৃন্দাবনের মৃদুল-পবনাহত চঞ্চল পল্লবের নৃত্য কিরূপে ব্রজরাখালগণের হৃদয় ও অঙ্গ নাচাইয়া তুলিতে আমন্ত্রণ করে—প্রেমিক কবি সুদূর গোদাবরীতটের নিভৃত আবাসে থাকিয়াও তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার মদনিকা সখীকে তদ্‌বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি পরিচয় দিলেন যে ইনি 'যুবতীচিত্ত-বিহঙ্গশাখী' এবং ইঁহার দর্শনে সুন্দরীদের নীবী-বন্ধন সদ্যই শিথিল হইয়া যায়।

দ্বিতীয়াঙ্কে—শ্রীমতীর নিসৃষ্টার্থা দূতী শশিমুখী অনঙ্গপত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিলে তিনি অবহিত্থা পূর্বক 'কুলবধূদের পরপুরুষে প্রসক্তি অতিগর্হিত, শ্রীমতীর মদনাতুর নিদারুণ অবস্থা ভাল নয়' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে উপদেশ দান করিয়াছেন।

তৃতীয়াঙ্কে—মাধবীকুঞ্জে বিষণ্ণ-ভাবে শ্রীরাধা উপবিষ্টা, প্রত্যাখ্যান-সূচক অশুভ সংবাদে তাঁহার মুখটি ম্লান হইয়াছে, মদনিকা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। এমন সময় অশোকমঞ্জরী দূর হইতে তাঁহাদিগকে রহস্যালাপ করিতে দেখিয়া অন্যত্র চলিলেন। শ্রীরাধার আক্ষেপ—'সামবেদের ন্যায় মনোহর বংশীনাদ-শ্রবণে, ত্রিলোকসুন্দর মদনমনোহর লাবণ্যসার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে এবং যুগ-পদুদিত সূর্য-চন্দ্র-সদৃশ শোভানিধান ভুবনমোহন রূপ-ধ্যানে শ্রীরাধার মন সততই তাঁহাকে তুষানলের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে॥' শশিমুখী বলিলেন—'সখি হে! অস্থানে অনুরাগ করিও না, তোমার পক্ষে কৃষ্ণধ্যানটি যে 'উৎকলিকা-কুসুম-বিগলিত-মধুমিশ্রিত বিষ,' সুতরাং অন্যত্র মনোনিবেশই শ্রেয়ঃ। অশ্রু-নির্ঝর-প্রবাহ ছুটাইয়া শ্রীমতী মদনিকাকে বলিলেন—(শ্রীলোচন-ঠাকুরের ভাষায়)

সখি হে! কি কহব সে সব দুখ। আমার অন্তর হয় জরজর, বিদরিয়া যায় বুক॥ প্রেমের বেদন না জানে কখন, নিদয় নিঠুর হরি। কুলিশ-সমান তাহার পরাণ, বধিলে অবলা নারী॥ প্রেম দুরাচার না করে বিচার, স্থানাস্থান নাহি জানে। সে শঠ লম্পট, কুটিল কপট, নিশি দিশি পড়ে মনে॥ হায় কুলবতী নবীনা যুবতী, কানুর পিরীতি কাল। তাহাতে মদন হইয়া দারুণ, হৃদয়ে হানয়ে শেল॥ আনের বেদন আনে নাহি জানে, শুনলো পরাণ সখি! মোর মনোদুখ তুমি নাহি দেখ, আন-জনে কাঁহা লখি॥ কি দোষ তোমার

পরাণ আমার, সে মোর বশ নয়। কানু-বিরহেতে বলিলে যাইতে, তথাপি প্রাণ না যায়॥ নারীর যৌবন দিন দুই তিন, যেন পদ্মপত্রের জল। বিধি মোরে বাম, না হেরিল শ্যাম, আমার করমফল॥ (৩।৯)

মদনিকা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—'মাধবের নিকট মাধবীকে তোমার চিত্রফলক লইয়া পাঠাইয়াছি।' মাধবী আসিয়া চিত্রফলক দেখাইলেন—চিত্রফলকে একটি শ্লোক লিখিত আছে—তাহার ভাব মদনিকা ব্যক্ত করিলেন—'তোমার ভাব জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমাতে অনুরক্ত।' শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমিলনের জন্য অধীরা হইয়া আকুল প্রাণে গাহিলেন—**'মঞ্জুতরগুঞ্জদলি কুঞ্জমতিভীষণং'**। মদনিকা শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাময়ী গীতিকা-শ্রবণে ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণসবিধে গমন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে 'এই বকুল-বৃক্ষতলেই আমাকে দেখিবে।'

চতুর্থাঙ্কে—শ্রীরাধাপ্রাপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রবল উৎকণ্ঠা, মদনিকামুখে শ্রীরাধার উৎকট বিরহবিধুর অবস্থা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবপরীক্ষার যথেষ্ট নিদর্শন পাইলেন এবং শ্রীরাধাকে কুঞ্জে অভিসার করাইবার জন্য আকুলতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীরাধিকা অভিসার করত সঙ্কেত-কুঞ্জে আসিলেও মদনিকার অনুপস্থিতিতে নানাবিধ আশঙ্কা করিতেছেন, এমন সময় মদনিকা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহবিকার বর্ণনা করিয়া শ্রীমতীকে কুঞ্জে প্রেরণ করিলেন। এদিকে আবার শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে হইতে ঘোরতর নৈরাশ্য ও আশঙ্কা হইতেছে, এমন সময় নূপুরধ্বনির শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ চমকিত হইয়া দেখেন যে সম্মুখে শ্রীরাধাচন্দ্রিকার উদয় হইয়াছে—

রাধা মাধব-বিহারা। হরিমুপ-গচ্ছতি মন্থরপদগতি লঘু লঘু তরলিত হারা॥ শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল-মধুরদৃগন্তলবেন। মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়দামরসেন॥ ইত্যাদি। শ্রীরাধার প্রবেশমাত্রই বিদূষক ও মদনিকার প্রস্থান হইল।

পঞ্চমাঙ্কে—— শ্রীরাধামাধবের সম্ভোগকেলি ও তৎপরে অরিষ্টাসুর-বধের বিষয় বর্ণিত হইয়া নাটক সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে মঙ্গলাচরণ হইতে ফলসিদ্ধি প্রভৃতি পর্যন্ত সর্ব-সাধুসম্মত প্রণালী ও প্রক্রিয়া দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলনের পূর্বেই ইহা রচিত হইলেও কিন্তু উহার ভাবরস যে মহাপ্রভুর সম্মত—এ বিষয়ে সন্দেহলেশও নাই। এই নাটকে শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, ভয়ানক ও রৌদ্ররসের স্পষ্ট নিদর্শন আছে। কবিবর শ্রীরাধাগোবিন্দের সঙ্গমে অতিনিপুণতার সহিত অদ্ভুতরসেরও অবতারণা করিয়াছেন—

রাধামাধব-কেলিভরাদহমদ্ভুতমাক-লয়ামি। মিলিতমিদং কিল তনু-যুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং। বিষমশরাশুগ-কীলিতমিব সখি গলিত চিরন্তন-খেদম্॥

দুই তনু মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল—ইহা হইতে অদ্ভুত আর কি আছে বা হইতে পারে?' 'নারী পুরুখ কোই লখই না পারয়ে ঐছে পরিরম্ভণকি ভাতি'—পদকর্ত্তার এই উক্তিও এস্থলেই প্রমাণীকৃত হইল। এই মিলন বাস্তবিকই অতি অদ্ভুত, মহাপ্রেমের ব্যাপার, মরজগতে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই নাটকে শশিমুখী ও মদনিকার চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৌর্ণমাসী (যোগমায়া) এই নাটকে মদনিকা-নামে অভিহিতা; সুতরাং সর্বত্র তাঁহার কর্তৃত্ব ও কার্যকুশলতা সুস্পষ্ট। উভয়ের অনুরাগের বিকসনে ও বিবর্দ্ধনে মদনিকাই পরমসহায়। মিলন-বাধক সকল অন্তরায় নিরসনপূর্বক সঙ্গমসুখ-সাধন ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াই মদনিকার মহা আনন্দ। মদনিকা, বিদূষক ও শশিমুখীর চরিত্র-চিত্রণ এই নাটকে 'প্রকরী'-স্থানাভিষিক্ত হইয়াছে। এই নাটকে ললিতা সখীর অভাব স্পষ্টতঃই অনুভূত হয়। শশিমুখী শ্রীরাধাসখী হইলেও কিন্তু মৃদুস্বভাবা পরিচারিকার ন্যায়। এই নিসৃষ্টার্থা দূতীর চরিত্রে বাগ্‌বিন্যাসচাতুর্য না থাকিলেও কিন্তু ইনি সত্যংবদা এবং মিষ্টভাষিণী। শশিমুখীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বকীয় কার্যভারগ্রহণের উপযোগিতা ও কার্যসম্পাদনের কৃতিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে মদনিকার অত্যুত্তম ধারণা ছিল। মদনমঞ্জরী প্রভৃতি স্বস্ব কার্য-সম্পাদনে নাটকীয় রসপোষণের সাহায্য করিয়াছেন মাত্র। বিদূষক সর্বত্রই সরস, সজীব ও হাস্যরসের প্রফুল্লতাময়ী মূর্তিতে বিরাজমান। নাটকীয় চরিত্রাঙ্কণে ও নাটকরচনা-প্রণালীর বিশুদ্ধিরক্ষণে শ্রীরামানন্দের

প্রগাঢ় নৈপুণ্যের পরিচয় এই নাটকে সর্বত্র দেখা যায়। চরিতামৃতোক্ত 'ভাবপ্রকটনলাস্য'-ব্যাপারটি অতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাহার বিবরণ ভরত-মুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। জগন্নাথবল্লভ আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র হইলেও ভাবে ও ভাষায় অতিসুন্দর,গীতগুলি (পদসংখ্যা ২১) ক্ষুদ্র হইলেও সৌন্দর্য-মাধুর্যে ও রসে ভাবে ভক্তগণের পরম প্রীতিকর। এই নাটকের সর্বত্রই শৃঙ্গার রস, উপসংহারে অরিষ্টাসুর-বধে বীররস; বিদূষকের উক্তিতে হাস্যরস এবং অন্যান্য রসগুলি অঙ্গী রসেরই অনুগত বা অঙ্গ।

শ্রীজগন্নাথবল্লভের অন্যান্য অনুবাদ [অকিঞ্চন দাস, (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পুঁথি ১৫১২) গোপালদাস (ঐ পুঁথি ২৫৮২, লিপিকাল ১২৩৫ সাল) ও পুরাণদাস-কৃত (ঐ পুঁথি ৩৮২০)] থাকিলেও কিন্তু শ্রীলোচন দাসের পদ্যানুবাদেই মূলের মর্ম যথাযথ অনূদিত হইয়াছে, স্থলবিশেষে স্ফুটতরও হইয়াছে।

শ্রীনারায়ণ কবি স্বকৃত সঙ্গীতসারে 'ক্ষুদ্রগীতপ্রবন্ধ'-নামক শ্রীরামানন্দ-রায়-কৃত এক গ্রন্থ হইতে 'চিত্রপদ' উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার ভণিতা এই—'জয়তু রুদ্রগজেশ-মুদিতরামা-নন্দ-কবিরায়-কবিগীতম্।'

জয়দেবচরিত্র—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য গ্রন্থকার শ্রীবনমালী দাস শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামির জীবন-চরিত চিত্রিত করিয়াছেন। ভক্তের চক্ষে যেরূপ সম্ভব, তিনি সেইরূপে জয়দেবকে দেখিয়াছেন এবং তদনুরূপ চিত্রিত করিয়াছেন—ঐতিহাসিক ঘটনাবলির জন্য তিনি তাদৃশ লক্ষ্য করেন নাই। (বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক ৪১৮ পৃঃ)।

জয়দেবপ্রসাদাবলী--দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ-রচিত। গীতগোবিন্দের অনুবাদ। (A. S. B. 5402)। পূজারি চৈতন্যদাসের বালবোধিনী টীকার অবলম্বনে ১২৫৫ সালে লিখিত পুঁথি। সর্বসমেত ৩৮ কৌশলে (পরিচ্ছেদাংশে) দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে অনুবাদকের কল্পনা-কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'রতিসুখসারে' গীতের আংশিক অনুবাদ—

'চল চল রসবতি! রতিসুখসার। রসিক নাগর যথা কৈল অভিসার॥ রতির সাগর সেই তরঙ্গ-বিলাস। নিভৃত মঞ্জুল কুঞ্জ রসের আবাস॥ রসবতী রসরাজ যত ইতি কেলি। বহিছে প্রেমের বন্যা অধিক উথলি॥ হেন রতিসারে ধনি! পরসিলে নীর। ঘুচয়ে বিরহ-তাপ অন্তর বাহির॥ অপরূপ মদনমোহন করি' বেশ। তোমা লাগি বসিয়া চিন্তয়ে হৃষীকেশ॥ ন করু' বিলম্ব, শুন কমলিনী রাই! গমন-বিলম্বে আর কিছু কাজ নাই॥ অনুসর কমলিনি! সঙ্কেত-নিলয়। মিলহ ত্বরায় গিয়া শ্যামের হৃদয়॥......ইত্যাদি।

অন্তিমে—'প্রভু রামচন্দ্র মোর কৃপার নিধান। শ্রীজয়দেব প্রসাদা-বলি প্রাণকৃষ্ণ গান॥

জাহ্নবা-তত্ত্বমর্মার্থ—— শ্রীলগতি-গোবিন্দপ্রভুর রচনা। মা জাহ্নবার কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। খণ্ডিত—[পাটবাড়ী পুঁথি বি ৬২ ক]।

জাহ্নবাষ্টক (Madras Oriental Mss. Library 3053) শ্রীজীব-গোস্বামিতে আরোপিত স্তোত্র।

জুমর-কৌমুদী'—ব্যাকরণের পুঁথি মাদ্রাস আডিয়ার গ্রন্থালয়ে সুরক্ষিত আছে। কাহারও মতে জুমরই শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের অনুবাদক। [ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড]।

জৈবধর্ম—শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ-রচিত। সহজভাবায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-নির্ণায়ক তত্ত্বোপদেশ-দায়ক ভক্তিগ্রন্থ—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বহু কূট প্রশ্নের সমাধান ইহাতে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। চল্লিশটি অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে একটি বিশেষ প্রকরণ ধরিয়া তাহারই অনুকূল প্রতিকূলে যত যত যুক্তিতর্ক হইতে পারে, তাহাদের উট্টঙ্কনপূর্বক অপূর্ব-মীমাংসা। অবিজ্ঞ, অল্পবিজ্ঞ বা সবিজ্ঞ সকলেরই জন্য এই গ্রন্থ।

ত

তত্ত্বদীপিকা—শ্রীরামরায় গোস্বামি-প্রণীত, শ্রীগীতগোবিন্দের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীগৌরের বন্দনা যথা—

নিত্যানন্দ-রসার্ণবং স্বচরিতৈর-দ্বৈতভাবাস্পদং,রামানন্দযুতং সনাতন-পদং রূপেণ বিভ্রাজিতম্। লীলা-লোল-গদাধরং করুণয়া শ্রীবাস-বাসাস্পদং, নিত্যং সর্বহরিপ্রিয়াভি-লষিতং গৌরঞ্চ কৃষ্ণং ভজে ॥

প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাটি অপরূপ —'কদাচিৎ শ্রীরাধামাধব-বিবাহমহা-মহোৎসব - প্রবৃত্তা শ্রীচন্দ্রাবলী শ্রীরাধামাহ ইত্যাদি। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে বিবাহ-মন্দিরে যাইবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন। তৎপরে—'ইত্থমমুনা ভাবেন দেশতঃ শ্রীচন্দ্রাবলী - স্থানতঃ শ্রীনন্দসখী-নিকুঞ্জে নন্দয়তি জগদিতি নন্দ আনন্দঃ সোঽস্যাস্তীতি তস্মিন্ শ্রীমদানন্দ-তীর্থমধ্বাচার্যস্য শ্রীবৃন্দা-বনস্থান্তরঙ্গনিকুঞ্জে ইতি ভাবঃ'। তৎপরে তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই বিবাহটী গান্ধর্বমতেই সম্পাদিত হইয়াছে।

তত্ত্বমুক্তাবলী———গৌড়পূর্ণানন্দ - বিরচিতা; অন্য নাম—'মায়াবাদ-শতদূষণী'। ইহাতে ১২০টি শ্লোক আছে। শ্রীনিবাস সূরি তদীয় শ্রীভাগবতের টীকায় (১০।৮৭।৩১) তত্ত্বমুক্তাবলির (৮২—৮৪) শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্য ভূতশুদ্ধিপর এবং 'তত্ত্বমসি' বাক্য তদীয়ত্ব-বাচক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তত্ত্বসংগ্রহ—শান্তিপুরের শ্রীরাধা-মোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য-রচিত ৫৪ পত্রাত্মক পুঁথি (I. O. p 811; শান্তিপুর-পরিচয় ৬৬০ পৃঃ)।

তত্ত্বসন্দর্ভ — শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-সংগ্রথিত বৈষ্ণব-দর্শনশাস্ত্র। প্রথম মঙ্গলাচরণ ['কৃষ্ণবর্ণং' ইত্যাদি] শ্লোকে স্বেষ্টদেবতার নির্দেশ, দ্বিতীয় ['অন্তঃকৃষ্ণং'] শ্লোকে স্বোপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন-স্বরূপ তাহারই প্রতিপাদন বা প্রথম শ্লোকেরই ব্যাখ্যা-বিশেষ, তৃতীয় শ্লোকে শ্রীগুরু ও পরমগুরুদ্বয়কে গ্রন্থরচনার প্রবর্তকরূপে বর্ণনা, চতুর্থ ও পঞ্চম-শ্লোকে পূর্বাচার্য বৃদ্ধবৈষ্ণবগণ-(শ্রীমন্ মধ্বাচার্যাদি)-কৃত গ্রন্থসমূহের সার-সঙ্কলনে রচিত হওয়ায় এই গ্রন্থের শ্রৌতসিদ্ধান্ত - অনুসরণ এবং স্বকপোলকল্পিতত্ব-নিরসন, ষষ্ঠ শ্লোকে অধিকারি-নিরূপণ, সপ্তমে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু প্রভৃতির প্রণামপূর্বক গ্রন্থারম্ভ-সূচনা এবং নবমে শ্রোতৃ-বর্গের প্ররোচনামূলক আশীর্বাদমুখে সমগ্র গ্রন্থের বস্তুনির্দেশ [স্বয়ং ভগবানের ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎরূপে ত্রিবিধ প্রকাশ] বিবৃত হইয়াছে। মুখ্য বিষয়-সমূহ—(১) সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব, (২) অচিন্ত্য বাস্তব বস্তুর স্বরূপ-নিরূপণে শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত প্রত্যক্ষানুমানাদির ব্যর্থতা ও ব্যভিচারিতা, (৩) তর্কের অপ্রতিষ্ঠান ও শব্দ-প্রামাণিকতা, (৪) বেদপুরাণাদির আবির্ভাব-তিরোভাব, (৫) পুরাণের পঞ্চম-বেদত্ব; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকাদি পুরাণ-বিভেদ, সাত্ত্বিক পুরাণই গ্রাহ্য, তদনুযায়ী হইলে অন্যান্য পুরাণের প্রামাণিকতা, বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্‌ভাগবতের নির্গুণত্ব ও প্রমাণ-শিরোমণিত্ব, (৬) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা, (৭) শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরিচয়, প্রাধান্যাদি, (৮) শ্রীমন্মধ্বাচার্য, শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি আচার্যগণের উপাস্য ভাগবত, (৯) শ্রীবেদব্যাসের সমাধিলব্ধ ভাগবত (১০) ভক্তির স্বরূপশক্তিত্ব, (১১) একজীববাদ-খণ্ডন, (১২) সাধনভক্তির প্রয়োজনীয়তা, (১৩) দেহ হইতে আত্মার পৃথক্ত্ব, (১৪) নির্বিশেষ জ্ঞান হইতে প্রেমের আদরণীয়তা, (১৫) আশ্রয়-তত্ত্ব, (১৬) সর্গাদি নির্ণয়, (১৭) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয় ইত্যাদি। প্রতি সন্দর্ভের উপসংহারে—'ইতি কলিযুগপাবন - স্বভজনবিভজন - প্রয়োজনাবতার - শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণ - চৈতন্যদেবচরণানুচর -বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভাসভাজনভাজন-শ্রীরূপ-সনাতনানু-শাসনভারতীগর্ভে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে' তত্ত্বসন্দর্ভো নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ ইত্যাদি।

তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা—শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ-কৃতা। লঘুভাগবতামৃত-টীকার

প্রারম্ভ-শ্লোকে ইহার মঙ্গলাচরণ; তৎপরে আনন্দতীর্থ, শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতিকে এক এক শ্লোকে প্রণতিপূর্বক ব্যাখ্যানারম্ভ। গম্ভীরাশয় শ্রীজীবের অক্ষর-কার্পণ্য ও শ্লিষ্টশব্দ-প্রয়োগবাহুল্যাদি নিবন্ধন কলিহত জীবের তদ্রচিত সন্দর্ভে আলস্যবশতঃ অপ্রবৃত্তি হইতে পারে, এই বিবেচনায় বিদ্যাভূষণ প্রতি সন্দর্ভের বিবৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তত্ত্বসন্দর্ভ ব্যতীত অন্যান্য সন্দর্ভের টিপ্পনী দুষ্প্রাপ্য। উপসংহারে—

টিপ্পনী তত্ত্বসন্দর্ভে বিদ্যাভূষণ-নির্মিতা। শ্রীজীবপাঠ - সম্পৃক্তা সদ্ভিরেষা বিশোধ্যতাম্॥

দার্শনিক সন্দর্ভকারের গম্ভীরাশয় দার্শনিক বিদ্যাভূষণের টিপ্পনীতেই যথাযথ বিশ্লেষণ পাইয়াছে—ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। (২) শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্যও এক টিপ্পনী করিয়াছিলেন, তাহা (চৈতন্যাব্দ ৪৩৩) কলিকাতা দৈবকীনন্দন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। মঙ্গলাচরণে—'চৈতন্যং পরমানন্দমদ্বৈতং দ্বৈতকারণম্' ইত্যাদি।

তত্ত্বসূত্র—শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ-রচিত। ইহাতে ৫০টি সূত্রে পাঁচটি প্রকরণে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্প্রদায়-সম্মত অপূর্ব সিদ্ধান্তমালা গুম্ফিত হইয়াছে। প্রথম বিভাগ তত্ত্ব-প্রকরণ যথা—(১) একঃ পরো নান্যঃ; (২) অগুণোঽপি সর্বশক্তিরমেয়ত্বাৎ ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিৎপদার্থ-প্রকরণ, তৃতীয় অচিৎপদার্থপ্রকরণ, চতুর্থ সম্বন্ধপ্রকরণ এবং পঞ্চম সিদ্ধান্ত-প্রকরণ। প্রতি প্রকরণে ১০টি করিয়া সূত্র। উপান্ত্য সূত্রে শ্রীমন্-মহাপ্রভুকেই সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ আছে—'চৈতন্যস্য সর্বাচার্যস্যাবির্ভাবে ন গুর্বন্তরং॥ ৪৯॥ শ্রীচৈতন্য-দেব হইতে প্রাপ্ত সারগ্রাহিমতটি এইভাবে সূত্রিত হইয়াছে—'পরে পূর্ণানুরক্তিরিতরেষু তুল্যা জড়ে যুক্তবৈরাগ্যঞ্চেতি সারগ্রাহি মতম্' (৫০)। এই সূত্রকারের বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানাদি অতি সুন্দর, মনোরম ও প্রাঞ্জল।

তাৎপর্যদীপিকা—মেঘদূতের উপর শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ-কৃত টীকা। [India Office Catalogue Vol. VII. p. 1422] এই টীকাটি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মুদ্রিত করিয়াছেন। উপক্রমে—

উপনীতং নবনীতং করতল-মভিতো ব্রজগৃহিণীভিরদন্। মাধুক-বৃত্তির্যতিরিব করপাত্রী নন্দজো জয়তি॥ ১॥ প্রাচাং ব্যাখ্যাঃ সমালোচ্য শ্রীসনাতন-শর্মণা (?)। তন্যতে মেঘদূতস্য টীকা তাৎপর্য-দীপিকা॥

তালার্ণব—শ্রীনরহরি-(ঘনশ্যাম)-কৃত গীতচন্দ্রোদয়ের অংশ-বিশেষ। আগরতলা রাজপাঠাগারে প্রাপ্ত। ইহা শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলামৃতের একটী অধ্যায়। প্রথমতঃ তালের লক্ষণ, তালাঙ্গ-বিভাষা, গুরু-লঘু-সংজ্ঞা ও মাত্রানিয়ম, মাত্রা-প্রমাণ, ধরণ, ঘাত-স্থান, তালপ্রাণ দশটি—কাল, মার্গ (ধ্রুব, চিত্র, বার্ত্তিক ও দক্ষিণ), ক্রিয়া (নিঃশব্দা ও সশব্দা), নিঃশব্দা ক্রিয়া (আবাপ, নিঃক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক), সশব্দা ক্রিয়া (ধ্রুব, শম্পা, তাল, সন্নিপাত), গ্রহ (সম, অতীত, অনাগত ও বিষম), জাতি, কলা, লয়, যতি (সমা, স্রোতোগতা, মৃদঙ্গা, পিপীলিকা, গোপুচ্ছা), প্রস্তার, উদ্দিষ্ট, নষ্ট, তালঘাতন-প্রকার এবং চচ্চৎপুটাদি ১০১ প্রকার তালের লক্ষণাদি। তারপরে কবি গীতে তালোদাহরণ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের বন্দনা করত বলিতেছেন—

'তাহে গৌরকৃষ্ণলীলামৃত এবে গাই। ইথে যে গায়নক্রম সংক্ষেপে জানাই॥ প্রথমে শ্রীগৌরজন্মোৎসব জানাইব। তদুপরি নিত্যানন্দাদ্বৈত-জন্ম গাবো॥ তদুপরি গৌরাঙ্গের হোলিকাদি লীলা। ক্রমেতে গাইব যা' শুনিয়া দ্রবে শিলা॥ তদুপরি কিছু বলদেব-জন্ম কৈয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব গাব বিস্তারিয়া॥ শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসব গাব তারপর। তদুপরি হোরিকাদি যাত্রা মনোহর॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব আদির প্রথমে। গাব গৌরভাবাবেশ সংক্ষেপসুক্রমে॥ নানাতালে সংযোগ করিব গীতগণ। তালার্ণবে দেখ এই তালের লক্ষণ॥ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকৃষ্ণ-পদ ধ্যান করি। গৌরকৃষ্ণলীলামৃত কহে নরহরি॥' অতঃপর খণ্ডিত।

তুক্কা-পঞ্চকম্—শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কন্যা জগন্মোহিনী বা তুক্কা শ্রীকৃষ্ণদেব রায়ের পত্নী। তুক্কা পাঁচটি শ্লোকে এই পঞ্চক রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি [Sources

of Vijaynagar History p. 143-144]। কিন্তু Dr. Krisnamachariar তৎকৃত History of Classical Skt. Litt (p 219. Footnote 6) বলিয়াছেন যে সমস্ত পদ্য তুক্কার রচনা নহে, কেননা আনুমানিক নবম শতাব্দীর শেষভাগ ও দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আলঙ্কারিক মুকুলভট্ট-রচিত 'অভিধাবৃত্তিমাতৃকা' গ্রন্থে ইহার একটি পদ্য দৃষ্ট হয়।

দ

দণ্ডাত্মিকা[১]—কবিশেখর-কৃত প্রতি দণ্ডের লীলা-বর্ণনা। ৮৯০টি কবিত্ত, দোহা, সবৈয়া প্রভৃতিতে ব্রজভাষায় লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রতিযামের দণ্ডাত্মিকা লীলা লিখিত হইয়াছে। শ্রীরাধারমণঘেরায় শ্রীঅদ্বৈতচরণ গোস্বামিজির নিকট মূল পুঁথি আছে। ইহার প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীদাসগোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামিজী প্রভৃতির পরে শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুরও বন্দনা আছে। প্রিয়াদাসজির বন্দনাও আছে। ইহাতে ব্রজবর্ণনায় যাবতীয় লীলাস্থলীর চিত্তচমকপ্রদ চিত্র, সখীগণের যূথাদি (বৃহদ্-গৌতমীয় তন্ত্রের অনুসারে) তারপরে অষ্টযামের প্রতি দণ্ডের চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। অষ্টকালীন লীলাবলি সনৎকুমার সংহিতার ৩৬তম পটল এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের আধারেই রচনা করিয়াছেন। খণ্ডিত গ্রন্থ; অষ্টম যামের রাসবর্ণনারম্ভেই ত্রুটি। গ্রন্থকারের নাম বা পরিচয়াদি অজ্ঞাত।

দণ্ডাত্মিকা[২]—রায়শেখর-কৃত ১২৩টি ব্রজবুলি-ভাষা-নিবদ্ধ পদ। প্রধানতঃ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের আধারে কবি-হৃদয়ে স্ফুরিত লীলামালাই ইহাতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন প্রতি দণ্ডের আস্বাদন-দানেই ইহার তাৎপর্য।

দশম-চরিত (চৈচ মধ্য ১।৩৫) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলা-মালাদ্বারা গুম্ফিত লীলাস্তব। শ্রীসনাতনগোস্বামি-কর্তৃক রচিত।

দশম-টিপ্পনী (চৈচ মধ্য ১।৩৫) বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর নামান্তর।

দশমূলরস - বৈষ্ণবজীবন—১৮২১ শাকে এই বিরাট গ্রন্থ শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী মহোদয় ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রাদির অবলম্বনে বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দে প্রমাণপ্রয়োগ-পুরঃসর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন, অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ, ঈশ্বর, জীব, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, রস প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দশম মূলে শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের বংশলতা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠা (৯৯৮ পৃঃ), শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীকানাইবলাইর প্রাপ্তি ও বাঘনাপাড়ায় আনয়নাদি, বংশীবটের উদ্ভব, গ্রন্থকর্তার জীবনী প্রভৃতিও বর্ণিত হইয়াছে।

দশশ্লোকী-ভাষ্য — শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামি-প্রণীত। শ্রীশ্রীগৌর-প্রেম-লক্ষ্মী শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামি-পাদের শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য, তাঁহার শিষ্য শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী শ্রীহরিদাস গোস্বামী, তাঁহার শিষ্যই এই গ্রন্থকার। শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-পাদকৃত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের মূলস্বরূপ দশটি শ্লোকেরই টীকাবিশেষ —এই 'দশশ্লোকীভাষ্য'। ঐ দশটি শ্লোক শ্রীপাদ শ্রীরূপকৃত 'স্মরণমঙ্গল' বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এই গ্রন্থকার-মতে উহাও শ্রীরূপপ্রভুর আদেশে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুরই রচনা (১২ পৃঃ)। ইহাতে প্রথম দুই শ্লোকেরই বিস্তৃত আলোচনা করত অবশিষ্ট শ্লোকগুলির অন্বয়মুখে আকর-গ্রন্থের সহিত ঐ শ্লোকের সমন্বয় রাখিবার জন্য ঐ আকর গ্রন্থের শ্লোকাবলিরই উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথম দুই শ্লোকেই যাবতীয় তথ্য অশেষ-বিশেষে ইনি আলোচনা ও আস্বাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে তাঁহার মূল উপাদান হইতেছে—ভক্তিরসামৃত, উজ্জ্বল-নীলমণি ও লঘুভাগবতামৃত।

প্রথম শ্লোকে বর্ণয়িতব্য বিষয়

—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা-নিশ্চয়-সহকারে তদীয় উপদেশ-সারসংগ্রহে এই গ্রন্থ রচনা করায় ইহাতে তাঁহারই স্বারস্য আছে, বুঝিতে হইবে। গ্রন্থ-রচনার কারণ, অনুবন্ধ-চতুষ্টয়-নিরূপণ, চতুর্বর্গতিরস্কারি-প্রেমসেবার সাধ্যশিরোমণিত্ব-নির্ধারণ, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর চরণ-কমলে প্রেম-সেবাই সাধ্যশিরোমণি কেন? তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা, আস্বাদন ও অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ; প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব-বিচার, পূর্ণাদি স্বরূপত্রয়ের বিচার, নিখিলগুণাবলির প্রকাশন ইত্যাদি। ব্রজে স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেও দাস্যরসৈকভক্তদের সম্পর্কে প্রকাশাতিশয্য-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার; ক্রমশঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের প্রকাশাতিশয়ের বিস্তৃত বিচার, এতৎসম্বন্ধে বিবিধ আশঙ্কার নিরসন, শ্রীকৃষ্ণে বিরুদ্ধ ধর্মকর্মাবলির সমাবেশ, ক্ষীরোদশায়ীর অবতারাদি-ভ্রম-নিরাস, শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তদ্‌বিষয়ে বিবিধ প্রমাণ ও সদ্‌যুক্তি-প্রদর্শন, অধিকারি-নিরূপণ, 'গাঢ়লৌল্যৈক' পদের 'এক' শব্দের পঞ্চবিধ ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনমুখে বিশুদ্ধ-ভজন-মার্গের বিনির্দেশ, রাগমার্গীয় পন্থার সম্যক্‌ বিনিরূপণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্লোকে——লীলাসমূহের নিত্যতাস্থাপন, ভগবদ্‌বিগ্রহধারণের প্রয়োজন, লীলাস্থানের ও পরিকর-গণের নিত্যতা; অপ্রকট ও প্রকট লীলার সমন্বয়, লীলাপরিকরগণের পরিচয়, ঔপপত্য ও পারকীয়ত্ব-বিষয়ে বিশেষ বিচার ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত - রচনাকালে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীশ্রীগোবিন্দের সেবাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া (চৈচ আদি ৮।৫৪-৫৮) প্রকাশ, সুতরাং ১৫৩৭ শকাব্দায় চরিতামৃতের রচনাকাল ধরিলেও আনুমানিক ১৫৫০ শকাব্দার অব্যবহিত কালমধ্যেই গ্রন্থকারের শ্রীবৃন্দাবন-গমনাদি ধরিতে হয়। ফলতঃ ষোড়শ শকশতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থের রচনাকাল মানিতে হইবে। ইঁহারই রচিত 'সাধন-দীপিকা'য় মন্ত্রময়ী উপাসনা বিবৃত হইয়াছে, ইহাতে কিন্তু স্বারসিকী উপাসনারই বিশিষ্টভাবে আলোচনা আছে।

দানকেলিকৌমুদী—শ্রীরূপগোস্বামি-রচিত উপরূপক-ভেদের অন্তর্গত **'ভাণিকা'**, একাঙ্ক নাটক। ইহা চাতুর্যপূর্ণ শ্রবণরসায়ন গ্রন্থ। ভাণিকার নায়ক ধূর্তচরিত্র, বিট এবং ইহাতে বসনাদি বেশের সূক্ষ্মতা থাকা চাই। নায়িকাও উদাত্তগুণবিশিষ্টা হওয়া চাই। আলোচ্য ভাণিকায় ঘট্টপাল শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারা শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীদের রস-ময়ী বিড়ম্বনার হর্ষময় ব্যাপারই বর্ণিত হইয়াছে। স্থান—গোবর্দ্ধন-গিরিপ্রান্তবাহিনী মানসগঙ্গার তট। বিষয়—শ্রীবসুদেব নিজপুত্র বলদেব এবং মিত্রপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করত গর্গের জামাতা ভাগুরিকে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া গোবিন্দকুণ্ডের তটে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রীরাধা তাঁহার সখীগণসহ গুরুগণের আদেশানুসারে সেই যজ্ঞমণ্ডপে হৈয়ঙ্গবীন বিক্রয় করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদ নান্দী-মুখে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বাহ্ণে অবগত হইয়া গোবর্দ্ধনে দানঘাটের রক্ষকরূপে শ্রীরাধিকা ও সখীগণের নিকট শুল্ক দাবী করেন—এই ঘটনা লইয়া উভয়পক্ষে বাদবিসম্বাদ হইতে লাগিল—অবশেষে পৌর্ণমাসীর মধ্যস্থতায় চরমসীমাপন্ন বাদবিবাদের নিষ্পত্তি হয়।

এই ভাণিকা-রচনার হেতু এই—'শ্রীরাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতি' শ্রীদাস-গোস্বামিপাদের ললিতমাধবের পাঠ-জনিত মহাবিপ্রলম্ভময় ঘটনাপারম্পর্য হইতে সমুদ্ভূত প্রবল বিরহবিধুরতার উপশম। শ্রীরঘুনাথ স্বয়ং বিপ্রলম্ভ-রসের প্রকট মূর্ত্তি, তদুপরি নাটকের মহাবিপ্রলম্ভাত্মক কাহিনীর পাঠে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার প্রাণরক্ষাও কঠিন হইয়াছিল। শ্রীরূপ তখনই এই সম্ভোগ-রসনিধান 'দানকেলিকৌমুদী' রচনা করত রঘুনাথকে দিয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। শ্রীরঘুনাথও রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং স্বয়ংও 'মুক্তাচরিত' ও 'দানকেলি-চিন্তামণি'-নামক সম্ভোগ-রসপ্রচুর হাসপরিহাসাত্মক কাব্যদ্বয় রচনা করিলেন।

এই গ্রন্থ ১৪৭১ শাকে (মনুশতে চন্দ্রস্বর-সমন্বিতে) রচিত হইয়াছে ১৪৬৩ শাকে সমাপ্ত ভক্তিরসামৃতে (২।৪।১০, ২৭০; ৩।৩।৭৯; ৩।৫।১৮) দানকেলিকৌমুদীর শ্লোকচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ

আপত্তি করিয়া বলেন যে দানকেলি তৎপূর্বেই রচিত—কিন্তু (মনুশত চন্দ্রস্বর-সমন্বিতে) ১৪৭১ শাকে দানকেলিকৌমুদীর রচনা সমাপ্তির তারিখ—১৪৬২ শাকের পূর্বে বা তৎসমকালে আরব্ধ দানকেলির কিয়দংশ রচনার পরে শ্রীপাদ ভক্তি-রসামৃত আরম্ভ করিয়া ঐ দান-কেলির কিয়দংশ হইতেই মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। দান-কেলির ৪১৪ অনুচ্ছেদের মধ্যে ৭, ৫৫, ৭৯ ও ১১৭ অনুচ্ছেদ হইতেই পূর্বোক্ত শ্লোকমালা উদ্ধৃত হওয়াতে আমাদের এই যুক্তি নিতান্ত উপেক্ষিত নহে। বহরমপুর সংস্করণে টীকাটি শ্রীজীবপাদ-রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের, এসিয়াটিক সোসাইটির এবং পুণা ভাণ্ডারকার অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থতালিকায় এই (মহতী) টীকাটি শ্রীচক্রবর্ত্তি-পাদেরই নামাঙ্কিত দেখা যায়। যদুনন্দন ঠাকুর পয়ারাদিছন্দে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

দানকেলিচিন্তামণি--শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামি-রচিত খণ্ডকাব্য। ললিত-মাধবের বিরহস্রোতে পড়িয়া শ্রীদাসগোস্বামির জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু দানকেলি-কৌমুদীর হাস্যপরিহাসময় নিত্য সম্ভোগাত্মক ঘটনাবলির পাঠ করিয়া তিনি রসান্তরে মনোনিবেশ করত সুস্থ হইয়া এই কাব্যপ্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন---এই গ্রন্থেও নৈমিত্তিক দানলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। কুন্দলতা ইহার শ্রোত্রী এবং সুমুখী সখী—বক্ত্রী। গোবিন্দকুণ্ডে মহর্ষি ভাগুরি যজ্ঞ করিতেছেন—গোপীগণ শ্রীকুণ্ড হইতে নব্যগব্যাদি মস্তকে বহন করিয়া তথায় যাইতেছেন—গিরিরাজের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণও সখাগণ-বেষ্টিত হইয়া অপরূপ দান-ঘাটি সাজাইয়া দণ্ডায়মান—নাগর-নাগরী উভয়ে উভয়ের রূপ মাধুরী-পানে সাতিশয় তৃপ্ত হইতেছেন—মধুমঙ্গলের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদি গোপীগণকে অবরোধ করিলেন—তখন বাদবিবাদরূপ পরিহাসাত্মক বাক্যভঙ্গিবিন্যাসে দানগ্রহণচ্ছলে শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনা ও তত্তদঙ্গ-বিশেষের সম্ভোগ-প্রার্থনা আরম্ভ হইল! যখন এই বাদবিবাদ চরম সীমায় উঠিল এবং ব্রজসুন্দরীগণ ঘৃতঘটীসমূহ মস্তক হইতে উত্তারণ পূর্বক গিরিরাজের পাদদেশে অবস্থান করিতেছিলেন—তখন হঠাৎ নান্দী-মুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখেও শ্রীকৃষ্ণ রসচাঞ্চল্য বিস্তার করিতে থাকিলে এবং শ্রীরাধাও কপটক্রোধভরে কটাক্ষবাণে তাঁহাকে জর্জরিত করিলে নানাবিধ সান্ত্বনাদানে নান্দীমুখী উভয়পক্ষের শান্তি বিধান করিলেন, নির্জন গিরি-গুহায় মিলনান্তে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলেন এবং শ্রীরাধাও গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন।

শ্রীদাসগোস্বামী এই গ্রন্থ শ্রীরূপ-চরণের কৃপাপ্রসূত বলিয়া ২, ১৭৪ ও ১৭৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীরূপচারুচরণাব্জমূলে স্বীয় বিনয়গর্ভ বাক্যপুষ্পাঞ্জলিও বহুশঃ সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার রচনা দানকেলিকৌমুদী রচনার (১৪৭১ শাকের) পরেই বলিতে হয়।

দানলীলাচন্দ্রামৃত —— দানকেলি-কৌমুদীর অনুবাদ—যদুনন্দন দাস-কৃত। রচনাটি সুললিত, অনুবাদেও মূলের সরসতা বিদ্যমান। ১৩২৫ সালে কেশবচন্দ্র দে-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দিগ্‌দর্শিনী—শ্রীপাদ গোপালভট্ট-কর্ত্তৃক বিলিখিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণবচনগুলির অধিকাংশই তাঁহা-দ্বারা সঙ্কলিত। 'সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন'—এই গৌরাজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ শ্রীসনাতন প্রবীণ ভট্টগোস্বামি-দ্বারা প্রমাণনিচয় সংগ্রহ করাইয়া-ছেন। শাস্ত্রসমুদ্র-মন্থনকার্য এবং লিপিকরার ভার—ভট্টগোস্বামিতে অর্পিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে স্বভাবতঃই বিনয়ী শ্রীসনাতন যবন-রাজ্যের ভৃত্য ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রচার না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ অবিপ্লুত ব্রহ্মচারী ভট্ট-গোস্বামির নামেই তাৎকালীন হিন্দু সমাজে অতি সম্মানের সহিত প্রচার হয়—ইহাও তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্য 'শ্রীগোপাল-ভট্ট-বিলিখিত' এই কথাটি প্রতি অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে।

ইহার টীকাটি কিন্তু শ্রীপাদ সনাতনেরই লিখিত। এই টীকা না থাকিলে গ্রন্থোক্ত বৈষ্ণব ব্রত-তিথি-নির্ণয়ের মর্মে প্রবেশ করা অতীব কঠিন সমস্যাই হইত। যাঁহারা হরিভক্তিবিলাসের ব্রততিথি-নির্ণয়-সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি প্রদান করেন, তাঁহারাই মূলগ্রন্থের দুর্গম্যত্ব ও দুষ্প্রবেশ্যত্ব অনুভব করেন; সুতরাং বহুস্থলেই এই দিগ্‌দর্শনী টীকাটি

শাস্ত্রব্যবস্থারূপ ঘোরান্ধকারে আলোকবর্তিকার কার্য করে, অস্ফুট বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া দেয়। শাস্ত্রের সুমীমাংসা ও দার্শনিক প্রণালীতে সুবিচার এই টীকায় পরিস্ফুট হয়। বিশেষতঃ ১২শ—১৬শ বিলাস পর্যন্ত ব্রততিথিকৃত্য ও মাসকৃত্যের সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে, তাহা দিগ্‌দর্শিনী টীকার আলোকে পাঠ না করিলে পাঠকগণের চিত্তে প্রকৃত তথ্য সম্যক্ স্ফূর্তি হয় না।

২ বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের টীকার নামও 'দিগ্‌দর্শিনী'—ইহাও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভু স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। ['বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের টীকা দেখুন]

দিনমণিচন্দ্রোদয়—শ্রীল রায় রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র শ্রীমনোহরদাস-বিরচিত বলিয়া গ্রন্থকারের স্বোক্তি [৮৯ পৃঃ] হইতে জানা যায়। 'বৃহৎ-বঙ্গে' ১১১৫ পৃষ্ঠায় দীনেশবাবু মনোহরদাসের জন্য বদনগঞ্জ ও ও সোনামুখীতে দুইটি মঠ-প্রতিষ্ঠাপকরূপে বীরহাম্বীরকে উপস্থিত করিতেছেন। তাহাতে মনে হয় এই গ্রন্থ ষোড়শ খৃঃ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা সপ্তদশ খৃঃ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছে। এই পুস্তক শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক-কর্তৃক বটতলায় প্রকাশিত। ইহাতে নাতিবৃহৎ ২১টি সূত্র (অধ্যায়) আছে। এই ভক্ত ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া স্বীয় মনোগত ভাবের অভিব্যক্তি করিবার জন্য চন্দ্রসূর্যরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন—এইজন্যই ইহার নাম—দিনমণিচন্দ্রোদয়!

প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষে—'অনঙ্গমঞ্জরী-পাদপদ্মলাভ আশে। দিনমণিচন্দ্রোদয় মনোহর ভাষে॥' এই দুই পংক্তি আছে। বিংশ সূত্রে গ্রন্থকারের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত, ভাষা সরল। ভাবটি মধ্যে মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে—সহজিয়ামত। শ্রীগৌরাঙ্গকে ইনি শিক্ষাগুরু (?) বলিয়াছেন—

শিক্ষাগুরু গৌরহরি বাউল গোঁসাই। তিহঁ মোর শ্রীগুরু হন যে দিন দেখাই॥ (৮২ পৃঃ)

দিব্যোন্মাদ—ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামি-বিরচিত বাঙ্গালা গীতিকাব্য। ইহার নামান্তর—রাইউন্মাদিনী। ['কৃষ্ণকমল' দ্রষ্টব্য]

দীপিকাদীপনী— শ্রীরাধারমণদাস-গোস্বামি-কৃতা টিপ্পনী; শ্রীধরস্বামি-কৃত ভাবার্থদীপিকার ব্যাখ্যান-বিশেষ। শ্রুতিস্তুতি-টিপ্পনীর প্রারম্ভে ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি 'গোবর্দ্ধন লালের পুত্র' ও 'কৃষ্ণগোবিন্দের মিত্র' 'রাধারমণ-সেবক' ছিলেন বলিয়া অন্তিম শ্লোকদ্বয় হইতে অনুমিত হয়। একাদশ স্কন্ধের টিপ্পনী বহরমপুর সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে।

দুর্গমসঙ্গমনী—শ্রীজীবপ্রভুপাদ-রচিত ভক্তিরসামৃতটীকা—দুর্গম বা দুষ্পার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে যে সেতুর সাহায্যে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহাই হইতেছে দুর্গমসঙ্গমনী। উপসংহারেও শ্রীজীব এই টীকাকে 'নৌকা-স্বরূপ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীজীবপাদ কেবল দুর্গম স্থল-গুলিকেই একটু পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের টীকা-শেষে স্বয়ংও বলিয়াছেন—'সিদ্ধান্ত, রস ও ভাবের এবং ধ্বনি ও অলঙ্কারের অনন্ত অথচ স্ফুট বহুবিধ ব্যাপার আছে বলিয়া এই গ্রন্থের যে যে স্থল দুরধিগম্য (কষ্টবোধ্য), তাহাই ব্যঞ্জিত (সূচিত) হইবে। এই টীকার যাবতীয় লিখনই সকল আশঙ্কা নাশ করিবে, বৃথাত্ব আশঙ্কা করিয়া যেন অবুধগণ ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা না করে।' ইত্যাদি...... উদাহরণ-স্বরূপ সর্বাদ্য শ্লোকে প্রতি-পদের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। পশ্চিম বিভাগ তৃতীয় লহরীর 'প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা' ইত্যাদি শ্লোকের টীকার সহিত ঐ চতুর্থ লহরীর 'স্থিতি'র উদাহরণ-স্বরূপে বিদগ্ধমাধবের 'অহহ কমলগন্ধেরত্র' ইত্যাদি টীকার সহিত একবাক্যতা করিয়া পাঠ করিলে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি, বিরহকাল ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইতে পারে। উত্তর কালে শ্রীচক্রবর্তি-পাদও এই টীকারই অনুসরণ করিয়াছেন, দেখা যায়।

দুর্লভসার—শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-রচিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কতিপয় সন্দিগ্ধ স্থলের সুমীমাংসা করিবার

উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছে। প্রৌঢ়িবাদের সহিত পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মত মত-স্থাপনেই উহাতে যথেষ্ট আগ্রহ ও আদর দৃষ্ট হয়। ইহাতে ৪টি অধ্যায় আছে। প্রথমে (সূত্র-খণ্ডে) ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণন পূর্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের অভিনব কারণ প্রদর্শন সহকারে সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ও নিজবংশের পরিচয়-প্রদান। দ্বিতীয় (মধ্যখণ্ডে) ভক্ত-পর্যায়, নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ ভক্ত-নির্ণয়, সম্বন্ধভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির নির্ণয় ইত্যাদি। তৃতীয় (সন্ন্যাসখণ্ডে) মথুরা হইতে শ্রীনন্দ মহারাজের বিদায়-প্রসঙ্গ, তাৎকালীন অরুন্তুদ দৃশ্যাবলী, ব্রজবাসিদের প্রাণবিদারণ দৈন্য, আর্ত্তি ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব। ব্রজত্যাগের কারণ-নির্ধারণ। চতুর্থ (শেষখণ্ডে) শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল-ত্যাগের কারণ, শ্রীরাধা-পরিত্যাগের হেতু, গোপীদের ব্যভিচারিণীত্ব-খণ্ডনপক্ষে বিবিধ যুক্তি-প্রদর্শন ইত্যাদি।

দেশিকনির্ণয়—মাড়োর শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। ইহাতে উপদেষ্টা-(গুরু) - নির্বাচন - প্রসঙ্গে গুরুশিষ্যের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিবিধ শাস্ত্রসংকলনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দ্রবিড়াম্নায়—অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য এস্থলে তামিল ভাষায় লিখিত সুপ্রাচীন 'শ্রীদ্রবিড়াম্নায়' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। 'বেন্বা', 'তাণ্ডকম্' প্রভৃতি তামিল ছন্দে চারি হাজার গাথাত্মক 'দিব্য-প্রবন্ধ'-নামক গ্রন্থে বার জন আল্‌বার্ বা দিব্যসূরির রচিত প্রবন্ধ আছে। ঐ গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত —'মুদল-আয়িরম্'-নামক প্রথম সহস্রে বিভিন্ন রচয়িতাগণের ৯৪৭ গাথা, দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৪, তৃতীয়-খণ্ডে ৫৯৩ এবং চতুর্থ-খণ্ডে ১১০২ গাথা আছে। এই দিব্যপ্রবন্ধে প্রবন্ধ-সমূহ কালানুক্রমিক সজ্জিত নহে; শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য-কৃত 'প্রবন্ধসার' গ্রন্থে আল্‌বার্‌গণের ক্রম আছে। দ্বাদশ আল্‌বারের মধ্যে নম্মাল্‌বার্ বা শ্রীশঠকোপই সমধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীশঠকোপ-রচিত 'তিরু-বিরুত্তম্ (শ্রীবৃত্ত), তিরুব্‌আশি-রিয়ম্' (ছন্দঃবিশেষ), 'পেরিয় তিরুব্‌অন্দাদি' ও 'তিরু-বায়্-মোড়ি (সত্যবাণী) নামক তামিল চতুঃ-সহস্র দিব্যপ্রবন্ধের অন্তর্গত চারিটি প্রবন্ধ ক্রমশঃ ঋক্, যজুঃ, অথর্ব ও সামবেদের অর্থ-অবলম্বনে রচিত বলিয়া অনন্তাচার্যকৃত 'প্রপন্নামৃতে' (১০৪।৩৮—৪৫) উক্ত হইয়াছে। 'তিরুবায়্ মোড়ি' বা সহস্রগীতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। উক্ত প্রপন্নামৃতে ১০৭তম অধ্যায়ে শ্রীদ্রবিড়াম্নায়ের প্রাকট্যকথাও আছে। উহার ৭৩। ৪—১৩, ১৬—২১ প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত আছে যে শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক দ্রবিড় বেদের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'দ্রবিড়বেদ-প্রমাণং' গ্রন্থে বিভিন্ন পুরাণ, আগমপ্রভৃতি হইতে উহার মহিমা সংগৃহীত হইয়াছে—বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে 'দ্রবিড়াম্নায়-প্রমাণ-সংগ্রহ' - নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। আধুনিক গবেষকগণ শঠকোপের আবির্ভাব-কাল লইয়া বিবিধ বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করিলেও * কিন্তু শ্রীবৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ বলেন যে তিনি ৩১০২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে আবির্ভূত হইয়া ৩৫ বৎসর প্রকট ছিলেন এবং মধুর-কবির পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উক্ত চারিটি প্রবন্ধ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীশঠকোপ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও 'স্তোত্ররত্নে' ব্রাহ্মণকুলভূষণ শ্রীযামুনাচার্য তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়াছেন। এই সম্প্রদায় গ্রন্থবিষয়ে মহাধনী। শঠকোপ প্রথম প্রবন্ধে সংসারে দুঃসহত্ব, দ্বিতীয়ে শ্রীহরির স্বরূপাদি, তৃতীয়ে ভগবৎসাক্ষাৎকারের পরে তাঁহাকে প্রাপ্তি করিবার তীব্র আশা ও চতুর্থে পরম পুরুষার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্-বিষয়ে শ্রীবেদান্ত-দেশিকের 'তাৎপর্য-রত্নাবলীর' উপসংহারের ষষ্ঠ শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামিকৃত 'শ্রীভগবদ্-বিষয়'-নামক ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত দ্রষ্টব্য। 'শ্রীদ্রবিড়বেদসঙ্গতির' অষ্টম শ্লোকে শঠকোপ-সম্বন্ধে এই শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে—

'পুংস্ত্বং নিয়ম্য পুরুষোত্তমতাবিশিষ্টে,
স্ত্রীপ্রায়ভাব - কথনাজ্জগতোখিলস্য।
পুংসাঞ্চ রঞ্জকবপুর্গুণবত্ত্বয়াপি,শৌরেঃ
শঠারি-যমিনোঽজনি কামিনীত্বম্'॥

তাৎপর্য এই যে——অখিল জগতেরই প্রকৃতিপ্রায় ভাব শাস্ত্র-সমূহে কথিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুই

* History of Sri Vaisnavas p. 21, and Early History of Vaisnavism in South India p. 84.

পুরুষোত্তম—আর নিখিল বিশ্ব তাঁহার প্রকৃতি। এই ভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে শ্রীবিষ্ণুর রূপ ও গুণরাশি নারীগণের ন্যায় পুরুষরূপধারী জীব-প্রকৃতিগণেরও মনকে অনুরক্ত করে; এইজন্য শঠকোপ নিজেও কামিনীভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের ৬২-তম শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে শঠকোপ শ্রীবিষ্ণুর বিরহে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার নিকট সারস, শারিকা, রাজহংস, কোকিল, শুক, টিট্টিভ ও ভ্রমর প্রভৃতি নিকটস্থ পক্ষিকেই 'তিরুবণ্ণুর-নামক' দিব্যদেশস্থ শ্রীহরির নিকট দূতরূপে প্রেরণ করত তাঁহার বিরহব্যথার শান্তি করিতেন। শঠকোপ যে গোপীআনুগত্য পাইয়াছিলেন, তাহা বেদান্ত-দেশিকাচার্য - রচিত 'তাৎপর্য-রত্নাবলীর' ২৬-তম শ্লোকেও দৃষ্ট হয়। সহস্রগীতির ৫।৩।৩ গাথার পদ্যানুবাদে শ্রীকল্কিনৃসিংহাচার্যও বলিয়াছেন যে শঠকোপ শ্রী নীলাশক্তির (বা শ্রীরাধার) নাথের চরণে বিনাশুল্কে বিক্রীত হইয়াছেন। তামিল ভাষায় শ্রীরাধাকে শ্রীনীলাই বলা হয়। গোপীর কিঙ্করীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শঠকোপের বক্রোক্তি—(১।৫।১), ঐভাবে শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ (৬।৪।২) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। শ্রীশঠকোপ মধুরভাবে পারকীয়-রসাশ্রিতই ছিলেন—তিরুবায়্-মোড়ির বহুস্থলে (৬।২।২, ১০।৩।৬) তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ এই দ্রবিড়াম্নায়ে গোপীপ্রীতির উৎকর্ষময়ী কথা শুনিয়া স্বতঃই মনে হয় যে সুপ্রাচীন কাল (আধুনিক গবেষকদের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা নবম এবং শ্রীবৈষ্ণবমতে ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব) হইতেই গোপীভাবে ভজন-প্রথা বীজাকারে ছিল এবং শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই ত্রিকাল-সত্য শ্রীপ্রভু ঐ আল্বার্-গণের হৃদয়েও ভাবরূপে উদিত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশপাটনির্ণয়—রামগোপাল- দাস রচিত শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণের জন্মস্থান-নিরূপক। ২ অনুরূপ নিবন্ধ হইতেছে নীলাচলচন্দ্র দাস-কৃত। (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪।৩।১৮ পৃঃ)

দ্বাদশযাত্রা-পদ্ধতি—কাশীনাথ বিদ্যা-নিবাস-প্রণীত ২২-পত্রাত্মক পুঁথি। ইহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রাদির বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে—'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর - নির্ভর - রসমাধুরীভাঙ্গি। বিদ্যানিবাসস্তনুতে যাত্রাকর্মাণি সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ॥ কো বিধি কশ্চ নিষেধো যদ্বল্লীলা তথা তথা সেব্যা। তদ্বিধের্বিবেকাদবিবেকাত্মনো নিরা-কুর্মঃ॥' গ্রন্থানুসারে দ্বাদশ যাত্রার ক্রম—জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা, গুণ্ডিচাযাত্রা, শয়নোৎসব, দক্ষিণায়-নোৎসব, পার্শ্ব-পরিবর্তন, উত্থাপন, প্রাবরণোৎসব, পুষ্যাভিষেক, নব-শস্য, দোলযাত্রা, দমনকভঞ্জন ও সর্বশেষে অক্ষয়তৃতীয়া।

[বঙ্গে নব্য- ন্যায়চর্চা ৬৭ পৃষ্ঠা]

ধ

ধাতুসংগ্রহ———শ্রীজীবগোস্বামি - বিরচিত ভ্বাদিপ্রভৃতি ধাতুর স্থূল সংগ্রহ ও অর্থনির্ণয় হইয়াছে। প্রথম শ্লোক—কৃষ্ণলীলা- কথাবীজরূপ-ধাতু-গণো ময়া। সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যতে তেন কৃষ্ণো মহ্যং প্রসীদতু॥ শেষ শ্লোক—হরিনামামৃতস্যৈষা সংক্ষেপাদ্ ধাতু-পদ্ধতিঃ। ময়া কৃতা প্রযুক্তান্য-ধাতুংস্ত্যক্ত্বা কচিৎ কচিৎ॥

ধামালী—শ্রীলোচন ঠাকুর-রচিত। শ্রীসরকারঠাকুরের শিষ্য শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচনদাস স্বভাব-সিদ্ধ কবি ছিলেন। সরল সুন্দর সজীব ও মধুর পদ-বিন্যাস তাঁহার লেখনী-ফলকে সর্বদাই যেন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হয়, পদাবলীতে ললিতলাবণ্যময়ী সরস্বতী যেন তালে তালে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, পদলালিত্যের সহিত ছন্দোমাধুর্য, ভাববৈভব ও অর্থগৌরবই ইঁহার পদাবলীকে সমধিক প্রসিদ্ধ ও চিত্তরঞ্জক করিয়াছে। পদসাহিত্যে তাঁহার ধামালী অপূর্ব ও অতুলনীয় বস্তুই বটে। সরল স্বাভাবিক কথ্য ভাষায় রচিত হইলেও এই কাব্য ভাবে ও মাধুর্যে পাঠকের মনপ্রাণ কাড়িয়া

লয়। ইঁহার রচিত পদাবলীর অধিকাংশই শ্রীগৌরলীলাবিষয়ক। ব্রজলীলাবিষয়ক পদাবলীও (যথা ৯৫০, ৯৫৭ ইত্যাদি) সামান্য আছে। প্রায় শতাধিক ধামালী আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। পদকল্পতরুতে (১৭৭৮—১৭৮৯) 'বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা' লোচনের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে লোচনদাস-ভণিতায় ৬৮টি, ত্রিলোচন-ভণিতায় ৩টি ও সুলোচন - ভণিতায় ১টি—মোট ৭২টি পদ আছে। জগন্নাথবল্লভ নাটকের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহার নমুনা ১৫৬৮ পৃষ্ঠায় ও পদাবলীর শ্রীরায় রামানন্দ-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌর-পারতম্যবাদী শ্রীলোচনের একটি পদ :—

অবতারসার গোরা অবতার, কেনে না ভজিলি তারে। করি নীরে বাস গেল না তিয়াস, আপন করম-ফেরে॥ কণ্টকের তরু সেবিলি সদাই, অমৃত ফলের আশে। প্রেম-কল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে॥ সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট। ইক্ষুদণ্ড বলি কাঠ চুষিলি কেমনে লাগিবে মিঠ॥ হার বলিয়া গলায় পরিলি, শমন-কিঙ্কর সাপ। শীতল বলিয়া আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ॥ সংসার ভজিলি গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা। ইহ পরকাল উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা॥

নাগরীভাবে বিভাবিত লোচনের গোরা 'রূপের নাগর', 'রসের সাগর', 'কামের কোড়া', 'রসবস সরবস সাধের স্বরূপখান', 'রসের নেটো' 'চিতচোরা মনোহরা' ইত্যাদি—গোরার 'রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে নবযুবতীর ঘটা', গোরা 'অনুরাগের ডুরি দিয়ে প্রাণকে ধৈরে টানে।' 'গৌরচাঁদ রসের ফাঁদ পেতেছে ঘরে ঘরে', 'নবকিশোর গাথানি তার কাঁচা ননী হেন।' 'গৌর রূপের ঠমক দেখে চমক লাগে গায়।' 'ঠার ঠম্‌কা, কাঁকাল বাঁকা, মধুর-মাখা হাসি।' অধিক কি 'ত্রিভুবন-ময় গোরাচাঁদ হইল পারা।' তাহারই জন্য তিনি শ্রীগৌর-কলঙ্কিনীর আশাটি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

'মনে করি নৈদে যুড়ি এ বুক বিছাই। তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই॥ মনে করি নৈদে যুড়ি হৌক্ মোর হিয়া। বেড়ান গৌরাঙ্গ তাহে পদ পসারিয়া॥'

তাই তিনি মনের সাধে আকুল প্রাণে গাহিয়াছেন—

গৌর রতন করে যতন, রাখব হিয়ার মাঝে। গৌর বরণ ভূষণ পরব, যেখানে যেমন সাজে॥ গৌর বরণ ফুলের ঝাঁপায় লোটন বাঁধব চুলে। গৌর বৈলে গরব কৈরে, পথে যাব চলে॥ গৌর বরণ গোরোচনায়, গৌর লিখব গায়। গৌর বৈলে রূপ-যৌবন, সমর্পিব পায়। কুলের মূল উপাড়িয়ে ভাসাব গঙ্গার জলে। লাজের মুখে আগুণ দিয়ে বেড়াব গৌর বলে॥

বস্তুতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, 'মুকুন্দ, লক্ষ্মী-কান্ত, সীতাকান্ত', কখন বা 'গোকুলনাথ' স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-পাদ এই ভক্তির উপরে দার্শনিক প্রণালীর অনুসরণে শ্রীগৌরাঙ্গকে 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' বা 'শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ' করিয়াছেন আর শ্রীলোচন-দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে শৃঙ্গাররস-রাজ-স্বরূপে দেখাইয়াছেন, আস্বাদন করিয়াছেন এবং স্বকণ্ঠে গৌর-কলঙ্কের হার পরিয়াছেন।

ধ্যানরহসি ককৌ——শ্রীরামহরি-বিলিখিত ৩৭টি দোহায় পূর্ণ ক-কারাদিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি। 'চৌত্রিশা' পদের অনুরূপ।

ন

নন্দহরণ—ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামির রচিত বাঙ্গালা গীতিকাব্য।

নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা—১৭৪০ শাকে তৃতীয় সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা ইহা রচনা করেন। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও ব্রজরীতি-চিন্তামণি-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের নন্দীশ্বর-বর্ণনার অনুসরণে এই পুস্তিকা বঙ্গভাষায় পয়ারে

গ্রথিত হইয়াছে।

নরহরি-শাখানির্ণয়——শ্রীগোপাল দাস-(রামগোপাল রায়চৌধুরী)-কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে প্রথমতঃ শ্রীমন্নরহরির মধুমতীস্বরূপের বিবরণ, তাঁহার শাখা-প্রশাখা—(১) দাস কানাই (পূর্বনাম—কাঞ্চনলতা), (২) মদনরায় (মদনমঞ্জরী), (৩) শ্রীবংশী, (৪) গোপাল দাস, (৫) লোচন-(লোচনাসখী), (৬) চক্রপাণি মজুমদার, (৭) নিত্যানন্দ চৌধুরী. (৮) জনানন্দ চৌধুরী, (৯) দিগ্-বিজয়ী লোকানন্দ (ভক্তিসারসমুচ্চয়-গ্রন্থপ্রণেতা), (১০) কৃষ্ণ-পাগলিনী (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবিকা), (১১) রামদাস, (১২) চন্দ্রশেখর, (১৩) গোপালদাস, (১৪) লক্ষ্মীকান্ত (১৫) গৌরাঙ্গগোপাল, (১৬) মধুসূদনদাস, (১৭) মিশ্র কবিরত্ন, (১৮) কৃষ্ণকিঙ্কর দাস, (১৯) যাদব কবিরাজ, (২০) দৈত্যারি ও (২১) কংসারি।

নরোত্তমবিলাস—শ্রীনরহরি -(ঘনশ্যাম)-বিরচিত দ্বাদশ বিলাস বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই শ্রীনরহরি—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারভুক্ত, বোধ হয় এই জন্যই ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী ভক্তিরত্নাকরে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া অপরিতোষ-হেতু পৃথক্ ভাবে বিস্তৃত করিয়া নরোত্তমবিলাস লিখিয়াছেন। ইহাকে ভক্তিরত্নাকরের পরিশিষ্ট বলিলেই চলে। এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা নাই, পরন্তু বর্ণিত বিষয়গুলি অধিকতর সুশৃঙ্খলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। স্থল-বিশেষে রচনা এত সরল যে গদ্য বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ ইঁহার রচনা সাদাসিধা ও প্রায়শঃই আড়ম্বর-বিহীন। [পাটবাড়ী পুঁথি কা ২১, ১২৬৪ সাল]

নবদ্বীপচন্দ্র-স্তবরাজ—শ্রীমদ্ রঘুনন্দন ঠকুর-বিরচিত মালিনী ছন্দে রচিত স্তব। ইহাতে নটেন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্রের মধুর চরিত্রের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

প্রারম্ভে—— 'কনক-রুচির-গৌরঃ সর্বচিত্তৈকচৌরঃ, প্রকৃতি-মধুরদেহঃ পূর্ণলাবণ্যগেহঃ। কলিত-ললিত-রূপঃ ক্ষুব্ধ-কন্দর্পভূপঃ, স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ' ॥১॥

নবদ্বীপভাবতরঙ্গ——শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনা। পয়ার ছন্দে ষোলক্রোশ শ্রীব্রজাভিন্ন শ্রীমন্-নবদ্বীপধাম-মধ্যবর্ত্তী চিন্ময় স্থানাবলির সুন্দর বর্ণনা; প্রারম্ভে—

সর্বধামশিরোমণি সন্ধিনীবিলাস।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস॥
সর্বতীর্থদেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফুরুক নয়নে মম নবদ্বীপধাম॥ ১

এইরূপ ১৬৮টি পয়ারে গ্রথিত, এই পুস্তিকা সহজ ও সুখবোধ্য।

নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য—(হরিবোল কুটীর পুঁথি ২৫) এগার পত্র। শ্রীনরহরি দাসের স্বপ্নাদেশেও কৃপায় লিখিবার শক্তি—নীলাচলে বল্লভ ভট্ট ও রাজা পুরুষোত্তমের মিলন এবং নবদ্বীপ-তত্ত্ব-তথ্য-সম্বন্ধে উভয়ের আলোচনা ইতি প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গে—নবদ্বীপের ঐশ্বর্য-মাধুর্যবত্তা, সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডের যাবতীয় ধামের ইহাতে অন্তর্ভুক্তি—নবদ্বীপের ব্যুৎপত্তি, রাধাভাব-কান্তি লইয়া গৌরাবতার, নবদ্বীপের সংস্থান, বৈভবাদি, পরিকরগণের গৃহাদি।

নবদ্বীপনামের মহিমা—

ভট্ট কহে—নবদ্বীপ নাম যেই লয়। প্রেমানন্দ-সিন্ধু তার হৃদয়ে উদয়॥ কাম লাগি নাম যদি লয় একবার। কাম পূর্ণ হয় ভক্তি বাঢ়েত তাহার॥ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নাম লয় নবদ্বীপ। অবিলম্বে পায় সেই গৌরাঙ্গ-সমীপ॥ পুনর্বার জন্ম তার না হয় সংসারে। নবদ্বীপ নাম লৈয়া যেই জন মরে॥ সংকীর্ত্তনানন্দ-মধ্যে রহে সেই জন। সেই-জনের নাম হয় ভুবন-তারণ॥ পুত্রভাবে নাম যদি রাখে নবদ্বীপ। সেহ অন্তে যায় শ্রীচৈতন্য-সমীপ॥

গৌরধাম-দর্শনের ফল—একবার সেধাম যে দেখয়ে নয়ানে। ব্রহ্ম-ইন্দ্র-পদ সেই তুচ্ছ করি মানে॥ প্রেমানন্দ-নীরে নেত্র হয়ত পূর্ণিত। হাসে কাঁদে নাচে, হয় দেহ রোমাঞ্চিত॥ তাহার দর্শন করে যেই যেই জন। সেইজন পায় গৌরের প্রেমামৃতধন॥

নবদ্বীপ-স্পর্শনের ফল--সে ধুলায় ধূসর করয়ে যেই তনু। সাধ্যসাধন নাহি মানে গৌর বিনু॥ ভাব হাব হেলাদি যে ভাব-ভূষণ। হেন ভাবভূষাতে মণ্ডন সেই জন॥ গৌরাঙ্গের প্রেমতত্ত্ব-মর্ম সেই জানে। গৌরভক্ত সঙ্গে সদা করয়ে কীর্ত্তনে॥ গৌরচরণ-পদ্ম সদা সেবে সুখে। বৈকুণ্ঠাদি পদপ্রাপ্তি তুচ্ছ মানে তাকে॥

নবদ্বীপ-বাসের ফল—স্পর্শ কহিল, কহি যেবা করে বাস। ব্রহ্মা আদি দেব তার সদা হয় দাস॥ সে সকল লোকের আশ্রয় করে যে। অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পায় সে॥ নবদ্বীপ-বাসীর আশ্রয় করে যারা। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারে তারা॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি হয় করস্থিতা। অন্য নাহি কহে লোক বিনা প্রেমকথা॥ অবিলম্বে পায় সভে সংকীর্ত্তনানন্দ। আপন সেবন তারে দেন গৌরচন্দ্র॥ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা চাহে যেই জন। নবদ্বীপ-বাসে তাহা পায় সেই জন॥ জন্ম বা মরণ তাতে হয়েত যাহার। সেজন করয়ে সর্ব ব্রহ্মাণ্ড-নিস্তার॥ পুত্রধনজন-লোভে যদি করে বাস। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তার পূর্ণ করে আশ॥ শেষে নিজপাদপদ্ম-নিকটে রাখিয়া। প্রেমভক্তি দেন তারে পূর্ণিত করিয়া॥

নবদ্বীপশতক—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীতে আরোপিত এই গ্রন্থ খানিতে ১০২টি শ্লোক আছে। শ্রীনবদ্বীপধামের মহামহিম-সূচক, এই শতকের ভাব ও ভাষা প্রায়ই শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের অনুরূপ, কোনও কোনও স্থলে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের শ্লোকই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন-সংঘটনে ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত একশত শতকে লিখিয়াও যাঁহার ভাষা বিরামলাভ করে নাই—এই নবদ্বীপশতকের একশত শ্লোক লিখিতে তিনি যে স্বকৃত গ্রন্থ হইতেই যৎসামান্য পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অভিপ্রেত কার্যটি করিয়াছেন—একথা সহজে বিশ্বাস্য নহে। মনে হয়, কোনও মহাশয় ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপের গুণ-গরিমায় সমাকৃষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনীয় মহামহিম-সূচক এই শতকগুলি দেখিয়া সেই ভাবে ও ভাষায় সমতা বিধান করত এই গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীপাদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। দুই তিনখানা পাণ্ডুলিপি না দেখিলে সন্দেহ-নিরসন হইবার উপায়ও নাই। রচনার আদর্শ—নমামি তদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রলীলাং. নমামি গৌরস্থল-চিদ্বিভূতিম্। নমামি গৌরাঙ্গপদাশ্রিতাস্তান্, নমামি গৌরং করুণাবতারম্॥ ৮৩

শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদঠাকুর ইহার পয়ারে সরল অনুবাদও করিয়াছেন। আদর্শ—অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। দেখিব সে মিশ্রাবাস অতুল জগতে॥ দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্ বিস্তৃতি। দুর্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি॥ নাহি চাই কাশীবাস, গয়াপিণ্ডদান। মুক্তি শুক্তিসম, কিবা বর্গ আন॥ রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে। শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে॥ ৯৯—১০০

নবরত্ন—শ্রীহরিরামব্যাসজি - কৃত বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ। ইহাতে নব প্রমেয় স্বীকৃত ও বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য শ্রীমাধবের কৃপাপাত্র। প্রথমতঃ গুরু-প্রণালীর উদ্দেশ, তাহাতে শ্রীমাধ্বসংপ্রদায়ভুক্তির কথা পাওয়া যায়। তৎপরে শ্রীমধ্ব-সম্মত 'হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ' ইত্যাদি নব প্রমেয় যথাযথ স্বীকার করত বেদপুরাণাদির সাহায্যে উহাদের যুক্তিমত্তার বিচারাদি এবং অন্তে—'নবরত্নময়ীমেতাং মালাং কণ্ঠে বহন্ বুধঃ। সৌন্দর্যাতিশয়াৎ কৃষ্ণো দৃশ্যতাং প্রতিপদ্যতে॥ ৫৬॥

নাটকচন্দ্রিকা—শ্রীপাদশ্রীরূপ বিদগ্ধ-মাধব ও ললিতমাধব নাটকদ্বয়ের লক্ষণ, উদাহরণ ও লক্ষ্য-বিষয়ের সমন্বয়-জন্য 'নাটকচন্দ্রিকা'-নামে এই নাট্যশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ললিতমাধবে নাটকের প্রায় প্রত্যেক লক্ষণই সুব্যক্ত থাকায় শ্রীরূপচরণ এই নাটকচন্দ্রিকার উদাহরণে প্রায়শঃই ললিতমাধবের উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকর বিচার-পূর্বক সাহিত্যদর্পণীয় প্রক্রিয়া ভরতের সহিত মতানৈক্যে পরিত্যাগ করত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে নাটকলক্ষণ, দিব্য, দিব্যা-দিব্য ও অদিব্য—নায়ক তিন প্রকার; খ্যাত, মিশ্র ও কল্প্ত-ভেদে ত্রিবিধ ইতিবৃত্ত, প্রস্তাবনা; আশীর্বাদ, নমস্ক্রিয়া ও বস্তুনির্দেশ-ভেদে ত্রিবিধ নান্দী, প্ররোচনা; কথোদ্‌ঘাত, প্রবর্ত্তক, প্রয়োগাতিশয়, উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিত-ভেদে পঞ্চবিধ আমুখ; সন্ধি, বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং প্রধান কার্য ও অঙ্গকার্য—এই পঞ্চ প্রকৃতি; আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম—এই পঞ্চবিধা অবস্থা; মুখ, প্রতি-মুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি-ভেদে পঞ্চ সন্ধ্যঙ্গ, দ্বাদশ-বীজভেদ, ত্রয়োদশ প্রতিমুখসন্ধিভেদ, চতুর্দশ নির্বহণ-সন্ধিভেদ, একবিংশতি সন্ধ্যন্তর, ৩৬ ভূষণভেদ, ৪ পতাকা-

স্থান, বিষ্কম্ভক, চূলিকা, অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার, প্রবেশকাদি অর্থোপক্ষেপকসমূহ; স্বগত, প্রকাশ, জনান্তিক প্রভৃতি নাট্যোক্তিসমূহ, অঙ্কের স্বরূপ, গর্ভাঙ্ক-স্বরূপ, অঙ্ক-সংখ্যা, নাটকের রস, সংস্কৃত ও প্রাকৃত আদি ভাষা-বিধান—ভারতী প্রভৃতি বৃত্তি-চতুষ্টয়, নর্ম ও তদ্‌বিভেদ প্রভৃতি বিষয় ইহাতে লক্ষণ ও উদাহরণ সহ বর্ণিত হইয়াছে।

নাটকচন্দ্রিকা টীকা—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ নাটকচন্দ্রিকারও এক টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু ইহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিনা।

নাম-দ্বাদশকম্———শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য-রচিত দ্বাদশ-নামাত্মক স্তোত্র-বিশেষ। (১) শ্রীগৌরাঙ্গ-দ্বাদশ নাম, (২) শ্রীনিত্যানন্দ-দ্বাদশ-নাম, (৩) শ্রীঅদ্বৈত-দ্বাদশনাম এবং (৪) 'শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিনাং রতি-জনক-দ্বাদশনাম' প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য।

নামবিংশতি-স্তোত্রম্—শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহা-প্রভুর ২০টি নাম।

নামবিরুদাবলী—(বৃন্দাবনীয় রাধা-দামোদর-গ্রন্থাগারের পুঁথি) ইহাতে বিরুদ-কাব্যের কোনই লক্ষণ নাই। হরিভক্তিবিলাসের (১১।৩২৫—৫২৭) নামমাহাত্ম্য-প্রকরণের প্রায়শঃ শ্লোকাবলির উদ্ধারে ইহার রচনা হইয়াছে। ২৬১ শ্লোকের মধ্যে প্রারম্ভে ১৪ ও অন্তিমের দুইটি শ্লোক কেবল সঙ্কলয়িতার রচনা। 'কিশোরী-অলী' ইহার সংগ্রাহক—মনে হয় ইনি শ্রীরাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ী।

প্রারম্ভে—বন্দেঽহং ভক্তিকর্পূর চামীকর-করণ্ডকম্। হরিবংশার্য মার্যাণাং চূড়ামণিমহর্নিশম্॥ ১॥ বংশীসখীস্বরূপং পরমানন্দাম্বুধৌ মগ্নম্। নানাভাব-রসজ্ঞং শ্রীহরিবংশং সদা ধ্যায়ে॥ ২॥ দ্রব্যদেশাত্মনাং নিত্য-মশুদ্ধত্বাৎ কলৌ যুগে। ন কর্ম ফলদং কিঞ্চিদিত্যাহুশ্চ মনীষিণঃ॥ ৪॥ জ্ঞানঞ্চ দুষ্করং পুংসাং কলিকালে বিশেষতঃ। বহুজন্মশতৈস্তদ্ধি কশ্চিজ্জায়তে ক্বচিৎ॥ ৫॥ ন চ তাভ্যামপি জ্ঞান-কর্মাভ্যাং প্রাপ্যতে হরিঃ। তস্মাদেতদ্দ্বয়ং ব্যর্থং স্যাদিত্যেব মতং মম॥ ৬॥ ইত্যাদি-যুক্তিতঃ সম্যঙ্ নাম্নৈব পরমা গতিঃ। অতোঽত্র নাম-মাহাত্ম্যং স্ফুটং সংগৃহ্যতে ময়া॥ ১৩॥

উপসংহারে—জগন্নাথেন রচিতা পুরাণ-বচনৈঃ শুভা। শ্রীকৃষ্ণমালেয়ং সৎকণ্ঠেঽস্ত চিরং স্থিরা॥ ২৬০॥ মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তু-মনীশ্বরাঃ। মানবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুণ্ণধীর্ভজে॥ ২৬১॥

ইতি নামবিরুদাবলী কিশোরী অলী-কৃতা সমাপ্তা॥

শ্রীনামামৃতসমুদ্র—প্রসিদ্ধ শ্রীনরহরি-(ঘনশ্যাম)-দাস-কর্তৃক সংকলিত। ইহাতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী বহু বৈষ্ণব মহাজনের নাম সমাহৃত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। ইহারই সংক্ষিপ্ত আকারে 'সপার্ষদ গৌরাঙ্গ-বন্দনা'-নামক প্রবন্ধটি মুদ্রিত আধুনিক সাধককণ্ঠমালা প্রভৃতিতে দেখা যাইতেছে।

নামামৃতসার—(হরিবোলকুটীর ৫২) ৩৬-পত্রাত্মক পুঁথি। জেলা বর্দ্ধমান, মোকাম বাকুণ্ডার মালিয়াড়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীদামোদর নৃপ-কৃত সংগ্রহ। ১৭৮১ শাকের লিপি। ইহাতে পাঁচটি বিভাগ আছে। পুরাণবচন-প্রামাণ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচনা। প্রথম বিভাগে—নাম-কীর্ত্তন-নিরূপণ, নামের পাপহন্তৃত্ব, রোগ-নাশকত্ব ও যমভীতি-হরত্বাদি। দ্বিতীয়ে—হরিনামের অতিপাবনত্ব, মহাযজ্ঞফল-প্রদত্ব, তীর্থাভিষেক-বেদাধ্যয়ন - তপঃ - যজ্ঞ-সর্বকাম-ফলপ্রদত্বাদি, কর্মসাদ্‌গুণ্যকরত্ব, কর্মস্পৃহাহরত্ব ও কর্মকৃন্তনত্বাদি। তৃতীয়ে—নামের মোক্ষদত্বাদি। চতুর্থে—ভক্তিপ্রদত্ব, জীবন্মুক্তকারিত্ব, ভগবদ্বশিকারিত্ব, নামোচ্চারণে দেশকালাদির নিয়মাভাব, শ্রীকৃষ্ণনামের উচ্চারণে সর্বথা মুখ্যফলত্বাদি। পঞ্চমে—শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-নামের ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণ-নামোচ্চারণের প্রতিবর্ণে ফল, নামা-পরাধ-কথন ও ভঞ্জন, ভক্তলক্ষণাদি।

নামার্থসুধা—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে ১৪৯-তম অধ্যায়ে ১৪৩টি শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম বর্ণিত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের সংবাদ-বর্ণনমুখে ইহা কীর্ত্তিত। বক্তা—ভীষ্ম আর শ্রোতা যুধিষ্ঠির। কথিত আছে যে তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ (শঙ্কর, রামানুজাদি) শ্রীভগবদ্‌গীতা ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম হইতে নিজ নিজ

মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না; তজ্জন্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল আচার্যই এই দুই গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণও সহস্র-নামের ভাষ্যরূপে এই নামার্থসুধা প্রণয়ন করিয়াছেন। ১—১৩ শ্লোকে অবতরণিকা, ১৪—১১০ শ্লোকে সহস্রনাম এবং ১২১—১৪২ শ্লোকে ফলশ্রুতি। কোনও কোনও নাম পুনরাবৃত্ত হইলেও এই ভাষ্যে ঐ ঐ নাম বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যটি অতি প্রাঞ্জল।

নায়িকারত্নমালা—সঙ্কলিত পদ-কাব্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ৬৪ প্রকার নায়িকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ৭ জন কবির ৬৪টি পদও ইহাতে সমাহৃত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর-কৃত ৪৫, শশিশেখর-কৃত ১৩, মনোহর দাসের ২ এবং অন্যান্য ৪ জনের এক একটি পদ আছে। সংস্কৃত পদ-সংখ্যা—৩। অভিসারিকাদি অষ্ট নায়িকার প্রত্যেকেরই আবার অষ্ট বিভেদ করিয়া উদাহরণ-স্বরূপ এক একটি পদ দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর অনুযায়ী অষ্ট নায়িকার বিভেদ বর্ণিত হইলেও ইহাতে নূতনত্ব যথেষ্ট আছে। কেবল যে রসশাস্ত্র-নির্দিষ্ট অষ্টবিভেদ-যুক্ত অষ্ট নায়িকার পরিচয়ই ইহাতে আছে, তাহা নহে; পরন্তু বহু অপ্রকাশিত পদাবলীর সমাবেশেও গ্রন্থটি সাহিত্য-সেবকদের যথেষ্ট আস্বাদ্য ও প্রয়োজনীয়। অভিসারিকার অষ্ট বিভেদ যথা—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা, উন্মত্তা ও সঞ্চরা (অসমঞ্জসা)। এই সঙ্কলয়িতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; কেবল বন্দনাশ্লোকে তিনি যে 'কৃষ্ণকিঙ্করের শিষ্য' তাহাই বুঝা যায়।

নারদপঞ্চরাত্র——সংস্কৃত বুকডিপো হইতে প্রকাশিত সংস্করণকে 'জ্ঞানামৃতসার' বলা হইয়াছে। বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ 'ভরদ্বাজ-সংহিতা'র সহিত ইহার মিল নাই। ইহা চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং ইহাতে প্রপত্তি মার্গের লক্ষণাদি ও ক্রিয়াকলাপাদি বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানামৃতসারে কিন্তু পাঁচটি অধ্যায়—পরমতত্ত্বজ্ঞান, মুক্তিপ্রদজ্ঞান, ভক্তিপ্রদজ্ঞান, সিদ্ধিপ্রদ যোগসম্ভূত জ্ঞান এবং তামসিক জ্ঞান। ভক্তিরসামৃতে (১।২।১১, ১৩), লঘুভাগবতামৃতে (১৪৭), হরিভক্তিবিলাসে, (প্রায় প্রতি বিলাসে, মোট ৩১ বার) ইহার উদ্ধার আছে। বর্ত্তমানে প্রকাশিত সংস্করণে কিন্তু বহু শ্লোকই পাওয়া যায় না। বৃহতত্ত্বাদি প্রাচীন পঞ্চরাত্র-সুলভ তত্ত্বও ইহাতে নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ আলোচিত হইয়াছে। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ে ইহার যথেষ্ট সমাদর দেখা যায়। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীগুরু শঙ্করের নিকট হইতে নারদ এই জ্ঞানামৃততত্ত্ব লাভ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ মন্ত্র, নাম ও স্তোত্র-কবচাদির উপদেশও আছে। (Vide Schrader's 'Introduction to Pancharatra').

শ্রীনারায়ণভট্ট-মঙ্গল—শ্রীলাড়িলীদাসকৃত। এই পদটি বর্ষানায় সমাজ গানের প্রারম্ভে গীত হয়। আরম্ভ—'শ্রীনারায়ণভট্টকী বল যাউঁ।'

নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী——১৬০০ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যায় শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় ইহার রচনা শেষ করিয়াছেন। তিনি এই কাব্যরত্নে যে নিকুঞ্জকেলিবিলাসাদির লীলাসূত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি রসাল ও চিত্তচমকপ্রদই হইয়াছে। স্বরূপ-পরিচায়ক স্তুতি দ্বারা এই স্তুতিকাব্যে কবি যে ধীরললিত নায়কোচিত গুণরাজির যথেষ্ট পরিবেশন করিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই সুরসিক কাব্যরসপিপাসুদেরই আস্বাদ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে যাঁহারা রাগানুগামার্গে শ্রীরাধামাধবের ভজন করিতেছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের সাহায্যে, অনুশীলনে ও আস্বাদনে প্রতিপদেই পরম প্রেমানন্দ লাভ করিবেন—সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীতে নানাজাতীয় পাঠকের বিভিন্ন রুচির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পূতনাবধাদি লীলারও সমাবেশ রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ অন্য কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া কেবল নিভৃত নিকুঞ্জলীলার পরম মনোজ্ঞ ছবিই অঙ্কিত করিয়াছেন। কাজেই কবি

স্বয়ং নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের আলোচনায় বাহ্যান্তর-সাধনদ্বয়সম্পন্ন রসিক ভক্তগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং ইহার সেবায় শ্রীশ্রীযুগলকিশোরেরও প্রসন্নতা লাভ হইবে।

নিকুঞ্জকেলী-বিরুদাবলীয়ং নিকুঞ্জ-কেলী-রসিক-প্রসাদম্। স্বকীর্ত্তি-নৈপুণ্যজুষে প্রদত্তে স্বকীর্ত্তি-নৈপুণ্য-পুষে জনায় ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামির কাব্যরসলুব্ধ সজ্জনগণ ইহাতেও তজ্জাতীয় আস্বাদনা ও উন্মাদনা পাইবেন—সন্দেহ নাই। এই বিরুদের স্থল-বিশেষের রচনা শ্রীপাদ শ্রীরূপ হইতেও সমধিক চিত্তাকর্ষক ও জাজ্বল্যমান হইয়াছে—তাহা ক্রমে ক্রমে নিবেদন করিতেছি।

ক। প্রিয়ায়া গচ্ছন্ত্যাঃ স্বয়মনুপলব্ধো বন-পথং, পরিস্ফুর্বন্ পুষ্পৌর্ঘনবিটপ-বল্লীর্বিঘটয়ন্। স্বপাণিভ্যাং লুম্পন্ নিজচরণ-চিহ্নং চলতি য,-স্তদগ্রে তং নৌমি প্রণয়-বিবশং ত্বাং গিরিধরম্ ॥ ১২ ॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ভাব-প্রকটনে প্রিয়তমার অলক্ষিত-ভাবে গমনের ঔৎসুক্য, বনপথের কুশকঙ্করাদির পরিষ্কৃতি, ঘন ঘন বল্লীবিটপাদির অপসারণ, বিশেষতঃ স্বকীয় চরণচিহ্নের বিলোপ-সাধন ইত্যাদি ব্যাপার-পরম্পরা সহজ প্রীতিরই পরিচায়ক।

খ। উন্নীতবামকরপদ্মধৃতাগ্র-শাখাং, রাধাং বিলোক্য কুসুম-প্রচয়ৈকতানাম্। পশ্চাদ্ বিবর্ত্তিতমুখাং সহসা বিধিৎসু,-র্বংশীং স্মরন্ জয়তি গূঢ়তনুর্মুকুন্দঃ ॥ ৪২ ॥

এই শ্লোকেও শ্রীরাধার তাৎকালীন প্রিয়সঙ্গজ ভাববিকার-দর্শনের অভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিত-নায়ক-যোগ্য পরিহাস-বিশারদত্ব, বিদগ্ধত্ব প্রভৃতি গুণই পরিবেশিত হইয়াছে।

গ। খণ্ডিতা নায়িকার বর্ণনা দিতেছেন—

স্খলদ্ঘূর্ণাপূর্ণারুণ-নয়নমাকীর্ণচিকুরং, নবালক্তারক্তালিকমধর-সক্তাঞ্জন-রসম্। প্রগে রাধা বাধাপ্রকুপিতসখীতর্জ্জিত-মলং, হরিং ঘুঞ্জে কুঞ্জে হৃদি কমপি ভাবং দধতি তম্ ॥ ৫২ ॥

এইরূপে কবি ৫৩তম শ্লোকে শ্রীরাধার মানের ইঙ্গিত দিয়া পরবর্ত্তী বিরুদে মানের প্রকার ও তৎপ্রশমন বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘ। সুরত-সমরে উৎসাহ-সূচক বাদ্যের বর্ণনা করিতেছেন—

ঝনজ্ঝনদিতি শ্রুতিপ্লুতিমিতা রতে কিঙ্কিণী,সনৎসনদিতি স্বনাশ্বসিতি সন্ততির্বাং মুহুঃ। ভ্রমদ্ভ্রমরসংভ্রমা প্রচল সৌরভালির্বিভো, ঝলজ্ঝলতি ভাতু মে হৃদয়-সম্পুটে রত্নবৎ ॥ ৫৮ ॥

ঙ। শ্রীল বিশ্বনাথের সাপ্তবিভক্তিকী কলিকাটী শ্রীপাদ শ্রীরূপের কলিকা হইতেও অধিকতর সহজ—

(১) মুখবিধুরিষ্টঃ সুদৃগভিমৃষ্টঃ স্মরমদধৃষ্টঃ স ভবতু দৃষ্টঃ। (২) গুণমভিধেয়ং তমপরিমেয়ং জগতি সুগেয়ং রটতি বরেয়ম্ ॥ ইত্যাদি

চ। শ্রীকৃষ্ণহস্তে শ্রীরাধার গণ্ডদ্বয়ে মকরিকা-রচনার সুন্দর চিত্র কবি অঙ্কিত করিতেছেন—

স্বীয়ং কৌশল-সূচকেন কুটিলালোকেন কীর্ণোপ্যলং, কুর্বন্নেব কপোলয়োর্মকরিকে গান্ধর্বিকায়াশ্চিরম্। প্রস্বিন্নাঙ্গুলিরাদিশ প্রভুবর ত্বং মাং কৃপাবারিধে, যেন ত্বামভিবীজয়ানি বলিতানন্দাশ্রু স-প্রেয়সীম্ ॥ ৬৬ ॥

বিশ্ববরেণ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর নিকুঞ্জকেলিরস-রহস্যপরিপূরিত 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী'র রচনা করিয়া বিরুদ কাব্যের কাঠিন্যবোধ স্থগিত করিয়া যে এক অপার্থিব বিমল আনন্দ-ধারায় সামাজিকগণের চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়াছেন—তাহা বস্তুতঃই অননুভূতপূর্ব এবং অতুলনীয়। এই কাব্যখানি আমাদের হস্তগত না হইলে হয়ত আমরাও অন্যান্য সমালোচকদের ন্যায় বলিতাম যে বিরুদ কাব্য সাধারণ অনুপ্রাসাত্মক শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কাব্যবিশেষ; কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথের কৃপায় এক্ষণে বেশ বুঝিয়াছি যে 'শালকাঠ নিংড়াইলেও মধুর রস পাওয়া যায়।'

নিকুঞ্জরহস্যস্তব—শ্রীপাদ শ্রীরূপ নিকুঞ্জবিলাস-বর্ণনাত্মক ৩২টি শ্লোকে নিবদ্ধ এই স্তব নির্মাণ করিয়াছেন। যাঁহারা পার্থিব রূপরসাদির ভোগ-বিতৃষ্ণ হইয়া মানব কিম্বা পশুপক্ষী প্রভৃতিরও প্রচার-বিহীন শ্রীবৃন্দা-রণ্যের নিভৃত কুটীরে বাস্তব্য করত নিরন্তর শ্রীগুরুকৃপালব্ধ অন্তশ্চিন্তিত দেহের স্মরণমননে অষ্টযাম যাপিত করিতেছেন—তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে স্মরণোপযোগী নিভৃতনিকুঞ্জবিলাসাবলির যথাকথঞ্চিৎ দিগ্ দর্শনমাত্র এই পুস্তিকাতে সম্পুটিত হইয়াছে।

প্রাকৃত জড় ইন্দ্রিয়বাদিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ সর্বথাই অস্পৃশ্য। নিভৃত নিকুঞ্জের রসরহস্য নির্যাস-পরিপূরিত এই গ্রন্থখানি গোপী-আনুগত্যে শুদ্ধ ব্রজোপাসকগণেরই নিত্য আস্বাদ্য ও আলোচনীয় পরমাদরণীয় কণ্ঠহার। শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভু ১৮২৪ শাকে 'রহস্যার্থ-প্রকাশিকা'-নামে এক টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থকারের নিগূঢ় আশয় অনেকটা নিষ্কাসন করিয়াছেন। শ্রীবংশীদাস ঠাকুর মহাশয় ইহাকে বঙ্গভাষায় ত্রিপদীছন্দে অনুবাদিত করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীগোবর্দ্ধনভট্ট গোস্বামিপাদ সত্যসত্যই বলিয়াছেন—

কিং শাস্ত্রৈর্বিবিধৈর্মনোভ্রমকরৈ-র্দ্বেষাদি-দোষাকরে, সংসারে পরিণাম-তোঽতিবিরসে বংভ্রম্যসে মোহতঃ। রাধামাধব-কেলিবর্ষবিপুলং শ্রীকৃষ্ণ-তৃষ্ণাকুলং, রূপগ্রন্থচয়ং বিলোকয় সখে! পথ্যং চ তথ্যং ব্রুবে॥ [স্তোত্র ৩৬]

নিত্যানন্দপ্রভোরৈশ্বর্যামৃতকাব্যম্—(পাটবাড়ী পুঁথি বি ৯) শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের রচনা বলিয়া লিখিত (১২৬০ সালের লিপি)। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিবিধ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যাদির বর্ণনা-প্রসঙ্গে তদীয় প্রকৃতিস্বরূপেরও বর্ণনা আছে। সংস্কৃত বিবিধ ছন্দে ১২৮ শ্লোকে রচিত। 'রসকল্পসারতত্ত্ব'-নামক তাঁহাতে আরোপিত আর এক গ্রন্থেও (পাটবাড়ী পুঁথি বি ৪৬) ঐ জাতীয় কথাই বিবৃত হইয়াছে।

নিত্যানন্দভাষ্য--শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরামরায়জি-প্রণীত ; শ্রীশিক্ষাষ্টকের ভাষ্য।

নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার—-শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরে আরোপিত। ইহাতে (১) বীরচন্দ্রাবতার, (২) বীরচন্দ্র প্রকাশ, (৩) বীরচন্দ্রের বংশ-প্রকাশ, (৪—৫) মা জাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন এবং (৬) শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণ—এই ছয়টি স্তবক আছে।

নিমাইসন্ন্যাস—নদীয়া ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামি-কর্ত্তৃক রচিত বাঙ্গালা গীতিকাব্য।

নির্ণয়-সংগ্রহ—রাজা প্রতাপরুদ্রে আরোপিত গ্রন্থ, অপ্রকাশিত।

নৃসিংহপরিচর্যা (হ ১৩।২৯২) শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য-প্রণীত বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ। ইহাতে একাদশ পটল (অধ্যায়) আছে। প্রথম পটলে—দীক্ষা-বিষয়ক বিচারাদি, দ্বিতীয়ে—পুরশ্চরণ, একাদশী ব্রত, অরুণোদয়-বিচার, দশম্যাদি-কর্ত্তব্য, পারণ-ব্যবস্থা। তৃতীয়ে—অষ্ট মহাদ্বাদশী, অর্দ্ধরাত্রবেধ সমাধান। চতুর্থে—জন্মাষ্টমী-কৃত্য, শিবরাত্রিব্রতাদি। পঞ্চমে—নৃসিংহোপাসনা, পবিত্রারোপণ, দমনকারোপণ-বিধি। ষষ্ঠে—শয়নৈকাদশী, চাতুর্মাস্য ব্রতাদি। সপ্তমে—মাঘস্নান, দোলোৎসব, কার্ত্তিকব্রত, অক্ষয়নবমী, ভীষ্মপঞ্চক, চক্রাদিধারণ। অষ্টমে—ভগবদর্চ্চনা, কেশবাদিমূর্ত্তিভেদ, শালগ্রাম-শিলাতত্ত্বাদি। নবমে—বৈষ্ণব-কৃত্যাদি। দশমে—বিবিধ আসনে ভগবৎপূজা, তুলসী-চয়নবিধি, বিহিত-নিষিদ্ধাদি। একাদশে—বৈশ্বদেবাদিবিধি, প্রসাদ-ভোজনাদির বিচার, জপ, মালা, মন্ত্রোদ্ধার-নিয়মাদি। শ্রীসনাতনপ্রভু স্থলে স্থলে এই গ্রন্থের মত নিয়াছেন।

ন্যায়ামৃত—(লঘুতোষণী ১০।৮৭।২) মাধ্বসম্প্রদায়ী ব্যাসতীর্থ-কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ। তত্ত্বসন্দর্ভে ও পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনীতে ইহার উদ্ধৃতি আছে।

প

শ্রীপণ্ডিতগোস্বামি-শাখানির্ণয়ামৃত—শ্রীযদুনাথ দাস-কৃত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২শ পরিচ্ছেদে শ্রীগদাধর শাখার মধ্যে গণিত ৩২ জন হইতেও অধিক কয়েক মহাত্মার নাম সমাহৃত হওয়ায় এই পুস্তিকাটি মূল্যবান্। এই তালিকায় উক্ত মহাত্মগণ কেহ কেহ বা শ্রীগদাধরের শাখা [শিষ্য], কেহ উপশাখা [অনুশিষ্য], কেহ বা আশ্রিত।

(১) ধ্রুবানন্দ, (২) শ্রীধর, (৩) ভাগবতাচার্য [কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী] (৪) হরিদাস ব্রহ্মচারী, (৫) অনন্ত আচার্য, (৬) কবিদত্ত, (৭) নয়নানন্দ মিশ্র, (৮) গঙ্গামন্ত্রী, (৯) মামুঠাকুর, (১০) শ্রীকণ্ঠাভরণ, * (১১) অচ্যুতানন্দ, (১২) শ্রীভূগর্ভগোস্বামী,

(১৩) ভাগবত দাস, (১৪) বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, (১৫) বল্লভচৈতন্য, (১৬) শ্রীনাথ পণ্ডিত, (১৭) উদ্ধব দাস, (১৮) জিতামিত্র, (১৯) কাষ্ঠকাটার শ্রীজগন্নাথ দাস, (২০) শ্রীহরিদাস আচার্য, (২১) সাদিপুরীয়া গোপাল, (২২) শ্রীহর্ষ মিশ্র, (২৩) ব্রজ লক্ষ্মী-নাথ, (২৪) বঙ্গবাটীচৈতন্যদাস, (২৫) শ্রীরঘুনাথ, (২৬) শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, * (২৭) জয়ানন্দ [শ্রীচৈতন্যবিলাস বা মঙ্গল], (২৮) অমোঘ পণ্ডিত, *(২৯) মাধব আচার্য, * (৩০) গোপাল দাস, * (৩১) শ্রীমধুপণ্ডিত, * (৩২) শ্রীচন্দ্রশেখর, * (৩৩) বক্রেশ্বর পণ্ডিত * (৩৪) দামোদর পণ্ডিত, * (৩৫) স্বরূপদামোদর, * (৩৬) অনন্তাচার্য [দ্বিতীয়], * (৩৭) কৃষ্ণদাস, * (৩৮) পরমানন্দ ভট্টাচার্য, * (৩৯) ভবানন্দ গোস্বামী, (৪০) যদুনাথ (গাঙ্গুলী) চক্রবর্ত্তী, (৪১) পুষ্পগোপাল, (৪২) কৃষ্ণদাস ব্রহ্ম-চারী, * (৪৩) লোকনাথ ভট্ট, * (৪৪) অনন্তাচার্য [গঙ্গাতীরবাসী], (৪৫) [মঙ্গল] বৈষ্ণব দাস, * (৪৬) গোবিন্দ আচার্য, * (৪৭) অক্রূর ঠাকুর, * (৪৮) সঙ্কেত আচার্য, * (৪৯) রাজা প্রতাপরুদ্র, * (৫০) আচার্য কমলাকান্ত, * (৫১) শ্রীযাদবাচার্য, * (৫২) 'আয়রোল'-গ্রামী বল্লভ ভট্ট, * (৫৩) নারায়ণ পড়িহারী, * (৫৪) হৃদয়ানন্দ, (৫৫) চৈতন্যবল্লভ, (৫৬) হস্তিগোপাল। [শ্রীচরিতামৃতে ৩২ জন, এস্থলে তদতিরিক্ত ২৪ জন পাওয়া গেল। (১১) অচ্যুতানন্দ যে পণ্ডিত-গোস্বামির আশ্রিত, তাহা গৌর-গণোদ্দেশ (৮৭) এবং চৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য ৪।২০৬) 'গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান' এই উক্তিদ্বয়ই প্রমাণ। (৩০) ভক্তিরত্নাকর (১০২১ পৃঃ বহরমপুর-সং) 'গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য আর। গোসাঞি গোপাল দাসাধিক অধিকার॥' (৩১) (ঐ ১০১২ পৃঃ) 'শ্রীগোপী-নাথাধিকারী শ্রীমধুপণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য—এ বিদিত॥' (৩৯) শ্রীমধুপণ্ডিতের সতীর্থ **ভবানন্দ**। গোপীনাথ-সেবায় যাঁহার মহা-নন্দ॥ ঐ]

তৎপরে—শ্রীলশ্রীগৌরচরণ- সেবা-সুখবিলাসিনঃ। পণ্ডিতস্য গণাঃ সর্বে **শৃঙ্গারার্থ-কলেবরাঃ**॥ (৫৯) ইতি শ্রীযদুনাথদাসকৃত-শ্রীমৎপণ্ডিত-গোস্বামিগণ-শাখানির্ণয়ামৃতং সমাপ্তম্॥

পতিতপাবনাবতার— শ্রীবলরামদাস মাধবীকৃত শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর মহিম-সূচক গ্রন্থ (গৌরাঙ্গসেবক ৭।৬)।

শ্রীপতিতপাবনাষ্টকম্—— [প্রবাদ আছে যে কোনও উৎকলীয়া হিন্দু মাতার গর্ভে মুসলমান পিতার ঔরসে এই অজ্ঞাতনামা কবির জন্ম হয়। ইনি মুসলমান ধর্মে অতৃপ্ত হইয়া মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে মাতা হিন্দুরমণী, এক্ষণে পতিতা; তাঁহাদের উপাস্য —শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, তাঁহার কৃপার উপরে সকলের দাবী আছে, যেহেতু তিনি পতিতপাবন। মাতার মুখে এই কাহিনী শুনিয়া কবি জগন্নাথের সিংহদ্বারে গিয়া নিম্নলিখিত অষ্টকটি পাঠ করিয়া পতিতপাবনজিউর দর্শন লাভ করেন। তদবধি দ্বারে শ্রীজগন্নাথ পতিতপাবনরূপে অবস্থান করিতেছেন।] মতান্তরে ইহা সালবেগ-রচিত।

সচিন্ত ইব লক্ষ্যসে সপদি মে চরিত্রং স্মরন্, পরং কলিতসাহসঃ পতিত-পাবনত্ব-ব্রতাৎ। ন মামগণয়ঃ পুরা ন হি বিচারকালোঽধুনা, ব্রতং বিসৃজ বাথবা বরদ পাবয়েনং জনম্॥ ১॥ ন রাঘব! স বায়সো ন খলু কৃষ্ণ! চৈদ্যোঽস্ম্যহং, ন খল্বহম-জামিলো নরকনাশ নারায়ণ! প্রধানমপরাধিনাং পরিবৃঢ়ঞ্চ মাং পাপিনং, ক্ষমাজলনিধে! বিদন্ সপদি সাবধানো ভব॥ ২॥ যদুগ্রদঘলেখনা-কলন - জাগ্রদগ্রাঙ্গুলি - মিল-প্রখর - লেখনী - মুখবিঘাতবীতোত্তমাঃ। অগং কিল ললজ্জিরে সপদি চিত্র-গুপ্তাদয়ঃ, স এষ পতিতাগ্রণী সদয় রক্ষ দক্ষোঽসি চেৎ॥ ৩॥ বিদন্নপি হৃদন্তরে প্রতিপদং যদংহঃকৃতে, যতে যদুপতে ন তে বিফলতা ব্রতে স্যাদিতি। যতোঽসি জগতো গুরুঃ স্মৃতিনিষেধতস্তে ততো, ন নাম চ ভজামি যত্তথ বৃথা ক্রুধং মা কৃথাঃ॥ ৪॥ অনন্ত! যদঘাবলী-গননে-সাধনাত্মকৈ,-র্নিজে দুরিত-মণ্ডলে নিখিল-সাক্ষিভির্নেক্ষিতে। জনা জগতি নির্ভয় জয় জয়েতি জল্পন্ত্যমুং, প্রভো! খল-ধুরন্ধরং পতিতপাবন-শ্চেদব॥ ৫॥ অনেক-পতিতাধি-পানবতি চক্রবর্ত্তী যথা, নৃপানয়মসজ্জনঃ পতিতপাবনত্বেন হু। ইতি প্রতি-দিশং খলাঃ পতিতপাবনং মাং বিদু,-র্ন পাবয়সি চেৎ ফলং নহু,

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুল্লিখিত।

ভবেদিদং কেবলম্ ॥ ৬ ॥ কদাপি হি পদামৃতং তব ময়াপি নাস্বাদিতং, বৃথা ভব-কথাভরৈরপি চ নাথ! নীতং বয়ঃ। ত্বয়া যদপি হেলয়া ময়ি ন চেদ্বিধেয়া দয়া, তবৈব মহতী ক্ষতিঃ পতিতপাবনত্বং যতঃ ॥ ৭ ॥ ভবান্ পরমধার্মিকঃ প্রকটিতাতি-কারুণ্যকঃ, স্বতন্ত্রচরিতো যদি স্বয়ময়ঞ্চ কিং নেদৃশঃ। অলং কিমপি চেৎ স্বকং পতিতপাবনত্বাদিকং, প্রদর্শয়তু নান্যথা ভবতু তে যশঃ সর্বথা ॥ ৮ ॥ বদন্তি যদি পাবিতাঃ পতিতপাবনত্ব-ব্রতং, ভবন্তমধিকং ন তৎ পরম-দুর্বিনীতোঽপ্যহম্। পুণাতু ন পুণাতু বা ভুবি যথা তথৈব ব্রুবে, গৃহাণ গুণমেব মে কুরু কৃপাং সদোষা ন কে ॥ ৯

পদকল্পতরু—শ্রীবৈষ্ণবচরণদাস-কর্তৃক সঙ্কলিত। টেঁঞা বৈদ্যপুর-নিবাসী গোকুলানন্দ সেন (বৈদ্য) শ্রীরাধা-মোহন ঠাকুরের শিষ্য। স্বকীয়া-পরকীয়া-বিচারকালে ইনিও বিচার-সভায় তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার-সহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে ও বৈষ্ণব ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াও ছিলেন। ইঁহার প্রবর্ত্তিত সুরকে 'টেঞার ছপ্' কহে। গৌরপদতরঙ্গিণীতে বৈষ্ণবদাসের মাত্র ২৯টি পদ আছে [বৈষ্ণবচরণ-ভণিতায় ১টি ও বৈষ্ণব-ভণিতায় ২টি সহ]। তাঁহার সঙ্কলিত পদকল্প-তরুতেও ২৬টি পদ ইঁহার রচনা বলিয়া জানা যায়। পদামৃত-সমুদ্র দেখিয়া এবং তাহার প্রায় অধিকাংশ পদাবলি সংগ্রহ করিয়া পদকল্পতরু সজ্জিত হইয়াছে—একথা তিনি উপসংহারে স্বীকার করিয়াছেন। (২৫৭৮ পৃঃ)

আচার্য প্রভুর বংশ্য শ্রীরাধামোহন। কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন ॥ গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥ নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া ॥ সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥ এই 'গীতকল্পতরু' নাম কৈল সার। পূর্বরাগাদিক্রমে চারি শাখা যার ॥

এই পদকল্পতরুতে ৩১০১টি পদ আছে, প্রায় ১৩০ জন কবির পদ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। পদকল্প-তরু ৪ শাখায় বিভক্ত, প্রথম শাখায় ১১টি, দ্বিতীয়ে ২৪টি, তৃতীয়ে ৩১টি, এবং চতুর্থে ২৬টি পল্লব আছে। বৈষ্ণব-পদাবলি-সংগ্রহের যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইহাই বিস্তারিত এবং বৈষ্ণবদের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ *; বৈষ্ণবজগতের পরম আদরের সামগ্রী এবং এতজ্জাতীয় গ্রন্থসমূহের শীর্ষস্থানীয়।

শ্রীবৈষ্ণবদাসের ভজন-গুরু-পরম্পরা—[শ্রীবৃন্দাবনবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাস বাবাজি মহারাজের মুখে শুনিয়াছি] শ্রীসনাতন — শ্রীরূপ — শ্রীজীব— শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীমুকুন্দ— শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী (বৃন্দাবনলীলামৃতকার)— শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যাম)— শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস (ব্রহ্মকুণ্ডবাসী ও পদকল্পতরুকৃৎ)—শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি (গোবর্দ্ধন)—শ্রীসিদ্ধ নিত্যানন্দ দাস বাবাজি (মদনমোহন ঠৌর, শ্রীবৃন্দাবন) ইত্যাদি...। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে ইহা কিন্তু গুরুপ্রণালী নহে—ভজন-শিক্ষার ধারামাত্র।

* Dr. Sukumar Sen remarks in his History of Brajabuli Litt.—(P 5) This work can be said to be the most representative and exhaustive anthology of Vaisnava lyrics—a veritable Veda of Bengali Vaisnava religious poetry.

পদকল্পলতিকা——শ্রীগৌরীমোহন-দাস-সঙ্কলিত পদকাব্য, ১৮৪৯ খৃঃ প্রথমতঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে পদকল্পতরুকারের পরবর্ত্তী শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতির পদাবলীও সংগৃহীত হইয়াছে। পদসংখ্যা —৩৫১।

পদকৌস্তুভ—শ্রীমদ্ বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র সমূহ লইয়া বৃত্তি-আকারে গুম্ফিত। অপ্রকাশিত।

পদচন্দ্রিকা—অমরকোষের টীকা, মুকুট রায়-কর্তৃক রচিত।

পদচিন্তামণিমালা—শ্রীপ্রসাদ দাস-(গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত)-কর্তৃক সঙ্কলিত পদসাহিত্য। গুরুপ্রসাদ—প্রসিদ্ধ রজনীকান্ত সেনের পিতা। ইহার অধিকাংশ কবিতাই ব্রজবুলিতে রচিত, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনিই সর্বপ্রথম ব্রজবুলি ভাষার স্বর-বিষয়ক ও ব্যাকরণ-সম্বন্ধে অতি

সুন্দর বিবৃতি দিয়াছেন। প্রথম পদটি—

পামর জনগণ পরম সুকৃতধন গুরুপদে মঝু পরণাম। কোমল নীরজ-পটল কলেবর-সরস প্রেমময় ধাম॥ কো জানে তোঁহারি কৃপা-বললেশ। দেহ করুণা করি ভূতল অবতরি ভাবতরি সম উপদেশ॥ যো জন সো তরি বহি বহি যায়ত মিলত যুগলনিধিপাশে। সুখময় যুগল কেলিরস রঞ্জন নিতি নিতি নিরখ উলাসে॥ স্মরণ মনন করি তুয়া-পদপঙ্কজ প্রসাদ দাস রস গাব। বঞ্চিত ভকত দুরিতমতি জানিয়ে নাহি করুণা বিছুরাব॥

পদমেরু—শ্রীকৃষ্ণরায়-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া অনুমিত। প্রায় ১৪০০ পদ ইহাতে আছে। শান্তিনিকেতনের পুস্তকাগারে ইহার একখানি পুঁথি আছে—নং ৩০৭৩। চণ্ডীনগর-নিবাসী নিত্যানন্দ দাসের লিপি—তারিখ নাই। শ্রীকৃষ্ণরায়ের কোন সবিশেষ পরিচয় সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য (প্রেম ২০, নরো ১২) এক শ্রীকৃষ্ণরায় আছেন। তাঁহার সঙ্কলন কিনা, সঠিক বলা যায় না।

পদরত্নাকর—১২১৩ বঙ্গাব্দে কমলাকান্ত দাস এই 'পদরত্নাকর' সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে ৪৩টি তরঙ্গে ১৩৫৮টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু স্বরচিত পদ ১২।১৩টি; ১১টি পদ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার একজন উত্তম কবি এবং ব্রজবুলি পদরচনায় সতর্ক। ইনি বোধ হয়, ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা পদসাহিত্যের শেষ ও উত্তম মহাজন। ইহাতে ৩৪ জন অজ্ঞাতপূর্ব কবির পদাবলিও সমাহৃত হইয়াছে। রচনার আদর্শ—(শ্রীরাধার পূর্বরাগ)

কদম্ব-কাননে উঠিছে সঘনে একি ধ্বনি অনুপাম। শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া চঞ্চল করিল প্রাণ॥ সই! এ তোরে কহিলুঁ সার। হেন সুমধুর ধ্বনি রসপূর, ভুবনে না শুনি আর॥ না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি কেন কাঁপে মোর গা। বসন খসিল কেশ আউলাইল চলিতে না চলে পা॥ নয়নের বারি নিবারিতে নারি বয়ানে না সরে কথা। না জানি কেমন করিছে জীবন মরমে হইল বেথা॥ সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী সভাই শুন্যাছে ধ্বনি। একা কেনে মোর দহে কলেবর যেমন দংশিলা ফণী॥ হেন লয় চিতে আমারে মোহিতে কোন সুনাগররাজ। এ ধ্বনি মিশালে মন্ত্র পড়ে ছলে নাশিতে ধৈরয লাজ॥ এতেক শুনিয়া আশ্বাস করিয়া বিশাখা সুন্দরী কহে। মোহন মুরলী বাজয়ে সুন্দরি! অন্য কোন শব্দ নহে॥ শুনি বেণুনাদ এত পরমাদ হৃদয়ে ভাবিছ কেনে। স্থির কর মন নহ উচাটন, কমল কাতরে ভণে॥ (পদরত্নাবলী ৪৭১)

পদরসসার—শ্রীনিমানন্দ দাস পদকল্পতরুর আদর্শে এই 'পদরসসার' সঙ্কলন করেন। ইহাতে প্রায় ২৭০০ পদ আছে। পদকল্পতরুর অতিরিক্ত ২১ জন পদকর্ত্তার পদাবলীও ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। আবার সঙ্কলয়িতা নিমানন্দের ১৪৬টি পদও ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট। ২৭০০ পদের মধ্যে মাত্র ৬৫০টি পদকল্পতরুতে নাই। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে নিমানন্দদাসের মাত্র ৩২টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনা অতি সাধারণ—নমুনা (যমুনা-তীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন)—

বেলি-অবসানে সহচরী সনে করত বিবিধ বেশ। চিকুর আচড়ি বনাল্য কবরী যতনে বান্ধিল কেশ॥ কিবা সে লোটন-গোটা। কুঙ্কুমে মাজল বদন উজ্জ্বল তাহাতে সিন্দুর-ফোঁটা॥ অলকা তিলকা আধ ঝলকে সাজনি বদন চাঁদে। দেখিয়া বদন ফাঁপর মদন ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে॥ জটিলা তখন কহিছে বচন কলসী করহ কাঁখে। যমুনার তীরে ভরি আন নীরে দিনমণি যেন থাকে॥ শুনিয়া তখন কহিছে বচন কালিন্দীতীরেতে যায়। নিমানন্দ দাসে আনন্দেতে ভাসে মিলিলা সে শ্যামরায়॥ (পদরত্নাবলী ৫১৯)

পদসমুদ্র—আউল মনোহর দাস-সঙ্কলিত প্রায় ১৫০০০ পদ (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য), কিন্তু পুঁথি মিলিতেছেনা।

পদাঙ্কদূত—শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম-কৃত দূতকাব্য। শ্লোক সংখ্যা—৪৫। ১৬৪৫ শকে রচিত, শ্রীরাধামোহন গোস্বামী ইহার উৎকৃষ্ট টীকা করিয়াছেন। ইহা তিন কারণে জনপ্রিয় হয়—(১) ইহার বিষয়-বস্তু গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীকৃষ্ণপদ-চিহ্নকে দূতরূপে কল্পনা—আপামর সকলেরই চিত্তাকর্ষক। (২) নব-

দ্বীপের পূর্ণাভ্যুদয়কালে রচিত হইয়া নবদ্বীপ হইতে ইহা অতিসত্বর সর্বত্র প্রচারিত হয়। (৩) ইহার কয়েকটি শ্লোক ন্যায়ের ছাত্র ও অধ্যাপকের কণ্ঠহার ছিল, যথা—২১, ৩১, ৩২, ৪২—৪৫ শ্লোক। গোস্বামিপাদের টীকাসহ পাঠ করিলে সন্দেহ থাকেনা যে এই কবি ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন। শেষ শ্লোকের টীকা গোস্বামী করেন নাই, কিন্তু করিয়াছেন অপর টীকাকার গোস্বামির সমকালীন নৈয়ায়িক জয়রাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ১৯৬ পৃষ্ঠা)। ২ রামহরি-কৃত টীকা (১৬ পত্র) আছে [I. O. 3889]।

পদামৃতসমুদ্র——শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর এই গ্রন্থরত্নের সঙ্কলন পূর্বক তাহাতে 'মহাভাবানুসারিণী' টীকাও সংযোজনা করিয়াছেন। পদামৃত-সমুদ্রে প্রায় ৭৬০টি পদ আছে, তাহাতে ২২৮টি পদ স্বরচনা বলিয়া জানা যায়। রাধামোহন তাৎ-কালীন পণ্ডিত সমাজের অগ্রগণ্য ছিলেন। কথিত আছে—স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া যখন তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন রাধামোহন ছয়-মাস পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন এবং সকল পণ্ডিত সমাজের দস্তখত-যুক্ত এক জয়পত্র মুর্শিদকুলিখাঁর দরবারে ১১২৫ বাং ১৭ই ফাল্গুন রেজেষ্টারী করা হয়। তিনি মালী-হাটিতে বাস করিতেন এবং মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন।

শ্রীরাধামোহন ব্রজভাষা, হিন্দী, মৈথিলী ও বাংলা গানের সংস্কৃত ভাষায় টীকা করিয়া সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ আছে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য। তিনি যে মহাসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাহা—তান, লয়, রাগ, মান, ভাব, ছন্দঃ, অলঙ্কার এবং প্রসাদগুণ-গুম্ফিত তদীয় গীতাবলিতেই অভি-ব্যক্ত হইয়াছে। টীকামধ্যে যে সকল রাগ-রাগিণীর ধ্যান বা মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতিসুন্দর এবং তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে অশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। রাধামোহন এই গ্রন্থে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডী-দাস প্রভৃতি ৩৮ জন পদকর্ত্তার পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত, ২৩টি বাংলায় ও ৫টি সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের প্রায়শঃই অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন। চিত্রগীত-রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য দেখা যায়—যেমন (১) যদবধি যদুপুর তুহুঁ যাই ভোর (৩২৭ পৃঃ), (২) কালিন্দীকানন কুঞ্জকুটীরহি (৩৮০ পৃঃ) (৩) মরকত মঞ্জুল কান্তি মনোহর (২০১ পৃঃ), (৪) কালিন্দী সলিল কান্তিকলেবর (৩৭৬ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

পূর্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রের পদ (১৫)

মধুকর-রঞ্জিত মালতী-মণ্ডিত জিতঘন-কুঞ্চিত-কেশং। তিলক-বিনিন্দিত শশধর-রূপক যুবতি-মনোহর-বেশং॥ সখি! কলয় গৌরমুদারং। নিন্দিত-হাটক-কান্তি-কলেবর-গর্বিত-মারক-মারং॥ মধু মধুরস্মিত লোভিত-তনুভৃত-মনুপম-ভাববিলাসং। নিজ-নব-রাগবিমোহিত মানস - বিকথিত-গদগদভাষং॥ পরমাকিঞ্চন কিঞ্চন নরগণ করুণা-বিতরণশীলং। ক্ষোভিত দুর্মতি রাধামোহন নাম-নিরুপমলীলম্॥

এই গ্রন্থে ৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রীগোবিন্দ দাস-কৃত 'শচীর কোঙর' পদটির টীকায় শ্রীগৌরাঙ্গের পরপ্রকৃতি-সন্দর্শনাদি-বিষয়ে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন যে ঐ জাতীয় পদগুলি নাগরীদের ভাব-বিতর্ক-মূলক। (এই অভিধানের ১৫৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনা (৭৯ পৃঃ)

অভিনব জলধর-রুচির সুদেহ। পীতাম্বর বরতড়িত থীর রেহ॥ জয় জয় গোবিন্দ গোকুল-ভাগি। ব্রজ নব রমণী যাক মন লাগি॥ কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ। যাকর দরশনে মিটই সব দুখ॥ নিরুপম জলধিরূপ অবতার। রাধা-মোহন মুরুতি শিঙ্গার॥

রাধামোহন-ভণিতাযুক্ত ১৮২টি পদ পদামৃতসমুদ্র হইতে পদকল্প-তরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৬৯টি পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতেও দেখা যায়।

পদাবলী—[যে সকল মহাজনের সঙ্কলিত পদসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন নামে গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়, তাঁহাদের পদাবলী গ্রন্থনামেই বিন্যস্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দুই, তিন, চারিটী পদ বিভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন যাঁহারা, সেই পদকর্ত্তৃদের বর্ণানু-

ক্রমিক নামানুসারে এস্থলে পদ-সমষ্টির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা দেওয়া হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে ইহা কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্র]।

১। অনন্তদাস-রচিত একটি ব্রজ-বুলি-পদ (পদক ২৬৮) অতিসুন্দর—

বিকচ-সরোজ-ভান মুখমণ্ডল, দিঠি ভঙ্গিম-নটখঞ্জন-জোর। কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর॥ বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া। কিয়ে ঘন-পুঞ্জ কুবলয়দল, কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥ অঙ্গদবলয়হার মণিকুণ্ডল, চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী-কলনা। অভরণ-বরণ-কিরণে অঙ্গ ঢরঢর, কালিন্দীজলে যৈছে চাঁদকি চলনা॥ কুঞ্চিতকেশ বেশ-কুসুমাবলি, শিরপর শোভে শিখি-চাঁদকি ছাঁদে। অনন্তদাস পহুঁ অপরূপ লাবণি, সকলযুবতিমন পড়ি গেও ফাঁদে॥

২। আকবর শাহ—গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে আকবর শাহ-ভণিতায় ৪।২।২৯ সংখ্যক পদটি দেখা যায়—(ব্রজবুলিতে রচিত)

জীউ জীউ মেরে মনচো'রা গোরা। আপহি নাচত্ আপন রসে ভোরা॥ খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া। ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥ পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া। থির নাহি হোওত আনন্দে মাতুলিয়া॥ ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারি। শাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী।

৩। কানুরামদাস-রচিত—ইনি শ্রীসদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পুত্র এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীগৌর-পদ-তরঙ্গিণীতে ১৩।১৪টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার অধিকাংশ রচনাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিষয়ক। পদকল্প-তরুতে ৪টি ব্রজবুলির পদ আছে (৩৩২, ৩৩৪, ৬৬৫, ২০৩৫)।

বাসকসজ্জায় একটি পদ (৩৩২)—পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব, শব-দহি সজল নয়ান। সচকিতে সঘনে নয়নে ধনী নিরখয়ে জানল আওল কান॥ মাধব! সমুঝল তুয়া চতুরাই। তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি অব কৈছে রহবি ছাপাই॥ পুনহিঁ বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে পুন অনুমানয়ে চিতে। ভুলল পন্থ- অন্ত নাহি পাওল, না বুঝিয়ে নাগর-রীতে॥ নূপুর-রণিত কলিত নব মাধুরী শুনইতে শ্রবণ-উল্লাস। আগুসরি রাই কাননে অবলোকই, কহতহিঁ কানু-রামদাস॥

কানু, কানুদাস, কানুরামদাস-ভণিতায় যে সব পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কোন্ কানুরামের রচিত—এবিষয়েও মহাসন্দেহ আছে; কারণ ৫ জন কানুর পরিচয় চৈতন্যচরিতা-মৃত, রসিকমঙ্গল প্রভৃতির অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে। (তরঙ্গিণীর ভূমিকায় ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

৪। কিশোরীদাসজীকী বাণী—ইঁহার পরিচয় অজ্ঞাত। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাধাই, ঝুলন, হোরী, রাস, বর্ষাবর্ণন প্রভৃতি সুন্দর ব্রজভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ২৪০টি পদ আছে। ইঁহার পদাবলী বর্ষাণায় শ্রীজীর মন্দিরে গীত হয়।

৫। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত অনেক গৌরপদ দেখা যায়। চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত পাঁচটি পদ ব্যতীত গৌরপদতরঙ্গিণীর অন্যান্য পদাবলী ইঁহারই রচিত কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ঐ তরঙ্গিণীতে কৃষ্ণদাস-ভণিতায় যে ১১টি পদ আছে, তাহার অধিকাংশই ইঁহার রচিত বলিয়া মনে হয়। দীন বা দীনহীন কৃষ্ণদাস, দুঃখী বা দীনদুঃখী কৃষ্ণদাস অন্য ব্যক্তি বলিয়া সাহিত্যিকদের মত। পদকল্পতরুর ২৮৬০—২৮৬২ পদ ইঁহারই রচিত বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে এই পদদ্বয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রাতঃ-কালে নিত্য গীত হইয়া থাকে।

সোঙর নব গৌরচন্দ্র নাগর বনয়ারী। নদীয়া-ইন্দু, করুণা-সিন্ধু ভকত-বৎসলকারী॥ বদন চন্দ্র, অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ, চন্দ্র কোটি ভানু, কোটি মুখ শোভা নিছয়ারী॥ কুসুম-শোভিত চাঁচর চিকুর ললাটে তিলক নাসিকা উজোর, দশন মোতিম অমিয়া হাস দামিনী ঘনয়ারী॥ মকর কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড, মণিকৌস্তুভ-দীপ্ত কণ্ঠ, অরুণ বসন করুণ বচন শোভা অতিভারী। মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ, চন্দন বলয়া রতন নূপুর-যজ্ঞসূত্রধারী॥ ছত্র ধরত ধরণীধরেন্দ্র, গাওত যশ ভকত-বৃন্দ, কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ্ব, বলি যাঙ বলিহারি। কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ, পতিতপাবন নিতাইচাঁদ প্রেমদান-

কারী ॥ [রসালসে গৌরচন্দ্র, কল্পতরু ১০৮৭]

(২) জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ শ্রীরাধে জয় রাধে॥ নন্দনন্দন বৃষভানু-দুলারী সকল-গুণ-অগাধে॥ নবঘনসুন্দর নওল কিশোর নিজগুণ হীতম সাধে। চাঁচর কেশে ময়ূর শিখণ্ডক কুঞ্চিত কেশিনী জাদে॥ পীতাম্বর ওড়ে নীল সাড়ী ঘন সৌদামিনী রাজে। কানু-গলে বন-মালা বিরাজিত রাই-গলে মতি সাজে॥ অরুণিত চরণে মঞ্জীর-রঞ্জিত খঞ্জন-গঞ্জন লাজে। কৃষ্ণদাস ভণে (মধুর) শ্রীবৃন্দাবনে যুগল কিশোর বিরাজে॥ (পদক ২৮৬)

৬। শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ-কৃত—আত্মনিবেদনের পদটি আদর্শ-রূপে লিখিত হইতেছে—

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি' হইনু পরম সুখী। দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি॥ অশোক অভয় অমৃত-আধার তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়॥ তোমার সংসারে করিব সেবন নহিব ফলের ভাগী। তব সুখ যাহে করিব যতন, হ'য়ে পদে অনু-রাগী॥ তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেওত পরম সুখ॥ সেবাসুখদুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ। ইত্যাদি

এইরূপে অরুণোদয়-কীর্ত্তন, নগর-কীর্ত্তন, বাউল-সঙ্গীত, কার্পণ্যপঞ্জিকা ইত্যাদির প্রতিপদই আস্বাদ্য ও উপভোগ্য। শরণাগতির ৯, ১০ সংখ্যক পদদ্বয় ঠাকুরের ব্রজবুলি রচনার আদর্শ, কিন্তু ইহাকে খাঁটি ব্রজবুলি বলা চলে না।

কল্যাণকল্পতরুর ৯ সংখ্যক পদটি —প্রাণের সজীব ভাষায় লিখিত— অতিরসাল, অতিমধুর।

কবে হেন দশা হবে মোর। ত্যজি জড় আশা বিবিধ বন্ধন, ছাড়িব সংসার ঘোর। বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপধামে, বাঁধিব কুটীরখানি। শচীরনন্দন-চরণ-আশ্রয়, করিব সম্বন্ধ মানি॥ জাহ্নবী পুলিনে চিন্ময় কাননে, বসিয়া বিজনস্থলে। কৃষ্ণ-নামামৃত নিরন্তর পিব, ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' বলে॥ হা গৌর নিতাই তোরা দুটি ভাই পতিত জনের বন্ধু। অধম পতিত আমি হে দুর্জন দয়া কর কৃপাসিন্ধু॥ কাঁদিতে কাঁদিতে ষোল-ক্রোশধাম জাহ্নবী-উভয়কূলে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে দেখি কিছু তরুমূলে॥ 'হাহা মনোহর কি দেখিনু আমি' বলিয়া মূর্চ্ছিত হব। সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে স্মরি দুহুঁ কৃপালব॥

৭। শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুর-কৃত —(শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর কনিষ্ঠপুত্র) দুইটি পদ ক্ষণদায় উদ্ধৃত হইয়াছে। (১৫।২ এবং ২০।২) গৌরপদ-তরঙ্গিণীতেও এই দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষণদায় ১৫।২ পদটির প্রারম্ভ অন্যরূপ এবং গৌরপদ-তরঙ্গিণীর পাঠের সহিত মিল নাই। গতিগোবিন্দপ্রভু বীরচন্দ্র-চরিত অবলম্বনে 'বীররত্নাবলী' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন— ইহা চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং শেষ পয়ারটি এইরূপ—

মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে। শ্রীনিবাস-সুত কহে এ গতি-গোবিন্দে॥

৮। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-রচিত—গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত গোপাল ও গোপালদাসের ভণিতায় ৯টি পদের মধ্যে বোধ হয় কোনটিই ইঁহার রচিত নহে, যেহেতু পূর্ব্বাশ্রমে দাক্ষিণাত্যবাসী পরে বৃন্দাবনবাসী হইয়া তিনি যে বাঙ্গালা বা ব্রজ-বুলিতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন— একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলেনা। তাঁহার পদরচনার আদর্শ—

দেখরি সখি! কঙল-নয়ন কুঞ্জমে বিরাজ হে॥ বামেতে কিশোরী গৌরী, অলস অঙ্গ অতি বিভোরী, হেরি শ্যাম-বয়ানচন্দ, মন্দ মন্দ হাঁস হেঁ॥ অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়, পুছত বাত অতি নিবিড়, প্রেমতরঙ্গে ঢরকি পড়ত কঙল মধুপ সঙ্গ হেঁ॥ শারী-শুক পিকু করত গান, ভমরা ভমরী ধরত তান, শুনি ধ্বনি ধনী উঠি বৈঠত, চোর চপল যাত হেঁ॥ শ্রীগোপাল ভট্ট আশ বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস, শয়ন স্বপন নয়ন হেরি ভুলল মন আপ হেঁ॥ (পদক ১০৯০)

৯। শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-কৃত— বৃজবুলি-কবিতার আদর্শ—

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ (জাগর্যা)— লোচন শ্যামর বচনহি শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল! শ্যামর হার হৃদয়মণি শ্যামর, শ্যামর সখী করু কোর॥ মাধব! ইথে জানি বোলবি আন। অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি, কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥ মরমহি

শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ-অরবিন্দ। ঝরঝর লোরহিঁ লোলিত কাজর, বিগলিত লোচন নিন্দ॥ মনমথ সাগর রজনী উজাগর নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর। গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥ (৪০)

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণদর্শন—ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ। অরুণ নয়ন-গতি, বিজুরি চমক জিতি, দগধল কুলবতী লাজ॥ সজনি! যাইতে পেখলু কান। তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুমশর, নয়ানে না হেরিয়ে আন॥ মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই, বিগলিত মোহন বংশ। না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করু দংশ॥ অতয়ে সে মঝু মন জলতহি অনুখণ দোলত চপল পরাণ। গোবিন্দদাস মিছাই আশোয়াসল অবহুঁ না মিলল কান॥ (৭৩); এপ্রসঙ্গে ৭৪, ৭৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে ৮৫, ৮৬, ৮৯—৯১, ৯৩, ১০০, ১০১, ২০৪ এর পরে

—(দূতী-সংবাদ)—

মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে সোঙরি সো গুণ গাম। মরম অন্তরে জপয়ে মন্তর একলি তোহারি নাম॥ রামাহে! তেজহ কপট ছন্দ। মদন-হিলোলে তো বিনু দোলত নন্দনন্দন চন্দ॥ ধ্রু॥ হিম হিমকর সলিল-শীকর নিন্দই কালিন্দী তীর। সরস চন্দন পরশে মুরছই সজল জলত চীর॥ কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত পন্থ হেরত তোর। অমল কমল নয়ন-যুগল সঘন গলয়ে লোর॥ এতহুঁ যতনে পুরুষ-রতনে চিতে নাহি বিশোয়াস। গহন বিরহ-দহনে দহই কহই গোবিন্দ দাস॥ (২১৭); ২১৮, ২১৯ পদদ্বয়ও দ্রষ্টব্য এবং আস্বাদ্য। তৎপরে শ্রীরাধার অভিসারে সখীমুখে রসোদ্গার—

চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ। বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥ সুন্দরি! কি ফল পরিজনে বাঁচি। শ্যাম সুনাগর গোপত প্রেমধন জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥ ধ্রু॥ এ তুয়া হাস মরম প্রকাশই প্রতিঅঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী। গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি॥ গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি জিতলি মনমথরাজ। গোবিন্দ দাস কহই ধনি বিরমহ মৌনহি সমুঝলুঁ কাজ॥

এই সম্পর্কে ২৩৩—২৩৬; শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গারে—২৬৩—২৬৫ দ্রষ্টব্য। রূপাভিসারে—২৬৯, ২৭০, ২৭৫, ২৮৭, ৩০২; বাসক-সজ্জায় গৌরচন্দ্র—৩০৪ এবং ৩০৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০—১৫, ৩১৭—১৯, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৬; খণ্ডিতায় ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৯৮, ৪০০ ৪০৫—৭, ৪০৯, ৪২৩—২৫, ৪৩০, ৪৩১; কলহান্তরিতায় ৪৩৩—৩৭, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩—৪৫, ৪৫৩—৫৫, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭২; মানে ৪৮৯, ৪৯০, ৫০৮, ৫০৯, ৫১৯, ৫২৭, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪৮, ৫৫৩, ৫৭৪, ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮২, ৫৮৮, ৫৯৩, ৬০২, ৬০৫; সঙ্কীর্ণরসোদ্গারে—৬১১; স্বয়ং-দৌত্যে—৬২১, ৬২৩—২৫, ৬৩০, ৬৩১, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৫১; রসোদ্-গারানুরাগে—৬৮৩, ৬৯০, ৬৯২, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৭, ৭০৬—১২, ৭১৮; আক্ষেপানুরাগে—৭৫১, ৭৫২, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৬১, ৭৬২; প্রেমবৈচিত্ত্যে—৭৬৭—৭৭০, ৭৭৩—৭৭৫; রূপানুরাগে—৭৮১, ৭৯৬, ৯০২—৪, ৯৪০, ৯৪২; অভিসারানুরাগে—৯৮১, ৯৮৩, ৯৮৮—৯৯৬, ৯৯৮, ১০০১—৫, ১০১০, ১০১৬, ১০২৫; রূপোল্লাসে—১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৯—১০৪০, ১০৪৩, ১০৫২—৫৭; নিত্যরাসে ১০৬৭, ১০৭৫, ১০৭৮, ১০৯৩, বিপরীতরসোদ্গারে ১১০৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দদাস-ভণিতায় পদকল্প-তরুতে ৩০।৩২টি শ্রীগৌরপদ দেখা যায়, তাহাতেও তাঁহার সমান কৃতিত্ব ও রচনা-পরিপাটীর যথেষ্ট পরিচয় আছে—

(১) চম্পক শোণ কুসুম কনকা-চল জিতল গৌরতনু লাবণিরে। উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব জগ-মনমোহন ভাঙনিরে॥ জয় শচীনন্দন ত্রিভুবন-বন্দন, কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়খণ্ডন॥ বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর, গর গর অন্তর প্রেমভরে। লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥ নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত গায়ত কত

কত ভকতহিঁ মেলি। যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥ (৩)

(২) দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেঢ়ল ভকত-নখতবৃন্দ অখিল ভুবন-উজোরকারী কুন্দ-কনক কাঁতিয়া। অগতি-পতিত-কুমুদবন্ধু হেরি উছল রসক সিন্ধু হৃদয়-কুহর তিমিরহারী উদিত দিনহুঁ রাতিয়া॥ সহজে সুন্দর মধুর দেহ আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত মত্ত করিবর ভাতিয়া। নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল রোয়ত হসত ধরণী খসত শোহত পুলক-পাঁতিয়া॥ অসীম মহিমা কো কহু ওর নিজ পর ধরি করই কোর প্রেম-অমিয়া হরখি বরখি তরখিত মহী মাতিয়া। যো রসে উত্তম অধম ভাস বঞ্চিত একলি গোবিন্দ দাস কো জানে কি খেণে কোন গঢ়ল কাঠ-কঠিন ছাতিয়া॥ (১০৬৫)

গৌরপদতরঙ্গিণীর নাগরীভাবের পদগুলিতেও তাঁহার অপূর্ব কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। (৩) জয় জগতারণ-কারণ ধাম। আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ-নাম॥ ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার। ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই, গৌর-প্রেমভরে চলই ন পার॥ গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত লহু লহু হাস-বিকসিত গণ্ড। পাষণ্ড-খণ্ডন-শ্রীভুজমণ্ডন কনয়াখচিত অবলম্বন দণ্ড॥ কলিযুগকাল ভুজঙ্গম সঙ্গম দগধল থাবর জঙ্গম দেখি। প্রেম সুধারস জগভরি বরিখল গোবিন্দ-দাসকে কাহে উপেখি॥ ৪॥

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি হইতে তাঁহার কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া তদ্বিষয়ে দুইটি পদ রচনা করিয়াছেন—পদকল্পতরু (১২ ও ২৩৮৬ সংখ্যক পদ) দ্রষ্টব্য। অনুপ্রাস ও যমকের প্রতি ইঁহার অতি-প্রিয়তা বহু পদাবলীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আদর্শ যথা—

কাদি—কাননে কামিনী কোই না যায়। কালিন্দীকূল কলপতরু-ছায়॥ কুঞ্জকুটীর-মাহা কান্দই কোই। করে শির হানই কুন্তল ফোই॥ নাদি—নলিনী নারীগণ নাশল নেহ। নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ॥ নবীন নিন্দিত নব নব বালা। নাগল বিরহ হুতাশন জ্বালা॥ গাদি—গলত গাত গিরত মহীমাহ। গুরুতর গিরীব অধিক ভেল দাহ॥ গোকুলে গোপরমণী অছু ভেল। গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল ॥১৭৩০

পদকল্পতরুর ৩৭৯ সংখ্যক 'ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-কলিতং' পদটি সংস্কৃতভাষায় ইঁহারই রচনা। বাৎসল্য ও সখ্য-রস ব্যতীত তিনি অন্যান্য রসের বর্ণনায় অদ্ভুত বিশ্লেষণ সহকারে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এবিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পদাবলী গীত হইলে যে কি মাধুরী বর্ষণ করে, তাহা কেবল অনুভববেদ্যই বটে। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—

রসনারোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

১০। গোবিন্দ ঘোষ—মহাপ্রভুর পার্ষদ ও সুকণ্ঠ গায়ক। ইনি গৌর-বিষয়ে ৭টী পদ রচনা করিয়াছেন। গৌরবিরহে নদীয়াবাসিদের আক্ষেপ সূচক নিম্নলিখিত পদটি খুবই সুন্দর ও জাজ্বল্যমান।

হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥ তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে। কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥ কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়! নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥ আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ। আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস॥ কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া। পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া॥

(পদক ১৬২৪)

১১। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তি-কৃত—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী গোবিন্দদাস-ভণিতায় পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীও কবিরাজের গীতামৃতসহ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কাজেই পদসংগ্রহকর্ত্তৃগণ যে যে স্থলে ইঙ্গিত দিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তির পদ বলিয়া জানিবার উপায় আছে। যেমন পদকল্পতরুর ১৮০৮—১৮১৪ পর্যন্ত শ্রীবৈষ্ণবদাস, ১৭০৬ সংখ্যক পদটি রসবল্লীকার এবং আরো কতকগুলি পদ পদামৃত-সমুদ্রকার ইঁহার রচনা বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন (কল্পতরুর ১৩৩, ২৬৭, ২৭৭, ও ১৯৫৬) বাঙ্গালা পদগুলি চক্র-

বর্ত্তির রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা যায়, যেহেতু কবিরাজ বাঙ্গালা পদ রচনা করেন নাই। ব্রজবুলি পদগুলির মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট সেইগুলি কবিরাজের রচিত। আকস্মিক ভাবোল্লাসের 'উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া' (১৭০৬) পদটি—দিব্যোন্মাদ-প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে। (২১৩১) বাঙ্গালা পদটি শ্রীগৌররূপের বর্ণনা, (১৬৫৭) পদটি মাথুর বিরহে রচনা অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

(ভূতবিরহ)—পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা। পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥ মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া। পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥ কোন্ নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল। এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥ মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ! নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥ এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ। কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥ সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী। এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥ চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া। মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া (পদক ১৬৫৭)

১২। চম্পতি ভূপতি-কৃত—পদকল্পতরুতে চম্পতি-ভণিতায় ১৭টি পদ, রায় চম্পতি-ভণিতায় (২০২৫) একটি পদ, এবং (৪৮০, ৪৮২, ৫৩২, ৭২৭, ১৬৬০, ১৬৬৬, ১৬৭৬, ১৭৪৫ সংখ্যক) ৮টি পদ চম্পতিপতি-ভণিতাযুক্ত। ইহাদের অধিকাংশই ব্রজবুলিতে রচিত। এই কল্পতরুতে ভূপতি-ভণিতাযুক্ত ১২টি ব্রজবুলি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। (৪৮৩, ৫৩৯, ১৭২৮, ১৮৭৯ এই চারিটি ভূপতি-ভণিতায়, ৪৭৮ ও ৪৭৯ এই দুইটি ভূপতিনাথ এবং ১৪৪, ৪৭৭, ১০৮২, ১৭০০, ১৭৩৮, ১৯৮৩ এই ছয়টি সিংহভূপতি-ভণিতাযুক্ত)। ৫৩১ ও ৫৩৮ সংখ্যক পদদ্বয় গোবিন্দ দাস ও রায় চম্পতির নামে মিশ্র ভণিতাযুক্ত। 'কোন কোন সাহিত্যিকের মতে চম্পতি ও ভূপতি একই ব্যক্তি। (ডাঃ সুকুমার সেন কৃত 'ব্রজবুলি ইতিহাস' ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। রচনার আদর্শ—

(১) অখিললোচন-তম তাপ-বিমোচন উদয়তি আনন্দ-কন্দে। এক নলিনমুখ মলিন করয়ে যদি ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥ সুন্দরি! বুঝল তুয়া প্রতিভাতি। গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি, অন্তর আহিরিণী জাতি॥ সকল জীবজন-জীব-সমীরণ মন্দ সুগন্ধ সুশীতে। দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে ইথে লাগি নিন্দহ মারুতে॥ স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম সুখ দেই সকল শরীরে। কাগজ পত্র পরশে যব নাশয়ে ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥ খেনে খেনে সকল কুসুম মন তোষয়ে নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে। চম্পক এক যদ্যপি নাহি চুম্বই ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥ পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ সখী মাঝে। চম্পতিপতি অতি আকুল তো বিনু বিষাদ না পায়সি লাজে॥ (৪৮০)

(২) প্রেমক আগুনি মানহিঁ গুণিগুণি এ দিন যামিনী জাগি। মদন পঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই তোহারি রসকণ লাগি॥ কি ফল মানিনি! মান মানসি কানু জানসি তোরি। তুহুঁ সে জলধর-অঙ্গে শোভিত যৈছন দামিনী গোরী॥ নওল কিশলয়-বলয় মলয়জ-পঙ্ক পঙ্কজ-পাত। শয়নে ছটফট লুঠই মহীতলে তো বিনু দহই গাত॥ জানহ পুন পুন সো পিয়া পরীখণ সোই পূজে পাঁচবাণ। রায়চম্পতি ও রস গাহক দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ৫৩৮॥

১৩। জগদানন্দ ঘোষ-রচিত—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শিষ্য পদকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তির বংশধর রাধা-মুকুন্দদাস-কর্তৃক সঙ্কলিত 'মুকুন্দানন্দ' নামক পদকাব্যে জগদানন্দ ঘোষের একটিমাত্র পদ দেখা যায়।

আয় ভাই খেলাইতে যাবি গোরাচাঁদ। শিশুগণ ডাকি বলে, আয় ভাই গঙ্গাকূলে, নাচিব গাইব হরিনাম॥ শিরে অবতংস, কনক ঝুরি লম্বিত, দোলত ললাট সুমাঝ। তদুপরি চন্দন চিত্র বিচিত্রক দেখি মুখচন্দ্র বিরাজ॥ রতন হারাবলী বক্ষে বিলম্বিত, টাড় বলয়া দোল করে। গউর কলেবর নীলপাটের ধটী বেড়িয়াছে ঘাঘর ঘুঙ্গুরে॥ হেদেরে বালকগণ লঞা কেহ প্রাণ-ধন, সকালে আনিহ গোরাচাঁদে। ঠাকুর সুন্দরানন্দ, গোরালীলা বিজানত, গায়ত ঘোষ জগদানন্দে॥

[ব-সা-সে]

১৪। জগদানন্দ ঠাকুর-রচিত—শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দনবংশ্য জগদানন্দ

ঠাকুর স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া 'দামিনীদাম' (তরঙ্গিণী ১০১ পৃঃ) ও 'গৌরকলেবর' (ঐ ১০২ পৃঃ) এই সুবিখ্যাত পদদ্বয় রচনা করেন। ইনি সর্বশাস্ত্রবেত্তা সিদ্ধপুরুষ এবং গম্ভীরার্থক ও নানা-ভাব-প্রকাশক শ্রবণ-রসায়ন পদাবলি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তরঙ্গিণীতে ২৩টি পদের মধ্যে ২২টি ব্রজবুলিতে রচিত। শব্দশাস্ত্রে ও ছন্দের বিন্যাসেও তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন—'মঞ্জুবিকচকুসুমপুঞ্জ' পদটি কালিদাস নাথ মহাশয়ের 'জগদানন্দ-পদাবলীতে' আছে, তাহাতে শ্রুতি-মধুরতা বর্ত্তমান। গৌরনাগরী-ভাবের (৯) পদগুলিও অতিচমৎকার। সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ৮।৮, ১০, ১১ সংখ্যাতে 'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলি'-শীর্ষক কতকগুলি সঙ্গীত প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে এই পদটি গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে নাই—'শশধর যশোহর নলিন-মলিনকর' ইত্যাদি। ইনি 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে ককারাদি-অনুপ্রাসযুক্ত কাব্যরচনা করিয়াছেন। ইঁহার চিত্রপদরচনা অতি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর। শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর-সম্পাদিত 'জগদানন্দ পদাবলীতে' মোট ৫৭টি পদ আছে। ভাষাশব্দার্ণবের গকার পর্যন্ত এবং বাহ্যচিত্রপদে ৪ ও অন্তশ্চিত্রপদে ২টি আছে। ইনি গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন (বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার পুঁথি—১৮৫)।

১৫। জ্ঞানদাস-কর্ত্তৃক রচিত—মা জাহ্নবার শিষ্য জ্ঞানদাস কাঁদরায় বাস করিতেন। তিনি ব্রজবুলিতে ও বাংলায় বহু পদাবলী রচনা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণব-দাসের পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাস-ভণিতায় প্রায় ১০৫টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত দেখা যায়। শ্রীগোবিন্দদাস ব্যতীত অন্যান্য পদকর্ত্তৃদের মধ্যে ইঁহাকেই ব্রজবুলিভাষায় অতি সতর্ক লেখক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কল্পতরুর ২৩২ সংখ্যক পদটি [লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি ইত্যাদি] শুদ্ধ ব্রজবুলি রচনার আদর্শ। মহাপ্রভু-বিষয়ক পদাবলীতে শ্রীনরহরি, যদুনন্দন বা বাসুদেব ঘোষের ন্যায় ইহার রচনায় প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি সূচিত না হইলেও কিন্তু ভাষা-মাধুর্য্য ও শব্দ-সম্পদে সমুজ্জ্বল বলিতে হইবে। নিত্যানন্দপ্রভুর মহিমাসূচক পাঁচটি পদ ইঁহার রচিত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলীতে ইনি ভাবে ও রীতিতে চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন। দান, নৌকা-বিলাস প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তাঁহার রচনা সৌন্দর্যশালিনী হইলেও কিন্তু মুরলীশিক্ষা, অনুরাগ, রসোদ্গার ও মাথুর-বিরহের বর্ণনায় তিনি অধিকতর কৌশলসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আস্বাদন দিয়াছেন।

তাঁহার পদাবলীর নমুনা—(১) পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি। ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পাণি॥ অব বিপরিত ভেল সো সব কাল। বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল? না বোলহ সজনি না বোলহ আন। কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ অন্তর বাহির সম নহ রীত। পাণি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥ হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার। বিষঘট উপরে দুধ-উপহার॥ চাতুরী বেচহ গাহক-ঠাম। গোপত প্রেমসুখ ইহ পরিণাম॥ তুহুঁ কিয়ে শঠী নিকপটে কহ মোয়। জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥ (কল্পতরু ৪৯৬)

(২) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে। পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥ সই কি আর বলিব? যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ —ইত্যাদি। (পদক ৭৫০)

গৌরপদতরঙ্গিণীতে জ্ঞানদাস-ভণিতায় ১৬টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত গৌরপদগুলি সবিশেষ আস্বাদ্য—'হেমবরণ বর সুন্দর', 'সই দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে', 'গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম গৌরাঙ্গ আমার জাতি', 'সই আমার গোরাচাঁদ', 'অপরূপ গোরাচাঁদে', 'সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া', 'পূরবে গোবর্দ্ধন ধরিল অনুজ যার' ইত্যাদি। (৪।৪।১) পদটি ভক্তবিশেষের মতে গদাধরের নাগর ভাব-সূচক—সর্বত্র কিন্তু গদাধর নাগরীভাবেই বর্ণিত—

সোণার গৌরাঙ্গচাঁদে। উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি হা নাথ বলিয়া কাঁদে॥ গদাধর-মুখে ছলছল আঁখে চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি। ঘামে তিতি গেল সব কলেবর, থির নয়নে নেহারি॥ বিরহ-অনলে দহয়ে অন্তর ভসম না হয় দেহ। কি বুদ্ধি করিব কোথা বা যাইব কিছু না বোলয়ে

কেহঁ॥ কহে হরিদাস কি বলিব ভাষ, কেনে হেন হৈল গোরা। জ্ঞানদাস কহে রাধার পিরীতে সতত যে রসে ভোরা॥ (কল্পতরু ১৮৯১)

ইনি অনেক 'প্রশ্নদূতিকা' পদ রচনা করিয়াছেন, এভাবের পদ-রচনা আজকাল বিরল। জ্ঞানদাসের 'ষোড়শ গোপালের রূপ'-বর্ণনা অতিচমৎকার।

১৬। দিব্যসিংহ-রচিত—(ইনি গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র ও শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শিষ্য) সংকীর্ত্তনামৃতের ১৯১ সংখ্যক পদটী ইহার ব্রজবুলি রচনার আদর্শ।

যব্ধরি পেখলুঁ কালিন্দী তীর। নয়নে ঝরয়ে কত বারি অথির॥ কাহে কহব সখি! মরমক খেদ। চিতহিঁ না ভায়ে কুসুমিত শেজ॥ নবজলধর জিতি বরণ উজোর। হেরইতে হৃদি মাহা পৈঠল মোর॥ তব্ধরি মনসিজ হানল বাণ। নয়নে কাহু বিনু না হেরিয়ে আন॥ দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরামা। রাই কানু একতনু দুহুঁ একঠামা॥

১৭। শ্রীদেবকীনন্দন দাস-রচিত—পাঁচটি পদ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে—সবগুলিই অতিসুন্দর ও প্রাঞ্জল। পদকল্পতরুর (২০১১) 'বিপরীত রতি-অবসানে কমলমুখী' পদটি সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-প্রকরণে ধৃত হইয়াছে। তরঙ্গিণীর (৩।২।৫১) 'ভুবনমোহন গোরারূপ' ইত্যাদি নাগরীভাবের পদটি অতি রসাল, অতিমধুর।

১৮। শ্রীনয়নানন্দঠাকুর-রচিত—[শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথ মিশ্রের পুত্র নয়নানন্দ। ইনি শ্রীশ্রীপণ্ডিতগোস্বামির প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইহার উপরে শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবাভার দিয়া শ্রীগদাধর নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত বাস করিতে গিয়াছিলেন। ভরতপুরের শ্রীপাটে ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি বিরাজমান।] শ্রীমন্ মহাপ্রভু-সম্বন্ধেই ইনি পদাবলি রচনা করিয়া পদসাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। নামযজ্ঞের অধিবাসে ইঁহারই রচিত 'জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন'—পদটিই সর্বাগ্রে গীত হয়। শব্দবিন্যাসে, শ্রুতি-মধুরতায় এবং ভাব-মাধুর্যে তাঁহার পদাবলি বাস্তবিকই অতুলনীয়। তরঙ্গিণীতে ৩০টি পদ ইঁহার নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'গোরা মোর গুণের সাগর' (১।৩।১৫), 'কলি ঘোর তিমিরে' (১।৩।১৮), 'ও রূপ সুন্দর গৌরকিশোর' (৩।১।৭৪), 'সই চল দেখি গিয়া' (৩।২।২৮), গৌরাঙ্গ-লাবণ্যরূপে' (৩।২।৩০), দুহুঁ দুহুঁ পিরীতি আরতি নাহি টুটে', (৪।২।৯), 'দেখ দেখ গোরা নটরঙ্গ' (৪।২।৩৩) 'নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধর-মুখ চাঞা' (৪।২।৩৫), 'গদাধর মুখ হেরি কি উঠে মনে' (৪।৩।১) 'কান্দয়ে মহাপ্রভু গদাধর সঙ্গে' (৪।৩।১৭) প্রভৃতি পদগুলি আস্বাদ্য। ইনি গৌরের রূপ, নাগরীভাব, নৃত্যকীর্ত্তন, ভাবাবেশ, ফুলদোল, বাসন্ত রাস এবং গৌরগদাধরের মিলন-সম্বন্ধে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই সব পদের ভাষা ও সুর-ঝঙ্কার অনবদ্য ও সর্বজন-সমাদৃত।

১৯। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-রচিত—অখণ্ডভাগ্য (চন্দ্রোদয় ৯।১) শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীগৌরাঙ্গভাবে বিভাবিতান্তর (মুরারির কড়চা ৪।১।৫) শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সহজ ও সরল ভাষায় বহু নাগরীভাবের পদ রচনা করিয়াছেন। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ৩৮৩টি পদ নরহরি-ভণিতাযুক্ত আছে, তন্মধ্যে ১০০টি শ্রীমৎসরকার ঠাকুরের রচনা, ১৭১টি শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যাম দাস) মহাশয়ের এবং ১১২টি পদ 'নরহরি দাস' ভণিতায় আছে; অন্য কোনও নরহরি না থাকিলে এই পদগুলি কোন্ নরহরির রচিত—এবিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। সরকার ঠাকুরের বাংলা ভাষাটি অতি সরল এবং সুখবোধ্য, কিন্তু চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত, ভাষা জটিল, শব্দাড়ম্বরযুক্ত (অতি বিস্তীর্ণ) অথচ নাতিসুখদ। সরকার ঠাকুরের এই পদটি আত্যন্তিক গৌরানুরাগেই বিরচিত হইয়াছে—

শয়নেঁ গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন-তারা। জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা॥ হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়ে বিরলে বসিয়া রব। মনের সাধেতে সেরূপ চাঁদেরে নয়ানে নয়ানে থোব॥ সই! কহ না গৌর কথা। গৌর নাম অমিয় ধাম পীরিতি মুরতি দাতা॥

গৌর শবদ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে। নরহরিদাস অনুগত তার চরণে শরণ মাগে॥

সরলতা ও সুস্পষ্টতা হিসাবে সরকার ঠাকুরের গীতিকামালা সকল ভক্তসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরও তাঁহার এই গুণ লাভ করিয়া তাঁহার পদাবলী গুম্ফন করিয়াছেন। ইনি এবং শ্রীমন্ মুরারিগুপ্ত শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক গীতি-রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়াই জানা যাইতেছে।

১৯। নবকান্ত-রচিত—মুকুন্দা-নন্দ-গ্রন্থে ধৃত দোললীলা-বিষয়ক একটি পদ—

'অঞ্জলিভরি ফাগু লেই সখীগণে। রাইকানু-অঙ্গে ফাগু দেই ঘনে ঘনে॥ দোল উপরি দুহুঁ দোলত ভাল। গাওত কোই সখী ধরি করতাল॥ বাওত কত কত যন্ত্র সুরঙ্গ। বীণা রবাব স্বরমণ্ডল উপাঙ্গ॥ শোভিত তরুকুল বিকসিত ফুল। ঝঙ্করে মধুমদে সব অলিকুল॥ মলয় পবন বহে যামুনতীর। নাচত শিখিকুল কুঞ্জকুটীর॥ বিলসই তঁহি দোলোপরি কান। ইহ নবকান্ত দুহুঁক গুণ গান॥

২০। নসির মামুদ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। পদকল্পতরুর ১৩৩১ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলিতে (১) নসির মামুদ-ভণিতায় আছে—ইহাকে অতি উচ্চ ধরণের কবিতা বলিতে কুণ্ঠা নাই।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম, পাঁচনী কাচনি বেত্র বেণু মুরলী খুরলী গান রি। প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তপন-তনয়া তীরে কেলি, ধবলি শাঙলি আওরি আওরি, ফুকরি চলত কান রি॥ বয়সে কিশোর মোহন ভাঁতি, বদন ইন্দু জলদ কাঁতি, বদনে মদন ভাণ রি। চারু চন্দ্রি গুঞ্জা হার আগম নিগম বেদ সার, লীলায় করত গোঠ বিহার, নসির মামুদ করত আশ, চরণে শরণ দান রি॥

২১। নাজীর (মুসলমান বৈষ্ণব কবি)-কৃত—মোহন মদন গোপাল করৈ বসন মন হরণ, বলিহারী উনকে নাম পর তেরা য়ঃ তন বদন। গিরধারী নন্দলাল হরি নাথ গোবরধন, লাখো কিয়ে বনাব হজারোঁ কিয়ে জতন॥ ঐসা থা বাঁসুরী কে বজৈয়া কা বালপন, ক্যা ক্যা কহু মৈ কৃষ্ণ কহ্নৈয়া কা বালপন॥ সব মিলি জসোদা পাস ইহ কহতি থী আকে বীর, অবতো তুম্হারা কাহ্নাউয়া হৈ বড়া শরীর॥ দেতা হৈ হমকো গালিয়া আওর ফাড়তা হৈ চীর, ছোড়ে দহী ন দুধ ন মাখন মহীন ক্ষীর॥ ঐসা থা বাঁসুরী কে বজৈয়াকা বালপন ক্যা ক্যা কহু মৈ কৃষ্ণ কহ্নৈয়া কা বালপন॥ থে কাহ্নু জী তো নন্দ জসোদা কে ঘর কে মাহ, মোহন নবল কিশোর কী থী সবকী দিল মে চাহ॥ উনকো জো দেখ্‌তা থা সো করতা থা বাহ্ বাহ্, ঐসা তো বালপন ন কিসি কা হুয়া হৈ আহ্॥ ঐসা থা বাঁসুরীকে বজৈয়াকা বালপন কেয়া কেয়া কহু মৈ কৃষ্ণ কহ্নৈয়া কা বালপন॥

২২। নৃসিংহদেব—ইনি রাজা বীর হাম্বীরের অন্তরঙ্গবন্ধু ও শিষ্য-ভ্রাতা ছিলেন। 'সারাবলী' গ্রন্থে লিখিত আছে—'আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন। পরম পণ্ডিত হয় ভক্তিপরায়ণ। পূর্ব্বপুরুষ হৈতে মানভূমে স্থিতি। পদকর্ত্তা বলিয়া সর্বত্র যাঁর খ্যাতি।' একাবলী ছন্দে রচিত তাঁহার একটি পদ—

ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণি। হেরি চন্দন তিলক ভালে বনি॥ শিখি পুচ্ছকি বন্ধনী বামে টলি। ফুল দাম নেহারিতে কাম ঢলি॥ অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বী চলি। মুখ নীল সরোরুহ বেড়ি অলি॥ ভুজদণ্ডে বিমণ্ডিত হেম মণি। নব বারিদ বিদ্যুত স্থির জনি॥ অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি। কলকিঙ্কিণী-সংযুত পীতকটি॥ পদ নূপুর বাজত পঞ্চস্বরে। করবাদন নর্ত্তন গীত বরে॥ সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে। পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

২৩। পরমানন্দ-(কবি কর্ণপূর ?)-রচিত—শ্রীসেন শিবা-নন্দের পুত্র কবিকর্ণপূর গোস্বামির নামে আরোপিত কয়েকটি পদ-রচনা দেখা যায়। অধিকতর পদই শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে বিরচিত। পদকল্পতরুর ১৮৩, ১৫৮৭, ২৮৫৯, ২৮৭২, ২৯০৭, এবং ২৯৭৫ সংখ্যক পদগুলি সবই শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক ও ব্রজবুলিতে রচিত। এতদ্‌ভিন্ন তরঙ্গিণীর পরমানন্দ-ভণিতায় রচিত ১০টি পদ শ্রীগৌরবিষয়ক এবং প্রায়ই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। ডাক্তার সুকুমার সেন এই পদগুলিকে শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়াছেন, যেহেতু গৌরগণোদ্দেশে (১৯৯) এবং জয়ানন্দের চৈতন্য-

মঙ্গলে (৩পৃঃ) এই গুপ্তকে গীতিকাব্য-রচয়িতা বলা হইয়াছে। ইহাতে রচনাগত বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই।

২৪। প্রতাপরুদ্ররাজা-কৃত-গোপালকৃষ্ণ-পদ্মাবলীতে (৮৯ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত একটি ওড়িয়া পদ— (মনঃশিক্ষা ২৩) 'ভজ মন ব্রজবন-দ্বিজরাজঙ্কু। অজ-শেষ-ভব-বন্দ্য-পদকঞ্জকু॥ নেত্রে রঞ্জি দিব্যাঞ্জন, প্রেমরে কর লোকন, বক্ষে, বংশী হৃদে চারু গুঞ্জস্রজকু। অম্বুজকুটুম্ব-কন্যা - প্রতীর-কদম্ববন্যা,-নভচর রাধাস্কন্ধ - ন্যস্তভুজকু॥ পশুপী-নক্ষত্রাবলি হোই সর্বত্র মণ্ডলী সাজিছন্তি স্মরপরাজয়-সজকু। অখিলরস-শ্রীমূর্ত্তি কাটি এ মদনদ্যুতি, অনাসে নব শিখণ্ডচূড়ধ্বজকু॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ভাসন্তি সন্তত-ভাব-হর জন্মান্তর অহংতমপুঞ্জকু'॥

২৫। শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-বিরচিত সঙ্গীতমাধব-নামক গীতিকাব্যে ২৯টি গীত সংযোজিত হইয়াছে। এই গীতিকামালা গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হইলেও স্থলবিশেষের রচনা-পারিপাট্য ও শব্দবিন্যাস-প্রণালী অধিকতর সুললিত ও চিত্তচমকপ্রদই হইয়াছে। ইহাতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের সাধনোপযোগী বহুবিধ সম্ভার দেদীপ্যমান আছে—এই গীতিকাব্যের সাধন-সঙ্কেতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক ব্রজভাবে ব্রজগোপীর আনুগত্য-লাভে চরমাভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন—ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণন——[বসন্ত-রাগেণ] অদ্ভুত - সুরভিসময়-সহজোদয় - মধুরলতা - তরুজালং। নব-মকরন্দ - মহাদ্ভুত-পরিমল - মত্ত-বিচলদলিমালং॥ বন্দে বৃন্দাবিপিনম-মন্দং। প্রেম-মহারস-বেগবিজৃম্ভিত-মদনমহোৎসবকন্দম্॥ ধ্রু॥ বিকশদ-শোক-বকুলকুল - চম্পক-মাধবিকাভি-রনূনং। সহ নিজবল্লভয়া ব্রজনাগর-লূনবিচিত্র - বিসূনম্॥ ললিত-কলিন্দসুতা,-লহরীকৃত-মৃদুমৃদু-শীকর-বর্ষং॥ তুমুলরতিশ্রমিতালস-তনুবর রসিকমিথুনকৃতহর্ষং॥ অদ্ভুতরস-সরসি লসদুৎপদল-মুকুলিত-কনক-সরোজং। প্রাণসমা-কুচলোচন-সংস্মৃতিকৃতহরি-তীব্রমনোজম্॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণবিহার-বর্ণনা (৩) [মালবগৌড়রাগেণ] মৃগমদলিপ্ত-রুচিরবপুষা পরিরঞ্জিত-নবঘনসারং। বেণীভুজঙ্গীবিরাজিতয়া শিখিচন্দ্রক-চূড়মুদারং॥ সখি হে! গোকুলরাজ-কুমারং। রাধিকয়া সহ কলয় মনোজ-রসাধিকয়া সুকুমারং॥ ধ্রু॥ নবচপলাচপলাঙ্গরুচা রসবর্ষণ-বারিদ-জালং। কাঞ্চন-বল্লরিকোজ্জ্বলয়া দ্যুতিনির্জিত-নীলতমালম্॥ অনিল-তরল-নলিনী-সুললিতয়া মদকল-মধুকরলীলং। অভিনবসঙ্গমভয়-কম্পিতয়া বহুবিধমনুনয়শীলম্॥

নাগরীবেশে সুসজ্জিত-শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরাধা—[রামকিরী রাগেণ] নীলনলিনদল--কোমলমুজ্জ্বলমঙ্গমধিক সুকুমারং। মোহনরূপমিদং তব বল্লবি! হরতি মমান্তরসারং! বিধুমুখি কা ত্বমহো মধুরে! প্রিয়সখী ভব মম চারুতরে॥ ধ্রু॥ কেয়মহো তব বিশ্ববিমোহন - ললিতাপাঙ্গবিভঙ্গী। জনয়তি খঞ্জন-গর্ববিভঞ্জনমতিভয়মেতি কুরঙ্গী। হাস্যমহো তব লাস্যমহো তব বচনমহো মধুধারং। স্নান-শয়ন-ভোজন-গমনাদিষু বিহর ময়া ত্বমুদারম্॥ মা কুরু বঞ্চনমিহ সখি! কিঞ্চন তব পৃচ্ছামি রহস্যং। ত্বামপি চকিতমুদে-ক্ষত কিমু হরিরিতি মম বাচ্যমবশ্যম্॥

রাস—(১২) [বসন্তরাগেণ] বাদয়তে মণিবেণুমুদারং। গলিত-মধুররব - নবরসসারং॥ নৃত্যতি হরিরিহ মোহনরাসে। রসিক-যুবতিততি-রচিতবিলাসে॥ দর্শয়তে বহুহস্তকভেদং। চলতি ললিতগতি চিত্রমখেদং॥ মধ্যবিলম্বিতদ্রুত-পদচালং। কলয়তি গীতপদোচিত-তালং॥ গীতবাদিত্রকলাগতপারং। কিমপি প্রশংসতি বরতনু-বারম্॥

শ্রীরাধাসখীগণের সঙ্গীত—(১) [মঙ্গল গুজ্জরীরাগেণ] প্রণত-সকল-সুখদায়ক ব্রজনায়ক হে বল্লবরাজ-কুমার! স্ফুটসরসিরুহলোচন ভয়মোচন হে পালিত-নিজপরিবার॥ জয় জয় প্রাণসখে! ধ্রু॥ ব্রজতরুণী-নবনাগর রসসাগর হে রচিত-মহা-রতিরঙ্গ। রসিকযুবতি-পরিহাসক কৃতরাসক হে ললিতানঙ্গতরঙ্গ॥ মণিময়বেণুলসন্মুখ নত-সন্মুখ হে মৃদু-মৃদুহাসবিলাস। কুলবনিতা-ব্রতভঞ্জন রিপুগঞ্জন হে নবরতিকেলিনিবাস॥ মধুরমধুররসনূতন হতপূতন হে নবঘন-নীলশরীর। তপনসুতা-তট-সন্নট রতিলম্পট হে ধৃতবরমণিগণ-হীর॥ স্ফুরদরুণাধর-পল্লব ব্রজবল্লভ হে রাধামানস-হংস। শ্রীল সরস্বতী-

গীতকং হরিভাবদং মঙ্গলমিহ বিদধাতু ॥

এইভাবে লোকাতীত-মহামহিম শ্রীবৃন্দাবনীয় সৌন্দর্যমাধুর্যের মহাকবি-সরস্বতীর পদ-লালিত্য ও ভাষা-মাধুর্যের অন্তঃস্থলে যে রস-প্রবাহ খেলিয়া যাইতেছে—তাহা কেবল সদ্‌ভাবুক ও সুরসিকগণেরই আস্বাদ্য ও অনুভাব্য।

২৬। প্রেমদাস-কৃত ৩১টি পদ আছে। তন্মধ্যে ৪৭৫, ৫৫৮, ৫৬১ ৫৯২, ৫৯৬ এবং ৮০৯ সংখ্যক ছয়টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত। ইঁহার ব্রজবুলি রচনা তত উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া সাহিত্যিকদের মত; কিন্তু বাঙ্গালা রচনা অতি উৎকৃষ্ট।

(১) মাধব, মোহে কহসি চাঁদ-মুখ। চাঁদক গুণ কহয়ে সব সুশীতল, চাঁদে জনম ভরি দুখ॥ জলনিধি উদর উয়ল শশধর, গরল সঙ্গে উপনীত॥ কেবল শঙ্কর শিরসি রহল যব তাহা ফণী হেরি অসম্বিত॥ পুন যাই গগনে করল আরোহণ তাহে গরাসে রাহু মন্দ। দৈবে কলঙ্কিত হোওত মৃগধরি, অসিতপক্ষে তনু অন্ত॥ কাহে মিনতি করু কপটহিঁ নাগর, হেরি বিরস মন হোয়। প্রেমদাস কহ, চাঁদবদন চাহচকোরে পীয়ূষ দেই সোয়॥

(২) সই! কাহারে করিব রোষ। না জানি না দেখি সরল হইলুঁ সে পুনি আপন দোষ॥ বাতাস বুঝিয়া পেলাইথু, পা বাঢ়াই বুঝিয়া থেহ। মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিয়ে রসিক বুঝিয়া নেহ॥ মড়ক বুঝিয়া ধরিলে ঢাল ছায়ায় বুঝিয়া মাথা। গ্রাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে বেথিত দেখিয়া বেথা॥ অবিচারে সই করিলু পিরীতি কেন বৈলু হেন কাজে। প্রেমদাস কহে ধীর হ সুন্দরী! কহিলে পাইবা লাজে॥

(পদকল্পতরু ৯৫৬)

প্রেমদাসের অধিকাংশ বাংলা পদই শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে, গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে প্রেমদাস-ভণিতায় যে ২৯টি পদ আছে, তাহার ১৩।২৩ পদটি প্রেমানন্দ-বিরচিত মনঃশিক্ষার প্রথম পদের প্রায় অনুরূপ (১৩৪ পদ দ্রষ্টব্য)।

সুকুমারবাবু চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদীর কয়েকটি স্থানে প্রেমানন্দ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া প্রেমদাস ও প্রেমানন্দ দাসকে একই ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন; কিন্তু মৃণালবাবু তরঙ্গিণীর ভূমিকা ২০২ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রেমানন্দ দাসকে বিভিন্ন ব্যক্তি ধরিলেও তাঁহার রচিত মনঃশিক্ষাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইনি সরল সুললিত পদ্যে ১০৮টি কবিতার প্রণয়নে বৈষ্ণব-জগতে এক অমূল্য নিধি দান করিয়াছেন। একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য উদ্দীপন করিতে সর্বসাধারণের সুপাঠ্য, সহজবোধ্য অথচ হৃদয়গ্রাহী বাংলা কবিতা অতি বিরল-প্রচার। এই গ্রন্থ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার ন্যায় শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে নিত্য পাঠ্য ও গেয়। এই মনঃশিক্ষায় প্রধানতঃ কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা, মনুষ্যজন্মের দুর্লভতা ও ভারতবর্ষে জন্মের প্রশংসা, নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্য ইত্যাদি পুনঃপুনঃ স্থূণানিখননন্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রেমানন্দের একটি পদ (৯৯)—

এ মন! ভাবিয়া দেখনা ভাই। বল কি সাধনে কোথা বা পাইবে সিদ্ধের কোন্ বা ঠাঁই॥ নন্দের নন্দন ভজন করিতে শচীর নন্দন সে। যত গোপীগণ মহান্ত হইল সেখানে আর বা কে? ব্রজলীলা-পর কোথা এতদিনে কেবল প্রকট এথা। বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখনা এমন আর বা কোথা? যদি বল পুনঃ ব্রজেই চলিলা কহ কে দেখয়ে যাই। ব্রহ্মার দিবসে তেঁহ একবার আর কি তেমন পাই? তবে যদি বল নিত্যভাবে স্থিতি নিত্য বা বলিব কারে। ব্রজ নবদ্বীপ এ দুই বিহার কি ভজ ইহার পরে? নিত্য লীলা যত আছয়ে বেকত বিচারি কেন না চাও। শ্রীগুরুবৈষ্ণব তাহে অনুভব সকল কালে যে পাও॥ এখানে সাধন সিদ্ধিও এখানে ভাবের গোচর সে। এখানে তা যদি দেখিতে না পাও মরিয়া দেখিবে কে? রহিতে জীবন এখনি সাধহ এ দেহ গেলে কি পার? কহে প্রেমানন্দ মানুষ নহিলে এ ভাব বুঝিতে নার॥

২৭। বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত—একটিমাত্র ব্রজবুলিপদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে (২৮৪৩)।

জয় জয় মঙ্গল আরতি দুঁহুকি। শ্যামগৌরী ছবি উঠই ঝলকি॥ নবঘনে জনু থির বিজুরি বিরাজে।

তাহে মণি-আভরণ অঙ্গহি সাজে॥ করে লই দীপাবলি হেম-থারী। আরতি করতহিঁ ললিতা আলী। সবহুঁ সখীগণ মঙ্গল গাওয়ে। কোই করতালি দেই, কোই বাজাওয়ে॥ কোই কোই সহচরী মনহিঁ হরিখে। দুহুঁক অঙ্গপর কুসুম বরিখে। ইহ রস কহতহিঁ বলদেব দাসে। দুহুঁ রূপ-মাধুরী হেরইতে আশে॥

২৮। বলরাম দাস-কৃত — শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্য শ্রীবলরাম দাসই পদকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়; কিন্তু প্রেমবিলাস-রচয়িতা কিম্বা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য বলরাম দাস পদকর্ত্তা হইলেও দৈবকীনন্দন-বিরচিত বৈষ্ণববন্দনায় উল্লিখিত বলরাম নহেন বলিয়া ধারণা হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

সঙ্গীতরচক বন্দো বলরাম দাস। নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১১।১৪) ইঁহারই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—বলরাম-দাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী। নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী॥

ইনি দোগাছিয়া-নিবাসী দ্বিজ বলরাম দাস নামে প্রসিদ্ধ। পদকল্প-তরুতে ইঁহার রচিত ব্রজবুলিপদ ৮০টি হইবে; কিন্তু জ্ঞানদাসের ন্যায় ইনিও ব্রজবুলি হইতে বঙ্গভাষায় পদ-রচনাতেই সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ৫০টি পদ বলরামের রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। (১৩।১) পদটিতে তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের দ্যোতনা করিতেছে—

কলিযুগ-মত্তমতঙ্গজ মরদনে কুমতি করিণী দূরে গেল। পামর দুরগত নাম মোতিশতদাম কণ্ঠভরি গেল॥ অপরূপ গৌর বিরাজ। শ্রীনবদ্বীপ-নগর-গিরিকন্দরে উয়ল কেশরিরাজ॥ ধ্রু॥ সঙ্কীর্ত্তনঘনহুঙ্কৃতি শুনইতে দুরিত-দ্বীপিগণ ভাগি। ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল পুণবত গরব তেয়াগি॥ ত্যাগ যাগ যম তিরিথি বরত সম শশ জম্বুকী জরি যাতি। বলরামদাস কহ অতএ সে জগমাহ হরি হরি শবদ খেয়াতি॥

অনুরাগ ও বিরহ-বর্ণনায় বলরাম অদ্বিতীয়, এমন কি জ্ঞানদাসও বল-রামের পদ-লালিত্যে আকৃষ্ট হইয়া তৎসম পদ-রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরুর ৬৭০ ও ৬৮৪ সংখ্যক পদদ্বয় তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে বলরামের ভাবে ও ভাষায় জ্ঞানদাস প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। আবার গোবিন্দ কবি-রাজের ন্যায় বলরাম দাসও শব্দা-লঙ্কার-সমুজ্জ্বল পদ রচনা করিয়াছেন —(পদমঞ্জরী ৪৬)।

বিরহ-বেয়াধি-বেয়াকুল সো পহুঁ বরজল ধৈরয লাজ। বাসর যামিনী বিলপি গোঙায়ই বসি বসি বিপিনক মাঝ॥ বিধুমুখি! বেদনা কি কহব আজ। বিষম বিশিখশর বরিখনে জর জর বিকল বরজ-যুবরাজ॥ বহু বৈদগধি বিবিধ গুণ চাতুরী বিছুরল সবহুঁ মুরারি। বরিখক ঠামে বোল তোহে পাবই বাউর ভেল বনমালী॥ বেশ বিলাস বিশেষহি বিরমল, বিরমল ভোজন পান। বোলইতে বদনে বচন নাহি নিকসই বলরাম কি কহব জান॥

পদকল্পতরুর নিম্নলিখিত পদগুলি কত সুরসাল, কত সুমধুর এবং কত লালিত্যপূর্ণ!! 'কিশোর বয়স কত বৈদগধিঠাম' (১৬৪), 'মধুর সময় রজনি শেষ' (২৪৯৮), 'অধরহুঁ রদন মদনশর জরজর' (২৪৯৪), 'দলিত নলিনসম মলিন বদন ছবি' (২৪৯৫), 'আধ চলত খলত পুন বেরি' (২৫১০), এইরূপ ২৪৬৩, ২৪৭৭, ২৪৭৮। ইনি বাৎসল্যরস-বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত—১২১২, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৯, ১২২০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ২২৬১ ও ২২৬২ পদদ্বয়ে নিত্যানন্দের গৌড়দেশে প্রেরণসূচক কারুণ্যরসের ছবিটি মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ।

২৯। ভীখা সাহেব—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। তদীয় পদদ্বয়—

(১) যা জগমে রহনা দিন চারী তাতেঁ হরি-চরণন চিত বারী॥ শির পর কাল সদা শর সাধে অবসর পার তুরত হামারী॥ ভীখা কেবল নাম ভজে বিনু প্রাপতি কষ্ট নরক ভারী॥১

(২) নিরমল হরিকো নাম সজীবন ধন সো জন জীনুকে ওর ফারউ। জস নিরধন ধন পাই সঁচতু হৈ করি নিগ্রহ কিরপিন মতি ধারউ। জল বিনু মীন ফণী মণি নিরখত একো ঘরী পলক নাহি টরেউ॥ ভীখা গুঙ্গ আবর গূঢ় কো লেখা পর কছু কাহে বনে না পারউ॥২

(সন্তসাহিত্য)

৩০। মাধবদাসজীকী বাণী— সিদ্ধ মহাপুরুষ জগন্নাথী মাধবদাস

বহু হিন্দী পদ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার বিস্তৃত জীবনী ভক্তমালে (১৯।৩) দ্রষ্টব্য। পদাবলীর প্রথমে বিবিধ সঙ্গীত (সংখ্যা ৯), হোরী (১৩ চৌপাই), গোয়ালিনী ঝগরো, নারায়ণলীলা (২৯২ দোহা), পর-তীত পরিচ্ছা (৪৪ চৌপাই) ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় প্রতিপদেই শ্রীশ্রীনীলগিরিনাথের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ঝলক আছে। প্রথম পদে—যে তিহরী শরণাগতা স্থনৌ নীল-গিরিনাথ! মায়ানৃত্য করৈ নটী মর্দতি মম মাথ। মৈ অকেল জন দুর্বলা বৈরী বলবন্ত। রক্ষা করহু করুণাময়ী ভগবন্ত অনন্ত॥ কাম ক্রোধ মদ মৎসরা অভিমান সহায়। অনেক এক কহুঁ পীড়বৈঁ দুঃখ সহো ন জায়॥ বাহরি সাধু সবৈ কহৈঁ অন্তস্করণবিকার। কঠিন ব্যাধি কলি কেশবা কাসোঁ করোঁ পুকার॥ গৃহ বন নরক স্বর্গমে মোহি তিহরী যৈ আস। শ্রীজগন্নাথ জনি পরিহরো কহে মাধব দাস॥

৩১। শ্রীমাধবী দেবী-কৃত—বৃদ্ধা পরমবৈষ্ণবী দেবী মাধবীর ভক্তির কথা (চৈচ অন্ত্য ২।১০৩—১০৬) বর্ণিত আছে। ইনি নিত্যসিদ্ধ মহা-ভাগবত, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সাড়ে তিন জনের অর্দ্ধজন। পদাবলী-সাহিত্যে ইঁহার কিছু দান আছে। পদকল্পতরুতে মাধবীদাস-ভণিতাযুক্ত চারিটী পদ (৭৭৫, ৭৭৬, ১৮৫৩ ও ২২৩৯ পরিষৎ সংস্করণ) এবং মাধবী-ভণিতাযুক্ত (১৪০, ২২৪০) দুইটী পদ আছে। এই পদগুলি কিন্তু মাধবী দাসীর রচিত বলিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় 'সাধনা' পত্রিকার ১৩৩৭ বাং ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে শ্রীঅচিমাম্বা-(Achimamba) কর্ত্তৃক 'অবলাসৎ-চরিত্র-রত্নমালা'-নামক তেলেগু হইতে কেনারিজ ভাষায় অনূদিত পুস্তকে এই পদগুলি স্থান পাইয়াছে।* যতীন্দ্র বাবুর এই সংগ্রহে পদকল্পতরুর ১৪০ ও ২২৩৯ সংখ্যক পদদ্বয় নাই, অথচ নিম্নলিখিত পদটী পাওয়া যাইতেছে—

শ্যামের গৌরবরণ এক দেহ। পামর জন ইথে করই সন্দেহ॥ সৌরভে আগোর মুরতি রসসার। পাকল ভেল যৈছে ফল সহকার॥ গোপ জনম পুন দ্বিজ অবতার। নিগম না পায়ই নিগূঢ় বিহার॥ প্রকট করল হরিনাম বাখান। নারী পুরুষ মুখে ন শুনিয়ে আন॥ করি গৌর-চরণ কমল মধুপান। সরস সঙ্গীত মাধবীদাস ভাণ॥

এই পদগুলি শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বলিয়া উৎকলবাসিনী মাধবী দাসীর রচিত কিনা—এ বিষয়ে সাহিত্যিকদের বিশেষ সন্দেহ আছে। [সতীশ বাবুর পদকল্পতরুর ভূমিকা দ্রষ্টব্য]। সংস্কৃত ভাষায় ইনি **'পুরুষোত্তমদেব নাটক'** রচনা করেন বলিয়া শুনা যায়।

* Indian Ladies' Magazine নামক পত্রিকায় "The Culture of Telegu and Kannada Woman"-শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে। মাধবী দাসী 'জগন্নাথ-দিনচর্য্যা'-নামে এক পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে।

৩২। মাধুরীজি-রচিত—শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমাধুরীজি ব্রজমণ্ডলে মথুরা-গোবর্দ্ধনের মধ্যবর্ত্তী আড়িংগ্রামের অনতিদূরে 'মাধুরীকুণ্ড'-নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমাধুরীজির ব্রজভাষায় রচিত পদাবলি সাতটি ভাগে সজ্জিত—(১) বংশীবটবিলাস-মাধুরী, (২) উৎকণ্ঠামাধুরী, (৩) কেলিমাধুরী, (৪) শ্রীবৃন্দাবন-বিহারমাধুরী, (৫) দানমাধুরী (৬) মানমাধুরী ও (৭) হোরী মাধুরী এবং প্রিয়াজীকী বধাই। প্রত্যেক মাধুরীর পূর্ব্বেই শ্রীগৌর-চন্দ্রের বন্দনা আছে—যথা উৎকণ্ঠা-মাধুরীর উপক্রমে—

শ্রীচৈতন্য স্বরূপকো মন বচ করোঁ প্রণাম। সদা সনাতন পাইয়ে শ্রীবৃন্দাবনধাম॥ গৌরনাম ঔর গৌরতনু অন্তর কৃষ্ণস্বরূপ। গৌর সাঁবরে দুহুনকো প্রগট একহি রূপ॥ তিন্‌কে চরণ প্রণামতে, সব স্থলভ জগ হোঈ। গৌর সাঁবরে পাই যহ, আপ আপুনো খোঈ॥ ১

আবার বংশীবটমাধুরীর উপসংহারে শ্রীচৈতন্যানুরাগ সূচিত হইয়াছে—

শ্রীচৈতন্য সুদৃষ্টিতেঁ বিবিধ ভঙ্গ অনুরাগ। পিয় প্যারী মুখকমলকো পায়ো প্রেম-পরাগ॥ রূপমঞ্জরী প্রেমসোঁ কহত বচন সুখরাস। শ্রীবৃন্দাবনমাধুরী হোহু সনাতন বাস॥

কেলিমাধুরীর উপসংহারে রচনার তারিখও দেওয়া আছে—১৬৭৮ সম্বতে (১৫৪৩ শকাব্দায়) শ্রাবণ মাসে এই পদাবলী রচিত হয়।

সংবৎ সোলস সে অসী সাত অধিক

হিয় ধার। কেলিমাধুরী ছটি লিখি শ্রাবণ বদি বুধবার॥

শ্রীবৃন্দাবন-মাধুরীর রচনার আদর্শ—বৃন্দাবনকী বাত কছু কহত বনেঁ নহি বৈন। নৈন্ সমানে বিপিনমেঁ বিপিন সমানে নৈন॥ ২৩॥ মুকুলিত মল্লী মালতী মঞ্জুল মধুর সুবাস। জুহী সুহী ফুহী সবৈ অপনৈ সহজ হুলাস॥ ২৪॥ ইত্যাদি

শ্রীমাধুরীজির বাণী মাধুরীগুণে ব্রজমণ্ডলে, এমন কি রাজস্থান অঞ্চলেও পরম প্রীতির সহিত সঙ্গীত ও আলোচিত হইতে দেখিয়াছি। সাহিত্যহিসাবেও ইঁহার রচনা যে উচ্চকোটির তাহাতে সংশয় নাই। শ্রীপাদ রূপের সাহচর্যে ইনি যে প্রেমরস-মাধুরীর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই প্রতিপদে ঝলক দিয়া থাকে।

৩৩। মীরাবাঈ——ভক্তমাল দ্বাবিংশমালায় মীরাবাঈর চরিত্র-বর্ণনা হইয়াছে। ইঁহার নৃত্যগীতবাদ্যরসে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও পরম প্রীতি পাইতেন। মীরাবাঈর ভজন গান সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীজীবপাদের সহিত ইহার কৃষ্ণকথা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, তাঁহার ভজনগানে শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিদের ন্যায় আনুগত্যসূচক কোনও কথা না থাকিলেও গোস্বামিদের প্রভাব যে তাঁহার উপর পড়িয়াছিল—এ কথা সুনিশ্চিত। ভক্তমালের টীকা ভক্তিরসবোধিনীতে ৪৮৯-সংখ্যক অনুচ্ছেদে—'বৃন্দাবন আঈ জীব গোঁসাঈজূসো মিলী ঝিলী তিয়ামুখ দেখিবেকো পণ লে ছুড়ায়ো হৈ। দেখি কুঞ্জ কুঞ্জলাল প্যারী সুখপুঞ্জ ভরী ধরী উর মাঝ আয় দেশ বন গায়ো হৈ'। মীরাবাঈর ভজনগান গীত হইলে যে সুধারস বর্ষণ করে, তাহা আস্বাদকদেরই সুবেদ্য। মীরার একনিষ্ঠাসূচক একটি পদ—(৫৬ সংখ্যক—'মীরাবাঈকী শব্দাবলী')

মেরে তো গিরিধর গোপাল দূসরো ন কোঈ। টেক॥ জাকে সির মোর মুকট মেরো পতি সোঈ। তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নাহি কোঈ॥ ১॥ ছাঁড় দই কুলকি কান ক্যা করিহে কোঈ। সন্তন্ ঢিংগ বৈঠি বৈঠি লোক লাজ খোঈ॥ ২॥ চুনরীকে কিয়ে টুক্ টুক্ ওঢ় লীন্হ লোঈ। মোতী মুঁগে উতার বনমালা পোঈ॥ ৩॥ অঁসুঁবন জল সীচঁ সীচঁ প্রেমবলে বোঈ। অবতো বেল ফৈল গঈ আনন্দ ফল হোঈ॥ ৪॥ দূধকি মথনিয়া বড়ে প্রেম সে বিলোঈ। মাখন জব কাঢ়ি লিয়ো ছাচ্ পিয়ে কোঈ॥ ৫॥ আঈ মে ভক্তি কাজ জগত দেখ মোহী। দাসী মীরা গিরধর প্রভু তারো অব মোহী॥ ৬

মীরাবাঈ- চিত শ্রীগৌরপদ—(সাধো) অব তো হরি নাম লৌ লাগী ইত্যাদি। [গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে ১৩১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

৩৪। মুরারিগুপ্ত-কৃত——যে সকল পদাবলী পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক। গৌরপদতরঙ্গিণীতে (১।৩।৭১,২।২।৪৭,৪৮ ; ৩।২।৪৭,৪৮ ; ৪।৩।৮, ৫।৩।৪০, ৪২, ৪৬) ৯টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১) নাগরীভাবের পদ—[৩।২।২৪, সুহই]—সখি হে! ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ নয়ান পুতলি করি, লইনু মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। পীরিতি আগুনি জ্বালি, সকলই পুড়াইয়াছি, জাতি কুল শীল অভিমান॥ না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়ে শ্রবণগোচরে। স্রোতবিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি, কি করিবে কুলের কুকুরে॥ খাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে, বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। মুরারি গুপতে কহে, পীরিতি এমতি হৈলে, তার গুণ তিন লোকে গায়॥ (পদক ৭৫৩)

(২) শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুরে (৫।৩।৪২) [ধানশী]

চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে॥ 'হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ'—সবাকার মুখে। নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুখে॥ গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া। নিতাই-বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥ হেরিতে গৌরাঙ্গ-মুখ মনে অভিলাষ। শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস॥ হইল পুরুষশূন্য নদীয়া-নগরী। সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥

এই দুইটি পদেই স্বাভাবিক প্রেমের আকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, ভাষার সহিত ভাবেরও সৌন্দর্য বর্ত্তমান। এইরূপ (৩।২।৪৮) পদেও 'গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা' সরল ও সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (২৪।১০) উদ্ধৃত পদটি মানিনী শ্রীরাধার প্রতি মিনতি-সূচক—

তপন-কিরণে যদি, অঙ্কুর দগধল, কি করব জল-অভিষেকে। দুখভরে প্রাণ, বাহিরে যদি নিকসব, কি করব ঔষধ-বিশেখে॥ মানিনি! অতএ সমাপহু মান। মৃদু মৃদু ভাষে সম্ভাষহ বরতনু! একবের দেহ জীউ দান॥ সুন্দর বদনে বিহসি বরভামিনি! রচহ মনোহর বাণী। কুচ-কনয়াগিরি মধি গহি রাখহ—নিজভুজে আপনা জানি॥ অধর সুধারস পান দেহ সখি! হৃদয় জুড়াওহ মোর। তুয়া মুখ-ইন্দু উদয় হেরি বিলসঙ তিরখিত নয়ন-চকোর॥ নিজ গুণ হেরি পরক দোখ পরিহরি, তেজহ হৃদয়ক রোখ। ভণই মুরারি প্রাণপতি-সঙ্গিনি! পুরুষ-বধ বহু দুখ॥

পদকল্পতরুতে (৪।৬।১৭০১) উদ্ধৃত পদটিও রাধার উৎকট বিরহব্যাধিসূচক।

কি ছার পিরীতি কৈলা, জীয়ন্তে বধিয়া আইলা বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই। শফরী সলিল বিন, গোঙাইব কত দিন, শুন শুন নিঠুর মাধাই। ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি সে কেমনে রহে অযোগানে। শুন মোর নিবেদন শীঘ্র কর আগমন, ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥ ইত্যাদি

৩৫। মোহনদাস - রচিত —— শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শিষ্য বৈদ্য মোহনদাস-বিরচিত ২৩টি ব্রজবুলি পদ কল্পতরুতে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-বর্ণনায়—(১) কানুক শেষ দশা শুনি রাই। কাতর বদনে সখীমুখ চাই॥ ঐছন ইঙ্গিত সহচরী পাই। আনন্দে নিমগন বেশ বনাই॥ সুখময় কুঞ্জহি করল পয়ান। পন্থহিঁ কতবিধ করু অনুমান॥ আকুল নাগর হাম অতি ভীত। না জানি রভসরস পহিল পিরীত॥ ঐছন ভাবিতে মিলল আয়। ধাই কহল দূতী নাগর-পায়॥ দূর কর বিরহ আওল ধনী রাই। চমক উঠল জনু জীবন পাই॥ আনন্দে আগুসরি আওল কান। কুঞ্জ-মাঝে সবে করল পয়ান॥ সুন্দরী মুগধিনী বচন না কহই। সহচরী আঁচর ধরি তাঁহা রহই॥ পহিল সমাগম রাধা কান। মোহন দূরহিঁ দুহুঁক গুণ গান॥ ৯৯॥

(২) শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ-বর্ণনায়—সখীগণে বিভোর হইয়া। কান্দয়ে ধরণী লোটাইয়া॥ ললিতা প্রবোধ করয়ে তায়। বহুমত রচিয়া উপায়॥ হাম অব করব পয়ান। যৈছে মিলিয়ে তোরে কান॥ ঐছন কহি পুন তায়। নহে বা ধরব তছু পায়॥ ইথে সকরুণ হোই শ্যাম। আপে মিলব তুয়া ঠাম॥ এত কহি চলে তছু পাশ। কহতহিঁ মোহন দাস॥

খণ্ডিতায় ৩৯৬—৩৯৭, ৪০৮; মানে ৫৭২, ৬০২; গোষ্ঠলীলায় ১২০৩—৪, ১২১১, ১২১৩; দানলীলায় ১৩৮৫—৮৬, বসন্তবিহারে ১৪৯৩; শ্রীরাধাভিষেকে ১৫৮৩—৮৫; শ্রীকৃষ্ণ-বিলাপে ১৭৬২; দশমী দশায় ১৯৬১; সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে ২০১৭, ২০২৯; শ্রীনিত্যানন্দমহিমা-বর্ণনে ২৩০৭ এবং অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় ২৬৮০ সংখ্যক পদ ইঁহারই সুন্দর কবিত্বের পরিচায়ক।

৩৬। মোহিনী বাণী—— শ্রীগদাধর ভট্টজি মহারাজ-কৃত পদসাহিত্য। 'গদাধর ভট্ট' দেখুন। ইঁহার রচনায় শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। কুসুম-সরোবরবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণদাসজি মহারাজ-কর্তৃক প্রকাশিত 'মোহিনী বাণীতে' পদগুলি এই ভাবে সজ্জিত হইয়াছে—যোগপীঠ, উপদেশ, বিনয়, ব্রজজন-সম্বন্ধে বধাই [জন্মলীলা], নাম-মাহাত্ম্য, যমুনা, বংশী, স্মরণ, বন্দনা, অনুরাগ, রূপমাধুরী, শ্রীরাধা-বদনশোভা, মান, দান, রাস, বিবাহ, ভোজন, বসন্ত, শ্রীমহাপ্রভুর হোরী-লীলা, শ্রীরাধাগোবিন্দের হোরী, বর্ষা, ঝুলন ইত্যাদি বিষয়ক পদাবলী। ইহাতে পাঁচটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গীত আছে।

নামমাহাত্ম্যের একটি পদ—
হে হরি তেঁ হরিনাম বড়েরো। তাকোঁ মূঢ় করত কত ঝেরো॥ প্রগট দরস মুচুকুন্দহিঁ দীন্হোঁ, তাহু আয়ুসু ভো তপ কেরো। সুত হিত নাম অজামিল লীনো। যা ভবমে ন কিয়ো ফিরি ফেরো॥ পর অপবাদ স্বাদ জিয় রাচ্যো, বৃথা করত বকবাদ ঘনেরো। তাকে দসয়ো অংস গদাধর, হরি হরি কহত জাত কহ তেরো॥

শ্রীজীবপাদ-কর্তৃক আস্বাদিত পদ—[অনুরাগ-বিষয়ক]—সখী হো শ্যামরঙ্গরঙ্গী। দেখি বিকাই গয়ী

বহ মূরতি, সুরতী মাহিঁ পগী॥ সঙ্গহুতো অপনো সপনো সো সোঙ্গি রহী রস খোঙ্গি। জাগেহু আগে দৃষ্টি পরৈ সখি, নেকু ন ন্যারী হোঙ্গি॥ এক জু মেরি অঁখিয়নি মে নিসিদ্যোস রহো করি মৌন। গাই চরাবন জাত সুন্যো সখি! সোধৌ কনৃহৈয়া কৌন। কাসো কহোঁ কৌন পতিয়াবৈ কৌন করে বকবাদ। কৈসে কৈ কহি জাত গদাধর, গূঁগে কো গুর স্বাদ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হোলীপদটিও অতি সুন্দর।

৩৭। শ্রীযদুনন্দন[১] (যদুনাথ-দাস-রচিত—কাটোয়াবাসী শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীদাস গদাধরের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত প্রায় ১২টি পদ ধৃত হইয়াছে। ইনি সুকবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন—ভক্তি-রত্নাকরে ইঁহার রচিত (৯।৪৬৬) গৌরপদের ইঙ্গিত এবং দ্বাদশ তরঙ্গে প্রায় ১৪।১৫টি পদ ধৃত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্যও একজন যদুনন্দন আচার্য নামে ছিলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১০।১১৯, ১২।৫৬ এবং ৩।৬।১৬০—১৬৯) বর্ণিত হইয়াছে। তিনি কোনও গ্রন্থ বা পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; কিন্তু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় প্রেম-বিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে যদুনন্দন আচার্য অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য এবং যাঁহার কন্যাদ্বয়কে বীরচন্দ্রপ্রভু বিবাহ করেন, তিনিই বাসুদেব দত্তের 'কৃপার ভাজন' বা অনুগৃহীত, তিনিই শ্রীরঘুনাথ দাসের গুরু, বাড়ী রাজবল-হাটীর নিকটে ঝামটপুর। যদুনাথ রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে যদুনন্দন-ভণিতায় ৮, যদুনাথ-ভণিতায় ৯ এবং যদু-ভণিতায় ১৭টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। যদু-ভণিতার পদগুলি যদুনন্দন বা যদুনাথ-কর্ত্তৃক রচিত হইতে পারে। আবার যদুনন্দনও যদুনাথ-ভণিতা দিয়া 'গোবিন্দলীলা-মৃতে'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। কাজেই যদুনন্দন ও যদুনাথের পদাবলি ঠিক ঠিকভাবে বাছিয়া নির্দেশ করা কঠিন সমস্যা। যদুনন্দন-ভণিতায় ১২টি পদ পদকল্পতরুতে আছে। ১৯৪৬ সংখ্যক পদটিও ইঁহারই রচিত, গৌড়ীয় সংস্করণ ভক্তিরত্নাকর (১২।২৮০৭, চৈচ ১।৩।৩৩) দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌরগদাধর-বিহার-বিষয়ক একটি পদ—

গৌরগদাধর দুহুঁ তনু সুন্দর, অপ-রূপ প্রেমবিথার। দু'হু দুহুঁ হরষে পরশে যব বিলসয়ে, অমিয়া বরিখে অনিবার॥ দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁ জন লেহ। কো অছু ভাব প্রেমময় চাতুরালী, নিমজিয়া পাওব থেহ॥ করে করে নয়নে নয়নে যোই মাধুরী সো সব কি বুঝব হাম। অপরূপ রূপ হেরি তনু চমকাইত অখিল ভুবনে অনুপাম॥ অমিয়া-পুতলী কিয়ে রসময় মূরতি কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার। হেরইতে জগ জন তনুমন ভুলয়ে যদু কিয়ে পাওব পার॥

৩৮। শ্রীযদুনন্দনদাস[২] (যদু)-রচিত—এই যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকু-রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবল চন্দ্রের শিষ্য। ১৬০৭ খৃঃ সমাপ্ত তদীয় 'কর্ণানন্দ' নামক আচার্য প্রভুর জীবনীমূলক গ্রন্থে (২৭—২৮ পৃঃ) তাঁহার সংক্ষেপ-পরিচয় দেওয়া আছে। [পাটবাড়ী পুথি কা ৫, ১২১৫ সন] ইনি পদা-বলী-সাহিত্যেও যথেষ্ট দান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত (১) বিদগ্ধ মাধব নাটকের 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস-কদম্ব' বা 'রসকদম্ব' নামে এবং গোবিন্দলীলামৃত ও কৃষ্ণকর্ণা-মৃতের বঙ্গানুবাদ করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন। অদ্বিতীয় অনুবাদক-হিসাবেই যে তিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার ভাষায় সরলতার সহিত সুরুচিতাও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে সুরসিক কাব্যজগতে গৌরবমণ্ডিত করি য়াছে। 'রসকদম্বে' ৬৪টি পদরত্ন আছে। (২) গোবিন্দলীলামৃতের তাৎপর্যানুবাদে প্রায়ই পয়ার দেখা যায়, কেবলমাত্র ২৩টি পদ্য ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহাকে প্রকৃত পক্ষে অনুবাদ বলা চলে না, বরং মূলগ্রন্থের পরিপোষক সংযোজনা বলিতে পারা যায়। (৩) কৃষ্ণকর্ণা-মৃতের অনুবাদে তিনি মূলের সহিত শ্রীকবিরাজ গোস্বামির টীকারও সাহায্য লইয়াছেন। (৪) দানকেলি কৌমুদীর পয়ারে ও ত্রিপদী ছন্দে অনুবাদটি সরস ও সরল। (৫) মুক্তাচরিত্রের অনুবাদে ১৮ বিভাগ আছে (পাটবাড়ী পুঁথি অনু ২৬); (৬) 'রসনির্যাস' (পাটবাড়ী পুঁথি পদা ১৪)। সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য, গোস্বামি-গ্রন্থে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি

প্রভৃতি তাঁহার প্রতি গ্রন্থে দেদীপ্যমান। সময়ে সময়ে তাঁহার অনুবাদে মূল হইতেও অধিকতর সৌন্দর্য মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' (বিদগ্ধমাধব ১।৩৩) পদ্যের অনুবাদ—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি বাঢ়ায় অতিশয়। নাম সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥ কি কহব নামের মাধুরী! কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা, 'কৃষ্ণ' এই দুই আঁখর করি॥ আপন মাধুরী-গুণে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে, তাতে কালে অঙ্কুর জনমে। বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম-মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥ 'কৃষ্ণ' দুআঁখর দেখি, জুড়ায় তাপিত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়। যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥ চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হইতে হয় সাধ॥ সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেম-উনমাদ॥ যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়। সকল মাধুর্য-স্থান, সবরস কৃষ্ণনাম, এ যদুনন্দন দাস কয়॥

এইরূপে (১।৬৯), (২।২৯), (২।৭৪), (৩।১৭, ১৮, ২২), (৪। ৩২, ৩৩), (৫।২৭, ৩৭, ৪৮), (৬। ২৭), (৭।৫৯) প্রভৃতি পদ্যগুলি বাস্তবিকই সুরসাল, সুমধুর ও সুকৃতি-জনমাত্রৈকসংবেদ্য।

যদুনন্দন, যদুনাথ ও যদু-ভণিতাযুক্ত বহুপদ বৈষ্ণব পদাবলিতে দেখা যায়, তাহারা কাহার রচিত এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর থাকিলেও আমরা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্‌দের * উপর সেই বিচার ও গবেষণার ভার দিয়া পদমাধুর্য ও শব্দলালিত্য-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আকর দেখিলে যৎপরোনাস্তি সুখ পাইবেন।

৩৯। শ্রীরাধারমণদেব-রচিত— এই সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য মহাপুরুষ উনবিংশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়া স্বসম শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে ভারতের বহু স্থানে নামপ্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। দ্রুতপদরচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভাবের আবেশে তৎকালরচিত বহু-পদ তিনি শ্রোতৃবর্গ-সম্মুখে কীর্তন করিয়া মহাবিস্ময় ও আনন্দোৎসব দান করিতেন বলিয়া শুনা যায়। নিম্নে দ্রুতপদ-রচনার নিদর্শনরূপে তদ্রচিত একটি পদ উট্টঙ্কিত হইল।

বাঁধরে বাঁধ কোমর সাজরে সাজ যুদ্ধেতে। শাসিব হরি নামে, নাশিব রাধা-প্রেমে, আছে যত অসুর জগতে॥ এবে অস্ত্র না ধরিব, প্রাণে কারেও না মারিব, (আমায় প্রভু নিত্যানন্দ বলে) হৃদয় শোধিব সবার প্রেমেতে। কলিরাজ যদি আসে, মাতাব নিতাই রসে, ঘুরাব দেশ বিদেশে তাহারে। ইত্যাদি

৪০। শ্রীরাধাবল্লভ দাস-রচিত —রাধাবল্লভদাস নামে তিনজন মহাজনের নাম পাওয়া যায়। গৌরপদ-তরঙ্গিণীর ভূমিকায় এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য। পদকল্পতরুতে ৭টি ব্রজবুলি পদ আছে (১৯৬, ২২ , ৭৭৬, ১৩৯৪, ১৭২৭, ২০৩৭ ও ২৩২৪) গৌরপদতরঙ্গিণীতে মোট ১৮টি পদ ইহার রচিত। 'মনমোহনিয়া গোরা ভুবন-মোহনিয়া' (৩।১। ৮৮) এবং 'গঙ্গার ঘাটে যাইতে বাটে, ভেটিনু নাগর গোরা' (৩।৩।৫২) এই পদদ্বয় লোচনের ধামালীর অনুকরণে রচিত হইলেও পরম সুন্দর; শ্রীরূপসনাতন-সম্বন্ধে তিন, ভট্টরঘুনাথ-বিষয়ক এক, দাস রঘুনাথ-বিষয়ে দুই এবং জ্ঞানদাস-সম্বন্ধে একটি পদে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। নিত্যানন্দপ্রভু-বিষয়ক পদদ্বয় সহজ-পাঠ্য ও সুখবোধ্য। আচার্য-প্রভু-বিষয়ক পদদ্বয়ও (কল্পতরু ২৩৭৯—৮০) অতিকরুণ। এক রাধাবল্লভ দাস (মণ্ডল) বিলাপ-কুসুমাঞ্জলির পদ্যানুবাদ ও বহু 'সূচক' রচনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-বর্ণনায় (১৯৬)

সজনি! অপরূপ পেঁখলু বালা। হিমকর মদন-মিলিত মুখমণ্ডল তা'-পর জলধরমালা॥ চঞ্চল নয়ানে হেরি মুঝে সুন্দরী, মুচকায়ই ফিরি গেল। তৈখণে মরমে মদন-জ্বর উপজল, জীবইতে সংশয় ভেল॥ অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরিয়ে, অনুখণ সোই ধেয়ান। তাকর পিরীতিকি রীতি নাহি

* শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (২০১—৩৩ পৃঃ) এবং ডক্টর সুকুমার সেন-কর্তৃক প্রতীচ্য ভাষায় লিখিত 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ৫২—৫৪, ১৮০—১৮৩ এবং ২১৯—২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমুঝিয়ে, আকুল অথির পরাণ॥ মরমক বেদন তোহে পরকাশল, তুঁহু অতি চতুরী সুজান। সো পুন মধুর মূরতি দরশাওবি, রাধাবল্লভ গান॥

৪১। শ্রীরামমণি রজকিনী-কৃত —প্রাচীনা স্ত্রীকবিদের মধ্যে রামমণি শ্রীচণ্ডীদাসের সমসাময়িকা ছিলেন। ইনি রজক-কন্যা, অসহায় অবস্থায় নান্নুরে আসেন এবং গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের কৃপায় তত্রত্য গ্রাম্যদেবতা বিশালাক্ষী দেবীর শ্রীমন্দিরে মার্জনাদিকার্যে নিযুক্তা হন। ইনিও যে কাব্যরচনায় পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা তদ্রচিত পদগুলিতেই জানা যায়।

শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে—তোহারি বেদন ছেদন কারণ পুন পুন পুছিয়ে তোয়। তুহুঁ উর ধরি ধরি মরি মরি বোলসি, সুধ বুধ সব খোয়॥ আলিরি! হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে! যো তুয়া দুঃখে দুখাওত শত-গুণ,তাহারে কি বেদনা না কহিয়ে॥ধ্রু এ তুয়া সঙ্গিনী রঙ্গিণী রসকিনী, কহিলে কি আওব বাজে। ফণিমণি ধরব শমন-ভবন যাব, যৈছে শিখাঅব কাজে॥ হাম আগুয়ানী আগুণি পৈঠব বৈঠব যোগিনী-সাজে। তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢুড়ব, বুড়ব সাগর-মাঝে॥ ভাব লাভ তুয়া অন্তরে অন্তরু, কহিলে কি রহে তাপলেশ। বিন্দু ইন্দুমুখি সিন্ধু উতারব, বোলহ বচন-বিশেষ॥

মাথুর——কোথা যাও ওহে প্রাণবঁধু মোর, দাসীরে উপেখা করি। না দেখিয়া মুখ ফাটে মোর বুক, ধৈরয ধরিতে নারি॥ বাল্য কাল হ'তে এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি। কি দোষ পাইয়া মথুরা যাইবে, বলহে সে কথা শুনি॥ তোমার এ সারথী ক্রূর অতিশয়, বোধ বিচার নাই। বোধ থাকিলে দুখসিন্ধু নীরে, অবলা ভাসাতে নাই॥ পিরীতি জ্বালিয়া যদি বা যাইবা, কবে বা আসিবা নাথ! রামীর বচন করহ পালন দাসীরে করহ সাথ॥

৪২। শ্রীরামানন্দ রায়-কৃত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার নিত্যসঙ্গী অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দের নাটকে ২১টি গীত আছে। এই পদাবলী শ্রীমদ্ গৌর-বিধু বিরহ-বিধুর অবস্থায় আস্বাদন করিতেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বারংবার উক্ত হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের অনুকরণে রচিত হইলেও এই গীতাবলিতে অধিকতর আস্বাদনীয়তা বিদ্যমান আছে—শ্রীরামানন্দের 'পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল' পদটি 'ব্রজবুলি' সাহিত্যের সর্বপ্রথম রচনা বলিয়াই সাহিত্যিক-দিগের মত। এই পদে প্রেমের সর্বোর্দ্ধতনী যে অবস্থাটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরায় রামানন্দের মুখপিধান করিয়াছেন।

গীতের দৃষ্টান্ত—(১) বিদলিত-সরসিজ-দলচয়-শয়নে। বারিত-সকল-সখীজন-নয়নে॥ বলতি মনো মম সত্বরবচনে। পূরয় কামমিমং শশিবদনে॥ অভিনব-বিষকিশলয়-চয়বলয়ে। মলয়জ-রসপরিষেবিত-নিলয়ে॥ সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং। রামানন্দরায়-কবি-ভণিতম্॥ (২।২৪)

(২) মঞ্জুতর-গুঞ্জদলি-কুঞ্জমতি-ভীষণং। মন্দমরুদন্তরগ-গন্ধকৃত-দূষণং॥ সকলমেতদীরিতং। কিঞ্চ গুরু-পঞ্চশর-চঞ্চলং মম জীবিতম্॥ ধ্রু॥ মত্তপিক-দত্তরুজমুত্তমাধিকরং বনং। সঙ্গসুখমঙ্গমপি তুঙ্গভয়-ভাজনং॥ রুদ্রনৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কুলং। রামপদ-ধাম-কবিরায়-কৃতমুজ্জ্বলম্॥ (৩।৩৪)

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের অধিকাংশ পদ্যাংশের ও গীতাবলির যে অনুবাদ করিয়াছেন—তাহার দৃষ্টান্তও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) আর নিবেদন, চন্দ্রাসখি শুন, পূরাও মোর মনকাম। শয়ন-মন্দিরে, আনহ সত্বরে, প্রফুল্ল নলিনীদাম॥ গোপত করিয়া, শেজ বিছাইয়া, দেহ না সুন্দরি মোরে। যেন অন্যজনে, না হেরে নয়নে, বিরলে বলিল তোরে॥ মন্দির-মাঝারে, মলয়জ-নীরে, সেচন করলো ধনি! না কর বিলম্ব, কুসুম কদম্ব, শীঘ্র দেহ মোরে আনি॥ (২।২৪)

(২) গুঞ্জ অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মাতিয়া। মত্তপিক-দত্তরবে ফাটে মঝু ছাতিয়া॥ বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধ-সহ মারুতা। কুন্দকলি-শৃঙ্গ অলিবৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা॥ সখি! মন্দ মঝু ভাগিয়া। কান্তবিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাঁহে রহু বাঁচিয়া॥ ধ্রু॥ ভস্মতনু পুষ্পধনু-সঙ্গে রস পূরিয়া। অঙ্গ মঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া॥ পশু মঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখীরে।

বল্লী নবকুঞ্জ ভেল ভৃঙ্গভয় ভাজিরে॥ গচ্ছ সখি! পৃচ্ছ কিবা আনি দেহ নাহরে। স্পর্শসুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে॥ (৩।৩৪)

পদকল্পতরুতে রামরায়-ভণিতাযুক্ত একটি মঙ্গল আরতির পদ আছে।

এ দুহুঁ মঙ্গল আরতি কী জে। মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ নী জে॥ মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল। মঙ্গল রাধা-মদনগোপাল॥ শ্যাম গোরী দুহুঁ মঙ্গল রাশি। মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি॥ মঙ্গল শঙ্খহি মঙ্গল নিসান। সহচরীগণ করু মঙ্গল গান॥ মঙ্গল চামর মঙ্গল উদগার। মঙ্গল শবদে করয়ে জয়কার॥ মঙ্গল মুখে কেহু কাহু বাখান। কহ রামরায় তহিঁ ভগবান্॥

(পদক ২৮৪৫)

'রামানন্দ'-ভণিতাযুক্ত সব পদই যে ইঁহার রচিত—এ বিষয়ে নিশ্চয় করিবার উপায় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ১৩৫২ বঙ্গাব্দে 'শ্রীরায়রামানন্দের ভণিতা-যুক্ত পদাবলী'-নামক যে পুস্তকে কয়েকটি পদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের প্রামাণ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তত্রত্য ১৩ পৃষ্ঠায় একটি পদ—সভ সখাগণে কৃষ্ণ বোলয়ে বচন। স্নাহান বঢ়াআ মোরে মিলব অখন॥ সুরেশ মন্দিরে বিজে হরি হলধর। গোপাল চলেন ঘরে স্নাহানে তৎপর॥ নিত্যকর্ম সারি সবে ভেটল মোহন। চন্দন ঘোষাছে কেহ দিখাএ দর্পণ॥ মলয় কুসুম মধু শ্রীঅঙ্গে মণ্ডল। রামানন্দ চিন্তিরূপ আনন্দে বুড়ল॥

ইহা ব্রজভাষা, ওড়িয়া ও বাঙ্গালায় মিশ্রিত পদ।

৪৩। শ্রীরামানন্দ বসু-কৃত (শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণেতা কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু গুণরাজখাঁর পৌত্র রামানন্দ বসু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। ইঁহার বংশ একান্ত গৌরভক্ত। প্রতিবৎসর নীলাচলে পট্টডোরী লইয়া যাইবার জন্য ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ছিলেন। বৈষ্ণবের তারতম্যও প্রভু ইঁহাদিগকে শিখাইয়াছেন)। গৌর-পদতরঙ্গিণীতে বসু রামানন্দের ভণিতায় মাত্র তিনটী পদ আছে (৬০ ও ১৭৩ পৃষ্ঠায়) 'নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি' পদটি দুইবার আছে।

শ্রীগৌরের বিরহাবেশের একটি পদ—আরে মোর গৌরকিশোর। সহচর-স্কন্ধে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া, নবমী দশায় ভেল ভোর॥ পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে, সাহসে পরশে নাহি কেহ। সোণার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি, তন্থক দোসর ভেল দেহ॥ থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি, রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া। বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে, না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৫।৫) 'এনা কথা তোমারে শুনাই' পদটি ইঁহারই রচিত বলিয়া প্রকাশ। পদকল্পতরুর (৬৫৪) 'মলয়জ-মিলিত, যমুনাজল শীতল' পদটি মধুর। ৬৬১ রসালসের পদটি অতিস্বাভাবিক বর্ণনা। ৭৮৮-সংখ্যক রূপানুরাগের পদটিও অতি সুন্দর।

৪৪। রায় বসন্ত-কৃত—ইনি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধু ও শিষ্য। পদকল্পতরুতে ইঁহার ৩২টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত হইয়াছে, দেখা যায়। তন্মধ্যে ১০৫২, ১৭২২ ও ২৪২২ সংখ্যক পদে গোবিন্দদাসের সহিত মিশ্র-ভণিতা আছে, ইহা পূর্বেও সূচিত হইয়াছে। ভক্তি-রত্নাকরে (১।৪১৭—৪২০) ইঁহার রচিত একটি গীতে ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়, ব্রজ ও উৎকলে গমনাগমন বর্ণিত হইয়াছে। ২৪৪৫—২৪৫৩ আটটি পদে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। ২৯১৬—২৯২২, ২৯২৪—২৯২৫, ২৯২৭—২৯৫৭ পর্যন্ত নিত্যরাসবর্ণনাটি বেশ মধুর ও স্বাভাবিক।

৪৫। শ্রীরায়শেখর-কৃত—শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য কবিশেখর। [১১৬৫ পৃষ্ঠায় কবিশেখর-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য]। ব্রজবুলি কবিতার শ্রেষ্ঠ লেখক। 'দণ্ডাত্মিকা' গ্রন্থও ইঁহারই লেখনী-প্রসূত।

৪৬। শ্রীবংশীদাস ঠাকুর-কৃত—শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু-বিরচিত 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবের' ইনি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহা ত্রিপদী-ছন্দে ৩৩টি পদ্যে রচিত হইয়াছে। প্রায়ই ব্রজবুলিতে রচনা—মূল গ্রন্থের রসমাধুর্য ও ভাব-গাম্ভীর্য অনুবাদেও যথেষ্ট সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের অনুবাদ—

দেখ সুনিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দিরে কেলি-সুতলপ-মাঝেরে। নবীন রসে

ভোরি নবীন নাগরী, নবীন নাগর রাজেরে॥ নবীন যৌবন বেশ সুনবীন, নবীন পহিরণ বাসরে। নবীন লবণিম-পুঞ্জ-রঞ্জিত, চিত নবরসে ভাসরে॥ নবীন রুচিকর প্রেম-সরবস ভাঙ্গি ভোখত রঙ্গেরে। নবীন নিধুবন কেলি-কৌতুক চপল রসময় অঙ্গেরে॥ নবীন শুকপাখী কেকী বোলত আলি-আনন্দ বাড়েরে। শরদ-রঙ্গিণী রজনী মোহত বংশী হেরত ঠাড়িরে॥

এই বংশীদাস কর্ণানন্দে (১২ পৃঃ) উক্ত আচার্যপ্রভুর শিষ্য কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

৪৭। শ্রীবংশীবদন-ঠাকুর-কৃত—শ্রীবংশীঠাকুর শ্রীছকড়ি চট্টের পুত্র, কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রামে জন্ম হয়। 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থানুসারে ১৪১৬ শকে মধুপূর্ণিমায় ইনি প্রকট হইয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পদকর্তা—গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত ছয়টি পদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদটি তাঁহার অতুলনীয় কবিত্বশক্তির পরিচায়ক—

আর না হেরিব প্রসর কপোলে অলকা তিলকা কাচ। আর না হেরিব সোণার কমলে, নয়ন-খঞ্জন-নাচ॥ আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে, সকল ভকত লইয়া। আর কি নাচিবে আপনার ঘরে, আমরা দেখিব চা'য়া॥ আর কি দু'ভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই। নিমাই বলিয়া ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই॥ নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ। গৌরাঙ্গসুন্দরে না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥ কেবা হেন জন আনিবে এখন আমার গৌরাঙ্গ রায়। শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায়॥ (পদক ১৮৫৬)

এতদ্‌ব্যতীত পদকল্পতরুতেও ইঁহার ভণিতায় দশ বারটি পদ আছে। উহার (১১৫৬) 'ধাতু-প্রবালদল নবগুঞ্জাফল, ব্রজবালক সঙ্গে সাজে' এই বাৎসল্যলীলার পদটীও মনোরম। বংশীবদনের প্রপৌত্র রাজবল্লভ-রচিত 'ছকড়িচট্টের আবাস সুন্দর' এই তরঙ্গিণীর (৬।৩।২৪) পদটি বংশীর জন্মলীলা প্রসঙ্গে সেই গৃহে গৌরাঙ্গ-কর্তৃক নর্ত্তনলীলার বর্ণনা হইয়াছে।

৫৮। বল্লভদাস ও শ্রীবল্লভদাস-ভণিতায় পদকল্পতরুতে মোট ১৮টি পদ আছে। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ১৬টি পদ ইঁহার রচিত, তন্মধ্যে প্রার্থনার ৭টি, গৌরলীলার ৩টি এবং সায়াহ্ন আরতির ১টি পদ। শচী-বিলাপ (৫।৪।৫) পদটি হৃদয়-গ্রাহী ও সুকরুণ। (৬।৩।৭০) পদটি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মাহাত্ম্য-সূচক। পদকল্প-তরুর ২২৫ ও ২৩৪ সংখ্যক পদে শ্রীগোবিন্দদাস শ্রীবল্লভের নাম করিয়াছেন—ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে উভয়ে পরম সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে ৪।৫ জন বল্লভদাস আছেন. কে বা কাহারা যে প্রকৃত পদকর্ত্তা—তাহার নির্দ্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার. আমরা সাহিত্যিকদের উপর সেই ভার দিয়া * কয়েকটি পদের নমুনা লিখিতেছি—

(১) শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ—(পদক—৯৭) সুন্দরি! তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ। কানুক নবমী দশা হেরি সহচরী ধরই, না পারই পরাণ॥ কতয়ে ক্ষীণতনু কহই না পারিয়ে, তেজত তাহে ঘন শ্বাসে। তেজব পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে, রহত তোহারি আশোয়াসে॥ কি জানিয়ে কি খেণে নেহারল তুয়া রূপ, তব্ ধরি আকুল ভেলি। খেণে খেণে চমকি চমকি অব মুরুছয়ে, হেরি রোয়ত সখী মেলি॥ কোই যব তোহারি নাম কহে শ্রবণহিঁ, তবহিঁ নয়ন-পরকাশ। এতহুঁ নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি! পামরি বল্লভ দাস॥

(২) গৌরপদতরঙ্গিণী (৬।৩।৬৭) নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য অগণ্য পুণ্যের একাধার। সাধনে সাধকশ্রেষ্ঠ দয়াতে অতি গরিষ্ঠ, ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার॥ চন্দ্রিকা পঞ্চম সার * তিন মণি † সারাৎসার গুরু-শিষ্য-সংবাদ পটল ‡। ত্রিভুবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম, হাটপত্তন মধুর কেবল॥ রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়া ভাবে গদ গদ, কবিত্বের সম্পদ সে সব। যে বা শুনে যে বা পড়ে,

---

* জিজ্ঞাসা থাকিলে 'ব্রজবুলির ইতিহাস' এবং মৃণালবাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীর ভূমিকা ২০৬—৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা ও চমৎকার-চন্দ্রিকা—এই পঞ্চ চন্দ্রিকা।

† সূর্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তি-চিন্তামণি—এই তিন মণি।

‡ উপাসনা-পটল। [গৌরপদ-তরঙ্গিণীর পাদটীকা] এই পদটি এবং ইহার গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বহু সংশয় আছে।

যে বা তাহা গান করে, সেই জানে পদের গৌরব ॥ সদা সাধু মুখে শুনি শ্রীচৈতন্য আসি পুনি, নরোত্তম-রূপে জনমিলা। নরোত্তম গুণাধার বল্লভে করহ পার জলেতে ভাসাও পুন শিলা ॥

৪৯। বল্লভরসিকজী-কৃত— [ষড়্‌গোস্বামির অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির শিষ্য শ্রীগদাধর ভট্টের পুত্র। ইনি প্রসিদ্ধ 'প্রেমপত্তন'-রচয়িতা রসিকোত্তংসের সহোদর। বল্লভরসিকজী] ব্রজভাষায় 'বাণী' (পদাবলী) রচনা করিয়াছেন। হিন্দোলা, পবিত্রা, বর্ষগাঁঠ, সাঁঝী, দশহরা, দিবালী, হোলী প্রভৃতি প্রায় লীলাবিষয়েই ইঁহার পদাবলী আছে। সুরতোল্লাসের একটি পদ—

নবল নিকুঞ্জ মহল রস পাগে। বৈঠে দোউ পরম সভাগে ॥ উছরত ছলকি ছলকি অনুরাগ। বল্লভ রসিক সহচরী ভাগ ॥ সহজহী অঙ্গ অনঙ্গরঙ্গে সব। উমগনি প্রীতম পাই ছুটে কব ॥ লহলহানি হুলসানি গাতমেঁ। মিসহীঁ মিষ্ঠ উর পরম বাতমেঁ ॥ ইত্যাদি।

৫০। শ্রীবাসুদেব ঘোষ-রচিত —শ্রীগোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ —তিন ভাই মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় পার্ষদ ও সুকণ্ঠগায়ক। তিন ভাই পদকর্ত্তা হইলেও বাসুঘোষের পদই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাসুঘোষ স্বচক্ষে গৌরলীলা দর্শন করিয়া পদরচনা করেন। কবিরাজ গোস্বামী উচ্চকণ্ঠে ইঁহার কবিত্বের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন—'বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥' বাসুঘোষের পদাবলীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, যেহেতু ইনি অধিককাল শ্রীচৈতন্য দেবের সঙ্গেই অতিবাহিত করিয়াছেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ১৩৭টি পদ ইঁহার রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। সরকার ঠাকুরের আনুগত্যে ইনি পদ রচনা করিয়াছেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন 'শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত-পানে। পদ প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে ॥' বাসুঘোষের পদাবলী অতি সহজ ও প্রাঞ্জল। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা, নাগরীভাব, সন্ন্যাসলীলা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপগীতিকায় ইনি যে জাজ্বল্যমান ছবি পাঠকের নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাতেই ইনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ক্ষণদায় ইঁহার ৬টি গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদগুলি বিশেষভাবে আস্বাদ্য—(১) নিরমল গোরাতনু কষিত কাঞ্চন জনু (পদকল্পতরু ২৮), (২) দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাচাঁদ না দেখিলে (তরঙ্গিণী ৪।৪।১৪)। (৩) নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে (তরঙ্গিণী ৩।২।১৭)। এতদ্ব্যতীত ইনি 'গৌরাঙ্গচরিত' ও নিমাই-সন্ন্যাস' রচনা করিয়াছেন। (মেদিনীপুরের ইতিহাস ৬০৭ পৃঃ)

৫১। শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর-রচিত—শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলা-বাসী ব্রাহ্মণ এবং মিথিলারই ব্রাহ্মণ-রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। মিথিলায় প্রচলিত রাজপঞ্জীহিসাবে শিবসিংহ ১৩৬৮ শকে (১৪৪৬ খৃঃ) সিংহাসনে আরূঢ় হন। কবি তাঁহার আদেশানুসারে 'পুরুষপরীক্ষা'-নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মৈথিলী ভাষায় রচিত পদে জানা যায়, 'অনলরন্ধ্রকর লকখণ নরববই সক্ক সমুদ্দকর অগিণি সসী।' অর্থাৎ ২৯৩ লাক্ষ্মণাব্দে (১৪০০ খৃঃ) শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন এবং 'বিসফী'-নামক গ্রাম কবিকে দান করিয়াছেন। ঐ দানপত্রের কাল ১৩২২ শক, তখন তিনি 'সুকবি' 'নরজয়দেব' বলিয়া শিবসিংহের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; ভূমিদান-পত্র ও উহার কাল-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও কিন্তু পূর্বোক্ত মৈথিলপদ-রচনার কালানুসারে ২০২৫ বৎসর পূর্বে (১৩০০ শকে) কবির জন্ম স্বীকার করিতে হয়। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। মহারাজ গণেশ্বরের পরমবন্ধু গণপতি ঠাকুর স্বরচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থটি মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। এই গণপতি ঠাকুরই বিদ্যাপতির পিতা *। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্মিক ছিলেন, জয়দত্তের পিতা 'বীরেশ্বরপদ্ধতি'-নামে দশকর্ম-পদ্ধতি রচনা করেন। বিদ্যাপতির উর্ধ্বতন ষষ্ঠস্থানীয় পূর্বপুরুষ ধর্মাদিত্য

* জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর, মৈথিলীদেশে করু বাস। পঞ্চগৌড়াধিপ, শিবসিংহভূপ কৃপা করি লেউ নিজপাশ। বিসফিগ্রাম, দান-করল মুঝে, রহতহি রাজ-সন্নিধান। লছিমাচরণধ্যানে কবিতা নিকশয়ে, বিদ্যাপতি ইহ ভাণ ॥ (পদসমুদ্র)

হইতে সকলকেই রাজমন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে—ইহাই এই বংশের গৌরব।

'বিদ্যাপতি মৈথিল-কবি হইলেও তাঁহাকে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন কবি-শ্রেণীর অন্যতমই বলিতে চাই, যেহেতু তৎকালে মিথিলা ও বঙ্গদেশে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়-দেশের ছাত্রগণ উভয়দেশে বিদ্যার আদান প্রদান করিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রভৃতিও মিথিলা হইতে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। অনেকের মতে সেনবংশীয় রাজাদের আমলে উভয়রাজ্য অভিন্ন ছিল, সেন-রাজারা বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গাকে (দ্বারবাঙ্গা বা বঙ্গদ্বার) বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার মনে করিতেন, তৎকালে ভাষাও প্রায় একরূপই ছিল। বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেন-প্রবর্ত্তিত শক এদেশে প্রচলিত না হইলেও অদ্যাপি মিথিলায় 'ল সং' নামে প্রচলিত আছে; অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলায় এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে, তখন যে কবি বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—যে সকল সঙ্গীত কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও সুগম্ভীর গম্ভীরালীলায় আস্বাদন করিয়া বিমোহিত হইতেন—যাহা বঙ্গদেশীয় কবিগণ স্বকীয় বোধে বহুকাল ধরিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন—যাহাদের অনুকরণে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব কবিগণ শত শত পদরচনা করিয়া বঙ্গভাষা-মাতৃকার সেবা করিয়াছেন—আমরা সেই কবিকে বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া যাইতে দিব না। বস্তুতঃ তাঁহাকে আমরা বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি বলিব এবং তাঁহার রচনা বঙ্গদেশেরই আদিম রচনা বলিয়া বোধ করিব'।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব ৩১—৩৪ পৃষ্ঠা)

বিদ্যাপতি-রচিত সংস্কৃতগ্রন্থমালা—(১) কীর্ত্তিলতা, (২) পুরুষপরীক্ষা, (৩) লিখনাবলী, (৪) শৈবসর্ববস্বসার, (৫) গঙ্গাবাক্যাবলী, (৬) বিভাগসার [স্মৃতিগ্রন্থ], (৭) গয়াপত্তন এবং (৮) দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী। বিদ্যাপতি - রচিত 'গোরক্ষবিজয় নাটকে' সংস্কৃত ও ব্রজবুলি ভাষায় গোরক্ষনাথ-কর্ত্তৃক গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের উদ্ধার-কাহিনী আছে। [নেপালের পুঁথি, বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন। বিশ্বভারতী ১২।৪]। বিদ্যাপতির অনেক গীতেই তাঁহার আশ্রয়দাতা শিবসিংহ ও তাঁহার মহিষী 'লছিমা' দেবীর নামোল্লেখ আছে। 'রাজা শিবসিংহ-লছিমা পরমাণে' (পদকল্পতরু ২৫৩)। প্রবাদ আছে যে লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির নিগূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিতা স্ফুরিত হইত। বিদ্যাপতির গীতে গীতগোবিন্দের প্রভাব ও অনুকরণ দেখা যায়—'হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ' (গীতগোবিন্দ ৩।১১) বিদ্যাপতি—'কতিহু মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী॥ নহ জটা ইহ, বেণী বিভঙ্গ। মালতীমাল শিরে, নহ গঙ্গ॥' ইত্যাদি (পদকল্পতরু ৮৫৭) জয়দেব শঙ্করের সহিত বিরহী কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি বিরহিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রায় সমুদায় গীতেই বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ভাব-গভীর, রসাঢ্য ও মধুর—সম্পূর্ণ অর্থ না জানিলেও শ্রবণ করিলেই মহানন্দলাভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক আস্বাদিত বিদ্যাপতির পদ—

(১) কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল॥ আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাঙ। তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাঙ॥ শীতের ওড়নি পিয়া, গিরিষের বা। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি! সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥ (পদক—১৯৯৫)

আস্বাদনযোগ্য বিদ্যাপতির পদাবলি—(১) ধনি ধনি রমণী-জনম ধনি তোর। সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে, সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ, চকোর চাহি রহু চন্দা। তরু লতিকা-অবলম্বনকারী, মঝু মনে লাগল ধন্দা॥ কেশ পসারি যব তুঁহু আছলি, উরপর অম্বর আধা। সো সব হেরি কানু ভেল আকুল, কহ ধনি ইথে কি

সমাধা॥ হসইতে যব তুহুঁ দশন দেখাওলি, করে কর জোরহি মোর। অলখিতে দিবি কব হৃদয়ে পসারলি, পুন হেরি সখা করু কোর॥ এতহুঁ নিদেশ কহলুঁ তোরে সুন্দরি, জানি তুহুঁ করহ বিধান। হৃদয়-পুতুলি তুহুঁ, সো শূন কলেবর কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(২) বেণুমাধুরী—কি কহব রে সখি! ইহ দুখ ওর। বংশীনিশ্বাস-পরশে তনু ভোর॥ হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ। তৈখণে বিগলিত তনু মন লাজ॥ বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ। নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥ গুরুজন-সমুখই ভাব-তরঙ্গ। যতনে হি বসনে ঝাঁপিত সব অঙ্গ॥ লহু লহু চরণে চলিল গৃহমাঝ। দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥ তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ। কি কহব বিদ্যাপতি রহ ধন্ধ॥

(৩) পুরুষবেশে শ্রীমতীর জ্যোৎস্নাভিসার—অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি। চাঁদকিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥ রহিতে সোয়াথ নাহি, নূতন লেহ। হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥ কামিনী করল কতয়ে প্রকার। পুরুষক বেশে করল অভিসার॥ ধম্মিল্ল পোল ঝুট করি বন্ধ। পহিরণ বসন আনহি কর ছন্দ॥ অম্বরে কুচ নাহি সম্বর গেল। বাজন যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥ ঐছন মিলল কুঞ্জক মাঝ। হেরি না চিনই নাগররাজ॥ হেরইতে মাধব পড়লহু ধন্দ। পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥ বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি। উপজল কত মনমথ-কেলি॥

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা

—'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষা নানা-বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সরস, সরল কথায় চণ্ডীদাস যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের যেরূপ নিখুঁত ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে তেমন খাঁটিভাব অতি অল্পই লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক, বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর। একজন ভাবুক, অপর দার্শনিক। একজন সোজা কথায় সরল ভাষায় সাধারণের মন মাতাইয়াছেন, অন্য ব্যক্তি রচনা-চাতুর্যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও শব্দবিন্যাসে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পণ্ডিতের সুখ্যাতি-ভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিল কবি, আর চণ্ডীদাস আমাদের স্বদেশীয় একজন বাঙ্গালী কবি।' 'বিদ্যাপতির কবিতাতে ছন্দঃপতন বা যতিপাত প্রায় হয় না, চণ্ডীদাসের তাহা বারংবার হইয়াছে; কিন্তু পিঞ্জররুদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট গীতধ্বনির সহিত বনবিহঙ্গের মধুর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের মর্ম উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত-উল্লাসের সেইরূপ প্রভেদ।' (ভারতী) কবীন্দ্র রবীন্দ্র ঠাকুর লিখিয়াছেন—'আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি এইগুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দ্বারা লেখাইয়া লন।'

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার জানিয়াছেন. চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ; কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন। চণ্ডীদাসের কথা এই যে প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিঙড়াইয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাস কহেন—প্রেম কঠোর সাধনা; কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যখন মিলন হইল, তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন—(পদকল্প ১৯৯৭)

'দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল। হরি মুখ হেরইতে সব দুর গেল॥ যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥ রভসে আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। অধরহি পান বিরহ দূর গেল॥ চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ। হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ। ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি। সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥'

চণ্ডীদাসের রাধাশ্যামের যখন মিলন হয়, তখন 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' কিছুতেই তৃপ্তি নাই।.....চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন। প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক—

'পরাণ সমান পিরীতি রতন জুকিনু হৃদয়-তুলে। পিরীতি রতন অধিক হইল পরাণ উঠিল চুলে॥' প্রেমের পরিমাণ নাই—'নিতুই নূতন পিরীতি দুজন তিলে তিলে বাড়ি যায়। ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাঢ়য় পরিণামে নাহি থায়॥'

এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়? বিদ্যাপতির সমগ্র কবিতায় একটিমাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে :—

সখিরে। কি পুছসি অনুভব মোয়। সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥ জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। (পদকল্প ৯৩৯)

[কেহ কেহ এই পদটিকে কবি-বল্লভের রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যে 'কবিবল্লভ'-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের প্রেম বিশুদ্ধ প্রেম। চণ্ডীদাস প্রেম ও উপভোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। একস্থলে চণ্ডীদাস কহিয়াছেন—

রজনী দিবসে হব পরবশে স্বপনে রাখিব লেহা। একত্র থাকিব নাহি পরশিব ভাবিনী ভাবের দেহা॥

এ প্রেম বাহ্যজগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে। ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে॥ (সমালোচনা—১২৯৪)

চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বহু সমস্যার উদ্ভাবন করিয়াছেন। কবির একাধিক সংখ্যা, পদাবলির সংখ্যা ও পাঠভেদ এবং কবির কাল ও স্থানাদি লইয়া বিবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ প্রবন্ধে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনার অবসর নাই বলিয়া আমরা প্রিয় পাঠকদিগকে নিম্নলিখিত গ্রন্থমালার আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি—(১) অক্ষয়চন্দ্র সরকার কৃত চণ্ডীদাস, (২) নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চণ্ডীদাস-পদাবলী, (৩) শ্রীল সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংস্করণ (৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত), (৫) রমণী-মোহন মল্লিক-সম্পাদিত সংস্করণ —চণ্ডীদাস-পদাবলী (৬) করালী সিংহ কৃত-সংস্করণ ও (৭) মণীন্দ্র বসুর সংস্করণ, (৮) গৌরপদ-তরঙ্গিণীর ভূমিকা। (৯) ডাক্তার সুকুমার সেন কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-(দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ) ১২৩—১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও এই কথা। বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৩৩।২৬) শ্রীপাদ সনাতন 'চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (৩ পৃঃ), প্রেমবিলাসে (১৯) পদামৃতসমুদ্রে (৫ পৃঃ) এবং মুকুন্দদাসের নামে আরোপিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়গ্রন্থে চণ্ডীদাস ও তৎকৃত পদাবলির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে ও সংকীর্ত্তনামৃতে ইঁহার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই।

৫১। বীরহাম্বীর-রচিত দুইটি পদ প্রকাশ হইয়াছে। ইহার বেশী রচনা আছে কিনা, জানা যায় না।

(১) প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইলে মনের আশ, তুয়া পদে কি বলিব আর। আছিনু বিষয়-কীট, তাহাই লাগিত মিঠ, ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার॥ করিতুঁ গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম, দেখাইলা অমিয়ার ধার। পিব পিব করে মন, সব লাগে উচাটন, এমতি তোমার ব্যবহার॥ রাধাপদ-সুধা রাশি, সে পদে করিলে দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত। শ্রীরাধারমণসহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ, জানাইলা দুঁহু প্রেমরীত॥ কালিন্দীর কূলে যাই, সখীগণে ধাওয়াধাই, রাইকানু বিহরয়ে সুখে। এ বীর-হাম্বীর-হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া, যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥ (পদক ২৩৭৮)

(২) শুনগো মরম সখি, কালিয়া কমল-আঁখি, কিবা কৈল কিছুই না

জানি। কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন, প্রেম করি খোয়ানু পরাণি॥ শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু জ্বালা, নিভাইতে নাহি পাই পানি। অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি, না নিভায় হিয়ার আগুনি॥ বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লৈয়া যায় যমুনার তীরে। কি করিতে কিনা করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলেক নাহিক রহি থিরে॥ শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর, গৃহপতি ফিরিয়া না চায়। এ বীরহাম্বীর-চিত, শ্রীনিবাস-অনুগত, মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামি-প্রদত্ত ইঁহার নাম—শ্রীচৈতন্য দাস। কোন সাহিত্যিকের মতে চৈতন্যদাস-ভণিতাযুক্ত (তরঙ্গিণীতে ৭টি) পদ ইঁহার রচিত। কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন যে কোনও কোনও পদের ভাবে বুঝা যায় যে উহা শ্রীচৈতন্যদাস-নামে মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাহারও রচিত।

৫২। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত—স্বকীয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে কতিপয় 'গৌরপদ' রচনা দেখা যায়। আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীগৌরাবতার-সূচক ৫টী পদ, মধ্যখণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে হরিবাসর-কীর্ত্তনে ৪০টী পদ-সমবায়, ঐ ১৪শ অধ্যায়ে দেবীস্তুতি, ২৬শ অধ্যায়ে শচীমার ক্রন্দন; ঐ অন্ত্যখণ্ড ১০ম অধ্যায়ে শ্রীগৌরকীর্ত্তনের একটি পদই সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে শ্রীবৃন্দাবনদাসের ভণিতায় ৬৩টি পদ আছে; তদ্ব্যতীত পদ-কল্পতরু প্রভৃতিতে উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদাবলীর সবগুলি এই কবিরই কৃত কিনা—এই সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্‌দের বিষম সন্দেহ আছে। ডাক্তার সুকুমার সেন 'ব্রজবুলির সাহিত্য'-নামক পুস্তকে তিনজন এবং শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' পুস্তকে বিভিন্ন পুঁথি ও পদাবলী দেখিয়া কোনও পরিচয় না পাইয়া ১৮ জন 'বৃন্দাবনদাস'-নামাঙ্কিত বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকের উল্লেখ করিয়াছেন।

৫৩। শ্রীশিবানন্দ-সেন রচিত ৬টি পদ 'তরঙ্গিণীতে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে উহারা প্রত্যক্ষ-দর্শীর লিখিত। পদগুলি চিত্তাকর্ষক ও সুমধুর। (৫।৩।৫২) 'দয়াময় শ্রীগৌরহরি, নৈদালীলা সাঙ্গ করি' —ইত্যাদি পদটি করুণরসে পরি-পূরিত; কিন্তু (৬।৩।৩) 'জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি', (৫।১।৬১) 'হোলি খেলত গৌরকিশোর', (৪।৩।১৪) 'সোণার বরণ গোরা', এই তিনটি পদে 'পঁহু' শব্দের প্রয়োগ থাকায় এবং (৬।৩।৫) 'জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত' এই পদের ভণিতার 'দাস শিবাই' নামে চিহ্নিত পদ্যের ভাবের সহিত সাম্য থাকায় ঐ পদগুলি শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীশিবানন্দ চক্র-বর্ত্তি-কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে হয়; কেননা ইনি শ্রীগৌরগদাধরের একতান ভক্ত ছিলেন এবং বিলাস-রসটি ইঁহার সমধিক প্রীতিপ্রদ ছিল। শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিতের 'শাখা-নির্ণয়ামৃতে' ইঁহার বর্ণনা আছে—

শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দনামকং।
'রসোজ্জ্বলযুতং' স্বচ্ছং বৃন্দাকানন-বাসিনম্॥২৮॥

এই চক্রবর্ত্তিপাদ-রচিত শ্রীগদাধর-প্রভুর অষ্টকটিও স্থলে স্থলে শ্রীগৌর-গদাধরের বিলাস-মহত্ত্ব-সংসূচক এবং তরঙ্গিণীর (৬।৩।৫) পদের সহিত প্রায়শঃ অভিন্ন; সুতরাং পদ-কল্পতরুর ১৮৫২ সংখ্যক পদ 'দূতীমুখে শুনইতে ঐছন ভাষ' এই শিবানন্দ-ভণিতাযুক্ত পদটি এবং শিবাই-ভণিতাযুক্ত অপর পাঁচটি পদও এই চক্রবর্ত্তিপাদেরই রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

৫৪। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু (দুঃখী কৃষ্ণদাস)-কৃত [উৎকলদেশে ধারেন্দাবাহাদুরপুরে দুঃখী কৃষ্ণদাস ১৪৫৬ শকে চৈত্রী পূর্ণিমায় আবির্ভূত হইয়াছেন। অল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণ কাব্যাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন এবং অম্বিকাকালনায় আসিয়া শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠার ফলে শ্রীহৃদয়-চৈতন্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত তথায় ইনি শ্রীশ্রীজীবপাদের নিকট গোস্বামি-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। রাসমণ্ডলে ঝাড়ু করিতে করিতে একদিন রাত্রিশেষে তিনি শ্রীরাধারাণীর

পরিত্যক্ত নূপুর প্রাপ্ত হন এবং ললাটে স্পর্শ হওয়া মাত্র নূপুরাকৃতি তিলক রচনা হয়। 'বিন্দুপ্রকাশ' গ্রন্থে এবিষয়ে বিবরণ দ্রষ্টব্য। ইঁহার জীবনী 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। আধ্যাত্মিকলীলা বিষয়ে শ্রীরসিকানন্দ-বর্ণিত শ্রীশ্যামানন্দশতক' আলোচনীয়। ইনি 'রেণেটী' সুরের প্রবর্ত্তক বলিয়া জানা যাইতেছে।] পদকল্পতরুতে শ্যামানন্দ-ভণিতায় তিনটি পদ, দুঃখী কৃষ্ণদাস-ভণিতায় তিনটি পদ আছে। উহা গৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমাসূচক। প্রাভাতিক কীর্ত্তন 'স্মররে নব গৌরচন্দ্র' পদটি দীনকৃষ্ণদাস-ভণিতাযুক্ত, আমি নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামির পদ বলিয়া ধরিয়াছি। 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-নামক শ্রীমুকুন্দদাসে আরোপিত গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় শ্যামানন্দ-ভণিতায় একটি পদ দেখা যায়—

(অথ রাধিকাভিসার)—রাই কনক মুকুর কাঁতি। শ্যাম বিলসিতে সুন্দর তনু, সাজাঞা কতেক ভাতি॥ নীল বসন, রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে। চাঁচর চিকুর, বিচিত্র বেণা দুলিছে পৃষ্ঠের মাঝে॥ নয়নে কাজর, সিঁথায় সিন্দুর, তাহে চন্দনের রেখা। নবজলধরে অরুণ কোণে, নবীন চাঁদের দেখা॥ রসের আবেশে গমন মন্থর, ঢুলি ঢুলি চলি যায়। আধ উড়নী ঈষত হাসিনী, বঙ্কিম নয়নে চায়॥ সখীর সমাজে ভাল সে বিরাজে কলপতরুর মূলে। শ্যামানন্দের পহুঁ আনন্দ-মন্দিরে প্রাণবঁধুয়ার কোলে॥ ১০

৫৫। সর্বানন্দ ঠাকুর-রচিত—[ইনি দক্ষিণখণ্ড-বাসী, তদ্রচিত ২৫টি পদের মধ্যে মাত্র দশটি পদ শ্রীধীরানন্দ ঠাকুরের সংগ্রহে আছে]

হিরণ বরণ দেখিলাম গোরা দুলি দুলি দুলি যায় ঠাটে। তনু মন প্রাণ আপনারে লয়ে ডুবিনু তাহার নাটে॥ অচল পদ গদগদ বাক ধৈর্য মদ গেল। চেতন হারা বাউল পারা আগম দশা হল॥ ভয় করি নয় ভয় কেনে হয় গা কেন মোর কাঁপে। নিরখি লোচন চেতন বিচল দংশিল যেন সাপে॥ রূপের ছটা চাঁদের ঘটা জটাধারী দেখে ভুলে। নগ্যার নারীর ধৈর্য ধ্বংশ দাগ রহে বা কুলে॥ প্রতি অংগে যদি নয়ান থাকত পূরিত মনের সাধ। একে কুলবতী তাহে দুটি আঁখি তায় ঘুঙটা বাদ॥ চাঁচর চুলে চাপার ফুলে চারু চঞ্চরী চলে। ভাল ঝলমল সুরজ লুকায় তাহার অলকা লোলে। ভুরুর জ্যোতি হরয়ে মোতি শক্র ধনু দু'টি হরে। অপাঙ্গ-তরঙ্গ টঙ্কে কুলবতীর ব্রত ভঙ্গ করে॥ বদন চান্দে মদন কান্দে হৃদে মুকুতার পাঁতি। মৃদু মৃদু হাঁসি———পারা কেবা দেখ্যে ধরে ছাতি॥ স্বর্ণকপাট হৃদয়-তট আজানু লম্বিত ভুজা। কোন ধনি না নয়নে হেরি সিধে সিঞ্চে করে পূজা॥ জানুর বরণ কাঁচা সোণা জেমন সাঁচা মোচা। হেরিলে তার নাচা কোচা না যায় কুল বাঁচা॥ স্থল পদ্ম চরণ যুগল নখ ইন্দু নিন্দে। সরবানন্দ-চিত-চঞ্চর মঞ্জু চরণারবিন্দে॥

২। যথারাগ তেরতা ধানশ্রী কর্কশ মান—

মানিনী, বাণী মান সম হানি নহি ত্যজ সব কর্কশ মান। ঘাস দশনে ধরি গলে পিতাম্বরী বিনুতি ততি করু কান॥ ১॥ রাই চাঁদ বদন তুলি চাও। থরি থরি ফুকরি ধরণী তল লুঠই জানু ধরই তুয়া পাউ॥২॥ সুন্দরী মানে কোন বল সাধবি তুহু ধনী চতুর সুজান। গাছক ফল ফুল করে যদি পাইয়ে কি করব আঁকুশ দণ্ড যোগান॥ ৩॥ ঘর গহন জজাও ঘরে মানই কো করু তব পুন বিপিন প্রয়াস। আঁগহি বিষভাব সহজহি মানই কো করু তব মণি মন্ত্র ঝাড়ান॥ ৪॥ যাবিনু একতিল নাহি চলই অপরাধ তাকর কি গণই। আগে বেণী যদি নগর বিধি ডহই তব কি রাগে আগে ন মাগি আনই॥ ৫॥ জল কুল বলে যদি জনম গমায়ই তব কি ন জন জল চাহি। ক্ষম অপরাধ সাধ হরিকামন বহরণ করব ইহ নাহি॥ ৬॥ উনকালে জম্বু ফল বহুত পচালনে নিম তিত সম হোয়। কোমল নবনীত অতিশয় শীতল কঠিন হোয়ত মৃদু নিজগুণ খোয়॥ ৭॥ বহু-বল্লভ হরি নাগর শিরোমণি বিরস বিমনে যায় বাটি। সেহ নিজ অনুমতি কানু কিবা অহ ছোড়ত কুটীনাটি॥৮॥ সোই চতুর যোয়ি যুবতি বচনে চলে পরিণামে। ভণই সর্বানন্দ অরিয়েক যামি সিদে নিজপরি জনম মনতাপ॥ ৯॥ (পদদুইটি অশুদ্ধ)

৫৬। সালবেগ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। পদকল্পতরুতে ইহার তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৫৪৪ সংখ্যক পদটি ওড়িয়া ভাষায় রচিত, ২৪৭৩টি বাংলা ভাষায় এবং ২৯৭৩টি

ব্রজভাষায় রচিত। সালবেগের জীবনবৃত্তান্ত মূল ওড়িয়া ভাষায় 'দার্ঢ্যতাভক্তিতে' এবং অনুবাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত 'ভক্তের জয়' গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসে ১—১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। মোগল পিতার ঔরসে ও হিন্দু মাতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। পদরত্নাবলীর ৪৪৩নং পদটি ঝুলনলীলা সম্বন্ধে সালবেগ-রচিত।

নীলাচলচন্দ্রের স্নানযাত্রার পদ (১৫৪৪)—হের হো নীলগিরিরাজ হিঁ। সুভদ্রা বলরাম সঙ্গে অনুপাম সিনান-মণ্ডপ মাঝহিঁ॥ শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বেণু বীণা বংশী মধুর দুন্দুভি বাজন্তি। সেবাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি ঢারউ তাকঙ্কু মাথন্তি॥ জয় জয় ধ্বনি সুর নর মুনি স্তুতি নতি প্রণিপাতহিঁ। শ্রীমুখচন্দ্রকু সৌরভ আউছ গজেন্দ্র-বেশহুঁ আপহিঁ॥ জয় যদুপতি তিন লোক গতি বহু উপহার ভোজন্তি। মণিকোঠাচলে সালবেগ বলে দেবনারীগণ নাচন্তি॥

৫৭। সুরদাস মদনমোহন—শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীসুরদাস মদনমোহনজি (প্রকৃত নাম সুরধ্বজ)। ইনি শ্রীমদনমোহনের সেবা করিতে করিতে যে রসাস্বাদন করিতেন, তাহাই অবসরমত গ্রন্থন করিতেন এবং সেই বাণীই এই পদাবলীরূপে প্রকট হইয়াছে। তাঁহার কবিতা সরস ও উচ্চস্থানীয়, ইঁহার রচিত পদাবলীর কোন ধারা নাই; ১০৫টি পদ জয়পুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পদটি উপদেশ—

মেরে গতি তুহী অনেক তোষ পাউঁ। চরণ-কমল নখমণী উপর বিষয়-সুখ বহাউঁ॥ ১॥ ঘরঘর যো ডোলোঁ হরি তো তুমহি লজাউঁ। তুম্হরো কহাউ কহো কৌনকো কহাউঁ॥ ২॥ তুম্ সো প্রভু ছাঁড়ি কাহি দীন কো ধাউঁ। সীস তুমহি নাইকে অব কৌনকো নবাউঁ॥ ৩॥ সোভা সব হানি করোঁ জগত কো হসাউঁ। কঞ্চন উর হার ছাঁড়ি কাঁচকো বনাউঁ॥ ৪॥ হাতীতেঁ উতরি কহাঁ গদহা চঢ়ি ধাউঁ। কুমকুমকে লেপ ছাঁড়ি কীচর মুঁহ লাউঁ॥ ৫॥ কামধেনু ঘরমে ত্যজি অজা কোঁ দুহাউঁ। কনক মহল ছাঁড়ি কোঁ পরণ কুটী ধাউঁ॥ ৬॥ পাইন জো পেলো প্রভু তৌ ন অনত জাউঁ। শ্রীসুরদাস মদনমোহন লাল গুণ গাউঁ॥ ৭॥ সন্তন কী পানহী কো রক্ষক কহাউঁ।

ক্রমশঃ লালজুকে বধাই (জন্মলীলা), শ্রীজুকে বধাই, পালঙ্কঝুলান, প্রভাতী, মুরলী, অনুরাগ, রাস, খণ্ডিতা, কুঞ্জবিহার, বসন্ত, ফুলদোল, চন্দনযাত্রা ও হিন্দোল প্রভৃতি বিষয়ে পদাবলী রচিত হইয়াছে।

৫৮। সৈয়দ ছেদাসাহ—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। বপুরে বিধি জাবস হায় কুলাল সোঁ অণ্ড কটাহ বনবাতে হৈঁ। হরি জু অবতারন ধারন মাহিঁ মুহুর্মুহু সঙ্কট পাবত হৈঁ॥ শিব মাগত ভীখ কপার লিয়ে নভ চক্কর ভানু লগবাতে হৈঁ। হুমহু পরিহাথ মে শাহ সদা তেহি কর্ম্মকো মাথ নবাবতে হৈঁ॥

৫৯। সৈয়দ মরতুজা—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। কল্পতরুর ২৯৫৮ সংখ্যক পদটি—

শ্যামবন্ধু চিত নিবারণ তুমি। কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে পাসরিতে নারি আমি। যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদন ধৈরয ধরিতে নারি। অভাগীর প্রাণ করে আনচান দণ্ডে দশবার মরি॥ মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া শুনহ পরাণ কানু। কুল শীল সব ভাসাইনু জলে প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥ সৈয়দ মরতুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি। সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে, জীবন মরণ ভরি॥

৬০। শ্রীহরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি-বিরচিত——(১) রাই প্রিয়াজির উক্তি (প্রশ্ন)

দিদি! দুই ভাতারের ঘরকন্না কি বিষম দায়! সব বিরুদ্ধ স্বভাব তায়। ঠেকেছি বিকিয়ে মাথা দুই ঠাকুরে গুরুর পায়॥ তায় কারো সঙ্গে নাই কারো মিশাল, একটা বাঙ্গাল, একটা দেশাল, কেহ ডাল ভাতে খোসাল,—কেহ মাখন রুটি চায়॥ আবার জেতেও তারা দু'টা দুতাল, একটা বামুন, একটা গোয়াল, কাজেই দু'টোর দুরূপ খেয়াল, আমি ঠেক্‌লাম দু'টানায়। গোয়ালা কয় মাখন তোল, বামুনে কয় ফুল তুলসী তোল, ভোরের বেলা দু'টার দুই বোল, আমি খাট্‌বো কার কথায়॥ (আবার শুন্ দিদি! মজার কথা) গোয়ালা কয় সাজো ষোড়শী, আমি মেয়ে ভালবাসি, বামুনে কয় হও সন্ন্যাসী, ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে গায়। নদীয়ার বামুনের ছেলে নাচে গায় হরি বলে, বৃন্দাবনে রাই ব'লে

গোয়ালা বাঁশি বাজায়॥ ইতি নিবেদয়তি রাইপ্রেয়সী শ্রীধাম বৃন্দাবন।

(২) গদাই দাসীর উক্তি (উত্তর)

দিদি! কলিযুগে দুই ভাতারই সদুপায়, দুই সিদ্ধ দেহে ভজবি তায়। (একটি পুরুষ, একটি নারী) তুই বেশ করেছিস্ বেচে মাথা, দুই ঠাকুরে গুরুর পায়॥ ঐ দেখ তোর সিদ্ধ দেহ আছে পড়ে (একটি পুরুষ, একটি নারী) গুরুর বাক্য-অনুসারে, ঠিক্ করে নে আগে তারে, আন্তরিক ভাবনায়। শুন ওলো প্রাণসই তোর সিদ্ধ দেহ হলে সই, তুই দুই হ'য়ে দুই দেহে যাবি, ব্রজ গোয়ালিনীর প্রায়। দেখ শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে, রাসরস-সুরসনে, ললিতাদি সখার সনে, মেয়ের দেহে কুল-কলঙ্কিনী হয়ে বাঁশীর তানে নাচে গায়। আবার সেই রাধা নদে পুরে, সেই গোয়ালিনী রাধা নদে পুরে, গদাধর নাম ধরে, আজন্ম সন্ন্যাস করে, মেয়ের গন্ধ নাহি গায়। তেমনি তুই মেয়ের দেহে বৃন্দাবনে, —মধুর রস ভজনে তোর গোয়ালা ভাতারের সনে, কুলশীল তেয়াগিয়ে, নাচবি লো কদম তলায়। (আবার সেই তুই) গদাইর মত পুরুষ দেহে, দাঁড়াবি শ্রীবাসের গেহে, তোর বামুনে ভাতারের বামে, সময় বুঝে নদীয়ায়॥ গৌরেশ্বর বৈষ্ণব জগতে, এরস র'সে গোপতে গদাধরের অনুগতে, অন্যে না সন্ধান পায়। আদর্শ দণ্ডক বনে, রামচন্দ্রকে মুনি-গণে, মধুর রসভজনে, উপভোগ করতে চায়॥

ইতি নিবেদয়তি গদাইদাসী শ্রীধাম নবদ্বীপ। (ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা ইত্যবলম্ব্য লিখিতম্)।

(৩) **স্বপ্নে সঙ্গীত-শ্রবণ**—আর যেওনা রাধার কুঞ্জে আমার মন, ধন্য কলির আগমন॥ ধ্রু॥ রাইয়ের কুঞ্জে কলঙ্ক আছে, পতি ফিরেন পাছে পাছে, ধরতে পারলে ধ'রে কেশে, নাক করবেন অপারেশন॥ রাধা কৃষ্ণ দুই এক পুরুষরূপে, গৌর গদাধর স্বস্বরূপে উদয় হ'লেন নবদ্বীপে, দু'য়ের রসে দু'য়ে করতে আস্বাদন॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে, যে রস দিতে নারেন কোন যোগে, সে রস আজ সঙ্কীর্ত্তনের সমাযোগে স্বভক্তে করলেন সমর্পণ॥

(৪) **শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির সান্ধ্য আরতি** ('ভালে গোরাচাঁদের' সুরে) জয় জয় গদা-ধর পণ্ডিত গোসাঞি। ঐছন আরতি বলিহারি যাই॥ পাট পটাম্বর শোভে পীত ধুতি। প্রিয় নর্ম ভকত হি করত আরতি॥ চন্দন কুঙ্কুম আদি কর্পূর কস্তুরী। জগন্নাথ পরায় তিলক পূর্বযুগ স্মরি॥ কেহ দীপ কেহ ধূপ কেহ বা কুসুমে। শাখাগণে আরতি করে মনোরমে॥ চন্দনে চর্চিত যত কুসুমের মালা। স্বরূপাদি সখা আনি গলে তুলি দিলা॥ চৌদিকে বাজত খোল করতালি। মঙ্গল গাওত ভকতগণ মেলি॥ 'শ্রীরিব' সুন্দর মুখশোভা হেরি। মুচকি মুচকি হাসে প্রাণ গৌরহরি॥ গদাই গৌরাঙ্গপদ ভকত হি আশা। দীন হরিদাস করত ভরসা॥

পদাবলী-কীর্ত্তন——শ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভু-রচিত পদসাহিত্য।

পদ্ধতি—শ্রীশ্রীগৌরেশ্বর বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্বক রাত্রিতে শয়নাবধি নিরন্তর ভগবদর্চ্চনা স্মরণ মননাদি অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতে সাধকগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। যে গ্রন্থে এই আষ্টযামিক অর্চন, স্মরণ ও মননাদির নিয়ম-প্রণালী লিখিত থাকে, তাহাকে 'পদ্ধতি' বলা হয়। এই সম্প্রদায়ে বহুবিধ পদ্ধতির প্রচলন থাকিলেও তিনখানি মুখ্য বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও আদৃত হইয়া থাকে।

(১) **প্রথম পদ্ধতি**——শ্রীশ্রী-বক্রেশ্বর পণ্ডিতগোস্বামিপ্রভুর প্রধান শিষ্য শ্রীমদ্ গোপালগুরুগোস্বামিজির রচনা। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত (ক) প্রণামস্মরণপদ্ধতি ও সেবাস্মরণ-পদ্ধতি। এই পুস্তকখানি মাদ্রাজে গবর্ণমেণ্ট পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত আছে। (*Vide Triennial Catalogue of Sanskrit Manuscripts, Vol. IV Part I. Sanskrit A No. 3050*)

শ্রীগোপালগুরুকৃত স্মরণ-পদ্ধতির বর্ণয়িতব্য বিষয়—(১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, (২) ব্রজে মাধুর্যসেবার প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণলীলায় মানুষের ন্যায় হৃৎকম্পনাদি, জীবের সহিত ভেদ-বিচার। (৩) প্রকটাপ্রকট লীলা, পারকীয়ত্ব, ব্রজে তিনমাস বিরহ, দন্তবক্র-বধের পরে ব্রজাগমন, ধাম-ত্রয়ে লীলানিত্যতা, গোপলীলার অসমোর্দ্ধতা, শ্রীবৃন্দাবনের গোলোকত্ব; (৪) রাগানুগাভজন—কামরূপা ও

সম্বন্ধরূপা ভক্তি, (৫) অধিকারি-বিচার; (৬) সাধকদেহে সেবা-প্রণালী, শ্রীকৃষ্ণের বয়স, বেশ ইত্যাদি। (৭) মহামন্ত্রোদ্ধার—তন্ত্রোক্তধ্যান; (৮) শ্রীকৃষ্ণের দশাক্ষর মন্ত্র, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, (৯) কামগায়ত্রী.ধ্যান; (১০) শ্রীরাধাতত্ত্ব, মন্ত্রোদ্ধার; (১১) শ্রীগুরুস্মরণক্রম, শ্রীগুরুগায়ত্রী, শ্রীগুরুবর্গের স্মরণবিধি, (১২) শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় সেবাবিধি; (১৩) সিদ্ধদেহে শ্রীগুরু-রূপা সখীর পার্শ্বে ললিতাদিসখী-বৃন্দের সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরীর সহিত সেবাপ্রণালী; (১৪) যুগল মন্ত্রধ্যান, যুগল ধ্যান, (১৫) যোগপীঠপদ্ম; (২৬) অষ্টসখীর পরিচয় ও তন্ত্রাদি হইতে মন্ত্রোদ্ধার; (১৭) সখীদের যুথ, (১৮) মঞ্জরীদের ধ্যান মন্ত্রাদি; (১৯) অষ্টকালীয় লীলাস্মরণবিধি; (২০) মন্ত্রজপ-ক্রম।

সেবাস্মরণপদ্ধতিতে শ্রীগোপালগুরু নিজ শ্রীগুরুদেব শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুকে ব্রজলীলায় 'তুঙ্গবিদ্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—বক্রেশ্বর-পণ্ডিতঞ্চ বন্দে শ্রীতুঙ্গবিদ্যকাং। শ্রীচৈতন্যং শচীপুত্রং বন্দে শ্রীনন্দ-নন্দনম্॥

(২) দ্বিতীয় পদ্ধতি—শ্রীমদ্ ধ্যানচন্দ্রগোস্বামির রচনা। ইনি শ্রীগোপালগুরু প্রভুরই শিষ্য এবং তদীয় পদ্ধতির অনুসরণে এই গ্রন্থ রচনা করিলেও ইহাই স্থলবিশেষে স্ফুটতর এবং ইহার অতিরিক্ত সন্নিবেশও সাধকগণের যথেষ্ট হিত-কর। উভয় গ্রন্থ প্রায়শঃ অভিন্ন হইলেও প্রথম পদ্ধতিতে সর্বাদ্যে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, পঞ্চতত্ত্ব ও ভক্তবৃন্দের প্রণাম ও ধ্যানাদি, তৎপরে শ্রীবৃন্দাবন, যমুনা, রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন, নন্দীশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভানুকুমারী, সখীবৃন্দ, মঞ্জরীগণ ও কিঙ্করগণের বন্দনা-নামক 'প্রণাম-পদ্ধতি' আছে; কিন্তু দ্বিতীয়ে তাহার কিছুই নাই; দ্বিতীয়ে ক্রম-বৈপরীত্যও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই পদ্ধতিই বৈষ্ণব-সমাজে সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছে, যেহেতু গোবর্দ্ধনের শ্রীসিদ্ধবাবার পদ্ধতিও এই পদ্ধতি হইতেই যথেষ্ট সহায়তা ও সমর্থন লাভ করিয়াছে। উভয় পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দের মন্ত্রোদ্ধার গায়ত্রী, প্রণাম ও পূজা-প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। উভয়েরই অষ্টকালীয় লীলাস্মরণসূত্র সনৎকুমার-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) তৃতীয় পদ্ধতি—শ্রীগোবর্দ্ধন-নিবাসী প্রথম সিদ্ধ শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাসবাবাজি মহারাজ-কর্ত্তৃক বিরচিত। এই পদ্ধতিও দুইভাগে বিভক্ত—(ক) 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-নিরূপণ'-নামক প্রথম বিভাগে শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, পদ্ম-পুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র, লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ ও শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি হইতে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা, বেশ, বয়সাদির যাবতীয় তথ্য যথাক্রমে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। (খ) 'সাধনামৃতচন্দ্রিকা'-নামক দ্বিতীয় বিভাগে সাধকোচিত অষ্টযামিক পূজাপদ্ধতি ও স্মরণ-প্রণালী সংসূচিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে যুগপৎ স্বারসিকী ও মন্ত্রময়ী উপাসনার ইঙ্গিত দেখা যায়। যদ্যপি মন্ত্রময়ী উপাসনা হ্রদবৎ এবং স্বারসিকী উপাসনা স্রোতোবৎ, তথাপ স্বার-সিকীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া মন্ত্রময়ী উপাসনা করিতেও শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার ইঙ্গিত আছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা-কর্ত্তৃক শ্রীহস্তে তদীয় শিষ্য সূর্যকুণ্ডবাসী শ্রীশ্রীমধুসূদনদাস বাবাজি মহারাজের নিকট লিখিত পত্রখানি 'সাধন-দীপিকা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী স্বকীয় 'সাধনদীপিকার' দ্বিতীয় কক্ষায় ২৪—২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'অথ মন্ত্রময়্যাং সদাচারবিধির্লিখ্যতে। মন্ত্রময়ী দ্বিধা, তত্র শ্রীভাগবতাদি-বর্ণিত-জন্মকর্মগোচারণাদিলীলা এক-বিধা, সা তু স্মরণমঙ্গল-শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতাদ্যনুসারেণ কর্ত্তব্যা। দ্বিতীয়া তু অর্চায়মানবিশেষ-মৌনমুদ্রাঢ্য-শ্রীবিগ্রহবিশেষসেবা। সা চ সর্ব-স্মৃতিসম্মতা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিতাস্তি। তদনুসারেণ প্রেম-যুক্তয়া ভক্ত্যা কর্ত্তব্যা।...যথা সাধকঃ সিদ্ধরূপেণ মানসীং দণ্ডাত্মিকাং ভাবয়েৎ, তথা তেনৈব গুরুপরম্পরয়া রাগানুগামতেন মৌন-মুদ্রাঢ্যং, দণ্ডাত্মিকা লীলা সেবা চৈকা নাম্না ভেদঃ পৃথগ্ ভবেৎ। অত স্তয়োরৈক্যবুদ্ধ্যা সেবনঞ্চ॥' বস্তুতঃ

লীলাস্মরণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইলেও কিন্তু শ্রীবিগ্রহসেবার সহিত লীলানুধ্যান অধিকতর সুখকর ও সহজসাধ্য বলিয়া বিশেষজ্ঞদিগের ধারণা; যেহেতু মাদৃশ সর্বতোবিক্ষিপ্ত কলিকলুষহত জীবের মনোনিবেশের পক্ষে শ্রীবিগ্রহসেবার সহিত লীলাচিন্তা চলিলে দুরূহ ভগবদ্ভজনও ক্রমশঃ আয়ত্তাধীন হইতে পারে। লীলাচিন্তনে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু শ্রীবিগ্রহসেবার সহিত লীলাচিন্তনে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই ব্যাপৃত থাকে।

এই সাধনামৃতচন্দ্রিকা ১৭৫০ শাকে রচিত হইয়াছে বলিয়া অন্তিম বাক্য হইতে জানা যায়। শ্রীসিদ্ধবাবা ইহার পয়ারে বঙ্গানুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধকগণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

সম্প্রতি 'সিদ্ধসেবা' নামে শ্রীনবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ দেখিলাম। ইহা শ্রীচৈতন্যদাসবিরচিত, অতি আধুনিক। ইহাতে বিশেষ ভাবে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সায়ংকালীন লীলার সেবা-পূজাদিতে বস্তু-বিশেষের সমর্পণ-মন্ত্রাদি স্বরচিত সংস্কৃত পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে।

পদ্ধতিপ্রদীপ—শ্রীমদ্ ঘনশ্যামদাসবিরচিত এই পদ্ধতিতে পূর্বোক্ত শ্রীগোপালগুরু-পদ্ধতি ও শ্রীধ্যানচন্দ্রপদ্ধতিবৎ প্রণাম-স্মরণেরই আধিক্য দেখা যায়। অধিকন্তু ইহাতে শ্রীনবদ্বীপ ও নবদ্বীপচন্দ্রের সপরিকর প্রণামাদি বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। ভক্তিরত্নাকরে (১২। ৩৩৬৬, ১২।৫৪) যে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ ও শ্রীনবদ্বীপের ধ্যানের উল্লেখ আছে, তাহা ইহাতেও স্থান পাইয়াছে। মঙ্গলাচরণে—

সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমদ্গুরুদেব দয়ানিধে! নানাবিঘ্নভয়ান্নিত্যং পাহি মাং মঙ্গলালয়!! ১॥ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন-বিভূষণ! শ্রীল শ্রীগৌর-গোবিন্দ ভক্ত-প্রিয় জয় প্রভো!! ২॥ উপসংহারে—— শ্রীরাধাকৃষ্ণচৈতন্য-ভজনক্রমপদ্ধতিং। সাধকানাং প্রমোদায় সংক্ষেপাদ্ গৃহ্যতে ময়া॥ দীনে ময়ি ঘনশ্যামে কৃপামেতৎ কুরু প্রভো! শ্রীপদ্ধতিপ্রদীপস্তদ্গ্রন্থো ভবতু জীবনম্॥ এই ঘনশ্যামদাসই ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা শ্রীনরহরি-চক্রবর্তী।

পদ্যমুক্তাবলী—বর্দ্ধমান জেলার সাতগেছে গ্রামের দুলাল তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীচরণ চৌধুরীর পুত্র কাশীনাথ পাঁচ পরিচ্ছেদে ১৭২৫ শকে এই ছন্দঃশাস্ত্র প্রণয়ন করেন—২৫ পত্রাত্মক পুঁথি, লিপিকাল ১৭৩৮ শক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুষ্পিকা—

'চট্টো দৈবকড়ি-বংশজোঽবসতিকো নৈকষ্যবিদ্যাধরিঃ, শাকে পঞ্চযুগাব্ধিসিন্ধুতনয়ে মাসে শুচৌ ভার্গবে। কাশীনাথ-ধরামরেণ রচিতা শ্রীপদ্যমুক্তাবলী, তস্যা যুগ্মপরিচ্ছেদং গতমিদং তেনৈব পদ্যে সমে'॥

(বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ২৩৭ পৃঃ)

পদ্যাবলি—প্রাচীন ও শ্রীরূপপাদের সমসাময়িক বহু বহু ভক্তকবিগণের লীলারসভক্তিময় পদ্য এই (কোষকাব্যে) গ্রন্থে সংগৃহীত। গ্রন্থকারেরও প্রায় ৩৪।৩৫টি পদ্য সমাহৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ কবিগণের পদ্য সংগ্রহ করিবার রীতি এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। (১) সুভাষিত-রত্নসন্দোহ (অমিতগতিনামক জৈনসাধু-কর্ত্তৃক ৯১৬ শকাব্দা), (২) প্রসন্ন-সাহিত্য-রত্নাকর (নন্দন কবি-সঙ্কলিত দশম শকাব্দা), (৩) কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় (একাদশ শকাব্দা), (৪) সদুক্তিকর্ণামৃত (শ্রীধরদাস সঙ্কলিত *,

* ১১২৭ শাকে শ্রীধর দাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এই গ্রন্থে বহু পূর্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক মহাজনের পদ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবমধ্যে পাঁচটি প্রবাহ (অধ্যায়) সূচিত হইয়াছে। (১) অমর, (২) শৃঙ্গার, (৩) চাটু, (৪) অপদেশ ও (৫) উচ্চাবচ—এই পাঁচটি প্রবাহ বীচিরূপ অবান্তর বিভাগে সংগ্রথিত। প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। বীচি-সংখ্যা যথাক্রমে ৯৫, ১৭৯, ৫৪, ৭২ ও ৭৪। ইহাতে প্রায় ৪৯০ জন কবির ১৮৯৪টি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, ৪৭৬টি কবিতার রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। এই সংগ্রহকার বঙ্গীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের অমাত্য ও অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

আদর্শ যথা—(১) ইহ নিচুলনিকুঞ্জে মধ্যমধ্যেঽস্য রন্তবিজনমজনি শয্যা কস্য বালপ্রবালৈঃ। ইতি কথয়তি বৃন্দে যোষিতাং পান্থ যুষ্মান্, স্মিত-শবলিত-রাধামাধবালোকিতানি॥ ১।৫৫।১ —শ্রীরূপদেবস্য।

(২) জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ, স্বয়ংসিন্দূরেণ দ্বিপ-রণমুদ্রা-মুদ্রিত ইব। ভুজাপীড়ক্রীড়াহত-কুবলয়াপীড়-করিণঃ, প্রকীর্ণাসৃগ্‌বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ॥ ১।৫৭।৪ —শ্রীজয়দেবস্য।

দ্বাদশ শকাব্দা) (৫) সুভাষিত-মুক্তাবলী (জহ্লনকবি-কৃত ১১৭০ শকাব্দা); (৬) শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি (১২৮৫ শকাব্দা) এবং (৭) সুভাষিতাবলী (কাশ্মীরক বল্লভদেব-সঙ্কলিত ত্রয়োদশ শকাব্দা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পদ্যসংগ্রহ গ্রন্থ। †

পদ্যাবলীতে প্রায় ১২৫ জন বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নকালীন ও বিভিন্ন-মতাবলম্বী কবিদের শ্রীকৃষ্ণ-লীলাদি-সম্বন্ধীয় ৩৮৬টি পদ্য সমাহৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বৃহৎ না হইলেও কিন্তু ভক্তগণের সুখপাঠ্য, অতিপ্রিয় ও প্রেমভক্তি-বিবর্দ্ধক কণ্ঠহার। শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা, তথা বিভিন্নরসে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং উহা যে সাধারণ (অপ্রসিদ্ধ) কবিগণেরও কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া বিরাজমান ছিল, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই আছে। শ্রীরূপপাদ স্বেচ্ছাক্রমে পদ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিন্যস্ত করিয়াছেন। শ্রীপাদ উপসংহারে জানাইয়াছেন যে তিনি জয়দেব বা বিল্বমঙ্গলাদির কবিতা সংগ্রহ করেন নাই, যেহেতু তাহা গ্রন্থাকারে প্রসিদ্ধই ছিল; কিন্তু যে সকল কবি ও মহাজনগণের শ্লোক গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলনা, অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা শ্রুতিধর ভক্তগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল—সেই সকলই কেবল একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীরূপপাদ এই সকল পদ্যে প্রেমভক্তিময় কাব্যরস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া গৌড়ীয়ভক্তগণকে উপহার দিয়াছেন।

মাড়োর বীরচন্দ্র গোস্বামি-কৃত পদ্যাবলী-টীকা বহরমপুর-সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। হরিবোলকুটীর গ্রন্থাগারে ইহার একটি প্রাচীন টীকা আছে—২৭ পত্রাত্মক, বিস্তৃত ও রসাল। ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কাহার রচিত জানা নাই। ২ [A. S. B. 8360 H. P. S.] শ্যামানন্দপ্রভুর পরিবারে জনৈক দামোদরের শিষ্য এক টীকা করিয়াছেন—তাহা ১৭২৩ শাকে রচিত হইয়াছে।

ইহার একটি পদ্যানুবাদ আছে, তাহার নাম—'ভাষারত্নমালা'—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্তম অধস্তন শ্রীমাধবানন্দেব শিষ্য-কর্ত্তৃক সুললিত পয়ারাদি ছন্দে রচিত।

পরকীয়াত্বনিরূপণ ——— জয়পুর শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত একখানা ২৯ পত্রাত্মক পুঁথিতে এবং শ্রীবৃন্দাবনে পুরাণাশহরে শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্টজি মহাশয়ের গ্রন্থশালায় রক্ষিত (৩৫।১৪৭) ২২ পত্রাত্মক পুঁথিতে পরকীয়াত্বনিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদকৃত সংগ্রহ বিদ্যমান। তাহার আদ্যোপান্তের অবিকল প্রতিলিপি দিতেছি—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপাথোধি-নিমজ্জিতমনোদ্বিপান্। বন্দে তদ্‌বিপরীতাংস্তু নৈব বিদন্তু মে মনঃ ॥১॥ শ্রীমজ্জীবপদদ্বন্দ্বং বন্দে যৈরাশয়ো নিজঃ। লঘুত্ব-মত্রেত্যেতস্য (১।১৫) † ব্যাখ্যান্তে খ্যাপিতঃ খলু ॥ ২ ॥ স যথা—'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্বাপর-সম্বন্ধং তৎ-পূর্বমপরং পরম্' ইতি। রাগৈনৈ-বার্পিতাত্মান ইত্যত্র ব্যাখ্যয়া তথা। পত্নীভাবাভিমানাত্মেত্যত্রাপি (১৪। ৪৮) চ তথা তয়া। মহাভাবস্য সম্ভাবাভাবয়োর্হেতুযুক্তিতঃ (১৪। ৭৮)। নিশ্চিত্য লক্ষণে তস্য বিবৃত্যাভ্যাসতা মুহুঃ ॥ রসস্য তু পরীপাকঃ পরমক্রমলীলয়া। ভবেদ্ ব্যাসশুকাদীনামত্রৈবাবেশ - দর্শনাৎ। বিদগ্ধমাধবাদীনাং কর্তৃণাঞ্চাত্র নির্ভরং। বর্ণনে চিত্তসংরম্ভাত্তথাদ্যো-পান্তমেব হি। অস্যা নির্বহণা-দেবেত্যুজ্জ্বলস্য বিবেচনং। সমৃদ্ধিমত আখ্যানে সপ্তপত্রীলিপেঃ পরং (১৫। ২০৮ অনুচ্ছেদ) ॥ স্বান্তস্য সর্বসংরম্ভঃ সর্বান্তে দর্শিতো যতঃ। অতঃ পরেচ্ছালিখনে বিচারঃ ক্রিয়তে ময়া। যেন পূর্বাপরালোকে লোক্যতে তদ্বিগীততা ॥ অথ সোয়ং গ্রন্থকৃন্মহাকারুণিকো রসিকমণ্ডলা-খণ্ডলঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বয়ংভগবতা হৃদি প্রবর্ত্তনাপরবশতয়া স্বসুহৃদ্‌বর্গ-হৃদয়ানন্দনায় বিশেষতোঽর্বাচীন-জগজ্জনানামনায়াসেনৈব বাঙ্‌মন-সয়োঃ কৃতার্থীভাবভাবনয়া চ পূর্ব-স্মিন্ গ্রন্থে সংক্ষেপতো বর্ণিতমপি শ্রীকৃষ্ণৈকালম্বনত্বেনৈব শৃঙ্গাররসং বিবৃতবান্। তত্র তাবন্নায়কশিরো-

† অন্যান্য কোষকাব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকিলে 'বিদ্যাকর-সহস্রকম্' - নামক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† গৌড়ীয় সংস্করণ উজ্জ্বলের প্রকরণ ও কারিকার সংখ্যা-দ্যোতক।

রত্নস্থ যথা কথঞ্চিৎ পরিশীলয়িতুর্মনোনয়নাদেঃ সম্যক্ কর্ষকস্থ শ্রীকৃষ্ণস্থ মুখ্যনায়কত্বে ধীরোদাত্ত-ধীরললিত-ধীরশান্ত-ধীরোদ্ধতৈঃ সহ পূর্ণতম-পূর্ণতর - পূর্ণৈস্ত্রিভির্গুণিতৈ র্দ্বাদশ-পত্যুপপতিভ্যাং গুণনে চতুর্বিংশতিঃ। পুনশ্চানুকূল-দক্ষিণ-শঠ - ধৃষ্টৈশ্চতুর্ভির্গুণনে যণ্ণবতিঃ প্রভেদা নিরূপিতাঃ।

এইরূপে ৩৬০ প্রকার নায়িকা-নিরূপণান্তর পরোঢ়া-উপপতিভাবের (১।১৫) টীকানুসারে প্রায়শঃ বিচার করিয়াছেন। তৎপরে (গ্রন্থান্তে)—

তস্মাৎ পরমধীরেষু তাদৃশেষু অজ্ঞৈরেব স্বকীয়াপক্ষপাতীতি দোষ আসজ্যতে। ভক্তিসন্দর্ভে রাগানুগা-প্রকরণে (৩২১ অনুচ্ছেদে) ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৮৮—৮৯) গোপালচম্পূমধ্যে (২৩ পৃষ্ঠে) চ পরকীয়াত্বেনৈব প্রকটাপ্রকটয়োরপি মুহুর্মুহুস্তেরেব সুনিশ্চিতত্বাৎ। দন্তবক্রবধানন্তর-প্রসঙ্গে শ্রীদশমটিপ্পণ্যাং (৭৮।১০) প্রকটাপ্রকটয়োরৈক্যেনৈব সুপ্রথিতত্বাচ্চ। অতএবোজ্জ্বল-নীলমণি-টীকায়াং লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তমিত্যত্র যৎ স্বেচ্ছাপরেচ্ছালিখনয়োঃ পূর্বাপরসম্বন্ধাসম্বন্ধত্বে স্বাশয়ঃ প্রকটীকৃতঃ, সোঽপ্যুপলক্ষণত্বে সর্বেষ্বেব গ্রন্থেষু বোদ্ধব্যম্। অতঃ পূর্বাপরসম্বন্ধানি ব্যাখ্যানানি তদীয়-স্বেচ্ছাকৃতানি, অন্যানি তু পরেচ্ছা-কৃতানীত্যবধেয়ম্। অস্মাভিস্তু ভয়থা নির্দোষত্বে এব প্রাচীন-সম্মতত্বে চ গ্রহীতব্যানীত্যপি ধ্যেয়মিতি। তত্র কারিকা পূর্বং লিখিতৈব। শ্রীগোপালচম্পূমন্থ চ গ্রন্থান্তে (পূর্ব ৩৩।৪০০) কারিকা—(যথা) প্রায়ঃ সর্বা হরের্লীলাঃ ক্রমশঃ সূচিতা ময়া। যথাস্বং লব্ধ-রুচিভিরাস্বাদ্যন্তাং মহাত্মভিরিতি। উজ্জ্বলব্যাখ্যানানি যথা—(১) রাগেণৈবার্পিতাত্মান ইত্যত্র (২।১১) —অন্তরঙ্গেণ রাগেণৈবার্পিতাত্মানো, ন তু বহিরঙ্গেণ বিবাহ-প্রক্রিয়াত্মকেন ধর্মেণ। তদেবং মিথুনীভাবে তাসাং রীতিমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্যাহ—ধর্মেণ বিবাহাত্মকেনৈবাস্বীকৃতা রাগেণ তু স্বীকৃতা ইত্যর্থ ইতি। (২) রতি-প্রকরণে 'সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ। কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমঃ' (১৪।৪৩) ইত্যত্র—তথাহি সমর্থা খলু সৈব স্যাৎ, যা লোকং ধর্মং চাতিক্রম্য পরমকাষ্ঠামাপন্না পুষ্টি-মাপ্নোতি। তদুক্তং পরকীয়ালক্ষণে 'রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক-যুগ্মানপেক্ষিণেতি। বক্ষ্যতে চ (১৪।৫৭) 'ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেদিতি।' অথ যান্যা রতিঃ সমঞ্জসাখ্যা, সা খলু লোকধর্মাপেক্ষয়া তথোচ্যতে। অতএব নাতিসমর্থা, ততএব চ নিবারণাদিনাপি ভাবান্তিমাং সীমাং ন প্রপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ (৩) সমঞ্জসা-লক্ষণে (১৪।৪৮) পত্নী-ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি-শ্রবণাদিজা। ক্বচিদ্ ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা। পত্নীভাবেতি—লোকধর্মা-পেক্ষিতা দর্শিতা। পত্নীভাবাভিমান এবাত্মৈবাত্মা যস্যা ইতি তদভিমান-তিরস্কারে সমর্থায়া ইব স্থিত্যভাবশ্চ ব্যক্ত ইত্যাদি। গুণাদিশ্রবণাদিজা তৎপ্রাদুর্ভূতেত্যেবার্থঃ। নতূৎপদ্যমানেতি 'জনী প্রাদুর্ভাব' ইতি ধাতু-পাঠাদিতি। (৪) মহাভাবত্বং—(১৪।১৫৪) 'অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়-বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে।' এতদ্ব্যাখ্যায়াং—"অয়ং ভাবঃ, 'রাগঃ খলু দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে' ইত্যুক্তলক্ষণঃ। দুঃখস্থ চ পরাকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি সুমর্যাদানাং স্বজনার্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব। নাগ্ন্যাদির্ন চ মরণং। ততশ্চ তত্তৎকারিতয়া প্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে চেত্তর্হ্যেব রাগস্থ পরমেয়ত্তা। ততশ্চ তামাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽনুরাগো ভাবায় কল্পতে; সা চারম্ভত এব ব্রজদেবীষ্বেব দৃশ্যতে, পট্টমহিষীষু তু সম্ভাবয়িতুমপি ন শক্যতে; আরম্ভত এবেতি ব্যঞ্জয়িতুং নবরাগহিঙ্গুলভরৈরিত্যত্র নবশব্দো দাস্যতে। তদেবমেতা এবোদ্দিশ্য উদ্ধবঃ সচমৎকারমাহ— 'যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা' (১০।৪৭।৬১) ইতি। ঈদৃশোক্ত্যা চ যদ্যপি তাসাং তত্ত্যাগো ন ভবতি, তথাপি কৃত ইতি কুলাঙ্গনাত্বং পরমমর্যাদাত্বং চ দর্শিতং।' তস্মাৎ সমর্থাখ্যৈব রতিরনুরাগদশামারূঢ়া সতী মহাভাবদশামাপ্নোতীত্যে-তানি। অনেন 'মহাভাব-স্বরূপেয়ং' (৪।৬) ইতি গ্রন্থকৃতাং হার্দমেব স্বহার্দং বিধায় ব্যাখ্যানাজ্ জ্ঞাপিতং। শ্রীরাধিকাত্র রসে আলম্বনরূপা, সা চেদীদৃশত্বেন নিশ্চিত্যোপাস্যা স্যাত্তর্হ্যেব রসঃ সালম্বঃ, নোচেদা-লম্বনবৈরূপ্যাদ্বৈরস্যাদমন্যেষাং মূলোৎ-

খ্যাত এব। কিঞ্চ গোপালচম্পূমধ্যে চ সর্বত্রৈব পরকীয়াত্বস্যৈব বর্ণনং ; বিশেষতঃ ষড়্‌বিংশতিমে পূরণে রাসমারভ্য ত্রিংশৎ-পূরণ-পর্যন্তম্ অশেষতয়া তস্যৈব শ্রীভাগবতরীত্যা বিস্তারতস্তদেবাস্তীতি। (৫) বিশেষতঃ সমৃদ্ধিমতঃ প্রঘট্টকে সপ্তপত্রীলিপেঃ শেষে তু (১৫।২০৮) অতীব সুব্যক্ততয়া সর্বোপমর্দকঃ সমগ্রগ্রন্থস্য নির্গলিতার্থঃ স্বাশয়সারঃ সিদ্ধলেখঃ কৃতোঽস্তি। যথা—'পরমরসপরীপাকস্তু ক্রমলীলায়ামেব ক্রমতে, শ্রীভাগবতাদি-প্রকাশক-প্রাচীনভক্তানাং বিদগ্ধ-মাধবাদি--প্রকাশক-তাদৃশগ্রন্থকৃতাঞ্চা-ত্রৈবাবেশ-দর্শনাৎ।' অত্রৈব গ্রন্থে অন্যা এব নির্বহণাদিতি। তস্মাদ্ যে রাগানুগীয়ানুগামিনো বুভুষন্তি, তৈরস্তরঙ্গব্যাখ্যানুগতৈর্ভবিতব্যং। তৈঃ সহৈবালাপঃ সমুচিতো নোচেদন্যৈরলং সংলাপেন। মাধবমহোৎ-সব-নাম-স্বকৃতগ্রন্থে দানকেলি-কৌমুদ্যনুসারিণি উপক্রমোপসংহার-পরকীয়াত্বেনৈব সর্বং বর্ণিতং। দিগ্‌দর্শনং যথা—(৪।৮৩) 'কাভিশ্চিৎ পটু জটিলাং বিক্রষ্যমাণাং নর্দন্তীং দধিঘৃত-কর্দমেষু রাধা। শ্বশ্রূং সা মহসি নিশাম্য নম্রবক্ত্রা স্বৈরত্বং জনহসবিস্মমাশু দধ্রে॥' ইত্যাদ্যা বহব এব। তস্মাৎ সর্বথা তেষামাশয় এষ এব জ্ঞাতব্যো নান্যঃ কদাচিদ-পীত্যলং বিস্তরেণেতি দিক্॥ (গ্রন্থসংখ্যা —৭০০)

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ঋগ্বেদে ও উপনিষদে কিভাবে 'জার' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে।

ঋগ্বেদ অষ্টক ১।১২।৬৬ সূক্তে জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাম্'। সায়ন—কনীনাং কন্যাকানাং জারঃ জরয়িতা, যতো বিবাহ-সময়ে অগ্নৌ লাজাদি-দ্রব্যহোমে সতি তাসাং কন্যাত্বং নিবর্ত্ততে। অতো জরয়িতেত্যুচ্যতে। তথা জনীনাং জায়ানাং কৃতবিবাহানাং পতিঃ ভর্ত্তা।

'দারজারৌ কর্ত্তরি ণি লুক্ চ' পাণিনি ৩।৩।২০,৭ জরয়তীতি। ঋক্ ১।১৭।১১৭ সূক্তে ১৮ 'জারঃ কনীন ইব'। যথা প্রাপ্তযৌবনঃ কামুকঃ জারঃ পারদারিকঃ সন্ পরস্ত্রিয়ৈ সর্বং ধনং প্রযচ্ছতি এবম্......

জার আ সপতীম্ ১।২০।১৩৪।৩ জারঃ পারদারিকঃ 'আ সপতীম্ উপপত্যাগমন-ধ্যানেন ঈষৎ স্বপন্তীম্' এইরূপ ৬।৫৫।৪,৫ জারঃ উপপতিঃ। ৯।৩৮।৪ গচ্ছন্ জারো ন যোষিতম্। ৯।৯৬।২৩ প্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইন্দুঃ। ১০।১৬২।৫ যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে।

ছান্দোগ্যে ২।১৩।২ 'স য এবমেতদ্ বামদেব্যং'; শাঙ্করভাষ্যে—কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্পপ্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীম্; বামদেব্য-সামোপাসনাঙ্গত্বেন বিধানাৎ। এতস্মাদন্যত্র প্রতিষেধ-স্মৃতয়ঃ, বচন-প্রামাণ্যাচ্চ ধর্মাবগতের্ন প্রতিষেধ-শাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ। আনন্দগিরি—'পরাঙ্গনাং নোপগচ্ছেৎ' ইতি স্মৃতি-বিরোধমাশঙ্ক্যাহ — বিধিনিষেধয়োঃ সামান্য-বিশেষ-বিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। কিঞ্চ—শাস্ত্র-প্রামাণ্যাদত্র ধর্মোঽবগম্যতে,ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি চ শাস্ত্রাবগতত্বাদবাচ্য-মপি কর্ম ধর্মো ভবিতুমর্হতি। তথাচ শ্রৌতেঽর্থে দুর্বলায়াঃ স্মৃতের্ন প্রতিস্পর্ধিতেত্যাহ — বচনেতি। যথোক্তোপাসনাবতো ব্রহ্মচর্য-নিয়মাভাবো ব্রতত্বেন বিবক্ষিতঃ, তন্ন প্রতিষেধশাস্ত্র-বিরোধশঙ্কেতি ভাবঃ। (তুলনীয়—বৃহত্তোষণী ৪৭।৬১,৬৯)

পরকীয়ারসস্থাপন-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহঃ —শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমদ্ গিরিধর দাস-কৃত এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীজীবচরণেরই 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং' ইত্যাদি (১।১৫) শ্লোকটীকায় স্বেচ্ছাপরেচ্ছা-প্রণোদি-তত্বের নিদর্শন-পূর্বক তদীয় গ্রন্থমধ্যেই পৌর্বাপর্য বিচার করত এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও শ্রীজীবপ্রভুর আশয় বিনিশ্চয় করিয়া পরকীয়াত্বেই স্বারস্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীখণ্ডে শ্রীশ্রীমদ্ রাখালানন্দ ঠাকুরের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ বিরাজমান। ইনি যে শ্রীসরকার ঠাকুরের শিষ্য তাহাও মঙ্গলাচরণ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে—

যঃ শ্রীখণ্ডাচল ইব ভুবি ব্যাহৃতঃ শ্রীলখণ্ড,-স্তত্রাস্তে শ্রীনরহরিরিব প্রেমদো যঃ স্বপাল্যে। যস্য স্বান্তে বিলসতি সদা শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রঃ, সোঽয়ং শ্রীমান্নরহরিরিহ প্রেমমূর্ত্তি-র্গতির্নঃ॥ ১৩

ইহাতে চারিটী বিরচন আছে। প্রতি বিরচনের শেষে এই ভাবের উক্তি আছে—'ইতি শ্রীমন্নরহরি-গদাধরগৌরাঙ্গ-চরণ- নখেন্দু - কিরণ-স্মৃত্যনুভব-প্রসাদমানসেন কেনাপি

ক্ষুদ্রতরেণ গিরিধরদাসেন লোচন-রোচনী - দুর্গমসঙ্গমনী - সন্দর্ভাদ্যুক্ত-বাক্যাণ্যাহৃত্য কৃতে রসিকভক্ত-জনানন্দ-সন্দোহদ - পরকীয়া- স্থাপন-সিদ্ধান্তসংগ্রহে 'সূত্র-কথনং' নাম প্রথমং বিরচনম্॥ এইরূপে 'অসাম্যাতিশয়সাধন-সাধ্যকথনং' নাম দ্বিতীয়ং বিরচনং, 'স্বজনার্য-পথত্যাগো বাস্তবত্বেন সংস্তুত' ইতি পূর্বাপর-সম্বন্ধো নাম তৃতীয়ং ইত্যাদি।

পরমাত্ম-সন্দর্ভ — শ্রীজীবপ্রভু-রচিত ষট্‌সন্দর্ভের তৃতীয়। ইহাতে আছে (১) পরমাত্ম-স্বরূপ, তদ্ভেদ; (২) গুণাবতারের তারতম্য, পরমপুরুষের সহিত বিষ্ণুর অভেদোক্তি, ব্রহ্মাদির সহিত অভেদবোধক বাক্যচয়ের সমাধান, শিবের পরমদেবত্ব-খণ্ডন, পুরাণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ, পঞ্চরাত্র ব্যতীত দ্বিবিধ শাস্ত্রকর্ত্তা, কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ ও সর্বজ্ঞ; (৩) জীবতত্ত্ব, শ্রীজামাতৃ-বচনোপদেশে জীবের দেবাদিত্ব, দেহাদিত্ব, জড়ত্ব, বিকারিত্ব ও জ্ঞান-মাত্রাত্মকত্বাদি-নিরসন; জীব একরূপ, চেতন, ব্যাপক, চিদানন্দাত্মক, প্রতিক্ষেত্রভিন্ন, অণু, নিত্যনির্মল; জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, পরমাত্মৈকশেষত্ব, (জীবের অংশত্ব) জ্ঞানেচ্ছুর প্রতি জীব ও ঈশ্বরের অভেদোপদেশ, কিন্তু ভক্তীচ্ছুকে ভেদোপদেশ; অনন্ত জীবশক্তি ইত্যাদি। (৪) মায়াতত্ত্ব—নিমিত্ত ও উপাদান, নিমিত্তাংশের দুই বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ, বিদ্যাপ্রকাশে দ্বার; অবিদ্যা—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। নিমিত্তাংশের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপা শক্তিত্রয়। উপাদানাংশে প্রধান—জগৎ মায়ার কার্য, মায়াবাদ-নিরসন, পরিণামবাদ-স্থাপন, [পরিণামশক্তি দ্বিধা—নিমিত্তাংশে মায়া, উপাদানাংশে প্রধান], কার্য কারণ হইতে অনন্য হইলেও কিন্তু কারণ কার্য হইতে ভিন্ন, জগৎ সত্য কিন্তু নশ্বর, অনশ্বরবাদ-নিরসন; শ্রীধরস্বামির সিদ্ধান্ত; (৫) নির্গুণ ঈশ্বরের কর্তৃত্বযোজনা; (৬) ভক্তবিনোদার্থই ভগবানের বিবিধ লীলা ও অবতারাদি, (৭) ভগবৎপ্রাধান্যস্থাপনে উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ; গায়ত্রী-ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

পাঞ্চরাত্র ও সাত্বত মত—

'সাত্বত'-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে ৯৯তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—সত্ত্বং সত্ত্বাশ্রয়ং সত্ত্বগুণং সেবেত কেশবং। যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥ বিহায় কাম্যকর্মাদীন্ ভজদেকাকিনং হরিং। সত্যং সত্ত্ব-গুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥ মুকুন্দ-পাদসেবায়াং তন্নাম-শ্রবণেঽপি চ। কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ॥ বন্দনার্চনয়োর্ভক্তিরনিশং দাস্য-সখ্যয়োঃ। রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়া-নন্তস্য সাত্বতঃ॥ *

এই সাত্বত-সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া গণিত ছিলেন। তাঁহাদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ও উপাসনাপদ্ধতি সর্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ ছিল।

কূর্মপুরাণ চতুর্থ অধ্যায়ে আদিদেব, মহাদেব, প্রজাপতি ইত্যাদি নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্বক জগৎ বিষ্ণুময় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ কূর্মপুরাণ পাঠে জানা যায় যে যদুবংশের সত্বত রাজা এই সাত্বত ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সত্বত অংশুর পুত্র, সত্বতের পুত্র সাত্বত—ইনি নারদের নিকট সাত্বত ধর্মের উপদেশ পাইয়া নিরন্তর বাসুদেবার্চনায় রত থাকিতেন।

অথাংশোঃ সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্। স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চনান্বিতঃ॥ তস্য নাম্না তু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনং। প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতা-বহম্॥ সাত্বতস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ। ইত্যাদি [কৌর্মে পূর্বভাগে যদুবংশানুকীর্ত্তনে]

এতদ্দ্বারা জানা যায় যে নারদ-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই সাত্বতধর্ম অতি প্রাচীন।

পাঞ্চরাত্র মতও অতিপ্রাচীন, নারদ-পঞ্চরাত্রে এই 'পঞ্চরাত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি আছে—রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং। তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (১।১)

বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, প্রেম ও ভক্তি—এই মতের প্রধান লক্ষ্য। মহাভারতে মোক্ষধর্মে সাংখ্য, যোগ ও পাশুপতাদির সহিত এই পঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ পাওয়া যায় (মোক্ষধর্ম

* সৎ+বতুপ সত্বৎ (সত্তাযুক্ত, সত্য-গুণবিশিষ্ট), এই ধর্মাবলম্বিগণই সাত্বত (সত্বৎ+ষ্ণ)—'যৎ সাত্বতাং পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বম্' (ভাগ ১২।৮।৪৬)।

৩৪৯ অধ্যায়)। ইহাদের মতে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের পঞ্চবিধ উপায় আছে—(১) কায়-মনোবাক্য সংযমপূর্ব্বক দেবমন্দিরাভিগমন, প্রাতঃস্তব ও প্রণিপাত পূর্ব্বক ভগবদারাধনা, (২) পুষ্পচয়ন, পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান, (৩) ভগবৎ-সেবা, (৪) ভাগবতশাস্ত্রের পাঠ, শ্রবণ ও মনন, (৫) সন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান, ধারণা ও ভগবানে চিত্তসমর্পণ। হয়শীর্ষাদি ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের নাম-উল্লেখ আছে *। এই মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ গীতা, ভাগবত ও শাণ্ডিল্যসূত্রাদিকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। †

ন্যায়মঞ্জরীর প্রামাণ্য-প্রকরণে জয়ন্ত ভট্ট পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। 'ঈশ্বর-কর্ত্তৃকত্বস্য তত্রাপি স্মৃত্যনুমানান্তরসিদ্ধত্বাৎ মূলান্তরস্য লোভমোহাদেঃ কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ' ইত্যাদি বাক্যে তিনি পঞ্চরাত্রের ঈশ্বর-কর্ত্তৃকতাই নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বাশিষ্ঠ, পারাশর, পারম, বৈশ্বামিত্র, ভারদ্বাজ, আগস্ত্য, আহির্বুধ্ন্য, সাত্বত ও নারদীয়—এই পঞ্চরাত্রগুলিই অধুনা দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলই বৈষ্ণবগণের ধর্মপ্রচারভূমি ছিল। তৎপরে প্রচার-প্রসারক্রমে এই ধর্ম দাক্ষিণাত্যদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীতটে, দ্রাবিড়দেশে, কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদীর তটে বৈষ্ণবদিগের আবাসভূমি ছিল। (ভাগ ১১।৫। ৩৯—৪০ এবং ১০।৭৯।১৩—১৪ দ্রষ্টব্য)। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত-প্রাপ্তি তৎপূর্ব্বকাল হইতেই ঐদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার-প্রসারই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আলোয়ারের জীবনীও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য ও চিন্তনীয়।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৪৩—৪৫ সূত্রের ব্যাখ্যানে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত মতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করিলেও রামানুজ শঙ্করমত খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের বহুপূর্ব্বেই বৌধায়ন, গুহদেব, দ্রমিড়াচার্য প্রভৃতিও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন; সুতরাং শঙ্করাচার্যের পূর্ব্বহইতেই পাঞ্চরাত্রনামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এমন কি মহাভারতে পঞ্চরাত্রাগম ও সাত্বত-বিধানের উল্লেখ আছে। তবেই বলা যায় যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচিত হওয়ার পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে সাত্বতধর্ম প্রচলিত ছিল। আচার-ব্যবহারে ও উপাসনা-প্রণালীতে পরিবর্ত্তন-সংঘটনে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে, দেশকালপাত্র ও প্রণালী-ভেদে এবং বিভিন্ন আচার্যগণের অভ্যুত্থানে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম বহুশাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদের তর্কনিরসনের সঙ্গে সঙ্গেও বৈষ্ণবধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আনন্দগিরি-লিখিত শঙ্করদিগ্-বিজয়-গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে দেখা যায় যে তৎকালে ছয় সম্প্রদায় বৈষ্ণব ছিলেন। 'ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ। বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥'

শঙ্করের কতকাল পূর্ব্বে এই সব বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যমান্ ছিলেন এবং তাঁহার তিরোধানের পরে কোন্ সম্প্রদায়ের কিরূপ পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হইয়াছে—তাহার কোনও ইতিহাস নাই, মহাভারতের রচনাকালের পূর্ব্বেও যে এদেশে শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেবের অর্চনা ছিল, তাহা মহাভারতপাঠে অনায়াসে জানা যায়; কিন্তু শঙ্করদিগ্‌বিজয়ে বা শাঙ্কর-ভাষ্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-উপাসকের নাম দেখিনা। [Vide শ্রীগৌরাঙ্গসেবক (১৫।১) ১৫—৩১ পৃষ্ঠা] 'সাত্বত'-সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে—Tusam Rock Inscription (Corpus Inscription. Indic Vol. III. p. 270) এস্থলে 'আর্যসাত্বত যোগাচার্য' কথা আছে। রাজ্ঞী নাগনিকার নানাঘাট লিপিতে (Arch. Surv. West India. Vol. V. p. 74) 'নমো সঙ্কর্ষণবাসুদেবানং চন্দসুতানম্' পাঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজপুতানায় কবিরাজ শ্যামল দাস ও Dr. Hoernle A. S. B.র proceedingsএ (Vol. VI.p. 77)

---

* Schrader প্রণীত 'Introduction to Pancharatra' গ্রন্থে অন্যূন ২৫৭ সংখ্যক পঞ্চরাত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে যথেষ্ট গবেষণাও আছে।

† পরমাত্মসন্দর্ভে (১৭) এবং ভক্তিসন্দর্ভে (২২৯) শ্রীজীবপ্রভু পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

প্রকাশিত আছে যে, ভগবান্ সংকংসন, বাসুদেব ও বৈষ্ণবমন্দির ইত্যাদির উল্লেখ মিলে। (Ghasundi Stone Inscription of King Sarvatata). বুদ্ধের সময় আজীবকগণ ছিলেন, অশোক ও তৎপুত্র দশরথ তাঁহাদিগকে গুহা প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা তখনকার নারায়ণোপাসক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী (Kern, Geschichte des Buddhismus Vol I. p. 17). জৈনগণ বাসুদেব ও বলদেবকে ৬৩ শলাকাপুরুষের অন্তর্গত করিয়া এবং বৌদ্ধগণ ঘটজাতকে বাসুদেবের উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে নিজেকে ভাগবতধর্মে প্রভাবান্বিত প্রমাণ করিয়াছে (Vide 'Early History of the Vaishnava Sect' pp 71—73 ff— by H. C. Roy Choudhury).

পাটনির্ণয়—শ্রীরামগোপালদাস-কৃত। [পাটবাড়ী পুঁথি বি ১২৯] ১২৫৩ সনের লিপি। ইহাতে দ্বাদশ পাটের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

পাট-পর্যটন—অভিরামদাস - কৃত। এই গ্রন্থে পঞ্চ ধাম, দ্বাদশ পাট ও ভক্তগণের জন্মস্থানাদির বিবরণ এবং 'অভিরাম ঠাকুরের শাখা-নির্ণয়' গ্রন্থে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরামঠাকুরের শিষ্যগণের নামাদি বর্ণিত হইয়াছে। [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৮]

পান্থদূত—টিকুরী-নিবাসী ভোলানাথ-কৃত ১০৫টি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত দূতকাব্য।

পাষণ্ডদলন—শ্রীরামচন্দ্র (রামাই)-প্রণীত। বহুশাস্ত্রপুরাণ-প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব, ভজনীয়ত্ব, হরির নিরন্তর স্মরণের বিহিতত্ব, অহৈতুকী ভক্তিনিরূপণ, শ্রীকৃষ্ণের দয়ালুতা, ভক্তি ও ভক্ত-মহিমা, সাধুসঙ্গ, অসৎসঙ্গত্যাগ, বৈষ্ণবপূজার সর্বশ্রেষ্ঠতা, গুরুপাদাশ্রয়, নামকীর্তনমাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত। আরও দুই খানা পাষণ্ডদলন শ্রীকৃষ্ণ-দাস ও দ্বিজ দুর্লভ দাস-বিরচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। [পাটবাড়ী পুঁথি (বি, ৮৩ ক, খ)

এইনামে আরো বহু পুঁথি পাওয়া যাইতেছে। বৃন্দাবন দাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি ৩৬৬), গোপাল দাস (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৯৬৫), বলরাম দাস (ঐ ১৪৯৭) প্রভৃতি রচনা করেন। ইহাতে সাধারণতঃ বৈষ্ণবাচারপদ্ধতি ভজন-বিষয়ক প্রসঙ্গাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিজোক্তির সমর্থনে আবার শাস্ত্রাদির বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুরাণপরিভাষা—শ্রীগদাধর শর্ম-বিরচিত ১৭৭৪ শকে লিখিত ৪৪ পত্রাত্মক পুঁথি। শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দির (বরাহনগর) পুঁথি সংখ্যা বি ৩৪। ইহাতে সাতটি আকাঙ্ক্ষা (অধ্যায়) আছে। প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং ব্রহ্মরুদ্রাদি-বন্দ্যং, রাধাকান্তং লঙ্গিতরুচিরং সচ্চিদানন্দরূপম্। ধ্যানাসাধ্যং প্রমিতিমতিনা কেবলাভক্তি-ভাব্যং, বিশ্বব্যাপ্যং দুরিতদমনং তং পরেশং ভজামি ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদং বিশুদ্ধং, বৈষম্যভাবং ন হি যত্র সিদ্ধম্। নামামৃতং যেন সুখেন লভ্যং, বন্দে পরং বন্দ্যজনেন বন্দ্যম্ ॥ ২ ॥ গোস্বামিমতমালোক্য তৎপাদৈর্যদ্-ব্যবস্থিতম্। অত্র তৎ সংগৃহীতঞ্চ পুরাণপরিভাষয়া ॥ ৩ ॥

প্রথম অধ্যায়ে পুরাণ-প্রামাণ্য স্থাপন করা হইয়াছে—ইহাতে হরি-ভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহ হইতে বহু শ্লোকের উদ্ধার আছে। দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে জ্ঞানতত্ত্ব-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রকৃতিতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব সুবিচারিত হইয়াছে; প্রকৃতি ত্রিবিধা—পরা (ক্ষেত্রজ্ঞা), অপরা (অবিদ্যা) এবং অন্যা (কর্ম বা বিক্ষেপিকা)। পুরুষতত্ত্বে—জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিচারিত। চতুর্থ অধ্যায়ে —পরমেশ্বর-তত্ত্বে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, নারায়ণ ও স্বয়ংভগবানের তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চমে—পরমেশ্বর-বিষয়ক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান বা বিজ্ঞান-তত্ত্বের বিচার, ষষ্ঠে—ভক্তিতত্ত্বে সাধন-ভক্তি ও প্রেমভক্তির আলোচনা এবং সপ্তমে—মুক্তিতত্ত্বে ভগবৎসেবাত্মিকা ভক্তিই স্থাপিত হইয়াছে। প্রমেয়-রত্নাবলীর প্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ায় এই গ্রন্থকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের পরবর্তীই হইবেন।

পুরুষোত্তমদেব-নাটক———শিখি মাহিতীর ভগিনী মাধবী দেবী-কর্তৃক সংস্কৃতে রচিত। অপ্রকাশিত। ইনি 'জগন্নাথদিনচর্যা'-নামে এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় [গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ২।৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

পূর্ণতমচন্দ্রোদয়—শ্রীবৃন্দাবতী দাসী-রচিত। ইনি উৎকলীয় গৌড়ীয়

বৈষ্ণব-মহিলা ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলায় পূর্ণতমত্ব প্রকাশিত বলিয়া এই 'পূর্ণতমচন্দ্রোদয়' রচনা করেন। ভাষা—ওড্র দেশীয়। শৃঙ্খলালঙ্কারে প্রথম চন্দ্রিকার রচনা—(১৬২১ শকাব্দা)।

করিতারণ বাণা যার যারঙ্গ-খেলে এ সংসার সারস-করে যা নিহিত ছিত যে করন্তি সমস্ত মস্তকে নাচিলে নাগর নাগর অটস্তি গোপর পরম পুরুষ সানন্দ নন্দনন্দন আদি কন্দ ॥

প্রতাপমার্ত্তণ্ড—(কালনির্ণয়-সংগ্রহ) উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র-কর্ত্তৃক আদিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ-পণ্ডিত এই স্মৃতিনিবন্ধের রচনা করেন। ইহাতে পাঁচটি প্রকাশ আছে—(১) উপোদ্‌ঘাত ও সময়-নিরূপণ ইত্যাদি পদার্থ-সংগ্রহ, (২) বৎসর ও বাসরাদি-নিরূপণ, (৩) প্রতি-পদাদি তিথি-নির্ণয়, (৪) প্রাসঙ্গিক প্রকীর্ণ নির্ণয় এবং (৫) বিষ্ণুভক্তি-নির্ণয়। তৃতীয় প্রকাশেই প্রতি-পদাদি প্রতি তিথিতে অনুষ্ঠাতব্য যাবতীয় ব্রতের বিধান দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থে আনুষঙ্গিক পুত্রোৎপত্তি, শত্রুনাশন, জ্যেষ্ঠা, আদিত্য, ব্যতীপাত ইত্যাদি ব্রতের সূচনা করা হইয়াছে এবং পঞ্চমে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির যাজন-সম্পর্কে বিধি দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে এই নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, তাহাও প্রথম প্রকাশে সূচিত হইয়াছে—

হেমাদ্রিকৃত - কল্পদ্রু-রত্নাকরমিতাক্ষরাঃ। মাধবীয়ানন্তভট্ট-নিবন্ধস্মৃতি-চন্দ্রিকাঃ ॥ স্মৃত্যর্থসারাপরার্ক-পারিজাতাদিকাংস্তথা। কালাদর্শং দেবদাস-নিবন্ধং পরিশিষ্টকম্। মন্বাদি-নির্মিতান্ গ্রন্থান্ পুরাণানি চ সর্বশঃ। এতানন্যান্নিবন্ধাংশ্চ দৃষ্ট্বা মূলপুরাতনান্। শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রেণ কাল-নির্ণয়সংগ্রহঃ। প্রৌঢ়-প্রতাপমার্ত্তণ্ড-সংজ্ঞকোঽয়ং বিরচ্যতে ॥ [পাটবাড়ী গ্রন্থমন্দির—পুঁথি সংখ্যা স্মৃ ১২০]

প্রভা—শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর শিষ্য বলিয়া পরিচিত * শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী শ্রীজীবপাদের 'শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-দীপিকা'-অবলম্বনে যে তাহারই একটা বিবৃতি করিয়াছেন, তাহার নামই 'প্রভা'। এই বিবৃতিকার কিন্তু প্রসিদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী নহেন। সমগ্র গ্রন্থখানাকে নয়টি প্রকরণে বিভাগ করত প্রথম প্রকরণে—শ্রীব্রজদেবীগণের পূজ্যত্ব-নিত্যতা; দ্বিতীয়ে—পূজাবিধি (মন্ত্রাদি-সন্নিবেশ); তৃতীয়ে—ভজনীয়তত্ত্বমধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যত্ব ; চতুর্থে—শ্রীরুক্মিণীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব ; পঞ্চমে—ব্রজদেবীগণের স্বরূপ ; ষষ্ঠে—তাঁহাদের অবতার-সময়ে মায়িক পরোঢ়াত্ব-ব্যবহার ; সপ্তমে—শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ; অষ্টমে—তাঁহার মহাভাবত্ব এবং নবমে—শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রগণ এবং মহানুভব ভক্তগণের সম্মতিক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-বিনিশ্চয় হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীজীবের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীকৃষ্ণদাসজি বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানার শেষে লিপিকাল—সম্বৎ ১৭১৪ বৈশাখ সুদী ১৩। ইহাতে জানা যায় যে ইহার রচনাকাল শ্রীজীবপাদের পরে এবং ১৫৬৯ শকাব্দার পূর্বেই হইবে।

বরাহনগর পাটবাড়ীতে একখানা পুঁথিও এই নামেই দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থখানাও শ্রীজীবেরই আনুগত্যে লিখিত অথচ তাহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিলেও চলে। শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটের প্রভুদের মন্দিরে ঐ পুঁথিখানার নাম 'শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-চন্দ্রিকা'। ইহার (রচনাকাল ?) লিপিকাল—

'অদ্রিগ্লৌমাতৃগণাখ্যে শাকে বৃন্দাবনান্তরে। রাধাকৃষ্ণার্চনা সূক্ষ্মা দীপিকা লিখিতা ময়া ॥'

অর্থাৎ ১৬১৮ শাকে বৃন্দাবনে এই সূক্ষ্মা রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা লিখিত হইল।

প্রমেয়রত্নাবলী —— শ্রীমদ্‌বলদেব-রচিত এই প্রকরণ-গ্রন্থে শ্রীমন্‌-মধ্বাচার্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্যরূপে সংস্থাপনপূর্বক তদীয়মতে নয়টি প্রমেয় স্বীকৃত ও বিচারিত হইয়াছে। একএকটি অধ্যায়ে একএকটি প্রমেয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম প্রমেয়—(শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব) শ্রীকৃষ্ণেই পারতম্য, যেহেতু তিনিই সর্বহেতু, বিভুচৈতন্য, সর্বজ্ঞ, আনন্দী, প্রভু, সুহৃৎ, জ্ঞানদ, মোক্ষপ্রদ ও মাধুর্যপূর্ণ। ভগবানে বিভুত্বাদি ধর্মরূপ ভেদভাণ 'বিশেষ'-বশতঃই হয়। ভগবান্ নিত্য লক্ষ্মীকর্তৃক সেবিত হন—পরা

* সাধনদীপিকার নবম কক্ষায় (২৬১ পৃঃ) ইঁহাকে শ্রীজীবের শিষ্য না হইলেও শিষ্য বলিয়া আরোপিত করিবার হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে শ্রীজীবপাদ আদৌ শিষ্য করেন নাই।

শক্তিই লক্ষ্মী, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞা ও তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা, পরাশক্তিই বিষ্ণুর অভিন্না এবং হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই তিনরূপে বিরাজিতা ; বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতারসমূহে তুল্য পূর্ত্তি থাকিলেও গুণপ্রকটনের তারতম্যানুসারে অংশাংশিভাব স্বীকৃত হয়। শ্রীধামের নিত্যত্ব ; স্বরূপ, পার্ষদ ও ধামের অনন্ততা-বশতঃ লীলাও নিত্য। দ্বিতীয় প্রমেয়ে—(শ্রীহরির অখিলাম্নায়বেদ্যত্ব) বেদান্ত সাক্ষাৎ এবং তদন্য বেদসমূহ পরম্পরারূপে শ্রীহরির গান করে—কুত্রচিৎ যে তাঁহার বেদাবাচ্যত্ব বলা হইয়াছে, তাহাতে সম্যক্ জ্ঞানাভাবই দ্যোতনা করে, সর্বথা অবাচ্য হইলে তাঁহাকে জানিবার উদ্দেশ্যে বেদাধ্যয়নারম্ভই নিরর্থক। এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও 'ভক্তি'পদবাচ্য—জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলে বিষয় ও নির্বিষয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিহার করত ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে, অনুশীলন করে, অতএব শ্রীহরিই অখিলবেদ-বেদ্য। তৃতীয়ে—(বিশ্বসত্যত্ব) এই বিশ্ব সত্য কিন্তু নশ্বর—যে যে স্থলে অসত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তত্তৎ-স্থলে বৈরাগ্য-উৎপাদনই উদ্দেশ্য। সৃষ্টির পূর্বে অসদুক্তি কিন্তু বনে লীন পক্ষিবৎ তাঁহার সূক্ষ্মভাবে অস্তিত্বেরই দ্যোতনা করে। চতুর্থে—(ভেদসত্যত্ব) ঈশ্বরে এবং জীবে ভেদ কাল্পনিক নহে, বাস্তবই ; মুণ্ডকোপনিষদের (৩।১।৩) 'পরম-সাম্য', কঠ উপ° (৪।১।১৪) 'তাদৃগেব' এবং গীতা (১৪।২) 'মম সাধর্ম্য'—এই সকল বাক্যে মোক্ষেও ভেদোক্তি-বশতঃ ভেদই তাত্ত্বিক। চিজ্জড়াত্মক প্রপঞ্চ ব্রহ্মাধীন বলিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়ের 'প্রাণ'শব্দে উপচারবৎ ঐ প্রপঞ্চেও কখনও (সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যে) ব্রহ্মশব্দে ব্রহ্মরূপ বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে জগতে ব্রহ্মই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান্, কোনও জাগতিক বস্তুই ব্রহ্মশূন্য হইতে পারে না—এইজন্যই জগতেও ব্রহ্মশব্দের আরোপ করা হয়। প্রতিবিম্ববাদে প্রপঞ্চাত্মক বিশ্বে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই যদি ধরা যায়—তবে ব্রহ্মে বিভুত্ব ও নির্বিশেষত্বের হানি হয়, যেহেতু কোনও সীমাবদ্ধ ও রূপবান্ বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়ে। পরিচ্ছেদবাদেও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ অসম্ভাব্য, পরিচ্ছেদ বাস্তব হইলে টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ ব্রহ্মেরও বিকারিত্ব অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং এই দুই মতই অগ্রাহ্য। অদ্বৈত-বাদে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কি অভেদ ? ভেদ-স্বীকারে দ্বৈতাপত্তি, আর অভেদ-স্বীকারেও 'অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সিদ্ধসাধনতা-দোষ ঘটে *। আবার নির্গুণব্রহ্মে রূপাদির অভাবহেতু উহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অগোচর, শব্দ-প্রমাণও হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতেও প্রবৃত্তিনিমিত্ত জাতি-গুণ-ক্রিয়া-নামাদির আবশ্যকতা আছে ; ভাগলক্ষণাও হইতে পারে না, যেহেতু অভিধাবৃত্তির অগম্য বস্তুতে—ব্রহ্মে লক্ষণার প্রবৃত্তিই হয় না ; সুতরাং অদ্বৈতবাদ সর্বথাই অগ্রাহ্য। পঞ্চমে—(ভগবদ্দাসত্ব) জীব ভগ-বদ্দাসই ; ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতারাও শ্রীহরির আরাধনা করে, সুতরাং ভগবৎকৈঙ্কর্য্যই জীবের স্বরূপ। ষষ্ঠে—(জীবতারতম্য) অণুচৈতন্য, সীমাবদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট, কর্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তা-হিসাবে সকল জীব সমান হইলেও কিন্তু কর্মতারতম্যে ঐহিক ও ভক্তিতারতম্যে পারত্রিক ফলতারতম্য বশতঃ জীবগণের পার্থক্য-স্বীকার করিতে হয়। সপ্তমে—(কৃষ্ণপাদপদ্মলাভই মোক্ষ)—স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণের উপাসনাতেই নিত্য সুখপ্রাপ্তি হইতে পারে। অষ্টমে—(অমল কৃষ্ণভজনেই মোক্ষ হয়) নিষ্কাম ভক্তির যাজনেই মোক্ষলাভ হয়, নবধা ভক্তি—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি—সৎসেবা ও গুরুসেবার আবশ্যকতা — তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী, বৈধী ও রাগানুগা ভজনে অধিকারী জনই হরিসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়। নামাপরাধবর্জন — জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্বক একান্তভক্তি হইলেই পুরুষার্থপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। নবমে—(প্রমাণত্রয়) তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। ঐতিহ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুত ; প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যভিচারিত্ব দেখা যায় বলিয়া শাব্দ প্রমাণই সর্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠ

* যে তত্ত্ব স্বয়ং বা অন্য শ্রুতির অর্থেই সিদ্ধ হইতেছে, তাহারই অন্যথা প্রতিপাদনের চেষ্টাকে 'সিদ্ধসাধনতা' দোষ কহে। এইস্থলে 'ব্রহ্ম সর্বব্যাপক' 'ব্রহ্ম বিভু' ইত্যাদি বাক্যেই যখন অভেদ সিদ্ধ হইতেছে, তখন আবার তৎপ্রতিপাদনে চেষ্টা কেন ?

প্রমেয়-রত্নাবলীর উপর শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ - (সার্বভৌম) - কৃতা 'কান্তিমালা' টীকা আছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মত উক্ত নব প্রমেয়ের অনুগত ; কিন্তু প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রমেয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষমূলক তারতম্য আছে। (১) শ্রীমধ্বমতে 'হরি'-শব্দে বৈকুণ্ঠাদি-ধামের নায়ককে বুঝাইতেছে, কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতে 'হরি' শব্দে ব্রজেন্দ্রনন্দনই বাচ্য। (৪) মধ্বমতে বিষ্ণু হইতে জীব সর্বথা ভিন্ন, কিন্তু এই মতে ঐ ভেদ বা অভেদ অচিন্ত্য। (৭) মধ্বমতে বিষ্ণুপাদপদ্মলাভ মোক্ষ হইলেও এই মতে প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ বা মোক্ষ। (৮) মধ্বমতে ভক্তিই মোক্ষ-হেতু, এইমতে কিন্তু ব্রজবধু-গণ-কল্পিতা রম্যা উপাসনাই মোক্ষরূপ প্রেমের হেতু। (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ—মধ্বমতে প্রমাণরূপে গৃহীত হইলেও এইমতে কিন্তু শব্দ-প্রমাণ বেদ বা তৎস্বরূপ ভাগবত পুরাণই প্রমাণ। এতদ্-ব্যতীত প্রমেয়চতুষ্টয় যথাযথভাবে মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং' ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষার বচনেও ৪র্থ প্রমেয় ব্যতীত, ১ম, ৭ম, ৮ম ও ৯ম প্রমেয় সোৎকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বমতের অন্তর্গত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ কেন ? তাহার কারণ-নির্দেশ—ভেদ বা অভেদ সাধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ প্রমাণেই অবলম্বন করিতে হয়। (ক) প্রত্যক্ষপ্রমাণে প্রতিযোগী ও অনুযোগির প্রত্যক্ষত্ব প্রয়োজন ; (ভেদের অবধিকে প্রতিযোগী এবং ভেদের আশ্রয়কে অনুযোগী বলে)। 'ঘট পট হইতে ভিন্ন'—এই বাক্যে পট প্রতিযোগী এবং ঘট অনুযোগী। ঘটপটের পরস্পর ভেদকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, ঘটপট যে কি বস্তু তাহারও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। দৃশ্য বস্তুতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ চলে, কিন্তু পরমাণু প্রভৃতি অচাক্ষুষ বস্তুতে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই ; অতএব ঐ স্থলে ভেদজ্ঞানও পরাহত। (খ) ভেদ-জ্ঞানবিষয়ে অনুমানও সম্ভবপর নহে, যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষমূলক ; প্রত্যক্ষেরই যখন ব্যভিচারিতা দৃষ্ট হইল, তখন অনুমানও যে ঐ বিষয়ে অযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। (গ) শাব্দপ্রমাণেও ভেদজ্ঞান জন্মাইতে পারে না, যেহেতু শব্দ সামান্যাকারে সঙ্কেতবিশিষ্ট হইয়া সামান্যাকারেই অর্থেরও দ্যোতক হয়। 'মধুর' শব্দের উচ্চারণে দুগ্ধ, সন্দেশাদি যাবতীয় মধুরগুণযুক্ত বস্তুর স্মরণ হইলেও মাধুর্যগুণব্যাপ্য বিশেষধর্মযুক্ত গাঢ় মধুর, পাতলা মধুর ইত্যাদি এক একটি বস্তু উপস্থিত হয় না। পদার্থ বহু বলিয়া যেমন কোনও বিশেষ পদার্থে শব্দের সঙ্কেত নাই, তদ্রূপ জীবও বহু বলিয়া কোনও বিশেষ জীবে শাব্দ সঙ্কেত হয় না। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়াতেই শব্দের সঙ্কেত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের মত। পক্ষান্তরে ঘট না থাকিলে যেমন ঘটাভাব হয় না, 'আছে জ্ঞান' না হইলে যেমন 'নাই জ্ঞান' হয় না, তদ্রূপ ভেদজ্ঞান না হইলেও অভেদ জ্ঞান হয় না ; কাজেই প্রমাণিত হইল যে অভেদ-জ্ঞান সর্বতোভাবে ভেদজ্ঞানেরই অপেক্ষিত। অভেদের উপজীব্য ভেদজ্ঞানে যখন প্রমাণত্রয় নিরস্ত হইল, তখন অভেদ-সম্বন্ধেও সেই কথা। এইরূপে সমস্ত পদার্থগত গভীরতম তত্ত্বের প্রকৃত বিচার করিয়া দেখা যায় যে শুধু ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ব-পুরস্কারে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; বস্তুর একটা শক্তি-বিশেষও অনিবার্য কারণে স্বীকার করিতে হয়, তখন ঐ শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে না পারিয়া ভেদ এবং ভিন্ন বলিয়া চিন্তনীয় নয় বলিয়া অভেদও প্রতীতির বিষয়ীভূত হইতেছে। অতএব ঐ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার্য এবং তাহা অচিন্ত্য, সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্যের ভেদবাদের অনুসরণে শ্রীমহাপ্রভুর ভেদাভেদ আসিল। মরণ যেমন জন্মাপেক্ষী, তেমনি অভেদও ভেদাপেক্ষী, অতএব শ্রীমধ্বমতের ভেদকে অপেক্ষা করিয়াই অভেদ-বাদও আসিয়াছে। [অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শীর্ষক প্রবন্ধ এই অভিধানে ১৬—১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী ——শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ-প্রণীত ক্রিয়াকোষ। ভট্টমল্ল-বিরচিত আখ্যাতচন্দ্রিকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। গ্রন্থের নামেই সূচনা করিতেছে যে ইহাতে কেবল

সাহিত্যে প্রযুক্ত আখ্যাতসমূহেরই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকটি তিন কাণ্ডে (অধ্যায়ে) ও প্রতি কাণ্ড কতিপয় বর্গে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডে—ভাব-বিকার-বর্গ, বুদ্ধিবর্গ, অন্তঃকরণবৃত্তিবর্গ, বাক্‌-ক্রিয়াবর্গ এবং ধ্বনিক্রিয়াবর্গ আছে। দ্বিতীয়ে—মনুষ্যচেষ্টাবর্গ, ব্রহ্মচেষ্টা-বর্গ, ক্ষত্রিয়চেষ্টাবর্গ, বৈশ্যচেষ্টাবর্গ এবং শূদ্রচেষ্টাবর্গ আছে। তৃতীয়ে—প্রকীর্ণবর্গ, সনাদিবর্গ, নানার্থবর্গ এবং অকর্মক ধাতুনিরূপণ হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ভট্টমল্লের নামটি সগৌরবে সূচিত হইয়াছে—

'ভট্টমল্লৈর্বিরচিতা যাদ্ভুতাখ্যাত-চন্দ্রিকা। ততঃ সংগৃহ্যতে প্রায়ঃ প্রযুক্তো ধাতুসঞ্চয়ঃ ॥ ১ ॥ সত্তায়ামস্তি ভবতি বিদ্যতে, চাথ জন্মনি। উৎপদ্যতে জায়তে চ সম্ভবত্যুদ্ভব-ত্যপি ॥ ২ ॥ অন্তিমে—'মুদা যথার্থ-নাম্নীয়ং কবিসারঙ্গ-রঙ্গদা। সেব্যতাং কোবিদগণৈঃ প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী ॥'

প্রশ্নদূতিকা—শ্রীল জ্ঞানদাস-বিরচিত একজাতীয় পদাবলি। এভাবের পদরচনা আজকাল বিরল-প্রচার।

প্রার্থনা[১]—ঠাকুর নরোত্তমের সাধারণ 'পয়ার' ও 'ত্রিপদী' ছন্দে যে সকল 'প্রার্থনা'-রচনা দেখা যায়, তাহারা আপাততঃ দৃষ্টিতে কবিত্বশক্তি-রহিত বলিয়া কাহারও মনে হইলেও কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয়ে ভগবদ্‌-ভজন-বিষয়ে যে এক অভিনব জাগরণ, উন্মাদনা, লালসা ও অভিলাষ জন্মায়—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রার্থনা-সমূহের অন্তস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা তথ্য নিহিত আছে—ইহা সাধারণের ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং ভগবদেকতানতা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে—তাহাতেই সকলকে মোহিত হইতে হয়।

চিরসখা রামচন্দ্রের শ্রীবৃন্দাবনধাম-প্রাপ্তি হইলে ঠাকুর মহাশয় মহাব্যাকুল হইয়া 'প্রেমতলির' নিকটবর্ত্তী ভজনস্থলীতে নিরন্তর একাকী অবস্থানপূর্বক শ্রীভগবানের ও তদীয় পার্ষদগণের দুঃসহ বিরহ জ্বালায় দন্দহ্যমান হইতেছেন—সেই সময়েই দৈন্য, আবেগ ও মানসিক দারুণ ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যে প্রেমভক্তি-মন্দাকিনীর উচ্ছ্বাস বাহির হইয়াছে—তাহা তাহাই আমাদের নিকট 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতির আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনীয় গোস্বামি-গণের বিবিধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া ঠাকুর মহাশয় আপামর সর্বসাধারণের জন্য এই অমৃত পরিবেষণ করিয়াছেন—তাঁহার 'প্রার্থনা' সাধারণতঃ (১) সংপ্রার্থনাত্মিকা, (২) স্বদৈন্যবোধিকা, (৩) সাধকদেহের লালসা-সূচিকা, (৪) মনঃশিক্ষা, (৫) বিলাপাত্মিকা, (৬) বৈষ্ণব-মহিমাপ্রকাশিকা, (৭) শ্রীগুরুবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিরূপা, (৮) শ্রীধামবাসে লিপ্সাত্মিকা, (৯) সিদ্ধদেহের লালসাময়ী এবং (১০) আক্ষেপবোধিকা-ভেদে দশ প্রকার বলা যায়।

প্রার্থনা[২]——গোপীকান্তদাস -রচিত দ্বাদশ পদে পূর্ণ। আরম্ভ—কৃপা কর মহাপ্রভু পতিতপাবন। হরিবোল বলিতে কবে ঝুরিবে নয়ন ॥ সংসার-বাসনা মোর কবে যাবে দূরে। রাধাকৃষ্ণ বলে' কবে ডাকিব উচ্চৈঃস্বরে ॥ কবে মোর দেহের স্বভাব হবে ক্ষয়। কবে মোরে বৈষ্ণবের দয়া হবে দয়াময় ॥ কবে মুক্তি জ্ঞানকর্মে হইব উদাস। প্রার্থনা করয়ে সদা গোপীকান্ত দাস ॥

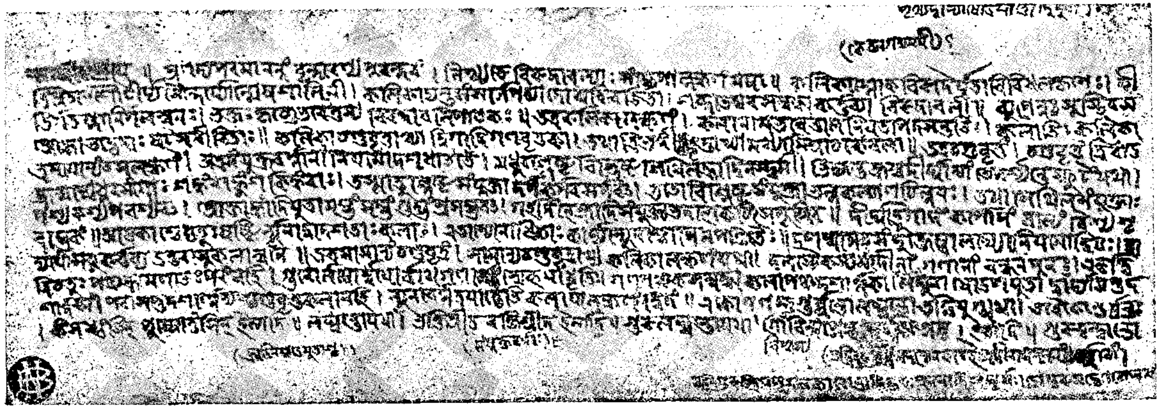
[ব-সা-সে]

প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী — গোবর্দ্ধনের প্রথম সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবার সঙ্কলিত বিপুলায়তন প্রার্থনা-সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে ৩০ জন ভিন্ন ভিন্ন পদকর্ত্তার ৩২৬টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ['শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ' দেখুন]।

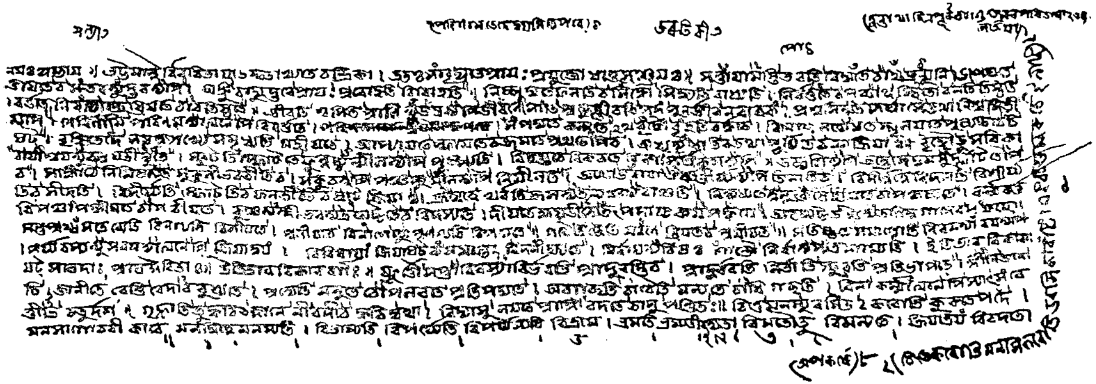
প্রিয়াজুকী বধাই—শ্রীমাধুরীজি-কৃত পদাবলী। শ্রীরাধারাণীর জন্মসূচক আসাবরী রাগিণীতে গেয় পদ।

প্রীতিসন্দর্ভ—ষট্‌সন্দর্ভের ষষ্ঠ পর্যায়, পুরুষার্থ-নির্ণায়ক দর্শন। [প্রতি অনু-চ্ছেদের বিশ্লেষণ দেওয়া হইতেছে।]

১। শ্রীভগবৎপ্রীতিরই পরম পুরুষার্থত্ব—আত্যন্তিক সুখ-প্রাপ্তি ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষ-প্রয়োজন। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সদনন্ত-পরমানন্দই পরমতত্ত্ব—জীব তদীয় হইয়াও তজ্‌জ্ঞানসংসর্গাভাববশতঃ তন্মায়া-পরাভূত। পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎ-কার-লক্ষণ তজ্‌জ্ঞানই পরমানন্দ-প্রাপ্তি; পরমানন্দপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ—অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই অজ্ঞানকার্য নিজ স্বরূপগত অজ্ঞানের এবং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি



[শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্বহস্তে লিখিত 'সামান্যবিরুদাবলীলক্ষণ'—১৬২৮ পৃষ্ঠা]



[শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্বহস্তে লিখিত 'প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী'—১৬২৮ পৃষ্ঠা]

স্বভাবতঃই হয়—স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মুক্তি—রশ্মিপরমাণুসমূহের পক্ষে সূর্যবৎ জীবের পক্ষে পরমাত্মাই পরম অংশীরূপ। অংশদ্বারা অংশী প্রাপ্তি দ্বিধা—(১) ব্রহ্মপ্রাপ্তি—সদ্যমুক্তিদ্বারা ও ক্রমমুক্তিদ্বারা এবং (২) ভগবৎপ্রাপ্তি—জীবন্মুক্তিদ্বারা ও উৎক্রান্ত মুক্তিদ্বারা; পরমতত্ত্ব দুই প্রকারে আবির্ভূত হয়—ব্রহ্মাখ্য অস্পষ্টবিশেষ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাপেক্ষা ভগবৎপরমাত্মাদি বিশেষ সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষতা এবং পরমত্ব—ছয় কারণে প্রীতিই পরমতম পুরুষ-প্রয়োজন এবং সর্ব্বদা অন্বেষিতব্য—(১) পরমাত্ম-শব্দ দ্বারা প্রীতিভক্ত্যাদিসংজ্ঞ প্রিয়ত্বলক্ষণ ধর্ম-বিশেষ সাক্ষাৎকারই বুঝায়—(২) ঐ প্রীতিদ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি—(৩) প্রীতিবিনা তৎস্বরূপের এবং তদ্ধর্মান্তরবৃন্দের সাক্ষাৎকার হয় না। (৪) যেখানে প্রীতি সেখানে অবশ্য সাক্ষাৎকার—(৫) যতটা প্রীতি ততটা ভগবদনুভূতি—(৬) তৎ-স্বরূপাদির সাক্ষাৎকারানুযায়ী প্রীতির আধিক্য—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য 'তুমিই অমুক' ইতিবৎ তৎপ্রেমপরই জানিবে। প্রীতির জন্য আত্মব্যয়াদি দেখা যায় বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীই প্রীতিতাৎপর্যক, অতএব লোক-ব্যবহারও প্রেম-পরই—শ্রীভগবানেই প্রীতির পর্যবসান—অতএব ভগবৎ-প্রীতিরই পরম পুরুষার্থত্ব। (২) কৈবল্য অর্থাৎ ভগবৎস্বভাব অনুভব করাইবার জন্যই শাস্ত্রসকল প্রবৃত্ত—(৩) উৎক্রান্তমুক্তি দ্বিবিধ—(১) সদ্য এবং (২) ক্রমরীতিদ্বারা। (৩-৪) ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারলক্ষণা জীবন্মুক্তি ও অন্তিমা মুক্তি (ভাগ ১।৩।৩৪)।

৫। জীবতত্ত্ব—জীবাখ্য-সমষ্টি-শক্তিবিশিষ্ট পরতত্ত্বের অংশই একজীব—তেজোমণ্ডলের বহিশ্চর রশ্মি-পরমাণুর ন্যায় পরমচিদেকরস ভগবানের বহিশ্চর চিৎপরমাণুই জীব—হরিচন্দনবিন্দুর ন্যায় সর্ব্বদেহব্যাপিত্ব-গুণদ্বারাই জীবের সর্বদেহব্যাপ্তিহেতু অণুত্ব বেদ-প্রতিপাদিত—জীবের সর্বাবস্থাতেই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপধর্ম আছে। পরমেশ্বরের শক্ত্যনুগ্রহদ্বারাই স্বরূপধর্মসকল কার্য-ক্ষম হয়—জীবের প্রকৃতি-বিকারময় কর্ত্তৃত্বাদি তদীয় মায়াশক্তিময় অনুগ্রহ দ্বারা হয়—অতএব তৎসম্বন্ধ-হেতু জীবের সংসার—কিন্তু স্বানুভব, ব্রহ্মানুভব ও ভগবদনুভবাদি তদীয় স্বরূপশক্তির অনুগ্রহে হয়, অতএব স্বরূপশক্তির সম্বন্ধবশতঃ মায়ান্তর্ধান হইলে জীবের সংসারনাশ; 'আমি সুখ হইব' এরূপ ইচ্ছা কেহ করে না—'কিন্তু আমি সুখ অনুভব করিব'—ইহাই ইচ্ছা করে, শ্রুতি-স্মৃতিতেও তদ্রূপ প্রেরণাই দেখা যায়—যথা দ্বৈতবোধক শ্রুতি 'জীব আনন্দরস-স্বরূপকে লাভ করিয়া আনন্দী হয়।' 'আত্মরতি, আত্ম-ক্রীড়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য—'ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া' ইত্যাদি 'ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে পায়', 'ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হয়'। কোথাও একত্ববোধক শব্দদ্বারাও দ্বৈত বুঝায়। স্কান্দে—'জলে নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় জীব পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণ হেতু পরমাত্মা হয় না—শ্রীমদ্‌ভাগবতেও গোপদিগের ব্রহ্মসম্পত্ত্যনন্তরই বৈকুণ্ঠদর্শন হইয়াছিল। গুণময় যজ্ঞাদিতে অপূর্বই নিষ্পাদ্য, অগুণময় ভক্তি নিষ্পাদ্য নয়, সুতরাং অপূর্ববৎ পূজাদিময় ভক্তির নাশিত্ব নাই; অতএব ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইলে স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষত্বহেতু ভক্তির স্বয়ং আবির্ভাব হয়, জন্ম হয় না এবং তাহার অনন্ত-ফলশ্রুতি আছে বলিয়া সেই আবির্ভাবও অনন্ত—সকাম কর্মবৎ নিষ্কাম কর্মও মুক্তিসাধনভূত বলিয়া তাহার পরমার্থত্ব নাই—কিন্তু ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপবশতঃ সিদ্ধদেরও ভক্তির অত্যাগ শুনা যায় বলিয়া সাধনভূতত্ব থাকিলেও পরমার্থত্ব আছে। শুদ্ধজীবাত্মধ্যানেরও পরমার্থত্ব নাই, কারণ সর্বাত্মত্বহেতু যাহাকে জানিলে সকল জানা হয়, শ্রুতিতে তাহারই পরমার্থত্ব আছে, কিন্তু একজীবের তদীয় জীবশক্তি-লক্ষণ অংশ পরমাণুস্বরূপ-স্ফুরণের ভেদ থাকাতে পরমার্থত্ব নাই—জীবাত্ম-পরমাত্মার একত্র স্থিতি-ভাবনারও পরমার্থত্ব নাই—কারণ জীবলক্ষণ অন্যদ্রব্য পরমাত্মলক্ষণ অন্যদ্রব্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে না—উপাধিভেদে পৃথকের মত বোধ হইলেও এক ব্যাপী অনাশী সাধ্য সর্ববিজ্ঞানান্তর্ভাবযুক্ত তত্ত্বের পরমাত্ম-রূপে বিজ্ঞানই পরমার্থ—উপাধিভেদ ও অংশভেদ থাকা সত্ত্বেও বেণুরন্ধ্র-বিভেদে অভেদব্যাপী বায়ুর ষড়্‌জাদি-স্বরভেদবৎ সেই পরমাত্মারও দেবাদিদেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান-

হেতু তাঁহার তত্তদাকার ভেদ তদীয় বহিরঙ্গ চিদংশজীবের কর্মপ্রবৃত্তিজাত ; তাঁহার দেবাদিরূপতা স্বলীলাময়ীই —(৬) অতএব শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারেরই মুক্তিত্ব নিরূপিত হইল।

৭। ভগবৎসাক্ষাৎকার—দ্বিবিধ —(ক) অন্তরাবির্ভাব—(খ) বহিরাবির্ভাব-———শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার-যোগ্যতা ভগবদ্‌ভক্তিবিশেষদ্বারা আবিষ্কৃত ভগবদিচ্ছাময় তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশেই হইয়া থাকে; তাহাতে শুদ্ধচিত্তত্বও নিঃশেষরূপে সিদ্ধ হয়—নিঃশেষ শুদ্ধচিত্তত্ব সিদ্ধ হইলে পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তিসহ তাদাত্ম্যাপন্নতাহেতু তৎ-প্রকাশতাভিমানবান্ হয়, অতএব ইন্দ্রিয়-শুদ্ধ্যপেক্ষাও তৎশক্তি-প্রতিফলনার্থই জানিবে—ভগবদ্দর্শনপ্রাপ্ত মুচুকুন্দাদিতে মৃগয়া-পাপাদির অস্তিত্ব শীঘ্র ভগবৎপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্য প্রেমবর্দ্ধিনী বিভীষিকা দ্বারাই কৃত হইয়াছে—ভগবানে স্নেহযুক্ত যুধিষ্ঠিরাদির নরকদর্শন ইন্দ্রমায়াময় বলিয়াই ভারতে বর্ণিত আছে, কিন্তু ভাগবতে তাহাদের অব্যবহিত ভগবৎপ্রাপ্তিবর্ণনহেতু এবং নরক-দর্শনের অবর্ণনহেতু উহা অঙ্গীকৃত হয় নাই অবতরণ-সময়ে অশুদ্ধ-চিত্তদের ভগবদ্দর্শন বা সাক্ষাৎকার তদাভাসই জানিবে—অনবতার-সময়ে ব্যাপী হইলেও তাঁহার দর্শনাভাবই অদর্শন, কিন্তু অবতার-সময়ে পরমানন্দে দুঃখদত্ব, মনোরমে ভীষণত্ব, সর্বসুহৃদে দুর্হৃদত্ব ইত্যাদি বিপরীত দর্শন—তদপ্রকাশে বা যোগমায়াপ্রকাশে হইলেও মূল কারণ তদ্‌ভক্তাপরাধাদিময় পুরুষ-চিত্তের অস্বচ্ছতা যাহা তদানীন্তন তাঁহার সার্বত্রিক প্রকাশেও চিত্তে বজ্রলেপবৎ লাগিয়া থাকে ; অতএব তৎসাক্ষাৎকারাভাসের মুক্তিসংজ্ঞা হয় না ; এই কারণেই শিশুপালের দ্বেষাদি-দোষাপগমে অন্তকালেই ভগবদ্রূপের নির্দোষ দর্শন হইয়াছিল—যাহারা স্বচ্ছচিত্ত এবং যাহাদের তদ্‌-ভক্তাপরাধভিন্ন অন্যদোষদ্বারা মলিন-চিত্ত, তাহাদের ভগবদ্দর্শনদ্বারা ক্লেশ নাশ হয়, কিন্তু ভক্তস্থানে বা ভগবচ্চরণে অপরাধিদের তাহাতে ক্লেশনাশোন্মুখতা হয়। অস্বচ্ছচিত্ত-লোক দ্বিবিধ—(১) ভগবদ্বহির্মুখ —(ক) তদ্দর্শন লাভ করিয়াও বিষয়াত্যভিনিবেশবান্, (খ) তদবজ্ঞাতা এবং (২) ভগবদ্‌বিদ্বেষী। শ্রীগোপদের বিষয়-সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণ-সেবোপযোগার্থই, স্বার্থ নয়—কোথাও লীলাশক্তি স্বয়ং তল্লীলামাধুর্য-পোষণের জন্য নিজ-অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণেতে তাদৃশ শক্তিবিন্যাস করিয়া গোপগণের ন্যায় প্রিয়জন-দিগেরও বিষয়াবেশাদ্যাভাস সম্পাদন করে, যথা—পূতনাতে এবং যশোদা-প্রভৃতিতে। এই লীলাশক্তিপ্রভাবে কোথাও লীলাপরিকরদিগেরও মায়াভিভবাভাস দেখা যায়, যথা ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক গোবৎসহরণান্তে শ্রীবল-দেবের। তৎপ্রেমাদির অনাবরণ-হেতু ব্রজবাসিতে স্বল্প-মায়াভিভবা-ভাস—জয়বিজয়ের দৈত্যজন্ম-প্রেমাদির আবরণহেতু সম্যক্‌মায়াভি-ভব—জয়বিজয়ের ভগবদিচ্ছাতেই বৈরভাব-প্রাপ্তি হইয়াছিল, মুনিকৃত নয় ; কিন্তু যে স্বেচ্ছাময় ভগবান্ ভক্তকে ত্রিবর্গ দিতে ইচ্ছা করেন না, সেই ভগবান্ যে ভক্তে বৈরভাব দিতে ইচ্ছা করেন, ইহা সম্ভবপর নহে ; এবং ভক্তও নিজাপরাধভোগ হইতে শীঘ্র নিস্তার পাইবার জন্য যে বৈরভাব ইচ্ছা করিবে, ইহাও সম্ভাব্য নয় ; কারণ, ভক্তিবিনা সালোক্যাদিকেও ভক্ত গ্রহণ করে না —ভক্তি-সহিত নরকও অঙ্গীকার করে —অতএব জয়বিজয়ের বৈরভাবের আভাসই হইয়াছিল, বাস্তব বৈরভাব হয় নাই, তাহারা সর্বভক্ত-সুখদ ভগবদভিমত - যুদ্ধকৌতুক-সম্পাদনের জন্য স্বাভাবিক অণিমাদিসিদ্ধিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহদ্বারা বৈর-ভাবাত্মক মায়িক উপাধিতে প্রবেশ করিয়া এবং তাহাতেই বিলীন থাকিয়া স্থায়ী ভক্তিবাসনার প্রভাবে অনাবিষ্টরূপেই বর্ত্তমান ছিল—তজ্জন্য বৈরভাবে স্মরণ ও তাহাতে বৈর-ভাবের নাশ—এই উভয়ই বাহ্য ; এই অভিপ্রায়েই শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'ভয় করিও না, তোমাদের মঙ্গল হউক।' হিরণ্যাক্ষ-যুদ্ধেও ভগবান্ দেবতাদের ভয়-নিবৃত্তির জন্যই প্রচণ্ড মন্যু ও অধিক্ষেপাদির অনুকরণমাত্র করিয়া-ছিলেন—শ্রীবলদেবের স্যমন্তকোপা-খ্যানে, অর্জ্জুনের মহাকাল-পুরোপাখ্যানে, নারদাদির মৌষলো-পাখ্যানাদিতে ক্রোধাদ্যাবেশও তদা-ভাসত্ব-লেশরূপেই সঙ্গত ; শ্রীবল-দেবার্জ্জুনের ভগবন্মতের অজ্ঞানতা

হেতু এবং নারদাদির ভগবদভি-প্রায়ের জ্ঞানবশতঃই হইয়াছিল। ভগবদ্‌বিদ্বেষী দ্বিবিধ—(ক) যাহারা সৌন্দর্যাদি গ্রহণ করিয়াও তাহার মাধুর্যাদিতে অরুচিবশতঃ গ্রহণ না করিয়া দ্বেষ করে—যথা কালযবনাদি। (খ) যাহারা বিকৃত ভাবেই দেখে এবং দ্বেষ করে—যথা মল্লাদি। এই চারি প্রকার ভেদেই খণ্ডাশীর (পিত্তরোগগ্রস্তের মিছরিআস্বাদনে) সদোষ জিহ্বাই দৃষ্টান্ত, ইহাদের সকলেরই জিহ্বাদোষ-ব্যবধানে খণ্ড-গ্রহণবৎ তদ্‌গ্রহণাভাস ; সচ্চিদা-নন্দত্ব, পারমৈশ্বর্য ও পরম মাধুর্যাদি ভগবৎস্বভাব জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধপ্রীতির অভাবহেতু গ্রহণ করা যায় না বলিয়া তাহাদের ভগবৎস্বভাবের অনমুভব যুক্তই ; তাহারা তখন ভগবৎস্বভাব অনুভব করিতে অক্ষম হইলেও কালান্তরে খণ্ডসেবনবৎ তাহারা নিস্তার পায়। স্বচ্ছচিত্তদের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই মুক্তিসংজ্ঞক—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারাপেক্ষা ভগবৎসাক্ষাৎ-কারের উৎকর্ষ—যথা চতুঃসনের বৈকুণ্ঠদর্শন-প্রস্তাবে, নারদব্যাস-সংবাদে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ-সংবাদে এবং সূতদ্বারা শুকপ্রণামে।

৮। ভগবানের বহিঃসাক্ষাৎ-কারের উৎকর্ষ—(৯) ভগবৎসাক্ষাৎ-কার-লক্ষণা মুক্তি দ্বিবিধা—(ক) জীবদবস্থা ; (১০) (খ) উৎক্রান্তাবস্থা, অন্তিমা মুক্তি সালোক্যাদিভেদে পঞ্চবিধা—তন্মধ্যে সালোক্য, সার্ষ্টি এবং সারূপ্যমাত্রে প্রায় অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার, সামীপ্যে প্রায় বহিঃ-সাক্ষাৎকার এবং সাযুজ্যে অন্তরে হইলেও সুষুপ্তিবৎ ; প্রকটস্ফুর্তিলক্ষণ ভগবৎসাযুজ্য অনতিপ্রকটলক্ষণ ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ভিন্ন—উৎক্রান্ত-মুক্ত্যবস্থাতেও বিশেষ স্ফুর্তি শ্রুতি-সম্মত—পঞ্চবিধা মুক্তিই গুণাতীতা —সালোক্যাদির অবিচ্যুতত্ব হইলেও কখন প্রপঞ্চান্তর্গত তদ্ধামকে অপেক্ষা করিয়া কাদাচিৎক-তল্লীলা-কৌতুকাপেক্ষা-হেতুই আবৃত্তি শ্রবণ করা যায়, কিন্তু পশ্চাৎ নিত্য-সালোক্যাদিই হয়, তাহাদের সাধক-দশাতেই নৈর্গুণ্যাবেশ উক্ত হইয়াছে, উৎক্রান্তমুক্ত্যবস্থাতে তাহাদের ভগবত্তুল্যত্ব উক্ত আছে।

১১-১২। পার্ষদদেহ অকর্মারব্ধ, শুদ্ধ এবং নিত্য—(১৩) প্রাকৃতী মূর্ত্তিই কোথাও অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি দ্বারা অপ্রাকৃত হয়, যথা ধ্রুবের। সার্ষ্টি—যথা দেবহূতির। মুক্ত জীবের সৃষ্টিস্থিত্যাদি-সামর্থ্য হয় না, সমানৈশ্বর্য ভাক্তই, অতএব অণিমাদি প্রাপ্তিও অংশতঃই—ভগবৎপ্রসাদ-লব্ধ সম্পত্তি অবিনশ্বর—(১৪) সারূপ্য—গজেন্দ্রের, (১৫) সামীপ্য —কর্দ্দমঋষির ; সাযুজ্য—অঘা-সুরাদির। সাযুজ্যে ভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্ন-স্ফুর্তিই প্রধান—জগদ্‌ ব্যাপারাদি-নিষেধ হেতু সাযুজ্য মুক্তিতেও তাহারা শ্রীভগবান্‌কে সম্যক্‌রূপে অনুভব করে না ; কখনও শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে ইচ্ছা পূর্বক লীলার জন্য বাহিরে নিষ্কাসিত করেন এবং পার্ষদত্বে সংযোজন করেন যথা শিশুপাল এবং দন্ত-বক্রকে সালোক্যাদিতে অনবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ তৎসাক্ষাৎকার-বিশেষত্ব-হেতু ব্রহ্মকৈবল্যাপেক্ষা আধিক্য—ক্রমমুক্তিবৎ ক্রমভগবৎ-প্রাপ্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যনন্তর কোথায়ও ভগবৎপ্রাপ্তি শুনা যায়, যথা অজা-মিলের—অতএব সদ্যভগবৎ প্রাপ্তিরই আধিক্য।

১৬। বহিঃসাক্ষাৎকারময়ত্ব-হেতু সালোক্যাদির মধ্যে সামীপ্যেরই আধিক্য—ভগবৎপ্রীতিরই সর্ব্বপ্রকার মুক্তি হইতে আধিক্য—যদ্যপি প্রীতিবিনা কোনও প্রকার মুক্তিই হয় না, তথাপি তাহাদের মধ্যে কাহারো নিজের দুঃখহানিতে এবং সামীপ্যাদি-লক্ষণ সম্পত্তিতেই তাৎপর্য, কিন্তু ভগবানে তাৎপর্য নয়, অতএব তাহাদের ভগবত্তাৎপর্যময়ী প্রীতির অপেক্ষা ন্যূনতা। তাৎপর্য এই— কৈবল্য মোক্ষ হইতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ যে ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ অর্থ—তাহাই প্রয়োজন— — ভগবদ্‌ভক্তপ্রসঙ্গদ্বারা অহৈতুকী ভক্তিযোগলক্ষণ মোক্ষ হয়, অতএব ভক্তিযোগই কৈবল্য-সম্মত পথ বা ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়।

১৭। শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য দশ অর্থের মধ্যে মুক্তি-শব্দের শ্রীভগবৎ-প্রীতিতেই এবং পোষণ বা অনুগ্রহের স্বপ্রীতিদানেই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি— (১৮) শ্রীভাগবত-শ্রবণের ফলরূপে ভগবৎপ্রীতিরই পরমপুরুষার্থতা নির্ণীত আছে—(১৯—৩১) চতুঃ-শ্লোকীতেও 'রহস্য'-শব্দে প্রীতিই উক্ত হইয়াছে—প্রীতিদ্বারা অন্য অপবর্গের তিরস্কৃতি দ্বিধা—(ক) তৎস্বরূপদ্বারা—মুক্ত্যাদি সম্পত্তি ভক্তিসম্পত্তির অনুচরী বলিয়া প্রীতি-তেই সর্বার্থের পরিসমাপ্তি,

(খ) তৎপরিকরদ্বারা—(১) তদীয়-কার্যদ্বারা, (২) তদীয় গুণকথানুশীলন দ্বারা, (৩) তদীয়-পাদসেবা দ্বারা, (৪) তদাসক্তিদ্বারা, (৫) তদীয়-পাদসেবাদি-পরমোৎকণ্ঠাদ্বারা, (৬) সর্বাত্মার্পণকারী ভজনীয়-বিষয়কাভিলাষদ্বারা, (৭) প্রগাঢ় তৎপ্রপত্তিদ্বারা, (৮) গুণগানদ্বারা, (৯) গুণশ্রবণদ্বারা, (১০) তদীয়-নিজসেবকতা - প্রাপ্তি - কামনাদ্বারা, (১১) লোকপালতা-মাত্র-লক্ষণ তৎসেবাভিমানদ্বারা, (১২) প্রীতির কারণমধ্যে মহাভাগবত-সঙ্গদ্বারা।

৩২। অন্যান্য শাস্ত্রে প্রীতিরই প্রয়োজনীয়ত্ব নির্ণীত আছে—প্রীতি, অদ্বৈতবাদ-গুরুগণদ্বারাও তাদৃশ প্রয়োজনরূপেই সম্মতা। প্রীতি, পরমভগবদনুগ্রহপ্রাপ্যা--যখন ভক্তির স্বাভাবিক কারুণ্যগুণদ্বারাই সর্ব-পুরুষার্থের তিরস্কার শুনা যায়, তখন ভগবৎপ্রীতিদ্বারা তত্তৎপুরুষার্থ-তিরস্কার অদ্ভুত নহে—সর্বতত্ত্বানুভবি-পরমার্থৈকনিষ্ঠ শ্রীশুকদেবাদির প্রীতিতেই আগ্রহ-হেতু সর্বাপবর্গ হইতে ভগবৎপ্রীতিরই উপাদেয়ত্ব আছে—(৩৩) অন্যান্য বৈদিক সাধনেরও প্রীতিই মুখ্য ফল—(৩৪) ভগবৎপ্রীতি অপেক্ষা অধিক আর কিছুই নাই, অতএব—(৩৫) শুদ্ধ প্রীতিমান্ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—(৩৬—৩৭) শুদ্ধ প্রীতিমান্ ভক্তের সঙ্গই মঙ্গলপ্রদ—(৩৮) নিষ্কিঞ্চন প্রীতিমান্ ভক্ত-পাদ-রেণুদ্বারাই প্রীতি ও ভক্তি জন্মে—(৩৯) ভগবান্ নিজেও পবিত্র হইবার জন্য প্রীতিমান্ ভক্তদের অনুগমন করেন, অতএব (৪০) প্রীতিরই পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হইল। 'স্বমনে অনবরত ভগবন্মহিমামৃতানন্দের অনুভবদ্বারা একান্তী পরম ভাগবত, দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহের সুখলেশাভাস ভুলিয়া যান।

৪১। শ্রীনারদবাক্য—'শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মের উপগূহন-স্মরণকারী রসগ্রাহী জন পুনরায় কখনও তাহা ছাড়িতে ইচ্ছা করেন না'—(৪২) শ্রীপৃথুবাক্য—'মায়াত্যাগী সাধুদের ভগবৎপদানুস্মরণ ভিন্ন অন্য কোনও ফলাভিসন্ধি নাই।' (৪৩—৪৬) অতএব তত্তৎভক্তের তৎপ্রীতি-মনোরথই উপাদেয়, তদন্য সকলই হেয়। (৪৭) অতএব ভক্তদের অন্য সুখদুঃখনৈরপেক্ষ্যদ্বারাই শুদ্ধত্ব সিদ্ধ হয়, শ্রীভগবান্ও তথাবিধ অনুকম্প্য-দের অন্য সুখদুঃখাদি দূর করেন—(৪৮) শুদ্ধভক্তদের যদি কখনও অন্য প্রার্থনা দেখা যায়, তবে তাহা শ্রীভগবৎপ্রীতি - সেবোপযোগিরূপেই জানিবে, স্বার্থের জন্য নহে; (৪৯—৫০) শ্রীভগবৎপ্রীতিবিশেষাতিশয়বান্ ভক্তের তৎকৃতার্তিভরদ্বারা তৎ-স্ফূর্তিতেও অতৃপ্তি হওয়াতে তৎসামীপ্য-প্রাপ্তির জন্য পিতৃমাতৃ-প্রীত্যেকসুখী বিদুরবদ্ধ-বালকবৎ তৎপ্রাপ্তি-বিঘাতক সংসারবন্ধন-ত্রোটনের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়।

৫১। অতএব শুদ্ধভক্তদের শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রার্থনা প্রীতিবিলাসই। একান্তী—(১) অজাত ও জাত-প্রীতিভেদে দ্বিবিধ। জাতপ্রীতি ত্রিবিধ—(২) তদীয়ানুভবমাত্রনিষ্ঠ শান্তভক্তাদি, (৩) তদীয়দর্শন-সেবনাদি - রসময়-পরিকরবিশেষাভিমানিগণ—(৩) স্বয়ং পরিকর বিশেষ সকল; প্রীত্যেকপুরুষার্থী ভাববিশেষ-দ্বারা অন্য বাঞ্ছা করুন বা না করুন, নিজ নিজ ভক্তি-জাতির অনুরূপ ভক্তি-পরিকর পদার্থসকল সংসার ধ্বংশ পূর্বক উদিত হয়ই, সেই পদার্থসকলের উদয়-সম্বন্ধে কখনও ব্যভিচার হয়না—অতএব 'তৎক্রতু'-(সংকল্প)-ন্যায়ে শুদ্ধভক্তদের অন্য গতি নাই। পরমপ্রেমবতী কাত্যায়নীপূজক গোপীদের পতি-ভাবময় শ্রীভগবদারাধনাত্মক সংকল্প স্বয়ংই আস্বাদ্য বলিয়া পরম-ফলরূপ, অন্যবৎ ফলান্তরাপেক্ষ বা ফলান্তর-প্রসূ নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য-বিষয়ে তাঁহাদের শান্তি ছিল—যথা 'ইতররাগ-বিস্মারণং'; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাহাদের অশান্তিই ছিল—যথা 'সুরতবর্দ্ধনং'।

তদ্রূপ পট্টমহিষ্যাদির এবং যাদবাদির গতিও সঙ্গত—সেইরূপ পাণ্ডবাদি তদীয় নিত্যগণবিশেষের গতিও ব্যাখ্যেয়া—শ্রীবিদুরাদির যমলোকাদি-গতি লীলাশক্তি-কর্তৃক স্বস্বাধিকার-পালনের জন্য তত্তদংশ কায়ব্যূহ-দ্বারাই হইয়াছিল—(৫৩) শ্রীপরীক্ষিতের গতি—অজামিলবৎ, পরীক্ষিতেরও গতি ক্রমভগবৎপ্রাপ্তি-রীতিতে ব্রহ্মকৈবল্য-প্রাপ্ত্যনন্তর ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল—(৫৪) শ্রীভীষ্মেরও ঐরূপ প্রাপঞ্চিকাগোচর শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশান্তরে প্রাপ্তি; (৫৫) শ্রীপৃথুরাজেরও শ্রীপরীক্ষিতবৎ শ্রীকৃষ্ণলোকপ্রাপ্তি। (৫৬—৫৮) শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তে ভক্তিনিষ্ঠারই মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে বলিয়া

ভক্তদের অন্য গতি চিন্তনীয়া নয়—যথা ভরতের। (৫৯) শ্রীবিষ্ণু-পুরাণাদ্যুক্ত জ্ঞানিভরতের গতি কল্পভেদে জানিতে হইবে; অতএব অন্য মহাভক্তদেরও প্রীতি-নিরপেক্ষা গতি হয় না, কিমুত বিরুদ্ধা গতি? (৬০) প্রীত্যনুকূলসম্পত্তি অপ্রার্থিতাই হয়, কিন্তু প্রীতিমান্‌দের অন্যাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রীভগবান্ দ্বারা প্রীতির দানে বা অদানে প্রীতির উল্লাসই হয়—যথা শ্রীদামবিপ্রের।

(৬১—৬৬) প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ—অবিবেকীদের বিষয়-প্রীতি যে লক্ষণ-যুক্ত, ভক্তের ভগবৎপ্রীতিও সেই লক্ষণযুক্ত, কারণ—(৬১) প্রীতি অর্থ—প্রিয়তা অর্থাৎ বিষয়ের আনুকূল্যই যাহার জীবন, যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয়, তদনুগতভাবে বিষয়-প্রাপ্তির জন্য যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং সেই স্পৃহাজন্য বিষয়ানুভবহেতু যে উল্লাসময় জ্ঞান-বিশেষ উদিত হয়—তাহাকে প্রিয়তা বলে। তদানুকূল্যাত্মকত্বহেতু পুত্রাদি-বিষয়-প্রীতি ভগবৎপ্রীতির সহিত সমান-লক্ষণ—কিন্তু পূর্বটী মায়াশক্তিবৃত্তিময়, উত্তরটী স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়—পরমেশ্বরনিষ্ঠত্বহেতু পিত্রাদিগুরুবিষয়ক প্রীতিবৎ ভক্তিশব্দে ভগবৎপ্রীতিও বুঝায়, কিন্তু প্রীতি অর্থ বুঝাইলে 'ভজ' ধাতু 'প্রী'ধাতুবৎ অকর্মক হয়—অতএব শ্রীভগবদ্বিষয়ানুকূল্যাত্মক তদনুগতস্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষই ভগবৎপ্রীতি, কিন্তু বিষয়-মাধুর্যানুভববৎ ভগবৎমাধুর্যানুভব তাহা হইতে ভিন্ন—'শ্রীবিষ্ণুতে মনের স্বাভাবিকী বৃত্তিই অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি বা প্রীতি'; ঐ ভক্তি-বৃত্তির গুণাতীতত্ব, মোক্ষাপেক্ষা ঘনপরমানন্দত্ব, শ্রীভগবৎ-প্রসাদদ্বারা মনে উদিতত্ব এবং সেখানেও তত্তাদাত্ম্যদ্বারা তদ্বৃত্তিব্যপদেশ্যত্ব দেখান হইল।

৬২। প্রীতি পরমানন্দৈকরূপ শ্রীভগবানেরও আনন্দ-চমৎকারিতা সম্পাদন করে—(৬৩) শ্রীভগবদানন্দ দ্বিবিধ—(১) স্বরূপানন্দ এবং (২) স্বরূপশক্ত্যানন্দ। দ্বিতীয়টী আবার দ্বিপ্রকার, (ক) মানসানন্দ ও (খ) ঐশ্বর্যানন্দ। তদীয় মানসানন্দের মধ্যেও আবার ভক্তিরই সাম্রাজ্য; স্বরূপানন্দ এবং ঐশ্বর্যানন্দের মধ্যেও ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; (৬৪) যথা উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ—'ভক্ত আত্মা এবং শ্রীঅপেক্ষা প্রিয়।' (৬৫) যথা শ্রুতি—'ভক্তিই পুরুষের দিকে লইয়া যায়, ভক্তিই তাঁহাকে দর্শন করায়, পুরুষ ভক্তির বশ,' অতএব ভক্তিই শ্রেষ্ঠ—যে ভক্তি ভগবান্‌কে স্বানন্দ দ্বারা মত্ত করে, তাহার লক্ষণ কি? শ্রীভগবানের স্বতস্তৃপ্ততাহেতু এবং মায়ায় অনভিভাব্যতাহেতু এই ভক্তি সাংখ্যবাদিদের মত প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িকানন্দরূপ নহে কিম্বা অতিশয়ানুপপত্তিহেতু নির্ব্বিশেষবাদিদের মত ভগবৎ-স্বরূপানন্দরূপা নয় কিম্বা অত্যন্ত-ক্ষুদ্রত্বহেতু জীবের অন্য স্বরূপানন্দ-রূপাও নয়, কিন্তু যে ভক্তি স্বানন্দদ্বারা ভগবান্‌কেও মত্ত করে, সেই ভক্তি হ্লাদিন্যাখ্য তদীয় স্বরূপশক্ত্যানন্দ-রূপা, যাহা দ্বারা ভগবান্ স্বরূপানন্দ-বিশেষকে অনুভব করেন এবং যাহা দ্বারা অন্যকেও সেই সেই আনন্দ অনুভব করান, সেই প্রীতিভক্তি নিত্য ভক্তবৃন্দে বর্ত্তমান্ থাকে, তাহা অনুভব করিয়া ভগবান্‌ও ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন, ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পরে আবিষ্ট থাকেন এবং অত্যন্ত আবেশ বশতঃ একতাপত্তি-হেতু জ্বলল্লোহাদিতে অগ্নিব্যপদেশবৎ এখানেও অভেদ নির্দেশ হয়—(৬৬) শ্রীভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর বশবর্ত্তিত্ব—'সচ্চিদানন্দৈকরস-ভক্তি-যোগে বিজ্ঞান-ঘন আনন্দ-ঘন থাকে।'

৬৭-৬৯। প্রীতির তটস্থ লক্ষণ—স্মরণাদি সাধনভক্তিদ্বারা প্রেম-ভক্তি জন্মে এবং 'চিত্তদ্রবতা, রোমহর্ষ এবং আনন্দাশ্রুপাত বিনা আশয়-শুদ্ধি হয় না,' অতএব চিত্তদ্রবই প্রীতির লক্ষণ; রোমহর্ষাদি চিত্তদ্রব হইতেই হয়——কতক পরিমাণে চিত্তদ্রব কিম্বা রোমহর্ষাদি জন্মিলেও আশয়শুদ্ধি না হইলে, তখনও ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া জানিবে—অন্যতাৎপর্য পরিত্যাগপূর্বক প্রীতিতৎপর হওয়াই আশয়শুদ্ধি, অতএব 'অনিমিত্তা' এবং 'স্বাভাবিকী' এই দুইটী ভক্তির বিশেষণ; শ্রীভগবল্লিঙ্গদর্শনাদিদ্বারা ভক্তের প্রেমাবেশ স্বাভাবিক—(৭০) লৌকিক শুদ্ধ প্রীতিদর্শনদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্বপ্রীতির বৈশিষ্ট্য দৃঢ় করিয়াছেন,—(৭১) শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য দ্বারা ভক্তের প্রেমাতিশয়ের বৃদ্ধিই করেন, যথা ব্রজদেবীপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—(৭২) সেই শুদ্ধা প্রীতি শ্রীবৃত্রাসুরের ছিল, যথা—তৎপ্রার্থনা 'হে অরবিন্দাক্ষ। আমার মন অজাতপক্ষ পক্ষির

মাতৃদর্শনবৎ, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎসের স্তন্যপানেচ্ছাবৎ এবং বিদূরপ্রোষিত প্রিয়ের অনন্যোপজীবী অত্যুৎকণ্ঠিতা প্রিয়াবৎ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে !—(৭৩) তন্মাধুর্যতাৎপর্য-দ্বারাই প্রীতিত্ব সিদ্ধ হওয়াতে, তাৎপর্যান্তরাদি থাকিলে প্রীতির অসম্যক্ আবির্ভাব হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল। প্রীতির অসম্যক্ আবির্ভাব দ্বিবিধ—(১) তদাভাসের উদয় ও (২) ঈষদুদ্গম—(ক) কখনও বা উদ্ভবশীল প্রীতির ছবিমাত্র—(৩) (খ) প্রীতির উদয়াবস্থা, তখন অন্যাসক্তির গৌণত্ব ; দ্বিবিধ নষ্টপ্রায়ত্ব—(৪) (অ) আভাসমাত্রত্ব প্রথমোদয়াবস্থা পর্যন্তই অসম্যগাবির্ভাব (৫) (আ) যেখানে অন্যাসক্তি নাই সেইখানে দর্শিত-প্রভাবনামা আবির্ভাব। প্রীতির আবির্ভাবানুযায়ী ভক্তও ত্রিবিধ—(ক) জীবন্মুক্ত [প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থার আরম্ভ হইতেই] (খ) পরমমুক্ত [ভগবৎপার্ষদতা প্রাপ্ত হইলে] (গ) নিত্যমুক্ত—নিত্যপার্ষদসকল। (১) প্রীত্যাভাস—যথা কপিলদেব-বাক্য—যোগমিশ্রা ভক্তিতে যোগাঙ্গরূপে ভক্তি অনুষ্ঠিতা হওয়াতে কৈবল্যেচ্ছা-কৈতবদোষহেতু প্রীত্যাভাস—'চিত্তবড়িশ' শব্দদ্বারা কাঠিন্য, অরসচিত্ত, কৌটিল্য, দাম্ভিকত্ব এবং স্বার্থমাত্র-সাধনত্ব প্রকাশ পাইল। শুদ্ধভক্ত কখনও ধ্যেয়কে ঐরূপভাবে ত্যাগ করেন না, শ্রীভগবান্‌ও কখন স্বভক্তহৃদয় ত্যাগ করেন না, বৃত্রাখ্যশত্রুনাশ এবং স্বারাজ্যপ্রাপ্তি-তাৎপর্যবান্ দেবতাদের ভক্ত্যাভাসই হইয়াছিল।

৭৪। (২) কখনও উদয়শীল প্রীতির ছবিমাত্র—যথা পরীক্ষিত প্রতি শ্রীশুকবাক্য—'হরিগুণরাগী হইয়া একবারমাত্র মন শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেশ করিলেও তাহারা যম বা যমদূতদিগকে স্বপ্নেও দেখে না'। ভক্তিতাৎপর্যাভাব হেতু 'একবার মাত্র' বলা হইয়াছে, তথাপি তাহারা অজামিলাদি হইতে বিশিষ্ট। (৭৫) [৩] প্রথমোদয়াবস্থা——ভাগবত পরমহংসদের, যথা শ্রীসূত-বাক্য—'শ্রীভগবদ্‌গুণাদিতে অনুরক্ত ধীর লোকেরা হঠাৎ দেহাদিতে অত্যন্তাশক্তিত্যাগ করিয়া অন্ত্য পারমহংস্যাশ্রম গ্রহণ করেন, যে আশ্রমের অহিংসা এবং উপশমই স্বধর্ম। (৭৬) [৪] প্রকটোদয়াবস্থা——'শ্রীভগবানে বদ্ধসৌহৃদ ভাগবত-পরমহংসদিগের সম্পদে ও বিপদে বিকার হয় না'; শ্রীঅগস্ত্যের নিজাবমাননা দ্বারা ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রতি কোপ হয় নাই ; কিন্তু বৈষ্ণবোচিত মহদাদরচর্যাত্যাগ করাতেই শিক্ষার জন্য ঐরূপ কোপ জানিতে হইবে—যথা শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই নারদের শাপ--শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষিতকে স্বপার্শ্বে নয়নেচ্ছাতেই পরীক্ষিতের ব্রাহ্মণাবমাননা এবং দ্বিজশাপ হইয়াছিল—অতএব শ্রীপ্রিয়ব্রতেরও অভিনিবেশাদিতে আসঙ্গাভাসত্বই ছিল, কারণ শেষে তিনি নিজ নির্বেদদ্বারাই তাহা দেখাইয়াছেন। (৭৭) প্রকটোদয়াবস্থার চিহ্নান্তর শ্রীপ্রহ্লাদে—(৭৮) [৫] দর্শিত-প্রভাব তদাবির্ভাব শ্রীশুকদেবাদিতে দ্রষ্টব্য—এই প্রীতিভক্তিই শ্রীগীতার ১০ম অধ্যায়ে স্বরূপদ্বারা এবং গুণদ্বারা কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবৎ-প্রীতিলক্ষণ বাক্যের নিষ্কর্ষ—শ্রীভগবান্ নিখিল-পরমানন্দ চন্দ্রিকাচন্দ্রমা, তিনি সকলভুবন-সৌভাগ্য-সারসর্ব্বস্ব সত্ত্বগুণোপজীব্য অনন্তবিলাসময় মায়াতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনবরত উল্লাসহেতু অসমোর্দ্ধ মধুর ; তাঁহাতে কোন প্রকারে চিত্তের প্রবেশহেতু বিধিনিরপেক্ষা প্রীতি জন্মে ; ঐ ভাগবতী প্রীতি স্বরসবশতঃ সম্যক্ উল্লাসযুক্তা, অন্যবিষয়দ্বারাঅনবচ্ছেদ্যা,তাৎপর্যান্তর-অসহমানা, হ্লাদিনীসারবৃত্তি-বিশেষ-স্বরূপা, ভগবদানুকূল্যাত্মক তদনুগত-তৎস্পৃহাদিময়-জ্ঞানবিশেষাকারা. তাদৃশভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহবিশিষ্টা, পীযুষপূরাপেক্ষাও মধুর স্বীয়রস দ্বারা স্বদেহকে সরসকারিণী, ভক্তকৃতাত্মরহস্য সঙ্গোপনগুণময়রসনা বা আস্বাদনীয়া কিন্তু বাষ্পমুক্ত্যাদিদ্বারা ব্যক্তপরিষ্কারা বা শোভাবিশিষ্টা, সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাবা, দাসীকৃতাশেষ-পুরুষার্থসম্পত্তিকা, ভগবৎ-পাতিব্রত্যরূপ ব্রতবর্ষে পর্যাকূলা বা ব্যতিব্যস্তা, ভগবন্মনোহরণৈকোপায়-হারিরূপা এবং শ্রীভগবানের উপসেবমানা হইয়া বিরাজিত আছে।

৭৮—৮০। শ্রীভগবদাবির্ভাব-তারতম্যদ্বারা তৎপ্রীতির আবির্ভাব তারতম্য—ঐ প্রীতি অখণ্ড হইয়াও শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তারতম্যদ্বারা স্বয়ং তারতম্যরূপে আবির্ভূতা হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাহেতু

তাঁহাতেই প্রীতির পরা প্রতিষ্ঠা—যথা শ্রীকৃষ্ণপ্রতি মহামুনিগণবাক্য—'সদ্গতিস্বরূপ আপনার সঙ্গলাভ করিয়া অদ্য আমরা পরমপুরুষার্থের পরম অবধি লাভ করিলাম; আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপঃ এবং চক্ষুঃ সফল হইল।' (৭৯) যথা শ্রীশুকদেববাক্য—'দ্বারকায় ব্রহ্মাদি দেবগণ অতৃপ্ত-নেত্রে অদ্ভুত-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।' (৮০) যথা—বিদুর প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্য—'সচ্চিচ্ছক্তির বীর্য দেখাইবার জন্য আবিষ্কৃত-নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠাহেতু ভূষণেরও ভূষণাদিযুক্ত এবং নিজের ও সকল স্ববৈভববিম্বদ্-গণের বিস্ময়জনক।' অতএব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনপ্রতি শ্রীমহাকালপুরাধিপ-বাক্য—'তোমাদের দুই জনকে দেখিবার ইচ্ছাতেই দ্বিজবালকগণকে আনিয়াছি'—উপযুক্তই হইয়াছে। (৮১) এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেমজনক স্বভাবও দেখা যায়,—যথা শ্রীভীষ্ম-বাক্য—'গোপবধূগণ মহাপ্রেমবশতঃ যে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণ করিয়া-ছিলেন, সেই পরমপুরুষে আমার মৃত্যুসময়ে মতি হউক।' যথা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাবের উদাহরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি বৃন্দাবাক্য—(৮২) যথা শ্রীশুক-দেব-বাক্য—'যাঁহার নিত্যোৎসবরূপ হাস্যযুক্ত মুখ স্ত্রী ও পুরুষগণ অতৃপ্ত নেত্রে পান করিয়াও নেত্রের নিমেষকে নিন্দা করিতেন—' (৮৩) যথা রাসপ্রারম্ভে ব্রজদেবীর বাক্য—'তোমার বেণুরব-শ্রবণে এবং অপূর্ব মূর্তি-দর্শনে গো, পক্ষী, মৃগ ও বৃক্ষাদি পুলকিত হইয়াছে, অতএব এই ত্রিভুবনে কোন্ স্ত্রী স্বধর্মত্যাগপূর্বক তোমাকে ভজিতে ইচ্ছা না করে?' এবং অন্যত্র 'বেণুরবে জঙ্গমের নিস্পন্দতা ও স্থাবরের হর্ষপুলকাদি হইতেছিল।'—যথা শ্রীবিল্বমঙ্গল-বাক্য—'শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কে লতাতেও প্রেমদ হন?'

৮৪। গুণান্তরোৎকর্ষ-তারতম্য-দ্বারা প্রীতিরও তারতম্য এবং ভেদ হয়। ঐ গুণ দ্বিবিধ—(১) ভক্তের চিত্তসংস্ক্রিয়াবিশেষের হেতু কতক-গুলি, (২) তদভিমান-বিশেষের হেতু কতকগুলি—(১) সংস্কারহেতু গুণ-সকল—(ক) উল্লাসমাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা প্রীতি-রতি—যাহা জন্মিলে তদেক-তাৎপর্য এবং অন্যত্র তুচ্ছত্ব-বুদ্ধি জন্মে—(খ) প্রেম—মমতাতিশয়াবির্ভাব-দ্বারা সমৃদ্ধা প্রীতিই প্রেম, যাহা জন্মিলে তৎপ্রীতি-ভঙ্গহেতুসকল তদীয় উদ্যম বা স্বরূপকে বাধা দিতে পারে না, (গ) প্রণয়—বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেমই প্রণয়—যাহা জন্মিলে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতাতেও তদভাব হয়—(ঘ) মান — প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানদ্বারা কৌটিল্যাভ্যাসপূর্বক ভাববৈচিত্রীধারী প্রণয়ই মান—যাহা জন্মিলে শ্রীভগবান্‌ও তৎপ্রণয়কোপ হইতে প্রেমময় ভয় প্রাপ্ত হয়েন—(ঙ) স্নেহ—চিত্তদ্রবাতিশয়াত্মক প্রেমই স্নেহ—যাহা জন্মিলে তৎসম্বন্ধাভাস-দ্বারাও মহাবাষ্পাদিবিকার, প্রিয়-দর্শনাদ্যতৃপ্তি এবং তাঁহার পরম-সামর্থ্যাদি সত্ত্বেও অনিষ্টশঙ্কা জন্মে—(চ) রাগ—অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগ—যাহা জন্মিলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা এবং তৎসংযোগে পরমদুঃখও সুখ বলিয়া বোধ হয় এবং তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীত বোধ হয়—(ছ) অনুরাগ—সেই রাগই স্ববিষয়কে অনুক্ষণ নবনবরূপে অনুভব করাইয়া এবং স্বয়ংও নবনব রূপ হইয়া অনুরাগ হয়—যাহা জন্মিলে পরস্পর-বশীভাবাতিশয়, প্রেমবৈচিত্ত্য, তৎসম্বন্ধি অপ্রাণিতেও জন্ম-লালসা এবং বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তি জন্মে। (জ) মহাভাব—অনুরাগই অসমোর্দ্ধ চমৎকারদ্বারা উন্মাদক মহাভাব হয়—যাহা জন্মিলে যোগে নিমেষাসহতা, কল্পক্ষণত্ব ইত্যাদি এবং বিয়োগে ক্ষণকল্পত্ব ইত্যাদি, উভয়ত্র মহোদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকারাদি জন্মে। (২) ভক্তাভিমানবিশেষহেতু গুণসকল—যদ্দ্বারা প্রীতির এবং ভক্তদের ভেদ ও তারতম্য হয়, যথা—শ্রীভগবৎপ্রিয়বিশেষের সঙ্গাদি দ্বারা লব্ধা প্রীতি সেই প্রিয়বিশেষের প্রীতিরই গুণবিশেষের আবির্ভাবের হেতু; ঐ ভগবৎস্বভাব-বিশেষ আবির্ভাব-যোগ উপলব্ধি করিয়া সেই প্রীতি কাহাকেও (১) অনুগ্রাহ্যরূপে (২) কাহাকেও অনুকম্পিতৃরূপে (৩) কাহাকেও মিত্ররূপে (৪) এবং কাহাকেও প্রিয়ারূপে অভিমানী করে—অনুগ্রাহ্যত্বাভিমানময়ী প্রীতিই ভক্তি-শব্দে প্রসিদ্ধা, কারণ আরাধ্য-জ্ঞানে যে ভক্তি, তাহা প্রীতিরই অনুগত।

(১) পোষণ এবং অনুকম্পারূপে অনুগ্রহের দ্বিবিধ বৃত্তিহেতু অনুগ্রাহ্য-অভিমানী ভক্তও দ্বিবিধ—(ক) নির্মম—শান্ত বা জ্ঞানী ভক্ত, যথা—

শ্রীসনকাদি; ইঁহারা ভগবানের পরমাত্মা-পরব্রহ্ম-ভাবদ্বারা আনন্দনীয়াভিমানী; ইঁহাদের তদভিমানিত্বসত্ত্বেও নির্ম্মমত্ব। 'ভেদ অপগত হইলেও, নাথ! তোমার আমি আমার তুমি নও, কারণ সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নয়' ইতিবৎ। চন্দ্রদর্শনবৎ মমতা বিনাও তাঁহাদের ভগবদ্দর্শন প্রীতিদ হয়; ইহাদের তৎস্তত্যাদিদ্বারা প্রবণত্বই আনুকূল্য জানিবে। ইহাদের প্রীতি জ্ঞান ভক্ত্যাখ্যা, ব্রহ্মঘনত্বরূপে অনুভবহেতু জ্ঞানত্ব, এই প্রীতি শান্ত বলিয়া কথিত হয়, কারণ এই প্রীতিতে 'শম' প্রধান; 'ভগবন্নিষ্ঠা-বুদ্ধিই শম'—ইহা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। (খ) সমম অনুকম্প্য ভক্ত—'ইনি আমাদের প্রভু'—এইভাবে ইঁহাদের মমতা জন্মিয়াছে। ইঁহাদিগকে অভিপ্রায় করিয়াই 'অনন্যমমতা' ইত্যাদি শ্রীভীষ্ম-প্রহ্লাদ-উদ্ধব-নারদাদির উল্লেখ দ্বারা কেবল ভক্তগণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সনকাদি-সম্বন্ধে বলা হয় নাই; অতএব ইঁহারা মমতোদ্ভবহেতু অনুকম্প্য এবং তদভিমানী। উহারা আবার ত্রিবিধ—(অ) পাল্য—দ্বারকা প্রজাদির আশ্রয়াত্মিকা ভক্তি—(আ) ভৃত্য—দারুকাদি সেবকের দাস্যাত্মিকা ভক্তি—(ই) লাল্য—শ্রীপ্রদ্যুম্নগদপ্রভৃতির প্রশ্রয়াত্মিকা ভক্তি—মহৎবুদ্ধিতে নমস্কারাদি কার্যদ্বারা ব্যক্তা চিত্তাদর-লক্ষণাভক্তি প্রীতি নহে বলিয়া এখানে গণনা করা গেল না, তত্তৎভাব বিনা যদি প্রীতি কেবল আদরময়ী হয়, তাহাকেও ভক্তি-সামান্যরূপেই জানিবে। (২) বাৎসল্য—'ইনি আমাদের পুত্র'—এই ভাবদ্বারা অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী প্রীতিই বাৎসল্য—যথা শ্রীব্রজেশ্বরাদির। (৩) মৈত্র্যাখ্যা—'ইনি আমার সমান মধুরশীলবান্ এবং আমার নিরুপাধি প্রণয়াশ্রয়বিশেষ—এই ভাবদ্বারা মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতিই মৈত্র্যাখ্যা; ইহা আবার দ্বিবিধ—(ক) সৌহৃদাখ্যা—পরস্পর নিরুপাধিকোপকার-রসিকতাময়ী, যথা অংশতঃ শ্রীযুধিষ্ঠির ভীষ্ম-দ্রোপদ্যাদির—(খ) সৌখ্যাখ্যা—সহবিহারশালি-প্রণয়ময়ী—শ্রীমৎ অর্জ্জুন ও শ্রীদামাদিতে—(৪) কান্তভাবাখ্য—'ইনি আমার কান্ত'—এই প্রীতিই কান্তভাব, শ্রীরসামৃত-সিন্ধুতে ইহাকেই প্রিয়তা বলা হইয়াছে; কামতুল্যত্বহেতু ইহাই শ্রীগোপিকাদিতে কামাদিশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। বৈলক্ষণ্যহেতু স্মরাখ্যকাম-বিশেষ কিন্তু অন্যবিধ। কাম সামান্য স্পৃহাত্মকই, কিন্তু প্রীতি-সামান্য বিষয়ানুকূল্যাত্মক তদনুগতবিষয়স্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষ; অতএব দুইটির সমানপ্রায় চেষ্টা সত্ত্বেও কাম-সামান্যের চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্যা—ইহাতে কোথায়ও বিষয়ানুকূল্য দৃষ্ট হইলেও উহা স্বসুখ-কার্যভূতই, অতএব কামে প্রীতির গৌণবৃত্তি; কিন্তু শুদ্ধ প্রীতিমাত্রের চেষ্টা—প্রীতি প্রিয়ানুকূল্য-তাৎপর্যা, ইহাতে তদনুগতই আত্মসুখ, অতএব ইহাতেই প্রীতির মুখ্যবৃত্তি। সুখ এবং প্রীতি-সামান্যের উল্লাসকত্বহেতু সাম্যসত্ত্বেও আনুকূল্যাংশদ্বারা প্রীতি-সামান্যেরই বৈশিষ্ট্য—সেইরূপ কাম এবং প্রীতি-সামান্যের স্পৃহাত্মকত্বহেতু সাম্য থাকিলেও বিষয়ানুকূল্যাংশদ্বারা প্রীতি-সামান্যেরই বৈশিষ্ট্য—সেইরূপ স্মরাখ্যকামবিশেষ এবং কান্তভাবাখ্য প্রীতিবিশেষের স্পৃহাবিশেষাত্মকত্বহেতু সাম্য থাকিলেও বিষয়ানুকূল্যাংশ-দ্বারাই কান্তভাবাখ্য-প্রীতিবিশেষের বৈশিষ্ট্য—এই কান্তভাবে 'যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং' ইত্যাদি শ্রীগোপীবাক্যে স্বানুকূল্য অতিক্রম করিয়া প্রিয়ানুকূল্য-তাৎপর্যই শুদ্ধপ্রীতি-বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে, অতএব স্পৃহা-বিশেষাত্মকত্বহেতু তদ্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইল; অতএব শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ত্বদ্বারা কুব্জাদি-সম্বন্ধি কামবৎ অপ্রাকৃত কামই যখন এই গোপীপ্রেমে অপ্রযুজ্য, তখন প্রাকৃত-কামত্ব সুতরাংই অসিদ্ধ। 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' ইত্যাদি শ্লোকে যে বিক্রীড়া নিজ-বিষয়ক শ্রবণদ্বারা দূরদেশকালস্থিত অন্যের কাম দূর করিয়া প্রেম বিস্তার করে, সে বিক্রীড়া কখনই নিজে কামময় হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়ই পরমপ্রেমবিশেষ-ময়, কারণ পঙ্কদ্বারা কখনও পঙ্কক্ষালন করা যায় না; স্বয়ং অস্নেহ হইয়া কখনও স্নেহময় করা যায় না—অতএব সেই গোপীভাবের শুদ্ধ-প্রেমময়ত্ব বলিয়া শুদ্ধত্বের হেতুরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা, রমণতা এবং বশীকৃততা দর্শিত হইয়াছে—অতএব শুদ্ধ প্রেমজাতির মধ্যে আবার শ্রীগোপীপ্রেম সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই শ্রীউদ্ধব এবং মুনিগণ বাঞ্ছা করিয়াছেন—সুতরাং জ্ঞান-ভক্তি, ভক্তি, বাৎসল্য, মৈত্রী এবং কান্তভাবভেদে

প্রীতি পঞ্চবিধা—এই জ্ঞানভক্ত্যাদি কোথায়ও মিশ্রারূপে আছে, যথা—শ্রীভীষ্মাদিতে—জ্ঞান-ভক্তি ও আশ্রয়-ভক্তি; শ্রীযুধিষ্ঠিরে—সৌহৃদ্যান্তর্ভূ'তা আশ্রয়-ভক্তি এবং বাৎসল্য; শ্রীভীমের—সৌখ্যও; শ্রীকুন্তীর—আশ্রয়ভক্ত্যন্তর্গত বাৎসল্য; শ্রীবসুদেব-দেবকীর——ভক্তি-সামান্য এবং বাৎসল্য; শ্রীউদ্ধবের——দাস্যান্তর্ভূ'ত সখ্য, যথা 'তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ, সখা' ইত্যাদি; শ্রীবলদেবের—ব্রজে বাল্য হইতে সহবিহারাতিশয়হেতু সখ্যান্তর্ভূ'ত বাৎসল্য এবং ভক্তি; যদুপুরীতে ঐশ্বর্যপ্রকাশময় লীলাবিষ্কারহেতু ভক্ত্যন্তর্ভূ'ত বাৎসল্য এবং সখ্য—; ব্রজে বলদেবের অগ্রজত্ব—শ্রীবসুদেব এবং শ্রীনন্দের ভ্রাতৃত্ব-প্রসিদ্ধহেতু এবং শ্রীমন্নন্দদ্বারা পুত্ররূপে পালন-হেতু; শ্রীপট্টমহিষীদের—দাস্যমিশ্র কান্তভাব; শ্রীব্রজদেবীদের—সখ্যমিশ্র কান্তভাব; এই পঞ্চভাব এবং অভিমান বিনা যে প্রীতি, তাহা সামান্যা; তাদৃশ ভাব ও অভিমান-প্রাপ্তিতে অযোগ্যদেরই সামান্যা প্রীতি হয়—যথা মিথিলাবাসিদের শ্রীকৃষ্ণ প্রতিও নির্মমা প্রীতি—সামান্য এবং শান্তদের প্রীতি তটস্থাখ্যা—এবং তাহারা তটস্থাখ্য, তদ্ভিন্ন অন্য পরিকরদের প্রীতি মমতা-প্রাচুর্যহেতু মমতাখ্যা। পাল্য এবং ভৃত্য—অনুগত; তাঁহাদের ভক্তি সম্ভ্রম-প্রীত্যাখ্যা; লাল্যাদিরা বান্ধব, তাঁহাদের প্রীতি বান্ধবাখ্যা। প্রীতি-ভেদে শ্রীভগবান্ 'প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দৈব এবং ইষ্ট-রূপে ভজনীয় হন।' ইহা শ্রীকপিলদেবের বাক্য; এই সকল ভাব বিনা শ্রীভগবান্ সামান্যপ্রীতি-বিষয় হন।

৮৫—৯১। রত্যাদি-ভাবের উদাহরণ—

৯২। শান্তাদি - ভাবভেদে রত্যাদি-ভাবভেদ—এই প্রীতি রতি-মাত্রাত্মা। জ্ঞানিভক্তে—রাগ-প্রার্থনা পর্যন্ত, সাক্ষাৎ রাগ নয়, যথা শ্রীসনকাদির; পাল্যে—মমতার স্পষ্টত্বহেতু প্রেমপর্যন্তই, বিদূর-সম্বন্ধদ্বারা স্নেহানৌচিত্যহেতু স্নেহ-পর্যন্ত নয়; তবে দ্বারকাবাসিদের মধ্যে নাপিত, মালাকারাদি সাক্ষাৎ তৎসেবা-ভাগ্যবান্ ভাববিশেষ-ধারিদের বাক্যরূপে—'যর্হ্যম্বুজাক্ষাপ-সসার' শ্লোক সঙ্গত—,ভৃত্যে—মমতাধিক্যবশতঃ তদেকজীবনত্ব-হেতু রাগপর্যন্ত; লাল্যে—রাগাতিশয়; বাৎসল্যে সর্বপ্রকার রাগাতিশয়; সখ্যে—প্রণয়োৎ-কর্ষাংশে রাগাধিক্য, সৌহৃদ্যে—নাতিসন্নিকর্ষহেতু প্রেমাতিশয়; প্রণয় এবং মান কান্তভাবেই সম্ভব—পট্টমহিষীদের মহাভাবত্বে উন্মুখ অনুরাগপর্যন্তই—তাঁহাদের বিবর্ত্ত-বিশেষ প্রেমবৈচিত্ত্যাখ্য বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারাধিক শুনা যায় না—কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যে অনুরাগও শুনা যায় না। 'সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গঃ' ইত্যাদি শ্লোকে 'নব্যবৎ' শব্দ থাকাতে অন্যত্র অনুরাগ বর্ণিত হয় নাই—কারণ অনুরাগের তাদৃশস্ফুরণমাত্র লক্ষণত্ব-নয়, কিন্তু উল্লাসাদিদুঃখসুখত্বভাণপর্যন্ত রত্যাদিগুণলক্ষণত্বও। এখানে কিন্তু সর্বত্র তত্তৎলক্ষণোদয়ের অসম্ভাবনা দ্বারা অনুরাগ নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীব্রজদেবীদের মহাভাবপর্যন্তা প্রীতি—যথা উদ্ধবপ্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে প্রেষ্ঠতম আমার সহিত তাঁহাদের রাত্রি ক্ষণার্দ্ধবৎ মনে হইয়াছে, পুনরায় আমাবিনা সেইরাত্রি কল্পসমা মনে হইয়াছে।' শ্রীগোপীভিন্ন আর কেহ নির্ণিমেষে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাতক চক্ষুর পক্ষ্মদাতাকে জড়াদি বলিয়া নিন্দা করে নাই—স্বাতি-নক্ষত্রীয় জলের মুক্তাদি-জনকত্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ-ভাবজনকত্ব-স্বভাব হইলেও আধারগুণাপেক্ষা করিয়াই প্রীতি আবির্ভূ'তা হন—কুরুক্ষেত্র-যাত্রাতে 'গোপীরা নিত্যযুক্ত পট্ট-মহিষীদের দুর্লভ ভাব প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন' এই বাক্যদ্বারা এবং 'স্বগোপী' এই বাক্যদ্বারা শ্রীগোপীদের পরমান্তরঙ্গতাই প্রকাশ পাইয়াছে—প্রথমস্কন্ধোক্ত পট্টমহিষীদের ভাগ্য-শ্লাঘাতেও 'ব্রজস্ত্রীরা যে শ্রীকৃষ্ণা-ধরামৃত-পানাশায় সংমোহিতা হন'—এই বাক্যে শ্রীব্রজদেবীদেরই পরমোৎ-কৃষ্টত্ব এবং আস্বাদাভিজ্ঞতরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। 'যে অমৃতের মাধুর্য স্মরণ করিয়া দেবতারাই মোহিত হয়, তাহা এই মনুষ্যদ্বারা আস্বাদিত হইতেছে'—ইতিবৎ; অতএব শ্রীব্রজদেবীগণেরই সর্বোত্তমা প্রীতি। যাঁহারা পরিকরবৎ ভগবত্তাবিশেষদ্বারা প্রীত হন অথচ পরিকরাভিমান অপ্রাপ্ত, তাঁহারাও তটস্থ। শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্বলক্ষণ ও ভগবত্ত্বলক্ষণ উভয়বিধ-স্বভাবযুক্ত ভক্তও সামান্যতঃ দ্বিবিধ—তটস্থ এবং পরিবার; তটস্থেরা প্রীতিকারণ

এবং প্রীতিকার্যের নিকৃষ্টতাহেতু পরিকরাপেক্ষা প্রীতিবিহীন। প্রীতির কারণ বা সহায় দ্বিবিধ—(১) মমতালক্ষণ যে সহায় তাহা প্রীতিকারণের অঙ্গ এবং (২) ব্রহ্মত্বানুভবাদি তাহার উপায়—তটস্থদের সম্বন্ধবিশেষের অস্ফুরণহেতু মমত্ব নাই, অতএব অঙ্গের নির্হীনত্ব, উপায়ের মধ্যেও তাঁহাদের ব্রহ্মত্বজ্ঞানই তদনুশীলনস্বাভাব্যহেতু মুখ্য—কিন্তু ভগবত্তাজ্ঞান তদনুগত, তাদৃশ ভাবেই ভগবত্তাদ্বারা তাঁহাদের আকর্ষণ হয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রীতির সাহায্যে ভগবত্তারই মুখ্যত্ব সনকাদি মুনিরা অনুভব করিয়াছেন; যথা 'তস্যারবিন্দনয়নস্য' ইত্যাদি শ্লোকে—তটস্থদের প্রীতির কার্যও নির্হীনত্ব। প্রীতির কার্য—প্রায়শঃ ভগবচ্ছরণই, তদ্দর্শন কিন্তু কাদাচিৎকই হয়—পরিকরদের সাক্ষাৎ তদঙ্গ সেবাদি সততই আছে বলিয়া তাঁহাদেরই ভাগ্যাতিশয়বর্ণন শাস্ত্রে দেখা যায়—জয়বিজয়-শাপপ্রস্তাবে মুনিদের প্রতি শ্রীভগবানের গৌরব এবং জয়বিজয়প্রতি আত্মীয়ত্বই স্পষ্ট—অতএব শান্তভক্ত সনকাদিতে প্রীতির কারণ এবং কার্যের নির্হীনত্ব হেতু তাঁহাদের প্রীতি তটস্থাখ্যা—তটস্থদিগকে অতিক্রম করিয়াই পরিকরগণের প্রীত্যুৎকর্ষ দেখান হইল। প্রীতিতে পরিকরাভিমান কি উপাধি? জ্ঞানাত্মিকা সামান্যা প্রীতি অপেক্ষা তদভিমানময়ী প্রীতি কি গৌণ? প্রেমাস্পদাপেক্ষা নিজ প্রতি কি মমতাধিক্য নাই? না—শ্রীভগবানের মাধুর্যস্বভাবানুভবদ্বারাই তটস্থদের, পরিকরদের এবং অন্যের নিজস্বভাবসিদ্ধ কিম্বা তাৎকালিক অভিমানবিশেষ উদিত হয়; সমুচ্চয়ে কোনও বিরোধ হয় না—প্রত্যুত উল্লাসই হয়, যথা ব্রহ্ম-কৃত বৎসহরণানন্তর শ্রীকৃষ্ণাত্মভূত বৎস এবং গোপবালকদের প্রতি গো-গোপীদের স্নেহাধিক্যদ্বারা ভগবৎস্বভাবময়ত্ব এবং ভক্তগণের তাৎকালিক অভিমানবিশেষত্বও প্রকাশ পাইয়াছে।

৯৩। শ্রীভগবান্ এবং ভক্তের পরস্পর প্রতি পরস্পরের লৌহচুম্বকবৎ স্বাভাবিক, আকর্ষণময় স্বভাব আছে—(৯৪) ভক্তাভিমানবিশেষ প্রেম ভগবানের স্বভাবদ্বারাই আবির্ভূত হয়; কারণ শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ সকল প্রকাশ নিত্যই বর্ত্তমান আছে; আগমাদিতেও নানা উপাসনাই শুনা যায়। যেখানে যতটা প্রকাশ, সেখানে ততটা অভিমানবিশেষময়ী প্রীতির উদয় হয়—ভক্তবিশেষের সঙ্গই প্রকাশবৈশিষ্ট্যে হেতু—কিন্তু নিত্যসিদ্ধে নিত্যসিদ্ধই তদ্রূপ প্রকাশ, প্রীতি ও অভিমান বর্ত্তমান—প্রীতিরই সহিত উদয়হেতু তাদৃশ অভিমানও প্রীতির বৃত্তিবিশেষ; অতএব তৎসমবায়দ্বারা প্রীতির হানি হয় না, প্রত্যুত অত্যন্ত সন্নিকর্ষব্যঞ্জক তত্তৎ অভিমানদ্বারা প্রীতির উল্লাসই হয়। লৌকিক মমতা-বিশেষও নিজাপেক্ষা স্বপ্রীত্যাস্পদে অধিক প্রীতি জন্মায়—কারণ পুত্রাদির জন্য আত্মব্যয়াদি দেখা যায়; ভগবদ্বিষয়া মমতা কিন্তু স্বাত্মগত তদীয়াভিমান-বিশেষহেতুকাই; ভক্তে অভিমানবিশেষও ভগবৎস্বভাববিশেষহেতুক; তাহাই প্রথম আবির্ভূত হয়, তার পর মমতাবিশেষ আবির্ভূত হয়, অতএব যথাতথা ভগবৎস্বভাবই প্রীতির মূল কারণ।

শ্রীভগবৎসন্নিকর্ষতা-প্রাপ্তির ক্রম—(১) ভক্তবিশেষসঙ্গ; (২) ভগবৎপ্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে লোভ; (৩) ভক্তস্বভাববিশেষাবির্ভাব; (৫) ভক্তাভিমান বা প্রীতিবৃত্তিবিশেষ; (৫) ভগবদ্বিষয়া মমতা; (৬) অত্যন্ত ভগবৎসন্নিকর্ষতা। ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক গোবৎসহরণানন্তর শ্রীকৃষ্ণাত্মভূত বৎস এবং গোপবালকে স্বস্ব মাতার স্নেহাধিক্য-সম্বন্ধে পরীক্ষিত-প্রশ্নানন্তর শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবিষয়ে তৎস্বভাবসিদ্ধত্বই কারণ বলিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব-বিশেষে আবির্ভূত মমতাবিশেষদ্বারা কিন্তু কেবল মমতাহেতুক প্রীতি অতিক্রম করিয়াই বৈশিষ্ট্য অভিপ্রেত হইয়াছে; অতএব মমতা সম্বন্ধদ্বারা সর্বপ্রকারে প্রীতির বৈশিষ্ট্য হয়;—শ্রীভগবৎসম্বন্ধদ্বারাই আত্মপ্রতিও প্রীতি জন্মে, যথা দাবাগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ব্রজবাসিদের বাক্য—

৯৫। শ্রীভগবৎপ্রীতিরই ভক্তাভিমানিত্ব—(৯৬) অভিমান এবং মমতাদ্বারাই প্রীতির অতিশয়িত্ব—(৯৭) শ্রীভগবত্তোষোপজীব্য পরিকরগণেরও ঐশ্বর্য-মাধুর্যভেদে প্রীতির তারতম্য আছে—(৯৭) ভগবত্তা সামান্যতঃ দ্বিবিধ—(১) পরমৈশ্বর্যরূপা ভগবত্তা—ইহা ভক্তে সাধ্বস, সম্ভ্রম এবং গৌরববুদ্ধি জন্মায়। ঐশ্বর্য—প্রভুতা আর পরমত্ব অসমোর্দ্ধত্ব—(২) পরমমাধুর্যরূপা ভগবত্তা—ভক্তে

প্রীতি জন্মায়। মাধুর্য অর্থ শীলাদির মনোহরত্ব—অতএব ঐশ্বর্যমাধুর্যের পরমত্ব দ্বারাই যথাসংখ্য সাধ্বসাদির পরমত্ব হয় এবং প্রীতিরও পরমত্ব হয়। শ্রীবসুদেব দেবক্যাদির—পরমৈশ্বর্যানুভব-প্রধান।

৯৮। পরমৈশ্বর্যদ্বারা ভক্তিতে সম্ভ্রম গৌরবাদি অবয়বের উদ্দীপন হয়—পরমমাধুর্যদ্বারা অবয়বী প্রীত্যংশের উদ্দীপন হয়—উভয়-সমাহার দ্বারাই পরমেশ্বরভক্তি জন্মে—শ্রীগোকুলে মাধুর্যানুভবই স্বভাবসিদ্ধ, ঐশ্বর্যানুভব আগন্তুক; যথা গোবর্দ্ধন-ধারণানন্তর শ্রীগোপগণ-প্রশ্নে শ্রীনন্দবাক্য—'আমার অর্ভক কুমার অক্লিষ্টকারী শ্রীকৃষ্ণকে গর্গবাক্যে নারায়ণের অংশ মনে করি'—অতএব গোপদের প্রশ্ন-সমাধানে শ্রীব্রজেশ্বর আপ্তবাক্য-দ্বারাই ঐশ্বর্য বলিয়াছেন, কিন্তু স্বানুভবসিদ্ধত্বদ্বারা মাধুর্যই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

৯৯। শ্রীব্রজবাসিদের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র অনাবেশ, মাধুর্যজ্ঞানদ্বারাই পরমভগবত্তাজ্ঞান হইয়াছিল, যাহা আত্মারামদেরও আনন্দপ্রদ এবং অনুমোদিত, অতএব শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিদের অজ্ঞান নয়—স্বস্বাধিকারপ্রাপ্তা ভগবত্তাই ভক্তদ্বারা উপাসিতা বা অনুভূতা হয়। অনন্তত্ব-হেতু এবং অনুপযুক্তত্বহেতু সর্বভগবত্তা সকলের দ্বারা উপাসিতা বা অনুভূতা হয় না। অতএব বেদান্তেও গুণোপাসনা-বাক্যের তত্তদ্বিদ্যাতে গুণ-সমাহার পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই সূত্রকার দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—যথা 'যাঁহার যেরূপ কাম, তাঁহার সেরূপ উপাসনায় তাদৃশ গুণেরই সমাহার প্রকল্পনা করিবে'—'মল্লানামশনিঃ' শ্লোকে একই শ্রীকৃষ্ণ দর্শকের অভিপ্রায়ানুসারেই অনুভূত হইয়াছিল, সকলের নিকট সাকল্যে অনুভূত হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্বরূপে যাঁহারা জানিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও যে তত্তদ্‌মাধুর্যবিশেষের অনুভবহেতু সম্যক্ জ্ঞান হয় নাই—ইহা যুক্তই। মাধুর্যানুভবী ভক্তদের কিন্তু সর্বজ্ঞান অনাদৃত হইয়াও সময় প্রতীক্ষা করিয়া উদিত হয়, যথা—'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা' ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তগণের পরম বিদ্বত্তাই অভিপ্রেত হইয়াছে। 'মল্লানামশনিঃ' শ্লোকে মথুরার রঙ্গস্থলে ত্রিবিধ জন উক্ত হইয়াছে—(১) প্রতিকূলজ্ঞান—যথা, কংসের এবং কংসপক্ষীয় লোকদের, (২) মূঢ়—(অবিদ্বান্)-সামান্য বিরাড়ংশ ভৌতিক দেহধারী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞাতা-গণ, তাহারা শ্রীভগবদ্‌যাচ্ঞার অশ্রদ্ধাকারী যাজ্ঞিক-বিপ্রসদৃশ শতধন্ব-প্রভৃতি—(৩) বিদ্বান্—অবশিষ্ট সকল; বিদ্বান্—আবার দ্বিবিধ—(ক) তৎকালদৃষ্টত্বহেতু মমতাবিশেষ-শূন্য; ইহারা আবার ত্রিবিধ—(অ) সামান্য ভক্তসকল—নাগরিকগণ এবং যোগিগণ—(আ) বাৎসল্যভাবময়ী স্ত্রীগণ—(ই) স্মরমিশ্রকান্তভাবময়ী স্ত্রীগণ—(খ) মমতাবিশেষযুক্ত—বৃষ্ণিবংশীয়, পিতৃ এবং গোপগণ; বৃষ্ণিদের পরদেবতা-ভাবাপাদক ঐশ্বর্যজ্ঞান স্বাভাবিক এবং শ্রীগোপদের বান্ধবভাবাপাদক মাধুর্যজ্ঞান স্বাভাবিক।

১০০। শ্রীগোপগণেরই পরম-মাধুর্যাতিশয়ানুভবহেতু পরমজ্ঞানিত্ব অতএব চতুর্ভুজত্বাদি অনন্ত-ভগবদাবির্ভাব - দ্রষ্টা ব্রহ্মদ্বারাও ব্রজবাসিদের আলম্বন দ্বিভুজরূপই নিজের আলম্বনীকৃত। শ্রীব্রজবাসীদের স্বাভাবিক সকল-প্রীতিজাতি-চূড়ামণিরূপা পরা প্রীতি আগন্তুক অন্য জ্ঞানদ্বারা ব্যভিচার প্রাপ্ত না হইয়া সেই জ্ঞানকে তিরস্কারই করে; এবং সেই জ্ঞানরূপ অন্তরায়-প্রায়দ্বারা বিষয়ীদের বিষয়-প্রীতিবৎ বর্দ্ধিতাই হয়; কারণ বিষয়ীদের বিষয়ের স্বদোষাদি শ্রুত এবং দৃষ্ট হইলেও রাগপ্রাপ্ত গুণবত্ত্ববুদ্ধি প্রবলাই দেখা যায়। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে—'অবিবেকিদের যেরূপ বিষয়ে প্রীতি' ইত্যাদি। পরমৈশ্বর্যাদিজ্ঞানস্বভাব ভক্তদেরও প্রীতিপ্রাবল্য-সময়ে তদৈশ্বর্য-জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়, অতএব মাধুর্য-জ্ঞানেরই বলবৎ সুখময়ত্ব স্থাপিত হওয়াতে এবং তাহাতেই গোপগণের স্বাভাবিকত্ব লব্ধ হওয়াতে ব্রহ্মত্বেশ্বরত্বানুভবের অতিক্রমকারী তাহাদের ভাগ্য দেখিয়া শুকদেবের চমৎকারত্ব-প্রাপ্তি যুক্তই। শুদ্ধত্বহেতু শ্রীগোকুলবাসীদের প্রীতিই প্রশস্তা। শ্রীগোকুলে পশু-দেরও পরমস্নেহ দেখা যায়, যথা কালিয়দমনোপলক্ষে; শ্রীগোকুলে স্থাবরদেরও তদ্রূপ প্রীতি, অতএব ব্রহ্মাও তাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীগোকুলেও অনুগত এবং বান্ধব দ্বিবিধ তৎপ্রিয়গণমধ্যে মমতা-বিশেষধারিত্বহেতু বান্ধবেরই মহা উৎকর্ষ, যথা ব্রহ্মার—'অহো ভাগ্য-

মহোভাগ্যম্' এই বাক্যে শ্রীব্রজবাসিগণের মধ্যে কনিষ্ঠদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের মিত্ররূপে ব্রহ্মার স্বীকারদ্বারা মিত্রতারই প্রশংসা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আবার সখাদেরই উৎকর্ষ—'ইত্থং সতাং' ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। 'ইত্থং সতাং' ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মরূপে স্ফূর্তি দুর্লভ, পরদেবতারূপে স্ফূর্তি দুর্লভতর, এবং নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে স্ফূর্তি দুর্লভতম, বন্ধুভাবে স্ফূর্তি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতএব সখ্যভাবাশ্রিত গোপবালকদের শ্রীকৃষ্ণসহ পরমবন্ধুরূপে বিহার দেখিয়া শুকদেবের চমৎকৃতি যুক্তই হইয়াছে—সখাদের পরমভাগ্য শ্রীঅক্রূরও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজেও, ব্রহ্ম-কৃত গোবৎসাদিহরণানন্তর, তত্তুল্য সৃজ্যসখাদিগকে দেখিয়া পরিতোষ না পাইয়া সেই পূর্বসখাদিগকে আনাইয়াছিলেন।

১০১। সখাদের অপেক্ষা শ্রীনন্দযশোদার প্রীতিবৈভব অধিক—পিতামাতাপেক্ষাও শ্রীব্রজদেবীদেরই অসমোর্দ্ধ প্রীতি-বৈভব—কারণ ইঁহাদের প্রীতি মুনিগণদ্বারা অতিশয় প্রশস্য এবং সর্বপ্রকারে সর্বাপেক্ষা প্রেম-প্রণয়-মান-রাগ-বৈশিষ্ট্যদ্বারা পুষ্ট, বিশেষতঃ অনুরাগ-মহাভাব-সম্পত্তিধারিণী স্বপ্রীতিদ্বারা ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন—শ্রীউদ্ধবেরও এই ক্রমেই অনুজ্ঞাপন-ক্রম দেখা যায়—(১০২) 'পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দে গোপবধূদের রূঢ় ভাব থাকাতে তাঁহারাই দেহধারীর মধ্যে সুফলজন্মা—যাঁহাদের ভাব মুমুক্ষু, মুক্ত এবং মাদৃশ ভক্তবিশেষগণ বাঞ্ছা করি মাত্র, কিন্তু পাইনা; কারণ তাঁহাদের মত শ্রীভগন্মাধুর্য-বিশেষাস্বাদে আমাদের যোগ্যতা নাই।'

১০৩। 'শ্রীকৃষ্ণে রূঢ়ভাববতী শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণী গোপীগণে এবং ব্যভিচারদুষ্ট মুনিগণ ও মাদৃশভক্তগণে অনেক পার্থক্য হইলেও জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মহৌষধিবৎ সকলেরই পরমমঙ্গল বিধান করেন বলিয়া আমরা তাহা প্রার্থনা করি—' (১০৪) 'রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজে আলিঙ্গিত গোপীগণের প্রতি যে প্রসন্নতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্মী বা অন্য বৈকুণ্ঠপুরাঙ্গনাগণের প্রতিও প্রকাশিত হয় নাই, অতএব গোপীগণের তুল্য ভাগ্যবতী আর নাই।' (১০৫) 'সুতরাং বিজাতীয় জন্মবাসনাহেতু গোপীদের ভাবচ্ছবিলাভাভিলাষও আমাদের দুর্লভ বলিয়া এই প্রার্থনা করি—যে গোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্যপথ ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণকর্তৃক বিমৃগ্য মুকুন্দ-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের চরণধূলিপ্রাপ্ত শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতৌষধির মধ্যে যে কোন একটী হইতে পারিলেও নিজেকে ধন্য মনে করিব—' (১০৬—৭) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্ম স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী এবং আপ্তকাম ভক্তিযোগপ্রবীণ শ্রীশুকাদি যোগেশ্বরগণদ্বারা অর্চ্চিত, রাসমণ্ডলে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদ্বারা ন্যস্ত সেই শ্রীপাদপদ্ম আপন আপন স্তনে নিহিত করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক যে গোপীগণ কৃষ্ণাপ্রাপ্তিহেতুক নিজ হৃদয়ের আধি অনাদিকাল হইতে সর্বদা দূর করিতেছেন, সেই নন্দব্রজস্ত্রীদের পদরেণু আমি বারংবার মস্তকে ধারণ করি, ঐ ব্রজস্ত্রীদের শ্রীহরিগুণানুবর্ণন ত্রিভুবন পবিত্র করে।' (১০৭) শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ যাদবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধব-কর্তৃক শ্রীব্রজদেবীদের যশোরাকাচন্দ্রসৌন্দর্যদর্শনে উক্ত ঐ দৈন্যবচন জাতান্ধ ব্যক্তির চন্দ্রদর্শনবৎ মহাদ্ভুত—(১০৮) শ্রীব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার পরমকাষ্ঠাপন্নতাহেতু শ্রীরাধাদেবীর ভাগ্য সর্বশ্রেষ্ঠ—(১০৯) শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা—স্মৃতি এবং শ্রুত্যাদ্যুক্তপ্রমাণ—(১১০) অতএব শ্রীরাধার শ্রীভগবৎপ্রীতিমাধুরীই সর্বোর্দ্ধ অধিরূঢ়-পরাবস্থাপ্রাপ্ত।

শ্রীভগবৎপ্রীতির রসতাপত্তিস্থাপনা—লৌকিক কাব্যবিদ্দের রত্যাদিবৎ এই প্রীতিই কারণ, কার্য ও সহায়দ্বারা মিলিত হইয়া রসাবস্থা পাইয়া স্থায়িভাব-নামে অভিহিতা হয়। প্রীতির কারণাদি ক্রমশঃ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবসকলই কথিত হয়। প্রীতিরূপত্বহেতুই তাহার ভাবত্ব; 'হাস্যপ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবদ্বারা যাহা বিচ্ছিন্ন না হইয়া অন্য সকলকে আত্মভাবাপন্ন করায়, সেই লবণাকরই স্থায়ী ভাব'—এই রসশাস্ত্রীয় লক্ষণ সঙ্গত হইল। কারণ স্থায়ী ভাবের বিভাবনাদি গুণদ্বারাই অন্য ভাবসকলের বিভাবত্বাদি দেখান হইবে। তজ্জন্য ভগবৎ-প্রীতিই কারণাদি স্ফূর্তিবিশেষদ্বারা রসরূপে পরিণতিযোগ্য ও ঐ কারণাদির

সহিত মিলিত হইয়া তদীয় প্রীতি-রসময় বলিয়া কথিত হয়; ভক্তিময় রসই ভক্তিরস হয়, যথা 'ভাবসকলই অভিসম্পন্না হইয়া রসরূপতা প্রাপ্ত হয়।' প্রাকৃত রসিকগণ যে রস-সামগ্রী-বিরহহেতু ভক্তিতে রসতা স্থাপন করেন নাই, তাহা প্রাকৃত-দেবাদি-বিষয়ক ভক্তিতেই সম্ভব হয়। রসসামগ্রী ত্রিবিধ—(১) স্বরূপযোগ্যতা অর্থাৎ স্থায়িত্ব, ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং লৌকিক মহাসুখ-সমুদ্র ব্রহ্মসুখ হইতে অধিকতমই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (২) পরিকরযোগ্যতা—অর্থাৎ বিভাবাদি-কারণসকল। তাহারাও অলৌকিকত্বহেতু অদ্ভুতরূপেই ভগবৎপ্রীতিতে দেখান হইয়াছে এবং দেখান হইবে। (৩) পুরুষযোগ্যতা—প্রহ্লাদাদির মত তাদৃশ ভক্তিবাসনা; ঐ বাসনা বিনা লৌকিক কাব্যদ্বারাও রসনিষ্পত্তি মনে করা হয় না। 'পুণ্যবন্ত লোকেরাই যোগিবৎ রসসন্ততি অনুভব করেন। রত্যাদি বাসনা বিনা রসাস্বাদ হয় না।' লৌকিক-রসের উৎপত্তি, স্বরূপ এবং আস্বাদ-প্রকার ঐরূপই কথিত হয়। যথা—'কোনও অনুভবী প্রমাতা তন্ময়তা-প্রযুক্ত সাকার বস্তুর ন্যায় এই রস আস্বাদন করেন, এই রস অপ্রাকৃত-সত্ত্বোদ্রেকহেতু অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর এবং লোকোত্তরচমৎকার-প্রাণ।' প্রাচীন লৌকিকালৌকিক রসবিদ্‌দের মতদ্বারা রস সিদ্ধ হয়—উহা সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নামকৌমুদী-কার প্রভৃতি দ্বারাই দেখান হইয়াছে—'মল্লানামশনিঃ' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদও পঞ্চরসের অধিকারীই রঙ্গস্থলে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াছেন। সকল রসেরই প্রাণ অদ্ভুতত্ব বলিয়া শান্তত্বাদির বৈশিষ্ট্যাভাবে অদ্ভুতত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ধর্মদত্ত বলিয়াছেন—'রসের সার চমৎকার সর্বত্রই অনুভূত হয়; ঐ চমৎকার-সারত্বে রস সর্বত্রই অদ্ভুত।' তজ্জন্য কৃতী নারায়ণও রসকে অদ্ভুত বলিয়াছেন; কিন্তু মল্লাদির রৌদ্রাদিরস যাহা শ্রীস্বামিপাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রীতি-বিরোধত্বহেতু তাহা আদৃত হইল না। ইহা অলৌকিক রসবিদ্‌দিগের মত। ভোজরাজাদি কোনও কোনও লৌকিক রসবিদ্‌গণদ্বারাও প্রেয় এবং বৎসল রস সম্মত হইয়াছে। লৌকিক রত্যাদির বস্তুবিচারে দুঃখপর্যবসায়িত্ব-হেতু যথাকথঞ্চিৎই সুখরূপত্ব—স্বয়ং শ্রীভগবদ্‌বাক্য—'সুখ এবং দুঃখের অননুসন্ধানই সুখ; বিষয়ভোগের বাসনাই দুঃখ।' 'আমাতে নিশ্চলা বুদ্ধিই শম—' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ভগবান্ দ্বারাও অনাদৃত। জুগুপ্‌সাদির সুখরূপতা লৌকিক রসবিদ্দ্বারাও দ্বেষ্য। তত্তৎরসের নিন্দা এবং শ্রীভাগবতরসের প্রশংসা যথা—শ্রীনারদবাক্যে, শ্রীরুক্মিণীবাক্যে—অতএব লৌকিক বিভাবাদির রস-জনকত্ব শ্রদ্ধেয় নয়; রসজনকত্ব স্বীকার করিলে বীভৎসজনকত্বই সিদ্ধ হয়। শ্রীভাগবতরসে কিন্তু অনিন্দ্রিয় স্থাবর হইতে মুক্ত পর্যন্ত সকলেরই আকর্ষকতা; শ্রীভগবৎপ্রীত্যেক-ব্যঞ্জক শ্রীমদ্‌ভাগবতও রসাত্মক, যথা—'নিগমকল্পতরোঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। রসানুভবী দ্বিবিধ—(ক) উপদেশ্যগণ (খ) স্বতন্তদনুভবী লীলাপরিকর-সকল; তাহার মধ্যে অন্তরঙ্গত্বহেতু লীলাপরিকরেরা রসসার অনুভব করেন; অন্যেরা বহিরঙ্গত্বহেতু যৎ-কিঞ্চিৎ অনুভব করেন।

১১১। শ্রীভগবৎপ্রীতিময় রস বিভাবাদি-সংযোগদ্বারা প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়। লৌকিক নাট্যরস-বিদ্‌দেরও চারি পক্ষ (ক) অনুকার্য প্রাচীন নায়কে, (খ) লৌকিকত্ব, পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায়ত্ব-হেতু অনুকর্ত্তা নটে, (গ) শূন্যচিত্তে শিক্ষামাত্রদ্বারা তদনুকর্তৃত্বহেতু সামাজিকে অর্থাৎ সভ্যে; (ঘ) নটের সচেতত্ব বা আবিষ্টতা হইলে নটে এবং সভ্যে (উভয়েই) রসোদয় হয়। লৌকিকত্বাদি হেতুর অভাব জন্য শ্রীভাগবত-রসজ্ঞদের কিন্তু সর্বত্রই তৎপ্রীতিময় রস-স্বাকার হয়। তাহার মধ্যে আবার বিশেষতঃ অনুকার্য পরিকরসকলে, যাঁহাদের হৃদয়াধ্যারূঢ় পূর্ণরস নিত্যই অনুকর্ত্তাদিতে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাদের ভগবৎ-প্রীতির অলৌকিকত্ব এবং অপরি-মিতত্ব স্বতঃই সিদ্ধ। লৌকিক রত্যাদিবৎ কাব্য-কল্পিত নহে—ইহা প্রীতির স্বরূপ-নিরূপণেই স্থাপিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতির ভয়াদ্য-নবচ্ছেদ্যত্ব—শ্রীপ্রহ্লাদাদি এবং শ্রীব্রজদেব্যাদিতে ব্যক্ত। ভগবৎ-প্রীতির জন্মান্তরাব্যবচ্ছেদ্যত্ব—শ্রীবৃত্র-

গজেন্দ্রাদিতে বা শ্রীভরতাদিতে এবং ভগবৎপ্রীতির ব্রহ্মানন্দাদ্যনবচ্ছেদ্যত্ব—শ্রীশুকদেবাদিতে প্রসিদ্ধ। ভগবৎ-প্রীতিকারণাদিরও ঐরূপ অলৌকিকত্ব জানিবে। আলম্বনের অলৌকিকত্ব—শ্রীভগবানের অসমোর্ধ্বাতিশয়ি ভগবত্তাহেতু এবং তৎপরিকরেরও তত্তুল্যত্বহেতু। ইহা শ্রুতি পুরাণাদির দুন্দুভি-ঘোষিত। উদ্দীপনকারণের এবং ভগবদীয়ত্বহেতু তদীয়দেরও অলৌকিকত্ব, শ্রীভাগবতে—আগন্তুকেরাও সেই শক্তিতে উদ্বুদ্ধ বলিয়া তৎস্ফূর্তিময় হইয়া অলৌকিক-দশা প্রাপ্ত হয়—যথা প্রাবৃট্‌শ্রী, মেঘাদি। কার্যরূপ পুলকাদিও অলৌকিক—যথা বেণুগীতে। নির্বেদাদি সহায়সকলও অলৌকিক—বৈচিত্ত্যবিপ্রলম্ভাদিহেতু উন্মাদাদিও লোক-বিলক্ষণ—কোথাও সকলেরই অলৌকিকত্ব—যথা শ্রীব্রহ্মসংহিতাতে 'কথা, গান, গমন, নাট্য প্রভৃতি তদ্বৎ রসাধায়ক'—অতএব অনুকার্য রসেও রসত্বাপাদন-শক্তি থাকাতে সেই প্রীতি-কারণাদিরও অলৌকিকত্ব-দ্বারা বিভাবাদি-আখ্যা-প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহাদের মতই তাহাদের তত্তদাখ্যা হয়। বিভাবন—রত্যাদির বিশেষরূপে আস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতানয়ন। অনুভাবন—এবম্ভূত রত্যাদির স্বমনোমধ্যে রসাদিরূপে ভাবনা। সঞ্চারণ—তথাভূত রত্যাদির সম্যক্ চালন—বাহিরে তদীয় বিয়োগময় দুঃখেও পরমানন্দঘন ভগবানের এবং তদ্‌ভাবের হৃদয়ে স্ফূর্তি বর্তমান থাকেই। অতএব ক্ষুধাতুরদের অত্যুষ্ণ মধুর দুগ্ধবৎ সেই অবস্থায় রসত্ব ব্যাঘাত হয় না। তখন পরম-আনন্দরূপ তদ্‌ভাবেরও বিয়োগদুঃখ-নিমিত্তত্ব চন্দ্রাদির তাপনত্ববৎ জানিবে। তদ্রূপ সেই দুঃখও ভাবা-নন্দজন্য বলিয়া আগামী সংযোগসুখ-পোষক বলিয়া সুখান্তঃপাতই; তদীয় করুণরসেরও সর্বজ্ঞ-বচনাদি-রচিত প্রাপ্ত্যাশা থাকায় এবং অবশেষে সংযোগ হওয়ায় সেখানেও সুখান্তঃ-পাতই সিদ্ধ। অতএব বিয়োগেও অনুকার্যের রসোদয় সিদ্ধ হইল। শ্রবণজ অনুরাগাপেক্ষা দর্শনজ অনু-রাগের শ্রেষ্ঠত্বহেতু ইহাই মুখ্য। যথা—শ্রীপট্টমহিষীদের এবং শ্রী-উদ্ধবের বাক্যে—প্রীতিরসে অনু-কর্তাও ভক্তই সম্মত, অন্যলোক সম্যক্ অনুকরণে অসমর্থ—প্রীতিতেও অনুকরণ হইতেই রসোদয় হয়, কিন্তু ভক্তিবিরোধহেতুই ভক্তে ভগবদ্-বিষয়ক ভক্তিরস প্রায়শঃ উদিত হয় না, তজ্জন্য ভক্তও তাহার অনুকরণ করে না। তদনুভবও ভগবৎ-সম্বন্ধিত্বরূপেই হয়, আত্মীয়তারূপে হয় না, সেই অনুভব ভক্তগত রসোদ্দীপনরূপেই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়; অতএব কোথায়ও শুদ্ধভক্ত-গণের যদি ভগবদনুভাবের অনুকরণ হয়, তবে তাহা তদীয়ত্বরূপেই হয়—স্বীয়ত্বরূপে হয় না; এইরূপেই সমাধান করিতে হইবে। যেখানে কিন্তু ভক্তির বিরোধ হয় না, সেখানে তাহার উদয়ও হয়। প্রীতি-রসে সামাজিকও ভক্তই অভীষ্ট এবং তাহাতেই সিদ্ধি; দৃশ্যকাব্যেই এই রসভাবনাবিধি। শ্রব্যকাব্যেও বর্ণনীয়, বর্ণক এবং শ্রোতৃভেদে যথা-যথ জানিবে; আরও এই বিষয়ে রত্যঙ্কুরবানদেরই প্রায়শঃ বর্ণনীয়াদির অপেক্ষা হয়। প্রেমাদিমানদের কিন্তু যথাকথঞ্চিৎ স্মরণই রসোদয়ে হেতু হয়। ষড়্‌জাদিময় স্বরমাত্রও এ বিষয়ে হেতু হয়। অতএব প্রেমাদিভাবই ভক্তে সর্বসামগ্রীর উদ্ভব করে, লৌকিক রসজ্ঞেরাও বিভাবাদি কোন অঙ্গের অভাবেও তত্তদঙ্গ-সমাক্ষেপহেতু রসনিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন। ভগবৎপ্রীতিরসিক দ্বিবিধ—(১) তদীয়-লীলান্তঃ-পাতিগণ এবং (২) তদন্তঃপাতিত্বা-ভিমানিসকল। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে প্রাক্তন যুক্তিদ্বারা রস স্বতঃই সিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষে দ্বিবিধা গতি—(ক) ভগবল্লীলান্তঃপাতি-সহিত ভগবচ্চরিত শ্রবণাদিদ্বারা এক এবং (খ) ভগবন্মাধুর্যশ্রবণাদিদ্বারা অন্য। তন্মধ্যে (ক) আবার—(অ) সমানবাসন, (আ) বিলক্ষণবাসন ও (ই) বিরুদ্ধবাসনভেদে ত্রিবিধ; (অ) তল্লীলান্তঃপাতী যদি ভক্তের সমবাসন হয়, তখন সদৃশভাবই স্বয়ং সেই লীলান্তঃপাতিবিশেষের বিভাবাদি তাদৃশত্বাভিমানিভক্তে সাধারণ-ভাবে প্রকাশিত করে, যথা পরের যে সে পরের নয়, আমার যে সে আমার নয়; অতএব তদাস্বাদে বিভাবাদির পরিচ্ছেদ বর্তমান থাকে না। (আ) যদি কিন্তু বিলক্ষণ-বাসন হয়, তখন বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা তদ্ভাববিশেষের উদ্দীপনমাত্র হয়, কিন্তু রসোদ্বোধ হয় না।

(ই) আবার যদি বিরুদ্ধবাসন হয়, (যথা বৎসলের সহিত প্রেয়সীভাবের) তখন সেই প্রীতিসামান্তেরই বাৎসল্যাদিদর্শনদ্বারা উদ্দীপন হয়, ভাববিশেষের উদ্দীপন হয় না; রসোদ্বোধও জন্মেনা। তৎপর শেষোক্ত (খ) শ্রীভগবন্মাধুর্য্যাদি-শ্রবণাদি-বিষয়ে তল্লীলান্তঃপাতিবৎ স্বতন্ত্রই রসোদ্বোধ হয়, অতএব শ্রীভগবৎ-প্রীতির রসত্বাপত্তিসিদ্ধি-বিষয়ে এইরূপ বিচার চিন্তনীয়। বিভাবাদি-সম্বলিতা তৎপ্রীতিই প্রীতিময় রস। যথা খণ্ডমরীচাদির সম্মেলনহেতু প্রপাণকরসে অপূর্ব কোনও স্বাদ জন্মে, তদ্রূপ বিভাবাদি-সম্মেলনদ্বারা এই ভগবৎপ্রীতিরসেও অপূর্বাস্বাদ জন্মে এবং সেই প্রীতিরস ভগবন্মাধুর্য্যানুকূল্যের অনুভব-লক্ষণ আস্বাদদ্বারা উদ্দীপনবিভাবরূপ স্বাংশে আস্বাদরূপ হয় এবং ভগবদাদিলক্ষণ আলম্বনবিভাবাদিরূপে আস্বাদ্যরূপ হয়। অতএব রসকে আস্বাদন ও আস্বাদ্য উভয়ই বলা হয়।

বিভাব—প্রীতিরসে বিভাব দ্বিবিধ—(১) আলম্বন ও (২) উদ্দীপন; (১) আলম্বন দ্বিবিধ—(ক) প্রীতিবিষয়-রূপে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং (খ) সেই প্রীতির আধার-রূপে তৎপ্রিয়বর্গ। তত্তন্মাধুর্যের অনভিব্যক্তিতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবতই প্রিয়তমত্ব—'তুলয়াম লবেনাপি'—ইত্যাদিদ্বারা তৎপ্রিয়বর্গ পূর্বেই দেখান হইয়াছে; তৎপ্রিয়বর্গের ভগবদ্বিষয়ক প্রীত্যালম্বনত্বও যুক্তই, কারণ যে প্রিয়বর্গ স্মরণপথে গত হইলে, তদাধারা সেই প্রীতি অনুভূতা হয়।

১১২। অতএব যে প্রিয়বর্গকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানে সেই প্রীতিবিশেষ প্রবর্ত্তিত হয়, সেই প্রিয়বর্গকেও আলম্বন জানিতে হইবে। অতএব সবাসন ও বিলক্ষণ-বাসনক দ্বিবিধ তৎপ্রিয়বর্গ বিষয়া যে প্রীতি হয়, তাহাও তৎপ্রীত্যা-ধারত্বরূপেই হয়, কিন্তু স্বসম্বন্ধাদিদ্বারা হয় না। অতএব তৎপ্রিয়বর্গেও সম্বন্ধহেতুকা প্রীতি নিষেধ করিয়া শ্রীভগবানেই সেই প্রীতি অভ্যর্থনা করত পুনরায় তদাধারত্ব-রূপেই তৎপ্রিয়বর্গে প্রীতি অঙ্গীকার করা হয়—যথা শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীকুন্তী-বাক্যে প্রথম নিষেধ—(১১৩) তৎপর অভ্যর্থনা—(১১৪) তৎপর অঙ্গীকার।

১১৫। ঐরূপে 'বৃক্ক' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্যও সঙ্গমনীয়; শ্রীউদ্ধবের সিদ্ধত্বহেতু এই বাক্য-সম্ভাবনা হইলেও স্বর্ব্যাজদ্বারা অন্যকে উপদেশ দেওয়া হইল বলিয়া জানিতে হইবে; শ্রীকুন্তীবাক্যেরও অন্য অবতারিকা আছে—যথা গমনে পাণ্ডবদের অকুশল, অগমনে বৃষ্ণিদের, অতএব উভয়থা ব্যাকুলচিত্তা হইয়া শ্রীকুন্তীদেবী স্নেহচ্ছেদব্যাজদ্বারা উভয়দেরই 'তোমা' হইতে অবিচ্ছেদ যাহাতে হয়, তাহাই কর—ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

১১৬। তদ্রূপ শ্রীদেবকীর ষড়্-গর্ভানয়নে তাঁহাদের প্রতি যে স্নেহ দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই স্বপীত-শেষ-স্তন্যপ্রসাদদ্বারা তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবান্‌কর্ত্তৃক প্রপঞ্চিত হইয়াছে; যথা শ্রীভাগবতে —তথাপি তন্মায়া তৎসহোদরতা-স্ফুর্ত্তিকেই অবলম্বন করিয়া শ্রীদেবকীকে মোহিত করিয়াছিল—ইহাই মন্তব্য। তদ্রূপ শ্রীরুক্মিণী-দেবীরও স্নেহতদ্দৈন্যাদি-কৌতুক-দিদৃক্ষু শ্রীভগবান্‌দ্বারা কিম্বা তল্লীলা-শক্তিদ্বারা তদর্থ রক্ষিত হইয়াছে—তদ্রূপ বলদেবের স্বশিষ্যীভূত দুর্যোধনের পক্ষপাতও মন্তব্য। কখনও স্নেহক্ষয়কর ক্রোধও দেখা যায়, যথা লক্ষ্মণাহরণে—এই সকলই কিন্তু বৈচিত্রীপোষণের জন্য তল্লীলা-শক্তিদ্বারা প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

(২) উদ্দীপন বিভাব—যাহাদ্বারা বিশিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন হয়েন, সেইসকল ভাব বিভাবনহেতুত্বে পৃথক নির্দ্দিষ্ট হইয়া উদ্দীপন নামে কথিত হয়—তাহারা (ক) গুণ (খ) জাতি (গ) ক্রিয়া (ঘ) দ্রব্য এবং (ঙ) কালরূপ। (১১৬—১৭) (ক) গুণ—কায়, বাক্য এবং মানসাশ্রয়ভেদে ত্রিবিধ। তাহারা সকলেই অপ্রাকৃত যথা—শ্রীভাগবতে ৮৫ গুণ, তন্মধ্যে ১৭টী জীবের অলভ্য ও ৬৮টী জীবলভ্য —শ্রীকৃষ্ণের গুণসকলের মধ্যে কত-গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ এক শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়া আছে—(১১৮—১২০) বিরুদ্ধার্থসদ্‌ভাবেও কিন্তু কোন দোষের সম্ভাবনা নাই, কারণ শ্রুতিতে আছে—'এই আত্মা অপহতপাপ মা' —(১১৮) অন্যদীয় গুণের ন্যায় ভগবদীয় গুণের দোষ-মিশ্রত্ব নাই;

পরমানন্দরূপ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুতে গুণাদিসম্পন্নলক্ষণা অনন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তি দ্বিধা বিরাজমানা আছে, তাঁহার অন্তরে অনভিব্যক্ত নিজ-মূর্ত্তিতে এবং বাহিরে অভিব্যক্ত লক্ষ্মীনাম্নী মূর্ত্তিদ্বারা। স্বরূপশক্তিই মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী হয়েন। তজ্জন্য নিজেতে পরম-আনন্দত্বের এবং সর্বগুণসম্পত্তির স্বরূপ-সিদ্ধ পরমপূর্ণত্বহেতু উভয়-প্রকারের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে স্থিতা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা হইলেও তিনি তাঁহার অপেক্ষা করেন না, যেরূপ অন্যে অপেক্ষা করে; কিন্তু ভক্ত-বশ্যতা-স্বভাবদ্বারা প্রেমবতী বলিয়া তাঁহার অপেক্ষাও করেন বটে। (১২১) পূর্বোক্ত গুণবিরোধত্বহেতু শ্রীভগবানে দোষমাত্রও নাই—তাঁহার অভক্তদিগকে নরকাদি-সংসারদুঃখ হইতে অনুদ্ধারিতারূপ দয়া-বিপরীতদোষ তাঁহার প্রাকৃত দুঃখে অস্পৃষ্টচিত্ততাহেতু পরমাত্ম-সন্দর্ভাদিতে পরিহৃত হইয়াছে। তৎপ্রসাদদর্শনাভাবও ভক্তের দৈন্য বৃদ্ধি করিয়া ভক্তিরস-পোষণার্থই হইয়া থাকে—যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১।৮।১৯); তদ্রূপ ব্রহ্ম-দ্বারা ব্রজবালকদের মোহনও ব্যাখ্যেয়। যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণী বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই, যেহেতু তাদৃশ-লীলায় সকলেরই অপ্রীতি হইত। কারণ তিনি 'তাদৃশী ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকসকল তৎপর হয়।' ব্রহ্মার প্রতি সনকাদির বাক্যে তেজীয়ান্‌দেরও অগম্যাগমন অনুচিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যজ্ঞপত্নীদিগকেই তাহাই বলিয়াছেন (১০।২৩।২৬)।

১২২। এতদ্দ্বারা ভক্তসুহৃত্ত্ব-বৈপরীত্যাভাসও ব্যাখ্যাত হইল। দ্বিবিধ ভক্ত—(১) দূরস্থ ও (২) পরিকর—(১) দূরস্থ ভক্তদের জন্য কোথাও পরম প্রবল সুহৃত্ত্বলক্ষণ গুণদ্বারা ব্রহ্মণ্যত্বাদির আবরণও প্রায় দেখা যায়—যথা শ্রীঅম্বরীষ-চরিতাদিতে। ইহাদের সম্বন্ধে আত্মীয়ত্বই দেখা যায়—যথা 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' ইত্যাদি বাক্যে—(২) পরিকরদের প্রতি আত্মৈকত্বই দেখা যায়—জয়বিজয়শাপাদি-সম্বন্ধে এবং স্কান্দদ্বারকা-মাহাত্ম্যগত দুর্বাসার দুর্বৃত্ত-বিশেষে—অতএব শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্ব ও ভক্তবশ্যত্বগুণ সর্বাচ্ছাদক। প্রেমার্দ্রত্ব—শ্রীপৃথুসম্বন্ধে, শ্রীশুক-বাক্যে—(১২৩) ভক্ত্যার্দ্রত্ব যথা শ্রীকর্দ্দমপ্রতি শুক্লাখ্যভগবানের শ্রীমৈত্রেয়বাক্যে [ভা° ৩।২১।৩৮] (১২৪) বাৎসল্যার্দ্রত্ব--যথা কুরুক্ষেত্রে মিলিত শ্রীনন্দযশোদাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের—(১২৫) মৈত্র্যার্দ্রত্ব—যথা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদাম বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়া—(১২৬) কান্তভাবার্দ্রত্ব—শ্রীকৃষ্ণের রাসান্তে রতিশ্রান্ত গোপীদের বদন মার্জন করিয়া। (১২৭) প্রেমবশ্যত্ব—ভক্তিবশ্যত্ব - শ্রীবামনদেবের শ্রীবলির দ্বারিরূপে স্থিতিদ্বারা (১২৮) বাৎসল্যবশ্যত্ব—শ্রীগোপীগণের দ্বারা স্তোভিত হইয়া দারুযন্ত্রবৎ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য এবং গানদ্বারা—(১২৯) মৈত্রীবশ্যত্ব—শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক পাণ্ডবদের সারথ্যাদি-করণদ্বারা—(১৩০) কান্ত-ভাববশ্যত্ব—শ্রীকৃষ্ণের রাসপ্রসঙ্গে তদর্থে সর্বত্যাগী গোপীদের নিকট 'ঋণ'-স্বীকারদ্বারা।

১৩১। অতএব শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্বাদিগুণ তাঁহার ও পরম-সাধুগণের রুচিকর বলিয়া কাদাচিৎক সত্যাদি-বৈপরীত্যও পরমগুণশিরো-মণির শোভাই প্রকাশ করে—(১৩২) সত্যবিরোধীও গুণ—যথা শ্রীভীষ্ম-প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ নিজ প্রতিজ্ঞা-ত্যাগকরণ; শৌচবিরোধী—যথা কুবলয়কে মারণানন্তর হস্তিদন্ত স্কন্ধে করিয়া এবং রুধির ও মদবিন্দুদ্বারা রঞ্জিত হইয়া—(১৩৩) ক্ষান্তিবিরোধী—যথা শ্রীভারতে এবং শ্রীভাগবতে, কংসের প্রতি কুপিত হইয়া—(১৩৪) সন্তোষবিরোধী—হরিভক্তিসুধোদয়ে এবং শ্রীভাগবতে, যশোদার স্তন্য-পানে অতৃপ্তি দ্বারা—(১৩৫) আর্জবাদিবিরোধি যথা—বলি প্রভৃতির প্রতি সুগ্রীব হনুমানাদির জন্য পক্ষপাতময় জানিবে, কারণ 'দেবের ক্রোধও সর্ব-শুভঙ্কর বরের তুল্য'—এই ন্যায় দ্বারা উহা সিদ্ধ হইয়াছে। (১৩৬—৪২) শমবিরোধী কামও তাঁহার প্রেষ্ঠজনবিশেষ প্রেয়সীদের প্রতি প্রেমবিশেষরূপই—যথা শ্রীমহিষীদের সম্বন্ধে। (১৪৩) শ্রীরঘুনাথচরিতে শ্রীসীতা-হরণানন্তর শোকপ্রকাশ দ্বারা স্ত্রীসঙ্গিদের গতি এবং শ্রীসীতার পাতাল-প্রবেশানন্তর তাঁহার গুণসকল স্মরণ করিয়া ক্রন্দনদ্বারা অন্তরে ভক্তিবিশেষ-সৌখ্যের জন্য তৎপ্রেমবশ্যতার প্রকাশ এবং বাহিরে কামুকক্রিয়ার সাম্য দেখাইয়া সাধারণজনের

বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীভগবচ্চরিতের সর্বথাই হিতকরত্ব-হেতু উভয়বিধ ভাবপ্রকটন যুক্তই হইয়াছে—অতএব শ্রীভগবৎকামের প্রেয়সীবিষয়ক প্রীতিবিশেষমাত্র-শরীরত্বহেতু দোষ নাই—যথা শ্রীমহিষী এবং শ্রীগোপী-সম্বন্ধে। ভক্তভিন্ন অন্যত্রই সাম্য দেখা যায়; সর্বজ্ঞত্বাদি-বিরোধী মোহাদি —— ভক্তপ্রেম - বিশেষময় কোনও নরলীলাবেশময় প্রকাশ-বিশেষে কদাচিৎ সর্বজ্ঞত্বাদির বিরোধী মোহাদিও স্বেচ্ছাপূর্বক অঙ্গীকার করা হেতু এবং তাদৃশ মোহাদির তল্লীলামাধুর্যরাহিত্য হইলে বিদ্বান্‌দিগেরও প্রীতিসুখদ হয় না বলিয়া গুণই, দোষ নয়—যথা অঘাসুরের মুখমধ্যে গোপবালকদের প্রবেশ-সময়ে এবং ব্রহ্মা-কর্তৃক হৃত বালক এবং বৎসগণকে না দেখিয়া—(১৪৪) কিন্তু যখন শ্রীভগবানের ইচ্ছা হয় না, তখন যদি প্রতিকূল লোক তাঁহাকে মোহাদিদ্বারা যুক্ত করিতে চাহে, তখন তিনি মোহাদি দ্বারা সর্বথা যুক্ত হন না, যথা শাল্বমায়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মোহাভাবই স্থাপিত হইয়াছে—(১৪৫) কিন্তু ভক্তপ্রেম পারবশ্যদ্বারা শোকাদি বর্ণিত হইয়াছে, যথা শ্রীরামচরিতে এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিতে শ্রীদাম বিপ্র এবং গোপীদের সহিত ব্যবহারে—(১৪৬) শ্রীভগবানের ভক্তসম্বন্ধবিনাই স্বাতন্ত্র্য —যথা 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' ইত্যাদি বাক্যে; গোচারণাদিতেও সুখিত্ব-গুণানুকূল্যই মন্তব্য, গোচারণচ্ছলে নানাক্রীড়ায় সুখই হয়, যথা গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনে কালকৃত এবং ক্রীড়াকৃত দুঃখ-নিষেধ বর্ণিত আছে। (১৪৭) স্থৈর্যবিরুদ্ধ বাল্যাদিচাপল্যও গুণরূপেই স্পষ্ট দেখা যায়। (১৪৮) রক্তলোকত্ব—যথা শ্রীউদ্ধববাক্যে (৩।৩।২০-২১) অসুরদের প্রতি অপরক্তত্বের কারণ--যথা শ্রীশিববাক্য [৪।৩।১৯]। (১৪৯) যদিও শ্রীভগবানে এই সকল গুণের নিত্যত্ব, তথাপি তত্তৎলীলাসিদ্ধির জন্য কোথায়ও কোন গুণের প্রকাশ হয়—(১৫০) অতএব অবসর-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎগুণ-সমুদয়ের বিশেষাবির্ভাবহেতু একই ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধীরোদাত্তাদি ব্যবহার-চতুষ্টয় প্রকাশ করেন—ধীরোদাত্ত গুণ--শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি শক্রসম্ভাষান্ত লীলায় বর্ণিত। ধীর-ললিতত্বাদি—— শ্রীমদ্‌ব্রজদেবীগণের সহিত লীলায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; ধীরশান্তগুণসকল—শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির নিকটে তৎপালন-লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে; ধীরোদ্ধত-গুণ সকল তাদৃশ অসুরদিগকে প্রাপ্ত হইয়াই কোথায়ও উদিত হয়। অতএব দুষ্টদণ্ডনহেতুত্বই ইহাদের গুণত্ব। (খ) জাতি—তাঁহার এবং তৎ-সম্বন্ধিদের দ্বিবিধ—গোপত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্বাদি; এবং শ্যামত্ব-কিশোরত্বাদি অন্যত্র তদুপমাবুদ্ধি-জনক। তৎ-সম্বন্ধিদের জাতি কিন্তু গবাদিকা জানিবে। (গ) ক্রিয়া —উদ্দীপন-মধ্যে লীলাই ক্রিয়া। উহা দ্বিবিধা—(অ) তৎসান্নিধ্যদ্বারা মায়া-কর্তৃক দর্শিত সৃষ্ট্যাদি মায়িকী এবং (আ) তদীয় শ্রীবিগ্রহের স্বরূপানন্দৈকরূপত্বহেতু তাঁহার স্মিত, বিলাস, খেলা, নৃত্য এবং যুদ্ধাদি-চেষ্টা স্বরূপশক্তিময়ী; 'লীলাকৈবল্য কিন্তু লোকবৎ'—এই ন্যায়দ্বারা ঈশ্বরের স্বভাবতঃই তদিচ্ছাকৌতুক আছে; অতএব তত্তজ্জাতি এবং লীলাভিনিবেশ শুনা যায়।

১৫১। তন্মধ্যে শ্রীবিগ্রহ-চেষ্টা আবার দ্বিবিধা—(অ) ঐশ্বর্যময়ী এবং (আ) মাধুর্যময়ী; তন্মধ্যে আবার নিজজনপ্রেমময়ত্বহেতু মাধুর্যময়ী চেষ্টাই বিহারাধিক্যে কারণ। যথা—গোপবালকদের সহিত যথেচ্ছবিহার দেখিয়া পরমবিস্ময়ে এবং হর্ষে শ্রীশুক বলিয়াছেন——'এই প্রকারে শ্রীনারায়ণাদি স্বাবির্ভাবে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, যাঁহার লীলাই তত্তল্লীলোচিত সুঘট-দুর্ঘট-সর্বার্থসাধক এবং যিনি লৌকিকবৎ তিরোধানপূর্বক ব্যবহারকারী, তিনি অলৌকিক নিজজন ব্রজবাসীদের প্রতি কৃপা করিয়া স্বীয়-পারমৈশ্বর্যে তত্তল্লীলামাধুর্যবিশেষের আবেশ হেতু অলৌকিক গোপাত্মজত্বময় চরিতদ্বারা লৌকিক গোপাত্মজত্বের অনুকরণ করেন, গ্রাম্যবালকদের সহিত কোনও গ্রামাধীশ-বালক যেমন খেলা করে, তদ্বৎ তিনিও লীলাকেই মাত্র প্রধান করত ঐশ্বর্যস্পর্শরহিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন।' ঐরূপ লীলাবেশ অনেক স্থলেই দেখা যায়—যথা সম্পূর্ণরূপে স্তন্যপান করিবার পূর্বে শ্রীযশোদাকর্তৃক ক্রোড়চ্যুত হইয়া, অঘাসুরের মুখ-মধ্যে ব্রজবালকদের প্রবেশ বারণ করিতে না পারিয়া উহা দৈব

ঘটনাই মনে করিয়া; অতএব তত্তৎলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের কর্মসৌষ্ঠব দেখিয়া মুনিরাও সচমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—জরাসন্ধ যুদ্ধান্তে শ্রীশুকবাক্য ও এক সময়ে বহু গৃহে শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থতা দেখিয়া শ্রীনারদবাক্য—এই সকল চরিতে যাহা কিছু অলৌকিক কার্য দেখা যায়, তাহা তত্তল্লীলারস-মাত্রাসক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাখ্যশক্তি স্বয়ং স্বভাব-সিদ্ধ ঐশ্বর্যদ্বারা সম্পাদন করিয়াছেন, যথা—মৃদ্‌ভক্ষণানন্তর শ্রীযশোদাকে শ্রীমুখমধ্যে বিশ্ব দর্শন করাইয়াছেন। 'যদি সত্যগিরস্তর্হি—' ইত্যাদি তদীয় সরসকৃতা লীলা এবং 'অব্যাহতৈশ্বর্যং' ইত্যাদি তত্তল্লীলাশক্তি-কৃতা। উহা শ্রীব্রজেশ্বরীর বাৎসল্যরস-পোষিকা, বিস্ময় এবং আশঙ্কাকেও পোষণ করে। 'নাহং ভক্ষিতবানম্ব' —ইত্যাদি সম্ভ্রমবশতঃ উক্ত মিথ্যা শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যকেও সত্যত্ব প্রাপ্ত করাইল—এই প্রকারে শ্রীদামোদর-লীলাতে যে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনেচ্ছা জন্মে নাই, সে পর্যন্ত রজ্জুর অপেক্ষা দ্ব্যঙ্গুলাধিকত্ব-প্রকাশ, কিন্তু যখন মাতৃশ্রম দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল, তখন আর রজ্জু ছোট হইল না—ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি-প্রভাবদ্বারা বিষময় মোহ হইতে সখাদের উদ্ধারণ—লীলাবেশদ্বারা দাবাগ্নিপান করিতে ইচ্ছা হওয়া মাত্র স্বয়ং তাহার নাশ।

১৫২। রাস-প্রসঙ্গেও লীলাশক্তি-দ্বারাই যত গোপী, শ্রীকৃষ্ণের তত প্রকাশ হইয়াছিল, নিজ-দ্বারা হয় নাই। যখন শ্রীকৃষ্ণের মনে সকল গোপীর সহিত যুগপৎ লীলা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তখনই লীলাশক্তি যত গোপী তত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ প্রকট করিয়াছিলেন—(১৫৩) এবম্প্রকারে মাধুর্যময়ী লীলারই উৎকর্ষ দেখান হইল। এই মাধুর্য-ময়ী লীলার মধ্যে আবার বিচিত্র-লীলা-বিধান শ্রীকৃষ্ণের পূর্বদর্শিত বিলাসময়ী লীলাই যুগপৎ রমণাধিক্য-হেতু শ্রীশুকদেবাদির নিকট এবং শ্রীশিব-ব্রহ্মাদির নিকট পরমমধুর রূপে প্রকাশ পায়—ক্রীড়ামানুষরূপী শ্রীকৃষ্ণের অন্তলোকমর্যাদাময়ী ধর্মানুষ্ঠানলীলা কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মবীরাদি ভক্তদের নিকটেই মধুর-রূপে ভাসমান হয়, তাদৃশ শ্রীশুক-দেবাদির নিকট হয় না—যথা দ্বারকায় শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের ধর্মানুষ্ঠান দেখিয়া 'খেদই' পাইয়াছিলেন।

১৫৪। ঔদাসীন্য-লীলা — কনিষ্ঠ জ্ঞানিভক্তদের নিকট মধুররূপে ভাসমান হয়।

(ঘ) তদীয় দ্রব্য—(অ) পরিষ্কার, (আ) অস্ত্র, (ই) বাদিত্র, (ঈ) স্থান, (উ) চিহ্ন, (উ) পরিবার ভক্ত, (ঋ) নির্মাল্যাদি। (অ) পরিষ্কার—বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পাদি—ভগবদীয় ইহারাও যে তৎস্বরূপভূত, ইহা ভগবৎ-সন্দর্ভে দেখান হইয়াছে।

১৫৫। তথাপি 'ভূষণেরও ভূষণ অঙ্গ' এই ন্যায়দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য-সৌরভ্যাদি দ্বারা পরিক্রিয়মাণ হইয়াই বস্ত্রালঙ্কারাদি তাঁহার অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে, কেবল নিজগুণদ্বারা শোভা বৃদ্ধি করে না। তিনিও স্বশক্তি-বিলাস তত্তদ্রূপ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় তত্তদ্‌গুণসকল বিশেষরূপে প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহারও তত্তদ-পেক্ষা সিদ্ধ হয়। অতএব 'পীতাম্বর-ধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' ইত্যাদি বাক্যে অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্যশালী শ্রী-ভগবানের পরিষ্কার-রূপে বর্ণিত স্রক্ পীতাম্বরেরও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্যত্ব জানা যায়। ঈদৃশ বাস তাঁহার নিত্যই আছে, কিন্তু 'গিরিবনেচরা' ইত্যাদি রজকবাক্য অসুরদৃষ্টি-হেতুই। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও লৌকিকদৃষ্টিহেতুই সুবর্ণাঞ্জনচূর্ণদ্বারাই তাঁহারা দুইজন ভূষিতাম্বরযুক্ত ছিলেন ইত্যাদি—উত্তমত্ব জানাইবার জন্যই বলা হইয়াছে। মূলেও 'শ্যাম হিরণ্য-পরিধি' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাভিন্ন কালীয়, বরুণ ও ইন্দ্রাদিদত্ত অসংখ্য বিচিত্র উপহার-বস্ত্রাদিদ্বারা তদ্দিনে তিনি অন্যপ্রকারে প্রতীয়-মান হইয়াছিলেন; অতএব কংসাহৃত বাসের স্বীকারও তদীয় স্বরূপ-শক্ত্যেক-প্রাদুর্ভাবরূপ নরকাহৃত কন্যাদের মতই জানিবে। (আ) অস্ত্র—যষ্টি চক্রাদি। (ই) বাদিত্র—বেণু শঙ্খাদি; (ঈ) স্থান—শ্রীবৃন্দাবন মথুরাদি; (উ) চিহ্ন—পদাঙ্কাদি (উ) পরিবার—গোপাদি; (ঋ) নির্মাল্যাদি —গোপীচন্দনাদি। (১৫৫) (ঙ) কাল—তদীয় জন্মাষ্টম্যাদি; (চ) ভক্তস্বযোগ্যতাও উদ্দীপনরূপে দেখা যায়। (১৫৬) (ছ) শ্রীভগবদঙ্গবিশেষ —তদ্রূপ তদ্ রসবিশেষে শ্রীভগবদঙ্গ-বিশেষও উদ্দীপন-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়, যথা শ্রীসূতবাক্য—'বক্ষঃ—প্রেয়সীদের; মুখ—বাৎসল্য-রসের; বাহু—পাল্যদের; পদাম্বুজ—সকল-

ভক্তদের।'

১৫৭। (জ) বিরোধী দ্রব্যাদিও প্রতিযোগিমুখে উদ্দীপন হয়, যেমন সূর্যাদিতাপ জলাভিলাষের হেতু হয়। যথা শ্রীবলরামের বিপক্ষপক্ষীয় রণোদ্যম শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি (১০।৫৩।১৫); এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধূলিপঙ্কক্রীড়াদিকৃত মালিন্যাদিও বাৎসল্যাদিতে উদ্দীপন হয়—বৃদ্ধাদিকৃত প্রাতিকূল্যাদিও কান্তভাবাদিতে উদ্দীপন হয়। যখন উদ্দীপনসকল ভয়ানকাদি সপ্ত গৌণরসও জন্মায়, তখনও তাহারা শান্তাদি পঞ্চমুখ্য প্রীতিরসের পোষকতা প্রাপ্ত হয়।

১৫৮। এই উদ্দীপনমধ্যে আবার শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধি বস্তুসকল কিন্তু প্রকৃষ্ট। শ্রীবৃন্দাবন সকলের পরম প্রীত্যেকাস্পদ, শ্রীকৃষ্ণেরও পরম-প্রীত্যেকাস্পদ শুনা যায়; যথা—শ্রীভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় পরমভক্তগণ বলিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রকাশ এবং লীলাসকল পরম বরীয়ান্। তন্মধ্যে আবার বাল্যচরিতের ভক্ত্যুদ্দীপনত্ব বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, যথা—ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে এবং শ্রীভাগবতে; এই প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষ বহুবিধ—ঐশ্বর্যগত, কারুণ্যগত এবং মাধুর্যগত।

অনুভাব—চিত্তস্থ ভাবের অববোধক—ইহারা দ্বিবিধ (১) উদ্ভাস্বরাখ্য এবং (২) সাত্ত্বিকাখ্য। (১) উদ্ভাস্বর—ভাবজ হইয়াও যাহারা বহিশ্চেষ্টাপ্রায়সাধ্য; তাহারা নৃত্য, বিলুণ্ঠিত, গান, ক্রোশন, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি। (২) সাত্ত্বিক—কেবল অন্তর্বিকার হইতে সমুৎপন্ন, তাহারা যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। ইহাদের মধ্যে প্রলয়—চেষ্টালোপ; ভগবৎপ্রীতিহেতুক প্রলয়ে বহিশ্চেষ্টানাশ, কিন্তু অন্তরে ভগবৎস্ফূর্ত্ত্যাদির নাশ হয় না। যথা উদ্ধবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীভাগবতের তৃতীয়ে। যথা—গারুড়ে 'যোগস্থ যোগির মনোবৃত্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিন অবস্থাতেই অচ্যুতাশ্রয় থাকে।' অতএব প্রলয়েও তত্তদ্রসসকলের আস্বাদভেদ স্ফূর্ত্তিও থাকে।

সঞ্চারী ভাব—ইহাদিগকে ব্যভিচারীও বলা হয়—যাহারা ভাবের গতিকে বিশেষরূপে স্থায়ী ভাবের প্রতি (দিকে) লইয়া যায়, তাহাদিগকে সঞ্চারী ভাব বলে। তাহারা ৩৩, উজ্জ্বলে দ্রষ্টব্য। ইহাদের মধ্যে ত্রাস—বৎসলাদি রসে ভয়ানকাদি-দর্শনহেতু প্রীত্যাস্পদের জন্য এবং তৎসঙ্গতি-হানির তর্ক দ্বারা নিজের জন্য ত্রাস হয়। নিদ্রা—ভগবচ্চিন্তাদ্বারা শূন্যচিত্তত্বহেতু এবং ভগবৎসঙ্গতিতে আনন্দব্যাপ্তিহেতু নিদ্রা হয়। শ্রম—পরমানন্দময় ভগবানের জন্য আয়াসতাদাত্ম্যাপত্তিতে শ্রম হয়। আলস্য—তাদৃশ শ্রমহেতুক ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ ভিন্ন ক্রিয়াবিষয়ক আলস্য হয়। বোধ—তদ্দর্শনাদি-বাসনার স্বয়মুদ্বোধ হইয়া বোধ হয়। তাদৃশ ভগবৎপ্রীতিতে অধিষ্ঠানহেতু লৌকিক গুণময় ভাবের মত হইলেও এই সকল নির্বেদাদি সঞ্চারী ভাবগুলির বস্তুতঃ গুণাতীতত্বই জানিবে। অতএব বিভাবাদির সম্মিলনাত্মক ভগবৎপ্রীতিময় রসও ব্যঞ্জিত হইল। হরি—আলম্বন বিভাব; স্মরণ—উদ্দীপন; স্মারণাদি—উদ্ভাস্বরাখ্য অনুভাব; পুলক—সাত্ত্বিক; চিন্তাদি—সঞ্চারী।

স্থায়ী ভাব—এই ভগবৎপ্রীতিময় রস—জ্ঞান এবং ভক্তিময়, বৎসল ও মৈত্রীময় এবং উজ্জ্বলাখ্য ক্রমে প্রীতির পঞ্চভেদ দ্বারা পঞ্চবিধ। এই পঞ্চ স্থায়ী ভাবের ভাবান্তরাশ্রয়ত্বহেতু এবং নিয়তাধারকতাহেতু মুখ্যত্ব, অতএব তদীয় রসেরও মুখ্যত্ব; কিন্তু অন্য যে অদ্ভুতাদি রসের বিস্ময়াদি স্থায়ী ভাব আছে, তাহারা তৎপ্রীতিসম্বন্ধদ্বারা ভাগবত-রসান্তঃপাতী হয় বলিয়া এবং পঞ্চবিধ প্রিয়বর্গে কদাচিৎ উপস্থিত হয় বলিয়া অনিয়তাধারকত্বহেতু গৌণ; অতএব তদীয় রস-সমূহেরও গৌণতা। 'মুখ্যভাব সকল মধুরে সমাপ্ত হয়'—এই ন্যায়দ্বারা গৌণ রসের এবং রসাভাসের বিবরণ বলা হইতেছে। (১৫৮) গৌণরস—(ক) অদ্ভুত, (খ) হাস্য, (গ) বীর, (ঘ) রৌদ্র, (ঙ) ভীষণ, (চ) বীভৎস ও (ছ) করুণ—এই সপ্ত। (ক) অদ্ভুত—তৎপ্রীতিময় অদ্ভুত রস, তৎপ্রীতিময় বিস্ময় স্থায়ী; যথা—ষোলহাজার কন্যাবিবাহে—(১০।৬৯।২) (খ) হাস্য—তৎপ্রীতিময় হাস, অনু-

মোদনাত্মক চিত্তবিকাশ স্থায়ী; যথা বাল্যলীলায় (১০।৮।২০-২২) (১৫৯—১৬০)—উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশ—যথা বস্ত্রহরণ-লীলায় (১০।২২।৬) এবং পৌণ্ড্রের উক্তিশ্রবণে (১০।৬৬।৩)।

১৬১। (গ) বীর—স্থায়ী উৎসাহের চাতুর্ব্বিধ্যহেতু চতুর্ব্বিধ—(অ) ধর্মবীররস—যথা শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে—(১০।৭২।৩); (আ) দয়াবীররস—যথা শ্রীরন্তিদেবের—(৯।২১।৪-১০); (১৬২-৩) (ই) দানবীররস—যথা [১] বহুপ্রদান-দ্বারা—শ্রীনন্দের এবং শ্রীবলির—(১৬৪) দানবীররস—যথা [২] সমুপস্থিত দুরাপার্থত্যাগদ্বারা—যথা কপিলবাক্যে সালোক্যাদি ত্যাগদ্বারা (১০।১৮।৭); (১৬৪-৫) (ঈ) যুদ্ধবীররস—(১) ক্রীড়াযুদ্ধে—প্রতিযোদ্ধা কখনও শ্রীকৃষ্ণ নিজে, কখনও বা তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই মিত্রবিশেষ—(১৬৬); (২) সাক্ষাৎযুদ্ধে—যথা—জরাসন্ধবধে ভীমসেনে।

১৬৭—৬৮। (ঘ) রৌদ্র—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় ক্রোধ। ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আধার—তৎ-প্রিয়জন। শ্রীকৃষ্ণ-হিত, শ্রীকৃষ্ণাহিত এবং নিজাহিত ক্রোধ-বিষয় ত্রিবিধ—(১৬৯-৭১) (ঙ) ভয়ানক—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় ভয়—(১৭২) (চ) বীভৎস—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় জুগুপ্সা—(১৭২-৩) (ছ) করুণ—স্থায়ী তৎপ্রীতিময় শোক; ভগবৎকৃপাহীন শোচনীয় জনপ্রতি তৎপ্রীতিমানের করুণাও ভগবৎপ্রীতিময় করুণরস হয়।

১৭৪। এই সকল বিস্ময়াদির যদি শ্রীকৃষ্ণই আধার হয়েন, তবে তাহারা তৎপ্রীতিময়চিত্তে সঞ্চারিত হয় বলিয়া তখনও তাহারা তৎ-প্রীতিময় অদ্ভুতাদি রস হয়; কিন্তু অজাতপ্রীতি ভক্তদের তৎসম্বন্ধহেতু যে বিস্ময়াদিভাব এবং তদীয় অদ্ভুতাদি রস দেখা যায়—তাহারাও তদনুকারী বলিয়াই জানিবে।

রসাভাস—রসসকলের আভাসত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতির জ্ঞানের জন্য আশ্রয়-নিয়ম এবং পরস্পর ব্যবহার বলা হইতেছে। আশ্রয়-নিয়ম শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধানুরূপই; যথা পিত্রাদিতে প্রাকৃত বাৎসল্যের নিয়ত আশ্রয়ত্ব, তথা পঞ্চ মুখ্য রসের পরস্পর ব্যবহারও তদাশ্রয়জনদিগের অনুরূপ। কুলীন ভক্তলোকের মধ্যে যাহার যাহার সহিত মিলনে নর্ম্মবিহারাদিতে যেরূপ সঙ্কোচ হয়, ভগবদীয় রসসকলেরও সেই নবজনের আশ্রিত রসসকলের সহিত মিলন হইলে সেইরূপ সঙ্কোচতা হয়। যেখানে প্রীতিমান্ লোকদের সঙ্কোচ নাই, সেখানে রসেরও সঙ্কোচ নাই; যেখানে প্রীতিমান্ লোকদের উল্লাস আছে, সেখানে রসসমূহেরও উল্লাস আছে। ভগবৎপ্রেয়সীদিগের বৎসলাদির সহিত সঙ্কোচতাদি। অতএব পঞ্চ মুখ্য রসে সপ্ত গৌণরসের (১) প্রতীপত্ব (২) উদাসীনত্ব ও (৩) অনুগামিত্ব যথাযুক্ত জানিতে হইবে; যথা হাস্যরসের বিয়োগাত্মক ভক্তি-ময়াদি ৪টীতে প্রতীপত্ব, শান্তে উদাসীনত্ব এবং অন্যত্র অনুগামিত্ব। গৌণ রসসমূহের গৌণ রসের সহিতও (ক) বৈর (খ) মাধ্যস্থ এবং (গ) মিত্রতা জানিবে; যথা হাস্যরসের করুণ এবং ভয়ানক—বৈরী; বীরাদি—মধ্যস্থ; অদ্ভুত—মিত্র। এইরূপ দ্বাদশ রসেই স্থায়ী, সঞ্চারী, অনুভাব, বিভাব এবং বিষয়ান্তরগত ভাবাদিরও প্রতীপত্ব, ঔদাসীন্য এবং অনুগামিত্ব বিবেচনীয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাব্যেও অযোগ্য রসান্তরাদিসঙ্গতি-দ্বারা রসের আস্বাদন বাধ্যমান হইলে আভাসত্ব; কিন্তু যেখানে অন্যরস-সঙ্গতি ভঙ্গীবিশেষদ্বারা যোগ্য স্থায়ী রসের উৎকর্ষ সাধন করে, সেখানে রসোল্লাসই হয়। কোন কারণে অযোগ্য রসের উৎকর্ষ হইলে কিন্তু রসাভাসেরই উল্লাস হয়।

১৭৪। মুখ্যরসের মুখ্যসঙ্গতি দ্বারা আভাসিত্ব যথা—১ম স্কন্ধোক্ত কৌরবেন্দ্রস্ত্রীদের বাক্যে, (১৭৫) ৪র্থ স্কন্ধে পৃথুবাক্যে আপাতদৃষ্টে, (৭ম, ৮মে) প্রহ্লাদবাক্যে, (১৭৬) ১০মে শ্রীদামবিপ্রবাক্যে, (১৭৭) শ্রীরুক্মিণী-বাক্যে এবং (১৭৮) শ্রীগোপী-বাক্যে রসাভাসিত্ব-সমাধান। শ্রীবলদেবে দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য-হেতু শঙ্খচূড়বধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শ্রীগোপীসঙ্গে গান এবং দ্বারকা হইতে আসিয়া শ্রীব্রজ-দেবীর প্রতি সন্দেশ অসমঞ্জস নয়। উদ্ধবাদিরও ঐরূপ। মুখ্যরসের অযোগ্য গৌণরস-সঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব যথা—শ্রীবসুদেব এবং দেবকীতে 'ভয়ানক' দ্বারা আভাসিত্ব-বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন না করায়; গৌণরসের অযোগ্য গৌণর স-

সঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব—যথা কালীয়-হ্রদ-প্রবেশলীলায় শ্রীবলদেবে করুণরস হাস্যদ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান—অতএব প্রীত্যাভাসত্ব অবগত হইলেই রসাভাসত্ব জানিতে হইবে।

১৭৯। অযোগ্য-সঞ্চারিসঙ্গতি-দ্বারা আভাসিত্ব, যথা মৈথিলরাজের ভক্তি, গর্বদ্বারা। শ্রীউদ্ধবের শ্রীনন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণবিয়োগানুভবময়ী ভক্তি, হর্ষদ্বারা এবং শ্রীকুব্জার উজ্জ্বলরসচাপল্যদ্বারা, আভাসিত্ব-সমাধান (১৮২) যুগলগীত পরম-রসাবহরূপেই মন্তব্য, চাপল্যরূপে নয়।

১৮৩। অযোগ্যানুভাব-সঙ্গতি-দ্বারা আভাসিত্ব—যথা বলির শুক্রকে অধার্মিক বলায়, উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণকে নাম ধরিয়া সম্বোধনদ্বারা, যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণকে পাদপ্রক্ষালনে নিয়োগ-দ্বারা, শ্রীদামপ্রভৃতি সখাগণের শ্রীরামকৃষ্ণকে ভয়স্থানে গমননিয়োগ-দ্বারা, দ্বারকাজন-বিহারে পট্টমহিষী-দের শ্বশুরের নামগ্রহণদ্বারা এবং অন্যত্র আত্মজালিঙ্গনদ্বারা কান্তভাবা-ভাসিত্ব-সমাধান।

১৮৮। অযোগ্যবিভাবসঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব—অযোগ্য উদ্দীপনসঙ্গতি-দ্বারা, যথা শ্রীঅক্রূরের দাস্যভক্তি শ্রীগোপীকুচকুঙ্কুমাঙ্কিত - শ্রীকৃষ্ণপদ-রহস্যলীলাচিহ্নদ্বারা এবং শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির উজ্জ্বলরসে পুত্ররূপের উদ্দীপন দ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান। (১৮৯) অযোগ্য-আলম্বনসঙ্গতিদ্বারা, যথা যজ্ঞপত্নী, পুলিন্দী, হরিণী প্রভৃতিতে উজ্জ্বলরসের তত্তজ্জাতির অযোগ্য প্রীত্যাধারত্বহেতু আভাসিত্ব এবং তাদৃশপ্রীতিবিষয়াযোগ্যত্ব যথা বেণুগীতে 'ব্রজেশসুতয়োঃ' পদদ্বারা উজ্জ্বলের আভাসিত্ব-সমাধান। (১৯০—১৯১) অযোগ্য বিষয়ান্তর-গত ভাবাদির সঙ্গতিদ্বারা আভাসিত্ব, যথা শ্রীকর্দম ঋষির ভক্তি দেবহূতির রূপানুভবদ্বারা আভাসিত্ব; শ্রীবল-রামের শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য শ্রীদুর্যোধনকে গদা শিক্ষাদ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান।

১৯২। রসোল্লাস——অযোগ্য-সঙ্গতিও ভঙ্গীবিশেষদ্বারা যোগ্য স্থায়ী ভাবের উৎকর্ষসাধন করিলে রসোল্লাস হয়। (১৯২) মুখ্যরসের সঙ্গতিদ্বারা মুখ্যরসের উল্লাস, যথা ব্রহ্মবাক্যে জ্ঞানভক্তি বন্ধুভাবদ্বারা এবং শ্রীশুক-দেবের বাক্যে জ্ঞানভক্তি সখ্যভাবদ্বারা উল্লসিত, শ্রীকুন্তীর বাৎসল্য ঐশ্বর্য-জ্ঞান-ভক্তিদ্বারা উল্লসিত, (১৯৩—১৯৮) শ্রীহনুমানের মাধুর্যময়ী দাস্য-ভক্তি স্বরূপৈশ্বর্যজ্ঞানদ্বারা উল্লসিত, শ্রীরাঘবেন্দ্রের কেবলমাধুর্যময়ী লীলাতেও ভক্তির একমাত্র কারণ কারুণ্যপ্রমুখ পরমমাধুর্য সর্বোধ্বর্ ।

১৯৯। শ্রীরাসপ্রারম্ভে শ্রীগোপী-দের উত্তরে নর্মালাপময় শ্লেষভঙ্গীদ্বারা স্বীয়ভাবোৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া রসোল্লাসই হইয়াছে। অযোগ্য গৌণরসের সঙ্গতিদ্বারা মুখ্যরসের উল্লাস যথা—শ্রীরুক্মিণীবাক্যে অযোগ্য বীভৎস সঙ্গতিদ্বারা কান্তভাবের উৎকর্ষ হইয়াছে, কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীদের বাক্যেও বীভৎস-সঙ্গতিদ্বারা কান্ত-ভাবের উৎকর্ষই হইয়াছে, (২০০) গৌণরসেও অযোগ্যমুখ্যরসের সঙ্গতি দ্বারা রসোল্লাসই হয়; যথা কালিয়-গ্রস্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীগোপীদের শোকাত্মক করুণরস, অযোগ্য-সম্ভোগাখ্য উজ্জ্বলরসের স্মিতবিলো-কাদি-স্মরণরূপ তত্তদ্ভাবাভিব্যঞ্জন-ভঙ্গীদ্বারা উল্লসিত হইয়াছে, (২০১) মুখ্যরসে অযোগ্য সঞ্চারী সঙ্গতি-দ্বারাও রসোল্লাস হয়; যথা শ্রীরাস-প্রারম্ভে পত্যাদি-দ্বারা বার্যমাণ হইয়াও শ্রীগোপীদের অভিসার-করণরূপ চাপল্যভঙ্গিদ্বারা সর্বানু-সন্ধানরহিত মহাভাবাখ্য কান্তভাবের উল্লাস হইয়াছে, (২০২) অযোগ্য-রসের উৎকর্ষে কিন্তু রসাভাসেরই উল্লাস হয়; যথা শ্রীবসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য ঐশ্বর্যজ্ঞানদ্বারা আভাসিত্ব-সমাধান শ্রীবলদেববৎ। নির্দ্দোষ রসাভাসত্ববিষয়েই এই সমাধান।

ভগবৎ-প্রীতিবিশেষময় রসসকল—

২০৩। (১) শান্তাপরনামা জ্ঞানভক্তিময় রস; অত্র আলম্বন—পরব্রহ্মরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত জ্ঞানভক্তির বিষয় চতুর্ভুজাদিরূপ শ্রীভগবান্। আধার—ভগবল্লীলাগত মহাজ্ঞানী ভক্তসকল যথা চতুঃসনাদি। স্থায়ী—জ্ঞানভক্তি।

২০৩—৪। (২) ভক্তিময় রস—(ক) আশ্রয়ভক্তিময় রস; অত্র আলম্বন—বালকরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবাসীভিন্ন অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্নরাকারতাপ্রধান পরমেশ্বরাকার, কিন্তু ব্রজবাসীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরম মধুর নরাকারই। আধার—তল্লীলাগত পরমপাল্যসকল। পাল্য দ্বিবিধ—(ক) প্রপঞ্চকার্যাধিকৃত বহিরঙ্গ-সকল ও (খ) তদীয়চরণ-চ্ছায়ৈকজীবন অন্তরঙ্গ-সকল।

পূর্বোক্ত বহিরঙ্গের মধ্যে আবার ব্রহ্মা-শিবাদি ভক্তিবিশেষবদ্‌ভাবহেতু অন্তরঙ্গ। শেষোক্ত অন্তরঙ্গ আবার (অ) সাধারণ, (আ) যদুপুরবাসী এবং (ই) ব্রজপুরবাসীভেদে ত্রিবিধ। সাধারণ যথা জরাসন্ধ-বদ্ধ রাজাদি, মুনিবিশেষাদি, পুরবাসী, শ্রেণী (ব্যবসায়ী) জনাদি, (২০৫—২০৭) আশ্রয়ভক্তিময় রস দ্বিবিধ—অযোগাত্মক এবং যোগাত্মক। অযোগাত্মক দ্বিবিধ—প্রথম অপ্রাপ্তি এবং বিয়োগ। যোগও দ্বিবিধ—প্রথম অপ্রাপ্তির এবং বিয়োগের পরে—সিদ্ধি এবং তুষ্টি।

২০৭। (খ) দাস্যভক্তিময় রস; আলম্বন—প্রভুরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ দাস্যভক্ত্যাশ্রয়। আধার—শ্রীকৃষ্ণলীলানুগত মধ্যে উৎকৃষ্ট তদ্‌ভৃত্যগণ। ইঁহাদের নিকট পরমেশ্বর-আকার এবং নরাকাররূপে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ আবির্ভাব। তদ্‌ভৃত্যও তদনুশীলনহেতু দ্বিবিধ—তাহারা পুনরায় ত্রিবিধ—(ক) অঙ্গসেবক, (খ) পার্ষদ এবং (গ) প্রেষ্য। (২০৮) (ক) অঙ্গসেবক অভ্যঞ্জক, তাম্বুল-বস্ত্র-গন্ধ-সমর্পকাদি; (খ) পার্ষদ—মন্ত্রী, সারথি, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ, দেশাধ্যক্ষাদি, বিদ্যাচাতুর্য দ্বারা সভারঞ্জকগণ, [পুরোহিতের প্রাধান্যতঃ গুরুবর্গান্তঃপাত, অংশতঃ পার্ষদত্ব]। (গ) প্রেষ্য—সাদি (অশ্বাদ্যারোহিযোদ্ধা), পদাতি, শিল্পী প্রভৃতি—ইঁহারা পূর্ববৎ প্রায় প্রিয়তর। শ্রীউদ্ধব দারুকাদির কিন্তু অঙ্গসেবনাদি-বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া সর্বাপেক্ষা আধিক্য; তন্মধ্যে আবার উদ্ধবেরই আধিক্য।

২০৮—২১১। উদ্দীপন—অঙ্গসেবকে বিশেষতঃ সৌন্দর্য সৌকুমার্যাদি-গুণ। ক্রিয়া—শয়ন-ভোজনাদি। দ্রব্য—তৎসেবোপযোগ্য এবং তদুচ্ছিষ্টাদি; পার্ষদে প্রভুত্বাদিগুণ, প্রেষ্যে—প্রতাপাদি। যোগে তত্তৎকর্মতাৎপর্যই ইহাদের অসাধারণ ধর্ম, যাহা সেবাকালে উদিত কম্প-স্তম্ভাদি ভাবদিগকে বিলোপ করে। অযোগেও স্বস্বকর্মানুসন্ধান কিম্বা তদর্চাতেও তত্তৎকৃতি। স্থায়ী—দাস্যভক্ত্যাখ্য; উহা অক্রূরাদির ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রধান। উদ্ধবাদির তৎসত্ত্বেও মাধুর্যজ্ঞান-প্রধান—শ্রীগোকুলভাগ্য - শ্লাঘাতেই স্পষ্ট। শ্রীব্রজস্থদের একমাত্র মাধুর্যময়। শ্রীব্রজরাজকুমারত্ব, পরমগুণ-প্রভাবত্বাদি দ্বারাই আদরসদ্ভাবহেতু শ্রীব্রজস্থদেরও প্রীতির ভক্তিত্বই সিদ্ধ। (২১২—১৩) প্রথম অপ্রাপ্ত্যাত্মক এবং তদনন্তর প্রাপ্তি-লক্ষণ সিদ্ধ্যাত্মক—যথা অক্রূরের—(২১৪—১৫) শ্রীভগবদন্তর্ধানানন্তর বিয়োগাত্মক এবং বিয়োগে বিঘ্নসূচক তুষ্ট্যাত্মকে তৎসাক্ষাৎকারতুল্য স্ফূর্ত্যাত্মক—যথা শ্রীউদ্ধবের—(২১৬) এইরূপে তদ্বিরহ-দুঃখমগ্ন ব্রজেও কৃপাপূর্বক ব্যবহার-রক্ষার জন্য কোনও কোনও লোকে অবিচ্ছেদরূপেই স্ফূর্তি বর্তমান ছিল, শ্রীউদ্ধব-প্রবেশে কাহারও সুখও বর্ণিত আছে;—(২১৭) শ্রীউদ্ধবের সাক্ষাৎকারলক্ষণ তুষ্ট্যাত্মক স্ফূর্তি ছিল—শ্রীশুকদেব-দ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রচারের পূর্বেই শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিরূপা গতি হইয়াছিল, শ্রীভাগবত-প্রচারানন্তর শ্রীউদ্ধবকে স্বজ্ঞান-প্রচারের জন্য আর পৃথিবীতে রাখার দরকার হয় নাই। 'আসামহো'—ইত্যাদি শ্লোক-দ্বারা তাঁহার ব্রজপ্রাপ্তির দৃঢ়মনোরথ জানা যায় বলিয়া কায়ব্যূহদ্বারা শ্রীমদ্‌ব্রজেও শ্রীউদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি জানিতে হইবে।

২১৮—২২২। (গ) প্রশ্রয়-ভক্তিময়-রসে আলম্বন—লালক-রূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত প্রশ্রয়ভক্তিবিষয় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববৎ পরমেশ্বরাকারে ও শ্রীমন্নরাকারে দ্বিবিধ আবির্ভাব। তত্তদাশ্রয়রূপেও লাল্য ত্রিবিধ—(অ) পরমেশ্বরাকারাশ্রয় ব্রহ্মাদি, (অ) শ্রীমন্নরাকারাশ্রয় শ্রীদশাক্ষরধ্যানদর্শিত শ্রীগোকুলের শিশুগণ; (ই) উভয়াশ্রয় শ্রীদ্বারকাতে জন্মগ্রহণকারী পুত্র, অনুজ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রাদি। পুত্রমধ্যে কেহ গুণতঃ, কেহ আকারতঃ এবং কেহ কেহ উভয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ।

২২৩। উদ্দীপন—স্ববিষয়ক শ্রীকৃষ্ণবাৎসল্য, স্মিতপ্রেক্ষাদি। তদ্রূপ তাঁহার কীর্তি, বুদ্ধি ও বলাদির পরমমহত্ত্ব এবং জাতি, ক্রিয়াদিও যথাযোগ্য জানিবে। অনুভাব—বাল্যে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি মৃদুবাক্য-দ্বারা স্বৈর-প্রশ্ন, প্রার্থনাদি, তদঙ্গুলী-বাহুপ্রভৃতির আলম্বনে স্থিতি, তদুৎসঙ্গোপবেশন, তত্তাম্বুলচর্বিত-গ্রহণাদি। কৈশোরে—তদাজ্ঞা-প্রতিপালন, তচ্চেষ্টানুস্মরণ, স্বৈরতা-বিমোক্ষাদি। সকল সময়েই তদনুগতি। সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব-সকল—পূর্বোক্ত রূপই এবং স্থায়ী—

প্রশ্রয়ভক্ত্যাখ্য ; বাল্যে লাল্যতাভিমানময়ত্বদ্বারা প্রশ্রয়বীজ দৈন্যাংশের সদ্ভাবহেতু তদাখ্য। অন্যসময়ে—প্রণয়াগত সাধ্বসের সহিত অনুগতি। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ যোগাদিভেদ আছে।

২২৪। (৩) বাৎসল্যময় বৎসলাখ্যরস—(২২৪—২৩০) তত্র আলম্বন—লাল্যরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বাৎসল্য-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তদাধার—পিত্রাদিরূপ গুরুজন। তত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্নরাকারই, গুরুজন—ভক্ত্যাদিমিশ্র শ্রীবসুদেব দেবকী কুন্তী প্রভৃতি। শুদ্ধ কিন্তু শ্রীনন্দযশোদা এবং তাঁহাদের সমবয়স্কা বল্লবী এবং বল্লব প্রভৃতি। ইহাদের বাৎসল্যোপযোগী স্বাভাবিক বৈদুষ্য (বিচক্ষণতা) পূতনাবধানন্তর রক্ষামন্ত্রদ্বারা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত। উদ্দীপন—প্রথম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের বৎসলোচিত লাল্যভাব, শৈশব-চাপল্য ; অন্যসময়ে প্রশ্রয়, লজ্জা, প্রিয়ম্বদত্ব, সারল্য, দাতৃত্ব, প্রাগল্ভ্য, অবয়ব এবং বয়সের কান্তি, সৌন্দর্য, সর্বসল্লক্ষণত্ব, পূর্ণকৈশোর পর্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি কিন্তু সর্বদাই বর্ত্তমান—(২৩১-৩২) জাতি—পূর্বোক্ত বৈশ্যাদি। ক্রিয়া—জন্ম-বাল্যক্রিয়াদি, পৌগণ্ডাদিতে মান্যমাননাদি ; দ্রব্য—তৎক্রীড়াভাণ্ড-বসনাদি। কাল—তজ্জন্মদিনাদি। (২৩৩—২৪৪) অনুভাবে উদ্ভাস্বর—লালন, শিরোঘ্রাণ, আশীর্বাদ, হিতোপদেশদান, হিতপ্রবর্ত্তনার্থ তর্জনাদি, তৎমঙ্গলার্থ চেষ্টা, তজ্জন্য গৃহসম্পত্তিসংপাদনে যত্ন, দুঃখেও তৎপ্রস্তোভনার্থ মিথ্যাহাস্যাদি, দুষ্টজীবাদি হইতে অনিষ্টশঙ্কা, তচ্ছ্রেয়োনিবন্ধন দেবতাদির পূজা, অন্যকর্তৃক তৎপ্রভাব সম্যক্ নির্ণীত না হইলেও তৎকার্যের প্রকারান্তর-কারণতা-ভাবনা—অন্য লোকসকল দ্বারা ভগবৎরূপে দেখিলেও কিন্তু মাতাপিতার নিজমাধুর্যভাবে নৈশ্চল্যাদি—(২৪৪—৪৮) সাত্ত্বিকভাব—অষ্ট, কিন্তু মাতার স্তন্যক্ষরণ সহিত নয়টী, সঞ্চারী—প্রসিদ্ধ। ইহারা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃত-লীলাজাত এবং তল্লীলাশক্তিকৃত ঐশ্বর্যময়লীলাজাত জানিবে। স্থায়ী বাৎসল্যাখ্য ; প্রথম অপ্রাপ্তিময়, তদনন্তর প্রাপ্তিলক্ষণ সিদ্ধ্যাত্মক। বিয়োগাত্মক এবং তদনন্তর তুষ্ট্যাত্মক যোগ।

২৪৯। (৪) মৈত্রীময় রস—তত্র আলম্বনরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত মৈত্রীবিষয় শ্রীকৃষ্ণ ; আশ্রয়রূপ তল্লীলাগত স্বোৎকৃষ্ট সজাতীয়ভাববিশিষ্ট তদীয় মিত্রগণ। শ্রীকৃষ্ণ কখনও চতুর্ভুজ হইয়াও নরাকাররূপেই প্রতীত, যথা—শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুনবাক্যে। মিত্রগণ দ্বিবিধ—(ক) সুহৃদ্গণ যথা শ্রীভীমসেন দ্রৌপদী প্রভৃতি—(খ) সখাগণ—যথা শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীদামবিপ্রাদি। শ্রীগোকুলে শ্রীদামাদি। আগমে — বসুদেব কিঙ্কিণ্যাদি। ভবিষ্যোত্তরের মল্ললীলাতে সুভদ্র মণ্ডলীভদ্রাদি। উঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সাম্য—সমান গুণ, শীল, বয়স, বিলাস, বেশ, বৈদুষ্য এবং বৈদগ্ধ্যদ্বারা। ইহারা আবার তত্তৎভাববৈশিষ্ট্যহেতু ত্রিবিধ—(অ) সখা, (আ) প্রিয়সখা, (ই) প্রিয়নর্মসখা ; তন্মধ্যে পরমমাধুর্যৈকময়-প্রণয়াতিশয়ি-বিহারলালিত্যদ্বারা শ্রীদামাদিই প্রধান, যথা—শ্রীশুকবাক্যে। শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব—'বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ' ইত্যাদিতে বর্ণিত। উদ্দীপনমধ্যে গুণ—অভিব্যক্তমিত্রভাবতা, আর্জ্জব, কৃতজ্ঞত্ব, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দাক্ষ্য, শৌর্য, বল, ক্ষমা, কারুণ্য, রক্তলোকত্ব ইত্যাদি, অবয়ব এবং বয়সের সৌন্দর্য, সর্বসল্লক্ষণত্ব ইত্যাদি। তত্র সৌহৃদময়ে আর্জবাদির প্রাধান্য ; সখ্যময়ে কিন্তু বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্যাদিমিশ্র আর্জবাদির এবং তদুভয়াংশমিশ্রা মৈত্রীতে যথাসম্ভব অংশদ্বয়ের মিশ্রণ। (২৫০—৫৪) অভিব্যক্ত-মিত্র ভাবতা যথা (ভাগ ১০।১৩।১০—১৩)। (২৫৫) জাতি—ক্ষত্রিয়ত্ব—যাহাতে সৌহৃদময়ের প্রাধান্য ও গোপত্ব—যাহাতে সখ্যময়ের প্রাচুর্য। ক্রিয়া—নর্ম, গান, নানাভাষা-শংসন, গবাহ্বান, বেণুবাদ্যাদিকলা এবং বাল্যাদির উচিত ক্রীড়াদি। (২৬০) বেশ—গোপবেশ, মল্লবেশ, নটবেশ, রাজবেশ (ইহা দ্বারকাদিতেই প্রচুর) এবং ধার্মিক গৃহস্থবেশদ্বারাই তত্তল্লীলা শোভা প্রাপ্ত হয়। দ্রব্য—বসন, ভূষণ, শঙ্খ, চক্র, শৃঙ্গ, বেণু, যষ্টি, প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি। কাল—তত্তৎক্রীড়োচিত। (২৬১—৬২) অনুভাবমধ্যে উদ্ভাস্বর ; সৌহৃদময়ে--নিরুপাধি তদীয় হিতানুসন্ধান, যুক্তাযুক্তকথন, সস্মিতগোষ্ঠী প্রভৃতি, সখ্যময়ে—অসঙ্কুচিত প্রীতিময় চেষ্টা ; শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য নানাক্রীড়া, সঙ্গীতাদিকলাভ্যাস ; ভোজনোপবেশনশয়নাদি, নর্ম, রহোলীলা, কর্ণাকর্ণি প্রভৃতি। (২৬৩) সাত্ত্বিক—সৌহৃদে

অশ্রু, শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীভীমাদির—(২৬৪) সখ্যে প্রণয়—শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া সখাদের মূর্চ্ছা। (২৬৫) সঞ্চারী—সৌহৃদে হর্ষ এবং সখ্যে হর্ষ (২৬৬—৬৯)। স্থায়ী—মৈত্র্যাখ্য; উহা শ্রীদামবিপ্রাদিতে ঐশ্বর্যজ্ঞান-সঙ্কুচিত; শ্রীমদর্জ্জুনাদিতে সঙ্কোচিতৈশ্বর্যজ্ঞান এবং শ্রীগোপবালকদের শুদ্ধ—অতএব কখনও বিকৃত হয় না, যথা শ্রীরামের ব্রজাগমনে—(২৭০) শ্রীকৃষ্ণই সখাদের জীবন—(২৭১—৭৩) মৈত্রীময়রসের প্রথম অপ্রাপ্তিময় এবং সিদ্ধ্যাত্মক ভেদ পূর্ববৎ উহ্য; বিয়োগাত্মক এবং তদনন্তর তুষ্ট্যাত্মক যথা শ্রীপাণ্ডবাদির—(২৭৪) শ্রীব্রজ-কুমারদের দেশান্তরে বিয়োগাত্মোদাহরণ এবং তদনন্তর তুষ্ট্যাত্মোদাহরণ বাৎসল্যানুসারেই জানিবে।

২৭৫। (৫) উজ্জ্বল, অত্র আলম্বন——কান্তরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত কান্তভাববিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তদাধার—সজাতীয়ভাববিশিষ্টা তদীয় পরম-বল্লভাসকল। শ্রীকৃষ্ণ—যথা শ্রীরুক্মিণী-বাক্যে ভুবনসুন্দর এবং তাপহারী-রূপে—(২৭৫) শ্রীকৃষ্ণ—যথা শ্রীগোপীদের নিকট শ্রীশুকদেববাক্যে সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপে; (২৭৬) তদ্বল্লভাদের মধ্যে সৈরিন্ধ্রী সামান্যা—যিনি দুর্ভগা হইয়াও অঙ্গরাগার্পণ মাত্র-লক্ষণ ভজনদ্বারা শুদ্ধপ্রেম-বান্‌দের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও আত্মতর্পণ-তৎপরা হওয়াতে শ্রীব্রজ-দেব্যাদিবৎ শুদ্ধপ্রেমভাববতীরূপেই দর্শিত হইয়াছেন। (২৭৭) স্বীয়া রুক্মিণ্যাদির স্তুতি—(২৭৮) তদনন্তর ব্রজদেবীগণের অসমোর্দ্ধ স্তুতি—যে ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া হইয়াও প্রকটলীলাতে পরকীয়ায় মানারূপেই প্রতীতা; যথা—শ্রীউদ্ধব এবং মাথুরপুরস্ত্রীদের বাক্যে ব্রজদেবীস্তুতি—(২৭৯–২৮৪) শ্রীব্রজ-দেবীদের সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ—(২৭৯) (ক) ভাবতঃ উৎকর্ষ – পরকীয়ায়-মানত্ব দ্বারা—শ্রীভরত, রুদ্র, বিষ্ণু-গুপ্ত প্রভৃতি লৌকিকরসবিদ্‌দের মতেও নিবারণ, দুর্লভত্ব এবং বামতাদ্বারাই নায়িকাদের রসোৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে—কোনও কোনও গোপকুমারীতে কাত্যায়নীমন্ত্রজপানু-সারে পতিভাবেরই আধিক্য পাওয়া যায়। কেহ কেহ বারণাদি বশতঃই ইহাদের প্রেমাধিক্য মনে করেন, তাহা নয়; প্রেমের জাতিত্বহেতুই ইহাদের প্রেমাধিক্য, তাহা না হইলে শ্রীউদ্ধবাদি তাহা বাঞ্ছা করিতেন না; প্রবলজাতিত্বহেতুই ইহার প্রশংসা। মত্তহস্তিগণের দুর্গাতি-ক্রমে বলের অভিব্যক্তির ন্যায় প্রবল-জাতিত্বহেতু শ্রীগোপীপ্রেমের নিবারণাদি অতিক্রমদ্বারা তাহাদের প্রেমবল প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র, নিবারণাদি প্রেমের উৎপাদক হয় নাই। নিবারণাদি-সাম্যেও তাহাদের প্রেমের জাত্যংশ প্রবল হওয়াতে নিজেদের ভিতরে প্রেমতারতম্য দেখা যায়; যথা—তাঁহারা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীরাধাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণের মহাবৈশিষ্ট্যহেতু শ্রীরাধার প্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট; যথা—'অনয়ারাধিতঃ'—ইত্যাদি শ্লোকে। ক্ষোভসত্ত্বেও শ্রীগোপীপ্রেমের যে প্রফুল্লতা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণসর্পের ন্যায় স্বতঃই সিদ্ধতা বশতঃ, কিন্তু অপর হইতে আহার্যহেতু নয় অর্থাৎ তাঁহাদের প্রেম স্বভাবতঃই প্রবল, কিন্তু নিবারণাদি-প্রবলীকৃত নয়—কেবল ঔপপত্যেরই প্রেমবর্দ্ধনত্ব কিন্তু তাহাদের নিজেদের দ্বারাই নিন্দিত হইয়াছে; যথা—'গণিকা নিঃস্বজনকে ত্যাগ করে, জারসকল ভোগান্তে রতা স্ত্রীলোকদিগকে ত্যাগ করে'—এই বাক্যে কোনও লোক পরকীয়া স্ত্রীলোকদের যে লঘুত্ব বলে, তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত নায়কাবলম্বনা স্ত্রীদের বিষয়েই যুক্ত, কারণ উহা তথাই জুগুপ্সিত (নিন্দিত); এই গোপীপ্রেমে কিন্তু 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ—ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই উহা প্রত্যাখ্যাপিত হইয়াছে। এই বাক্যেও 'তৎ-পতীনাং' এই শব্দ ব্যবহারিক দৃষ্টি-মাত্রদ্বারাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীগোপীদের স্বরূপশক্তিত্বই প্রকটে ও অপ্রকটে স্থাপিত হইয়াছে। সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণ নায়কের তাদৃশভাবদ্বারা প্রাপ্তি-বিষয়ে 'এতাঃ পরং তনুভৃতঃ' ইত্যাদি বাক্যে' সর্বোর্দ্ধশ্লাঘা-শ্রবণহেতু পরমগরীয়স্ত্বই দেখান হইয়াছে। অতএব রস-শাস্ত্রেও উক্ত আছে—শ্রীগোপীদের স্বপত্যাভাস-সম্বন্ধও বারণ করিতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়'—ইত্যাদি। এইরূপ শ্রীভগ-বন্নিত্যপ্রিয়া গোপীদের সম্বন্ধে সর্বদাই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের মায়ামোহিত গোপগণ মায়াদ্বারাই নির্মিতা নিজনিজ দারাকে নিজনিজ-

পার্শ্বস্থ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াপ্রকাশ করেন নাই।

২৮০—৮১। (খ) দৈহিক উৎকর্ষ—যথা শ্রীরাসপ্রসঙ্গে—(২৮২); (গ) গুণবৈভবকৃত উৎকর্ষ—যথা (১০।৩২।৯)—(২৮৩—৮৪) (ঘ) কলাবৈদগ্ধীকৃত উৎকর্ষ—১০।৩৩।৭। (২৮৫) সামান্যাদের মধ্যে সৈরিন্ধ্রীই মুখ্যা; স্বকীয়া পট্টমহিষীগণের মধ্যে শ্রীরুক্মিণী ও সত্যভামাই মুখ্যা; ব্রজদেবীগণের মধ্যে ভবিষ্যোত্তর ও স্কান্দসংহিতার মতে শ্রীরাধা, অনুরাধা (ললিতা), সোমাভা (চন্দ্রাবলী), বিশাখা, শৈব্যা, ভদ্রা, পদ্মা, ধন্যা, গোপালী, পালিকা এবং তারকাই মুখ্যা। আগমোপদেশানুসারে সর্ব্বমোট শত কোটি প্রমদা। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধাই মুখ্যা। শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ ত্রিবিধা—(১) মুগ্ধা, (২) মধ্যা ও (৩) প্রগল্ভা; তাঁহারা নব-যৌবন, ব্যক্তযৌবন ও সম্যক্‌যৌবন-লক্ষিত বয়োভেদদ্বারা এবং তত্তৎ-চেষ্টাদ্বারা বিভিন্ন। গৌতমীয়-তন্ত্রানুসারে প্রাপ্তষোড়শবর্ষই শেষ যৌবন। স্বভাবভেদদ্বারা ইঁহারা (ক) ধীরা, (খ) অধীরা এবং (গ) মিশ্রগুণা। প্রেমতারতম্যদ্বারা (অ) শ্রেষ্ঠা, (আ) সমা এবং (ই) লঘু। লীলাবস্থাভেদে একজনই অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতপ্রেয়সী ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা—এই অষ্ট নাম প্রাপ্ত হয়েন। পুনরায় ভাবের পরস্পর সাদৃশ্য, কিঞ্চিৎসাদৃশ্য এবং অস্ফুটসাদৃশ্য ও বিরোধিত্বদ্বারা চতুর্ব্বিধভেদ। ভাবভেদ আবার সখী, সুহৃদ, তটস্থা এবং প্রাতিপাক্ষিক হিসাবে চতুর্ব্বিধ।

২৮৫—৮৭। সখী, সুহৃদ, তটস্থা ও প্রতিপক্ষ যথা—রাসপ্রসঙ্গে শ্রীভাগ, শ্রীহরিবংশাদিতে; পারিজাতহরণে শ্রীরুক্মিণী ও সত্যভামার প্রতিপক্ষতা দৃষ্ট হয়—(২৮৮) শ্রীভগবদ্‌ভক্তদের মধ্যে পরস্পর প্রতিপক্ষত্ব অসম্ভব এবং অহৃদ্য; শ্রীরাসে শ্রীভগবান্‌ও তাহাদের 'সৌভগমদ' দেখিয়া তাহাদের ঈর্ষামদমানাদি দূর করিবার ইচ্ছাতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন; শ্রীশুকদেবও নিজে তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া 'দৌরাত্ম্য' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার সমাধান এই—শ্রীভগবানের সকল ক্রীড়াই প্রীতি-পোষণের জন্য প্রবর্ত্তিতা হয়, তিনি সেই সকল ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকসকল রাগানুগাভক্তরূপে তৎপর হয়। তন্মধ্যে আবার এই শৃঙ্গার-ক্রীড়ার এই স্বভাব যে ঈর্ষামদমানাদি-লক্ষণ তত্তদ্‌ভাববৈচিত্রী-পরিকররূপেই রসপুষ্টি করে; তজ্জন্যই কবিরাও এইরূপেই বর্ণনা করেন, শ্রীভগবান্‌ও স্বলীলাতে তাহা অঙ্গীকার করেন এবং নিজেও দক্ষিণ, অনুকূল, শঠ এবং ধৃষ্ট—চতুর্ব্বিধ নায়করূপে যথাযোগ্য স্থানে প্রকাশিত হয়েন; অতএব তল্লীলাশক্তিই প্রেয়সীদিগের হৃদয়ে তত্তদ্‌ভাবানুরূপ তত্তদ্‌ভাব দিয়া থাকেন। তজ্জন্য যখন সকলেরই বিরহ উপস্থিত হয়, তখন দৈন্যবশতঃ একজাতীয় ভাবত্বাপত্তিদ্বারা সর্ব্বত্র সখ্যই অভিব্যঞ্জিত হয়; যথা—শ্রীরাসে প্রিয়বিশ্লেষহেতু মোহিতা ও দুঃখিতা সখীকে দেখিয়া পূর্ব্বপ্রাতিপক্ষিকা গোপীদেরও সখ্য হইয়াছিল। বিরহ-লীলা, প্রেয়সীদের শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক তৃষ্ণাতিশয়বর্দ্ধনার্থ হইয়া থাকে—কারণ নাগরচূড়ামণীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ তৃষ্ণাবৃদ্ধি অত্যন্ত রুচিকর, যথা—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোপীদের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন—'নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্' ইত্যাদি শ্লোক। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বিরহও হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের মদমানাদি-বিনোদ অতিক্রম করিয়াও অধ্যবসায় দেখা যায়, যথা—শ্রীরাসে মদ এবং মান প্রশমন করিবার জন্য এবং স্ববিষয়ক তৃষ্ণার আতিশয্যরূপ 'প্রসাদ' দিবার জন্য তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; অতএব বিরহ জন্মিলে দৈন্যবশতঃই তাঁহাদের 'দৌরাত্ম্য'-বুদ্ধি হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রেমৈকবিলাসরূপত্বহেতু ঐ দৌরাত্ম্য হয় নাই। শ্রীশুকদেবও তদ্‌ভাবানু-সারেই ঐ বাক্যের অনুবাদ করিয়া-ছেন মাত্র, নিজে কিন্তু পূর্ব্বেই তাহাতে তদীয়মদে দোষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (২৮৯) উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান গুণ—নারীমোহনশীলত্ব, অবয়ব-বর্ণ--রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ--সল্লক্ষণ নবযৌবনের কমনীয়তা, নিত্যনূতনত্ব, অভিব্যক্তভাবত্ব, প্রেমবশ্যত্ব, সৎ-প্রতিভা। নারীমোহনশীলত্বাদি—যথা বেণুগীতে (১০।২১।২২), (২৯০) নিত্যনূতনত্ব—শ্রীমহিষী-সম্বন্ধে শ্রীসূতবাক্য—(১০।৩১।২), (২৯০-৯৪) অভিব্যক্তভাবত্ব—পূর্ব্বরাগে, মোহনত্ব দ্বিবিধ—স্বরূপকৃত এবং দুষ্ক্রিয়াকৃত যথা গোপীগীতে। (২৯৫) সম্ভোগে যথা শ্রীরাসারম্ভে। (২৯৬-৯৭) প্রেম-

বস্তুত্ব—দ্বিবিধ (ক) অন্তরসের ভক্তপ্রেমদ্বারা যথা যুগলগীতে ; (খ) প্রেয়সীপ্রেমদ্বারা, পূর্ব্বরাগদ্বারা যথা শ্রীরুক্মিণীদূতকে শ্রীভগবান্ এবং শ্রীরাস প্রারম্ভে, (২৯৭-৩০০) সম্ভোগাত্মক দ্বারা (৩০১) প্রবাসাত্মকদ্বারা যথা—শ্রীউদ্ধবপ্রতি ভগবদ্‌বাক্যে এবং (৩০২) শ্রীগোপী প্রতি উদ্ধববাক্যে ; শ্রীরাজকুমারীদের পরিণয়ও তাঁহাদের সহিত শ্রীগোপকুমারীদের প্রায় একাত্মতায় তদ্বিরহকাল-ক্ষপণার্থ এবং তাঁহাদের প্রাণ পরিত্যাগ-পরিহারার্থই। 'কৈশোরে যাঁহারা গোপকন্যা, তাঁহারাই যৌবনে রাজকন্যকা হইয়াছিলেন।' জাতি—গোপত্বরূপা যথা শ্রীযুগলগীতে (৩০৩) যাদবত্বরূপা শ্রীমহিষী-বাক্যে। (৩০৪) ক্রিয়া দ্বিবিধ—ভাব-সম্বন্ধিনী যথা শ্রীরাসপ্রারম্ভে, (৩০৫) স্বাভাবিক-বিনোদময়ী—যথা শ্রীযুগলগীতে। (৩০৬) দ্রব্যসকল—তৎ-প্রেয়সীগণ যথা কাত্যায়নীব্রতে এবং বেণুগীতে ; তৎপরিকরগণ যথা শ্রীউদ্ধবাদি, (৩০৮-৯) মণ্ডন ও বংশী, যথা বেণুগীতে শ্রীকৃষ্ণপদলগ্নকুঙ্কুমদ্বারা, (৩১০-১১) পদাঙ্ক ও পদধূলি, রাসে শ্রীগোপীকৃত-কৃষ্ণান্বেষণে। এখানে প্রেমই তৎপদধূলির উৎকর্ষ জানাইতেছে ; কিন্তু তদৈশ্বর্য-জ্ঞান তাহা জানাইতেছে না। কারণ—প্রীতি-পরমোৎকর্ষেরই স্বভাব এই যে স্ববিষয়কে সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ-রূপে অনুভব করায়—যথা আদি-ভরত মৃগপ্রেমদ্বারা মৃগখুরস্পর্শে পৃথিবীকেও ভাগ্যবতী মনে করিয়া-ছেন, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে শ্রীব্রজদেবীগণ পৃথিবীকে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছেন। (৩১৩) নখাঙ্ক—যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে ; এইরূপ শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাদিও উদাহরণ। কাল—রাসোৎসবাদিসম্বন্ধী, যথা শ্রীউদ্ধবপ্রতি শ্রীগোপীবাক্য, (৩১৪) যেরূপ ভগবদীয় গুণাদি উদ্দীপন হয়, সেইরূপ তৎপ্রেয়সীগুণসকলকেও তাদৃশসেবোপযোগী হইলে উদ্দীপন জানিবে। তাঁহাদের ঐ সকল গুণ আত্মসম্বন্ধীয় এবং আত্মাভীষ্ট বল্লভাগণ-সম্বন্ধী—উভয়বিধই হয়।

অনুভাবসকল—সৈরিন্ধ্র্যাদির, মহিষীদের এবং ব্রজদেবীদের ; সকলেরই প্রায় চতুর্ব্বিধ অনুভাব—(১) উদ্ভাস্বর, (২) সাত্ত্বিক, (৩) অলঙ্কার ও (৪) বাচিকাখ্য। (১) উদ্ভাস্বর—নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্ল - স্রংশন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, গাত্রের ফুল্লত্ব এবং নিঃশ্বাসাদি। (৩১৭) (২) সাত্ত্বিক——(৩১৮—২৪) (৩) অলঙ্কার—বিংশতি ; (ক) অঙ্গজা ৩টী—ভাব, হাব এবং হেলা ; (খ) যত্নজা—শোভা, মাধুর্য, প্রাগল্ভ্য ঔদার্য্য এবং ধৈর্যাদি সপ্ত ; (গ) স্বভাবজা—লীলা, বিলাস, কিলকিঞ্চিত, বিভ্রম, বিব্বোক, ললিত মোট্টায়িত এবং বিকৃতাদি দশ।

৩২৫। লীলা—শ্রীকৃষ্ণ-চেষ্টানু-করণকেই প্রায়শঃ লীলা বলে—শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর তদন্বেষণ-ব্যাকুলা গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণচেষ্টানুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের নিজভাব নিগূঢ়-ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কালক্ষেপার্থ যে গোপী যে লীলা গান করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন, প্রেমাবেশ-বশতঃ সেই লীলাই তাহাতে আবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই তত্তদনুকরণ-বিশেষে হেতু বলিয়া জানিতে হইবে। উজ্জ্বলরসে বাল্যাদিরূপের অনালম্বনত্ববশতঃ উহা অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত নহে, কাজেই এই অনুকরণই প্রায় লীলাশব্দবাচ্য। তন্মধ্যে প্রীতিমাত্রবিরোধি-ভাব-বিশিষ্ট পূতনাদির এবং নিজ-প্রীতি বিশেষবিরোধী-ভাববিশিষ্টা শ্রীকৃষ্ণ-জনন্যাদির চেষ্টানুকরণ শ্রীকৃষ্ণানু-কর্ত্রী গোপী বা সখী সহিত বিরহ-কালক্ষেপের জন্য মাত্র কৃত্রিমরূপে তত্তদ্‌ভাবপোষণের নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তত্তদ্‌ভাবাবিষ্ট হইয়া অঙ্গীকার করেন নাই, ইহাই সমাধেয়। কেহ কেহ এইরূপও বলেন—লোকে যেরূপ আত্ম-অনিষ্টশঙ্কাতে ভয়োন্মত্ত হইয়া ভয়ের কারণ ব্যাঘ্রাদির অনুকরণ করে, সেইরূপ গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টশঙ্কায় পূতনানুকরণ করিয়া-ছিলেন ; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণে আত্মবৎ স্বাভাবিক প্রীতিরই প্রকাশ পাইয়াছে, দ্বেষ প্রকাশ পায় নাই। শ্রীদামোদরলীলাতেও শ্রীযশোদানু-করণকে তদ্রূপই জানিবে, তাহাতেও তত্তদ্‌ভাবের পরমাশ্রয়রূপা স্বভাবোচিতা প্রীতিই প্রকাশ পাইয়াছে ; সুতরাং ঐ ভাবে বিরোধ হয় নাই। (৩২৬—৩০) বিলাসাদি।

৩৩১। (৪) বাচিকাখ্য অনু-ভাব—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, সন্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, ব্যপদেশ,

প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, অতিদেশ এবং নির্দেশ। (৩৩৭—৩৬২) ব্যভিচারী ভাবসকল—নির্বেদাদি তেত্রিশ।

৩৬৩—৬৪। স্থায়ী—কান্তভাব। ইহার দুইটী হেতু শ্রীকৃষ্ণস্বভাব এবং বামাবিশেষস্বভাব; (৩৬৫) (১) এই স্থায়ী সাক্ষাদুপভোগাত্মক—সাক্ষাৎ নায়িকাদের, (২) তদনুমোদনাত্মক—সখীদের এবং (৩) উভয়াত্মক উভয়ব্যপদেশিদের, তন্মধ্যে সামান্য উপভোগাত্মক—যথা বেণুগীতে, (৩৬৬) (১) উপভোগাত্মক—(ক) সম্ভোগেচ্ছানিদান, যথা—সৈরিন্ধ্র্যাদিতে, (৩৬৭) (খ) ক্বচিদ্‌ভেদিতসম্ভোগেচ্ছা, যথা পট্টমহিষীসকলে (গ) স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছা, যথা ব্রজদেবীগণে। ইঁহাদের এই ভাব স্বাভাবিক, অতএব ('যত্তে সুজাত') প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকৃত স্বপরিত্যাগেও নিজের দুঃখ চিন্তা না করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের দুঃখচিন্তা করিয়া; তৎকথা-পরিত্যাগে অসামর্থ্য ইঁহাদের স্বভাব—যথা ভ্রমরগীতে। ইঁহাদের মধ্যে আবার বহুভেদসত্ত্বেও দুইটী প্রধান—(অ) একটীতে মিথুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আদরবিশেষ-প্রচুর ভাব—যাহাতে তদীয়ত্বাভিমানাতিশয়দ্বারা কান্তের প্রতি প্রেয়সীদের পারতন্ত্র্য, বিনয়, স্তুতি এবং দাক্ষিণ্যপ্রাচুর্য বর্ত্তমান থাকে, যথা শ্রীচন্দ্রাবল্যাদির; (আ) অন্যটিতে মদীয়ত্বাতিশয়ত্ব-বশতঃ পরতন্ত্রকান্ততা হেতু অন্তর্মর্মজ্ঞতা, নর্ম, কৌটিল্যাভাস-প্রাচুর্য দেখা যায়, যথা শ্রীরাধাদির—এই উভয় ভেদের আবার প্রচুরাংশ, স্বল্পাংশ এবং তৎসাঙ্কর্য-ভেদদ্বারা অপর প্রেয়সীগণেও বহুবিধ ভেদ আছে; যথা—শ্রীরাসপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ দর্শনান্তর শ্রীগোপীদের ভাব। শ্রীদ্বারকায় শ্রীসত্যভামার ভাবই শ্রীরাধার অনুগত ভাব। শ্রীচন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ নায়িকা এবং শ্রীললিতা, বিশাখাদি স্বপক্ষা; শ্রীশ্যামলা সঙ্করভাবা হইলেও মদীয়ত্বাংশ-প্রাবল্যহেতু শ্রীরাধার সুহৃৎ এবং নাতিস্ফুটভাবত্বহেতু ভদ্রা—তটস্থা।

৩৬৮। (২) তদনুমোদনাত্মক কান্তভাব — তদীয়লেশানুমোদনমাত্র যথা বিদর্ভপুরবাসিদের, (৩৬৯) সাক্ষাত্তদনুমোদনাত্মক পূর্ণ কান্তভাবের উদাহরণ—শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে মৃগপত্ন্যাদির।

৩৭০। উজ্জ্বলাখ্য রসের দুইটী ভেদ—(১) বিপ্রলম্ভ এবং (২) সম্ভোগ। (১) বিপ্রলম্ভ—বিপ্রকর্ষরূপে প্রাপ্তি—কাষায়িত বস্ত্রে যেরূপ রং অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ বিপ্রলম্ভদ্বারা সম্ভোগের পুষ্টি হয়: অতএব বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের উন্নতিকারক—যথা শ্রীভগবান্ নিজে শ্রীগোপীদিগকে এবং শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভের চারি ভেদ—(ক) পূর্বরাগ, (খ) মান, (গ) প্রবাস ও (ঘ) প্রেমবৈচিত্ত্য—(২) সম্ভোগ—সঙ্গত যুবকযুবতীর সম্বন্ধরূপে ভোগ—যুবকযুবতীর দর্শনাদি-আলিঙ্গনাদি - আনুকূল্য-নিবেষণহেতু উল্লাসময় ভাব—ইহাও পূর্বরাগাদ্যন্তরজ ভেদে চতুর্বিধ—(ক) পূর্বরাগ—যথা শ্রীরুক্মিণীর ও শ্রীব্রজদেবীদের, (৩৭১—৭৪) ঔৎপত্তিকভাববতীদের মধ্যে কাহারও নিমিত্তবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কখনও বাল্যেও সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। মহাতেজস্বিতাহেতু ষষ্ঠ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোরাবির্ভাব পর্যন্ত অবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণে ঐ ভাব বর্ত্তমান ছিল, অতএব তখন শ্রীগোপীদের পূর্বরাগ জন্মিয়াছিল—যথা শ্রীভাগ—বেণুগীতে। ইহাতে পরোক্ষীকরণাশক্তি দ্বিধা—একটীতে অজ্ঞানবশতঃ ভাবপ্রাবল্যহেতুই অর্থান্তরাবির্ভাবদ্বারা এবং অন্যটীতে ভাবপারবশ্যহেতু জ্ঞানতঃই তদুদ্‌ঘাটনদ্বারা।

৩৭৫। এই পূর্বরাগে কামলেখাদির প্রস্থাপনই সম্মত—যথা রুক্মিণীর; পূর্বরাগানন্তরজ সম্ভোগ—সামান্যাকারে সন্দর্শন, সংজল্প, সংস্পর্শ এবং সম্প্রয়োগ-লক্ষণ ভেদদ্বারা চতুর্বিধ। শ্রীরুক্মিণীর সন্দর্শন, সংস্পর্শ এবং তদনন্তরজ সম্ভোগ, (১০।৫২।২৯)। (৩৭৬) শ্রীব্রজকুমারীদের সন্দর্শন এবং সংজল্প, যথা বস্ত্রহরণে, (৩৭৭) যদিও শ্রীকৃষ্ণ কুমারীদের স্ববিষয়ক প্রেমোৎকর্ষ জানিতেন, তথাপি তদভিব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষদ্বারা সাক্ষাৎ তাহা আস্বাদ করিবার জন্য সনর্ম তাদৃশলীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। বনিতার অনুরাগাস্বাদনে বিদগ্ধদিগের যেরূপ বাঞ্ছা হয়, তৎস্পর্শাদিতে সেরূপ হয় না। পূর্বানু-

রাগব্যঞ্জক লজ্জাচ্ছেদ-নামক দশা-বিশেষ আছে। নয়ন-প্রীতি, প্রথম-সম্ভোগ, সংকল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়-নিবৃত্তি, ত্রপানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু—এই দশটী স্মরদশা। কুলকুমারীদের ঐ স্মর-প্রকাশক দশার মধ্যে লজ্জাচ্ছেদই পরাকাষ্ঠা; কারণ কুলকুমারীগণ দশমীদশা মৃত্যুকে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু বৈজাত্য অর্থাৎ উন্মাদ এবং মূর্চ্ছাকে অঙ্গীকার করেন না—অতএব অনুরাগাতিশয় আস্বাদন করিবার জন্যই ঐরূপ পরিহাস করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তদঙ্গনির্বিশেষ, যথা গৌতমীয়তন্ত্রে। তাঁহারা কৃষ্ণের অন্তঃকরণরূপ; অতএব বস্ত্রহরণ-লীলাতে তাহাদের বর্ত্তমানতা দ্বারা রসোল্লাসই হইয়াছে, রসের ব্যাঘাত হয় নাই।

৩৭৮। শ্রীব্রজকুমারীগণ অত্যন্ত প্রলব্ধ, ত্যজিতলজ্জ, উপহসিত, ক্রীড়নবৎকারিত হইয়াও তৎসঙ্গদ্বারা পরমানন্দমগ্নাই হইয়াছিলেন।

৩৭৯—৮২। শ্রীযজ্ঞপত্নীদের ব্রাহ্মণীত্ববশতঃ যোগ্যত্ব নাই বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব হয় নাই, অতএব পূর্বরাগের মত প্রতীয়মান যে ভাব এবং তদনন্তর সন্দর্শন, সংজল্পরূপ-সম্ভোগের মত প্রতীয়মান যে ভাব দেখা যায় তাহা কিন্তু সম্ভোগাভাসই, সেই হেমন্ত ঋতুর অনন্তর নিদাঘে দ্রষ্টব্য। (৩৮২) যজ্ঞপত্নীদের মধ্যে একজন তখনই অযোগ্য-ব্রাহ্মণ-দেহ পরিত্যাগপূর্বক গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোনও অপ্রকট প্রকাশে পূর্বরাগানন্তরজ সংস্পর্শনাত্মক সম্ভোগ পাইয়াছিলেন। তাদৃশ কষ্টের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে কৃষ্ণানুসন্ধানের অবিচ্ছেদ-হেতু উৎকণ্ঠাপুষ্টিদ্বারা তাঁহার রসোৎকর্ষহেতু সাক্ষাৎ দশমী দশা-প্রাপ্তিও দোষের হয় নাই।

৩৮৩। তদনন্তর শরৎকালে শ্রীব্রজদেবীসকলের সন্দর্শনাদি সর্ব-প্রকার পূর্বরাগানন্তরজ সম্ভোগ বর্ণিত আছে, তখনও তাদৃশ প্রাপ্তিতে অকৃতার্থম্মন্য কুমারীদের পূর্বরাগাংশ অতীত হয় নাই। বেণুগীত-কৃত মূর্চ্ছাদির প্রশমনের জন্য ঐরূপ হইয়াছিল, সম্ভোগরীতিতে সেই স্পর্শাদি সঙ্ঘটিত হয় নাই—ইহাই মন্তব্য।

৩৮৪। (খ) মান—সহেতুক ও নির্হেতুক ভেদে দ্বিবিধ। সহেতু—প্রিয়কৃত-স্নেহ ভঙ্গের অনুমানদ্বারা। সহেতু ঈর্ষাই মান—এই বিলাস শ্রীকৃষ্ণেরও পরম সুখদ; যথা—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী-প্রতি। মানাখ্যভাব, কান্তভাবাখ্য প্রীতির পোষণ করে বলিয়া এবং প্রাচীন কবি-সম্প্রদায়-সম্মত বলিয়া আদরণীয়। রাসে সকলকে যুগপৎ-ত্যাগে শ্রীব্রজদেবীদের পরিত্যাগজ ঈর্ষ্যাহেতুক মানলেশ হইয়াছিল—(৩৮৫) এই মান স্তত্যাদির দ্বারাই শান্ত হয়, যথা রাসে। (৩৮৬) নির্হেতুমান—প্রণয়মান, ইহা নায়কেরও হয়; যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণের হেত্বাভাসজ এবং শ্রীব্রজদেবীদের অহেতু প্রণয়মান হইয়াছিল—শ্রীব্রজদেবীদের প্রণয়—স্বপ্রবাহাদি উদ্রেক দ্বারা স্বরসাবর্ত্তরূপ কৌটিল্য স্পর্শ করিয়া মানাখ্য প্রীতিবিশেষতা প্রাপ্ত হয়; অতএব ব্রজদেবীদেরই মানাখ্য বিপ্রলম্ভও শুদ্ধভাবে জন্মে, তাঁহারা ভিন্ন অন্য প্রেয়সীদের হেতুলাভেও বিষাদ-ভয়-চিন্তাপ্রায়ই মান জন্মে—যথা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-পরিহাসময় বচন শুনিয়া সরল-প্রেমবতী ও পরম-গাম্ভীর্যবতী শ্রীরুক্মিণীর। মানান্তরজ সম্ভোগ—যথা রাসে শ্রীব্রজদেবীদের।

৩৮৭—৮৮। (গ) প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়ের সন্নিকর্ষেও প্রেমোন্মাদভ্রম-হেতু বিশ্লেষবুদ্ধিতে যে আর্ত্তি হয়, তাহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে—যথা পট্টমহিষীদের।

৩৮৯। (ঘ) প্রবাস—নানা-প্রকার এবং তদনন্তর সঙ্গ—শ্রীব্রজদেবীদিগকে অধিকার করিয়াই উদাহরণীয়। প্রবাস-লক্ষণ বিপ্রলম্ভ—সঙ্গতির জন্যই হইয়া থাকে। 'পূর্বসঙ্গত যুবকযুবতীর দেশান্তরাদি-দ্বারা যে ব্যবধান হয়, তাহাকেই প্রাজ্ঞ লোকেরা প্রবাস বলেন।' তজ্জন্যই এই বিপ্রলম্ভ প্রবাস নামে কথিত হয়। এই প্রবাসে—'চিন্তা, প্রজাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু—এই দশটী দশা হইয়া থাকে। এই প্রবাস (১) কিঞ্চিদ্দূরগমনময় এবং (২) সুদূরগমনময়। পূর্বটি আবার দ্বিবিধ—(ক) একলীলাগত ও (খ) লীলা-পরম্পরান্তরালগত—(৩৯০) (১) ক—যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর—(৩৯১-২) প্রলাপাখ্যা দশা——যথা রাসে—

৩৯৩। এতদনন্তর সম্ভোগোদাহরণ যথা রাসে শ্রীকৃষ্ণদর্শনান্তে—৩৯৪। (খ) দ্বিতীয় কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাস —— লীলাপরম্পরান্তরালগত যথা—শ্রীগোপীদের শ্রীকৃষ্ণ গোচারণজন্য বনে গেলে। (৩৯৫-৬) তখন তাঁহাদের প্রলাপাখ্যা দশা—যথা যুগলগীতে। (৩৯৭) এতদনন্তর দর্শনাত্মক সম্ভোগ—যথা যুগলগীতে। সুদূরপ্রবাস—ইহা ত্রিবিধ (ক) ভাবী, (খ) ভবন্ ও (গ) ভূত, (ক) ভাবী যথা—শ্রীঅক্রূরাগমনে ব্রজবাসীদের; (৩৯৯) প্রলাপ যথা শ্রীব্রজদেবীদের শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমনোদ্যমে; (৪০০) (খ) ভবন্ —যথা শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন-সময়ে গোপীদের; (৪০১) (গ) ভূত —যথা শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে; এই দূর-প্রবাসে দূতমুখে পরস্পর সন্দেশও দেখা যায়—স্ফুরিত-সংখ্যাংশ শ্রীউদ্ধব বলদেবাদিই দূত—পূর্বে যে সকল গোপীগণ আকার গোপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণবিরহে মহার্ত্তা হইয়া মহাসঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীউদ্ধবকে মনোদুঃখ বলিয়াছিলেন; (৪০২) শ্রীবলদেব যখন ব্রজধামে পুনরায় আসিয়াছিলেন, তখনও গোপীগণ প্রেমের্ষাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন; (৪০৩-১১) শ্রীউদ্ধব-সন্নিধানে শ্রীরাধার উন্মাদবচন, যথা—ভ্রমরগীতে উন্মাদহেতু মানিনীভঙ্গিতে অষ্ট শ্লোক বলিয়াছেন; (৪১২) উন্মাদহেতু কলহান্তরিতা-ভঙ্গিতে দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন; (৪১৩) দূত-দ্বারা তাঁহাদের সান্ত্বনা দ্বিধা করা হইয়াছে—(১) স্বকৃত স্তুতিদ্বারা এবং (২) শ্রীকৃষ্ণসন্দেশদ্বারা—(৪১৪-২২) তদনন্তরজ সন্দর্শনাদিময় সম্ভোগ কুরুক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।

৪২৩। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পুনরাগমন এবং তাঁহাদের সহিত প্রকটরূপে দুই মাস ক্রীড়া, তদনন্তর অপ্রকটরূপে তাহাদিগকে নিত্যসংযোগদান। একাদশস্কন্ধেও শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—জাররূপে পূর্বে প্রাপ্তি, রমণরূপে পশ্চাৎপ্রাপ্তি; অতএব শ্রীব্রজদেবীদের পরকীয়াভাসত্ব কাল-কতিপয়ময়ত্বরূপেই ব্যাখ্যাত। শ্রীরূপগোস্বামীও উজ্জ্বলনীলমণির উপক্রমেই এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অবতারসময়ে মাত্র ঐরূপ পরকীয়ারূপে লীলা হইয়াছে। উপসংহারে ললিতমাধবগ্রন্থের 'দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুঃ' ইত্যাদিতে ঔপপত্যভ্রমের পরিহারানন্তর লীলাতেই সর্বফলরূপ সমৃদ্ধিমদাখ্য সম্ভোগ দেখান হইয়াছে। এইরূপ বিপ্রলম্ভ-চতুষ্টয়পুষ্ট সম্ভোগ-চতুষ্টয়ের সন্দর্শনাদি-ত্রয়াত্মক ভেদসকল জানিবে, যথা—লীলাচৌর্য, সঙ্গান, রাস, বৃন্দাবনবিহার ইত্যাদি।

(ক) লীলাচৌর্য—যথা বস্ত্রহরণে, (৪২৪) (খ) সঙ্গান—যথা রাসে এবং শঙ্খচূড়বধের পূর্বে; (৪২৫) (গ) রাস—যথা শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে, (৪২৬) (ঘ) জলক্রীড়া ও (৪২৭) (ঙ) বৃন্দাবনবিহার—রাসান্তে, (৪২৮) সংযোগ যথা—শ্রীরাসারম্ভে।

৪২৯। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই রাসসম্বন্ধিনী উজ্জ্বললীলাও অনন্তরূপে সম্মতা —— সর্বসৌভাগ্যবতীমূর্দ্ধমণি শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধিনী লীলা-বর্ণনা, যথা শ্রীরাস-প্রসঙ্গে; ইহাতে সখী, সুহৃদ্, প্রতিপক্ষ এবং তটস্থাদের বাক্য উদাহৃত আছে।

প্রেমকদম্ব—শ্রীললিতমাধব-নাটকের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ। ১৭০৯ শকে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী এই অনুবাদ রচনা করিয়াছেন। ভাষা —সুন্দর, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য; মূলের ভাবরস গাম্ভীর্যাদি অনুবাদেও অক্ষুণ্ণ আছে। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয় আছে যে ইনি খড়দহ-নিবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশ্য, ইঁহার পিতা নবকিশোর ছিলেন নিত্যানন্দের পৌত্র রামচন্দ্রের প্রপৌত্র। ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথের আদেশে প্রেমকদম্ব রচনা করেন।

প্রেমপত্তন—ভক্তাবতংস শ্রীমদ্ রসিকোত্তংস প্রেমরস-পূরিত এই 'প্রেমপত্তন' নামক গ্রন্থরত্নের রচয়িতা। গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম-ধামাদি অজ্ঞাত। কথিত আছে যে একদা কবি 'রসিকোত্তংসো হরির্জয়তি' ইত্যাদি পদ্য রচনা করত ভগবানে সমর্পণ পূর্বক নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেখিতেছেন যে তিনি প্রিয়া-প্রিয়তমের নিকটে সমাগত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া প্রিয়া প্রিয়তমকে বলিতেছেন—'এই তোমার রসিকোত্তংস আসিল!' এই কথা শ্রবণে জাগরিত হইয়া কবি প্রাতঃকালে খেদসহকারে প্রিয়াজিকে বলিলেন—'আমাকে দেখিয়া প্রিয়তমের নিকট

যে তুমি 'হে প্রিয়! তোমার রসিকোত্তংস আসিল।' এই কথা বলিয়াছ, হে দেবি! তাহাতে আমি নিরন্তর মনোদুঃখ পাইতেছি।' বলা বাহুল্য তদবধি কবি রসিকোত্তংস নামেই পরিচিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসজী - সম্পাদিত শ্রীবল্লভ-রসিকজির বাণীর ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে রসিকোত্তংস ও বল্লভ-রসিক দুই ভাই এবং তাঁহারা শ্রীগদাধর ভট্টের পুত্র। [১৩৩২ পৃষ্ঠায় রসিকোত্তংস দ্রষ্টব্য] এই গ্রন্থে ১০২টি পদ্য তাঁহারই নির্মিত। ১৬৯৫ বিক্রমাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় বিবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-প্রয়োগে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের টীকাকারও অজ্ঞাত—'অদ্ভুত'-নামক মহাজন, ভূমিকায় এই গ্রন্থকারেরই টীকা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইনি যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব এবং শ্রীরূপানুগ ছিলেন—তাহা তদীয় 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে বন্দনা হইতেই জানা যায়। গ্রন্থে ও টীকায় শ্রীরূপচরণ ও শ্রীবিশ্বনাথ-প্রভৃতির সূক্তিসংগ্রহ হইয়াছে—তাহাও বিচার্য। পুরঞ্জনের উপাখ্যান-বৎ এই গ্রন্থেও রূপকচ্ছলে বর্ণনা হইয়াছে।

কথাসার—গগনমণ্ডলে 'প্রেম-পত্তন'-নামে এক নগর বিরাজ করিতেছে—তাহার অধিপতি প্রচুর-তর আনন্দকন্দ ভগবান্ নন্দনন্দন মুকুন্দ। তাঁহার মতি ও রতি নামে দুই যুবতী ভার্যা আছেন। উভয়ের মধ্যে সর্বোত্তমা অলৌকিক রূপলাবণ্যশালিনী হ্লাদিনীসাররূপা রতি—শ্রীরাধাই। ভগবান্ পরম-পুরুষের ঐশ্বর্যানুসন্ধানরূপা জ্ঞানবাচ্যা হইলেন—মতি। রতির লাবণ্যা-তিশয়ে আকৃষ্টচিত্ত শৃঙ্গারমূর্ত্তি ভগবান্ মতিকে ত আদর করিতেনই না, বরং বাক্যেও অবমাননাই করিতেন। মাধুর্যরূপা রতি-কর্ত্তৃক নিত্যতৃপ্ত ভগবান্ ঐশ্বর্যরূপা মতিকে আদর করিবেনই বা কেন? ক্রমে ক্রমে রতিও তাঁহাকে যথেষ্ট কদর্থনা করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞচূড়ামণি মতি তখন কান্তগৃহ এমন কি পঞ্চ-প্রাণ হইতেও আদরণীয়া স্বীয় কন্যা শান্তিকেও ত্যাগ করত স্বপিত্রালয়ে গমন করিলেন। মতির জনক কিন্তু শাস্ত্রই, সেই শাস্ত্র আবার জন্মাবধিই ধনসম্পাদিতে বৈরাগ্যই আনয়ন করে। কন্যাকে আসিতে দেখিয়া পিতা (শাস্ত্র) তাঁহাকে বেদাধ্যয়নপটু বটুগণের সহিত বনে বনে কায়ক্লেশে ভিক্ষাটন করিতে আজ্ঞা দিলেন। শান্তস্বান্ত নামক ঋষি শান্তিকে বিবাহ করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন।

এইরূপে সদুহিতা মতি 'প্রেমপত্তন' নামক পত্তন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তত্রত্য গৃহ-নগর-উপবনাদির যাবতীয় অধিকার শৃঙ্গার-মূর্ত্তি ভগবান রতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। মতির যাবতীয় কার্যে অসূয়া-প্রকাশে রতি সকল ব্যবহারেই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসীগণকে পর্যন্ত রতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। এখন মন্ত্রী হইলেন—ভরত। পুরোহিত হইলেন—কামশাস্ত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়ন মুনি। নগর-নির্মাতা শিল্পীপ্রবর—অদ্ভুত। এই অদ্ভুত শিল্পী রাজার আদেশানু-সারে অদ্ভুত কৌশলে এই প্রেমপত্তন নির্মাণ করিলেন। 'রাগানুগমন' নামক অদ্ভুত-রচিত গোপুরদ্বার দিয়া কোনও কোনও ভক্তপ্রবর ঐ পত্তনে প্রবেশ করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। ঐ নগর-প্রাকারের বহির্ভাগে গম্ভীর-তোয়া মহাবিস্তার যে পরিখা আছে, তাহা কেবল ভগবদ্‌ভক্তি-পরায়ণ জনগণই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। পরিখামণ্ডলের চতুর্দিকে বহু উপবন আছে—তাহার অলৌকিক ছবি, মহিমাদি অবর্ণনীয়। পত্তনের অভ্যন্তর ভূমিভাগের যাবতীয় বস্তুই অরুণবর্ণ—পশু-পক্ষী-মনুষ্যাদি সকলই ভিতরে বাহিরে অনুরাগ-রঞ্জিত। রতি ঐ নগরে উপমন্ত্রিরূপে যুদ্ধবীর, ধর্মবীর ও হাস-নামক মহাজনদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ নগরে ঋতুসমুদয়ও যুগলের প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মিত হয়। রতির 'প্রেম প্রণয় স্নেহ মানাদি' ক্রমে উত্তরোত্তর জ্যেষ্ঠ দশটি পুত্র আছে। শৃঙ্গারমূর্ত্তি রাজার পরিপন্থী 'রৌদ্র, করুণ, বীভৎস, ভয়ানকাদি' নগরের ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না। মর্যাদাময় 'ভাগবত' রাজার শাসন স্থির করিয়া ঐ পুরীর পালন করেন। 'অভ্যস্তশাস্ত্র'-নামক সেনাপতি নিরন্তর নগরের বাহিরেই পরিভ্রমণ করেন, নিকটে আসেন না। দৃগ্-দর্শন ও বচনাভিজ্ঞ-নামক পরীক্ষকদ্বয়

রতি-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। 'দুরদৃষ্ট, দুরাগ্রহ, দুর্বৈরাগ্য ও দুঃসংজ্ঞ'-নামক চারিজন প্রতীহারী গোপুরবহির্দ্দেশে রতি-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া পূর্বোক্ত পরীক্ষকদ্বয়-কর্ত্তৃক পরীক্ষিত জনগণকেই নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতেছেন। এইভাবে নগরাদির রচনা-বিষয়ে বৈপরীত্য-বিধান হইলে প্রথমতঃ মতিকর্ত্তৃক নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যবহারেও রতি বৈপরীত্য সংঘটন করাইলেন। মতির অধ্যক্ষতায় ধর্ম নিগমানুসারে নিয়মিত হইত। এক্ষণে রতির অধীনে সেই বিষয়েও বিপর্যয় ঘটিল —অধুনা অধর্মই ধর্ম, অনাচারই আচার, অসত্যই সত্য, অসন্তোষই সন্তোষ হইল। কবি শ্রীমদ্-ভাগবতাদি শাস্ত্রনিচয়ের প্রমাণ-প্রয়োগপুরঃসর এই সব বিষয়ের যে সুন্দর পবিত্র রসতত্ত্বানুযায়ী বিপর্যয় বিন্যাস করিয়াছেন—তাহা একমাত্র রসিকজন-সংবেদ্য।

এস্থলে 'প্রেমপত্তন' বলিতে সর্বধামমূর্দ্ধন্য শ্রীবৃন্দাবনই বাচ্য; মধুরমেচক—নবজলধরকান্তি শৃঙ্গার-রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং রতি—মহাভাবাঙ্কুর-রূপা প্রেয়সী-মূর্দ্ধন্যা শ্রীরাধাই। ধর্মবিপর্যয়সম্পর্কে এই কথাই বিচার্য—'যে ধাম হইতে পূততর অন্য স্থান নাই, সেই পূর্ববর্ণিত আনন্দময় ভগবদনুগ্রহৈকলভ্য মহা-সুকৃতিগণপ্রাপ্য ধামে যে সকল গুণত্রয়-বর্জিত জনমণ্ডলী বাস করেন, তাঁহাদের আচার বা অনাচারাদি আমাদের ন্যায় হইতে পারে না—এস্থানের 'মাপকাঠিতে' ওস্থানের রীতি-নীতি বুঝিতে যাওয়া মহা বাতুলতাই। মনে রাখিতে হইবে —যে ভগবৎপদ লাভ করিবার জন্য বিবিধ ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সদাচার রক্ষা করা হয়, বিনয় সত্যবাক্য প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করিতে হয়—সেই পদ প্রাপ্তি করিলে তাঁহাদের আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে যাহার জন্য তাঁহারা আবার যত্ন করিবেন? 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'। 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' (গীতা ২।৪৫) ইত্যাদি বচনদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে ভগবৎ-প্রেম-পরিপ্লুত সহৃদয়গণ ধর্মাধর্মবন্ধন হইতে সর্বথাই নির্মুক্ত। এই রাগ-ভক্তিমার্গ ত্রিগুণাতীত ভগবৎ-প্রিয়গণেরই সমাশ্রয়ণীয়, কিন্তু মাদৃশ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের এই পন্থা নহে।

'যে স্থলে অসত্যই সত্য'—এই রতিকৃত বিপরীত ভাবের পুরাণবাক্যে ও আত্মকৃত পদ্যে সমর্থন যথা—শ্রীগর্গ মহারাজ বলিয়াছেন (ভাগ ১০।৮) 'তোমার এই আত্মজ পূর্ব-কালে কখনও বসুদেব-গৃহেও জন্মিয়াছিল' এবং 'অতএব হে নন্দ! তোমার এই আত্মজ গুণে নারায়ণ-সম, ইহাকে সাবধানে রক্ষা করিবে!' এইস্থলে ঈশ্বর ও বসুদেবাত্মজ বলিয়া জানিলেও গর্গমুনির 'পূর্ব-কালে', 'তোমার আত্মজ', 'গুণে নারায়ণ-তুল্য, কিন্তু নারায়ণ নহে', 'সাবধানে পালন করিবে'—ইত্যাদি বাক্য সত্য নহে, তাহার কারণও কেবল শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই, [এস্থলে অসত্য-ভাষণেই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠার পোষকতা হইয়াছে।] এইরূপ সর্বত্র, —প্রেমের গতিই গহনা!

প্রেমপত্রী—শ্রীরামহরি-প্রণীত দশটি দোহা। ইহা বিরহবিধুরা ব্রজগোপী-গণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মথুরানগরে লিখিত পত্র।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের রচনা। উপাদেয়, সারগর্ভ, উপদেশপূর্ণ এবং শাক্ত-শৈব বৈষ্ণব-নির্বিশেষে উপাসক-মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। এরূপ সদ্ভক্তিপূরিত, সংক্ষিপ্ত অথচ সাধকের পরম হিতকর গ্রন্থ জগতে বিরল।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবন দাস সংস্কৃত পদ্য, ব্রজ-ভাষায় দোহা, সোরঠা প্রভৃতিতে ২৬০ পদ্যে এই গ্রন্থ অনূদিত করিয়াছেন।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার টীকা—শ্রীনরহরি দাস কাব্যতীর্থ-কর্ত্তৃক (৪৪৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে) প্রকাশিত গ্রন্থে এবং শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-কৃত গ্রন্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির নামে এই সংস্কৃত টীকাটি আরোপিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে 'অদ্বৈতপ্রকটীকৃতঃ' প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ দেখা যায়, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে এই মঙ্গলাচরণ নাই। 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য' শ্লোকের টীকা —তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরুং প্রতি মম নমোঽস্তু। কিম্ভূতায়? যেন গুরুণা মম চক্ষুঃ নেত্রমুন্মীলিতং। মম কিম্ভূতস্য? অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য অজ্ঞানমেব তিমিরমক্ষিরোগস্তেনান্ধস্য দৃষ্টিশক্তিরহিতস্য। কিম্বা অজ্ঞান-মবিদ্যা তদেব তিমিরমন্ধকার-স্তেনান্ধস্য, অজ্ঞানতমসো নাম

কৈতবম্। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।··· সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম ॥' কয়া উন্মীলিতং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া— ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণ-মিত্যনেন চ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়-মিত্যনেন চ কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞান-মেবাঞ্জনশলাকা তয়া,'কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।' ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্তেঃ ইত্যাদি। টীকাটি সুখবোধ্য ও স্থলবিশেষে মূলার্থ-পরিগ্রহণে সাহায্যকারী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি পুঁথিতে মোহন মাধুরী দাস-কৃত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার টীকা আছে (৩৭২ সংখ্যক পুঁথি) ইহার নাম—প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকাকিরণ।

প্রেমভক্তিস্তোত্র—শ্রীরামানন্দতীর্থ-স্বামি-কৃত গদ্য-পদ্যে শ্রীচৈতন্য-স্তোত্র। স্বকৃত টিপ্পনীযুক্ত ৯৪ শ্লোকে গ্রথিত। উপক্রমে—'নিত্যানন্দা-ভিধানঃ সকলসুখকরঃ কেবলানন্দ-রূপো, বিষ্ণুশ্চাদ্বৈতনামা নিরবধি ভজতি প্রেমভাবৈকসারো (?)। হৃষ্টা গঙ্গোত্তমাঙ্গা ক্ষিপতি শতদলং যস্য পাদারবিন্দং, তং চৈতন্যাখ্যরূপং তরুণরবিরুচিং প্রেমবীজং ভজেঽহম্ ॥১॥ ইহাতে গ্রন্থকার শাস্ত্রপ্রমাণে শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্বাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

প্রেমরসায়ন-(তাঞ্জোর সরস্বতী মহল লাইব্রেরী পুঁথি P. A. 108, D. 8236) বিশ্বনাথ পণ্ডিত-বিরচিত, তন্ত্রামৃতমতানুযায়ি প্রকরণ গ্রন্থ। ৫০ পত্রাত্মক,লিপিকাল নাই। বৃত্তি-সহিত মূলকারিকা ২১২। প্রেমের স্বরূপাদি-নির্ণয়েই গ্রন্থ-তাৎপর্য। ইহাতে হরিদাস-কৃত ভক্তিরত্নাকর, শাণ্ডিল্যসূত্র, গুপ্তপাদ (অভিনব ?), গুণাকর-কৃত ভাবচন্দ্রিকা, পরমানন্দ ঠাকুর-কৃত প্রেমচন্দ্রিকা, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তি-কৃত প্রেমকলিকা, কৃষ্ণ-চৈতন্য গোস্বামির ভক্তিরত্ন, তন্ত্রামৃত, রসামৃতগ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে উদ্ধৃতি আছে।

আরম্ভে—কীর্ত্তিপ্রতাপ-বিধুভানু-সমুজ্জ্বলানি, ধীরৈঃ কৃতানি বদনানি দিশাং প্রযস্য। সুব্যক্তগোপবনিতা-নয়নান্তপাত,-পাত্রৈকরূপ-তিমিরাণি ময়া তু তানি ॥১॥ উচ্ছলদ্ভাব-কল্লোল-শৃঙ্গারাদি-রসাকরঃ। জয়ত্যপার-গম্ভীরশ্চিরং প্রেম-মহার্ণবঃ ॥২॥ শেষে —আপাত-রমণীয়োঽপি গলিতস্য পদং গতঃ। যঃ পুমর্থায় ভবতি প্রেম্ণে তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ২১২ ॥ উপসংহারে —চিত্ত-বৎসেন সংযোজ্য দোগ্ধা যদি মিলিষ্যতি। তর্হি গৌরচ্যুত-প্রেম-দুগ্ধমেষা প্রদাস্যতি ॥ ৪ ॥

প্রেমবিলাস—শ্রীনিত্যানন্দ দাস-কর্তৃক রচিত। শ্রীখণ্ডের কবিরাজ-বংশে কবি আত্মারামদাসের ঔরসে ১৫৩৭ খৃঃ নিত্যানন্দের জন্ম হয়। ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম বলরাম— শৈশবাবস্থায় পিতৃমাতৃবিয়োগে ইনি মা জাহ্নবার আশ্রয়ে আসেন ও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি বিংশ বিলাস বা অধ্যায়ে বিভক্ত; কিন্তু বহরমপুর সংস্করণে ২৪½ বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ১৬০০ খ্রীঃ রচিত হয়। ইহাতে প্রধানতঃ শ্রীলআচার্য-প্রভুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জীবনী আছে। প্রেমবিলাসে (২য়) গ্রন্থ-কার-কৃত শ্রীনিবাস আচার্যের এবং (৯ম) শ্রীনরোত্তমের জন্মোৎসব সম্পর্কে দুইটি বঙ্গভাষায় পদ দেখা যায়। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বিশেষ ঘটনা—(১) শ্রীনিবাসের জন্মসম্বন্ধে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীচৈতন্য দাসের স্বপ্নদর্শনাদি। (৪) শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার কৃপাপ্রাপ্তি, সীতাদেবীর কৃপা-লাভ। (৫) অভিরামের চাবুক মারিয়া কৃপা, বৃন্দাবনে গমন। (৭) শচীর পিতার বংশাবলী, ঈশ্বরপুরীর নিকট নিতাইর দীক্ষা ও সন্ন্যাসগ্রহণ (?), মহাপ্রভুর আজ্ঞায় লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামির বৃন্দাবনে গমন। (৮) 'নরোত্তম' নাম লইয়া মহাপ্রভুর পদ্মাতীরে ক্রন্দন ও আহ্বান, পদ্মায় প্রেম-স্থাপন। (৯) নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার, গর্ভমাহাত্ম্য ও নরোত্তমের জন্মোৎসব। (১০) নিত্যানন্দের আদেশে নরোত্তমের পদ্মায় স্নান ও গচ্ছিত প্রেমপ্রাপ্তি, প্রেমোন্মাদ, বৃন্দাবনে গমন, বহু উপবাসে অব-সন্নতা, বৃক্ষতলে শয়ন, গৌরাঙ্গকর্তৃক দুগ্ধদান, স্বপ্নে শ্রীরূপসনাতনের দর্শন-লাভ। (১১) নরোত্তমের গুরুসেবা, দীক্ষা, শিক্ষা, ভজন, দুগ্ধ-আবর্ত্তন-সেবায় হস্ত দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া শ্রীলোকনাথ ও শ্রীজীবের কৃপা। (১২) নরোত্তমের অধ্যয়ন, শ্রীনিবাসসহ মিলন, গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসিতে শ্রীনিবাসের প্রতি আজ্ঞা, শ্যামানন্দ-মিলন, শ্রীরাধারাণীর নূপুর-প্রাপ্তি ও

নূপুরতিলক। (১৩) বীরহাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থরত্নচুরি, বৃন্দাবনে গোস্বামিগণের খেদ, কবিরাজ গোস্বামির অন্তর্ধান, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের দেশে গমন। গ্রন্থপ্রাপ্তি ও সগোষ্ঠী রাজার দীক্ষা, নরোত্তমের খেতরী-গমন, গৌরাঙ্গ ও বল্লবীকান্তের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, মহান্তগণের খেতরী আগমন, মহাসংকীর্তন, ভাবাবেশ, মহান্তবিদায়। (১৫) মা জাহ্নবার বৃন্দাবনপথে খেতরী আগমন ও পরে বৃন্দাবনগমন। (১৬) জাহ্নবার শ্রীরূপ, দাস-গোস্বামী ও কবিরাজ গোস্বামির সহিত সাক্ষাৎকার, গ্রন্থকারের প্রতি মা জাহ্নবার উপদেশ। (১৭) রামদাস ও কৃষ্ণদাস-নামক বৈষ্ণব-দ্বয়ের ভোজন, যাজিগ্রামে ও দক্ষিণ-দেশে গমন। শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ, বীরচন্দ্রকর্তৃক পুত্রবরদানে গতিগোবিন্দের জন্ম, ঠাকুরমহাশয়ের ছয়বিগ্রহ-আখ্যান, রামচন্দ্রসহ প্রীতির বর্ণনা, রামচন্দ্রের পত্নীর অনুরোধে ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরণায় রামচন্দ্রের অনিচ্ছায় গৃহে রাত্রিযাপন ও প্রভাতে আসিয়া মঙ্গল-আরতি-দর্শন, নিজ অঙ্গে ঝাঁটার আঘাত করাতে নরোত্তমের অঙ্গফুলা, গঙ্গানারায়ণের দীক্ষা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার প্রণয়ন। (১৮) দাসগোস্বামির ভজন-প্রণালী, দাসগোস্বামির নিকট কৃষ্ণদাস কবিরাজের দীক্ষাগ্রহণ, গোপালভট্টের কাহিনী, প্রবোধানন্দের আদেশে গোপালের বৃন্দাবনগমন, শ্রীরূপ সনাতনসহ মিলন, হরিভক্তিবিলাস-প্রণয়ন, হরিবংশের বিবরণ, চাঁদরায়ের ব্যাধি ও মহাপ্রভুর আদেশে নরোত্তম-কর্তৃক তাঁহার দীক্ষা ও চাঁদরায়ের পাৎসা-কর্তৃক কারাগারে বন্দী হওয়া ও তথা হইতে মোচন। (১৯) রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়াদর্শনে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের সমাধি, শ্যামানন্দের মহিমা, রসিক ও মুরারির দীক্ষা। দাসগদাধর ও নরহরির অদর্শন, খণ্ডে ও কাটোয়ায় মহোৎসব। ঠাকুর-মহাশয়-কর্তৃক ছয় বিগ্রহের স্থাপন, মহাসংকীর্তনে প্রকট ও অপ্রকট-লীলা-সমন্বয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব ইত্যাদি। (২০) শ্রীনিবাস নরোত্তম ও রামচন্দ্রের শাখাবর্ণন, স্বরূপ-নিরূপণাদি।

প্রেমসম্পুট—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-প্রণীত খণ্ডকাব্য। এই গ্রন্থে সরল ভাষা-বিন্যাসে প্রেমের স্বরূপটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেবাঙ্গনাবেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণের মৌনাবলম্বন দেখিয়া কোনও রোগ নিশ্চয় করত শ্রীমতী তাঁহার রোগ-নিরাকরণের জন্য বিবিধ প্রশ্ন করিলে কপট কৃষ্ণ স্বমনো-দুঃখের কারণ-স্বরূপে রাসলীলায় অন্তর্ধান-জনিত ব্যাপার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বহু দোষোদ্‌গার করিলেন এবং শ্রীমতীর উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে পরমাসক্তিতে সন্দিহান হইয়াছেন। তখন শ্রীমতীর মুখে প্রেমের স্বরূপটি অভিব্যক্ত হয়—শ্রীরাধা প্রেমসম্পুট খুলিয়া বলিলেন—

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে, একাসু-সংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ। কস্মিংশ্চিদেকসরসীব চকাসদেক-নালোত্থমব্জযুগলং খলু নীলপীতম্॥ যৎ স্নেহপূরভৃতভাজন-রাজিতৈক,-বর্ত্যগ্রবর্ত্ত্যমলদীপযুগং চকাস্তি। তচ্চেতরেতর-তমোঽপনুদৎ পরোক্ষ,-মানন্দয়েদখিল-পার্শ্বগতাঃ সদালীঃ॥ (১০৮—১০৯)

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য অব-ধারণ করিলে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে এই যুগলকিশোরের দেহগত পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপগত কোনই পার্থক্য নাই; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ—স্বরূপে আনন্দ এবং শ্রীরাধাও হ্লাদিনীসার। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ - ইহা বৈদান্তিক সত্য। স্বরূপ ও শক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে উভয়ের অভেদ, কিন্তু পরস্পর আস্বাদন-গত লীলা-বিচারে উভয়ের প্রভেদ অনুমিত হয়।

১৪১ শ্লোকে ১৬০৬ শকাব্দে এই গ্রন্থ সংগ্রথিত হইয়াছে। রসিক ভক্ত এই গ্রন্থে শ্রীরূপপাদের বাক্য-মধুরিমামৃত পান করিয়া যে পুষ্টি-লাভ করিবেন—তাহা গ্রন্থশেষে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রেমসুধানিধি—উপেন্দ্র ভঞ্জ-প্রণীত উৎকল ভাষায় নিবদ্ধ সরস কাব্য। এই গ্রন্থে ষোড়শ ছান্দের প্রথম ছান্দে আদ্যযমক, দ্বিতীয়ে অবনা নেত্রবর্ণন, তৃতীয়ে ছেকানুপ্রাস মধ্যযমক, চতুর্থে অদ্ভুতোপমা, পঞ্চমে বিরোধা-ভাস, ষষ্ঠে রূপক, সপ্তমে অনুপ্রাস, অষ্টমে সিংহাবলোকন শৃঙ্খলা, নবমে প্রান্তযমক, দশমে ত্রিভঙ্গ বা ত্রিবৃত্ত-যমক, একাদশে আদ্যপ্রান্তযমক, দ্বাদশে আশয়, ত্রয়োদশে যোড়ি-যমক, চতুর্দশে দৃষ্টান্ত, পঞ্চদশে লোমবিলোম এবং ষোড়শে পুনরুক্ত-

বদাভাস, দত্তাক্ষর, চ্যুতাক্ষর, দত্ত-চ্যুতাক্ষর, একাক্ষর, সরোষ্ঠক, নিরোষ্ঠক এবং মহাযমক অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়া কবি নিজের কাব্যকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

ত্রিভঙ্গ যমকের দৃষ্টান্ত—রামা শিশিরে ঘোরে নিশিরে দুঃখ রাশিরে ভাসি। বসি একান্ত মানসে কান্ত স্বরূপ কান্ত ঘোষি ॥১॥ রহি বিদেশ কি হৃদ দেশ হেলা সন্দেহ নহি। কেউঁ সুন্দরী মন্দ উদরী প্রীতি আদরি সেহি ॥ ২. ॥

লোমবিলোমের দৃষ্টান্ত—রবর বিহে কষ্ট সুকীর তো সরোষ। রসদা দরব তুহি নাশ প্রাণে রস ॥ ১ ॥ রসালসি তরলাই নতমু তুরিত। রম্য রহস বেশর কহ মো শপত ॥২

সরোষ্ঠকের দৃষ্টান্ত—পুষ্প পবি-প্রভা প্রভ ভ্রম ভাবে ভুবি। ভীম বাম্পভব ভাবে ভব ভাবি ভাবি ॥ ১ ॥ ভব প্রভবী ভূমিপ প্রভাব বিভবে। বিভো প্রভো ভীমভব ভ্রমে ভ্রমি ভাবে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ বজ্রতুল্য তেজস্কর পুষ্প-ধনুর অধিকারী কন্দর্প তেজোযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বসন্তকালে রাজা হইয়াছে। হে সজনি! তাহার প্রতাপ দেখিয়া ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদতাপে ক্রন্দন করিতে করিতে ভক্তিভরে মহাদেবের চিন্তায় তিনি বিভ্রমবশতঃ ভ্রমণ করত 'হে প্রভো! হে ভীম' ইত্যাদি শিবনাম ভাবিয়া শুভ-প্রাপ্তি করিলেন।

প্রেমামৃত—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নীর শিষ্য শ্রীগুরুচরণদাস তাঁহারই আদেশমত এই 'প্রেমামৃত' রচনা করিয়াছেন। 'প্রেমবিলাসই' এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান যোগাইয়াছে। প্রেমামৃত তিনভাগে বিভক্ত, আদিলীলায় আচার্য প্রভুর বৃন্দাবনগমনের পূর্ব, মধ্যলীলায় গ্রন্থ-সহ যাজীগ্রামে আগমন এবং শেষ-লীলায় শিষ্যকরণাদি ও গতিগোবিন্দ প্রভুর জন্মগ্রহণপর্যন্ত বর্ণনা আছে।

প্রেমামৃতরসায়ন—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখচন্দ্র-নির্গলিত বলিয়া এই গ্রন্থটি বিট্ঠলনাথের টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসংখ্যা—৩৫।

প্রথম শ্লোক—'একদা কৃষ্ণবিরহাদ্-ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্। মনোবাষ্প-নিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ ॥'

প্রেমামৃতস্তোত্র—(ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় পুঁথি ৫৩৮ বি) ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ১০৯ নাম আছে। সাধন-দীপিকা নবম কক্ষায় (২৫৭ পৃষ্ঠায়) পরকীয়া লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের নামে 'প্রেমামৃতস্তোত্র' লিখিত আছে। এই স্তোত্রটি তাঁহার রচনাও হইতে পারে।

আরম্ভ—বিনোদী রসিকঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণঃ সরসঃ সুখম্। প্রেমানন্দময়ঃ স্নিগ্ধঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ॥১॥ শেষ — যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি স্তোত্রমেতৎ সুখাবহম্। সরসং প্রেম কৃষ্ণস্য ত্বরিতং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥ সাধনদীপিকা সপ্তম কক্ষায় ২০৩—২০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত-বিরচিত এই স্তবরাজ দেখিয়া শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু স্তবের অন্তিমে নিজের নামটি লিখিয়াছিলেন।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেব—নর্মদা-শঙ্কর-প্রণীত (বোম্বাই ১৯৮৫ সম্বৎ)। গুজরাটী ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের ইতিবৃত্ত, প্রায়শঃই 'অমিয়-নিমাই চরিতের' অনুসরণে লিখিত।

প্রেমোল্লাস কাব্য—শ্রীনন্দকিশোর-চন্দ্রজী-কৃত শার্দুলবিক্রীড়িতাদি বিবিধ ছন্দে রচিত গৌরলীলাদি-বর্ণনাত্মক খণ্ডকাব্য। ১৮৮৯ সম্বতে ইহার রচনা হয়।

প্রেয়োভক্তিরসার্ণব — মঙ্গলডিহির পানুগোপালের প্রপৌত্র শ্রীনয়না-নন্দ ঠাকুর ১৬৫৩ শকে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতের আনুগত্যে ইহার রচনা করেন। ইহাতে সখ্যরস-সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় —সখাদের বিভেদ, রূপ, সেবাদি; উদ্দীপন, বয়স ভূষণ; সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ও স্থায়ী প্রভৃতি; অযোগ ও সংযোগাদি; সুদাম সখার প্রধান অষ্ট সখা ও তাঁহাদের প্রত্যেকের আট আট করিয়া চতুঃ-ষষ্টি উপসখার গণনা ও পরিচয়াদি, সুদামের বাসস্থানাদি, বর্ষাণা ও নন্দীশ্বরের বর্ণনা; সখ্যরসে প্রাতঃ পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালীয় সেবাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ব

বালকৃষ্ণক্রীড়া কাব্য—শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত।

বালবোধিনী—শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা, রচয়িতা—পূজারী গোস্বামী।

বাল্যলীলাসূত্র—লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস-(দিব্যসিংহ)-কর্তৃক রচিত। ১৪০৯ শকাব্দের রচনা—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলাই বর্ণয়িতব্য বিষয়। শ্লোকসংখ্যা—৩৩৩।

বুধিবিলাস—শ্রীরামহরিজী-কৃত ২৫৫ দোহাযুক্ত প্রেমভক্তিসম্বন্ধ-বিশিষ্ট গ্রন্থ। ব্রজভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের অন্বয়ী এবং গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা করিয়াছেন। ১৮৩২ সম্বতের রচনা।

উপক্রমে—প্রণবহু শ্রীরাধারমণ শচীসুন গুরুদেব। হরিজন যমুনা-পুলিন ব্রজরামহরীকে সেব ॥ ১ ॥ কজ্জল নগসব উদধি মসি লেখন সুরকাঁতার। রসা পত্র গো লিখতউ রামহরী নহিঁ পার ॥ ২ ॥

বৃহৎক্রমসন্দর্ভ—শ্রীজীবপাদ-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত-টিপ্পনী। বৃহৎ ও লঘু দুই ভেদ। ('ক্রমসন্দর্ভ' দ্রষ্টব্য)

বৃহৎ সারাবলি-১৭৪৮ খৃঃ রাধা-মাধব ঘোষ-কর্তৃক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে সঙ্কলিত। ইহাতে প্রথমতঃ কৃষ্ণলীলা, দ্বিতীয়তঃ রামলীলা, তৃতীয়তঃ গৌরাঙ্গলীলা ও চতুর্থতঃ জগন্নাথলীলা বিবিধ পদ্যচ্ছন্দে সরল সুখবোধ্য ভাষায় অধিকাংশস্থলে পাত্রগণের পূর্বজন্মলীলাও বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে (৯১০ পৃঃ) বলিয়াছেন যে গ্রন্থকার—'সফুল্ল-রামের পৌত্র ও রামপ্রসাদের পুত্র। স্থলে স্থলে সিদ্ধান্তসমূহ রসভাব-বিরোধী বলিয়াই ধারণা হয়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত--শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-প্রণীত। পূর্ব ও উত্তর এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। পূর্বখণ্ডের নাম —শ্রীভগবৎকৃপাসারনির্দ্ধার খণ্ড এবং উত্তর খণ্ডের নাম—গোলোকমাহাত্ম্য-নিরূপণ খণ্ড। পূর্বখণ্ডে (১) ভৌম, (২) দিব্য, (৩) প্রপঞ্চাতীত, (৪) ভক্ত, (৫) প্রিয়, (৬) প্রিয়তম ও (৭) পূর্ণকৃপাপাত্র এবং উত্তর খণ্ডে (১) বৈরাগ্য, (২) জ্ঞান, (৩) ভজন, (৪) বৈকুণ্ঠ, (৫) প্রেম, (৬) অভীষ্টলাভ ও (৭) জগদানন্দ-ভেদে সাতটি করিয়া অধ্যায় আছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান বর্ণয়িতব্য বিষয়—মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থ-বিবরণ, ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা, প্রয়াগতীর্থে মুনির সমাজ, প্রয়াগ ধামের দ্বিজবরের বিষ্ণুভক্তি-লাভ ও তদ্বর্ণনা, দক্ষিণদেশীয় রাজার বিষ্ণু-ভক্তি-লাভ, ইন্দ্রের বিষ্ণুভক্তি-লাভ, ব্রহ্মলোক-বর্ণনা, ব্রহ্মার বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্তি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শম্ভুর মাহাত্ম্য-বর্ণনা, বৈকুণ্ঠ-মহিমা, প্রহ্লাদ, হনুমান, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ ও শ্রীউদ্ধবাদি ভক্তগণের ক্রমোৎকর্ষ ও মহিমা, ব্রজবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ, মায়া-বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের মায়াবৃন্দাবন-দর্শন, ব্রজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে দ্বারকাবাসিদের অধীরতা, দ্বারকায় পুনরাগমন, শ্রীনন্দযশোদা-মাহাত্ম্য, গোপীপ্রেম, ভাগবতগণের ভক্তি-প্রাপ্তিতেও অতৃপ্ত হওয়ার হেতু-প্রদর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম-অনুল্লেখের কারণ-নির্দেশ ইত্যাদি।

ভগবৎকৃপাসারপাত্র-নির্ধারণ-
নামক প্রথম খণ্ড

(১) ভৌম—মাঘমাসে প্রয়াগে প্রাতঃস্নান করিয়া মুনিগণ পরস্পরকে ভগবৎপ্রিয়-কৃপাপাত্র বলিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন। ঐ মুনিসমাজে শ্রীনারদমুনি উপস্থিত ছিলেন। দূর হইতে কোনও এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের ভক্তিময় আচরণ-দর্শনে তিনি আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকৃষ্ট কৃপাভরপাত্রকে জগতে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে 'ইনিই শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়'—বলিতে বলিতে সেই ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করত বলিলেন যে ঐ ব্রাহ্মণই শ্রীকৃষ্ণের মহানুগ্রহভাজন। ঐ ব্রাহ্মণ তখন অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন-—দাক্ষিণাত্যবাসী ক্ষত্রিয় রাজাই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-পাত্র। শ্রীনারদ ঐ রাজার কাছে যাইয়া তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিলে তিনিও দৈন্য-সহকারে বলিলেন—স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণের দয়াপাত্র।

(২) দিব্য—শ্রীনারদ স্বর্গে গিয়া দেবরাজকে বলিলেন—'আপনিই শ্রীকৃষ্ণের মহানুকম্পাপাত্র'—দেবরাজ এই বাক্যে লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে তিনি অনেক ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু ব্রহ্মাই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ। নারদ তখন সত্যলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র এবং 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' এই ন্যায়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণতুল্যই। ব্রহ্মা তাহাতে কর্ণ আচ্ছাদন করত আক্ষেপের সহিত বলিলেন যে তিনি মায়িক বিষয়-ব্যাপারে জড়িত, ভক্তিহীন, কৃপা ত দূরের কথা—নানা অপরাধের জন্য তিনি সর্বদা ক্ষমা-প্রার্থী—কিন্তু শ্রীমহাদেবই ভগবৎ-কৃপাপাত্র এবং ভগবৎ-সখা; মায়ার রাজ্যে কেহই ভগবদ্ভক্ত নহে, যেহেতু তাহারা মায়ামুগ্ধ; মহাদেব কিন্তু মায়াতীতই।

(৩) প্রপঞ্চাতীত—শ্রীনারদ তখন শিবলোকে গিয়া শ্রীসঙ্কর্ষণের অর্চনানন্তর ভাবাবিষ্ট ও নৃত্যকীর্ত্তন-পরায়ণ সপরিকর শ্রীমহাদেবকে দর্শন করত আনন্দে বীণাবাদন ও প্রণাম পূর্বক বারংবার বলিলেন—'আপনিই শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগৃহীত।' নারদ মহাদেবের শ্রীচরণধূলি লইতে উদ্যত হইলে মহাদেব বলপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বলিয়াছিলেন—'হে ব্রহ্মপুত্র! এ কি বলিতেছ?' স্তবপাঠ করিয়া নারদ মহাদেবের গুণকীর্ত্তন করিলে মহাদেব বলিলেন—'প্রভু গম্ভীরমহিমা-সমুদ্র। সেই জন্য নানা অপরাধ করিলেও আমাকে তিনি উপেক্ষা করেন না, আমি সমস্ত অভিমানের আকর, প্রলয়কালে বিশ্বধ্বংস করাই আমার কার্য; কিন্তু 'বৈকুণ্ঠবাসিগণই ভগবৎকৃপাসারপাত্র।' তখন পার্বতী বলিলেন—'বৈকুণ্ঠবাসীদের মধ্যেও আবার শ্রীলক্ষ্মীদেবীই শ্রীহরিপ্রিয়া।' তখন মহাদেব আবার বলিলেন—বৈকুণ্ঠবাসী এবং শ্রীলক্ষ্মী হইতেও সুতলে অবস্থানকারী প্রহ্লাদই শ্রেষ্ঠ।

(৪) ভক্ত—নারদ সুতলে গিয়া আবার প্রহ্লাদের স্তব করিতে লাগিলে প্রহ্লাদ বলিলেন—'ভগবানে প্রীতিদ্বারা কৃপা জানা যায়, আবার ঐ প্রীতিও তদীয় সেবাপরিচর্যাদিতে অভিব্যক্ত হয়। তিনি কেবল মনদ্বারাই স্মরণ-রূপ সেবা করেন, কিন্তু হনুমান্ অশেষবিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতেছেন।' এই কথায় নারদ কিম্পুরুষবর্ষে হনুমানের নিকট গিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে হনুমান্‌জি ভগবদ্ বিরহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করত বলিলেন—'ভগবানের প্রতি পাণ্ডবগণের প্রীতিও যেমন সমধিক, তাঁহাদের প্রতি শ্রীপ্রভুর কৃপাও তদ্রূপই। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে পাণ্ডবেরা তাঁহার প্রাণতুল্য।'

(৫) প্রিয়—নারদ হস্তিনাপুরে নৃত্য করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন, পাণ্ডবগণ তাঁহার পূজার জন্য দ্রব্যাদি সম্মুখে আনিলে তিনি উহাদ্বারা পাণ্ডবদের সম্মান করত বলিলেন—'শ্রীরামচন্দ্রের অবতারে কতিপয় ব্যক্তি শুদ্ধাভক্তি পাইলেও স্বারসিক প্রেমের বার্ত্তা জগতে অজ্ঞাত ছিল। পাণ্ডবগণের মধ্যেই সেই স্বারসিক প্রেম লক্ষিত হইতেছে, অতএব তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কৃপাপাত্র।' তখন পাণ্ডবগণ বলিলেন—যাদবগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গাঢ়তর প্রীতির সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপাত্র। নারদ প্রাতঃকালে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন—যাদবগণ সুধর্মাসভায় শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় আছেন—দণ্ডবৎ করিতে করিতে নারদকে আসিতে দেখিয়া যাদবগণ তাঁহাকে উঠাইয়া আসন প্রদান করিলেন, কিন্তু নারদ নীচে বসিয়া তাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তন করত বলিলেন যে তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুকম্পাপাত্র। উত্তরে তাঁহারা শ্রীউদ্ধব মহাশয়কেই শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রীতিপাত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে গিয়া শ্রীউদ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করত শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সুধর্মায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন।

৬। প্রিয়তম—নারদমুনি বিবিধ ভাবভূষণে ভূষিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিশেষ কারণে বিমনস্ক উদ্ধব, শ্রীবলদেব প্রভৃতির নিকট শ্রীকৃষ্ণের মহানুগ্রহপাত্র উদ্ধবকে দর্শন অথবা তদভাবে তাঁহার পদধূলি পাইতে প্রার্থনা জানাইলে শ্রীউদ্ধব অতিসম্ভ্রমে মুনির চরণদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করত তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেও যত্নে ধৈর্য ধরিয়া বলিতেছেন

—'পূর্বে মনে করিতাম যে আমিই শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রীতিপাত্র, কিন্তু ব্রজে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী, তদীয় কৃপার মাধুরী, প্রেমমাধুরী ও তদীয় প্রেম-ময়-প্রেমময়ী-ব্রজবাসিদের মাধুরী যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছি ; অতএব ব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ কৃপাভাজন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গত রাত্রিতে ব্রজের কথা স্বপ্নে দেখিয়া অবধি ক্রন্দন করিতেছেন—আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া তখনও শায়িতই আছেন—নিত্যকৃত্যাদি কিছুই করেন নাই। উদ্ধব ব্রজবাসী ও ব্রজদেবীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উল্লেখ করিলে মা রোহিণী বলিলেন—'ব্রজজনদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদি না দিয়া যে কাঁদাইতেছেন, ইহাই কি কৃপা ও প্রীতির চিহ্ন ?' তৎশ্রবণে রুক্মিণী ও সত্যভামা বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে ও জাগরণে, আচারে ও ব্যবহারে ব্রজভাবেই বিভোর থাকেন। বলদেব তদুত্তরে বলিলেন যে উহা তাঁহার কপট ব্যবহার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ তখন অশ্রু-মোচন করিতে করিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভাই উদ্ধব! আমি কি করিলে ব্রজবাসীগণের শান্তি হয় বল।' ব্রজে গমন ব্যতীত তাঁহাদের কিছুতেই শান্তি হইতে পারে না—এই বার্তা উদ্ধবমুখে শ্রবণ করিয়া তিনি ব্রজে পত্র প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বলদেব বলিলেন—'পত্রদ্বারা তাঁহাদের শান্তি হইবে না। তোমার নামামৃত পান করায় সুদীর্ঘ অনশনেও তাঁহাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না!!' শ্রীকৃষ্ণ তখন বলদেবের কণ্ঠ ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলেন, ক্ষণকালমধ্যে দুই ভাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। অন্তঃপুর-মধ্যে এই ঘটনায় তুমুল রোদনধ্বনি উঠিয়াছিল এবং তাহা শুনিয়া সুধর্মা সভা ত্যাগ করিয়া বসুদেব উগ্রসেনাদি সকলেই অন্তঃপুরে আসিয়াছিলেন।

(৭) পূর্ণকৃপাপাত্র——ব্রহ্মা গরুড়কে ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বল-রামকে নববৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বলদেব মূর্চ্ছানন্তর শ্রীকৃষ্ণকে রাখাল-বেশে সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা অপনোদনপূর্বক গোষ্ঠ-গমনে প্রেরণা দিলেন। নববৃন্দাবনে বিশ্বকর্মা-নির্মিত নন্দযশোদাদি, গোপীগণ, সখাগণ ও ধেনুসকলের মূর্ত্তিদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভাব উদ্দীপিত হইল। যশোদাবিগ্রহ হইতে নবনীত চুরি করিয়া ভোজন, শ্রীরাধামূর্ত্তিকে 'প্রাণেশ্বরি!' বলিয়া সম্বোধন, মিলন-সঙ্কেত, আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মোহন মুরলীর ধ্বনি করিলেন—তখন পুরবাসিনীগণের ভাববিহ্বলতা হইল। সমুদ্রের নীলজলে যমুনাভাণ হইলেও অদূরে দ্বারকা দেখিয়া বিস্মিত হইলে বলদেব বীররসের উদ্দীপনে তাঁহাকে অবস্থান্তর প্রাপ্তি করাইয়া প্রাসাদে আনিয়াছিলেন। দেবকীর ভোজনা-নয়নে এবং বলদেবের কার্যান্তরে গমনে ব্রজদেবীগণের মাহাত্ম্যশ্রবণে অসূয়া-বশতঃ মানিনী সত্যভামার প্রতি লক্ষ্য করত শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের কপাট উদ্‌ঘাটনপূর্বক বলিলেন—'যদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে গেলে ব্রজবাসিগণ সুখী হয়, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।' মহিষীগণের নিকট ব্রজদেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনার পরে নারদমুনি সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে গমন করিলেন, তাঁহাকে তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'প্রিয়জনের স্মারক ব্যক্তিই মহা উপকারী, অতএব আপনি আমার অদ্য মহোপকারই সাধন করিলেন।' নারদ বলিলেন —'অদ্য আপনার মহাকৃপাপাত্রজনের বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম।' শ্রীগোপী-গণই শ্রীকৃষ্ণের মহাকৃপাপাত্র, তন্মধ্যেও আবার শ্রীরাধাই— সর্ব-শ্রেষ্ঠা।' নারদ আবার প্রয়াগে আসিয়া মুনিগণ-সমাজে শ্রীব্রজদেবী-গণকেই (শ্রীরাধাকেই) শ্রীকৃষ্ণের মহাকৃপাভাজন বলিয়া উদ্‌ঘোষিত করিলেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়—— শ্রীরূপপ্রভু ভক্তিরসামৃতে (১।৪।২০) লিখিয়াছেন 'শ্রীমৎপ্রভু - পদাম্ভোজৈঃ সর্বা ভাগবতামৃতে। ব্যক্তীকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী'॥ শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে 'গূঢ়া ভক্তি-সিদ্ধান্ত - মাধুরীই' প্রকাশিত হইয়াছে। কাহারও মতে ভক্তি দুই প্রকার—(১) বিহিতা ও (২) অবিহিতা (মুক্তাফল)। কাহারও মতে (১) বৈধী ও (২) রাগানুগা (রসামৃতসিন্ধু)। শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (৩১০) বলিয়াছেন যে রাগানুগারই নামান্তর

অবিহিতা। নিত্যসিদ্ধ লীলাপরিকরগণের রাগাত্মিকা বা রাগময়ী ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা বলা হয়; কিন্তু একপ্রকার ভক্তি আছে যাহা বৈধীও নহে, অথচ শুদ্ধা রাগানুগাও নহে। (রসামৃত ১।২।৬) বৈধীভক্তির লক্ষণে 'রাগদ্বারা অনবাপ্ত' বলিতে রুচিদ্বারা অনুদ্বুদ্ধই বলিতে হয়। অবিহিতা ভক্তিও দুইপ্রকার—(১) শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাবলম্বনে ও (২) তৎপরিকরের মাধুর্যাবলম্বনে। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাবলম্বনে যে ভক্তি—তাহা বৈধী বা রাগানুগার লক্ষণাক্রান্ত নহে। তাহা অবিহিতা মাধুর্যানুগা। ইহাকে 'মাধুর্যভক্তি' বলা যায়। এই জাতীয় ভক্তির লক্ষণ ও উদাহরণাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

'মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ' - লক্ষণাক্রান্ত এবং আত্মারামগণের দৃষ্টান্ত যে ভক্তি—তাহাই অবিহিতা। শ্রীভাগবতামৃতে 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্ত' বলিতে বোধ হয় শ্রীরূপপাদ রাগানুগা ভক্তিমাধুরীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ব্রজবাসিদের ভক্তি বৈধী নহে, আর তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে ভক্তিও বৈধী নহে। শ্রীজীবপ্রভু এই ভক্তিকে 'ব্রজভক্তি' বলিয়াছেন (শ্রীগোপালবিরুদাবলী ১৫)—'ব্রজভক্তিতর্ষী শ্রীদেবর্ষি' শ্রীগোপালচম্পূ উত্তরখণ্ডে। ভাগবতামৃতে রাগানুগাভক্তির নামতঃ উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র টীকার প্রারম্ভকালে বলিয়াছেন যে ব্রজবাসিদের শ্রীগোপীনাথপাদপদ্মে যে প্রেমময়ী ভক্তি—তাহাই বিধেয়া। ইহারই নামান্তর—'অবিহিতা ভক্তি', 'ব্রজভক্তি' বা শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণপ্রোক্ত (সিদ্ধান্তরত্নে ২।১৪, ও গোবিন্দভাষ্যে ৩।৩। ২৯) 'রুচিভক্তি'—ইহাই 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী', ইহা অতিকৌশলে আখ্যায়িকামুখে শ্রীভাগবতামৃতে 'ব্যক্তীকৃতা' হইয়াছে। [শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ে সপ্তম কলায় প্রোক্ত বিহিতা ও অবিহিতা ভক্তির বিচার বিশ্লেষণাদি দ্রষ্টব্য]।

এইস্থলে মন্তব্য এই যে নারদ প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহাকেই ভগবৎকৃপাপাত্র বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন—তিনিই স্বদোষরাশির উদ্‌ঘাটনে উৎকৃষ্টতর ভক্তিরসপাত্রকেই মুক্তকণ্ঠে স্তুতিমালা দান করিয়াছেন। ব্রজবাসিগণের বিরহোচ্ছ্বাসশ্রবণে এবং স্বকীয় ঔদাসীন্যজনিত অপরাধমননে শ্রীকৃষ্ণের আর্তনাদ, মূর্চ্ছা এবং নববৃন্দাবনে আশ্চর্য উপায়ে তন্নিরসনপ্রকারাদি শ্রীপাদের অপূর্বতর কল্পনা-কুশলতার সুষ্ঠু অভিব্যক্তি করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে গোপীগণের মহিমা ও পরমোৎকর্ষ বলিতে ইচ্ছুক এবং উদ্যত হইলেও পরম গোপ্যতম বলিয়া প্রথমে সুস্পষ্টভাবে গোপীগণের নামাদি উল্লেখ করেন নাই ১।৬।২৭, ১।৬।৩০ টীকা, ১।৬।৩২ (অন্যাসাং)। (১। ৭।৯৫ টীকা), ব্রজজনেষু (৯১), তৈঃ (৯২), তেষাং (৯৪), তে (৯৫), তেষাং (৯৬), তৈঃ (৯৮) ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু (১০০) শ্লোকে 'তাসাং' বলিয়া নির্দেশের হেতু টীকায় লিখিতেছেন—'তাসামিতি স্ত্রীত্বেনৈব নির্দেশস্তত্তদ্‌বর্ণনেন তাস্বেব মনোঽভিনিবেশাৎ প্রস্তাবৌচিত্যাদ্ বা'। শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখে (১।৭।১৩১) এবং শ্রীনারদেরও স্বানুভবে (১।৭।১৪১) গোপীগণই শ্রীভগবানের করুণাসারচরমকাষ্ঠাপাত্র বলিয়া নির্ধারিত হইল। আবার গোপীগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা, সুতরাং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ-কৃপাসারপাত্র—ইহাই জগতে বিখ্যাপিত করিবার জন্য নারদের এই প্রচেষ্টা (১।১।৪০)। প্রয়াগে পুনঃ সমাগত নারদের মুখে বৃত্তান্ত শ্রবণ করত মুনিগণ ব্রজদেবীগণকেই (বিশেষতঃ শ্রীরাধাকেই) সর্বশ্রেষ্ঠকৃপাপাত্র বলিয়া নির্ধারণে তদানুগত্যে ভজন করিয়াছেন (১।৭।১৫২—৫৩)। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ নিজজননীকেও গোপীদাস্যেচ্ছায় ভজন করিতে (১৫৪—৫৫) ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই গোপীভাবের ভজননির্দেশেই শ্রীরূপকথিত 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী' পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'অমুষাং দাস্যমিচ্ছন্তী' (১৫৫) বলাতে গোপী আনুগত্যে ভজনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝা যায়। টীকাপ্রারম্ভে উক্ত আছে যে ব্রজবাসিভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনের ফল গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বৈরবিহার। এই গ্রন্থে গোলোক ও ভৌমব্রজ সর্বথাই তুল্য (২।৬।৩৭২—৭৪ টীকা)। শ্রীপরীক্ষিৎ স্বয়ং গোপীভাবপ্রাপ্তি করিয়াছেন (২।৭।১০৮ টীকা), কিন্তু মাতাকে গোপীজনের দাস্যেচ্ছু হইয়া ভজন করিতে বলিলেও শ্রীরাধাদাস্যেচ্ছু হইয়া ভজন করিতে নির্দেশ দেন

নাই। উত্তরা কিন্তু দ্বারকার স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রাধানাম-উচ্চারণ (১৬। ৫২), মায়াবৃন্দাবনে শ্রীরাধামূর্ত্তির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার এবং 'প্রাণেশ্বরি' বলিয়া সম্বোধন (১৭। ৪০—৪৪) প্রভৃতিতে বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা ; সুতরাং (২।১।২১—২২) উত্তরা দেবীর রাধাদাস্যে লোভ হইয়াছিল। গোপীভাবের ভজনতত্ত্বটি (১৭।৮২) একটিমাত্র শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরকীয়ার ইঙ্গিত আছে—২।৫।৮৪ টীকায় 'কাসামপি চ তৎ-প্রিয়ার্থং নিজবধুকন্যকাদীনামপি বেশাদি-পরতা। ২।৫।১৪৫ টীকায়—'ভার্যাশব্দেন কেবলং তাসাং ভরণমেব পতি-প্রয়োজনং, নান্যৎ কিঞ্চিদিতি সূচিতম্।' (১৭। ১৫৪—৫৫) শ্লোকদ্বয়ে তাহার উপদেশক্রমও বর্ণিত হইয়াছে—প্রেমে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-পরায়ণ হইয়া গোপীজনের দাস্য-কামনায় গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ারত গোপীজনবল্লভের ভজন করিলে তিনিও গোপীগণের কৃপায় গোপী-গণের মহত্ত্ব স্বীয় চিত্তে কিঞ্চিৎ জানিবেন, ভজনের ফলে স্বীয় চিত্তে তাহা কথঞ্চিৎ স্ফুরিত হইবে, তাহার ফলে ক্রমশঃ ভজনে উন্নততর স্তরপ্রাপ্তি হইবে (১৭।১৫৭ টীকা)। নিরপেক্ষতা এই উপাসনার ভূষণ এবং দৈন্যই এই উপাসনার মূলধন। যথাসম্ভব গোপনে এই উপাসনা বিহিতা। অচিরে ফললাভ করিতে হইলে ভৌম ব্রজে বাসই সাধনের পক্ষে হিতকর—এই উপাসনায় কর্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি দূরে রাখিতে হয় (২।৫।১১৮—২১)।

দ্বিতীয় খণ্ড

(শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য-নিরূপণ)

কথা-সংক্ষেপ—(১) বৈরাগ্য—শ্রীগোপকুমারের কাহিনী—তিনি ব্রজবাসী কিশোরবয়স্ক—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিক গৌড় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশাক্ষর-শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রপ্রাপ্ত—জাতিতে বৈশ্য, শাস্ত্রানুশীলনে অনভ্যস্ত তাঁহার গুরুদেব কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রকে জগদীশ্বরের প্রসাদরূপে উল্লেখ শুনিয়া গোপকুমারের ধ্রুব বিশ্বাস—জগদীশ-সম্বন্ধে কেবল সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, করুণাময় পুরুষবিশেষ ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ ধারণা তাঁহার ছিল না। প্রয়াগে ভক্ত ব্রাহ্মণ শালগ্রামকে জগদীশ বলিলে তাহাতেই সরল বিশ্বাস—গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস—মন্ত্রজপের ফলে নিখিল বাঞ্ছিত-পূর্ত্তির বিষয়েও অটুট বিশ্বাস। গোপকুমার স্বভাবতঃই কামক্রোধাদি-পরিশূন্য, নম্র, বুদ্ধিমান্, সর্ববিষয়ে সাবধান, অনলস এবং ভগবত্তৃষ্ণাযুক্ত। ভক্ত, ভক্তি এবং ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁহার মন নাই। নীলাচলচন্দ্রের মহাকৃপার কথা তৈর্থিক সাধুমুখে শুনিয়া তত্র গমন ও সেবাসৌষ্ঠব-দর্শনে সাক্ষাৎসেবালালসা ও তাহার প্রাপ্তি এবং সুষ্ঠু সেবা-প্রবর্ত্তন ও পরে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় মথুরাগমন।

(২) জ্ঞান—ইন্দ্রের অধিকতর সেবাসৌষ্ঠব শুনিয়া মন্ত্রজপ-প্রভাবে স্বর্গে গমন—স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্তি হইলেও সুখভোগে বীতস্পৃহ—স্ত্রীলোকসম্বন্ধে আকর্ষণ-রহিত ও অনর্থমুক্ত। বৃহস্পতির মুখে মহর্লোকের পরিচয় পাইয়া মন্ত্রজপ-প্রভাবে তত্র গমন, যজ্ঞেশ্বরের সেবালাভ—জনলোকে গমন, মহর্ষিমুখে তপোলোকের মহিমা শুনিয়া তত্র গমন। বিশেষ ব্যাপার এই যে শালগ্রাম, চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ, শ্রীজগন্নাথ, স্বর্গে বামনদেব, মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতির দর্শনে উত্তরোত্তর আনন্দাধিক্য। যাগযজ্ঞে কর্মকাণ্ডে অরুচি—তপোলোকে জীবন্মুক্ত অবস্থালাভ—জগৎকে ব্রহ্মময় পরমাত্মময় বলিয়া দর্শন—ভগবৎ-স্বরূপানুভূতি, তত্ত্বজ্ঞানলাভ—সর্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য-সত্ত্বার অনুভূতি—সিদ্ধতুল্যাবস্থার লাভ ইত্যাদি—সদ্গুরুর কৃপার ফলে ভগবদ্রূপ দর্শনের লালসা—সত্যলোকের উৎকর্ষ-শ্রবণে তথায় গমন, ব্রহ্মার পদলাভ দাস্যভক্তি-প্রচার, মুক্তি ও ভক্তির পার্থক্যাববোধ—কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধি ও ভক্তির লক্ষণগত পৃথক্ত্ববোধ, অষ্টাবরণ-বিবৃতি—ভগবদাদেশে বৃন্দাবনে গমন।

(৩) ভজন—মুক্তিপদে গমন ও অতৃপ্তি—হরপার্বতীর দর্শনলাভ, শিবলোক ও বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্যশ্রবণ—শুদ্ধাভক্তির উৎকর্ষ শ্রবণ, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-আলোচনা, লীলাকথাশ্রবণ—নির্গুণা ভক্তি—নিরপরাধ চিত্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে প্রেমভক্তির উদয়। ব্রজে আগমন।

(৪) বৈকুণ্ঠ—ভাবাবিষ্ট নাম-কীর্ত্তনরত গোপকুমারের ইষ্টদেব-দর্শনে প্রেমমূর্চ্ছা, ভগবৎপার্ষদগণ-কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নয়ন—যোগমায়া বা স্বরূপশক্তি, ধামতত্ত্ব, বিগ্রহতত্ত্ব, অর্চাবতারতত্ত্ব, দাস্যভাব (সখ্যমিশ্র) ঐশ্বর্য্যানুভূতি, ভক্তবাৎসল্যের অনুভূতি —দাস্য - সেবারস - আস্বাদন—অযোধ্যায় গমন ও তত্রত্য সেবারস-বিশেষ—রামচন্দ্রের কৃপায় শ্রীমদন-গোপালের প্রতি চিত্তাকর্ষণ।

(৫) প্রেম—দ্বারকায় প্রবেশ—দর্শনলাভ—উদ্ধবগৃহে অবস্থান—শ্রীনারদমুখে গোলোকবৈভবাদির শ্রবণ—গোলোক - গোকুলাদির তত্ত্বনিরূপণ—গোপীগণের সেবাতিশয়-বর্ণনা—ব্রজে গোপকুমারের বিদায়। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে মন্ত্রজপদ্বারা, স্বরূপের উপাসনাদ্বারা মুক্তি লাভ হয়, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয় না। শ্রীভগ-বানের নামকীর্ত্তন এবং রূপগুণলীলানু-শীলন-ভগবদ্‌ভক্তিদ্বারা—গৌরবমিশ্র-প্রীতিদ্বারা বৈকুণ্ঠলাভ হইলেও গোলোক বা ব্রজপ্রাপ্তি হয় না। গোলোকপতির প্রতি লৌকিক সম্বন্ধ-বুদ্ধি করিলে, গোপগোপীর দাস্যেচ্ছু (অনুগত) হইলে, প্রেষ্ঠ-নামসংকীর্ত্তন করিলে ও ব্রজলীলা ধ্যানগান করিলে তবে ব্রজপ্রেম বা শুদ্ধা প্রীতি লাভ হয় এবং তাহাতেই গোলোক বা ব্রজপ্রাপ্তি হয়। ব্রজলীলা ধ্যান ও গানের পূর্বে ব্রজলীলার শ্রবণ ও আলোচনা প্রয়োজনীয়। এস্থলে শ্রীনারদ মুনির কৃপাই গোপকুমারের ব্রজলীলাশ্রবণ-মননের হেতু হইয়াছিল। শ্রীরাধার বা তাঁহার অবতারের অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদান-কারী কোনও অবতার-বিশেষের দর্শনলাভ হইলেও ব্রজপ্রেমলাভ হইতে পারে।

(৬) অভীষ্টলাভ—গোপকুমারের গোলোকে গমন—মদন-গোপালের দর্শনলাভ—(মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠের ন্যায়) প্রিয় নর্ম্মসখার পদলাভ—নিত্যলীলায় প্রবেশ, শ্রীগোপালের আলিঙ্গন-চুম্বনাদিলাভ —মাথুর বিরহের অনুভূতি—গোলোকে ও ব্রজে সমতার অনুভূতি —তত্রত্য লীলাবিনোদাদি।

(৭) জগদানন্দ—শ্রীরাধার আদেশে ও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় জনশর্মার মস্তকে গোপকুমারের হস্তার্পণ—কৃপাপ্রকাশ—শক্তিসঞ্চার। জনশর্মার প্রেমলাভ—আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও সপরি-করে ভৌমব্রজে শ্রীকৃষ্ণদর্শনলাভ। সিদ্ধদেহলাভ ও নিত্যলীলায় প্রবেশ —গোপকুমারের হস্তে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সমর্পণ ও গোপকুমারের আনুগত্য।

উত্তরাদেবীর প্রশ্নই এই গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ। ইহা জনমেজয়ের প্রতি মহর্ষি জৈমিনি-কথিত কাহিনী —মহাভারতের আখ্যানাংশ বলা যায়। উভয় খণ্ডেই একজন করিয়া পরিব্রাজকের স্বানুভূত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—প্রথমখণ্ডে দেবর্ষি নারদ ও দ্বিতীয়ে গোপকুমারই পর্যটক। গোপকুমার শ্রীসনাতন প্রভুর এক অপূর্ব সৃষ্টি। বৈষ্ণবীয় সাধনার প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করত চরম সোপান ব্রজপ্রেমের প্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহাকে উপনীত করাইয়া শ্রীপাদ ভজনানন্দের তারতম্য ও পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। গোপকুমার শ্রীগুরুদত্ত-মন্ত্রসাধনবলে যতই উন্নত-তর স্তরে যাইতেছেন, ততই সাধন-ভক্তি-কুসুমের এক একটি দল বিকসিত হইতেছে। আবার বিকাশজনিত আনন্দ-বৃদ্ধির সহিত পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত অপূর্ণতার অপরিতৃপ্তিও বাড়িয়াই চলিয়াছে। তৃপ্তি-অতৃপ্তির মধ্য দিয়া সকল সোপান অতিক্রম করত তিনি ব্রজে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া চরম কৃতার্থও হইয়াছেন। শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের প্রকৃত সাধনার ফল ও বল প্রদর্শন করাইবার জন্যই গোপকুমারের সবিস্তার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত জীবনটি যে অক্ষয়, অব্যয়, শাশ্বত ও চির-প্রগতিশীল—ইহাই এই গ্রন্থের প্রধানতঃ লক্ষ্যরূপে বিনির্দিষ্ট হইয়া তরুণ সাধকের হৃদয়েও মহা আশা এবং শক্তি সঞ্চার করিতেছে। গোপকুমারকে সাধন-পথে পাঁচবার দর্শন দিয়া শ্রীগুরুদেবের শান্তি নাই। মন্ত্রজপ-প্রভাবে সিদ্ধলোকপর্যন্ত প্রাপ্তি ঘটিলেও কিন্তু ইতঃপর নামসাধনেরই পরম সাধনত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতেও আবার স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্তনেই ব্রজপ্রেম লভ্য। মহৎকৃপা হইলে সেই সুদুর্লভ ব্রজপ্রেমও সুখলভ্য এবং সহজসাধ্য হয়। উত্তর খণ্ডের 'ক্রমভক্তি'র সোপানগুলি সাধারণতঃ এইভাবে নির্ণীত হইতে পারে—

(১) অহৈতুকী মহৎকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) দীক্ষা, (৪)মন্ত্রজপ, (ভজনক্রিয়া), (৫) সৎসঙ্গ, (৬) শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির দর্শন [শালগ্রাম,

চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণমূর্তি, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবামনদেব, যজ্ঞেশ্বর, তপোলোকে পরমাত্মানুভূতি ও সত্যলোকে সহস্র-শীর্ষা], (৭) [সত্যলোকে] মূর্তি ও ভক্তির ভেদবিষয়ক সামান্যতঃ শ্রবণ, (৮) স্বরূপের অনুভূতি, মুক্তিপদ, ব্রহ্মানুভূতি, শান্তভাব, অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি, সর্ববন্ধ-ক্ষয়। (৯) ভক্তি, শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন, রূপগুণলীলার অনুশীলন, গৌরবমিশ্রা প্রীতি, ঐশ্বর্য-মাধুর্যের অনুভূতি, ভগবদনুভব, ভক্তিরসাস্বাদ। বৈকুণ্ঠে—ভগবৎপ্রেম, ভগবদ্দর্শন, দাস্যভাব, সেবারসনিষ্ঠা। অযোধ্যায় সেবারসবিশেষনিষ্ঠা। (১০) দ্বারকায় সৌহার্দ্দরসনিষ্ঠা, নিরুপাধি ভগবৎকৃপাজনিত বিশুদ্ধ পরম প্রেমে উৎপাদিত দর্শনোৎকণ্ঠা, দর্শন, সখ্য, নর্ম্ম, সৌহৃদাদিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত। (১১) সতত প্রেমমদে বিহ্বলতা—গোলোকে প্রেমরসনিষ্ঠা, শুদ্ধ মাধুর্য, শুদ্ধা প্রীতি; লৌকিক সম্বন্ধবুদ্ধি—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণের লক্ষ্য, কাম্য ও অভীষ্টতম বস্তু—ব্রজভাব। ভগবদনুভূতিতে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান আবৃত হয়, তদ্রূপ শুদ্ধ মাধুর্যের অনুভবেও ঐশ্বর্যজ্ঞান ও ভগবদ্বুদ্ধি আবৃত হইয়া থাকে।

প্রথম খণ্ডে শ্লোক-সংখ্যা ৭৯৮ এবং দ্বিতীয়ে ১৭১৬=২৫১৪ শ্লোক। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ন্যায় সিদ্ধান্ত-পরিবৃংহিত গ্রন্থ আর হয় না, হইবারও নহে। শ্রীপাদ ইহাতে লীলা, রস, ভাব, সিদ্ধান্তাদি সকল বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আখ্যায়িকাবর্ণনচ্ছলে এই সর্বসামঞ্জস্যমূলক বিরাট ব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকগণ! আপনাদের শ্রীচরণে জীবাধমের করপুটে এই নিবেদন আপনারা সম্ভব হইলে মূল ও টীকা অথবা অনুবাদমাত্রও পুনঃ পুনঃ পাঠ, অনুশীলন ও আস্বাদন করিয়া ইহার গুরুগম্ভীর ও প্রসন্নোজ্জ্বল তাৎপর্য অবধারণ করুন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিষয়-জড় ও অতিপ্রাকৃত মাদৃশ জীবের লেখনীফলকে এই গ্রন্থের যথাযথ বিবৃতির প্রতিফলন অতি অসম্ভব।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের 'দিগ্-দর্শিনী' টীকা—টীকাপ্রারম্ভে প্রেমভক্তি ও স্বেষ্টদেব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে নমস্কার পূর্বক টীকার দিগ্দর্শিনী নামকরণের হেতু বলিতেছেন—'অভীপ্সিত অর্থসমূহের একদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া 'দিগ্দর্শিনী' নাম্নী এই টীকাটিও স্বয়ং লিখিত হইতেছে। তৎপরে শ্রীপাদ বলিতেছেন—এই গ্রন্থরত্নে ধর্মার্থকামমোক্ষ-প্রদায়িনী ভগবদ্-ভক্তিই নিরূপিত হইতেছে। ইহার অনুশীলনে ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরম মহান্ সুখরাশির প্রাপ্তি হয়, শ্রীমদ্ ব্রজবাসিজনের আনুগত্যে শ্রীগোপী-নাথের চরণদ্বন্দ্ব আশ্রয় করত সর্ব-নিরপেক্ষ পরম মহত্তম প্রেম-সহকারেই ঐ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাঁহারা এতাদৃশী ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা শ্রীগোলোক-ধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নিত্য যথেচ্ছ বিহাররূপ সর্বোৎকৃষ্ট ফলই লাভ করিবেন।' শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃতের ন্যায় এমন সিদ্ধান্তগ্রন্থ জগতে হয় নাই; ইহাতে একাধারে লীলা, রস, ভাব, সিদ্ধান্ত, এক কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাবতীয় তথ্য সন্নিহিত আছে, গ্রন্থকার হইয়া স্বয়ংই টীকা করিয়া-ছেন, ইহাতে এই মনে হয় যে এই সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থে যেন অন্য কাহারও মতান্তর প্রবেশ না করে। মূলে যে বিষয়টী সামান্যতঃ অস্পষ্ট রহিয়াছে, তাহাই সুব্যক্ত, সু-বিস্তারিত করিয়া নিঃসংশয়িতভাবে হার্দ্দকথাটী বুঝাইবার জন্যই টীকার অবতারণা। কোনও কোনও স্থলে মূলের একটি শব্দকে শ্রীপাদ দোহন করিয়া বহু রসাল অর্থ নিষ্কাসিত করিয়াও লিখিয়াছেন—ইতি দিক্। যথা ২।৩।১৮৪ শ্লোকের 'সরস' শব্দে ৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াও লিখিয়া-ছেন—ইতি দিক্। এই সটীক গ্রন্থের অনুশীলনে যে কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়িদেরই উপকার হইবে, এমন নহে, কিন্তু সর্বসম্প্রদায়ের ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রই পরম উপকৃত হইবেন। ভগবৎপ্রাণ ভজননিষ্ঠ সাধুসজ্জন-গঠন করিতে হইলে যে সকল উপদেশের অপেক্ষা আছে, এই গ্রন্থে সেই সকল সর্বাঙ্গসুন্দররূপেই প্রদত্ত হইয়াছে। সটীক গ্রন্থখানা বহুশঃ পঠন-পাঠন-শ্রবণাদি না করিলে অন্যের সংক্ষিপ্ত কথায় ইহার তাৎপর্য বুঝা যায় না। শ্রীরূপপাদের এই সম্বন্ধে এই অভিমতই যথেষ্ট—

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ সর্বা ভাগবতামৃতে। ব্যক্তীকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরী ॥ (সিন্ধু ১।৪।১৩)

বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা — বৃহদ্ভাগ-বতামৃতের শ্রীকানাইদাস-কৃত অনু-

বাদ। ২ বর্দ্ধমান জেলায় বেনাপুর গ্রামে (কুলীনগ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে) ১৭৬৪ শকে জয় গোবিন্দ বসু শ্রীপাদ শ্রীসনাতনপ্রভুর বৃহদভাগবতামৃতের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ভাষায় সরল হইলেও ভাবগম্ভীর ও দুর্বোধ্য, এই জন্যই শ্রীপাদ স্বকৃত গ্রন্থের স্বয়ং টীকাও করিয়াছেন। শ্রীজয়গোবিন্দ টীকা ও মূল বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াই অনুবাদ করিয়াছেন—স্বয়ংই গ্রন্থমধ্যে বারংবার একথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা ১৩ পৃষ্ঠা (১।১) 'মূল আর টীকাতে যে কহিলা লিখন। যথামতি বিবরিয়া করিনু লিখন॥' ১৮০ পৃষ্ঠা (২।৪ শেষ) 'সটীক মূলের অর্থ করি অনুভব। যথামতি যথাসাধ্য আমি লিখি সব॥' ১০ অক্ষরে কোথাও বা ১২ অক্ষরে রচিত ছন্দ দেখা যায়, যদিও ১৪ অক্ষরে (পয়ার) ছন্দই বেশী। রচনার আদর্শ—[নামসংকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ (২।৩) ১৪৯ পৃঃ]

'মেঘবিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ। আর্ত্তস্বরে প্রিয় প্রিয় করে আক্রোশন॥ চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতির। রাত্রিকালে আর্ত্তনাদে করয়ে অস্থির॥ কুররীবর্গও পতিবিরহিত হ'য়ে। রাত্রে আক্রোশন আর্ত্তনাদে করয়ে॥ সেই মত আর্ত্তির গৌরবের কারণ। নাম সংকীর্ত্তন হয়, জানিহ লক্ষণ॥ ইথে পরম আর্ত্তিতে সংযুক্ত হইয়া। বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ করিয়া॥ করিবেক শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তন। এই ত তাৎপর্য ইথে বুঝ করি মন॥ ইত্যাদি

বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী —— শ্রীমদ্-ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-কৃত সুবিস্তৃত টীকার নাম বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী বা বৃহত্তোষণী। ১৪৭৬ শকাব্দে এই টীকা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লীলাসমূহের গূঢ়তাৎপর্য ও সিদ্ধান্তসার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় যে সকল কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই, তাহা সুব্যক্ত করিবার জন্যই এই টিপ্পনী রচিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীপাদের (১০) উক্তি। তৎপরবর্ত্তি শ্লোকে আবার ইহাও শ্রীপাদ বলিয়াছেন যে 'যাহাতে যাহাতে বৈষ্ণবগণ সম্যগ্-ভাবে পরিতোষ লাভ করেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুসরণে তাহা তাহাও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল' (১১)। আবার অধিকারী-নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন (১৫) 'এই বৈষ্ণব-তোষণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদকমলগন্ধ-ঘ্রাণে অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণই আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন।' বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় যে যে স্থলে ব্রহ্মবাদ আসিয়া পড়ে, সেই সেই স্থলে শ্রীধরের কথাই বজায় রাখিয়া ইনি তাহারই ব্যাখ্যান্তর যোজনা করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। ১০।২৯।১৮ হইতে ২৭ শ্লোক পর্যন্ত যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের উপেক্ষাভঙ্গিময়ী ও প্রার্থনাভঙ্গিময়ী ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই শ্রীপাদের প্রতি শব্দব্রহ্মমূর্তিমান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের 'আত্মারাম' শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরের সুস্নিগ্ধ কৃপাদৃষ্টি-প্রসূতই বলিব। ১০।৮৭।১৪—৪১ পর্যন্ত শ্রুতিস্তুতির শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যাবলম্বনে ব্রহ্মবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া প্রতিশ্লোকে যে ভগবৎপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও অতি-চমৎকার ও সুরসালই বলিতে হইবে। শ্রীপাদের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল প্রতিভা এই তোষণীর সর্বত্রই বিচ্ছুরিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতি-শ্লোকব্যাখ্যানে প্রকটিত, তাঁহার প্রেমভক্তির উজ্জ্বল ভাব প্রতি-কথাতেই উদ্দীপ্ত। দশম স্কন্ধই শ্রীমদ্ভাগবতের সার-সর্বস্ব, এই জন্য শ্রীপাদ অন্যান্য স্কন্ধের টীকা না করিয়া কেবল দশম স্কন্ধের টীকাতেই মূল্যবান্ জীবনের মহামূল্যবান্ সময় যাপিত করিয়াছেন। এই টীকায় রসমাধুর্য-ব্যঞ্জকত্ব, ভাবোৎকর্ষ, সুপাণ্ডিত্য ও মৌলিকত্ব প্রভৃতি সর্বথাই অবিসম্বাদিত। এই প্রসঙ্গে লঘুতোষণীর শেষে উল্লিখিত স্বপ্নে ও জাগ্রদবস্থায় বিপ্রহস্তে শ্রীভাগবত-প্রাপ্তি স্মরণীয়।

বোধবাওনী——শ্রীরামহরিজী - কৃত ব্রজভাষায় লিখিত উপদেশাত্মক পদাবলী। ইহাতে ৪৮টি দোহা ও ৬টি সোরঠা আছে।

উপক্রমে—সুমিরহু শ্রীরাধারমণ, শচীসূন ব্রজ ভৌন। পাঁচ বাত নিত য়াদ করি, কহাঁতে আয়ৌ কৌন্॥১॥ কহা করন কহা করতহোঁ, জাউঁ কহাঁ বিচার। ঔর কছু নাহিন বনেঁ, চ্যার বাত হিয় ধার॥ ২

ব্রহ্মসংহিতা[১]—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা

দুইটি গ্রন্থে সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। তত্ত্বশিক্ষা——শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এবং ভজনশিক্ষা—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে। ব্রহ্মসংহিতা স্বল্পাক্ষরে ভক্তিসিদ্ধান্তের সারকথা জানাইয়াছেন। শতাধ্যায়ীর মাত্র পঞ্চম অধ্যায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে প্রধানতঃ ধামতত্ত্ব, কামবীজ ও কামগায়ত্রীর তাৎপর্য, চতুর্ব্যূহ, মায়া, যোগমায়া, শব্দব্রহ্ম, গায়ত্রী, নারায়ণ, মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণাদির তত্ত্ব, কর্ম-জ্ঞান-যোগ-বিচার, শ্রুতিস্মৃতিবিচার, শক্তিতত্ত্ব, স্বকীয় - পারকীয়, ধ্যানযোগ, পঞ্চোপাসনা—সূর্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণু—নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিধি-মহেন্দ্র, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ জীব, বিষ্ণুতত্ত্বমধ্যে শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতার ও মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যবিচার, দেবীলোক, মহেশ-লোক ও হরিলোকের তারতম্য, কর্মফল, ভজনবিচার, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার, শরণাগতি ও প্রেমভক্তিবিচার ইত্যাদি অতিসুন্দর, সরল ও সহজভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ ইহার একটি টীকা করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরও টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু তাহা অদৃশ্য হইয়াছেন।

ব্রহ্মসংহিতা[২] —— (চতুর্দশাধ্যায়) বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কেন সদাকাল 'রাধাকৃষ্ণ' জপ কর ?' এই প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ বলিলেন—উত্তরটি কেবল শিববিষ্ণুরই গোচর অতএব অন্যত্র গুহ্যতর ; তৎপরে তিনি গোলোকের উপরিস্থ নিত্যবৃন্দাবন ধামের অবস্থান এবং গোপীভাবেই তাহার লাভ ইত্যাদি বিষয়ে সঙ্কেত করিলেন।

'গোপীভাবেন সততং দৃশ্যো ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া। পূর্ণানন্দময়ঃ কৃষ্ণো রাধা চৈতন্যরূপিণী॥ ন রাধয়া বিনা কৃষ্ণো ন কৃষ্ণেন বিনাপি সা। নিত্যা তনুদ্বয়ী চৈষা নিত্যং বৃন্দাবনাদিকম্॥'

রুক্মিণী আবার প্রশ্ন করিলেন—'কি প্রকারে রাধাকৃষ্ণের চরণে ভক্তি হয় এবং কিইবা জপ করিতে হয় ?' উত্তর হইল—'সর্বধর্ম পরিত্যাগ করত কেহ যুগলকিশোরের শরণাপন্ন হইলে—'শ্রীরাধাকৃষ্ণ'-নামই সতত জপ্যরূপে গ্রহণ করিলে—শ্রীগুরুমুখে এইসব তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলে—গোপীভাবাশ্রয়ে প্রেমচিহ্নাদি প্রকাশ পাইবে। ভূবৃন্দাবনেও যুগলের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। (হরিবোলকুটীর পুঁথি ৮ ছ)

ব্রহ্মসংহিতাটীকা —— মঙ্গলাচরণে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—'ঋষিগণের স্মৃতিগ্রন্থ আপাতদৃষ্টিতে দুর্যোজনা-যুক্ত মনে হইলেও কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিলে তাহা যুক্তার্থ-সমন্বিতই, অতএব সেই ঋষিগণের গ্রন্থবিচারে ঋষিদেরও ঋষি (শ্রীরূপ বা সনাতন, যাঁহারা চতুঃসনের দুই মূর্তিকে স্বান্তর্ভুক্ত করিয়াছেন) আমার একমাত্র পতি। যদিও এই ব্রহ্মসংহিতা শতাধ্যায়ী, তথাপি এই পঞ্চম অধ্যায়টি সূত্ররূপী, সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য ইহাতেই নিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যে সব সিদ্ধান্ত অবগত হন, সেই সব তত্ত্বই ইহাতে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থের টীকায় তাহাই পুনরায় বলিয়া আমি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য—শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্। 'কৃষ্ণ' পদটি তাঁহার মুখ্য নাম। নামকরণকালে শ্রীগর্গাচার্য প্রথমতঃ 'কৃষ্ণ' নামই নির্দেশ করিয়াছেন। মূলমন্ত্রেও কৃষ্ণ নাম সর্বপ্রথম প্রয়োগ হইয়াছে বিধায় ইহাই মুখ্য নাম। তবে যে গ্রন্থে 'গোবিন্দ' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের গবেন্দ্রত্বরূপ (গো =ইন্দ্রিয়, গো, সূর্যাদিগ্রহনিচয়, বাক্য ইত্যাদির অধিনায়কত্বরূপ) অর্থ-বৈশিষ্ট্য দ্যোতনা করে। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য' ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণেই কর্তৃত্ব ও সর্বোৎকর্ষত্বগুণ থাকায় তাঁহার 'কৃষ্ণ' নামই যে মুখ্য, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'কৃষ্ণ' পদ বিশেষ্য এবং অন্যান্য পদ ইহার বিশেষণ, রূপ-গুণমাধুর্যাদি দ্বারা সর্বাকর্ষক আনন্দ-ময় মূর্তিই শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই পরতম তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত, নিত্যচৈতন্য আনন্দস্বরূপ। জীবাদির মত মায়িক ত নহেই। তিনি অনাদিকাল হইতেই স্বীয় নিত্যলীলাভূমি শ্রী-বৃন্দাবনাদিতে নিত্য বিরাজমান। তিনি গোচারণ-লীলাবিনোদী বলিয়া গোবিন্দ। নানাশাস্ত্রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের

মূল কারণ অনেক প্রকারে নির্দিষ্ট হইলেও তিনিই সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ে সর্ব-কারণের মূল কারণ বলিয়া নির্ণীত।' এই গ্রন্থে ধামতত্ত্ব, পরিকরতত্ত্ব, লীলারহস্য ও শ্রীবিগ্রহতত্ত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

(চৈ চ মধ্য ৯।২৩৯, ৩০৯)

'ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া। মহারত্ন প্রায় আইলা সঙ্গে লইয়া॥ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি ব্রহ্ম-সংহিতা-সমান। গোবিন্দ-মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥ অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥'

এই টীকার নাম—দিগ্‌দর্শিনী। উপসংহারে—'শতাধ্যায়সম্পন্না এই সংহিতা শ্রীব্রহ্মকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণো-পনিষদের সারসমূহ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশিত। যদ্যপি নানাবিধ লোক এই সংহিতার পৃথক্ পৃথক্ পাঠ ও বিবিধ অর্থাদির কল্পনা করেন, তথাপি আমি সাধুসজ্জনানুমোদিত মার্গে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাই প্রমাণরূপে ধরিয়াছি'। উত্তর কালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ইহার এক টীকা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য। পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'বৃহদ্-ব্রহ্মসংহিতা' কিন্তু অন্য গ্রন্থ। ইহাতে ৪টি পাদে (১৩+৭+১০+১০) ৪০ অধ্যায়ে ৪৬৫৮ শ্লোক আছে। ইহা নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত আছে।

ভ

ভক্তচরিতামৃত-খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে মালদহ জিলার গিলাবাড়ী-গ্রামবাসী কবি জগন্নাথ-দাস নাভাজী-রচিত হিন্দী ভক্তমালের অবলম্বন করত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চারিখণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে ৯, দ্বিতীয়ে ১২, তৃতীয়ে ৭ এবং চতুর্থে ৪ পরিচ্ছেদ আছে। পয়ার ছন্দে রচিত; চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে অতিরিক্ত সংযোজনা আছে। গঙ্গাগোবিন্দের অতুলনীয় বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-নিষ্ঠা, প্রতাপ মণ্ডলের সশরীরে বৈকুণ্ঠ-প্রয়াণ, বিষ্ণুপুরের রাজা গোকুল মিত্রের নিকট শ্রীমদনমোহন বন্ধক রাখার কাহিনী প্রভৃতিও ইহাতে বর্ত্তমান।

ভক্তনামাবলী—শ্রীদেবকীনন্দন দাস-কৃত সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধান বা বাঙ্গালা বৈষ্ণববন্দনার ব্রজভাষায় অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবন দাসজি-কৃত।

ভক্তভাগবতাষ্টক—শ্রীমদ্ রসিকানন্দ গোস্বামি-রচিত নবশ্লোকাত্মক। শার্দূলবিক্রীড়িত-ছন্দে রচনা। ভক্ত-ভাগবতগণের অপূর্ব স্তব।

ভক্তভূষণ-সন্দর্ভ—শ্রীনারায়ণভট্ট-বিরচিত পরিচ্ছেদ-ত্রয়াত্মক বেদান্ত-প্রকরণ। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে 'নিত্যগুণাশ্রয়মীশং প্রকটিত-রসিকঞ্চ বিশ্বমাক্রীড়ম্। ভজন-রসাশ্রয়মার্গৈর্গম্যং পশ্যন্ জনো জয়তি ॥ ১ ॥ ভক্তালঙ্কৃত-সন্দর্ভে প্রোক্তং প্রকরণং ত্রয়ম্। কৃষ্ণ-ভক্ত-জগদ্বাচি ক্রমেণৈব বিচার্যতে' ॥ ২ ॥ এই প্রকরণে শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ-বলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্বাদি প্রতিপাদন—ঐশ্বরাখ্য মণিমালা-গুম্ফন। দ্বিতীয়ে-ভক্ত-পরিচ্ছেদে আত্ম-দ্বৈধবিচারাদিক্রমে ভক্তভেদ-নিরূপণ; তৃতীয়ে বিশ্ব বিচার-প্রসঙ্গে বিবর্ত্তবাদাদিনিরসন-মুখে ভগবদ্ধাম-নিরূপণ। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে পূর্ণানন্দ-কবি তত্ত্ব-মুক্তাবলী বা 'মায়াবাদ-শতদূষণী' গ্রন্থটি এই 'ভক্তভূষণসন্দর্ভের' আধারে রচনা করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকারও করিয়াছেন—'শ্রীনারায়ণ ভট্টবর্য-সবিধে তদ্‌ভক্ত-ভূষাভিধং,সাঙ্গোপাঙ্গ-মধীত্য ভক্তকৃপয়া জ্ঞাত্বা রহস্যব্রজম্' ইত্যাদি।

ভক্তমাল—শ্রীলালদাস-(কৃষ্ণদাস)-বিরচিত। ভগবদ্‌ভক্ত মহাত্মা নাভাজী নিখিল মানবের হিতাভি-লাষে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে ভগবদ্-ভক্তের জীবনী রচনা করিয়া জন-সাধারণের উষর ক্ষেত্রেও ভগবদ্-ভক্তির অখণ্ড অব্যয় বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে এই পরম উপাদেয় গ্রন্থরত্নের প্রণয়ন করিয়াছেন। চরিত্র-মাধুর্যে ইহার এক একটি ভক্ত সর্বথাই অতুলনীয় ও অনর্ঘ্য মন্দার-কুসুম। এই দেবভোগ্য কুসুমরাজি ভক্তিসূত্রে গ্রন্থনপূর্বক তিনি যে

অপ্রাকৃত মাল্য রচনা করিয়াছেন—তাহা সত্য সত্যই মর্ত্তলোকে একান্ত দুর্লভ। নাভাজীকৃত ভক্তমাল, প্রিয়াদাস-কৃত টীকার অবলম্বনে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সন্দর্ভ ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থরাজি হইতে বিবিধ তত্ত্ব সঙ্কলন পূর্বক ভক্তবীর শ্রীলালদাস (নামান্তর কৃষ্ণদাস) মহারাজ এই বাঙ্গালা ভক্তমাল প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন বলিয়া জানা যায়। ইহাতে মূলাতিরিক্ত সন্নিবেশ যথা—তৃতীয় মালায় গৌরগণ-তত্ত্ব ও গুরু প্রণালী, (১৩) হরিদাস বৈরাগী (১৭) গোবিন্দ কবিরাজ, চাঁদরায় ও দেবকীনন্দন এবং (১৮) রবীন্দ্র-নারায়ণের চরিত্রাদি। ইহাতে ২৭টি মালা বা পরিচ্ছেদ আছে। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ তথ্যও ভক্তচরিত্রের আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এই বাঙ্গালা ভক্তমালে চরিত্র ও তাত্ত্বিক—দুইটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। চরিত্র-বিভাগটি শ্রীনাভাজীকৃত মূল ও প্রিয়াদাসকৃত টীকা হইতে এবং তাত্ত্বিক অংশটি শ্রীচরিতামৃতাদি পূর্বোক্ত গ্রন্থনিচয় হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভক্তি—ভক্ত-সঙ্গবাহনা বা ভক্ত-কৃপাবাহনা বলিয়া শ্রীজীবপাদের নির্দেশ; কিন্তু এই ঘোর কলিতে ভক্তসঙ্গই সুদুর্লভ। কাজেই ভক্তমালের বিবিধ ভক্ত-চরিত্রের সান্নিধ্যে আসিয়া প্রকৃত সাধুসঙ্গাস্বাদন করা যায়। তাই কুঞ্জরার সিদ্ধ মহাজন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—'যদি থাকে মনের গোলমাল, তবে পড় ভক্তমাল।' প্রকৃতপক্ষে ভক্তমালের এই বিশেষত্ব যে অনন্ত-রসবিলাসী ভগবান্‌কে অনন্তভাবে অনন্ত ভক্ত আস্বাদন করিয়াছেন, নিজের বশবর্ত্তী করিয়াছেন—তাঁহাদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে আমরাও শ্রীভগবৎ-প্রেমভক্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি। ওড্র ভাষায় 'দার্ঢ্যতাভক্তি' ও হিন্দীতে রচিত ভক্তমালায় এইরূপ বহু ভক্ত জীবনী আছে। পাটবাড়ী পুঁথি কা ২৩,১২৫৪ সন] ইহাতে ইষ্টনিষ্ঠ, ভক্তনিষ্ঠ ও গুরুনিষ্ঠ—ত্রিবিধ ভক্তের কথা আছে।

শ্রীচন্দ্রদত্ত-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীনাভাজির ভক্তমালকে সংস্কৃত-ভাষায় অনুবাদ করিয়া বোম্বাই নগরীতে ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস পুস্তকালয় হইতে (মূল ভক্তমালকে) বিষ্ণু, শিব ও শক্তিখণ্ড নামে পৃথক্ পৃথক্ তিনভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বৈষ্ণব খণ্ড ১৪৯ সর্গে ৬৭০০ শ্লোকে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মূল হইতে অতিরিক্ত সংযোজনা এবং স্থলবিশেষে স্বকপোল-কল্পিত বহু অবান্তর, অশ্রাব্য ও ভক্তগণের হৃৎকর্ণশূল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা ইহার বিচার-বিশ্লেষণে বিরত হইলাম।

ভক্তমাল - মাহাত্ম্যদীপিকা—শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ী কোনও বৈষ্ণব কর্তৃক ছয় অধ্যায়ে দেব-ভাষায় সংগ্রথিত গ্রন্থ। প্রথম অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে 'শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-নিরূপণ', দ্বিতীয়ে—২৫ শ্লোকে 'ভগবদঙ্গীকার', তৃতীয়—৬৩ শ্লোকেও তাহাই, চতুর্থে—৩৪ শ্লোকে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রাপক', পঞ্চমে—২৮ শ্লোকে 'বৈষ্ণবাধরামৃত-প্রভাব' এবং ষষ্ঠে—৭২ শ্লোকে 'ভক্ততত্ত্ব-নিরূপণ' নিবদ্ধ হইয়াছে। [২২-পত্রাত্মক পুঁথি, হরিবোলকুটীর—নবদ্বীপ]।

ভক্তমালা, ভক্তলীলামৃত—মাড়োর শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১৮৯৮ পৃঃ)।

ভক্তসুমিরণী—কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য ও ভক্তমালের টীকাকার শ্রীপ্রিয়াদাসের রচনা; ভাষা—হিন্দী। ইহাতে ২৩৫টি চৌপাই আছে। প্রারম্ভ—

সুমিরৌ শ্রীমনহরণ অনূপ। মহাপ্রভু চৈতন্য সরূপ ॥১॥ শ্রীনারায়ণ দাস বখানি। ভক্তমাল অতিহী রস সানী ॥২॥ আজ্ঞা দী শ্রীরাধারমণ। ভক্তজু নামমাত্র রস শ্রবণ ॥ ৩ ॥ ভক্তমাল বরণন কী মাল। কণ্ঠকরণ হিত রচী রসাল ॥ ৪ ॥

অন্তে—প্রাত পঢ়ে ভক্তনকে নাম। তৌ উর ঝলকৈ শ্যামা শ্যাম ॥ ২৩৪ ॥ ভক্তসুমিরণী সুমরন করৈঁ। প্রিয়াদাস তিন পদরজ ধরৈঁ ॥ ২৩৫ ॥

ভক্তহর্ষিণী —— শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-প্রণীত। গীতা-বিবৃতি।

ভক্তিচন্দ্রিকা পটল—অখণ্ডকীর্ত্তি-খণ্ডবাসী শ্রীমন্নরহরিমুখচন্দ্র-নির্গলিত শ্রীললোকাচার্য সঙ্কলিত এই নিবন্ধ-গ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভজন-

পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ আটটি পটলে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। প্রথম হইতে তৃতীয় পটল পর্যন্ত শ্রীগৌর-মন্ত্রোদ্ধারপূর্বক নিত্যকৃত্যের সবিশেষ বিবৃতি, চতুর্থে দীক্ষা-প্রণালী ; পঞ্চমে—অদ্বৈতাচার্য-রচিত প্রত্যঙ্গবর্ণনস্তোত্র ; ষষ্ঠে—দ্ব্যক্ষরাদি মন্ত্রোদ্ধার ও সাধনবিধি, সপ্তমে—প্রণব-পুটিত ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য, নামভেদ, সংখ্যানিয়ম, অর্চন-প্রকার ও পুরশ্চরণাদি বর্ণিত হইয়াছে। উপসংহারে দ্বিবিধ সাধ্য-সাধন-ভক্তির সাধনোপায়। এই গ্রন্থের পুষ্পিকাবাক্য এইরূপ—

পূর্বং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্য মন্ত্রমুত্তমং। তস্মাদ্ দশার্ণমাত্যস্ত লব্ধবান্ রঘুনন্দনঃ ॥

—ইতি শ্রীমন্নরহরি-মুখচন্দ্র-বিনিঃসৃত-শ্রীচৈতন্যমন্ত্রসুধানিকরাঃ শ্রীলোকানন্দাচার্যেণ যৎকিঞ্চিদাস্বাদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথসাক্ষাচ্ছ্রীভাগবতোত্তম-সভায়াং প্রকাশিতাঃ। পূজ্যপাদ শ্রীরাখালানন্দঠাকুরমহাশয়কৃত বিস্তৃত টীকা ও অনুবাদসহ এই গ্রন্থ ১৯২০ খৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভক্তিতত্ত্ব-প্রকাশিকা—শ্রীচৈতন্যদাস-কৃত শ্রীনাম-মহিমবর্ণনাপ্রধান প্রকরণ-গ্রন্থ। ১৬৮৬ সম্বতে লিখিত। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর বন্দনা, যথা—

'স্বাদায় নিরবদ্যায় রতের্যোঽস্মিন্-দেয়িবান্। তদাধারতয়া তং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমাশ্রয়ে॥' ইনি সম্ভবতঃ শ্রীগোবিন্দের পূজারী হইবেন ; দ্বিতীয় শ্লোকে গ্রন্থ-রচনার প্রেরণা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—'তৎকৃপাপ্তেন কেনাপি গোবিন্দপ্রেরিতাত্মনা। গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং ভক্তিতত্ত্বং প্রকাশ্যতে॥' তৎপরে শ্রীনামের প্রভাব-বর্ণনপ্রসঙ্গে—'ভগবন্নামাভাসস্যাপি শ্রদ্ধাভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাস - দেশকালাধিকারি - বিশেষ-নৈরপেক্ষ্যেণ সকৃদুচ্চারমাত্রেণ মহা-পাতকাদি - সর্বপাপক্ষয়পূর্বক-মোক্ষ-সাধকতয়া শ্রীনাম্নো নিরর্গল-প্রভাবমাহ--'। তৎপরে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের তারতম্যাদিপ্রদর্শনমুখে সৎসঙ্গ-মহিমা, সৎপদাধ্যুষিত স্থান-মহিমা, তীর্থ-সেবাফল, ভক্তি ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি-প্রমাণসহ বর্ণিত হইয়াছে। অন্তিমে—

'রসিকানাং সতাং হাস্যরসাস্বাদ-কৃতে কৃতম্। ধার্ষ্ট্যং চৈতন্যদাসেন রিক্তান্যগুণশালিনা॥' সেবাপ্রভাব-বিজ্ঞপ্ত্যৈ শ্রীগোবিন্দ-পদাব্জয়োঃ। সাহসোঽহত্যধমেনাপি কৃতঃ সাধ্বনু-বৃত্তয়ে॥ স্বান্তধ্বান্তমপাকর্তুং প্রযত্নতঃ প্রদীপিতা। সদ্দৃষ্ট্যা স্যাৎ সমুদ্দীপ্তা ভক্তিতত্ত্ব-প্রকাশিকা॥ ইতি শ্রীচৈতন্যদাস-কৃতা ভক্তিতত্ত্ব-প্রকাশিকা। রাজস্থানের জয়পুর-নিকটস্থ গলতায় রামানন্দীমঠের পুঁথি।

ভক্তিদূতী—কালীপ্রসাদশর্ম - বিরচিত ২৩ শ্লোকাত্মক পদ্য। ৪টি পত্র আছে। উপক্রমে—নত্বা শ্রীনাথ-পাদাম্বুজমতিরুচিরং ভোগমোক্ষৈক-হেতুং, নিত্যানন্দ-প্রবোধং সকলসুর-নরৈঃ সেবিতং তত্ত্বসারম্। শ্রীমান্ কালীপ্রসাদো দ্বিজকুলবরজো মুক্তি-কান্তাভিলাষী, ভক্তিং দূতীং হিতজ্ঞাং রচয়তি চতুরাং চারুশীলাং মনোজ্ঞাম্॥ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণভজনের মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে (শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Skt. Mss. 1651)।

ভক্তিভাবপ্রদীপ—জয়গোপালদাস-লিখিত বৈষ্ণব-নিবন্ধ। ভাষা--সংস্কৃত। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৩০৬৫ —লিপিকাল ১৬৩০ শক)। শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

ভক্তিমাধ্বীকণা—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি ৩৫৬) খণ্ডিত বৈষ্ণব নিবন্ধ। মঙ্গলডিহির কবি নয়নানন্দ ঠাকুর-বিরচিত বলিয়া ডাঃ সুকুমার সেন তদীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ৬৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিলেও কিন্তু ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহোলীলা বর্ণিত হওয়ায় মঙ্গলডিহির কবি নয়নানন্দের রচনা হইতে পারে না, যেহেতু এই বংশীয়গণ সখ্য-রসেরই উপাসক।

ভক্তিমীমাংসাবৃত্তি—শ্রীরঘুনাথ-কৃত ভক্তিসূত্রবৃত্তি। ১৬৬৫ শাকে লিখিত ৩৭ পত্রাত্মক পুঁথি [পাটবাড়ী পুঁথি র ১৮ ক]। বৃত্তির নাম—**'ভক্ত-কণ্ঠাভরণ'**। চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত সমগ্র গ্রন্থের টীকা।

ভক্তিরত্নাকর[১] — জয়গোপালদাস-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ; ১৫৫১ শাকে রচিত ; ১৩২ পত্রাত্মক পুঁথি।

ভক্তিরত্নাকর[২]—শ্রীনরহরি (ঘনশ্যাম)-রচিত বিরাট জীবনী-মূলক গ্রন্থ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটকালে যে সকল ভক্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে অধিকাংশই পাওয়া যায়,

কিন্তু পরবর্ত্তী মহাজনদের (শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতির) জীবন-বৃত্তান্ত তাহাতে নাই; অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালীন ভক্তদের অবশিষ্ট কাহিনী এবং পরবর্ত্তী কালের আচার্যদের সম্যক্ বিবরণের একটা অভাব তাৎকালীন সমাজে অনুভূত হইত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির শিষ্যপুত্র শ্রীমন্নরহরির প্রাণে সেই বেদনা অনুভূত হইয়াছিল--কাজেই তিনি সবিস্তারে শ্রীনিবাসাচার্য, ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জীবনী লিখিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত্র ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

ইহাতে পঞ্চদশ তরঙ্গ (অধ্যায়) আছে, (১) শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীবপাদের পূর্ব পুরুষ-গণের বিবরণ, গোস্বামিগ্রন্থাবলির তালিকা, শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মসূত্র। (২) শ্রীচৈতন্যদাসের কথা, আচার্য প্রভুর আবির্ভাব—সরকার ঠাকুরের দর্শনলাভ—শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতনের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও সেবা-প্রাকট্য। (৩—৪) আচার্য প্রভুর শ্রীক্ষেত্র, গৌড় ও শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণ। (৫) শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘব পণ্ডিতের ব্রজপরিক্রমা-প্রসঙ্গে রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার, নায়ক-নায়িকার ভেদ ও প্রেমের লক্ষণ প্রভৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শিত্ব ও অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। (৬) শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনী, গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাত্রা। (৭) বীর-হাম্বীরের গ্রন্থ চুরি ও বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহণ, (৮) ঠাকুর মহাশয়ের গৌড় ও উৎকল-ভ্রমণ, আচার্য প্রভুর গার্হস্থ্য-জীবন। রামচন্দ্র মিলন। (৯) আচার্যের বৃন্দাবনে গমন, গৌড়ে প্রত্যাগমন, বনবিষ্ণুপুরে অবস্থান, শ্রীখণ্ডে ও কাটোয়ায় মহোৎসব ইত্যাদি। (১০) শ্রীহরিদাসাচার্যের মহোৎসব, গোবিন্দ কবিরাজের দীক্ষা, খেতরির কাহিনী, ছয়বিগ্রহ-স্থাপনা, ঠাকুর মহাশয়ের মহা-সঙ্কীর্ত্তনে প্রকট ও অপ্রকট লীলার একত্র সমাবেশ। (১১) মা জাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবনভ্রমণ, একচক্রায় গমন, নিত্যানন্দ-বৃত্তান্ত, (১২) শ্রী-ঈশানের সঙ্গে আচার্য প্রভুর, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের নবদ্বীপ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর জন্মাদি যাবতীয় লীলা বর্ণনা। (১৩) মা জাহ্নবা-কর্ত্তৃক খড়দহ হইতে শ্রীবৃন্দা-বনে শ্রীরাধিকা-বিগ্রহ-প্রেরণ, রঘু-নন্দন প্রভুর তিরোভাব, আচার্য প্রভুর দ্বিতীয়তঃ দার-পরিগ্রহ, বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ ও বৃন্দাবনে গমন। (১৪) ব্রজ ও গৌড়দেশে পত্র বিনিময়, বোরাকুলি গ্রামে মহা-মহোৎসব, (১৫) শ্রীশ্যামানন্দ-কর্তৃক উৎকলে ভক্তি-প্রচার। গ্রন্থানুবাদ। গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ঐতি-হাসিকদের চক্ষুতে এই গ্রন্থের মূল্য স্বল্প হইলেও কিন্তু ইহা হইতে শ্রীবৃন্দাবন ও গৌড়মণ্ডলের স্থিতি-বিষয়ক বিবরণ এবং শ্রুত বিষয়-সমূহের বৃত্তান্ত অধিকাংশই গ্রাহ্য। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোকাবলি উদ্ধার ত করিয়াছেনই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও চরিতামৃত প্রভৃতি ভাষাগ্রন্থ হইতে পয়ার উদ্ধার করিয়া ইনি সর্বপ্রথম বঙ্গভাষাকে সমুন্নীত ও সমুজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। [পাটবাড়ী পুঁথি কা ২৪, ১২৬৪ সন]

ভক্তিরস-কল্লোলিনী—অজ্ঞাত নাম-ধামা কবির রচনা, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পয়ারানুবাদ। শেষের দিকে খণ্ডিত।

ভক্তিরস-তরঙ্গিণী— শ্রীশ্রীমদ্‌গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির অনুশিষ্য শ্রীমন্ নারায়ণ-ভট্টকৃত। ইহাতে পাঁচটি উল্লাস আছে। প্রথমে সাধনভক্তি, প্রেমভক্তি ও রসরূপাভক্তি, দ্বিতীয়ে ভক্তিরসের বিভাবাদি, উদ্দীপনাদি, তৃতীয়ে সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবনিচয়; শান্ত, প্রীতি, প্রেয়ান্ ও বৎসল ভক্তির বিচার; চতুর্থে মধুররস-বিচার-পরিপাট্য এবং পঞ্চমে গৌণভক্তিসপ্তকের বিচার। গ্রন্থকার ভক্তিরসামৃতের (৪।১।৮) শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—এই গ্রন্থ যে শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে রচিত, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্রীরূপপাদের বিচারধারা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-প্রণালী অতুলনীয় ও অননুকরণীয় বলিয়াই ধারণা হয়।

ভক্তিরসবোধিনী—কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য শ্রীপ্রিয়াদাসজি-কৃত। ইহা ভক্তমালের টীকা—ভাষা হিন্দী। ইহাতে ৬৫০ টি কবিত্ত আছে। নাভাজীকৃত ভক্তমালের উপর

এতাদৃশ সুরসাল, কবিত্বপূর্ণ ও সারবান্ টীকা আর হয় নাই।

ভক্তিরসমঞ্জরী—(হরিবোলকুটীর ৮ ছ) পঞ্চপত্রাত্মক পুঁথি, তৃতীয় প্রকাশের তৃতীয় অধ্যায়মাত্র আছে। শ্রুতিগণ দাস ও দাসীর ভাব এবং ভেদ বর্ণনা করিতেছেন—

দাসাস্তদা তৎপদরেণুবাঞ্ছকা, দাস্যোঽপি তস্যাধরপানবাঞ্ছিকাঃ। দাস্যস্তদা তন্মুখচুম্বনস্পৃহা দাসাস্ত তাবন্মুখকান্তিবর্ণকাঃ॥

তদঙ্গসঙ্গে খলু দাসিকা রতা, দাসাস্তদঙ্গস্তুতিকর্ম-সংযতাঃ। দাস্য-স্তথা তদ্রতিকর্মণি স্পৃহা, দাসাস্ত তচ্চরণে বিলজ্জকাঃ॥

এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের অবতারণা—নারদ ও তুম্বুরুর সরস গানে শ্রীকৃষ্ণের রসাবেশ ও কান্তার মুখের অদর্শনে দ্রবত্ব-প্রাপ্তির কারণ-নির্দেশ—মায়া-স্বরূপ-কথন, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের নির্ণয়, গোপী-স্বরূপ-কথন ;—'যস্য প্রিয়াশ্চ রঙ্গিণ্যো ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ। শয়নীয়াঃ সুখস্পর্শা জীবনং ধনমেব চ॥ আসনানি চ ভোগ্যানি কর্মাণি সুখসম্পদঃ। সর্বাঃ সমান-বয়সা বয়স্যাঃ কেলিলালসাঃ'॥ ইত্যাদি ; তাহাদের—'সর্বাসামেকভাবশ্চ প্রাণা একে মনোরথাঃ। একো বেশো জ্ঞানমেকং মনশ্চৈকং ক্রিয়াগতিঃ॥ একা বুদ্ধির্মতিঃ শ্রদ্ধা বর্ণমাত্রং পৃথক্ পৃথক্'। উপসংহারে—অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অপার্থিব বৈভবের কথা এবং সেই ধামে গমনকারির পুনরায় সংসার-পাতরাহিত্য বর্ণিত আছে।

ভক্তিরসামৃতশেষ—শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু-প্রণীত অলঙ্কারশাস্ত্র। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে ভক্তগণের কাব্য-রসাস্বাদনোপযোগী কাব্যালঙ্কার, গুণ, দোষ বা রীতি প্রভৃতির সমাবেশ না থাকায় শ্রীজীবপ্রভু এই গ্রন্থে সাহিত্যদর্পণোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদমাত্র প্রকৃতানুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য পরিচ্ছেদের কারিকাদি যথাযথ স্বীকার করিয়াও উদাহরণগুলি ভক্তিপক্ষে দিয়াছেন। ইহাতে সাতটি প্রকাশ (অধ্যায়) আছে ; প্রথম প্রকাশে—কাব্যস্বরূপনিরূপণ, দ্বিতীয়ে—বাক্যস্বরূপ, তৃতীয়ে—ধ্বনিভেদ, চতুর্থে—শব্দার্থালঙ্কার, পঞ্চমে—দোষ, ষষ্ঠে—রীতি এবং সপ্তমে—গুণ-নির্ণয় হইয়াছে। যুক্তি ও উদাহরণাদি সর্বত্রই বিদ্যমান।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপায়-প্রদর্শক, ইহার মর্মানুসারে জীবনের কার্য নিয়মিত হইলে সাধক আনন্দ-বৃন্দাবনের মধুময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। ইহাতে ভক্তিরূপা উচ্চতমা চিদ্বৃত্তির ধর্ম-কর্মাদি বিশেষ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। ভক্তি-রূপা চিদ্বৃত্তির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস বিরলপ্রচার। বিষয় বিভাগের নৈপুণ্য, সরস কবিত্ব, সূক্ষ্ম দার্শনিকত্ব, শ্রেষ্ঠতম সাধনভজনের উপায়-প্রদর্শকত্বাদি একাধারে দেখিতে ইচ্ছা হইলে এই গ্রন্থানু-শীলনই অবশ্য কর্তব্য। যাঁহারা বৈষ্ণবীয় ভজনের বিশুদ্ধ প্রণালী জানিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাধন যে অতীব সরস ও পবিত্রতার সুদৃঢ়তম ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, এই গ্রন্থপাঠে তাহাই বিনিশ্চিত হইবে। সাধনার প্রথমে কিপ্রকারে অসংযত চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া বৈধী ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবচ্চরণে সমাকৃষ্ট করিতে হয়, বৈধীর সুবিধানে কিপ্রকারে চিত্ত সুনির্মল হইয়া শ্রীভগবানে রতির উদয় হয় এবং সেই রতিই বা কিপ্রকারে রাগানুগায় পরিণত হইয়া সংসার-সুখে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকেই একমাত্র সুখকররূপে প্রতিভাত করায়—এই গ্রন্থরত্নে তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তি কিপ্রকারে ভাব-ভক্ত্যাদিতে সঞ্চারিত হয়, কিপ্রকারে সাধক ব্রজভাব-লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয় ; ভাব, অনুভাব, বিভাবাদির স্বরূপ এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও কিপ্রকারে আমরা স্বয়ং অখিল-রসামৃতমূর্তি শ্রীভগবানের ভজন-পথে এই সকল রসশাস্ত্রের বিষয় লইয়া অগ্রসর হইতে পারি, সেই আনন্দলীলাময় বিগ্রহের স্বরূপ, গুণাদি বহু বহু বিষয় আমরা এই গ্রন্থে জানিতে পারি। এক কথায় ইহাকে শ্রীগৌড়ীয়রসসাহিত্যকল্পতরুর সর্বোৎকৃষ্ট 'গলিত ফল' ও ভক্তি-রসের বিজ্ঞানশাস্ত্র বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও ভক্তিরস-সম্বন্ধি এই বিরাট গ্রন্থে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী বিভাগ আছে। 'স্থায়িভাবোৎপাদন' - নামক পূর্ব-বিভাগে সামান্য, সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি-বিভেদে চারিটী লহরী বর্ত্তমান। 'ভক্তিরসসামান্য-নিরূপণ'-নামক দক্ষিণ বিভাগে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ও স্থায়িভাব ভেদে পাঁচ লহরী। 'মুখ্য-ভক্তিরস-নিরূপণ' - নামক পশ্চিম বিভাগে শান্ত, প্রীতভক্তিরস বা দাস্য, প্রেয়োভক্তিরস বা সখ্য, বাৎসল্য-ভক্তিরস ও মধুরভক্তিরস—এই পাঁচ লহরী এবং 'গৌণভক্তি-রসাদি-নিরূপণ'-নামক উত্তর বিভাগে ক্রমশঃ হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস ভক্তিরস, মৈত্রবৈরস্থিতি এবং রসাভাস—এই নয়টি লহরী বর্ত্তমান আছে।

এই গ্রন্থে মোট ২১৪১ শ্লোক আছে, ইহা ১৪৬৩ শকাব্দায় রচিত। এই গ্রন্থের তিনটী টীকা আছে (১) শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃতা 'দুর্গমসঙ্গমনী', (২) শ্রীমন্ মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃতা 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' এবং (৩) শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা 'ভক্তিসার-প্রদর্শিনী'।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবত এবং পাঞ্চরাত্র মতের ভক্তি-সিদ্ধান্তমধ্যে গৌড়ীয়সিদ্ধান্ত যেন বীজরূপে নিহিত আছে। ভক্তির লক্ষণ—গৌড়ীয় ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতে বলিয়াছেন—'অন্যাভি-লাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি-রুত্তমা'॥ ইহার প্রমাণ-স্বরূপে পাঞ্চরাত্রশ্লোক- -'সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে'॥ তৎপরে ভাগবতের (৩।২৯।১৩—১৪) শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য-সামীপ্যৈক্যমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥ ইত্যাদি

প্রেমের লক্ষণ ভক্তিরসামৃতে—(১।৪।১) 'সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥'

প্রমাণ-স্বরূপে নারদপঞ্চরাত্র—'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম-সঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥'

গৌড়ীয় লক্ষণই শ্রেষ্ঠ—শ্রীরূপের ভক্তি-লক্ষণ যে সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট, প্রণিধান করিলে তাহাও সহজে বুঝা যায়। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নারদীয়ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্যসূত্র পর্যন্ত যদি তুলনা করা যায়, তবে অবশ্যই দেখা যাইবে যে শ্রীরূপের লক্ষণই অপেক্ষাকৃত উত্তম। নারদীয়ভক্তিসূত্রের ভক্তিলক্ষণ—'সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা।' 'সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।' [৪র্থ-অনু] শাণ্ডিল্যসূত্রে—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' তুলনা করিলে দেখা যায় যে শ্রীরূপের 'কৃষ্ণ' শব্দ—পাঞ্চরাত্রের 'হৃষীকেশ' শব্দ এবং ভাগবতের 'পুরুষোত্তম' শব্দ হইতেও উত্তম ভাবের ব্যঞ্জক। প্রেমলক্ষণে তাঁহার 'সম্যক্ মসৃণিত' এবং 'অতিশয়াঙ্কিত' শব্দদ্বয় পাঞ্চরাত্রের 'অনন্যমমতা' এবং 'সঙ্গতা মমতা' শব্দদ্বয় হইতে অপেক্ষাকৃত হৃদয়-গ্রাহী। নারদসূত্রের 'কস্মৈ' শব্দ এবং শাণ্ডিল্যসূত্রের 'ঈশ্বর' শব্দ হইতেও শ্রীগোস্বামিপ্রভুর 'কৃষ্ণ' শব্দ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরস-ব্যঞ্জক। পুনরায় ভক্তিলক্ষণে পাঞ্চরাত্রের 'সেবন' শব্দে কেবল সেবার কথা আছে, কিন্তু শ্রীরূপ সেই স্থলে 'আনুকূল্য' শব্দ যোগ করিয়া লক্ষণটিকে আরও উত্তম করিয়াছেন। এইরূপে যত নিষ্পেষণ করা যাইবে, ততই শ্রীগোস্বামিপাদের লক্ষণে মাধুর্যাধিক্য অনুভূত হইবে।

গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ ও সর্বাবগাহী ভাব—রামানুজাচার্য 'বেদার্থসার-সংগ্রহে' মোক্ষোপায়ের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের 'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে যেন নান্যত্তত্তোষকারণম্॥' বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইহাকে 'বাহ্য' বলিয়াছেন—গৌড়ীয় ভক্তির তুলনায় মোক্ষোপায়রূপে রামানুজের অনুমোদিত ভক্তি—নিতান্ত বাহিরের কথা বা সর্বপ্রথম সোপান।' *

'গৌড়ীয়মতে ভক্তির বিশেষ

* আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ (৮৯৩-৮৯৭ পৃঃ)

পরিচয়—শ্রীরূপ ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহার পরও আর কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, তাহা এক্ষণে আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম। ভক্তির প্রকার, অবান্তর বিভাগের সাধ্যসাধনভাব, ভক্ত ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এতই সূক্ষ্ম ও এতই সুন্দর এবং দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে এই সিদ্ধান্তের কোন দিকে কিছু উন্নতির অবসর আছে কিনা, তাহা বুঝা যায় না।' †

'শান্তাদি পঞ্চ প্রকার ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ-প্রভৃতির জন্য শ্রীগোস্বামিপাদগণ অলঙ্কার শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যে এই বিষয়টিকে এমন বিশদ করিয়া তুলিয়াছেন যে ইহার সম্বন্ধে আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। এক কথায় তাঁহারা ভক্তি-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই কোন ত্রুটি রাখেন নাই—এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিভা দেখিলে পদে পদে বিস্মিত হইতে হয়।' ‡

বাঙ্গালীর ভক্তিভাব সম্বন্ধে হিন্দী ভক্তমাল—যো ভাব ঔর প্রেম উস্ দেশ্‌কে রহনেবালোঁকা শ্রীবৃন্দাবনমে দেখা, সিখা নহী যা শকৃতা। অব্‌ভী বৃন্দাবনমে আধে বেহ্নী লোক হৈঁ। ভগবৎ-ভজন ঔর কীর্ত্তনমে রহতে হৈঁ॥

গ্রন্থ-বিশ্লেষণ—[শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ-শীর্ষক অনুচ্ছেদে অভিধেয়ভক্তি-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইবে বলিয়া আমরা এস্থলে কেবল বিষয়-বিভাগ দেখাইব; বিচারাদি প্রায় একরূপই বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।]

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশভেদসমূহেও নিখিল অপ্রাকৃত রসের একত্র সমাবেশ হয় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং শ্রীরাধিকাই পরদেবতা; শ্রীচৈতন্যদেবই গ্রন্থরচনায় প্রয়োজক কর্ত্তা। অধিকারী—মুক্তি-স্পৃহাবর্জিত কর্মজ্ঞানবিচারশূন্য ভক্তগণই এ গ্রন্থ পাঠের অধিকারী। **পূর্ববিভাগ—(প্রথম লহরী)** অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত, অনুকূলতাময় শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তি দ্বিবিধা—শুদ্ধা ও অশুদ্ধা। উত্তমা ভক্তিই শুদ্ধা, অশুদ্ধা——অন্যাভিলাষ-যুক্তা, কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগ-তপস্যাদিমিশ্রা। শুদ্ধা ভক্তি ত্রিবিধা, (১) সাধনভক্তি, (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি। সাধন-ভক্তির উদ্‌গমে ইহা ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, ভাবভক্তির উদয়ে মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ ও সুদুর্ল্লভা এবং প্রেম-ভক্তির উদয়ে সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। **(দ্বিতীয় লহরী)** কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ হইলেও শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়জ ব্যাপারদ্বারা উহার আবির্ভাব হয় বলিয়া প্রথমাবস্থাকে সাধন ভক্তি বলা হয়। ইহা দ্বিবিধা—(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। অধিকারী-অনুসারে বৈধী সাধনভক্তিও তিনপ্রকার—(ক) উত্তম, (খ) মধ্যম ও (গ) কনিষ্ঠ। এই সাধনভক্তির ৬৪ অঙ্গ। অন্বয়-ভাবে ১০—(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, (২) শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাশিক্ষা, (৩) বিশ্বাস-সহকারে শ্রীগুরুসেবা, (৪) সাধু-মার্গানুগমন, (৫) সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা, (৬) কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগাদিত্যাগ, (৭) ভক্তিতীর্থে বাস, (৮) যাবৎ-নির্বাহ প্রতিগ্রহ, (৯) হরিবাসর-সম্মান এবং (১০) ধাত্রী-অশ্বত্থ-গো-বিপ্রপ্রভৃতির সম্মানদান। ব্যতিরেকভাবে ১০—(১) বহির্মুখ-সঙ্গত্যাগ, (২) অনধিকারী-শিষ্য-করণ-ত্যাগ, (৩) ভক্তিগ্রন্থব্যতীত অন্য বহুশাস্ত্রাভ্যাস-বর্জন, (৪) বহ্বাড়ম্বর-ত্যাগ, (৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (৬) শোকাদির অবশী-ভূততা, (৭) অন্যদেবাদির নিন্দা-পরিহার, (৮) অন্যজীবের উদ্বেগ না দেওয়া, (৯) সেবা ও নামাপরাধ-বর্জন এবং (১০) কৃষ্ণ ও ভক্তগণের নিন্দাবিদ্বেষাদি শ্রবণ না করা। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণাদি ভগবদ্ধামে বাসান্ত ৪৪টি অঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচটি—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা। [এই ৪৪ অঙ্গের বিবৃতি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না]। বৈরাগ্য দুই প্রকার—যুক্ত ও ফল্গু। একাঙ্গা ও অনেকাঙ্গা হিসাবে ভক্তির দুই ভাবে অনুষ্ঠানপ্রথা আছে। সাধনভক্তির অঙ্গসমূহ ৬৪ ভাগে বিভক্ত হইলেও

† আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ—(৮১৮ পৃঃ)
‡ ঐ (৯০৩-পৃ)

স্বরূপতঃ নয়টি বিভাগ—(১) শ্রবণ—পরীক্ষিতে,—(২) কীর্ত্তন—শুকদেবে, (৩) স্মরণ—প্রহ্লাদে, (৪) পাদসেবন—লক্ষ্মীতে, (৫) অর্চন—পৃথুতে, (৬) বন্দন—অক্রুরে, (৭) দাস্য—হনুমানে, (৮) সখ্য—অর্জ্জুনে এবং (৯) আত্ম-নিবেদন—বলিতে দৃষ্ট। অনেকাঙ্গা ভক্তির যাজন—শ্রীভরতে লক্ষিত। সেবাপরাধ—আগমশাস্ত্রমতে ৩২, আবার বরাহপুরাণাদিমতে—৪০। নামাপরাধ—দশ (১) সাধুনিন্দা, (২) শিবকে বৈষ্ণবোত্তম না জানিয়া স্বতন্ত্র দেবতাবুদ্ধি, (৩) শ্রীগুরুতে প্রাকৃত মর্ত্ত্যবুদ্ধি. (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা, (৫) নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনা, (৬) নামে কল্পিতত্ব-বুদ্ধি, (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) ধর্মব্রতাদির সহিত নামের সাম্যমনন (৯) অশ্রদ্ধালু, বিমুখকে নামোপদেশ এবং (১০) নামমাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে অনুরাগাভাব। রাগাত্মিকা সাধ্যভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা-ভেদে দ্বিবিধা। কামরূপা—ব্রজ-দেবীগণে, কামপ্রায়া কিন্তু কুব্জাতে। সম্বন্ধরূপা—— শ্রীনন্দযশোদাদিতে। রাগানুগা সাধনভক্তিও সুতরাং কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা-ভেদে দ্বিবিধা। কামানুগা দ্বিবিধা—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্‌ভাবেচ্ছাময়ী। সম্বন্ধানুগা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে চতুর্বিধা। (তৃতীয় লহরীতে)—ভাবভক্তি তিনপ্রকারে আবির্ভূত হয়—(১) সাধনাভি-নিবেশজ, (২) শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদজ ও (৩) ভক্তপ্রসাদজ। প্রথমটিতে বৈধ ও রাগানুগ দুই ভেদ। দ্বিতীয়টি তিন প্রকারে হয়—বাচিক, দর্শনজ ও হার্দ। ভাবোদয়ের লক্ষণ—(১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব (৩) বিরক্তি, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদারুচি (৮) কৃষ্ণগুণ-বর্ণনে আসক্তি ও (৯) কৃষ্ণতীর্থে প্রীতি। ভোগেচ্ছা বা মোক্ষেচ্ছা থাকিলে বাহ্যিক ভাবের আকৃতি-প্রদর্শনেও প্রকৃত রতি হয় না, উহাকে রত্যাভাস বলে। উহা প্রতিবিম্ব ও ছায়াভেদে দুই প্রকার। (চতুর্থ লহরীতে)——প্রেমভক্তি দ্বিবিধ—ভাবোত্থ ও শ্রীকৃষ্ণের অতি-প্রসাদোত্থ। প্রথমটির দুই ভেদ—বৈধ ও রাগানুগা এবং দ্বিতীয়টিও মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল মাধুর্যময়-হিসাবে দুই প্রকার। প্রেমোদয়ের প্রায়িক ক্রম—(১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজন-ক্রিয়া, (৪) অনর্থনিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা, (৬) রুচি, (৭) আসক্তি, (৮) ভাব ও (৯) প্রেম।

দক্ষিণবিভাগ (প্রথম লহরীতে) বিভাব প্রথমতঃ আলম্বন ও উদ্দীপন-রূপে দ্বিবিধ, আলম্বন—বিষয় (শ্রীকৃষ্ণ) ও আশ্রয় (কৃষ্ণভক্ত), শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বৈশিষ্ট্য—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্বসুলক্ষণযুক্ত, (৩) রুচির, (৪) মহাতেজা, (৬) বলীয়ান্. (৬) কিশোরবয়স্ক, (৭) বিবিধ অদ্ভুতভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্য, (৯) প্রিয়ম্বদ, (১০) বাবদূক, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) সরল, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বশুভঙ্কর, (৪২), প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) সকলের অনুরাগভাজন, (৪৫) সাধুপক্ষাশ্রিত, (৪৬) নারীগণ-মনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) বরীয়ান্ ও (৫০) ঐশ্বর্যশালী। এই পঞ্চাশটি গুণ জীবে বিন্দুবিন্দুরূপে থাকিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপেই আছে; অন্য পাঁচটি গুণ শিবাদি দেবতায় অংশতঃ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণভাবেই বিরাজমান—(১) সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্য-নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও (৫) সর্বসিদ্ধিনিষেবিত। নারায়ণাদি স্বরূপেই কেবল বর্ত্তমান পাঁচটি গুণ —(১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ, (৩) অবতারা-বলীবীজ, (৪) হতশত্রুদের গতিদায়ক এবং (৫) আত্মারাম-গণাকর্ষী। এতদতিরিক্ত চারিটী গুণ অন্য কোনও স্বরূপেই নাই—

(১) সর্বলোক-চমৎকারকারী লীলা-কল্লোল-সমুদ্র, (২) অতুলনীয় শৃঙ্গার-প্রেমের শোভাবিশিষ্ট-প্রেষ্ঠগণ-যুক্ত, (৩) ত্রিজগতের মনোমোহিনী মুরলী-গীতকারী ও (৪) অসমোর্ধ্ব-রূপ-মাধুর্যশালী। আশ্রয়াবলম্বন শ্রীরাধার ২৫ গুণ—[উজ্জ্বলে ৪।১১—১৮ শ্লোকে বর্ণিত হইলেও এস্থলে সূচিত হইতেছে] (১) মধুরা (২) নববয়াঃ, (৩) চঞ্চলকটাক্ষা, (৪) উজ্জ্বলস্মিতযুক্তা, (৫) চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা, (৮) রম্যবাক্, (৯) নর্মপণ্ডিতা, (১০) বিনীতা (১১) করুণাপূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা, (১৩) পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্যাদা, (১৬) ধৈর্য-শালিনী, (১৭) গাম্ভীর্যযুক্তা (১৮) সুবিলাসময়ী, (১৯) মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী, (২০) গোকুল-প্রেমরসতি, (২১) নিখিল জগতে উদ্দীপ্তযশোমণ্ডিতা, (২২) গুরুগণের পরম স্নেহপাত্রী, (২৩) সখী-প্রণয়াধীনা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা, (২৫) সন্ততাশ্রব-কেশবা। গুণ-প্রকটনের তারতম্যে শ্রীহরিও (১) পূর্ণ, (২) পূর্ণতর ও (৩) পূর্ণতম ত্রিবিধ আখ্যাপ্রাপ্ত হন। লীলাভেদে তিনি (১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীরললিত, (৩) ধীরশান্ত ও (৪) ধীরোদ্ধত—এই চতুর্ভেদবিশিষ্ট হন। শ্রীহরিতে সত্ত্বভেদ অষ্টগুণ—(১) শোভা, (২) বিলাস, (৩) মাধুর্য, (৪) মাঙ্গল্য, (৫) স্থৈর্য, (৬) তেজঃ, (৭) ললিত ও (৮) ঔদার্য। সহায়-মধ্যে কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ—সাধক ও সিদ্ধ। সিদ্ধগণের দুই ভেদ—(১) সম্প্রাপ্তসিদ্ধ ও (২) নিত্য-সিদ্ধ। প্রথমটি আবার—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ-ভেদে দুই প্রকার। উদ্দীপন—গুণ, চেষ্টা ও প্রসাধন-ভেদে ত্রিবিধ। গুণও ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। চেষ্টা—রাসাদি লীলা ও অসুরবধাদি। প্রসাধন—বসন, আকল্প ও মণ্ডনাদি। (দ্বিতীয় লহরীতে) অনুভাব—চিত্তস্থ ভাবের অববোধক বাহ্যিক ক্রিয়াবিশেষ। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, ক্রোশন, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘনিঃশ্বাস, লালাস্রাব, অট্টহাস্য ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি। রক্তোদ্গম অতি বিরল। (তৃতীয়)—সাত্ত্বিক ভাবাবলী—(১) স্নিগ্ধা, (২) দিগ্ধা ও (৩) রুক্ষা। (১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভেদ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু ও (৮) প্রলয়ভেদে অষ্ট সাত্ত্বিক। সত্ত্বমূলক এই ভাবাবলি বৃদ্ধির তারতম্যে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত হয়। মহাভাবে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই সুদ্দীপ্ত হয়। চতুর্বিধ সাত্ত্বিকাভাস—(১) রত্যাভাসভব, (২) সত্ত্বাভাসজ, (৩) নিঃসত্ত্ব ও (৪) প্রতীপ। (চতুর্থ)—ব্যভিচারী—(১) নির্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, (১৬) আলস্য, (১৭) জড়তা, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, (৩৩) বোধ। ভাবাবলীর ৪ দশা (১) ভাবসন্ধি, (২) ভাবশাবল্য, (৩) ভাবশান্তি ও (৪) ভাবোৎপত্তি। (পঞ্চম)—স্থায়িভাব—রস মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ—মুখ্য পঞ্চপ্রকার—(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। গৌণ সপ্ত প্রকার—(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক ও (৭) বীভৎস। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-কদম্ব যথাযথ মিশ্রিত হইয়া রস হয়।

পশ্চিম বিভাগে—প্রথম হইতে পঞ্চম লহরী পর্যন্ত শান্তাদি মুখ্য পঞ্চ রসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগের সন্নিবেশ-প্রণালী প্রায়ই সমান বলিয়া চিত্রে (১৬৮১ পৃষ্ঠায়) তাহা নিবদ্ধ হইতেছে।

উত্তর বিভাগে—প্রথম হইতে সপ্তম লহরী পর্যন্ত ক্রমশঃ হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস প্রভৃতি গৌণ সপ্ত রসের বিচার-বিশ্লেষণাদি সুষ্ঠু প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টম লহরীতে রসসমূহের মৈত্রী, বৈর ও স্থিতি-বিষয়ক বিচার করা হইয়াছে। তাহা (১৬৮২ পৃষ্ঠায়) প্রদর্শিত হইতেছে।

রসমিশ্রণ—শ্রীবলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য তিনটি মিশ্রিত; যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য ও সখ্য, ভীমের সখ্য ও বাৎসল্য, অর্জ্জুনের সখ্য ও

রস	স্থায়িভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন	উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিকবিকার	সঞ্চারিভাব	মন্তব্য
শান্ত	শান্তি	শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ বুদ্ধি	চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি	আত্মারাম তাপস	উপনিষৎশ্রবণ, নির্জনস্থানে বাস, বিষয়-ক্ষয়কামনা বিশ্বরূপদর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র-ভক্তগণের সঙ্গ ইত্যাদি	নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূত-চেষ্টা, নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, মৌন, নিরহঙ্কার, দ্বেষ-রাহিত্য, জৃম্ভা ও অঙ্গমোটনাদি	প্রলয় (ভূপতন) ব্যতীত স্তম্ভাদি	নির্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ, বিতর্কাদি	শান্তরতি সমা ও সান্দ্রা-ভেদে দুই প্রকার, প্রথমটী অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে এবং দ্বিতীয়টি নির্বিকল্প সমাধিতে
দাস্য বা দাস্য প্রীত (১) সম্ভ্রমপ্রীত		সেবা	গোকুলে দ্বিভুজকৃষ্ণ অন্যত্র কখনও দ্বিভুজ কখনও চতুর্ভুজ	(১) অধিকৃত ব্রহ্মাশিবাদি (২) আশ্রিত কালিয়াদি (৩) পার্ষদ উদ্ধবাদি (৪) অনুগত	মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন গুণশ্রবণাদি	নির্দিষ্ট স্বকার্যকরণ, আজ্ঞা-পালন, কৃষ্ণ-প্রণত জনের প্রতি মৈত্রী, নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর, সুহৃদ্ বর্গের প্রতি আদর, অন্যত্র বিরাগ	স্তম্ভাদি অষ্ট	হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা প্রভৃতি	(২) আশ্রিত দাস— শরণাগত, জ্ঞানিচর, ও সেবানিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। (৪) অনুগত দাস— পুরস্থিত সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্বাদি এবং ব্রজস্থিত— রক্তক পত্রকাদি
(২) গৌরবপ্রীতি	গৌরবপ্রীতি	সেবা	মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল ও রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ	লাল্যবর্গ	শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎহাস্যাদি	নীচাসনে উপবেশন, স্বেচ্ছাচার-ত্যাগ, প্রণাম, মৌনবাহুল্য, সঙ্কোচ, নিজ প্রাণব্যয়েও আজ্ঞাপালন, অধোবদনতা, স্থিরতা, কাস-হাসাদি-বর্জন ইত্যাদি	স্তম্ভাদি অষ্ট পূর্ববৎ		লাল্যবর্গ—(১) কনিষ্ঠলাল্য সারণ, গদ প্রভৃতি এবং পুত্রাভিমানী প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রভৃতি
সখ্য রস বা প্রেয়োভক্তিরস	সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ-রতি	সম্ভ্রম-রাহিত্য	দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীনন্দ-নন্দন	কৃষ্ণবয়স্যগণ (১) পুরস্থ অর্জ্জুনাদি (২) ব্রজস্থ শ্রীদামাদি	কৃষ্ণবয়স, রূপ, বেণু, পরিহাস, পরাক্রমাদি	বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, আসন, দোলা, জলকেলি, বানরাদি সহ খেলা নৃত্যগীতাদি	স্তম্ভাদি অষ্ট দাস্য হইতে অধিকতর স্ফুরিত	দাস্য হইতে অধিকতর	(১) ব্রজসখাগণ, সুহৃদ—বলভদ্রাদি; সখা—দেবপ্রস্থাদি, প্রিয়সখা—শ্রীদামাদি, প্রিয়নর্মসখা—উজ্জ্বল সুবলাদি
বৎসল	বাৎসল্য	স্নেহ	নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ	কৃষ্ণের গুরুবর্গ, শ্রীনন্দ যশোদা রোহিণী, মান্যা গোপীগণ দেবকী বসুদেব	কৌমারাদি বয়স রূপ, বেশ, চাপল্য, হাস্য প্রভৃতি	মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্বাদ, আজ্ঞাদান, লালন পালন হিতোপদেশদান, চুম্বন, আলিঙ্গন, তিরস্কার প্রভৃতি	স্তম্ভনাদি অষ্ট দুগ্ধক্ষরণ সহিত নয়টি	বাৎসল্যোচিত সমস্ত ব্যভিচারী ও তৎসহ অপস্মার	
মধুর	প্রিয়তা	অঙ্গসঙ্গদান	নাগর শ্রীকৃষ্ণ	ব্রজদেবীগণ (শ্রীরাধা)	মুরলীধ্বনি প্রভৃতি	কটাক্ষাদি, হাস্যাদি	সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই উদ্দীপ্ত	আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যভিচারী ভাবসকল	

রসের নাম	মিত্র	শত্রু	তটস্থ	মন্তব্য
১। শান্ত	দাস্য, বীভৎস, ধর্ম-বীর ও অদ্ভুত	মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক	মিত্র ও শত্রুভাবে উদাহৃত রস ব্যতীত অন্যত্র	
২। দাস্য	বীভৎস, শান্ত, ধর্মবীর ও দানবীর	মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র	...	...
৩। সখ্য	মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর	বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক	...	...
৪। বাৎসল্য	হাস্য, করুণ, ও ভয়ভেদক	মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্র	...	...
৫। মধুর	হাস্য ও সখ্য	বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক	...	কেহ কেহ যুদ্ধবীর ও দানবীরকে মিত্র, কেহ বা শত্রু মনে করেন।
৬। হাস্য	বীভৎস, মধুর, সখ্য ও বৎসল	করুণ ও ভয়ানক	...	
৭। অদ্ভুত	বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর	রৌদ্র ও বীভৎস	...	
৮। বীর	অদ্ভুত, হাস্য, দাস্য ও সখ্য	ভয়ানক ও শান্ত	...	কোনও কোনও মতেই মাত্র শান্তকে বিপক্ষ বলে।
৯। করুণ	রৌদ্র ও বৎসল	হাস্য, শৃঙ্গার ও অদ্ভুত	.	
১০। রৌদ্র	করুণ ও বীর	হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানক	...	
১১। ভয়ানক	বীভৎস ও করুণ	বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র	..	
১২। বীভৎস	শান্ত, হাস্য ও দাস্য	শৃঙ্গার ও সখ্য	...	

দাস্য, নকুল ও সহদেবের দাস্য ও সখ্য। উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য, অক্রুর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য, অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য। অঙ্গী রস মুখ্য বা গৌণ হইলেও অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান হয় এবং অঙ্গ রস অঙ্গী রসেরই পোষণকারী। মন্তব্য এই যে অঙ্গী রসে অঙ্গ রস অধিক আস্বাদের হেতু হইলেই তাহা অঙ্গ হইবে, নচেৎ তাহার মিলনে কোনই ফল হয় না। রসের সহিত বিপরীত রস মিলিলে বিরসতাই আনয়ন করে। এরূপ রসবিরোধই রসাভাস। তবে কোনও স্থলে অচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষ-শিরোমণিতে বিরুদ্ধ রস-সমাবেশ আস্বাদন-চমৎকারিতাই সমর্পণ করে। অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধ-ভাবসমূহের মিলনে বিরোধ হয়ই না।

নবম লহরীতে—রসাভাস তিন প্রকার—(১) উপরস, (২) অনুরস ও (৩) অপরস; (১) উপরস—স্থায়ি-বৈরূপ্য, বিভাব-বৈরূপ্য ও অনুভাব-বৈপরীত্যেই সম্ভবপর। (২) অনুরস

—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ বর্জিত হইলে হাস্যাদি সপ্ত গৌণ রস অনুরস হয়। (৩) অপরস —শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রতিপক্ষ যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয় হয়, তবে অপরস হয়। স্থায়িবিরূপত্বে শান্ত-রসাভাস—শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্ম হইতেও চমৎকারাতিশয় না হইলে; দাস্য-রসাভাস—শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখে কোনও দাসের অতিধৃষ্টতা প্রকট হইলে; সখ্যরসাভাস—সখাদ্বয়ের মধ্যে একের সখ্য ও অন্যের দাস্যভাব হইলে; বাৎসল্য-রসাভাস—পুত্রাদির বলাধিক্যবোধে লালনাদি না করিলে এবং মধুর রসাভাস—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একের রতি-সম্পাদনে ইচ্ছা, অথচ অন্যের তাহা না থাকিলে। এইরূপ হাস্যাদি গৌণরসসমূহও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধহীন হইয়া উপরস হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৫০৫৬ রসময় দাসের ভক্তিরসামৃতের পয়ার পাওয়া গিয়াছে। (ভক্তিরস-কল্লোলিনী দ্রষ্টব্য)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু— শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-রচিত। ভক্তিলক্ষণ, ভেদ, ভজনের চতুঃষষ্টি অঙ্গ, বর্জনীয় ৩২ অপরাধ, ১০ নামাপরাধ, বৈধী ও রাগানুগার লক্ষণ, প্রীত্যঙ্কুর নয়টি, প্রেমচিহ্নাদি। রস, বিভাব, অনু-ভাবাদি, ৮ সাত্ত্বিক, ৩৩ ব্যভিচারী, স্থায়ী প্রভৃতি। শান্তাদিরস-বিবৃতি, রসসমূহের মৈত্রি-বৈর-স্থিতি ও রসাভাস প্রভৃতি।

ভক্তিরসায়ন——শ্রীমন্ মধুসূদন-সরস্বতীযতিবর-বিরচিত এই গ্রন্থে তিনটী উল্লাস আছে। গ্রন্থকার ষোড়শ-শক-শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রকাশ (ভূমিকা ১১ পৃঃ)। ইনি পূর্বে জ্ঞানবাদী ছিলেন, পরে ভক্তিবাদী হয়েন, পূর্ববঙ্গ ফরিদপুরে কোটালিপাড়া গ্রামে বৈদিক শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্যের বংশে পুরন্দর-মিশ্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে ইনি নবদ্বীপের হরিরাম তর্কবাগীশ হইতে তর্কশাস্ত্র বিদ্যা, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী হইতে সন্ন্যাস এবং মাধব সরস্বতী হইতে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়া কাশীতেই বাস্তব্য করিতেন। তৎপ্রণীত অদ্বৈতসিদ্ধি, বেদান্ত-কল্পলতা প্রভৃতি অদ্বৈতবাদ-নিরূপক গ্রন্থাবলি অগাধ পাণ্ডিত্যের পরি-চায়ক; কিন্তু শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার 'গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা' টীকায় ইনি ভক্তিবাদপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থেও কেবল ভক্তিবাদেরই মাহাত্ম্য নিরূপণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও শ্রীগোস্বামি-গণের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী বলিয়া এস্থলে আলোচিত হইতেছে। প্রথম-উল্লাসে ভক্তিসামান্যনির্দেশ, যথা—

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্মাদ্ধারাবাহিততাং গতা। সর্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তি-রিত্যভিধীয়তে॥ ৩

ভগবদ্গুণাদির শ্রবণে কাম-ক্রোধাদি উদ্দীপনদ্বারা দ্রবাবস্থাপ্রাপ্ত চিত্তের যে সর্বেশ্বরবিষয়িণী ধারা-বাহিকা বৃত্তি, তাহাকেই ভক্তি কহে। দ্রুতচিত্তে প্রবিষ্ট ভাবেরই স্থায়িত্ব হয়, স্থায়িভাবেরই পরমানন্দ-রূপতা স্বীকৃত হইয়াছে। চিত্তের বিষয়াকার-প্রাপ্তি-বিষয়ে বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মতি—বিষয়াকারতা নিরসনপূর্বক চিত্তের ভগবদাকারতা-সম্পাদনেই সকলশাস্ত্রের রহস্যভূত তাৎপর্য। শাস্ত্রীয় উপায়ালম্বনেই ভগবদ্বিষয়কতা সম্পাদিত হইতে পারে। উপায়সমূহ—(১) মহৎসেবা, (২) মহতের দয়াপাত্রতা [কৃপালু, অকৃতদ্রোহাদি (১১।১১) ভাগবতোক্ত গুণসম্পন্নতা], (৩) মহাজনের ধর্মে শ্রদ্ধা, (৪) শ্রীহরিগুণশ্রবণ, (৫) রত্যঙ্কুরোৎপত্তি, (৬) স্বরূপাধিগতি [স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়াতিরিক্ত প্রত্যগাত্ম-সাক্ষাৎকার], (৭) প্রেমবৃদ্ধি—(৮) প্রেমাস্পদীভূত ভগবানের সাক্ষাৎ-কার, (৯) ভগবদ্ধর্মনিষ্ঠা, (১০) অবিনশ্বর-ভগবত্তুল্যগুণশালিতা ও (১১) প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

ভক্তিবিশেষ-প্রতিপাদক দ্বিতীয়-উল্লাসে—চিত্তদ্রুতির কারণভেদে ভক্তির বিভেদ; কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ (পরানন্দময়, হাস, বিস্ময় উৎসাহ), শোক, দয়া, শমাদিই চিত্তদ্রুতিকারক; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভাবে চিত্তদ্রব হয় না; ধর্মোৎ-সাহ, দয়োৎসাহ, জুগুপ্সাত্রয় ও শম—এই ছয়টিতে লৌকিক রস নিষ্পত্তি হইলেও ভগবদ্বিষয়ক রস-নিষ্পন্ন হইতে পারে না—শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি ভক্তিরস, রসের চাতুর্বিধ্য, প্রকারান্তর——ভগবদ্ভক্তির রসত্ব-স্থাপনা।

ভক্তিরস-প্রতিপাদক তৃতীয়-উল্লাসে—রসস্বরূপ, রত্যাদির সামাজিক-নিষ্ঠতা, প্রসঙ্গক্রমে সংলক্ষ্যক্রম ও অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিদ্বয়, ব্যঞ্জনাবৃত্তির রসপরিচায়কত্ব, স্বপ্রকাশ রসের বিগলিত-বেদ্যান্তরা সুখাত্মিকা

প্রতীতি হয়। এই ভক্তিরসায়নে (৩৫+৮০+৩০) ১৪৫টি কারিকা আছে, প্রথমোল্লাসে গ্রন্থকারই টীকা করিয়াছেন, শেষ উল্লাসদ্বয়ে শ্রীমদ্ দামোদরলাল গোস্বামিশাস্ত্রী মহাশয় 'প্রেমপ্রপা' নাম্নী টীকা সংযোজনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কিন্তু সনকাদির অনুভূতিকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তিরহস্য[২] (বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দির পুঁথি র ১৮) ৫১ পত্রাত্মক সটীক পুস্তকে আটটি প্রকাশ আছে। প্রথমে ২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণনামক পারকাখ্য মন্ত্র, ধ্যান, জপ ইত্যাদি; দ্বিতীয়ে ৩৩ শ্লোকে কামনাভেদে বিবিধ শ্রীকৃষ্ণমূর্তির ধ্যান ও জপ-সংখ্যাদি; তৃতীয়ে ৫১ শ্লোকে চতুর্বর্গপ্রাপ্ত্যুপায়; চতুর্থে ৩০ শ্লোকে অক্ষয়ধনেচ্ছু ব্যক্তির জন্য রত্নাভিষেক-বিধি, পঞ্চমে ৩৭ শ্লোকে পরম গোপ্য ভক্তিবর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথমযাম-কৃত্য, ষষ্ঠে ২৫ শ্লোকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামের কৃত্য, সপ্তমে ৬১ শ্লোকে চতুর্থযাম হইতে রাসোৎসবান্ত নৈশলীলা এবং অষ্টমে ৪০ শ্লোকে সেবাভাবনান্তর নির্মাল্যদ্রব্যদ্বারা কাম্যসাধনার বর্ণনা আছে। রচয়িতার নামাদি নাই। প্রথম শ্লোক—

কুহনাব্রজপাল-বালবেশং, কলয়ন্ মানসমোহি কৃষ্ণনাম। কুরুতামুরু-তাপশান্তি,-মন্তঃ করুণাপূর-করম্বিতং মহঃ ॥১॥ অন্তিমে--বিভাব্য মনুজানীশঃ কলৌ কল্মষচেতসঃ। কৃষ্ণাবতারং কৃতবান্ কৃপয়া বিশ্বমোহনম্ ॥ ৩৮॥ গোপ্যাদ্‌গোপ্যাত্মকঃ সম্যক্-প্রকারোঽয়ং প্রকাশিতঃ। ক্রিয়তামাত্ম-রক্ষার্থং সুধীভিশ্চিত্তভূষণম্ ॥ ৩৯॥ প্রকাশিতঃ পারকাখ্যো মন্ত্রোঽপি করুণাত্মনা। অবতারমিমং মুক্ত্বা মুক্তামন্ত্রমিমং কৃতঃ। কলৌ কলুষ-চিত্তাঙ্কো হন্তন্ত্রাকর্ষকো ভবেৎ ॥ ৪০॥

ভক্তিরহস্য[২]—শান্তিপুরের শ্রীরাধা-মোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য-প্রণীত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রুতিস্তুতি ও ব্রহ্ম-স্তুতির ব্যাখ্যা (শান্তিপুর-পরিচয় ৬৬১ পৃষ্ঠা)।

ভক্তিসন্দর্ভ—— শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-সঙ্কলিত সাধন-নির্ণায়ক দর্শনশাস্ত্র। ষট্‌সন্দর্ভের পঞ্চম, প্রতি অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ দেওয়া হইতেছে।

১—৯৮। অন্বয়মুখে ভক্তিমহিমা —সংক্ষেপে সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—দ্বিবিধ জীব—(ক) পূর্ব-সংস্কারবন্ত (খ) বর্তমানে মহৎকৃপাবন্ত; (২) ভক্তির সুখাত্মকত্ব (৩) ভজনীয় স্বরূপ ও আত্মপ্রসন্নতা।

(৩) ভক্তির পরমধর্মত্ব—— জ্ঞানকর্মাদি ভক্তির সচিবমাত্রত্বহেতু ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ ভজনীয়— গুরুশিষ্যভাবে প্রবৃত্তদেরও উপদেশ-শিক্ষাবাক্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১।২।২৭) ভক্তিমাত্রই তাৎপর্য।

শ্রীশৌনক প্রতি শ্রীসূতোপদেশের সারমর্ম—(১৮) কর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে যত্ন পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিই কর্তব্য। তিন কারণে মঙ্গলকামীর ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুবৎ উপাস্য নয়— (২০) বিষ্ণুপাসকের দেবতান্তরের নিন্দা অকর্তব্য—(২১) রজঃতম-প্রকৃতির লোকই অন্য দেবতা ভজে —(২৩) শ্রীনারদ-ব্যাসসংবাদের সারও ভক্তি—১ম স্কন্ধ (২৪—৩২) শ্রীশুক পরীক্ষিত-সংবাদের সারও— ভক্তি—২য় স্কন্ধ।

২৭। ভক্তিযোগ না হওয়া পর্যন্তই কর্ম—(২য় স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে বিরাট্ ধারণার কথা বলিয়া 'তদপবাদে' ভক্তিই কার্য বলা হইয়াছে। (২৮) সত্যমুক্তি এবং ক্রম-মুক্তি অপেক্ষা প্রেম শ্রেষ্ঠ; (২৯) ভক্তিযোগ সর্ববেদ-সিদ্ধ—(৩১) অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম সকলেরই ভক্তি অভিধেয়— (৩২) তীব্র ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তিতে পরিণতা হয়, কিন্তু যাদৃচ্ছিক ভক্তি-দ্বারাই কামনাপূর্তি হয়। যজ্ঞাদি করিতে খাদিরযূপ-সংযোগবৎ ভাগ-বতের সঙ্গ হইলে প্রেমই লাভ হয়।

৩৩। শ্রীশৌনকও ব্যতিরেকমুখে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দৃঢ় করিয়াছেন —২।৩।১৭ [২য় স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে সর্বদেবতোপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব-প্রবচনদ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব]; (৩৪) শ্রীহরিগুণানুবাদকের আয়ুই সফল—(৩৫—৪০) শ্রীহরিকথা-বিমুখজন মহাপশু—তাহার অঙ্গসকল নিষ্ফল।

৪১—৪২। শ্রীব্রহ্মনারদের সংবাদের সারও বিষ্ণুভক্তি—শ্রীনারায়ণই সর্ব-বেদের তাৎপর্যরূপে একমাত্র উপাস্য —পরব্রহ্ম শ্রীভগবানেরই মহিমা।

৪৩--৪৫। শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদেও ভক্তিমার্গই সুখরূপ বর্ত্ম; (৪৬—৪৭) শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদেও পরতত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য ভক্তিই শিব পন্থা; ৪৮—৪৯। শ্রীপৃথুরাজপ্রতি শ্রীকুমারের উপদেশেও ভক্তিরই মুখ্য অভিধেয়ত্ব-- (৫০) শ্রীরুদ্রগীতেও ভক্তিই করণীয়

—কর্মাদ্যাগ্রহদ্বারা পূজার বিচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে—(৫১) শ্রীনারদ-প্রচেত্যসংবাদে—— ব্যতিরেকমুখে বিষ্ণুসেবাভিন্ন সকল ইন্দ্রিয়াদি বিফল —(৫২) অন্বয়মুখে—শ্রীহরিসেবা-দ্বারাই সকল দেবতা তৃপ্ত হয়—(৫৩, শ্রীঋষভ দেব-কর্ত্তৃক স্বপুত্র-শিক্ষণে (৫ম স্কন্ধ) প্রীতিভক্তিই অকিঞ্চনের কর্ত্তব্য ; শ্রীব্রাহ্মণ ও রহূগণসংবাদে —শ্রীহরিসেবোত্থ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সংসার নাশ হয়—মহৎসঙ্গদ্বারাই হরিভক্তি হয় -(৫৪) শ্রীচিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসংকর্ষণোপদেশান্তে (৬ষ্ঠ স্কন্ধে) পুরুষ অবশেষে ভক্ত হন (৫৪—৫৭) শ্রীপ্রহ্লাদদ্বারা অসুরবালকানুশাসনে (৭।৭) কৌমারেই প্রিয়সুহৃদ্ হরির ভজন কর্ত্তব্য ; (৫৮) শ্রীনারদ-যুধিষ্ঠিরসংবাদে (৭।১১।৬) ভক্তি-দ্বারাই মন সুপ্রসন্ন হয়, ভক্তিই সর্বপুরুষার্থহেতু, ভক্তিই পরা বিদ্যা এবং পরমাশ্রয়—(৫৯—৬০) শ্রীজায়ন্তেয়োপাখ্যানে—(৫৯—৬১) শ্রীকবিবাক্যে—জ্ঞানাদ্যমিশ্র ভক্তি—শ্রবণাদিদ্বারা ভজিলেই সাধক ক্রমশঃ অভয় হয়েন এবং মন অনায়াসে নিরুদ্ধ হয়।

৬২। শ্রীআবিহোত্রবাক্যে—কর্মাদি ত্যাগ করিয়া ভক্তিই কর্ত্তব্য, (৬৩) বেদ কর্মের মোক্ষের জন্যই কর্ম বিধান করিয়াছেন—শ্রদ্ধা এবং বিরক্তির অনুদয় পর্যন্ত বেদোক্ত কর্ম অনাসক্তভাবে ঈশ্বরার্পণ করিয়া করাই কর্ত্তব্য—শীঘ্র দেহাত্মবুদ্ধি-ত্যাগেচ্ছুর বেদোক্ত এবং তন্ত্রোক্ত বিধিপূর্বক শ্রীকেশবের অর্চনা কর্ত্তব্য —(৬৫) শ্রীচমসবাক্যে—শ্রীহরিসেবক শ্রীহরি দ্বারা রক্ষিত হইয়া বিঘ্নকে সোপান করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হন। শ্রীকরভাজন-বাক্যে—শ্রীহরি নানাযুগে নানামার্গে পূজিত হন।

৬৬। শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—ভক্ত শ্রীহরির নির্মাল্যাদি সেবা করিয়া এবং শ্রীহরিলীলা স্মরণ ও কীর্ত্তনদ্বারা অনায়াসে মায়া জয় করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্তি করেন—(৬৮) শ্রীহরিলীলা-শূন্য বেদবাক্যও অভ্যাস করিবে না—(৭০) ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

৮০। শ্রবণাদি ভক্তিদ্বারা যাবৎ পরিমাণে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাবৎ পরিমাণে শ্রীভগবৎস্বরূপ, গুণ, লীলা এবং মাধুর্য অনুভূত হয়।

৮৪। সর্বফলরাজ স্বফল প্রেম-ভক্তিমার্গে জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই—ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানাদি লভ্য সকল বস্তুর অনায়াসে লাভ হয়—(স্বর্গবাঞ্ছা) চিত্রকেতুর, (মোক্ষবাঞ্ছা) শুকদেবের ও (বৈকুণ্ঠেচ্ছা) পার্ষদত্বেচ্ছু ভক্তগণের —প্রেমসেবাদ্বারাই ইহারা প্রার্থিত বিষয় পাইয়াছেন।

৮৫। এই জন্মে নশ্বর মনুষ্যদেহ দ্বারা শ্রীহরিকে পাওয়াই বুদ্ধিমত্তার এবং চাতুর্যের পরিচায়ক—যথা শ্রীহরিশ্চন্দ্রাদি—(৮৬) শ্রীশুকোপ-দেশের উপসংহারে—শ্রবণাদি ভক্তিই কর্ত্তব্য—ম্রিয়মাণ ব্যক্তির ভগবদ্ধ্যান ও কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য—নানাঙ্গবান্ শুদ্ধাভক্তির মধ্যেও লীলাকথা-শ্রবণই পরমশ্রেয়ঃসাধক—— (৮৭—৯১) শ্রীসূতোপদেশের শেষেও—(১২।১২) শ্রীভগবৎকীর্ত্তনাদিতেই আদর কর্ত্তব্য —শ্রীকৃষ্ণস্মরণদ্বারাই সত্ত্ব-শুদ্ধি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তি লাভ হয়—শ্রীহরিভজনদ্বারাই তপঃআদি সম্পত্তির সার্থকত্ব হয়।

৯৩—৯৮। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব-ইতিহাস-বাক্যেও ভক্তিমাত্রই তাৎ-পর্য। স্বভৃত্যপ্রতি যম-বাক্যে—নামাদি কীর্ত্তনদ্বারা হরিভক্তিই জীব-মাত্রের পরমধর্ম—ভক্তগুণাদির শ্রবণদ্বারা বেদাদি-শ্রবণফল হয়—সদা শ্রীহরিস্মৃতিই পরম কর্ত্তব্য—বেদার্পণমন্ত্রেও শ্রীজনার্দ্দন প্রীতিই উদ্দিষ্ট—(৯৫) শ্রীব্রজদেবীর প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্যে—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই সকল বর্ণাশ্রমাচারবিহিত কর্মের উদ্দেশ্য—(৯৬) শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মার বাক্যে —জ্ঞান ভক্তিরই অন্তর্গত, শ্রীমদ্-ভগবৎগীতায়ও ১০ম অধ্যায়ে শুদ্ধ ভক্তিই উপদিষ্টা—(৯৭) শ্রীদামবিপ্র-বাক্যে—অন্যান্য পুরুষার্থসাধনও ভক্তিমূলক—ভক্তিই সর্বসিদ্ধির জীবন, কিন্তু ঐ সকল সিদ্ধি বিনাও ভক্তির সাধকত্ব আছে।

৯৮। সর্বশাস্ত্রেই ভক্তির অভি-ধেয়ত্ব—অজ্ঞ লোকেরাই কর্মাদির অঙ্গরূপে বিষ্ণুর উপাসনা করে—শ্রীদেবতাদের পরস্পর বাক্যে—ভক্তিই উপাসকের স্বকামনাদানানন্তর পরম ফল প্রেম দেন।

ব্যতিরেক-মুখে—(৯৯) কর্ম-অনাদরদ্বারা—ভক্তির বিশ্বসনীয়ত্ব এবং নিত্যসুখরূপত্ব—স্বল্পায়াস ও বিত্তাদি দ্বারা সাধ্যা ভক্তি পরমফলদা

—(১০০) ভক্তিবিনা অন্য কিছু হরিতোষের কারণ নয়—হর্ষ্যর্পিতপ্রাণ শ্বপচও ভক্তিহীন দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্তিহীনের ঐ সকল গুণ কেবল গর্ববুদ্ধি করে, চিত্তশুদ্ধি করে না—(১০২) শ্রীভগবদর্পিত কর্মেরও অনাদর দ্বারা—যথা চোলদেশরাজ ও শুদ্ধভক্তের উপাখ্যানে—শ্রীগীতায়ও ১২শ অধ্যায়ে ভক্তির অসামর্থ্যেই কর্মার্পণ বিহিত হইয়াছে, (১০৩) যোগের অনাদর দ্বারা—(১০৪) জ্ঞানের অনাদর দ্বারা—ভক্তিমার্গে শ্রম হয় না, অথচ তদ্বশীকারতারূপ অপূর্ব ফল হয়, (১০৫) ভক্তিবিনা জ্ঞান হয় না।

১০৬। স্বতন্ত্র অন্য আশ্রয়-অনাদর দ্বারা—যথা দেবগণ শ্রীআদিপুরুষকে—ব্রহ্মা এবং শিবকেও বৈষ্ণব বলিয়া ভজিবে—সৎবৈষ্ণবের পক্ষে বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সমান দর্শন দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না, প্রত্যবায় হয়—অভেদ-দৃষ্টি-বচন শান্তভক্তি ও জ্ঞানাদিপর—শ্রীশিবও মার্কণ্ডেয়াদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভজন করেন—শ্রীশিব নিজেই শ্রীহরির ঈশ্বরত্ব বলিয়াছেন—অতএব বৈষ্ণব-ভাবেই শিবের ভজন যুক্ত—শুদ্ধ বৈষ্ণবেরা শ্রীশিবকে বৈষ্ণব বলিয়াই মানেন, কেহ বা ভগবদধিষ্ঠান বলিয়াও মানেন—শ্রীশিবকে স্বতন্ত্রভাবে ভজিলেই ভৃগুশাপ লাগে; অন্য দেবতাদিগকে ভগবানের বিভূতি বলিয়া জানিবে—দেবতান্তরের স্বতন্ত্র উপাসনাদ্বারা শ্রীহরিকে পাওয়া যায় না—অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা বা নিন্দা অত্যন্ত দোষকর—কারণ তন্নিন্দাদ্বারা পূর্বধর্মও নষ্ট হয়—শ্রীশিব-নিন্দুক একান্তী বৈষ্ণবও নরকে যায়, যথা চিত্রকেতু। শ্রীকপিলদেব যখন সাধারণ প্রাণির অবজ্ঞাই নিষেধ করিয়াছেন, তখন শ্রীশিবাদির নিন্দার ত কথাই নাই। কনিষ্ঠ ভাগবতই শ্রীবিগ্রহাদিতে শিলাদিবুদ্ধি করিয়া নারকী হয় এবং বিলম্বে ফল পায়। যে পিতার ন্যায় কোন লোককে উদ্বেগ দেয় না, তাহার প্রতি শ্রীভগবান্ শীঘ্রই তুষ্ট হন—অজাতশ্রদ্ধেরই স্বকর্মসহায় অর্চন কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা জ্ঞান হয়—জাতশ্রদ্ধের শুদ্ধার্চনই যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য—ভূত-দয়া বিনা অর্চনা সিদ্ধ হয় না—যথাযুক্ত যথাশক্তি দানদ্বারা এবং তদভাবে মানদ্বারা দয়া কর্ত্তব্য—একান্তী ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব—ভক্তে আদর-বাহুল্য এবং অন্যের প্রতি যথাপ্রাপ্ত যথাশক্তি আদর কর্ত্তব্য—প্রথমোপাসকেরই সর্বভূতাদর বিহিত, সশ্রদ্ধ সাধকের তাহা স্বাভাবিক—জাতরতির অহিংসা এবং উপরতি স্বীয় স্বভাব—পরম সিদ্ধের সর্বভূতে প্রেম—অন্যত্র রাগদ্বেষ শীঘ্র ত্যাগের জন্যই শ্রীভগবৎসম্বন্ধে অন্যদেবতা এবং ভূতাদর কর্ত্তব্য—কেবল ভূতাদর অনর্থহেতু যথা ভরতের। অর্চনের জন্য পত্রপুষ্পচয়নরূপে কিঞ্চিৎ হিংসাও বিহিত।

১০৭। পণ্ডিতলোক কৃতজ্ঞ, সুহৃদ্ ও আত্মদ হরি ভিন্ন অন্যের শরণ লয় না, (১০৮) শ্রীহরির অভক্তমাত্রের অনাদর দ্বারা—(১০৯) শ্রীহরির নিষ্কিঞ্চন ভক্তকে দেবতাগণ গুণের সহিত আশ্রয় করেন—(১১০) কর্মাদি মার্গসিদ্ধ মুনিগণেরও অনাদর—ভাগবত ধর্মের ১২ জন মহাজন—(১১১) শ্রীভগবদ্ভক্তিরই সর্বোর্দ্ধাভিধেয়ত্ব—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি ৪ বর্ণ ও ৪ আশ্রমেরই নিত্য স্বধর্ম—জীবন্মুক্তও শ্রীহরির অবজ্ঞাদ্বারা পতিত হয়।

১১২—১৩। এদেহে এবং দেহান্তরে ভক্তি নিত্যা—তাৎপর্য-নির্ণয়ের ষড়্বিধলিঙ্গদ্বারাও ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব জানা যায়—(১১৫) চতুঃশ্লোকীতে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব কথিত—ভক্তির সর্বশাস্ত্রাদিতে সার্বত্রিকতা—সর্বশাস্ত্রে—সর্বকর্তৃত্বে— সর্বদেশে—সর্বকরণে—সর্বদ্রব্যে— সর্বকার্যে— সর্বফলে—সর্বকারকে। ভক্তির সদাতনত্ব—স্বর্গাদিতে— সর্বযুগে—সর্বাবস্থাতে; ভক্তি রহস্যাঙ্গ বলিয়াই জ্ঞানরূপ অর্থান্তরদ্বারা আচ্ছন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১১৫-২৭। ব্রহ্মা নারদকে এবং নারদ ব্যাসকে হরিভক্তি সংকল্প করিয়াই ভাগবত লিখিতে বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ও উত্তম হরিভক্তিকেই 'লাভ' বলিয়াছেন।

১১৯-২০। ভাগবতধর্মই পরমহংসদের এবং শ্রীভগবানের প্রিয়, তদুপদেষ্টাই সর্বোৎকৃষ্ট। (১২১) শুদ্ধাভক্তিতে লোকসকলকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই কর্মাদি-মিশ্রভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভক্তের ভক্তিই কর্ত্তব্য।

১২১। ভক্তিরই পরম ধর্মত্ব, সর্বকামপ্রদত্ব, সর্বান্তরায়-নিবারকত্ব; —ভক্তিমার্গে জ্ঞানমার্গের ন্যায় অসহায়তা নিমিত্ত ভয় নাই, কর্ম-

মার্গবৎ মৎসরাদিযুক্ত হইতে ভয় নাই—ভক্ত সাধনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না ; যথা—বৃত্র, গজেন্দ্র, ভরতাদি —(১২৩—২৪) ভক্তির দুষ্টজীবাদি-কৃত-ভয়নিবারকত্ব—(১২৫) ভক্তির পাপঘ্নত্ব—অপ্রারব্ধ পাপেরও নষ্ট-কারিত্ব –(১২৬) কেবলা ভক্তিই সূর্য-নিহারবৎ সর্বপাপ নাশ করে—(১২৭) ভক্তিই সর্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত —যথা ইন্দ্রের বৃত্রাসুর-বধ-জন্য ; মহদপরাধ ভোগের দ্বারা কিংবা মহতের সন্তোষদ্বারা নাশ পায়। (১২৮) প্রারব্ধপাপহারিত্ব, জাতি-দোষ ও ব্যাধ্যাদির হারিত্ব—(১২৯) ভক্তির দুর্বাসনাহারিত্ব—(১৩০) ভক্তির অবিদ্যাহারিত্ব—(১৩১) ভক্তির সর্বপ্রীণনহেতুত্ব—হরিভক্তকে স্থাবর জঙ্গম সকলে ভালবাসে।

১৩২। ভক্তির জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সর্বসদ্গুণহেতুত্ব—ভক্তির স্বর্গাপবর্গ-ভগবদ্ধামাদিতে সর্বানন্দহেতুত্ব, ভক্তির স্বতঃপরমসুখদত্বহেতু অন্য সাধন ও সাধ্যবস্তু-বিষয়ে হেয়ত্ব-কারিতা।

১৩৩-৩৪। ভক্তির নির্গুণত্ব—ভক্তিই নির্গুণ, অর্পিত কর্মাদি সকলই সগুণ। (১৩৫) ভক্তি সত্ত্ব-গুণের অপেক্ষা করে না, যথা চিত্রকেতু—মহৎসঙ্গই পরম নির্গুণ ভগবদ্জ্ঞানের বা ভক্তির কারণ—মহৎ নির্গুণ, তাঁহার সঙ্গও নির্গুণ —মহৎসেবৈকনিদানত্বহেতু ভক্তিও নির্গুণ—ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবৎ-কৃপোত্থ। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ—ভক্তদের আনু-সঙ্গিকরূপে এবং ব্রহ্মোপাসকের স্বতন্ত্ররূপে হয়—শান্তভক্তের ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীভগবানের পরাভক্তির পরিকর হয়, যথা—শ্রীগীতায় (১৮।৫৪) ও শ্রীভাগ—ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাভেদে ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়—সাধকের মতিদ্বারা-কল্পিতত্বহেতু প্রসাদাভাসোত্থ ব্রহ্ম-জ্ঞানও সগুণ। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি পরমাত্মচৈতন্যের, অতএব নির্গুণা জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা হরিভক্তিও নির্গুণ—শ্রীকপিলদেবোক্ত ভক্তির সগুণাবস্থা সাধকের অন্তঃকরণানুগুণা বলিয়া কথিতা হইয়াছে—শ্রীভগবন্-নিকেতনে বাস নির্গুণ।

১৩৬। শ্রীভগবদাশ্রয়কারক নির্গুণ, কারণ ক্রিয়াতেই তাহার তাৎপর্য, তদাশ্রয় দ্রব্যে নয়—(১৩৭) ভগবৎসেবা শ্রদ্ধা নির্গুণ, (১৩৮) ভগবৎধর্ম নির্গুণ. (১৩৯) ভক্তির স্বয়ং প্রকাশত্ব, (১৪০) নিত্য পরমসুখ-রূপত্ব, সাধক-দশায় এবং সিদ্ধদশায়—ভগবদ্বিষয়ক রতিপ্রদত্ব।

১৪১। ভক্তিযোগাখ্য রতির পুরুষার্থতা-বিষয়ে শৈথিল্য থাকিলেই শ্রীভগবান্ ভক্তি দেন না, মুক্তি দেন ; কারণ কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ তুষ্ট হন, (১৪২) ঐ ভক্তি শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তির পরম বৃত্তি, অতএব প্রীতিস্বরূপ শ্রীভগবান্ ভক্তিদ্বারাই প্রীণনীয়, (১৪৩) আত্মারাম পূর্ণকাম শ্রীভগবান্ ক্ষুদ্র-বস্তুদ্বারাও পরিতুষ্ট হন—সহজ ভগবৎপ্রীতি প্রার্থনা করিয়া যাহারা সেবা করে, তাহাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরুর ন্যায় স্ব-প্রীতি দেন—(১৪৪) কৃপা-প্রাবল্যহেতু শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তি-শক্তি জীবে প্রকাশ করিয়া স্বদত্ত ভক্তিদ্বারাই নিজে জীবের বন্ধু হন ; জীবের উপকারকতা আভাসত্বমাত্র।

১৪৫। শ্রীভগবদনুভবে ভক্তির অনন্যহেতুত্ব—(১৪৬) শ্রীভগবৎ-প্রাপকত্ব—(১৪৭) মনের অগোচর-ফলদাতৃত্ব, যথা শ্রীধ্রুবের। শ্রীভগবদ্-বশীকারিত্ব—শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৪ অধ্যায়স্থ সাধ্য এবং সাধন ভক্তির সমাধান—সাধনাবস্থায় শ্রবণকীর্তন-কারী ভক্তের হৃদয় অনর্থ-নিবৃত্তি দ্বারা ক্রমশঃ যত পরিমার্জিত হয়, ততই সে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য অনুভব করে, বিষয়দ্বারা বাধ্যমান হইলেও অভি-ভূত হয় না। সাধ্যভক্তির সংস্কার-হারিত্বহেতু বিষয়সকল বাধ্যমান হয়—(১৪৮) সাক্ষাৎ ভক্তির ত পরম-ধর্মত্ব আছেই, ভগবদর্পিত অলৌকিক কর্মেরও পরধর্মত্ব আছে—হরিভক্ত ভিন্ন অন্যের উপর যমের শাসন। (১৪৯) সকৃদ্ ভজনদ্বারাই আয়ুঃ সফল হয়—ভক্তি সর্ববিধ কর্ম-ধ্বংস-পূর্বক অল্পায়াসে পরমগতি-প্রাপ্তির কারণ হয়—শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষা-গ্রহণমাত্র লোক যখন মুক্ত হয়, যাঁহারা ভক্তিপূর্বক সদা সেবা করেন,তাঁহাদের আর কথা কি ? (১৫০) আমি 'শরণাগত' বলা মাত্রই শ্রীহরি জীবকে অভয় দান করেন।

১৫১। কোন গর্ভস্থ জীব শ্রীভগ-বানের স্তুতি করে, কোন জীব করে না ; শ্রীহরিভক্ত সর্বাবস্থাতেই ভক্তি-সমর্থ—শ্রীবিষ্ণুভক্ত অতীত এবং ভবিষ্যতের শত কুল উদ্ধার করেন।

১৫২। ভক্ত্যাভাসেরও সর্বপাপ-ক্ষয়-পূর্বক শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপকত্ব—যথা দণ্ডহস্তে নৃত্যকারী উন্মত্তের ধ্বজা-রোপণ ফল—ব্যাধহত এবং কুক্কুর-

মুখানীত পক্ষীর মন্দির-পরিক্রমা-ফল—পূর্বজন্মে প্রহ্লাদের অজ্ঞানতঃ শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী-ব্রতের ফল—(১৫৩) অপরাধরূপে দৃশ্যমান ভক্ত্যাভাসেরও মহাপ্রভাব—যথা শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রে রক্ষিত বিপ্রের স্পর্শে রাক্ষসের নির্ব্বেদ-প্রাপ্তি —দীপবর্ত্তিকাচোর মুষিকেরও রাজ্ঞীত্ব এবং পরমপদ-প্রাপ্তি—কৃতজন্মাষ্টমী দাসীর সঙ্গে কোন লোকের তদ্ব্রতের ফলপ্রাপ্তি—দুষ্টকার্যার্থ মন্দির-লেপনদ্বারা উত্তমগতি-প্রাপ্তি—ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাও ঈদৃশ ফল নাই; শ্রীভগবদ্বশীকারিতা-সম্বন্ধেও ভক্তিই কারণ—ভক্তির মাহাত্ম্যবৃন্দ প্রশংসামাত্র নয়, যথা অজামিলাদিতে—কেবল শ্রীহরিনামের নয়, ভক্ত্যঙ্গমাত্রেরই অর্থবাদে দোষ—ভক্তের ভজনে ক্রমশঃ উন্নতি না দেখিলে নামার্থবাদ-কল্পনা এবং বৈষ্ণব-অনাদরাদি দুরন্ত অপরাধই প্রতিবন্ধ-কারণ বলিয়া জানিবে—ভক্তিতে অর্থবাদ-কল্পনা দ্বারাই নৃগ-রাজার দানকর্মাগ্রহ হইয়াছিল এবং যমলোকে গমনাদি হইয়াছিল—এইরূপ অপরাধে ভক্তিস্তম্ভও শুনা যায়—দেহ, ধন, জনতা ও লোভের জন্য যে পাষণ্ডী শ্রীগুরুর অবজ্ঞাদি দশাপরাধ করে, তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত নাম শীঘ্র ফল দেন না—বৈষ্ণবের অনাদরকারীর প্রতি শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হন না—অবিশ্রান্ত নাম-কীর্ত্তনদ্বারাই নামাপরাধ বিনষ্ট হয়—নামাপরাধ-নাশের সহিত অপরাধাবলম্বন পাপ-বাসনাও নষ্ট হয়। নামাবৃত্তি—সিদ্ধদের প্রতিপদে সুখবিশেষোদয়ের জন্য এবং অসিদ্ধগণের ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত। ফলপ্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিলেই অপরাধ আছে, জানিতে হইবে। মহৎসঙ্গাদি-লক্ষণ ভক্তিদ্বারাও দুর্নি-বার্য কৌটিল্যাদি প্রাচীন অপরাধেরই চিহ্ন—(১) কৌটিল্য—গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের প্রতি ভিতরে অনাদর, বাহিরে পূজাদি—যথা দুর্যোধনের।

১৫৪। ভক্তেরাও সকল অজ্ঞকে কৃপা করেন, কুটিল বিজ্ঞকে কৃপা করেন না; জ্ঞানবল-দুর্বিদগ্ধ লোক অবিচিকিৎস্য বলিয়া উপেক্ষণীয়—(১৫৫) (২) অশ্রদ্ধা—ভক্তি-মহিমা দেখিয়া শুনিয়াও বিপরীত ভাবনাদিদ্বারা বিশ্বাসের অভাব—যথা দুর্যোধনের বিশ্বরূপ-দর্শনাদিতেও; শুদ্ধ ভক্তের ভগবন্মহিমা-প্রকাশের ইচ্ছাতেই বিপদ হইতে রক্ষারূপ ভক্তির আনু-ষঙ্গিক ফলও কথিত হয়, নিজ রক্ষা বা মহিমা-প্রকাশের জন্য নয়—যথা প্রহ্লাদ ও শৌনক-পরীক্ষিতের উহাও ইচ্ছা ছিল না—(১৫৬) মহানুভাব-লক্ষণ আধুনিক ভক্তেও মহিমাদর্শনে অবিশ্বাস অকর্ত্তব্য—বিশেষোপাসনাদ্বারাও ঐরূপ আনু-ষঙ্গিক ফলোদয় হয়—যথা ধ্রুবের। (১৫৭) (৩) ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক বস্ত্বন্তরাভিনিবেশ—যথা ভরতের প্রাচীনাপরাধাত্মক আরব্ধ কর্মই কারণ—(১৫৮) কেহ কেহ মনে করেন তাদৃশ ভক্তে সাধারণ প্রারব্ধেরই প্রাবল্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং ঐ ভক্তের উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির জন্যই করেন—যথা ভরতের ও নারদের—(১৫৯) অপরাধহেতুই ঐরূপ অভি-নিবেশ হয়, যথা গজেন্দ্রাদির [৮।৪। ১১—১২) (৪) ভক্তিশৈথিল্য—যদ্দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি সুখদুঃখনিষ্ঠাই উল্লাস পায়, ভক্তিতৎপরদের ঐ সুখে অনাদর হয়—সৎসাধকের উপাসনা-বৃদ্ধির জন্যই দেহরক্ষার ইচ্ছা হয়—ভক্তির নিকট অপরাধা-বলম্বন ভক্তিশৈথিল্য, মধ্যে মধ্যে রুচ্যমান ভক্তিদ্বারাও দূর হয় না—নিরপরাধ মূঢ় অসমর্থ লোকের অল্পেতেই সিদ্ধি হয়, তৎপ্রতি শ্রীভগবৎকৃপা অধিক হয়, কিন্তু বিবেকীর অত্যন্ত দৌরাত্ম্যহেতুই অপরাধ হয়; বিদ্বান্ সমর্থ শতধন্বার অপরাধহেতু পতন এবং মূঢ় মূষি-কাদির অপরাধ-সত্ত্বেও সিদ্ধি যুক্তই, দৌরাত্ম্যাভাবহেতু অপরাধ অতিক্রম করিয়া ভক্তির প্রভাব উদিত হয়। (৫) স্বভক্ত্যাদি-কৃতাভিমানত্ব—অপরাধ হেতুই হয়, তদ্দ্বারাই পুনঃ বৈষ্ণবাবমাননাদি-লক্ষণ অন্যাপরাধ জন্মে, যথা দক্ষের—প্রাচীন ও অর্বাচীন অপরাধের অভাবেই সকৃৎ ভজনে ফলোদয় হয়—পূর্ব বা ইহ জন্মে শ্রীভগবদারাধনাদি-সিদ্ধেরই মরণসময়ে একবারও নাম-গ্রহণাদি হয় এবং তৎসিদ্ধভাবানুসারে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার চিন্তিত হইয়া শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি হয়; যথা গীতায়—অপরাধের অভাবহেতু পুনরায় তাহা ক্ষয়ের জন্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, যথা অজামিলের; কিন্তু যমদূতের নামাদি শ্রবণ কীর্তন করিয়াও তাহা হইল না।

১৬০—৬২। শ্রীভরতের ও শ্রীঅজা-মিলের হৃদয়ে সর্বদা শ্রীভগবদাবির্ভাব ছিল বলিয়াই মৃত্যু-সময়ে সকৃৎ

ভজনের দ্বারা তৎপ্রাপ্তি—(১৬১) অন্তে শ্রীহরিস্মৃতিই পরমলাভ—(১৬২) অতিশয় ভগবৎকৃপাদ্বারাই মরণসময়ে সকলের দৈন্যোদয় হয়—(১৬৩) অধিকারী-বিশেষেই ভগবৎ-কৃপার ফলোদয় দৃষ্ট হয়—জাতরুচিতে অন্যস্পৃহাত্যাগ যথা উদ্ধবের ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য এবং শুভা মতির ত্যাগ—(১৬৪) জাতপ্রেমে ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা অবাধত্ব—যথা পরীক্ষিতের।

১৬৫। অনন্যা ভক্তিই অভিধেয় বস্তু—অন্যোপাসনারহিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই অনন্যত্ব—ভক্তির মহাদুর্লভত্ব এবং দুর্বোধত্ব—অন্য কামনা দ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব থাকে না। অকিঞ্চনত্ব ও অকামত্ব- তন্মাত্র-কামনাদ্বারাই সিদ্ধ হয়—একান্তিত্ব যথা শ্রীপ্রহ্লাদাদির ভগবান্ ভিন্ন সাধনসাধ্য-বিবর্জ্জিতত্ব।

(১৬৬) রাজা ও সেবকের মত প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই কামনা নাই—(১৬৭) ভগবৎসুখে ও মানে তদেক-জীবন ভক্তের সুখ ও মান—(১৬৮) সকামভক্তি স্বার্থসাধন-মাত্রে তাৎপর্যদ্বারা ভক্ত্যনুকরণমাত্র—সকামত্ব দ্বিবিধ—ঐহিক এবং পারলৌকিক। প্রহ্লাদের মুখ্য একান্তিত্ব এবং মুমুক্ষু পৃষদের গৌণ একান্তিত্ব—একান্ত ভক্ত অম্বরীষের যজ্ঞবিধান লোকসংগ্রহার্থ—ভক্তিদ্বারা জীবিকা-প্রতিষ্ঠাদির উপার্জন না করাই ঐহিক নিষ্কামত্ব।

১৬৯। নবধা নিষ্কাম ভক্তিরই সর্বশাস্ত্র-সারত্ব—সর্বভক্ত্যঙ্গের অন্তর্ভুর্ত নব প্রকার ভক্তির এক অঙ্গ দ্বারাই সাধ্য-প্রাপ্তি হয়, তথাপি কোথায়ও অন্যাঙ্গমিশ্রণভিন্ন রুচিবশতঃই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে।

১৭০। অকিঞ্চনভক্ত্যধিকারি-বিশেষ-নির্ণয় ; পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য—ত্রিধা—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মার্পণ—(১) নির্বিশেষ পরতত্ত্বসাম্মুখ্য—জ্ঞান ; (২) সবিশেষপরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য—ভক্তি। (৩) তদ্দ্বয়ের দ্বারস্বরূপ—কর্মার্পণ। (১৭১) নির্বিণ্ণদের জ্ঞানে, কামিদের কর্মে এবং শ্রদ্ধালুদের ভক্তিতে অধিকার—(১৭২) কোনও পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তকৃপা-(দ্বারা) জাত শ্রদ্ধামাত্রেই ভক্ত্যধিকার-হেতু। 'ইহাই কেবলমাত্র পরম মঙ্গলকর'—এই বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাভিন্ন অনন্যা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয় না—কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তা হইলেও নষ্ট হয়—অতএব নির্বিণ্ণ, নাতিসক্ত হওয়ার পরেও ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম পরিত্যাগ বিহিত—হেলায় অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিনাও ভক্তিমাত্র সিদ্ধ হয় যথা অজামিলের। দাহাদি-কর্মে বহ্ন্যাদিবৎ ফলোদয়-বিষয়ে ভক্তিতে বিধির অপেক্ষা নাই—দৌরাত্ম্যাভাবে অবুদ্ধিপূর্বক কৃতা অপরাধরূপা হেলাও ভক্তিদ্বারা বাধিতা হয়, কিন্তু দৌরাত্ম্য থাকিলে জ্ঞান, বল, দুর্বিদগ্ধাদিতে আর্দ্র কাষ্ঠের বহ্নিশক্তিবৎ ভক্তিদ্বারাও হেলা বাধিতা হয় না—যথা বেণে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দের অর্থ—আদর। শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়—অনন্যা ভক্ত্যধি-কারীর বিশেষণমাত্র— পরপত্নী, পর-দ্রব্য এবং পরহিংসাতে যাহার মতি নাই, তাহার প্রতিই শ্রীভগবান্ তুষ্ট হয়েন।

১৭২। লব্ধভক্তি লোকের পাপে স্বাভাবিক অরুচি—ভক্তিবলে পাপে প্রবৃত্তিদ্বারা অপরাধাপাতই হয়—শ্রীগীতার 'অপি চেৎ সুদুরাচারো'—শ্লোক অনন্য ভক্তের অনাদর-দোষপর, দুরাচারতা-বিধানপর নয়।

১৭৩। জাতনির্বেদ বা জাতশ্রদ্ধ লোকের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করিলেই আজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয় (১৭৪) শরণাপন্ন ভক্তের তদনুস্মরণদ্বারাই বিকর্মের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয়—অনন্য ভক্তের শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য-দেবতাতে তদ্রূপ ভক্তি থাকে না—জাতশ্রদ্ধের তচ্ছরণাপত্তিই চিহ্ন—কারণ শাস্ত্র তচ্ছরণকেই অভয় বলে—দেবাদিতর্পণ-মাত্রতৎপরেরও পৃথক্ আরাধনা কর্ত্তব্য নয়—শ্রীভগবানের আরাধনা দ্বারাই মূলসেকবৎ সকল তৃপ্ত হয়—কর্মত্যাগীর ভক্তি মধ্যে বিঘ্নদ্বারা স্থগিত হইলেও তত্ত্যাগজন্য অনুতাপ যুক্ত নয়, যথা শ্রীগীতায় (১৮।৬৬) এবং ভাগ (১।৫।১৭)। ভক্ত্যারম্ভেই স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ কর্ত্তব্য—ব্যাবহারিক কার্পণ্যাদ্যভাবও শ্রদ্ধার চিহ্ন—শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ভগবৎসম্বন্ধি কোনও বস্তুতে অবিশ্বাস হয় না—শ্রীহরিস্মরণ দ্বারা সবাহ্যাভ্যন্তর শুচি হওয়া সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবানেরও স্নানাদি-আচরণদ্বারা সৎপরম্পরাচার গৌরবের জন্যই, তদকরণে অপরাধ হয়, কারণ কদর্য-বৃত্তি-নিরোধের জন্যই মহতেরা মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন—শ্রদ্ধা জন্মিলেই সিদ্ধ অসিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই স্বর্ণ-সিদ্ধি-লিপ্সুর মত সদা ভক্ত্যনুবৃত্তি-চেষ্টাই হয়—সিদ্ধের শ্রীহরি-বিস্ফূর্ত্তি

হেতু দন্তপ্রতিষ্ঠাদিময় চেষ্টালেশও হয় না বলিয়া জ্ঞানকৃত মহৎ-অবজ্ঞাদিরূপ অপরাধ হয় না, অতএব চিত্রকেতুর শ্রীমহাদেবে অপরাধ ভাগবততত্ত্বে অজ্ঞানহেতুই হইয়াছিল —শ্রদ্ধাবানের প্রারব্ধাদিবশে বিষয়-সম্বন্ধাভাস হইলেও তখন দৈন্যাত্মিকা ভক্তিই উচ্ছলিতা হয়—অনন্যভাক্, দ্বারা লক্ষিতা শ্রদ্ধাও লোকপরম্পরা-প্রাপ্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা নয়; যাহার উদয়ে বিষ্ণুতোষণ-শাস্ত্র-বিরোধহেতু , সুদুরাচারত্বযোগই অসম্ভব——লোক - পরম্পরাপ্রাপ্তা শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসী —যথা শ্রীগীতায় (১৭।১) ঐ শ্রদ্ধার পূর্ণাবস্থাতে সত্যাসত্য-বিচারানন্তর অসত্যত্যাগ হয়, ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত সতের প্রতিই 'যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ' ইত্যাদি শ্লোক-বিধান—'ন বুদ্ধিভেদং' ইত্যাদি লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধালু সম্বন্ধে; 'স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্' শ্লোক শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা-শ্রদ্ধালু সম্বন্ধে—অজ্ঞজনে ঐ শ্রদ্ধা অসম্ভব হইলেও প্রাচীন-সংস্কার-বিচারানন্তর উপদেশ কর্ত্তব্য। অশ্রদ্দধান, বিমুখে এবং অশুশ্রূষু জনে উপদেশ দ্বারা অপরাধই হয়।

১৭৫। রুচ্যাদি শ্রীগুর্বাশ্রয়ান্ত উপাসনার পূর্বাঙ্গরূপ সাম্মুখ্যভেদ—কর্ম ভগবৎসাম্মুখ্য-দ্বারভূত—অফল-কামী বর্ণাশ্রম-ধর্মকারী অনঘ শুচি-লোক জ্ঞানী সঙ্গে জ্ঞানী কিম্বা ভক্ত-সঙ্গে ভক্ত হয়।

১৭৬। জ্ঞান এবং ভক্তি সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য—জ্ঞান, নির্বিশেষ-সাম্মুখ্য; ভক্তি, সবিশেষ-সাম্মুখ্য; উহা দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠত্ব, পরমাত্মনিষ্ঠত্ব যথা শ্রীগীতায় এবং শ্রীভাগবতে; ভক্তির আনুসঙ্গিক সর্বফলত্বহেতু জ্ঞানও তুকৃকৃত--সবিশেষোপাসনারূপ ভক্তিতেও বিষ্ণুর উপাসনা, পরমাত্মার উপাসনা, অন্যাকার ঈশ্বরোপাসনা, অহংগ্রহোপাসনা, সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্যাদি তুকৃকৃত হয়। নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিই সর্বোধর্ব্বা।

১৭৭। তন্মাধুর্যানুভব হইতে ভক্তের বিধিনিষেধকৃত গুণদোষ হয় না—(১৭৮) অংশ জীব ভগবদাশ্রয়ক তদেক-জীবন, অতএব অকিঞ্চনা ভক্তিই তাহার স্বভাবতঃ উচিত। প্রণবই বৈষ্ণবদের মহাবাক্য। (১৭৯) সৎসঙ্গেই ঐ অকিঞ্চনা সাক্ষাৎভক্তিরূপ সাম্মুখ্য হয়—(১৮০) শ্রীভগবদনুগ্রহে জীবের সংসার-বন্ধনের শেষকাল উপস্থিত হইলেই সৎসঙ্গ হয় এবং সৎসঙ্গ হওয়ামাত্র শ্রীভগবানে মতি বা ভক্তি হয়, যথা পিঙ্গলার। সৎসঙ্গ সাক্ষাৎ উপলব্ধ না হইলেও আধুনিক, প্রাক্তন বা পারম্পরিক সৎসঙ্গ অনুমেয়—নিরপরাধ লোকেরই সৎসঙ্গমাত্রদ্বারা ভগবৎসাম্মুখ্য বা সন্মতি হয়, কিন্তু অপরাধীর প্রতি সতের বিশেষ কৃপাদৃষ্টিসহিত সৎসঙ্গ হইলেই তৎসাম্মুখ্যের কারণ হয়, যথা—শ্রীনারদের সঙ্গে নল-কূবরের হইল, অন্যদেবতাদের হইল না। অপরাধ-সত্ত্বেও যাহার প্রতি মহৎ ব্যক্তি স্বৈরভাবে কৃপা করেন—তাহারই ভগবন্মতি হয়; যথা উপরিচর বসুর বিশেষ কৃপাদ্বারা তদ্বিদ্বেষী দৈত্যেরাও ভক্ত হইল—প্রহ্লাদের বিশেষ কৃপাদ্বারা তচ্চেতারূঢ় দৈত্যবালকদের মোক্ষ। অনাদিসিদ্ধ তদজ্ঞানময় তদ্‌বৈমুখ্যবান্ জীবের সৎসঙ্গ ভিন্ন অন্য প্রকারে তৎসাম্মুখ্য অসম্ভব বলিয়া সৎসঙ্গই ভক্তির নিদান বলিয়া সিদ্ধ—তদ্বিমুখ জীবে স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্ত্তিতা হয় না বলিয়া তৎসাম্মুখ্যে ভগবৎকৃপাও গৌণকারণ—তেজোমালির সহিত তিমিরযোগবৎ সদাপরমানন্দৈকরস-ভগবচ্চিত্তে তমোময় জীবদুঃখস্পর্শের অসম্ভবহেতু ঐরূপ কৃপার জন্ম অসম্ভব, লব্ধজাগরের স্বপ্নদুঃখবৎ সাধুচিত্তে সাংসারিকের প্রতি কৃপা হয়, যথা নারদের নলকূবরপ্রতি; ভগবৎকৃপা শরণাগতের দৈন্যাত্মিকা ভক্তিসম্বন্ধেই জন্মে, যথা গজেন্দ্রাদির প্রতি; অতএব সৎসঙ্গবাহনা বা সৎকৃপা-বাহনা হইয়াই ভগবৎকৃপা অন্যজীবে সংক্রামিতা হয়—স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্ত্তিতা হয় না—ভগবদনুগ্রহ সতের আকারেই জগতে বিচরণ করে।

১৮১। সতের স্বৈরচারিতাই সৎসঙ্গহেতু, অন্য হেতু নাই—(১৮২) সতে পরমেশ্বর-প্রযোক্তৃত্বও সতের ইচ্ছানুসারেই হয়—(১৮৩) স্বোপাসনাদির অপেক্ষা না করিয়াই সতের কৃপা দুরবস্থাদর্শনমাত্রেই জন্মে, যথা—শ্রীনারদের নলকূবরাদির প্রতি—(১৮৪) সৎসঙ্গমই পরম-সংস্কারহেতু—কারণ সাধুরা দর্শনমাত্রে পবিত্র করেন—(১৮৫) মহৎসেবা বিনা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না, অতএব সৎসঙ্গই তৎসাম্মুখ্যদ্বার।

১৮৬। 'সন্ত' অর্থ তৎসাম্মুখ্যপর, বৈদিকাচারমাত্রপর নয়—যেরূপ

সৎসঙ্গ, তদ্রূপ সাম্মুখ্য লাভ হয়—জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবীই মহৎ, ভক্তিমার্গে লব্ধভগবৎপ্রেমই মহৎ। (১৮৭) ভক্তসিদ্ধ ত্রিবিধ—(১) প্রাপ্তভগবৎপার্ষদ-দেহ—যথা শ্রী-নারদাদি, (২) নির্ধূত-কষায়—যথা শ্রীশুকদেবাদি, (৩) মূর্চ্ছিত-কষায়—যথা প্রাগ্জন্মগত শ্রীনারদাদি। সমান প্রেমবস্ত ত্রিবিধে পূর্বপূর্বাধিক্য—ভজনীয়ের অংশাংশিত্বভেদে এবং ভক্তের দাস্যসখ্যাদি-ভেদে প্রেম-তারতম্য হয়—পুরুষ-প্রয়োজন-সাক্ষাৎকারেও যত পরিমাণে ভগবানের প্রিয়ত্বধর্মানুভব হয়, তত পরিমাণেই উৎকর্ষ হয়। দুষ্ট জিহ্বার খণ্ডাস্বাদবৎ মাধুর্যানুভব বিনা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার নিষ্ফল—প্রেমাধিক্য, ভগবৎসাক্ষাৎকার এবং কষায়াদি-রাহিত্যাদির এক এক অঙ্গের বৈকল্যে ভক্ত-মহত্তার ক্রমশঃ ন্যূনতা।

১৮৮-২০১। ভক্তের শ্রেষ্ঠতার ক্রম—কায়িক, বাচিক ও মানসিক লিঙ্গদ্বারা—(১৮৯) মানস লিঙ্গ-বিশেষদ্বারা উত্তম ভাগবতের লক্ষণ—সর্বভূতে প্রেম। মানস লিঙ্গবিশেষ-দ্বারা মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ—প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা——ভক্তি বিষয়ে অজ্ঞ উদাসীনের প্রতি কৃপা—(১৯০) নিজের প্রতি দ্বেষকারির দ্বেষদ্বারা অক্ষুভিতচিত্ততাহেতু ঔদাসীন্য—যথা প্রহ্লাদে স্বজনক হিরণ্যকশিপুর প্রতি—ভগবানের বা ভক্তের দ্বেষকারীর প্রতি চিত্তক্ষোভ-সত্ত্বেও তত্রানভিনিবেশ—উত্তম ভক্তের ভগবদ্দ্বেষীতেও নিজাভীষ্ট-দেবের পরিস্ফূর্তি থাকা বশতঃ তন্নমস্কারাদি——যথা উদ্ধবাদির দুর্যোধনকে নমস্কার—কিঞ্চিন্মানস-লিঙ্গ-সহিত ভগবদ্ধর্মাচরণরূপ কায়িক লিঙ্গ দ্বারা কনিষ্ঠ ভাগবত দ্বিবিধ—পারম্পরিক-শ্রদ্ধাযুক্ত প্রারব্ধ-ভক্তিসাধক গৌণ; অজাতপ্রেম, শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধক মুখ্য কনিষ্ঠ—(১৯১—৯৮) উত্তম ভাগবতের লক্ষণ—(১১।২।৪৮—৫২) মূর্চ্ছিত-কষায়, ইহার সংস্কার আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিমোহ হয় না—(৫৩) ইনি নির্ধূত-কষায়—নিরূঢ়প্রেমাঙ্কুর, ইহার নৈষ্ঠিকা ভক্তিধ্যানাখ্যা ধ্রুবানুস্মৃতি হইয়াছে; ইহার প্রেমাঙ্কুর অনাচ্ছাদ্যরূপেই জাত হইয়াছে। (৫৪—৫) সাক্ষাৎ প্রেম জন্ম হেতু প্রেমিক। অর্চ্চনমার্গে তাপাদি পঞ্চসংস্কারী, নবেজ্যা-কর্মকারক ও অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রই—মহাভাগবত (১৯৯) ঈশ্বর-বুদ্ধিদ্বারা বিধিমার্গের ভক্ত দুই প্রকার—(১) অবরমিশ্র ভক্তিসাধক—(২০০) (২) মধ্যমমিশ্র সাক্ষাৎ ভক্তিসাধক।

২০১। সদাচারী তদ্ভক্তের মধ্যেই সৎ, সত্তর, সত্তম—দুরাচার তদ্ভক্তের সত্ত্বাদ্যপর্যায় সাধুত্ব, তাদৃশ সঙ্গের ভক্ত্যুন্মুখে উপযুক্ততা নাই। অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধ ভক্ত—মহৎ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ; শুদ্ধ দাস্য-সখ্যাদি-ভাবমাত্রদ্বারা সর্বোত্তম অনন্য ভক্ত দ্বিবিধ—(১) ঐশ্বর্যনিষ্ঠ ও (২) মাধুর্যনিষ্ঠ।

২০২। মহৎ ও সন্মাত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব সাধু ভিন্নও স্বগোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম বৈষ্ণব আছে; যথা কর্মির মধ্যে বৈষ্ণব, স্কান্দে; শৈবের মধ্যে ভাগবতোত্তম যথা—বৃহন্নারদীয়ে। বৈষ্ণবের মধ্যে বহুভেদ-সত্ত্বেও তাহাদের প্রভাব-তারতম্য, কৃপাতারতম্য ও ভক্তিবাসনাভেদ-তারতম্যদ্বারা সৎসঙ্গ হইতে কালশীঘ্রতা এবং স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যদ্বারা ভক্তির উদয় হয়। মার্গভেদবিচার—অজাত-রুচিদের পক্ষে বিচার-প্রধান মার্গ বা সাধন-ক্রমই শ্রেয়ঃ—প্রীতিলক্ষণ ভক্তীচ্ছুদের পক্ষে রুচিপ্রধান মার্গই শ্রেয়ঃ।

২০২—২১৩। গুরুকরণ-বিচার—উভয় মার্গেই প্রাক্তন শ্রবণ-গুরুই তত্তৎ ভজনবিধি-শিক্ষাগুরু হয়েন—বহুর মধ্যে অন্যতরই অভিরুচিত হয়—শাস্ত্রে বহু মন্ত্রগুরুর নিষেধ থাকাতে মন্ত্রগুরু একজনই—তাঁহার কৃপাতেই ভগবদাবির্ভাববিশেষে এবং ভজন-বিশেষে রুচি হয়। শ্রবণগুরু—বেদজ্ঞ, অপরোক্ষ ভগবদনুভবী, ক্রোধাদ্যবশীভূত হইলে আশ্রয়ণীয়। (২০৪) রুচিপ্রধানদিগের শ্রবণাদি; বিচারপ্রধানদিগের শ্রবণ-মনন-জাতা শ্রদ্ধা। (২০৫) ভজন-শ্রদ্ধা—(২০৬) প্রায়শঃ শ্রবণগুরু এবং ভজনশিক্ষা গুরুর একত্বই হয়—(২০৭) মন্ত্রগুরু একজনই হন—তদপরিতোষদ্বারা অন্য গুরু করা হয়, অনেক গুরুকরণে পূর্বত্যাগই সিদ্ধ হয়। (২০৮) শ্রবণগুরুর সংসর্গ-দ্বারাই শাস্ত্রীয় ভজনোৎপত্তি হয়, অন্য প্রকারে হয় না। (২০৯) শিক্ষাগুরুরও আবশ্যকত্ব—শ্রীগুরু-কর্তৃক উপদর্শিত শ্রীভগবদ্ভজনপ্রকার-দ্বারা ভগবদ্ধর্মজ্ঞান জন্মিলে তাঁহার কৃপাদ্বারাই ব্যসনানভিভূত হইয়া

শীঘ্র মন নিশ্চল হয়; যথা শ্রুতি—'দেবে এবং গুরুতে ভক্তিমান্‌কেই মহাত্মারা উপদেশ দেন।' (২১০) শ্রীমন্ত্রগুরুরও আবশ্যকত্ব সুতরাংই—ব্যাবহারিক গুরুর পরিত্যাগদ্বারাও পরমার্থ গুর্বাশ্রয় কর্ত্তব্য—অতএব যে পর্যন্ত মৃত্যুমোচক শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় না করে, সেই পর্যন্তই তাহাদের গুর্বাদি-ব্যবহার—(২১১) স্বগুরুতে কর্মিদের দ্বারা ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য—(২১২) সুতরাং পরমার্থিদ্বারাও গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য—প্রাকৃত দৃষ্টি ভগবত্তত্ত্ব-গ্রহণে প্রমাণ হয় না—(২১৩) একপ্রকার শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত গুরুর অভেদ-দৃষ্টি তৎপ্রিয়তমত্ব-রূপেই মনে করেন,—যথা প্রচেতাগণ নিজগুরু শিবকে।

২১৪—১৬। সাক্ষাৎ উপাসনা-লক্ষণভেদ—(২১৪) সাম্মুখ্য দ্বিবিধ—নির্বিশেষময় ও সবিশেষময়—দ্বিতীয় পুনঃ দ্বিবিধ—অহংগ্রহোপাসনারূপ ও ভক্তিরূপ। (২১৫) জ্ঞানের লক্ষণ—অভেদোপাসনাই জ্ঞান—তাহার সাধনপ্রকার—মহতের কৃপাবিশেষদ্বারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলেই অভেদোপাসকের চিন্মাত্র বস্তুতে ভগবত্তাদিরূপা বিশেষোপলব্ধি হয়, নতুবা নির্বিশেষ চিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবদ্বারা তাহাতেই লীন হয়। (২১৬) অহংগ্রহোপাসনা—'তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি'—এইরূপ চিন্তা; ইহার ফল--নিজেতে তচ্ছক্ত্যাদির আবির্ভাব, ইহার অন্তিম ফল সারূপ্য সার্ষ্ট্যাদি—ভক্তি অর্থ সেবা—কায়িক, বাচিক ও মানসাত্মিকা ত্রিবিধ অনুগতি—অতএব ভক্তিতে ভয়-দ্বেষাদির এবং অহংগ্রহোপাসনার নিরাকরণ—তদনুগতিই শ্রীভগবল্লাভের উপায়।

২১৭। ভক্তি ত্রিবিধা—(১) আরোপসিদ্ধা, (২) সঙ্গসিদ্ধা ও (৩) স্বরূপসিদ্ধা——ঐ ত্রিবিধা ভক্তিই আবার অকৈতবা ও সকৈতবা। (১) আরোপসিদ্ধা——নিজের ভক্তিত্বাভাবেও ভগবদর্পণাদিদ্বারা ভক্তিত্বপ্রাপ্তা, কর্ম্মাদিরূপ—(ক) লৌকিক কর্মার্পণ—কোনও প্রকারে তদ্ধর্মসিদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যদ্বারা কৃত লৌকিক কর্মও ভগবানে অর্পণ করিবে—দুষ্কর্মের দ্বিবিধা গতি—জ্ঞানেচ্ছুদের অবিশেষ দ্বারা এবং ভক্তীচ্ছুদের দুষ্কর্মাদির অর্পণদ্বারা দুর্বাসনোত্থ-দুঃখদর্শনহেতু করুণাময়ের করুণা প্রার্থনা করা হয়, সুকর্মে বা দুষ্কর্মে রাগ-সামান্য সর্বতোভাবে ভগবদ্বিষয়ক হউক—এইভাবে প্রার্থনা হয়। কামিদিগের সর্বথাই সর্ব-দুষ্কর্মার্পণ—(১৮) (খ) বৈদিক কর্মার্পণ——অক্লেশে যে কোনও প্রকারে ভগবানে কর্ম অর্পিত হইলে কামনা-প্রাপ্ত্যন্তর সংসার-নাশ—যথা নাভি ঋষভ ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইলেন। (২১) ভগবানে কর্মার্পণই ত্রিতাপের চিকিৎসা—(২২০-১) সংসারবন্ধন-হেতু কর্মই ভগবানে অর্পিত হইলে রোগৌষধবৎ সংসার-বন্ধনাশক হয়। (২২২) ভগবদাশ্রয়ই বাস্তবিক কর্মফল—যথা ভরত সর্ব-দেবতাংশী ভগবান্ বাসুদেবে সর্বকর্ম অর্পণ করার ফলে সর্বকামশূন্য হইলেন——(২২৩) অন্তর্যামি-বাসুদেবের প্রবর্ত্তকত্বহেতু মুখ্য কর্তৃত্ব, অতএব কর্মফলও তদাশ্রয় অঙ্গী বিষ্ণুর। যজ্ঞের অঙ্গরূপে ভজন-দোষ—বৈষ্ণব মার্গ হইতে ভ্রষ্টত্বই পাষণ্ডিত্ব—সর্ববেদমার্গই ভগবানে পর্যবসিত—বিশুদ্ধান্তঃকরণ ভরতে সশ্রদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা বুদ্ধিশীলা ভক্তিরই উদয় হইল। কর্মার্পণ দ্বিবিধ—ভগবৎপ্রীণনরূপ এবং তাহাতে তত্ত্যাগরূপ—(২২৪) কর্মকারণ তিন—কামনা, নৈষ্কর্ম্য এবং ভক্তিমাত্র; কামনাপ্রাপ্তি যথা—অঙ্গ রাজার, নৈষ্কর্ম্য যথা——নিমিপ্রভৃতি; ভক্তিপ্রাপ্তি—— যথা ভরতের।

২২৫। (২) সঙ্গসিদ্ধা মিশ্রা ভক্তি—নিজের ভক্তিত্বাভাবেও ভক্তির পরিকররূপে সংস্থাপনদ্বারা তদন্তঃপাতী হইয়া জ্ঞানকর্মাদিরও ভক্তিত্ব—(ক) কর্মমিশ্রা—ত্রিবিধা (অ) সকামা; (আ) কৈবল্য-কামা; (ই) ভক্তিমাত্রকামা; সকামা প্রায় কর্মমিশ্রাই হয়—কর্ম অর্থ ধর্ম--ভগবদর্পণদ্বারা ভক্তির পরিকরত্ব-প্রাপ্ত কর্মকেই ধর্ম বলে।

২২৬—২৭। (অ) মিশ্রা সকামা—যথা শ্রীকর্দ্দম ঋষির—(৩।২১) (আ) কৈবল্যকামা—কখনও কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা, কখনও বা জ্ঞান-মিশ্রা (২২৮) (ই) ভক্তিমাত্র-কামা—কর্মমিশ্রা; (২২৯) (খ) কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা (২৩০) (গ) জ্ঞানমিশ্রা।

২৩১। (৩) স্বরূপসিদ্ধা——অজ্ঞানাদিদ্বারাও ভক্তির প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সাক্ষাৎ তদনুগত্যাত্মা ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী তদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা——(অ) কেবল (সগুণ) স্বরূপসিদ্ধা—উপাসকের

সংকল্পহেতু তত্তৎগুণত্বদ্বারা উপচারিত (ক) সকামা তামসী—(৩।২৯।৮) (২৩২) (খ) সকামা রাজসী—(৩।২৯।৯) (২৩৩) (গ) কৈবল্যকামা সাত্ত্বিকী—(৩।২৯।১০)।

২৩৪। বৈধী এবং রাগানুগা—(আ) অকিঞ্চনা ভক্তিমাত্র-কামা, নিষ্কামা, নির্গুণা বা কেবলা স্বরূপসিদ্ধা——শ্রবণাদি - মার্গভেদ, দাস্যাদিভাবভেদ এবং সত্ত্বাদিগুণভেদ-দ্বারা ভক্তিযোগ বিভক্ত হয়—(২৩৫) বৈধী—(ক) শাস্ত্রোক্তবিধি-দ্বারা প্রবর্ত্তিতা—প্রবৃত্তিহেতু এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহেতু; (খ) অর্চন-ব্রতাদিগত—শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে—(১১।২৭।৫৩)।

২৩৬। বৈধীভক্তিভেদ—(১) শরণাপত্তি—অনন্যগতিত্ব দ্বিবিধ—আশ্রয়ান্তরের অভাব-কথনদ্বারা এবং নাতিপ্রজ্ঞাদ্বারা কথঞ্চিদাশ্রিত অন্যের ত্যাগদ্বারা—ষড়্‌বিধ শরণা-গতির মধ্যেও 'গোপ্তৃত্বে বরণই' অঙ্গী, অন্যান্যগুলি পরিকরত্বহেতু তাহার অঙ্গ—সর্বাঙ্গসম্পন্না শরণা-পত্তিবিশিষ্ট ভক্তেরই শীঘ্র সম্পূর্ণ ফল হয়, অন্যের যথাসম্পত্তি এবং যথাক্রম জানিবে—(২৩৭) শরণাপত্তি-দ্বারা সিদ্ধ হইলেও বৈশিষ্ট্য-লিপ্সু শক্ত হইলে নিত্য বিশেষ-রূপে গুরুসেবা করিবেন—(২) শ্রবণগুরু বা মন্ত্রগুরুর সেবা—অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে এবং ভগবানের পরমসিদ্ধি-বিষয়ে শ্রীগুরুর প্রসন্নতাই মূল—শ্রীগুরুভক্তিদ্বারাই সর্বানর্থ নাশ হয়—শ্রীগুরুভক্তি অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা করেনা—জ্ঞানপ্রদ গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য আর কেহ নাই—তদ্‌ভজনাধিক ধর্মও আর নাই, যথা শ্রীভগবান্ শ্রীদামকে। (২৩৮) শ্রীগুরুর আজ্ঞাতে তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্যবৈষ্ণবসেবা মঙ্গলপ্রদ, অন্যথা দোষ হয়—বেদজ্ঞ এবং ভগবদনুভবী গুরু মৎসরাদিশূন্য, অতএব তিনি মহাভাগবতের সৎকারাদিতে শিষ্যকে অনুমতি দেন বলিয়া শিষ্যকে উভয় সংকটে পড়িতে হয় না—মহৎসেবার বিরোধী গুরু দূর হইতে আরাধ্য—বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গুরু পরিত্যাজ্য—যথোক্ত-লক্ষণ গুরুর অবিদ্যমানে, গুরুবৎ সমবাসন নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত একজন মহাভাগবতের নিত্যসেবা মণিসঙ্গবৎ পরম মঙ্গলপ্রদ—অনন্তর সকল ভাগবতচিহ্নধারীমাত্রেরই যথাযোগ্য সেবাবিধান। মহা-ভাগবতসেবা দ্বিবিধা—(ক) প্রসঙ্গ-রূপা; (খ) পরিচর্যারূপা—(২৩৯) (ক) প্রসঙ্গরূপা—সৎপ্রসঙ্গদ্বারা সদ্‌ভক্তিরূপ অন্তরঙ্গ ভক্তিনিষ্ঠা পাওয়া যায়, তৎসঙ্গ যেরূপ ভগবান্‌কে বশীভূত করে, যোগাদিতে সেরূপ করে না। বৈষ্ণবব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। বশীকরণ দ্বিবিধ; মুখ্য — শ্রীগোপ্যাদিতে, তৎফল প্রেম, গৌণ—বাণাদিতে—তৎফল ফলোন্মুখীকরণতা।

২৪০। শ্রীভগবানের এবং ভগবদীয় জনের সঙ্গ ভিন্ন অন্য সাধন ব্যতিরেকেও পশ্বাদি ব্রজে আগন্তুক গোপীগণ পর্যন্ত অনেকেই শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছে—(২৪১) সৎসঙ্গমাত্রদ্বারা শ্রীগোপ্যাদির মুখ্য-বশীকরণ অন্যসঙ্গদ্বারা পাওয়া অসম্ভব—(২৪২) কেবলমাত্র প্রীতিহেতু ব্রজে গোপ্যাদির সৎসঙ্গমাত্র-জন্ম-দ্বারাই যোগাদিতে যত্নবান্ যোগি-প্রভৃতিরও অলভ্য শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়—(২৪৩) অজ্ঞাতকৃত সৎ-সঙ্গও অর্থদ হয়।

২৪৪। (খ) পরিচর্যারূপা—মহাভাগবতের পরিচর্যাদ্বারা প্রসঙ্গ-মাত্রাপেক্ষাও বিশিষ্ট ফল প্রেমোৎসব হয়, কারণ নিজ পূজাপেক্ষাও ভক্তের পূজা ভগবানের সর্বতোভাবে অধিক প্রীতিকরী—(২৪৫) ব্যতিরেকমুখে—জড় শরীরাদিতে আত্মাদি বুদ্ধি-কারী এবং তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিতে পূজ্য-বুদ্ধিহীন জন অতিনিকৃষ্ট—(২৪৬) মহাভাগবত-সেবাসিদ্ধের লক্ষণ—তাঁহারা অতিপ্রিয় দেহের এবং দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্রাদির স্মরণহীন।

২৪৭। বৈষ্ণবমাত্রের যথাযোগ্য আরাধন কর্ত্তব্য—বিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য বৈষ্ণবের পরিতোষণ কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মণ এবং অচ্যুত গোত্রমাত্রই উত্তমজাতিহেতু পৃথুরাজের আদেশের বাহিরে ছিল—'অবৈষ্ণব বিপ্রকে শ্বপচবৎ দর্শন করিবে না'—এই বাক্য তদ্দর্শনাশক্তি - নিষেধপর, শ্রীযুধিষ্ঠির দ্রৌপদ্যাদির অশ্বত্থামাপ্রতি তথাব্যবহারই দৃষ্ট হয়—ভক্তিবৈশিষ্ট্য-হেতু আরাধনের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়—অষ্টবিধ-ভক্তিযুক্ত ম্লেচ্ছও বিপ্রেন্দ্র, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া হরিবৎ পূজ্য—বৈষ্ণবের পক্ষে ব্রাহ্মণমাত্রেরই বন্দনা, শ্রীভগবান্ এবং উদ্ধবাদি ভক্তবৎ

অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যথা করিলে ভগবদাদেশ লঙ্ঘন করা হয়—বৈষ্ণব-পূজকদ্বারা বৈষ্ণবদের আচারও বিচারণীয় নহে—দুর্জাতিত্ব ও দুরাচারিত্বহেতুও তদ্‌ভক্তজন অবমন্তব্য নয়, সুতরাং নিজাপমানকারিজনকেও অপমান করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রবণাদির পূর্ব্বেই এই মহাজনাদির সেবা—অগ্নিসেবাবৎ সাধুসেবাদ্বারা কর্ম্মাদিজাড্য, আগামি সংসারের ভয় এবং তন্মূল অজ্ঞান নাশ হয়।

২৪৮। (৩) শ্রবণ—নামরূপগুণ-লীলাময় শব্দের শ্রোত্র-স্পর্শ—(ক) নাম-শ্রবণ—(২৪৯) (খ) রূপ-শ্রবণ (২৫০) (গ) অন্বয়মুখে গুণ-শ্রবণ —ভগবানের ন্যায় মহাভাগবত-দিগেরও গুণ-শ্রবণ কর্ত্তব্য—(২৫১—৫২) ব্যতিরেক-মুখে—নিন্দুক, ব্যাধবৎ ইহলোক পরলোকের সুখে বঞ্চিত—(২৫৩) (ঘ) লীলাশ্রবণ—লীলাবর্ণনার জন্যই শ্রীভাগবতের আবির্ভাব (২৫৪) লীলা দ্বিবিধা—(অ) সৃষ্ট্যাদিরূপা, (আ) লীলাবতার-বিনোদরূপা; (২৫৫) লীলাবতার-বিনোদরূপা লীলা তদিতর-শ্রবণ-রাগনাশক এবং পরম মনোহর, ঐ লীলাশ্রবণ মর্ত্ত্য শরীরকেই জিতমৃত্যু করিয়া পার্ষদত্ব লাভ করায়, যথা ধ্রুবের। (ঙ) তৎপরিকর-শ্রবণ।

২৫৬। সাধনক্রম—প্রথমতঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য নাম-শ্রবণ, তৎপর গুণস্ফুরণ ও পরিকরস্ফুরণ; তারপর লীলা-স্ফুরণ সুষ্ঠু হয়। কীর্ত্তন এবং স্মরণেরও ঐরূপ ক্রম।

মহন্মুখরিত হইলে শ্রবণ মহা-মাহাত্ম্যজনক হয়—জাতরুচিদের পরম সুখদ হয়। মহন্মুখরিত দ্বিবিধ শ্রবণ—(ক) মহদাবির্ভাবিত—শ্রীমদ্‌-ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদি; (২৫৮) (খ) মহৎকীর্ত্ত্যমান—শ্রীপৃথুবাক্য, শ্রীনারদবাক্য।

২৫৯—৬১। শ্রীভাগবত - শ্রবণ তাদৃশ প্রভাবময়-শব্দাত্মকত্বহেতু এবং পরমরসময়ত্বহেতু পরম শ্রেষ্ঠ—(২৬২) সবাসন মহানুভবের মুখ হইতে নিজাভীষ্ট নামাদি শ্রবণ বারংবার কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-ভগবত্ত্বহেতু কৃষ্ণনামাদি-শ্রবণ পরম ভাগ্যেই হয়—শ্রীশুকদেবাদি মহৎ-কীর্ত্তিত নামাদিই কীর্ত্তনীয়—শ্রবণ ভিন্ন কীর্ত্তনাদির জ্ঞান হয় না বলিয়া শ্রবণই সকলের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য—মহৎকৃত কীর্ত্তনের শ্রবণ-ভাগ্য না হইলে, নিজেই পৃথক্ কীর্ত্তন করিবে, বক্তা থাকিলে শুনা, শ্রোতা থাকিলে বলা এবং অন্য সময়ে স্বয়ং গান করা কর্ত্তব্য।

(৪) কীর্ত্তন—(ক) নামকীর্ত্তন—নামকীর্ত্তন সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত—নামোচ্চারকের প্রতি শ্রীভগবানের মতি হয়—স্বাভাবিক ভগবদাবেশ-বশতঃ তদীয় স্বরূপভূতত্বহেতু নামের একদেশ-শ্রবণও পরম ভাগবতের প্রীতিকর।

২৬৩। নামকীর্ত্তন-ফল—নিজ-প্রিয় নাম-কীর্ত্তনদ্বারা অনুরাগ জন্মে এবং চিত্তদ্রবতাহেতু ভাববৈচিত্রী হয়, অতএব নামকীর্ত্তনেরই সাধক-তমত্ব—নামকীর্ত্তনমাত্রদ্বারা একজন্মে আরূঢ় যোগিদের বহুজন্ম-দুর্ল্লভা গতি লাভ হয়—ভগবানে মন আসক্ত না হইলে রাত্রিদিন নির্ভয়ে তদ্রতিকর নামসকল নির্লজ্জভাবে কীর্ত্তন করিবে—সর্ব্বদাই 'গোবিন্দ'—এই নাম বাচ্য।

২৬৪। শ্রীহরিনামকীর্ত্তন পাপ-ক্ষয়-করণানন্তর ভগবদৈশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করায়।

২৬৫। শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনই সাধক ও সিদ্ধ সকলের পরম শ্রেয়ঃ—উচ্চ নামকীর্ত্তনই প্রশস্ত—দশ নামাপরাধ পরিত্যাজ্য—(১) সতের নিন্দা—বাচিক হিংসা—ছয় বৈষ্ণবাপরাধই ত্যাজ্য—'হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভি-নন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥' বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দাকারির জিহ্বা ছেত্তব্য, অসমর্থে অন্যত্র গমন বা স্বপ্রাণ-পরিত্যাগ কর্ত্তব্য—(২) শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাত্মকত্ব হেতু তাঁহা হইতে শিবের গুণনামাদি শক্ত্যন্তর-সিদ্ধ বলিয়া যে মনে করে, সে নামাপরাধী। (৩) শ্রীগুরুর অবজ্ঞা (৪) শ্রুতি-শাস্ত্রনিন্দন—(৫) অর্থবাদ——ইহা স্তুতিমাত্র এইরূপ মনে করা—(৬) কল্পন—নামমাহাত্ম্যকে গৌণ করার জন্য অন্য গতি চিন্তা করা—(৭) নাম-বলে পাপে বুদ্ধি—ভগবচ্চরণ-সাধন নামকে পরম ঘৃণাস্পদ পাপনাশে নিযুক্ত করাতে নামের কদর্থ করা হয় বলিয়া মহা-অপরাধ হয়, যাহা নিরন্তর নাম কীর্ত্তনমাত্রদ্বারাই দূর হয়—ইন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞরূপ-ভগবদ্‌যজন-বলে বৃত্র-

হত্যা-প্রবৃত্তিতে দোষ নাই—(৮) ধর্ম-ব্রতত্যাগাদির সহিত নামের সাম্য-মনন—(৯) অশ্রদ্ধালু, বিমুখ এবং শুনিতে অনিচ্ছুককে নামোপদেষ্টা অপরাধী—(১০) শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও অহঙ্কার বশতঃ নামে অনাদর। দশ নামাপরাধীই পাষণ্ডী—মহদপরাধের ভোগ বা মহতের অনুগ্রহদ্বারা নিবৃত্তি হয়।

২৬৬। (খ) শ্রীরূপকীর্ত্তন—যথা শ্রীপরীক্ষিত ও চতুঃসনবাক্যে—(২৬৭) (গ) গুণকীর্ত্তন—শ্রীব্যাসপ্রতি শ্রীনারদবাক্য—(২৬৮) শ্রীভগবদ্গুণকীর্ত্তন নিত্যনূতনোল্লাস-হেতু সাধক এবং সিদ্ধদের নিত্য-কৃত্যস্বরূপ। (ঘ) লীলাকীর্ত্তন—সশ্রদ্ধ লীলা-শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা ভগবান্ শীঘ্র হৃদয়ে প্রবেশ করেন। (২৬৯) ভগবৎলীলাময় গান তদীয় রতিপ্রদ—সুকণ্ঠ থাকিলে নামলীলাদির গানই প্রশস্ত—গানশক্ত্যভাবে শ্রবণ, তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদন; গায়কেরা প্রাণিমাত্রের পরম উপকার করে, কিমুত ভক্তদের—বহুজন মিলিত কীর্ত্তনকেই সংকীর্ত্তন বলে, উহা চমৎকার-বিশেষ-পোষণহেতু গানাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যযুক্ত—তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী এবং মানদ হইয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিবে।

২৭০। কলিকালে কীর্ত্তন দ্বারা ভগবান্ বিশেষ তুষ্ট হন—(২৭১) কলিকালে কীর্ত্তনদ্বারাই অন্যযুগীয় সাধনের ফল পাওয়া যায়—(২৭২) কলিকালে সাধনান্তর-নিরপেক্ষ সংকীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্বস্বার্থ পাওয়া যায়—(২৭৩) কীর্ত্তনদ্বারাই ভগবন্নিষ্ঠা-রূপ পরমা শান্তি পাওয়া যায় এবং সংসার-নাশ হয়—ভক্তিমাত্রই কাল-দেশাদি-নিয়ম-নিরপেক্ষ, অতএব কলিসঙ্গদ্বারা কীর্ত্তনের উৎকর্ষ নহে। সমাধি পর্য্যন্ত স্মরণ হইতে কীর্ত্তন গরীয়ান্, বিষ্ণুপুরাণে দেখান হইয়াছে—সকল যুগেই কীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য হইলেও কলিতে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা অবশ্যই গ্রহণ করেন বলিয়া তাহার প্রশংসা, অতএব কলিযুগে অন্যান্য ভক্তিও কীর্ত্তন-সংযোগেই কর্ত্তব্য—স্বতন্ত্র নামকীর্ত্তন অত্যন্ত প্রশস্ত—(২৭৪) কলিতে নামকীর্ত্তন-প্রচার প্রভাবদ্বারাই পরম ভগবৎপরায়ণত্ব সিদ্ধ হয়— কলিতে পাষণ্ড-প্রবেশদ্বারা নামাপরাধিরা তদ্বহির্মুখ হয়—(২৭৫) নিজদৈন্য, অভীষ্ট-বিজ্ঞপ্তি এবং স্তব-পাঠও কীর্ত্তনান্তর্ভূত—অন্যনামাপেক্ষা শ্রীভাগবতস্থিত নামাদি-কীর্ত্তন অধিকতর প্রশস্ত—শরণাপত্ত্যাদিদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে নামকীর্ত্তনের অপরিত্যাগ দ্বারাই স্মরণ কর্ত্তব্য।

(৫) স্মরণ—মনদ্বারা অনুসন্ধান—স্মরণসামান্য [ভা ১১।১৩।১৪] (২৭৬ ক) নামস্মরণ—ইহা শুদ্ধান্তঃ-করণের অপেক্ষা করে—(২৭৭) (খ) রূপস্মরণ—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিই ইহার মুখ্য ফল—অন্য সকল আনুষঙ্গিক; (২৭৮) (গ) গুণস্মরণ, (ঘ) পরিকর-স্মরণ, (ঙ) সেবা-স্মরণ, (চ) লীলাস্মরণ। স্মরণ পঞ্চবিধ—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি এবং সমাধি। সমাধি—ভগবদাবিষ্টচিত্ততা প্রায়শঃ শান্তভক্তের—যথা শ্রীমার্কণ্ডেয়ের; ইহা 'অসংপ্রজ্ঞাত'-নামক ব্রহ্ম-সমাধি হইতে পৃথক্—(২৭৯) লীলাভিন্ন অন্য বিষয়ের অস্ফূর্ত্তিই সমাধি—যথা দাসাদি-ভক্তদের।

২৮০—৮২। (৬) পাদসেবা—রুচি এবং শক্তি থাকিলে স্মরণত্যাগ না করিয়া পাদসেবা কর্ত্তব্য, কেহ কেহবা সেবা-স্মরণ-সিদ্ধির জন্য পাদ-সেবা করে; সেবা কালদেশাদির উচিত পরিচর্য্যাদি-পর্য্যায়—(২৮৩) তৎপরিকরত্ব-প্রাপ্তির জন্য পাদসেবার মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির দর্শনাদি এবং তদীয়-তীর্থে গমনাদি অন্তর্ভূত। শ্রীগঙ্গা-প্রভৃতিতেই ভক্তির নিদানত্ব হেতু গঙ্গাদি এবং গঙ্গাস্থিত প্রাণ্যাদি পরম-ভাগবত বলিয়া তৎসেবাতেই পর্য্যবসিত হয়—নিজোপাসনা-স্থানই অধিকসেব্য—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তা-হেতু তৎস্থানই সকলের পূর্ণ পুরুষার্থদ হয়। তুলসীসেবা—পরম-ভাগবৎপ্রিয়ত্বহেতু তুলসীসেবা সৎ-সেবার মধ্যেই গণ্য।

(৭) অর্চ্চন—আগমোক্ত আবাহনাদিক্রমক—যদি তন্মার্গে শ্রদ্ধা হয়, তবে শিষ্য মন্ত্রগুরুর নিকট বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে—অর্চ্চনবিনাও শরণাপত্ত্যাদির একটী দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া যদিও শ্রীভাগবত-মতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি যাহারা শ্রীনারদাদির বর্ত্মানুসরণ করিয়া দীক্ষাবিধান দ্বারা শ্রীভগ-বানের সঙ্গে শ্রীগুরু-সম্পাদিত সম্বন্ধ-

স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের দীক্ষা-গ্রহণান্তর অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। দীক্ষাদ্বারা পাপক্ষয়, শ্রীমন্মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞান এবং তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান হয়—সম্পত্তিমান্ গৃহস্থদের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গই মুখ্য—উহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য হয়, পরের দ্বারা উহা করা ব্যবহারনিষ্ঠ এবং অলসত্ব-প্রতিপাদক ও অশ্রদ্ধাময়ত্বহেতু দীন—অত্যন্ত বিধি সাপেক্ষত্ববশতঃ এবং দ্রব্যসাধ্যতার জন্য গৃহস্থদের পক্ষে অর্চ্চন বা পরিচর্য্যামার্গের প্রাধান্য। দীক্ষাগ্রহণানন্তর গৃহস্থসকলেরই মূল-সেকরূপ শ্রীভগবদর্চ্চন করা কর্ত্তব্য, তদকরণে নরকপাত শুনা যায়। অশক্ত বা অযোগ্যপক্ষে পূজাদর্শন ও মানস-পূজা কর্ত্তব্য—অর্চ্চনমার্গে কিন্তু বিধি অবশ্য অপেক্ষণীয়, অর্চ্চনের পূর্ব্বে দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রীয় বিধান শিক্ষণীয়, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-অনুসারেই দীক্ষা কর্ত্তব্য—অর্চ্চনমার্গে স্বভাবতঃ কদর্য-শীল বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের স্বভাব-সঙ্কোচ-করণের জন্যই দীক্ষাগ্রহণাদি মর্যাদা ঋষিদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে—দীক্ষা এবং নামময় মন্ত্র উভয়ই ফলাদিদানে একে অন্যের অপেক্ষা না করিয়া গ্রহণমাত্রে শক্তিদ, অভিবাঞ্ছিত-ফলদ। শ্রীগোপালমন্ত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া সাধ্যাদির অপেক্ষা তাহাতে নাই—শাস্ত্রবিধ্যনুসারে অর্চ্চন করিয়া নীচলোকও শীঘ্র ফল পায়, স্বপ্নেও তাহার বিঘ্ন হয় না; কিন্তু বিধির অনাদর করিয়া বিদ্বান্ লোকও সিদ্ধ হইতে পারে না, যথা পৃথুপ্রতি পৃথিবীবাক্য। অর্চ্চন দ্বিবিধ (ক) কেবল—নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবানের, যথা আবিহোত্র এবং নারদবাক্য—(খ) কর্মমিশ্র—ব্যবহারচেষ্টাতি-শয়বান্, শ্রদ্ধালু, প্রতিষ্ঠিতও লোক-সংগ্রহপর গৃহস্থদের।

২৮৫। শ্রাদ্ধাদি-লোকাচার—বিবেকজ্ঞ সিদ্ধ গৃহস্থদেরও আমরণ প্রযত্নতঃ রক্ষণীয়। ইহাদের কর্ম-ব্যবস্থা দ্বিবিধ—(ক) শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদির মতে অন্তর্যামি-ভগবদ্দৃষ্টি-দ্বারাই সর্বারাধন কর্ত্তব্য—(খ) বিষ্ণুযামলমতে—বিষ্ণু-নিবেদিতান্নদ্বারা দেবতান্তরের এবং পিত্রাদির আরাধনা বিহিত—শ্রীভগবৎপীঠাবরণ-পূজাতে গণেশ-দুর্গাদি ভগবৎস্বরূপভূত শক্ত্যাত্মক ভগবৎনিত্যসেবক—শ্রুতিতন্ত্রাদিতেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে দুর্গানাম্নী ভগবত্তত্ত্ব্যাত্মক স্বরূপভূত-শক্তিবৃত্তি-বিশেষ দেখা যায়, তাহারই দাসীতুল্যা মায়াংশরূপা দুর্গা এই প্রাকৃত লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ সেবার্থ নিযুক্ত আছে—মায়াতীত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিলোকে দিক্‌পালগণও নিত্য অপ্রাকৃত ভগবদংশরূপ—সর্বত্র গোপবেশধর হরি দেবদেবেশ, কেবল রূপভেদে নামভেদ প্রকীর্ত্তিত হয় মাত্র—অনন্যভক্তগণ বিষ্বক্‌সেনাদিবৎ বিনায়কাদির এবং দিক্‌পালগণের ভাগবত ও নিত্যবৈকুণ্ঠাদি-সেবক বলিয়া সৎকার করিবে—প্রোক্ষণাদি-দ্বারা পূজা করিবে, হরির ভুক্তাবশেষ তাঁহাদিগকে দিবে এবং তচ্ছেষদ্বারা হোমও করিবে।

২৮৬। ভগবদাবরণদেবতা নহে বলিয়া ভূতাদির পূজা তৎপূজাঙ্গ-রূপে বিহিত হইলেও করিবে না—অবশ্য পূজ্য সঙ্কর্ষণাদির পূজাও তৎ-স্বীকৃত মন্ত্রাদিদ্বারা করিবে না। পীঠ-পূজাতে ভগবদ্ধামে শ্রীগুরুপাদুকা পূজন সঙ্গত, যথা যে ভগবান্ এখানে ব্যষ্টি ভক্তাবতার গুরুরূপে বর্ত্তমান্, তিনিই ধামে নিজবামে সমষ্টি সাক্ষাৎ অবতার শ্রীগুরুদেবরূপে বর্ত্তমান্। শ্রীরামাদ্যুপাসনাতে,শ্রীকৃষ্ণগোকুলো-পাসনাতে—শঙ্খচক্রাদি শ্রীকৃষ্ণচরণ চিহ্ন, গঙ্গা—মানসগঙ্গা, শ্বেতদ্বীপ—গোলোক, যথা ব্রহ্মসংহিতায়; তত্রত্য অপ্রাকৃত সোমসূর্য্যাগ্নি-মণ্ডল অতিশৈত্যতাপগুণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান্; যথা নৃসিংহ-তাপনীতে। কর্মমিশ্রত্বাদি নিরসনের জন্য তৎপরিকরত্বাদি ব্যাখ্যাত হইল—শুদ্ধ ভক্তদের ভূতশুদ্ধি—নিজাভি-লষিত ভগবৎসেবোপযোগি তৎ-পার্ষদদেহ-ভাবনা-পর্যন্তই,তৎসেবৈক-পুরুষার্থীদের দ্বারা নিজানুকূল্যহেতু কর্ত্তব্য। কেশবাদি-ন্যাস—অধমাঙ্গ-বিষয়ে তন্মূর্ত্তিধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্রে জপ করিয়া তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্র করিবে, মুখ্য ধ্যান শ্রীভগবদ্ধাম-গতই—কামগায়ত্রীধ্যান এবং মানসপূজা ধামেই চিন্তনীয়; কারণ সূর্যমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবননাথ তেজোময় প্রতিমা-রূপেই থাকেন—সাক্ষাতে থাকেন না। বহিরুপচার দ্বারা অন্তঃপূজাতে—বেণ্বাদিপূজা তন্মুখাদিতে ভাব্য, স্বমুখাদিতে নয়—মানসাদি পূজাতে

ভূতপূর্ব তৎপরিকর-লীলাসংবলিতত্বও কল্পনাময় নয়, যথার্থই; মানসপূজা-মাহাত্ম্য—এই মানস যোগ জরা-ব্যাধি-ভয়-নাশক। অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী মূর্ত্তির স্বতন্ত্রভাবে বিধানহেতু কোথায়ও মানস পূজা স্বতন্ত্রাও হয়। পূজাস্থান বিবিধ—শালগ্রাম শিলাদিতে—মথুরাদি ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণাদির মহাধিষ্ঠান। প্রতিমা দ্বিবিধ—চলা ও অচলা। প্রতিমাকে পরমোপাসকেরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দেখেন, অতএব তৎপূজায় আবাহনাদির ব্যাখ্যা—শূদ্রাদি-পূজিত অর্চাপূজার নিষেধবচন অবৈষ্ণব-শূদ্রাদিপরই—ভক্তের উপাস্য অর্চার সর্বোপরি উৎকর্ষতা—শ্রীকৃষ্ণই পূজার পাত্র, যথা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে।

২৮৭—৮৯। জ্ঞানাদি-পরিমাণ এবং ভগবৎবর্ত্তনাতিশয্যহেতু পুরুষে পাত্রোৎকর্ষতা—(২৯০-৯১) ত্রেতাদি যুগেই পৃথক্ প্রতিমার বিধান হইয়াছে—(২৯২—৩) পুরুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ পাত্র—মুমুক্ষুদ্বারা জ্ঞানিপূজাই মুখ্যা।

২৯৪। প্রেমভক্তি-কামিদের প্রেমভক্তপূজাই অধিক—ভগবানের বিলক্ষণ প্রকাশস্থান বলিয়া অর্চারই আধিক্য স্থাপিত হইল—তন্নিবাস-ক্ষেত্রাদি-মহাতীর্থস্থ কীটাদিও কৃতার্থ।

২৯৫। একাদশ পূজাধিষ্ঠানভেদে পূজা-সাধনভেদ উপাসনা দ্বিবিধ —(ক) অধিষ্ঠানের পরিচর্যাদ্বারা অধিষ্ঠাতার উপাসনা। (খ) সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতার উপাসনা; নিজপ্রেম-সেব্য স্বাভীষ্টরূপ-বিশেষ পরম-সুকুমারত্বাদি-বুদ্ধি-জনিতা প্রীতি-দ্বারাই সর্বথা সেবনীয়—অগ্ন্যাদিতে তদন্তর্যামিরূপেরই চিন্তা কর্ত্তব্য—ভক্তের ভক্তিরীতিদ্বারাই পরমেশ্বরেরও ভাব-বিশেষ শুনা যায়;—পরিচর্যা-বিধিতে তদ্দেশ-কালসুখদ জিনিষ বিহিত—ইষ্টমন্ত্র-ধ্যানস্থল সর্বঋতুতে সুখময় মনোহর রূপরসগন্ধাদিময় বলিয়া ধ্যান করাই বিহিত, অন্যথা তত্তদাগ্রহ ব্যর্থ হয়।

২৯৬। শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিক ভক্তেরা তন্মূলমন্ত্রদ্বারাই নৈবেদ্যাপণ করিবে; শ্রীকৃষ্ণের নরলীলত্বহেতু ভোজনও যথালোকসিদ্ধ—জপে মন্ত্রার্থ নানা হইলেও নিজপুরুষার্থানুকূলই চিন্তনীয় —শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিতে আত্ম-নিবেদন-লক্ষণ চতুর্থ্যন্ত পদ যোজনীয় —শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধির জন্য সকল ভক্ত্যঙ্গেরই শুদ্ধাশুদ্ধত্ব দ্বিবিধ ভেদ সম্মত আছে।

২৯৭। নিরুপাধি প্রেমদ্বারা পূজা করিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। (২৯৮) অর্চনাধিকারী-নির্ণয়—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনে স্ত্রী, শূদ্র এবং সর্ববর্ণ, সর্ব আশ্রমের অধিকার—নৃমাত্রেরই দীক্ষাবিধানদ্বারা দ্বিজত্ব বিধান হয়—সর্বযুগে সর্বলোকদ্বারা সর্ব আবির্ভাবই যথেচ্ছ পূজ্য। (২৯৯) শ্রীএকাদশী জন্মাষ্টম্যাদি ব্রত অর্চনান্তর্ভূত—দীক্ষিত বৈষ্ণব, শৈব ও সৌরের একাদশী অবশ্য কর্ত্তব্য—দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, তুলসী-চয়ন এবং বিষ্ণুর দিবাস্নান নিষেধ—অষ্ট মহাদ্বাদশী বিষ্ণুপ্রীতিদ—বৈষ্ণব-দের অনিবেদিত দ্রব্য-ভোজন নিত্য-নিষিদ্ধহেতু মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই একাদশ্যাদিতে নিরাহারত্ব—হরি-বাসরে জাগরণ না করিলে কেশব-পূজার অধিকার হয় না—ভক্ত্যেক-নিষ্ঠ মহাপ্রসাদৈকভুক্ শ্রীমৎ অম্বরীষাদির একাদশ্যাদিব্রত দেখাইয়া ঐ ব্রতের অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব-ধর্মও শ্রীভাগবত-সম্মত—কার্ত্তিকব্রত ও একাদশীব্রত-প্রভাবে ব্রাহ্মণ-কন্যা সত্যভামা হইয়াছিল—মাঘস্নান—সদাচার-কথনদ্বারাই শ্রীরামনবমী ও বৈশাখব্রতাদির বিধান জানিবে। (৩০০) তাদৃশব্রতের মধ্যেও নিজেষ্ট-দেবের ব্রত সুষ্ঠুই বিধেয়—বৈষ্ণব দ্বারা সেবাপরাধসকল প্রযত্নতঃ বর্জনীয়—প্রভুত্বাভিমান হইতে জন্মে বলিয়া অপরাধসকল অনাদরাত্মক, অতএব অপরাধ-নিদান অনাদরই পরিত্যাজ্য।

৩০১-২। মহদনাদরই সর্বনাশক —(৩০৩) প্রমাদবশতঃ ভগবদপরাধ হইলে পুনরায় ভগবৎসন্তোষণ কর্ত্তব্য—শ্রীভগবান্ গীতাধ্যায়, সহস্রনাম-মাহাত্ম্য ও তুলসীস্তবাদির পাঠদ্বারা সেবাপরাধ-ক্ষমা করেন। মথুরাদিসেবাদ্বারা সাপরাধ লোক শুচি হয়, সহস্রজন্ম-জনিত অপ-রাধেরও নাশ হয়। মহতের প্রসন্নতা বিনা মহৎঅপরাধ নাশ পায় না, অতএব চাটুকারাদিদ্বারা কিম্বা মহতের প্রীতির জন্য দীর্ঘকাল নিরন্তর ভগবন্নামকীর্ত্তনদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তদপরাধ ক্ষমাপণীয়।

(৮) বন্দন—শ্রীভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য গুণসমূহের শ্রবণানান্তর তদ্‌গুণানুসন্ধান—পাদসেবাদিতে বিধৃত-দৈন্য এবং নমস্কার-মাত্রে

কৃতাধ্যবসায় ভক্তদের জন্য, যথা নারসিংহে এবং শ্রীভাগ শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ব্রহ্মা —একবার নমস্কারমাত্র দ্বারাই মুক্তিমাত্র হয়—একহস্তে, বস্ত্রাবৃত দেহে, ভগবদগ্রপৃষ্ঠ-বামভাগে বা অতিনিকটে গর্ভমন্দিরে নমস্কারে অপরাধ হয়।

৩০৪। (৯) দাস্য—শ্রীবিষ্ণুর দাসম্মন্যত্ব—কেবলমাত্র দাস-অভিমানদ্বারাই সিদ্ধি হয়, তাদৃশ ভজনপ্রয়াসের ত কথাই নাই। (৩০৫) দাস্যসম্বন্ধদ্বারা সর্বভজনই মহত্তর হয়, তদধিক অন্য কিছুই নাই; যথা দুর্বাসা অম্বরীষকে—

৩০৬—৮। (১০) সখ্য—হিতাশংসনময় বন্ধুভাবলক্ষণ প্রেম—বিশ্রম্ভবিশিষ্ট ভাবনাময় বলিয়া দাস্য অপেক্ষা উত্তম এবং পরমসেবানুকূল বলিয়া উপাদেয়—'অদেব, দেবের অর্চ্চনা করিবে না'—এই বিধান থাকিলেও কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা তদ্‌ভাব সেবাবিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করে। সাধ্যত্বহেতু প্রেম নবভক্তির অন্তর্ভু্ত নয়—ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সহবাস জন্য ভগবৎকৃত হিতাশংসন নিত্য, অতএব ভজন-বিশেষদ্বারা তদ্‌বিষয়ক হিতাশংসনময় সখ্য বিশিষ্টরূপে সম্পাদন করা অতি দুষ্কর নয়, যথা অসুরবালকপ্রতি প্রহ্লাদ। ভগবান্ মায়িক ও অমায়িক সম্পত্তি-দানদ্বারা হিতাশংসী, অতএব আরোপিত নশ্বর বিষয় - সম্বন্ধে জায়াপত্যাদির উপার্জনে কি প্রয়োজন? সৎস্ত্রীদ্বারা সৎপতিবৎ ভক্তিদ্বারা ভগবান্ বশীভূত হয়েন।

৩০৯। (১১) আত্মনিবেদন—দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্যন্তের গো-বিক্রয়বৎ সর্ব্বতোভাবে ভগবানে অর্পণ। তৎকার্য ত্রিবিধ—(ক) নিজের দেহদৈহিকচেষ্টারাহিত্য—— (খ) নিজের সাধন-সাধ্যসমূহের অর্পণ—(গ) তাঁহার উদ্দেশ্যেই কেবল চেষ্টা —কেহ কেহ দেহার্পণ, কেহ শুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞার্পণ, কেহ দক্ষিণহস্তাদি অর্পণ করেন, তদ্দ্বারা তৎকর্মমাত্রই করেন— অম্বরীষের সর্বাত্মনিবেদন—স্নানপরিধানাদি তৎসেবাযোগ্যতার জন্য করা হয় বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণ-ভক্তির হানি হয় না। আত্মনিবেদন দ্বিবিধ—(ক) ভাববিনা যথা 'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা' (১১।২৯।৩৪) (ক) ভাব-বৈশিষ্ট্যসহিত যথা—'দাস্যাদিতে' (১১।১১।৩৫) (৩১০) অধিকারিভেদে ঔষধিবৎ ভক্ত্যঙ্গনিষ্ঠা হয়—ইতি বৈধীভক্তি।

রাগানুগাভক্তি—বিষয়ী লোকের বিষয়াসক্তির আতিশয্যবৎ ভক্তের ভগবৎরূপাদি বিষয়ের স্বাভাবিক সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময় প্রেমই রাগ—বিশেষণভেদ বা শান্ত-দাস্যাদিভেদে রাগ বহুবিধ—মায়ামোহিত শিবের মোহিনীমূর্ত্তিতে যে ভাব, তাহা ভাগবত-সম্মত নহে। দাস্যাদিরাগ প্রযুক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দন-আত্মনিবেদন-প্রায়া ভক্তিই রাগাত্মিকা; যাঁহার দাস্যাদি-রাগবিশেষে রুচি জন্মিয়াছে, কিন্তু রাগবিশেষ জন্মে নাই, তাঁহার হৃদয়স্ফটিকমণি তাদৃশরাগ-সুধাকরের কিরণাভাসে সমুল্লসিত হইলে, তাদৃশ রাগাত্মিকা ভক্তির শাস্ত্রাদিশ্রুতা পরিপাটীতেও রুচি জন্মে, অতএব রুচিদ্বারা তদীয় রাগানুগমনকারী রাগানুগাভক্তি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত হয়। বিধিদ্বারা প্রযুক্ত না হওয়াতে—রুচিমাত্রদ্বারা প্রবৃত্ত হওয়াতে ইহা বলা উচিত নয় যে বিধির অধীন না হইলে ভক্তি সম্ভব হয় না, যথা পরীক্ষিত প্রতি শ্রীশুকদেব—বৈধীভক্তি বিধি-সাপেক্ষা বলিয়া দুর্বলা, রাগানুগাভক্তি স্বতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া প্রবলা, অতএব ভক্তি ভিন্ন অন্যবিষয়ে অর্থাৎ চতুর্বর্গে অনভিরুচিত্বাদিই রাগানুগাভক্তি-জন্মের লক্ষণ—বিধি-নিরপেক্ষতাহেতু পূর্বোক্ত দাস্য-সখ্যাদি হইতে রাগানুগীয় দাস্যসখ্যাদির ভেদ জানিবে, অতএব রাগানুগাভক্তিতে বিধ্যুক্তক্রমও অত্যাদৃত নয় কিন্তু রাগাত্মিকা-শ্রুত ক্রমই অত্যাদৃত।

৩১১। রাগাত্মিকাতে রুচি—(১১।৮।৩৫) রুচি-প্রধান এই মার্গে মনেরই প্রধানত্বহেতু এবং তৎপ্রেয়সীরূপে অসিদ্ধা পিঙ্গলার তাদৃশভজনে প্রায়শঃ মনদ্বারাই যুক্তত্বহেতু পিঙ্গলাও মনদ্বারাই বিহার-কামনা করিয়াছে, এই দৃষ্টান্তদ্বারা তাদৃশ মধুরভাবাকাঙ্ক্ষী ভক্তেরও শ্রীমৎ-প্রতিমাদিতে ঔদ্ধত্য পরিহৃত হইল —এইরূপ পিতৃত্বাদি-ভাবেও অনুসন্ধেয়।

৩১২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্ত কাম-কলাতেও প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী ভক্তি। সেবকত্বাদ্যভিমানময়ী রাগাত্মিকা ভক্তিতে রুচিও রাগানুগা। দাস্য যথা—প্রহ্লাদের, বাৎসল্য যথা স্কান্দোক্ত প্রভাকর রাজার। 'মাতৃবৎ'

প্রভৃতিতে 'বতি'-প্রত্যয়ান্ত শব্দদ্বারা প্রসিদ্ধ তন্মাতৃ-প্রভৃতির অনুগত ভাবনাই অঙ্গীকৃত, অভেদভাবনা অঙ্গীকৃত নয়। অভেদ ভাবনা করিলে অহংগ্রহোপাসনাবৎ মাতৃপ্রভৃতিতেও অহংগ্রহোপাসনাদোষ হয়। পূর্ব-মীমাংসা ও শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বিধি-লঙ্ঘনে দোষই যখন শুনা যায়, তখন বিধি-নিরপেক্ষা রাগানুগা ভক্তিদ্বারা কি প্রকারে সিদ্ধি হয়? শ্রীভগবন্নাম-গুণাদিতে বস্তুশক্তির সিদ্ধত্বহেতু ধর্মবৎ ভক্তিতেও বিধিসাপেক্ষতা নাই, অতএব জ্ঞানাদিবিনাও ফললাভ অনেক স্থলে শুনা যায়—যাহার নিজের প্রবৃত্তি নাই, তাহার জন্যই বিধির অপেক্ষা ও ক্রমবিধি। যদিও 'চক্ষু-নিমীলনে ধাবিত হইলেও'—ইত্যাদি ন্যায়দ্বারা যে ভাগবত-ধর্ম কোনও রূপে কৃত হইলে সিদ্ধি নিশ্চয়, তথাপি রুচির অভাবে রাগাত্মিকা ভক্তিকৌশল-অনভিজ্ঞ নানা বিষয়ে বিক্ষেপবান্ লোককে সুস্থিররূপে বর্ত্মপ্রবেশ করাইবার জন্য এবং ক্রমশঃ চিত্তাভি-নিবেশের জন্য মর্যাদারূপে ক্রমবিধি নির্মিত হইয়াছে। অন্যথা সন্তত তদ্‌ভক্ত্যুন্মুখত্বজনক তাদৃশ রুচি না থাকায় এবং মর্যাদারূপ-ক্রমবিধির অস্বীকারে সেই লোক আধ্যাত্মিকাদি উৎপাত দ্বারা নিহত হয়—রুচিদ্বারাই ভগবন্মনোরম রাগাত্মিকায় ক্রমশঃ বিশেষাভিনিবেশহেতু স্বয়ং প্রবৃত্তি-মান্ ভক্তের জন্য মর্যাদা-নির্মাণ নহে—যথা শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—(১১।১১।১৩) দুরভি-সন্ধিহেতু রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণ করিয়া যখন পূতনাও ধাতৃগতি পাইয়াছে, তখন তদীয়-রুচিমান্ ভক্তেরা নিশ্চয়ই নিরন্তর সম্যক্ ভক্ত্যনুষ্ঠানদ্বারা স্বস্বভাবোচিত প্রেমসেবা পাইবেন—ভক্তিনিষ্ঠা-রুচিদ্বারা বা শাস্ত্রনিষ্ঠায় আদর দ্বারা একান্তিত্ব জন্মে, তদুভয়ের অভাবসত্ত্বেও একান্তমানিতা দম্ভমাত্র। 'শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি'—বাক্য-দ্বারা একান্তমানিকে উদ্দেশ করিয়াই নিন্দা; রুচিসত্ত্বে তাহা নিন্দনীয় নহে; 'ভগবৎপ্রীতি বা রুচি বিনা বেদোক্ত কর্ম না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কর্ম করিলেই পাষণ্ডী হয়—' এই পাদ্মোত্তর-খণ্ডোক্তিদ্বারা শাস্ত্রে অজ্ঞানের নিন্দা নয়, শাস্ত্র-অনাদরেরই নিন্দা। সদ্বিশেষাদর-মাত্রাদৃতা রাগানুগাও অজাততাদৃশ-রুচি ভক্তদ্বারা এবং জাততাদৃশ-রুচি-প্রতিষ্ঠিত ভক্তদ্বারাও লোক-সংগ্রহার্থ বৈধী-সংবলিতাই অনুষ্ঠেয়া —মিশ্রত্বে, রাগানুগার সহিত যথা-যোগ্যরূপে এক করিয়াই বৈধী কর্ত্তব্য—যথা শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর-ধ্যান-সম্বন্ধে। বিধিনিষেধ—ধর্মশাস্ত্রোক্ত এবং ভক্তিশাস্ত্রোক্ত ভেদে দ্বিবিধ; ভগবদ্‌ভক্তি-বিশ্বাস বা দুঃশীলতাহেতু ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ অকরণ ও করণদ্বারা বৈষ্ণবভাব হইতে ভ্রষ্ট হয় না—বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্যের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধকৃত্যের পরিহার বিষ্ণুসন্তোষার্থই হইয়া থাকে, সুতরাং রুচিমান্ পুরুষে স্বতঃই ঐ উভয়ে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি হয়, যেহেতু তদীয় সন্তোষই প্রীতির একমাত্র জীবন; অতএব তাদৃশ প্রীতিবিষয়ে স্বয়ং যে রাগের অনু-গমন করিতেছেন, তাদৃশ রাগাত্মক সিদ্ধভক্ত-কর্ত্তৃক কৃতত্ব বা অকৃতত্বের অনুসন্ধানও অপেক্ষণীয় নহে। পক্ষান্তরে তৎকর্ত্তৃক কৃতত্ব হইলে বিশেষ আগ্রহ হয়—ইহাই প্রভেদ। এ বিষয়ে কোনও কোনও স্থলে রাগরুচিদ্বারাই শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির অপেক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া উহা কিন্তু রাগানুগারই অন্তর্গত। যাঁহারা গোকুলাদিবিরাজিত রাগাত্মিকার অনুগত ও তৎপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল ও তদীয় সংসর্গ-বিষয়ক বিঘ্নাদির বিনাশ-কামনায় বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্ম-সমূহের অনুষ্ঠান করেন। রাগানুগাতে রুচিই সদ্ধর্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়া 'শ্রুতি স্মৃতি আমার আজ্ঞা'—এই বাক্য রাগানুগা ভক্তি-বিষয়ক নহে; 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'—ইত্যাদি বাক্য-বিরোধ-হেতু বিধিবর্ত্ম ভক্তিবিষয়ক নহে, বিধিদ্বারা অপ্রবর্ত্তিতা রাগানুগা বেদ-বাহ্যা নহে, তাহাতেও রুচির বিদ্যমানতায় বেদ-বৈদিক-প্রসিদ্ধা রাগানুগা, কিন্তু—বুদ্ধাদির ব্যতিরেক-মুখে বেদের বর্ণন বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়-বিরুদ্ধ বলিয়া বেদবাহ্য—অতএব রাগানুগা, বৈধী অপেক্ষাও অতিশয়বতী এবং সমীচীনা, কারণ মর্যাদাবচন আবেশের জন্যই, রুচি-বিশেষলক্ষণ মানসভাব-দ্বারা যেরূপ আবেশ হয়, বিধিপ্রেরণাদ্বারা তদ্রূপ হয় না, আবেশের স্বারসিক মনোধর্মত্ব-হেতু অনুকূল ভাব সকলের দ্বারা ত আবেশ হয়ই, পরমনিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাবদ্বারাও শীঘ্রই আবেশ

হয় এবং আবেশ-সামর্থ্যদ্বারাই প্রতিকূল-দোষ-হানি এবং সর্বানর্থ-নিবৃত্তি হয়।

৩১৩। ভাবমার্গ-মাত্রেরই বলবত্তা দেখাইবার জন্য যুধিষ্ঠির নারদকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'বেণ ভগবন্নিন্দা-দ্বারা নরকে গেল, অথচ চিরদ্বেষী শিশুপালের কেন একান্তি পরম-জ্ঞানিদের দুর্লভ ভগবৎ-সাযুজ্য-প্রাপ্তি হইল?' (৩১৪) বহু নরক-ভোগের পরই পৃথু-জন্ম প্রভাবোদয়-বশতঃ বেণের সদ্‌গতি শুনা যায়—ভগবৎপীড়াকর বলিয়া কিম্বা সুরা-পানাদিবৎ নিষিদ্ধ হেতু নিন্দা-শ্রবণবশতঃই নরকপাত কি? (৩১৫—৩১৬) মূঢ় পুরুষের নিন্দাদি প্রাকৃত তম আদিগুণ উদ্দেশ্য করিয়াই প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ভগবানের জীব-বৎ প্রকৃতি-পর্যন্ত বস্তুজাতে অভিমান না থাকাতে নিন্দাদ্বারা ভগবানের পীড়া হয় না।

৩১৭। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বাদি-হেতু ভগবান্ তাদৃশ নিন্দার অতীত—যাঁহার প্রতিমা বা আভাস একবারমাত্র যে কোনও উপায়ে ধ্যান করিয়া আবেশ হয়, সেই ভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য না থাকাতে শত্রুভাবে ধ্যান করিয়াও তদাবেশদ্বারা নিন্দাদি-কৃতপাপের নাশ হইলে সাযুজ্য-প্রাপ্তি যুক্তিযুক্তই—বৈরানুবন্ধ, নির্বৈর, ভয়, স্নেহ এবং কামহেতু ভগবদাবেশ হয়—(৩১৮) নিন্দিত বৈরভাব দ্বারা যেরূপ শীঘ্র তদাবেশ হয়, তদ্রূপ অবশ্য কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ক্রিয়মাণ বৈধীভক্তিদ্বারা হয় না—(৩১৯) প্রাকৃত পেষস্কৎ-কীটবৎ বৈরভাবদ্বারা নিরন্তর তচ্চিন্তা করিয়া পাপশূন্য হইয়া শিশুপালাদি নরাকৃতি পরব্রহ্মকে পাইয়াছে—(৩২০) শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্ধর্ম বা ভক্তি দ্বারা তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া যেরূপ তাঁহাকে পাওয়া যায়, তদ্রূপ তদবিহিত কর্মদ্বারাও অনেকে তাঁহাকে পাইয়াছে।

(৩২১) দ্বেষ ও ভয়দ্বারা অঘ হইলেও নিরন্তর আবেশদ্বারা তাহা নাশ হয়—কামকেও কেহ অঘ মনে করে। ভগবানে কাম তিন প্রকার—(১) কেবল, (২) পতিভাবযুক্ত, (৩) উপপতিভাবযুক্ত, (১) কেবল—কুব্জার। স্নেহবৎ কামেরও প্রীত্যাত্মকত্বহেতু দ্বেষবৎ দোষ নাই, তাদৃশীদের কামই প্রেমৈকরূপ—গোপীদের তুলনাতেই কুব্জার ভাবের নিন্দা, স্বরূপতঃ নিন্দা নয়; কারণ কার্যদ্বারা তাঁহার স্তুতিই করা হইয়াছে—'হে প্রিয়! আমার কাছে কিছুদিন থাক'—ইহাদ্বারা প্রীতিই প্রকাশ পাইয়াছে। যে মনোগ্রাহ্য প্রাকৃত বিষয় কামনা করে, সেই কুমনীষী, কুব্জা ভগবান্‌কেই কামনা করিয়াছে বলিয়া পরম সুমনীষী, অতএব তাঁহার কামের দ্বেষাদিগণে অন্তঃপাতিত্ব এবং পাপাবহত্ব পরিহৃত হইল——কামুকত্বাদ্যারোপণ এবং অধরামৃত-পানাদি ব্যবহার দ্বারাও মর্যাদার অতিক্রম করা হয় নাই, কারণ 'লোকবৎ‌ই লীলাকৈবল্য'—ইত্যাদি ন্যায়দ্বারা লীলা স্বভাবতঃই সিদ্ধা হইয়াছে—শ্রীবৈকুণ্ঠাদিতে শ্রী, ভূ, লীলাদিশক্তিদ্বারা তাদৃশ লীলা নিত্যসিদ্ধা বলিয়া স্বতন্ত্রলীলাবিনোদ ভগবানের তাহাতে অভিরুচিই জানা যায়, অতএব ভগবত্তাৎস্থনমু-সন্ধান এবং কামুকত্বাদি-মননও স্বাভাবিক লীলারস-মোহজনিত তদভিরুচিবশতঃই জানিতে হইবে। পরমশুদ্ধরূপ, তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহ, তদনূন্য তৎপ্রেয়সীজনদ্বারা তদধরামৃত-পানাদি সঙ্গতই এবং তদভিরুচি-বশতঃই হয়। (২) পতিভাবযুক্ত—পতিভাবযুক্ত কামে দোষ নাই, বাস্তবিকপক্ষে স্তুতিই শুনা যায়, যথা মহিষীদের—মহানু-ভাব মুনিদেরও তদ্‌ভাব শুনা যায়, যথা কৌর্মে। (৩) উপপতিভাবযুক্ত—যথা শ্রীগোপীদের; উপপতিভাব যে দোষাবহ নয়, তাহা গোপীদের উত্তর দ্বারা, শ্রীশুকদেব দ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে—তাদৃশ অন্যদেরও তদ্‌ভাব দেখা যায়, যথা পাদ্মে দণ্ডকারণ্যবাসি-মহর্ষিদের সম্বন্ধে—আগমাদিতে শ্রীনন্দনন্দনের কামরূপে উপাসনার ব্যবস্থা থাকা হেতু এবং 'সাক্ষান্মন্মথ' নাম থাকা হেতু গোপীদের কাম এবং পুরুষদেহধারী মুনিদের অন্তরে স্ত্রীভাবে ভগবান্‌কে উপভোগ করিবার কাম, ভগবান-কর্তৃক উদ্‌ভাবিত অপ্রাকৃত কামই, প্রাকৃত কামদেবোদ্‌-ভাবিত প্রাকৃত কাম নহে—উদ্ধবাদি পরম-ভক্তগণও গোপীপ্রেমের শ্লাঘা করিয়াছেন—বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধ শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধ গোপীভাব অভিলাষ করিয়া গোপীরূপেই তদ্‌গণান্তঃপাতিনী হইয়াছেন—যথা শ্রুতিবাক্য, শ্রীভাগবতে—'শত্রুরাও স্মরণ করিয়া ভগবানকে পাইয়াছে'

এই বাক্যদ্বারা ভাবমার্গের শীঘ্র অর্থ-সাধনত্ব দেখান হইয়াছে—'সমদৃশ' শব্দদ্বারা রাগানুগারই সাধকতমত্ব প্রকাশ হইল, তাহা না হইলে সর্বসাধন-সাধ্য বিদুষী শ্রুতিগণ অন্য-ভাবেই সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধ আছে—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণকে শ্রুতিগণ দেখিয়াছেন বলিয়াই 'স্ত্রিয়ঃ' শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝাইল। কামে সাধকচরী গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপালাদি, সম্বন্ধে বৃষ্ণিগণ, স্নেহে পাণ্ডবেরা এবং ভক্তিতে নারদাদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন।

৩২২। শ্রীনারদ পূর্বজন্মে দাসী-পুত্ররূপে বৈধী ভক্তিদ্বারাই পার্ষদদেহ পাইয়াছিলেন, অধুনা লব্ধরাগ তাঁহাতে বিধির অনধীনা রাগাত্মিকা ভক্তিই বিরাজিত। আধুনিকীরাও সেই গোপীদের মত তদ্‌গুণাদি-শ্রবণদ্বারা গোপীভাব প্রাপ্ত হয়—রাগেরই বিশেষত্ব-জ্ঞাপনের জন্য সম্বন্ধ-গ্রহণ—পূর্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া গোপীবৎ সাধকচর বৃষ্ণি-বিশেষগণ এবং পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষ-গণ সাধকত্বেই নির্দিষ্ট হইল, অতএব সম্বন্ধ-জন্য স্নেহও তদভিরুচিমাত্রই জানিবে। (৩২৩) ভগবানের প্রতি এই পাঁচ ভাবের একভাবও বেণের ছিল না, কেবল প্রাসঙ্গিক নিন্দা-মাত্র বৈরভাব ছিল, বৈরানুবন্ধ ছিল না, অতএব তীব্রধ্যানাভাবহেতুই তাহার পাপবশতঃ নরকই হইল—সুরতুল্যস্বভাব লোকেরও নিজ-মোক্ষের জন্য ভগবানে বৈরভাবানু-ষ্ঠান-সাহস করা কর্তব্য নহে। 'অতএব যেকোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে'—শ্রীনারদের এই বাক্যের তাৎপর্য এই—তাদৃশ বহুপ্রযত্নসাধ্য বৈধভক্তিমার্গদ্বারা দীর্ঘকালে যাঁহাকে পাওয়া যায়, রাগানুগামার্গে ভাববিশেষমাত্রদ্বারা শীঘ্র তাঁহাকে পাওয়া যায়, অতএব রাগানুগাই যুক্ততম উপায়। (৩২৪) শ্রীনারদ-বসুদেব-সংবাদের তাৎপর্য—ভাবমার্গমাত্রের বলবত্তার মধ্যে আবার কৈমুত্যদ্বারা রাগানুগারই অভিধেয়ত্ব; 'অনুরক্তধী ভক্তেরা নিশ্চয়ই ভগবান্‌কে পায়'।

'বৈরানুবন্ধ দ্বারা যেরূপ'—এই বাক্যদ্বারা বৈরানুবন্ধের সর্বাপেক্ষা আধিক্য যোজনীয় নয়—জয় বিজয়ের ভগবৎপ্রাপ্তি স্বাভাবিকসিদ্ধত্ব হেতু, যুদ্ধলীলা-প্রপঞ্চনের জন্যই ব্রহ্মহেলন-রূপ তদপরাধাভাস-ভোগছলে সংরম্ভযোগাভাস-বিধান হইয়াছে। দ্বেষাদিভাবকেও কেহ কেহ ভক্তি মনে করেন; ভক্তি-সেবাদি-শব্দের আনুকূল্যেই প্রসিদ্ধি; বৈরভাবে তদ্বিরোধিত্বহেতু ভক্তি সিদ্ধ হয় না, অতএব এই মত অসৎ,—যথা পাদ্মে। ভক্তি এবং দ্বেষাদির ভেদই জানা যায়, ভক্তি-দ্বারা ভগবান্‌কে দেখা যায়, রোষ বা মাৎসর্য দ্বারা দেখা যায় না। তবে 'অসুরদিগকেও ভাগবত মনে করি' এই উদ্ধবের বাক্য তচ্ছোকোৎ-কণ্ঠাবশতঃ কেবল দর্শনভাগ্যাংশেই উৎপ্রেক্ষা বলিয়া যুক্তই হইয়াছে, তাহাদের স্বয়ং ভাগবতত্ব নাই; যথা—'যে আমাদের অন্তিম সময়ে তন্মুখচন্দ্র-প্রদর্শনের ভাগ্য নাই, সে হতভাগ্য আমাদের অপেক্ষা মুখচন্দ্র-দর্শনকারী অসুরগণও ভাগবত'—অতএব দ্বেষাদিতে কথঞ্চিৎও ভক্তি নাই।

৩২৫। শ্রীকৃষ্ণেই মুখ্যা রাগানুগা, কোন অংশী বা অংশেতে নয়, কারণ 'গোপীরা কামহেতু'—এবং 'দৈত্যগণ দ্বেষহেতু'—কৃষ্ণেতেই প্রথমতঃ আবেশ করে এবং অবশেষে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অতএব শ্রীনারদও বলিয়াছেন 'যে কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণেই মন নিবেশ কর।' তাদৃশ আবেশহেতু শীঘ্র উপাসনা লাভ হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেও একাদশস্কন্ধে নিজের প্রতি বৈধোপাসনা না বলিয়া অন্যত্র চতুর্ভুজাকারের প্রতিই বৈধী-ভক্তি করিতে বলিয়াছেন—শ্রী-গোকুলেই শুদ্ধরাগদর্শনহেতু মুখ্যতমা রাগানুগা, তথায়ই স্বয়ং শ্রীভগবান্ গোকুলবাসিদের পুত্রাদিভাবে বিলাস করেন—একই স্বেচ্ছাময় ভগবান্ লোকের ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকদ্বারা প্রতীত হয়েন—ভক্তকর্তৃক নিজের ভোজন - পান - স্নান-বীজনাদি-লক্ষণ লালনের ইচ্ছাও তাঁহার অকৃত্রিমই হয়—সাধারণ ভক্তি-সদ্ভাব লক্ষ্য করিয়াই 'পত্র পুষ্প ফল তোয়' ইত্যাদি বলা হইয়াছে; শ্রীশুকদেবও সখাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদ-সম্বাহনাদি শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষাতেই হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন—অন্যের সেবা-গ্রহণ-সময়ে বা মাধুর্য-প্রকাশাবস্থায়ও অন্যত্র ঐশ্বর্য-স্ফুরণহেতু ঐরূপ ব্যবহারদ্বারা ঐশ্বর্য-হানি হয় না—কারণ ঈশ্বরে তদ্দ্বারা

ভক্তেচ্ছা-বিধানরূপ প্রশংসনীয় স্বভাবই প্রকাশ পায় ; যথা—শ্রী-ব্রজেশ্বরীকর্তৃক তাঁহার বন্ধনাবস্থাতেই যমলার্জ্জুন-মোচন করিয়াছেন, তাদৃশ ঐশ্বর্যেও শ্রীব্রজেশ্বরীর বশ্যতাই শ্রী-শুকদেব প্রশংসা করিয়াছেন। অত-এব যাহারা অদ্যাপিও তদীয় রাগানুগাপর, তাহাদেরও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনত্বাদিমাত্র ধর্মদ্বারাই উপাসনা যুক্ত ; যথা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আছে—শ্রীগোবর্দ্ধনধারণোপলক্ষে বিস্ময়ান্বিত ব্রজবাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ নিজবন্ধুসদৃশ বুদ্ধি করিতে বলিয়াছেন—শ্রীবসু-দেবাদির ঐশ্বর্যজ্ঞানই প্রধান বলিয়া ঐশ্বর্যমাধুর্যদ্বয়-বিশিষ্ঠা ভক্তিই ভগ-বদনুমতি, পূর্বজন্মেও তাঁহাদের তপ-আদি-প্রধান ভক্তিই উক্ত হইয়াছে। শ্রীনন্দযশোদার মাধুর্যনিষ্ঠ পুত্রপালন-রূপ ভাগ্য শ্রীবসুদেব দেবকীর নাই —ইহা বিস্পষ্টরূপে বলিয়া শ্রীশুকদেব এবং পরীক্ষিৎ উভয়েই শ্রীনন্দ-যশোদার ভাবেরই প্রশংসা করিয়া-ছেন। 'দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ' ইত্যাদি-দ্বারা শ্রীনারদও শ্রীবসুদেবদেবকীকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধককে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন—শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইয়াও এবং তিনি তাদৃশ-ভাবনাবশ হইলেও স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্য অধিকই হয়, অতএব—'জানিয়া বা না জানিয়া' ইত্যাদি শ্রীউদ্ধবপ্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্য দ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানের অনাদর করিয়া 'কেবল রাগানুগাভক্তিরই অনুষ্ঠান প্রশস্ত'; তজ্জন্য শ্রীগোকুলেই রাগাত্মিকার শুদ্ধত্বহেতু শ্রীগোকুলানুগা রাগানুগা ভক্তিই মুখ্যতমা — অন্যত্র অসম্ভবহেতু রাগানুগার মাহাত্ম্য শুনিয়া এবং পূর্ণভগবত্তা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনেরই মহামাহাত্ম্য সিদ্ধ হইল, তাহাতে আবার গোকুল-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনই সর্বোপরি।

৩২৬। শ্রীকৃষ্ণভজনেরই মাহাত্ম্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম হইতে দেখান হইয়াছে, অন্যান্য অবতারকথারও শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশই ফল। ভক্তি সুকরা এবং নিশ্চিতফলা কিন্তু জ্ঞানযোগচর্যা সুদুশ্চরা এবং অনিশ্চিতফলা, অতএব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেই ভক্তি কর্ত্তব্য—(৩২৭) শুদ্ধভক্তেরা অভিমানী হন না এবং অন্তরায়দ্বারা বিহতও হন না, কারণ তাঁহারা পুরুষার্থ-সাধন বিষয়ে শ্রী-ভগবানের নিরুপাধি দীনজন-কৃপারই সাধকতমত্ব মনে করেন, কিন্তু যোগি-প্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নের সাধকতমত্ব মনে করেন না। (৩২৮) যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগাদি পরমফলরূপা মুক্তি নিজ-দ্বেষী দৈত্যগণকে দান করেন এবং যিনি নিজকে অনন্যশরণ দাস দিগের অধীন করেন, সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই মুখ্য—(৩২৯) সর্ব-জগতের প্রাণকোটিশ্রেষ্ঠ এবং উপ-কারক শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ ভক্তের কিছুই অভাব থাকেনা—শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে গুরুরূপে এবং ভিতরে চিত্ত-স্ফুরিত ধ্যেয়াকাররূপে ভক্তিবিরোধী বাসনা নাশ করিয়া নিজ অনুভব এবং প্রেমসেবা দেন—(৩৩০) নিজ-ভক্তির অতিশয়িত্ব শ্রীকৃষ্ণ নিজেও উদ্ধবকে বলিয়াছেন কৃপাপূর্বক ভক্তের স্পর্দ্ধাদি শীঘ্র দূর করিবার জন্য এবং নিজের প্রতি তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য অন্তর্যামিরূপে স্বাংশের ভজনস্থানে স্বভজন উপদেশ করিয়াছেন—(৩৩১) 'আমার শ্রী-কৃষ্ণরূপকেই অমলাশয় ব্যক্তি সর্ব-ভূতের এবং নিজের ভিতরে বাহিরে অসঙ্গত্ব এবং বিভুত্ব হেতু আকাশবৎ পূর্ণরূপে দর্শন করে।' 'সর্বভূতে আমার অস্তিত্বদর্শনকারীই পণ্ডিত।' (৩৩২) 'সর্বভূতে কৃষ্ণরূপ-ভাবনাকারী পুরুষের সাহঙ্কার স্পর্দ্ধা, অসূয়া এবং তিরস্কার শীঘ্র নাশ পায়।' ভগবদ্‌ দৃষ্টিসাধনে সর্বত্র নমস্কারই এবং সর্বত্র প্রতিপদে স্বাভাবিক নব্য নব্য শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই সাধনাবধি—— শ্রীগোপালতাপনীতে প্রসিদ্ধ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপের সর্বত্র নব্য নব্য শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই সর্বোর্ধ্ব উপাসনা ; যথা ভাগবতে—'কায়-মনোবাক্যে সর্বভূতে কৃষ্ণরূপের অস্তিত্বদর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বা উপাসনা।' (৩৩৩) যথা শ্রীগীতায় —'২৪ তত্ত্বজ্ঞান—গুহ্য ; অন্তর্যামি-জ্ঞান—গুহ্যতর ; শ্রীকৃষ্ণমনস্বাদি-লক্ষণ এবং তদেকশরণত্ব-লক্ষণ তদুপাসনাই সর্ব্বগুহ্যতম ; শ্রীকৃষ্ণভজন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া সিদ্ধ হওয়াতে তদবতারের ভজনাপেক্ষাও সুতরাং উত্তম।

৩৩৪। ভয়বশতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনেও মোক্ষসম্পাদকত্বহেতু ব্যর্থ হয় না, যথা কংসাদির—অতএব শ্রীমদুদ্ধববৎ শ্রীকৃষ্ণৈকানুগতদের সাধনত্বে এবং সাধ্যত্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপই পরমো-পাদেয় ; যথা উদ্ধবপ্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—'আমার প্রাপ্তিই তোমার চতুর্বর্গফললাভ।'

৩৩৫। শ্রীউদ্ধবও শ্রীভগবচ্চরণে নিত্য অচলা ভাবভক্তির প্রার্থনা করিয়াছেন। (৩৩৬) শ্রীকৃষ্ণদাস্যই পুরুষার্থ। (৩৩৭) শ্রীগোকুল-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনের মাহাত্ম্যাতিশয়, কারণ পূতনাদি শত্রুকে ধাত্র্যুচিত গতিদানরূপ পরম শুভ স্বভাব সর্বাবতারেই অপ্রকটিত।

৩৩৮। শ্রীগোকুলেও আবার শ্রীমদ্‌ব্রজবধূর সহিত রাসাদিলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের পরম বৈশিষ্ট্য যথা—'বিক্রীড়িতং' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব। পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধা-সম্বলিত লীলাময় তদ্‌ভজনই পরমতমরূপে স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীরাধা-কৃষ্ণরহস্যলীলা-ভজনে অধিকারী-নির্ণয়—পৌরুষবিকারবৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত লোকদ্বারা এবং পিতৃপুত্র-দাস-ভাবাপন্ন-লোকদ্বারা স্বীয়ভাববিরোধ-হেতু রহস্যলীলা উপাস্যা নয়; লীলার কোথায়ও অল্পাংশে এবং কোথায়ও সর্বাংশে রহস্য জানিবে।

৩৩৯। নিজানুভূত রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ্য নয়—এই রাগানুগা-মার্গেও শ্রীগুরুর কিম্বা শ্রীভগবানের প্রসাদলব্ধ সাধনসাধ্যগত স্বীয় সর্বস্বভূত যে কিছু রহস্য অনুভূত হয়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা কর্তব্য নহে।

৩৪০। সিদ্ধিক্রম—প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুদপায়বৎ প্রতিবার ভজনে কিঞ্চিৎ প্রেম, ভগবদ্রূপস্ফূর্তি এবং বস্তন্তরে বিতৃষ্ণা জন্মে; অনুবৃত্তি-দ্বারা ভজনে বহুগ্রাসভোজীর পরম-তুষ্ট্যাদিবৎ পরম প্রেমাদি জন্মে—অভিধেয় ভক্তিবিষয়ে অন্য বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র এবং মহাজন-রীতিও অনুসন্ধেয়।

পরিশিষ্ট—(১) পরতত্ত্ব-বৈমুখ্য-বিরোধী তৎসাম্মুখ্যই অর্থাৎ পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদক তদুপাসনাই—অভিধেয়। প্রয়োজন—তদনুভব। (২) জ্ঞানসাধন এবং যোগাদিও আংশিক পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য হইলেও শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণ সাক্ষাৎ ভক্তিই অভিধেয়। (৩) সাক্ষাদ্‌ভগবৎ-সাম্মুখ্যই মুখ্য অভিধেয় হইলেও প্রায় সর্বত্রই সাধকগণের প্রথমে ভগবৎকথাতেই রুচির উদয় হইয়া থাকে। ভগবদ্‌ভজনান্তরে রুচি অপেক্ষা ভগবৎকথায় রুচিই শ্রেষ্ঠা। ভগবৎকথায় রুচি জন্মিলে ক্রমশঃ আপনা হইতেই ভগবৎস্মরণ ও সাম্মুখ্য সিদ্ধ হইতে পারে। (৪) মন্দভাগ্য জীবের কৃষ্ণকথায় রুচি-লাভের 'সুগম উপায়'—(ক্রমসন্দর্ভ) পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাদিদ্বারা পাপ দূর হয় এবং তীর্থস্থানে ভ্রমণ বা অবস্থান-কারণ মহাত্মাদের দর্শনসম্ভাষণাদি-লক্ষণ সেবা লাভ হয়। তৎফলে তদ্ধর্মে শ্রদ্ধা—অনন্তর তাঁহাদের ভগবৎকথা- (ইষ্টগোষ্ঠী) -শ্রবণেচ্ছা এবং তৎফলে ভগবৎ-কথায় রুচির উদয় হয়। ভগবৎ কথা মহতের মুখে শ্রুত হইলেই সহসা কার্যকরী হয়।

ভক্তিসার-প্রদর্শনী——শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা। শ্রীলচক্রবর্তিপাদ প্রায়শঃই শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের দুর্গম-সঙ্গমনীর অনুসরণে এই টীকা রচনা করিয়াছেন, তবে স্থলবিশেষে ইঁহার টীকাটি অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে; দার্শনিক ভাষা না থাকায় সহজ-বোধ্যও বটে। মঙ্গলাচরণে 'নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে'। এবং 'শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ' লঘুভাগবতামৃতের প্রথম ও চতুর্থ শ্লোকদ্বয় দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন—শ্রীঘনশ্যাম-নামক জনৈক মহাজন-কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ'-নামক গ্রন্থের আদর্শে রচিত, প্রথম রত্নে শ্রীরাঘবের নামতঃ উল্লেখও আছে। ইহার পাঁচটি রত্নের (অধ্যায়ের) ক্রমশঃ নাম——(১) ভক্তিযোগজ্ঞানবিচারে আত্ম-প্রয়োজন, (২) শ্রীনন্দনন্দনের নিত্যলীলাস্থাপন, (৩) ভক্তিকারণ, (৪) সাধ্যসাধনভক্তি ও (৫) নানোপাসনাবর্জন। গ্রন্থখানি ১৮ পত্রাত্মক, অতিজীর্ণ। (হরিবোল কুটীর ১০)

ভক্তের জয়—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-কর্তৃক সম্পাদিত ভক্তজীবনী। বিপ্ররামদাস-কবি-কৃত ওড়িয়া ভাষায় 'দার্ঢ্যতাভক্তি'-নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

ভগবৎ সন্দর্ভ— শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-সঙ্কলিত ষট্‌সন্দর্ভের দ্বিতীয়, ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণায়ক দর্শন শাস্ত্র। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদ্রূপে ত্রিবিধ স্ফূর্তি, ব্রহ্ম—ভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাব, ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার; (২) বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব-নিরূপণ, (৩) ভগবৎস্বরূপের সশক্তিকত্ব ও বিরুদ্ধ-শক্ত্যাশ্রয়ত্ব, (৪) শক্তির অচিন্ত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব ও নানাত্ব-স্থাপন, (৫)

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা শক্তিপ্রভৃতির ভেদ-বৈশিষ্ট্য, (৬) গুণের স্বরূপভূততা, নিত্যতা, স্বরূপগুণ-নিরূপণ, (৭) ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্বাশ্রয়তা, স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্ততা, স্বপ্রকাশতা, জন্মকর্মনিত্যত্ব, রূপগুণ-লীলাময়ত্ব, নামনামীর অভিন্নতা, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপতা, পরিচ্ছদ-সমূহের স্বরূপাংশত্ব ইত্যাদি। (৮) বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদবিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, বৈকুণ্ঠের স্বরূপ-ভূতত্ব, কর্মাদিদ্বারা অপ্রাপ্যতা, প্রপঞ্চা-তীতত্ব,তাহা হইতে অস্খলন,নৈগুর্ণ্য-প্রাপ্যতা, নৈগুর্ণ্যাশ্রয়ত্ব, মোক্ষ-সুখতিরস্কারিত্ব, ভক্তিলভ্যত্ব ও সচ্চিদানন্দরূপতা, (৯) ব্রহ্মানন্দিরও ভগবৎসেবাস্পৃহা, স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের শ্রেষ্ঠতা; ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য; ভগবত্তায় পূর্ণতা, সর্ববেদাভিধেয়তা, স্বরূপশক্তি-বিবরণ; (১০) ভগবানের বেদৈকবেদ্যতা প্রভৃতি বিচারিত হইয়াছে।

ভগবদ্ভক্তিসার-সমুচ্চয়— শ্রীলোকাচার্য শর্ম কর্তৃক রচিত। 'শ্রীনরহরিশাখা-নির্ণয়'-নামক গ্রন্থে রসকল্পবল্লীপ্রণেতা প্রাচীন পদকর্তা গোপালদাস বলিয়াছেন যে ইনি নীলাচলে দিগ্‌বিজয়ীরূপে আগমন পূর্বক শ্রীগৌরের নিকট বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে যিনি বিচারে পরাজয় করিবেন, লোকানন্দ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। শ্রীসরকার ঠাকুর তাঁহাকে বিচারে পরাজয় করত শিষ্য করেন। লোকানন্দ ও লোচনানন্দ শ্রীমন্নরহরির দুই চক্ষু——একজন বিধিমার্গে গৌরাঙ্গ-উপাসনার মার্গ-উপদেষ্টা। অন্যজন রাগমার্গে গৌরভজনের গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশক। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম কিরণে ভজনীয় [গৌরতত্ত্ব]-নির্ণয়, দ্বিতীয়ে ভক্তি-নির্ণয়, তৃতীয়ে গুরুকরণ চতুর্থে নামমাহাত্ম্য, পঞ্চমে ভাগবত-লক্ষণ, ষষ্ঠে মহাপ্রসাদমহিমা, সপ্তমে কৃষ্ণবৈষ্ণব-বিমুখ-নির্ণয় এবং শেষ অষ্টমে বৈরাগ্য-নিরূপণ হইয়াছে। বহু বহু শাস্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্বক ভগবদুপাসনা-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে গুরুতর বিষয়সমূহের সুন্দর মীমাংসা আছে বলিয়াই ইহার যথার্থ নাম—ভগবদ্‌ভক্তিসার-সমুচ্চয়।

ভগবন্নামকৌমুদী —— শ্রীধরস্বামি-পাদের গুরুভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মীধর-প্রণীত। ইহাতে তিনটী পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মীমাংসাশাস্ত্রাব-লম্বনে ভগবন্নামমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক পুরাণবচনসমূহের বিচার করিয়া ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে নামসমূহ সর্বথা স্বতন্ত্রভাবেই স্বার্থপর অর্থাৎ পাপক্ষয়হেতু। দ্বিতীয়ে—ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের পুরুষার্থত্ব-প্রতিপাদন, নামকীর্ত্তন স্বতন্ত্রভাবেই পাপক্ষয়-সাধন, না অন্য কোনও সাধকতম করণের অঙ্গীভূত? এই প্রশ্নের বিবিধ আশঙ্কা নিরসনক্রমে নাম-কীর্ত্তন যে অন্য কর্মের অঙ্গ—এ বিষয়ে প্রমাণ নাই, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সর্বপুরাণের ঐকমত্য দেখিয়া স্বপ্রধান ভগবৎ-কীর্তনই নিখিল পাপনাশন—ইহাই সাব্যস্ত হইল। তৃতীয়ে—কেবল (অন্যসাধন-নিরপেক্ষ) নাম-সংকীর্ত্তনেরই পুরুষার্থত্ব-প্রতিপাদন হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ভক্তিশব্দ প্রীতিপর বা সাধনপর—তদ্বিষয়ক বিচার, ভক্তির আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদি-বিচার, ভক্তি—নামকীর্ত্তনের অঙ্গ, শ্রদ্ধালু অশ্রদ্ধালু সকলেরই কীর্ত্তনে অধিকার, সঙ্কেত-চ্ছলে নামগ্রহণ, নামকীর্ত্তনে শ্রদ্ধা-সাহিত্যের কোনও কথা শাস্ত্রে নাই। মহদ্দর্শন-মাহাত্ম্য, নামকীর্ত্তনে কোনও প্রকারেই অন্য কিছুরই অঙ্গত্ব স্বীকৃত নহে। নামকীর্ত্তনে দেশকালাদ্যনপেক্ষা, সমস্ত বা ব্যস্ত হইলেও নামকীর্ত্তন মহিমাতিশয়ান্বিত, নামকীর্ত্তনে অভিরুচি-প্রার্থনা, হরিভজনকারী গুরুসম্প্রদায়বান্ ও শ্রুতির অনুগত জনের কখনও পদস্খলন হয় না। এই 'নামকৌমুদী' নামমাহাত্ম্যপ্রদর্শনাবসরে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে বহুশঃ উদ্ধৃত হইয়াছেন বলিয়া উপকারকত্ব-হিসাবে ইহাকেও গৌড়ীয়-গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট করা হইল। এই গ্রন্থ পঞ্চদশ শকশতাব্দীর পূর্বেই রচিত হইয়াছে।

ভজনক্রমসংগ্রহ শ্রীরাধামোহন গোস্বামি প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব-দেবগণের ভজন-রীতিনিরূপক পুঁথি। (শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss. 3137)। উপক্রমে—'বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মদ্বৈতাদ্বৈত-বিগ্রহম্। পরমানন্দ-সন্দোহবিগ্রহং নিত্যমীশ্বরম্॥ শ্রীমদদ্বৈতবংশ্যেন রাধামোহন-শর্মণা। ক্রিয়তে শ্রীকৃষ্ণনিত্যভজনক্রম-সংগ্রহঃ॥' উপসংহারে—ভুবৃন্দাবনা-দিকমেব নিত্যলীলাস্পদং ভগবতঃ কেচিদ্বর্ণয়ন্তি, তদপ্যনুসন্ধেয়মিতি

শম্। পুষ্পিকা—ইতি কলিযুগ-পাবনাবতার-শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য-শ্রীরাধা-মোহনগোস্বামিভট্টাচার্য - বিরচিতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহঃ সমাপ্ত ইতি।

বিষয়বস্তু———ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানেরই মোক্ষহেতুতা, সেই জ্ঞানও আবার ভগবদ্‌ভজনমাত্রেই জন্মে। নির্বেদপ্রাপ্তি পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। শান্তদাসাদিভেদে পঞ্চ ভক্ত; শান্ত ভক্তের ভগবদ্‌ভজনক্রম সাযুজ্য-মুক্তিকামে শ্রীকৃষ্ণাভিন্নরূপে স্বাত্মার চিন্তা; প্রাতঃকৃত্যাদির নিরূপণ; ভগবদ্দর্শনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা, বাহ্য-পূজার স্থান-নিরূপণ, ব্রহ্মলক্ষণ, ব্রহ্মশরীর-নিরূপণ, নির্বিশেষ-রূপে উপাসনাপেক্ষায় ভগবৎরূপে আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব, সকল ভগবন্মূর্ত্তিই শান্তভক্তের ভজনীয়। শান্তভক্ত যদি পুরুষোচিত কামাদি-রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রহস্যলীলা শ্রবণাদি করেন, তবে দোষ নাই। শান্তভক্ত দ্বিবিধ।

দাস্যভক্তের ভগবদ্‌ভজনক্রম—প্রেমভক্তিনিরূপণ, শান্ত ও দাসভক্তের ভজনের অবান্তরভেদ, কামরাগরহিত হইয়া দাসভক্তও শ্রীকৃষ্ণরাসাদিলীলা শ্রবণ করিতে পারেন। দাসদিগের মুক্তিলাভ, ভগবানের অবতার-বাহুল্যের প্রয়োজন, শ্রীসীতাদি ভগবচ্ছক্তিগণের মাতৃবুদ্ধিতে সেবা কর্ত্তব্য। ভগবৎপরিকরের দাসীগণেও ভগিনীবুদ্ধি কর্ত্তব্য। দাসগণ ভগবানে পিতৃত্ববুদ্ধি করিবেন না। দাসভক্তের মুমুক্ষুত্ব; মুমুক্ষুর সমাধিভেদ, গুণমায়া ও যোগমায়ার নিরূপণ। সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যের ভাব-বর্ণন; তাহাতেও ইদানীন্তন ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পরমেশ্বরত্ব-বুদ্ধি আবশ্যকীয়া। শ্রীকৃষ্ণের কৌমারলীলার মাহাত্ম্য, কৌমার-বর্ণন, ধ্যানভেদ, ঐশ্বরজ্ঞানশীল ব্যক্তির ভগবানে বাৎসল্যরাগরুচি কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার নিরূপণ।

বৎসলভক্তের ভজনক্রম—সখ্য-ভজনক্রম, তাহার ত্রৈবিধ্য, শান্তাদি চতুর্বিধ ভক্তের সাধারণকর্ত্তব্যনির্দেশ। শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড ও কৈশোরলীলা। উজ্জ্বলরস-ভক্তের ভজনক্রম,ধ্যানাদি; সাধনাবস্থায় উজ্জ্বলভাব-প্রাপ্তির জন্য বৈধ অর্চনাদির আবশ্যকতা, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির নিত্যানুষ্ঠেয়ত্ব, বাৎসল্য ও মাধুর্যভাবের ভজনে স্ববিষয়ে স্ত্রীত্বারোপে ভজনোপদেশ। ভজন-সিদ্ধ মুমুক্ষুর ও তদ্‌ভিন্নজনের প্রাপ্য স্থান-নিরূপণ; যশোদা ও নন্দাদির বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি-বিবরণ; ভগবল্লীলা-সমূহের নিত্যত্ব-কথনে অভিপ্রায়; কোনও কোনও গোপীর মোক্ষ-প্রাপ্তি (?)। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ানু-সারে ভজনকারিগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপ ও তাঁহার স্থানাদির পরিচয়, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকাদির বৃন্দাবন হইতে অভিন্নতা-প্রতিপাদন, গোলোকশব্দের নিরুক্তি। ভগবৎ-প্রিয়া গোপীগণের গোপীজাতি-স্বরূপে গোপীত্ব নহে, কিন্তু অন্য প্রকারেও গোপীত্ব-নিরূপণ। প্রেম-সেবালাভেচ্ছায় সর্বধাম-মূর্দ্ধন্য মথুরা-দিতে বাসকর্ত্তব্যতা। কাশীবিবরণ ও বৃন্দাবন-মহিমাসূচন।

ভজনচন্দ্রিকা—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দাস-কৃত ৫০ শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। শ্রীরামাই গোস্বামী এই গ্রন্থের প্রমাণনিচয় উদ্ধার করত স্বীয় 'অনঙ্গমঞ্জরীসম্পুটিকার' সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীবলরামের শক্তি অনঙ্গমঞ্জরীর স্বরূপাদি-নির্ণয় করা হইয়াছে। তদীয় নিত্যলীলার দুই ভেদ—বাহ্য ও আন্তর,বাহ্য লীলায় বলদেব পাদুকা-ছত্রাদি বহুরূপী; আন্তর লীলায় তিনি প্রেয়সী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে সেবা করেন। অনঙ্গমঞ্জরীই জাহ্নবা, ঈশ্বরপুরীর নিকটে মা জাহ্নবা দীক্ষিতা (৪৮) হইয়াছেন। মা জাহ্নবার আনুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দ-গৌর-ভজনেই পুরুষার্থ লাভ হয়।

ভজন-নির্ণয়—জনৈক শ্রীবৃন্দাবন দাস-কৃত ক্ষুদ্র নিবন্ধ। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বলহরি দাস-কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থে চারিটী কর্ত্তব্য (অধ্যায়) আছে। প্রথম কর্ত্তব্যে শ্রীগুরু-সেবাই সাধ্যসার বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে—শ্রীচৈতন্য-চরিত-কথনে বিবিধভাবের খেলা, পণ্ডিত গদাধরের সঙ্গে রাসলীলার আস্বাদন—কুব্জা-রূপে রজকী-মিলন (২৩ পৃষ্ঠা), রুক্মিণীবেশে গদাধর-মিলনাদি; নীলাচল-লীলাদি, হরিনাম-ব্যাখ্যান, বিভীষণ-প্রার্থনায় আটদিন লঙ্কায় বাস, বৃন্দাবন-পথে অষ্ট দস্যুর উদ্ধার-প্রসঙ্গ। তৃতীয়ে—ভজন-লক্ষণে মহামন্ত্রের শান্তাদিভাব-পঞ্চক-বিচার, প্রসঙ্গতঃ কুঞ্জ-বর্ণনা প্রভৃতি। চতুর্থে—শ্রীরাধাবিরহে গৌরের খেদাদি। এই গ্রন্থকার ভাবপ্রদীপ, ভক্তিরত্ন, প্রেমাঙ্গচন্দ্রিকা,

রসাদিকৌমুদী প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। ইহা কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবন দাসে আরোপিত, ভাব ও ভাষাদির বৈলক্ষণ্য তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে। এই পুস্তকের ১২৩-১২৫ পৃষ্ঠায় শ্রীরাধা-সারূপ্য প্রাপ্তির বর্ণনা শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ। 'রাধার সারূপ্য পায় সখী হয় ব্রজে' এবং 'সেই মন্ত্র জপি রাজা রাধামূর্ত্তি হৈল। রাধামূর্ত্তি লভি দৈবে কৃষ্ণকে পাইল॥' ইত্যাদি পয়ারগুলি অহংগ্রহোপাসনা-সূচক বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ভরত-মিলন—ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীল কৃষ্ণকমল গোস্বামি-বিরচিত বাঙ্গালা গীতকাব্য।

শ্রীভাগবত—[প্রথম খণ্ডে ৫৪৫—৫৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] লীলাস্তবে (৪১২—৪১৬) শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভু ইঁহাকে সর্বশাস্ত্রাব্ধি-পীয়ূষ, সর্ববেদৈকসৎফল, সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য, সর্বলোকৈকদৃক্‌প্রদ, সর্বভাগবত-প্রাণ, কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিবর্ত্তিত বলিয়া শ্রীমদ্ ভাগবতের স্বরূপটিই প্রকট করিয়াছেন। ইহার পাঠে পরমানন্দ, প্রত্যক্ষর প্রেমবর্ষী ; ইনি সর্বদা সর্বসেব্য ও অসাধুকে সাধু এবং অতিনীচ জনকেও উচ্চ করেন। (তত্ত্বসন্দর্ভ ২৬—২৬) শ্রীবেদব্যাস সর্বপুরাণ আবির্ভাব করত, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও অপরিতুষ্ট হইলে শ্রীনারদের কৃপোপদেশে নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপে ইহাকে সমাধিযোগে আবির্ভাবিত করিয়াই সম্যক্ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে দ্বাদশ স্কন্ধ, ৩৩৫টি অধ্যায় এবং আঠার হাজার শ্লোক আছে। সর্গ-বিসর্গাদি মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণও ইহাতে সমন্বিত হইয়াছে (তত্ত্বসন্দর্ভ ৫৬, ৬০)। শ্রীভাগবত-স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ-ইঁহার দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ—দুই উরু, পঞ্চম—নাভি, ষষ্ঠ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম—দুই বাহু, নবম—কণ্ঠ, দশম—প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, একাদশ—ললাটপট্ট ও দ্বাদশ—মস্তক। যিনি অপার সংসার-সমুদ্রের সেতু-স্বরূপ, জগতের সুমঙ্গলের জন্যই যাঁহার অবতার, যিনি তমালবর্ণ ও করুণানিধান—সেই আদি দেবতা শ্রীভাগবত-স্বরূপকেই বন্দনা করি। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর (ভা ১০।১ মঙ্গলাচরণ ১২।১৩) আবার দশম স্কন্ধকে শ্রীভাগবত-কৃষ্ণের মনোজ্ঞ হাস্যই বলিয়াছেন—'শ্রীভাগবত-কৃষ্ণস্য দশমো মঞ্জুহাস্যতাম্'। সিদ্ধান্তদর্পণে (৩-৭) চারিটী অধ্যায়ে শ্রীভাগবতের অষ্টাদশ-পুরাণাতিরিক্তত্ববাদ, দেবীপুরাণের ভাগবতত্ব বাদ, শ্রীভাগবতের অপ্রামাণ্যবাদ, অনার্ষত্ব (বোপদেব-রচিতত্বাদি) এবং 'বিজয়ধ্বজীয় গুণ-বাদ' প্রভৃতির নিরসন হইয়াছে।

"ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রসমূহ প্রায়ই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অবলম্বনে গ্রথিত ও ব্যাখ্যাত। এই ত্রিধারার মূলেই বেদ। বেদান্তের বৈশিষ্ট্য—তত্ত্ব বা জ্ঞানে, গীতার বৈশিষ্ট্য—কর্মে আর শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৈশিষ্ট্য--ভক্তিবাদে। আর্য ঋষিগণ ভক্তির মূল উপাদানাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, গীতা তাহার সাহায্যে জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয়ে ভক্তির কাঠামো প্রস্তুত করেন আর ভাগবত তাহাতে ভক্তিদেবীর পূর্ণাবয়ব গঠন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমুখে গীতা আর যুদ্ধশেষে ভাগবত। ভক্তিবাদে গীতা যেখানে শেষ, ভাগবত সেইখানেই আরম্ভ। 'সত্যং পরং ধীমহি' (ভা ১।১।২) দ্বারা ভাগবতের মঙ্গলাচরণ। 'প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব' (১।১।২) ভক্তিধর্মের প্রচার-প্রসারই উদ্দেশ্য। ভক্তিসাধনের তত্ত্ব ও প্রণালী উভয়ই 'নিগম-মূলক' (১।১।৩)। নিগম বলিয়াছেন—তিনি 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' (বৃহদা ২।৫।১৯); তিনি 'দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য' (বৃহদা ২।৪।৫); তিনি রস-আনন্দ-সুখ-অমৃত-স্বরূপে 'মন্তব্য' ও 'উপাসিতব্য'; তাঁহাদ্বারা সম্পরিষক্ত হইলে (বৃহদা ৪।৩।২১-২২) চণ্ডাল অচণ্ডাল, পুক্কশ অপুক্কশ হয়। এই স্থলেই অনিমিত্তা প্রেমভক্তির মূল। শ্রীভাগবত ভগবানের লীলা ও ভক্তের চরিত বর্ণনা করত নানাভাবে সেই 'অরূপ ও উরুরূপের' (ভা ৮।৩।৯) প্রতি অনিমিত্তা ভক্তির মহামহিমা প্রকটিত করিয়াছেন।

ঈশ্বরারাধনা কোন হেতুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা মানুষের স্বাভাবিকী বৃত্তি বা ধর্ম। ইহা বহু 'আয়াস-সাধ্য' নহে (ভা ৭।৬।১৯, ৭।৭।৫৮); বহুশাস্ত্রপাঠ, বহু ক্রিয়ানুষ্ঠান বা কৃচ্ছ্রসাধন অবশ্য কর্তব্য নহে। 'মন্ত্রলিঙ্গ-ব্যবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ-কুশাগ্রবহুল' (ভা ৪।২৯।৪৫-৪৯) সকাম ক্রিয়া 'বিষমবুদ্ধি-বিরচিত' (ভা ৬।১৬।৪১)। অর্চা বা প্রতিমায়

পূজা—যতক্ষণ সর্বভূতে শ্রীহরিকে দেখিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল একটা বিশিষ্ট গণ্ডীতে দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, ততক্ষণ সাধক 'ভস্মন্যেব জুহোতি' (ভা ৩।২৯।২২)। সমদৃষ্টিই সেই পরম দেবের মহৎ সমর্হণ বা পূজা (ভা ৭।৮।৯)। 'ঔৎকণ্ঠ্য' বা অখণ্ড আগ্রহদ্বারাই শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, তখন ভক্ত তাঁহার সহিত সতত যুক্ততা লাভ করেন; তখন বাক্যমনের 'মৃষা গতি' ও অন্তর্বহিঃ ইন্দ্রিয়দামের অসৎপথে প্রবৃত্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হয় (ভা ২।৬।৩৪)। এই আগ্রহ তপোযুক্ত ভক্তিদ্বারা লভ্য। শ্রবণকীর্ত্তনাদি ও 'নিষ্কিঞ্চনের পাদরজঃ' (ভা ৭।৫।৩২) এই তপস্যার প্রধান সহায়। এই পথেই শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির 'অনুক্রমণ' বা ক্রমাভিব্যক্তি (ভা ৩।২৫।২৫)। ভক্তিলব্ধ সুখ ও আনন্দ যেমন বাড়ে, জীবের দুঃখতাপ-বোধ তেমনই কমে, চিত্তবৃত্তি তেমনই শান্ত, অমৎসর ও রাগদ্বেষশূন্য হইয়া উঠে। চিত্তশুদ্ধি ভক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে, যেমন অন্নের প্রতিগ্রাসে 'ক্ষুদপায়, তুষ্টি ও পুষ্টি' হইতে থাকে (ভা ১১।২।৪২)। দেহে অনাত্মবোধ এবং ভোগে অরাগ বা অনাসক্তি এই পরম তত্ত্ব অভ্যাসের ক্রমশঃ অর্জিত ও প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল পরিণতি। দেহ একদিকে যেমন 'শ্বশৃগাল-ভক্ষ্য' (ভা ২।৭।৪২), অপর দিকে আবার শ্রীহরির বিলাস-নিকেতন। সংসার একদিকে যেমন 'উগ্রব্যাল-নিষেবিত' অপরদিকে তেমন 'সুরক্ষিত দুর্গ' (ভা ৫।১।১৮)। পরিমিত ভোগের সঙ্গে এই ভক্তিবাদের কোনও বিরোধ নাই, বিরোধ আসক্তির সঙ্গে। জঠর-ভরণের অতিরিক্ত ভোগ 'স্তেয় বা চৌর্য' (ভা ৭।১৪।৮) সুতরাং দণ্ডনীয়। (ভা ২।২।৪-৫) ত্যাগ ও বৈরাগ্যের চূড়ান্ত চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। জাতি, বয়স, কুল, মান, পদ, মত ইত্যাদি সর্ব-বৈষম্য এই ভক্তিবাদে নিরাকৃত।

ভক্তির যে আদর্শ শ্রীভাগবত ভূয়োভূয়ঃ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বিষয় চাহিলেও তিনি দেন না, বরং থাকিলে কাড়িয়া নেন; সেস্থলে দেন—সকল ইচ্ছার পিধানকারী স্বীয় পাদপল্লব (ভা ৫।১৯।২৬)। ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদ—অতিহেয়, মোক্ষ ও অতিশয় ফল্গু (ভা ৫।১৪।৪৪), 'দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি' (ভা ৩।২৯।১৩)। ভক্ত চাহে কেবল তাঁহার পাদপল্লব, যে অন্য কিছু চায়, সে ত বণিক্ (ভা ৭।১০।৪)। গোপীপ্রেম—এই অনিমিত্তা ভক্তিযজ্ঞে পূর্ণাহুতি।" [শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেনের শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকার ছায়া ১১—১২ পৃষ্ঠা]।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই একাধারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও পারমহংস-সংহিতা। ইহাতেই জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত। ইহা একমাত্র রসিক ও ভাবুক জনেরই সংবেদ্য ও সমাস্বাদনীয়। ইহা রসরত্নাকর বা ভাবাকর বলিয়া—ইহার সর্বতোমুখিতাবশতঃ সকল সম্প্রদায়ের সকল আচার্য মহাজনগণই সদোপান্ত শাস্ত্রবর্যরূপে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রভাগবত, হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, বিদ্বৎকামধেনু, সম্বন্ধোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয়া প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী ও হরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহাদি নিবন্ধগ্রন্থরাজি শ্রীমদ্ভাগবতাবলম্বনে রচিত হইয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য গোবিন্দাষ্টক, যমুনাষ্টক, প্রবোধসুধাকর ও সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ (বেদান্তপক্ষপ্রকরণে ৯৮।৯৯) প্রভৃতি গ্রন্থে ভাগবতে বর্ণিত লীলামালাই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীমধ্বমুনি ইঁহার পরমোপাস্যত্ব, বেদের শ্রেষ্ঠ-ফলত্ব, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং 'ভাগবত-তাৎপর্য নির্ণয়'-নামে এক ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। তিনি আবার ঋগ্ভাষ্য, ঐতরেয়ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্যাদিতে ভাগবতের শ্লোকাবলির প্রমাণ দিয়াছেন। শ্রীরামানুজ বেদান্ততত্ত্বসারে (ভা ১।৭।৪, ১১।৯।১৬, ১৭; ১১।১৭।২৭, ১১।২৮।৯ ও ১১।২৯।৩৭) শ্রীবিষ্ণুপুরাণকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া ফলতঃ বিষ্ণুপুরাণ-কথিত (ভা ৩।৬।২২) শ্রীভাগবতের প্রামাণ্যই মানিয়া লইয়াছেন। তৎপূর্ববর্ত্তী আলোয়ারগণ কিন্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের যাবতীয় লীলাই তাঁহাদের গাথাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] এই সম্প্রদায়ের

১। Religious Lectures of India'

প্রসিদ্ধ টীকা—শ্রীনিবাস-সূরিকৃত—(১) তত্ত্বদীপিকা, বীররাঘব কৃত (২) ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, সুদর্শন সূরি-কৃত (৩) শুকপক্ষীয়া এবং যোগিরামানুজাচার্য-কৃত (৪) সরলা প্রভৃতি। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠসূরি গীতার (১২।১০, ১৪।২২, ১৮।৫৪) টীকায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকপ্রামাণ্য উদ্ধার করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত গীতাভাষ্যে (৫৭৪ পৃষ্ঠায়) ভাগবতের ২।১।৩—৪ শ্লোক ধরিয়াছেন। গৌড়পাদের উত্তরগীতাভাষ্যে (ভা ১০।১৪।৪) 'তেষামসৌ ক্লেশল এব' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। মাঠরবৃত্তিতেও (ভা ১।৮।৫২, ১।৬।৩৫) ইহার উদ্ধৃতি হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী শ্রীধরস্বামী 'ভাবার্থদীপিকা' টীকা করেন। শ্রীবল্লভাচার্য 'সুবোধিনী' এবং পুরুষোত্তম তাহার উপরে আবার 'সুবোধিনী-প্রকাশ' রচনা করেন। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ে শুকদেব দাস 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ' রচনা করেন।

শ্রীগৌড়ীয়গোস্বামিগণও বৈষ্ণব-তোষণী (বৃহৎ ও লঘু), ক্রমসন্দর্ভ (বৃহৎ ও লঘু), সারার্থদর্শিনী, বৈষ্ণবানন্দিনী, শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা, চৈতন্যমতচন্দ্রিকা (A. S. B. H. 8678), ভাগবত-টিপ্পনী (লোকনাথ চক্রবর্তি-কৃত। A. S. B. H. 3609, 10799C). ভাগবততত্ত্বসার (রাধামোহনগোস্বামী— Madras Govt. Manuscript Library. R 2945) ভাবভাববিভাবিকা (রামনারায়ণমিশ্র), ভাবার্থদীপিকা-দীপনী, শ্রুতিস্তুতিব্যাখ্যা (প্রবোধানন্দসরস্বতী), সংশয়শাতনী (রঘুনন্দনগোস্বামী) প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। Catalogus Catalogorum-নামক গ্রন্থতালিকা পুস্তকে আরো বহু টীকার নাম পাওয়া যায়।[১] হিন্দী, গুজরাটী, পারস্য, ফরাসী, ইংরাজী, তেলেগু, তামিল, দ্রাবিড়ী, মালয়ালম্, কাণাড়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায়ও ইহার অনুবাদ আছে; বঙ্গভাষায় প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদ্যানুবাদ দুইটি— শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'।

শ্রীভাগবত সপ্তাহ-পারায়ণের ব্যবস্থা আছে। তাহার নিয়ম—

হিরণ্যাক্ষ-বধং যাবৎ প্রথমেঽহনি কীর্ত্তয়েৎ। ভরতস্যানুচরিতং দ্বিতীয়েঽথ তৃতীয়কে ॥১॥ অমৃতমথনং যাবদ্‌যত্র কূর্মঃ স্বয়ং হরিঃ। চতুর্থ-দিবসে চৈব দশমে হরিজন্ম চ ॥ ২ ॥ পঞ্চমে চ পঠেদ্‌বিদ্বান্ রুক্মিণ্যা হরণাবধিম্। ষষ্ঠে চোদ্ধবসংবাদং সপ্তমেঽহ্নি সমাপয়েৎ ॥ ৩ ॥

ভাগবতীয় চম্পূকাব্য-সমূহের তালিকা—(১) রামভদ্র-কৃত ভাগবতচম্পূ, (২) শেষশুধি এবং (৩) পরশুরাম-কৃত কৃষ্ণচম্পূ, (৪) ভুবনেশ্বর-কৃত আনন্দদামোদর, (৫) গোপালকৃষ্ণকৃত বসুদেবনন্দিনী, (৬) মাধবভট্টকৃত প্রণয়িমাধব, (৭) শ্রীনিবাস-কৃত মুকুন্দচরিত, (৮) মিত্রমিশ্র-কৃত কৃষ্ণানন্দকন্দ, (৯) কেশব ও (১০) মাধবানন্দ-কৃত আনন্দ-বৃন্দাবন, (১১) জীবনজিশর্মা-কৃত বালকৃষ্ণচরিত, (১২) চিরঞ্জীব-কৃত মাধবচম্পূ, (১৩) শ্রীকৃষ্ণকৃত মন্দারমরন্দ, (১৪) জীবরাজ ও (১৫) কিশোর-বিলাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণচম্পূ, (১৬) লক্ষ্মণকৃত কৃষ্ণবিলাস, (১৭) বীরেশ্বর-কৃত, যাদবচম্পূ ও (১৮) কৃষ্ণবিজয়, (১৯) গোবর্দ্ধন কৃত রুক্মিণীচম্পূ, (২০) সন্তানগোপালপ্রবন্ধ, (২১) কালিন্দী-মুকুন্দ এবং (২২) জয়রাম পাণ্ডেকৃত —রাধামাধববিলাস। [এতদ্‌ব্যতীত মহাভারত ও পুরাণ-প্রভৃতি-মূলক চম্পূগ্রন্থতালিকা প্রভৃতি History of Classical Skt. Litt গ্রন্থে ৫১৭—৫২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের হিন্দী অনুবাদ

শ্রীপ্রিয়াদাসজির শিষ্য শ্রীরসজানি-বৈষ্ণব দাস সমগ্র দ্বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্‌ভাগবতের হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছেন। রচনার আদর্শ যথা—

মাহাত্ম্য—রসিকভূপ হরিরূপ পুন শ্রীচৈতন্যসরূপ হৃদৈকূপ অনুরূপ রস উঝল্যো বহৈ অনূপ ॥১॥ শ্রীপ্রিয়াদাস রসরাসকৌ পৌত্র বৈষ্ণব দাস। তাহীকৌ রসজানিকৈ কীনৌ নাম প্রকাস ॥২॥ শ্রীহরজীবন গুরুকৃপা পায় সোই রস জানি। শ্রীভাগবত মহাত্মকী ভাষা করী বখানি ॥৩॥ অন্য হিন্দী অনুবাদ—চতুর দাসজি-কৃত।

[অন্যান্য হিন্দী অনুবাদের জিজ্ঞাসায় Poleman-কৃত 'A Census of Indic Mss. in the

by Dr. Farquhar p. 231.

১। জিজ্ঞাসা থাকিলে Cat. Cat., শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষার ভূমিকা এবং 'গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর' গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

U. S. A and Canada' দ্রষ্টব্য]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের উৎকলীয় অনুবাদ

(১) ওড্র কবি জগন্নাথ দাস (অতিবড়ী) সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের উৎকলীয় ভাষায় নবাক্ষরে অনুবাদক।

(২) খাড়ঙ্গা দীনবন্ধুদাস সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের উৎকলীয় ভাষায় নবাক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন। ১১।৫।৩২ শ্লোকটির অনুবাদ যথা—[কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং] যে কৃষ্ণ বর্ণটি কান্তি রে, সংযুত কৌস্তুভ আদি রে। উত্তম অঙ্গে শোভাবন,চক্রাদি-নিজায়ুধ মান। যে যুত সুনন্দ-আদি রে, সে শ্রীকৃষ্ণঙ্ক এ কলিরে। নাম কীর্ত্তন মানঙ্করে, উত্তম স্তুতি মানঙ্করে। উত্তমবুদ্ধি সাধুজন, পূজ' করন্তি হে রাজন॥

এই কবি প্রসিদ্ধ জগন্নাথদাসের পরবর্ত্তী—নিত্যানন্দ - পরিবার - ভুক্ত জনৈক বৃন্দাবন দাসের শিষ্য জয়রামদাস, তাঁহারই শিষ্য দীনবন্ধু-দাস—বৈতরণী-তটবর্ত্তী মুকুন্দপুর-গ্রামবাসী ; যথা—

বৈষ্ণব বৃন্দাবনদাস শ্রীকৃষ্ণভক্তিরে লালস। শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার অটন্তি অতিশুদ্ধাচার। যে অটে তাহাঙ্কর শিষ্য বৈষ্ণব জয়রাম দাস। তাঙ্ক প্রীতিরে বশ হেলি ভাগবতকু গীত কলি॥

(৩) ধরাকোটবাসী ভক্তকবি কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক-কৃত চতুর্দ্দশাক্ষরে উৎকলীয় পদ্যানুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ছন্দোবৈচিত্র্য—বহুস্থলে অধুনা-প্রচলিত ছন্দের নিয়মব্যত্যয় দেখা যাইতেছে—নিম্নে দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

১। (ভা ১।২।৩) শ্লোকটী—যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক--মধ্যাত্ম-দীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।

ইহার প্রথম চরণটি—বসন্ততিলক-ছন্দে রচিত 'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজাজগৌগঃ' এই লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু দ্বিতীয় চরণটি—'চেলাঞ্চল'-বৃত্তঘটিত চেলাঞ্চলং 'তভসজগা গুরু যদা স্যাৎ' [বাগ্‌বল্লভে ২০৬ পৃষ্ঠা]।

২। (ভা ১।৩।৩৭) শ্লোকে আদ্য-পাদদ্বয়ে 'উপেন্দ্রবজ্রা', তৃতীয় পাদে 'ইন্দ্রবজ্রা' এবং চতুর্থপাদে 'ঈহামৃগী' বৃত্ত—'ঈহামৃগী কিল চেত্তো ভতো গৌ'—এই লক্ষণাক্রান্ত (বাগ্‌বল্লভ ১৬২ পৃষ্ঠা)।

৩। (ভা ১।৭।৪২) শ্লোকে আদ্য-পাদদ্বয়ে 'উপেন্দ্রবজ্রা', তৃতীয়ে 'বংশস্থবিলং' এবং চতুর্থে 'ইন্দ্রবংশা'।

৪। (ভা ১।১২।১৮) শ্লোকটি অনুষ্টুপে রচিত হইলেও তৃতীয়পাদে অক্ষর নয়টি।

৫। (ভা ২।৩।২৫) শ্লোকে আদ্যচরণ-দ্বয়ে 'উপেন্দ্রবজ্রা', চতুর্থটি কোন বৃত্ত? এইরূপ ভা ২।৪।১৪ প্রথমপাদ অজ্ঞাতবৃত্ত।

৬। (ভা ১।১৩।২৯) 'এবং রাজা বিদুরেণানুজেন' ৫ম গুরু হইলে শালিনী হইত, এস্থলে 'বাতোর্মী' হইয়া উপজাতি।

৭। (ভা ১।১৩।৩০) প্রথম দুই চরণ ইন্দ্রবজ্রা হইলেও তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণের ছন্দঃ অজ্ঞাত।

৮। (ভা ১০।৩৫।৯) 'বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং'—ছন্দঃ অজ্ঞাত।

হ্রস্বদীর্ঘব্যতিক্রমে—৯। (ভা ১।২।৩) 'অধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমো-হন্ধম্'—এইস্থলে ৮ম ও ৯ম অক্ষর যথাক্রমে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হইলে বসন্ত-তিলক হইত।

১০। (ভা ১০।২।২৬) 'সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং'—এই চরণে ৫ম অক্ষর লঘু হইয়াছে ; ঐ ২৭ শ্লোকের তৃতীয় চরণে ৫ম লঘু এবং চতুর্থ চরণ অন্য ছন্দ।

এইরূপে দেখা যায় যে শ্রীমদ্‌-ভাগবতে ছন্দোবিষয়ে বহু ব্যতিক্রম আছে ; তাহাতে দুইটি সমাধান মনে হয়—আর্ষপ্রয়োগ ত আছেই ; ছন্দের পূর্ব্বকালীন প্রচলন এবং প্রস্তারের নিয়মে নূতন রচনাও হইতে পারে। এক শ্লোকে অনেক ছন্দের মিলনে বিবিধ উপজাতির প্রয়োগও আছে। একটি কথা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য এই যে 'ইন্দিরা' ছন্দঃ সর্ব্ব-প্রথম শ্রীভাগবত (১০।৩১।১) হইতেই প্রবৃত্ত। 'জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ, শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্রহি।'

[আদি সংস্কৃত-কাব্য রামায়ণ হইতে আরম্ভ করত মাঘ-সময় পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কি প্রকারে ছন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, সংস্কৃতসাহিত্যে তাহার বোধের জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম-তারণ শিরোমণি-কর্ত্তৃক বিরচিত সূচীপত্র এস্থলে শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত ছন্দোমঞ্জরীর ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত হইল। ১৭১০ পৃষ্ঠা]

ছন্দঃ আবির্ভাবের সূচীপত্র

		রামায়ণে		মহাভারতে		ভাগবতে	শিশুপালবধে*
১	অনুষ্টুপ্	বাল	২।১৫	দ্রোণ	৮৪০৮	১০।১।১	২ সর্গ
২	ইন্দ্রবজ্রা	উত্তর	৬৪।১৯	আদি	২১১২	১০।২।২১	৩
৩	উপেন্দ্রবজ্রা	,,	৭৯।১৭	,,	৭০১৮	১০।১।৫	৪।২৭
৪	বংশস্থবিল	বাল	২।৪২	,,	৭০৩৬	১০।১।১৮	১
৫	ইন্দ্রবংশা	সুন্দরা	৮ সর্গ	,,	৩২৪১	১০।২।২৬	১২
৬	বৈশ্বদেবী	,,	৬৫।২৮		০	০	০
৭	প্রহর্ষিণী	অযোধ্যা	১০৭।১৭	,,	৬৬০	১০ ৮৭,১০	৮
৮	রুচিরা	,,	২১।৬৫	,,	১১৭৯	১০।১৮।১৬	১৭
৯	বসন্ততিলক	উত্তরা	১০৯।২৩	,,	৬৫৬	১০।১।১৩	৫
১০	পুষ্পিতাগ্রা	বাল	২।৪৩	শান্তি	৬৬৭৬	১০।৭।২১	৭
১১	অপরবক্ত্র	অযোধ্যা	৮১।১৬	,,	৭১২৫	০	০
১২	ঔপচ্ছন্দসিক	উত্তরা	৬৭।২১		০	০	২০
১৩	সুন্দরী	,,	৭৩।২৫		০	১০।৯০।১৪	০
১৪	রথোদ্ধতা		০	শান্তি	৭১২৬	০	১৪
১৫	প্রমাণিকা		০	,,	১২০২৬	৭।৮।৪৮	০
১৬	শালিনী		০	আদি	২১৮৬	১০।৩।২২	১৮
১৭	ভুজঙ্গপ্রয়াত		০	শল্য	২৩৫৭	৪।৭।৩২	০
১৮	দ্রুতবিলম্বিত		০	দ্রোণ	৮৪০৯	১।১,৩	৬
১৯	পঞ্চচামর		০	শান্তি	১২০৩৬	০	০
২০	মালিনী		০	কর্ণ	৪৩০৫	১০।৪৬।৯	১১
২১	শার্দূলবিক্রীড়িত		০	,,	৪৬৬৯	১।১।১	১।৭৫
২২	ইন্দিরা		০		০	১০।৩১।১	০
২৩	মন্দাক্রান্তা		০		০	১০।৮।২১	৭।৭৪
২৪	শিখরিণী		০		০	৪।৭।৪০	৫।৬৯
২৫	নর্দটক		০		০	১০।৮৭।১১	০
২৬	স্বাগতা		০		০	১০।৩৫।১	১০
২৭	মঞ্জুভাষিণী		০		০	৭।৮।৪৫	১৩
২৮	মৃগেন্দ্রমুখ		০		০	১২।১২।৫০	০
২৯	স্রগ্বিণী		০		০	৭।৩৪।৪৩	৪।৪২
৩০	স্রগ্ধরা		০		০	১০।৯০।২৪	১৪।৯৬

* শিশুপালবধে দোধকাদি আরও ২০ প্রকার ছন্দের উল্লেখ আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাকরণ-বৈচিত্র্য

১। (১৷১০৷২) সংরোহয়িত্বা—'ক্ত্বাচ্' স্থানে যপ্ হইত। এইরূপ (৪৷১৯৷১৫) হন্তবে=হন্তুম্, এবং (৩৷৫৷৪৭) প্রতিহর্ত্তবে=তুমর্থে তবেন্ প্রত্যয়।

২। (১০৷৮৭৷১৪) 'গৃভীত গুণাং' 'গৃভীত' শব্দ বৈদিক, এইরূপ (৩৷২১৷২৪) সংগৃভিত। (৪৷৫৷৩, ৫৷৩৷২১) তন্নুবা=তন্বা।

৩। (১০৷৬৷৯) 'জননী হ্যতিষ্ঠতাং' দ্বিবচনে 'জননী'পদ আর্ষ।

৪। (১০৷২৯৷৪০) 'পুলকান্য-বিভ্রন্' 'অবিভরুঃ' স্থলে আর্ষ।

৫। (১০৷১৪৷৬) 'মহিমা গুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ' এস্থলে কর্মবাচ্যে 'অর্হতি' ক্রিয়া।

৬। (ভা ১০৷২৪৷৩৬) 'সহ চক্রে-হস্মনা'—'আত্মনা' শব্দের আকার লোপ কেন ?

৭। (১০৷২৪৷৩৭) 'শর্মণে আত্মনো' বিসন্ধি হইয়াছে, অথচ সন্ধি করিলেও ছন্দঃপাত হয় না।

৮। (১০৷২৬৷২৫) 'বজ্রাশ্মপর্শা-নিলৈঃ'—'পর্শ' অর্থ কি ? 'সীদৎ-পালপশুস্ত্রি আত্মশরণং'—বিসন্ধি ; এইরূপ (১০৷৩২৷১৫) 'সংস্তুত্য ঈষৎ' বিসন্ধি।

৯। (১০৷৮৭৷২২) 'রমন্ত্যহো', পলায়ন্ (১০৷৩৷২৭), ইক্ষতী (১০৷ ৯৷৫) পরস্মৈপদে প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ ভোক্ষ্যন্ (১০৷৮৷২৯), বয়ং দদৃশুঃ (১০৷৪৭৷১৯)=দদৃশিম।

১০। সম্প্রসারণ— (১৷১০৷১) কিমকারষীৎ, (৪৷১১৷৩) তস্থারষাস্ত্রং, (১০৷১৬৷৩৬) রেণুস্পরশাধিকারঃ, (১০৷১৪৷৪০) আকল্পমার্কমরহন্, (৭৷৯৷৩৯) 'কামাতুরং হরষশোক-ভয়ৈষণার্ত্তং' (১০৷১৬৷২৬), এইরূপ (১০৷৮৷২৪) এবং (১০৷১০৷৩৮) (১০৷২১৷১৮) 'বরহস্তবক' ইত্যাদি।

ভাগবত-কৌমুদী——শ্রীমদ্‌ভাগবত দশমস্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায়ী পর্যন্ত ২৫ পত্রাত্মক টিপ্পনী, রচয়িতা—রামকৃষ্ণ। ১৭৪৩ শাকে রচিত, খণ্ডিত পুঁথি [A. S. B. 3550] প্রথম শ্লোক—প্রণম্য পরমং ব্রহ্ম দুরূহার্থস্য সংবিদে। তন্যতে রামকৃষ্ণেন শ্রীভাগবতকৌমুদী॥

ভাগবত-- টিপ্পনী——শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের দুরূহ শ্লোক-সমূহের টিপ্পনী। [A. S. B. 3609,10779c] দশমের প্রথমে—শ্রীগোবিন্দ-পদদ্বন্দ্বং নমস্কৃত্য গুরূক্তিতঃ। শ্রীলোকনাথস্তনুতে মুদা দশম-টিপ্পনীম্॥ গোপিকা-হৃদয়াম্ভোজে যোঽভীক্ষ্ণং স্ফুরতি প্রভুঃ। সোঽয়ং বৃন্দাবন-স্বামী কুরুতাং প্রভুতাং ময়ি॥ প্রথম পুঁথিতে ৫ পত্র এবং তৃতীয়াধ্যায় ১৩ শ্লোক পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পুঁথিতে একাদশ, দ্বাদশস্কন্ধেরও টিপ্পনী আছে।

ভাগবত-তত্ত্বসার— —শ্রীরাধামোহন গোস্বামিকৃত ; শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা মাত্র পাওয়া গিয়াছে (A. S. B. 4023), পঞ্চপত্রাত্মক খণ্ডিত পুঁথি।

আরম্ভে——শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-পরানন্দামৃতাম্বুধৌ। মনোমধুব্রতো নিত্যং রমতাং মমতাঙ্কিতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভাব-মুগ্ধেন রাধামোহন-শর্মণা। শ্রীমদ্‌-ভাগবতস্যায়ং তত্ত্বসারঃ প্রকাশ্যতে॥

অথ দ্বাপরে জ্ঞান-বৈকল্যে পুনর্জ্ঞান-বর্ত্ম-প্রদর্শনায় ব্রহ্মাদি-দৈবতৈরর্থিতো ভগবান্নারায়ণো ব্যাসত্বেনাবততার, ততশ্চ বেদান্ বহুধা বিভজ্যাপি তজ্জ্ঞানশক্তি-বিহীনা মন্দবুদ্ধয়োঽল্পায়ুষো লোকাঃ কলৌ ভবিষ্যন্তীতি নিশ্চিত্য স্ত্রীশূদ্র-ব্রহ্মবন্ধূনামপি নিঃশ্রেয়সায় চ ভাগবত-পুরাণান্তরাণি কৃত্বা তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-বর্ণনমন্যধর্মাদিকমন্থ কীর্ত্তিতমিতি চিত্ত-প্রসত্তিমলভমানো বেদব্যাসো নারদোপদেশেন শ্রীকৃষ্ণগুণ-বর্ণন-প্রধানং শ্রীভাগবতাখ্যং স্বকৃতবেদান্ত-সূত্রসার-ব্যাখ্যানময়ং প্রারিপ্সুস্তৎ-প্রতিপাদ্যং পরমমঙ্গলং গ্রন্থাদৌ নির্দিদেশ—জন্মাদ্যস্যেতি পদ্যেন।

ভাগবতমঞ্জরী— —তীর্থস্বামি-রচিত ভাগবতীয় বিচার-সংক্ষেপ। ২১০ শ্লোকাত্মক ৪ পত্র (Notices of Skt. Mss. 1035)। উপক্রমে—শ্রীভাগবতস্য গায়ত্র্যা সমারম্ভত্বাদ্ যং ব্রহ্মেত্যাদি - শ্লোকস্যামূলকত্বমায়াতি, তথাপি গ্রন্থবহির্ভূতত্বাৎ পাঠে ন দোষঃ (?) গ্রহণ-পুরশ্চরণে স্নান-সংকল্পাদিবৎ। উপসংহারে—যদ্যপি নারদীয়-পূর্ত্ত্যর্থং সপ্তসহস্রমধিকং, তথাপি স্বামিনাষ্টাদশসহস্রাণি গণিতানি বাচনিকসংখ্যারক্ষার্থম্॥

ভাগবত-ব্যাখ্যানলেশ—শ্রীগোপাল শর্ম-বিরচিত ২৭-পত্রাত্মক পুঁথি (A. S. B. 3547) দশমস্কন্ধব্যাখ্যালেশ-মাত্র পাওয়া গিয়াছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদেরই আনুগত্য করিয়া-ছেন। India Office Catalogue (R. 3517) এ অন্য পুঁথি আছে। ১৬৮৯ শকে এই টিপ্পনী সমাপ্ত হয়।

আরম্ভে—বাঙ্‌মনোবুদ্ধিদূরো যো নির্গুণো গুণবিগ্রহঃ। গোপিকা-পরমানন্দকন্দং বন্দে তমচ্যুতম্॥

শেষে—হাস্যায় বেদ্মি যদি মে বচনং কবীনাং, ক্ষুদ্রাশয়স্য রহিতং সকলৈর্গুণৈর্হি। যত্নস্তথাপি যদয়ং হৃদয়ং বৃথান্য,-চিন্তাকুলং যদি বিশুধ্যতি কৃষ্ণকীর্ত্ত্যা॥

ভাগবত-সার—মাধবাচার্য - রচিত বাংলা কাব্য। ভাগবতের ভাবানুসরণে পয়ার ও ত্রিপদীছন্দে ইহার রচনা। মূলপুঁথি বিকৃত ও খণ্ডিত ছিল।

শ্রীভাগবতামৃতকণা——শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত এই গ্রন্থ লঘুভাগবতামৃতের সার-সঙ্কলন মাত্র। অসমোর্দ্ধ-মহৈশ্বর্য-মাধুর্যতত্ত্ব উপাস্য বস্তুর স্বয়ংরূপত্ব, বিলাসত্ব (বৈকুণ্ঠনাথ), অংশত্ব (মৎস্যকূর্মাদি), আবেশত্ব (ব্যাসাদি) পুরুষাবতারত্রয়,গুণাবতার-ত্রয়, অসংখ্য লীলাবতার (চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্যাদি), মন্বন্তরাবতার (যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেনাদি), যুগাবতার (শুক্ল, রক্তাদি), প্রাভব (মোহিনী, ধন্বন্তরি প্রভৃতি), বৈভব (মৎস্য, কূর্মাদি), পরাবস্থ (নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ), বাসস্থান (ব্রজ, মধুপুর দ্বারকা ও গোলোক) ; পূর্ণত্ব, পূর্ণতরত্ব ও পূর্ণতমত্ব (যথাক্রমে দ্বারকায়, মথুরায় ও বৃন্দাবনে), লীলা (প্রকট ও অপ্রকট), বাল্যাদি-লীলার নিত্যত্ববিচার, ভক্তগণের তারতম্যাদি-বিষয়ে সংক্ষেপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ দুইটি—শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীরসিক দাস-কৃত

(পাটবাড়ী পুঁথি অনু ২২ ক)

শ্রীমদ্‌ভাগবতার্কমরীচিমালা——শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ-রচিত। ইহাতে স্থূলতঃ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ হইয়াছে। ২০টি কিরণ (অধ্যায়) আছে—প্রতি প্রসঙ্গই শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকাবলি-দ্বারা সমর্থিত। প্রমাণনির্দ্দেশ-খণ্ডে —প্রথম কিরণে সূচনা অর্থাৎ সর্ব-প্রমাণসার শ্রীমদ্‌ভাগবতই ; দ্বিতীয়ে — ভাগবতার্কোদয় অর্থাৎ ভাগবতের মূল তাৎপর্য এবং উদয়-ইতিহাস। তৃতীয়ে—ভাগবত-বিবৃতি। তৎপরে সম্বন্ধজ্ঞান-প্রকরণে চতুর্থে ভাগবত-স্বরূপ, পঞ্চমে—ভগবচ্ছক্তি, ষষ্ঠে—রসতত্ত্ব, সপ্তমে—জীবতত্ত্ব, অষ্টমে—বদ্ধজীব, নবমে—ভাগ্যবান্ জীব, দশমে— শক্তিপরিণাম ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। অভিধেয়-তত্ত্বপ্রকরণে একাদশে—অভিধেয়বিচার, দ্বাদশে —সাধনভক্তি, ত্রয়োদশে—নামাশ্রয়, চতুর্দ্দশে — ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার, পঞ্চদশে—ভক্ত্যানুকূল্যবিচার,ষোড়শে —ভাবোদয়ক্রমবিচার। প্রয়োজন-তত্ত্বপ্রকরণে সপ্তদশে—প্রয়োজন-বিচার, অষ্টাদশে—সিদ্ধ প্রেমরস ও উনবিংশে—রস-গরিমা এবং বিংশে —রসমধুরিমা।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার শ্রীমৎস্বরূপ-দামোদর প্রভুপাদ হইতে এই গ্রন্থ-রচনায় ইঙ্গিত পাইয়াছেন বলিয়া স্বয়ংই স্বকৃত অনুবাদের উপসংহারে জানাইয়াছেন। অনুবাদের প্রতি অধ্যায়ে মুখবন্ধে একটি কি দুইটি শ্লোকে গৌরগণের বন্দনা। ইহাতে ভাগবতের প্রায় ১২৩০টি শ্লোক সংগৃহীত এবং গ্রন্থশেষে স্বকৃত তিনটি মাত্র শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে।

ভানুসিংহের পদাবলী—কবীন্দ্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ-রচিত। ইনি বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুসরণে ও অনুকরণে কিশোরকালে ব্রজবুলিতে কবিতাগুলি রচনা করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ন্যায়ে ব্রজবুলি কাব্যের যবনিকাপাত করেন।

ভাবচন্দ্রিকা— 'শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-মধুব্রত' শ্রীচণ্ডীদাস-বিরচিত কাব্য। ষোড়শ খৃঃ শতকের প্রথমাংশের কবি। ইহাতে রাগমার্গ (ভক্তিতত্ত্ব) ও মাধুর্যলীলার উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়াছে। উপক্রমে—'বন্দে বৃন্দা-বনাসীনমিন্দিরানন্দ-মন্দিরম্। উপেন্দ্রং সান্দ্রকারুণ্যং সানন্দং নন্দনন্দনম্॥ (Notices of Skt. Mss. 6, 2131)।

ভাবনাসার-সংগ্রহ —— গোবর্দ্ধন-বাস্তব্য শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহোদয় ১৭৪৩ শকে ইহার সঙ্কলন করেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণভাবনা-মৃত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ৩৪খানা গ্রন্থরত্ন হইতে প্রায় তিন হাজার শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। এমন সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রীব্রজলীলার অষ্ট-কালিকী ধারা সুসজ্জিত হইয়াছে যে কেবলমাত্র এই গ্রন্থের সাহায্যেই তরুণ সাধকগণও অনায়াসে স্মরণ-ভক্তির যাজন করিতে পারেন।

ভাবভাববিভাবিকা—শ্রীমদ্ ভাগ-বতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীর টীকা। রচয়িতা—শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামির অন্ববায়ী শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র। ইহাতে যমক, অনুপ্রাসাদি শব্দাড়ম্বর দ্রষ্টব্য।

ভাবার্থদীপিকা——শ্রীধরস্বামিপাদ-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতটীকা। তিনি সম্প্রদায়ানুরোধে পৌর্বাপর্যানুসরণে বেদান্তসূত্রভাষ্য শ্রীভাগবতের টীকা রচনা করেন। মঙ্গলাচরণে ও শ্রুতি-স্তুতির টীকায় তাঁহার নৃসিংহ-উপাসনার ইঙ্গিত আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈচ অন্ত্য ৭।১২৯—১৩১) 'শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে সে ভাগবত জানি। জগদ্-গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥ শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥'

এইজন্য শ্রীপাদ সনাতন, শ্রীজীব এবং শ্রীনাথচক্রবর্তী প্রভৃতি সকলেই ভাবার্থদীপিকার আলোকেই শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

[প্রথম খণ্ড ৭৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ভাষারত্নমালা——শ্রীরূপগোস্বামি-পাদ-কর্তৃক সঙ্কলিত পদ্যাবলীর পদ্যানুবাদ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্তম অধস্তন শ্রীমাধবানন্দ গোস্বামির শিষ্য-কর্তৃক সুললিত পয়ারাদি ছন্দে গ্রথিত।

ভাষাশব্দার্ণব—শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর-কর্তৃক রচিত। ইহাতে ক-কারাদি অনুপ্রাসযুক্ত কাব্যরচনা আছে। পদ-কর্তারা যাহাতে সহজে মিল খুঁজিয়া পান—এই উদ্দেশ্যেই তিনি সম-ধ্বন্যাত্মক এই শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কালিদাস নাথের সঙ্কলনে অসমাপ্ত রচনাটি প্রকাশিত হইয়াছে। সংপ্রতি প্রকাশিত শ্রীধীরানন্দ ঠাকুরের সঙ্কলনেও তাহাই আছে।

ভাষ্যপীঠক—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত এই সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক শ্রীগোবিন্দভাষ্যের পরিপোষক প্রকরণ গ্রন্থ। জয়পুরে গলতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ির সঙ্গে শ্রীবিদ্যাভূষণের যে বিচার হয়, এই গ্রন্থ তাহারই নিদর্শন। এই গ্রন্থের আটটি পাদ (অধ্যায়) আছে। প্রথমপাদে—জীবের পরমপুরুষার্থ, দ্বিতীয়ে—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য, তৃতীয়ে—শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব, চতুর্থে—তাঁহার সর্ববেদবেদ্যত্ব, পঞ্চমে ও ষষ্ঠে—কেবলাদ্বৈতবাদনিরাস, সপ্তমে—কেবলানুভূতিমতের খণ্ডন এবং অষ্টমে—পমরপুরুষার্থের সিদ্ধান্তপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। 'ভাষ্যপীঠক' নামকরণের যাথার্থ্যও গ্রন্থকার উপসংহারে (৮।৩২) লিখিয়াছেন—ব্রহ্মসূত্রে হরিপারতম্যাদি নবপ্রমেয়-বিশিষ্ট যে কৃষ্ণাত্মক (গোবিন্দ)-ভাষ্য সুবিরাজমান আছে—তাহার উপবেশনের নিমিত্ত এই সিদ্ধান্ত-রত্নাখ্য সুবর্ণপীঠই যোগ্য হইবে। তাৎপর্য এই যে গ্রন্থোক্ত শ্রুতিযুক্তি-ব্যতিরেকে গোবিন্দভাষ্য পরিপুষ্ট হইতে পারে না, অতএব অত্রত্য সিদ্ধান্তরত্নাবলীর সম্যক্ ধারণপোষণ পূর্বক গোবিন্দভাষ্য অধ্যয়ন করিলেই সুফল অবশ্যম্ভাবী। অধ্যায়গুলির ক্রমশঃ নাম—(১) পাঞ্চজন্য, (২) কৌমোদকী, (৩) সুদর্শন, (৪) তার্ক্ষ্য, (৫) বামন, (৬) ত্রিবিক্রম, (৭) নন্দক ও (৮) পদ্মক।

বিবৃতি—[প্রথমপাদে] দুঃখ-পরিহার ও সুখপ্রাপ্তির জন্য সর্ব জীবের প্রবৃত্তি—এই উভয় সাধনের জন্য কপিল, কণাদ, গৌতম ও জৈমিনি প্রভৃতি যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, সে সমস্তই দোষ-যুক্ত। বেদব্যাস এই সব মত-খণ্ডনে বেদান্তসূত্রে প্রণয়ন করত জীবের আত্মজ্ঞান-সাধনপূর্বক সর্বেশ্বরের অনুভবই শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সর্বেশ্বর-তত্ত্বটি জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সর্ব-শক্তি-সম্পন্ন, অচিন্ত্য, অলৌকিক, অতর্ক্য, সত্যকামাদি-গুণবিশিষ্ট পুরুষাকৃতি ভগবান্ই। তাঁহার স্বরূপে ধর্মধর্মিগত স্বগত ভেদ পর্যন্ত না থাকিলেও অচিন্ত্য-শক্তিবলে তিনি সবিশেষ। শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তি-বলেই তিনি ও তাঁহার বিচিত্র বিশেষ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত চরমফলদ্বয়-সাধনে কর্ম সাক্ষাৎ হেতু হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষাৎহেতুত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। ত্বং-পদার্থানুভবই নির্বেদ জ্ঞান, তাহাতে কৈবল্য-লক্ষণ মোক্ষ, তৎ ও ত্বং-পদার্থের বিচিত্র অপাঙ্গ-বীক্ষণই ভক্তিস্বরূপ জ্ঞান। শুদ্ধ তৎপদার্থ-জ্ঞানরূপা ভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি হয়। শুদ্ধ সম্বন্ধ বিশেষ-পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা তৎ-পাদপদ্ম-পরিচর্যারূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই ভক্তি হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎসাররূপা—তাহা ভগ-বান্ ও জীবের আনন্দবিধায়ক। ভগবানের পরা শক্তির বৃত্তিত্রয়—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। জীবের কায়াদিতে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তি বিশুদ্ধানন্দতাদাত্ম্য স্বরূপে সর্বেন্দ্রিয়ে কার্য করে। কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াও অনেকেই

সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। সালোক্যাদি মোক্ষ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। এই ভক্তি ভগবৎ-পরিকর হইতে ইদানীন্তন ভক্তগণের মধ্যে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় সম্প্রদায়গত। পূর্ণকাম ভগবান্ ভক্তের পূজা আদরে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য।

দ্বিতীয় পাদে—মাধুর্য ও ঐশ্বর্য-ভেদে দ্বিবিধ ভগবত্তা। জীবের জ্ঞান-ভক্তিও তদ্‌ভেদে দ্বিবিধ। পরমৈশ্বর্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে নরলীলার অনতিক্রম হইলে মাধুর্য; হৃৎকম্প-সম্ভ্রমাদি দ্বারা স্বভাবশৈথিল্যকারী ধর্মকে ঐশ্বর্যজ্ঞান বলা হয়। অন্ত-র্নিহিত ঐশ্বর্যজ্ঞান মাধুর্যের পোষক। মাধুর্য-ভক্তের বিস্ময়, বিরহ ও বিপৎ-পাতে ঐশ্বর্য অনুভূত হয়। এই উভয় ধর্মই ব্রহ্মতত্ত্বে বিদ্যমান। অষ্টাদশ-দোষশূন্য ভগবত্তনু—মুগ্ধতা সার্বজ্ঞ্যাদি বিরুদ্ধ গুণরাজি শ্রী-ভগবানে সমাবেশ হয়। ভক্তি দ্বিবিধা—ঐশ্বর্য-প্রকাশিনী বিধিভক্তি ও মাধুর্য-প্রকাশিনী রুচি ভক্তি। বিধিভক্তি—মিশ্র ও শুদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। মিশ্র-বিধিভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, অর্চিরাদিমার্গে অবশেষে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শুদ্ধ ভক্তগণ ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত কৃপালু ভগবৎকর্তৃক গরুড়স্কন্ধে তদ্ধামে নীত হন। রুচিভক্তি মাধুর্য-ময়ী বান্ধবভাব-সংযুক্তা। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই সর্বশক্তিময় স্বয়ং ভগবান্। যে সব স্বরূপে সর্বশক্তির বিকাশ নাই, দুই একটি মাত্র শক্তি প্রকটিত হয়, তাহারা বিলাস, অংশ বা কলা। শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারী আর পরব্যোম-পতি নারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্তি। লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপমাধুরী একমাত্র অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংরূপ শ্রী-কৃষ্ণেই বিরাজমান। হ্লাদিনীর সার-স্বরূপা প্রেমময়ী শ্রীরাধাই পরা শক্তি। লক্ষ্মী দুর্গাদি তাঁহার ছায়াবিশেষ। কৃষ্ণের নিত্য লীলাধাম 'শ্রীগোলোক'-নামে বেদে কথিত—গোলোকের নীচে মথুরা, তন্নিম্নে দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ, তন্নিম্নে শিবধাম, তন্নিম্নে দেবীধাম-রূপ জড় জগৎ। সেই সেই ধাম লীলাপ্রকাশের জন্য ধরার বুকে তদিচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হয়। আবির্ভূত ধামসমূহ অপ্রাকৃত হইলেও অসংস্কৃত দৃষ্টিতে প্রপঞ্চসম দৃষ্ট হয়। অনন্তাকার, অনন্তপ্রকাশ, অনন্তলীলা, অনন্তব্রহ্মাণ্ড, অনন্তবৈকুণ্ঠ ও অনন্ত পার্ষদগণের অনন্ত অভিব্যক্তি হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য। ভগবৎকৃপায় এই রহস্য বোধ্য। ভগবদ্ধামের সূর্যচন্দ্রাদিও অপ্রাকৃত। প্রপঞ্চনাশে কাদাচিৎকী লীলার অভাবেও নিত্যলীলার অসদ্ভাব হয় না। বৈধ ও রুচি-ভক্তিতেই দুঃখহানি ও সুখলাভ ঘটে। রুচি-ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকৃপাব্যতীত ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তৃতীয়পাদে—অনূর্দ্ধসমান পর-শক্তিবিশিষ্ট ষড়্‌বিকারশূন্য ভগবান্। তিনি সকল দেবতার দেবতা বিষ্ণু—মুমুক্ষু-কর্তৃক উপাস্য। কেবল তাঁহাকেই উপাসনা করিবে, কিন্তু অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা করিবে না। বিষ্ণুভক্তির বিরোধী—(১) সর্ব-দেবৈক্যবাদী, (২) ত্রিদেবৈক্যবাদী ও (৩) হরিহরৈক্যবাদী। ইহারা খণ্ড খণ্ড শাস্ত্রবাক্য লইয়া বিষ্ণুতে অনন্য ভক্তির ব্যাঘাত জন্মায়। সেই সব শাস্ত্রবাক্য অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে বিষ্ণুরই পারতম্য ও জীবোপাস্যতা নির্ণীত হয়। বিষ্ণুর অধীনে অন্যান্য দেবতারা কার্য করেন; অতএব ত্রিমূর্তির মধ্যে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ পুরুষই বিষ্ণু আর দুইজন তাঁহার বিভিন্নাংশ তত্ত্ব। তাঁহার জন্মকর্মাদি অপ্রাকৃত। স্বীয় বিভিন্নাংশগণের সহিত তাঁহার লীলাই নিত্য।

চতুর্থপাদে—কৈবল্যাত্মবাদ-নির-সন হইয়াছে। এইমতে শ্রুতিসকল দুই ভাগে বিভাজ্য, সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণশ্রুতিই লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সগুণশ্রুতি ব্রহ্মের ব্যাবহারিক ভাবকে ব্যক্ত করত নির্গুণ শ্রুতিসিদ্ধ শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুবাদরূপে বর্ত্তমান। এই প্রকারে শ্রুতিবিভাগ অন্যায়মূলক। ঋষিগণ কিন্তু শ্রুতি-গণকে কর্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয়-রূপেই বিভাগ করিয়াছেন। জ্ঞান-কাণ্ডে শ্রুতিগণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ নির্দেশ করেন, কর্মকাণ্ডে তাঁহারা জ্ঞানাঙ্গ-রূপে পরম্পরাভাবে ব্রহ্মকে নির্দেশ করেন। এস্থলে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি-সমূহকে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক-ভেদে বিভাগ করা অযৌক্তিক। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর সগুণ বেদবাক্য ব্রহ্মের অলৌকিক পার-মার্থিক গুণরাজির প্রতিষ্ঠা করেন, পক্ষান্তরে নির্গুণ শ্রুতিগণ কেবল প্রাকৃত গুণের নিষেধ করেন।

ঔপনিষদ পুরুষ—শব্দবাচ্যই। ভাগত্যাগ-লক্ষণায় কল্পিত ব্রহ্মের অচৈতন্যত্ব হইয়া পড়ে। সাক্ষী, কেবল, নির্বিশেষ প্রভৃতি নির্গুণ-সাধক বাক্য পক্ষান্তরে গুণেরই ত সাধক। সার্বজ্ঞ্যাদির ন্যায় সাক্ষী প্রভৃতি বাক্যও সমানভাবে পারমার্থিক। বেদবাক্যে বিশ্বাস শিথিল হইলেই মায়াবাদ আসে। সাকল্যে বাচ্য না হইলেও ভগবান্ বেদবাচ্য, জীব ও প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্। ক্ষরাক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমকে জানিয়াই জীব কৃতার্থ হয়।

পঞ্চম পাদে—অদ্বৈতবাদ কখনই সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিলে অদ্বৈত থাকে না; ব্রহ্মাত্মক বলিলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। আত্মাস্বরূপ সিদ্ধ বস্তুর যখন আবরণ সম্ভব হয় না, তখন অদ্বৈতকে অজ্ঞান কি প্রকারে আবরণ করে? অনধিগত অর্থ-সাধনে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যদি বল ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞান আছে, তবে দ্বৈত হইয়া গেল। যদি বল অজ্ঞান নাই—তবে সিদ্ধ আত্মার মোক্ষরূপ প্রয়োজনের অভাব হয়। অজ্ঞানকে সদসদনির্বচনীয় বলিয়া ক্রমশঃ কল্পনারই প্রসার হইতে লাগিল; সুতরাং এই মত আকাশ-কুসুমবৎ মিথ্যা। অদ্বৈতমতে যখন বিষয়, প্রয়োজন ও অধিকারীরই অভাব—তখন তাহাতে আর শাস্ত্র-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, যেহেতু সৎবস্তুর সহিতই শাস্ত্রের সম্বন্ধ।

ষষ্ঠপাদে—বেদমতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদি বিশেষের দ্বারা ভেদরূপে প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি পারমার্থিকই, মিথ্যা নহে। অভেদ পরমার্থ নয়; ব্রহ্মভাব ফল নহে, কিন্তু ব্রহ্মসুখানুভবই ফল। শাস্ত্রে ব্রহ্মাভেদ নাই। আত্মা চিন্মাত্রময়, কিন্তু কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-যুক্ত সবিশেষ বস্তু। আত্মাতে যে অস্মদর্থ ও যুষ্মদর্থ—তাহাও পারমার্থিক ভেদ-প্রকাশক। জীব-জড়াত্মক প্রপঞ্চ অধ্যাসিত নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধ পারমার্থিক বিভিন্ন বস্তু। পরস্পর স্বরূপভেদও পারমার্থিক। উপক্রমাদি ছয় লক্ষণে বেদবাক্যসমূহে ভেদ এবং ব্রহ্মে সবিশেষত্বই সাধিত হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মবাপ্যত্ব-নিবন্ধন এই জগৎ ব্রহ্মাত্মকই। সংসার-দশায় অজ্ঞতা-প্রযুক্ত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়। শাস্ত্রের একদেশ-দর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়াই এই ভ্রম, কিন্তু সর্বদেশ-সম্মত সিদ্ধান্তে আর ভ্রম হয় না। ব্রহ্মশক্তিময় প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। জন্মাদি-অনিত্যব্যাপ্য বলিয়া জগৎকে অনিত্য বলা যায়। জগৎ ত্রিকাল-মিথ্যা নহে বলিয়া সত্য হইলেও ঈশ্বরাধীন। ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি শক্তি আছে, ঐশ্বর্যাদি-বিশিষ্ট ভগবান্‌ই পরব্রহ্ম, অখিল ভূত তাঁহাতে এবং তিনি নিখিল ভূতে বর্তমান। তাঁহাতে হেয়গুণমাত্র নাই, বিষ্ণুর ভগবত্তা বস্তুসিদ্ধ, অন্যের কিন্তু মাহাত্ম্যপর, তিনি ইচ্ছাময় ও লীলাময়। তিনি নিত্যমুক্ত জীবেরও পরতত্ত্ব, নির্গুণতা তাঁহার ঐকদেশিক ধর্ম বা আবির্ভাব। কেবল ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি হইতে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু ব্রহ্ম-প্রপত্তিতে তাহা হয়। কেবল প্রাকৃতরূপগত ইয়ত্তার প্রতিষেধই বেদে উক্ত হইয়াছে, অচিন্ত্য অপ্রাকৃতরূপের উল্লেখই কিন্তু তাহাতে বিদ্যমান। 'যতো বা ইমানি ভূতানি'—ইত্যাদি বাক্যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। মায়াবাদ—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। সর্ব-বেদ-তাৎপর্যসিদ্ধ ভেদবাদই পারমার্থিক।

সপ্তমপাদে—মায়াবাদিমতে এক অদ্বিতীয় সত্য অনন্তশক্ত্যাদিশূন্য এবং স্বজাতীয়াদি-ভেদত্রয়রহিত জ্ঞানই পরতত্ত্ব। 'জ্ঞান' শব্দ ভাব-বাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়া নির্ভেদ সম্বিৎ-জ্ঞপ্তি-অনুভূতি-বাচক তত্ত্ব। কারকবাচ্য ধরিলে ভেদদোষ অনিবার্য—এই কথা অযৌক্তিক; কেন না, 'জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানং'—এরূপে সাধিত হইলেও শক্তি স্বীকার করিতেই হয়। শক্তি আসিলেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিশেষগুলিও আসিবেই। শক্তি অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত। শক্তি আসিলে জ্ঞান অন্তরাল হয় না। অহমর্থ স্থূলদেহের অনুগত নহে, জ্ঞানগুণের আশ্রয়ত্বই জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান আত্মার ঔৎপত্তিক ধর্ম। প্রকাশরূপ সূর্যের প্রকাশকত্বদ্বারা যেমন দ্বৈত হয় না, জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব-দ্বারাও দ্বৈত হয় না। অতএব জ্ঞানাদি অনন্ত-শক্তিযুক্ত—ব্রহ্ম। অনুভূতিই বা কি? স্বীয় সত্তাদ্বারা স্বাশ্রয়ের প্রকাশক বা স্বীয়বিষয়-সাধকই ত অনুভূতি। নির্ধর্মা অনুভূতি সিদ্ধ

হয় না, অনুভূতি সিদ্ধ হইলে শক্তি-মাত্র হয়। অহংবুদ্ধিকে অনাত্ম বলা চলে না, যেহেতু তাহা শুদ্ধাত্মনিষ্ঠ; 'আমি জানি, আমি সুখী' ইত্যাদি জ্ঞান'সুখমহমস্বাপ্‌সং' ইত্যাদি শ্রুতি-বৎ স্বীকৃত। অহঙ্কার শুদ্ধজ্ঞাতৃনিষ্ঠ ধর্ম, তাহা অনাত্ম নহে। দেহের ন্যায় পৃথগাত্মবুদ্ধিরূপা অহন্তা মহত্তত্ত্বজাত, অতএব প্রাকৃত, সুতরাং শুদ্ধজ্ঞান-নিষ্ঠ অহন্তা হইতে পৃথক্। শুদ্ধ অহংভাব সংসৃতির কারণ নহে, বরং তাহার নিবর্ত্তক। প্রাকৃত অহঙ্কারই যদি জীবের নিজ অহঙ্কার হইত, তবে মোক্ষপ্রয়াসী কেই বা হইত? মোক্ষে যাহার নাশ হইবে তাহার জন্য পরামর্শ বা যত্ন বৃথা; সুতরাং মুমুক্ষুর অহঙ্কার শুদ্ধ-অহঙ্কারনিষ্ঠ। বামদেবাদির বাক্য বিচারণীয়। অনুভূতির সত্তায় বিষয়-বিষয়ীভেদ অনুস্যূত। আত্মা অনু-ভবিতা, অনুভূতি তাহার ধর্ম। সেই ধর্ম বিষয়প্রকাশকালে স্বপ্রকাশ এবং অন্যসময়ে জ্ঞানগম্য।

অষ্টমপাদে—কর্ত্তৃত্বাদিমান জ্ঞান ও জ্ঞাতৃস্বরূপ অহংপদার্থ আত্মা—ঈশ্বর ও জীবভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বর বিভু, স্বশক্তিদ্বারা জগৎকর্ত্তা, স্বেচ্ছাধীন, প্রকৃতিদ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, প্রকৃতি-জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয়রূপ ঈশ্বর নিত্য ভিন্ন। পরাদি-শক্তিত্রয়-যুক্ত ব্রহ্ম সর্বদা স্বরূপানতিরিক্ত জগজ্জন্মাদির হেতু; সুতরাং জগৎ পরমার্থতঃ সত্য, শ্রীকৃষ্ণে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। জীব অণু ও অনেক, ঈশ্বরাধীন কর্ত্তা, মন্তা, বোদ্ধা ও জ্ঞাতা। বিন্দু বিন্দুরূপে গুণসমূহ জীবে নিত্য, চৈতন্যকণ হইলেও জীব আনন্ত্যধর্মের উপযোগী। অণুচৈতন্যত্ব-প্রযুক্ত জীব ঈশ্বরাংশ। চিন্তামণি যেরূপ হেমভার প্রসব করিয়াও স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ অনন্ত জীবকে উপসর্জন করিয়াও ব্রহ্ম সর্বদা অবিকৃত, সুতরাং জীব ব্রহ্ম-হইতে নিত্য ভিন্ন। ব্রহ্মের তটস্থ-শক্তি-নিঃসৃত জীব শক্তিমান্ হইতে অভেদ, সুতরাং ঈশ্বরে জীবে অচিন্ত্যভেদাভেদ। এই ভেদাভেদও কিন্তু নিত্য ভেদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মাংশ জীব ভগবদ্‌বৈমুখ্যে মায়া-নিগৃহীত, সৎসঙ্গে ভগবৎসাম্মুখ্য হইলে বিশ্বমায়া নিবৃত্ত হয়, অবিরত অনুবৃত্তি দ্বারা ভগবৎস্বরূপাবরক অবিদ্যা নাশ হইলে তৎসাক্ষাৎকার হয়, কৃপাই এ বিষয়ে একমাত্র নিদান। শাস্ত্রের অভেদপ্রতীতি-জনক বাক্যসমূহ ব্রহ্মায়ত্তকবৃত্তি, ব্রহ্মাধীনস্থিতি, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও ব্রহ্ম-ব্যাপ্যতারই বোধক, কিন্তু অভেদ-বোধক আদৌ নহে। কোনও স্থলে স্থান ও গতির ঐক্যে ঐক্য, কোথায় বা শক্তিশক্তিমানের অভেদবিচারে তাদৃশ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। ভেদাভেদবাদ-স্বীকারে প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইলে বৈরাগ্যের নিষ্কারণতা, মিথ্যা হইলে বেদ-বিরুদ্ধতা প্রভৃতি দোষ আসে বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার্য। [গোভা ৩।২।৩১ ও সূক্ষ্মা টীকা]।

ভাষ্যপীঠক টীকা—শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ-কৃত 'সিদ্ধান্তরত্ন'-নামক বেদান্তের স্বকৃত টীকা। মূলগ্রন্থে যাহা অস্পষ্ট বা দুর্গম্য রহিয়াছে, তাহাই বিস্তারিতভাবে সুস্পষ্ট ও সুগম করিবার জন্য এই টীকার অবতারণা। যেমন মূলের প্রথম পাদে ৫—৯ অনুচ্ছেদে কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম এবং জৈমিনির মতবাদ সংক্ষেপে সূচিত হওয়ায় টীকায় তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' যে শ্রীগোবিন্দদেবের তিনবার স্বপ্নাদেশে রচিত, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। হরিপারতম্যাদি নব প্রমেয় এই নব পাদে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে শ্রীমাধ্বস্বারস্য বর্ত্তমান আছে, তাহারও ইঙ্গিত আছে। এই টীকার প্রথমাদি পাদগুলিকে ক্রমশঃ পাঞ্চজন্য, কৌমুদকী, সুদর্শন, তার্ক্ষ্য বামন, ত্রিবিক্রম, নন্দক, পদ্মক প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং টীকা-প্রারম্ভে অধ্যায়গত বিষয়ের সহিত ইহাদের যাথার্থ্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

হরেঃ প্রাপকে স্বপ্রভোঃ পীঠকে
যঃ প্রীত্যৈ সাধূনাং সংব্যধায়ি প্রবন্ধঃ।
দয়াসিন্ধবঃ সাধবঃ শ্রদ্ধয়েনং
মুহুর্লোকয়ধ্বং ততঃ শোধয়ধ্বম্॥

ভুবনমঙ্গল——শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাসই ইহার রচয়িতা। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে তিনি ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও গদাধর দাসাদির মুখে শুনিয়া এই চৈতন্যচরিত বর্ণনা করেন। মহাপ্রভুর বঙ্গদেশ-ভ্রমণে ইনি তাঁহাকে শ্রীহট্টেও লইয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের রামকেলি-গমনপ্রসঙ্গে কবি মহাপ্রভুকে এক

অযুত পদ্ম কিনাইয়া মন্ত্রবিধানে গঙ্গাকে নিবেদন করাইয়াছেন। যাহা দেখিয়া 'শুলুতান-হুসেন শাহা'ও বিস্মিত হইয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরীর সাম্য, মহাপ্রভুর সহিত অনেকবার শ্রীমাধবেন্দ্রের মিলনাদি, নিত্যানন্দের শ্রীখণ্ডে মুকুন্দ দাসের গৃহে আতিথ্যগ্রহণাদি বর্ণিত হইয়া কাব্যখানিকে সন্দিহান করিয়াছে। এই কাব্যে সর্বত্র রাগরাগিণী ও তালমানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। [A. S. B. 3736]।

ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি——শ্রীমৎ সূর্য-দাস সরখেল-প্রণীত এই গ্রন্থে শ্রীগৌরগোবিন্দের ভোগারাধনায় পংক্তি বসিবার ক্রম নিরূপিত হইয়াছে। [চৈচআদি ১১।২৫] শ্রীসূর্য দাস সরখেল পণ্ডিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাগণনায় পঠিত হইয়াছেন। (ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৮৭৫—৩৯৭৩) ইনি শ্রীনিত্যানন্দকরে আপন কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে বসুধা, জাহ্নবা ও বীরভদ্রের ভোগসমর্পণেরও ইঙ্গিত আছে। তাহাতে মনে হয় যে শ্রীসূর্যদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং বীরভদ্রের আবির্ভাবেরও অনেক পরে বর্ত্তমান থাকিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই পুস্তক গোকর্ণবাসী ৺রামপ্রসন্ন ঘোষকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভোগমালা—ভোগ-নির্ণয় - পদ্ধতি জাতীয় দুই তিন খানা পুস্তক পাওয়া যায়—প্রত্যেকেরই পক্তিক্রম-বিষয়ে মতভেদও দেখা যায়।

ভ্রমরগীতার অনুবাদ—শ্রীদেবনাথ দাস-কৃত। ২ যদুনাথ দাস কৃত [পাটবাড়ী পুঁথি অনু/২৩]

ভ্রমরদূত—রুদ্র ন্যায় বাচস্পতি-কৃত দূত-কাব্য।

ম

মথুরামঙ্গল--ভক্তচরণদাস-কৃত পুস্তকে ৩০ ছান্দে অক্রূর-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মথুরানয়নের পরে শ্রীউদ্ধব-দৌত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এই কবি 'মনবোধচৌতিশা' প্রভৃতি কবিতাও রচনা করিয়াছেন। প্রথম কবিতায় ককারাদিক্রমে মথুরানাগরীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-রূপবর্ণনা এবং দ্বিতীয়ে মনঃশিক্ষার বর্ণনা আছে।

মথুরামাহাত্ম্য—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপাদ শ্রীরূপ এই মথুরা-মাহাত্ম্য সঙ্কলন করিয়াছেন—সর্বত্র শাস্ত্রপ্রমাণবলে স্বকপোল-কল্পিতত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। 'মথুরামাহাত্ম্য' বলিতে সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মহিমাই বোদ্ধব্য। স্বয়ং শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি এবং উত্তরকালে শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি এই ব্রজমণ্ডলের পরিক্রমা করিয়াছেন। মহিমাজ্ঞান হইলেই বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয়, পক্ষান্তরে অলৌকিক বস্তুর মহিমাটিও সর্বজনসংবেদ্য হইতে পারে না, কাজেই ভ্রমপ্রমাদাদি-রহিত বিদ্বজ্জন-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্যই নিঃসংশয়ে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন-রস-নিমগ্ন শ্রীরূপসনাতন প্রভুর প্রতি এই গুরুভারটি অর্পণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গ (১৫১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন বিষয়াবলম্বনে বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বাক্যাবলির সমর্থনে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। সর্বপ্রকার লোকের বিভিন্ন রুচির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীপাদকে এই গ্রন্থ নির্মাণ করিতে হইয়াছে। যে কোনও ভাবেই হউক না কেন শ্রীধামে বাস করিলে, গমন করিলে বা তৎসংস্পর্শে আসিলেই যে চরম কৃতার্থতা বা ভক্তিলাভ হয়, ইহা প্রতিপাদন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধামের পাপ-হারিত্ব, পুণ্যপ্রদত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মধুকেলিবল্লী—শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্ট-গোস্বামি-বিরচিতা মধুকেলিবল্লী আনুমানিক সপ্তদশ শক-শতাব্দীতে রচিত, যেহেতু ইহার যে আদর্শ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—তাহার লিপিকাল সম্বৎ ১৮৪৪ (১৭০৯ শকাব্দা)। ইহাতে হোরিকা লীলাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমপল্লবে ৫২ শ্লোকে 'কুসুমাসব-কৌতুক', দ্বিতীয়ে ৬৮ শ্লোকে 'গোবিন্দজয়োত্তম', তৃতীয়ে ৩৯ শ্লোকে 'গোবিন্দনির্জয়', চতুর্থে ৪৫ শ্লোকে 'যোগিবেষাবৃত-জ্ঞাতমাধব'

এবং পঞ্চমে ১৯ শ্লোকে 'শ্রীরাধা-গোবিন্দসমাগম' বর্ণিত হইয়াছে। পুষ্পিকা-বাক্য -ইতি শ্রীবৃন্দাবিপিনেশ্বরী-চরণারবিন্দ-মিলিন্দেন গোবর্দ্ধন-ভট্টেন বিরচিতা মধুকেলিবল্লী সমাপ্তা। গ্রন্থকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীমদ্‌গদাধর ভট্ট গোস্বামিপাদের অন্ববায়ী। ভাবনাসারসংগ্রহে এই গ্রন্থ হইতে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকগুলি বিবিধ ছন্দে সুললিত ভাষায় রচিত।

মধূৎসব—অজ্ঞাত-নামধামা কবির রচনা। (বৃন্দাবনে নিম্বার্ক বিদ্যালয়ের পুঁথি) ১২৭ শ্লোকে হোলিলীলার অপূর্ব বর্ণনা। ১৮৭৭ সম্বতের লিপি। বিবিধ ছন্দে রচিত। আরম্ভ--সানন্দং ব্রজতরুণীগণেক্ষণানা,-মুল্লাসং রচয়তি নন্দনন্দনেন্দৌ। সুস্ফীত - স্মিতময়-কৌমুদীপ্রকাশে, মর্য্যাদাং সপদি জহেহন্তরব্ধিরাসাম্॥ ১

মনঃশিক্ষার অনুবাদ—শ্রীমদ্‌দাস-গোস্বামি-রচিত মনঃশিক্ষার দুইটি অনুবাদ আছে। [পাটবাড়ী পুঁথি —অনু ২৪ ক, খ] গিরিধর দাস ও যদুনন্দন দাস-কর্ত্তৃক রচিত।

মনঃসন্তোষিণী—শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র-কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীর জগজ্জীবনমিশ্র-কৃত অনুবাদ। ইহাতে তিনটী সর্গ আছে—প্রায়শঃই পয়ার, স্থলে স্থলে ত্রিপদীও আছে। প্রথম সর্গে—বন্দনা, বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্বাদ ও নমস্কার। মধুকর মিশ্র—উপেন্দ্র মিশ্র—গুপ্ত বৃন্দাবন—তদীয় পুত্রগণ —জগন্নাথ মিশ্র—পার্ষদগণ। দ্বিতীয় সর্গে—জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে গমন - নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির কন্যার সহিত বিবাহ—বিশ্বরূপের জন্ম—বৈরাগ্য—পুরন্দর মিশ্রের শ্রীহট্টে গমন, পুনঃ নবদ্বীপে আগমন। তৃতীয় সর্গে—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম, তদীয় রূপ-বর্ণন, মহাপুরুষচিহ্নাদি, জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক, মহাপ্রভুর বঙ্গদেশে গমন, লক্ষ্মীর দেহত্যাগ, বিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহ, সংকীর্ত্তনারম্ভ—সন্ন্যাসগ্রহণ—শান্তিপুরে শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ ও শ্রীহট্টেগমনের জন্য অনুরোধ। মহাপ্রভুর বরগঙ্গা-গমন, গুপ্ত বৃন্দাবন-দর্শন—পিতামহী ও জ্ঞাতিগণের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদটি সরল, পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই।

মনোদূত—শ্রীবিষ্ণুদাস-রচিত খণ্ড কাব্য। ১০১ শ্লোকে বসন্ততিলক ছন্দে রচিত। ইহাতে মনকে দূত করিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অখণ্ড স্মরণ প্রার্থনা করিয়াছেন। (১৮—২৪ শ্লোকে) ভগবৎপ্রাপ্তির উপযোগী মন-গঠনে নিযুক্ত করত ইনি (২৬—৪৫ শ্লোকে) গোকুল (৪৬—৫৩) যমুনা ও (৫৪—৬৮) শ্রীবৃন্দাবনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

মন্ত্রভাগবত—মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি-সঙ্কলিত ২৫০টি ঋক্‌মন্ত্রে চারি কাণ্ডে (গোকুল, বৃন্দাবন, অক্রূর ও মথুরা) গ্রথিত গ্রন্থ। ইহাতে তিনি ঋক্‌মন্ত্রগুলির শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকার নাম—'মন্ত্ররহস্য-প্রকাশিকা।'

মন্ত্রার্থচন্দ্রিকা—রাধামোহনদাস-কৃত পয়ার-গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, শ্রীরাধামন্ত্র, কামবীজ, কামগায়ত্রী প্রভৃতির বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

মন্ত্রার্থদীপিকা—শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-রচিত বলিয়া উল্লিখিত। কামবীজ ও কামগায়ত্রীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা। প্রসঙ্গক্রমে গায়ত্রীর সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষরের প্রত্যেকটিতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের কোন্ কোন্ অঙ্গে চন্দ্র-সাম্য প্রকটিত হইয়াছে এবং অর্দ্ধাক্ষর-সম্বন্ধে স্বীয় সন্দেহ উট্টঙ্কনপূর্বক শ্রীরাধা-কৃত সন্দেহ-নিরসন-প্রকারও বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীও এই দুইটির ব্যাখ্যান করিয়াছেন (১৪৫৮ পৃষ্ঠা)।

ময়ূরচন্দ্রিকা—ষোড়শ শকশতাব্দীতে ওড্র কবি হরিদাস-কৃত রচনা।

মহতী—শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি - রচিতা দানকেলিকৌমুদী-টীকা। বহরমপুর-সংস্করণে মুদ্রিত এই টীকা—শ্রীজীব-পাদের নামে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনও পুষ্পিকা দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃত কলেজ-গ্রন্থশালায়, এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুঁথিশালায় এবং পুণা ভাণ্ডারকার অনুসন্ধান সমিতিতে সংরক্ষিত পুঁথিতালিকায় এই টীকা শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের নামাঙ্কিত এবং নাম 'মহতী' দেখিয়া আমরা তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ করিতেছি। উপক্রম-শ্লোক—

'দানকেলিকলৌ লুপ্ত-ধর্মমর্যাদয়োর্ভজে। রাধামাধবয়োঃ কামলোভ-দম্ভমদানৃতম্॥ উপসংহারেও প্রায় এতাদৃশ শ্লোকই দেখা যায়—

'দানকেলিকলেরন্তে রাধামাধবয়োর্যুগং। কামলোভমদাক্রান্তমেকাকার-মহং ভজে॥'

মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র — শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ১১টি শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাস্মরণের একটি ধারা দেখাইয়াছেন। তদীয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ইহাকে পয়ারে অনুবাদ করিয়া উহার 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত' নাম দিয়াছেন।

মহাভাব-প্রকাশ — শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীকানাইখুঁটিয়া-প্রণীত। ওড - ভাষায় লিখিত। পুরী ইমার মঠে খণ্ডিত পুঁথি।

মহাভাবানুসারিণী —শ্রীরাধামোহন ঠক্কুরকৃত পদামৃতসমুদ্রের স্বরচিত টীকা।

মহাবাণী —— শ্রীপ্রভুচন্দ্রগোপাল-বিরচিত হিন্দী পদাবলী।

মাধবমহোৎসব ——শ্রীশ্রীজীবপ্রভু-বিরচিত এই মহাকাব্যের নয়টি উল্লাসে (অধ্যায়ে) মোট ১১৫৬ শ্লোক আছে। প্রথম হইতে অষ্টম উল্লাস পর্যন্ত যথাক্রমে রথোদ্ধতা, ইন্দ্রবজ্রা (উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি), বসন্ততিলক, প্রহর্ষিণী, ইন্দ্রবংশা, দ্রুতবিলম্বিত, মালিনী, অনুষ্টুপ ছন্দঃ প্রায়শঃই ব্যবহৃত, কিন্তু নবম উল্লাসে কবি বহুবিধ ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। এই মহাকাব্যে শ্রীরাধার বৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেকের সুবিস্তৃত সুরসাল বর্ণনা আছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের অভিষেক-বর্ণনায় গোস্বামিগণের প্রচুরতর আবেশ দেখা যায়। শ্রীরূপপাদ দানকেলিকৌমুদীতে, স্তবমালায় রাধাষ্টকে ও প্রেমেন্দুসুধাসত্রে শ্রীমতীর বৃন্দাবনাধিপত্যের স্পষ্টতঃ সূচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ দাস-গোস্বামীও মুক্তাচরিতে, ব্রজবিলাস-স্তবে (৬১), বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৮৭) শ্রীরাধাভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী আনন্দবৃন্দাবনে ১৫শ স্তবকে শ্রীশ্রীগোবিন্দাভিষেক বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৭ অধ্যায়ে সংক্ষেপে শ্রীগোবিন্দাভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণীয় [পাতাল ৪৬।৩৮] কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে 'বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা' এবং মৎস্য-পুরাণে 'রাধা বৃন্দাবনে বনে'—এই সকল বচনেও রাধাভিষেক-সম্বন্ধে উট্টঙ্কিত হইয়াছে। বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রে শ্রীরাধাকে তত্ত্বত্রয়রূপিণী কৃষ্ণময়ী বলা হইয়াছে এবং তিনিই সর্বেশ্বরী বলিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনাধী-শ্বরী করা হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ এই সব প্রমাণমূলেই শ্রীরূপ-প্রভুর আদেশে এই বিরাট কাব্য রচনা করিয়াছেন। শব্দঘটায়, অলঙ্কারচ্ছটায়, ছন্দোবৈচিত্র্যে, ভাবরস-প্রবাহে এই কাব্যখানি অতুলনীয়। শ্রীজীবপ্রভু ইহাকে দৈন্যবশতঃ 'কাব্যখণ্ড' বলিয়া নির্দেশ করিলেও (৯।৯৯,১০০) কিন্তু মহাকাব্যের সকল গুণ-সমাবেশে আমরা ইহাকে 'মহাকাব্য' বলিতেছি। শ্রীজীবচরণের শব্দবিন্যাস-প্রণালী কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রতিশব্দের অন্তরালে অফুরন্ত রসের নির্ঝর বর্ত্তমান থাকায় এবং ধ্বনির ধ্বন্যন্তরোদ্গারে চমৎকারাতিশয়ত্ব সূচনা করায় ইহাকে উত্তমোত্তম কাব্যসংজ্ঞায় নির্দেশ করা যায়। শ্রীজীবের স্বাভাবিক অক্ষর-কার্পণ্য, শ্লিষ্টশব্দ - প্রয়োগবাহুল্যাদি এই মহাকাব্যেও বিরাজমান। ১৪৭৭ শকাব্দে ইহার রচনা শেষ হইয়াছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই মহাকাব্যে শ্রীরাধার অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। উহা মধু (চৈত্র) মাসে পূর্ণিমাতিথিতে অনুষ্ঠিত বলিয়া অথবা স্বয়ং শ্রীমাধব-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই গ্রন্থ 'মাধবমহোৎসব' আখ্যালাভ করিয়াছে; তৃতীয় কারণ ইহাও হইতে পারে—(৪।৪) এই মহোৎসবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাতৃগণের আগমনাদিতে লজ্জা হইবার সম্ভাবনায় বাহিরে মাধবের নাম সূচিত হইল বটে, কিন্তু শ্রীরাধাই অভিষিক্তা হইলেন, অথচ উভয়েরই সমান অধিকার সূচনা করা হইল। অধ্যায়-সমূহেও লীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম উল্লাসে——শ্রীরাধা শ্রীশ্যাম-সুন্দরের সহিত মিলন-সঙ্কেত পাইয়া হৃষ্টা হইয়াছেন, অতএব ইহার নাম—উৎসুক - রাধিক। দ্বিতীয়ে—মালতীর মুখে চন্দ্রাবলীর বৃন্দাবন-রাজত্বপ্রাপ্তি কথা শুনিয়া ও বৃক্ষ-বাটিকার দুরবস্থা দেখিয়া শ্রীরাধিকার দুর্জয় মান, ইহার নাম—উন্মন্যুরাধিক। তৃতীয়ে—বৃন্দার চেষ্টায় বিশাখা ও পৌর্ণমাসীর সহযোগে শ্রীরাধার মান-প্রশমন ও শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়ায় শ্রীরাধার প্রফুল্লতাবশতঃ ইহার নাম— উৎফুল্লরাধিক। চতুর্থে—অধিবাস ও অভিষেকের পূর্ব-কৃত্যাদি-সমাধান হওয়ায় ইহার নাম উদ্যোত - রাধিক। পঞ্চমে——অভিষেকের পূর্ণ আয়োজন, শ্রীরাধার

রাজ্যাভিষেক-মণ্ডপে উদয়, অতএব ইহার নাম—উদিত-রাধিক। ষষ্ঠে—লতানিকুঞ্জরাজির সুষমা, সংস্থান ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, দেবীগণের আগমন, রাধাকৃষ্ণের পরস্পর মিলিত অঙ্গ-সুষমা ও শ্রীরাধার নেত্রলক্ষ্মীর উন্নতি-বর্ণনায় ইহার নাম—উন্নত-রাধিক। সপ্তমে—অভিষেকপর্বারম্ভ, গন্ধর্বকন্যাদের সঙ্গীত, নবনিধি-নির্মিত ঘটের জলে অভিষেক, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের অঙ্গশোভা দর্শন-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বর্ণনায় ইহার নাম—উৎসিক্ত-রাধিক। অষ্টমে—শ্রীরাধার বেশ-ভূষাদিদ্বারা উজ্জ্বলতা-সম্পাদন ইত্যাদি বর্ণনায় ইহার নাম—উজ্জ্বলরাধিক। নবমে—শ্রীরাধার রাজসিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাতে উপবেশন—যথাযোগ্য অধিকারদান সম্ভোগ ইত্যাদি শ্রীরাধার ভোগোন্মাদ-বর্ণনায় ইহার নাম—উন্মদরাধিক।

এই গ্রন্থে পরকীয়া রস-পরিবেষণ—(১।৬০) শ্রীযশোদাকর্তৃক শ্রীমতীতে পুত্রবধূত্ব-অভাবেও তদ্বৎ-প্রতীতি, (১।৭১) পৌর্ণমাসীকর্তৃক শ্রীরাধার পতিম্মন্য গোপের সঙ্গ হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থানের সূচনা, (১।৬৫) শ্রীরাধা 'গুরুকুলে পরবতী', (৪।৮৩) দধিঘৃতকর্দমে বিক্ষ্যমানা শ্বশ্রূ জটিলার দর্শনে শ্রীমতীর নম্র বক্ত্রে সুন্দর হাস্য ইত্যাদি—পঞ্চম উল্লাসে পদ্মাকর্তৃক উপক্রতা এবং ষষ্ঠোল্লাসে জটিলা ও অভিমন্যুর হস্ত হইতে বৃন্দাকর্তৃক সুরক্ষিতা শ্রীরাধাকে দেখিয়া সামাজিকগণ পরকীয়াই অবধারণ করিবেন।

মাধবসঙ্গীত—পরশুরাম রায়-কৃত। শান্তিনিকেতনে ইহার এক পুঁথি আছে। কবি চম্পকনগরীর মধুসূদন রায়ের পুত্র। দ্বাদশকল্যগ্রামে কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি আউলিয়া মনোহর দাসের ভেকের শিষ্য।

মাধুর্যকাদম্বিনী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-প্রণীত প্রকরণ-গ্রন্থ। ইহাতে আটটি অমৃতবৃষ্টি। শ্রীরূপচরণের আনুগত্যে গ্রন্থকার ইহাতে শ্রদ্ধাদি প্রেমান্ত ক্রমের সুললিত ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অনুসন্ধেয়। প্রথমামৃতবৃষ্টিতে—স্বেচ্ছায় ভগবদবতার বা তৎপ্রকাশের ন্যায় ভক্তিদেবীও স্বয়ং প্রকাশিত হন। (ভাগ ১১।২০।৮) 'যদৃচ্ছা' শব্দে 'ভাগ্য' বলিতে ভগবৎকৃপা বা ভক্তকৃপা ভক্তির কারণরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে। ভক্তির অহৈতুকীত্ব-সাধনবিচার, কর্মযোগজ্ঞানাদির ভক্তিজনকত্ব-নিরসন, ভক্তিই পুরুষার্থ-শিরোমণি। দ্বিতীয়ে—ভক্তিকল্পলতার অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়া সাধন-ভক্তির—'ক্লেশঘ্নী ও শুভদা' নামে দুইটি পত্র উদ্‌গত হয়, ক্লেশ—অবিদ্যাদি পঞ্চ। শুভ বলিতে বিষয়বিতৃষ্ণা, ভগবদুন্মুখতা, আনুকূল্য, কৃপা ক্ষমাদি। ভক্ত্যধিকারির সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার উদয়ে সাধুসঙ্গ-লাভ, তৎপরে ভজনক্রিয়া হইয়া থাকে। এই ভজনক্রিয়া দ্বিবিধ—অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। অনিষ্ঠিতা ক্রমশঃ (১) উৎসাহময়ী, (২) ঘনতরলা, (৩) ব্যূঢ়বিকল্পা, (৪) বিষয়সঙ্গরা, (৫) নিয়মাক্ষমা ও (৬) তরঙ্গরঙ্গিণী-রূপে পরিণত হইয়া থাকে—ইহাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয়ে—(অনর্থনিবৃত্তি) অনর্থ চতুর্বিধ—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। দুষ্কৃতোত্থ—দুরভিনিবেশ, দ্বেষ বা আসক্তি প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ। সুকৃতোত্থ—বিবিধ ভোগে অভিনিবেশ। অপরাধোত্থ নামাপরাধ ও সেবাপরাধ—নাম, স্তোত্রাদি ও সেবাদিতে নিবর্তন হয়, কিন্তু নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তিতে পাপের গাঢ়তাই বাড়ে। নামের দশবিধ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি। ভক্ত্যুত্থ—ভক্তিদ্বারা ধনাদি লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি। চতুর্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি পঞ্চপ্রকার—একদেশবর্তিনী, বহুদেশবর্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। নামারম্ভেই অনর্থসকল নিবৃত্ত হইলে তবে আর ক্রমব্যবস্থা কেন? নামাপরাধির প্রতি অপ্রসন্নতা হেতু নাম নিজ শক্তি প্রকাশ করেন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্র ও গুরু প্রভৃতি অকপটে সেবিত হইলে ক্রমশঃ সেই নামেরই কৃপায় ধীরে ধীরে অনর্থাদিও নাশ হয়। নামাদি সদ্য ফলপ্রদ হয় না কেন? নামাপরাধের প্রবলতা বহুদিন ভোগের পর কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইলে ভগবদ্‌ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি জন্মে, বারংবার শ্রবণকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইতে হইতে কালে ক্রমশঃ

স্বপ্রভাব বিস্তার করেন। ভক্ত-জীবনে দৃশ্যমান পূর্বাভ্যাসজনিত পাপ বা রোগশোকাদি প্রারব্ধফল নহে, কিন্তু দৈন্য ও উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনের নিমিত্ত ঐ সকল ভগবান্-কর্ত্তৃক প্রদত্ত কৃপারই প্রকারান্তর বলিতে হইবে।

চতুর্থে—লয়, বিক্ষেপ, প্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদরূপ পাঁচটি অন্তরায় দুর্বার হইয়া ভক্তিতে নিষ্ঠার বাধা আনয়ন করে। নিষ্ঠিতা ভক্তিতে ইহাদের অভাবই সংসূচিত হয়। নিষ্ঠা দুই প্রকার—সাক্ষাদ্ ভক্তি-বর্ত্তিনী ও তদনুকূলবস্তুবর্ত্তিনী। প্রথমটি আবার কায়িকী, বাচিকী ও মানসীভেদে ত্রিপ্রকার। তদনুকূলবস্তু হইতেছে—অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী-দয়াদি।

পঞ্চমে—(রুচি)—অবিদ্যাদি-বিদূষিত জীবের অন্তঃকরণে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের দ্বারা অবিদ্যাদিদোষ প্রশমিত হইলে ভক্তিতে রুচি জন্মে। রুচি বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী ও বস্তুবৈশিষ্ট্যান-পেক্ষিণীরূপে দ্বিবিধ। প্রথমটিতে অন্তঃকরণে দোষলেশের সূচনা করে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে শ্রীভগবানের নামগুণাদির শ্রবণারম্ভেই প্রবলা হয়, বস্তুবৈশিষ্ট্য হইলে প্রৌঢ়া বা উল্লাসময়ী হয়, ইহাতে অন্তঃকরণের বৈগুণ্যলেশও থাকে না।

ষষ্ঠে—(আসক্তি) ভজনবিষয়া রুচি পরমপ্রৌঢ়তমা হইয়া যখন ভজনীয়-বিষয়া হয়, তখন তাহার নাম—আসক্তি। এই অবস্থায় চিত্তমুকুরে ভগবৎপ্রতিবিম্ব পতিত হইতে থাকে এবং ভজন স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায়। রুচিতে ধ্যানবিচ্ছেদ সম্ভব হয়, কিন্তু আসক্তিতে ধ্যানের গাঢ়তাই হয়। আসক্তিযুক্ত ভক্তের চরিত্র-বর্ণনা।

সপ্তমে—(ভাব) ইহাকে রতিও বলা হয়। ইহা ভক্তিলতিকার প্রস্ফুটিত কুসুম। ইহাতে সর্বজন-সুদুর্লভতা ও মোক্ষলঘুতাকরত্ব বর্ত্তমান। এই অবস্থায় প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ হয়—তখন সর্বেন্দ্রিয়ে ভগবদনুশীলন চলিতে থাকে, স্ফুর্ত্তিতে দর্শন হয়—ভাব গোপন করিলেও সাধুসমক্ষে ধরা পড়ে। এই ভাব রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধভক্ত্যুত্থ রূপে দ্বিবিধ, ভক্তগণও শান্তাদি-রসভেদে পঞ্চবিধ।

অষ্টমে—(প্রেম) ইহাই ভক্তিলতার ফল—এই অবস্থায় রস সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মক ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক হয়। এই অবস্থায় ভক্তের দিনযামিনী অপূর্ব ভগবদানন্দেই অতিবাহিত হয়; ক্রমশঃ ভগবানের সৌন্দর্য, সৌরভ্য, সৌস্বর্য, সৌকুমার্য, সৌরস্য প্রভৃতি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় এবং তাঁহার ঔদার্যও অনুভূত হয়। এই সময়ে সর্বেন্দ্রিয়ে ভগবদানন্দ-প্রাচুর্য আস্বাদন হয় এবং সর্বেন্দ্রিয় সর্বেন্দ্রিয়ের কার্য করিতে প্রবল ইচ্ছুক হয় এবং উন্মত্তবৎ বিলাপ ও লুণ্ঠন করত মূর্চ্ছাদি প্রাপ্ত হইতে হইতে অলৌকিক চেষ্টায় আয়ুঃক্ষয় করিতে থাকেন, সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তির উৎকট লালসা বহন করিয়া কৃতকৃত্যও হইয়া থাকেন। *

ভক্তিঃ পূর্বৈঃ শ্রিতা তাস্তু রসং পশ্যেদ্ যদাত্তধীঃ। তং নৌমি শ্রীরূপং নাম প্রিয়পরিজনং হরেঃ। অথবা—তং নৌমি সততং রূপনাম প্রিয়জনং হরেঃ॥

মুকুন্দপদমাধুরী—শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম-প্রণীত। তিনটী বিচ্ছিন্ন পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। শেষাংশে একটি কারিকা—'সন্ত্যেব বাহ্যবস্তূনি তেষাং ভেদস্তথৈব হি। বাহ্যানাং স্থিতি-রেকত্র ভেদানামিতরত্র তু॥' বিবৃতির পরে—'ইতি শ্রীকৃষ্ণশর্মবিরচিতায়াং মুকুন্দপদমাধুর্যাং প্রথমাস্বাদঃ। তৎপরে—ইদানীং পরমাত্মানং নিরূপয়তি —— 'ব্রজস্ত্রীস্তনশৈলেন্দ্র-স্ফুরচ্চরণপঙ্কজঃ। নিত্যজ্ঞানবিশিষ্টো যঃ পরমাত্মা স উচ্যতে॥ তথাপি নাত্মনো জ্ঞানরূপতা-নিরাকরণং ধর্মধর্মিণোরভেদাদিত্যত আহ—'ভিন্নো হি ধর্মিণো ধর্মো নো চেদেবং কথং তদা। নো গৃহ্নাতি রসং চক্ষূরূপং বা রসনেন্দ্রিয়ম্॥' নো গৃহ্নাতীতি ধর্মধর্মিনোরভেদে রূপরসয়োরপ্য-ভেদাদিতি ভাবঃ। এবং ভেদা-ভেদব্যবস্থানুপপত্তির্দ্রষ্টব্যা।

এই সন্দর্ভ হইতে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলি ও বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থের অনুকরণে বৌদ্ধমতনিরাস ও ন্যায়মতে পরমাত্মনিরূপণ-বিষয়ে এই প্রকরণ লিখিয়াছেন। ইহাতে মধ্যে মধ্যে কারিকা ও গদ্যে তাহার বিবৃতি রহিয়াছে। এই কবির পদাঙ্কদূতের

* 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণলেশঃ' বলিয়া যে গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও প্রায়শঃই উজ্জ্বলনীলমণিকিরণবৎ বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না। কেহ কেহ কিরণকেই 'কিরণলেশঃ' বলিয়াছেন।

শেষ শ্লোকদ্বয়েও [বৌদ্ধৈস্তৈতন্মত-বিটপিনঃ] এই বৌদ্ধমতনিরাসের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। উদয়নের সহিত এই গ্রন্থকারের পার্থক্য এই যে উদয়নের নিকট পরমাত্মা ছিলেন—শিবঃ ; 'তন্মে প্রমাণং শিবঃ' (কুসুমাঞ্জলির ৪ শেষ) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম তাঁহার পিতৃদত্ত নাম সার্থক করিয়া স্ফুটতর ভাষায় বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকেই পরমাত্ম-স্বরূপ বলিয়াছেন। (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ১৯৭—১৯৮ পৃষ্ঠা)।

মুকুন্দমালাস্তোত্র——শ্রীবৈষ্ণবগণ মধ্যেও রাজন্যবর্গ-মুকুটমণি কেরলরাজ সম্রাট্ কুলশেখর ৫৩ পদ্যাত্মক যে 'মুকুন্দমালাস্তোত্র' রচনা করিয়াছেন —তাহা ভক্তিরসোদ্দীপক। এই স্তোত্রের উপর বেঙ্কটেশ ও আনন্দরাঘব টীকা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৩।৭৮) এবং ভক্তিরসামৃতে (২।৫।২৯) ইহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমুকুন্দমঙ্গল—দ্বিজ হরিদাস-রচিত এই কাব্যের প্রারম্ভে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গাদির বন্দনা আছে। শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধের পয়ারে অনুবাদ বলিয়াই মনে হয়।

'ভাগবত দশম স্কন্ধের পদাবলী। ভাষায় লিখিতে বড় করয়ে বিকলি।'

শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার-বর্ণনা— ময়ূরের বেশ ধরি কেহো কেহো নাচে। নটবররঙ্গে কেহ নাচে কাছে কাছে॥ বানর বালক গাছ উপরে বসিঞা। উলমিছে কেহো কেহো লাঙ্গুল ধরিঞা॥ লাঙ্গুল ধরিয়া কেহ গাছ-পর যায়। বানরের মুখ করি তারে আলিকায়॥ লাফা-লাফি করে কেহো বানরের সনে। অল্প স্রোতে ঝাঁপ দেয় ভেকের সমানে॥ নিজছায়া দেখি ভঙ্গী করে তার সনে। প্রতিশব্দ শুনি শব্দ করে ঘনে ঘনে॥ কৃষ্ণ সনে কেহো কেহো হাতাহাতি করি। নাচে গাএ শিশুসব আপনা পাসরি॥

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি— ১০০৫,৩৫৯২]

২ শঙ্কর চক্রবর্ত্তির এক মুকুন্দমঙ্গল আছে (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১৪৩১ পৃষ্ঠায়)।

মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ—শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর প্রিয়শিষ্য পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তির বংশধর শ্রীরাধামুকুন্দ দাসই এই পদসাহিত্যের সঙ্কলয়িতা। পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্ত্তনামৃত ও পদকল্পতরুর মতালম্বনে এই গ্রন্থ গুম্ফিত। ইহা পূর্ব ও উত্তর বিভাগে এবং ষোড়শ স্তবকে গ্রথিত—পদসংখ্যা—৬৫৯। স্বরচিত পদসংখ্যা মাত্র—১৫।

শ্রীমুকুন্দানন্দগ্রন্থ অনুক্রমণিকা। ভক্তরসাধিকা ভক্তগণের তোষিকা॥ পূর্বোত্তর ভাগদ্বয় গ্রন্থের বর্ণন। কৃপা করি শুধিবেন রাধাকৃষ্ণ-জন॥ শ্রীমুকুন্দানন্দ - রাধামুকুন্দ -পদদাতা। পূর্বোত্তর ভাগদ্বয় ভক্তিকল্পলতা॥ ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতাপুষ্পচয়। ষট্‌শত নব পঞ্চাশৎ পদ ফল প্রেমময়॥ সুভক্ত-কোকিল ভক্তিরস আস্বাদয়। অভক্ত কু-কাক বিষ-বিষয় ভুঞ্জয়॥

মুকুন্দোদয়——শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবের উৎসাহে কবীন্দ্র বাণীনাথ এই মহাকাব্য রচনা করেন। (A. S. B. 8331) সর্গান্তে—শ্রীশুক্লধ্বজ-নন্দনে নরপতৌ দেব-দ্বিজোপাসনো, - দঞ্চৎকীর্ত্তি-কুমুদ্বতী-পরিবৃঢ়ে প্রোল্লাসিনি ক্ষ্মাতলে। বাণীনাথ--কবীন্দ্র--নির্মিত--মহাকাব্যে মুকুন্দোদয়ে, সম্পূর্ণো হরিকেলি-বর্ণনতয়া সর্গোঽয়মেকাদশঃ॥

মুক্তাচরিত্র—শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামি বিরচিত খণ্ডকাব্য। কথিত আছে যে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী মহা বিপ্রলম্ভ-রসপ্রধান 'ললিত-মাধব' নাটকের প্রণয়নান্তে শ্রীপাদরঘুনাথকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া উন্মত্তবৎ কখনও বা ঐ গ্রন্থরত্ন বুকে ধরিয়া অশ্রুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতেন, কখনও বা 'হা রাধে! প্রাণেশ্বরি !!' বলিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া অচেষ্টভাবে শায়িত থাকিতেন। বলা বাহুল্য যে শ্রীপাদ দাসগোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীমতীর নিত্য-সান্নিধ্য লাভ করিলেও ক্ষণকালের বিরহেই অতিশয় কাতর ও অস্থির হইয়া পড়িতেন। তদুপরি নিত্য-বিরহসূচক ললিতমাধবের ঘটনা-পারম্পর্যে মহাবিরহসাগরে নিপাতিত শ্রীদাসগোস্বামির প্রাণরক্ষাও দুর্বিষহ হইয়াছিল। শ্রীলরূপগোস্বামী রঘুনাথের এতাদৃশী ভাব-বিহ্বলতা ও প্রেমোন্মাদনার কথা শুনিয়া হাস-পরিহাসময় নিত্যসম্ভোগ-রসবহুল 'দানকেলিকৌমুদী' নামক এক ভাণিকা প্রস্তুত করিয়া শ্রীদাস-গোস্বামীকে পাঠাইয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া

আনেন। শ্রীদাসগোস্বামীও রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করিলেন এবং তৎপরে স্বয়ংও মুক্তাচরিত্র ও দানকেলিচিন্তামণি নামক অতুলনীয় সম্ভোগরসমাধুর্যপরিপূরিত গ্রন্থরত্নদ্বয় প্রণয়ন করেন।

এই গ্রন্থের প্রথম বক্তা—শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয় বক্ত্রী পৌর্ণমাসী-শিষ্যা সমঞ্জসা। প্রথমা শ্রোত্রী—সত্যভামা এবং দ্বিতীয়া শ্রোত্রী—মহিষী লক্ষ্মণা। পরমবৈরাগ্যবান্ শ্রীমদ্দাসগোস্বামির লেখনী-প্রসূত এই অপ্রাকৃত কাব্য-আস্বাদনের অধিকারী—বিরলপ্রচার। রসজ্ঞ-ভক্তগণই এই হরিচরিতামৃতলহরীর আস্বাদ পাইবেন—একথা মুখবন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকারই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীজীবের আজ্ঞাসুধায় এবং শ্রীপাদ শ্রীরূপের সবিশেষ উপদেশেই এই গ্রন্থপ্রণয়নের প্রচেষ্টা হইয়াছে (উপসংহারে ২য় শ্লোক)।

সারসঙ্কলন — শ্রীসত্যভামাদেবী মুক্তাফলের লতা কোন্ ধন্যদেশে জন্মায় জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বব্রজলীলা স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন—দীপমালা-মহোৎসবে গোপগণ নিজের অঙ্গ এবং গোমহিষাদিকেও বিবিধ ভূষণে সাজাইতেছেন। শ্রীরাধাও সখীগণ-সহ মাল্যহারীকুণ্ড-তীরে চতুঃশালায় মুক্তাসমূহে বেশভূষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'হংসী ও হরিণী' নামক ধেনুদ্বয়ের নিমিত্ত কয়েকটি মুক্তা প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বীয় জননী হইতে মুক্তা আনিয়া গোকুলের জলাহরণ-ঘাটের নিকট ক্ষেত্রে রোপণ করত চারিদিকে কাঠের বেড়া দিলেন। ক্ষেত্রে সেচনের জন্য ঐ গোপীদের নিকট দুগ্ধ যাচ্ঞা করিয়াও তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বগৃহদুগ্ধে মুক্তাক্ষেত্র সিঞ্চন করত চতুর্থদিনে মুক্তালতা অঙ্কুরিত করিলেন। গোপীগণ হিংস্রালতা মনে করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে লতা বিস্তারিত হইয়া কুসুম সৌরভে দশদিক আমোদিত করিল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ প্রভাব-সন্দর্শনে নান্দীমুখীর পরামর্শে বহুক্ষেত্র চাস করাইয়া নিজেদের গৃহে যত মুক্তা ছিল, সবগুলি রোপণ করত নবনীতাদি সেচন করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁহারা দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্র হইতে ভিন্ন কণ্টকাকীর্ণ হিংস্রালতাই অঙ্কুরিত হইয়াছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের লোভ জন্মাইয়া বয়স্যগণকে ও পশুগণকে, এমন কি বানরগণকেও মুক্তামণ্ডিত করিলেন; গোপীগণ গৃহে মুক্তাভাব দর্শনে গুরুগণের তর্জনাদি আশঙ্কা করিয়া পরামর্শ করত চন্দ্রমুখী ও কাঞ্চনলতাকে প্রচুরতর স্বর্ণ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে মুক্তাক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সুবলকে মধ্যস্থ করিয়া মুক্তাক্রয়বিক্রয়চ্ছলে উভয়পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইলে সখীদ্বয় গমনোন্মুখী হইলেন। সুবলের পরামর্শে শ্রীরাধাদি গোপীগণ মুক্তাবাটীর নিকটে আসিলেন। শ্রীরাধা স্বীয় উপস্থিতিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-নিকট প্রকাশ করিতে সুবলকে নিষেধ করত কদম্বকুঞ্জে বসিয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন। তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধার অনুপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেও মধুমঙ্গলের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে যাঁহারা স্বয়ং আসিয়া মুক্তা না নিবেন, তাঁহাদিগকে চতুর্গুণ মূল্যে সামান্য সামান্য মুক্তাই নিতে হইবে। ইঙ্গিতক্রমে মুক্তাসম্পুটসমূহ প্রসারিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে একটি ক্ষুদ্রতম মুক্তা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার জন্য বিশাখার হস্তে দিতে অনুমতি পূর্বক সুবলকে বলিলেন 'বিশাখা নগদমূল্য না দিলে মাধবীকুঞ্জে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে।' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি তাহাতে প্রহরীর কার্য করিবেন এবং যতদিন শ্রীরাধা স্বয়ং আসিয়া হিসাব নিকাস না করেন—ততদিনই বিশাখাকে কারাকক্ষায় থাকিতে হইবে। চিরজাগরণে তাঁহার উদ্‌ঘূর্ণার সম্ভাবনা নাই, কেন না তিনি শ্রীরাধার বামভুজকে উপাধানরূপে গ্রহণপূর্বক তদীয় বক্ষতল্পে বিরাজিত পীতপট্টবস্ত্রে অরুণ কর স্থাপন করত মুক্তাপণের জন্য বাগ্‌যুদ্ধ করিতে করিতেই রাত্রি জাগরণ করিবেন। সুবল-কথিত অল্পমূল্যে মুক্তাবিক্রয়ের পরামর্শেও তিনি সম্মত না হওয়ায় গোপীগণকে পৃথক্ পৃথক ভাবে স্বস্ব অভীষ্ট মুক্তা সাজাইতে বলিয়া সুবল পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে গোপীগণকে ঋণসূত্রে মুক্তা দান করিলে অচিরেই তাঁহারা বৃদ্ধিসহ মূল্য দান করিবেন। যদি গোপীগণ স্বস্বগুরুকুলরূপ মহাপর্বতে প্রবেশ

করত মূল্যদানে অস্বীকৃত হয়, তবে সুবলই স্বয়ং অর্জ্জুন কোকিলাদি সহ তথায় গিয়া তাঁহাদের ভর্ত্তা-গণের নিকট ইঁহাদের স্বয়ং-গ্রহাশ্লেষাদি মূল্যের কথা শুনাইয়া তাহা আদায় করিতে সচেষ্ট হইবে। আদান প্রদান করিতে গেলে মিত্র-গণের সহিত বিরোধ হইতে পারে—বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে প্রস্তুত মূল্য দিয়া মুক্তা নিতে হইবে। তাহাতে গোপীগণ ক্রোধ করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিলে সুবল তাঁহা-দিগকে ফিরাইয়া বলিলেন 'প্রথমতঃ মূল্য নির্ণীত হউক, তৎপরে দানোপায় চিন্তা করা হইবে।' প্রথমতঃ ললিতার মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে—সমরে পৌরুষক্রমে ললিতা যদি পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণকে একবারও কুণ্ঠীতাস্ত্র করিতে পারেন, তবে ললিতার সমক্ষে তিনি স্ত্রীবৎ থাকিবেন কিম্বা ইঁহারই পৌরুষ গান করিয়া অনুচর হইয়া থাকিবেন—ইহাই মূল্য। সুবল ও মধুমঙ্গল পৌগণ্ড এবং তরুণ বয়সোচিত লীলাবলি স্মরণ করাইলে কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি ললিতার ভ্রূধনু-টঙ্কারকে বড় ভয় করেন। ললিতা সখীগণসহ ক্রোধে গৃহগমনোদ্যত হইলে নান্দীমুখী আসিয়া বলিলেন যে পরিহাসপটু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরি হাসরস বিস্তার করত স্বকার্য-সাধনই যুক্তিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণ-মাসীর আজ্ঞাও নিবেদন পূর্বক তিনি বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেন আগ্রহ ছাড়িয়া অল্পমূল্যে রাধাদিকে মুক্তা ছাড়িয়া দেন। এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে ভগবতীর আজ্ঞা শিরোধার্য করত ললিতার সহিত যে মূল্য-নির্ণয় হইয়াছে, তাহা হইতে নান্দীমুখী যাহা কমাইতে বলিবেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহাতেই স্বীকৃত আছেন। নান্দী-মুখী তখন অন্যান্য সখীরও মূল্য নির্ণয় করিতে ইঙ্গিত দিলে শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠার মুক্তাপণ-স্বরূপে বলিলেন যে রাধা ও অনুরাধার মধ্যে উদীয়-মানা জ্যেষ্ঠা তাঁহাদিগের সহিত বা পৃথক্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণমুখ-চুম্বন করিলেই মূল্য দিলেন। চম্পকলতার মূল্য-নিরূপণান্তে তিনি বলিলেন যে চম্পকলতা স্থাবর-জাতি হইয়াও বৃহৎফলদ্বয় ধারণপূর্বক লীলাক্রমে সঞ্চরণ করে, অতএব মেঘসদৃশ কৃষ্ণবক্ষে চম্পকমালা হইয়া তাঁহাকে সুবাসিত করিলে কৃষ্ণও নিজ-সিদ্ধিবলে তাঁহার কণ্ঠে মরকত-মালারূপে এবং বক্ষোযুগলে মহেন্দ্র-নীলমণিরূপে নায়ক হইবেন। অম্বিকাবনে অজগরকে বিদ্যাধর-স্বরূপদানে, গোবর্দ্ধনপর্বত-উত্তোলনে, কালিয়দমনে এবং দাবানল-পানে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধিপ্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও ললিতা বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য হারাইয়া সেই সিদ্ধির এক্ষণে লোপ করিয়াছে। ললিতা ও সুবল-মধুমঙ্গলের এই সিদ্ধিবিদ্যা এবং হিংস্রোলতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। পরম-সিদ্ধ হইলেও মুক্তাবিক্রয়রূপ ক্ষুদ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বৈশ্যধর্মরূপে তিনি কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুশীদরূপ বৃত্তিচতুষ্টয় অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুবল বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ধনবৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু প্রত্যঙ্গে কামকোটিবিজয়ী নব-তারুণ্যের, নেত্রাঞ্চলে চঞ্চলকমল নিন্দি ঘূর্ণনের এবং বাক্যে সুধা-সারোজ্জ্বল মাধুরীরও বৃদ্ধিলাভ করিতেছেন। ললিতা বলিলেন—'স্বাধ্বীসমূহের অধরামৃতোচ্ছিষ্টেরও বৃদ্ধিলাভ হইতেছে। এইপ্রসঙ্গে শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখাদি যে যে তাঁহাকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ করিয়া মূল বস্তুর পরিশোধ দিয়াছেন, তাহা উক্ত হইলেও কিন্তু রঙ্গণবল্লী ও তুলসী কেবল অঙ্গীকৃত মূল্যও দিতেছেনা জানিয়া মধুমঙ্গল তাঁহাদিগকে কৃতঘ্নতা-হেতু লোক-ধর্মভয় দেখাইলে ললিতা বলিলেন যে কৃষ্ণের বাক্যে যদি উৎকট সিদ্ধি-ভক্ষণের গন্ধ না থাকিত, তবে পূর্বোক্ত তদীয় বাক্য প্রিয়তরই হইত। রঙ্গণমালা ও তুলসীর মূল্য-বিষয়ে ললিতা ও বিশাখার প্রতি ভারার্পণ পূর্বক নান্দীমুখী বলিলেন যে যদিও ললিতা বিশাখা এই মূল্য নাই দেন, তবে অনঙ্গমঞ্জরী-সহোদরাই ঐ মূল্য বৃদ্ধিসহ অবিলম্বে দান করিবেন। তুঙ্গবিদ্যা ইত্যবসরে এক অপূর্ব বার্ত্তা নিবেদন করিলেন—কান্তদর্পাচার্যের শিষ্য শ্যামলমিশ্র কর্ত্তৃক গুরুকৃত সূত্রসমূহের সন্ধি, চতুষ্টয়, আখ্যাত ও কৃদ্বৃত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সখীস্থলী হইতে এক মহাপদ্মা নদী শ্যামল মিশ্রের নিকট বৃত্তিচতুষ্টয় পড়িবার জন্য সন্ধ্যাকালে বন্যাবৃদ্ধি সহকারে সমাগতা

হইয়াছিল !! শ্যামলমিশ্রের অভিন্নহৃদয় অলীকরাজ পণ্ডিত প্রথমতঃ 'নর্ম-পঞ্জিকা' ও 'ক্রয়বিক্রয়-পঞ্জিকা' করিয়া সম্প্রতি 'অলীকপঞ্জিকা' ও 'আদান-প্রদান-পঞ্জিকা' প্রপঞ্চিত করিয়াছে !! তৎপরে তাঁহারই সহপাঠী কুহকভট্ট-কর্তৃক এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের টীকা লিখিত হইতেছে। আচার্য ও ভট্টের নিরুক্তি ত স্পষ্টই আছে, মিশ্র ও পণ্ডিতের যাথার্থ্য বলিতেছেন—দোষগুণের মিশ্রণ আছে যাহাতে—সেই মিশ্র। দোষ—বৈদগ্ধ্য ও অবৈদগ্ধ্যের বিচার-বিহীন হইয়া সর্বত্র প্রবৃত্তি, আর গুণ—সরলতানিবন্ধন উত্তমাধমাদি বিচার না করিয়া সর্বত্র সমানভাবে প্রবৃত্তি। পণ্ডিত শব্দের 'পণ্ডা' দ্বারা সদসদ্‌বিচারিকা বুদ্ধিকে বুঝাইলেও ইনি পরবিধির বলবত্তা জানিয়া অসদ্ বিচারকেই সারাৎসার করত পণ্ডিত হইয়াছেন। এইরূপে সন্ধি, চতুষ্টয়, আখ্যাত এবং কৃৎ ও তাহাদের বৃত্তি পৃথক্ পৃথক ভাবে ব্যাখ্যাত হইল। একসময়ে চতুর্ভুজ-প্রকটনে তিনি টীকাচতুষ্টয় লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন—বস্তুতঃ শাস্ত্রকারী ব্যক্তিচতুষ্টয়সহ এক ব্যবসায়ের হেতু 'কুহকভট্ট'-নামক একই কুমারের কুহকবলে চতুর্বিধ রূপগ্রহণসামর্থ্য আছে। এইরূপ বচন-বিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণকে অলীকবিদ্যাসিদ্ধ সপ্রমাণ করিলে তিনি তখন চম্পকলতার কণ্ঠে মণিমালাবৎ বিরাজিত হইয়া স্বসিদ্ধি দেখাইতে গেলেন এবং চম্পকলতা কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-পৃষ্ঠে নিলীন হইলেন।

তৎপরে চিত্রার মূল্যনিরূপণকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে চিত্রার বিগ্রহে শৃঙ্গারকর্মদক্ষ বহু সন্তার বিদ্যমান—তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যঙ্গ ভূষিত করাই পণ। তুঙ্গবিদ্যার পণ হইতেছে এই যে তিনি গুরুস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে এমন একটি মন্ত্রদীক্ষা দিবেন, যাহাতে তিনি শ্রীরাধার বিবিধ সেবা সাক্ষাৎভাবেই প্রাপ্তি করিতে পারেন, তুঙ্গবিদ্যা তাঁহাকে 'প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য' স্তবরাজের স্তব-উপদেশ দিয়া কৃতকৃতার্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরু-তুঙ্গবিদ্যাচরণে দণ্ডবৎ করিবেন এবং তুঙ্গবিদ্যা তখন স্বাধরামৃতযুক্ত চর্বিত তাম্বূল-প্রদানেও আপ্যায়িত করিলে উত্তম উত্তম মুক্তা দক্ষিণা পাইবেন। বিশাখা তখন শ্রীকৃষ্ণকে পদ্মার অধরকূপীস্থিত পরম পাবন উচ্ছিষ্টমধু-পানজনিত অপরাধে দোষী বলিয়া দীক্ষাদান-বিষয়ে নান্দী-মুখীকে সাবধান করিলেন। এক্ষণে এই অপরাধ-ক্ষালনের জন্য উজ্জ্বল-মণি-সংহিতার ব্যবস্থানুসারে ললিতা বিধান দিতেছেন যে অপরাধী জন যদি সভামধ্যে স্বয়ং আসিয়া নিষ্কপটে অপরাধ স্বীকার করত অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধানে শোধন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণও তখন বলিলেন—'গৌরীতীর্থে গৌরী-সহচরী চর্চ্চিকা বামস্তনের আঘাত এবং মাধবীচতুঃশালায় চর্বিত তাম্বূল প্রদানে তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ মাল্যহরণ-কুণ্ডতটে আবার সেই চর্চিকা আসিয়া তাঁহার গণ্ড চুম্বনপূর্বক মুখে অধরামৃত দান করিয়াছে—এই দুই পাপ হইতে নিষ্কৃতিজন্য তাহার মুখকমলের উচ্ছিষ্ট মধুপানরূপ প্রায়শ্চিত্তই ব্যবস্থাপিত হউক।' এই চর্চিকা দেবীর পরিচয় লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বিশাখাই সেই চর্চিকা। চিত্রা ষড়্‌গুণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেও ললিতা বলিলেন 'প্রথমতঃ পাপমোচনকুণ্ডে স্নান করিয়া তিন দিন মানসগঙ্গায় স্নান করিবে, তৎপরে ২১ দিন যাবৎ মল্লী ও ভৃঙ্গী-নামিকা পুলিন্দ-কন্যার অধর-পঞ্চামৃত পান করিয়া মুখের দোষ অপনয়ন পূর্বক দ্বিষড়্‌গুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' শ্রীরাধা তুলসীর হস্তে এক পত্র সমর্পণ করিয়া সকলকে জানাইলেন যে পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের কথা-শ্রবণে তিনি ব্যথিতা হইয়া এই বিধান করিলেন যে রাজপুত্র মহা-বিলাসী; ইঁহাকে ঐ মল্লীভৃঙ্গীর চরণাঘাতে অশোকলতার পুষ্প প্রস্ফুটিত করাইয়া তাহা হইতে ক্ষরিত মকরন্দের ২৪ গণ্ডূষে বদন প্রক্ষালনপূর্বক স্মিত-কর্পূরে সুবাসিত অধরপঞ্চামৃত ধীরে ধীরে পান করাইয়া পাপমুক্ত করিবে।

ইন্দুলেখার মূল্যনির্ণয়-সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমার শ্যামল বক্ষঃআকাশে ইনি নখরাঘাতে স্বমূর্তি স্থাপনা করুন আর আমিও ইঁহার বক্ষোজযুগলে অর্দ্ধচন্দ্ররূপে উদিত হই।' রঙ্গদেবীর পণ-নিরূপণে তিনি বলিলেন—'নিকুঞ্জ-মন্দিরাভ্যন্তরে স্বীয়বক্ষোজরূপ কনক-কুম্ভদ্বয় আমার বক্ষে এমনভাবে নাচাও, যাহাতে আমি অধরামৃত-প্রসাদদানে তোমাকে আনন্দিত

করিতে পারি।' সুদেবীর মুক্তামূল্য-নির্ণয়ে তিনি বলিলেন—'পাশাখেলায় সুদেবী আমাকে পরাজয় করিলে বাম বক্ষোজে আমার বুকে আঘাত দিয়া অধররস দুইবার পান করুক, আর যদি আমি জয়ী হই, তবে আমার দক্ষিণ করদ্বারা ইহার দক্ষিণ বক্ষোজ পীড়ন করাইয়া দুইবার অধরামৃত পান করাইবে। অনঙ্গ-মঞ্জরীর জন্য বলিলেন—'নির্জন নিকুঞ্জবেদিতে ইঁহার পঞ্চাশ অঙ্গে স্মরপঞ্জরাক্ষরসমূহ স্বহস্তে বিন্যাস করত স্বীয় অঙ্গে তদঙ্গ আলিঙ্গনপূর্বক মন্ত্রদ্বারা ব্যাপক-ন্যাসাদির বিধানে ইঁহাকে এমন সিদ্ধমন্ত্র দীক্ষা দিব যাহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইয়া এই মন্ত্রগুরুকে বিলাসরত্নাবলি উপহার দিবেন।'

এই সময়ে মল্লী ও ভৃঙ্গী আসিয়া দুইখানি পত্র তুলসীর হস্তে দিলে ললিতা একখানি পড়িয়া সুবলের হাতে দিলেন। সুবল পত্র পড়িয়া জানাইলেন 'শ্রীরাধা মুক্তাকৃষির জন্য দেয় রাজকর দাবী করিতেছেন, সেই কর তিনি মথুরায় পাঠাইয়া ভাল ভাল মুক্তা আনাইয়া গুরুজনের ওলাহন হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। যদি মুক্তাক্ষেত্রের বহুতর রাজস্ব দিতে অসমর্থ হয়েন, তবে যেন অর্দ্ধেক মুক্তা সত্বর পাঠাইয়া দেন।' কুটীনাটীতে পণ্ডিত এই গোপীরা পররাজ্যকে নিজরাজ্য বলিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক করা পর্যন্তই বৃন্দাবন শ্রীরাধার রাজ্য হইয়াছে; বৃন্দা আসিয়া রাধাভিষেক-কাহিনী বিবৃত করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'শ্রীরাধা বৃন্দাবন-পুরন্দর আমারই রাজ্ঞীরূপে আমারই ইঙ্গিতে ভগবতী-কর্ত্তৃক অভিষিক্তা হইয়াছেন! তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন আমার বক্ষের চন্দনে তাঁহার তিলক রচনা হইল?' বাদবিবাদ যখন ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল, তখন মল্লী ও ভৃঙ্গী রাজকরের কথা স্মরণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের মধ্যে বিবাদের মধ্যস্থ হইয়া সুবল ও নান্দীমুখী দাঁড়াইলেন। প্রথমতঃ ললিতাকে প্রশ্ন করিলেন—'বৃন্দাবন শ্রীরাধার রাজ্য কিরূপে হইল?' বৃন্দা বলিলেন যে প্রত্যক্ষই ত দেখা যায় যে শ্রীরাধার সারূপ্য লাভ করিয়া বৃন্দাবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরাণ-বচনে আছে—'রাধা বৃন্দাবনে বনে'। মধুমঙ্গল বলিলেন যে পুরাণ-শিরোমণি গোপালতাপনীতে আছে যে ইহা 'কৃষ্ণবনই'। 'কৃষ্ণবন' শব্দের কর্মধারয় সমাসে 'কৃষ্ণ যে বন' এবং বহুব্রীহি সমাসে 'যেস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বন আছে' এই দুইরূপে 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দে অর্থান্তর-প্রতীতি করিলেও কিন্তু 'কৃষ্ণের বন' এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে শ্রীকৃষ্ণেরই জয় হইল দেখিয়া ললিতা 'ষষ্ঠীতৎপুরুষ' শব্দে ষষ্ঠী নামে দেবীর (চন্দ্রাবলীর) পদসেবা করিয়াছে যে পুরুষ, তাহাকেই বুঝাইলেন এবং চন্দ্রাবলীর ষষ্ঠীত্ব-সম্বন্ধেও বিবৃতি দিতেছেন—(১) কংসভৃত্য গোবর্দ্ধন—ভৈরব, (২) তাহার মাতা ভারুণ্ডা—চণ্ডী, (৩) চন্দ্রাবলীর মাতামহী করালা—চর্চিকা (ঘাঁটুদেবী), (৪) শৈব্যা—কালী, (৫) পদ্মা—শঙ্খিনী এবং (৬) সখীস্থলী-বটবাসিনী চন্দ্রাবলী ষষ্ঠী যেহেতু বটবনবাসিনীরই ষষ্ঠী হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এই সব বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নির্বাক্ হইয়া স্বধার্ষ্ট্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলে ললিতা সক্রোধদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এক্ষণে সত্যভামার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেন যে শ্রীরাধার কায়ব্যূহ-রূপা সখীগণ রাধার অন্তরের ভাব জানিতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মধুমঙ্গল বলিলেন যে মৃগনাভি ও তাহার পরিমল যেরূপ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকে, তদ্রূপ গান্ধর্বাগিরি-ধারীও পরস্পর সম্মিলিত আছেন বলিয়া শ্রীরাধার নর্মবাণীও শ্রীকৃষ্ণ-মানসে সঞ্চারিত হয়। মধুমঙ্গলের এই কথায় ব্রজবিলাসাদি স্মৃতিপটে উদিত হইয়া প্রবল বিরহ-জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণ প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সত্যভামার আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন—'যূথেশ্বরী-পরাভবই এক্ষণে প্রয়োজন' এই বলিয়া কুঞ্জাভিমুখে দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়া তিনি নান্দীমুখীকে বলিলেন—'ললিতাদি সখীগণের তারুণ্যধন হইতেও শ্রীরাধার ঐ ধন অনেক বেশী, জলকেলির পরে রাধাকুণ্ডতীরে তিনি কখনও ঐ ধন দেখিয়া অবধি লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কেন না ধনলুণ্ঠন হইলেই রাজ্যাশা ছাড়িয়া সেনাপতি সহ শ্রীরাধা পলায়ন করিবে।'

এই রসাস্বাদন-বিষয়ে বিবিধ

বাকোবাক্য হইতে হইতে অনন্তর কর লইয়া মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত! ললিতা বলিলেন যে শ্যামাক্ষেত্র হইতে ধান্যক্ষেত্রের কর অধিক, তাহা হইতে কার্পাস ক্ষেত্রের, তাহা হইতেও বাস্তভূমির, আবার তাহা হইতেও অপূর্ব অমূল্য মুক্তাক্ষেত্রের কর পরার্দ্ধগুণ বেশী হইবে। আবার পরিমাণ-দণ্ড বৃন্দা বলিতেছেন—বাস্তভূমি, ধান্যভূমি, তৃণভূমি, কার্পাস-ভূমি ও মুক্তাভূমি—ক্রমশঃ অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করত পঞ্চ অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাণ করিতে হয়। নান্দীমুখী বলিলেন যে মহাবন হইতে এই বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনেশ্বরীর আশ্রয় লইয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়াছেন, এই বিধানে মানদণ্ড ধরিলে তিনি কর দিতে অসমর্থ হইবেন। অতএব তাঁহারা মানদণ্ডত্যাগ করিয়া নিজের ভাগ গ্রহণ করুন। নান্দীমুখী অর্দ্ধেক ভাগ দিতে বলিলে রঙ্গণমালা বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠভাগ পাইতে পারেন। নান্দীমুখী বিশাখা ও ললিতাকে উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে সন্ধ্যাকালে দুইজনকে লইয়া আসিলে তিনি মনোঽভীষ্ট দান করিবেন; যদি অবিশ্বাস হয়, তবে নান্দীমুখীতেই উৎকোচ স্থাপন করিতেও তিনি রাজী হইলেন। উৎকোচের পরিমাণ ও প্রকার-সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে বৃন্দাবন-রাজ কৃষ্ণের বনপালন ত্যাগ করিয়া বৃন্দা রাধার আনুগত্য স্বীকার করাতে প্রথমতঃ তাঁহাকেই উৎকোচ-প্রদানে আয়ত্ত করিবেন, তৎপরে ললিতাকে চুম্বকরত্ন এবং বিশাখাকে বিচিত্র অঙ্কমালা দান করিবেন। তৎপরে মধুমঙ্গল সহ হাস্যরস আস্বাদন করত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'ক্ষুদ্রগ্রামপতি নিজনিজ গ্রামের সীমার জন্য মধ্যস্থ বরণ করে, রাজগণ নিজের ভুজ-বলেই রাজ্যদখল করেন। আমার সহিত ইঁহারা যুদ্ধ করুন, যাঁহার জয় হয় তিনিই রাজ্যভাগী হইবেন।' এই বলিয়াই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে নান্দীমুখী এবং চন্দ্রমুখী বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়পক্ষে যুক্তি দেখাইলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকুঞ্জপ্রতি সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া নান্দীমুখী বলিলেন—'শ্রীরাধাই সমর্থাশিরোমণি, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়; এক্ষণে অলীক বিবাদ ত্যাগ করত অন্যান্য গোপীদের মুক্তামূল্য নির্ণয় করাই উচিত। ভগবতী পৌর্ণমাসী রাজ্যসম্বন্ধে ন্যায্য বিচার করিবেন।

তৎপরে চন্দ্রমুখীর মুক্তামূল্য নিরূপিত হইতেছে—'আগামী কল্য বা পরশ্ব চন্দ্রমুখী নিভৃত স্থানে আসিয়া স্নাত ও পূত আমাকে কান্তদর্পাচার্য-কথিত মন্ত্র উপদেশ দিবে।' কাঞ্চনলতা-সম্বন্ধে বলিলেন—'মদীয় বক্ষে যদি পরমসুন্দর-তারাধিকা (অত্যুত্তমা) ভবৎকণ্ঠ-সমীপবর্ত্তিনী একাবলীকে, শ্লেষে—পরমসুন্দরী তোমার নিকটবাসিনী রাধিকাকে--একাবলীরূপে মদীয় বক্ষে অর্পণ কর, তবে বিনামূল্যেই মুক্তাবলী পাইবে।' তুলসীর নয়নকটাক্ষে ও হাস্যের সহিত বাক্যমকরন্দ-পানে আমি বিহ্বল হইলে রঙ্গণমালিকা স্নেহবিহ্বলা হইয়া মদীয় বক্ষে নিজ কুচকলিকাদ্বয় স্থাপন করত স্বাধরামৃত-দানে আনন্দদান করুক।'

'গান্ধর্বিকা ও বিশাখার' মূল্য-সম্বন্ধে বিশেষ এই যে ইহারা যখন একাত্মা, তখন উভয়ে আমার পৃষ্ঠরূপ তমালবৃক্ষ-সম্বলিত ভূখণ্ডে মসৃণতর দক্ষিণ ও বামবাহুরূপ স্বর্ণলতাসদৃশ—শ্রীরাধাকুণ্ডবর্ত্তি কুঞ্জমন্দিরে ইহাদের সহিত বিলাস-বিশেষই মদভিপ্রেত মূল্য।' বিশাখা শ্রীকৃষ্ণবাক্যে কপটক্রোধ পূর্বক গৃহ-গমনে উদ্যুক্তা হইলে নান্দী-মুখী তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'পরিহাস ত্যাগ করিয়া সুবর্ণাদি মূল্য দ্বারা মুক্তা দান কর।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দুইদিন মধ্যে সুবর্ণালঙ্কারাদি, রঙ্গাদি রসাদি ও প্রিয়গোআদি আমাতে ন্যস্ত করিয়া তদনুরূপ কয়েকটি মুক্তা লইয়া যাউক।' পুনরায় চিন্তা করত বলিলেন—'না, প্রস্তুত মূল্য ব্যতীত মুক্তা দিতে পারি না।' নান্দীমুখী বলিলেন—'মোহন! এইরূপ অপূর্ব মূল্য কোথাও ত দেখি শুনি নাই!!' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'এইরূপ অপূর্ব মুক্তা কোথাও দেখিয়াছ, শুনিয়াছ কি? কাজেই অপূর্ব পদার্থের মূল্যও অপূর্বই হইবে।' নান্দীমুখী কৃষ্ণের হঠ দেখিয়া সখীগণকে বলিলেন—'স্বীয়াভিপ্রেত মূল্য না পাইলে হঠী নাগর মুক্তা যখন দিবেই না, তখন ইহার কথিত মূল্যে কোনও ছলে কিঞ্চিন্মাত্র সম্মতি-প্রদানে মুক্তা গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন

করিলে কেহই বা মূল্য দিবে আর কেহই বা তাহা গ্রহণ করিবে ?' তখন ললিতা সক্রোধ বচনে বলিলেন—

'অপূর্ব মুক্তা-কেদারিকা, অপূর্ব বীজগণ। অপূর্ব মুকুতাফল ফলিল বিস্তর। অপূর্ব বিক্রয়, তাহে বণিক্‌ সুন্দর॥ বণিকের মুখেতে অপূর্ব মূল্য শুনি। নান্দীমুখীও অপূর্ব মধ্যস্থ আপনি॥ কেবল অপূর্ব তাহে নহিল আমরা। সুখেতে বাণিজ্য এবে করহ তোমরা॥' (শ্রীনারায়ণ-দাসের অনুবাদ)।

'এই অপূর্ব ব্রহ্মচারী হইতে অপূর্ব ব্রহ্মচারিণী নান্দীমুখী এখন অপূর্ব তপস্যার বলে অপূর্ব মূল্য প্রদানে মুক্তা গ্রহণ করুন—আমরা গৃহে চলিলাম—' এই বলিয়া গোপীগণ শ্রীরাধাকে লইয়া রাধাকুণ্ডে বকুল-কুঞ্জে গমন করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র মৌক্তিক দ্বারা বিচিত্র হারাদি স্বয়ং গুম্ফন করত শ্রীরাধাদি প্রত্যেক গোপীর নামাঙ্কিত করিয়া করিয়া নান্দীমুখী ও সখাগণের সাহায্যে ঐ বকুলকুঞ্জে পাঠাইতে লাগিলেন। সখীগণ সেই আভরণ-সমূহে শ্রীরাধাকে সাজাইয়া ও পরস্পর বেশভূষাদি করিয়া গুরুজনকে সন্তোষিত করিয়া আবার রাধাকুণ্ড-তীরে আগমন করিলেন এবং এই বার্ত্তাবিনোদে আনন্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুর্য স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সত্যভামা তাঁহাকে গোকুলে গমনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নির্দিষ্ট শুভদিনে পৌর্ণমাসী, উদ্ধব ও রোহিণীর সহিত তিনি মধুমঙ্গলকে লইয়া দ্রুতগামী নন্দীঘোষ-রথে আরোহণ করত গোকুলের নিকটে আগমন পূর্বক গোপবেশ ধারণ করিয়া শুভপুরে প্রবেশ করিলেন।' লক্ষ্মণা সমঞ্জসার মুখে এই আখ্যান শুনিয়া ব্রজে যাইয়া শ্রীরাধার সখীত্ব করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এই গ্রন্থের কোনও টীকা নাই, কিন্তু সপ্তদশ শকাব্দায় পদামৃতসমুদ্র-সঙ্কলয়িতা শ্রীরাধামোহনের পিতা শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল নারায়ণ দাস ইহার যে মর্মানুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতিসুন্দর ও সুরসাল হইয়াছে। মূলের ভাব-মাধুর্য ও রসবত্তা অনুবাদেও পরিদৃষ্ট হইতেছে। শ্রীনারায়ণ দাসই গ্রন্থ-কারের হার্দ্দ বিষয়টি সহজ সুখবোধ্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একটি মহানিধি দান করিয়াছেন। এই অনুবাদটিবে তিনি ছয়টি স্তবকে গুম্ফিত করিয়াছেন; প্রথম স্তবকে—মুক্তা-রোপণ, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে মুক্তা-ক্রয়-বিক্রয়নিরূপণ, চতুর্থে—শ্রীকৃষ্ণের প্রায়শ্চিত্ত হইতে নিস্তার, পঞ্চমে শ্রীবৃন্দাবন - রাজ্যনিরূপণ ও ষষ্ঠে ব্রজবাসিভাব - নিরূপণ হইয়াছে। প্রত্যেক স্তবকের শেষে—'প্রভু শ্রীজগদানন্দ-পাদপদ্ম আশ। মুক্তা-চরিত্র কহে নারায়ণ দাস'—এই উপসংহার দৃষ্ট হয়। প্রায়শঃই পয়ার, মধ্যে মধ্যে লঘুত্রিপদীও ব্যবহৃত হইয়াছে, ভাষা প্রাঞ্জল। রচনাকাল ১৬২৪ খৃঃ বলিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবকে ৩৭৪ পৃঃ লিখিত হইয়াছে। ২ যদুনন্দন দাসের অনুবাদ (পাটবাড়ী পুঁথি অঙ্ক ২৬) ৩ স্বরূপ ভূপতি-কৃত অনুবাদ (ঐ অঙ্ক ২৭)।

মুক্তাফল—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বোপদেব এই গ্রন্থ রচনা রচনা করিয়াছেন। বোপদেব বরদা-নদীর তটে মহারাষ্ট্রদেশে সার্থনামক স্থানে (বিদর্ভে বেদপদ-নামক স্থানে) কেশব চিকিৎসকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনেশ বা ধনেশ্বর-নামক বিদ্বদ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষে তিনি নিজেকে 'বিপ্র' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 'হরিলীলাবিবেক' নামক বোপদেব-কৃত 'হরিলীলামৃত' গ্রন্থের টীকার শেষে ইঁহাকে 'ভূগীর্বাণশিরোমণি' বলা হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে প্রতি-সর্গপর্বে (দ্বিতীয় খণ্ড ৩২শ অধ্যায়ে) বোপদেবের কথা বিবৃত আছে—'তোতাদ্রিবাসী বোপদেব বেদবেদাঙ্গ-পারগ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে গিয়া গোপীজনবল্লভকে মানসপূজা করিলে বর্ষান্তে হরি সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহাকে অনুত্তম জ্ঞান দান করিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে ভাগবতী কথা সমুদিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের আদেশে নর্মদাতীরে আসিয়া শুভ কথা শুনাইয়া তিনি বিষ্ণুভক্তগণকে আনন্দিত করিতেন।' ভক্তমালে (দশমমালায়) ইঁহাকে শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্প্রদায়শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান। বিষ্বক্‌সেন মুনিবর্য

সপুন ষট্‌কোপ পুনীতা। বোপদেব ভাগবত লুপ্ত উধর্‌য়ো নবনীতা ইত্যাদি। ইঁহার ভাগবত-উদ্ধারের কাহিনী (বাঙ্গালা ভক্তমালে)— স্থুরনামে কাশীরাজ অসুর স্বভাব। জীবহিংসা করে বহু তমের স্বভাবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতশাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে॥ দেশদেশান্তরে গ্রন্থ যথা যথা ছিল। বলে আনি আনি সব গঙ্গায় ডারিল॥ প্রিয়পাত্র শ্রীলবোপদেব গোসাঞিরে। হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে॥ এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে। উঠাইল গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে॥ বহু সম্মানিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা। 'মুক্তাফল' নাম গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা॥

বোপদেব হেমাদ্রির আশ্রিত এবং সহকর্মী ছিলেন। হেমাদ্রি মহারাষ্ট্র-দেশে দেবগিরিরাজ্যে ১২৬০ হইতে ১৩০৯ ইং সাল পর্যন্ত মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধনপ্রতিপত্তি-শালী হেমাদ্রি বোপদেবের আশ্রয় ছিলেন, এইজন্যই বোপদেব-কৃতা মুক্তাফলটীকা 'কৈবল্যদীপিকা' হেমাদ্রির নামে প্রচারিত হইয়াছে। বোপদেব ব্যাকরণবিষয়ে ১০, বৈদ্য-শাস্ত্রে ৯, ধর্মশাস্ত্রে ১, সাহিত্যে ৩ এবং ভাগবত-বিষয়ে ৩ খানি মোট ২৬ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন (মুক্তাফলে গ্রন্থোপ-সংহারে ৫)। ভাগবত-বিষয়ক তিন খানির মধ্যে (১) পরমহংসপ্রিয়া, (২) মুক্তাফল ও (৩) হরিলীলা। প্রথমখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবন্ধগ্রন্থ। [তত্ত্বসন্দর্ভে ২৩ অনুচ্ছেদ], পরমহংসপ্রিয়া যে বোপদেব-রচিত ভাগবতটীকা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। (কৈবল্যদীপিকার প্রারম্ভে) "মহাপ্রয়োজনাদয়স্ত 'ধর্ম-প্রোজ্ঝিত' ইত্যত্র টীকায়ামুক্তা ইহানুসন্ধেয়াঃ।" এস্থলে টীকা-শব্দে পরমহংসপ্রিয়াই বাচ্য। আবার ৫।৬ এবং গ্রন্থোপসংহারে 'পরমহংস-প্রিয়ার' নামতঃ উল্লেখই আছে। 'হরিলীলা' শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনু-ক্রমণিকা মাত্র। মুক্তাফল-সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য এই যে ইহাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রায় ৮০০ শ্লোকে 'বিষ্ণুভক্তি'-যোগ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সজ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থপ্রারম্ভে ৫টি ও উপসংহারে ৬টি শ্লোকমাত্র বোপদেবের স্বরচিত। তদ্‌ব্যতীত তিনি ভাগবতের বিভিন্ন স্থল হইতে শ্লোকাবলি সংগ্রহ করত মুখ্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) উপাস্য, (২) সসাধনোপাস্তি (৩) ও উপাসক। এই মুখ্যবিষয়কে পুনর্বার তিনি চারিটী প্রকরণে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বিষ্ণু-প্রকরণ [১—৪ অধ্যায়], ইহাতে বিষ্ণুলক্ষণভেদ, বিষ্ণুরূপ, তাঁহার অবতার, অধিষ্ঠান, মহিমা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। (২) বিষ্ণুভক্তিপ্রকরণ [৫—৬ অধ্যায়], ইহাতে বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ, ভেদ, মহিমা প্রভৃতি ; (৩) বিষ্ণুভক্ত্যঙ্গ-বর্গপ্রকরণ [৭—১০ অধ্যায়], ইহাতে ভক্তিযাজনে সদাচারাদি, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি এবং (৪) বিষ্ণুভক্তপ্রকরণ [১১—১৯ অধ্যায়] ইহাতে বিষ্ণুভক্তদের লক্ষণ, ভেদ ও হাস্যাদি নববিধ ভক্তিরস-বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বরচিত টীকা 'কৈবল্যদীপিকাতে'ও মহামনীষা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঈশোপনিষদ্‌, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মসূত্র, যোগসূত্র প্রভৃতি এবং নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক, সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যানু-শাসন প্রভৃতি রসশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে ভূয়শঃ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

মুক্তাফল-সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বহুশঃ উল্লেখ করিয়াছেন— (১) শ্রীপাদসনাতন প্রভু বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৩১।১) 'জয়তি তেঽধিকং' শ্লোকের টীকায় 'বর্ণনির্বাহচিত্র'-বিষয়ে মুক্তাফল টীকা (১২।২১—৩৮) দ্রষ্টব্য বলিয়াছেন। [প্রায়ই প্রত্যেক চরণে দ্বিতীয় অক্ষর সমান —ইহাই 'বর্ণনির্বাহচিত্র'।] আবার (১০।৭৩।১২) 'বোপদেবপাঠে (১৬।২১) মৃগতৃট্‌ মৃগতৃষ্ণা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে (১১।২৩৬, ৩৭৯, ৩৮০) মুক্তাফলের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু উজ্জ্বলে (১৫।১৫১) প্রেমবৈচিত্ত্য-প্রকরণে মুক্তাফল ও বোপদেবের নামতঃ নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভে (২৩) পরমহংসপ্রিয়া, মুক্তাফল ও হরিলীলার নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন এবং (২৬) 'বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ' ইত্যাদি বোপদেবের বচনই উল্লেখ করিয়াছেন, এই

বচনটি মুক্তাফলের বলিয়াই উদ্ধৃত হইলেও কিন্তু ইহা হরিলীলার (১।৯) শ্লোক। ভক্তিসন্দর্ভে ১০০তম অনুচ্ছেদে মুক্তাফলটীকা (৬।২৬) এবং ২৩৪তম অনুচ্ছেদে (৫।১৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জন্যই আমরা মুক্তাফলকেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুকূল বলিয়া, বিশেষতঃ ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতই মুখ্যতমরূপে অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া—প্রাক্চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-সাহিত্য-পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

মুক্তিচিন্তামণি—গজপতি পুরুষোত্তম-দেব-কর্তৃক বিরচিত। ৩৯ পত্রাত্মক পুঁথি (বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, পুঁথি-সংখ্যা স্মৃ—১৪৭)। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের মহিমা-বর্ণনেই ইহার তাৎপর্য। প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করত গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

'নানাগম-স্মৃতি-পুরাণ-মহাব্ধিমধ্যা-দুদ্ধৃত্য বুদ্ধিমথনেন হরেঃ প্রসাদাৎ। বাক্যানি যানি বিলিখামি বিমুক্তয়েঽহং, সন্তস্তদর্থমনিশং পরিশীলয়ন্তু॥'

ইহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন, কীর্ত্তন ও নির্মাল্য-ভক্ষণাদিরূপ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ মোক্ষসাধনই সূচিত হইয়াছে। 'তত্র শ্রীমৎশ্রীজগন্নাথদর্শন-কীর্ত্তন- নির্মাল্যভক্ষণাদ্যন্তরঙ্গ - বহিরঙ্গ ভাবেন মোক্ষসাধনানি।' তৎপরে প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা এইসব প্রসঙ্গই সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। পরিশেষে মহাপ্রসাদ-ভোজন-প্রসঙ্গে—

'যদন্নং পচতে লক্ষ্মীর্ভোক্তা চ পুরুষোত্তমঃ। তত্তু যত্নেন ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টান্ন মন্তব্যং যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ॥' বায়ু-পুরাণে—শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। দুর্জনেনাভিসংস্পৃষ্টং সর্বথৈবাঘনাশনম্॥ ব্রহ্মপুরাণে—কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং মমান্নং যদি জায়তে। ইন্দ্রাদেরপি তদ্ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে॥ ইতি গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেবেন বিরচিতো মুক্তি-চিন্তামণিঃ। 'যত্র বেত্রপ্রহারাণাং পাত্রমিন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ। মুরারি ভবনদ্বারি বরাকাস্তত্র কে বয়ম্॥'

মুরলীবিলাস (?)—শ্রীমদবংশীবদনা-নন্দঠাকুরের বংশ্য শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামিপ্রণীত ২১ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ইহাতে মুরলীতত্ত্ব, প্রেমভক্তিতত্ত্ব, বংশীবদনের জন্মবৃত্তান্ত, রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত, মা জাহ্নবার উপদেশ ও ভ্রমণাদি, ব্রজতত্ত্ব, গৌরগণোদ্দেশ, রামচন্দ্রের পুরুষোত্তম-যাত্রা ও ভ্রমণাদি, শ্রীমতী জাহ্নবার কাম্যবনে অপ্রকট, প্রভুরামচন্দ্রের কৃষ্ণবলরাম লইয়া গৌড়ে আগমন, ব্যাঘ্রকে উদ্ধার করত শ্রীপাট বাঘনাপাড়া স্থাপন, শ্রীশচীনন্দনপ্রভুর বাঘনাপাড়ায় আগমন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুরামচন্দ্রের সহিত রায় রামানন্দের এবং বৃন্দাবনে রূপসনাতন মিলনাদির প্রসঙ্গগুলিতে কালবিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পত্নী শ্রীমতী সুভদ্রাদেবী কর্তৃক মা জাহ্নবার অপ্রকটে শতশ্লোকাত্মক 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামক স্তোত্রগ্রন্থের উল্লেখ আছে।

য, র

যোগসারস্তব-টীকা— যোগসারস্তবটি শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের ১২৭তম অধ্যায়ের অংশবিশেষ। দেবদ্যুতি মুনির মুখ-নির্গলিত এই স্তোত্রটি শ্রবণ করত শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন ও বিশুদ্ধা ভক্তি দান করিয়াছেন। শ্রীজীবচরণ এই স্তোত্রের কঠিন (তাত্ত্বিক) অংশেরই টীকা করিয়াছেন, দুর্বোধ্য দার্শনিক শব্দগুলিকে সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া স্তবটির সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন; এই জন্যই ভক্তিরত্নাকরে বলা হইয়াছে—'যোগসারস্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।'

শ্রীরঘুনন্দন-শাখানির্ণয়—শ্রীখণ্ড-বাসী শ্রীলরতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য শ্রীগোপাল দাসই ইহার সংগ্রাহক। ইহাতে শ্রীরঘুনন্দনের বারটি প্রধান শাখার নাম উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে প্রথমতঃ শ্রীরঘুনন্দনের কন্দর্পস্বরূপের ব্যাখ্যান; তাঁহার শাখাদি—১। নয়নানন্দ কবিরাজ; ২। শ্রীনিকেতন দাস, ৩। মহানন্দ কবিরাজ; ৪। শ্রীমান্ সেন; ৫। বনমালী কবিরাজ; ৬। হোরকি ঠাকুরাণী; ৭। কৃষ্ণদাস ঠাকুর; ৮। কবিশেখর রায়; ৯। রামচন্দ্র; ১০। কবিরঞ্জন বৈদ্য;

১১। চিরঞ্জীব ; ১২। সুলোচন ইত্যাদি। [ডাঃ সুকুমার সেনের মতে কিন্তু ইহা রসিক দাসের রচনা]।

রত্নাকর—বহু বৈষ্ণব পত্রিকায় সুবিজ্ঞ লেখক কালীহর দাস বসু মহাশয় সুন্দর সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়া পদসাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদির কলেবর শোভিত করিয়াছে। তাঁহার পদামৃত মধুর, রসাল। আলোচ্য রত্নাকরে বিষামৃত গোরাপ্রেম, শ্রীযুগলমাধুরী, পদপুষ্পমঞ্জরী, পদামৃত, কবিতামৃত, ব্রজমণ্ডল, জীবনবার্তা ও উৎসব-প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতকাব্য, ব্রজলীলাকমল, ব্রজে উদ্ধব, সৌরবিরহ, সুধন্বাকাব্য এবং বিরহিণী চারুচন্দ্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি প্রবন্ধই রসে ভরা। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনাও অতি-সুন্দর। ইঁহার ভাষায় সর্বত্র প্রবাহ (flow) নাই।

রচনার আদর্শ—(নিদ্রাকেলি—৩১ পৃঃ) দিব্য পালঙ্কে গোরা শুয়ে নিদ্রা যায়। না জাগাও সখি! না কহিও বাণী, মৃদু ব্যজন কর বায়॥ নিঁদ সময় দরশহি সুখ নিরখ বয়ান পরাণ ভরি। পিয় মুখ হেরি পিয় তা না জানে সখিরে! এ বড় সুখের চুরি॥ ওরে না মশকে দংশে ভ্রমরায় খেদায়ে দাও আঁচর নাড়ি। সোনার চাঁদ নবনীতখণ্ড উনায়ে ঝরিছে সুধা বারি॥ মুদিত নয়ানে পরাণ কাড়িছে চাহিলে হয় কি না জানি। কালীহর ভণে ঘুম নয়, সন্ধান জোড়া বাণ হানিবে এখনি॥

২। অমিত্রাক্ষরছন্দে—[সৌর-বিরহ দ্বিতীয়াঙ্ক — সূর্যলোক] (৩৫৩ পৃঃ)

অরুণ—তপ্তকলধৌতকান্তি ভানু-দূতি উষে, সুকোমলা নলিনীর পরাণতোষিণী, ভ্রমর-অধরে চারু মধুর ভাষিণী, তালবৃন্তহস্তা মৃদু ব্যজনকারিণী, অচেতন-জগজীব-জীবনদায়িনী, তব অপরূপরূপ-দীপ্তিসুপ্তিনেত্রে নাহি সয়, তাই নিদ্রাদেবী জড়সড় ভয়ে, পলায় ত্বরিতে বিধু-প্রণয়িনী কুমুদিনী-নেত্রদলে! বল দূতী উষে, আজি কেন হেরি তব কলঙ্ক বদনে ভস্ম-বিলেপন— মালিন্যের ছায় ?

৩। পুষ্পময় গোরা—(৬৫ পৃঃ)

শ্রীগোরাক মুখপদ্ম! অধরদলে অরুণভাতি দন্তরাজি কুসুমকুন্দ॥ তঁহি চঞ্চল নীলনীরজ নেত্রযুগ মনোহর। নাসা তিলফুল গণ্ড গোলাপ নাভি কমলবর॥ করপদ-পঙ্কজ চাঁদ অরুণ ভাত সমৃণাল বিরাজে। ভাবকুসুমচয় মুখমণ্ডলে ফুটন্ত স্তবক সাজে॥ রোমকূপে কূপে পুলক দলপুষ্প থরেথরে তনুছায়। সো পুষ্পময় রূপ-মধুপানে অলি কালিহৈরা ধায়॥

রসকদম্ব[১]—১৫২০ শকে বগুড়ার অরোড়া-গ্রামবাসী রাজবল্লভের পুত্র কবিবল্লভ-কর্তৃক ২২ অধ্যায়ে রচিত প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য। আলঙ্কারিক শৃঙ্গার, বীর, করুণাদিরসের উদাহরণ দেওয়ার জন্য ইহা লিখিত হয় নাই। অধ্যায়গুলিতেই রসের নামকরণ আছে; যথা—আদি, সূত্র, বৈভব, হাস্য, প্রেম, অদ্ভুত, শিক্ষা, স্তুতি, ভেদ, শৃঙ্গার, প্রেম, শান্তি, ভাব, ভজন, বীভৎস, আস্থা, ভক্তি, ভীত, বিস্ময়, করুণ, বীর ও দীক্ষা। কবিবল্লভ অলঙ্কারশাস্ত্রমতে এইসব লক্ষণ ধরেন নাই ; অধ্যায়ের জ্ঞাপক শব্দব্যবহারে অধ্যায়ের বর্ণয়িতব্য বিষয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ হইলেও (১৯) ইহাতে শ্রীচৈতন্য-মহিমা বা তদীয় গণের বিশেষ বর্ণনা নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই প্রধান বর্ণয়িতব্য বিষয় হইলেও ইঁহার ধারাটি যেন অন্য প্রকার—শ্রীগোস্বামিগণ হইতে স্বতন্ত্র (১২।১৩ অধ্যায়); অথচ শেষের দিকে (৯৭৬—৯৭৯) বৈষ্ণব-ধর্মের সার কথাটিও বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যজীবনী-মূলক কোনও গ্রন্থেরই উল্লেখ নাই ; অথচ শ্রীকৃষ্ণসংহিতার (৯৯২) উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও হরিবংশ হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত হইলেও কবি কোথাও ইহাদের নামকরণ করেন নাই ; এইজন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণ-সমষ্টিই কবি-প্রোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' (ভূমিকা ৩।৶০—৩॥০)। কাব্যাংশে, বৈষ্ণবতত্ত্ব-হিসাবে ও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার নমুনা স্বরূপে ইঁহার অনেক মূল্য আছে বলিয়া গবেষকদের ধারণা।

দশম অধ্যায়ে রুক্মিণীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিত্যবৃন্দাবন তত্ত্বকথা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের প্রায়শঃই পদ্মপুরাণ

পাতাল খণ্ড হইতে সংগৃহীত, কোথাওবা আক্ষরিক অনুবাদই দেওয়া হইয়াছে। কবিবল্লভের মতে বিষ্ণু সদা সর্বত্রবাসী হইলেও বৈকুণ্ঠাদিই তন্মধ্যে প্রধান, বৈকুণ্ঠাদিরও আবির্ভাব তিরোভাব হয় বলিয়া উহা নিত্য নহে; কিন্তু বৃন্দাবনই নিত্যস্থল (৪১৯)। শৃঙ্গার-বিগ্রহ কিশোর-শেখর তাহাতে নিত্য বাস্তব্য করেন। তত্রত্য নায়িকা—শ্রীরাধা। নিত্যবর্ণনায় কবি ষট্‌কোণ কমল বর্ণনা করত তাহাতে ছয় কোণে ছয় শক্তির বিরাজমানতা দেখাইয়াছেন; উহার অধোদেশে ভূশক্তি ও দক্ষিণে শ্রীশক্তি; ষট্‌কোণের বাহিরে অষ্টদল, ইহার উপকোণে আবার অষ্টদল, তাহাতেও অষ্টরামা আছেন। এই ষোলদলে ষোল সুন্দরী, ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আবার এক সহস্র অনুচরী আছেন। তৎপরে কনক-রচিত চতুষ্কোণ পীঠ, চারিদ্বারের যথাক্রমে পূর্বে ত্রিপুরাসুন্দরী ও ১৫২,০০০ সঙ্গিনী, দক্ষিণে ভাবিনী ও ৪০,০০০ সঙ্গিনী, পশ্চিমে শ্যামা ও ৮৮,০০০ সঙ্গিনী এবং উত্তর দ্বারে ভৈরবী ও ১,২০,০০০ নারী আছেন। এই বর্ণনা পদ্মপুরাণে নাই। তৎপরে তিনি পদ্মপুরাণের পাতাল ৭০ অধ্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন। নিত্যবৃন্দাবনের 'আবরণ' আছে। নিত্যস্থানের চারিদিকে চারি সরোবর, তৎপরে ষোল কেশরদলে আঠার সঙ্গী—শ্রীদামাদি সখাগণ। ইহাদের নামসকল কিন্তু কোনও ভক্তিগ্রন্থে উল্লিখিত নাই। প্রতি-দ্বারে আবার কল্পবৃক্ষ দুইটি করিয়া আছে—পূর্বে হরিচন্দন, দক্ষিণে পারিজাত, পশ্চিমে সন্তান ও উত্তরে মন্দার। তাহার বাহিরে কালিন্দী —তাহার বাহিরে আবার অষ্টদলে অষ্ট পীঠ—মহাপীঠ, শ্রীপুর ইত্যাদি। ইহার পরে আবার অষ্টদশ (?) দলে এক একটি বন—ইহার পরে প্রাচীর আছে ক্রমে সাতটি এবং উহাদের প্রতি দ্বারে বিভিন্ন দেবদেবী আছেন। ইহার ঊর্দ্ধে অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব অপ্‌সরাদি এবং অধোদেশে অনন্ত আছেন। পদ্মপুরাণের সহিত বহু ঘটনার মিল নাই। এই অপার্থিব নিত্যস্থানে ভক্তিসাধনাদ্বারাই প্রবেশ করা যায় (৫০৭—৫০৮)। ব্রজগোপীর ভাবে প্রেমভক্তিই সাধ্য।

গ্রন্থশেষে (৯৯৯) কবি বলেন যে ইহাতে ১০০০টি পদ আছে এবং ৬০,২০০ অক্ষর আছে। পয়ার, দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র ত্রিপদী ছন্দঃই ব্যবহৃত হইয়াছে।

রসকদম্ব[২]—বিদগ্ধমাধব নাটকের পদ্যানুবাদ—শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর-রচিত। 'শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারস-কদম্বই' সংক্ষেপে 'রসকদম্ব' নাম ধরিয়াছে।

রসকলিকা[১]—— শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামি-রচিত। ষোড়শ দল বা অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

বিদগ্ধমাধব আর, উজ্জ্বলনীলমণি
সার এই দুই রসের সাগর। নানা-
মৃত আছে ইথে, শুনি সাধু-মুখাদিতে
আস্বাদিতে লোভ বাড়ে মোর॥
বৈষ্ণবগোসাঞি মুখে অনেক শুনিল।
সকল স্মরণ নাহি কিছু মনে ছিল॥
অভিলাষক্রমে হৈল এ গ্রন্থ-রচন।
দোষ না লইবে কেহ মুঞি অজ্ঞজন॥
যদি কোন রস ক্রমবিপর্যয় হয়।
সে রস বৈষ্ণব সব করিব নির্ণয়॥
আমি মূঢ় দুরাচার অতিবড় হীন।
রস কিছু নাহি বুঝি, অতি অপ্রবীণ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে করি আশ।
রসপুষ্পকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইহার প্রথম দলে নায়কগুণবর্ণনা, দ্বিতীয়ে নায়িকানিরূপণ, তৃতীয়ে নায়িকাস্বভাবভেদ-বিচার, চতুর্থে দৌত্যপ্রকরণ, পঞ্চমে উদ্দীপন-বিভাব, ষষ্ঠে অনুভাব, সপ্তমে সাত্ত্বিক, অষ্টমে ব্যভিচারিভাব, নবমে অষ্টবিধ রতি, দশমে মোহনদশা, একাদশে স্থায়িভাব, দ্বাদশে বিপ্রলম্ভ, ত্রয়োদশে সম্ভোগচতুষ্টয়, চতুর্দশে পুষ্পত্রোটন ও বংশীচুরি-লীলা, পঞ্চদশে দানলীলা এবং ষোড়শে সম্ভোগলীলা বর্ণিত হইয়াছে। একটি বিশেষত্ব এই যে রসশাস্ত্রের বিচারে উজ্জ্বলনীলমণি হইতে ইহাতে লক্ষণ ও দৃষ্টান্তগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

রসকলিকা[২]—নটবর দাস-কর্তৃক রচিত পদসঙ্কলন-গ্রন্থ। ইহাতে বলরাম দাসের, জ্ঞানদাসের, গোবিন্দ দাসের, বাসুদেব ঘোষের ও শিবানন্দের পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবারে তিলে তিলে আস্তে যায়'—পদটি নটবরের রচনা (পৃষ্ঠা ৬খ) হইলেও চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে।

রসকল্পবল্লী—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশ্য শ্রীরতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল রায় চৌধুরী

(শ্রীগোপাল দাস) এই রসকল্পবল্লী ১৬৯৫ শকে রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দ্বাদশ কোরকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম কোরকে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়ে নায়ক-বর্ণন, তৃতীয়ে নায়িকা-প্রকরণ, চতুর্থে ভাব-বিচার, পঞ্চমে নায়িকা-বর্ণন, ষষ্ঠে বিপ্রলম্ভ, সপ্তমে ভাব অনুরাগ, অষ্টমে অষ্ট নায়িকার ভাব, নবমে বিরহ-উদ্দীপন, দশমে সম্ভোগ-বিবরণ, একাদশে বিবিধ-লীলা ও দ্বাদশে গ্রন্থ-সমাপ্তি। ইঁহার পুত্র পীতাম্বর অষ্টমকোরক-অবলম্বনে রসমঞ্জরী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রচনার আদর্শ (খণ্ডিতা-নায়িকা)—

দূরে কর মাধব! কপট সোহাগ। হাম সব বুঝলু তুয়া অনুরাগ॥ ভাল ভেল অব সোই মিটল দ্বন্দ্ব। কবহি ভাল নহে আশা পরিবন্ধ॥ তুহুঁ গুণ আগর সেহ গুণ জান। গুণে গুণে বাঁধল মদন পাঁচ বাণ॥ আগুসর সোই পুর না কর বেয়াজ। ভ্রমর কি যাএ নলিনী-সমাজ॥ হাম সব কিতব কৈতব নাহি তায়ে। তুঁহারি বিলম্ব আর নাহি জুয়ায়ে॥ বিমুখ চলল কান গদ গদ ভাষ। পন্থে আশোয়াসল গোপাল দাস॥

[রসমঞ্জরী ৩৪ পৃঃ]

রসকল্পসারতত্ত্ব—(পাটবাড়ী পুঁথি বি ৪৬) শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নামে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ—ইহাতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মাধুর্যাদিবর্ণন-প্রসঙ্গে তদীয় প্রকৃতিস্বরূপও বর্ণিত হইয়াছে।

রসকল্লোল—ওড্র কবি দীনকৃষ্ণদাস-রচিত। ভাষা—উৎকলীয়। গ্রন্থের প্রথম ছান্দে শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা-প্রার্থনা, দ্বিতীয় হইতে চতুস্ত্রিংশ ছান্দ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলী বিবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রতি ছান্দে মুখারি, কেদার, কামোদী, কণড়া প্রভৃতি রাগরাগিণীর নির্দেশে বুঝা যায় যে এই গ্রন্থ সর্বত্র গীত হইবার অভিপ্রায়ে রচিত। তাঁহার অলঙ্কারপ্রিয়তার উদাহরণ (৩য় পৃষ্ঠায়)—

কমল-সম্ভব ভব সুরনায়ক, কউণপ আদি লোক যাহার লোক। করুণা-সাগর সাগরজা-নায়ক, কর অভয় অভয়বর-দায়ক। কষ্ট মহীধর মহীধর-কন্টক, কলমষ-বারণ বারণ-অন্তক॥ কর আজ্ঞা সুর সুর-প্রভু এতেক, কহু দীন কৃষ্ণ কৃষ্ণকথা অনেক॥

এই কবির বিশেষত্ব এই যে প্রতি চরণের প্রথম অক্ষর ক-কার দিয়াই রচনা করিয়াছেন।

রসনির্যাস—শ্রীযদুনন্দন দাস-কর্তৃক রচিত। ইহাতে সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণাদি সম্ভোগের পদাবলী আছে। ১২১৫ সনের লিপি [পাটবাড়ী পুঁথি পদা ১৪]

রসপচীসী——শ্রীরামরায়জী - কৃত ব্রজভাষায় লিখিত ২৬টি দোহাত্মক পদকাব্য। ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙ্গিক গুণবর্ণনা দেখা যায়।

রসমঞ্জরী—গীতগোবিন্দের টীকা—শঙ্করমিশ্রকৃতা। ২ [পাটবাড়ী পুঁথি —পদা ১৫] রসকল্পবল্লী-প্রণেতা গোপালদাসের পুত্র ও শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীশচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য পীতাম্বর দাসই এই পদকাব্যের সঙ্কলয়িতা। অন্যান্য পদাবলীসহ তিনি তাঁহার পিতার রচিত ১৮টি পদ এবং স্বরচিত একটিমাত্র ব্রজবুলি পদ সংযোজনা করিয়াছেন। ইনি যশোরাজ খাঁ-বিরচিত যে ব্রজবুলি পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাই বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বাদ্য রচনা বলিয়া সাহিত্যিকগণের মত। পদটি এই—

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত, আরে সহজই গোর। হিম ধরাধর কনক ভূধর, কোলে মিলল জোর॥ মাধব! তুয়া দরশন-কাজে। আধ পদচারি করত সুন্দরী, বাহির দেহলী মাঝে॥ ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম। নীল ধবল কমল যুগলে চাঁদ পূজল কাম॥ শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ সোই ইহ রস জান। পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥

[রসমঞ্জরী ৮ পৃষ্ঠা]।

পীতাম্বর-রচিত পদটি—

ছটপট কুসুম-শয়নে। হরিহরি করয়ে স্মরণে॥ কাহে করু অভরণ বেশ। দরশন ভেল সন্দেশ॥ বিহি মোহে দুরমতি দেল। মনমথ হানল শেল॥ লোরে লোচন ঘন পূরে। পীতাম্বর দাস রহু দূরে॥ [রসমঞ্জরী ১৭ পৃষ্ঠা]

এই গ্রন্থে কাব্য-সন্তোষ, রসকদম্ব ও সঙ্গীতশেখর নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ-নির্ণয় এবং পুরন্দর খাঁ (যশোরাজ) ও রাধিকা দাসের পদ সংগৃহীত হইয়াছে। খণ্ডিতাদি অষ্টবিধ নায়িকার প্রত্যেকের ৮টি করিয়া বিভাগ-রচনায়

৬৪ রসের বিস্তার করা হইয়াছে। ফলতঃ রসকল্পবল্লীর অষ্টম কোরকের আনুগত্যে ইহা রচিত (১ম পৃঃ)। ইহাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মৈথিল কবিদের পদাবলীও সংগৃহীত আছে।

রসমাধুরী—প্রাণবল্লভ দাস (পরাণ) -রচিত ব্রজলীলা বিষয়ক বৃহত্তম কাব্য। ১৭০০ শকাব্দে আশ্বিনমাসে রচনা শেষ হয়। ইনি ব্যাসাচার্যের বংশধর। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধ-মাধব, চৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের নামতঃ উল্লেখ এবং জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দ দাস ও ঘনশ্যাম দাসের পদ হইতে উদ্ধারও আছে। উপসংহারে—শ্রীব্যাস-আচার্য ঠাকুর-পাদপদ্ম ধ্যান। রসের মাধুরী কহে এ দাস পরাণ॥ ইতি শ্রীরসমাধুরী গ্রন্থ সমাপ্ত।

রসসিদ্ধান্ত-চিন্তামণি--শ্রীরাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ী শ্রীমদ্‌রসিকদাসজী ব্রজ-ভাষায় শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-কৃত ভাগবতামৃতকণার অনুবাদরূপে এই গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম দোহাতে ইনি শ্রীহরিবংশের বন্দনা করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে ইনি শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামি-রচিত ভাগবতামৃতদ্বয়ের উট্টঙ্কন করত শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

'জো কদাচি বিস্তারসোঁ শ্রবণ জু ইছ হোই। শ্রীমহাপ্রভুকে পারষদ শ্রীরূপ লিখ্যৌ সো জোই॥ ভাগবতামৃত নাম ইমি খ্যাত রূপ কিয় দেখি। বৃহৎমাঁঝ বহুতে লিখ্যৌ লঘুতেঁ সমঝি বিশেখি॥ খ্যাত চক্রবর্ত্তী কি হেঁ সাধু সুশীল অনূপ। মন অনুশীলন করি রহে ভজনরীতি শ্রীরূপ॥' ইহার অন্য রচনা—'শৃঙ্গার-চূড়ামণি'; এই পুঁথিটি মথুরায় ব্রজসাহিত্য-মণ্ডলে রক্ষিত আছে।

রসিকপ্রিয়া—গীতগোবিন্দের টীকা, রাণাকুম্ভ-বিরচিতা।

রসিকমঙ্গল—শ্রীমৎ শ্যামানন্দ প্রভুর প্রশিষ্য গোপীজনবল্লভ 'শ্রীশ্রী-রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর জীবনী লিখিয়াছেন। ১৫৮২ শকাব্দায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ১৫১২ শকাব্দে রসিকানন্দের উদয় হইয়াছে। ইহাতে পূর্বাদি উত্তরান্ত বিভাগ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে ষোলটি করিয়া লহরী আছে। প্রথমবিভাগে—রসিকের আবির্ভাব, বাল্যলীলা, হরি-অনুরাগ, নামনিষ্ঠা, ভাগবত-শ্রবণে বিকার, অধ্যয়নলীলা, বিবাহ, শ্যামানন্দ-মিলন। দ্বিতীয় বিভাগে—সপরিবার রসিকের দীক্ষা, ব্রজে গমন, শ্রীগোপীবল্লভপুর-প্রকাশ, শিষ্যকরণ, লীলাভিনয়, ভক্তিযাজন; বলরামপুর, শ্যামকোলা, আলমগঞ্জ প্রভৃতিতে নামপ্রেম-বিতরণ। তৃতীয় বিভাগে—শ্রীশ্যামরায়ের বিবাহ, লীলাভিনয়, সর্পাঘাত, উৎসব, বানপুরবিজয়,হস্তির উদ্ধার,বংশীবাদন; থুরিয়াতে ও গোপীবল্লভপুরে সেবা-প্রকাশ, শ্যামানন্দের তিরোভাব-মহোৎসব। চতুর্থ বিভাগে—ত্রিংশ মহোৎসবনিষ্ঠা, ঠাকুরাণীদের কলহ, দ্বাদশ মহোৎসব, পুরীধামে গমন, ভাগবতমঞ্জুষা-উদ্ধার, ব্যাঘ্র-উদ্ধার, কোলাধিপতির উদ্ধার, অনাবৃষ্টি-বারণ, বহুশ্রীপাট-দর্শন, ক্ষীরচোরা গোপী-নাথের অঙ্গে প্রবেশ। গ্রন্থখানি মঙ্গল-কাব্য রীতিতে রচিত এবং গীত হইবার যোগ্য ও ইহাতে রাগরাগিণীর নির্দেশ দেওয়া আছে।

রসিকমোহিনী—কবিরাজ মনোহর দাসের শিষ্য ও ভক্তমালের টীকাকার শ্রীপ্রিয়াদাসজি-রচিত পদকাব্য—ভাষা হিন্দী। ইহাতে ১১১ দোহা আছে। প্রারম্ভ—মহাপ্রভু চৈতন্য হরি রসিক মনোহর নাম। সুমিরি চরণ অরবিন্দ বর বরনোঁ মহিমা ধাম॥১॥ শ্রীগুপাল রাধারমণ বিপন-বিহারী প্রাণ। ঐসে শ্রীজুত রূপজু দাস সনাতন নাম॥২॥ অন্তে—বাণী মানী রসিক জন ছানী রহে ন মূল। সানী বনহিত জুগল হিত গানী সব অনুকূল॥১১১॥

রসিকরঙ্গদা—লঘুভাগবতামৃতের টীকা—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার-নির্মিতা। ইহা অতিবিস্তারিত এবং সিদ্ধান্ত-বিচারযুক্ত। এই টীকাকার কবীন্দ্র শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তির শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহার-শ্লোকে শ্রীবিদ্যাভূষণের টিপ্পনীর নাম করিয়া-ছেন বলিয়া তৎপরবর্ত্তীকালে ইঁহার আবির্ভাব সূচিত হয়। শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিকৃত স্তবাবলীর যে শ্রীবঙ্গবিহারী (বঙ্গেশ্বর) বিদ্যা-ভূষণ-বিরচিতা 'কাশিকা'-নামে টীকা আছে, তাহার উপক্রমে লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শব্দবিদ্যার্ণবের শিষ্য। টীকার শেষে তাঁহাকে আবার তর্কালঙ্কারও বলা হইয়াছে। 'রসিকরঙ্গদা' ইঁহারই রচিত হইলে তবে ইঁহাকে ১৬৪৪ (১৬৭৪) শকাব্দার পূর্বেই আবির্ভূত বলিতে

হয়, কেন না কাশিকা 'শাকে বেদ-সরিৎপতৌ রসবিধৌ' (১৬৪৪ বা ১৬৭৪) শাকে রচিত।

২ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক সংকলিত পদ্যাবলির উপরে শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামি-কৃত টীকা (আনুমানিক ১৮০০ শকাব্দে রচিত)।

রসিকাস্বাদিনী—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত'-নামক কোষকাব্যের আনন্দি-কৃতা টীকা। ১৬৪৫ শকের রচনা। শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।৫।৩১) 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ' শ্লোকের শ্রীগৌরপক্ষে ব্যাখ্যা শ্রীবিশ্বনাথই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন; এই টীকাকারও সেই মতই আশ্রয় করিয়াছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণবাক্য ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে—ললিতমাধব (১), শ্রীদাস গোস্বামির শ্রীচৈতন্যাষ্টক (১), শ্রীজীব গোস্বামির 'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং' (১), শ্রীরূপপাদের 'কলৌ যং বিদ্বাংসঃ' (১), উজ্জ্বলনীলমণির রাগ অনুরাগের লক্ষণ (২১), ক্ষোভলক্ষণ (২৪), শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকৃত-'বৈরাগ্যবিদ্যা' শ্লোক (৪১), চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৬২), ভক্তিরসামৃত (১২২)।

বৈশিষ্ট্য—শ্রীগৌরগোপালের ধ্যানমন্ত্রাদির উল্লেখ (৩১), শ্রুত্যধ্যায়ে শ্রীধরস্বামির ন্যায় প্রতি শ্লোকটীকায় তদ্ভাবানুগত শ্লোক-রচনা। টীকাখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং শ্রীগৌররসে নিমগ্নতার পরিচায়ক। মূলের প্রকরণ-বিভাগও ইঁহারই কৃত বলিয়া মনে হয়।

রহস্যমঞ্জরী— ষোড়শ খৃঃ শতকে ওড়্র কবি দেবদুর্ল্লভদাস-কৃত। ইহা ২৪ ছান্দে বিবিধ রাগরাগিণী-সমন্বিত; মহিষীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণমুখে গোপীগণের প্রেম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রোঃ বিনায়ক মিশ্র কিন্তু এই গ্রন্থকারের নাম সম্বন্ধে মতদ্বৈত করিয়াছেন—কবির নাম অজ্ঞাত, 'দেবদুর্ল্লভ' বলিতে শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য, কবি শ্রীকৃষ্ণদাস্য প্রার্থনা করিয়া আত্মনাম গোপন করিয়াছেন। ভাষা সুললিত, সরল। উদাহরণ ষষ্ঠ ছান্দ (২৫ পৃষ্ঠা)—

'চারি ভক্তি মধ্যে প্রেম ভক্তি অটে সার, সে ভক্তি অটই কোঠ গোপীমানঙ্করগো। গোপীঙ্কি ভজিলা ভক্ত প্রেমভক্তি পাই, বিনা প্রেমভক্তিরে দর্শন মোতে নাহিগো॥ প্রেমভক্তি প্রাপত গোপীঙ্ক পরশনে, পুংলিঙ্গ পালটি স্ত্রী হোওই তৎক্ষণেগো॥'

রহস্যার্থপ্রকাশিকা—শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবের টীকা—শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভু ১৮২৪ শাকে ইহার রচনা করেন।

রাইউন্মাদিনী--ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামি-রচিত বাঙ্গালা গীতকাব্য 'দিব্যোন্মাদ'। ইহাতে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জ্বালা বর্ণিত হইয়াছে।

রাগলহরী—শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর-রচিত গ্রন্থ (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ৮২ পৃঃ)

রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা——শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। সিন্ধুবিন্দুতে সংক্ষেপে বর্ণিত রাগানুগামার্গের এই গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইহাতে দুইটি প্রকাশ আছে, প্রথম প্রকাশে—বৈধী ও রাগানুগা মার্গের নির্ণয়, বৈধীতে শাস্ত্রশাসনাপেক্ষা, রাগানুগায় কিন্তু লোভই প্রবর্ত্তক। লোভ জন্মিলেও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা আছে—লোভপ্রবর্ত্তিত বিধিমার্গে সেবনই রাগমার্গ এবং বিধি-প্রবর্ত্তিত বিধিমার্গে সেবাই বিধিমার্গ—ইহাই বাস্তব তথ্য। বিধিশূন্য সেবায় উৎপাত হয়। রাগানুগা ভজনের পঞ্চবিধ অঙ্গ—(১) স্বাভীষ্টভাবময় (দাস্যসখ্যাদি); (২) ভাবসম্বন্ধী (নাম, রূপ, গুণলীলাদির কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণাদি এবং একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত ও শ্রীভাগবত-শ্রবণাদি); (৩) ভাবানুকূল (তুলসীকাষ্ঠমালা, তিলক, নামমুদ্রা ও চরণচিহ্নাদির ধারণ); (৪) ভাবাবিরুদ্ধ (গো, অশ্বত্থ, ধাত্রী ও ব্রাহ্মণাদির সেবা)। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সেবা উক্ত-সমস্ত-লক্ষণবিশিষ্ট। (৫) ভাববিরুদ্ধ (অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান এবং মহিষীধ্যান প্রভৃতি)।

দ্বিতীয় প্রকাশে—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-সম্বন্ধে বিচার; মহৈশ্বর্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে যদি নরলীলার অনুরূপ ভাব রক্ষিত থাকে—তবেই মাধুর্য; আর নরলীলার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল ঐশ্বর্যের স্ফুরণেই ঐশ্বর্য। ভক্তজননিষ্ঠ ঐশ্বর্যজ্ঞান—বসুদেব ও অর্জ্জুনের ঐশ্বর্যদর্শনে বাৎসল্য ও সখ্যভাবের শিথিলতা। পক্ষান্তরে ঈশ্বরবুদ্ধি হইলেও হৃৎকম্পাদি না হইয়া যদি

তাঁহাতে স্বীয় ভাবেরই অতিদৃঢ়তা জন্মায় – তাহাকেই মাধুর্য্যজ্ঞান বলে, যেমন যুগলগীতে ব্রজদেবীগণের, গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ব্রহ্মাদির স্তবাদি দেখিলে সখাগণের এবং ব্রজরাজকৃত গোপগণের আশ্বাসন-বাক্যেও মা যশোদার ভাব-শৈথিল্য হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের সর্বজ্ঞত্ব ও মৌগ্ধ্যাদির বিচার—স্বকীয়া ও পরকীয়ার তত্ত্ব। রাগানুগীয় ভক্তের প্রেমভূমিকায় আরোহণের পরে সাক্ষাৎ স্বাভীষ্ট বস্তুর-প্রাপ্তিপ্রকার—যোগমায়ার কর্ত্তৃত্বাদি বর্ণিত আছে।

রাগানুগাচন্দ্রিকা—(হরিবোল-কুটীর পুঁথি ২৮) ১১১ পত্রাত্মক, দীনকৃষ্ণদাস-কর্ত্তৃক রচিত। ইনি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির শিষ্য মুকুন্দদাসের অনুশিষ্য শ্রীগোবিন্দ-গোস্বামির শিষ্য।

গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণদাস, রাধাকুণ্ডে যাঁর বাস, তাঁর গুণ গণিতে না পারি। তাঁর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ, বন্দো তাঁর পদদ্বন্দ্ব তাঁর শাখা বন্দো গোসাঞি চারি॥ শ্রীনৃসিংহ, মণিরাম, শ্রীমথুরাদাস নাম, আর যেই শ্রীরূপ কবিরাজ। তাঁর যে সব শিষ্য একশত পঞ্চবিংশ তিঁহো সব রসিক সমাঝ॥ রূপে গুণে অনুপাম, শ্রীনিমজি (?) গোসাঞি নাম, তার শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোসাঞি। তিঁহো মোর প্রাণেশ্বর, আমি হৈ তার কিঙ্কর, তাহা বিনে মোর গতি নাঞি॥

সমগ্র গ্রন্থটী অষ্টাদশ প্রকরণে বিভক্ত—প্রথমে শ্রীগুর্বাদিবর্ণন, (২) সূত্র-বর্ণন। ইহাতে রূপ কবিরাজ-কৃত 'রাগানুগা'ও 'সারসংগ্রহ' এই দুই গ্রন্থের কথা পাওয়া যায়—

'শ্রীকবিরাজগোসাঞির দাসের দাস। 'রাগানুগা', 'সারসংগ্রহ'—দুই গ্রন্থ সার'॥

(৩) শ্রীবৃন্দাবন-শোভাদি, (৪) শ্রীকৃষ্ণের নটবর বেশাদি, (৫) নর্ত্তকরাসাদি, (৬) রাগানুগাশ্লোকার্থ, (৭) দিব্যসর্গাদি, (৮) মহাপ্রভুর ভাবাদিবর্ণন, (৯) সাধকাবস্থা-স্থায়ি-কথন, (১০) 'ব্রজলোকানুসার'-শ্লোকার্থ, (১১) মন্ত্রার্থাদি-বিবরণ, (১২) চারিধাম-প্রাপ্তি, (১৩) স্থূল তটস্থ, সূক্ষ্মতটস্থাদি, (১৪) গুরু-তত্ত্বাদি, (১৫) সকাম-নিষ্কামতত্ত্ব, (১৬) শ্রীরাধার মহত্ত্ব, (১৭) শ্রীরাধার ভাবাদি, (১৮) রাধাদির শুদ্ধপতি-ব্রতাধর্ম-কথন বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতের বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই বেশী; শ্রীরূপ কবিরাজের স্পষ্ট প্রভাব এই গ্রন্থে সুষ্ঠু লক্ষিত হয়।

রাধাকুণ্ডস্তব—শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্ট-কর্ত্তৃক বিরচিত। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে ১০৪ শ্লোকে শ্রীকুণ্ডের মহামহিমার উদ্‌ঘোষণা।

রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (বৃহৎ ও লঘু)—ব্রজলোকানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতে হইলে—ব্রজবাসিগণের আনুগত্যেই ঐ সেবার প্রাপ্তি হইলে—শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের যাবতীয় তথ্য জানিবার আবশ্যক হয়। [স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধবদ্ধ হইলেও জীব তাহা ভুলিয়া মায়া-কবলে পড়িয়াছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় স্বরূপের জাগরণ করিবার, জন্যই বাহ্যদেহে ও অন্তশ্চিন্তিতদেহে সেবার প্রয়োজনীয়তা। ব্রজপরিকরগণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ আছে—তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী আমরা—এই জ্ঞান পরি-পক্ব হওয়ার জন্য পদ্ধতি-গ্রন্থে সাধকের অন্তর্দেহের বর্ণ, বেশ, সেবা, সম্বন্ধ ইত্যাদিও নির্দেশ করা হইয়াছে।] শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমথুরা-মণ্ডলের লোক-প্রবাদ, বিভিন্ন শাস্ত্র পুরাণ, আগমাদি ও শ্রীহরিভক্তদের নিকট শ্রুতবাক্যে সুহৃদ্বর্গের সন্তোষ-বিধান ও রাগ-মার্গকে ক্রমবদ্ধ [নিয়মিত] করিবার জন্য এই গ্রন্থকে প্রণালীবদ্ধে গ্রন্থন করিয়াছেন [৩—৫]। শ্রীব্রজবাসি গণই শ্রীকৃষ্ণ-পরিবার; সেই পরিবার ও তাঁহাদের শাখা-প্রশাখার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং সেবা-সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের ও তৎ-পরিজনের বসন, ভূষণাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, শয্যা, চন্দ্রাতপ, কুঞ্জ, গৃহ, যানবাহন; অষ্ট সখীর চরিত্র, সন্ধি প্রভৃতি অঙ্গ; ৬৪ কলাবিদ্যা, সখীদের বিভিন্ন ভাব, দ্বিতীয় মণ্ডল ও তাহাদের সমাজ প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। সম্মোহনতন্ত্রানুসারে অন্য দুইপ্রকারে অষ্টসখীর নামাবলিও দেওয়া হইয়াছে। উপসংহারে [বৃহৎখণ্ডের]—শয্যা, অন্ন, পানীয় তাম্বুল, ঝুলন ও দোললীলাদি, তিলক-রচনাদি এবং অন্যান্য যাবতীয় লীলাবিশেষ আছে, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন শাস্ত্র বা অভিজ্ঞ

বৈষ্ণবাদি হইতে জ্ঞাত হইবেন। বৃহৎখণ্ডের রচনাকাল--১৪৭২ শকাব্দা শ্রাবণ মাস।

লঘুগণোদ্দেশে——শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য ও বয়ঃক্রমাদি, বয়স্যবৃন্দ ও তাঁহাদের বিভেদ, শ্রীবলরাম, বিটগণ, চেটগণ, চেটীগণ, চর, দূত, দূতী, পৌর্ণমাসী, বৃন্দা, নান্দীমুখী, ভৃত্যগণ, ধেনুগণ, বলীবর্দ্দ, মৃগ, বানর, কুকুর, রাজহংস, ময়ূর ও শুকপক্ষী প্রভৃতির বর্ণনা; স্থান-বিবরণ [ঘাট, পর্বত, সরোবর, বৃক্ষ ও তীর্থাদির নাম ও পরিচয়], শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের নাম, ভূষণাদির নাম, প্রেয়সীগণ ও যূথ, শ্রীরাধার রূপলাবণ্য, পূজনীয়গণ, সখীমঞ্জরীগণ, কিঙ্করীগণ, ধেনু, বানরী হরিণী, চকোরী, হংসী, ময়ূরী, শারিকাদি-- ভূষণ, বসন, পুষ্পবাটিকা, কুণ্ড, রাগ, নৃত্য ও জন্মতিথিনির্দেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শেষ না হইতেই শ্রীরূপ প্রভু অপ্রকট হন বলিয়া অনুমিত হয়— যেহেতু অন্যহস্তে সংযোজিত উপসংহার-বাক্যটি এইরূপ— 'এতনো পোথি হোতে শ্রীমদ্-রূপগোস্বামী নিত্যলোক পঁধারে।'

কেহ কেহ বলেন যে শ্রীরূপ প্রভু 'বৃহৎ' ও 'লঘু' নামে দুই খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন; কিন্তু পরিশিষ্ট (লঘুখণ্ড) গ্রন্থের ভাবভাষা দেখিলে উহা পরবর্তী কালের সংযোজনা বলিয়া মনে হয়। উজ্জ্বলনীলমণির (৩।৫১) টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ ঠাকুরও বৃহদ্গণোদ্দেশের নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ 'বৃহৎ' খণ্ডের উপসংহার-বাক্যটিই যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ দিতেছে। এই গণোদ্দেশের আধারে ও সম্পূর্ণ আনুগত্যে শ্রীহরিবংশ-সম্প্রদায়ী জনৈক কিশোরী দাস ব্রজভাষায় ইহার হার্দিক অনুবাদ করিয়াছেন এবং স্থলে স্থলে শ্রীরূপ সনাতনের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রথম দোহায়—

জয়তি জয়তি কলি-তমহরণ রসিক নৃপতি হরিবংশ। অশরণশরণ মুকুন্দকো সাধুসমাজ প্রশংস॥ শ্রীরূপ সনাতন জীবযুত কীনো ভক্তি-প্রকাশ। জনম জনম নিজ চরণকো কীজৈ মোকো দাস॥ শ্রীকৃষ্ণদাস করুণা-বরুণালয় হিত করি আগ্যা দীনী। গণ-উদ্দেশ-দীপিকা ভাষা রচনা কো মতি কীনী॥ ৩॥ (১) শ্রীরাধামাধবের পরিবার, (২) শ্রীনন্দ-রায়জীকি বংশাবলী ইত্যাদি বর্ণিত হইয়া পরে খণ্ডিত। অন্তিমে—নন্দরাই বৃষভানহি ভাবে। কিশোরীদাস দিনমঙ্গল গাবে॥ [মথুরা-নিবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিতজীর সংগ্রহের পুঁথি]।

রাধাকৃষ্ণকর-চরণ-চিহ্নসমাহৃতি শ্রীজীবপ্রভু-সঙ্কলিত। 'শ্রীকরচরণ-চিহ্ন ১৪৫৩—১৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রাধাকৃষ্ণযুগলপরিহারস্তোত্র—— শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক রচিত। প্রথম শ্লোক—'হে সৌন্দর্যনিদানরূপ' ইত্যাদি।

রাধাকৃষ্ণরসকল্পলতা—শ্রীপাটবুধুই-পাড়াবাসী শ্রীগোপালদাস-কর্তৃক (শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামির উপদেশে) রচিত গ্রন্থ।

রাধাকৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা——শ্রীজীব-পাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকার আধারে সংক্ষেপ-সংস্করণ। [শ্রীবৃন্দা-বনে কেশীঘাটের গোস্বামি-গ্রন্থাগার]

রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা—— শ্রীরাধা-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়ত্ব প্রতি-পাদন করাই এই গ্রন্থরত্নের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য শ্রীপাদ শ্রীজীব প্রথমতঃ লঘু-ভাগবতামৃতের 'ভক্তামৃত'-প্রকরণ-অবলম্বনে আরোহভূমিকাক্রমে শ্রীগোপীগণ-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে শক্তিতত্ত্ব-বিনিরূপণ, স্বরূপশক্তি-নির্ণয়, শ্রীতত্ত্ব-পর্যালোচনা, মহিষীগণের স্বরূপ-নির্ধারণ, শ্রীরুক্মিণীদেবীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব-স্থাপন, ব্রজদেবীগণের স্বরূপ-নিরূপণ ও নামকরণ ইত্যাদি, তৎপরে শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও যুগল উপাসনার বিনিশ্চয় হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব, ভাষা ও বিচার-ধারা প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভও প্রীতিসন্দর্ভের ন্যায়।

শ্রীপাদ শ্রীজীবের শিষ্য বলিয়া কথিত জনৈক কৃষ্ণদাস অধিকারী এই দীপিকার বিবৃতি শ্লোকাকারে রচিত করিয়াছেন। ইনি সমগ্র গ্রন্থটিকে নয়টি প্রকরণে বিভাগ করিয়া প্রথম প্রকরণে—শ্রীব্রজদেবী-গণের পূজ্যত্ব-নিত্যতা, দ্বিতীয়ে পূজাবিধি ও মন্ত্রাদির সন্নিবেশ, তৃতীয়ে ভজনীয়তত্ত্ব-মধ্যে স্বয়ং ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতা, চতুর্থে শ্রীরুক্মিণীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব, পঞ্চমে ব্রজ-দেবীগণের স্বরূপ, ষষ্ঠে তাঁহাদের অবতারকালে মায়িক পরোঢ়াত্ববাদ-বিচার, সপ্তমে শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠতা,

অষ্টমে তাঁহার মহাভাবত্ব এবং নবমে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহে ও মহানুভব ভক্তভাগবতগণের সম্মতি-ক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-বিনিশ্চয় করিয়াছেন। এই বিবৃতির নাম—প্রভা। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের একখানা পুঁথিও শ্রীপাদ শ্রীজীবের পদাঙ্কানুসরণেই রচিত ও তাহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটের গোস্বামিদের মন্দিরে ঐ পুঁথিখানার নাম আছে—শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা।

রাধাগোবিন্দকাব্য— শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাধানন্দদেব-প্রণীত ষোড়শ-সর্গাত্মক গীতিকাব্য; শ্রীগীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত। বিবিধ রাগরাগিণীর সঙ্কেতও গ্রন্থমধ্যে দেওয়া আছে। প্রথম চারি সর্গে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের রূপ, লীলা, প্রিয়াধিক্য ও বেণুর মাধুরী পরিবেষণ করিয়াছেন। তৎপরে পঞ্চম হইতে ষোড়শ সর্গ পর্যন্ত জয়দেবের আনুগত্য করিয়াছেন। আদর্শ যথা—গীত ১৪ (পঞ্চম সর্গ) বসন্ত রাগেণ—পরিমল - বলদতিমুক্তলতা - পরিরম্ভ-মৃদুল-পবনে। অলিকুল-কোকিল-মৃদুকল-মঞ্জুল-কুঞ্জকুটীর-বিতানে ॥ ১ ॥ বিলসতি হরিরিহ কেলিবনে। বিরহি-দুরন্তে সরস-বসন্তে যুবতিভি রতিকমনে ॥ ধ্রু ॥

এই গ্রন্থের টীকাকার—শ্রীমোহন কবি, ইঁহার বিশেষ বিবরণ অজ্ঞাত।

শ্রী রাধাভক্তিমঞ্জুষা—প্রদ্যুম্ন ভট্টের শিষ্য রামকৃষ্ণ পণ্ডিত-কর্তৃক সংকলিত। বৃন্দাবনে নিম্বার্ক মহা-বিদ্যালয়ের পুঁথি—১৮১২ সম্বৎ। ১৭ অধ্যায়ে ২৪৮ পত্রে গ্রন্থকার ব্রজ ও নিকুঞ্জ উপাসনার ভেদ দেখাইয়াছেন। অবিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়া বলিয়াই ধারণা হয়। এই গ্রন্থে অলঙ্কারকৌস্তুভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বৃন্দাবন-মহিমামৃত, বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, আনন্দ-বৃন্দাবন, সুধানিধি, সংগীত-রত্নাকর এবং গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতির উদ্ধার আছে। রঘুপতি উপাধ্যায়ের 'শ্যাম এব পরং রূপং' ইত্যাদি শ্লোকটি ভক্তিভাবপ্রদীপের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ-বিশ্লেষণ (৮৬ পত্রাঙ্কে):—অয়মেব বিশেষোক্তি ব্রজলীলা-নিকুঞ্জয়োঃ। মুখ্যা গৌণ্যা ব্রজে সর্বে নিকুঞ্জে শুদ্ধ এব সঃ ॥ ব্রজে স্বারসিকী লীলা নিকুঞ্জে মন্ত্রমযুতঃ ॥ ইতি, এষাং মুখ্যতা চ স্থায়িনাং ভাবান্তরাশ্রয়ত্বা-ন্নিয়তাধারত্বাচ্চ জ্ঞেয়া, গৌণত্বাচ্চ তেষু কদাচিৎকোদ্ভবত্বেনানিয়তা-ধারত্বাদিতি। ননু স্বারসিকী লীলোৎকৃষ্টা দৃষ্টা ব্রজে হি স্বারসৈঃ প্রপোষিকা শুদ্ধৈর্নিত্যা গঙ্গা-প্রবাহবৎ। ইয়ং মন্ত্রময়ী কুঞ্জনিষ্ঠত্বা-দেকদেশগেতি—মৈবং, তত্রাপ্যেক-দেশস্থাধিক্যং তীর্থরাজবৎ শিরোভূতা স্বারসিক্যা ইয়ং মন্ত্রময়ী বরা। সন্ত সর্বে রসাঃ কিন্তৈরাস্বাদ্যস্ত্বেক এব হি। আস্বাদনে বহূনাং হি রসাভাসঃ পরো ভবেৎ। বস্তুতস্তু ব্রজগা স্বারসিকী নিকুঞ্জগা মন্ত্রময়ীতি ন নিয়মঃ, বিনিগমনাবিরহাৎ, বাল্যেপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপ-মাশ্রিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়েত্যাদ্যুক্তি-দিশোত্তরায়া এব স্বারসিকীত্বমব-গম্যতে। নিত্যাবস্থিতৈঃ সর্বত্রানু-গতেশ্চ যথাবসরং বিবিধ-স্বেচ্ছা-বিহারময়ী স্বারসিকীতি তল্লক্ষণস্তু তত্রাপ্যনুগতত্বাদিতি দিক্।

(১৫১ পত্রাঙ্কে) তদুক্তং শ্রীপ্রবোধানন্দপাদৈঃ—'তত্তদ্দিব্য-সুনায়িকাবিলসিতৈঃ প্রাণেশ্বরী মে সদা, তত্তন্নায়ক-দিব্যরূপললিতা-স্থৈকানুগপ্রেয়সা। দিব্যানন্তখেলন-রতা বৃন্দাবনেঽত্রৈব তৎ (?) স্বেচ্ছা-রূপিণি তদ্বিনা মম মনো বস্ত্বেব নো মন্যতে ॥

(১৫১ পৃঃ) নিত্যত্বাদস্য দেশস্য ক বিবাহঃ ক বা ন সঃ। অতঃ স্বীয়া পরোঢ়া বা কথ্যতে কেন রাধিকা ॥ (১৫২ পৃঃ ক) অনৌচিত্য-প্রহাণায় প্রাগুক্তঃ স ব্রজানুগঃ। নিকুঞ্জে নিত্যদৈবাসৌ সখীনামিচ্ছয়া ভবেৎ ॥

(উপসংহারে ২৪৮ পত্রাঙ্কে —শ্রীপ্রদ্যুম্নং গুরুং বন্দে যদনুগ্রহ-ভাজনম্। জনোঽয়ং পামরোঽপ্যু-রুচ্চৈরুচ্চৈর্গায়তি রাধিকাম্ ॥ বন্দে শ্রীবংশিকাং রাধাচরণাম্বুজ-হংসিকাম্। শংসিকাং রাধিকাকীর্ত্তেঃ সখীযূথা-বতংসিকাম্ ॥ নেত্রেন্দুবসুচন্দ্রাখ্যে বৎসরে শুক্রশুক্লকে। শ্রীরাধাভক্তি-মঞ্জুষা রামকৃষ্ণেন নির্মিতা ॥

এই গ্রন্থকার নিম্বার্ক-সংপ্রদায়ী হইলেও কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-প্রভাবে প্রচুরতর আবিষ্ট হইয়াছিলেন। দুইশত বৎসর পূর্বেও শ্রীবৃন্দাবনে যে গৌড়ীয়-গণের প্রচুরতর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, এই গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। শ্রীহরিব্যাসদেবজী-কৃত সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, সিদ্ধান্ত-

রত্নাঞ্জলী ও মহাবাণী পঞ্চরত্নাদি গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক-প্রপঞ্চিত মত হইতে ভিন্ন ভাবে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তরত্নাদির অনুকরণ ও প্রভাব দেখা যাইতেছে। বিশেষ জিজ্ঞাসায় **শ্রীসুন্দরানন্দ** বিদ্যাবিনোদ-কৃত '**গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর**' ৩৫৫—৩৫৬ **পৃষ্ঠা** দ্রষ্টব্য।

রাধামাধব ভাষ্য—ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীরামরায়জী যে 'গৌর-বিনোদিনী বৃত্তি করেন, সেই বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক তদীয় অনুজ ভ্রাতা শ্রীপ্রভুচন্দ্র-গোপাল এই ভাষ্য রচনা করেন। চতুঃসূত্রী পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই সমর্থিত হইয়াছে। প্রারম্ভ শ্লোক—শ্রীরাধামাধবং বন্দে জয়দেবং সতাং গুরুম্। গৌরং নিত্যানন্দ-শিষ্যং রামরায়ং নিজেষ্টদম্ ॥

ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য—'ভজে নিত্যানন্দং গুরুমথ সুচৈতন্য-সহিতম্' (বন্দনা ৩)। অন্তিমে—'রামরায়ানুজঃ শ্রীমদ্গৌরগোপাল-বালকঃ। ভাষ্যমল্লাঙ্কৈশ্চক্রে রাধা-মাধব-নামকম্' ॥

রাধামাধবোদয় —— শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক বাঙ্গালা কাব্য। রচনাকাল—১৭৭১ শকাব্দ। ইহাতে ৩৪টি উল্লাস আছে —গ্রন্থ-শেষে অনুবাদে সকল উল্লাসের বিষয়বস্তুর নির্দেশও আছে। প্রতি উল্লাসের প্রথমেই একটি সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণয়িতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধামাধবের প্রায় লীলাই ইহাতে ত্রিপদী, লঘু-ত্রিপদী, পয়ার, ললিতা, একাবলী, কাঞ্চীযমক (পৃ ৬৩), তোটক (পৃ ৬৫), মালঝাঁপ (পৃ ২৬৯) ইত্যাদি ছন্দে এবং ছেকানুপ্রাস (পৃ ১১) প্রভৃতি অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়াছে। ভাষাটিও প্রাঞ্জল এবং আড়ম্বরহীন। তৎপ্রণীত 'গীতমালা'ও পদাবলী-বিষয়ক গ্রন্থ।

রাধামানতরঙ্গিণী— শ্রীনন্দকুমার বিদ্যাভূষণ-কৃত ৭৩ শ্লোকাত্মক কাব্য। ১৭৬৬ শকে রচিত। উপক্রমে—'জয়তি রসিকচন্দ্রো মিশ্রবংশাব্ধি-চন্দ্রঃ, সুজনকুমুদচন্দ্রঃ কীর্তিসম্পূর্ণ-চন্দ্রঃ। দিতিজকমলচন্দ্রোঽজ্ঞান-তামিস্রচন্দ্রো, ধরণিসুরভিচন্দ্রঃ শ্রী-নবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥' বিষয়বস্তু—শ্রীরাধা-কুঞ্জ হইতে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর নিকটে গমন হইলে শ্রীরাধার মান। শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় শ্রীরাধাকুঞ্জে আগমন, বৃন্দাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভর্ৎসনা, শ্রীরাধার মানভঙ্গ ইত্যাদি।

রাধারমণরসসাগর—মনোহর দাস-রচিত। ইনি শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামির পরিকর এবং শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শিষ্য ছিলেন। ইনি ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজির গুরু। ১৭৫৭ সম্বতে এই গ্রন্থ রচনা হয়। ইহাতে ছয় ঋতুর বিবিধ শৃঙ্গার, ভোগ, শয়ন, বিলাসাদির সুরসাল বর্ণনা আছে। শারীশুকের দ্বন্দ্বও ইহার পরম আস্বাদ্য প্রসঙ্গ। ছপ্পৈ, কবিত্ত, ত্রিপদী, অরিল্ল প্রভৃতি ছন্দে ব্রজভাষায় লিখিত।

রাধারসমঞ্জরী—শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে আরোপিত স্তোত্র-কাব্য। প্রথম শ্লোক—'কুচকলসভরার্ত্ত্যা কেশরী-ক্ষীণমধ্যা' ইত্যাদি।

শ্রীরাধারসসুধানিধি —— শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত স্তোত্র-কাব্য।* ইহাতে ২৭২টি শ্লোক আছে। প্রধানতঃ শ্রীরাধার পাদ-পদ্ম-ভজননিষ্ঠা, শ্রীরাধা-উপাসনার উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয় ইহাতে অতি সুনিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শ্রীরাধা—

প্রেমোল্লাসৈকসীমা পরমরসচমৎ-কারৈকসীমা, সৌন্দর্যৈকসীমা কিমপি নববয়োরূপলাবণ্যসীমা। লীলামাধুর্য-সীমা নিজজন-পরমৌদার্যবাৎসল্যসীমা, সা রাধা সৌখ্যসীমা জয়তি রতি-কলাকেলিমাধুর্যসীমা ॥ ১৩১ ॥ শুদ্ধ-প্রেমবিলাসবৈভবনিধিঃ কৈশোর-শোভানিধি,- বৈদগ্ধীমধুরাঙ্গভঙ্গিমনিধি র্লাবণ্যসম্পন্নিধিঃ। শ্রীরাধা জয়তান্মহা-রসনিধিঃ কন্দর্পলীলানিধিঃ, সৌন্দর্যৈক সুধানিধির্মধুপতেঃ সর্বস্বভূতো নিধিঃ ॥

এইরূপে শ্রীরাধার গাত্রে কোটি-বিদ্যুতের ছবি, মুখে বিপুল আনন্দের ছবি, ওষ্ঠে নব বিদ্রুমের ছবি, করে সৎপল্লবের ছবি, স্তনমণ্ডলে স্বর্ণকমল-কোরকের ছবি (৯৯)। তিনি লাবণ্যের সার, রসসার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুখৈকসার, কারুণ্যসার, মধুরচ্ছবি-রূপসার, বৈদগ্ধ্যসার, রতিকেলি-বিলাসসার এবং অখিল সারাৎসার (২৬)। তাঁহার ভ্রূনর্তনে চাতুরী, সুচারুনেত্রাঞ্চলে লীলাখেলন-চাতুরী, শ্যামের ন্যায় বাক্‌চাতুরী, সঙ্কেত-কুঞ্জে অভিলাষ-চাতুরী, নবনবায়মান

* এলাটী-সংস্করণ-অবলম্বনে লিখিত। জয়পুরে দুইখানা পুঁথি আছে—একখানা আত্তহস্লোকদ্বয়হীন হইয়া 'শ্রীহরিবংশ-রচিত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ক্রীড়াকলা-চাতুরী এবং সখীগণসহ পরিহাসোৎসবচাতুরী সর্বোপরি বিরাজিত। এই গ্রন্থের শ্রীরাধা কখনও অভিসারিকা (২০, ২১, ৩২, ১৫২) কখনও প্রেমবৈচিত্ত্যাপন্না (৪৭, ১২৮), কখনও উৎকণ্ঠিতা (৩৮) কখনও খণ্ডিতা (২৩১)-রূপে বর্ণিতা। ১৭০ শ্লোকে মানের কেবল ইঙ্গিতমাত্র আছে এবং ২১৫ শ্লোকে শ্রীমতীর প্রেমবৈচিত্ত্য-অবস্থা দেখিয়া সখীভাবে বিভাবিত কবির মূর্চ্ছা ও তৎপরে অনুশোচনার বর্ণনায় তাঁহার বিচ্ছেদভীরুতা ও সেবাত্রুটি-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্বভাবটিও পরিব্যক্ত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে শ্রীপ্রবোধানন্দের ব্রজলীলায় তুঙ্গবিদ্যা সখীর স্বভাব—দক্ষিণা প্রখরা নায়িকা, মাননির্বন্ধাসহা, নায়কভেদ্যা ও লঘু প্রখরা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যুগলের বিচ্ছেদাভাসেও ইঁহার বাহ্য আভ্যন্তর জ্বালা হয়। সুধানিধির শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতেই অনন্যনিষ্ঠ (২৩৬); শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৫।৭৪—৭৬) ন্যায় এই গ্রন্থেও শ্রীরাধানামের প্রভাব-প্রতিপত্তি (৯৫—৯৭) এবং শ্রীরাধাদাস্য লাভের উপায় (১৪২) বর্ণিত হইয়াছে। শতক (১৭।১০৬), সঙ্গীতমাধব (২।৭) এবং এই গ্রন্থের ১০ম শ্লোকে কুট্টমিত-অলঙ্কারবতী শ্রীমতীকে উপস্থাপিত করত কবি এই ভাবের প্রতি তাঁহার অতিপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রাধিকামঙ্গল—কৃষ্ণরামদত্ত - রচিত। ভবানন্দের হরিবংশের সহিত ইহার ভাবভাষায় মিল আছে।

২ উদ্ধবানন্দ-রচিত (সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা ৩পৃঃ ২১৭)।

রাধিকাষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রং — শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে আরোপিত (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ)। প্রথম-শ্লোক—শ্রীমদ্‌রাধা রসময়ী রসজ্ঞা রসিকা তথা। রাসেশ্বরী রসভুক্তিঃ রসপূর্ণা রসপ্রদা ॥

রামচরিত্রগীত—শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণের প্রেরণায় শ্রীমদ্‌গোবিন্দ দাস-কবিরাজ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

রামরসায়ন—মাড়োর শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-প্রণীত বাঙ্গালা কাব্য। ইহা সাতকাণ্ডে ও কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ভাষা-মাধুর্যে ও ছন্দোবৈভবে ইনি অদ্বিতীয়। করুণরস-পূরিত এই কাব্য সকলেরই বিস্ময় ও আনন্দোন্মাদনা দান করে। রচনাকাল আনুমানিক ১৮৩১ খৃঃ। বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আছে, রচনাও সুললিত।

রামশরণচট্টরাজ- গুণলেশসূচক—শ্রীমনোহরদাস-কর্ত্তৃক রচিত ১১টি শ্লোক। অনুরাগবল্লীর ৮ম মঞ্জরীতে সংকলিত। মনোহরদাস ইহাতে স্বগুরু চট্টরাজের গুণগরিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

রামাইচরিতামৃত—পবনদাসবাবাজি-কৃত। বিপিনবিহারী গোস্বামি-সম্পাদিত (১৮৭৬ খৃঃ)।

রাসপঞ্চাধ্যায়—(অনুবাদ) শচীনন্দন-কৃত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০১২), দ্বিজপীতাম্বর-কৃত (১৭৪২ শকে মুদ্রিত) এবং হরেকৃষ্ণদাস-কৃত (বিশ্বভারতী ১৯৫)।

রাসলীলা—দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ-কৃত কৃষ্ণলীলাকাব্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৭৩১)।

রুক্মিণী-স্বয়ম্বর—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' কাব্যের নামান্তর।

রূপচিন্তামণি — বৃহদ্‌ভক্তিতত্ত্ব-সারে চতুর্থখণ্ডে ৩২১৭ পৃষ্ঠা হইতে শ্রীনিত্যানন্দচরণ-চিহ্ন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণের ৩২ চিহ্নের বিবরণ ক্রমশঃ ২০ ও ১৪ শ্লোকে দেওয়া আছে। বৈষ্ণবাচারদর্পণের মতে এই রূপচিন্তামণি শ্রীবিশ্বনাথ-রচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন-বিবরণাত্মক রূপচিন্তামণিও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদের স্তবামৃতলহরীর অন্তর্গত।

শ্রীশ্রীরূপসনাতন-স্তোত্রম্ —শ্রীমদ্ গদাধর ভট্ট গোস্বামিপাদের বংশীয় গোবর্দ্ধন ভট্টজি ৪৯টি শ্লোকে শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে এই স্তোত্রাবলী রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত মধু-কেলিবল্লী-সম্বন্ধে ১৭১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। স্তোত্রপ্রারম্ভে কবি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, গৌরভক্তবৃন্দ এবং স্বীয় শিক্ষাগুরু পিতৃদেবকে বন্দনা করত তৎপর শ্রীরূপসনাতনের বিবিধ গুণরাজির পরিবেষণ করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে কবি জন্মে জন্মে শ্রীরূপপাদাব্জযুগলের ধূলি হইবার সকাকু প্রার্থনা পূর্বক স্বকীয় মনকে সম্বোধন পূর্বক শ্রীরূপচরণাশ্রয়ের সবিশেষ অপেক্ষা ও উপযোগিতার সুষ্ঠু বর্ণনা দিয়াছেন। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা মণিবৎ শিরঃকণ্ঠধারণোপযোগীই বটে। রচনার আদর্শ—

কন্থামেকাং দধানঃ করকযুতকরো রাধিকাকান্ত-লীলাং, গায়ন্ ধ্যায়ন্

সমোদং দ্রুমতল-বসতিঃ কৃষ্ণনামানি গৃহ্নন্। কুর্বন্ রোলম্বভিক্ষাং ক্বচিদপি পরমাদ্ ব্রাহ্মণাৎ স্থূলবৃত্তিং, রূপো নীচস্তৃণেভ্যস্তরুরিব সহনো রাজতে কাননান্তঃ॥ ১৭॥ ত্বত্তোঽন্যে সমবাপ্য মনুজাঃ পূর্ণা নিজাভীপ্সিতং, শ্রীরাধা-কুচকুট্মলান্তরমণে! গোবিন্দ! নন্দাত্মজ! ধৃত্বা দন্ততলে তৃণং মুহুরিদং যাচে দয়ালো সদা, ধূলিঃ স্যামিহ জন্মজন্মনি বিভো! শ্রীরূপ-পাদাব্জয়োঃ॥ ৪৪॥

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র কাব্যতীর্থ-কৃত পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদসহ এই গ্রন্থখানি বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্যের পাটবাড়ী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ল

লঘু ক্রমসন্দর্ভ—শ্রীজীবপ্রভুর রচনা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের টিপ্পনী। তৎপ্রণীত 'বৃহৎক্রমসন্দর্ভের' সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

লঘু নামাবলী—শ্রীরামহরিজীকৃত ব্রজভাষার কোশ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, কমল, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি নাম সমূহের অভিধান লিখিত হইয়াছে। ১০২টি দোহা; অমরকোষ, ধনঞ্জয় ও নন্দদাস প্রভৃতির আলোচনা পূর্বক ইহার সঙ্কলন। প্রারম্ভে কবি শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীশচীকুমারকে বন্দনা করিয়াছেন।

লঘু ভাগবতামৃত—শ্রীরূপপ্রভু-কৃত। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ ও তন্ত্রাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য—এক অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। অসংখ্য অবতার * তাঁহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাত্মার তটস্থাশক্তি ও শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশস্বরূপ। এই গ্রন্থে অবতারগণের যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা সুপ্রণালীবদ্ধই বটে। এই গ্রন্থের পূর্বখণ্ড 'কৃষ্ণামৃতে'—শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপ-নিরূপণ,—স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্মরূপ, তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাংশভেদে দ্বিপ্রকার। আবেশ ও প্রকাশ, অবতারতত্ত্ব, অবতারের লক্ষণ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার; পুরুষাবতার– প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষরূপে ত্রিবিধ। গুণাবতার তিনটী– ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু। লীলাবতার ২৫টির বিস্তৃত আলোচনা, চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার ও চারিটী যুগাবতার। অন্যপ্রকারে আবার চতুর্বিধ অবতার গণিত হইতেছে——আবেশ, প্রাভব, বৈভবাবস্থ ও পরাবস্থ। প্রাভব আবার দ্বিবিধ, অল্পকালব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত - কীর্ত্তিবৈভবান্বিত; যেমন মোহিনী ও হংস। যুগাবতার চারিটি। দ্বিতীয় প্রকার প্রাভব কিন্তু দীর্ঘকালব্যক্ত, শাস্ত্রকর্ত্তা ও মুনিজনবৎ সচেষ্ট ও কার্য-বিশিষ্ট। প্রাভবাবস্থার অবতার ১১, বৈভবাবস্থার ২১টি অবতার—অবতারগণের ধাম—পরব্যোমে, পরাবস্থ অবতার তিনটি—নৃসিংহ, দাশরথী রাম ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, ধামচতুষ্টয়—ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোলোক। শ্রীকৃষ্ণের হতারিগতিদায়কত্ব ও মাধুর্যচতুষ্টয়ত্ব-নিমিত্ত শ্রীরাঘবেন্দ্রাদি-স্বরূপ হইতেও মাহাত্ম্যাধিক্য—ভগবদবতারমাত্রেরই পূর্ণতা, ভগবচ্ছক্তিবিচার, অংশিতা, ভগবানের বিরুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয়ত্ব, এ বিষয়ে বিশেষ বিচার, কেশাবতারত্ব - খণ্ডন, বৃহ-বিচার, বাসুদেবাবতারত্ব-নিরাকরণ, স্বয়ংভগবত্ত্ব-বিষয়ক বিশেষ বিচার, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেও স্বয়ংভগবানের শ্রেষ্ঠতা, ভগবদ্‌গুণের অপ্রাকৃতত্ব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ-সম্বন্ধে রামানুজীয় মতের-খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অতুল্যতা, মনুষ্য-লীলার শ্রেষ্ঠতা, দেহদেহিভেদ-

---

* শ্রীমন্ মধ্বাচার্য তদীয় বেদান্তভাষ্যে (২।৩।৪৮—৪৯) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে মৎস্য, কূর্মাদি অবতারসকল বৈদিকই—অপ্রাকৃতই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৮।১।২—১০) মৎস্যাবতার, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৩।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৪।৩।৫) কূর্মাবতার, তৈত্তিরীয় সংহিতায়(৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার, ঋক্ সংহিতায় (১।২২।১৭) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১।২।৫।১—৭) বামনাবতার, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রামভার্গবেয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব কৃষ্ণের বিবৃতি আছে।

নিরসন, লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপত্ব-বিষয়ক বিচার, নারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তি, শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকট লীলাবিচার, আবির্ভাব-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণধাম-তথ্য,গোকুলে মাধুর্যাধিক্য, শ্রীকৃষ্ণবয়স-বিচার ও মাধুরী-চতুষ্টয়ের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ড 'ভক্তামৃতে' —ভক্তপূজার প্রয়োজনীয়তা, ভক্তের শ্রেণীবিভাগ; প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব, ব্রজগোপীগণ ও তাঁহাদের মহিমাধিক্য, শ্রীরাধিকার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীপাদ শ্রীসনাতন প্রভু বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে যে সকল সিদ্ধান্ত উপন্যাসচ্ছলে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদ-শ্রীরূপ এই লঘু (সংক্ষেপ) ভাগবতামৃত গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা সমস্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ও পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষা গ্রন্থ এবং ইহাতে স্থাপ্য সিদ্ধান্তসমূহ শব্দপ্রমাণ-মূলে প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছে।

উত্তরকালে শ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণ সুবিচারিত ও সিদ্ধান্তপূর্ণ 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' নামে এবং শ্রীবৃন্দাবন তর্কালঙ্কার 'রসিকরঙ্গদা' নামে ইহার দুই টীকা করিয়াছেন।

লঘু বৈষ্ণবতোষণী—(ভাগ°—১০। ৯০।৫০) শ্লোকে শ্রীজীবপাদ বংশ-পরিচয় দিয়া শ্রীপাদ সনাতনের গ্রন্থাবলির নামকরণ করত বলিতেছেন যে 'সেই বৈষ্ণবতোষণী শ্রীপাদ সনাতনের আজ্ঞায় তিনি সংক্ষেপ করিয়াছেন।' ইহাই বর্তমান কালে পঠন পাঠন হয়; এই লঘুতোষণী ১৫০৪ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া লঘুতোষণীর উপসংহার হইতেই জানা যায়।

লঘু শব্দাবলী——শ্রীরামহরিজী-কৃত ব্রজভাষায় ১০০ দোহাত্মক শব্দকোষ-বিশেষ। লঘুনামাবলীর ন্যায় ইহাতেও প্রারম্ভে শ্রীরাধারমণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোপাল ভট্টের বন্দনা আছে এবং অনেকার্থক শব্দের অর্থরাশি লিখিত হইয়াছে। 'হরি' শব্দের অর্থে—হরিচন্দন চাতগ কিরণ শুক্র সত্য শুক কীল। দাদুর তরু জম ভয় মিটে হরি ভজি গহি মন-শীল ॥৬॥ এস্থলে ১১টি অর্থে হরি-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

লঘু হরিনামামৃত ব্যাকরণ——শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের টীকাকার হরেকৃষ্ণ আচার্য বলেন যে শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুই প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণনামদ্বারা 'লঘুহরিনামামৃত' প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর বিশেষ কল্যাণ হইবে না, অথচ অন্য ব্যাকরণের অপেক্ষা আছে জানিয়া শ্রীজীবপাদ এই সূত্রকে অবলম্বন করত বৃহদায়তন 'হরিনামামৃত' রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পুঁথিতে 'লঘু হরিনামামৃত' কিন্তু শ্রীরূপপ্রভুতে আরোপিত হইয়াছে।

লঘু হরিভক্তিবিলাস—শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামি-লিখিত সূত্রাকারে নিবদ্ধ বৈষ্ণব স্মৃতি। জয়পুরে শ্রীগোবিন্দগ্রন্থাগারে, শ্রীবৃন্দাবনে রাধারমণ-সেবাইতগণের গৃহে এবং রাজসাহী বারেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতে পুঁথি বর্তমান। এই গ্রন্থ-সাহায্যে শ্রীপাদ সনাতনপ্রভু যথেষ্ট পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন করিয়া দিগ্‌-দর্শিনী টীকাসহ বৃহদায়তন 'হরিভক্তি-বিলাস' গ্রন্থন করেন।

ললিতমাধব নাটক —— শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামি-রচিত অপ্রাকৃত রসরহস্য-পরিপূরিত দৃশ্য কাব্য। পুরলীলাকে ব্রজলীলার আবরণে রাখাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নাটকীয় সম্পূর্ণাঙ্গতায়, কি তত্ত্ববৈশিষ্ট্যে, কাব্যমাধুর্যে কি রসবত্তায় এই নাটকখানি সংস্কৃত-সাহিত্যে অতুলনীয় রত্নই বটে। আয়তনে ও ঘটনাসন্নিবেশে ললিত-মাধব বিদগ্ধমাধব হইতেও বৃহত্তর, পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও ইহাতে অধিকতর।

প্রথমাঙ্কে——(সায়মুৎসব) সু-বিখ্যাত কলানিধি শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-ব্যাপার-সম্পর্কে অশ্রুতচর পৌরাণিক গুহ্যতত্ত্ব লইয়া এ নাটকের আরম্ভ। গৌরী-জনক হিমালয়ের কন্যা-সৌভাগ্যে বিন্ধ্যপর্বত দুঃখিত হইয়া কন্যাসৌভাগ্য লাভের জন্যই ব্রহ্মার আরাধনা করত ধূর্জটিবিজয়ী নিখিল-সৌভাগ্যশালিনী দুইটি কন্যারত্ন লাভ করেন। এদিকে রাধা ও চন্দ্রা-বলী—বৃষভানু ও চন্দ্রভানু-নামক গোপদ্বয়ের স্ত্রীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের স্ত্রীর গর্ভে স্থাপিত হন। কন্যা প্রসূতা হইলে পূতনা শ্রীরাধাকে গোকুলে আনয়ন করে —শ্রীরাধার নাম ছিল তারা। বিন্ধ্যাচলের কনিষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হইলে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করিলে ভয়-সন্ত্রস্তা পূতনার হস্ত হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদর্ভদেশগামিনী নদীজলে

পতিত হয়েন। ভীষ্মক এই চন্দ্রাবলীকে নদীস্রোতে প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে লালন পালন করেন। চন্দ্রাবলীই পরে গোকুলে আনীতা হইয়া চন্দ্রভানুর কন্যারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পৌর্ণমাসী পূতনার ক্রোড় হইতে ললিতা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামাকে প্রাপ্ত হন। বিশাখার জন্ম গোকুলে নয়—বিশাখা যমুনা-জলে ভাসিতেছিলেন—জটিলা তাঁহাকে তুলিয়া আনেন। গোবর্দ্ধনাদি গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ কংসবঞ্চনার্থ যোগমায়ার ছলনামাত্র, বাস্তব নহে।

মধুমঙ্গলের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীদের গুণাবলি-আস্বাদন, চন্দ্রাবলীর সহিত মিলন, কুন্দলতা ও চন্দ্রাবলী সহ রসরঙ্গ-বিস্তারে বাধা দিয়া ভারুণ্ডার আগমনে চন্দ্রাবলী প্রভৃতির পলায়ন, যশোদার নিকট বাৎসল্যভাব-প্রকাশ; বাণীরকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলন।

দ্বিতীয়াঙ্কে—(শঙ্খচূড়বধ) বৃন্দা দধিমন্থন-বর্ণনা করিলেন, সূর্য্যপূজা করাইবার জন্য বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের আগমনে জটিলার সম্মুখে সূর্য্যপূজানির্বাহ, রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধার উপবেশন, শঙ্খচূড়কর্ত্তৃক সিংহাসনসহ শ্রীরাধার অপহরণে শঙ্খচূড়বধ ও স্যমন্তকমণি-আহরণ।

তৃতীয় ও চতুর্থাঙ্কের পূর্ব্বাভাষ —শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে শ্রীরাধা প্রবল বিরহে দেহত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে যমুনাজলে প্রবেশ করিলে ললিতা তাঁহার অনুগমন করেন। যমুনা এই রাধাকে স্বপিত্রালয়ে (সূর্য্যমন্দিরে) লইয়া রাখেন, সত্রাজিতের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণিসহ যে কন্যারত্ন দান করেন—তিনিই (ব্রজের রাধা) দ্বারকায় সত্যভামা। এই সময়ে ভীষ্মক স্বপুত্র দ্বারা নিজ কন্যা (ব্রজের চন্দ্রাবলীকে) আনয়ন করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দেন—ইনি রুক্মিণী। প্রবল বিরহে ভৃগুপাত-কালে ললিতাকে জাম্ববান্ প্রাপ্ত হন এবং ইনি 'জাম্ববতী'-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করত পরে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে সমর্পিত হন। ব্রজের কাত্যায়নী-ব্রতপরা কুমারীদিগকে নরকাসুর চুরি করিয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া এই কুমারীদিগকে বিবাহ করেন—ইঁহারাই ১৬১০০ মহিষী। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ, বিরহবিভ্রমের নিদারুণ অবস্থা আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায়।

তৃতীয়াঙ্কে——(উন্মত্তরাধিক) শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিরহ, শ্রীরাধার সহিত সখীগণের বিরহ, সখীগণের পরস্পর বিরহ—অহো! এই অঙ্কে শ্রীপাদ কি নিদারুণ—কি অরুন্তুদ বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন !! উপসংহারটি বিয়োগান্ত ব্যাপার—বৃন্দাবনের রসময়ী গোপ-কিশোরীগণ যেন প্রবল-বিরহে প্রকট লীলা হইতে অপ্রকট হইলেন !!

চতুর্থাঙ্কে—— (শ্রীরাধাভিসার) উদ্ধব ও পৌর্ণমাসীর প্রযত্নে মথুরায় ব্রজলীলা নাটক অভিনীত হইতেছে। উদ্ধব ও গার্গীর কথোপকথন হইতে বুঝা যায় যে পৌর্ণমাসী ভরত মুনির নিকট প্রার্থনা করত এক অপূর্ব 'রূপক' নাটকের সৃষ্টি করেন। নারদ উহা তুম্বুরুকে দান করিলে তুম্বুরু গন্ধর্বগণকে শিখাইয়াছিলেন —গন্ধর্বগণ লীলাভিনয় করিতেছেন —স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই নাটকের দ্রষ্টা, তিনি স্বীয় রূপমাধুর্যে বিমোহিত হইয়া উহা আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধাস্বারূপ্য বাঞ্ছা করিয়াছেন। বৃন্দার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণে কামুকত্ব-দোষারোপ-পরিহার, জটিলা স্বপুত্র অভিমন্যুকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যে বিড়ম্বনা আনয়ন করিয়াছে এবং অভিমন্যু তাহাতে যে অপদস্ত হইয়াছে—তাহা সকলেরই হাস্যো-দ্দীপক। ভারুণ্ডা বলিলেন যে জটিলাকে ভূতে পাইয়াছে, অভিমন্যু লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া গেলেন। সকলের হাস্য দেখিয়া জটিলা ব্যাপার বুঝিলেন এবং অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। এদিকে স্বয়ং মাধব আসিলে তিনি তাঁহাকে অভিমন্যু মনে করিয়া বধূসহ মিলনের সহায়কারিণী হইলেন। এইরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলনে উদ্ধবের কল্পিত ব্রজলীলা-নাটক শেষ হইল।

পঞ্চমাঙ্কে——(চন্দ্রাবলী-লাভ) দ্বারকায় চন্দ্রাবলী রুক্মিণীরূপে এবং শ্রীরাধা সত্যভামারূপে প্রকাশিতা; নারদের মুখে ব্রজপুর-ললনা-সম্বন্ধে একটি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। (৫।৫) 'এই সকল পুররমণী ও

ব্রজরমণীগণ তত্ত্বাংশে অভিন্ন হইলেও দেহাদিতে ভিন্নাই; মধ্যকালে ইঁহারা মায়া-কর্ত্তৃক অভিন্না হন, সম্প্রতি ব্রজে সেই রমণীগণ প্রেমমূর্চ্ছিত হইয়া আছেন, কিন্তু বিরহবেলায়ও যাহাতে প্রিয়সঙ্গ-সুখলাভ হইতে পারে, এইজন্য যোগমায়া ব্রজ আচ্ছাদন করত পুরলীলার রমণীগণমধ্যে স্বীয় স্বীয় অভেদ-অভিমানে আবিষ্ট করিয়া দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় প্রতীতি করাইতেছেন।' পঞ্চমাঙ্কের দৃশ্যস্থান—বিদর্ভনগর, প্রধান ঘটনা—রুক্মিণীর বিবাহোদ্যোগ। শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত ঘটনার সহিত নাটকের মূল ঘটনারও মিল আছে।

ষষ্ঠাঙ্কে——(ললিতা-উপলব্ধি) রুক্মিণীরূপা চন্দ্রাবলীর বিবাহ। শেষভাগে শ্রীরাধা তীব্রবিরহ-বিধুরা, তীব্র ঔদাসীন্যে ও বিয়োগযাতনায় তাঁহার হৃদয় বিষাদপূর্ণ, নির্জনস্থানে বাসের প্রার্থনা করায় বিশ্বকর্মা-রচিত (দ্বারকায়) নববৃন্দাবন শ্রীরাধার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। মধুমঙ্গল কৃষ্ণের হস্তে স্যমন্তকমণি দেখিয়া নানা প্রশ্নের অবতারণা করিলে কৃষ্ণ জাম্ববতীরূপী ললিতার প্রাপ্তি বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিরহে প্রবল ব্যাকুলতা।

সপ্তমাঙ্কে— (নববৃন্দাবনসঙ্গম) শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার নববৃন্দাবনে প্রবেশ, তত্রত্য দৃশ্য তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণকেই মুহুর্মুহু স্মরণ করাইয়া অধিকতর বিরহবিধুরতা দান করিল। বকুলার মুখে দ্বারকার রাজেন্দ্রই যে ব্রজেন্দ্র এই কথাটি প্রকাশিত হইলেও পূর্বশপথের কথা স্মরণ হইলে বকুলা কথাটা চাপা দিলেন। বিরহিণী রাধা কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। তিনি বকুলাকে বলিলেন যে তাঁহার একটা 'নিত্যকর্ম' আছে—তিনি নিত্য কোনও শ্যামলকিশোর দেবতার আরাধনা করেন। বকুলা বিশ্বকর্মার সাহায্যে ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত গোবিন্দমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন—'এই তোমার ইষ্টদেবের পূজা কর।' প্রতিমাদর্শনেই শ্রীরাধার চিত্তবিভ্রম হইল। মনের অন্তস্তলে লুক্কায়িত শতশত সাধ জাগিয়া আলিঙ্গনের জন্য ব্যাকুল করিয়া ফেলিল—তিনি যেই স্পর্শ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল!! মাধবী আসিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধা সজল নয়নে মূর্ত্তিটীকে সাজাইতেছেন। নববৃন্দা ও বকুলা শ্রীরাধাকে স্নানার্থ লইয়া গেলেন। এদিকে মধুমঙ্গলকে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া প্রতিমাখানি সরাইয়া স্বয়ং প্রতিমারূপে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সখীদ্বয়সহ শ্রীরাধা এইবার প্রতিমা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। উভয়ের দর্শনে উভয়েই স্তম্ভিত, বিস্মিত ও নিস্পন্দ হইলেন!! পরস্পর মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাসত্ত্বেও হঠাৎ চন্দ্রাবলীর আগমনে এবং তাঁহার অসূয়াসূচক কথায় নৈরাশ্য-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলসহ প্রস্থান করিলেন।

অষ্টমাঙ্কে—(নববৃন্দাবন-বিহার) অভিমানবতী চন্দ্রাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, অভিমান-ভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের পুনর্বার নববৃন্দাবনে প্রবেশ, শ্রীরাধার সহিত কথোপকথন, বিশাখার জন্য শ্রীরাধার ব্যাকুলতা, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বিশাখার বার্ত্তা-জ্ঞাপন, নববৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নৈসর্গিক-শোভা-বর্ণন—নববৃন্দাবনে পূর্বানুভব-সংস্মরণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধার শৃঙ্গারার্থ মাধবী ও মালতী পুষ্পচয়নের জন্য অগ্রসর শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখবর্ত্তী মণিময় ভিত্তিতে স্বমূর্ত্তির দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন! (অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী)—এই সময়ে চন্দ্রাবলী আসিয়া শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন এবং অসূয়া প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীরাধার সবিনয় উক্তি।

নবমাঙ্কে—(চিত্রদর্শন) শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধার কথোপকথনের মধ্যে ব্রজলীলার চিত্রপট-দর্শন—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা হইতে মথুরালীলা পর্যন্ত বহুবহু লীলাস্মৃতি অঙ্কিত আছে। রাত্রি প্রহরাতীত হইলে সকলের প্রস্থান। অতঃপরে নববৃন্দা, চন্দ্রাবলী, মাধবী ও কৃষ্ণের কথোপকথন, চন্দ্রাবলীর কথায় অসূয়ারই উদ্গার এবং তৎপরে প্রস্থান।

দশমাঙ্কে—(পূর্ণমনোরথ) ব্রজ-পরিকর ও দ্বারকাপরিকর-গণের মিলন-মাধুরী বর্ণিত হইয়াছে। নন্দ, যশোদা, রোহিণী, শ্রীদাম, সুবল, মুখরা, ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতি নববৃন্দাবনে সমাগত হইয়া সুদীর্ঘ বিরহের পরে আনন্দোচ্ছ্বাসবহুল আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে

লাগিলেন। চন্দ্রাবলীর অনুমোদনে নন্দযশোদাদির সমক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদিত হইল। এই বিবাহে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্বস্বপত্নীর সহিত যোগদান করিয়াছেন। নাটকান্তে চটুলচপল - স্বচ্ছন্দ লীলাভিলাষবতী গোপীদের সহিত মিলন, বংশীবাদন প্রভৃতি পূর্বক বৃন্দাবনে নিত্য বিহারাদির জন্য শ্রীরাধা প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে আবার বিন্ধ্যবাসিনীও বলিলেন—'তোমরা ব্রজের ধন ব্রজেই আছ, আমি কেবল কালক্ষেপের জন্য তোমাদের এই লীলাব্যাপার অন্যথা প্রপঞ্চিত করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই আছেন এবং ব্রজেই ছিলেন।' সকল ভ্রম ঘুচিয়া গেল। ষোল আনা নাটকখানি একটি দীর্ঘ স্বপ্নের মত সামাজিকদের চিত্তক্ষেত্রে সুবর্ণরেখা অঙ্কিত করিয়া শেষ যবনিকায় পরিসমাপ্ত হইল।

বিদগ্ধমাধব ও এই নাটক স্থূলতঃ নীলাচলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমক্ষে সার্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি ভাগবতগণের সভায় আলোচিত হইয়াছিল। চমৎকারিতায় ও রসমাধুর্য-বর্ষিতায় শ্রীরায় রামানন্দের মুখে ইঁহারা বলাইয়াছিলেন—

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীদাসগোস্বামিতে ললিতমাধবের বিরহ-পরম্পরার যে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল—তাহাও ইঁহার উজ্জ্বলতা ও লিখন-চাতুরীরই প্রকট দৃষ্টান্ত।

ইহার রচনাকাল ১৪৫৯ শকাব্দা। পদ্যানুবাদ—১৭০৯ শাকে নিত্যানন্দবংশ্য শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকৃত প্রেমকদম্ব। টীকাকার—শ্রীজীবপাদের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীললিতমাধবনাটক-টিপ্পনী—(?) এই টিপ্পনী শ্রীবিশ্বনাথের রচিত কিনা তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। আদি বা অন্তে কোনস্থানে কোনরূপ বর্ণনা বা পুষ্পিকাদি নাই; কেবল মূল গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা দেখা যাইতেছে; কেহ কেহ বলেন শ্রীজীবপাদের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসকর্তৃক ইহা বিরচিত; কিন্তু তদ্বিষয়েও বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই।

লীলামৃতরসপুর—শ্রীখণ্ডের গোপাল ঠাকুর-রচিত সংস্কৃত বৈষ্ণব নিবন্ধ। ইহার বৃত্তি লিখেন—হরিচরণ ঠাকুর এবং অনুবাদ করেন—রসিকানন্দ দাস। (বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ৩।১৩৫—১৩৬ পৃষ্ঠা)

লীলাস্তব—শ্রীপাদ সনাতন প্রভু এই গ্রন্থরত্নে শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম ৫৫অধ্যায়ের লীলাসূত্র নামাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহদ্বারাই এই গ্রন্থখানি সুকৌশলে ও সুরসালভাবে শ্রীপাদ রচনা করিয়াছেন। কোথাও পাঁচ সাতটি শ্লোকের আশয় একটি শব্দে আবার কোথাও বা একটি শ্লোককেই উপজীব্য করত সাত আটটী শব্দ যোজনা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামমালা গুম্ফন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৭।২৬ শ্লোকের 'শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা' ইত্যাদি শ্লোকে যে অভীষ্টদেবের শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণতি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—তাহাই অবলম্বনপূর্বক শ্রীপাদ ৪৩২ শ্লোকে ১০৮ দণ্ডবৎ প্রণামের ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রতি চারি শ্লোকে একটি দণ্ডবৎ অথবা প্রতি প্রকরণে একটি দণ্ডবৎ করাই অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য যে শ্রীপাদ স্বয়ংই প্রকরণ-রচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, আত্মা ও ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রকাশের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে মহাবিষ্ণু-স্বরূপকে বন্দনা করিয়া চতুর্দশ মন্বন্তরের ও লীলাবতারাদির বন্দনা করা হইয়াছে। অতঃপর যুগাবতার ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থ-স্বরূপদ্বয়ের (নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের) পুনরায় বন্দনা করিয়া শ্রীদশমের প্রথমাধ্যায় হইতে আরম্ভ করত ক্রমশঃ পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে শ্রীনন্দবিদায় পর্যন্ত যাবতীয় লীলাসূত্রাবলি গ্রথিত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন প্রকরণে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের, শ্রীভগবৎ-বিভূতিসমূহের এবং ভগবদর্চামূর্ত্তিসমূহের বন্দনাপূর্বক সর্বশাস্ত্রমুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ভূয়সী স্তুতিমাল্য সংযোজনা করিয়াছেন। গ্রন্থের উপসংহারে প্রাণস্পর্শী ভাষায় নিজের মহাদৈন্য-সূচক শ্রীকৃষ্ণের করুণামাহাত্ম্যের বন্দনা করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ গ্রন্থের বিশালতা

দেখিয়া সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সবিশেষ উপযোগী। রচনার আদর্শ—(শ্রীমদ্ভাগবতের বন্দনা ৪১২—৪১৬)

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ববেদৈকসৎফল। সর্বসিদ্ধান্ত-রত্নাঢ্য সর্বলোকৈক-দৃক্প্রদ॥ সর্বভাগবত-প্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো! কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণ-পরিবর্তিত॥ পরমানন্দ-পাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে। সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে॥ মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্গুরো মন্মহাধন। মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে॥ অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর। হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর॥

লোচনরোচনী——উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীজীবকৃত টীকা; উজ্জ্বলনীলমণি যে ভক্তিরসামৃতের পরিশিষ্টই—ইহা তত্ত্ববিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার করেন। স্বয়ং গ্রন্থকারও এবিষয়ে (উ° ১।২) শ্লোকে ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে প্রাচীনকালে শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু যখন দুরালোক অর্থাৎ বিদ্বন্মণ্ডলীতে যথোচিত আলোচিত হইতেছিল না, তখন এই উজ্জ্বলনীলমণির 'লোচনরোচনী' (নয়নরসায়ন) এই বিবৃতি রচিত হইয়াছে। 'লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদের 'স্বকীয়া' ব্যাখ্যা এবং শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের 'পরকীয়াব্যাখ্যা' প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই অভিধানের প্রথমখণ্ডে ৯০০—৯০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব

বংশীলীলামৃত—বংশীবদন ঠাকুরের শিষ্য জগদানন্দ-কৃত জীবনী (বংশীশিক্ষা—৮১ পৃঃ)।

বংশীবটমাধুরী—শ্রীমাধুরীজি বিরচিত ৩০৮ দোহা, চৌপাই, কবিত প্রভৃতিতে পূর্ণ ব্রজভাষায় লিখিত পদাবলী।

উপক্রম—চারুচরণ চৈতন্যচন্দ্র মন বচ কর ধ্যাউঁ। সদা সনাতনরূপ বাস বৃন্দাবন পাউঁ॥ ১

বংশীবিলাস—শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামিরচিত। ইহাতে বংশীবদনের মহিমা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বংশীশিক্ষা———শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদীর পরে ১৬৩৮ শকে প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ) প্রণয়ন করেন। বংশীশিক্ষায় চারিটী উল্লাস। তন্মধ্যে প্রথম তিন উল্লাসে ও চতুর্থের কিয়দংশে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক বংশীবদনকে শিক্ষাদান-বিষয়ক তত্ত্বকথা এবং শেষভাগে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ও কবির পুত্রপৌত্রাদির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে স্বরচিত ৩টি পদ এবং বংশীবদনাদি পূর্ব কবিকৃত ৪০টি পদ সমাহৃত হইয়াছে।

বনবিহারলীলা—— শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামির অন্বয়ী দক্ষসখী ১৮৩৫ সম্বতে ৭২ পদে (ব্রজভাষায় দোহা ও চৌপাই ছন্দে) রচনা করেন।

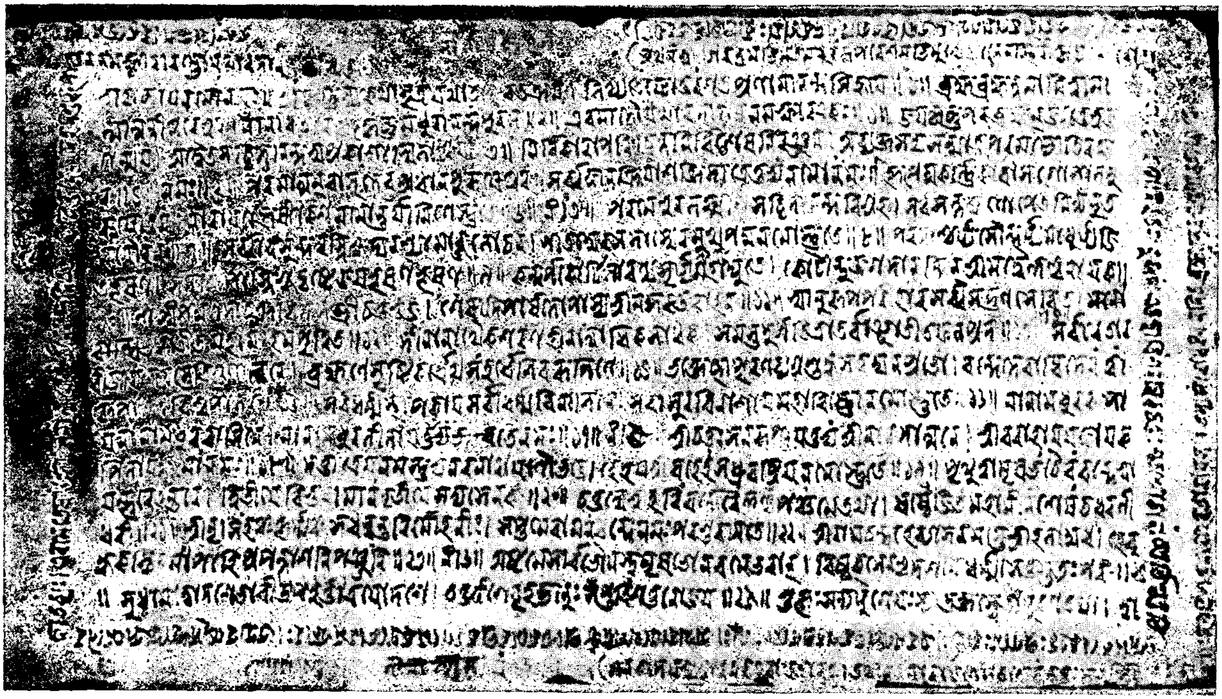
বল্লভলীলা—বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র শচীনন্দনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবল্লভ-কর্ত্তৃক রচিত পদাবলী—(বংশীশিক্ষা ২৩২ পৃঃ)

বস্তুবোধিনী— শ্রীব্রহ্মগোপালজী-কৃত ব্রহ্মসূত্রের গৌরবিনোদিনী বৃত্তি ও শ্রীরাধামাধব-ভাষ্য অবলম্বনে রচিত টিপ্পনী।

বিচিত্রবিলাস—ভাজনঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামিরচিত বাঙ্গালা গীতকাব্য।

বিদগ্ধচিন্তামণি—ওড্রদেশীয় কবি অভিমন্যু সামন্ত সিঙ্গার মহাপাত্র-কর্তৃক রচিত। ৯৬টি ছান্দে বিবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মঙ্গল, সিন্ধুড়া, রসকোইলি, কল্যাণ আহারী, কেদার ও কামোদী প্রভৃতি রাগরাগিণী সূচিত হইয়াছে। অলঙ্কার - পরিপাটিও দ্রষ্টব্য; অ-কারাদি ক্রমে অনুপ্রাস, শৃঙ্খলাবন্ধ বহুবিধ ছন্দ প্রভৃতি কবির কাব্যরচনা-কুশলতার পরিচায়ক। কবি ১৬৭৯ শকে কটকে বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রচনার আদর্শ—(চতুর্দশ ছান্দ)

(১) শ্রবণে ধীরে শ্রবণে ধীরে লভিব মহানন্দ। ভাবি নিরত ভাবিনী



[শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের স্বহস্তে লিখিত 'লীলাস্তব'—১৭৪৬ পৃষ্ঠা]

রত হোই পরমানন্দ ॥ ১ ॥ ভাসন্তি রসে ভাষন্তি রসে মিত আগরে বসি। গুণীতিলক গুণিতিলক যুগ হইলা আসি ॥ ২

৫২° ছান্দে 'দূতীযুগল অনুরাগ-কথন', ৬৭ ছান্দে 'বাৎসল্যস্নেহে যশোদা' এবং ৭৬ ছান্দে 'সখাঙ্কু শ্রীকৃষ্ণঙ্কর ছলোক্তি' প্রভৃতি অদ্যাপি উৎকলে সমাদরে গীত হইয়া থাকে।

বিদগ্ধমাধব নাটক—১৪৫৫ শাকে এই নাটক-রচনা সমাপ্ত হয়। প্রায়িকী ও কাদাচিৎকী লীলার সমাবেশে একখানা নাটক করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও শ্রীসত্যভামা-দেবী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ দুইখানি নাটকই করিয়াছেন। প্রায়িকী লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকর ও পুর-পরিকর ভিন্ন ভিন্ন। পরিকরগণ ভিন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে যখন পুরে গমন করেন, তখন ব্রজবাসীদের যে বিরহ উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন ভিন্ন সেই বিরহের অবসান না হওয়ায় রসের পুষ্টি হয় না। এইজন্যই ভাগবতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ না করিয়া সদাই ব্রজে ক্রীড়া করেন এবং প্রকটপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া পুরে গমন ও পুর হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করেন। ব্রজ হইতে পুরে গমন করিলে ব্রজে তিনমাসব্যাপী বিরহ হয়। ঐ বিরহ-জনিত ক্লান্তির উদ্রেকে ব্রজবাসিদের চিত্ত যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদিদ্বারা নিজ সমাচার প্রেরণের সহিত ব্রজে আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাব হইলে ব্রজবাসিগণ তাঁহার পুরগমন-বৃত্তান্ত স্বপ্ন বলিয়া অনুভব করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমনানন্তর মাসদ্বয় প্রকট বিহার পূর্বক নিত্যলীলায় অবস্থান করেন। তৎকালে অর্থাৎ যখন শ্রীবৃন্দাবন লীলা অপ্রকট হয়, তখন পুরলীলা প্রকট থাকে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা না থাকায় ব্রজোপাসকের নিরতিশয় কষ্ট হয়। ঐ কষ্টের বারণার্থই শ্রীগোস্বামী কাদাচিৎকী লীলা-বলম্বনে নাটক রচনা করিতেছিলেন। কাদাচিৎকী লীলায় ব্রজপরিকর ও ও পুরপরিকর একই, অতএব ঐ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে পুরে আগমন করিলেও ব্রজবাসিরা পুরেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া বিরহ-সন্তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে রসেরও যথেষ্ট পোষণ হয়; কিন্তু সত্যভামা দেবী ব্রজলীলার ব্রজেই এবং পুরলীলার পুরেই পরি-সমাপ্তি করিতে আদেশ করিলেন। প্রায়িকী লীলার অনুসরণ ভিন্ন ব্রজ-লীলার ব্রজে পরিসমাপ্তি হয় না; অতএব প্রায়িকী লীলার অনুসারে ব্রজলীলাময় নাটক ও কাদাচিৎকী লীলার অনুসরণে পুরলীলাময় নাটক রচনা করিতে হইয়াছে। [শ্রীগৌর-সুন্দর—৪৬১ পৃষ্ঠা]

আবার প্রেমাতিশয্যনিবন্ধন ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম আর মথুরায় বাসুদেব পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। যদি বিরহাপনোদনের জন্য নিত্য বৃন্দাবনে অবস্থানই স্বীকার্য হয়, তাহাতেও লীলাশক্তির অচিন্ত্য শক্তিতে বিরহ সম্ভাবিত হয়, কিন্তু যদি বলি এই ব্রজেন্দ্রনন্দনই কার্যবিশেষে বা লীলাবিশেষ-সাধনার্থ মথুরাদিতে গমন করিয়াছেন, তাহাতেই বা হানি কি? এ সম্বন্ধেও নৈষ্ঠিক ভক্তগণের বিচিত্র সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেমমাধুর্যময় শ্রীভগ-বানের স্বয়ংরূপ নিত্য বিদ্যমান। অন্যত্র এই আকার, এই বেশ ও এই ভাব অতীব অস্বাভাবিক। একস্থানের বস্তুকে অন্যত্র রাখিয়া ভাবিতে গেলে ভাববিরোধ অনিবার্য। এই যুক্তিতেই শ্রীরূপের নাটক-বর্ণনার ঘটনা পরি-বর্ত্তিত হইল। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর অপূর্ব ভাবাবেশ এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আনন্দোচ্ছ্বাসের পর হইতেই ইঁহার গ্রন্থের শ্লোকমাধুর্য নিজে আস্বাদন করিতে এবং রামানন্দ-সার্বভৌমাদি স্বগণকেও আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভুর যে তীব্র বাসনা হয় এবং তাহা কিরূপে ফলবতী হয়, সেই সব বৃত্তান্ত চরিতামৃত (অন্ত্য ১ম) হইতে জানা যায়।

এই নাটকে ধীরোদাত্ত ও লালিত্য গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই নায়ক। শ্রীপাদ সাতটি অঙ্কের প্রত্যেক অঙ্কে বিবিধ কল্পনা-কুশলতায় নাটকখানিকে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের আনন্দ-বর্দ্ধক করিয়া তুলিয়াছেন। প্রথমাঙ্কে—বেণুনাদ-বিলাস, দ্বিতীয়ে মন্মথলেখ, তৃতীয়ে শ্রীরাধাসঙ্গম, চতুর্থে বেণুহরণ, পঞ্চমে শ্রীরাধা-প্রসাদন, ষষ্ঠে শরদ্‌বিহার এবং সপ্তমে গৌরীতীর্থবিহার বর্ণিত হইয়াছে। একে ত শ্রীরূপের কবিত্ব-

মাধুর্য, তাহাতে আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্যমাধুর্য-ময় রসসিন্ধুর অনন্ত তরঙ্গ, কাজেই বহুল অপূর্ব চিত্তচমক-প্রদ উপভোগ্য বস্তু এই নাটকে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমাঙ্কে—নাটকীয় লক্ষণ-সমূহের অনুসারে যথারীতি নান্দী, প্ররোচনাদি ; নান্দীমুখী ও পৌর্ণমাসীর কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রগাঢ় অনুরাগসূচনা, শ্রীকৃষ্ণনামের অপূর্ব মহিমা-উট্টঙ্কন (তুণ্ডে তাণ্ডবিনী), পদ্মপলাশলোচন পীতাম্বর বনমালী শ্যামসুন্দরের গোষ্ঠ-প্রবেশ, নন্দযশোদার বাৎসল্যাদি-বর্ণনপূর্বক অপরূপ বৃন্দাবনশোভা-সমৃদ্ধি-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীবাদনে বস্তুনিচয়ের স্বভাবব্যত্যয় —(রুন্ধন্নম্বুভৃতঃ) জলধরের গতি-রোধ, তুম্বুরুর চমৎকারিতা, সনকাদির সমাধিভঙ্গ, ব্রহ্মার বিস্ময়োৎপাদন, বলিরাজের অস্থিরতা, নাগরাজের মস্তকঘূর্ণন এবং ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের আবরণ ভেদপূর্বক অপূর্ব মুরলীধ্বনি উত্থিত হইল। বৃন্দাবনে বাসন্তী সুষমা (ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং), পৌর্ণমাসী-কর্তৃক শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-পরীক্ষা, 'রাধানাম'-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের ভাববিকার ; এদিকে শ্রীরাধার সখীগণ সহ কাননে প্রবেশ, এমন সময় মুরলীধ্বনি-শ্রবণে শ্রীরাধার অপূর্ব আনন্দবেদনা, বিশাখার হস্তে চিত্রপট দেখিয়া ঐ বেদনার বৃদ্ধি।

দ্বিতীয়াঙ্কে—নিদারুণ চিন্তা দেখিয়া বিশাখার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী বলিতেছেন —'সেই মরকতরুচি-বিনিন্দি শিখিশিখণ্ডধারী নবীনযুবা' চিত্রপট হইতে বাহির হইয়া আমাকে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিয়াছে। শ্রীরাধা স্বপ্ন কি জাগরণ, দিবা কি রাত্রি—সেই বোধও এক্ষণে হারাইয়া বলিতেছেন—'কদম্বতরুমূলে সেই কামুকচূড়ামণি আসিয়া নিষেধ-সত্ত্বেও আমার হস্তধারণ করিয়াছে —তাহার স্পর্শে আমার মহা বিক্লবতা আসিয়াছে !! সখি ! আমার এক্ষণে মূর্চ্ছাই দুঃখমোচন করুক, আমার এই ব্যাধি-মোচনের জন্য তোমরা কোনও চেষ্টা করিও না— এক্ষণে মরণই মঙ্গল।' তৎপরে বলিতেছেন —'লজ্জার কথা ! আমার তিন পুরুষে রতি হইয়াছে !! (একস্য শ্রুতিমেব) 'কৃষ্ণ' এই নামধারীতে, বংশীবাদকে এবং চিত্রপটে অঙ্কিত পুরুষে এককালে রতি, কি সর্বনাশ !!!' 'এই তিন পুরুষই এক শ্রীকৃষ্ণই' এই কথা-শ্রবণে শ্রীমতীর সুস্থতালাভ। নান্দীমুখী আসিয়া শ্রীরাধার আন্তর ভাব দেখিয়া পৌর্ণমাসীকে নিবেদন করিতে প্রস্থান করিলেন ; অনন্তর পৌর্ণমাসী ও মুখরার কথোপকথনে শ্রীরাধার পূর্বরাগ-জনিত হৃদয়ের ভাব ও দৈহিক চেষ্টা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন শ্রীরাধার চিত্তভূমিতে কোনও এক নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে ; ইহাই নবানুরাগ-বীরের অতি দুর্গম কোনও গভীর বিক্রম-বৈচিত্র্য। এই প্রগাঢ় অনুরাগ-বিবর্ত্ত সত্য-সত্যই বুদ্ধির অগোচর, কেননা (পীড়াভির্নবকালকূট) নন্দনন্দন-নিষ্ঠ প্রেমের এমনই স্বভাব যে উহা একাধারে বক্র ও মধুর !! পৌর্ণমাসী-কর্তৃক শ্রীরাধার উৎকট ভাবদর্শনে 'অনঙ্গলেখ' প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দান। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ —ললিতাকর্তৃক শ্রীরাধা-রচিত কর্ণিকাকুসুমকোরক পত্র-সমর্পণে শ্রী-কৃষ্ণ ব্রহ্মচর্যের ভাণ করত প্রতিকূলে উদাসীনতা অবলম্বন করিলে ললিতাকে নিরাশ করিয়া স্বদুর্বুদ্ধিতা-বোধে পশ্চাত্তাপ করিতেছেন—(শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং) তৎপরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও নিদারুণ খেদ— বিশাখার বিবিধ সান্ত্বনাদানেও শ্রীমতী বলিলেন (যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া) 'যাহার সঙ্গ-প্রাপ্তিকামনায় ধর্মনাশ করিয়াও গুরুজন-লজ্জা প্রভৃতি সব ত্যাগ করিয়াছি, সেই যখন নিরাশ করিল, তখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ' এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পৃষ্ট বিলেপন, মাল্যাদি ও নাম দ্বারা তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। অতঃপর শ্রীরাধা কালীদহে প্রবেশ পূর্বক প্রাণত্যাগ করাই স্থির করত বিশাখাকে লইয়া দ্বাদশাদিত্য তীর্থের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও মধু-মঙ্গলসহ ভানুতীর্থে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন ও দেখিলেন যে তাঁহার প্রাণসর্বস্বা শ্রীমতী সখীর নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, (গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো) শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—'যাহার জন্য আমরা গৃহখেলাদি ত্যাগ করিয়া কুপথচারিণী হইয়াছি, অহো ! তাহার কি এক্ষণে উদাসীন হওয়া

উচিত ?' বিশাখাকে বলিলেন—(অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি) 'সখি। কৃষ্ণ অকরুণ থাকুক, তাহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। পরন্তু আমার এই অন্তিম অনুরোধটি রক্ষা করিও—আমি মরিলে আমার মৃত-দেহটি বৃন্দাবনের তমালতরুতে বাঁধিয়া রাখিও।' শ্রীরাধার এই অন্তিম দশার ব্যাপারটি সকলেরই হৃদ্‌বিদারক !!! মরণ নিশ্চয় করিয়া শ্রীমতী বিশাখাকে পুষ্পচয়নচ্ছলে পাঠাইয়া ভাবিতেছেন—'মরিব ত নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার পূর্বে আর একবার সেই ত্রৈলোক্যমোহন মুখ-খানি দেখিয়া তবে মরিব।' এই ভাবিয়া বিশাখাকে বলিলেন—'সখি! সেই চিত্রপটখানি আবার ভাল করিয়া দেখাও ত!' চিত্রপট সেখানে নাই শুনিয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণমূর্তির ধ্যান করিতে বসিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিশাখা বলিলেন 'সখি! একবার দেখ দেখি—এই যে তোমার ধ্যান-ফল সাক্ষাতেই।' শ্রীমতী নয়ন উন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে জাগ্রৎস্বপ্নের অন্তরালেই অবস্থান করিলেন। শ্রীরূপ অতি নিপুণতার সহিত শ্রীরাধাকে আসন্ন মরণ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন, কিন্তু প্রেমলীলার দুর্দৈবস্বরূপা জরতী জটিলা আসিয়া অন্তরায় ঘটাইলেন। অমাপ্রতিপদী চাঁদের রেখা উদয়-মাত্রেই আঁধারে ডুবিয়া গেল !!

তৃতীয়াঙ্কে—খঞ্জনাক্ষী শ্রীরাধার বিলাসমঞ্জরী-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-ভ্রমরের মুগ্ধতাপাদন দেখিয়া পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাবিষয়ক কথার উট্টঙ্কন করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবহিত্থা—মধু-মঙ্গলের মুখে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জাগর্যা প্রভৃতির শ্রবণে পৌর্ণমাসী আশ্বস্ত হইয়া শ্রীরাধার মূর্চ্ছান্ত বিবিধ ভাব-বিকারের বিবরণ দিলে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি-সূচক দক্ষিণ নয়নের নিমীলন দেখিয়া পৌর্ণমাসী সঙ্কেতস্থান নির্দেশ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। এদিকে শ্রীরাধা বিশাখার সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকিলে পৌর্ণমাসী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'বহু-চেষ্টাতেও শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য দূর করিতে পারিলাম না, অতএব অন্য উপায় অবলম্বন কর।' পৌর্ণমাসীর এই বাক্যে শ্রীরাধার উত্তাননয়ন দেখিয়া পুনরায় আশ্বাসদানে শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ় প্রেমের অভিব্যক্তি করত ললিতাকে বলিলেন 'তুমি সঙ্কেতিত কর্ণিকার কুঞ্জে শ্রীরাধাকে অভিসার করাও।' শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যথানির্দিষ্ট মাকন্দকুঞ্জে আসিয়াও বিশাখাকে না দেখিয়া ব্যগ্র হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বিশাখা আসিয়া বলিলেন 'অভিমন্যু শ্রীরাধাকে মথুরায় পাঠাইয়া দিয়াছে।' একথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা হইলে বিশাখা আবার শ্রীরাধার অপূর্ব অনুরাগ প্রকটনে (দূরাদপ্যম্বুসঙ্গতঃ; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সঙ্কেত কুঞ্জের দিকে লইয়া গেলেন। এদিকে আবার বিশাখার বিলম্বে শ্রীরাধার নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ, খেদ ইত্যাদি। সঙ্কেত কুঞ্জে উভয়ের সাক্ষাৎকার, সখীদের রঙ্গরস, নবসঙ্গমে শ্রীরাধার লজ্জা-ভয়াদি পরিহারজন্য সখীদের চেষ্টাদি—এমন সময়ে মুখরার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বনান্তরালে প্রবেশ, মুখরার নিদ্রাবেশে গৃহমধ্যে গমন, শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় কুঞ্জে আগমন, ললিতা বিশাখার পুষ্পচয়নচ্ছলে বহির্দেশে গমন, নিকুঞ্জচন্দ্রশালিকায় উভয়ের গমনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থাঙ্কে—পূর্বরাগ ও সম্ভোগাদি দ্বারা স্বপক্ষীয় রস বিবৃত করত এক্ষণে রস-পুষ্টির জন্য বিপক্ষভেদ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারি রাত্রির বর্ণনা করিতেছেন। নান্দীমুখীর সহিত বিপক্ষ পদ্মাসখীর কথোপ-কথনে প্রকাশ পাইল—'এক্ষণে নাগরীগুরু নয়নানন্দ শ্রীনন্দনন্দন গোবর্দ্ধনকন্দরা-মন্দিরে গমন করিয়া-ছেন।' সুবলের নিকট শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলী-দর্শনলালসা জ্ঞাপন এবং মুরলী-নিনাদ। মুরলী-শ্রবণে চন্দ্রা-বলীর আক্ষেপ—চন্দ্রাবলীকে সম্মুখে দেখিয়া স্তুতি—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বহু-নিষ্ঠ প্রেমের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীরাধাবিষয়ক এত প্রগাঢ় প্রেমোৎকণ্ঠা বহন করিয়াও তিনি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন পূর্বকও সেইরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ইহা শঠতা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কেন না, তিনি বলিতেছেন —'হে লোচনেন্দী-বরচন্দ্রিকা চন্দ্রা-বলি! তোমার বিরহে আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইতেছিলাম; অকস্মাৎ বন মধ্যে মধুর-রসা, শীতলস্পর্শা, অমৃত-ময়ী 'রাধা' মিলিত হইয়া আমার তাপনির্বাণ করিয়াছে।' এই কথা

বলিতে না বলিতেই সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন—'ধারা, ধারা'। গোত্রস্খলন হইল দেখিয়া চন্দ্রাবলীর অসূয়া-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ও পদ্মার বিদগ্ধতাপূর্ণ প্রণয়-কলহ আরম্ভ হইল। তৎপরে ভদ্রকালী-দর্শনের ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান, কেশরকুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনয়নজন্য সুবলকে প্রেরণ, শ্রীরাধার কেশর-কুঞ্জে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের চতুরতাপূর্বক বনমধ্যে আত্মগোপন, ক্রীড়াকুঞ্জে শ্রীরাধার বাসকসজ্জা-নির্মাণ; কিন্তু রাত্রি ক্রমশঃই অধিক হইতে থাকিলে শ্রীমতীর হৃদয়ে উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যুগপৎ নির্বেদ চিন্তা, খেদ, মূর্চ্ছা ও নিশ্বাসত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলব্ধা নায়িকার লক্ষণ শ্রীরাধাতে প্রকাশিত হইল। শ্রীরাধিকা ভাবিলেন—'পদ্মা বোধ হয় তাঁহাকে কোথাও অবরোধ করিয়াছে।' বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধা তখন ললিতা ও বিশাখাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে কিয়দ্দূর গিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন—তখন উভয় পক্ষে বিবিধ পরিহাস-বাক্য আরম্ভ হইল; অতঃপরে চন্দ্রাবলীর কথার উত্থাপনে শ্রীরাধার অসূয়া হইল, কিন্তু তাঁহার কটাক্ষবাণে সম্মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পপুটিকার সহিত মুরলীও অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চলে সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-গাত্রে রতিচিহ্নাদির দর্শনে শ্রীরাধার খণ্ডিতাভাব হইলে তাঁহার সন্তোষার্থ শ্রীরাধার রূপবর্ণনাছলে দশাবতারের সহিত সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, ললিতাও আবার তৎপ্রত্যুত্তর দান করিলে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের হস্ত হইতে মল্লীমাল্যটি লইয়া বিশাখাকে ভ্রূসঙ্কেতে অনুকূল করিলেন। বিশাখা মানপরিহারের চেষ্টা করিলেও যখন শ্রীরাধার মান গেল না, তখন স্বয়ং মস্তকস্থ ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াটিকেও ধূলি-ধূসরিত করত প্রণামপূর্বক শ্রীরাধার কটাক্ষ-মাধুরী ভিক্ষা করিতেছেন। এমন সময় মুখরা আসিয়া রসোল্লাসে বাধা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-অন্বেষণ, শ্রীরাধায় চৌর্যাপবাদ দিলে মুখরার শ্রীরাধাকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্কে—পৌর্ণমাসীর মুখে শ্রীরাধামাধবের নৈসর্গিক প্রেমের লক্ষণ প্রকটিত হইল। (স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং) যেস্থানে প্রশংসায় ঔদাসীন্য-পূর্বক মনোবেদনা এবং নিন্দায় পরিহাস মনে করাইয়া আনন্দ উৎপাদন করে, অপরন্তু দোষেও অল্পতা পায় না বা গুণেও বৃদ্ধি হয় না—তাহাই নৈসর্গিক প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের শঠতায় কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য যদিও ললিতার বাক্য-কৌশলে শ্রীরাধার হৃদয়ে মানের ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু প্রগাঢ় বন্যায় তাহা আর তিষ্ঠিতে পারিল না, তিনি কলহান্তরিতার ভাবে বিভোর হইলেন। তাঁহার কৃষ্ণ-বিভ্রম হইতে লাগিল, মনে হইল কৃষ্ণ যেন বলাৎকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। নান্দীমুখী স্বভাবতঃ মৃদুলা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি কাঠিন্যপ্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নান্দীমুখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের যোগিবৎ ভোগবিলাসত্যাগের বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীরাধা সখীদের কারুণ্য ভিক্ষা করিলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধা বংশীটিকে হাতে নিয়া প্রশংসা ও নিন্দা করিলে বিশাখা বলিলেন যে উহার আশ্চর্য গুণ এই যে বায়ুমুখে ধরিলে উহা আপনিই বাজে; এই কথায় শ্রীরাধা পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদ ডাকিলেন—বংশীনাদ-শ্রবণে জটিলা আসিয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। ললিতা ও সুবলের বাক্চাতুর্যে জটিলা মুরলী নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীরাধাকে পৌর্ণ-মাসী অভিসার করাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের তীব্রতায় সর্বত্রই রাধাময় দেখিতেছেন। জটিলার ভগিনী-পুত্রী সারঙ্গী অভিসারিতা রাধাকে দেখিয়া জটিলাকে বলিয়া দিলে জটিলা ভীষণ ক্রোধে শ্রীরাধাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। অভিমন্যু-হস্তে শ্রীরাধার বিবিধ লাঞ্ছনার আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণচিত্তে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় মধুমঙ্গল আসিয়া বলিলেন—'যখন জটিলা রাধিকাকে তাড়ন করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধা ঘোমটা খুলিয়া সর্ব-সমক্ষে সুবল হইয়া গেলেন এবং ললিতাও বৃন্দা হইয়া গেলেন। জটিলা লজ্জায় পলায়ন করিয়াছে।' সখীদের চিত্তচমৎকারি-নৈপুণ্যে ব্রজ-লীলা বাস্তবিকই সময়ে সময়ে এইরূপ অদ্ভুতরসের লীলাস্থলী হইয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণপরে ললিতা ও রাধা আসিলে শ্রীকৃষ্ণ-মধুমঙ্গল তাঁহাদিগকে বৃন্দা ও সুবল মনে

'করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। আবার কতক্ষণ পরে প্রকৃত বৃন্দা আসিলেও তাঁহাদের ভ্রম অপনোদন হইতেছে না দেখিয়া বৃন্দা বলিয়া দিলেন যে ইনিই প্রকৃত রাধা। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম ভাঙ্গিল, শ্রীরাধা মানিনী হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কাতরতা প্রকাশপূর্বক অনুনয় বিনয় করিতেছেন—ললিতা বলিলেন (ধারা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিং) 'যে ব্যক্তি নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেম ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কখনও অশ্রুধারার বিরতি হয় না।' শ্রীরাধা প্রসন্না হইলে যেমন মিলনের আনন্দোল্লাসময় বনবিহারের কথোপকথন হইতেছে, তখনই আবার জটিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেখিয়া শ্রীরাধা ললিতা ও বৃন্দা ভয়ে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু জটিলা রাধাকে সুবল বলিয়াই মনে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল গোকুলে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠাঙ্কে—জটিলা-কর্তৃক শ্রীরাধাঙ্গে পীতবসনদর্শনে মহাগোলযোগ এবং বিশাখাকর্তৃক তাহার সমাধান। ললিতা, বিশাখা ও পদ্মার আপন আপন যূথেশ্বরী-দ্বয়ের গৌরবে কলহ-- বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি—সখীদ্বয় সহ শ্রীরাধার তত্র প্রবেশ এবং অপাঙ্গভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণরূপ-পান ; এস্থলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কথোপকথন-বিলাসাদি অতি সুনিপুণতার সহিত শ্রীপাদ অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রণয়িনীর কথায় কথায় অভিমান, বনান্তরে পলায়ন, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অন্বেষণ, ললিতাবিশাখার সুন্দর, সরল, সজীব ও মধুময় বাগ্‌বিন্যাস এবং স্বার্থশূন্য ব্যবহার ইত্যাদি এই অঙ্কের বৈশিষ্ট্য।

সপ্তমাঙ্কে—পৌর্ণমাসীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অভিমন্যু-কর্তৃক শ্রীরাধার মথুরায় প্রেরণ স্থগিত হইল। সৌভাগ্য-পূর্ণিমার দিনে গোপীরা উৎসবে মত্ত হইয়াছেন। চন্দ্রাবলীর সহিত কৃষ্ণ ও পদ্মা-শৈব্যার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় ললিতা ও বৃন্দার উপস্থিতি, উভয়পক্ষে বাক্‌কলহ, হঠাৎ করালা আসিয়া চন্দ্রাবলীকে লইয়া প্রস্থান করিলে শ্রীরাধা অভিসারিতা হইলেন, উভয়ের মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণমুখ হইতে 'চন্দ্রে' বলিয়া সম্বোধন শুনিয়া শ্রীরাধার কোপ, ললিতা ও বিশাখার আত্যন্তিক চেষ্টাতেও মানের অনুপশম—শ্রীকৃষ্ণ 'নিকুঞ্জ-বিদ্যাদেবী' সাজিয়া গৌরীগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন—ললিতা-বিশাখার সাহচর্যে শ্রীরাধার সহিত নিকুঞ্জবিদ্যাদেবীর মিলন—হঠাৎ গৌরীগৃহে জটিলা ও অভিমন্যু প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে সাক্ষাৎ মহেশ-মহিষীকে শ্রীরাধা আরাধনা করিতেছেন। অভিমন্যুর জীবনসঙ্কট জানাইয়া গৌরী ও বৃন্দার বাক্‌-চাতুরীতে শ্রীরাধার মথুরায় যাওয়া স্থগিত হইল। পৌর্ণমাসীর আগমন ও অখণ্ড নিকুঞ্জবিলাসের ইঙ্গিত।

এই বিদগ্ধমাধব নাটক—প্রেমানন্দ-রসের উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগর, শ্রীরাধার বিলাস ও বিচ্ছেদে চিহ্নিত ; এই ৬৪ কলাধারী শ্রীবিদগ্ধমাধবকে সজ্জনগণই অনুশীলন করিবেন।

এই নাটকের একটি টীকা আছে, তাহা শ্রীবিশ্বনাথের নামে আরোপিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তদীয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব-সার্বভৌমকৃত। শ্রীযদু-নন্দনঠাকুর 'রসকদম্ব' নামে ইহার একটি পদ্যানুবাদও করিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধব-নাটক-বিবৃতি—এই বিবৃতিটী শ্রীবিশ্বনাথের নামে বহরমপুর সংস্করণে আরোপিত হইলেও কিন্তু তাঁহার রচনা বলিয়া ধারণা হইতেছে না। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের ভাষার সহিত যাঁহাদের স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে তাঁহার লেখনীফলকে কেবল রসময় চিত্রই অঙ্কিত হয় ; দানকেলি-কৌমুদী, ললিতমাধব বা বিদগ্ধমাধবের যে সকল শ্লোক উজ্জ্বলাদিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সেই স্থলের টীকার ভাবভাষার সহিত এই সব টীকার ভাবভাষার বিচার করিলেই রচনাগত পার্থক্য ত সর্বাঙ্গেই অনুভূত হইবে। আলোচ্য এই বিবৃতিতে আর একটি সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের টীকার মঙ্গলাচরণের সহিত এই বিবৃতির মঙ্গলাচরণের প্রায় সর্বাংশে মিল আছে ; কেবল পূর্বোক্ত টীকায় দ্বিতীয় চরণে 'শ্রীবিশ্বনাথ-গুণসূচক-কাব্যরত্নম্' স্থলে এই বিবৃতিতে 'শ্রীরূপনাম-গুণসূচক-কাব্যরত্নম্' লিখিত আছে মাত্র ; কাজেই এই অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যিনি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের টীকাকার, তিনিই এই বিবৃতি-নির্মাতা। যদিও মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতটীকায় নির্মাতার নাম

নাই, বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে তাহা শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদেব সার্বভৌম কর্তৃক-রচিত। তবে এই বিবৃতিকারও শ্রীকৃষ্ণদেব বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বিদ্বদ্‌বিনোদিনী-সূচিকা—শ্রীমদ্‌-ভাগবতের উপর অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি-কৃত কথাসার-ব্যঞ্জক শ্লোকমালা। শ্রীধর স্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকার ন্যায় ইহাতেও প্রতি অধ্যায়ের সারমাত্র কেবল শ্লোকমধ্যে গুম্ফিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীতুলসীদাস, শ্রীপ্রয়াগ দাস-প্রভৃতি সাধুগণের নাম লিপিবদ্ধ আছে। পুষ্পিকাবাক্য—

শ্রীসনাতনরূপাখ্যাস্তুলসীদাস - মুখ্যকাঃ। প্রয়াগদাসমুখ্যাঃ সন্তঃ সন্তু সদা হৃদি॥

[বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুঁথি—A. S. B. Mss. III. E. 209]

বিন্দুপ্রকাশ—১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীমুরারি আচার্য তাঁহারই আদেশে (১৪৪ শ্লোকে) তাঁহারই মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত (১৪) কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মুরারি কিন্তু প্রসিদ্ধ রসিকানন্দ নহেন, কেননা তাঁহার তিরোভাব ১৫৭৪ শকাব্দায়, আর এই গ্রন্থের রচনা তাঁহার তিরোভাবের ৫৪ বৎসর পরে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ব্রজবাসকালে সিদ্ধদেহে শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচ্যুত নূপুরপ্রাপ্তির কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার অপূর্ব ভজন-বৃত্তান্ত ও রাসস্থলী এবং কুঞ্জাদির মার্জনাদির কথা রহস্যনিবন্ধন এতাবৎকাল কেহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন নাই, কেহ কেহ বা অতিসংক্ষেপেই উট্টঙ্কনমাত্র করিয়াছেন। শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবারগণের বিন্দুশোভিত নূপুরাকৃতি তিলকের মূল তথ্য ব্যতীত শ্যামানন্দ প্রভুর অন্যান্য জীবন-বৃত্তান্তও সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থ-শেষে গদ্যও আছে; পদ্যাংশ বহুবিধ কাব্যগুণে ও অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া কবির পাণ্ডিত্য সূচনা করিতেছে।

বিরুদ-কাব্য—১। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'বিরুদ'-শব্দ বি-পূর্বক রুদ্ ধাতু ঘঞর্থে ক-বিধানে নিষ্পন্ন হইয়া 'বিশেষরূপে রোদন করায় যাহা তাহারই প্রতি-পাদন করে। পূর্বে বন্দিগণ শত্রু-গৃহে বাস করত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অশ্রুপাতপূর্বক বিজেতার স্তুতিগান করিত, তাহার সাক্ষ্য মিলে জগন্নাথ পণ্ডিতের 'রসগঙ্গাধরে' (বোম্বাই সং ১৩৫, ১৭৯ পৃষ্ঠায়) 'পঠন্তি বিরুদাবলীমহিতমন্দিরে বন্দিনঃ'। পরবর্তী কালে ক্রমশঃ এই শব্দটি বিশেষরূপে উচ্চ ঘোষণা, স্তুতিমালা প্রভৃতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতাপরুদ্র-যশোভূষণ-নামক গ্রন্থের 'উদাহরণ' ও 'কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ' অন্যান্য ক্ষুদ্রপ্রবন্ধ-সম্পর্কে কুমারস্বামী টীকায় ইহাকে 'চাটুপ্রবন্ধ' বলিয়া স্তুতিকাব্যেরই অন্তর্গত করিয়াছেন।

২। বিরুদকাব্যের প্রাচীনতা—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীর অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় (Adyar Edn. ২৯।৬৫—৬৬) দেবপ্রশস্তিতে 'ভোগাবলীর' উল্লেখ পাওয়া যায়। বিরুদাবলীর সংজ্ঞায় ইহার উল্লেখ না থাকিলেও বস্তুস্থিতি ও রচনা-শৈলীতে ইহাদের সাজাত্য প্রমাণিত হয়।

বিদ্যানাথ-কৃত প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ-নামক অলঙ্কারনিবন্ধের কাব্য-প্রকরণে ক্ষুদ্রপ্রবন্ধ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে 'উদাহরণ', 'চক্রবাল', 'ভোগাবলী' ও 'বিরুদাবলী'-নামক প্রবন্ধ-বিশেষের তুলনা-মূলক লক্ষণ-বিন্যাসাদি আলোচিত হইয়াছে। প্রতাপরুদ্রীয়ের কুমারস্বামি-কৃত টীকার সাহায্যে ইহাদের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে। (১) চঞ্চৎপুটাদি যে কোনও তালে যাহা গীত হয়, বিভক্তি ও বিভক্তির আভাসযুক্ত বাক্যকদম্বদ্বারা রচিত কলিকা বা উৎকলিকা - নামক গদ্যভেদে এবং প্রতি বাক্যের আদিতে সেই বাক্যের সমানবিভক্তিযুক্ত নায়কনামাঙ্কিত শ্লোকমালায় গুম্ফিত পদ্যদ্বারা যাহা গঠিত হয়, যাহাতে 'জয়তি' শব্দ সর্বাগ্রে প্রযুক্ত হয়, মালিনী প্রভৃতি বৃত্ত ও অনুপ্রাস-যমকাদি শব্দালঙ্কার দ্বারা যাহা বিচিত্রিত হয় এবং যাহাতে সম্বোধন-সহিত সপ্তবিভক্তির রচনা থাকে, তাহাই উদাহরণ। কুমারস্বামির মতে প্রবন্ধান্তে আবার সর্ববিভক্তি-যুক্ত একটি শ্লোক-রচনাও চাই। ইহাদের সাক্ষিশ্লোক 'সাহিত্যচিন্তা-মণিতে' (১৪০৯ খৃঃ) দ্রষ্টব্য। আবার কাব্যান্তে কবিপ্রবন্ধনামাঙ্কিত

পদ্যবিশেষও রচনা করিতে হয়; কেননা, 'চাটুপ্রবন্ধসমূহের সাধারণ বিধি এই যে উহাদের অন্তে কবি ও তাহার কৃতির নামযুক্ত অনুষ্টুপ যা আর্যাবৃত্তে শ্লোকরচনা করিতে হইবে'। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর (২।১৪ শ্লোকে) 'তুল্যানুরাগ-পিশুনং ললিতার্থবন্ধং, পত্রে নিবেশিতুম্ উদাহরণং প্রিয়ায়াঃ' এই বাক্যে এবং শকুন্তলার (৭।৩) 'সঞ্চিন্ত্য গীতিক্ষমমর্থবন্ধং' ইত্যাদি শ্লোকে যথাক্রমে উদাহরণ এবং গীতিবদ্ধ রাজস্তুতির পরিচয় পাই।

(২) সম্বোধনবিভক্তি-বহুল যে প্রবন্ধটির আদিতে পদ্য থাকে (গদ্যগুলি কলিকারূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়) এবং যাহার দুই কি তিনটী অক্ষর-পদ শৃঙ্খলাকৃষ্ট হইয়া দলের আদিতে ও অন্তে বিন্যস্ত হয়, তাহাই 'চক্রবাল'। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে চক্রবালপ্রবন্ধে গদ্য ও পদ্য উভয়ের দলই আবৃত্ত হয়।

(৩) যে প্রবন্ধের আদি ও অন্তে পদ্য থাকে, যাহা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নিবদ্ধ হয়, যাহাতে আটটি বা চারিটি বাক্যে পরিচ্ছেদ-ভেদ হয়, প্রতি পরিচ্ছেদে দেব ও ও রাজার পরাক্রমাদি-সূচক বিভিন্ন বাক্যভঙ্গী থাকে এবং সর্বত্র দেব, বীরাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে 'ভোগাবলী' বলে। কুমার স্বামী বলেন যে এই ভোগাবলীতে প্রায়শঃই ভোগোপকরণ, উদ্যান, বসন্ত ও নায়কের গুণাদির বর্ণনাই বিহিত।

ভোগাবলীর নামতঃ উল্লেখ পাই—(১) অহির্বুধ্ন্যসংহিতায় (২৯।৬৬), (২) শিশুপালবধে (৫।৬৭) 'বৈতালিকাঃ স্ফুটপদ-প্রকটার্থমুচ্চৈর্ভোগাবলীঃ কলগিরো-ঽবসরেষু পেঠুঃ'। (৩) রাজানক রত্নাকর-রচিত হরবিজয়ে (৪৪।৫৯) 'ভোগাবলীভিরুপলক্ষিত-নামধেয়াঃ'; অলক-কৃত টিপ্পনীতে 'ভোগাবলী বন্দিনাং পাঠঃ'। (৪) রাজশেখর-কৃত বিদ্ধশালভঞ্জিকায় (৪ উপক্রমে) 'সুণ ণরেন্দবন্দিণো কপ্পূরচণ্ডস্স পভাদভোআবলিম্'। (৫) ধনপাল-কৃত তিলকমঞ্জরীতে (৩৭৪ পৃষ্ঠায়) 'প্রকৃতি-কলকণ্ঠস্য মঙ্গল-পাঠকস্যেব পঠতঃ শুকবিহঙ্গস্য প্রসঙ্গাগতৈর্ভোগা-বলীবৃত্তৈঃ পুনঃ পুনর্জনিত-বিস্ময়ো বিস্ময়াবহৈকৈকবস্তু - বিস্তারিতা-ভ্যবহারতর্ষং'। (৬) সোমদেব স্বরি-রচিত যশস্তিলকে (নির্ণয়সাগর সং, ২৪৯ পৃষ্ঠায়) 'ভোগাবলী-পাঠকেষু, (৩৫১ পৃঃ) 'সোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠস্য ভোগাবলী-পাঠেষু',(৩৯৯ পৃঃ) 'জামি-র্ভোগাবলী-পাঠিনঃ। ইহার রচনায় অন্যত্র বিরুদাবলী-কাব্যঘটিত কলিকাদি-বিন্যাসেরও ইঙ্গিত আছে। (৭) নৈষধে (১০।১০৬) 'তদঙ্গ-ভোগাবলি-গায়নীনাং'। এই শ্লোকের মল্লিনাথ ও নারায়ণকৃতা টীকা দ্রষ্টব্য। (৮) মঙ্খককবিকৃত শ্রীকণ্ঠচরিতে—(৬।৫৫) 'অনঙ্গভোগাবলিপাঠবন্দী'। (৯) শ্রীরূপপ্রভু-কৃত ললিতমাধবেও (৫।২২) 'ভোগাবলী' শব্দের উল্লেখ পাই। [শ্রীরূপগোস্বামি-ব্যতীত] খৃঃ ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত কাব্যসাহিত্যে ভোগাবলীর প্রভৃত উল্লেখ মিলে। এই সময়ে বিরুদ-নামে কোনও কাব্য প্রচলিত ছিল কিনা তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তবে ১২শ—১৩শ খৃঃ শতকে বিরুদকাব্য নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল, সাহিত্যচিন্তামণি ও তাহার পূর্বের প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ (১৩২০ খৃঃ এর পরে নহে) ও টীকা হইতে তাহার সাক্ষ্য মিলে। প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যে কেবল মৈথিলীতে (১৫শ, ১৬শ শতক ও তাহার পরে) বিরুদাবলীর ভূরি প্রচলন ছিল। লালদাস ও ঋদ্ধিনাথ ঝাঁর বিরুদাবলী দ্রষ্টব্য। [History of Maithili Literature p. 75 by Jaykanta Mishra]।

(৪) পূর্বোক্ত ভোগাবলীই 'বিরুদাবলী'রূপে গণ্য হইবে যদি তাহাতে স্ববিক্রম ও কুলক্রমাগত স্তুতিমালার অতিরিক্ত প্রচুরতর সন্নিবেশ এবং বাক্যাড়ম্বর থাকে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে ইহাতে ২৭টি পদ্য থাকিলে তাহাকে 'তারাবলী' বলে; মন্দারমরন্দে উক্ত আছে যে এই বিরুদাবলী ১৪টি পদ্যে 'বিশ্বাবলী', ৯টি পদ্যে 'রত্নাবলী' এবং পাঁচটি পদ্যে 'পঞ্চাননাবলী' আখ্যায় অভিহিত হয়। ভোগাবলী-প্রসঙ্গে উক্ত অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, শিশুপালবধাদি যাবতীয় গ্রন্থই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত; সুতরাং বিরুদ-কাব্যজাতীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যে অর্বাচীন নহে, তাহা প্রমাণিত হইল। ভোগাবলী-লক্ষণে দুইটি শব্দ প্রণিধানযোগ্য, প্রথমতঃ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ইহার

রচনা হইতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ এই জাতীয় কাব্য দেব ও রাজগণের শৌর্যবীর্যাদি-সংসূচক হইবে; অতএব ভোগাবলী ও বিরুদাবলী রাজপ্রশস্তি-রূপে ও দেবপ্রশস্তিরূপে সমানভাবে রচিত হইতে পারে। শ্রীধর-কৃত কাব্যপ্রকাশ-বিবেকের (A. S. B. G. 473৪) পুষ্পিকাবাক্যে পঞ্চদশ খৃষ্টশতকে মিথিলাধিপতি শিবসিংহের প্রশস্তিরূপেও বিরুদাবলীর উল্লেখ আছে। 'সমস্তবিরুদাবলী-বিরাজমান-মহারাজাধিরাজ- শ্রীমৎশিবসিংহদেব-সংযোজ্যমান-তীরভুক্তৌ .. .. শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া লিখিতা এষা হস্তাভ্যাম্'। তারিখ—ল সং ২৯১ (১৪১০ খৃঃ)। সাহিত্যদর্পণে গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতিকে বিরুদ বলিলেও অন্যত্র কিন্তু দেবস্তুতিরও বহুশঃ উল্লেখ মিলে। এ প্রসঙ্গে শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দ-বিরুদাবলীর টীকায় উল্লিখিত দাক্ষিণাত্য-কবি-কৃত দেববিরুদাবলীর কথা স্মরণীয়।

৩। উৎসাহ-কাব্য—কাব্য-প্রকাশ-কার মম্মটভট্টেরও (খুব সম্ভবতঃ) পূর্ববর্তী শঙ্কর—বাণভট্টের হর্ষচরিতের টীকা করিয়াছেন। তাহার (১।১৮) টীকায় 'উৎসাহ' কাব্যের যে উল্লেখ মিলে, তাহাতেও বিরুদ-লক্ষণের সাজাত্য উপলব্ধ হয়। 'উৎসাহো নৃত্তে তাল-বিশেষঃ, উদীর্যমান-গীত্যাধারভূত-পদোপচারাৎ কাব্যমপ্যুৎসাহ ইতি কেচিৎ। যত্র পূর্বং শ্লোকেনার্থ উপক্ষিপ্যতে, পশ্চাৎ স এব গদ্যেন বিতন্যতে, মধ্যে বৃত্ত-নিবন্ধশ্চ ভবতি, স পরিসমাপ্ত্যর্থ উৎসাহ উচ্যত ইত্যন্যে॥' সুতরাং এই 'উৎসাহ' বিরুদকাব্যরূপে পঠিত না হইলেও তজ্জাতীয় বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

৪। রচনা-প্রণালী—বিরুদকাব্য গদ্য, পদ্য ও বর্ণনাত্মক প্রায়শঃ প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হইত। ইহা সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গদ্যটিকে কিন্তু 'বৃত্তগন্ধি' বলিতে হইবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ব্যতীত 'অসদ্ভাষার'ও উল্লেখ পাই মৈথিল চন্দ্রদত্ত-কৃত কৃষ্ণবিরুদা-বলীর উপসংহার-শ্লোকে 'যদ্ভক্ত্যা জগদীশ্বরস্য চরিতং শ্রুত্বাপ্যসদ্ভাষয়া', এস্থলে 'অসৎ' শব্দে তামিল ভাষাকে লক্ষ্য করা যায়, কেননা সুপ্রাচীন-কালে দিব্যসূরিগণ বেণ্‌বা, তাণ্ডকম্ প্রভৃতি তামিল ছন্দে চারিহাজার গাথাত্মক 'দিব্যপ্রবন্ধ' রচনা করিয়াছেন। দ্বাদশ আল্‌বারের মধ্যে শঠকোপই সমধিক প্রসিদ্ধ, তৎকৃত 'তিরুবায়মোড়ি' বা সহস্র-গীতি তামিল ভাষায় মহাসম্পৎ। শঠকোপ গোপী-আনুগত্যে (তাৎপর্য-রত্নাবলী ২৬) শ্রীনীলাশক্তি-নাথের চরণে বিক্রীত হইয়াছিলেন (সহস্র-গীতি ৫।৩।৩)। [শ্রীনীলা বলিতে শ্রীরাধাই বাচ্য]। গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শঠকোপের বক্রোক্তি (ঐ ১।৫।১), শ্রীরাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ (৬।৪।২) প্রভৃতি এবং তাঁহার মধুরভাবে পারকীয়-রসাশ্রয় (তিরুবায়মোড়ি ৬।২।২, ১০।৩।৬) প্রভৃতি লক্ষ্যীতব্য; সুতরাং বলিতে পারি যে মৈথিল চন্দ্রদত্ত অসদ্ভাষা-শব্দে তামিল ভাষায় গাথাত্মক সুপ্রচারিত দিব্যপ্রবন্ধেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন এবং আনুষঙ্গিক-ভাবে তাহাতে বিরুদকাব্যে দক্ষিণ-দেশের সহিত সম্বন্ধেরও সূচনা করিয়াছেন।

৫। বিরুদকাব্যের ছন্দঃ—১১৪০ খৃঃ জৈন হেমচন্দ্র কাব্যানুশাসন রচনা করেন; তাহাতে ক্ষুদ্রপ্রবন্ধের মধ্যে বিরুদের নাম নাই। তদীয় ছন্দোঽনুশাসনে (৫।১—৪৯) অপভ্রংশ ছন্দের নির্ণয়-প্রসঙ্গে তিনি উৎসাহ, রাসক, অবতংসক, কুন্দ, কোকিল, কুসুম, আমোদ, অড়িলা, ধবল, যশোধবল, কীর্ত্তিধবল, গুণধবল, ভ্রমর, অমর, মঙ্গল, ফুল্লড়ক, ঝম্বটক প্রভৃতি ছন্দের লক্ষণ দিয়াছেন। তত্রত্য ৪৭-তম অঙ্কধৃত লক্ষণে তিনি ভাষাগানে উৎসাহধবল, বদনধবল, হেলাধবল, দোহকধবল, উৎসাহমঙ্গল, বদনমঙ্গল ইত্যাদি বিবিধ ভেদেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন। ৪৮-তম অঙ্কে আবার 'দেবগানং ফুল্লড়কম্' বলিয়া স্বকৃত বৃত্তিতে বলিয়াছেন যে উৎসাহাদি যে ছন্দে দেবতার গান হয়, তাহাই 'ফুল্লড়ক' (ফুল্লরা) নামে কথিত হয়। উদাহরণাদি তৎকৃত বৃত্তিতেই আলোচ্য। সঙ্গীতরত্নাকরে (৪।৩০২) শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন যে প্রবন্ধগান-হিসাবে ধবলগানে ধবলাদিপদান্বিত আশীর্বাদসূচক শব্দবিন্যাসের সহিত রাগ ও তাল থাকা চাই। প্রবন্ধ-গানের তিনটী বিকাশ আছে—কীর্ত্তি, বিজয় ও বিক্রম; চারি চরণে কীর্ত্তিধবল, ছয় পদে বিজয়ধবল এবং

আট চরণে হয় বিক্রমধবল। ইহাদের মাত্রাবৈচিত্র্যও স্বীকার্য। আবার মঙ্গলপ্রবন্ধগানের সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব (সর ৪।৩০৩) বলিয়াছেন যে বিলম্বিত লয়ে বা মঙ্গলছন্দে কৈশিক বা বোট্টরাগে মঙ্গলপ্রবন্ধ গান করা হয়। সিংহভূপাল টীকায় আবার জানাইয়াছেন — 'মঙ্গলবাচকপদও মঙ্গলপ্রবন্ধে অবশ্য ব্যবহার্য। [মঙ্গল-গীত-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় গৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধান দ্বিতীয়খণ্ড ১১২৮ পৃষ্ঠায় 'মঙ্গলগীত' শব্দ দ্রষ্টব্য]। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে বিরুদকাব্য পূর্বকাল হইতেই নির্দিষ্ট তালে ও রাগে গীত হইত।

৬। বিরুদাবলী-লক্ষণে সলক্ষণ চণ্ডবৃত্তের অবান্তর ভেদ নখের বিভেদে প্রোক্ত রণ, বীরভদ্র, বেষ্টন, মাতঙ্গখেলিত, তুরগ, কন্দল, অস্খলিত এবং বিশিখ প্রভৃতি সংগ্রাম-সংক্রান্ত শব্দবিন্যাস এবং দ্বিগাদি-গণবৃত্তের অবান্তর কোরক, গুচ্ছ, সংফুল্ল, কুসুম, গন্ধ এবং চণ্ডবৃত্তের বকুল প্রভৃতি নৃপোচিত ভোগোপ-করণ-বিষয়ক পারিভাষিক লক্ষণ-করণে স্বতঃই অনুমিত হয় যে এই কাব্য প্রধানতঃ রাজার স্তুতিরূপে কীর্ত্তিত হইত।

সাহিত্যদর্পণে (১০।৪৮) 'সৌজন্যাম্বু-মরুস্থলী' ইত্যাদি পদ্যে রাজাবলী হইতেও শূলী মহাদেবের সেবায় অনায়াস-সাধ্যত্ব প্রতিপাদনে দেব-বিরুদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৭। কাব্যহিসাবে ইহার স্থান —বিরুদকাব্য যমক ও অনুপ্রাসাদির বাহুল্যে চিত্রকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; কেননা ইহাতে শব্দচিত্রই বিশেষ-ভাবে রূপায়িত হয়। আনন্দবর্ধন দেবীশতকে চিত্রকাব্যকে 'বন্ধকাব্যে' পরিণত করিয়াছেন। ত্রিভঙ্গীবৃত্ত কলিকার অনুপ্রাসরূপ বর্ণাবৃত্তি (ভঙ্গ) লক্ষ্য করিয়া ইহাকে 'ভঙ্গকাব্য'ও বলা চলে। ব্যঙ্গ্যার্থ-রহিত এজাতীয় চিত্র-কবিতা নীরস, কর্কশ ও রসাভিব্যক্তির অনুপযোগী হইলেও —কেবল শক্তি-জ্ঞাপনেই ইহার উপযোগিতা স্বীকার্য হইলেও— ভগদ্বিষয়ক হইলে ইক্ষুপর্বচর্বণের ন্যায় কথঞ্চিৎ সরস হইতে পারে (অকৌ ৭।২১৪)। 'চিত্রং নীরস-মেবাহুর্ভগবদ্‌বিষয়ং যদি। তদা কিঞ্চিচ্চ রসবদ্‌যথেক্ষোঃ পর্বচর্বণম্॥'

শ্রীচৈতন্যযুগে ও তৎপরবর্তী কালে পাঁচখানি বিরুদকাব্য পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনটাই নামসংকীর্ত্তনের এক বিপুল ইতিহাস। নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—সমস্থত্রে গ্রথিত হইলেও, নিরপেক্ষ নামসংকীর্ত্তনের কথা সন্দর্ভাদিতে বহুশঃ উক্ত হইলেও, লীলামালা-গুম্ফিত নামাবলিই স্তোত্রকাব্যের বিষয়ীভূত বস্তু। 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি মহামন্ত্রাত্মক নামাবলি যেরূপ সম্বোধনান্ত, তদ্রূপ বহু স্তোত্রকাব্যই সম্বোধনান্ত দেখা যায়। বিরুদকাব্যও প্রায়শঃ সম্বোধনান্ত বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ নূতন ছাঁচে নামলীলা প্রচারের জন্য এই জাতীয় কাব্যের আদর করিয়াছেন। নায়কচূড়ামণি ব্রজনবযুবরাজ ও তাঁহার অভিন্ন-প্রকাশ নবদ্বীপচন্দ্রই তাঁহাদের বিরুদকাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছেন। স্বয়ং গ্রন্থকার শ্রীরূপও শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন—'কর্ত্তব্যা তস্য কা তে স্তুতিরিহ কৃতিভিঃ প্রোজ্‌ঝ্য লীলায়িতানি'? তাৎপর্য এই যে লীলাবিরহিত স্তুতি সুকৃতি-গণ-সমাদরণীয় নহে।

৮। অধিকারী ও ফল— সামান্য বিরুদাবলীর উপসংহারে শ্রীরূপপাদ জানাইয়াছেন যে যিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থির-মতি, গ্লানি-শূন্য, সুকণ্ঠ এবং কৃষ্ণ-ভক্ত, তিনিই এই কাব্যানুশীলনে অধিকারী। ফলশ্রুতিতে আছে যে যথোক্তলক্ষণান্বিত রম্য বিরুদাবলী-দ্বারা স্তুত হইলে বাসুদেব তুষ্ট হইয়া প্রচুরতর কল্যাণবিধান করেন; পক্ষান্তরে সলক্ষণ-রহিত তদ্দ্বারা স্তব রচনা করিলে বা তাহা পাঠ করিলে শ্রীহরি তাহা আদৌ গ্রহণ করেন না। অলঙ্কারকৌস্তুভের প্রথম কিরণের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে 'যশঃ, সম্পত্তি, অশুভ-শান্তি, পরমনির্বৃতি প্রভৃতি কাব্য-নির্মাণের ফলস্বরূপে কাব্য-প্রকাশাদিতে নিরূপিত হইলেও তাহা আনুষঙ্গিক ব্যতীত প্রকৃত ফল নহে, কিন্তু নির্মাণাবসরে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকলাপে চিত্তের অভিনিবেশ-বশতঃ যে সান্দ্রানন্দলয় হয়, তাহাই কবির ও পাঠাবসরে আস্বাদকের পরম লাভ বলিয়া গণ্য হয়'।

যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা, দৃষ্টির্যা পরি-নিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।

তে দ্বে অপ্যব্যনম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং, ভ্রান্তা নৈব চ লব্ধ-মব্ধিশয়ন! ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্॥ [ধ্বন্যালোক-কারস্ত]।

৯। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিরুদ-জাতীয় কাব্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্ট শতাব্দী হইতে শ্রীচৈতন্য-যুগ (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ) পর্যন্ত পাওয়া যায়। বিরুদকাব্য বলিয়া তাঁহাদের নামকরণ কিন্তু ত্রয়োদশ খৃষ্ট শতাব্দী হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্য লুপ্ত হয় কেন? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে অন্যত্র নিরঙ্কুশ হইলেও এই কাব্যে কবির স্বাতন্ত্র্য থাকেনা। এই কাব্যরচনায় প্রতিটি অক্ষরই লক্ষণানুসারে নিয়মিত করিতে হয়; সুতরাং অতিমাত্রায় কারুকার্য (artifice) অর্থাৎ অপ্রতীততা, দুর-ন্বয়, কষ্টকল্পনা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া এ কাব্যের সমধিক প্রচার ও প্রসার হয় নাই। গোবিন্দবিরুদাবলীর টীকা-প্রারম্ভে শ্রীবিদ্যাভূষণ ইহাকে 'শিল্পক্রিয়া' বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তৎসমকালীন লীলাস্তব, স্তবমালা, স্তবাবলী প্রভৃতি স্তোত্র-কাব্য ও কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্য সরলতা, ভাষা-বৈভব, ছন্দোমাধুরী এবং সর্বোপরি ভাবহিল্লোলাদিদ্বারা চিত্তচমৎকারিতায় জনগণ-মানসে যতটা আসর জমাইয়াছে, বিরুদকাব্য স্থলবিশেষে শ্রুতিমধুর হইলেও কিন্তু অতিশয় কৃত্রিমতাহেতু মুষ্টিমেয় রসজ্ঞেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং সেই কারণেই উত্তর যুগে এই শ্রেণীর কাব্যরচনায় শৈথিল্য বা অনাদর লক্ষিত হইতেছে। 'অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ' এই ন্যায়ে বিরুদকাব্য অপ্রয়োজনীয়ও হইয়াছে। *

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কতিপয় বিরুদা-বলী রচনা করিয়া সুরসিক কাব্য-জগতে যে এক চিরস্মরণীয়, অতুলনীয় ও পরম সম্মাননীয় কীর্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ বিরুদ-রচনা সম্পর্কে শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত 'সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণং' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে সংক্ষেপে দুই একটী কথা নিবেদন করিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রজনবযুব-রাজের গদ্যপদ্যময় স্তুতিমালাই বিরুদ নামে অভিহিত। বিরুদাবলী বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত (১) কলিকা, (২) শ্লোক এবং (৩) বিরুদযুক্ত হওয়া চাই। তাহাতে নায়কের কীর্তি, প্রতাপ, বীর্য, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বাদির বর্ণনাপ্রাচুর্য থাকা চাই। কলিকার আদিতে ও অন্তে একটি করিয়া নির্দোষ পদ্য (শ্লোক) রচনা করিতে হয় এবং শব্দাড়ম্বর-পরিপূর্ণ রচনা-পারিপাট্য হওয়া চাই। আবার বিরুদাবলী-পাঠকেরও কতকগুলি গুণ থাকা চাই—তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থির-মতি, গ্লানিশূন্য, সুকণ্ঠ এবং কৃষ্ণভক্ত হইবেন। যথোক্ত-লক্ষণযুক্ত রম্য বিরুদাবলী দ্বারা স্তুত হইলে বাসুদেব আশু তুষ্ট হইয়া প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। পক্ষান্তরে সল্লক্ষণ-রহিত বিরুদাবলীদ্বারা স্তব রচনা করিলে বা তাহা পাঠ করিলে শ্রীহরি তাহা আদৌ অঙ্গীকার করেন না।

(১) কলিকা—তালদ্বারা নিয়মিত পদ-সমূহকে 'কলা' বলে। কলা-সমষ্টি দ্বারাই এই কলিকা রচিত হয়। ইহার প্রধানতঃ ছয় প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যদি দুই বা তিনটি প্রভেদযুক্ত কলিকা দ্বারা ইহারা রচিত হয়, তবে ইহাদিগের নাম হয়—মহাকলিকা। সাধারণ কলিকা হইতে মহাকলিকার এইমাত্র বিশেষ যে মহাকলিকার পূর্বে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে এবং কাব্যের শেষাংশেও দুইটি শ্লোক রচনা করিতে হইবে। ৬৪ কলার অধিক বা ১২ কলার কমে কলিকা রচনা হইবে না—ইহাই প্রায়িক নিয়ম।

মহাকলিকা—(১) চণ্ডবৃত্ত, (২) দ্বিগাদিগণ-বৃত্তক, (৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, (৪) মধ্যা (৫) মিশ্রা ও (৬) কেবলা। ইহাদের প্রত্যেকের বিভেদগুলি গণনা করিলে সর্বসমেত ৪৯ সংখ্যা হইবে; কিন্তু এই প্রকারে গঠিত পাঁচ ত্রিক হইতে ত্রিশ ত্রিকের মধ্যেই বিরুদাবলী রচিত হইবে, কলিকা-পরিমাণ এই সংখ্যার ন্যূন বা অধিক হইতে

* পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এম এ, মহাশয়-কর্তৃক ১৯৫৫ ইং নবেম্বর মাসে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে পঠিত প্রবন্ধের ছায়াবলম্বনে।

পারিবে না। *

(২) শ্লোক—কলিকার আদি ও অন্তে গুণোৎকর্ষবর্ণনাত্মক পদ্যকেই শ্লোক বলা হয়। মহাকলিকার আরম্ভে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে। (৩) বিরুদ—ইহার রচনা প্রায়ই কলিকার তুল্য। তবে বিশেষ এই যে কলা-পরিমাণ দুই হইতে দশ সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ। বিরুদ বা কলিকার অন্তে বীর, ধীর, শ্রীল, দেব, নাথ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিরুদ কাব্যেরও সামান্যতঃ নির্দেশ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'Notices of Sanskrit Manuscripts'-নামক পুস্তকে দুইখানা বিরুদ কাব্যের ও একখানা টীকার সন্ধান দিয়াছেন। 2305. বীর-বিরুদম্, 2306. বীরবিরুদটীকা A poem in parise of Krisna as the supreme divinity by Chandra Dutta of Mithila. The commentary is also by the author of the poem. Beginning :—বিমলাজিনবসনে সুবিকটদশনে চঞ্চলরসনে ভীমরবে। করধৃত-করবালে রণবিকরালে নগবরবালে ললিতশিবে ॥ জয় ঘনসুন্দর নমিত-পুরন্দর নন্দিত চরণতলাগত নিজ শরণাগত বন্দিত ...... ইত্যাদি। End. :—জয় জয় দিতিসুত লক্ষ যক্ষ বিক্ষেপ বিধায়ক পর জন * * * * ফলদানদায়ক শায়কান্ত-কলিকা...। Colophon :—ইতি বীরবীরুদং চন্দ্রদত্ত-নির্মিতং। শ্রীকৃষ্ণস্য স্তোত্র-ব্যাখ্যান-রূপগণাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং ॥

2361. শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী——A hymn in praise of Krisna, describing in course of his form, his merits and his loveliness. By Chandra Dutta of Mithila. Beginning :——— বিমলাজিত-বসনে ইত্যাদি..........End :——এষা মৈথিলচন্দ্রদত্ত - রচিতা কৃষ্ণস্তুতি-র্যদ্যপি, কাব্যালঙ্কৃতি - বর্জিতাপি সুধিয়াং সৎকারমেবার্হতি। যদ্ভক্ত্যা জগদীশ্বরস্য চরিতং শ্রুত্বাপ্যসদ্ভাষয়া, হর্ষাশ্রুপ্রতিরুদ্ধগদ্গদগিরস্তামেব সৎকুর্বতে ॥ Colophon :—ইতি মৈথিলচন্দ্র দত্ত-কৃতা শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী সম্পূর্ণা ॥

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে চারিখানা বিরুদ কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। [Cal. Skt. College Cat of Mss. Kavya] 128. বিরুদাবলী —Beginning :— শবশঙ্খশবাসন চক্রচকাসন ইত্যাদি। ইদং বীর-নৃপতেঃ পদ্যং। 139. A different work in the same style and under the same name by Raghudev, a Maithila poet of the Harita family. * 140—141. Other works of the same name, the former being anonymous, the last one by Kalyan.

Bodlien Universityর Catalogueএ বিরুদাবলী-সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত extract পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থখানা কাশীতে ১৯৬০ সম্বতে বিবুধরাজিরঞ্জিনীবিবৃতি সহ মুদ্রিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী ও অতি-প্রাচীন ইতিহাসের অবলম্বনে বিবৃতিকার শ্রীচক্রধরশর্মা যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে এই গ্রন্থকার খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে সাহাজানের রাজত্বকালে বিরাজমান ছিলেন। রাজাজ্ঞা পাইয়া এই বিরুদরচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হয় এবং মহেশঠকুরের অন্তেবাসী রঘুনন্দনসূরী হইতে ভিন্ন বলিয়া ইনি মৈথিল-সম্প্রদায়ে গণিত হইয়াছেন। ২৯টি ত্রিকে (কলিকা, শ্লোক ও বিরুদে) এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে ; বিবৃতি-কার প্রথম ছয়টি ত্রিকের নামকরণ করিয়াছেন, তৎপরে অক্ষরমন্ত্রীর ইঙ্গিত দিয়াই গ্রন্থসমাপন হইয়াছে। এই গ্রন্থ রাজস্তুতিবিষয়ক বলিয়া ইহার বিশেষ আলোচনায় নিবৃত্ত হইলাম। Virudabali :—(Catalogus Codicum Sanskriticorum) by Raghudevas Viswesvar Misrae et Kumudinis filius, Mithilae regem

* (ক) চণ্ডবৃত্ত (১) সামান্য—(অবান্তর ভেদ বহু) ও (২) সলক্ষণ—১ (অ) নখ ২০ ; (আ) বিশিখ—পদ্ম ৬ কুন্দ ১ চম্পক ১ বঞ্জুল ১ বকুল—ভাস্কর ১ মঙ্গল ১ তুঙ্গ ১ ; (খ) দ্বিগাদিগণবৃত্ত ৫ ; (গ) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত ৬ ; (ঘ) মধ্যা ১ ; (ঙ) মিশ্রা ২ ; (চ) গদ্য (কেবল) ২=৪৯।

* It may be the same work as noticed in Aufrecht's Oxford Catalogue of Skt. Mss. no. 224.

quendam celebravit. Incipit —কলকঙ্কণলম্বিত-চন্দন চুম্বিত চারু চতুর্ভুজ ভীমবলে, হিমশৈলশিখণ্ডিনি বৈরবিখণ্ডিনি কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ড-তলে ॥ ১ ॥ দলদঞ্জন-গঞ্জিনি ভবভয়-ভঞ্জিনি মঞ্জুলমণিময়-মুকুটবরে, পঞ্চানন-চারিণি শশধর-ধারিণি জয় জয় জননি জয়স্তি পরে ॥ ২ ॥ Auctor strophis antificiosis trifaries usus est 1. Kantakalika, 2. Surasloka, 3. Viraviruda. † In fine haec leguntur :—— শ্রীবিশ্বেশ্বরমিশ্রতঃ কুমুদিনী-দেবী কুমারং কুলালঙ্কারং 'সুষুবে লসত্তরগুণং' (সমবাপ যং গণপতিং) গৌরী গিরিশাদিব। দৌহিত্রোঽচ্যুতঠক্কুরস্য কৃতিনঃ শ্রী-হারিতাম্রান্বয়ঃ, শ্রেষ্ঠোঽসৌ রঘুদেব-বালককবির্বৈদেহ- ভূমণ্ডনঃ ॥ ১৯২ ॥ বিদ্যাহৃদ্যমুখং মহীপতিমথ শ্রীবুদ্ধিনাথং ততো, লক্ষ্মীদেব-কুলাধিদেব মহিতং শ্রীমোহন-মোহনং। নত্বা শ্রীহরিদেব-দেবজনুষং জ্যেষ্ঠং বয়োভির্গুণৈঃ, কৃত্বেমাং বিরুদাবলীমিহ সদানন্দে-হস্তুজে ন্যস্তবান্ ॥ ১৯৩ ॥ ইতি মৈথিলশ্রীরঘুদেব-বিরচিতা বিরুদাবলী সমাপ্তা। Codex hujus secuti initic-exaratus est. (Wilson 519) This book is refered to in the Cat. of Mss. in Mithila edited by K. P. Jayswal, Vol. II. Patna 1933.

† Viruda vocabuls practer eam, quam supra dedi, significatinem, carmen laudatorium sive panegyricus intelligitur. cf অজাগরীত্বং বিরুদৈর্ব এব জহাসি মিত্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ Kalyanraja stuti 11. 52 ; বন্দীরিতবিরুদাবলিরোচন in carmine nostro fol. 27a et supra. (p 117a)

গৌড়ীয় গোস্বামিগণের রচিত বিরুদকাব্য——(১) শ্রীরূপপাদ-কৃত **শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী,** (২) শ্রীজীব-পাদ কৃত **শ্রীগোপালবিরুদাবলী,** (৩) শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-রচিত **নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী,** (৪) শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামিকৃত **শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরুদাবলী** এবং শ্রীকৃষ্ণশরণ-কৃত **শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী।** এতদ্ব্যতীত শ্রীকবিকর্ণপূর আনন্দবৃন্দাবনে (১৫। ২২০—২৫৬) এবং শ্রীজীব গোপাল-চম্পূর শেষপূরণে বিরুদচ্ছন্দে স্তুতি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থাবলির বিবরণ গ্রন্থ-নামে নামে আলোচ্য।

বিলাপকুসুমাঞ্জলি—শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামি-রচিত ১০৪টি শ্লোকে গ্রথিত। ইহার প্রতি শ্লোক, প্রতি-চরণ, প্রতি অক্ষরই অপ্রাকৃত বিরহানল-সন্তপ্ত শ্রীমদ্দাসগোস্বামির বিষম-জ্বালা-সঙ্কুল হৃদয়ান্তঃস্থলের মহাপ্রতপ্ত বহ্নিশিখার ছটা। 'অত্যুৎ-কটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহ্যমানহৃদয়া' (৭), 'দুঃখকুল-সাগরোদরে দূয়মানমতিদুর্গতিং জনং' (৮), 'ত্বদলোকনকালাহিদংশৈরেব মৃতং জনম্' (৯), এবং 'বিপ্রয়োগ-ভরদাব-পাবকৈঃ দন্দহ্যমানতর-কায়বল্লরীং' (১০) ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্যাবধারণ করিলে বুঝা যায় যে শ্রীগোস্বামিপাদ অন্তরের অন্তরতম স্থলে কি নিদারুণ বিরহজ্বালামালা বহন করিয়াছিলেন !! তত্ত্বপরি প্রতিপদ্যে সেবা-প্রার্থনা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, আবেগ প্রভৃতির প্রাকট্যে যে ভাবোচ্ছ্বাস উদ্গীর্ণ হইয়াছে, তাহা কেবল সহৃদয়-সংবেদ্যই বটে !! [স্তবাবলী দ্রষ্টব্য]।

বিলাপকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ—

বঙ্গভাষায়—(১) শ্রীরাধাবল্লভ দাস-কৃত পয়ারে অনুবাদ, এলাটিতে মুদ্রিত। (২) শ্রীরসিক চন্দ্র দাস-কৃত এই অনুবাদে মূলের স্বারস্য ও গাম্ভীর্য অনেকটা বিদ্যমান আছে। তবে অনুবাদকের ধাম বা তারিখ কিছুই জানিতে পারি নাই। এলাটি (হুগলি) হইতে শ্রীমধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি এই অনুবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পদ্যগুলি সুললিত ত্রিপদীছন্দে রচিত।

(৩) 'বিলাপবিবৃতিমালা' নাম দিয়া শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর-বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাস ১৭৯৩ খৃঃ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

(৪) গৌরমোহন দাস-কৃত পয়ারানুবাদ (হরিবোলকুটীর পুঁথি ১৭)।

ব্রজভাষায়—(৫) শ্রীবৃন্দাবন দাসজি ১৮১৪ সম্বতে দোহা, উপদোহা, চৌপাই, সোরঠা ইত্যাদি ছন্দে ব্রজভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। আদর্শ—

'রূপমঞ্জরী সখী তুম পরমসতী বিখ্যাত। বসি যহি পর পরপুরুষমুখ তুমহি ন কবহু সুহাত ॥ পতি অনতিথিমে কত অহো! বিম্বঅধর

ছত জাত। শুকশাবক নিজচঞ্চুসো কিয়ো কহুঁ আঘাত॥১

বিলাপবিবৃতিমালা —— শ্রীমদ্দাস-গোস্বামিকৃত 'বিলাপকুসুমাঞ্জলির' অনুবাদ। ১৭১৫ শকে শ্রীখণ্ডের শ্রীরতিকান্ত ঠাকুরের প্রপৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র দাস এই অনুবাদ করেন।

বিবরণমণিমঞ্জুষা—শ্রীমদ্‌ভাগবতের টিপ্পনী। উৎকলাক্ষরে তালপত্রে দশমস্কন্ধ ৩৪ অধ্যায় পর্যন্ত। টীকাকারের নাম নাই। [A. S. B. 4095, 4095 A]

বিবিধ সঙ্গীত—শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু-রচিত পদকাব্য। ইহাতে ৩১টি গীত আছে। শ্যামাসঙ্গীত, বিবিধ স্তোত্র, প্রভাতি, প্রার্থনা, দৈন্য, দেহতত্ত্ব, গোধূলি-মিলন, ফিরা গোষ্ঠ, মিলন বিরহ, রূপানুরাগ, স্তোত্র ও রসালস প্রভৃতি বিষয়ে পদমালা গুম্ফিত হইয়াছে। প্রতি গীতে রাগ ও তালের নির্দেশ দেওয়া আছে। পদগুলি সুখপাঠ্য ও হৃদ্য।

বিশুদ্ধরসদীপিকা——শ্রীমৎকিশোর প্রসাদ-কৃতা রাসপঞ্চাধ্যায়ী-টীকা। ইনি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন—তাহা বৈষ্ণবতোষণী, উজ্জ্বলনীলমণি, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, রাধারস-সুধানিধি (৫৩, ৭৯, ৮০, ১০৩, ১১২, ১১৪, ১৩৬, ২১৬, ২৩৬) গোবিন্দলীলামৃত, বৃন্দাবনমহিমামৃত, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতি গৌড়ীয় গোস্বামিগণের গ্রন্থরাজির নামতঃ উল্লেখেই অনুমিত হয় এবং তাঁহাদের অনুগত ব্যাখ্যানেও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। রাসলীলার (৯।১ শ্লোকের) ব্যাখ্যায় ইনি কৃষ্ণযামলানুসারে মুনিচরী ও শ্রুতিচরী গোপীগণের নাম, মৃত্যুঞ্জয় তন্ত্রোক্ত যোগমায়ার ধ্যান, শ্রীরাঘবেন্দ্র সরস্বতীকৃত শ্রীরাধাশতকের মতে গোপীগণের গান্ধর্ববিবাহ; (২।৮) কৃষ্ণযামলোক্ত দাসীগণের নামাদি উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ্বসার তন্ত্র—(হরিবোলকুটীর ২৯খ) গোলোক হইতে গোলোকনাথের কলিযুগে গূঢ়াবতার-সম্বন্ধে পার্বতী-কর্তৃক পৃষ্ট সদাশিব বলিতেছেন—

'গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে। কলিপাপ-বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ॥ জনিষ্যতি প্রিয়ে! মিশ্র-পুরন্দরগৃহে স্বয়ম্। ফাল্গুনীপৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌর-বিগ্রহঃ'॥ ইত্যাদি

বিষ্ণুভক্তিকল্পলতা—পুরুষোত্তম-কৃত (Adyar Library Mss. 679) ইহাতে আটটি স্তবকে শ্রীবিষ্ণুর স্তব রচিত হইয়াছে। উপক্রমে—

'অতিসুদৃঢ়মগাতাং হর্ষমৈকৈকভাবা দধিকতমমুমেশৌ যং তথাষ্টৈক-যোগাৎ। তদধিকমিব যাতৌ যং সুতং বীক্ষমাণৌ, সফলয়তু স দেবো বঃ ক্রতুং বক্রতুণ্ডঃ॥

পুষ্পিকা—ইতি শ্রীবিষ্ণুভক্তি-কল্পলতাখ্যে প্রবন্ধে কবিকুলোত্তম-পুরুষোত্তম-পণ্ডিত-বিরচিতে চিত্ত-প্রবোধো নামাষ্টমঃ স্তবকঃ॥ সটীক গ্রন্থাকারে বোম্বাই কাব্যমালায় (৩১) মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয় (হ ৯২ টী) শ্রীনৃসিংহারণ্য-বিরচিত ষোড়শ-অধ্যায়াত্মক বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ। [তাঞ্জোর পুস্তকাগারে প্রাপ্ত পুঁথি] প্রথম কলায়—শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীজগন্নাথের, বেদব্যাস ও নারদাদির এবং গুরুগণের বন্দনা—নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামির নামতঃ উল্লেখ ও বন্দনা—পূর্বাচার্যগণের (অথবা কেবল শ্রীবিষ্ণুস্বামির) গ্রন্থালোচনা করত এই গ্রন্থের প্রবৃত্তি—শ্রীগুরুকরণ-বিচার, মন্ত্রসাধন-প্রকারাদি।

দ্বিতীয়ে—ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান ও সন্ধ্যাদি নিত্যকৃত্য। তৃতীয়ে—শ্রীগুরুবন্দনা ও পূজা, তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীলক্ষ্মীনরসিংহারাধনার জন্য ঋষ্যাদিন্যাস, করশুদ্ধি ইত্যাদি করত শঙ্খস্থাপন, শালগ্রাম-মহিমা, ঐ লক্ষণ, দ্বারকাচক্র ও চতুর্বিংশতি মূর্তিগণের লক্ষণ। চতুর্থে—দ্বারপূজা, পীঠার্চন, মুদ্রা-প্রদর্শন, দেবতার স্নান, [ঘণ্টা-মাহাত্ম্য], চন্দন-পুষ্পাদির সংগ্রহ, তুলসীতত্ত্ব, পুষ্পাদির মহিমা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নীরাজন, প্রণাম, প্রার্থনা,পাদোদক-মহিমা। পঞ্চমে—তুলসীকাননে শ্রীবিষ্ণুপূজা, নির্মাল্য-ধারণ, সৎসঙ্গ, মহৎসেবা। ষষ্ঠে—শ্রীভাগবত-মহিমা, ভাগবতধর্মানুষ্ঠান, প্রেমভক্তি, লীলাকথা-নিষেবণ। সপ্তমে—বিষ্ণুভক্তিলক্ষণ, বিহিতা ও অবিহিতা, অবিহিতা চতুর্বিধা—কামজা, দ্বেষজা, ভয়জা ও স্নেহজা। বিহিতা ভক্তিও দ্বিবিধা—ফলরূপা ও সাধনরূপা। সাধনরূপা—জ্ঞানাঙ্গা ও স্বতন্ত্রভাবে মুক্তিদা-ভেদে দ্বিবিধা। জ্ঞানাঙ্গা ভক্তি আবার সগুণা ও নির্গুণাভেদে দ্বিবিধা। সগুণা ভক্তি

ত্রিবিধা—ভক্তিমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা। ভক্তিমিশ্রাও আবার উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাভেদে ত্রিবিধা। তদ্রূপ জ্ঞানমিশ্রাও ত্রিবিধা। কর্মমিশ্রা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-মিশ্রিতা হইয়া ত্রিবিধা হয়। ভক্তি-মহিমা, ভক্তমহিমা। অষ্টমে—মধ্যাহ্নপূজা—বিষ্ণুতে নিবেদিত দ্রব্যদ্বারা পিতৃদেবতার্চনা, নৈবেদ্য-মহিমা, নামকীর্ত্তন, উপচারাদি। নবমে—পক্ষকৃত্য; একাদশীব্রত-মহিমা, বিদ্ধাত্যাগ, দ্বাদশীযুক্ত একাদশী ব্রতই করণীয়, একাদশীত্যাগে মহাদ্বাদশীলাভে উপবাসাদি। দশমে—দশমীকৃত্য, ব্রতাকরণে দোষ, হবিষ্যান্নাদি-ব্যবস্থা, একাদশী-নিয়ম, উপবাস-নিয়মাদি। একাদশে—অষ্ট মহাদ্বাদশী, উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী। দ্বাদশে—জাগর-মহিমা, দ্বাদশী-নিয়ম। ত্রয়োদশে—মাসকৃত্য; চৈত্রমাসে দোল, দমনকোৎসব, বৈশাখে জলযাত্রা, আষাঢ়ে চাতুর্মাস্যব্রত, শ্রাবণে পবিত্রারোপণাদি। চতুর্দশে—ভাদ্রে জন্মাষ্টমীব্রত, সপ্তমীবিদ্ধা-ত্যাগ, নিয়ম-মন্ত্র, পূজামন্ত্র; জয়ন্তী-দ্বাদশী, বিজয়া-মহাদ্বাদশী, বামন-জয়ন্তী। পঞ্চদশে—আশ্বিন মাসে সীমাতিক্রমোৎসব ও শমীপূজা, কার্ত্তিকে কার্ত্তিকব্রতাদি। কার্ত্তিক-মহিমা, দীপদানোৎসব, প্রবোধনী-মহিমা, রথ-মহিমা, রথযাত্রা। ষোড়শে—অগ্রহায়ণে তুলসীবনে শ্রীপ্রভুর পূজা; মাঘমাসমহিমা, তত্র স্নানমাহাত্ম্য, জয়ামহাদ্বাদশী, ফাল্গুনে আমলকীব্রত, পাপনাশিনী মহা-দ্বাদশী।

গ্রন্থমধ্যে শ্রীনৃসিংহদেবে গ্রন্থকারের প্রচুরতর আবেশ থাকায় মনে হয় ইনি শ্রীবিষ্ণুস্বামির অনুগত।

বিষ্ণুভক্তিপীযূষবাহিনী-পঞ্চালিকা——শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরীগোস্বামি - কর্তৃক রচিত 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর' পয়ারে অনুবাদ। রচয়িতা—লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস।

শ্রীবিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী——[বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন। বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥ (দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা)।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (২২) 'শ্রীমদ্-বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ॥' ভক্তমালে (১৩শ মালা) ইঁহার জীবনপ্রসঙ্গ আছে। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তির ভক্তিরত্নাকরে—'জয়ধর্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত। ইঁহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈল। ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিল।' (৫।২১৪৪) শ্রীপাদ শ্রীজীব তত্ত্ব-সন্দর্ভের ২৩ অনুচ্ছেদে বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলীকে 'নিবন্ধ' গ্রন্থমধ্যে ধরিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরীর পূর্বাশ্রমের নাম—বিষ্ণুশর্মা। মিথিলায় ত্রিহুতে তরৌণিগ্রামে তাঁহার বাস, 'করমহ' বংশে তাঁহার জন্ম, স্বয়ং বেদজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডনিষ্ঠ ছিলেন। পত্নীর দুর্ব্যবহারে তিনি গৃহত্যাগপূর্বক গ্রামস্থ শিবালয়ে আশ্রয় লইয়া একান্তচিত্তে মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেখানেও গ্রামবাসিদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করত জনকপুরীর আটক্রোশ ব্যবধানে বিন্দুসরোবরে কঠোর ব্রহ্মচর্য-ব্রতাবলম্বনে শিলানাথ মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বর্ষান্তে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্রদান করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহের ইঙ্গিত করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করত নূতন সংসার পাতিলেন। কয়েক বৎসর গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিয়া গৃহিণীসহ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। সে স্থানেই তিনি সমগ্র ভাগবত-সমুদ্র আলোড়ন করিয়া এই 'রত্নাবলী' উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার পর তিনি কাশীতে আসিয়া বিন্দুমাধবের নিকট বাস করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশে রাজাকে ও পূজারীদিগকে বলিলেন যে বিষ্ণুপুরীর নিকট যে রত্নমালা আছে, তাহাই তিনি পরিতে ইচ্ছা করেন। পুরী হইতে পত্র দিয়া পুরীগোস্বামির নিকট লোক পাঠাইলে তিনি ঐ ভক্তিরত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে যে এই ভক্তিরত্নাবলীর এক একটি শ্লোক এক একটি গুলিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পূজারীরা সেই গুলিকামালা শ্রীজগন্নাথকে পরাইতেন।

শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য জয়ধর্মের শিষ্য [কাহারও মতে ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য]। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে গুরুবল্লীর উপরের দিকে ইনি সপ্তমপর্যায়ভুক্ত; অতএব ইনি

শ্রীগৌরাবির্ভাবের আনুমানিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের লোক।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহার সমস্ত শ্লোকই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সমুদ্ধৃত। তবে প্রারম্ভে (১৷৬—৯) শ্লোক পর্যন্ত এবং উপসংহারে (১৩৷১১—১৪) শ্লোক—সর্বসমেত ৮টি শ্লোক স্বকৃত। এই শ্লোকগুলিও রচনা-পারিপাট্যে অতিমধুর ও ভাবগম্ভীর। এতদ্ব্যতীত হরিভক্তি-সুধোদয় হইতে (৩৷৩২, ৫৷৪৫) দুইটি শ্লোক এবং অন্যান্য পুরাণ হইতে ৪টী (১৷৮১,১৷১০৫,৪২৯, ৫৷৫০) শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে সর্বসমেত ১৩টি বিরচন (অধ্যায়) আছে; প্রথম বিরচনে মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থপ্রয়োজনাদি-নির্দেশ ও ভক্তিসামান্যলক্ষণ, দ্বিতীয়ে সৎসঙ্গ, তৃতীয়ে—নববিধা ভক্তি, চতুর্থ হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত শ্রবণাদি আত্মনিবেদন পর্যন্ত নববিধা ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশ এবং ত্রয়োদশে শরণাগতি ও গ্রন্থকর্ত্তার নিবেদন। ইহাতে মোট ৪০৭ শ্লোক আছে—অতিরিক্ত ২টি শ্লোক সন্নিবেশও দেখা যায়। গ্রন্থকার ১৫৫৫ শাকে 'কান্তিমালা'-নামিকা টীকাও রচনা করিয়া ইহার সৌষ্ঠব সর্বথা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বিষ্ণুসংহিতা ——(গৌগ ২২) শ্রীব্যাসতীর্থ-রচিত গ্রন্থ।

বিষ্ণুস্তুতি—বিল্বমঙ্গল-রচিত (Alyar Library Mss. 681)। রচনার আদর্শ —'কন্দর্পপ্রতিমল্ল-কান্তিবিভবং কাদম্বিনী-বান্ধবং, বৃন্দারণ্যবিলাসিনী-ব্যসনিনা বেষেণ ভূষামযম্। মন্দস্মের-মুখাম্বুজং মধুরিম-ব্যামৃষ্ট-বিম্বাধরং, বন্দে কন্দলিতার্দ্র যৌবনভরং কৈশোরকং শার্ঙ্গিণঃ॥' অন্তে— মার মা রম মদীয় মানসে, মাধবৈকনিলয়ে যদৃচ্ছয়া। হে রমারমণ! বার্যতাময়ং কঃ সহেত নিজবেশ্ম-লুণ্ঠনম্॥' এই পুঁথির ১৫টি শ্লোক ব্যতীত অন্যান্য গুলি কৃষ্ণকর্ণামৃত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে পাওয়া যায়।

বীরচন্দ্রচরিত—প্রেমবিলাস -রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের রচনা (প্রেম ১৯)।

বীররত্নাবলী——শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভুর রচনা বলিয়া জানা যায়। ইহাতে চারিটি অধ্যায়ে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর লীলা সমাহৃত হইয়াছে। প্রারম্ভে—

শরদবিধুবদান্তো দেবদেবো মুরারিঃ, অবিরতজলধারঃ প্রেমপূর্ণাবতারঃ। নিজগণ-সুখদায়ী নিত্যগোলোক-শায়ী, প্রবিশতু হৃদয়ং মে শ্রীকৃষ্ণানন্দ-চন্দ্রঃ॥

সূত্র - অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি বন্দনা করত বীরচন্দ্র প্রভুর অবতার—শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবীরচন্দ্রের অভিন্নতাখ্যাপন, প্রথম অধ্যায়ে গুপ্ত-বৃন্দাবনের বর্ণনা; দ্বিতীয়ে—জনৈক ভক্তের প্রতি শক্তিসঞ্চারণের প্রসঙ্গ, প্রেমদান-প্রসঙ্গ, হরিদাস-নামক জন্মান্ধের অক্ষিদান, মল্লরাজ বীর-হাম্বীরকে তিন চাপড়দানে শক্তি-সঞ্চারণ, যমুনাদর্শন ও তৎপ্রতি কলিপ্রসঙ্গ-বর্ণনে বীরচন্দ্রের দ্বিতীয়-বার অবতার-কথা, চতুর্থে—প্রভুর নিত্যলীলাস্থানে গমন—দ্বাদশ বন-ভ্রমণ—কালাচাঁদ-দর্শন, পিঙ্গপীঠ বৃত্তান্ত (?), জীবন-মহোৎসব, বিষ্ণু-পুরস্থাপন, বনবিষ্ণুপুর হইতে বিদায় ইত্যাদি। প্রতি অধ্যায়ের উপ-সংহারে—'মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে। বীররত্নাবলী কহে এ গতিগোবিন্দে'॥

বৃন্দাবন-কাব্য——মালাঙ্ক-বিরচিত। ১৭১০ শকে লিখিত ৫২ শ্লোকে গ্রথিত কাব্য। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনের লীলামালা বিবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। [পাটবাড়ী পুঁথি কাব্য ১৮৫]।

বৃন্দাবন-পদকল্পতরু—শ্রীমদ্ রসিক-মুরারির ষষ্ঠ অধস্তন ত্রিবিক্রমানন্দ-দেব-কর্ত্তৃক উৎকলীয় ভাষায় রচিত গীতিকাব্য।

বৃন্দাবন-পরিক্রমা—দুঃখী কৃষ্ণদাস-রচিত [সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ৫। পৃঃ ২০৩]।

বৃন্দাবনমহিমামৃত—শ্রীপাদ প্রবোধা-নন্দ সরস্বতী-বিরচিত এই গ্রন্থখানি একশত শতকে সম্পূর্ণ ছিলেন বলিয়া জানা গেলেও মাত্র ১৭টি শতক পাওয়া গিয়াছে। পরমপূজ্যপাদ গ্রন্থকার যে লোকাতীত-মহামহিমময় শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য-মাধুর্যের মহাকবি —তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থখানি ভাব-প্রাচুর্যে, ভাষা-মাধুর্যে, বর্ণনাসৌন্দর্যে, বস্তুবৈভবে এবং কল্পনা-গৌরবে সংস্কৃতসাহিত্য-ভাণ্ডারে এক নিরুপম রত্নই বটে। এই গ্রন্থ সকল সাধকেরই নিরতিশয় কল্যাণ প্রসব করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীপাদের লেখনীতে শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণনা অতি-চমকপ্রদ, অতিসুন্দর ও অতিমধুর। শ্রীবৃন্দাবনীয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুর প্রতি সম্মানজ্ঞাপন, চিদানন্দ

বৃন্দাবনের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনবাসির নিকট অপরাধসত্ত্বে তত্ত্বের অস্ফুর্তি, তাঁহাদের সেবা, বৃন্দাবন-বাসানুরোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বাসনিষ্ঠা, বাসফল, গু তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ স্থূণা-নিখননন্যায়ে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—তাহা অতি প্রগাঢ়, ভাবৈকগম্য, কৃপালভ্য এবং অনুরাগৈক-সংবেদ্য।

স্থূল আলোচনা—(১) এই শতক সার্বজনীন গ্রন্থ, সম্প্রদায়-সীমার অতীত; শ্রীসরস্বতীপাদের পন্থানুসরণে দৈন্য-বৈরাগ্য, নামগ্রহণ ও রূপচিন্তা ইত্যাদি করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার ও তৎপরিকরগণের সিদ্ধ দেহের তত্ত্বস্ফুরণ হইবে এবং তাহাতেই রাগানুগীয় ভজনের পথ পরিষ্কার হইবে।

(২) এই গ্রন্থে লীলাবিলাস অপেক্ষা সম্প্রয়োগের প্রতি অধিকতর আবেশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে (২০।২৬) শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের এবং শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবে স্বয়ং শ্রীরূপপাদেরও সম্প্রয়োগ-সম্ভোগবর্ণনায় আবেশ দৃষ্ট হইতেছে।

(৩) শ্রীসরস্বতীপাদ হ্রদবৎ লীলারই পক্ষপাতী; স্রোতোবৎ লীলা এবং হ্রদবৎ লীলা উভয়ই আস্বাদ্য, উভয়ই উপাস্য। রুচিভেদে দুইই উত্তম। 'যেনেষ্টং তেন গম্যতাং।'

(৪) অজাততাদৃশরুচি সাধক রাগানুগা-মার্গে বৈধীসম্বলিতভাবে ভজন করিবেন—ইহাই শ্রীজীবপাদের নির্দেশ। পক্ষান্তরে জাততাদৃশরুচি সাধক কি ভাবে রাগানুগীয় ভজন করিবেন—তাহারই উন্নত উজ্জ্বল আদর্শ জ্বলন্ত অক্ষরে জীবন্তভাবে দেখাইয়াছেন—শ্রীপাদ সরস্বতীঠাকুর। তাঁহার প্রতি অক্ষরে বৈদ্যুতিক শক্তি (fire) নিহিত আছে—তিনি যেন অগ্নিমন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন।

(৫) এইগ্রন্থ একবিষয়াত্মক কাব্য বলিয়া—অতীব বিস্তৃত আকারে গঠিত বলিয়া—ইহাতে আপাততঃ পুনরুক্তিদোষ দেখা গেলেও ভক্তিবিভাবিতচিত্তে কাব্যরস-পারদর্শী সাধক এই পুনরুক্তিকে গ্রাহ্য না করিয়া ইহাতে স্বার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য দেখেন। 'স্থূণানিখনন-ন্যায়ে' কোনও বস্তুকে হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে হইলে এইরূপ বাক্য-ভঙ্গীতেই লিখিতে হয়।

(৬) এই গ্রন্থের স্থলে স্থলে দুরাচারত্ব, দুষ্কার্যত্ব ও জঘন্য পাপানুষ্ঠানত্ব প্রভৃতির প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া শ্রীবৃন্দাবনেরই মহামহিমা কীর্ত্তিত হইলেও ভ্রমবশতঃ যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে কোনও ব্যক্তি শ্রীধামে বাসকালে যদি কুপ্রবৃত্তি ও দুঃস্বভাব-প্রণোদিত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়, তাহা মার্জনীয় বা সেই সকল দুষ্কর্মের চিন্তা বা কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তবৃত্তিতে ভগবদ্‌ভক্তির প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় না; ফলতঃ মনে ঐরূপ কুধারণার স্থান দেওয়াও মহাপাপ। শ্রীগ্রন্থকার নিজেই স্বকীয় প্রৌঢ়িবাদের বিরুদ্ধে যে (১৭।৪৮) সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহাও সুধীগণের আলোচ্য ও দ্রষ্টব্য।

(৭) এই গ্রন্থের ধারাটি অষ্টকালীন নহে, ইহা বিশেষভাবে অনুরাগের ধারা—যাহা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, উৎকলিকাবল্লরীতে ও বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি-প্রভৃতিতে প্রকটিত হইয়াছে—ইহা সেই উৎকটলালসাময়ী ধারা। মাধুর্যকাদম্বিনীকারের মতে 'আসক্তি'-ভূমিকালাভের পর সাধক আর বিধিবদ্ধভাবে চলিতে পারে না। শ্রীজীবচরণ বলিয়াছেন—'রুচিঃ বুদ্ধিপূর্বিকা, আসক্তিস্তু স্বারসিকী'। আসক্তির পর হইতে ভজন স্বভাবে পরিণত হয়। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ কপিলোপাখ্যানের টীকায় লিখিয়াছেন যে রাগানুগীয় সাধক প্রথম হইতেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভজন করেন, সুখপূর্বক, আনন্দের সহিত—স্বভাবের প্রেরণায় ভজন করেন। রোগীর মিছরি-আস্বাদনের দৃষ্টান্ত রাগানুগীয় সাধক সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে। যথার্থ রাগানুগীয় সাধক অতি বিরল—'রুচের্বিরলত্বাৎ' [ভক্তিসন্দর্ভ]; অতএব শ্রীসরস্বতীপাদের এই ভজন—বিশেষভাবে অনুরাগের ভজন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীরূপের আনুগত্যেই ভজন, শ্রীসরস্বতীপাদের আনুগত্যে নহে—শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে কিন্তু শ্রীতুঙ্গবিদ্যার আনুগত্যে নহে। উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে তুঙ্গবিদ্যাদি দক্ষিণা প্রখরা—কাজেই পূর্বস্বভাবানুসরণে শ্রীসরস্বতীপাদকে 'দক্ষিণা' নায়িকা বলিতে হয়; যেহেতু তিনি মান,

বাম্য ইত্যাদির বিশেষ পক্ষপাতী নহেন, অথচ মিলন, অনুরাগ ইত্যাদির সবিশেষ পক্ষপাতী, কাজেই শতকগুলির ঝোঁক নিত্য-বিহারের দিকে, নিত্য নিকুঞ্জ-মিলনের দিকে—শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদির ন্যায় অষ্টকালীন ধারা নহে। সরল কথায় বলিতে গেলে—শ্রীসরস্বতীপাদের ভাবধারায় ও ভজন-পদ্ধতিতে তীব্র অনুরাগ, তীব্র ভজন, তীব্র বৈরাগ্য, নিরন্তর স্মরণ, নিরন্তর স্ফুর্ত্তি, নিরন্তর আবেশ এবং আত্মহারা ব্যাকুলতা ইত্যাদি স্পষ্টই অনুভূত হয়। 'সাসঙ্গ ভজন' —আসক্তিযুক্ত ভজন—প্রাণের ভজন না হইলে—তীব্র ভক্তিযোগ না থাকিলে মৃদুমন্থর ভজনে কোন কালেও ফললাভের আশা নাই। বস্তুতঃ শতকের রসতন্ময়তা, আনন্দ-বিহ্বলতা ও অনুরাগোন্মাদনা প্রচুরতর আস্বাদ্য ও উপভোগ্য।

বৃন্দাবনমহিমামৃতের হিন্দী (ব্রজভাষায়) অনুবাদ—শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী প্রসিদ্ধ শ্রীহরিদাস গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া হিন্দী ভক্তমালে উল্লিখিত শ্রীভগবন্তমুদিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত সপ্তদশ শতকের অনুবাদ করিয়াছেন। রচনানৈপুণ্য প্রশংসনীয়। ষোড়শ শক-শতাব্দীর প্রথম পাদে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

মঙ্গলাচরণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জৈ জৈ বিহারী। নাগরী রূপগুণ আগরী বিধি সবৈ ভাগরী ভক্তিকো দয়াকারী॥ ভজন হো অগম সো সুগম কিয়ো সহজহী শ্রীরাধিকাকন্তকৌ হিত হিয়ারী॥ মুদিত ভগবন্ত রসবন্ত জে রসিকজন চরণরজ রহসি কৈ শীশধারী। কিয়ো উচ্চার মৈঁ দয়া অনুসার তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জৈ জৈ বিহারী॥ ১

দোহা—শ্রীবৃন্দাবনরতি শত কিয়ো বাণী মোদ প্রবোধ। ভগবন্ত সো ভাষা করোঁ সাখা মনকী সোধ॥

প্রথম শ্লোক—নমো নমো তাকো কাকো পুরুষ অভূত জাকৌ মহিমা অপার জাকী পারহু ন পায়ো হৈ। কনক রুচির ধাম রাজৈঁ ছবি অভিরাম করুণা কৌ গ্রাম নাম মঙ্গল কৌ গায়ো হৈ॥ ভক্তি নিসঙ্ক দেত স্বপচ সসঙ্ক আদি বচন ময়ঙ্ক অঙ্ক তম কো মিটায়ো হৈ। বাণী হুঁ তে নেতি নেতি ভগবন্ত-গতি দেতি জগত মেঁ বিদিত পরকাস প্রেম আয়ো হৈ॥

শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত——বরাহসংহিতার প্রমাণমূলে পয়ারাদি ছন্দে শ্রীনন্দকিশোর দাস-কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে ৫০টি অধ্যায় আছে। প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণধামই বর্ণয়িতব্য হইলেও তত্তৎলীলাস্থানের লীলাদিও বিস্তারিত ভাবে সংযোজিত হইয়াছে। বিশেষ বর্ণনা—মুক্তালতার বিবরণ, হোলিখেলা, গোবর্দ্ধনপূজা, মানসগঙ্গায় বিহার, দোললীলা, সেতুবন্ধন, গেণ্ডুখেলা, যোগিয়াস্থানে উদ্ধব-আগমন, শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ, চরণপাহাড়ী ও শিঙ্গারবট-বৃত্তান্ত, চীরঘাটে বস্ত্রহরণ, গোবৎসহরণ, নন্দোৎসব ও বাল্যাদিলীলা, বংশীবট, বেণুকূপ, যোগপীঠ, রাসলীলাদির বর্ণনাদি। শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থানুবাদ। ভাষায় সরলতা ও সুরুচিতা বর্ত্তমান, কষ্টকল্পনার অবসর নাই। (বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে ১২৮৩ নং পুঁথি)

বৃন্দাবনবিনোদ—রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি-রচিত ৭৫০ শ্লোকাত্মক কাব্য।

বৃষভানুজা নাটিকা—শ্রীমথুরাদাস-বিরচিত চতুরঙ্কাত্মক নাটিকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই বর্ণয়িতব্য বিষয়। প্রথমাঙ্কে--বনরক্ষিকার নিকটে বৃন্দার রাধাকৃষ্ণমিলনোপায়-কথন, প্রিয়ালাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের বন-প্রবেশ, তথায় রাধা-সকাশে চম্পকলতা-কর্ত্তৃক স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত-কথন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদর্শন। দ্বিতীয়ে—মদনার্চন-কালে রাধার সমীপে হঠাৎ কৃষ্ণের উপস্থিতি ও পরস্পরের প্রণয়ানুকুল সন্দর্শন। তৃতীয়ে—পরস্পরের পূর্বরাগ। চতুর্থে—মিলিত যুগলের বিলাস বর্ণনা।

বেদান্ত-স্যমন্তক——শ্রীমদ্-বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত বেদান্ত-প্রকরণ। এই গ্রন্থটি মণিবৎ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কিন্তু স্বগুণ-গরিমায় হৃদয়গ্রাহী। ইহা শ্রীগোবিন্দভাষ্যে ব্যুৎপত্তি-লাভেচ্ছু এবং তদ্ব্রহ্মস্ত-জিজ্ঞাসুদের উপকারার্থেই শ্রীপাদ রচনা করিয়াছেন। ইহা অতি সত্য কথা যে এই পুস্তক বেদান্তসিদ্ধান্ত-রত্নরাজিমধ্যে স্যমন্তকবৎ বিরাজমান হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের গৌরব-দায়ক হইয়াছে। ইহাতে ছয়টি কিরণ (অধ্যায়) আছে। **প্রথম** কিরণে—প্রমাণবিনা প্রমেয়সিদ্ধি হয় না বলিয়া তজ্জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান, শাব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য—এই আটপ্রকার

প্রমাণসমূহের উল্লেখ করত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দপ্রমাণ স্বীকার-পূর্বক অন্যান্য প্রমাণবৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমানেরও ক্কচিৎ ক্কচিৎ ব্যভিচারিতাদর্শনে শাব্দপ্রমাণেরই তত্ত্বনির্ণায়কত্ব নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কিরণে—(সর্বেশ্বরতত্ত্ব)—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্মভেদে পঞ্চবিধ প্রমেয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণ, শ্রীহরির পারতম্য-স্থাপন, বিরুদ্ধমত-নিরসন, শক্তিতত্ত্ব-বিচার, ব্রহ্মধর্মগুণসমূহ ভেদবৎ প্রতীত হইলেও তাহারা পরম সত্যই—অভেদেই ভেদভাণ হয় মাত্র—ইহাই 'বিশেষ' শব্দবাচ্য। নির্বিশেষবাদ-নিরসন, সেই পুরুষোত্তম হরির চতুর্ভুজত্বাদি, লক্ষ্মীতত্ত্ববিচার ও শ্রীরাধার স্বয়ং-লক্ষ্মীত্বস্থাপন। তৃতীয়ে—(জীবতত্ত্ব) জীব অণুচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট, (অস্মদর্থ), দেহাদিবিলক্ষণ, ষড়্ভাব-বিকারশূন্য, ভগবদ্দাস, শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে হরিভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হইতে পারে। ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠেয়। ঈশ্বর ও জীবের ভেদ যে নিত্যসিদ্ধ—এ বিষয়ে বিচার। চতুর্থে—(প্রকৃতিতত্ত্ব) সত্ত্বাদিগুণত্রয়ময়ী নিত্যা প্রকৃতি, গুণত্রয়ের সাম্যে প্রলয় ও বৈষম্যে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—মহত্তত্ত্ব (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক), তৎপরে অহঙ্কার, তাহাও সাত্ত্বিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ এবং মন উৎপন্ন হয়, রাজস অহঙ্কার হইতে দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় এবং তামস হইতে তন্মাত্রদ্বারা আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় প্রত্যেকেই পাঁচটি—ইহাদের বিভিন্ন দেবতা ও কর্ম—পঞ্চীকরণ-ব্যাপার—পঞ্চীকৃত ভূত-সমূহ হইতে চতুর্দশভুবনাত্মক-ব্রহ্মাণ্ডসমূহ জন্মে। মতান্তরে—চতুর্বিংশতি-তত্ত্বনিরূপণ। পঞ্চমে—(কালতত্ত্ব) কাল—গুণত্রয়শূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ। ভূত-ভবিষ্যদাদি-ব্যবহারের ও সৃষ্টি-প্রলয়ের কারণ কাল সদাই পরিবর্ত্তমান—এই কাল নিত্য ও বিভু হইলেও ভগবদ্ধামে কালের প্রভাব নাই। ষষ্ঠে—(কর্মনিরূপণ) কর্ম অনাদিসিদ্ধ, শুভ ও অশুভভেদে দুই প্রকার কর্ম। কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদেও ত্রিবিধ কর্ম—জ্ঞানোদয়ে সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ ও বিশ্লেষ হয়। ঐ জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দ্বিপ্রকার। শাস্ত্রজ্ঞানই পরোক্ষ এবং ভক্তিই অপরোক্ষ। ঈশ্বরাদিতত্ত্ব-পঞ্চাত্মক-বিবেকী ব্যক্তি অধিকারী, ভক্তি অভিধেয় এবং শ্রীহরিপাদলাভই প্রয়োজন।

বৈষ্ণবধর্মের আনুপূর্বিক বিবরণ—

(ক) বৈদিকযুগে বৈষ্ণবধর্ম—'শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণব' শব্দ আমরা বৈদিকযুগ হইতেই দেখিতে পাই। প্রাচীনতম ঋক্‌মন্ত্রে ঋষিরা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, ভোগৈশ্বর্য-কামনায় বিষ্ণুর প্রার্থনা করিতেন, আপদে বিপদে বিষ্ণুর স্মরণ করিতেন, কখনও বা নিষ্কাম ভক্তিভাবে তাঁহার মহিমাও কীর্ত্তন করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২২ সূক্তের ১৬ হইতে ২১ ঋক্ পর্যন্ত তাৎকালীন বিষ্ণু-আরাধনার প্রভাব, প্রসার ও প্রতিপত্তির যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। (১) অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ। (২) ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূলহ্ম পাংসুরে। (৩) ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধারয়ন্। (৪) বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত: যতো ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। (৫) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। (৬) তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ নিরুক্তের টীকায় দুর্গাচার্য সূর্যকেই বিষ্ণুনামে প্রতিপন্ন করিলেও কিন্তু এই মত সর্বসম্মত নহে; যেহেতু বেদবিভাগকর্ত্তা ও ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা ব্যাসদেবও বিষ্ণুকে সূর্য হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন—(গীতা ১৫।২২) 'যদাদিত্যগতং তেজস্তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।' আবার নারায়ণের ধ্যানেও স্পষ্টতঃই জানা যায়—'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ' ইত্যাদি। পৌরাণিকগণও বলেন—'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্'। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য—ঋক্ ১।১৫৬।৩, ১।১৬৪।৪৬, ৭।১০০।৩ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৩৫, ৯।

শাকপুণি ও ঔর্ণবাভ প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণও 'বিষ্ণু' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্য বাদ-রায়ণের ভাব-সম্মত। মহীধর শাক-পুণির অনুসরণে বলেন যে অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম অবতারে

ত্রিপাদ সঞ্চরণ করেন। বাদরায়ণ, মহীধর ও সায়ণ প্রভৃতির অভিমতেই হিন্দুসমাজ বিষ্ণুকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া পৃথক্ অর্চনা করিয়াছেন। সূর্য বিষ্ণুরই তেজে জ্যোতিষ্মান্।

ঋগ্‌বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্তের ৫-৬ ঋকে বিষ্ণুর বলবিক্রমের কথা বর্ণিত। বিষ্ণু 'উরুক্রম ও উরুগায়', বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ত্রিপাদসঞ্চরণ-স্থানের অন্তর্গত। তাঁহার ত্রিধাম মধু-(মাধুর্য)-পূর্ণ ও আনন্দময়। সে স্থানে গোধন আছে। তথাহি—তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো দেবযবো মদন্তি। উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ তাবাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভুরি॥ এই দুই মন্ত্র 'বর্হাস্ফুরিতরুচি গোপবেশ' বিষ্ণুর মাধুর্যময় ধাম গোলোক-বৃন্দাবনের মাধুর্যপ্রদর্শক। পরবর্তিকালে শ্রীব্যাসদেব সমাধিতে বিষ্ণুর যে মাধুর্যময়ী লীলা সন্দর্শন করত বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন—বৈদিক ঋষিরাও প্রিয়তম ধামে মাধুর্যের উৎস গোলোকের সেই দ্রুত গতিশীল বহুশৃঙ্গ গাভীর সন্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই মন্ত্রে গোলোকধাম-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতা প্রকাশিত। এই ঋষিরা তৎকালে 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত না হইলেও 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য।

ঋক (১।২২।১৭) মন্ত্রে বামনাবতার, শতপথব্রাহ্মণে (১।২।৫।৭) ইহার বিস্তৃতি, শতপথ (৭।৪।৩।৫) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।১৩।৩১) কূর্মাবতার, তৈত্তিরীয় সং (৭।১।৫।১) ঐ ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথে (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরশুরাম, ছান্দোগ্য উপ° (৩।১৭) তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০।১।৬), ঋগ্‌বেদ খিলসূক্তে দেবকীনন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি আছে। অথর্ববেদে (২।৩।৪।৫) **বিশ্বম্ভর** নাম পাওয়া গিয়াছে—'বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা'। শ্রীমদ্ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় ইহাকে প্রাচীন বৈদিক গৌরমন্ত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঋক্ (১০।১৫৫।৩) দারুব্রহ্মের অপৌরুষেয়ত্ব ও অনাদিত্ব প্রকটিত।

চারিবেদেই বিষ্ণুর উপাসনা দৃষ্ট হয় *। 'মন্ত্রভাগবত'-নামক গ্রন্থে ২৫০ ঋকে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার বেদমন্ত্রে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের কৃষ্ণলীলার সূত্র ঋগ্‌বেদ হইতে প্রদর্শন করিয়া নীলকণ্ঠভট্ট এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও বিষ্ণুর প্রাধান্য যথেষ্ট কীর্তিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।৫) 'অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ'; সায়ণাচার্য ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—যোঽয়মগ্নিঃ সর্বেষাং দেবানাং প্রথমঃ, যশ্চ বিষ্ণুঃ সর্বেষামুত্তমঃ, তাবুভৌ দেবানাং মধ্যে দীক্ষাখ্যস্য চ ব্রতস্য পালয়িতারৌ।' অগ্নিই সকল দেবতার প্রথম (মুখস্বরূপ), বিষ্ণুই সকল দেবতা হইতে উত্তম। ইঁহারাই দীক্ষাদানের অধিকারী; অতএব যজ্ঞাদি বৈদিক ব্যাপারে বিষ্ণুরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া বিষ্ণুই 'যজ্ঞেশ্বর' বলিয়া চির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে আছে—'যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র' ইত্যাদি।

শতপথ ব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মহিমা সূচিত হইয়াছে। তৎ বিষ্ণুং প্রথমং প্রাপ, স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ 'বিষ্ণুঃ দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ' ইতি (১৪।১।১।৫)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথমপঞ্চিকা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ খণ্ডে—'বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবেনং তদ্দেবতয়া স্বেনচ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি। বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্তি, যাজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু নিজেই স্বেচ্ছাক্রমে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সমর্দ্ধিত করেন। 'বিষ্ণুর্দেবতা যস্য স বৈষ্ণবঃ' এই রূপেই বৈদিক সাহিত্যে 'বৈষ্ণব' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনির (৪।২।২৪) 'সাস্য দেবতা' এই অর্থে 'বৈষ্ণব'-শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়।

এইরূপে অন্যান্য ব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রচলন-সময়ে এদেশে বৈদিক বৈষ্ণবগণের প্রভাব,

* বিষ্ণুসূক্ত, পুরুষসূক্ত (১০।৯১) প্রভৃতি ঋক্, অথর্ব (১৯।১।৬) ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিমঃ পরমন্তমাপ॥ (ঋগ্বেদ) আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানঃ, কৃষ্ণেন রজসা ত্যামৃণোতি সবিতা, কৃষ্ণা রজাংসি দধান (ঋগ্বেদ ১।৩৫১) মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে (কঠ)।

প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

উপনিষদেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন হইয়াছে—১। বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু (বৃহদারণ্যক ৬।৪।২১); ২। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ (তৈত্তি° ১।১।১); ৩। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং (কঠ ৩।৯।২, মৈত্রী ৬।২৬); ৪। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ (মহানারা°—৩।৬); ৫। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ (কৈবল্য) ; ৬। যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ নমো নমঃ (নৃসিংহ পূর্ব) ; ৭। এষ এব বিষ্ণুবেষ হে বধোৎকৃষ্টঃ (নৃসিংহোত্তর) ৮। বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেবঃ (ব্রহ্মবিন্দু) ; ৯। য এব বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি (নারায়ণ); ১০। (ছান্দোগ্য ৩। ১৭।৬) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় ; ১১। আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ (গীতা ১০।২১)।

এই সব উপনিষদ্ ব্যতীত গোপালতাপনী, রামতাপনী, কৃষ্ণোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, হয়গ্রীবোপনিষৎ ও গারুড়োপনিষদাদি বৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িক বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

শতপথ ব্রাহ্মণে 'নারায়ণ' নাম, অথর্ববেদান্তর্গত বৃহন্নারায়ণোপনিষদে 'হরি, বিষ্ণু ও বাসুদেব' নাম প্রাপ্ত হইতেছি। মহোপনিষদে 'নারায়ণই' পরমব্রহ্ম, অথর্বশিরঃউপনিষদে দেবকীপুত্র মধুসূদন, নারায়ণোপনিষদে (৪) 'ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্গুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও উহারা পাণিনির পূর্বে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়। 'জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে' (পাণিনি ১।৪।৭৯) সূত্রের ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত ব্যাখ্যানে জানা যায় যে এক-শ্রেণীর পণ্ডিত উপনিষৎ রচনা করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 'উপনিষৎকৃত্য' অর্থ উপনিষদ্গ্রন্থ-তুল্য গ্রন্থ-করণান্তর—এই অর্থ সর্ব-বৈয়াকরণ-সম্মত। 'উপনিষত্তুল্য' কথাদ্বারাই তৎপূর্বকালীন প্রাচীনতম উপনিষদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝা যাইতেছে। 'পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' (পাণিনি ৪।৩।১১০) এই সূত্রদ্বারাই জানা যায় যে বেদান্তদর্শনের বীজভূত উপনিষৎ-অবলম্বনে গ্রথিত ভিক্ষুসূত্র সম্বন্ধে পাণিনি সুবিদিত ছিলেন। [পাণিনি (৪।৩।৯৮—৯৯) সূত্রেও 'বাসুদেব' শব্দের ভগবদর্থেই ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার পতঞ্জলি জানাইতেছেন]।

পাণিনির পূর্বতন যাস্ক (নিরুক্ত ৩।২।৬) 'ইত্যুপনিষদ্বর্ণা ভবতি' এই-এইরূপ উক্তি দ্বারা 'উপনিষৎ' শব্দের প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছেন। সুতরাং প্রাগুক্ত উপনিষৎসমূহের প্রাচীনতায় সন্দেহ করা অযৌক্তিক। তবে একথাও স্বীকার্য যে সব উপনিষদ্ এখন পাওয়া যাইতেছে, ইহারা সকলগুলিই বেদোপনিষৎ না হইলেও উপনিষত্তুল্য বলিয়া উপনিষদ্নামে গ্রাহ্য ; কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত নারায়ণোপনিষৎখানি যে অতি-প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্রও নাই।

বেদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর প্রভৃতি কর্মজড় নির্বিশেষ-জ্ঞানিদের মতে গৌণ ও অনিত্য ; কিন্তু বেদে সুস্পষ্টভাবে উহাদের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদও বেদের পরম মুখ্যবৃত্তিতে সমর্থিত হইতেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভজনে **নামই** সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন—তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদ (১।১৫৬।৩)—'ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ' শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যা—হে বিষ্ণো ! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশ—সুতরাং নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও—ঈষন্মাত্র জানিয়াও যদি সেই নামাক্ষরগুলিরও অভ্যাসমাত্র করি, তবেই আমরা সুমতি (তদ্বিষয়ক বিদ্যা বা ভজন-রহস্য) লাভ করিব, যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত বস্তু স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ভয়দ্বেষাদিস্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া 'সাঙ্কেত্য' প্রভৃতি স্থলে নামোচ্চারণের মুক্তিপ্রদত্ব জানা যাইতেছে। (ভগবৎসন্দর্ভ ৪৯)

লীলা, ধাম ও পরিকর **সম্বন্ধে**—ঋক্ (১।৫৪।৬) 'তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি ইত্যাদি'। ব্যাখ্যা—সেই শ্রীকৃষ্ণবলদেবের বাস্তু (লীলাভুমি) প্রাপ্তির জন্য কামনা করিতেছি। তথায় বহুশৃঙ্গ শুভলক্ষণ কামধেনু বাস করে। এই ভূমিতে সেই লোকবেদ-প্রসিদ্ধ সর্বকাম-পরিপূরক-চরণারবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাতীত 'গোলোক'-নামক পরম পদ (ধাম) সুপ্রকাশিত আছে।

যজুর্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখায়

ধামের নিত্যত্ব — যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি'। পিপ্পলাদ শাখায় 'যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং, নিত্যং পদং বৈষ্ণবং হ্যামনন্তি' ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে (১।২২।১৬৪—৩১) 'অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্' ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলানিত্যতা প্রতিপাদিত; এইরূপে রূপগুণাদিও যে নিত্য, তাহাও বেদসংহিতায় দেখা যায়।

'উপনিষৎ' শব্দের ত্রিবিধ অর্থ—(১) যাহা দ্বারা ব্রহ্মেতর বিষয়ে আসক্তি-নাশ হয়, (২) যাহা দ্বারা পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা উন্মূলিত হয় এবং (৩) যাহা দ্বারা নিঃসংশয়ে ব্রহ্মসামীপ্য লাভ হয়—তাহাই উপনিষৎশব্দ-বাচ্য। রূঢ়ি, যোগ, যোগরূঢ়ি, মহাযোগ ও বিদ্বদ্-রূঢ়ি—এই পঞ্চ মুখ্যশব্দবৃত্তি-বলে এই 'উপনিষৎ' শব্দের দ্বারাই উপগম্য, উপগন্তা ও উপগমন—এই ত্রিবিধ বস্তু ও ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইয়া জীব ও ব্রহ্মের নিত্য অবস্থান এবং তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। নামাত্মক শব্দব্রহ্মমধ্যে রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও স্বরূপাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। উপগন্তা (জীবের) উপগম্য (ভগবানের) নিকট উপগমন ক্রিয়াটি একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই সাধিত হয়, [আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ] শ্রবণের ফলে কীর্ত্তন—শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গেরও অভিপ্রেত অভিধেয়—শ্রবণ-কীর্ত্তনই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে আম্নায়-বাক্যই প্রমাণরূপে গৃহীত—তাহাই শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ নবপ্রমেয়-রূপে বিবৃত করিয়াছেন। আম্নায় বাক্যের মৌলিক প্রমাণত্ব এবং ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সনাতনত্ব-সম্বন্ধে মুণ্ডক (১।১।১, ১।২।১৩) উপনিষদে—ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ বৃহদারণ্যক (২।৪।১০) অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদাথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥

শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ব—(গোপাল-তাপনী) 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ' ইত্যাদি।

একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ... ছান্দোগ্য (৮।১৩।১)—শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে.. [ঐ ৮।১।২ মন্ত্রে 'ব্রহ্মপুরে পদ্ম পুষ্প-সন্নিভ ধামের' ইঙ্গিত]

ব্রহ্মসংহিতা—(৫।২) সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।৮, ১৬, ১৯; ৪।৫, ৪।২০, ৬।৭ প্রভৃতিতে) শ্রীভগবানের স্বতঃপ্রকাশত্ব, প্রকৃত্য-তীতত্ব, শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সর্বশক্তি-সম্পন্নত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, অবিচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় (২।৭ অনুবাক) 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকেই অখিলরসামৃত-সমুদ্র বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য (৭।২৫।২) জীব শ্রীভগবান্‌কে সর্বস্ব বলিয়া জানিলে আত্ম-রতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ এবং স্বরাট্ হইতে পারে।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে বেদান্তের উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি-সমূহের যুগপৎ প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে; যথা—

(১) অভেদ-পক্ষে—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১); আত্মৈ-বেদং সর্বমিতি (...৭।২৫।১); সদেব-সৌম্যেদমগ্র আসীৎ (..৬।২।১) ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) ভেদপক্ষে—ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং (তৈত্তিরীয় ২।১); মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি (কঠ ১।২); যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥ (তৈ° আ° ১ অনু); যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ (শ্বেতাশ্ব° ৩।৯); প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ (শ্বেতা°—৬।১৬); তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং (কঠ ২।২৩, মু ৩।২); নিত্যো নিত্যানাং (কঠ ২।১৩); অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু (বৃহদা ২।৫।১৪) ইত্যাদি।

(খ) পৌরাণিকযুগে বৈষ্ণবধর্ম

মহাভারতে মোক্ষধর্ম-অধ্যায়ে 'নারায়ণীয়' নামক অন্তরধ্যায় আছে। এই সকল অধ্যায়ে প্রাচীনকালের নারায়ণোপাসক বৈষ্ণবগণের বিবৃতি দেওয়া আছে। শান্তিপর্বের ৩৩৫ অধ্যায়ে ১৭—১৯ শ্লোকে উপরিচর রাজার ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে তিনি নারায়ণের পরমভক্ত ছিলেন। ইনি সূর্যমুখনিঃসৃত সাত্বত বিধির অনুষ্ঠানে প্রথমতঃ দেবেশ নারায়ণকে

ও তদুচ্ছিষ্টদ্বারা পিতামহ (ব্রহ্মা) প্রভৃতিকে পূজা করিতেন। 'সাত্বত' শব্দে টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন 'সাত্বতানাং পাঞ্চরাত্রাণাং হিতং'। শান্তিপর্ব (৩৩৫।২৫) পাঞ্চরাত্র মুখ্যব্রাহ্মণগণ ভগবৎপ্রোক্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করিতেন। মহাভারতের এই আখ্যানপাঠে জানা যায় যে 'সাত্বত' বিধানই প্রাচীন বৈষ্ণবমত। মরীচি অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্তর্ষিই 'চিত্রশিখণ্ডী' নামে বিখ্যাত ও সাত্বতবিধির প্রবর্ত্তক। রাজা উপরিচর বৃহস্পতির নিকট এই চিত্রশিখণ্ডিজ শাস্ত্র পাঠ করেন এবং তদনুসারে যাগযজ্ঞাদিও করিতেন। শান্তিপর্বে (৩৩৭।৩—৫) জানা যায় যে* 'অজেন যষ্টব্যমিতি' এইবাক্যে 'অজ' শব্দে ছাগ না বুঝাইয়া বীজকেই বুঝায়। নীলকণ্ঠ-টীকায়—'যদা ভাগবতো হ্যত্যর্থমিত্যাদিরধ্যায়ো বৈষ্ণবানাং হিংস্রযজ্ঞ-বর্জনার্থঃ' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩৪৬ অধ্যায়ে (৪৭) 'ভক্ত্যা পরময়া যুক্তৈর্মনোবাক্‌কর্মভিস্তদা' এবং (৬৪) 'নারায়ণ-পরো ভূত্বা নারায়ণ-জপং জপন্' এই দুই বচনে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, এই ভক্তিই বৈষ্ণবধর্মের উপাসনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাই সাত্বতবিধি —স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই এই ধর্মের আদি উপদেষ্টা (মহাভারত শান্তি ৩৩৫।৩৪—৩৮)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও সাত্বততন্ত্রের প্রকাশ-সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিহাস আছে। (ভা° ১।৩।৮) তৃতীয় ঋষিসর্গে নারদরূপে নিষ্কর্ম লক্ষণ 'সাত্বত তন্ত্র' প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন—সাত্বতং বৈষ্ণব-তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমমাচষ্ট। সাত্বতধর্মকে শ্রীমদ্ভাগবতে 'ভাগবত-ধর্ম'ও বলা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট প্রথমতঃ ভাগবতধর্ম উপদেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসকে এইভাবে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। (ভা° ২।৯।৪২—৪৩) তৃতীয় স্কন্ধের টীকাপ্রারম্ভে শ্রীধর ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্মনারদাদি-দ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমারসাংখ্যায়নাদিদ্বারেণ।' ষষ্ঠ-স্কন্ধে (৩।২০—২১) ব্রহ্মা, রুদ্র, সনৎ-কুমার প্রভৃতি দ্বাদশজনই 'ভাগবত-ধর্ম-বেত্তা'।

এতদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে প্রাচীনতম কাল হইতেই এই বৈষ্ণব ধর্ম 'সাত্বত ধর্ম', 'ভাগবত ধর্ম' ও 'পাঞ্চরাত্রধর্ম' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সাত্বিক পুরাণ আলোচনা করিলে এই ধর্মের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়; সুতরাং পুরাণাদি-সম্মত সাত্বত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম অবৈদিক নহে, আধুনিক নহে। পুরাণগুলিও শ্রুতি-সম্মতই—এতদ্ বিষয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থ-সমূহে প্রমাণ আছে। মধ্যভারতে গোয়ালিয়র রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে বেসনগরে ১৯০৯ খৃঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন্ মার্সাল্ এক শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার কিয়দংশ—[J. R. A. S.]

দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইয়⋯হেলিওডোরেণ ভাগবতেন দিয়ন-পুত্রেণ তক্ষ-শিলাকেন যোনদাতেন আগতেন মহারাজস অন্তলিকিতস⋯উপন্তা⋯ অর্থাৎ দেবাদিদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এই গরুড়ধ্বজ অন্তলিকিতের নিকট হইতে সঙ্কাশরাজ কাশীপুত্র 'ত্রাতার' ভাগভদ্রের অধীনস্থ চণ্ডসেন রাজের সহিত সমাগত দিয়নপুত্র 'যোনদাত' তক্ষশিলা-নিবাসী ভাগবত হেলিওডোর-কর্তৃক উৎসৃষ্ট হইল। উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের হিসাবে খৃষ্টপূর্ব ১৭৫ হইতে ১৩৫ পর্যন্ত গ্রীকনরপতি অন্তলিকিতের রাজত্বকাল—এই শিলালিপির অক্ষরগুলিও ঐ কালেরই পরিচয় দেয়। বার্ণেট্ সাহেবও ঐ শিলালিপির বিষয়ে বলিয়াছেন যে খৃষ্টপূর্ব বহু কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ভক্তিমার্গে যে মুখ্য উপাসনা হইত—এ বিষয়ে এই শিলালিপিই জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে।

ঐতিহাসিক প্রমাণ—খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের কথা আছে। Buhler (Sacred Books of the East. Vol. XIV) দেখাইয়াছেন যে, বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রের পূর্বেও দামোদর ও গোবিন্দের উপাসনা সাধারণের

* বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ-সংজ্ঞানি বীজানিচ্ছাগং ন হন্তুমর্হথ। নৈষ ধর্ম্মঃ সতাং দেবা যত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ।

মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং ত্রিবিক্রম বামন-বিষ্ণু বাসুদেব বলিয়া পূজিত হইতেন (২-৫।৯।১০)। ৭০০—৬০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দেরও পূর্বে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। এই সময় ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল। আর ইঁহার উপাসনায় লোকে বিষ্ণুপাদেরই পূজা করিত। বুদ্ধের পদচিহ্নের পূজার পূর্বে গয়াধামে বিষ্ণুপাদেরই পূজা হইত। যাস্কোদ্ধৃত উর্ণবাভের 'সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শির-সীত্যৌর্ণবাভঃ' বচন হইতে পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পূর্বেও যে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ছিল, তৎসম্বন্ধে—

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥

ঋগ্‌বেদ (১০।১৫৫।৩)

সায়নাচার্যকৃত - ভাষ্যম্——অদো বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানমপুরুষং নির্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং সিন্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরে প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে তদ্দারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুমশক্য হে স্তোতরারভস্ব আলম্বস্ব উপাস্স্বেত্যর্থঃ। তেন দারুময়েন দেবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতি-শয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে সুদূর দেশে যে অপৌরুষেয় দারুময় পুরুষোত্তমদেব সমুদ্রতটে বিরাজমান্ আছেন, তাঁহার উপাসনা হইতেই সর্বোৎকৃষ্ট বৈষ্ণবধামে গতি হয়। এই মন্ত্রটি স্পষ্টতঃই জানাইতেছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপাসনাদি অনাদিকাল হইতেই প্রাপ্ত।

(গ) সাত্বত ও পাঞ্চরাত্র-মত—সম্বন্ধে ১৬২২—১৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(ঘ) বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়—

পদ্মপুরাণে (গৌতমীয় তন্ত্রে) চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় উক্ত হইয়াছে, —অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ কলিকালে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক-নামে চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্ষিতিপাবন হইবেন। এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয় অধুনা আচার্যদের নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥ অর্থাৎ শ্রী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামিকে এবং চতুঃসন নিম্বার্ককে স্বস্বসম্প্রদায়ের অভিনব প্রবর্ত্তক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই এক্ষণে ভারতবর্ষে দৃষ্টি-গোচর হইতেছে; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও বৈষ্ণবধর্মের অভিনব সমুজ্জ্বল সিদ্ধান্ত প্রকটন করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইহাকে মধ্বাচার্য সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন এবং শ্রীগৌড়েশ্বর-সম্প্রদায় নামে খ্যাত বলিয়া থাকেন। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের বাসভূমি। স্বনামধন্য শ্রীল রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় স্বকৃত 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থের ৮৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

'রামানুজ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমার্গ ভাগবত সম্প্রদায়-সম্মত। রামানুজ অদ্বৈত-বাদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম করিয়া নিজ পাঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি ইহার উন্নতি অপ্রতিহতগতিতে আসিয়াও আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ন্যায় জগৎকে কোন অমৃতময় সিদ্ধান্ত দিতে সমর্থ হয় নাই। মধ্বাচার্যের মতকে প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায় বলা চলে, কিন্তু তাহাও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-কুমুদিনী শ্রীমন্ মহাপ্রভুরূপ পূর্ণশশির কিরণে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির স্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধসরসী মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; অথবা বলিতেও পারা যায় যে, সেই পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্যমতগুলি নির্মল গগনে তারকাসম বিলীন হইয়া গিয়াছে। এইজন্য পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবতের অবশ্যম্ভাবী গতি—সাগরে নদীর গতির ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, অন্যত্র নহে। তাহার পর গৌড়ীয় সম্প্রদায়, ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের ভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।'

১। শ্রীসম্প্রদায় ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—

যদ্যপি শ্রীরামানুজাচার্য হইতেই শ্রীসম্প্রদায় সমধিক প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তথাপি তৎপূর্বেও বোধায়ন, দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব, শঠকদমন, নাথমুনি এবং যামুনাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন মনস্বীগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এই মতটি রামানুজের কল্পনাপ্রসূত নহে, বরং তিনি সেই মতটিকে বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের বিরুদ্ধে যতজন দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তন্মধ্যে রামানুজের আসনই যে সর্বোচ্চে, এ কথা অবিসংবাদিত সত্য। রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের নাম —বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিশিষ্ট অর্থ—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম। দ্বৈত অর্থ ভেদ, অদ্বৈত—অভেদ বা একত্ব। মিলিত অর্থ এই —চেতনাচেতন-বিভাগবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব-নিরূপক সিদ্ধান্ত। আবার কাহারও মতে—ব্রহ্ম দ্বিবিধ—এক স্থূলচেতনাচেতন-বিশিষ্ট, অপর সূক্ষ্মচেতনাচেতনবিশিষ্ট —এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব-প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এইমতে পদার্থ তিন প্রকার—(১) চিৎ (জীব), (২) অচিৎ (জড়) ও (৩) ঈশ্বর। 'ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ।' এই পদার্থ তিনটী 'তত্ত্বত্রয়' নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে চিৎ অনন্ত জীবাত্মা, অচিৎ জড়জগৎ এবং নিখিলকল্যাণ-গুণগণাকর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি স্বপ্রকাশ জগৎপ্রভু বাসুদেবই ঈশ্বর। এই তিনই পুরুষোত্তম শ্রীহরির রূপ। বিষ্ণুপুরাণের 'জগৎ সর্বং শরীরং তে' এই বচনেই অনন্তজীবজগৎ যে তাঁহারই শরীর, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এই তত্ত্বত্রয়-সমর্থনের জন্য রামানুজ ভাষ্যমধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তচয় অন্তর্নিহিত করিয়াছেন—

(১) স্থূলসূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব। (২) দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ। (৩) ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি সবিশেষভাব। (৪) ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নির্বিশেষবাদ-খণ্ডন। (৫) জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও সেবকত্ব। (৬) জীবের বন্ধ ও তাহার কারণ —অবিদ্যা। (৭) জীবের মোক্ষ ও তদুপায়—বিদ্যা। (৮) উপাসনাত্মক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষ-সাধনত্ব। (৯) মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিনিরসন। (১০) শঙ্করাভিমত-মায়াবাদ-খণ্ডন। (১১) অনির্বচনীয়তা-বাদ-খণ্ডন। (১২) জগতের তুচ্ছত্বখণ্ডন ও সত্যতাস্থাপন। (১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্মশরীরত্ব-নিরূপণ প্রভৃতি। রামানুজ শ্রীভাষ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও অনুভবাদির সাহায্যে এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া স্বাভাবিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি বৌদ্ধবিজয়ে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজকে সেরূপ কোনও বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি আচার্য শঙ্করকেই প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহারই মত-খণ্ডনে অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্য সরল, মধুর ও গম্ভীর এবং চিত্তাকর্ষক; কিন্তু রামানুজের শ্রীভাষ্য অধিকতর সূত্রানুসারী ও সমীচীন। শঙ্কর স্বমত-সমর্থনে কষ্টকল্পনা করিয়াছেন, রামানুজকে তাহা করিতে হয় নাই। রামানুজ বিচারমল্লতা ও ভাব-প্রবণতায় যেরূপ পটুতা দেখাইয়া-ছেন, ভাষাবিন্যাসে সেরূপ চতুরতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা এত জটিল যে সহজে তাহার সার সংগ্রহ করা সুকঠিন ব্যাপারই বটে। শঙ্কর ও রামানুজের মত-বৈষম্য, ভাবধারা ইত্যাদি সবিশেষ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ঘোষ-কৃত 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ' দ্রষ্টব্য।

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষিতকী ও শ্বেতাশ্বতর—এই দ্বাদশ উপনিষদ প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত ও বেদান্তিগণের সমাদৃত। প্রস্থানত্রয় বলিতে উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাই বাচ্য—ইহারা ক্রমশঃ শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান ও স্মৃতি-প্রস্থান-নামে সংজ্ঞিত হয়। প্রত্যেক বেদান্তিসম্প্রদায়ই এই প্রস্থানত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

একই ব্রহ্ম যেমন উপাসকের সাধনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান, তদ্রূপ একই বেদান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য-কৌশলে বিভিন্ন-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্কর বা রামানুজের পূর্বে, এমন কি ব্রহ্মসূত্র-সংগ্রহের পূর্বেও বেদান্ত শাস্ত্র লইয়া ঋষিদের মতভেদ ছিল; আত্রেয়ী, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি ও বাদরি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রধান প্রধান বেদান্তসিদ্ধান্তেও একমত নহেন *; সুতরাং শঙ্কর বা রামানুজকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক বলা যায় না, তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। ইঁহারা স্বস্বমতের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন এইমাত্র বলা যায়। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি সকলেই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়াছেন। শঙ্কর শারীরক ভাষ্য, রামানুজ শ্রীভাষ্য, বল্লভাচার্য অনুভাষ্য, শ্রীমধ্বাচার্য দ্বৈতভাষ্য (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন) নিম্বার্ক বেদান্তপারিজাতসৌরভ, শ্রী-বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত বিজ্ঞানামৃতভাষ্য, শ্রীকণ্ঠাচার্যকৃত শৈবভাষ্য এবং পঞ্চানন তর্করত্ন-কৃত শক্তিভাষ্যও আছে। পাণিনিকৃত (৪।৩।১৪০) 'পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ এবং সুপদ্মব্যাকরণ 'কর্মন্দ-পারাশর্যাভ্যামিন্ ভিক্ষুসূত্রে' † এই দুই সূত্র হইতে জানা যায় যে পরাশর ও কর্মন্দ উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ ভিক্ষুসূত্র রচনা করিয়াছেন। ভিক্ষু-শব্দ কোষে সন্ন্যাসিপদবাচ্য। ভাগ° (৭।১৩।৩,৭ ; ১১।১৮) শ্লোকে ভিক্ষুর কর্ত্তব্যতানির্দেশ হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনে চারিটী পাদে সূত্র-সংখ্যা—৫৫৫, মতান্তরে ৫৫৮। সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল চারিপাদে বিবৃত। প্রত্যেক পাদে চারিটী অধ্যায়। শাঙ্করদর্শনের তাৎপর্য—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' রামানুজ ব্রহ্মকে চিদচিদবিশিষ্ট বলিয়াছেন, এই বিশেষ পদার্থও ব্রহ্মের শরীর, নিত্য। রামানুজের ব্রহ্ম নিখিল-কল্যাণদ্রব্যকর্মগুণবিশিষ্ট বাসুদেব। 'বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণ-সংযুতঃ। ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ।' ধ্যান ও ভক্তি-দ্বারাই বাসুদেব লভ্য। 'ধ্যানঞ্চ—তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতি - সন্তানরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিঃ।' ভক্তিঃ—'নিরতিশয়া-নন্দপ্রিয়ানন্যপ্রয়োজন -- সকলেতর-বিতৃষ্ণাবদ্‌জ্ঞানবিশেষ এব।' 'গীতাভাষ্য'

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই অদ্বৈত-বাদী, সাংখ্যের ন্যায় প্রকৃতিপুরুষবাদী বা ন্যায়বৈশেষিকবৎ বহুপদার্থবাদীও নহেন। শঙ্কর—চিন্মাত্র-বাদী, রামানুজ — চিদচিদ্‌বিশিষ্টব্রহ্মবাদী। শঙ্করের মতে চিদেকরস ব্রহ্ম-ভিন্ন সকল পদার্থ মিথ্যা ইন্দ্রজালবৎ প্রতীয়মান; রামানুজও 'সর্বব্রহ্মময়' স্বীকার করেন, কিন্তু এই ব্রহ্ম সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিত হইলেও স্বগতভেদযুক্ত। শঙ্করের মতে জগৎ মায়া-কল্পিত, রামানুজ-মতে বাস্তব; শঙ্করের ঈশ্বর মায়াশবলিত; রামা-নুজের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্ব-কর্ত্তা। শঙ্করের মতে মায়া-উপাধি ব্যতীত জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই, রামানুজমতে প্রত্যেক জীবই চিৎকণ ও ব্রহ্মের অংশস্বরূপ। ইহাদের পৃথক্ সত্ত্বা আছে, চিরদিনই থাকিবে। শঙ্করের মুক্তি ব্রহ্মকৈবল্য আর রামানুজের মতে ভগবদ্ধামে নিত্যপ্রতিষ্ঠাই মুক্তি। রামানুজ শঙ্করের ন্যায় নির্গুণ ও সগুণভেদে ব্রহ্মদ্বৈধ স্বীকার করেন না। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী, রামানুজ পরিণামবাদী।

শ্রীরামানুজীয়মতে ভগবান্ পঞ্চরূপে আত্মপ্রকট করেন—(১) অর্চা (প্রতিমা), (২) বিভব (মৎস্যাদি অবতার), (৩) ব্যূহ (বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), (৪) সূক্ষ্ম (বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম) ও (৫) অন্তর্যামী। ইঁহাদের ছয় গুণ—বিরজ, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘিৎসা (ক্ষুৎপিপাসাভাব), সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। উপাসনাও পঞ্চপ্রকার —(১) অভিগমন (দেবতাগৃহ-পথমার্জনা ও অনুলেপনাদি), (২) উপাদান (পূজোপকরণাদি-আহরণ), (৩) ইজ্যা (ভগবৎপূজা), (৪) স্বাধ্যায় (অর্থবোধপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত ও স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও শাস্ত্রাভ্যাসাদি) এবং (৫) যোগ (ধ্যান, ধারণা ও সমাধি)। ফল—বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

এই সম্প্রদায় গ্রন্থবিষয়ে ধনী। শ্রীভাষ্য, দ্রমিড়ভাষ্য, ন্যায়সিদ্ধি,

* ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২০—২২ ; ৪।৩।৭, ১২, ১৪ ; ৪।৪।৫—৭ সূত্র দ্রষ্টব্য।

† রামানুজীয় গীতাভাষ্য ১৩।৪

সিদ্ধিত্রয়, শ্রুতপ্রকাশিকা, বেদান্ত-বিজয়, তত্ত্বত্রয়, গীতাভাষ্য ইত্যাদি বহুগ্রন্থ আছে। রামানুজের বহুশাখার মধ্যে কতকগুলি প্রসিদ্ধ—(১) রামানন্দী, (২) কবীরপন্থী, (৩) খাকি, (৪) মুলুকদাসী, (৫) দাদুরপন্থী, (৬) রয়দাসী, (৭) সেনপন্থী, (৮) রামসনেহী প্রভৃতি। ইঁহারা প্রায়শঃই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। শ্রীসম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী ভক্তমালে বর্ণিত আছে (দশম মালা দ্রষ্টব্য)! আলোয়ারগণের প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-প্রণীত 'শ্রীবৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে আলোচ্য। [অভিধান প্রথম খণ্ডে ৭২৭—৭২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

২। শ্রীমধ্বাচার্য ও দ্বৈতভাষ্য—

আনন্দতীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্যের নামান্তর। ইনি দ্বৈতভাষ্যের প্রবর্ত্তক; ইঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দার্শনিকতত্ত্বের প্রগাঢ় আলোচনা না থাকিলেও অণুভাষ্যে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। আনুমানিক দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে * ইঁহার প্রাদুর্ভাব। ইনি জীবের অণুত্ব, দাসত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃপ্রামাণ্যত্ব, প্রমাণত্রয় ও পঞ্চরাত্র-উপজীব্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে রামানুজের সহিত প্রায়শঃ একমত হইলেও (রামানুজের) তত্ত্বত্রয়ের সহিত ইঁহার মতানৈক্য আছে। তাঁহার মতে তত্ত্বপদার্থ দুইটি—(তত্ত্ববিবেক)

'স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে। স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষোঽশেষসদ্গুণঃ।'

সর্বদর্শনসংগ্রহে এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—পরমেশ্বর জীব হইতে ভিন্ন, কেননা তিনি সেব্য, যিনি যাহার সেব্য, তিনি সেবক হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন †, যেমন ভৃত্য হইতে রাজা ভিন্ন। শাকল্যসংহিতা পরিশিষ্ট ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে এই দ্বৈতবাদের সমর্থক শ্রুতির উদ্ধার হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে ভেদ পঞ্চবিধ—(১) জীবেশ্বর-ভেদ, (২) জড়েশ্বরভেদ, (৩) জীবে জীবে ভেদ, (৪) জড়ে জীবে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে ভেদ।

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা। জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥ মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ। সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥ (বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়)

শ্রীমন্ মধ্ব তিনটি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন। (১) শ্রীমদ্-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং বা সূত্রভাষ্যং—এই ভাষ্যটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির প্রমাণ দ্বারা শ্রীব্যাসের সমস্ত সূত্রই যে একসূত্রে গ্রথিত ও শুদ্ধদ্বৈত-তাৎপর্যপর, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই—কেবল শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণমূলে সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি দেখান হইয়াছে। (২) অনুব্যাখ্যানং বা অনুভাষ্যং—ইহা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ—ইহাতেই পূর্বাচার্যদের মতবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বমতস্থাপন হইয়াছে। (৩) অণুভাষ্যং—চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য ইহাতে শ্লোকাকারে গুম্ফিত হইয়াছে। গীতাভাষ্যে আচার্য মধ্বের মতবাদ সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত আছে। মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়ে অদ্বৈত-বাদের অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাষ্যে উদ্ধৃত ব্রহ্মতর্কের শ্লোক-কতিপয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের স্পষ্ট ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে—'নারায়ণে অবয়বী ও অবয়ব-সমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও অংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীব-স্বরূপে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও ঐরূপ অভেদ বিদ্যমান; অতএব অংশাদির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু, গুণাদির গুণিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্ অবস্থানের অভাবহেতু এবং অংশী ও অংশাদির নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশি-প্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয়াদি শব্দে কথিত হয়। ক্রিয়াদির নিত্যতা, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিত্বনিবন্ধন পরমেশে সকলই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতু জীবসমূহে এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও তত্তদ্বিষয়গত ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান; যেহেতু

* শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত 'বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে বিবিধ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-কাল ১১৬০ শকাব্দা নিরূপিত হইয়াছে (পৃঃ ২৯—৩৭)।

† পরমেশ্বরো জীবাদ্ভিন্নঃ, তং প্রতি সেব্যত্বাৎ, যো যং প্রতি সেব্যঃ স তস্মাদ্-ভিন্নো যথা ভৃত্যাদ্ রাজা।

অন্যত্র ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্ত কারণ ব্যতীত কার্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য।' মধ্বভাষ্য ২।৩।২৮—২৯ দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবদ্‌গীতাতে ক্ষর ও অক্ষর দ্বিবিধ পুরুষের উল্লেখ আছে। ইঁহার মতে তত্ত্বমস্যাদি-বাক্য তাদাত্ম্য-প্রতিপাদক নহে, 'আদিত্যো যূপবৎ' এই বাক্যবৎ কেবল সাদৃশ্যের দ্যোতনা করে। মুক্তাবস্থাতেও জীব পৃথক্। 'জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্বদৈব বিলক্ষণৌ।' জগৎ ক্ষয়শীল বটে, কিন্তু মিথ্যা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে। সিদ্ধান্তসার—সদাগমৈক-বিজ্ঞেয়ং সমতীত-ক্ষরাক্ষরং। নারায়ণং সদা বন্দে নির্দোষাশেষসদ্গুণম্।

রামানুজ ও মাধ্বসম্প্রদায় বৈষ্ণব হইলেও উপাসনা এবং সাম্প্রদায়িক চিহ্নাদিতে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে। মায়াবাদশতদূষণী বা তত্ত্বমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতবাদের সমর্থনপূর্বক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ—উপাস্য দেবতা, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ—লক্ষ্মী, ভূমি ও লীলাদেবী সহ বিরাজ করেন। ইঁহারা সারূপ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি স্বীকার করেন। বিষ্ণুর প্রসাদলাভই উপাসনার প্রয়োজন। এই ধর্মের মর্ম শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্যক্ত করিয়াছেন—[প্রমেয়রত্নাবলী ৯]

শ্রীমন্ মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো, ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনমক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলা-ম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।

শ্রীগুরুপরম্পরা যথা, শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মা—নারদ—বাদরায়ণ··· মধ্বাচার্য—পদ্মনাভ—নরহরি —— মাধব—অক্ষোভ্য—জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু——দয়ানিধি— বিদ্যানিধি — রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম—বিষ্ণুপুরী ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম হইতে ব্যাসতীর্থ—লক্ষ্মীপতি — মাধবেন্দ্রপুরী — ঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু। ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ। এই গুরুপ্রণালী-অনুসারে গৌড়ীয়সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায়।

'মধ্ববিজয়' গ্রন্থে মধ্বাচার্যের বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। দক্ষিণা-পথের বহু স্থান এই সম্প্রদায়ের আবাস-স্থান। উড়ুপী (নামান্তর—রজতপীঠপুর) গাদী। ইঁহাদের বহু শাখাপ্রশাখা আছে।

৩। শ্রীবল্লভাচার্য ও বিশুদ্ধা-দ্বৈতভাষ্য

শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য অণুভাষ্যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের আলোচনা করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্কর ব্রহ্মকে নির্ধর্মক, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের 'সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ' (২।১।৩৭) এবং 'সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ' (২।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য-নির্ধারণে বল্লভাচার্য অশুদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ নিরসনপূর্বক বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। এই ভাষ্যে ব্রহ্মের সর্বধর্মবত্ত্ব, বিরুদ্ধ-সর্বধর্মাশ্রয়ত্ব, সর্বকর্তৃত্ব, ব্রহ্মগতবৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ-পরিহার, ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব, জীবস্বরূপ, জীবের নিত্যতা, জ্ঞাতৃত্ব, পরিণাম, ভোক্তৃত্ব, অংশত্ব, জীবব্রহ্মের অভেদত্ব, জগৎ-পত্যত্ব, জগৎসংসারভেদ, অবিকৃত পরিণামবাদ, আবির্ভাব-তিরোভাব-বাদ, ভক্তিসাধনত্ব ও পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

ইঁহাদের মতে পরব্রহ্ম সর্বধর্ম-বিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দ, ব্যাপক, অব্যয়, সর্বশক্তিমৎ, স্বতন্ত্র, নির্গুণ (প্রাকৃত-গুণবর্জিত), দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদবর্জিত। নির্গুণ হইয়াও তিনি সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার ইত্যাদি। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মায়াকৃত নহে, আরোপিতও নহে। নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব অসম্ভব, সগুণ ব্রহ্ম পরতন্ত্র, পরতন্ত্রেরও বর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কাজেই ব্রহ্মের সর্বকর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২), 'অহং সর্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' (গীতা ১০।৮)।

এই ভাষ্যে জীব চিৎকণ, সূক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন, চিৎপ্রধান ও আনন্দস্বরূপ। জীব নিত্য, কিন্তু এই নিত্যতা অলীক। মায়াবাদিরা জীবকে ব্রহ্ম বলেন, ইঁহাদের মতে জীব বিভু, কিন্তু বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে জীব অণু। জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি ও অংশত্বাদি আলোচিত হইলেও জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্ম চিৎ ও পূর্ণপ্রকটানন্দ, জীব তিরোহিতানন্দ হইলেও শুদ্ধজীব এবং ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই পদার্থ।

শঙ্করমতে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে জগৎ সত্য ও নিত্য,

ভগবদ্রূপও ভগবান্ হইতে অনন্য। 'ভাবে চোপলব্ধেঃ' (২।১।১৫) দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের মতে ভক্তিই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের সাধন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিৎ পদার্থ প্রলয়েও সূক্ষ্মাকারে অচিদ্ভাবেই বর্ত্তমান থাকে, স্থূল ও সূক্ষ্ম জীব-সম্বন্ধেও এই কথা—কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে এই দুই পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নিত্য সত্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সালোক্যাদি চতুর্বিধ মোক্ষ, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে সাযুজ্যমোক্ষও স্বীকৃত হইয়াছে।

রুদ্র হইতে এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত এবং ইহার প্রথম আচার্য হইয়াছেন —বিষ্ণুস্বামী, ব্রহ্মসম্প্রদায়ের ন্যায় রুদ্রসম্প্রদায়ও যে প্রাচীন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪২০।৪২৫ বৎসর পূর্বে বল্লভাচার্য এই সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আচার্য পদবী লাভ করেন বলিয়া 'বল্লভাচারী'-নামেও ইহা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। 'মারুতশক্তি'-নামক টীকা-গ্রন্থে ইঁহাদের গুরু-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে *। শাণ্ডিল্যসংহিতা ভক্তিখণ্ডের পঞ্চমাধ্যায় উদ্ধার করিয়া উক্ত টীকাকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে শ্রীভগবানের বদন হইতে উদিত সর্বশ্রুতিবিশারদ বল্লভাচার্য প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বসম্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণ করিবেন। এই বল্লভাচার্য-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [মধ্য ১।২৬৩, ১৯।৬১ ১১৩, অন্ত্য ৭ম পরিচ্ছেদ] দ্রষ্টব্য। মথুরা, বৃন্দাবন ও কাশীতে ইঁহাদের মন্দির আছে; উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী শ্রীনাথদ্বারে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামির প্রকটিত শ্রীগোপালদেব এক্ষণে ইঁহাদের সেবা অঙ্গীকার করিতেছেন। পুষ্টিমার্গ ও মর্যাদামার্গ ভেদে ইঁহাদের উপাসনা-প্রণালী দ্বিবিধ।

৪। শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতভাষ্য--

সুদর্শনাবতার (সূর্যাবতার ?) শ্রীনিম্বাদিত্য (পূর্বনাম—নিয়মানন্দ) ঔড়ুলোমি-প্রণীত বেদান্তসূত্রবৃত্তি-অবলম্বনে 'বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ' প্রণয়ন করেন। ইহা বাক্যার্থগ্রন্থ-মাত্র। এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত ভাষ্য কিন্তু শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যকৃত 'বেদান্ত-কৌস্তুভ'। শ্রীনিম্বার্কেরই শিষ্য শ্রীনিবাস অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন। কেশবকাশ্মীরী প্রণীত 'কৌস্তুভপ্রভাবৃত্তি'খানি আরও বিস্তৃত ও বহুল বিচারপূর্ণ। মাধব-মুকুন্দ-রচিত 'পরপক্ষগিরিবজ্র' গ্রন্থও মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ। ব্রহ্ম—ভগবান্ বাসুদেব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহাদের মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ—চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম; কিন্তু চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। জ্ঞানই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়। ধ্যান, ধ্রুবা স্মৃতি ও পরাভক্তি প্রভৃতিই জ্ঞানশব্দের পর্যায়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—তৎপ্রাপ্তির উপায়।

জীবের লক্ষণ—অচিদ্বর্গভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাদি-ধর্ম-বিশিষ্ট, ভগবদায়ত্তস্বরূপস্থিতি-প্রকৃতিশীল, অণুপরিমাণ, প্রতি শরীরে ভিন্ন, মোক্ষার্হ চিৎপদার্থই জীব। অচিৎ পদার্থ—প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও কালভেদে ত্রিবিধ। গুণত্রয়াশ্রয়ভূত দ্রব্য প্রাকৃত, ইহা নিত্য ও পরিণামাদি-বিকারী। অপ্রাকৃত অচিৎ পদার্থ—ত্রিগুণা প্রকৃতি ও কাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ও অচেতন। প্রকৃতি-মণ্ডল-ভিন্নদেশবর্ত্তী নিত্যবিভূতি-সম্পন্ন পরব্যোম, পরমপদ, ব্রহ্ম-লোকাদিই অপ্রাকৃত অচিৎ পদার্থ। এই ধামসকল অপ্রাকৃত ও কালাতীত। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভিন্ন কাল পদার্থ নিত্য ও বিভু। ইঁহারা বহুশ্রুতি-প্রমাণে ভেদাভেদবাদের সযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে ভেদাভেদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই বেদান্তের বিষয় এবং শ্রীভগবদ্ভাব-লক্ষণ মোক্ষই প্রয়োজনতত্ত্ব। ভক্তিই মোক্ষের সাধন এবং ধ্রুবা স্মৃতিই ভক্তি নামে অভিহিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। নিম্বার্ককৃত দশশ্লোকীতে যে উপাস্যের বর্ণনা আছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। পুরুষোত্তমাচার্য - প্রণীত বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা-টীকায় রুক্মিণী, সত্যভামা ও শ্রীরাধামিলিত শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য বলিয়া নির্ধারিত। 'রুক্মিণী - সত্যভামা-ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সম্প্রদায়িভির্বৈষ্ণবৈঃ সদা উপাসনীয়ঃ।' দশশ্লোকীতে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দেখা যায়—(১) উপাস্য, (২) উপাসকের স্বরূপ, (৩) সাধনভক্তি, (৪) ভক্তিরস [প্রেমলক্ষণা ভক্তি] এবং (৫) উপাস্যপ্রাপ্তির অন্ত-

* আদৌ শ্রীপুরুষোত্তমং পুরহরং শ্রীনারদাখ্যং মুনিং, কৃষ্ণং ব্যাসগুরুং শুকং তদনু বিষ্ণুস্বামিনং দ্রাবিড়ম্। তচ্ছিষ্যং কিল বিল্বমঙ্গলমহং বন্দে মহাযোগিনং, শ্রীমদ্বল্লভনাম ধাম চ ভজেহৎস্বসম্প্রদায়াধিপম্।

রায় (মায়া)। হরিব্যাসীগণ সখীভাবে রাগমার্গে উপাসনার কথা বলেন। মহাবাণীতে প্রেমভক্তি-সাধনা ও সখীভাবে কৃষ্ণসেবার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরপক্ষগিরিবজ্র তৃতীয় অধ্যায়ে আছে—প্রথমতঃ ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগ দ্বারা চিত্তসংস্কার, তৎপর বৈরাগ্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা—তাহা হইতে শ্রবণাদি-লক্ষণ সাধনদ্বারা স্বরূপাদিবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান—তাদৃশ জ্ঞানের পরে ধ্যান পরিপাক হইলে পরাভক্তি-পর্যায়রূপা ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে। এই অবস্থায় ভগবদনুগ্রহে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা হইলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। নিম্বাদিত্যের হরিব্যাস ও কেশবভট্ট নামে দুই শিষ্য হইতে দুই শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহারা উদাসীন ও গৃহস্থ দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্বাদিত্যের বিবরণ ভক্তমালে (১০) অনুসন্ধেয়।

কেহ কেহ নিম্বার্ক-মতের কাল-সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বলেন যে এই মত পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর পরে প্রচার-প্রসার হইয়াছে; কিন্তু রামানুজের বেদার্থসংগ্রহে 'পরোপাধ্যালীঢ়ং বিবশমশুভস্যাস্পদং' ইত্যাদি বাক্যে ভাস্কর ভাষ্যের ইঙ্গিতই বুঝা যায়। হিন্দী ভক্তমালের দোঁহায়, বার্ত্তিকপ্রকাশে, লালদাসকৃত অনুবাদে, প্রমেয়রত্নাবলীর (১।৬) শ্লোকে, ভক্তিরত্নাকরের (৫।২১২৯—৩০, ১২।২২৫৬—৫৭) পয়ারে প্রাচীনকাল হইতে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। [নিম্বার্ক-রচিত দশশ্লোকী ও পারিজাতভাষ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ] 'প্রাচীন সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম নিম্বার্ক—তৈলঙ্গ-দেশের বৈদূর্যপত্তনে (মুঙ্গেরপত্তন বা মুঙ্গিপাটনে) আরুণি নিম্বাদিত্য বা নিয়মানন্দ-নামে আবির্ভূত হন। তিনি সনৎকুমারের শিষ্য নারদের নিকট উপদেশ-লাভে জগতে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া সায়ন মাধব তদীয় সর্বদর্শন-সংগ্রহে বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির মতের উল্লেখ করিলেও নিম্বার্কের নাম উল্লেখ করেন নাই।' (গৌড়ীয় ১০।৪০)।

বিষ্ণুযামলের — 'নারায়ণমুখাম্ভোজান্মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ। আবির্ভূতঃ কুমারৈস্তু গৃহীত্বা নারদায় বৈ॥ উপদিষ্টঃ স্বশিষ্যায় নিম্বার্কায় চ তেন তু। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তো মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ॥' ইত্যাদি বচনে নিম্বার্ক আচার্যের চতুঃসন সম্প্রদায়িত্ব স্পষ্টই আছে। শ্রীকমলাকর ভট্ট 'নির্ণয়সিন্ধু' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বেধ-প্রস্তাবে শ্রীনিম্বার্কীয় কপালবেধ মতের উট্টঙ্কন করিয়াছেন। তিথিনির্ণয়ে শ্রীভট্টোজি দীক্ষিতও জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে এই মতেরই প্রতিধ্বনি সূচিত করিয়াছেন। নিম্বার্কীয়গণ ভবিষ্যোত্তরীয় 'সুদর্শনো দ্বাপরান্তে নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতঃ' ইত্যাদি বচনবলে শ্রীনিম্বার্ককে দ্বাপরশেষেই অবতীর্ণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু এই পুরাণ-সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ সন্দেহ আছে। [ভেদাভেদ-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে ৫৬৭, ৯১৪ পৃষ্ঠা আলোচ্য]।

৫। শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায় ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

এইরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতাগ্রণী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নে স্বস্বসম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ - প্রবর্ত্তনের সমকালেই বঙ্গদেশেও এক অভিনব ধর্মজাগরণ আসিয়াছিল——নদীয়ার কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই ঐ আন্দোলনের মুখ্যতম নেতা হইলেন। পুরাতনে ও নূতনে, একেতে ও বহুতে, অনুকূলে ও প্রতিকূলে এক অচিন্ত্য অত্যদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বহুল বেদান্ততত্ত্বের এক সুমীমাংসা স্থাপন করত প্রাচীন বৈদান্তিক সমাজের আধুনিক পণ্ডিতগণের সমক্ষে সর্বকল্লোল-কোলাহল-নিরাসক অতিসমীচীন বেদান্তসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ মহাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব হইয়াও স্বয়ং বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই, সে কার্যও তাঁহার নহে, বা তিনি প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই; যেহেতু তাঁহার মতে শ্রীমদ্-ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড়পুরাণে আছে—'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ'॥ এই জন্যই শ্রীপাদ শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন —ব্রহ্মসূত্রাণামর্থঃ তেষামকৃত্রিম-

ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোলকল্পিতং, তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে অর্থাৎ শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত, সুতরাং এই স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যভূত শ্রীভাগবতের সমক্ষে অন্যান্য অর্বাচীন ভাষ্য স্বকপোলকল্পিতমাত্র, কিন্তু ভাগবতের অনুগত ভাষ্যমাত্রই আদরণীয়। এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গগণও কেহ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে প্রয়াসী হন নাই; কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভু তাৎকালীন প্রধানতম বেদান্তিদের সমক্ষে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই প্রচার করিয়াছেন। কাশীধামে মায়াবাদী পণ্ডিতবরেণ্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতির নিকট তিনি যে বেদান্তসূত্রের অভিনব ব্যাখ্যান ও সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই সব সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ সনাতনাদি নিজ নিজ গ্রন্থরত্নে যথা কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীপাদ শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভে ও ষট্সন্দর্ভে, বিশেষভাবে সর্বসম্বাদিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রহ্মসূ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেপি-নির্মর্যাদদোষ-সন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি।' (সর্বসম্বাদিনী) অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ী বেদান্তিরা বলেন তর্কের অপ্রতিষ্ঠাহেতু ভেদেও এবং অভেদেও নিখিলদোষ-দর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব, এই জন্য যেমন ভেদসাধন করা দুষ্কর, তেমনই আবার অভিন্নভাব চিন্তা করিয়া অভেদসাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে যাইয়া ইঁহারা ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতা-উপলব্ধিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্য-শক্তিময় বলিয়া স্বমতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। [গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান ১৬—১৯ পৃষ্ঠা আলোচ্য]।

উত্তরকালে কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে স্বসম্প্রদায়ে একখানি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। কথিত আছে জয়পুরে গলতার গাদির রামানুজীয় মহান্তগণ তত্রত্য শ্রীগোবিন্দজীর সেবায়েত বাঙ্গালীগণকে চারি সম্প্রদায়ের বহির্ভূত জানিয়া সেবাচ্যুত করেন। বৃদ্ধবয়সে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই দুঃসংবাদ পাইয়া নিজের উপযুক্ত শিষ্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌম ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে পাঠান। ইঁহারা জয়পুরে বিচার করিয়া প্রতিপক্ষগণকে পরাজয় করেন এবং তত্রত্য সেবাধিকার পুনরায় বজায় রাখেন। প্রতিপক্ষগণ ভাষ্য দেখিতে চাহিলে শ্রীল বলদেব একমাস সময় নিয়া শ্রীগোবিন্দের স্বপ্নাদেশে এই ভাষ্য রচনা করেন। গ্রন্থোপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ। শ্রীগোবিন্দ-স্বপ্ননির্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥ টীকা চ——— গোবিন্দনিরূপকত্বাৎ গোবিন্দেন প্রয়োজকেন সিদ্ধত্বাদ্বা গোবিন্দভাষ্যমিত্যুক্তমিতি অর্থাৎ এই ভাষ্য গোবিন্দতত্ত্ব-নির্ণায়ক বা গোবিন্দই ইহার প্রযোজক বলিয়া 'গোবিন্দভাষ্য'-নামেই খ্যাত।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। (১) শ্রীকৃষ্ণই পরতম বস্তু। হেতুত্বাদ্ বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদি-গুণাশ্রয়াৎ। নিত্যলক্ষ্ম্যাদিমত্তাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ॥ (২) তিনি নিখিলনিগমবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৫) ব্রহ্ম ও বিশ্বে ভেদ সত্য, (৫) জীব অণুচৈতন্য, সত্য, নিত্য ও শ্রীকৃষ্ণদাস, (৬) জীবের সাধনগত ভেদ স্বীকার্য, (৭) শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিই মোক্ষ, (৮) পরা ভক্তিই সাধন এবং (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ এই তিনটীই প্রমাণ। বলা বাহুল্য ইহা শ্রীমন্ মধ্বমতেরই শ্রীবলদেব-কৃত প্রতিধ্বনি। প্রমেয়-রত্নাবলী (১৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে উক্ত পাঁচ তত্ত্ব ও নয়টি প্রমেয় স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীবলদেব ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।৩) লিখিয়াছেন—অথ জগজ্জন্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোঽবিচিন্ত্যত্বাদ্ বেদান্তৈরেব বোধ্যো, ন তু তর্কৈঃ। এপ্রসঙ্গে গোবিন্দভাষ্য ৩।২।৩১ এবং তত্রত্য সূক্ষ্মাবৃত্তি আলোচ্য। তিনি (১।১। ১৬, ১৭, ২১, ১।৩।৫, ২) প্রভৃতি

সূত্রে ভেদবাদের বিচার করিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী নহেন। এই সিদ্ধান্তের সারমর্ম শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদি সপ্তম, মধ্য ষষ্ঠ ও বিংশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই বেদান্ত-অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণই উদ্দেশ্য, ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই প্রয়োজন তত্ত্ব। সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি ভক্তিবাচক গ্রন্থ।

ভারতে সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিন প্রকার মতভেদ আছে, আরম্ভ-বাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। ন্যায় ও বৈশেষিক—আরম্ভবাদী; এই মতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় চতুর্বিধ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জগৎ আরম্ভ বা সৃষ্টি করে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ, কারক-ব্যাপারের পরে তাহা উদ্ভূত হয়। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়। অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যেমন সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি। অবয়ব ও অবয়বী ভিন্ন বস্তু—সোজা কথায় এইমতে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় পরিণামবাদ—এই মতাবলম্বি-গণ দ্বিবিধ, প্রথমতঃ—সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপতাদি। এইমতে সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিই মহৎ, অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। ইঁহারা অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করেন না, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব—ইহাদের স্বীকার্য নহে। আবির্ভাব ও তিরোভাবই ইঁহারা অঙ্গীকার করেন। ইঁহাদের মতে কারণে কার্য অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, অভিব্যক্ত হইলেই তাহা কার্য হয়। এইমতে কারণ ও কার্য অভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণবাচার্যগণ, ইঁহাদের মতে ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদী বলেন—স্বপ্রকাশ পরমানন্দ ব্রহ্মই স্বমায়াব-লম্বনে মিথ্যা জগদাকারে কল্পিত হন। শঙ্কর ও তন্মতাবলম্বিরাই এই মতের পরিপোষক। বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য—তত্ত্বজ্ঞান, তদনুকূল কর্ম-তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব। ব্রহ্মসূত্রে তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে সমধিক আলোচিত হইলেও সৃষ্টিতত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্ব গৌণভাবে আলোচিত হইয়াছে। (বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস ৫২ পৃঃ)

শ্রীজীবপাদ মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন নাই, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তাঁহার অভিমত নহে, ভাস্করাচার্যের (নিম্বার্কের) ভেদাভেদবাদ কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও স্বীয় সিদ্ধান্তকে আরো দৃঢ়তর ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে এই সম্প্রদায়ের বৈধ-ভক্তির উপাসনা-প্রণালী বিস্তারিত-ভাবে লিখিত আছে; কিন্তু ব্রজরসের উপাসনাই মুখ্য উপাসনা। 'রসো বৈ সঃ', 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ', 'মধু ব্রহ্ম', 'ভূমা ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পদার্থ পরম-তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ইঁহারা জ্ঞানসাধনের উপরেও প্রেমভক্তির দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করত প্রেমভক্তিকেই এই লীলারসময় আনন্দমাধুর্যময় শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসনার চরম উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভক্তি-রসামৃত ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রেমদর্শন (Psychology of Divine Love) নামে অভিহিত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম ও ২২শ পরিচ্ছেদে এসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হন। ইহার বহুপূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত ছিল। শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালী হৃদয়ের অনভিব্যক্ত ভাব-রাশির আবেগময়ী অভিব্যক্তি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপের অর্থবৈভব, বিদ্যাবৈভব ও ধর্মের অবস্থাদির সুন্দর চিত্র শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ধনে, জনে ও বিদ্যায় সমৃদ্ধ হইলেও তখন ধর্মের অবস্থা যে অতি শোচনীয় ছিল, তদ্‌বিষয়ে ঐ অধ্যায়েই বিবৃতি আছে; কিন্তু ধর্মের মহাগ্লানি হইলেও ভাগবতগণের তখনও একান্ত অভাব হয় নাই। যেহেতু 'স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন।' বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, নিত্যপ্রেমময়কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমদ্‌গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরূপসনাতন, হরিদাস, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ প্রভৃতি

বহুভক্ত তখন নবদ্বীপে ও বঙ্গের অন্যত্র প্রেমভক্তির যাজন, প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন।

দীক্ষা, গুরূপদেশ ও শাস্ত্র-পাঠ—সাধারণতঃ এই সকল উপায়েই ধর্মপ্রচার হয় বটে, কিন্তু তাহা অতিধীরে সম্পাদিত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার বা অত্যন্ত প্রীতিজনক কিছু না পাইলে লোকের চিত্ত তাহাতে সহসা আকৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্মে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সার্বভৌমের ন্যায় ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত, প্রকাশানন্দের ন্যায় কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিকুলগুরু, মুসলমান-ধর্মনিষ্ঠ নিরক্ষর দুর্বিনীত পাঠানসৈন্য বিজলী খাঁ, অতি অকিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর এবং বিপক্ষনৃপতিকুলকালাগ্নি-রুদ্র প্রতাপরুদ্র, নবদ্বীপের শাসন-কর্ত্তা চাঁদকাজি এবং গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হোসেন সাহ, নবদ্বীপের মহাদুর্বৃত্ত জগাই মাধাই—এই বিপরীতভাবাপন্ন সর্বশ্রেণীর লোকই যুগপৎ শ্রীগৌরচরণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি বিষ্ণুভক্ত শ্রীবাস, রাজনীতিতে মহাপণ্ডিত শ্রীসনাতন, সংসারজ্ঞানলেশশূন্য গোপালভট্ট ও রঘুনাথভট্ট, বিপুল জমিদারীর অধীশ্বর যুবক রঘুনাথদাস ও রায় রামানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের গুণে আকৃষ্ট হইয়া চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন! শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক সৌন্দর্য, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অলোক-সামান্য পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ, স্বভাবসুলভ মধুর বাক্যালাপ প্রভৃতি সদ্‌গুণকদম্বই চিত্তাকর্ষক ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনপ্রভাবেই সকলের মনে এক অভূতপূর্ব প্রবলতর ভক্তিভাব উদয় হইয়া সকল বিরোধ, সকল আপত্তি ভাসাইয়া লইয়া যাইত। বিষ্ণু-সম্প্রদায়াচার্য বল্লভাচার্যও ইঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌর আজন্ম হরিনামরূপ সাধন-সঙ্কেত স্বতঃ পরতঃ আচরণ করিয়া সকলের নিকট উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া করাইয়াছেন। আজকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে যুগধর্ম-রূপে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রথা হইয়াছে—শ্রীগৌরই ইহার আদি প্রবর্ত্তক, 'সংকীর্ত্তনৈকপিতা'। বস্তুতঃ শ্রীগৌর-লীলাই নামসঙ্কীর্ত্তনের এক অভিনব বিপুল ইতিহাস। সদাচার-সম্বন্ধে 'হরিভক্তিবিলাস' নামে এক বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ ইহাদের উদ্ভাবনা ও মহাকৃতিত্ব; উপাস্য দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-মূর্ত্তিবৎ বহুস্থানে আমরা শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল বিগ্রহ দেখিতে পাই। শ্রীবাসের গৃহে সর্বপ্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীশ্যামসুন্দরের আসনে সমাসীন হইয়া পূজিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের তৃতীয়াঙ্কে [অদ্বৈতপ্রভুসম্বন্ধে উক্ত] শ্রীবাসের বাক্যে—'অস্মাকমিদমেব বপুঃ প্রেম-পাত্রমত্র কঃ সন্দেহঃ' জানা যায় যে অদ্বৈতাচার্য ও শ্রীবাস শ্রীগৌররূপেরই ধ্যান করিতেন। বাসুদেব সার্বভৌম-সম্বন্ধে—'সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম।' (চৈ° চ° মধ্য ৬।২৫৭—২৫৮) এইরূপে শ্রীহরিদাস ঠাকুর, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতিও যে অনন্যগৌরভক্ত ছিলেন—তদ্‌-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

'সম্প্রদায়' বলিতে 'গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশঃ'; 'শিষ্যপরম্পরাব-তীর্ণোপদেশঃ সম্প্রদায়ঃ' ইতি ভরতঃ। 'আম্নায়ঃ সম্প্রদায়ঃ' ইতি অমরঃ। আদি গুরু ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা-নাম্নী শ্রুতিই আম্নায়। সেই আম্নায়বাক্য বা শিষ্যপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎসম্প্রদায়েই লভ্য। মুণ্ডক উপ° (১।১।১, ১।২।১৩) প্রভৃতিতে গুরু-পারম্পর্যগত উপদেশ বা সৎসংপ্রদায়-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইতেছে। উদ্ধবগীতায় (১১।১৪। ৩—৮) শ্রীভাগবতসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-রূপে ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; অতএব 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নূতন নহে, অবৈদিকও নহে। 'সংশব্দোঽত্র সম্যগর্থঃ প্রপ্রকৃষ্টার্থ এব চ। দায়ঃ সংপর্ক ইত্যুক্তঃ সম্প্রদায়-বিচক্ষণৈঃ'—ইতি গৌরগণ-স্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা। বৈদিক সম্প্রদায়-বিশেষই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ যে সম্প্রদায়ের আরাধ্য, তদীয় আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ যে সম্প্রদায়ের প্রাণ (স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদেব), অনাদি বেদকল্পতরু হইতে যাহার আবির্ভাব, শুক-

নারদাদি পরমহংসগণ যে সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্ম-শিব-ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি যাঁহার পথ-প্রদর্শক এবং জগৎপূজ্য শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণ যে সম্প্রদায়ের আচার্য—সেই সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ।

বৈদিক সম্প্রদায় কি, তাহাই বলিতেছি। যাঁহারা বেদ ও বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন ও তত্তৎশাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের অচল বিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয় ও উপাসনাদি বিষয়ে একমাত্র বেদই যাঁহাদের মুখ্য প্রমাণ, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-নিচয়ের অত্যন্ত অবিষয় পরমতত্ত্বই যাঁহাদের আরাধ্য; কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি —এই বৈদিক তত্ত্বত্রয়ে বা তাহাদের অন্যতমে যাঁহারা একান্ত পরিনিষ্ঠিত, বৈদিক আচার্যের চরণাশ্রয়ই যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রধান উপায় বলিয়া অবগত,—তাঁহারাই বৈদিক সম্প্রদায়, তদ্বিপরীত হইলেই জড়বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক ও অবৈদিক।

বৈষ্ণবপ্রিয়া —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকমালার টীকা—জগন্মোহনদাস-কৃতা।

বৈষ্ণবমঙ্গল—ভরতপণ্ডিতের প্রহ্লাদ চরিত্রের নামান্তর। দৈত্যগণের উৎপত্তি ও জয়বিজয়-কাহিনী ইহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট। ভণিতায় আছে—চিন্তিয়া চৈতন্যচাঁদের চরণ-কমল।

বৈষ্ণবরহস্য (বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির পুঁথি-সংখ্যা বি ৬২) প্রথমপ্রকাশে—শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়ার সন্নিধানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে কলিকল্মষহত জীবগণের কর্ত্তব্য-বিষয়ে শ্রীহরি-নামোপদেশই নির্ণয় করাইতেছেন। দ্বিতীয়ে—গুরুপাদাশ্রয়-প্রসঙ্গে গুরুর বৈবিধ্য ও ক্রমনির্ণয়, গুরুপূজা ও গুরুসেবাদির বিবৃতি; তৃতীয়ে—আরাধ্যনির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরতমত্ব-স্থাপন এবং চতুর্থে—সাধ্য-সাধনাদি-নির্ণীত হইয়াছে। নবধা-ভক্তিমধ্যে কীর্ত্তন-ভক্তির প্রাধান্য, কলিযুগাবতার-বর্ণনায় শ্রীগৌরাঙ্গের রহস্য-নিরূপণাদি ও তৎপরে ঈশ্বর-পুরী হইতে দীক্ষাগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে ২০৯ শ্লোক, ১৪ পত্র। গ্রন্থকারের নাম নাই।

বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীদেবকীনন্দন দাস-রচিত। ২ মাধবদাস-রচিত (পাটবাড়ী পুঁথি বি ১০০), ৩ বৃন্দাবনদাস-রচিত (ঐ বি ১০১)। বৈষ্ণব-মহাত্মা বা পদকর্ত্তৃদের কালনির্ণয়ে ইহারা মূল্যবান্ উপাদান।

বৈষ্ণববিধান— শ্রীবলরামদাস-রচিত (পাটবাড়ী পুঁথি বি ১০২)। বৈষ্ণব তান্ত্রিক নিবন্ধ।

বৈষ্ণবব্রতদিন - ব্যবস্থা——শ্রীপাদ গোপালভট্ট - গোস্বামি - বিলিখিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের সারমর্ম অবলম্বনে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যাবতীয় ব্রতদিন-নির্ণয়ের সুগম পন্থারূপে শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি-প্রভু শ্রীশ্রীবৈষ্ণবব্রতদিন-ব্যবস্থা নামে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে জন্মবাসর-ব্যবস্থা, তিথির ক্ষয়-পূর্ণাদি সংজ্ঞা, বিদ্ধা-তিথি-নির্ণয়, জন্মবাসরের পারণ রামনবমী প্রভৃতি জন্মবাসর-নির্ণয়, হরিবাসর, পারণ, মহাদ্বাদশী ও বিজয়ামহাদ্বাদশীর বিশেষ কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ, কিন্তু বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই ভাষা জানেন না, বিশেষতঃ এই গ্রন্থখানি দার্শনিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ থাকায় সংস্কৃতভাষাবিদ্দেরও সময়ে সময়ে অর্থবোধে কষ্ট হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই শ্রীপাদ বঙ্গভাষায় সূত্রগুলির অনুবাদ দিয়া অঙ্কপাতপূর্ব্বক স্থল-নির্দেশ করিয়া গ্রন্থখানিকে উপাদেয় ও সুখবোধ্য করিয়াছেন।

বৈষ্ণবব্রতনির্ণয় – (হরিবোলকুটীর ৮ জ) মাড়োর শ্রীরঘুনন্দনগোস্বামি-কৃত ৭৯ পত্রাত্মক পুঁথি। লিপিকাল —১৭৮৯ শাক। ইহার দুইটি খণ্ড —প্রথম খণ্ডে শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত একাদশী, শিবচতুর্দশী, রামনবমী, দোলোৎসব, নৃসিংহচতুর্দশী, শয়নৈকা-দশী, বামনদ্বাদশী এবং কার্ত্তিককৃত্য-বিষয়ে ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অনুক্ত দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হিন্দোলা ও রাসযাত্রা-বিষয়ে যথাযথ নিরূপণ হইয়াছে।

বৈষ্ণবব্রতবিধান—বর্দ্ধমানের নিকট-বর্ত্তী রায়াণ-গ্রামবাসী ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ-প্রণীত। ইহা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব—সঙ্গম ও বিরহ-বিকল্পে বিরহেরই কাম্যতা দেখা যাইতেছে, যেহেতু সঙ্গমে নায়ক ও নায়িকামাত্র থাকে, আর 'বিরহে তন্ময়ং জগৎ'। বৈষ্ণব সাহিত্যের চরম কথা— বিরহ। বৈষ্ণবের জীবন — বিরহেরই সাহিত্য। বিরহে সেবার পরাকাষ্ঠা

প্রকাশিত, বিরহ সম্ভোগেরই পুষ্টিকারক। মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাতে এই বিরহ মূর্ত্ত হইয়া দিব্যোন্মাদ, উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রেও এই ব্রজবিরহিণীর ভাবটী স্ফুটতর হইয়া গম্ভীরালীলায় প্রকটিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া॥' —ইত্যাদি উক্তিই তাহার প্রমাণ। শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীতে সর্বপ্রথম এই বিপ্রলম্ভময়ী মধুরাভক্তির বীজ দেখা গিয়াছিল—তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে হৃদয়ের অন্তস্তল ফাটিয়া এই শ্লোকটি বাহির হইয়াছিল—

'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে? হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥' 'দীন' শব্দে বিরহ-বিধুরতাই ধ্বনিত, 'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।' এই শ্রীগৌরকণ্ঠোক্তিতে কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্যতা-বিহীন জীবনই অধন্য, দীন। কৃষ্ণবিরহকাতর ভক্তগণ অনুক্ষণ ঐ কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতে রত থাকেন—'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং।' ভজন-রাজ্যে বিরহের আবশ্যকতা অতিমাত্রায় স্বীকৃত—অভাববোধ না থাকিলে আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা, দৈন্য আসেনা। 'কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥' তীব্র পিপাসা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তীব্র আর্ত্তি না থাকিলে—সাসঙ্গ ভজন না হইলে—মৃদু মন্থর ভজনে ইষ্টপ্রাপ্তি সুদূর-পরাহত। শ্রীগৌরের বিরহ-বেদনা—যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা—(পদ্যাবলী ৩৩৯) যদি নিভৃতমরণ্যং প্রাস্তরং বাপ্যপাস্থং, কথমপি চিরকালং পুণ্যপাকেন লপ্স্যে। অবিরল-গলদশ্রৈর্ঝর্ঝরধ্বানমিশ্রৈঃ, শশিমুখি! তব শোকৈঃ প্লাবয়িষ্যে জগন্তি॥

আবার শ্রীদাস গোস্বামিপাদের বিরহজ্বালা কি প্রকার—

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽ-জগরায়তে। ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু-রহিতস্য মে॥

বিরহ-জীবনের কর্ত্তব্য—(১) প্রিয়স্পৃষ্ট বস্তুর স্পর্শাদি, (২) স্বপ্ন-দর্শন, (৩) চিত্রকর্ম ও (৪) লীলাভিনয় - দর্শন ইত্যাদি। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রচারিত ব্রজবিরহিণী মুখোচ্চারিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরই অনবরত কীর্ত্তনীয়। নামের অক্ষরগুলিই স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া কালে নামী হইয়া অভীষ্ট পূর্ত্তি করিবেন।

বৈষ্ণবাচার-দর্পণ—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশ্য শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামি-বিদ্যারত্ন প্রণীত। ইহার দুইটি ভাগ—প্রথম ভাগে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, ভক্তিরসামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, স্তবমালা, স্তবাবলী, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রী-চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি, ভাবনাসারসংগ্রহ ও সাধনামৃত-চন্দ্রিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থের সার-নিষ্কাসনক্রমে সিদ্ধ মহাজনগণের আনুগত্যে রাগমার্গবিষয়ক যাবতীয় তত্ত্বতথ্যের সন্নিবেশ আছে। প্রথম বৈভবে বন্দনা, গুরুপ্রণালীবর্ণন-প্রসঙ্গে চতুঃসম্প্রদায়ের বিবরণ, শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও আবির্ভাবের মুখ্য কারণাদি। দ্বিতীয়ে—গুরু-তত্ত্ব, রাগাত্মিকা ও রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণাদি, শ্রীজাহ্নবা-তত্ত্ব, অনঙ্গ-রূপমঞ্জরীর অষ্টকাদি, নবদ্বীপধামের তত্ত্বতথ্যাদি। তৃতীয়ে—শ্রীনবদ্বীপধ্যান, অষ্টক, অষ্টকালীয় গৌরলীলা (ভাবাঢ্য—শ্রীরূপের এবং বিষ্ণুপ্রিয়াসহ—শ্রীবিশ্বনাথের), শ্রীবৃন্দাবনধ্যান, শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টযামিক লীলাস্মরণক্রমাদি, রাস-গীতাদি। চতুর্থে—ছয় গোস্বামির অষ্টক, গৌরভাবামৃত, গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষ, প্রত্যঙ্গবর্ণনস্তোত্র, আত্মোপদেশ-স্তোত্র, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন ও তদ্বিন্যাস-প্রণালী, ভগবচ্চরণার-বিন্দাষ্টক, পঞ্চমে—শ্রীগুরুচরণার-বিন্দাষ্টক, শ্রীনিত্যানন্দাষ্টক, কামগায়ত্রীর অর্থ, শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ধাম-তৎপরিকরাদির তত্ত্বতথ্যাদি; শ্রীগৌরগণোদ্দেশ, দ্বাদশগোপালের তত্ত্বাদি, চৌষট্টি মহান্তের ও বত্রিশ উপমহান্তের তত্ত্বাদি, শ্রীগৌরের আবরণ, পরিবারাদি-নিরূপণ, ললিতাদি অষ্টসখীর যূথ-বিষয়ক বিবরণাদি। দ্বিতীয় ভাগে ষষ্ঠ—বৈভবে উপক্রমণিকা, বৈষ্ণববন্দনা, বৈষ্ণব-তত্ত্ব, নামজপ, নাম-স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণাবতারাদির মাহাত্ম্য,

বৈষ্ণবাচারাদি, দীক্ষা-বিধি প্রভৃতি। **সপ্তমে**—সংস্কৃতে প্রাভাতিক নাম-সংকীর্ত্তন, আপদুদ্ধার-গৌরচন্দ্রাষ্টক, ষোড়শাক্ষর-গৌরমন্ত্র-পুটিত গৌর-স্তোত্র এবং অষ্টকালীন গৌরাঙ্গ-লীলামৃতাদি। অষ্টমে—বৈষ্ণবোচিত দন্তধাবন, স্নান, আচমন, শৌচাদি যাবতীয় বিষয়। সর্বত্র সংস্কৃত শ্লোকাবলির স্বরচিত সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়া গ্রন্থখানির সারস্য ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থকারের গৌরনিষ্ঠা ও গৌরানুরাগ প্রতি অধ্যায়ে সমুচ্ছলিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি —-শ্রীমদদ্বৈত-বংশ্য শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-কর্তৃক প্রণীত বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ। ইহা ছয়টি উল্লাসে গ্রথিত। **প্রথম** উল্লাসে—দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা, গুরু-শিষ্যের কর্ত্তব্য, উপাস্য-নির্ণয়, মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রনির্ণয়, দীক্ষাপদ্ধতি ও সদাচার নিরূপিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়** উল্লাসে—নিত্যকৃত্যপ্রকরণ (শয্যোত্থান হইতে পুনঃ শয়ন পর্যন্ত সাধকের যাবতীয় কৃত্য-বিষয়ক), তৃতীয়ে—পক্ষকৃত্য-প্রকরণ (একাদশী ও মহাদ্বাদশীব্রত-বিষয়ক), চতুর্থে—মাসকৃত্য-প্রকরণ (মার্গশীর্ষ মাস হইতে বর্ষব্যাপী যাবতীয় মাসকৃত্য-বিষয়ক), পঞ্চমে—কীর্ত্তন-প্রকরণ (নিশান্তে মঙ্গলারতি, প্রাতঃকালে ভজন-কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোজনারতি প্রভৃতি সান্ধ্য আরতি, শ্রীহরিবাসরে গৌরচন্দ্র, জন্মোৎসব-কীর্ত্তন, দধিমঙ্গল, প্রেমধ্বনি) এবং ষষ্ঠে—স্তব-প্রকরণ (শ্রীগুরু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রভৃতির অষ্টক, লীলাস্মরণ-মঙ্গলাদি)।

বৈষ্ণবানন্দিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়-কৃতা শ্রীভাগবত-টীকা। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, শ্রীব্যাস ও শ্রীশুকদেবকে বন্দনা; দশমস্কন্ধে আবার তদুপরি শ্রীসনাতন-শ্রীধর-বিশ্বনাথের দয়া প্রার্থনা পূর্বক শ্রীবিশ্বনাথবৎ অধ্যায়-সমূহের জন্মাদি লীলাক্রমে বিভাগ করিয়াছেন। এই টীকাটীকে 'সারার্থদর্শিনীর' প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়; প্রায়শঃই অভিন্ন, কিন্তু রসবিচারে শ্রীবিশ্বনাথই বরেণ্য। প্রথম স্কন্ধের টীকায় মায়াবাদ-নিরসনে ইনি বহু বিচার করিয়াছেন। প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে অনুষ্টুপ্ ছন্দে সেই অধ্যায়ের সারটিও বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবাভিধান—শ্রীদেবকীনন্দন-দাস-রচিত। সংস্কৃত ভাষায় তাৎকালীন বৈষ্ণবগণের নামাবলী।

বৈষ্ণবামৃত——(Bhandarkar Research Institute, Poona 299) ১৬৯২ সম্বতের ১৫ পত্রাত্মক খণ্ডিত পুঁথি। বৈষ্ণব স্মৃতি—ইহাতে দীক্ষামাস-বিচার, শঙ্খচক্রাদি-মহিমা শ্রীগুরুমহিমা, তুলসী-মাহাত্ম্য; ভাগবত-মহিমা, একাদশী-নিত্যতা, মহাদ্বাদশী-ব্যবস্থা, রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দশী, পবিত্রারোপণ, জন্মাষ্টমী, বিজয়মহাদ্বাদশী, গোবর্দ্ধন-পূজা, ৩২ অপরাধাদি বর্ণিত হইয়াছে। সর্বত্র প্রমাণবাক্যাবলি পুরাণসমূহ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ব্যাকরণ-কৌমুদী—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত। ইহাতে পাণিনি-ব্যাকরণের অনুসারে সূত্রমালা সংগৃহীত হইয়া বৃত্তি-আকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখনও অপ্রকাশিত।

ব্রজমঙ্গল—উদ্ধব দাস-রচিত জীবনী-মূলক নিবন্ধ। বিষয়-বস্তু—শাখা-বর্ণন-উপলক্ষে কবি লোচন দাসের (শ্রীনরহরি সরকার ও শ্রীনিত্যানন্দ-সহ) মিলন ও কঙ্কণনগরে স্থিতি। প্রচলিত প্রবাদ এই যে লোচন শ্রীসরকারঠাকুরের পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশে শ্বশুর-বাড়ীতে যাইয়া স্বপত্নীকেই অন্য মহিলা মনে করত মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছেন এবং তদবধি সংসারধর্ম পালন করেন নাই। (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ৯০—৯১ পৃষ্ঠা)। উদ্ধব দাস কিন্তু অন্যরূপ কাহিনী বলিতেছেন—শ্রীমন্নরহরি লোচনের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কঙ্কণনগরে বাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ দিলে লোচন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কঙ্কণনগরে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ একদিন লোচনের অতিথি হইলেন—নৃত্যগীত-মহোৎসবান্তে শ্রীনিতাইচাঁদ লোচনকে বিবাহ করিতে আদেশ করিলে তিনি বিবাহ করেন। পত্নী কাঞ্চনার গর্ভে ঠাকুর চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ধব দাস যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে লোচনের প্রপৌত্র রাধাবল্লভের কনিষ্ঠ পুত্র নয়নানন্দ ছিলেন উদ্ধব দাসের গুরু। ইহাতে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণগৌর-পদাবলী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

পুঁথি ১০২২, লিপিকাল ১১৬৩ সাল)।

ব্রজরীতিচিন্তামণি— শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-রচিত খণ্ডকাব্য। শ্রীব্রজ-মণ্ডলের কোথায় কোন্‌দিকে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের কোন্ লীলাস্থলী বিরাজমান—তাহারই ক্রমরীতি-পরিচয় সুললিত পদবিন্যাসে শব্দার্থালঙ্কার-পূর্ণ এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। রাগানুগীয় সাধকগণ এই পুস্তিকার সাহায্যে স্বাভীষ্ট কুঞ্জের সংস্থানাদির পরিচয় করিতে পারিবেন। ইহার আলোকে ব্রজস্থলী পরিক্রমেরও একটি নমুনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের তিনটী সর্গে ২৩৪টি শ্লোক বিবিধ ছন্দে রচিত আছে। প্রথম সর্গে——শ্রীবৃন্দাবন ধামের তত্ত্বাদি, নন্দীশ্বর-বর্ণনা, গোপীবৃত্তান্ত, বার্ষভানবী-তত্ত্ব, সখীবৃত্তান্ত; ব্রাহ্মণ, তৈলিক, তাম্বুলী, মালী, গোশালা, গোধনাদি, বর্ষাণা-বিবরণ, সঙ্কেত, যাবট ইত্যাদি। দ্বিতীয়ে—বনানী, পুষ্পফলকিসলয়, বাপীতড়াগাদি, ভূমি, বৃক্ষাদি, কুঞ্জাদি—খেলন বন, ভাণ্ডীর, বৃন্দাবন, যমুনা, পুলিন, নিকুঞ্জ, ছয় ঋতুর সেবা, কল্পবৃক্ষ, মণিমন্দির, যোগপীঠ, গোবিন্দকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গোপীশ্বর শিব, বংশীবট, নিধুবন, বেণুকূপ, শৃঙ্গারবট, ধীরসমীর ইত্যাদি। তৃতীয়ে—গোবর্দ্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা, দাননির্বর্ত্তনকুণ্ড, সঙ্কর্ষণানন্দ-সরোবর, গৌরীতীর্থ, দানঘাট, মানসগঙ্গা, কুসুম-সরোবর, শ্রীরাধাশ্যাম-কুণ্ডযুগল, কুঞ্জসমূহ, কাম্যবন, শান্তনুবাস, শেষশায়ী ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রজবিহার কাব্য——শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদ-রচিত। ইহাতে ২০টি সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিহার বর্ণনা আছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা, হর্ত্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসারভীতিম্। রাধানাথঃ সজল-জলদ-শ্যামলঃ পীতবাসা, বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ ॥ ৫ ॥ জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং নিত্যমেকং, নিত্যানন্দং নিখিল-জগতামীশ্বরং বিশ্ববীজম্। গোলোকেশং দ্বিভুজ-মুরলীধারিণং রাধিকেশং, বন্দে বৃন্দারক - হরি - হর- ব্রহ্ম-বন্দ্যাঙ্ঘ্রি-পদ্মম্ ॥ ৬

ব্রজাঙ্গনা কাব্য——মাইকেল মধুসূদন-রচিত। ১৮৬১ খৃঃ প্রকাশিত। ইহাতে যে ১৮টি কবিতা আছে, তাহাতে বৈষ্ণব-পদাবলির আবেগ ও ঐকান্তিকতা বিদ্যমান।

শ, ষ

শচীনন্দন---বিলক্ষণ-- চতুর্দশক— শ্রীসদাশিব কবিরাজ ঠকুর-বিরচিত। ইহাতে ১৫টি শ্লোকে শ্রীশচীনন্দন অবতারের বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে। অন্তিম শ্লোকের 'সুখ-সাগর' শব্দটি তদীয় তাৎকালীন বাসস্থানের নির্দেশক বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকগুলি অপ্রকাশিত বলিয়া এস্থলে মুদ্রিত হইল—

মুমোচ বিষয়-স্পৃহাং ব্রজবিলাসিনী-নাগরঃ, করোতি চরিতং মুনের্মুনি-বিচিন্ত্যপাদাম্বুজঃ। তটে লবণ-বারিধেঃ স্বপিতি দুগ্ধসিন্ধুং জহৌ, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচী-নন্দনঃ ॥ ১ ॥ * করোতি হরিকীর্ত্তনং ভুবন-কীর্ত্তনীয়ঃ স্বয়ং, স্বয়ং নটতি কৌতুকান্নটয়তি ত্রিলোকীমপি। জহৌ গরুড়বাহনং ভ্রমতি মুক্তযানঃ ক্ষিতৌ, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥ দধাবরুণমম্বরং পরিজহার পীতাংশুকং, সুবর্ণমুরলীং জহাবকৃত বংশদণ্ডগ্রহম্। স্থিতো-হসিতকলেবরঃ কনকগৌরদেহোহ-ভবদ্, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥ স্বয়ং ভবতি নির্গুণো ভজতি যত্তমুচ্চৈ গুণং, জগন্নমতি খেলয়াহখিলজগৎপ্রণম্যঃ স্বয়ম্। অহো! শ্রয়তি বিগ্রহং পরিমিতং চিদাত্মা বিভু,-বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥ স্বভক্ত-কৃপয়া চিরাদবততার কৃষ্ণঃ স্বয়ং, প্রকাশয়তি নাত্মনঃ পরম-মায়িকো মায়য়া। জগত্ত্রিতয়-মোহনো ভবতি মূর্চ্ছিতঃ কীর্ত্তনে, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো

* এই পদ্যটি কাশিমবাজার রাজবাড়ী হইতে সংগৃহীত।

বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৫ ॥ স্বনাম-গুণকীর্ত্তনে পুলকরোদনোৎকম্পন-, প্রমোদ-হসিতৈরলং নটতি নিস্ত্রপং গায়তি। বিরিঞ্চি-শিব-সেবিতো লুঠতি ভুবি ভূমণ্ডলে, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৬ ॥ বিধায় নিজকীর্ত্তনং ভ্রমতি ভক্তবৃন্দা-বৃতো, নিরস্যতি মহাভ্রমং সদসতামপি প্রেক্ষিণাম্। প্রসিঞ্চতি জনোৎকর-শ্রুতিবিলে সুধাং হুঙ্কৃতৈ,-র্বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৭ ॥ উপেক্ষ্য তপনাত্মজামনুগৃহীতবান্ জাহ্নবী,-মহো! তদনু তাং জহৌ লবণ-সিন্ধুমালম্বতে। স্বদারুময়-বিগ্রহং প্রণমতি স্বয়ং মায়িকো, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচী-নন্দনঃ ॥ ৮ ॥ হরিং বদ হরিং বদেত্য-বিরতং জনানাদিশে,-দ্ধরাবতরণে † পুরা প্রথিত-গোপভাষাং জহৌ। ন হি স্মরতি গোপিকাং ন রমণীয়-বৃন্দাবনং, বিলক্ষণ বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ৯ ॥ শ্রুতি-প্রমিত-বাক্যতো ভবতি নিত্য একঃ স্বয়ং, ধরাম্বতিকুতূহলাদুপল - ধাতু - দার্বা-দিভিঃ। স্বমূর্ত্তি-নিবহার্পণাৎ স্বয়-মনেকতামপ্যগাদ্, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১০ ॥ চুচুম্ব পরিরভ্য যো ব্রজবধূসহস্রং পুরা, সুধাংশু-রুচিরাটবী - রচিত - রাস-চক্রোৎসবে। অহো! নয়ন-গোচরং ন কুরুতে স নারীজনং, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১১ ॥ স্বয়ং ত্রিজগতাং গুরুঃ স্বকৃপয়া কৃতোঽন্যো গুরুঃ, স্বয়ং হি যতিনাং গতির্যতিরভূৎ স্বয়ং লীলয়া। অজঃ সমজনি ক্ষিতৌ মনুজ-বিগ্রহঃ স্বেচ্ছয়া, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচী-নন্দনঃ ॥ ১২ ॥ পুরাণ-পুরুষঃ স্বয়ং প্রকৃতিভাবমালম্বতে, নটত্যপি নিরন্তরং প্রচলদঙ্গভঙ্গৈরলম্। ক্বচিদ্ বিলপতি ক্ষিতৌ হরি-হরি-ধ্বনি-ব্যাকুলো, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥ ১৩ ॥ ক্ষণং নটতি গায়তি দ্রবতি রোদিতি ধ্যায়তি, ক্ষণং হসতি মাদ্যতি স্খলতি গর্জতি ভ্রাম্যতি। স্বভক্ত-সমুদাহৃতঃ স্বগুণনাম- কোলাহলে, বিলক্ষণ-বিচেষ্টিতো বিহরতে শচীনন্দনঃ ॥১৪॥ বিলক্ষণ-চতুর্দ্দশ- প্রমিত-পদ্যমত্যদ্ভুতং সদাশিব - রসজ্ঞয়া সরসমেতদা-স্বাদিতম্। শচীসুত-পদাম্বুজে নিবিড়-ভক্তিপ্রদং, বিশন্তু সুখসাগরে পরি-পঠন্তু সন্তশ্চিরম্ ॥ ১৫ ॥ ইতি শ্রী-সদাশিব-কবিরাজ-বিরচিতং শ্রীশচী-নন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দ্দশকং সমাপ্তম্ ॥

† 'ধ্বরাব্ধি তবণে, দ্বরা সহ রণে' পাঠন্তু প্রামাদিকঃ।

শরণাগতি—শ্রীকেদারনাথ ভক্তি-বিনোদ-রচিত গীত-সাহিত্য।

শব্দরত্নাকর—নবদ্বীপে কাশীশ্বর ভট্টাচার্য এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন —ইহাতে মুগ্ধবোধের ব্যবস্থা ও কাতন্ত্রের পরিভাষাদি গৃহীত হইয়াছে। ইনি মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের পূর্ববর্ত্তী। [ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড]

শব্দার্থবোধিকা--শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামি-কৃত চূর্ণিকা। শ্রীজীবপাদের শ্রীগোপালচম্পূর এই চূর্ণিকাটি আধুনিক ও অপর্যাপ্ত। ১৮০০ শকে সমাপ্ত হইয়াছে।

শাখানির্ণয়——গোপালদাসের পুত্র রসমঞ্জরীগ্রন্থ-প্রণেতা পীতাম্বরদাস-কৃত। শ্রীনরহরির শাখাগণের নামাবলি সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত। ২ ঠাকুর নরহরির অনুশিষ্যের শিষ্য রসিকশেখরও অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে শ্রীরাখালানন্দ-ঠাকুরের গ্রন্থভাণ্ডারের পুঁথি।

শাখানির্ণয়ামৃত—শ্রীযদুনাথ দাস কৃত শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভুর শিষ্য, উপশিষ্য ও কৃপাশ্রিত জনগণের নামাদি। ইহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ৩২ জন হইতেও অতিরিক্ত ২৪ জনের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত রামগোপাল-দাসের শ্রীনরহরিশাখা-নির্ণয়, রসিকানন্দের শাখানির্ণয়, অভিরাম-দাসের শ্রীঅভিরামঠাকুরের শাখা-নির্ণয়, শ্রীনরহরির আচার্যপ্রভুর শাখা-নির্ণয়, রসিকদাসের শাখাবর্ণন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শিক্ষাষ্টক—শ্রীমন্ মহাপ্রভু-বিরচিত আটটি শ্লোক ; ইহাতে প্রেমপ্রাপ্তির উপায়াদি বিবৃত হইয়াছে।

শিশুবোধ ব্যাকরণ——নবদ্বীপে কাশীনাথ বিদ্যানিবাস-কর্ত্তৃক প্রণীত। ইনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই কাশীনাথ মুগ্ধবোধের টীকাকার এবং সারস্বতসূত্রের ভাষ্যকার। [ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড]। 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থে তত্ত্বচিন্তামণিবিবেক, দ্বাদশযাত্রা-পদ্ধতি, সচ্চরিতমীমাংসা, শ্রাদ্ধ-মীমাংসা, কৃত্যকল্পতরু প্রভৃতি ইঁহার রচনা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ— — শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের টীকাকার আনন্দী ১৬৪০ শকাব্দায় নীলাচলে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য-পক্ষে সর্বত্র উদাহরণমালা দেওয়া হইয়াছে। কারিকাকারে সূত্রগুলি গুম্ফিত— সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণেরই অনুসরণে ইহা রচিত। প্রারম্ভে—

প্রণিপত্য হরেঃ কোঽপি গৌরাঙ্গস্য পদাম্বুজম্। শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং করোতি কারিকাময়ম্॥ অন্তে——কৃতমানন্দিনা শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং লঘু। শাকে কলাবেদ-শূন্যে নীলাদ্রৌ বটসাগরে॥

শুকদূত-মহাকাব্য—শ্রীনন্দকিশোর-চন্দ্রগোস্বামিজী ১৮৯৫ সম্বতে রচনা করেন। ইহাতে ৯৩০টি বিবিধছন্দে রচিত শ্লোক এবং ১১টি সর্গ আছে। প্রথম সর্গে ৮৯ শ্লোকে বিচ্ছেদোদয়-বর্ণনাপ্রসঙ্গে মঙ্গলাচরণ, শ্রীশুকদেব-প্রার্থনা, শ্রীজয়দেব-মহিমা, শ্রীমন্মহা-প্রভুর বন্দনা, (আদিবাণীর রচয়িতা) শ্রীরামরায়গোস্বামির বন্দনা, শ্রীচিত্রা-চন্দ্রগোপালপ্রভুর মহিমা রচনা করত প্রস্তাবনা ও কথারম্ভ লিখিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বন্দনা—'নিত্যানন্দ-রসার্ণবং স্বচরিতৈরদ্বৈত-ভাবাস্পদং, রামানন্দ-যুত-সনাতন-পদং রূপেণ বিভ্রাজিতম্। লীলালোল-গদাধরং করুণয়া তং শ্রীনিবাসাস্পদং, নিত্যং সিদ্ধহরিপ্রিয়াভিলষিতং গৌরঞ্চ কৃষ্ণং ভজে' ॥ ৬ ॥

কথারম্ভে—— অমন্দবৃন্দারকবৃন্দ-বন্দিতঃ, প্রমোদমূর্তির্নিগমাভি-নন্দিতঃ। দরস্মিতোল্লাসি-মুখেন্দু-মণ্ডলঃ, কপোল-খেলৎকমনীয়-কুণ্ডলঃ ॥১৩॥ অথৈকদা খঞ্জনলোল-লোচনো, মণিপ্রভাস্বদ্বলভী-বিরাজিতে। শ্রীদ্বারকায়া মণিমন্দিরো-পরি, প্রভাসমানো দদৃশে পুরীং হরিঃ॥ ১৪ ॥

এই পুরী দর্শন করিতে করিতে দ্বারকানাথের মনে বৃন্দাবনের স্মৃতি আসিলে—'তত্রত্যানথ রাসকেলি-কুতুকান্মার্ত্তণ্ড-পুত্রীঞ্চ তাং, তত্তস্যাঃ পুলিনঞ্চ সুন্দর-শরচ্চন্দ্রপ্রভা-মণ্ডিতম্। তা গোপীঃ প্রণয়ঞ্চ তৎকৃতমহো সারা-ধিকাং রাধিকাং, স্মারংস্মারমভূদপূর্ব-বিধুর-ব্যাসক্তচিত্তো হরিঃ' ॥ ২৩ ॥

তৎপরে শ্রীরাধার জন্য বিলাপাদি বর্ণনা করত কবি শ্রীদ্বারকানাথের মূর্চ্ছা-বর্ণনান্তে প্রথম সর্গ শেষ করিলেন।

বারংবারং ব্রজ-পরিজনান্ প্রেম-কাসার-তুল্যান্, স্মারং স্মারং পশুপ-রমণীবৃন্দযুক্তাঞ্চ রাধাম্। কারং কারং মধুপতিরহো ব্যগ্রচিত্তো বিলাপং, ধারং ধারং মনসি বিরহং মূর্চ্ছিতোঽ-ভূন্মুরারিঃ ॥ ৮৮ ॥

এইভাবে দ্বিতীয় সর্গে ৯১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বিলাপ, তৃতীয়ে ৯০ শ্লোকে ব্রজভাগ-বর্ণন, চতুর্থে ৮০ শ্লোকে নন্দনিবাস-বর্ণন, পঞ্চমে ৯৮ শ্লোকে সন্দেশ-বর্ণন, ষষ্ঠে ৮৫ শ্লোকে ব্রজবাসি-বিরহার্তিনাশন, সপ্তমে ৭৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-কীরমিলন, অষ্টমে ৮৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণব্রজযান, নবমে ৮৫ শ্লোকে গোষ্ঠ-গমন, দশমে ৬৪ শ্লোকে বনবিহারাদি এবং একাদশে ৮৭ শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিহার-বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থরত্নের রচনা-পরিপাটী অতিসুন্দর, যমক অনুপ্রাসাদির ছটায়, অলঙ্কার-ঘটায়, সর্বোপরি রসভাবের ব্যঞ্জনায় গ্রন্থখানি অতুল-নীয়। দূতকাব্য সাধারণতঃ খণ্ড-কাব্যমধ্যে পরিগণিত এবং মন্দাক্রান্তা (কদাচিৎ শিখরিণী) ছন্দেই রচিত হইলেও কিন্তু এই গ্রন্থটি বিবিধ ছন্দে দূত-মহাকাব্যই বটে। কবিও প্রতি-সর্গের অন্তিম শ্লোকে তাহাই দ্যোতনা করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে কবি নিজেকে শ্রীগীতগোবিন্দকার শ্রীজয়দেবের অন্ববায়ী (১১।৭৬—৮০) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ঐ ৮২-তম শ্লোকে শ্রীরূপসনাতনের প্রশংসা, ৮৪তম শ্লোকে কাব্যরচনার স্থান (বৃন্দাবন কালীদহে) এবং ৮৫-তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম-সঙ্গের প্রভাবে কাব্যরচনাশক্তি প্রভৃতির উল্লেখপূর্বক ১৮৯৫ সম্বতে এই গ্রন্থ শেষ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে বিহারীপুরায় শ্রীযমুনা-বল্লভ গোস্বামির গৃহে সংরক্ষিত পুঁথি।

শুকদেব-চরিত্র— শ্রীযদুনন্দন দাস-রচিত বাঙ্গালা কাব্য, লিপিকাল ১১১১। কবির জন্মস্থান নবদ্বীপে, পিতা—রামানন্দ এবং মাতা—মঞ্জোদরী। শেষের ভণিতা— 'ভাবিয়া কৃষ্ণচরণকমল মকরন্দে। শুকদেবচরিত্র কহে 'দাস যদুনন্দে' ॥

শৃঙ্গার-চূড়ামণি—শ্রীরসিক দাসজী-কৃত। ইনি শ্রীরাধাবল্লভ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। প্রথমতঃই ব্রজভাষায় শ্রীহরিবংশের বন্দনা করত গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ; যথা—'শীতল কল কলিতাপ হরি উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাস। শ্রীহরিবংশচন্দ মেরে সদা রহো হিয়ে অকাস॥' এই গ্রন্থটি

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত **উজ্জ্বল-নীলমণি**-কিরণের আনুগত্যে অনুবাদ। গ্রন্থশেষে রসিকদাস নিজেও ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন—'রসগ্রন্থনি রসরীতিমেঁ নিপুন কথন আখ্যান। রসিক-চক্রবর্ত্তী মহাসাধু শীল বিদ্বান্। তিন্‌সোঁ সুপনমেঁ পুনি প্রতিক্ষ ভয়ে বৈঁন। জিন্‌মে প্রিয়তা সুহৃদতা অরু কৃপালতা ঐঁন॥ ফর্য়ো চিত্ত আশয় কছুক ভাষা করোঁ বনাই। যহ সিঁগার চূড়ামণি হি কিয়ৌ হিয়ৌ দৈ ভাই॥ রসিকদাসকী বিনতী সব রসিকনি সোঁ এহ। শ্রীরাধাপরিকর বিষেঁ মেরো বঢ়ো সনেহ॥

ইহাতে ২২৪টি দোহা আছে। ইহার অন্য রচনা—**'রসসিদ্ধান্ত-চিন্তামণি'**। এই দুইটি পুঁথি 'মথুরায় ব্রজসাহিত্য-মণ্ডলে' রক্ষিত আছে।

শৃঙ্গারহারাবলী—শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি-প্রণীত খণ্ডকাব্য। এই গ্রন্থের প্রথম সর্গমাত্র হস্তগত হইয়াছে।

প্রারম্ভশ্লোক—— অজ্ঞানান্ধতমে কুচিত্তগহনে সন্নেবমাতিষ্ঠ মে, যস্মাত্ত্বং বিপিনপ্রিয়ো মুহুরিতো রাধাধরং চুম্বয়ন্। সব্যাজ্যে রুপরি প্রদায় চরণং বঙ্কেন ভুব্যঙ্গুলং, রাধাংসে চ ভুজং নিধায় সরসো দণ্ডায়মানো হরিঃ॥ সপ্তম শ্লোক—কৃতান্তঃ কান্তো বা সমজনি ন ভেদঃ প্রথমত,-স্ততো দ্বিত্রির্মাসৈর্মনুজ ইতি জগ্রাহ হৃদয়ম্। ততোঽসৌ মৎপ্রেয়ানহ-মপি তদীয়া সহচরী, ততো যাতে বর্ষে প্রিয়তমময়ং জাতমখিলং॥

শোচক—শ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয় গুরুগোস্বামিগণের গুণলেশসূচক কবিতা, প্রায়ই বল্লভ বা রাধাবল্লভ-ভণিতায় পাওয়া যায়, পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য কবিরও শোচক মিলে।

শ্যামচন্দ্রোদয়—মঙ্গলডিহির কবি জগদানন্দ-রচিত। ত্রিপদী ছন্দঃ; ইহাতে পান্থুয়া গোপাল-কর্ত্তৃক শ্রীধ্রুবগোস্বামি-সেবিত শ্রীশ্যামচন্দ্রের সেবাধিকার-কথাই বর্ণিত হইয়াছে। উপক্রমে—'মন্দিরে বর্ত্ততে যস্য শ্যাম-সুন্দর-বিগ্রহঃ। পর্ণবিক্রেয়-দ্রব্যেণ পূজা যেন কৃতা পুরা॥ যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্র-প্রদায়কম্। তং নত্বা পর্ণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া॥'

কাম্যবনবাসী ধ্রুবগোস্বামী মুসল-মান-অত্যাচারে পলায়ন করত দ্বাদশ গোপাল সহ বঙ্গদেশে ভাণ্ডীরবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কাল-ক্রমে মঙ্গলডিহিতে আসিয়া গোপাল-নামক নিষ্ঠাবান্ ও দেব-পরায়ণ বৈষ্ণবের সহিত মিত্রতা করত শ্রীশ্যামচাঁদ ও শ্রীবলরামকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া তীর্থপর্যটনে যান। চারিবৎসর পরে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় সেই বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে পান্থুয়া, তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনীর সেবাগুণে আকৃষ্ট শ্যামচাঁদ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং ধ্রুবসন্ন্যাসিকে প্রত্যাদেশ দিয়া পুনরায় মঙ্গলডিহিতে আগমন করেন। এই প্রসঙ্গই শ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ—শ্রীমৎ কৃষ্ণ-চরণ দাস-প্রণীত। এই গ্রন্থে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বৈরাগ্য ও পরবর্ত্তী জীবনী সামান্যতঃ বর্ণিত আছে। ইহা ষোড়শ লহরীতে বা চতুর্থ দশায় গুম্ফিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রপৌত্র এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রশিষ্যের প্রশিষ্য বলিয়া বন্দনা হইতে জানা যায়। ব্রজধামে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে এই গ্রন্থটি রচিত হয় (৫৩—৫৭ পৃঃ)। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে ১১৬ পত্রাত্মক পুঁথি আছে। মুদ্রিত গ্রন্থে মাত্র চারি অধ্যায় আছে। গোপীবল্লভপুরের পুঁথিতে বিবরণ আছে—প্রথম চারি অধ্যায়ে শ্রীগুরু-শ্রীহৃদয়চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় ব্রজধামে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর অবস্থান, কুঞ্জসেবা, নূপুর-প্রাপ্তি ও 'শ্যামানন্দ'-নাম প্রকাশের বিবরণ রহিয়াছে। পঞ্চমে—শ্রীজীবগোস্বামি - প্রভুর আজ্ঞায় উৎকলে প্রেমধর্ম প্রচারে আগমন, ধলভূমে রুক্মিণী দেবীর উদ্ধার ও ধলভূম-রাজার শিষ্যত্ব-গ্রহণ। ষষ্ঠে—শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সহিত মিলন। সপ্তমে—শ্রীগোপী-বল্লভপুরের প্রকাশ। অষ্টমে—ভঞ্জ-ভূমাধিপ বৈদ্যনাথ ভঞ্জের শিষ্যত্ব-গ্রহণ, তাম্রলিপ্তে শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু সহ শ্রীলবাসুদেব ঘোষ-সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ পদ্মবসান হইতে উদ্ধার ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়া সেবা-প্রকাশ। তাম্রলিপ্তের রাজার ও নৃসিংহপুরের উদণ্ডরায়ের শিষ্যত্ব-গ্রহণ। নবমে—শ্রীল রসিকানন্দ সহ রেমুণায় শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপী-

নাথ দেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। দশমে —উড়িষ্যায় বাণপুর হইয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন, শ্রীরথযাত্রা - দর্শন ও কুঞ্জমঠ - স্থাপন। একাদশে— শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ - প্রকাশ। মদন্ত্রিসার উদ্ধার, বশন্তিয়ায় শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহ-প্রকাশ। জয়পুর গলতা-গাদীর মহান্ত সূর্যানন্দের মনোবাঞ্ছা-পূরণ। দ্বাদশে—কাশিয়াড়ীতে সর্ব-মঙ্গলা দেবীর উদ্ধার ও শ্রীবৃন্দাবন-গমন। ত্রয়োদশে—শ্রীব্রজধাম দর্শনান্তর ভট্টভুমের রাজার উদ্ধার। চতুর্দ্দশে—বিষ্ণুপুরে শ্রীমদনমোহন-দর্শন, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্যের সহিত পুনরায় মিলন। পঞ্চদশে— শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীলহৃদয়ানন্দ দেবের আগমন, দ্বাদশ মহোৎসবান্তে শ্রীঅম্বিকায় প্রত্যাবর্ত্তন। গোবিন্দ-পুরে রাসযাত্রা। রাজঘাটে কুম্ভীর-উদ্ধার, ভোগরাই-সন্নিকটে বাস্থলী দেবীর উদ্ধার। ষোড়শ দশায়— মীরগোদায় শ্রীগোকুলচন্দ্রের সেবা-প্রকাশ। ধলভূমে আগমন, শ্রীরসিকানন্দ দেবকে মনের অভিলাষ-জ্ঞাপন, ভুবনমঙ্গলকে শেষ কৃপা। শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রত্যাবর্ত্তন।

শ্যামানন্দ - রসার্ণব——শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস-প্রণীত। (শ্রীপাট গোপীবল্লভ-পুরে ২২পত্রাত্মক পুঁথি আছে]। ইহা চারিভাগে [ও সপ্ত তরঙ্গে] বিভক্ত গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সিদ্ধাবস্থার তত্ত্বাদি বর্ণিত আছে। [যদিও এই গ্রন্থের পয়ারে আছে—'বর্ণিব প্রথম ভাগে সপত-তরঙ্গ' তথাপি পূর্ববিভাগে সাতটি তরঙ্গ বা অধ্যায়ের সমাপ্তি বা ছেদ দেখা যায় না। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য বিভাগেও আখ্যানান্তে বা লীলান্তে সমাপ্তি-সূচক পয়ারগুলি ধরিলে কিন্তু অধ্যায়-সংখ্যা অনেক হয়]

বিষয়-বস্তু—চতুর্ভাগ শ্যামানন্দ-রসমহোদধি। শুন মন দিয়া ভাই অনুক্রম-বিধি॥ নিগদিত বালক-চরিত্র পূর্বভাগ। পরম অদ্ভুত যাতে কৃষ্ণ-অনুরাগ॥ দক্ষিণ বিভাগে বড় বৈরাগ্য বর্ণনা। যাহার শ্রবণে কাঁদে পশুপক্ষিজনা॥ পশ্চিম বিভাগে নিজজনার মিলন। সম্যক্ প্রকারে যাতে বৈভব-ধারণ॥ উত্তর বিভাগে দেবালয়ের প্রকাশ। মূর্ত্তিমান্ যাতে সর্বভক্তির বিলাস॥

শ্যামানন্দ-শতক——শ্রীমৎরসিকানন্দ-প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীশ্রী-মন্‌মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার-প্রসার বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন— তাঁহাদের অগ্রণী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য-প্রভু, শ্রীলনরোত্তমঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুই ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরাদিতে ইঁহাদের বিস্তারিত প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমৎ-রসিকানন্দ প্রভু কিন্তু যেভাবে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে দর্শন, আস্বাদন ও অনুভব করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ অপূর্ব ও পৃথক্। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বটি তিনি স্ফুটতররূপে জগৎসমক্ষে দেখাইয়া সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন হইয়াও লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ— তাহা পূর্বাচার্যগণ ইঙ্গিত করিলেও ইতঃপূর্বে কেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। এই গ্রন্থে কিন্তু তিনি স্বীয় ইষ্টদেবকে শ্রীকৃষ্ণের মর্মবিজ্ঞা সেবাপরা সখীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিখিল কল্যাণগুণময় গুণ-গরিমা-রাজির যথেষ্ট পরিবেশন করিয়া (১—২৪) তিনিই যে সর্বসেব্য তাহার বিবৃতি দিতেছেন। তৎপরে (২৫) তাঁহাকে শৃঙ্গার-রসময়-বিগ্রহধারী, শ্রীরাধার ভাব হাবাদির অনুভবী, শ্রীগোপীজনবল্লভের কাম-কলা-বিস্তারক এবং ভাবকদম্বে উজ্জ্বলীকৃত বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন। (২৭-৫৪) শ্রীমন্নন্দনন্দনের নিত্য-প্রেয়সীরূপ পরিকরই যে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জনগণের উদ্ধার-কল্পে শ্রীশ্যামানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন —ইহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইঁহার সখী-দেহের বর্ণনা, প্রচুরতর সেবা-সৌষ্ঠব ও রাসলাস্যাদি-নৈপুণ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। (৫৫-৬৪) শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যময় প্রতি বস্তুর মহামহিমা মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া গাহিয়া গ্রন্থকার (৬৫—৭৭) শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মাধুর্যরসে ভজনো-পদেশ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দের চরণেই শ্রীকৃষ্ণরতি ভিক্ষা করিতেছেন। অনন্তর (৭৮—৯৩) গ্রন্থকার শ্রীশ্যামানন্দের ধ্যানাবস্থ স্বরূপের যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা অননুভূত-পূর্ব ও মহা-উপভোগ্য। তিনি দেখিতেছেন—কালিন্দীতটে বাসন্তী-কুঞ্জে অশোকপুষ্প-বিরচিত সুকোমল শয্যায় মহাসুখে বিরাজিত যুগল-

কিশোর—এই নব-নাগরদ্বয় মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস ও সর্বশোভা-সমৃদ্ধির সাগর। উভয়ই সাত্ত্বিকাদি-ভাবভূষণে ভূষিত, অনঙ্গরঙ্গে বিভোর—দেহ হইতে হারমাল্যাদি বিচ্যুত হইয়াছে, স্বেদ-প্রবাহ ছুটিতেছে, তিলকাদি ধৌত হইয়াছে—রতিযুদ্ধে উভয়ই পরিশ্রান্ত হইলেও কিন্তু তৃষ্ণাতিশয্যের বৃদ্ধিই হইতেছে—অতিসম্ভোগে উভয়ই উভয়ের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন—আনন্দ-মূর্চ্ছার পরে আবার সম্ভোগ—তাম্বুল-ভোজন, নর্মালাপ, পরি-ভ্রমণাদির বিবৃতি—রতিচিহ্নের অভিব্যক্তি, যুগলের মাধুরী-সন্দর্শন—বিভক্ত হইয়াও পুনঃ স্পর্শলাভেচ্ছায় সাতিশয় ব্যগ্রতা ও পুনঃ সম্ভোগা-তিরেক—রতিচিহ্নরাজির সম্যক্ বিকাশাদি ধ্যান করিতে করিতে রসময় শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ সকলের মঙ্গল-বিধান করিতেছেন। অক্ষক্রীড়া, কুসুম-সমর এবং জলকেলি ইত্যাদিতে যুগলের ভাববৈচিত্র্যাদি আস্বাদনে ইঁহার স্তম্ভ, স্বেদ ও কম্পাদি—নামকীর্ত্তনে স্বরভঙ্গ, বিরহ-শ্রবণে বৈবর্ণ্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীতে অশ্রুপাত, রাসোৎসবলীলা-শ্রবণে অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবের যুগপৎ আবির্ভাব ইত্যাদি হয়। শ্রীগ্রন্থকার এ গ্রন্থে শ্রীগুরুকৃপালব্ধ শ্রীগুরুস্বরূপের যে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন—ইহাই যুগলোপাসনার মূর্ত্ত আদর্শ ও পূর্ণ-স্বরূপ। যুগলোপাসকগণ শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর এই ধ্যানোদ্দিষ্ট স্বরূপের অনুধ্যানে যে পরমা প্রীতিলাভ করিবেন—এ বিষয়ে স্বয়ং গ্রন্থকারও (১০১) ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই পুস্তিকা ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও কিন্তু বস্তুবৈভবে, ভাবগৌরবে, ভাষা-লালিত্যে এবং সর্বোপরি প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিময়ী বর্ণনাচ্ছটায় সকলেরই মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ। এই গ্রন্থ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দেই রচিত। শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার একটি বিস্তৃত টিপ্পনী রচনা করিয়া গ্রন্থের গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ত্রিবিক্রমানন্দদেব ইহার পদ্যানুবাদ করেন।

শ্যামানন্দ-শতকটীকা —— শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ অলঙ্কারাদি-বিচার পূর্বক তত্ত্ব-নিরূপণাদি-সম্পন্ন এই অপূর্ব টীকা রচনা করিয়াছেন। একেত এই শতক বস্তু-বৈভবে, ভাব-গৌরবে, ভাষা-লালিত্যে ও সর্বোপরি প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিময়ী বর্ণনাচ্ছটায় সকলেরই মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ, তদুপরি আবার শ্রীমদ্‌বিদ্যাভূষণের যথেষ্ট পরিবেষণে শ্রীল রসিকানন্দের উপ-ভোগ্য বস্তুর 'ফেলালব' আস্বাদন পূর্বক শ্রীশ্যামানন্দ-চরণানুরাগী গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই যে ইহাতে অপূর্ব আনন্দোন্মাদনা পাইবেন—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উপক্রম—

আনন্দয়তি শ্যামাং রসিকান্নয়নানি চ স্বধামনি যঃ। বিস্মাপকদামোদর-লীলোঽবতু নঃ স গোবিন্দঃ॥ বন্দে শ্যামানন্দে নিহীতমতীন্ বৈষ্ণবানহং শশ্বৎ। মন্দোঽপি যৎকরুণয়া শতকং বিবৃণোমি তস্মৈতৎ॥ ইত্যাদি

উপসংহার —— বিদ্যাভূষণবিদুষা শতকে শ্রীমন্ মুরারিণা রচিতে। নিরমায়ি টিপ্পনীয়ং সদ্ভিঃ পরি-শোধ্যতাং কৃপাবদ্‌ভিঃ॥

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব— শ্রীমদ্‌রঘুনন্দন ঠাকুরের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর-মহোদয়-কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে শ্রীখণ্ডবাস্তব্য শ্রীমন্নরহরি-প্রমুখ বহু বৈষ্ণবের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীনিবাস-গুণলেশ-সূচক——অষ্ট কবিরাজের তৃতীয় কর্ণপূর কবিরাজ শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে ৯১টি শ্লোকে ইহার রচনা করেন। শ্রীআচার্যপ্রভুর মহামহিমাই ইহাতে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আচার্যপ্রভুর শাখাবর্ণনাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রারম্ভে—

আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্র-ভবনে রাঢ়ীয়-ঘণ্টেশ্বরো, নানাশাস্ত্র-সুবিজ্ঞ-নির্মলধিয়া বাল্যে বিজেতা দিশম্। নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুত-পদং শ্রুত্বা ত্যজন্ সর্বকং, সোঽয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাস-প্রভুঃ॥

শ্রীনিবাসচরিত্র——শ্রীনরহরি-(ঘন-শ্যাম)-বিরচিত। ইহাতে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর জীবনীই পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি এখনও দুষ্প্রাপ্য। ভক্তিরত্নাকর ১৪।১৯৩ পয়ারে 'শ্রীনিবাস-চরিত্রের' নাম আছে।

শ্রীনিবাসপ্রভোঃ শাখাবর্ণন-স্তোত্রম্—শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ-কৃত দ্বাবিংশ-শ্লোকাত্মক। প্রারম্ভে—'শ্রীরাধামাধব-প্রেম্ণা বাগ্‌দেহ-মানসাবশম্। প্রভুং শ্রীলশ্রীনিবাস-মাচার্যমাশ্রয়ামহে।'

শ্রীমতীসঙ্কীর্ত্তন —— শ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভু রচিত পদাবলী। ইহাতে পদ-সংখ্যা —৮৭; আরাত্রিক, প্রভাতী, জয়সূচক,

ভজনগান ও বিবিধ—এই পাঁচটি বিভাগ। প্রতিপদে রাগরাগিণী সংসূচিত হইয়াছে।

শ্রীবল্লভলীলা—বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবল্লভ-রচিত পদাবলী [History of Brajabuli Lit. p. 427]

শ্রুতিসার—শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীকিশোরানন্দ-কর্ত্তৃক উৎকলীয় ভাষায় রচিত পুঁথি। ইহাতে রেমুণার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শ্রুতিস্তুতি-ব্যাখ্যা—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃতা। ইহাতে শ্রুতিরূপা গোপী ও নিত্যশুদ্ধভাবময়ী গোপীদের বোধন-প্রকার দুই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপক্রমে—

'শ্রীরাধাকান্ত - মধুরপ্রেমোদ্ভূত্যৈ শ্রুতিস্তুতিম্। ব্যাখ্যাতি বহুযত্নেন প্রবোধস্তজ্জুষাং মুদে ॥

উপসংহারে —শ্রীকৃষ্ণরসরহস্যং পরমং যে বুভুৎসতে। তে মৎকৃতাং শ্রুতিস্তুতি-মধুব্যাখ্যাং বিলোকন্তাম্ ॥'

২ শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা অন্যটি (পাটবাড়ী পুঁথি পৃ ১০১) শঙ্কর-ভাষ্যের অনুগত। উপক্রমে—বালানামুপকারায় শ্রীধরীয়-শ্রুতিস্তুতেঃ। ব্যাখ্যা ব্যাখ্যায়তে ক্বাপি রঘুনাথেন কাচন ॥ ১

উপসংহারে— আনন্দবল-যত্যাদি-গ্রন্থং দৃষ্ট্বা শ্রুতিস্তুতৌ। রঘুনাথোঽলিখদ্‌ব্যাখ্যাং শ্রুতেঃ শঙ্করভাষ্যগাম্ ॥ ইতি শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃতা শ্রুতিস্তুতিব্যাখ্যানং সমাপ্তম্।

৩ কবিচূড়ামণি চক্রবর্ত্তি-কৃতা 'অন্বয়-বোধিনী'—ইহাও শ্রুতিস্তুতির ব্যাখ্যা এবং শঙ্করমতানুযায়ী। ['অন্বয়বোধিনী' দ্রষ্টব্য]।

ষট্ সন্দর্ভ—শ্রীজীবপ্রভু-রচিত দর্শন-শাস্ত্র। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র-নির্গলিত বেদান্তসুধা যাহা কাশীতে শ্রীপাদসনাতন ও প্রয়াগে শ্রীপাদরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা তাহাই শ্রীমদ্ গোপালভট্ট তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করিয়া এক কারিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাই ষট্-সন্দর্ভের মূল আকর। প্রথম চারিটী সন্দর্ভে (১) সম্বন্ধতত্ত্ব, ভক্তি-সন্দর্ভে (২) অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রীতি-সন্দর্ভে (৩) প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রমাণপ্রয়োগ-সহকারে বিনিরূপিত। এই তত্ত্বত্রয়ই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ছয়টি সন্দর্ভের নাম—১। তত্ত্বসন্দর্ভ, ২। ভগবৎসন্দর্ভ, ৩। পরমাত্মসন্দর্ভ, ৪। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ৫। ভক্তিসন্দর্ভ ও ৬। প্রীতিসন্দর্ভ। [ইহাদের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]।

ষোড়শগোপালরূপ—শ্রীজ্ঞানদাস-রচিত গীতকাব্য। বর্ণনা অতিসুন্দর।

স

সংকল্পকল্পদ্রুম[১]--শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-পাদ-প্রণীত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত প্রায়শঃ সকল লীলার সমন্বয়, সুসিদ্ধান্ত ও ভাষ্যরূপে শ্রীগোপালচম্পূ প্রণয়ন করত তিনি তাঁহারই অনুক্রমণিকা-স্বরূপ * এই গ্রন্থ প্রকট করেন। ইহা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংকল্পের কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। ইহাতে চারি বিভাগ—(১) শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি অপ্রকট-প্রকাশান্ত লীলা ২৭৫ শ্লোক, (২) শ্রীরাধামাধবের (অপ্রকট প্রকাশগত) নিত্যলীলা ৩১৫ শ্লোক, (৩) সর্বঋতুলীলা ১৩১ শ্লোক এবং (৪) ফলনিষ্পত্তি ১০ শ্লোক। 'কল্পবৃক্ষ'-সম্বন্ধেও শ্রীপাদ ১১শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে জন্মাদিলীলা এই কল্পবৃক্ষের মূল, নিত্যলীলা—স্কন্ধ, ঋতুবর্ণনাত্মক শ্লোকাবলি উহার শাখা এবং প্রেমময়ী স্থিতিই ফল। স্বকীয় মনকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ এই গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন—ইহাতে প্রতীকরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় (শ্লোক) শ্লোকাংশ উদ্ধার করিয়া তাহাদের সঙ্গতি বিবেচনা করাতেই ইহার তাৎপর্য। এই গ্রন্থও শ্রীগোপালচম্পূর ন্যায় শ্রীপাদ স্বকীয়ার আবরণে সংরক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীগোপাল-চম্পূর আলোচনায় এ বিষয়টি বিশদরূপে বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম বিভাগে—৫৮, ১৮৭, (১৯২), ২৪২—২৪৬; চতুর্থে ২, ৩ শ্লোকে নিত্যপ্রেয়সীগণেরও লীলাশক্তির

* ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গে শ্রীজীবকৃত গ্রন্থ-গণনায় 'সংকল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূ-ভাবার্থসূচকঃ।'

ঘটনায় অন্যথা (পরভার্যাবৎ) প্রতীতির উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় বিভাগের নিত্যলীলা প্রায়শঃই অষ্টকালীয় স্মরণোপযোগী করিয়া রচনা হইলেও ইহাতে প্রকট-লীলাগত রসবৈচিত্রী, ভাবমাধুরী এবং চিত্তচমকপ্রদ ঘটনাবলীর অভাবই সুষ্ঠু পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় বিভাগে বনবিহার-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ষড়্‌ঋতু-শোভাদিও বর্ণিত হইয়াছে এবং তত্তৎকালোচিত-বিলাস-নিমগ্ন যুগলকিশোরের অবস্থাবিশেষের স্মরণ করিবার জন্য ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ বিভাগে নিত্য-দাম্পত্যে স্থিতির বর্ণনা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ শ্রীগোপালচম্পূদ্বয় রচনার (১৫১৪ শকাব্দার) পরে রচিত হইয়াছিল, যেহেতু (১।২৬৪ ; ২।১০) শ্লোকে গ্রন্থকার এইরূপই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

সঙ্কল্পকল্পদ্রুম²— শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'স্তবামৃতলহরীর' অন্তর্গত হইলেও ইহাকে স্বতন্ত্রভাবে খণ্ডকাব্য বলা চলে। এই গ্রন্থ শ্রীজীবপাদের সঙ্কল্পকল্পদ্রুমের ন্যায় হইলেও ইহাতে বৈলক্ষণ্য আছে। ১০৪টি শ্লোকের প্রথম ৮৮ শ্লোকে শ্রীরাধার নিকট ব্যাকুলভাবে নিগূঢ়সেবার প্রার্থনা-বিজ্ঞপ্তি, তৎপরে গ্রন্থকারের স্বগুরু-পরম্পরার সিদ্ধদেহগত নাম সম্বোধন পূর্বক দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি (৮৯—৯১), তৎপরে মঞ্জুলালী, গুণ-রস-ভানুমতী-লবঙ্গ-রূপমঞ্জরী প্রভৃতির নিকট আনুগত্য-প্রার্থনা (৯২—৯৪), গিরিরাজ (৯৯), শ্রীরাধাকুণ্ড (১০০), যোগপীঠ (১০১), বৃন্দা (১০২) ও গোপীশ্বর (১০৩) প্রভৃতির নিকট স্বসঙ্কল্পসিদ্ধি-বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছেন।

সঙ্কীর্ত্তনানন্দ— শ্রীগৌরসুন্দর দাস-সঙ্কলিত কীর্ত্তনানন্দের নামান্তর।

সংকীর্ত্তনামৃত——শ্রীদীনবন্ধু দাস-সঙ্কলিত। দুই খণ্ডে বিভক্ত—পূর্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্ব খণ্ডে ১৫টি ও উত্তর খণ্ডে ৫টি পরিচ্ছেদ। উভয় খণ্ডের শেষে বর্ণিত পরিচ্ছেদের বর্ণনা আছে। ইহা ছাড়া ৬ হইতে ১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীনবন্ধু দাসের স্বকৃত পয়ারে সিদ্ধান্তবাক্য ও রসবিচার আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত রসগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া স্বমতের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ পদের প্রথমেই নানা বৈষ্ণব গ্রন্থ ও শ্রীভাগবত হইতে সেই সেই পদের সমভাবাত্মক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করত বৈষ্ণব পদাবলী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব কাব্যাদি—এই উভয়ের ভাবধারা যে অধিকাংশ স্থলে একই খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। অনেক অজ্ঞাতনামা লেখকের সংস্কৃত শ্লোকও তিনি এই গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে গোবিন্দদাসের ১৫৪টি পদ ও সংস্কৃত ২০৭টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৪০ জন পদকর্ত্তার পদ সঙ্কলিত হইয়াছে ; কিন্তু হরিবল্লভ, রাধামোহন, নরহরি-ঘনশ্যাম, বৈষ্ণব-দাস ও চণ্ডীদাসের কোনও পদ ইহাতে স্থান পায় নাই।

রচনার আদর্শ—চলল দূতী কুঞ্জর জিতি মন্থর গতি গামিনী। খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি চঞ্চল মতি চাহনী॥ জঙ্গল তট পন্থ নিকট আসি দেখিল গোপিনী। গোপ সঙ্গে শ্যামরঙ্গে গোঠে করল সাজনী॥ না পাঞা বিরল আঁখি ছলছল ভাবিঞা আকুল গোপিকা। নাহ রমণ-দরশন বিনু কৈছে জীয়ব রাধিকা॥ যামুন কূল চম্পক মূল তহিঁ বসিল নাগরী। দীনবন্ধু পড়িল ধন্দ হইল বিপদ পাগলী॥ (সংকীর্ত্তনামৃত ৩১০)

দীনবন্ধুই যে সর্বপ্রথম ব্রজবুলির সহিত সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করেন—তদ্বিষয়ে পদরত্নাবলীর (৫১০) পদটি দ্রষ্টব্য—

নিজ মন্দির তেজি গতং ঝটকং। চল-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডতটং। মদমত্ত মতঙ্গজ-মন্দগতা॥ ইত্যাদি

(সংকীর্ত্তনামৃত ১৫১)

সংব্রীড়িতাষ্টক—— উজ্জ্বলনীলমণির টীকাকার শ্রীযুক্তবিষ্ণুদাস গোস্বামি-কৃত বলিয়া ধারণা হয়। ইহা উক্ত গ্রন্থে ব্যভিচারি-প্রকরণে (৬১—৬৩) উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম শ্লোক—'কৃষ্ণস্য বক্ষসি হরিন্মণিদর্পণাভে, বীক্ষ্যাত্মমূর্ত্তিমতিরোষ - চলাধরায়াঃ। সখ্যাথ তচ্ছ্রবণ-সীম্ন্যুদিতে রহস্যে, সংব্রীড়িতং বরতনোস্তনুতাং মুদং নঃ॥'

সঙ্গীতনারায়ণ—— পারলাকিমেডির রাজা গজপতি বীরশ্রী নারায়ণদেব-কর্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে 'গীত-প্রকাশ'-নামক সঙ্গীতশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধার আছে। গীতপ্রকাশে উল্লিখিত আছে যে শ্রীনারায়ণ কবি তদীয় 'সঙ্গীতসার'-নামক পুস্তকে শ্রীরামানন্দ রায়ের

'ক্ষুদ্রগীতপ্রবন্ধ'-নামক সঙ্গীতগ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্ধার করিয়াছেন (History of Classical Skt. Litt. pp. 872, 881) ।

সঙ্গীতমাধব—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-বর্ণিত গীতকাব্য। ইহাতে ষোড়শ সর্গ ও কতিপয় সঙ্গীত আছে। প্রথম সর্গে——শ্রীরাধামাধব- দিদৃক্ষু সখীকর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবন-স্তুতি,দাস্য-লুব্ধা মৃগাক্ষীর শ্রীরাধাসখীগণ-কর্ত্তৃক গীত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত ও তৎস্ফূর্ত্তির প্রার্থনা। দ্বিতীয়ে—নিজেশ্বরী সখীকে সম্মুখে দেখিয়া যুগল-কিশোর-বিষয়ক প্রশ্ন—সখীমুখে (সঙ্গীতে) যুগলকিশোরের বৃন্দাবন-বিহার বর্ণনা, প্রিয়তমযুগলের বিলাস-দর্শনেচ্ছায় শ্রীরাধাচরণ-স্মরণের উপদেশ, শ্রীরাধার ধ্যান ও স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা। তৃতীয়ে—শ্রীরাধার সখীগণ তাঁহাকে মিলন-মাধুরী দেখাইলে প্রেমার্ণবে মগ্নচিত্তা সেই সখীকর্ত্তৃক গদ্‌গদবাক্যে শ্রীরাধাদাস্য-প্রার্থনা, শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা সেই সখীর গোবিন্দ-স্তুতি এবং তচ্চরণে শ্রীরাধাদাস্য-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-দৃষ্টি ও সেবাধিকার লাভ। চতুর্থে—সেই সখী শ্রীরাধাগোবিন্দের ক্রীড়া-চাতুর্য-দর্শনোৎসবে মগ্না হইলেন। শ্রীরাধাকর্ত্তৃক ব্যাকুলিত চিত্তে ভাবী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমোৎসব-বর্ণনা—সখীগণ-সহ শ্রীমতীর প্রিয়ান্বেষণে মদনজীবন-বনে কুসুমচয়নচ্ছলে প্রবেশ—শ্রীরাধার রূপমাধুর্য-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা—শ্রীরাধার প্রিয়তম-পার্শ্বে গমন ও করস্পর্শদানে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন এবং অন্তর্ধান। লব্ধসংজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের সান্ত্বনাদান—শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধার রূপ-বর্ণন ও শ্রীদামের পুনঃ আশ্বাসদান। পঞ্চমে—গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীদামসহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদর্শন ও বিরলে তৎসখীর নিকট শ্রীরাধা-সঙ্গপ্রার্থনা—সখীমুখে শ্রীরাধার পরপুরুষসঙ্গ-রাহিত্য-বর্ণনা, তৎপরে ললিতাকর্ত্তৃক শ্রীরাধা-সমীপে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা বিজ্ঞাপন ও তৎসহ মিলন-প্রার্থনা। ষষ্ঠে—উৎসববিশেষে গমন-পরায়ণা শ্রীরাধার রূপদর্শনে অধীর শ্যামের আত্মনিবেদন—শ্রীরাধার উপেক্ষা-সূচক বাক্যে ললিতার পরামর্শ। সপ্তমে—শ্রীরাধার গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রবেশ, দারুণ বিরহপ্রকাশ, বৃন্দাবনীয় বস্তু-সমূহে শ্রীরাধাদেহের কথঞ্চিৎ সাম্যদর্শনে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বৃন্দাবনে ভ্রমণ, পিককলতানে বিমুগ্ধতা, কদম্বতলে বিলাপ ও বিরহ-জ্ঞাপন। অষ্টমে—বিবিধ ছদ্মবেশে শ্রীরাধাসঙ্গ-আস্বাদন—(১) যমুনাজলে পরিরম্ভণ, (২) নীলবসনাবৃত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গৃহ-প্রদীপ-নির্বাপণে শ্রীরাধার মুখ-চুম্বন ও পরিরম্ভণ, (৩) নবনিকুঞ্জে সখীগণসহ ক্রীড়াপরায়ণা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন; (৪) নব-যুবতীবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধাসমীপে গমন, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক তাঁহার প্রিয়সখীত্ব-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সম্ভুক্তা হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা ও তাঁহার নিবিড়ালিঙ্গন-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা শ্রীমতীর মহাসুখাস্বাদন। (৫) কদম্বতলে উত্তরীয় বিছাইয়া তৎপার্শ্বে মুরলী-স্থাপন, কদম্ব-চয়ন ও নিম্নে পাতন—সখীগণের পরামর্শে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক বংশীচুরি, বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্বক শ্রীরাধার অবরোধ, বক্ষোজদ্বয়ে কদম্বজ্ঞান, কঞ্চুলিকা-উন্মোচন ও মর্দনাদি। (৬) পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীরাধার চক্ষুতে হস্তার্পণ—'ললিতে! ছাড়, ছাড়'—বলিয়া শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রিয়তমের হস্তধারণ। (৭) নিদ্রিতা শ্রীমতীর পার্শ্বে গমন, জঘন এবং বক্ষের বসন-অপহরণ, চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া আলিঙ্গন ও নখাঙ্ক-দান। (৮) ললিতার বেশে আগত প্রাণেশ্বর-কর্ত্তৃক কুচযুগলে পত্রাবলি-রচনা ও পুম্ভাবে তীক্ষ্ণ নখরাঘাত। নবমে—রসনিমগ্না শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক সখীগণের সম্মুখে বিগতসম্ভোগের বর্ণনা। দশমে—মোহনবেণুনাদ-শ্রবণে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা—মুরলী-মোহনের নিকট যাইতে সখীর নিকট প্রার্থনা—'হরি অভিমানী' বলিয়া একাকিনী সখীর শ্রীকৃষ্ণসবিধে গমন ও গতাদর শ্যাম-সকাশে শ্রীরাধার অনুরাগ-জ্ঞাপন। উদ্বোধিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে শ্রীরাধার নিকটে সখী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্ত-নিবেদন। একাদশে—শ্রীরাধার আগমন-বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের বিষাদ এবং নিজ-গৃহ-সমীপবর্ত্তী কদম্বখণ্ডীতে আগমন—এদিকে আবার সঙ্কেত-কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ও ভূষণত্যাগ, সখীর সান্ত্বনা, তৎপরে মিলন, বিলাস ইত্যাদি। দ্বাদশে—শ্রীরাধার অনুনয়ে মধুর-মুরলীনাদে রাসলীলার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার সখীগণের আকর্ষণ, শ্রীরাধা-সখ্যহীনা

জনৈক গোপীর সিদ্ধদেহে রাসে গমন ও তৎকর্তৃক রাস-বর্ণনা। ত্রয়োদশে—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের গহন বনে প্রবেশ, নবসখীর পশ্চাৎ গমন ও অপরূপ লীলাবলির দর্শনলাভ—শুক-মুখে শ্রীরাধার চরিত-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাবেশে নয়ন-নিমীলন ও শ্রীরাধার পলায়ন। শ্রীরাধার অদর্শনে শ্যামের বিলাপ—প্রাণত্যাগের সংকল্প, শ্রীরাধার আবির্ভাব ও মিলন। চতুর্দশে—বিরহবিধুরা ব্রজবালাদের মুখে যুগলের গুণানুবাদ-পূর্বক অন্বেষণ ও দর্শনলাভ। নিজ নিজ সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া যুগলকিশোরকে নিভৃতনিকুঞ্জে পুষ্পশয্যায় আনয়ন—সুরত-সমরের উদ্যোগ—কোনও সখীমুখে বিলাস-বর্ণনা। পঞ্চদশে—নিজোল্লাসবর্ণনা এবং ষোড়শে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশীর্বাদ-জ্ঞাপন ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য—(১) শ্রীপাদের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও মান-বর্ণনা নাই। বেণুরব—'রাধামানগরল-পরিখণ্ডন,' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'রাধাবিরহ-দহনজ্বাল-বিকল' এবং বৃন্দাবনীয় তরুলতাতে শ্রীরাধার অঙ্গ-সাদৃশ্য দেখিয়া বহুবার 'প্রতারিতমতি'। বিরহাতুর হরিকে বহুবিধ বিলাপ করাইয়া কবি শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-পথে সর্বত্র রাধাময় জগৎ অঙ্কিত করিয়াছেন—'পুরো রাধা পশ্চাদপি চ মম রাধা তত ইতঃ' (৭৯) অহো! 'প্রেমোন্মদ-মদনলীলা-রসনিধি' (৮১) রাধা বিনা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও ম্লান হইয়াছেন। (২) এগ্রন্থে শ্রীরাধা কিন্তু অধিকতর বিরহবিধুরা—বিরহে তিনি 'সদ্যঃ প্রকোষ্ঠচ্যুত-কঙ্কণা' (১০) হইলেন দেখিয়া সখী কদম্বখণ্ডে শ্রীহরির নিকটে তাঁহার বিরহ-বিক্লব কাহিনী শুনাইতেছেন—শ্রীরাধার বিরহে—'রুদন্তি মৃগপক্ষিণো ন বিকশন্তি বল্লীদ্রুমাঃ, শরদ্‌বিমলচন্দ্রমা মলিন ভাবমালম্বতে। বহন্তি ন সমীরণাঃ সহজশীতলামোদিনঃ, ক্ষণাদ্ বিরহকাতরে নবরসপ্রদে ধামনি॥ ১০৮

তখনই আবার কবি মাধবের সহিত মিলাইয়া বিহ্বলা রাধাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। (৩) ইহার রাসলীলা বর্ণনা অতি স্বাভাবিক (১১৩—১১৫)। (৪) দক্ষিণা নায়িকার স্বভাবটি সর্বত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। (৫) শ্রীমদ্‌জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলির অনুসরণে ইহা রচিত হইলেও ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনোপযোগী বহুবিধ সম্ভার দেদীপ্যমান এবং স্থলবিশেষের রচনা-পারিপাট্য অধিকতর সুললিত ও চিত্তচমকপ্রদ।

২ শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগে ১৭৬৯ শকাব্দে হুগলি জেলার সেনহাটগ্রাম-বাসী শ্রীবিশ্বম্ভরপাণি-কর্তৃক রচিত 'শ্রীসঙ্গীতমাধব' নামে একখানি গীতকাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা শ্রীজয়দেবের অনুকরণে রচিত—ইহাতে শ্রীরাধামাধবের অষ্টকালীয়-লীলা বিবিধ ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। আটটি বিভাগে নিশান্তাদি অষ্টলীলা কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রীগুরু, সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যবন্দনাদি আছে। ইহাকে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সংক্ষেপ বলিলেও হয় (৮। ৮৬)। ইহাতে ৭৮৮ শ্লোক ও ৫০টি গীতাবলি সমাহৃত। গীতের আদর্শ যথা (৮।১১০ পৃঃ)

মল্লাররাগেণ—পরিতঃ কুসুমিত-কানন-পুলিনে। পতঙ্গজাতটভূমৌ বিজনে॥ রাসে রাসরসিকবর-কৃষ্ণঃ। বিহরতি রাসবিলাস-সতৃষ্ণঃ॥ ধ্রু॥ গান্ধর্বিকাভির্দয়িতাভিঃ। ক্রীড়তি বল্লববর-বনিতাভিঃ॥ সস্মিতলোকন-কৌতুকরচনৈঃ। স্তন-নখরার্পণ-মনোজ্ঞবচনৈঃ॥ মুহুরালিঙ্গনচুম্বন-দানৈঃ। তাসামপ্যধরামৃতপানৈঃ॥ তুষ্যতি পরিতোষয়তি চ রামাঃ। গোপ্যোঽপি চ তৎসুখৈককামাঃ॥ সহবাম্য-স্মিতবিলোকনেন। মাদয়ন্তি তং মদনমদেন॥ বিশ্বম্ভর-বর্ণিতমিতি গীতম্। সুখয়তু কেশব-পদোপনীতম্॥ ১

সঙ্গীতমাধবনাটক—ব্রজবুলি রচনায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় পূর্বরাগ-বর্ণনাত্মক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকর (১।২৬৪, ২৭০, ২৭৭, ২৭৯, ৪৭২—৪৭৮) হইতে জানা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু অন্বেষণেও এই গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সঙ্গীতরসার্ণব—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জনমেজয় সঙ্কর্ষণ-ভণিতায় বহু পদরচনা করিয়াছেন। ১৮৬০ খৃঃ তিনি 'সঙ্গীতরসার্ণব-নামে স্বরচিত পদাবলী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তৎপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের পদাবলীও সংগৃহীত

হইয়াছিল।

সঙ্গীতসারসংগ্রহ (হরিবোলকুটীর পুঁথি, পাটবাড়ী পুঁথি বি ৬৭) নরহরি-ঘনশ্যাম-প্রণীত সঙ্গীত-বিষয়ব ২৬পত্রাত্মক পুঁথি। ইহার অনুশীলনে বঙ্গদেশও যে সঙ্গীতবিদ্যার পীঠভূমি ছিল, তাহা প্রমাণিত হইবে। ইহাতে ছয়টি অধ্যায় আছে; প্রথমে গীত, দ্বিতীয়ে বাদ্য, তৃতীয়ে নৃত্য-নাট্য, চতুর্থে আঙ্গিকাভিনয়, পঞ্চমে ভাষাদি-নিরূপণ এবং ষষ্ঠে ছন্দঃ-প্রকাশ বিস্তারিতভাবে সমাহৃত হইয়াছে। কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ হইতে নাগরী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।

সচ্চরিত-মীমাংসা—কাশীনাথ বিদ্যা-নিবাস-প্রণীত সদাচার-বিষয়ক সুবৃহৎ ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। আবিষ্কৃত পুঁথির প্রথমাংশে গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তৎপরে স্নান, স্নানোত্তর কর্ম, জপ, তর্পণ, দেবপূজাদি। দ্বিতীয়াংশে—শুচি, আচমন-বিধি, স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান, দানবিধি। এই অংশে ৩৩পত্রে গজপতিরাজগণ-সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ উক্তি আছে—'দৃশ্যতে চ নানাদেশীয়-প্রকৃষ্ট- পণ্ডিতগণাধিষ্ঠিত-সভানির্ধারিতার্থকারিণাং গজপতীনাং পুরুষোত্তমদেব-প্রতাপরুদ্র-মুকুন্দদেবানাম্ অষ্টহস্তায়াম-বিস্তারাষ্টহস্তরবাতানি (?) কতিচন হোমকুণ্ডানি বর্ত্তন্তে। অধুনা তানি মৃদাচ্ছাদিতানীতি কুণ্ডে করণীবচনম্।' এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে গজপতি-রাজগণের সভা সর্বদাই বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতগণে মুখরিত হইত। তৃতীয়াংশের বিষয়-সূচী—দীপ, গন্ধ, প্রণামাদি, পুষ্প, ধূপ, অপরাধ, বৈশ্বদেববলি, অতিথিপূজা, ভোজন, শয়নবিধি। সমাপ্তিতে—'আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্য-লক্ষণম্॥ ইতি আচারো ভগবদারাধনদ্বারা চ মোক্ষহেতুঃ। যথা—'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে নান্যঃ পন্থাস্তত্তোষ-কারণম্॥' উপসংহার হইতে জানা যায় যে কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য এই গ্রন্থ ১৪৮০ শকে (খৃষ্টেন্দ্রাব্দে) বৈদ্যনাথের গর্গবংশীয় শিখরেশ্বরের অনুরোধে রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে গৌড়ীয় আচারের উল্লেখ থাকিলেও দাক্ষি-ণাত্য স্মৃতির ও মধ্যদেশীয় আচারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত সূচিত হইয়াছে (তৃতীয়াংশের ২০।১ পত্রে মধ্যদেশীয় রবি-চারেঽপি নিষেধমিচ্ছন্তি)। সিদ্ধান্তদর্পণের টীকায় (৫।৪) সচ্চরিত-মীমাংসাকারকে 'বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য' বলা হইয়াছে।

সতহংসী—শ্রীরামরায়জী-কৃত ব্রজ-ভাষায় লিখিত ১০২টি দোহাযুক্ত যমক পদকাব্য। ইহাতে পূর্বানুরাগ, হোরী, বিপ্রলম্ভ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও **সংস্কার-দীপিকা**—শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামির নামে আরোপিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-নামে একখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ['Notices of Sanskrit Mss.' Vol. I No. 395, Vol. II No. 235] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ১৫—১৭শ খণ্ডে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীগোস্বামি-পাদ হরিভক্তিবিলাসে প্রায়শঃ ধনী বৈষ্ণব গৃহস্থদের ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহাদি সংস্কারের কথা নাই। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত এবং অন্ত্যজ বর্ণে আবির্ভূত ভক্তগণের জন্য বেদ, পুরাণ ও মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বিচারপূর্বক পিতৃ-দেবার্চনাদি বর্জন করত এই পদ্ধতি-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিতান্নেই পিতৃকৃত্য ও দেবান্তর-কৃত্যাদির সমাপন-বিধিই বরং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ গ্রন্থে সাধারণতঃ গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসের অর্থ, বিবাহের পূর্বকৃত্যসমূহ, স্মার্ত্তনান্দীমুখ শ্রাদ্ধ-নিষেধ, মহাব্যাহৃতি হোম, উত্তরবিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, হোম, ব্রহ্মচারি-কৃত্য, সমাবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌড়ীয় ২১।২-৪)

সংস্কারদীপিকা—পূর্বোক্ত গ্রন্থেরই অন্তর্গত। উপাসক দ্বিবিধ—বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব, বৈষ্ণব দ্বিবিধ—সাম্প্র-দায়িক ও তান্ত্রিক; সম্প্রদায়ীও দ্বিবিধ—গৃহী ও সন্ন্যাসী। দশনামী ব্রহ্মসন্ন্যাসী, তোতাদ্রি উড়ুপীকৃষ্ণ ইত্যাদিতে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। সত্যাদি-যুগত্রয়ে সামান্য বৈষ্ণব, কিন্তু কলি-

যুগে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব। পরমহংস অবধূতের মহিমা, বৈষ্ণবী দীক্ষায় বিপ্রত্বলাভ, স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম, একান্ত শূদ্রাদিকুলোৎপন্ন ব্যক্তিরও বৈষ্ণবসন্ন্যাস-ব্যবস্থা, সন্ন্যাসের দশবিধ সংস্কার—(১) ক্ষৌরসংস্কার, (২) তীর্থস্নান, (৩) তিলকধারণ, (৪) নাম-মুদ্রাধারণ, ৫) কৌপীনশুদ্ধি, (৬) প্রাণপ্রতিষ্ঠা, (৭) নামকরণ, (৮) বিষ্ণুমন্ত্রধারণ, (৯) অচ্যুত-গোত্রস্বীকার এবং (১০) শাল-গ্রামার্চনা ও সমাধিমন্ত্র ইত্যাদি।

এই গ্রন্থখানি ত উপাদেয়ই বটে, কিন্তু জয়পুরে ও শ্রীবৃন্দাবনের চারি পাঁচ খানি পুঁথিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতে আচার্য পূজাপ্রকরণের তৃতীয়-পক্ষে 'পঞ্চতত্ত্বাত্মকান্ ষড়্গোস্বামি-সহিতান্ পাদ্যাদিভিঃ পঞ্চোপচারৈঃ বিধিবৎ সংপূজ্য' ইত্যাদি এবং 'শ্রীল সনাতনরূপৌ শ্রীভট্টরঘুনাথকং। ভট্টগোপাল-সংজ্ঞং শ্রীজীবাখ্যং রঘু-নাথকম্' ইত্যাদিতে শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর স্বকৃত গ্রন্থে স্বনাম-পূজানির্দেশ দেখিয়া সন্দেহ হয় যে এই গ্রন্থ ষড়্গোস্বামির অন্যতম শ্রীগোপালভট্টপাদ-বিরচিত নহে। শ্রীরাধারমণ-সেবাধিকারী শ্রীল বন-মালীলাল গোস্বামিপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে এই গ্রন্থ শ্রীহরিবংশের শিষ্য কোনও গোপাল-ভট্টকৃত। এবিষয়ে হরিমন্দির-তিলক-বিধিতেও একখানা পুঁথিতে 'রাধাবল্লভীয়মেতৎ সূরিভিঃ পরি-কীর্ত্তিতং' এই শ্লোকার্দ্ধ দেখিয়া সন্দেহটা দৃঢ়তরই হইল। এ শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিলেও পূজা-প্রকরণে স্বনামের নির্দেশ কিন্তু শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়-বিরুদ্ধ; অতএব গ্রন্থকার শ্রীহরিবংশ-শিষ্য শ্রীগোপাল-ভট্ট বলিয়াই আমার ধারণা—কিন্তু তাহাতেও আমাদের কোনও হানি নাই, কেন না ইহাতে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়গত বৃত্তান্তই উট্টঙ্কিত হইয়াছে।

সদাচারনির্ণয়—মাড়োর শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত স্মৃতিনিবন্ধ।

সনৎকুমারীয় তন্ত্র (হরিবোল কুটীর ৮ ঘ) মৎসংগ্রহে ৩৬ ও ৫৫ পটল-মাত্র আছে। ৩৬তম পটলে সাধারণতঃ নারদের প্রশ্নে সদাশিব কলিকালের দুর্গত জীবের উপলক্ষে মন্ত্রচিন্তামণি-কথনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদি যাবতীয় কৃত্য বর্ণনা করিলেন। তাহাতে আবার গোপীভাবে পরকীয়া উপাসনারও ইঙ্গিত আছে, দাস্যাদি ভাবের ভজনাদি, শ্রীবৃন্দার মুখে নারদের শ্রীকৃষ্ণনিত্যলীলাশ্রবণাদি বর্ণনা হইয়াছে। ৫৫তম পটলে রুক্মিণীর প্রশ্নে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন-লীলার সূচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে হরিভক্তিবিলাসে (১২।৫৭) এবং সনৎকুমার কল্প ও সংহিতা হইতেও বহু শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে।

সপ্তবিংশতি-নামামৃত-স্তোত্র—শ্রীশ্রীমৎসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহোদয়ের রচনা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের নামাত্মক স্তব। শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী (১।৮) পত্রিকায় মুদ্রিত। লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াকান্তো বালানাং নববল্লভঃ। গৌরাঙ্গসুন্দরঃ শ্রীমদ্-রমণেন্দ্র-শিরোমণিঃ ॥ ১ ॥ রতি-কৌশলকান্তৈকো রসাস্বাদ-বিশারদঃ। নবদ্বীপ-নবোঢ়াণাং সর্বেন্দ্রিয়-সমাশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥ নাগরেন্দ্র-শিরোরত্নং রসকেলি-সুপণ্ডিতঃ। বধূটীনাং মনোহারী নটেন্দ্রো নটিনীপ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ বাদ্যসঙ্গীত -সম্বন্ধানন্তানঙ্গকলাস্পদম্। কিশোরীণামশেষাণাং কুচকুঙ্কুম-লাঞ্ছিতঃ ॥ ৪ ॥ অরুণোদয়তঃ পূর্বং বিপিনে কুসুমাবৃতে। রমণীবেশ-রঙ্গেণ বালাভীরতিলম্পটঃ ॥ ৫ ॥ জাহ্নবী-জলকেল্যাদৌ তাসাং সঙ্গ-মহোৎসবঃ। শ্রীলক্ষ্মীকৃত-ভোজ্যান্ন-ভোজনামোদবর্দ্ধনঃ ॥ ৬ ॥ রঙ্গিণী-সঙ্গমোৎসাহী নব্যাহ্লাদ-রসপ্রদঃ। প্রেমানন্দনিধেরিন্দুঃ সখীনামেক-জীবনম্ ॥ ৭ ॥ সৌন্দর্যামৃত-লাবণ্য-সারাকারঃ পরাৎপরঃ। মোহিনী-মোহনাকারানন্তানঙ্গেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥ অতিধীরললিতেন্দ্রো বালাস্যাব্জ-মধুব্রতঃ। সুন্দরীণামসংখ্যানাং প্রাণরক্ষাদি-কারণম্ ॥ ৯ ॥ ইত্যেবং প্রাণবন্ধোঃ শ্রীগৌরাঙ্গস্য মহাত্মনঃ। আনন্দবিগ্রহস্যৈতৎ সপ্তবিংশতি-নামকম্ ॥ ১০ ॥

সমঞ্জসা বৃত্তি—অনুপনারায়ণ তর্ক-শিরোমণি-বিরচিত, ইহা ব্রহ্মসূত্রেরই বৃত্তি। ইনি বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর সান্যাল-বংশ্য; অভ্যুদয়কাল ১৮০০ খৃঃর কিছু পূর্বে। সমঞ্জসার উপসংহারে তিনি শ্রীরূপ-স্বরূপের প্রতি কৃপাশীল শ্রীচৈতন্যহরিকে স্বকৃত বৃত্তিটী শ্রদ্ধোপহার দিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো রূপ-স্বরূপাদয়ো, জাতা যৎকৃপয়ৈব সংপ্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থা যতঃ।

এষা বৃত্তিরনন্তবৈষ্ণবমনোমোদায় সাধীয়সী, শ্রীচৈতন্যহরের্দয়াময়তনো-স্তস্তোপহারায়তাম্॥

পুষ্পিকা —শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি - বেদব্যাস - প্রোক্ত - জয়াখ্য-ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমদনূপনারায়ণ-তর্ক-শিরোমণিভট্টাচার্য - বিরচিতায়াং সমঞ্জসায়াং বৃত্তৌ চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

কলিকাতা সংস্কৃত পরিষদে পুঁথি স ৮৫৫, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে খণ্ডিত পুঁথি—১৩৬৭। বৃত্তিটী দ্বৈতসিদ্ধান্ত-সূচক, জীব ও ঈশ্বরের সেবকসেব্যসম্বন্ধ, ভক্তির নিত্য অভিধেয়ত্ব, প্রয়োজনরূপে বৈকুণ্ঠগতি প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

সম্প্রদায়বোধনী——শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভুর পরিবারের ভক্তমাল-টীকাকার প্রিয়াদাসজীর শ্রীগুরুদেব শ্রীমনোহর দাসজী-কৃত। ইহাতে ব্রজভাষায় চারিসম্প্রদায়ের শ্রীগুরুপ্রণালী আছে। দোহা, ছপ্পৈ ছন্দে ১১৬ পদে রচনা। ১৭০৭ সম্বতের লিপি হস্তগত হইয়াছে।

সরসসাগর —— শ্রীশুকসম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রীসরস মাধুরীজি 'সরসসাগর'-নামক গ্রন্থে প্রায় তিন হাজার পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং রাজপুতনার স্থানে স্থানে বর্ত্তমান। ইঁহাদের উপাসনাপ্রণালী মাধুর্যভাবেই; ইঁহাদের নামধুনী [মহানাম]—'শ্রীকুঞ্জবিহারী শ্রীশুকদেব। শ্যামচরণদাস জৈ শ্রীগুরুদেব॥' ইঁহারা শ্রীগুরুদেবকে প্রচুর ভক্তি করেন এবং এ বিষয়ে বহু পদাবলীও রচিত আছে—যথা সরস-সাগর তৃতীয় ভাগে—

শ্রীগুরুপদ পঙ্কজ-রজ পাবন। অঞ্জন কর অতি প্রেম প্রীতসোঁ দৃগ-দুখ দোষ-নশাবন॥ দিব্যদৃষ্টি হো দরসত তিহি ছিন, কুঞ্জকেলি মন ভাবনক। 'সরসমাধুরী' মিলৈ ময়াকর শ্যাম শ্যামা সুহাবন॥

নাম, ধাম, বিনয়, ভগবৎকৃপা, বিশ্বাস, বিরহ, শৃঙ্গার এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু, শ্রীহিতহরিবংশজী, দাদুজী প্রভৃতির জন্মবাধাই প্রভৃতি বিষয়ে পদাবলী রচিত হইয়াছে। এই কবি ব্রজভাষার সহিত জয়পুরী, মারোয়াড়ী এবং উর্দ্দু ভাষার সম্মিলনে রাগরসভাবের সহিত সরলতা ও প্রসাদগুণ-গুম্ফিত অত্যুত্তম রচনায় সিদ্ধহস্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সুদূর জয়পুরে বাস্তব্য করিয়াও কবি বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষদর্শনেরই প্রভাব বলিয়া মনে হয়। সরসসাগরে তৃতীয় ভাগে ২৫৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুজীকো জন্মবধাই'-শীর্ষক প্রবন্ধে ৫৫টি পদ ধরিয়াছেন। রচনার আদর্শ—

(১) গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রগটায়ে। গৌরাঙ্গ°; কলিমল হরন করন পাবন জন পতিত উদ্ধারন কো আয়ে॥ গৌ°; লিয়ো জন্ম জগদীশ ঈশ হরি সন্ত ভক্ত সব হরষায়ে। গুণিজন জুরি আয়ে তিঁহি অবসর সাজবজা গুণ গায়ে॥ গৌ°; হোরীদিন শুভ জান আন কর রঙ্গ পরস্পর ছিরকায়ে। অবির গুলাল উড়াই অতিহী মহু বহুরঙ্গ বাদর ছায়ে॥ গৌ°; ভীজি রহে অনুরাগ রঙ্গমে তন মন মাঁহী পুলকায়ে। সরস মাধুরী মহামহোৎসব লখি লোচন মন মগনায়ে॥ গৌ°॥

(২) দুইটি পদে 'সরসমাধুরী' আপনাকে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসী' অভিমান করিতেছেন; যথা—জান সুঅবসর সুভগ মহাপ্রভু অপনে জন অভিলাষী। প্রগট হোয় নিজ দর্শন দীনো সরস-মাধুরী দাসী॥

সরস্বতীবিলাস—রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত লোল্ল-লক্ষ্মীধর-কর্ত্তৃক রচিত স্মৃতিনিবন্ধ, রাজা প্রতাপরুদ্রে আরোপিত। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত। প্রথম বিলাস—প্রবন্ধবংশাবতরণ, দ্বিতীয় বিলাসে—ব্যবহারকাণ্ড, আচারকাণ্ড ইত্যাদি। অঙ্গিরা, অত্রি, আপস্তম্ব, গোভিল, গৌতমাদি বহু স্মৃতিগ্রন্থের সাহায্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহা দাক্ষিণাত্যে প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ বলিয়া গণিত।

সর্বজ্ঞসূক্তি — শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক আচার্য বিষ্ণুস্বামি-রচিত গ্রন্থ। কেহ কেহ ইহাকে তদ্রচিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যও বলেন। শ্রীধরস্বামিপাদ (ভা ১।৭।৬) এবং বিষ্ণুপুরাণটীকায় (১।১২।৭০) এই গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। [বিষ্ণুস্বামির অভ্যুদয়-কাল ত্রয়োদশ খৃষ্ট শতাব্দী—An Outline of the Religious Literatures of India by Dr. Farquhar p. 375.]

সর্বসম্বাদিনী—শ্রীজীবগোস্বামি-রচিত দার্শনিক শাস্ত্র। এই গ্রন্থ

'অনুব্যাখ্যান' নামে অভিহিত হইয়াছে—ইহা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের প্রপূর্ত্তি-বিশেষ অর্থাৎ ষট্সন্দর্ভ প্রণয়নের পরে শ্রীজীবপাদ উক্ত গ্রন্থনিহিত দার্শনিক শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্তাদি-সম্বন্ধে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ বলিয়া ভাবিয়াছেন, এই গ্রন্থে সেই সেই অংশেরই পূরণার্থ বহু বহু অভিনব শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি-তর্কাদিদ্বারা ইহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থের কোন্ অঙ্ক-বিধৃত বাক্যের পরে এই সকল পশ্চাৎপ্রপূরণীয় বিষয়গুলির সন্নিবেশ ও সংযোজন হইবে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহারও সূচনা করিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনা-হিসাবে বিচার করিতে গেলে এই গ্রন্থ মূল হইতেও উপাদেয়, কিন্তু শ্রীপাদের অক্ষর-কার্পণ্যস্বভাবে সূত্রবৎ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসে অনেকস্থলে অর্থোপলব্ধি হওয়া বিষম কঠিন ব্যাপারই বটে ; এইজন্যই এই গ্রন্থ অস্পষ্ট, জটিল ও দুরধিগম্য হইয়াছে। ইহাতে শ্রীপাদ বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি [এবং পূর্বাচার্য-দিগের অভিমতাদি] সর্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া সর্বসংবাদ-(আলোচনা, সমন্বয়)-পূর্বক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম—সর্বসম্বাদিনী। ইহাতে ১১৭টী ব্রহ্মসূত্র সূচিত হইয়াছে এবং ৭৯টি আকরগ্রন্থ হইতে বহুস্থল উদ্ধার করা হইয়াছে। ভাগবত-(ষট্) সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা বলিতে প্রথম চারি সন্দর্ভই লক্ষ্য, যেহেতু প্রীতিসন্দর্ভে সকল বিষয় স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং শ্রীরূপপাদের ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বলে এবং শ্রীসনাতন প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃতে অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের যথেষ্ট বিনির্দেশও আছে।

১। তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায়—(১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারিত্ব-বিষয়ক বিচার, (২) দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, (৩) শব্দশক্তি-বিচার, (৪) স্ফোটবাদ, (৫) মহাবাক্যার্থাবগমের উপায়, (৬) শ্রীভগবৎ-স্বরূপবিনির্ণয়, (৭) সর্গাদিবিচার, (৮) শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদির পূর্বপক্ষ এবং (৯) শ্রীমন্মধ্বাচার্য ও শ্রীরামানুজা-চার্যের সিদ্ধান্ত।

২। ভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায়—(১) শক্তিবাদ-স্থাপন, (২) শক্তির অস্বীকারে দোষ; দ্বিধর্মতা (বিজ্ঞানানন্দরূপা) ; (৩) 'আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্রের ব্যাখ্যা, (৪) নির্বিশেষবাদ-খণ্ডন, (৫) ত্রিবিধ-ভেদবিচার, (৬) অতর্ক্যাচিন্ত্যভাবত্ব, (৭) শক্তির স্বাভাবিকতা (৮) শক্তির ত্রিবিধতা ; (৯) ভগবদ্-বিগ্রহের নিত্যতা, পরিচ্ছিন্নত্ব, অপরিচ্ছিন্নত্ব ; (১০) ব্রহ্মের বিশেষাতিরিক্তত্ব, (১১) অন্ন-ময়াদি-পুরুষদ্যোতক তৈত্তিরীয়-শ্রুতির ব্যাখ্যা এবং (১২) শ্রীভগ-বানের পূর্ণতত্ত্বাকারত্ব, (১৩) শ্রীকৃষ্ণে সর্বশাস্ত্রসমন্বয়। (১৪) পরব্রহ্মের বাচ্যত্ব দুর্নিবার্য ইত্যাদি।

৩। পরমাত্মসন্দর্ভের অনু-ব্যাখ্যায়—(১) অনুভূতি ও সংবিৎ ; (২) অহংপ্রত্যয়, (৩) একজীববাদ-খণ্ডন, (৪) জীবের অণুত্ব, (৫) জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ; (৬) জীবের পরমাত্মত্ব, (৭) পরিচ্ছেদাদিমতত্রয়-বিচার ; (৮) ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্য-সমূহের ভেদ ; (৯) বিবর্তবাদ-খণ্ডন ; (১০) পরিণামবাদ ; (১১) অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত ; (১২) চতুর্ব্যূহ-বিচার, (১৩) পঞ্চরাত্রমত-সমর্থন ইত্যাদি।

৪। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনু-ব্যাখ্যায়—(১) অবতারতত্ত্ব-বিচার ; (২) শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব-খণ্ডন ; (৩) শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠতাপ্রযুক্ত তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা ; (৪) শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেরই সর্বগুহ্যতমতা ; (৫) শ্রীচরণচিহ্ন ; (৬) শ্রীগোপীভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি।

সর্বাঙ্গসুন্দরী—গীতগোবিন্দের উপর শ্রীনারায়ণ কবিরাজের টীকা। এই টীকাটি রসনিষ্কাসনে অত্যুৎকৃষ্ট।

সর্বাপরাধভঞ্জন - স্তোত্র—শ্রীসার্ব-ভৌম ভট্টাচার্য মহাশয়-রচিত ২৩টি অনুষ্টুপ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর ১০৮টি নামময় স্তোত্র। প্রারম্ভে 'নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি দেবদেবং জগদ্গুরুম্। নাম্নামষ্টোত্তরশতং চৈতন্যস্য মহাত্মনঃ॥১॥ বিশ্বম্ভরো জিতক্রোধো মায়ামানুষ-বিগ্রহঃ। অমায়ী মায়িনাং শ্রেষ্ঠো বরদেশো দ্বিজোত্তমঃ॥ ২॥

সহস্রনামস্তোত্রম্——পুরাণাগমাদি শাস্ত্রে মুনিগণ-রচিত 'গোপালসহস্র-নাম', 'রাধিকাসহস্রনাম', 'বিষ্ণুসহস্র-নাম', 'ললিতাসহস্র-নাম' ইত্যাদি পাওয়া যায়। সহস্রনাম নিত্যপাঠ্য

ও তাহাতে নামরূপগুণলীলাদির সূত্র থাকায় সহজেই প্রেমপ্রাপ্তি হয়। শ্রীগৌড়ীয়গুরু-গোস্বামিগণ শ্রীকবি-কর্ণপূর, শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এবং শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর পৃথক্‌-ভাবে তিনখানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সহস্র-নাম প্রণয়ন করিয়াছেন। বরাহনগর পাটবাড়ীতে ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে ইহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। সংপ্রতি (৪৭০ গৌরাব্দে) কুসুম-সরোবরবাসী শ্রীকৃষ্ণদাসজি এই তিনটীই মুদ্রিত করিয়াছেন।

সাক্ষিগোপাল-মাহাত্ম্য ——ওঢ়্র কবি দ্বিজ চৈতন্য বা দীন চৈতন্য-বিরচিত ৪৩ অধ্যায়াত্মক ওঢ়্রভাষার পুস্তক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর নিকট সবিস্তারে ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। এই গ্রন্থকারের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ছোট বিপ্র গোপালকে সাক্ষিরূপে আহ্বানের প্রসঙ্গটি এইরূপ—(চতুর্থ অধ্যায়)

এহি ত্রিভঙ্গরূপ ঠানি বেণু অধরে বেণুপাণি। এহি পয়রে বিজে করি সভার মধ্যরে শ্রীহরি। এহি রূপরে শ্রীবদনে কহিলে সত্য সভাজনে। যেবে করিব প্রভো হেলা নিশ্চে বুড়িব ধর্মভেলা। আপনি চলি শ্রীচরণে নহিলে অটে দুর্ঘটনে।

শ্রীচরিতামৃত-বর্ণিত ঘটনাবলি হইতেও বহুতর কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। রচনাও অতি প্রাঞ্জল, নবাক্ষরে গ্রথিত।

সাত্বত-তন্ত্র — শ্রীনারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশিব-কথিত তন্ত্র। ইহাতে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের সিদ্ধান্তরাজির যথেষ্ট পরিবেষণ আছে। বহুত্র অর্থসাম্য ত আছেই, শব্দসাম্যও যথেষ্ট আছে। (ভাগ ১১।৫।৩৮) 'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্‌', অত্রত্য (৫।৪২) 'অতঃ কৃতাদিষু প্রজাঃ' ইত্যাদি, (ভা ১১।৫।৩৫) অত্রত্য (৫।৪৫) ইত্যাদি। বিশেষ কথা—

প্রথম পটলে বেদান্তিমতের ব্রহ্মতত্ত্বই সাত্বত-মতে ভগবান্‌ (১০), কার্যকারণ-রূপিণী গুণত্রয়াত্মিকা শক্তিই প্রকৃতি (১২), গুণত্রয়ক্ষোভ-হেতুক পৃথক্‌ভূত কালই হরির চেষ্টা —পুরুষ কাল-কর্ম-স্বভাবস্থিত হইয়া প্রকৃতির প্রেরক (১৭), তৎপরে মহদাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি (১৮—৩৩), বিরাট্‌ (৩৩—৩৮), গুণাবতার (৪১-৪২), অংশাবতার (৪৩—৪৯)।

দ্বিতীয়ে হয়শীর্ষ, চতুঃসন, নারদ, বরাহ, শেষ, কমঠ, শুক্ল, সুযজ্ঞ, কপিল, দত্ত, নরনারায়ণ, ঋষভ, হংস, পৃথু, দক্ষ প্রভৃতি অবতার (১—৩২), রামচন্দ্র (৩৩—৪১), বেদব্যাস (৪৬), বলদেব (৪৭), শ্রীকৃষ্ণ ও তল্লীলাদি (৪৮—৬০), প্রদ্যুম্ন (৬১), অনিরুদ্ধ (৬২), শুকোৎপত্তি (৬৩), কল্কি (৬৬), মন্বন্তরাবতার (৬৭—৭৩)। তৃতীয়ে অংশকলাদি-বিচার (৩—৩৬), অবতারি-স্বরূপাদি (৩৬-৫৪)। চতুর্থে ভক্তিভেদ, (৩-১৩), নির্গুণভক্তি (১৪), কর্মজ ভক্তি (১৫), লীলাভক্তি (১৬—৩৯), ভক্তিস্তম্ভন (৪৪—৪৯), গুরুসেবা (৫১), ভূতদয়া (৫৩) ইত্যাদি। উত্তম ভাগবত (৭৮), মধ্যম ভাগবত (৭৯), প্রাকৃত ভাগবত (৮০), অন্য প্রকারেও ভাগবত-ভেদ (৮১-৮৩)। পঞ্চমে যুগানুরূপ সেবা, সত্যে (৪—২৮), ত্রেতায় (২৯—৩২), দ্বাপরে (৩৩—৩৬), কলিতে (৩৭—৫২); কীর্ত্তনের প্রাধান্য (৪৪—৫০)। ষষ্ঠে— বিষ্ণুসহস্রনাম (১০-২১২), ফলশ্রুতি (২১৩—২২০)। সপ্তমে নাম-মহিমা (১১—১৫), চতুর্বিধ বৈরাগ্য (১৬—২০), নামাপরাধ (২৮—৪৯)। অষ্টমে শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রয়-মহিমা (২), অন্যদেব-পূজা ও কাম্য কর্ম ত্যাগ করিয়াও হরিভজন (৪—১৫), শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব (১৬—২০), গৃহস্থ-কর্ত্তব্য (২৪—২৬), ভক্তসঙ্গ (২৭—৩৪)। নবমে অন্যদেব-ভজনে হেতু-প্রদর্শন (২—১০), শিবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তুতি (১৩—১৯), শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ (২০—২১), হিংসা-নিষেধ (৩২—৩৪), প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ভেদে কর্ম (৩৫—৩৮), অহিংসা পরম ধর্ম (৪০)।

সাত্বত-সংহিতা— পঞ্চবিংশতি-পরি-চ্ছেদাত্মক পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র। ইহা সাত্বততন্ত্র হইতে পৃথক্‌। ইহাতে সাধারণতঃ সুষুপ্তিমন্ত্রোদ্ধার, চাতুরাত্ম্যারাধন, ব্রতবিধি, সংবৎসর-বিধি, বিভবদেবতান্তর্যাগ ও অর্চন, যাগকুণ্ড-বিধি, বিভবদেবতার ধ্যান, ভূষণাস্ত্রদেবতা-ধ্যান, পবিত্রারোপণ-বিধি, পবিত্রস্নান, অঘশান্তি, নৃসিংহ-কল্প, অধিবাস-দীক্ষাবিধি, দীক্ষাবিধি, অভিষেকবিধি, সময়বিধি, অধিকারি-মুদ্রাভেদ, মন্ত্রোদ্ধার-বিধি, প্রতিমা প্রাসাদ-বিধি এবং প্রতিষ্ঠাদিবিধি

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নারদ প্রষ্টা ও সঙ্কর্ষণ উত্তরদাতা।

সাধনচিন্তামণি—(পাটবাড়ী পুঁথি বাংলা বি ১৭৭) শ্যামদাস-বিরচিত শ্রীগুরু-চরণে অসমোর্দ্ধ নিষ্ঠার কথা, বৈষ্ণবে যথোচিত সম্মান, প্রসঙ্গতঃ প্রহ্লাদের বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে বৈকুণ্ঠেশ্বরের সিংহাসনে উপবেশন এবং প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালনাদি; গুরুপাদোদক, কৃষ্ণ-চরণামৃত, বৈষ্ণবচরণামৃত ও গঙ্গোদক—সমান এবং ইহাদের গ্রহণে কৃষ্ণভক্তি হয়। সংকীর্ত্তন-মহিমাদি, গুরুবৈষ্ণবাদির নিন্দার বিষময় ফল, নববিধা ভক্তি। ১২০০ ও ১২৩৭ সনের লিপি দুইটি।

সাধনদীপিকা—শ্রীমৎ রাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামি-কৃত। ইনি স্বকৃত দশশ্লোকীভাষ্যে স্বারসিকী ভজন-পরিপাটি অশেষ বিশেষে প্রদর্শন করিয়াছেন; মন্ত্রময়ী উপাসনা-সম্বন্ধে তাহাতে কোনও অবকাশ না পাইয়া 'সাধনদীপিকা'-নামক গ্রন্থে বিশেষতঃ এই বিষয়েই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ গোবিন্দজীউর সেবাধিকারী শ্রীশ্রীপণ্ডিত গোস্বামির অনুশিষ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীলহরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যরূপে গ্রন্থকার তত্রত্য প্রাত্যহিক ও বার্ষিক সেবার রীতিনীতি সাক্ষাদ্ভাবে দেখিয়া ও আচরণ করিয়া যে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন—তাহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রী-রাধাকৃষ্ণমন্ত্রোপাসনায় বিবিধ মন্ত্রোদ্ধার এবং স্তবকবচাদির সমাবেশে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীগৌরলীলার উপাসনাতেও শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামি-পাদের আনুগত্যে ভজনেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন দ্বারা এই গ্রন্থের স্বারস্যও সুপ্রকাশিত হইয়াছে। রাগানুগাভজনেও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন পূর্বক শ্রীরূপানুগামিদের হার্দ বিস্তার করিয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রীজীবপাদের স্বকীয়াবর্ণনে পরেচ্ছা-প্রণোদিতত্বেরই হেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে; অতএব এই গ্রন্থের আলোচনায় শ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসকদের সবিশেষ উপকার হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সাধনদীপিকা দশটি কক্ষায় (অধ্যায়ে) বিভক্ত। (১) গুর্বাদি-বন্দনা, গ্রন্থসূচী, সেবাপ্রকাশন ইত্যাদি। (২) ব্রজেন্দ্রনন্দনের মৌনমুদ্রারূপত্ব, প্রকট ও অপ্রকট লীলা, মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী লীলা, যোগপীঠ-প্রকাশন, সদাচার-বিধি, মুখপ্রক্ষালনাদি সেবাপ্রসঙ্গ, মঙ্গলারাত্রিকাদি নিত্যসেবা ও বসন্তোৎসবাদি বার্ষিকীসেবা, শ্রীকৃষ্ণের ৩২ লক্ষণ, করধ্যানাদি। (৩) শ্রীকৃষ্ণের মধ্যকৈশোরস্থিতিবর্ণনা। (৪) শ্রীগোপালমন্ত্রোদ্ধার, মাহাত্ম্য, ন্যাসাদিবিধি, ত্রৈলোক্য-মঙ্গল কবচ, ধ্যানাদি, স্মরণমঙ্গল। (৫) শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য, বৃহদ্ধ্যান, পদ্মপুরাণীয় বৃন্দাবন-বর্ণনা। পুরুষবোধনীর মতে বৃন্দাবন-বর্ণনা। (৬) শ্রীরাধার প্রাকট্য-কথা, তাঁহার প্রেমোৎকর্ষাদি, অষ্টোত্তর শতনাম-মন্ত্রাদি, গোপেশ্বরীসাধন, পঞ্চবাণেশ্বরী মন্ত্রাদি, দীপদানবিধি, কৃপাকটাক্ষস্তোত্র, ত্রৈলোক্যবিক্রম কবচ, করচরণচিহ্নাদি, আভরণাদি। (৭) শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামি-পাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরভজনের সর্বোৎকৃষ্টতা-প্রতিপাদন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার তত্ত্বাদি-নিরূপণ; শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্বকথা, গৌরগণোদ্দেশ। (৮) শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের বৃত্তান্ত, মহিমা ও অষ্টকাদি। (৯) রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির নিরূপণ, প্রসঙ্গক্রমে পরকীয়ার রসোৎকর্ষস্থাপন, পরকীয়া-স্থাপনের প্রমাণরূপে শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি-ভাগবতগণের গ্রন্থরত্নের উল্লেখ, শ্রীজীবপাদের পরেচ্ছা-প্রণোদনের হেতু। (১০) সাধন-ভক্তি-প্রভৃতি নিরূপণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচকদের গবেষণার উপযোগী কয়েকটি বিষয় ইহাতে অন্তর্নিহিত আছে এবং Anthology হিসাবেও ইহার কতকটা মূল্য আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সাধনামৃতচন্দ্রিকা—শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস্তব্য প্রথম সিদ্ধ বাবা শ্রীকৃষ্ণ-দাসজি-কর্তৃক রচিত। ইহাতে সাধকোচিত অষ্টকালীন পূজাপদ্ধতি ও স্মরণ-প্রণালী সম্পুটিত হইয়াছে। ইহাতে যুগপৎ স্বারসিকী ও মন্ত্রময়ী উপাসনার ইঙ্গিত দেখা যায়। ১৭৫০ শকে রচিত।

সাধ্যসাধনকৌমুদী—(পাটবাড়ী পুঁথি র ২৪), ইহাতে মধুররসে ভক্তদশাভেদ, সাধ্যবস্তু ও সাধনবস্তু নিরূপণ করা হইয়াছে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যে গ্রন্থকার প্রথমতঃ ভক্ততারতম্য নিরূপণ

করত ক্রমে ভক্তিরস বিরচন করিয়া উজ্জ্বলের আনুগত্যে মধুররসের বিভাবাদি নিরূপণ করিয়াছেন। অবতারভেদ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে তিনি আবার লঘুভাগবতামৃতের সাহায্য লইয়াছেন। পরে আবার উজ্জ্বল হইতে প্রেমাদি মাদনাখ্য মহাভাব পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। সখীগণের ভেদ, স্বভাবাদিও প্রতিপাদন করত চতুর্থ অধ্যায়ে সাধনবস্তু-নিরূপণ-প্রসঙ্গে গুরুপাদাশ্রয়াদি বৈধী এবং রাগানুগা ভক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। পত্রসংখ্যা—২০।

সামান্যবিরুদাবলীলক্ষণ — শ্রীশ্রী-রূপগোস্বামিপাদ-রচিত বিরুদকাব্যের লক্ষণ-নির্ণায়ক গ্রন্থ। [১৭৫৬ পৃষ্ঠায় 'বিরুদকাব্য-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য]।

সারাৎসারতত্ত্ব—(হরিবোলকুটীর ৯ ঙ) ২১-পত্রাত্মক সংস্কৃত পুঁথি। রচয়িতার নাম নাই, লিপিকালও নাই। পাঁচটি বিবেক (অধ্যায়) আছে। প্রথমে—শ্রীগুরু-লক্ষণ, দ্বিতীয়ে—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, তৃতীয়ে—কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য, চতুর্থে—ভক্তিতত্ত্ব এবং পঞ্চমে—বৈষ্ণবতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তি বহির্মুখ-নিন্দা। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, পঞ্চরাত্র, ব্রহ্মতর্ক, বিষ্ণুরহস্য, উর্দ্ধাম্নায়, গৌতমীয়াদি তন্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দেখা যায়। প্রথম বিবেকের অন্তিমে রচয়িতার পরমগুরুর নামোল্লেখ আছে—

'ইতি (শ্রী) নন্দদুলালাখ্য-প্রভোশ্চরণপঙ্কজে। সদা তদ্দাসদাসস্ত ভক্তিরস্তু মমাধিকা ॥'

সারঙ্গরঙ্গদা— শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-টীকা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-রচিত। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অলৌকিক অমৃত। অত্যুজ্জ্বল বিশুদ্ধ মাধুর্যরসে এই কাব্য গঠিত ; কিন্তু গুরূপদেশ ভিন্ন এই গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না ; সাধারণ সাহিত্য-রসিক পাঠক ইহার পদ-লালিত্যে এবং কখনও বা উচ্চতম ভাবের যথাকথঞ্চিৎ স্ফুরণে কৃতার্থম্মন্য হইয়া এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত রস গূঢ় গম্ভীর হৃদয়-গুহায় অবস্থিত, উহা সাধারণ পাঠকদের একেবারেই দুর্লক্ষ্য ; এই জন্যই ভক্ত পাঠকগণের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই রসময়ী টীকার অবতারণা করিয়াছেন। এই টীকায় (চতুর্থ পদ্যে) গ্রন্থোক্ত শ্লোকগুলির একটি সূচী-নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামির ব্যাখ্যাই এই গ্রন্থ-আস্বাদনের প্রধানতম উপায় --ইহা বিশেষজ্ঞগণ এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ২।৫৯, ৬২—৭৬) শ্রীপাদ যেখানে কর্ণামৃতের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, সেখানে বঙ্গ-ভাষায় তাহার একটা চমৎকার আস্বাদন দিয়াছেন।

২ লঘুভাগবতামৃতের টিপ্পনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত। প্রারম্ভে—ভক্ত্যাভাসেও সন্তুষ্ট, ধর্মাধ্যক্ষ ও বিশ্ব-নিস্তারক নামযুক্ত নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপ তত্ত্বে (সচ্চিদানন্দময় ও অদ্বৈত-সমন্বিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুতে) নিত্যই আমাদের মতি হউক। তৎপরে এক শ্লোকে শ্রীরূপপাদকে বন্দনা-পূর্বক প্রকৃত গ্রন্থ-ব্যাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় বিদ্যাভূষণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার-বাদসম্পর্কে সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্কের দ্বারা স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। লঘুভাগবতামৃতের দুর্বোধ্য স্থলগুলি এই টিপ্পনীর সাহায্যে অনায়াসে সুগম হয়।

সারার্থদর্শিনী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃতা। শ্রীমদ্ ভাগবতের সর্ব-নিগূঢ়ার্থ প্রকাশিকা এবং সর্বরসিক-মণ্ডলী-তোষণী এই সারার্থদর্শিনী টীকাটি ঠাকুরের প্রগাঢ় ভাষা-লালিত্য, রসভাব-মাধুর্যবত্ত্ব এবং সমুজ্জ্বল প্রতিভা-বিশিষ্টত্বেরই প্রচুরতর পরিচায়ক। মৌলিকতা, নব নব ভাবোন্মেষক প্রতিভা এবং ভাগবতের টীকাসমূহের মধ্যে সমুজ্জ্বলতায়, এই টীকা বিচার-প্রিয় ও কাব্যরস-লোলুপ পাঠকমাত্রেরই প্রীতিজনক ও আনন্দবর্দ্ধক। দশম স্কন্ধের টীকাপাঠে মনে হয় যে উহা শ্রীশ্রীসনাতন প্রভুর প্রতিভা-কিরণে অনেক স্থলেই উদ্ভাসিত ও পরিপুষ্ট। বিশ্বনাথ শ্রীপাদের ভাবমাধুর্য ও রসমাধুর্য-দোহন-প্রণালী অবলম্বনে স্বীয় টীকাকে সমুজ্জ্বল করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এপর্যন্ত শ্রীভাগবতের ১৩০টি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আমরা যতগুলি টীকা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) দেখিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাহাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল

হইয়াছে যে শ্রীপাদ সনাতনের বৈষ্ণবতোষণী এবং শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থদর্শিনীই সর্বোচ্চস্থানের দাবী করিতে পারে। এই টীকার মঙ্গলাচরণে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা ও তৎকৃপা প্রার্থনাপূর্বক তিনি যে শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাদি আলোচনা করত তাঁহাদের আশয়ানুসরণে এই টীকাটি লিখিতেছেন, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতি স্কন্ধে ও প্রতি অধ্যায়ের আরম্ভে ও অন্তে তিনি মঙ্গলাচরণ ও উপসংহাররূপে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। প্রতি অধ্যায়ারম্ভে টীকামধ্যে সেই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। যথা— ১।২ টীকায় প্রারম্ভে=দ্বিতীয়ে ত্ববিধেয়া শ্রীভক্তিঃ প্রেমা প্রয়োজনম্। বিষয়ো ভগবানত্রেত্যর্থত্রয়নিরূপণম্॥ দ্বিতীয় হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত প্রতি স্কন্ধের টীকা-প্রারম্ভে দুইটি এক প্রকার শ্লোকই দৃষ্ট হয়। প্রথম স্কন্ধের উপসংহারে—'সারার্থ-দর্শিনী'-নামকরণে হেতু বলিয়াছেন— শ্রীধরস্বামিপাদ, আমার প্রভুগণ (শ্রীরূপসনাতনাদি) এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত বা প্রাপ্ত ব্যাখ্যাসমূহের সার-সঙ্কলনে এই টীকাও 'সারার্থদর্শিনী'-নামে পরিচিত হউক। তৃতীয় হইতে একাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত প্রতি স্কন্ধের উপ-সংহারে একটা শ্লোকে সেই সেই স্কন্ধের টীকা রচনা-সমাপ্তির স্থান ও দিন-নির্দেশ করিয়া সর্বশেষে ১৬২৬ শকাব্দে মাঘমাসে শুক্লা ষষ্ঠীতে এই টীকা সমাপ্তি হইল, বলিয়াছেন। দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে এবং রাসলীলার প্রারম্ভে বহুশ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং 'ব্যাখ্যা বৈষ্ণবতোষণী - প্রকটিতা' ইত্যাদি শ্লোকটিতে শ্রীসনাতনের বদননিঃসৃত দুই তিন কণা ভক্তিরস-রহস্যামৃত আস্বাদন পূর্বক জন্ম-সাফল্যের কথাও বলিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশম স্কন্ধের নব্বই অধ্যায়ের জন্মাদি লীলাবলীর সংক্ষিপ্ত বিভাগও প্রদ শিত হইয়াছে।* শেষ উপসংহারেও তাঁহার শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ প্রভৃতির প্রার্থনামুখে শ্রীগোপালকে বলিতে-ছেন—'হে শ্রীগোপাল! আমার এই বাক্যাবলীরূপ ধেনুসমূহকেও তুমি অঙ্গীকার করত পালন কর, স্বয়ং ইহাদের দুগ্ধরূপ তত্ত্ব পান করিয়া ভক্তগণকেও পান করাও।'

সারার্থবর্ষিণী — শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-পাদ-প্রণীত শ্রীমদ্‌গীতার টীকা। শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনাপূর্বক শ্রীধর-স্বামী যতিরাজের আনুগত্যে টীকা রচনা হইতেছে বলিয়া ইঙ্গিত দেওয়া আছে। টীকা-প্রারম্ভে গ্রন্থোদ্দেশ্যাদির বর্ণনা—'যাঁহার চরণ-ভজনই সকল শাস্ত্রেই একমাত্র সমুদ্দিষ্ট, যিনি স্বয়ং ভগবান্, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, সেই শ্রীবাসুদেব সাক্ষাৎ গোপাল-পুরীতে অবতরণ করত প্রাপঞ্চিক লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান জগজ্জনকে উদ্ধার পূর্বক স্বসৌন্দর্য-মাধুর্যাস্বাদন-দানে স্বীয় প্রেমসমুদ্রেই নিমজ্জিত করিয়াছেন। শিষ্টরক্ষা ও দুষ্টনিগ্রহ ব্রত ধারণ করিলেও তিনি ধরার ভারদুঃখাপনোদনচ্ছলে নিজ বিদ্বেষ্টা দুষ্টগণকেও—মহাসংসাররূপ নক্র-কর্ত্তৃক গ্রস্তপ্রায় অশিষ্টগণকেও— মুক্তিদানরূপ পরমরক্ষাই করিতেছেন; কিন্তু নিজ অন্তর্ধানের পরে জনিষ্যমান অবিদ্যানিবন্ধন শোকমোহাদি-বশীভূত জনগণেরও উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় শাস্ত্রকার-মুনিগণ-কর্ত্তৃক গীয়মান যশোরাশিও প্রকটন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ স্বেচ্ছাক্রমেই রণ-প্রারম্ভে শোকমোহে নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকেও অভিভূত করিয়া তাঁহার লক্ষ্যে কাণ্ডত্রয়যুক্ত সর্ববেদ-তাৎপর্য-সারার্থ-মণ্ডিত মূর্ত্তিমতী অষ্টাদশ বিদ্যাকেই যেন ক্রোড়ীকৃত করিয়া অষ্টাদশ-অধ্যায়াত্মক শ্রীগীতাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে পরম পুরুষার্থ আবির্ভাবিত করিয়া-ছেন। প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বিচারিত হইয়াছে। ভক্তি-বাদকে মধ্যবর্ত্তী করিবার কারণ এই যে উহা অতিরহস্য, কর্মজ্ঞান যোগের সঞ্জীবক এবং সর্বদুর্লভ। কর্ম ও জ্ঞান ভক্তিরহিত হইলে বিফল হয় বলিয়া উভয়ের ভক্তি-মিশ্রণ আবশ্যক। ভক্তিও আবার দ্বিবিধা—কেবলা ও প্রধানীভূতা (গৌণী); কেবলা ভক্তি স্বতঃই পরম প্রবলা, স্বতন্ত্রভাবেই বিশুদ্ধ প্রভামণ্ডিতা; অনন্যা, অহৈতুকী প্রভৃতি এই বিশুদ্ধা ভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। প্রধানীভূতা ভক্তি কর্মজ্ঞানমিশ্রা—এই সব

* ১০।১।৪ টীকাপ্রারম্ভে—শ্রীধরস্বামিভিঃ শ্রীমৎপ্রভুভিশ্চ সনাতনৈঃ। ঋজুত্বাত্যক্ত-মুচ্ছিষ্টং ভুজিস্তেঽহমুপাদদে॥

সিদ্ধান্তই এই টীকায় পরিব্যক্ত হইবে ॥' শাঙ্কর ভাষ্যে ও আনন্দগিরির টীকায় অদ্বৈতবাদ, শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় ব্রহ্মবাদ প্রাধান্য লাভ না করিলেও তাহাতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটি ভক্তিপোষক হইলেও চরম সিদ্ধান্তে কল্যাণপ্রদ নহে; শ্রীরামানুজের ভাষ্য ভক্তিসম্মতই বটে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আনুগত্যে অচিন্তভেদাভেদবাদের শিক্ষা-সমুজ্জ্বল দুইটী টীকা আছে—শ্রীপাদ বিশ্বনাথের ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের। বলদেবের গীতাভাষ্য—বিচারপর (দার্শনিক), কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা বিচার ও প্রীতিরসপূর্ণ এবং কাব্যবৎ সহজবোধ্য অথচ প্রচুরতর আনন্দ-দায়ক। বিচারটি সরস, ভাষাটি প্রাঞ্জল—সাধারণ পাঠকেরও তাহাতে অনায়াসে মতি-প্রবেশ হয়।

সাহিত্যকৌমুদী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত-বৃত্তিযুক্ত অলঙ্কারশাস্ত্র।

সাহিত্য-কৌমুদী-বৃত্তি—ভরতমুনিকৃত সূত্রাবলম্বনে রচিত ও কাব্যপ্রকাশ-নামক অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল কারিকাসমূহের বৃত্তিই—এই সাহিত্যকৌমুদী। দশম পরিচ্ছেদের শেষে বলদেব স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—

মম্মটাদ্যুক্তিমাশ্রিত্য মিতাং সাহিত্যকৌমুদীং। বৃত্তিং ভরতসূত্রাণাং শ্রীবিদ্যাভূষণো ব্যধাৎ ॥

উপক্রমে—কারুণ্যাদ্ গজপতিরাশু যস্য ভেজে, নির্ধূতাখিলবৃজিনঃ পরং প্রমোদম্। চৈতন্যাকৃতিমজিতং জিতং স্বভক্তৈ,-স্তং বন্দে মধুরিম-সাগরং মুরারিম্ ॥

সাহিত্যকৌমুদীর প্রথম পরিচ্ছেদে—কাব্যপ্রয়োজনাদি, তৎস্বরূপ, উত্তমাদি-কাব্যভেদ। দ্বিতীয়ে—শব্দার্থভেদ, বাচকাদির স্বরূপবিভেদ। তৃতীয়ে—অর্থব্যঞ্জকতাদি। চতুর্থে—ধ্বনিভেদ, রসস্বরূপ, রসবিশেষ, স্থায়িভাব, ব্যভিচারী, রসাভাসাদি, লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমবিভাগ। পঞ্চমে—গুণীভূতব্যঙ্গ্যভেদ। ষষ্ঠে—শব্দার্থ-চিত্রকাব্য। সপ্তমে—দোষনিরূপণ। অষ্টমে—গুণবিচার। নবমে—শব্দালঙ্কার। দশমে—অর্থালঙ্কার। একাদশে—ভরত-কর্ত্তৃক অনুক্ত কতিপয় শব্দার্থালঙ্কার। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ভরত-সূত্র, বৃত্তি ও ভগবৎপক্ষে উদাহরণ—এই তিনটীই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। বৃত্তির নাম—'শ্রীকৃষ্ণানন্দিনী'।

সিতাগুণকদম্ব—দ্বারভাঙ্গা মিথিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়-কর্ত্তৃক সম্পাদিত সিতাগণকদম্বের রচয়িতা শ্রীশ্রী-বিষ্ণুদাসাচার্য। ইনি শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র-পুরীর (আচার্যের) তনয় (?) বলিয়া গ্রন্থমধ্যে পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে অনেকগুলি নূতন তথ্য (?) আছে। অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীর চরিত্র প্রধানভাবে আলোচ্য বিষয় হইলেও ইহাতে সিতার জন্মতারিখ, মহাপ্রভুর জন্মতারিখ, জঙ্গলী ও নন্দিনী (যজ্ঞেশ্বর দ্বিজ ও নন্দলাল শূদ্র)-নামক ব্রজলীলায় বীরাবৃন্দা-সখীদ্বয়ের সাধনবলে স্ত্রীত্বলাভ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত, ভাষাও সরল; কিন্তু দুঃখের বিষয় মুদ্রিত গ্রন্থখানি কেন যে শাস্ত্রীমহাশয় এতগুলি লিপিকর-প্রমাদসহ মুদ্রিত করিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই গ্রন্থ বিদগ্ধমাধবের পরে রচিত, কেন না গ্রন্থকার বিদগ্ধমাধবের অনেক শ্লোক ইহাতে উদ্ধার করিয়াছেন। সম্পাদকের মতে ইহা তিনশত বর্ষ পূর্বে রচিত (?)। এই গ্রন্থ নাতিপ্রামাণিক বলিয়া বিমানবাবু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান ৪৮০—৪৮৩ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে ইহাতে ঈশানের তিন পুত্রের উল্লেখ আছে (৯৫ পৃষ্ঠা) অথচ রচনারম্ভ-কাল হইতেছে ১৪৪৩ শকাব্দ (১০৫ পৃষ্ঠা) যাহা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে।

সিদ্ধনাম—(হরিবোলকুটীর ৪৩) ৪-পত্রাত্মক পুঁথি। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিতে আরোপিত পয়ার গ্রন্থ। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের পার্ষদগণের পূর্বসিদ্ধ নাম-প্রকাশেই ইহার তাৎপর্য।

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা — 'শ্রীরামচন্দ্রদাস'-নামাঙ্কিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'র একখানা পুঁথি পাইয়াছি। ইনি কোন্ 'রামচন্দ্র' বুঝিবার উপায় নাই। ইহাতে পাঁচটি প্রসঙ্গ আছে—[প্রথম প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই (?)] প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসঙ্গে—দুর্লভামৃত (?) ও পদ্যাবলী (৩১২ ক, খ, গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ) গ্রন্থে নিত্যলীলা বলিতে প্রকট ও অপ্রকটলীলার ইঙ্গিত বুঝাইতেছে। কিন্তু সন্দেহ—'ব্রজভূমি

ছাড়ি কৃষ্ণ কোথাহ না যায়। রাধিকার মাথুর দশা কৈছে তবে হয়?' এই সন্দেহের নিরসন-প্রসঙ্গে শ্রীরাধার ভাবের পরম কাষ্ঠা প্রতিপাদন এবং প্রসঙ্গতঃ সঙ্কীর্ণাদি চতুর্বিধ সম্ভোগ-বিবরণ। ব্রজভূমি-অত্যাগের আর একটি কারণ উদ্ধব-সন্দেহ; মথুরার অট্টালিকায় আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের বনশোভাদর্শনে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দীপন এবং বৃন্দাবনের যমুনা, গোপ, গোপী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদির পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগবিধুরতাখ্যাপন করত উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে যমুনা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্রই মহানন্দের ছবি দর্শন-পূর্বক উদ্ধবের মনে সন্দেহ হইল এই যে শ্রীকৃষ্ণগত-প্রাণ এই ব্রজবাসিদের মহানন্দ হয় কিরূপে? তাহার সমাধান এই—'নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ আছে বৃন্দাবনে।' তবে মাথুর দশা কেন? 'পূর্বে যে কহিল মাথুরদশার বিকার। উদ্দীপন বিনা দশা না হয় তাহার॥' অর্থাৎ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ লইয়া বিভোরই থাকেন, কিন্তু মাথুর-বিরহের কোনও উদ্দীপন দেখিয়াই প্রেমপরাকাষ্ঠা-নিবন্ধন কল্পিত কৃষ্ণ-বিরহ ভোগ করেন। 'পুন উদ্ধবের রথ ব্রজেতে দেখিয়া। পূর্ববৎ দশা হৈল তদ্রূপ হইয়া॥' ইহা হইল গৌণ সিদ্ধান্ত; মুখ্য সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—'মথুরার ছলে কৃষ্ণ লীলা-সঙ্গোপনে। পরিবার সহ কৈল এই বৃন্দাবনে॥ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু তাঁর ইচ্ছার উদ্গম।' (১) ইহাতে বুঝিয়ে পূর্বে আস্বাদন ছিলা। প্রকট হইয়া ব্যক্ত আস্বাদ করিলা॥ অর্থাৎ রসিকশেখর রসাস্বাদনলোলুপ হইয়া প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়া অশেষবিশেষে নিজ কার্যসিদ্ধি করত লীলাসঙ্গোপন করিয়াছেন। দ্বিতীয় হেতু—তাঁহার পরমকারুণ্য, ঐশ্বর্যরহিত শুদ্ধ মাধুর্য-লীলা প্রকট করত বাল্যাদি কৈশোরান্ত যাবতীয় রসাস্বাদনদ্বার' ভক্তবৃন্দকে অনুগৃহীত করা। অনাদির আদি হইয়াও প্রপঞ্চে নিত্যবিহারী হইয়াও অচিন্ত্যপ্রভাবে নিত্যকিশোরেও বাল্যাদি লীলানুভব হয়। 'পুন যুগে যুগে বাল্য না হয় তাহার। কিন্তু পূর্বে একযুগে সেই লীলাসঞ্চার॥' প্রমাণ—'পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম'। কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর-লীলা অতিমর্ম॥' (চরিতামৃত আদি ৪।১১২)।

তৃতীয় প্রবন্ধে—গোলোক বৃন্দাবনে ভেদ নাই বলিয়া শাস্ত্রের নির্দেশ থাকিলেও উপাসনাক্রমে ভেদ আছে। লঘুভাগবতামৃতে ব্রজ, মধুপুরী, দ্বারাবতী ও গোলোক—এই চারি ধাম নির্ণীত—অতএব গোলোক বৃন্দাবনের অন্তর্গত। 'গোলোক বৃন্দাবনে আছয়ে সর্বদা।'

চতুর্থে—কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত বৃন্দাবনে প্রপঞ্চ দর্শন হইলেও তাহাতে প্রপঞ্চস্পর্শ নাই। দিব্য ও ভৌম বৃন্দাবনে কোনই ভেদ নাই।

পঞ্চমে—বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ যদি কোথাও না যান, তবে নদীয়ায় শচীনন্দনরূপে অবতার হইলেন কি প্রকারে? তিন বাঞ্ছার অপূর্ত্তি হেতু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ক্ষোভ। দুইরূপে স্ফূর্তি—স্বয়ংরূপ (গোপমূর্ত্তি) স্বয়ংপ্রকাশ (চৈতন্যগোসাঞি)। দুই মূর্ত্তিতে ভেদ নাই। [বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে একখানা পুঁথি (১৬৫৭ নং) আছে। পাটবাড়ী পুঁথি—বি ১৮৪]।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়— — শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামিতে আরোপিত এই গ্রন্থে অষ্টাদশ প্রকরণ আছে। ইঁহাতে নিত্যলীলা, শ্রীগৌরকৃষ্ণতত্ত্ব, রাগভক্তি, নামমাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবাচার প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ যদি শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামিরই হয়, তবে নিম্নলিখিত অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেই হইবে, ১০০—১২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে পরকীয়া নায়িকাসঙ্গে ভজনপ্রসার-সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া আছে, তাহা কবিরাজ গোস্বামি-পাদের শিষ্য-সঙ্গত বাক্যই নহে। ১০৮ পৃষ্ঠার 'নিজভাবে কৃষ্ণভাব'টি কিন্তু ২২৩ পৃষ্ঠায় 'আপনাকে সেব্য-জ্ঞান না পারে সেবিতে' ইত্যাদি চারি পংক্তির সহিত একবাক্যতা করিয়া পাঠ করিলে স্বগ্রন্থেই বিরোধ হইতেছে। গ্রন্থের উপসংহারে সঙ্কলয়িতা জানাইতেছেন যে তিনি দুইখানা পুঁথিতে ৬ষ্ঠ প্রকরণ পর্যন্তই পাইয়াছিলেন এবং তৎপরের আর একখানি পুঁথিতে অষ্টাদশ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ পূরণেই যখন অধিকাংশ উপাসনা-সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে এবং ইহাতেই গ্রন্থ-পর্যাপ্তি দেখা যাইতেছে, তখন এই অংশই মূল এবং তৎপরবর্তী অধ্যায়গুলি

প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী কালে কোনও মৎসর ব্যক্তির সংযোজনা মনে হয়। বরাহনগর পাটবাড়ী পুঁথি (বি ১৮৫) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইহার একখানি পুঁথি আছে (৩৫৯-এ নং; ২৪ পত্রাত্মক)।

এই গ্রন্থের অষ্টম প্রকরণে ৬১টি পদ আছে। গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, শ্যামানন্দ, তরুণীরমণ, জগন্নাথদাস, লোচন, জ্ঞানদাস এবং শেখর রায় প্রভৃতি বিরচিত পদাবলির মধ্যে তরুণীরমণেরই ৪৩টি পদ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তরুণী-রমণ-ভণিতায় ৬টি পদ বঙ্গভাষায় এবং ৩৭টি ব্রজবুলিতে পাওয়া যাইতেছে। পদকল্পতরুতে ৩৫৪ সংখ্যক গীতটি ইঁহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ডাঃ সুকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রত্নসার' নামক (১১১১ নং) পুঁথিতে দেখিয়াছেন—'ইহা জানি চণ্ডীদাস-তরুণীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন প্রীতি সে ধন॥' কাজেই তিনি অনুমান করেন যে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস-ভণিতা দিয়াও বাঙ্গালাপদ রচনা করিয়াছেন।

বিপরীত বিলাসের পদ—ভুতলে সুতলি মেঘের কোড়া। উপরে কামিনী দামিনী মোড়া॥ ঘনের উপরে শিখির নাচ। অরুণতা রুক তমিছে কাছ [?]॥ চাঁদ কমলে সঘনে মেলি। ভ্রমর চকোর করয়ে কেলি॥ উলটা সুমেরু ফণির মুখে। কখন চাপয়ে মেঘের বুকে॥ একি অপরূপ রসের কথা। তরুণীরমণে জানিবে কোথা॥ [৮।৫৯]।

সিদ্ধান্তচিন্তামণি—শ্রীকৃষ্ণসার্বভৌম-রচিত ন্যায়-প্রকরণ। প্রথম ছয় পত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথিতে দুইটি পরিচ্ছেদ—প্রত্যক্ষ দীধিতি ও অনুমানদীধিতি। প্রতি-পরিচ্ছেদারম্ভে শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা আছে। ইঁহার সুপ্রসিদ্ধ পদাঙ্কদূতের ন্যায় এই সিদ্ধান্তচিন্তামণিও রঘুরাম রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল।

(বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ১৯৮—১৯৯ পৃষ্ঠা)

সিদ্ধান্তদর্পণ—শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণ-কৃত বেদান্ত-প্রকরণগ্রন্থ। ইহাতে সাতটি প্রভা (অধ্যায়) আছে। প্রথম প্রভায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্বক সাংখ্যবৌদ্ধাদির মত-নিরসন এবং বেদাদির সর্বত্র পূজ্যমানতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে—শ্রীব্যাসকর্ত্তৃক প্রকটিত ইতিহাস পুরাণাদিরও অপৌরুষেয়তা স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় হইতে সপ্তম প্রভায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিরুদ্ধে অন্যান্য পুরাণে বা তার্কিকগণের যত প্রকার দুরুক্তি আছে—তাহাদের উট্টঙ্কন পূর্বক সরল ভাষায় সূত্রাকারে খণ্ডন করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই সর্ব-প্রমাণচূড়ামণিত্ব ও শ্রীহরিপারতম্য স্থাপিত হইয়াছে। টীকাকার শ্রীমন্নন্দ মিশ্র মহাশয়ও স্বগুরু শ্রীবলদেবের অভিপ্রেত সংক্ষিপ্ত বস্তুটির সম্যক্ প্রকারে বিস্তারিত করিয়া সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

সিদ্ধান্তরত্ন- শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত বেদান্তের প্রকরণ-গ্রন্থ। [ভাষ্যপীঠক দেখুন] টীকাটিও ইঁহারই রচিত।

সীতাচরিত্র—শ্রীলোকনাথ দাস-কর্ত্তৃক রচিত শ্রীঅদ্বৈতভার্যা সীতাদেবীর জীবনী-সংক্রান্ত হইলেও শ্রীসীতা-চরিত্রে শ্রীশচীমাতার পরিচারক ঈশান এবং সীতা দেবীর ও নন্দিনী জঙ্গলী-নামিকা শিষ্যাদ্বয়ের ইতিবৃত্ত ও মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হই-য়াছে। নন্দিনী ও জঙ্গলী পুরুষ হইয়াও সাধনার প্রভাবে স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি করিয়া বা স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্বক যে ভজন করিতেন—এই গ্রন্থে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রামাণিক চরিত গ্রন্থের সহিত বিরোধ হওয়ায় এই গ্রন্থ ঐতিহাসিকদের নিকট অনাদৃত, যেহেতু ইহাতে চৈতন্য-চরিতামৃতের নাম, শ্লোকোদ্ধার ও কবিরাজ গোস্বামির নাম আছে। এইশ্লোকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বলিতেছেন—তবে গুরু-গায়ত্রী জপিয়া দশবার। শ্রীপাদ-পদ্ম পূজিবে বিবিধ প্রকার। তবে বিশ্বম্ভর ধ্যান করিহ মানসে। শ্রীচৈতন্যগায়ত্রী জপিহ বার দশে॥'

সীতাশতক—অনুপনারায়ণ তর্ক-শিরোমণি-রচিত, শ্রীজানকী-সম্বন্ধে লিখিত শতক কাব্য (কাশী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতকলেজের পুঁথি প্রা—৩৩)। উপসংহারে—

তর্কালঙ্কৃতি - পণ্ডিতেন্দ্রপদবী - মাসাদিতো দৈবতো, যো বর্ষান্তর-নায়কৈরপি গতো বিদ্যাবহাদুর্গিরা। কাশীনাথ-বিচক্ষণস্য সদসি স্থিত্বা-করোচ্ছ্রীমতঃ,- শ্রীসীতাশতকাভিধা-মৃতকৃত্তয়ানুপনারায়ণঃ॥

এস্থলের 'বর্ষান্তর-নায়ক'-পদে Political Resident Duncan

সাহেবই লক্ষ্য, তিনি Lord Cornwallisর সময়ে (১৭৮৬—১৭৯৩ খৃঃ) এদেশে ছিলেন এবং তাঁহার উদ্যোগে কাশীর সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। সর্বশাস্ত্রগুরু তর্কালঙ্কার পণ্ডিতেন্দ্র বিদ্যাবাহাদুর উপাধিধারী কাশীনাথ ১৭৯১—১৮০১ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের Principal, Director বা Rector ছিলেন। অনূপনারায়ণ কাশীনাথের সভাসদ্ বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি কাশীনাথের সমসাময়িক। এই গ্রন্থের রচনা কাল ১৮৬২ সম্বৎ (১৮০৬ খৃঃ)।

সুখবোধনী—শ্রীগোপালতাপনীর টীকা—শ্রীজীবগোস্বামি-রচিতা।

সুখবর্ত্তনী—আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ কৃতা। এই টীকার প্রারম্ভে বলিতেছেন—'হে বৎস! নিজ জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন পূর্বক দেবগণদুর্লভ বস্তুটিকে তুমি সৎকাব্যরূপে পরিণত করত ভাবি ভগবজ্জনমণ্ডলীকে দান করিবে। এই আজ্ঞা দিয়াই যেন বালক কর্ণপূরের বদনমধ্যে যিনি নিজের শ্রীচরণাঙ্গুষ্ঠামৃত দান করিয়াছেন—সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আমাদের গতি হউন !!' উপসংহারেও বলিতেছেন—'সাধুগণ সর্বদা সকলেরই সাধু চেষ্টার মঙ্গলারম্ভের সমাদর করেন; আমি তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্বক্ষণ মস্তক অবনত রাখিয়াছি এবং নিজের কার্যে লজ্জিতই আছি। অতএব এই টীকাটি কি এক ক্ষণের জন্যও তাঁহাদের দর্শনাবসর লাভ করিবে না? আশা করি—বুদ্ধিমান্ জনগণের অভিমতা সংশুদ্ধি লাভ করিয়া এই টীকা শোভাসম্পন্ন হইবে।' তৎপরবর্ত্তী শ্লোকেও সাধুজন-সমাশ্রয়েরই কথা বলিয়া সমাপ্তি করিয়াছেন। এই টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মূল গ্রন্থের স্বারস্য-গ্রহণ করা কষ্টসাধ্যই বটে। শ্রীকবিকর্ণপূরপাদ আনন্দবৃন্দাবনে যে মানবোচিত অথচ অতিমর্ত্ত্য লীলা-কদম্ব পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য ও মাধুর্য শ্রীচক্রবর্ত্তি-চরণই সকলের সমক্ষে ধরাইয়া দিয়াছেন—এই টীকাতে। পূতনাবধ (৩।৫ কারিকা) এবং জ্স্তণলীলায় (৫।১ কারিকা) প্রভৃতিতে শ্রী-বিশ্বনাথের পরিবেষণ-দক্ষতা সুধীগণের দ্রষ্টব্য, আস্বাদ্য ও সমাদরণীয়। টীকার রচনাকাল নির্দিষ্ট না হইলেও 'রাধাকুণ্ডবাস-কালে' নির্ম্মাণ হইয়াছে বলায় ইহা যে সপ্তদশ শক-শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুবোধিনী—গীতার টীকা; রচনা করেন—শ্রীশ্রীধরস্বামী।

২ শ্রীচৈতন্যদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-বর্ণামৃত-টীকা। ডাঃ সুশীলকুমার দে-সম্পাদিত সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এই চৈতন্যদাসের সম্বন্ধে কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই টীকার উপসংহারে 'শ্রীগোবিন্দ-পাদসেবা -প্রভাবাদুদিতা স্বয়ং' এই উক্তি-বলে অনুমান করা যায় যে ইনি শ্রীগোবিন্দের পূজারি ছিলেন। যদি এই অনুমান ঠিকই হয়, তবে একথাও বলা চলে যে ইনিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখনে অনুমোদনকারী বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের অন্যতম এবং শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপাদের শিষ্য (চৈ° চ° আদি ৮।৬৯) কবিরাজ গোস্বামী এই টীকার সাহায্য লইয়াছেন—ইহা টিপ্পনীর আকারে রচিত, সংক্ষেপ; রসশাস্ত্রে বা সিদ্ধান্ত-বিষয়ে প্রগাঢ় আলোচনা ইহাতে না থাকিলেও ইহা সরল ও প্রাঞ্জল। শ্রীগোপালভট্ট-কৃত টীকা হইতে আকারে ও বস্তুবৈভবে ন্যূন। পূজারি গোস্বামিকৃত 'বাল-বোধিনী'-নাম্নী গীতগোবিন্দের টীকায় ও উপসংহারে এই টীকার উপসংহারবৎ—'শ্রীগোবিন্দপদসেবা-প্রভাবাদুদিতা স্বয়ং। চৈতন্যদাসতো (চৈতন্যদাসেন) বালবোধিনী স্যাৎ সতাং মুদে' আছে॥ J. Eggeling গীতগোবিন্দের টীকাকে শ্রীচৈতন্যদাস-বিরচিত বলিয়াই মত দিয়াছেন। বালবোধিনীতে উজ্জ্বলনীলমণি হইতেও উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া টীকাকার ১৫৪১ খৃঃ পূর্বে এই টীকা রচনা করেন নাই জানা গেল। কেহ কেহ বলেন শ্রীসেন শিবানন্দের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসই এই টীকাকার।

৩ অলঙ্কার-কৌস্তুভের টীকা—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির, কেহ কেহ বলেন ইহা কৃষ্ণদেব সার্বভৌম-কৃত। আরম্ভঃ—'অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নর-হরিপ্রেষ্ঠঃ' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোক। কোনও কোন পুঁথির উপসংহারে—

সৈদাবাদ - নিবাসি - শ্রীবিশ্বনাথ - শর্মণা। চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥

ইহাতে অলঙ্কারকৌস্তুভের দশটি কিরণেরই টীকা আছে। রচনাকাল দেওয়া নাই।

সুমঙ্গলস্তোত্র —— বিল্বমঙ্গল-কৃত স্তোত্রকাব্য।

সুরতকথামৃত—(আর্যাশতক) শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত। শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত উৎকলিকা-বল্লরীর ৫২তম শ্লোকটিকেই মাত্র উপজীব্য করত নিভৃত-নিকুঞ্জ-রসরহস্য-পরিপূরিত এই গ্রন্থের অবতারণা। গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্লোকে উট্টঙ্কিত রসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গোপীভাব-বিভাবিত চিত্তে শ্রীযুগলকিশোরের যে মহারসময় সুরতসংলাপসুধা শ্রীগুরুকৃপালব্ধ অপার্থিব শ্রুতিপুটে পান করিয়াছেন —তাহাই শত শ্লোকে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিয়াছেন। শ্রীরাধামাধব নীরব নিঝুম নিশীথে নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়ে নিরাকুলচিত্তে নির্বৃন্তকুসুম-শয্যায় সুখশয়ন করিয়া কোথাও ইঙ্গিতে, কোথাও বা অর্দ্ধ অর্দ্ধ উচ্চারিত বাণীতে পরস্পর রসোদ্গার করিতেছেন। ইহাই এই গ্রন্থরত্নের প্রতিপাদ্য বস্তু। সাধারণতঃ রসোদ্গার বলিতে রসগ্রন্থে বা পদাবলীতে দেখা যায় যে সখীজন-সবিধে বা একাকী নিজমনে শ্রীরাধা বা শ্রীশ্যাম প্রিয়তম বা প্রিয়তমার বিষয়ে রসোদ্গার করেন; এস্থলে কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাই পরস্পর রসোদ্গার করিতেছেন, অথচ এই সংলাপ-কালেই বর্ণনীয় বস্তুর রসাতিরেক-সহকৃত অবিশ্রান্ত সম্ভোগ বা অভিনয় চলিতেছে। ইহাতে ব্রজরসলোলুপ সাধকের মানস-পটে যে কি এক অমৃতময় মধুর রস-প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়, তাহার বর্ণনা সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ যেরূপ একটিমাত্র শ্লোককেই কেন্দ্রীভূত করিয়া আস্বাদন-মুখে বহু নিগূঢ় রস-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন—তদ্রূপ এই সুরতকথামৃতেরও প্রতি শ্লোক, প্রতি ছত্র ও প্রতি বাক্যই অতুলনীয় ও আস্বাদনীয় রস-প্রবাহ দান করিবে। শ্রীরূপের কাব্যামৃতলোভী ভক্তবৃন্দ ইহাতেও তজ্জাতীয় আস্বাদনা, উন্মাদনা ও সরসতা পাইবেন। ১৬০০ শাকে জ্যৈষ্ঠমাসে ইহার রচনা হইয়াছে।

সুবর্ণচষক—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের উপর পাপযল্লয়-রচিত টীকা।

সূত্রমালিকা— শ্রীজীবপাদ-বিন্যস্ত হরিনামামৃত ব্যাকরণের সূত্রসমষ্টি।

সূত্রসার—শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতা শ্রীকুবেরোপাধ্যায় বা কুবের তর্কপঞ্চাননে আরোপিত ব্যাকরণ—স্থানীয় বিদ্যার্থীগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাতন্ত্রের সারাংশ লইয়া বর্দ্ধমান-কৃত সূত্রসার-প্রক্রিয়ার আদর্শানুসারে রচিত [ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড]

সূক্ষ্মতমা বৃত্তি—ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি, রচনা করেন—শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র (চন্দ্রভাগা)। ইনি শ্রীরাধারমণ-সেবায়েত শ্রীগোপীনাথ পূজারির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদর দাসের পুত্র শ্রীহরিনাথের শিষ্য। বৃত্তির প্রারম্ভে কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডন আছে। 'ব্রহ্ম' শব্দে ইনি সর্বত্র বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কুত্রাপি কৃষ্ণবোধকও বলিয়াছেন। জীবের সহিত বিষ্ণুর ভেদাভেদ-সম্বন্ধ (৩।২।২৭—৩০)। এইমতে বিষ্ণুর অংশবৎ অংশই জীব, মুখ্য অংশ অসম্ভব—এই কারণে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ঔপাধিক ভেদহেতু অংশই জীব (২।৩।৪৪)। এই মতে জীব—বিভু, জ্ঞানস্বরূপ ও বিষ্ণ্বাত্মক (২।৩।৩৩); আবার বলিয়াছেন জীব—বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, ভেদ—ঔপাধিক (২।১।২৩)। জগৎ—কারণ হইতে অভিন্ন, কার্য—বাচারম্ভণমাত্র, কারণেরই সত্যতা (২।১।১৪)। এই মতটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

সূক্ষ্মা— শ্রীগোবিন্দভাষ্যের স্বকৃত টীকা; প্রথমতঃ শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীব্যাস, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীজীব প্রভু, পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনাদি করত শ্রীআনন্দতীর্থের আশীর্বাদ প্রার্থনাপূর্বক গুরু-পরম্পরা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই টীকারচনার আশয়--'আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্ গ্রন্থবিস্তরে। গোবিন্দভাষ্যে সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী ক্রিয়তেঽত্র তৎ ॥' ইত্যাদি, উপসংহারেও শ্রীগোবিন্দের বন্দনাপূর্বক শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য-পাঠের জন্য অনুরোধ ও তৎপরে গৌড়েন্দুর বন্দনা করত 'সূক্ষ্মা' টীকা সমাপ্ত হইয়াছে। Madras Oriental Mss. Library তে একখানা সূক্ষ্মা টীকার পুঁথি আছে।

২ তদ্রচিত সিদ্ধান্তরত্নের টীকার নামও—'সূক্ষ্মা'।

স্তবমালা—শ্রীরসামৃতকার শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপাদকর্ত্তৃক বিরচিত বহু স্তব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল,

শ্রীজীবপ্রভু তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া মালার আকারে গুম্ফনপূর্ব্বক স্তবমালা নাম দিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যাষ্টক তিনটি, শ্রীকৃষ্ণের ১৫টি, শ্রীরাধার ৬টী, শ্রীযুগলকিশোরের ৪টি, শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী, অষ্টাদশ-ছন্দঃ (নন্দোৎসবাদি কংসবধান্ত-লীলা), শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধার, পুনর্বস্ত্র-হরণ, শ্রীরাসক্রীড়া, স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত-লীলা, খণ্ডিতা, শ্রীললিতোক্ত তোটকাষ্টক, চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, গীতাবলি (সংখ্যা ৪২, রাগ-সংখ্যা ১২ ; নন্দোৎসব, বসন্তপঞ্চমী, দোল ও রাস ; তন্মধ্যে অষ্টনায়িকা), লীলাষ্টক, যমুনাষ্টক, মথুরাষ্টক, গোবর্দ্ধনাষ্টক দুইটি, শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক, এবং শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক। উৎকলিকা-বল্লরীর শেষে রচনার তারিখ দেওয়া আছে—১৪৭১ শকাব্দা। শ্লোক সমষ্টি ৭০৩, শ্রীজীবকৃত শ্লোক ৮, বিরুদ ৭৬, গীত ৪২।

ছন্দোবৈশিষ্ট্য—এই স্তবমালায় ছন্দোঽষ্টাদশকে উদাহৃত ছন্দঃসমূহের ক্রমশঃ নাম—(১) গুচ্ছক, (৩) কোরক, (৩) অনুকূল, (৪) প্রফুল্লকুসুমালী, (৫) অশোক-পুষ্পমঞ্জরী, (৬) কলগীত, (৭) অনঙ্গশেখর, (৮) দ্বিপদিকা, (৯) হারিহরিণ, (১০) ইন্দিরা, (১১) মত্তমাতঙ্গলীলাকর, (১২) মুগ্ধ-সৌরভ, (১৩) সংফুল্ল, (১৪) ললিতভৃঙ্গ, (১৫) কান্তিডম্বর (১৬) মুখদেব, (১৭) গুচ্ছকভেদ, (১৮) ভৃঙ্গার। এতদ্ব্যতীত (১) অমলকমলরুচি, (২) অম্বর, (৩) উদ্যদ্বিদ্যুৎ, (৪) করুণাপরিমল, (৫) কুন্দদশন, (৬) নন্দকুলচন্দ্র, (৭) নন্দরাজ, (৮) পন্নগদলন, (৯) পিচ্ছ, (১০) পুরুষোত্তম, (১১) প্রপন্ননন্দন, (১২) বল্লব-লীলা, (১৩) ভাবিনী, (১৪) মদমরসঙ্গত, (১৫) বীরবর, (১৬) শম্পা, (১৭) সংনীত, (১৮) সঞ্চল (১৯) সম্পদজনক, (২০) সরসিরুহলোচনা, (২১) সুজন-কলিত, (২২) সৌরভসঞ্জিত এবং (২৩) সৌরীতটচর প্রভৃতি শ্রীরূপ-পাদকর্তৃক উদ্ভাবিত বিবিধছন্দঃ, অন্যান্য ছন্দোগ্রন্থসমূহে ছন্দঃ-কতিপয়ের নামান্তর, আকর-গ্রন্থের সমুল্লেখ এবং পদ্যস্থাননির্দ্দেশাদি শ্রীশ্রীগৌড়ীয় - গৌরব - গ্রন্থগুটিকায় প্রকাশিত সংস্করণে [২/০ হইতে ২॥/০] দ্রষ্টব্য। গীতাবলিতেও বারটি বিভিন্ন রাগ সূচিত হইয়াছে। এই স্তবমালা শ্রীরূপপাদের একাধারে অসাধারণ ছন্দোবিত্ত্ব, কাব্যকুশলতা ও সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিতা সূচনা করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'চক্রবন্ধ' কবিত্বের উদাহরণে কর্ণিকা অক্ষর হইতে বহিশ্চক্র-পক্ষস্থিত সপ্তম ও চতুর্থ বর্ণসমূহ ক্রমশঃ মিলিয়া 'কৃষ্ণস্তুতিরদো রূপ-বিরচিত' এইভাবে কবির নামও সূচিত হইয়াছে। চিত্রবন্ধসমূহের রচনা প্রণালীও উক্ত সংস্করণে আকর গ্রন্থের প্রমাণসহ উদ্ধৃত হইয়াছে *। গীতাবলির সমস্ত গীত মাত্রাবৃত্তে রচিত হইলেও ২নং গীতটি 'বিপ্রবৃন্দ' ইত্যাদি অক্ষরবৃত্তে 'নন্দরাজ' নামক ছন্দঃ বলিয়া ছন্দোরচনায় উল্লিখিত হইয়াছে।

এই স্তবমালা ভক্তগণের নিত্য-পাঠ্য ও কণ্ঠহার। একেত শ্রীরূপের কাব্য স্বভাবতঃ সৌন্দর্য-মাধুর্যে পরিপূর্ণ, তদুপরি ইহা ভক্তিরসে সম্যক্‌রূপে বিভাবিত। ইহাতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপগুণলীলাদিরই যথেষ্ট পরিবেশন হইয়াছে। শ্রীবলদেব টীকার উপসংহারে বলিয়াছেন—'করুণৈকসিন্ধু শ্রীরূপ-দেব যদি এই স্তবমালা রচনা নাই করিতেন, তবে ভক্তগণ শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের গুণ, রূপ ও লীলাদি-বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেন না।'

স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য— শ্রীপাদ শ্রীজীব-কর্তৃক সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের স্তবমালার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য। প্রারম্ভে 'সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ, শ্রীরূপ-বন্দনাদি করিয়া প্রকৃত গ্রন্থের স্বারম্ভ-উদ্‌ঘাটনেই ইহার কৃতিত্ব। যদিও মূল গ্রন্থের রচনাকাল কোথাও প্রদত্ত হয় নাই, যেহেতু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তব-গুলিকেই কেবল শ্রীজীবপাদ একত্র সমাহার করিয়াছেন, কিন্তু উৎকলিকা-বল্লরীর শেষে ১৪৭১ শাকে রচনা-সমাপ্তির তারিখ আছে। শ্রীবিদ্যা-ভূষণও তত্রত্য টীকায় ১৬৮৬ শাকে টীকানিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া-ছেন। উপসংহারে—

'শ্রীরূপদেবঃ করুণৈকসিন্ধু-
স্তবালিমেতাং যদি নাকরিষ্যৎ।

* চিত্রকাব্যের ইতিবৃত্ত-জিজ্ঞাসায় History of Classical Skt, Litt. 369—383 pages দ্রষ্টব্য।

ভক্ত্যা যথাবদ্‌ব্রজরাজসূনো-
র্নৈবাগমিষ্যন্‌ গুণরূপলীলাঃ' ॥

এবং—'বিদ্যাভূষণ-রচিতে স্তব-মালাভূষণে ভাষ্যে। পরিতুষ্যতু বনমালী বররুচিশালী ব‍ৈতেতস্মিন্‌' ॥

স্তবামৃতলহরী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। ২৮টি স্তব আছে, স্তবমালা ও স্তবাবলীর অনুকরণে রচিত। (১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টক, (২) শ্রীগুরু-চরণস্মরণাষ্টক, (৩) শ্রীপরমগুরু-প্রভুবরাষ্টক, (৪) শ্রীপরাৎপর-গুরু-শ্রীগঙ্গানারায়ণাষ্টক, (৫) শ্রীনরোত্তম প্রভুর অষ্টক, (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টক, (৭) শ্রীশচী-নন্দনাষ্টক, (৮) শ্রীস্বরূপচরিতামৃত, (৯) শ্রীশ্রীস্বপ্নবিলাসামৃত *, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টক, (১১) শ্রীমদন-গোপালদেবাষ্টক, (১৩) শ্রী-গোবিন্দাষ্টক, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টক, (১৪) শ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টক, (১৫) স্বয়ংভগবত্ত্বাষ্টক, (১৬) জগন্মোহনাষ্টক, (১৭) অনুরাগবল্লী —[অষ্ট শ্লোকে শ্রীভগবৎসেবায় অতৃপ্ত অনুরাগোৎকণ্ঠা-বিজ্ঞাপক কোটি কোটি কর্ণ-বদন-জিহ্বা-কর-চরণাদি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রার্থনা] (১৮) শ্রীবৃন্দাষ্টক, (১৯) শ্রীরাধা ধ্যান, (২০) শ্রীরূপচিন্তামণি [প্রথম ১৬ শ্লোকে ও দ্বিতীয় ১৬ শ্লোকে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার কেশান্ত রূপস্মারক বর্ণনা।] (২১) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম—শ্রীজীবপাদের সঙ্কল্প কল্পদ্রুমেরই অনুরূপ, ইহাতে নিগূঢ় সেবাপ্রার্থনা ১০৪টি শ্লোকে বর্ণিত আছে। (২২) নিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী [১৬০০ শকাব্দে রচিত, শ্রীযুগলকিশোরের অন্তরঙ্গ উপাসক-গণের আস্বাদন-বিষয়ক বিরুদ কাব্য। এই গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা এই অভিধানের ১৫৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (২৩) শ্রীসুরতকথামৃত (আর্যাশতক) —[আর্যানামক মাত্রাবৃত্তে ১০৫টি শ্লোকে যুগলকিশোরের নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিলাসের রসোদ্‌গার বর্ণনা হইয়াছে। এই গ্রন্থেরও আলোচনা এই অভিধানের ১৮০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] (২৪) নন্দীশ্বরাষ্টক, (২৫) বৃন্দাবনাষ্টক, (২৬) গোবর্দ্ধনাষ্টক, (২৭) গীতাবলী—[এগারটি সুললিত গীত আছে] স্থূলাক্ষরে লিখিত প্রবন্ধগুলি স্বয়ং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্তবাবলী——শ্রীল দাসগোস্বামি-পাদের রচিত ২৯টি স্তব-সমষ্টি। ক্রমশঃ তাহা নিবেদন করিতেছি--(১) শ্রীশচীসূন্বষ্টক, (২) শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু, (৩) মনঃশিক্ষা, (৪) প্রার্থনা, (৫) গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক, (৬) গোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনাদশক, (৭) শ্রীরাধা-কুণ্ডাষ্টক, (৮) ব্রজবিলাসস্তব, (৯) বিলাপকুসুমাঞ্জলি, (১০) প্রেম-পূরাভিধস্তোত্র, (১১) প্রার্থনা, (১২) স্বনিয়মদশক, (১৩) শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র, (১৪) শ্রীরাধাষ্টক, (১৫) প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্যস্তবরাজ, (১৬) স্বসঙ্কল্প-প্রকাশস্তোত্র, (১৭) শ্রীরাধা-কৃষ্ণোজ্জ্বলরসকেলি, (১৮) প্রার্থনা-মৃত, (১৯) নবাষ্টক, (২০) গোপাল-রাজস্তোত্র, (২১) শ্রীমদনগোপাল-স্তোত্র, (২২) শ্রীবিশাখানন্দদস্তোত্র, (২৩) মুকুন্দাষ্টক, (২৪) উৎকণ্ঠাদশক, (২৫) নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টক, (২৬) অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক, (২৭) দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টক, (২৮) প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক এবং (২৯) অভীষ্টসূচন।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অষ্টক শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদের শ্রীচরিতা-মৃতের উপাদানরূপে গৃহীত বলিয়া তাহাতে উক্ত হইয়াছে।

চৈতন্য-লীলারত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাঁহা কিছু যে শুনিলু, তাহা ইঁহা বিস্তারিনু ভক্তগণে দিলু এই ভেটে ॥'

মনঃশিক্ষার একাদশটি শ্লোক শ্রীরূপানুগ সাধকমাত্রেরই নিত্যারাধ্য ও নিত্যপাঠ্য। ব্রজবিলাসে ১০৬টি শ্লোকে লীলাস্থান, কাল ও পাত্রের বন্দনাদি। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি ১০৪টি শ্লোকে গ্রথিত —ইহার প্রতিশ্লোক প্রতিচরণ, প্রতিঅক্ষরই অপ্রাকৃত বিরহানল-সন্তপ্ত শ্রীদাসগোস্বামির বিষমজ্বালা-সঙ্কুল হৃদয়ান্তঃস্থলের মহাপ্রতপ্ত বহ্নিশিখার ছটা, ভূধর-প্রোথিত আগ্নেয়গিরির হৃদয়বিদারণ অগ্ন্যুদ্‌গার কিম্বা রত্নাকর-বিলসিত বাড়বানলের

---

* ইহার একটী অনুবাদ আছে—(১) 'নিধুবনে দুহুঁ জনে' ইত্যাদি জগদানন্দ-রচিত, (২) 'শুনইতে রাই বচন অধরামৃত' ও (৩) 'শুনহুঁ সুন্দরি! মঝু অভিলাষ'—এই পদদ্বয় বলরাম দাস-বিরচিত এবং (৪) 'এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী'—পদটি বৈষ্ণবদাস-বিরচিত।

উচ্ছ্বাস অথবা পুঞ্জীভূত মহাকালকূটের প্রোচ্ছলন। 'অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন, দন্দহ্যমানহৃদয়া' (৭) 'দুঃখকুলসাগরোদরে দূয়মানমতি-দুর্গতং জনং' (৮), 'ত্বদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনং' (৯) এবং 'বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ দন্দহ্যমানতর-কায়বল্লরীং' (১০) প্রভৃতিবাক্যের অর্থ-নির্ধারণ করিলেই বুঝা যায় যে শ্রীদাস গোস্বামিপাদ অন্তরে কি ভীষণ অরুন্তুদ বিরহ-জ্বালা নিরন্তর বহন করিতেছিলেন !! তাহার পরে যে সেবাপ্রার্থনা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, আবেগ প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে—তাহা বিশ্ব সাহিত্যরাজ্যে এক অভিনব সামগ্রীই বটে; মোট কথা—এ সকল পদ্যে শ্রীরঘু-নাথের অন্তর্নিহিত ভাবোচ্ছ্বাস নির্মল নির্ঝরের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোনও রসিক ভাবুকের হৃদয়ে এই ভাবকণা স্পর্শ করে, তবে যে তিনি কৃতকৃতার্থ হইবেন—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। অদ্যাবধি দেখা যায় এই বিলাপকুসুমাঞ্জলি পাঠ বা শ্রবণ করিয়া বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নয়নজলে মুখ বুক ভাসাইতেছেন।

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের দ্বাদশটি শ্লোকে শ্রীরাধার রূপগুণাদি-সম্পৎ বর্ণনা হইয়াছে। স্বসংকল্প-প্রকাশস্তোত্রের ২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় স্বীয় সংকল্প-প্রকাশপূর্বক একবিংশ শ্লোকে রঙ্গণ-লতা সখীর আনুগত্যে ও অনুকম্পায় সেই সঙ্কল্প বাস্তবতায় পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি পদ্যে ৪৪টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাসখীগণের প্রণয়-কলহ ও পরস্পর বাক্যচাতুরীর প্রতিযোগিতা বর্ণিত। শ্রীবিশাখানন্দদাভিধ স্তোত্রে ১৩৪টি শ্লোকে প্রথমতঃ শ্রীবিশাখার কৃপা প্রার্থনাপূর্বক শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণনাত্মক স্তোত্র, শ্রীরাধার আধ্যাত্মিকরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছাপূর্তিরূপ সেবা, শ্রীরাধাদেহে ষড়্‌ঋতুকৃত সেবার উপকরণ—শ্রীরাধাঙ্গে কামসংগ্রাম-সামগ্রী, দানলীলাদি বিবিধ বিলাস-সূচনা, এই স্তোত্রটি লীলা ও নামে অঙ্কিত। সকল প্রবন্ধেই শ্রীপাদ দাসগোস্বামির শ্রীরূপানুগত্য ঝলক দিতেছে। শ্রীপাদের সকল গ্রন্থই প্রসাদগুণ-গুম্ফিত ও মাধুর্যমণ্ডিত, ভাবগম্ভীর ও শব্দার্থালঙ্কারে পরিপূর্ণ, সর্বোপরি স্বতঃপ্রণোদিত হৃদয়াবেগে ও রসভাবের ব্যঞ্জনায় শ্রীগ্রন্থখানি সহৃদয়গণেরই একমাত্র আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য চিরবাঞ্ছিত সামগ্রী।

স্মরণচমৎকার (পাটবাড়ী পুঁথি বাং বি ১৮৭) শ্রীরামচন্দ্রদাস-বিরচিত। লিপিকাল—১২১৭, ও ১২৪৭ সাল। কলি ও যমের কথোপকথনচ্ছলে শ্রীগৌরের কৃপায় পাতকিতারণলীলার উট্টঙ্কনপূর্বক শ্রীনামের প্রতাপ-বর্ণনা, কিন্তু নামের হেলনে জীবের অধোগতি, পাপে মতি ইত্যাদি। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে প্রোক্ত তৃণাদপি শ্লোক-যাজনেও অনাস্থা।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব দুঁহু পদ না ভজিনু।
মহামায়াজালে পড়ি নিশ্চয় ডুবিনু॥
পতিত-পাবন প্রভু চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
তাহাকে ভজিলে ভাই ছুটে ভববন্ধ॥

অন্তে রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরাবলির উদ্ধার পূর্বক উপসংহার।

স্মরণদর্পণ—শ্রীঠাকুরমহাশয়ের প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকার আদর্শে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-কর্তৃক রচিত। রচনার আদর্শ—

সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত তবে গুরুদেবে হয় রতি। নিত্য নিত্য বাড়ে রতি গুরুপদে হয় গতি তবে হয় ভজন-শকতি॥ কৃষ্ণেতে অপরাধ হয়, তাহাতে নিস্তার পায় গুরু অপরাধে নাহি ত্রাণ। তাহে বড় পরমাদ বৈষ্ণবেতে অপরাধ গুরুদেবে না করে মার্জন॥ ইথে না করিও আন বৈষ্ণব গুরু সমান অভেদ দুই একই পরাণ। যেই বৈষ্ণব সেই গুরু সেই কৃষ্ণ কল্পতরু গুরু মুখ্য করিল বিধান॥

(স্মরণদর্পণ ৪ পৃঃ)

বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে ১০৬৬ সালে লিখিত পুঁথি-সংখ্যা—২৮৮১।

স্মরণ-মঙ্গল[১]— শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলাচিন্তনোপযোগী শ্লোকদশক। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ইহাই সূত্র বা মূলীভূত বীজ। শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসগোস্বামী স্বীয় দশ-শ্লোকীভাষ্যে (১১—১২ পৃষ্ঠায়) এই স্মরণমঙ্গল স্তোত্রটিকে শ্রীরূপ-প্রভুর আদেশে শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-রচিত বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ-লীলামৃতের টীকাকার এই দশশ্লোকী শ্রীপাদশ্রীরূপেরই রচনা বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রথমে— 'শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণ-কমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা, যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিত-পরৈর্গাঢ়-লৌল্যৈকলভ্যা। সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং, ভাব্যাং রাগাধ্ব-পান্থৈর্ব্রজমনু চরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥'

স্মরণমঙ্গল[২]— শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলা ইহাতে পরিবেষণ করিয়াছেন। ইহা কিন্তু ভাবাঢ্য লীলা এবং রাধা-কৃষ্ণের পূর্বোক্ত স্মরণমঙ্গলে কথিত প্রতিটি লীলার পূর্বকালেই ভাব্য।

স্মরণমঙ্গল[৩]—শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-প্রণীত শ্রীনবদ্বীপ-বিনোদী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রাত্যহিক (অষ্টকালীন) লীলাকদম্বের স্বতন্ত্রভাবে (ভাবাঢ্য-ব্যতীত) স্মরণ-মনন-প্রধান শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে একাদশ শ্লোকাত্মক স্তোত্র।

স্মরণমঙ্গল[৪]—শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন 'স্মরণমঙ্গলের' এগারটি শ্লোকের পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে সরল বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে—'শ্রীরূপমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে কহিল এক কালের আখ্যান ॥'

স্মরণমঙ্গল[৫]—শ্রীগিরিধর দাসও একখানি 'স্মরণমঙ্গল' রচনা করিয়াছেন (পাটবাড়ী পুঁথি বাংলা বি ১৮৯) লিপিকাল—১০৮৮ সাল।

স্মরণমঙ্গল[৬]—ব্রজভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন—শ্রীগুণমঞ্জরী। পাটনা গুলজারবাগে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামিজীর পুস্তকালয়ে পুঁথি আছে।

স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রং— শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ-রচিত ১০৪ শ্লোকে বিবিধ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মাদি যাবতীয় লীলা গ্রথিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ-বাচস্পতি-কৃত **'বিকাশিনী'** টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণোপযোগী গ্রন্থ —গৌড়ীয়গণের কণ্ঠহার শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম ইহার হিন্দী পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

স্বকীয়াত্বনিরাসবিচার — জয়পুরের গ্রন্থাগারে ১৩ পত্রাত্মক একখানা খণ্ডিত পুঁথি এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্টজির গৃহ-সংরক্ষিত (৩৫।১৪৭) ৬ পত্রাত্মক পুঁথিতে স্বকীয়াবাদ নিরাস করিয়া পরকীয়াত্ব স্থাপিত হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে ইহার বিচার-বিশ্লেষণাদি দেওয়া হইল না। ['পরকীয়াত্ব-নিরূপণ' দ্রষ্টব্য]

স্বপ্নবিলাস—১৭৬৪ শকে ভাজন-ঘাটের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীল কৃষ্ণকমল গোস্বামি-রচিত পদ-সাহিত্য। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত 'স্বপ্নবিলাসা-মৃতের' ছায়া বলিলেও হয়।

স্বরূপকল্পতরু—শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরে আরোপিত [পাটবাড়ী পুঁথি বি ১৯২] বৈষ্ণব নিবন্ধ। বৈষ্ণব-রস-সাধনার তত্ত্ব আছে, চৈতন্য-চরিতামৃতের কোন কোন ছত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে।

শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা— শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ দ্বিতীয় স্বরূপ নদীয়াবাসী পুরুষোত্তমাচার্য (সন্ন্যাসের নাম—স্বরূপদামোদর) গম্ভীরা লীলার নিত্যসঙ্গী ছিলেন এবং নদীয়ালীলাতেও তিনি যে সহচর ছিলেন (চৈ ভা অন্ত্য ১০। ৫২) তাহাতেও সংশয় নাই; যেহেতু প্রভুর সন্ন্যাস-লীলায় বিক্ষিপ্ত হইয়াই তিনি কাশীতে সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে পুরীতে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী মুরারি ও স্বরূপের কড়চানুসারেই যে তাঁহার চরিতামৃত বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ মধ্য ও শেষ লীলায় দামোদরের কড়চাই অবলম্বনীয় ছিল, তাহা নিম্ন পয়ার গুলিই সপ্রমাণ করিতেছে।

(১) দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে। (চৈচ মধ্য ৮।৩১২) (২) প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর॥ (চৈচ আদি ১৩। ১৬) (৩) দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥ (চৈচ আদি ১৩।৪৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলার প্রথমে (৫—১২) শ্লোকগুলি স্বরূপ দামোদরের রচনা বলিয়া কোনও কোনও মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায়। চন্দ্রোদয় নাটকের (৮।১০) 'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া' শ্লোকটি স্বরূপেরই রচনা। স্বরূপ—বৈষ্ণব-তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে ও সদাচার প্রভৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন—রঘুনাথ দাস-গোস্বামির শিক্ষার যাবতীয় ভার তাঁহার উপরেই সমর্পিত ছিল। গৌরগণোদ্দেশে (৯, ১৩) কথিত

আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদি পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন— ইহাও স্বরূপেরই অভিমত। দুঃখের বিষয়—এই কড়চাখানি বহু প্রচেষ্টাতেও হস্তগত হইল না।।

স্বরূপনির্ণয়--শ্রীকবিরাজ গোস্বামিতে আরোপিত। ১১৭৫ সালে লিখিত পুঁথি [পাটবাড়ী পুঁথি বি ১৯৪] দুইখানা। বিষয়—গৌর-গণোদ্দেশবৎ। শ্রীগৌর এবং তদীয় পার্ষদবর্গের স্বরূপ-নির্ণয়ে তাৎপর্য।

স্বরূপ-বর্ণন--শ্রীকবিরাজ গোস্বামিতে আরোপিত। 'নিত্যানন্দদায়িনী' পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। ডাঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থাগারে ২৫৭ নং পুঁথিটী ১০৮৩ সালে লিখিত, বিষয়—গৌরগণোদ্দেশবৎ। নিবন্ধের শেষে যে কবি-পরিচয় ও গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস আছে, তাহাতে দেখি যে গ্রন্থকারের গুরু ছিলেন—রঘুনাথ ভট্ট এবং কৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপালাভ করিয়াছিলেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪১৮ পৃষ্ঠা)।

হ

হংসদূত—মহাকবি কালিদাস কৃত মেঘদূত-নামক খণ্ডকাব্যের পরে এদেশে অনেক সংস্কৃত কবি বিরহ-কাব্য রচনা করিয়াছেন। পদাঙ্কদূত (শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম), কাকদূত, পাদপদূত, মনোদূত (বিষ্ণুদাস কবি), পবনদূত (ধোয়ী কবি) পবনদূত কাব্য (বাদিচন্দ্র), ভ্রমরদূত, উদ্ধবদূত (মাধব কবীন্দ্র) ও কোকিলদূত প্রভৃতি। কখনও কখনও এই দূতকাব্যকে 'সন্দেশকাব্য'ও বলা হয়, যথা—কোকিল-সন্দেশ, চকোরসন্দেশ, মেঘসন্দেশ, হংসসন্দেশ (বেদান্তাচার্য), কোকসন্দেশ (বিষ্ণুত্রাতা) এবং উদ্ধবসন্দেশ প্রভৃতি। শ্রীপাদ শ্রীরূপ-প্রণীত হংসদূতও এই জাতীয় খণ্ডকাব্য। প্রায় সমস্ত দূতকাব্যই মেঘদূতের ন্যায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত হইলেও কিন্তু এই গ্রন্থ শিখরিণী ছন্দে রচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৪২টি সুমধুর পদ্য আছে। যদিও এই কাব্য (এবং উদ্ধব-সন্দেশ) শ্রীপাদকর্তৃক শ্রীমন্-মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্বেই রচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহাতে শব্দার্থালঙ্কার-প্রাচুর্য, পদ-লালিত্য, মাধুর্য - গুণগরিমা, মহাগম্ভীর রস-ভাববত্তা-নিবন্ধন ইহা কাব্যের সকল গুণে ভূষিত হইয়াছে, স্বয়ং গ্রন্থকারও এ বিষয়ে উপসংহার-শ্লোকে দৈন্যবিনয়-সহকারে ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না'—এই ন্যায়ের অনুসরণে শ্রীপাদ এই গ্রন্থে অপ্রাকৃত সুদূর প্রবাসের বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার-বর্ণনায় অপূর্ব রস-পারিপাট্য দেখাইয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু যে আজন্মই জড়-রসবিমুখ ও অনুক্ষণ ভক্তিরসশাস্ত্রের অনুশীলন কারী ভজনানন্দী ভাগবত-প্রধান ছিলেন তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যতঃ কৃপা-প্রাপ্তির পূর্বেও এই গ্রন্থে অধিরূঢ় মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সর্বোত্তমা দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণা দশার সংসূচনেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরের নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ মহাজন ব্যতীত এইরূপ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের গূঢ়-রহস্য-প্রকটন অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীহংসদূতের মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর বন্দনা না থাকায় এবং উপান্ত্য শ্লোকে শ্রীসনাতন প্রভুর পূর্বনাম 'সাকর মল্লিক' উল্লিখিত থাকায় এই গ্রন্থ যে শ্রীগৌরের সহিত মিলনের পূর্বেই রচিত—এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই।

কথাসার—মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ দেখিয়া ব্যথিত ললিতার যমুনাবিহারী কোনও হংসকে দূত করিয়া শ্রীমতীর দশা-বিজ্ঞাপন পূর্বক ব্রজপুর হইতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য আবেদন। গোপীহৃদয়মদন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅক্রূরের অনুরোধে শ্রীনন্দভবন হইতে মথুরা গমন করিলে বিরহিণী শ্রীরাধা একদিন অন্তর্দাহ প্রশমন করিবার জন্য যমুনাতটে গমন করিয়া পূর্বপরিচিত কুটীরাদির দর্শনে অধিকতর শোকাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়েন। সখীগণ শ্রীমতীর এই দশা দেখিয়া নানাবিধ উপায়ে তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পদ্মপত্রনির্মিত শয্যায় শ্রীমতীকে স্থাপন করত ললিতা যখন সোপানশ্রেণীতে পদার্পণ করিয়াছেন—তখনই দেখিলেন যে একটি শুভ্র হংস আসিতেছে। তিনি ঐ হংসটিকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সভায় দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করিতে সংকল্প করেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর যে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা তাহাই বর্ণনা করিয়া শ্রীললিতা হংসটিকে সম্বোধনপূর্বক মথুরা গমন করত শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে নিবেদন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মথুরাগমন-কালে হংসের কোন্ কোন্ লীলাস্থলী দর্শন-স্পর্শন হইবে—তাহারও একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কণ করিয়া ললিতা হংসকে বলিতেছেন—কঠিনমতি দানপতি (অক্রূর) যে যে পথ দিয়া সেই কিশোরশেখর পশুপযুবতী-জীবিতপতিকে লইয়া গিয়াছে, সেই সকল জগৎপ্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া হংসবরকে মথুরায় যাইতে হইবে, (১২-১৪), ক্রমে ক্রমে চীরঘাটের কদম্ব-বৃক্ষবর (১৬), রাসস্থলী (১৮), বাসন্তী-বিরচিত অনঙ্গোৎসব-কলাচতুঃশালা (১৯), গিরিগোবর্দ্ধন (২১-২৩), শ্রীকৃষ্ণ-স্মরসমরধাটী-পুলকিতা কদম্ববাটী (২৪), অরিষ্টাসুর-মস্তক (২৫), ভাণ্ডীরবট (২৭), ব্রহ্মস্তুতিস্থলী (২৮), কালীয়হ্রদ (২৯-৩০), শ্রীবৃন্দাদেবী (৩১), কেকাধ্বনি মুখরিত একাদশ বন, তৎপরে বৃন্দাবন (৩২) দেখিয়া মথুরায় প্রবেশ, তত্রত্য শোভা ও ঐশ্বর্যবর্ণনা (৩৩-৩৪), প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রবেশে মথুরা-নাগরীদের উল্লাস ও বিহ্বলতা (৩৫-৩৯), মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর (৪১-৪২), উদ্ধব-হস্তে সমর্পিত শুকযুগলের মুখে শ্রীরাধা ও সখীসংবাদ (৪৩-৪৪), কেলিগৃহ (৪৬), অনুকূল অবসরে শ্রীগোপীদের বার্ত্তা-নিবেদন জন্য উপদেশ (৪৭), শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপমাধুরী (৫৩-৬২), শ্রীকৃষ্ণের মনে বৃন্দাবন-স্মারক পিককুহুরুত-শ্রবণ বা গিরিমল্লীপরিমলাদি - আঘ্রাণাদির কালই দুঃখিনী গোপীদের বার্ত্তা নিবেদনের প্রকৃষ্ট কাল (৬৪), অতীত ব্রজ-স্মৃতির উদ্দীপক বস্তুনিচয়ের উট্টঙ্কন – কপিলা ধেনু (৬৬),আম্রতরু-বিজড়িত বাসন্তীলতা (৬৭) ইত্যাদি যাহা যাহা বৃন্দাবনে বাসকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তাহা তাহাও স্মরণ করাইতে নির্দেশ (৬৭-৬৮), শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীদের দুরবস্থা দূরে থাকুক, লতাশ্রেণীও বিষময়ী হইয়াছে (৬৯), সর্বত্র অশুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, চত্বর-সমূহ তৃণপুঞ্জপূর্ণ এবং সমগ্র ব্রজমণ্ডল শূন্য হইয়াছে (৭০), শ্রীরাধার সঙ্গসুখের আশায় যাহার সমগ্র যামিনী অন্ধকার বৃক্ষতলে অতিবাহিত হইয়াছে—(৭১) সে যে কি প্রকারে কৃপণ, 'রাধা' নামটিও বিস্মৃত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্যকর বিষয়! (৭৩), শ্রীরাধার দুর্ভাগ্যাবধি বর্ণনা (৭৪) শ্রীরাধার নয়ন-জলে নদী-সৃষ্টি (৭৬), তাঁহার প্রেমানলে দেহসন্তাপ (৭৭), নিজদোষে তাঁহার এই বিরহ-ব্যাকুলতা-স্বীকার (৭৮) ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা; তৎপরে ত্রিবক্রার সৌভাগ্য-সূচনা (৭৯) পূর্বক শ্রীরাধার অবস্থাদর্শনে গুরুগণের বিবিধ বিতর্ক (৮০), শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার ব্যগ্রতা, ভাবী অকুশল চিন্তা (৮১), শ্রীকৃষ্ণদর্শন-কামনায় হরগৌরীর আরাধনা (৮২-৮৩), দুঃসাধ্য বিরহ-বাধা (৮৪ ৮৭), শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নাম-সংকীর্ত্তনে শ্রীমতীর বিলাপ (৮৮), দশমী দশা (৮৯), উদ্ধব-প্রেরণে বিরহ-ব্যাধির কোটিগুণে বর্দ্ধন (৯১), রাজকার্যে ব্যস্ত মন্ত্রী উদ্ধব বা যমের ভগিনী যমুনা শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-নিবেদনে অসমর্থ জানিয়া হংসবরকে প্রেরণ (৯২) অন্তর্নিগূঢ় সন্তাপে বিরহিণী শ্রীরাধা (৯৩-১০৮), তৎপরে যুগলকিশোরের পুনর্মিলন-দর্শনাশায় উৎকণ্ঠাদ্যোতক বহু বিষয়-সন্নিবেশ (১১০-১১৭) বনমালা, মকরকুণ্ডল, কৌস্তুভ ও শঙ্খ প্রভৃতিকে সম্বোধনপূর্বক তাহাদের ভাগ্য-প্রশংসা-সহকারে তাহাদের সহানুভূতির আকর্ষণ (১১৮—১২৬), মৎস্য-কমঠাদি-লীলাক্রমানুসারে দশাবতার-বর্ণনচ্ছলে ব্রজদেবীদের প্রণয়-ক্রোধ-বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (১২৮—১৩৭)। এই দশ শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীনন্দনন্দনের সর্বাবতারিত্ব, সর্বাশ্রয়ত্ব ও শ্লেষক্রমে প্রণয়-ক্রোধাদির ব্যঞ্জনাদ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-রহস্যই সুব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় রসময় লীলাবিষয়ক শ্লোকমালায় গ্রথিত এই প্রবন্ধ অখিলভুবনবন্ধু ও

নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে নিবিড় ও রসাল আনন্দতরঙ্গ বিস্তার করুক —এই প্রার্থনাতেই গ্রন্থোপসংহার।

ইহার পাঁচটি টীকা আছে বলিয়া জানা যায়। (১) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা, (২) শ্রীগোপাল-চক্রবর্ত্তি-কৃতা এবং (৩) মধু-মিশ্ররচিতা টীকা (Madras Oriental Mss. Library Catalogue, Vol. IV. Part I. 1991)। (৪) শাব্দিক-নরসিংহ শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র-কৃতা (পাটবাড়ী পুঁথি কা ২২৮) এবং (৫) শ্রীকণ্ঠাভরণ কবিরাজ-কৃতা টিপ্পনী (ঐ কা ২৩৩) [বিশ্বনাথের টীকাটি A. S. B. p. 57. No. 2947]

প্রারম্ভঃ—বন্দে গৌরং কৃপাসিন্ধুং স্বগুণৈর্গ্রথিতং স্বয়ং। শ্যামচিন্তামণের্হারং যোঽজিগ্রাহদিদং জগৎ ॥১॥ বন্দে শ্রীরাধিকাপাদান্ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদর্শকান্। ভবসিন্ধুমিমং মন্যে গোষ্পদং যৎসমাশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥

অথ নানাপ্রকার-শ্রীভগবল্লীলাবর্ণনং প্রারিপ্সুঃ শ্রীরূপগোস্বামী হংস-দূতাখ্যং কুর্বাণো বিহিতাচার-পরম্পরাপ্রাপ্তং মঙ্গলং স্বেষ্টদেবতা-স্মরণরূপমিত্যাদি .....

পুষ্পিকা—ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-বিরচিতা শ্রীহংসদূতটীকা সমাপ্তা ॥

হংসদূতের পদ্যানুবাদ—নরসিংহ দাস-নামক জনৈক কবি শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের হংসদূতের পদ্যানুবাদ (?) করিয়াছেন। আমার নিকট এবং বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে (৩০০—৩০৫ সংখ্যক) যে পুঁথি আছে, তাহাতে কিন্তু শ্রীদাস গোসাঞির (?) রচিত হংসদূত বলিয়াই অনুবাদকের ধারণা। প্রারম্ভে—(১ পৃঃ) শ্রীদাস-গোসাঞির কথা শিরেতে বন্দিয়া। ভাষাছন্দে বুঝি রচি তত্ত্ব না পাইয়া ॥ আবার (৩ পৃঃ)—হংসদূত ভাই কেবল বিরহের কথা। শ্রীদাস গোসাঞি ইহা কৈল শ্লোকগাথা ॥ আমার মনে হয় যে ইহা লিপিকর-প্রমাদ, তাহা না হইলে অনুবাদকের এত বড় ভ্রম হওয়া অসম্ভব। এই অনুবাদ কিন্তু আক্ষরিকও নহে, তাৎপর্যানুবাদও নহে, তবে 'হংসদূতের' ছায়া অবলম্বন করিয়া যথামতি রচনামাত্র। গোপীগণের বারমাস্যা মূলে না থাকিলেও ইহাতে সংযোজনা হইয়াছে—

কহিয় কহিয় হংস কহিয় কানুস্থানে। অভাগিনী গোপীগণ নাহি পড়ে মনে ॥ শুন শুন হংসবর করি নিবেদন। বারমাসের দুঃখ তারে করাইহ স্মরণ ॥ পহিলে অগ্রাণ মাসে নবীন পিরিতি। কাত্যায়নীব্রত করি পাইনু কৃষ্ণ পতি ॥ ইত্যাদি

হংসের মথুরায় শ্রীকৃষ্ণস্থানে গমন, বিরহ-জ্ঞাপন, শ্রীকৃষ্ণসহ আলাপ, শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা লইয়া পুনরায় গোপী-সকাশে আগমন ইত্যাদি বর্ণনান্তে তিনি উপসংহার করিয়াছেন।

২ অপর অনুবাদ—নরোত্তমদাস-রচিত [A S B. 3628]

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—ইহার আদিকাণ্ডে পঞ্চরাত্রের ২৫টি গ্রন্থের নাম, দেশিক-লক্ষণ, প্রাসাদোপযোগী ভূমির নির্দ্দেশ, শল্যোদ্ধার, বলিদান, অর্ঘ্যদান, পাতালযাগ, প্রাসাদ-লক্ষণ ইত্যাদি। পঞ্চদশ পটলে শিলালক্ষণ। ষোড়শে বনযাগ, সপ্তদশে দিক্‌শান্তি, অষ্টাদশে প্রতিমা-লক্ষণ, উনবিংশে পিণ্ডিকালক্ষণ, বিংশে শ্রী-লক্ষণ, একবিংশে বৈনতেয়-লক্ষণ, দ্বাবিংশ হইতে দ্বাত্রিংশৎপর্যন্ত ক্রমশঃ কেশবাদি, দশাবতার, নবব্যূহ, গ্রহ, মাতৃগণ, লোকেশ, রুদ্র, গৌরী, লিঙ্গ ও পিণ্ডিকালক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে। অন্যান্য পটলে প্রতিষ্ঠাবিধি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত। সঙ্কর্ষণ, লিঙ্গ ও সৌরকাণ্ড এখনও অপ্রকাশিত আছে। ইহাতে সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা-বিধি, স্থাপত্য এবং Iconography সম্বন্ধে আলোচনা আছে। হরিভক্তি-বিলাসে ইহা হইতে প্রায় প্রতি বিলাসেই শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। ১৯—২০ বিলাসে ত বহু শ্লোকই উদ্ধার হইয়াছে। ভক্তিসন্দর্ভেও (২৫৫, ৫৬২—৫৭৪, ৫৮২, ৯১০) ইহার উদ্ধৃতি আছে।

হরিকথা—শ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভু-কর্ত্তৃক রচিত পদাবলী। ইহাতে তালরাগাদির সূচনাও আছে। স্থলে স্থলে দুর্বোধ্য।

হরিনামকবচ—(পাটবাড়ী পুঁথি বি ১৯৯) গোপীকৃষ্ণদাস, ২ (ঐ বি ২০০) কৃষ্ণদাস-রচিত। হরিনাম দ্বারাই তন্ত্রোক্ত মতে বিঘ্ন-নিরাসক প্রক্রিয়া-বিশেষ।

হরিনামচিন্তামণি—বাংলা পয়ারাদি ছন্দে রচিত। পনরটি পরিচ্ছেদে ক্রমশঃ শ্রীনামমাহাত্ম্য, নামগ্রহণ-বিচার, নামাভাসপ্রসঙ্গ, নামাপরাধ-বিচার এবং ভজন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। নিরপরাধে শ্রীহরি-নামকীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণরূপা

ঐকান্তিকী ভজনপদ্ধতি ইহাতে এমন সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে ইহা স্ত্রীবালকাদিও অনায়াসে বুঝিতে পারে।

হরিনামপটল (পাটবাড়ী পুঁথি বি ২০২)

হরিনামমন্ত্রার্থ—(হরিবোলকুটীর ২৩ গ) একপত্র। লিপিকাল ১২৭০ সাল—আষাঢ়।

হ অক্ষরে হয় রাধা কন্দর্পমোহিনী। রে অক্ষরে কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিভুবন জিনি॥ কৃ অক্ষরে রাধিকার ক্রমে অষ্ট সখী। ষ্ণ অক্ষরে কৃষ্ণচন্দ্র-অষ্টসখা লেখি॥ রা-কারে রাধিকার জন্ম ম-কারে কৃষ্ণবীজ। রাম দুঅক্ষরে রাধাকৃষ্ণ হয় নিজ॥ হরে হরে পদ যত শ্রীরাধিকার নাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম তত কৃষ্ণগুণধাম॥ রমণ করায়ে কৃষ্ণ রাম নাম পায়। সেই রামনাম তভু হরিনামে গায়॥ হরিনাম মহামন্ত্র বেদচূড়ামণি। ত্রিমল্লভট্টেরে প্রভু কহিলা আপনি॥ ইতি শ্রীহরিনাম মন্ত্রার্থ সংপূর্ণ।

হরিনাম-ব্যাখ্যা—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত বলিয়া কথিত ১৬ শ্লোকাত্মক হরেকৃষ্ণাদি নামষোড়শীর ব্যাখ্যান। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণদাসজী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের ৫০—৫১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। প্রারম্ভে—'সর্বচেতোহরঃ কৃষ্ণস্তস্য চিত্তং হরত্যসৌ। বৈদগ্ধীসার-বিস্তারৈরতো রাধা হরা মতা॥ ১॥ কর্ষতি স্বীয়-লাবণ্য-মুরলীকল-নিঃস্বনৈঃ। শ্রীরাধাং মোহন-গুণালঙ্কৃতঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে॥ ২॥

হরিনামামৃত-ব্যাকরণ—গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সূত্র, বৃত্তি ও টীকায় কেবল হরিনামই ব্যাখ্যা করিতেন—এই কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (মধ্য ১।১৪৭) হইতে জানা যায়। এই বিচার-ধারায় অনুপ্রাণিত শ্রীজীবপ্রভু জীবের পরম হিতৈষণায় এই হরিনাম যুক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। টীকাকার শ্রীহরেকৃষ্ণাচার্য বলিতেছেন যে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুই প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণনামদ্বারা 'লঘু-হরিনামামৃত' নামে এক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ব্যাকরণ-পাঠার্থীদের বিশেষ কল্যাণ হইবে না, অথচ অন্য ব্যাকরণের অপেক্ষা রহিতেছে বুঝিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব এই সূত্রকে অবলম্বন করত এই বৃহদায়তন ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। সংপ্রতি গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত সংস্করণে পরিশিষ্ট-রূপে এই লঘু (সংক্ষেপ) হরি-নামামৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছে, (১—৪৪ পৃষ্ঠা) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্যও শ্রীজীবচরণ মঙ্গলাচরণে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার জন্য যেমন ভক্তগণ তুলসীমালিকা-সহযোগে শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামাবলি সূত্র-সাহায্যে গ্রন্থন করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে সদ্যই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গজনিত আনন্দ বিতরণ করিবে অথবা শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ পূর্বক ব্যাকরণ-পরিজ্ঞানের জন্য (অপ্রাকৃত) জ্ঞানবিশেষ উৎপাদন করিয়া শ্রীমদ্-ভাগবতাদি অপ্রাকৃত সাহিত্যানু-শীলনে অধিকার দান করিবে। কলাপাদি ব্যাকরণ নিরর্থক (শুভাদৃষ্টজনকতাশূন্য) বাগাড়ম্বরপূর্ণ দেখিয়া বৈষ্ণবদের জন্য শ্রীহরি-নামাবলি-সম্পুটিত এই ব্যাকরণ রচনা করিতেছি। ইতর ব্যাকরণ-রূপ মরুপ্রদেশে যাঁহারা প্রকৃত জীবনরূপ জল-লাভের জন্য লুব্ধ হইয়া সতত নানা ক্লেশে পতিত হইতেছেন,তাঁহারা এই হরিনামামৃত-ব্যাকরণরূপ সুধা পান করুন এবং শতশত বার অবগাহন করুন অর্থাৎ পরমাদরে অনুশীলন করত ইহাতে সর্বথা অত্যাসক্ত হউন।

এই ব্যাকরণে মোট ৩১৮৬টি সূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি নিবদ্ধ হইয়াছে। (১) সংজ্ঞাপ্রকরণ,(২)সন্ধি-প্রকরণে—সর্বেশ্বর, বিষ্ণুজন ও বিষ্ণুসর্গ-সন্ধি। (৩) বিষ্ণুপদ-প্রকরণে—সর্বেশ্বরান্ত ও বিষ্ণুজনান্ত, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মলিঙ্গ, (৪) বিশেষণ লিঙ্গ, (৫) কৃষ্ণনাম-প্রকরণ, (৬) আখ্যাতপ্রকরণ, (৭)অচ্যুতাদি-অর্থ, (৮) আত্মপদ-পরপদপ্রক্রিয়া, (৯) কৃদন্তপ্রকরণ, (১০) সমাসপ্রকরণ, ও (১১) তদ্ধিতপ্রকরণ।

ইহাতে বৈদিক প্রক্রিয়া বা অপ্রচলিত রূঢ় শব্দ-বিষয়ে কিছু লিখিত হয় নাই। শ্রীগোপাল দাস-নামক জনৈক মিত্রের শিক্ষার্থেই এই ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে বলিয়া সাধনদীপিকার ২৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ। এই ব্যাকরণের টীকাকার দুই জন। প্রথমতঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য বাঁকুড়া জিলায় সোণামুখী-গ্রাম-নিবাসী ছিলেন বলিয়া তৎসমসাময়িক দ্বিতীয় টীকাকার শ্রীগোপীচরণ দাস বেদান্ত-

ভূষণ তদীয় টীকাপ্রারম্ভে [সমাস-প্রকরণে ৩৫৯ সূত্রের পরে] ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম টীকাকারও কৃদন্তপ্রকরণের শেষে লিখিয়াছেন—শ্রীপাট-সোনামুখীগ্রামে ইয়ং টীকাভূৎ'। দ্বিতীয় টীকাকার বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্বে এই টীকা শেষ করেন; তাঁহার সময়—(সমাস-প্রকরণের শেষে আত্মবংশ পরিচয়-প্রসঙ্গে) ১২৫৩ সন (১৭৬৮ শকাব্দ)।

ভরতমল্লিক-রচিত 'কারকোল্লাস' শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের কারক-প্রকরণের আদর্শে লিখিত বলিয়া কাহারও ধারণা—এই গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুষ্টুপ্ ছন্দে ১০৭টি কারিকা ইহাতে বর্ত্তমান।

শ্রীহরিনামামৃতের বৈশিষ্ট্য—পণ্ডিত-সমাজে ব্যাকরণ 'বালশাস্ত্র'-নামে কথিত, কিন্তু এই নামামৃতের গ্রন্থন-কৌশল ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া কেহ ইহাকে 'বালশাস্ত্র' বলিতে পারেন না। সঙ্কেতাদিক্রমে হরিনাম-গ্রহণের সহিত শব্দশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি লাভ হয় বলিয়া অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে ইহার মহাবৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন-ফলে প্রাকৃত কাব্যাদিতে ব্যুৎপন্ন হইলেও কিন্তু অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু দূরেই থাকে, কিন্তু ইহার পঠনপাঠনে শ্রীভগবন্নামেরই অসকৃৎ আবৃত্তিহেতু ভাগবত-সাহিত্যসুখই আস্বাদিত হয়। বেদান্তশাস্ত্রে সকল শব্দেরই বিষ্ণুপরতা সাধিত হইয়াছে (মধ্বভাষ্য ১।৪।৯, ১০, ১৬, ১৭ ও ২৪ দ্রষ্টব্য)। বর্ণক্রম—পাণিনি শিব হইতে ডমরুবাদ্যে উদ্‌ঘোষিত চতুর্দশ সূত্রাধার অ ই উ ণ্ ইত্যাদি পাইয়াছিলেন—এইভাবে অক্ষরগুলি কিন্তু মাতৃকাক্রমে বা উচ্চারণ-স্থানানুসারে উদিত না হইয়া সূত্র-গঠন বা প্রত্যাহার-নির্দেশে গঠিত হওয়ায় আরোহমার্গে শিক্ষাদান করিয়া স্বভাবকে বিপরীত দিকেই চালনা দিতেছে, কিন্তু এই নামামৃতে 'নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ।' মাতৃকাক্রমে স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণ শ্রীনারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্য্যায়ে নির্দিষ্ট হইতেছে। 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে' (ভা ১।১।১) ও 'প্রচোদিতা যেন' (২।৪।২১) ইত্যাদি বচনে জানা যায় যে নারায়ণই স্বনাভিকমলজ ব্রহ্মার মুখ হইতে শব্দব্রহ্ম প্রকটিত করিয়াছেন। নারায়ণ-সকাশে প্রাপ্ত নাদব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা যে অন্তঃস্থ, উষ্মাদি অক্ষরসমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও ভাগ ১২।৬।৪৩ হইতে অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মা হইতে নারদ ব্যাসাদিক্রমে এই শব্দব্রহ্ম বহুভাবে (অস্তব্যস্তরূপেও) আজকাল পর্য্যন্ত চলিতেছে। প্রাকৃত ভাষায় 'স্বরবর্ণ,' নামামৃতের 'সর্বেশ্বর'—নিখিল ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশক ঈশ্বর বস্তুই সর্বেশ্বর, অন্যান্য বস্তুই তদধীন। তদ্রূপ ব্যঞ্জনবর্ণমাত্রই স্বরবর্ণ ব্যতিরেকে উচ্চারণীয় নহে বলিয়া স্বরবর্ণেরই সর্বেশ্বরত্ব স্থিরীকৃত হইল। ব্যঞ্জনবর্ণ নামামৃতের 'বিষ্ণুজন'—ব্যঞ্জনবর্ণ যেরূপ স্বরবর্ণের অধীনতায় বর্ত্তমান থাকিয়া বিভিন্নার্থক শব্দাদির উৎপাদনে সহায়ক; তদ্রূপ বিষ্ণুজন-(ভক্ত) গণও বিষ্ণুর অধিনায়কত্বে তাঁহার সর্ববৈভব-প্রকটনের সহায়তা করেন—অতএব ব্যঞ্জনবর্ণই বিষ্ণুজন। পাণিনির 'বিভক্তি' ও 'পদ' এস্থলে 'বিষ্ণুভক্তি' ও 'বিষ্ণুপদ' নামে অভিহিত; পুং, স্ত্রী প্রভৃতি লিঙ্গ পুরুষোত্তম, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মলিঙ্গ নামে, লট্ লোটাদি অচ্যুত, বিধাতা ইত্যাদি অপ্রাকৃত ভাষায় যথার্থক কথিত হইয়াছে। সমাস-প্রকরণেও রামকৃষ্ণ (দ্বন্দ্ব), ত্রিরামী (দ্বিগু), অব্যয়ীভাব কৃষ্ণপুরুষ (তৎপুরুষ), পীতাম্বর (বহুব্রীহি) ইত্যাদি ভগবন্নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। ফলকথা এই যে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-লাভই যখন মুখ্যতর উদ্দেশ্য এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থাস্বাদনেই বিদ্যার চরম ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তখন যাহাতে প্রথম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদি বিষয়ে চিত্ত-প্রবণতা আসে, সেই শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণই আলোচ্য, যেহেতু ব্যাকরণে লব্ধব্যুৎপত্তি না হইলে দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রবেশাধিকারই হয় না।

হরিনামার্থদীপিকা (পাটবাড়ী পুঁথি বি ২০৭) শ্রীহরিনামের ব্যাখ্যান-বিশেষ।

হরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহ——শ্রী-পুরুষোত্তম শর্ম্ম-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ৮৫২ শ্লোক। শাস্ত্রবর্ষ শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রায় ৮৪০টি শ্লোক

উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার ইহাতে মুখ্যতঃ শ্রীহরিভক্তির পরমপুরুষার্থত্ব, সুসাধ্যত্ব, পূর্ণার্থত্ব, সর্বপূজ্যত্বাদি প্রদর্শনক্রমে জ্ঞানের বৈফল্য, কর্মযোগের দোষাঢ্যত্ব, স্বর্গাদিলোকের বৈফল্যাদি প্রতিপাদন করত ভক্তগণের অভয়ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তৎপরে ভক্তির লক্ষণ, সাধুসঙ্গমহিমা, সাধু-লক্ষণ, সৎসঙ্গলাভের উপায়, শ্রীগুরুপ্রপত্তি ইত্যাদির যথাযথ বর্ণনা করত ভক্তজীবনে উত্থানপতনাদির সকারণ নির্দেশপূর্বক শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির নিরূপণ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরীপাদের 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর' আদর্শে ইহা রচিত বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহাতে সোৎকর্ষ বৈশিষ্ট্যও দ্রষ্টব্য। শ্রীবিষ্ণুপুরী প্রথম বিরচনে ভক্তিসামান্য-লক্ষণ, দ্বিতীয়ে সৎসঙ্গ-বর্ণনা করিয়াই তৃতীয় হইতে দ্বাদশ বিরচনে শ্রবণাদি নবধা ভক্তির সন্নিবেশ করিয়াছেন ; ইহাতে কিন্তু ভক্তিরই পরমপুরুষার্থত্ব-স্থাপনে গ্রন্থকার শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে দৃঢ়তা সম্পাদন করত কর্মজ্ঞান যোগাদির নিরসন করত ভক্তিদেবীর মহামহিমা মুক্তকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীতে শ্লোক ৪০৭, ইহাতে ৮৫২ ; তন্মধ্যে স্বকৃত শ্লোক মঙ্গলাচরণে ও উপসংহারে দশটি।

হরিভক্তি-তরঙ্গিণী—শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামি-রচিত তরঙ্গ-ত্রয়াত্মক স্মৃতিগ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ভাষায় এবং অনুবাদ তদীয় পুত্র ললিতারঞ্জন গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নৃসিংহ-পরিচর্যা, গৌতমীয় তন্ত্র, মন্বাদি-সংহিতা, রামার্চনচন্দ্রিকা, সনৎকুমার-সংহিতা, ক্রমদীপিকা, গীতা, উজ্জ্বল, গোবিন্দলীলামৃত, সংকল্পকল্পদ্রুম প্রভৃতির আধারে এই সংকলন করিয়াছেন। প্রথম তরঙ্গে সদাচার, ভক্তিভেদ, প্রেমাভ্যুদয়ক্রম, শরণাপত্তি, ভক্তলক্ষণ ও আচার ; দ্বিতীয়ে—নিত্যকৃত্য, প্রাতঃস্মরণকীর্ত্তনাদি, শৌচবিধি, স্নানবিধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, সন্ধ্যাবিধি, দেবাদিতর্পণ, মন্দিরাদিসংস্কারবিধি ; তৃতীয়ে—দ্বাদশশুদ্ধি, অর্চনবিধি, আচমন, তিলকবিধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাসাদি। শ্রীগৌরার্চনে ধাম, ধ্যান, মন্ত্র, গায়ত্রী, স্তুতি, প্রণামাদি, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর [এই স্থলে নৈবেদ্যার্পণে বিশেষ—শ্রীবিশ্বম্ভরভুক্তাবশেষই শ্রীপণ্ডিতগোস্বামিকে নিবেদন করিতে হইবে], শ্রীবংশীবদন, শ্রীবাস ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া [শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার পৃথক ধ্যানমন্ত্রাদি] প্রভৃতিকেও পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রধ্যানে পূজা করিবে। শ্রীগৌরের অষ্টকালীন লীলা। শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যান, শ্রীকৃষ্ণপূজাদি, নীরাজন, কর্মার্পণাদি, মূলমন্ত্রজপ ; শ্রীবালগোপাল কৌমারগোপাল, পৌগণ্ডগোপাল, কৈশোরগোপালাদির ধ্যানাদি ; শালগ্রামার্চন, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন, বলদেব রেবতীর অর্চন, গোপীশ্বরার্চন মালানির্মাণাদি, নামাপরাধাদি ; বৈষ্ণবসেবা, মহাপ্রসাদসেবা, ভক্তসঙ্গ, নক্তকৃত্য ; রাগানুগাদি বিবিধভক্তি প্রভৃতি সপ্রমাণ বিন্যস্ত আছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪।৩১৯ পয়ার হইতে জানা যায় যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে 'বৈষ্ণবস্মৃতি' প্রণয়ন করিতে আজ্ঞা দেন এবং তিনিও দৈন্য-বিনয়-সহকারে শ্রীপ্রভুচরণ হইতে তদ্‌বিষয়ক 'সূত্র' প্রাপ্ত হন (২৪।৩২৪—৩৩৯)। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপাদ সনাতন স্বয়ং অন্যান্য গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত থাকায় শ্রীমদ্ গোপালভট্ট প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক সূচিত সূত্রানুসারে একখানি বৈষ্ণব-স্মৃতি রচনা করিতে ইঙ্গিত করেন। শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীও তাঁহার কৃপাদেশে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' প্রণয়ন করিয়াছেন। উহা 'লঘু হরিভক্তিবিলাস' নামে কথিত হয়েন এবং অদ্যাবধি জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ-গ্রন্থাগারে এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-সেবাইত গোস্বামিদের গৃহে ও রাজসাহী বরেন্দ্রানুসন্ধান-সমিতিতে বর্ত্তমান আছে। এই গ্রন্থ-সাহায্যে শ্রীপাদ সনাতন পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন সহকারে বর্ত্তমান আকারে 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা সহ বৃহদায়তন 'হরিভক্তিবিলাস' প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রত্যেক বিলাসের শেষে লিখিত আছে—ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ইত্যাদি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লেখ্যপ্রতিজ্ঞা (হ ১৫—২৭)। (১) সকারণ শ্রীগুরুর আশ্রয়-গ্রহণ, (২) শ্রীগুরুলক্ষণ, (৩) শিষ্যলক্ষণ, (৪) গুরুশিষ্য-

পরীক্ষাদি, (৫) ভগবানের তত্ত্ব-মাহাত্ম্যাদি, (৬) মন্ত্র-মাহাত্ম্য, (৭) মন্ত্রাধিকারী, (৮) সিদ্ধাদি-শোধন (৯) মন্ত্রসংস্কার, (১০) দীক্ষা, (১১) নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুভ কর্মজন্য গাত্রোত্থান, (১২) নিত্য পবিত্রতা [হস্তপাদ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন, আচমনাদি শুচিতা], (১৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃস্মরণ, (১৪) বাদ্যাদি সহকারে প্রবোধন, (১৫ নির্মাল্য-উত্তারণাদি, (১৬) মঙ্গলারাত্রিক, (১৭ নিজ মল-মূত্রাদি ত্যাগ, (১৮) শৌচ, (১৯) আচমন, (২০) দন্তধাবন, (২১) স্নান, (২২) তান্ত্রিকসন্ধ্যা, (২৩) মন্দির - সংস্কার, স্বস্তিকনির্মাণাদি, (২৪) পুষ্পতুলসী প্রভৃতির আহরণ, (২৫) বহির্দেশে তীর্থাদি না থাকিলে নিজগৃহে স্নান অথবা ভগবন্মন্দির-মার্জনাদির পরে পূজার জন্য পুনঃ স্নান, তাহাতে উষ্ণ জল ও আমলক ইত্যাদির ব্যবস্থা স্বীকৃত। (২৬) স্নানান্তর স্বীয় পরিধেয়-ব্যবস্থা, (২৭) আচমনাদির জন্য নিজাসন, (২৮) উর্দ্ধপুণ্ড্র, (২৯) গোপীচন্দনাদি, (৩০) চক্রাদিমুদ্রা, (৩১) মালা, (৩২) গৃহে সন্ধ্যা, (৩৩) শ্রীগুরুর অর্চনা, (৩৪) শ্রীগুরুর মাহাত্ম্য, (৩৫) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের দ্বার-দেশ ও মধ্যগৃহের বন্দনা, (৩৬) পূজার্থ স্বীয় আসন, (৩৭) অর্ঘ্যাদি-স্থাপন, (৩৮) বিঘ্নবারণ, (৩৯) শ্রীগুরু, পরমগুরু প্রভৃতিকে নতিস্তুতি, (৪০) ভূতশুদ্ধি, (৪১) প্রাণায়াম, (৪২) ন্যাস, (৪৩) পঞ্চ মুদ্রা, (৪৪) শ্রীকৃষ্ণধ্যান (৪৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্তরর্চন [অন্তর্যাগ], (৪৬) পূজাস্থানাদি, (৪৭) শ্রীভগবদ্বিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রাম শিলাদির লক্ষণ, (৪৮) দ্বারকোদ্ভব চক্রাদি, (৪৯) ক্ষালনাদিশুদ্ধি, (৫০) পীঠপূজা, (৫১) শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির আবাহনাদি, (৫২) মুদ্রাদি, (৫৪) আসনাদির সমর্পণ, (৫৫) স্নান, (৫৬) শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য, (৫৭) সহস্রনাম, (৫৮) পুরাণপাঠ, (৫৯) বসন, (৬০) উপবীত, (৬১) বিভূষণ, (৬২) গন্ধ, (৬৩) তুলসীকাষ্ঠের চন্দন, (৬৪) পুষ্প, (৬৫) বিল্বাদিপত্র, (৬৬) তুলসী, (৬৭) অঙ্গ, উপাঙ্গ ও আবরণাদির অর্চনা, ৬৮) ধূপ, (৬৯) দীপ, (৭০) নৈবেদ্য, (৭১) পান, (৭২) হোম, (৭৩) বিষ্বক্সেনাদি ভক্তগণকে ভগবদুচ্ছিষ্টদানরূপ বলিক্রিয়া, (৭৪) গণ্ডূষার্থ জল, (৭৫) লবঙ্গতাম্বূলাদি মুখবাস, (৭৬) পুনরায় দিব্যগন্ধাদি, (৭৭) রাজোপচার ছত্র চামরাদি, (৭৮) গীতবাদ্যনৃত্য, (৭৯) মহা-নীরাজন, (৮০) তৎকালে শঙ্খাদিবাদ্য, (৮১) সজল শঙ্খদ্বারা নীরাজন, (৮২) স্তুতি, (৮৩) নতি, (৮৪) প্রদক্ষিণ, (৮৫) জপ, (৮৬) প্রার্থনা অপরাধ-মার্জনা, (৮৭) নানাবিধ অপরাধ, (৮৮) নির্মাল্যধারণ, (৮৯) ভগবন্নীরাজিত শঙ্খজল, (৯০) শ্রীচরণ-জল, (৯১) তুলসী-পূজা, (৯২) তুলসীতলস্থ মৃত্তিকা, (৯৩) তুলসীকাষ্ঠ, (৯৪) আমলকী-মাহাত্ম্য, (৯৫) স্নানের নিষিদ্ধ কাল, (৯৬) জীবিকার্জন, (৯৭) মধ্যাহ্নকালে বৈশ্বদেবাদিশ্রাদ্ধ, (৯৮) শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণাযোগ্য বস্তু, (৯৯) অর্চনা ব্যতীত ভক্ষণ ও অনিবেদিত ভক্ষণের দোষ, (১০০) নৈবেদ্যভক্ষণ, (১০১) সাধুগণ (১০২) সাধুসঙ্গ, (১০৩) অসৎসঙ্গত্যাগ, (১০৪) অসৎলোকের গতি, (১০৫) বৈষ্ণবগণের উপহাস ও নিন্দাদিজাত কুফল, (১০৬) সাধু-গণের সম্মানন, (১০৭) বিষ্ণুশাস্ত্র, (১০৮) শ্রীমদ্ভাগবত, (১০৯) লীলাকথা, (১১০) ভাগবত ধর্ম, (১১১) সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়া, (১১২) বৈষ্ণবদের কর্মপাত-পরিহার অর্থাৎ তদ্দোষ-নিরাকরণ-সিদ্ধান্ত, (১১৩) কালত্রয়ে পূজাবিধি-বিশেষ, (১১৪) রাত্রিকৃত্য, (১১৫) পূজাফল-সম্পূর্ণতার প্রকার, (১১৬) পূজা বা শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, (১১৭) শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি-উদ্দেশ্যে কপিলাদি দান, (১১৮) নানা উপচার (১১৯) উপচারের অলাভে পূজা-সম্পাদন, (১২০) শয়নবিধি, (১২১) শ্রীভগবানের পূজা-মাহাত্ম্য, (১২২) শ্রীনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য, (১২৩) নামাপরাধ, (১২৪) ভক্তি, (১২৫) প্রেম, (১২৬) শরণাগতি, (১২৭) পক্ষদ্বয়ে একাদশী, (১২৮) অষ্ট মহাদ্বাদশী, (১২৯) দ্বাদশ মাসের কৃত্যাদি, (১৩০) পুরশ্চরণ-বিধি, (১৩১) মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ, (১৩২) ভগবানের মূর্ত্তি-নির্মাণ ও সংস্কার (১৩৩) শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, (১৩৪) শ্রীবিষ্ণুমন্দির, (১৩৫) জীর্ণোদ্ধার, (১৩৬) শ্রীতুলসী-বিবাহ এবং (১৩৭) একান্তিভক্তগণের কৃত্য। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা প্রমাণাদিসহ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত হইয়াছে।

ভক্তিরসামৃতে (পূর্ব ২।৭২,২০১) হরিভক্তিবিলাস হইতে প্রমাণ সংগৃহীত হওয়ায় বলিতে হইবে যে]

ইহা তৎপূর্বে রচিত। ভক্তিরসামৃত ১৪৬৩ শকাব্দায় রচিত হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪৬১ শকে রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়।

হরিভক্তিবিলাসলেশ — শ্রীকানাই দাস-কৃত। হরিভক্তিবিলাসের পদ্যানুবাদ (ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি-সংখ্যা—১২৩১)।

২ বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়ান-গ্রামবাসী দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ বঙ্গভাষায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে একাদশী ব্রত, অষ্ট মহাদ্বাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, শিবরাত্রি, মাসকৃত্য, চাতুর্মাস্য-নিয়ম, ভীষ্মপঞ্চক ও অধিমাসকৃত্য লিখিত আছে। শেষ—'মূল টীকা দেখিয়া যথামতি ভাষাছন্দে। শ্রীক্ষেত্রনাথ দ্বিজ করিল প্রবন্ধে॥ সংক্ষেপে লিখিল এই বৈষ্ণব কৃত্যবিধি। রায়ান-নিবাসী তর্কবাগীশ উপাধি॥' পুঁথির লিপিকাল—১২৩৭ (বঙ্গাব্দ ?)।

হরিভক্তিসুধোদয়—নারদীয় মহা-পুরাণের অন্তর্গত বিশ অধ্যায়ে ও ১৬২৩ শ্লোকে গুম্ফিত প্রকরণ-বিশেষ। হরিভক্তিবিলাস, রসামৃত, চৈচ (আদি ৭।৯৮, মধ্য ১৯।৭৫, ২০।৬১, ২২।৪২, ২৩।২৩, ২৪।২১৫) এবং রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে ইহা হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে ধ্রুব প্রহ্লাদাদি ভাগবতের চরিত, অশ্বত্থ ও তুলসী-মাহাত্ম্য, জ্ঞানযোগ ও ভক্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে গোমতীর তীরে নৈমিষারণ্যে মহর্ষি-গণের আশ্রমে শৌনক-দর্শনে নারদমুনির আগমন, দ্বিতীয়ে—নারদ-কর্তৃক কপিল-মুখে শ্রুত নারদীয় পুরাণের সারাংশ-বর্ণনার প্রতিজ্ঞা, তৃতীয়ে—প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প পরীক্ষিতের সভায় শুক-দেবের আগমন ও শ্রীহরিভজনের সর্বোৎকৃষ্টতাদি প্রতিপাদন। চতুর্থে—রাজা পরীক্ষিতের ইষ্টপ্রাপ্তি; পঞ্চমে—বিষ্ণু-ব্রহ্মসংবাদে তীর্থ, অশ্বত্থবৃক্ষ, ধেনু, বিপ্র ও ভক্তরূপ শ্রীহরির পঞ্চ শরীরের বর্ণনা, ভক্তগণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, কর্মচক্রখণ্ডনে ভক্তগণের অকিঞ্চিৎকরত্বাদি; ষষ্ঠে ও সপ্তমে—ধ্রুবচরিত্র; অষ্টম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রহ্লাদ-চরিত, অষ্টাদশে—বৈষ্ণব, তুলসী এবং অশ্বত্থাদির মাহাত্ম্য, ঊনবিংশে—যোগোপদেশ এবং বিংশে পরমভক্তি-যোগ-বর্ণনাদি।

হরিলীলা১—শ্রীমদ্ভাগবতের নিবন্ধ-বিশেষ, বোপদেব-কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত। ইহাকে শ্রীমদ্-ভাগবতের অনুক্রমণিকা বলিলেও চলে। শ্রীমদ্ভাগবতস্যানুক্রমণি-কাত্মকং হরিলীলামৃতং নাম শ্রীমদ্-ভাগবত-গূঢ়তত্ত্ব-প্রতিপাদকং প্রকরণং যত্র প্রথমং ভাগবতার্থং, তস্য হরিলীলাভিধায়িতাং তত্র প্রমাণ-লক্ষণে চোপন্যস্য দ্বাদশসু স্কন্ধেষু প্রথমস্কন্ধে বক্তৃশ্রোতৃণাং, দ্বিতীয়ে শ্রবণবিধেঃ, তৃতীয়ে সর্গস্য, চতুর্থে বিসর্গস্য, পঞ্চমে স্থানস্য, ষষ্ঠে পোষণস্য, সপ্তম উতেঃ, অষ্টমে মন্বন্তরস্য, নবম ঈশানুকথায়াঃ, দশমে নিরোধস্য, একাদশে মুক্তেঃ, দ্বাদশ আশ্রয়স্য নিরূপণপরত্বমভিধায় প্রতিস্কন্ধমধ্যায়প্রকরণসঙ্খ্যে নিরুচ্য প্রত্যধ্যায়ং প্রতিপাদ্য-নিরূপণঞ্চ সম্যক্ সংন্যবেশি। শব্দতোঽল্প-তরোঽপ্যয়ং নিবন্ধ আয়াসমন্তরা-ঽল্পীয়সা কালেন শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানামলসমতীনাং মনুজ-সংহতীনাং সপ্তাহং বাচয়তাং বিপশ্চিতাং চোপকারাতিশয়ং নূনমাধাস্যতীতি ——— 'হরিলীলা'-ভূমিকায়াং।

হরিলীলা২—ব্রহ্মগোপালজি-প্রণীত, ব্রজভাষায় ৫৫ পদে গুম্ফিত অষ্ট-যামিক লীলাচিত্র। ইহাতে প্রত্যেক পদের পূর্বে একটি করিয়া দোহা আছে। আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে যুগলের অষ্ট সখীর কুঞ্জে কুঞ্জে ক্রমশঃ লীলামালার সজ্জা হইয়াছে। ['শ্রীব্রহ্মগোপালজি' দ্রষ্টব্য।]

হরিবংশ১—মহাভারতের প্রপূর্তি-বিশেষ। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম হরিবংশ-পর্বে ৫৫ অধ্যায়ে ভূতসৃষ্টি, পৃথুমাহাত্ম্য, মন্বন্তরাদি-কথন, মনুসুতগণের বংশাবলির বিবৃতি এবং বহু রাজন্য-সন্ততি, দেবাসুরযুদ্ধাদি, দ্বিতীয় বিষ্ণুপর্বে ১২৮ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি উষাহরণ পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার এবং তৃতীয় ভবিষ্যপর্বে ১৩৫ অধ্যায়ে জনমেজয়-পুত্র - পর্যায়কথন হইতে নন্দ যশোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণসমাগম এবং ফলশ্রুতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার টীকাকার নীলকণ্ঠ সুরি বিষ্ণুপর্বের কতকগুলি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঋক্ মন্ত্র উদ্ধার

করত শ্রীকৃষ্ণলীলা সমর্থন করিয়াছেন। (হরিবংশ ২।১৯।৩৫, ২।২০।২৫, ২। ২১।২৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

হরিবংশ[২] (পাটবাড়ী পুথি বাং পুরাণ ২৫) 'শিবানন্দ সুত' ভবানন্দ-কৃত ১১৪৮ সনে লিখিত ৮০ পত্রাত্মক এক পুঁথি আছে। ইহাতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমময়ী আখ্যানমালা বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ১০৯৬ সালে লিখিত পুঁথির অন্ততঃ একশত বর্ষপূর্বে রচিত বলিয়া সতীশ বাবুর ধারণা। এই ভবানন্দ পূর্ববঙ্গের কবি। ইহাতে ১২৯টি বিবিধ রাগরাগিণীযুক্ত পদ আছে, ৫৮টি দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদী এবং অন্যত্র পয়ার আছে। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও ভবানন্দের হরিবংশ—প্রাচীন বাঙ্গালার নিখুঁত আদর্শ।

আভ্যন্তরীণ বস্তু-বৈভব—ভবানন্দের শ্রীরাধা প্রাক্তন সংস্কার-বশতঃ আবাল্য শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা (বংশ ৪৬২—৪৭৭)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভিলাষ দেখিয়াই লজ্জা-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন (ঐ ৬২০—৬২৫, ৬৩২—৬৪৫)। এস্থলে শ্রীরাধাকে বশীভূত করিতে শ্রীকৃষ্ণের কোনই বেগ পাইতে হয় নাই। পূর্ব্বরাগের পরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য মহাব্যাকুলা ও মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলে শ্রীমতী সখী ও মাতামহী বড়াইর যত্নে শ্রীরাধার গৃহেই রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রথম মিলন ঘটাইয়া ভবানন্দ স্বকাব্যে সম্পূর্ণ নূতন প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়া অসামান্য সহৃদয়তা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'অচির' বিরহের পরে যতবারই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হইয়াছে, প্রায় প্রত্যেক বারেই বড়াই বা অন্যান্য গোপীদের সহিত দধিবিক্রয়াদি করিতে মথুরাগমনই প্রধান ছল হইয়াছে, এই হরিবংশে দধিবিক্রয়ের সুযোগ ত আছেই, তাহা ছাড়া সখী শ্রীমতী বা ননদী মহোদার সঙ্গে যমুনায় জল আনিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার শাশুড়ী ও ননদী চিরকালই উহার শত্রু, হরিবংশে রাধা ও কৃষ্ণের অপূর্ব্ব কৌশলে প্রথম মিলনের কিছুকাল পর হইতেই ননদী কৃষ্ণ-প্রেমের অংশভাগিনী হওয়ায় ননদীর বাক্য-জ্বালা তত সহ্য করিতে হয় নাই; পক্ষান্তরে শাশুড়ীও যথোচিত শাস্তি পাইয়া যশোদা ও মহোদা কন্যাদ্বয়ের পরামর্শে রাধার সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ায় সময়ে বা অসময়ে মিলনের বাধা ঘটে নাই। আবার 'সুচির' বিরহেও ভবানন্দের রাধা কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা হইতে অধিকতর সরলা, কোমলা এবং প্রেমবতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ কাতর বাক্যে মথুরায় যাওয়ার জন্য বিদায় মাগিলে ভবানন্দের রাধার প্রেম ও শোকের সাগর একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠে (৬৯৬৯—৭০৫৭), পরে তিনি মৃদুমৃদু স্বরে 'তুরিতে আসিও, মাত্র না করিও ব্যাজ' বলিয়া বিদায় দিলে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার গলা ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। এস্থলে ভবানন্দ শ্রীরাধাকে প্রতিজ্ঞানুসারে সুদীর্ঘ এক বৎসর বিরহভোগ করাইলেও কিন্তু তদানীন্তন অসহ্য বিরহেও (মথুরাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বয়ং ভগবত্তা-বিষয়ক স্বপ্ন দেখাইবার ফলে) উহা সঙ্গোপনের বিড়ম্বনা ভোগ করান নাই। এস্থলে শ্রীরাধার বিলাপে দুইটি সকরুণ পদ ও কতকগুলি পয়ারে ভবানন্দ শ্রীরাধার বিরহদশার চিত্তচমকপ্রদ অরুন্তুদ বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রীমতী সখীর শ্রীকৃষ্ণানয়ন জন্য মথুরায় গমন, পথে ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ-পরিচয়ে উভয়ের দ্বারকাযাত্রা, দ্বারকানাথকর্ত্তৃক শ্রীমতীর মুখে শ্রীরাধার সন্দেশ-(৮২৯২—৮৩৬০)-শ্রবণ, শ্রীরাধার আনয়ন জন্য উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণের ব্যবস্থা (৮৩৬৬) শ্রীরাধার দ্বারকায় গমন ও শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার (৮৪১৪—৮৬৬০), শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে শ্রীরাধার লীনতা (৮৬৬১—৮৭২৫) ইত্যাদির বর্ণনায় কবি পুরাণ-বর্ণিত বা বৈষ্ণব মহাজনদের উল্লিখিত ঘটনা হইতে ভিন্ন পন্থা ধরিয়া বিরহাত্মক মিলনের ব মিলনাত্মক বিরহের অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ মহাভারতের অন্তর্গত হরিবংশের অনুবাদ কিন্তু এই গ্রন্থ নহে—ইহা কবি ভবানন্দের সৃষ্টি-মাত্র। প্রসিদ্ধ হরিবংশে শ্রীরাধার নাম কুত্রাপি নাই, এস্থলে কিন্তু

নায়িকাই হইয়াছেন—শ্রীরাধা। হরিবংশের রহস্যকথন-প্রস্তাবে ভবানন্দ (১৪৫৯—১৪৮৬) বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের নিষেধহেতু প্রসিদ্ধ হরিবংশে শ্রীব্যাসদেব শ্রীরাধার প্রেমের কাহিনী বলেন নাই; অথচ বৈশম্পায়ন-কথিত হরিবংশে সেই লীলা না শুনিয়া, আবার পরে ব্যাসদেবের মুখে সেই প্রেমলীলা-শ্রবণে সন্দেহান্বিত হইয়া জনমেজয় প্রশ্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণের কাহিনীর অবলম্বনে কবি ভবানন্দ কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ লীলা হরিবংশ-সম্মত মনে করিয়া তদ্বর্ণিত সমস্ত লীলা-প্রসঙ্গকেই হরিবংশের 'বাখান' (২৮৫)-রূপে প্রচার করিয়াছেন।

হরিবাসরদীপিকা — শ্রীরাধামোহন মিত্র- (মোহন দাস)-কৃত সাত সর্গে শ্রীহরিবাসর-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বস্তুর সন্নিবেশে বাঙ্গালা পয়ার গ্রন্থ। ১৭৩৭ শাকে রচিত। [মৎসঙ্কলনে ও পাটবাড়ী পুঁথি বি ২০৮]।

হরেকৃষ্ণমহামন্ত্রার্থ - নিরূপণ—শ্রীরূপগোস্বামিতে আরোপিত দুই পত্রাত্মক পুঁথি (Notices of Skt. Mss. 2966) উপক্রমে—'সুমেরুঃ কৃষ্ণচন্দ্রশ্চ সাক্ষী সুরতধর্ময়োঃ। হরেকৃষ্ণমহামন্ত্রং জপেদ্ ভাগবতোত্তমঃ॥' উপসংহারে—'আগত্য দুঃখং হৃতবান্ সর্বেষাং ব্রজবাসিনাম্। শ্রীরাধাহারিচরিতো হরিঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ॥'

হাটপত্তন—শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুরে আরোপিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। রূপকের মধ্যে নিহিত তথ্যগুলি শ্রীগৌরগণের লীলায় যথাযথ সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে অন্যকর্তৃক রচিত বলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে (১৮২৩ নং) রামেশ্বর দাস-রচিত অনুরূপ পয়ার পাওয়া যাইতেছে, অথচ তাহার নাম—'হাটবন্দনা'। (পাটবাড়ী বি ২০৯) ইহার একখানি প্রতিলিপি আছে।

হাটবন্দনা—প্রেমবিলাস - রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের রচনা বলিয়া কথিত। ২ নরোত্তমদাস-ভণিতায় অন্য পুঁথি (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৮, পৃঃ ৩৩—৩৪)।

হোরীমাধুরী—শ্রীরূপ-শিষ্য শ্রীমাধুরী-বিরচিত ব্রজভাষায় পদাবলী। বিবিধ রাগরাগিণীযুক্ত বসন্তকালীন হোরীলীলার সুরসাল বর্ণনা। উপক্রমে—হো হো হোরী বোলহীঁ নওল কুঁবর মিলি খেলেঁ ফাগ। আগম সুনি ঋতুরাজকো উপজ্যো মনমেঁ অতি অনুরাগ ॥ ১ ॥ অন্তে—যাহী রস নিবহো সদ য়হ কেলি তিহারী হো। নিরখী মাধুরী সহচরী ছবিপৈ বলিহারী হো॥

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান

চতুর্থ খণ্ড

তীর্থাবলী

'তীর্থ'-শব্দের তাৎপর্যাদি— 'তৄ প্লবন-তরণয়োঃ' + থক্ 'পা-তৄ-তুদি-বচি-রিচি-সিচিভ্যস্থক্ (উণাদি) যাহাদ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই 'তীর্থ'। অমর কোষে তীর্থ শব্দে নিদান (আদিকারণ), নিপান (জলাশয়, নদীপারের স্থান) শাস্ত্র, ঋষি-সেবিত জল এবং গুরু (উপাধ্যায়) প্রভৃতিকে বুঝায়। বিশ্বপ্রকাশে—শাস্ত্র, যজ্ঞ, ক্ষেত্র, উপায়, গুরু, মন্ত্রী, অবতার এবং ঋষি-সেবিত জল (প্রভাস পুষ্করাদি)। তীর্থ ত্রিবিধ—জঙ্গম, মানস ও ভৌম। শাতাতপ স্মৃতিতে (১।৩৪) উক্ত হয় যে সাধু সজ্জন (ব্রাহ্মণ) গণই জঙ্গমতীর্থ। 'ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্মলং সার্বকালিকম্। যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ॥' তুলসী দাসজী বলিয়াছেন —'মুদমঙ্গলময় সন্তসমাজূ। যো জগ জঙ্গম তীরথরাজূ॥' 'মানস তীর্থ' বলিতে সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দয়া, সারল্য, ব্রহ্মচর্য, দান, ধৃতি প্রভৃতিই বাচ্য। মনের শুদ্ধিই সর্বোত্তম তীর্থ। 'ভৌম তীর্থ' শব্দে পৃথিবীর মধ্যে মহত্বপূর্ণ স্থান-বিশেষই (গঙ্গাযমুনাদি, অযোধ্যা মথুরাদি) লক্ষ্য। ভূমির অদ্ভুত প্রভাব, জলের তেজ (গুণ) এবং সাধুগণের সমাশ্রয়—এই তিনটীই ভূমিবিশেষের পবিত্রতার কারণ (মহা° অনু° ১০৮।১৯)। বিভিন্ন বেদে তীর্থের অদ্ভুত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে—ঋগ্‌বেদে (ম° ১০।সূ ৭৫। ৫) গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি নদীগণের স্তুতি আছে। ঐ ১০।১০৪।৮ মন্ত্রে ইন্দ্রস্তুতি-প্রসঙ্গে গঙ্গাদি সপ্ত নদীর তীর্থরূপে প্রবহমানতা ও তত্রত্য তটদেশে যজ্ঞাদি-সম্পাদকতার ইঙ্গিত মিলে। ঋক্ (১০।১৬১।৯) 'আপো ভূয়িষ্ঠা' মন্ত্রে মনুষ্যের পক্ষে কল্যাণের জন্য তীর্থসেবনই প্রশস্ত। ঋক্‌পরিশিষ্টের 'সিতাসিতে সরিতে' ইত্যাদি মন্ত্রে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্নানকারী ব্যক্তির স্বর্গপ্রাপ্তি ও মৃত জনের মোক্ষপ্রাপ্তির বর্ণনা আছে। অথর্ববেদে (১৮।৪।৭) 'তীর্থৈস্তরন্তি প্রবতো' মন্ত্রে তীর্থাশ্রয়ে বিপত্তি-মোচন, পাপ-নাশন এবং পুণ্য-লোকপ্রাপ্তির সূচনা আছে। শুক্ল-যজুর্বেদে (১৬।৬১) তীর্থসেবির প্রতি রুদ্রের আনুকূল্য-বিধানের কথা পাওয়া যায়। মহাভারত[১] ও ধর্ম-শাস্ত্রসমূহে[২] বহুত্র তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ চঞ্চল মনের একান্ত সংযমের উদ্দেশ্যে তীর্থাটনই বিহিত বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুও ইঙ্গিত দিয়াছেন (কৃচ)। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১।১৩। ১০) উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতগণই স্বয়ং মহাতীর্থ; তীর্থসমূহ মলিনজন-সম্পর্কে 'অতীর্থম্মণ্য' হইলে সাধু-গণই স্বান্তরস্থ গদাধারী বিষ্ণুর সান্নিধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে স্বস্থানে স্থাপিত করেন। অন্যত্রও (ভা ৯। ৯।৬) বলা হইয়াছে—'সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ। হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘ-ভিদ্ধরিঃ॥' মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যই

১। বনপর্বে ৮২।১৭, ১৯, ৮৫।৯০;

২। বিষ্ণুস° ৩৫।৬, ৩৬।৮; অত্রিস° ৫৫, ১৬ ইত্যাদি।

হইতেছে—ভগবৎপ্রাপ্তি বা প্রেম-সেবাপ্রাপ্তি। দুঃখদ নশ্বর জাগতিক বস্তু ত্যাগ করত যাহাতে ভগবৎ-সম্বন্ধে মনঃসংযোগ হয়, তাহাই সর্বথা করণীয়, 'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'।

ভগবন্নাম কিন্তু সর্বোপরিতন তীর্থ। স্কান্দ দ্বারকা-মাহাত্ম্যে (৩৮।৪৫) প্রহ্লাদ বলেন—যিনি প্রত্যহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' উচ্চারণ করেন, তিনি অযুত যজ্ঞের ফল ও তীর্থ-কোটির পুণ্য প্রাপ্তি করেন। এইরূপে নাম-মহিমাও বহু পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে (পাদ্ম উত্তর ৭২। ৯—১০, ৭১।১৭, ২০—২১, ৩৩—৩৪, ভা ৩।৩৩।৭; নারদ পূর্ব ৪১। ১১২—১১৪, স্কান্দ বৈষ্ণব, বৈশাখ-মাহাত্ম্য ২১।৩৬—৩৭ ইত্যাদি)। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র (আনন্দরামায়ণে যাত্রাকাণ্ড), শ্রীবলদেব (ভা° ১০। ৭৮ ৭৯) শ্রীগৌরাঙ্গ (চৈচ মধ্য ৭, ৮, ৯, ১৭—২৫ পরিচ্ছেদ) এবং শ্রীনিত্যানন্দ (চৈভা আদি ৯।১০৬—২০৪) প্রভৃতিও তীর্থাটন করত তীর্থসমূহকে মহাতীর্থ করিয়াছেন। তদনুবর্তি-সাধুসজ্জনগণও তীর্থযাত্রা করিয়া তীর্থসমূহে স্বচরণরেণু রাখিয়া গিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্কের অনুসরণক্রমে তীর্থভ্রমণ করিলে তাঁহাদের পূত রজঃকণার স্পর্শে নিশ্চয়ই পরমাভীষ্টপথে অগ্রসর হইতে পারিব, সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের লীলা-কথা-নিষেবণই তীর্থফলপ্রদ। কেননা উক্ত হইয়াছে—তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী, গোদাবরী সিন্ধুসরস্বতী চ। সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার-কথাপ্রসঙ্গঃ॥ ১॥ কথা ভাগবতস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্গৃহে। তদ্গৃহং তীর্থরূপং হি বসতাং পাপনাশনম্॥২॥

আবার একথাও মনে রাখিতে হইবে—ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ৩॥ (ভা ১২। ১০।২৩)।

অ

অক্রূর—নন্দগ্রামের নিকটবর্তী স্থান। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। তথায় শিলাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন বিরাজমান। এখানেই শ্রীকৃষ্ণবলরাম অক্রূরের সঙ্গে প্রথম মিলন করিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্বক অক্রূরকে মথুরার বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

অক্রূরতীর্থ—শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যপথে যমুনাতীরে অবস্থিত—এস্থানে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণবৈভব দর্শন করেন। শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৭০)।

সূর্যগ্রহণ, কার্তিকী শুক্লা একাদশী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে অক্রূরঘাটে স্নানে মাহাত্ম্যাধিক্য। কার্তিকী একাদশীতে ঐ তীর্থে স্নান করত শ্রীগোপীনাথকে পরিক্রমা করিয়া ঘৃতপ্রদীপ দান বিধেয়। কার্তিকী পূর্ণিমায় যাজ্ঞিক পত্নীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনলীলা উপলক্ষে ভাতরোলে দধি ও সন্দেশাদি লুট হয়।

অক্ষয়বট—মথুরায় রামঘাট হইতে ভাণ্ডীর বনে যাইবার পথে অবস্থিত। (ভক্তি° ৫।১৫৬৭)। ২ প্রয়াগে অবস্থিত। ৩ নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে। ৪ গয়াধামে ব্রহ্মকুণ্ড-সমীপে।

অগস্ত্যাশ্রম—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৩, চৈ° ভা° আ ৯।১৩৯)

(ক) তাঞ্জোর জিলা—কলিমিয়ার পয়েণ্টে বেদারণ্যমের নিকটে অগস্ত্য পল্লীগ্রামে অগস্ত্য মুনির মন্দির আছে।

(খ) মাদুরা জেলার শিবগিরি পর্বতের শিখরে অগস্ত্য-নির্মিত একটি সুব্রহ্মণ্যের (স্কন্দের) মন্দির আছে।

(গ) কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী পঠিয়া-পর্বতকে অগস্ত্যের 'বাসস্থান' বলে।

(ঘ) তাম্রপর্ণী নদীর উভয় পার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটি অগস্ত্যমলয় নামে বর্ণিত হয়।

(ঙ) মধ্য রেইলওয়ে নাসিকের নিকটবর্তী মনমাড্ ষ্টেসন হইতে ৯ মাইল দূরে অনকই ষ্টেসন, তাহা হইতে ৩ মাইল অগস্ত্যাশ্রম।

শ্রীনন্দলাল দের—(Ancient and Mediaeval Geography of India) গ্রন্থে—

(১) নাসিক হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগস্তিপুরী।

(২) নাসিকের পূর্বদিকে অকোলাতে অগস্ত্যাশ্রম।

(৩) বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর।

(৪) যুক্তপ্রদেশে সঙ্কিশা হইতে এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ইটা হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সরৈয়াঘাট।

(৫) তাম্রপর্ণীর উদ্‌গম-স্থানে, তিন্নেবেলী জেলায় অগস্ত্যকূট।

(৬) (গারোয়াল জেলায়) রুদ্রপ্রয়াগ-হইতে ১২ মাইল দূরে অগস্ত্যমুনি-গ্রামে আশ্রম ছিল।

(৭) (মহা° বন° ৮৮) বৈদূর্য বা সৎপুর পর্বতে।

অগস্ত্য কুণ্ড—ব্রজমণ্ডলে, মথুরায় অবস্থিত কংসকূপের নৈর্ঋত কোণে। [চৈ° ম° শেষ ২।১১৪]

অগ্রদ্বীপ—কাটোয়ার তিন ক্রোশ দক্ষিণে। অগ্রদ্বীপ ঘাট ষ্টেশন হইতে অগ্রদ্বীপ একক্রোশ উত্তর। তথায় শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষের বাস ছিল। অগ্রদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সমাধি। অনতিদূরে কাশীপুর গ্রামে বৃক্ষতলে ঘোষ ঠাকুরের বাটী ছিল। তাঁহার জ্ঞাতিবংশ বর্ত্তমান।

'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' ১৮শ অধ্যায়ে আছে—শ্রীচৈতন্যের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদিন শ্রীচৈতন্যদেব আহারান্তে মুখবাস-নিমিত্ত হরীতকী চাহিলেই ঘোষঠাকুর প্রভুকে হরীতকী প্রদান করেন। ইহাতে সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছে জানিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে বর্জন করেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কাতর হইলে তাঁহাকে শ্রীগোপীনাথ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে আদেশ দেন। কথিত আছে যে ঘোষ ঠাকুর স্বপুত্রের মত শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। পুত্রের বিয়োগে ঘোষঠাকুর অধীর হইলে গোপীনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে শ্রীবিগ্রহই তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিবেন। চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীশ্রীগোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরি পরিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এখনও প্রতিবৎসর ঐ দিনে শ্রীগোপীনাথ যথারীতি শ্রাদ্ধ করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির করিয়া দেন। প্রাচীন স্থান গঙ্গাগর্ভে অর্দ্ধক্রোশ দূরে। তাহার নিকট শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-জীউ। নাটোরের মহারাজের বৃত্তি আছে।

অগ্রবন—আগরা।

অঘবন—(মথুরায়) অঘাসুর-বধের স্থান, বর্ত্তমান নাম—'সপোলী'।

অঙ্কপাদ—(সান্দীপনির আশ্রম) উজ্জয়িনীর কিছু দূরে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম এবং সুদামা সান্দীপনি মুনির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গোমতী সরোবরের তীরে এক উপবনে সান্দীপনির গাদ্দী আছে। মন্দিরে সান্দীপনি, তাঁহার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও সুদামের মূর্ত্তি আছে। নিকটেই বিষ্ণুসাগর ও পুরুষোত্তম-সাগর। এস্থানে বল্লভাচার্যের বৈঠক আছে।

অঙ্গ—গঙ্গা সরযূ-সঙ্গমস্থলস্থ দেশ—বিহার প্রদেশ; ২ আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা। ৩ মগধরাজ্য—শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে 'অঙ্গ'দেশ বলা হইয়াছে। [চৈ° ভা° আদি ১৩।১৬১]

অজন্তা—বোম্বাই-দিল্লী লাইনে মনমাদ হইতে ১৯৯ মাইল দূরে জলগাঁও ষ্টেসন। এখান হইতে মোটর বাসে ৩৭ মাইল অজন্তা গুহা। চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত এ গুহা। পর্বতটি আবার অর্দ্ধচন্দ্রাকার, নীচে বাঘোরা নদী। পর্বতের মধ্যদেশ কাটিয়া ২৯টি গুহা নির্মিত হইয়াছে। এই গুহাগুলি ভিত্তি-চিত্রের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এইসব বৌদ্ধগুহার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য—১, ২, ৯, ১০, ১২, ১৬, ১৯ ও ২৬ নং গুহা।

অজয় নদ—কুগ্রাম বা কোগ্রামের উত্তর পার্শ্বে প্রবাহিত নদ। শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটের নিকটে। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুরও ইহারই তটে।

অটল বন—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে। অটলতীর্থ ও অটলবিহারী বিদ্যমান। ভাতরোলে যজ্ঞপত্নীগণের হস্তে অন্ন ভোজন-বিষয়ে পুষ্ট হইয়া এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ 'অটল হইয়াছে' বলিয়াছিলেন।

অত গ্রাম—(মথুরায়) পালিগ্রামের নিকটবর্তী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল।

অদ্বৈত-বট—শ্রীবৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষের

তলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমদনমোহনপাড়ায় আদিত্যটিলার নিকটে অবস্থিত।

অধিরূঢ় তীর্থ—মথুরাস্থিত যমুনার ঘাট, অবিমুক্ত ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত।

অনন্তনগর বা **অনন্তপুর**—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট। শ্রীঅভিরামের শিষ্য শ্রীহীরামাধবের শ্রীপাট।

অনন্ত পদ্মনাভ—ত্রিবান্দ্রম্ জেলায় বিষ্ণু-মন্দির। শ্রীগৌরপাদাঙ্ক-পূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪১)।

অনন্তপুরম্ - [তিরু অনন্তপুরম্ বা বা পদ্মনাভ-ক্ষেত্র] বিষ্ণুমূর্ত্তি—শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ অনন্ত-শয্যাশায়ী; ঐ স্থানের বর্ত্তমান নাম—ত্রিবান্দ্রম্। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন [চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪১, চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৮]।

অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর)—শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অন্যতম, পূর্ব-কালে গঙ্গার পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল [ভক্তি° ১২।৫০]।

অন্ধোপ—ব্রজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রাম।

অন্নকূট গ্রাম——শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি-রাজের প্রান্তবর্ত্তী আনোয়ার। এস্থানে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন-যাগের প্রবর্ত্তন হয়। [চৈ° চ° মধ্য ১৮।২৬] শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতের উপরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গোপালের মন্দির। স্থানীয় লোক এই গোপালকে শ্রীনাথজি বলেন। যতিপুরাগ্রামে গিরিরাজের মুখার-বিন্দ। অন্নকূট গ্রামের সাধুপাড়ের গৃহের নিকটে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলায় শ্রীকৃষ্ণের দধিকটরা ও কমলচিহ্ন আছে। গ্রামের দক্ষিণে শ্রীনাথজির প্রাকট্যস্থান—তৎপার্শ্বেই অন্নকূট স্থান।

অপ্‌সরা কুণ্ড—[মথুরায়] গোবর্দ্ধন-প্রান্তবর্ত্তী।

অভিরামপুর—(?) শ্রীদামোদর পণ্ডিতের বাসস্থান।

অমরকণ্টক—মধ্যভারতে কটনী হইতে ১৩৫ মাইল পেড্‌রা রোড্‌ ষ্টেসন। তথা হইতে মোটর বাসে যাওয়া যায়। অত্রত্য জ্বালেশ্বর মহাদেব, কেশবনারায়ণ, মৎস্যেন্দ্রনাথ-মন্দির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। পুরাণ-মতে অমরকণ্টক হইতে নর্মদা-সঙ্গম যাবৎ দশ কোটি তীর্থ আছে এবং এই পর্বতে শঙ্কর, ব্যাস, ভৃগু, কপিল প্রভৃতি তপস্যা করিয়াছেন।

অম্বর (আমের) রাজস্থানে জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী—এখনো পুরাণ মহল আছে। কিল্লার পাশেই সরোবর, মহলে কালীমন্দির ও সুখ-নিবাসের পাশে বিষ্ণু-মন্দির। গলতা টিলায় গালব মুনির তপোভূমি, শঙ্কর-মন্দির।

অম্বিকানগর—শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট [কাল্‌না]। পরমানন্দ গুপ্তের বাসস্থান (?)।

অম্বিকা বন—মথুরার উত্তর পশ্চিমে সরস্বতী-তীরে অবস্থিত তীর্থ। অম্বিকাদেবী (মহাবিদ্যা), সরস্বতী কুণ্ড ও গোকর্ণ মহাদেব এই বনের অন্তর্গত। একদা ব্রজরাজ নন্দ শিবচতুর্দশী ব্রতোপলক্ষে অম্বিকাবনে আসিয়া গোকর্ণেশ্বর দর্শন করত রাত্রিকালে সরস্বতীকুণ্ডের তীরে শয়ন করেন। সুদর্শন-নামক বিদ্যাধর শাপভ্রষ্ট হইয়া সর্পদেহ ধারণ করিয়া-ছিল। সেই সর্প ব্রজরাজের চরণ গ্রাস করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইয়া উহার উপরে স্বচরণ স্থাপন করিলে সর্প দেহ ত্যাগ করত বিদ্যাধর-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া স্বধামে গমন করিল। শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত ভূমি [চৈ° ম° শেষ ২। ৩২৬]। ২ গুর্জর-দেশস্থ সিদ্ধপুর-নিকটবর্ত্তী তীর্থ—সনা, জী।

অম্বুয়া মুলুক—'প্যারিগঞ্জ' দ্রষ্টব্য।

অম্বুলিঙ্গ ঘাট—চব্বিশ পরগণায় অবস্থিত, ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট, শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৬০—৬৩)।

অযোধ্যা—ফরজাবাদ ষ্টেশন হইতে অযোধ্যাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া দুই মাইল—সরযূ তীর প্রভৃতি। (চৈভা আদি ৯।১২২) যুক্ত প্রদেশের জেলা—শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-জন্মস্থান। শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত। ২ (রসিক পূর্ব ১২)—মেদিনীপুরের এই গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু বাস করিয়া যাত্রা মহোৎসবাদি করিতেন।

অযোধ্যা কুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৭৮)।

অরিষ্টকুণ্ড—ব্রজে, রাধাকুণ্ড বা আরিট্‌ গ্রামে অবস্থিত শ্যামকুণ্ড (অরিষ্টাসুর-বধের স্থান)।

অরোড়া—বগুড়া জিলায়, মহাস্থানের সমীপে। কবিবল্লভের জন্মস্থান (রসকদম্ব ৯৯৭)।

অর্কলোল (ভক্ত ২।৪) বৃন্দাবনে

মদনটেরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান—শ্রীসনাতন প্রভুর সর্বাদ্য নিবাসস্থান।

অর্ঘ্যকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৭৯)।

অর্দ্ধচন্দ্র তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত (ভক্তি° ৫।১৯৮—২০২) মথুরা-বাহিনী যমুনার অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত চব্বিশ ঘাট।

অলকানন্দা—গঙ্গা। ২ শ্রীধাম নবদ্বীপের একক্রোশ পূর্বে গঙ্গার খাল।

অবন্তী—মালবরাজ বিক্রমের রাজধানী, শিপ্রানদীর তটে অবস্থিত; মালবদেশের প্রাচীন নাম—উজ্জয়িনী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৬ ; উজ্জয়িনী দ্রষ্টব্য]।

অবিমুক্ত তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার ঘাট [ভক্তি ৫।২৪৯—৫০]

অশোকবন—শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ গিরি-গোবর্দ্ধনোপরি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকেলিকানন। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° ম° শেষ ২।২৪১—২৪৬)।

অশ্বক্রান্ত—গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী উচ্চ পাহাড়ের উপরে অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও কূর্মরূপী জনার্দনের মূর্ত্তি আছে। পাহাড়ের পাদদেশে অশ্বক্রান্ত কুণ্ড। যোগিনীতন্ত্রে ও কালিকাপুরাণে ইহাকে মন্ত্র-সিদ্ধির ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রবাদ—নরকাসুরের বা বাণাসুরের সহিত যুদ্ধার্থী কৃষ্ণের অশ্ব এই স্থানে বিশ্রাম করত ক্লান্তি দূর করিয়াছিল, মতান্তরে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া পলায়নকালে শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব ক্লান্ত হইয়া এখানে বিশ্রাম করিয়াছিল বলিয়া নাম হয়—অশ্বক্লান্তা। পর্বতগাত্রে একটি অশ্বখুর অঙ্কিত আছে।

অসিকুণ্ড তীর্থ—মথুরায় যমুনার তীরবর্ত্তী ঘাট [ভক্তি ৫।২৮৬—২৮৭, ৩২৬—৩০]। এই ঘাটে চতুর্দশী ও অমাবস্যায় সংযত ভাবে স্নান করিয়া বরাহ,বামন, হনূমান ও গণেশের দর্শন বিধেয়। কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী ও দ্বাদশীতে স্নান বিশেষ ফলপ্রদ।

অহোবল—(অহোবিলম্ মন্দির) দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল জেলার সার্বেল তালুকের অন্তর্গত। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য আটটি নৃসিংহবিগ্রহযুক্ত মন্দির মিলিয়া 'নব নৃসিংহ-মন্দির' নামে কথিত। প্রধান মন্দির চৌষট্টিটি স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। ঐ স্তম্ভগুলির প্রত্যেকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে খোদিত। মন্দিরের সম্মুখে তিন ফিট-ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রচুর স্থাপত্য-কারু-কার্যের নিদর্শনরূপে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড-স্তম্ভযুক্ত অসম্পূর্ণ অথচ অতিবিচিত্র মণ্ডপ বিরাজ করিতেছে। (কর্ণুল-ম্যানুয়েল)। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কপূত [চৈ° চ° মধ্য ৯।১৬]। প্রবাদ—এই স্থানে হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল এবং এইস্থানেই শ্রীনৃসিংহদেব-প্রকট হইয়া প্রহ্লাদের রক্ষা করেন। শ্রীরামচন্দ্রও বনবাস-কালে এস্থানে আসিয়াছিলেন। ইহা রামানুজ সংপ্রদায়ের একটি মুখ্য পীঠ।

আ, ই, ঈ

আইটোটা——শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গুণ্ডিচা-মন্দিরের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যান-বিশেষ; রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান (চৈ° চ° মধ্য ১৪।৬৫)।

আউড়িয়া——বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার ৬।৭ মাইল দক্ষিণে, নিগন ষ্টেশন হইতে ৬।৭ মাইল পূর্বে। শ্রীকেশব ভারতীর ভ্রাতৃবংশীয়গণের বাসস্থান।

আউসে গ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়। একাংশে গোবিন্দ ঘাট। শ্রীগোপাল বিগ্রহ আছেন। কমলাকান্ত-রচিত 'সাধকরঞ্জন'-পুঁথিতে আছে,—শ্রীপাট গোবিন্দঘাট গোপালের স্থান। প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাজন'॥

আকনা-মাহেশ—হুগলী জেলায়, বল্লভপুরের দক্ষিণে গঙ্গার তীরের উপরই প্রাচীন স্থান ছিল; এক্ষণে শ্রীপাটের চিহ্ন এবং নাম পর্য্যন্তও নাই। শ্রীকবিচন্দ্র ঠাকুরের শ্রীপাট।

আকাইহাট—বর্দ্ধমান জেলায় দাইহাটের এক মাইল পূর্ব-দিকে, মাধাইতলা শ্রীপাট হইতে আধমাইল দক্ষিণে। ইহা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল কালাকৃষ্ণদাসের শ্রীপাট; ইহাকে 'পাটবাড়ী' বলে। এস্থানে শ্রীকালাকৃষ্ণদাসের সমাধি আছে। একটি ছোট পুষ্করিণী আছে, ইহাকে 'নূপুরকুণ্ড' বলে। সেবায়েতগণের

আরও কতকগুলি সমাজ আছে। প্রাচীন বিগ্রহ কুড়ইগ্রামে গিয়াছেন। বারুণীতে উৎসব হয়। [এ প্রসঙ্গে 'সোণাতলা' দেখুন]।

আগরতলা--শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পৌত্র শ্রীগোপীজনবল্লভের বংশধরগণের বাস। রাজবাড়ীতে মহারাজ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হস্তিদন্ত-সিংহাসন আছে (রাজমালা ১।৩২৫)।

আগিরারো (ব্রজে) মুঞ্জাটবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মতান্তরে—ভাণ্ডীরবন হইতে ৬ মাইল অগ্নিকোণবর্ত্তী আরাগ্রামই প্রসিদ্ধ মুঞ্জাটবী।

আগ্রা—যমুনাতীরে অবস্থিত প্রাচীন নগরী, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন-গমন-কালে এই স্থানে যমুনা পার হয়েন [চৈ° ম° শেষ ২।৩৯]। ইহার নিকট রেণুকা-নামক গ্রামে পরশু-রামের আবির্ভাব হয়। ২ শ্রীহিত-হরিবংশের জন্মস্থান।

আজই—ব্রজে, চৌমুহার এক মাইল দক্ষিণে। ব্রহ্মমোহনের পরক্ষণে ব্রজশিশুরা এস্থানে আগমন করত বলেন—'শ্রীকৃষ্ণ আজই অঘাসুরকে বধ করিয়াছেন।' তদবধি স্থানের নাম—'আজই'।

আঁজনক—ব্রজে, যাবটের দক্ষিণে ও নন্দীশ্বরের পূর্ব্বে। ইন্দুলেখার জন্মস্থান, [মতান্তরে পেশাইতে] গ্রামের দক্ষিণে অঞ্জনশিলা আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে এস্থানে শ্রীরাধার নেত্রে অঞ্জন পরাইয়াছেন। [ভক্তি ৫।১১৬৯—৭৬]

আজমীর—এই সহরে 'খাজা সাহেব' নামে এক প্রভাবী পীর আছেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই ওখানকার যাত্রী। ঐস্থানে চন্দ্রনাথ-নামে এক অনাদি শিব ছিলেন। তাঁহার নিকট এক বটগাছে ভিস্তীওয়ালা জলসমেত ভিস্তী রাখিয়া আহার করিতেছিল—ভিস্তীর জলবিন্দু শিবের মস্তকে পড়িতে থাকিলে মহাদেব সন্তুষ্ট ও প্রকট হইয়া ভিস্তীওয়ালাকে বর দিলেন যে সেইদিন হইতে ঐ স্থানে শিবের নাম গুপ্ত হইয়া তাহার নামই প্রকাশিত হইবে—শিবের উপর মসজিদ কবর হইবে এবং তাহার নাম 'খাজা সাহেব' হইবে। তত্রত্য সেবাইতগণ কিন্তু ওখানে অমেধ্য বস্তু আহার করিতে পারিবে না। ঐ স্থানে ফকির দেহত্যাগ করিলে তাঁহার কবর দেওয়া হয়। তাঁহার পরিবারগণ ফকির হইয়া শুদ্ধাচারে থাকেন। ঐ ফকির শিবের পূজা ও খাজা সাহেবের 'শিন্নি' দুইই প্রতিদিবস দিতেছেন। হিন্দু মুসলমান সকলেরই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। মসজিদের সম্মুখে নাটমন্দির, নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীতবাদ্যাদি করে, বাটির মধ্যে সদাব্রতের গৃহ, সুন্দর ব্যবস্থা [তীর্থ-ভ্রমণ ১৬৫—১৬৬ পৃঃ]।

২ আজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এক কোণে যে মসজিদ আছে, তাহা হিন্দু-মন্দিরের মাল-মসলায় প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ মসজিদগাত্রে পাথরের উপর দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক খোদিত আছে, তাহার একখানি সোমদেব-রচিত 'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটক এবং অন্যখানি বিগ্রহপাল-রচিত 'হরকেলি-নাটক'। শেষোক্ত নাটক ১১৫৩ খৃঃ রচিত। হিন্দুরাজগণ নাটকের কিরূপ আদর করিতেন, তাহা ঐ খোদিত লিপি দ্বারাই পরিব্যক্ত হইতেছে।

আরঙ্গজেব হুকুম দিয়া বহু মন্দির ধ্বংশ করাইয়াছিল (প্রবাসী ১৩২৮ আশ্বিনে স্যার যদুনাথ সরকার-লিখিত প্রবন্ধ) এবং সেই সব মন্দিরের মালমসলায় মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল (ঐ প্রবাসী শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত)। বসুমতী ১৩৩০ পৌষ-সংখ্যায় শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—নিম্ন-লিখিত মসজিদগুলি হিন্দুমন্দিরের উপকরণে প্রস্তুত হইয়াছে।

(১) দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকটবর্ত্তী মসজিদ, (২) আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, (৩) আজমিরে আড়াই দিনকা ঝোপড়া, (৪) আহম্মদাবাদে জুমা মসজিদ, (৫) খাম্বা ফতের মসজিদ, (৬) বাঙ্গালায় পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, (৭) পেঁড়োর মসজিদ, (৮) ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদ। তদ্রূপ মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩১ সনে ভাদ্র-সংখ্যায় মুনীন্দ্রনাথ দেবের প্রবন্ধ এবং চুঁচুড়া সমাচার পত্রিকা ১৩৩৯।৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আটপুর——'তড়াআঁটপুর' দ্রষ্টব্য।

আটস্থ—(মথুরায়) মঘেরার নিকটবর্ত্তী, অষ্টাবক্র মুনির তপস্যাস্থান।

আটিশেওড়া গ্রাম—হুগলী জেলায় বলাগড়ের পার্শ্ববর্ত্তী ভাগীরথীতীরস্থ গ্রাম। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুনন্দন ১১১৪ সালে আটিশেওড়া নামের পরিবর্ত্তে শ্রীপুর নামকরণ করেন।

তদবধি 'বলাগড় শ্রীপুর' নাম চলিয়া আসিতেছে। ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব একটি কুঁচিলা গাছের নীচে বিশ্রাম করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ পুরী-যাত্রাকালে); এজন্য ঐ স্থানটি বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

আটিসারা—(২৪ পরগণা) বারুইপুর ষ্টেশন হইতে বাজারে শাখারিপাড়ার পূর্ব্বদিকে শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের শ্রীপাট। মহাপ্রভু পুরীগমনকালে এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন [চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৫০—৫১)। কট্‌কি পুষ্করিণীর উপরেই দেবমন্দিরে মনুষ্য-প্রমাণ শ্রীশ্রীনিতাই - গৌর-বিগ্রহ আছেন। ঐ পুষ্করিণীটি প্রাচীনকালের। ঐ পুষ্করিণীই পূর্বে গঙ্গার ঘাট ছিল।

আটোর—(মথুরায়) নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থল (ভক্তি ৫।৮৮৬)।

আঠারনালা—শ্রীপুরীধামে প্রবেশ-পথের আঠারটি খিলানযুক্ত সেতু। (চৈ° চ° মধ্য ৫।১৪৭)। ইহা ২৯০ ফিট লম্বা। স্থানীয় কিংবদন্তী এই—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমতঃ এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেতুবন্ধনের কালে পুনঃ পুনঃ বিফল-প্রযত্ন হইয়া শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা-ক্রমে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের মস্তক নদীগর্ভে দান করিয়া এই সেতুবন্ধন করেন। মতান্তরে—ইহা রাজা মৎস্যকেশরী নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীন হিন্দু-স্থাপত্যের বিলক্ষণ আদর্শ (Puri Gazetteers by L. S. S. O' Malley 1929, p 337. Asiatic Researches.)

আঠাস—ব্রজে, অষ্টাবক্র মুনির তপস্যাস্থান (আটস্থ দেখ)।

আড়াইল—প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার নিকট, যমুনার অপর পারে আড়েলী বা আড়াইল গ্রাম। শ্রীবল্লভ ভট্টের বাসস্থান। এস্থানে বল্লভী-সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন বিষ্ণু-মন্দির আছে (চৈ° চ° মধ্য ১৯।৬১)।

আড়াঙ্গাইল—পাবনা, চাটমোহর থানা হইতে দুই মাইল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য দ্বিজ শুভানন্দের শ্রীপাট। (ইনি পূর্ব্বলীলায় মালতী সখী ছিলেন)। শ্রীশ্রীরঘুনাথশিলা সেবা। বংশধরগণ পাতিয়াবেড়া ও নন্দ-বেড়া গ্রামে বাস করেন। উহা উল্লাপাড়া ষ্টেশন ও লাহিড়ী মোহন-পুর রেলষ্টেশনের নিকটে। শুভানন্দের অন্য নাম—মালতী নীলাম্বর। আড়াঙ্গাইল হইতে ১২ মাইল দূরে চুনাপুখুরিয়া গ্রামে শ্রীশ্রীরাজা রঘুনাথজীউ সেবা প্রকাশ করেন। ইনি বিশেষ ভাবে মহা-প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামদাসকৃত গৌরগণোদ্দেশে আছে—

'মালতী বলিয়া পূর্ব নাম ছিল যার।
এবে তার নাম কহি ঠাকুর নীলাম্বর॥'

শ্রীপাদ কর্ণপূরের গণোদ্দেশে আছে—মালতী (১৯৪) শুভানন্দদ্বিজঃ (১৯৯)।

আড়িয়াল—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শাখা-সন্তান কাষ্ঠকাটা শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস গোস্বামি-পাদের শ্রীপাট। ইঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীযশোমাধবজীউ। এই পরিবারের পণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীশ্রী-হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী। বর্ত্তমানে শ্রীযশোমাধব বিগ্রহ নবদ্বীপের শ্রীশচীনন্দন গোস্বামির বাটীতে সেবিত হইতেছেন।

আতোপুর — (রত্না ১১।১৩৬) অন্তর্দ্বীপ দ্রষ্টব্য।

আদাপাসা গ্রাম—শ্রীহট্ট চৌয়াল্লিস পরগণায়। এই স্থানে সেন শিবানন্দের বংশীয়গণ বাস করেন।

আদিবদরী—উত্তরাখণ্ডে, কথিত আছে যে বদরীনাথের মূর্ত্তি প্রথমতঃ তিব্বতীয় ক্ষেত্রে ছিলেন। আদি শঙ্করাচার্য ঐস্থল হইতে এই বিগ্রহকে ভারতে আনিয়া যে স্থানে স্থাপন করেন, তাহাই 'আদিবদরী' নামে খ্যাত হয়; তিব্বতে ঐ স্থানের নাম—'ধুলিঙ্গ মঠ'। বদরীনাথ হইতে মাতাঘাটী পার হইয়া এক রাস্তা আদিবদরীর দিকে গিয়াছে, ইহা অতিকঠিন ও কষ্টপ্রদ পথ।

আদিবদ্রীনাথ—ব্রজে, কাম্যবনের দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিরমণীয়। চতুর্দিকে পর্বতমালার বিদ্যমানতায় স্থানটি দুর্গম। ইহা শ্রীনরনারায়ণের তপস্যাস্থান। এই স্থানে নারায়ণ স্বীয় বাম উরু হইতে উর্বশীর সৃষ্টি করেন। তপোবনের দক্ষিণে গন্ধ-মাদন পর্বত, পশ্চিমে কেশর পর্বত, উত্তরে নিষধপর্বত ও পূর্বদিকে শঙ্খকূট পর্বত।

আনন্দবাজার—শ্রীক্ষেত্রে 'বড়-দেউলের' উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত মহাপ্রসাদ-বিপণি। এইস্থানে শ্রী-জগন্নাথের বিভিন্ন প্রকার ভোগের

অন্নব্যঞ্জনাদি মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদের স্পর্শ-দোষ বা উচ্ছিষ্টাদির বিচার নাই। (চৈ° চ° অন্ত্য ১১।৭৩) পূর্বে সিংহ-দ্বারেই মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইত। এখন কেবল শুষ্ক মহাপ্রসাদ ও মিষ্ট প্রসাদই সিংহদ্বারে পাওয়া যায়।

আনন্দারণ্য—দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশে অবস্থিত। এ স্থানে অর্চামূর্ত্তি—শ্রীবাসুদেব বিরাজমান। (চৈ° চ° মধ্য ২০।২১৬)।

আনয়ার—(বা বৈকুণ্ঠম্)—তিরু-নগরীর চার মাইল দূরে তাম্রপর্ণীর অপর তীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।

আনিয়োর—(মথুরায়) শ্রীগিরি-রাজ-সন্নিহিত গ্রাম, প্রসিদ্ধ অন্নকূট-স্থান।

আন্দুল—(হাওড়া) স্বনাম-প্রসিদ্ধ ষ্টেশন, খুব প্রাচীনগ্রাম। সরস্বতী-নদীর তীরে। কথিত আছে—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাঁকরাইল-(এখন S.E.R একটি ষ্টেশন আছে)- হইতে সরস্বতী নদী বাহিয়া আন্দুলে কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর বাটিতে অতিথি হইয়াছিলেন। পূর্বে হিজলী প্রদেশ হইতে শালতি করিয়া লবণ লইয়া যাইবার জন্য বদরশাচরের সম্মুখস্থ ডাঙ্গা হইতে সাঁকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছিল। উহা 'নিমকীর খাল'-নামে পরিচিত ছিল। অতি অল্প দিনে ঐ পথে উড়িষ্যায় যাওয়া হইত। ১৫০৯ খৃঃ শ্রীচৈতন্যদেব ঐ পথেই পুরীর দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আন্দুলের দত্তবাবুদের গৃহ হইতে কয়েক ছত্র সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে—

কদাচিন্মণ্ডপে তস্য নিত্যানন্দো মহামতিঃ। অবধূতঃ সমায়াতো বৈষ্ণবৈঃ পরিবারিতঃ॥ কৃষ্ণানন্দস্ত তান্ ভক্ত্যা পূজয়ামাস পুণ্যবান্। জ্ঞাত্বা প্রভুং পরং তত্ত্বং বলদেব-স্বরূপকম্॥ প্রভুস্তং কৃপয়া প্রাদাৎ কৃষ্ণনামানি তানি বৈ। প্রসিদ্ধানি কলৌ যানি তারকব্রহ্ম-সংজ্ঞয়া॥ সম্পত্তিং *তস্য* কন্দর্পে * সোঽগচ্ছৎ পুরুষোত্তম্। তত্রৈব কারয়ামাস চাণ্ডুল-মঠমুত্তমম্॥ মৌনভাবে বসংস্তত্র তীর্থ-সন্ন্যাসমাশ্রিতঃ। বর্ষাণি যাপয়ামাস ত্রিলক্ষনাম-সংখ্যয়া॥

আমলিতলা —— (দাক্ষিণাত্যে) কন্যাকুমারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীগৌরাঙ্গ এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র-বিগ্রহ দর্শন করেন। (চৈ° চ° মধ্য ৯.২২৪)। ২ শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ তেঁতুলতলা (চৈ° চ° মধ্য ১৭।৭৫—৭৮)। ৩ অম্বিকা কালনায় প্রসিদ্ধ তেঁতুলতলা যে স্থানে শ্রীগৌরের সহিত শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মিলন হয় ('কালনা' দ্রষ্টব্য)।

আমাইপুরা (?)—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা শ্রীজয়ানন্দ মিশ্রের বাড়ী, আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

আম্বুয়া মুলুক—বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনার নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান প্যারীগঞ্জ—শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট (চৈ° চ° অন্ত্য ২।১৬)।

আয়োরে—(মথুরায়)। আলিপুর গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র-বধের পর যমুনা পার হইয়া শ্রীনন্দাদির তাৎকালীন বাসস্থান গৌরবাই বা গোরাইয়ে আসিয়া (ভক্তি ৫।৪০৯—৪২১) এই স্থানে সকলের সহিত মিলন করেন।

আরমণা—রেমুণা হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম। অত্রত্য 'অনন্তসাগর' পুষ্করিণীতে কালাপাহাড়ের অত্যাচারাশঙ্কায় সেবকগণ শ্রীগোপীনাথকে লুকাইয়া-ছিলেন। তৎপরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া 'অনন্তসাগর' হইতে শ্রীমূর্ত্তিকে উত্তোলন করত এক মন্দিরে স্থাপন করেন।

আরবন্দীগ্রাম—নদীয়া জেলা। এস্থানে শ্রীলবাসুদেব সার্বভৌম মহোদয়ের বংশধরগণ বাস করেন।

আরবাড়ী—(আলয়াই) ——ব্রজে, শাঁখির দেড় মাইল উত্তরে; এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হোরি খেলিবার জন্য সখীগণ-সহ শ্রীরাধা অভিযান করেন।

আরাগ্রাম——(মথুরায়) ভাণ্ডীর-বনের ছয় মাইল অগ্নিকোণে, কেহ কেহ এই গ্রামকে মুঞ্জাটবী বলেন।

আরিং—ব্রজে, গোবর্দ্ধনের ৪ মাইল পূর্বে, শ্রীবলদেবস্থল। গ্রামের উত্তর-পূর্বে কিল্লোলকুণ্ড; গোপীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের দানগ্রহণ-স্থান।

আরিট্—মথুরা জেলায় বর্ত্তমান রাধাকুণ্ড গ্রাম। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অরিষ্টাসুর নিহত হইয়াছিল বলিয়া 'অরিষ্ট বা আরিট্' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

আর্যা—'দ্বৈপায়নী আর্যা' দেখুন

* কৃষ্ণানন্দের পুত্র।

আলতা পাহাড়ী—ব্রজে উচগাঁও-নামক গ্রামের নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত 'বিহাবলী' বা আলতা পাহাড়ী।

আলমগঞ্জ—মেদিনীপুরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর (যবন-রাজা হরবোলার ব্যয়ে) মহোৎসবক্ষেত্র (র° ম° দক্ষিণ ১১।১১)।

আলালনাথ—শ্রীনীলাচলধাম হইতে বালুকাময় পথে ৬।৭ ক্রোশ পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। আলালনাথ—চতুর্ভুজ জনার্দন বিগ্রহ। বনমধ্যে একটি গণ্ডগ্রামে মন্দির। এই স্থানে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামের চিহ্ন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে অদ্যাপি বিরাজমান। (চৈ° চ° মধ্য ১। ১২২) দিব্যসুরিগণকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আল্‌বার্' বলে। আল্‌বার্‌গণের নাথ বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণের নামও 'আল্‌বার্‌নাথ' বা 'আলালনাথ' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন দিব্যসুরি এইস্থানে এই নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পরে দক্ষিণদেশীয় 'কোমা'-ব্রাহ্মণগণ আল্‌বার্‌নাথের সেবা ভার গ্রহণ করেন। কথিত হয় যে তত্রত্য এক পূজারী ব্রাহ্মণ কার্যোপলক্ষে বিদেশে গমনের প্রাক্‌কালে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্রের উপর সেবাভার ন্যস্ত করিয়া যান। সরল-হৃদয় বালক তৎপর ভোগাদি রন্ধন করত আল্‌বার্‌নাথের নিকট উপস্থিত করত নিবেদন-মন্ত্র না জানায় ঠাকুরকে ভোগ-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া যথারীতি ভোগমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া খেলিতে গেলেন। মাতার অনুরোধে ভোগ মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বালক দেখিলেন যে ঠাকুর সমস্ত ভোগই গ্রহণ করিয়াছেন। জননী পুত্রের মুখে বার্ত্তা জানিয়া বিশ্বাস করিলেন না; অথচ ক্রমাগত কয়েকদিন এই ঘটনাই চলিতে লাগিল। পূজারী ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে আসিয়া পুত্রের ব্যাপার শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে মন্দিরের এক কোণে লুক্কায়িত থাকিয়া বালককে ভোগ নিবেদন করিতে দিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে পূর্ব্ববৎ শ্রীনারায়ণ চারি হস্তে সমস্ত ভোগই গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া পূজারী ঠাকুরের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন 'আপনি যাবতীয় ভোগ অঙ্গীকার করিলে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব'? শ্রীআল্‌বার্‌নাথ বলিলেন—'যখন আমার প্রাপ্য ভোগেও তোমার দাবি আছে, তখন অদ্য হইতে আর তোমার দ্রব্য গ্রহণ করিব না এবং অচিরাৎ তোমার পুত্রব্যতীত সকলেই নির্বংশ হইবে।' ইহার পরে দ্বাদশ শত-ঘর কোমাব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইয়া গেলেন। পুরীর রাজা পুরুষোত্তমদেবকে স্বপ্নে আদেশ করিয়া আল্‌বার্‌নাথ অন্যান্য ব্রাহ্মণ আনাইয়া সেবা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আর পূজারীর পুত্র ভক্তটিকে প্রভু বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন।

আলালনাথের মন্দিরটি প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ, সুন্দর কারুকার্যে খচিত। লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিণী, সত্যভামা, ললিতা ও বিশাখা দেবী বিরাজিতা আছেন। আলালনাথের পদতলে অঞ্জলিবদ্ধ গরুড় উপবিষ্ট। এস্থানেও অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ২১ দিন চন্দনপুকুরে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদন-মোহনের বহির্বিজয় হয়। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় পতিতপাবন জগন্নাথের স্নান হয় বটে, কিন্তু এস্থানে রথযাত্রা নাই। শ্রাবণী পূর্ণিমায় শিবিকারোহণে উন্মুক্ত স্থানে বিজয় করিলে পরিক্রমা, নৃত্যগীতাদি ও ভোগরাগ হয়। শ্রাবণী অমাবস্যায় আলালনাথের রাজবেশ হয়, কার্ত্তিকমাসে ২৫ দিন দামোদরবেশ, ৪ দিন লক্ষ্মীনারায়ণ-বেশ এবং একদিন রাজবেশ হয়। অন্যান্য উৎসবাদিও যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

আবু—(অর্বুদাচল) পশ্চিম রেল-ওয়ের আহম্মদাবাদ-দিল্লী লাইনে আবুরোড্। ষ্টেসন হইতে আবুপর্বত ১৭ মাইল দূরে। এই শিখর ১৪ মাইল লম্বা ও ২০৪ মাইল চওড়া। কথিত হয় যে ইহা হিমালয়ের পুত্র। এস্থানে বশিষ্ঠ এবং গৌতম ঋষির আশ্রম আছে। মথুরা হইতে দ্বারকা যাওয়ার কালে শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই স্থানকে 'দ্বারকার দ্বার' বলে।

ইটিকমিচনী—মথুরায় কাম্যবনে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখীগণসহ লুকলুকানি খেলার স্থান (বৃলী ১৫)।

ইটোজা—প্রয়াগ হইতে মথুরা যাইবার পথে যমুনার তীরে জালন পরগণার অন্তর্গত ইটোজা গ্রামে একটি মন্দিরে একখানি কম্বলের পূজা হয়। পূজারীরা বলেন—ঐ কম্বলখানি শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ কাশীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলেন। এই মন্দিরের ব্যয়-নির্বাহার্থ জাহাঙ্গীর দুইখানি গ্রাম

জায়গীর দেন।

ইন্দ্রকুণ্ড—মথুরামণ্ডলে অবস্থিত গিরিরাজের উপরি বিদ্যমান। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° ম° শেষ ২।২৩৯)।

ইন্দ্রতীর্থ—(মথুরায়) শ্রীগিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্দির হইতে এক ক্রোশ দূরে ও গুণ্ডিচা মন্দিরের নিকটে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও নারদ পুরাণ-মতে ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞাজ্য হইতে, কিন্তু উৎকলখণ্ড-মতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত গোসকলের খুরাগ্র-খনিত গর্ত্ত হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৮৬ ফিট্ ও প্রস্থে ৩৯৬ ফিট্। গুণ্ডিচা মার্জনের পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সপরিকর ইহাতে স্নানকেলি করিয়াছেন। (চৈ° চ° মধ্য ১৪।৭৫—৯১)।

ইন্দ্রদ্বীপ—ভারতবর্ষস্থ নয়টি দ্বীপের অন্যতম।

ইন্দ্রধ্বজ বেদী—(মথুরায়) শ্রী-গিরিরাজের নিকটবর্ত্তী শ্রীনন্দ মহারাজের ইন্দ্রপূজা-স্থান।

ইন্দ্রপুর—(চৈ° ভা° আদি ২।২৩০) অমরাবতী।

ইন্দ্রাণী—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন নগর। হিমালয় হইতে গঙ্গা অবতরণ করিয়া আসিলে ইন্দ্র এই স্থানে গঙ্গাস্নান করেন বলিয়া ইহার নাম হয়—ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী। প্রাচীন কালে ঐ নগর অতিসমৃদ্ধিশালী ও বহু-বিস্তৃত ছিল। এখন সেই সকল স্থান 'ইন্দ্রাণী পরগণা' বলিয়া বিখ্যাত। [চৈ° ভা° মধ্য ২৮।১০]

ইন্দ্রেশ্বর ঘাট—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে ভাগীরথীর তীরে যে স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম—ইন্দ্রেশ্বর ঘাট। ঐ ঘাটের শেষ চিহ্ন একখণ্ড প্রস্তর কাটোয়ার পরলোক-গত কালিদাস কর্মকারের বাড়ীতে রক্ষিত আছে। ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ঐ ঘাটে স্নানার্থী বহু লোকের সমাগম হয়।

ইন্দ্রোলি—(মথুরায়) আদিবদরির নিকটবর্ত্তী—ইন্দ্রকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানের স্থান [ইদঁরোলি]। এস্থলে কণ্বমুনি তপস্যা করিতেন।

ইলোরা—মধ্য রেইলওয়ে ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেসন হইতে মোটর বাস যোগে ১৮।১৯ মাইল। পর্বত কাটিয়া অত্রত্য গুহাগুলির নির্মাণ হয়। ১৩টি পর পর গুহা বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত—বিশাল গুহাটিতে মহাযান-সংপ্রদায়ের বহু মূর্ত্তি আছে। ১৪—১৯ সংখ্যা গুহাগুলি পৌরাণিক। ইহাদের মধ্যে কৈলাস-পর্বত সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে শঙ্করের লীলা-মূর্ত্তি ও অন্যান্য অবতার-চরিত খোদিত আছে। ইহার কলা ও রামেশ্বর এবং সীতানহানীর কলা অত্যুত্তম। ৩০—৩৪ সংখ্যক গুহা জৈনদিগের অধিকৃত।

ইসলামপুর—জেলা মুর্শিদাবাদ। শ্রীল শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, তৎশিষ্য শ্রীহরিরাম আচার্য। এই হরিরাম সৈদাবাদের শ্রীকৃষ্ণরায়ের বাটির আদি পুরুষ। (উক্ত শ্রীকৃষ্ণরায়জীউ দুইবার ভগ্ন হয়,বর্ত্তমানে প্রতিরূপ মূর্ত্তি আছেন)। ঐ সৈদাবাদের রাধাদামোদর ঠাকুর-নামক জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীরাধা-রমণ বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলা লইয়া ইসলামপুরে বাস করেন।

ঈষিকাটবী—(মথুরায়) ভাণ্ডীর-বনের নিকটবর্ত্তী, দাবানল-পানের স্থান [মুঞ্জাটবী]। কেহ কেহ আগিরারো গ্রামকে, কেহবা আরা-গ্রামকে মুঞ্জাটবী বলেন।

উ, ঊ, ঋ

উচ্চহট্ট (হাটডাঙ্গা)—নদীয়া জিলায় বামনপুখ্‌রার নিকটবর্ত্তী গ্রাম (ভক্তি ১২।৩৫১—৩৭১)।

উজানি—'কোগ্রাম' দেখ। ২ মথুরায়, পয়গ্রামের চারি মাইল ঈশান কোণে; এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বংশী গানে যমুনা উজান বহিয়াছিল।

উজ্জয়িনী—শিপ্রানদীর তটে অবস্থিত অবন্তীনগর [অবন্তী দ্রষ্টব্য]; দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণবলরাম এস্থানে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের

রাজধানী বলিয়া ইহার সমধিক গৌরব। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে দেশান্তরের শূন্যরেখা উজ্জয়িনী হইতে আরম্ভ হয়। মোক্ষপ্রদ সপ্তপুরীর একতম। প্রতি বার বর্ষ পরে এস্থানে কুম্ভমেলা হয়। প্রতি ছয় বর্ষে অর্দ্ধকুম্ভও হয়। দ্রষ্টব্য—মহাকাল-মন্দির, হরসিদ্ধি দেবী, বড় গণেশ, গোপাল-মন্দির, কাল-ভৈরব, সান্দীপনি আশ্রম, সিদ্ধবট, শিপ্রা প্রভৃতি।

উড়ুপী—দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে মঙ্গলোর হইতে ৩৭ মাইল। পাপ-নাশন নদীর তীরে শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য-স্থাপিত শ্রীশ্রীউড়ুপীকৃষ্ণ বিগ্রহ। ইহাই সর্বাদি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ; অর্জ্জুন-কর্তৃক দ্বারকায় স্থাপিত হইয়াছিলেন। দ্বারকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুদ্রগত হইলে বহু শতাব্দী পরে হরিচন্দন-(তিলক করিবার মৃত্তিকা, 'গোপীচন্দন'ও বলে) - বোঝাই একখানি জলযানের মধ্য হইতে শ্রীমধ্বাচার্য ইঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৫)।

উড়ুপিগ্রামের উত্তরাদি মঠে যে শ্রীরামসীতার বিগ্রহ আছেন, তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায় (অধ্যাত্ম-রামায়ণে)—শ্রীরামচন্দ্র জনৈক রাম-ভক্ত ব্রাহ্মণকে স্বীয় যুগলমূর্ত্তি প্রদান জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করেন। লক্ষ্মণ ঐ বিগ্রহদ্বয় ভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের পর মহাবীর ঐ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন ও পরে তিনি ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীমসেনের পরে ঐ দেশের শেষ রাজা ক্ষেমকান্তের সময় পর্যন্ত শ্রীবিগ্রহ রাজপ্রাসাদে ছিলেন। তৎপরে উৎকলের গজপতি রাজগণের হস্তে আইসে। শ্রীমধ্বাচার্যকে তদীয় শিষ্য নরহরি তীর্থ রাজভবন হইতে আনিয়া ঐ শ্রীবিগ্রহকে সেবা করিবার সুযোগ দেন। শ্রীমধ্ব-তিরোভাবের তিন-মাস ষোল দিন পূর্ব হইতে ঐ বিগ্রহদ্বয় উড়ুপী মঠে আছেন।

উড্রদেশ—(ওড্র) সমগ্র উৎকল-প্রদেশ [চৈ° ম° শেষ ২।১৪]।

উৎকল—প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগ, ওড্র বা ওড়িষ্যা। তাম্রলিপ্তের দক্ষিণে অবস্থিত, পূর্বে কপিশা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রধান নগর—এক্ষণে ভুবনেশ্বর, কটক ও পুরী। [চৈ° ভা° অন্ত্য ৩।২৬৯]।

উত্তর কাশী—উত্তরাখণ্ডে যমুনোত্তরী হইতে উত্তরকাশী ৪২ মাইল। ইহা উত্তরাখণ্ডের প্রধান তীর্থস্থল। অনেক প্রাচীন মন্দির আছে; বিশ্বনাথের মন্দির, একাদশ রুদ্রের মন্দির, গোপেশ্বর, পরশুরামাদির মন্দিরাদি দ্রষ্টব্য। এই স্থানটি ভাগীরথী, অসি ও বরণা নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত, পূর্বদিকে বারণাবতপর্বতে বিমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এস্থানে জড়ভরতের আশ্রম আছে, উহার পার্শ্বে ব্রহ্মকুণ্ড।

উত্তর মানস—গয়াধামের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৭৪)।

উত্তরা যমুনা—হিমালয়ের যেস্থানে (বানরপুচ্ছ পর্বতে) যমুনা আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)। [যমুনোত্তরী দেখ]।

উথুলি—(ঢাকা) শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশীয়-গণের অন্যতম শ্রীপাট।

উদয়গিরি—ভুবনেশ্বর হইতে তিন-ক্রোশ পূর্বদিকে অবস্থিত গণ্ডশৈল। ইহাতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিগণের বহু গুহা আছে। হাথিগুম্ফার শিলালিপি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উদ্ধারণপুর—বর্দ্ধমান। কাটোয়ার দুই মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরেই। গঙ্গাতীর হইতে ঈষৎ পশ্চিমদিকে শ্রীলউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ভজন-স্থান এবং দেবমন্দির ছিল। এখন সব ভগ্ন, জঙ্গলে পূর্ণ। শ্রীমন্দিরে শ্রীদত্ত ঠাকুরের যে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন, তাহা বনোয়ারীআবাদের দানিসমন্দ বাহাদুরের রাজবাটিতে নীত হইয়াছিল। (বনোয়ারীআবাদ পাচুন্দি ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ) মন্দিরের পশ্চিম দিকে শ্রীদত্ত ঠাকুরের সমাধি এবং পূর্বদিকে একটি প্রাচীন নিমগাছ। প্রবাদ—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উক্ত বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া-ছিলেন।

নিকটে বেণেপাড়ায় উদ্ধারণ ঠাকুরের স্বজাতীয়গণের বাস ছিল। এক্ষণে কতকগুলি বৈষ্ণব আখড়া আছে। গৌণী পৌষী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দত্তঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হয়।

উধাগ্রাম—(মথুরায়) নন্দীগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান—শ্রীউদ্ধব মহারাজ এস্থানে অবস্থিত হইয়া নন্দালয়ে গিয়াছিলেন।

উধোক্রিয়া—(মথুরায়) নন্দালয়ের

নিকটবর্ত্তী, শ্রীউদ্ধব মহারাজের বিশ্রামস্থান, [উদ্ধব-কেয়াড়ী] যেস্থলে গোপীগণের ভাবমুদ্রাদি দেখিয়া তিনি নিজেকে ধন্য মানিয়াছেন।

উনাই গ্রাম—(মথুরায়) বৎসবনের নিকটবর্ত্তী, সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনরঙ্গের স্থান (ভক্তি ৫।১৬০২)।

উমরাও—(মথুরায়) ছত্রবনের নামান্তর (ভক্তি ৫।১২২০—৫৮)। ছত্রবনে শ্রীকৃষ্ণ রাজা হইলে পৌর্ণমাসী এস্থানে শ্রীরাধাকে 'বৃন্দাবনেশ্বরী' করেন। শ্রীললোকনাথ গোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাবিনোদ-প্রাকট্য-স্থান।

উচগাঁও—ব্রজমণ্ডলে বরসানার বায়ুকোণে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে দেহিকুণ্ড, ঐ ঘাটের উপরে শ্রীরাধার চরণ-চিহ্ন বিরাজমান। অল্পদূরে শ্রীনারায়ণ ভট্টজির সমাধিস্থান। গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীবলদেব-মন্দির।

উষীমঠ—কেদারনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে গৌরীকুণ্ড, রামপুরাদি হইয়া নালাচটীতে আসিয়া ১½ মাইল দূরে মন্দাকিনীর পারে উষীমঠ। শীতকালে কেদারক্ষেত্র বরফাচ্ছাদিত হয় বলিয়া এস্থানে কেদারনাথের বিজয়বিগ্রহ পূজিত হন। এস্থানের মন্দিরে বদরীনাথ, তুঙ্গনাথ, ওঁকারেশ্বর, কেদারনাথ প্রভৃতি মূর্ত্তি আছেন।

ঋণমোচনকুণ্ড—[ভক্তি ৫।৬১৭) মথুরায়, গোবর্দ্ধন-প্রান্তবর্ত্তী।

ঋতুদ্বীপ—(রাতুপুর) নবদ্বীপান্তর্বর্ত্তী অন্যতম দ্বীপ (ভক্তি ১২।৫২, ৪৮২—৪৯৭) গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী শ্রীগৌরলালাস্থলী। ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান্ হইয়া পরস্পর কথোপকথনচ্ছলে শ্রীগৌরলীলা প্রকট হইবার জন্য আরাধনা করে।

ঋষভ পর্ব্বত—মাদুরাস্থিত পলনি পর্ব্বতমালা—মলয় পর্ব্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত। [মহাভারত বনপর্ব ৮৫ অধ্যায়ে 'পাণ্ড্যদেশে' অবস্থিত।] স্থানীয় নাম—বরাহ পর্ব্বত। শ্রীনারায়ণের অর্চাপীঠ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৬৭, চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)।

ঋষিতীর্থ ঘাট—মথুরায় যমুনার ঘাটবিশেষ। বিশ্রাম-তীর্থের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত [চৈ° ম° শেষ ২।১০৮]। তত্রত্য টিলার উপরে সপ্তর্ষি-মূর্ত্তি আছে।

ঋষ্যমূক পর্ব্বত—তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে অনাগুণ্ডি হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বত, বেলারি জেলায় হাম্পিগ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা-নদীতীরস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত গিরিপথটির পার্শ্ববর্ত্তী যে পর্ব্বতটি নিজামরাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে, উহাই ঋষ্যমুক পর্ব্বত। শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১১)

ঋষ্যমুক পর্ব্বত হইতে পম্পানদী বাহির হইয়া অনাগুণ্ডির নিকটে মিলিত হইয়াছে। [মতান্তরে—(১) মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। বর্ত্তমান —'রাম্প'। (২) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অনমলয়।]

ঋষ্যশৃঙ্গ--পর্ব্বত, বালির ভয়ে সুগ্রীবের পলায়ন-স্থান (বিজয় ৮১।৫৩)।

এ, ঐ, ও

এই (এওরী)—ব্রজে, তরলীর দেড় মাইল পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

এক আনা চাঁদপাড়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গী সাবডিভিসনের মধ্যে স্থিত গ্রাম। এই স্থানে সুবুদ্ধি রায়-নামক সমৃদ্ধ জমিদার বাস করিতেন। হুসেন শাহ ইহার অধীনে কর্মচারী ছিলেন, ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে ইনি যখন গৌড়েশ্বর হন, তখন প্রাক্তন প্রভু সুবুদ্ধি রায়কে ইনি চাঁদপাড়া গ্রাম দান করেন—কিন্তু যবনের দান লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় হুসেন উহার এক আনা কর ধার্য করেন। সেই হইতে ঐ গ্রাম 'এক আনা চাঁদপাড়া'-নামে অভিহিত হয়। (যশোহর খুলনার ইতিহাস ১। ৩৪৮ পৃঃ)

একচক্রাধাম—— (বীরচন্দ্রপুর, গর্ভবাস)। জেলা বীরভূম, মহকুমা —রামপুরহাট ; ইষ্টার্ণ রেলওয়ে—লুপ লাইনে মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে। রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে ৫½ ক্রোশ।

(১) মল্লারপুর হইতে একচক্রাধামে গমন-সময়ে উত্তর-বাহিনী 'দ্বারকা' নদী অতিক্রম করিতে হয়। (এই নদীর পূর্ব্বতীরে বশিষ্ঠাশ্রম ও

৺তারামার বিখ্যাত মন্দির। নদীর পূর্বপারে কিয়দ্দূরে ৺ডাবুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই স্থান হইতে একচক্রা-ধাম দুই মাইল।) পঞ্চ-পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস স্থান।

(২) একটি মন্দিরে প্রস্তরবেদী আছে—উহা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সূতিকা-গৃহ।

(৩) সূতিকাগৃহের পার্শ্বে বৃহৎ একটী বটবৃক্ষ—উহা প্রভুর ষষ্ঠীপূজার স্থান।

(৪) যমুনা—গর্ভবাস হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে পেঁড়োল শিবগ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাসের মধ্য দিয়া ক্রমে দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী নদীতে পড়িয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

(৫) পদ্মাবতী— — পুষ্করিণী। শ্রীনিত্যানন্দ-জননী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণীতে প্রসবের ২১ দিন পরে স্নান করিয়াছিলেন ['পদ্মাতলাও']।

(৬) গর্ভবাস মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে অবস্থিত একটি অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় শ্রীচৈতন্যদেব মালা রাখিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে—এজন্য এই বৃক্ষকে 'মালাতলা' বলে। মূল বৃক্ষের একাংশমাত্র বর্ত্তমান।

(৭) সূতিকাগার-মন্দিরের অপর পার্শ্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। গোবর্দ্ধন-বিলাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিত-কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৮) সিদ্ধবকুল—প্রকাণ্ড বৃক্ষ। বড়ই মনোরম ও পবিত্রস্থান। ইহারই তলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাল্যলীলা করিতেন। এস্থলে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ইহার শাখা-প্রশাখা অবিকল সর্পের ন্যায়।

(৯) হাঁটুগাড়া— — বারবিঘা জমির মধ্যস্থানে একটি গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তে বা কুণ্ডে জলবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। প্রবাদ—শ্রীশ্রী-বঙ্কিমদেব এখানে হাঁটু গাড়িয়া-ছিলেন।

(১০) একচক্রায় চোঙাধারী বাবাজীর সমাধি আছে।

একচক্রা উত্তর-দক্ষিণে ৮ মাইল, ইহার মধ্যে বীরচন্দ্রপুর। শ্রীল বীর-ভদ্রপ্রভুর নামানুসারেই ঐ গ্রাম। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও বাল্যলীলাক্ষেত্র—গর্ভবাস।

(১১) বীরচন্দ্রপুর—শ্রীমন্দিরের দিকে যাইবার অগ্রেই কতকগুলি বিপণী ও বকুল বৃক্ষ। তৎপরে বৃহৎ মন্দির, নাট্যমন্দির এবং প্রাচীর-দ্বারা বেষ্টিত সমতল প্রাঙ্গণ। এই মন্দিরের পার্শ্বে একটি গৃহে সিংহাসনে শ্রীবীরভদ্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেব বা বাঁকা রায় এবং ইহার দক্ষিণে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা এবং বামভাগে শ্রীমতী রাধিকা। বাঁকারায়ের মন্দিরে দশভুজা মহিষমর্দিনীও পূজিত হন।

অন্যস্থানে শ্রীশ্রীমুরলীধর ও শ্রীশ্রী-রাধামাধব আছেন। বৃহৎ মন্দির-মধ্যে শ্রীশ্রীমনোমোহনজীউ আছেন। এই শ্রীবিগ্রহ মুর্শিদাবাদ জেলার বিপ্রবাটী হইতে আগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবঙ্কিম রায়ের দক্ষিণের সিংহাসনে যোগমায়া আছেন। ১৩৩১ সালে বৃহৎ মন্দিরে বজ্রপাত হওয়ায় মন্দিরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। গোষ্ঠাষ্টমী, রথযাত্রা ও নিত্যানন্দ-জন্মোৎসবই অত্রত্য বিশেষ পর্ব।

এই বীরচন্দ্রপুরের পূর্বদিকে সামান্য দূরে যমুনা-নামক একটি ক্ষুদ্র নদী বা কন্দর। উহা পার হইলেই গর্ভবাস ধাম। শুনা যায়—উক্ত যমুনার কদমখণ্ডি ঘাট হইতে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেবকে জলমধ্যে প্রাপ্ত হন ও বীরচন্দ্রপুরের পশ্চিমে সামান্য দূরে ভড্ডাপুর-নামক স্থানের একটি নিম্ববৃক্ষমূল হইতে শ্রীমতীকে প্রাপ্ত হন। প্রাচীনেরা এখনও উক্ত শ্রীমতীকে 'ভড্ডাপুরের শ্রীমতী' বলিয়া থাকেন।

একচক্রায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জ্ঞাতিপুত্র 'মাধব' ছিলেন। শ্রীশ্রী-জাহ্নবা-মাতা যখন একচক্রায় গমন করেন, তখন তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিতীয় মন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃদেব শ্রীহাড়াই পণ্ডিত এবং মাতা শ্রীপদ্মাবতী দেবী, যোগ-মায়া এবং শ্রীরাধামাধব, শ্রীমুরলীধর, দ্বাদশ গোপাল ও অনেক শিলা আছেন।

মূল মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে ভাণ্ডীরেশ্বর তলা ও শ্রীজগন্নাথের মন্দির। ঐ স্থানে একটি পুষ্করিণীর উপরে বৃহৎ বটবৃক্ষ, উহাতে বহু প্রাচীনকালের মাধবীলতা বেষ্টিত আছে এবং ঐ বৃক্ষতলে একটি ভগ্ন-বেদী আছে। ঐ স্থানে শ্রীবঙ্কিমদেবের

গোষ্ঠলীলা হয়। প্রবাদ—উক্ত স্থানের ভাণ্ডীরেশ্বর শিবকে শ্রীল হাড়াই পণ্ডিত সেবা করিতেন।

(১২) কুণ্ডলতলা—ময়ূরেশ্বর-সাঁইথিয়া হইতে উত্তর-পূর্বে দুই ক্রোশ। মন্দিরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 'কুণ্ডল' আছে।

একব্বরপুর—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শাখা রামদাস ঘোষালের বাসস্থান।

একাম্রক গ্রাম, একাম্রক বন, একাম্রনগর—ওড়িষ্যার অন্তর্গত শ্রীভুবনেশ্বর ক্ষেত্র (চৈ° ভা° ২।৩৬৫-৩৯৫, চৈ° ম° মধ্য ১৫।৭৭—১১০)। এস্থানে মহাদেব 'কোটিলিঙ্গেশ্বর' বিরাজমান। ইহাকে 'গুপ্ত বারাণসী' বলে। অতি প্রাচীনকালে বিশাল আম্রবৃক্ষ ছিল বলিয়া একাম্র নাম। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজদ্বারাই শ্রীভুবনেশ্বরের ভোগরাগাদি হয়। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত তীর্থ। 'লিঙ্গকোটি-সমাযুক্তং বারাণসী-সমং শুভম্। একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টক-সমন্বিতম্॥' 'একাম্রবৃক্ষ-স্তত্রাসীৎ পুরা কল্পে দ্বিজোত্তমাঃ। নাম্না তস্যৈব তৎক্ষেত্রমেকাম্রকমিতি শ্রুতম্॥' [ব্রহ্মপুরাণে ৪১।১১—১২]

এগারসিন্দূর—ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী দেশ, প্রবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গ এ স্থান দিয়া শ্রীহট্টে গিয়াছেন (প্রেম ২৪)।

এচোমুহা (মথুরায়) এস্থানে ব্রহ্মা অশেষ বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন (ভক্তি ৫।১৬০৮)। এ প্রসঙ্গে ব্রজবিলাসের ৯৭ শ্লোক দৃশ্য।

এড়িয়াদহ—২৪ পরগণা। দক্ষিণেশ্বর হইতে দুই মাইল উত্তরে। শ্রীল দাসগদাধরের শ্রীপাট। গঙ্গার ধারে দেবালয়। শ্রীল দাস গদাধরের সমাধি বেদী আছে। পূর্বে সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহোদয় এই স্থানে থাকিতেন। ১৩১২ সালে শ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হন। শ্রীজাহ্নবা মাতার শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীগোপেশ্বর মহাদেবও একখানি শ্রীমহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের অপরূপ তৈলচিত্র আছে।

ঐরাবত কুণ্ড—যতিপুরার দক্ষিণে, শ্রীগিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী। ঐরাবত এস্থানে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকার্থ আকাশগঙ্গার জল আনিয়াছিল। কুণ্ডতীরে কদমখণ্ডী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসস্থলী।

ওকড়সা গ্রাম—(বৰ্দ্ধমান)—শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবায়েতগণের আদিবাসস্থান।

ওড্র—সমগ্র উৎকল-রাজ্য (চৈ° ভা° আদি ১৩।৬১, অন্ত্য ২।১৪৯—১৫৩)।

ওড্রসীমা—সুবর্ণরেখা নদীই বঙ্গ ও উৎকলের সীমা।

ক

কংসকূপ—মথুরায় অবস্থিত কংস-খনিত কূপ। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত (চৈ° ম° শেষ ২।১১৩)।

কংসখালি—মথুরায় অবস্থিত স্থান—যে গ্রামের মধ্য দিয়া হত্যার পরে কংসকে আকর্ষণ করা হইয়াছিল (চৈ° ম° শেষ ২।৩৭৫)। গতশ্রমের নিকটবর্ত্তী খাল, অদূরেই 'কংসখালি ঘাট' (চৈ° ম° শেষ ২।১০৬)।

কচ্ছবন—(মথুরায়) রামঘাটের নিকটবর্ত্তী, এ স্থানে গোপশিশুগণ কচ্ছপের ন্যায় খেলা করিয়াছেন (ভক্তি ৫।১৫৬৩)।

কটক——কাঠজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী, উড়িষ্যার প্রাক্তন রাজধানী ও অন্যতম প্রধান নগর। বিদ্যানগর হইতে শ্রীপুরুষোত্তমদেব-কর্ত্তৃক আনীত শ্রীসাক্ষিগোপাল প্রথমতঃ এই কটকেই স্থাপিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কটকেই সাক্ষিগোপালের দর্শন পাইয়াছেন। কটকে 'মহম্মদীয়া বাজার'-নামক পল্লীতে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানটি শ্রীরায় রামানন্দেরই বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি সেই স্থানে একটি প্রাচীন তোরণের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তোরণের শত গজ দূরে একটি বেদী আছে। কথিত হয় যে এই স্থানে বকুলবৃক্ষের তলে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন। মহানদীর তটে গড়গড়িয়া ঘাটে মহাপ্রভু স্নান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে প্রতাপরুদ্র-নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি লুপ্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী প্রাচীন মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণচিহ্ন আছে। প্রবাদ ঐ চরণচিহ্ন ও মন্দির প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছায় তাঁহার সমাধির

উপরে নির্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বার্ষিক উৎসবাদি হয়। তোরণের পশ্চিম দিকে শ্রী-চৈতন্য মঠে পঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তন-বিনোদী মূর্ত্তি আছেন। গড়্‌গড়িয়া ঘাটের এক ফার্লং দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপরুদ্রের প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহার নাম—প্রতাপরুদ্রগড়। মহা-প্রভু এই প্রাচীন দুর্গের নিকটেই 'সাক্ষিগোপাল' দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তত্রত্য রামগড়-নামক স্থানে শ্রীরামানন্দের প্রাসাদ ছিল বলিয়া শুনা যায়, আজকাল কিন্তু চিহ্ন নাই।

অত্রত্য ধবলেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির দ্রষ্টব্য।

গঙ্গবংশীয় রাজা অনঙ্গ ভীমদেব-কর্ত্তৃক কটক নির্মিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পুরী হইতে গৌড়ে আগমনকালে কটকে যে ঘাটে স্নান করিয়া নদী পার হইয়াছিলেন, ঐ ঘাট কটকের প্রাচীন দুর্গের সম্মুখে বিদ্যমান। ঐ ঘাটের বা নদীর পরপারে (উত্তরে) চতুর্দ্বার (বর্তমান নাম চৌদারা), শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৫।৫)। শ্রীল কবি-কর্ণপূর-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (১৯।১০০) আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু চতুর্দ্বারস্থ প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের নাটমন্দিরে রাত্রে অবস্থান করিয়া প্রাতে স্নান ও মহাপ্রসাদ সেবা করত গমন করেন।

কড়ুই—শ্রীগোকুল কবীন্দ্রের পূর্ব-বাসস্থান, ইনি পরে পঞ্চকূটে সেরগড়-বাসী হয়েন (ভক্তি ১০।১৩৯)।

কণ্টক-নগর—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া; শ্রীমন্ মহাপ্রভু এ স্থানে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (চৈ° ভা° মধ্য ২৮।১০২)। শ্রীদাসগদাধরের শ্রীপাট ও শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবা। 'কাটোয়া' দ্রষ্টব্য (চৈ° ম° মধ্য ১২।১২৬)।

কণ্ঠাভরণ-মজ্জন—মথুরায় দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° ম° শেষ ২।১৩৫)।

কতুলপুর—বাঁকুড়া জেলায়। শ্রীমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহার বংশধর গোস্বামিরা আছেন।

কনখল তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার ঘাট।

কনোয়ারো—(মথুরায়) কাম্যবনের নিকটবর্ত্তী; কণ্ব মুনির তপস্যাক্ষেত্র (ভক্তি ৫।৮৩১)।

কন্যকানগরী—কুমারিকা অন্তরীপ—দাক্ষিণাত্যে সর্ব দক্ষিণ সীমান্তে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৭, মধ্য ৩।১১২)

কন্যাকুমারী— (কুমারিকা অন্তরীপ) মাদ্রাজ হইতে সাউথ রেলে ৪৪৩ মাইল তিনেভেলী, তথা হইতে ৬২ মাইল। মাদ্রাজ এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে ত্রিবান্দ্রম এক্‌সপ্রেসে মাদুরা হইয়া তিনেভেলী কুইলন্ হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্ যাওয়া যায়। ত্রিবান্দ্রম্ হইতে নাগেরবাইল ৪৩ মাইল; তথা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ বা কন্যাকুমারী। তিনেভেলী তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে।

শ্রীনেলী আপ্পাদেব (ধ্যানেশ্বর) ও শ্রীকান্তিমতী দেবীর বৃহৎ মন্দির আছে। ৯৫০ খৃঃ খোদিত শিলালিপি আছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মন্দিরে আঠার হাজার টাকা বৃত্তি দিতেন।

তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অগস্ত্য ঋষি অনেক তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। খৃঃ ২য় শতাব্দীতে গ্রীস-দেশীয় এরিয়ান্ আসিয়া দেবীমূর্তি (দুর্গা) দেখিয়া-ছিলেন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৩)।

কপিলেশ্বর—উড়িষ্যায় যাজপুরে বিরজাদেবীর মন্দির হইতে এক মাইল দূরে কপিলেশ্বর শিবের মন্দির। তত্রত্য মণিকর্ণিকা কুণ্ডের বায়ুকোণে বটবৃক্ষমূলে শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

কপোতেশ্বর—(চৈচ মধ্য ৫।১০২) ভার্গী বা দণ্ডভাঙ্গা নদীর নিকটবর্ত্তী শিবের স্থান। উৎকল খণ্ড-(১৩)-মতে মহাদেব বিষ্ণুসদৃশ পূজ্যতালাভ করিবার জন্য এই নীলাচল-সন্নিহিত কুশস্থলীতে বায়ুভোজী হইয়া সুদুশ্চর তপশ্চর্যা করত কপোতের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'কপোতেশ্বর' আখ্যা লাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদ এই গ্রামে বিজয় করিয়াছিলেন।

কভুর—গোদাবরীর পশ্চিম তটে। মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের মিলন-স্থান।

কমলপুর—দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। মালতীপাটপুর ষ্টেশন হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম। পুরীগমন-সময়ে শ্রীমহাপ্রভু এই স্থানে আগমন করেন (চৈ° চ° মধ্য ৫।১৪১)।

কয়লো ঘাট—মহাবনের নিকটবর্ত্তী

যমুনার ঘাট, যেস্থান দিয়া শ্রীবসুদেব পুত্রকে কোলে লইয়া পার হইতেছিলেন। তখন যমুনা শ্রীকৃষ্ণচরণ স্পর্শ পাইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে শ্রীবসুদেব পুত্ররক্ষার জন্য ব্যাকুলভাবে 'কোই লেও, কোই লেও' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ ঘাটকে কয়লো ঘাট বলে এবং দক্ষিণতীরবর্ত্তী গ্রামকেও 'কয়লো' বলে। ঘাটের দুই দিকে উথলেশ্বর ও পাড়েশ্বর মহাদেব বিরাজমান।

করতোয়া—বগুড়া জেলার নদী। করতোয়া নদী লঙ্ঘন করিতে নাই। 'কর্মনাশা-জলস্পর্শাৎ করতোয়া-বিলঙ্ঘনাৎ। গণ্ডকী-বাহুতরণাদ্ধর্মঃ স্খলতি কীর্ত্তনাৎ ॥'

করালা—(মথুরায়) বরসানের পূর্ব্বদিকে; শ্রীললিতা সখীর জন্মস্থান। চন্দ্রাবলীর মাতামহী করালার গ্রাম।

করেলকুণ্ড—(মথুরায়) নন্দীশ্বরে অবস্থিত; 'করিলের বন' (ভক্তি ৫।১০১৩)।

করৌলী—রাজস্থানে, হিণ্ডৌনসিটি হইতে নয় ক্রোশ—শ্রীসনাতনপ্রভুর শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবা।

কর্ণগড়—মেদিনীপুর হইতে ছয় মাইল উত্তরে। রাজা মহাবীর সিংহের নির্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। দুর্গমধ্যে একটি সরোবর ও একটি প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদ দ্রষ্টব্য। প্রবাদ—কর্ণগড়ে দাতাকর্ণের বাড়ী ও ভোজরাজার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কবি সন্ধ্যাকর-রচিত 'রামচরিত'-নামক সংস্কৃত কাব্যে উল্লিখিত উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গড়ের দক্ষিণে অনাদিলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির আছে।

কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভায় ১৬৩৪ শকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভক্ত রামেশ্বর থাকিতেন। রামেশ্বর-কৃত 'শিব-সংকীর্ত্তন' গ্রন্থ ঐ স্থানে রচিত হয়।

পূর্ব্বে পুরীযাত্রীগণের ঐ স্থানে রাজছাড়পত্র লইতে হইত, নতুবা কেহ যাইতে পারিত না। এখানের রাজারা সদ্গোপকুল-সম্ভূত। মহাপ্রভুর সময়ে সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সিংহের রাজত্ব-কাল ছিল। লক্ষ্মণ সিংহ, রাজাশ্যামসিংহ, ছত্র সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, রামসিংহ, যশোবন্ত সিংহ, অজিত সিংহ—পত্নী ভবানী। এই রাজবংশ নিঃসন্তান হওয়ায় নাড়াজোলের রাজারা ইহার মালিক হয়েন।

কর্ণলার—(বৃলী ১৮) নন্দীশ্বরের নিকটবর্ত্তী বিহার-স্থান।

কর্ণসুবর্ণ—রাঢ়দেশে। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈষ্ণব রাজা বিজয়নাগ দেবের রাজধানী।

কর্ণাট—দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত রামনদ হইতে সেরিঙ্গপটম্ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। মতান্তরে বিজয়নগর রাজ্যই কর্ণাট (Imperial Gazetteer of India IV) শ্রীরূপসনাতনাদির পূর্বপুরুষ শ্রীসর্ব্বজ্ঞের বাসস্থান।

কেহ কেহ বলেন যে চেদীরাজ কর্ণদেবের সংস্রবে কর্ণাটকগণের সঙ্গে রামানুজীয় ভক্তিবাদ পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ে প্রবিষ্ট হয়। মালবরাজ উদয়াদিত্য ও তৎপুত্র লক্ষ্মদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কর্ণাটকগণ চেদীবংশ্য গাঙ্গেয়দেব ও তৎপুত্র কর্ণদেবের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। সেনরাজগণও কর্ণাটকগণের অনুরক্ত ছিলেন, কেননা 'কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারির দণ্ড বিধান করত হেমন্তসেন একাঙ্গবীররূপে খ্যাত হইয়াছিলেন'। কর্ণাটভূমি যে ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র—তাহা নিম্ন শ্লোকেও উট্টঙ্কিত আছে—'উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তির্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা। ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে বিলয়ং গতা ॥'

কর্মনাশা—মগধদেশবাহিনী নদী। স্বর্গভ্রষ্ট ত্রিশঙ্কুর লালা হইতে জাত বলিয়া এই নদীর জলস্পর্শেও ধর্ম-হানি হয়। ['করতোয়া' দেখুন]

কলবর্গ (জ ১।৫) কর্ণাটদেশের নগরী 'গুলবর্গা' Gulbarga। ১৪৯৯ খৃঃ উৎকীর্ণ শিলালিপিতে আছে—'বীর শ্রীগজপ্তি গউড়েশ্বর নবকোটী কর্ণাট কলবর্গেসর বিরবর শ্রীপ্রতাপ রুদ্রদেব'।

কলিকাতা বাগবাজার—শ্রীশ্রীমদন-মোহনজীউ। এই শ্রীবিগ্রহকেই বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর সেবা করিতেন। রাজবংশীয়গণ বাগ-বাজার-নিবাসী গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট এক লক্ষ টাকায় শ্রীবিগ্রহকে বন্ধক দিয়া যান। এ বিষয়ে মোকর্দ্দমাদিও হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।

আরও প্রবাদ—হুগলী জেলার চাতরা গ্রামে মহাপ্রভুর সেবায়েত শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশধর

চৌধুরীগণ পূর্বে শ্রীমদনমোহনের সেবক ছিলেন। রাজা বীরহাম্বীর তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীমদন-মোহনকে প্রাপ্ত হয়েন। পরে বীরহাম্বীরের অধস্তন কোন রাজার নিকট হইতে গোকুল মিত্র ঐবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন।

কলিঙ্গ--বর্ত্তমান যাজপুরাঞ্চল,উড়িষ্যার অংশ-বিশেষ।

কলিন্দ পর্বত—হিমালয়ের অন্তর্গত বানরপুচ্ছ পর্বতমালা—এস্থান হইতে যমুনা নদীর উৎপত্তি হয়।

কল্পবট—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের নাটমন্দিরের দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করিবার চত্বরোপরি উচ্চবেদীতে, মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্ন সুবিশাল বটবৃক্ষ। এই কল্পবৃক্ষের নিম্নভাগে বহু ফল-কামী নরনারী বস্ত্র প্রসারণ করত বসিয়া থাকেন।

কশেরু—ভারতবর্ষের নব দ্বীপের অন্যতম।

কাউগাছি—২৪ পরগণা জেলা। শ্যামনগর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ। পূর্বে ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এখানে শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতি থাকিতেন।

কাউপুর——বালেশ্বর জেলা, ভদ্রক হইতে ৭।৮ মাইল, নদীর ধারে শ্রীল রামচন্দ্র খানের বংশধরের শ্রীপাট।

এই বংশীয়গণ বালেশ্বর জেলায় ডাকপুর, লক্ষ্মণনাথ, দেউড়দা প্রভৃতি স্থানে আছেন। হুগলী উত্তরপাড়ার নিকট কোতরং গ্রামে শ্রীলরামচন্দ্র খানের জন্মভূমি। এখন লুপ্ত। কাউপুরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা।

কাকটপুর—পুরীজেলায়, দেবীর নাম —মঙ্গলা। ইঁহার প্রত্যাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথের নব-কলেবরের মহাদারুসংগ্রহে সেবকগণ নির্গত হন না।

কাঁকরোলী—নাথদ্বার হইতে মোটর বাসে ১১ মাইল রাস্তা। নাথদ্বারের পরে কাঁকরোলী ষ্টেসনও ৯ মাইল, এই ষ্টেসন হইতে নগর ৩ মাইল। মুখ্যমন্দির—দ্বারকাধীশেরই। প্রবাদ —এই মূর্তিকে মহারাজ অম্বরীষ আরাধনা করিয়াছেন। মন্দিরের নিকটে রায়সাগর সরোবর।

কাঁকুটীয়া—বীরভূম জিলায় দেউলির নিকটবর্ত্তী। এই গ্রামে শ্রীলোচন-দাসের শ্বশুরালয় ছিল। অত্রত্য বৈষ্ণগণের বাড়ীতে শ্রীলোচনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ বিরাজমান। (বীরভূম-বিবরণ ২।২৩—২৪ পৃষ্ঠা)

কাগজপুকুরিয়া—যশোহর জেলায় বেনাপোলের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। ইহাতে দুর্বৃত্ত ও বেশ্যাসক্ত রামচন্দ্রখাঁ বাস করিতেন। রামচন্দ্র শ্রীশ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য হীরা বেশ্যাকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু সেই বেশ্যাও ঠাকুরের কৃপায় পরে 'পরম মহান্তী' হইয়াছিলেন।

কাঙরিগ্রাম—(বৃলী ২৪) চরণ পাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান।

কাঁচড়াপাড়া——(কাঞ্চনপল্লী—২৪ পরগণা জেলার শেষ উত্তর সীমায়)।

(ক) শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। আদি বাস--চট্টগ্রামে। প্রথমে নবদ্বীপ ধামের নিকটে মামগাছীতে সেবা প্রকাশ করেন। পরে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে ঐ সেবাভার দেন।

(খ) শ্রীশিবানন্দ সেনের জন্মভূমি বর্দ্ধমান কুলীন গ্রামে; শ্বশুরবাড়ী—কাঁচড়াপাড়ায়। বংশধরগণ শ্রীহট্টের চৌয়াল্লিশ পরগণার আদাপাসা গ্রামে আছেন।

কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি পূর্বে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। শ্যামনগর ষ্টেশন হইতে এক মাইল জগদ্দলে উহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

কাঁচড়াপাড়ার 'কৃষ্ণপুর'-নামক স্থানে কবিকর্ণপূরের স্থাপিত শ্রীশ্রী-কৃষ্ণরায়জী বিগ্রহ আছেন। বৃহৎ শ্রীমন্দিরের গাত্রে লেখা আছে ১৭০৮ শকে শ্রীমন্দির নির্মিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মের নিম্নে একটি শ্লোক আছে তাহাতে শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্রীগুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়, যথা—

স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় (যো) প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ। অনুগ্রহায় দ্বিজং কঞ্চিৎ শ্রীলশ্রীনাথ-সংজ্ঞকম্॥

ঐ শ্রীবিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্যের দৌহিত্র মহেশ্বর আচার্যের নিজ বাটিতে থাকিতেন। পরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র রাঘব বা কচু রায় বহু অর্থব্যয়ে শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দেন, পরে কিন্তু উক্ত মন্দির,গঙ্গাগর্ভে গত হয়। তৎপরে কলিকাতার বদান্য ও দানশীল শ্রীনিমাইচরণ মল্লিক ও শ্রীগৌর মল্লিক মহোদয় ১৭০৮ শকে শ্রীকৃষ্ণ-রায়জীর প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ

করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বারের উপরে ঊর্দ্ধে একটি ইষ্টক-লিপি আছে। এরূপ বৃহৎ মন্দির এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয় না। রথযাত্রাই এখানকার প্রধান পর্ব।

কাছাড়—রাজা বীরদর্পনারায়ণ ১৫৫৩ শাকে দশাবতার মূর্ত্তি চিহ্নিত এক শঙ্খ করিয়াছিলেন।

কাজলীগ্রাম - (বর্দ্ধমান) শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ প্রভুর জননী শ্রীশ্রীপদ্মাবতী মাতার জন্মভূমি। ইঁহার পিতার নাম—শ্রীশ্রীমহেশ্বর শর্মা।

কাজির নগর—নবদ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গা ও খড়িয়ার সঙ্গম হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। উহার বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায় [চৈ° ভা° মধ্য ২৩৷৩৫৯—৩৭৯]

কাজির সমাধি—বর্ত্তমান গঙ্গার পরপারে বাজারের নিকট। গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে। ইঁহার নাম চাঁদকাজি ছিল। কেহ বলেন—ইনি গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের দৌহিত্র ছিলেন। মতান্তরে ইনি হুসেন শাহের গুরু—ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বা দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইনি নবদ্বীপের ফৌজদার ছিলেন। ইঁহার বাটির বহির্ভাগে একটি গোলক চাঁপার গাছ আছে। উহারই তলে কাজির সমাধি। স্থানটি চারিদিকে নাত্যুচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। ইহার পশ্চাতে তাঁহার বাটী ছিল। সমাধি বৃক্ষের প্রাঙ্গণে কাজির বাটির চিহ্নস্বরূপ একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে। পূর্বে ঐ স্থান মুসলমানদের অধিকারেই ছিল। তাঁহারা কাজির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে বল্লালস্তূপ এবং বল্লাল-দীঘি আছে।

কাঞ্চনগড়িয়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদি সাবডিভিসনে। বাজারসাহু ষ্টেশন হইতে এক মাইলের মধ্যে।

১। শ্রীহরিদাস আচার্যের শ্রীপাট। দ্বিজ হরিদাসের পুত্রদ্বয় শ্রীদাস ও শ্রীগোকুল দাস এখানে বাস করিতেন। ইঁহারা ছয় চক্রবর্ত্তীর মধ্যে দুই জন; আচার্য প্রভুর শিষ্য। বৃন্দাবনে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের দেহরক্ষা হইলে তাঁহার অস্থি আনিয়া কাঞ্চনগড়িয়াতে সমাধি দেওয়া হয়। তিরোভাব—মাঘী কৃষ্ণা একাদশী। শ্রীশ্রী-মোহনরায়জীউয়ের সেবা আছে।

বর্ত্তমানে গোকুল দাসের বংশ টেঁয়া বৈদ্যপুরে এবং শ্রীদাসের বংশ বেলডাঙ্গার নিকট সাটুই গ্রামে বাস করিতেছেন।

২। শ্রীরাধাবল্লভ দাস মণ্ডলের শ্রীপাট। ইনি শ্রীদাস গোস্বামিকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ করেন।

৩। শ্রীশ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন চট্টরাজের শ্রীপাট।

৪। শ্রীমতী ফুল্লরাণী ঠাকুরাণীর শ্রীপাট (ইঁহার পিতা—কুমুদ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী—রামেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৫। শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের শ্রীপাট।

৬। শ্রীরঘুনাথ করের শ্রীপাট (ইনি অষ্ট কবিরাজের একতম)।

কাঞ্চননগর—বর্দ্ধমান হইতে তিন ক্রোশ, দামোদর নদের কাছে। শুনা যায়—'গোবিন্দের করচা'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীলগোবিন্দ কর্মকারের ইহাই জন্মভূমি। ইহার পিতার নাম—শ্যামাদাস কর্মকার। মাতার নাম—মাধবী, পত্নীর নাম শশিমুখী। ২ শ্রীলভূগর্ভ ঠাকুরের শ্রীপাট, ইনি সম্ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভূগর্ভ ঠাকুর হইবেন। ৩ কাটোয়ার নামান্তর (চৈ° ম° মধ্য ১২৷৩৮)।

কাঞ্চনাগ্রাম—চট্টগ্রাম। সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত। এই স্থান শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত দুই ভাইয়ের জন্মভূমি। শ্রীনারায়ণ দত্ত (বোধ হয় পিতা) রাঢ় দেশ হইতে গিয়া এখানে বাস করেন। বংশধরগণ ঐ গ্রামে আছেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত পরে নদীয়া কাঁচড়াপাড়ায় গিয়া বাস করেন। ইনি সেন শিবানন্দের বিষয়-সম্পত্তি দেখিতেন। এই বাসুদেবই মহা-প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

'জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভব-রোগ ॥

(চৈ° চ° মধ্য ১৫৷১৬৩)

কাঞ্চীনগর—দাক্ষিণাত্যে ভিজাগা-পটমের নিকটবর্ত্তী শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি [চৈ° ম° শেষ ১৷৮৩—৮৪]।

কাঞ্চীপুর—(দক্ষিণ কাশী) মাদ্রাজ হইতে ২৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে। আর্কানাম্ লাইনে কাঞ্জিভরম্ ষ্টেশন। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত [চৈ° ভা° আদি ৯৷১৩৬]।

শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দুই ভাগে নগরটী বিভক্ত। শ্রীবরদস্বামির মন্দির আছে। এই স্থানে সাতটী বারের নামে সাতটী তীর্থ আছে—রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, শনিতীর্থ ইত্যাদি। কাঞ্জিভরম্—চিঙ্গেলপুট জেলা।

কাঁটালপুলি—চাকদহের নামান্তর—শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট [চাকদহ দ্রষ্টব্য]।

কাটুনিয়া রাজবাটী —— জেলা যশোহর। রাজা প্রতাপাদিত্য-কর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে আনীত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ এবং উহার পিতৃদেব রাজা বিক্রমাদিত্যের পৈত্রিক কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ এই মন্দিরে আছেন। পূর্বে ঐ শ্রীবিগ্রহ গোপালপুরে ছিলেন। সেখানকার মন্দির ভগ্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ।

প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ও বিক্রমাদিত্যের পিতা রামচন্দ্র গুহ উক্ত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-বিগ্রহের সেবক ছিলেন। শ্রীশ্রীবিগ্রহ অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ। এই রামচন্দ্র গুহ হালিসহরে বাস করিতেন।

ডামরাইল পরগণার মথুরেশপুরের মুস্তাফাপুরে কালিন্দীতীরের কিছু দূরে একটি ভগ্ন মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের গর্ভমন্দিরের পশ্চিম দিকের বাহিরের প্রাচীরে বঙ্গাক্ষরে একটি ফলক আছে। ঐ মন্দির প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের দ্বারা নির্মিত।

শাকে বেদ-সমাযুক্তে বিন্দুবাণেন্দু-সংমিতে। ময়েদং স্বর্গ-সোপানং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং স্বয়ম্॥

দ্বারের কিঞ্চিৎ উপরের দেওয়ালে গরুড়-স্কন্ধে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগলমূর্তি আছে।

বসন্তপুরে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পরম বৈষ্ণব বসন্ত রায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীর মন্দির ঈশ্বরীপুরে। প্রাচীন মন্দির নাই। তদুপরি মন্দির আছে। ১৭৩১ শকে উহা নির্মিত।

যশোরেশ্বরী দেবীর নাট্যমন্দিরে পিত্তল ফলকে লিপি আছে। উহাতে নির্মাণ-শক আছে—সংস্কৃতে। যশোরেশ্বরী ৫১ পীঠের অন্তর্গত। চূড়ামণিতন্ত্রে ইহার বিবরণ আছে। এখানের ভৈরব ষণ্ডেশ্বর মহাদেব, দেবীর মন্দিরেই এখন আছেন। দেবী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত। মুখমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের বামদিকে গঙ্গাদেবী (মূর্ত্তি) ও লক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলা আছেন। উহা প্রতাপাদিত্যেরই। মন্দিরে রৌপ্য-নির্মিত কোষা ও কুণ্ডের গাত্রে 'শ্রীকালী' লিখিত আছে। উহা রাজার সময়েরই।

যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দিরের চণ্ডীপাঠক ও সভাসদ শ্রীঅবিলম্ব সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গুরু শ্রীলকেশব ভারতীর বংশীয় ছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

প্রতাপ খুল্লতাত বসন্ত রায়ের আদেশে উৎকল হইতে উৎকলেশ্বর শিব আনয়ন করেন। ঈশ্বরীপুরের পূর্বদিকে বহুদূরে কপোতাক্ষী নদীর তীরে ঐ শিবের মন্দির ছিল। এক্ষণে ধ্বংশ হইয়াছে। উহাতে একখানি ফলক ছিল, তাহাতে বসন্ত রায়ের নাম আছে।

উড়িষ্যা হইতে প্রতাপাদিত্য শ্রীগোবিন্দদেবকে আনিয়া খুল্লতাত বসন্ত রায়কে প্রদান করেন; কিন্তু যুগলমূর্ত্তি আনয়ন-সময়ে সুবর্ণরেখা নদীতে শ্রীমতীর বিগ্রহ হারাইয়া যায়। এজন্য রাজা বসন্ত রায় শ্রীমতীর মূর্ত্তি নির্মাণ করেন, কিন্তু স্বপ্নে জানিতে পারেন যে উহা শ্রীমতীর মূর্ত্তি হয় নাই, এজন্য একে একে অনেকগুলি শ্রীমতীর মূর্ত্তি নির্মিত হয়, কিন্তু মনঃপূত হয় নাই দেখিয়া মহারাজা প্রতাপাদিত্য ঐ সকল শ্রীমতীর সহিত এক একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্মাণ করত নানাস্থানে যুগল বিগ্রহ স্থাপনা করেন।

কাটোয়া (কণ্টকনগর)—[অক্ষাংশ ২৩।৩৭, দ্রাঘিমাংশ ৮৮।৭] বর্দ্ধমান জেলা ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া শাখার ষ্টেশন কাটোয়া। ষ্টেশন হইতে গঙ্গার পার এক মাইল। এই স্থানে শ্রীদাস গদাধরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির।

দর্শনীয় স্থান ঃ—(১) মহাপ্রভুর মন্দির। মন্দিরের সীমানায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিকে মহাপ্রভুর শ্রীকেশমুণ্ডনের স্থান। (২) ইহার পূর্বদিকে শ্রীকেশের সমাধি ও (৩) শ্রীল গদাধর দাসের সমাধি। (৪) এই সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর-মধ্যে শ্রীশ্রীকেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধির স্থান; (৫) ইহার সম্মুখে শ্রীমধু নাপিতের সমাধি। (৬) ইহার পশ্চিমে মহাপ্রভুর বাটীর সেবায়েত বেণীমাধব ঠাকুরের

সমাজ। তৎপরে (৭) বাটীর মধ্যে প্রকোষ্ঠমধ্যে শ্রীল গদাধরদাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর অপরূপ শ্রীবিগ্রহ এবং পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ। (৮) কাঠ-গোলা—কাটোয়ার কাঠগোলা-নামক স্থানের পশ্চিমে মালী পুষ্করিণীর পূর্ব পাড়ে যে ভক্ত নর-সুন্দর সন্ন্যাস-পূর্বে প্রভুর শ্রীকেশ-মুণ্ডন করিয়াছিলেন—তাঁহার ভজন স্থান। এই স্থানকে 'বিশ্ব দাসের আখড়া' ও 'সখীর আখড়া' বলে। এই স্থানের একটি বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি অবিরত শ্রীগৌরাঙ্গ-ধ্যান করিতেন। আখড়াতে একটী মূর্ত্তি আছে (বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়); তাহাকে উক্ত নরসুন্দরের বিগ্রহ বলা হয় এবং 'বিশ্বাষ্টক'-নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। মন্দিরের অনতিদূরে গঙ্গা-অজয় সঙ্গম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘাট। নবমন্দির ১২৮৮ সালে নির্মিত।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কালে ক্ষৌর-কারের নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন দেখা যায়—কণাধর, দেবনাথ, হরিদাস ও বিশ্বদাস। মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউ আছেন। মহাপ্রভুকে ক্ষৌর করার পরে এই নরসুন্দরগণ ক্ষৌর-কার্য ত্যাগ করেন। উহাদের বংশধরগণ 'মধুনাপিত' নামে অভিহিত হয়েন।

কাটোয়া—বর্ত্তমান নাম, কণ্টক-নগর—প্রাচীন নাম। এড়িয়াদহের শ্রীল দাসগদাধর এই স্থানে থাকিতেন। ১৪৫৮ শকে অন্তর্ধান। ইঁহার শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী (বট-ব্যাল, শাণ্ডিল্য গোত্র)। ইঁহার বংশধরগণ কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধরের স্থাপিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবায়েত।

পূর্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটী দেউলা-কারে ছিল। ১৩০৪ সালে ভূমিকম্পে ধ্বংস হওয়ায় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর প্রভৃতি ১৩০৮ সালে বর্ত্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

কাটোয়ায় শ্রীযদুনন্দন শ্রীল আচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য ছিলেন। তিনি 'বিদগ্ধমাধব', 'গোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক।

কাণাডাঙ্গা—বর্দ্ধমান জেলায়, কৈচর ষ্টেশনের অনতিদূরে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্যদের বাস। শ্রীশ্রীবলরামের সেবা [কাননডাঙ্গা দেখুন]।

কাথিয়ার--গুজরাট-প্রদেশস্থ উপদ্বীপ-বিশেষ। পঞ্চদশ শকশতাব্দীতে কাথিয়াবার হইতে উত্তম বস্ত্র আমদানী হইত, তদ্দ্বারা চাঁদোয়া প্রস্তুত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাট্য-গৃহ সজ্জিত হইয়াছিল (চৈ° ভা° মধ্য ১৮।১৫)।

কাঁদরা—(বর্দ্ধমান) কেতুগ্রাম থানার অধীন। আমেদপুর-কাটোয়া রেলে রামজীবনপুর ষ্টেশন। শ্রীল জ্ঞান-দাসের ও শ্রীযদুনন্দন দাসের শ্রীপাট। এখানে শ্রীজ্ঞান দাসের মঠ আছে। পৌষী পূর্ণিমাতে তিন দিন মেলা হয়। ১৫৩১ খৃঃ অব্দে মঙ্গল ঠাকুর-বংশে কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়।

এস্থানে কবি চন্দ্রশেখর, শশি-শেখর, মঙ্গল ঠাকুর ও আউল মনোহর দাস প্রভৃতি থাকিতেন। জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউ আছেন। ঐ স্থান 'জ্ঞান দাসের মঠ' বলিয়া অভিহিত হয়। পুকুর-ধারে একখানি পাথর আছে, উহাতে শ্রীল বীরভদ্র প্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কাঁদরার 'দাস ঠাকুর' উপাধিধারী কায়স্থ বংশও এক সময় প্রসিদ্ধ-হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ বলরাম দাস স্বকুল-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ-রায়ের সহিত এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। বলরামের পিতা জয়গোপাল শ্রীকৃষ্ণবিলাস ও জ্ঞান-প্রদীপাদি গ্রন্থের রচয়িতা। জয়গোপাল শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের আশ্রিত।

কাঁদরা 'মনোহরসাহী' কীর্ত্তনের জন্যও বিখ্যাত। খেতরীর উৎসবের পরে শ্রীখণ্ডে ও কাটোয়ার উৎসবে মনোহরসাহী কীর্ত্তনে কাঁদরার মঙ্গল-ঠাকুর-বংশীয় বংশীবদন অগ্রণী ছিলেন।

কাদলা গ্রাম—মজফরপুর জেলায়। ঐ স্থানে ভক্তমালের অনুবাদক লছ্মন দাসজী (?) ১১০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

কাঁদিখালি—ভাগীরথী-তটে। শ্রীশ্রী-অদ্বৈত-শিষ্য শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্যের পাট। বংশধর গোস্বামিগণ—রাঢ়ী শ্রেণীয় ['মাণিক্যডিহি' দ্রষ্টব্য]।

কাননডাঙ্গা (বর্দ্ধমান)—বর্দ্ধমান-কাটোয়া লাইট রেলের কৈচর ষ্টেশন হইতে আধ মাইল পূর্ব দিকে। শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভুদের বাস। শ্রীবলরামজীউর সেবা।

কানসোণা—শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য প্রেমী জয়রামের শ্রীপাট (অনু ৭)।

কানাইর নাটশালা (বা কানাইয়া স্থান)—সাঁওতাল পরগণা দুমকা জেলায়, ডাকঘর তালঝরি। ই, আর তিনপাহাড়ী জংশনের পর তালঝরি ষ্টেশন হইতে হাঁটাপথে (বর্ষাভিন্ন) দুই মাইল মাত্র।

অন্য পথ—তিনপাহাড়ী জংশন হইতে রাজমহল ষ্টেশন, তথা হইতে পাঁচ-মাইল নাটশালা। পথে মঙ্গল-হাট-নামক স্থান পড়ে। গভীর জঙ্গল মধ্যে উচ্চভূমিতে দেবালয়। নিকটেই পাহাড়। শ্রীমন্দির হইতে গঙ্গা দেবী অতিনিকটেই। মন্দির হইতে গঙ্গা-দর্শন হয়। শ্রীমন্দিরে ধাতুময় শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রাম আছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপাদাঙ্ক-পূত। [চৈ° ভা° মধ্য ২।১৭৯] শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ও (চৈচ মধ্য ১।২২৭) বৃন্দাবন-যাত্রা-কালে এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিয়াছিলেন। পরে কোন ভক্ত ঐ স্থানে মহাপ্রভুর স্মৃতি-স্বরূপ শ্রীগৌরচরণ প্রতিষ্ঠিত করেন।

কানাইর নাটশালা হইতে রাজমহলের পাহাড়শ্রেণী প্রাচীরের মত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শৈলশ্রেণী বিহার ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দেশ করে।

কান্দী—মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্রীগৌরাঙ্গ সিংহ (জন্ম ১৬৯৯ খৃঃ) শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৩৯—১৭৯৯) নবদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ-মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা করেন; অধুনা স্থানটি গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত (Vide Territorial Aristocracy of Bengal pp. 6-7)। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (লালা বাবুর) ভক্তিময় ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনী সর্বজন-বিদিত (১৭৭৫—১৮২১ খৃঃ) ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউর প্রতিষ্ঠাপক।

কান্যকুব্জ—পঞ্চগৌড়ের অন্যতম। [কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল—এই পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ; আন্ধ্র, কর্ণাট, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র—পঞ্চদাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ]।

কান্তনগর—(দিনাজপুরে) রাজা প্রাণনাথরায়-কৃত শ্রীকান্তজির মন্দির অতিপ্রসিদ্ধ, কারুকার্য অতিরমণীয়। অত্রত্য রাজগণ পরম বৈষ্ণব, সেবাপরিপাটিও প্রশংসনীয়। মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন ইষ্টকে রামায়ণ ও মহাভারতের বিবিধ চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে।

কামকোষ্ঠিপুরী—শ্রীশৈল ও দক্ষিণ মথুরার (বর্ত্তমান 'মাদুরা') মধ্যবর্ত্তী স্থান; শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৭৮; চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৬)।

তাঞ্জোর জিলায় কুম্ভকোণম্। এ স্থানে চারিটি বিষ্ণু-মন্দির ও বারটি শিব-মন্দির আছে। 'মহামোক্ষম্' কুণ্ড আছে। প্রতি মাঘ মাসে মেলা বসে ও প্রতি দ্বাদশ বৎসর পরে বৃহস্পতির সিংহরাশিতে গমনে মহামাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুম্ভেশ্বর শিবের মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। S. Ry. ষ্টেশন—কুম্ভকোণম্।

কামনাকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত [ভক্তি ৫।৮৫০]।

কামরিগ্রাম—(কামের) ব্রজে কুশীর পশ্চিমে অবস্থিত। এস্থলে কামাতুর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরে দুর্বাসা মুনির আশ্রম, তথায় দুর্বাসা কুণ্ড ও মুনির বিগ্রহ আছে। এখানে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কম্বল গ্রহণ করিয়াছেন। (ভক্তি ৫।১৪০৮)

কামসরোবর--(কামসাগর) মথুরাস্থিত কাম্যবনান্তর্গত কৃষ্ণকেলিস্থান (ভক্তি ৫।৮৬৯—৭১)।

কামাই—(মথুরায়) বরসানের পূর্বদিকে—শ্রীবিশাখা সখীর জন্মস্থান।

কাম্পিল্ল—পূর্বোত্তর রেলওয়ের আগরাফোর্ট-গোরখপুর লাইনে হাথরাস জংসন হইতে ৮৩ মাইল দূরে কায়মগঞ্জ ষ্টেসন। এস্থান হইতে ছয় মাইল পাকা রাস্তা। পূর্বকালে ইহা ছিল—মহানগর। রামেশ্বরনাথ ও কালেশ্বরনাথের মন্দির, কপিল মুনির কুটী ও দ্রৌপদী-কুণ্ড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

কাম্যবন—মথুরা মণ্ডলান্তর্গত, দ্বাদশ বনের অন্যতম। শ্রীবৃন্দাজি, শ্রীকামেশ্বর শিব, বিমলা কুণ্ড, সেতুবন্ধ, শ্রীচরণচিহ্ন, ব্যোমাসুর-গুহা ভোজনস্থলী, 'চৌরাশি-খাম্বা' প্রভৃতি বহু দর্শনীয় স্থান। বিমলা-কুণ্ডতীরে সিদ্ধ শ্রীশ্রীজয়কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের সমাধি।

কারণ-সমুদ্র—পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধাম, তাহারও বাহিরে কারণ-সমুদ্র বা বিরজা নদী। জগৎ-কারণ 'কারণাব্ধিশায়ী' এই সমুদ্রে শায়িত থাকেন। প্রধান বা মায়িক তত্ত্ব এবং পরব্যোম

—এই দুইয়ের মধ্যে বিরজা নদী—ইহা পুরুষের ঘর্মজলে পূর্ণ। বিরজার পারে অমৃত, শাশ্বত, অনন্ত পরব্যোমের সংস্থান, ত্রিপাদবিভূতির আলয় ; মায়িক ব্যাপার-মাত্রই প্রকৃতিগত ও পাদবিভূতির অন্তর্গত।

কারূষ দেশ—বক্সার ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশ, দ্বাপরযুগে এদেশের রাজা পৌণ্ড্রক (মিথ্যা বাসুদেব) শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন।

কালনা—বর্দ্ধমান জেলায়। প্রাচীন নাম—আম্বুয়া মুলুক। বর্ত্তমান নাম—অম্বিকা কালনা। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫১ মাইল কালনা। ষ্টেশন হইতে শ্রীপাট দেড় মাইল। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত দ্বাদশ গোপালের একতম। ইনি পূর্ব্বলীলার সুবল সখা।

দর্শনীয়—তেঁতুলবৃক্ষ, মহাপ্রভু, প্রাচীনপুঁথি ও শ্রীলমহাপ্রভুর শ্রীহস্তের একখানি বৈঠা বা হাল।

শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীগৌরী-দাস প্রভুর তিরোভাব তিথি।

কালনাতে—(১) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত (২) ঐ ভ্রাতা শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত (৩) শ্রীহৃদয়চৈতন্য [শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর গুরু] (৪) শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত এবং (৫) শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল প্রভৃতির শ্রীপাট। শ্রীপাটে প্রবেশ করিতেই একটি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। মূল বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যভাবে গুঁড়ি হইতে একটি ঝুরি নামিয়া পুনরায় বৃক্ষটি বৃহদাকার হইয়াছে। তেঁতুল গাছের ঝুরি কোথাও দেখা যায় না।

সেবায়েতগণ বলেন ঐ বৃক্ষতলে শ্রীগৌরীদাস ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। তেঁতুল বৃক্ষতলে একটি ফলকে লিখিত আছে—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান আমলিতলা শ্রীগৌর ও গৌরীদাসের সম্মিলনস্থান।

ইহার পরে ও নিকটে রাস্তার ডানহাতি একখানি ৪ হাত উচ্চ পিতলের রথ দেখা যায়। উহাতে '১১৬৫ সাল' খোদিত আছে। উহার পরেই নাটমন্দির ও মূল মন্দির।

শ্রীপাটে একখানি প্রাচীন (গীতা) পুঁথি আছে, উহা মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লেখা বলিয়া সেবায়েতগণ বলেন। একটি বৈঠা বা হাল আছে। উহাও মহাপ্রভুর হস্তের বলিয়া কথিত হয়।

(শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্টের দ্বাদশ-গোপালগ্রন্থে শ্রীপাটের বিস্তৃত বিবরণ আছে)।

শ্রীলসূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট—শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটের নিকটেই পশ্চিম দিকে শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। সেবায়েত মহাশয় কুলবৃক্ষ দেখাইয়া বলেন যে ঐ স্থানে শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধা মাতা ও জাহ্নবা মাতার বিবাহ হইয়াছিল।

শ্রীভগবান্ দাস বাবাজীর আশ্রম—এই স্থানে সিদ্ধ মহাত্মা ভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজ-স্থাপিত শ্রীশ্রীনাম ব্রহ্মের সেবা আছে এবং বাবাজী মহারাজের সমাধি আছে।

প্রাঙ্গণের একধারে একটি ইঁদারা আছে, উপর হইতে জল পর্য্যন্ত নামিবার জন্য সিঁড়ি আছে। বাবাজী মহারাজ ইন্দারার শীতল স্থানে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ভজন করিতেন। আর একটি পুরাতন কামরাঙা গাছ আছে। গৌণী কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীল-বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উৎসব হয়।

কালিকাপুর—(বর্দ্ধমান) কাটোয়ার নিকট শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামি-বংশীয়দের রাধামাধবজীর সেবা।

কালিন্দী—যমুনা নদী।

কালিয় হ্রদ—(কালীয়দহ) শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত বর্ত্তমান 'কালিদহ'।

কাবেরী—দাক্ষিণাত্যের নদী (বর্ত্তমান নাম—অর্দ্ধগঙ্গা)। ষ্টেশন—মায়াভরম্ ও ত্রিচিনোপলী। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত তীর (চৈ° চ° মধ্য ১।১০৩, চৈ° ভা° আদি ৯।১১৬)।

কাশিমবাজার—অত্রত্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উন্নতি-কল্পে মহাবদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বহু টীকার সহিত শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রণয়ন—তাঁহার এক অপূর্ব কীর্ত্তি। হরিসভা স্থাপন করত দেশবিদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বজন-প্রশংসনীয়। তিনি ১৩১২ সালে অগ্রহায়ণ-পৌষ-সংখ্যায় লিখিয়াছেন—'প্রসারতায় গৌড়ীয় - বৈষ্ণবধর্ম ক্ষুদ্র হইলেও উৎকর্ষতায় ইহা জগতের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা যে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ-কর্ত্তৃক সমাদৃত ও গৃহীত হইবে, তাহার সুস্পষ্ট আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে'। আবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গে ১৩৩৫ জ্যৈ

সংখ্যায়——'মহাপ্রভু বাংলার দেহ, মন, আত্মা; বাংলাকে বুঝিতে হইলে বৈষ্ণবধর্মে অবগাহন করিতে হইবে। বাংলাকে জাগাইতে হইলে বৈষ্ণবধর্মের রসভাণ্ডার হইতে সঞ্জীবনী প্রেমবারি সিঞ্চন করিতে হইবে, কারণ তাহার প্রাণশক্তির উৎস—এই ধর্মের ভিতরেই লুক্কায়িত।'

কাশী—(বারাণসী) অক্ষাংশ ২৫।২০, দ্রাঘিমাংশ ৮৩।২। ষষ্ঠ খৃঃ শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং আসিয়া কাশীধামে শতাধিক দেব-মন্দির দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় শ্রীবিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল। আওরঙ্গজেব মূল মন্দির ভাঙ্গিয়া তদুপরি মসজিদ নির্মাণ করে। বর্ত্তমান মন্দির ৩৪ হাত উচ্চ। মহারাজ রণজিৎ সিং ইহাকে সংস্কার ও তাম্রমণ্ডিত করিয়াছেন।

জ্ঞানবাপী——শিবপুরাণে ইহার নাম বাপীজল। কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলার সময়ে শ্রীবিশ্বেশ্বরকে ঐ কূপে রাখা হইয়াছিল। ইহার ছাদটি ১৮৮২ খৃঃ গোয়ালিয়রের রাণী বৈজবাই নির্মাণ করেন।

নিকটে নেপালরাজ-দত্ত পাঁচ হাত উচ্চ একটি প্রস্তরের বৃষভ আছে। ঐ স্থানের উত্তর-পশ্চিম দিকে আদি বিশ্বেশ্বরের ৪০ হাত উচ্চ মন্দির আছে ও নিকটে কাশীকর্বট-নামক পবিত্র কূপ। তৎপরে শনৈশ্চরের মন্দির ও তাহার নিকটে অন্নপূর্ণার মন্দির। বর্ত্তমান মন্দির পুনার রাজা নির্মাণ করিয়াছেন।

কাশীতে চৈতন্ত-(যতন)-বটের নিকট কলিকাতার শ্রীশশিভূষণ নিয়োগী মহাশয় শ্রীগৌর-নিতাই সেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাশীতে পঞ্চ নদী ও পঞ্চ গঙ্গা। বর্ত্তমানে কেবল উত্তরবাহিনী গঙ্গাদেবীই আছেন। পঞ্চনদী ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা। কাশীতে প্রাচীন স্থানঃ—(১) মণিকর্ণিকা ঘাট ও মন্দির। (২) দশাশ্বমেধ ঘাট ও মন্দির। (৩) ৬৪ যোগিনী। (৪) কেদার ঘাট ও মন্দির। (৫) হরিশ্চন্দ্র ঘাট ও মন্দির। (৬) প্রহ্লাদ ঘাট ও মন্দির। (৭) নারদ ঘাট ও মন্দির। (৮) হনুমান ঘাট ও মন্দির। (৯) তুলসী ঘাট ও মন্দির। (১০) পঞ্চগঙ্গা। (১১) মানমন্দির। (১২) অহল্যাবাইর ঘাট। (১৩) শিবানীর ঘাট। (১৪) ভোঁসলা ঘাট। (১৫) কপিলধারা। (১৬) কোণার্ক কুণ্ড। (১৭) অগস্ত্য কুণ্ড। (১৮) সারনাথ (দূরে)। (১৯) তুলসীদাসী আখড়া। (২০) পঞ্চক্রোশী পথ। (২১) কবির চৌরা।

বিন্দুমাধব—অধুনা বেণীমাধব। মন্দির-মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ, গরুড়, শ্রীরামসীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান আছেন। সাতরা জেলার করদরাজ্য আউন্ধের শ্রীমন্তরাণীসাহেব মহারাজা এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ করেন। ২০০ বৎসর হইতে ঐ রাজবংশের হাতে সেবা আছে।

কাশীকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনান্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৫৫)।

কাশীপুর—(মেদিনীপুর) নয়াবসানের সন্নিকট এই কাশীপুর গ্রাম। শ্রীল-শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ দাসের স্থাপিত। ময়ূরভঞ্জের রাজা এই কাশীপুর হইতে বলপূর্বক ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু রসিকানন্দ পরে ময়ূরভঞ্জ হইতে ঐ বিগ্রহ আনয়ন করিয়া শ্রীশ্রী-গোপীনাথজীউ-নামে কাশীপুরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশে কাশীপুর গোপীবল্লভপুর নামে পরিবর্ত্তিত হয়। [র° ম° দক্ষিণ ৩।৪৯—৮৬]

কাশীয়াড়ী—(র° ম° দক্ষিণ ১২।৫) মেদিনীপুরে শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকা-নন্দপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। [কেশীয়াড়ী দ্রষ্টব্য]।

কাশ্রট—ব্রজে, অক্ষয়বটের পশ্চিমস্থ গ্রাম। একদা শ্রীকৃষ্ণবলরাম ভাণ্ডীর-বটে গোচারণ করিতে যাইয়া গোপবালকগণ সহ খেলিতে থাকিলে প্রলম্বাসুর সখারূপে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাঁহারা এমন এক খেলা আরম্ভ করিলেন যাহাতে পণ হয় যে জেতাগণ পরাজিত-গণের স্কন্ধে আরোহণ করত ভাণ্ডীরের নিকটে যাইবেন। শ্রীদামের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিকট প্রলম্ব পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে ও বলরামকে বহন করিতেছিলেন—এমন সময় প্রলম্ব বলদেবকে বিভিন্ন স্থানে লইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে বলদেব মুষ্ট্যাঘাতেই তাহাকে বধ করেন। এই কশরৎ খেলার পর হইতে অক্ষয় বটের নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম হয়—কাশ্রট

কাষ্ঠকাটা বা **কাঠাদিয়া**—ঢাকা বিক্রমপুরে। কাষ্ঠকাটা—শ্রীজগন্নাথ আচার্য প্রভুর শ্রীপাট। ইঁহার

বংশধরগণ আড়িয়াল, কামারখাড়া, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। ঠাকুর জগন্নাথ আচার্য-কর্ত্তৃক ঘাসিপুকুরে প্রাপ্ত ও সেবিত শ্রীশ্রীযশোমাধব বিগ্রহ—বর্ত্তমানে নবদ্বীপে আছেন।

কিরীটেশ্বরী (কিরীটকণা) মুর্শিদাবাদের পরপারে। ডাহাপাড়া গ্রাম হইতে এক মাইল পশ্চিমে। মহাপীঠ। দেবীর কিরীট পতিত হয়। দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত্ত। পৌষমাসে মঙ্গলবারে মেলা হয়।

ভৈরব-মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রস্তরফলকে শ্লোকে ১৬৮৭ শক লিখিত আছে। নবাব মীরজাফর এই দেবীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন।

(Seir Mutaqherin Vol II p. 342)

এই স্থানে সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণের প্রস্তর-আসন আছে। গ্রামমধ্যে নবনির্মিত মন্দিরে বা গুপ্ত মঠে বর্ত্তমানে দেবীর রৌপ্যকিরীট রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক মঙ্গল বৈষ্ণব ও তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ এই দেবীর সেবায়েত ছিলেন। এই মঙ্গল বৈষ্ণব শ্রীল গদাধর প্রভুর শিষ্য ছিলেন এবং বর্দ্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে পরে বাস করেন। মঙ্গল ঠাকুরের পৌত্র বদনচাঁদ ঠাকুর প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক।

কিশোরনগর—'জালালপুর' দ্রষ্টব্য।

কিশোরীকুণ্ড—ব্রজে, ছত্রবনের নিকটবর্ত্তী উমরাও গ্রামে অবস্থিত। এ স্থানে শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ প্রকট হন।

কিষ্কিন্ধ্যা—বালি ও সুগ্রীবের রাজধানী, দাক্ষিণাত্যে (বিজয় ৮১।৫১)।

কীচক—মহাস্থানগড়ের প্রায় তিন-ক্রোশ উত্তরে শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত। করতোয়া নদীর তটে অবস্থিত মহাভারতের কীচক এই স্থানে বাস করিতেন।

কীর্ণাহার—বীরভূম জেলা। কাটোয়া হইতে A. K. R. ছোট রেলে কীর্ণাহার ষ্টেশন।

(ক) এখানে চণ্ডীদাসের সমাধি আছে। ষ্টেশন হইতে ৭।৮ মিনিটের পথ।

(খ) পূর্ব সেবায়েতের সমাধি।

(গ) দেবালয়ে আধুনিক স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ আছেন।

কীর্ণাহারের শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দিরে নান্নুর হইতে চণ্ডীদাস নিত্য সন্ধ্যায় আগমন করিয়া কীর্ত্তন করিতেন। রামী রজকিনী সঙ্গে থাকিতেন। উক্ত মন্দিরের ভগ্ন স্তূপ আছে। ঐ স্তূপ খুঁড়িতে একটি ত্রিশূল বাহির হইয়াছিল। শুনা যায় চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি পুঁথি ছিল, উহা বোলপুরের বিশ্বভারতী আশ্রমে গিয়াছে। এই স্থান হইতে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুর ৪ মাইল।

কুঞ্জঘাটা—(রাজবাড়ী, মুর্শিদাবাদ) —বৈষ্ণব-চূড়ামণি মহারাজ নন্দকুমারের বাটী, এখানে মহারাজ-সংগৃহীত লক্ষ-বৈষ্ণব-পদরজঃ এবং পুরীর 'নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে মহাপ্রভুর ভাগবত-শ্রবণের' প্রাচীন চিত্রখানি আছে। লক্ষ বৈষ্ণব ভোজন-সময়ে যে যে কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখনও আছে। মহারাজা মুর্শিদাবাদ জেলার (বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার) আকালিপুর-নামক স্থানে শ্রীশ্রীভদ্রকালী মাতা স্থাপন করেন। ঐ ভদ্রপুরে নবরত্ন-মন্দিরে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন ঐ সব বিগ্রহ কুঞ্জঘাটায় আছেন।

কুঞ্জঘাটায় নন্দকুমারের দৌহিত্র জগচ্চন্দ্রদেবের পুত্র রাজা মুকুন্দ পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তিনি কুঞ্জ-ঘাটাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রী-রাধামোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজভবনে রক্ষিত মহাপ্রভুর চিত্র-সম্বন্ধে জানা যায়—

উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র পুরীধামে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে পারিষদসহ শ্রী-গৌরাঙ্গের যে চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ঐ চিত্রখানি তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে কাতর শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু পুরীধামে গমন করিলে তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর (ইনি মহারাজা নন্দকুমারের গুরু) উক্ত চিত্রখানি মহারাজকে প্রদান করেন। তদবধি ঐ চিত্র কুঞ্জঘাটাতে রহিয়াছে। চিত্রখানি প্রায় সওয়া ফুট স্কোয়ার আকারে। চারিশত বৎসরের অঙ্কিত হইলেও উহা মলিন হয় নাই, যেমন রং তেমনই আছে।

কুঞ্জরা—ব্রজে, রাধাকুণ্ডের দেড়মাইল উত্তরে অবস্থিত। এস্থানে কুঞ্জর-বেশধারিণী নয়টি গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছেন।

কুড়ুইগ্রাম—কাটোয়া বর্দ্ধমান লাইট রেলের কৈচর ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল। কাটোয়া হইতে ৫ ক্রোশ।

প্রবাদ—এখানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মতান্তরে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের নূপুর পতিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই নূপুর রক্ষিত আছে। শ্রীশ্রী-গোপীনাথ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবা। এই বিগ্রহ আকাইহাট শ্রীপাট হইতে এস্থানে আনীত হইয়াছেন।

কুণ্ডলতলা—— (কুণ্ডলীদমন স্থান) বীরভূমে, সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কর্ণের কুণ্ডল এই স্থানের মন্দিরে আছে। এই স্থানের কোটপুর-নামক স্থানে বকাসুরের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হয়। গ্রামের দক্ষিণে কুণ্ডলীতলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব বাস করিতেন। জাহ্নবী মাতাকে ইনি অন্নভোজন করাইয়া-ছিলেন।

কুণ্ডবন (রত্না ৫।৯৪০) নন্দীশ্বরের চতুর্দিকে অবস্থিত কৃষ্ণবিলাসের স্থান।

কুণ্ডলীদমন (রত্না ৪।১৬৬) বীরভূম জিলায় মৌড়েশ্বর গ্রামের সমীপে অবস্থিত। প্রবাদ—বকাসুর-নিধনে নিক্ষিপ্ত সর্পবাণ এস্থানে সর্পরূপে অবস্থান করিয়া লোকের অনিষ্ট করিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর স্বকর্ণস্থিত কুণ্ডল নিঃক্ষেপ করাতে সেই সর্প চিরতরে ভূগর্ভে বিলীন হয়।

কুতুলপুর—বাকুড়া জেলায়। এ গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বংশধর বলিয়া কথিত কয়েক ঘর গোস্বামী থাকেন।

কুতুবপুর - (কুড়োদরপুর) [প্রেম ৮] নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পদ্মাতীরে এই গ্রামে বাস করেন এবং মহাসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ নরোত্তমের জন্য পদ্মার নিকটে প্রেম গচ্ছিত রাখেন।

কুদরীকুণ্ড—মথুরায় শান্তনু কুণ্ডের এক মাইল পূর্বে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত জলকেলি করিয়াছিলেন।

কুন্তলকুণ্ড—ব্রজে ছোট বৈঠানগ্রামের নিকটবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে এস্থানে কেশবিন্যাস করেন। (রত্না ৫।১৩৮৯)।

কুমরপুর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের শিষ্য গোপাল চক্রবর্ত্তির বসতি-স্থান। [নরো° ১২]

কুমারনগর—সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে। শ্রীনরোত্তমের শিষ্য শ্রীলবিষ্ণুদাস কবিরাজের শ্রীপাট। ২ ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গ্রাম—এস্থানে শ্রীচিরঞ্জীব সেনের বসতি ছিল। (ভক্তি° ১।২৪৯)।

কুমারপাড়া [বা কোঁয়ারপাড়া]—মুর্শিদাবাদ সহরের আধক্রোশ পূর্বে মতিঝিলের পূর্বতীরে।

শ্রীজীবগোস্বামির শিষ্যা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া কুমারপুরে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইলে শ্রীবিগ্রহ এখন নূতন মন্দিরে আছেন। স্নানযাত্রায় উৎসব হয়।

প্রবাদ—আলিবর্দির ভ্রাতুষ্পুত্র মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে বিরক্ত হইয়া সেবকদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য হিন্দুর অখাদ্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু পরে উহা যুঁইফুলে পরিণত হয়, তদ্দর্শনে মহম্মদ খাঁ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মতিঝিলের ৪ ঘাটে জীবহিংসা নিবারণ করিয়া দেন এবং মন্দিরের সিংহ-দরজা নির্মাণ করিয়াছেন।

মুসলমানগণ অনেক সম্পত্তি বিগ্রহকে দান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হরিপ্রিয়াকৃত অতিথিশালার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রাচীন-কালের একটি মাধবীবৃক্ষ অদ্যাপি আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ষোড়শবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে যে শ্রীজীবগোস্বামির শিষ্য ফরিদপুর জেলার খান্‌খানাপুর গ্রামের নিকটস্থ ফুলতলা-গ্রামবাসী বংশীবদন ঘোষই শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সহিত কুমারপাড়ায় আসিয়াছিলেন। ১১১৩ হিজরীর মহম্মদ শাহর মোহরযুক্ত বাদশাহী ফারমান শ্রীমাধবের সেবক-গণের নিকট আছে, তাহাতে শাহাবাদপরগণার সুজা শিকাব ও সফ্‌দরপুর এই দুই মৌজা সামান্য পণে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ স্থানের স্নানযাত্রার মেলা প্রসিদ্ধ।

কুমারহট্ট—২৪ পরগণা জেলায়। শ্রীঈশ্বর পুরীর, শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ও শ্রীখঞ্জ ভগবান্ আচার্যের শ্রীপাট। ('হালিসহর' দ্রষ্টব্য) শ্রীগৌর-

পদাঙ্কপূত [চৈ° চ° মধ্য ১৬।২০৫]

কুমুদবন—মথুরা-মণ্ডলে, দ্বাদশ বনের অন্যতম। ইহা তালবনের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। কুমুদকুণ্ড ও কপিলদেব দর্শনীয়।

কুম্ভকোণম্—— (কুম্ভকর্ণ-কপাল) তাঞ্জোর জিলায়। কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে সরোবর হয়। তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে। এখানে বারটি শিবমন্দির, চারিটি বিষ্ণুমন্দির ও একটি ব্রহ্ম-মন্দির আছে। (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৮)। এস্থানে 'মহামোক্ষম্'-নামে সরোবর আছে।

কুম্ভস্থান—প্রয়াগে, হরিদ্বারে, উজ্জয়িনীতে ও গোদাবরীর তটে প্রতি তিন বৎসর পর পর ক্রমশঃ কুম্ভযোগ বা পুষ্করযোগ হয়। 'মোক্ষপ্রদ সপ্ততীর্থ' দ্রষ্টব্য।

কুরুক্ষেত্র [অক্ষাংশ ২৯।৫৮, দ্রাঘিমাংশ ৭৬।৫১] থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীনতম তীর্থ। পুরাকালে কুরু-নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম (মহা° শল্য ৫৩।২)। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩০), শুক্ল-যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৫।১।১৪). কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (২৪।৬।৪), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ (১৫।১৬।১২), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৫।১) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের নাম আছে। অপর নাম—'সমন্তপঞ্চক'। দৃশদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতী নদীর দক্ষিণে এই ক্ষেত্র বিদ্যমান। ইহার পরিমাণ ৪৮ ক্রোশ। এই স্থানে ৩৬৫টি তীর্থ আছে। শ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১১৯] ভক্তমাল-মতে শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত। দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মসর, (সমন্তপঞ্চকতীর্থ), সন্নিহিত, থানেশ্বর, বাণগঙ্গা, প্রাচীসরস্বতী, সোমতীর্থ, দ্বৈপায়নহ্রদ, বিষ্ণুপদতীর্থ প্রভৃতি। কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণে বিশাল মেলা বসে। সোমবতী অমাবস্যায়ও যাত্রী-সমাগম হয়।

কুরুয়া—শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত, শ্রীনারায়ণদাস বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র মনোহর রায়ের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবা। শ্রীনারায়ণ দাস ৬৪ মোহান্তের অন্যতম। (চৈ° চ° আদি ১২।৬১) ইনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা-সন্তান।

কুলনগর—(যশোহর) ইহা শ্রীপ্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বা পুরুষোত্তম মিশ্রের শ্রীপাট। ইনি কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের পয়ারে অনুবাদ করেন।

কুলাই (বা কুলুই গ্রাম)—বর্দ্ধমান জেলা। কাটোয়া হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়-তীরে। কুলাই যাইবার পথে কাটোয়া হইতে ২½ ক্রোশ দূরে শ্রীবিশ্বেশ্বর শিব আছেন। তন্ত্রচূড়ামণিমতে ইনি অট্টহাসের শ্রীফুল্লরাদেবীর ভৈরব।

এই কুলাই গ্রাম শ্রীগোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষের জন্মভূমি। অজয়-তীরে মহাপ্রভুর বিশ্রামের স্থান। ইহার এক পোয়া উত্তরে বাসু ঘোষের ভজনস্থান। বাসু, গোবিন্দ ও মাধবের বাস-চিহ্ন আছে।

বাসুদেব ঘোষের পিতৃদেব গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণার রসোড়া গ্রাম হইতে উঠিয়া কুলাই গ্রামে বাস করেন। শ্রীযুক্ত গোপাল ঘোষের তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নীর গর্ভে বাসু, গোবিন্দ ও মাধব। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দনুজারি, কংসারি, মীনকেতন ও মুকুন্দ। তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে—জগন্নাথ ও দামোদর। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত।

কুলিয়া পাট—নদীয়া জেলা। ই, আর কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে ১½ ক্রোশ পূর্বে। পৌষী কৃষ্ণা একাদশীতে বিরাট মেলা হয়।

শ্রীল দেবানন্দের শ্রীপাট। ইহা প্রাচীন কুলিয়া নহে। ৮০।৯০ বৎসর পূর্বে জনৈক উদাসীন ভক্ত এই স্থানে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে খড়দহের জনৈক গোস্বামী ঐ সেবা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ স্থানের জমিদার মাধবচাঁদ বাবু খড়দহের গোস্বামী প্রভুকে সেবাচ্যুত করিয়া বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোস্বামীকে সেবা প্রদান করেন। ইহার পরে কলিকাতা মলঙ্গা লেন-নিবাসী কিষণদয়াল ধর মহাশয় মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দেন। শ্রীনিতাইগৌরের শ্রীমূর্তি অতীব রমণীয়।

কুলিয়া বা সাতকুলিয়া—('কুলিয়া পাহাড়পুর') এখানে মাধব দাসের বাস ছিল। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু অবস্থান করিয়াছিলেন। (কেহ কেহ বলেন—এই মাধব দাস কুলীন গ্রামের শ্রীল গুণরাজ খান-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়

গ্রন্থকে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নাম দিয়া স্বীয় নামে প্রচার করিয়াছিলেন)। ইহা কবিদত্ত ও সারঙ্গ ঠাকুরের শ্রীপাট। বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পূর্বপুরুষগণের এই স্থানে বাস ছিল, তাঁহাদের সেবা—শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ। বংশীবদন ঠাকুর এখানে প্রাণবল্লভ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ও উত্তরকালে বিল্বগ্রামে বাস করেন। পরে নবদ্বীপ ধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার অনুমতি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে দেবীর পিতৃবংশীয় যাদব মিশ্রের বংশধরগণই উক্ত বিগ্রহের সেবায়েত। ঐ বিগ্রহই নবদ্বীপে 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভু'-নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শ্রীকেশব-ভারতী (প্রেম ২৩) এবং প্রেমদাস বা পুরুষোত্তম দাসের শ্রীপাট ছিল। সন্ন্যাসের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলিয়ায় আগমন করত শ্রীশচীদেবী প্রভৃতির সহিত মিলন করেন [চৈ° ম° শেষ ৩।২৩—৫০] এবং পরে নবদ্বীপের বারকোণাঘাটে নিজ বাড়ীর সমীপে গিয়া শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন [ঐ শেষ ৩।৫১—৫২]।

কুলীন গ্রাম—বর্দ্ধমান জেলা। ইষ্টার্ণ রেলপথে নিউ কর্ড জৌগ্রাম ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পূর্বে।

(১) শ্রীবসু রামানন্দের ভিটা—কুলীনগ্রামের চৈতন্য-পুর পটি বা পাড়াতে। বর্তমানে পরলোকগত ভোলানাথ বসুর বাড়ীর দক্ষিণে ও চৈতন্যপুরের ভিতর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উত্তরে ছিল। এখনও ইষ্টক-স্তূপ আছে। ঐ বাসভবনের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের কতকাংশ গড়খাত ছিল। অদ্যাপি সামান্য সামান্য চিহ্ন আছে। শ্রীরামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামানুসারে স্বীয় বাসভবনের নাম-করণ করিয়াছিলেন—চৈতন্যপুর।

(২) শিবানী মাতা——এই মূর্ত্তিটি বহুপ্রাচীন। পাল-বংশীয় তান্ত্রিক রাজগণের সময়েও ইনি বর্তমান ছিলেন। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইবার পর বর্তমানে মৃত্তিকা-মন্দিরে ইনি সেবিত হইতেছেন। প্রাচীন মন্দিরের দ্বার দেশের উপরিভাগে একটি ইষ্টক-লিপি আছে, উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় পাঠোদ্ধার করা যায় না। উহার মধ্যে 'শুভমস্তু শকে' এই তিন শব্দ বুঝা যায়। শিবা দীঘি-নামে দেবীর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, উহা শ্রীমদনমোহনের মূল মন্দিরের দক্ষিণে।

(৩) শ্রীজগন্নাথ-মন্দির——শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা, বলদেব এবং ধাতুময় শ্রীরাধাগোবিন্দ ও একটি শালগ্রাম আছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা হয়।

(৪) শ্রীরঘুনাথ-মন্দির——মন্দিরের অভ্যন্তর ভগ্ন হওয়ায় বাহিরে জগমোহন-মধ্যে শ্রীরামসীতা ও শ্রীহনুমানজীর দারুময় বিগ্রহ আছেন। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির ভগ্ন হওয়ায় তিনিও ঐ স্থানে সেবিত হইতেছেন।

(৫) শ্রীমদনগোপাল-মন্দির—ইহাই এ স্থানের প্রধান মন্দির। বৃহৎ মন্দির, জগমোহন ও নাটমন্দির। সম্মুখে পূর্বদিকে গোপাল দীঘি-নামে বৃহৎ পুষ্করিণী। সিংহাসনে শ্রীমদন-গোপাল, বামে শ্রীমতী রাধিকা, দক্ষিণে শ্রীমতী ললিতা দেবী। পূর্বে প্রভু একক ছিলেন, বহু পরে শ্রীমতী দ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন নাড়ুগোপাল, চণ্ডীদেবী, জগদ্ধাত্রী ও ৮টি শালগ্রাম আছেন। ইহাদের মধ্যে একটি শ্রীধর, ইনি সত্যরাজ খানের পূর্ববর্তী এবং আরও একটি শিলা মহাপ্রভুর সময়ে ঐ স্থানের কৃষ্ণদেব আচার্য-নামক বর্তমানের সেবায়েতগণের পূর্বপুরুষ-গণের সেবিত। ঐ স্থানে পৌষ পূর্ণিমা হইতে মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত উৎসব হয়। বসু রামানন্দের বিস্তৃত বংশ বাংলায় ও কটকে বর্তমান আছেন।

কুলীনগ্রামে—(১) শ্রীহরিদাস ঠাকুর, (২) শ্রীসত্যরাজ বসু, (৩) শ্রীরামানন্দ বসু, (৪) শঙ্কর, (৫) বিদ্যানন্দ ও (৬) বাণীনাথ বসু প্রভৃতির শ্রীপাট।

(৬) শ্রীগোপেশ্বর শিব-মন্দির——শ্রীসত্যরাজখাঁনের সেবিত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি শিবলিঙ্গ আছেন, উহার নাম—গোপেশ্বর শিব। মন্দিরে একটি বৃষ আছে, উহার গলদেশে লিখিত আছে—'শাকে বিশতি বেদে খে মনৌ হি শিবসন্নিধৌ। খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোঽয়ং ময়া বৃষঃ॥'

(৭) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান—শ্রীমদনগোপাল মন্দির হইতে এক পোয়া পথেরও কম

দক্ষিণ দিকে। এই স্থানকে 'গঙ্গা-রামপটি' বলে। এই স্থানটি বৃহৎ বৃহৎ বকুল বৃক্ষে আচ্ছাদিত।

শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের ভজনাশ্রমের পার্শ্বে প্রাচীন বৃহৎ বটবৃক্ষ। ঐ বৃক্ষতলে যে স্থানে শ্রীহরিদাস প্রভু জপ করিতেন, তথায় একটি বেদী ছিল। ১৭৩৩ শকে বৈদ্যপুরবাসী দীননাথ নন্দী মহোদয় উহার উপরে একটি ছোট মন্দির করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের দরজার উপর ইষ্টক-লিপি আছে।

এই স্থানে নিত্য লক্ষনাম-জপ-কারী শ্রীজগদানন্দ পাঠকের বাড়ী ছিল। উহার গৃহে ঠাকুর হরিদাস ভজন করিতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিগ্রহ সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু প্রতিষ্ঠা করেন—দারুময় বিগ্রহ, মুসলমান ফকিরের বেশ; ঐ স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ আছেন। কুলীনগ্রামে মাকরী সপ্তমীতে ও ভীমাষ্টমীতে উৎসব হয়। মাঘী শুক্লা প্রতিপদ হইতে উৎসব আরম্ভ।

কুলীনপাড়া—(খড়দহ, ২৪ পরগণা) প্রসিদ্ধ কামদেব পণ্ডিত এই স্থানে বাস করিতেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। ইনি স্বীয় পিতা কমলাকর পিপলাইকে বলিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে খড়দেহে বাস করান।

কামদেবের প্রপৌত্র চাঁদ শর্মা। ইনি প্রতাপাদিত্যের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। তিনি খড়দহে কুলীন পাড়ায় শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কুলীনপাড়ায় শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেবিত। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে ঐ বিগ্রহ চাঁদ শর্মা স্বগৃহে লইয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ঐ স্থানে কামদেব বংশীয়গণদ্বারা ঐ সেবা চলিয়া আসিতেছে।

কুবেরতীর্থ—ব্রজে, গোবর্দ্ধন-নিকট-বর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

কুব্জাকূপ—ব্রজে মথুরায় কংসখালির নিকটবর্ত্তী।

কুশভদ্রা—উড়িষ্যায় প্রবাহিতা বৈতরণীর করদ নদী, স্থানীয় নাম 'কুশী'। ইহার তীরে কুশলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে।

কুশরন্দা (রসিক° উত্তর ৫।৪৯) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত গ্রাম।

কুশাবর্ত্ত—পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূল ধারাসমূহ উদ্ভূত হয়। উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী, কাহারও মতে বিন্ধ্যের পাদমূলে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৭)।

কুশী বা কুশস্থলী—ব্রজে ধনশিঙ্গার চারি মাইল উত্তরে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দরাজকে দ্বারকাধাম দর্শন করান। এই গ্রামের পশ্চিমে গোমতী নদী। ২ দ্বারকার প্রাচীন নাম—কুশস্থলী (রস ৫৬)।

কুসুম-সরোবর—মথুরায়, গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডের মধ্যস্থানে অবস্থিত প্রকাণ্ড কুণ্ড। শ্রীরাধারাণীর পুষ্প-চয়ন-স্থান। পশ্চিমতীরে শ্রীবল-দেবের দুইটি মন্দির।

কূর্ম্মবেড় —— শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বহিঃপ্রাকারের পরে দ্বিতীয় প্রাকার।

কূর্ম্মস্থান—গঞ্জাম জিলা। S. Ry. চিকাকোল ষ্টেশন হইতে আট মাইল পূর্ব্বে। তেলেগুভাষিগণের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ১।১০২ ; চৈ° ভা°আদি ১।১৯৭ ; চৈ° ম° শেষ ১।৪)। মন্দিরে শ্রীকূর্মদেব বা শ্রীকূর্মমূর্ত্তি আছেন। দুই পার্শ্বে শ্রী ও ভূদেবী বিরাজমানা।

এই মন্দির মাধ্বমঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগরের রাজার অধীনে ছিল।

নবশ্লোকী প্রস্তর-ফলকের নবম শ্লোকে লিখিত আছে—'শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখী শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে বুধবারে কামতদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্মাণপূর্ব্বক অশেষ কল্যাণদাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে সানন্দে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি' (কীলহর্ণ সাহেব ১২৮১ খৃঃ ২৯ মার্চ শনিবার)।

শ্রীরামানুজ যে কালে একাদশ শতাব্দীতে কূর্মাচলে শ্রীজগন্নাথ-দেব-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম-মূর্ত্তিকে শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া একদিন উপবাস করেন, পরে উহা বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন (প্রপন্নামৃত ৩৬তম অধ্যায়)।

কৃতমালা—(দাক্ষিণাত্যস্থিতা নদী)। বৈগাই বা ভাগাই নদীর একটি ধারা। 'সুরুলী', 'বরাহনদী' ও 'বটিল্লগুণ্ডু নদী'—এই ধারাত্রয় বৈগাই বা ভাগাই নদীতে পড়িয়াছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ°

চৈ° মধ্য ৯।১৮১, চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)।

কৃষ্ণকুণ্ড—ব্রজে আরিট গ্রামে শ্যাম-কুণ্ড, কাম্যবনে (ভক্তি ৫।৮৬৬), নন্দীশ্বরের নিকট (ঐ ৫।৯২৭), যাবটে (ঐ ৫।১০৮৪) বৈঠানে (ঐ ৫। ১৩৮৯) এবং বিল্ববনে (ঐ ৫।১৬৯২) অবস্থিত।

কৃষ্ণগঙ্গা—মথুরার নিকটবর্ত্তী যমুনার শাখা-বিশেষ। ইহাতে স্নান করিয়া তত্রত্য মহাদেবের দর্শন বিধেয়। জ্যৈষ্ঠী শুক্লা দ্বাদশীতে স্নান বিশেষ ফলপ্রদ।

কৃষ্ণনগর—(খানাকুল কৃষ্ণনগর) হুগলী; দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে। হাওড়া আমতা রেলের চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া দ্বারকেশ্বর নদী পার হইয়া ৯ মাইল পথ নদীর বাঁকেবাঁকে যাইতে হয়।

শ্রীল অভিরাম গোপালের শ্রীপাট। তিনি দ্বাদশ গোপালের একতম। চৈত্রী কৃষ্ণা অষ্টমীতে উৎসব। শ্রীল অভিরাম-স্থাপিত শ্রীশ্রী-গোপীনাথজীউ বিগ্রহ অতীব মনোহর। অভিরাম কুণ্ড, প্রাচীন বকুল বৃক্ষ (প্রায় ৪।৫ শত বৎসরের) তদ্‌ভিন্ন রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ প্রভৃতি বহু দর্শনীয় স্থান আছে। দোল, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও রাসে এবং গোপীনাথের সেবা-প্রাকট্য-তিথি চৈত্রী কৃষ্ণা সপ্তমীতে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। নাটমন্দির ১২৬৩ সালে মেদিনীপুর জেলার ধীবরগণ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে উহা ভগ্ন হইলে ঐ সকল ধীবরের বংশধরগণ ১৩২০ সালে পুনরায় সংস্কার করিয়া দেন। নাট্যমন্দিরের প্রস্তরফলকে ভক্ত ধীবরগণের নাম আছে।

বর্ত্তমান মন্দিরের দক্ষিণে প্রাচীন নবরত্ন মন্দির আছে। উহা ১১৮১ সালে নসীরামসিংহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের বাহিরে বা প্রবেশ-পথের বামদিকে একটি বহু প্রাচীন সিদ্ধ বকুল বৃক্ষ উচ্চ বেদীর উপর আছে। ঐ স্থানে শ্রীঅভিরাম উপবেশন করিতেন। শ্রীরাধাবল্লভজির মন্দিরও অত্রত্য দ্রষ্টব্য।

শুনা যায়—শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গল চাবুক শ্রীপাটে রক্ষিত আছে। শ্রীপাটে ৩৬ ঘর অভিরাম-বংশীয় গোস্বামিগণের বাস। স্থানের পূর্ণ বিবরণ শ্রীল অমূল্যধন রায়ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশগোপাল' গ্রন্থে আছে।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের দেবমন্দির হইতে একক্রোশ দক্ষিণে শ্রীঅভিরাম-শিষ্য কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট ছিল। এক্ষণে লুপ্ত। এই গ্রামের সর্বাধিকারী-বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণপুর[১]—হুগলী। সপ্তগ্রাম পাটবাড়ী হইতে এক পোয়া দক্ষিণ দিকে। প্রাচীন সরস্বতী নদীর পূর্বতীরেই শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান। এইখানেই রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্দ্ধন দাস মজুমদারের প্রাসাদ ছিল।

E. R. আদিসপ্তগ্রাম ষ্টেশনে নামিয়া ১½ মাইল মধ্যে পাটবাড়ী। দেবমন্দিরে এক জোড়া কাষ্ঠপাদুকা এবং একখানি পুরাকালের পাথর আছে; শুনা যায়—উহার উপর শ্রীরঘুনাথ প্রভু উপবেশন করিতেন।

কৃষ্ণপুর[২]—(গোপালপুর) ব্রজে, দীর্ঘ বিরহের পর যে স্থানে ব্রজবাসি-গণ শ্রীকৃষ্ণবলরামকে পাইয়া আনন্দোৎসবে ব্রজকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণবেণ্বা নদী—কৃষ্ণবীণা, বেণী, সিনা ও ভীমা। সহ্যাদ্রিস্থ মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা নদীর ধারাদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া মছলিপটমের কিঞ্চিদ্‌দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাড়ী ছিল। এস্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্ত হন। [চৈ° চ° মধ্য ৯।৩০৩—৪]।

কৃষ্ণবেদী—(ভক্তি ৫।৬৬৭) গোবর্দ্ধন-পার্শ্বস্থ দানঘাটী।

কেঙনাই——(ভক্তি ৫।৭৮৯) 'কোনাই' দেখুন।

কেতুগ্রাম——বর্দ্ধমান জেলায়। দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীল পরমেশ্বর দাসের জন্মস্থান বলিয়া কেহ কেহ বলেন। মতান্তরে হুগলি জেলার গরলগাছায়।

কেদার-গৌরী—— ভুবনেশ্বর-মন্দির হইতে প্রায় ½ মাইল দূরে পূর্বোত্তর কোণে গৌরীকুণ্ড (৭০´×২৮´); গৌরীকুণ্ডের জল অতিনির্মল, সুশীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। শিবপুরাণ-মতে ইহা গৌরীদেবীর স্বহস্ত-খনিত। কেদারেশ্বরের মন্দিরটি অতিপ্রাচীন। শীতলা ষষ্ঠীর দিন শ্রীভুবনেশ্বরের বিজয়মূর্ত্তি শ্রীগৌরী-দেবীকে বিবাহ করিতে এস্থানে আসেন।

কেদারনাথ[১]—ব্রজে, পশপোগ্রাম হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে উচ্চ-

পর্বতোপরি শ্রীকেদারনাথ মহাদেব বিরাজমান। দুর্গম পথ, স্থানের দৃশ্য মনোরম।

কেদারনাথ²—রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ৪৮ মাইল। শ্রীকেদারনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একতম। সত্যযুগে উপমন্যু এস্থানে শঙ্করের আরাধনা করেন। দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব এখানে তপস্যা করেন। এই কেদারক্ষেত্র অনাদি বলিয়া খ্যাত। এস্থানে শঙ্করের নিত্যসান্নিধ্য আছে। কেদারনাথের কোনও বিগ্রহ নাই; তবে বিশাল ত্রিকোণ পর্বতখণ্ডবৎ দেখায়। যাত্রী স্বয়ং পূজা করে। মন্দিরটি প্রাচীন ও সাধারণ। দ্রষ্টব্য স্থান—ভৃগুপন্থ (মধ্ গঙ্গা), ক্ষীর গঙ্গা, বাসুকিতাল, গুপ্তকুণ্ড ও ভৈরবশিলা। এস্থানে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। অতিশীতের জন্য যাত্রীগণ রাত্রিকালে এখানে থাকে না। মন্দিরে উষা, অনিরুদ্ধ, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও শিবপার্বতীর মূর্ত্তি আছে। বাহিরে অমৃতকুণ্ড, ঈশানকুণ্ড, হংসকুণ্ড ও রেতসকুণ্ড।

কেন্দুঝুরি—মেদিনীপুরে, বর্ত্তমান কেন্দ্ঝোর রাজ্য। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীগোকুলদাসের নিবাস (র° ম° পশ্চিম ১৪।৯০)।

কেন্দুবিল্ব—বীরভূম জেলায়। সিউড়ী হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে, অজয় নদীর তীরে। ইষ্টার্ণ রেলপথে দুর্গাপুর ষ্টেশন হইতে মোটরবাসে শিবপুর, শিবপুর হইতে পদব্রজে দুই মাইল অজয় নদী। পরপারেই কেন্দুলি বাজার। কেন্দুবিল্বের পশ্চিমে অনতিদূরে বিল্বমঙ্গলের নিবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ। পূর্বে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'লাউসেনতলা' ও দক্ষিণে অজয়ের অপর তটে 'ঘোষের দেউল।'

কেন্দুবিল্ব—শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট। ইনি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় যাতায়াত করিতেন। পিতার নাম—ভোজদেব ও মাতার নাম—বামাদেবী।

'শ্যামারূপার গড়' বা 'সেন পাহাড়ী'—লক্ষ্মণ সেন এই স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি জয়দেব-সহ পরিচিত হন।

জয়দেব অজয় নদ হইতে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। পরে পত্নীসহ ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে উভয়েই বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেন।

কেন্দুবিল্বের শ্রীবিগ্রহ—বর্দ্ধমানের রাণীমাতা সেন-পাহাড়ী হইতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন। লক্ষ্মণ সেনের পরে রাজা বিনোদ রায় স্বীয় নামে ঐ বিগ্রহ এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। মন্দিরের শিলালিপিতে ১৬১৪ শক লিখিত ছিল। মন্দিরের নিকটে অজয়তীরে কুশেশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে জয়দেব বিশ্রাম করিতেন। শিব-সমীপবর্ত্তী একখণ্ড প্রস্তরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত আছে। এটিকে 'ভুবনেশ্বরী যন্ত্র' বলে। ঐ যন্ত্রে জয়দেব সাধনা করিতেন।

কুশেশ্বর শিবের মস্তক হইতে ১৪ই আশ্বিন (১৩১৬) হইতে তিন ধারায় অবিরত সলিল-উৎস উঠিয়াছিল। ১৩২০ সালেও ঐরূপ জলধারা দেখা গিয়াছিল।

সেনপাহাড়ী বা শ্যামারূপার গড়ে যাঁহারা বিগ্রহের সেবায়েত ছিলেন, কেন্দুবিল্বে উক্ত বিগ্রহ আগমন করাতে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কেন্দুবিল্ববাসী অধিকারী-বংশীয় ব্রাহ্মণগণকে বিগ্রহের সেবক নিযুক্ত করা হয়।

মূল মন্দিরের নিকটে অন্য একটি দেবালয় আছে; বহুপূর্বে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত রাধারমণ গোস্বামী শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও রাজরাজেশ্বর শিলা ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবালয়ের মধ্যে গোস্বামিজীর সমাধি আছে। উঁহার শিষ্যধারা এইরূপ :—শ্রীরাধারমণ, ভরত দাস, প্যারীলাল, হীরালাল, ফুলচাঁদ, রামগোপাল, সর্বেশ্বর, মহান্ত দামোদর, রাসবিহারী ব্রজবাসী। সন্ন্যাসী রাধারমণ গোস্বামী এই স্থানে পরে জমিদার হয়েন। এই দেবালয় দেখিতে রাজপ্রাসাদের ন্যায়। ফুলচাঁদ গোস্বামী শ্রীবিগ্রহের রথ নির্মাণ করেন। পৌষ সংক্রান্তিতে এবং রথের সময়ে মেলা হয়।

'জয়দেব-চরিত্র' তিনশত বৎসর পূর্বে বনমালী দাস ভাষা পয়ারে রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীজয়দেবকৃত শ্রীগীতগোবিন্দের পূজারী গোস্বামি-কৃত বালবোধিনী টীকা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত গীতগোবিন্দ-ব্যাখ্যান, শ্রীশঙ্কর-মিশ্র-কৃত রস-মঞ্জরী, রাণাকুম্ভ-কৃত-রসিকপ্রিয়া প্রভৃতি বহু টীকা আছে।

জয়দেবের দুই মাইল দক্ষিণে

বিল্বমঙ্গল গ্রাম। উহার দক্ষিণে অজয়পারে জামদহ চিন্তামণি ভিটা। প্রবাদ—বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির বাড়ী এই খানে ছিল। এখন একটি আখড়া আছে।

শ্যামারূপার গড়—(ইছাই ঘোষের দেউল) শ্রীশ্যামারূপার গড়ের অধীশ্বর ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া গৌড়েশ্বরের সেনাপতি লাউসেন শিবির করেন। ঐ শিবিরের স্থানকে 'লাউসেন, তলা' বলে।

সেনপাহাড়ী বা সেনাচল, ত্রিষষ্ঠিগড় বা ঢেকুর ৮।১০ মাইল ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান আছে। ঐ পাহাড়ের পূর্বে অনতিদূরে ইছাই ঘোষের দেউল। একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ। সেনরাজাদের প্রতিষ্ঠিত গড় বলিয়া উহার নাম 'সেন-পাহাড়ী'হইয়াছে এবং ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্যামারূপাদেবীর জন্য 'শ্যামারূপার গড়' নাম হইয়াছে। গড়ের উপরে উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রাচীর ও পরিখার বহির্দেশে শ্রীশ্রীশ্যামারূপা মাতার মন্দির। মন্দিরে দেবী এখন নাই। সুন্দারূপার অপভ্রংশ শ্যামারূপা।

ঐ গড়ের অদুরে ইসলামপুরের বাজারের নিকটবর্তী দেবীপুরের পার্শ্বে সুন্দেশ্বরী দেবী আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন। দ্বিভুজা বৌদ্ধ তারামূর্তি——ক্ষুদ্র মন্দিরে আছেন। মুখ হইতে উদর পর্যন্ত ভগ্ন। দেবীর পাদপীঠে আছে—'যে ধর্মা হেতু-প্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতাহ্যবদৎ। তেষাঞ্চ যো নিরোধঃ এবং বাদি মহাশ্রমণঃ'॥

ই, আর সীতারামপুরের ষ্টেশন সালানপুর, তথা হইতে এক মাইল দূরে ভাঁড়ার পাহাড়ের সান্নিধ্যে সেনপাহাড়ী গড়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্যামারূপা দেবী এখন 'কল্যাণেশ্বরী দেবী' নামে অভিহিত। প্রবাদ—শেখর ভূমের রাজা কল্যাণেশ্বর বল্লাল সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক-স্বরূপে উক্ত দেবীকে লইয়া নিজনামে দেবীর নামকরণ করেন।

কেরল দেশ——কন্যাকুমারী হইতে গোনর্দ (গোয়া) পর্যন্ত ভূখণ্ড। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৯]

কেশবপুর—বর্দ্ধমান জেলায়, কুলীন-গ্রামের নিকট। শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্যের বাসস্থান। এই বিষ্ণুদাস সীতাগুণকদম্বের রচয়িতা বলিয়া ডাঃ হৃষীকেশ শাস্ত্রীর অভিমত। ইনি নাকি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদের পূর্বাশ্রমের পুত্র এবং জয়কৃষ্ণদাস বিষ্ণুদাসের পুত্র। [পরে 'মাণিক্য-ডিহি' দ্রষ্টব্য]।

কেশিতীর্থ——যমুনার ঘাট, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কেশী দৈত্যের বধ হয়।

কেশীয়াড়ী—মেদিনীপুর জেলায়। খড়্গপুর ষ্টেশন হইতে মোটরে যাওয়া যায়। S. E. Ry কণ্টাইরোড ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে।

এই স্থানে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চারি শিষ্য—কিশোর, উদ্ধব, পুরুষোত্তম ও দামোদর—ছিলেন।

কেশীয়াড়ীর নিকটে তলকেশরী পল্লীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুরাতন মন্দির আছে। উহার অর্দ্ধক্রোশ দূরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা বাড়ী। রথের সময় মেলা হয়। এতদ্‌ব্যতীত এস্থানে সর্বমঙ্গলা (বিজয়মঙ্গলা), কালভৈরব প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। এই স্থানে শ্রীশ্যামা-নন্দ প্রভু অন্নকূট উৎসব করেন। [কাশীয়াড়ী দ্রষ্টব্য]

কৈয়ড়—(বর্দ্ধমান জেলায়) শ্রীল বেদগর্ভ প্রভুর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীমদন-গোপাল এবং শ্রীবিজয়গোপাল, শ্রীমতী নাই। শ্রীবেদগর্ভ প্রভুর পূর্ব পুরুষের সেবিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলা আছেন।

শ্রীবেদগর্ভপ্রভুর অধস্তন বংশে শ্রীল আউলিয়া গোস্বামি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। উঁহার এবং তদীয় সহধর্ম্মিণীর সমাধি হুগলী জেলার (সোণালুক) বনের মধ্যে আছে; তাঁহার পাদুকা সোণালুকে শ্রীশ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে আছে। তারকেশ্বর হইতে সোণালুক তিন ক্রোশ পশ্চিমে।

কৈলাস—স্বনাম-প্রসিদ্ধ পর্বত, মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান [চৈ° ম° সূত্র ১৬১]। বৃহৎসংহিতামতে উত্তরদিকে ইহা নির্ণীত। মৎস্যপুরাণে —(২১৪ অধ্যায়ে) ইঁহার দক্ষিণে এলাশ্রম, উত্তরে সৌগন্ধিক পর্বত, দক্ষিণ-পূর্বে শিবগিরি, পশ্চিমোত্তরে ককুদ্মান্ এবং পশ্চিমে অরুণ পর্বত অবস্থিত। বর্তমান তিব্বতদেশে মানস-সরোবর হইতে ২০ মাইল দূরে কৈলাস। ইহা হইতে সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র বহির্গত হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম—গাঙ্গ্‌রি। বরাহ-

পুরাণাদিতে মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। কৈলাসনাথ—প্রাচীন মূর্ত্তি। হরিবংশ ২৬৪—২৮১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কোকিলা বন—ব্রজে,নন্দগ্রামের তিন মাইল উত্তরে (ভক্তি ৫।১১৫৭—১১৬৮)। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ধ্বনি করিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

কোগ্রাম বা **উজানী**—বৰ্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোটের নিকট। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচন-দাস ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহার হস্তাক্ষর ঐ স্থানের রাজেন্দ্রলাল মল্লিক মহাশয়ের গৃহে আছে। কেহ কেহ বলেন—ঐ গ্রন্থ গুস্করা ষ্টেশনের নিকট কাঁকড়া গ্রামের প্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তির গৃহে আছে। ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ফুলগাছতলায় যে প্রস্তরের উপর বসিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিতেন, এই প্রস্তরখানি এখনও আছে। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্বশুরালয়——আমেদপুর কাকুট গ্রামে ছিল। এই স্থানে বিক্রমকেশরী নামে রাজা থাকিতেন। উহা চণ্ডীকাব্যের ধনপতি, শ্রীমন্তদত্ত ও খুল্লনার ধাম ছিল।

চূড়ামণি-তন্ত্রমতে উজানী—পীঠস্থান। বর্তমান পীঠস্থান প্রাচীন নহে। উহা মঙ্গলকোটে দুর্গমধ্যে ছিল। এখানে দেবী—মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব—কপিলেশ্বর শিব।

ঐ মন্দির হইতে উত্তর-পূর্ব কোণে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীলোচনদাসের ইষ্টক-নির্মিত সমাধি আছে। উহার উত্তর দিকে শ্রী-নিতাইগৌরের মৃণ্ময় বিগ্রহ আছেন। মকরসংক্রান্তিতে শ্রীলোচন ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব হয়।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে নিকটেই অজয় নদ এবং অল্পদূরে অজয়-কুনুবের সঙ্গম। ঐ সঙ্গম-স্থানের পশ্চিমে মহাশ্মশান। শ্মশানের এক পার্শ্বে 'খড়্গমোক্ষণ'-নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

গঙ্গামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ কমলা-কান্তের এই গ্রামে বাস ছিল। মঙ্গলকোটে মুসলমানদের যে কীৰ্ত্তি ছিল, কালক্রমে সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বড়বাজারের মসজিদ বা হোসেন সার মসজিদ ধ্বংসোন্মুখ। এই মসজিদের মধ্যে প্রবেশ-দ্বারের বামদিকে স্তম্ভের পাদদেশে 'শ্রীচন্দ্র-সেন নৃপতি' এই নামটি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে। ঐরূপ লেখাযুক্ত আরও চার খানি প্রস্তর-ফলক মসজিদের ভিতরে আছে। মুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচারের ঐ সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আরও মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রমাদিত্যকে গজনবী মিঞা যুদ্ধে পরাস্ত করে ও সমুদয় অধিবাসীগণকে মুসলমান করিয়া দেয়। ঐ সময়ে মঙ্গল-কোটের দেবদেবী চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। কুনুব নদী হইতে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের দেবদেবী মূর্ত্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা)।

এই স্থানের শ্রীনারায়ণচন্দ্র মণ্ডলকে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা কৃপা করেন।

[বীরভূম জেলার নলহাটি আজিম-গঞ্জ রেলের তকিবপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরে এক কোগ্রাম আছে। উহা কিন্তু শ্রীলোচনদাসের শ্রীপাট নহে]।

কোটবন—ব্রজে, কুশীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থলী।

কোটরবন (বৃলী ২৫)—ব্রজে, বাসোলীর নিকটবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণের হোলী খেলার স্থান।

কোটরা—(হুগলী) খানাকুল থানার নিকট। শ্রীঅভিরাম-শিষ্য শ্রীঅচ্যুত-পণ্ডিতের শ্রীপাট।

কোটাসুর—সাঁইথিয়ার পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত, প্রবাদ এই যে এস্থানে পুরাকালে হিড়িম্ব ও বকরাক্ষসের বাসস্থান ছিল।

কোটিতীর্থ—মথুরায়, বিশ্রাম ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত যমুনার ঘাট।

কোণার্ক বা কোণারক—চন্দ্রভাগা নদীর নিকট। ইহা সূর্য-মন্দির, পুরী হইতে বিশ মাইল। কোণা-রকের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে চন্দ্রভাগা নদী সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে।

উড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় নরসিংহদেব (১২৭৮—১৩০৬ খৃঃ) তাঁহার এক তাম্রশাসনে স্বীয় পিতামহ প্রথম নরসিংহ দেবের (১২৩৮—১২৬৪ খৃঃ) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি প্রসিদ্ধ 'কোণাকোণে' সূর্যদেবের জন্য একটি কুটীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই কোণাকোণের অধিষ্ঠাতা অর্কদেবই কোণার্ক [Vide 'Copper-plate Inscription of Nrisinhadeva II of Orissa, dated 1217 Saka']। মতান্তরে

'চক্রক্ষেত্র' বা পুরীর ঈশান কোণে 'অর্কক্ষেত্র' বা পদ্মক্ষেত্রের অবস্থান-হেতু উহা কোণার্ক নামে অভিহিত (Orissa and Her Remains by M. M. Ganguly, p 439). বর্ত্তমানে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে লুপ্ত মন্দিরের জগমোহনের অংশমাত্র, কেননা মন্দিরের যে অংশে সূর্যমন্দির ছিল, তাহা বহুদিন পূর্বেই ভূপতিত হইয়াছে; সূর্য-মূর্ত্তিটি লুপ্ত, মাত্র বেদীটি যথাস্থানে বর্ত্তমান আছে। ঐ বেদী ১৭´×৯´। ইহার গাত্রে শাম্বের চিত্র, কথিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণনন্দন শাম্ব যে সূর্যারাধনায় রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, কোণার্কে সেই মূর্ত্তিই অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাম্ব পুরাণে ৪১১-তম অধ্যায়ে ও কপিল সংহিতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবিষয়ে বর্ণনা আছে। উক্ত জগমোহনটি উচ্চে প্রায় ১৪০´। বালিয়া পাথরে নির্মিত হইলেও কারুকার্য-সমন্বিত দরজার চৌকাঠ ও মন্দিরগাত্রস্থ চিত্রসমূহ কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত এবং দূর হইতে মন্দিরাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় বলিয়াই হয়ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উহাকে 'Black Pagoda' নাম দিয়াছেন। মন্দিরটি সূর্যরথের আকারে পরি-কল্পিত, উহার গাত্রে বিবিধ কারু-কার্য। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখা আছে যে তদানীন্তন উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব উক্তমন্দিরের নির্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে। 'Antiquities of Orissa' পুস্তকের ১৫৬ পৃষ্ঠায় মাদলা পাঞ্জী হইতে লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের একটি লিপি উদ্ধার করত বলা হইয়াছে যে এই সূর্যমন্দির ১২০০ শকাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। মনোমোহন গাঙ্গুলীর মতে ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে না হইলেও ১২৭৬ খৃঃ উহা নির্মিত হইয়াছিল এবং তখনকার ওড়িষ্যার আয় ছিল বার্ষিক তিন কোটি টাকা। ঐ মন্দিরের চূড়ায় একটি সুবৃহৎ চুম্বক পাথর ছিল, উহার আকর্ষণে বহু অর্ণবপোত ঠেকিয়া বিপর্যস্ত হইত। মুসলমানগণ উহা খুলিয়া নিয়াছে, মন্দিরটিও নষ্ট করিয়াছে। তৎপরে সূর্যমূর্ত্তিও পুরীতে স্থানান্তরিত হয়েন। মহারাষ্ট্রীয়গণ কোণার্কের মন্দিরের প্রাচীরাদি ভাঙ্গিয়া শ্রীক্ষেত্রের কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থানকালে যে একদা দিব্যোন্মাদ-বশতঃ যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়া তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে গিয়াছিলেন, তাহা (চৈচ অন্ত্য ১৮।৩১--১১৮) আস্বাদ্য। মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে ঐ স্থানে মেলা হয়।

কোতরং—(হুগলী, কোর্ট একতিয়ার-পুর—প্রাচীন নাম) গঙ্গাতীরে, কোন্নগর ষ্টেশন হইতে এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, বালি উত্তর পাড়ার উত্তরে। এই গ্রামে পূর্বে শ্রীল রামচন্দ্র খানের বাস ছিল। এই রামচন্দ্র খান মহোদয় মহাপ্রভুর পুরী-গমনের সময়ে ছত্রভোগ হইতে নৌকা করিয়া দিয়াছিলেন। ছত্রভোগে থাকিয়া দেখাশুনা করিতেন। শ্রীচরিতামৃতে ইহার বিবরণ আছে। বংশধরগণ বর্ত্তমানে লক্ষ্মণনাথ, দাঁতন, কাউপুর, ডাকপুর, দেউড়দা প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। সকলেই ধনী জমিদার ও গণ্য মান্য; ইঁহাদের খ্যাতি—'মহাশয়'।

কোনাই—(কেঙনাই) ব্রজে, রাধা-কুণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত গ্রাম। একদা শ্রীরাধা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণ দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'কেঁও না আই ?' এই জন্য এস্থানের নাম হয়—'কোনাই'।

কোন্দলিয়া—মথুরামণ্ডলস্থ কুমুদ বন। এস্থানে শ্রীদামসুবলাদি পরস্পর কোন্দল করিয়াছিলেন (চৈ° ম° শেষ ২।২২৫)।

কোলদ্বীপ--কুলিয়াপাহাড়পুর, নব-দ্বীপের অন্তর্গত—বর্ত্তমানে গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত 'সাতকুলিয়া' এবং পশ্চিমদিকস্থ কোলেরগঞ্জ প্রভৃতি। [ভক্তি ১২।৩৭২—৪০২]।

কোলাপুর—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাঁতারা, পূর্ব ও দক্ষিণে বেলগাম, পশ্চিমে রত্নগিরি, উর্ণানদী আছে, কোলাপুরে পূর্ব্বে ২৫০ টী মন্দির ছিল।

প্রধান মন্দির—(১) অম্বাবাঈ বা মহালক্ষ্মীর মন্দির, (২) বিঠোবার মন্দির; (৩) টেমব্লাইর মন্দির; (৪) মহাকালীর মন্দির; (৫) ফিরাঙ্গই বা প্রত্যঙ্গিরার মন্দির; (৬) য্যাল্লাম্মার মন্দির (বোম্বাই গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৮১)।

কোবারি বন—শ্রীবৃন্দাবনে, তথায় দাবানল কুণ্ড আছে। কালীয়দমনের দিন রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণবলরামকে

সঙ্গে লইয়া ব্রজবাসিগণ এ স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। হঠাৎ দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের ভয় ও আর্ত্তি দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগকে চক্ষু নিমীলন করিতে বলিয়া নিমিষে অগ্নি নির্বাপণ করিলেন। পুনরায় তাঁহারা চক্ষু উন্মীলন করত দাবাগ্নি দেখিতে না পাইয়া পরস্পর বিতর্ক করত বলিয়াছিলেন—'কো বারি' অর্থাৎ অগ্নি কে নিবাইয়াছে?—সেই সময় হইতে এই বনটি 'কোবারি বন' আখ্যা লাভ করে এবং অগ্নিনির্বাণের স্থানটিও 'দাবানল-কুণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ হয়। [চলতি কথায়—'কেবারিবন'।]

কোশল—নগ্নজিতের রাজধানী। কাশীর উত্তর সীমা হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অযোধ্যাপ্রদেশ।

কৌশিকী—মগধের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা ভাগীরথীর শাখা নদী। উত্তর ভাগলপুর ও পশ্চিম পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া দ্বারভাঙ্গার পূর্বে প্রবাহিতা কুশী নদী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৬)।

ক্রীড়াকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে চরণ-পাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী (ভক্তি ৫।৮৫৭)।

ক্ষীরগ্রাম—দাঁইহাট হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ১০ মাইল দূরে ক্ষীরগ্রাম। ঐখানে সতীর দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। প্রতি বর্ষে বৈশাখ সংক্রান্তিতে উৎসব হয়।

ক্ষীরসাগর, ক্ষীরোদধি—লবণ সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, সর্বাশ্রয় শ্রীবাসুদেব তত্ত্বের নিবাস। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই জগৎপালক।

ক্ষুন্নাহার সরোবর—ব্রজে নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকেলিকুণ্ড। এস্থানে শ্রীনন্দবাবার পিতা পর্জন্য গোপ তপস্যা করিয়াছেন।

শ্রীক্ষেত্র—পুরুষোত্তম, নীলাচল, শঙ্খক্ষেত্র ইত্যাদি নামে সুপরিচিত ধাম। নীলমাধবের প্রাকট্য-ইতিহাসের জিজ্ঞাসায় (এই অভিধান প্রথম খণ্ড ৩৯৩—৩৯৪ পৃষ্ঠা) রথ-যাত্রা-সম্বন্ধে (ঐ ৬৪০—৬৪২ পৃষ্ঠা) এবং নবকলেবর-সম্পর্কে (ঐ ৩৬৪—৩৬৫ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য। দ্রষ্টব্য স্থান—শ্রীজগন্নাথমন্দির, মহাসাগর, স্বর্গদ্বার, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ডেয় সরোবর, চন্দন-সরোবর, শ্বেতগঙ্গা, লোকনাথ, চক্রতীর্থ, গুণ্ডিচা, কপালমোচন শিব, গম্ভীরামঠ, সিদ্ধ বকুল, টোটা গোপীনাথ, শ্রীহরিদাস-সমাধি-মন্দির, সাতাসন প্রভৃতি। শ্রীজগন্নাথমন্দির মধ্যেও নৃসিংহদেব, ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, রোহিণীকুণ্ড, অক্ষয়বট, মুক্তিমণ্ডপ, বিমলা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নবগ্রহ, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণচিহ্ন, আনন্দবাজার প্রভৃতি অবশ্য দ্রষ্টব্য।

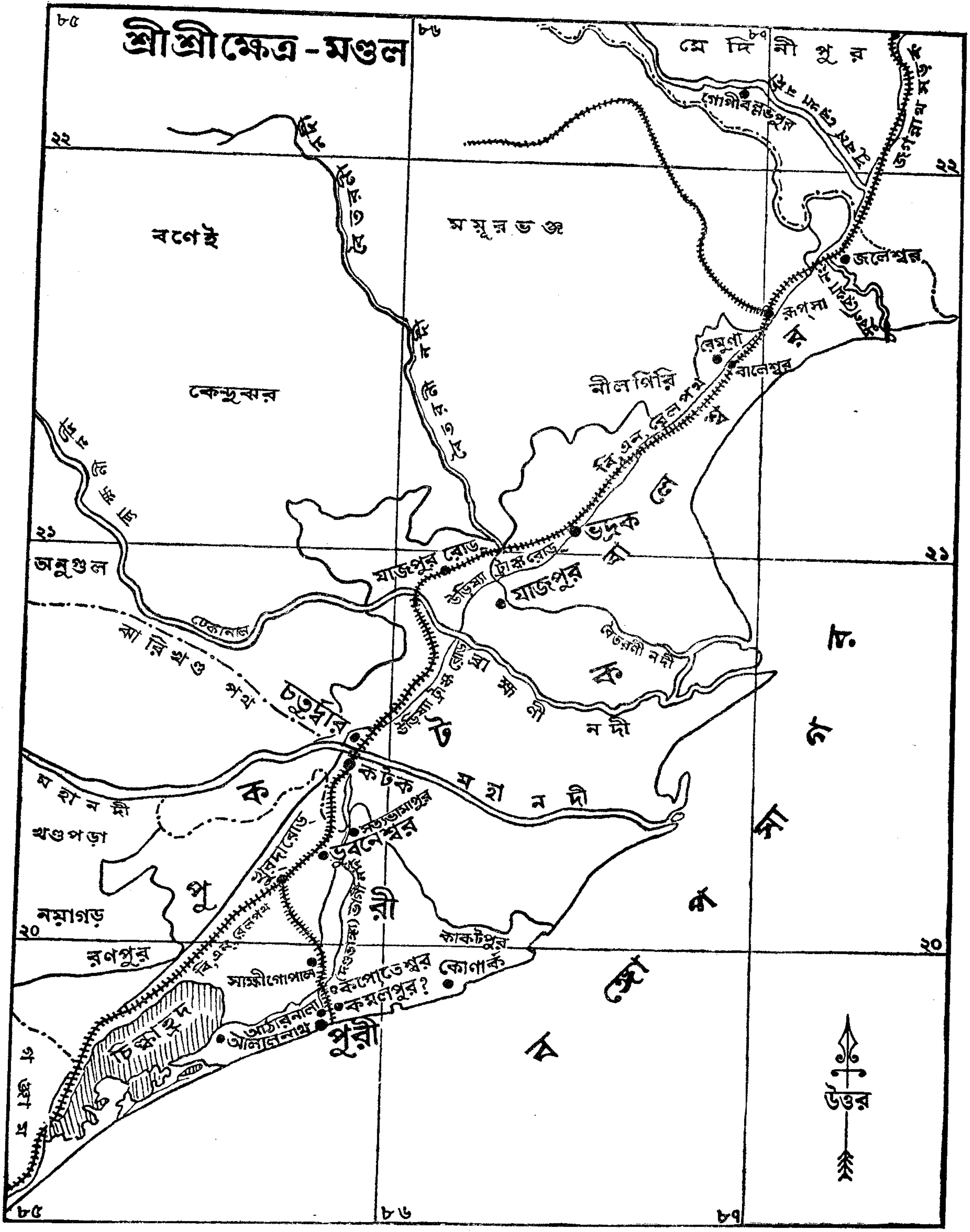
খ

খড়গ্রাম (?)—শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পরিবারভুক্ত শ্যামদাসের ভবন (কর্ণা ১)।

খড়দহ—২৪ পরগণা। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে খড়দহ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পশ্চিমে শ্রীমন্দির। গঙ্গার নিকটে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে একটি ভগ্ন ইষ্টক-লিপি আছে, উহার কিছু কিছু পাঠ করা যায়—শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ শুভমস্তু ১৬৭৩ শকাব্দ শিল্পিকার শ্রীরামভদ্র দাস। শ্রীমন্দির-মধ্যে মধ্যস্থলে সিংহাসনে—

১। শ্রীমতী ও শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভু; ২। শ্রীজগন্নাথ; ৩। বহু শালগ্রাম; শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বক্ষঃস্থিত ১৪টি চক্রবিশিষ্ট শ্রীঅনন্ত শিলা, ঝোলায় স্থাপিত মরকত-ময় নীলকণ্ঠ শিব, মস্তকে অবস্থিত শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র —(তাম্র ফলকের) আর হস্তের যষ্টিখণ্ড আছে। বহুকাল হইতে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি আছে। কেহ কেহ বলেন—উহা শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভুর লিখিত, কেহ বলেন উহা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লিখিত (?)। সিংহাসনের উত্তর ভাগে শ্রীশিবের ঘর। উহার মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং বহু শিবলিঙ্গ প্রভৃতি আছেন। পূর্বে এই মন্দিরের কুলুঙ্গীতে দারুময় শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ, অষ্টধাতুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও বিস্তর শালগ্রাম ছিলেন। বর্তমানে তাঁহারা লুপ্ত।

প্রাচীন মন্দির এখন আর নাই। যাহাকে প্রাচীন মন্দির বলে, ঐ স্থানে প্রভুর বাস-ভবন ছিল। বর্তমানে বহু পরিবর্তন হইয়া



[শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান—১৮৫২ পৃষ্ঠা]

গিয়াছে। ঐ স্থানেই শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভু ও শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা দেবীর সূতিকা গৃহ ছিল। বর্তমানে ঐ স্থানে একটি বড় বেদী হইয়াছে, উহার উপরে দুইটি তুলসী-মঞ্চ। উহাই সেই 'আঁতুড় ঘরের স্মৃতি'।

খড়দহে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীল নরোত্তম প্রভুর আগমন হইয়াছিল।

বর্তমান মন্দিরের উত্তর-পূর্বের পুষ্করিণীর নাম—'শ্বেতগঙ্গা' এবং ঐ শ্বেতগঙ্গার পূর্বদিকের পুষ্করিণীর নাম —'যমুনা'।

শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর আনীত প্রস্তরে শ্রীবিগ্রহ নির্মিত হয়। সে কাহিনী অনেক স্থানেই বিবৃত আছে। গঙ্গার যে ঘাটে প্রস্তর আসে, সেই ঘাটের নাম 'শ্যামসুন্দর ঘাট'। শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর আনীত প্রস্তরখণ্ডে তিন বিগ্রহ—শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীনন্দদুলালজীউ নির্মিত হইয়া যে অবশিষ্ট প্রস্তর থাকে, উহা ঐ স্থানের গঙ্গার ধারের দিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে অদ্যাপি আছে; উহার আকার একহাত দীর্ঘ ও ও একহাত প্রস্থ। উহাকে 'ডহর-কুমারী' বলে।

প্রাচীন রাসমন্দির—গঙ্গার ধারে লালু পালের বাঁধা ঘাটের উপরে রাস্তার পূর্বদিকে ছিল। ১২৮৪ সালে গোস্বামিপ্রভুদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ হওয়াতে ঐ স্থানে বিগ্রহের রাসযাত্রা বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে নূতন রাসমন্দির হয়—খড়দহ খেয়াঘাটের পূর্বদিকে।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। তন্মধ্যে ফুলদোল ও রাসযাত্রাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসবও হইয়া থাকে।

ভোগে ছোলা, গুড় ও কদলী দিবার বিশেষ প্রথা। উহা শ্রীবীরভদ্র প্রভু হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর সময় হইতে নিত্য ১৷৷০ মণ ধান্যের চাউল ও সেই উপযুক্ত উপকরণ নিরূপিত ছিল।

পূজারীরা পূর্বে বেতন পাইতেন না। দেবমন্দিরে সোনা-রূপা ছাড়া যাহা প্রণামী পড়িত, তাহাই তাঁহাদের প্রাপ্য ছিল। উহাতে তাঁহাদের বেতন অপেক্ষা প্রচুর পাওনা হয় দেখিয়া ১২৮৪ সাল হইতে বেতনের বন্দোবস্ত হয়। বহুপূর্বে প্রণামী কড়ি দিয়া সাধারণে দণ্ডবৎ করিতেন। প্রাচীন ফার্সি দলিলে জানা যায় যে শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দরের শ্রীমন্দিরে প্রণামী কড়ির ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া গোস্বামিদের মধ্যে বিবাদ হয় এবং তদানীন্তন মুসলমান বিচারকের নিকট মোকর্দমা হয়। ঐ মোকর্দমা রুজু করেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতে ৪।৫ পুরুষ অধস্তন বংশধর—শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী। সেই দলিল কলিকাতায় গোস্বামি-গৃহে আছে। উক্ত ফার্সি দলিলের ইংরাজী অনুবাদ বরাহনগরে গৌরাঙ্গগ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত আছে।

খড়দহের বিবরণ Hunter's Statistical Account of Bengal Vol I. P. 107—8এ আছে। পণ্ডিত শ্রীহরিমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—বর্তমান মন্দির করান—শ্রীবীরভদ্র-প্রভু হইতে ষষ্ঠ-সংখ্যক শ্রীহরিরাম গোস্বামির স্ত্রী শ্রীমতী পটেশ্বরী মা গোস্বামিনী, ইঁহার পুত্র লালবিহারী গোস্বামী নবাব-কর্ত্তৃক বন্দী হন এবং এক লক্ষ মুদ্রার পরিবর্তে নবাব তাহাকে মুক্ত করিতে চাহিলে মা গোস্বামী শিষ্যগণের নিকট হইতে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া নবাবের নিকট পাঠান; কিন্তু নবাবের মতি পরিবর্ত্তন হয় ও বিনা অর্থে লালবিহারীকে মুক্তি দেন। মা গোস্বামী উক্ত লক্ষ টাকা শিষ্যদিগকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলে তাঁহারা রাজি হন নাই। ঐ অর্থে তিনি খড়দহের মন্দির নির্মাণ করান।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে যে অনন্ত শিলা ও ত্রিপুরাসুন্দরীর যন্ত্র থাকিতেন, উহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উর্দ্ধতন বংশ-পর্যায়ে চন্দ্রকেতু ঠাকুরের পিতার সেবিত ছিলেন। তিনি ঘোর শাক্ত ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রকেতু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত—শ্রীবঙ্কিম দেব। শ্রীবঙ্কিমদেবকে গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন। (নিত্যানন্দ-বংশবল্লী ৭৮ পৃঃ)

শ্রীধাম খড়দহে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বপ্রথম আগমন করেন; কিন্তু ঐ দেবালয় এখন কোথায়?

অত্রত্য গোস্বামিপাড়ায় অবস্থিত শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ এবং শ্রীমহাপ্রভুর নবরত্নমন্দিরাদিও দ্রষ্টব্য। গ্রামের দক্ষিণে কুলীনপাড়ায় স্থিত

শ্রীরাধাকান্ত-বিগ্রহ কামদেব পণ্ডিত-কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রাচীন বসতি কুঞ্জবাড়ীতে নামকীর্ত্তন ও মহোৎসব হয়। রাসযাত্রায় শ্রীশ্যামসুন্দর ক্রমাগত তিন রাত্রি সপ্তদশরত্নবিশিষ্ট রাসমঞ্চে যাইয়া নিশিযাপন করেন এবং চতুর্থ দিনে গোষ্ঠবিহার করত স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইসময় প্রায় একমাস মেলা হয়।

খণ্ড—বর্দ্ধমান জেলায়, 'শ্রীখণ্ড' দেখুন।

খণ্ডগিরি—ভুবনেশ্বর হইতে ছয়মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত গণ্ডশৈল। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে বহু গুহা আছে। পাহাড় কাটিয়া গৃহাকারে নির্মিত এই গুহাগুলিতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিগণ বাস করিতেন। সুপ্রাচীন শিলালিপিও বিদ্যমান।

খদির বন (খায়রো)—শ্রীব্রজ মণ্ডলের অন্তর্গত দ্বাদশ বনের অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থল।

খম্বহর—ব্রজের উত্তর সীমায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-গোচারণ-স্থলী (ভক্তি ৫।১৪৩০)।

খয়রাশোল—বীরভূম জেলায়। অণ্ডাল সাঁইথিয়া লাইনে পাঁচরা ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল। দুবরাজ-পুরের নিকট।

মঙ্গলডিহির ভক্ত পান্নুয়া গোপালের পাঁচটি পোষ্যপুত্র ছিল। অনন্ত-নামক পুত্রের বংশধরগণ পান্নুয়া গোপালের সেবিত শ্রীবলরামজীকে খয়রাশোলে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খররো—ব্রজের উত্তরদিকে যমুনার তীরবর্ত্তী গ্রাম।

খাটুন্দি—কাটোয়ার অন্তর্গত—শ্রীকেশবভারতীর পূর্বাশ্রম ছিল বলিয়া কেহ কেহ বলেন। (প্রেম ২৩) কিন্তু কুলিয়ায় উঁহার শ্রীপাট বলা হইয়াছে।

খাড়গ্রাম (ভক্তি ১।৬৮২) শ্রীসনাতন গোস্বামির পুরোহিত বিপ্রকুমারের বাসস্থান।

খাড়িয়া—ব্রজে, বহুলাবনের একমাইল দক্ষিণে; অত্রত্য সুপ্রাচীন পঞ্চানন মহাদেব দর্শনীয়।

খাতড়া—(বাঁকুড়ায়) রাজবাটী। মহারাজা জগন্নাথ ঢোলের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ। রাজারা দাস গদাধর-বংশের শিষ্য।

খানচৌড়া—(খানাজোড়া, খালাছড়া বা খানাচৌড়া) নবদ্বীপের নিকট-বর্ত্তী গ্রাম—শ্রীনিত্যানন্দের বিহার-ভূমি (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭০৯)

খানাকুল—দ্বারকেশ্বর নদীর তটে—শ্রীল অভিরাম গোপালের পাট। 'কৃষ্ণনগর' দেখুন।

খাঁপুর—ব্রজে, ভাদাবলীর এক মাইল দক্ষিণে; রণবাড়ীতে ফাগুযুদ্ধের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণ এখানে ভোজন করেন।

খামীগ্রাম—ব্রজের উত্তরসীমান্ত 'খম্বহর'। শ্রীবলদেবস্থল—এখানে শ্রীবলদেবের হস্তে প্রোথিত 'খাম' অদ্যাপি আছে। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও মহাদেব দ্রষ্টব্য।

খালগ্রাম—(বাঁকুড়া) ব্রজরাজপুরের নিকট (মল্লভূম), বাকুড়া ষ্টেশন হইতে সিমালপালের মটরে ভেণ্ডায় নামিয়া ঐ খালগ্রাম। শ্রীশ্রীগদাধর-চৈতন্য ও শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর সেবা। শ্রীদাসগদাধর-বংশীয় মথুরানন্দের পৌত্র ব্রজ-কিশোর গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত।

খেড়ী—ব্রজে, মহাবনের চারি মাইল ঈশান কোণে, গণ্ডগ্রাম। প্রাচীন নাম—'গরুই'। দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার পারে এই গ্রামে আসিয়া পিতা নন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

খেতুরী—রাজসাহী জেলায় রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে। ইষ্টার্ণ রেললাইনের শিয়ালদহ হইতে লালগোলাঘাট, তথা হইতে ষ্টীমারে পার হইয়া প্রেমতলী, তথা হইতে দুই মাইল দূরে খেতুরী।

খেতুরী শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট। ইং ১৮৯৭ খৃঃ ভূমিকম্পে শ্রীমূর্তির অঙ্গহানি ঘটে। বর্তমানের মন্দির শ্রীলঠাকুর মহাশয়ের সময়ের নহে। ঐ মন্দিরের পশ্চিমে গোপালপুরের রাজা সন্তোষ দত্ত-কর্তৃক নির্মিত বৃহৎ মন্দির ছিল। এখনও তাহার ভিত্তি দেখা যায়। উহার দক্ষিণে শ্রীরাধাকুণ্ড ও উত্তরে শ্রীশ্যামকুণ্ড। শ্রীলশ্রীনিবাস আচার্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যে প্রস্তরের উপর উপবেশন করিতেন (৫×২×২ ফুট) তাহা এখনও আছে। মধ্যে একটি ফাটা দাগ দেখা যায়। ঐ মন্দিরের উত্তর দিকে রাজবাটী ছিল। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের প্রসব-স্থানটি এখনও আছে।

ঐ মন্দির হইতে ১½ মাইল উত্তরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'ভজনটুলি'। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও তেঁতুল গাছ আছে। ভজনটুলির

পশ্চিম পার্শ্বে শ্যামসাগর দীঘি। ভক্ত রামদাস বাবাজীর সমাধি আছে। প্রেমতলীতে একটি প্রাচীন তমাল বৃক্ষ আছে।

খেতুরীতে—আসনবাড়ী, আমলীতলা, দাঁতন ও প্রেমতলী। আসনবাড়ীর মধ্যে প্রস্তর। কিছু দূরে চারি শত বৎসরের আমলীতলা হইতে ভজনটুলিতে যাইবার পথে একটি প্রাচীন গাছ আছে। প্রবাদ—ঠাকুর মহাশয়ের দাঁতন হইতে ঐ বৃক্ষ হইয়াছে। খেতুরির দক্ষিণে এক ক্রোশ দূরে পদ্মাতীরে প্রেমতলী। এই স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আগমন হয় ও তিনি ঠাকুর মহাশয়ের জন্য পদ্মাতে প্রেম রক্ষা করেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত এবং শ্রীরাধামোহন।

শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, দক্ষিণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, সর্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত।

শ্রীল নরোত্তম প্রভুর ছয়টি বিগ্রহের মধ্যে শ্রীরাধারমণ বালুচরে গোকুলানন্দ গোস্বামির গৃহে আছেন, শ্রীব্রজমোহনকে রাজসাহীর বারিয়াহাটি-নিবাসী গৌরসুন্দর সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপিত করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যবংশের রাধা চৌধুরাণীর পরে বালুচরের গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী সেই সেবা প্রাপ্ত হন। ইঁহার পোষ্যপুত্র সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৩১৫ সালে উক্ত সেবাভার খেতুরীর পূর্ণচন্দ্র ও রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দানপত্র করেন। পরে রাখালচন্দ্রের পত্নী (পুটিয়ার) শ্রীনরেশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ১৩২৬ সালে সমর্পণ করেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ১৫০৪ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নানাদেশ হইতে ঐ সময়ে ভক্তগণ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতাও শুভাগমন করিয়াছিলেন। খেতুরির ঐ উৎসবই বৈষ্ণব-জগতের প্রসিদ্ধ মহোৎসব। শ্রীনরোত্তমবিলাস গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে।

খেরর—ব্রজে, শেষশায়ীর চারি মাইল দক্ষিণে 'খেরট', শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থান।

খেলন বন—(খেলাতীর্থ) ব্রজে সেরগড়ের উত্তরে অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণবলরামের ক্রীড়াস্থলী (ভক্তি° ৫। ১৪৩৪—৩৫)।

গ

গঙ্গা—লালগোলা ঘাটের উজানে রাজমহল পর্বতমালার কিছু ভাঁটিতে জয়রামপুর ও ধুলিয়ানের মধ্যে ছাপঘাটির মোহনা দিয়া গঙ্গা হইতে ভাগীরথী বাহির হইয়া দক্ষিণে বহিয়া গিয়াছে। এই মোহনার পর হইতেই গঙ্গা পদ্মা-নামে অভিহিত।

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া ভাগীরথী দক্ষিণ মুখে বহিয়া গিয়াছে। পদ্মা হইতে আরও দুইটি শাখানদী বাহির হইয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। একটি জলঙ্গী, অন্যটি মাথাভাঙ্গা। জলঙ্গী নবদ্বীপের কাছে, ছাপঘাটির মোহনা হইতে ১৬৪ মাইল নীচে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। এই স্থান হইতে ভাগীরথী হুগলী নদী নামে পরিচিত। মাথাভাঙ্গা—নবদ্বীপের আরও ৩৯ মাইল নীচে চাকদহের নিকটে হুগলী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্ব বা বামপারে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র। পরে ভাগীরথীর পশ্চিম বা দক্ষিণপারে কাটোয়া। আরও দক্ষিণে কালনা, হুগলী নদীর পূর্ব বা বামপারে শান্তিপুর, শান্তিপুরের পরে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হুগলী; ইহার ২৫ মাইল দক্ষিণে কলিকাতা।

কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল ভাটার দিকে দক্ষিণ পারে দামোদর নদ আসিয়া হুগলীতে মিশিয়াছে। ঐ মোহনার ৬ মাইল ভাঁটি পথে রূপনারায়ণ নদও হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। এই দুইটি নদ ছোটনাগপুরের পার্বত্য প্রদেশ হইতে

বাহির হইয়া মানভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা বিধৌত করিয়া হুগলী নদীতে মিশিয়াছে।

গঙ্গানগর——শ্রীধাম নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী, 'ভারুইডাঙ্গার' সন্নিহিত গ্রাম, অধুনা অন্তর্হিত। [চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩০০] **২** কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। তত্রত্য ভাগ কোলার কংসারি ঘোষ-কর্ত্তৃক নির্মিত মধ্যম গৌরমূর্ত্তি এই গ্রামে সেবিত হইতেন।

গঙ্গামাতা মঠ—শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের অন্যতম। শ্বেতগঙ্গার তটে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শ্রীক্ষেত্রবাসস্থান। মহাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে সর্বপ্রথম ইঁহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। পুঁটিয়ার রাজকন্যা শচীদেবী শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীহরিদাস গোস্বামির আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুদেবের আদেশে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে গিয়া তদীয় গুরুভগ্নী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত কয়েক বৎসর বাস করিয়া পরে শ্রীগুরুর আদেশেই ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভবনে সেবা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীনীলাচলে আসেন। তৎকালে স্থানটি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল— কেবলমাত্র শ্রীরাধা-দামোদর শালগ্রামই বিরাজমান ছিলেন। শচীদেবী শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেন, তাহাতে বহু শ্রোতা হইত। রাজা মুকুন্দদেব শ্রীজগন্নাথের স্বপ্নাদেশে তাঁহাকে কিছু সম্পত্তি দান করেন। শচী ভিক্ষা দ্বারা সেবা চালাইতেন। একবার মহাবারুণী-স্নানযোগে ইনি শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিতে থাকিলে গঙ্গাস্রোতে চালিত হইয়া শ্রীমন্দিরে উপনীতা হন—তখন অর্দ্ধরাত্র। সমবেত স্নানার্থীদের কোলাহলে প্রহরীগণ দ্বার খুলিয়া শচীদেবীকে চৌর্যাপবাদে বন্দিনী করেন। পরে শ্রীজগন্নাথের স্বপ্নাদেশে শ্রীমুকুন্দদেব পড়িছাগণসহ ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীজগন্নাথ স্বচরণ-নিসৃত গঙ্গাজলে শচীদেবীকে স্নান করাইয়াছেন বলিয়া সেই হইতে তিনি 'গঙ্গামাতা' আখ্যাপনে এবং তত্রত্য মঠটিও 'গঙ্গামাতামঠ'-নামে পরিচিত হয়।

গঙ্গাবাস—শ্রীধাম নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্বে, অলকানন্দার তীরে। কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলের আমঘাটা ষ্টেশনের নিকট। এস্থানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকৃত শ্রীহরিহর-মন্দির আছে। হরিহর মন্দিরের গাত্রের লিপিতে আছে—'পামর সকল শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুকে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে কখনও বিদ্বেষ করে,সেই সকল নিরয়-গামী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি-নিরাকরণার্থ ভুবনবিদিত বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র-কর্ত্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃঃ) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও শ্রীহরিহর মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও উমার সহ স্থাপিত হইলেন।'

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৮৯ সালের ১২ই আষাঢ় পরলোক গমন করেন। শ্রীজগন্নাথাচার্যের বাসভূমি (?) (চৈ° চ° আদি ১০।১০৮)।

গঙ্গাসাগর—সাগর-সঙ্গম, যেস্থানে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, ইহাকে 'সাগরদ্বীপ' বলে। প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তিতে মেলা হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।২০২)।

গঙ্গোত্তরী—— উত্তরাখণ্ডে, শ্রী-ভগবৎপাদসলিলা গঙ্গা যেস্থান হইতে প্রকট হইয়াছেন, তাহাই 'গঙ্গোত্তরী' বা 'গঙ্গোদ্‌ভেদ' তীর্থ। যাঁহারা উত্তরাখণ্ডের চারিটী প্রসিদ্ধ তীর্থ গমনে ইচ্ছুক হন, তাঁহারা যমুনোত্তরী ও উত্তরকাশী হইয়া গঙ্গোত্তরী যান, তৎপরে কেদারনাথ হইয়া বদরীনাথ দর্শনে যান। হৃষীকেশ হইতে টিহরী হইয়া যমুনোত্তরী ১৩১ মাইল এবং দেবপ্রয়াগ হইয়া ১৫১ মাইল, তথা হইতে গঙ্গোত্তরী ৯৯ মাইল। গঙ্গোত্তরী সমুদ্রস্তর হইতে প্রায় ১০,০২০ ফুট উচ্চ, অত্রত্য মুখ্য মন্দিরে—শ্রীগঙ্গাদেবী আছেন, তৎ-পার্শ্বে রাজা ভগীরথ, যমুনা, সরস্বতী এবং শঙ্করাচার্যের মূর্ত্তি আছে। গঙ্গামন্দিরের পার্শ্বে ভৈরবনাথের মন্দির। সূর্যকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড। নিকটে বিশাল ভগীরথ-শিলা যাহার উপর রাজা ভগীরথ তপস্যা করিয়াছিলেন। যাত্রী এই শিলায় পিণ্ডদান করে। এখানে শীতকালে বরফাচ্ছন্ন হওয়ায় পাণ্ডাগণ চলমূর্ত্তিগণকে মার্কণ্ডেয়-ক্ষেত্রে আনিয়া সেবা করেন। গঙ্গোত্তরীর নীচে কেদার-গঙ্গার সঙ্গম—ইহার এক ফার্লং উচ্চ হইতে গঙ্গাধারা শিবলিঙ্গের উপর পড়িতেছে—এই স্থানকে 'গৌরীকুণ্ড' বলে। 'গোমুখ' কিন্তু এস্থান হইতে ১৮ মাইল দূরে দুর্গম ও অত্য

কঠিন পথ বলিয়া অনেকেই গঙ্গোত্তরী হইতে ফিরিয়া আসেন। গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখ যাতায়াতে তিন দিন লাগে।

গঙ্গাগ্রাম—(বাঁকুড়া)— রাজপুতনার করৌলী এবং বৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহনজীউর সেবায়েত ভট্টাচার্যগণের গঙ্গাগ্রামে বাস ছিল।

গজেন্দ্রমোক্ষণ—(বা গজেন্দ্রমোক্ষম্) নগরকৈল হইতে ২২ মাইল দক্ষিণে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২১)।

একটি খালের ধারে হাজার বৎসরের প্রাচীন শুচিন্দ্রম্ বৃহৎ শিবমন্দির। গৌতম-কর্তৃক অভিশপ্ত ইন্দ্র এই তীর্থে পাপমুক্ত হয়েন। ভক্তগণের বিশ্বাস—ইন্দ্রদেব এখানে আসিয়া নিত্য শ্রীশিবপূজা করিয়া যান। অনেকে স্থাণুলিঙ্গ বা দেবেন্দ্রমোক্ষণকে শিব মূর্ত্তি বলেন, উহা কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি।

গড়গড়িয়া ঘাট—কটকে মহানদীর তীরে শ্রীগৌরাঙ্গের স্নানার্থ ঘাট (চৈচ মধ্য ১৬।১১৫)।

গড়বেতা—বগড়ীর নিকটেই গড়বেতা। মেদিনীপুর জেলা। S. E. Ry. একটি ষ্টেশন। হাওড়া হইতে ১০৯ মাইল। ইহা বিক্রমাদিত্যের বেতাল-সিদ্ধির স্থান। গড়বেতার রায়কোট দুর্গের উত্তর প্রান্তে উত্তরমুখী পাষাণ-মূর্ত্তি সর্বমঙ্গলা আছেন। বগলাযন্ত্রে ইহার দেউল নির্মিত। এই স্থানে কামেশ্বর মহাদেব ও শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির আছে। বগড়ীর রাজা দুর্জয়সিংহ মল্ল শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

গড়বেতার নিকট শ্রীল কানুঠাকুরের একটি শ্রীপাট আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীপাটে সমাধিমন্দিরে উৎসব হয়।

গড়িদ্বার—কানাইর নাটশালা হইতে রাজমহলের পাহাড়শ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই শৈলরাজি বিহার ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিতেছে। উহার মধ্যে তেলিয়াগড়ি ও শক্রীগলি-নামক গিরিপথ। ইহাদিগকে গড়িদ্বার বলে। এই নির্জন শৈলপথে শ্রীলসনাতন প্রভু কাশীর পথে গমন করিয়াছিলেন।

গড়িপা (সংস্কৃতে—গুরুপাদগিরি)—গয়া জেলায় অবস্থিত, বোধগয়া হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ। অপর নাম—কুক্কুটপাদ গিরি।

গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে 'গুরপা' ষ্টেশন হাওড়া হইতে ২৬৫ মাইল। গয়া ফল্গুতীর্থ হইতে ২৮ মাইল, মহাপ্রভু পিতৃকার্য করিবার জন্য গয়া-গমনকালে এই স্থান দিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী পাতোড়া পর্বত পার হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ উহা ঐ গড়িপার নিকটে হইবে।

গড়ুই (খেড়িয়া)—ব্রজে রাবেলের চারি মাইল পূর্ব-দক্ষিণে। কুরুক্ষেত্র-মিলনের পরে ব্রজরাজ নন্দীশ্বরে না গিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণাগমন প্রতীক্ষা করেন।

গড়ের হাট—পরগণাবিশেষ, রাজসাহী জেলায়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই স্থানে আবির্ভূত হন। তৎপ্রবর্ত্তিত সুরের নাম—গড়েরহাটী বা গরাণহাটি (প্রেম ৮)।

গণিসিংহ—অগ্রদ্বীপের নিকটবর্ত্তী, গঙ্গাতটে অবস্থিত। এই গ্রামে 'জগৎমঙ্গল'-রচয়িতা কমলাকান্ত দাস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের বাস।

গণেশ তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত, গতশ্রমের সর্ব-দক্ষিণের তীর্থ, শ্রীগৌরপদাঙ্কিত (চৈ° ম° শেষ ২। ১১০)।

গণেশ্রা—ব্রজে, সাঁতোয়ার এক মাইল ঈশানে অবস্থিত গ্রাম। ইহার বায়ুকোণে গন্ধেশ্বরী কুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়াছেন।

গণ্ডকী—নেপাল হইতে প্রবাহিতা গঙ্গার উপনদী। মুক্তিনাথ কাঠমণ্ডু হইতে ১৪০ মাইল। গোরখপুর হইতেও এক রাস্তা আছে। মুক্তিনাথকে 'শালগ্রামতীর্থ' বলে। তত্রত্য সকল শিলাই শ্রীভগবৎস্বরূপ, চক্রাঙ্কিত শিলার ত কথাই নাই। পুরাকালে এস্থানে পুলহ ও পুলস্ত্যের আশ্রম ছিল। সোমেশ্বর লিঙ্গ ও রাবণ-প্রকটিতা বাণগঙ্গার পবিত্র ধারা এস্থানে দ্রষ্টব্য। রাজর্ষি ভরত এস্থানে তপস্যা করেন এবং দ্বিতীয় মৃগজন্মেও কালঞ্জর ত্যাগ করত এস্থানেই বাস করেন। দামোদর কুণ্ড হইতে গণ্ডকী নদীর উদ্‌গম হইয়াছে। মুক্তিনাথের অন্তর্গত নারায়ণী নদীতে গরম জলের সাতটি ঝরণা আছে, তন্মধ্যে অগ্নিকুণ্ড-নামক ঝরণাটি এক পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী পর্বতে অগ্নিজ্বালাও দৃষ্টিগোচর হয়। মুক্তিনাথ হইতে দামোদর কুণ্ড

১৬ মাইল পথ হইলেও কিন্তু তুষারাবৃত পথে তিন দিন চলিলে তবে দামোদর কুণ্ডে যাওয়া যায়। অত্রত্য লোকের বিশ্বাস যে দামোদর কুণ্ডেই প্রভাবশালী শালগ্রাম পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৭)।

গন্ধমাদন—তিব্বতে, মানসসরোবরের নিকটবর্ত্তী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত স্থল (চৈ° ভা° আদি ৯।৮৬—৮৮)।

গন্ধর্ব্বকুণ্ড——ব্রজে, চন্দ্রসরোবরের নিকট ও কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৭৭)।

গন্ধশিলা——ব্রজে, আদিবদ্রির নিকটবর্ত্তী স্থান।

গন্ধেশ্বর—মথুরা নগরীর পশ্চিমে অবস্থিত স্থান (ভক্তি ৫।৪৪৯)। বহুলাবনের নিকটবর্ত্তী এই কুণ্ডে শান্তনু মুনি তপস্যা করেন (বৃলী ৭)।

গম্ভীরা—শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীকাশী মিশ্রের বাটির অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠ। (ওড্র ভাষায় 'গম্ভীরা'-শব্দে ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহই বাচ্য)। এ স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীব্রজ-বিরহিণীর মহাভাবে বিভাবিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যে অপরূপ লীলাবিনোদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণই তাহা অনুভব, আস্বাদন ও নিদিধ্যাসন করিতে পারেন।

গয়া—[অক্ষাংশ ২৪।৪৮, দ্রাঘিমাংশ ৮৫।১] ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত স্বনাম-প্রসিদ্ধ পিতৃতীর্থ। শ্রী-গদাধরের পাদপদ্ম বিরাজমান। গয়াতে শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত বস্তু অনন্ত-ফলজনক। গয়শির, অক্ষয়বট, রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মকুণ্ড, ধেনুকতীর্থ, যোনিদ্বার, ফল্গুতীর্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। বায়ুপুরাণে, মহাভারতে দ্রোণপর্ব ৬৪ অধ্যায়ে ও হরিবংশ ১০ম অধ্যায় প্রভৃতিতে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই ক্ষেত্রে ৪৫ বেদী বা তীর্থ আছে। বিষ্ণুপদ-মন্দিরটি রাণী অহল্যাবাঈ-কর্ত্তৃক নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত। রাম-শিলা পাহাড়ে মহাদেব ও পার্বতীর মন্দির আছে। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের উপরে অদ্ভুত গহ্বরটিকে 'ভীম গয়া' বলে। এই ক্ষেত্রকে 'পিতৃতীর্থ'ও বলে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° আদি ১৭।৮,২০৬, চৈ° ভা° আদি ৯।১০৭) *

গয়াকুণ্ড——ব্রজে, কাম্যবনের অন্তর্গত।

গয়াঘাট——ব্রজে, শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্বদিকে। গোপকুয়া হইতে কুণ্ডে যাইবার সময় এই ঘাট দর্শন হয়। ঘাটের উপরে শ্রীহরিরাম ব্যাসের ঘেরা। গোপকুয়ার উত্তরে চবুতারায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী উপবেশন করিয়াছিলেন।

গয়েজপুর (মালদহ) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভুগণের গাদি, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীল রামচন্দ্র প্রভু এই গয়েজপুরে গাদি স্থাপন করেন।

* ত্রিগয়া যথা—(১) গয়াতে শ্রীগয়াশির, (২) যাজপুরে-নাভিগয়া এবং (৩) নাসিক গোদাবরীতে পাদগয়া।

গয়েসপুর—মালদহে। মালদহ ইংলিশ বাজারের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত—মনস্কামনা রোড, ইহার উত্তর প্রান্ত হইতে গয়েসপুর রোড বাহির হইয়া গয়েসপুরে গিয়াছে। প্রবাদ—হোসেন সার রাজকর্মচারী কেশব ছত্রীর ঐ স্থানে বাড়ী ছিল। ঐ কেশব ছত্রীর বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে গয়েসপুরের একটি আম্র-বাগানে শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভু কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রীর আথিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন [বসুমতী ১৩৩৩ ফাল্গুন]।

গরলগাছা——হুগলি জেলায়, এই গ্রামে দ্বাদশ গোপালের একতম পরমেশ্বর দাসের জন্ম হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন। মতান্তরে বর্দ্ধমান জেলায় কেতুগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। (তড়া আঁটপুর দেখ)

গরিফা—২৪ পরগণা জেলায়। নৈহাটির নিকট। বাণ্ডেল-নৈহাটি রেলের ষ্টেশন। গরিফার রংকলের বাহিরে রাস্তার ধারে শ্রীলকন্দর্প সেনের সমাধি; ভগ্নাবস্থায় কতকগুলি ইষ্টক মাত্র আছে। গরিফায় বহু গৌরভক্ত বাস করিতেন। এই গ্রামের পূর্বনাম গৌরের পাট। এই কন্দর্প সেন—শ্রীনিবাস-পরিবার। ইনি প্রসিদ্ধ কেশব সেনের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন।

গরুড় গোবিন্দ—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এ স্থানে শ্রীগোবিন্দ গরুড়রূপী শ্রীদামের স্কন্ধে আরোহণ করেন দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের

নাগপাশে আবদ্ধ হইলে গরুড় শ্রীরামের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহার ভগবত্তা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। তৎপরে দ্বাপরযুগে গরুড় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়া ব্রজের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মায়া জানিয়া আর্ত্তনাদে তাঁহার চরণে শরণ লইলে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে আশ্বাস দিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বলিলেন—অদ্যাবধি তোমার নাম আমার নামের অগ্রে উচ্চারিত হইবে এবং এই বিগ্রহটিও 'গরুড়গোবিন্দ'-নামে প্রচারিত হইবে।

গর্ভবাস—বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দূরে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। অনতিদূরে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত-বাসস্থলী, সিদ্ধবকুল বৃক্ষ, যমুনা নদী ও কদম্বখণ্ডী। যমুনার অপর পারে বীরচন্দ্রপুরে শ্রীবীরভদ্র-স্থাপিত শ্রীশ্রীবাঁকারায়। (একচক্রা দেখ)

গলতা—রাজস্থানের প্রসিদ্ধ জয়পুর শহরের সূর্যপোলের বাহিরে পূর্ব-দিকস্থ পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। এখানে পয়হারী বাবার মন্দির ও ধুনী আছে। নীচের কুণ্ডই গলতা। এস্থানে গালব ঋষি তপস্যা করেন বলিয়া প্রবাদ। নিকটবর্ত্তী পর্বতের শিখরে সূর্য-মন্দির।

গহমগড়—(?) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বহু শিষ্যের নিবাস [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪০]।

গহ্বর বন—ব্রজে, বরসানার অন্তর্গত পর্বত-গহ্বরবর্ত্তী নিবিড় কানন।

গাঠৌলী—গোবর্দ্ধনের দুই মাইল পশ্চিমে। গোপালপুর বা বিলছুর সন্নিকটবর্ত্তী, এ স্থানে ব্রজনবযুব-দ্বন্দ্বের প্রণয়-গ্রন্থি বদ্ধ হইয়াছিল (ভক্তিরত্নাকর ৫।৭৯৭—৮০০)। শ্রীগোপালজীউ মধ্যে মধ্যে ম্লেচ্ছভয়ে এই গ্রামে আগমন করিতেন (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৩৬)। গ্রামের অগ্নিকোণে গুলাল-কুণ্ড। তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বল্লভাচার্যের উপবেশন-স্থান।

গাণ্ডিব নগর—(নদীয়া), কৃষ্ণনগর সহর হইতে পূর্বদিকে ১৪ মাইল। পলদা নদীর ধারে।

এস্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহার-ভূমি। শ্রীনিত্যানন্দতলী-নামক একটী প্রাচীন স্থান আছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ আছেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে উৎসব হয়।

গাদিগাছা—গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীধাম নবদ্বীপের পূর্বদিকে অবস্থিত স্বরূপ-গঞ্জ, মহেশগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম [চৈ°ভা° মধ্য ২৩।৪৯৮]। এ স্থানে বাণীনাথ পণ্ডিতের শ্রীপাট (?)।

গাম্ভীলা বা বালুচর—মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইষ্টার্ণ রেল লাইনের জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল, গঙ্গাতীরে। অথবা ঐ লাইনের আজিমগঞ্জ (সিটি) ষ্টেশনের অপর পারে যাইতে হয়। প্রাচীন শ্রীপাট গঙ্গাগর্ভে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী (বারেন্দ্র) ঠাকুরের শ্রীপাট। এ স্থলে যে শ্রীরাধারমণজী আছেন, তিনি খেতুরীর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহ। শ্রীগঙ্গানারায়ণের পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ, তৎপুত্র রাধারমণ চক্রবর্ত্তী, ইনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দাস গোস্বামিকে যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করেন, ইনি তাঁহার সেবিকা ছিলেন।

শ্রীগঙ্গানারায়ণের দুই বিগ্রহ সেবা—শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরাধারমণ। শ্রীগোবিন্দজীউ বালুচরে আছেন। শ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহের পদতলে 'গঙ্গারাম দাস' খোদিত আছে। বর্তমানে ঐ বিগ্রহ কাশিমবাজার রাজধানীতে আছেন।

গায়ঘাট—বাঁকিপুরে গঙ্গার নিকটেই, শ্রীচৈতন্য মঠ। চারিশত বৎসর পূর্ব হইতে এই স্থানের একটি মন্দিরে হিন্দুস্থানী বেশে গাত্রে জামা ও মাথায় টুপীপরা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ আছেন। মন্দিরের সেবায়েতগণ হিন্দুস্থানী। মন্দিরের দরজার উপরে ফলকে লেখা আছে—'শ্রীল শ্রীশ্রীরাধারমণ ভট্ট-গোপাল শ্রীবৃন্দাবন নিত্যলীলা'।

গারোপাহাড়—(ভক্ত হাজং জাতি) মৈমনসিংহ জেলার সেরপুর পরগণার বা সেরপুর টাউনের উত্তরে গারো পাহাড়। সেরপুর হইতে পাহাড় দেখা যায়, জঙ্গলপূর্ণ। এই সব স্থানে গারো, কোচ, ভাম্ব, বলাই এবং হাজং প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগণের বাস। সেরপুরের ১০ মাইল উত্তরে বনগ্রাম। এই স্থানে মালঝি কান্দারে ভক্তবর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয়দের জমিদারী ও কাছারী আছে। উক্ত কাছারী হইতে উত্তর-মুখে ৬ মাইল ভাল পথ, তার পরে জঙ্গল। ধারে

ধারে গারোদের বাড়ী, তৎপরে হাজং পাড়া, ঐস্থানের নাম ধোপাকুড়া।

এই পাহাড়ী হাজং জাতিগণ প্রাচীনকাল হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের গৃহে গৃহে বিগ্রহ-সেবা আছে। এই স্থানের নারায়ণ অধিকারী-নামক জনৈক হাজংয়ের গৃহে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই হাজং জাতিমধ্যে প্রাচীন সময়ে ভক্তবর শ্রীল পাথর হাজং ১৪৪০ শকে পুরীধামে গমন করেন। যাত্রা-কালে তাহাকে জলমগ্ন হইয়া বহু পথ সাঁতরাইতে হইয়াছিল। তিনি পুরীধামে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পান এবং পতিতপাবন শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশে পার্বত্য জাতির মধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করেন। সেই হইতে ঐ সব স্থানের অধিবাসিগণ শান্ত ও ভক্ত হয়েন। কালধর্মে সব লোপ পাইতে বসিলেও এখনও কিছু কিছু পূর্বভাব লক্ষিত হয়। উক্ত পাথর হাজংয়ের বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। উহাদের উপাধি—'পাথর', বাঙ্গালী নাম-অনুকরণে তাঁহাদের নামকরণ হয়। বর্তমান পাথর হাজংএর বংশধর যিনি আছেন, তাঁহার নাম শ্রীহরিচরণ পাথর। ইহারা লুকোর গাদির শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয়গণের শিষ্য। আর মৈমনসিংহ সুসঙ্গ দুর্গাপুরের হাজংগণও বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। মৃদঙ্গকরতাল-যোগে ইঁহারা কীর্ত্তন করেন। এই হাজংদের মধ্যে যাঁহাদের পদবী—অধিকারী, তাঁহাদের গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপাল বিগ্রহ আছেন। সের-পুরের হাজংগণও বৈষ্ণব, তাহারা এই সুসঙ্গ হইতেই বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়াছে।

দাউধারা গ্রামের হাজং অধিকারীর গৃহে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেবিত হয়েন।

গুণ্ডিচামন্দির—ক্ষেত্রধামে অবস্থিত সুন্দরাচলের নামান্তর। এ স্থানে রথযাত্রার নয় দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিশ্রাম করেন। শ্রীগৌর-প্রেমলীলা-নিকেতন।

গুজরাট—পঞ্জাব প্রদেশের একটি জেলা। প্রধান নগর—গুজরাট, জালালপুর, কুঞ্জা ও দিঙ্গা। সংস্কৃত নাম—গুর্জ্জর। (চৈ° ভা° আদি ১৩৷ ১৬০, মধ্য ১৯৷৭৬)।

গুপ্তকাশী[১]—ভুবনেশ্বর (চৈ° ভা° অন্ত্য ২৷৩০৭)।

গুপ্তকাশী[২]—উত্তরাখণ্ডে, রুদ্রপ্রয়াগ হইতে প্রায় বার ক্রোশ দূরে। পূর্বকালে ঋষিগণ এ স্থানে শ্রীশিবের আরাধনা করিয়াছেন। মন্দাকিনীর অপর পারে সম্মুখে উখী মঠ—কথিত হয় যে উহাই বাণাসুরের কন্যা উষার মন্দির। এস্থলে অর্দ্ধ-নারীশ্বর শিবের মূর্ত্তি নন্দীর উপরে বিরাজমান। একটি কুণ্ডে দুই ধারাপাত হয়—উহাদিগকে 'গঙ্গা যমুনা' বলে। এস্থানে কেদারনাথের পাণ্ডা পাওয়া যায়।

গুপ্তকুণ্ড—ব্রজে, নন্দগ্রামের পূর্বে ও যমুনার পশ্চিমে। (ভক্তি ৫৷১০৬৭) শ্রীকৃষ্ণের গুপ্ত বিহারস্থলী।

গুপ্তপুরী ভাটপাড়া—ভৈরব নদের তীরে। এই গ্রামে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের পূর্ব হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির আছে। কথিত হয় যে শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভাটপাড়া-নিবাসী দয়ারাম গোস্বামী পুরীতে গিয়া শ্রীচৈতন্য ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে ওড়িষ্যায় সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে অসহায় অবস্থায় পথে পড়িয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ-বেশে শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়া দেন যে তাঁহার গৃহেই জগন্নাথ গমন করিয়া চিরদিন তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবেন। দয়ারাম স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক নির্দিষ্ট দিনে দেখিলেন যে ভৈরব নদের উজান স্রোতে ভাসিয়া একটি নিম্ব-বৃক্ষ ভাটপাড়ার ঘাটে লাগিয়াছে; তুমুল হর্ষধ্বনি সহকারে দয়ারাম ঐ বৃক্ষ হইতে তিনমূর্ত্তি বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। চাঁচড়ার রাজগণ দেবসেবা-নির্বাহের জন্য তিন হাজার বিঘা জমি দান করেন। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে জনৈক ভক্ত শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের বিগ্রহও তথায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুরী হইতে আগমন করত জগন্নাথ এস্থানে আছেন বলিয়া গ্রামটিও উত্তরকালে 'গুপ্তপুরী ভাটপাড়া' আখ্যা লাভ করে। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন ও দোলে এখানে মেলা বসে।

গুপ্তিপাড়া (বর্দ্ধমান) শ্রীল কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারির স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীউ

আছেন। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট। ইহার জন্মস্থান সেটেরী গ্রামে (?), মহাপ্রভু ইঁহাকে পুরী-ধামে কাশী-মিশ্রালয়ে শ্রীরাধাকান্ত মঠ বা শ্রীগম্ভীরা মঠের সেবাভার অর্পণ করেন। এই স্থানে কংসারি সেনের শ্রীপাট ছিল (?)।

গুর্জ্জর—গুজরাট।

গুলালকুণ্ড—ব্রজে, গাঠুলি গ্রামে অবস্থিত ফাগু-খেলার স্থান (ভক্তি ৫।৮০২)।

গুহক চণ্ডাল রাজ্য—শৃঙ্গবেরপুর (এলাহাবাদ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরবর্ত্তী 'শিঙ্গরৌর'গ্রাম)। ২ বর্ত্তমান চণ্ডাল-গড় বা চুনার। ৩ এলাহাবাদ জিলার 'বান্দা'-নামক দেশ। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণস্পৃষ্ট ভূমি (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৩)।

গুহ্যতীর্থ——মথুরায়, বিশ্রামঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত যমুনার ঘাট।

গেড়ো, গেণ্ডুখোর, গেন্দুখোর—ব্রজে, নন্দীশ্বরের বায়ু-কোণে অবস্থিত গেন্দুখেলার স্থান (ভক্তি ৫।১০৫৪—৫৫)।

গোকর্ণ—বোম্বাই প্রদেশ উত্তর কানারায় কারওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। এস্থলে মহাবলেশ্বর শিব আছেন (বোম্বাই গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈচ মধ্য ৯।২৮০, চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৯)। ২ মথুরার সন্নিহিত তীর্থবিশেষ (চৈ° চ° মধ্য ১৭।১৯১)।

গোকুল—মথুরায়, যমুনার পূর্ব্বতীর-বর্ত্তী প্রদেশ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলার স্থান।

গোচারণ বন—শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রী-বরাহদেব বিরাজমান। এস্থানে গৌতম মুনির আশ্রম আছে।

গোদাবরী——দাক্ষিণাত্যের নদী। নাসিক হইতে দশ ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত তীর (চৈ° চ° মধ্য ১।১০৪,চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৬)।

গোদ্রুম দ্বীপ—সীমন্তদ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণে গাদিগাছা।

গোপকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি° ৫।৮৫৮)।

গোপকূপ—গোকুলে অবস্থিত (ভক্তি ৫।১৭৮৭)।

গোপালকুণ্ড——ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৮০)।

গোপালটিলা—শ্রীহট্টে; শ্রীহট্ট সহর হইতে ২½ মাইল পূর্বদিকে সাদিপুর মহল্লার প্রান্তে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 'গণের' শিষ্য অবধূত নরোত্তম বাউল রাঢ়দেশ হইতে এস্থানে আসিয়া শ্রীপাট করেন। শ্রীশ্রী-গোপাল ও শিলা সেবা।

গোপালপুর—রাঢ়দেশে। শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তির কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া বা শ্রীপদ্মাবতী দেবীর সহিত শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় (ভক্তি ১৩।২০৪)। ২ পদ্মার তীরে অবস্থিত, রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের রাজধানী (ভক্তি ১।৪৬৪)। ৩ শ্রীনরোত্তমের শাখা কৃষ্ণ আচার্য ও গুরুদাস ভট্টাচার্যের বাসস্থান (প্রেম ২০)।

গোপিকারমণ—(রত্না ৫।৮৬৯) কাম্যবনের সরোবর। নামান্তর—কামসরোবর।

গোপীঘাট—শ্রীব্রজমণ্ডলে চীরঘাটের উত্তরে অবস্থিত যমুনার ঘাট। এস্থানে গোপীগণ কাত্যায়নীব্রত করেন।

গোপীতলাউ—ভেটদ্বারকা রনিকটে সরোবর। এস্থান হইতে গোপীচন্দন ভারতের সর্বত্র সরবরাহ হয়। গোপীনাথ-মন্দির ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দির দর্শনীয়।

গোপীনাথপুর—বা মেলা গোপী-নাথপুর (বগুড়া জিলায়); বগুড়া সাঁড়া ষ্টীমার ঘাট হইতে E. B. R. আক্কেলপুর ষ্টেশন, তথা হইতে ৫ মাইল পূর্বদিকে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতা দেবীর শিষ্যা শ্রীমতী নন্দিনী-প্রিয়ার শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোপীনাথ-জীউর সেবা। দোল-যাত্রায় উৎসব হয়। সেবায়েত বংশধরগণের উপাধি—'প্রিয়া'। ২ পুরী জিলায় বেণ্টপুরের সংলগ্ন গ্রাম। প্রবাদ—এস্থানে শিখি মাহিতীর ভগিনী শ্রীমাধবীদেবী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপী-নাথের নামানুসারে ঐ নাম হইয়াছে।

গোপীনাথশী——(চৈকা ২০।৩১) শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান।

গোপীবল্লভপুর—(মেদিনীপুরে)—মেদিনীপুর সীমার প্রান্তভাগে। S. E. Ry সরডিহা ষ্টেশন হইতে আট ক্রোশ মটরবাসে, তথা হইতে চারিক্রোশ পদব্রজে বা গোগাড়ীতে। তৎপরে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া গোপীবল্লভপুর।

শ্রীরসিকানন্দপ্রভু ময়ূরভঞ্জের রাজার নিকট হইতে যে বিগ্রহ প্রাপ্ত হন, শ্রীলশ্যামানন্দপ্রভু তাঁহার নাম

রাখেন—শ্রীশ্রীগোপীনাথ এবং যে স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ স্থানের নাম হয়—গোপীবল্লভপুর।

শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ ও মধুসূদনের শ্রীপাট। এখানে শ্রীগোবিন্দজীউ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরসিকানন্দের বংশধরগণই গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী। পুরীতে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ফুলটোটা বা কুঞ্জমঠ স্থাপন করেন। ঐ স্থানের বিগ্রহের নাম—শ্রীবটকৃষ্ণ। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে রূপশা ষ্টেশন হইতে ১০।১২ মাইল সমুদ্রের ধারে রামগোবিন্দপুর— বরমপুর মঠ হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব দিকে। মন্দিরে লক্ষ বৈষ্ণবের পদরজঃ ও পদজল আছে।

প্রাচীন কালের বহু মুদ্রা, বাদসাহী আমলের দলিল, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর গলদেশের মালা, ব্যবহৃত কন্থা দুই খানি, শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি, প্রাচীন মাটির ভাঁড় ও তিলক মৃত্তিকা, বাঁশী ৩।৪টি এবং মোহান্ত পরলোকগত নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামির গৃহে একটি বৃহৎ সিন্ধুকে নানা আকারের হস্তলিখিত রাশি রাশি পুঁথি আছে।

গোমতী—অযোধ্যাবাহিনী নদী গুমতী, শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১।২।৭)।

গোমতী কুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৫৫)।

গোমাটিলা—শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠ-স্থান। শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে বজ্রনাভ-নির্মিত শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজ করেন—ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কথা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক আদিষ্ট ও লুপ্ততীর্থ-বিগ্রহাদি উদ্ধারে ব্রতী শ্রীরূপগোস্বামিকে অকস্মাৎ কোনও ব্রজবাসী আসিয়া বলিলেন যে গোমাটিলায় যেখানে পূর্বাহ্ণে একটি গাভী আসিয়া দুগ্ধক্ষরণ করে, সেই স্থানই যোগপীঠ এবং তাহারই নিম্নদেশে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। শ্রীরূপপাদ ইঙ্গিত পাইয়া ঐ স্থানটি খনন করাইয়া শ্রীগোবিন্দদেবকে আবিষ্কার করেন (সাধনদীপিকা ৮।৯—২০)। বিগ্রহ পাইয়াই শ্রীরূপপ্রভু পত্রসহ একজন লোককে নীলাচলে মহাপ্রভুর সকাশে পাঠাইলেন (রত্না ২।৪৩৬—৪৩৭)। পত্রী পাইয়া মহাপ্রভু আনন্দে অধীর হইয়া কাশীশ্বরকে 'শ্রীগৌরগোবিন্দ-মূর্ত্তি' দিয়া শ্রীরূপের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। এই শ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীরূপাবিষ্কৃত শ্রীগোবিন্দের সন্নিকটে স্থাপিত হন। তখনও বিগ্রহগণ পর্ণকুটীরেই সেবিত হইতেছিলেন। উত্তরকালে শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামির শিষ্য গোবিন্দের মন্দির, জগমোহনাদি নির্মাণ করাইয়া বংশী মকরকুণ্ডলাদি অলঙ্কারদ্বারা বিগ্রহকে ভূষিত করেন। ১৫৯০ খৃঃ অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ লাল পাথর দিয়া অপূর্ব কারুকার্য-খচিত এই মন্দিরটি সংস্কার করেন। এই বিরাট মন্দিরটি মোগল আমলের ভারতীয় হিন্দুস্থাপত্যের একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। Growse তাঁহার 'Mathura' গ্রন্থে বলিয়াছেন—'The temple of Gobinda Dev is not only the finest of this particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced, at least in upper India'. এই মন্দিরটি গোমাটিলার উপর অধিষ্ঠিত। উহা পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে ১০।১২ হাত উচ্চ। এই মন্দির কড়িবরগার সাহায্য ব্যতীতও খিলানের উপর গঠিত এবং গুম্বজে আবৃত। মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। পশ্চিম প্রান্তে মূল মন্দিরের চিহ্ন এখনও কিছুটা আছে। উহার পূর্বদিকে উত্তরপার্শ্বে বৃন্দাদেবীর মন্দির এবং দক্ষিণপার্শ্বে যোগপীঠ ছিল। এই উভয়ের সম্মুখে বা পৃষ্ঠভাগে জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০০´; জগমোহনের পূর্বদিকে নাটমন্দির—উহার সম্মুখে তোরণদ্বার। নাটমন্দিরের বাহিরের বারান্দার দেওয়ালগুলি বিবিধ কারুকার্যখচিত। সম্মুখে ছিল—নহবৎখানা, তাহাতে প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে সুমধুর বাদ্য বাজিত। এই মন্দিরগুলি চারিদিকে আবার উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, যৎকিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। যোগপীঠের ক্ষুদ্র মন্দিরটিতে সিঁড়ি দিয়া ভূগর্ভে নামিলে অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়—ইহাই 'যোগমায়া' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ খৃষ্ট শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্তও এই মন্দিরে জাঁকজমকে নিত্যোৎসব সুসম্পন্ন হইত। মন্দিরের প্রধান চূড়াটি এত উচ্চ ছিল যে তত্রত্য আলোকমঞ্চ

আগরা হইতে দেখা যাইত। আওরঙ্গজেব ঐ উত্তুঙ্গ চূড়া হইতে বিচ্ছুরিত আলোক-রাশি দেখিয়া ফৌজদার পাঠাইয়া গোবিন্দের মূল মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিপুল সৌধের পাঁচটি চূড়া ভাঙ্গিয়া ছিলেন। ফৌজদার ব্রজমণ্ডলে পৌঁছিবার পূর্বেই শ্রীগোবিন্দদেবাদি প্রধান প্রধান বিগ্রহগণকে জয়পুরের রাজা জয়সিংহ স্থানান্তরিত করেন। ১৬৬৬ খৃঃ গোবিন্দজী প্রথমতঃ কাম্য-বনে যান, ১৭০৭ খৃঃ গোবিন্দপুরা বা রোফাড়ায়, পরে ১৭১৪ খৃঃ অম্বরে এবং সর্বশেষে ১৭১৬ খৃঃ জয়পুরে বিজয় করেন। এ বিষয়ে তত্রত্য গোবিন্দ-মন্দিরে কামদারের নিকট সুরক্ষিত 'জয়নিবাস দলিলাদি' দ্রষ্টব্য। ১৮৭৩ খৃঃ মথুরার তদানীন্তন কালেক্টর Mr. Growse জয়পুর মহারাজের পাঁচ হাজার টাকা সাহায্যে Archaeological Department কর্তৃক বহু টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটির পুনঃ সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দমন্দির-স্থাপত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় Growse's Mathura এবং 'ব্রজলোক-সংস্কৃতি' (১০৫—১৫২ পৃষ্ঠা) গ্রন্থটির (হিন্দী ভাষায়) 'ব্রজকি কলা-স্থাপত্য, মূর্ত্তি, চিত্র তথা সঙ্গীত'-শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষতঃ আলোচ্য।

গোমুখ—উত্তরাখণ্ডে, যেস্থান হইতে গঙ্গাদেবীর উদ্গম হইয়াছে, উহা গঙ্গোত্তরী হইতে ১৮ মাইল দূরে; রাস্তা অত্যন্ত কঠিন, বন্য জন্তুর ভয় আছে। খরস্রোতা পার্বত্য নদী এবং বরফাচ্ছাদিত পর্বতের উপর যাওয়া আসা বড়ই সাহসিকতার কাজ। গঙ্গোত্তরী হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে 'দেবগাড়' নামক নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা হইতে ৪½ মাইল দূরে 'চীড়োবাস' (চীড়বৃক্ষের বন); এস্থানে রাত্রিবাস করত যাত্রী প্রাতঃকালে প্রায় ৪ মাইল পথ হাটিয়া গোমুখে যান। গোমুখেই হিমধারার নীচে গঙ্গাধারা প্রকট হইয়াছে—স্থানের শোভা অতুলনীয়। দারুণ শীতের প্রকোপে জলে হাত লাগিলেই অসাড় হইয়া যায়। গোমুখ হইতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে হয়, নতুবা সূর্যতাপে বরফ গলিতে থাকিলে হিমশিখর হইতে ভারী ভারী শিলা-খণ্ড পড়িতে থাকে—তাহাতে জীবন বিপন্ন হইতেও পারে। এইজন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বেই চিড়োবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। এইভাবে গঙ্গোত্তরী-গোমুখ যাতায়াতে তিন দিন লাগে।

গোয়ালপুকুর—ব্রজে, কুসুম-সরোবরের দক্ষিণে। এস্থানে মধুমঙ্গল হইতে সখাগণ সূর্যপূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

গোয়াস—কাশিমবাজার ষ্টেশন হইতে পূর্বে ২০ মাইল। মুর্শিদাবাদ জেলায়। চক ইসলামপুর হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্বে। গোয়াস শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীল বলরাম কবিরাজ ও শ্রীল রামকৃষ্ণ কবিরাজের শ্রীপাট। এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শ্রীগোকুল-চাঁদ শ্রীবিগ্রহ মুর্শিদাবাদ ভগীরথ পুরের নিকট শ্রীরামপুর গ্রামে ও বিনাখালিতে আছেন। উক্ত শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্যের নিকট মণিপুরের রাজারা দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীগোকুলচাঁদের অঙ্গনে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর আদি 'বাইশভোগ-মহোৎসব' হয়।

গোরাপুর—আলালনাথ হইতে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত গ্রাম বলিয়া প্রবাদ। এস্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা আছে। তৎপার্শ্বস্থ পিরিজিপুর গ্রামে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা আছে।

গোরী—(রত্না ৫।৫২৭) যে ধান্য ক্ষেত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত ছিল, তাহার নাম ছিল—গোরী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহাতে স্নান করিয়া রাধা কুণ্ডের স্তব করিলে সকলে বুঝিল যে উহা শ্রীরাধাকুণ্ড।

গোলোক—সর্বোর্দ্ধ্বতন শ্রীকৃষ্ণ-ধাম—ইহা গোকুলের বৈভব-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপার্ষদগণের লীলাক্ষেত্র।

গোবর্দ্ধন—মথুরামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী শ্রীগিরিরাজ, বহুবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিনোদের স্থান। শ্রীহরিদেবের অর্চাপীঠ।

গোবিন্দ কুণ্ড—শ্রীগিরিরাজ-প্রান্ত-বর্ত্তী সরোবর, ইহার জলে শ্রীগোবিন্দাভিষেক হইয়াছিল। কুণ্ডের পূর্বতীরে শ্রীগোবিন্দ-মন্দির। দক্ষিণ তীরে শ্রীনাথজীর মন্দির ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর উপবেশন-স্থান। ঐস্থানেই ব্রজবালকবেশে শ্রীগোপাল শ্রীপুরীপাদকে দুগ্ধ দান করিয়াছিলেন—পরে স্বপ্নাবেশে স্বপরিচয় দিয়া কুঞ্জ হইতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার উপরে শ্রীকৃষ্ণের

হস্তাক্ষর ও ছড়ির চিহ্ন আছে। ২ শ্রীবৃন্দাবনে।

গোবিন্দ ঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব-তীরস্থিত ঘাট-বিশেষ। এস্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামী গোপীগণের পৃষ্ঠদেশে ব্যালাঙ্গনা-ফণারূপ বেণীর দর্শন করেন (ভক্তি ৫।৭৫২—৭৬৫)।

গোবিন্দপুর—মেদিনীপুর জেলায়, (র° ম° দক্ষিণ ১২।১০); ভীমধন ভুঞা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কিছুদিন সপত্নীক বাস করেন। এখানে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীগুরুর মহোৎসবে বহু বৈষ্ণব মহাজনকে সমবেত করিয়াছেন। ২ সুতানুটি কলিকাতা। সপ্তগ্রামের শেঠেরা এখানে বাস করেন। তাঁহাদের আনীত ও সেবিত শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবের নামানুসারেই গোবিন্দপুর নাম হয়।

গোবিন্দস্বামী-তীর্থ——বৃন্দাবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৩৭৫৮)।

গোশালা—(মথুরায়) নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী, গোপগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের স্থান (ভক্তি ৫।১০৪৪)।

গোসমাজ—কাবেরী-তটবর্ত্তী শৈব-তীর্থ। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° ম ৯।৭৫)।

গোসাঞি গ্রাম—(মুর্শিদাবাদ) শ্রীহেমলতা দেবীর (শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কন্যার) শিষ্য শ্রীবল্লভদাসের শ্রীপাট।

গোস্বামী দুর্গাপুর——নদীয়ায়, আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে পূর্ব-উত্তরে দুই ক্রোশ। শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর সেবা। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এক পক্ষ মেলা হয়। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে কমলাকান্ত গোস্বামি-নামে জনৈক সন্ন্যাসী দুর্গাপুরের অরণ্যে দস্যুগণের নিকট হইতে শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পরে দুর্গাপুরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে জয়দিয়াগ্রাম-নিবাসী রাজা মুকুট রায় মৃগয়া করিতে আসিয়া উক্ত বিগ্রহ-সেবক গোস্বামির দর্শনে প্রীত হন, স্বীয় কন্যা দুর্গাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করেন এবং অরণ্য পরিষ্কার করিয়া স্বীয় কন্যা ও গোস্বামীর নাম-যুক্ত ঐ স্থানকে 'গোস্বামীদুর্গাপুর' নাম প্রদান করেন।

পরে মুকুটরায়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণরায় ১৫৯৩ শকে শ্রীশ্রীরাধারমণের শ্রীমন্দির করিয়া দেন। মন্দিরের প্রস্তরফলকে আছে ঃ—

কালাঙ্ক-বাণেন্দু-মিতে শকাব্দে,
জৈ্যষ্ঠে শুভে মাসি সুনির্মলাশয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণরায়ঃ শুভ-সৌধমন্দিরং,
শ্রীযুক্তরাধারমণায় সন্দদৌ ॥

গোস্বামিরামপুর—পাবনা জেলা। শ্রীশ্রীসীতাঅদ্বৈত-বিগ্রহ-সেবা।

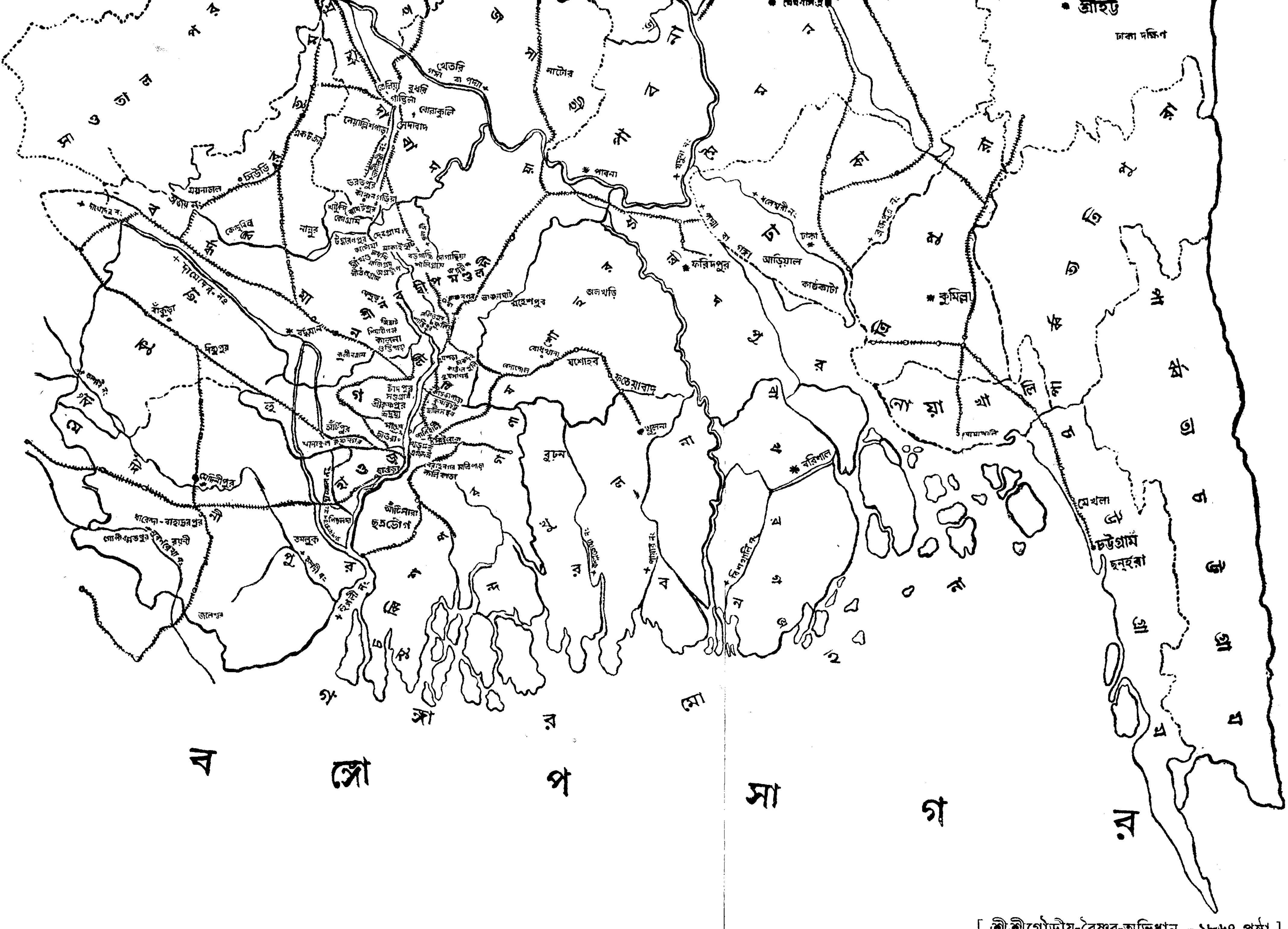
গোহনা—ব্রজে, বদরীনারায়ণের এক মাইল দক্ষিণে। শ্রীসুদামের জন্মস্থান।

গৌড়দেশ—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র-মতে বঙ্গ-দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর-পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। কূর্ম ও লিঙ্গপুরাণমতে—অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা নামে যে বৃহৎ জেলা আছে, তাহারই প্রাচীন নাম—গৌড়দেশ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে গৌড়ের ও গৌড়ভট্টগণের লগুড়যুদ্ধে পারদর্শিতার বর্ণনা আছে। গৌড়সারঙ্গ, গৌড়ী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর নাম হইতে অনুমান করা যায় যে পুরাকালে এই স্থানের সংস্কৃতিগত উৎকর্ষও যথেষ্ট ছিল। যুক্তপ্রদেশের বড়বাঁকী জেলার হড়াদা গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৌখরীবংশ্য রাজা ঈশান বর্মা সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত গৌড়রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ঐ শিলালিপিতে গৌড়গণকে 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' বলায় বুঝা যায় যে গৌড়গণ নৌবলে বলীয়ান্ ছিলেন। ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে ঐ যুগে দক্ষিণবঙ্গে ধর্মাদিত্য, গোপ-চন্দ্র ও সমাচারদেব-নামে রাজা ছিলেন। ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে তাঁহার সময়ে গৌড়ের অংশবিশেষের শাসক ছিলেন—স্থাণু দত্ত। ইহার পর রাজা শশাঙ্ক খৃঃ সপ্তম শতকে গৌড়াধি-পতি হইয়াছিলেন। বরাহমিহির (খৃঃ সপ্তম শতাব্দী) গৌড়, পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও বর্দ্ধমানকে স্বতন্ত্র জনপদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হিতোপদেশে গৌড়দেশে 'কৌশাম্বী' নগরীর উল্লেখ আছে— —কৌশাম্বী (বর্ত্তমান এলাহাবাদ জেলার কোসাম্)। প্রবোধচন্দ্রোদয়-মতে (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) বর্ত্তমান বর্দ্ধমান প্রভৃতি গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত। খৃষ্টীয় নবম হইতে একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূট, চেদিরাজ-গণের তাম্রশাসন ও শিলা-লিপিতে জানা যায় যে চেদি, মালব ও বেরার রাজ্যের সীমান্তে 'গৌড়দেশ' ছিল। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে

শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল



দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
দিনাজপুর
রংপুর
রামকেলি
মালদহ
গৌড় (প্রাচীন)
বগুড়া
নাটোর
পাবনা
খেতুরি
গঙ্গা বা পদ্মা
বুধরি
গাম্ভিলা
বোরাকুলি
নেয়াল্লিশপাড়া
সেদাবাদ
একচক্রা
সিউড়ি
ময়নাডাল
কেন্দুবিল্ব
নান্নুর
কাটোয়া
বর্দ্ধমান
কুলীনগ্রাম
কালনা
শান্তিপুর
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
দামোদর নং
ব্রহ্মপুত্র নং
মৈমনসিংহ
শ্রীহট্ট
ঢাকা দক্ষিণ
ঢাকা
ফরিদপুর
আড়িয়াল
কাষ্ঠকাটা
কুমিল্লা
যশোহর
মহেশপুর
জলখড়ি
ফতেয়াবাদ
বেনাপোল
বোধখানা
মন্দার পর্ব্বত
কানাই নাটশালা
গঙ্গা নং
ধলেশ্বরী নং
যমুনা নং



[শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান—১৮৬৪ পৃষ্ঠা]

(১২৫) 'গৌড়ী' প্রাকৃতভাষারূপে নির্দিষ্ট। কৃষ্ণ পণ্ডিতের প্রাকৃত-চন্দ্রিকায় অপভ্রংশ-গণনাতে 'গৌড়' ও 'ওড্র' নাম আছে (Third Report of Operations, March 1886 by P. Peterson p. 347)। স্কন্দ-পুরাণে 'পঞ্চগৌড়ের' উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিণীতেও (৪।৪৬৫) আছে যে জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে জয় করেন। 'পঞ্চগৌড়' বলিতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল ও গৌড়দেশবাসিগণই লক্ষ্য। ইহার মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়রাজ্যই সমধিক পরিচিত। সেনবংশীয় প্রথম রাজা বিজয় সেন দাক্ষিণাত্য (কর্ণাট) হইতে আসিয়া গৌড়াধিপতি হন। তদ্বংশীয়েরা 'গৌড়েশ্বর'-নামে খ্যাত। বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেন গঙ্গাতীরে 'গৌড়'-নামক নগরে রাজধানী করেন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন উহার নাম রাখেন—লক্ষ্মণাবতী। নবদ্বীপেও তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। এক্ষণে মালদহ জেলার মধ্যে গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে প্রাচীন গৌড় অবস্থিত (অক্ষাংশ ২৪° ৫২′ উত্তর, দ্রাঘিমা ৮৮° ১০′ পূর্বে)। লক্ষ্মণের পুত্র কেশবের রাজত্বকালে বখ্‌তিয়ার গৌড় অধিকার করেন বলিয়া হরিমিশ্র 'প্রাচীন কারিকায়' লিখিয়াছেন।

পুরাকালে বঙ্গদেশবাসী বা আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণই গৌড়ীয়শব্দে অভিহিত হইতেন। শ্রীশ্রীগৌরের আবির্ভাবের পরে তদীয় ভক্তগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের বিশেষ বাচ্য হইয়াছেন (চৈ° চ° আদি ১।১৯)।

গৌড়নগরে বহু বহু মুসলমান-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কদম-রসুল, কোতোয়ালী দরজা, দাখিল দরজা, ফিরোজ মিনার, সোণা মসজিদ্ প্রভৃতিতে বঙ্গীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ১।১৬৬)।

গৌড়ে কদমরসুল মসজিদ—(উহাতে একখানি ইষ্টকে মহম্মদের পদচিহ্ন আছে। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার রাজত্ব-সময়ে ঐ ইষ্টক আনীত ও মীরজাফর-কর্ত্তৃক উহার মধ্যে স্থাপিত হয়।)

উক্ত মসজিদ্ ১৫৩৩ খৃঃ নসরত সাহ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মধ্যদ্বারের উপরে একটি লিপিতে লেখা আছে —(বঙ্গানুবাদ) 'এই পবিত্র বেদী ও তাহার প্রস্তর যাহার উপর মহাপুরুষের পদচিহ্ন আছে, তাহা সৈয়দ আসরফউল হোসেনীর পৌত্র সম্রাট্ হোসেন সাহের পুত্র প্রতাপশালী ও সওদাগর নরপতি নাছিরউদ্দিন আবুল মজাফর নাছের হোসেন কর্ত্তৃক স্থাপিত।' ৯৩৭ হিজরী (১৫৩০—৩১ খৃঃ)

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—মুর্শিদাবাদের নিজামত দপ্তরে 'কিমাৎ খিস্‌তকার'-নামক একটি পৃথক্ বিভাগ ছিল। উহাতে গৌড়ের হর্ম্যগুলি ধ্বংস সাধন করিতে দিয়া প্রতিবৎসর পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্য আদায় করিয়া বাৎসরিক ৮০০০৲ টাকা শুল্ক আদায় হইত। রামকেলিও গৌড়ের অন্তর্গত। [Grant's Fifth Report p. 285. J. A. S. B (1874) p. 303 note]। ইংরাজ আমলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মালদহ ও রঙ্গপুর প্রভৃতি আধুনিক শহরগুলি প্রায় সম্পূর্ণই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে [Ravenshaw's Gour p. 2)।

গৌড়রাজ হুসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরৎশাহের সাহায্যে ও উৎসাহে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। হুসেন শাহ 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসুকে 'গুণরাজখাঁ' উপাধি দান করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ১৪৮১ খৃঃ বিজয়গুপ্তের ও ১৪৯৫ খৃঃ বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' রচিত হয়। নসরৎ শাহ 'ভারত-পাঞ্চালী'-নামে মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাহা স্বীকারও করিয়াছেন —'শ্রীযুত নায়ক সে যে, নসরৎ খান। রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥' কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী কবিগণ পদাবলীতে সগৌরবে এই দুইজনের নামকীর্ত্তন করিয়াছেন। 'শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ, সোই এ রস জান। পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশোরাজখান॥' 'সে যে নসিরা শাহ জানে। যারে হানিল মদনবাণে॥' [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]। গৌড়ের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিষয়ে 'রামকেলি' আলোচ্য।

গৌতমীগঙ্গা—গোদাবরীর ধারা-বিশেষ। রাজমহেন্দ্রীর অপর তটে। এখানে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল।

গৌরবাই (গৌরাই)—ব্রজে, গোকুলের ঈশানকোণে অবস্থিত (খেড়ি); এস্থানে চানার জমিদার শ্রীনন্দমহারাজকে কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৌরবসহকারে বাস করাইয়াছেন (ভক্তি° ৫।৪২২—৪৩০)।

গৌরবাজার—বাঁকুড়া হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে। শ্রীনিতাইগৌরবিগ্রহ—শ্রীল যদুনন্দন গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গৌরহাটী—(?) শ্রীলঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাসস্থান।

গৌরাঙ্গপুর—(হুগলী) খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে এক মাইল উত্তরে। নদীর ধারে শ্রীঅভিরাম-শিষ্য শ্রীকমলাকর দাসের সমাধি আছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে উৎসব হয়। এখানে শ্রীলগঙ্গাদাস ঠাকুর বাস করিতেন।

২ গোপাল ঠাকুর ও কোকিল গোপালের বাসস্থান।

৩ শ্রীমাধব ঘোষের শ্রীপাট।

গৌরীতীর্থ—ব্রজের পৈঠগ্রামের তিন মাইল দক্ষিণে। (ভক্তি ৫।৬৩০—৩২)। গৌরীপূজাছলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর মিলন-স্থান। কুণ্ডের তীরে নীপবৃক্ষ ছিল বলিয়া কুণ্ডকেও 'নীপকুণ্ড' বলা হয়।

ঘ, চ

ঘণ্টশিলা—(ঘাটশিলা) [অক্ষাংশ ২২।৩৫, দ্রাঘিমাংশ ৮৬।২৮] মেদিনীপুর জিলায় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পাণ্ডবদের বিশ্রামস্থান ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দীক্ষাস্থান (ভক্তি° ১৫।৩০—৪৮)।

ঘণ্টাভরণতীর্থ—মথুরায়, যমুনা-তীরবর্ত্তী বিশ্রাম ঘাটের উত্তরে ঘাট (ভক্তি° ৫।২৯৪—৯৫)।

ঘাটি—রাজস্থানস্থিত জয়পুরে, শ্রীজয়-দেবের শ্রীশ্রীরাধামাধববিগ্রহ এস্থানে বিরাজমান (ভক্তমাল ১২।১)।

ঘিষিলিনী—(বৃলী ১৫) কাম্যবনের ছোট পর্বতে অবস্থিত, এইস্থানে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ পিছলাইয়া নীচে পড়িতেন।

ঘোষরাণীকুণ্ড—মথুরার কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৫৮)।

ঘোড়াঘাট—দিনাজপুর জেলায়, এইস্থানে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল বলিয়া প্রবাদ।

চক্রতীর্থ—(১) কুরুক্ষেত্রস্থিত রামহ্রদ, (২) প্রভাসে, গুজরাটে গোমতী-নদীতটে, (৩) গোদাবরীতটে, ত্র্যম্বক্ গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে, (৪) কাশীধামে মণিকর্ণিকাঘাটের কুণ্ড। (৫) রামেশ্বর সেতুবন্ধে [স্কান্দ ব্রহ্মখণ্ড সেতু-মাহাত্ম্য ৩]। (৬) শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রতটে, চক্রতীর্থ—পুরী ষ্টেসনের পূর্বদিকে ও শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে 'বলগণ্ডি-নলার' 'বাংকিমুহাণার' তীরে অবস্থিত। এই স্থানেই দারুব্রহ্ম ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। প্রস্তরময় সুদর্শনচক্র একটি বেষ্টনীর মধ্যে এই স্থানে পূজিত হন। অদূরবর্ত্তী কুণ্ডে শ্রাদ্ধাদি করা হয়। (৭) কুরুক্ষেত্রে [ভা° ১০।৭৮।১০ বৈষ্ণবতোষণী]। (৮) ব্রজের চাকলেশ্বর (গোবর্দ্ধন-মানস-গঙ্গাতটে)। (৯) মথুরায়, যমুনার তীরবর্ত্তী (ভক্তি° ৫।৩০৩—৫)। (১০) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছত্রভোগের নিকটবর্ত্তী অম্বুলিঙ্গতীর্থের নিকটে।

চক্রদহ—(চাকদহ) গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান (ভক্তি° ১২।৭৯৭—৭৯৮, চাকদহ দেখ)

চক্রবেড়—গয়াধামে অবস্থিত, যেস্থানে শ্রীবিষ্ণুপদ বিদ্যমান। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৩২)। ২ পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চতুর্দিকে অবস্থিত।

চক্রশালা—(চট্টগ্রামে) শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জন্মস্থান ['মেখলা' দ্রষ্টব্য]।

চটক পর্বত—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বালুকার স্তূপ। ইহারই নিকটে টোটা গোপীনাথ—শ্রীশ্রী-গদাধর পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ।

চতুরপুর—মালদহ জিলায়, গৌড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। শ্রীগৌরের সহিত শ্রীরূপসনাতনের মিলন-স্থান।

(প্রেম° ৮)

চতুঃসামুদ্রিক কূপ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার তীরবর্ত্তী (ভক্তি ৫।৩৩১)

চতুর্দ্ধার—কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্ধার গ্রামে যাওয়া যায়। ইহাকে সাধারণতঃ 'চৌদুয়ার' বলে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ১৬।১১৬, ১২২ ; চৈ° চ° মহাকাব্য ১৯।১০০)। এস্থানে পাহাড়ের গায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে—অত্রত্য লোক ইহাকে 'পাদ-পথর' বলে। প্রবাদ—এস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশাল বিগ্রহ ছিল; নদীর ভাঙ্গনে উহা ভাসিয়া গিয়াছিলেন, পূর্ব্বকচ্ছ গ্রামে বর্ত্তমানে সেবিত হইতেছেন।

চতুর্ভুজ কুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিলাস-স্থলী। (ভক্তি° ৫।৮৭৩)।

চতুর্মুখ স্থান—(মথুরায়) কাম্যবনের উত্তরে অবস্থিত এস্থানে ব্রহ্মমোহনলীলা ঘটে (ভক্তি° ৫।৮৮৭)।

চন্দননগর—গোঁসাই ঘাট—শ্রীখুন্তির মেলা। জগদীশ তীর্থ। প্রবাদ—আকবর বাদশাহ (মতান্তরে হোসেন সা) সংকীর্ত্তনে কোন মুসলমান বাধা দিতে পারিবে না বলিয়া নিজ পাঞ্জাকৃত একখানি খুন্তি বা পাশচিহ্ন প্রদান করেন। বর্ত্তমানে সংকীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে ঐ খুন্তিকে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রবাদ——নবদ্বীপধামের শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের নিকট একখানি ঐরূপ খুন্তি বা পাশ ছিল। তিনি উহা পরে শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীকে (মালপাড়ার) প্রদান করেন। ঐ খুন্তি লইয়া শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সহিত বিবাদ হইলে, বীরভদ্র প্রভু খুন্তিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। পরে ঐ খুন্তিখানি অগ্রহায়ণী পূর্ণিমাতে চন্দননগরে একটি ঘাটে দেখা দেন। ঐ ঘাটকে 'গোঁসাইঘাট' ও 'জগদীশ-তীর্থ' বলা হয়। উহা চন্দননগর সহরের উত্তরাংশে। রঘুনাথ উহা প্রাপ্ত হইয়া ঐ খুন্তিকে পূজা করিতে থাকেন। উক্ত গোস্বামিদের আদিদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ এই স্থানে শ্রীমন্দিরে আছেন। ১২৯২ সাল হইতে উক্ত খুন্তির মহোৎসব প্রতি বৎসর পূর্ব্বোক্ত মাসে ও তিথিতে মন্দিরের নিকট মহা-সমারোহে হইয়া থাকে।

অন্য বিবরণ— মালপাড়ার গোস্বামীদের আউল-নামক আদি পুরুষ নিত্য মালপাড়া হইতে পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। গঙ্গার পরপারে ক্ষীরপাড়ার পুষ্করিণীতে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ঐ চন্দননগরে প্রতিষ্ঠা করেন।

গোঁসাইঘাটার গোস্বামিদের গৃহবিবাদ জন্য এখন দুই স্থানে মেলা হয়। নূতন মেলায় শ্রীরাধাবল্লভ এবং পুরাতন মেলায় শ্রীরাধাগোবিন্দ আসেন।

বর্ত্তমানে ঐ খুন্তিখানি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐরূপ প্রাচীন খুন্তি হুগলী জেলা তড়াআটপুর শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাটে একখানি ও শ্রীলঠাকুর কানাইয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীলকানুপ্রিয় গোস্বামীর নিকট একখানি আছেন।

সংকীর্ত্তনে ত্রিবিধ আকারের খুন্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খুন্তি সাধারণতঃ পিত্তল-নির্ম্মিত হয়। কোন কোন গোস্বামি-গৃহে রৌপ্যেরও আছে। খড়দহে রৌপ্যের খুন্তি। অর্দ্ধচন্দ্র মুসলমান-গণের জাতীয় প্রতীক। পূর্ব্বে রোমক বাদসাহগণের ঐ চিহ্ন জাতীয় পতাকাতে থাকিত। ১৪৫৩ খৃঃ তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মোহম্মদ খাঁন রোমকদিগকে জয় করিয়া ঐ পতাকা কাড়িয়া আনেন। তদবধি উহা সমগ্র মুসলমান জগতের জাতীয় চিহ্ন হইয়াছে।

চন্দ্রসরোবর—ব্রজে, পরাসলি গ্রামের নিকটবর্ত্তী, পরাসৌলিতে বাসন্তরাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এস্থানে বিশ্রাম করেন (ভক্তি° ৫।৬২০) এবং স্বহস্তে শ্রীরাধার বেশ রচনা করেন। সরোবরের নৈর্ঋত কোণে শিঙ্গার-মন্দির এবং অগ্নিকোণে শ্রীরাসমণ্ডল। নিকটে শ্রীবলদেব-মন্দির ও সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড। নৈর্ঋত কোণে গন্ধর্ব কুণ্ড—এস্থলে গন্ধর্বগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন।

চন্দ্রসেন পর্বত—ব্রজের কাম্যবনে স্থিত, এস্থানের পিছলিনী শিলায় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ 'পিছলি' খেলিতেন।

চম্পকহট্ট—(চম্পাহট্ট) 'চাঁপাহাটী' দ্রষ্টব্য।

চম্পারণ্য—মধ্যভারতে, রায়পুর হইতে ৭৩ মাইল নওয়াপাড়া রোড ষ্টেশন। তাহা হইতে পদব্রজে যাওয়া যায়। এস্থানে বল্লভাচার্য্যের জন্ম হয়। (এই অভিধানে ১৩৬১ পৃষ্ঠায় 'বল্লভ ভট্ট' দেখুন)।

চয়ন ঘাট—চীরঘাটের নামান্তর (ভক্তি° ৫।২৩৫৯)।

চরণকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি° ৫।৮৩৯)।

চরণ-পাহাড়ী—ব্রজের বৈঠানগ্রামে অবস্থিত (ভক্তি° ৫।১৩৯১); ২ ঐ নন্দীশ্বর পর্বতে। ৩ কাম্যবনে।

চলনশিলা—(ব্রজে) পাইগ্রামের নিকটে (ভক্তি° ৫।১৪০৭)।

চাকটা—মুর্শিদাবাদ জেলায়, সালার ষ্টেশন হইতে নয় মাইল। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শিষ্য শচীনন্দন এস্থানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শচীনন্দনের পুত্র রামগোবিন্দ ও শ্যামহরি এই গ্রামে বাস করেন; এখন তাঁহাদের বংশধরগণ তথায় আছেন। তদীয় কনিষ্ঠপুত্র অনন্তহরি কিন্তু সন্তোর গ্রামে উঠিয়া যান।

চাকদহ—নদীয়া জেলায়। শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। চক্রদহ ও প্রদ্যুম্ননগর—প্রাচীন নাম। প্রবাদ শ্রীভগীরথের গঙ্গা-আনয়নকালে তাঁহার রথচক্র এই স্থানে ভগ্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন এই স্থানে শম্বরাসুরকে বধ করিয়া নিজ-নামে নগর স্থাপন করেন। তৎপূর্বে ইহার নাম ছিল—রথবর্ত্ম নগর। এখানে প্রদ্যুম্ন-হ্রদনামে একটি খাত আছে। চাকদহ, মনসাপোতা, কাঞ্চীপাড়া, যশোড়া প্রভৃতি গ্রামকে 'প্রদ্যুম্ননগর' বলিত। ইহা পাঁজনোর বা পাঁজিনগর পরগণার মধ্যে।

চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্বদিকে কামালপুর। এই স্থানে একটি ভগ্ন মন্দিরে একহস্ত পরিমিত পোড়া মহেশ্বর-নামক শিব আছেন। প্রবাদ—ঐ শিবের মস্তকে পরশ পাথর ছিল। জনৈক সন্ন্যাসী ঐ শিবকে পোড়াইয়া ঐ মণি লইয়া পলায়ন করে।

চাকুন্দী—(জেলা নদীয়া) দাঁইহাট ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। অগ্রদ্বীপের দেড় ক্রোশ উত্তরে। বর্দ্ধমান ও নদীয়া সীমার মধ্যস্থানে পাটুলী ষ্টেসন হইতে দেড় ক্রোশ। চাকুন্দীর অনেক অংশ গঙ্গাগর্ভে যাইলেও বহু প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নাদি এখনও আছে। গ্রামটি বর্ত্তমানে স্থানান্তরে নীত। কার্ত্তিকী গোষ্ঠাষ্টমীতে এখানে ও যাজিগ্রামে উৎসব হয়।

ইহা শ্রীলশ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর আবির্ভাব-স্থান। তৎপিতা শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য বা শ্রীচৈতন্যদাসের শ্রীপাট। চাকুন্দীতে শ্রীল আচার্য প্রভুর সমাধি ছিল, বর্ত্তমানে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

চাকুলিয়া—মেদিনীপুর জিলার, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য দামোদরের বাসস্থান [র° ম° দক্ষিণ ১৫০]।

চাটিগ্রাম—চট্টগ্রাম জিলা, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্যবল্লভ, বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতির জন্মস্থান [চৈ° ভা° আদি ২।৩১, ৩৭]।

চাতরা—(হুগলী) শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল, শ্রীমন্দির চৌধুরী পাড়ায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট ও দেবালয়, ইহা শ্রীশঙ্করারণ্য পণ্ডিতেরও শ্রীপাট। শ্রীনিতাইগৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সূর্যদেব ও একটি কুণ্ড আছে। বারুণীর সময়ে ও দোলযাত্রায় এস্থানে উৎসবাদি হইয়া থাকে।

চাঁদ কাজীর সমাধি—ব্রাহ্মণপুষ্করিণী গ্রামে। প্রাচীন গোলক চাঁপার গাছ আছে। একখানি পুরাকালের প্রস্তর আছে। নিকটে বল্লাল সেনের বাটীর ধ্বংসাবশেষ। অনতিদূরে বল্লালদীঘি—একমতে ইনি হোসেন সার গুরু ছিলেন। ইহার নাম—মৌলানা সিরাজুদ্দিন (অন্যমতে—হবিবর রহমন)। একঘর মুসলমান ইঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন।

চাঁদপাড়া—মুর্শিদাবাদ ষ্টেশন হইতে চারি ক্রোশ উত্তরপূর্বে শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের জন্মস্থান। স্ত্রীর কথায় হোসেনসাহ শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার পানি দেন। ইহাতে ইঁহার জাতি নাশ হয়। ব্রাহ্মণগণ ইহার জন্য তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার পরামর্শ দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে প্রভু ইঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীহরিনাম করিতে আদেশ দেন। সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সহ ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। (চরিতামৃত মধ্য ২৫ পরিচ্ছেদে সুবুদ্ধি রায়ের বিশেষ পরিচয় আছে)। এক আনা কর ধার্য করিয়া হোসেন সাহ সুবুদ্ধি মিশ্রকে ঐ গ্রাম দান করে। এজন্য 'এক আনি চাঁদপাড়া' বলিয়া উহার নাম হয়।

চাঁদপুর—হুগলী জেলায়, সপ্তগ্রাম যে সাতটী গ্রাম লইয়া, তাহার মধ্যে চাঁদপুর একটী। এখানে সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ও কুলগুরু যদুনন্দন আচার্যের শ্রীপাট ছিল। বাল্যকালে রঘুনাথ এই পরম

ভাগবতের সংস্রবে আসিয়াই পরে শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের চরণ লাভ করেন। ঠাকুর হরিদাস প্রভু যত্নুনন্দন আচার্যের ভবনে আগমন করিয়াছিলেন।

চাঁত্বড়ে—সিমুরালি ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে গঙ্গার ধারে। এই স্থানে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতার গাদি। দ্বাদশ গোপাল-পর্যায়ের শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট সুখসাগর ধ্বংশ হইলে তদীয় শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এস্থানেই সেবিত হইতেছেন।

সুখসাগর গ্রাম গঙ্গাগর্ভে গত হইলে দেব-বিগ্রহ প্রথমে বেলেডাঙ্গায় নীত হয়েন। তৎপরে উহাও ভাঙ্গিলে বেড়িগ্রামে, তৎপরে উহাও গঙ্গাগর্ভে যাইলে উক্ত চাঁত্বড়ে গ্রামে আনীত হয়েন। মতান্তরে সুখসাগর গ্রাম ধ্বংসোন্মুখ হইলে শ্রীল ঠাকুর কানাই তদীয় পিতা ও শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভ সহ প্রথমতঃই বোধখানায় গমন করেন।

চান্দোড়া—চূড়াধারী মাধবাচার্যের বংশধরগণ মৈমনসিংহ জেলার চান্দোড়া ও যশোদল গ্রামে আছেন।

চাঁপাহাটী—বর্দ্ধমান জেলায়। নবদ্বীপ হইতে দুই মাইল পশ্চিমে। সমুদ্রগড় ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়া যায়। শ্রীবাণীনাথের শ্রীপাট। ইনি ব্রজ লীলায় কামলেখা সখী (গৌর-গণোদ্দেশ ২০৪)। এখানে শ্রীবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সেবা বর্ত্তমান।

চামটাপুর—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যস্থিত চেঙ্গান্থর। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মন্দির আছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২২)।

চারিধাম—বদরীনাথ, দ্বারকা, পুরী ও রামেশ্বর।

চিকশৌলি—(চিত্রশালী) ব্রজে, বরসানায় বিহার কুণ্ডের উত্তরে; শ্রীসুচিত্রাসখীর জন্মস্থলী। শ্রীরাধার বেশ-রচনার স্থান।

চিত্রকূট—জব্বলপুর লাইনে মাণিকপুর ষ্টেশনে নামিয়া ঝাঁসির গাড়ীতে যাইতে হয়। মাণিকপুর হইতে দুই ষ্টেশন পরেই করবী ষ্টেশনে নামিতে হয়। ইহার পরেই চিত্রকূট ষ্টেশন আছে।

ভরদ্বাজ ঋষি চিত্রকূটকে 'গন্ধমাদন সন্নিভ' বলিয়াছেন। ইহার তলদেশ ঘিরিয়া কতগুলি মন্দির আছে। কামদানাথ পর্বতের পরিধি প্রায় ১$\frac{১}{২}$ মাইল, ইহাকে পরিক্রমা করিতে হয়। এইস্থানে ভরত-সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মিলন হয়। এই স্থান হইতে শ্রীরামচন্দ্রের কুটির এক মাইল দূরে মন্দাকিনী-নামক ক্ষুদ্রনদীর তীরে। 'রামঘাট' অত্রত্য প্রসিদ্ধ।

চিত্রোৎপলা নদী—কটক হইতে বহির্গত হইয়া যে স্থানে মহানদীকে পাওয়া যায়, তাহারই নাম—চিত্রোৎপলা। তন্ত্রে আছে—'কলৌ চিত্রোৎপলা গঙ্গা'।

চিন্তাহরণ ঘাট—ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের অল্প পূর্বে। শ্রীচিন্তেশ্বর মহাদেবজি।

চিদাম্বরম্—(চরিতামৃতোক্ত নাম—পীতাম্বর)। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৩)। চিদাম্বর মাদ্রাজ হইতে রামেশ্বর-পথে ১৫১ মাইল দূরে। কুডালোর নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে। এখানে 'আকাশ-লিঙ্গ' নটরাজ শিব আছেন। এই মন্দির ৩২ একর জমির উপর অবস্থিত। চারিদিকে ৬০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত (দক্ষিণ আর্কট্ ম্যানুয়েল্)। S. Ry. ত্রিচিনোপল্লী লাইনে চিদাম্বরম্।

চিয়ড়তলা—'ছেরতলা', ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নগরকৈলের নিকট; এস্থানে শ্রীরামলক্ষ্মণের মন্দির আছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত তীর্থ (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২০)।

চিরা নদী—মগধদেশবাহিনী মন্দার পর্বতের নিকটবর্ত্তিনী। মহাপ্রভু মন্দারে গমনের পূর্বে এ নদীতে স্নান করিয়াছিলেন। মন্দারের দুই দিকে দুই নদী—চিরা ও চন্দনা।

চিরায়ু পর্বত—পুরীতে, চটক পর্বত।

চিল্কাহ্রদ—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল বীরভদ্র-প্রভু এই স্থানে পুরীর এক রাজাকে দীক্ষাদান করেন। অত্যাচারী কালাপাহাড় যবনের ভয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ইহার নিকটে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। তখন উড়িষ্যায় মহম্মদ তকির শাসন ছিল। মুর্শিদকুলি পরে আদেশ দিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করান।

চীরঘাট—গোপীঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে—ঘাটের উপর প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ আছে; কাত্যায়নী ব্রতের উদ্‌যাপন-দিবসে শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করত এই কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। নিকটে—শ্রীকাত্যায়নীদেবীর মন্দির। গ্রামের নাম—'শিয়ারো'।

চুঁচুড়া—(হুগলী) কামারপাড়া বাজারে পঞ্চানন তলায় শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দর বিগ্রহ আছেন। ইহা শ্রীশ্রী-দাস গোস্বামী প্রভুর পৈতৃক বিগ্রহ।

সপ্তগ্রামে যবন-উপদ্রব হইলে, গোবর্দ্ধন মজুমদার (রঘুনাথ-পিতা) চুঁচুড়া নিরাপদ বুঝিয়া ঐ বিগ্রহকে এখানে রক্ষা করেন। তদবধি শ্রীবিগ্রহ ঐ স্থানে আছেন।

চুঁচুড়া চৌমাথা—(হুগলী) শীল-বাবুদের দেবালয়ে শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর শ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহ হালিসহরে শ্রীবাস পণ্ডিত-দ্বারা সেবিত হইতেন। পরে সেবার অভাবে বহু দিন ধরিয়া একটি গৃহে থাকেন। বহু পরে ঐ স্থানে আনীত হয়।

চুনাখালি (?)—শ্রীল অভিরাম-গোপালের শিষ্য শ্রীনন্দকিশোর দাসের শ্রীপাট।

চৈতন্য-মণ্ডপ,—মণ্ডল——পুরীতে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে চতুর্দিকে যে বিরাট চত্বর আছে, তাহাকে চৈতন্যমণ্ডপ বা চৈতন্যমণ্ডল বলে। এই বিরাট চত্বরের সর্বত্র সকলেই জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে শ্রীবিগ্রহাদির দর্শনার্থী হইয়া ভ্রমণ বা উপবেশন করিতে পারেন।

চৌমুহা—ব্রজে, জৈতের চার মাইল বায়ু কোণে, এস্থানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করত চরণে প্রণাম করিয়া-ছিলেন।

ছ, জ

ছত্রভোগ (খাড়ি)—২৪ পরগণা জেলা, থানা মথুরাপুর। পূর্ব রেলওয়ে মগরা হাট ষ্টেশন হইতে জয়নগর মজিলপুর, তথা হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে শতমুখী গঙ্গা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী-গমন-সময়ে এই স্থান হইয়া গমন করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর আদিম প্রবাহের স্থান। চিহ্নস্বরূপ নানাপুরে শঙ্খ-দোলা ও কাশীনগরে চক্রতীর্থ-নামে দুইটি গঙ্গাসম্বন্ধীয় তীর্থস্থান আছে।

শঙ্খদোলা-সম্বন্ধে প্রবাদ—ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ আর দেখিতে পান নাই। এ জন্য চিন্তিত হইলে দেবী স্বীয় হস্ত উত্তোলন করত হস্তের শঙ্খবলয় এই স্থানে দর্শন করাইয়াছিলেন।

চক্রতীর্থে ভাগীরথীর শুষ্ক গর্ভের উপর চক্রকুণ্ড, গোপালকুণ্ড ও মণিকুণ্ড নামে তিনটি পুষ্করিণী আছে। যাত্রীগণ প্রাচীন গঙ্গাদেবীজ্ঞানে ঐ জলাশয়ে তীর্থ-ক্রিয়াদি করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর চৈত্রী শুক্লা-প্রতিপদে ঐ স্থানে একটি **'নন্দাস্নান'** মেলা হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৭২) মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে—'জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে। অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি' বলে সর্বজনে'॥

ঐ ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ শিব এক্ষণে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বড়াশীতে আছেন। বর্ত্তমান নাম—বদরিকানাথ। বড়াশী—দ্বারির জাঙ্গালের পশ্চিমে। প্রাচীন মন্দির ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী ও অন্ধমুনি-নামে প্রাচীন বিগ্রহ আছে। প্রাচীন তীর্থ—জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসে দুই বার মেলা হয়।

ত্রিপুরাসুন্দরীকে ত্রিপুরাবালা বলে। দারুময় বিগ্রহ। পুরোহিতগণ বলেন—ইহা একটি পীঠস্থান। দেবীর বক্ষঃস্থল এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। দেবীর ভৈরব—ঐ বড়াশির বদরীনাথ। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে প্রস্তরময় নৃসিংহদেব ও শিবলিঙ্গ আছে। এখানের পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে বহু দেব দেবীর বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। ছত্রভোগ কুণ্ড হইতে ৮৯৭ শকে উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রের ও দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দে লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত দুই খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। রামগতি ন্যায়-রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে উহার চিত্র আছে।

পূর্বে লিলুয়া (হাওড়া জেলা) হইতে কালীঘাট পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে একটি সুগম পথ ছিল। ঐ পথ দিয়াই মহাপ্রভু ছত্রভোগে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ছত্রভোগ হইতে রায়দীঘি পর্যন্ত

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলের স্থানে স্থানে একটি প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন দেখা যায়, উহাকে 'দ্বারির জাঙ্গাল' বলে। (এই দ্বারিরজাঙ্গাল-নামক প্রাচীন রাস্তা—বাংলার অনেক স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে ; যুক্ত করিলে বরাবর পুরী পর্যন্ত একটি সড়করূপে পরিগণিত হইতে পারে।) শুনা যায় প্রাচীনকালে দ্বারিকা দেবী নামে জনৈক বিধবার অর্থেই ঐ পথ নির্মিত হইয়াছিল।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ, ত্রিপুরা দেবী, নীলমাধব ও সঙ্কেতমাধব বিগ্রহের ও তীর্থের নাম আছে। উক্ত নীলমাধবজীউ ঐ স্থানের খাঁড়ির উত্তরে মাদপুরগ্রামে ভূতনাথ চক্রবর্ত্তির গৃহে আছেন। খাঁড়ির এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সঙ্কেতমাধব ও সোণার মহেশের মন্দির ছিল।

ছত্রবন—(ছাতাই) ব্রজে অবস্থিত উমরাও গ্রাম—এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাখালরাজা হইয়াছিলেন (ভক্তি° ৫।১২২০—৫৮)। কুণ্ডতীরে শ্রীদাউজির মন্দির। উত্তরাংশে শ্রীনারায়ণের মন্দির।

ছনহরা গ্রাম—(চট্টগ্রাম জেলায়) মেখলা হইতে ১০ ক্রোশ দূরে, পটিয়া থানার অন্তর্গত। ঐ স্থানে মহাপ্রভুর পরিকর শ্রীল বাসুদেব দত্ত ও শ্রীমন্ মুকুন্দ দত্তের পূর্ববাস।

ছাতনা চণ্ডীদাস—(বাঁকুড়া)—S. R. বাঁকুড়ার পরের ষ্টেশন। এক মতে এই খানে প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, (বীরভূম) নান্নুরের মত এখানেও চণ্ডীদাসের ভিটার ভগ্নাবশেষ, রামী রজকিনীর ঘাট, বাসুলীদেবীর মন্দির প্রভৃতি সবই আছে। দ্বিতীয় মন্দিরের শিলাফলকে-'ব্রহ্মাশেষসুরেশ-বন্দ্যচরণ শ্রীবাসুলী-প্রীতয়ে' এই পংক্তি আছে।

দ্বিতীয় মন্দির রাজবাটীর গড়ের মধ্যে বিবেক নৃপতি-কর্তৃক ১৬৬৫ শকে নির্মিত হয়। প্রথম মন্দিরে রাজা উত্তর হাম্বীরের নাম ও ১৪৭৬ শক লিখিত আছে।

ছাপঘাটি—জঙ্গীপুর হইতে অনতিদূরে অবস্থিত গ্রাম। এস্থানে বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ফকির সৈয়দ মর্ত্তুজা ও আনন্দময়ীর সমাধি আছে।

ছাহেরী—ব্রজে, ভাণ্ডীরবনের নিকটবর্ত্তী, যমুনাতটে-অবস্থিত গ্রাম (ভক্তি° ৫।১৬৮৫)। ভাণ্ডীরবনে খেলার পরে শ্রীকৃষ্ণবলরাম সখাসঙ্গে এস্থানে ছায়ায় বসিয়া ভোজন করিয়াছেন।

ছুনরাক্—বৃন্দাবনের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত সৌভরি মুনির আশ্রম।

জখিনগাঁও—ব্রজে, আরিং হইতে আড়াই মাইল উত্তর-পূর্বে, শ্রীরাধার দাক্ষিণ্যভাব-প্রকাশের স্থান। শ্রীরেবতী-বলদেব, বলভদ্র কুণ্ড, রেণুককুণ্ড দর্শনীয়।

জগতীমণ্ডলপুর—(?) শ্রীপাট, চৈত্রী পূর্ণিমায় শ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামির আবির্ভাব উৎসব।

জগন্নাথ ক্ষেত্র—পুরী দেখ।

জগন্নাথবল্লভ--পুরী শ্রীজগন্নাথ-ধামে। গুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীমন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত উদ্যানবাটিকা। তত্রত্য দমনকভঞ্জনলীলা প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ১৪।১০৫)

জঙ্গলীটোটা—মালদহ শহর হইতে তিন ক্রোশ। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতা মাতার শিষ্যা শ্রীমতী জঙ্গলীপ্রিয়া দেবীর গাদি। শ্রীশ্রী-গোপীনাথজীউর সেবা (প্রেম ২৪)।

জঙ্গীপুর—হুগলী জেলায়, খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট। যাত্রার পালা-রচয়িতা গোবিন্দ অধিকারীর জন্মস্থান। ২ মুর্শিদাবাদ জেলায়, সৈয়দ মর্ত্তুজার বাসস্থান।

জনকপুর—(দ্বারভাঙ্গা হইতে) দ্বারভাঙ্গা জয়নগর লাইনের জয়নগর ষ্টেশনে নামিয়া নেপাল-জয়নগর-জনকপুর রেলওয়ে জনকপুর। নেপাল-সীমার মধ্যে, ঐ স্থানে জনক রাজার বাড়ী ছিল। ওখানে দুইটী শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে। টিকমগড় রাজার নির্মিত মন্দির বা প্রাসাদটি দর্শনযোগ্য। ষ্টেশন হইতে ঐ মন্দির এক মাইল। রামনবমীতে এবং অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ উৎসব-উপলক্ষে মেলা হয়। ধনুয়া—জনকপুর হইতে তিন মাইল দূরে। এখানে শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন। হরধনুর এক-তৃতীয়াংশ আজিও দৃষ্টিগোচর হয়।

জনতী—ব্রজে, ভোষের দুই মাইল বায়ু কোণে অবস্থিত।

জনাই—ব্রজে, বাজনার দেড় মাইল দক্ষিণে, অঘাসুর বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এ স্থানে সখাগণসহ ভোজন করেন এবং এ স্থান হইতে ব্রহ্মা গোপশিশুগণকে হরণ করেন। ('জেওনাই' দ্রষ্টব্য)

জনার্দন—ত্রিবান্দ্রম্ জেলার ২৬ মাইল উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। বর্কালা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে পর্বতের উপরে মন্দির। পর্বতের নিম্নে 'চক্রতীর্থ'-নামক কুণ্ড। S. Ry ত্রিবান্দ্রম্ ব্রাঞ্চ লাইনে বর্কালা ষ্টেশন।

জম্বুদ্বীপ—(চৈ° ভা° আদি ১৩।৩২) সমগ্র ভারতবর্ষ ও এশিয়ার কিয়দংশ। মতান্তরে সমগ্র এশিয়া।

জয়পুর—[অক্ষাংশ ২৬।৫৬, দ্রাঘিমাংশ ৭৫।৪৮] প্রাচীন রাজধানী অম্বরে পাহাড়ের উপরে শিলাদেবী আছেন। অম্বরে যাইতে হইলে জয়পুর হইতে পাশ লইতে হয়। ঐ শিলাখণ্ডে কংস-কর্ত্তৃক দেবকীর সন্তানদিগকে আছড়াইয়া মারা হইত বলিয়া প্রবাদ।

যশোহরের প্রতাপাদিত্য ঐ শিলা লইয়া তাহাতে অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি করান। দেবীর মুখ বামদিকে ঘূর্ণিত; দেবী বলি দর্শন করিতে পারেন না। পরে মানসিংহ ঐ মূর্ত্তি লইয়া গিয়া স্বীয় অম্বরে স্থাপন করেন। মতান্তরে ঐ শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যেরই বিগ্রহ বলিয়া প্রচারিত ছিল, কিন্তু ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় প্রমাণ করিয়াছেন—উহা চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া ঐ দেবীকে অম্বরে আনয়ন করেন। দেবী অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি; দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, তীর ও ত্রিশূল।

১। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির—চন্দ্রমোহন-নামক প্রাসাদের নিকট উদ্যানের অপর প্রান্তে। *

২। জয়পুর হইতে দেড় মাইল দূরে পাহাড়ের উপর সূর্যদেবের গলিতা (গল্‌তা)-নামক মন্দির আছে। এস্থানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ অন্য সম্প্রদায়ীকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। গলতার নীচে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-স্থাপিত শ্রীবিজয়গোপাল মূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীরামানন্দি-সাধুদের সেবা। অন্যদিকে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির।

৩। জয়সিংহের মানমন্দির ও প্রাচীন যন্ত্রসমূহ দর্শনযোগ্য।

ভক্তরাজ-বংশ—ভগবান্ দাস—মানসিংহ—ভবসিংহ—(১৬৭২) মহাসিংহ—(১৬৭৭) জয়সিংহ—(মানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র)—রামসিংহ—বিষ্ণুসিংহ—সবাই জয়সিংহ—(১৭৫৫) ঈশ্বরী সিংহ—(১৮০০) মধুসিংহ (১৮১৭) পৃথ্বীসিংহ—(১৮৩৩) প্রতাপ সিংহ—(মধুসিংহের দ্বিতীয় পুত্র ১৮৩৩) জগৎ সিংহ—(২) [১৮৬০] মোহন সিংহ—(১৮৭৫) জয়সিংহ—(৩) [১৮৭৬] রামসিংহ—(১৮৯২) মাধো সিংহ—(দত্তক) ১৯৩৭ সম্বতে অভিষিক্ত হন।

শ্রীগোপীনাথজীউ—মহল হইতে এক ক্রোশ দূরে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দির।

* ১৬৬৬ খৃঃ শ্রীগোবিন্দের কাম্যবনে গমন, ১৭০৭ খৃঃ গোবিন্দপুরা বা রোফাড়ায়, ১৭১৪ খৃঃ অম্বরে, ১৭১৬ খৃঃ জয়পুরে (জয়নিবাস দলিল দ্রষ্টব্য]।

শ্রীরাধাদামোদর—ত্রিপোলিয়া বাজারের নিকট শ্রীজীবগোস্বামি-সেবিত শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগিরিরাজ শিলা বিদ্যমান। তত্রত্য দলিলে দেখা যায় যে ১৭৯০ সম্বতে ভাদ্রী শুক্লাষ্টমী বুধবারে শ্রীগিরিরাজ-চরণচিহ্ন সর্বপ্রথম শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে আসেন। এ বিষয়ে তিন বার পাট্টা হয়। ১৮১৭ সম্বতে মাঘী কৃষ্ণা নবমীতে মাধব সিংহজির রাজত্বকালে দৈনিক তিন টাকা ভোগের বরাদ্দে শ্রীরাধাদামোদর জয়পুরে আসেন। ১৮৫৩ সম্বতে পুনরায় সকল বিগ্রহই শ্রীবৃন্দাবনে যান এবং ১৮৭৮ সম্বতে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা নবমীতে পুনরায় আগমন করেন। ১৮৮৩ সম্বতেই এই বিষয়ে শেষ পাট্টা হয়। ১১১২ হিজরীতে মুসলমানী পাট্টা আছে। [এসব দলিলাদি জয়পুর শ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে দ্রষ্টব্য]।

শ্রীরাধাবিনোদ—ত্রিপোলিয়া বাজারের নিকট বড় রাস্তার উপরে শ্রীরাধাবিনোদ-মন্দির।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—১৮২২ সম্বতে কার্তিকী শুক্লা তৃতীয়ায় মাধব সিংহের রাজত্বকালে বার্ষিক ৮০০৲ টাকা ভোগের জন্য ও ১০০৲ পোষাকের বাবৎ বরাদ্দ হইলে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জয়পুরে আসেন।

ঘাট দরজাতে শ্রীজয়দেবের শ্রীরাধামাধবজীউ আছেন। জয়পুর শ্রীগোবিন্দজীর মহল হইতে বা সহর হইতে এই স্থান তিন ক্রোশ দূরে।

২ শ্রীহট্টে, তরফপরগণায় অন্তর্গত। শ্রীশ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির শ্রীপাট। ইনি শ্রীশ্রীশচীমাতার পিতৃদেব)

৩ গোয়াস পরগণায়, নারায়ণ চৌধুরীর নিবাস।

জয়েৎপুর (জৈৎগ্রাম)—শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে অবস্থিত—এস্থানে অঘাসুর-বধের পরে দেবগণ জয়ধ্বনি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পুষ্পবৃষ্টি করেন (ভক্তি ৫।১৬১২)।

জলঙ্গীনগর--পদ্মানদী হইতে যেস্থানে খড়িয়া নদী বাহির হইয়াছে, ঐ স্থানে বা মোহনাতে পূর্বে জলঙ্গী নামক এক নগর ছিল। এখন উহা গঙ্গাগর্ভে।

জলন্দী—বীরভূমে, বোলপুর ষ্টেশন হইতে ৪।৫ ক্রোশ পূর্বে। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভ্রাতা (শিষ্য) সঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

জলাপন্থ—অত্রত্য জমিদার দস্যুবৃত্তি হরিশ্চন্দ্র রায়কে শ্রীলঠাকুর মহাশয় শিষ্য করিয়া পরম ভক্ত করেন (প্রেম ২০)।

জলেশ্বর—উৎকলে বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত, প্রাচীন নগর; জলেশ্বর শিবমূর্ত্তি আছেন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৬৩)।

জব্বলপুর—মধ্য রেলওয়ের ষ্টেশন ও বিখ্যাত নগর। প্রবাদ—এস্থানে পূর্বে জাবালি ঋষির আশ্রম ছিল। আজকাল আশ্রমের চিহ্নমাত্রও নাই। অত্রত্য সরোবরের তীরে বহু মন্দির আছে।

জহ্নুদ্বীপ—'জান্নগর' দ্রষ্টব্য।

জাগুনিগ্রাম—তালখড়ি হইতে ছয় ক্রোশ পূর্বদিকে। প্রবাদ—মহাপ্রভু ঐ স্থানের বারাঙ্গণা নদীর তীর দিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া যাইতে যাইতে লোকনাথকে ডাকিয়াছিলেন।

জাড়গ্রাম—চট্টগ্রাম জিলায়, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পূর্বনিবাস।

জান্নগর—নবদ্বীপের পশ্চিমে। ইহার উত্তরে মামগাছি বা মোদদ্রুমদ্বীপ। জান্নগর ও মাউগাছি গ্রামের সীমার মধ্যে একটি জল-নির্গমনের প্রণালী ছিল। মাউগাছি গ্রামের উত্তর সীমায় ব্রহ্মাণীমাতা বা ব্রহ্মাণী-তলা। ব্রহ্মাণীমাতা হইতে ২০০ হস্ত ব্যবধানে বায়ুকোণে পূর্বে কালী গোস্বামী নামে এক সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। ব্রহ্মাণী বেদীর পূর্বভাগে দুইশত হস্তের মধ্যে ছাড়ি গঙ্গার তীরে 'রামবট' নামে প্রাচীন বট-বৃক্ষ। প্রবাদ—বনভ্রমণকালে শ্রী-রামসীতা ও লক্ষ্মণ ঐ স্থানে কিছু-কাল ছিলেন।

ব্রহ্মাণীতলার উত্তরে পোলের হাট। শ্রাবণী সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী দেবীর পূজা-উপলক্ষে ৭।৮ দিন ব্যাপী মেলা হয়। ঐ পোলের হাটের অনতিদূরে উত্তরে ভাগীরথী তীরে একডালা বা অর্কটিলা গ্রাম।

জান্নগরের এক ক্রোশ দূরে—বিদ্যানগর। শ্রীনিতাই-গৌর-সেবা বর্তমান। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই স্থানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। জান্নগর গ্রামে ছাড়ি গঙ্গাতীরে জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। উহার কিছু দক্ষিণে ভীষ্মদেবের টিলা। জান্নগরের পশ্চিমের অর্দ্ধক্রোশ দূরে রাক্ষসী-পোতা—রাজা চন্দ্রসিংহের রাজপুরী ছিল। ঐ স্থানে একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। উহার একদিকে 'শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ—নরেন্দ্রস্য' বাংলায় ও অপরদিকে মৈথিলী অক্ষরে 'শকে ১২৪৩' লিখিত ছিল। রাজা লক্ষ্মণের পরেই রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ প্রাদুর্ভূত হয়েন। মামগাছী গ্রামে তিনটি শ্রীপাট—

১। শ্রীসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট —শ্রীরাধাগোপীনাথ।

২। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট—শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল।

৩। শ্রীমালিনী ঠাকুরাণীর শ্রীপাট —শ্রীশ্রীগৌরনিতাই।

জালালপুর—বা কিশোরনগর (২৪ পরগণা) টাঁকি পোঃ। পূর্বে লাইট রেলে কলিকাতা শ্যামবাজার ষ্টেশন হইতে জালালপুর যাওয়া হইত; এক্ষণে বাসে যাওয়া যায়। শ্রীনিবাস-শিষ্য ভাইয়া দেবকী-নন্দনের পূর্বনিবাস ২৪ পরগণার গরিফা গ্রামে ছিল। ইনি কাটোয়ার ফৌজদার ছিলেন। ভক্তমালে (১৭। ৩) ইঁহার ইতিকথা আছে।

জাবট—ব্রজে, 'যাবট' দেখুন।

জাহ্নবা ঘাট—ব্রজে, রাধাকুণ্ডের উত্তর দিকে। শ্রীজাহ্নবা মাতা শ্রীকুণ্ড-দর্শনে আসিয়া এইস্থানে উপ-বেশন করিয়াছিলেন এবং যেস্থান দিয়া শ্রীকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঘাটের উপরেই মা জাহ্নবার উপবেশন-স্থান।

জিয়ড় নৃসিংহ—মাদ্রাজের বিশাখা-পত্তন জেলার তীর্থস্থান। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ভিজাগাপটম্ হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে 'সিংহাচলম্' ষ্টেশন। পর্বতের উচ্চ-প্রদেশ শ্রীনৃসিংহ-মন্দির। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদাঙ্ক-পূত ভূমি। [চৈ° চ° মধ্য ১।১০৩,

চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৬]।

প্রস্তরফলকে আছে—'রাজা তৃতীয় গোঙ্কারের এক ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়াছেন।' (ভিজাগাপটম গেজেটিয়ার)।

শ্রীবিগ্রহের বিজয়মূর্ত্তি বাহিরে এবং মূল মূর্ত্তি অভ্যন্তরে বিরাজ করেন। রামানুজীয়গণের সেবা। বিশেষ বিবরণ প্রথম খণ্ডে ২৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জিয়াগঞ্জ—(বা বালুচর), গাম্ভিলা (বা গমলা) মুর্শিদাবাদ জেলায় বুধুইপাড়ার নিকট। জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল। মুর্শিদাবাদ হইতে তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার পরপারে আজিমগঞ্জ ষ্টেশন। জিয়াগঞ্জই বালুচর-নামে খ্যাত। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীগোকুলানন্দের সেবা বর্ত্তমান। এই স্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গঙ্গানারায়ণের প্রার্থনায় চিতাশয্যা হইতে উঠিয়াছেন এবং এই স্থানেই গঙ্গাজলে মিশিয়া যান। এ বিষয়ে নরোত্তম-বিলাসে উক্ত আছে—

'বুধরী হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে। গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকূলে॥ আজ্ঞা কৈল রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে। মোর অঙ্গ মার্জন করহ দুইজনে॥ দোহে কিবা মার্জন করিব, পরশিতে। দুগ্ধপ্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে॥'

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের পাদপদ্মে 'শ্রীগঙ্গারাম দাস' খোদিত আছে। এ স্থানের শ্রীশ্রীরাধারমণ - বিগ্রহ কাশিমবাজার রাজধানীতে নীত হইয়াছেন।

জিরাট—বলাগড় (হুগলী), নবদ্বীপ লাইনে জিরাট ষ্টেশন আছে। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর সেবা।

জুনাগড় (গিরনার)——পশ্চিম রেলওয়ের সুরেন্দ্রনগর-দ্বারকা-ওখা-লাইনে রাজকোট হইতে ৬৩ মাইল দূরে জুনাগড় ষ্টেশন। ইহার পূর্বনাম —রৈবতগিরি। শ্রীবলরাম এস্থানে দ্বিবিদকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-বাসকালে যাদবগণের ইহাই ক্রীড়াভূমি ছিল। দত্তাত্রেয় এখানে গুপ্তরূপে নিত্য নিবাস করেন। সৌরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত নরসী মেহতার ইহাই জন্মভূমি (ভক্ত ২২।১)। নগরের পূর্বদিকে গিরনার পর্বত, ইহার পূর্বনাম ছিল—গিরিনগর। পুরাতন কেল্লায় গোফাসমূহে বহু বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। প্রবেশ-দ্বারে বিশাল হনুমান্ মূর্ত্তি। দামোদরকুণ্ড, রেবতীকুণ্ড, লম্বা হনুমান্; গিরনার পর্বতে ভর্ত্তৃহরি গোফা, রাতুলগোফা, গোরক্ষশিখর, দত্তশিখর, নেমিনাথ শিখর, মহাকালী শিখর, পাণ্ডব গোফা, হনুমান্ ধারা, জটাশঙ্কর, ইন্দ্রেশ্বর প্রভৃতি দর্শনীয়। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পরিক্রমা হয়।

জেওনাই—ব্রজে, অঘাসুর-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে সখাগণসহিত ভোজন করেন ['জনাই' দ্রষ্টব্য]।

জৈত—ব্রজে, মঘেরা হইতে ঈশান কোণে অনতিদূরে। অঘাসুর-বধের পর এস্থানে দেবগণ 'জয়জয়'ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপরি পুষ্পবর্ষণ করেন। ('জয়েৎপুর' দেখ)

জোফলাই —বীরভূম জেলায়। জয়দেব হইতে তিন মাইল পশ্চিমে। দুবরাজপুর থানা, অজয়তীরে। কবি জগদানন্দের বাসস্থান। শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দনের বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম——নিত্যানন্দ। ইনি শ্রীখণ্ড হইতে কালীগঞ্জের অন্তর্গত আগরডিহিতে বাস করেন। জগদানন্দ ১৭০৪ শকে (১৭৮২ খৃঃ) ৫ই আশ্বিন বামন-দ্বাদশীতে দেহরক্ষা করেন। ভিন্নমতে জন্ম ১৬২৪ শকে, তিরোভাব ১৭৪৪ শকে। ইনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। ইঁহার পদাবলী মধুর হইতেও সুমধুর। ইনি জোফলাই গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করেন। মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভিন্ন শ্রীগোপীনাথজীউ একক আছেন। শ্রীমতী নাই। অপর কয়েকটি বিগ্রহ ও বহু শিলা আছেন। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীজগদানন্দের ভিটা ছিল। জগদানন্দ আতিথেয় ছিলেন। এক সময়ে পশ্চিমদেশীয় কয়েকজন অতিথি আসিয়া পথশ্রমে ও পিপাসায় কাতর হইয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত কূপের জল-পানার্থী হইলেন। তখন ঐ গ্রামে কূপই ছিল না। জগদানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্মরণ করত একটি লৌহদণ্ডদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেই পাতাল ভেদ করিয়া জল উঠিয়া সাধুদের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। ইহাই উত্তরকালে 'গৌরাঙ্গ সায়ের' নামে অদ্যাপি বিরাজমান।

জোলকুল—ডাকঘর ভাস্তাড়া, জেলা হুগলী, কুলীনগ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে। এই স্থানে বসু রামানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅনন্ত বাসুদেব (চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ) আছেন। অনন্ত চতুর্দ্দশীতে উৎসব হয়।

জোশীমঠ—হৃষীকেশ হইতে ১৪৫ মাইল; রুদ্রপ্রয়াগ হইতে বদরীনাথ যাওয়ার পথে। শীতকালে ছয়মাস এস্থানে বদরীনাথের বিজয়মূর্ত্তির পূজাদি হয়। জ্যোতীশ্বর মহাদেব ও ভক্তবৎসল ভগবানের মন্দির আছে। এস্থান হইতে একরাস্তা নীতীঘাট হইয়া মানসসরোবর গিয়াছে। অত্রত্য নৃসিংহমন্দিরে শালগ্রাম শিলায় নৃসিংহের অদ্ভুত মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য, ইহার এক হস্ত অত্যন্ত পাতলা; প্রবাদ শুনা যায় যে যখন ঐ হস্ত পৃথক হইবে, সেইদিন বিষ্ণুপ্রয়াগের পরে নরনারায়ণ পর্বত মিলিত হইয়া বদরীনাথের পথ বন্ধ হইবে এবং ঐ দিন হইতে কেহ বদরীনাথে যাইতে পারিবে না। তৎপরে যাত্রী ভবিষ্য বদরীতে যাইবে।

ঝ, ট, ড

ঝাঁকপাল—ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। যমুনা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমের উপরে এই গ্রাম। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ-প্রণেতা শ্রীল ঈশান নাগরের শ্রীপাট। ঈশান শান্তিপুর হইতে এই গ্রামে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা প্রকাশ করেন।

ঝাঁকরা—কটক শহর হইতে পনর মাইল পূর্বদিকে প্রাচীন গ্রাম—সারলাদেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। ২ মেদিনীপুরে, এস্থান হইতে শ্রীদাসগোস্বামিপাদের অন্বেষণকারী লোকগণ শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট তাঁহাকে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঝাটীয়াড়া—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিহারস্থলী। [র° ম° দক্ষিণ ১২।৮]।

ঝামটপুর—জেলা বর্দ্ধমান। শ্রীল-কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমীনকেতন রামদাসের শ্রীপাট।

ইষ্টার্ণ রেল লাইনের কাটোয়া হইতে সালার ষ্টেশনে নামিয়া দুই মাইল। গঙ্গাটিকুরী হইতে তিন মাইল। বর্তমানে বাহরাণ হল্ট (Flag Station) হইয়াছে। তথা হইতে ৫।৬ মিনিটে শ্রীপাট-বাড়ীতে যাওয়া যায়।

দর্শনীয়——শ্রীমন্দিরে (ক) শ্রীশ্রীগৌর - নিতাই-বিগ্রহ, (খ) শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা, (গ) একখানি প্রাচীন তেরেট পত্রের জীর্ণ পুঁথি, (ঘ) একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচরণযুগল, এই স্থানেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে দর্শন দান করেন। (ঙ) পূর্বতন মহান্ত শ্রীগোসাইদাস বাবাজির সমাজ-মঞ্চ। বিজয়াদশমীর পরের দ্বাদশীতে এ স্থানে উৎসব হয়।

গ্রামের প্রান্তে 'জগন্নাথ আখড়া' আছে। প্রবাদ——শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে এই স্থানে দীক্ষা দান করেন।

২ হুগলি জেলার ঝামটপুরে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর শ্বশুর শ্রীযদুনন্দন আচার্য, শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্রীশ্যামদাস কবিরাজের শ্রীপাট। শ্রীযদুনন্দন আচার্যের কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে শ্রীবীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন।

ঝারিখণ্ড (বুণ্ডু)—রামগড় রাজ্যের মধ্যে; ছোটনাগপুরের মধ্যভাগে ও রাঁচির মধ্যভাগে—রামগড়। এই রামগড় গ্রাম দামোদর নদের তীরে এবং একটি ছোট পার্বত্য নদীর মোহনার মুখে। শাল, মহুয়া, চির প্রভৃতির বনভূমি। ইহাই ঝারিখণ্ড-নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানাল, আঙ্গুল, লাহারা, কেঞ্জর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোট-নাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্য। মহাপ্রভু এই ঝারিখণ্ড পথ দিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন—

নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা। হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥ পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ। তার মধ্যে

আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৭।২৫—২৬)

প্রবাদ—মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালে রাঁচি হইতে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী বুণ্ডুগ্রামে বিশ্রাম করিয়াছিলেন (রাঁচি জেলার পূর্ব্বভাগে বুণ্ডু, তামার প্রভৃতি ৫টী পরগণা) এবং ঐস্থানের অরণ্যবাসিগণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনও সেই স্মৃতি জাগরূক আছে। প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ঐস্থানে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। মহাপ্রভু—

মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড। ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥ নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার। চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥ (চৈ° চ° মধ্য ১৭।৫৩—৫৪)

শ্রীসনাতন প্রভু মহাপ্রভুর নিকট হইতে ঝারিখণ্ডের পথের বিবরণ লিখিয়া লইয়া ঐ পথ দিয়া পুরী হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন।

এখনও ঐ স্থানের কোন কোন মুণ্ডা পরিবার বৈষ্ণবমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং তত্রস্থ কুড়মী কোন কোন জাতির মধ্যে বৈষ্ণবমত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অসংখ্য ঝুমুরপদ প্রচলিত আছে ও রচিত হইতেছে।

কুড়মী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বৈষ্ণবমত এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে কালীপূজার পরিবর্ত্তে তাহার পর দিবস উহারা শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন পূজা করে। ওবাঁও প্রভৃতি জাতিরা বৈষ্ণব গুরুদের প্রভাবে গঠিত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের পূর্ব্বভাগে বাঙ্গালা দেশের গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এবং মধ্য ও পশ্চিমভাগে রামানন্দী সম্প্রদায়ের মত অধিক প্রচলিত। (আনন্দবাজার ১৩৪০)

টাকী—২৪ পরগণার বিখ্যাত স্থান। অত্রত্য জমিদারগণ যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর।

টেঞা বৈদ্যপুর—(বর্দ্ধমান) কাটোয়ার নিকট, ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে। শ্রীবৈষ্ণবানন্দের পাট বলিয়া জানা যায়। পদকল্পতরু-গ্রন্থের সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাসের লীলাভূমি। বৈষ্ণবচরণ যে সুরে কীর্ত্তন করিতেন, তাহাকে 'টেঞার ছপ্' বলে।

টেরকদম—নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী। তথায় ময়ূরকুণ্ড ও শ্রীরূপগোস্বামির ভজনকুঠরী। একদা শ্রীরূপপাদ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পাইলে ক্ষীর করিয়া শ্রীসনাতনকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করেন। এদিকে শ্রীরাধা বালিকা-বেশে দুগ্ধ, তণ্ডুল ও চিনি দিয়া গেলেন। শ্রীসনাতন প্রসাদী ক্ষীর মুখে দিয়া প্রেমে অধীর হইলেন; শ্রীসনাতন শ্রীরাধার ক্লেশ বুঝিয়া শ্রীরূপকে রন্ধন করিতে নিষেধ করেন। নন্দীশ্বর ও যাবটের মধ্যবর্ত্তী স্থলেই এই টেরকদম্ব অবস্থিত।

টোটাগ্রাম—পুরী। শ্রীলমুরারী মাহাতির শ্রীপাট। ২ এস্থানে শ্রীলগরুড় পণ্ডিতও বাস করিতেন।

ডাককোণ (গ্রাম)—বগুড়া জেলা, বগুড়া হইতে ১২ মাইল। ঐ গ্রামে শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ আছেন।

ডাকোর—পশ্চিম রেলওয়ের আনন্দ-গোধ্রালাইনে ডাকোর ষ্টেসন হইতে একমাইল দূরে নগর। রণছোড়-রায়জির মন্দিরের সম্মুখে গোমতী সরোবর আধ মাইল লম্বা, এক ফার্লং চৌড়া। তত্রত্য পুলের কিনারে ছোট মন্দিরে রণছোড়জীর চরণ-পাদুকা আছে। ডাকোর-মন্দিরে রণছোড়রায়ের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পশ্চিমাভিমুখী। মন্দিরের দক্ষিণে তাঁহার শয়নগৃহ। গোমতীর কিনারে 'মাখনিও আরো'-নামক স্থান—রণছোড়জী যখন ডাকোরে আসেন, তখন ভক্ত বোড়ানার পত্নীর হস্তে এস্থানে মাখনমিছরীর ভোগ গ্রহণ করেন; তদবধি রথযাত্রার দিন গোপালজী এখানে আসিয়া মাখন-মিছরীর নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন। এই রণছোড়রায় দ্বারকাধীশ-রূপে দ্বারকার মুখ্য মন্দিরেই ছিলেন। ডাকোরের অনন্য ভক্ত শ্রীবিজয়সিংহ বোড়ানা এবং তাঁহার পত্নী গঙ্গাবাঈ প্রতিবর্ষে দুইবার ডান হাতে তুলসী লইয়া দ্বারকায় গিয়া রণছোড়জীকে নিবেদন করিতেন। ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত এইভাবে চলিলে যখন ভক্তের চলচ্ছক্তি ছিল না—তখন ভগবান্ বলিলেন—'এখন আর তুমি এখানে আসিও না, আমিই স্বয়ং তোমার নিকটে যাইব।' আজ্ঞানুসারে বোড়ানা গরুর গাড়ী লইয়া দ্বারকায় গেলেন—রণছোড়জী ১২১২ সম্বতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ডাকোরে আসিলেন। প্রথমতঃ বোড়ানা শ্রীমূর্ত্তিকে গোমতীর জলে ডুবাইয়া

রাখিলেন। দ্বারকার পূজারী যথাস্থানে মূর্ত্তি না দেখিয়া ডাকোরে আসিলেন কিন্তু লোভবশে মূর্ত্তির ওজনে স্বর্ণ লইয়া প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন; ভক্তপত্নীর নাকের নথ ও তুলসীদলের মাপে মূর্ত্তি পরিমিত হইলেন এবং পূজারীকে স্বপ্নযোগে প্রভু বলিলেন—'অব লৌট জাও; বহাঁ দ্বারকামে ছঃ মহীনে বাদ শ্রীবর্ধিনী বাউলীসে মেরী মূর্ত্তি নিকলেগী'। বর্ত্তমান দ্বারকাতে ঐ মূর্ত্তিই বিরাজ করেন। ডাকোর গুজরাতের বিখ্যাত তীর্থ। প্রতি পূর্ণিমায় এখানে যাত্রী সমাগম হয়। শরৎপূর্ণিমায় কিন্তু অত্যন্ত ভীড় হয়।

ডাভারো (ডভরারো)—ব্রজে, বরসানার দক্ষিণে অবস্থিত—এস্থানে শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল (ভক্তি ৫।৯১১—৯১২)। শ্রীতুঙ্গবিদ্যার জন্মস্থান।

ডাহাপাড়া—(মুর্শিদাবাদ জেলা) গঙ্গাতীরে।

এই স্থানে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু ১২৭৮ সালে ১৭ই বৈশাখ সীতানবমীতে আবির্ভূত হন। পিতা—দীননাথ চক্রবর্ত্তী, মাতা—বামাসুন্দরী দেবী। ডাহাপাড়ার এক মাইল দূরে প্রসিদ্ধ কিরীটেশ্বরীর মহাপীঠ।

ডুমুরাবন—বীরভূমে, সুপুর গ্রামের উত্তরে ৪ ক্রোশ দূরে; এস্থানে মেধস মুনির আশ্রম ছিল।

ডেরাবলি—ব্রজে, রাধাকুণ্ডের বায়ু-কোণে অবস্থিত, এস্থানে শ্রীনন্দ মহারাজ ষঠিঘরা হইতে নন্দীশ্বর যাইতে 'ডেরা' করিয়াছিলেন (ভক্তি ৫।৭৮২)।

ডোলঙ্গ নদী—মেদিনীপুরে প্রবাহিতা নদী, ইহার তীরে 'বারায়িত' গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর শিব স্থাপন করেন (১৫।২৩—২৪)। ইহারই তীরে রোহিণী গ্রামে শ্রীরসিকানন্দ আবির্ভূত হন।

ঢ, ঢ

ঢাকা—শ্রীঢাকেশ্বরীপীঠ। দেবীর মস্তক-ভূষণ পতিত হয়। ভৈরব—বৃদ্ধশিব আছেন। এই দেবীকে বল্লাল সেন অরণ্যমধ্যে প্রাপ্ত হয়েন।

বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্ব পুরুষানুক্রমে সেবিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ঢাকা নগরে আছেন। ঐ শিলা ৯৮২ সালে ঢাকার কৃষ্ণদাস মুচ্ছুদ্দি মহাশয় প্রাপ্ত হয়েন। নবাবপুর আখড়াতে প্রাচীন শ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ আছেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্কর বা চন্দ্রগর্ভ শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নামে তিব্বতীয় লামাগণ ভক্তিভরে মস্তক নত করেন। ঢাকাতে শ্রীলবীরভদ্র প্রভু গমন করেন। তাঁহার স্মৃতিস্থান আছে।

ঐ সময়ে ঢাকার নবাব (হোসেন সার পুত্র বা আত্মীয়) শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। পরে প্রভুর মহিমায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন। কথিত আছে—ঢাকা রাজবাটির তোরণের উপরিভাগে একখানি সুচিহ্নিত প্রস্তর বীরভদ্র প্রভু নবাবের নিকট প্রার্থনা করায় নবাব প্রভুকে উহা প্রদান করেন এবং ঐ প্রস্তর হইতেই প্রভু শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভৃতির বিগ্রহ নির্মাণ করেন। গৌড়ের বাদসাহের তোরণ হইতেও প্রস্তর আনয়নের প্রবাদ শুনা যায়।

শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর ঢাকায় অবস্থান কালে ঐ অঞ্চলের সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐ সময়ে প্রভু নবাবের কারাগার হইতে ১২ শত কয়েদিকে উদ্ধার করেন এবং তাঁহা-দিগকে হরিনাম দিয়া খড়দহে (মতান্তরে বলাগড়ে) লইয়া আসেন। উঁহারা পরে প্রবল হইয়া প্রভুত ক্ষমতাশালী হয়েন। প্রভু ইঁহা-দিগকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা দেন। উহাদিগকেই ১২ শত নেড়া বলে। ঐ নেড়াদের মধ্যে সকলেই বিবাহ করেন—কেবল ৪ জন যোষিৎসঙ্গ-ভয়ে পলায়ন করেন। উঁহাদের তিন জনের নাম—

আউল বা আতুর—রাঢ়দেশে
মনোহর দাস—পূর্বাঞ্চলে
গোকুলানন্দ—সুন্দরবন অঞ্চলে।

ঢাকাতে বহুদিন হইতে শ্রীশ্রী-

নিত্যানন্দ-বংশীয়গণের বাস আছে।

ঢাকা দক্ষিণ—শ্রীহট্ট টাউন হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে।

(ক) বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিব। (খ) ইক্ষু নদী—বর্ত্তমান নাম কুইসার। তীরে কৈলাস বন, ইহার ভিতরে অমৃতকুণ্ড। (গ) মহাপ্রভুর সন্ন্যাসমূর্তি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও তৎপিতা শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের জন্মস্থান। মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে ভ্রমণসময়ে যে বাটিতে গিয়া পিতামহীকে দর্শনদান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। পরে ১১২৫ সালে সে বাটি হইতে অন্যত্র বিগ্রহকে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ব বাটি জঙ্গলে পূর্ণ হয়। পরে উক্ত প্রাচীন স্থান উদ্ধার করত ১৩২১ সালের ৯ই চৈত্র দোল পূর্ণিমায় পূর্ব মন্দিরে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভিটা ও প্রাচীর অদ্যাপি আছে।

ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামে খ্যাত। একই সিংহাসনে একধারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-বিগ্রহ ; অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজমান। 'ঠাকুরবাড়ী' হইতে দুই ক্রোশ দূরে কৈলাস-নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর গোপেশ্বর শিব আছেন। ইহার পার্শ্বে অমৃতকুণ্ড ছিল, বর্ত্তমানে নাই।

The place which is held by the Vaishnavites in most respect is the temple of Chaitanya at Dhaka Dakshin or Thakurbari. Assam District Gazetteers II (Sylhet) Chap III p. 87.

ঢানাগ্রাম—ব্রজে আয়োরে-গ্রামের নিকটবর্ত্তী গৌরবাই গ্রাম। এস্থানের বিশিষ্ট জমিদার শ্রীনন্দ মহারাজকে কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যথেষ্ট গৌরব করিয়াছিলেন (ভক্তি ৫।৪২৩—৪৩০)।

তকিপুর (বর্দ্ধমান)—কাটোয়ার নিকট বেলগ্রামের কাছে। শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা বলরাম দাসের বাসস্থান। শ্রীঠাকুরগোপাল সেবা। রামনবমীতে উৎসব। ২ শ্রীমন্নরহরির শাখা দ্বিজগোপালদাস ঠাকুর শ্রীখণ্ড হইতে তকিপুরে বাস করেন। তত্রত্য একটি বাটীর ব্রহ্মদৈত্যকে ইনি প্রসাদ দিয়া মুক্ত করেন। (নরহরিশাখানির্ণয়)।

তড়াআঁটপুর (আন্দুরবাটীও বলে)—হুগলী, চাঁপাডাঙ্গা লাইট রেলের ষ্টেশন। আঁটপুর ষ্টেশন হইতে নিকটেই ৫ মিনিটের পথ। দ্বাদশ-গোপালের একতম শ্রীলপরমেশ্বর দাসঠাকুরের শ্রীপাট। দর্শনীয়—শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ, শ্রীরাধা-গোপীনাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব। প্রাচীন বকুল ও কদম্ববৃক্ষ একত্র, সমাধি এবং প্রাচীনকালের সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত তদীয় শ্রীখুন্তি, (সম্ভবতঃ ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর)। বকুল-বৃক্ষটি শ্রীলপরমেশ্বর দাস ঠাকুরের দন্তধাবন-কাষ্ঠে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাদ। বৈশাখী পূর্ণিমায় তদীয় তিরোভাব উৎসব হয়। ঐ তিথিতে খুন্তিটি তদীয় সমাধি-পার্শ্বে বসান হয়।

এই দেবমন্দিরের সামান্য দূরে দেওয়ান কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয়ের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি আছেন। [কেতুগ্রাম ও গরলগাছা দেখ]

তড়াগ তীর্থ—(মথুরায়) নন্দগ্রামে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৯৫৪)। পর্জন্য গোপের বাসস্থান। পর্জন্য শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র জপ করত নন্দাদি পঞ্চ পুত্র লাভ করেন।

তড়িৎগ্রাম (বর্দ্ধমান)—উদ্ধবদূত-প্রণেতা মাধব গুণাকরের জন্মভূমি। ইনি গজসিংহ রাজার সভাসদ্ ছিলেন।

তন্তবায় নগর—নবদ্বীপান্তর্গত পল্লী-বিশেষ [চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৪৩৩]।

তপকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৫৬) মুনিগণের তপস্যাস্থান।

তপোবন—ব্রজে গোপীঘাটের নিকট-বর্ত্তী, গোপীগণের তপঃস্থান (ভক্তি° ৫।১৫৮৭)।

তমলুক——[অক্ষাংশ ২২।১৮, দ্রাঘিমাংশ ৮৭।৫৪] মেদিনীপুর জেলায়। রূপনারায়ণ নদের তীরে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীমন্ত রায় তমলুকের রাজা ছিলেন। ইনি ময়ূরধ্বজ-বংশীয় রাজাদিগের দৌহিত্র।

তমলুকে রাজবাড়ীর নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে প্রস্তরের একখানি কাপড়কাচা (রজকদের) পাটা আছে। প্রবাদ—উহা নেতা রজকিনীর কাপড়-কাচা পাটা। বেহুলা সতী মৃত লখিন্দরকে ভেলায় লইয়া ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে কাপড় কাচিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীর পথে তমলুকে পদধূলি দিয়াছিলেন। (চৈ° ম° মধ্য ১৫।১, শেষ ৩।৬২)

কথিত আছে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের অশ্বটিকে ঐ স্থানে আনয়ন করিলে তত্রত্য রাজা তাম্রধ্বজ এই অশ্ব ধরিলেন, সেইজন্য এক যুদ্ধ হয়। পরে রাজা উহাদিগকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা করেন যেন চিরদিন তিনি তাঁহাদের ঐ যুগলমূর্তি দর্শন করিতে পারেন। সেই হইতে তমলুকে 'জিষ্ণুহরি' বিগ্রহ স্থাপিত হয়েন। জিষ্ণু—অর্জ্জুন ও হরি—শ্রীকৃষ্ণ। প্রাচীন মন্দির ৫।৬ শত বৎসর পূর্বে রূপনারায়ণ নদের গর্ভে গত হইলে তৎপরে নির্মিত মন্দিরে প্রভুদ্বয় এখন বিরাজমান আছেন।

এখানে বর্গভীমা দেবীর মন্দির খুব উচ্চ। কথিত হয় যে তাম্রধ্বজ-বংশীয় রাজা গরুড়ধ্বজ দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া স্থাপিত করেন ও মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের নিকটে কপাল-মোচনতীর্থ ছিল। রূপনারায়ণে গত হইয়াছে। দেবীমূর্ত্তি—প্রস্তরের। পদতলে শিব আছেন।

তমলুকের পূর্ব নাম তমোলিপ্তী, তামালিপ্তি, তাম্রলিপ্ত—এক সময়ে উৎকল ও রাঢ়দেশ পর্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল। জৈনকল্পসূত্রে উল্লেখ আছে যে খৃষ্ট পূর্ব অষ্টম শতকে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চাতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধগ্রন্থেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গ্রন্থ মহাবংশে আছে যে খৃষ্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল এবং ঐস্থান হইতে পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধভারতের প্রধান সঙ্ঘারাম তৎকালে এই স্থানেই ছিল। সম্রাট্ অশোকের সময় ইহা মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাম্রলিপ্ত নগরে অশোকস্তম্ভ স্থাপন করেন। হর্ষবর্দ্ধনের কালে খৃঃ সপ্তম শতকে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন্‌সাং উহা দেখিয়াছেন। গুপ্ত-সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কালে ফাহিয়ান্ ভারত-ভ্রমণে আসিয়া (৪১১—৪১২ খৃঃ) তাম্রলিপ্তে অবস্থান করত বহু বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি ও দেবমূর্ত্তির চিত্র গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালে তাম্রলিপ্তে ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধশ্রমণ দেখিয়াছিলেন। তাহার পরে ৬৭৩খৃঃ ই-চিং নামক বৌদ্ধপর্যটক সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কয়েক বৎসর নালন্দায় কাটাইয়া আবার তাম্রলিপ্তে আসেন এবং তখনও পাঁচ ছয়টি ধর্মমন্দির দেখিয়াছেন। ৫২৬ খৃঃ আচার্য বোধিধর্ম তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে ক্যাণ্টন যাত্রা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতহৃদয়সূত্র ও উষ্ণীষ-বিজয়-ধারিণী-নামক বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইটি গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে ছিল। জাপানের হোরিউজি মঠে দুইটি গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্মার পেগু জেলায় কল্যাণীগ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে খৃঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পেগুতে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছেন।

তমলুকে শ্রীলবাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট। প্রকাণ্ড মন্দির। শ্রীশ্রীগৌর-বিগ্রহ। শ্রীলবাসুদেব ঘোষের পরে তাঁহার শিষ্য মাধব দাস সেবায়েত হন। তমলুক, ময়না, সুজামুটা প্রভৃতির জমিদারগণ দেবসেবার জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করেন। তৎপরে উহা গোপীবল্লভপুরের গোস্বামিগণের হস্তে যায়।

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ শ্রীমন্মহা-প্রভুর সন্ন্যাসের পরে গৌরহীন নদীয়ায় থাকিতে না পারিয়া তমলুকে গমন করেন ও শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমন্দিরে—শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ এবং বহু শিলা আছেন। (Vide Statistical Account III pp 62—67)

তমাল-কার্ত্তিক———তিনেভেলি-জিলায় ভাদাকুভেলিয়র নগরে অবস্থিত কার্ত্তিকেয়ের মন্দির। তিনেভেলি হইতে ত্রিবান্দ্রম্ যাইবার রাস্তায় তীর্থস্থান। ২ ঐ জেলায় কালগুমলয়ের মন্দির। S. Ry ব্রাঞ্চ-লাইনে বিরুদ্ধ-নগর-তেনকাশী ত্রিবান্দ্রম্। ষ্টেশন—শঙ্করনারায়ণ-কোভিল। ৩ মহীশূরের উত্তরে সাস্তার-নামক রাজ্যের রাজধানী। পর্বতের উপরে কুমারস্বামী কার্ত্তিকেয় বিদ্যমান। M. S. M. Ry-হাবলি লাইন, তৎপরে হস্‌পেট্‌-সামিহালি

লাইনে ষ্টেশন—রমণদুর্গ।

তরোলী—(মথুরায়) জৈতপুরের পশ্চিমে অবস্থিত।

তত্ত্বিবপুর—পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী, কানাইর নাটশালা হইতে ফিরিবার কালে শ্রীগৌরাঙ্গ এই ঘাটে পদ্মাপার হন (প্রেম° ৮)।

তলবন্দী—(বা রায়পুর)—লাহোরে সরকপুর তহসীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদীর তীরে। শ্রীগুরু নানকের জন্মস্থান। ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া 'গ্রন্থসাহেবে' শেষখণ্ডে নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে জানা যায়। [বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ১।৪৩৫ পৃঃ]

তাড়াশ—পাবনা জিলায়; অত্রত্য রায়-বংশ্য জমিদারগণ প্রসিদ্ধ। এস্থানে বহু দেবমন্দির আছে। একটি শিবমন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি ১৬৩৫ খৃঃ নারায়ণ দেব-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ১৭১১ খৃঃ বলরাম দাস-কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়। অত্রত্য রাজর্ষি শ্রীবনমালী রায়বাহাদুর শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবগণের প্রভূত সেবা করেন। বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তিনি অতুলনীয় ভজন-নিষ্ঠও ছিলেন।

তাপী (তাপ্তি)—মধ্যভারতের মুলতাই গিরি হইতে বহির্গত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিমসাগরে পতিত হইয়াছে। মতান্তরে—বিন্ধ্যপাদ পর্বত (সৎপুরা রেঞ্জ—বর্ত্তমান নাম) হইতে উদ্ভূত হইয়া আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত তট (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১০, চৈ° ভা° আদি ৯।১৫০)।

তামড়—(বাঁকুড়ায় ?) বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান—এস্থান হইতে রাজা বীরহাম্বীর-কর্ত্তৃক প্রেরিত দস্যু-সমাজ শ্রীনিবাসাচার্য-প্রমুখ ভাগবতগণের পশ্চাদনুসরণ করে (রত্না ৭।৪৬)।

তাম্রপর্ণী—তিনেভেলী নদীর বামতটে। ইহাকে পরুণৈ বলে। পশ্চিম ঘাট পর্বত হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° চ° মধ্য ৯।২১৮; চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)। বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশিতে গমন করিলে এই তাম্রপর্ণীতে পুষ্করযোগ হয়। S. Ry ব্রাঞ্চ লাইনে তিরুচেন্দর, ষ্টেশন—আলোবর তিরুনগরী।

তালখড়ি (যশোহর)—মাগুরার অন্তর্গত। যশোহর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে সীমাখালি। তথা হইতে তিন ক্রোশ পদব্রজে তালখড়িগ্রাম অথবা যশোহর ঝিনাইদহ লাইট রেলে শিবনগর ষ্টেশন, তথা হইতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ছয় ক্রোশ।

সপ্তগোস্বামী-মধ্যে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান বা শ্রীপাট। ইনি শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তির তৃতীয় পুত্র। পূর্ববঙ্গ-যাত্রাকালে মহাপ্রভু এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন (অদ্বৈতপ্রকাশ ১৩।৫৩ পৃষ্ঠা)। শ্রীলোকনাথ প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুরুদেব। ইনি শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-জীউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছত্রবনের পার্শ্বে উমরাও গ্রামে কিশোরী কুণ্ডের নিকটে উক্ত শ্রীরাধাবিনোদের সেবা করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার সময়ে প্রতিষ্ঠাকে নরকবৎ ত্যাগকারী এই শ্রীলোকনাথ প্রভু স্বীয় নাম উক্ত শ্রীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃবংশধরগণ ঐখানে বাস করেন। উহারা 'তালখড়ির ভট্টাচার্য' নামে খ্যাত। এই বংশেই মহাভাগবত ও পরম পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তালবন—শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের অন্যতম। মধুবন হইতে দুই মাইল নৈর্ঋত কোণে, ধেনুকাসুর-বধের স্থান। গ্রামের পশ্চিমে তালবনকুণ্ড, কুণ্ডের পূর্বতীরে শ্রীবলদেব দর্শনীয়। বর্ত্তমান নাম—তাসি।

তিন্দুকঘাট—মথুরায় প্রয়াগ ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত তীর্থ—শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° ম° শেষ ২।২০৭)। নামান্তর—বাঙ্গালী ঘাট।

তিরুপতি (তিরুপটুর)—উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত। এই সম্বন্ধে 'ত্রিপতী' দ্রষ্টব্য।

মতান্তরে ইহা তিরুবাদী S. Ry. ধনুষ্কোটি লাইনে তাঞ্জোর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে কাবেরী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। অপর নাম—তিরুভেয়র, সংস্কৃত নাম—'পঞ্চনদম্'। কাবেরী, কোলেরুণ, কোডামুর্ত্তি, ভেত্তার ও ভেন্নার—এই নদীপঞ্চক সমান্তরাল হইয়া তিন ক্রোশের মধ্যে এই স্থানে প্রবাহিত

হইতেছে। কাবেরী-তীরে 'পঞ্চ-নদীশ্বর' শিবের মন্দির।

তিরুমলয়—তাঞ্জোর বা তৌণ্ডর মণ্ডলের মধ্যে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭১)।

তিলকাঞ্চী—(তেনকাশী) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তিনেভেলী সহর হইতে ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে, শিব-মন্দির আছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২০) S. Ry ত্রিবান্দ্রম্ লাইনে তেনকাশী ষ্টেশন।

তিলোয়ার—(মথুরায়) কামরি গ্রামের নিকটবর্ত্তী (ভক্তি ৫।১৪১১)। এ স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এরূপ নিপুণতার সহিত ক্রীড়া করিতে থাকেন, যাহাতে তাঁহাদের তিলমাত্রও অবসর ছিল না। ইহা ব্রজের সীমান্তগ্রাম।

তুঙ্গনাথ—উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ হইতে বদরীনাথ যাওয়ার পথে। অত্যন্ত উচ্চ পর্বত। পঞ্চকেদারের তৃতীয় কেদার। এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে। এস্থানে পাতাল-গঙ্গায় অতি শীতল জলধারা প্রবাহিত হয়। তুঙ্গনাথশিখর হইতে পূর্বদিকে নন্দাদেবী, পঞ্চচূলী ও দ্রোণাচল-শিখর; উত্তর দিকে গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদারনাথ, চতুঃস্তম্ভ, বদরীনাথ ও রুদ্রনাথের শিখর; দক্ষিণদিকে চন্দ্রবদনী পর্বত, সুরখণ্ডা-দেবী শিখর দেখা যায়।

তুঙ্গভদ্রা—কৃষ্ণা নদীর উপশাখা, ইহার তীরে কিষ্কিন্ধ্যা। তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল—এই দুইটিই মহীশূরের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থানের নাম—গঙ্গামূল (Ind. Ant. I. p 212.), শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত তট (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৪)। বৃহস্পতি মকররাশিতে গেলে তুঙ্গভদ্রায় 'পুষ্কর যোগ' হয়।

তুলসীচত্তর বা তুলসী চৌরা—মালতীপাটপুরের নিকটে ভার্গবী নদী পার হইয়া দেড় মাইল পরে ঐগ্রাম। (পুরীর দিকে যাইতে) ভক্তবর তুলসী দাস এই স্থানে শ্রীজগন্নাথের দর্শন করেন। প্রাচীন মন্দির আছে। মহাপ্রভু পুরী যাত্রাকালে এই স্থান হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের চক্র দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন। গোকুলানন্দ গোস্বামীর সম্মানার্থে এখানে এক মেলা হয়। *

তেওতা—ঢাকা, ঝাঁকপালের নিকট। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত - পত্নী শ্রীসীতামাতার শিষ্য শ্রীজগদানন্দের শ্রীপাট।

তেজপুর——আসামে দরং জেলার প্রধান শহর। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। তেজপুরের প্রাচীন নাম—শোণিতপুর (অসমীয়া ভাষায় তেজশব্দে শোণিত বুঝায়)। শ্রী-কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ ও বাণরাজার কন্যা উষা পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ হইলে বাণরাজা অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন; শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইয়া বাণরাজার সহিত যুদ্ধ করেন। পরে অনিরুদ্ধ ও উষার বিবাহ হয়। তেজপুরের নিকটবর্ত্তী উষাপাহাড় রাজকন্যা উষার স্মৃতি বহন করিতেছে।

তেঁতুলতলা—'আমলিতলা' দ্রষ্টব্য।

তেলিয়া বুধরি—মুর্শিদাবাদ জেলায় 'বুধুরী' দ্রষ্টব্য।

তেহাটা (বা ত্রিহট্ট)—[নদীয়া] মেহেরপুর সাব-ডিভিসনে। নদীয়ার মহারাজার স্থাপিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ আছেন। পৌষ-সংক্রান্তিতে তিন দিবস উৎসব হয়।

তৈলঙ্গ—গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী গঞ্জাম হইতে রাজমহেন্দ্রী-পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। [চৈ° ভা° আদি ১৩।৬১]

তোষ—জখীনগ্রামের দুই মাইল ঈশান কোণে—শ্রীকৃষ্ণবলরামের তোষস্থান। তোষণ-কুণ্ড দর্শনীয়।

ত্রিকালহস্তী—তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্বে সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ তটে। শ্রীকালহস্তী বা কালহস্তী নামেও খ্যাত। বায়ু-লিঙ্গ শিবমন্দিরের জন্য বিখ্যাত (উত্তরে আর্কট্ ম্যানুয়েল্)। শ্রী-গৌরপদাঙ্কিত [চৈ° চ° মধ্য ৯।৭১], এস্থানে চতুষ্কোণাকৃতি 'বায়ুরূপী মহাদেব' বিরাজমান। কোন দিক্ দিয়া বাতাস প্রবেশের পথ না থাকিলেও শিবের মস্তকোপরি যে দীপালোক ঝুলিতেছে, তাহা সর্বদাই ঈষৎ দোদুল্যমান, অন্য কোন দীপই সেইরূপ আন্দোলিত হয় না। M. S. M. Ry ষ্টেশন—কালহস্তী।

ত্রিগর্ত্ত—লাহোর জেলার কিয়দংশ,

* Vide Hunter's Statistical Account Vol. III, p 152. Tulsi-chaura—on the bank of the Kalia-ghai river in honour of a celebrated spiritual preceptor named Gokulananda Goswami.

জলন্ধর রাজ্য। [Ep. Ind. I. pp 102, 116], 'ত্রিগর্ত্ত' বলিতে রাবি, বিপাশা ও (শতদ্রু) সাতলেজ নদী দ্বারা প্লাবিত দেশ। (Arch. S. Rep. Vol. V. p 148)। ২ মতান্তরে উত্তর কানারা। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৯]

ত্রিতকূপ—কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্ক-পূত স্থান —বিশালাক্ষী-মন্দির। প্রবাদ— পরশুরাম এই নগরের প্রতিষ্ঠা করত শিবমন্দির স্থাপন করেন। S. Ry. ষ্টেশন—ত্রিচুর। [চৈ° চ° মধ্য ৯।২৭৯; চৈ° ভা° আদি ৯।১২০] ২ সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী কূপ [ভা° ১০।৭৮।১০ তোষণী]

ত্রিপতী—(তিরুপতি, ত্রিমল্ল, তিরুমলয়)—উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্যেঙ্কটেশ্বরের নামানুসারে ব্যেঙ্কটগিরি বা ব্যেঙ্কটাদ্রির উপর আট মাইল দূরে 'শ্রী' ও 'ভূ'-শক্তিসহ চতুর্ভুজ বালাজী (বিষ্ণুবিগ্রহ) আছেন। ইহাকে ব্যেঙ্কটক্ষেত্রও বলে। নিম্ন-তিরুপতি ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় এবং তিরুমল্লয় উর্দ্ধতিরুপতির প্রাচীন নাম বলিয়া ধারণা হয়। M. S. M. Ry. তিরুপতি ওয়েষ্ট ও তিরুপতি ইষ্ট। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ১।১০৫, ৯।৬৪)।

ত্রিপদীনগর— মাদ্রাজে, উত্তর আর্কট জেলায়। ঐ স্থানে দুলু বা দুর্লভ গোঁসাই-নামক জনৈক বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সমাধি আছে। গোকর্ণ গিরিতে ঐ সমাধি—গিরির উপরেই। দুর্লভ গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেন। তিনি পরলোক গমন করিলে ঐ বিগ্রহ কুম্ভকোণমে জনৈক ব্রাহ্মণগৃহে নীত হন। অদ্যাবধি ঐ বিগ্রহ ঐ স্থানেই আছেন। দুর্লভ গোস্বামীর নিত্য পাঠের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের (পুঁথির) কয়েক পৃষ্ঠা ত্রিপদীর বৈষ্ণবাচার্যগণের গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে।

ত্রিপুরা—ধন্য মাণিক্য (১৪৬৩—১৫১৫ খৃঃ) উৎকলখণ্ড, পাঁচালী ও জ্যোতিষের যাত্রারত্নাকরের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছেন। অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন (১৬১১—২৩ খৃঃ)। তিনি সার্বভৌম ও বিরিঞ্চিনারায়ণ-নামক পরম বৈষ্ণব পুরোহিত ও ২০০ ভট্টাচার্যের সহিত সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রত্ন মাণিক্যের কালে (১৭১২খৃঃ) কুমিল্লার প্রসিদ্ধ '১৭ রতন' মন্দির নির্মিত হয়। দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য (১৭১৪—৩২) অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অনুবাদ করান। উনকোটি তীর্থের শিব ১৮০ ফুট লম্বা ও এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ ২১ ফুট। 'মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—বহুতর কীর্ত্তনগীত রচনা করিয়া তিনি শুদ্ধভাবে বহুকাল উপাসনা করিয়াছেন — গোস্বামিবৈষ্ণবদিগকে সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়া বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে অনেক উপকার করিয়াছেন—অনেকগুলি টীকার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বহু ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারকার্যে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন' (সজ্জনতোষণী ৮।১০)। রাধাকিশোর মাণিক্য ও তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষ মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে বহরমপুরে রাধারমণ যন্ত্রালয় স্থাপন করত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নদ্বারা অনেক অপ্রকাশিত বৈষ্ণবগ্রন্থ-মুদ্রনের যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাবাসিরা মহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে গিয়াছিলেন। [চৈ° ভা° অন্ত্য ৯।২১৪]

ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ দেবতা—শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, বাগ্‌দেবী, কার্ত্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি। ইঁহারা ত্রিপুরা-রাজবংশের কুল-দেবতা। ঐ সকল দেবদেবীর ১৪টি মস্তক অর্চিত হইয়া থাকে। মহাদেবের মস্তকটি রজত-নির্মিত। ইহাদের প্রতিষ্ঠাতা—মহারাজা ত্রিলোচন। ইনি প্রায় চারি সহস্র বৎসরের লোক। প্রথমে এই সকল বিগ্রহ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে স্থাপিত ও তৎপরে আগরতলায় নীত হন। আষাঢ়ী শুক্লা অষ্টমীতে দেবতাগণের বিশেষভাবে অর্চনা হয়। ঐ দিন আগরতলায় 'খারচীপূজা' হয়।

ত্রিমঠ—হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থান। শ্রীবামনদেবেরমূর্ত্তি—শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২১)। কেহ কেহ কাঞ্চীপুরকে 'ত্রিমঠ' বলেন, যেহেতু এস্থানে বৈষ্ণবদিগের বরদরাজ বিষ্ণুর মন্দির, শৈবদিগের একাম্রনাথের মন্দির এবং বৌদ্ধদিগের

বৌদ্ধবিহার আছে। S. Ry কঞ্জিভেরাম্ ষ্টেশন।

ত্রিমলয়—কঞ্জিভেরাম্ বা কাঞ্চীর পরের ষ্টেশন তিরুমালপুর। ২ তিরুমালা— মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরে আর্কট জিলায় পার্বত্য নগর। M. S. M. Ry তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন। এস্থানে সুব্রহ্মণ্যদেবের মূর্ত্তি ছিলেন। প্রবাদ—শ্রীলরামানুচার্যের সম্মুখে উহা চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হন। ('তিরুপতি' দেখুন)

ত্রিমল্ল (তিরুমলয়)—তাঞ্জোর জিলা। (ত্রিপদী—তিরুপতি বা তিরুপট্টুর) উত্তর আর্কটে। ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে। উপরে বালাজির মন্দির। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদাঙ্ক-পূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৬৪, চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৭)।

ত্রিযুগী নারায়ণ—রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারনাথ যাওয়ার পথে অবস্থিত। এস্থানে ভূ ও লক্ষ্মীদেবীর সহিত নারায়ণ বিরাজ করেন। সরস্বতী গঙ্গার এক ধারায় এস্থলে চারটি কুণ্ড হইয়াছে—ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড ও সরস্বতী কুণ্ড। রুদ্রকুণ্ডে স্নান, বিষ্ণুকুণ্ডে মার্জন, ব্রহ্মকুণ্ডে আচমন এবং সরস্বতী কুণ্ডে তর্পণ করিতে হয়। মন্দিরে অখণ্ড ধুনী জ্বলিতেছে। যাত্রী ধুনীতে হোম ও সমিৎ প্রক্ষেপ করে। কথিত হয় যে উহা শিবগৌরীর বিবাহ-স্থান। দুই মাইল চড়াই করিয়া শাকম্ভরী (মনসা) দেবীর মন্দির পাওয়া যায়।

ত্রিবেণী—হুগলী জেলায়। হাওড়া কাটোয়া লাইনে ত্রিবেণী ষ্টেশন হইতে সামান্য দূরে ঘাট। সপ্তগ্রামে অবস্থানের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্নান করিতেন। সপ্তগ্রাম হইতে ৫।৬ মাইল। ত্রিবেণীর উত্তরে বংশবাটীতে শ্রীহংসেশ্বরীদেবীর একটি বৃহৎ মন্দির আছে।

ত্রিবেণী—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম। ইহা 'মুক্তবেণী' বলিয়া বিশেষ তীর্থ। যুক্তবেণী কিন্তু প্রয়াগে।

উড়িষ্যার নৃপতি শ্রীমুকুন্দদেব ত্রিবেণীতে একটি গঙ্গার ঘাট করিয়াছিলেন। (উহার রাজ্যপ্রাপ্তিকাল —১৫৫২ খৃঃ অঃ)। ঐ ঘাট চাঁদনীহীন।

১৫৬০ খৃঃ তেলেঙ্গা বংশের হরিচন্দন মুকুন্দদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোগল সম্রাট আকবরের সহিত গৌড়ের পাঠান সুলতান সোলেমান কোরবাণীর বিরোধের সুযোগে মুকুন্দদেব আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬৫ খৃঃ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ত্রিবেণী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন।

বেহুলা সতী মৃতপতি লখিন্দরকে লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে এই ত্রিবেণীতে নৃত্য বা নেতা রজকিনীর কাপড়কাচা ঘাটে আসিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত মুকুন্দদেবের ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে বা ত্রিবেণী ও কান্দাপাড়া-নামক স্থানের মধ্যে একখানি প্রস্তর আছে। উহাকে উক্ত রজকিনীর 'কাপড়কাচা পাটা' বলে। তমলুকেও ঐরূপ রজকিনীর পাটা আছে ও বেহুলা সতী তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

ত্রিবেণীঘাট হইতে দক্ষিণদিকে রাস্তার উপরে জাফর খাঁর মসজিদ। ঐ স্থানে পূর্বে হিন্দুমন্দির ছিল। ঐ জাফর খাঁ (দরাফ খাঁ) গঙ্গাভক্ত ছিলেন। গঙ্গাদেবীর মহিমাসূচক স্তব রচনা করিয়াছিলেন। (Hunter's Statistical Account of Bengal vol III page 311) ঐ মসজিদের বিবরণ আছে ও উহাতে যে আরবীলেখাগুলি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে তুরস্ক-দেশীয় মহম্মদ জাফর খাঁ-কর্ত্তৃক ৬৯৮ হিজরী ১২৯৪ খৃঃ মসজিদ নির্মিত হয়। ত্রিবেণী মসজিদের লিপির পশ্চাতে কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে। ২ ব্রজে, বরসানার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রা স্রোতস্বতী (ভক্তি° ৫।৯১৯)।

ত্রিশবিঘা—১৪২৯ শাকে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইলে সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অন্নসত্র খুলিয়া অকাতরে অন্নবিতরণ করিতেন। ঐ দরিদ্রগণের জন্য যে ত্রিশ বিঘা জমির উপর রন্ধনশালা নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই 'ত্রিশবিঘা' নামে কথিত হয়। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে আদিসপ্তগ্রাম ষ্টেশন।

ত্রিহুত——দ্বারভাঙ্গা সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত। মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়ের জন্মস্থান। শ্রীল পরমানন্দপুরীও এইস্থানে আবির্ভূত হয়েন। বর্ত্তমান সারণ, চম্পারণ, মজফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলা। [চৈ° ভা° আদি ২।৪৩]

ত্র্যম্বক—নাসিক হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত

শৈবতীর্থ। পর্বতের সানুদেশে ত্র্যম্বকেশ্বর-নামে শিবলিঙ্গ আছে। ভারতের নানাস্থানে যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিবলিঙ্গ আছেন—এই ত্র্যম্বকেশ্বর শিব, তাহাদের মধ্যে নবম-স্থানীয়।

থ, দ

থুরিয়া—মেদিনীপুরে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দের লীলাভূমি। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা। [র° ম° দক্ষিণ ১১।৮]।

থেরট——(খেরর) ব্রজে, শেষশায়ীর চারি মাইল দক্ষিণে, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থান।

দইগাঁও—'দধিগ্রাম' দেখুন।

দক্ষিণখণ্ড——মালিহাটীর নিকট। শ্রীযাদবেন্দু ঠাকুরের বংশধরগণের বাস। ২ অণ্ডালষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী। এস্থানে শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশ বাস করেন।

দক্ষিণ গ্রাম——(মথুরায়) বসতি গ্রামের নিকটবর্ত্তী, বহুলাবনে অবস্থিত। (ভক্তি ৫।৪৭৩)

দক্ষিণ মথুরা——(বা মাদুরা) [অক্ষাংশ ৯।৫৫, দ্রাঘিমাংশ ৭৮।৭] —ভাগাই নদীর তীরে, শৈব-ক্ষেত্র। শ্রীরামেশ্বর,শ্রীসুন্দরেশ্বর ও শ্রীমীনাক্ষী দেবীর বৃহৎ মন্দির আছে। পাণ্ড্যবংশীয় রাজাদের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। মুসলমান-আক্রমণে 'সুন্দরলিঙ্গের' বহু অংশ বিধ্বস্ত হয়। ১৩৭২ খৃঃ 'কম্পন্ন উদৈয়র' মাদুরার সিংহাসন দখল করেন। বহুপূর্ব্বে রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্মাণ পূর্বক এস্থানে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৭৯, চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)। S. Ry মাদুরা লাইনে মাদুরা ষ্টেসন।

দক্ষিণ মানস—গয়াধামে অবস্থিত তীর্থবিশেষ। বিষ্ণুপদ - মন্দিরের কিঞ্চিদ্দূরে মৌনার্কনামক সূর্যমন্দিরের নিকটবর্ত্তী সরোবরে কনখল, তাহারই দক্ষিণে 'দক্ষিণমানস'। এখানে স্নান, মৌনার্কের পূজা ও শ্রাদ্ধাদি কৃত্য। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত স্থান (চৈ° ভা° আদি ১৭।৬৭]।

দক্ষিণ সাগর—সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মান্নার উপসাগর। শ্রীনিত্যানন্দ-দৃষ্টিপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৭)।

দক্ষিণেশ্বর—কলিকাতার উপকণ্ঠে, চারিমাইল উত্তরে, ভাগীরথীর পূর্ব তীরে। রাণী রাসমণির কালীবাড়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধি-স্থান। শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীভবতারিণী ও শ্রীমহাদেবের নিত্যপূজা হয়, অতিথিসেবাও আছে।

দণ্ডকারণ্য—উত্তরে 'খান্দেশ' হইতে দক্ষিণে আহম্মদ নগর এবং মধ্যে নাসিক ও আরঙ্গাবাদ পর্যন্ত গোদাবরী-নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ বা বিস্তৃত বনভূমি [চৈ° ভা° মধ্য ৩। ১১১]। পূর্বকালে দণ্ডক-নামে জনৈক রাজা ব্রহ্মশাপে সপরিজন ও সরাজ্য ভস্মীভূত হন; তাঁহার রাজ্য অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া 'দণ্ডকারণ্য' নাম হইয়াছে।

দণ্ডভাঙ্গা নদী—ভার্গী নদীর আধুনিক নাম। অনতিদূরে 'দাণ্ডসাহি'-পল্লীতে 'দণ্ডভাঙ্গা গোপীনাথ' বিরাজমান।

দণ্ডেশ্বর গ্রাম——(ধারেন্দা) মেদিনীপুরে, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। এই স্থানে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বাস।

দতিহা——মথুরার পশ্চিম দিকে দ্বারদেশে; দন্তবক্র-বধের স্থান।

দত্তরাণী গ্রাম—শ্রীহট্টে, ঢাকাদক্ষিণ পরগণায়। মহাপ্রভুর পিতামহ শ্রীল উপেন্দ্র মিশ্রের শ্রীপাট। এই-স্থানে মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীশচীমাতা গর্ভাবস্থায় এই গ্রামেই ছিলেন, পরে শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন গমন করেন।

দত্তরাণীগ্রামে শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতে-ছেন। উহাকে 'ঠাকুর বাড়ী' বলে।

দধিগ্রাম—(মথুরায়) কোটবনের নিকটবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক গোপীগণের দধিলুঠের স্থান (ভক্তি ৫।১৪১৮)। দধিকুণ্ড, মধুসূদনকুণ্ড, শৃঙ্গারমন্দির, শীতলকুণ্ড ও সপ্তবৃক্ষমণ্ডলী দর্শনীয়।

দর্ভশয়ন—S. Ry রামনাদ হইতে সাত মাইল। মন্দিরে কুশশয্যাশায়ী

ভগবানের দ্বিভুজ বিশাল বিগ্রহ। প্রবাদ—বিভীষণের সম্মতিক্রমে শ্রীরাম এস্থানে কুশাসন পাতিয়া তিন দিন ব্রতাচরণপূর্বক লঙ্কা যাইবার জন্য সমুদ্রকে পথ যাচ্‌ঞা করিয়া শয়ন করেন।

দশগ্রাম—(মেদিনীপুর) সবঙ্গ থানায়, শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামির সমাধি। ১লা মাঘ ঐখানে বিরাট মেলা হয়। ঐ উৎসবের নাম **'তুলসীচোরা যাত্রা'।** গোকুলানন্দের সমাধির উপরে যাত্রিগণ এক মুষ্টি করিয়া মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে—ইহাই প্রথা। এজন্য ঐ সমাধিটী ক্রমেই উচ্চ স্তূপে পরিণত হইতেছে।

দশঘরা—হুগলী জেলায়। শ্রীল-অদ্বৈত প্রভুর সেবক শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবা আছে।

দশাশ্বমেধঘাট—প্রয়াগে গঙ্গাতটে, শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ১৯।১১৪)। ২ উৎকলে, যাজপুরে বৈতরণীর তটে, ঐ (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৮৭)। ৩ মথুরাস্থ সরস্বতী-কুণ্ডের নিকটবর্তী, ঐ (চৈ° ম° শেষ ২।১৩৪)। ৪ কাশীতে গঙ্গাতটে।

দাঁইহাট—(দণ্ডীহাট); বর্দ্ধমান জিলায় ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া রেলের ষ্টেশন আছে। গ্রাম—ষ্টেশন হইতে ২।৩ মাইল। কাটোয়া হইতে ৪½ মাইল। এখানে শ্রীবাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ ঘোষের শ্রীপাট। তাঁহার সেবিত শ্রীরসিক রায় বিগ্রহ অন্যত্র (শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর প্রধান শাখা শ্রীলশ্যামাদাস চক্রবর্ত্তির মতান্তরে শ্রীরামচরণ ঠাকুরের বংশধরগণের গৃহে) আছেন।

এস্থানে শ্রীলগদাধর ভাস্কর এবং নয়ান ভাস্কর ও গায়ন মুকুন্দ দত্তের শ্রীপাট। কাহারও মতে শ্রীল-বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল। দাঁইহাট এক সময়ে ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে ছিল। কাটোয়া হইতে দাঁইহাটে যাইতে ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাইহাটে পাতাইচণ্ডী, আকাইহাটে একাইচণ্ডীর স্থান।

দাউজি—ব্রজের দক্ষিণসীমান্ত গ্রাম বলদেব। নামান্তর—'রীড়া'। শ্রীমন্দিরে শ্রীরেবতী-বলদেব।

দাক্ষিণাত্য—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী ভারতের অংশ, দক্ষিণাপথ।

দাঁতন—পূর্বদক্ষিণ রেইলওয়ে ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে। প্রবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে নিম্বডালের দাঁতন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন নিমগাছ আছে; বৃক্ষতলটি মাটি দিয়া বাঁধান। উহার নিকটেই মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীশ্রীনিতাইগৌর শ্রীমূর্ত্তি আছেন এবং কতকগুলি সমাধি আছে। অন্নকূটে উৎসব হয়।

দাঁতনে শ্যামলেশ্বর মহাদেব আছেন। প্রস্তরের প্রকাণ্ড ষণ্ড। দুর্বৃত্ত কালাপাহাড় ষণ্ডের পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

বুদ্ধদেবের দন্ত এই স্থানে ছিল বলিয়া প্রবাদ। এখানে শ্রীগোপীনাথ মন্দির ও শ্রীচৈতন্য মঠ আছে।

দানগড়—বরসানায় অবস্থিত শাকরী-খোরের পশ্চিমে সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে দানগড়, এখানে দানমন্দির ও হিণ্ডোলা আছে।

দানঘাট—শ্রীগোবর্দ্ধনের উপরি বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গব্যদান-সাধনের স্থান (ভক্তি° ৫।৬৬১—৬৮)। দানঘাটীতে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন-স্থানের উপরে শ্রীমন্দির। তাহার দক্ষিণে গিরিরাজের উপরে দানী-রায়ের মন্দির।

দাননিবর্ত্তনকুণ্ড—শ্রীগিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী গোবিন্দ কুণ্ডের নিকটে দানকেলি-সম্পাদনের স্থান।

দানপর্বত—(মথুরায়) বরসানায় শ্রীরাধার মন্দিরের নিকটে দানগড়।

দামোদর কুণ্ড—(মথুরায়) কাম্য-বনের অন্তর্গত।

দারানগর—বিজনৌর হইতে ৮মাইল দূরে, ইহার আধ মাইল দূরে গঙ্গ-নামক স্থানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মেলা বসে। দারানগরে বিদুর-কুটী আছে। মহাভারতের যুদ্ধকালে এস্থানে পাণ্ডবগণের স্ত্রীগণ শিবিরমধ্যে ছিলেন। বিদুর কুটীরের দর্শনার্থ শ্রাবণ মাসেও যাত্রী-সমাগম হয়। কার্ত্তিকী শুক্লা সপ্তমী হইতেই এস্থানে গঙ্গা-সৈকতে মেলা হয়।

দারুকেশ্বর নদী—খানাকুল কৃষ্ণ-নগরের নিকটবর্ত্তী নদী। এস্থানে দশ কড়া কড়ি দ্বারা শ্রীলঅভিরাম গোপাল-কর্ত্তৃক শ্রীআচার্যপ্রভুর পরীক্ষা হয়।

দিগ্—মথুরায় লাঠাবন, ব্রজের সীমার বাহিরে অবস্থিত। এস্থানে দাউজির মন্দির ও রূপসাগর অবস্থিত।

দিগ্‌নগর—নদীয়া জেলায়। এখানে ১৫৯১ শাকে নবদ্বীপের রাজা বিদ্যোৎসাহী রাঘব একটি দীঘি খনন

করেন ও রাঘবেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের লিপি এইরূপ—

'শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈকত্মাকরো, ধীরশ্রীযুতরাঘবো দ্বিজমণিভূর্মিভুজামগ্রণীঃ। নির্মায় স্ফুরদূর্মি - নির্মলজল - প্রদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং, তত্তীরে কৃতরম্যবেশ্মনি শিবং দেবং সমস্থাপয়ৎ॥' খৃঃ ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে এস্থানে সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাসজী শ্রীহরি-নামে একটি বৃক্ষকে নাচাইয়াছিলেন। স্থানীয় লোক ঐ বৃক্ষকে 'কল্পবৃক্ষ' বলে এবং কামনাসিদ্ধির জন্য মানত করিয়া থাকে।

দিনাজপুর—অত্রত্য কান্তনগরের শ্রীকান্তজির মন্দির অতিপ্রসিদ্ধ। কারুকার্য অতিসুন্দর, সেবা-পরিপাটীও প্রশংসনীয়।

দিল্লী—বর্ত্তমান ভারতের রাজধানী, প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী [চৈ° ভা° আদি ১৩।১৬০]।

দীনারপুর—শ্রীহট্টে, গ্রাম শতক, ঠাকুর বাণীনাথের শ্রীপাট। ইহারা ভজবালের গোস্বামি-বংশ। বাণীনাথের শিষ্য অজ্ঞান দাস, ধর্মদাস ও গঙ্গারাম ঘোষ। বাণীনাথের পুত্র অনন্ত ও রাজেন্দ্র, অনন্তের পুত্র ফণী। ঐ স্থানে বাণীনাথের রোপিত তিন শত বৎসরের প্রাচীন একটি তেঁতুলগাছ আছে। এই তেঁতুলতলায় মাঘী শুক্লা ষষ্ঠীতে উৎসব হয়। উক্ত গঙ্গারাম ঘোষ ইটা মহলের বাসুদেব ঘোষ-বংশীয় অধিকারী।

দীর্ঘবিষ্ণু—মথুরাস্থিত দেবস্থান—বিশ্রামঘাটের সন্নিকটে; শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ১৭।১৯১)।

দুর্বশন—(দর্ভশয়ন) শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। মাদুরা জিলায় রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্বে সমুদ্রের ধারে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৯৮)। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র রামনাদের রাজার উপর সেতুরক্ষার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম সেতুবন্ধনার্থ বরুণদেবের সাহায্য-প্রার্থী হইয়া দর্ভ বা কুশ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হয়—দর্ভশয়ন। S. Ry লাইনের শেষ রামনাদ ষ্টেশন।

দুলালি পরগণা—শ্রীহট্টে; এই স্থানে মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীল মুরারি গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন, পরে ইনি নবদ্বীপ-বাসী হয়েন।

দেউলিগ্রাম—(বাঁকুড়া) শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরের জন্মস্থান; বনবিষ্ণুপুরের অন্তর্গত, দারুকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে (ভক্তি ৭।১৩৪)। ২ বীরভূম জেলায় অজয়তীরে এই গ্রামে দেউলীশ্বর মন্দির আছে। ইহার নিকটে যে প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে, অত্রত্য প্রবাদ এই যে মধ্যে মধ্যে দেউলিতে আসিলে ঠাকুর লোচন ঐ প্রস্তর খণ্ডে বসিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করিতেন। নিকটবর্ত্তী কাকুটিয়া গ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয় ছিল।

দেনুড়—নবদ্বীপ হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমে। পোঃ পুটশুড়ী, জেলা—বর্দ্ধমান। মন্তেশ্বর থানা হইতে তিন মাইল। ভাগীরথী হইতে মৃজাপুরের নিকট খড়ি নদী দিয়া নাদন ঘাট হইয়া পুটঁরা গ্রামের ঘাটতলা হইতে দেনুড় দেড় ক্রোশ। শ্রীকেশব ভারতীর জন্মভূমি, আবির্ভাব ১৩৮০ শাকে; 'ভারতীর গোড়ে'-নামক পুষ্করিণীর পারে শান্তিকুটীরে তাঁহার ভজন-স্থান। সন্ন্যাসের পরে বর্দ্ধমান জেলার খাটুন্দি গ্রামে আসেন। তথায় শ্রীগোপাল ও শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। উহা 'শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাট' নামে খ্যাত হয়। খাটুন্দীর উষাপতি ও নিশাপতি-নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ সেবা প্রদান করেন। ভারতীর জ্যেষ্ঠ সহোদর বলভদ্রের পুত্র গোপাল ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ব্রহ্মচারী উপাধি পান। উহাকে ভারতী শ্রীগোপীনাথ ও পাঁচটি বালগোপাল মূর্তি প্রদান করেন। গোপালের বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন'। পরে কেশব ভারতী কাটোয়ায় আগমন করেন। কাটোয়ায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ইঁহার সমাধি আছে।

দেনুড়ের উত্তর প্রান্ত দিয়া খড়েশ্বরী নদী প্রবাহিত হইয়া নবদ্বীপ ও কালনার মধ্যবর্ত্তী মৃজাপুরের নিকট মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে জলপথে দেনুড়ে যাওয়া যায়।

এই স্থানে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। তিনি দেনুড়ে শ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মাতা ঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীনারায়ণী দেবী এই স্থানে থাকিতেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেন্নুড়ে 'ধরার পুষ্করিণী'-নামক আম্র-বৃক্ষের বাগানে আগমন করেন। ঐ স্থানের হরীতকীতলায় তিনি ভোজন ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সে বৃক্ষ নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীরামহরি দাস নামে তাঁহার এক শিষ্যকে শ্রীনিতাইগৌরের সেবা প্রদান করেন এবং অন্য শিষ্য শচী দাসকে শ্রীরাধাকান্তসেবা দেন। শচী দাস চাকটায় বাস করেন। আর এক শিষ্য গোপীনাথকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা দেন। শ্রীগোপীনাথ বিত্তাগ্রামে বাস করেন। দেবীদাস-নামক শিষ্যকে শ্রী-শ্যামসুন্দরের সেবা দেন। দেবীদাস সন্তরী গ্রামে বাস করেন।

দেন্নুড়ের উত্তর প্রান্তে দীনেশ্বর নামে প্রাচীন শিব আছেন।

এই শ্রীপাটে বহু পুথি ছিল। ৫০ বৎসর পূর্বে নাথু চক্রবর্ত্তী-নামক শ্রীপাটের পূজারী ঐ সকল গ্রন্থ ১৬৲ টাকায় নিকটবর্ত্তী পাটুলীগ্রামের কিশোরী সামন্তকে বিক্রয় করেন। (গৌরাঙ্গ-সেবক ১৩২০। শ্রাবণ ৩২০ পৃঃ)

মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর—শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রিয় শিষ্য বালক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিতদ্বারা একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লিখাইয়া লইয়া-ছিলেন। উহার কোনও কোনও পত্রের পার্শ্বে (মার্জিনে) মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখিত ২।৪টী শব্দার্থ লিখিত আছে. উক্ত শ্রীগ্রন্থ দেন্নুড় শ্রীপাটে রক্ষিত আছেন। এক পৃষ্ঠা বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরেও আছে।

দেবকীকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৭৯)।

দেবকুণ্ড—গয়াজিলায়, চ্যবনাশ্রম; চ্যবনেশ্বর শিব আছে।

দেবগিরি (দৌলতাবাদ) মধ্যরেইল-ওয়ের দৌলতাবাদ ষ্টেসন হইতে ৪ মাইল। হেমাদ্রি এস্থানে বোপ-দেবের মন্ত্রী ছিলেন।

দেবগ্রাম—মুর্শিদাবাদ (মতান্তরে নদীয়া জেলায়)। নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলে সাগরদীঘি ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে হিরোলা যাজি-গ্রামের নিকট দেবগ্রাম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আবির্ভাব-ভূমি।

দেবপল্লী—শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে ও কৃষ্ণনগর হইতে তিনমাইল নৈর্ঋতে অবস্থিত 'দেপাড়া'। এইস্থানে সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করত বিশ্রাম করেন। শ্রীনৃসিংহদেবের সুপ্রাচীন মন্দির। শ্রীবিগ্রহ বৃহৎ কষ্টিপাথরে খোদিত, চারিফুট উচ্চ। তাঁহার পদতলে প্রহ্লাদ পতিত ও অঙ্কে হিরণ্যকশিপু শায়িত। দুই হস্তে গদা ও চক্র, অপর দুই হস্ত হিরণ্য-কশিপুর বক্ষোবিদারণে নিযুক্ত। ইনি 'জাগ্রত' দেবতা বলিয়া স্থানীয় কিম্বদন্তী। পায়সান্ন ব্যতীত অন্য দ্রব্য এখানে ভোগ হয় না; প্রসাদী পায়সান্ন দ্বারা স্থানীয় শিশুগণের অন্নপ্রাশন হয়। নৃসিংহচতুর্দশীতে বিশেষ পূজাদি হয় এবং তৎপর দিন মেলা বসে।

দেবযানী—পশ্চিম রেলওয়ের ফুলেরা জংসন হইতে ৫ মাইল দূরে 'সম্বরলেক' ষ্টেসন, তাহা হইতে দুই মাইল দেবযানী গ্রাম। সরোবরের পার্শ্বের দেবমন্দিরে শুক্রাচার্য ও দেবযানীর মূর্ত্তি আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় মেলা হয়। প্রবাদ—এখানে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রম ছিল। এই সরোবরে স্নানকালে ভ্রমক্রমে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর বস্ত্র পরিয়া বিবাদ করেন (ভা ৫।১)।

দেবপ্রয়াগ—হৃষীকেশ হইতে ৪৪ মাইল, মোটরবাসযোগে যাওয়া যায়। এখানে ভাগীরথী (গঙ্গোত্তরী হইতে আগতা) ও অলকানন্দার (বদরীনাথ হইতে আগতা) সঙ্গম। উপরে শ্রীরঘুনাথ, আদ্য বিশ্বেশ্বর, গঙ্গাযমুনার মূর্ত্তি আছে। তিন পর্বত—গৃধ্রাচল, নরসিংহাচল ও দশরথাচল। ইহাকে প্রাচীন 'সুদর্শন ক্ষেত্র' বলে। এস্থান হইতে একমার্গ বদরীনাথে গিয়াছে, অন্য মার্গ টিহরী ও ধরাসু হইয়া গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী পর্যন্ত গিয়াছে।

দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড—(মথুরায়) বেহেজ গ্রামের চারি মাইল বায়ুকোণে। এ স্থানে ইন্দ্রের দৈন্য প্রকাশ হয়। গোচারণবেশী শ্রী-কৃষ্ণকে দেবগণ এখানে স্তুতি করেন।

দেবস্থান—সম্ভবতঃ তাঞ্জোর জিলায়, শ্রীবিষ্ণুর অর্চাপীঠ, শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৭)। কেহ কেহ ইহাকে 'তিরুমালা' বা 'তিরুপতিদেবস্থানম্‌' বলিয়া নির্দেশ করেন। [ত্রিমল্ল দ্রষ্টব্য]।

দেবহাটা—২৪ পরগণা। সাতক্ষিরা

সাবডিভিসনের যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর বামতীরে শ্রীপাদ গোকুলানন্দের শ্রীপাট। ১২ শত নেড়া ও ১৩ শত নেড়ীর সঙ্গভয়ে যাঁহারা পলাইয়া যান, তাহাদের মধ্যে ইনিও একজন। গোকুলানন্দ পলাইয়া প্রথমে যমুনা ইচ্ছামতী নদীর দক্ষিণ তীরে রামেশ্বরপুর গ্রামে কৈবর্ত্তদের বাটীতে আশ্রয় লন। এই স্থানে গোকুলানন্দের অলৌকিক ক্ষমতায় বহুলোক আকৃষ্ট হন ; ঐ গ্রাম এক্ষণে নদীগর্ভে। পরে রামেশ্বরপুরের পরপারবর্ত্তী দেবহাটায় গমন করেন ও ঐ স্থানের কৃষ্ণকিঙ্কর চৌধুরী নামক জনৈক সাধুর ভবনে অবস্থিতি করেন। পরে উহাই 'গোকুলানন্দের পাট'-নামে অভিহিত হয়। কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর বংশধরগণই উক্ত পাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। শ্রীপাটে গোকুলানন্দের সমাধি, কাষ্ঠপাদুকা ও আশাবাড়ি আছে। দেবমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও শ্রীশিলা আছেন। কার্তিক মাসে একমাস অবিরাম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্ত্তন হয়। হিন্দুমুসলমান সকলেই এই পাটবাড়ীকে ভক্তি করে ও মানত করে।

গোকুলানন্দ পূর্বাশ্রমে কায়স্থ ছিলেন। ঢাকাতে নবাব সরকারে মুন্সিগিরি কার্য করিতেন। তিনি ঋণদায়ে বন্দী হইয়াছিলেন।

দেবী আঠাস—ব্রজে, শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী একানংসা দেবীর গ্রাম। অষ্টভুজা দেবী—এই গ্রাম 'আঠাস' গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

দৈতে বা দধিয়া—(বর্দ্ধমান) এ, কে, আর রামজীবনপুর ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে। শ্রীল গোপালদাসের সমাজ আছে। মাকরী সপ্তমীতে উৎসব হয়।

দৈবতগিরি—শ্রীগিরিরাজ।

দোগাছিয়া—নদীয়া জেলা, রাণাঘাট হইতে ৮ ক্রোশ। শ্রীনিত্যানন্দ বিহারভূমি—(চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭০৯), দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

দোমনমন—ব্রজে নন্দগ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তি। একদা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই মান করিয়া মনে করিলেন যে তাঁহারা সখাসখীগণের অলক্ষ্যে এমন স্থানে লুকাইবেন, যেন কেহই কাহাকেও খুঁজিয়া না পান ; কিন্তু ঘটনাচক্রে এই স্থানেই দুইজনের চারি চক্ষুর মিলন হওয়াতে মান প্রশমন হয় এবং ঐস্থানের প্রতি বর দেন যে তত্রত্য বৃক্ষলতাদি যুগলিত হইয়াই অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অদ্যাপি সেই স্থানে যুগলিত বৃক্ষবল্লরী দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় লোক এস্থানকে 'দুমিলবন' বলেন।

দোহনীকুণ্ড—(মথুরায়) বরসানার নিকটবর্ত্তী গোদোহন-স্থান।

দ্রাবিড়—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে অবস্থিত। দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুর্জর, মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ এই পঞ্চবিধ দ্রাবিড়। কলিঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ ভারত। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৫)

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ—কাঠিয়াবাড়ে (১) সোমনাথ, শ্রীশৈলে (২) মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীতে (৩) মহাকাল, নর্মদাতটে (৪) ওঁকারেশ্বর বা অমরেশ্বর, উত্তরাখণ্ডে (৫) কেদারনাথ, ভীমা নদীর তটে (৬) ভীমশঙ্কর, বারাণসীতে (৭) বিশ্বনাথ, গৌতমী [গোদাবরীর] তটে (৮) ত্র্যম্বকেশ্বর, সাঁওতাল পরগণায় জৈসিডি জংসনের ৩ মাইল দূরে (৯) বৈদ্যনাথ, গোমতী দ্বারকা হইতে বেটদ্বারকা যাইবার পথে (১০) নাগেশ্বর, সেতুবন্ধে (১১) রামেশ্বর এবং মধ্য রেলওয়ে মনমাদ ষ্টেশন হইতে দৌলতাবাদ ষ্টেশন হইয়া ১২ মাইল দূরে (১২) ঘৃষ্ণেশ্বর। (শিবপুরাণ ৩৮)

দ্বাদশ বন—'ব্রজমণ্ডল' দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশাদিত্য—শ্রীবৃন্দাবনস্থ তীর্থবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে দমন করিয়া কালীয়হ্রদে বহুক্ষণ অবস্থানহেতু শীতার্ত্ত হইলে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইয়া এস্থানে তাঁহাকে সুস্থ করেন। অত্যুচ্চ স্থান বলিয়া ইহাকে 'টিলা' বলে। শ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দিরের পশ্চাদ্দেশে—শ্রীপাদ সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য মঠ (ছোট কুঠরি) প্রস্তুত করিয়াছেন (চৈ° চ° অন্ত্য ১৩।৬৯—৭০)।

দ্বারকা—(দ্বারাবতী) [অক্ষাংশ ২২।১৪, দ্রাঘিমাংশ ৬৮।৫৮] গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থ। আমদাবাদ হইতে ২৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বরোদা হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমে। বিগ্রহ—শ্রীরণছোড়জী। মূল প্রতিমা অপহৃত হইয়া গুজরাটের অন্তর্গত ডাকোরে যান, দ্বিতীয় প্রতিমাও ঐরূপে বটদ্বীপ বা শঙ্খোদ্ধার দ্বীপে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে তৃতীয় বিগ্রহ মন্দিরে বিরাজিত। প্রথমতঃ গোমতী নদীতে স্নান, অরমরা-নামক স্থানে ছাপ-গ্রহণ, তৎপরে বটদ্বীপের রণছোড়জির দর্শন করিতে হয়। পুরবন্দরের ৩০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র-গর্ভে প্রাচীন দ্বারকার অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। নামান্তর—কুশস্থলী। ইহা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। দ্বারকা-মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৬)।

দ্বারকাকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তঃপাতী।

দ্বারভাঙ্গা—মধুবনী ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে। ত্রিহুতের অন্তর্গত সৌরাট গ্রামে বিদ্যাপতির পিতা গজপতি ঠাকুর কপিলেশ্বর শিবপূজা করিয়া বিদ্যাপতিকে লাভ করেন। উক্ত শিব অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। রাজা শিবসিংহ বিদ্যা-পতিকে বিশফি গ্রাম দান করেন। ঐ দান-পত্রে (তাম্রশাসনে) লক্ষ্মণ-'সম্বত ২৯৩ (১৪০০ খৃঃ) শ্রাবণ সুদি সপ্তম্যাং গুরৌ' লিখিত আছে।

শিবসিংহের রাজবাটি দ্বারভাঙ্গার নিকট বাগবতী নদীর তীরে গজরথ-পুরে ছিল। তাঁহারই রাণীর নাম—লছমীদেবী। শিবসিংহের পিতা—দেবীসিংহ। বিদ্যাপতির বংশধর-গণ এখন সৌরাট গ্রামে বাস করেন। বিশফিতে বিদ্যাপতির ভিটার একটি সুড়ঙ্গ আছে। বর্ত্তমানে সকল স্থান জঙ্গলময়। ঐ ভিটার ধারে কমলা নদী-নামে একটি নদী আছে ও বিদ্যাপতি যে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন, তাহাও আছেন। মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিব মাটীর ঘরে আছেন। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া অন্ধকারময় কূপমধ্যে মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। বিদ্যাপতি সাহিত বাজিতপুরে দেহরক্ষা করেন। ঐ স্থানে গঙ্গাদেবীর একটি সূক্ষ্মধারা আছে।

বিদ্যাপতির সিদ্ধিলাভ স্থান—মৌ বাজিতপুর—জেলা দ্বারভাঙ্গা, বাজিতপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল। ঐ স্থানে বিদ্যাপতিনাথ-নামে শিব আছেন। মাঘী পূর্ণিমায় উৎসব হয়।

দ্বারহাটা বা **দ্বীপাগ্রাম**—(হুগলী) হরিপাল ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ, **শ্রীল** অভিরামগোপালের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতের শ্রীপাট।

দ্বৈপায়নী (আর্যা)—বোম্বাই প্রদেশে গোকর্ণ ও সূর্পারকের নিকটবর্তী; শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৮০; চৈ° ভা° আদি ৯।১৫০)। শ্রীভাগ° ১০।৭৯। ২০ শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলেন যে ইহা স্থানের নাম নহে, প্রত্যুত দ্বীপবাসিনী আর্যা বা পূজ্যা দেবীর নির্দেশক। মতান্তরে পশ্চিম উপকূলে মুম্বাইদ্বীপ 'মুম্বাদেবীর' নামানুসারে প্রসিদ্ধ। মুম্বাইদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ঐ 'দ্বৈপায়নী আর্যা'। ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনের নিকট প্রাচীন মন্দির ছিল—এক্ষণে কিন্তু উহা কল্‌বাদেবী রোড ও আবদার রহমান ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বোম্বে ষ্টেসন।

ধ, ন

ধনশিঙ্গা—ব্রজে, যাবটের দুই মাইল পূর্বে, শ্রীধনিষ্ঠা সখীর গ্রাম।

ধনুস্তীর্থ—(ধনুষ্কোটি) মণ্ডপম্ ও পম্বম্ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময় ও কতকাংশ জলমগ্ন পথ। পম্বম্ দৈর্ঘ্যে ৫২ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৩ ক্রোশ। পম্বম্ বন্দর হইতে দুই ক্রোশ উত্তরে শ্রীরামেশ্বর-মন্দির। এস্থানে ২৪টি তীর্থ আছে, তন্মধ্যে 'ধনুষ্কোটি' তীর্থ অন্যতম। উহা রামেশ্বর হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে এবং রামনাদের নিকট। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২০০, চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৫)। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিভীষণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র নির্মিত সেতু তাঁহার ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা বিভিন্ন হউক, নতুবা ভবিষ্যতে অন্য রাজা আসিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিবে। প্রার্থনানুসারে শ্রীরামচন্দ্র (লক্ষ্মণ) ধনুষ্কোটি দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন—সেই জন্য তাহা ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি তীর্থ হইয়াছে। S. Ry ধনুষ্কোটি ষ্টেসন। ২ গুজরাট্ জিলায় 'ভৃগুতীর্থ' বা ব্রোচ্। B. B. & C. I Ry বরোদা লাইনে

ব্রোচ্ ষ্টেসন।

ধর্মকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৪২)।

ধলেশ্বর—যাজপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পূর্বে। এখানে যে প্রাচীন মহাপ্রভুর সেবা আছে, উহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রবর্তিত বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। জনৈক প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মা বলেন যে মহাপ্রভু ঐস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

ধবলগিরি—ভুবনেশ্বর হইতে ছয়মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত ক্ষুদ্র পাহাড়। দয়ানদীর তীরে অবস্থিত। দধিভদ্রার অপভ্রংশ 'দয়া'—ইহার তীরে দধীচি মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার শিখরদেশে অশোকের অনুশাসন-স্তম্ভ বিরাজমান।

ধাত্রীগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলা। হাওড়া-কাটোয়া লাইনে ধাত্রীগ্রাম ষ্টেশন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ধাত্রীগ্রামে রুদ্রনামক ব্রাহ্মণ জমিদারকে দীক্ষিত করেন। ইনি ঘোর শাক্ত ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন; পরে পরম বৈষ্ণব হন এবং ঐ স্থানে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ধানকুড়িয়া —— চব্বিশপরগণায়, কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল, অত্রত্য গাইনবাবু ও বল্লভবাবুরা প্রসিদ্ধ ধনী। বিখ্যাত দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ এখানকার অধিবাসী ছিলেন। অত্রত্য শ্রীমদনমোহনমন্দির দ্রষ্টব্য।

ধামরাই—ঢাকা জেলায়, শ্রীশ্রী-যশোমাধবজীউর চতুর্ভুজ মূর্তি। ঢাকা ষ্টেশন হইতে সাভার, তথা হইতে মটর লঞ্চে ধামরাই। এখানকার রথযাত্রা প্রসিদ্ধ। এখানে একটি বিরাট কারুকার্যখচিত রথ আছে; এই রথ ও যশোমাধব বিগ্রহ মাধবপুরের রাজা যশোপাল-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রবাদ। ধামরাইর ৬ মাইল উত্তর-স্থিত বর্ত্তমান গাজীবাড়ী গ্রাম পূর্বে মাধবপুর বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রবাদ—একবার যশোপাল শ্বেতহস্তিতে আরোহণ করত ধামরাই গ্রামের এক উচ্চ ঢিবির সম্মুখে আসিলে তাঁহার হস্তী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তখন রাজাজ্ঞায় স্থানটি খনিত হইলে মাধবের মন্দির ও মূর্ত্তিটী আবিষ্কৃত হয়। যশোপালের নাম হইতে দেবতা যশোমাধব নামে কথিত হন। শুনা যায় যে পুরীধামের প্রথম জগন্নাথমূর্ত্তি নির্মিত হইয়া যে কাষ্ঠটি অবশিষ্ট ছিল, তাহাদ্বারাই যশোমাধবের বিগ্রহ নির্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ গ্রামে আগ্যাশক্তি, বাসুদেব ও রাধানাথ আছেন। চৈত্রী শুক্লাত্রয়োদশী ও তৎপর দিন মদনচতুর্দশী তিথিতে এস্থানে মদনোৎসব ও কামদেবের পূজা হয়।

ধারা—ইন্দোর হইতে ১৩ মাইল দূরে মহু ষ্টেসন। ওখান হইতে ৩৩ মাইল ধারানগরী, মোটর বাস পাওয়া যায়। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা ভোজের রাজধানী। এখনও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ—গুরু গোরখনাথের শিষ্য রাজা গোপীচন্দ্রও এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। অত্রত্য জৈনমন্দিরে পার্শ্বনাথের স্বর্ণমূর্ত্তি আছে।

ধারাপতন তীর্থ—(মথুরায়) যমুনার তীরবর্ত্তী, বিশ্রামঘাটের উত্তরে ঘাট।

ধারেন্দা বাহাদুরপুর—মেদিনীপুর জেলায়। এস, ই, রেলওয়ে খড়্গপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থান। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাট। ঐস্থানে তাঁহার আবির্ভাব হয়—১৪৫৫ শকে। পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল সুবর্ণরেখার তীরে দণ্ডেশ্বর গ্রামের নিকট অম্বুয়ায় বাস করিতেন।

শ্রীলশ্যামানন্দপ্রভু পরে নৃসিংহপুরে শ্রীপাট করেন। ধারেন্দা, বাহাদুরপুর, রয়ণী, গোপীবল্লভপুর, নৃসিংহপুর এই পাঁচটি শ্রীপাট শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যগণের পুণ্যধাম। শ্রীলশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকমুরারির শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর। ইঁহার আদিবাস রয়ণী গ্রামে ছিল। রসিক শিষ্যগণের শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুরে। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর স্থাপিত শ্রীশ্রীগোবিন্দবিগ্রহ ঐ স্থানে আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহার শ্রীশ্যামসুন্দরবিগ্রহ আছেন—শ্যামানন্দ কুঞ্জে।

সের খাঁ-নামক জনৈক মুসলমান শ্যামানন্দের শিষ্য হয়েন, পরে ইহার নাম—শ্রীচৈতন্য দাস হয়। ধারেন্দা-নিবাসী হরি গোপও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য হয়েন।

ধারেন্দাতে শ্রীশ্যামানন্দ - শিষ্য দরিয়া দামোদর ও নিমু গোস্বামীর শ্রীপাট। মেদিনীপুর দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহ সিংভূম জেলায় শ্রীশ্যামসুন্দরপুরে আছেন।

এই স্থানে শ্রীরসিকমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীগোপীবল্লভ দাসের বাড়ী।

ধীরসমীর—(শ্রীবৃন্দাবনে) বংশীবট-সমীপস্থ-যমুনা তীরবর্ত্তী স্থান।

ধূলাউড়া—(মথুরায়) কাম্যবনের নিকটে অবস্থিত (ভক্তি° ৫।৮৮৪) এস্থানে গাভীপদরেণুতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

ধোয়াঘাট—শ্রীশ্রীগদাধর প্রভুর শ্রীপাট। মুর্শিদাবাদ জেলা। ভরতপুরের ১½ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে। ময়ুরাক্ষী নদীর শাখা কুয়ে নদীর উপর। এই স্থানে মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে ভ্রমণ করিতে করিতে আগমন করিয়া শ্রীচরণ ধৌত করিয়াছিলেন।

ধোয়ানিকুণ্ড—(মথুরায়) নন্দীশ্বরের ঈশান কোণে—দধিপাত্র-ধৌত-জলের স্থান (ভক্তি ৫।৯৬২)।

ধৌলপুর—আগরা হইতে ধৌলপুর রেইলওয়ে ধৌলপুর ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে মুচুকুন্দ তীর্থ। স্থানীয় প্রবাদ—ইহাই মুচুকুন্দের শয়ন-স্থান ও তাহার দৃষ্টিতে কাল-যবনের বিনাশ হয়।

ধ্যানকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধা-ধ্যান-স্থান।

ধ্রুবতীর্থ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার ঘাট—ধ্রুবের তপস্যা-স্থান। এস্থানে পিতৃপক্ষে স্নান তর্পণাদি প্রশস্ত। অত্রত্য টিলার উপরে শ্রীধ্রুবের মূর্ত্তি।

নগরিয়া ঘাট শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রান্তবাহিনী গঙ্গার ঘাট। ইহা বারকোণা ঘাট ও গঙ্গানগরের মধ্যবর্ত্তী (চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩০০)

নতিগ্রাম—হালিসহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'খাসবাটী'। এস্থানে শ্রী-বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়।

নদীয়া—নবদ্বীপ।

নন্দগ্রাম—মথুরার বায়ুকোণে অবস্থিত নন্দীশ্বর গ্রাম—শ্রীনন্দ রাজার রাজধানী। মন্দিরে—শ্রীকৃষ্ণ বলরাম, দুইপার্শ্বে শ্রীনন্দযশোদা। ['নন্দীশ্বর' দ্রষ্টব্য]

নন্দঘাট—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে, যমুনার ঘাট। এস্থানে শ্রীনন্দ মহারাজ বরুণচর-কর্ত্তৃক হৃত হন। শ্রীজীবগোস্বামির নির্জন বাসস্থান।

নন্দনকূপ—মথুরার নৈঋর্ত কোণে সাঁতোয়া গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী। (ভক্তি ৫।১৪০৫)

নন্দীশ্বর—মথুরায় অবস্থিত নন্দগ্রাম [চৈ° ম° শেষ ২।৩৩৬]। নন্দীশ্বরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিমনোরম। পর্বতের উপরে বিরাট মন্দির, তন্মধ্যে ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী, মধ্যদেশে শ্রীকৃষ্ণবলরাম। মন্দিরের উত্তরদিকে নন্দীশ্বর মহাদেব। পর্বতের নৈঋর্ত কোণে পাণিহারী কুণ্ডের পূর্বদিকে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন বিরাজমান। তাহার পূর্বদিকে গাভীর চরণচিহ্ন, তাহার ঈশান কোণে পর্বতের উপরে ময়ূরকুটী। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে নবমী পর্য্যন্ত এবং ফাল্গুন মাসে হোরিকা উপলক্ষে শুক্লা দশমীতে নন্দগ্রামে বিশেষ কৌতুক ও মেলা হয়।

নন্যাপুর[১]—বা নবীনপুর (গোঁসাই-পুর), মৈমনসিংহে। মেঘনা নদীর তীরে। এই স্থানে সপ্তগ্রাম হইতে মাধব মিশ্র আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন। ১৫০১ শকে 'চণ্ডীলীলা' রচনা করেন, পরে বৈষ্ণব হয়েন।

নন্যাপুর[২]—(বর্দ্ধমান) কাটোয়ার উত্তর নবহট্ট বা নৈঠির নিকট এবং উদ্ধারণপুরের কাছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীমাধবের শ্রীপাট।

নপাড়া—কাটোয়া হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমে; এস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐ স্থানকে 'বিশ্রামতলী' কহে।

নয়ত্রিপদী—তিনেভেলী হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, বর্ত্তমান নাম—আলোবর তিরুনগরী। এই নগরীর চতুর্দিকে নয়টী বিষ্ণুমন্দির আছে। পর্ব-উপলক্ষে ঐ নয়টি মন্দিরের তিরুপতি (বিষ্ণু) এখানে সমবেত হয়। এজন্য 'নয় তিরুপতি' বা 'ত্রিপদী' আখ্যা। S. Ry ব্রাঞ্চ লাইনে তিরুচেন্দুর, ষ্টেশন—আলোবর তিরুনগরী।

নরঘাট—(তমলুক) তমলুক সহর হইতে দক্ষিণে ১২ মাইল দূরে নরঘাট। মহাপ্রভু সগণ নীলাচলে যাত্রার পথে ১৪৩১ শকে ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে তমলুকে উপনীত হয়েন এবং উক্ত নরঘাটে দানিকর্ত্তৃক প্রথম নদী পার হইয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে স্থানীয় ভক্তগণ ঐস্থানে ফাল্গুনী গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে তিন দিন সংকীর্ত্তন ও শোভাযাত্রায় নগর পরিভ্রমণ করেন।

নরনারায়ণাশ্রম—বদরিকাশ্রম; অলকানন্দা-তীরে ও তপনকুণ্ডের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৪১)।

নরী—ব্রজে, শ্যামরীর এক মাইল

পশ্চিমে। শ্রীবলদেবস্থল।

নরীসেমরী—(মথুরায়) ছত্রবনের নিকটবর্ত্তী ; পূর্বনাম—'শ্যামরী-কিন্নরী,' এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামাসখী-বেশে বীণাবাদনে শ্রীরাধার মানভঞ্জন করেন (ভক্তি° ৫।১২৭০)।

নরেন্দ্র সরোবর — শ্রীক্ষেত্রস্থিত 'শ্রীচন্দনপুকুর'। শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্বকোণে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ৮৭৩ ফিট ও প্রস্থে ৭৪৩ ফিট। প্রবাদ—খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাকপোসি নরেন্দ্র-নামক জনৈক রাজকর্মচারী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। মতান্তরে নরেন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের চন্দনযাত্রার উদ্দেশ্যে এই সরোবর নির্মাণ করাইয়াছেন। এই সরোবরে চন্দনযাত্রার একুশ দিন শ্রীজগন্নাথের বিজয়মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ নৌকা বিলাস করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাসের এবং শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের স্থান।

নর্মদা—অমরকণ্টক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত নদীবিশেষ (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১০)। মধ্যভারতের নিমার জিলায় নর্মদার দক্ষিণ তীরে 'ওঁকারেশ্বর শিব' ও উত্তরতটে 'অমরেশ্বর তীর্থ' জব্বলপুর জিলায় নর্মদার তীরে বাণগঙ্গা, নর্মদা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থস্থান প্রসিদ্ধ।

নব অরণ্য—দণ্ডকারণ্য, সৈন্ধবারণ্য, পুষ্করারণ্য, নৈমিষারণ্য, কুরুজাঙ্গল, উৎপলাবর্ত্তকারণ্য, জম্বুমার্গ, হিমবদরণ্য ও অর্বুদারণ্য।

নবখণ্ড— সিদ্ধান্ত - শিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে আছে—ভারত, কিন্নর (কিম্পুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক (রমণক), ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল—ইহারাই নবখণ্ড বা বর্ষ (জম্বুদ্বীপের নব বিভাগ)। পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে 'খণ্ড' বা 'বর্ষ' বলে।

নবগ্রাম১—(লাউড়, শ্রীহট্টে) সুনামগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। (অদ্বৈতবিলাস পরিশিষ্টে) নবাব আলিবর্দিখাঁর শাসন-সময়ে লাউড়ের অধিপতি গোবিন্দসিংহ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হন। নবাবের বিচারে শূলদণ্ডের আদেশে তিনি কারারুদ্ধ হন। তৎকালে গোবিন্দ-সিংহ-নামক গৌড়দেশের জনৈক গণ্য ভূম্যধিকারীও দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হন। উভয় গোবিন্দই একই গৃহে রুদ্ধ হন। নির্দ্ধারিত দিনে লাউড়ীয় গোবিন্দের পরিবর্ত্তে গৌড়ীয় গোবিন্দই দণ্ডিত হন। পরে এই বিষম ভ্রান্তির কথা জানিয়া আলিবর্দি খাঁ লাউড়ীয় গোবিন্দের জাতিনাশ ও অর্থদণ্ড করেন। তদবধি লাউড়ীয় রাজবংশ মুসলমান ও ঠাকুরমিয়া নামে খ্যাত হন। মুসলমান হইয়াও ইহারা পূর্বপুরুষের কীর্ত্তি বহুদিন রক্ষা করিয়াছেন। রাজা গোবিন্দসিংহের পৌত্র নবাব আদিত্নর রজার রাজত্বকালে খাসিয়াদের অত্যাচারে প্রজাগণসহ সকলকে বালিয়াচঙ্গ-নামক স্থানে নূতন রাজবাটী নির্মাণ করত বসবাস করিতে হয়। খাসিয়াদের অত্যাচারে লাউড় লোকশূন্য হইয়া অরণ্যময় হইয়া যায়। শ্রীঅদ্বৈতের জন্মভূমি নবগ্রামও অরণ্যে পরিণত হয়। ভক্তগণ বহুকষ্টে ও অনুসন্ধানে বাহির করিয়া উহাতে একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছেন। ঐ স্থানে রেঙ্গুয়া নদী প্রবাহিত। অগণ্য তুলসী-বৃক্ষবেষ্টিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহের ভগ্নাবশেষ, একটি প্রাচীন মাধবীলতা-বেষ্টিত আম্রবৃক্ষ এবং একটি পুষ্করিণী আছে। অধুনা এ স্থানের নাম—'লাউড়ের গড়'।

At Nayagaon in Sunamganja an Akhra (আখড়া) has recently been constructed in honour of Adwaita, one of the Chaitanya-followers (Assam District Gazetteer 11, Sylhet III. p. 88.)

নবগ্রাম২—বর্দ্ধমান। H. B. কর্ড মশাগ্রাম ষ্টেশন হইতে দুই মাইল।

শ্রীঅদ্বৈতের শাখা শ্রীশ্যামদাস আচার্যের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবা। ভৈটা, পালসিট, বিজুর, মাৎসর প্রভৃতি স্থানে বংশধর গোস্বামিগণের বাস।

নবগ্রাম৩—ব্রজে, ডেরাবলী গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

নবতীর্থ—(মথুরায়) যমুনার ঘাট (ভক্তি ৫।২৮৬)। বিশ্রাম ঘাটের উত্তরে অবস্থিত।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম– [অক্ষাংশ ২৩।২৪, দ্রাঘিমাংশ ৮৮।২৪]।

'নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং,
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রৈঃ।

নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা,
ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ॥'

'ভূমিস্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে'—জয়ানন্দ।

'সপ্তদ্বীপমধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম'—কৃত্তিবাস।

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই'—(চৈ° ভা° আদি ২।৫৫)।

গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম পারে অবস্থিত নয়টি দ্বীপ। সর্বোর্দ্ধতম শ্রীগৌরধাম। ভূমির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৪½ বর্গমাইল। পূর্বকালে সেনরাজবংশ্যগণের অন্যতম রাজধানী নবদ্বীপ বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার অদ্বিতীয় কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ ছিল সিমুলিয়ায় (ব্রাহ্মণপুকুরে), সভাসদ্‌গণকে তিনি এই নবদ্বীপেই বাসস্থান দিয়াছিলেন। তাৎকালীন বিখ্যাত মহামনস্বীবৃন্দ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন। এই সেনরাজদের আমলে, বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক রচনা সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং, তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণ কবিতা লিখিতেন, সভাসদ্‌গণ কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে উৎসাহিত হইতেন। সমসাময়িক কবি উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেনের আমল হইতে তিন পুরুষ যাবৎ মহামন্ত্রী ছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে সমাহৃত 'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ' শ্লোকটি তাঁহারই রচনা এবং ব্রজলীলার সর্বোৎকৃষ্টতার নির্ণায়ক। বৈষ্ণব পদাবলীর ভিত্তিও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহারই সভায় স্থাপিত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দের পদাবলি তাঁহার আসর জমাইত—এ প্রবাদ অমূলক নহে। ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপের বিদ্যাগৌরব ভারতের ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে এবং নবদ্বীপ বিদ্যা-চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র হইয়া উঠে। স্মৃতি, ন্যায় ও তন্ত্রশাস্ত্রে নবদ্বীপের প্রাধান্য খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নব্যন্যায়ের পাঠ-সমাপ্তি যে নবদ্বীপেই হইত—এই প্রবাদের বহু সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই বিদ্যাগৌরব অস্তমিত হইলেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমিরূপে ইহা সর্বতীর্থমূর্ধন্যরূপে চিরকাল বিরাজমান থাকিবে।

দ্বীপনয়টির অবস্থান—

বর্ত্তমান গঙ্গাদেবীর পূর্বপারে চারিটি—

১। অন্তর্দ্বীপ—ইহার অন্তর্গত প্রাচীন মায়াপুর, ভারুইডাঙ্গা, (দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রাচীন মন্দির এই স্থানে ছিল) ইহার পরে নিদয়া ঘাট, মহাপ্রভু এই ঘাট পার হইয়া কাটোয়ায় যান।

২। সীমন্তদ্বীপ—বামুনপুকুর, সরডাঙ্গা, বল্লালদীঘি, সিমুলিয়া। অত্রত্য দ্রষ্টব্য—সীমন্তিনী দেবী।

৩। গোদ্রুম-দ্বীপ—গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ।

৪। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা, পানশিলা ও ভালুকাদি।

গঙ্গার পশ্চিমপারে বা নবদ্বীপ সহরের দিকে—

৫। * কোলদ্বীপ—কুলিয়া বা কোবলা, তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাতুপুর (রাহুতপুর) ও বিদ্যানগর।

৭। মোদদ্রুম দ্বীপ—মাউগাছি (মাম্‌গাছি), মহৎপুর ও ব্রহ্মাণীতলা।

৮। জহ্নুদ্বীপ— — জান্নগর, পারুলিয়া ও সুলুষ্ঠ।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রাহুপুর (রুদ্র ডাঙ্গা), শঙ্করপুর এবং পূর্বস্থলী।

মহৎপুর বা মাতাপুর (বর্ত্তমান নাম মাধাইপুর)। রুদ্রদ্বীপে বেলপুকুরে, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ী ছিল, ব্রাহ্মণপুকুরে চাঁদকাজীর বাড়ী ছিল।

নবদ্বীপের প্রাচীন স্থান—

১। ব্রাহ্মণপুকুর — গ্রামের উত্তরে সীমন্ত দেবীর পীঠস্থান আছে। এস্থানে বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। বল্লালঢীবি ও বল্লালদীঘি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। †

* শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তৎপ্রণীত 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে প্রমাণপ্রয়োগসহ নির্ণয় করিয়াছেন যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরই কুলিয়া, কিন্তু 'নবদ্বীপ-মহিমা' 'নবদ্বীপ-কাহিনী' এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-কর্ত্তৃক বঙ্গশ্রী পত্রিকায় লিখিত 'নদীয়া-সমস্যা'তে বিরুদ্ধ মতই দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীগৌরের পার্ষদগণ—যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত স্থলগুলি উদ্ধার করিয়াছেন—তাঁহারা আসিয়া এই কার্যটি করিলে সকল সন্দেহ নিরসন হইতে পারে।

† In the village (Bamanpukur) there is a large mound

২। সুবর্ণবিহার গ্রামে শ্রীসুবর্ণ সেন রাজার বাটীর চিহ্ন আছে। পালবংশীয় রাজাদের রাজত্বও এস্থানে ছিল।

৩। মাজিদা—গ্রামের নিকট হংসবাহন-বিলে শ্রীহংসবাহন শিব আছেন। চৈত্রী সংক্রান্তি-উপলক্ষে তিন দিনের জন্য তিনি উপরে উঠেন।

৪। ব্রাহ্মণপাড়া বা ব্রাহ্মণপুরা গ্রামের দক্ষিণে দেপাড়া (দেবপল্লী) গ্রামে প্রাচীন শ্রীনৃসিংহদেব আছেন।

৫। বিদ্যানগর—দক্ষিণ পাটি গ্রামের উত্তর দিকে। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ও শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাটী ছিল।

৬। শ্রীরামপুর—বিশ্রামতলায় (নবদ্বীপ হইতে পশ্চিমে) মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন। শ্রীবিগ্রহ আছেন।

৭। মামগাছি — জান্নগরের উত্তরে, এ স্থানে তিনটি শ্রীপাট। (১) শ্রীলসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট—এখানে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা আছেন। একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে। (২) শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর শ্রীপাট। (৩) শ্রীলবাসুদেব দত্তের শ্রীপাট। দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে শ্রীল সারঙ্গ মুরারি প্রভুর শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

৮। জান্নগরের পূর্বদিক্ দিয়া ভাগীরথী ছিল। ইহার উত্তরে মামগাছি (মোদদ্রুম দ্বীপ)। প্রবাদ আছে যে এই জান্নগরে পুরাকালে জহ্নুমুনি এক গণ্ডূষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন। খৃঃ ১৮৪৬ অব্দে এস্থানে দশটি বৃহৎ মন্দির ও একশত টোল ছিল।

৯। সরডাঙ্গা——কাজীনগরের উত্তরে (রাজাপুর বা সরক্ষেত্র)। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সেবা। সুরবংশীয় রাজগণের বাস ছিল। কালাপাহাড় উৎপাত করিয়াছিল।

১০। কাজির সমাধি—গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে বল্লালদীঘির অনতিদূরে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবর আছে। এস্থানে প্রাচীন গুলঞ্চ বৃক্ষটি অদ্যাপি অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।

১১। মালঞ্চপাড়া—পারডাঙ্গার উত্তর দিকে। এই স্থানে শ্রীশ্রীসনাতন মিশ্রের বাড়ী ছিল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মস্থান।

১২। খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ী (দ্বাদশগোপালের একতম)—নবদ্বীপ তন্তুবায়-পল্লীতে ইঁহার বাস ছিল।

শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন বিগ্রহ ঃ—

(১) বুড়াশিব হিন্দু স্কুলের ধারে। (২) যোগনাথ ও পারডাঙ্গার শিব, (৩) সিদ্ধেশ্বরী, (৪) এলানে শিব —মণিপুর রাজবাটীর উত্তরে। (৫) বালকনাথ শিব—চারচাড়া পাড়ায় (৬) পোড়া মা, পড়ুয়ার মা বা বিদগ্ধজননী—পোড়ামাতলায়। (৭) ভবতারিণী—পোড়ামা তলায়। দেবী উপবিষ্টভাবে আছেন। (৮) ওলা দেবী। (৯) পাড়ার মা দেবী। (১০) আগমেশ্বরী (১১) মঙ্গলচণ্ডী। (১২) সিমলা দেবী। (১৩) ব্রহ্মাণীদেবী (মনসা, পোলের হাটের নিকট); (১৪) সীমন্তদেবীর পীঠ—ব্রাহ্মণপুকুর। (১৫) সিদ্ধেশ্বরী—সমুদ্র-গড় ; (১৬) শ্রীরামসীতা—রামসীতা পাড়ায়। (১৭) শ্রীরাধাবল্লভজীউ — রাধাবল্লভপাড়ায়। (১৮) শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীউ—প্রবাদ সার্বভৌম-সেবিত। (১৯) শ্রীনবদ্বীপনাথজীউ——কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্র স্বদেশে গঙ্গাতীরে ভূগর্ভে একটি গোপালবিগ্রহ প্রাপ্ত হন ও 'শ্রীনবদ্বীপনাথ' নামকরণ করত নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন কিন্তু অদৃশ্য।

শ্রীধাম নবদ্বীপে সিদ্ধ মহাত্মগণের সমাধি ও আশ্রম—

১। নবদ্বীপ বড় আখড়ায় শ্রীল সিদ্ধ তোতারামদাস বাবাজীর আশ্রম। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউ—তাঁহার সেবিত বিগ্রহ।

২। বড়াল ঘাটের উত্তর দিকে শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রম।

৩। মৌনী নিশ্বল সাধুর সমাধি —বনচারী বাগানে।

৪। সিদ্ধ শ্রীল গৌরকিশোর দাস

---

which is called Ballaldhibi and is believed to be all that is left of the palace of Ballal Sen, and near by is a tank which is called Ballaldighi'. (Bengal District Gazetteer, Nadia p 165).

বাবাজীর সমাধি—পূর্বদিকে গঙ্গার চড়ায়।

৫। সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও ভজন-কুটীর। মহাপ্রভুর মন্দির-সংলগ্ন।

৬। সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও ভজন-কুটীর—পীরতলা ঘাটের পূর্ব দিকে।

৭। সিদ্ধ শ্রীরাধারমণচরণ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি—শ্রীবাসাঙ্গন ঘাটের সংলগ্ন।

৮। কন্থাধারী বাবাজীর আশ্রম—বহু প্রাচীন।

৯। শ্রীরাধাচরণ দাস বাবাজির সমাধি—শ্রীরাধারমণ বাগের পূর্ব দিকে।

মণিপুর রাজবাটী—নবদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে। মণিপুর-বাসিগণ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ও শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার। ১৭৯৯ খৃঃ মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপে বাস করিবার ইচ্ছায় স্বীয় কন্যা 'লাইরোইবীর' সহিত এখানে আসেন এবং তেঘরি পাড়ায় বাসস্থান নির্মাণ করত শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার নাম রাখেন—অনু-মহাপ্রভু। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ভাগ্যচন্দ্রের পুত্র চৌরজিৎ সিংহের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ১৮১৫ খৃঃ তেঘরি মৌজায় ষোল বিঘা জমি অত্যল্প বার্ষিক খাজনায় দেন এবং ঐ স্থানের নাম 'মণিপুর' রাখেন। লাইরোইবী দেবী এবং তৎপরে তদ্বংশ্যগণ এখন পর্যন্ত সেবা চালাইতেছেন। চূড়াচাঁদের মহিষী ধনমঞ্জরী দেবী-কর্ত্তৃক ১৯৩৪ খৃঃ সুবর্ণময় মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২২২ সালে নবদ্বীপের মহারাজ গিরিশচন্দ্র-প্রদত্ত দলিলে জানা যায় যে মণিপুরের মহারাজের বাসের নিমিত্ত তিনি গঙ্গাতীরে দুই বিঘা জমি দান করিয়াছেন [নবদ্বীপ-মহিমা]।

পোড়ামাতা (পড়ুয়ার মা বা বিদগ্ধজননী)—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব (যিনি উত্তরকালে সার্বভৌম-নামে পরিচিত) বাল্য-কালে লেখাপড়া শিখেন নাই; তাঁহার পিতা মূর্খ পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিদেশে যাইবার কালে তাঁহার মাতাকে বলিয়া যান—'এমন পুত্রের মুখে ছাই দিতে হয়।' পতিব্রতা রমণী স্বামীর আদেশমত পুত্রের ভোজন-পাত্রের একপার্শ্বে একমুষ্টি ভস্ম দিলে বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার পিতার আদেশেই এই ব্যাপার হইয়াছে। বাসুদেব ভোজন না করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং নির্জন দগ্ধ বনভূমিমধ্যে ভাবনামগ্ন-চিত্তে বসিয়া বসিয়া অবশেষে জাহ্নবী-সলিলে জীবন বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন দৈববাণী হইল—'বৎস! জীবন-বিসর্জনে প্রয়োজন নাই। আমার বরে তুমি শ্রুতিধর হইবে—তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। এই দগ্ধবনে আমি প্রস্তররূপে বিরাজ করিতেছি—তুমি গ্রাম মধ্যে লইয়া গিয়া আমার পূজার ব্যবস্থা কর'। বাসুদেব দৈববাণী শুনিয়া গ্রামমধ্যে বটবৃক্ষমূলে ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘটস্থাপন করত দেবীর অর্চনা করিলেন। ইনিই নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী—'পোড়ামাতা'। কথিত হয় যে কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্র ১২৩২ সালে পোড়ামা-তলার দুই দিকে দুইটি মন্দির করিয়া উত্তরদিকের মন্দিরে ভব-তারিণী ও দক্ষিণদিকে ভবতারণ-নামক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ রাঘব-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণেশমূর্ত্তি বহুদিন যাবৎ মৃত্তিকা-প্রোথিত ছিল; মৃত্তিকা হইতে তুলিবার সময় গণেশের শুণ্ডটি ভঙ্গ হয়, ভবতারিণী সেই ভগ্ন মূর্ত্তি হইতে খোদিতা কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিতা উপবিষ্টা কালিকা-মূর্ত্তি। রাঘবের পুত্র রুদ্র-কর্ত্তৃক প্রতি-ষ্ঠিত রাঘবেশ্বর শিবও গঙ্গা-কুক্ষিগত মন্দির-মধ্যে প্রোথিত হয়; তিনিই আবার ভবতারণ-নামে ঐ স্থানে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছেন। তন্ত্রসার-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ শ্যামা-মূর্ত্তি ও উহার পূজাপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তৎ-কর্ত্তৃক ঘটে পূজিতা দেবী আগমেশ্বরীকে অদ্যাবধি তদ্বংশ্য-গণ ঘটেই পূজা করিতেছেন। প্রতি বর্ষে শ্যামাপূজায় প্রতি পাড়ায় বিবিধ শক্তি-মূর্ত্তির অর্চনা উপলক্ষে লোক-সংঘট্ট হয়।

হরিসভা—অদ্বিতীয় স্মার্ত্তপণ্ডিত শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন শেষ বয়সে মহা-প্রভুর অপার্থিব কৃপায় পোড়ামার তলায় নটরাজ গৌরমূর্ত্তি দর্শন

করেন এবং তদবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পূর্ণতম ভগবৎস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দে স্বচতুষ্পাঠীতে হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা স্থাপন করত নাটুয়া গৌরমুর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বড় আখড়া——দ্রাবিড়দেশীয় তোতারাম দাস বাবাজি মহোদয়-কর্ত্তৃক স্থাপিত। পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্যে অতুলনীয় এই মহাত্মা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। পরে ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া বৃন্দাবনে যান। মহাপ্রভুর প্রাত্যহিক সেবার বিশৃঙ্খলা হইতেছে—এই মর্মে স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি সেবার তত্ত্বাবধান করিতে নবদ্বীপে আসিয়া দশ-অশ্বত্থ-তলায় আসন করিলেন। স্বসেবিত গিরিধারীও তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। তখন রাজন্য-বর্গের ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে লুক্কায়িত রাখিতে হইত। ঘটনাচক্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপের ফলে রাজা ঠাকুরের আশ্রমের জন্য ঐ গাছতলায় ছয় বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। ইহা হইতে বড় আখড়ার পত্তন হয়। এস্থানে শ্রী-শ্যামসুন্দর ও শ্রীনিতাই-গৌর প্রতিষ্ঠিত আছেন। বলা বাহুল্য যে শ্রীরামদাস বাবার আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগরের মহারাজা চিনাডাঙ্গার প্রান্তভাগে কিছু জমি দেবোত্তর করিয়া দিলে তিনি তথায় মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করত মালঞ্চপাড়া হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে এই নবনির্মিত মন্দিরে আনয়ন করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটায় রাজা-বীরহাম্বীর-কর্ত্তৃক কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা যে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল—তাহা কালক্রমে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে সেবাইতগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে ঐ মালঞ্চপাড়ায় আনিয়াছিলেন। সেই মন্দিরের স্থানে চড়া পড়িলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বীরহাম্বীর-নির্মিত মন্দিরের কয়েকখণ্ড প্রস্তর উদ্ধার পূর্ব্বক ১১৯৯ বঙ্গাব্দে লাল পাথরের ৬০ ফুট উচ্চ এক মন্দির নির্মাণ করেন। সেবাইতগণ ঐ মন্দিরে মহাপ্রভুকে আনিতে অস্বীকার করিলে তাহাতে গঙ্গাগোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-কৃষ্ণচন্দ্র-মদনমোহন—এই বিগ্রহ-চতুষ্টয় স্থাপন করেন। পরে ১২২৯ সালে গঙ্গাগোবিন্দ-নির্মিত মন্দিরটিও গঙ্গার কুক্ষিতে গত হইলে আবার সেই স্থানে চড়া পড়ে। ১২৭৯ সালে গঙ্গার ভাঙ্গনে সেই মন্দির নাকি বাহির হইয়াছিল এবং তাৎকালীন বহু লোক তাহা প্রত্যক্ষও করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটি বর্ত্তমান নবদ্বীপের এক মাইল দূরে বায়ুকোণে অবস্থিত ছিল।

বীরহাম্বীরের মন্দিরের একখণ্ড লম্বা পাথর মালঞ্চপাড়ায় আনীত হইয়াছিল—উহা অদ্যাবধি মহাপ্রভুর বর্ত্তমান নাট্যমন্দিরের পূর্ব্বদিক্স্থিত প্রাচীন মন্দিরের কপাটের নিম্নে বিদ্যমান্ আছে। প্রাচীন মন্দিরে বহুদিন সেবা হইলে পর তাহারই পার্শ্বে নবনির্মিত প্রশস্ত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

শ্রীধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রকটকালেই যে তদীয় শ্রীবিগ্রহ কয়েকস্থানে প্রকটিত হইয়াছেন—তাহার বহু প্রমাণ মিলিয়াছে। (১) গৌরীদাসপণ্ডিত কালনায় শ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গের সমক্ষেই শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করেন। (২) শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের সহায়তায় শ্রীগৌরবক্ষোবিলাসিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নবদ্বীপে নিজ-গৃহে শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেবাইতগণের মুখে শুনা যায় যে অঙ্গরাগকালে ঐ শ্রীবিগ্রহের পাদপীঠে '১৪৩৫ শক ও বংশীবদন' নাম খোদিত দেখা যায়। মুরারি-গুপ্তের কড়চায় (৪।১৪।৮) এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। শ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর ঐ বিগ্রহ ও তদীয় কাষ্ঠপাদুকার সেবাদি করিতেন। সেই পাদুকাই অদ্যাপি সিংহাসনে স্থাপিত আছেন। দেবীর পরে তদীয় ভ্রাতা যাদবাচার্য সেবাধিকার প্রাপ্ত হন—তদ্‌বংশ্যগণই এক্ষণে সেবাইত হইয়াছেন। এই মন্দিরে ঝুলনে, শ্রীপঞ্চমীতে ও শ্রীগৌরজয়ন্তীতে বিশেষ উৎসবাদি সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বৎসরে একদিন ধাম-পরিক্রমা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদুকা নগরের পাড়ায় পাড়ায় বিজয় করেন।

শ্রীবাসাঙ্গন ও সোণার গৌরাঙ্গ—শ্রীগৌরপাদরজোবিলাসিনী ভাগী-রথীর শ্রীগৌররজে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠনের ফলে শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারি-গুপ্তের অঙ্গন, শ্রীবাসাঙ্গন প্রভৃতি বহু প্রাচীন শ্রীগৌরবিহারভূমি

এক্ষণে লোকলোচনের অগোচরে থাকিয়া ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের নিকটে বহু জটিল সমস্যার উদ্ভাবন করিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্তলীলাস্থলীর প্রাকট্যকারী শ্রীগৌর-পার্ষদগণ আসিয়া আবার যদি শ্রীগৌরবিহারভূমির যথাযথ স্থানগুলি নির্দ্দেশ করেন—তবেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

সিদ্ধ তোতা রামদাস বাবার প্রশিষ্য লছমনদাসজী পুরাণগঞ্জে রাধীকলুর পোতায় শ্রীবাসাঙ্গন স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ঐস্থান গঙ্গাগর্ভে গেলে ১২৭৮ সালে বর্ত্তমান স্থানে শ্রীবাসাঙ্গন স্থাপিত হয়। ঐ লছমন দাসের প্রশিষ্য শ্রীহরিদাস বাবাজী হইতে এই শ্রীবাসাঙ্গন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশ্য প্রথিতনামা শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামির হস্তে সমর্পিত হয়; এক্ষণে তদ্বংশ্যগণই ইহার মালিক। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গ, পঞ্চতত্ত্ব, কীর্ত্তন-মত্ত বৈষ্ণব-মণ্ডলী, দশাবতার প্রভৃতি দৃশ্য। ধূলোটে, শ্রীগৌরজয়ন্তীতে, পঞ্চম দোলে এখানে সমারোহ-সহকারে কীর্ত্তন মহোৎসব, নগর-পরিক্রমাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবাসাঙ্গনের নিকটেই শ্রীসোণার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সমাজবাড়ী—শ্রীশ্রীরাধারমণচরণ দাস বাবাজী মহোদয় শ্রীবাসাঙ্গনের নিকটবর্ত্তী 'নসীবাবুর বৈঠকখানা' ক্রয় করত ১৩১২ সালে এই স্থলে মঠ স্থাপন করেন। সমাজবাড়ীর নামান্তর—শ্রীরাধারমণবাগ। অত্রত্য শ্রীনিতাই-গৌরবিগ্রহ অতিমনোরম। শ্রীরাধাকান্তজিউর অষ্টকালীন সেবাদি এই মঠের একতম বৈশিষ্ট্য। নিত্য কীর্ত্তন, পাঠাদিও এই মঠের অনন্যসাধারণ আকর্ষণ। শ্রীমন্নবদ্বীপ দাস, শ্রীলগোবিন্দ দাস, শ্রীমতী ললিতা দাসী, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী প্রভৃতি এই মঠের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন—'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'-নামের মহামহিমা ভারতের সর্বত্র স্বতঃ ও পরতঃ প্রচার করিয়াছেন—নিরভিমান হইয়া কিরূপে বৈষ্ণব-নামব্রহ্ম - মহাপ্রসাদ - শ্রীহরি - গুরু প্রভৃতিতে বিশ্বাসী হইতে হয়—ইঁহারা তাহা স্বয়ং যাজন করিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন। ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীরাধারমণদেবের অন্তর্ধানতিথির উপলক্ষে এস্থানে নবরাত্রব্যাপী সংকীর্ত্তন-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

গোবিন্দবাড়ী—মণিপুরী সাধু ভুবনেশ্বর দেববর্মা ১৩৩২ বঙ্গাব্দে নবদ্বীপ বাজারের উত্তর দিকে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-গৌরাঙ্গ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই সাধারণতঃ 'গোবিন্দবাড়ী' নামে কথিত হয়। এই মন্দিরেও প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তনাদি সম্পাদিত হয়।

শ্রীরামসীতামন্দির——জনৈক রাজপুত ভাতশালাগ্রামে দারুময় শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করত পরে নবদ্বীপে রামসীতাপাড়ায় স্থানান্তরিত করেন। এতদ্ব্যতীত ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর মন্দির, ছোট আখড়া, বলদেবের আখড়া, গোরাচাঁদের আখড়া, ভজনকুটী প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। নবদ্বীপে ঝুলন, রাস ও ধূলোট প্রভৃতিতে বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

রাসযাত্রা——ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ পর্ব। শাক্তপ্রধান নবদ্বীপে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ে গোঁড়া শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই পরে মূর্ত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণের এই আনন্দোৎসবটি পণ্ড করিবার কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল। রাসপূর্ণিমায় তৎকালে শক্তিপূজার ঘটায় ও তৎপরদিন শোভাযাত্রার সমারোহে বৈষ্ণবগণের গৃহনিষ্ক্রমণ-ব্যাপারও অচল হইত। শুনা যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে এই লীলা চলিতে থাকে এবং প্রতিটি পট তৎকালে একটাকা করিয়া বৃত্তি পাইত। আগেকার বিদ্বেষভাব এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বহুপ্রকারের ও বিবিধ আকারের শক্তি-প্রতিমা বড় বড় রাস্তার ধারে পূর্ণিমা রজনীতে পূজিত হন; বিকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত যাত্রীগণের সংঘট্ট চলিতে থাকে। পরদিনে 'ভাসান' দেখিতেও বহুলোকসমাগম হয়।

ধূলোট—নবদ্বীপের বিশেষ পর্ব। ১২৫০ বঙ্গাব্দ হইতে ইহার প্রবৃত্তি। মাধবচন্দ্র দত্ত-নামক জনৈক কলিকাতাবাসী বিখ্যাত ধনী সর্ব-প্রথমতঃ নবদ্বীপে গানমেলার উদ্যোক্তা। বড় আখড়ার সম্মুখবর্ত্তী নাট্যমন্দির ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত—বড়

আখড়াই গানমেলার আদিস্থান। শুনা যায় যে নগরকীর্ত্তনকালে মাধব বাবু ভক্তগণের উপর দুই হাতে নবদ্বীপের রজঃ (ধূলি) বর্ষণ করিতেন, এই ঘটনা হইতেই এই পর্বের নাম হয়—'ধূলোট' উৎসব। ঐ সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন কীর্ত্তনীয়া-সম্প্রদায় নবদ্বীপে সমবেত হইয়া বিভিন্ন মন্দিরে চৌষট্টি রসের কীর্ত্তন করেন। মাঘী শুক্লা পঞ্চমী হইতে শ্রীবাসাঙ্গনে এবং তৎপরবর্ত্তী একাদশী হইতে প্রত্যেক মন্দিরে উহার আরম্ভ হইয়া কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে উহার শেষ হয়। তৎপরে সমবেত হইয়া কীর্ত্তনমণ্ডলীসহ নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও সকলের অঙ্গে শ্রীধামের পবিত্র রজঃ নিক্ষেপ করা হয়। যে ধামে সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন—যাহার প্রতি রজঃকণা তাঁহাদের চরণ-কমলস্পর্শে ধন্যাতি-ধন্য হইয়াছে—সেই ধামের 'ধূলি-লুঠ' উৎসবটি নিতান্ত উপেক্ষ্য ব্যাপার নহে। ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছেন—'কবে ব্রজের ধুলায় ধূসর হবে অঙ্গ'। শ্রীধামের রজঃপ্রাপ্তির আশায় বহু নরনারী ধামে আমরণ বাস করেন।

নবলা বিষ্ণুপুর—(নদীয়া) গঙ্গার ধারে, শ্রীবিষ্ণুদাসের শ্রীপাট। ইঁহার পিতা—সদাশিব গুণাকর। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ—কাশ্যপ গোত্র। বিষ্ণু-দাস নীলাচলে থাকিতেন। শ্রীচরিতামৃতে (আদি ১০।১৫১)—

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস।

নবহট্ট, নৈহাটী বা নৈটী—এই গ্রামটি কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে। এই স্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজমর্দনের রাজ্য ছিল। এই স্থানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সংস্কৃত শাস্ত্রাদির শিক্ষাগুরু বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীসর্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতি থাকিতেন।

শ্রীল রূপসনাতনের পূর্ব পুরুষ শ্রীপদ্মনাভ এই স্থানে বাস করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠা ও রথযাত্রা করিতেন। শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতাঠাকুর শ্রীকুমারদেব জ্ঞাতি-বিরোধ হেতু নৈহাটী ত্যাগ করিয়া বাকলাচন্দ্রদ্বীপে বাস করেন।

এই স্থানে 'নৈ'-নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তাঁহারই কর্মচারী ছিলেন। শ্রীল-নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীশঙ্কর ভট্টের শ্রীপাট। এখানে শ্রীনিতাই-গৌর-সেবা আছে।

দক্ষিণখণ্ড গ্রামের গোস্বামি-বংশীয়দের নিকট শ্রীপদ্মনাভ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই শ্রীলসনাতন প্রভুদের কুলগুরু। শ্রীলসনাতনপ্রভু প্রেমভোগ গ্রামে ইঁহাদিগকে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

নবাগ্রাম—শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী (ভক্তি° ৫।৭৮৩)।

নবাবগঞ্জ—কলিকাতা হইতে ২১৫ মাইল দূরে পূর্ববঙ্গরেলপথে চরকাই ষ্টেসন—তাহার ৭ মাইল পূর্বে করতোয়ার পরিত্যক্ত খাতের উপর নবাবগঞ্জ গ্রামে 'সীতাকোট', প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ। নিকটেই 'তর্পণঘাট'; প্রবাদ—এই ঘাটে মহর্ষি বাল্মীকি স্নানতর্পণাদি করিতেন এবং নিকটেই কোনও অজ্ঞাতস্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল। স্থানীয় লোকের মতে এই স্থানেই সীতার বনবাস হয়। বিশেষ বিশেষ পর্বে উত্তর বঙ্গের বহুলোক অদ্যাপি এই ঘাটে স্নান করেন।

নাকতীর্থ (বৃলী ৩), **নাগতীর্থ**—মথুরায় অবস্থিত ভূতেশ্বরের দক্ষিণে ও বিশ্রান্তির উত্তরে বিরাজমান। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ম° শেষ ২।১৩৫)।

নাগরদেশ—দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে।

২ বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্দুড়ে, মনসা-পোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দ মৌজা পাঁচনগর পরগণায় থাকায় উহাকে কেহ কেহ 'নাগরদেশ' বলেন। দ্বাদশ-গোপাল পর্যায়ের পুরুষোত্তমকে 'নাগর' আখ্যা দেওয়ার বোধ হয় এই তাৎপর্যই গৃহীত হইয়াছে। শ্রীসদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রী-পুরুষোত্তম ঠাকুর প্রথমতঃ বেলে-ডাঙ্গায় শ্রীপাট করেন, তৎপরে উহার ধ্বংস হইলে সুখসাগরে শ্রীপাট হয়, তাহাও গঙ্গাগর্ভে গেলে চান্দুড়ে (মতান্তরে বোধখানায়) শ্রীপাট স্থাপিত হয়।

নাথদ্বার—উদয়পুর হইতে ১১ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব কোণে বনাস্ নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। যখন আরঙ্গজেব মথুরার শ্রীবিগ্রহগণকে ধ্বংস করিতেছিলেন, তখন উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ ১৬৭১ খৃঃ অব্দে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামির

প্রকটিত শ্রীগোপালজিউকে উদয়পুরে লইয়া যাইতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। রাজসিংহ মহাড়ম্বরে রথের উপরি শ্রীবিগ্রহকে স্থাপন করত উদয়পুর যাইতে যাইতে পথে 'সিয়ার'-নামক স্থানে রথচক্র মৃত্তিকামধ্যে বসিয়া গেল। সেইস্থানে একটি সুরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়া রাজসিংহ শ্রীগোপালকে স্থাপিত করেন। তত্রত্য লোকেরা শ্রীগোপালকে 'শ্রীনাথজি' বলেন বলিয়া স্থানটিও উত্তরকালে 'নাথদ্বার' আখ্যা লাভ করে। বল্লভ সম্প্রদায়ের সেবা—পরমপবিত্র সদাচারের সহিত পূজা ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। শ্রীক্ষেত্রের আনন্দবাজারের ন্যায় এস্থানেও প্রসাদ বিক্রয় হয়।

নান্নুর—(বীরভূম জেলা) A. K. R. কীর্ণাহার ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ। শ্রীল চণ্ডীদাসের আবির্ভাবভূমি। (আবির্ভাব—১৩২৫ শকে) এই স্থান বীরভূম-কাটোয়া রাজপথের ধারে।

দর্শনীয়—(১) শ্রীবাশুলী দেবী। (২) চণ্ডীদাসভিটা। (৩) রামী রজকিনীর কাপড়কাচা পাটা। উহা এক্ষণে প্রস্তরীভূত। একটি পুকুরের ধারে ইষ্টক-বেদীতে রক্ষিত। চণ্ডীদাসের ভিটার স্থান গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক 'প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা-আইনে' রক্ষিত আছে। চণ্ডীদাসের বাড়ী বর্ত্তমান বাশুলীদেবীর বাড়ীর ঈশান কোণে ছিল। চণ্ডীদাসের ভ্রাতার নাম—নকুল ঠাকুর। প্রতিবৎসর মাঘমাসে উৎসব হয়।

ছাতনায় (বাঁকুড়া) এক চণ্ডীদাসের লীলাস্থান আছে। এ বিষয়ে মতভেদও আছে। দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ও তরুণীরমণ চণ্ডীদাস —এই তিন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়।

নাভিগয়া—যাজপুরের অন্তর্গত বিরজাক্ষেত্র। শ্রীগৌরাঙ্গপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৮৪)। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এখানে পিতৃপিণ্ড দিয়াছিলেন [অদ্বৈতপ্রকাশ ৪।১০ পৃঃ]। কপিলসংহিতায় (৭।১৫—১৬) উক্ত হইয়াছে যে নাভিগয়ায় পিতৃপিণ্ড দান করিলে পিতৃলোকের সহিত পিণ্ডদানকারীরও শ্রীহরিপদ লভ্য হয়।

নারঙ্গাবাদ—ব্রজে,মথুরার পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

নারদ কুণ্ড—ব্রজে, কুসুমসরোবরের নিকটবর্ত্তী, ২ কাম্যবনে, ৩ যাবটে [ভক্তি ৫।৬০৯, ৮৪৯, ১০৮৯]।

নারায়ণ গড়—মেদিনীপুরে S. E. R. ষ্টেশন। উহা একটী হিন্দুরাজ্য ছিল। ধলেশ্বর শিবমন্দির আছে। বাহির হইতে নারায়ণগড়ে প্রবেশপথে একটী লৌহ-কপাট ছিল। ঐ দরজার নাম 'যমদুয়ার বা ব্রহ্মাণী দুয়ার'। উৎকলে বা পুরীধামে যাইতে হইলে ঐ দরজা দিয়া যাইতে হইত, নতুবা দুইপার্শ্বে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পূর্ণ ভীষণ জঙ্গল ছিল। রাজার ছাড়পত্র লইয়া যাত্রীগণ যাইতে পারিত, নতুবা দরজা খোলা হইত না। প্রবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব এইপথেই পুরী গিয়াছিলেন। তাৎকালীন রাজা কেশব সামন্ত তাঁহার অলোক-সামান্য রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন।

নারায়ণ পীঠ—শ্রীধাম নবদ্বীপের উপকণ্ঠে স্থিত, বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থিত—এস্থানে নারদমুনি শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করেন।

নারায়ণপুর—সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী, এগ্রামে নৃসিংহ ভাদুড়ীর ঔরসে সীতা ও শ্রীদেবীর আবির্ভাব হয়। এই ভগ্নীদ্বয়কে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিবাহ করেন [প্রেম ২৪]।

নালন্দা—বিহার লাইট রেলওয়ে রাজগির কুণ্ড হইতে আট মাইল। এ স্থান বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুগণের তীর্থ। বৌদ্ধযুগে নালন্দা একটি বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। ধ্বংসস্তূপ-খননে প্রাপ্ত বহু দ্রব্য সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে।

নাসিক তীর্থ—বোম্বাই হইতে ১১৭ মাইল; গোদাবরী তটে পঞ্চবটী। এ স্থানে বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবী সহ অবস্থান করেন। ইহা সূর্পনখার নাসিকাছেদন-স্থান। বিষ্ণুচক্রে সতীর নাসিকা পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রাচীন পঞ্চবটীরই নাসিক-নামের কল্পনা হইয়াছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৭)।

নিকুঞ্জবন—(সেবাকুঞ্জ) শ্রীবৃন্দাবনে, তথায় ললিতাকুণ্ড আছে। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থলী। এই বন হইতে শ্রীরাধাবল্লভজী প্রকট হন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এই বনে প্রত্যহ ঝাড়ু সেবা করিতেন।

নিত্যানন্দতলা—মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোবাঘ-ডাঙ্গার মধ্যে বণিকপাড়ায় অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রাঢ়-দেশে ভ্রমণকালে এস্থানে কীর্ত্তনাদি

করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। একটি অশ্বত্থ ও একটি বকুল বৃক্ষ যুক্তভাবে অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপে বিদ্যমান ছিল। উহারা এক্ষণে অদৃশ্য।

নিত্যানন্দপুর—হুগলীজেলায় সপ্তগ্রামের নিকট, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমতী বসুধা দেবী ও শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিয়া এই স্থানে কিছুদিন ছিলেন। একটি দেবালয় আছে। দেবালয়ের শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীধর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীধর ও বাণীনাথ দুই ভাই সুবর্ণবণিক্ ছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে ৭ নৌকা বাণিজ্য দ্রব্য ভরিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে আসেন। আইন্দা-নগরে ইহাদের বাস ছিল। শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দপ্রভুকে ইঁহারা স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীধর-প্রণীত শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ-পটল এবং বাণীনাথ-প্রণীত 'শ্রীনিত্যানন্দ-চৌত্রিশা' প্রভৃতি গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়।

নিত্যানন্দ বট—ব্রজে, 'শৃঙ্গার বট' দেখুন।

নিধুপাড়া—(?) ——শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারীর বাসস্থান।

নিধুবন—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তী শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিধুবন-স্থান। এস্থানে বিশাখাকুণ্ড আছে। এই বনে শ্রীবঙ্ক-বিহারীজি প্রকট হইয়াছেন।

নিমগাঁও—সখীথরার দেড় মাইল উত্তরে। শ্রীগিরিরাজ-ধারণের পর এ স্থানে গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নির্ম্মঞ্ছন করিয়াছেন। শ্রীনিম্বাদিত্যের জন্মস্থান।

নিমতা—(২৪ পরগণা জিলায়) বেলঘর ষ্টেশন হইতে নিকটে। মহাপ্রভুর ভক্ত কবি কৃষ্ণরামের জন্মস্থান। ইনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। নিমতায় ইঁহার ভিটা আছে। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে 'রায়মঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করেন। 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা আছে।

নিমাই তীর্থের ঘাট——হুগলী জেলায়, বৈদ্যবাটী ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদিকে গঙ্গার ঘাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসপরে এই গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই ঘাট **'নিমাই তীর্থ ঘাট'**-নামে খ্যাত হয়। পুরীধাম হইতে শ্রীজগন্নাথদেব এই ঘাটে বালা বন্ধক দিয়াছিলেন। কোন ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পরে এই ঘাটে দণ্ডী ভাসাইয়া স্নান করেনা। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস তাহা হইলে সেই বালক মহাপ্রভুর ন্যায় গৃহত্যাগ করিবে।

নির্ব্বিন্ধ্যা নদী—উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। পারা-নদীর পশ্চিমে ও পাবনী-নদীর দক্ষিণে। বিন্ধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া 'চম্বলে' আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত তট (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১১, চৈ° ভা° আদি ৯।১৫০)।

নীপকুণ্ড—ব্রজে, পৈঠ গ্রামের নিকট-বর্ত্তী গৌরীতীর্থে অবস্থিত (ভক্তি° ৫।৬৩২)।

নীমগ্রাম—শ্রীরাধাকুণ্ডের অনতিদূরে নৈর্ঋত কোণে।

নীলাচল, নীলাদ্রি—উড়িষ্যা প্রদেশে পুরীধামের পর্বত, ইহার উপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাণ্ড মন্দির বিরাজমান। সাধারণতঃ সমগ্র শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলেরই দ্যোতক। ২—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য জগন্নাথ দাসের বসতিস্থান।

নুরপুর—ঢাকা, বিক্রমপুরের গ্রাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহট্ট-গমনকালে এস্থানে গমন করেন (প্রেম ২৪)।

নৃপকুণ্ড—(বৃলী ১৩) গোবর্দ্ধনের পূর্ব্বদিকে, অত্রত্য কদম্বরাজের পুষ্প-নির্ম্মিত হার পরিয়া সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের বিহার হয়।

নৃসিংহকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত।

নৃসিংহপুর——(মেদিনীপুর জেলায়) শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্রের শ্রীপাট। অত্রত্য উদ্দণ্ড রায়ের গৃহে ১৫৫২ শকাব্দে স্নান পূর্ণিমার শেষে প্রতিপত্তিথিতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অপ্রকট হন।

নেওছাক——(মথুরায়) বকথরার নিকটবর্ত্তী—শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-বিলাস-স্থান [ভক্তি° ৫।১২৮৮—৮৯)। নেতুচ্ছাক—নামান্তর।

নেয়াল্লিস পাড়া——(মুর্শিদাবাদ) বুধুই পাড়া, সৈদাবাদে ভাগীরথীর অপর কূলে। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধামাধব এবং উহার কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীবিগ্রহ শ্রীবংশীবদন বিরাজিত ছিলেন।

নৈমিষারণ্য——(বর্ত্তমান নাম—নিমসার)। গোমতী নদীর বাম-দিকে অবস্থিত। আউধ রোহিলাখণ্ড-

রেইলওয়ের নিমসার ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে, সীতাপুর হইতে বিশ মাইল এবং লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ৬০,০০০ ঋষি এস্থানে বাস করিতেন। মহর্ষি বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বহু পুরাণ এস্থলে লিখিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১২১]।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এস্থানে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার সমাধি আছে। শ্রীরামচন্দ্র এস্থানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইহাতে তিনটি তীর্থ—নৈমিষারণ্য, হত্যাহরণ কুণ্ড ও মিশ্রক তীর্থ (দেবতাগণের শ্মশান-ক্ষেত্র)।

নৈহাটি—ইষ্টার্ণ রেইলওয়ে সালার ষ্টেশনের নিকট, কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এস্থান হইতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামির জন্মস্থান ঝামটপুর অতি নিকটে (চৈ° চ° আদি ৫।১৮১)। 'নবহট্ট' দেখুন। ২ সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জিলায়—শ্রীশ্যামানন্দ-রসিকানন্দের লীলাস্থলী (র° ম° দক্ষিণ ১২।৩)

নোয়াডিহি—বীরভূম জেলায়, ময়ূরাক্ষী নদীর নিকটবর্ত্তী। শ্রীধ্রুব গোস্বামির গোপাল বিগ্রহ জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আনিয়া এই গ্রামের শ্রীনন্দদুলাল ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। পরে ঐ গোপাল ভাণ্ডীরবনে যান। 'ভাণ্ডীরবন' দেখুন।

নৌকড়ি গ্রাম—রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব বাচকোর বা হাঙ্গরের খালের উত্তর কূলে নৌকড়ি গ্রাম। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। (১৪৩৪ খৃঃ অঃ) অদ্বৈত-মঙ্গল গ্রন্থে বর্ণনা আছে।

প

পক্ষপল্লী বা পাইকপাড়া (?)—সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে। শ্রীনরোত্তম-শিষ্য শ্রীল নরসিংহ রায়ের বাসস্থান।

পক্ষিতীর্থ—তিরাকাড়ি কুণ্ড। (The Secred Kite Hill)-নামে পরিচিত, মাদ্রাজ হইতে ৩৫ মাইল। চিঙ্গেলপুট্ জংসন হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। রেললাইনের নিকটেই দুই মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রস্থ জলাশয় আছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭২)।

নগরের মধ্যস্থানে বৃহৎ শিবমন্দির ও একস্থানে শঙ্খতীর্থ নামে বৃহৎ সরোবর আছে। বেদাবন পর্ব্বতে গিরিশীর্ষে বেদগিরীশ্বর শিব, পার্ব্বতী ও পক্ষিতীর্থ। পাথরের সিঁড়ি দিয়া পর্ব্বতে উঠিতে হয়। পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে বঙ্গসাগর (৮।৯ মাইল দূরে) ও মহাবলীপুরের 'Light house' দেখা যায়। ৫০০ ফিট উচ্চ।

ঐ পর্ব্বতগাত্রে লিখিত আছে—১৬৮১ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী জনৈক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী এই তীর্থে আসিয়া পক্ষিদ্বয়ের ভোজন দেখিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুইটি বাজপক্ষী বারাণসী ধাম হইতে আসিয়া পক্ষিতীর্থে স্নান ও এস্থানে সেবায়েতের নিকট আহার প্রাপ্ত হইয়া তিনবার দেবালয় প্রদক্ষিণ করত সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করে এবং তথা হইতে আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাশীতে আসে বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহারা পক্ষিরূপী 'হর-পার্ব্বতী'। S. Ry চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন। বেদগিরি বেদাবনমের উপরে বেদগিরীশ্বর শিবের মন্দিরের নিকটেই 'শাকামন্না দেবীর' মন্দির আছে। [Ind. Ant. Vol. X. (1881] p. 198]

পঞ্চকাশী—বারাণসী, গুপ্তকাশী (রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারনাথ যাইবার পথে), উত্তরকাশী (উত্তরা-খণ্ডে, যমুনোত্তরী হইয়া যাইতে হয়), দক্ষিণকাশী বা তেন্কাশী (দক্ষিণাপথে) এবং শিবকাশী (মাদুরা হইতে ২৭ মাইল বিরুধনগর, তথা হইতে ১৬ মাইল তেন্কাশী)।

পঞ্চকুটি (রত্না ৭।৩৩)—বাঁকুড়ার গ্রাম। এই পথে শ্রীআচার্য প্রভু বনবিষ্ণুপুরের নিকটে গেলে গ্রন্থগাড়ী দস্যুগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হয়।

পঞ্চকূট (পঞ্চকোট বা পাঁচেট)—পরেশনাথ পাহাড় হইতে বর্দ্ধমানের নিকট পর্য্যন্ত পঞ্চকোট

রাজ্য ছিল। S. E. R. রামকানালা ষ্টেশনের নিকট পর্বতের প্রান্তভাগে রাজবংশের রাজধানী ছিল। বর্তমান রাজধানী—কাশীপুরে। ইঁহারা রাজপুত ক্ষত্রিয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে রাজগণের নাম—ভাগ্যবান্ রাজা—

(৬৪) শ্রীনাথশেখর সিংহ—রাজা বা বিষ্ণুনারায়ণ শেখর সিংহ—(১৪০২—১৪৪১ শক) দেবসেবায় ইহার বহু দান আছে। বহু দেবালয়ও আছে। (৬৫) হীরালাল বা গণেশশেখর — (১৪৪২ —১৪৮৩) (৬৬) জগমোহন শেখর বা গরুড়-নারায়ণ—(১৪৮২—১৫১০) (৬৭) হরিশ্চন্দ্র বা হরিনারায়ণ—(১৫১১ —১৫১৭) (৬৮) রামচন্দ্র—রঘুনাথ —(১৫৫৮—১৫৫৯) (৬৯) বলভদ্র বা গরুড়নারায়ণ—(১৫৬০—১৬২৬)

শেখর সিংহ সুজাখাঁর সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

বরাকরের একটি মন্দিরে ১৩৮৩ শাক ৬২ সংখ্যক রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী হরিপ্রিয়াদেবীর নাম আছে। (Archæological Survey of India Vol VIII.)

পঞ্চকোটের রাজা হরিনারায়ণ (৬৭ সংখ্যক রাজা) এবং নসিপুরের রাজা নৃসিংহ গজপতি শ্রীল রসিকমুরারির শিষ্য ছিলেন। শিখরভূম, নিয়ামতপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫ ক্রোশ, সাঁওতাল পরগণায় পাচেট রাজ্যে। (শেখরভূম সেরগড়) [Sikharbhum or Shergarh... the mahal to which Raniganj belongs.] Blochmann's Geography and History of Bengal (১৬ পৃঃ) পঞ্চকোটের রাজা শ্রীরামোপাসক বৈষ্ণব ছিলেন।

হরিনারায়ণ—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন (ভক্তি ৯।৩০৭—৮)।

এস্থানে শ্রীআচার্য প্রভুর শিষ্য শ্রীগোকুল কবীন্দ্র বাস করিতেন [ভক্তি ১০।১৩৯]।

পঞ্চ কেদার—কেদার নাথ, মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর। মহিষরূপধারী শঙ্করের বিভিন্ন অঙ্গ পঞ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়—এই জন্য 'পঞ্চকেদার' নামে খ্যাত হয়। প্রথম কেদার (কেদারনাথে) পৃষ্ঠভাগ, দ্বিতীয় (মদমহেশ্বরে) নাভি, তৃতীয় (তুঙ্গনাথে) বাহু, চতুর্থ (রুদ্রনাথে) মুখ এবং পঞ্চম (কল্পেশ্বরে) জটা। [পশুপতিনাথ নেপালে শির]।

পঞ্চখণ্ড—শ্রীহট্ট জেলায়, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক সত্যভানু উপাধ্যায়ের পূর্বনিবাস।

পঞ্চতীর্থ—বিশ্রান্তি, শৌকর, নৈমিষ, প্রয়াগ ও পুষ্কর। মতান্তরে—পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা ও প্রভাস। ২ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেত-গঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। [মতান্তরে—মার্কণ্ডেয়, শ্বেতগঙ্গা, রোহিণীকুণ্ড, সমুদ্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন।] 'মার্কণ্ডেয়া-বটেঃকৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোদধৌ। ইন্দ্রদ্যুম্নে নরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

উৎকলে পঞ্চ উপাসকের পঞ্চ-তীর্থ——(১) গণপতিতীর্থ বা মহাবিনায়ক ক্ষেত্র। S. E. R. ধানমণ্ডল ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পর্বতোপরি মন্দির। (২) সূর্যতীর্থ বা অর্কক্ষেত্র—কোণার্ক। অত্রত্য ধ্বংসপ্রায় সূর্যমন্দির স্থাপত্য বিদ্যার চরম আদর্শ। (৩) শক্তিতীর্থ বা বিরজাক্ষেত্র—যাজপুরে বিরজাদেবীর মন্দির। (৪) শিবতীর্থ বা ভুবনেশ্বর এবং (৫) বিষ্ণুতীর্থ বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র (নীলাচল)। পূর্বোক্ত পঞ্চতীর্থ কিন্তু এই বিষ্ণুতীর্থেরই অন্তর্গত।

পঞ্চধাম—শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ৫টি ধাম যথা—

নবদ্বীপ ধামে প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচক্রা জন্মভূমি, খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্যাস॥ শ্রীঅদ্বৈত-ধাম শান্তিপুরে হয়। এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥ (পাটপর্যটন গ্রন্থ)

পঞ্চনদ—কাশীতে অবস্থিত নদী-পঞ্চকরূপ তীর্থ। কাশীখণ্ডে (৫৯) ইহার বর্ণনা আছে—ধর্মনদ হ্রদে ধুতপাপা, কিরণা, ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে পঞ্চনদ তীর্থ হইয়াছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ২৫।৫৯)।

পঞ্চনাথ—উত্তরাখণ্ডে বদরীনাথ, মান্দ্রাসে রঙ্গনাথ, নীলাচলে জগন্নাথ, দ্বারকায় দ্বারকানাথ এবং রাজস্থানে শ্রীনাথ বা গোবর্দ্ধননাথ।

পঞ্চপাণ্ডবকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত [ভক্তি° ৫।৮৪৩]।

পঞ্চপাণ্ডব ঘাট—ব্রজে, শ্রীশ্যাম-

কুণ্ডের উত্তরে ও মানসপাবন ঘাটের পূর্বে। এই ঘাটের উপরিস্থিত পাঁচটি বৃক্ষ শ্রীল দাস গোস্বামিকে পঞ্চ-পাণ্ডব বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ঘাটের উত্তরে শ্রীদাস গোস্বামির ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামির ভজনকুঠরী। শ্রীকবিরাজ গোস্বামির কুঠরীর পূর্বদিকে একটি প্রাচীন ছোকরা বৃক্ষ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকে কাশীবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বপরিচয় দিয়াছিলেন।

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত বন। নাসিক নগর। ত্র্যম্বকেশ্বর শিব। এই স্থানে 'চার সম্প্রদায়কী আখড়া' নামে একটি মন্দির আছে। উহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ বিগ্রহ সেবিত হয়েন। দোল-পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর উৎসব হয়। এস্থানে শূর্পনখার নাসাচ্ছেদ হয় এবং সতীর নাসিকা (বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া) পতিত হয়। প্রতি বার বৎসরে যখন বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করে, তখন গোদাবরীতে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। Western Ry. বোম্বে-কল্যাণ-ভুষাভাল - জংসন - লাইনে ষ্টেশন—নাসিক রোড্।

পঞ্চ সরোবর—বিন্দুসরোবর (সিদ্ধপুর), নারায়ণ সরোবর (কচ্ছদেশে), পম্পা সরোবর (মহীশূরে), পুষ্কর (রাজস্থানে) এবং মানস-সরোবর (তিব্বতে)।

পঞ্চসার—ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরে মুন্সীগঞ্জের পশ্চিমে এবং ইদ্রাকপুর (যাহা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ও বঙ্গদেশের মানমন্দির-স্থান বলিয়া কথিত হয়) ও রামপালের মধ্যবর্ত্তী স্থান। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীগদাধর গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীবল্লভ চৈতন্য গোস্বামী রাঢ়দেশ হইতে পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে আসিয়া এই পঞ্চসারে বাসস্থান করেন। ঠাকুর বল্লভের চারিপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির দন্তসমাজ ও শ্রীগদাধর চৈতন্য মূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে যে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ-পঞ্চককে আনিয়া তাঁহার রাজধানী রামপালের সন্নিহিত পূর্বদিকে বাসস্থান করিয়া দেন, এইজন্য সেই স্থানই উত্তরকালে 'পঞ্চসার'-নামে কথিত হয়। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে সঞ্জীবিত গজারি বৃক্ষটি এখনও সেইস্থানে বিরাজমান। মতান্তরে পাঁচগাঁওকে কেহ কেহ পঞ্চব্রাহ্মণের আদিম বসতি বলিলেও তাহা যুক্তিসহ হইতে পারে না, কেননা সংহিতামতে রাজধানীর পূর্বদিকে ব্রাহ্মণ-বসতি করিতে হয়; রামপাল হইতে ৪।৫ মাইল দক্ষিণে পাঁচগাঁও; এতদূর হইতে আসিয়া যজ্ঞ করাও ত যথেষ্ট অসুবিধাজনক; সুতরাং পঞ্চসারই তাঁহাদের আদি বাসস্থান। পঞ্চসারের উত্তরে ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্ত্তী টুমচরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্ত্তিক বারুণীর মেলা বসিত—চীন, জাপান, ব্রহ্ম ও ইউরোপ হইতে জাহাজ লইয়া বণিকগণ ঐস্থানে বাণিজ্য করিতে আসিত। কার্ত্তিক বারুণী হইতে চৈত্রবারুণী পর্যন্ত স্থায়ী এই মেলায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগমে ঐ প্রদেশটি মুখরিত হইত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাসের জন্য পূর্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন—ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। তদানীন্তন রাজ-পথ ধরিয়া তিনি পদ্মাপার হইয়া ভাগ্যকুলের দক্ষিণস্থ মুরপুরে (প্রেম ২৪) আসিয়া তত্রত্য বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র বিক্রমপুরে পদার্পণ করেন। তখন পঞ্চসারে ২০টি টোল ছিল বলিয়া স্থানীয় লোকমুখে জানা যায়। এই পঞ্চসারে অবস্থান-কালে শ্রীগৌরাঙ্গ কার্ত্তিক বারুণী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও ইচ্ছামতী প্রভৃতি সাতটি নদীর সঙ্গমে স্নান করেন এবং তদবধি ঐ স্থানটি প্রসিদ্ধতর হইয়া স্নানঘাট হইতে দুই মাইল পশ্চিম পর্যন্ত মেলাটি সংপ্রসারিত হয়। ঠাকুর বল্লভ চৈতন্যের বংশধরগণ পঞ্চসার, বিনোদপুর, দেওভোগ, ইছাপুরা, বাসাইল প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। ঠাকুর বল্লভচৈতন্য-সেবিত শ্রীরাধা-রমণবিগ্রহ স্বপ্নাদেশ দিয়া ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

পঞ্চাপ্সরা তীর্থ—(শাতকর্ণি বা মাণ্ডকর্ণি) এই স্থানে ঋষির তপস্যাভঙ্গের জন্য ইন্দ্র পাঁচটী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। উহাদের নাম—লতা, বুদ্‌বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা। উহারা অভিশপ্ত হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র মতান্তরে অর্জ্জুন ইঁহাদের শাপ বিমোচন করেন। তদবধি ঐ সরোবর তীর্থে পরিণত হয়। ২ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত উদয়পুর জিলায়। ৩ শ্রীভাগবত-

মতে (১০।৭৯) দাক্ষিণাত্যে, ৪ গোকর্ণে (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৭৯)। শ্রীধরস্বামিমতে মাদ্রাজ প্রদেশে ফাল্গুন বা অনন্তপুরের নিকট এবং বেলারি হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

পণাতীর্থ—শ্রীহট্ট, সুনামগঞ্জ সাব্-ডিভিসন্ লাউড় পরগণার একটী প্রস্রবণ। এই জলাশয় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু-কর্তৃক তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী বা বারুণীতে এস্থানে স্নানযাত্রার মেলা হয়। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর বরে ঐ সময়ে ঐস্থানে সর্বতীর্থের আবির্ভাব হয়। বারুণী ব্যতীত অন্য সময়ে এই তীর্থে যাওয়ার সুবিধা নাই।

শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি করিলে অথবা করতালি দিলে পর্বত হইতে তীব্র বেগে জলরাশি পতিত হয়। (অদ্বৈত-প্রকাশ ২) [Assam District Gazetteers Vol. II. Sylhet p. 89.]

পদ্মাবতী—গঙ্গার শাখানদী, গোয়ালন্দের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পরে মেঘনার সহিত বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত তট (চৈ° ভা° আদি ১৪।৫৮—৬৩)

পম্পা-সরোবর—তুঙ্গভদ্রা নদীর প্রাচীন নাম—পম্পা। ২ বিজয়-নগরের প্রাচীন রাজধানী হাম্পি-গ্রামটি পম্পাতীর্থ-নামে প্রসিদ্ধ। ৩ হায়দ্রাবাদের দিকে—অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রার তীরবর্ত্তী সরোবর। ৪ ত্রিবাঙ্কুরের পম্পে নদী। পম্পা সরোবরের পশ্চিম কোণে শ্রী-মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-চিহ্ন আছে।

পয়ঃগ্রাম—(মথুরায়) কোটবনের নিকটবর্ত্তী। সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের পয়ঃপানের স্থান। গ্রামের উত্তরে পয়ঃসরোবর এবং কদম্ব ও তমালবৃক্ষ-শোভিত মনোরম কদমখণ্ডী।

পয়স্বিনী —— মহীশূর - সীমানায় পয়স্বিনী-তীরে মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা প্রাপ্ত হন (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৩৭)। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পরলার নদী; ইহার তীরে তিরুবত্তর-নামক স্থানে আদি কেশবমূর্ত্তি বিরাজমান। [ভা° ১১।৫।৩৯]। S. Ry ত্রিবান্দ্রম্ লাইনে নগরকৈল ও ত্রিবান্দ্রমের মধ্যবর্ত্তীস্থানে তিরুবত্তর। ২ কুর্গ প্রদেশের সীমান্তে প্রবাহিতা, চন্দ্র-গিরি সহ্যাদ্রি হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কাসারগাড়ের নিকট আরব সাগরে পড়িয়াছে। ৩ পয়োষ্ণী নদী, মালাবার জিলায় পোন্নানী। ইহার ১৫ ক্রোশ পূর্ব দিকে ওট্টাপলম্ নগর। ইহার কিছুদূরে 'ত্রিকোণগড়'-নামক স্থানে শঙ্কর-নারায়ণের মন্দির। (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৩) S. Ry মাঙ্গালোর লাইনে ওট্টাপলম্ ষ্টেশন।

পয়োষ্ণী—দাক্ষিণাত্যে বিন্ধ্যপাদ পর্বতের দক্ষিণে প্রবাহিতা নদী। বর্ত্তমান নাম—পূর্ত্তি। ইহা পশ্চিম-বাহিনী হইয়া তাপ্তীর সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১৫০)।

পরব্যোম—প্রকৃতির পারে অবস্থিত শ্রীভগবদবতারগণের বসতিস্থান। যথা (চৈ° চ° আদি ৫।১৪—১৫)—

'প্রকৃতির পারে 'পরব্যোম' নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি-গুণবান্॥ সর্বগ, অনন্ত, ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥

পরমাদরা—(প্রমোদনা) ব্রজে, দীগ হইতে বায়ু কোণে অবস্থিত; ব্রজসুন্দরীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদ-স্থান।

পরশুরাম-ক্ষেত্র—রত্নগিরি জিলায় চিপ্‌লুন গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যদেশে পরশুরামের সুন্দর মন্দির, তাহাতে ভার্গব রাম, পরশু রাম ও কালারামের তিনটী মূর্ত্তি আছে। অক্ষয় তৃতীয়ায় মেলা হয়। মন্দিরের রাস্তায় রেণুকার এক ছোট মন্দির আছে। পাহাড়ের উপরে দত্তাত্রেয়ের ক্ষুদ্র মন্দির।

পরশো—(মথুরায়) বিজুয়ারীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাযাত্রাকালে 'কালি পরশ্ব আসিব' বলিয়া শপথ করিয়াছেন।

পরাশৌলি—শ্রীগোবর্দ্ধনের পূর্বে ইন্দ্রধ্বজবেদীর অগ্নিকোণে বাসন্ত রাসের স্থান (বৃলী ১৩, উ ৫।৭)।

পরিখম্—(পরখম্)— শ্রীবৃন্দাবনের অনতিদূরে বৎসবনের পশ্চিমে অবস্থিত; এস্থানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা করেন। (ভক্তি ৫।১৬০৪)।

পশ্চিমপাড়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় তেলিয়া বুধরির পশ্চিম দিকে স্থিত —শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের বাসস্থান। ২ হুগলী জেলায় আরামবাগ থানার অধীন। শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট।

পসৌলী—ব্রজে, পরখম হইতে দুই মাইল বায়ুকোণে, অঘাসুর-বধস্থান। ইহাকে 'সর্পস্থলী' (সপৌলী) বলে।

পাইকোড়—বীরভূমে; চেদীপতি কর্ণদেব এস্থলে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তত্রত্য শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইনি বৈষ্ণব ছিলেন এবং রাঢ়দেশ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। কথিত আছে যে পাইকোড়ে মৎস্য মাংস দ্বারা গোপালের ভোগ হয় এবং শিবপূজায় তুলসীপত্র ব্যবহৃত হয়।

পাইগ্রাম—(ব্রজে) কুশী হইতে পশ্চিমে ও চরণপাহাড়ীর নিকটে অবস্থিত। লুকাচুরিখেলায় শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিস্থান। (ভক্তি° ৫।১৪০৬, বৃলী ২৪)।

পাকমালটি গ্রাম—মেদিনীপুরে জাড়াগ্রামের নিকট, এখানে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য গুম্ফনারায়ণের শ্রীপাট। 'পাকমাল্যাটিতে বাস গুম্ফ্যানারায়ণ'।
(অভিরামের শাখানির্ণয়')।

পাটলগ্রাম—ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত, শ্রীরাধার সখীগণসহ পাটলপুষ্প-চয়নের স্থান।

পাটলা—(?) শ্রীল অভিরাম-গোপালের শিষ্য লক্ষ্মীনারায়ণের বাসস্থান।

পাটুরিয়া—(ঢাকা জেলায়) গোয়ালন্দ হইতে ষ্টিমারে আরিচাঘাট বা শিবালয়ে নামিয়া ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে পাটুরিয়া গ্রাম। গোয়ালন্দ হইতে নৌকায় পাটুরিয়া ঘাটে নামা যায়।

গোয়ালন্দের পূর্বপারে ইচ্ছামতী ও অন্য একটি নদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম পাটুরিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। প্রবাদ—মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে ভ্রমণসময়ে গোয়ালন্দ পার হইয়া ঐ গ্রামে আগমন করত কিছুদিন অবস্থান করেন এবং টোল খুলিয়া বিদ্যাদান করেন। সেই স্মৃতি-উপলক্ষে ঐ স্থানে মাঘী পূর্ণিমার সময়ে পদ্মা-ইচ্ছামতী-সঙ্গমে স্নান ও মেলা হইয়া থাকে।

পাড়ল—(পাড়র) ব্রজে, নিমগাঁয়ের দুই মাইল উত্তরে সখীসঙ্গে শ্রীরাধার পাটলপুষ্পচয়নের স্থান। ('পাটল-গ্রাম' দেখুন)।

পাড়ালগ্রাম—(বর্দ্ধমানে) রায় শশিশেখর বা চন্দ্রশেখরের শ্রীপাট। ইঁহারা পদকর্ত্তা। শ্রীখণ্ডের শ্রীলরঘু-নন্দনের শিষ্য।

পাণিগাঁও—ব্রজে, মান সরোবরের দুই মাইল দক্ষিণে, দুর্বাসা ঋষির গোপীগণ-হস্তে ভোজনস্থান।

পাণিহাটি—চব্বিশপরগণা জেলায় সোদপুর ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে গঙ্গাতটে শ্রীরাঘব-ভবন। যে বটবৃক্ষ-মূলে শ্রীদাসগোস্বামির দণ্ডমহোৎসব হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান। শ্রীরাঘব-ভবনে মালতী ও মাধবী কুঞ্জের নীচে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাজ আছে। 'শ্রীরাঘবের ঝালি', দময়ন্তীর সেবা-প্রবণতা ইত্যাদি আকর-গ্রন্থে আস্বাদ্য। পাণিহাটীর অমূল্যনিধি শ্রীল অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয়ের শ্রীগৌরাঙ্গ-ভবনে তৎ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত বহু বহু প্রাচীন মুদ্রা, লিপি, স্মৃতিচিহ্ন, পুঁথি ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া বরাহনগর পাট-বাড়ীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ২ (?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য ঠাকুর মোহনের শ্রীপাট।

পাণ্ডরপুর—(পণ্ঢরপুর) বোম্বাই প্রদেশে ভীমানদীর তীরে শোলাপুর জিলার মহকুমা শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে দ্বিভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি। শ্রীবিঠোবাবিগ্রহ। ভক্ত পুণ্ডরীক এই ধামের প্রতিষ্ঠাতা।

পঞ্চদশ শক-শতাব্দীতে এস্থানে তুকারাম-নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নামদেব, রাঁকাবাঁকা, নরহরি প্রভৃতি সাধুগণের বাসস্থান। এই স্থানে শ্রীশঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। শ্রীগৌরাঙ্গপাদপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৯৯—৩০০)। মধ্য রেইলওয়ের বোম্বে-পুণা-কুরদ-ওয়াদী-রাইচুর লাইন। ব্রাঞ্চলাইনে পাণ্ডারপুর ষ্টেশন।

পাণ্ডুলেনা গুহাবলী—নাসিক হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ দিকে। পুরাতত্ত্বানু-সন্ধানকারীদিগের পক্ষে এই স্থান অতীব প্রসিদ্ধ। তিনটী পর্বত কাটিয়া চব্বিশটি গুহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহারা ভিন্নভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়। অধিকাংশ গুহা বৌদ্ধদিগের রচিত। গুহামধ্যে বুদ্ধদেব ও তাহার জীবনের ঘটনাবলি দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪টী গুহার মধ্যে ২৭টী লেখা (Inscription) আছে, ইহাদ্বারা ভারতের অনেক ঐতি-হাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য জানিতে পারা যায়। ঐ সকল লেখার মধ্যে অশোকস্তম্ভের লেখাটি সর্বপ্রাচীন।

ডাক্তার ভাণ্ডারকার-মতে খৃঃ পূর্ব ১১০ বর্ষ পূর্ব হইতে ৬০০ খৃঃ পর্যন্ত ঐ সকল গুহা নির্মিত হইয়াছিল। নাসিকের নিকট তপোবন, গোবর্দ্ধন, গঙ্গাপুর প্রভৃতি অনেক দেখিবার আছে (প্রবাসী ৩।১১৬ পৃঃ)।

পাণ্ডুয়া[১]—সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রাম। ইহা পাণ্ডবগণের বিশ্রাম স্থান (রসিক পূর্ব ১৪।৪৫)।

পাণ্ডুয়া[২]—পেঁড়োর মন্দির ই, আর পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে এক মাইল। হুগলী জেলা। হিন্দু-কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ। জনৈক পাণ্ডু বা পাণ্ডব-নামক রাজার রাজ্য ছিল। দুর্বৃত্ত মুসলমানগণ দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছে। ঐ সব মালমসলায় ১৩৬ ফিট উচ্চ একটি মিনার হইয়াছে। উহার ১৬১ সিঁড়ি। হিন্দু কীর্ত্তির বহু নিদর্শন রহিয়াছে। মিনারের সম্মুখে একটি হিন্দুমন্দির। উহা এখন 'বাইশ দরজা' নামে অভিহিত। বিগ্রহের আসনগুলি শূন্য। অপরাপর মন্দির ও ভগ্ন দেব-বিগ্রহ দেখা যায়। আদিশূরের পুত্র ভূশূর মগধের রাজা ধর্মপাল-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাঢ়দেশে বাস করেন ও পুণ্ড্র রাজধানী স্থাপন করেন। উহাই হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো।

পাণ্ডুরি বিশ্রামতলা—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর কাটোয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন-মানসে বাহির হইয়া বক্রেশ্বর তীর্থের ৪ ক্রোশ দূর থাকিতে বৃন্দাবনে গমন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকেন। যে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহাকে 'পাণ্ডুরি বিশ্রামতলা' বলে। প্রভু ঐ স্থানে উপবেশন করিয়া-ছিলেন। উহা সিউড়ীর এক ক্রোশ দক্ষিণে, রায়পুর ও মল্লিকপুরের মধ্যে। সিউড়ি হইতে দুবরাজপুর বাসের রাস্তার ধারে। ঐ স্থানে পূর্বে মহাপ্রভুর সেবা ছিল এবং একটি প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ ছিল।

পাণ্ড্যদেশ—দাক্ষিণাত্যে কেরল ও চোলরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। ইহা প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্বদক্ষিণাংশ; তিনেভেলি ও মাদুরা জেলা (N. L. De. p. 47) শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২১৮)। এই স্থানে শ্রীবিষ্ণুস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পাতড়া পর্বত—(চৈ° চ° মধ্য ২০।১৬) রাজমহল পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। ('গড়িপা' দেখুন)।

পাতা বা পাতুন গ্রাম——(বর্দ্ধমান) দেমুড় হইতে এক পোয়া পথ। ব্যাণ্ডেল বার-হারোয়া রেলে পাটুলি ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫ ক্রোশ। বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলের নিগণ ষ্টেশন হইতেও ৫ ক্রোশ পূর্বদিকে ইহা শ্রীঅভিরাম-শিষ্য বিদুর বা যাদবেন্দু পণ্ডিতের শ্রীপাট। শ্রীশ্রী-গোপীনাথ-জীউর সেবা। কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী ও দশমীতে উৎসব।

পাতাই হাট—(বর্দ্ধমান জেলায়) কাটোয়ার দুই মাইল দক্ষিণে, আকাই-হাট হইতে সামান্য দূরে। এখানে ভক্তগণের বাস ছিল। প্রাচীন দেবীমন্দির আছে। একটি পুষ্করিণী-খননকালে গঙ্গার পাকা ঘাট বাহির হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে গঙ্গাদেবী বহুদূরে আছেন।

পাতুপাড়া—(মুর্শিদাবাদে) গোপাল-পুরের (?) নিকট। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীবিপ্রদাসের শ্রীপাট। ইঁহারই ধান্যের গোলায় শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকট হয়েন, যাঁহাকে শ্রীল নরোত্তম লইয়া যান।

পাদোদক তীর্থ——শ্রীগয়াধামে অবস্থিত। [চৈ° ভা° মধ্য ১।২৮, ২৯,৬৪]।

পানাগড়ি—তিনেভেলি নাগের কৈইল পানম কোট হইতে ১৯ মাইল লাঙ্গান্নুরী গ্রাম। এখানে তেনকাই বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ ও মঠ আছে। লাঙ্গান্নুরীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে পানাগড়ি। প্রাচীন শিবমন্দিরে শ্রীরামলিঙ্গ আছেন। পূর্বে এখানে যে রামমূর্ত্তি ছিলেন, শৈবগণ তাঁহাকে 'রামেশ্বর' শিব বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। একটি বিষ্ণু-মন্দিরও আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পথে কন্যাকুমারিকা গিয়াছিলেন (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২১)। পানাগড়ির দক্ষিণে 'অরমবল্লী' নামক গিরিপথ।

পানানরসিংহ—(পানাকল নরসিংহ) কৃষ্ণা জেলার বেজওয়াদা সহরের সাত মাইল দূরে গুণ্টুর জিলায় মঙ্গলগিরি ষ্টেশনের নিকটে। ৪৪৮ সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। প্রবাদ—নৃসিংহ দেবকে সরবৎ ভোগ দিলে ইনি সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৬৬)।

এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহৃত

একটি শঙ্খ আছে। তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব মহারাজা ঐ শঙ্খটীকে ঐ মন্দিরে প্রদান করিয়াছেন। মার্চ্চ-মাসে ঐখানে মেলা হয়।

পানিহারি কুণ্ড—ব্রজে, নন্দীশ্বরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এই কুণ্ডের জলপান করিতেন (ভক্তি ৫।৭৭৪)।

পাপনাশন—কুম্ভকোণম্ সহর হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তাঞ্জোর জিলায়। ২ তিনেভেলী জিলায় পালমকোটা-নগর হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমে পাপনাশন-নামে নগর আছে। এই স্থানে একটি মন্দিরের নিকট তাম্রপর্ণী নদী পাহাড় হইতে সমতলে পড়িয়াছে। (তিনেভেলী ম্যান্থুয়েল্)। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৯) S. Ry মনিয়াচী—শিনকোট্টা লাইনে 'অম্বাসমুদ্রম্' ষ্টেশন।

পাপমোচন কুণ্ড—— শ্রীগিরিরাজ-সমীপবর্ত্তী [ভক্তি ৫।৬১৭]।

পারডাঙ্গা——শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থান। বর্ত্তমান ব্রহ্ম-নগরের সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্র (চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৪৯৮)—অধুনা লুপ্ত।

পারল গঙ্গা——ব্রজে, যাবটের বায়ুকোণে অবস্থিত 'পিয়লকুণ্ড'; ইহার পশ্চিমতীরে প্রাচীন পারিজাত বৃক্ষ আছে। শ্রীরাধা স্বহস্তে ইহাকে রোপণ করিয়াছেন, ইহার ফুলে শ্রীকৃষ্ণের মালা নির্মাণ হয়।

পারিকুদ——চিল্কাহ্রদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। প্রবাদ--শ্রীগৌরাঙ্গ আলালনাথ হইতে দাক্ষিণাত্যে গমনকালে এই স্থানে আসিয়া দিব্যোন্মাদবশতঃ যমুনাজ্ঞানে এই হ্রদে ঝম্প দিয়াছিলেন। আবার শ্রুত হয় যে কালাপাহাড় যাজপুর আক্রমণ করত মুকুন্দদেবকে নিহত করিলে সেই সংবাদ পাইয়া নীলাচলের শ্রীজগন্নাথের সেবকসঙ্ঘ শ্রীদারুব্রহ্মকেও এই পারিকুদ দ্বীপে কিছুকাল গোপন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

পারুলিয়া—— বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন গ্রাম। এস্থানে মহারাজ চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। যবনাধিকারের পরে ইহা 'পিরল্যা'-নামে অভিহিত হয়। জয়ানন্দ-কৃত চৈতন্যমঙ্গলে ইহার উল্লেখ আছে।

পালপাড়া——(নদীয়া জেলায়) দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। পূর্ব্বে এই শ্রীপাট মশিপুরে ছিল, গঙ্গার ভাঙ্গনে পালপাড়ায় উঠাইয়া আনা হয়। বর্ত্তমানে শ্রীপাটের মন্দিরাদি নাই বলিলেই হয়। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সমাজের ভগ্নাবশেষ আছে।

অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে উৎসব হয়। শ্রীল অমূল্যধন রায় ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশ গোপাল' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

চাকদহ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল। এখানে মহেশ পণ্ডিতের পরিত্যক্ত শ্রীপাটভূমির পার্শ্বেই একটি দেবতা-বিহীন সুন্দর কারুকার্যবিশিষ্ট বহু প্রাচীন মন্দির আছে। উহা ৫ শত বৎসরের প্রাচীন। মন্দিরগাত্রে দুইখানি প্রস্তর-ফলক ছিল। রাণা-ঘাটের সবডিভিসনেল অফিসার রামশঙ্কর সেন মহাশয় উহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। 'List of Ancient Monuments in the Presidency Division' গ্রন্থে ঐ মন্দিরের বিবরণ আছে। (নদীয়ার কাহিনী ৩৪৬ পৃঃ)।

পালিগ্রাম——বর্দ্ধমান জেলায়। শ্রীযদু গাঙ্গুলির শ্রীপাট। বংশধরগণ এই গ্রামে বাস করেন।

পালী—ব্রজে, কুঞ্জরার দেড় মাইল বায়ুকোণে; পালিকানাম্নী যূথেশ্বরীর বাসস্থান [ভক্তি ৫।৬১৩]।

পাবন সরোবর—মথুরাস্থ নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকেলিস্থান। [চৈ° ম° শেষ ২।৩৩৮], এই সরোবর বিশাখার পিতা পাবন নির্মাণ করাইয়াছেন। ইহার দক্ষিণ তটে শ্রীসনাতন গোস্বামির ভজন-কুঠরী। একবার শ্রীসনাতনপাদ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিনদিন অনশনে নিকটবর্ত্তী অরণ্যে পড়িয়া থাকিলে ব্রজশিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ দিয়া যান এবং কুঠরীতে বাস করিতে আজ্ঞা করেন। তৎপরে ব্রজবাসিগণ এই কুটীর নির্মাণ করাইয়াছেন।

পাঁশকুড়া—মেদিনীপুর জিলার, S. E. Ry ষ্টেশন। তমলুক যাইবার পথের ধারে। শ্রীরঘুনাথজীউর সেবা আছে। শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ আছে। প্রবাদ—মহাপ্রভু এই পথ দিয়া পুরীতে গিয়াছেন। আশ্বিনী বিজয়া দশমীতে শ্রীরঘুনাথের রথোৎসব হয়।

পাহাড়পুর[১]—রাজসাহী জেলায়। তত্রত্য স্তূপখননে আবিষ্কার হয় যে প্রস্তরনির্মিত মূর্তিগুলির অধিকাংশই খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর

বলিয়া পুরাতত্ত্ববিভাগের কর্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। একটি প্রস্তর-ফলকের একদিকে শ্রীবলরামমূর্ত্তি, আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্তি আছে। আর একটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে দাঁড়াইবার ভাব ও ভঙ্গী বিশেষ মনোহর, এইরূপ অন্যান্য দেবদেবীরও বহুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও যে বঙ্গদেশে শ্রীরাধা-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইত—তাহা সপ্রমাণ হইল।

পাহাড়পুর[২]—বর্দ্ধমান জেলায়, শ্রীল পুরন্দর ও শঙ্কর পণ্ডিতের শ্রীপাট।

পিছলদা——মেদিনীপুর জিলায়। বর্ত্তমান তমলুক সহরের ১৪ মাইল দূরে নরঘাট। ঐস্থানে কংসাবতী নদীর শেষাংশ 'হলদী' নাম লইয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত। উহা পার হইয়া দুই মাইল দক্ষিণে পিছল্‌দা নামক গণ্ডগ্রাম। ঐ স্থানের প্রাচীন শ্রীগৌরমূর্তি পার্শ্ববর্তী কাসিমপুর গ্রামে পূজিত হইতেছেন। এই পিছল্‌দা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ নৌকা-যোগে একদিন পাণিহাটীতে আসিয়া-ছিলেন। (চৈ° চ° মধ্য ১৬।১৫৯, ১৯৯)।

[মতান্তরে হাওড়া জেলায় শ্যামপুর থানার বাণেশ্বরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ঐ পিছলদা গ্রাম। তমলুকের অপর পারে রূপনারায়ণের তীরে ১½ মাইল মধ্যে। ডি ব্যারোজের প্রাচীন মানচিত্রে ঐ স্থানটি 'পিছোলটা'-নামে অঙ্কিত।

পিছলিনী শিলা——(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত চন্দ্রসেন পর্বতে অবস্থিত, সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের পিছলিখেলার স্থান।

পিণ্ডারক—দ্বারকা হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে। যাত্রী সরোবরের তীরে শ্রাদ্ধ করেন এবং যে পিণ্ড সরোবরের মধ্যে নিঃপেক্ষ করেন, তাহা জলে না ডুবিয়া ভাসিতে থাকে। এস্থানে কপালমোচন শিব, মোটেশ্বর ও ব্রহ্মার মন্দির আছে। কথিত হয় যে এস্থানে মহর্ষি দুর্বাশার আশ্রম ছিল, মহাভারত-যুদ্ধের পরে পাণ্ডবগণ এখানে আসিয়া মৃত বান্ধবগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করেন। তাঁহারা একটি লৌহময় পিণ্ড প্রস্তুত করত জলে ছাড়িয়া দিলে তাহাও যখন ভাসিতে থাকে, তখন তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন যে পরলোকে বান্ধবগণও মুক্ত হইয়া-ছেন। দুর্বাশার বরেই এইরূপে পিণ্ড জলে ভাসে।

পিপরা——পূর্বোত্তর রেইলওয়ে মজফরপুর-নারকটিয়াগঞ্জ লাইনে মজফরপুর হইতে ৩৭ মাইল দূরে পিপরা ষ্টেশন। নিকটে সীতাকুণ্ড, প্রবাদ সীতাদেবী এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছেন।

পিয়ালকুণ্ড, পিয়াল-সরোবর, পিরিপুকুর—বরসানার উত্তরে অবস্থিত সরোবর। পিলুচয়নচ্ছলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থান।

পিয়াসো গ্রাম——(মথুরায়) বরসানার ঈশানকোণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ পিপাসার্ত্ত হইলে বলদেব এখানে জল আনিয়া দিয়াছেন (ভক্তি ৫।১২০৬)।

পিলুখোর—(মথুরায়) বরসানার উত্তরে অবস্থিত পিয়াল সরোবর। পিলু-ফলভক্ষণের ছলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন-স্থান (ভক্তি ৫।৯১৭)।

পীতাম্বর—'চিদাম্বর' দেখুন।

পীবনকুণ্ড—ব্রজে যাবটান্তঃপাতী [ভক্তি ৫।১০৮৬]।

পুছরি—ব্রজে, গোবিন্দকুণ্ডের দেড় মাইল দক্ষিণে গোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী স্থান। গ্রামের উত্তরে অপ্‌সরা ও নবলকুণ্ড। কুণ্ডের ঈশান কোণে শ্রীনৃসিংহমন্দির। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গোফা। গোফার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মুকুটচিহ্ন। পশ্চিমে 'পুছরীকি লোটা'। তাহার এক মাইল পশ্চিমে শ্যামঢাক-নামে মনোহর বন (বৃলী ১৩)।

পুছরীর এক মাইল উত্তরে গিরি-রাজের উপরে শ্রীদাউজীর মন্দির। মন্দিরে যাইবার পথে শৃঙ্গারশিলা দর্শন হয়, তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বর্ষ বয়সের চরণ-চিহ্ন, তন্নিকটে সুরভি, ঐরাবত ও ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখা যায়। মন্দিরের ভিতরে অঞ্জনশিলা আছে। প্রবাদ—এই মন্দিরের নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যভাগে একটি গভীর গর্ত্ত—তাহাতে প্রবেশ করিতে কেহই সাহসী হয় না। এই মন্দিরের পার্শ্বে আসিয়া ইন্দ্র স্বাপরাধ-মার্জনার জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়াছেন।

পুঁটশুড়ি—বর্দ্ধমান ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেলে পূর্বস্থলী ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে। দেমুড় গ্রামের ২ মাইল পূর্বে। শ্রীগোপালদাসের

শ্রীপাট। বৈশাখী একাদশীতে আবির্ভাব ও কোজাগরী পূর্ণিমাতে তিরোভাব উৎসব হয়। শ্রীশ্রী-গোপীনাথ বিগ্রহ-সেবা। প্রাঙ্গণে পূর্বদিকে শ্রীগোপাল দাসের সমাধি আছে। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত নর্ত্তক গোপাল ছিলেন।

পুটশুঁড়িতে রাজা অশোক হইর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগজকালী দেবী আছেন। পুঁটশুড়ির জমিদার বাবুদের হস্তে দেবসেবার ভার আছে। [গৌরাঙ্গ-সেবক ১৩২০ আশ্বিন]।

পুটিয়া——শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর সন্তানগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত বৈষ্ণবদ্বয়ের কৃপায় অত্রত্য রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ বৈষ্ণবধর্মে আস্থাবান্ হইয়া মালি-হাটীর আচার্যগণের আশ্রয়ে ভাগবত হইয়াছিলেন [ভক্তমাল ১৮]। এখানে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের বাস। এই বংশের পূর্বপুরুষ বৎসাচার্য ষোড়শ খৃষ্ট শতকের শেষ ভাগে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ধর্মসাধনায় লিপ্ত ছিলেন; তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধুচরিত্রের কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। মানসিংহ যখন পাঠান সর্দারগণকে দমন করিবার জন্য এ অঞ্চলে আসেন, তখন তিনি বৎসাচার্যের সহিত সাক্ষাৎকরত তাঁহার সঙ্গগুণে মুগ্ধ হইয়া পাঠান জায়গীরদার লস্কর খাঁর জমিদারী তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করিলে বৎসাচার্য তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, মানসিংহ তাঁহার পুত্র পীতাম্বরকে উহা অর্পণ করেন। এই জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত শিবসাগর-নামক পুষ্করিণীর তটে ভুবনেশ্বর মহাদেবের বিরাট পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। গোবিন্দ সরোবরের ধারে দোলমণ্ডপ এবং তাহার সম্মুখে গোবিন্দজীউর কারুকার্য-খচিত ইষ্টক মন্দির দ্রষ্টব্য। পুঁটিয়ার রাজকন্যা শচীদেবী শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীহরিদাস গোস্বামির আশ্রয়ে ভজন করেন ও পরে পুরীতে গঙ্গামাতা মঠের অধিবাসিনী হন। ['গঙ্গামাতা মঠ' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী——রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৩ সর্গে আছে—ভগবান্ শঙ্কর ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে স্বীয় জটাটবী হইতে বিন্দুসরোবর অভিমুখে পরিত্যাগ করেন। তথা হইতে গঙ্গাদেবী সপ্তধারে প্রবাহিত হয়েন। তাঁহার হ্লাদিনী, পবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পূর্বদিকে, সুচক্ষু সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে এবং অবশিষ্ট একটি স্রোত ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। ঐ স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী। 'নলিনী—পদ্মার নামান্তর'।

গঙ্গা নয়টি—'আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা, দ্বিতীয়া চ পুনঃপুনা। তৃতীয়া কথিতা বেণী, চতুর্থী জাহ্নবী শ্রুতা॥ কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, ব্রাহ্মী, বৈতরণী তথা। বিষ্ণুপাদাগ্রসম্ভূতা নবধা ভূমি-সংস্থিতা॥

পুতরাকুণ্ড—মথুরায় শ্রীজন্মভূমির পার্শ্বে। ভাদ্রী কৃষ্ণা নবমীতে একুণ্ডে স্নান প্রশস্ত। ঐ তিথিতে দেবকী মাতা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে এই কুণ্ডে বস্ত্র ধৌত করিয়াছিলেন।

পুত্তে বা পুত্তের ঘাট——নদীয়ায়, ফুলিয়ার অনতিদূরে ভাগীরথীর তীরে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে ভক্ত মহেশ ও তাঁহার পত্নী মন্দাকিনীকে উদ্ধার করেন। অধুনা স্থান লুপ্ত।

পুনপুনা নদী—পাটনার নিকটে প্রবাহিতা। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়ায় গমনকালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

পুনপুনা নামে দুইটি নদী পূর্বে গঙ্গাতে গিয়া মিলিত হইত। বর্ত্তমানে একটি আছে। যে নদী ফতেয়া সহরের নিকট গঙ্গাতে পড়িয়াছে, তাহার নাম ছোট পুনপুনা বা আদি পুনপুনা। অপরটি পাটনার দিকে আরও কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গায় মিশিয়াছিল, তাহাই বড় পুনপুনা।

[বায়ুপুরাণ (১০৮) ও পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে (১১) পুনপুনার মাহাত্ম্য আছে]।

পুরীধাম——শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে পরিচিত; স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদেবের লীলাভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এই ধামে 'দারুব্রহ্ম'-রূপে বিরাজমান। ইহার আকার শঙ্খসদৃশ বলিয়া ইহাকে 'শঙ্খক্ষেত্র'ও বলে। উৎকল-খণ্ডে (৩।৫২—৫৩ ও ৪।৫—৬) লিখিত আছে যে এই ক্ষেত্র—পাঁচ ক্রোশ পরিমিত। এই পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আবার সমুদ্র-তটবর্ত্তী দুই ক্রোশ অতিপবিত্র। ঐ ক্ষেত্র সুবর্ণ-বালুকা-সমাকীর্ণ ও নীলাচলে সুশোভিত।

শঙ্খাকৃতি ক্ষেত্রের মস্তকে পশ্চিম সীমা—উহার অগ্রে নীলকণ্ঠ মহাদেব —এই ক্রোশটি সুদুর্লভই বটে। স্বয়ং ভগবান্ দারু ব্রহ্মের এই ক্ষেত্রটী পরম পাবন। ঐ শঙ্খের উদর-ভাগটী সমুদ্র-জলে সংপ্লুত (নিমজ্জিত) হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজই সর্বপ্রথম শ্রীনীলমাধবের আবিষ্কর্ত্তা। রাজা অনঙ্গভীমদেবের কালে শ্রীক্ষেত্রের সর্বথা সৌষ্ঠব সাধিত হয়। বর্ত্তমানের মন্দিরটি তাঁহারই প্রেরণায় শ্রীনীলকণ্ঠ রাজগুরু মহাপাত্রের অধ্যক্ষতায় ৪০।৫০ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথের ভোগরাগ এবং যাত্রা-মহোৎসবাদির জন্যও তিনি বহু ভূমি দান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বার চারিটী—পূর্বে সিংহদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার, পশ্চিমে খঞ্জাদ্বার ও উত্তরে হস্তিদ্বার। মন্দিরের নিকটেই অক্ষয় বট। পার্শ্বে বিমলা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির মন্দির। চতুর্দিকে অসংখ্য দেবদেবী মহাপ্রসাদ-লোভে নিত্য বিরাজমান। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে অবস্থান করত শ্রীক্ষেত্রের, এমন কি সমগ্র ওড্রদেশেরই মহাগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। গম্ভীরায় অবস্থানকালে তিনি ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া যে সকল লীলামাধুরী প্রকট করিয়াছেন—তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেই দ্রষ্টব্য, আস্বাদ্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। 'বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপন্যুদীরিতা। আষাঢ়ে রথযাত্রা স্যাৎ শ্রাবণে শয়নী তথা। ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বীয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা। উত্থানী কার্ত্তিকে মাসি ছাদনী মার্গশীর্ষকে। পৌষে পুষ্যাভিষেকঃ স্যান্মাঘে শাল্যোদনী তথা। ফাল্গুনে দোলযাত্রা স্যাচ্চৈত্রে মদনভঞ্জিকা'॥

শ্রীধামের উৎসব-যাত্রাদি—

(১) জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় মহাস্নান, (২) আষাঢ়ী শুক্লাদ্বিতীয়াতে শ্রীরথযাত্রা, (৩) আষাঢ়ী শুক্লা একাদশীতে শয়ন, (৪) শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঝুলন, (৫) ভাদ্রী শুক্লা একাদশীতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন, (৬) কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে উত্থান, (৭) অগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠীতে প্রাবরণোৎসব, (৮) পৌষী পূর্ণিমায় পুষ্যাভিষেক, (৯) উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে মাঘোৎসব, (১০) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হিন্দোলন. (১১) চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশীতে দমনকভঞ্জন ও (১২) বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া হইতে ২১ দিন যাবৎ চন্দন-যাত্রা। শ্রীরথযাত্রার পূর্বদিন শ্রীগুণ্ডিচামার্জনলীলা শ্রীগৌরানুগ-গণের অবশ্য কর্ত্তব্য, আস্বাদ্য ও স্মরণীয়। শ্রীরথযাত্রাই এস্থানের সর্বপ্রধান উৎসব—এই সময় নয় দিনের জন্য শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনসহ গুণ্ডিচা-মন্দিরে রথত্রয়ে আরোহণ করত গমন করেন। নবম দিনে পুনর্যাত্রা হয়।

দর্শনীয়—[বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু মঠ থাকিলেও এস্থলে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মঠসমূহ লিখিত হইতেছে] (১) শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, (২) শ্রীপুরীগোস্বামি-মঠ, নিকটে তৎপ্রতিষ্ঠিত কূপ, (৩) কোটভোগ মঠ, (৪) টোটা গোপীনাথ, (৫) শ্রীনারায়ণ ছাতা, (৬) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠ, (৭) বালিমঠ, (৮) নন্দিনী মঠ, (৯) সাতাসন, (১০) শ্রীরাধাদামোদর মঠ, (১১) শ্রীরাধাকান্তমঠ, গম্ভীরা; (১২) সিদ্ধবকুল, (১৩) গঙ্গামাতা মঠ, (১৪) ঝাঁজপিঠা মঠ এবং (১৫) শ্রীকুঞ্জমঠই সমধিক প্রসিদ্ধ।

তীর্থ—পঞ্চতীর্থ (চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর), নরেন্দ্র সরোবর, আঠার নালা, শ্রীযমেশ্বর শিব, শ্রীলোকনাথ এবং শ্রীকপালমোচন মহাদেব প্রভৃতি। *

পুরী গোসাঞির কূপ—শ্রীক্ষেত্র-ধামে, লোকনাথে যাইবার পথে অবস্থিত (চৈ° ভা° অন্ত্য ৩।২৩৫—২৫৮)।

পুরুণিয়া—বাকুড়া জেলায়, শ্রী-নিত্যানন্দ-সন্তানদের শ্রীপাট। শ্রী-বৃন্দাবনলীলামৃত ও শ্রীরসকলিকার রচয়িতা শ্রীপাদ নন্দকিশোর গোস্বামি-মহাশয়ের জন্মস্থান। ইঁহার পিতা কি পিতামহ লতার গাদি ত্যাগ করিয়া এখানে শ্রীপাট স্থাপনা করেন। বাদশাহী সনদ পাইয়া শ্রীপাদ নন্দকিশোর সুপ্রাচীন শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহযুগলকে শ্রী-বৃন্দাবনে লইয়া যান এবং শৃঙ্গারবটে স্থাপন করেন।

পুরুষোত্তম—শ্রীক্ষেত্র বা পুরীধামের নামান্তর।

---

* এই সব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ-জিজ্ঞাসায় শ্রীলসচ্চিদানন্দবিদ্যাবিনোদ-প্রণীত 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পুলহ-পৌলস্ত্যাশ্রম—(শালগ্রাম) গণ্ডকী নদীর উদ্‌গমস্থানের নিকট-বর্ত্তী—মধ্য তিব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে হিমালয় পর্বতের 'সপ্তগণ্ডকীরেঞ্জ'-নামক পর্বতে অবস্থিত। শ্রী-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৬)।

পুষ্করকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনের অন্তর্গত।

পুষ্করতীর্থ—আজমীর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সারস্বত সরোবর। সাবিত্রীর মন্দির, ব্রহ্মার মন্দির, বিষ্ণুর মন্দির ও শিবমন্দির প্রভৃতি দৃশ্য। জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠভেদে পুষ্কর তিনটি ; জ্যেষ্ঠ পুষ্করের দেবতা ব্রহ্মা, মধ্যের দেবতা বিষ্ণু ও কনিষ্ঠের দেবতা রুদ্র।

পূর্বস্থলী—নবদ্বীপের পশ্চিমে, বর্দ্ধমান জেলায়। প্রাচীন নাম—শঙ্করপুর। রাজা রঘুনাথ রায় এস্থানে শঙ্কর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মানসিংহ প্রথমতঃ পূর্বস্থলীতে আসিয়া গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। (ভারতচন্দ্র-রায়কৃত 'মানসিংহ')।

পৃথূদক—থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে, সরস্বতীর তীরে অবস্থিত বর্ত্তমান 'পেহোবা'। বেণ-নন্দন পৃথু এস্থানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন [ভা ১০।৭৮।১০ বৈষ্ণব-তোষণী]। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৯)। পৃথ্বীশ্বর মহাদেব, সরস্বতী, স্বামি-কার্ত্তিক, চতুর্মুখ মহাদেব, ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পেঙ্গর্থ—খামীর ৪ মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত, ব্রজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রাম।

পেশাই—ব্রজে, করেলার দেড় মাইল উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ পিপাসার্ত্ত হইলে এখানে বলরাম তাঁহার তৃষ্ণা দূর দূর করেন। মনোরম 'কদমখণ্ডী' আছে।

পৈঠগ্রাম—(পেটো) ব্রজে শ্রীগিরি-রাজের নিকটবর্ত্তী, এখানে বাসন্ত-রাসে অন্তর্হিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া গোপী-গণের সম্মুখে প্রকট হইলেও কিন্তু শ্রীরাধা-রাণীর দর্শনে দুই ভুজ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য এস্থানে সখাগণের সহিত পরামর্শক্রমে গোবর্দ্ধনধারণ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। সখাগণ সুকোমল কৃষ্ণের পক্ষে বিরাট পর্বতধারণ অসম্ভব বলিয়া এই কার্য হইতে বিরত হইতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন সখাগণ সম্মুখস্থিত কদম্ববৃক্ষটিকে দেখাইয়া বলিলেন—যদি তুমি এই বৃক্ষটিকে ধরিয়া মুচড়াইতে পার, তবে তোমার কথায় আমাদের বিশ্বাস হইবে এবং আমরাও গোবর্দ্ধনধারণের অনুমতি দিব।' শ্রীকৃষ্ণ তখনই বৃক্ষটিকে মুচড়াইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধনধারণে সম্মতি দিয়া মল্লবেশ রচনা করত কোমরে পেটিবদ্ধ করেন। তদবধি সেই কদম্ববৃক্ষটি 'এঠাকদম্ব' নামে পরিচিত হইল এবং স্থানটিও 'পেটো' বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই গ্রামের বায়ুকোণে নারায়ণসরোবর ও তাহার তীরে শ্রীনারায়ণ ও এঠাকদম্ব দ্রষ্টব্য।

পোকর্ণা (পুষ্করণা)—বাঁকুড়া জেলায় দামোদরের তীরে গুপ্তরাজ-গণের সমসাময়িক চন্দ্রবর্মা-নামক পরাক্রান্ত রাজা ইহার অধিপতি ছিলেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিতে তিনি আপনাকে 'চক্রস্বামী' (বিষ্ণুর) উপাসক-রূপে পরিচিত করিয়াছেন। 'চক্রস্বামিনঃ দাসা-গ্রেণাতিসৃষ্টঃ'।

পোরবন্দর—(সুদামা পুরী) পশ্চিম রেলওয়ে সুরেন্দ্র নগর হইতে ভাব-নগর পর্যন্ত যে লাইন গিয়াছে, তাহাতে ঘোলা ষ্টেসন হইতে পোর-বন্দর পর্যন্ত আর এক লাইন আছে। সমুদ্রতটে এই নগর। দ্বারকা, বেরাওল এবং জেতলসর হইতে জাহাজেও যাওয়া যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-মিত্র প্রিয় সুদামার জন্মস্থান।

পৌর্ণমাসী কুণ্ড—ব্রজে, নন্দগ্রামের অন্তর্গত (ভক্তি° ৫।৯৬৭)।

পৌলস্ত্যাশ্রম—('পুলহ-পৌলস্ত্যা-শ্রম' দ্রষ্টব্য)। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্ক-পূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৬)।

প্যারিগঞ্জ—(বর্দ্ধমান) কালনার নিকটেই, প্রাচীন অম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত। শ্রীল নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট। শ্রীনকুলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহা-প্রভুর আবির্ভাব হইত।

শ্রীব্রহ্মচারীর সেবিত শ্রীশ্রী-গোপালজীউ আছেন। ইঁহার শিষ্যধারায় সন্তোষদাস বাবাজী

শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ স্থাপন করেন। বাবাজির সমাধি আছে।

প্রতাপপুর—ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী হরিপুরের অনতিদূরে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রাকালে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিরহ-প্রশমনার্থ তাঁহারই আজ্ঞায় যে নিম্বকাষ্ঠ-নির্মিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি এই স্থানে বিরাজমান।

প্রতাপরুদ্রগড়—কটকে, গড়গড়িয়া ঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

প্রতিস্রোতা সরস্বতী—সরস্বতী নদী অনুলোমভাবে আসিতে আসিতে যেস্থানে প্রতিলোমে গমন করিয়াছে, কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থান। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২১)।

প্রতীচী তীর্থ—(?) শ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত (ভক্তি ৫।২৩৩০)।

প্রভাস—কাঠিয়াবাড়ে প্রসিদ্ধ সোমনাথপত্তন। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৯)। অতি পুরাতন তীর্থ। রাজকোট ষ্টেশন হইতে ১৫৩ মাইল। সোমনাথ শিবই প্রসিদ্ধ। ['সোমনাথ' দ্রষ্টব্য]

প্রমোদনা—ব্রজে পরমাদরা গ্রাম—দীগের অনতিদূরে বায়ুকোণে। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অপূর্ববিলাসে গোপীগণের প্রমোদ-দান-স্থান।

প্রয়াগ—এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম ; শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪১, চৈ° ভা° আদি ৯।১০৯)। তীর্থরাজ ; এখানে কাম্যকূপে যে যে কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহার কামনা সিদ্ধ হইবে এবং জাতিস্মর হইয়া সেই ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্মের কর্মাদি স্মরণ হইবে। [প্রয়াগ মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য] এই কাম্যকূপের উপর কেল্লা হইয়াছে। উহার তীরে অক্ষয়বট। দুর্গাভ্যন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভমধ্যে অক্ষয়বট বিরাজিত। এই বৃক্ষটি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া হিউএন্‌সঙ্গের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। এখানে প্রতি বার বৎসর পর পর কুম্ভমেলা হয়। প্রতি মাঘমাসেও আবার একমাস স্থায়ী কল্পমেলা হয়।

প্রয়াগকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৫৫)।

প্রয়াগঘাট—উৎকল-প্রবেশ-পথে মহাপ্রভু পুরী যাত্রাকালে ছত্রভোগ হইতে ঐ খানে গিয়াছিলেন (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।১৪৮)। ২ মথুরার অন্তর্গত যমুনার ঘাট-বিশেষ (চৈ° ম° শেষ° ২।১০৭); ৩ প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাট।

প্রস্কন্দন তীর্থ—শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত ঘাট। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী দ্বাদশ আদিত্য টিলায় দ্বাদশ আদিত্য যুগপৎ উদিত হইয়া কালীয় হ্রদের জলে নিমজ্জন-হেতু শীতার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাপ দেওয়ায় তদীয় দেহ-নিঃসৃত ঘর্মজলে ইহার উৎপত্তি।

প্রহ্লাদকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৮২)।

প্রাচী সরস্বতী—কুরুক্ষেত্রস্থিতা নদী 'প্রতিস্রোতা। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২১)।

প্রেতগয়া—গয়ায় প্রেতশিলা-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৬৫—৬৬)।

প্রেমতলী—রাজসাহী জেলায় পদ্মা-নদীর তীরে, অষ্টমবর্ষীয় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রেম-প্রাপ্তির স্থান। ইহার অনতিদূরে—শ্রীপাট খেতুর বিরাজমান।

প্রেমভাগ বা পমভাগ—বর্ত্তমান যশোহর জিলায়। চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনের নিকট। শ্রীসনাতন প্রভুকে হোসেন সা, ফতেহাবাদের অন্তর্গত ইউসুফ-পুর ও চেঙ্গুটিয়া পরগণা প্রদান করিয়াছিলেন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের বাসভবন ধ্বংস হওয়ায় শ্রীল সনাতন প্রভু উক্ত পরগণায় ভৈরব নদীর তীরে রাজপ্রাসাদসম আবাস নির্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। এখানে ৬।৭টি দীঘি, মঠবাড়ী, পাটবাড়ী, ফুলবাড়ী প্রভৃতি আছে।

শ্রীল সনাতন প্রভুর কুলগুরুকে এই খানের বহু ভূমি দান করা হয়। কাটোয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ খণ্ডে ঐ গুরুবংশের শ্রীনৃসিংহানন্দ গোস্বামী ঠাকুর অদ্যাপি ঐখানে শতাধিক বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভোগ করেন।

শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতা কুমার-দেব এইখানে বাস করিতেন। উহাদের মঠবাড়ীর প্রাচীন ইষ্টক-চিহ্ন আছে।

প্রেমবন্দর—দাক্ষিণাত্যে, চিঙ্গেলপুট জেলায় শ্রীভূতপুরী বা প্রেমবন্দর গ্রামে শ্রীল রামানুজ স্বামী ১০১৭ খৃষ্টাব্দে চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমীতে বৃহস্পতিবারে কর্কট লগ্নে মধ্য

সময়ে আবির্ভূত হয়েন। পিতা—কেশব সোমযাজি, মাতা—কান্তি-দেবী।

প্রেমসরোবর—ব্রজে, বরসানার দেড় মাইল উত্তরে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্য-ভাবের প্রকাশস্থান।

ফ, ব, ভ

ফতেপুর—পোঃ গড়হরিপুর (মেদিনীপুর) S. E. Ry. কণ্টাই রোড হইতে ৫।৬ ক্রোশ। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—ভঞ্জন, নিরঞ্জন, পরাণ ও জীবন অধিকারীগণের শ্রীপাট। ইহারা ভট্টব্রাহ্মণশ্রেণী। প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ ও শ্রীশিলার সেবা আছেন। ইঁহারা কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-বাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, এজন্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। বংশধরগণ ঐ গ্রামেই বাস করেন।

ফতেহাবাদ—বর্ত্তমান ফরিদপুরের পুরাতন নাম—ফতেহাবাদ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মতে বিস্তৃত ফতেহাবাদ সরকার পূর্বকোণে সন্দীপ হইতে আরম্ভ করিয়া খালিফাতাবাদ, ইউসফপুর, রসুলপুর অর্থাৎ খুলনা যশোহরের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ কুলতিলক কুমারদেব বর্ত্তমান চেঙ্গুটিয়া পরগণার অন্তর্গত প্রেমভাগ (পমভাগ) গ্রামে বাস করিতেন। চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশন হইতে 'পমভাগ' এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (যশোহর খুলনার ইতিহাস—৩৫২ পৃঃ)

ফরিদপুর গ্রাম—(নদীয়া) (ক) শ্রীনিবাসপ্রভুর শ্যালক ও শিষ্য শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্যামাদাস চক্রবর্ত্তী (ইঁহাদের পিতা গোপাল চক্রবর্ত্তী) শ্রীপাট করেন। মতান্তরে কাটোয়ার নিকট বাইগোন গ্রামে শ্রীপাট।

(খ) শ্রীনরোত্তমঠাকুরের শিষ্য শ্রীমুকুটরায়ের শ্রীপাট।

ফল্গুতীর্থ—গয়াক্ষেত্রে ফল্গুনদী। গরুড় পুরাণ ও অগ্নিপুরাণমতে গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ। ২ মাদ্রাজে অনন্তপুর জিলায় অবস্থিত, নামান্তর—ফাল্গুন; বেলারী নগর হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে অনন্তপুরম্ গ্রামে শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ বাস করেন। উড়ুপীর নিকটবর্ত্তী স্থান, শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৭৮)।

ফল্গুনদী—গয়াক্ষেত্রে প্রবাহিতা নদী [চৈ° ম° আদি ৫।৭৬]।

ফাগুতলা—(ভক্তি ৬।১৪৬—১৬৪) ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের হোলিখেলার স্থান।

ফুলিয়া—নদীয়া জেলা। রাণাঘাট হইতে ৪½ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে শান্তিপুর শাখা রেলে ফুলিয়া ষ্টেশন আছে। তাহা হইতে এক মাইল শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। এই স্থানে ভাষা-রামায়ণের রচনাকার প্রসিদ্ধ কৃত্তিবাস ওঝা ১৩৬২ শকে ২৯শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী রবিবারে ইং ১৪৪০ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর মিশনযন্ত্রে ১৮০৩ খৃঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক নাম—ফুল্লবাড়ী'।

শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের পূর্বকালীন স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হইলে ৪৫ বৎসর পূর্বে যশোহর জেলায় চাঁচুড়ী পুড়ুড়ী নিবাসী শ্রীজগদানন্দ গোস্বামী বহু পরিশ্রমে আশ্রম ও ভজনগুহা আবিষ্কার করিয়া গুহাটিকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। উহারই উত্তর সীমায় কৃত্তিবাসের বাস্তভিটা (নদীয়ার কথা ২১ পৃঃ) শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন।

হেজ সাহেবের ১৬৮২ খৃঃ ১৫ই অক্টোবরের ডাইরীতে আছে—১৬৮২ খৃঃ ফুলিয়ার নিম্নে গঙ্গানদী প্রবাহিত হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরেই এস্থানে গমন করিয়াছিলেন। (চৈ° ভা° অন্ত্য ১। ১৩১—১৩২)।

বলগণ্ডী—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনী দেবীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। বলগণ্ডীতে রথ রাখিয়া শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেব সর্বসাধারণের প্রদত্ত উত্তম উত্তম ভোগ অঙ্গীকার করেন (চৈ° চ° মধ্য ১৩।১৯৩—২০০)।

বলদেব (দাউজী)—ব্রজের দক্ষিণ সীমান্ত গ্রাম, বান্দীর তিন মাইল দক্ষিণে; শ্রীবলদেব-স্থান, মন্দিরে—শ্রীরেবতী ও শ্রীবলদেবজীউ। ক্ষীরসাগর সরোবর আছে।

বলদেবকুণ্ড—মথুরায় ও কাম্যবনে।

বলরামপুর—(মেদিনীপুর জেলা) খড়্গাপুর থানার মধ্যে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর লীলাস্থান। রাজা শত্রুঘ্ন মহাপাত্র বলরামপুরের বিগ্রহ-সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য যদুনাথের শ্রীপাট।

বলিগ্রাম—(বর্দ্ধমান) অম্বুয়া; কালনার অংশ। প্রাচীন গ্রন্থে 'অম্বুয়া মুলুক' নাম দেখা যায়। এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যদেবের শ্রীপাট। ইনি শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গুরু ছিলেন, কালনা শ্রীপাটের বংশধারা ইঁহা হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

বলিহরপুর—(মেদিনীপুর) শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য-শাখার শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবা।

বলিহারা (বারারা)—ব্রজে হাজরার এক মাইল নৈঋর্ত কোণে, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে বরাহক্রীড়া করিতেন এবং এস্থান হইতে ব্রহ্মা গো-বৎসাদি হরণ করেন।

বহড়ু—কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী প্রাচীন গ্রাম বড়ুক্ষেত্র। অত্রত্য জমিদার বসুগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্যামসুন্দরজিউর মন্দিরের কারুকার্য প্রশংসনীয়। এই বংশীয় দেওয়ান নন্দকুমার বসু উনবিংশ-খৃঃশতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীবৃন্দাবনে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদন-মোহনের নূতন মন্দির নির্মাণ করেন।

বেট - দ্বারকা—গোমতী-দ্বারকা হইতে ২০ মাইল দূরে কচ্ছ উপ-সাগরে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বারকা হইতে ১৮ মাইল ওখা ষ্টেসন—তাহা হইতে নৌকাযোগে যাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য—শ্রীকৃষ্ণমোহন, প্রদ্যুম্ন-মন্দির, রণছোড়জীর মন্দির, ত্রিবিক্রম (টিকমজীর) মন্দির প্রভৃতি।

বোধখানা—অমৃতবাজার ডাকঘর, যশোহর জেলা। শ্রীঠাকুর কানাইয়ের বংশধরগণের বাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গগমন সময়ে এইস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। শ্রীলঠাকুর কানাই ১৪৫৩ শকে সুখসাগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুখসাগর ধ্বংসোন্মুখ হইলে তিনি শ্রীলসদাশিব কবিরাজের পূর্বপুরুষ যদুকবিচন্দ্র-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী-প্রাণবল্লভজীউসহ ১৪৭৩ শকে বোধখানায় গমন করেন। এখানে পঞ্চম দোলে বিশেষ উৎসব হয়। ঐ দিনে কদম্ব বৃক্ষে দুইটি পুষ্প বিকশিত হয়। ঐ পুষ্প কর্ণে পরিয়া শ্রীবিগ্রহ দোলে উঠেন। [মতান্তরে ঐ বিগ্রহ চাঁদুড়ে গ্রামে নীত হইয়াছেন]।

বোধিতীর্থ—মথুরাস্থ বিশ্রামঘাটের দক্ষিণ দিকে যমুনার ঘাটবিশেষ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ম° শেষ ২।১১০)।

ব্রহ্মকুণ্ড—শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ১৮।২১)। ২ শ্রী-গয়াধামে (চৈ° ভা° আদি ১৭।৩১)। ৩ যাজপুর হইতে বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইতে ব্রহ্মার যজ্ঞের ঘৃত-কুণ্ড বলিয়া নির্দিষ্ট সরোবর।

ব্রহ্মগয়া—গয়াধামে অবস্থিত। শ্রী-চৈতন্য-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৭৫)।

ব্রহ্মগিরি—মহীশূরের অন্তর্গত চিতলদ্রুগ্ জিলায় অবস্থিত। ২ আলালনাথের অপর নাম। স্থানীয় প্রবাদ—সত্য যুগে ব্রহ্মা এইখানে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন বলিয়া 'ব্রহ্মগিরি' নাম হইয়াছে। ৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জিলায় ত্র্যম্বকের নিকট অবস্থিত পর্বত। এ পর্বতে গোদাবরীর উৎপত্তি হয়। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৭)।

ব্রহ্মতীর্থ—আজমীর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী 'পুষ্কর' তীর্থ। শ্রী-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৬।১২০]।

ব্রহ্মলোক—বৈকুণ্ঠ।

ব্রহ্মাণ্ডঘাট—গোকুলে যমুনা-নিকটে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া স্বীয় জননীকে স্ববদনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ পুষ্কর—নবদ্বীপের অন্তর্গত বামনপৌখেরা গ্রাম (ভক্তি ১২।৩১২—৩৪৫)

ভঞ্জভুম—(রাজগড়) শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতির নিবাস। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর লীলাস্থান [র° ম° দক্ষিণ ১২।১৬]।

ভট্টবাটী—গৌড়ে গঙ্গাতটে, রাম-কেলির নিকটবর্ত্তী গ্রাম—এখানে শ্রীরূপসনাতন কর্ণাট দেশ হইতে ভট্টব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বসতি করাইয়াছেন (ভক্তি ১।৫৭৩—৭৫)। অধুনা লুপ্ত।

ভড়খোরক—ব্রজে, নন্দগ্রামের চারি মাইল পশ্চিমে, শ্রীনন্দমহারাজের

পশ্চিম গোশালা।

ভদায়র—ব্রজে কোনাইর নিকটবর্ত্তী—ভদ্রা যূথেশ্বরীর স্থান, ভাদার।

ভদ্রক—বালেশ্বর জিলায় অবস্থিত একটি প্রধান নগর। শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত (চৈ° চ° মধ্য ১।১৪৯)।

ভদ্রপুর—বীরভূম জেলায়; লোহাপুর ষ্টেশন হইতে দুই মাইল। ব্রাহ্মণী নদীর তীরে, পূর্ব্বে ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ছিল। বাজারের দক্ষিণে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-আশ্রম এবং পূর্ব্বাংশে শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরহরির মন্দির। মহারাজ নন্দকুমার নিকটে আকালীপুরে গুহ্যকালিকা মাতা ও গৌরীশঙ্কর ১১৭৮ সালে ১১ই মাঘ রটন্তী চতুর্দ্দশীতে প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ নন্দকুমারের ১৭৭৫ খৃঃ ১৬ই জুন ফাঁসি হয়। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও শ্রীনিবাস আচার্য-বংশীয় মালিহাটির শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর সেবিত সপারিষদ মহাপ্রভুর একখানি চিত্র (যাহা আচার্য প্রভু পুরীধামের রাজার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) শ্রীল রাধামোহন প্রভু মহারাজকে উপহার দেন। ঐখানি মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে অদ্যাপি আছেন। উহার প্রতিলিপি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রাজবংশীয়েরা উপহার দিয়াছেন।

ভদ্রবন—শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-কেলিকানন—যমুনার পূর্বতীরে।

ভয়গ্রাম—ব্রজে, নন্দঘাটের নিকটবর্ত্তী, এস্থানে বরুণচর-কর্ত্তৃক হৃত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজ ও তৎসঙ্গীয় লোকগণ ভয় পাইয়াছিলেন (ভক্তি ৫। ১১৯৮—৯৯)।

ভরতপুর—মুর্শিদাবাদ জেলায়, কান্দি-মহকুমায়। ইষ্টার্ণ রেলপথে ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া রেলে সালার ষ্টেশন হইতে আট মাইল।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দের বা ধ্রুবানন্দের শ্রীপাট এবং শ্রীল গদাধর প্রভুর ভ্রাতা বাণীনাথের সাধারণ গৃহাকারের দেবালয়। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউ আছেন। ইনি শ্রীনয়নানন্দের স্থাপিত। ইহার পার্শ্বে 'মেয়োকৃষ্ণ' নামক ক্ষুদ্রাকারের এক বিগ্রহ। ইহাকে শ্রীল গদাধর প্রভু গলদেশে ধারণ করিতেন।

এ স্থানের গোস্বামিগণ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীবাণীনাথের প্রথম পুত্র শ্রীনয়নানন্দের বংশধর, বারেন্দ্র শ্রেণী ও কাশ্যপ গোত্র উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর সন্তান।

দেবমন্দিরে তেরেট পাতায় লিখিত একটি প্রাচীন গীতা গ্রন্থ রক্ষিত আছে—উহার লেখক স্বয়ং শ্রীল গদাধর গোস্বামি-প্রভু। ঐ গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্বহস্তলিখিত ১টি শ্লোক আছে। গ্রন্থের সম্মুখের পাতাখানির (ভক্তগণের মস্তক স্পর্শে) লেখাগুলি মুছিয়া গিয়াছে। শ্লোকটি এইরূপ—

ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানামাহ কেশবঃ। অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্ত-ষষ্টিঞ্চ সঞ্জয়ঃ। ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে॥ অর্থাৎ সমুদয় গীতামধ্যে কেশবের ৬২০, অর্জ্জুনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ ও ধৃতরাষ্ট্রের ১টি শ্লোক আছে।

ভরতপুরবাসী সুররাজ-নামক জনৈক ধনী শ্রীগদাধর প্রভুকে বেলেটি হইতে ভরতপুরে আনয়ন করিয়া শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। সুররাজের প্রার্থনায় শ্রীগদাধর প্রভু নয়নানন্দকে শ্রীগোপীনাথ-সেবা প্রদান করেন। শ্রীনয়নানন্দের পুত্রের নাম—শ্রীবল্লভ; ইঁহারই বংশধরগণ ভরতপুরের সেবায়েত গোস্বামী।

পুরী ধামে শ্রীগদাধর প্রভু একটি দন্ত পড়িয়া যাইলে শ্রীনয়নানন্দ উহা শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া সমাহিত করেন, তদবধি উহাকে 'দন্তসমাজ' বলা হয়। পুরী এবং বৃন্দাবনে শ্রীগদাধর প্রভুর শ্রীগোপীনাথ সেবা আছে।

ভরদ্বাজটিলা—(ভক্তি ১২।৭৯৪—৮০৮) নবদ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত 'ভারুইডাঙ্গা'—এক্ষণে লুপ্ত।

ভবানীপুর—ভার্গবী নদীর তীরে; মহাপ্রভু পুরী হইতে গৌড়ে আগমন-কালে প্রথমে এই গ্রামে আসিয়াছিলেন (চৈ° চ° মধ্য ১৬।৯৭)। অতি প্রাচীন গ্রাম, হাজার বৎসরের প্রাচীন একটি দেবমন্দির আছে। সাক্ষীগোপাল ষ্টেশন হইতে ভবানীপুর চারি মাইল।

ভবিষ্য বদরী—জোশীমঠের ৬ মাইল দূরে তপোবন, এখান হইতে তিন মাইল উপরে যে বিষ্ণুমন্দির আছে, তাহাই 'ভবিষ্যবদরী'। মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষতলে এক শিলা দেখা যায়,

ইহাকে দেখিতে শ্রীভগবানের অর্দ্ধ-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। ভবিষ্যতে এই আকৃতি পূর্ণ হইবে এবং তখন হইতে বদরীনাথের যাত্রা বন্ধ হইয়া এখানেই দর্শন ঘটিবে। ২৪ বর্ষ পরে পরে এখানে মেলা বসে।

ভাগ্‌কোলা—কাটোয়ার নিকটে, কুলাই-গ্রামবাসী কংসারি ঘোষ যে তিন মূর্ত্তি শ্রীগৌরবিগ্রহ নির্ম্মাণ করত শ্রীসরকার ঠাকুরকে সমর্পণ করেন, তাঁহাদের মধ্যমটি এই স্থানে সেবিত হইতেন। সংপ্রতি এই বিগ্রহ শ্রীখণ্ডে আসিয়াছেন।

ভাঙ্গামোড়া—(হুগলী) হরিপাল ষ্টেশন ও তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ, দামোদর নদের তীরে। ইহা শ্রীঅভিরাম-শিষ্য রজনী পণ্ডিত, মুকুন্দরাম পণ্ডিত ও সুন্দরানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীমদনমোহন-জীউর সেবা।

শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত সোনাতলি গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহের সেবা করিতেন, পরে রজনীপণ্ডিত উক্ত শ্রীবিগ্রহকে নিকটবর্ত্তী বাখরপুর গ্রামে লইয়া গেলে মুকুন্দ পণ্ডিত উপরিউক্ত শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর সেবা করিতে থাকেন।

শ্রীসুন্দরানন্দের তিরোভাব—পৌষী কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে।

ভাজন ঘাট—নদীয়া E. Ry. শিব-নিবাস বা মাজিদহ ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল। এই স্থানে শ্রীশ্রীকানাই ঠাকুরের বংশধর গোস্বামিগণ বাস করেন। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভাদির সেবা। এই ভাজনঘাটের উত্তরদিকে বিলের ধারে যে বন ছিল, তাহা এক্ষণে নালুপুর-নামক গ্রাম। ঐ বনের জনৈক সন্ন্যাসী মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে স্বসেবিত বিগ্রহকে ঐ বিলের জলে বিসর্জ্জন দেন। হরি আউলে নামক গোস্বামী তাহা প্রাপ্ত হইয়া সেবা করিতে থাকেন, কিন্তু শ্রীবিগ্রহটি ঠাকুর কানাই এর বংশীয় শ্রীনন্দরাম গোস্বামীকে প্রত্যাদেশ দিয়া তাঁহার ভাজনঘাটের গৃহে আসিলেন।

হরি আউলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দরবারে অভিযোগ করত জনৈক রাজকর্ম্মচারীর সহিত বিগ্রহ আনিতে গিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধা-বল্লভ এত ভারী হইয়াছেন যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উঠাইতে পারিলেন না, অথচ বৃদ্ধ নন্দরাম গোস্বামী প্রভু দুর্ব্বল হইলেও অনায়াসে উত্তোলন করিলেন। হরি আউলে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। রাজকর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের নিকট ঘটনাটি নিবেদন করিলে তিনি শ্রীনন্দরাম গোস্বামির পুত্র শ্রীগৌরচন্দ্রকে ডাকাইয়া ত্রিশ বিঘা দেবোত্তর প্রদান করেন। তদবধি শ্রীনন্দরাম-বংশ্যগণই ঐ সেবা চালাইতেছেন। বহুদিবস পরে আবার প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীনন্দরাম শ্রীরাধাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। [শ্রীকাম্যুতত্ত্বনির্ণয় ৭৯—৮০ পৃঃ]

ভাটকলাগাছী গ্রাম—বুঢ়ন পরগণায় অবস্থিত; সোণাই বা স্বর্ণনদীর তীরবর্ত্তী ভাটলী গ্রাম এবং অদূরে কেরাগাছী গ্রাম এখনো আছে। অনুমিত হয় যে জয়ানন্দ-বর্ণিত ভাটকলাগাছী গ্রাম উপরোক্ত দুইটি গ্রামের নামেই সঙ্কেতিত হইয়াছে। কেলাগাছী গ্রাম বুঢ়নগ্রাম হইতে ২½ ক্রোশ দূরে সোণাইতীরে অবস্থিত আছে। পল্লীগ্রামে এখনো কোন গ্রামের নির্দ্দেশ করিতে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়—যেমন খানা-কুল-কৃষ্ণনগর, জিরাট—বলাগড় ইত্যাদি। জয়ানন্দের মতে এই ভাটকলাগাছী গ্রাম ঠাকুর হরিদাসের আবির্ভাব-স্থান।

ভাণ্ডাগোর—(ভাদাবলি) ব্রজে, খদির বনের ঈশান কোণে অবস্থিত শ্রীনন্দমহারাজের ভাণ্ডারগৃহ ও শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থল- (ভক্তি ৫।১২৯১—৯৬)।

ভাণ্ডারী—ব্রজে, যমুনার তীরবর্ত্তী মুঞ্জাটবী গ্রাম (ভক্তি ৫।১৫৮৬)।

ভাণ্ডীর বট—ভাণ্ডীর বনে স্থিত অক্ষয়বট—এ স্থানে গোপবালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও মল্লক্রীড়াদি প্রসিদ্ধ।

ভাণ্ডীরবন—১ শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াকানন; যমুনার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত (মথুরা ৩৫৪)। অত্রত্য ভাণ্ডীর কুণ্ড (অভিরাম কুণ্ড) ও তাহার তীরে শ্রীদামচন্দ্র দর্শনীয়; ভাণ্ডীর বনে বেণু কূপ আছে। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করত পাতাল হইতে জল উঠাইয়া সখাগণের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিলেন।

২ সিউড়ি হইতে উত্তরপূর্ব্ব কোণে ছয় মাইল। ইহার উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী। সিউড়ি দুমকা মোটরে যাওয়া যায়। পল্লীমধ্যে শ্রী-গোপাল-মন্দির। পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর শেষ ভাগে ধ্রুব গোস্বামি-নামক

জনৈক কাম্যবনবাসী সন্ন্যাসী ১২টি গোপালমূর্ত্তি আনয়ন করেন ও পরে নোয়াডিহি গ্রামের নন্দদুলাল ঘোষালকে একটী বিগ্রহ প্রদান করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান ; বহুদিন পরে রমানাথ ভাদুড়ী মহাশয় গোপালের শ্রীমন্দির করিয়া দেন। প্রবাদ— ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পিতা বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম ছিল। রমানাথ ১৭৫৪ খৃঃ ভাণ্ডীরেশ্বর শিবমন্দির করিয়া দেন। এক্ষণে নন্দঘোষাল-বংশীয়গণই সেবায়েত আছেন। গোষ্ঠ, জন্মযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি পর্ব হয়। আরও ইহার বিস্তারিত বিবরণ বীরভূম-বিবরণে (১।১৪৬—১৫৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

দর্শনীয় :—(১) ভাণ্ডীরেশ্বর (২) শ্রীগোপালজীউ (৩) কালী বা শ্রীরাধা।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর ভাগের লিপি :—'রসাব্ধি-ষোড়শ-শাকসংখ্যকে শাস্ত্র-সম্মতে। রমানাথঃ দ্বিজঃ কশ্চিৎ ভাদুড়ীকুলসম্ভবঃ॥ ভাণ্ডীশ্বরং শিবং দৃষ্ট্বা একান্তভক্তি-সংযুতঃ। তৎপ্রীত্যর্থে বিনির্মায় ইষ্টকময়-মন্দিরং॥ বিচিত্রং রচিতং রম্যং রজতাভং পরিষ্কৃতং। দদৌ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। যাচতে তৎপদে ভক্তিং মুক্তিং বা দেহি শঙ্কর॥'

বর্ত্তমানে বর্দ্ধমানের রাজা এই গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক। এ স্থানে নিত্য হরিকীর্ত্তন হয়।

ভাতরোল—শ্রীবৃন্দাবনের দেড় মাইল দক্ষিণে। এ স্থানে যজ্ঞপত্নীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণবলরাম অন্ন ভিক্ষা করেন।

ভাদার—ব্রজে, পেকুর দুই মাইল অগ্নিকোণে, ভদ্রা যূথেশ্বরীর বাসস্থান।

ভাদাবলি—ব্রজে,'ভাণ্ডাগোর' দ্রষ্টব্য।

ভানুখোর—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডে এবং বরসানার পূর্ব দিকে অবস্থিত। শ্রীবৃষভানু মহারাজের কুণ্ড।

ভারইডাঙ্গা—(ভরদ্বাজ টিলা) নবদ্বীপের অন্তর্গত, অধুনা স্থান লুপ্ত (ভক্তি ১২।৭৯৪)।

ভার্গবী, ভার্গী—পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে প্রবাহিতা নদী; এক্ষণে ইহার নাম—দণ্ডভাঙ্গা (চৈ° চ° মধ্য ৫।১৪১—১৫৩)। এখানে শ্রী-নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়াছিলেন [চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২০৩]। সন্নিহিত 'দাণ্ডসাহি' নামক পল্লীতে দণ্ডভাঙ্গা গোপী-নাথের মন্দির আছে। পূর্বে এই মন্দিরে শ্রীনিতাইগৌরের মূর্ত্তি পূজিত হইতেন।

ভালকতীর্থ—প্রভাসের নিকটবর্ত্তী ভালুপুর গ্রামে অবস্থিত। ভালকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী দুই সরোবর। এক পিপ্পলবৃক্ষের নীচে ভালেশ্বর শিব আছেন। এই বৃক্ষকে 'মোক্ষ-পিপ্পল' বলে। কথিত হয় যে এই বৃক্ষের নীচে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে জরাব্যাধ বাণ মারিয়াছিল। চরণবিদ্ধ করিয়া সেই বাণ ভালকুণ্ডে পতিত হইয়াছে।

ভিটাদিয়া গ্রাম—ব্রহ্মপুত্র-তীরে। শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরের বৈমাত্র ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর শ্রীপাট। প্রবাদ—এই স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ-যাত্রাকালে গিয়াছিলেন।

ভীমগয়া—গয়াধামে, ব্রহ্মযোনি-পাহাড়ের উপরে স্থিত অদ্ভুত গহ্বরটিকে 'ভীমগয়া' বলে। ভীম এখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিলেন—এখনও তাঁহার বাম হাঁটুর চিহ্ন আছে। যাত্রীরাও এখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিণ্ডদান করেন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৭৪)।

ভীমরথী বা ভীমা—দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর সহিত মিলিতা 'ভীমরথী' নদী। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত তট (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩০৩ ; চৈ° ভা° আদি ৯।১২৯)।

ভীরু চতুর্মুখ—ব্রজে, যেখানে ব্রহ্মা বৎসবালকাদি হরণ করত পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত হইয়া ভীত হইয়াছিলেন—'চৌমুহা' গ্রামের নিকটবর্ত্তী (ব্রজবিলাস-স্তব ৯৭)।

ভুবনেশ্বর—উৎকলে স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৫।১৪০, চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৩০৭—৪০৩)। কেহ কেহ ইহাকে 'গুপ্তকাশী'ও বলে। অত্রত্য 'বিন্দুসরোবর' শ্রীশিবের প্রিয় ও সৃষ্ট কুণ্ড। ইহার বিস্তারিত বিবৃতি 'স্বর্ণাদ্রি-মহোদয়', 'একাম্রপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বিন্দু সরোবরের তীরে শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব বিগ্রহ আছেন। দশকর্ম-পদ্ধতিকার রাঢ়ীয় ভবদেব ভট্ট অনন্তবাসুদেবের প্রতিষ্ঠাতা। অত্রত্য চতুর্দশযাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রাসম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য শ্রীক্ষেত্র ৪৩৬—৪৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভুঁইখালি গ্রাম—পাবনা, সাথিয়া পোষ্ট, শ্রীলবলরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহার আবির্ভাবকাল ১৭৫৫।৫৬ খৃঃ

ইনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-পরিবার। শ্রীশ্রী-কেশবরায় অত্রত্য সেবা। শুনা যায় —ঐ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামির। তিনিই কোন ছলে ভক্ত বলরাম ঠাকুরকে ঐ সেবা প্রদান করেন। রাস-পূর্ণিমায় ভূঁইখালিতে উৎসব হয়।

ভূত আক্না—হুগলি জেলায়, ত্রিশবিঘার নিকটবর্তী, এই গ্রামে শ্রীল ঝড়ু ঠাকুরের জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয়। মতান্তরে—ভেদো।

ভুতেশ্বর—শ্রীমথুরামণ্ডলবর্তী স্থান—ভুতেশ্বর ষ্টেশনের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ শিব বিরাজমান—নিকটস্থ গুহায় পাতালবাসিনী দেবীর বিগ্রহ। এই স্থানে ভাদ্রীয়া কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমবেত হইয়া চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় বহির্গত হন এবং এস্থানে পুনরায় মিলিত হইয়া যাত্রা শেষ করেন।

ভূষণ বন—ব্রজে, রামঘাটের নিকট। সখাগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পভূষণ পরাইয়াছিলেন (ভক্তি ৫।১১৭৯)।

ভেদো বা ভেদুয়াগ্রাম—ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে এক মাইল দূরে দেবালয়। ইহা শ্রীল ঝড়ুঠাকুরের শ্রীপাট—ভূত আক্না। শ্রীশ্রীমদনগোপাল-সেবা।

ভৈটা—ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পালসিট ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরে। শ্রীল শ্যামদাস আচার্যের শ্রীপাট। নবগ্রাম, মাৎসর, বিজুর প্রভৃতি গ্রামে বংশধরগণ আছেন।

ভোগমাতাইল গ্রাম—পূর্ববঙ্গে, শ্রীলবলভদ্র প্রভুর শিষ্য (নাড়া) ঐখানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ-সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভোগরাই—বালেশ্বর জেলায়, শ্রী-শ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য আনন্দানন্দের নিবাস। (Bhograi a large Fiscal Division at the mouth of the Subarnarekha, situated partly in Balasore district and partly in the Hijili Division of Midnapur. (Hunter's Statistical Account III p. 18)

ভোগবতী—পাতালের গঙ্গা (চৈ° ভা° অন্ত্য ৩।২৪৩)।

ভোজনটিলা——যজ্ঞ-পত্নীদের স্থান —'ভাতরৌল'।

ভোজনস্থলী—শ্রীবৃন্দাবনের নিকট-বর্তী যজ্ঞপত্নীদের স্থান—ভাতরৌল এবং কাম্যবনের অন্তর্গত 'ভোজন-থালী' (বৃলী ১৫)।

ভোট—ভোটান দেশ (চৈচ মধ্য ২০।৮৩)।

ম

মক্কা—আরব দেশে, হজরৎ মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানগণের মহাতীর্থ। [চৈ° চ° মধ্য ২০।১৩]।

মগডোবা--ফরিদপুর জেলায়, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ এস্থানে বাস করিতেন। উত্তরকালে ইনিই মামুঠাকুর আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং টোটাগোপীনাথের সেবাধিকারী হন।

মগধ—বিহার-প্রদেশ। মগধে চারি তীর্থই পুণ্যজনক,—গয়া, পুনপুন, চ্যবনাশ্রম (দেবকুণ্ড) এবং রাজগৃহ।

মঘেরা——(ভক্তি ৫।৭৯২-–৭৯৩) ব্রজে, বহুলাবন হইতে দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণবলরামকে ব্রজ হইতে লইয়া যান, তখন এস্থানে শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজবাসিগণ মূর্চ্ছিত হন।

মঙ্গলকোট—(বর্দ্ধমান জেলা)। লতার গাদির উদ্ভবস্থান। এগ্রামে শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতা গমন করিয়া ঐ স্থানের চন্দ্রমণ্ডলকে শিষ্য করেন। চন্দ্রমণ্ডল শ্রীগোপীজনবল্লভকে রথে চড়াইয়া উৎসব করাইয়াছিলেন। গোপীজনবল্লভ রথে চড়িয়া যতদূর গিয়াছিলেন, চন্দ্রমণ্ডল ততদূর উহাকে দান করেন। এইরূপে লতার গাদি হয়।

মঙ্গলগ্রাম—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীল রাধাবল্লভ ঠাকুরের শ্রীপাট। (মণ্ডল গ্রাম)

মঙ্গলডিহি——বীরভূম জেলায়। সিউড়ী হইতে দক্ষিণ-পূর্বে দশ মাইল। অত্রত্য দেবমন্দিরে খৃঃ ২য় শতাব্দীর শক কুষণ সম্রাট্ কনিষ্ক-বংশীয় বাসুদেবের একটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। উহাতে এইরূপ গ্রীক লিপি

আছে—'PAONANO PAO BAZOANO KOPANO'

ইহা ঠাকুর পর্ণিগোপালের জন্মভূমি। ইনি পেনো বা পান্থুয়া ঠাকুর-নামে পরিচিত। পান বিক্রয় করিয়া দেবসেবা করিতেন বলিয়া ঐ আখ্যা। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য। ধ্রুব গোস্বামি-নামক শ্রীব্রজের কাম্যবনবাসী জনৈক ভক্ত ইঁহাকে শ্রীশ্যামচাঁদ ও শ্রীবলদেব বিগ্রহ প্রদান করেন। এই স্থানের কবি জগদানন্দ 'শ্যামচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে ইহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উহাতে পর্ণিগোপাল ব্যাঘ্রকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। কবি নয়নানন্দ-কৃত প্রেয়োভক্তি-রসার্ণব ও কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব গ্রন্থেও ইঁহার বিষয়ে বর্ণনা আছে। মঙ্গলডিহিতে শ্রীমদনগোপালেরও শ্রীপাট আছে।

মণিকর্ণিকা——কাশীধামের প্রসিদ্ধ তীর্থ। বিষ্ণু-কর্ণ হইতে, মতান্তরে শিব-কর্ণ হইতে মণি পতিত হইয়া এ স্থানকে মণিকর্ণিকা নাম দিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু কাশীবাসীর কর্ণে তারক ব্রহ্ম রাম-নাম দিয়া ত্রাণ করেন বলিয়া এই তীর্থকে 'মণিকর্ণিকা' বলা হয়। কাশীখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ১৭।৮২)। ২ মথুরায়, কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি° ৫।৮৪৪)। ৩ শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের সন্নিধানে (ভক্তি° ৫।২৩৭৮)। ৪ মথুরায় বিশ্রাম ঘাটের উত্তরে।

মণিপুর রাজ্য—A. B. Ry মণিপুর ষ্টেশন হইতে ১৩৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে। মণিপুরের রাজধানীর নাম—**ইম্ফল**। মোটর যাতায়াত করে। মণিপুর রোড (ডিমাপুর) হইতে এক মাইল মধ্যে ঘটোৎকচের রাজ্যের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ডিমাপুর হইতে ৯ মাইল পরে নিচুগার্ড-নামক স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি, পাশ না থাকিলে মণিপুর প্রবেশ করা যায় না। ডিমাপুর হইতে ৬৬ মাইল মাও সহর। এখানে পাশ পরীক্ষা করে। ইহার পরেই মণিপুর রাজ্য আরম্ভ।

১৭১৪ খৃঃ মণিপুরে ৪৮নং পেমহৈবার রাজার পরে ভাগ্যচন্দ্র রাজা হয়েন। ইনি শ্রীহট্ট ঢাকা দক্ষিণের মহাপ্রভুর পিতৃব্য-বংশীয় শ্রীমদ্ রামনারায়ণ মিশ্র শিরোমণির নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি মণিপুর রাজ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়।

মণিপুরে ভাগ্যচন্দ্র রাজার সেবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ আছেন। ইনি ইঁহার রাণীর নামে ঢাকা দক্ষিণ দেবমন্দিরে ৫৴ মণ ওজনের একটি ঘণ্টা দান করিয়াছেন; উহাতে ইঁহার এবং রাণীর নাম খোদিত আছে। রাজ-পরিবার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা পাইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত ও চরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। 'মণিপুরী মেয়েদের রাসনৃত্য—নৃত্যকলার সম্পদ।' এক্ষণে মণিপুর রাজ্য শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পরিবারভুক্ত।

মণ্ডলগ্রাম—(?) শ্রীআচার্যপ্রভুর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের বাসস্থান।

মতিকুণ্ড—ব্রজে, পাবন সরোবরের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক মুক্তাচাসের স্থান।

মৎস্যতীর্থ——মালাবারের 'মাহে' নগর। ২ ভিজাগাপটমের অন্তর্গত পদ্মতালুকের মধ্যে 'পাদেরু' হইতে ছয় মাইল উত্তর দিকে মটম্ গ্রামের নিকট 'মাচেরু' নদীর একটি অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ। (ভিজাগাপটম্ গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৪, চৈ° ভা° আদি ৯।১১৭)। ৩ কৃতমালা-নদীর কিঞ্চিদ্দূরে তিরু-পারাঙ্কুণ্ড্রমের প্রায় পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে পর্বতস্থিত মৎস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র হ্রদ। S. Ry ষ্টেসন--তিরুপারাঙ্কুণ্ড্রম্।

মথুরা—[অক্ষাংশ ২৭।২৮, দ্রাঘিমাংশ ৭৭।৪২] রামায়ণ-(উত্তর ৮৩)-মতে ইহার নাম 'মধুরা', 'ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব-নির্মিতা। হরিবংশে (৯৫) শত্রুঘ্নই ইহার নির্মাতা। সমগ্র ব্রজমণ্ডল। মধু-নামক দৈত্যকর্তৃক রচিত পুরীই উত্তরকালে মধুপুরী বা মথুরা নাম ধারণ করে। মধুদৈত্যের পুত্র লবণকে শত্রুঘ্ন বধ করিয়া ঐ নগরে সর্বপ্রথম হিন্দুরাজধানী স্থাপন করেন——(বাল্মীকি - রামায়ণ)। বায়ুপুরাণমতে ইহার পরিমাণ—৪০ যোজন, আদিবারাহে ও পাদ্মে—বিশ যোজন, স্কান্দে—দ্বাদশ যোজন। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে মথুরা-মণ্ডলের রাজত্বভার সমর্পণপূর্বক যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করেন। বজ্র ষোলটি দেবমূর্তি ব্রজমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবমূর্ত্তি——(১) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, (২) মথুরায় শ্রীকেশব, (৩) গোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেব এবং (৪) মহাবনে শ্রীবলদেব [দাউজি]।

গোপালমূর্ত্তি—(১) শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষিগোপাল, (২) শ্রীগোপীনাথ গোপাল, (৩) শ্রীমদনগোপাল এবং (৪) শ্রীনাথ গোপাল [গোবর্দ্ধনে]।

শিবলিঙ্গ—(১) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপেশ্বর, (২) মথুরায় শ্রীভূতেশ্বর, (৩) গোবর্দ্ধনে শ্রীচক্রেশ্বর ও (৪) কাম্যবনে শ্রীকামেশ্বর।

দেবীমূর্ত্তি—(১) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাদেবী, (২) মথুরায় মহাবিদ্যা, (৩) বস্ত্রহরণঘাটে কাত্যায়নী এবং (৪) সঙ্কেতে সঙ্কেতবাসিনী দেবী।

মথুরামণ্ডলে প্রসিদ্ধ **দ্বাদশ বন**—শ্রীযমুনার পূর্বতীরে—(১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীরবন, (৩) লোহবন, (৪) বিল্ববন ও (৫) মহাবন এবং পশ্চিম তীরে—(৬) তালবন, (৭) মধুবন, (৮) কুমুদবন, (৯) বহুলাবন, (১০) কাম্যবন, (১১) খদিরবন ও (১২) শ্রীবৃন্দাবন।

মথুরার চব্বিশ ঘাট—বিশ্রামঘাটের দক্ষিণে—অবিমুক্ত, অধিরূঢ়, গুহ্য, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ ও কোটিতীর্থ (বুদ্ধ)।

বিশ্রামঘাটের উত্তরে—মণিকর্ণিকা, অসিকুণ্ড, সংযমন (স্বামী), ধারাপতন, নাগ, বৈকুণ্ঠ, ঘণ্টাভরণ, সোম (গোঘাট), কৃষ্ণগঙ্গা, চক্রতীর্থ (সরস্বতী-সঙ্গম), দশাশ্বমেধ ও বিঘ্নরাজ ঘাট।

মথুরার চারি দরজা—হুলি, ভরতপুর, দিগ্ ও বৃন্দাবন।

মথুরার টিলা—ধ্রুব, ঋষি, কলি, বলি, কংস, রজক, অম্বরীষ, হনুমান ও গতশ্রম টিলা।

মথুরার প্রসিদ্ধ বিগ্রহ—শ্রীকেশবদেব, গতশ্রম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর মহাদেব এবং শ্রীবরাহদেব।

মদনটের—শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত বরাহঘাট ও কালিদহের মধ্যবর্ত্তী। শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রথমতঃ এখানে বাস করিয়াছেন (ভক্ত ২।৪)।

মধুপুরী—'মথুরা' দ্রষ্টব্য।

মধুবন—শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত। বর্ত্তমান নাম—মহলী। মথুরার আড়াই মাইল নৈঋর্ত-কোণে। গ্রামের পূর্বে ধ্রুবটিলা, ধ্রুবের তপস্যাস্থান। গ্রামের নৈঋর্তকোণে মধুকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণবলরামের গোচারণস্থল। এখানে মধুপানে বলরাম মত্ত হইয়াছিলেন। ২ অণ্ডাল হইতে এক ক্রোশ। শ্রীসনাতন গোস্বামির পরিবারগণের বাস।

মধুবনগড়—মৈমনসিংহ জেলা। এ স্থানকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলে। বৈষ্ণবদিগের একটি পবিত্র স্থান। ষ্টিমার ষ্টেশন পোড়াবাড়ী হইতে ১০ মাইল টাঙ্গাইল, তথা হইতে উত্তর-পূর্বে ২৪ মাইল, ৩ মাইল দূরে সাগরদীঘি। এখানে স্নান, তর্পণ ও দীপ দান করিতে হয়।

গুপ্ত বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনজীউ, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ড ও বংশীবট প্রভৃতি বৃন্দাবনের অনুরূপ আছে। বৃক্ষেতে চরণচিহ্ন দেখা যায়। অতীব আশ্চর্যজনক স্থান। ভাণ্ডীরবনাদি আছে। প্রাচীন অদ্ভুত বৃক্ষও আছে। বারুণীতে মেলা হয়।

মধুসূদন কুণ্ড—মথুরায়, কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৭৯); **২** ঐ নন্দগ্রামে (ভক্তি ৫।১০১৫)।

মধ্যদ্বীপ—নবদ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গার পূর্বতীরে 'মাজিদা' গ্রাম।

মনোহরসাহী——বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পরগণা-বিশেষ। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর লীলাভূমি—এই জন্য তৎপ্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনকেও 'মনোহরসাহী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

মন্ত্রেশ্বর নদ——ডায়মণ্ড হারবারের নিকটে; শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ে আসিবার সময় নৌকাযোগে মন্ত্রেশ্বর নদের উপর দিয়া পিছলদাতে উপস্থিত হয়েন। ঐ নদে জলদস্যুগণ লুণ্ঠতরাজ করিত। [চৈ° চ° মধ্য ২৬।১৯৯]

মন্দার পর্বত——ভাগলপুর জেলায়, ভাগলপুর ষ্টেশন হইতে মন্দার বৌসি পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। মন্দার হিল ষ্টেশনের গায়েতেই বৌসি গ্রাম। বর্ত্তমান ঐ গ্রামে বৃহৎ মন্দির-মধ্যে শ্রীশ্রীমধুসূদন আছেন। এই শ্রীমন্দির হইতে মন্দার পর্বতের পাদদেশ তিন মাইল। শ্রীমন্দিরে চতুর্ভুজ শ্রীশ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ। শ্রীনারায়ণের দুই পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতী দেবী। সংলগ্ন বামের মন্দিরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী আছেন। জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণযুগলে তুলসী প্রদান করিতে পারে। এই শ্রীমূর্ত্তিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গয়াগমন-কালে দর্শন

করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবিগ্রহ মন্দারের শীর্ষদেশের মন্দিরে বিরাজ করিতেন। দুর্বৃত্ত মুসলমান-অত্যাচারের ভয়ে শ্রী-বিগ্রহকে পর্বত হইতে নামাইয়া পরে এই বৌসিগ্রামে রাখা হয়। তদবধি প্রভু ঐ স্থানেই আছেন। এই স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জ্বরলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। মন্দার পর্বতে উঠিবার সিঁড়ি আছে। পর্বতগাত্রের সর্বত্রই ভগ্ন দেব-দেবীর মূর্তি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সারা মন্দিরটি বেষ্টন করিয়া চারি হস্ত প্রশস্ত খোদিত দাগ আছে, উহাকে 'অনন্ত নাগ' বলে। সমুদ্র-মন্থনের চিহ্ন। মন্দিরে উঠিবার মধ্যপথে নৃসিংহ গুহার কিছু নিম্নে মৈথিলী ভাষায় বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে ৩।৪ লাইন খোদিত লিপি আছে। পাণ্ডারা বলেন এই পর্বতমধ্যে যে প্রচুর ধনরত্ন গোপনে রক্ষিত আছে, উহা তাহার বিবরণ-লিপি। মধ্যপথে একজন সন্ন্যাসীর ক্ষুদ্র আশ্রম। এই স্থানে পর্বতগুহামধ্যে খোদিত শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি। গুহামধ্যে আলোক জ্বালিয়া দর্শন করিতে হয়। এই শ্রীমূর্তি গুহামধ্যে ছিলেন বলিয়া দুর্বৃত্তগণ সন্ধান পায় নাই। পুরা কাল হইতেই ইনি আছেন।

সন্ন্যাসির আশ্রমের ১৪।১৫ হাত উচ্চে 'আকাশগঙ্গা'-নামক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। এখানে একটি প্রস্তরের বৃহৎ শঙ্খ জলমধ্যে আছে। জলাশয়ে যাইবার সিঁড়ি আছে।

মন্দার পর্বতের শীর্ষে দুইটি মন্দির। একটিতে ১২ অঙ্গুলি পরিমাণ যুগল চরণচিহ্ন (মহাপ্রভুর); অন্যটি জৈনদের। পর্বতের পাদদেশে প্রাচীন ভগ্ন মন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পর্ব-উপলক্ষে শ্রীমধুসূদন এই স্থানে আগমন করেন। ঐ প্রাচীন শ্রীচরণমন্দিরের সামান্য দূরে ৪৪৩ গৌরাব্দে শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুক্ত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

ময়নাগড় (মেদিনীপুর জেলা) তমলুক হইতে নয় মাইল। খৃঃ নবম শতকে ধর্মপাল যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ময়নাগড়ে কর্ণসেন রাজত্ব করিতেন। বীরভূম জেলায় অজয়গড়ের সামন্ত গোপরাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া কর্ণসেনকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইলে কর্ণসেনের পত্নীও পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করেন। ইছাই ঘোষ ভবানীর বর-পুত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন—তাঁহাকে নাশ করিতে কৃতসংকল্প কর্ণসেন তখন গৌড়েশ্বর ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শ্যালিকা ধর্ম-উপাসিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন। ধর্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতার হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। ধর্ম-মঙ্গল কাব্যে লাউসেনের রাজত্ব-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এখানে লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ ও তাঁহার মন্দির আছে। এই ধর্মরাজ অনন্তরূপী বিষ্ণু বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ঐতিহাসিকগণ উঁহাকে 'বৌদ্ধ দেবতা' বলেন। বর্ত্তমানে ঠাকুর ময়নাগড় হইতে বৃন্দাবনচকে গমন করিয়াছেন।

ময়নাডাল——বীরভূম জেলায়। খয়রাসোল পরগণা। খয়রাসোল হইতে দুই মাইল। দুবরাজপুর হইতে তিন ক্রোশ। পাণ্ডবেশ্বর ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ।

ইহা শ্রীনৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহারা প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদক। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহ স্বীয় হস্তের বালা বন্ধক দিয়া অতিথি-সেবা করিয়াছিলেন। এখানে (বৎসরে একদিন) মসুর ডাল ও সিদ্ধ চাউলের অন্নে প্রভুর ভোগ হয়। মিত্র ঠাকুর মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। নৃসিংহ কাঁদরার নিকট রাজুড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নৃসিংহের মাতার মৃতবৎসা-দোষ ছিল। মঙ্গল ঠাকুরের চর্বিত তাম্বূল খাইয়া গৌরগতপ্রাণ নৃসিংহের জন্ম হয়। শ্রীপ্রভুর স্বপ্নাদেশে ইনি ময়নাডালে গিয়া শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ময়নাপাড়া—মেদিনীপুর জেলা। পোঃ বেলদা। কণ্টাই রোড ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে পুরী রোডের কাছে। এখানে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ আছেন। প্রবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাইবার পথে এই স্থানে ভোজন করিয়াছিলেন। এখানের সেবায়েত শাক্ত ব্রাহ্মণ। শ্রীমন্মহা-প্রভুর সময় হইতেই ঐ বংশধারা চলিয়া আসিতেছে।

এখানে শ্রীবিগ্রহকে ভিজা অন্ন

ভোগ দেওয়া হয়। পূর্ব হইতে এই প্রথা। এস্থান হইতে প্রভু দাঁতনে গিয়াছিলেন।

ময়নামুড়ি—(বাঁকুড়া) শ্রীঅভিরাম-শিষ্য সত্যরাঘবের শ্রীপাট। 'মহিনামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম'—অভিরামের শাখা-নির্ণয়।

ময়ূরকুটী—ব্রজে, বরসানায় গহ্বর-বনের বায়ুকোণে পর্বতোপরি। শ্রীবল্লভাচার্যের বৈঠক আছে।

ময়ূরগ্রাম (মরো)—মথুরা নগরীর পশ্চিম দিকে অনতিদূরে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়গণের সহিত ময়ূরনৃত্য দর্শন করেন [ভক্তি ৫।৪৬৮—৪৭০)।

ময়ূরভঞ্জ—১৪৯৭ শকাব্দে বারিপদায় বৈদ্যনাথভঞ্জ 'বুড়াজগন্নাথের মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। রসিকমঙ্গলে উক্ত আছে যে এই বৈদ্যনাথ ভঞ্জ সপরিবারে রসিকানন্দের শিষ্য হন। হরিহরপুরে 'রসিকরায়' প্রতিষ্ঠা—রাধামোহন ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির-প্রতিষ্ঠা—প্রতাপপুরের দধিবামন-মন্দির—জগন্নাথ, দধিবামন ও মহা-প্রভু—বৃন্দাবনপুরে গুণ্ডিচা মন্দির, বড়শাইতে বাসুদেব মূর্ত্তি ইত্যাদি ইঁহাদের কীর্ত্তি।

The chiefs of Mayurbhanja, Keonjhar and Nilgiri and Rajas of Sujamata and Patna and the Goswamins of Kesari and Kapti Matha in Puri, acknowledge the descedants of Rasikananda as their Spiritual guide. [Mayurbhanja Archaeological Survey p cii.]

ময়ূরভঞ্জ প্রতাপপুর—মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি প্রতাপপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু-রচিত ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব-গ্রন্থে চিত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ আছে।

উড়িষ্যার প্রায় প্রতি পল্লীতেই শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীদধিবামন বিগ্রহের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সেবিত হয়।

ময়ুরেশ্বর বা **মৌড়েশ্বর**—বীরভূম জেলায় একচক্রা হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। সাইথিয়া ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল। শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ প্রভু অত্রত্য শিবের পূজা করিয়াছিলেন। কুণ্ডলতলা—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় কর্ণের কুণ্ডল এক সর্পবিবরে দিয়াছিলেন। এই স্থানে এক মন্দিরে উক্ত কুণ্ডল আছে। ঐ স্থানের কোটপুর-নামক স্থানে বকাসুরের সহিত ভীম-সেনের যুদ্ধ হয়। গ্রামের দক্ষিণে কুণ্ডলীতলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতাকে ইনি নিজ গৃহে লইয়া গিয়া অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন।

মৌড়েশ্বর নামে শিব আছে কত-দূরে। যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ-হলধরে॥ [চৈ° ভা° আদি ৯।৫]

ঐখানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাতুলালয় ছিল।

মরেগাঁ—(বা ময়ূর গাঁ)—বালেশ্বর রেমুণা হইতে চারি মাইল বায়ু-কোণে। এই গ্রাম (শ্রীভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার) শ্রীধরস্বামির জন্ম-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে ১৮শ পুরুষ বংশধর আছেন। উহাদের উপাধি—'পতি', ব্রাহ্মণ।

মলয় পর্বত—দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা। ['অগস্ত্য' দ্রষ্টব্য]।

মল্লতীর্থ—রেবা নদীর তীরে অবস্থিত, মহেশ্বরপুর ও প্রভাসের মধ্যবর্ত্তী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৫১)।

মল্লভূমি—মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ দিক্ (রসিক° পূর্ব ৩।২৭)।

মল্লারদেশ (মালাবার)—ইহার উত্তরে দক্ষিণ কানারা, পূর্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন ও পশ্চিমে আরব সাগর। এই স্থানে ভট্টথারি-গণের বাস, শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৪)।

মল্লারপুর—বীরভূম জেলায়, এখানে মল্লেশ্বর শিব আছেন। গ্রামের পূর্ব দিকে শিবপাহাড়ী; কথিত হয় যে দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণে অকৃতকার্য ও ভীম-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত জয়দ্রথ এই পাহাড়ে সিদ্ধনাথ শিবের আরাধনা করিয়াছেন।

মল্লিকার্জ্জুন—(শ্রীশৈলম্) কর্ণুলের সত্তর মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তটে। বেষ্টিত প্রাচীরের কেন্দ্রস্থানে মল্লিকার্জ্জুন-নামক শ্রীশিবমন্দির। এই লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম, (কর্ণুল ম্যানুয়েল্)। শ্রী-গৌরপদাঙ্কপূত [চৈ° চ° ম ৯।১৫]। মতান্তরে ইহার নাম—মধ্যার্জ্জুন [তিরুভাদা-মারুদুর] মাদ্রাজ প্রেসি-

ডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত। কারুকার্য-খচিত বৃহৎ শিবমন্দিরে 'মহালিঙ্গ স্বামী' বিদ্যমান্। মাঘ মাসে বিরাট রথযাত্রা হয়। মহাপ্রভু এস্থানে 'রামদাস শিব' দর্শন করেন [চৈ° চ° মধ্য ৯।১৬]। মারকাপুর রোড রেলষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল পথ ঘোর বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। চালুক্য রাজবংশের বহু কীর্ত্তি এই স্থানে আছে। সাধু সন্ন্যাসীর জন্য উহাদের নির্ম্মিত অনেক গুহা আছে। অনেক শিলালিপিও আছে। শিবাজী মহারাজ ঐস্থানে গিয়াছিলেন ও বহু অর্থব্যয়ে সাধু সন্ন্যাসীদের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

মহৎপুর (বা মাতাপুর)—নবদ্বীপের অন্তর্গত বর্ত্তমান মাধাইতলা। [একডালা পরগণায়ও দ্বিতীয় মহৎপুর আছে]। ভক্তিরত্নাকরে ১২।৭০২, ৭৩৭, ৭৪৭—৭৫০ মহৎ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মহানদী—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর-সন্নিহিত স্থানে উৎপন্না ও ওড়িষ্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিতা নদী। ইহার তীরে প্রসিদ্ধ কটক নগর অবস্থিত। শ্রীগৌরপাদপূতা [চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৩০২)।

মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাট—ব্রজে, শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। অত্রত্য তমাল-তলায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু উপবেশন করত শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সন্ধান-ক্রমে ধান্যক্ষেত্রে স্নান করিয়া কুণ্ডদ্বয়ের স্তব ও মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীদাসগোস্বামী কুণ্ডদ্বয়ের যথারীতি সংস্কারাদি করেন।

মহাবন—শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত যমুনার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত বৃহদ্বন—শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলার স্থান। অত্রত্য বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীনন্দমহারাজের দন্তধাবনটিলা, তাহার নীচে গোপীগণের হাবেলী, পূতনামোক্ষণস্থান, শকট-ভঞ্জনস্থান, তৃণাবর্ত্তবধস্থান, শ্রীনন্দ-ভবনে দধিমহলস্থল, শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠী-পূজাস্থল, আশিখাম্বা, শ্যামলালার মন্দির, শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদনস্থান, নন্দকূপ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থান ও উদূখল, ব্রজরাজের গোশালা প্রভৃতি।

মহাবিদ্যা —— শ্রীমথুরাক্ষেত্রান্তর্বর্ত্তী প্রসিদ্ধ দেবীর স্থান। দেবীর নাম—মহাবিদ্যা। নিকটেই—মহাবিদ্যাকুণ্ড।

মহাস্থানগড় বা **পৌণ্ড্রবর্দ্ধন**—বগুড়া জেলার সদর ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে করতোয়া নদীর তীরে। রাজসাহী সহর হইতে ৭।৮ মাইল উত্তরে। ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে মহাস্থানগড়—প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রনগর হইতে অভিন্ন। ঐতরেয় আরণ্যক, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নিহত হন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পৌণ্ড্রদেশীগণ দুর্য্যোধনের পক্ষে পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। স্কন্দপুরাণ-মতে পরশুরাম তপশ্চর্য্যার উপযুক্ত অথচ চতুঃষষ্টিদোষ-বর্জিত এই স্থানে সিদ্ধ হন বলিয়া তিনি এই স্থানটিকে 'মহাস্থান' নাম দেন।

৬৪০ খৃঃ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ুয়েনসাং কামরূপ হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়া ইহাকে 'ক-লো-তু' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে ইহার পরিধি ছিল ৩০ লী বা ৫ মাইল। তিনি এখানে ২০টি বৌদ্ধসংঘারাম, একশত হিন্দু-মন্দির ও ছয় হাজার বৌদ্ধ শ্রমণকে দেখিয়াছিলেন। তত্রত্য মন্দিরগুলির মধ্যে গোবিন্দ ও স্কন্দের মন্দিরই সর্বপ্রধান ছিল। বুদ্ধদেব ব্যতীত জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও ধর্মপ্রচারের জন্য পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন। রাজ-তরঙ্গিণীতে উক্ত আছে যে খৃঃ অষ্টম শতকের শেষ দিকে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে এই নগরে আসিয়া তদানীন্তন রাজা জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে ও স্কন্দমন্দিরের প্রধান নর্ত্তকী কমলাকে বিবাহ করিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মহাস্থানে হিন্দুরা প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে মুসলমানগণ-কর্তৃক ইহা বিজীত হয়। মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী গোকুল, বৃন্দাবনপাড়া, মথুরা প্রভৃতি নামগুলি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের সময় হইতেই যে প্রচলিত আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা পৌরাণিক যুগের তীর্থ। পৌষমাসে অমাবস্যা দিনে যদি সোমবার ও মূলানক্ষত্র পড়ে, তবে করতোয়ায় শীলাদেবীর ঘাটে

স্নান করিলে ত্রিশকোটি কুল উদ্ধার হয়। এই স্থান পূর্বে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই মহাস্থানগড়ের নিকট অরোড়া গ্রামে 'রসকদম্ব' গ্রন্থ-প্রণেতা কবিবল্লভের জন্ম হয়। ১৫২০ শকে ২০শে ফাল্গুন গ্রন্থ শেষ হয়। কবির পিতার নাম—রাজবল্লভ, মাতা—বৈষ্ণবী দেবী। কবি কবিবল্লভ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'কলিযুগে চৈতন্য সরস অবতার।
নিজগণসঙ্গে কৈল প্রেমের প্রচার॥'

কবির গুরুর নাম—ঠাকুর উদ্ধব দাস। বনমালী-নামক জনৈক ভক্ত (যিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট রসতত্ত্বাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন) হইতে শ্রবণ করিয়া 'রসকদম্ব' গ্রন্থ বা 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতাতত্ত্ব' রচনা করেন।

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥

মহিমপুর—(মুর্শিদাবাদে) ভাগীরথীর পূর্বপারে। মুর্শিদাবাদবাসী প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের বংশীয় হরফচাঁদ; ইনি জৈনধর্ম হইতে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ী ছিলেন। আদি নিবাস যোধপুরের অন্তর্গত নাগর প্রদেশে। মহিমপুরে বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন।

মহুলা—মুর্শিদাবাদে, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তির আদি বাসস্থান, ইনি শ্রীআচার্যপ্রভুর শিষ্য (ভক্তি ১৪। ৯০—৯৩)।

মহেন্দ্র শৈল—গঞ্জাম ও তিনেভেলী জেলাব্যাপী পূর্বঘাট। ২ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সহ্যাদ্রির অংশবিশেষ। এই পর্বতপ্রান্তে ত্রিচিনগুড়ি নগর। ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। শ্রীপরশুরাম-ক্ষেত্র। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৯৯)।

মহেশগঞ্জ—নদীয়া জেলায় ভাগীরথী হইতে কিছু দূরে; শ্রীহিরণ্যজগদীশের বাড়ী ছিল।

মহেশগ্রাম—(?) শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য গোপাল দাসের বাসস্থান।

মহেশপুর—বা হলদা মহেশপুর, যশোহর মাজিদহ ষ্টেশন (পূর্বনাম শিবনিবাস) হইতে পূর্বদিকে ১৪ মাইল। দ্বাদশগোপাল-পর্যায়ের শ্রীল সুন্দরানন্দ পণ্ডিতের (সুদাম গোপালের) শ্রীপাট। বেত্রবতী নদীর তীরে বাস্তুভিটার চিহ্ন আছে। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণজীউ। ঐ সব বিগ্রহ সৈদাবাদের গোস্বামিরা লইয়া যান। পরে দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অগ্রহায়ণী গৌণী কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে।

মহেশপুরের জমিদার বাবুরা শ্রীপাটের সেবায়েত। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য-বংশীয়গণ মঙ্গলডিহি গ্রামে বাস করিতেছেন। তথায় শ্রীশ্যামচাঁদ সেবা আছেন।

মাইনগর—কলিকাতা হইতে আট ক্রোশ দূরে—পুরন্দর খাঁর (গোপীনাথ বসুর) জন্মস্থান। তৎপুত্র কেশব খাঁ হুশেন শাহের 'ছত্র নাজির' ছিলেন বলিয়া 'ছত্রি' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। পুরন্দর খাঁ শেয়াখালার রাজাকে পরাজিত করত তথায় স্বনামে 'পুরন্দর গড়' প্রতিষ্ঠা করেন। [সেয়াখালি দ্রষ্টব্য]।

মাউগাছি—নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপ (ভক্তি ১২।৫৪৯)। ২ এই স্থানে শ্রীসদাশিব ভট্টাচার্য থাকিতেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনে শ্রীশ্রীশচীমাতার গৃহে গিয়াছিলেন। [বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা—৫।১০।২২৪ পৃঃ]।

মাকড়কোল গ্রাম—S. E. Ry আদ্রা ষ্টেশন হইতে ২ মাইল উত্তরে, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউর মন্দির। শ্রীদাস-গদাধরের পৌত্র শ্রীমথুরানন্দের সমাধি। মাঘী-পূর্ণিমায় উৎসব হয়।

মাকড়া—(?) শ্রীঅভিরামগোপালের শাখা গোপীনাথ দাসের বাসস্থান।

মাজিদা--নবদ্বীপের অন্তর্গত মধ্যদ্বীপ, বর্ত্তমানে গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত (চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৪৯৮)।

মাটীয়ারী বা মেটেরী—(নদীয়া) কাটোয়ার দুই ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পূর্বতীরে, ভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা ভক্তবর রামমোহনের বাস ছিল। তাঁহার হস্তলিখিত রামায়ণখানি বেলডাঙ্গার গোবিন্দজীবন হাজরা বাবুদের বাড়ীতে আছে। শ্রীরাম-সীতার মন্দির উক্ত রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামনবমীতে উৎসব হয়।

মাঠগ্রাম—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনের উত্তর-দিকে অবস্থিত—[মৃন্ময় বৃহৎ পাত্রকে

ব্রজভাষায় 'মাঠ' বলে] দধিমন্থনাদির জন্য এ স্থানের 'মাঠ' প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থল।

মাড়োগ্রাম—মানকরের নিকট (বর্দ্ধমান)। শ্রীপাদ সনাতনপ্রভুর শিষ্য জীবন চক্রবর্ত্তির সন্তান শ্রীল ভাগবত মানকর হইতে মাড়গাঁয় বসতি করেন। **২** শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামিগণের শ্রীপাট। প্রসিদ্ধ রামরসায়ন প্রভৃতি বহু বহু ভক্তিগ্রন্থ - প্রণেতা শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামির জন্মস্থান। ১১৯৩ সালে ইঁহার জন্ম। অনেক সময় পাণিহাটীতে থাকিতেন। পাটীহাটী গঙ্গাতীরে থাকিয়া 'শ্রীরাধামাধবোদয়' গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীগোপীজনবল্লভ মাড়োগ্রামে আসিয়া বসতি করেন।

মাণিক্যডিহি—নদীয়া জেলার সীমানায়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান এই তিন জেলার সংযোগ-স্থলে মাণিক্যডিহি অবস্থিত। ইষ্টার্ণ রেলের পলাসী ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল এবং দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে। কাটোয়া হইতে ৮ মাইল দূরে। এই শ্রীপাটের বিবরণ—দ্বারভাঙ্গা কলেজের প্রফেসর ও শ্রীপাটের আচার্য-বংশীয় শ্রীপাদ হৃষীকেশ গোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রী জানাইতেছেন—এখানে পূর্বে বর্মন্-বংশীয় কল্যাণ বর্মনের রাজধানী ছিল। মাণিক্যডিহি বা মাণিক্য-দ্বীপ; শ্রীলবিষ্ণুদাস আচার্যের পিতা শ্রীসমাধবেন্দ্র আচার্য (?), বিষ্ণুদাস প্রভুর পুত্র জয়কৃষ্ণ দাস। ইনি একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

বিগ্রহাদি—

১। শ্রীশ্রীনবনীগোপালজীউ। বিষ্ণুদাস-স্থাপিত।

২। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ ; তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ দাস-কর্তৃক স্থাপিত।

৩। শ্রীরঘুনাথশিলা ও বালগোপাল—হৃষীকেশ প্রভু বলেন যে এই দুইটী মহাপ্রভুর গৃহদেবতা ছিলেন।

৪। শ্রীনৃসিংহ শিলা—ইনি শ্রীবাস পণ্ডিত-কর্তৃক অর্চ্চিত।

৫। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শিলা—ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামি-কর্তৃক অর্চ্চিত।

৬। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ—ইনি প্রাচীন বিগ্রহ। পূর্বে বামনদাস বাবাজী-নামক জনৈক ভক্ত-কর্তৃক অর্চিত হইতেন। গত ১২০৬ সাল হইতে মাণিক্যডিহির গোস্বামি-প্রভুদের অর্চনীয় হইয়াছেন।

মাণিক্যহার—মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীআচার্যপ্রভুর উৎসব হয়।

মাতসরগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়। শ্রীশ্রীশ্যামদাস আচার্যের শ্রীপাট। শ্রীল শ্যামদাস শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রিয় শিষ্য ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দের প্রিয় বন্ধু। মাতসর গ্রামে ১৪১৪ শকে শ্যামদাসের জন্ম। পিতা শ্রীনারায়ণ সিদ্ধান্ত। রাঢ়ীশ্রেণী গৌতম-গোত্রীয়। ইনি শ্রীমোহন ঠাকুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ বর্দ্ধমান জেলায় ভৈটাগ্রামে আছেন। ইঁহার বংশধরগণ বর্দ্ধমান জেলার বিজুর, ভৈটা, নবগ্রাম, পালসিট প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন।

মাতাপুর—মাধাইপুর (ভক্তি ১২।৭০১)।

মাধবপুর—চব্বিশপরগণায়, মথুরাপুর রোড ষ্টেসন হইতে চারি মাইল দূরে নন্দার পুকুরের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি 'সঙ্কেতমাধব' বিরাজমান।

মাধাইতলা—কাটোয়া হইতে দাঁই-হাট যাইবার পথে। কাটোয়ার শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির হইতে এক মাইল। এখানে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ আছেন। প্রসিদ্ধ জগাই মাধাইর মধ্যে শ্রীমাধাইয়ের সমাধি-স্থান। শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ ৪ মাস উক্ত মাধাইতলায় এবং ৪ মাস বোলপুরের নিকট বাইরী গ্রামে সেবিত হইতেন। তথায় রাসের সময় উৎসব হয়। বাকী ৪ মাস বিশ্রামতলায় থাকিতেন। উহা আমদপুর কাটোয়া রেলে পাচুন্দি ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে। ডাকঘর কুসাই। এক্ষণে কিন্তু মাধাই-তলায় থাকেন, অন্যত্র যান না। মনোরম সেবা; নামকীর্ত্তন অহোরাত্র চলিতেছে।

মাধাইপুর (মহৎপুর)—বর্দ্ধমান জেলা। নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম। শ্রীনিতাই গৌর-সেবা (ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ তরঙ্গে বিবরণ আছে)। পূর্ব মন্দির ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরে নূতন মন্দির হইয়াছে।

মাধাইর ঘাট—নবদ্বীপান্তর্বর্ত্তী, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া

মাধাই স্বহস্তে এস্থানে গঙ্গাঘাট পরিষ্কার করিতেন [চৈ° ভা° মধ্য ১৫।৯৪]।

মাধুরীকুণ্ড—ব্রজে,আরিং হইতে দুই মাইল অগ্নি-কোণে শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদের শিষ্য মাধুরীজির জন্মস্থান। 'মাধুরী-বাণী' অতিমধুর পদাবলী। মাধুরীমোহনমন্দির আছে।

মানকর—ইষ্টার্ণ রেলপথে বর্দ্ধমানের ৪টি ষ্টেশন পরে। শ্রীজীবন চক্রবর্ত্তির বাড়ী। ইনি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট স্পর্শমণি প্রাপ্ত হন ও অসার-বোধে যমুনাতে নিক্ষেপ করেন। প্রবাদ—আকবর বাদসাহ ঐ পরশ পাথর প্রাপ্তির জন্য হস্তির পদে লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া যমুনাতে বহুদিন ধরিয়া খোঁজ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই। জীবনের বংশধরগণ কাটমাণ্ডুরা গ্রামে বাস করেন। মানকরের নিকট লতা গ্রামে শ্রীল রামচন্দ্র প্রভুর শ্রীপাট।*

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শাখা শ্রীধ্রুবানন্দের বংশীয় গোস্বামিগণের বাসস্থান।

মানকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনের অন্তর্গত, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার মানভঞ্জন-স্থান (ভক্তি ৫।৮৬৩)।

মানগড়—ব্রজে, বরসানার অন্তর্গত মানলীলার স্থান।

মানপর্ব্বত—ব্রজে, বরসানার অন্তর্গত 'মানগড়'।

মানভূম—এস্থানে রাজা নৃসিংহদেব শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। পদসমুদ্রে ধৃত—'ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণি' পদটি উঁহারই কৃত।

মানস গঙ্গা—গোবর্দ্ধনগিরি-প্রান্ত-বাহিনী নদী, শ্রীকৃষ্ণকেলি-নিকেতন, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিতা (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৩২)। কথিত আছে যে একদা গোপ-গোপীগণ সহ শ্রীনন্দমহারাজ গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করত শ্রীগিরিরাজের উপকণ্ঠে বাস করিতেছিলেন। ব্রজে সকল তীর্থই বিরাজ করে—এ কথা ব্রজবাসিগণকে জানাইবার জন্য তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে গঙ্গার স্মরণ করিলেই মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী সকলেরই নয়নগোচর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে সকলে গঙ্গায় স্নান করিলেন এবং তদবধি তাহা 'মানসীগঙ্গা' নামে খ্যাত হইলেন। আষাঢ়ী (মুড়িয়া) পূর্ণিমায় ও কার্ত্তিকী অমাবস্যায় (দীপাবলীতে) শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করত মানস গঙ্গায় স্নান করিতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হয়। এই মানস গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে গোবর্দ্ধন গ্রাম এবং উত্তর ও পূর্ব্বতীরে ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের কুঠরী। উত্তর তীরে চক্রেশ্বর মহাদেব, সম্মুখে শ্রীসনাতন গোস্বামির ভজন-কুঠরী, তাহার পার্শ্বে শ্রী-বল্লভাচার্য্যের উপবেশন-স্থান। তাহার উত্তর দিকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের মন্দির। পূর্ব্বে এস্থানে মশা ও কুৎরী পোকার উপদ্রবে শ্রীসনাতন প্রভু অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলে ঐ চাকলেশ্বর মহাদেব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কুঠরীতে বাস করিতে বলেন—তদবধি ঐ ঘেরার মধ্যে মশার উপদ্রবও নিরাকৃত হয়। শ্রীসনাতন এস্থানে থাকাকালীন প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমা করিতেন —একবার তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখিয়া শিশুবেশে শ্রীমদনমোহন স্বীয় উত্তরীয়দ্বারা বাতাস করিতে করিতে বলিলেন—'এই গোবর্দ্ধনের শিলায় শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন বিরাজ করিতেছে—ইহার পরিক্রমাতে তোমার গিরিরাজ পরিক্রম হইবে; অদ্য হইতে তুমি ইহারই পরিক্রমা করিবে'—এই কথা বলিয়াই বালক অন্তর্হিত হইলে শ্রীসনাতন নয়নজলে অভিষিক্ত হইলেন এবং তদবধি উঁহারই পরিক্রমা করিতেন। ঐ শিলাখণ্ড এক্ষণে বৃন্দাবনে শ্রী-রাধাদামোদর-মন্দিরে পূজিত হইতে-ছেন। জয়পুরের রাধাদামোদর-মন্দিরেও অনুরূপ শিলা দৃষ্ট হয়। তত্রত্য সেবায়েতগণ বলেন যে উঁহাই শ্রীসনাতন প্রভুকে শ্রীমদনমোহন দিয়াছেন। মানস গঙ্গার পূর্ব্বাংশে যে গিরিরাজের অংশ দৃষ্ট হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মুকুটচিহ্ন বিরাজমান।

মানস-পাবন ঘাট—ব্রজে, শ্রীরাধা-কুণ্ডের পূর্ব্বদিকৃস্থিত শ্যামকুণ্ডের প্রসিদ্ধ ঘাট। এস্থলে পঞ্চ পাণ্ডব বৃক্ষরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান। (ভক্তি ৫।৫৫০—৫৫৩)।

মান-সরোবর—যমুনার ও শ্রী-বৃন্দাবনের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ২ বহুলাবনে অবস্থিত, তীরে মান-বিহারীর মন্দির।

---

* মানকরে নিদানের সুপ্রসিদ্ধ মাধব কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা পক্ষধরের পক্ষ-শাতনকারী নব্যন্যায়ের জনক বঙ্গগৌরব রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি (মতান্তরে ইঁহার জন্ম—শ্রীহট্টে)।

মামগাছি—বর্দ্ধমান জেলায়, নবদ্বীপের পশ্চিমে।

(ক) শ্রীলসারঙ্গমুরারি-প্রভুর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা।

(খ) অনতিদূরে শ্রীলবাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীদত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীরাধামদন-গোপালদেব এক্ষণে শ্রীলসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

(গ) শ্রীমালিনীদেবীর শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগোপাল ও ৫টি শিলা সেবিত হইতেছেন।

বর্ত্তমানে নবদ্বীপধাম ষ্টেশনের পরে ভাণ্ডার-টিকরী হল্ট নামে একটি flag-station হইয়াছে। ঐখানে নামিয়া ৫।৬ মিনিটের পথ। এই শ্রীপাট জান্নগর গ্রামে অবস্থিত। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর যে মৃত বালককে জীবন দান করেন, উহার নাম—মুরারিমোহন। বর্দ্ধমান জেলায় লুপ লাইনে গুস্করা ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে সরগ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। শ্রীপাটে সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে। উহাকে '**বিশ্রামতলা**' বলে।

মায়াপুর—বৈভববিলাস শ্রীহরির অর্চাপীঠ (চৈ° চ° মধ্য ২০।২১৭) হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী। The vicinity of Gangadwara, which was the old name of Haridwara, shows that Mayura must be the present ruined site of Mayapura at the head of Ganges Canal. [The Ancient Geography of India by Cunninghum p 402.] শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৬)।

২ শ্রীনবদ্বীপান্তবর্ত্তী (ভক্তি ৬। ১৩১, ৮।৭২, ১২।৫৬, ৮৩—৮৭) শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান। শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন মহাযোগপীঠ।

মার্কণ্ডেয় সরোবর—শ্রীক্ষেত্রধামে মহামন্দিরের অর্দ্ধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পঞ্চতীর্থের অন্যতম। মার্কণ্ডেয় বট অদৃশ্য হইয়াছে। সরোবরের দক্ষিণে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির। ইহার চারি পার্শ্বে বহু দেব-দেবীর বিগ্রহ। নারদ, ব্রহ্ম, কপিল-সংহিতা ও উৎকলখণ্ডে মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য [চৈ° ম° মধ্য ১৫।১৩৭]। প্রলয়কালে মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়জলে ভাসিতে ভাসিতে পুরুষোত্তমে বটবৃক্ষের সমীপবর্ত্তী একটি বালকের কণ্ঠে শুনিলেন—'মৎসমীপে আস', বাণী কোথা হইতে আসিতেছে—এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের দর্শন পাইয়া স্তব করিলে শ্রীনারায়ণ বলিলেন 'এই বটবৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশে পত্রপুটকে শায়িত বালকের বিস্তৃত বদনে অবস্থান কর'। মার্কণ্ডেয় আজ্ঞানুসারে সেই বালকের মুখ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখিলেন এবং তথা হইতে নির্গত হইয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে শুনিলেন—'এই ক্ষেত্র নিত্য, প্রলয়কালেও ইহার বিনাশ নাই'। তখন মুনি বটবৃক্ষের বায়ুকোণে মার্কণ্ডেয় ঘাট নির্মাণ করত পুরুষোত্তমের আদেশে শ্রীশিবের আরাধনা করেন। এখন এইস্থানে মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর বিরাজমান। চৈত্রী অশোকাষ্টমীতে এখানে কালীয়দমন যাত্রা হয়।

মালজাঠ্যা দণ্ডপাট—মেদিনীপুরে; [ওড়িষ্যায় ৩১টী দণ্ডপাট আছে; (দণ্ডপাট—বিস্তৃত ভূখণ্ড-বিভাগ, জমিদারীর মত)]। মালজাঠ্যা দণ্ডপাট কাঁথি, রামনগর, খাজুরী ও ভগবান্‌পুর-থানা লইয়া ব্যাপক ছিল। শ্রীল রামানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীলগোপীনাথ পট্টনায়ক, মহারাজা প্রতাপরুদ্র দেবের অধীনে এই দণ্ড-পাটের জমিদার বা শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন (চৈ° চ° অন্ত্য ৯।১৮, ১০৫)।

মালদহ (গৌড়ে) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য মুরারি দাসের বাসস্থান। 'মালদহে মুরারি দাস করেন বসতি' (অভিরামের শাখা-নির্ণয়)।

মালপুরা—মথুরায়, কারাগারে শ্রীবসুদেব ও দেবকীকে পাহারা দেওয়ার জন্য মল্ল-গণের উপবেশন-স্থান।

মালিদিগ্রাম—(নদীয়া) শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্যের শ্রীপাট।

মালিনী—শ্রীক্ষেত্রে আঠারনালার নিম্নবর্ত্তী '**শঙ্খুআ**' নদীর ধারা। ইহা প্রাচীন কালে গুণ্ডিচামণ্ডপ ও বড়দাণ্ডকে পৃথক্ করিয়া অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে চিহ্ন মাত্র নাই।

মালিহাটি বা মেলেটী—মুর্শিদাবাদ জেলা। বহরমপুর হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণে। কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে। ভরতপুর

থানা। এই স্থানকে কেহ কেহ 'মেলেরি কাঁদরা'ও বলে।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র শ্রীলরাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাট। ইনি মহারাজ নন্দকুমারের ও পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের গুরু ছিলেন। ইঁহার শিষ্য—গোকুলানন্দ ও বৈষ্ণবদাস।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ্যের রাজা জয়সিংহের সভা-পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া স্বকীয়ামতের বিরুদ্ধে পরকীয়া মত স্থাপন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট বিচার হয় [১১২৫ সালে ইং ১৭১৮ খৃঃ], ঐ বিচারের বিবরণযুক্ত দুইখানি দলিল 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' ১৩০৬ সালের ফাল্গুনে ও ১৩০৮ ভাদ্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব-কবিদের পদসংগ্রহ করিয়া 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রথিত করেন। ইহার মধ্যে ৮৫২টি পদ আছে, তন্মধ্যে চারি শতের অধিক উঁহারই রচিত। এই সংগ্রহের পূর্বে আউল মনোহর দাস 'পদসমুদ্র' গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের পরে তদীয় শিষ্য গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস পদামৃতসমুদ্রকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৃহৎ গ্রন্থ 'পদকল্পতরু' প্রচার করেন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর তেজস্বী ছিলেন। একদা রাধামোহন ঠাকুরকে মহারাজ নন্দকুমার স্বীয় ভদ্রপুরের বাটীতে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে রাধামোহন এক দরিদ্র শিষ্যকে দর্শনজন্য গমন করেন, এজন্য রাজবাটীতে যাইতে বিলম্ব হয়। সেজন্য মহারাজা ক্ষুণ্ণ হন। শ্রীরাধামোহন প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলেন—'আমার সকল শিষ্যই সমান—গুরুর নিকট মহারাজ ও দীনদরিদ্রের পার্থক্য নাই। তুমি যখন ক্ষুণ্ণ হইয়াছ, তখন আর তোমার বাটীতে পদার্পণ করিব না।' তদবধি তিনি রাজবাটী পরিত্যাগ করেন। মালিহাটিতে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের বসিবার আসন, গদি ও অতিথিশালা আছে। শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য (১৫৩৭ খৃঃ) কর্ণানন্দ-গ্রন্থের প্রণেতা যদুনন্দন দাসেরও শ্রীপাট। মালিহাটির নিকট, দক্ষিণখণ্ড গ্রামে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযাদবেন্দ্র ঠাকুর বাস করিতেন, আর এক ভ্রাতা ভুবনমোহন মাণিক্যহারে (মুর্শিদাবাদে) বাস করিতেন।

মালীপাড়া-হুগলী জেলা B. P. Ry. দ্বারবাসিনী ষ্টেশন হইতে একক্রোশ; E. Ry তালুণ্ডু ষ্টেশন হইতে তিন মাইল। শ্রীল খঞ্জ ভগবান্ আচার্যের শ্রীপাট। মালিপাড়া শ্রীমদনগোপাল-মন্দিরে ষষ্ঠীবর তৎপিতা কন্দর্পের নিকট হইতে যে বুড়ো মা দক্ষিণা কালীর যন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঐ মদনমোহন-মন্দিরে রক্ষিত আছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা—চৈত্র মাসে উৎসব হয়।

মালীয়াড়ী (বাঁকুড়া)—মালীয়াড়ী পরগণায় রঘুনাথপুর, তামারগড়, গোপালপুর। সোনামুখী হইতে উত্তর-পশ্চিমে দামোদরের দক্ষিণে। ঐসব স্থানের উপর দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ লইয়া আসেন এবং তামারগড়ে রাজা বীরহাম্বীরের অনুচর দস্যুগণ গ্রন্থ চুরি করেন।

মাল্যবান্—প্রস্রবণ পর্বতের অনতিদূরে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রত্নগিরি জেলায় অবস্থিত পর্বত (চৈ° ভা° আদি ৯।৪৯)।

মাল্যহারী কুণ্ড—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটে [মুক্তা-চরিতের অপূর্ব কাহিনী দ্রষ্টব্য]। তত্রত্য মাধবীকুঞ্জে শ্রীরাধা সখীগণের সহিত মুক্তাহার গাঁথেন।

মাহাতা—বর্দ্ধমান জিলায়। শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর শাখা-সন্তান ধ্রুবানন্দের বংশীয় গোস্বামিগণের বাস। ইঁহারা মুল গাদী অভিরামপুর হইতে উঠিয়া এস্থানে বসতি করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দদেবের অপূর্ব সেবা।

মাহিষ্মতীপুর—ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত, নর্মদা নদীর উত্তরে। নামান্তর—চুলি মহেশ্বর; পূর্বে গুজরাটের ব্রোচ্ জিলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৯ চৈ° ভা° আদি ৯।১৫১) B. B. C. I. Ry আজমের-খাণ্ডোয়া লাইনে—মৌ (Mhow) ষ্টেসন।

মাহেশ (হুগলী)—স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা প্রসিদ্ধ। শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাইএর ও শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট। সুধাময় বিপ্রের বাস ছিল। ইনি পিপ্পলায়ের জামাতা।

পত্নীর নাম—বিদ্যুন্মালা। ইঁহার কন্যা নারায়ণীদেবীকে বীরভদ্র প্রভুর করে সম্প্রদান করা হয়। মাহেশে বর্ত্তমানে 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' যেখানে আছে, ঐস্থানে পূর্বে সেগুন-বাগান ছিল। ঐ জঙ্গলে শ্রীল বীরভদ্র প্রভু সাধন করিতেন। কলিকাতা শ্যামবাজার-নিবাসী দানবীর শ্রীকৃষ্ণরাম বসু মাহেশের সুবৃহৎ রথ করিয়া দেন এবং রথযাত্রার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি ১৬৫৫ শকে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই পৌষ হুগলী জেলার তড়াগ্রামে (তড়া-আঁটপুরে) জন্মগ্রহণ করেন। গয়াতে রামশিলা পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি করিয়াছেন। নানা-স্থানে ইঁহার কীর্ত্তি বিদ্যমান। দানবীর নারায়ণচাঁদ মল্লিক মহোদয় ১৭৫৫ খৃঃ মন্দিরাদির সংস্কার করিয়াছেন। মন্দিরের লিপি—'শুভমস্তু শকাব্দ—১৬৭৭; নির্মাণকর্ত্তা—শ্রীরামভদ্র দাস।'

শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাদেবী বিরাজিত আছেন। লৌহ-নির্মিত রথে রথযাত্রা হয়। মাহেশের মন্দির হইতে এক পোয়া মাইল অগ্রে জগন্নাথের গুণ্ডিচা মন্দির। উহা দানবীর শ্রীনারায়ণ চাঁদ মল্লিকের স্ত্রী শ্রীরঙ্গময়ী দাসী-কর্ত্তৃক ১২৬৪ সালে নির্মিত হয়। ঐস্থানে তিনি আবার শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাগদেবকে অর্পণ করিয়াছেন।

মিথিলা—চম্পারণ্য হইতে গণ্ডকীনদী পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। ইহাতে জনকপুর এবং অত্রত্য জানকীমন্দির, রামমন্দির, জনকমন্দির, রঙ্গভুমি, রত্নসাগর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মির্জাপুর (?) শ্রীনিবাসাচার্য-পরিবার-ভুক্ত গোপীমোহন দাসের বাসস্থান।

মুকডোবা—(মখডোবা) ফরিদপুর জেলায়। শ্রীশ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমামুঠাকুর বা শ্রীজগন্নাথ আচার্যের আবির্ভাব-স্থান। ইনি পরে টোটাগোপীনাথের অধিকারী হয়েন।

মামু ঠাকুরের শিষ্যধারা—মামু ঠাকুর, রঘুনাথ, রামচন্দ্র, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণজীবন, শ্যামসুন্দর, শান্তমুনি, হরিনাথ, নবীনচন্দ্র, মতিলাল, দয়াময়ী (?), কুঞ্জবিহারী। শ্রীশচীমাতার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতুল শ্রীবিষ্ণুদাসের নিবাস। এই বিষ্ণুদাসের কন্যা শ্রীমতী সারদা-দেবীকে শ্রীগোপীনাথ কণ্ঠাভরণ বিবাহ করেন। গোপীনাথ-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিত-নামে এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। বর্ত্তমানে ঐ গ্রাম পদ্মাগর্ভে ধ্বংস হইয়াছে। এক্ষণে মুকডোবা হইতে ১২ মাইল দূরে ফুটিবাড়ী গ্রামে শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছেন। ফুটিবাড়ী——জেলা ফরিদপুর, পোঃ ব্রাহ্মণদি, থানা ভাঙ্গা। ফরিদপুর ষ্টেশন হইতে বাসে ভাঙ্গা হইয়া মাণিকদহে নামিয়া ২ মাইল পদব্রজের পর ফুটিবাড়ী। শ্রীবিগ্রহ বাসুদেব—বিষ্ণুমূর্তি।

মুক্তাকুণ্ড—ব্রজে, বরসানার নিকটে, এস্থানে শ্রীরাধাদি গোপীগণ মুক্তার ক্ষেত করিয়াছিলেন।

মুক্তাপুর——মেদিনীপুর হইতে নীলাচল-পথে, এই গ্রামে শ্রীরসিকা-নন্দ প্রভুর অবহেলনে অগ্নিদাহ হইলে অধিপতি আসিয়া তাঁহার শরণগ্রহণ করিলে অগ্নি নির্বাপিত হয় (র° ম° উত্তর ৮।৮)।

মুখরাই——ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণে——মুখরার বাসস্থান। কৃষ্ণকুণ্ড ও বাগুশিলা দ্রষ্টব্য।

মুঙ্গের—(প্রকৃত নাম—মুদ্গগিরি) মুদ্গল ঋষির আশ্রম ছিল। কেল্লার পার্শ্বে গঙ্গার প্রাচীন ঘাট। কষ্ট-হারিণীঘাটে ঋষি তপস্যা করিতেন। শ্রীশ্রীরামসীতার ঐ ঘাটে চরণস্পর্শ হইয়াছিল।

মুঙ্গেরের কেল্লাই কর্ণরাজার গড় ছিল। সহর হইতে কিছুদূরে চণ্ডীস্থান আছে। চণ্ডীর মন্দিরে কালভৈরব এবং অন্য দুইটি মন্দিরে অন্নপূর্ণা ও পার্বতী দেবী আছেন। কষ্টহারিণী ঘাটের উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। উহার মধ্যপ্রকোষ্ঠে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী আছেন। দক্ষিণ ও বামভাগে দুইটি প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ দুইটি আছেন।

মুঞ্জাটবী—ব্রজে, ঈষিকাটবী দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান নাম—আরা গ্রাম। (তর ১০।১৯।৪) দাবানল-পানের স্থান।

মুটিগঞ্জ—এলাহাবাদে। মুটিগঞ্জের পার্শ্বে কীডগঞ্জ নয়াবস্তীতে ভক্তবর শ্রীল মাধব দাস বাবাজীর মাধো কুঞ্জ। মাধব দাস বাবাজী মহারাজ ঊনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরম ভক্ত, ইনি মহাপ্রভুর ধর্ম গুজরাট প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি দ্বাদশ গোপাল পর্যায়ের শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশীয়। মাতৃকুল শ্রীচৈতন্যদেবের

পিতৃব্য-বংশীয় ছিলেন (?), পিতার নাম——শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর। আসানসোলের নিকট মেজেড়া (বাঁকুড়া জেলা) ইঁহার বাস ছিল (বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী)।

মুনিশীর্ষকুণ্ড——ব্রজে, দেবশীর্ষের নিকটবর্ত্তী। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য মুনিগণ তপস্যা করেন।

মুরশিদাবাদ—মুরশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বিগ্রহমূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন ইষ্টক টালি এবং নবাবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির কথা জিজ্ঞাসা থাকিলে কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাদুঘরে ও এসিয়াটিক সোসাইটিতে দ্রষ্টব্য *। কান্দীতে শ্রীগৌরাঙ্গ সিংহ (জন্ম ১৬৯৯ খৃঃ) শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৩৯—১৭৯৯) নবদ্বীপে রামচন্দ্রপুরে শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন প্রতিষ্ঠা করেন। [Vide Territorial Aristocracy of Bengal pp 6—7] শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (লালাবাবুর) [১৭৭৫—১৮২১ খৃঃ] ভক্তিময় ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনী সর্বজন-বিদিত—ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

* Vide—1. Handbook of the Sculptures in the museum of the Bangiya Sahitya Parishat by Monomohan Ganguli. 2. Descriptive list of Sculptures and Coins in the museum of the B. S. P. by Rakhaldas Banerjee.

মুরুড়া——মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিহারভূমি [র° ম° দক্ষিণ ১২।৯]।

মুলতান——শ্রীকবিরাজ গোস্বামির শিষ্য মুকুন্দের শ্রীপাট। মুলতানে শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামির শিষ্য পাঞ্জাবী রামদাস কপূর কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের অনুরূপ শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ ও মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। রামদাস বহু পাঞ্জাবীকে মহাপ্রভুর ধর্মে দীক্ষিত করেন।

মুলুকগ্রাম—বীরভূমে, বোলপুরের নিকটে। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের (ভ্রাতৃবংশ্য) শিষ্যবংশ্য শ্রীরামকানাই ঠাকুরের শ্রীপাট।

মূত্রস্থান—মথুরা পুরীর বায়ুকোণে কংস-কারাগারের নিকটবর্ত্তী স্থান। শ্রীবসুদেবের ক্রোড়দেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রস্রাব করিলে শ্রীবসুদেব তাঁহাকে যে পাথরে নাবাইয়াছিলেন, তাহা তৎকালে দ্রবীভূত হইয়া নিজগাত্রে চিহ্ন রাখিয়াছে (চৈ° ম° শেষ ২।৯২—৯৫)।

মূলদ্বারকা—পোরবন্দর হইতে ১৬ মাইল দূরে বিসবাড়া গ্রাম। এস্থানে রণছোড়জীর মন্দির আছে।

মেখলা—চট্টগ্রাম সহর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখলা গ্রাম।

এই স্থান প্রসিদ্ধ শ্রীগৌর-পরিকর শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট। ইঁহার পিতৃদেবের নিবাস—ঢাকা জেলার বাঘিয়া গ্রামে ছিল। শ্রীবিদ্যানিধি-সেবিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউ মনোহর মূর্ত্তি—পদ্মাসনের উপরে খড়ম-পায়ে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া আছেন। ১৪টি শ্রীশিলা আছেন। তন্মধ্যে বিদ্যানিধি প্রভুর সেবিত শ্রীশিলাও আছেন। ভজন-মন্দিরটী বড়ই জীর্ণ।

মেদিনীপুর—কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর। রাজা প্রাণকরের পুত্র মেদিনী কর ইহার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মেদিনী-কোষ মেদিনীকর-কৃত অভিধান। আইন-ই-আকবরীতে এই নগরের উল্লেখ মিলে। মুঘল-যুগে এখানে একটি বৃহৎ সেনানিবাস ছিল। প্রবাদ—অত্রত্য গোপ-নামক ক্ষুদ্রপাহাড়ে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ ছিল। অত্রত্য জগন্নাথ-মন্দির, হনুমান্-মন্দির, দ্বাদশ শিবালয়, রাসমঞ্চ ও দুর্গামন্দির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে উল্লেখ আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব ওড়িষ্যা যাওয়ার কালে মেদিনীপুরের পথে গমন করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পর বলভদ্র দাস হিজলীর মণ্ডলাধিকারী হইয়াছিলেন। গোপীজনবল্লভ দাসকৃত রসিকানন্দের জীবনীতে উল্লিখিত আছে—বলভদ্র রাজরাজেশ্বরের মত জাঁকজমকে থাকিতেন। ইঁহার কন্যা ইচ্ছাদেবীকে রোহিণীনামক স্থানের রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ মুরারি বিবাহ করেন। রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য হইয়া সমগ্র উড়িষ্যামণ্ডলে চৈতন্যধর্ম প্রচার করেন। রসিকানন্দ ১৫৯০ খৃঃ হইতে ১৬৫২খৃঃ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। (বৃহৎবঙ্গ ১১০৬ পৃঃ)।

মেহেরান্—মথুরায়, ক্ষীরসাগর-

গ্রামের পূর্বদিকে। যাবটের নিকটবর্ত্তী—অভিনন্দের গোশালা (ভক্তি ৫। ১০৬৮)। কেহ কেহ বলেন—এই গ্রামে শ্রীযশোদার পিত্রালয় ছিল।

মৈশামুড়ি—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য সত্যরাঘব দাসের শ্রীপাট (অভিরামলীলামৃত)।

মোক্ষকুণ্ড—শ্রীগিরিরাজের উপরিবর্ত্তী তীর্থ (চৈ° ম° শেষ ২।২৩৯)।

মোক্ষতীর্থ—কংসখালি ঘাটের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মথুরাস্থিত যমুনার ঘাট (চৈ° ম° শেষ ২।১০৯)।

মোক্ষপ্রদ সপ্ততীর্থ—— অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

মায়াপুরী=গঙ্গোত্রী হইতে দোনাশ্রম (ডেরাডুন) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে), প্রয়াগে, ধারা (উজ্জয়িনীতে) এবং গোদাবরীতটে প্রতি তিন বৎসর অন্তর পর পর স্থানে কুম্ভমেলা হয়। স্কন্দপুরাণে (পুষ্করখণ্ডে) মকর রাশিতে বৃহস্পতি এবং সূর্য মিলিত হইলে রবিবারে যদি পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে প্রয়াগ ও হরিদ্বারে ‘পুষ্করযোগ’ হয়। ‘পুষ্করযোগ’ সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—সূর্য ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে মিলিত হইলে যদি বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা হয়, তবে গোদাবরীতে, সূর্য ও বৃহস্পতি মেষরাশিতে থাকিয়া সোমবারে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি পাইলে কাবেরীতে এবং শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতি কিম্বা সোমবারে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে কৃষ্ণানদীতে ‘পুষ্করযোগ’ হয়।

মোদদ্রুম দ্বীপ—নবদ্বীপান্তর্গত ‘মাউগাছি’। ইহাকে ‘মহাপাট’ বলা যায়, কেননা এস্থানে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী নারায়ণী, শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীসারঙ্গ মুরারির পাট আছে।

মোরণা—সূর্যকুণ্ডের নামান্তর (ভক্তি ৫।৭৮৫)।

মোসস্থলি—বর্দ্ধমানে, দাঁইহাট হইতে দুই মাইল দক্ষিণে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিষ্য শ্রীসনাতন দাসের শ্রীপাট ও সমাজ আছে।

মোহন বন—বহুলা বন (কৃ চ ৪।৩।১৩)।

মোহিনী কুণ্ড—বরসানার দক্ষিণে পরমসুন্দর লীলাস্থান (বৃলী ১৬)

মৌড়েশ্বর—বীরভূম জেলায়। মৌড়পুর গ্রামে মৌড়েশ্বর শিব আছেন। এই শিবই শ্রীনিত্যানন্দপূজিত কিনা নিশ্চিত হয় নাই। অত্রত্য রাজা মুকুট রায়ের কন্যাই পদ্মাবতী।

য

যকপুর—S. E. Ry. ষ্টেশন (মেদিনীপুরে) শ্রীরামচন্দ্র খাঁনের বংশধর ‘মহাশয়’-গণের বাস। এই রামচন্দ্র খাঁন কায়স্থ। ইনি মহাপ্রভুকে নৌকাযোগে উড়িষ্যার সীমায় যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খাঁন ব্রাহ্মণ ও শাক্ত। যকপুরে মহাশয়গণের প্রতিষ্ঠিত যক্ষেশ্বর শিব ও গণেশজীউর মন্দির আছে। ঐ শিব ও গণেশের নামেই স্থানের নাম যকপুর ও চকগণেশপুর হইয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামায় দুর্বৃত্তগণ মন্দিরের প্রচুর ধনরত্ন ও বিগ্রহ দুইটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। যকপুরের নিকটে মালঞ্চপুর গ্রামে ঐ বংশেরই এক শাখা গোবিন্দচন্দ্র রায়—৬৩৪ খৃঃ অব্দে ৺কালীমাতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণনাথ, যকপুর কাউপুর প্রভৃতি স্থানেই ঐ মহাশয়বংশের বাস। ইহারা সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদার। [অভিধান তৃতীয় খণ্ডে ‘রামচন্দ্র খাঁন’ শব্দ দ্রষ্টব্য]।

যতিপুরা— (নামান্তর—গোপালপুরা) গোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম—গ্রামের পূর্বভাগে শ্রীগিরিরাজের মুখারবিন্দ বিরাজমান। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদে এস্থানে অন্নকুট মহোৎসব হয়। গ্রামের উত্তরে শ্রীনাথজীর গোশালার ভগ্নাবশেষ দুইটি প্রাচীর বর্ত্তমান।

যদুপুরী—দ্বারকা ও মথুরা।

যমতীর্থ—শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী, ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত (ভক্তি ৫।৬৭৩)।

যমলার্জুন তীর্থ—ব্রজে, মহাবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।১৭৬৩, ৬৮)।

যমুনা—উত্তম-পশ্চিম প্রদেশবাহিনী নদী, শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ানিদান ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতাধ্যুষিত তীর-নীর।

যমুনান্ত—গোবৰ্দ্ধনের দুই মাইল পূর্বে, শ্রীকৃষ্ণরামের বিলাসস্থান। যমুনাঘাট দর্শনীয়।

যমুনোত্তরী—উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত। হৃষীকেশ হইতে তিন রাস্তায় যাওয়া হয়—হৃষীকেশ হইতে (১) দেব-প্রয়াগ ও টিহরী হইয়া, (২) নরেন্দ্রনগর ও টিহরী হইয়া এবং (৩) দেরাদুন ও মসুরী হইয়া। হৃষীকেশ হইতে দেবপ্রয়াগ ৪৪মাইল মোটর বাসে যাওয়া যায়। হৃষীকেশ হইতে নরেন্দ্রনগর ১০ মাইল, তথা হইতে টিহরী ৪১ মাইল—টিহরী হইতে ধরাসু ২৬ মাইল ভিলঙ্গনা নদীর কিনারে কিনারে যাইতে হয়। ধরাসু হইতে গঙ্গোত্তরী বা যমুনোত্তরী যাইতে হয়। ধরাসু হইতে গঙ্গানী ও খরসালী হইয়া যমুনোত্তরী ৪৫ মাইল পদব্রজে। সমুদ্রস্তর হইতে দশ হাজার ফুট উচ্চে এই যমুনোত্তরী। এস্থানে শীতল ও গরম কুণ্ড আছে। কলিন্দ গিরির বহু উচ্চ প্রদেশ হইতে বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া বরফ পাত হয়। কলিন্দগিরি-জাতা বলিয়াই যমুনাকে 'কালিন্দী' বলে। স্থানটি অতিসংকীর্ণ, যমুনাজীর মন্দিরও ক্ষুদ্র। প্রবাদ—মহর্ষি অসিত এস্থানে বাস করিতেন, তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, বৃদ্ধাবস্থায় দুর্গম পার্বত্যপথে নিত্য যাতায়াত কঠিন হইলে গঙ্গাজী ঋষির আশ্রম-পার্শ্বে ছোট ঝরণারূপে প্রকট হইয়াছিলেন, অদ্যাপি ঐ ঝরণা আছে। হিমালয়ে গঙ্গা ও যমুনার দুই ধারা এক হইয়া যাইত যদি মধ্যদেশে দণ্ডপর্বত না থাকিত। কালিন্দীর উদ্‌গম-স্থান এই যমুনোত্তরীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি-মনোরম। এস্থান হইতে উত্তর কাশী হইয়া গঙ্গোত্তরী যাওয়া চলে।

যমেশ্বর টোটা——শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বালুকোপরি যমেশ্বর টোটা বা উদ্যান। যমেশ্বর শিব জগন্নাথের খাজাঞ্চি বা হিসাব-রক্ষক, বৎসরে একদিন হিসাব নিকাশ করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথের প্রতিভূরূপে শ্রীসুদর্শন আগমন করেন। যম-দ্বিতীয়ায় ও জ্যৈষ্ঠী শীতলা ষষ্ঠীতে উৎসব হয়। প্রাকার-বেষ্টিত মন্দিরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া শ্রীমন্দিরে যাইতে হয়। নিকটেই শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ-জিউ।

যশোড়া—নদীয়া জেলা। চাকদহের নিকট। ই, আর চাকদহ ষ্টেশন। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাট। বর্ত্তমান মন্দিরের নিকটেই পূর্বে গঙ্গা ছিলেন—এক্ষণে এক মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গঙ্গাতীরের যে বটবৃক্ষতলে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-কলেবর বহন করিয়া আনিবার কালে বিশ্রাম করেন, ঐ প্রাচীন বটবৃক্ষ অদ্যাপি বিদ্যমান। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজ উহার তলে ভজন করিতেন।

শ্রীল জগদীশ যে ছয়হস্ত-পরিমিত লম্বা দণ্ডদ্বারা পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথ-কলেবর বহন করিয়া আনিতেছিলেন, ঐ যষ্টিটি অদ্যাপি দেবমন্দিরে আছে। জগদীশ শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-গোপাল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

স্নানযাত্রায় এই স্থানে উৎসব হয়। পৌষী শুক্লা তৃতীয়াতে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব হয়। শ্রীজগদীশের ভ্রাতা শ্রীল মহেশ পণ্ডিত দ্বাদশগোপালের একতম, শ্রীপাট—পালপাড়ায়। এই স্থানে প্রাচীন কালে একটি বকুল বৃক্ষ ছিল। 'জগদীশ-চরিত্রবিজয়' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যশোদল বা যান্দোয়া—মৈমনসিংহ জেলায়। এ স্থানে চূড়াধারী মাধবাচার্যের বংশধরগণের বাস।

যশোদাকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে ও নন্দগ্রামে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৪৮, ৯৭৪)।

যশোহর¹—(?) কামদেব নাগর বাস করিতেন।

যশোহর²--মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী দেবীকে মানসিংহ অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ শুনা যাইত, কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে মানসিংহ যে দেবীকে অম্বরে লইয়া যান, উহা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরী নহেন। প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী দেবী বর্ত্তমানে ঈশ্বরী পুর গ্রামে আছেন। আরও জানা গিয়াছে যে প্রতাপাদিত্যের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ও রাজরাজেশ্বরী শিলাদ্বয়ের মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে বসন্তকুমার রায়চৌধুরীর গৃহে এবং শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বর শিলা ফরিদপুর জেলায়

কাজুলিয়া গ্রামের ৬ আনি জমিদার-বাবুদের গৃহে আছেন। [সাহিত্য-পত্রিকা ১৩২৩, ২২৯ পৃঃ]

যাজপুর—উৎকলে বৈতরণী নদীর তীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়া তীর্থ। মন্দিরে আদিবরাহ, যজ্ঞবরাহ ও শ্বেত বরাহ—এই ত্রিমূর্ত্তি আছেন। বৈতরণীর নাভিগয়া যাজপুরের মধ্যে। গয়াসুরের নাভির উপর মন্দির। ঐস্থানে একটি কূপ আছে। ঐ কূপে পিণ্ডদান করিতে হয়। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৮০)। মহাভারত বনপর্বে (১৪৪।৪-১৩), ব্রহ্মপুরাণে (৪২।১-১০), কপিলসংহিতায় (৭।২-১৬) ইঁহার মহিমা-বর্ণনা আছে। কিংবদন্তী এই যে, উড়িষ্যার শৈবরাজ যযাতিকেশরীর নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়—'যযাতিপুর', অপভ্রংশে—যাযপুর। বস্তুতঃ ব্রহ্মার যজ্ঞপুর হইতেই 'যজ্ঞপুর' বা যাজপুর আখ্যা হইয়াছে। স্থানীয় পূজারীগণ বলেন যে রাজা যযাতিকেশরী শ্রীবরাহদেবের প্রাচীন মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে রঘুজী ভোঁসলা এই সকল সংস্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান 'হরমুকুন্দপুরই' ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল বলিয়া কথিত হয়। শ্রীজগন্নাথের মন্দির (বৈতরণী তীরে), শ্রীবরাহদেবের মন্দির, নাভিগয়া প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

যাজিগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়। কাটোয়া বর্দ্ধমান লাইট রেলের ধারে কাটোয়া ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে। শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর শ্রীপাট। শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু এই স্থানের গোপাল দাস চক্রবর্ত্তির কন্যা ঈশ্বরী দেবী বা দ্রৌপদী দেবীকে প্রথম বিবাহ করেন। গোপাল দাস যাজিগ্রাম হইতে চাখুন্দির নিকট ফরিদপুর গ্রামে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) বাস করেন। ইঁহার বংশধর এই স্থানে বর্ত্তমান। যাজিগ্রামে শ্রীশ্রীনিবাস-প্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ-অর্চিত শ্রীশ্রীমদন-গোপাল, শ্রীশালগ্রাম এবং শ্রীশ্রী-নিবাসপ্রভু-রোপিত দুইটি বৃক্ষ, নিত্য উপবেশনের জন্য দুইটি শিলাখণ্ড, ডাইল-ঢালা পুষ্করিণী, রাজা বীর-হাম্বীর-খনিত 'সিপাহী দিঘী' নামক বৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। গোষ্ঠাষ্টমীতে উৎসব হয়। মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুর মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। চারিধারে তমাল বৃক্ষ। স্থানটি বড়ই মনোহর।

যাদবতীর্থ--প্রভাসতীর্থের নিকটবর্ত্তী হিরণ্যানদীর তটে। পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে এইস্থানে যাদবগণ নষ্ট হন।

যাযাবর স্থান—মথুরা-মণ্ডলের সীমান্ত স্থল।

যাবট (যাও) গ্রাম--ব্রজে নন্দগ্রামের ঈশানকোণে দুই মাইল দূরে অবস্থিত অভিমন্যুর গৃহ। [ভক্তি ৫।১০৬৯] গ্রামের পশ্চিমে রাধাকান্ত মন্দির। পূর্বে কিশোরী মন্দির ও কিশোরীকুণ্ড তত্রত্য বৎসখোরে সুবল-বেশে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। বেরিয়া (কুলবৃক্ষের) বনে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় শব্দ করিয়া সঙ্কেত করিয়াছেন।

যুগিনদা গ্রাম——(মুর্শিদাবাদ) কাশীমবাজার হইতে ৪ মাইল পূর্ব-দিকে। শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহের সেবা আছে।

যুধিষ্ঠির গয়া—গয়াধামে অবস্থিত, শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৬৯)।

যুধিষ্ঠির বেদী—নবদ্বীপের অন্তর্গত মহৎপুরে প্রাচীন কালে স্থিত উচ্চটিলা, অধুনা লুপ্ত (ভক্তি ১২।৭৪০)।

যোগিয়া স্থান—ব্রজে, নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী, শ্রীউদ্ধব মহারাজের যোগকথা-প্রচারের স্থান (ভক্তি ৫।১০৩৮)।

র

রউনি—রোহিণীনগর, শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর আবির্ভাবস্থান। (রসিক পূর্ব ৩।৪০)

রঘুনাথপুর—বাঁকুড়া জেলায় বন-বিষ্ণুপুরের নিকটে অবস্থিত। ২ মানভূম জেলায়—কোটালডি গ্রামের নিকট। এই গ্রামে বহু প্রাচীন বটবৃক্ষতলে মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড হইতে কাশী যাওয়ার পথে বিশ্রাম করেন।

এখনো উহা 'মহাপ্রভুর স্থান' বলিয়া পরিচিত। অদ্যাবধি বৈশাখী সংক্রান্তিতে ঐস্থানে স্থানীয় লোকগণ প্রভুর সম্মানার্থে এক টাকা প্রণামী দেন, ভোগরাগ হয়।

রঘুনাথবাড়ী—মেদিনীপুর জেলায়। পাঁশকুড়া ষ্টেশন হইতে ২।৩ ক্রোশ। বাসে তমলুক যাইবার পথে, রাস্তার ধারে। এই স্থানে শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ আছেন। শ্রীগোপাল-আশ্রম, শ্রী-মন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ ও বহু প্রাচীন পুঁথি আছে। আশ্বিনী বিজয়া দশমীতে শ্রীশ্রীরঘুনাথের রথ-উৎসব হয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ দিয়া পুরী গিয়াছিলেন।

রঙ্গনাথ—'শ্রীরঙ্গম্' দ্রষ্টব্য।

রঙ্গপুর—কলিকাতা হইতে ২৫৭ মাইল এবং পার্বতীপুর জংসন হইতে ২৪ মাইল, ঘাঘট নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। প্রবাদ—এস্থানে কামরূপ-রাজ ভগদত্তের প্রমোদকানন ছিল বলিয়া ইহার নাম হয়—রঙ্গপুর। আবার নিকটবর্ত্তী পায়রাবাঁধ পরগণার সম্পর্কেও উক্ত হয় যে উহা ভগদত্তের কন্যা পায়রামতীর সম্পত্তি ছিল। মতান্তরে কিন্তু আসাম প্রদেশস্থ শিবসাগরের দক্ষিণে বিদ্যমান রংপুরই ভগদত্তের প্রমোদনগরী ছিল।

রণবাড়ী—ব্রজে, ছাতাইর তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, এস্থানে সখীগণসহ শ্রীরাধার সহিত সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গযুদ্ধের অভিনয় হয়। সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের লীলা-সম্বরণস্থলী, পৌষী অমাবস্যায় বিশেষ উৎসব হয়।

রতনপুর—হাওড়া নাগপুর লাইনে বিলাসপুর ষ্টেশন হইতে দশ মাইল দূরে ঘুটকু ষ্টেশন। তাহা হইতে রতনপুর যাওয়া যায়। রতনপুর ছত্রিশগড়ের প্রাচীন রাজধানী। এই স্থানেই অতিথিরূপী শ্রীভগবানের সন্তোষের জন্য রাজা ময়ুরধ্বজ নিজের শরীর নিজেরই স্ত্রী ও পুত্রদ্বারা করাতে চিরাইয়াছিলেন (ভক্ত ৫।১১)। এস্থানে বহু দেবদেবীর মন্দির আছে।

রত্নকুণ্ড—ব্রজে 'সোনেরার' নিকট-বর্ত্তী।

রমণকদ্বীপ—জম্বুদ্বীপের উপদ্বীপ, কালিয়নাগের বাসস্থান।

রমণক বালু—মহাবনের অন্তর্গত যমুনাতীরস্থ বালুকাময় স্থান। এস্থলে শ্রীমদনগোপাল গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়া করেন (ভক্তি ৫।১৭৮০)।

রয়ড়া—(বয়ড়া)—নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্বস্থলীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। জয়ানন্দ-মতে এই স্থানে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ ছিল। ইনি সার্বভৌমের ভ্রাতা।

রয়ণী বা **রোহিণী**—মেদিনীপুর জেলায়। মৌভাণ্ডার পরগণার অন্তর্গত। সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর সঙ্গমস্থলে। ইহার নিকটে বারজীত নামক স্থানে শ্রীশ্রীরামসীতা বিশ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাট।

শ্রীরসিকের নৃপতি শিষ্যবৃন্দ যথা:—

১। ময়ুরভঞ্জের রাজা—বৈদ্যনাথ ভঞ্জ। ২। নৃসিংহপুরের রাজা—ভূঞা উদয় দত্তরায়। ৩। পাঠানপুরের রাজা—গজপতি। ৪। পাঁচেটের রাজা—হরিনারায়ণ। ৫। ময়নার রাজা—চন্দ্রভানু। ৬। ধারেন্দার রাজা—ভীম, শ্রীকর প্রভৃতি। ৭। ওড়িষ্যার তদানীন্তন শাসনকর্তা নবাব ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগও শ্রীল রসিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসিয়া পর্বত—ব্রজে, বদ্রিনারায়ণের নিকটবর্ত্তী (ভক্তি ৫।৮২৮)।

রসোরা—মুর্শিদাবাদ জেলায়। শ্রীগোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব ঘোষের পিতামহ গোপাল ঘোষের জন্মস্থান। গোপালের পিতা চক্রপাণি কৌলাচারী ছিলেন, কিন্তু গোপাল ইহাতে দুঃখিত হইয়া কাটোয়ার চারি ক্রোশ পশ্চিমে কুলাই গ্রামে বাস করেন। গোপালের পুত্র বল্লভ। বল্লভের পুত্র—গোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব [বীরভূমি ১।১১১ পৃষ্ঠা]।

রহেলা—ব্রজে, শ্রীনন্দমহারাজের বিলাস-ভবন (উস ২৯)।

রাওল—(রাভেল)—ব্রজে, মহাবনে, শ্রীরাধার আবির্ভাব-স্থান (ভক্তি ৫।১৮১০)।

রাকৌলী—ব্রজে, ডাভারো গ্রামের দেড় মাইল নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত। সুদেবীর গ্রাম (মতান্তরে)।

রাজগড়—ভঞ্জভূমে, বৈদ্যনাথভঞ্জ প্রভৃতির নিবাস। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর লীলাস্থান। [র° ম° দক্ষিণ ১২।১৬]।

রাজগিরি—মগধদেশস্থ পর্বত-বিশেষ। তত্রত্য তীর্থও এই নামে পরিচিত। জরাসন্ধ-প্রতিষ্ঠিত মগধের প্রাচীন

রাজধানী। শ্রীগৌর গয়াগমনকালে এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। চৈ° ম° আদি ৫।৫৩)। অন্য নাম—রাজগৃহ বা গিরিব্রজপুর। কিউল জংশন হইতে জামুয়ান অথবা বক্তিয়ারপুর জংসন হইতে রাজগির কুণ্ড ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এস্থানে জরাসন্ধ নিহত হয়। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর স্বামী ও ভগবান্ বুদ্ধ এস্থানে কিছুদিন ছিলেন। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির তীর্থ।

রাজগ্রাম—মথুরার নিকট অবস্থিত যমুনা-তীরবর্ত্তী গ্রামবিশেষ। এ গ্রাম হইতে গোকুল দর্শন করিয়া মহাপ্রভু বিহ্বল হন (চৈ° ম° শেষ ২।৪২)। ২ মেদিনীপুর জেলায়, শ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য বলভদ্রের নিবাস।

রাজবলহাট—(বৰ্দ্ধমান) ঝামটপুরের নিকট। এই ঝামটপুরে শ্রীযদুনন্দন আচার্যের বাস। তাঁহার শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণীদেবী-নাম্নী দুই কন্যার সহিত শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়।

রাজমহল——ছোটনাগপুর - প্রভৃতি ব্যাপ্ত গিরিমালা (প্রেম ৫)। রাজা মানসিংহ ওড়িষ্যা বিজয় করত (১৫৯২ খৃঃ) প্রত্যাবর্ত্তন--কালে এস্থানে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজমহেন্দ্রী—— (রাজমাহেন্দ্রবরম্ বা পুরম্) দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী জেলায়। দক্ষিণ রেলপথে গোদাবরী ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। গোদাবরীর উত্তর তীরে লিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। ইহার সম্মুখে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে আর একটি মন্দিরও মার্কণ্ডেয় স্বামীর নামে আছে। রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরীর তীরে ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভের ন্যায় মেলা হয়। উহার নাম পুষ্করম্। রাজমহেন্দ্রীর অনতিদূরে একটি পাহাড়ের গাত্রে সাতবাহন-বংশীয় রাজাদের শিলালিপি আছে। ঐ স্থানে গজপতি-বংশীয়েরা বহুদিন রাজত্ব করেন। ১৪৭০ খৃঃ বাহমনী-বংশীয় সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ রাজমহেন্দ্রী জয় করে। উড়িষ্যার রাজারা পুনরায় উহা দখল করে। ১৫২২ খৃঃ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় রাজমহেন্দ্রী জয় করিয়া গজপতি বংশীয় রাজাকে ফিরাইয়া দেন। মহম্মদ তোগলক রাজমহেন্দ্রীর প্রধান হিন্দু মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া মসজিদ করিয়াছিল।

রাঢ়দেশ—বঙ্গের যে অংশের উত্তরে ও পূর্ব্বে গঙ্গা, দক্ষিণে ওড়িষ্যা এবং পশ্চিমে দারুকেশ্বর, অধুনা বাঙ্গালার যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। রাঢ়ের প্রাচীন নাম—সুহ্ম, প্রাঠদেশ, বৌদ্ধযুগে রাঠ=রাঢ়। উত্তর রাঢ়—বৰ্দ্ধমান ও কালনার উত্তর দিকে অবস্থিত এবং উহার দক্ষিণ দিকের ভূখণ্ডকে 'দক্ষিণ রাঢ়' বলে।

অতি প্রসিদ্ধ স্থান—(১) একচক্রা (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-স্থান) (২) বৰ্দ্ধমান জেলায় কুলীনগ্রাম (শ্রীরামানন্দ বসু) (৩) শ্রীখণ্ড (শ্রীনরহরি, মুকুন্দ, চিরঞ্জীব প্রভৃতি) (৪) অগ্রদ্বীপ (শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রীপাট) ইত্যাদি।

রাণাপাড়া—বৰ্দ্ধমান জেলায়, কুলীন গ্রামের নিকটবর্ত্তী; শ্রীশ্যামদাসাচার্য-প্রকাশিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ। মন্দিরটী ১৬১৪ শকে নির্মিত হইয়াছে।

রাণারণজিৎসিংগড় বা **গড়বাড়ী**—হুগলী জেলায় আরামবাগ সাবডিভিসনে। কাছারী হইতে দুই মাইল পূর্বে বয়ড়া পরগণায়।

'শ্রীচৈতন্যপারিষদ - জন্মনিরূপণ', 'রসকদম্বলতা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা গৌরভক্ত শ্রীজয়কৃষ্ণ দাসের জন্মভূমি। ঐ সকল গ্রন্থ ২৬০।২৭০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

রাণীহাটী—মেদিনীপুর জিলার পরগণা-বিশেষ। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর লীলাক্ষেত্র। তৎপ্রবর্তিত সুরকেও এই কারণে 'রেণেটী' সুর বলা হয়।

রাতুপুর—নবদ্বীপান্তর্গত ঋতুপুরের অপভ্রংশ। 'ঋতুপুর' দ্রষ্টব্য।

রাতুপুর—শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত 'রুদ্রদ্বীপ'।

রাধাকুণ্ড—ব্রজের মুকুটমণি স্থান। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃতে মাহাত্ম্যাদি দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ; শ্রীবৃন্দাবনীয় যাবতীয় মন্দিরাদি এস্থানেও বিদ্যমান। অত্রত্য প্রসিদ্ধ ঘাট—শ্রীগোবিন্দঘাট, মানসপাবনঘাট, পঞ্চ-পাণ্ডবপাট, শ্রীরাধাবল্লভঘাট, অষ্ট-সখীর ঘাট, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপবেশনঘাট, মদনমোহনঘাট, সঙ্গম-ঘাট, ঝুলনতটের ঘাট, এবং শ্রীমা জাহ্নবার ঘাট, গয়াঘাট। সমাধিস্থান—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীভুগর্ভ

গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামির চিতাসমাজ একত্র এবং শ্রীকুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীদাস গোস্বামির পুষ্পসমাধি। শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে শ্রীল রাজেন্দ্র গোস্বামির সমাধি। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে দ্বিপ্রহরে শ্রীরাধা-কুণ্ড-প্রাকট্য বলিয়া ঐ সময়ে লক্ষলক্ষ লোক স্নান করেন। এতদ্-ব্যতীত মৌড়িয়া পূর্ণিমা, পুরুষোত্তম মাস ও নিয়মসেবা উপলক্ষেও বহু-যাত্রীর সমাগম হয়।

শ্রীকুণ্ডের উৎপত্তি-কাহিনী ও সংস্থান—শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপধারী অরিষ্ট অসুরকে বধ করিবার পর গোপিকাগণ তাঁহাকে বৃষঘাতী বলিয়া দোষারোপ করিলেন ও সর্বতীর্থে স্নানান্তে গোপী-গণের স্পর্শ করিতে পারা যাইবে বলিলেন। সর্বতীর্থ আবাহন করত শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রকট করিয়া স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী হইয়া গোপীগণকে ধর্ম-কর্মাদি-রহিত বলিয়া পরিহাস করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী রাধারাণী এক মনোহর কুণ্ড করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমে সংলগ্ন ভূমিতে অরিষ্টাসুরের ক্ষুরাঘাত স্থানে সমস্ত সখীগণের হস্তদ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া দুই দণ্ডের মধ্যে এক দিব্য মনোহর সরোবর খনন করিলেন; এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্যাম-কুণ্ডের তীর্থজল আনিয়া রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করিতে বলিলে শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন যে শ্যামকুণ্ডের গোবধপাতকযুক্ত জল রাধাকুণ্ডে আনিলে সব নিষ্ফল হইবে এবং তিনি সখীগণের দ্বারা মানসগঙ্গার পবিত্র জল আনিয়া কুণ্ড পূর্ণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে তখন শ্যামকুণ্ড হইতে তীর্থগণ উঠিয়া শ্রীরাধিকাকে ভক্তিসহকারে প্রণতি ও স্তুতি করিতে লাগিল। তাহাদের স্তবে শ্রীরাধারাণী সন্তুষ্ট হইয়া তীর্থগণকে আসিতে আদেশ করিলে শ্যামকুণ্ডের ভিত্তি ভেদ করিয়া অতি বেগের সহিত সমস্ত তীর্থজল রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া কুণ্ড পরিপূর্ণ করিল। এই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য জলকেলি হয় এবং ইহা শ্রীরাধার সমান প্রিয়তম। শ্যামকুণ্ড অপেক্ষা রাধাকুণ্ডের মহিমা অধিক। কুণ্ডদ্বয়ের প্রকট-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভগবতী পৌর্ণমাসী পরমানন্দিত হইয়া বৃন্দাকে আহ্বান করিয়া কুণ্ডের চারিদিকে নানাবিধ বিচিত্র বৃক্ষ ও লতাদি রোপণ করিয়া সুসজ্জিত করিতে বলিলেন। শ্রীবৃন্দাদেবীও নিজের ইচ্ছামত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের জন্য কুণ্ডের চারিদিকে নানা মণিমুক্তা-রত্নাদি খচিত ঘাট ও সোপানাবলী নির্মাণ করিয়া চতুষ্পার্শ্বে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা-পুষ্পাদিদ্বারা মনোহর কুঞ্জ তৈয়ার করিলেন। ঘাটের দুইদিকে নানা-প্রকার মণি-বিরচিত ছত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহার নিকটে মনোহর কল্পবৃক্ষ রোপণ করিলেন। বৃক্ষে শুকসারি, কপোত, ময়ূর ও কোকিলাদি পক্ষিগণ অনুক্ষণ শব্দ করে। কুণ্ডে শ্বেত, রক্ত, নীল ও পীত বর্ণ চতুর্বিধ পদ্ম শোভা পাইতেছে। শ্রীকুণ্ডের উত্তর দিকে জলের মধ্যে ষোলদল-পদ্ম তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট 'অনঙ্গ-মণ্ডপ'-নামক এক মনোহর নানাবিধরত্ন-খচিত কুঞ্জ নির্মিত রহিয়াছে। কুণ্ডের উত্তর দিকে তীর হইতে জলোপরি কুঞ্জে যাতায়াত করিবার জন্য সেতুবন্ধ রহিয়াছে। সেই মণ্ডপমধ্যে রত্ন পালঙ্ক, তদুপরি চন্দ্রাতপ ও শ্রীশ্রী-রাধা-গোবিন্দের বিলাসোপযোগী বিবিধ বিচিত্র সম্ভার রহিয়াছে। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী নিজজন সহ তথায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নানাপ্রকার প্রেম সেবা করেন। শ্রীকুণ্ডের অষ্টদিকে অষ্টসখীর কুঞ্জ আছে। উত্তরে ললিতানন্দদ-নামক রাজপট্ট অনঙ্গ-রঙ্গাম্বুজকুঞ্জ আছে। ললিতার সখী কলাবতী ইহার সংস্কার করেন। অষ্টদলপদ্মাকৃতি ললিতানন্দদ কুঞ্জের অষ্ট দিকে অষ্ট কুঞ্জ—উত্তরে সিতাম্বুজ, বায়ুকোণে বসন্তসুখদ, পশ্চিমে হেমাম্বুজ, নৈর্ঋতে শ্রীপদ্মমন্দির, দক্ষিণে অরুণাম্বুজ, অগ্নিকোণে মদনান্দোলন, পূর্বে অসিতাম্বুজ ও ঈশানে মাধবানন্দদ-নামক বিচিত্র বিচিত্র কুঞ্জ আছে। তথায় শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণ বিবিধভাবে বিলাস করেন। শ্রীকুণ্ডের ঈশানে বিশাখানন্দদ-নামক মদন-সুখদা চতুর্বর্ণ কুঞ্জ আছে, তথায় বিশাখার সখী মঞ্জুমুখী উহার সংস্কার করেন। পূর্বে সুচিত্রানন্দদ-নামক বিচিত্র-বর্ণ কুঞ্জ, তথায় চিত্রা গণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখ-সেবা করেন। অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা-সুখদাখ্য শ্বেতবর্ণ কুঞ্জ, তথায় ইন্দু-লেখা গণসহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবা করেন। দক্ষিণে চম্পকা-

নন্দদ-নামক সুবর্ণ-বর্ণ কুঞ্জ আছে, এখানে চম্পকলতিকা গণসহ শ্রীযুগলের সুখকরী সেবা করেন। নৈর্ঋতে শ্যামকুঞ্জ-নামক রঙ্গদেবী-সুখপ্রদ শ্যাম-বর্ণ কুঞ্জ, এখানে রঙ্গদেবী গণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যা-সুখদাখ্য অরুণবর্ণ কুঞ্জ, তথায় তুঙ্গ-বিদ্যা গণসহ শ্রীনবযুবদ্বন্দ্বের প্রেম সেবা করেন। বায়ুকোণে সুদেবী-সুখদ-নামক হরিদ্বর্ণ কুঞ্জ, তথায় সুদেবী গণসহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতি সেবা করেন। এই কুঞ্জে শ্রীযুগলকিশোর পাশক খেলেন। এইরূপে এই অষ্ট কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রত্যহ বিবিধ বিলাস করেন। এই সকল কুঞ্জের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন যেই কুঞ্জে গমন করেন, তখন সেই কুঞ্জ-সমবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণ সকলেই একরূপ একবেশ হইয়া যান। অন্য কোন লোক তথায় গেলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে চিনিতে পারে না। শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বে শ্রীশ্যামকুণ্ডের উপরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম সখাগণেরও কুঞ্জ আছে। ২ রামকেলিতে অবস্থিত (ভক্তি ১৷৬০৪)।

রাধানগর—(মুর্শিদাবাদে) বুধুরির নিকট। শ্রীল বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র ঠাকুরের বাস ছিল। ২ মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর লীলাক্ষেত্র। [র° ম° দক্ষিণ ১১। ৩০]। ৩ হুগলী জেলায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য যদু হালদারের শ্রীপাট। ইঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহ বর্তমানে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

রাধানগরের সর্বাধিকারী মহাশয়-গণের পূর্ব-পুরুষগণের স্থাপিত শ্রীরাধাবল্লভজীউ ও শ্রীশালগ্রাম আছেন। শ্রীল অভিরাম ঐ শিলাকে প্রণাম করেন, কিন্তু তাহাতে ঐ শিলা ভগ্ন না হইয়া শীতল হন। সেই হইতে উহার নাম 'শীতলানন্দ' হইয়াছে।

রাধানগরে পূর্বে রত্নগর্ভ আগম-বাগীশ নামক একজন তান্ত্রিক সাধু ছিলেন। প্রান্তর-মধ্যে ত্রিকোণ গৃহে তাঁহার কালী ও পঞ্চমুণ্ডী আসন এখনও আছে।

এই রাধানগরে শ্রীরামমোহন রায়ের জন্ম। ইঁহার জন্মস্থানে একটি তুলসীমঞ্চ আছে ও তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরের ভগ্ন দোলমঞ্চ আছে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পিতৃদেবও ভক্তই ছিলেন। রামমোহন রায়ের মাতৃদেবী শ্রীমতী ফুলঠাকুরাণী শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মার্জন করিতেন। বিষয়কর্ম দেখিবার সময় কুলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে বসিয়া কার্য করিতেন।

রাধাবাগ—শ্রীবৃন্দাবনের পূর্বদিকে যমুনাতীরে অবস্থিত।

রাধাস্থলী—ব্রজে, শ্রীরাধার রাজ্যা-ভিষেক-স্থান 'উমরাও'।

রাভেল—ব্রজে, লোহবনের দক্ষিণে, যমুনাতীরবর্তী, শ্রীরাধার জন্মস্থান।

রামকুণ্ড—ব্রজে সাঁখীগ্রামান্তর্গত 'রাম-তলাও'। ২ খানাকুল কৃষ্ণ-নগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর-কর্তৃক যেখানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ মূর্তি প্রকটিত হইয়াছেন, সেই সরোবর।

রামকেলী—মালদহ জেলায়। মালদহ ষ্টেশনে নামিয়া সহর হইতে ২½ ক্রোশ দূরে। প্রাচীন গৌড়ের নিকট। রামকেলী তীর্থে পিয়াসবাড়ী ডাক বাংলার পশ্চিম দিয়া যাইতে হয়। ইহা গৌড়ের রাজধানী। সুলতান বারবক সাহের সময়ে (১৪৬৮—৭৪ খৃঃ) শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতামহ শ্রীমুকুন্দদেব রাজ-সরকারের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। বাকলাচন্দ্রদ্বীপে তাঁহার পুত্র কুমার-দেবের পরলোক গমন হইলে তিনি পৌত্র শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতিকে রাজধানীর নিকটে উক্ত রামকেলিতে তাঁহার বাসস্থানে লইয়া আসেন। এই স্থানে শ্রীবল্লভ বা অনুপম প্রভুর পুত্র শ্রীজীব প্রভুর জন্ম হয়। শ্রীশ্রী-অদ্বৈত প্রভুর পূর্বপুরুষ শ্রীনৃসিংহ ওঝাও এস্থানে বাস করিতেন।

রামকেলীর উত্তরভাগে সনাতন দীঘি, উহার পশ্চিম ধারে শ্রীল সনাতন প্রভুর আবাসবাটী ছিল। এক্ষণে তাহাকে বড়বাড়ী বলে।

হোসেন সাহের সোণা মসজিদের উত্তর দিকে শ্রীরূপকৃত রূপসাগরের ইষ্টক-রচিত সোপানাবলি এখনও আছে। উহার পূর্ব দিকে শ্রীরূপের আবাস ছিল। ঐ রূপসাগরের পশ্চিম দিকে শ্রীবল্লভ-প্রভুর বাড়ী ছিল। বর্তমানে তাহাকে 'খরখবি' বলে।

রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিয়া যে স্থানে উপবেশন করিয়া-ছিলেন, সেস্থানে এখনও সেই তমাল

ও কেলিকদম্ব বৃক্ষ আছে। বৃক্ষতলের উপরে উচ্চ বেদীতে প্রভুর শ্রীচরণযুক্ত একখানি প্রস্তর আছে। উহার পার্শ্বে একটি মন্দিরে শ্রীনিতাইগৌর এবং শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

শ্রীল সনাতন-প্রভুকে সেখ হবু-নামক যে কারাধ্যক্ষ কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আবাস-বাটীর ভগ্নাবশেষ গৌড়ের একাংশে ইলিংসহর গ্রামে আছে।

হোসেনসাহের হিন্দু কর্মচারী—

১। কেশব বসু খাঁ—গৌড়ের কোতয়াল বা নগরপাল।

২। গোপীনাথ বসু, পুরন্দর খাঁ—উজির।

৩। শ্রীল সনাতন-প্রভু (দবির খাস)—প্রাইভেট সেক্রেটারী।

৪। শ্রীরূপ-প্রভু (সাকরমল্লিক)—রাজস্ববিভাগের কর্তা।

৫। শ্রীবল্লভ মল্লিক—টাঁকশালের অধ্যক্ষ।

৬। শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ—রাজ-চিকিৎসক।

গৌড়ে হিন্দু-কীর্ত্তির চিহ্নাদি—

দেওয়ানী আদালতের উত্তরে বাজার, ইহার উত্তরে হুটুক্ষেপার আশ্রম।

১। পিয়াসবাড়ী দীঘি—এক মাইল বেষ্টনযুক্ত। ডাকবাংলার ৮ মাইলের সন্নিকট।

২। ছোটসাগর দীঘি—হিন্দুযুগে খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে খনিত, ইহার নিকট ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরের বাটী ছিল।

৩। পিয়াসবাড়ীর উত্তর-পশ্চিমে কিছু দূরে ভাগীরথীর পূর্বপারে ফুলবাড়ী-নামক স্থানে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। ইহা বল্লাল সেন-কৃত।

৪। এই দুর্গের ৪ মাইল দূরে উত্তর দিকে বল্লাল বাড়ী-নামক স্থানে ইংলিস বাজারের নিকট হিন্দুরাজত্ব-কালের রাজপ্রাসাদের স্তূপ আছে। এই স্থানে বড়সাগর দীঘি। সাদুল্লাপুরের গঙ্গাস্নানের প্রাচীন ঘাট ও বল্লাল বাড়ীর স্তূপ আছে। কাহারও মতে এই দীঘি বল্লালসেন-কৃত এবং কাহারও মতে উহা লক্ষ্মণ সেন ১১২৬ খৃঃ খনন করেন। উহা এক মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধমাইল প্রস্থ।

৫। সাগর দীঘির এক মাইল পশ্চিমে সাদুল্লাপুরের প্রাচীন গঙ্গাস্নানের ঘাট। ঘাটের উপরে বাজারের কাছে বৃহৎ বটবৃক্ষ। তাহার অদূরে একটি শিবমন্দির। মুসলমানযুগে কোন হিন্দু গৌড়ের মধ্যে কোনস্থানে এই শিবলিঙ্গ-পূজা ভিন্ন আর কোনস্থানে পূজা ও ধর্ম কর্ম করিতে পারিত না। মুসলমান-গণের এই আদেশ ছিল।

৬। লোটন মসজিদ হইতে একক্রোশ দূরে বল্লালদীঘির কাছে মহদিপুরের খালের উপরে যে প্রাচীন সাঁকো আছে, তাহার প্রান্তভাগে দুইটি শিলায় সংস্কৃত অক্ষরে কতক-গুলি ছত্র লিখিত আছে। উহা পাঠ করা কষ্টকর।

৭। বড়সাগর দীঘির আধ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে কমলবাড়ী-নামক স্থানে গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। এই স্থান 'দ্বারবাসিনী' -নামে খ্যাত।

৮। পিয়াসবাড়ীর ডাকবাংলা ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ দূরে দক্ষিণ দিকে গৌড়ের রামকেলি পল্লী।

এই স্থানে বাঁধা রাস্তার দক্ষিণ দিকে শ্যামকুণ্ড ও উহার উত্তরে রাধাকুণ্ড-নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীদ্বয়। রাধাকুণ্ডের পূর্ব দিকে সুরভীকুণ্ড ও সরকারী রাস্তার দক্ষিণে রঙ্গদেবীকুণ্ড তাহার দক্ষিণ-পূর্বে ইন্দুরেখাকুণ্ড।

৯। কেলিকদম্বতলা—পার্শ্বস্থ ভূমি হইতে তিন হাত উচ্চ বেদী। বেদীর মধ্যস্থলে প্রাচীন তমালবৃক্ষ ও উহার দুই পাশে কেলিকদম্ব বৃক্ষ। এই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

১০। বেদীর নিকটেই শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন-মোহনমন্দির।

১১। উক্ত বেদী ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে দক্ষিণে ললিতাকুণ্ড, পরে বিশাখাকুণ্ড। ইহার দক্ষিণে কিয়দ্দূরে রূপসাগর দীঘি। ইহার ঘাটের বাম পার্শ্বে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—সন ১২৮৬; ৩২ জ্যৈষ্ঠ।

১২। উক্ত দীঘির পূর্বদিকে গেরদা-নামক স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর বাটী ছিল।

১৩। রামকেলিতে শ্রীসনাতন গোস্বামি-কৃত সনাতনসাগর-নামে একটি জলাশয় আছে।

১৪। ভাগীরথার প্রাচীন খাতের পূর্বাংশে বাইশগজি দেওয়াল ও

দুর্গমধ্যে হাবল্‌বাস রাজপ্রাসাদ। এক্ষণে ঐ স্থান ব্যাঘ্র ও বন্য শূকরের আবাসভূমি। এং রাজপ্রাসাদের বাহিরে উত্তর-পূর্ব দিকে হোসেন সার ও তৎপুত্র নসরৎ সার কবর ছিল। উহাকে **বাঙ্গালীকোট** বলে। বর্ত্তমানে হোসেন সার কবরের চিহ্নমাত্র নাই।

১৫। কদমরসুলের বাটীর উঠানের উত্তরদিকে একটি গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদের গর্ভগৃহে মধ্যস্থানের বেদীতে কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ কষ্টি-পাথরের নির্মিত যুগল-পদচিহ্ন আছে। উহার পরিমাণ—১১ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৫½ ইঞ্চি প্রস্থ, ৪½ ইঞ্চি স্থূল। মুসলমানগণ ইহাকে মহম্মদের পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করেন এবং হিন্দুগণ শ্রী-গৌরাঙ্গের পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করেন। ঐ মসজিদের মধ্যের দ্বারের ললাটে কষ্টিপাথরের ফলকে লিখিত আছে (অনুবাদ):—

এই মসজিদ নসরৎ সাহ (হোসেন্ সার পুত্র) ৯৩৭ হিজরীতে (১৫৫০ খৃঃ) নির্মাণ করে।

গৌড়ে বাইশগজি প্রাচীরের বাহিরে চিকা মসজিদ-নামক স্থান। উহাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বন্দিশালা।

১৬। লোহাগড়া-নামক স্থানে সুড়ঙ্গের মধ্যে পাতালচণ্ডী দেবী ছিলেন। বর্ত্তমানে বিগ্রহ নাই। সুড়ঙ্গের চিহ্ন আছে। এই স্থান মহারাজপুর হইতে এক মাইল পশ্চিম দিকে।

১৭। বড় সাগরদীঘির উত্তর পাড়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে একটি ৭।৮ হাত দীর্ঘ প্রস্তর প্রবিষ্ট আছে, উহার দুই দিকে চন্দ্র ও সূর্য খোদিত। এই স্থানকে **'হরির ধাম'** বলে।

১৮। এই হরির ধামের পশ্চিমে এক মাইল দূরে চণ্ডীপুরের পারে **দ্বারবাসিনী** দুর্গাদেবী আছেন। অশ্বত্থবৃক্ষতলে কয়েকটি শিলাখণ্ড-মধ্যে একটি শিলাচক্র—দুর্গাদেবী। এখানে বৈশাখ মাসের শনি-মঙ্গলবারে হিন্দু মুসলমানে পূজা করেন।

১৯। রামনগর কাছারী বাড়ী হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে **জহরাবাসিনী** দেবীর স্থান আছে। ইহা একটি মৃন্ময় স্ত্রী-মুণ্ড। দেবীর গৃহ মহানন্দা নদীর পশ্চিম পাড়ে।

২০। ইংলিশ বাজারের উত্তর দিকের প্রান্তভাগে মনস্কামনা রোড হইতে গয়েসপুর রোড বাহির হইয়াছে। সামান্য দূরে গয়েসপুর। এই গয়েসপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেশব ছত্রীর গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

এস্থানে বীরভদ্র প্রভুর মধ্যম পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের গাদি আছে। এই গয়েসপুর গ্রামের আমবাগানে শ্রীল বীরভদ্র প্রভু কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের নিকটেই মনস্কামনা শিবের মন্দির।

২১। ঐ শিবমন্দির ছাড়াইয়া কিছুদূরে রাজমহল রোডে **বল্লাল বাড়ী ও বল্লালগড়**। এখানে সেন রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। বল্লালের রাজত্বকাল—১১৬৯ খৃঃ।

২২। পিরোজপুরের মিঞা সাহেবের আরবি দলিলে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত আছে—'গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন দবির খাস' এবং কদম রসুল দরগার দলিলে নাগরী অক্ষরে সনাতন প্রভুর স্বাক্ষর আছে—'শ্রীসনাতন দবিরখাস।'

রামগড়—কটকে, শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রাসাদস্থান বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বর্ত্তমানে চিহ্নও নাই।

রামগয়া—গয়াধামে অবস্থিত তীর্থ-বিশেষ। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৬৮)।

রামঘাট—(উবে) ব্রজে, খেলন বনের দুই মাইল পূর্বে, যমুনা-তীরে শ্রীবলদেবের রাসস্থলী।

রামচন্দ্রপুর—নবদ্বীপের অন্তর্গত, হলায়ুধ ঠাকুরের নিবাস। এস্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ-কর্ত্তৃক ১৮২১ খৃঃ নির্মিত মন্দির ছিল।

রামনগর—দাক্ষিণাত্যে। শ্রীমহা-প্রভুর ভক্ত শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামির জন্মস্থান। [ইনি পাণি-হাটীর রাঘব পণ্ডিত হইতে ভিন্ন]। গিরিগোবর্দ্ধনে ইনি যেস্থানে ভজন করিতেন, তাহার নাম—'রাঘবের গোফা'। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন-প্রকাশ' গ্রন্থ রচনা করেন।

রামপুর—পদ্মাতীরে, শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের পিতা তপন মিশ্রের বাস ছিল। তপন মিশ্র পরে কাশীবাসী হন।

রামবট—নবদ্বীপে মাউগাছির অন্তর্গত, এক্ষণে স্থান লুপ্ত (ভক্তি ১২।৫৯৩)। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ইহার ছায়ায় বসিয়া সীতাকে ভাবি নবদ্বীপলীলা দেখাইয়াছেন।

রামাই আনন্দকোল গ্রাম—উড়িষ্যা, যাজপুরের নিকট। এই স্থানে রায় রামানন্দের বংশধরগণের বাস। ভ্রাতা বাণীনাথের পৌত্র গোবিন্দ কটকে রাজধানী করেন। তাহার পর বংশধরগণের কেহ কেহ বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান-অঞ্চলে গিয়া বাস করেন।

রামেশ্বর (সেতুবন্ধ)—[অক্ষাংশ ৯।৮, দ্রাঘিমাংশ ৭৯।১৮] শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ১।১১৬, ৯।২০০; চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৫)। পম্বম্ বন্দর হইতে চারি মাইল উত্তরে রামেশ্বর মন্দির। ধনুষ্কোটি তীর্থ তত্রত্য চব্বিশ তীর্থের অন্যতম, রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং S. R. line এর শেষ ষ্টেসন রামনাদের নিকট—রামেশ্বরম্ ষ্টেসন। দর্শনীয়—লক্ষ্মণ-তীর্থ, সীতাতীর্থ, রামতীর্থ, রামেশ্বর মন্দির প্রভৃতি। বিশেষ উৎসব—শিবরাত্রি, বৈশাখীপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমা (রামলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠোৎসব), আষাঢ়ী কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শ্রাবণী শুক্ল পর্যন্ত (বিবাহোৎসব), আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপৎ হইতে নবরাত্রোৎসব, স্কন্দজন্মোৎসব, অগ্রহায়ণী শুক্লা-ষষ্ঠী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত আর্দ্রা-দর্শনোৎসব। এতদ্ব্যতীত মকর-সংক্রান্তি, চৈত্রী শুক্লা প্রতিপৎ, কার্তিক মাসের কৃত্তিকানক্ষত্রে, পৌষ-পূর্ণিমাতেও উৎসব হয়। প্রত্যেক মাসের কৃত্তিকা নক্ষত্রের দিন রৌপ্য-ময়ূরের বাহনে সুব্রহ্মণ্যের শোভাযাত্রা, প্রত্যেক প্রদোষে শ্রীরামেশ্বরের উৎসব-মূর্তির বৃষভারোহণে তৃতীয় প্রাকারের প্রদক্ষিণ এবং প্রতি শুক্রবারে অম্বাদেবীর উৎসবমূর্তির যাত্রা বাহির হয়।

রায়পুর—(মুর্শিদাবাদে) গোয়াস পরগণায়। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীনরনারায়ণ চৌধুরীর শ্রীপাট, শ্রীশ্রী-গোবিন্দজীউর সেবা।

রায়া—মথুরায়, এস্থানে শ্রীনন্দবাবার কোষাগার ছিল।

রাল—ব্রজে, সটিঘরা হইতে পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলরাম কুণ্ড—তৎপশ্চিমে শ্রীবলদেব।

রাসস্থলী—ব্রজে, গোবর্দ্ধনে এবং পরাসলী গ্রামে বসন্ত-রাস-স্থান (ভক্তি ৫।৬২৩, ১৬২৩—২৪)।

রাসোলী—ব্রজে, চরণপাহাড়ী ও কোটবনের মধ্যবর্ত্তী, শারদীয় রাসলীলার স্থান।

রিঠৌর—ব্রজে, সঙ্কেতের দেড় মাইল পশ্চিমে, শ্রীচন্দ্রভানুর গ্রাম। শ্রীচন্দ্রাবলীর জন্মস্থান।

রুকুনপুর—নদীয়া জেলায়। পাটুলী ষ্টেশন হইতে পূর্বে তিন ক্রোশ। গঙ্গার পরপারে। রাজা কৃষ্ণদাসের পুত্র শ্রীনবনী হোড়ের শ্রীপাট। কৃষ্ণদাসের রাজ্য গঙ্গাতীরে বড়গাছিতে ছিল। উহাকে 'কালশিরা খাল' বলে। সীমন্ত দ্বীপের এক প্রান্তে এই রুকুনপুর। ইহা শ্রীবলদেব-তীর্থস্থান। শ্রীশ্রী-বলদেব প্রভু এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। গর্গসংহিতায় ইহাকে 'রামতীর্থ' বলে। রুকুনপুরে শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবা মাতার শ্রীপাট। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসুধা জাহ্নবাকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন এখানে ছিলেন। শুনা যায়—ঐ শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা রক্ষিত আছে। শ্রীমন্ত ঠাকুরের বাসস্থান।

২ মুর্শিদাবাদ জেলায়। বহরমপুর হইতে পাটকাবাড়ী বাসে হরিহর-পাড়ায় নামিয়া দুই মাইল দক্ষিণে। এখানে শ্রীশ্রীবলরামজীউর সেবা আছেন। ইহা কালনার শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর শিষ্যধারার শ্রীপাট।

রুদ্রকুণ্ড—(হরজি কুণ্ড) ব্রজে, গিরিরাজের উপরিস্থ, মহাদেবের কৃষ্ণধ্যান-স্থান। [চৈ° ম° শেষ ২।২৩৮]।

রুদ্রদ্বীপ—(রাতুপুর) নবদ্বীপান্তর্গত অন্যতম দ্বীপ।

রুদ্রপ্রয়াগ—দেবপ্রয়াগ হইতে পদব্রজে ২০ মাইল শ্রীনগর। এখান হইতে মোটরবাসযোগে রুদ্রপ্রয়াগ যাওয়া যায়—২০ মাইল দূরে। এস্থানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। এস্থান হইতে কেদারনাথ ও বদরীনাথের পৃথক্ পৃথক্ রাস্তা আছে। কেদারনাথে পদব্রজে, বদরীনাথে মোটরযোগেও যাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতবিদ্যা-প্রাপ্তির জন্য এস্থানে শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলেন। রুদ্রপ্রয়াগ বাস-ষ্টেসন হইতে ২½ মাইল দূরে অলকানন্দার দক্ষিণতটে কোটেশ্বর মহাদেবের গোফা আছে।

রূপনারায়ণ—নাথদ্বার হইতে ২৩ মাইল মোটরে যাওয়া যায়। এস্থানে শ্রীরামচন্দ্রই শ্রীরূপনারায়ণ-নামে প্রসিদ্ধ। বিশাল মন্দির। পুরাকালে এমন্দিরে দেবা-নামে এক পরমভক্ত পূজারী ছিলেন। ঐ সময়ে উদয়-

পুরের মহারাণা শ্রীমন্দিরে নিত্য দর্শনে আসিতেন। পূজারী মহারাণাকে নিত্যই প্রসাদী মালা দিতেন—একবার মহারাজের আসিতে দেরী হইলে ঠাকুরের শয়ন হইয়া গেল। পূজারী মালাটি স্বয়ং পরিধান করিলেন, এমন সময় রাজা আসিলে নিজকণ্ঠ হইতে মালাটি উত্তারিত করিয়া রাণার গলে দিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটি পক্বকেশও ছিল। মহারাজা কুপিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পূজারী ভয়ে বলিয়া ফেলিলেন যে ঠাকুরের মাথার কেশ শুভ্র হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়—পরদিন রাজা ঐ পূজারীর বাক্যের সত্যতা-নির্ধারণের জন্য আসিয়া দেখিলেন যে ঠাকুরজির মস্তকে শুভ্রকেশই আছে, তাহাতেও সন্দেহ করিয়া তিনি একখানা কেশ টানিতেই কেশের মূলদেশে রক্তবিন্দু দেখা গেল। ভক্তবৎসল পূজারীজির লজ্জা রক্ষা ত করিলেনই, পরন্তু ঐ রাত্রে মহারাণাকে স্বপ্নাদেশ হইল যে কোনও রাণাই সিংহাসনে বসিলে পরে আর শ্রীরূপনারায়ণজির দর্শন করিতে পারিবেন না; সেই হইতে যুবরাজই কেবল ঠাকুরজির দর্শনে যান; রাজা হইলে আর দর্শন করেন না (ভক্ত ১৪।৯)।

রেণুকা—আগরার নিকটবর্তী, মথুরা হইতে দশমাইল দূরবর্তী গ্রাম—এস্থানে শ্রীপরশুরামের আবির্ভাব হয়। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° ম° শেষ ২।৪০)।

রেমুণা—বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে। মহাপ্রভু ও তাঁহার গণ শ্রীপুরীতে গমনকালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির বহু প্রাচীন কালের, মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত তিনটি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। মধ্যস্থানে শ্রীগোপীনাথজীউ। দুই পার্শ্বে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীবংশীধর বিগ্রহ। প্রবাদ—এই মূর্ত্তি চিত্রকূট পর্বতে ছিলেন, পুরীর রাজা লাঙ্গুলা নৃসিংহদেব ১০০৪ শকাব্দায় সেখান হইতে আনিয়া রেমুণায় প্রতিষ্ঠা করেন। আরও প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহ লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জানকী পুষ্পবতী হইলে চারিদিবস রেমুণায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে মাতার স্নানের জন্য শ্রীরাম ৭টী শর নিক্ষেপ করত পবিত্র বারির স্রোত সৃষ্টি করেন। মা জানকী তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলেন। এজন্য ঐ নদীর নাম 'সপ্তশরা' হয়। মন্দির হইতে সামান্য দূরে একটি অতীব ক্ষুদ্র স্রোতকে সাধারণে সপ্তশরা নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

পুরীতেও জগন্নাথ-মন্দিরে এক ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। তাহার মূল বিগ্রহ রেমুণাতে। রেমুণাতে একটি গ্রাম্যদেবী আছেন। তাঁহার নাম—রামচণ্ডী। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এই দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এস্থানে দেহরক্ষা করেন—সমাধি আছে।

রেয়াঁপুর—মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর তীরে। জঙ্গীপুর সাবডিভিসন, শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাসের পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তির শিষ্য ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তির শিষ্য জগন্নাথ বিপ্রের ও ইহার পুত্র ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থপ্রণেতা নরহরির শ্রীপাট।

রেবা—নর্মদা নদী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১৫১)। অমরকণ্টক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে (ভা ৫।১৯।১৭)।

উহার কিছুদূরে একটি বাঁধান ঘাটযুক্ত পুষ্করিণীর ধারে একটী মন্দিরে গর্গেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ আছেন। উহাও প্রাচীন কালের। প্রবাদ—দ্বাপর যুগে বাণেশ্বরে (বর্ত্তমান বালেশ্বরে) বাণাসুর-নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। উহার কন্যার নাম—উষা। শ্রীকৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ উষাকে হরণ করিয়াছিলেন। উষামেঢ়-নামক স্থানে উষার প্রাসাদ ছিল বলিয়া লোকে দেখাইয়া থাকে। বাণেশ্বর উড়িষ্যার একটী জেলা ও মহকুমা, সমুদ্রতীর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে। বাণাসুর ৪টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রেমুণাতে উক্ত গর্গেশ্বর, বালেশ্বর সহরে ঝাড়েশ্বর; বাণেশ্বর ও মণিনাগেশ্বর এ দুটী শিব বাণেশ্বর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে বিভিন্ন দিকে অবস্থিত। বাণাসুর প্রত্যহ এই ৪টী শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন।

রোহিণী—(বা রয়ণিগ্রাম) মেদিনীপুর, থানা গোপীবল্লভপুর। সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর সংযোগ-স্থানে। রোহিণী গ্রাম বর্ত্তমানে মৌভাণ্ডার পরগণা ও ময়ূরভঞ্জ রাজার জমিদারী-

ভুক্ত। এই স্থানে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দের (বা রসিকমুরারির) জন্মস্থান। রয়ণি হইতে ৪।৫ মাইল দূরে ধারেন্দা গ্রাম। এই গ্রামে রসিকমঙ্গল-গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীগোপীবল্লভ দাসের বাড়ী।

রোহিণী কুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনের অন্তঃপাতী (ভক্তি ৫।৮৮০)।

ল, ব

লক্ষ্মীকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৮২)।

লঙ্কা (ভা ৫।১৯) [গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে প্রথমখণ্ডে ৬৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

লগমোহন কুণ্ড—ব্রজে, শ্রীরাধা-কুণ্ডের এক মাইল পূর্বে। অত্রত্য নাম—শ্রীরাধাবাগ। প্রবাদ—এই কুণ্ডের পশ্চিম তীর হইতে শঙ্খচূড় শ্রীরাধাকে হরণ করত উত্তর দিকে যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া তাহার মস্তকমণি স্যমন্তক আনিয়া শ্রীবলদেবের হস্তে দেন, বলদেব উহা মধুমঙ্গলদ্বারা শ্রীরাধাকে সমর্পণ করেন। এই কুণ্ডের পশ্চিম দিকে একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ আছে, তাহার উপরে ঘাসাদি হয় না। এই স্তূপের উপরে শ্রীরাধা উপবেশন করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পূর্বভাগস্থিত স্তূপের উপরে শ্রীদাসগোস্বামিপাদ পূর্বে ভজন করিতেন, পরে শ্রীসনাতন প্রভুর আদেশে শ্রীকুণ্ডতীরে ঝোপড়ায় থাকেন।

ললাপুর—মথুরায়, বৈঠান হইতে বায়ুকোণে অবস্থিত।

ললিতপুর—নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে যাইবার পথমধ্যে ঐ গ্রাম, গঙ্গার ধারে মুলুকগ্রামের নিকটে 'নলেপুর'।

'মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম। মুল্লুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম॥' (চৈ° ভা° মধ্য ১৯।৪২)।

এই স্থানে জনৈক বামাচারী মন্তপের গৃহে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আগমন করিয়া-ছিলেন।

ললিতাকুণ্ড—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, ২ কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৬২); ৩ নন্দগ্রামে (ঐ ৫।৯৬৪)। ৪ রামকেলিতে।

লাঙ্গলবন্ধ—ঢাকা, ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের তীরে। ঐ তীর্থে পরশুরাম মাতৃহত্যা-জনিত এবং শ্রীবলদেব ব্রহ্মহত্যাজনিত দোষ হইতে মুক্ত হন। পঞ্চমী ঘাটে পঞ্চ পাণ্ডব স্নান করিয়াছিলেন। অশোকাষ্টমীতে মেলা বসে।

লাড়িলী কুণ্ড—ব্রজে, যাবটে অবস্থিত ললিতা-কর্তৃক সঙ্গোপনে রাইকানুর মিলনস্থান।

লালপুর—ব্রজে, দইগাঁয়ের দেড় মাইল পশ্চিমে।

লিয়াখিয়া—পুরী হইতে কোণার্ক যাইবার পথে অবস্থিত গ্রাম। প্রবাদ এই যে শ্রীচৈতন্যদেব যখন কোণার্ক দর্শন করত প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কুশভদ্রা নদীর তীরে এক বৃদ্ধার নিকট হইতে (লিয়া) খই ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনুসারে ঐ গ্রামের নাম হয়—'লিয়াখিয়া'। মতান্তরে ঐ স্থানের নাম—'নিয়াখিয়া' [a place for bath and break-fast; Vide Bishan Swarup's Konarka, 1910, p. 2.]

লুকলুকানী—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত 'মিচলীকুণ্ড'। নিবিড় অন্ধকারময় স্থান। এস্থলে সখীগণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 'লুকোচুরি' খেলেন।

লুধৌলী—মথুরায়, কামাই করালার উত্তরে—শ্রীললিতা সখীর দ্বিতীয় বাসস্থান (ভক্তি ৫।১১৯৯)।

লুম্বিনী—গোরখপুর - নৌতনওয়া লাইনে নৌতনওয়া ষ্টেসন হইতে ১০ মাইল দূরে। লুম্বিনী গৌতম-বুদ্ধের জন্মস্থান। এই স্থানের প্রাচীন বিহার নষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র অশোকস্তম্ভটীই অতীতের সাক্ষ্যরূপে বিরাজমান। এখানে একটি সমাধি-স্তূপে বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

লোধনা—(বাঁকুড়া) S. E. R. ষ্টেশন ভেদোশোল হইতে ২½ মাইল

দক্ষিণে। শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা—শ্রীনিবাসাচার্য-শাখার প্রতিষ্ঠিত।

লৌহবন—শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ যমুনা-তীরবর্তী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান। ইহা লৌহজঙ্ঘাসুর-কর্তৃক রক্ষিত ছিল। (মথুরা ৩৫২)। শ্রীকৃষ্ণবলরামের গোচারণস্থল।

বংশীটোটা——উৎকলে, মুরারি মাহিতির বাসস্থান।

বংশীবট—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতটে অবস্থিত নিত্যরাসস্থলী। রাসলীলার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে দাঁড়াইয়া বংশী-বাদন করিয়াছিলেন।

বক্তিয়ার ঘাট—(নদীয়া জেলায়) শান্তিপুর ও বয়ড়ার মধ্যবর্তী স্থান, গঙ্গার ঘাট। ঐ ঘাটে বক্তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিতে ১১৯৮ খৃঃ পার হইয়াছিল (নদীয়া-কাহিনী)। মুলুক কাজী এই ঘাট হইতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে নিয়া দণ্ডবিধান করে।

বকুথরা (চিলূলী)—ব্রজে, যাবট-নিকটে বকাসুর-বধের স্থান।

বক্রেশ্বর——বীরভূম জেলায়। দুবরাজপুর হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্বে। সিউড়ী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৩ মাইল। ইহা 'গুপ্তকাশী'-নামে খ্যাত। অষ্টাবক্র ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিতেন। উত্তরে বক্রেশ্বর নদ, দক্ষিণে পাপহরা নদী। মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্বেতগঙ্গা। মন্দিরের বৃহৎ মূর্তিটি অষ্টাবক্রের, ক্ষুদ্রটি বক্রনাথ শিবের। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বক্রেশ্বর-প্রসঙ্গ আছে।

মন্দিরগাত্রে প্রস্তর-ফলক আছে। উহাতে '১৬৮৫ শালিবাহন শকে বা ১৭৬৩ খৃঃ রাজনগরের রাজমন্ত্রী দর্পনারায়ণ-কর্তৃক নির্মিত হয়' ইত্যাদি লিখিত আছে।

মন্দিরের পূর্বদিকে আরও দুইটি ফলক আছে। উহাতে হালবর্মা ও সধার-নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম দেখা যায়। অন্য দিকে ১৬৭৭ শালিবাহন (বা ১৭৫৫ খৃঃ) অঙ্কিত। অপর ফলকের লেখা অস্পষ্ট।

মন্দির - ভিতরে দেবগম্বুজের প্রবেশ-পথের উপরেই যে ফলক-লিপি আছে, তাহা আদৌ বুঝা যায় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু 'নরসিংহ' শব্দটি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

'সাতঘেটে' 'চন্দ্রসায়র' 'দামুসায়ের'-নামক কয়েকটি পদ্মবনাকীর্ণ পুষ্করিণী আছে। শ্বেতগঙ্গার উত্তর তটের উপরে মানগিরি গোঁসাই-নামক জনৈক সাধুর সমাজ আছে। মন্দিরে মহিষমর্দিনী—পিত্তলের দশভুজা, প্রাচীন নহেন। প্রাচীন পাষাণমূর্তি একটি পুষ্করিণীতে ছিল। বর্তমানে পাণ্ডাগণের গৃহে উহা আছেন (বীরভূম-কাহিনী)।

এই স্থানে সতীর ভ্রূযুগল পতিত হয়। দেবীর নাম—মহিষ-মর্দিনী। ভৈরবের নাম—বক্রনাথ। মূলমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এই দুই মন্দির। Hunter's Statistical Account of the District of Birbhum p. 342তে আছে—১৮৫০ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নকালে এই স্থানের উষ্ণতম কুণ্ডের উত্তাপ ১৬২° ছিল এবং শীতলকুণ্ডের ১২৮° ডিগ্রি ও ছায়াস্থ বায়ুর ৭৭° ডিগ্রি ছিল; ঐ সময়ে স্থানীয় নদীজলের উত্তাপ ৮৩° ডিগ্রি ছিল। শ্রীনিত্যানন্দপদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১০৬)।

বক্সার—(সিদ্ধাশ্রম) পূর্ব রেলওয়ের মোগলসরাই-পাটনা লাইনে ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্র ও অহল্যার পাষাণী মূর্তি আছে। বক্সারের নিকট ভৃগুমুনির আশ্রম; নিকটে চরিত্রবন-নামক স্থানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। শ্রীরামচন্দ্র তাড়কা বধ করিয়া এখানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। সঙ্গমেশ্বর, সোমেশ্বর, সিদ্ধনাথ, চিত্ররথেশ্বর এবং 'রামেশ্বর' শিব আছেন।

বগড়ী—মেদিনীপুর জেলায় শীলাবতী নদীর উপরেই। S E. Ry বগড়ী রোড-নামক ষ্টেশন আছে।

এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীর মন্দির আছে। বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায়, শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজা রঘুনাথ সিংহ শ্রীরাধিকা মূর্তি ও মন্দির করেন। ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে মন্দির। এই মন্দির বহুদিন হইতে এমনভাবে আছে যে নদীগর্ভে যায় যায়। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে এই স্থানে আগমন হইয়াছিল। 'একেড়ে'-নামক স্থানকে প্রাচীন 'একচক্রা' বলে। একেড়ে গ্রামের নিকট ভিকনগর, উহা প্রাচীন ভীমপুর। ইহার পশ্চিমে আধ ক্রোশ দূরে গণগণি-নামক স্থান। ঐস্থানে বকাসুরের অস্থি আছে।

শ্রীঅভিরাম গোস্বামী বগড়ীর এই

শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ——ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৮), বৌধায়নধর্মসূত্রে (৯।১।৩০) 'বঙ্গান্ কলিঙ্গান্', অথর্ব সংহিতা (৫।২২।১৪) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে অঙ্গ, **বঙ্গ**, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনিসূত্রে (৪।২।১৩৮) গহাদি-গণে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের উল্লেখ মিলে। রামায়ণে অযোধ্যা-কাণ্ডে (১০) অঙ্গ, **বঙ্গ**, মগধ প্রভৃতি উল্লিখিত। মহাভারত আদি পর্ব (১০৪), বিষ্ণুপুরাণ (৪।১৮) ও গরুড় পুরাণে (১৪৪) অঙ্গ, **বঙ্গ**, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চ প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ=বর্তমান ভাগলপুর প্রদেশ, **বঙ্গ**=বঙ্গদেশ, পূর্ববঙ্গ বা সমতট, কলিঙ্গ=যাজপুর অঞ্চল, সুহ্ম= বর্ত্তমান রাঢ়দেশ এবং পুণ্ড্র=মালদহ, গৌড়দেশ ইত্যাদি। বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত মৌর্যযুগে ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকের অনুশাসনে 'পুডনগল' বা পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে। মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয়ে উল্লেখ করেন যে বঙ্গদেশীয় রাজগণ বহু রণতরি লইয়া রঘুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিস্ গঙ্গার পশ্চিমতটে 'গঙ্গারিডি' (গঙ্গারাঢ়)-নামক বৃহৎ পরাক্রম-শালী জনপদের বর্ণনা দিয়াছেন। গঙ্গারিডি রাঢ়দেশেরই নামান্তর। সিংহলের 'মহাবংশ'-গ্রন্থে আছে যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকেও 'রালরট্ট' বা রাঢ়দেশের সিংহপুরে বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। জৈন-দিগের সুপ্রাচীন গ্রন্থ 'আয়ারঙ্গ-সুত্তে' উল্লেখ আছে যে জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান স্বামী 'লাঢ়' (রাঢ়) দেশে বার বৎসর বাস করেন। পূর্ববঙ্গ ব্যতীত বাঙ্গালার অধিকাংশ ভূ-ভাগই এক কালে 'গৌড়'-নামে কথিত হইত। পাণিনিসূত্র (৬।২।১০০) হইতে আরম্ভ করত বাঙ্গালার কবিগণ—ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ—বাঙ্গালা দেশ বুঝাইতে 'গৌড়' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ্গের সময়ে বঙ্গদেশ সাতটি বিভাগে বিভক্ত ছিল—

(১) কমলাঙ্ক—ত্রিপুরা, কুমিল্লা, কামরূপ ও আসাম।

(২) চম্পা—বর্ত্তমান ভাগলপুর।

(৩) তাম্রলিপ্ত—বঙ্গদেশের পশ্চিম-দক্ষিণে সাগর-তীরবর্ত্তী (তমলুক)।

(৪) শ্রীক্ষেত্র—বর্ত্তমান শ্রীহট্ট।

(৫) সমতট—পূর্ববঙ্গ।

(৬) পুণ্ড্র—বঙ্গের উত্তর বিভাগ।

(৭) কর্ণসুবর্ণ—— মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি, মতান্তরে—পশ্চিম বাঙ্গালা (বীরভুম, সিংহভুম এবং সুবর্ণরেখার সমীপবর্তী স্থান)।

বঙ্গবাটী—(?) শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা শ্রীচৈতন্য-দাসের শ্রীপাট। [চৈ° চ° আদি ১২।৮৫]।

বজ্রনাভ কুণ্ড—আরিটগ্রামে শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীরাধাশ্যাম-কুণ্ডের তীর্থ-স্থল নিরূপিত হইলে শ্রীমদ্দাসগোস্বামী যখন কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার করাইতেছিলেন, শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের চতুর্দিকৃস্থিত বৃক্ষসমূহ স্বপ্ন-যোগে তাঁহাকে স্বস্ব-পরিচয় ও কুণ্ডের সীমা নির্দেশ করিয়াছিলেন। নির্দেশানুযায়ী শ্যামকুণ্ডের রজঃ অপহৃত হইতে থাকিলে দেখা গেল যে শ্রীশ্যামসুন্দরের দক্ষিণ চরণের আকৃতিবৎ শ্যামকুণ্ডের আকৃতিও পাওয়া যাইতেছে—ব্যাপার দেখিয়া শ্রীদাসগোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভৃতি আনন্দে অধীর হইলেন। কুণ্ডযুগলের সীমানির্দ্দেশ লইয়া অন্যান্য লোকগণের বাদবিতণ্ডা হইতে থাকিলে কুণ্ডমধ্য হইতে শ্রীবজ্রনাভ-কৃত প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন কুণ্ড প্রকট হইয়া সকলের সন্দেহ দূরীভুত করিল। শ্রীবজ্রনাভ মথুরার সিংহাসনে উপ-বেশন করিয়া গালব্য মুনিকে সঙ্গে লইয়া যখন প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাস্থলীর সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন তিনি 'আরিট্' গ্রামে আসিয়া অরিষ্টাসুর বধের স্থলে স্বনামানুসারে যে কুণ্ড নির্মাণ করাইয়াছেন, তাহাই শ্যামকুণ্ড-মধ্যবর্ত্তী 'বজ্রকুণ্ড'।

বজেরা—ব্রজে, কাম্যবনের দুই মাইল পূর্বে শ্রীরঙ্গদেবী ও শ্রীসুদেবীর জন্ম-স্থান।

বটস্বামিতীর্থ—ব্রজে, মথুরায় যমুনা-তীরস্থ ঘাট। এস্থানে সূর্য 'বটস্বামী'-নামে খ্যাত।

বটেশ্বর (মথুরা ১৫০) মথুরান্তর্গত তীর্থ। ২ (ভক্ত ২।৪) মথুরা নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এস্থান হইতে জীবন চক্রবর্ত্তী প্রত্যাবর্ত্তন করত

শ্রীসনাতন প্রভুর শিষ্য হইয়াছেন।

বড়কোলা—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর লীলাস্থলী [র° ম° দক্ষিণ ৮। ৬৯]। বৈশাখী পূর্ণিমায় এস্থলে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু পঞ্চম দোল উৎসব করিয়াছেন।

বড়গাছি বা **বাহিরগাছি**—ই, রেলপথের মুড়াগাছা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল। শালিগ্রামের নিকট। ধর্মদহ গ্রামের পরপারে গুড়গুড়ে খালের ধারে। এখন ঐ খালকে 'কালশিরা' খাল বলে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহারভূমি (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭১০—৭১১)। ইহার নিকটেই শালিগ্রামে শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের বাড়ী। তাহার নিকটেই রুকুনপুর গ্রাম। বাহিরগাছিতে পূর্বে গঙ্গাদেবী ছিলেন। এক্ষণে উহা কালশিরা খাল-নামে অভিহিত। এখানে শ্রীমকরধ্বজ সেন, সুকৃতি শ্রীকৃষ্ণদাস এবং রাজা হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন।

বড় গৌড়ীয়া ও ছোট গৌড়ীয়া মঠ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী মল্লার দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ গদি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বনয়ারীচন্দ্রকে প্রদান করত নিজে গুজরাট প্রদেশে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার ও শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাটে তাঁহার গাদিই 'বড় গৌড়ীয়া গাদি' নামে খ্যাত হয়।

ঐ সময়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এক শিষ্য শ্রীল চক্রপাণি গুঞ্জামালীর সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। ঐ চক্রপাণি যে গাদি করেন, তাহার নাম—'ছোট গৌড়ীয়া মঠ'।

কৃষ্ণদাস পরে পাঞ্জাবে গমন করিয়া প্রচার করিতে থাকেন এবং তথায় 'ওনয়া'-নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত পাঞ্জাববাসিগণকে মহাপ্রভুর ধর্মে দীক্ষিত করেন। ঐ স্থানের জনার্দন-নামক জনৈক ভক্ত-বিপ্রকে শিষ্য করিয়া ঐ স্থানের গাদি অর্পণ করত উহাকে 'গোস্বামি' উপাধি দান করেন। পরে জনার্দন গোস্বামী-তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল শ্যামজীউ গোস্বামিকে ঐ গাদি অর্পণ করিয়া সিন্ধুদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য গমন করেন। পূর্বোক্ত জনার্দন গোস্বামী মহাপ্রেমিক ছিলেন। সংকীর্তন দ্বারা হিন্দু মুসলমান সকলকেই প্রেমে মাতাইয়া তুলিতেন। ভক্তমাল গ্রন্থে এই সব বিবরণ আছে। এইরূপে ভক্তবর কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী এবং তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা মল্লার, পাঞ্জাব, গুজরাট, সিন্ধু সরভ প্রভৃতি দেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

বড়গঙ্গা—শ্রীহট্টে অবস্থিত, শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের বসতিস্থান। প্রবাদ আছে যে মহাপ্রভু এই গ্রামে আসিয়া তদীয় পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও তৎপত্নী কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন (প্রেবি ২৪)।

বড়গ্রাম—মেদিনীপুর জিলায়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য চিন্তামণির বাসস্থান।

বড়ডাঙ্গা—বর্দ্ধমান জেলায়, শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের ভজনস্থলী। প্রাচীনোক্তি—প্রণয়তি বহুবারং যত্র নাম্নাভিরামে, বিলসতি কৃতনৃত্যঃ শ্রীমুকুন্দাঙ্গজন্মা। সকলসুখময়ঃ শ্রীখণ্ডতো দক্ষিণস্যাং, প্রভবতি বড়ডাঙ্গা নামধেয়া ধরিত্রী॥ সিদ্ধ চৈতন্য দাস ও সিদ্ধ জগন্নাথ-দাস বাবা এখানে ভজনসাধন করিতেন।

বড়নগর—(মুর্শিদাবাদ) আজিমগঞ্জ হইতে এক মাইল। রাণী ভবানীর বংশোদ্ভব শ্রীল বিশ্বনাথ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। পূর্বে শাক্ত ছিলেন। ইনি রাজসাহীর জমিদার উদয়-নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীমদন-গোপালজীউর সেবার বন্দোবস্ত করেন। শ্রীমদনমোহন-মন্দিরে মহা-লক্ষ্মী ও হয়গ্রীব বিগ্রহ আছেন। মুর্শিদাবাদমধ্যে উক্ত মদনমোহনজীউ একটী বিশেষ দর্শনীয় শ্রীবিগ্রহ।

বড়পেটা—কামরূপ জেলার মহকুমা। ইহা আসাম-দেশীয় মহাপুরুষিয়া-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। শঙ্করদেব ও তৎশিষ্য মাধবদেব—এই সংপ্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ১৪৪৯ খৃঃ অসমীয়া কায়স্থ-বংশে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাৎকালীন কামরূপে তান্ত্রিক অভিচারের বীভৎসতা নিবারণকল্পে তিনি বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার করেন। শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত বিশুদ্ধভক্তিসাধন ও নাম-সংকীর্ত্তনই এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। ইঁহাদের দেবালয়ে প্রায়শঃ কোনও বিগ্রহ নাই; সকলে সমবেত

হইয়া নামকীর্ত্তন করেন। এই দেবালয়গুলিকে তাঁহারা নামঘর, কীর্ত্তনঘর বা সত্র বলেন। অসমীয়াগণ শঙ্করকে 'মহাপুরুষ' বলেন বলিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্মও 'মহাপুরুষিয়া' নামে কথিত হয়। অসমীয়া ভাষা শঙ্কর দেবের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এই দেশের বৈষ্ণবগণ স্বস্বসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবে সত্রসমূহে কীর্ত্তন-মহোৎসব করেন। বড়পেটার প্রধান সত্রে একটি কীর্ত্তনঘর আছে, তাহার পার্শ্বে ভোজঘরে কোলিয়া ঠাকুর ও দোলগোবিন্দ নামে দুইটি মূর্ত্তি এবং শঙ্কর ও মাধব দেবের পুঁথি, কেশ ও পদচিহ্নাদি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

বড় বলরামপুর—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্বশুর জগন্নাথের বাসস্থান।

বড় বেলুন—বর্দ্ধমান জেলায় B. K. Ry. ভাতার ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ পূর্বে দেনুড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী, শ্রীঅনন্ত পুরীর শ্রীপাট।

বড় বেলুনের ছয় ক্রোশ ঈশান কোণে দেনুড় গ্রাম—শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের শ্রীপাট। পুরী গোস্বামী বড় বেলুনে কিছুদিন ছিলেন। বাঁধা টিলা আছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা। সেবায়েত—অধিকারী-বংশীয়গণ।

২ বেলুনে শিবাই পণ্ডিতের শ্রীপাট।

বড়াশী মাধবপুর—চব্বিশ পরগণায়, মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্বদক্ষিণকোণে অবস্থিত। অত্রত্য চক্রতীর্থ, ত্রিপুরাসুন্দরী, বদরিকানাথ ও সঙ্কেতমাধব প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। বদরিকানাথের প্রাচীন নাম—'অম্বুলিঙ্গ'। চক্রতীর্থ-সম্বন্ধে অত্রত্য প্রবাদ এই যে শিবের সহিত গঙ্গার মিলন-কালে জলস্রোতের গর্জন স্তব্ধ হইলে ভগীরথ সন্দিগ্ধ চিত্তে পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিলে গঙ্গা স্বকরস্থিত জ্যোতির্ময় চক্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দেখান বলিয়া ঐস্থানও 'চক্রতীর্থ'-নামে প্রসিদ্ধ হয়। চৈত্রী শুক্লা প্রতিপদে ঐ ব্যাপার সংঘটিত হয় বলিয়া উহাকে 'নন্দা'ও বলা হয়, কেননা প্রতিপত্তিথিকে জ্যোতিষশাস্ত্রে নন্দা বলে। ঐ দিনে যদি শুক্রবার পড়ে, তবে নন্দাস্নান উপলক্ষে এখানে ১৫।২০ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

বৎসকূপ—মথুরায়, হোলিদরজার বাহিরে অবস্থিত।

বৎসবন—(বচগাঁও) ব্রজে, পেটোর তিন মাইল দক্ষিণে, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎস-হরণের স্থান। কনকসাগর, সহস্র-কুণ্ডাদি ছয়টি কুণ্ড। মাখন-চোর ও বৎসবিহারীর মন্দির।

বদনগঞ্জ বা লাটহরিগঞ্জ—হুগলি জেলায়। বনবিষ্ণুপুরের ১২ ক্রোশ দূরে আউলিয়া মনোহর চৈতন্যের শ্রীপাট। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের গ্রন্থ-ভাণ্ডারী ছিলেন। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ঐ স্থানে রঘুনাথ-নামক জনৈক ভক্ত ইঁহার সমাধি নির্মাণ করিয়া দেন।

বদরিকাশ্রম—যুক্তপ্রদেশে গাড়োয়ালের অন্তর্গত বদ্রীনাথ—শ্রীনগর হইতে প্রায় ৫৫ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। (Asiatic Researches, Vol. XI. article X.)

বদরিনারায়ণ—ব্রজে, 'আদিবদ্রীনাথ' দেখুন।

বদরীনাথ—হৃষীকেশ হইতে ১৬৮ মাইল এবং কেদারনাথ হইতে ১০২ মাইল। অত্রত্য অলকানন্দায় স্নান করা যায় না, তপ্তকুণ্ডে স্নান করিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। শ্রীবদরীনাথের মূর্ত্তি শালগ্রাম হইতে প্রস্তুত ধ্যানমগ্ন ও চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট। কথিত হয় যে সর্ব-প্রথমতঃ এই মূর্ত্তি দেবগণ-কর্ত্তৃক অলকানন্দার নারদকুণ্ড হইতে প্রকট করিয়া স্থাপিত হয় এবং দেবর্ষি নারদই উহার প্রধান অর্চক হন। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধগণ ঐ মূর্ত্তিকে বুদ্ধমূর্ত্তি মনে করিয়া পূজা করিতে থাকে; শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ-গণকে পরাস্ত করিলে উহারা তিব্বতে পলায়ন-কালে মূর্ত্তিটীকে অলকানন্দায় নিক্ষেপ করে। শঙ্করাচার্য যোগবলে মূর্ত্তির অবস্থান নির্ণয় করত অলকানন্দা হইতে বাহির করিয়া ঐ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তৃতীয়বার তত্রত্য পূজারী যাত্রী না পাইয়া এবং খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে ঐ মূর্ত্তিকে তপ্ত কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ঐসময়ে পাণ্ডুকেশ্বরে জনৈক ব্যক্তিতে ঘণ্টাকর্ণের আবেশ হয় এবং তিনি বলেন যে শ্রীনারায়ণের মূর্ত্তি তপ্তকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। এইবারে শ্রীসম্প্রদায়ী জনৈক আচার্য তপ্তকুণ্ড হইতে উহাকে বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। বদরীনাথের

দক্ষিণে কুবেরের মূর্ত্তি, সম্মুখে উদ্ধব-মূর্ত্তি এবং বদরীনাথের বিজয়-বিগ্রহ বিরাজমান। এই বিজয়বিগ্রহই শীতকালে জোশীমঠে সেবিত হন। উদ্ধবজীর পাশেই চরণ-পাদুকা। বামদিকে নরনারায়ণের মূর্ত্তি, সমীপে শ্রী ও ভূদেবী। মুখ্য মন্দিরের বাহিরেই শঙ্করাচার্যের গাদী আছে। দ্রষ্টব্য—তপ্তকুণ্ড ও তন্নিম্নে পঞ্চশিলা; অলকানন্দার কিনারে কপালমোচন তীর্থ; অত্রি অনসূয়াতীর্থ, মানাগ্রামে অলকানন্দার অপর তটে নর-নারায়ণের মাতা মূর্ত্তিদেবীর মন্দির, [ভাদ্রী শুক্লা দ্বাদশীতে এস্থানে মেলা হয়, নরনারায়ণ ঐ তিথিতে মাতৃ-দর্শনে আসেন] সৎপথ, স্বর্গারোহণ, চরণ-পাদুকা, উর্বশীকুণ্ড প্রভৃতি।

বনছারিগ্রাম—ব্রজের উত্তর-সীমান্ত গ্রাম।

বনবিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলায়, রাজা বীর হাম্বীরের রাজধানী—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর লীলানিকেতন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খৃঃশতাব্দীতে বাংলা সমাজে বনবিষ্ণুপুরের রাজবংশ একটী নূতন জীবন ও প্রেরণা আনিয়াছিলেন—এই নাট্যশালার প্রধান নায়ক রাজা বীরহাম্বীর নূতন জীবন পাইয়া বঙ্গের সামাজিক জীবনেও একটী নূতন জীবনের প্রেরণা দিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করিয়া দুই শতাব্দী কাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল (বৃহৎবঙ্গ ১১০৮ পৃঃ)। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরে রাজা বীরহাম্বীরের গ্রন্থচুরি, জীবন পরিবর্ত্তন, পদাবলী-রচনা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ১৭৬৫ খৃঃ রাজধানী ও তৎসন্নিকটে ৩৬০টি মন্দির ছিল। ইহাদের অনেকগুলিই বীরহাম্বীর ও তাঁহার বংশধরদিগের দ্বারা গত ৩৫০ বৎসরের মধ্যে রচিত। মহাপ্রভুর ধর্ম মাধুর্যের সেরা। এই প্রেম ও অনুরাগপূর্ণ ধর্ম জনসাধারণকে শিল্পকলায় দীক্ষিত করিয়াছিল—সেই প্রেরণায় যে কি সুফল ফলিয়াছিল, তাহা মন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে। (ঐ ১১১২ পৃঃ), বীরহাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা রাজশ্রীর কুণ্ডলে নূতন মূল্যবান্ মণিমুক্তা সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। বৃহৎবঙ্গ ৭৫২—৭৫৬ পৃষ্ঠায় তৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। বীর-হাম্বীরের সময় হইতে চৈতন্যসিংহের (১৭৪৮—১৮০২) রাজত্বকাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজধানী বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। রাজা গোপালসিংহ (১৭১২ খৃঃ) স্বরাজ্যে প্রত্যেক প্রজাকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের নিম্নলিখিত মন্দিরগুলি প্রসিদ্ধ—১। শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির, (১৬৪৬ খৃঃ) ২। জোড় বাংলা মন্দির (১৬৫৫ খৃঃ) ৩। কালাচাঁদের মন্দির (ঐ) ৪। লালজির মন্দির (১৬৫৮ খৃঃ)—৫। মুরলীমোহনের মন্দির (১৬৫৫ খৃঃ) ৬। মদনগোপাল মন্দির (ঐ), ৭। মদনমোহনমন্দির (১৬৯৪ খৃঃ)। —সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত দলমাদল কামান—১২ফুট ৫½ ইঞ্চি দীর্ঘ, মুখ ১১½ ইঞ্চি ও ভিতর ১৪½ ইঞ্চি। বর্গীর আক্রমণ-কালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দলমাদলে অগ্নিসংযোগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইয়াছিলেন ['বিষ্ণুপুর' দ্রষ্টব্য]।

বয়ড়া গ্রাম—শান্তিপুরের পরপারে। এই স্থানে শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যা-বাচস্পতির আদি নিবাস ছিল। পরে ইঁহারা নবদ্বীপের পার্শ্ব-বর্ত্তী বিদ্যানগরে বাস করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে বয়ড়াতে গমন করিয়াছিলেন (জয়ানন্দের চৈ° ম° ১৪০ পৃঃ)।

বরাহক্ষেত্র—বৈতরণীর তটে যাজপুর গ্রামে শ্রীযজ্ঞবরাহ ও বিরজাদেবীর স্থান। ব্রহ্মা এখানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং ঐ যজ্ঞ হইতেই যজ্ঞবরাহ প্রকট হন বলিয়া ঐ ক্ষেত্রকে বরাহক্ষেত্র বলে।

বরাহদশন - হ্রদ—ব্রজের সীমান্ত যাযাবর, শৌকরী গ্রাম। (ভক্তি ৫। ১২৮) আদিবরাহের আবির্ভাব-স্থান।

বরাহনগর——(চব্বিশ পরগণা জেলায়) পূর্বকালে বরাহ-নামক জনৈক সিদ্ধ পুরুষ এ স্থানে বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে বরাহনগর বলা হয়। কাহারও মতে এই বরাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত নবরত্নের একতম। এই গ্রামে পর্তুগীজগণ, ওলন্দাজগণ ও পরে ইংরাজগণ বাণিজ্যাভিপ্রায়ে বসবাস করত প্রাসাদ, বিচারালয় ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় (৮।৮)

প্রকাশ যে কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী ভক্তবর শ্রীকালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও পরাণ চক্রবর্ত্তী-নামক দুই ভ্রাতার প্রতি আদেশ হয়—'দ্বি পুষ্করিণীর পূর্বদিকে শ্রীভাগবতাচার্যের পাট আছে। তথায় তোমরা গমন কর এবং যে স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে সাপ বাহির হইবে, তাহাই আচার্যের সমাধি বলিয়া জানিবে। তথায় মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দিবে এবং আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠা করত মহোৎসব করিবে।' এই আদেশের ফলেই এই লুপ্ত শ্রীপাটটী উদ্ধার পাইয়াছে।

শ্রীল ভাগবতাচার্য প্রভুর শ্রীপাট কলিকাতা শ্যামবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বর বাসে যাইতে হয়। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।১১০] শ্রীল ভাগবতাচার্যের বংশধরগণের বাসগ্রাম—ঘোড়ানাশা পোঃ চন্দুনি, জেলা বর্দ্ধমান। উহা ১৩৩৪।৪ঠা চৈত্র ১৯২৮।১৭ ফেব্রুয়ারী শনিবারে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহারাজের হস্তে আসে।

বরাহর—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবন হইতে বায়ুকোণে কিছু দূরে অবস্থিত—বরাহরূপে শ্রীকৃষ্ণের খেলাস্থান।

বরুণ তীর্থ—গিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত।

বরোলী—ব্রজে রৈণবাড়ীর পূর্বদিকে অবস্থিত।

বর্ষাণ—(বরসানা)--ব্রজে শ্রীবৃষভানু মহারাজের রাজধানী, নন্দগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত। এ গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। সাকরিখোরে গোপীগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ দধি লুণ্ঠন করিয়াছেন। ভাদ্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে এস্থানে দধি-লুণ্ঠনলীলা ও বুড়ীলীলা হয়। বিলাস-গড়—শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থল। দানগড়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট দান যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। গহ্বর বনের বায়ুকোণে পর্বতের উপর ময়ূরকুটী—এস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করত ময়ূরসমূহ পুচ্ছ বিস্তার-ক্রমে নৃত্য করিয়াছিল। মানগড়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিয়া-ছিলেন। ঐস্থানে মানমন্দির আছে। মানগড়ের উত্তরে জয়পুর রাজার মন্দির, তদুত্তরে শ্রীজীর পরম সুন্দর মন্দির। মন্দির হইতে নীচে যাইবার পথে শ্রীরাধার পিতামহ মহী-ভানু মহারাজের মন্দির দেখা যায়। বর্ষাণগ্রামের উত্তরাংশে শ্রীকীর্ত্তিদা মাতা ও শ্রীবৃষভানু-বাবাসহ শ্রীদাম ও অষ্টসখীর মন্দির। গ্রামের পশ্চিমে মুক্তাকুণ্ড বা রতনকুণ্ড—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া শ্রীমতী এখানে মুক্তার চাস করিয়াছিলেন। এগ্রামে ফাল্গুনী শুক্লা অষ্টমী ও নবমীতে হোরঙ্গালীলা হয় এবং ভাদ্রী শুক্লাষ্টমী হইতে পূর্ণিমা যাবৎ শ্রীজির জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবাদি সম্পন্ন হয়।

বলাগড়—ব্যাণ্ডেল হইতে ১৬ মাইল দূরে। অত্রত্য শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির দ্রষ্টব্য। গঙ্গামাতা-বংশ্য গোস্বামি-গণের বাস। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস ছিল এই বলাগড়ে।

বল্লভপুর—হুগলি, শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল। শ্রীল কাশীশ্বর ও রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট। তাঁহার সেবিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ, অনন্ত-দেব, নারায়ণ, শ্রীধর ও বাণলিঙ্গ শিব দুইটি আছেন। শ্রীরুদ্র পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও মঠ করিয়াছিলেন। পূর্বে রথযাত্রায় মাহেশ হইতে শ্রীজগন্নাথজিউ বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ - মন্দিরে আসিতেন, ১২৬২ সাল হইতে সেবাইতগণের মনোমালিন্যে এখন আর আসেন না।

বল্লভপুরে মন্দিরের লিপিতে আছে :—'১৬৮৬ শকে নারায়ণচাঁদ মল্লিক ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন'। 'A list of Ancient Monuments of Bengal' গ্রন্থে শ্রীরাধা-বল্লভজীর কথা আছে। শ্রীরাধা-বল্লভজীর মন্দির পূর্বে গঙ্গার ধারেই ছিল। উহা এখনও বল্লভপুর খেয়াঘাটের উত্তরে এবং শ্রীরামপুর জলের কলের সীমার মধ্যে দৃষ্ট হয়। ঐ মন্দিরের ভিতর-গাত্রে একখানি প্রস্তর - ফলকে আছে :—This building was occupied by the Missonary Henry Martin 1806.

বল্লভপুরে গঙ্গার ধারে ১২৪৫ সালে কলিকাতার আনন্দময়ীদেবী শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর নামে একটি ঘাট করিয়া দিয়াছেন। ঐ ঘাটের সামান্য পশ্চিমে ১২৫১ সালে ৩০শে মাঘ মতিলাল মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রী-রাধাবল্লভজীর একটি রাসমঞ্চ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রথযাত্রায় উৎসব। শ্রীরাধাবল্লভের মূর্তিটী

ভাস্কর্যশিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

বসতী—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত—শ্রীবৃষভানু রাজার পূর্ব-নিবাসস্থল।

বসন্তপুর—মেদিনীপুর জিলায়, শ্রীরসিকানন্দের বিহারভূমি (র° ম° দক্ষিণ ১০১২)।

বহুলাবন (বাটী)—শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত, সাতোঞার চারি মাইল উত্তরে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদ ভূমি। গ্রামের উত্তরে বহুলাকুণ্ড। দক্ষিণ তীরে বহুলাগাভীর স্থান। গ্রামের পূর্বদিকে বলরামকুণ্ড।

বাইগোন গ্রাম—কাটোয়ার নিকটে, শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য ও শ্যালক রামচরণ চক্রবর্ত্তির নিবাসস্থান।

বাকরপুর—(হুগলি) শ্রীরজনী পণ্ডিতের শ্রীপাট।

বাকলা চন্দ্রদ্বীপ—পূর্বকালে পাবনা, ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বাকলা বহুদিন পূর্বেই নদীগর্ভে গিয়াছে। দিগ্‌বিজয়-প্রকাশবিবৃতি-নামক গ্রন্থানুসারে ইহার পূর্ব সীমা মধুমতী, পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে বাদাভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপই ইহার সীমা। আকবরের সময়ে বাকলা একটি স্বতন্ত্র সরকার ছিল—ইসমাইলপুর, শ্রীরামপুর, শাহজাদপুর ও ইদিলপুর এই চারি মহালে উহা বিভক্ত ছিল।

দনুজমর্দন-বংশীয় রাজাদের বাস ছিল। এই স্থানে শ্রীসনাতনপ্রভুর পিতৃদেব নৈহাটি গ্রাম হইতে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই শ্রীসনাতন (শ্রীঅমর) প্রভু (১৩৮৬ শকে) শ্রীসন্তোষ বা শ্রীরূপ প্রভু (১৩৯২ শকে) ও বল্লভ বা অনুপম (১৩৯৫ শকে) জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীলচন্দ্রশেখর আচার্যের এই দ্বীপে বাস ছিল। তিনি শ্রীশ্রীনর্ত্তক-গোপাল-সেবা প্রকাশ করেন।

বাগ আঁচড়া গ্রাম—নদীয়া জেলায়, শান্তিপুর হইতে তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত ১৫৮৭ শকের শিবমন্দির আছে। ঐ চাঁদরায়কে অনেকেই ১২ ভুঁইয়ার মধ্যে শ্রীপুরের চাঁদরায় বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্দিরের ইষ্টক-লিপিতে আছে—শাকে বারমতঙ্গবাণহরিণাঙ্কে-নাঙ্কিতে শঙ্করং, সংস্থাপ্যাশু মুদা সুধাকর-কর - ক্ষীরোদনীরোপমম্। তস্মৈ সৌধমিদং মুদা সুজলদা-নিলীন-লোলধ্বজং, তৎপাদেরিত-ধীরধীর-বিরতং শ্রী-চাঁদরায়ো দদৌ।

বাগনাপাড়া—বর্দ্ধমান জেলায়। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে বারহারোয়া লুপ লাইনে কালনার পরের ষ্টেশন বাগনাপাড়া। শ্রীবংশীবদন ও শ্রীরামাই ঠাকুরের শ্রীপাট। ১৫১৩ শকাব্দে রামাই গোসাইর কালে নির্মিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেব শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির অতীব মনোহর। মাঘ মাসে উৎসব হয়। যমুনা ও একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে। ফুলদোল হেরাপঞ্চমী, গোষ্ঠাষ্টমী প্রভৃতি অত্রত্য পর্ব। হেরাপঞ্চমীতে কানাই বলাই নগর-ভ্রমণে বাহির হন।

শ্রীবংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় নবদ্বীপের নিকট পাটুলী-গ্রামে বাস করিতেন। নবদ্বীপে প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ইনিই নির্মাণ করেন। শুনা যায় উক্ত শ্রীবিগ্রহের পদতলে বংশীবদনের নাম অঙ্কিত আছে। কুলিয়াপাহাড়পুরে শ্রীবংশীবদনের জন্ম। পরে তিনি বিল্বগ্রামে বাস করিতেন।

বংশীবদনের পুত্র রামাই বা রামচন্দ্র গোস্বামী ব্রজধামে প্রস্কন্দন তীর্থে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহাকে লইয়া বাগনাপাড়ার জঙ্গল কাটিয়া স্থাপন করেন। উহার তিরোভাব—১৫০৬ শাকের মাঘী কৃষ্ণাতৃতীয়া।

বংশীবদন বিল্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরামাই পণ্ডিতের গাদি বলিয়া একটি মন্দির আছে। ঐ স্থানে শ্রীরাধামুরলীধরজীউ আছেন। উহা ১২৯৪ সালে ১৪ই বৈশাখে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। গ্রামে প্রবেশ করিতেই বাজারপাড়া ও শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের বাড়ী। দ্বিতীয় গৃহে শ্রীমতীরাধা ও রেবতী দেবী। প্রবেশদ্বারের নিকট শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব। তৃতীয় গৃহে—জগন্নাথ।

বাগ্যনকোলা—(বেগুনকোলা) কাটোয়ার এক মাইল পশ্চিমে অজয় নদের নিকটে। অনুরাগ-বল্লীমতে শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শ্রীপাট। ২ পণ্ডিতগদাধরের প্রশিষ্য মনোহর দাসের জন্মস্থান।

বাজনা—ব্রজে, বলিহারার এক মাইল নৈর্ঋত কোণে; দেড় মাইল পশ্চিমস্থ পাসৌলিতে অঘাসুর-বধ হইলে এখানে দেবগণ বাদ্যধ্বনি করেন।

বাণগড়—দিনাজপুরে, অসুররাজ

বাণের দুর্গ বলিয়া প্রবাদ।

বাণপুর—S. E. Ry আমদা রোড ষ্টেশন হইতে উণ্টাদিকে ½ মাইল দূরে। ঐ গ্রামে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর বিগ্রহ আছে। প্রবাদ—ঐখানে তাঁহার সমাধিও আছে। এই স্থানে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু দুষ্ট যবনরাজ আহম্মদ বেগকে ও গজপতি নৃসিংহ-দেবকে কৃপা করেন [র° ম° পশ্চিম ৯।৫—৬৮]। ২ বাণরাজার দেশ শোণিতপুর। গাড়োয়াল প্রদেশে মন্দাকিনী-তটে অবস্থিত (চৈ° ভা° মধ্য ২০।৮৫)।

বাণীগ্রাম--কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহে। শ্রীনরোত্তম-ঠাকুরের শিষ্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপনারায়ণ গোস্বামির বংশধরগণের নিবাস।

বাদাই——(বাদগ্রাম) ব্রজে, শ্রীহরিবংশ গোস্বামির জন্মস্থান।

বাদ্যশিলা (বাজনশিলা) ব্রজে, সাতোঞা গ্রামের নিকটবর্তী পর্বত (ভক্তি ৫।১৪০৫)।

বান্দী—ব্রজে, কৃষ্ণপুরের দুই মাইল অগ্নিকোণে, বান্দীকুণ্ড ও তাহার পূর্বতীরে আনন্দীবন্দী দেবী দর্শনীয়।

বাবলা—(নদীয়া) শান্তিপুর সহর হইতে উত্তরে দুই মাইল। শান্তিপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল। শ্রীশ্রী-অদ্বৈত প্রভুর ভজন-স্থান বলিয়া কথিত। ঠাকুর হরিদাসও এখানে থাকিতেন। কুলপঞ্জিকায় বাবলার নাম আছে। পূর্বে যে শ্রীপাটের নিম্ন দিয়াই গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইতেন, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। এখন ঐ খাত ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে। ঐস্থানের মৃত্তিকা খনন-সময়ে প্রাচীন কালের মহোৎসবের মৃৎপাত্রাদি বাহির হইয়াছিল। শুনা যায়--বাবলাতে শান্তমুনি থাকিতেন। তাঁহার নিকট অদ্বৈত প্রভু বাল্যে ১২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবালয়ে শ্রীঅদ্বৈত-বিগ্রহ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। সামান্য দূরে আর একটি বেদী আছে; প্রবাদ—ঐ স্থানে অদ্বৈত প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন।

বামনপোখেরা—(ভক্তি ১২।৩০৯—৩৪৫) নবদ্বীপে মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-পুষ্কর। ব্রাহ্মণের তপস্যায় প্রীত হইয়া পুষ্করতীর্থের আবির্ভাব-ভূমি।

বারকোণাঘাট—(চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩০০) শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রাচীন গঙ্গাতটে মাধাইর ঘাটের পরবর্তী ঘাট, এক্ষণে লুপ্ত। এই ঘাটের নিকটে শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহ ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহসমীপবর্তী (চৈ° ম° শেষ ৩।৫১)।

বারদী—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের অধীন, মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে। এই স্থানে ভক্তবর শ্রীল লোকনাথ ব্রহ্ম-চারী ১২৭০ সালে প্রথমতঃ আগমন করেন। ১২৯৭ সালে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে দেহরক্ষা করেন। কাটোয়া মাধাইতলার নিকটে এই সম্প্রদায়ের আশ্রম আছে।

বারাণসী—শ্রীকাশীধাম—শ্রীবিশ্বেশ্বর-মন্দির, বেণীমাধবজীউ, জ্ঞানবাপী, অন্নপূর্ণা, মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্রের ঘাট, শ্রীতপন মিশ্রের ভিটা প্রভৃতি দৃশ্য। বরণা ও অসি—এই নদীদ্বয়ের মিলন-স্থান বলিয়া বারাণসী নাম।

বারায়িত গ্রাম—মেদিনীপুর জিলায় রয়ণীর নিকটবর্তী গ্রাম; এ স্থানে দাশরথি রাম শ্রীরামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন (ভক্তি ১৫।২৩—২৪) (বারাজীত—র° ম° পূর্ব ৩।৩০)।

বারারা—ব্রজে, বলিহারার নামান্তর।

বারিপদা—ময়ূরভঞ্জ জেলায়। ১৪৯৭ শকাব্দে বৈদ্যনাথ ভঞ্জ এ স্থানে 'বুড়া জগন্নাথের' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বারুইপুর—চব্বিশপরগণা জেলায়, ডায়মণ্ডহারবার রেলপথে বারুইপুর ষ্টেশন হইতে নিকটবর্তী পল্লীতে শ্রীল অনন্ত আচার্যের শ্রীপাট।

বাছৌলী—ব্রজে, পয়গ্রামের চারি মাইল বায়ু কোণে, শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলার স্থল।

বালসাগ্রাম—(রাধানগর) রামপুর-হাট ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ পূর্বে। শ্রীমীনকেতন রামদাসের শ্রীপাট, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-সেবা। এখানে শ্রীমীন-কেতনের সমাজ আছে।

বালহারা—ব্রজে উনাইগ্রামের নিকট-বর্তী—এখানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বৎস-বালকাদি হরণ করেন।

বালাণ্ডা—কলিকাতা হইতে প্রায় এগারক্রোশ দূরে দেগঙ্গার নিকটবর্তী প্রাচীন স্থান। মুসলমান অধিকারের পূর্বে ইহা নিম্নবঙ্গের 'বালবলভী' রাজ্যের রাজধানী ছিল। হরিবর্ম-দেবের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট বালাণ্ডার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এজন্যই 'বালবলভী-ভুজঙ্গ' উপাধি পাইয়াছিলেন।

বালি—হুগলী সহরের মধ্যে। ঐ স্থানে শ্রীজগমোহন দত্তের গৃহে ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণ দত্ত প্রভুর দারুময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্তমানে উহা হুগলী বড়ালপাড়া মদনমোহন দত্তের গৃহে সেবিত হইতেছেন। ঐ দারুময়ী বিগ্রহের চিত্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মদনমোহন দত্ত শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বংশধর। অত্রত্য কল্যাণেশ্বর শিব অনাদিলিঙ্গ ও 'জাগ্রত' দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বালিঘাটা—মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুরের নিকট। এখানে ভক্ত সৈয়দ মর্তুজা জন্মগ্রহণ করেন ও ৮০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা করেন। সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে ইঁহার সমাধি আছে। ইনি মুসলমান ফকির হইলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন—

'সৈয়দ মর্তুজা ভণে, কানুর চরণে, নিবেদন শুন হরি। সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে, জীবন মরণ ভরি॥'

(পদকল্পতরু চতুর্থ শাখা)

জঙ্গীপুরে ইঁহার বংশধরগণ আছেন।

বালি চৈতন্যপাড়া—(জেলা হুগলী) উত্তরপাড়ার দক্ষিণে। E. Ry বালি ষ্টেশন হইতে হপ্তার বাজার দিয়া পূর্বমুখে চৈতন্যপাড়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া পুরী যাইবার সময়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে তীরে গমন করিতে করিতে বৈদ্যবাটী নিমাই-তীর্থের ঘাটে অবস্থানের পর চাতরা কোন্নগর প্রভৃতি হইয়া বালিগ্রামে জনৈক ভক্ত কায়স্থ-গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়দের পূর্বপুরুষ যখন বালিতে চৈতন্যপাড়ায় বাস করিতেন, সেই সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন হইয়াছিল। বর্তমানে কোন নিদর্শন নাই।

বাঁশদহ—জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বাঁশদা বা বাঁশধা। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৬৪)। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর জীবনমহোৎসবের স্থান (র° ম° উত্তর ১৬।১৪)।

বাসৌলি——(বাসোলী) ব্রজে, ললাপুরের নিকটবর্ত্তী, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুবাসে জগতের ধৈর্য নাশ হয় (ভক্তি ৫।১৪১৪)। বসন্তকালে শ্রীরাধাগোবিন্দের হোরীক্রীড়াস্থল।

বাহাদুরপুর—(মুর্শিদাবাদে) বুধুরীর নিকট। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য বংশীবদন চক্রবর্ত্তী ও শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহারা এই স্থান হইতে বুধুরিতে, পরে আমিনাবাজারে গিয়া বাস করেন। শ্রীশ্রীগোপীরমণজীউর সেবা।

এই শ্যামদাসের কন্যার সহিত জাহ্নবা মাতার আত্মীয় বড়ু কৃষ্ণদাসের বিবাহ হয়। জাহ্নবা মাতাই উদ্যোগী হইয়া এই বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর—(ঢাকা) ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ স্থান। বারভূঞার মধ্যে রাজা চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বাসস্থান। ইঁহারা শাক্ত ছিলেন। পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হন। শ্রীপুরে রাজধানী করেন। পদ্মাবতীর তীরে রাজবাড়ীর মঠ—ইঁহাদেরই কীর্ত্তি। ইঁহাদের মাতৃদেবীর চিতাভস্মের উপরই ঐ মঠ। মুন্সীগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত। প্রবাদ—পালবংশ্য নৃপতি রামপালের নামানুসারে স্থানের নামও রামপাল হইয়াছে। বিক্রমপুরে যে পালরাজ-গণের আধিপত্যবিস্তার হইয়াছিল—তাহার সাক্ষ্যস্বরূপে তত্রত্য বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত পালযুগের বহু শিল্প দ্রব্য, প্রস্তরমূর্ত্তি ও মৃত্তাস্কর্য পাওয়া গিয়াছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে 'স খলু শ্রীবিক্রমপুর--সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ' এইরূপ লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ মনে করেন যে এই শ্রীবিক্রমপুর ও বর্ত্তমান রামপাল অভিন্ন। বিক্রমপুরের বহু গ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত চর্চা ও জ্যোতিষের আলোচনার জন্য বিক্রমপুর প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা মনীষীগণ এই বিক্রমপুরের লোক। শুনা যায় যে বিক্রমসেন-নামক সেনবংশীয় রাজাই বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার শেষ হিন্দুরাজবংশ রামপালে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন। এস্থানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশ্য রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'লঘুভারত' গ্রন্থমতে

মহারাজ লক্ষ্মণসেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। এস্থানে বল্লাল-বাড়ী (বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ), বল্লালদীঘি, রামপালদীঘি প্রভৃতি বর্ত্তমান। রামপালের নিকটবর্ত্তী ধামদগ্রামে একখানি সোণার পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল, ইহাতে ২৪টি পাতা এবং প্রত্যেক পাতাই ৩০ তোলা ওজনের। কেহ কেহ বলেন যে নালান্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। রামপালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী গ্রাম—ইহা ২৭টি পাড়ায় বিভক্ত, প্রতিটি পাড়া যেন এক একটা গ্রাম। ঐতিহাসিক-গণ বলেন যে এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্ম হয়। মহারাজ নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ-পদে বরণ করেন। রামপালের দেড় মাইল দূরে রঘুরামপুর গ্রামে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের পূর্বে রঘুরাম রায় রাজা ছিলেন। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি লোপ করিয়া পদ্মা যথার্থতঃ 'কীর্ত্তিনাশা' নাম পাইয়াছে।

১। কেদার রায় ও চাঁদরায়ের বিগ্রহের মধ্যে শ্রীভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি—বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার কালীগঞ্জের অধীন লাখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আছেন। ঐ দেবীর পদতলে লিখিত আছে—শ্রীকেদার রায়।

২। শ্রীশিলা মূর্ত্তি—মানসিংহ ১৬০৪ খৃঃ যুদ্ধ জয় করিয়া ইঁহাকে জয়পুরের অম্বরে লইয়া যান।

৩। শ্রীকালীমাতা বিক্রমপুরে আছেন।

৪। শ্রীছিন্নমস্তা দেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিঘ্নরাজ তীর্থ—মথুরায় যমুনাতীর-স্থিত বিশ্রাম ঘাটের উত্তর দিকের ঘাট (ভক্তি ৫।৩০৯—১০)। এঘাটে অষ্টমী, দশমী ও চতুর্দ্দশীতে স্নান করত শ্রীগণেশের দর্শন বিধেয়।

বিছোর—ব্রজে, বৈঠানের বায়ুকোণে অবস্থিত (ভক্তি ৫।১৪০৯)। সখী-গণের সহিত শ্রীরাধিকা এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করেন। গৃহে যাইবার কালে কিন্তু উভয়ই বিচ্ছেদ-হেতু অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

বিজয়নগর—দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে অবস্থিত (হাম্পি) বিদ্যানগর—বেলারি হইতে ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে। ২ মালব-রাজ্যে সিন্ধু ও পারানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত—কবি ভবভূতির জন্মস্থান। ৩ গোদাবরীতটে বর্ত্তমান রাজ-মহেন্দ্রী। 'বিদ্যানগর' দেখ। শ্রী-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৫) এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধরসস্থান (চৈ° ভা° অন্ত্য ৩।২৭০)।

বিজুয়ারী—ব্রজে, খদিরবনের পশ্চিমে, শ্রীকৃষ্ণবলরামের মথুরাযাত্রাকালে অক্রূরের রথে আরোহণের স্থান। মথুরা-প্রয়াণে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলে গোপীগণ এস্থলে বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়াছিলেন বলিয়া স্থানের নাম হয়—বিদ্যুদ্‌বারি বা বিজো-আরি।

বিজৌলী—ভাণ্ডীরবনের পূর্বসংলগ্ন-গ্রাম। ইহার নামান্তর—ছাহেরী। ভাণ্ডীরবনে খেলার পর শ্রীকৃষ্ণবলরাম সখাগণসহ এখানে ছায়ায় বসিয়া ভোজন করিয়াছেন।

বিদর্ভনগর—বেরার, খান্দেশ, নিজাম রাজ্যের ও মধ্যপ্রদেশের কতকাংশই বিদর্ভ। প্রধান সহর—কুণ্ডিননগর ও ভোজকটপুর। 'বিদর্ভনগর' বলিতে কুণ্ডিননগরই বোদ্ধব্য। ভীষ্মকের রাজধানী, ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয় (ভা ১০।৫৩,৫৪ অধ্যায়)।

বিদ্যানগর[১]—বা বিদ্যাপুর (পোর বন্দর—বর্ত্তমান নাম) শ্রীরামানন্দ রায়ের সময়ে ইহা রাজধানী ছিল। গোদাবরীর দক্ষিণ তটে গোদাবরী নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। ঐ প্রদেশ তৎকালে 'রাজ-মহেন্দ্রী' নামে খ্যাত ছিল। কাহারও মতে বিদ্যানগর গোদাবরীর উত্তর-পারস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে পূর্ব-দক্ষিণ ২০।২৫ মাইল দূরে। শ্রীগৌরাঙ্গপদাঙ্কপূত স্থান [চৈ° চ° মধ্য ৮।৩০০]।

ইহা বিজয়নগর, ভিজিয়ানগরম্ বা ভিজিয়ানাগ্রাম নহে; শ্রী-প্রতাপরুদ্রদেবের অনন্তবর্মন অনু-শাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা পুরুষোত্তমদেব কর্ণাট দেশের রাজধানী বিদ্যানগর আক্রমণ করত কর্ণাটরাজ নৃসিংহকে পরাজিত করেন। সেই বিদ্যানগর বা বিদ্যানগরীই বিজয়নগরের প্রাচীন নাম ছিল। [Sources of Vijoynagar History by Prof. S. Krishnaswami Ayyangar, University of Madras, 1919

pp 106, 170.] M. S. M. Ry ওয়ালটিয়ার মান্দ্রাজ লাইনে রাজমহেন্দ্রীর পরে গোদাবরী ও তৎপরে 'কভুর' ষ্টেশন। এই ষ্টেশনটি গোদাবরীর পশ্চিম তীরে। কভুরে গোষ্পদতীর্থে মহাপ্রভু স্নান করিয়া রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গোষ্পদতীর্থের উপরে অদ্যাপি শ্রীহনুমদ্‌বিগ্রহ বিদ্যমান। কথিত আছে যে পুরাকালে 'রাজমহেন্দ্র'-নামে জনৈক রাজা পুণ্যতোয়া গোদাবরীর তীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া উহাকে দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্রে পরিণত করিবার ইচ্ছায় কোটিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেইস্থান 'কোটিলিঙ্গতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ।

বিদ্যানগর[২]—বর্দ্ধমান জেলায়। চাঁপাহাটী হইতে ১½ মাইল দূরে। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের শ্রীপাট। ইনি শ্রীল মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। এ স্থলে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলবাটী ছিল—শ্রীমহাপ্রভু ইঁহারই টোলে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেন।

বিদ্যাপুর—দাক্ষিণাত্যে বিদ্যানগর—শ্রীরামানন্দ রায়ের বসতি-স্থান।

বিদ্যুদ্ধারি—(বিজোয়ারী) ব্রজে, নন্দগ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত গ্রাম (ভক্তি ৫।১১৭৭, ৮৬)।

বিন্নুপুর—(?) শ্রীল অভিরাম-গোপালের শিষ্য রামকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট।

বিনোদপুর—ঢাকা জিলায়। শ্রীরাঘবপণ্ডিত-বংশের বাস। শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীকানাইবলাই-সেবা। শিলা—রাজরাজেশ্বর, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, শ্রীশ্রীধর এবং শ্রীবংশীবদন। গোয়ালন্দ হইতে আরিচা বা শিবালয়ে নামিয়া চারি ক্রোশ উত্তরপূর্ব কোণে বিনোদপুর।

ঐ বিনোদপুরের অন্তর্গত বিষমপুরে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। উহা 'মঠবাড়ী' নামে খ্যাত। পূর্বে ঐ স্থানে একটি দীর্ঘিকা ছিল। ঐ দীর্ঘিকার পূর্বদক্ষিণ কোণে উক্ত মঠবাড়ী-নামক মন্দির। পূর্বে ঐ মঠের কাছ দিয়া ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিত হইত।

প্রবাদ—সেন বংশের এক ভক্ত রাজা স্বীয় শ্রীবিগ্রহকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া নিজ রাজ্যপাট দর্শন করিতেন। তিনি বিনোদপুরে যখন আসিতেন, তখন ঐ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে রক্ষা করিয়া সেবা করিতেন। বিগ্রহের প্রস্তরাসনটি অদ্যাপি আছে।

বিন্দুসরোবর—কর্দম ঋষির আশ্রম, গুর্জর দেশে সিদ্ধপুরে অবস্থিত (ভা ১০।৭৮।১৯ তোষণী)। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১:৯)। ২ ভুবনেশ্বরের মন্দির-পার্শ্ববর্ত্তী প্রকাণ্ড কুণ্ড। তীরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিরাজমান। ইহাতে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের চন্দনযাত্রা, জলকেলি ইত্যাদি সম্পাদিত হয়। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৫।১৪০, ১৬।৯৯)।

প্রকাশ-বিবরণ—ভুবনেশ্বরী শম্ভুর মুখে বারাণসী হইতেও একাম্রক বনের মাহাত্ম্যাতিশয্য শুনিয়া গোপালিনী মূর্তিতে তথায় বিচরণ করিতেন। একদা 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক দুই অসুর সেই বনে সেই গোপালিনীর সৌন্দর্য-দর্শনে আকৃষ্ট হয়। মহাদেবের মুখে তিনি সেই অসুরদ্বয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং ঐ দুই ভাই দেবীরই বধ্য বলি অবগত হইয়া পদদলনে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় নিদ্রিতা হন। মহাদেব দেবীর তৃষ্ণা নিবারণজন্য ত্রিশূলাগ্রদ্বারা যে বাপী নির্মাণ করে, তাহার নাম হয়—'শঙ্করবাপী'। আবার ভুবনেশ্বরীর ইচ্ছাক্রমে তিনি তথায় একটি নিত্য প্রতিষ্ঠিত জলাশয় প্রকাশের জন্য নিখিল তীর্থের আবাহন ও জলাশয়-প্রতিষ্ঠায় যজ্ঞ-কার্যে ব্রহ্মাকে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বৃষভকে নিযুক্ত করিলেন। আহূত ব্রহ্মা দেবগণসহ তথায় আসিলেন। বৃষভ মন্দাকিনী প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ভুবনেশ্বর ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ করত বলিলেন—'আমি এস্থানে হ্রদ নির্মাণ করিব, তোমরা বিন্দুবিন্দু করিয়া এই স্থানে গলিত হও'। আদেশ পালন হইলে জনার্দ্দন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সপরিকর মহাদেব তাহাতে সানন্দে স্নান করিলেন। তিনি আবার বর দিলেন—শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে শিব-সারূপ্য এবং বিন্দুসরোবরে স্নানে শিব-সালোক্য লাভ হইবে।

বিন্ধ্যাচল—শ্রীযোগমায়া দেবী। এই দেবী কংসের হাত হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়েন। পর্বতের উপরে অষ্টভুজা—দেওয়ালে গাঁথা।

অপর বিন্ধ্যবাসিনী দেবী আছেন।

গঙ্গাঘাট হইতে অনতিদূরে সিংহ-বাহিনী চতুর্ভুজা, ষোড়শবর্ষা ও কন্যাকৃতি।

বিপাশা—পঞ্জাবের পঞ্চনদের অন্যতমা নদী (Beas)। শতদ্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৯)।

বিপ্রশাসন—উৎকল দেশে ব্রাহ্মণ-পল্লীর নাম (চৈ° চ° মধ্য ১৩।১৯৪)।

বিমলকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনস্থিত বৃহৎ সরোবর (ভক্তি ৫।৮৪৫)।

বিরজা—কারণার্ণবস্থিত নদী (চৈ° চ° আদি ৫।৫১, মধ্যে ১৫।১৭৫)। ২ উৎকলে যাজপুর-মধ্যবর্তী ক্ষেত্র (চৈ° ম° মধ্য ১৫।৭৫)। কপিল-সংহিতায় (৭।২—১৬) বিরজাক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে বিরজাদেবীর দর্শনে জীবের রজোগুণ দূরীভূত হয়। পুরাকালে ব্রহ্মা সৃষ্টিরক্ষার্থ এই সুনির্মল বিরজঃপ্রদ ক্ষেত্রের প্রকাশ করিয়াছেন।

বিরাট—রংপুর জেলায় গোবিন্দগঞ্জ থানায় অবস্থিত। মহাভারতের বিরাট রাজার বাড়ী বলিয়া কথিত।

বিলছু কুণ্ড—শ্রীগিরিরাজের প্রান্ত-বর্তী যতিপুরার দেড় মাইল উত্তর পশ্চিমে। এই কুণ্ডে শ্রীশ্রীহরিদেব প্রকট হইয়াছিলেন।

বিলাস পর্বত—ব্রজে, বরসানায় অবস্থিত 'বিলাস-গড়'। এ স্থানে মনোরম হিণ্ডোলা, রাসমণ্ডল ও বিলাস-মন্দির আছে (ভক্তি ৫।৮৯৪)।

বিল্বগ্রাম—(নদীয়া) এই স্থানে শ্রীল বংশীবদন ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপেও ইনি শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিল্বপক্ষ গ্রাম—নবদ্বীপান্তর্গত বেল-পৌখৈরা (ভক্তি ১২।৭৭২—৭৯২) শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাসভূমি।

বিল্ববন—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনের উত্তর-দিকে যমুনাপারে।

বিশাখা কুণ্ড—শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিহিত, ২ কাম্যবনে, ৩ নন্দগ্রামে।

বিশালা—(ভা° ১০।৭৮।১০) বৈষ্ণব-তোষণীমতে—অবন্তী; ২ সরস্বতী-তীরবর্তী বিশাল-নামা তীর্থ, ৩ বদরিকাশ্রম। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২০)।

বিশ্রামঘাট—মথুরায়, যমুনার তীর-বর্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ তীর্থ। নিকটেই গতশ্রম শ্রীবিগ্রহ।

বিশ্রামতলা—ভরতপুর হইতে দুই মাইল উত্তরে। মুর্শিদাবাদ জেলায়। স্থানটি 'ধোপাহাট'-নামক গ্রামমধ্যে কুয়ে নদীর তীরে। গঙ্গা পূজা বা দশহরার দিনে মেলা হয়। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে রাঢ়দেশে ভ্রমণ-কালে ঐ স্থানে বিশ্রাম করিয়া-ছিলেন।

বিশ্রামতলী—কুলাই গ্রামের নিকট, বর্দ্ধমান জেলায়। অজয়ের ধারে। কৈচর ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ। মহাপ্রভু এখানে বিশ্রাম করিয়া-ছিলেন। একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে বেদী আছে।

বিশ্রামতীর্থ—(বিশ্রান্তিঘাট) মথুরা-স্থিত প্রসিদ্ধ ঘাট, কংসাসুর-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশ্রাম করিয়া-ছিলেন (ভক্তি ৫।১০৬)।

বিশ্বগ্রাম—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শাখা ঠাকুর বলরামের বসতিস্থান।

বিষ্ণুকাঞ্চী—কঞ্জিভেরাম্ বা শিব-কাঞ্চী হইতে পাঁচ মাইল। শ্রীবরদ-রাজ বিষ্ণু ও অনন্তসরোবর আছে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৬৯, চৈ° ভা° আদি ৯।১১৮)। বৈশাখ মাসে কৃষ্ণা চতুর্থীতে শ্রীবরদ-রাজের ভোগমূর্ত্তি রথে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন। S. Ry. মাদ্রাজ হইতে চিঙ্গেল-পুট, তথা হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে কঞ্জি-ভেরাম্ ষ্টেশন।

বিষ্ণুপুর১—(বাঁকুড়া জেলায়) *। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর লীলা-নিকেতন এবং প্রথম বিশ্রাম-স্থান। পরলোকগত রাধিকানাথ গোস্বামির বাটীর নিকট প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐখানে একটি ভগ্ন মন্দির আছে। রাজা দুর্জয় সিংহের সময়ে শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির নির্মিত হয়।

শুনা যায় বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীই আদি প্রাচীন ঠাকুর; বিষ্ণুপুরের রাজবাটী-সংলগ্ন যে মৃন্ময়ী দেবী আছেন, ঐ স্থানটি প্রাচীন বটে, কিন্তু এক্ষণে প্রাচীন মৃন্ময়ী দেবী নাই। ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে এক পাগলিনী মৃন্ময়ী দেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়। তৎপরে কাদাকুলি গ্রামের রামরূপ ভট্টাচার্য দেবীকে কুড়াইয়া লাল-বাঁধের উপর রক্ষা করেন—সর্ব-

* বিষ্ণুপুরের বিস্তৃত বিবরণ অভয় মল্লিক-কৃত :—1. History of the Vishnupur Raj. 2. Annals of the Bankura District.

মঙ্গলারূপে।

বিষ্ণুপুরে গণেশ মালার নিকটে অখিল কবিরাজের বাড়ীতে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা আছে। শ্রীযদুনাথ সরকার-কর্ত্তৃক বিলাত হইতে সংগৃহীত 'বহারি-স্থান' নামক হস্তলিখিত ফারসী পুস্তকে (৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে—১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ-কর্ত্তৃক প্রেরিত সেখ কামালের নিকট (বিষ্ণুপুররাজ) বীরহাম্বীর মুঘল-বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজা বীর-হাম্বীর কালিন্দী বাঁধের নিকট শ্রীরাধারমণজীর মন্দিরে ও তাহার নিকট একটি নিভৃত কুঞ্জে ভক্ত-সঙ্গে ইষ্ট-গোষ্ঠী করিতেন।

রাজা বীরহাম্বীরের সভাতে যিনি ভাগবত-পাঠক ছিলেন, পরে শ্রী-নিবাস-প্রভুর শিষ্য হয়েন—তাঁহার নাম পণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্ত্তী। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধর শ্রীল অনন্তলাল চক্রবর্ত্তী বিষ্ণুপুর সহরের মধ্যে হাজরা পাড়ায় বাস করেন।

J. H. Marshal সাহেব-কৃত Archæological Survey Reports গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের ১১টি মন্দিরের এইরূপ বিবরণ আছে :—

১৬২২ খৃঃ শ্রীমল্লেশ্বর-মন্দির (রাজা বীরসিংহ)। ১৬৪৩ খৃঃ শ্রীশ্যামরায়, ১৬৫৫ খৃঃ জোড় বাঙ্গলা বা কৃষ্ণরায়, এবং ১৬৫৬ খৃঃ শ্রীকালাচাঁদের মন্দির (রঘুনাথসিংহ)। ১৬৫৮ খৃঃ শ্রীলালজীর মন্দির, (রাজা বীরসিংহ)। ১৬৬৫ খৃঃ শ্রীমদনগোপাল-মন্দির (রাণী শ্রীরমণী চূড়ামণি বা চারুমণি)। ১৬৬৫ খৃঃ শ্রীমুরলীমোহন-মন্দির (প্রস্তরলিপিতে চারুমণির নাম আছে)। ১৬৯৪ খৃঃ শ্রীমদনমোহন-মন্দির (দুর্জয় সিংহ)। ১৭২৬ খৃঃ জোড়মন্দির (গোপাল সিংহ)। ১৭২৯ খৃঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির (কৃষ্ণসিংহ – গোপাল সিংহের পুত্র)। ১৭৩৭ খৃঃ শ্রীরাধামাধব (রাণী চারু-মণি)। ১৭৫৮ খৃঃ শ্রীরাধাশ্যাম (চৈতন্য সিংহ)। *

এই বংশের সর্বপ্রথম রাজা আদি মল্ল হইতে মল্লাব্দ গণনা করা হয়। উহা খৃষ্টাব্দ ৬৯৫ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। এই মল্লাব্দের প্রথম মাস ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ হয়। ঐ দিনে বিষ্ণুপুরের রাজগণ ইন্দ্রদেবের পূজা করিয়া থাকেন। প্রথম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীর আদি মল্ল হইতে ৪৮ সংখ্যক রাজা ধারী মল্লের পুত্র।

রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ইহাকে 'শ্রীচৈতন্য দাস' আখ্যা দেন। বীর হাম্বীরের মহিষীর নাম শ্রীমতী সুলক্ষণা দেবী। ইঁহার দুই পুত্র। প্রথম ধাড়ীহাম্বীর, দ্বিতীয়—রঘুনাথ সিংহ। বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরে শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীকালাচাঁদ মন্দির রাজার ২য় পুত্র রঘুনাথ সিংহ নির্মাণ করেন।

কথিত আছে—বিষ্ণুপুরের প্রধান বিগ্রহ বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক আনীত হন। এক্ষণে ঐ শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ বিষ্ণু-পুরে নাই। ইনি কলিকাতা বাগ-বাজারে পরলোকগত গোকুল মিত্রের ভবনে বিরাজ করিতেছেন। ইহার কারণ 'বিষ্ণুপুর ইতিহাসে' বিবৃত আছে।

উপরোক্ত শ্রীবিগ্রহ ও মন্দির ভিন্ন বিষ্ণুপুরের চারি দিকেই বহু দেব-দেবী-মন্দির দৃষ্ট হয়। অনেক মন্দিরে দেবতা এখন নাই। রাজ-বাটীর নিকটেই মৃন্ময়ী দেবীর মন্দির। এই মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরের অতি নিকটে———শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-মন্দির। উহার প্রস্তরফলকে ১৬৮০ শক লিখিত আছে। ঐ মন্দিরে দুই যুগল নিতাই-গৌর বিগ্রহ আছেন। মুল শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাশ্যামই আছেন এবং অন্যান্য মন্দির হইতে এই স্থানে শ্রীবিগ্রহগণকে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রাচীনকালের ধাতু-নির্মিত ক্ষুদ্রাকারের একটি অষ্টাদশভুজা দুর্গা-মূর্ত্তি আছেন।

ইহা ভিন্ন প্রাচীন গেট, দুর্গের গড়খাই, দুর্গের উপরে দুইটি কামান এবং 'দলমাদল কামান'। দলমাদল কামান ৮।৹ হাত লম্বা, মুখের বেড় ৬।৹ হাত, গাত্রে ফারসী লেখায় আছে যে ইহার নির্মাণ-ব্যয় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। পূর্বে ইহা মাটীতে পড়িয়াছিল। ১৯১৯ সালে Bengal Government একটী উচ্চ প্রস্তর বেদী করিয়া তাহাতে রক্ষা করিয়াছেন। লাল বাঁধ, পোকা বাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ ভিন্ন যমুনা বাঁধ,

* অভয়পদ মল্লিক-কৃত ইংরাজী 'বিষ্ণুপুররাজ' গ্রন্থের ১০৫ পৃঃ।

কালিন্দী বাঁধ প্রভৃতি ৭।৮টি বৃহৎ বাঁধ আছে।

গুমগড়ের বিষয়ে প্রবাদ—উহাতে অপরাধীগণকে নিক্ষেপ করা হইত। ইহা গোলাকার খুব উচ্চ। উপরের মুখ খোলা, উহা ভিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিতে বা বাহিরে আসিতে আর কোন পথ নাই।

শ্রীশ্রীরাসমঞ্চ—ইহার ১০৮টি দরজা। পূর্বে নগরের যাবতীয় বিগ্রহ এখানে রাসের সময় আগমন করিতেন।

বিষ্ণুপুর—(১) রাজা বীরহাম্বীরের (২) শ্রীনিবাস-শিষ্য রাম দাসের, (৩) প্রসাদ দাস কবিপতির, (৪) গোকুল দাস মহান্তের, (৫) বল্লবী কবিপতির এবং (৬) ব্যাসাচার্যের শ্রীপাট।

মুর্শিদকুলী খাঁ বঙ্গদেশকে ১৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুর জমিদারী বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্গত ছিল। মুসলমান-বিজয়ের বহুপূর্ব হইতে বিষ্ণুপুরের রাজারা স্বাধীন অধীশ্বর ছিলেন। মোঘল ও পাঠানেরা ইঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই। এই রাজবংশের আদি পুরুষ রঘুনাথ বা আদি মল্ল মুসলমান অধিকারের তিনশত বর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। বীরহাম্বীরের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ হইতে ইঁহাদের 'সিংহ' উপাধি হয়।

আকবরের সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজগণ মোঘল বশ্যতা স্বীকার করিয়া সামান্যরূপ নজরানা দিতেন। মুর্শিদকুলীর সময়ে রাজা দুর্জন সিংহের সহিত একটি বন্দোবস্ত হয়।

ফসলি ১১১২ সালে (বা ১৭০৭ খৃঃ) প্রথমে খালসা সেরেস্তায় নাম লিখিত হইয়াছিল। পরে দুর্জন সিংহের পুত্র গোপাল সিংহের সময়ে নূতন বন্দোবস্ত হইয়া বিষ্ণুপুর ও এই সেরপুর ক্ষুদ্র পরগণার ১,২৯,৮০৩৲ টাকা জমা ধার্য হয়। আকবর-সময়ে তোড়রমল্ল ১৫৮২ খৃঃ সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে ১৯ সরকার ও ৬৬২ পরগণায় বিভাগ করেন এবং বড় বড় দেশগুলিকে 'সরকার' এবং ছোট ছোট দেশগুলিকে 'পরগণা বা মহাল' নামে অভিহিত করেন। তোড়রমল্লের সরকার মাদারুণমধ্যে বিষ্ণুপুরের নাম আছে। মাদারুণে পরগণা করিয়া ১৬টী ও জমা ২৩৫০৮৫৲ টাকা ছিল।

বিষ্ণুপুর[২]—শ্রীনারায়ণ দাস বিদ্যা-বাচস্পতির পুত্রের শ্রীপাট। (শ্রীহট্ট) কুরুয়া গ্রাম। বনভাগ পরগণায় রত্নাবতী নদীর তীরে।

(ইহা বাঁকুড়া জেলার—বিষ্ণুপুর নহে)। পূর্বে রাঢ়দেশে দক্ষিণ কর্ণগ্রামে ইঁহার বাস ছিল। নারায়ণের পুত্র—বৈষ্ণব রায় ও মনোহর রায়। বৈষ্ণব রায় বিষ্ণুপুরে শ্রীপাট করেন ও শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহের সেবা স্থাপন করেন। ইঁহার স্বহস্ত-রোপিত বকুল বৃক্ষটি অদ্যাপি আছে।

মনোহর রায় শ্রীহট্টের কুরুয়াতে বাস করেন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা প্রকাশ করেন। ইঁহাদের বংশধরগণ শ্রীহট্টের দশ এগারটী গ্রামে এক্ষণে বাস করিতেছেন।

বিষ্ণুপ্রয়াগ—উত্তরা খণ্ডে, জোশী-মঠ হইতে তিন মাইল দূরে। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। বিষ্ণুমন্দির আছে। এস্থানে নারদ ভগবদারাধনা করিয়াছেন।

বিসফী গ্রাম—(ত্রিহুতে) বিদ্যাপতির জন্মস্থান। কামতৌল ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়।

বিহার বন—রামঘাটের দেড় মাইল নৈর্ঋত কোণে; সখাগণসহ শ্রী-কৃষ্ণের বিবিধ বিহারের স্থান। ২ রালের নিকটবর্ত্তী। ৩ বৃন্দাবনে, পরিক্রমার রাস্তায় রাধাকূপ আছে; এস্থানে যাত্রীরা উহার নিকটে রাধে রাধে বা রাধেশ্যাম নাম করেন।

বিহারিয়া গ্রাম (নদীয়া)—ফুলিয়ার নিকট। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে বিহার করত পতিত উদ্ধার করিতেন।

বিহ্বল কুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মুরলীগানে বিহ্বল হইয়াছিলেন (ভক্তি° ৫।৮৬০)।

বীণাজুরী—চট্টগ্রাম রাউজান থানায়। মেখলা হইতে তিন ক্রোশ দূরে। এই স্থানে গৌরভক্ত শ্রীল জগচ্চন্দ্র চৌধুরী গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। কোয়েপাড়া গ্রামে তাঁহার সমাধি আছে। গৌণকার্ত্তিকী কৃষ্ণা নবমীতে তিরোভাব উৎসব হয়। ইনি বর্মা আকিয়াবে 'শ্রীগৌরাঙ্গভাণ্ডার'-নামক একটী প্রতিষ্ঠান করেন এবং মহা-প্রভুর ধর্ম ঐ দেশে প্রচার করেন।

বীরচন্দ্রপুর—বীরভূম জিলায়, 'এক-চক্রাধাম' (১১) দ্রষ্টব্য।

বীরভূম (গ্রাম ?)—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য শ্রীভগবান কবিরাজের

শ্রীপাট। ইহার ভ্রাতার নাম—শ্রীরূপ-কবিরাজ এবং পুত্রের নাম নিমু কবিরাজ।

বীরলোক—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নামান্তর (?) [ভক্তি° ৪।৯৭, ১৩০]

বুঢ়ন—পূর্বে যশোহর বর্ত্তমান খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা সাব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত বুঢ়ন পরগণা-মধ্যে বুঢ়ন গ্রাম। বেনাপোল হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে, খুলনা হইতে সাতক্ষীরার ষ্টীমারে যাইতে হয়।

ইহা শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্মভূমি। ভিটার চিহ্ন উচ্চ ভূমি আছে। কাহারো মতে হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুমতি ও মাতার নাম গৌরী। শৈশবে পিতামাতার দেহত্যাগ হয়। নিরাশ্রয় শিশু হরিদাস ঠাকুর ঐ স্থানের হালিমপুরে খাঁ সাহেবদের গৃহে পালিত হন। বুঢ়ন হইতে ২½ ক্রোশ দূরে সালাই (স্বর্ণ) নদীর অপরপারে হালিমপুর গ্রাম।

বুদ্ধতীর্থ—মথুরাস্থিত যমুনার ঘাট। জ্যৈষ্ঠ একাদশীদ্বয়ে এস্থানে স্নানে ফলাধিক্য হয়। রাবণ এঘাটে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এই ঘাট 'রাবণকুটী' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বুধুইপাড়া—মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রাচীন বুধুইপাড়া গঙ্গাগর্ভে গত হইলে নেয়াল্লিসপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। সৈদাবাদের অপর পারে—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতাদেবীর সহিত এই গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র শ্রীগোপীজনবল্লভের বিবাহ হয়। বুধুইপাড়ায় শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ আছেন। শ্রীল বংশীবদনজীউ আচার্য প্রভুর সেবিত ছিলেন। বর্তমানে যাহা আছেন, তাহা প্রতিরূপ বিগ্রহ। জনৈক পূজারীর হস্তে মূল বিগ্রহ ভগ্ন হয়। রামসুন্দর মুন্সি শ্রীমন্দির করিয়া দেন। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে উহা ভগ্ন হয়।

শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাসের শ্রীপাট বুধুইপাড়া। ইনি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থের ভাষানুবাদক ছিলেন।

এই স্থানে আচার্যপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ প্রভুর ২য় ও ৩য় পুত্র শ্রীরাধামাধব ও শ্রীসুবলচন্দ্র বাস করিতেন।

বুধুরী—মুর্শিদাবাদ জেলা। ইহাকে বুধোড় এবং তেলিয়াবুধরীও বলে। ভগবান্‌গোলা ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল।

শ্রীলরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীল-গোবিন্দ কবিরাজের শ্রীপাট। ইঁহার মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজ। রাজসাহী জেলার খেতুরির নিকট কুমারনগরে বাস ছিল।

বুধুরী শ্রীপাটের মালিক ছিলেন শ্রীযদুনাথ সেন কবিরাজ ঠাকুর। গোবিন্দ কবিরাজের শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং গোবিন্দের অধস্তন পৌত্র ঘনশ্যাম ও হরিদাস-স্থাপিত মহাপ্রভুর দুই বিগ্রহ আছেন এবং আচার্যপ্রভু-কর্ত্তৃক উৎসর্গী-কৃত শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড আছে।

বুধুরীতে শ্রীবংশীদাসের ভ্রাতা শ্যামদাসের কন্যা হেমলতা দেবীর সহিত শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতা নিজ পিতৃবংশের বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ দিয়াছিলেন ও শ্যামদাসকে শ্রীশ্যামরায়ের সেবা দিয়াছিলেন। এই শ্রীপাটে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং তৎপুত্র-কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন। প্রাচীন শ্রীপাট হইতে বর্ত্তমানে কিছুদূরে নূতন শ্রীপাট হইয়াছে। প্রাচীন শ্রীপাট জঙ্গলাকীর্ণ।

বুধুরীতে শ্রীনিবাস-শিষ্য রবিরায় পূজারীর ও গোপীরমণের এবং শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য বলরাম কবিপতির শ্রীপাট। শ্রীরামচন্দ্রের তিরোভাব—কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী (গৌণী)। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের তিরোভাব—আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপৎ।

বুরঙ্গা—বা বড়গঙ্গা, শ্রীহট্টে। কবিচন্দ্র যদুনাথ আচার্য ও শ্রীজীব পণ্ডিতের শ্রীপাট। মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গভ্রমণের শেষ সীমা।

বৃদ্ধকাশী—(বৃদ্ধাচলম্) দক্ষিণ আর্কট জিলায় ভেলার নদীর অন্যতম উপনদী মণিমুখের তটে অবস্থিত (দক্ষিণ আর্কট ম্যানুয়েল্)। কাহারও মতে কালহস্তিপুরই বৃদ্ধকাশী; শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩৮)। প্রবাদ—এই পর্বতটি পৃথিবীর আদি পর্বত বলিয়া উহাকে বৃদ্ধগিরি বা বৃদ্ধাচল বলে। S. Ry ত্রিচিনোপল্লী লাইনে বৃদ্ধাচলম্।

বৃদ্ধকোল—চিঙ্গেলপুট জেলায় মহাবলীপুরম্ বা সপ্ত মন্দিরের অন্তর্গত বলীপীঠম্ হইতে এক মাইল দক্ষিণে। মন্দিরমধ্যে বরাহদেবের উপর

শেষনাগ ছত্র ধরিয়া আছেন। মন্দির একটি প্রস্তরে নির্মিত। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭২)। চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন হইতে মহাবলীপুরম্ প্রায় বিশ মাইল। ২ মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কট জিলায় শ্রীমুষ্ণম্-নামক স্থানে ভূবরাহদেবের মন্দির। এস্থানে পূর্বে শ্বেতবরাহ-মূর্তি ছিলেন—এক্ষণে কিন্তু কৃষ্ণবরাহ মূর্ত্তি বিদ্যমান। S. Ry চিদাম্বরম্ ষ্টেশন হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ।

শ্রীবৃন্দাবন—স্কান্দ মথুরাখণ্ডে আছে —'বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু। মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দ-সমন্বিতম্'॥ মথুরা হইতে সাত মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলীলানিকেতন। যমুনার পশ্চিম তীরে। ইহা দ্বাদশ বনের অন্তর্গত হইলেও ইহাতে দ্বাদশটি উপবন আছে। যথা—

(১) অটলবন—বৃন্দাবনের দক্ষিণে। ভাতরোলে ভোজন করিয়া এখানে আগমন করিলে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে তিনি আনন্দে 'অটল' হইয়াছে বলায় স্থানের নাম —অটলবন।

(২) কোবারি বন—অটলবনের বায়ুকোণে, এখানে প্রসিদ্ধ দাবানল-কুণ্ড।

(৩) বিহারবন—কোবারিবনের নৈর্ঋতকোণে, এখানে 'রাধাকূপ' আছে।

(৪) গোচারণবন—বিহারবনের পশ্চিমে, প্রাচীন যমুনাতীরে। এস্থানে বরাহদেব বিরাজমান। গৌতম-মুনির আশ্রমও এখানে ছিল।

(৫) কালীয়দমন বন—গোচারণ বনের উত্তরে কালিয়মর্দনের স্থান।

(৬) গোপালবন—কালীদহের উত্তরে।

(৭) নিকুঞ্জবন—(সেবাকুঞ্জ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থান। এখানে ললিতাকুণ্ড আছে।

(৮) নিধুবন—নিকুঞ্জবনের উত্তরে অবস্থিত। বিশাখাকুণ্ড আছে।

(৯) রাধাবাগ—বৃন্দাবনের ঈশান-কোণে, যমুনাতীরে।

(১০) ঝুলনবন—রাধাবাগের দক্ষিণে।

(১১) গহ্বর বন—ঝুলন বনের দক্ষিণে, এ স্থানেই পাণিঘাট।

(১২) পপড় বন—গহ্বর বনের দক্ষিণে। তথায় আদিবদরীঘাট বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপীগণকে আদিবদরীনাথ দর্শন করাইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ঘাট—

(১) বরাহঘাট—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, প্রাচীন যমুনাতীরে। নিকটে শ্রীবরাহদেব ও শ্রীগৌতম মুনির আশ্রম।

(২) কালীয়দমন ঘাট—কালিদহ।

(৩) গোপালঘাট—কালিদহের উত্তরে। শ্রীনন্দযশোদার উপবেশন-স্থল।

(৪) সূর্যঘাট (দ্বাদশাদিত্য ঘাট) —গোপাল ঘাটের উত্তরে। টিলার উপরে শ্রীমদনমোহনের প্রাচীন মন্দির।

(৫) যুগল ঘাট—সূর্যঘাটের উত্তরে। নিকটে যুগলবিহারীর প্রাচীন মন্দির।

(৬) বিহারঘাট—যুগল ঘাটের উত্তরে, নিকটে যুগলবিহারীর মন্দির।

(৭) আন্ধার ঘাট—যুগল ঘাটের উত্তরে—লুকলুকানি খেলার স্থান।

(৮) আমলী ঘাট—আন্ধার ঘাটের উত্তরে—শ্রীকৃষ্ণলীলাকালীন অতিপ্রাচীন আমলী বৃক্ষ, শ্রীমন্-মহাপ্রভু-কর্তৃক অধ্যুষিত স্থান।

(৯) শিঙ্গার ঘাট—শৃঙ্গারবটে, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর বিহারভূমি। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার বেশরচনা-স্থান।

(১০) গোবিন্দ ঘাট—শিঙ্গার বটের উত্তরে—রাসমণ্ডলে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপিকাদের সম্মুখীন হন।

(১১) চীরঘাট—গোবিন্দ ঘাটের নিকটে—বস্ত্রহরণ-স্থান। কেশি দৈত্য-বধান্তে শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে 'চেইনঘাটও' বলে।

(১২) ভ্রমর ঘাট—চীর ঘাটের উত্তরে—শ্রীরাধাগোবিন্দের অঙ্গ-সৌরভে অতিমত্ত ভ্রমরগণ এখানে উড়িয়াছিল।

(১৩) কেশিঘাট—কেশি-দৈত্যবধের স্থান।

(১৪) ধীরসমীর—বৃন্দাবনের উত্তরে। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার জন্য এখানে সুগন্ধি সুশীতল মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছিল।

(১৫) রাধাবাগ—বৃন্দাবনের ঈশান কোণে।

(১৬) পাণিঘাট—বৃন্দাবনের পূর্বদিকে, এ স্থান দিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে যমুনা পার হইয়া দুর্বাশাকে ভোজন করাইয়াছেন।

(১৭) আদিবদ্রী ঘাট—পাণিঘাটের দক্ষিণে।

(১৮) রাজঘাট—বৃন্দাবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রাচীন যমুনা-তীরে। শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া শ্রী-রাধাকে যমুনা পার করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কুণ্ড—

(১) দাবানল কুণ্ড, (২) ললিতাকুণ্ড [নিকুঞ্জ বনের নৈর্ঋত কোণে] (৩) বিশাখাকুণ্ড [নিধুবনে], (৪) ব্রহ্মকুণ্ড—গোবিন্দ মন্দিরের বায়ুকোণে (৫) গজরাজ-কুণ্ড [শ্রীরঙ্গনাথজিউর মন্দিরে] এবং (৬) গোবিন্দ-কুণ্ড [বৃন্দাবনের পূর্বভাগে]। কেহ কেহ বলেন এই গোবিন্দকুণ্ডেই শ্রীগোবিন্দজী প্রকট হইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ—

(১) শ্রীরাধাগোবিন্দ—শ্রীশ্রী-রূপগোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত—বর্ত্তমানে জয়পুরে ; (২) সাক্ষিগোপাল—ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের সাক্ষ্যদান-নিমিত্ত শ্রীজগন্নাথধামের নিকটবর্ত্তী সত্যবাদী গ্রামে ; (৩) গোপীনাথ— শ্রীমধুপণ্ডিত-কর্ত্তৃক প্রকটিত—বর্ত্তমানে জয়পুরে ; (৪) শ্রীমদনমোহন—শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদকর্ত্তৃক সেবিত, বর্ত্তমানে করৌলীতে ; (৫) শ্রীরাধারমণ—শ্রীলগোপাল ভট্টগোস্বামি কর্ত্তৃক-প্রকটিত ; (৬) শ্রীরাধাবিনোদ—শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত—বর্ত্তমানে জয়পুরে (৭) শ্রীরাধামাধব—শ্রীজয়দেব - কর্ত্তৃক সেবিত, বর্ত্তমানে জয়পুর ঘাটিতে ; (৮) শ্রীরাধাদামোদর—শ্রীশ্রী-জীবপ্রভু-কর্ত্তৃক সেবিত, বর্ত্তমানে জয়পুরে ; (৯) শ্রীরাধাবল্লভ—শ্রীহরিবংশগোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত ; (১০) শ্রীবঙ্কবিহারী—শ্রীহরিদাস-গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত। (১১) শ্রীশ্যামসুন্দর—শ্রীশ্যামানন্দ - প্রভু-কর্ত্তৃক সেবিত। (১২) শ্রীগোকুলানন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কর্ত্তৃক সেবিত। (১৩) শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ—শ্রীমনুমুরারি গুপ্ত-সেবিত—বনখণ্ডী মহাদেবের সম্মুখে। এই বিগ্রহের পাদদেশে 'দাস মুরারি গুপ্ত' খোদিত আছে। এই শ্রীমূর্ত্তি বীরভূম জিলায় ঘোড়া-ডাঙ্গা পারুলিয়া এবং কালীপুর কড্যা গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া সিউড়িতে সেবিত হইতেছিলেন, পরে শ্রীবৃন্দা-বনে বিজয় করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সমাজঃ—

(১) শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের সমাজ—দ্বাদশাদিত্য টিলার নীচে।

(২, ৩) শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রী-জীবগোস্বামিপাদের—শ্রীরাধাদামো-দর-মন্দিরে।

(৪) শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের —শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে।

(৫) শ্রীলোকনাথ প্রভুর ও (৬) শ্রীনরোত্তম প্রভুর—শ্রীগোকুলানন্দে।

(৭) শ্রীমধুপণ্ডিতের—শ্রীগোপী-নাথ-মন্দিরের পার্শ্বে।

(৮) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট প্রভুর—শ্রীগোবিন্দমন্দিরের ঈশান কোণে চৌষট্টি মহান্তের সমাজবাটীতে।

(৯, ১০) শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর—ধীরসমীরে।

(১১) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর—শ্রী-শ্যামসুন্দর-মন্দিরে।

(১২) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর—কালিদহে।

(১৩) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-পাদের দন্তসমাজ—কেশিঘাটে। [শ্রীশ্রীগদাধরপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার একটি ভগ্ন দন্ত তাঁহার ভ্রাতু-ষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া গিয়া প্রোথিত করিয়া সমাজ দেন। তদবধি উহা 'দন্তসমাজ' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

(১৪) শ্রীহরিবংশ স্বামিজীর—শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের পার্শ্বে।

(১৫) শ্রীহরিদাস স্বামিজির—শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দিরের পার্শ্বে।

(১৬) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের—ধীরসমীরে।

(১৭) এতদ্ব্যতীত চৌষট্টি মহান্তের সমাজবাটীতে আরো বহু সমাধি আছে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বট—

১। অদ্বৈতবট—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যমুনাতীরে এই বৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন। ঐ বৃক্ষদর্শনে সর্ব পাপক্ষয় হয়। শুনা যায়—প্রাচীন বৃক্ষ যমুনা-গর্ভে গেলে তাহার শাখা রোপণ করা হইয়াছে।

শ্রীমদনগোপাল-প্রাকট্য স্থান।

২। বংশীবট—— যমুনাতীরে অবস্থিত।

৩। শৃঙ্গারবট—-- শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধারাণীর বেশ-রচনার স্থান। এই স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবস্থান করিতেন। উত্তরকালে শ্রীলনন্দকিশোর গোস্বামি-মহোদয় বাঁকুড়া জিলার পুরুণিয়া শ্রীপাট হইতে বাদশাহী ছাড়পত্র পাইয়া শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ লইয়া এস্থানে যান। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ বাস্তব্য করিতেছেন।

শ্রীবনযাত্রা—ভাদ্রী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে পরিক্রমার্থী বৈষ্ণব মথুরার নিকটবর্ত্তী ভূতেশ্বর মহাদেবের নিকটে বাস করিবেন। প্রথম দিনে মধুবন, তালবন ও কুমুদবন হইয়া মধুবনে বিশ্রাম। দ্বিতীয় দিনে শান্তনু কুণ্ড হইয়া বহুলা বন; তৃতীয় দিনে শ্রীরাধাকুণ্ড; চতুর্থ দিনে শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা; পঞ্চম দিনে—লাঠাবন (দিগ্‌); ষষ্ঠ দিনে আদিবদ্রী হইয়া কাম্যবন; সপ্তম দিনে—কাম্যবন-পরিক্রমা, অষ্টম দিনে বর্ষাণ; নবম দিনে—নন্দগ্রাম, খদিরবন ও যাবট; দশম দিনে—চরণপাহাড়ী হইয়া শেষশায়ী, একাদশ দিনে--সেরগড় (খেলনবন); দ্বাদশ দিনে—রামঘাট, চীরঘাট হইয়া নন্দঘাট; ত্রয়োদশ দিনে—ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বেলবন ও মানসরোবর হইয়া পানিগাঁও; চতুর্দ্দশ দিনে—লোহবন, আনন্দীবন্দী হইয়া শ্রীদাউজি; পঞ্চদশ দিনে—মহাবন, গোকুল, রাভেল হইয়া ভূতেশ্বর। কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যত্যয়ও হয়।

বৃন্দাবনে আকবর বাদশাহ—

আকবর শ্রীবৃন্দাবনের নাম 'ফকিরাবাদ' রাখেন। প্রবাদ—আকবরের স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া তাহাকে নিধুবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে শ্রীবৃন্দাবন মহাধাম। আকবর শ্রীজীব গোস্বামিপাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সন ১৫৭৩ খৃঃ। [Vide Growse's Mathura p. 123]

ঐসময়ে আকবরের সঙ্গে যে সব হিন্দুরাজা থাকিতেন, তাঁহারা বৃন্দাবনে মন্দির নির্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই বাদশাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন। পাঠান আমলে সুলতানের বিনা হুকুমে হিন্দুরা মন্দির নির্মাণ করিতে পারিতেন না, সে আদেশও সহজে পাওয়া যাইত না, কিন্তু আকবরের সমদর্শিতায় অচিরে হিন্দু ও মুঘল স্থাপত্যে বৃন্দাবনের শোভা সম্পত্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আনুমানিক ১৫৭০ খৃঃ গুণানন্দ সর্বাগ্রে শ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করেন, তৎপরে বিকানীরের রাজা রায় সিংহ শ্রীগোপীনাথের মন্দির, অম্বরাধিপতি মানসিংহ (১৫৯০ খৃঃ) শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির এবং চৌহানবংশ্য রাজা লোনকরণ (১৬২৭ খৃঃ) যুগলকিশোরের মন্দির করাইয়াছেন।

আকবর ব্রজমণ্ডলে জীবহত্যা-নিবারণের জন্য ১০১৪ হিজরীতে ফারমান বা নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিলেন, উহাতে বৃক্ষাদি পর্যন্ত ছেদনের নিষেধ ছিল। (Hindu Review 1913 p. 339—340)

বৃষভানুপুর—'বরসানার' নামান্তর।

বেড়োখোর—ব্রজে, বৈঠানগ্রামের নিকটবর্ত্তী খদির বনের অন্তর্গত কুঞ্জ (ভক্তি ৫।১৩৯০)।

বেণুকূপ——শ্রীবৃন্দাবনে চৌষট্টী মহান্তের সমাজের নিকটে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৩৭৫২—৫৫)। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর দিকে মুরলীর মুখ রাখিয়া ধ্বনি করিলেই পাতাল হইতে জল উঠিয়াছিল।

বেণ্ঠপুর—পুরীজেলায়; আলালনাথ যাইবার পথের দক্ষিণে বেণ্ঠপুরে শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীপাট। এখান হইতে আলালনাথ এক মাইল পথ।

বেণ্বাতীর্থ—হায়দ্রাবাদরাজ্যে কৃষ্ণা ও বেণ্বানদীর সঙ্গমস্থল। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৯)।

বেতাপনি—'ভূতপণ্ডি', ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে, নগরকৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্বে শ্রীমন্দিরে শ্রীরামবিগ্রহ ছিলেন, পরে 'রামেশ্বর' বা 'ভূতনাথ শিবলিঙ্গ' নামে পূজিত হইতেছেন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৫)।

বেতাল—ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী এগারসিন্দুর দেশে একটি গ্রাম—শ্রীহট্টের পথে শ্রীগৌরাঙ্গ এ স্থানে বিজয় করেন (প্রেম—২৪)।

বেতিলা—(ঢাকা) শ্রীলনরোত্তম-শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তির শিষ্যগণ বাস করেন।

বেতুলা—(?) শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণাচার্যের শিষ্য

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তির বাসস্থান [নরো ১২]।

বেদকুণ্ড—(ভক্তি ৫।৮৭৭) কাম্যবনস্থিত সরোবর।

বেদাবন—তাঞ্জোর জিলায়, তিরুত্তরাইপ্পণ্ডি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব-কোণে এবং পয়েন্ট কলিমিয়ারের পাঁচ মাইল উত্তরে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৫)। বেদারণ্য মুলীয়ার নদীর সাগর সঙ্গমে অবস্থিত। সুপ্রাচীন শিব-মন্দির বিরাজমান। S. Ry ব্রাঞ্চ লাইনে মায়াভরম্ ও তৎপরে আগস্তিয়ামপালী লাইনে ভেদারাণ্যিয়াম্।

বেনাপুর—কুলীনগ্রামের কিয়দ্দূরে। দেবীপুর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। (১৮৪২ খৃঃ) বৃহৎ ভাগবতামৃতের ভাষায় অনুবাদক ভক্তবর শ্রীলজয়গোবিন্দ দাসের জন্মভূমি। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-জীউর সেবা।

বেনাপোল—(যশোহর) খুলনা লাইনে বনগ্রাম ষ্টেশনের পরেই বেনাপোল। শ্রীলহরিদাস ঠাকুর এই স্থানে নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন। এই স্থানেই তিনি শাক্তবর রামচন্দ্র খানের ষড়যন্ত্রে যে বেশ্যা তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অবস্থিতির সাক্ষিরূপে একটি ঢিবি চিহ্ন আছে। এ স্থানকে 'হীরা বেশ্যার জাঙ্গাল' বলে। বেনাপোল রামচন্দ্র খানেরও জন্মস্থান। অদ্যাপি পরিখা-বেষ্টিত ভগ্ন সৌধের চিহ্ন আছে। (চৈ° চ° অন্ত্য ৩।৯৮—১৪২)।

বেলগা—বর্দ্ধমান জেলা। শ্রীখণ্ড হইতে তিন মাইল পশ্চিমে। শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্রের শ্রীপাট। ইনি ব্রজের গুণচূড়া সখী। এখানে শ্রীশ্রীনিতাইবিগ্রহ আছেন।

বেলগ্রাম—(বর্দ্ধমান) কাটোয়ার নিকট। শ্রীনিত্যানন্দ-পরিকরগণের শ্রীবলরামজীর সেবা। বারুণীতে উৎসব।

বেলপুকুর—(বিল্বপুষ্করিণী) শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বসতিস্থান। প্রাচীন গঙ্গার গুড়গুড়ে খালের উত্তর তীরে।

বেলবন—ব্রজে, যমুনার পারে। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থান। এখানে লক্ষ্মী তপস্যা করেন।

বেলিটিগ্রাম—চট্টগ্রাম, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর পিতৃদেব শ্রীলমাধব মিশ্রের জন্মস্থান। ইহার পত্নীর নাম শ্রীরত্নাবতী দেবী। শ্রীমাধব-মিশ্র ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি উভয়ে বন্ধু ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—ইঁহারা দুই জনই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামির শিষ্য।

বেলুন—বর্দ্ধমান জেলায়, শ্রীশিবাই পণ্ডিতের শ্রীপাট।

বেলেগ্রাম বা **বালিয়া**—(মুর্শিদাবাদ) সাগরদিঘী থানা। E. Ry গদাইপুর ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল পূর্বে। ইহা একটী বৈষ্ণব শ্রীপাট।

বেহেজ—ব্রজে, গাঠুলির চারি মাইল পশ্চিমে; এ স্থানে ইন্দ্র সুরভির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধ ক্ষমাপণের জন্য গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ—গোলোকের নামান্তর।

বৈকুণ্ঠতীর্থ—মথুরায়, বিশ্রামঘাটের উত্তরে যমুনাতীরস্থিত ঘাট।

বৈকুণ্ঠপুর—শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিম-দিকে অবস্থিত গ্রাম।

বৈঁচী—হুগলী জেলায়, শ্রীবল্লভ গোস্বামির শ্রীপাট। চৈত্রী শুক্লা দশমীতে তাঁহার তিরোধান-উৎসব হয়।

বৈঠানগ্রাম—ব্রজে, নন্দীশ্বর হইতে উত্তরদিকে। বড় ও ছোট বৈঠান দুইটি পৃথক্ গ্রাম। নিকটেই 'চরণ পাহাড়ী'। বড়বৈঠানে শ্রীকৃষ্ণবলরামের বৈঠকগৃহ। ছোট বৈঠানে কুন্তলকুণ্ড আছে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাগণসহ কেশ-বিন্যাস করেন।

বৈতরণী—কেঁওঝোর করদ রাজ্যে গোনাসা-নামক পর্বতশৃঙ্গে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। ইহার তীরেই প্রসিদ্ধ যাজপুর গ্রাম। মহাপ্রভু বৈতরণীর দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীবরাহদেবের দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা এ স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা অতিপবিত্র তীর্থ।

বৈদ্যনাথ—দুম্‌কা জেলার অন্তর্গত দেওঘর মহকুমার অধীন। জৈসিডি জংশন হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১০৬)।

মন্দির পূর্বমুখী। দ্বারদেশের বামভাগের প্রস্তরফলকে আছে—১৫১৭ শকে (১৫৯৬ খৃঃ) গিরিডির মল্ল রাজা-কর্তৃক নির্মিত। ইহা ৫১ পীঠের অন্তর্গত। দেবীর হৃদয় পতিত হয়। দেবী জয়দুর্গা, ভৈরব বৈদ্যনাথ।

এতদ্‌ভিন্ন বহু দেবদেবীর মন্দির ও প্রস্তর-ফলক আছে। ২১টি অতিরিক্ত শিবমন্দির আছে।

১। কালী (১৭০০ সম্বতের লিপি), ২। অন্নপূর্ণা, ৩। মূত্রকূপ (রাবণ-খোদিত), ৪। লক্ষ্মী-নারায়ণ, ৫। আনন্দভৈরব, ৬। রামলক্ষ্মণ-জানকী, ৭। নীলকণ্ঠ, ৮। পার্বতী, ৯। বগলা, ১০। সূর্য (বাংলা অক্ষরে লিপি আছে), ১১। সরস্বতী, ১২। কালভৈরব এবং ১৩। সন্ধ্যাদেবী প্রভৃতির মন্দির।

দর্শনীয়ঃ—১। বৈদ্যনাথের মন্দির-সমূহ। ২। হারাম-চুরির মন্দির। ৩। তপোবনের গহ্বরাদি। ৪। নন্দন পাহাড়।

তপোবন—শূলকুণ্ড-নামে একটি কূপ আছে ও একটি পাহাড়ে দুইটি লিপি আছে। একটি লিপির এক ছত্র লেখা—শ্রীদেবনারায়ণ পাল। অপর-টির দুই ছত্র পাঠ করা যায় না।

হারলাঝুরি—বৈদ্যনাথের উত্তর-পূর্বে। এখানে কতকগুলি প্রাচীন মূর্ত্তি আছে। উহার মধ্যে দুইটির অঙ্গে এক যোগির নাম খোদিত আছে। রাবণ এই স্থানে ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুর হস্তে শিবলিঙ্গ অর্পণ করিয়া-ছিলেন।

বৈদ্যবাটী—হাওড়া-বর্দ্ধমান লাইনে বৈদ্যবাটী ষ্টেশন। এস্থানে নিমাই-তীর্থের ঘাট প্রসিদ্ধ। ভদ্রকালীর মন্দির আছে।

বৈষ্ণবগোসাঞিও শ্রীপাট——(মেদিনীপুর)—রাণীচক ষ্টীমার ঘাট হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে বাঁধের উপর দিয়া খঞ্জাভগবান্‌পুর, তথা হইতে ডাকাতেমালার পুকুর তথা হইতে ঐ স্থান। শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীপাট (?)।

বোড়ো—বর্দ্ধমান জেলায়। বি ডি রেলের রায়নার নিকট। তারকেশ্বর হইতে ছোট রেলে জামালপুর, তথা হইতে দামোদর-পারে ২½ ক্রোশ দূরে বোড়ো প্রাচীন মন্দির।

শ্রীশ্রীবলদেবজীউ দীর্ঘাকার, ১৪টি হস্ত ও ১৪টি সর্পফণাযুক্ত। একটি ফণা ভগ্ন। প্রবাদ—ইহা বসু রামানন্দের প্রতিষ্ঠিত। অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দ্দশী, মাকরী সংক্রান্তি ও মাঘী শুক্লা সপ্তমী প্রভৃতি অত্রত্য বিশিষ্ট পর্ব। অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সমবেত ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাজলে বিগ্রহকে অভিষেক করেন। তৎপরে মন্দির বন্ধ হয় এবং অঙ্গরাগ হইয়া চতুর্দ্দশীতে দর্শন খোলা হয়। মকর-সংক্রান্তিতে দুই বেলায় নাকি ৫২ ভোগ দানের রীতি আছে।

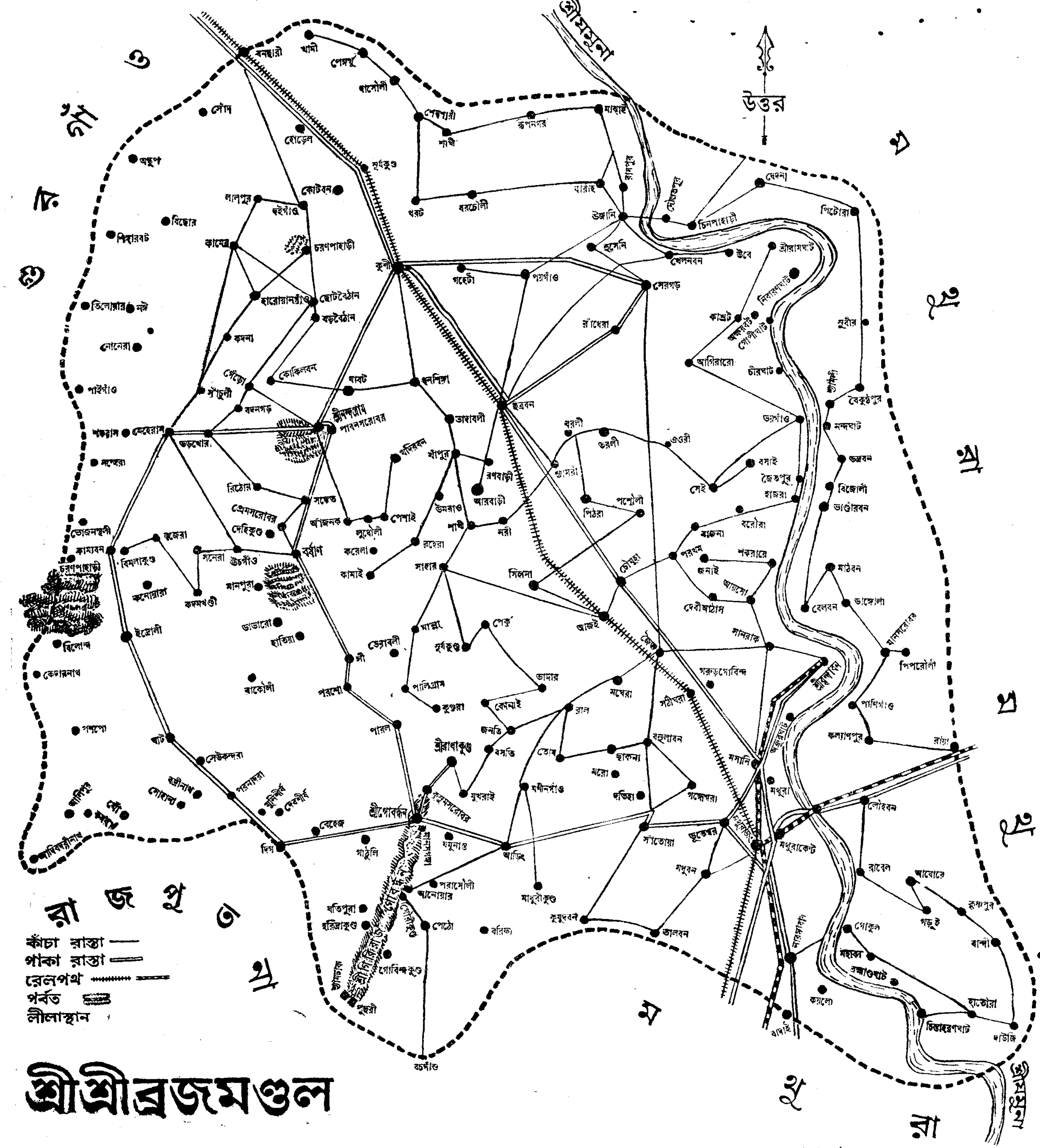
বোনছারি—ব্রজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রাম, অত্রত্য শ্রীদাউজি দর্শনীয়।

বোরাকুলি বা **বোরাখেলো**—(মুর্শিদাবাদ, গোয়াসের নিকট) পাতিবোনা ষ্টীমারঘাট ষ্টেশন হইতে চারি মাইল। লালগোলা ষ্টীমারঘাট হইতে গোদাগাড়ী, তৎপরে প্রেমতলি (শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের লীলাস্থলী) তৎপরে পাতিবোনা পদ্মার পশ্চিম পারে।

এই স্থানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহিণী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তির শ্রীপাট এবং শ্রীনিবাসশিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তির শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীউর সেবা-প্রতিষ্ঠাকালে শ্রীবীরভদ্র প্রভু উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহ জিয়াগঞ্জ ভাটপাড়ায় আছেন।

ব্যাসাশ্রম—সরস্বতী নদীর পশ্চিম-তটে 'শম্যাপ্রাস, শ্রীভাগবতাধি-বেশনের প্রথম স্থান। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৪২)।

ব্যেঙ্কটাদ্রি——নেলোর জিলায় পার্বত্য তীর্থস্থান। ব্যেঙ্কটেশ্বর বা বৈকুণ্ঠেশ্বর মহাদেবের নামানুসারে পর্বতের নাম——ব্যেঙ্কটাদ্রি, ব্যেঙ্কটাচল। পর্বতমালার বিভিন্ন স্থানে জলপ্রপাত ও কুণ্ড আছে—তন্মধ্যে স্বামিতীর্থ, আকাশগঙ্গা, পাণ্ডবতীর্থ, পাপনাশিনী প্রভৃতি সপ্ততীর্থ প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজাচার্য এই স্থানে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। M. S. M. Ry ষ্টেশন ভেঙ্কটগিরি। তিরুপতি ইষ্ট হইতে পঞ্চম ষ্টেশন। তিরুপতি বালাজী (বেঙ্কটেশ্বর স্বামী) এখানকার মুখ্য দর্শনীয়। তিন বার দর্শন হয়—(১) বিশ্বরূপ-দর্শন প্রভাতে, (২) মধ্যাহ্নে ও (৩) রাত্রিতে; মন্দিরের সম্মুখে স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ আছে; তাহার সামনে 'তিরুমহ মণ্ডপম্' (সভামণ্ডপ), দ্বারে জয়-বিজয়ের মূর্ত্তি আছে। জগমোহন হইতে মন্দিরের ভিতরে চতুর্থ দ্বার পার হইলে পঞ্চম দ্বারে বালাজীর পূর্বাভিমুখী শ্যামল মূর্ত্তি, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী। দুই পার্শ্বে শ্রী ও ভূদেবী, শ্রীবালাজীর বিগ্রহে একস্থলে আঘাতের চিহ্ন আছে। প্রবাদ—একভক্ত প্রত্যহ নীচ স্থান হইতে



শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল

[শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান—১৯৬৩ পৃ

ভগবানের দুগ্ধ আনিতেন। ভক্ত বৃদ্ধ হইলে যাতায়াতের কষ্ট দেখিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধারণ মনুষ্য-বেশে নীরবে গোদুগ্ধপান করিতে যাইতেন। গাভীর দুগ্ধ নাই দেখিয়া একদা ভক্তটী নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে এক ব্যক্তি দুগ্ধ পান করিতেছে। তাহাকে চোর মনে করিয়া ভক্তটি দণ্ডাঘাত করিলেই প্রভু প্রকট হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং দণ্ডাঘাতটি স্ববিগ্রহে রাখিয়া দিলেন। এখানে মধ্যাহ্ন দর্শনের কালে সকল যাত্রীই অন্ন-প্রসাদ বিনামূল্যে পাইতে পারেন, পরে প্রসাদ বিক্রয়ও হয়।

ব্রজমণ্ডল—মথুরা জেলার অন্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনাদি চৌরাশি-ক্রোশ-ব্যাপ্ত স্থান। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ।

তত্রত্য দ্বাদশ বন, যথা—(১) শ্রীবৃন্দাবন, (২) মধুবন, (৩) তাল, (৪) কুমুদ, (৫) বহুলা, (৬) কাম্য, (৭) খদির, (৮) ভদ্র, (৯) ভাণ্ডীর, (১০) বেল, (১১) লৌহ ও (১২) মহাবন।

দ্বাদশ উপবন, যথা—(১) রাল, (২) রাধাকুণ্ড, (৩) বদ্রীনারায়ণ, (৪) বর্ষাণ, (৫) সঙ্কেত, (৬) নন্দীশ্বর, (৭) যাবট, (৮) কোকিলা, (৯) কোট, (১০) খেলন, (১১) মাঠ ও (১২) দাউজি [বিক্রম বন]।

চারি ধাম, যথা—(১) আদিবদ্রী [বদরিকাশ্রম], (২) কাম্যবনে সেতুবন্ধকুণ্ড [রামেশ্বর ধাম], (৩) কুশীতে [দ্বারকাধাম] এবং (৪) শ্রীদাউজিতে [জগন্নাথধাম]।

গিরিত্রয়—(১) গোবর্দ্ধন, (২) বর্ষাণ ও (৩) নন্দীশ্বর।

সপ্ত সরোবর—(১) বহুলাবনে মানস-সরোবর, (২) কুসুম সরোবর, (৪) পেঠোগ্রামে চন্দ্রসরোবর, (৪) নারায়ণ সরোবর, (৫) প্রেম-সরোবর, (৬) পাবনসরোবর ও (৭) যমুনার পরপারে—মান-সরোবর।

অষ্ট বট—(১) বংশীবট, (২) শৃঙ্গারবট, (৩) সঙ্কেতবট, (৪) নন্দবট, (৫) যাবট [কিশোরীবট], (৬) অক্ষয় বট, (৭) ভাণ্ডীর বট এবং (৮) অদ্বৈতবট।

ব্রজমণ্ডলে গঙ্গা—(১) কৃষ্ণগঙ্গা, (২) শ্যামকুণ্ডে পাতাল গঙ্গা, (৩) মানসগঙ্গা, (৪) বদ্রীনারায়ণে অলকা গঙ্গা, (৫) জাবটে পারল গঙ্গা, (৬) কুশীতে গোমতী গঙ্গা।

ব্রজরাজপুর—পোঃ ভেদুয়াসোল (বাঁকুড়া), বাঁকুড়া হইতে খাতড়ার মটরে ভেদোসোল, তথা হইতে দেড় মাইল পূর্বদিকে ব্রজরাজপুর। শ্রীদাসগদাধর-সেবাশ্রম। শ্রীল গদাধর দাসপ্রভুর পৌত্র মথুরানন্দ গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-সুন্দর ও ললিতাজীউ আছেন। শ্রীগদাধর-বংশ আছে। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় উৎসব হয়। [মাকড়কোল গ্রাম' দেখুন]।

শ

শকটা গ্রাম—ব্রজে, শকটারোহণের স্থান।

শকরোয়া—ব্রজে, জনাইর আড়াই মাইল পূর্বে, ইন্দ্রস্থান।

শক্রতীর্থ—ব্রজে, অন্নকূট গ্রামের নিকটে ইন্দ্র-নির্মিত কুণ্ড (গোবিন্দ-কুণ্ড)।

শক্রস্থান—(শকরোয়া) গোবর্দ্ধনের নিকটে অবস্থিত, ব্রজে বৃষ্টিকারী ইন্দ্রের ভীতিস্থান।

শঙ্খক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্রের আকার শঙ্খ-সদৃশ বলিয়া ইহাকে 'শঙ্খক্ষেত্র' বলে।

শঙ্খনগর—সপ্তগ্রামের ৭টী গ্রামের মধ্যে ইহাও একটি; মগরার নিকট সরস্বতী নদীর তীরে। শ্রীল রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতিখুড়া শ্রীল কালিদাসের শ্রীপাট। অধুনা অরণ্যে পরিণত। ইঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দদেব (ত্রিবেণী) হাঁসপাতালের নিকট মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নীত হন। তৎপরে তিনি বা তাঁহার স্ত্রী ঐ শ্রীবিগ্রহকে ত্রিবেণী ঘাটের পাণ্ডা-ঠাকুরকে দিয়াছেন।

শঙ্খুআ—শ্রীক্ষেত্রে আঠারনালার নিম্নবর্ত্তী নদী।

শঙ্খোদ্ধার—বেট-দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমহল হইতে আধ মাইল দূরে এই তীর্থ। শঙ্খসরোবর ও শঙ্খনারায়ণের মন্দির। কথিত আছে যে এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাসুরকে বধ করেন। শঙ্খ-নারায়ণের মূর্ত্তিতে দশাবতার অঙ্কিত আছেন।

শরডাঙ্গা—নবদ্বীপের অন্তর্বর্ত্তী সীমন্ত দ্বীপে অবস্থিত। অত্রত্য শ্রীজগন্নাথ মন্দির দ্রষ্টব্য।

শাকরীখোর—মথুরামণ্ডলে বরসানায় অবস্থিত, দুই পর্বতের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ রাস্তা। ভাদ্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে এখানে 'দধিলুণ্ঠনলীলা' এবং 'বুড়ীলীলা' হয়।

শাঁকোয়া—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য শ্রীমধুসূদনের বাসস্থান।

শাখি—ব্রজে, সাহারের দুই মাইল উত্তরে, শঙ্খচূড়বধের স্থান। [বৃলী ২৪]।

শান্তনুকুণ্ড—মথুরার আড়াই মাইল পশ্চিমে। শান্তনু রাজার পুত্র-কামনায় সূর্য্যারাধনার স্থল। কুণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য্যমন্দির, তথায় শ্রীবিহারী-জীউ বিরাজমান। ভাদ্রী ষষ্ঠীতে ও রবিবারে সপ্তমী তিথিতে এ কুণ্ডে স্নানে ফলাধিক্য হয়।

শান্তিনগর—নদীয়া জেলায় শান্তিপুর—শ্রীঅদ্বৈতালয় [চৈ° ম° শেষ ৩।৫৭]।

শান্তিপুর—[অক্ষাংশ ২৩।১৫, দ্রাঘিমাংশ ৮৮।২৯] নদীয়া জেলায়। E. Ry. Ranaghat Junction হইতে রেলপথে শান্তিপুর ষ্টেশন, সহর—এক ক্রোশ দূরে। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীহর্ষ ও গোপালাচার্যের শ্রীপাট।

১। এই বংশের শ্রীরাঘবেন্দ্র প্রভু শান্তিপুরের বড় বাড়ীর আদি পুরুষ। এই বাড়ীতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীনৃসিংহ শিলা ও শ্রীমদনগোপাল আছেন।

২। ঘনশ্যাম প্রভু—মধ্য বাড়ীর

৩। রামেশ্বর প্রভু—ছোট বাড়ীর

অদ্বৈত-পৌত্র (বলরামের পুত্র) শ্রীমথুরেশ গোস্বামী শ্রীসীতানাথ-সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাকে 'ছোট গোসাইয়ের বা সীতানাথের বাড়ী' বলে। বলরাম মিশ্র প্রভুর অন্যতম বংশধর শ্রীদেবকীনন্দন প্রভু হইতে 'আতাবলিয়া বাড়ী' ও মুকুন্দানন্দ হইতে 'পাগলাবাড়ী' বলিয়া খ্যাত। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেবিত শ্রীনৃসিংহচক্র শিলা এবং শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের আলেখ্য একখানি ছিলেন। চিত্রপটখানি অতীব জীর্ণ ও বিসর্জনোপযোগী হইলে প্রভুর পুত্র-পৌত্রগণ তৎস্থলে দারুময় শ্রীশ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ শান্তিপুরে স্থাপন করেন। উহা শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের বংশীয়গণের সেবায় আছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রপিতামহ শ্রীল নরসিংহ মিশ্র ১২৯১ শকে শান্তিপুরে বাস করেন। বহু পূর্ব্বে শান্তিপুরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইতেন।

১। শান্তিপুরে দর্শনীয়ঃ—জলেশ্বর মহাদেবের মন্দির, ২। শ্রীশ্যামচাঁদ-মন্দির, ৩। পঞ্চরত্ন মন্দির, ৪। শ্রীকালাচাঁদ মন্দির ও ৫। শ্রীগোকুলচাঁদ মন্দির, ইহা নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণের মাতা-কর্ত্তৃক ১৭৪০ শকে নির্মিত হয়। বহুপূর্বে শান্তিপুর তন্ত্রপ্রধান দেশ ছিল। প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পর হইতে ঐ স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় হয়। শান্তিপুর বাজার ছাড়াইয়া শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির জন্মস্থান। শান্তিপুরের রাসযাত্রা (ভাঙ্গা রাস) প্রসিদ্ধ উৎসব। এই স্থানে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-কর্ত্তৃক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী বিরাটভাবে হইয়াছিল। উড়িয়া গোস্বামী-বংশের এখানে বাস আছে। ইঁহারা শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের ধারা—শ্রীগোপালগুরুর বংশ। বিশেষ পর্ব—রাস, দোল, রথ, শ্যামা-পূজা, সরস্বতীপূজা এবং শ্রীঅদ্বৈত-জন্মোৎসব। রাসযাত্রাই কিন্তু সমধিক আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। শেষের দিনে শোভাযাত্রা বা ভাঙ্গা-রাস দর্শনীয়।

শালিগ্রাম—(নদীয়া জিলায়) বাহির-গাছির নিকট। ধর্মদহের উত্তর-পূর্ব কোণে শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিত, শ্রীগৌরী-দাস পণ্ডিত ও কংসারি মিশ্র প্রভৃতির আবির্ভাব-স্থান। শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিত—ঘোষাল পদবী, বাৎস্য গোত্র। এই স্থানে কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিগণ বাস করেন।

শাবলগ্রাম—(?) শ্রীনন্দাই পণ্ডিতের বাস।

শিকারীপাড়া—(ঢাকা) নবাব-গঞ্জের অন্তর্গত। শ্রীশ্রীননীলাল বিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহ কাগতাপুরের

রাজা নীলাম্বরের সেবিত ছিলেন। নীলাম্বর মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁহার ভক্ত। দৈবক্রমে হোসেন সাহা কর্তৃক তিনি বন্দী হন ও রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ সময়ে শ্রীবিগ্রহকে অরণ্যমধ্যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ডাকাত ভবানী পাঠক অরণ্যমধ্য হইতে উক্ত বিগ্রহকে উদ্ধার করেন ও সেবা করিতে থাকেন। ভবানী পাঠক অন্তিম সময়ে উক্ত বিগ্রহকে শিকারী পাড়ার ঘোষ বাবুদের হস্তে প্রদান করিয়া যান। তদবধি শ্রীবিগ্রহ ঐ স্থানে সেবিত হইতেছেন।

শিখরভূমি—বর্দ্ধমান জেলার শেষ-প্রান্তে—বরাকর নদীর তটবর্ত্তী প্রদেশ।

শিঙারকোণ—বর্দ্ধমান জেলায়। E. Ry বৈচি ষ্টেশনের ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব দিকে। শ্রীল অদ্বৈতপরিবার শ্রীমোহনানন্দ আচার্যের শ্রীপাট। ইনি শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য শ্রীল শ্যামদাস আচার্যের ভ্রাতা ছিলেন। প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ। শ্রীমতী নাই। দোল-পূর্ণিমাতে উৎসব হয়। প্রাচীন কালের একটি তমালবৃক্ষ আছে। ঐ গ্রামে তান্ত্রিকদের তিনটি পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে।

শিঙ্গারবট—ব্রজে, তিলোয়ারের দুই মাইল উত্তরে। এস্থানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও স্বহস্তে শ্রীরাধার বেশ রচনা করেন। ব্রজের সীমান্ত গ্রাম। ২ শ্রীবৃন্দাবনে প্রাচীন যমুনার তীরে। এস্থানে শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামি-সেবিত শ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন।

শিপ্রা—উজ্জয়িনী ষ্টেসন হইতে দেড় মাইল দূরবর্তী নদী। বৃহস্পতির সিংহরাশিতে অবস্থানকালে ইহাতে স্নান-মাহাত্ম্য আছে। তীরে বহু ঘাট ও মন্দির আছে।

শিমুলিয়া—নবদ্বীপান্তর্গত সীমন্তদ্বীপ (চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩০০)।

শিয়ারো—ব্রজে, চীরঘাটের নামান্তর।

শিয়ালী—চিদম্বরমের নিকট সুবিখ্যাত শ্রীমুষ্ণম্ মন্দির। তথায় শ্রীভূবরাহ বিগ্রহ আছেন। চিদম্বরম্ তালুকের অন্তর্গত দক্ষিণ আর্কট জেলায় শিয়ালী সন্নিকটে শ্রীভূবরাহদেবই বিরাজমান।

২ শিয়ালী—তাঞ্জোর জিলায় ক্ষুদ্র নগর। মাদ্রাজ হইতে ১৬৪ মাইল দূরে। তাঞ্জোর হইতে ৪৮ মাইল উত্তর-পূর্বে। শিবমন্দির ও সরোবর আছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৪)। S. Ry. ষ্টেশন—শিয়ালী।

শিবকাঞ্চী—(কঞ্জিভেরাম্) 'দক্ষিণ কাশী'-নামে খ্যাত। এস্থানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছে। তন্মধ্যে একাম্বর কৈলাস নাথের মন্দির অতীব প্রাচীন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্ক-পূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৬৮, চৈ° ভা° আদি ৯।১১৮)। এস্থানে কামাক্ষী দেবী আছেন। প্রবাদ একদা পার্বতী দেবী কৌতুকবশতঃ মহাদেবের চক্ষু আবৃত করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারাবৃত হয়; তজ্জন্য মহা-দেবের আদেশে দেবী শিব-কাঞ্চীতে মন্দির প্রাঙ্গণে তপস্যা করিতেছেন। দ্রষ্টব্য—সর্বতীর্থসরোবর, একাম্রেশ্বর, কামাক্ষীদেবী, বামন-মন্দির ও সুব্রহ্মণ্য-মন্দির।

শিবক্ষেত্র—তাঞ্জোরে 'শিবগঙ্গা'-সরোবর বা স্থানীয় বৃহৎ 'বৃহদীশ্বর-শিবমন্দির'। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৮)। ২ তাঞ্জোর সহরের নিকটে তিরুভেট্টুরে 'অচলেশ্বর মহা-দেবের' মন্দির আছে। S. Ry. তাঞ্জোর। ৩ তিনেভেলী নগরের তাম্রপর্ণী নদীর তীরে 'বংশেশ্বর' শিবের মন্দির।

শিবগয়া—গয়াধামে তীর্থবিশেষ, শ্রীগৌরাঙ্গপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৭৫)।

শিবনিবাস—নদীয়া জেলা। সাধক-প্রবর জাফর খাঁর সমাধি আছে। ইনি শিবনিবাসে থাকিয়া পুরীর মন্দিরের অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত করিয়া-ছিলেন। এই স্থানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুইটি শিবমন্দির ও একটি রাম-সীতার মন্দির করেন। প্রথম শিবমন্দিরে ১৬৭৬ শক, দ্বিতীয় শিব-মন্দিরে ১৬৮৪ শক এবং রামেশ্বর-মন্দিরে ১৬৮২ শক লিখিত আছে।

শিবলোক—কৈলাস (চৈ° ভা° মধ্য° ২৩।২৪৫)।

শিবাখোর—শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত। কথিত আছে শিবাখোরে একটি শৃগালীর মৃত্যু হইলে স্থান-প্রভাবে শ্রীরাধার সখীত্ব-লাভ করে; তদবধি উহা শ্রীকুণ্ডের শবদাহস্থান হইয়াছে।

শী—ব্রজে, পরশোর উত্তর দিকে অবস্থিত গ্রাম (ভক্তি ৫।১১৯১—৯৬)। মথুরা-প্রয়াণে শ্রীকৃষ্ণ গোপী-গণের অবস্থাদর্শনে অধীর হইয়া 'শীঘ্র' আসিব এ কথা এস্থানেই

বারংবার বলিয়াছিলেন।

শীতলগ্রাম—পূর্ব নাম—সিদ্ধলগ্রাম। বর্দ্ধমান কাটোয়া লাইট রেলে কৈচর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে। কাটোয়া হইতে ৯ মাইল। থানা—মঙ্গলকোট।

দ্বাদশগোপাল পর্যায়ের একতম শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট। ইনি পূর্বলীলায় বসুদাম ছিলেন। চট্টগ্রামের পাড়গ্রামে ১৩০৬ শকে চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমীতে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের আবির্ভাব। পিতার নাম—শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়; মাতা—কালিন্দী দেবী, পত্নীর নাম—হরিপ্রিয়া। ইনি মহাপ্রভুকে যথাসর্বস্ব দান করিয়া ভাণ্ড হাতে লইয়াছিলেন। ইনি বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করত উক্ত শীতল-গ্রামে আসিয়া শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথবিগ্রহ স্থাপন করেন। শীতলগ্রামের সেবায়েতগণ একটি তুলসীমঞ্চ দেখাইয়া বলেন—উহাই শ্রীধনঞ্জর পণ্ডিতের সমাধি।

আবার মেমারি ষ্টেশনের নিকট সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে ও জলন্দিগ্রামে ইনি সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এজন্য ঐ স্থানকেও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট বলে। শীতলগ্রামে প্রতি বৎসর ১৪ই মাঘ উৎসব হয়। কান্তকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম বেদগর্ভের পুত্র বশিষ্ঠ এই গ্রামখানি আদিশূরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বংশেই প্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্টের জন্ম হয়। ইহার বংশধরগণ এই স্থানে গোষ্ঠীপতি চৌধুরী-নামে খ্যাত।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিতে এই গ্রামের নামাদি লিখিত আছে। উক্ত চৌধুরী-বংশীয়গণই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবায়েত। [শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশ গোপাল' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে]।

শীতলাকুণ্ড—ব্রজে, বরসানার অন্তর্গত গহ্বরবনের নিকটে।

শীলাবতী—মেদিনীপুর জিলায় প্রবাহিতা নদী, ইহার তীরে 'বগড়ী' ও 'গড়বেতা'-নামে দুইটি শ্রীপাট আছে।

শুকতলাউ—(শুকতাল বা শুকরতল)—হরিদ্বার হইতে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্বে, হস্তিনাপুর হইতে ৩০ মাইল উত্তরে, বিজনৌর হইতে প্রায় ৮।১০ মাইল এবং মজফরনগর হইতে ১০ মাইল দূরে গঙ্গাতটে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছেন। শুকতলায় এক টিলার উপরে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহাকে 'ব্রহ্মচারীবট' বলে, কথিত আছে যে ঐ বটবৃক্ষতলেই অধিবেশন হইয়াছিল। এস্থানে শ্রীশুকদেবের চরণচিহ্ন আছে। জ্যৈষ্ঠী শুক্লা দশমীতে ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এস্থানে মেলা বসে।

শৃঙ্গবেরপুর—এলাহাবাদ হইতে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান শ্রীনগর। গুহক চণ্ডালের রাজ্য। শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপূত [চৈ° ভা° আদি ৯।১২৩]।

শৃঙ্গারবট—শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতীরে, ২ তিলোয়ার গ্রামের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার বেশবিন্যাসের স্থান।

শৃঙ্গেরিমঠ—মহীশূরের অন্তর্গত শিমোগা জিলায় এই মঠ অবস্থিত। তুঙ্গভদ্রা নদীর বামতটে এবং হরিহরপুরের সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রকৃত নাম—ঋষ্যশৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এস্থানে দাক্ষিণাত্যস্থিত শঙ্করাচার্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। এই মঠে 'সরস্বতী,' 'ভারতী' ও 'পুরী'—এই ত্রিবিধ একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৪)। M. S. M. Ry ষ্টেশন টারিকিয়ার বা শিমোগা।

শেয়াখালা—হুগলি জেলায়; গোবিন্দ বসু (গন্ধর্ববর খাঁ) ও গোপীনাথ বসুর (পুরন্দর খাঁর) নিবাস। ইঁহারা হোসেন শাহার উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। অত্রত্য উত্তরবাহিনী দেবীর মন্দিরটি গোপীনাথ-কর্ত্তৃক নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার প্রাচীন নাম—শিবাক্ষেত্র।

শেষশায়ী—ব্রজের উত্তর সীমান্তস্থান—শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৬৪)। অনন্তশয্যাশায়ী শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান—গ্রামের পূর্বে ক্ষীরসাগর।

শোণ—[হাজারিবাগ ও ছোট নাগপুরস্থ পর্বত] মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া গঙ্গার সহিত দানাপুরের অতি নিকটে মিলিত নদ। ইহার অন্য নাম—'মাগধী'। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৭)। এই নদে সতীর নিতম্বদেশ পতিত হয়; দেবী—

নর্মদা ও ভৈরব—ভদ্রসেন। ৫১ পীঠের অন্যতম।

শোণিতপুর——মধ্য রেইলওয়ে সোহাগপুর ষ্টেসনের পার্শ্ববর্ত্তী। শ্রীনৃসিংহদেবের অতিপ্রাচীন মন্দির। প্রবাদ—এখানে বাণাসুরের রাজধানী ছিল। অনিরুদ্ধ বাণাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন।

শৌকরী বটেশ্বর—(ভক্তি ৫।১২৫) মথুরামণ্ডলের সীমান্ত স্থান।

শ্যামকুণ্ড——ব্রজে আরিট্‌গ্রামে অরিষ্টাসুর-বধের স্থান এবং অন্যত্র বহু। ২ রামকেলিতে (ভক্তি ১।৬০৪)।

শ্যামঢাক—গিরিরাজের তট হইতে এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মনোরম বন। এখানে শ্যামকুণ্ড আছে। শ্রীবল্লভাচার্যমতে যুগলকিশোরের প্রথম ঝুলন-লীলার স্থান। নিকটে 'সুগন্ধিশিলা' (ভক্তি ৫।৬৫২)।

শ্যামরী——ব্রজে, ছাতাইর চারি মাইল অগ্নিকোণে; যূথেশ্বরী শ্যামলার গৃহ। শ্রীরাধার দুর্জয় মান হইলে শ্যামাসখীবেশে শ্রীকৃষ্ণ মানোপশম করেন।

শ্যামরী কিম্মরী—ব্রজে 'নরীসেমরী' গ্রাম দেখুন।

শ্যামসুন্দরপুর—মেদিনীপুর জিলায়, শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণগতি এখানে বাস করিতেন। ইঁহার বংশধরগণের বাস।

শ্রদ্ধাবালি—শ্রীক্ষেত্রে মালিনী নদীর সৈকতভূমি। কথিত আছে যে নরসিংহদেব খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আঠারনালা (শঙ্খুআ) সেতু বাঁধাইয়াছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল—শ্রদ্ধাদেবী। সেই শঙ্খুআ নদীর একটি ধারা ছিল—মালিনী। উহা বড়দাণ্ড ও গুণ্ডিচামন্দিরকে পৃথক করিয়াছিল, বর্ত্তমানে লুপ্ত। তজ্জন্য পূর্বে ৬টি রথ প্রস্তুত হইত এবং উত্তর পার্শ্বে ৩টি ও দক্ষিণ পার্শ্বে ৩টি রথে রথযাত্রা হইত। শ্রদ্ধাদেবী মালিনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ করত গুণ্ডিচামণ্ডপের নিকটস্থ ভূমিকে রথচালনের উপযোগী করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নদীর সৈকত 'শ্রদ্ধাবালি' নামে খ্যাত হয়।

শ্রাবস্তী——পূর্বোত্তর রেইলওয়ের গোরখপুর-গোণ্ডা লাইনে বলরামপুর ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন কোশলদেশের রাজধানী। যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত এই পুরীর নির্মাতা (ভা ৯।৬।২১)। শ্রীরামপুত্র লবও এখানে রাজত্ব করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধগণের তীর্থ।

শ্রীকুণ্ড—ব্রজে, রাধাকুণ্ডের নামান্তর।

শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান)—বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলের শ্রীখণ্ড ষ্টেশন হইতে শ্রীপাট এক মাইল। ইহা শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন, দামোদর কবিরাজ, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, বলরাম দাস, রতিকান্ত, রামগোপাল দাস, পীতাম্বর দাস, শচীনন্দন, জগদানন্দ প্রভৃতি শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসবে (অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে) তত্রত্য বড়ডাঙ্গার মাঠে দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট মেলা ও লোক-সমাগমাদি হইয়া থাকে। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব—শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থী। ১৫৯৭ শকাব্দে লিখিত মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভায়' আছে—

শ্রীখণ্ড নাম নগরী রাঢ়ে বঙ্গেষু বিশ্রুতা। সর্বেষামেব বৈদ্যানামাশ্রয়ো যত্র বিদ্যতে॥ যত্র গোষ্ঠীভূতা বৈদ্যা যঃ খণ্ডোঽভূদ্ ভিষকৃপ্রিয়ঃ। বিশেষতঃ কুলীনানাং সর্বেষামেব বাসভূঃ॥ 'নরহরিশাখানির্ণয়ে'—ক্ষিতি নবখণ্ড মধ্যে খণ্ড মহাস্থান। সর্বত্র সৌরভ যার মলয়জ-সমান॥

দর্শনীয়—(১) মধুপুষ্করিণী, (২) শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গৃহ ও আসন; (৩) বড়ডাঙ্গার ভজনস্থলী, (৪) শ্রীগোপীনাথ, (৫) শ্রীগৌরাঙ্গ, (৬) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই-কর্ত্তৃক স্থাপিত, (৭) শ্যামরায়, (৮) মদনগোপাল ও (৯) ভূতনাথ মহাদেব——গ্রাম্য-দেবতা ইত্যাদি।

শ্রীজংহ——মেদিনীপুরে (?) শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য রামদাস ও তৎপুত্র দীনশ্যামদাসের জন্মস্থান। [র° ম° পশ্চিম ১৪।৭০]।

শ্রীরঙ্গম্———(শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজী) ত্রিচিনোপল্লী জিলায়—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কুম্ভকোণম্ হইতে ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিমে। ভারতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। ইহার সাত প্রাকার।

শ্রীরঙ্গমের সাতটী প্রাচীন রাস্তার নাম—ধর্মের পথ; রাজমহেন্দ্রের পথ; কুলশেখরের পথ; আলিনাড়নের পথ; তিরুবিক্রমের পথ;

মাড়মাড়িগাইসের তিরুবিড়ি পথ এবং অড়ইয়াবলইন্দানের পথ।

শ্রীরামানুজের শিষ্য—কুরেশ, ইঁহার পুত্র রামপিল্লাই; তৎপুত্র বাগ্ বিজয়ভট্ট; তৎপুত্র বেদব্যাসভট্ট (সুদর্শনাচার্য)। এই সুদর্শনাচার্যের সময়ে মুসলমানগণ রঙ্গনাথ-মন্দির আক্রমণ করে এবং বার হাজার শ্রীবৈষ্ণবকে হত্যা করে। ঐ সময়ে শ্রীরঙ্গনাথজীউকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে গোপ্পণাচার্য সিংহব্রহ্মে আনয়ন করেন ও তিন বৎসর এস্থানে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিয়া ১২৯৩ শকে পুনরায় শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাচীরের পূর্ব-গাত্রে বেদান্তদেশিক-রচিত একটি শ্লোক আছে—

আনীয় নীলশৃঙ্গদ্যুতি-রচিত-জগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রেঃ, শ্রেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাং-স্তুলুষ্কান্। লক্ষ্মী-ক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং, সম্যগ্বর্যাং সপর্যাং পুনরকৃত যশো দর্পণো গোপ্পণার্যঃ॥ বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপ্পণঃ ক্ষৌণিদেবো, নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবল-নিহতোৎসিক্ততৌলুষ্কসৈন্যঃ। কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগ-সহিতাং তত্র লক্ষ্মী-মহীভ্যাং, সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুতে সাধুচর্যাং সপর্যাম্॥ [অনুভাষ্য]

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি [ঢ়৽ চ৽ মধ্য ৯।৭৯, চৈ৽ ভা৽ আদি ৯।১৩৭]

শেষশয্যাশায়ী শ্যামবর্ণ শ্রীনারায়ণই শ্রীরঙ্গনাথ। নিকটে শ্রীলক্ষ্মী ও বিভীষণ; শ্রীভূদেবীও আছেন। পৌষী শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে একাদশী পর্যন্ত এক্ষেত্রে মহোৎসব হয়—ইহাকে 'বৈকুণ্ঠ একাদশী' বলে। ঐদিনে শ্রীরঙ্গনাথের বৈকুণ্ঠদ্বার খোলা হয়। শ্রীভগবানের উৎসব-মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠদ্বার দিয়া বাহিরে আসেন। যাত্রীগণ এই দ্বার দিয়া বাহিরে আসেন।

কথিত আছে যে শ্রীনারায়ণ স্ববিগ্রহ ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন; বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করত মন্দির-সহিত শ্রীরঙ্গজির মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তদবধি শ্রীরঙ্গনাথ অযোধ্যায় বিরাজমান হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশ্য নরপতিগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতে-ছিলেন। ত্রেতাযুগে চোলরাজ ধর্মবর্মা মহারাজ দশরথ-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে সমবেত হন—তখন তিনি ঐ শ্রীরঙ্গনাথের মূর্ত্তি দর্শন করত এতই আকৃষ্ট হন যে তিনি পরে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীরঙ্গজিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন, কিন্তু ঋষিগণ বলিলেন যে শ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ংই ঐস্থানে আসিবেন; এই কথায় ধর্মবর্মা তপস্যায় নিবৃত্ত হন। এদিকে আবার লঙ্কা-বিজয়ের পরে শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের কালে সুগ্রীবাদি ভক্তগণকে স্বাভীষ্ট বর দান করিতে থাকিলে বিভীষণ শ্রীরঙ্গনাথকে প্রার্থনা করিলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বিভীষণ লঙ্কায় লইয়া সেই বিগ্রহের স্থাপন করিতে ইচ্ছা করত যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু কাবেরী দ্বীপে চন্দ্রপুষ্করিণীর তটে সেই মন্দির ও শ্রীরঙ্গনাথকে স্থাপন করত নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণের ইচ্ছায় শ্রীমূর্ত্তি ঐস্থানে বিশ্বম্ভর হইলেন এবং বিভীষণকে বলিলেন—'পুরাকালে ধর্মবর্মা কঠোর তপস্যা করিতে থাকিলে ঋষিগণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে রঙ্গনাথ এইস্থানে বিজয় করিবেন। অতএব আমি তাঁহাদের বাক্যরক্ষার্থ এস্থানেই থাকিব, তুমি এস্থানেই আসিয়া আমার দর্শন পাইবে।' বিভীষণ প্রত্যহ দর্শনে আসিতেন, একবার তিনি দর্শনোৎকণ্ঠায় সবেগে রথ চালাইলে এক ব্রাহ্মণ রথের ধাক্কায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাতে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ অমর বিভীষণকে মারিতে না পারিয়া ভূগর্ভে বন্দী করিয়া রাখেন। শ্রীনারদ-মুখে শ্রীরাম এসংবাদ পাইয়া সেই স্থানে আসিয়া বিভীষণের অপরাধ মাগিয়া নিজেই দণ্ড ভোগ করিতে প্রস্তুত হইলে ব্রাহ্মণগণ বিভীষণকে ছাড়িয়া দিলেন—তদবধি বিভীষণও অলক্ষ্যরূপে শ্রীরঙ্গজির দর্শনে আসিতে থাকেন।

শ্রীরামপুর—(মুর্শিদাবাদ জেলায়) ডাক ভগীরথপুর। এই স্থানে ৪৫ বৎসর পূর্বে শ্রীপাট গোয়াসের শ্রীল বলরাম কবিরাজের শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। গোয়াসের দেবমন্দির ধ্বংস হইয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগোকুলচন্দ্র ও শ্রীমতী, শালগ্রাম শিলা ও গিরিধারী।

২—হুগলী জেলায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু

সন্ন্যাসের পরে পুরী-যাত্রায় বৈষ্ণবাটী নিমাইতীর্থের ঘাট হইতে প্রাচীন শ্রীকানাইলাল বিগ্রহের মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরে শ্রীকানাইলাল বিগ্রহ, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীনিতাইগৌর আছেন।

শ্রীবন—শ্রীযমুনার পূর্বতীরস্থিত বিল্ববন। শ্রীলক্ষ্মীর তপস্যা-স্থান ও শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৬৭)।

শ্রীবৈকুণ্ঠ—আলোয়ার তিরুনগরী হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলী হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাম্রপর্ণী নদীর বাম তটে অবস্থিত নগর। শিল্প-নৈপুণ্য-যুক্ত মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ বিদ্যমান। S. Ry ব্রাঞ্চ লাইনে তিনেভেলি-তিরুবন্দর; ষ্টেসন—শ্রীবৈকুণ্ঠম্।

শ্রীশৈল—(শ্রীপর্বত, Parwattam) Sriparvata was the name of the Nallamalur range.

মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির, ব্রহ্মরম্ভা দেবী বিরাজমানা। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতটে কর্ণুল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ধরণীকোট হইতে ১০২ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে এবং কর্ণুল হইতে ৮২ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। সাউদার্ণ রেইলওয়ে কৃষ্ণা-ষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল। ২ মলয় পর্বতের উত্তর অংশ বা শৃঙ্গবিশেষ। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৭৫, চৈ° ভা° আদি ৯।১৩০)।

M. S. M. Ry বেজোয়াডা—গুণ্টাকাল লাইন, ষ্টেশন—মারকাপুর রোড। ষ্টেশন হইতে শ্রীশৈল ২৫ ক্রোশ।

শ্রীহট্ট—আসামের নিকটবর্ত্তী জিলা, বহু বহু বৈষ্ণবের শ্রীপাটের জন্য প্রসিদ্ধ। দিব্যসিংহ-নামক ব্রাহ্মণ রাজা লাউড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন (চতুর্দশ শকশতাব্দীর শেষভাগে)। ইঁহার মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত 'দত্তক-চন্দ্রিকা' গ্রন্থপ্রণেতা। দিব্যসিংহ উত্তরকালে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া 'কৃষ্ণদাস'-নাম গ্রহণে 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর' পয়ারে অনুবাদ করেন।

শ্বেতগঙ্গা—পুরীর শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কুণ্ড। চারিদিকে মর্ম্মর-প্রস্তরে সিঁড়িগুলি বাঁধান। উহার দক্ষিণেই 'গঙ্গামাতা-মঠ'। উৎকলখণ্ডে বর্ণনা আছে যে শ্বেত-নামক রাজা ত্রেতাযুগে শ্রীজগন্নাথের পরমভক্ত ছিলেন, তিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে প্রত্যহ ভোগরাগের ব্যবস্থা করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে দেবপ্রদত্ত সহস্র সহস্র ভোগ-রাশি দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে দিব্য উপহারদ্বারা দেবগণ যাঁহার আরাধনা করেন, সামান্য মর্ত্ত্যলোক কি প্রকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে? তখন তিনি দ্বারদেশে অবস্থান করত আবার প্রত্যক্ষ করিলেন যে শ্রীলক্ষ্মী-দেবী সেই রাজপ্রদত্ত ভোগ পরিবেষণ করিতেছেন এবং শ্রীজগন্নাথ সপরিকর তাহা তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিতেছেন। ব্যাপার দেখিয়া রাজা কৃতকৃতার্থ হইলেন। বহুকাল তিনি শ্রীজগন্নাথের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া একদা আদেশ পাইলেন যে শ্রীজগন্নাথ অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী মুক্তিক্ষেত্রে আদি অবতার মৎস্যদেবের সম্মুখে 'শ্বেত-মাধব' নামে বিখ্যাত হইবেন। শ্বেতমাধবের নামানুসারে এই দীর্ঘিকার নাম হয়—'শ্বেতগঙ্গা'।

শ্বেতদ্বীপ—শ্রীবৃন্দাবনের নামান্তর (চৈ° চ° আদি ৫।১৭)।

ষ—স

ষষ্ঠীঘরা (ষঠিকরা)—শ্রীবৃন্দাবন হইতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। যমলার্জুন-ভঞ্জনের পর শ্রীব্রজরাজ মহাবন ত্যাগ করিয়া এস্থানে কয়েক বৎসর বসতি করিয়াছিলেন। গ্রামের পূর্বদিকে 'গরুড়গোবিন্দ'। গরুড়-রূপী শ্রীদামের পৃষ্ঠে নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন (ভক্তি ৫।৪৪৪)

সংযমন তীর্থ—মথুরায় যমুনা-তীরবর্ত্তী ঘাট। নামান্তর—স্বামীঘাট, বসুদেবঘাট। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বসুদেব এখানে

স্নান করিয়াছিলেন।

সকরৌলী—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে ভাণ্ডীরবনের পার্শ্ববর্ত্তী, যমুনাতীরবর্ত্তী গো-সঙ্কলনস্থান (ভক্তি ৫।১৮০৮)।

সখীস্থলী (সখীথরা)—ব্রজে, মানস-গঙ্গার উত্তরে, শ্রীচন্দ্রাবলীর স্থান।

সঙ্কর্ষণ কুণ্ড—ব্রজে বহুলাবনে, ২ গোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী। পরাসলি গ্রামের নৈর্ঋতকোণে।

সঙ্কেত—ব্রজে, বরসানার উত্তরে অবস্থিত স্থান। সঙ্কেতবিহারীজির মন্দির আছে। শ্রীগৌরের উপবেশন-স্থান ও শ্রীগোপাল ভট্টের ভজনস্থান।

সঙ্গমকুণ্ড—ব্রজে,খদিরবনের নিকটে।

সঙ্গমঘাট—শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ডের সন্ধি-স্থলে অবস্থিত। জল-মধ্যে উভয়-কুণ্ডে যাতায়াতের জন্য সিঁড়িগুলির মধ্যে সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ আছে। তত্রত্য প্রাচীন তমালবৃক্ষটি 'অগস্ত্য ঋষি' বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ।

সট্টীকর (উস ১৯) ষষ্ঠীঘরা দ্রষ্টব্য।

সত্যভামাপুর—ভুবনেশ্বরের তিন মাইল পশ্চিমে ভার্গবী নদীর-তীরে, উড়িষ্যা ট্রাঙ্করোড বা জগন্নাথ রোডের পার্শ্বে পুরী জেলার অন্তর্গত বালিআন্তা থানায় অবস্থিত। এখানে শ্রীসত্যভামাদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্তি বিরাজমানা।

এই গ্রামেই শ্রীরূপগোস্বামী সত্যভামা দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়েন (চৈ° চ° অন্ত্য ১।৪০)।

২ কটক জেলায় জানকাদেইপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

সত্যবাদী—সাক্ষীগোপাল দ্রষ্টব্য।

সনেরা—ব্রজে, বজেরার দুই মাইল পূর্বে; চম্পকলতার জন্মস্থান। এস্থানে শ্রীরাধা মহাদেবকে স্বর্ণহার পরাইয়া-ছিলেন।

সনোরথ—শ্রীবৃন্দাবনের অতি নিকটে সৌভরি মুনির তপস্যাস্থান (ভক্তি ৫।২০০০)।

সন্তনকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত।

সপৌলী—(মথুরায়) অঘাসুর-বধের স্থান 'অঘবন'।

সপ্তঋষিঘাট—নবদ্বীপের অন্তর্গত মধ্যদ্বীপের নিকটে।

সপ্তক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র, হরিহরক্ষেত্র (সোনপুর), প্রভাসক্ষেত্র, রেণুকাক্ষেত্র, (উত্তরপ্রদেশ), ভৃগুক্ষেত্র (ভরুচ), পুরুষোত্তম (পুরী) এবং শূকরক্ষেত্র (সোরো)।

সপ্তগঙ্গা—ভাগীরথী, বৃদ্ধগঙ্গা, কালিন্দী, সরস্বতী, কাবেরী, নর্মদা ও বেণী।

সপ্তগোদাবরী—দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী জেলায় ছোগঙ্গীপুরস্থিত তীর্থস্থান। পিঠাপুর (সমুদ্রগুপ্তের শাসনে লিখিত পিষ্টপুর) হইতে ১৭ মাইল দূরে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে অনতিদূরে বিদ্যমান। মতান্তরে গোদাবরী সপ্তমুখের (মোহনার) সঙ্গমস্থল (রাজতরঙ্গিণী ৮।৩৪৪৪৯ শ্লোক)। গোদাবরীর সপ্ত শাখা যথা—বাণগঙ্গা, ঊর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৮; চৈ° ভা° আদি ৯।১২৯)। ২ গোদাবরী নদী উত্তর ও দক্ষিণ দুই ধারায় বিভক্ত। উত্তর ধারা গৌতমী ও দক্ষিণ ধারা বশিষ্ঠা নামে খ্যাত হইয়া যথাক্রমে 'তুল্যা' 'আত্রেয়ী' ও 'ভারদ্বাজী এবং 'বৃদ্ধগৌতমী' ও 'কৌশিকী' নামক শাখাসমূহে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী-সপ্তকের নামই সপ্তগোদাবরী। M. S. M. Ry ষ্টেশন—গোদাবরী।

তুল্যাত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী। কৌশিকী চ বশিষ্ঠা চ সপ্তশাখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ [ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে গৌতমীমাহাত্ম্য]

সপ্তগ্রাম—শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। প্রাচীন কালের মহা-সমৃদ্ধিশালী মহানগরী। ইষ্টার্ণ রেলের ত্রিশবিঘা বর্তমান 'আদিসপ্তগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মিনিট।

সপ্তগ্রাম বলিলে ৭টি গ্রামকে বুঝাইত—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। মতান্তরে—সপ্তগ্রামের পরিবর্ত্তে শব্দকারা এবং শঙ্খনগরের পরিবর্ত্তে বলদঘাটি। ত্রিবেণী সপ্ত-গ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল। কেহ কেহ বলেন চাঁদপুরের নামান্তর কৃষ্ণপুর। ১৫৯২ খৃঃ পাঠানগণ সপ্ত-গ্রাম লুণ্ঠন করে। ১৬৩২ খৃঃ সর-স্বতী নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া যায় ও প্রসিদ্ধ বন্দর ধ্বংস হয়। রূপ-নারায়ণ নদ যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত, তাহার কিছু উত্তর দিয়া সরস্বতী প্রবাহিত হইত। সপ্তগ্রামে হিন্দু-রাজত্ব-সময়ে শক্রজিৎ নামে রাজা ছিলেন। জাফর খাঁ ১২৯৮—১৩১৩ খৃঃ পর্যন্ত সপ্তগ্রামে রাজত্ব করেন। ইহার প্রকৃত নাম —বহরম ইৎগীল এবং ইনিই গঙ্গা-দেবীর ভক্ত দরাফ খাঁ বলিয়া প্রবাদ।

ত্রিবেণীতে ইঁহার মসজিদাদি আছে। মহাপ্রভুর সময়ে ১৪৮৭ খৃঃ সপ্তগ্রামে মজলিস মুর নামে একজন শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের ফার্সি শিলালিপিতে আছে—মসনদ খাঁ সপ্তগ্রামের সেতু নির্মাণ করে। সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে শ্রীল রঘুনাথ দাস, শঙ্খনগরে কালিদাস, চাঁদপুরে বলরাম আচার্য (রঘুনাথের কুল-পুরোহিত) ও কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য তর্কচূড়ামণির বাস ছিল। ১৪৯৭ খৃঃ হোসেন সা বঙ্গদেশে একাধিপত্য লাভ করেন। সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রকৃত নাম—দিবাকর। ইঁহার পত্নীর নাম —মহামায়া; পত্নীর পরলোক গমনের পর ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

হিরণ্যদাস মজুমদার কায়স্থ দুই ভাই সপ্তগ্রাম হইতে মুসলমান শাসন-কর্তাকে বিদায় দিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তখন সপ্তগ্রামের সীমা যশোহর ভৈরব নদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই গোবর্দ্ধন দাসের পুত্রই প্রসিদ্ধ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃদেব শ্রীল সনাতন মিশ্র হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের গুরুদেব ছিলেন। সপ্তগ্রাম-নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে ইঁহাদের পুরোহিত শ্রীল বলরাম আচার্য মহাশয়ের বাস ছিল। ইনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। ইঁহার গৃহে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তা সৈয়দ ফকর উদ্দীনের নিকট শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভু আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। সপ্তগ্রামে উঁহার মসজিদ ও সমাধি আছে। মসজিদের শিলা-লিপিতে জানা যায়—উহা তাঁহার পুত্র সৈয়দ জামাল উদ্দীন হোসেন ৯৩৬ হিজরী বা ১৫২৯ খৃঃ সুলতান নসরৎ সাহের (হোসেন সার পুত্রের) সময়ে নির্মাণ করেন।

সপ্তগ্রামের মসজিদ ও সমাধির বিবরণ এশিয়াটিক জারনেল্ (old series) ১৮৭০ সালের ৩৯শ খণ্ডে ২৯৭ পৃঃ আছে।

সপ্তগ্রামে কান্যকুব্জের প্রিয়বন্ত রাজার সপ্ত পুত্রই সপ্ত মহর্ষি—১। অগ্নিহোত্র, ২। রমণক, ৩। ভূপি-সণ্ড, ৪। স্বয়ংবান, ৫। বরাট, ৬। সবন ও ৭। দ্যুতিমন্ত; ইঁহারা সরস্বতীর তীরে তপস্যা করিয়া শ্রী-গোবিন্দচরণারবিন্দ লাভ করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সপ্তগ্রামে ১৪৩৮শকে গমন করিয়া মহাধনী সুবর্ণবণিককুলের দিবাকর দত্তকে দীক্ষা প্রদান করিয়া উঁহার নাম রাখেন—শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। ইঁহার পুত্রের নাম—প্রিয়ঙ্কর (শ্রী-নিবাস)। ইনি দেশময় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও বৈষ্ণব-ধর্মের সহায়ক ছিলেন। ১৪২৯শকে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই-কালে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলিয়া অকাতরে দরিদ্রগণকে অন্ন বিতরণ করিয়া-ছিলেন। সহস্র সহস্র দীন দরিদ্রকে শ্রীউদ্ধারণ শ্রীনিতাইচরণে সমর্পণ করিয়া পরম বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। সরস্বতীর তীরে 'ভদ্রবন' নামে একটি জঙ্গল ছিল, উদ্ধারণ ঐ স্থান পরিষ্কার করাইয়া দরিদ্রের বাসভবন করাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত 'ভদ্রবনকে' 'ভেদোবন' বলে।

দরিদ্রের জন্য অন্নসত্রের রসুইশালা ৩০ বিঘা ভুমিতে নির্দিষ্ট ছিল। ঐ স্থানই ইষ্টার্ণ রেলের ত্রিশবিঘা ষ্টেশন, বর্তমান নাম—'আদিসপ্তগ্রাম'।

ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবক তান্ত্রিকপ্রবর শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী সপ্তগ্রামে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হয়েন। প্রভু তাহার নাম রাখেন—শ্রীচৈতন্য দাস। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ইঁহার বাস-ভবন করিয়া দিয়াছিলেন।

আকবর ও তোড়লমল্লের সময়ে 'সরকার সাতগাঁ' ৪৩ পরগণা ছিল। ইহার ৪১৮১১৮৲ টাকা জমা ধার্য হয়। সাতগাঁ পলাশী পরগণা হইতে মণ্ডলঘাট পর্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরে বিশেষতঃ পূর্বতীরের অধিকাংশ ভূভাগ ব্যাপিয়াছিল। বন্দর সপ্তগ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে এখানে দত্তঠাকুরের উৎসব হয়। অত্রত্য মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও গদাধরের দারুময়ী মূর্ত্তি এবং উদ্ধারণ দত্তের পট ও পিত্তল মূর্ত্তি পূজিত হন। সুবর্ণ বণিক সমিতির চেষ্টায় পাটবাড়ীর উন্নতি হইতেছে।

সপ্ততাল—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের ১১—১২শ সর্গে বর্ণিত। শ্রীরামচন্দ্র বালিবধের জন্য পূর্বে এই সাতটি তালবৃক্ষকে বিদ্ধ করিয়া স্বীয়

সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও এই তালবৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করত বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন (চৈ° চ° মধ্য ১।১১৬, ৯।৩১১—৩১৫)।

সপ্ততীর্থ—(সপ্ত মোক্ষদ পুরী) 'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ'॥ [স্কান্দে কেদার-খণ্ডে ১০২]

এস্থলে মায়াপুরী=গঙ্গোত্তরী গোমুখী হইতে দোনাশ্রম (ডেরাদুন) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

সপ্ততীর্থঘাট—মথুরাস্থিত প্রয়াগ ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত (চৈ° ম° শেষ ২।১০৮)।

সপ্তদ্বীপ—— সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে আছে—জম্বু, শাক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদ (বা প্লক্ষ) ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপ।

সপ্তপুণ্যনদী—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী।

সপ্তবদরী—উত্তরাখণ্ডস্থিত বদরীনারায়ণ, আদি বদরী (ধ্যানবদরী) বৃদ্ধ বদরী, ভবিষ্যবদরী, কৈলাসমার্গে আদিবদরী ও জোশীমঠে—নৃসিংহবদরী।

সপ্তশৃঙ্গ পর্বত—নাসিক হইতে ৩০ মাইল উত্তরে। পর্বতের উপরে সপ্তশৃঙ্গবাসিনী দেবীর মন্দির আছে। ঐ স্থানে গৌড়স্বামী নামক একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর (বৈষ্ণবের) সমাধি আছে। এ বিষয়ে Nasik Gazeteerএ উক্ত আছে—

'Gaud Swami was a Bengal ascetic who lived on the hill about 173, in the time of the second Peshwa Bajirao (1730—1740). He lived in the Nasik Tirtha and had many disciples among the Maratha nobles. One of the chief was Chhatrasing Thoke of Abhona who built the Kalika and Surya reservoirs.'

উহার সন্নিকটে গৌড়স্বামীর এক শিষ্য ধর্মদেবেরও সমাধি আছে; উহার বিষয়েও নাসিক গেজেটিয়ারে উল্লেখ দেখা যায়।

সপ্ত সমুদ্র—(চৈ° চ° আদি ৫।১১) লবণ, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, ইক্ষুরস, মদ্য ও স্বাদুজল সমুদ্র (সিদ্ধান্ত-শিরোমণি)।

সপ্ত সমুদ্রকুণ্ড--মথুরামণ্ডলে অবস্থিত সেতুবন্ধ সরোবরের উত্তরে, শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° ম° শেষ ২।১৩২)।

সপ্তসমুদ্র কূপ—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত। এই কূপে সোমবারে, বিশেষতঃ সোমবতী অমাবস্যায় স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

সপ্ত সরস্বতী—সুপ্রভা (পুষ্কর), কাঞ্চনাক্ষী (নৈমিষ), বিশালা (গয়া), মনোরমা (উত্তর কোশল), ওঘবতী (কুরুক্ষেত্র), সুরেণু (হরিদ্বার) ও বিমলোদকা (হিমালয়)।

সমতট——পূর্ববঙ্গ। হিউয়েন সাঙ্গের সময়ে বঙ্গদেশের একটি বিভাগ। সম্রাট্ প্রথম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বণিক্ লোকদত্ত সমতটে নারায়ণ মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

সমুদ্রগড়—বর্দ্ধমান জেলায়, নবদ্বীপের দক্ষিণে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ও লছমনজিউ বিরাজমান। এ স্থানে সমুদ্রসেন রাজার রাজধানী ছিল। মতান্তরে—সমুদ্রগুপ্তের বাসস্থান।

সম্ভল—মুরাদাবাদ জিলায়, উত্তর রেলওয়ের সম্ভল-হাতিম-সরায় ষ্টেশন। কলিযুগের অন্তে কল্কি-অবতারের প্রাকট্য-স্থান। অত্রত্য হরিমন্দিরটি অতি বিশাল ও সুপ্রাচীন; এক্ষণে প্রতি শুক্রবারে মুসলমানগণের নমাজ পড়িবার আড্ডায় পরিণত। চন্দ্রেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং সম্ভলেশ্বর—শিবত্রয় প্রসিদ্ধ। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্থী ও পঞ্চমীতে পরিক্রমা হয়। এস্থানে ৫৮টি তীর্থ ও ১৯টি কূপ আছে।

সরগ্রাম–বর্দ্ধমান জেলায়। বর্দ্ধমানের দুই ষ্টেশন পর গলসী হইতে এক ক্রোশ। ইঁহাকে সরবৃন্দাবন গ্রাম বলে। এখানে শ্রীসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট। ইঁহার বংশধরগণ ঐ গ্রামে আছেন। মুরারি-চৈতন্য শ্রীপাট হইতে এই শ্রীপাট ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ কিন্তু এক বলেন।

সরজনি—গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাচীন গ্রাম —শ্রীচিরঞ্জীব সেনের আদিনিবাস (ভক্তি ১।২৭০)।

সরযূ—অযোধ্যার প্রান্তবাহিনী নদী।

সরস্বতী—বঙ্গদেশে ত্রিবেণী-তীর্থে মিলিত নদী; ২ প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনায়

মিলিতা।

সরস্বতীকুণ্ড—মথুরায় অবস্থিত, ভুতেশ্বরের অনতিদূরে [চৈ° ম° শেষ ২।১৩৩]।

সরস্বতী-পতন—মথুরায়, যমুনাতীর-বর্ত্তী তীর্থ।

সর্বপাপহরকুণ্ড—ব্রজে, গিরিরাজের উপরিবর্ত্তী [চৈ° ম° শেষ ২।২৩৭]।

সাইবোনা—(২৪ পরগণা) মহকুমা বারাসত, ডাকঘর—তালপুকুর। কলিকাতা হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে টিটাগড় ও খড়দহ ষ্টেশন হইতে ৪।৫ মাইল। মাঘী-পূর্ণিমায় উৎসব হয়।

ইহা শ্রীশ্রীনন্দদুলালজীউর শ্রীপাট নামে বিখ্যাত। শ্রীল বীরভদ্রপ্রভু নবাবের তোরণ হইতে পাথর আনিয়া তিনটি বিগ্রহ করাইয়াছিলেন [খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর, বল্লভপুরের শ্রীবল্লভজী এবং শ্রীনন্দদুলালজীউ।] অতীব মনোহর মূর্ত্তি। ইহা বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শ্রীমধুপণ্ডিতের শ্রীপাট এবং নন্দদুলালজীউ তাঁহারই স্থাপিত। প্রাচীনকালে এই শ্রীপাটের পার্শ্ব দিয়া লাবণ্য নদী প্রবাহিত হইত। এক্ষণে তাঁহার কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। শ্রীমন্দিরে সিংহাসনের উপরে বামদিকে শ্রীমতী ও শ্রীনন্দদুলালজীউ, দক্ষিণদিকে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, সুভদ্রাদেবী ও কয়েকটী শিলা। মন্দিরের মধ্যে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের পুঁথি আছে।

বাঁধাঘাটযুক্ত একটী পুষ্করিণী এবং উহার কাছে ২৮টী শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। শুনা যায়—প্রসিদ্ধ রঘুডাকাত ঠাকুরের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া যাবজ্জীবন ঠাকুরের ভোগ প্রদান করিতেন।

সাকোয়া—বেণাপুর ষ্টেশন হইতে ২।৩ ক্রোশ। শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর ১২ জন শিষ্যের মধ্যে শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের সেবা।

সাঁখি—ব্রজে নরীর পশ্চিমে অবস্থিত শঙ্খচূড়-বধের স্থান।

সাক্ষিগোপাল—S. E. Ry সত্যবাদী ষ্টেশন হইতে এক মাইল। মন্দির ৭০ ফিট উচ্চ। শ্রীমূর্ত্তি ৫ ফিট ও শ্রীমতী ৪ ফিট উচ্চ। প্রাচীন নাম —দক্ষিণ কান্যকুব্জ বা কর্ণাট শাসন। বহু শতাব্দী পরে উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব বিদ্যানগরের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সাক্ষিগোপালকে আনয়ন করিয়া প্রথমতঃ কটকে স্থাপন করেন। পরে আবার সাক্ষিগোপাল শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে, তৎপরে এই সত্যবাদী গ্রামে আসেন।

গুপ্তবৃন্দাবন-নামক উদ্যানমধ্যে মন্দির। বর্ত্তমান মন্দিরটি মহারাষ্ট্রীয়গণের গুরু প্রসিদ্ধ বাবা ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক নির্মিত বলিয়া কথিত হয়। এই ব্রহ্মচারী রাজা দিব্যসিংহের সময়ে (১৭৭৯ – ১৭৯৭ খৃঃ) এই সেবা করিয়াছেন। বাজারের নিকটে 'চন্দনপুকুর', ইহাতে সাক্ষি-গোপালের বিজয়-বিগ্রহের চন্দন-যাত্রা হয়। মন্দিরের উত্তরে রাধা-কুণ্ড ও দক্ষিণে শ্যামকুণ্ড। পুষ্পোদ্যানে (ফুল অলসায়) অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে সিদ্ধ বলদেব বিগ্রহ সাক্ষিগোপালের আগমনের পূর্ব হইতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তত্রত্য 'সেবক-সাহি' পল্লীতে ছোটবিপ্র ও বড়বিপ্রের বংশধরগণ বাস করেন।

শ্রীসাক্ষিগোপাল বৃন্দাবন হইতে একাকীই সাক্ষ্য দিতে আসিয়া-ছিলেন; পরে তাঁহার আদেশে ধীরকিশোর দেব স্বর্ণময়ী শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ—বড়বিপ্রের জনৈক বংশধরের কন্যা লক্ষ্মী শৈশব হইতেই সাক্ষিগোপালের প্রতি স্বভাবতঃই অনুরক্তা ছিলেন। বয়ঃস্থা হইলে তিনি গোপালকে পতিরূপে সেবা করিতে লুব্ধা হইলেন। প্রত্যহ রাত্রে শয়না-রাত্রিকের পরে মন্দির রুদ্ধ হইলে গোপাল অলক্ষ্যভাবে লক্ষ্মীর গৃহে যাইতেন এবং প্রাতঃকালে মন্দির খুলিবার পূর্বেই আবার চলিয়া আসিতেন। হঠাৎ একদিন উত্থানা-রতির কালে পূজক গোপালের বংশী ও নূপুর দেখিলেন না। অনু-সন্ধানে জানা গেল যে লক্ষ্মীর গৃহে নূপুর ও বংশী আছে। রাজপুরুষগণ লক্ষ্মীর পিতাকে চোর সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দিলে সেই রাত্রে গোপাল রাজাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে তিনিই প্রতিরাত্রে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অংশরূপা লক্ষ্মীর গৃহে গমন করেন এবং তিনিই ভ্রমে বংশী ও নূপুর সেই গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ কথা এই যে যদি শীঘ্র শ্রীগোপালের বামে শ্রীমতীর প্রকাশ না হয়, তবে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাইবেন। রাজা এই বার্ত্তা-শ্রবণে স্বর্ণময়ী শ্রীমতীর প্রতিষ্ঠা করেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে ঐ শ্রীমতীর অধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত লক্ষ্মীও স্বধামে প্রয়াণ করেন।

বৃন্দাবন হইতে পদব্রজে আসিয়া ইনি তদবধি এদেশেই আছেন। প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা পঞ্চমে দ্রষ্টব্য। এস্থানে কখনও পক্কান্ন ভোগ হয় না। মকরসংক্রান্তিতে ভিজা চাউলের সহিত দুধ কলা মাখিয়া ভোগ হয়। এতদ্ব্যতীত ছাতু, খই, গোপালবল্লভ, পিঠা, সরপুলি, ডাব, ফলাদি, খলিকুটি, মালপোয়া, চিড়াভাজা প্রভৃতি ভোগ হয়। চন্দনযাত্রাদি উৎসবও এখানে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ এই যে চন্দনযাত্রায় বলদেবের প্রতিনিধি মদনমোহন চন্দনপুকুরে বিজয় করেন। অগ্রহায়ণ মাসে আম্রমুকুল-সহযোগে পিষ্টক ভোগ হয়।

সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রাম (বর্দ্ধমান)—E. R. মেমারি হইতে দুই ক্রোশ—সাত দেউলে তাজাপুর, তথা হইতে এক ক্রোশ সাঁচড়া পাঁচড়া। ঐস্থানে দ্বাদশ-গোপাল পর্য্যায়ের ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট ছিল।

সাঁচুলী—ব্রজে, হারোয়াণের চারি মাইল নৈর্ঋত কোণে, শ্রীচন্দ্রাবলীর মন্দির আছে। গ্রামের দক্ষিণে সূর্যকুণ্ড ও অগ্নিকোণে চন্দ্রকুণ্ড।

সাতকুলিয়া—(কুলিয়া দেখ)।

সাঁতিয়া—(ভদ্রক) বালেশ্বর জিলায়। সালিন্দী নদীর তীরে, ভদ্রক ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। ভদ্রক আদালত ঘর হইতে এক মাইল দূরে। অতীব নির্জন ও মনোহর স্থান। শ্রীপাট-ভূমি হইতে পুরী যাইবার প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন দেখা যায়। ইহা মহাপ্রভুর পরিকর শ্রীল গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাচস্পতির শ্রীপাট। মহাপ্রভু পুরী হইতে এস্থানে শুভাগমন করিয়া পাঁচ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। প্রভু উক্ত দেবালয়ের নিকটে সালিন্দী নদীর যে ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন, উহা '**শ্রীগৌরাঙ্গঘাট**' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর সেবা। শ্রীমহাপ্রভুর কাষ্ঠপাদুকা আছে এবং মহাপ্রভু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও অদ্যাপি শ্রীপাটে অতিযত্নে রক্ষিত আছে। কেবলমাত্র হেরা পঞ্চমী উৎসব দিবসে ঐ শ্রীবস্ত্র বাহির করা হয় ও যাত্রিগণের দর্শন-ভাগ্য হয়। যে শ্রীরামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে পুরীগমনের সহায় করিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্র খানের বংশীয়গণ এখানের গোস্বামিগণের শিষ্য।

সাতুটী (শ্যামসুন্দরপুর) মেদিনীপুর জিলায়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ঘণ্টশিলা-রাজার নিকট হইতে এই গ্রামটি ভিক্ষা করিয়া 'শ্যামসুন্দরপুর' নাম দেন। [র° ম° দক্ষিণ ১২।৬—৭]।

সাতোঞা—ব্রজে, বহুলাবনের নিকটবর্ত্তী, শান্তনু মুনির তপস্যাস্থান (ভক্তি ৫।৪৫০, ১৪০৪)।

সাতোয়া—(শতবাস) ব্রজে, মেহেরাণের দুই মাইল পশ্চিমে; শ্রীসত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ রাজার শ্রীসূর্য্যারাধনাস্থল। গ্রামের ঈশান কোণে সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তরে সূর্য্যমন্দির।

সাদিপুর—ঢাকা জিলায় বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা গোপাল দাস বিক্রমপুরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস বিস্তার করিয়াছেন [শা° নি° ৩৮]।

সানোড়া—(ঢাকা) শ্রীল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রের শ্রীপাট—শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেব-সেবা।

সারতা—মেদিনীপুর জিলায়। এস্থান হইতে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু অলক্ষিতে শিবিকা হইতে রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে গমন করিয়া অন্তর্ধান করেন (র° ম° উত্তর ১৬।২৪)।

সালিকা—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য রজনী কর পণ্ডিতের শ্রীপাট।

সাবড়াকোণগ্রাম—(বাঁকুড়া) গঙ্গাজলঘাটি থানায় S. E. R. পিয়ারী-ডোবা ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। বিষ্ণুপুর হইতে চারিক্রোশ দক্ষিণে; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীউ, বামে শ্রীমতী নাই। এজন্য ইহাকে ডেঙ্গোরাম-কৃষ্ণ (বা একলারামকৃষ্ণ) বলে। ইনি রাজা বীরহাম্বীরের প্রতিষ্ঠিত, মাঘীপূর্ণিমায় রাসোৎসব হয়।

সাহসিকুণ্ড—ব্রজে, নন্দগ্রামে অবস্থিত। সখী এস্থানে সাহস জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন করাইয়াছেন।

সাহার—ব্রজে, বরসানার পূর্বদিকে অবস্থিত—শ্রীউপনন্দের বসতি-স্থান।

সিউড়ি—বীরভূম জেলায়। শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর সেবক বনমালিদাস-নামক কবি এস্থানে '**জয়দেবচরিত্র**' রচনা করিয়াছেন।

সিংহাচলম্—'জিয়ড়নৃসিংহ' দ্রষ্টব্য।

সিঙ্গিগ্রাম (বর্দ্ধমান)—কাটোয়ার নিকট। প্রসিদ্ধ কাশীরাম দাস, ঐ ভ্রাতা গদাধর দাস এবং কৃষ্ণদাসের জন্মভূমি। কাশীরাম ৯৬৫—১০০০ সালে বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা করেন। গদাধর দাস ১০৫০ সালে জগৎমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন।

সিঙ্গুর বা সিংহপুর—হুগলী জেলা। তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর ষ্টেশন। ঐস্থানে মহাবণিক্-নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—বিজয় সিংহ। এই বিজয় সিংহই সিংহল জয় করিয়াছিলেন।

সিদ্ধপুর—গুজরাটে, পশ্চিম রেলওয়ে আহম্মদাবাদ-দিল্লী লাইনের ষ্টেসন। বিন্দুসরোবর ইহার অন্তঃপাতী [ভা ১০।৭৮।১০], শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৭)। সিদ্ধপুর মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ। এস্থানে মহর্ষি কর্দমের আশ্রম ছিল এবং ভগবান্ কপিলদেবের অবতার হয়। যাত্রী সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া তবে একমাইল দূরে বিন্দুসরোবরে স্নানান্তে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দ্রষ্টব্য—জ্ঞানবাপী, রুদ্রমহালয়, সিদ্ধেশ্বর, গোবিন্দমাধব, হাটকেশ্বর, ভূতনাথ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি।

সিদ্ধল—রাঢ়দেশে, হরিবর্ম্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট এই গ্রামবাসী ছিলেন (১০২৫—১১৫০ খৃঃ)।

সিদ্ধবট—(সিধৌট) কুডাপানগরের দশ-মাইল পূর্ব্বে। ইহা 'দক্ষিণ-কাশী' নামে পূর্ব্বে অভিহিত হইত। 'আশ্রম-বটবৃক্ষ' হইতে ঐ নামের উৎপত্তি (কুডাপা ম্যানুয়েল্)। ইহা মাদ্রাজ হইতে ১৫৬ মাইল। এস্থানে সীতাপতি কোদণ্ডরামস্বামীর মন্দির, অক্ষয়বট ও বটেশ্বর শিব আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপাদপূত স্থান [চৈ° চ° মধ্য ৯।১৭]।

সিধলগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়, কৈচর ষ্টেসনের এক মাইল পূর্ব্বে, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

সিমলিয়া—নদীয়ায়, সীমন্তদ্বীপের নামান্তর (ভক্তি ৫।১৮৩)।

সিহানা—ব্রজে, চৌমুহার পশ্চিমে; এস্থানে ব্রজবাসিগণ অঘাসুর-বধ-সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে 'সিহানা' অর্থাৎ চতুর বলিয়া প্রশংসা করেন। এখানে চতুঃসনের বিগ্রহ ও ক্ষীরসাগর-তীরে নারায়ণমূর্ত্তি বিরাজমান।

সীতাকুণ্ড—মুঙ্গের সহরের টাওয়ার হইতে ঠিক ৬ মাইল এবং পূর্ব্বসরাই ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূর।

সীতাকুণ্ডের চারিধার বাঁধান ও রেলিং দিয়া ঘেরা। আয়তন ১৬।১৭ বর্গফুট। জল বেশ পরিষ্কার। গরম বুদ্‌বুদ উঠে। প্রবাদ—ঐ স্থানের অগ্নিকুণ্ডে সীতামাতা ঝাঁপ দেন।

একজন ইংরাজ ব্যক্তি বাজি রাখিয়া সাঁতার দিয়া ঐ কুণ্ড পার হয়, কিন্তু পরক্ষণে হাঁসপাতালে নীত হইয়া মারা যায়। (Wanderings of a pilgrim by Fanny Parks)

সীতাকুণ্ডের ঘেরা জায়গার মধ্যে আরও ৪টি কুণ্ড আছে—রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ভরতকুণ্ড ও শত্রুঘ্নকুণ্ড। ইহাদের জল পরিষ্কার নহে।

মুঙ্গেরে দুর্গের কাছে পাহাড়ের একটি শিখর-দেশকে 'কর্ণচৌরা' বলে। প্রবাদ—দাতা কর্ণ ঐ স্থানে ব্রাহ্মণগণকে নিত্য দান করিতেন। একটি সুড়ঙ্গ-পথের শেষ অংশ দেখা যায়। বেগমেরা ঐ সুড়ঙ্গ পথ দিয়া গঙ্গাতে স্নান করিতে যাইতেন।

মুঙ্গেরের রাজা একটি বৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সীতানগর—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য মোহন ঠাকুরের শ্রীপাট।

সীতাপাহাড়ী—বীরভূম জেলায় বীরনগর হইতে চারি ক্রোশ দূরে, রাজগাঁ ষ্টেশনের উত্তর-পূর্ব্বে সীতা-পাহাড়ী গ্রাম। গ্রামের নিকটেই ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ে পাথরের চুল্লি আছে, প্রবাদ—এস্থানে সীতা-দেবী রন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রী-রামচন্দ্রের সহিত যে প্রস্তরখণ্ডে বসিতেন, তাহাতেও চিহ্ন আছে। অন্নের মাড় গড়াইবার স্থানে একটি নালা আছে। একটি কাক সীতার প্রতি অত্যাচার করিলে রামচন্দ্র তাহাকে পাথরে টানিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন—পাথরে কাকের পদচিহ্ন ও ডানা আঁচড়ের দাগ আজিও দেখা যায়। নলহাটির পাহাড়ে পার্ব্বতী মাতার মন্দিরের অনতিদূরে একটি প্রস্তর-খণ্ডে দুইটি পদচিহ্ন আছে—সীতাদেবীর পদচিহ্ন বলিয়া এখনও লোকে উহার পূজা করে।

সীতামারী—মজফরপুর জেলার মহকুমা হইলেও দ্বারভাঙ্গা হইতে কয়েকটী ষ্টেশন ব্যবধানে সীতামারী ষ্টেশন। অত্রত্য পুনউড়া গ্রামের পার্শ্বে যে পাকা সরোবর আছে,

প্রবাদ এই স্থানেই সীতা ভূমি হইতে আবির্ভূত হন। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সীতার মন্দির। শ্রী-রামনবমীতে মেলা হয়।

সীমন্তদ্বীপ—নবদ্বীপে, বল্লাল দিঘীর উত্তর হইতে রুকুনপুর পর্যন্ত। ইহার মধ্যে বিল্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুর গ্রামের অধিকাংশ। ভক্তিরত্নাকরে (১২।৫১,১৮২—১৮৪ পৃষ্ঠার) প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

সীমাচল—(শ্রীনৃসিংহদেব) ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার অধীন। নিত্য দেবপূজার জন্য আট জন ব্রাহ্মণ-পূজারী, আট জন বেদপাঠী ও ছয় জন মশাল-বাহক নিযুক্ত। নিত্য তিন মণ চাউলের অন্নভোগ ও আধ মণ চাউলের পুষ্পান্ন ভোগ দেওয়া হয়।

সুখচর—কলিকাতা হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে, পাণিহাটীর উত্তর সীমায় অবস্থিত শ্রীল গোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট। ১৫১৬ খৃঃ ডি ব্যারসের মানচিত্রে সুখচরের নাম আছে। ইহার উত্তরে শ্রীপাট খড়দহ। পাটবাটী ভাগীরথীর উপরেই—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ বিগ্রহ। শ্রীগোবিন্দ দত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। (চৈ° চ° আদি ১০।৬৪)।

সুখসাগর—নদীয়া জেলায়। সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের শ্রীপাট। অধুনা গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত। কালীগঞ্জ হইতে শিকারপুর এক ক্রোশ, তথা হইতে তিনপোয়া দূরে সুখসাগর ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দেও সুখসাগর বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম ছিল; তৎপরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গ্রীষ্মকালে এই স্থানে থাকিতেন।

ধ্বংসের পর ইহার শ্রীবিগ্রহ সিমুরালী ষ্টেশনের নিকট গঙ্গার ধারে চান্দুড়ে-নামক স্থানে নীত হয়। সুখসাগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উগ্রচণ্ডী ও সিদ্ধেশ্বরী দেবীদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সে মন্দিরও গঙ্গাগর্ভে গত হইলে দেবীমূর্ত্তি পরে হরধামে রক্ষিত হয়। সুখ-সাগরের নিকট জাগুলি গ্রাম। এই সুখসাগরে শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্র শ্রীল কানাই ঠাকুর ১৪৫৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি ১৪৭৩ শকে স্বকীয় পিতা ও শ্রীপ্রাণবল্লভ-জীউ সহ বোধখানায় গমন করেন বলিয়া বোধখানার গোস্বামিগণের মুখে শুনা যায়।

সুদর্শনতীর্থ—গুজরাটে, সোমনাথের নিকটবর্ত্তী তীর্থবিশেষ। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৯)।

সুন্দরাচল——শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত 'গুণ্ডিচামন্দির'।

সুপুর—বীরভূম জেলায়। বোলপুর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ। ঐ স্থানে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে আনন্দচাঁদ গোস্বামি-নামক জনৈক মহাভক্ত বাস করিতেন। তিনি অদ্ভুত উপায়ে মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচার দমন করেন। বীরভূম-বিবরণ ১।১৩৪—১৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ঐ স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ আছেন।

সুমনঃসরোবর——শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন-প্রান্তবর্ত্তী 'কুসুম-সরোবর', এস্থানে সূর্যপূজার নিমিত্ত শ্রীরাধারাণী নিত্য কুসুমচয়ন করেন।

সুমেরু—পৌরাণিক পর্বত, Arctic Region.

সুরভি কুণ্ড—— শ্রীগিরিগোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী (ভক্তি ৫।৬৮৫)। ইন্দ্র-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ-পদে অভিষিক্ত করার পরে সুরভি স্বদুগ্ধধারায় এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করেন। ২ কাম্যবনে অবস্থিত।

সুরুখুরু—ব্রজে, ভদ্রবনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম (রত্না ৫।১৬৭১)।

সুবর্ণরেখা—(স্বর্ণরেখা) মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ নদী। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূতা (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।১৯০)।

সুবর্ণবিহার—নবদ্বীপান্তর্গত, গাদি-গাছা হইতে পূর্ব-উত্তর কোণে।

সুবল কুণ্ড——ব্রজে, আরিট্‌গ্রামে (ভক্তি ৫।৪৯৬)।

সুবিয়া বরমাগ্রাম—চট্টগ্রাম, পটিয়া থানার অন্তর্গত, এই স্থানে শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাস ছিল, বংশধরগণ ঐখানে আছেন।

সূতি বা আরঙ্গাবাদ——রাজমহল হইতে ২৮ মাইল। বালিঘাটা হইতে সূতি মোহনা ৮ মাইল।

অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত পুঁথিতে আছে- শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রামকেলি-গমনকালে এই সূতী তীর্থে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। ঐ সূতির নিকটেই মঙ্গলপুর এবং মঙ্গলপুরেই জিয়ৎকুণ্ড আছে।

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ। স্নানপানে গঙ্গার পূরিল মনোরথ॥ (চৈ° ভা° অন্ত্য ৪।৪)।

সূতীতে গঙ্গাতীরে সতীদহের

নিকটে মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্তুজার আস্তানা ছিল। ঐ স্থানে তিনি ও তাঁহার ভৈরবী ব্রাহ্মণকন্যা আনন্দময়ী সমাহিত হইয়াছিলেন। সমাধি দুইটি নদীগর্ভে গিয়াছে।

সূর্পারক—বোম্বাই হইতে ২৬ মাইল উত্তরে থানা-জিলায় 'সোপারা'-নামক স্থান। ইহা কোঙ্কনের রাজধানী ছিল। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৮০, চৈ° ভা° আদি ৯।১৫১)।

সূর্যকুণ্ড—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডের অনতিদূরে উত্তরদিকে অবস্থিত গ্রাম—শ্রীরাধার সূর্যপূজার স্থান।

সূর্যতীর্থ—মথুরায়, যমুনাতীরবর্ত্তী ঘাট। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে ও রবিবারে স্নানে ফলাধিক্য হয়।

সেই—ব্রজে, পরিখম্ হইতে ঈশান-কোণে অনতিদূরে স্থিত গ্রাম। ব্রহ্মা অপহৃত শিশুবৎসাদিকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগকে যেস্থানে রাখিয়াছিলেন, সেইস্থানে যাইয়াও নিদ্রিত দেখিয়া এস্থানে মোহিত হইয়াছিলেন।

সেউকন্দরা——ব্রজে, বদ্রীনারায়ণ হইতে দেড় মাইল উত্তরে। শ্রীবল্লভাচার্য-সন্তানদের স্থান।

সেগলা—(সেমুলা) মেদিনীপুরে, রসময় দাসের বাসস্থান [র° ম° দক্ষিণ ২।৬৫—৬৭]।

সেতুবন্ধ——'রামেশ্বর' দ্রষ্টব্য। সেতুবন্ধ দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলস্থিত 'মণ্ডপম্' নামক বন্দর। মণ্ডপম্ ও পম্বম্ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ জলমগ্ন পথ। S. R. ধনুষ্কোটি-লাইনে 'মণ্ডপম্' ষ্টেশন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৮০, চৈ° ভা° আদি ৯।৪৫)।

সেতুবন্ধকুণ্ড——ব্রজে, কাম্যবনে সমুদ্রবন্ধন-লীলাস্থান।

সেনহাট গ্রাম——হুগলী জেলায়, খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট। ঐ স্থানে ১১৯২ সালে ভক্তবর বিশ্বম্ভর পাণি জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার রচিত 'জগন্নাথমঙ্গল,' 'সঙ্গীতমাধব', 'প্রেম-সম্পুট' ও 'ভক্তরত্নমালা' গ্রন্থ গৌড়ীয় সাহিত্যের অলঙ্কার।

সেয়াখালি—(হুগলী) লাইট রেলের একটি ষ্টেশন। এই স্থানে হোসেনসার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শ্রীগোপীনাথ বসু পুরন্দর খাঁর আবাস ছিল। বংশধরগণ ঐ স্থানে বাস করেন। ['শেয়াখালা' দ্রষ্টব্য]

সেরগড়——ব্রজে, খেলনবনের নামান্তর। ২ পঞ্চকোটে অবস্থিত, শ্রীগোকুল কবীন্দ্রের পূর্ব বাস (ভক্তি ১০।১৩৯)।

সেহাল—ব্রজে, জয়তি গ্রামের বায়ু-কোণে, শ্রীকৃষ্ণের শেষশায়ী-লীলার স্থান।

সেহোনা——(সোয়ানো)——ব্রজে, চৌমুহা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অবস্থিত।

সৈদাবাদ—মুর্শিদাবাদ জেলায়। কাশিমবাজার ষ্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার ধারে। শ্রী-হরিরামাচার্য প্রভুর শ্রীপাট। ইনি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য, সৈদাবাদে শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ-সেবা করিতেন। শ্রীহরিরামের কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ আচার্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য—সৈদাবাদে শ্রীশ্রীমোহনরায়-জীউর সেবা করিতেন। ইঁহাদের বংশধরগণ সৈদাবাদে বাস করিতে-ছেন। হরিরামের একধারা মুর্শিদাবাদে ইসলামপুরবাসী।

এখানে দুই যুগল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ আছেন। প্রথম—দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুর শ্রীপাটের। দ্বিতীয়——শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত শ্রীরূপলাল ও শ্রীমোহনলালের সেবিত। শ্রীমোহনরায়জীউ শ্রী-নরোত্তম-শিষ্য শিবানন্দ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহরিরাম ভট্টাচার্যকর্তৃক স্থাপিত। কাহারও মতে খেতুরীর শ্রীল নরোত্তমের শ্রীশ্রীব্রজমোহন বিগ্রহই সৈদাবাদের ঐ শ্রীমোহনরায়।

ঐ শ্রীমোহনরায়ের জনৈক সেবায়েতের গৃহে মণিপুরের মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের প্রদত্ত একটি বৃহৎ ঘণ্টা আছে। উহা ১৯০৫ সালে ২৮শে পৌষ প্রদত্ত হয়।

সোঁকরাই— ব্রজে, গিরিরাজের নিকটবর্ত্তী; সখীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাপ্রীতি-বিষয়ক শপথের স্থান।

সোন-আর (সোনহেরা)——ব্রজে, বরসানার পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম।

সোনাতলা—পাবনা, ইচ্ছামতী নদীর তীরে। গোয়ালন্দ ষ্টীমারে সাধুগঞ্জ ষ্টেশন, তৎপরে নৌকাযোগে বেড়া-বন্দর, তথা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে সোনাতলা। এখানে শ্রীল কালাকৃষ্ণ দাসের আশ্রম ছিল। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। কালাকৃষ্ণ দাসের বাস্তুভিটার চিহ্ন এখনও আছে। অগ্রহায়ণী কৃষ্ণাদ্বাদশী

তিথিতে তিরোভাব উৎসব হয়।

[শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্টকৃত 'দ্বাদশ গোপালে' ১৪৭—১৫৬ পৃঃ বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] ২ হাওড়া জেলায় শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য রঙ্গণ কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট।

'সোনাতলা রঙ্গদেশে কৃষ্ণদাস নিশ্চিত। (অভিরামের শাখানির্ণয়)

সোনামুখী—বাঁকুড়া জেলায়, এই গ্রামে ঠাকুর (পাগল) হরনাথের জন্ম হয়। বাংলা দেশের আদি কথক গদাধর চক্রবর্ত্তী ও বৈষ্ণব সাধক মনোহর দাস এখানের অধিবাসী ছিলেন।

সোনারুন্দি—শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভুর শিষ্য জয়রাম দাসের নিবাস (কর্ণা ২)।

সোন্দ—ব্রজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম খুল্লতাত শ্রীসনন্দের বাস।

সোমতীর্থ—মথুরামণ্ডলস্থ সরস্বতী কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী—শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ম° শেষ ২।১৩৪)। নামান্তর —গোঘাট। ঘাটের উপরে সোমেশ্বর মহাদেব বিরাজমান।

সোমনাথ—(প্রভাসপত্তন) সৌরাষ্ট্রে পশ্চিম রেলওয়ের বেরাবল ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পাকা রাস্তা। সোমনাথ--জ্যোতির্লিঙ্গসমূহের আদি। এইস্থান নকুলীশ-পাশুপত-মতাবলম্বিগণের কেন্দ্র। এই স্থানেই জরাব্যাধ শ্রীকৃষ্ণের চরণে বাণদ্বারা বিদ্ধ করেন। ইহা শৈব ও বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। প্রাচীনতম মন্দির নষ্ট হইলে ৬৪৯ খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় মন্দির নির্মিত হয়। উহা সামুদ্রিক আরব্যদস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইলে খৃঃ অষ্টম শতকে তৃতীয় মন্দির প্রস্তুত হয়, তাহাও আততায়িগণ নষ্ট করিলে দশম শতকের শেষভাগে চালুক্য-রাজগণ চতুর্থ মন্দির নির্মাণ করেন। ১১৪৪ খৃঃ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার হয়; কিন্তু উহাও ১২৯৬ খৃঃ আলাউদ্দিন খিলজি নষ্ট করে। পুনরায় উহা নির্মিত হইলে ১৪৬৯ খৃঃ মহম্মদ বেগড়ার আক্রমণে উহা ধ্বস্ত হইলে পুনর্বার মন্দির প্রস্তুত হইল বটে কিন্তু তাহাও বিনষ্ট হইল। পরে অহল্যাবাঈ ঐ মন্দির হইতে কিছু দূরে অন্য মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতে সরদার পটেল পুনরায় পুরাতন স্থানের উপর সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। দ্রষ্টব্য—সোমনাথ শিব, অহল্যাবাঈর মন্দির, মহাকালীর মন্দির, প্রাচী ত্রিবেণী (হিরণ্যা, সরস্বতী ও কপিলা নদীর সাগর-সঙ্গম), সূর্য-মন্দির, যাদবস্থলী, বাণতীর্থ প্রভৃতি।

সোয়ানো—ব্রজে 'সেহোনা' দ্রষ্টব্য।

সোঁয়ালুক—[সোণালুক] (হুগলি) ভাঙ্গামোড়া হইতে এক ক্রোশ, শ্রীগোপীনাথের সেবা। 'কৈয়ড়' দ্রষ্টব্য।

সোরোক্ষেত্র—মথুরা হইতে অতি-নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত তীর্থ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ১৮।১৪৪)। ইহা কাসগঞ্জ ষ্টেসন হইতে নয় মাইল দূরে, চতুর্ভুজ শ্বেতবরাহদেব বিরাজমান।

স্কন্দ—হায়দ্রাবাদ জিলায় তীর্থস্থান। কুমারধারা নদীর তটে অবস্থিত। ক্রৌঞ্চপর্বতের উপরে কুমারস্বামী বা কার্ত্তিকস্বামীর মন্দির। ইহাকে 'কুমারস্বামী' বা স্বামীতীর্থ বলে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২১)। ২ বিশাখাপত্তনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বিশাখস্বামী বা কার্ত্তিকেয়। ভিজাগাপটম্ ষ্টেসন হইতে এ স্থানে যাইতে হয়। মন্দির সাগরে নিমগ্ন। ৩ মাদ্রাজে চিঙ্গেল-পুট জিলার চেয়ুরনগরে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে। কেহ কেহ ইহাকেও স্কন্দক্ষেত্র বলে। S. Ry মাদুরান্তকম্ ষ্টেসন হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ৪ আর্কট জিলায় তিরুত্তানি-নামক পার্বত্যগ্রামের পর্বতোপরি সুব্রহ্মণ্য স্বামির দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছেন। প্রবাদ—ইন্দ্র স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় কন্যা 'দেব-সেনা'কে সুব্রহ্মণ্যদেবের হস্তে প্রদান করেন। সুব্রহ্মণ্য তৎপরে 'বল্লীমা'-নাম্নী অপর কন্যারও পাণিপীড়ন করেন। মন্দিরে সুব্রহ্মণ্যস্বামির দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। দেবসেনা ও বল্লীমার মন্দির পৃথক্ স্থানে আছে। M. S. M. Ry রাইচুর লাইনে তিরুত্তানি ষ্টেসন।

স্থল-নহাটা—পাবনা জেলায়। কবিচন্দ্রের শ্রীপাট; শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা আছে। অষ্টম দোলে মেলা হয়। সিরাজগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে স্থলচর, তথা হইতে ৩।৪ মাইল।

স্বয়ম্ভুতীর্থ—শ্রীমথুরা-মধ্যবর্ত্তী তীর্থ-স্থান।

স্বরগ্রাম—(নদীয়া) দিগনগর পোঃ, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-সেবা।

স্বর্গদ্বার—পুরীতে সমুদ্রতটে। ব্রহ্মা

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় দেবগণসহ এস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—ইহার নিদর্শনরূপে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত আছে—উহাকে 'স্বর্গদ্বারসাক্ষী' বা 'স্বর্গের সিড়ি' বলে। অদূরে স্থানীয় শ্মশানভূমি।

স্বর্ণগ্রাম—ঢাকা জিলায় প্রসিদ্ধ গ্রাম। এস্থানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য পুষ্পগোপাল বাস করিতেন [শা° নি° ৩৯]।

স্বর্ণহার—কাম্যবনস্থিত গ্রাম (ভক্তি ৫।৮৮৭)।

হ

হরাসলী—(ভক্তি ৫।১৬২৩) ব্রজে, শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী।

হরিক্ষেত্র—মান্দ্রাজপ্রদেশে বিল্বপুর ষ্টেসন হইতে ২২ মাইল দূরে পেন্নার নদীর তীরে অবস্থিত—বর্ত্তমান 'হরিকান্তম্ সেল্লর'। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° আদি ৯।১৩৭)।

২ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকামতে [ভা° ১৭।৭৯।১৫] হরিক্ষেত্র=পুলহাশ্রম; নন্দলাল দে বলেন পুলহাশ্রম শাল গ্রামেরই নাম, যাহা গণ্ডকীনদীর উৎপত্তি এবং ভরত ও ঋষি পুলহের তপস্যাস্থান।

হরিগ্রাম—ছত্রবনে, উমরাই গ্রামের পূর্ব্বদিকে বজ্রনাভ-স্থাপিত, মাথুর-প্রমাণে গোপীগণ এখানে 'হরি হরি' বলিয়া ভূপাতিত হন।

হরিদাসপুর—যশোহর জিলায় বেনা-পোলের ২।৩ মাইল দূরে নাওভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেনাপোল ত্যাগ করত এস্থানে কয়েকদিন ছিলেন বলিয়া উহার নাম হইয়াছিল—হরিদাসপুর। যশোহর রোডের পার্শ্বে শৈবালময়ী নদীর বাঁকের মুখে পুলের নিকটে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আস্তানা অতি সুন্দর। [যশোহর খুলনার ইতিহাস ১।৩৬৭—৩৬৮ পৃঃ)

হরিদ্বার——[অক্ষাংশ ২৯।৫৬, দ্রাঘিমাংশ ৭৮।৮] গঙ্গার দক্ষিণ তটে, সাহারাণপর জিলায় অবস্থিত 'গঙ্গাদ্বার'। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৮) অপর নাম —মায়াপুর। ব্রহ্মকুণ্ড, কেশাবর্ত্তঘাট, মায়াদেবী এবং সর্বনাথদেবের মন্দিরাদি দ্রষ্টব্য।

হরিনদী—নবদ্বীপের দক্ষিণে, শান্তি-পুর হইতে দুই ক্রোশ। বর্ত্তমানে গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। ভাতশালা-নামক একটি স্থান আছে। গঙ্গাদেবী ঐস্থান হইতে এক মাইল দূরে গিয়াছেন। গঙ্গার বিস্তৃত চরে যেখানে সাহেব-ডাঙ্গা, নৃসিংহপুর, বাবলাবন প্রভৃতি গ্রাম বর্ত্তমানে দেখা যায়, উহাই প্রাচীন 'হরিনদী'।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই হরিনদী গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন (চৈ° ভা° আদি ১৬।২৬৭)।

হরিপুর (নদীয়া)—শান্তিপুরের নিকট; শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতা মাতার শিষ্যা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীপাট। শুনা যায়—হরিপুরে ব্রাহ্মণকুলে নন্দরাম এবং ক্ষত্রিয়কুলে যজ্ঞেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। দুই জনেই সীতাদেবীর শিষ্য। যজ্ঞেশ্বরের নাম হয়—জঙ্গলী-প্রিয়াদেবী এবং নন্দরামের নাম হয় —হরিপ্রিয়া দেবী।

হরিহরক্ষেত্র—বিহারে, ছাপরা হইতে ২৯ মাইল দূরে শোণপুর। শ্রীহরিহরনাথের মন্দির, প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই স্থানে 'হরি-হরছত্রের' মেলা হয়। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত শ্রীরামলক্ষ্মণ জনকপুর যাওয়ার পথে এখানে বিশ্রাম করেন।

হরিহরপুর—মেদিনীপুর জেলায় শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীজগতে-শ্বরের নিবাস। মেদিনীপুর হইতে ৮ ক্রোশ পূর্ব্বে। গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ-প্রণেতা দুঃখী শ্যামদাসের শ্রীপাট। অদ্যাপি উক্ত গ্রন্থ ঐস্থানে সেবিত হইতেছেন। কাহারও মতে মেদিনী-পুর সহরের পূর্বে কেদারকুণ্ড-নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীশ্যামা-নন্দপ্রভু হইতে ইনি ভিন্ন ভক্ত।

হল্দা মহেশপুর——'মহেশপুর' দেখুন।

হস্তিনানগর (পুর)——কুরুদিগের রাজধানী ছিল, মিরাট সহরের ২২ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত ছিল। আজকাল গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন যে ধারা আছে তাহাকে 'বেড়' বা

বুড়ী গঙ্গা বলে। প্রাচীন হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে জনমেজয়ের পৌত্র নিচক্ষু কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করেন (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৬)। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৩)।

হাজরা—ব্রজে, জয়েতপুরের দেড় মাইল নৈঋর্ত কোণে, এস্থানে ব্রহ্মা গোপশিশু ও বৎসগণকে হাজির করিয়াছিলেন।

হাজিপুর—গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীর সঙ্গম-স্থানে। পাটনার অপর পারে। এস্থানে শ্রীসনাতন প্রভুর সহিত তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সাক্ষাৎকার হয় (চৈ° চ° মধ্য ২০।৩১—৩৮)।

হাজো—(হয়গ্রীব মাধব) আসামে। প্রবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে গিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। অসমীয়া ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মণিকুট পাহাড়ের উপরে শ্রীমন্দির। কামরূপের অন্যতম প্রধান তীর্থ।

হাজো গৌহাটীর উত্তর-পশ্চিমে ১৫ মাইল দূরে। হাজোতে শ্রীকেদার, শ্রীকামেশ্বর ও শ্রীকমলেশ্বর তিনটি শিব-মন্দির ও ১টি গণেশের মন্দির আছে। ইহার দেড় মাইল পরে শালবন-শোভিত মদনাচল পর্বতে কমলেশ্বর মন্দির ও অপূর্ণভব-নামে একটি কুণ্ড আছে।

শ্রীমাধব-মন্দির মণিকূট পাহাড়ের উপরে। পাহাড়টি ৩০০ ফিট উচ্চ। শ্রীমাধবের মূর্ত্তি ব্যতীত শ্রীহরমাধব, শ্রীলালকানাই এবং শ্রীবাসুদেব বিগ্রহ আছেন। শ্রীশ্রীহয়গ্রীব মাধবের বিগ্রহ প্রকাণ্ড। পাণ্ডারা বুড়ামাধব বলেন। কালিকাতন্ত্রে ও যোগিনী-তন্ত্রে ইহার বিবরণ আছে। শ্রীহয়াস্তমাধব দারুময়। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ১৫৫০ খৃঃ উহা সংস্কার করিয়াছিলেন। পরে ১৫৫৩ শকে নরপশুগণ মন্দির ভগ্ন করিয়া দিলে নরনারায়ণ-ভ্রাতা শুক্লধ্বজের পুত্র শ্রীরঘুদেব ১৫৮৫ খৃঃ শ্রীধর-নামক কারিকর দ্বারা মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন।

(E. A. Gait সাহেবের History of Assam P. 62 তে ঐ মন্দিরের লিপিগুলির বিবরণ আছে।)

শ্রীমাধব-মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে রাসলীলা মন্দির। উহাতে দোলযাত্রা হয়। ১৬৭২ শকে আহম-রাজা প্রমত্ত সিংহ স্বর্গদেবের আদেশে শ্রীতরুণ দুয়ারা এবং বর ফুকন-কর্ত্তৃক নির্মিত। শ্রীকেদার-মন্দির ১৬৮০ শকে নির্মিত।

১৮৪০।৪১ খৃঃ তিব্বতের দলাই লামা এই সকল মন্দিরাদি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। উহাদের মতে মাধব-বিগ্রহ বুদ্ধেরই বিগ্রহ। ভাটিয়ারা মাধবকে 'মহামুনি' বলে। প্রবাদ—এই হাজোর শ্রীমাধব মন্দিরের সহিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর' আসামে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য শ্রীমাধব দেবের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত আছে। শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়াকৃত অসমীয়া ভাষায় লিখিত 'শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব নামক-গ্রন্থের ১২৩ পৃঃ আছে :—'শ্রীচৈতন্যই দক্ষিণ প্রদেশত ধর্মপ্রচার করি তার পরা এবার মণিপুরৎ আহি তত ধর্ম প্রচার করি সন্যাসী বেসেয়ে আসময়ে আহি হাজোতে কিছুদিন আছিল।'

নাট্যমন্দিরের দ্বারে প্রস্তরে শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবের অঙ্গুলির ছাপ অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া দেবদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্থা প্রভৃতির চিহ্ন প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলেন—ঐ সকল ছাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গুলিপ্রভৃতির।

হাটডাঙ্গা (উচ্চহট্ট)—নদীয়া জেলায় বামনপুখ্‌রার নিকটবর্ত্তী গ্রাম (ভক্তি ১২।৩৫১—৩৭১)।

হাতৌরা—ব্রজে, দাউজির এক মাইল পশ্চিমে, শ্রীনন্দ মহারাজের বৈঠক-স্থান।

হাম্পী—বিজয়নগর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। বিরূপাক্ষ-মন্দির ও ৪ মাইল দূরে মাল্যবান্ পর্বত, শ্রীরামচন্দ্র যে স্থানে বর্ষার চারিমাস কাটাইয়াছেন, তাহাকে 'প্রবর্ষণগিরি' বলে। ঋষ্যমুক পর্বতের নিকটে তুঙ্গভদ্রা নদী ধনুর আকারে প্রবাহিতা; অত্রত্য বিট্‌ঠল-মন্দির, পম্পা-সরোবর প্রভৃতি দৃশ্য।

হারিটগ্রাম—(হুগলী) পোঃ সেনেট। E. Ry. চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। শ্রীল খঞ্জ ভগবানাচার্যের চতুর্থ পুত্র শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের আশ্রিত শ্রীশ্যামদাস গোস্বামির যুগল সেবা—শ্রীশ্রী-গোপীনাথ-মদনমোহনজীউ। শ্রীশ্যাম-

দাসের তিরোভাব—বৈশাখী মুখ্যা কৃষ্ণা পঞ্চমী।

হারোয়ান (পিপরবার)—ব্রজে, বৈঠানের অন্তর্গত চরণপাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত পাশাখেলায় হারিয়াছেন।

হালিসহর বা **কুমারহট্ট**—চব্বিশ পরগণা জেলায়। হালিসহর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে। এই স্থানের মুখোপাধ্যায়পাড়া কালিকা-তলায় শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামির আবির্ভাব-স্থান। শ্রীঈশ্বরপুরীর পিতার নাম—শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য। এই স্থানে শ্রীল সদাশিব কবিরাজ, শ্রীনয়ন ভাস্কর, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ও শ্রীরাম পণ্ডিত থাকিতেন।

সাধক রামপ্রসাদ সেন হালিসহরে বাস করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর গৌরশূন্য নদীয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিত আর থাকিতে না পারিয়া ভ্রাতাদের সহিত এই হালিসহরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীচৈতন্যডোবা বা বর্ত্তমান নবনির্মিত দেবালয়ের নিকট মঠপুষ্করিণী আছে। ঐ স্থানকে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভিটা বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

হালিসহরের দক্ষিণ দিকে **'নতি'** **'নতিগ্রাম'** বা পল্লী-নামক স্থানে (খাসবাটীও বলে) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র।

বর্ত্তমান দেবালয়ের প্রবেশ-পথের সম্মুখে চৈতন্য-ডোবা আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাই শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর ভিটা বলিয়া ঐ স্থানের মৃত্তিকা স্বীয় বহির্বাসে বাঁধিয়া ছিলেন। তদবধি ৪০০ বৎসর ধরিয়া আগন্তুক যাত্রী-মাত্রই ঐ স্থানের মৃত্তিকা ভক্তিভরে গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে উহা একটি ডোবায় পরিণত হয়।

হাঁসপুকুর—অম্বিকানগর (বর্দ্ধমান), ১০৭৭ সালে নারদপুরাণ-রচয়িতা কৃষ্ণদাস বা রামকৃষ্ণদাসের জন্মভূমি।

হিজলি—মেদিনীপুর জেলায়; শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেব হিজলি মণ্ডলের অধিকারী বলভদ্র দাসের কন্যা ইচ্ছা দেবীকে বিবাহ করেন (রসিকমঙ্গল)।

হিলোরা—মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্রী-শ্যামসুন্দরের প্রকাণ্ড কিশোর মূর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। বামে শ্রীমতী নাই, হস্তে বংশী নাই অথবা ত্রিভঙ্গঠামও নাই, শ্রীমূর্ত্তি পদ্মাসনে সরল ভাবে দণ্ডায়মান; শস্যজাত দ্রব্যের ভোগ হয় না, ফলমূলাদির ভোগই এস্থানে হয় এবং সেবায়েত মোহান্তও ঐ প্রসাদই পান। মুরারই অঞ্চলে যাবতীয় ব্যাপারে শ্রীশ্যামের শুভা-গমন হয়। শুনা যায় যে এই শ্যামসুন্দর জনৈক সন্ন্যাসি প্রদত্ত ঠাকুর।

হুসিয়ারপুর (শ্রীহট্টে)—শ্রীকামদেবের পৌত্র শ্রীলনরহরির শ্রীপাট। শ্রী-অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। এই স্থানকে 'জগন্নাথের আখড়া' বলে।

নন্দিনী আর কামদেব, শ্রীচৈতন্য দাস (চৈ° চ° আদি ১২।৫৭)।

ইঁহারা কায়স্থ-বংশীয়। শ্রীশ্রী-জগন্নাথ-সেবা আছে।

হুসেনপুর—(৭) শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণাচার্যের শিষ্য শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান [নরো ১২]।

হৃষীকেশ--হরিদ্বার হইতে রেলযোগে বা মোটরযোগে যাওয়া যায়। এস্থান হইতে যাত্রীগণ যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ যাত্রা করেন। কালীকমলীর বিরাট কার্যালয় এস্থানে আছে। ত্রিবেণী-ঘাটে স্নান কর্ত্তব্য, ভরত-মন্দির দ্রষ্টব্য। লক্ষ্মণঝোলায় লক্ষ্মণজীর মন্দির আছে। স্বর্গাশ্রমে ও নিকট-বর্ত্তী স্থানে বহু সাধু সন্ন্যাসির আশ্রম আছে। মহাপবিত্র ভূমি।

হেতমপুর--বীরভূম জেলায়। রাজ-বাটিতে পঞ্চচূড় মন্দির। শ্রীশ্রী-গৌরনিতাই বিগ্রহ। শ্রীগৌরাঙ্গভবন দর্শনীয়। হেতমপুরের মহারাণী শ্রীমতী পদ্মসুন্দরী দেবী ১৩০২ সালের ১৭ই ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা দিবসে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরপাড়ায় শ্রীশ্রীরসিকনাগরজীউ আছেন।

হেমগিরি—সুমেরু পর্বত, 'রুদ্র-হিমালয়' নামে খ্যাত। (চৈ° ভা° অন্ত্য ৯।২১০)।

হেলানগ্রাম—(হুগলী) খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে এক ক্রোশ উত্তরে, দারুকেশ্বর নদীর পূর্বতীরে। ইহা শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য পাখিয়া গোপালের শ্রীপাট। শ্রীপাটভূমির উপরে একটি মাত্র ভগ্ন তুলসীমঞ্চ আছে আর কোন স্মৃতিচিহ্ন দেবালয়াদি নাই। প্রাচীন

মন্দিরাদির ইষ্টক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অভিরাম গোস্বামী এই গোপালকে দণ্ড দিবার জন্য বলেন—'অদ্যই তোমাকে পুরীধাম হইতে মহাপ্রসাদ আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাইতে হইবে'। ইহাতে গোপালদাস পক্ষিবৎ উড়িয়া গিয়া মহাপ্রসাদ আনিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া 'পাখিয়া গোপাল' নাম হয়।

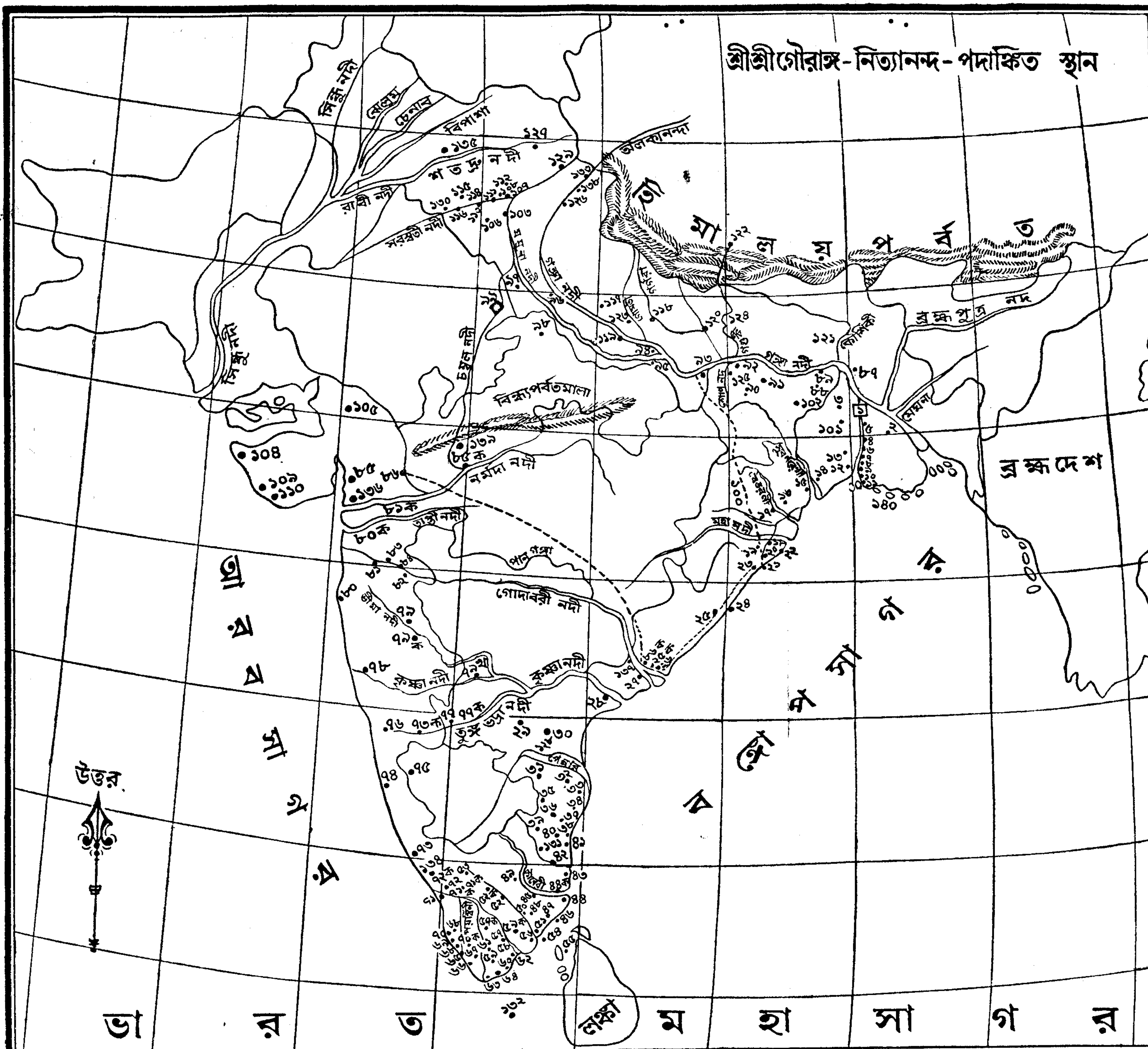
হোড়েল—ব্রজের উপান্ত গ্রাম—বোন্ছারির চারি মাইল অগ্নিকোণে; গ্রামের অগ্নিকোণে পাণ্ডববন, তাহা পাণ্ডবগণের বাসস্থান। গ্রামের নৈঋর্তে একমাইল দূরে—কুঞ্জরবন।

পদাঙ্কপূত তীর্থাবলি

১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক-পূত স্থানের তালিকা ঃ—

১। শ্রীধাম নবদ্বীপ—[অন্তর্দ্বীপ, মায়াপুর, স্বর্ণবিহার, গোদ্রুমদ্বীপাদি-সমবেত ষোলক্রোশ] নি *। (২) পদ্মাবতী [যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি প্রভৃতি]। (৩) কাটোয়া, (৪) ফুলিয়া, (৫) শান্তিপুর, (৬) যশোড়া, (৭) কুমারহট্ট, (৮) পাণিহাটি, (৯) বরাহনগর, (১০) আটিসারা, (১১) ছত্রভোগ, (১২) পিছলদা, (১৩) তমলুক, (১৪) জলেশ্বর, (১৫) রেমুণা, (১৬) ভদ্রক, (১৭) যাজপুর, (১৮) কটক, (১৯) ভুবনেশ্বর, (২০) কমলপুর, (২১) পুরী, —এই পর্যন্ত প্রতিস্থলেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরও বিজয় হইয়াছে। (২২) কোণারক, (২৩) আলালনাথ নি, (২৪) কূর্মাচলম্ নি, (২৫) সিংহাচলম্ [জিয়ড় নৃসিংহ] নি, (২৫ ক) গোদাবরী ; (২৬) বিদ্যানগর [গোদাবরী জেলা], (২৭) গৌতমী গঙ্গা, কভুর গোষ্পদ ঘাট, (২৮) পানানৃসিংহ [মঙ্গলগিরি], (২৯) মল্লিকার্জুন তীর্থ [শ্রীশৈল] নি ব, (৩০) অহোবিলম্, (৩১) পঞ্চাপ্সরা তীর্থ [ফল্গুতীর্থ] নি ব, (৩২) সিদ্ধবট, (৩৩) ব্যেঙ্কটাদ্রি নি ব, (৩৪) ত্রিকালহস্তী, (৩৫) তিরুমলয়ম্ (দেবস্থান) নি, (৩৬) তিরুপতি, (৩৭) শিবকাঞ্চী [কঞ্জিভেরাম্] নি ব, (৩৮) স্কন্দক্ষেত্র নি, (৩৯) বিষ্ণুকাঞ্চী [ত্রিমঠ] নি ব, (৪০) পক্ষিতীর্থ, (৪১) বৃদ্ধকোল তীর্থ, (৪২) বৃদ্ধকাশী, (৪৩) চিদাম্বরম্ [পীতাম্বরম্], (৪৪) শিয়ালী, (৪৫ ক) কাবেরী নি ব, (৪৫) গোসমাজ তীর্থ, (৪৬) বেদাবনম্, (৪৭) কুম্ভকোণম্ [কামকোষ্ঠী] নি ব, (৪৮) পাপনাশন, (৪৯) শ্রীরঙ্গম্ নি ব, (৫০) তাঞ্জোর [শিবক্ষেত্র], (৫১) দুর্বশনম্, (৫২) মাদুরা [দক্ষিণ মথুরা] নি ব, (৫২ ক) কৃতমালা নি ব, (৫৩) ঋষভ পর্বত নি ব, (৫৪) রামেশ্বরম্ নি ব, (৫৫) ধনুষ্কোটি তীর্থ নি ব, (৫৬) তিলকাঞ্চী, (৫৭) আমলিতলা, (৫৭ ক) মল্লার দেশ, (৫৮) শ্রীবৈকুণ্ঠম্, (৫৯) মহেন্দ্রশৈল নি ব, (৫৯ ক) তাম্রপর্ণী নি ব, (৬০) নয় তিরুপতি, (৬১) তমালকার্ত্তিক তীর্থ, (৬২) বেতাপনি, (৬৩) কুমারিকা নি ব, (৬৭) মলয়-পর্বত নি, (৬৫) চিয়ড়তলা, (৬৬) গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ (৬৭) পানাগড়ি, (৬৮) তিরুবত্তর [পয়স্বিনী নদী], (৬৯) অনন্ত পদ্মনাভ, (৭০) জনার্দন, (৭০ ক) পয়োষ্ণী নি ব, (৭১) চামতাপুর, (৭১ ক) ফল্গুতীর্থ, ফাল্গুন বা অনন্তপুর নি ব, (৭২) ত্রিতকূপ [দাক্ষিণাত্যে] নি [গুজরাটে] (৭২ ক) পঞ্চাপ্সরা তীর্থ নি ব, (৭৩) মৎস্যতীর্থ নি, (৭৩ ক) তুঙ্গভদ্রা, (৭৪) উড়ুপী, (৬৫) শৃঙ্গেরী নি, (৭৬) গোকর্ণ নি ব, (৭৭) ঋষ্যমূক পর্বত নি ব, (৭৭ ক) দণ্ডকারণ্য, পম্পা সরোবর নি ব, (৭৮) কোলাপুর, (৭৯) পাণ্ডরপুর, (৭৯ ক) ভীমা নি ব, (৭৯ খ) কৃষ্ণবেণ্বা নি ব, (৮০) দ্বৈপায়নী ব (৮০ ক) তাপী নি ব, (৮১) সূর্পারক তীর্থ নি ব, (৮১ ক) নর্মদা নি ব, (৮২) কুশাবর্ত্ত গিরি, (৮৩) নাসিক [পঞ্চবটী], (৮৪) ব্রহ্মগিরি, (৮৫) ধনুস্তীর্থ নি ব, (৮৫ ক) নির্বিন্ধ্যা নি ব, (৮৬) মাহিষ্মতী-পুর নি ব,, (৮৬ ক) সপ্তগোদাবরী নি ব, (৮৭) রামকেলি নি, (৮৮) মন্দার পর্বত, (৮৯) কানাইনাটশালা নি, (৯০) গয়া নি ব, (৯১) রাজগিরি (৯২) পুনপুনা তীর্থ, ৯৩) কাশী নি, (৯৪) প্রয়াগ নি ব, (৯৫) আড়াইল, (৯৬) সোরোক্ষেত্র, (৯৭) মথুরা নি ব, (৯৮) রেণুকা, (৯৯) শ্রী-ব্রজমণ্ডল [গিরিগোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড,

* নি-সঙ্কেতে শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত এবং ব-সঙ্কেতে শ্রীবলদেব-পদাঙ্কপূত স্থানগুলি সূচিত হইবে।


শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত স্থান
উত্তর
হিমালয়পর্ব্বত
ব্রহ্মপুত্র নদ
ব্রহ্মদেশ
বঙ্গোপসাগর
আরবসাগর
ভারত মহাসাগর
লঙ্কা
সিন্ধুনদী
ঝেলম
চেনাব
বিপাশা
শতদ্রু নদী
রাবী নদী
সরস্বতী নদী
যমুনা নদী
গঙ্গা নদী
অলকানন্দা
চম্বল নদী
বিন্ধ্যপর্বতমালা
নর্মদা নদী
তাপ্তী নদী
মহানদী
গোদাবরী নদী
কৃষ্ণা নদী
তুঙ্গভদ্রা নদী
কৌশিকী
মেঘনা

শ্যামকুণ্ড, শ্রীবৃন্দাবন, শেষশায়ী প্রভৃতি], (১০০) ঝারিখণ্ড [ছোটনাগপুরাঞ্চল]।

২। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর তীর্থ-পর্যটন

(১০১) বক্রেশ্বর (১০২) বৈদ্যনাথ, (১০৩) হস্তিনাপুর ব, (১০৪) দ্বারকা ব, (১০৫) সিদ্ধপুর [গুজরাটে], (১০৬) কুরুক্ষেত্র † ব, (১০৭) পৃথুদক ব, (১০৮) বিন্দুসরোবর [গুজরাটে সিদ্ধপুরে], (১০৯) প্রভাস ব, (১১০) সুদর্শন তীর্থ ব, (১১১) ত্রিতকূপ [সরস্বতীতীরবর্ত্তী ব, (১১২) বিশালা ব, (১১৩) ব্রহ্মতীর্থ [কন্যাতীর্থ ও সোমতীর্থের মধ্যবর্ত্তী] ব, (১১৪) চক্রতীর্থ ব, (১১৫) প্রতিস্রোতা ব, (১১৬) প্রাচী সরস্বতী ব, (১১৭) নৈমিষারণ্য ব, (১১৮) অযোধ্যা, (১১৯) শৃঙ্গবেরপুর, (১২০) সরযূ ব, (১২১) কৌশিকী ব, (১২২) পুলস্ত্যাশ্রম [শালিগ্রাম], (১২৩) গোমতী ব, (১২৪) গণ্ডকী ব, (১২৫) শোণ নদ ব, (১২৬) হরিদ্বার, (১২৭) বিপাশা ব, (১২৮) হরিক্ষেত্র, (১২৯) উত্তরা যমুনা, (১৩০) ব্যাসাশ্রম [শম্যাপ্রাস], (১৩১) বৌদ্ধালয় বৃদ্ধকাশীর নিকটবর্ত্তী ৮৫° ৮° মধ্য ৯।৪৭—৬৩], (১৩২) দক্ষিণ সাগর ব, (১৩৩) বদরিকাশ্রম, (১৩৪) কেরল [ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য], (১৩৫) ত্রিগর্ত্ত, (১৩৬) মল্লতীর্থ, [মন্নুতীর্থ ব], (১৩৭) বিজয়নগর, (১৩৮) মায়াপুরী, (১৩৯) অবন্তী [উজ্জয়িনী], (১৪০) গঙ্গাসাগর ব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এ সকল স্থান মানচিত্রে সূচিত হইল।

† নাভাজি কৃত ভক্তমালের মতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও কুরুক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। তত্রত্য থানেশ্বরী-জগন্নাথ প্রসঙ্গ আলোচ্য।

প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নাবলি

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কন্থা, পাদুকা, করঙ্গ—পুরী গম্ভীরামঠে।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বস্ত্র—ভদ্রক, সাইথিয়া শ্রীমদনমোহনমন্দিরে।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদুকা, বস্ত্র, করঙ্গ—বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর—দেনুড়ে ও বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখিত চণ্ডীগ্রন্থ—শ্রীহট্টে বুরুঙ্গায়।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈঠা ও গীতা —কালনা শ্রীল গৌরীদাস-মন্দিরে।

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লেখা—ভরতপুরে শ্রীল গদাধর প্রভুর লিখিত গীতামধ্যে।

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আসন, পিঁড়া —বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে।

৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন ও অঙ্গুলীচিহ্ন—পুরীতে।

১০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব অঙ্গের চিহ্ন—আলালনাথ-মন্দিরে।

১১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাচীন চিত্র —কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে, (১২) শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল দাস-গোস্বামিপ্রভুর সমাধিমন্দিরে এবং (১৩) বম্বে ভোঁসলা হাউসে; মারহাট্টা দস্যুরা বঙ্গদেশ হইতে লইয়া যায়।

১৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্র—পুরীর রাজবাটীতে।

১৫। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত ২ খানি খুন্তী, ২ টি খুন্তির কাঠ, চুপড়ি ২টি ব্যাণ্ডেল গির্জায় রক্ষিত ছিল। দস্যুরা সংকীর্ত্তন-কারিগণের নৌকা লুঠ করে। পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি নৌকা হইতে তদানীন্তন পর্ত্তুগীজ গভর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়া গির্জাতে রক্ষা করে। বর্তমানে ঐ সকল গির্জায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর—শ্রীঅনন্তশিলা, ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র. যষ্টি, ভাগবত (?)—খড়দহ মন্দিরে ও পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে।

১৭। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জপমালা —কলিকাতার শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামিপাদের গৃহে।

১৮। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাগড়ী —দোগাছিয়া মন্দিরে ও পাণিহাটী গ্রন্থমন্দিরে।

১৯। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণচিহ্ন—বৃন্দাবনে ঝাড়ুমণ্ডলে যাতার উপরে।

২০। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য-প্রভুর নৃসিংহশিলা—শান্তিপুর বড় গোস্বামির বাড়ীতে।

২১। শ্রীল কানুঠাকুরের (সংকীর্ত্তনের) খুন্তি—শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামির গৃহে।

২২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের ভারবাহী দণ্ড—যশোড়া মন্দিরে।

২৩। শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের জপমালা—বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে।

২৪। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর পিতৃদেবের শ্রীবিগ্রহের

সিংহাসনের চূড়ার কলস—বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে।

২৫। শ্রীল সনাতন গোস্বামির ভোটকম্বল—ইটোজা মন্দিরে, যমুনাতীরে।

১৬। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নামের ঝোলা ও যষ্টি—পুরীতে স্বর্গদ্বারে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে।

২৭। শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের নূপুর—কুড়ুই গ্রামে মহান্তবাটীতে।

২৮। শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুরের শ্রীহস্ত-লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত—দেন্নুড়-মন্দিরে।

২৯। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীরাধাকুণ্ড-বিষয়ক দলিল—শ্রীরাধাকুণ্ডে ও পানিহাটী-গ্রন্থ মন্দিরে।

৩০। শ্রীল অভিরাম গোস্বামি-প্রভুর জয়মঙ্গল চাবুক—খানাকুল কৃষ্ণনগর-মন্দিরে।

৩১। প্রাচীনকালের খুন্তি—চন্দননগর গোঁসাইঘাটের মন্দিরে।

৩২। শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের খুন্তি—তড়া আটপুরের মন্দিরে।

৩৩। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ—হুগলীতে।

৬৪। শ্রীল কালিদাস প্রভুর (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর খুড়া) বিগ্রহ—ত্রিবেণী গঙ্গাঘাটে।

৩৫। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর গোবর্দ্ধনশিলা—শ্রীবৃন্দাবনে ভাগবত-নিবাসে।

৩৬। শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নযুক্ত প্রস্তর—শ্রীবৃন্দাবনে ও জয়পুরে শ্রীদামোদর-মন্দিরে।

৩৭। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামি-প্রভু বাল্যকালে যে প্রস্তরে উপবেশন করিতেন—সপ্তগ্রাম কৃষ্ণপুর-মন্দিরে।

৩৮। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি—বালিতে বড়ালগলি দত্তবাড়ীর মন্দিরে।

৩৯। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের উপবেশন-প্রস্তর—খেতুরিতে।

৪০। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা—ঝামটপুরে।

৪১। শ্রীল ভাগবতাচার্য-প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থ—বরাহনগর পাটবাড়ীর মন্দিরে।

৪২। খড়দহ মন্দির-সম্বন্ধীয় আরংজেব-প্রদত্ত দলিল—কলিকাতা সৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামির গৃহে।

৪৩। শ্রীল শ্রীনিবাসচার্য-প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা—বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে।

সংস্কৃত ছন্দঃ

সমবৃত্ত

[তিন বর্ণে এক 'গণ' হয়। তিন বর্ণ গুরু হইলে 'ম', এক লঘুর পরে দুই গুরু 'য', মধ্য লঘু 'র', অন্ত্য গুরু 'স', অন্ত্য লঘু 'ত', মধ্য গুরু 'জ', আদি গুরু 'ভ', তিন লঘু 'ন', এক লঘু 'ল' এবং দুই লঘু বা এক গুরুকে 'গ' সঙ্কেতে ব্যবহার করা হইতেছে। এই অভিধানের ২২৮ পৃষ্ঠায় গণ-শব্দ (৫) দ্রষ্টব্য। বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য—এই প্রকরণে ছন্দঃ সমূহ মাতৃকা-ক্রমে সজ্জিত না হইয়া একাক্ষরা, দ্ব্যক্ষরাদি বর্ণবৃত্তানুসারে ছন্দঃকৌস্তভের মূলানুসরণে সজ্জিত হইয়াছে]

একাক্ষরা উক্থা

শ্রী * (২।১)—প্রতিচরণে গ থাকিলে 'শ্রী' ছন্দ হয়; উদাহরণ —শ্রীস্তে সান্তাম্।

দ্ব্যক্ষরা অত্যুক্থা

স্ত্রী (২।২)—প্রতি চরণে গদ্বয় থাকিলে 'স্ত্রী' ছন্দ হয়; উদাহরণ—গোপস্ত্রীভিঃ। কৃষ্ণো রেমে॥

ত্র্যক্ষরা মধ্যা

(১) **নারী** (২।৩)—প্রতি চরণে ম-গণ থাকিলে 'নারী' ছন্দ হয়; উদাহরণ—গোপানাং নারীভিঃ। শ্লিষ্টোঽব্যাৎ কৃষ্ণো বঃ॥

(২) **মৃগী** (২।৪)—প্রতি চরণে র-গণ থাকিলে 'মৃগী' হয়; উদাহরণ—সা মৃগী লোচনা রাধিকা শ্রীপতেঃ॥

চতুরক্ষরা প্রতিষ্ঠা

(১) **কন্যা** (২।৫)—প্রতিচরণে গ ও ম-গণ থাকিলে কন্যা ছন্দ হয়; উদাহরণ আকরে দ্রষ্টব্য।

(২) **সতী** (২।৬)—প্রতিচরণে ন ও গ থাকিলে 'সতী' ছন্দ হয়।

পঞ্চাক্ষরা সুপ্রতিষ্ঠা

(১) **পঙ্‌ক্তি** (২।৭)—প্রতিচরণে ভগণ ও দুইটি গুরু থাকিলে 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দ হয়।

(২) **প্রিয়া** (২।৮)—প্রতিচরণে স-গণ, একটি লঘু ও একটি গুরু থাকিলে 'প্রিয়া' ছন্দ হয়।

ষড়ক্ষরা গায়ত্রী

(১) **তনুমধ্যা** (২।৯)—প্রতিচরণে ত গণ ও য-গণ থাকিলে 'তনুমধ্যা' ছন্দ হয়।

(২) **শশিবদনা** (২।১০)—প্রতিচরণে ন গণ ও য গণ থাকিলে 'শশিবদনা' ছন্দ হয়।

(৩) **সোমরাজী** (২।১১)—প্রতিচরণে দুইটি য-গণ থাকিলে 'সোমরাজী' ছন্দ হয়।

(৪) **বসুমতী** (২।১২)—প্রতিচরণে ত গণ ও স গণ থাকিলে 'বসুমতী' ছন্দ হয়।

(৫) **বিদ্যুল্লেখা** (প ১ *)—প্রতিচরণে দুইটি ম-গণ থাকিলে 'বিদ্যুল্লেখা' ছন্দ হয়।

সপ্তাক্ষরা উষ্ণিক্

(১) **মধুমতী** (২।১৩)—প্রতিচরণে দুইটি ন-গণ ও একটি গুরু থাকিলে 'মধুমতী' ছন্দ হয়।

(২) **কুমারললিতা** (২।১৪)—প্রতিচরণে জগণ, স গণ ও একটি গুরু থাকিলে 'কুমারললিতা' ছন্দ হয়।

(৩) **মদলেখা** (২।১৫)—প্রতিচরণে ম-গণ, স-গণ ও একটি গুরু থাকিলে 'মদলেখা' ছন্দ হয়।

(৪) **চূড়ামণি** (২।১৬)—প্রতিপাদে ত গণ, ভ গণ ও একটি গুরু থাকিলে 'চূড়ামণি' ছন্দ হয়।

(৫) **হংসমালা** (২।১৭)—প্রতিপাদে স গণ, র গণ ও একটি গুরু থাকিলে 'হংসমালা' ছন্দ হয়।

অষ্টাক্ষরা অনুষ্টুপ্

(১) **চিত্রপদা** (২।১৮)—প্রতিপাদে দুইটি ভ গণ ও গুরুদ্বয় থাকিলে 'চিত্রপদা' বৃত্ত হয়।

(২) **বিদ্যুন্মালা** (২।১৯)—প্রতিপাদে দুইটি মগণ ও গুরুদ্বয় থাকিলে 'বিদ্যুন্মালা' ছন্দ হয়।

(৩) **মাণবক** (২।২০)—প্রতি-

* প্রথম বন্ধনী ( ) মধ্যে সংখ্যাসমূহ ছন্দঃকৌস্তভের প্রকরণ ও অনুচ্ছেদ-সূচক। 'প'—এই সঙ্কেতে 'ছন্দঃকৌস্তভ' পরিশিষ্ট বোদ্ধব্য। তদ্রূপ 'টী'—সঙ্কেতে 'ছন্দঃ-কৌস্তভ'-টীকাই লক্ষ্য।

পাদে ভগণ, তগণ ও ল এবং গ থাকিলে 'মাণবক' ছন্দ হয়।

(৪) **হংসরুত** (২।২১)—প্রতিচরণে ম-গণ, ন-গণ এবং গুরুদ্বয় থাকিলে 'হংসরুত' বৃত্ত হয়।

(৫) **সমানিকা** (২।২২)—প্রতিপাদে গ, ল, র ও জ-গণ থাকিলে 'সমানিকা' ছন্দ হয়।

(৬) **প্রমাণিকা** (২।২৩)—প্রতিচরণে জ-র-ল-গ থাকিলে 'প্রমাণিকা' বৃত্ত হয়।

(৭) **বিতান** (২।২৪)—অনুষ্টুভ্ জাতিতে সমানিকা ও প্রমাণিকা ব্যতীত অন্য ছন্দই 'বিতান' নামে কথিত হয়; উদাহরণ—

গোবিন্দমঞ্জলোচনং কন্দর্পদর্পমোচনম্। সংসারবন্ধনাশনং বন্দে হরাদি-শাসনম্॥

কাহারও মতে—বিতানে দুই গুরু, দুই লঘু ও দুই গুরু—এই ক্রমে পাদ-সমাপ্তি হয়। উদাহরণ—

(১) কৃষ্ণং ভজ তৃষ্ণাং ত্যজ। (২) হৃদয়ং যস্ত বিশালম্।

মূলোদাহরণ কিন্তু জ-ত-গ-ল-গণ বিশিষ্ট। 'বিতান' বলিতে নারাচিকা, পদ্মমালা, সুচন্দ্রাভা ও সুবিলাসাদির গ্রহণ হইয়াছে, যেহেতু ভাষ্যে 'গোবিন্দ' ইত্যাদি উদাহরণটি নারাচিকা ছন্দেই দেওয়া হইয়াছে।

(৮) **নারাচিকা** (২।২৫)—প্রতিপাদে ত-র-ল-গ থাকিলে 'নারাচিকা' ছন্দঃ হইবে।

(৯) **পদ্মমালা** (২।২৬)—প্রতিচরণে দুইটি র-গণ ও দুইটি গুরু থাকিলে 'পদ্মমালা' ছন্দ হইবে।

(১০) **সুচন্দ্রাভা** (২।২৭)—প্রতিপাদে য-র-গ-ল থাকিলে 'সুচন্দ্রাভা' ছন্দ হয়।

(১১) **সুবিলাসা** (২।২৮)—প্রতিচরণে স-র-গ-ল থাকিলে 'সুবিলাসা' ছন্দ হয়।

(১২) **গজগতি** (প ২)—প্রতিপাদে ন-ভ-ল-গ থাকিলে 'গজগতি' ছন্দ হয়।

নবাক্ষরা বৃহতী

(১) **হলমুখী** (২।২৯)—প্রতিপাদে র-ন-স গণ থাকিলে 'হলমুখী' বৃত্ত হয়।

(২) **ভুজগশিশুসৃতা** (২।৩০)—প্রতিচরণে দুইটি ন-গণ ও একটি ম-গণ থাকিলে ভুজগশিশুসৃতা (মতান্তরে—'ভুজগশিশুভৃতা') বৃত্ত হয়।

(৩) **মণিমধ্য** (২।৩১)—প্রতিপাদে ভ-ম-স গণ থাকিলে 'মণিমধ্য' ছন্দ হয়।

(৪) **ভুজঙ্গসঙ্গতা**—(২।৩২) প্রতিচরণে স-জ-র গণ থাকিলে 'ভুজঙ্গসঙ্গতা' বৃত্ত হয়।

(৫) **ভদ্রিকা** (প ৩)—ছন্দঃপরিশিষ্টে প্রতিপাদে র-ন-র গণ থাকিলে 'ভদ্রিকা' ছন্দ হয়। একাদশাক্ষরা ভদ্রিকা (ছ ২।৫২) দ্রষ্টব্য।

(৬) **কমলা** (প ৪)—প্রতিচরণে দুইটি ন-গণ ও একটি স-গণ থাকিলে 'কমলা' বৃত্ত হয়।

(৭) **রূপামালী** (প ৫)—প্রতিপাদে তিনটি ম-গণ থাকিলে 'রূপামালী' ছন্দঃ হয়।

দশাক্ষরা পঙ্‌ক্তি

(১) **রুক্মবতী** (২।৩৩)—প্রতিচরণে ভ-ম-স-গ গণ থাকিলে 'রুক্মবতী' ছন্দ হয়। মতান্তরে ইহা 'রূপবতী' বা 'চম্পকমালা' বৃত্ত।

(২) **মত্তা** (২।৩৪)—প্রতিচরণে ম-ভ-স-গ-গণ থাকিলে 'মত্তা' ছন্দঃ হয়।

(৩) **শুদ্ধবিরাট্** (২।৩৫)—প্রতিপাদে ম-স-জ-গ গণ থাকিলে 'শুদ্ধবিরাট্' ছন্দঃ হয়।

(৪) **পণব** (২।৩৬)—প্রতিচরণে ম-ন-য-গ গণ থাকিলে 'পণব' বৃত্ত হয়।

(৫) **ময়ুরসারিণী** (২।৩৭)—প্রতিপাদে র-জ-র-গ গণ থাকিলে 'ময়ূরসারিণী' ছন্দ হয়।

(৬) **ত্বরিতগতি** (২।৩৮)—প্রতিচরণে ন-জ-ন-গ গণ থাকিলে 'ত্বরিতগতি' হয়।

(৭) **মনোরমা** (২।৩৯)—প্রতিপাদে ন-র-জ-গ গণ থাকিলে 'মনোরমা' ছন্দঃ হয়।

(৮) **উপস্থিতা** (প ৯)—প্রতিচরণে ত-জ-জ-গ গণ থাকিলে 'উপস্থিতা' হয়। ইহা কিন্তু বৃত্তরত্নাকরমতে লিখিত। (ছ ২।৪৩) একাদশাক্ষরা বৃত্তিতেও 'উপস্থিতা' ছন্দ ধরা হইয়াছে।

(৯) **দীপকমালা** (প ১৩)—প্রতিপাদে ভ-ম-জ-গ গণ থাকিলে 'দীপকমালা' ছন্দঃ হয়।

(১০) **হংসী** (প ১৪)—প্রতিচরণে ম-ভ-ন-গ গণ থাকিলে 'হংসী' বৃত্ত হয়।

একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুপ্

(১) **ইন্দ্রবজ্রা** (২।৪০)—প্রতিপাদে ত-ত-জ-গ-গ থাকিলে 'ইন্দ্রবজ্রা' বৃত্ত হয়।

(২) **উপেন্দ্রবজ্রা**—(২।৪১) প্রতিচরণে জ-ত-জ-গ-গ থাকিলে 'উপেন্দ্রবজ্রা' ছন্দঃ হয়।

(৩) **উপজাতি** (২।৪২)—যে শ্লোকের একপাদ ইন্দ্রবজ্রায় ও অন্য-পাদ উপেন্দ্রবজ্রায় রচিত হয়, তাহাকে 'উপজাতি' বলে। এই-রূপ স্বাগতা ও রথোদ্ধতায়, জগতী বৃত্তে বংশস্থবিল ও ইন্দ্রবংশায় উপজাতি হইতে পারে।

(৪) **উপস্থিতা** (২।৪৩)—প্রতি-চরণে ত-জ-জ-গ-গ থাকিলে 'উপ-স্থিতা' নামক বৃত্ত হয়। বৃত্তরত্না-করমতে কিন্তু দশাক্ষরা 'উপস্থিতা'।

(৫) **সুমুখী** (২।৪৪)—প্রতিপাদে ন-জ-জ-ল-গ থাকিলে 'সুমুখী' বৃত্ত হয়।

(৬) **শালিনী** (২।৪৫)—প্রতি চরণে ম-ত-ত-গ-গ থাকিলে 'শালিনী' ছন্দঃ হয়।

(৭) **দোধক** (২।৪৬)—প্রতি-চরণে তিনটি ভ-গণ ও দুইটি গুরু থাকিলে 'দোধক' বৃত্ত হয়।

(৮) **বাতোর্মী** (২।৪৭)—প্রতিপাদে ম-ভ-ত-গ-গ থাকিলে 'বাতোর্মী' ছন্দঃ হয়।

(৯) **ভ্রমরবিলসিতা** (২।৪৮)—প্রতিপাদে ম-গ-ন-ন-গ থাকিলে 'ভ্রমরবিলসিতা' বৃত্ত হয়।

(১০) **রথোদ্ধতা** (২।৪৯)—প্রতিচরণে র-ন-র-ল-গ থাকিলে 'রথোদ্ধতা' বৃত্ত হয়।

(১১) **স্বাগতা** (২।৫০)—প্রতি-পাদে র-ন-ভ-গ-গ থাকিলে 'স্বাগতা' ছন্দ হয়।

(১২) **বৃত্তা** (২।৫১)—প্রতিচরণে ন-ন-স-গ-গ থাকিলে 'বৃত্তা' হয়।

(১৩) **ভদ্রিকা** (২।৫২)—প্রতি-পাদে ন-ন-র-ল-গ থাকিলে 'ভদ্রিকা' ছন্দঃ হয়। ইহা কিন্তু নবাক্ষরা ভদ্রিকা (ছন্দঃপরিশিষ্ট) হইতে পৃথক্।

(১৪) **শ্যেনী** (২।৫৩)—প্রতি-চরণে র-জ-র-ল-গ থাকিলে 'শ্যেনী' বৃত্ত হয়।

(১৫) **উপস্থিত** (২।৫৪)—প্রতিপাদে জ-স-ত-গ-গ থাকিলে 'উপস্থিত' ছন্দ হইবে।

(১৬) **শ্রী** (২।৫৫)—প্রতিচরণে ভ-ত-ন-গ-গ থাকিয়া পঞ্চ ও ষষ্ঠাক্ষরে যতি হইলে 'শ্রী' বৃত্ত হয়। ইহা কিন্তু একাক্ষরা 'উক্থা' জাতি হইতে বিভিন্ন।

(১৭) **শিখণ্ডিত** (২।৫৬)—প্রতিপাদে জ-স-ত-গ-গ থাকিলে এবং ষষ্ঠাক্ষরে যতি হইলে 'শিখণ্ডিত' বৃত্ত হয়।

(১৮) **অনুকূলা** (২।৫৭)—প্রতিচরণে ভ-ত-ন-গ-গ থাকিলে 'অনুকূলা' বৃত্ত হয়। মতান্তরে ইহাই —'মৌক্তিকমালা'।

(১৯) **মোটনক** (২।৫৮)—প্রতিচরণে ত-জ-জ-ল-গ থাকিলে 'মোটনক' ছন্দঃ হয়।

(২০) **সান্দ্রপদ** (২।৫৯)—প্রতি-পাদে ভ-ত-ন-গ-ল থাকিলে 'সান্দ্র-পদ' ছন্দঃ হয়।

(২১) **উপচিত্র** (প ১০)—বৃত্ত-রত্নাকর-মতে প্রতিচরণে তিনটি স-গণ ও লঘুগুরু থাকিলে 'উপচিত্র' ছন্দ হয়। ইহা কিন্তু (ছ ৩।১) অর্দ্ধসমবৃত্তভেদ 'উপচিত্র' হইতে পৃথক্।

(২২) **বিধ্বঙ্কমালা** (প ১৫)—প্রতিপাদে তিনটি ত-গণ ও দুইটি গুরু থাকিলে 'বিধ্বঙ্কমালা' ছন্দঃ হয়।

(২৩) **দ্রুতা** (প ১৬)—প্রতি-চরণে র-জ-স-ল-গ থাকিলে 'দ্রুতা' ছন্দ হয়। (ছ ২।১৪৩) সপ্তদশাক্ষরা অত্যষ্টিভেদ 'দ্রুতা' কিন্তু ইহা হইতে বিভিন্ন।

(২৪) **ইন্দিরা** (প ১৭, টী ৮)—প্রতিপাদে ন-র-র-ল-গ থাকিলে 'ইন্দিরা' বৃত্ত হয়।

(২৫) **কুপুরুষজনিতা** (প ১১) —প্রতিচরণে দুইটি ন-গণ, একটী র-গণ ও দুইটি গ থাকিলে 'কুপুরুষ-জনিতা' ছন্দ হয়।

(২৬) **অনবসিতা** (প ১২)—প্রতিচরণে ন-য-ভ-গ-গ থাকিলে 'অনবসিতা' বৃত্ত হয়।

দ্বাদশাক্ষরা জগতী

(১) **চন্দ্রবর্ত্ম** (২।৬০)—প্রতি-চরণে র-ন-ভ-স থাকিলে 'চন্দ্রবর্ত্ম' ছন্দঃ হয়।

(২) **বংশস্থবিল** (২।৬১)—প্রতিপাদে জ-ত-জ-র থাকিলে 'বংশস্থবিল' ছন্দঃ হয়। কাহারও মতে ইহার নাম—'বংশস্তনিত'।

(৩) **ইন্দ্রবংশা** (২।৬২)—প্রতি-চরণে ত-ত-জ-র থাকিলে 'ইন্দ্রবংশা' বৃত্ত হয়।

(৪) **জলোদ্ধতগতি** (২।৬৩)—প্রতিপাদে জ-স-জ-স থাকিয়া ষষ্ঠ অক্ষরে যতি হইলে 'জলোদ্ধতগতি' বৃত্ত হয়।

(৫) **তোটক** (২।৬৪)—প্রতি-চরণে চারিটি সগণ থাকিলে 'তোটক'

ছন্দ হয়।

(৬) **দ্রুতবিলম্বিত** (২।৬৫)—প্রতিচরণে ন-ভ-ভ-র থাকিলে 'দ্রুত-বিলম্বিত' বৃত্ত হয়।

(৭) **পুট** (২।৬৬)—প্রতিপাদে ন-ন-ম-য থাকিলে 'পুট' ছন্দ হয়। ইহাতে অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে যতি থাকে। বৃত্তরত্নাকরমতে সপ্তম ও দ্বাদশে যতি।

(৮) **মৌক্তিকদাম** (২।৬৭)—প্রতিপাদে চারিটি জ-গণ থাকিলে 'মৌক্তিকদাম' ছন্দ হয়।

(৯) **স্রগ্বিণী** (২।৬৮)—প্রতি-চরণে চারিটি র-গণ থাকিলে 'স্রগ্বিণী' ছন্দ হয়।

(১০) **বৈশ্বদেবী** (২।৬৯)—প্রতিপাদে ম-ম-য-য থাকিয়া যদি পঞ্চম ও সপ্তম অক্ষরে যতি হয়, তবে তাহাকে 'বৈশ্বদেবী' বৃত্ত বলে।

(১১) **প্রমিতাক্ষরা** (২।৭০)—প্রতিচরণে স-জ-স-স থাকিলে 'প্রমিতাক্ষরা' বৃত্ত হয়।

(১২) **মন্দাকিনী** (২।৭১)—প্রতিচরণে ন-ন-র-র থাকিলে 'মন্দাকিনী' বৃত্ত হয়। মতান্তরে ইহাই—'প্রমুদিতবদনা'।

(১৩) **কুসুমবিচিত্রা** (২।৭২)—প্রতিপাদে ন-য-ন-য থাকিলে 'কুসুম-বিচিত্রা' ছন্দ হয়।

(১৪) **তামরস** (২।৭৩)—প্রতি-চরণে ন-জ-জ-য থাকিলে 'তামরস' বৃত্ত হয়।

(১৫) **মালতী** (২।৭৪)—প্রতি-পাদে ন-জ-জ-র থাকিলে 'মালতী' ছন্দ। মতান্তরে ইহাই—'যমুনা'।

(১৬) **ভুজঙ্গপ্রয়াত** (২।৭৫)—প্রতিচরণ চারিটি য-গণ দ্বারা ঘটিত হইলে 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' বৃত্ত হয়।

(১৭) **প্রিয়ম্বদা** (২।৭৬)—প্রতিপাদে ন-ভ-জ-র হইলে 'প্রিয়ম্বদা' ছন্দ হয়।

(১৮) **মণিমালা** (২।৭৭)—প্রতিপাদ ত-য-ত-য দ্বারা ঘটিত হইয়া প্রতি ষষ্ঠাক্ষরে যতি থাকিলে 'মণিমালা' বৃত্ত হয়।

(১৯) **পুষ্পবিচিত্রা** (২।৭৮)—প্রতিচরণ ত-য-ত-য গণ থাকিলে 'পুষ্পবিচিত্রা' ছন্দ হইবে। মণি-মালার সহিত ইহার এই ভেদ যে ইহাতে যতিনিয়ম নাই।

(২০) **বিভাবরী** (২।৭৯)—প্রতিচরণে জ-র-জ-র থাকিলে 'বিভাবরী' বৃত্ত হয়। মতান্তরে ইহাই —'পঞ্চচামর'।

(২১) **ললিতা** (২।৮০)—প্রতি-পাদে ত-ভ-জ-র থাকিলে 'ললিতা' ছন্দ হয়।

(২২) **উজ্জ্বলা** (২।৮১)—প্রতিচরণ ন-ন-ভ-র গণদ্বারা রচিত হইলে 'উজ্জ্বলা' বৃত্ত হয়।

(২৩) **জলধরমালা** (২।৮২)—প্রতিপাদে ম-ভ-স-ম থাকিয়া চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে যতি হইলে 'জলধর-মালা' ছন্দ হয়।

(২৪) **নবমালিনী** (২।৮৩)—প্রতিচরণে ন-জ-ভ-য থাকিলে 'নব-মালিনী' বৃত্ত হয়।

(২৫) **প্রভা** (২।৮৪)—প্রতি পাদে ন-ন-র-র থাকিয়া সপ্তম ও পঞ্চম বর্ণে যতি ঘটিলে 'প্রভা' বৃত্ত হয়।

(২৬) **ললনা** (প ১৮)—প্রতি চরণে ভ-ম-স-স থাকিয়া পঞ্চম ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'ললনা' ছন্দঃ হয়।

(২৭) **ললিত** (প ১৯)—প্রতি চরণে ন-ন-ম-র থাকিলে 'ললিত' ছন্দ হয়।

(২৮) **দ্রুতপদ** (প ২০)—প্রতিপাদে ন-ভ-ন-য থাকিলে 'দ্রুত-পদ' ছন্দঃ হয়।

(২৯) **বিদ্যাধার** (প ২১)—প্রতিপাদ চারিটি ম-গণে গঠিত হইলে 'বিদ্যাধার' বৃত্ত হয়।

(৩০) **পঞ্চচামর** (প ২২)—লঘু গুরুদ্বারা প্রতিচরণ ঘটিত হইলে 'পঞ্চচামর' বৃত্ত হয়। ইহা বিভা-বরীরই নামান্তর।

(৩১) **সারঙ্গ** (প ২৩)—প্রতি-পাদ চারিটি ত-গণে গঠিত হইয়া 'সারঙ্গ' বৃত্ত হয়।

(৩২) **মোটক** (প ২৪)—প্রতি-চরণ চারিটি ভ-গণে ঘটিত হইলে 'মোটক' ছন্দঃ হয়।

(৩৩) **তরলনয়ন** (প ২৫)—প্রতিপাদ বারটি লঘু বর্ণে ঘটিত হইলে 'তরলনয়ন' বৃত্ত হয়।

ত্রয়োদশাক্ষরা অতিজগতী

(১) **প্রহর্ষিণী** (২।৮৫)—প্রতি-পাদে ম-ন-জ-র-গ হইয়া তৃতীয় ও দশম বর্ণে যতি থাকিলে 'প্রহর্ষিণী' বৃত্ত হয়।

(২) **ক্ষমা** (২।৮৬)—প্রতি-চরণে ন-ন-ত-ত-গ হইয়া সপ্তমে ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি ঘটিলে 'ক্ষমা' বৃত্ত হইবে।

(৩) **রুচিরা** (২।৮৭)—প্রতি-পাদে জ-ভ-স-জ-গ হইয়া চতুর্থ ও নবম বর্ণে যতি ঘটিলে 'রুচিরা' ছন্দ।

(৪) **চণ্ডী** (২।৮৮)—প্রতিচরণে ন-ন-স-স-গ থাকিলে 'চণ্ডী' বৃত্ত হয়।

(৫) **মত্তময়ূর** (২।৮৯)—প্রতিপাদে ম-ত-য-স-গ থাকিয়া চতুর্থ ও নবম অক্ষরে যতি ঘটিলে 'মত্তময়ূর' বৃত্ত হয়।

(৬) **গৌরী** (২।৯০)—প্রতিচরণ ন-ন-স-র-গ ঘটিত হইলে 'গৌরী' ছন্দ হয়।

(৭) **কুটিলগতি** (২।৯১)—প্রতিপাদে ন-জ-ত-ম-গ থাকিয়া সপ্তম ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি ঘটিলে 'কুটিলগতি' ছন্দঃ হইবে।

(৮) **উপস্থিত** (২।৯২)—প্রতিপাদে জ-স-ত-স-গ ঘটিলে 'উপস্থিত' ছন্দঃ হয়।

(৯) **মঞ্জুভাষিণী** (২।৯৩)—প্রতিপাদে স-জ-স-জ-গ থাকিলে 'মঞ্জুভাষিণী' বৃত্ত হয়। ইহারই নামান্তর—**'সুমঙ্গলা'**, **'প্রবোধিতা'** এবং **'সুনন্দনী'**।

(১০) **সন্ধিবর্ষিণী** (২।৯৪)—প্রতিচরণে জ-ত-স-জ-গ থাকিলে 'সন্ধিবর্ষিণী' বৃত্ত হইবে।

(১১) **চন্দ্রিকা** (২।৯৫)—প্রতিপাদে ন-ন-ত-ত-গ ঘটিলে 'চন্দ্রিকা' ছন্দঃ হইবে। ইহার নামান্তর —'উৎপলিনী'। এই বৃত্তে সপ্তম ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি বিহিত।

(১২) **নন্দিনী** (২।৯৬) প্রতিচরণে স-জ-স-স-গ থাকিলে 'নন্দিনী' বৃত্ত হয়। ইহারই নামান্তর—**'কলিহংস'**,**'কুটিল'** এবং **'সিংহনাদ'**।

(১৩) **মৃগেন্দ্রমুখ** (২।৯৭)—প্রতিপাদে ন-জ-জ-র-গ ঘটিলে 'মৃগেন্দ্রমুখ' ছন্দঃ হইবে।

(১৪) **চঞ্চরীকাবলী** (প ২৬)—প্রতিপাদে য-ম-র-র-গ ঘটিলে 'চঞ্চরীকাবলী' ছন্দ হয়।

(১৫) **চন্দ্ররেখা** (প ২৭)—প্রতিচরণে ন-স-র-র-গ থাকিলে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি ঘটিলে 'চন্দ্ররেখা' বৃত্ত হয়।

(১৬) **কুটজগতি** (প ২৮)—প্রতিপাদ ন-জ-ম-ত-গ ঘটিত হইয়া সপ্তম ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি থাকিলে 'কুটজগতি' ছন্দঃ হইবে।

(১৭) **কন্দুক** (প ২৯)—প্রতিপাদ চারিটি য-গণ ও একটি গুরু দ্বারা গঠিত হইলে 'কন্দুক' বৃত্ত।

চতুর্দশাক্ষরা **শর্করী** /—

(১) **অসম্বাধা** (২।৯৮)—প্রতিচরণে ম-গ-গ-ন-ন-ম থাকিয়া যদি পঞ্চম ও নবম বর্ণে যতি ঘটে, তবে তাহাকে 'অসম্বাধা' বৃত্ত কহে।

(২) **অপরাজিতা** (ছ ২।৯৯)—প্রতিপাদে ন-ন-র-স-ল-গ ঘটিলে ও সপ্তম অক্ষরে যতি থাকিলে তাহাকে 'অপরাজিতা' বৃত্ত বলে।

(৩) **বসন্ততিলকা** (২।১০০)—প্রতিচরণে ত-ভ-জ-জ-গ-গ ঘটিলে 'বসন্ততিলকা' বৃত্ত হয়। ইহার নামান্তর—'উদ্ধর্ষিণী', সিংহোদ্ধতা' এবং 'মধুমাধবী'।

(৪) **প্রহরণকলিকা** (২।১০১)—প্রতিচরণে ন-ন-ভ-ন-ল-গ থাকিলে 'প্রহরণকলিকা' ছন্দঃ হইবে।

(৫) **বাসন্তী** (২।১০২)—প্রতিপাদে ম-ত-ন-ম-গ-গ থাকিলে 'বাসন্তী' ছন্দঃ হয়।

(৬) **লোলা** (২।১০৩)—প্রতিচরণে ম-স-ম-ভ-গ-গ থাকিয়া যদি প্রতি সপ্তম বর্ণে যতি ঘটে, তবে তাহা 'লোলা' ছন্দঃ হইবে।

(৭) **ইন্দুবদনা** (২।১০৪)—প্রতিপাদে ভ-জ-স-ন-গ-গ থাকিলে 'ইন্দুবদনা' বৃত্ত হয়।

(৮) **নান্দীমুখী** (২।১০৫)—প্রতিচরণে ন-দ্বয়, ত-দ্বয় ও গ-দ্বয় থাকিয়া সপ্তম বর্ণে যতি হইলে 'নান্দীমুখী' ছন্দঃ। ইহার নামান্তর—**'বসন্ত'**।

(৯) **বসুধা** (২।১০৬)——প্রতিপাদে স-জ-স-য-ল-গ থাকিয়া পঞ্চম ও নবম বর্ণে যতি ঘটিলে 'বসুধা' বৃত্ত হয়।

(১০) **কুটিল** (২।১০৭)—প্রতিচরণে স-ভ-ন-য-গ-গ থাকিয়া চতুর্থ ও দশম বর্ণে যতি ঘটিলে 'কুটিল' ছন্দঃ হয়।

(১১) **নদী** (প ৩১)——প্রতিপাদে ন-ন-ত-জ-গ-গ ঘটিয়া প্রতি সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে 'নদী' ছন্দঃ হয়।

(১২) **লক্ষ্মী** (প ৩২)—প্রতিচরণে ম-স-ত-ন-গ-গ ঘটিয়া অন্তে যতি থাকিলে 'লক্ষ্মী' বৃত্ত হয়।

(১৩) **সুপবিত্র** (প ৩৩)—প্রতিচরণে চারিটি ন-গণ ও দুইটি গ থাকিয়া অষ্টম বর্ণে যতি ঘটিলে 'সুপবিত্র' ছন্দ হয়।

(১৪) **মধ্যক্ষামা** (প ৩৪)—প্রতিপাদে ম-ভ-ন-য-গ-গ ঘটিয়া যদি চতুর্থ ও দশম বর্ণে যতি থাকে, তবে 'মধ্যক্ষামা' বৃত্ত হইবে।

(১৫) **প্রমদা** (প ৩৬)—প্রতিচরণে ন-জ-ভ-জ-ল-গ থাকিলে

'প্রমদা' ছন্দ হয়।

(১৬) **মঞ্জরী** (প ৩৭)—প্রতিচরণে স-জ-স-য-ল-গ থাকিয়া পঞ্চম ও নবম বর্ণে যতি ঘটিলে 'মঞ্জরী' ছন্দঃ হইবে।

(১৭) **কুমারী** (প ৩৮)—প্রতিচরণে ন-জ-ভ-জ-গ-গ থাকিয়া অষ্টম ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি ঘটিলে 'কুমারী' বৃত্ত হয়।

(১৮) **সুকেশর** (প ৩৯)—প্রতিপাদে ন-র-ন-র-ল-গ থাকিলে 'সুকেশর' ছন্দঃ হয়।

(১৯) **চন্দ্রৌরস** (প ৪০)—প্রতিচরণে ম-ভ-ন-য-ল-গ ঘটিলে 'চন্দ্রৌরস' বৃত্ত হয়।

(২০) **বাসন্তীয়** (প ৪১)—প্রতিপাদে ম-ত-ন-য-গ-গ ঘটিলে 'বাসন্তীয়' হয়। (ছ ২।১০২) বাসন্তী হইতে ইহার এই পার্থক্য যে চতুর্থ গণটি 'ম' না হইয়া এই স্থলে 'য' হইয়াছে।

(২১) **চক্রপদ** (প ৪২)—প্রতিচরণে ভ-ন-ন-ন-ল-গ থাকিলে 'চক্রপদ' বৃত্ত হয়।

পঞ্চদশাক্ষরা অতিশর্করী

(১) **শশিকলা** (২।১০৮)—প্রতিপাদে চৌদ্দটি লঘুর পরে একটি গুরু থাকিলে সেই ছন্দের নাম—'শশিকলা'।

(২) **স্রক্** (২০৯) ষষ্ঠ ও নবম বর্ণে যতি ঘটিলে শশিকলাই 'স্রক্' ছন্দঃ হয়।

(৩) **গুণমণিনিকর** (২।১১০)—অষ্টম ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে শশিকলাই 'গুণমণিনিকর' হয়। ছন্দোমঞ্জরীতে ইহাই—**'মণিগুণ-নিকর'**।

(৪) **মালিনী** (২।১১১)—প্রতিপাদে ন-ন-ম-য-য থাকিয়া অষ্টম ও সপ্তম বর্ণে যতি ঘটিলে সেই ছন্দের নাম—'মালিনী'।

(৫) **প্রভদ্রক** (২।১১২)—প্রতিচরণে ন-জ-ভ জ-র থাকিলে 'প্রভদ্রক' ছন্দঃ হয়। ইহার নামান্তর—**'সুকেশর'**।

(৬) **এলা** (২।১১৩)—প্রতিপাদে স-জ-ন-ন-য থাকিয়া পঞ্চম ও দশম বর্ণে বিরাম ঘটিলে সেই ছন্দের নাম হয়—'এলা'।

(৭) **লীলাখেল** (২।১১৪)—প্রতিপাদে পঞ্চদশ গুরু বা পাঁচটি ম-গণ থাকিলে 'লীলাখেল' ছন্দঃ হয়।

(৮) **বিপিনতিলক** (২।১১৫)—প্রতিচরণে ন-স-ন-র-র থাকিলে সেই ছন্দকে 'বিপিনতিলক' বলে।

(৯) **চন্দ্রলেখা** (২।১১৬)—প্রতিপাদে ম-র-ম-য-য থাকিয়া যদি সপ্তম ও অষ্টম বর্ণে যতি ঘটে, তবে তাহার নাম—হয়—'চন্দ্রলেখা'। নামান্তর—**শশিলেখা**।

(১০) **তূণক** (২।১১৭)—প্রতি চরণে গ-ল-র-জ-গল-র-ল-গ থাকিলে 'তূণক' ছন্দ হয়।

(১১) **চিত্রা** [**চিত্র**] (২।১১৮)—প্রতি পাদে তিনটি ম-গণ ও দুইটি য-গণ থাকিলে 'চিত্রা' ছন্দ হয়।

(১২) **মৃদঙ্গক** (২।১১৯)—প্রতি চরণে ত-ভ-জ-জ-র ঘটিলে 'মৃদঙ্গক' বৃত্ত হয়।

(১৩) **চন্দ্রকান্তা** (২।১২০)—প্রতিপাদে র-র-ত-য-য থাকিলে 'চন্দ্রকান্তা' বৃত্ত হয়।

(১৪) **বৃষভ** (২।১২১)—প্রতি চরণে স-জ-স-স-য থাকিলে 'বৃষভ' ছন্দঃ হয়।

(১৫) **উপমালিনী** (প ৪৩)—প্রতিপাদে ন-ন-ত-ভ-র থাকিয়া অষ্টম ও সপ্তম বর্ণে যতি ঘটিলে তাহাকে 'উপমালিনী' ছন্দঃ বলে।

(১৬) **মানসহংস** (প ৪৪)—প্রতিচরণে স-জ-জ-ভ-র থাকিলে 'মানসহংস' বৃত্ত হইবে।

(১৭) **নলিনী** (প ৪৫)—প্রতি পাদে পাঁচটি স-গণ থাকিলে 'নলিনী' বৃত্ত হয়।

(১৮) **নিশিপালক** (প ৪৬)—প্রতিচরণে ভ-জ-স-ন-র থাকিলে 'নিশিপালক' ছন্দ হয়।

ষোড়শাক্ষরা অষ্টি

(১) **চিত্র** (২।১২২)—প্রতি পাদে গ-ল-র-জ দুই বার পঠিত হইয়াই 'চিত্র' ছন্দ রচনা করে।

(২) **পঞ্চচামর** (২।১২৩)—প্রতি চরণে জ-র-ল-গ দুইবার পঠিত হইয়া 'পঞ্চচামর' বৃত্ত গঠন করে। ইহা কিন্তু (ছ ২।৭৯) বিভাবরী হইতে ভিন্ন।

(৩) **ঋষভগজবিলসিত** (২।১২৪)—প্রতিপাদে ভ-র-ন-ন-ন-গ থাকিয়া সপ্তম ও নবম বর্ণে যতি ঘটিলে 'ঋষভগজবিলসিত' বৃত্ত হয়। নামান্তর— **'গজতুরগবিলসিত'**।

(৪) **চকিতা** (২।১২৫)—প্রতি চরণে ভ-স-ম-ত-ন-গ থাকিয়া অষ্টম বর্ণে যতি ঘটিলে 'চকিতা' ছন্দঃ হয়।

(৫) **মদনললিতা** (২।১২৬)—প্রতিপাদে ম-ভ-ন-ম-ন-গ দ্বারা

গঠিত হইয়া চতুর্থ, ষষ্ঠ ও ষষ্ঠ অক্ষরে যতি ঘটিলে 'মদনললিতা' ছন্দঃ হয়।

(৬) **মণিকল্পলতা** (২।১২৭) —প্রতিচরণে ন-জ-র-ভ ভ-গ থাকিলে 'মণিকল্পলতা' বৃত্ত হয়।

(৭) **প্রবরললিত** (২।১২৮) – প্রতিপাদে য-ম-ন-স-র-গ থাকিলে 'প্রবরললিত' ছন্দ হয়।

(৮) **বাণিনী** (২।১২৯)—প্রতি চরণে ন-জ-ভ-জ-র-গ থাকিলে 'বাণিনী' বৃত্ত হয়।

(৯) **অচলধৃতি** (২।১৩০)— প্রতিপাদে ষোলটি লঘু থাকিলে 'অচলধৃতি' বৃত্ত হয়।

(১০) **অশ্বগতি** (২।১৩১)— প্রতিচরণে পাঁচটি ভ-গণ ও একটি গুরু থাকিলে 'অশ্বগতি' বৃত্ত হয়।

(১১) **গরুড়রুত** (২।১৩২)— প্রতিপাদে ন-জ-ভ-জ-ত-গ থাকিলে 'গরুড়রুত' ছন্দ হয়।

(১২) **ধীরললিতা** (প ৪৭) —প্রতিচরণে ভ-র-ন-র-ন-গ থাকিলে 'ধীরললিতা' বৃত্ত হয়।

(১৩) **ব্রহ্মরূপ** (প ৪৯)— প্রতিচরণে ষোলটি গ থাকিলে 'ব্রহ্মরূপ' ছন্দ হয়।

(১৪) **বরযুবতি** (প ৫০)— প্রতিচরণে ভ-র-য-ন-ন-গ থাকিলে 'বরযুবতি' বৃত্ত হইবে।

সপ্তদশাক্ষরা অত্যষ্টি

(১) **শিখরিণী** (২।১৩৩)— প্রতিচরণে য-ম-ন-স-ভ-ল-গ থাকিয়া যদি ষষ্ঠ ও একাদশ বর্ণে যতি ঘটে, তবে সেই ছন্দকে 'শিখরিণী' বলে।

(২) **বংশপত্রপতিত** (২।১৩৪) —প্রতিপাদে ভ-র-ন-ভ-ন-ল-গ থাকিয়া দশম ও সপ্তম বর্ণে যতি ঘটিলে 'বংশপত্রপতিত' বৃত্ত হয়।

(৩) **নর্দটক** (২।১৩৫)—প্রতি চরণে ন-জ-ভ-জ-জ-ল-গ হইলে 'নর্দটক' ছন্দ হয়। অন্য নাম— 'নর্কুটক'।

(৪) **কোকিলক** (২।১৩৬)— নর্দটক ছন্দই সপ্তম, ষষ্ঠ ও চতুর্থ বর্ণে যতি থাকিলে 'কোকিলক' হয়। অন্য নাম—'বনকোকিল'।

(৫) **পৃথ্বী** (২।১৩৭)—প্রতি পাদে জ-স-জ-স-জ-ল-গ থাকিয়া অষ্টম ও নবম অক্ষরে যতি ঘটিলে 'পৃথ্বী' বৃত্ত হয়।

(৬) **মন্দাক্রান্তা** (২।১৩৮) —প্রতিচরণে ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ থাকিয়া চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ হইবে।

(৭) **ভারাক্রান্তা** (২।১৩৯)— প্রতিপাদে ম-ভ-ন-র-স-ল-গ হইয়া চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে 'ভারাক্রান্তা' বৃত্ত হয়।

(৮) **হরিণী** (২।১৪০)—প্রতি চরণে ন-স-ম-র-স-ল-গ হইয়া ষষ্ঠ, চতুর্থ ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'হরিণী' ছন্দ হয়।

(৯) **হারিণী** (২।১৪১)— প্রতিচরণে ম ভ ন ম য ল গ থাকিয়া চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং সপ্তমে যতি ঘটিলে 'হারিণী' ছন্দ হয়।

(১০) **সমদবিলাসিনী** (২।১৪২) —প্রতিপাদে ন জ ভ জ ভ ল গ থাকিয়া দ্বাদশ ও পঞ্চম বর্ণে যতি ঘটিলে 'সমদবিলাসিনী' বৃত্ত হয়।

(১১) **দ্রুতা** (২।১৪৩)—প্রতি চরণে স স জ ভ জ গ গ হইয়া দশম ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'দ্রুতা' বৃত্ত হয়।

(১২) **হরি** (প ৫১)—প্রতি পাদে ন ন ম র স ল গ থাকিয়া ষষ্ঠ, চতুর্থ ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'হরি' ছন্দঃ হয়।

(১৩) **কান্তা** (প ৫২)—প্রতি চরণে য ভ ন র স ল গ থাকিয়া চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'কান্তা' বৃত্ত হয়।

(১৪) **অতিশায়িনী** (প ৫৩) —প্রতিপাদে স স জ ভ জ গ গ থাকিলে 'অতিশায়িনী' ছন্দ হয়।

(১৫) **পঞ্চচামর** (প ৫৪)— প্রতিচরণে জ র জ র জ গ ল থাকিলে 'পঞ্চচামর' ছন্দ হয়।

অষ্টাদশাক্ষরা ধৃতি-

(১) **কুসুমিত-লতা-বেল্লিতা** (২।১৪৪)—প্রতিপাদে ম ত ন য য য থাকিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি হইলে 'কুসুমিতলতাবেল্লিত' ছন্দঃ হয়।

(২) **নন্দন** (২।১৪৫)—প্রতি চরণে ন জ ভ জ র র গণ হইয়া একাদশ ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'নন্দন' বৃত্ত হয়।

(৩) **নারাচ** (২।১৪৬)—প্রতি পাদে ন ন র র র র থাকিলে 'নারাচ' ছন্দ হয়।

(৪) **লতা** (২।১৪৭)—প্রতি চরণে নগণ-দ্বয় ও রগণ-চতুষ্টয় থাকিয়া দশম ও অষ্টমে যতি ঘটিলে 'লতা' বৃত্ত হয়।

(৫) **তারকা** (২।১৪৮)— নারাচ বৃত্তই ত্রয়োদশ বর্ণে যতি থাকিলে 'তারকা' ছন্দে পরিণত হয়।

(৬) **শার্দুল-ললিত** (২।১৪৯) —প্রতিপাদে ম স জ স ত স থাকিয়া দ্বাদশ ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি হইলে 'শার্দুল-ললিত' বৃত্ত হয়।

(৭) **চিত্রলেখা** (২।১৫০)—প্রতিচরণে ম ভ ন য য য থাকিয়া চতুর্থ, সপ্তম ও সপ্তম বর্ণে যতি হইলে 'চিত্রলেখা' বৃত্ত হইবে।

(৮) **হরকুন্তন** (২।১৫১)—প্রতিপাদে র স জ য ভ র গণ হইয়া যদি ষষ্ঠ, পঞ্চম ও সপ্তম অক্ষরে বিরাম ঘটে, তবে সেই বৃত্তই 'হরকুন্তন'।

(৯) **হরিণপ্লুতা** (প ৫৫)—প্রতিচরণে ম স জ জ ভ র থাকিয়া অষ্টম, পঞ্চম ও পঞ্চম অক্ষরে যতি ঘটিলে 'হরিণপ্লুতা' বৃত্ত হয়।

(১০) **অশ্বগতি** (প ৫৬)—প্রতিপাদে পাঁচটি ভ-গণ ও একটি স-গণ হইলে 'অশ্বগতি' ছন্দঃ হয়।

(১১) **সুধা** (প ৫৭)—প্রতিচরণে য-ম-ন-স-ত-স থাকিয়া প্রতি ষষ্ঠ অক্ষরে যতি ঘটিলে 'সুধা' বৃত্ত হয়।

(১২) **চিত্রলেখা** (প ৫৮)—প্রতিপাদে ম-ন-ন-ত-ত-ম থাকিলে এবং চতুর্থ, সপ্তম ও সপ্তমবর্ণে যতি হইলে 'চিত্রলেখা' ছন্দঃ হইবে।

(১৩) **ভ্রমরপদক** (প ৫৯)—প্রতিচরণে ভ-র-ন-ন-ন-স থাকিলে সেই ছন্দ হয় 'ভ্রমরপদক'।

(১৪) **শার্দুল** (প ৬০)—প্রতিপাদে ম-স-জ-স-র-ম থাকিয়া দ্বাদশ ও ষষ্ঠ অক্ষরে যতি ঘটিলে 'শার্দুল' ছন্দ হয়।

(১৫) **কেসর** (প ৬১)—প্রতিচরণে ম-ভ-ন-য-র-র থাকিয়া চতুর্থ, সপ্তম ও সপ্তমবর্ণে যতি ঘটিলে 'কেসর' বৃত্ত হয়।

(১৬) **চল** (প ৬২)—প্রতিপাদে ম-ভ-ন জ-ভ-র থাকিয়া চতুর্থ, সপ্তম ও সপ্তমে বিরতি ঘটিলে 'চল' বৃত্ত।

(১৭) **লালসা** (প ৬৩)—প্রতিচরণে ত ও ন-গণ এবং চারিটি র-গণ থাকিয়া অষ্টম বর্ণে যতি ঘটিলে 'লালসা' ছন্দ হয়।

(১৮) **গজেন্দ্রলতা** (প ৬৪)—প্রতিপাদে ন-ন-র-ভ-র-র থাকিয়া দশম বর্ণে যতি হইলে 'গজেন্দ্রলতা' বৃত্ত হয়।

(১৯) **সিংহবিস্ফূর্জিত** (প ৬৫) — প্রতি চরণে ম-ম-ভ-ম-য-য থাকিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমে বিরতি ঘটিলে 'সিংহবিস্ফূর্জিত' ছন্দঃ হয়।

(২০) **হরনর্ত্তন** (প ৬৬)—প্রতি চরণে র-স-জ-জ-ভ-র থাকিয়া অষ্টম, পঞ্চম ও পঞ্চম বর্ণে যতি ঘটিলে 'হরনর্ত্তন' ছন্দ হয়।

(২১) **ক্রীড়াচক্র** (প ৬৭)—প্রতিপাদে ছয়টি য-গণ হইলে 'ক্রীড়াচক্র' বৃত্ত হয়। মতান্তরে—ইহার নাম—'ক্রীড়াচন্দ্র'।

(২২) **চন্দ্রলেখা** (প ৬৮)—প্রতি চরণে ম-ভ-ন-য-য-য থাকিলে 'চন্দ্রলেখা' বৃত্ত হয়।

(২৩) **হীরক** (প ৬৯)—প্রতিপাদে ভ-স-ন-জ-ন-র গণ থাকিলে 'হীরক' বৃত্ত হয়।

ঊনবিংশত্যক্ষরা অতিধৃতি

(১) **মেঘবিস্ফূর্জিতা** (২।১৫২)—প্রতিচরণে য-ম-ন-স-র-র-গ থাকিয়া ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'মেঘবিস্ফূর্জিতা' বৃত্ত হয়।

(২) **ছায়া** (২।১৫৩)—প্রতিপাদে য-ম-ন-স-ত-ত-গ থাকিলে 'ছায়া' বৃত্ত হয়।

(৩) **শার্দুলবিক্রীড়িত** (২।১৫৪) —প্রতিচরণে ম-স-জ-স-ত-ত-গ হইয়া যদি দ্বাদশ ও সপ্তম বর্ণে যতি ঘটে, তবে সেই ছন্দকে 'শার্দুল-বিক্রীড়িত' বলে।

(৪) **সুরসা** (২।১৫৫)—প্রতিপাদে ম-র-ভ-ন-য-ন-গ থাকিয়া সপ্তম, সপ্তম ও পঞ্চমে যতি ঘটিলে 'সুরসা' বৃত্ত হয়।

(৫) **ফুল্লদাম** (২।১৫৬)—প্রতি চরণে ম-গ-গ-ন-ন-ত-ত-গ-গ থাকিয়া পঞ্চম, সপ্তম ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'ফুল্লদাম' বৃত্ত হয়।

(৬) **বল্লকী** (২।১৫৭)—প্রতিপাদে ভ-র-জ-ত-ত-ত-গ ঘটিয়া দশম ও নবমে যতি হইলে 'বল্লকী' বৃত্ত হয়।

(৭) **পঞ্চচামর** (প ৭০)—প্রতি চরণে নগণ-দ্বয়ের পরে গুরু ও লঘু নিরন্তর থাকিলে 'পঞ্চচামর' ছন্দঃ।

(৮) **বিম্ব** (প ৭১)—প্রতিপাদে ম-ত-ন-স-ত-ত-গ হইয়া পঞ্চম, সপ্তম ও সপ্তমে যতি থাকিলে 'বিম্ব' বৃত্ত হইবে।

(৯) **মকরন্দিকা** (প ৭২)—প্রতিচরণে য-ম-ন-স-জ-জ-গ থাকিয়া ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'মকরন্দিকা' বৃত্ত হয়।

(১০) **মণিমঞ্জরী** (প ৭৩)—প্রতিপাদে য-ভ-ন-য-জ-জ-গ থাকিয়া দ্বাদশ ও সপ্তম বর্ণে যতি ঘটিলে 'মণিমঞ্জরী' বৃত্ত হয়।

(১১) **সমুদ্রতত্তা** (প ৭৪)—প্রতিচরণে জ-স-জ-স-ত-ভ-গ হইয়া অষ্টম, চতুর্থ ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকিলে 'সমুদ্রতত্তা' বৃত্ত হয়।

বিংশত্যক্ষরা কৃতি

(১) **সুবদনা** (২।১৫৮)—প্রতি-পাদে ম র ভ ন য ভ ল গ থাকিয়া সপ্তম, সপ্তম ও ষষ্ঠ বর্ণে যতি ঘটিলে 'সুবদনা' বৃত্ত হইবে।

(২) **গীতিকা** (২।১৫৯)—প্রতি-চরণে স জ জ ভ র স ল গ থাকিলে 'গীতিকা' বৃত্ত হয়।

(৩) **বৃত্ত** (২।১৬০)—প্রতিপাদে তিনটি র-জ গণ ও পরে গ ল হইলে 'বৃত্ত' নামক ছন্দ হয়।

(৪) **শোভা** (২।১৬১)—প্রতি-চরণে য ম ন ন ত ত গ গ থাকিয়া ষষ্ঠ, সপ্তম ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'শোভা' বৃত্ত হয়।

(৫) **সুবংশা** (প ৭৫)—প্রতি-পাদে ম র ভ ন স স গ গ হইলে 'সুবংশা' ছন্দ হয়।

(৬) **মত্তেভবিক্রীড়িত** (প ৭৬)—প্রতিচরণে স ভ র ন ম য ল গ হইয়া ত্রয়োদশ বর্ণে যতি ঘটিলে 'মত্তেভবিক্রীড়িত' বৃত্ত হয়।

একবিংশত্যক্ষরা প্রকৃতি

(১) **স্রগ্ধরা** (২।১৬২)—প্রতি-পাদে ম র ভ ন য য য হইয়া প্রতি সপ্তম বর্ণে যতি ঘটিলে 'স্রগ্ধরা' বৃত্ত হয়।

(২) **সরসী** (২।১৬৩)—প্রতি চরণে ন জ ভ জ জ জ র গণ থাকিলে 'সরসী' ছন্দ হয়। মতান্তরে ইহার নাম—'সিদ্ধি' ও 'সিন্ধুক'।

দ্বাবিংশত্যক্ষরা আকৃতি

(১) **হংসী** (২।১৬৪)—প্রতি-পাদে দুইটি মগণ, দুইটি গুরু, চারিটি ন গণ এবং তৎপরে দুইটি গুরু থাকিয়া অষ্টম ও চতুর্দশে যতি ঘটিলে 'হংসী' বৃত্ত হয়।

(২) **ভদ্রক** (২।১৬৫)—প্রতি-চরণে ভ র ন র ন র ন গ ঘটিয়া দশম ও দ্বাদশ বর্ণে যতি থাকিলে 'ভদ্রক' বৃত্ত হয়।

(৩) **মদিরা** (২।১৬৬)—প্রতি-পাদে সাতটি ভগণ ও একটি গ থাকিলে 'মদিরা' বৃত্ত হয়।

(৪) **মহাস্রগ্ধরা** (২।১৬৭)—প্রতিচরণে স জ ত স স র র গ থাকিয়া অষ্টম, সপ্তম ও সপ্তমে যতি ঘটিলে 'মহাস্রগ্ধরা' বৃত্ত হইবে।

(৫) **লালিত্য** (২।১৬৮)—প্রতি পাদে ম স র স ত জ ন গ গণ থাকিলে 'লালিত্য' ছন্দ হয়।

ত্রয়োবিংশত্যক্ষরা বিকৃতি

(১) **অদ্রিতনয়া** (২।১৬৯)—প্রতিচরণে ন জ ভ জ ভ জ ভ ল গ থাকিলে 'অদ্রিতনয়া' বৃত্ত হয়।

(২) **অশ্বললিত** (২।১৭০)—প্রতিপাদে ন জ ভ জ ভ জ ভ ল গ ঘটিয়া একাদশ ও দ্বাদশ বর্ণে যতি হইলে তবে তাহাকে 'অশ্বললিত' ছন্দ বলা হয়।

(৩) **মত্তাক্রীড়** (২।১৭১)—প্রতিচরণে ম ম ত ন ন ন ন ল গ থাকিয়া অষ্টম, পঞ্চম ও দশমে যতি ঘটিলে 'মত্তাক্রীড়' বৃত্ত হয়।

(৪) **সুন্দরিকা** (প ৬)—প্রতি-পাদে স স ভ স ত জ ল ভ গ থাকিলে 'সুন্দরিকা' বৃত্ত হয়।

চতুর্বিংশত্যক্ষরা সংস্কৃতি

(১) **তন্বী** (২।১৭২)—প্রতিচরণে ভ ত ন স ভ ভ ন য গণ থাকিলে 'তন্বী' বৃত্ত হয়।

(২) **কিরীট** (প ৭)—প্রতিপাদে আটটি ভ-গণ থাকিলে 'কিরীট' ছন্দ হয়।

(৩) **দুর্মিল** (প ৮) প্রতিচরণে আটটি স-গণ থাকিলে 'দুর্মিল' বৃত্ত হয়।

পঞ্চবিংশত্যক্ষরা অতিকৃতি

(১) **ক্রৌঞ্চপদা** (২।১৭৩)—যদি প্রতিপাদে ভ ম স ভ ন ন ন ন গ থাকে এবং পঞ্চম, পঞ্চম, অষ্টম ও সপ্তমে যতি ঘটে, তবে 'ক্রৌঞ্চপদা' বৃত্ত হয়।

ষড়বিংশত্যক্ষরা উৎকৃতি

(১) **ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত** (২।১৭৪)—যদি প্রতিচরণে ম ম ত ন ন ন র স ল গ থাকিয়া অষ্টম, একাদশ এবং সপ্তমে যতি ঘটে, তবে 'ভুজঙ্গ-বিজৃম্ভিত' ছন্দ হয়।

(২) **অপবাহ** (২।১৭৫)—প্রতিচরণে মগণ, ছয়টি ন-গণ, সগণ ও দুইটি গুরু থাকিলে এবং নবম, ষষ্ঠ ও পঞ্চমে যতি ঘটিলে 'অপবাহ' বৃত্ত হইবে।

দণ্ডক (সপ্তবিংশত্যক্ষরা)

(১) **চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত** (২।১৭৬)—যদি প্রতিচরণে নগণদ্বয়ের পরে সাতটি র-গণ থাকে, তবে তাহাকে 'চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত' নামক দণ্ডক বলে।

(২) **অর্ণ** (২।১৭৭)—যদি প্রতিচরণে নগণ-দ্বয়ের পরে আটটি

র গণ থাকে, তবে তাহা হয় 'অর্ণ' (মতান্তরে অন্তঃ) দণ্ডক।

(৩) **অর্ণব** (২।১৭৮)—ন গণদ্বয় ও নয়টি র-গণে গঠিত দণ্ডক।

(৪) **ব্যাল** (২।১৭৯)—ন গণদ্বয় ও দশটি র-গণে গঠিত দণ্ডক।

(৫) **জীমূত** (২।১৮০)—ন গণদ্বয় ও এগারটি র-গণে গঠিত দণ্ডক।

(৬) **লীলাকর** (২।১৮১)—ন-গণদ্বয় ও বারটি র-গণে গঠিত দণ্ডক।

(৭) **উদ্দাম** (২।১৮২)—নগণদ্বয় ও তেরটি র-গণে গঠিত দণ্ডক।

(৮) **শঙ্খ** (২।১৮৩)—নগণদ্বয় ও চৌদ্দটি র-গণে গঠিত দণ্ডক।

এইরূপে ৯৯৯ অক্ষর যাবৎ বিবিধ দণ্ডক কল্পিত হইতে পারে। এইরূপে গঠিত হইয়া অর্থাৎ ন-দ্বয় ও পনরটী র-গণে আরাম, তৎপরে একটি করিয়া রগণবৃদ্ধিতে সংগ্রাম, সুরাম, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি দণ্ডক হইতে পারে।

(৯) **প্রচিতক** (২।১৮৪)—যে দণ্ডকে নগণ দুইটি ও ম-গণ সাতটি থাকে, তাহাকে 'প্রচিতক' বলে।

(১০) **অশোকপুষ্পমঞ্জরী** (২। ১৮৫)—যে দণ্ডকে ২৭ বর্ণ মধ্যে ক্রমশঃ একটি গুরুর পর একটি লঘু নিবদ্ধ হয়, তাহাকে 'অশোকপুষ্প-মঞ্জরী' বলা হয়।

(১১) **কুসুমস্তবক** (২।১৮৬)—যে দণ্ডকে নয়টি স-গণ থাকে, তাহাকে 'কুসুমস্তবক' বলে।

(১২) **মত্তমাতঙ্গলীলাকর** (২। ১৮৭)—যে দণ্ডকে অনিয়ত র-গণ থাকে, তাহাই 'মত্তমাতঙ্গলীলাকর'।

(১৩) **অনঙ্গশেখর** (২।১৮৮)—যে দণ্ডকে স্বেচ্ছাক্রমে লঘুর পর গুরু নিবিষ্ট হয়, তাহাই 'অনঙ্গ-শেখর'।

(১৪) **সিংহবিক্রীড়** (প ৭৭)—কবির ইচ্ছাক্রমে যকারে নিবদ্ধ 'দণ্ডকভেদ'।

(১৫) **অশোকমঞ্জরী** (প ৭৮) —স্বেচ্ছাক্রমে নিবদ্ধ র-জ-গণদ্বয়ে রচিত দণ্ডক-ভেদ।

(১৬) **সিংহবিক্রান্ত** (প ৭৯) —কবির ইচ্ছাক্রমে আদিতে ন-গণদ্বয় ও তৎপরে আটটি য-গণদ্বারা গঠিত দণ্ডকভেদ।

অৰ্দ্ধসমবৃত্ত

(১) **উপচিত্র** (৩।১)—প্রথম ও তৃতীয় পাদে স-স-স-ল-গ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ভ-ভ-ভ-গ-গ থাকিলে 'উপচিত্র' বৃত্ত হয়।

(২) **বেগবতী** (৩।২)—বিষম পাদদ্বয়ে ল-ল-ভ-ভ-গ-গ এবং সম-পাদদ্বয়ে ভ-ভ-ভ-গ-গ হইলে 'বেগ-বতী' বৃত্ত হয়।

(৩) **হরিণপ্লুতা** (৩।৩)—বিষম পাদে ল-ল-ভ-ভ-র এবং সম পাদে ন-ভ-ভ-র হইলে 'হরিণপ্লুতা' ছন্দ।

(৪) **মালভারিণী** (৩।৪)—বিষমে স-স-জ-গ-গ এবং সমে স-ভ-র-য হইলে 'মালভারিণী' বৃত্ত হয়। বৃত্তরত্নাকর-পরিশিষ্টে ইহার নাম—'কাল-ভারিণী'।

(৫) **দ্রুতমধ্যা** (৩।৫)—বিষমে ভ-ভ-ভ-গ-গ এবং সমে ন-জ-জ-য থাকিলে 'দ্রুতমধ্যা' বৃত্ত।

(৬) **ভদ্রবিরাট্** (৩।৬)—বিষমে ত-জ-র-গ এবং সমে ম-স-জ-গ-গ হইলে 'ভদ্রবিরাট্' ছন্দ হয়।

(৭) **কেতুমতী** (৩।৭)—বিষমে স-জ-স-গ এবং সমে ভ-র-ন-গ-গ থাকিলে 'কেতুমতী' বৃত্ত হয়।

(৮) **আখ্যানকী** (৩।৮)—বিষমে ত ত জ গ গ এবং সমে জ ত জ গ গ হইলে 'আখ্যানকী' ছন্দ হয়।

(৯) **বিপরীতপূর্বা** (৩।৯)—বিষমে জ ত জ গ গ এবং সমে ত ত জ গ গ থাকিলে 'বিপরীতপূর্বা' বৃত্ত হয়।

(১০) **অপরবক্ত্র** (৩।১০)—বিষমে ন ন র ল গ এবং সমে ন জ জ র ঘটিলে 'অপরবক্ত্র' ছন্দ হয়।

(১১) **পুষ্পিতাগ্রা** (৩।১১)—বিষমে ন ন র য এবং সমে ন জ জ র গ হইলে 'পুষ্পিতাগ্রা' বৃত্ত।

(১২) **সুন্দরী** (৩।১২)—বিষমে স স জ গ এবং সমে স ভ র ল গ থাকিলে 'সুন্দরী' ছন্দ।

(১৩) **জবপরামতী** (৩।১৩)—বিষমে র জ র জ এবং সমে জ র জ র ঘটিলে 'জবপরামতী' বৃত্ত হয়। বৃত্তরত্নাকরটীকায় ইহাকে 'যবমতী' বলা হইয়াছে।

(১৪) **কৌমুদী** (প ৮০)—বিষমে ন ন ভ ভ এবং সমে ন ন র র ঘটিলে 'কৌমুদী' বৃত্ত হয়।

(১৫) **মঞ্জুসৌরভ** (প ৮১)—বিষমে ন জ জ র স জ য এবং সমে র ল গ হইলে 'মঞ্জুসৌরভ' ছন্দ হয়।

বিষম বৃত্ত

উদ্গতা

(১) **উদ্গতা** (৪।১)—প্রথম

চরণে স-জ-স-ল, দ্বিতীয়ে ন-স-জ-গ, তৃতীয়ে ভ-ন-ভ-গ এবং চতুর্থে স-জ-স-জ-গ থাকিলে 'উদ্‌গতা' বৃত্ত হয়। কোনও মতে তৃতীয় পাদে ভ-ন-জ-ল-গ হইতে পারে।

(২) **সৌরভক** (৪।২)—প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ উদ্‌গতার ন্যায়, কিন্তু তৃতীয় চরণে র-ন-ভ-গ থাকিলে সেই বৃত্ত হয় 'সৌরভক'।

(৩) **ললিত** (৪।৩)—প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ উদ্‌গতার তুল্য হইয়া যদি তৃতীয়ে ন-ন-স-স থাকে, তাহাকে 'ললিত' ছন্দ বলে।

পদচতুরূর্দ্ধ বৃত্ত

(১) **পদচতুরূর্দ্ধ** (৪।৪)—যে শ্লোকের প্রথম পাদে অষ্ট বর্ণ, দ্বিতীয়ে বার, তৃতীয়ে ষোল এবং চতুর্থে বিশ অক্ষর থাকে, তাহাকে 'পদচতুরূর্দ্ধ' বলে। ইহাতে বর্ণগুলি গুরুলঘুরূপে মিশ্রিত থাকে।

(২) **আপীড়** (৪।৫)—যে পদচতুরূর্দ্ধ বৃত্তে প্রতিচরণে অন্ত্য বর্ণদ্বয় গুরু হয় এবং অন্য বর্ণগুলি লঘু হয়, তাহার নাম হয়—'আপীড়'।

উদাহরণ—যথা [ছ টী] বিহরতি হরিরুচ্চৈ, ব্রজবিপিনমনু রসিকরাজঃ। য উদিত-বর-সুরভিমতি-কলিতমাঙা, বিরচয়তি বহুবিধ-কুসুমচয়মিহ পীড়ম্।

(৩) **কলিকা** (৪।৬)—আপীড় বৃত্তের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ বিপর্যস্ত হইলে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ যথাবস্থিত থাকিলে 'কলিকা' ছন্দ হয়। মতান্তরে ইহা—'মঞ্জরী'।

উদাহরণ—যথা (ছ টী)—ব্রজবিপিনমধিবসতি সুভ্রু, রচিত-কুসুমবেশা। মুরহর! সুললিত-মুখরুচিরতিকান্তি,-স্বয়ি পরিণিহিতমতিরূপধৃতকমলকলিকাসৌ॥

(৪) **লবলী** (৪।৭)—আপীড় বৃত্তের প্রথম চরণ তৃতীয়-গত হইয়া অন্য তিনটি যথাবস্থিত থাকিলে 'লবলী' বৃত্ত হয়। উদাহরণ [ছ টী] হরিচরণকমল-মধুমত্তা, তদমল-মধুরগুণগণ-গুননশীলা। বিরহবিধুরচেতা, নিবসতি ভুবনমধিরুচি সুতুলিতবলবলী সা।

(৫) **অমৃতধারা** (৪।৮)—আপীড় বৃত্তের প্রথম চরণ চতুর্থগত হইয়া অন্য তিনটি যথাস্থানে থাকিলে 'অমৃতধারা' বৃত্ত হয়। উদাহরণ (ছ-টী) সুললিত-তনুরুচিরতিশীতা, মদন-মদমুদিত-হৃদয়-নয়নপদ্মা। প্রিয়সখি! মম মনসি নিবসতি বরবদনচন্দ্রা, সততমমৃতধারা॥

উপস্থিত-প্রচুপিত

(১) **উপস্থিত-প্রচুপিত** (৪।৯) —প্রথম পাদে ম স জ ভ গ গ, দ্বিতীয়ে স ন জ র গ, তৃতীয়ে ন ন স এবং চতুর্থে ন ন ন জ য গণ থাকিলে 'উপস্থিত-প্রচুপিত' হয়।

(২) **বর্দ্ধমান** (৪।১০)—উপস্থিত-প্রচুপিত বৃত্তের তৃতীয় পাদ যদি ন ন স ন ন স গণে রচিত হয়, তবে তাহার নাম হয়—'বর্দ্ধমান'। যথা—গোবিন্দে যদি তে মনস্তদাতিপবিত্রং, প্রথিতং সপদি যশোঽত্র বর্দ্ধমানম্। যমিহ নিগমচয়তো নিখিলবিবুধ-নিবহাঃ, পরমপুরুষমনু নিগদন্তি ভজন্তে॥

(৩) **শুদ্ধবিরাড়ার্ষভ** (৪।১১) উপস্থিত-প্রচুপিত বৃত্তের তৃতীয় চরণ যদি ত জ র গণে কল্পিত হয়, তবে 'শুদ্ধবিরাড়ার্ষভ' বৃত্ত হয়। যথা—বিশ্বস্মিন্ বসতীহ যঃ প্রভুর্মহনীয়ো, যমিমং বহুমতমার্ষভং বদন্তি। তং শুদ্ধ-বিরাট্‌পরং প্রিয়ং, বিমলমতিভিরনুগতমাশু ভজধ্বম্।

গাথা

গাথা (৪।১২)—বিষমাক্ষর-পাদযুক্ত, বিসদৃশ (ত্রি, পঞ্চ, ষট্) চরণমণ্ডিত এবং ছন্দঃশাস্ত্রে অনির্দিষ্ট যাবতীয় বৃত্তই 'গাথা' নামে অভিহিত।

(১) বিষমাক্ষর - পাদযুক্ত—বিষমাক্ষরপাদং বা, পাদৈরসমং দশধর্মবৎ, যচ্ছন্দো নোক্তমত্র, গাথেতি তৎ-সূরিভিঃ প্রোক্তম্॥

ইহাতে ক্রমশঃ ৮, ১০, ৭ ও ৯ অক্ষরে পাদ-রচনা হইয়াছে।

(২) বিসদৃশ-চরণযুক্ত—দশ ধর্মং ন জানন্তি ধৃতরাষ্ট্র নিবোধ তান্। মত্তঃ প্রমত্তঃ উন্মত্তঃ শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ। ত্বরমাণশ্চ ভীরুশ্চালসঃ কামী চ তে দশ॥ এস্থলে ছয়টি চরণে একটি শ্লোক হইয়াছে।

বক্ত্র

১। **বক্ত্র** (৫।১)—'অষ্টাক্ষর ছন্দে পাদের প্রথম অক্ষরের পরে নগণ ও সগণ হইবে না, তদ্‌ব্যতীত মাদি ছয়গণ যথেষ্ট হইবে। চতুর্থ অক্ষরের পরে য-গণ হইবে। এইরূপ চারিটী পাদে 'বক্ত্র' ছন্দ হয়।

২। **পথ্যাবক্ত্র** (৫।২)—দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে চতুর্থ অক্ষরের পরে জ-গণ হইলে 'পথ্যাবক্ত্র' হয়।

(৩) **বিপরীত-পথ্যা বক্ত্র** (৫।৩)—প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ অক্ষরের পরে জ-গণ হইলে 'বিপরীত

পথ্যা বক্ত্র' ছন্দ হয়। অন্যত্র বক্ত্রবৎ।

(৪) **চপলা বক্ত্র** (৫।৪)—প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ অক্ষরের পরে ন-গণ এবং অন্যত্র বক্ত্রবৎ ঘটিলে 'চপলা বক্ত্র' হয়।

(৫) **যুগ্মবিপুলা** (৫।৫)—যে অনুষ্টুভের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু হয়, তাহাকে 'যুগ্ম-বিপুলা' কহে।

(৬) **বিপুলা** (৫।৬)—যদি অনুষ্টুভের প্রতি চরণেরই সপ্তম বর্ণটি লঘু হয়, তবে তাহাকে 'বিপুলা' ছন্দ বলে।

(৭) **ভ-বিপুলা** (৫।৭)—প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ থাকিলে, তবে 'ভ-বিপুলা' ছন্দ হয়।

(৮) **র-বিপুলা** (৫।৮)—বিষম পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে র-গণ হইলে 'র-বিপুলা' ছন্দ হয়।

(৯) **ন-বিপুলা** (৫।৯)—বিষম পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ হইলে 'ন-বিপুলা' ছন্দ হয়।

(১০) **ত-বিপুলা** (৫।১০)—বিষম পাদে চতুর্থ অক্ষরের পরে ত-গণ থাকিলে 'ত-বিপুলা' ছন্দ হয়।

মাত্রাবৃত্ত

(১) **আর্যা** (৬।১—৩)—সর্বগুরু, অন্ত্যগুরু, মধ্যগুরু, আদিগুরু ও চতুর্লঘু—এই চতুর্মাত্রাত্মক পঞ্চগণে আর্যা বৃত্ত রচিত হইবে। ইহার প্রথম দলে (প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে) এই নিয়ম যে ইহাতে পূর্বোক্ত সাতটি গণের পর একটি গুরু থাকিবে ; প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম গণ জ-গণ (।ঽ।) হইবে না, ষষ্ঠ গণ কিন্তু জ-গণ অথবা চতুর্লঘুগণ (।।।।) করিতেই হইবে। দ্বিতীয় দলের ষষ্ঠ গণটি চতুর্মাত্রাত্মক না হইয়া একটি লঘু করিতে হইবে —অন্যত্র প্রথমদলবৎ।

প্রথমার্দ্ধের যতি-নিয়ম এই যে ষষ্ঠ গণটি চতুর্লঘু হইলে দ্বিতীয় লঘুর পূর্বে প্রথম লঘুর পরে যতি হইবে, আর সপ্তমটিও চতুর্লঘু হইলে আদি লঘু হইতে অর্থাৎ ষষ্ঠগণের অন্তে যতিপদ নিয়ম হইবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পঞ্চম গণ চতুর্লঘু হইলে চতুর্থগণান্তে পঞ্চমের আদি লঘু হইতে যতিপদ হইবে। পূর্বার্ধে ষষ্ঠ গণ 'জ' হইলে যতি হয় না, অন্যত্র পাদমধ্যে যতি হইবে না। সুতরাং পূর্বার্ধে ৩০ মাত্রা ও দ্বিতীয়ার্ধে ২৭ মাত্রা আর্যাবৃত্তে নির্দিষ্ট হইল।

আর্যাবৃত্ত নয় প্রকার—পথ্যা, বিপুলা, চপলা, মুখচপলা, জঘনচপলা, গীতি, উপগীতি, উদ্গীতি ও আর্যাগীতি।

(২) **পথ্যা** (৬।৪)—যে আর্যাবৃত্তের উভয় দলেই তিন গণের পর যতি হয়, তাহাই 'পথ্যা'।

(৩) **বিপুলা** (৬।৫)—আর্যাবৃত্তের উভয়দলেই তৃতীয় গণের পরে যে কোনও স্থানে যতি ঘটিলে, তাহা 'বিপুলা'।

(৪) **চপলা** (৬।৬)—যে আর্যায় উভয় দলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ গণ 'জ' (।ঽ।) হয়, তাহাকে 'চপলা' বলে।

(৫) **মুখচপলা** (৬।৭)—আর্যাবৃত্তের প্রথম দল 'চপলা'র লক্ষণান্বিত অথচ দ্বিতীয় দল আর্যার পূর্বার্দ্ধবৎ হইলে, তাহাই মুখ-চপলা অর্থাৎ প্রথমার্দ্ধে দ্বিতীয় ও চতুর্থ গণ (।ঽ।) এবং শেষার্দ্ধ একটি গুরুযুক্ত সাতটি গণ থাকিলে 'মুখ-চপলা' হয়।

(৬) **জঘনচপলা** (৬।৮)—যে আর্যার প্রথম দলে একটি গুরুযুক্ত সাতটি গণ এবং দ্বিতীয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থগণ জ (।ঽ।) হয়, তাহাই 'জঘনচপলা'।

(৭) **গীতি** (৬।৯)—যে আর্যার প্রথম দলের ন্যায় দ্বিতীয় দলও ত্রিশ মাত্রাযুক্ত হয়, তাহাই 'গীতি'।

(৮) **উপগীতি** (৬।১০)—যে আর্যার প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের ন্যায় ২৭ মাত্রায় ঘটিত, তাহাই 'উপগীতি'।

(৯) **উদ্গীতি** (৬।১১)—যে আর্যার পূর্বদলে ২৭ মাত্রা অথচ উত্তর দলে ৩০ মাত্রা থাকে, তাহাকে 'উদ্গীতি' বলে।

(১০) **আর্যাগীতি** (৬।১২)—যে আর্যার প্রথম দলের অন্তে যদি একটি গুরু বেশী অর্থাৎ ৩২ মাত্রা হয় এবং দ্বিতীয় দলটিও তদ্রূপ ৩২ মাত্রাই হয়, তবে তাহার নাম হয়—'আর্যাগীতি'।

বৈতালীয় (চতুষ্পাদ মাত্রাবৃত্ত)

(১) **বৈতালীয়** (৬।১৩)—যে শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদে ছয় মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে আট মাত্রা থাকে, তাহাকে বৈতালীয় ছন্দ বলে, বিশেষ কিন্তু এই যে ঐ ছয় মাত্রা বা আটমাত্রার পরেও র ল গ থাকে, আবার দ্বিতীয় পাদের আট মাত্রা ও র ল গ কেবল লঘু বা

কেবল গুরু না হইয়া লঘু ও গুরুতে মিশ্রিত হইবে এবং চতুর্থ পাদের দ্বিতীয় চতুর্থাদি কলা তৃতীয় পঞ্চমাদির সহিত অসমান অর্থাৎ কেবল লঘু বা কেবল গুরুরূপ হইতে পারিবে।

(২) **ঔপচ্ছন্দসিক** (৬।১৪)—যে বৈতালীয় ছন্দের বিষমের ছয় কলা ও সমের আট কলার পরে র-য গণদ্বয় (ऽ।ऽ।ऽऽ) থাকে, তবে তাহাই 'ঔপচ্ছন্দসিক' বৃত্ত হয়।

(৩) **আপাতলিকা** (৬।১৫) যে বৈতালীয়ের বিষমের ছয় ও সমের আট মাত্রার পরে ভগণ ও গুরুদ্বয় (ऽ।।ऽऽ) থাকে, তবে তাহাকে 'আপাতলিকা' বৃত্ত বলে।

(৪) **দক্ষিণান্তিকা** (৬।১৬)—যদি বৈতালীয়, ঔপচ্ছন্দসিক ও আপাতলিকা বৃত্তের চারিটী পাদেই দ্বিতীয়া মাত্রা তৃতীয়ার সহিত যুক্ত হয় অর্থাৎ সকল পাদেই দ্বিতীয় বর্ণ গুরু হয়, তবে 'দক্ষিণান্তিকা' ছন্দ হয়। ইহা বৈতালীয়াদিভেদে ত্রিবিধ।

(৫) **উদীচ্যবৃত্তি** (৬।১৭)—বৈতালীয়াদি ছন্দত্রয়ের প্রথম ও তৃতীয় পাদের দ্বিতীয়া মাত্রা তৃতীয়ার সহিত যুক্ত হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণ গুরু হইলে 'উদীচ্যবৃত্তি' বৃত্ত হয়। ইহাও বৈতালীয়োদীচ্য-বৃত্তি' ইত্যাদি ত্রিবিধ।

(৬) **প্রাচ্যবৃত্তি** (৬।১৮)—যদি বৈতালীয়াদি ছন্দত্রয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে পঞ্চমী মাত্রা চতুর্থ লঘুর সহিত যুক্ত হয় অর্থাৎ একটি গুরু দ্বারাই চতুর্থ ও পঞ্চম মাত্রার উপাদান হয়, তবে সেই ছন্দ হয় 'প্রাচ্যবৃত্তি'। ইহাও বৈতালীয়-প্রাচ্যবৃত্তি ইত্যাদি ত্রিবিধ।

(৭) **প্রবৃত্তক** (৬।১৯)—উদীচ্যবৃত্তি ও প্রাচ্যবৃত্তি-নামক বৃত্তদ্বয়ের তুল্যই যদি শ্লোকের বিষম ও সম পাদ রচিত হয়, তবে বৈতালীয়াদি ছন্দত্রয় 'প্রবৃত্তক'-নামে কথিত হয়।

(৮) **অপরান্তিকা** (৬।২০)—প্রবৃত্তক বৃত্তের বিষম পাদদ্বয়ও যদি সম পাদের ন্যায় ষোল মাত্রায় রচিত হয়, তাহা হয় 'অপরান্তিকা' ছন্দঃ। ইহাও ত্রিবিধ—বৈতালীয়প্রবৃত্তকাপরান্তিকা ইত্যাদি।

(৯) **চারুহাসিনী** (৬।২১)—প্রবৃত্তক বৃত্তের সমপাদদ্বয়ও যদি বিষম পাদের ন্যায় চতুর্দশ মাত্রায় রচিত হয়, তবে তাহাকে 'চারুহাসিনী' বৃত্ত বলে। ইহাও 'বৈতালীয়-প্রবৃত্তক-চারুহাসিনী' ইত্যাদি ভেদে ত্রিবিধ।

পজঝটিকাদি

(১) **পজ্ঝটিকা** (৭।১)—প্রতি চরণে ষোল মাত্রা থাকিয়া অন্ত্য-যমক হইবে, নবম মাত্রা গুরু হইবে এবং চারি চরণের কোথাও 'জ'-গণ থাকিবে না।

(২) **মাত্রাসমক** (৭।২)—প্রতি চরণে ষোড়শ মাত্রার নবমটি লঘু হইলে 'মাত্রাসমক' বৃত্ত হয়। ইহার অন্তে গুরু থাকা চাই।

(৩) **বিশ্লোক** (৭।৩)—যদি মাত্রাসমকের প্রতি পাদে কলাচতুষ্টয়ের পরে জ-গণ অথবা ন-ল থাকে, তবে তাহাকে 'বিশ্লোক' বৃত্ত বলে। 'ধ্যেয়ো মধুরিপুরাত্মসুখার্থকম্'

(৪) **বানবাসিকা** (৭।৪)—যদি মাত্রাসমকের প্রতিপাদে কলাষ্টকের পরে জগণ বা ন-ল থাকে, তবে তাহাকে 'বানবাসিকা' বৃত্ত বলে; 'লোকহিতার্থা গিরিধরমূর্ত্তিঃ'

(৫) **চিত্রা** (৭।৫)—মাত্রাসমকের পঞ্চম, অষ্টম ও নবম মাত্রা-লঘু হইলে তবে 'চিত্রা' বৃত্ত হয়।

(৬) **উপচিত্রা** (৭।৬—৭)—যদি মাত্রাসমকের নবমী মাত্রা দশমীর সহিত যুক্ত হইয়া গুরু হয়, তবে সেই ছন্দ হয় 'উপচিত্রা'। অথবা মাত্রাষ্টকের পরে ভ-গ-গ হইলেও 'উপচিত্রা' হয়।

(৭) **পাদাকুলক** (৭।৮)—যে ছন্দঃ মাত্রাসমকাদি বৃত্তচতুষ্টয়ের পাদদ্বারা রচিত হয়, সুতরাং যাহা অনিয়ত বৃত্ত-লক্ষণ অথচ ষোড়শ-মাত্রাযুক্ত—তাহাই 'পাদাকুলক' বৃত্ত।

রোলাদি

(১) **রোলা** (৭।৯—১০)—প্রতি চরণে চব্বিশ মাত্রা থাকিয়া যদি একাদশ মাত্রায় যতি ঘটে, তবে 'রোলা' ছন্দঃ হয়। মতান্তরে ইহার নাম—'কাব্য'।

(২) **দ্বিপথা** (৭।১১)—প্রথম ও তৃতীয় চরণে ত্রয়োদশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে একাদশমাত্রা হইলে তাহাকে 'দ্বিপথা' বৃত্ত বলে। মতান্তরে ইহাই—'দোহা'।

উদাহরণ—চরণ-সরোরুহমস্তু হৃদি | মদ্বচনে তব নাম। চক্ষুষি রূপং যাবদস্তু | রময় মনো মম রাম॥

(৩) **সোরঠ্ঠ** (৭।১২)—প্রথম ও তৃতীয় চরণে একাদশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে ত্রয়োদশ মাত্রা

হইলে 'সোরঠ্ঠ' বৃত্ত হয়।

(৪) **চতুষ্পদ** (৭।১৩—১৪) —যাহার প্রতিপাদে সাতটি চতুর্মাত্রা ও একটি গুরু অর্থাৎ ত্রিশ মাত্রা থাকে, কিন্তু কোথাও জ-গণ (।ऽ।) না থাকে এবং প্রতি চরণে দশম, অষ্টম ও দ্বাদশ মাত্রায় যতি থাকে, তবে তাহাকে 'চতুষ্পদ' ছন্দঃ বলে। ইহার ১২০ মাত্রা।

(৫) **ষট্পদ** (৭।১৫—১৭)—যাহার প্রথম চারিটি পাদ ২৪ মাত্রায় রচিত এবং তাহাদের একাদশ-মাত্রায় যতি ঘটে অথচ পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাদ ২৮ মাত্রায় রচিত এবং পঞ্চদশ মাত্রায় যতি হয়, তবে তাহাকে 'ষট্পদ' ছন্দঃ বলে। ১৫২ মাত্রায় রচিত।

(৬) **কুণ্ডলিকা** (৭।১৮—২০) যাহার প্রথমতঃ দ্বিপথার এবং তৎপরে রোলার চরণ-চতুষ্টয় থাকে, সেই মৃদু-যমকিত লাটানুপ্রাস-সংযুক্ত অষ্টপদী বৃত্তকে 'কুণ্ডলিকা' কহে। ইহাতে ১৪৪ মাত্রা থাকে।

(৭) **শিখা** (৭।২১)—যাহার প্রথম দলে ২৮টি লঘুর পরে একটি গুরু অর্থাৎ ৩০ মাত্রা এবং উত্তর দলে ৩০টি লঘুর পরে একটি গুরু অর্থাৎ ৩২ মাত্রা থাকে, তাহাকে 'শিখা' বৃত্ত বলে।

(৮) **অনঙ্গক্রীড়া** (৭।২২)—যাহার পূর্বার্ধে ষোলটী গুরু থাকে এবং উত্তরার্ধে বত্রিশটি লঘু থাকে, সর্বসমেত ৬৪ মাত্রাবিশিষ্ট সেই ছন্দকে 'অনঙ্গক্রীড়া' বলে।

(৯) **খঞ্জা** (৭।২৩)—যাহার প্রথমার্ধে ৩০টি লঘু এবং একটি গুরু থাকে অথচ দ্বিতীয়ার্ধে ২৭টি লঘু ও দুইটি গুরু হয়, সেই ৬৩-মাত্রাত্মক ছন্দকে 'খঞ্জা' বলে।

(১০) **রুচিরা** (৭।২৪)—যাহার উভয় দলে সাতটি চতুর্মাত্র থাকিয়া অন্তে একটি গুরু থাকে, তাহাকে 'রুচিরা' বলে। ইহার কোথাও জগণ (। ऽ ।) থাকিবে না।

(১১) **প্রবঙ্গম** (৭।২৫-২৬)—যাহার প্রতিপাদে একবিংশতি মাত্রা হইয়া প্রথম বর্ণটি গুরু হয়, তাহাই 'প্রবঙ্গম' ছন্দ।

(১২) **অরিল** (৭।২৭)—যাহার প্রতিপাদে ষোড়শ মাত্রা থাকিয়া শেষপদান্তে লঘুদ্বয়রূপ যমক ঘটে, তাহাকে 'অরিল' ছন্দ বলে।

(১৩) **চুলিয়ালা** (৭।২৮)—যদি প্রতি দলে ২৯টি করিয়া মাত্রা থাকে (অর্থাৎ দোহার চব্বিশ মাত্রা হইয়া অতিরিক্ত পাঁচমাত্রা ঘটে) তবে সেই ছন্দকে 'চুলিয়ালা' বলে। বৃত্তরত্নাকরমতে ইহাই—'চূলিকা'।

(১৪) **ত্রিভঙ্গী** (৭।২৯)—যাহার প্রতিপাদে ৩২ মাত্রা এবং দশম, অষ্টম, ষষ্ঠ ও অষ্টমে যতি থাকে, তাহাকে 'ত্রিভঙ্গী' বৃত্ত বলে।

(১৫) **দুর্মিলা** (৭।৩০)—ত্রিভঙ্গী বৃত্তেই যদি প্রতিপাদে দশম, অষ্টম ও চতুর্দশ মাত্রায় যতি থাকে, তবে তাহাকে 'দুর্মিলা' ছন্দঃ বলে।

ছন্দঃ-কৌস্তুভ-টীকায় অতিরিক্ত ছন্দঃ

(১) **গুচ্ছক**—যে শ্লোকে ন-স-জ-ন-জ-গ থাকিয়া অষ্টম বর্ণে যতি ঘটে, তাহাকে 'গুচ্ছক' বলে।

(২) **কোরক**—'অরিল' ছন্দের নামান্তর।

(৩) **অনুকূল**—যে ছন্দের একাদশ মাত্রা এবং অন্ত্যাক্ষর লঘু, তাহাকে 'অনুকূল' বলে।

(৪) **কুসুমালী**—যে বৃত্তে জ-স-র-ন-গ-গ থাকে, তাহাকে 'কুসুমালী' বলে।

(৫) **কলগীত**—যে বৃত্তে স-জ-গণ থাকে, তাহাকে 'কলগীত' বলে।

(৬) **দ্বিপদী**—যে বৃত্তে বার মাত্রা থাকে, তাহাকে 'দ্বিপদী' বলে।

(৭) **হারিহরিণ**—যে বৃত্তে ভ-স-ন-ল থাকে, তাহাই 'হারিহরিণ'।

(৮) **ইন্দিরা**—যে বৃত্তে ন-র-র-ল-গ থাকে, তাহাই 'ইন্দিরা'।

(৯) **মুগ্ধসৌরভ**—যে বৃত্তে র-স-জ-জ-ভ-র থাকে, তাহাকে 'মুগ্ধ-সৌরভ' বলে।

(১০) **সংফুল্লক**—যে বৃত্তে ত-য-ল-ল থাকে, তাহাই 'সংফুল্লক'।

(১১) **কলিতভৃঙ্গ**—যে বৃত্তে ভ-স-ন-জ-ন-গ-ল থাকে এবং প্রতি পঞ্চম বর্ণে যতি থাকে, তাহাই 'কলিতভৃঙ্গ'। স্তবমালামতে 'ললিত-ভৃঙ্গ'।

(১২) **কান্তিডম্বর**—যে ছন্দে র-স-জ-ল থাকে, তাহাই 'কান্তি-ডম্বর'।

(১৩) **মুখদেব**—যে ছন্দে ন-স-ল থাকে, তাহাই 'মুখদেব'।

(১৪) **গুচ্ছক**—পাঁচটি ন-গণে ও একটি র-গণে রচিত বৃত্ত। পূর্বোক্ত গুচ্ছকের অবান্তর ভেদ।

(১৫) **ভৃঙ্গার**—চারিটি ত-গণে

রচিত বৃত্ত।

(১৬) **প্রত্যয়** (৮।১)—বৃত্তের সংখ্যাদি-বোধক সঙ্কেত-বিশেষ। ইহা ছয় প্রকার—প্রস্তার, উদ্দিষ্ট, নষ্ট, মেরু, পতাকা ও মর্কটী। বর্ণ ও মাত্রাভেদে বৃত্ত যেমন দ্বিবিধ, তদ্রূপ প্রস্তারাদিও বর্ণ এবং মাত্রা-ঘটিত হইয়া দ্বিবিধ হয়। ইহাদের লক্ষণ, উদাহরণাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসায় বৃত্তরত্নাকরের ষষ্ঠ অধ্যায়, ছন্দঃকৌস্তুভের অষ্টম ও নবম প্রভা, পিঙ্গলকৃত ছন্দঃসূত্রের অষ্টম অধ্যায় এবং বৃত্তরত্নাবলী প্রভৃতি আকরই দ্রষ্টব্য। অনাবশ্যক-বোধে উহা এস্থলে পরিহৃত হইল।

ছন্দঃসমুদ্র

[পূর্বে গ্রন্থাবলী-মধ্যে যথাস্থানে ছন্দঃসমুদ্রের পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইলেও মূল গ্রন্থটির যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সহৃদয় অধ্যাপকের অনুরোধে এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল। বাঙ্গালা ছন্দের গভীর গবেষণা এখনও আশানুরূপ হয় নাই; ভবিষ্যতে যদি কোনও সুকৃতি সমগ্র ছন্দঃসমুদ্র আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করেন, তবে বাঙ্গালা ছন্দের একটি মহান্ অভাব পূর্ণ হইবে। বাঙ্গালা ছন্দঃসমূহ যে প্রায়শঃ প্রাকৃত ছন্দেরই রূপান্তর—ইহা বলাই বাহুল্য; মুদ্রিত অংশে দৃষ্ট হইবে যে প্রাকৃত-পিঙ্গল ও বাণীভূষণ হইতেই অধিকাংশ লক্ষণাদি এগ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।]

প্রথম তরঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গপদারবিন্দমমলং বিঘ্নান্ধকারাপহং, নিত্যানন্দপদং পদার্থপরমাহ্লাদাস্পদং পারদম্। নত্বাদ্বৈতপদঞ্চ পঙ্ককলুষোল্লাসাপহং প্রেমদং, শ্রীচৈতন্যগণস্য পাদরজসং ধৃত্বোত্তমাঙ্গে মুদা ॥ ১ ॥ শ্রীগোবিন্দপদং প্রণম্য নিতরাং মোদায় বিদ্যাবতাং, দৃষ্ট্বা শাস্ত্রমনেকমুজ্জ্বলধিয়াং সদ্বৃত্তিছন্দোবিদাম্। নানালক্ষণ-লক্ষ-যুক্তিকলিতৈস্তত্তৎপ্রমাণৈঃ সমং, ভাষায়াং পরিভণ্যতেঽতিললিতং ছন্দঃসমুদ্রং ময়া ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্বেশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবতা যার চরণ-কিঙ্কর ॥ জয় জয় নিত্যানন্দদেব বলরাম। ভুবনমঙ্গল মহাকরুণার ধাম ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণু অবতার। কে বর্ণিতে পারে গুণ চরিত্র অপার ॥ জয় গৌর-গোবিন্দের পরিকরগণ। পতিতপাবন সর্ব জীবের জীবন ॥ জয় কৃষ্ণ-রসে মগ্না দেবী সরস্বতী। মোর কণ্ঠে স্ফুর, গুণ গাই যেন নিতি ॥ জয় শ্রীগণেশদেব পার্বতী-তনয়। বিঘ্নবিনাশক, কৃষ্ণভক্তিরসময়। জয় শ্রীপিঙ্গল, কে বুঝয়ে তার খেলা। ছন্দ প্রকাশিল যে বর্ণিতে কৃষ্ণলীলা ॥ ছন্দঃশাস্ত্রে আচার্য পিঙ্গল ফণীশ্বর। যার কৃপা হৈলে স্ফুরে বৃত্ত মনোহর ॥ রচিল অপূর্ব গ্রন্থ অশেষ কৌতুকে। বুঝয়ে পণ্ডিত, না বুঝয়ে অজ্ঞ লোকে ॥ তার কৃপা ধরি শিরে করিয়া যতন। নিজ-বোধ হেতু করি ভাষায় বর্ণন ॥ রচিল অপূর্ব গ্রন্থ বহু শাস্ত্রমতে। সুলক্ষ লক্ষণযুক্ত প্রমাণ-সহিতে ॥ অত্যন্ত সুগম ইথে সর্বপ্রাপ্তি দেখি। তে কারণে শ্রীছন্দঃসমুদ্র নাম রাখি ॥ পাইবে আনন্দ চিত্তে চিন্ত অনুক্ষণ। সংক্ষেপে কহিয়ে এবে গ্রন্থ-প্রয়োজন ॥ বিপ্র নিষ্কারণ-ধর্ম বেদাধ্যয়ন জ্ঞান। ষড়ঙ্গসহিত ইহা কহে বিদ্যাবান্ ॥ সর্বত্র সম্মান হয় সাঙ্গ-অধ্যয়নে। ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে ॥

তথাহি—'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ঃ জ্ঞেয়শ্চেতি। সাঙ্গমধীত্য স্বর্গে লোকে মহীয়ত ইতি চ'।

ষড়ঙ্গের নাম—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ। নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃশাস্ত্র যে গণন। তথাহি—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং জ্যোতিষং ছন্দ এব চ। নিরুক্তঞ্চ নিরুক্তানি ষড়ঙ্গানি মনীষিভিঃ ॥ বেদ অধ্যয়ন অর্থগ্রহণ পর্যন্ত। এই হেতু ধ্যেয় জ্ঞেয় কহে বুদ্ধিমন্ত ॥ অন্যত্রাপি—যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥ ইতি

অস্যার্থ—কার্যসিদ্ধি নহে অর্থহীন অধ্যয়নে। যেন শুষ্ক কাষ্ঠ না জলয়ে অগ্নি বিনে ॥ অধ্যয়ন জ্ঞান-অভাবেতে দোষ হয়। নিশ্চয় জানিহ ইহা—যাজ্ঞবল্ক্যে কয় ॥

তথাহি—আর্ষং ছন্দো দৈবতঞ্চ বিনিয়োগস্তথৈব চ। বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥ অবিদিত্বা তু যঃ কুর্যাজ্‌জনোধ্যাপনং জপং। হোমমন্তর্জলে দানং তস্য চাল্পফলং ভবেদিতি ॥ ছন্দোগব্রাহ্মণেঽপি তথা—'যো হ বা অবিদিত্বার্ষেয়ছন্দো-দৈবত-ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি, স স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্ত্তং বা প্রপদ্যতি' ইত্যাদি।

তাহে বলি চিন্ত বেদ অধ্যয়ন-মতে। তদর্থক এই শাস্ত্র দৃঢ় কর চিতে॥ তথাহি—কার্য্যং ত্রৈবর্ণিকৈ শ্ছন্দঃপরিজ্ঞানং প্রযত্নতঃ। বেদাধ্যয়ন-বন্নিত্যমেতৎ শাস্ত্রং তদর্থকম্॥ অন্যের কা কথা লোকশিক্ষার কারণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৈল অধ্যয়ন॥

তথাহি—আম্নায়প্রথিতা স্বয়া স্মৃতি-মতী বাঢ়ং ষড়ঙ্গোজ্জ্বলা, ন্যায়েনানুগতা পুরাণসুহৃদা মীমাংসয়া খণ্ডিতা। ত্বাং লব্ধাবসরে চিরাদ্গুরুকুলে প্রেক্ষ্য স্বসঙ্গার্থিনং, বিদ্যানাম বধূশ্চতুর্দশগুণা গোবিন্দ শুশ্রূষতে॥ বৈদিক লৌকিক ছন্দ দুই ত প্রকার। বৈদিক প্রয়োগ গ্রন্থে বৈদিক বিস্তার॥ পিঙ্গলাদি গ্রন্থে এ লৌকিক বিস্তারিল। মহা মহা কবিগণে মহাসুখ দিল॥ লোকে বহু প্রয়োগ, লৌকিক এই হেতু। বচনসমুদ্র তাহে বুঝি ছন্দঃসেতু॥ স্মৃতি-পুরাণাদি মধ্যে দেখ বিদ্যমান। আর্য্যা আদি নানা ছন্দ রচিল সুঠান॥ ছন্দ-মূল কাব্যে কীর্ত্যানন্দ পুরুষার্থ। নিয়মবিশিষ্ট বর্ণ ছন্দের এ অর্থ॥ বর্ণ শব্দ অত্র মাত্রা বর্ণ সাধারণ। বর্ণ মাত্রা ছন্দ ইথে অশেষ লক্ষণ॥ 'চদি' আহ্লাদনে ধাতু অসুন্ প্রকরণে। 'চন্দ আদেশ্চ ছ' উণাদিক সূত্রে ভণে॥ এই প্রকারে 'ছন্দঃ' শব্দ-সিদ্ধি হয়। অতি আহ্লাদক ছন্দ—সর্বশাস্ত্রে কয়॥ ছন্দ-জ্ঞান বিনা কাব্য রচে যেই জন। পণ্ডিত-সভায় সেই লজ্জার ভাজন॥ তথাহি পিঙ্গলে—অবুহ বুহাণং মজ্ঝে কব্বং যো পঢ়ই লকখণং বিহুণং। ভুঅগ্গ খগ্গল গ্গহিং সিসংখুণিঅং ণ জাণেই॥

অস্যার্থঃ—বুধ-মধ্যে লক্ষণ-বিহীন কাব্য লৈয়া। যে পড়ে অবুধ সেই কহি বিবরিয়া॥ ভুজঅগ্রে লগ্ন খড়্গ খণ্ডে নিজ শীর্ষ। তাহা না জানয়ে শ্লাঘাহেতু মানে হর্ষ॥

অন্যেঽপি—ছন্দোলক্ষণহীনং সভাসু কাব্যং পঠন্তি যে মনুজাঃ। কুর্বন্তো-ঽপি স্বেন স্বশিরশ্ছেদং ন তে বিদ্যুঃ।

অথ গুরু-লঘু-বিচারঃ—দুই মাত্রা দীর্ঘ একমাত্রা হ্রস্ব হয়। দীর্ঘ গুরুসংজ্ঞা হ্রস্ব লঘুসংজ্ঞা কয়॥ তিন মাত্রা প্লুত-সংজ্ঞা মাত্রার্দ্ধ ব্যঞ্জন। প্লুত কার্য গানাদিতে কহে বুধগণ॥ তথাহি—একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্॥ মাত্রা কলা এক সংজ্ঞা যৈছে ছন্দ, বৃত্ত। এ সঙ্কেত জানো, পুন কহি দেহ চিত্ত॥ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। অকারাদি ষোড়শেতে পঞ্চ লঘু লেহ। একাদশ গুরু সংযোগাদি পদান্তেহ॥ এ দুই মিলিত ত্রয়োদশ গুরু হন। পুন বিস্তারিয়ে ইহা সুদৃঢ় কারণ। দীর্ঘযুক্ত পরবর্ণ বিন্দুযুক্ত মানো। পদান্তের লঘু বিকল্পেতে গুরু জানো॥ সে গুরু দ্বিমাত্র বক্র অন্যত্র একমাত্রা। লঘু ঋজু সঙ্কেত কহয়ে গ্রন্থকর্ত্তা। তথাহি পিঙ্গলে (১।২)—দীহো সংজুত্তপরো বিন্দুজুও পাড়িওঅ চরণংতে। স গুরু বঙ্ক দুমত্তো অণো লহু হোই সুদ্ধ এক্ক অলো॥

বিন্দু-শব্দে জানো এথা বিসর্গানুস্বার। প্রাকৃতে বিসর্গহীন এহেতু নির্দ্ধার॥ প্রাকৃত-বর্ণনে নিষেধ দশ কহি। ঐ ঔ বিসর্গ য ব শ ষ ঌ ঞ ন হি॥ পিঙ্গলে—এ ও অং মল পরুগু স আর পুব্বসূসি বেবি বণ্ণাইং। কচ্চত-বগ্গো অন্তা দহ বণ্ণা পাউএ ণ হোন্তি॥ অস্যার্থঃ—এ ও অং মল অগ্রে স-কার পশ্চাৎ। তালব্য মূর্দ্ধন্য দুই মিলি এক সাথ॥ ক-চ-ত-বর্গান্ত তিন সপ্তের সহিত। দশ বর্ণ প্রাকৃতে না হয় কদাচিৎ॥ শ্লোক পূর্ব সুগমার্থ জানিবে নিতান্ত। দীর্ঘযুক্ত পরবিন্দুযুক্ত চরণান্ত॥ পুন গুরু কহি জিহ্বামূলীয় জানিবে। উপধ্মানীয়-প্রমাণ বিশেষে মানিবে॥

তথাহি বাণীভূষণে—সংযোগপূর্বং সবিসর্গকং চ দীর্ঘস্বরৈঃ সঙ্গতমন্ত্যগং বা। বিন্দ্যাদনুস্বার-সমন্বিতঞ্চ গুর্বক্ষরং বক্রমিহ দ্বিমাত্রম্॥

বৃত্তরত্নাকরে—অনুস্বারো বিসর্গান্তো দীর্ঘো যুক্তপরশ্চ যঃ। বা পাদান্তস্ত্বসৌগ্বক্রো জ্ঞেয়োঽন্যো মাত্রিকোনৃজু॥ ছন্দোমঞ্জর্যাং—অনুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥ ছন্দোদীপকে—ল একমাত্রো গোঽপি স্যাৎ পাদান্তে স স্থিতঃ ক্বচিৎ। সংযোগাদি-পরো গঃ স্যাৎ দ্বিমাত্রঃ সোঽপি গঃ ক্বচিৎ॥

আদিশব্দাৎ জিহ্বামূলীয়োপধ্মানীয়-বিসর্গানুস্বার-গ্রহণম্। আগ্নেয়ে—হ্রস্বোনৃজুগ্বা পাদান্তে বর্ণযোগাদ্ বিসর্গতঃ। অনুস্বারাদ্ ব্যঞ্জনান্তো জিহ্বামূলীয়তস্তথা॥ উপধ্মানীয়তো দীর্ঘো গুরুরিতি। এবং ত্রিমাত্রোঽপি॥ মাত্রাগ্রহণাদ্ ব্যঞ্জনস্য ন লঘুগুরুত্বং।

পূর্বমতে বিচারয়ে শ্লোকার্থ সুগম।

গ গুরু ল লঘু এ সঙ্কেত গ গুরুসম ॥ বৃত্তরত্নমালায়াং—গুর্গশ্চ গুরুরেকঃ স্যাল্লস্ত্বেকো লঘুরুচ্যতে। রেখাভ্যাং ঋজুবক্রাভ্যাং জ্ঞেয়ো লঘুগুরুক্রমাৎ।

ছন্দোমঞ্জর্য্যাং (১।৯) গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ। ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা' ॥ অন্যেঽপি——'গকারো গুরুরেকঃ স্যাল্লকারো লঘুরুচ্যতে' ইত্যাদি। ক্রমেণোদাহরণং যথা—হরিং পুনঃ সাক্ষাৎ করিষ্যতীতি।

প্রাকৃতে—(১।৩) মাঈক্কএ হেও, হিগ্গো জিগ্গোঅ বুট্‌ঢও দেও। সন্তুং কামন্তী সা, গৌরী গাহিলত্তণং কুণই ॥ সংস্কৃতেঽপি—মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ,-র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে! গৃহং প্রাপয় ॥ ইতি, যথা বা—'অবাপ্তঃ প্রাগল্‌ভ্যং পরিণতরুচঃ শৈলতনয়ে, কলঙ্কো নৈবায়ং বিলসতি শশাঙ্কস্য বপুষি। অমুষ্যেয়ং মন্যে বিগলদমৃতস্যন্দ-শিশিরে, রতিশ্রান্তা শেতে রজনিরমণী গাঢ়মুরসি ॥' ইত্যাদি।

শিখরিণী শার্দূলবিক্রীড়িতাদি ছন্দেতে। সমপাদে ন সম্ভব দুষ্ট বিষমেতে ॥ তথাগ্নেয়ে—তেন শার্দূলবসন্ত-পুষ্পিতাগ্রাধরাদিষু। ন সম্ভবন্তি ...পাদেষু বিষমেষু কদাচন ॥' ইতি; তত্রাচ দোষো যথা—'নাশৌচং শাককাষ্ঠাজিনলবণ-তৃণক্ষীর-নীরামিষেষু। পুষ্পে মূলে ফলে চ' ইত্যাদি। রবির্লগ্নগো বাতপিত্তং করোতি কলত্রাঙ্গপীড়া শিরোর্ত্ত্যক্ষিরোগম্' ইত্যাদৌ। প্রকাশকৃতাপি (৭।২১৭) হতবৃত্তদোষ উদাহারি। 'বিকসিত-সহকার-ভারহারি - পরিমল-পুঞ্জিত-গুঞ্জিত-দ্বিরেফাঃ' ইতি।

অপবাদান্তরমাহ—

ইকার হিকার বিন্দুযুক্ত গুরু জানি। একার ওকার শুদ্ধবর্ণযুক্ত পুনি ॥ র হ ব্যঞ্জনাদি সংযোগাদি গুরু হয়। এসব বিকল্পে লঘু জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি পিঙ্গলে—(১।৫) 'ই হি আরা বিন্দুজুআ, এও সুদ্ধা অবণ্ণ মিলিআ বিলহু। রহ বঞ্জণ সংজোএ, পরে অসে সং বি হোই সবিহাসম্ ॥

বাণীভূষণে —— 'সংযোগপূর্বাপি ক্বচিল্লঘুঃ স্যাৎ ক্বচিত্তু প্রহ্রাদিগতৌ বিভাষা। এও লঘু প্রাকৃতকে ক্বচিত্তু ইহী তথা বিন্দুযুতে পঠিত্বা ॥ লঃ ক্বচিদিতি পূর্বোক্তং, তথাহুরার্যকবি পণ্ডিতাঃ। 'বিনানুস্বার সংযোগং বিসর্গং ব্যঞ্জনোত্তরম্। হ্রস্বং লঘ্বসানে বা প্রেহগ্রে হ্রেঽপি পরে লঘু' ইতি ॥ যথা দোহা—'মাণিণি মাণ হিঁ কাইঁ, ফলু এওজে চরণে পড়ু কন্ত। সহজে ভুঅঙ্গম জই, ণমই কিং করিএ মণিমন্ত ॥'

রহব্যঞ্জনস্য যথা—পিঙ্গলে (১।৭) চেউ সহজ তুহুঁ চঞ্চলা, সুন্দরি হ্রদহি বলন্ত। পঅ উণ ঘল্লসি খুল্লণা, কীলসি উণ উলূহসন্ত ॥ প্রগ্রহ্রে তু ক্রমেণোদাহরণং—— সংস্কৃতেঽপি যথা কুমারে—'গৃহীত-প্রত্যুদ্‌গমনীয়-বস্ত্রেতি।' 'অল্পব্যয়েন সুন্দরি, গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি। বিকৃতবদনচন্দ্রা কৃষ্ণবর্ণাতিহ্রস্বা ॥ মাঘে—'প্রাপ্য নাভিহ্রদমজ্জনমাশু প্রস্থিতং নিবসন-গ্রহণায়' ইত্যাদৌ ॥ প্রয়োপলক্ষণাদন্যত্রাপি—তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে'। পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং। সদ্য তে ধ্যপত্রিকোণকণ্টকে। 'ধন-প্রদানেন শ্রুতেন কর্ণঃ' ইত্যাদি। সর্বমিদং প্রাকৃতে দৈশিক-ভাষায়ামেব সমুচিতং। পুনরপি বিকল্পান্তরমাহ—

যদি দীর্ঘবর্ণ জিহ্বা লঘু উচ্চারয়। সেহ বিকল্পেতে লঘু কহিয়ে নিশ্চয় ॥ দুই তিন বর্ণ যদি পঢ়য়ে তুরিত। এক করি জানো তাহা কহয়ে পণ্ডিত ॥ তীব্র প্রযত্নেতে ছন্দোভঙ্গ নাহি হয়। বুঝিয়া কৌতুকে কাব্য রচো কবিচয় ॥

পিঙ্গলে—(১।৮) জই দীহো বিঅ বণ্ণো, লহু জীহা পঢ়ই হোই সো বি লহু। বণ্ণোবি তুরিঅ পঢ়িও, দোতিন্নি বি এক্ক জাণেহু ॥

সরস্বতীকণ্ঠাভরণে---(১।১২৩) 'যদা তীব্রপ্রযত্নেন সংযোগাদের-গৌরবম্। নচ্ছন্দোভঙ্গমপ্যাহুস্তদা দোষায় সূরয়ঃ' ॥ যথা—(পিঙ্গলে ১।৯) অরেরে বাহহি কাহ্ন ণাব ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি। তই ইথি ণইহি সন্তার দেই, জো চাহসি সো লেহি ॥ যথাবা—(১।১০) জেম ণ সহই কণঅতুলা, তিল তুলিঅ অদ্ধ অদ্ধেণ। তেম ণ সহই সবণতুলা, অবছন্দ ছন্দ ভঙ্গেন ॥ সংস্কৃতেন যথা—হহা ধিগিদমম্বরং জ্বলতি মে স্তন-প্রচ্যুতম্। অরেরে ইতি বক্তি শ্রোত্রিয়ঃ স্নাত উচ্চৈরিত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায়ে ত কহিব বিস্তারি। যার যেই ইচ্ছা সেই বুঝহ বিচারি ॥ গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে সংক্ষেপে কহিল। দৈশিক ভাষায় উদাহরণ না দিল ॥ যথাযোগ্য সুখে সর্বভাষায় বর্ণিবে। কিন্তু

সংস্কৃতপ্রায় প্রাকৃত জানিবে ॥

উক্তঞ্চ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে—(২।৭—৯) সংস্কৃতেনৈব কেপ্যাহুঃ প্রাকৃতেনৈব কেচন। সাধারণ্যাদিভিঃ কেপি কেচিন্ম্লেচ্ছাদিভাষয়া। ন ম্লেচ্ছিতব্যং যজ্ঞাদৌ স্ত্রীষু নাপ্রাকৃতং বদেৎ। সংকীর্ণং নাভিজাতেষু নাপ্রবুদ্ধেষু সংস্কৃতম্ ॥ দেবাদ্যাঃ সংস্কৃতং প্রাহুঃ প্রাকৃতং কিন্নরাদয়ঃ। পৈশাচাদ্যং পিশাচাদ্যা মাগধং হীনজাতয়ঃ ॥ ইতি

অথ বর্ণবৃত্তানাং গণানাহ—মগণ, যগণ আর রগণ, সগণ, তগণ, জগণ আর ভগণ, নগণ ॥ এই অষ্ট গণ-সংজ্ঞা জানিবে নিশ্চয়। ম য র স ত জ ভ ন সঙ্কেত কহয় ॥ তিন-বর্ণ যুক্ত গণ, গুরুলঘুরূপে। ত্রিবর্ণ প্রস্তারি ইহা কহিয়ে সংক্ষেপে ॥ ম গুরু ত্রিবর্ণ, আদি য লঘু জানিহ। র লঘু মধ্যেতে, গুরু-অন্ত স মানিয় ॥ ত লঘু অন্তেতে, গুরু-মধ্য সে জকার। ভাদিগুরু, সর্বলঘু ন-গণ নির্ধার ॥

আচার্যাঃ প্রাহুঃ—ধীঃ শ্রীঃ স্ত্রী (ম), বরা সা (য), কা গুহা (র), বসুধা (স), সা তে ক্ব (ত) কদা স (জ), কিম্বদ (ভ), ন হস (ন) ॥

ক্রমস্ত বৃত্তরত্নাকরে (১।৭)—'সর্বগুর্মো মুখান্তলৌ যরাবন্তগলৌ সতৌ। গ্মধ্যাদ্যৌ জ্ভৌ ত্রিলো নোঽষ্টৌ ভবন্ত্যত্র গণাস্ত্রিকাঃ ॥' পিঙ্গলে উদ্‌গাথা—মো তিগুরু ণো তিলহু, লহুগুরু আইং ভো জ মজ্ঝ গুরূ। মজ্‌ঝলহু রো সো উঁণ, অন্ত গুরূ তো বি অন্ত-লহুএণ ॥

বাণীভূষণে (১।২০) 'মগণস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুর্নগণো, ভগণাদিগুরুর্যগণাদিলঘুঃ। গুরুমধ্যগ-জো লঘুমধ্যগ-রঃ, স-গণোন্তগুরুস্তগণোন্তলঘুঃ ॥'

আগ্নেয়ে—সর্বাদিমধ্যান্তগলৌ ম্নৌ ভ্যৌ, জ্রৌ স্তৌ ত্রিকা গণাঃ ॥

ছন্দঃকৌস্তভে (১।৮)—'সর্বগুর্মঃ কথিতো ভজসা গুর্বাদিমধ্যান্তাঃ। ছন্দসি নঃ সর্বলঘুর্যরতা লঘ্বাদিমধ্যান্তাঃ ॥'

সঙ্গীতপারিজাতে— 'আদিমধ্যাবসানেষু যরতা যান্তি লাঘবম্। ভজসা গৌরবং যান্তি মনৌ গৌরব-লাঘবে ॥'

ম য র স ত জ ভ ন গ্ল দশ বরণ। সর্বশাস্ত্র ব্যাপ্ত বিষ্ণু ত্রৈলোক্য যেমন ॥

বৃত্তরত্নাকরেঽপি (১।৬)—'ম্যরস্তজভ্নগৈর্লান্তৈরেভি র্দশভিরক্ষরৈঃ। সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা ॥' ইতি।

গণোৎপত্তিমাহ—চন্দ্র সূর্য অগ্নি—তিন শিবের নয়ন। তাহে তিন বর্ণ গুরু জন্মিলা ম-গণ ॥ ম-গণেতে য-গণ য-গণেতে র গণ। র-গণে স-গণ—এই ক্রমে অষ্ট হন ॥

বৃত্তমুক্তাবল্যাং — মহেশস্য মিতানলাত্রেয়,-নেত্রত্রয়াজ্জা (?) ত্রিগুর্বাত্মকোঽভূদ্‌গণো মঃ। মতো যো যতো রো রতঃ সঃ সতস্তস্ততো জো জতো ভো ভতো নঃ প্রজজ্ঞে ॥

গণনাং গুণ:—র স ম ন রাজস, তামস ভ জ ত য। সত্ত্বগুণযুক্ত হৈয়া সাধু শাস্ত্র ভজ ॥

মুক্তাবল্যাং—'রগণো সগণো মগণো নগণো রজসা সহিতো ভগণো জগণঃ। তগণস্তমসা মিলিতো যগণো (?) কবিনৃপশেখর সত্ত্বগুণেন যুতঃ ॥'

গণানামৃষিঃ—ম য র স ত জ ভ ন—গণাষ্ট সুগম। বৃত্তমহোদধি-মতে কহি ঋষিক্রম ॥ কশ্যপ, আত্রেয়, কুৎস, কৌশিক, বশিষ্ঠ। গৌতম, অঙ্গিরা, ভৃগুসুত—এ বিশিষ্ট ॥

মুক্তাবল্যাং—— 'মকারাদয়োঽষ্টৌ গণা বৃদ্ধিমাপন্ ক্রমাৎ কশ্যপাত্রেয়াশ্চ কুৎসস্য গোত্রে। ঋষেঃ কৌশিকর্ষের্বশিষ্ঠস্য বিদ্বন্নৃষের্গৌতমস্যাঙ্গিরঃ কাব্যরাজে ॥'

গণানাং জাতিমাহ—ন র য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জ-গণ নিশ্চয়। বৈশ্যজাতি ভ গণ, স ত ম শূদ্র হয় ॥

বৃত্তমহোদধৌ—নরযাশ্চ দ্বিজাঃ প্রোক্তা জগণঃ ক্ষত্রিয়ো মতঃ। ভগণো বৈশ্যজাতিস্তু সতমাঃ শূদ্রজাতয়ঃ ॥

মুক্তাবল্যাং—নগণো যগণো রগণো ধরণীসুরজাতিরনন্তরজাতি-যুতঃ জ গণো পরতঃ ভগণোঽন্ত্যগণস্তগণঃ সগণো মগণো নৃপমে ॥

গণানাং রসঃ—মগণের রৌদ্ররস য করুণ জানি। র শৃঙ্গার স ভয় ত সাত্ত্বিক বাখানি ॥ জ-গণের বীররস ভ হাস্য জানিবে। ন গণ মোদএ (?) রস রসেতে মানিবে ॥

বৃত্তমহোদধৌ—মস্য রৌদ্ররসো জ্ঞেয়ো যস্যান্তে করুণাহ্বয়ঃ। রস্য শৃঙ্গার নামান্তে স-গণস্য ভয়ানকঃ ॥ তস্য সাত্ত্বিকনামান্তে জস্য বীররসো মতঃ। ভস্য হাস্যরসঃ প্রোক্তো নগণো রসমোদকঃ ॥

মুক্তাবল্যাং—মগণস্য ধরাধিপ রৌদ্ররসো, যগণস্য গুণিন্ করুণাখ্যরসঃ। রগণস্য ঘনোজ্জ্বল-নাম রসঃ, সগণস্য ভয়ানক-নাম রসঃ ॥ তগণস্য তু সাত্ত্বিক-নামরসো, জগণস্য জয়াকর-বীররসঃ। ভগণস্য ভয়াপহ-হাসরসো গুণিপোষণত্বান্নগণঃ সরসঃ ॥

গণানাং রক্তগৌরাদিবর্ণঃ—জ র রক্ত ভ য গৌর ম ত পীত জানি। স সিত ন নীল মহোদধিতে বাখানি॥

মুক্তাবল্যাং—জগণো রগণো নৃপ রক্তগুণো ভগণো যগণঃ শৃণু গৌর-গুণঃ। মগণস্তগণো বুধ পীতগুণঃ সগণো সিতযুঙ্ ন-গণস্ত্বগুণঃ॥

গণানাং দেশঃ—ম মগধ, ভ যমুনে, স সুরাষ্ট্র ভণি। র অবন্তী, জ কলিঙ্গ, য কেকয় পুনি॥ ত সিন্ধু, ন সুমেরু-অধিপ ইহা জানো। কহয়ে পণ্ডিত গণে যত্ন করি মানো॥

বৃত্তমহোদধৌ—মগণো মগধাধীশো যগণঃ কেকয়াধিপঃ। রগণোঽবন্তি-কাধীশঃ সগণস্তু সুরাষ্ট্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি।

মুক্তাবল্যাং—'মগণো মগধে ভ-গণো যমুনে স-গণস্তু সুরাষ্ট্রপতিস্তু রজৌ। স অবন্তিকলিঙ্গপতী যতনা নৃপ কেকয়সিন্ধুসুমের্বধিপাঃ॥

গণানাং লিঙ্গভেদঃ—ভ জ নারী ম স নপুংসক লিঙ্গ হয়। র য ত ন পুংলিঙ্গ পণ্ডিতগণে কয়॥

বৃত্তমহোদধৌ—ভগণো জগণো নারী মসাবুক্তৌ নপুংসকৌ। রগণো যগণশ্চৈব তগণো নগণঃ পুমান্॥

মুক্তাবল্যাং—ভগণো জগণো যুবতির্মগণঃ সগণস্তু নপুংসকতা-সহিতঃ। রগণো যগণস্তগণো নগণঃ পুরুষা ইত্যাদি।

গণানাং দিঙ্মুখঃ—জ ম য-বদন পূর্ব, পশ্চিম ভ-গণ। স র দক্ষিণা-ন্যোত্তর জানিবে ত-গ-ণ॥ ন-গণের সর্বদিশে আস্য সুনিশ্চয়। এ কৌতুক বৃত্তমহোদধি গ্রন্থে কয়॥

মুক্তাবল্যাং—জকারো মকারো যকারো ধরিত্রীধর প্রাঙ্মুখো পশ্চি-মাস্যো ভকারঃ। সকারোঽথ রো দক্ষিণাস্যস্তকারস্তুদগ্বক্ত্রকঃ সর্বতো বক্ত্রকো নঃ॥

গণানাং নেত্রম্—স-গণের এক নেত্র দ্বিনেত্র ত-গণ। য ভ জ র ম ন ইথে জানো ত্রিনয়ন॥

বৃত্তমহোদধৌ—— সগণস্ত্বেকনেত্রঃ স্যাদ্ দ্বিনেত্রস্তস্য জঃ পুনঃ। নগণো রভযশ্চৈব মগণশ্চ ত্রিলোচনঃ॥

মুক্তাবল্যাং—— মহাশৌর্যবান্নেক-নেত্রঃ সকারো, দ্বিনেত্রস্তকারশ্চ যো জশ্চ ভোঽপি। ত্রিনেত্রো নকারশ্চ রেফো মকার ইত্যাদি।

গণানাং বাহনঃ—ম য র স ত জ ভ ন-ক্রমে এই বাহন। কমঠ-মকরো-রণ-মৃগ-বৃষ হন॥ তুরগ শশক গজ —অষ্ট গণি লেহ। এ অতি কৌতুক কবি ইথে চিত্ত দেহ॥

বৃত্তমহোদধৌ—মগণঃ কমঠেনোঢ়ো যগণো নক্রবাহনঃ। রগণো মেষ-সংবাহঃ সগণস্ত্বেণবাহনঃ॥ তগণো বৃষবাহশ্চ জগণো বাজিবাহনঃ। ভগণঃ শশকারূঢ়ো নগণো গজবাহনঃ॥ মুক্তাবল্যাং—মগণঃ কমঠে যগণো মকরে রগণস্তুরগে সগণো হরিণে। তগণো বৃষভে জগণস্তুরগে ভগণঃ শশকে নগণো দ্বিরদে॥

গণানাং গ্রহঃ—মকারাদিগ্রহ ক্রমে কুজ, কবি, শনি। বুধ, রাহু, রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি জানি॥

বৃত্তমহোদধৌ—মযরসতজা ভৌ চ ভৌম-শুক্র-শনৈশ্চরাঃ। সৌম্যো রাহুশ্চ সূর্যশ্চ গ্রহঃ শশী বৃহস্পতিঃ॥

গণানাং দেবঃ—মাদি দেব ক্রমে ভূমি জল শিখী জানো। পবন গগন সূর্য চন্দ্র ফণী মানো॥

পিঙ্গলে (১।৩৩)—পুহবী জল সিহি পবণং, গঅণং সুরোঅ চন্দ ফণীও। গণ অট্ঠ ইট্ঠ দেও, জহ-সংখং পিঙ্গলে কহিও॥'

বাণীভূষণে (১।২৪)—মহীজলা-নলান্তকাঃ স্বরর্যমেন্দুপন্নগাঃ। ফণীশ্বরেণ কীর্তিতা গণাষ্টকেঽষ্ট দেবতাঃ॥

সগণ নগণে দেব বায়ু নাগ হয়। এ দুইর যম ইন্দ্র গ্রন্থান্তরে কয়॥

তথাহি ত্রিতয়ার্ণপ্রস্তারে—ভূদক-শিখি-কাল-খ-রবি-চন্দ্রাহি-সুরাঃ। ম য র স ত জ ভ ন সংজ্ঞাগণাস্তু নিজ দেবতুল্যফলদানপরাঃ। সনৌ কাল-শক্রাবিত্যাদি।

গণানাং ফলান্যাহ——মগণেতে ঋদ্ধি স্থির কার্য সুনিশ্চয়। য সুখ সম্বন্ধ করে ফণীশ্বরে কয়॥ রগণ মরণ-সম্পত্তি ইহা মানো। সগণেতে সহবাস বিবাসই জানো॥ তগণেতে শূন্যফল কহিয়ে নির্ধার। জগণ সন্তাপবিশেষ এ অনিবার॥ ভগণ নাশয়ে অমঙ্গল অতিশয়। নগণেতে ঋদ্ধিবৃদ্ধি সকল ফুরয়॥ রণ-রাজকুল দুস্তরেতে পুন তরে। আর্যা আদি ছন্দে যে প্রথমে ইহা ধরে॥

পিঙ্গলে (১।৩৫,৩৬)—মগণ ঋদ্ধি থির কজ্জ, যগণ সুহসম্পঅ দিজ্জই। রগণ মরণ সম্পলই যগণ খরকিরণ বিসজ্জই॥ তগণ সুণ্ণফল কহই সগণ সহদেসু ব্বাসই। ভগণ রচই মঙ্গল অণেক কই পিঙ্গল ভাষই॥ জত কব্বগাহ দোহই মুণহু, ণগণ পঢ়ম কৃত্থরই। তসু রিদ্ধি বুদ্ধি সব্বউ ফুরই, রণ রাউল দুত্তর তরই॥

বাণীভূষণে (১।২৫)—মঃ সম্পদং

বিতনুতে নগণো যশাংসি, শ্রেয়ঃ করোতি ভগণো যগণো জয়ঞ্চ। দেশাদ্বিবাসয়তি জো রগণো নিহন্তি, রাষ্ট্রং বিনাশয়তি সস্তগণোঽর্থহন্তা ॥

ক্রমস্তু শ্রুতবোধে—মো ভূমিঃ শ্রিয়মাতনোতি য-জলং বৃদ্ধিং র বহ্নির্মৃতিং, সো বায়ুঃ পরদেশ-দূরগমনং ত ব্যোম শূন্যং ফলম্। যঃ সূর্যো রুজমাদদাতি বিপুলং ভেন্দুর্যশো নির্মলং, নো নাকঃ সুখমীপ্সিতং ফলমিদং প্রাহুর্গণানাং বুধাঃ ॥

সঙ্গীতপারিজাতে—মে ভূমির্দেবতা নে চ বাসভো ভে চ চন্দ্রমাঃ, যে বারিজং রবিস্তে চ খং সেঽনিলশ্চ রেঽনলঃ। লক্ষ্মীবায়ুর্যশঃ সৌখ্যং দুঃখঞ্চাতিদরিদ্রতা, দেশভ্রংশো মৃতিস্তেষামিত্যেতানি ফলানি চ ॥ ম য র স ত জ ভ ন অষ্টগণ গণি। ইহার মধ্যে ম ন ভ য শুভ ভণি ॥ ত জ স র চারি গণ অশুভ সর্বথা। কাব্য-আদি না দিহ, ইহাতে পাবে ব্যথা ॥ যদি দৈববশে দুষ্ট-গণ আদি হয়। অপরগণেতে তা শোধিলে দোষক্ষয় ॥ নহিলে যে করে কাব্য, যে জনে করায়। উভয়তঃ দোষ-প্রাপ্তি জানো সর্বথায় ॥

বৃত্তরত্নাকরে—দুষ্টা র-স-ত-জা যস্মাদ্ধনাদীনাং বিনাশকাঃ। কাব্য-স্যাদৌ ন দাতব্যা ইতি ছন্দোবিদো জগুঃ ॥ যদা দৈববশাদাদ্যো গণো দুষ্টফলো ভবেৎ। তদা তদ্দোষশান্ত্যর্থং শুদ্ধ্যৈ স্যাদপরো গণঃ ॥

অন্যত্রাপি—বর্ণ্যতে নায়কো যত্র ফলং তদ্গতমাদিশেৎ। অন্যথা তু কৃতে কাব্যে কবের্দোষাবহং ফলম্ ॥

অথ **গণানাং মিত্রামিত্রাদিকমাহ**—ম ন মিত্র, ভ য ভৃত্য, জ ত উদাসীন। স র অরি—কহে ফণীশ্বর পরবীণ ॥

তথাহি পিঙ্গলে—মগণ নগণ দুই মিতু হো ভগণ যগণ হোউ ভিট্ঠ। উআসীণ জ ত দুঅ উগণ অবসিঠ্ঠউ অরিনিঠ্ঠ ॥

বাণীভূষণেঽপি—মৈত্রং মগণ-নগণয়ো র্যগণ-ভগণয়োশ্চ ভৃত্যতা ভবতি। ঔদাস্যং জগণ-তগণয়োররিভাবঃ সগণ-রগণয়োরুদিতঃ ॥

বৃত্তরত্নাকরে—মনৌ মিত্রে ভযৌ ভৃত্যাবুদাসীনৌ জরৌ স্মৃতৌ। তসাবরী নীচ-সংজ্ঞৌ দ্বৌ দ্বাবেতৌ মনীষিভিঃ ॥ তথাহুরার্যকবিপণ্ডিতাঃ—মিত্র-ভৃত্য-তটস্থারি-সংজ্ঞৌ ম্নৌ ভ্যৌ জতৌ রসৌ। স্বস্বযুগ্মে বৃদ্ধিবশ্যা ফলস্বামিক্ষয়াঃ ক্রমাৎ ॥ ইতি জত উদাসীন সংজ্ঞা, তটস্থ দ্বিতীয়। কেহ কহে শুভাশুভ নহে এ জানিয় ॥ তথাহি—তটস্থান্ন শুভাশুভমিতি।

গণদ্বয়-সংযোগেঽপি ফলবিশেষ ইতি সূচয়িতুং গণদ্বয়বিচারমাহ—কাব্য-আদিধারা দুই গণে ষড়ক্ষর। মিত্রামিত্র আদি বিচারিয়া নিরন্তর ॥ মিত্র-মিত্র ঋদ্ধিবৃদ্ধি দেন সুমঙ্গল। মিত্র-ভৃত্য-কার্য স্থির যুদ্ধে জয় ফল ॥ মিত্র-উদাসীন-কার্য—বন্ধন শ্রীক্ষয়। মিত্রশত্রু মিলে গোত্র-বান্ধব পীড়য় ॥ ভৃত্যমিত্র সংযোগেতে সর্বকার্য সিদ্ধ। ভৃত্যভৃত্য রাজত্বে উত্তরকাল বৃদ্ধ (?)॥ ভৃত্য উদাসীন মিলি ধননাশ করে। ভৃত্য বৈরি হাহাকার ক্রন্দন বিস্তারে ॥ উদাসীন-মিত্র কার্য মন্দাল্প দেখয়। উদাসীন-ভৃত্য পরতন্ত্রাদি করয় ॥ উদাসীন-উদাসীন শুভাশুভ নয়। উদাসীন শত্রু গোত্র-বৈরি-বলক্ষয় ॥ শত্রু পরে মিত্র হৈল্যে শূন্যফল মানো। শত্রু-ভৃত্যে গৃহিণীনাশ ফল জানো ॥ শত্রু-উদাসীন ধন নাশ করে খানি। শত্রু-শত্রু নায়ক-নিপাত ভণে ফণী ॥

পিঙ্গলে কাব্যছন্দঃ (১।৩৭)—মিত্ত মিত্ত দে রিদ্ধি বুদ্ধি অরু মঙ্গল দিজ্জই। মিত্ত ভিত্ত থির কিজ্জই জুজ্ঝ নিভ্ভয় জঅ কিজ্জই ॥ মিত্ত উআসে কজ্জ বন্ধণহি পুণু পুণু ছিজ্জই। মিত্ত হোই জই সত্তু গোত্তবন্ধব পীলিজ্জই ॥ অরু ভিত্ত মিত্ত সব কজ্জ হোই, ভিচ্চ ভিচ্চ আঅত্তি চল। সব্বভিচ্চ উআসে ধণু ণসই ভিচ্চ বইরি হাকংদ পল ॥ উআসিণ জই মিত্ত কজ্জ কিচ্ছ বন্ধ দেখাবই। উআসিন জই ভিচ্চ সব্ব আঅত্তি চলাবই ॥ উআসান উআসে মন্দ ভল কিছুঅ ন দেক্খিঅ। উআসীন জই সত্তু গোত্ত-বইরিউ কই লেক্খিঅ ॥ জই সত্তু মিত্ত হোই সুণ্ণ ফল সত্তু ভিচ্চ হোই ঘঘ্ঘণী ণস। পুণু সত্তু উআসে ধণু নশই সত্তু সত্তু ণাঅক্ক খস ॥

বাণীভূষণেঽপি (১।২৭—৩০)—মিত্রয়োরুদিতা সিদ্ধির্জয়ঃ স্যাদ্ ভৃত্য-মিত্রয়োঃ। মিত্রোদাসীনয়োর্ন শ্রীঃ স্যাৎ পীড়া মিত্র-বৈরিণোঃ ॥ কার্যং স্যান্মিত্র-ভৃত্যাভ্যাং ভৃত্যাভ্যাং সর্ব-শাসনম্। ভৃত্যোদাসীনয়োর্হানি-র্হাকারো ভৃত্য-বৈরিণোঃ ॥ উদা-সীনবয়স্যাভ্যাং ক্ষেম সাধারণং ফলম্। স্যাদুদাসীন - ভৃত্যাভ্যামস্বায়ত্তিস্তু সর্বশঃ ॥ উদাস্তাভ্যাং ফলাভাবঃ পরারাত্যোর্বিরোধিতা ; শত্রুমিত্রে

ফলং শূন্যং স্ত্রীনাশঃ শত্রু-ভৃত্যয়োঃ। শত্রুদাসীনয়োর্হানিঃ শত্রুভ্যাং নায়কক্ষয়ঃ॥ ইতি বৃত্তরত্নাকরে—মিত্রোদাসীন-ভৃত্যেভ্যো মিত্রভৃত্যৌ শুভৌ মতৌ। অন্যেভ্য ইতরে নেষ্টৌ ইত্যাহুঃ পরিশেষতঃ॥ তথাহুরার্যকবিপণ্ডিতাঃ —— মিত্রভৃত্য-তটস্থারি-সংজ্ঞা ম্নৌ ভ্যৌ জতৌ রসৌ। স্বস্বযুগ্মে বৃদ্ধি-বশ্যাফল স্বামিক্ষয়াঃ ক্রমাৎ॥

গণাষ্টের ফলাফল কৈলু নিরূপণ। কাব্যকারয়িতা কর্ত্তার মঙ্গল-কারণ॥

অথ **বর্গ**—অ বর্গ, ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ জানো। ত বর্গ প বর্গ শ বর্গ মানো॥ অ ক চ ট ত প য শ সঙ্কেতাখ্যা আর। অকুচুটুতুপু যশ জানিবে নির্দ্ধার॥

বর্গজাতি—অবর্গ কবর্গ পদে বিপ্র সুনিশ্চয়। চবর্গ টবর্গ ক্ষত্রিয় ইথে না সংশয়॥ তবর্গ পবর্গ পদে বৈশ্য যে বাখানি। যবর্গ শবর্গ শূদ্র শাস্ত্র মতে জানি॥

সঙ্গীতদামোদরে—অকবর্গ - পদে বিপ্রশ্চটবর্গে চ ক্ষত্রিয়ঃ। তপবর্গপদে বৈশ্যো যশবর্গে চ শূদ্রকঃ॥

ছন্দোদীপকে —— দ্বিজবর্ণোঽক বর্গাভ্যাং চটাভ্যাং ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ। তপাভ্যাং বৈশ্যবর্ণশ্চ যশাভ্যাং শূদ্রসংজ্ঞকঃ॥

বর্গফলমাহ —— ব্রহ্মবর্গ-ঘটনে চিরায়ু পরচার। ক্ষত্রিয় বর্গে দ্রবিণায়ু কহিয়ে নির্দ্ধার॥ বৈশ্যে পুত্রশত শত-লাভ শাস্ত্রে কয়। অবশ্য জানিহ শূদ্রবর্গে মৃত্যু হয়॥

সঙ্গীতদামোদরে— ব্রহ্মবর্গ-ঘটনেন চিরায়ুঃ ক্ষত্রিয়বর্গে দ্রবিণসখায়ুঃ। বৈশ্যে পুত্র-শতংশতং লাভঃ শূদ্রে মৃত্যুং পঠতি কণাদঃ॥

বর্গদেবতাফলমাহ—অবর্গের দেব গুরু কবর্গে ভার্গব। চবর্গে চন্দ্রমা দেব শুন কবিসব॥ টবর্গের দেব কুজ সূর্য দুই ভণি। তবর্গে দেবতা বুধ পবর্গের শনি॥ যবর্গের রাহু শবর্গের কেতু জানো। নানাগ্রন্থমতে বর্গ দেব অন্য মানো॥ ইষ্টার্থদ গুরু, ভৃগু শুন কবিগণ। যশঃ বৃদ্ধি করে শশী ইথে দেহ মন॥ কুজ সূর্য—এ দুই দাহক দুঃখখনি। বুধ শুভপ্রদ রাজ্যভ্রংশ করে শনি॥ সর্বনাশ করে রাহু কেতু, না সংশয়। কিন্তু চতুর্বর্গপ্রাপ্তি জগন্নাথাশ্রয়॥ পুন কহি ষষ্ঠ সপ্ত একাদশ স্থানে। দুষ্ট বর্ণে মৃত্যুফল কহে বিজ্ঞজনে॥

সঙ্গীতদামোদরে—অবর্গঃ স্যাদ্দেবগুরুঃ কবর্গে ভার্গবঃ স্মৃতঃ। চবর্গে চন্দ্র আখ্যাতষ্টবর্গে কুজ-সূর্যকৌ॥ তবর্গে চ বুধঃ প্রোক্তঃ পবর্গে চ শনৈশ্চরঃ। যশবর্গে রাহু-কেতূ বর্গেষ্টগণ-দেবতাঃ॥ ইষ্টার্থদৌ গুরুভৃগূ যশোবৃদ্ধিকরঃ শশী। দাহকৌ কুজসূর্যৌ তু বুধঃ শুভফলপ্রদঃ। রাজ্যভ্রংশকরঃ প্রোক্তঃ শনিঃ সঙ্গীতকোবিদৈঃ॥ সর্বনাশকরৌ প্রোক্তৌ রাহু-কেতূ ন সংশয়ঃ। একস্ত্রিজগতীনাথশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ। অপি চেষ্টগ্রহাংশানাং ফলমেষ প্রযচ্ছতি॥

অন্যথৈবোক্তং ছন্দোদীপকে—অকুচুটুতুপু যশবর্গাস্তেষামেতাস্ত দেবতাঃ ক্রমশঃ। সোমো ভৌমঃ সৌম্যো জীবঃ শুক্রঃ শনি-রবী রাহুঃ। আদ্যঃ কীর্ত্ত্যায়ুষী কীর্ত্তিঞ্চটতা দুর্যশস্ত কঃ। পো মান্দ্যং যো ভয়ং কুর্যাৎ শঃ স্বত্যস্ত চ শূন্যতাম্ (?)॥

তথা সঙ্গীতপারিজাতে—অকচট তপ যশবর্গাস্তেষাং তু দেবতাঃ। সোমো ভৌমো বুধো জীবঃ শুক্রশন্যর্করাহবঃ॥ আয়ুঃপীড়া প্রমা বিদ্যা ভাগ্যং রোগ্যমৃতির্জয়ম্। আদ্যস্থানে প্রয়োগশ্চেৎ ফলং তেষাং ক্রমাদ্ভবেৎ॥ অ ক চ ট তপযশাঃ স্থানে ষষ্ঠে চ সপ্তমে ভবত্যেকাদশস্থানে তেষু দুষ্টে মৃতিঃ ফলম্॥

অথ **বর্ণ**ঃ—অকারাদি ক্ষকারপর্যন্ত বর্ণ যত। এ সভার লিঙ্গ ভেদ আছয়ে বেকত॥ মহোদধি আদি গ্রন্থ কর নিরীক্ষণ। বাহুল্যনিমিত্ত এথা না কৈল বর্ণন॥ যদ্যপিহ বর্গে ব্যক্ত হইল সকল। তথাপি পৃথক্ কহি বর্ণ ফলাফল। হজধরঘন খ ভ দগ্ধ বর্ণ আট। কাব্য আদি ইহা কভু না করিয়ে পাঠ॥ হজধাতি অহিত জীবন ধন হরে। ভূপতির ভূরি ক্রোধ করায় রকারে॥ ঘনখ দায়ক তনু-পীড়া রোগ ব্রণ। ভকার ভ্রমায় দূরদেশ অনুক্ষণ॥

অন্যত্রাপি—হজধ্রঘ্নখভান্ প্রাহুর্দগ্ধবর্ণান্ বিপশ্চিতঃ। কৌস্তুভে—(১।১৫) হজধা হিতজীবনধনহরা, নৃপক্রোধকৃদ্রেফঃ। তনুপীড়ারুগ্ব্রণদা ঘনখা ভ ইহাতি দূরগতিদায়ী॥

অষ্টবর্ণ দুষ্ট নিরূপিল আছে আর। বহুগ্রন্থে বহু মত কহিয়ে বিস্তার॥ ঝ ঙ উ ভ ট ঠ ড ণ থ ফ ব জ স র। ন ব ষ হ ল কাব্যাদি অশুভনাধর॥

বৃত্তচন্দ্রিকায়াং—ঝ ঙ উ ভা ষ ট ঠ ড না স্থফবা মজবা নবৌ। ষহণাঃ সংযুতাশ্চান্তে কাব্যাদৌ ন শুভা মতাঃ॥ অগস্ত্যের মত ট ঠ ঢ থ ঝ

ষ হ ল। ঙ ঞ ণ পবর্গ কাব্যআদি দুষ্ট ফল ॥ কাব্যঅন্তে য ব ল ঘ খ ত ভ ত্যাগিবে। শুভবর্ণ কাব্যআদি-অন্ত সুখ পাবে ॥ পুন জ্ঞানহেতু কহি সংক্ষেপ সুগম। পঞ্চদশ পঙ্‌ক্তি কোষ্ঠ লিখয়ে নিয়ম ॥ ঊর্ধ্ব দশ কোষ্ঠ পঞ্চ বক্র ক্রম-মতে। অকারাদি বর্ণগণ লিখহ তাহাতে ॥ আদ্য ঊর্দ্ধ পংক্তি বর্ণ বায়ু বীজ সত্য। দ্বিতীয় পংক্তির বর্ণ বহ্নিবীজ নিত্য ॥ তৃতীয় পংক্তির বর্ণ ভূমিবীজ জানো। চতুর্থ পংক্তির বর্ণ বারি-বীজ মানো ॥ অন্ত্য বর্ণস্থিত বর্ণ খবীজ ক্রমেতে। বায়ু বহ্নি ভূমি বারি খ পঞ্চ পঞ্চেতে ॥ বায়ু ভ্রম বহ্নি মৃত্যু ভূমি লক্ষ্মী জানো। জলে সুখ খ ধনহানি—এ সত্য মানো ॥ পুন এ বিশেষ দুষ্ট ত্রিবর্ণ ন হ মে। লক্ষ্মীনাশ হবে যশ সর্বনাশ ক্রমে ॥

সঙ্গীতপারিজাতেঽপি——জীবনং যদি বাচ্যস্তু ব্রহ্মা বা কিং শিবোঽথবা। পংক্তিষূর্দ্ধাসু তির্যক্ষু কোষ্ঠাঃ স্যুর্দশ পঞ্চ চ ॥ তির্যক কোষ্ঠেষ্বকারাদ্যা বর্ণা লেখ্যাঃ ক্রমেণ তু। আদ্যোর্দ্ধ-পংক্তিগা বর্ণা বায়ুবীজানি সর্বদা। দ্বিতীয়-পংক্তিগা বর্ণা বহ্নিবীজানি নিত্যশঃ ॥ তৃতীয়ায়াং স্থিতা বর্ণা ভূমিবীজানি কেবলম্। চতুর্থপংক্তিগা বর্ণা বারি-বীজানি সততম্ ॥ অন্ত্যবর্ণস্থিতা বর্ণা খবীজানি চ সম্মতাঃ। ভ্রমো বায়ৌ মৃতির্বহ্নৌ ভূমৌ লক্ষ্মী জলে সুখম্। খবীজে ধনহানিঃ স্যাদ্ (গ্রন্থাদৌ) বাচ্যস্তেতি ফলং ভবেৎ ॥ স্তুত্যস্তু শ্লোকগীতাদৌ প্রয়োগে গণ-বর্ণয়োঃ। ফলান্যেতানি জায়ন্তে তস্মাদেতদ্ বিচারয়েৎ ॥ ক্বচিদন্যত্র সংপ্রোক্তান্ বিশেষাংস্তান্ ব্রবীম্যহম্। নকারো নাশয়েল্লক্ষ্মীং হকারস্তু হরেদ্যশঃ। মকারঃ সর্বহা তস্মাদ্ গীতাদৌ তং পরিত্যজেৎ। মকারঃ সর্বহর্ত্তা স্যাদ্ গ্রন্থাদৌ তং পরিত্যজেদিতি কেচিৎ।

অ	ই	উ	ঋ	ঌ
আ	ঈ	ঊ	ৠ	ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ল	ক্ষ

গীতবর্ণনেতে বর্ণ শুভাশুভ ফল। বিশেষ কহিয়ে ক্রমে জানিবে সকল ॥ উদ্‌গ্রাহে ন-গ-রান্তরে স-ত-লা বিভাগ। আভোগে হ-ট-কা—এই নব বর্ণ ত্যাগ ॥ উদ্‌গ্রাহ, অন্তরাভোগে দ-ভ-ব-গ্রহণ। ক্রমে তিন লক্ষ্মী ফল দেন অনুক্ষণ ॥ গীতে বর্ণদোষগুণ করিয়া বিচার। রচহ অপূর্ব গীত বিবিধ প্রকার ॥

সঙ্গীতপারিজাতে——উদ্‌গ্রাহে নগরাশ্চৈবমন্তরে সতলাস্তথা। আভোগে হটকাশ্চৈব নব বর্ণান্ পরিত্যজেৎ ॥ উদ্‌গ্রাহে তু দকারশ্চ ভকারশ্চান্তরে তথা। আভোগে তু বকারশ্চ তত্র লক্ষ্মী ফলং ভবেৎ ॥ যদি বর্ণগণ দোষযুক্ত শব্দ হয়। দেবশুভবাচকে নিন্দাদোষ ক্ষয় ॥

সঙ্গীত-পারিজাতে—দেবতা যদি বাচ্যাঃ স্যুর্দোষা এতে ভবন্তি ন। ....যদি শব্দঃ স্যান্মনুষ্যার্থে ন দোষভাক্ ॥ ভামহেনোক্তং—দেবতা-বাচকাঃ শব্দা যে চ ভদ্রাদি-বাচকাঃ। তে সর্বে নৈব নিন্দ্যাঃ স্যুর্লিপিতো গণতোঽপি চ।

উদ্‌গ্রাহাদি স্পষ্ট জানাইবার কারণ। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু গীতের লক্ষণ ॥

অথ **গীতং**—ধাতু-মাতু-সহ গীত রঞ্জক-বিশেষ। নাদাত্মক ধাতু মাতু লক্ষণ অশেষ ॥ সঙ্গীতসারে—গীতং রঞ্জকধাতুমাতু-সহিতমিতি। সঙ্গীত-কৌমুদ্যাং—রাগৈর্বিরচিতং গীতমিতি। গীত-প্রকাশে তু——রঞ্জকস্বরসন্দর্ভো গীতমিতি। বস্তুতস্তু নারদ-সংহিতায়াং—ধাতু-মাতুসমাযুক্তং গীতমিত্যভি-ধীয়তে। তত্র নাদাত্মকং জ্ঞেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে ॥ গুণাদিধারণা-দ্ধাতুর্গীতাবয়ব এব সঃ। গুণালঙ্কার-বাক্যেষু রঞ্জকৌজস্বিতা যদি। মাতুঃ স গদিতস্তজ্‌জ্ঞৈর্মানবস্য প্রমোদনাৎ ॥ অনিবদ্ধ নিবদ্ধাদি অশেষ লক্ষণ। গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে না কৈল বর্ণন ॥ কিন্তু প্রবন্ধের অবয়ব ধাতু হয়। অবয়ব বলি ভাগ-বিশেষ নিশ্চয় ॥ চারিপ্রকার ধাতু গীত-বিজ্ঞ কন। উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুবাভোগ হন ॥ গীতের প্রথম ভাগ উদ্‌গ্রাহক হয়। তারপর মেলাপক জানিহ নিশ্চয় ॥ ইহার পশ্চাৎ ধ্রুব, আভোগ অন্তিমে। এইত কহিল চারি, বিচারিবে ক্রমে ॥

তথাহি—প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স

চতুর্থা প্রকীর্ত্তিতঃ। উদ্‌গ্রাহক-মেলাপক-ধ্রুবাভোগ ইতি ক্রমাৎ॥ উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমো ভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ। ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাদাভোগস্ত্বন্তিমো মতঃ॥

কেহ কহে উদ্‌গ্রাহক ধ্রুবাভোগ ত্রয়। বুঝি মেলাপক ধাতু সর্বত্র না হয়॥ তদুক্তং শিরোমণৌ—উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমঃ পাদঃ কথিতঃ পূর্বসূরিভিঃ। ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবো মধ্য আভোগশ্চান্তিমঃ স্মৃতঃ॥

ধ্রুবাভোগ-মধ্যেতে অন্তরা সংজ্ঞা হন। না হয় ক্বচিৎ স্থানে গীতবিজ্ঞ কন॥

যত্তু হরিনায়কেনোক্তং——ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্তরাভিধঃ। স তু সালগ-রূপস্থ-রূপকেষ্বেব দৃশ্যতে॥ ইতি; মেলাপকান্তরাখ্যৌ তু ন ভবেতাং ক্বচিৎ ক্বচিদিতি।

আভোগমাহ—যত্র কবি-নাম সে আভোগ নিশ্চয়। কবিনাম, নায়কের নাম তথা হয়॥

সঙ্গীতদামোদরে—যত্রৈব কবিনাম স্যাৎ স আভোগ ইতি স্মৃতঃ। অত আভোগে কবিনাম দাতব্যং, ন তু যত্র কবিনাম স আভোগ ইতি।

তদুক্তং——আভোগে কবিনাম স্যাত্তথা নায়ক-নাম চ ইতি। গানক্রম কহি শুন উদ্‌গ্রাহ প্রথমে। তারপর ধ্রুবগান করিবে সুক্রমে॥ তারপর অন্তরা গাইয়া ধ্রুব গাবে। আভোগ গাইয়া পুন ধ্রুব উচ্চারিবে॥

সঙ্গীতদামোদরে ——- উদ্‌গ্রাহং প্রথমং গীত্বা ধ্রুবং গায়েত্ততঃপরম্। ততোঽন্তরা ধ্রুবস্তস্মাদাভোগ ধ্রুবকো মতঃ॥ গীত বহুপ্রকার অশেষ নাম জানো। ক্রমপ্রাপ্ত হেতু তাহা কহি কিছু শুনো॥ উদ্‌গ্রাহ আভোগে মাত্রা সমা বিচিত্রিত। ধ্রুবে মাত্রা ন্যূনে নাম চিত্রপদা গীত॥

সঙ্গীতকৌমুদ্যাং —— উদ্‌গ্রাহাভোগয়োর্মাত্রা সমা যত্র চ দৃশ্যতে। ধ্রুবে যদি ভবেন্ন্যূনা জ্ঞেয়া চিত্রপদা তু সা॥ অন্যে তু—কেবলং পদমাত্রেণ বৈচিত্র্যং যত্র দৃশ্যতে। ন ধাত্বাদৌ বিচিত্রত্বং জ্ঞেয়া চিত্রপদেতি সা॥

উদাহরণং গোণ্ডকিরি-রাগেণ—কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্। পঙ্কজমূদুমিব মারুত-চলিতম্॥

উদ্‌গ্রাহঃ—কেলিসদনং প্রবিশতি রাধা। প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥

ধ্রুবঃ—বিনিদধতী মৃদুমন্থর পাদম্। রচয়তি কুঞ্জর-গতমনুবাদম্॥

অন্তরা—জনয়তু রুদ্রগজাধিপ-মুদিতম্। রামানন্দরায়-কবি-গদিতম্॥

আভোগঃ—

চিত্রকলামাহ—উদ্‌গ্রাহ আভোগে মাত্রা সমা ন্যূনা ধ্রুবে। ত্র্যাদি অষ্ট-পাদ-আঢ্য চিত্রকলা তবে॥

সঙ্গীতকৌমুদ্যাং—— উদ্‌গ্রাহাভোগয়োর্মাত্রা সমা ন্যূনা ধ্রুবে যদি। ত্র্যাদ্যাষ্টাবধিপাদাঢ্যা জ্ঞেয়া চিত্রকলা হি সা॥

গুজ্জরীরাগেণ—— হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে। কিমপরমধিক সমং সখি! ভবনে॥

উদ্‌গ্রাহঃ—মাধবে মা কুরু মানিনি! মানময়ে।

ধ্রুব ইত্যাদ্যনন্তরং—শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতম্। সুখয়তু সুজনজনং হরিচরিতম্॥

আভোগঃ—

অথ **গীতদোষানাহ**——গীতে দোষ বাণীস্খলনাদি বহুতর। দীর্ঘে হ্রস্ব, হ্রস্বে দীর্ঘ আদি এ বিস্তর॥ সংস্কৃত ভাষাতে দোষ নাহি হয়। লক্ষণহীনেতে দোষ জানিবে নিশ্চয়॥

তথাহি—গীতেষু দোষাঃ স্খলনাদি বাণ্যাস্তালাদ্যভাবেন নিবন্ধনঞ্চ। স্যাদ্ধাতুমাত্রাদিহতঃ কটূক্তিরসাদিহানিঃ শ্রবণাপ্রিয়ত্বম্। ইত্যাদি দোষা গীতেষু বহবো যদি সন্ত্যপি। নোক্তাস্তে চেদ্‌গ্রহস্তেষাং জ্ঞানে(?) তত্তদ্‌বিলোক্যতাম্॥

যদ্যপি হরিনায়কেন——গীতে দীর্ঘো ভবেদ্ধ্রস্বো হ্রস্বো দীর্ঘঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। একত্বে চ ক্বচিদ্‌দ্বিত্বং দ্বিত্বে-নৈকত্বমেব চ। শ্লিষ্টে বিশ্লিষ্টতা ক্বাপি ক্বচিদ্রেফস্য বিকৃতং॥ ক্বচিৎ কোমলতা গাঢ়ে গাঢ়তা কোমলে ক্বচিৎ। ইত্যাদ্যা বিশেষেণোক্তং, তথাপি ভাষাগীত-বিষয়মেবেদং; তদুক্তং গীতপ্রকাশ-দামোদরয়োঃ—

পৌনরুক্ত্যং ন ভাষাঢ্যে গীতে দোষোঽভিজায়তে। শীঘ্রোচ্চারে চ বর্ণানাং তথাচৈব প্রসারণে॥ লিঙ্গান্যত্বে বিসন্ধৌ চ সংযুক্তাক্ষর-মোক্ষণে। অসংযুক্তেঽপি সংযোগে হ্রস্ব-দীর্ঘ-ব্যতিক্রমে॥ ভবত্যেতে ন দোষায় সংস্কৃতে প্রাকৃতেঽপি চ॥ বারদ্বয়াধিকং গীতে পৌনরুক্ত্যৈর্ন দোষভাক্।

সঙ্গীতসারেঽপ্যেবমেবোক্তং——সংস্কৃত-প্রাকৃতয়োস্তু তত্তল্লক্ষণহীনত্বং দোষ এব।

শ্লোকার্থ সুগমক্রমে জানো বিজ্ঞজন। বাহুল্যের ভয়ে ভাষা না কৈল

বর্ণন ॥ দুষ্টপদ শ্রুতি-কটু়াদিক দোষ যত। বর্ণকঠোরাদি আর আছে বহু মত ॥ অলঙ্কার সঙ্গীত ছন্দাদি শাস্ত্রে জানি। রচহ অপূর্ব গীত মহানন্দ মানি ॥

ইতি গুরু-লঘু-বর্ণ-গণ-বর্গ-বর্ণ—বিচার।

অথ **মাত্রাগণানাহ**—মাত্রাগণ ট ঠ ড ঢ ণ সংজ্ঞা সুগম। ষট্, পঞ্চ, চতুর, ত্রয়, দ্বিকলা—এ ক্রম। ষটকলা ট-গণভেদ ত্রয়োদশ হয়। পঞ্চকলা ঠ-গণভেদাষ্ট সুনিশ্চয় ॥ ড-গণের চারি কলা ভেদ পঞ্চ মানি। ঢ-গণের কলা তিন ভেদত্রয় জানি ॥ দ্বিকলা ণ-গণভেদদ্বয় এ সুগম। কিন্তু মাত্রাপ্রস্তারে জানিবে ভেদক্রম ॥

পিঙ্গলে চ (১।১২)—টঠ্ঠডঢাণহ মজ্মে, গণভেও হোন্তি পঞ্চকৃখরও। ছপচ তদা জহসংকৃখং, ছপ্পঞ্চ চউত্তিদু কলাসু ॥ টগণো তেরহ ভেও ভেআ অট্ঠাইং হোন্তি ঠ-গণস্স। ড-গণস্স পঞ্চভেআ তিঅ ঢগণে বেবি ণ-গণস্স ॥ বাণীভূষণেহপি (১।৭)—টঠডঢণেতি গণাঃ স্যুঃ ষট্-পঞ্চ-চতুস্ত্রিযুগ্মমাত্রাণাম্। তেষাং ত্রয়োদশাষ্টকপঞ্চত্রিদ্বি প্রভেদাঃ স্যুঃ ॥

যার যত ভেদ কিন্তু নিরূপিল তার। কৌতুকার্থে গণ-সংজ্ঞা আছে সুপ্রচার ॥

অথ ষট্কলপ্রস্তারে ত্রয়োদশ-গণানাং নামান্যাহ—হর শশী সূর্য শক্র শেষাহি-পুষ্কর। ব্রহ্ম কলি চন্দ্র ধ্রুব ধর্ম শালিকর ॥ এই ছয় মাত্রা ত্রয়োদশ ভেদ হন। এ গণ-সংজ্ঞায় আছে বহু প্রয়োজন ॥

পিঙ্গলেহপি (১।১৫)—হর-সসি-সূরো সক্কো, সেসো অহি কমলুভুবং কলি চন্দো। ধুঅ ধম্মো সালিঅরো তেরহভেও ছমত্তাণং ॥

ভূষণেহপি (১।৯)—শিব-শশি-দিনপতি - সুরপতি-শেষাহি-সরোজ-ধাতৃ-কলি-চন্দ্রাঃ। ধ্রুবধর্মৌ শালি-করঃ ষণ্মাত্রে স্যুস্ত্রয়োদশ ভেদাঃ ॥

অথ পঞ্চকল-প্রস্তারেহষ্ট-গণানাং নামান্যাহ—পঞ্চমাত্রাভেদ ইন্দ্রাসন, সুরচাপ। হীরশেখর, কুসুম, অহি-গণ পাপ ॥

পিঙ্গলে (১।১৬)—ইন্দাসন অরু সুরো চাও হীরো অসেহরো কুসুমো। অহিগণ পাপগণো ধুঅ, পঞ্চকলে পিঙ্গলে কহিও ॥

ভূষণেহপি (১।১০)—ইন্দ্রাসনমথ শূরশ্চাপো হীরশ্চ শেখরং কুসুমম্। অহিগণ পাপগণাবিতি পঞ্চকলানাং হি নামানি ॥

অথ পঞ্চকলস্য সামান্য-নামান্যাহ—পঞ্চ কলার নাম সামান্য মানিবে। বহু কিন্তু বিবিধ-প্রহরণ জানিবে ॥

পিঙ্গলে (১।৩০)—বহু বিবিহ পহরণে হি পঞ্চক কলউ গণো হোই।

ভূষণে (১।১৩)—বিবিধ-প্রহরণ নামা পঞ্চকলঃ পিঙ্গলেনোক্তঃ।

অথ পঞ্চকলানাং কানিচিদুভয়বৃত্ত-সাধারণানি নামান্যাহ—আদি লঘু পঞ্চমাত্রার নাম বহুতর। সুনরেন্দ্র অধিক কুঞ্জর গজবর ॥ দন্তাদন্তি মেঘ ঐরাবত তারাপতি। গগনাখ্য ঝম্প লম্প জানিহ সম্প্রতি ॥

পিঙ্গলে (১।২৮)—সুণরিন্দ অহিঅ কুঞ্জরু, গঅবরু দন্তাইদন্তি অহ মেহো। এরাবঅ তারাবই, গঅণং ঝম্প তলম্পেণ ॥

ভূষণে (১।১১) সুনরেন্দ্রাধিপ-কুঞ্জর-পর্যায়ো দন্তমেঘয়োশ্চাপি। ঐরাবত-তারাপতিরিত্যাদি লঘোশ্চ পঞ্চমাত্রস্য ॥

অথ মধ্যলঘোঃ পঞ্চমাত্রস্য নামান্যাহ—পঞ্চমাত্রা মধ্যলঘুনাম এবে কহি। পক্ষি বিরাট মৃগেন্দ্রাখ্য বীণা অহি ॥ যক্ষ অমৃত জোহলক নাম জানি। সুপর্ণ পন্নগাসন গরুড় বাখানি ॥

পিঙ্গলে (১।২৯)—পকৃখি বিরাড্ মইন্দহ, বীণা অহি জকৃখ অমিআ জোহলঅং। সুপণ্ণ পণ্ণগাসন, গরুড় বিআণেহু মজ্ঝ লহু এণ ॥

ভূষণে (১।১২)—পক্ষি-বিরাড্ মৃগেন্দ্রামৃত - বীণাযক্ষ - গরুড়াখ্যাঃ। জোহলকমিতি চ সংজ্ঞা মধ্যলঘোঃ পঞ্চমাত্রস্য ॥

অথ চতুষ্কল-প্রস্তারে পঞ্চগণানাং নামান্যাহ—চতুষ্কলে পঞ্চভেদ জানো বুদ্ধিমন্ত। গুরুযুগ কর্ণ করতল গুরু-অন্ত ॥ পয়োধর মধ্য গুর্বাদির সুচরণ। সর্বলঘু বিপ্রনাম—এই পঞ্চ গণ ॥

পিঙ্গলে (১।১৭)—গুরুজুঅ কণ্ণো গুরু অন্ত, করঅল পওহর ম্মি গুরু মজ্ঝো। আই গুরু ব্বসুচরণো, বিপ্পো সব্বেহিং লহুএহিং ॥

ভূষণে (১।১৪)—কর্ণঃ স্যাদ্গুরু-যুগলং গুর্বন্তঃ করতলো জ্ঞেয়ঃ। গুরুমধ্যমঃ পয়োধর ইতি বিখ্যাত-স্তৃতীয়োহসৌ ॥ আদিগুরুর্বসুচরণং চতুর্লঘু দ্বিজবরো ভবতি ॥

অথ লক্ষণানুসারিণি ক্রমতশ্চতু-ষ্কলানাং নামান্তরাণ্যাহ—চতুষ্কল নাম নিরূপিল কহি আর। সুরতলতা

গুরুযুগল এ প্রচার ॥ পূর্বকর্ণ নাম পুনশ্চ কর্ণসমানো। কুন্তীপুত্র-পর্যায় সংক্ষেপ বাক্যে জানো ॥ রসিকরস-লগ্ন এ নাম সুবিদিত। মনহরণ আর সুমতিলম্বিত ॥ লহলহি তহি সবর্ণ সহিত হয়। চতুষ্কল নাম ক্রমে জানিবে নিশ্চয় ॥

পিঙ্গলে—(১২২-২৩) অহ চউমত্তহগণামং, ফণিরাও পইগণং ভণই। সুরঅণঅং, গুরুজুঅলং, কণ্ণসমাণেণ রসিঅ রসণগ্গা। মন-হরণ সুমইলম্বিয়, লহলহিঅং উন্তা-সুবণ্ণেণ—ইতি গুরুযুগল-নামানি।

অন্ত্যগুরুচতুষ্কলস্য নামান্যাহ—চতুর্মাত্রা অন্তগুরু নাম করপাণি। কমলহি হস্তবাহু ভুজদণ্ড জানি। প্রহরণ অসনি গজাভরণ হয়। রত্ননাম নানাভুজাভরণ নিশ্চয়।

পিঙ্গলে—(১২৪) করপাণি-কমলহথং, বাহু ভুঅদণ্ডং পহরণ অসণিঅং। গঅভরণ রঅণ ণাণা-ভূঅভরণং হোন্তি সুপ্পসিদ্ধাইং ॥

ভূষণে—(১১৫) করবাহ্বোঃ পর্যায়াঃ প্রহরণভুজয়োরলঙ্কারাঃ। বজ্রং রত্নমিতি স্যুঃ গুর্বন্তশ্চতুষ্কলে সংজ্ঞাঃ—ইত্যন্তগুরু-নামানি ॥

অথ মধ্যগুরোর্নামান্যাহ—চারি মাত্রা মধ্যগুরু নাম সেতুপতি। অশ্বপতি, নরপতি আর গজপতি ॥ বসুধাধিপতি রজ্জু গোপাল নায়ক। চক্রবর্ত্তী পয়োধর এ সুখদায়ক ॥ পবন নরেন্দ্র নাম বিচারিবে চিতে। লিখিয়ে বিস্তারি কবি-কৌতুক-নিমিত্তে ॥

পিঙ্গলে—(১২৫) ভুঅবই অস বণর গঅবই, বসুহাহিব রজ্জু গোআলো। উগ্গাঅক চক্কবই, পওহর পবণং ণরেন্দাই ॥

ভূষণে—(১১৬) অশ্ব-গজ-মনুজপতয়ো বসুধাধিপ-চক্রবর্তি-গোপালাঃ। নায়ক-পবন-পয়োধর-রজ্জব ইতি মধ্যগুরু-সংজ্ঞাঃ ॥

অথাদিগুরোর্নামান্যাহ—চতুর্মাত্রাদি-গুরুর পদপাদাখ্যান। চরণযুগল অপরূপ এ প্রমাণ ॥ গণ্ড বলভদ্র আর তাত পিতামহ। দহন নূপুর রতি জঙ্ঘযুগ সহ।

পিঙ্গলে—(১২৬) পঅ পাঅ চরণজুঅলং, অবরু পআসেই গংড বলহদ্দং। তাত পিতামহ দহণং, ণেউর রই জঙ্ঘজুঅলেণ ॥

ভূষণে—(১১৭) তাত-পিতামহ-দহনাঃ পদপর্যায়শ্চ গণ্ড-বলভদ্রৌ। জঙ্ঘাযুগলং চ রতিরিত্যাদিগুরোঃ স্যুশ্চতুষ্কলে সংজ্ঞাঃ ॥ ইতি

অথচতুর্লঘোর্নামান্যাহ — চতুর্মাত্রা সর্বলঘু নাম নিরূপিয়ে। প্রথমেই বিপ্র পঞ্চ সরসে দ্বিতীয়ে ॥ জাতি শিখর দ্বিজবর নাম হয়। পরম উপায় এই ছন্দবিজ্ঞ কয়।

পিঙ্গলে—(১২৭) পঢ়মং এরিসি বিপ্পো, বীএ সরপঞ্চজাই সিহরেহিং। দিঅবর পরমোপাএ, হোই চউক্কেণ লহুএণ ॥ ইতি

পুনঃ চতুষ্কলস্যৈব সাধারণীং সংজ্ঞা-মাহ—চতুর্মাত্রা সাধারণ নাম পুন জানো। গজ রথ তুরঙ্গম পদাতিক মানো ॥

পিঙ্গলে—(১৩০) গঅরহতুরঙ্গ-পাইক্ক, এহু ণামেণ জাণ চউমত্তা।

ভূষণে—(১১৩) গজরথতুরঙ্গম-পদাতি-সংজ্ঞকঃ স্যাচ্চতুর্মাত্রঃ ॥

অথ ত্রিকলপ্রস্তারে গণত্রয়-নামান্যাহ—ত্রিকলাদিলঘু ধ্বজ চিহ্ন চির চিরাল। তোমর তুম্বরপত্র নাম চূতমাল ॥ রসবাস পবন বলয় নাম জানো। ত্রিকলের আদিগুরু নাম কহি শুনো ॥ পটহ তালহি করতাল সুরপতি। আনন্দ নির্বাণ সমুদ্র তূরসঙ্গতি ॥ ত্রিলঘুর নাম ভাবা রসএ সাত্ত্বিক। তাণ্ডব নারী ভাবিনী জানিবে এতেক ॥

পিঙ্গলে—(১১৮) ধঅ চিহ্ন চির চিরালঅ, তোমর তুম্বরু পত্ত চূঅমালা। রসবাস পবণ বলঅং, লহুআললবেণ জাণেহু ॥ সুরবই পঢ়হতালা করতালাণন্দছন্দেণ। ণিব্বাণং সসমুদ্দং তূরং এহ প্পমাণেণ ॥ ভাবা রসতাণ্ডবঅং, নারীঅং কুণহ ভাবিণীঅং। তিণহু গণস্স কইঅরো ইঅ ণামং পিঙ্গলো কহই ॥

ভূষণে—(১১৮-২০) ধ্বজচিহ্ন চিরচিরালয়-তোমর-তুম্বরক-চূতমালা চ। রসবাস-পবন-বলয়া লঘ্বাদি-ত্রিকল-নামানি ॥ তাল-পটহ-কর-তালাঃ সুরপতিরানন্দতূর্যপর্যায়াঃ। নির্বাণসমুদ্রাবপি গুর্বাদি-ত্রিকল-নামানি। তাণ্ডব-সাত্ত্বিকভাবা নারী চ ত্রিলঘু-নামানি ॥

অথ দ্বিকল-প্রস্তারে গণদ্বয়-নামান্যাহ—দ্বিকলার গুরুনাম প্রথমে বাখানি। নূপুর বসনাভরণ চামর ফণী ॥ মুগ্ধ কনক কুণ্ডল হি বক্র জানো। মানস বলয় হারাবলি নাম মানো ॥ দ্বিলঘুর নাম নিজপ্রিয় সভে কয়। পরমপ্রিয়, সুপ্রিয়—এই নামত্রয়।

পিঙ্গলে—(১২১) নেউরসনা

ভরণং,চামরং ফণি মুদ্ধকণঅকুণ্ডলঅং। বংকং মাণসবলঅং, হারাবলি এহ গুরুঅস্স॥ ণিঅপিঅ পরমউ স্থুপিঅং, বিল্লহু তিণামং সমাসকই-দিট্ঠং॥

অথ সামান্যতো গুরুনামান্যাহ—সামান্যত গুরুনাম কহি যেবা হয়। তাটঙ্ক নূপুর হার কেয়ূর নিশ্চয়।

পিঙ্গলে—(১।৩১) তাড়ঙ্ক-হার-নেউর কেউরও হোন্তি গুরুভেয়া।

তথৈব লঘুনামান্যাহ——লঘুনাম সরমেরু দণ্ড কাহল। জানিবে এতেক নাম কহয়ে পিঙ্গল।

পিঙ্গলে—(১।৩১) সরমেরুদণ্ড-কাহল লহু ভেআ হোন্তি এত্তাই। অপিচ—পুন লঘুনাম শঙ্খ পুষ্প সুনিশ্চয়। কহাল রব কনক লতা রূপ হয়॥ নানা কুসুম, রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ। এ সকল নাম অভ্যাসেতে পাবে হর্ষ॥

পিঙ্গলে—(১।৩২) সংখং ফুল্লং কাহলং, রবং অসেসেহিং হোন্তি কলঅলঅং। রূঅং ণাণা কুসুমং রসগন্ধসদ্দপরসাণং॥

বাণীভূষণে (১।২১—২২)—নূপুর - রসনা - চামর - কঙ্কণ -মঞ্জীর-তাড়ঙ্কাঃ। কুণ্ডল-হারৌ বলয়ং গুরু-নামানীতি কথিতানি। শরদণ্ড-মেরু-কনকং শঙ্খরবৌ রূপগন্ধকুসুমানি। স্পর্শরসাবিতি সংজ্ঞা মাত্রামাত্রস্য পিঙ্গলেনোক্তাঃ॥

পিঙ্গলের মতে মাত্রাগণ নিরূপিল। অন্য গ্রন্থকার ইহা সংক্ষেপে কহিল॥

তথাহি ছন্দোমঞ্জর্যাং (১।১৩)—জ্ঞেয়াঃ সর্বাদিমধ্যান্তা গুরবোঽত্র চতুষ্কলাঃ। গণাশ্চতুর্লঘূপেতাঃ পঞ্চার্যাদিষু সংস্থিতাঃ॥

ইতি মাত্রাগণ-নামানি।

অথ **পাদ-লক্ষণমাহ**—পদ্যের তুর্যাংশ পাদ জানিহ নিশ্চয়। কিন্তু যার যে লক্ষণ সে ক্রম সে হয়॥ যদ্যপিহ আর্যা চারি-চরণ মানিয়ে। তথাপিহ পদ্য-পূর্ত্তি দ্বিপাদে জানিয়ে॥ গায়ত্রী ত্রিপাদ, বৈতা-ল্যাদি চারি পাদ। এইরূপ জানি ক্রম না কর বিষাদ॥ চারিপাদে পদ্য—বৃত্ত, জাতি দ্বিপ্রকার। বর্ণ-সংখ্যা বৃত্ত এক, মাত্রা জানি আর॥

বৃত্তকৌস্তভে- চতুর্থপদ্যভাগস্য পাদঃ সদ্ভির্নিগদ্যতে। ছন্দোদীপকে—যথাসমাপ্তি ভাগস্য ছন্দসাং চরণো ভবেৎ।

* অথ **বৃত্ত-জাতিমাহ**—ছন্দো-মঞ্জর্যাং (১।৪)—পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা। বৃত্তমক্ষর-সংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥

অথ **যতিমাহ**——জিহ্বা ওষ্ঠ বিশ্রামের স্থান—নাম যতি। ইহার অনেক নাম—বিরাম, বিরতি॥ বিশ্রাম, বিচ্ছেদ আদি কহে বুধগণ। যতি কাব্য-শোভা, যতি-ভ্রংশেতে দূষণ॥ কেহ যতি ইচ্ছে কভু কেহো না ইচ্ছয়। স্থানান্তরমতে নানা বিভেদ করয়॥ সর্বত্র পাদান্তে শ্লোকার্দ্ধেতে বিশেষতঃ। ব্যক্তা-ব্যক্তবিভক্ত্যাদি যতি বহুমত॥

ছন্দঃকৌস্তভে (১।২১)—যতিং জিহ্বেষ্ট - বিশ্রাম-স্থানমাহুর্মনীষিণঃ। তাং বিচ্ছেদ-বিরামাদ্যৈঃ পদৈরত্র প্রবুঞ্জতে॥

বৃত্তরত্নাকরে—যতির্জিহ্বেষ্ট-বিশ্রাম-স্থানং কবিভিরুচ্যতে। সা বিচ্ছেদ-বিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া॥ বৃত্তরত্নমালায়াং—অঙ্গান্তে পদ-বিশ্রান্তির্যতিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। বিশেষমাহ ভরতঃ—নিয়তঃ পদ-বিচ্ছেদো যতিরিত্যভিধীয়তে। বিরাম-ধৃতি - বিচ্ছেদ - বিশ্রামাদ্যভি-ধায়কৈঃ॥ কেবলৈরপি পক্ষাদ্যৈ-র্যতির্বাচ্যা মনীষিভিঃ। ন বিনা যতিসৌন্দর্যং কাব্যং ভব্যতরং ভবেৎ॥ জয়দেবঃ পিঙ্গলশ্চ সংস্কৃতে যতিমিচ্ছতঃ। ন মাণ্ডব্য-প্রভৃতিভি-র্যতিরত্রাম্নমন্যতে॥ গুণো বিরতি-রক্ষায়াং যতিভ্রংশেন দূষণম্॥ ইতি।

যত্যভাবে দোষাভাবোঽপি যথা—ছন্নায়ত্তানতানি দ্বিপদশনসনাভীনি নাত ভীপথেন (?)। কায়ব্যূহঃ ক জগতি ন জাগর্ত্ত্যদঃ কীর্ত্তিপূরঃ' ইত্যাদি নৈষধে সমাধেয়ম্।

শষ্ঠুরপ্যাহ—জয়দেঅ পিঙ্গলা সংকম্মিদো চ্চিঅ জই সমিচ্ছন্তি। মণ্ডব্ব-ভবহ-কস্সপ সেবল পমুহা ণং ইচ্ছন্তি॥ চরণান্তে যতিস্ত নিত্যৈব, যমকশ্লেষয়োস্ত তত্রাপ্যনিত্যা ইতি। সন্ততলালিকয়া লকয়া তকচৈবতি কালিকয়া লিকয়া। যেনামুনা বহু বিগাঢ়সরেশ্বরাধ্ব - রাজ্যাভিষেক বিকসন্মহসা বভূবে ইত্যাদৌ।

হলায়ুধোঽপি—যতিঃ সর্বত্র পদান্তে শ্লোকার্দ্ধে চ বিশেষতঃ। সমুদ্রাদি-পদান্তে চ ব্যক্তাব্যক্তি-বিভক্তিকে॥ ইতি

তত্রাদ্যা চরণান্তে নিয়তা——মধ্যে ব্যক্তবিভক্তিকাব্যক্তবিভক্তি-কাপি যথা—'উত্তুঙ্গস্তনকলশদ্বয়া নতাঙ্গী, লোলাক্ষী বিপুলনিতম্ব-

শালিনী সা' ইত্যাদৌ।

ত্রিষু যতিঃ—দণ্ডক-সরয়াদিভিন্ন-বৃত্তেষু উভয়োঽপি, যথা—ভরসা কথাস্থ পরিঘ দয়তি, শ্রবণং যদঙ্গুলি-মুখেন মুহুঃ। ঘনতাং ধ্রুবং নয়তি তেন ভবদ্, - গুণপূরিতমতৃপ্তয়া— ইত্যাদৌ।

সমচরণান্তে স্বব্যক্তবিভক্তিকায়াং দোষো যথা—

'সুরাসুর-শিরোরত্ন-স্ফুরৎকিরণ-মঞ্জরী। পিঞ্জরীকৃত-পাদাব্জদ্বন্দ্বং বন্দামহে শিবম্॥ ইত্যাদৌ

বিষমে উক্তঃ—যত্যভাবো দোষো যথা—হর বৃষভ মুখে সখেন মায়ো জয়তি সুবর্ণসবর্ণকান্তিপর্ণম্। নমস্তস্মৈ মহাদেবায় শশাঙ্কার্দ্ধধারিণে॥ উৎ-ক্ষেপণমথাপক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা। ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মো মৈথুনং নিধুবনং রতম্। ইত্যাদৌ

চরণমধ্যে যথা—সকলদুরিতচোরা-পহ্নত্যেব লক্ষ্যে। 'ভাবং শৃঙ্গার সারস্বতমিব জয়দেবস্য বিষ্বগ্‌বচাংসি' ন তু প্রতিনিবিষ্ট-মূর্খজনচিত্তমারা ধয়েৎ। বালা প্রচ্ছাদয়তি পরিতঃ পাণিপঙ্কেরুহেণ। ভাদ্রে চন্দ্রদৃশৌ নভস্তনলনেত্রে মাধবে দ্বাদশী। ইত্যাদৌ।

কিঞ্চ 'আদ্যন্তবদেকস্মিন্নিতি'—সূত্র-স্মরণাদচ্‌সন্ধেরাদ্যন্তবদ্ভাবেন ন দোষঃ; যথা—তত্তদ্দিগ্‌জৈত্রয়াত্রো-দ্ধুরতুরগখুরাগ্রোদ্ধতৈরন্ধকারং, নির্বা-ণারিপ্রতাপানলজমিব মৃজত্যেষ রাজা রজোভিঃ। যতো মন্দাক্রান্তাং প্রত্য-মরধর শংসে বত ইমে। ইতি

কচিদাদ্যন্তবদ্ভাবেঽপি দুঃশ্রবত্বং যথা—'প্রণমত ভববন্ধ-ক্লেশনাশায় নারায়ণচরণসরোজদ্বন্দ্বমানন্দকন্দম্'। 'ত্রিভুবনজয়ে সা পঞ্চেষোঃ করোতি সহায়তাম্'—ইতি।

কচিদ্‌যত্যন্তে চাদীনাং দুষ্টত্বং যথা— 'ক্ষুব্ধং ক্ষীরাম্বুধিলহরিসংশোভিযুষ্মদ্-যশোভিঃ। দুঃখং মে প্রক্ষিপতি হৃদয়ে ইত্যাদৌ।

কচিন্ন সমাসাদিগতে যথা— কর্ণালম্বিত-পদ্মরাগ-শকলং বিন্যস্য চঞ্চুপুটে। ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘুপয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য। ইতি

অথ সম-বিষমনামান্যাহ—

যুক্, অনোজ, যুগ্ম সম—নাম সে নির্ধার। অযুগ্ম, অযুক্, ওজ, বিষম প্রচার॥

ছন্দোমঞ্জর্যাং—অযুগ্মং বিষমং স্থানমযুগোজশ্চ তদ্‌ভবেৎ। অনোজো যুক্ চ যুগ্মঞ্চ সমং তৎ পরিকীর্ত্ত্যতে॥

সমবৃত্তত্রয়-নিরূপণমাহ—সম, অর্দ্ধ-সম, বিষমাখ্যা বৃত্তত্রয়। সমবৃত্তে সমচিহ্ন চারিপাদ হয়॥ অর্দ্ধসমে আদিপাদ তৃতীয়ে ধরিবে। দ্বিতীয় চরণ চতুর্থেতে নিযোজিবে॥ ভিন্নচিহ্ন চতুষ্পাদ বিষম বৃত্তেতে। জানহ এ মাত্রাগণাক্ষর-বিভাগেতে॥

ছন্দোমঞ্জর্যাং—(১।৫৬) সমমর্দ্ধ-সমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তত্ত্রিধা। সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্দ্ধসমং পুনঃ॥ আদিস্তৃতীয়বদ্‌যস্য পাদস্তুর্যাং দ্বিতীয়-বৎ। ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্ত্তিতম্॥

রত্নাকরে—(১।১০-১৬) যুকসমং বিষমঞ্চাযুক্ স্থানং সদ্‌ভির্নিগদ্যতে। সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চ ততঃ পরম্॥ অঙ্ঘ্রয়ো যস্য চত্বারস্তুল্যলক্ষণ-লক্ষিতাঃ। তচ্ছন্দশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সম-বৃত্তং প্রচক্ষতে॥ প্রথমাঙ্ঘ্রিসমো যস্য তৃতীয়শ্চরণো ভবেৎ। দ্বিতীয়-স্তুর্যবদ্‌বৃত্তং তদর্দ্ধসমমুচ্যতে॥ যস্য পাদ-চতুষ্কেঽপি লক্ষ্ম ভিন্নং পরস্পরম্। তদাহুর্বিষমং বৃত্তং ছন্দঃশাস্ত্র-বিশারদাঃ॥ ছন্দোদীপকে—ছন্দস্ত ত্রিবিধং মাত্রাগণাক্ষরবিভাগতঃ। সাম্যার্দ্ধসাম্য-বৈষম্যৈস্তত্ত্রয়ং ত্রিবিধং ভবেৎ॥ ইতি

অথ ছন্দোজাতিরূপাদি-গত সংজ্ঞামাহ—একাক্ষরারম্ভ পাদবৃদ্ধি বর্ণক্রমে। বিখ্যাত এ উক্‌থাআদি ষড়্‌বিংশতি নামে॥

ছন্দোমঞ্জর্যাং———(১।১৭-২১) আরভ্যৈকাক্ষরাৎ পাদাদেকৈকাক্ষর-বর্দ্ধিতৈঃ। পাদৈরুক্‌থাদিসংজ্ঞং স্যাচ্ছন্দঃ ষড়বিংশতিং গতম্॥ উক্‌থা-ত্যুক্‌থা তথা মধ্যা প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিকা। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্‌ চ বৃহতী পংক্তি-রেব চ॥ ত্রিষ্টুপ্‌ চ জগতী চৈব তথাতিজগতী মতা। শর্করী চাতি-পূর্বা স্যাদষ্ট্যত্যষ্টী তথা স্মৃতে॥ ধৃতিশ্চাতিধৃতিশ্চৈব কৃতিঃ প্রকৃতিরা-কৃতিঃ। বিকৃতিঃ সংস্কৃতিশ্চৈব তথাতিকৃতিরুৎকৃতিঃ॥

ষড়্‌বিংশতি বর্ণ এই কৈল নিরূপণ। ভরত বিভাগে ইহা করে তিন গণ॥ দিব্য, দিব্যেতর, দিব্যমানুষ—এ ত্রয়। বৈদিক প্রয়োগগ্রন্থে বিশেষ কহয়॥ আদি পঞ্চ দিব্যেতর, সপ্ত দিব্যে স্থিতি। চতুর্দ্দশ দিব্যমানুষে, এ ষড়বিংশতি॥

তথাহি—সর্বেষামেব বর্ণানাং তজ্‌-জ্ঞৈর্জ্ঞেয়া গণাস্ত্রয়ঃ। দিব্যো দিব্যে-তরশ্চৈব দিব্যমানুষ এব চ॥

যথা—উক্‌থা (১), অত্যুক্‌থা (২),

মধ্যা (৩), প্রতিষ্ঠা (৪), সুপ্রতিষ্ঠা (৫)—দিব্যেতর। গায়ত্রী (৬), উষ্ণিক (৭), অনুষ্টুপ্ (৮), বৃহতী (৯), পংক্তি (১০), ত্রিষ্টুপ্ (১১) জগতী (১২)—দিব্য। অতিজগতী (১৩), শর্করী (১৪), অতিশর্করী (১৫), অষ্টি (১৬), অত্যষ্টি (১৭), ধৃতি (১৮), অতিধৃতি (১৯), কৃতি (২০), প্রকৃতি (২১), আকৃতি (২২), বিকৃতি (২৩), সংস্কৃতি (২৪), অতিকৃতি (২৫), উৎকৃতি (২৬)—দিব্যমানুষ।

বৃত্তভেদ অনেক ষড়্‌বিংশতি বর্ণেতে। একে দ্বয়, দ্বয়ে চারি, ত্রয়ে অষ্ট মতে ॥ কিন্তু ষড়্‌বিংশতি উর্দ্ধ দণ্ডকে গণন। চণ্ডবৃষ্টি আদি নাম অশেষ লক্ষণ ॥

রত্নাকরে—(১।১৮) তদূর্দ্ধে-চণ্ড-বৃষ্ট্যাদিদণ্ডকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। সংক্ষেপেতে কৈল এই সংজ্ঞা-নিরূপণ। বর্ণমাত্রাবৃত্তক্রমে করিব বর্ণন ॥ গদ্যপ্রস্তারাদি জানাইব ভালমতে। যাহাতে আনন্দ হবে কবিগণ-চিতে। অঙ্কনাম জানাইয়ে আছে প্রয়োজন। খ শূন্য, চন্দ্রেক, পক্ষ দ্ব্যাদি-গণন। তথাহি—খং শূন্যং বিধুরেকঃ স্যান্নেত্র-পক্ষৌ দ্বিকে স্মৃতৌ। ত্রিকে শিখি-গণা বেদাব্ধিযুগানি চতুষ্টয়ে॥ শরা ভূতানি করণানি চ প্রোক্তানি পঞ্চকে। ঋতবো গুহবক্ত্রাণি রসাশ্চ ষড়ুদীরিতাঃ॥ স্বরাশ্চ মুনিলোকাশ্চ সপ্তেহ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ভোগ্যঙ্গ-বসবোঽষ্ট স্যুর্নব রন্ধ্র-গ্রহাঃ স্মৃতাঃ॥ দিশো দশৈকাদশ স্যুঃ শিবা দ্বাদশ সূর্যকাঃ। চতুর্দশাত্র ভুবনান্যেব-মাহুর্মনীষিণঃ॥ ইত্যাদৌ—

খ০ ; বিধু ১ ; নেত্র,পক্ষ—দ্বয় ২ ; শিখি, গুণ, ত্রয় ৩ ; বেদ, অব্ধি, যুগ, চতুষ্টয় ৪ ; শর, ভূত, করণ, পঞ্চ ৫ ; ঋতু, গুহবক্ত্র, রস, ষট্, ৬ ; স্বর, মুনিলোক সপ্ত ৭ ; ভোগী, অঙ্গ, বসু, অষ্ট ৮ ; রন্ধ্র, গ্রহ, নব ৯ ; দিশা দশ ১০ ; শিব একাদশ ১১ ; সূর্য দ্বাদশ ১২ ; বিশ্বদেবা ত্রয়োদশ ১৩ ; ভুবন, চতুর্দশ ১৪ ; তিথি, পঞ্চদশ ১৫ ; নৃপ ষোড়শ ১৬ ইতি।

এসকল বিচারিতে না কর আলস। এসব জ্ঞানেতে হয় সুদৃঢ় সাহস ॥

ইতি শ্রীঘনশ্যামদাস প্রকাশিত শ্রীছন্দঃসমুদ্রে সংজ্ঞানিবন্ধঃ প্রথমস্তরঙ্গঃ ॥১॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ

জয় ফণীশ্বর সর্বসুখদ-প্রধান। যাহার কৃপায় ছন্দঃশাস্ত্রে হয় জ্ঞান॥ বর্ণ-ছন্দ মাত্রাছন্দ দুই ত প্রকার। প্রথমে রচিব বর্ণছন্দ চমৎকার॥ ক্রমে বৃত্তিত্রয়—সমার্দ্ধসম-বিষম। ক্রমপ্রাপ্তহেতু আগে কহি বৃত্তি সম॥ একাক্ষর আদি ষড়্‌বিংশতি পর্যন্ত। পূর্বে নিরূপিল আর বিশেষ বৃত্তান্ত॥ কিন্তু এক অক্ষরের দ্বিভেদ নিশ্চয়। দ্ব্যক্ষরের চারি, ত্র্যক্ষরের অষ্ট হয়॥ এইরূপ ভেদ বহু প্রস্তারে জানিবে। পূর্বাপর বিচারিয়া ইথে মন দিবে॥ তত্রৈকাক্ষরোক্‌থা যথা—একাক্ষরোক্‌থ নামমাত্র প্রয়োজন। ইথে বহু বৃত্ত কহি সলক্ষ-লক্ষণ॥

অথ **শ্রী**ছন্দঃ—একাক্ষর গুরু প্রতিচরণ শ্রীছন্দ। শ্রীলক্ষ্মী রাধিকা যার অধীন গোবিন্দ॥

বৃত্তরত্নাকরে—গ্‌ শ্রী—চতুঃপাঠাৎ পদ্যপূর্তিঃ। পিঙ্গলে—(২।১) সী সো। জঙ্গো; উদাহরণং—শ্রীস্তে সাস্তাম্। ১। কৃষ্ণং বন্দে॥ ২॥

মধু—লঘু একবর্ণ পাদ বৃত্ত মধুসংজ্ঞ। কৃষ্ণমুখপদ্মমধু পীয়ে ভক্তভৃঙ্গ॥ অন্যেঽপি—মহু লপু। উদা°—মধু পিব। অত্র দ্বিভেদঃ;

দ্ব্যক্ষরাত্যুক্‌থা—অথ **স্ত্রী** ছন্দঃ—দ্ব্যক্ষরপাদ দ্বিগুরু স্ত্রী, কাম—দ্বিনাম। যে ব্রজস্ত্রীগণসহে মগ্ন ঘনশ্যাম॥

রত্নাকরে—(৩।২) গৌ স্ত্রী। পিঙ্গলে—(২।৩) দীহা বীহা কামো রামো। উদা°— গোপস্ত্রীণাং শ্রীস্ত্বং কস্মাৎ॥ ১॥ গোপস্ত্রীশঃ। শ্রীশো যস্মাৎ॥ ২॥ প্রাকৃতে—জুঝ্‌ঝে তুঝ্‌ছে॥ সুস্তং দেউ॥

মহী—লঘুগুর্বাক্ষর মহীছন্দ-পরচার। যে মহী উদ্ধারে হৈয়া শূকরাবতার॥

পিঙ্গলে—(২।৭) লগো জহী মহী কহী। বাণীভূষণে—(২।৭) লঘুশ্চ গুর্মহী স্মৃতা। উদা°—প্রাকৃতে —সঙ্গ উমা রক্‌খো তুমা।

সারু—গুরুলঘুপাদ ছন্দসার সারু-নাম। সার কৃষ্ণপাদপদ্ম, অন্য দুঃখধাম।

পিঙ্গলে—(২।৯) সারু এহ। গোবি রেহ। ভূষণে—(২।৯) হার-দণ্ড। ধারি সারু॥ উদা°—সম্ভু দেউ সুস্ত দেউ।

মধু—প্রতিপদ লঘুদ্বয় মধুছন্দা নাম। যে মধু খাইয়া মত্ত হৈলা বলরাম॥

পিঙ্গলে—(২।৫) লহু জুঅ। মহু হুঅ। ভূষণে—(২।৫) দ্বিলঘুক মধুরিতি। উদা°—(প্রাকৃতে) হর হর মহ মল।

দ্ব্যক্ষরস্য চত্বারো ভেদাঃ। ৪।

ত্র্যক্ষরা মধ্যা ; অথ **নারী** ছন্দঃ—মগণ চরণ নারী ছন্দ তালী বলী। যে নারী সে কৃষ্ণ-নৃত্যে রচে করতালী ॥

ছন্দোমঞ্জর্য্যাং—(২।৩) মো নারী। পিঙ্গলে—(২।১১) তালী এ জানীএ। গো কণ্ণা তী বণ্ণা। উদা°—গোবিন্দং বন্দেঽহম্। ত্যক্তান্তঃ সন্দেহম্ ॥

শশী—যগণ চরণ শশী ছন্দ মনোহর। শশী ছন্দে কৃষ্ণলীলা বর্ণো নিরন্তর।

পিঙ্গলে—(২।১৫) সসী ণো জণীও। ফণিন্দে ভণীও। ভূষণে—(২।১৫) নরেন্দ্রো যদা স্যাৎ। শশী কথ্যতে তৎ ॥ উদা°—ব্রজেন্দ্রাত্মজং তং। ভজে কঞ্জনেত্রম্ ॥

মৃগী—রগণচরণ যদি মৃগী প্রিয়া ছন্দ নাম। কৃষ্ণপ্রিয়া মৃগীনেত্রী সর্বসুখধাম ॥

রত্নাকরে—রো মৃগী। পিঙ্গলে—(২।১৩) হে পিএ লেকৃখিএ। অকৃখরে তিণ্ণিরে ॥ উদা°—বেণুনা কর্ষিতা। মৃগ্যপি তৎপ্রিয়া। ১। ত্বৎসদৃগ্লোচনা। তন্মৃগী মৎ প্রিয়া।

রমণঃ—সগণ-চরণ ছন্দ রমণ প্রচার। রাধিকারমণ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥

পিঙ্গলে—(২।১৭) সগণো রমণো। সহিও কহিও। ভূষণে—(২।১৭) সগণো রমণঃ। কবিনা কথিতঃ। উদা°—সসিণা রঅণী। পইণা তরুণী॥ ১॥ মধুনা সহিতঃ। প্রলসদ্দয়িতঃ ॥ ২ ॥

পাঞ্চালঃ—তগণ চরণ ছন্দ পাঞ্চাল বিখ্যাত। পাঞ্চালে পাঞ্চালী-ভাগ্য বিস্তারিলা নাথ ॥

পিঙ্গলে—(২।১৯) তক্কারং জং দিট্ঠ। পাঞ্চাল উক্কিট্ঠ ॥ ভূষণে—(২।১৯) হারৌ চ গন্ধেন। পাঞ্চাল-মাখ্যাহি। উদা°—সো দেউ সুক্খাই। সংহারি দুক্খাই ॥ ১ ॥ গোবিন্দ গোপাল। গোপীসু··· দ্রক্ষ ।২।

মৃগেন্দ্রঃ—জগণ-পদ মৃগেন্দ্র ছন্দ চিত্তলোভা। যে মৃগেন্দ্র জিনি কৃষ্ণ-কটিদেশ-শোভা ॥

পিঙ্গলে—(২।২১) নরেন্দ্র ঠবেহু। মইন্দ করেহু ॥ ভূষণে (২।২১) নরেন্দ্র মুদেহি। মৃগেন্দ্রমবেহি ॥ উদা°—দুরন্ত বসন্ত। সুকন্ত দিগন্ত ॥

মন্দর—ভগণ-চরণ ছন্দ মন্দর-প্রচার। মন্দর ধরিলা পৃষ্ঠে কমঠা-বতার ॥

পিঙ্গলে—(২।১৩) ভো জহি সোসহি। মন্দর সুন্দর ॥ ভূষণে—(২।২৩) ছন্দসি ভো যদি। মন্দর-মঞ্চতি ॥ উদা°—কৃষ্ণ কৃপালয়। মাং পরিপালয় ॥

কমল—নগণ-চরণ ছন্দ কমল সুন্দর। কৃষ্ণপদকমল ভজহ নিরন্তর ॥

পিঙ্গলে—(২।২৫) কমল পভণ। সুমুহি ণগণ ॥ ভূষণে—(২।২৫) কমলময়ত। নগণমিহ তু ॥ উদা° —মদন-দমন। রসিক-রমণ ॥

ইত্যষ্টভেদাঃ।

চতুরক্ষরা প্রতিষ্ঠা, অথ **কন্যা** ছন্দঃ—মগণ চরণ গুরু নাম তিন্না কন্যা। কৃষ্ণে প্রীত করি যায় মুনিকন্যা ধন্যা ॥

মঞ্জর্য্যাং—(২।৪) গ্মৌ চেৎ কন্যা। পিঙ্গলে—(২।) চারো হারো অট্ঠা কণ্ণা। বিণ্ণে কণ্ণা জাণ্ণে তিণ্ণা ॥ উদা°—কান্ত্যা নাম্না সাম্যং প্রাপ্তা। ভাস্বৎকন্যা সা তে কান্তা ॥ ১ ॥ যা নীয়ন্তে শাখাহীনা। কান্তেয়ং মে সা তদ্রূপা ॥ ২ ॥

সতী—সতী ছন্দ চারিবর্ণ নগ-পদে লীন। সতী শ্রীদ্রৌপদী কৃষ্ণ যার প্রেমাধীন ॥ রত্নাকরে—নগি সতী। উদা° মধুরিপো তব বচঃ। পিবতি সা কিল সতী ॥

ধারিঃ—রল-পদ গিরি ধারি দ্বিনাম সুছন্দ। গিরিধারি কৃষ্ণ ব্রজে পাইলা আনন্দ ॥

পিঙ্গলে—(২।২৯) বণ্ণ চারি মুদ্ধি ধারি। বিণ্ণি হারি দো স সারি ॥ ভূষণে—(২।২৯) যত্তু পক্ষিদণ্ড-লক্ষি। বেদবর্ণ-ধারি ধারি ॥ উদা°—দেউ দেউ সুব্ভ দেউ। জাস্সু সীস চন্দ দীস ॥ ১ ॥ দেবদেব কৃষ্ণদেব গোপীকেশ পালয়েশ ॥ ২ ॥

নগানি—জগ-পদ বৃত্ত নাগ নগানি দ্বিনাম। নাগফণে নাচি নগানি-বেষ্টিত শ্যাম ॥

পিঙ্গলে—(২।৩১) পওহরো গুরুত্তরো। ণগাণিআ স জাণিআ ॥ ভূষণে—(২।৩১) দ্বিতুর্যকে গুরুর্যদা। নগণিকা ভবেত্তদা। উদা°—সরসসঙ্গ পসন্নহো। কই-ওয়া ফুরং তআ ॥ ১ ॥ জগৎপতে মহাপ্রভো। প্রসন্ন দুঃখহৃদ্বিভো ॥ ৩ ॥

চতুরক্ষরস্য ষোড়শ ভেদাঃ ॥

পঞ্চাক্ষরা সুপ্রতিষ্ঠা ; অথ **পংক্তি**-ছন্দঃ—ভগগ-চরণ ছন্দ হংসপংক্তি নাম। সাধু হংস-পংক্তি মহা আনন্দের ধাম ॥

মঞ্জর্য্যাং—ভ্গৌগিতি পংক্তিঃ। পিঙ্গলে—(২।৩৭) পিঙ্গলদিট্ঠো

ভগ্‌গণ সিট্টঠো ॥ কণ্ণ বি দিজ্জে হংসমুণিজ্জে ॥ ভূষণেঽপি—(২।৩১) পিঙ্গলদৃষ্টো ভাদিবিশিষ্টঃ। কর্ণযুতোঽসৌ, ভাবিনি হংসঃ ॥ উদা°—সো মঝু কন্তা দূরদিগন্তা। পাউস আবে চেউ হুলাবে ॥ ১ ॥ বক্ষসি ভৃঙ্গীপংক্তিরিয়ং তে। সম্রজি সুপ্তান্তে রমণীব ॥ ২ ॥

প্রিয়া—সলগ চরণ *

শশিবদনা—ছন্দ 'শশিবদনা', 'চউরংসা' নাম-দ্বয়। নগণ-যগণ প্রতিপদে সুনিশ্চয় ॥

মঞ্জর্য্যাং—(২।৬) শশিবদনা ন্যৌ। পিঙ্গলে—(২।৪৭) ঠউ চউরংসা ফণিবই ভাসা। দিঅবর কণ্ণো ফুল্লরসবণ্ণো ॥ উদা°—নয়ন অণঙ্গো তিহু অণ-কংদো। ভ্রমর-সবণ্ণো জঅই স কণ্ণো ॥ ১ ॥ শশিবদনায়াস্তব নখপংক্তিঃ। মনসি ধৃতা মে বহিরপি সাভূৎ ॥

সোমরাজী—যয 'সংখনারী' নাম 'সোমরাজী' আর। সোমরাজী কৃষ্ণযশ হরে অন্ধকার ॥

মঞ্জর্য্যাং (২।৬)—দ্বিযা সোমরাজী। পিঙ্গলে (২।৫২)—রসা বণ্ণ বন্ধো ভুঅংগা পঅন্ধো। পআ পাঅচারী কহী সংখনারী ॥ উদা°—গুণা জস্‌স সুদ্ধা বহুরূঅ মুদ্ধা। ঘরে বিত্ত লগ্‌গা মহী তস্‌স সগ্‌গা ॥ ১ ॥ বিয়োগাসহিষ্ণুঃ প্রিয়া সোমরাজী। কলাভির্বিভিন্না হৃদি ভ্রাজতে তে ॥২।

অথ **বসুমতী**—তগণ সগণ-পদ বসুমতী ছন্দ। কৃষ্ণপদস্পর্শে বসুমতীর আনন্দ ॥

রত্নাকরে (৩।১০)—ৎসৌ চেদ্‌ বসুমতী। উদা°—মাং পাহি কমলাক্ষ শ্রীশ নৃহরে। গোবিন্দ করুণাব্ধে মাধব বিভো ॥

অথ **জোহা**—রগণ দ্বিপদ জোহা বিয়োগাখ্যা হয়। কৃষ্ণের বিয়োগে রাধা ব্যাকুল হৃদয় ॥

পিঙ্গলে (২।৪৫)—অকৃখরা জং ছআ পাঅ পাঅং ঠিআ। মত্ত পঞ্চাতুণা বিণ্ণি জোহাগণা ॥ উদা°—কংস সংহারণা পকৃখিসংচারণা। দেবঙ্গী ডিম্বআ দেউ মে নিভ্‌ভয়া ॥

মন্থান—ততপদ পন্থান মন্থন ছন্দ নাম। যে দধিমন্থনদণ্ড ধরিলেন শ্যাম ॥

পিঙ্গলে—(২।৫০) কামাবআবেণ অদ্ধেণ পাএণ। মত্ত দহা সুদ্ধ মন্থাণ সো বুদ্ধ ॥

ভূষণে—(২।৪৯) কর্ণধ্বজানন্দমাধায় সানন্দং চ। বর্ণৈরসৈর্ষত্তু মন্থানমেতত্তু ॥ উদা°—রাআ জহা লুব্ধ পণ্ডিঅ হো মুদ্ধ ॥ কিত্তীকরে রকৃখ। সোবাদ উপ্পেকৃখ ॥

তিলকা—সসপদ 'তিল্ল' এ 'তিলক'—দ্বয় নাম। কৃষ্ণের তিলকশোভা ভিন্ন অনুপাম।

পিঙ্গলে (২।৪৩)—পিঅ তিল্ল ধুঅং সগণেণ জুঅং। ছঅ বণ্ণপও কল অট্‌ঠ ধও ॥ ভূষণে—সখিস-দ্বিতীয়ং মুদতীহ যদা। রস বর্ণপদা তিলকেতি তদা ॥ উদা°—জয় কেশব গোকুলচন্দ্র হরে। করুণাময় মাধব কৃষ্ণ বিভো ॥

দমনক—নন-পদ দমনক ছন্দ এ বিখ্যাত। যে দমনকের মালা পরে জগন্নাথ ॥ পিঙ্গলে (২।৫৬) দিঅবর কিঅ ভণহি সুপিঅ। দমণঅ গুণি ফণিবই ভণি ॥ ভূষণে—দ্বিগুণনগণমিহ বিতনুহি। দমনকমিদমিতি গদতি হি ॥ উদা°—কমলণঅণি অমিঅ বঅণি। তরুণি ঘরণি মিলই জ পুণি ॥

ছয় অক্ষরের ভেদ চতুঃষষ্টি জানি। রচহ কৃষ্ণের লীলা মহানন্দ মানি ॥

সপ্তাক্ষরোঞ্চিক্—অথ **মধুমতীছন্দঃ**——ননগ-চরণ ছন্দ মধুমতী নাম। মধুমতী-প্রেমের অধীন ঘনশ্যাম। রত্নাকরে—ননগি মধুমতী। উদা°—রবিদুহিতৃ-তটে বনকুসুমততিঃ। ব্যধিত মধুমতী মধুমথনমুদম্ ॥

কুমারললিতা—কুমারললিতা ছন্দ জসগ চরণ। শ্রীনন্দকুমারলীলা ললিতানুক্ষণ ॥

রত্নাকরে—কুমারললিতা জ্‌সৌগঃ। ছন্দোদীপকে—জসৌ যদি গুরুঃ স্যাৎ কুমারললিতেয়ম্ ॥ উদা°- ত্বদীয়মুখশোভা বিলোক-বহুলোভা। গতা স্মরবিধেয়ং কুমারললিতেয়ম্ ॥

মদলেখা—মসগ-চরণ মদলেখা ছন্দ নাম। ইহাতে রচহ কৃষ্ণলীলা অনুপাম ॥ রত্নাকরে (৩।১১) ম্সৌগঃ স্যান্মদলেখা। উদা°—রঙ্গে বাহুবিরুগ্না দন্তীন্দ্রান্মদলেখা ॥

অথ **চূড়ামণিঃ**—তভগ-চরণ ছন্দ চূড়ামণি ভণি, ব্রজেন্দ্রনন্দন যে রসিক চূড়ামণি ॥ রত্নাকরেঽপি—চূড়ামণিস্তভগাৎ। উদা°—গোপেন্দ্র নন্দন হে গোবিন্দ কৃষ্ণ বিভো। মাং পাহি কংসরিপো গোপীপতে নৃহরে ॥

অথ **হংসমালা**—হংসমালা নাম

* খণ্ডিত। আদর্শ পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠা নাই।

ছন্দ সরগ-চরণ। যমুনার তীরে হংসমালা সুশোভন ॥ রত্নাকরেঽপি—সরগা হংসমালা। উদা°—জয় গোবিন্দ বৃন্দাবিপিনাধীশ শৌরে। পরমোদার কৃষ্ণ প্রণত-প্রাণবন্ধো ॥

অথ **সমানিকা**—রজগ-চরণ ছন্দ সমানিকা হয়। ইহাতে রচহ কৃষ্ণলীলা রসময় ॥ পিঙ্গলে (২।৫৮) চারি হার বিজ্জই তিণ্ণি গন্ধ দিজ্জই। সত্ত অকৃখরা ঠিআ সা সমানিআ পিআ। বাণীভূষণেঽপি—হারমেরুণা যদা সংকুলা ভবেৎ সদা। সপ্তবর্ণ-সঙ্গতা সা সমানিকা মতা ॥ উদা°—কুঞ্জরা চলন্তআ পক্কআ পলন্তআ। কুম্মপিঠ্‌ঠ বম্পএ ধূলি সূর ঝম্পএ ॥

অথ **সুবাসক** ছন্দ—নলভ রচই প্রতিপদ সপ্তাক্ষর। সুবাসক ছন্দ নাম কহে ফণীশ্বর ॥ পিঙ্গলে (২।৬০) ভণউ সুবাসউ লহুসু বিসেসউ। রই চউমত্তহ ভলহই অন্তহু ॥ ভূষণেঽপি (২।৫৯) দ্বিজগণমাহর ভগণমুপাহর। ভণতি সুবাসকমিতি গুণিনায়ক ॥ উদা°—জয় লয় (?) কেশব কমলদলেক্ষণ। পরমমনোহর রসময় মাধব ॥

অথ **শীর্ষরূপক**—মমগ চরণ পঞ্চ বর্ণাষ্টবিংশতি। শীর্ষরূপ-নাম ছন্দ কহে ফণিপতি ॥ পিঙ্গলে (২।৬৪) সত্তা দীহা জাণেহী কণ্ণাতীগো মাণেহী। চাউদ্দাহা মত্তাণা সীসারূও ছন্দাণা ॥ ভূষণেঽপি (২।৬৩) উক্তা বর্ণাঃ সপ্তাস্যাং সর্বে দীর্ঘাঃ স্যুর্যস্যাম্। এষা শীর্ষা নির্দিষ্টা কেষাং হর্ষং নোদ্দিষ্টা ॥ উদা°—কৃষ্ণে চিত্তস্থৈর্যং চেদ্ যস্যাঃ কিং স্যাত্তস্যা ভোঃ। বালে কার্যং সিদ্ধং বৈ এ যুক্তির্জ্ঞেয়া মে ॥

অথ **করহংচি**—নলজ-চরণ করহংচি ছন্দ জানি। রচহ কৃষ্ণের লীলা মহাসুখ মানি ॥ পিঙ্গলে (২।৬২) চরণগণ বিপ্‌প পঢ়ম লই থপ্প। জগণ তসু অন্ত ভণিঅ করহংচ ॥ উদা°—জিবউ জই এহ তিজউ গই দেহ। রমণ জই সোই বিরহ জনু হোই ॥

সপ্ত অক্ষরের ভেদ প্রস্তারে জানিবে। একশত আর অষ্টাবিংশতি মানিবে ॥

অষ্টাক্ষরানুষ্টুপ্—অথ **চিত্রপদা**—ভভ-গগ প্রতিপাদ চিত্রপদা। জানিয়া কবীন্দ্র কৃষ্ণলীলা রচো সদা ॥ মঞ্জর্যাং—চিত্রপদা যদা ভৌ গৌ। প্রদীপেঽপি—চিত্রপদং ভগণৌ গৌ। উদা°—ভব্যমিতো মম ভূয়াৎ আশ্বিত এব ইতি দ্রাক্। চিত্রপদং জনিতং তৎ যৎ কৃতমত্র বিধাত্রা ॥

অথ **বিদ্যুন্মালা**—মম-গগ পাদ বিদ্যুন্মালা ছন্দ নাম। বেদবর্ণে যতি অষ্টবর্ণ অনুপাম ॥ মঞ্জর্যাং (২।৮) মো মো গো গো বিদ্যুন্মালা। কালিদাসোঽপি (১৪) সর্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যাং বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্বেদৈঃ। বিদ্বদ্বৃন্দৈর্বীণাবাণী ব্যাখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা ॥ পিঙ্গলে (২।৬৬) বিজ্জুমালা মত্তা সোলা পাএ কণ্ণা চারী লোলা। এবং রূঅং চারী পাআ ভত্তীখত্তী বিজ্জুমালা ॥ উদা°—উম্মত্তা জোহা চুক্কন্তা বিপক্‌খা মজ্ঝে লুক্কন্তা। ণিক্কন্তা জন্তা ধাবন্তা ণিভভন্তী কীত্তী পাবন্তা ॥১॥ পুনরপি—বাসো কণ্ণা বিদ্যুন্মালা বর্হশ্রেণী শক্রশ্চাপঃ। যস্মিন্ স স্তাৎ তাপোচ্ছিত্যৈ গোমধ্যস্থঃ কৃষ্ণাম্ভোদঃ ॥

অথ **মাণবকঃ**—ভতলগ নিরূপণ অষ্টবর্ণে পাদ। মাণবক ছন্দ ইহো হরেন বিষাদ ॥ রত্নাকরে (৩।১৪) ভাত্তলগা মাণবকম্। ছন্দোদীপকে—ভস্তলগা যত্র হি তন্মাণবক-ক্রীড়িতকম্। উদা°—চঞ্চলচূড়ং চপলৈ,-র্বৎসকুলৈঃ কেলিপরম্। ধ্যায় সখে! স্মেরমুখং, নন্দসুতং মাণবকম্ ॥

অথ **হংসরুত** ছন্দ—মনগগ প্রতিপাদ অষ্টবর্ণ হয়। হংসরুত ছন্দ নাম কবিবৃন্দ কয় ॥ গ্রন্থান্তরেঽপি ম্নৌ গৌ হংসরুতমেতৎ। উদা°—শ্রীরাধারমণ কৃষ্ণ শ্রীনন্দাত্মজ কিশোর। গোবিন্দ প্রণতবন্ধো মাং পাহি প্র······ ॥

অথ **প্রমাণিকা**—জরলগ চরণ প্রমাণি নাম হয়। ছন্দ অনুরোধ হেতু স্বার্থে ক-প্রত্যয় ॥

রত্নাকরে (৩।১৭) প্রমাণিকা জরৌ লগৌ। পিঙ্গলে (২।৬৮) লহুগুরু নিরন্তরা পমাণিআ অঠ্‌ঠ্ কৃখরা। পমাণি দুণ বিজ্জএ ণরাঅ সো ভণিজ্জএ ॥ উদা°—বিধর্মশাস্ত্র-শংসিকা তবাতুলা সুবংশিকা। কুকুট্টিনীক্রিয়াপরা জগদ্বধূ-প্রমাণিকা ॥

অথ **সমানিকা**—গলরজপদ অষ্টবর্ণ অনুপাম। 'সমানিকা','মল্লিকা' জানিহ দুই নাম। রত্নাকরে (৩।১৬) গ্লৌ রজৌ সমানিকা তু। পিঙ্গলে (২।৭০) হারগন্ধ-বন্ধুরেণ দিট্‌ঠ অট্‌ঠ অকৃখরেণ। বারহাই মত্ত জাণ মল্লিআ সুছন্দ মাণ ॥ উদা°—যোষিদালি- দোষ - নাশ - হেতুরস্তি বংশিকেহ। ধর্মশাস্ত্র - শংসিকাস্ত্

মৎস্পৃহা - সমানিকা তু ॥১॥ জেণ জিন্নিখত্তি বংস রিট্‌ঠ মুট্‌ঠি কেসি-কংস। বাণপাণিকট্টিএউ সোই তুম্হ সুভ্ ভ দেউ ॥২॥

অথ **বিতান** ছন্দঃ—জত গগ পাদ এই বিতান-লক্ষণ। কেহো কহে প্রমাণি-সমানি ভিন্ন হন ॥

রত্নাকরে (৩।১৮)—বিতান-মাভ্যাং যদন্যৎ। ছন্দোদীপকে—জতো গুরু স্যাদ্ বিতানম্। উদা°—রমাপতির্মামপায়াৎ কৃপাদৃশা বীক্ষ্য পায়াৎ। স্বসেবকানাং সদায়াৎ সহায়তামত্রপায়াৎ ॥

অথ **নারাচক**—তরলগ অষ্টবর্ণ চরণে প্রমাণ। নারাচক ছন্দে কৃষ্ণ-লীলা করো গান ॥

রত্নাকরে (৩।১৯)—নারাচকং তরৌ লগৌ। প্রমাণি-প্রথম গুরু নারাচক হয়। প্রমাণিদৃণেতি সূত্রে পিঙ্গলেও কয় ॥

উদা°—গোবিন্দমম্বুজলোচনং কন্দর্প দর্প-মোচনম্। সংসারবন্ধনাশনং বন্দে হরাদিশাসনম্ ॥

অথ **পদ্মমালা**—রগণযুগল গুরু-যুগল চরণ। পদ্মমালা ছন্দ হয় অতিবিলক্ষণ ॥

রত্নাকরে—পদ্মমালা চ রৌ ঙ্গৌ গৌ। উদা°—রাধিকানাথ কৃষ্ণ-শ্রীগোকুলানন্দ কংসারে! মাধব শ্রীনিধে শৌরে পাহি মাং প্রাণ-বন্ধো হে ॥

অথ **সুচন্দ্রাভা** ছন্দ—যরগল পাদ অষ্টবর্ণ সুশোভিত। সুচন্দ্রাভা ছন্দ কবিগণেতে পূজিত ॥

রত্নাকরে—সুচন্দ্রাভা যরৌ গ্লৌ চ। উদা°—ত্রিলোকেশ প্রভো কৃষ্ণ যশোদানন্দন প্রেষ্ঠ। শুভাঙ্গাশ্রয় গোবিন্দ মুকুন্দ শ্রীশ মাং পাহি ॥

অথ **সুবিলাসা**—সরগল প্রতিপাদ ছন্দ সুবিলাসা। কৃষ্ণ সুবিলাস বর্ণি পূর্ণ করো আশা ॥

রত্নাকরে—সুবিলাসা সরৌ গ্লৌ হি। উদা°—পরমোদার গোবিন্দ জগদাহ্লাদক শ্রীশ। নৃহরে কৃষ্ণ গোপাল মথুরানাথ মাং রক্ষ ॥

অথ **সিংহলেখা**—রগণ জগণ গুরুযুগল চরণ। সিংহলেখা ছন্দ চারু কহে কবিগণ ॥

রত্নাকরে—রজৌ গগৌ চ সিংহ-লেখা। উদা°—গোকুলেন্দ্রনন্দন শ্রীনাথ নাগরেন্দ্র শৌরে। মাধব প্রভো মুরারে পাহি মামনাথবন্ধো ॥

অথ **তুঙ্গা**—ননগগ প্রতিপাদ তুঙ্গা ছন্দ নাম। অষ্টবর্ণ দ্বাদশ মাত্রায় অনুপাম ॥

পিঙ্গলে (২।৭২)—তরলণঅণি তুঙ্গো পঢমগণ সুরঙ্গো। ণগণজুঅল-বদ্ধো গুরুজুঅল পসিদ্ধো ॥

ভূষণে (২।৭১)—দ্বিগুণ-নগণকর্ণৈঃ সুললিতবসুবর্ণৈঃ। রসিকবিহিতরঙ্গা প্রভবতি কিল তুঙ্গা ॥ উদা—কমল ভমরজীবো সঅলভুঅণদীবো। তরিঅ তিমিরডিম্বো জঅই তরণিবিম্বো ॥

অথ **কমল**—ননজগ-পাদ ছন্দ কমল সুঠান। শ্রীকৃষ্ণকমলনেত্র-গুণ করো গান ॥

পিঙ্গলে (২।৭৪)—পঢমগণ বিপ্পও বিহু তহ ণরেন্দও। গুরুসহিঅ অন্তিণা কমল এম ভন্তিণা ॥

ভূষণেঽপি (২।৭৩)—দ্বিজবর-ণগান্বিতং জগণ-গুরুসংগতম্। ফণিনৃপতি-জল্পিতং কমলমিতি কল্পি-তম্ ॥ উদা°—বিজঅই জণদ্দণা অসুরকুলমদ্দণা। গরুরবর-বাহণা বলিভুঅণচাহণা ॥

অষ্টাক্ষরে দুইশত ষট্‌পঞ্চাশ ভেদ। কৃষ্ণলীলা বর্ণিয়া এ দূর কর খেদ ॥

অথ নবাক্ষরা বৃহতী—

অথ **হলমুখীছন্দ**—রনস-চরণ বৃত্ত—নাম হলমুখী। কৃষ্ণলীলা ইহাতে বর্ণিয়া হও সুখী ॥

রত্নাকরে (৩।১৯)—রান্নসাবিহ হলমুখী। দীপকে—রো নসৌ যদি হলমুখী। উদা°—সপ্রিয়া গমন-সুখতো বিস্মৃতস্মৃতিরতিতরাম্। রঞ্জনৈরসকতিলকং ভূমতিস্ম বর-তরুণী ॥

অথ **ভুজগশিশুসুতা**—ননম-চরণ নববর্ণ অনুপম। ভুজগশিশুসুতা এ ছন্দ মনোরম ॥

রত্নাকরে (৩।২০)—ভুজগশিশু-সৃতা নৌ মঃ। দীপকে—নগণযুগল-মৌ চেৎ সা ভুজগশিশুসুতা বোধ্যা। ভৃতেতি কেচিৎ। উদা°—শশিমুখি গগনে চন্দ্র,-ত্বরিতগতিরহো যাতি। ত্বমিহ হি বহসি শ্বাসান্ শ্রমসলিলময়ে খিন্না ॥

অথ **মণিমধ্যা**—ভমস-চরণ মণি-মধ্যা ছন্দ জানি। রচহ কৃষ্ণের লীলা মহানন্দ মানি ॥

রত্নাকরে—স্যান্মণিমধ্যা চেদ্ভমসাঃ। উদা°—— কালিয়ভোগাভোগগত-স্তন্মণিমধ্যস্ফীতরুচা। চিত্রপদাস্তো নন্দসুতশ্চারু ননর্ত্ত স্মেরমুখঃ ॥

অথ **ভুজগসঙ্গতা**—সগণ, জগণ আর রগণ-চরণে। ভুজঙ্গসঙ্গতা ছন্দ কহে কবিগণে ॥

রত্নাকরে——সজরৈর্ভুজঙ্গসঙ্গতা।

উদা°—তরলা তরঙ্গরঙ্গিতৈ,-র্যমুনা ভুজঙ্গ-সঙ্গতা। কথমেতু বৎস-চারকশ্চপলঃ সদৈব তাং হরিঃ॥

অথ **ভদ্রিকা**—অপূর্ব ভদ্রিকা ছন্দ রনর-চরণ। ত্রয়োদশ মাত্রার বর্ণ অতি বিলক্ষণ॥

—ভদ্রিকা ভবতি রো নরৌ। উদা°—মাধব প্রণত রঞ্জন শ্রীধর প্রণব ভো হরে। কেশব স্বজনবান্ধব প্রেমদ প্রবর পাহি মাম্॥

অথ **মহালক্ষ্মী**—মহালক্ষ্মী ছন্দ তিন রগণ-চরণ। মহালক্ষ্মী কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকা হন॥

পিঙ্গলে (২।৭৬)—দিট্‌ঠি জোহা গণা তিণ্ণিআ ণাঅরাএণ জা বিণ্ণিআ। মাসঅদ্ধেণ পাঅঠ্‌ঠিঅং জাণ মুদ্ধে মহালচ্ছিঅম্॥

ভূষণে (২।৭৯)—দৃশ্যতে পক্ষি-রাজত্রয়ং যত্র বৃত্তে মনোহারকে। সন্ততং পিঙ্গলেনোদিতা সা মহা-লক্ষ্মিকা কীর্তিতা॥ দীপকে—রৈস্ত্রিভির্বীর-লক্ষ্মীর্ভবেৎ। উদা°—সানুরূপং হি ভূপং পরৈস্ত্বামজয্যং রণে জিত্বরম্। বীরলক্ষ্মীরিয়ং সংস্তিতা শোভতে বীরলক্ষ্মীপতেঃ॥

অথ **সারঙ্গিকা**—নলগগ স-চরণ সারঙ্গিক নাম। ফণিপতি কহে মাত্রা দ্বাদশানুপাম॥

পিঙ্গলে—(২।৭৮) দিঅবরকণ্ণো সঅণং পঅ পঅ মত্তা গণণং। সব মুণিমত্তা লহিঅং সহি সরঙ্গিকা কহিঅম্॥ উদা°—হরিণ সরিসৃসা ণঅণা কমল সরিসৃসা বঅণা। জুঅজণ চিত্তাহরণী পিঅসহি দিট্‌ঠা তরুণী॥

অথ **পায়িত্তা**—মভস-চরণ নবাক্ষর কহে ফণি। পায়িত্তা, কুসুমবতী দুই নাম ভণি॥

পিঙ্গলে—(২।৮০) কুন্তীপুত্তা জুঅ লহিঅং তীঅ বিপ্পোধুঅ কহিঅং। অন্তে হারো জহ জণিঅং তং পায়িত্তং ফণিভণিঅং॥ দীপকে—মোভঃ সঃ স্যাৎ কুসুমবতী। উদা°—ফুল্লা নীবা ভম ভমরা দিট্‌ঠামেহা জল-সমরা। ণচ্চে বিজ্জুপিঅসহিআ আরে কন্তা কহু কহিআ॥

অথ **কমলা**—ননল লগ-চরণ কমলা ছন্দ নাম। কৃষ্ণপদ-কমল চিন্তহ অবিরাম॥

পিঙ্গলে——(২।৮২) সরসগণ-রমণিআ দিঅবর জুঅ পলিআ। গুরু ধরিঅ পহ পও দহকলঅ কমলও॥ ভূষণেঽপি—দ্বিজবরক-গণযুগং কলয় গুরু বিয়তিগং। ভণতি ফণিপতি-রিদং কমলমিতি রতিপদম্॥ উদা°—চল কমল-ণঅণিআ খলই থণবসণ-আ। হসই পর ণিঅলিআ অসই ধুঅ বহুলিআ॥

অথ **বিম্ব**—নলজগগ চরণ অতি বিলক্ষণ। বিম্বছন্দ নাম ফণিবদন-ভূষণ॥

পিঙ্গলে—(২।৮৪) রইঅ ফণি বিম্ব এসো গুরুজুঅল সব্বসেসো। সিরহি দিঅ মজ্ঝরাও গুণহ গুণি এ সহাও॥ ভূষণে—(২।৮৭) নগণ কর গন্ধকর্ণং ভবতি নববর্ণপূর্ণম্। ফণিবদন-ভূষণং যত্তবতি কিল বিম্বমেতৎ॥ উদা°—চলই চলবিত্ত এসো ণসই ত··ণত্ত বেসো। সুপুরুস গুণেণ বদ্ধা থির রহই কিত্তি সুদ্ধা॥

অথ **তোমর**—সজজ-চরণ ছন্দ তোমর বাখানি। ইহাতে বর্ণহ কৃষ্ণলীলা সুখ মানি॥

পিঙ্গলে—(২।৮৬) জস্সু আই হত্থ বিআণ তহবে পও হর জাণ। পভণেই ণাউ ণরেন্দ এম মাণু তোমর ছন্দ॥ উদা°—চলি চূঅ কোইল সাব মহুমাস পঞ্চম গাব। মণমজ্ঝ বম্মহ তাব ণহু কন্ত অজ্জবি আব॥

অথ **রূপামালী**—রূপামালী ছন্দ এ মমম-চরণে। নবাক্ষর নাগরাজ পিঙ্গলে সে ভণে॥

পিঙ্গলে (২।৮৮)—ণাআরাআ জম্পে সারাএ চারী কণ্ণা অন্তে হারাএ। অট্‌ঠারাহা মত্তা পাআএ রূআমালী ছন্দা জম্পীএ॥

ভূষণে (২।৯১)—চত্বারোঽস্মিন্ কর্ণা জায়ন্তে ছন্দস্যেকং হারং কুর্বন্তে। রন্ধ্রা বর্ণা পাদে রাজন্তে রূপামালী বৃত্তং তৎ কান্তে॥ উদা°—জং ণচ্চে বিজ্জুমেহং ধারা পংফুল্লাণীবা সদ্দে-মোরা। বাঅন্তা মন্দাসীআ রাআ কম্পন্তা গাআ কন্তাণাআ॥ যথা বা—আনন্দৈরাক্রান্তা কান্তা সা কান্তা-শ্লিষ্টা...কান্তাস্যেন্দুঃ। মুগ্ধা মুগ্ধৈর্বাচাং বিন্যাসৈ, র্হাসৈরুল্লাসৈর্দন্তৈ সৌখ্যম্॥

অথ **কুসুমিতা**—নরর চরণপ্রতি নবাক্ষর হয়। কুসুমিতা ছন্দ চারু কবিগণ কয়॥

দীপকে—কুসুমিতা যদা নো ররৌ॥ উদা°—সখি বিবৃত্য বীক্ষ ক্ষণং, সপদি সাদরং সাদরম্। অগময়ত্তদা কামিনী সরসমেব মে মানসম্॥

নবাক্ষর প্রস্তারিয়া রচো ছন্দগণ।
পাঁচশত দ্বাদশ এ ভেদ-নিরূপণ॥

অথ দশাক্ষরা পংক্তিঃ—

রুক্মবতী ছন্দঃ—ভগণ মসগ

দশাক্ষর পাদপ্রতি। রুক্মবতী, চম্পকমালা, বিশালা খ্যাতি ॥

মঞ্জর্যাং—(২।১০) রুক্মবতী সা যত্র ভমৌ সগৌ। পিঙ্গলে—হারঠবীজে কাহল বীজে সন্তি অপুত্তা এ গুরুজুত্তা। হথ করী জেহারঠ বীজে চম্পঅ মনোছন্দ ভণীজে ॥ দীপকে—ভো মসগা স্যাদত্র বিশালা। উদা°—পূর্ণকলাবান্মুজ্জলবেশঃ শারদ ইন্দুঃ শোভত এষঃ। নেত্রসুধাধারোহমলতল্পঃ কামিনি কান্ত ত্বন্মুখকল্পঃ ॥

অথ **সংযুতা**—সজজগ চরণ-সংযুতা বর্ণ দশ। নিরন্তর ইহাতে বর্ণহ কৃষ্ণযশ ॥

পিঙ্গলে (২।৯০)—জসুআই হথ-বিআণিও তহ বেপওহর জাণিও। গুরু অন্ত পিঙ্গল জম্পিও সই ছন্দ সংযুত থপ্পিও ॥ ভূষণে (২।৯৩)—সগণং পুরঃ কুরু শোভিতং জগণ-দ্বয়ং গুরু-সঙ্কিতম্। ফণিনায়কেন নিবেদিতা ভবতীহ সংযুতকা হিতা ॥ উদা°—তুহু জাহি সুন্দরি অপ্পণা পরিতেজ্জি দুজ্জণ থপ্পণা। বিঅসন্ত কেঅই সংপুণা ণিহু এহি আবিঅ বপ্পুণা ॥

অথ **সারবতী**—গলল-ভভগ-পদে ছন্দ সারবতী। দশাক্ষর সুগম কহএ ফণিপতি ॥

পিঙ্গলে—(২।৯৪) দীহলহূ জুঅ দীহলহূ সারবঈ ধুঅ ছন্দ কহূ। অন্ত পওহর ঠাউ ধআ চৌদহ মত্ত বিরামকআ ॥

ভূষণে—(২।৯৭) দীর্ঘলঘুদ্বয়-ভ-দ্বিগণা, হারিবিরাজি-চতুশ্চরণা। পিঙ্গলনাগ-মতে ভণিতা, সারবতী কবিসার্থ-হিতা ॥ দীপকে সারবতী ভগণত্রয়গৈঃ। উদা°—মধুবগ এষ দলৈঃ পিহিতং চম্পক-কোরকমুল্লসিতম্। মুগ্ধবধূস্তনচারুচিরং পশ্যতি পশ্য সখে রুচিরম্ ॥ যথাবা—পুত্তপবিত্ত বহুত্তধণা ভত্তি-কুটুম্বিণি সুদ্ধমণা। হক্ক তরসাই ভিচ্চ গণা কো কর বব্বর সগ্‌গমণা ॥

অথ **সুষমা**—গগল লমস পাদ ছন্দ এ সুষমা। ষোলমাত্রা দশাক্ষর অনুপমা ॥

পিঙ্গলে—(২।৯৬) কণ্ণো পঢ়মো হথো জুঅলো কণ্ণো তিঅলো হথো পঅলো। সোলা কলআ ছক্কা বলআ এসা সুসমা দিট্‌ঠা সুসমা ॥ ভূষণে—(২।৯৯) কর্ণো দ্বিলঘুঃ কর্ণো ভগণঃ শেষে গুরণা পূর্ণশ্চরণঃ। যস্যাং ভবিতা বালে পরমা সৈষা সুষমা তৃপ্যৎ-সুষমা ॥ দীপকে—তো যো ভগুরূ চেৎ সা সুষমা। উদা°—জানামি বি..... *

* অতঃপর খণ্ডিত।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (পরিশিষ্ট ৪ খ)

ধাতুরূপাবলী

[সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত ধাতু-সমূহের রূপাদর্শ এস্থলে দিগ্‌দর্শন-ন্যায়ে যৎসামান্য দেখান হইতেছে। বিশেষ জিজ্ঞাসায় ধাতুরূপকল্পদ্রুম, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী প্রভৃতি আলোচ্য। অত্রত্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন ঃ—(প্রথমতঃ হরিনামামৃতের নাম, দ্বিতীয়তঃ পাণিনির সংজ্ঞাদি দেওয়া হইতেছে)। অচ্যুত=লট্, অজিত=লৃঙ্, অধোক্ষজ=লিট্, আ=আত্মনেপদী, উভ=উভয়পদী, কল্কি=লৃট্, কামপাল = আশীর্লিঙ্, চক্রপাণি=যঙ্‌লুগন্ত, পর=পরস্মৈপদী, বালকল্কি=লুট্, ভূতেশ= লুঙ্, ভূতেশ্বর=লঙ্, বিধাতা=লোট্; বিধি=বিধিলিঙ্। আবার গণ-নির্ণয়ে—অ = অদাদি, ক্র্যা=ক্র্যাদি, চু=চুরাদি, ত=তনাদি, তু=তুদাদি, দি=দিবাদি, ভ্বা=ভ্বাদি, রু=রুধাদি এবং স্বা=স্বাদি। ধাতুর পরে তাহার অর্থ, তৎপরে গণ, তৎপরে পরস্মৈপদ বা আত্মনেপদ, তৎপরে লট্ (অচ্যুত) বিভক্তির প্রথমের একবচনে রূপ। তৎপরে প্রায়শঃ লুঙ্ (ভূতেশ) ও লিট্ (অধোক্ষজ) বিভক্তির রূপই দেখান হইতেছে। বিশেষ কিছু থাকিলে বিভক্তির নাম সূচনা করা হইবে]।

অংশ—বিভাজনে, চু, পর—অংশয়তি আংশিশৎ ; অংশয়াঞ্চকার।

অংহ (অহি)—গতিতে, ভ্বা, আ—অংহতে—আংহিষ্ট, আনংহে ; সন্ আঞ্জিহিষতি,ণি—অংহয়তি ; ভূতেশে—আঞ্জিহৎ।

অক—বক্রগতিতে, ভ্বা, পর—, অকতি,ভূতেশে—আকীৎ; অধোক্ষজে আক, কামপালে—অক্যাৎ ; বালকল্কিতে—অকিতা ; সন্—অচিকিষতি ; ণি—অকয়তি ; ভূতেশে—আনকি, অনাকি।

অক্ষ—ব্যাপ্তি, সংহতি ;—ভ্বা ও স্বা, পর—অক্ষতি, অক্ষ্ণোতি, অধোক্ষজে—আনক্ষ ; আনষ্ট, আনক্ষিথ ; বালকল্কিতে—অষ্টা, অক্ষিতা ; কল্কিতে—অক্ষ্যতি, অক্ষিষ্যতি ; ভূতেশে—আক্ষীৎ, আক্ষিষ্টাম্ আষ্টাম্, আক্ষিষুঃ, আক্ষুঃ, আক্ষীঃ, আক্ষিষ্টম্, আষ্টম্ ; আক্ষিষ্ট আষ্ট ; আক্ষিষ্টম্ আষ্টম্ ; আক্ষিষ্ব আক্ষ্ব, আক্ষিষ্ম আক্ষ্ম। ক্ত—অষ্ট, ক্তিন্—অষ্টি, ইন্—অক্ষি।

অগ—বক্রগতিতে, ভ্বা, পর—অগতি ; আগীৎ ; আগ। অগিতা ; ণি—অগয়তি।

অঘি—গতিতে এবং আক্ষেপে—ভ্বা, অঙ্ঘতে ; আঙ্ঘিষ্ট, আনঙ্ঘে ; আঞ্জিঘীষ্ট ; অঙ্ঘিতা।

অঙ্ক—লক্ষণে ও পদে—চু, পর—অঙ্কয়তি, ভূতেশে—আঞ্চীকপৎ, আঞ্চকৎ, আঙ্কিকৎ।

অঙ্গ (অগি)—গতিতে, ভ্বা, পর—অঙ্গতি, ২ চিহ্নীকরণে চু, পর অঙ্গয়তি ; ভূতেশে—আঞ্জিগৎ।

অঙ্ঘ (অঘি)—গতি, নিন্দা, আরম্ভ ও বেগে—ভ্বা, আ—অঙ্ঘতে, আঙ্ঘিষ্ট, আনঙ্ঘে।

অচ—গতি ও অস্পষ্ট উক্তিতে—ভ্বা উভ—অচতি, অচতে।

অজ—গতি, ক্ষেপণে—ভ্বা পর, অজতি আজীৎ, অবৈষীৎ ; বিবায় ; বীয়াৎ, অজিতা, বেতা ;—অজিষ্যতি, বেষ্যতি ; অজিতে—আজিষ্যৎ, অবেষ্যৎ ; সন্—অজিজিষতি, বিবীষতি ; যঙ্—বেবীয়তে ; ণি—বায়য়তি, বায়য়তে।

অঞ্চু—গতিতে ভ্বা, পর—অঞ্চতি, আঞ্চীৎ—আনঞ্চ ; (গত্যর্থে) অচ্যাৎ ; ২ পূজার্থে—অঞ্চ্যাৎ, ৩ বিশেষণে—চু, উভ—অঞ্চয়তি,-তে।

অঞ্জ (অনজ্) ম্রক্ষণ, গতি ও প্রকাশে—রু, পর—অনক্তি ; ভূতেশে—আঞ্জীৎ, ভূতেশ্বরে—আনক্,-গ্ ; অধোক্ষজে—আনঞ্জ।

অট—গতি, ভ্রমণে—ভ্বা, পর—অটতি আটীৎ, আট ; অট্যাৎ ; অটিতা ; যঙ্—অটাট্যতে ; চক্রপাণি—আট্টি, আটীতি।

অট্ট—তুচ্ছতায়, অনাদরে—চু, উভ—অট্টয়তি তে। ২ অতিক্রমে, বধে—ভ্বা আত্ম—অট্টতে, আনট্ট।

অড—উদ্যমে ভ্বা, পর—অডতি, আডীৎ ; আড—অড্যাৎ ; অডিতা, অডিষ্যতি।

অণ—শব্দে, ভ্বা, পর—অণতি; ২ প্রাণনে অর্থাৎ নিঃশ্বাস লওয়া বা ফেলা দি, আ—অণ্যতে, অণ্যেত; অণ্যতাম্, আণ্যত; আণিষ্ট—আণে; অণিষীষ্ট, আণিতা; অণিষ্যত; আণিষ্যত।

অত—সাতত্যগমনে, ভ্বা, পর—অততি; আতীৎ; আততি, আতৎ; অত্যাৎ অতিতা; অতিষ্যতি—আতিষ্যৎ, কর্মণি অত্যতে ব্যতিহারে—ব্যত্যততি।

অদ—ভক্ষণে, অ, পর—অত্তি; ভূতেশে—অঘসৎ, অধোক্ষজে—জঘাস, আদ; কামপালে—অদ্যাৎ; বালকল্কিতে অত্তা; ক্ত—জগ্ধ; যপ্—প্রজগ্ধ্য; ক্ত্বা—জগ্ধ্বা; ক্তি—জগ্ধি; ক্বনিপ্—অধ্বন্। সন্—জিঘৎসতি, ব্যতিহারে—ব্যত্ত্যতে।

অন—শব্দার্থে, ভ্বা, পর—অনতি; ২ প্রাণনে, অ, পর অনিতি; আন; আত্ম—অন্যতে।

অন্ট্ (অটি)—গতিতে ভ্বা, আত্ম—অণ্টতে; আনণ্টে।

অণ্ঠ [অঠি]—গতিতে ভ্বা, অণ্ঠতে আনণ্ঠে।

অন্ত (অতি)—বন্ধনে,-ভ্বা, পর—অন্ততি, আন্তীৎ, আনন্ত।

অন্দ (অদি)—বন্ধনে, ভ্বা, পর—অন্দতি আন্দীৎ; অধোক্ষজে—আনন্দ।

অন্ধ—অন্ধীকরণে, চু, পর—অন্ধয়তি, -তে—আন্দিধৎ, আন্দধৎ।

অম্ব (অবি)—শব্দে ভ্বা, আ—অম্বতে, ২ গতিতে, হিংসায়, পর—অম্বতি; আম্বিষ্ট, আনম্বে।

অম্ভ (অভি)—শব্দে, ভ্বা, আ—অম্ভতে; আম্ভিষ্ট; আনম্ভে।

অভ্র—গতিতে, ভ্বা, পর—অভ্রতি, আনভ্র।

অম—গতিতে, ভ্বা, পর—অমতি; ভূতেশে—আমীৎ, ২ রোগে—চু, উভ—আময়তি,-তে।

অয়—গতিতে, ভ্বা, আ—অয়তে, আয়িষ্ট; অয়াঞ্চক্রে।

অর্ক—তাপে, স্তুতিতে চু, উভ অর্কয়তি,-তে; ভূতেশে—আর্কিকৎ,-ত।

অর্ঘ—মূল্যে, পূজায় ভ্বা, পর—অর্ঘতি, আর্ঘীৎ; আনর্ঘ।

অর্চ—পূজায়, ভ্বা, পর—অর্চতি; আর্চীৎ; আনর্চ; ২ চু,পর—অর্চয়তি, আর্চিচৎ, অর্চয়ামাস।

অর্জ—অর্জনে ভ্বা, পর—অর্জতি; অধোক্ষজে আনর্জ; চু—অর্জয়তি।

অর্থ—যাচনে চু, আত্ম—অর্থয়তে; আর্ত্তিথত; অর্থয়িতা, অর্থয়িষ্যতে।

অর্দ—পীড়া, গতি,যাচনে—ভ্বা, পর—অর্দতি; আনর্দ, আর্দীৎ, আর্দিষ্ট। ২ বধে চু, উভ—অর্দয়তি,-তে।

অর্ব—বধে, গতিতে—ভ্বা, পর—অর্বতি, অধোক্ষজে—আনর্ব।

অর্হ—যোগ্যতায় ভ্বা, পর—অর্হতি, অধোক্ষজে—আনর্হ; ২ পূজায়—চু, পর—অর্হয়তি; ভূতেশে—আর্জিহৎ।

অল—বারণে, পর্যাপ্তিতে, ভূষণে ভ্বা, পর—অলতি। ভূতেশে—আলীৎ অধোক্ষজে আল।

অব—রক্ষণ, গতি, কান্তি, প্রীতি, তৃপ্তি, অবগম, প্রবেশ, শ্রবণ, সামর্থ্য, যাচন, ক্রিয়া, ইচ্ছা, দীপ্তি, প্রাপ্তি, আলিঙ্গন, হিংসা, দান,ভাগ ও বৃদ্ধিতে—ভ্বা, পর—অবতি; ভূতেশে—আবীৎ; অধোক্ষজে—আব।

অবধীর—অবজ্ঞায়, চু, অবধীরয়তি।

অশ—ভোজনে, ক্র্যা, পর অশ্নাতি, আশীৎ; আশ।

অশূঙ্—ব্যাপ্তিতে, স্বা,আত্ম—অশ্নুতে আশিষ্ট, আষ্ট; আনশে; অষ্টা অশিতা।

অস—দীপ্তি, গ্রহণ ও গতিতে, ভ্বা, উভ—অসতি-তে। ২ সত্তা—অ, পর, অস্তি, ভূতেশে—অভূৎ, ণি—ভাবয়তি। ব্যতি—ব্যতিস্তে।

অসু—ক্ষেপণে, দি, পর—অস্যতি ভূতেশে—আস্থৎ; অধোক্ষজে—আস।

অহ—ব্যাপ্তিতে স্বা, পর—অহ্নোতি।

অহি—গতিতে ভ্বা আত্ম—অংহতে।

আঙ্‌শাসু—ইচ্ছায়, অ, আত্ম—আশাস্তে। ভূতেশে—আশাসিষ্ট।

আছি—আয়ামে (দৈর্ঘ্যে)—ভ্বা, পর—আঞ্ছতি, আনঞ্ছ, আঞ্ছীৎ।

আ-দৃঙ্—আদরে, তু, আত্ম—আদ্রিয়তে, ভূতেশে—আদৃত; অধোক্ষজে—আদদ্রে; চক্রপাণি—আদদর্ত্তি।

আন্দোল—দোলনে—চু, পর—আন্দোলয়তি।

আপ্৯—ব্যাপ্তিতে স্বা, পর আপ্নোতি ভূতেশে—আপৎ; অধোক্ষজে—আপ। ২ লম্ভনে—চু, উভ—আপয়তি-তে; ভ্বা, পর—আপতি।

আস—উপবেশনে, অ, আত্ম—আস্তে ভূতেশে—আসিষ্ট; অধোক্ষজে—আসাঞ্চক্রে।

ই—গতিতে-ভ্বা, পর অয়তি, ভূতেশে—ঐষীৎ; অধোক্ষজে—ইয়ায়, বালকল্কিতে—এতা।

ইক্ (অধি-পূর্বক)—স্মরণে, অ, পর —অধি-অধ্যেতি ; ভূতেশে—অধ্যগাৎ, অধোক্ষজে—অধীয়ায় ।

ইখ্, ইখি—গতিতে, ভ্বা, পর, এখতি ; ঐখীৎ ; ইয়েখ । ২ ইঙ্খতি, ইঙ্খাঞ্চকার ।

ইঙ্ (নিত্য অধি-পূর্ব)—অধ্যয়নে, অ, আত্ম—অধীতে ; ভূতেশে—অধ্যগীষ্ট, অধ্যৈষ্ট ; অধোক্ষজে—অধিজগে ।

ইট্—গতিতে, ভ্বা, পর—এটতি ; ভূতেশে—ঐটীৎ ; অধোক্ষজে ইয়েট ।

ইণ্—গতিতে, অ, পর—এতি ; অগাৎ ; ইয়ায় ।

ইদি—পরমৈশ্বর্য্যে, ভ্বা, পর—ইন্দতি ভূতেশে—ঐন্দীৎ, ইন্দাঞ্চকার ।

(ঞি) **ইন্ধী**—দীপ্তিতে রু, আত্ম—ইন্ধে, ঐন্ধিষ্ট ; ঈধে ।

ইল—স্বপ্নে, ক্ষেপণে—তু, পর—ইলতি, ঐলীৎ ; ইয়েল । ২ প্রেরণে—চু, উভ—এলয়তি,-তে ।

ইষ—ইচ্ছায় তু, পর, ইচ্ছতি, ভূতেশে—ঐষীৎ ; অধোক্ষজে—ইয়েষ । ২ গমনে—দি, পর—ইষ্যতি ; ৩ পৌনঃ-পুন্যে—ক্র্যা, পর—ইষ্ণাতি ।

ঈক্ষ—দর্শনে, ভ্বা, আত্ম—ঈক্ষতে ; ঐক্ষিষ্ট ; ঈক্ষাঞ্চক্রে ।

ঈখ—গতিতে, ভ্বা, পর—ঈখতি অধোক্ষজে—ঈখাঞ্চকার ।

ঈজ—নিন্দাতে, ভ্বা, আত্ম—ঈজতে, ঐজিষ্ট ; ইজাঞ্চক্রে ।

ঈড়—স্তুতিতে, অ, আত্ম—ঈট্টে ; ঐড়িষ্ট ; ঈড়াঞ্চক্রে ২ চু, উভ—ঈড়য়তি-তে ।

ঈর—গমনে, কম্পনে—অ, আত্ম—ঈর্ত্তে, ভূতেশে—ঐরিষ্ট ; অধোক্ষজে—ঈরে, ঈরাঞ্চক্রে । ২ ক্ষেপে—চু উভ—ঈরয়তি,-তে ; ভূতেশে—ঐরিরৎ,-ত ; অধোক্ষজে—ইরাঞ্চকার ।

ঈশ-ঐশ্বর্যে—অ, আত্ম, ঈষ্টে, ঐশিষ্ট, ঈশাঞ্চক্রে ।

ঈষ—দান, দর্শন, বধ ও গতিতে—ভ্বা, আত্ম—ঈষতে , ২ উঞ্ছবৃত্তিতে পর, ঈষতি ।

ঈহ—চেষ্টাতে, ভ্বা, আত্ম—ঈহতে, ঐহিষ্ট ।

উক্ষ—সেচনে, বর্ষণে—ভ্বা, পর উক্ষতি—ঔক্ষীৎ ; উক্ষাঞ্চকার ।

উখ, গতিতে—ভ্বা, পর ওখতি, ঔখীৎ ; উবোখ । ২ **উখি**—উঙ্খতি, ঔঙ্খীৎ, উঙ্খাঞ্চকার, উঙ্খিতা ।

উঙ্—শব্দে ভ্বা, আত্ম—অবতে ভূতেশে—ঔষ্ট ; অধোক্ষজে—উবে ।

উছি, উঞ্ছি—কণাগ্রহণে, ভ্বা, পর—উঞ্ছতি, ঔঞ্ছীৎ ; উঞ্ছাঞ্চকার ।

উছী—(বিপূর্ব) বিবাসে (সমাপ্তিতে) —ভ্বা, পর—ব্যুচ্ছতি, ব্যৌচ্ছীৎ ; ব্যুচ্ছাঞ্চকার ।

উজ্ঝ—ত্যাগে তু, পর—উজ্ঝতি, ঔজ্ঝীৎ, উজ্ঝাঞ্চকার ।

উদ্ঝ—উৎসর্গে, তু, পর—উজ্ঝতি ঔজ্ঝীৎ, উজ্ঝাঞ্চকার ।

উন্দী—ক্লেদনে, রু, পর—উনত্তি, ঔন্দীৎ ; উন্দাঞ্চকার, উদ্যাৎ, উন্দিতা, উন্দিষ্যতি, ঔন্দিষ্যৎ ।

উব্ভ, উম্ভ—পূরণে, তু, পর—উম্ভতি, ঔম্ভীৎ ; উবোভ ।

উষ—দাহে ভ্বা, পর—ওষতি ঔষীৎ ; উবোষ, ওষাঞ্চকার ।

উহ—পীড়নে—ভ্বা, পর—ওহতি ঔহীৎ ; উবোহ ।

উন—পরিহাণে, চু, উভ—উনয়তি, -তে । ঔনিনৎ,-ত ।

উয়ী—তন্তুসন্তানে ভ্বা, আত্ম—উয়তে ঔয়িষ্ট ; উয়াঞ্চক্রে ।

উর্জ—প্রাণনে, বলে—চু, উভ—উর্জয়তি-তে । ভূতেশে—ঔর্জ্জিজৎ, -ত । অধোক্ষজে—উর্জ্জয়াঞ্চকার, উর্জ্জয়াঞ্চক্রে ।

উর্ণুঞ্—আচ্ছাদনে, অ, উভ—উর্ণোতি, উর্ণৌতি ; উর্ণুতে । ভূতেশে—ঔর্ণোনাবীৎ, ঔর্ণোন্নুবীৎ, ঔর্ণবিষ্ট ।

উষ—রোগে—ভ্বা, পর—উষতি । ২ দাহে—ওষতি, ঔষীৎ ; ওষাঞ্চকার ।

উহ—বিতর্কে ভ্বা, আত্ম—উহতে, ঔহিষ্ট ; উহাঞ্চক্রে ।

ঋ—গতিতে,প্রাপণে ভ্বা পর—ঋচ্ছতি, ঋচ্ছতঃ, ঋচ্ছন্তি ; বিধিতে—ঋচ্ছেৎ ; বিধাতৃতে—ঋচ্ছতু ; ভূতেশ্বরে—আর্চ্ছৎ ; ভূতেশে—আর্ষীৎ, অধোক্ষজে—আর, আরতুঃ, আরুঃ । কামপালে—আর্যাৎ ; বালকল্কিতে—আর্ত্তা ; কল্কিতে—অরিষ্যতি ; অজিতে—আরিষ্যৎ ; কর্ম্মে অর্যতে । ২ গমনে—অ, পর—ইয়র্ত্তি, ইয়ৃতঃ, ইয্রতি ; বিধিতে—ইয়ৃয়াৎ, ইয়ৃয়াতাম্, ইয়ৃয়ুঃ ; বিধাতৃতে—ইয়র্ত্তু, ইয়ৃতাৎ, ইয়ৃতাম, ইয্রতু ; ইয়ৃহি, ইয়ৃতাৎ, ইয়রাণি, ইয়রাব ; ভূতেশ্বরে—ঐয়ঃ, ঐয়ৃতাম্, ঐয়রুঃ, ঐয়ঃ, ঐয়ৃতম্, ঐয়ৃত, ঐয়রম্, ঐয়ৃব ; ভূতেশে—আরৎ, আরুতাম্, আরন্, আরঃ, আরম্ ; অধোক্ষজে আর, আরতুঃ, আরুঃ ; কাময়পালে—অর্যাৎ ; চক্রপাণিতে—অর্যর্ত্তি, অরর্ত্তি, অর্যরীতি, অররীতি ।

ঋচ্—স্তুতিতে, তু, পর—ঋচতি ; আর্চীৎ, আনর্চ।

ঋচ্ছ—গত্যাদিতে—তু, পর—ঋচ্ছতি অর্চ্ছীৎ, অধোক্ষজে—আনর্চ্ছ।

ঋজ—গতিতে, স্থানে, অর্জনে—ভ্বা, আত্ম—অর্জতে ; আর্জিষ্ট ; আনৃজে।

ঋণ্—গমনে, ত, উভ—অর্ণোতি, অর্ণুতে। ভূতেশে—আর্ণীৎ ; আর্ত্ত, আর্ণিষ্ট। অধোক্ষজে—আনর্ণ, আনৃণে।

ঋত—ঘৃণায়, ভ্বা (সৌত্র) পর—ঋতীয়তে, অধোক্ষজে—আনর্ত্ত।

ঋধু—বৃদ্ধিতে, স্বা, পর ঋধ্নোতি। ২ দি, পর—ঋধ্যতি ; ভূতেশে—আর্দ্ধৎ অধোক্ষজে—আনর্দ্ধ।

ঋষ—গমনে, তু, পর—ঋষতি, আর্ষীৎ, আনর্ষ।

ঋ্ৗ—গমনে ক্র্যা, পর ঋণাতি ; আর্ণাৎ ; আরীৎ, আরিষ্টাম্। অরাঞ্চকার। অরিতা, অরীতা। আরিষ্যৎ আরীষ্যৎ।

এজৃ—কম্পনে, ভ্বা, পর—এজতি ; ২ আত্ম—এজতে, ভূতেশে—ঐজত, অধোক্ষজে—এজাঞ্চক্রে।

এধ—বৃদ্ধিতে—ভ্বা, আত্ম—এধতে, —ঐধিষ্ট, এধাঞ্চক্রে।

এষ্—প্রযত্নে ভ্বা, আত্ম—এষতে —ঐষীষ্ট, এষাঞ্চক্রে। বালকল্কিতে এষিতা, কল্কিতে—এষিষ্যতে।

ওখৃ—শোষণে ভ্বা, পর—ওখতি ভূতেশে—ঔখীৎ, অধোক্ষজে—ওখাঞ্চকার, অজিতে—ঔখিষ্যৎ।

ওজ—তেজে চু, পর—ওজয়তি।

ওণৃ—অপনয়নে, ভ্বা, পর ; ওণতি ঔণৎ, ওণাঞ্চকার, ঔণীৎ।

কক—লৌল্যে—ভ্বা, আত্ম, ককতে, অককীৎ, চককে।

ককি—গমনে, ভ্বা আত্ম ; কঙ্কতে, অকঙ্কিষ্ট, চকঙ্কে।

কখ—হাস্যে, ভ্বা, পর, কখতি, অকখীৎ, অকাখীৎ ; চকাখ।

কচ—বন্ধনে, ভ্বা, আত্ম—কচতে ; অকচিষ্ট ; চকচে।

কঞ্চ—দীপ্তিতে, ভ্বা আত্ম—কঞ্চতে, অকঞ্চিষ্ট, চকঞ্চে।

কট—গমনে, ভ্বা, পর—কটতি, অকটীৎ, চকাট।

কঠ—কৃচ্ছ্রজীবনে—ভ্বা, পর—কঠতি অকঠীৎ, চকাঠ।

কড—দর্পে—তু, পর—কডতি। অকডীৎ, চকাড।

কণ—গমনে—ভ্বা, পর—কণতি, অকণীৎ, অকাণীৎ ; চকাণ।

কথ—বাক্যপ্রবন্ধে চু, উভ কথয়তি, কথয়তে ; অচকথৎ,-ত।

কত্থ—শ্লাঘায় ভ্বা, আত্ম, কত্থতে অকত্থিষ্ট, চকত্থে।

কত্র—শৈথিল্যে, চু পর কত্রয়তি অচকর্ত্তৎ। কত্রয়াঞ্চকার।

কদ—বৈক্লব্যে ভ্বা, আত্ম কন্দতে অকন্দিষ্ট, চকন্দে।

কন—দীপ্তি, কান্তি ও গতিতে ভ্বা, পর কনতি, অকানীৎ, অকনীৎ ; চকান।

কন্দ—আহ্বান ও রোদনে ভ্বা, পর কন্দতি, কন্দেৎ, অকন্দীৎ। চকন্দ। কন্দ্যাৎ।

কমু—কান্তিতে (কান্তি ইচ্ছা) ভ্বা আত্ম কাময়তে। ভূতেশে অচীকমত, অচকমত ; অধোক্ষজে কাময়াঞ্চক্রে, চকমে। কামপালে কাময়িষীষ্ট, কমিষীষ্ট। বালকল্কিতে কাময়িতা, কমিতা। কল্কিতে কাময়িষ্যতে, কমিষ্যতে।

কম্প—কম্পনে ভ্বা, আত্ম কম্পতে অকম্পিষ্ট, চকম্পে।

কর্জ—পীড়নে ব্যয়ে, ভ্বা, পর কর্জতি, অকর্জীৎ, চকর্জ।

কর্দ—কুৎসিত শব্দে ভ্বা, পর কর্দতি, অকর্দীৎ, চকর্দ।

কল—শব্দে ও সংখ্যাতে ভ্বা, আত্ম কলতে, অকলিষ্ট। চকলে। ২ গমন, সংখ্যায় চু, কলয়তি,-তে। অচকলৎ -ত, কলয়াঞ্চকার,-ঞ্চক্রে।

কল্ল—অস্ফুট শব্দে ভ্বা, আত্ম কল্লতে অকল্লিষ্ট, চকল্লে।

কষ—হিংসায় ভ্বা, পর কষতি। অকষীৎ, চকাষ।

কস—গমনে ভ্বা, পর—কসতি। অকাসীৎ, অকসীৎ ; চকাস।

কসি—গমনে ও শাসনে, অ আত্ম কংস্তে, অকংস্ত, চকংসে।

কাঙক্ষ—আকাঙ্ক্ষায়, ভ্বা পর কাঙ্ক্ষতি অকাঙ্ক্ষীৎ, চকাঙ্ক্ষ।

কাচি—দীপ্তিতে, বন্ধনে ; ভ্বা আত্ম কাঞ্চতে, অকাঞ্চিষ্ট, চকাঞ্চে।

কাশৃ—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম কাশতে, অকাশিষ্ট। চকাশে। ২ দি আত্ম কাশ্যতে। অকাশ্যত।

কাস—শব্দে ও কুৎসায় ; ভ্বা, আত্ম কাসতে, অকাসিষ্ট, কাসাঞ্চক্রে।

কিট—ত্রাসে ভ্বা, পর কেটতি, অকেটীৎ, চিকেট।

কিত—নিবাসে, রোগাপনয়নে ; ভ্বা, পর চিকিৎসতি, অচিকিৎসীৎ, চিকিৎসাঞ্চকার।

কীল—বন্ধনে ভ্বা, পর কীলতি অকীলীৎ, চিকীল।

কু—শব্দে অ, পর কৌতি, অকৌৎ।

চুকাব।

কুক—আদানে ভ্বা, আত্ম কোকতে। অকোকিষ্ট, চুকুকে।

কুঙ্—শব্দে ভ্বা, আত্ম কবতে অকোষ্ট, চুকুবে।

কুচ্—শব্দে ভ্বা, পর কোচতি, অকোচীৎ, চুকোচ। ২ তু, পর সংকোচনে, কুচতি অকুচীৎ।

কুট—কৌটিল্যে তু, পর কুটতি। অকুটীৎ, চুকোট।

কুট্ট—ছেদনে এবং ভর্ৎসনে চু, উভ, কুট্টয়তি,-তে। কুট্টয়াঞ্চকার,-চক্রে।

কুঠি—বৈকল্যে ভ্বা, পর কুণ্ঠতি। অকুণ্ঠীৎ, চুকুণ্ঠ।

কুড—বাল্যে তু, পর কুড়তি, অকেড়ীৎ, চুকোড়। ২ রচনে চু, উভ, কুণ্ডয়তি-তে। অকুণ্ডীৎ, চুকুণ্ড। ৩ দাহে ভ্বা, আত্ম কুণ্ডতে অকুণ্ডিষ্ট, চুকুণ্ডে।

কুণ—শব্দে, উপকরণে তু, আত্ম কুণতি। ২ সঙ্কোচনে চু আত্ম কুণয়তে, কুণয়াঞ্চকার।

কুৎস—নিন্দায় চু, আত্ম কুৎসয়তে অচুকুৎসত, কুৎসয়াঞ্চক্রে।

কুথ—পূতীভাবে দি, পর কুথ্যতি অকোথীৎ। চুকোথ।

কুথি—হিংসায়, সংক্লেশে; ভ্বা, পর কুন্থতি। অকুন্থীৎ। চুকুন্থ।

কুন্চ—কৌটিল্যে, অল্পীভাবে ভ্বা, পর—কুঞ্চতি। অকুঞ্চীৎ। চুকুঞ্চ।

কুন্থ—ক্লেশে ক্র্যা, পর কুথ্নাতি। অকুন্থীৎ। চুকুন্থ।

কুপ—ক্রোধে দি, পর কুপ্যতি। অকুপৎ। চুকোপ।

কুমার—ক্রীড়ায় চু, উভ—কুমারয়তি, -তে। অচুকুমারয়ৎ,-ত।

কুর—শব্দে, তু, পর কুরতি,অকোরীৎ। চুকোর।

কুর্দ্দ—ক্রীড়ায় ভ্বা, আত্ম—কুর্দ্দতে অকুর্দ্দিষ্ট। চুকুর্দ্দে।

কুল—সংস্থানে ও সম্বন্ধে ভ্বা পর কোলতি। অকোলীৎ, চুকোল।

কুশি—ভাষার্থে, চু উভ কুংসয়তি, -তে। অচুকুংসৎ,-ত।

কুষ—নিষ্কর্ষে, ক্র্যা, পর কুষ্ণাতি। অকোষীৎ, চুকোষ, কুকুষতুঃ।

কুস—শ্লেষণে দি, পর কুস্যতি অকুসৎ।

কুহ—বিস্মাপনে চু, আত্ম কুহয়তে। অচুকুহত।

কূজ—অব্যক্ত শব্দে, ভ্বা, পর কূজতি, চুকূজ।

কূট—অপ্রদানে চু, আত্ম—কূটয়তে, ২ পরিতাপে চু উভ, কূটয়তি,-তে অচুকূটৎ,-ত।

কূণ—সঙ্কোচনে চু, আত্ম কূণয়তে অচুকূণত।

কূল—আবরণে ভ্বা, পর কূলতি অকূলীৎ, চুকূল।

কৃঞ্—হিংসায় স্বা, উভ—কৃণোতি কৃণুতে, ভুতেশে অকার্ষীৎ, অকৃত; অধোক্ষজে চকার, চক্রে; কামপালে ক্রিয়াৎ কৃষীষ্ট; বালকল্কিতে কর্ত্তা। ২ (ডু)কৃঞ্ করণে ত, উভ, করোতি কুরুতে, অকার্ষীৎ, অকৃত। চকার, চক্রে। চক্রপাণিতে—চরিকরীতি, চরীকরীতি, চর্করীতি, চরীকর্ত্তি, চরিকর্ত্তি, চর্কর্ত্তি।

কৃতী—ছেদনে রু, পর কৃন্ততি, অকর্ত্তীৎ, চকর্ত্ত। কর্ৎস্যতি,কর্ত্তিষ্যতি। ২ বেষ্টনে তু, পর কৃণত্তি।

কৃপূ—সামর্থ্যে ভ্বা, আত্ম কল্পতে, অকল্পিষ্ট, চকৢপে, কল্প্তা, কল্পিতা।

কৃবি—করণে এবং হিংসাতে ভ্বা, পর কৃণ্বতি, ২ জিঘাংসাতে স্বা, পর কৃণোতি অকৃণ্বীৎ, চকৃণ্ব।

কৃশ—তনূকরণে দি, পর কৃশ্যতি, অকৃশ্যৎ, অকৃশৎ; চকর্শ।

কৃষ—বিলেখনে এবং আকর্ষণে ভ্বা, কর্ষতি; অকৃক্ষৎ, অকার্ক্ষীৎ, অক্রাক্ষীৎ। চকর্ষ, বালকল্কিতে ক্রষ্টা কর্ষ্টা, কল্কিতে ক্রক্ষ্যতি, কর্ক্ষ্যতি।

কৄ—বিক্ষেপে তু, পর কিরতি অকারীৎ, চকার, কীর্য্যাৎ, করিতা, করীতা, চক্রপাণিতে চাকরীতি, চাকর্ত্তি। ২ হিংসাতে ক্র্যা, পর কৃণাতি।

কৄত—সংশব্দে চু, উভ কীর্ত্তয়তি, কীর্ত্তয়তে, অচিকীর্ত্তৎ,-ত, অচীকৃতৎ।

কৢপ্—অবকল্কনে (মিশ্রীকরণে) চু, উভ—কল্পয়তি,-তে।

কৈ—শব্দে, ভ্বা, পর কায়তি অকাসীৎ, চকৌ, কায়াৎ, কাতা।

ক্নূঞ্—শব্দে ক্র্যা। উভ, ক্নূনাতি, অক্নাবীৎ, অক্নবীষ্ট, চুক্নাব, চুক্নুবে।

ক্মর—কৌটিল্যে, ভ্বা. পর ক্মরতি. অক্মারীৎ, চক্মার।

ক্রথ—হিংসার্থে ভ্বা, পর ক্রথতি অক্রথীৎ।

ক্রদি—আহ্বানে, রোদনে; ভ্বা, পর, ক্রন্দতি, অক্রন্দীৎ, চক্রন্দ।

ক্রন্দ (আঙ্ পূর্ব) রোদনে চু, উভ আক্রন্দয়তি,-তে; আচক্রন্দৎ,-ত।

ক্রপ—কৃপায় ভ্বা, আত্ম ক্রপতে, অক্রপিষ্ট, চক্রপে।

ক্রমু—পাদবিক্ষেপে ভ্বা, পর ক্রামতি অক্রমীৎ, চক্রাম ক্রমিষ্যতি। ২ দি, পর ক্রাম্যতি।

(ড়) **ক্রী** (ঞ্)—দ্রব্যবিনিময়ে ক্র্যা, উভ ক্রীণাতি, ক্রীণীতে। ভূতেশে অক্রৈষীৎ, অক্রেষ্ট। অধোক্ষজে চিক্রায়, চিক্রিয়ে। কামপালে ক্রীয়াৎ, ক্রেষীষ্ট। বালকল্কিতে ক্রেতা।

ক্রীড়্—বিহারে ভ্বা, পর ক্রীড়তি অক্রীড়ীৎ, চিক্রীড়।

ক্রুধ্—কোপে দি, পর ক্রুধ্যতি, অক্রুধ্যৎ, চুক্রোধ।

ক্রুন্চ—কৌটিল্যে এবং অল্পীভাবে ভ্বা, পর ক্রুঞ্চতি, অক্রুঞ্চীৎ, চুক্রুঞ্চ।

ক্রুশ—আহ্বানে এবং রোদনে ভ্বা, পর ক্রোশতি, অক্রুক্ষৎ, চুক্রোশ।

ক্লথ—হিংসার্থে ভ্বা, পর ক্লথতি অক্লথীৎ, অক্লাথীৎ; চক্লাথ।

ক্লন্দ—আহ্বানে এবং রোদনে ভ্বা, পর ক্লন্দতি, অক্লন্দীৎ, চক্লন্দ। ২ বৈক্লব্যে ভ্বা আত্ম, ক্লন্দতে।

ক্লম—গ্লানিতে দি পর ক্লাম্যতি, অক্লমৎ। ২ ভ্বা, পর ক্লামতি।

ক্লিদি—পরিদেবনে ভ্বা, পর ক্লিন্দতি অক্লিন্দীৎ, চিক্লিন্দ।

ক্লিদূ—আর্দ্রীভাবে দি, পর ক্লিদ্যতি, অক্লিদৎ, চিক্লেদ।

ক্লীব—অপ্রাগল্ভ্যে ভ্বা, আত্ম ক্লীবতে অক্লীবিষ্ট, চিক্লীবে।

ক্লিশ—উপতাপে দি, আত্ম ক্লিশ্যতে অক্লেশিষ্ট, চিক্লিশে।

ক্লিশূ—বিবাধনে ক্র্যা, পর ক্লিশ্নাতি, অক্লেশীৎ, অক্লক্ষৎ; চিক্লেশ।

ক্লেশ—বধে, অব্যক্তশব্দে ভ্বা আত্ম, ক্লেশতে, অক্লেশিষ্ট, চিক্লেশে।

ক্বণ—শব্দে ভ্বা, পর ক্বণতি, অক্বাণীৎ, চক্বাণ।

ক্বথে—নিষ্পাকে, ভ্বা, পর ক্বথতি, অক্বথীৎ, চক্বাথ।

ক্ষণু—হিংসাতে ত, উভ ক্ষণোতি, ক্ষণুতে; অক্ষণীৎ, অক্ষত, অক্ষণিষ্ট। চক্ষাণ, চক্ষণে।

ক্ষপ—প্রেরণে চু, পর ক্ষপয়তি, অচক্ষপৎ, ক্ষপয়াঞ্চকার।

ক্ষমূ—সহনে দি, পর ক্ষাম্যতি, অক্ষমৎ, চক্ষাম।

ক্ষমূষ্—সহনে ভ্বা আত্ম ক্ষমতে অক্ষমত, অক্ষমীষ্ট, অক্ষংস্ত। চক্ষমে।

ক্ষর—সঞ্চলনে ভ্বা, পর ক্ষরতি, অক্ষরীৎ, চক্ষার।

ক্ষল—শৌচকর্মে চু, উভ ক্ষালয়তি,-তে, অচক্ষলৎ,-ত। ক্ষালয়াঞ্চকার, -ঞ্চক্রে।

ক্ষি—ক্ষয়ে ভ্বা, পর ক্ষয়তি, অক্ষৈষীৎ, চিক্ষায়। ২ নিরাসে এবং গমনে তু, পর ক্ষিয়তি। ৩ হিংসায় স্বা, পর ক্ষিণোতি।

ক্ষিণু—হিংসাতে ত, উভ, ক্ষিণোতি, ক্ষিণুতে। অক্ষণীৎ, অক্ষিত, অক্ষেণিষ্ট। চিক্ষেণ, চিক্ষিণে।

ক্ষিপ—দি, পর—ক্ষিপ্যতি, ভূতেশে অক্ষৈপ্সীৎ, অধোক্ষজে চিক্ষেপ। ২ তু, উভ ক্ষিপতি-তে, অক্ষৈপ্সীৎ, অক্ষিপ্ত; চিক্ষেপ, চিক্ষিপে।

ক্ষীব—মদে ভ্বা আত্ম ক্ষীবতে, অক্ষীবিষ্ট, চিক্ষীবে।

ক্ষুদির্—চূর্ণীকরণে রু উভ, ক্ষুণত্তি, ক্ষুন্তে; অক্ষুদৎ, অক্ষৌৎসীৎ, অক্ষুত্ত। চুক্ষোদ, চুক্ষোদে।

ক্ষুধ—বুভুক্ষাতে দি, পর ক্ষুধ্যতি, অক্ষুধ্যৎ, অক্ষুধৎ। চুক্ষোধ।

ক্ষুভ—সঞ্চলনে ভ্বা, আত্ম ক্ষোভতে, অক্ষুভৎ, চুক্ষুভে। ২ দি, পর ক্ষুভ্যতি, অক্ষুভ্যৎ, অক্ষুভৎ। চুক্ষোভ। ৩ ক্র্যা, পর ক্ষুভ্নাতি, অক্ষোভীৎ; চুক্ষোভ।

ক্ষৈ—ক্ষয়ে ভ্বা, পর ক্ষয়তি, অক্ষাসীৎ, চক্ষৌ।

ক্ষু—তেজনে অ, পর ক্ষৌতি, অক্ষাবীৎ, চুক্ষাব।

ক্ষ্বেল্—চলনে, ভ্বা পর ক্ষ্বেলতি।

খজ—মন্থে ভ্বা, পর খজতি, অখজীৎ, চখাজ।

খজি—গতিবৈকল্যে, ভ্বা পর খঞ্জতি, অখঞ্জীৎ, চখঞ্জ।

খনু—অবদারণে ভ্বা, উভ খনতি, -তে; অখানীৎ অখনীৎ; অখনিষ্ট। চখান, চখ্নে। চক্রপাণিতে—চংখনীতি, চংখন্তি।

খর্দ—দংশনে ভ্বা, পর খর্দতি, অখর্দীৎ চখর্দ।

খর্ব—দর্পে ভ্বা, পর খর্বতি, অখর্বীৎ, চখর্ব।

খল—সঞ্চয়ে ভ্বা, পর খলতি, অখালীৎ, চখাল।

খব—ভূত-প্রাদুর্ভাবে ক্র্যা, পর খৌনাতি অখাবীৎ, অখবীৎ; চখাব।

খাদ—ভক্ষণে ভ্বা, পর, খাদতি অখাদীৎ, চখাদ, খাদ্যাৎ, খাদিতা, খাদিষ্যতি, অখাদিষ্যৎ।

খিদ—দৈন্যে দি, আত্ম,খিদ্যতে, অখিত্ত, চিখিদে, খিৎসীষ্ট, খেত্তা, খেৎস্যতি, অখেৎস্যত। ২ রু আত্ম খিন্তে, অখিত্ত, চিখিদে। ৩ পরিঘাতে তু, পর খিন্দতি। অখৈৎসীৎ, চিখেদ।

খুর্দ—ক্রীড়াতে ভ্বা, আত্ম খুর্দতে অখুর্দিষ্ট, চুখুর্দে।

খেট—ভক্ষণে চু, উভ খেটয়তি,-তে। অচিখেটৎ,-ত।

খেল্—চলনে, ভ্বা, পর, খেলতি,

অখেলীৎ, চিখেল।

খৈ—স্থৈর্যে, বধে এবং খননে ; ভ্বা, পর, খায়তি, অখাসীৎ, চখৌ।

খ্যা—প্রকথনে অ, পর খ্যাতি, অখ্যৎ, চখ্যৌ।

গজ—শব্দে ভ্বা, পর গজতি, অগজীৎ, অগাজীৎ জগাজ।

গণ—সঙ্খ্যানে চু, উভ গণয়তি,-তে। অজীগণৎ ; অজগণৎ,-ত।

গদ—কথনে ভ্বা পর গদতি, অগদীৎ, অগাদীৎ ; জগাদ। ২ মেঘধ্বনিতে চু, উভ গদয়তি,-তে। অজগদৎ,-ত।

গম্ঌ—গমনে ভ্বা, পর গচ্ছতি, অগমৎ, জগাম, চক্রপাণিতে—জঙ্গমীতি, জঙ্গন্তি।

গর্জ—শব্দে ভ্বা, পর গর্জতি, অগর্জীৎ জগর্জ। ২ চু পর, গর্জয়তি।

গর্দ—শব্দে ভ্বা, পর গর্দতি, ভুতেশে অগর্দীৎ, অধোক্ষজে—জগর্দ।

গর্ধ——অভিকাঙ্ক্ষায়, চু, উভ, গর্ধয়তি,-তে।

গর্ব—গমনে এবং দর্পে ; ভ্বা, পর, গর্বতি অগর্বীৎ জগর্ব। ২ মানে, চু, আত্ম গর্বয়তে, অজগর্বত।

গর্হ—নিন্দাতে ভ্বা, আত্ম গর্হতে অগর্হিষ্ট, জগর্হে। ২ চু, উভ গর্হয়তি,-তে।

গল—অদনে ভ্বা, পর গলতি অগালীৎ জগাল। ২ স্রবণে চু, আত্ম গালয়তে।

গল্ভ—প্রগল্ভে ভ্বা, আত্ম গল্ভতে অগল্ভিষ্ট, জগল্ভে।

গল্হ—কুৎসাতে ভ্বা, আত্ম গল্হতে অগল্হিষ্ট, জগল্হে।

গবেষ—অন্বেষণে চু, উভ গবেষয়তি, -তে। অজগবেষৎ,-ত।

গা—স্তুতিতে অ, পর, জিগাতি।

গাঙ্—গমনে ভ্বা, আত্ম গাতে, ভুতেশে অগাস্ত, অধোক্ষজে জগে কামপালে গাসীষ্ট, বালকল্কিতে গাতা, কল্কিতে গাস্যতে, অজিতে অগাস্যত।

গাধৃ—প্রতিষ্ঠায়, লিপ্সায় ও গ্রন্থনে, ভ্বা, আত্ম, গাধতে, অগাধিষ্ট। জগাধে।

গাহূ—বিলোড়নে ভ্বা আত্ম গাহতে ভুতেশে অগাঢ়, অধোক্ষজে জগাহে। বালকল্কিতে গাঢ়া গাহিতা, কল্কিতে ঘাক্ষ্যতে, গাহিষ্যতে। কামপালে গাহিষীষ্ট, ঘাক্ষীষ্ট।

গু—পুরীষোৎসর্গে তু পর, গুবতি, অগুবীৎ, জুগাব।

গুঙ্—অব্যক্তশব্দে ভ্বা, আত্ম গবতে অগোষ্ট, জুগুবে।

গুজ—শব্দে তু, পর, গুজতি, অগুজিষ্ট, জুগোজ। ২ ভ্বা, পর গোজতি, অগোজীৎ।

গুজি—অব্যক্তশব্দে ভ্বা, পর, গুঞ্জতি, অগুঞ্জৎ, জুগুঞ্জ।

গুড়—রক্ষণে, তু, পর, গুড়তি, অগুড়ীৎ, অধোক্ষজে—জুগোড়।

গুদ—ক্রীড়াতে ভ্বা, আত্ম গোদতে, অগোদিষ্ট, জুগুদে।

গুন্ফ—গ্রন্থনে তু, পর গুম্ফতি, অগুম্ফীৎ, জুগুম্ফ।

গুপ—ব্যাকুলত্বে দি, পর গুপ্যতি, অগুপৎ, জুগোপ। ২ দীপ্তিতে চু, উভ গোপয়তি,-তে।

গুপ—(নিত্যসনন্ত) গোপনে ভ্বা, আত্ম জুগুপ্সতে, অজুগুপ্সিষ্ট।

গুপূ—রক্ষণে ভ্বা, পর গোপায়তি অগৌপ্সীৎ, জুগোপ।

গুফ—গ্রন্থনে ত, পর গুফতি, অগোফীৎ, জুগোফ।

গুরী—উদ্যমে তু, আত্ম গুরতে, অগুরিষ্ট, জুগুরে।

গুর্বী—উদ্যমনে ভ্বা, পর গুর্বতি, অগুর্বীৎ, জুগুর্ব।

গুহূ—সংবরণে ভ্বা, উভ গূহতি, -তে। অগূহীৎ, অঘুক্ষৎ, অগূহিষ্ট। জুগূহ, জুগুহে। গূহিতা, গোঢ়া।

গৃ—সেচনে ভ্বা, পর গরতি, অগার্ষীৎ, জগার, গ্রিয়াৎ, গর্ত্তা। ২ বিজ্ঞানে চু, আত্ম গারয়তে।

গৃজ—ধ্বনিতে ভ্বা, পর গর্জতি, অগর্জীৎ, জগর্জ।

গৃজি—শব্দার্থে ভ্বা, পর গৃঞ্জতি, অগৃঞ্জীৎ, জগৃঞ্জ।

গৃধু—লিপ্সাতে দি, পর গৃধ্যতি, অগৃধৎ, জগর্ধ, গৃধ্যাৎ, গর্ধিতা, চক্রপাণিতে—জরিগৃধীতি, জরিগর্দ্ধি।

গৃহ—গ্রহণে চু, আত্ম গৃহয়তে অজগৃহত, গৃহয়াঞ্চক্রে।

গৄ—নিগরণে অর্থাৎ গলাধঃকরণে, তু, পর গিরতি, গিলতি ; অগারীৎ অগালীৎ ; জগার, জগাল।

গৈ—শব্দে ভ্বা, পর গায়তি, অগাসীৎ, জগৌ, গেয়াৎ, গাতা, গাস্যতি, অগাস্যৎ।

গোম—উপলেপনে চু, উভ,গোময়তি -তে। ভুতেশে অজুগোমৎ,-ত।

গোষ্ট—সংঘাতে ভ্বা, আত্ম গোষ্টতে অগোষ্টিষ্ট, জুগোষ্টে।

গ্রন্থ—সন্দর্ভে ক্র্যা, পর গ্রথ্নাতি, অগ্রন্থীৎ, জগ্রন্থ। ২ চু, উভ গ্রন্থয়তি, -তে, অজগ্রন্থৎ,-ত।

গ্রস—গ্রহণে চু, উভ গ্রাসয়তি-তে। অজিগ্রসৎ,-ত। গ্রাসয়াঞ্চকার।

গ্রস্থু—অদনে ভ্বা, পর গ্রসতে, অগ্রসিষ্ট, জগ্রসে।

গ্রহ—উপাদানে ক্র্যা, উভ গৃহ্ণাতি গৃহ্ণীতে, অগ্রহীৎ, অগ্রহীষ্ট। জগ্রাহ, জগৃহে। চক্রপাণিতে—জরিগর্টি।

গ্লৈ—হর্ষক্ষয়ে ভ্বা, পর গ্লায়তি, অগ্লাসীৎ, জগ্লৌ।

ঘট—চেষ্টাতে ভ্বা, আত্ম ঘটতে অঘটীৎ, অঘাটীৎ। জঘটে। ২ সংঘাতে চু, উভ ঘাটয়তি-তে, ভূতেশে—অজীঘটৎ,-ত।

ঘট্ট—চলনে ভ্বা, আত্ম ঘট্টতে, অঘট্টিষ্ট, জঘট্টে। ২ চু, উভ ঘট্টয়তি, -তে। অজঘট্টৎ,-ত।

ঘস্ (ল্)—অদনে ভ্বা, পর ঘসতি অঘসৎ, জঘাস।

ঘুঙ্—শব্দে ভ্বা, আত্ম ঘবতে, অঘোষ্ট, জুঘুবে।

ঘুট—পরিবর্ত্তনে ভ্বা আত্ম ঘোটতে, ভূতেশে—অঘোটিষ্ট, অধোক্ষজে—জুঘুটে।

ঘুণ—ভ্রমণে, ভ্বা, আত্ম, ঘোণতে, অঘুণিষ্ট, জুঘুণে।

ঘুর—ভয়ার্থশব্দে তু, পর, ঘুরতি, জুঘুর।

ঘুষির—শব্দদ্বারা স্বাভিপ্রায়-প্রকাশনে ভ্বা, পর ঘোষতি। অঘুষৎ, অঘোষীৎ। জুঘোষ ২ চু, উভ, ঘোষয়তি,-তে। অজুঘুষৎ,-ত।

ঘুর্ণ—ভ্রমণে ভ্বা, আত্ম ঘূর্ণতে, অঘূর্ণিষ্ট, জুঘূর্ণে। ২ তু, পর ঘূর্ণতি।

ঘ্রা—গন্ধোপাদানে ভ্বা, পর জিঘ্রতি অঘ্রাৎ, অঘ্রাসীৎ। জঘ্রৌ। ঘ্রেয়াৎ।

ঘৃষু—সংঘর্ষে ভ্বা, পর ঘর্ষতি, অঘর্ষীৎ, জঘর্ষ।

চক—তৃপ্তিতে ভ্বা, আত্ম চকতে, অচকিষ্ট, চেকে। ২ প্রতিঘাতে (ণিচ্) চাকয়তি,-তে। অচীচকৎ,-ত।

চকাস্—দীপ্তিতে অ, পর চকাস্তি, হি—চকাধি, চকাদ্ধি। অচকাসীৎ, চকাসামাস।

চক্ষিঙ্—বাক্য-কথনে অ, আত্ম চষ্টে, ভূতেশে অখ্যত, অধোক্ষজে চচক্ষে, কামপালে খ্যাসীষ্ট, বালকল্কিতে খ্যাতা, কল্কিতে খ্যাস্যতে, অজিতে অখ্যাস্যত।

চণ্ড—কোপে ভ্বা, আত্ম চণ্ডতে, অচণ্ডিষ্ট, চচণ্ডে।

চন্দ—আহ্লাদে ভ্বা, পর চন্দতি অচন্দীৎ, চচন্দ।

চন—গমনে ভ্বা, পর চনতি, অচানীৎ, চচান।

চন্চু—গত্যর্থে ভ্বা, পর চঞ্চতি, অচঞ্চীৎ, চচঞ্চ। সন্ চিচঞ্চিষতি, যঙ্ চনীচচ্যতে, চক্রপাণিতে—চনীচঞ্চীতি।

চমু—ভক্ষণে ভ্বা, পর চমতি, অচমীৎ, চচাম, যঙ্ চংচম্যতে, আ—আচামতি। ২ স্বা, পর চম্নোতি।

চম্প (চপি)—গমনে চু, উভ চম্পয়তি,-তে। অচচম্পৎ, অচম্পীৎ। চচম্প।

চয়—গমনে ভ্বা,আত্ম চয়তে, অচয়িষ্ট, চেয়ে।

চর—গমনে ভ্বা, পর চরতি, অচারীৎ, চচার। যঙ্—চংচূর্যতে। চক্রপাণিতে চঞ্চর্ত্তি। ২ সংশয়ে চু, চারয়তি তে, অচীচরৎ,-ত।

চর্চ্চ—উক্তিতে এবং ভৎর্সনে ভ্বা, তু পর চর্চ্চতি, অচর্চ্চীৎ। ২ অধ্যয়নে চু, উভ চর্চ্চয়তি,-তে।

চর্ব—গমনে ভ্বা, পর চর্বতি। ২ ভক্ষণে—চর্বতি, অচর্বীৎ, চচর্ব।

চল—কম্পনে ভ্বা, পর চলতি, অচালীৎ, চচাল। ২ বিলসনে তু, পর চলতি। ৩ পালনে চু, উভ চালয়তি,-তে। অচীচলৎ।

চষ—ভক্ষণে ভ্বা, উভ চষতি,-তে। অচষীৎ, অচাষীৎ। চচাষ, চেষে।

চহ—পরিকল্পনে ভ্বা, পর চহতি, অচহীৎ, চচাহ। ২ চু, উভ চহয়তি, -তে। অচীচহৎ।

চিঞ্—চয়নে স্বা, উভ চিনোতি, চিনুতে। অচৈষীৎ, অচেষ্ট। চিকায়, চিচায়, চিক্যে, চিচ্যে। ২ চু, উভ চপয়তি,-তে, অচীচয়ৎ,-ত, অচীচপৎ,-ত।

চিত—সংজ্ঞানে চু, আত্ম চেতয়তে, অচীচিতত, চেতয়াঞ্চক্রে।

চিতি (ণিচ্)—স্মৃতিতে চু, উভ চিন্তয়তি,-তে। অচিচিন্তৎ,-ত। চিন্তয়ামাস, চিন্তয়াঞ্চক্রে।

চিতী—সংজ্ঞানে নিদ্রাবিগমে, ভ্বা, পর চেততি, অচেতীৎ, চিচেত।

চিত্র—চিত্রীকরণে চু, পর চিত্রয়তি অচিচিত্রৎ, চিত্রয়াঞ্চকার।

চিরি—হিংসাতে স্বা, পর,চিরিণোতি।

চিল—বসনে তু, পর চিলতি, অচেলীৎ চিচেল।

চিল্ল—শৈথিল্যে ভ্বা, পর চিল্লতি অচেল্লীৎ, চিচেল্ল।

চুট—ছেদনে চু, উভ চোটয়তি,-তে। অচুচুটৎ। ২ তু, পর চুটতি, অচোটীৎ, চুচোট।

চুড়—সংবরণে তু, পর চুড়তি, অচুড়ীৎ, চুচোড়।

চুপ—মন্দগতিতে ভ্বা, পর চোপতি অচুপীৎ, চুচোপ।

চুবি—চুম্বনে ভ্বা, পর চুম্বতি, অচুম্বীৎ, চুচুম্ব। ২ হিংসাতে চুম্বয়তি,-তে।

চুর—স্তেয়ে চু, উভ চোরয়তি, চোরয়তে। অচূচুরৎ, অচূচুরত। চোরয়ামাস, চোরয়াঞ্চকার ইত্যাদি।

চুল—সমুচ্ছ্রায়ে চু, চোলয়তি,-তে। অচূচুলৎ,-ত।

চুল্ল—ভাবকরণে (অভিপ্রায়াবিষ্কারে) ভ্বা, পর, চুল্লতি, অচুল্লীৎ, চুচুল্ল।

চূরী—দাহে দি, আত্ম চূর্যতে, অচূরিষ্ট, চুচূরে।

চূর্ণ—পেষণে চু, উভ চূর্ণয়তি,-তে, অচুচূর্ণৎ,-ত। ২ সঙ্কোচনে চু, উভ চূর্ণয়তি,-তে।

চূষ—পানে ভ্বা, পর চূষতি, অচূষীৎ, চুচূষ, সন্—চুচূষিষতি।

চৃতী—হিংসায় এবং গ্রন্থে, তু, পর চৃততি, অচর্ত্তীৎ, চচর্ত্ত। চৃত্যাৎ, চর্তিতা। চর্ত্তিষ্যতি, চর্ৎস্যতি। অচর্তিষ্যৎ, অচর্ৎস্যৎ। চক্রপাণিতে—চরীচর্ত্তি।

চেষ্ট—চেষ্টায়, ভ্বা আত্ম চেষ্টতে অচেষ্টিষ্ট, চিচেষ্টে।

চ্যু—হসনে চু, উভ চ্যাবয়তি,-তে, অচিচ্যবৎ,-ত।

চ্যুঙ্—গমনে ভ্বা, আত্ম চ্যবতে, অচ্যোষ্ট, চুচ্যুবে।

চ্যুতির—আসেচনে ভ্বা, পর চ্যোততি। অচ্যোতীৎ, অচ্যুতৎ। চুচ্যোত।

ছদ—আবরণে চু, উভ ছাদয়তি-তে। ছদতি,-তে। অচিচ্ছদৎ,-ত। কামপালে ছাদ্যাৎ, ছাদয়িষীষ্ট।

ছদি—সংবরণে চু, উভ, ছন্দয়তি,-তে। অচচ্ছন্দৎ,-ত।

ছমু—ভোজনে ভ্বা, পর ছমতি, অছমীৎ, চচ্ছাম। চক্রপাণি চংছমীতি, চংছন্তি।

ছর্দ—বমনে চু, উভ ছর্দয়তি,-তে। অচচ্ছর্দৎ,-ত।

ছিদির—দ্বৈধীকরণে রু, উভ ছিনত্তি, ছিন্তে। অচ্ছৈৎসীৎ, অচ্ছিত্ত। চিচ্ছেদ, চিচ্ছিদে।

ছিদ্র—কর্ণভেদনে চু, পর ছিদ্রয়তি, অচিচ্ছিদ্রৎ।

ছুট—ছেদনে তু, পর ছুটতি, অচ্ছুটীৎ, চুচ্ছোট।

ছুপ—স্পর্শে তু, পর ছুপতি, অচ্ছৌপ্সীৎ, চুচ্ছোপ।

ছুর—ছেদনে তু, পর ছুরতি, চুচ্ছোর।

ছেদ—দ্বৈধীকরণে চু, পর ছেদয়তি, অচিচ্ছেদৎ।

ছো—ছেদনে দি, পর ছ্যতি, অচ্ছাসীৎ, চচ্ছৌ।

জক্ষ—ভক্ষণে, অ, পর জক্ষিতি, অজক্ষীৎ,জজক্ষ। কামপালে জক্ষ্যাৎ, চক্রপাণিতে—জজক্ষীতি, জাজষ্টি।

জজ—যুদ্ধে ভ্বা, পর জজতি, অজজীৎ, অজাজীৎ। জজাজ।

জজি—যুদ্ধে ভ্বা, পর জঞ্জতি, অজঞ্জীৎ, জজঞ্জ।

জট—সঙ্ঘাতে ভ্বা, পর জটতি, অজটীৎ, অজাটীৎ। জজাট।

জন—জননে অ, পর জজন্তি, অধোক্ষজে—জজান জজ্ঞতুঃ, জজ্ঞুঃ।

জনী—প্রাদুর্ভাবে দি, আত্ম জায়তে, অজনি, অজনিষ্ট। জজ্ঞে।

জপ—মানস উচ্চারণে ভ্বা, পর জপতি। অজপীৎ,অজাপীৎ। জজাপ।

জভি—নাশনে চু, উভ জম্ভয়তি,-তে। অজজম্ভৎ,-ত।

জভী—গাত্রবিনামে (জৃম্ভণে) ভ্বা, আত্ম জম্ভতে, অজম্ভিষ্ট, জজম্ভে।

জমু—ভোজনে ভ্বা, পর জমতি, অজমীৎ, জজাম।

জল—ঘাতনে ভ্বা, পর জলতি, অজালীৎ, জজাল। ২ অপবারণে চু, উভ জালয়তি,-তে। ভূতেশে—অজীজলৎ,-ত।

জল্প—কথনে, স্ফুটোচ্চারণে ভ্বা, পর জল্পতি, অজল্পীৎ, জজল্প।

জষ—হিংসার্থে ভ্বা, পর জষতি, অজাষীৎ, জজাষ।

জসি—রক্ষণে চু, উভ জসয়তি,-তে। পক্ষে জসতি। অজজসৎ,-ত।

জসু—হিংসায় চু, উভ জাসয়তি,-তে। ভূতেশে অজীজসৎ,-ত। পক্ষে জসতি, ভূতেশে অজাসীৎ, অজসীৎ ২ মোক্ষণে দি, পর জস্যতি।

জাগৃ—নিদ্রাক্ষয়ে অ, পর জাগর্ত্তি, ভূতেশ্বরে—অজাগঃ, ভূতেশে—অজাগরীৎ, অধোক্ষজে—জজাগার, পক্ষে জাগরাঞ্চকার।

জি—অভিভবে, জয়ে ভা, পর জয়তি, অজৈষীৎ, জিগায়।

জিবি—প্রীণনে ভ্বা, পর জীন্বতি, অজিন্বীৎ, জিজিন্ব।

জীব—প্রাণধারণে ভ্বা, পর জীবতি, অজীবীৎ, জিজীব।

জুড়—গমনে তু, পর জুড়তি, অজোড়ীৎ, জুজোড়। ২ প্রেরণে চু, উভ জোড়য়তি,-তে।

জুতৃ—ভাসনে ভ্বা, আত্ম জোততে, অজোতিষ্ট, জুজুতে।

জুষ—তর্কে চু, উভ জোষয়তি,-তে।

জুষী—প্রীতিতে, সেবনে; তু, আত্ম জুষতে, অজোষিষ্ট, জুজুষে।

জৃভি—গাত্রবিনামে ভ্বা, আত্ম

জৄন্ততে, অজৄম্ভিষ্ট, জজৄন্তে। চক্রপাণিতে—জরীজৄন্তীতি।

জৄষ্—বয়োহানিতে দি, পর জীর্যতি। অজরৎ, অজারীৎ। জজার।

জ্ঞা—বোধে ক্র্যা পর জানাতি, অজ্ঞাসীৎ, জজ্ঞৌ। ২ (আঙ্‌পূর্ব) নিয়োগে (প্রেরণে) চু উভ আজ্ঞাপয়তি,-তে। আজিজ্ঞপৎ,-ত।

জ্যা—বয়োহানিতে ক্র্যা, পর জিনাতি, অজ্যাসীৎ, জিজ্যৌ।

জ্বর—রোগে ভ্বা, পর জ্বরতি, অজ্বারীৎ, জজ্বার।

জ্বল—দীপ্তিতে ভ্বা, পর জ্বলতি, অজ্বালীৎ, জজ্বাল।

ঝট—সঙ্ঘাতে ভ্বা, পর ঝটতি অঝটীৎ, অঝাটীৎ। জঝাট।

ঝমু—অদনে ভ্বা, পর ঝমতি, অঝমীৎ, জঝাম।

ঝষ—হিংসার্থে ভ্বা, পর ঝষতি, অঝাষীৎ, জঝাষ।

ঝৄষ—বয়োহানৌ দি, পর ঝীর্যতি, অঝরৎ, অঝারীৎ। জঝার।

টকি—বন্ধনে চু, উভ টঙ্কয়তি,-তে। অটটঙ্কৎ,-ত।

টল—বৈক্লব্যে ভ্বা, পর টলতি, অটালীৎ, টটাল।

টিকৃ (ঋ)—গমনে ভ্বা, আত্ম টেকতে, অটেকিষ্ট, টিটিকে।

টীকৃ (ঋ)—গমনে ভ্বা, আত্ম টীকতে, অটীকিষ্ট, টিটীকে।

ট্বল—বৈক্লব্যে ভ্বা, পর ট্বলতি, অট্বালীৎ, টট্বাল।

ডপ—সংঘাতে চু, আত্ম ডাপয়তে অডীডপত।

ডিপ—সংঘাতে চু, আত্ম ডেপয়তে, অডীডিপত। ২ ক্ষেপে, চু উভ, ডেপয়তি,-তে। ৩ ক্ষেপে তু, পর ডিপতি, ডিডেপ। ৪ দি পর ডিপ্যতি, অডিপৎ, ডিডেপ।

ডীঙ্—নভোগতিতে ভ্বা, আত্ম ডয়তে, অডয়িষ্ট, ডিড্যে। ২ দি আত্ম—ডীয়তে।

ণখ—গমনে ভ্বা, পর ণখতি, ভুতেশে অণখীৎ, অণাখীৎ। অধোক্ষজে ণণাখ।

তক—হসনে ভ্বা, পর তকতি। অতকীৎ, অতাকীৎ। ততাক।

তকি—কৃচ্ছ্রজীবনে ভ্বা, পর তঙ্কতি, অতঙ্কীৎ, ততঙ্ক।

তক্ষ—ত্বচনে ভ্বা, পর তক্ষতি, অতক্ষীৎ, ততক্ষ।

তক্ষূ—তনূকরণে ভ্বা, পর তক্ষতি, [তক্ষ্ণোতি]। অধোক্ষজে—ততক্ষ।

তট—উচ্ছ্রায়ে ভ্বা, পর তটতি, অতাটীৎ, অতটীৎ। ততাট।

তড়—আঘাতে চু, উভ তাড়য়তি, -তে। অতীতড়ৎ,-ত।

তড়ি—তাড়নে ভ্বা, আত্ম তণ্ডতে, অতণ্ডিষ্ট, ততণ্ডে।

তত্রি—কুটুম্বধারণে চু, আত্ম তন্ত্রয়তে, অততন্ত্রত। পক্ষে—তন্ত্রতি, ভুতেশে অতন্ত্রীৎ।

তনু—বিস্তারে ত, উভ তনোতি, তনুতে। তন্ব, তন্বঃ। বিধাতৃতে তনোতু, তনুতাৎ। ভুতেশে অতনীৎ, অতানীৎ, অতত,অতনিষ্ট। অধোক্ষজে ততান, ততন তেনে। চক্রপাণিতে তন্তনীতি, তন্তন্তি। তস্ তন্তান্তঃ। কর্মবাচ্যে—তায়তে। ২ উপকারে এবং শ্রদ্ধাতে চু, উভ তানয়তি,-তে।

তন্চু—গমনে ভ্বা, পর তঞ্চতি, অতঞ্চীৎ, ততঞ্চ।

তঞ্চূ—সঙ্কোচনে রু, পর তনক্তি, তঙ্‌ক্তঃ। অতাঙ্ক্ষীৎ, ততঞ্চ। কামপালে তচ্যাৎ। বালকল্কিতে তঙ্‌ক্তা, তঞ্চিতা। কল্কিতে—তঙ্‌ক্ষ্যতি, তঞ্চিষ্যতি।

তপ—ঐশ্বর্যে দি, আত্ম তপ্যতে, অতপ্ত, তেপে। ২ সন্তাপে ভ্বা, পর তপতি, অতাপ্‌সীৎ, ততাপ। ৩ দাহে চু, উভ তাপয়তি,-তে।

তমু—কাঙ্ক্ষাতে দি পর তাম্যতি, অতমীৎ, ততাম।

তয়—গমনে ভ্বা, আত্ম তয়তে অতয়িষ্ট, তেয়ে।

তর্ক—বিতর্কে, দীপ্তিতে; চু, তর্কয়তি, তে। অততর্কৎ,-ত।

তর্জ—ভর্ৎসনে ভ্বা, পর তর্জতি, অতর্জীৎ, ততর্জ। ২ সন্তর্জনে চু, আত্ম তর্জয়তে।

তর্দ—হিংসাতে ভ্বা, পর তর্দতি, অতর্দীৎ, ততর্দ।

তল—প্রতিষ্ঠাতে চু, উভ তালয়তি, -তে। অতীতলৎ,-ত।

তসি—অলঙ্কারে চু, উভ অবতংসয়তি,-তে, অততংসৎ,-ত। বিকল্পে তংসতি, অতংসীৎ, ততংস।

তসু—উপক্ষয়ে দি, পর তস্যতি, অতস্যৎ, অতসৎ। ততাস।

তায় (ঋ)—বিস্তারে, পালনে ভ্বা আত্ম তায়তে। অতায়ি, অতায়িষ্ট। ততায়ে।

তিক—বধে স্বা, পর তিক্নোতি অতেকীৎ, তিতেক।

তিজ—নিশানে ভ্বা, আত্ম তেজতে, তিতিক্ষতে অতিতিক্ষত। ২ চু, উভ তেজয়তি,-তে। অতীতিজৎ,-ত।

তিপ্ (ঋ)—ক্ষরণে ভ্বা, আত্ম তেপতে, অতিপ্ত, তিতিপে।

তিম—আর্দ্রীভাবে দি, পর তিম্যতি, অতেমীৎ, তিতেম।

তিল—স্নেহনে তু, পর তিলতি, ভুতেশে—অতেলীৎ, অধোক্ষজে—তিতেল। ২ চু, উভ তেলয়তি,-তে। অতীতিলৎ-ত। ৩ গমনে ভ্বা পর তেলতি।

তীর—কর্ম্মসমাপ্তিতে চু, পর তীরয়তি, অতিতীরয়ৎ।

তু—বৃদ্ধি এবং হিংসার্থে। অ, পর তৌতি, তবীতি। অতাবীৎ, তুতাব।

তুজ—হিংসাতে ভ্বা, পর তোজতি, অতোজীৎ, তুতোজ।

তুজি—পালনে ভ্বা,তুঞ্জতি, অতোঞ্জীৎ, তুতুঞ্জ। ২ হিংসা, দান এবং নিকেতনে চু, উভ তুঞ্জয়তি,-তে। অতুতুঞ্জৎ,-ত।

তুট—কলহে তু, পর তুটতি, অতুটীৎ, তুতোট।

তুড—তোড়নে তু, পর তুড়তি, অতুড়ীৎ, তুতোড়।

তুদ—ব্যথনে তু, উভ তুদতি, তুদতে। ভুতেশে—অতৌৎসীৎ, অতুত্ত। অধোক্ষজে—তুতোদ, তুতুদে। বালকল্কিতে—তোত্তা। অজিতে—অতোৎস্যৎ, চক্রপাণিতে তোতুদীতি, তোতোত্তি।

তুন্প—হিংসার্থে ভ্বা, পর তুম্পতি, অতুম্পীৎ, তুতুম্প।

তুপ—হিংসার্থে ভ্বা, পর তোপতি, অতোপীৎ, তুতোপ।

তুভ—হিংসার্থে ভ্বা, আত্ম তোভতে অতোভিষ্ট, তুতুভে। ২ ক্র্যা, পর তুভ্নাতি, অতোভীৎ, তুতোভ। ৩ দি, পর তুভ্যতি, অতুভৎ।

তুর—ত্বরণে অ, পর তুতোর্ত্তি, অতোরীৎ, তুতূর্ত্ত।

তুর্বী—হিংসাতে ভ্বা, পর তূর্বতি, অতূর্বীৎ, তুতূর্ব। চক্রপাণিতে তোতূর্বিতি, তোতোর্ত্তি।

তুল—ঊর্দ্ধপরিমাণে চু, উভ তোলয়তি, -তে। অতূতুলৎ,-ত। তুলয়াঞ্চকার, -চক্রে।

তুষ—প্রীতিতে দি, পর তুষ্যতি, অতুষৎ, অতুক্ষৎ। তুতোষ। চক্রপাণিতে—তোতোষ্টি।

তুস—শব্দে ভ্বা, পর তোসতি, অতোসীৎ, তুতোস।

তুহির—পীড়নে ভ্বা, পর তোহতি, অতোহীৎ, তুতোহ, চক্রপাণিতে তোতোঢ়ি।

তূণ—পূরণে চু, আত্ম, তূণয়তে, অতুতূণত, তূণয়াঞ্চক্রে।

তূরী—গতি, ত্বরণ এবং হিংসার্থে। দি, আত্ম তূর্যতে, অতূরিষ্ট, তুতূরে। চক্রপাণিতে—তোতূর্ত্তি।

তূল—নিষ্কর্ষে ভ্বা, পর তূলতি, অতূলীৎ, তুতূল।

তূষ—তুষ্টিতে ভ্বা, পর তূষতি, অতূষীৎ, তুতূষ। চক্রপাণিতে তোতূষ্টি।

তৃণু—অদনে ত, উভ তর্ণোতি, তর্ণুতে অতর্ণীৎ, অতৃত। ততর্ণ, ততৃণে।

তৃদির—হিংসায়, অনাদরে রু, উভ তৃণত্তি, তৃন্তে। অতর্দীৎ, অতর্দিষ্ট। ততর্দ, ততৃদে।

তৃন্ফ—তৃপ্তিতে তু, পর তৃম্ফতি, অতৃম্ফীৎ, ততৃম্ফ।

তৃপ—প্রীণনে দি, পর তৃপ্যতি, ভুতেশে অতার্প্সীৎ, অত্রাপ্সীৎ অতৃপৎ, অতর্পীৎ। অধোক্ষজে—ততর্প, ততৃপথ, ততর্পথ। ২ তৃপ্তিতে তু, পর তৃপতি, ভুতেশে অতর্পীৎ, অধোক্ষজে ততর্প, চক্রপাণিতে তরীতৃপীতি, তরীতর্প্তি, তরিত্রপ্তি। ৩ চু, উভ তর্পয়তি,-তে।

(ঞি) **তৃষ**—পিপাসাতে দি, পর তৃষ্যতি, অতর্ষীৎ, ততর্ষ।

তৃন্হ—হিংসাতে তু, পর তৃংহতি, ভুতেশে—অতৃংহীৎ।

তৃহ—হিংসাতে রু পর তৃণেঢ়ি, বিধিতে তৃংহ্যাৎ, বিধাতৃতে তৃণেঢু, ভুতেশ্বরে—অতৃণেট্-ড্, ভুতেশে—অতর্হীৎ, অধোক্ষজে ততর্হ, কামপালে তৃহ্যাৎ বালকল্কিতে তর্হিতা, চক্রপাণিতে তরীতর্ঢি, তরীতৃহীতি। ২ তু, পর তৃহতি, ভুতেশে—অতর্হীৎ, অধোক্ষজে ততর্হ।

তৃ—প্লবনে, তরণে ; ভ্বা, পর তরতি, অতারীৎ, ততার।

তেজ—পালনে ভ্বা, পর তেজতি, অতেজীৎ, তিতেজ।

তেপ—ক্ষরণে ভ্বা, আত্ম তেপতে, অতিপ্ত, তিতিপে।

তেবৃ—দেবনে ভ্বা, আত্ম তেবতে, অতেবিষ্ট, তিতেবে।

ত্যজ—হানিতে ভ্বা, পর ত্যজতি, অত্যাক্ষীৎ, তত্যাজ। কামপালে ত্যজ্যাৎ, চক্রপাণিতে তাত্যজীতি, তাত্যক্তি।

ত্রপূষ—লজ্জাতে ভ্বা, আত্ম ত্রপতে, অত্রপিষ্ট, অত্রপ্ত। ত্রেপে।

ত্রস—ধারণে চু, উভ ত্রাসয়তি,-তে। অতিত্রসৎ-ত। ত্রাসয়ামাস। চক্রপাণিতে তাত্রপীতি, তাত্রপ্তি। ২ উদ্বেগে দি পর, ত্রস্যতি, ত্রসতি।

ত্রসি—ভাসার্থে চু, উভ ত্রংসয়তি,-তে।

ত্রসী—উদ্বেগে দি, পর ত্রস্যতি ত্রসতি, ভূতেশে—অত্রাসীৎ, অত্রসীৎ। অধোক্ষজে তত্রাস, তত্রসতুঃ, ত্রেসতুঃ, চক্রপাণিতে—তাত্রসতি, তাত্রস্তি।

ত্রুট—ছেদনে তু, পর ত্রুটতি, অত্রুটৎ, তুত্রোট।

ত্রৈঙ্—পালনে ভ্বা, আত্ম ত্রায়তে, অত্রাস্ত, তত্রে। চক্রপাণিতে—তাত্রেতি তাত্রাতি।

ত্বক্ষূ—তনূকরণে ভ্বা, পর ত্বক্ষতি, অত্বক্ষীৎ, তত্বক্ষ।

ত্বগি—গমনে এবং কম্পনে ভ্বা, পর ত্বঙ্গতি, অত্বঙ্গীৎ, তত্বঙ্গ।

ত্বচ্—সংবরণে তু, পর ত্বচতি। অত্বাচীৎ, অত্বচীৎ। তত্বাচ। চক্রপাণিতে তাত্বচীতি,তাত্বক্তি।

ত্বন্চু—গমনে ভ্বা, পর ত্বঞ্চতি, অত্বঞ্চীৎ, তত্বঞ্চ।

ঞিত্বরা—সম্ভ্রমে ভ্বা, আত্ম ত্বরতে, অত্বরিষ্ট, তত্বরে। চক্রপাণিতে তাত্বরীতি, তাতুর্ত্তি।

ত্বিষ—দীপ্তিতে ভ্বা, উভ ত্বেষতি, ত্বেষতে। অত্বিক্ষৎ, অত্বিক্ষত। তিত্বেষ, তিত্বিষে। চক্রপাণিতে—তেত্বিষীতি, তেত্বিষ্টি।

ৎসর—ছদ্ম-গমনে ভ্বা, পর ৎসরতি, অৎসারীৎ, তৎসার। চক্রপাণিতে—তাৎসরীতি, তাৎসর্ত্তি।

থুড়-সংবরণে তু, পর থুড়তি, অথুড়ীৎ, তুথোড়।

থুর্বী—হিংসাতে ভ্বা, পর থুর্বতি, অথুর্বীৎ, তুথুর্ব।

দক্ষ—বৃদ্ধিতে এবং শীঘ্রার্থে ভ্বা, আত্ম দক্ষতে, অদক্ষিষ্ট, দদক্ষে।

দঘ—ঘাতনে এবং পালনে স্বা, পর দঘ্নোতি, অদাঘীৎ অদঘীৎ। দদাঘ।

দণ্ড—নিপাতনে চু, পর দণ্ডয়তি, অদদণ্ডৎ, দণ্ডয়াংচকার।

দদ—দানে ভ্বা, আত্ম দদতে, অদদিষ্ট, দদদে। কামপালে দদিষীষ্ট, চক্রপাণিতে—দাদদীতি, দাদত্তি।

দধ—ধারণে ভ্বা আত্ম দধতে, অধদিষ্ট, দেধে, চক্রপাণিতে দাদদ্ধি. দাদধীতি।

দন্ভ—দম্ভে স্বা, পর দভ্নোতি, অদম্ভীৎ, দদম্ভ, দেভতুঃ, দেভুঃ। চক্রপাণিতে দাদব্ধি।

দন্শ-দংশনে ভ্বা, পর দশতি অদাঙ্ক্ষীৎ, দদংশ। চক্রপাণিতে দন্দংশীতি, দন্দশীতি, দন্দংষ্টি, দন্দষ্টি।

দমু—উপশমে দি, পর দাম্যতি, অদমীৎ, অদমৎ। দদাম। চক্রপাণিতে দন্দমীতি, দন্দন্তি।

দয়—দান, গতি, রক্ষণ ও গ্রহণে ভ্বা, আত্ম দয়তে, অদয়িষ্ট, দয়াঞ্চক্রে, চক্রপাণিতে—দাদয়ীতি, দাদতি।

দরিদ্রা—দুর্গতিতে অ, পর দরিদ্রাতি বিধিতে - দরিদ্রিয়াৎ, ভূতেশে—অদরিদ্রীৎ, অদরিদ্রাসীৎ, অধোক্ষজে দরিদ্রাঞ্চকার, দদরিদ্রৌ।

দল—বিদারণে চু, উভ দালয়তি,-তে। ভূতেশে অদীদলৎ,-তে। ২ বিশরণে ভ্বা, পর দলতি, অদালীৎ দদাল।

দশি—দংশনে চু, আত্ম দংশয়তে অদদংশত।

দসি—দর্শনে, দংশনে চু, আত্ম দংসয়তে ; ভূতেশে—অদদংশত।

দসু—উপক্ষয়ে দি পর দস্যতি। অদস্যৎ, অদসৎ। দদাস।

দহ—ভস্মীকরণে ভ্বা, পর দহতি, অধাক্ষীৎ। দদাহ, দেহিথ, দদগ্ধ, দদাহ, দদহ। কামপালে দহ্যাৎ, বালকল্কিতে দগ্ধা, কল্কিতে ধক্ষ্যতি, অজিতে অধক্ষ্যৎ। চক্রপাণিতে দন্দহীতি, দন্দগ্ধি।

ডুদাঞ্—দানে অ, উভ দদাতি, দত্তঃ, দদতি, বিধিতে দদ্যাৎ, বিধাতৃতে দদাতু, দত্তাৎ. হি দেহি। ভূতেশ্বরে অদদাৎ, ভূতেশে অদাৎ, অধোক্ষজে দদৌ বালকল্কিতে দাতা। কর্মে দীয়তে আত্মপদে দত্তে, ভূতেশে অদিত, চক্রপাণিতে—দাদেতি, দাদাতি।

দাণ—দানে ভ্বা, পর যচ্ছতি, ভূতেশ্বরে অযচ্ছৎ, ভূতেশে অদাস্যৎ, অধোক্ষজে দদৌ, কামপালে দেয়াৎ, বালকল্কিতে —দাতা। চক্রপাণিতে দাদেতি, দাদাতি।

দান—(নিত্যসনন্ত) অবখণ্ডনে ভ্বা, উভ দীদাংসতি,-তে। ভূতেশে—অদীদাংসীৎ, অদীদাংসিষ্ট, অধোক্ষজে দীদাংসাঞ্চকার,-চক্রে। কামপালে দীদাংস্যাৎ,-সীষীষ্ট।

দা (প্)—লবনে (ছেদনে) অ, পর দাতি, দাতঃ, দান্তি। ভূতেশে অদাসীৎ, অধোক্ষজে—দদৌ।

দাশৃ--হিংসাতে স্বা, পর দাশ্নোতি, অদাশ্নীৎ। ২ দানে ভ্বা, উভ দাশতি,-তে। ভূতেশে অদাশীৎ, অদাশিষ্ট অধোক্ষজে দদাশ, দদাশে। চক্রপাণিতে দাদাষ্টি, দাদাশীতি।

দাস্থ—দানে ভ্বা, উভ দাদতি,-তে। ভূতেশে অদাসীৎ, অদাসিষ্ট। অধোক্ষজে দদাস, দদাসে। চক্রপাণিতে দাদাসীতি।

দিবু—ক্রীড়া, বিজিগীষা, ব্যবহার, দ্যুতি, স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কান্তি এবং গত্যর্থে—দি, পর দীব্যতি,

ভূতেশে অদেবীৎ, অধোক্ষজে দিদেব, কামপালে দীব্যাৎ, চক্রপাণিতে দেদিবীতি, দেদিতি। ২ অর্দনে চু, উভ দেবয়তি,-তে। ৩ পরিকূজনে চু, আত্ম দেবয়তে।

দিশ—দান, আদেশ, নির্দেশ এবং কথনে—তু, উভ দিশতি, দিশতে। ভূতেশে অদিক্ষৎ, অদিক্ষত। অধোক্ষজে দিদেশ, দিদিশে। বালকল্কিতে দেষ্টা, চক্রপাণিতে দেদিশীতি, দেদেষ্টি।

দিহ—উপচয়ে অ, উভ দেগ্‌ধি দিগ্‌ধে। ভূতেশে—অধিক্ষৎ, অধিক্ষত, অদিগ্ধ। অধোক্ষজে দিদেহ, দিদিহে। কামপালে দিহ্যাৎ, ধিক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে — দেগ্ধা, কল্কিতে—দেক্ষ্যতি,-তে, চক্রপাণিতে দেদিহীতি, দেদেগ্ধি।

দীক্ষ—মুণ্ডন, যজন, উপনয়ন, অভিষেক এবং নিয়মগ্রহণে—ভ্বা, আত্ম দীক্ষতে, অদীক্ষিষ্ট, দিদীক্ষে।

দীঙ্—ক্ষয়ে দি, আত্ম দীয়তে, অদাস্ত, দিদিয়ে, কামপালে দাসীষ্ট অজিতে অদাস্ত,চক্রপাণিতে দেদেতি।

দীধীঙ্—দীপ্তিতে এবং দেবনে অ, আত্ম দীধীতে, দীধ্যাতে, দীধ্যতে। অদীধিষ্ট, দীধ্যাঞ্চক্রে।

দীপী—দীপ্তিতে দি, আত্ম দীপ্যতে, অদীপিষ্ট, অদীপি। দিদীপে, চক্রপাণিতে দেদীপ্তি।

দু—গমনে ভ্বা, পর দবতি,অদৌষীৎ। দুদাব দুদোথ, দুদবিথ। কামপালে দূয়াৎ, বালকল্কিতে দোতা, চক্রপাণিতে দোদোতি, দোদবীতি।

টুদু—উপতাপে স্বা, পর দুনোতি, অদৌৎষীৎ, দুদাব, চক্রপাণিতে দোদোতি।

দুঃখ—দুঃখকরণে চু, পর দুঃখয়তি, ভূতেশে অদুদুঃখৎ।

দুল—উৎক্ষেপে চু, উভ দোলয়তি, -তে অদুদুলৎ,-ত।

দুর্বী—হিংসাতে ভ্বা, পর দূর্বতি, অদূর্বীৎ, দুদূর্ব।

দুষ—বৈকৃত্যে দি, পর দুষ্যতি, অদুষৎ, দুদোষ। চক্রপাণিতে দোদোষ্টি।

দুহ—প্রপূরণে অ, উভ দোগ্ধি, দুগ্ধঃ, দুহন্তি, দুগ্ধে। ভূতেশ্বরে অধোক্, অদুগ্ধ, ভূতেশে অধুক্ষৎ, অধুক্ষত। অধোক্ষজে দুদোহ,দুদুহে। কামপালে — দুহ্যাৎ, ধুক্ষীষ্ট, চক্রপাণিতে দোদুহীতি, দোদোগ্ধি।

দুহির—অর্দনে ভ্বা, পর দোহতি, অদোহীৎ, দুদোহ, চক্রপাণিতে দোদোঢ়ি।

দূঙ্—পরিতাপে দি, আত্ম দূয়তে অদবিষ্ট, দুদুবে। চক্রপাণিতে দোদবীতি, দোদোতি।

দৃশ্—দর্শনে ভ্বা, পর পশ্যতি। অদ্রাক্ষীৎ, অদর্শৎ। দদর্শ, কামপালে দৃশ্যাৎ, বালকল্কিতে দ্রষ্টা।

দৃশির—প্রেক্ষণে, ভ্বা, পর পশ্যতি, ভূতেশে অদর্শীৎ। দদর্শ, কামপালে দৃশ্যাৎ, চক্রপাণিতে—দরিদৃশীতি, দরিদ্রষ্টি।

দৃ—বিদারণে ক্র্যা, পর দৃণাতি, ভূতেশে অদারীৎ, অধোক্ষজে—দদার,চক্রপাণিতে দাদরীতি,দার্দর্তি।

দেঙ্—রক্ষণে ভ্বা, আত্ম দয়তে, অদিত, দিগ্যে, চক্রপাণিতে দাদেতি, দাদাতি।

দেবৃ—দেবনে ভ্বা, আত্ম দেবতে, অদেবিষ্ট, দিদেবে।

দৈপ—শোধনে ভ্বা, পর দায়তি, ভূতেশে অদাসীৎ; অধোক্ষজে—দদৌ। কামপালে দায়াৎ, বালকল্কিতে দাতা চক্রপাণিতে দাদাতি, দাদেতি।

দো—অবখণ্ডনে দি, পর দ্যতি, অদাৎ দদৌ, কামপালে—দেয়াৎ।

দ্যু—অভিগমনে অ, পর দ্যৌতি অদ্যৌষীৎ, দুদ্যাব, চক্রপাণিতে দোদ্যোতি, দোদ্যবীতি।

দ্যুত—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম দ্যোততে অদ্যোতিষ্ট, দিদ্যুতে। কামপালে দ্যোতিষীষ্ট, চক্রপাণিতে দেদ্যুতীতি, দেদ্যোত্তি।

দ্যৈ—ন্যক্‌করণে ভ্বা, পর দ্যায়তি, অদ্যাসীৎ, দদ্যৌ। চক্রপাণিতে দাদেতি, দাদাতি।

দ্রম—গমনে ভ্বা, পর দ্রমতি, অদ্রমীৎ, দদ্রাম, চক্রপাণিতে দন্দ্রমীতি, দন্দ্রন্তি।

দ্রা—কুৎসায়, গমনে অ, পর দ্রাতি, অদ্রাসীৎ, দদ্রৌ, চক্রপাণিতে দ্রায়েতি, দ্রায়াতি।

দ্রাক্ষি—ঘোরশব্দে ভ্বা, পর দ্রাঙ্ক্ষতি, অদ্রাঙ্ক্ষীৎ, দদ্রাঙ্ক্ষ।

দ্রু—গমনে ভ্বা, পর দ্রবতি, অদ্রোষীৎ, দুদ্রাব, চক্রপাণিতে দোদ্রবীতি, দোদ্রোতি।

দ্রুণ—হিংসা, গতি এবং কৌটিল্যে তু, পর দ্রুণতি।

দ্রুহ—জিঘাংসাতে দি, পর দ্রুহ্যতি, অদ্রুহৎ, দুদ্রোহ। চক্রপাণিতে দোদ্রোগ্ধি, দোধ্রোঢ়ি, দোধ্রোক্ষি, দোদ্রুহীতি।

দ্রূঞ্—হিংসাতে ক্র্যা, উভ দ্রূণাতি, দ্রূণীতে। অদ্রাবীৎ, অদ্রবিষ্ট। দুদ্রাব

দুদ্রাবে।

দ্রেক্—শব্দে, উৎসাহে ; ভ্বা, আত্ম দ্রেকতে, অদ্রেকিষ্ট, দিদ্রেকে।

দ্রৈ—স্বপ্নে ভ্বা পর দ্রায়তি, অদ্রাসীৎ, দদ্রৌ।

দ্বিষ—অপ্রীতিতে অ, উভ দ্বেষ্টি, দ্বিষ্টঃ দ্বিষন্তি ; দ্বিষ্টে। বিধিতে দ্বিষ্যাৎ, দ্বিষীত। বিধাতৃতে দ্বেষ্টু, দ্বিষ্টাম্। ভূতেশ্বরে অদ্বেট্-ড্, অদ্বিষ্ট। ভূতেশে অদ্বিক্ষৎ অদ্বিক্ষত, অধোক্ষজে দিদ্বেষ, দিদ্বিষে। চক্রপাণিতে দেদ্বিষীতি, দেদ্বেষ্টি।

ধবি—গমনে ভ্বা, পর ধন্বতি।

ডুধাঞ—ধারণে এবং পোষণে অ, উভ দধাতি, ধত্তে। বিধিতে দধ্যাৎ, দধীত, বিধাতৃতে দধাতু, ধত্তাম্, ভূতেশ্বরে অদধাৎ, অধত্ত। ভূতেশে অধিত অধাৎ। অধোক্ষজে দধৌ, দধ্যে। কামপালে ধেয়াৎ ধাসীষ্ট। চক্রপাণিতে দাধেতি, দাধাতি।

ধাবু—গতি এবং শুদ্ধিতে ভ্বা, উভ ধাবতি-তে। অধাবীৎ, অধাবিষ্ট। দধাব, দধাবে। কামপালে ধাব্যাৎ, ধাবিষীষ্ট।

ধি—ধারণে তু, পর ধিয়তি, অধৈষীৎ, দিধায়। কামপালে ধীয়াৎ, বালকল্কিতে ধেতা, কল্কিতে ধেষ্যতি, অজিতে অধেষ্যৎ, চক্রপাণিতে দেধেতি, দেধয়ীতি।

ধিক্ষ—সন্দীপন, ক্লেশন এবং জীবনে ভ্বা, আত্ম ধিক্ষতে, অধিক্ষিষ্ট, দিধিক্ষে। চক্রপাণি দেধিক্ষীতি, দেধিক্ষি।

ধিবি—প্রীণনে ভ্বা, পর ধিনোতি অধিনোৎ, দিধিন্ব।

ধীঙ্—আদানে দি, আত্ম, ধীয়তে, অধেষ্ট, দিধ্যে।

ধুক্ষ—সন্দীপন, ক্লেশন এবং জীবনে ভ্বা, আত্ম ধুক্ষতে, ভূতেশে অধুক্ষিষ্ট, অধোক্ষজে দুধুক্ষে।

ধুঞ্—কম্পনে স্বা, উভ ধুনোতি ধুনুতে। অধৌষীৎ, অধোষ্ট। দুধাব, দুধুবে। চক্রপাণিতে দোধোতি।

ধুর্বী—হিংসাতে ভ্বা, পর ধূর্বতি, অধূর্বীৎ দুধূর্ব।

ধূ—বিধূননে তু, পর ধুবতি, অধুবীৎ, দুধাব। চক্রপাণিতে দোধোতি।

ধূঞ্—কম্পনে ক্র্যা উভ ধুনাতি ধুনীতে। অধাবীৎ, অধোষ্ট, অধবিষ্ট। দুধাব দুধুবে, দুধুবিধ্বে, দুধুবিঢ্বে, বালকল্কিতে ধোতা, ধবিতা। কল্কিতে ধোষ্যতি, ধবিষ্যতি, ধোষ্যতে, ধবিষ্যতে। অজিতে অধোষ্যৎ, অধবিষ্যৎ, অধোষ্যত, অধবিষ্যত। চক্রপাণিতে দোধোতি, দোধবীতি।

ধূপ—সন্তাপে ভ্বা, পর ধূপায়তি, ভূতেশে অধূপায়ীৎ, অধূপীৎ। অধোক্ষজে ধূপায়াঞ্চকার। ২ ভাষার্থে চু, উভ ধূপয়তি,-তে।

ধৃঙ্—অবধ্বংসনে ভ্বা, আত্ম ধরতে অধৃত, দধ্রে। ২ অবস্থানে তু, আত্ম, ধ্রিয়তে, অধৃত, দধ্রে।

ধৃজ্—গমনে ভ্বা, পর ধর্জতি, অধর্জীৎ, দধর্জ।

ধৃজি—গমনে ভ্বা, পর ধৃঞ্জতি, অধৃঞ্জীৎ, দধৃঞ্জ।

ধৃঞ্—ধারণে ভ্বা, উভ ধরতি,-তে। অধার্ষীৎ, অধৃত। দধার, দধ্রে। কামপালে ধ্রিয়াৎ, ধৃষীষ্ট। চক্রপাণিতে দধর্তি।

ধৃষ—প্রসহনে চু, উভ ধর্ষয়তি,-তে। অদীধৃষৎ,-ত।

(ঞি)ধৃষা—প্রাগল্ভ্যে স্বা, পর ধৃষ্ণোতি, অধর্ষীৎ, দধর্ষ, চক্রপাণিতে দরীধৃষীতি, দরীধৃষ্টি।

ধেট্—পানে ভ্বা, পর ধয়তি। অধাৎ, অধাসীৎ, অদধৎ। দধৌ। কামপালে ধেয়াৎ, চক্রপাণিতে—দাধেতি, দাধাতি।

ধ্মা—শব্দে এবং অগ্নিসংযোগে ভ্বা, পর ধমতি,অধ্মাসীৎ, দধ্মৌ, কামপালে ধ্মায়াৎ, চক্রপাণিতে—দাধ্মেতি, দাধ্মাতি।

ধ্যৈ—চিন্তাতে ভ্বা, পর, ধ্যায়তি, অধ্যাসীৎ, দধ্যৌ। চক্রপাণিতে দাধ্যাতি, দাধ্যেতি।

ধ্রু—স্থৈর্যে ভ্বা পর ধ্রবতি, অধ্রৌষীৎ, দুধ্রাব। ২ গমনে, স্থৈর্যে তু, পর ধ্রুবতি, অধ্রুবীৎ, দুধ্রোব।

ধ্রৈ—তৃপ্তিতে ভ্বা, পর ধ্রায়তি, অধ্রাসীৎ, দধ্রৌ।

ধ্বজ—গমনে ভ্বা, পর ধ্বজতি, অধ্বজীৎ, অধ্বাজীৎ, দধ্বাজ।

ধ্বন—শব্দে ভ্বা, পর ধ্বনতি, অধ্বনীৎ, অধ্বানীৎ। দধ্বান। ২ চু ধ্বনয়তি,-তে।

ধ্বন্সু—অবস্রংসনে ভ্বা, আত্ম ধ্বংসতে, অধ্বংসিষ্ট, দধ্বংসে।

ধ্বৃ—কৌটিল্যে ভ্বা, পর ধ্বরতি, অধ্বারীৎ, দধ্বার। বালকল্কিতে—ধ্বর্ত্তা।

নট—নৃত্যে চু, উভ নটয়তি,-তে। ২ নাট্যে নাটয়তি,-তে। অনীনটৎ, -ত, নাটয়াঞ্চকার,-চক্রে। ৩ ভ্বা, পর নটতি, অনটীৎ, অনাটীৎ, ননাট। চক্রপাণিতে—নানটীতি, নানট্টি।

(টু)নদি—সমৃদ্ধিতে, ভ্বা, পর

নন্দতি, অনন্দীৎ, ননন্দ। চক্রপাণিতে নানন্দীতি, নানন্তি।

নম—প্রহ্বত্বে শব্দে; ভ্বা পর, নমতি, অনংসীৎ, ননাম।

নর্দ—শব্দে ভ্বা, পর নর্দতি, অনর্দীৎ, ননর্দ। চক্রপাণিতে নানর্দীতি নানর্ত্তি।

নশ—বিনাশে দি প নশ্যতি, অনেশৎ, অনশৎ। ননাশ। বালকল্কিতে নশিতা, নষ্টা। কল্কিতে নশিষ্যতি। নঙ্ক্ষ্যতি। অজিতে অনশিষ্যৎ, অনঙ্ক্ষ্যৎ।

নাথৃ—উপতাপে ঐশ্বর্যে এবং আশীর্বাদে ভ্বা, পর নাথতি, অনাথীৎ, ননাথ।

নাধৃ—উপতাপে, ঐশ্বর্যে এবং আশীর্বাদে ভ্বা, আত্ম নাধতে, অনাধীৎ, ননাধ।

নিবাস——আচ্ছাদনে চু উভ নিবাসয়তি,-তে। অনিনিবাসয়ৎ,-ত। অধোক্ষজে—নিবাসয়াঞ্চকার।

নিষ্ক—পরিমাণে চু আত্ম নিষ্কয়তে অনিনিষ্কত নিষ্কয়াঞ্চক্রে।

নু--স্তুতিতে অ প নৌতি। অনাবীৎ নুনাব। কামপালে নূয়াৎ, বালকল্কিতে নবিতা কল্কিতে নবিষ্যতি। অজিতে অনবিষ্যৎ।

নৃতী—গাত্রবিক্ষেপে দি পর নৃত্যতি। অনর্ত্তীৎ ননর্ত্ত চক্রপাণিতে নরিনর্ত্তি, নর্নৃতীতি নরীনর্ত্তি নরীনৃতীতি, নরিনৃতীতি নর্নর্ত্তি।

ন—নয়ে ভ্বা, পর নরয়তি। ২ ক্র্যা নৃণাতি অনারীৎ ননার।

পক্ষ—পরিগ্রহে চু উভ পক্ষয়তি,-তে। পক্ষয়াঞ্চকার,-চক্রে।

(ডু)**পচষ্**—পাকে ভ্বা, উভ পচতি, পচতে। অপাক্ষীৎ, অপক্ত। পপাচ। পেচে। কামপালে পচ্যাৎ, পক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে পক্তা, কল্কিতে পক্ষ্যতি। চক্রপাণিতে পাপচীতি, পাপক্তি।

পচি—ব্যক্তীকরণে ভ্বা, আত্ম পঞ্চতে অপঞ্চিষ্ট পপঞ্চ। ২ বিস্তারবচনে চু উভ পঞ্চয়তি,-তে। অপপঞ্চৎ,-ত। পক্ষে পঞ্চতি, ভুতেশে অপঞ্চীৎ।

পট—গমনে ভ্বা, পর পটতি, অপটীৎ, অপাটীৎ পপাট। ২ ভাসার্থে চু উভ পাটয়তি,-তে। ভুতেশে অপীপটৎ,-ত। ৩ গ্রন্থে চু উভ পটয়তি,-তে অপীপটৎ,-ত।

পড়ি—গমনে ভ্বা, আত্ম পণ্ডতে। ২ নাশনে চু উভ পণ্ডয়তি,-তে। অপপণ্ডৎ,-ত। পক্ষে—পণ্ডতি, অপণ্ডীৎ।

পণ—ব্যবহারে এবং স্তুতিতে ভ্বা, আত্ম পণতে অপণিষ্ট পেণে। চক্রপাণিতে পম্পণীতি পপন্টি।

পত—গমনে (পতনে) চু উভ পতয়তি,-তে। পততি; অপপতৎ।

পৎঌ—গমনে ভ্বা, পর পততি, অপপ্তৎ, পপাত, যঙ্ পনীপত্যতে, চক্রপাণিতে পনীপতীতি, পনীপত্তি।

পথি—গমনে চু, উভ পন্থয়তি,-তে। অপপন্থৎ,-ত।

পথে—গমনে ভ্বা, পর পথতি, অপথীৎ. পপাথ। কামপালে পথ্যাৎ, বালকল্কিতে পথিতা।

পদ—গমনে দি, আত্ম পদ্যতে, ভুতেশে—অপাদি, অধোক্ষজে পেদে, যঙ্ পনীপদ্যতে, চক্রপাণিতে পনীপত্তি ২ চু পদয়তে, অপপদত।

পয়—গমনে ভ্বা, আত্ম পয়তে, অপয়িষ্ট, পেয়ে।

পর্ণ—হরিতভাবে চু, পর পর্ণয়তি অপপর্ণৎ।

পর্দ—কুৎসিত শব্দে ভ্বা, আত্ম পর্দতে, অপর্দিষ্ট, পপর্দে।

পল—গমনে ভ্বা, পর পলতি, অপালীৎ, পপাল। ২ রক্ষণে চু, পালয়তি,-তে, অপীপলৎ,-ত।

পশ—বন্ধনে চু, উভ পাশয়তি,-তে অপীপশৎ,-ত।

পষ—গমনে চু, উভ পষয়তি,-তে অপপষৎ,-ত।

পা—পানে ভ্বা, প পিবতি, অপাৎ, পপৌ। কর্মবাচ্যে পীয়তে, চক্রপাণিতে, পাপেতি, পাপাতি। ২ রক্ষণে অ, পর পাতি, অপাসীৎ পপৌ।

পার—কর্মসমাপ্তিতে চু, পর পারয়তি, অপপারৎ, পারয়ামাস।

পিড়ি—সংঘাতে ভ্বা, আত্ম পিণ্ডতে, অপিণ্ডিষ্ট। ২ চু উভ পিণ্ডয়তি,-তে, ভুতেশে অপিপিণ্ডৎ,-ত। পক্ষে পিণ্ডতি অপিণ্ডীৎ, পিপিণ্ড।

পিবি—সেবনে ভ্বা, পর পিন্বতি, অপিন্বীৎ, পিপিন্ব।

পিশ—অবয়বে রু, পর পিংশতি, অপেশীৎ, পিপেশ।

পিষ্লৃ—সংচূর্ণনে রু, পর পিনষ্টি অপিষৎ, পিপেষ, চক্রপাণিতে পেপিষীতি, পেপেষ্টি।

পিস—গমনে চু, উভ পেসয়তি,-তে। অপীপিসৎ,-ত। পেসয়াঞ্চকার,-চক্রে।

পিসি—ভাসার্থে চু, উভ পিংসয়তি, -তে। অপিপিংসৎ,-ত।

পীঙ—পানে দি, আত্ম পীয়তে, অপেষ্ট, পিপ্যে, চক্রপাণিতে পেপেতি, পেপয়তি।

পীড়—অবগাহনে চু, উভ পীড়য়তি, -তে। ভূতেশে অপিপীড়ৎ,-ত। অপীপিড়ৎ,-ত। অধোক্ষজে পীড়য়ামাস।

পীল—রোধনে ভ্বা, পর পীলতি, অপীলীৎ, পিপীল।

পীব—স্থৌল্যে ভ্বা, পর পীবতি, অপেবীৎ পিপীব।

পুংস—অভিবর্দ্ধনে চু, উভ পুংসয়তি, -তে। অপুপুংসৎ-ত।

পুট—সংশ্লেষণে তু, পর পুটতি, অপুটীৎ, পুপোট। ২ ভাসার্থে চু পোটয়তি,-তে, অপুপুটৎ,-ত। ৩ সংসর্গে চু পুটয়তি, অপুপুটৎ।

পুণ—ধর্ম্মাচরণে তু, পর পুণতি, ভূতেশ্বরে অপুণৎ, ভূতেশে অপোণীৎ অধোক্ষজে পুপোণ, কামপালে পুণ্যাৎ, বালকল্কিতে পোণিতা।

পুথ—হিংসাতে দি, পর পুথ্যতি, অপোথীৎ, পুপোথ। ২ ভাসার্থে চু, উভ পোথয়তি,-তে।

পুর—অগ্রগমনে তু, পর পুরতি, অপুরীৎ, পুপোর।

পুর্ব—পূরণে ভ্বা পর পূর্বতি অপূর্বীৎ পুপূর্ব। ২ নিকেতনে চু, উভ পূর্বয়তি,-তে।

পুল—মহত্ত্বে ভ্বা, পর পোলতি, অপোলীৎ, পুপোল।

পুষ—পুষ্টিতে ভ্বা, পর পোষতি, অপুষৎ, পুপোষ। চক্রপাণিতে—পোপুষীতি, পোপোষ্টি। ২ দি, পর পুষ্যতি, ৩ ক্র্যা, পর পুষ্ণাতি, অপোষীৎ, ৪ ধারণে চু, উভ পোষয়তি,-তে।

পুষ্প—বিকসনে দি, পর পুষ্প্যতি, অপুষ্পীৎ, পুপুষ্প।

পূঙ—পবনে ভ্বা, আত্ম পবতে, অপবিষ্ট, পুপুবে। চক্রপাণিতে পোপবীতি, পোপোতি।

পূজ-পূজাতে চু, উভ পূজয়তি,-তে, অপূপুজৎ,-ত, পূজয়াঞ্চকার,-চক্রে।

পূঞ্—পবনে ক্র্যা, উভ পুনাতি, বিধিতে পুনীয়াৎ, বিধাতৃতে পুনাতু, ভূতেশ্বরে অপুনাৎ, ভূতেশে অপাবীৎ অধোক্ষজে পুপাব। আত্ম—পুনীতে, পুনীত, পুনীতাম্, অপুনীত, ভূতেশে অপবিষ্ট, অধোক্ষজে—পুপুবে, চক্রপাণিতে পোপোতি, পোপবীতি।

পূয়ী—বিশরণে এবং দুর্গন্ধে ভ্বা, আত্ম পূয়তে, অপূয়িষ্ট, অধোক্ষজে পুপূয়ে। চক্রপাণিতে—পোপূয়ীতি, পোপোতি।

পূরী—আপ্যায়নে দি, আত্ম পূর্য্যতে, অপূরিষ্ট, পুপূরে। ২ চু, উভ পূরয়তি -তে, চক্রপাণিতে পোপূর্ত্তি।

পূল—সংঘাতে ভ্বা, পর পূলতি, অপূলীৎ, পুপূল। ২ চু, উভ পুলয়তি, -তে, ভূতেশে অপুপূলৎ,-ত।

পূষ—বৃদ্ধিতে ভ্বা, পর পূষতি, অপূষীৎ, পুপূষ।

পৃ—প্রীতিতে স্বা, পর পৃণোতি, অপার্ষীৎ, পপার, কামপালে প্রিয়াৎ, বালকল্কিতে পর্ত্তা, ২ ব্যায়ামে তু, আত্ম প্রিয়তে।

পৃচী—সম্পর্কে রু, পর পৃণক্তি, অপর্চীৎ, পপৃচ, চক্রপাণিতে পরীপৃচীতি পরীপর্ক্তি।

পৃণ—প্রীণনে তু, পর পৃণতি, অপর্ণীৎ, অধোক্ষজে—পপর্ণ কামপালে পৃণ্যাৎ, কল্কিতে পর্ণিষ্যতি, অজিতে অপর্ণিষ্যৎ।

পৃষু—সেচনে ভ্বা, পর পর্ষতি. অপর্ষীৎ, পপর্ষ।

পৄ—পালনে এবং পূরণে অ, পর পিপর্ত্তি, বিধিতে পিপূর্য্যাৎ, বিধাতৃতে পিপর্ত্তু, ভূতেশ্বরে অপিপঃ, অপিপূর্ত্তাম্, ভূতেশে—অপারীৎ, অধোক্ষজে পপার, চক্রপাণিতে পাপরীতি পাপর্ত্তি। ২ পালনে এবং পূরণে ক্র্যা, পর পৃণাতি। ৩ চু, উভ পারয়তি,-তে। অধোক্ষজে পারয়াঞ্চকার,-চক্রে, পপার। ভূতেশে অপীপরৎ,-ত। চক্রপাণিতে পাপরীতি, পাপর্ত্তি।

পৈ—শোষণে ভ্বা, পর পায়তি। ভূতেশে—অপাসীৎ, অধোক্ষজে—পপৌ। কামপালে—পায়াৎ। চক্রপাণিতে পাপাতি, পাপেতি।

(ও) **প্যায়ী**—বৃদ্ধিতে ভ্বা, আত্ম প্যায়তে। ভূতেশে—অপ্যায়ি, অপ্যায়িষ্ট, অধোক্ষজে—পিপ্যে। চক্রপাণিতে পাপ্যাতি।

প্যৈঙ—বৃদ্ধিতে ভ্বা, আত্ম প্যায়তে। ভূতেশ্বরে অপ্যায়ত। ভূতেশে অপ্যাস্ত। অধোক্ষজে পপ্যে, কামপালে প্যাসীষ্ট। বালকল্কিতে পাতা।

প্রচ্ছ—জ্ঞানেচ্ছায় তু, পর পৃচ্ছতি। ভূতেশে অপ্রাক্ষীৎ। অধোক্ষজে পপ্রচ্ছ পপ্রষ্ঠ, পপ্রচ্ছিথ। চক্রপাণিতে পাপ্রচ্ছীতি, পাপ্রষ্টি।

প্রথ—খ্যাতিতে ভ্বা, আত্ম প্রথতে। অপ্রথিষ্ট, পপ্রথে। চক্রপাণিতে পাপ্রথীতি, পাপ্রত্তি। ২ চু, উভ প্রাথয়তি,-তে, অপপ্রথৎ,-ত। প্রাথয়াঞ্চকার,-চক্রে।

প্রা—পূরণে অ পর প্রাতি অপ্রাসীৎ, পপ্রৌ। চক্রপাণিতে—

পাপ্রেতি, পাপ্রাতি।

প্রীঙ্‌—প্রীতিতে দি, আত্ম প্রীয়তে, অপ্রেষ্ট, পিপ্রিয়ে। ২ তর্পণে এবং কান্তিতে ক্র্যা, উভ প্রীণাতি, প্রীণীতে। ভুতেশে—অপ্রৈষীৎ, অপ্রেষ্ট। অধোক্ষজে পিপ্রায়, পিপ্রিয়ে। কামপালে প্রীয়াৎ, প্রেষীষ্ট। বালকল্কিতে প্রেতা। কল্কিতে প্রেষ্যতি, প্রেষ্যতে। চক্রপাণিতে পেপ্রেতি, পেপ্রয়ীতি। ৩ চু, উভ প্রীণয়তি,-তে।

প্রুঙ্‌—গতি এবং প্লুতিতে ভ্বা, আত্ম প্রবতে, অপ্রোষ্ট, পুপ্রুবে।

প্রুষ—স্নেহনে, সেচনে এবং পূরণে ক্র্যা পর প্রুষ্ণাতি, অপ্রোষীৎ, পুপ্রোষ।

প্রুষু—দাহে, ভ্বা, পর প্রোষতি, অপ্রোষীৎ, পুপ্রোষ।

প্রোথ্‌ (ঋ)—পর্যাপ্তিতে ভ্বা, উভ প্রোথতি,-তে। অপ্রোথীৎ, অপ্রোথিষ্ট। পুপ্রোথ,-থে।

প্লিহ—গমনে ভ্বা, আত্ম প্লেহতে, অপ্লেহিষ্ট, পিপ্লিহে।

প্লুঙ্‌—গমনে ভ্বা, আত্ম প্লবতে, অপ্লোষ্যত, পুপ্লুবে, চক্রপাণিতে পোপ্লোবীতি, পোপ্লতি।

প্লুষ—দাহে দি, পর প্লুষ্যতি, অপ্লোষীৎ, পুপ্লোষ। ২ স্নেহনে সেচনে এবং পূরণে ক্র্যা, পর প্লুষ্ণাতি।

প্‌সা—ভক্ষণে অ, পর প্সাতি, ভুতেশ্বরে অপ্সঃ, অপ্‌সান্‌। পপ্সৌ, কামপালে প্সায়াৎ, প্সেয়াৎ।

ফক্ক—অসদ্ব্যবহারে এবং মন্দগতিতে ভ্বা, পর ফক্কতি, অফক্কীৎ, পফক্ক।

ফণ—গমনে ভ্বা, পর ফণতি, অফণীৎ, অফাণীৎ, পফাণ, চক্রপাণিতে পম্ফণ্টি, পম্ফণীতি।

ফল—নিষ্পত্তিতে ভ্বা, পর ফলতি, অফালীৎ, পফাল, চক্রপাণিতে পম্ফুলীতি পম্ফুলুতি।

(ঞি) **ফলা**—বিশরণে ভ্বা, পর ফলতি, অফালীৎ, পফাল, চক্রপাণিতে পম্ফুলীতি, পম্ফুলুতি।

ফুল্ল—বিকসনে ভ্বা, পর ফুল্লতি, অফুল্লীৎ, পুফুল্ল।

ফেল—গমনে ভ্বা, পর ফেলতি, অফেলীৎ, পিফেল।

বণ—শব্দার্থে ভ্বা, পর বণতি, অবণীৎ, অবাণীৎ, ববাণ, চক্রপাণিতে বংবণীতি, বংবন্টি।

বদ—স্থৈর্যে ভ্বা, পর বদতি, অবাদীৎ, ববাদ।

বধ—বন্ধনে ভ্বা, আত্ম বীভৎসতে। অবীভৎসত, বীভৎসাংচক্রে। ২ সংযমনে চু, উভ বাধয়তি,-তে। অবীবধৎ,-ত।

বন্ধ—বন্ধনে ক্র্যা, পর বধ্নাতি, বিধিতে বধ্নীয়াৎ, বিধাতৃতে বধ্নাতু, ভুতেশ্বরে অবধ্নাৎ, ভুতেশে অভান্‌ৎসীৎ, অধোক্ষজে ববন্ধ, চক্রপাণিতে বাবন্ধি, বাবন্ধীতি।

বর্হ—প্রাধান্যে ভ্বা, আত্ম বর্হতে, অবর্হিষ্ট, ববর্হে। ২ হিংসাতে চু, উভ বর্হয়তি,-তে।

বল—প্রাণনে এবং ধান্যাবরোধে ভ্বা, পর বলতি, অবালীৎ, ববাল। ২ চু, উভ বলয়তি,-তে। অবীবলৎ,-ত।

বহি—বৃদ্ধিতে ভ্বা, আত্ম বংহতে, অবংহিষ্ট, ববংহে।

বাড়্‌—আপ্লাবনে ভ্বা, আত্ম বাড়তে, অবাড়িষ্ট, ববাড়ে।

বাধৃ—প্রতিঘাতে ভ্বা, আত্ম বাধতে ভুতেশ্বরে অবাধত। অবাধিষ্ট, ববাধে, চক্রপাণিতে বাবাধি, বাবাধীতি।

বাহৃ—(ঋ)—প্রযত্নে ভ্বা, আত্ম বাহতে, অবাহিষ্ট, ববাহে।

বিদি—অবয়বে ভ্বা, পর বিন্দতি, অবিন্দীৎ, বিবিন্দ।

বিল—সংবরণে তু, পর বিলতি, অবেলীৎ, বিবেল। ২ ভেদনে চু, উভ বেলয়তি,-তে।

বুধ—অবগমনে ভ্বা, পর বোধতি, অবোধীৎ, বুবোধ। চক্রপাণিতে বোবুধীতি, বোবোদ্ধি। ২ দি আত্ম বুধ্যতে, অবোধি, অবুদ্ধ, বুবুধে।

বুধির—বোধনে ভ্বা, উভ বোধতি, -তে, অবুধৎ, অবোধীৎ, অবোধিষ্ট। বুবোধ, বুবুধে।

বুন্দির—দর্শনে ভ্বা, উভ বুন্দতি,-তে। অবুন্দৎ,অবুন্দীৎ,অবুন্দিষ্ট। বুবুন্দ,-ন্দে।

বুস—উৎসর্গে দি, পর বুস্যতি, অবুসৎ, বুবোস।

বৃহি—শব্দনে এবং বৃদ্ধিতে ভ্বা, পর বৃংহতি, অবৃংহীৎ। ববর্হ, ববৃংহ। চক্রপাণিতে বরীবৃণ্টি।

ব্রূঞ্‌—কথনে অ, উভ ব্রবীতি, আহ। ব্রূতঃ, আহতুঃ। ব্রুবন্তি আহুঃ। ব্রবীষি আথ, ব্রূথঃ, আহথুঃ। ব্রূতে। বিধিতে ব্রূয়াৎ, ব্রুবীত, বিধাতৃতে ব্রবীতু, ব্রূতাম্‌। ভুতেশ্বরে অব্রবীৎ, অব্রূত। ভুতেশে অবোচৎ, অবোচত। অধোক্ষজে উবাচ, উবচিথ, উবক্থ, উচে, কামপালে উচ্যাৎ, বক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে বক্তা, চক্রপাণিতে—বাবক্তি।

ভক্ষ—অদনে চু, উভ ভক্ষয়তি,-তে। অবভক্ষৎ,-ত।

ভজ—সেবাতে ভ্বা, উভ ভজতি

ভজতে। ভূতেশে অভাক্ষীৎ, অভক্ত। অধোক্ষজে বভাজ, ভেজিথ, বভক্থ, ভেজে। কামপালে ভজ্যাৎ, ভক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে ভক্তা, কল্কিতে ভক্ষ্যতি, -তে। চক্রপাণিতে—বাভজীতি বাভক্তি। ২ দানে চু, ভাজয়তি-তে। ভূতেশে অবীভজৎ-ত, অধোক্ষজে ভাজয়াঞ্চকার,-চক্রে।

ভট—ভৃতিতে ভ্বা, পর ভটতি, অভটীৎ, অভাটীৎ। বভাট। ২ পরিভাষণে ভটয়তি।

ভড়ি—তিরস্কারে ভ্বা, আত্ম ভণ্ডতে, অভণ্ডিষ্ট। ২ কল্যাণে চু, উভ ভণ্ডয়তি,-তে। অবভণ্ডৎ,-ত।

ভণ—শব্দার্থে ভ্বা, পর ভণতি, অভণীৎ, অভাণীৎ। বভাণ। চক্রপাণিতে বংভণীতি, বংভণ্টি।

ভদি—কল্যাণে এবং সুখে ভ্বা, আত্ম ভন্দতে, অভন্দিষ্ট। বভন্দে।

ভন্জ—আমর্দনে রু, পর ভনক্তি, ভঙ্‌ক্তঃ ভঞ্জন্তি। বিধিতে ভঞ্জ্যাৎ, বিধাতৃতে ভনক্তু, ভূতেশ্বরে অভনক্, ভূতেশে অভাঙ্‌ক্ষীৎ। অধোক্ষজে বভঞ্জ, চক্রপাণিতে বভঞ্জীতি, বম্ভঙ্‌ক্তি।

ভৎ‍র্স—সন্তর্জনে চু, আত্ম ভৎ‍র্সয়তে অবভর্ৎসত।

ভল—পরিভাষণে, হিংসায় এবং দানে ভ্বা, আত্ম ভলতে, অভলিষ্ট। ভেলে। ২ আমণ্ডনে চু, আত্ম ভালয়তে।

ভল্ল—পরিভাষণে, হিংসায়, দানে ভ্বা আত্ম ভল্লতে, অভল্লিষ্ট, ভেল্লে।

ভষ—হিংসার্থে ভ্বা, পর ভষতি; অভষীৎ, অভাষীৎ। বভাষ।

ভা—দীপ্তিতে অ, পর ভাতি, অভাসীৎ বভৌ। চক্রপাণিতে—বাভাতি, বাভেতি।

ভাজ—পৃথক্‌কর্মে চু, উভ বিভাজয়তি,-তে।

ভাম—ক্রোধে, ভ্বা, আত্ম ভামতে। অভামিষ্ট বভামে চক্রপাণিতে বাভামীতি, বাভান্তি। ২ চু ভাময়তি,-তে।

ভাষ—কথনে ভ্বা, আত্ম ভাষতে। অভাষিষ্ট। বভাষে।

ভাসৃ—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম ভাসতে। অভাসিষ্ট। বভাসে।

ভিক্ষ—যাচনে ভ্বা, আত্ম ভিক্ষতে অভিক্ষিষ্ট, বিভিক্ষে। চক্রপাণিতে—বেভিক্ষীতি, বেভিষ্টি।

ভিদির়—বিদারণে রু, উভ ভিনত্তি, ভিন্তে। বিধিতে ভিন্দ্যাৎ, ভিন্দীত। বিধাতৃতে অভিনৎ, অভিন্ত। ভূতেশে অভিদৎ, অভৈৎসীৎ, অভিত্ত। অধোক্ষজে বিভেদ; বালকল্কিতে ভেত্তা। কল্কিতে ভেৎস্যতি। কামপালে ভিদ্যাৎ। চক্রপাণিতে—বেভিদীতি, বেভেত্তি।

(ঞ)**ভী**—ভয়ে অ, পর বিভেতি। বিধিতে বিভীয়াৎ। বিধাতৃতে বিভেতু। ভূতেশ্বরে অবিভেৎ। ভূতেশে অভৈষীৎ। অধোক্ষজে বিভায়, বিভয়াঞ্চকার। কামপালে ভীতাৎ। চক্রপাণিতে—বেভেতি।

ভুজ—পালনে রু, পর ভুনক্তি, ভুঞ্জ্যাৎ। বিধাতৃতে ভুনক্তু। ভূতেশ্বরে অভুনক্। ভূতেশে অভৌক্ষীৎ। অধোক্ষজে বুভোজ কামপালে ভুজ্যাৎ। ২ ভক্ষণে আত্ম ভুঙ্‌ক্তে। ভূতেশে অভুক্ত অধোক্ষজে বুভুজে। চক্রপাণিতে বোভুজীতি, বোভোক্তি।

ভুজো—কৌটিল্যে—তু, পর ভুজতি। অভৌক্ষীৎ, বুভোজ। চক্রপাণিতে বোভোক্তি।

ভূ—সত্তাতে ভ্বা, পর ভবতি। বিধিতে ভবেৎ। বিধাতৃতে ভবতু। ভূতেশ্বরে অভবৎ। ভূতেশে অভূৎ। অধোক্ষজে বভূব। কামপালে ভূয়াৎ। বালকল্কিতে ভবিতা, কল্কিতে ভবিষ্যতি। চক্রপাণিতে—বোভবীতি, বোভোতি, ভাবকর্মে ভূয়তে। ২ অবকল্কনে (মিশ্রণে) চু উভ ভাবয়তি -তে। ভূতেশে অবিভবৎ-ত, অধোক্ষজে ভাবয়াংচকার,-চক্রে।

ভূষ—অলঙ্কারে ভ্বা, পর ভূষতি। অভূষীৎ। বুভূষ। চক্রপাণিতে বোভূষ্টি। ২ চু, উভ ভূষয়তি,-তে। অবুভূষৎ,-ত।

ভৃজী—ভর্জনে ভ্বা, আত্ম ভর্জ্জতে। অভর্জ্জিষ্ট। বভৃজে। চক্রপাণিতে—বরীভৃজীতি, বরিভৃজীতি, বর্ভৃজীতি, বর্ভর্ক্তি, বরিভর্ক্তি।

ভৃঞ্—ভরণে ভ্বা, উভ ভরতি,-তে। অভার্ষীৎ, অভৃত। বভার, বভ্রে। ভ্রিয়াৎ, ভৃষীষ্ট। চক্রপাণিতে—বর্ভরীতি, বর্ভর্ত্তি।

(ডু)**ভৃঞ্**—ধারণে, পোষণে অ, উভ বিভর্ত্তি, বিভৃতে। বিধিতে বিভৃয়াৎ, বিভ্রীয়াৎ, বিভ্রীত। বিধাতৃতে বিভর্ত্তু, বিভৃতাম্। ভূতেশ্বরে অবিভঃ, অবিভৃত। ভূতেশে অভার্ষীৎ, অভৃত। অধোক্ষজে বভার, পক্ষে বিভরাঞ্চকার।

ভৃশু—অধঃপতনে দি, পর ভৃশ্যতি; অভৃশৎ, বভর্শ।

ভৄ—ভৎ‍র্সনে ক্র্যা, পর ভৃণাতি। অভারীৎ, বভার। কামপালে—ভূর্যাৎ বালকল্কিতে ভরিতা, কল্কিতে

ভবিষ্যতি, অজিতে অভবিষ্যৎ।

ভেষ্‌—ভয়ে ভ্বা, উভ ভেষতি,-তে। অভেষীৎ, অভেষিষ্ট। বিভেষ, বিভেষে।

ভ্রক্ষ—অদনে ভ্বা, উভ ভ্রক্ষতি,-তে। অভ্রক্ষীৎ অভ্রাক্ষীৎ। বভ্রক্ষ,-ক্ষে। কামপালে ভ্রক্ষ্যাৎ, ভ্রক্ষিষীষ্ট।

ভ্রন্‌স—অবস্রংসনে (অধঃপতনে) ভ্বা, আত্ম ভ্রংসতে। অভ্রংসিষ্ট। বভ্রংসে। কামপালে—ভ্রংসিষীষ্ট, কল্কিতে ভ্রংসিষ্যতে, চক্রপাণিতে—বনীভ্রংসীতি, বনীভ্রংস্তি।

ভ্রন্‌শু—অধঃপতনে দি, পর ভ্রশ্যতি। অভ্রশৎ। বভ্রংশ। ভ্রশ্যাৎ। চক্রপাণিতে বাভ্রষ্টি।

ভ্রমু—চলনে ভ্বা, পর ভ্রমতি। অভ্রমীৎ। বভ্রাম, বভ্রমতুঃ ভ্রেমতুঃ। কামপালে ভ্রম্যাৎ। চক্রপাণিতে—বভ্রমীতি, বংভ্রন্তি। ২ অনবস্থানে দি, পর ভ্রাম্যতি। অভ্রমৎ।

ভ্রস্‌জ—পাকে তু, উভ ভৃজ্জতি,-তে। ভুতেশে অভার্ক্ষীৎ, অভ্রাক্ষীৎ, অর্ভষ্ট, অভ্রষ্ট। অধোক্ষজে বভর্জ বভ্রজ্জ; বভর্জে বভ্রজ্জে। কামপালে ভৃজ্জ্যাৎ, ভর্ক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে র্ভষ্টা, ভ্রষ্টা। চক্রপাণিতে—বাভ্রষ্টি।

ভ্রাজ্‌—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম ভ্রাজতে, অভ্রাজিষ্ট। বভ্রাজে, ভ্রেজে। চক্রপাণিতে বাভ্রাজীতি, বাভ্রাক্তি।

(টু) **ভ্রাজ্‌**—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম ভ্রাজতে, অভ্রাজিষ্ট, অধোক্ষজে বভ্রাজে ভ্রেজে। চক্রপাণিতে—বাভ্রাষ্টি।

(টু) **ভ্রাশৃ**—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম ভ্রাশতে, ভ্রাশ্যতে। ভুতেশে অভ্রাশিষ্ট, চক্রপাণিতে বাভ্রাষ্টি, বাভ্রাশীতি।

ভ্রী—ভয়ে ক্র্যা, পর ভ্রীণাতি, অভ্রৈষীৎ, বিভ্রায়।

ভ্রূণ—আশাতে চু, আত্ম ভ্রূণয়তে অবুভ্রূণত, ভ্রূণয়াঞ্চক্রে।

ভ্রেষ্‌—গমনে ভ্বা, উভ ভ্রেষতি, -তে। অভ্রেষীৎ, অভ্রেষিষ্ট। বিভ্রেষ, বিভ্রেষে।

মকি—মণ্ডনে ভ্বা, আত্ম মঙ্কতে, অমঙ্কিষ্ট, মমঙ্কে।

মখ—গমনে ভ্বা, পর মখতি, অমখীৎ, মমাখ।

মখি—গমনে ভ্বা, পর মঙ্খতি, অমঙ্খীৎ, মমাঙ্খ।

মগি—গমনে ভ্বা, পর মঙ্গতি, অমঙ্গীৎ, মমঙ্গ।

মঘি—মণ্ডনে ভ্বা, পর মঙ্ঘতি, অমঙ্ঘীৎ, মমঙ্ঘ। ২ গমনে, আক্ষেপে ভ্বা, আত্ম মঙ্ঘতে, মমঙ্ঘে।

মচ—মণ্ডনে ভ্বা, আত্ম মচতে, অমচিষ্ট, মেচে।

মচে—ধারণে, উচ্ছ্রায়ে, পূজনে ভ্বা, আত্ম মঞ্চতে, অমঞ্চিষ্ট, মমঞ্চ।

মঠ—নিবাসে ভ্বা, পর মঠতি, অমঠীৎ মমাঠ।

মঠি—শোকে ভ্বা, আত্ম মণ্ঠতে, অমণ্ঠিষ্ট, মমণ্ঠে।

মডি—বিভাজনে ভ্বা, আত্ম মণ্ডতে, অমণ্ডিষ্ট, মমণ্ডে। ২ ভুষাতে মণ্ডতি, মমণ্ড। ৩ কল্যাণে চু, উভ মণ্ডয়তি-তে, অমমণ্ডৎ,-ত।

মণ—শব্দার্থে ভ্বা, পর মণতি, অমণীৎ, অমাণীৎ, মমাণ।

মথি—হিংসায়, সংক্লেশে ভ্বা, পর মন্থতি, অমন্থীৎ, মমন্থ। কামপালে মথ্যাৎ, বালকল্কিতে মথিতা।

মথে—বিলোড়নে ভ্বা, পর মথতি, অমথীৎ, মমাথ।

মদ—তৃপ্তিযোগে চু, আত্ম মাদয়তে অমীমদত, মাদয়াঞ্চক্রে।

মদি—স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন এবং গতিতে ভ্বা, আত্ম মন্দতে। অমন্দিষ্ট, মমন্দে।

মদী—হর্ষে দি, পর মাদ্যতি, অমদীৎ, অমাদীৎ, মমাদ। চক্রপাণিতে মামত্তি, মামদীতি।

মন—জ্ঞানে দি, আত্ম মন্যতে, অমংস্ত, মেনে। বালকল্কিতে মন্তা। কামপালে মংসীষ্ট, চক্রপাণিতে মম্মনীতি। ২ স্তম্ভে চু, আত্ম মানয়তে, অমীমনত।

মন্ত্র—গুপ্তভাষণে চু, আত্ম মন্ত্রয়তে, অমমন্ত্রত, মন্ত্রয়াংচক্রে।

মন্থ—বিলোড়নে ভ্বা পর মন্থতি, অমন্থীৎ মমন্থ। ২ ক্র্যা, পর মথ্নাতি, অমন্থীৎ, মমন্থ। চক্রপাণিতে মামন্থীতি মামন্থি।

ময়—গমনে ভ্বা, আত্ম ময়তে, অময়িষ্ট, মেয়ে।

মল—ধারণে ভ্বা, আত্ম মলতে, অমলিষ্ট, মেলে।

মল্ল—ধারণে ভ্বা, আত্ম মল্লতে অমল্লিষ্ট, মেল্লে।

মব বন্ধনে ভ্বা, পর মবতি, অমবীৎ, অমাবীৎ, মমাব।

মশ—শব্দে এবং রোষে ভ্বা, পর মশতি। অমশীৎ, মমাশ। কামপালে মশ্যাৎ, বালকল্কিতে মশিতা।

মষ—হিংসাতে ভ্বা, পর মশতি। অমষীৎ, মমাষ।

মসী—পরিমাণে দি, পর মস্যতি, অমসৎ, মমাস।

মস্ক—গমনে ভ্বা, পর আত্ম মস্কতে, অমস্কিষ্ট, মমস্কে।

(টু)**মসজো**—শুদ্ধিতে তু, পর মজ্জতি, অমাঙ্ক্ষীৎ মমজ্জ। কামপালে মজ্যাৎ, বালকল্কিতে মঙ ক্তা; চক্রপাণিতে—মামঙ্‌ক্তি।

মহ—পূজাতে ভ্বা, পর মহতি, অমহীৎ, মমাহ। ২ চু, উভ মহয়তি,-তে। চক্রপাণিতে মামাঢ়ি।

মহি—পূজাতে চু, উভ মংহয়তি, -তে। অমমংহৎ,-ত। মংহয়াংচকার -চক্রে।

মা—মানে অ, পর মাতি, অমাসীৎ, মমৌ। কামপালে মেয়াৎ। কল্কিতে মান্তি। ২ **মাঙ্‌** আত্ম মিমীতে, অমাস্ত, মমে। কামপালে মাসীষ্ট। ৩ দি আত্ম মায়তে।

মান্—পূজাতে ভ্বা, আত্ম মীমাংসতে, অমীমাংসিষ্ট। মীমাংসাঞ্চক্রে। ২ চু, উভ মানয়তি,-তে।

মার্গ—সংস্কারে, গমনে চু, উভ মার্গয়তি,-তে। অমমার্গৎ,-ত।

মার্জ—শব্দে চু, উভ মার্জয়তি,-তে। অমমার্জ্জৎ,-ত।

মিচ্ছ—উৎক্লেশে তু, পর মিচ্ছতি, অমিচ্ছীৎ, মিমিচ্ছ।

মিজি—ভাসার্থে চু, উভ মিঞ্জয়তি, -তে। অমিমিঞ্জৎ,-ত। পক্ষে মিঞ্জতি।

ডুমিঞ্—প্রক্ষেপণে স্বা, উভ মিনোতি, মিনুতে। ভূতেশে অমাসীৎ, অমাস্ত। অধোক্ষজে মমৌ, মমিথ, মমাথ, মিম্যে। কামপালে মীয়াৎ মাসীষ্ট। চক্রপাণিতে —মেমেতি, মেমসীতি।

(ঞি)**মিদা**—স্নেহনে ভ্বা, আত্ম মেদতে, অমেদিষ্ট, মিমিদে। চক্রপাণিতে মেমিদীতি, মেমেত্তি। ২ পর দি, মেদ্যতি, অমিদৎ, মিমেদ।

মিদি—স্নেহনে চু, উভ মিন্দয়তি,-তে। অমিমিন্দৎ,-ত। মিন্দয়াঞ্চকার-চক্রে।

মিদৃ—মেধায় এবং হিংসাতে ভ্বা, উভ মেদতি,-তে। অমেদীৎ, অমেদিষ্ট। মিমেদ, মিমিদে।

মিল—সঙ্গমনে তু, উভ মিলতি,-তে। ভূতেশে অমেলীৎ, অমেলিষ্ট। অধোক্ষজে মিমেল, মিমিলে। কামপালে মিল্যাৎ, মেলিষীষ্ট। চক্রপাণিতে—মেমিলীতি, মেমিল্তি।

মিবি—সেবনে ভ্বা, পর মিন্বতি, অমিমিন্বৎ, মিমিন্ব।

মিশ্র—সম্পর্কে চু, পর মিশ্রয়তি, অমিমিশ্রৎ মিশ্রয়ামাস।

মিষ—স্পর্দ্ধাতে তু, পর মিষতি, অমেষীৎ, মিমেষ।

মিষু-সেচনে ভ্বা, পর মেষতি। অমেষীৎ, মিমেষ। চক্রপাণিতে—মেমিষীতি, মেমেষ্টি।

মিহ—সেচনে ভ্বা। পর মেহতি। ভূতেশ্বরে অমেহৎ, অমিক্ষৎ, মিমেহ। চক্রপাণিতে—মেমিহীতি, মেমেঢ়ি।

মী—গমনে চু, উভ মায়য়তি,-তে। ভূতেশে অমীময়ৎ,-ত। অধোক্ষজে মায়য়াঞ্চকার,-চক্রে। ২ হিংসায় ক্র্যা উভ, মিনাতি, মিনীতে। ৩ স্বা, উভ মিনোতি, মিনুতে।

মীঙ্—হিংসাতে দি, আত্ম মীয়তে। ভূতেশে অমেষ্ট। অধোক্ষজে মিম্যে। কামপালে মেষীষ্ট। বালকল্কিতে মেতা। ২ ক্র্যা, উভ মীনাতি, মীনাতে। ভূতেশে—অমাসীৎ অমাস্ত। অধোক্ষজে মমৌ, মিম্যে। কামপালে মীয়াৎ, মাসীষ্ট।

মীমৃ—গমনে ভ্বা, পর মীমতি। ভূতেশে অমীমীৎ। অধোক্ষজে মিমীম।

মীল—নিমেষণে ভ্বা, পর মীলতি, অমীলীৎ, মিমীল। চক্রপাণিতে—মেমীলীতি, মেমীল্তি।

মীব—স্থৌল্যে ভ্বা পর মীবতি। অমীবীৎ, মিমীব।

মুচ—মোচনে চু উভ মোচয়তি,-তে।

মুচি—কল্কনে (দম্ভে ও শাঠ্যে) ভ্বা, আত্ম মুঞ্চতে, অমুঞ্চিষ্ট। মুমুঞ্চে।

মুচ্‌লৃ—মোক্ষণে তু, উভ মুঞ্চতি, মুঞ্চতে। অমুচৎ, অমুক্ত। মুমোচ, মুমুচে। চক্রপাণিতে—মোমোক্তি, মোমুচীতি।

মুট—প্রমর্দ্দনে ভ্বা, পর মোটতি। মুমোট। ২ আক্ষেপে এবং প্রমর্দ্দনে তু, পর মুটতি। ৩ সংচূর্ণনে চু, উভ মোটয়তি,-তে। অমূমুটৎ,-ত।

মুড়ি—মার্জনে ভ্বা, আত্ম মুণ্ডতে, অমুণ্ডিষ্ট। মুমুণ্ডে। ২ খণ্ডনে ভ্বা। পর মুণ্ডতি, মুমুণ্ড।

মুদ—হর্ষে ভ্বা, আত্ম মোদতে অমোদিষ্ট, মুমুদে। চক্রপাণিতে—মোমোত্তি, মোমুদীতি। ২ সংসর্গে চু, উভ মোদয়তি,-তে। অমূমুদৎ,-ত।

মুর—সংবেষ্টনে তু, পর মুরতি, ভূতেশে—অমুরীৎ।

মুর্চ্ছা—মোহে, সমুচ্ছ্রায়ে ভ্বা, পর মূর্চ্ছতি, অমূর্চ্ছীৎ, মুমূর্চ্ছ, চক্রপাণিতে —মোমূর্চ্ছীতি মোমূর্ষ্টি।

মুর্ব—বন্ধনে ভ্বা, পর মূর্বতি, অধোক্ষজে মুমূর্ব।

মুষ—স্তেয়ে ক্র্যা, পর মুষ্ণাতি, অমোষীৎ। মুমোষ। চক্রপাণিতে—

মোমোঙ্গ্ধি, মোমুহীতি।

মুহ—বৈচিত্ত্যে দি, পর মুহ্যতি, অমুহৎ, মুমোহ। চক্রপাণিতে মোমোগ্ধি, মোমোঢ়ি, মোমুহীতি।

মুঙ্—বন্ধনে ভ্বা, আত্ম মবতে, অমবিষ্ট। মুমুবে। চক্রপাণিতে মোমোতি, মোমবীতি।

মূত্র—প্রস্রবণে চু, পর মূত্রয়তি, অমুমূত্রয়ৎ।

মূল—প্রতিষ্ঠাতে ভ্বা, পর মূলতি, অমূলীৎ, মুমূল। ২ রোপণে চু, উভ মূলয়তি,-তে। অমুমূলৎ,-ত।

মূষ—স্তেয়ে ভ্বা, পর মূষতি, অমূষীৎ ; মুমূষ।

মৃগ—অন্বেষণে চু, আত্ম মৃগয়তে, অমমৃগত। মৃগয়ামাস।

মৃঞ্—প্রাণত্যাগে তু, আত্ম ম্রিয়তে অমৃত, মমার, কামপালে মৃষীষ্ট, বালকল্কিতে মর্তা কল্কিতে মরিষ্যতি, অজিতে অমরিষ্যৎ চক্রপাণিতে মর্মরীতি, মর্মর্তি।

মৃজ্—শুদ্ধিতে অ, পর মার্ষ্টি মৃষ্টঃ, মৃজন্তি। বিধিতে মৃজ্যাৎ, বিধাতৃতে মার্ষ্টু মৃষ্টাৎ, মৃজন্তু, মার্জন্তু, মৃড্ঢি। ভূতেশে অমার্জীৎ, অমার্ক্ষীৎ; অধোক্ষজে মমার্জ। কামপালে মৃজ্যাৎ কল্কিতে মার্জিষ্যতি, মার্ক্ষ্যতি। চক্রপাণিতে মরীমার্জীতি, মরীমার্ষ্টি, মরিমৃজীতি মরিমার্ষ্টি। ২ শৌচে এবং অলঙ্করণে চু, উভ মার্জয়তি,-তে।

মৃড়—সুখনে তু, পর মৃড়তি, অমর্ডীৎ। মমর্ড। কামপালে মৃড্যাৎ। ২ ক্র্যা, পর মৃড্নাতি। চক্রপাণি—মরীমর্ড্ঢি।

মৃদ—ক্ষোদে ক্র্যা, পর মৃদ্নাতি, অমর্দীৎ। মমর্দ। চক্রপাণিতে মর্মর্তি, মরীমৃদীতি।

মৃশ—আমর্শনে (স্পর্শে) তু পর মৃশতি। অমার্ক্ষীৎ, অম্রাক্ষীৎ। মমর্শ। চক্রপাণিতে মরীম্রক্ষি।

মৃষ—তিতিক্ষাতে দি, উভ মৃষ্যতি। মৃষ্যতে। অমুষৎ, অমর্ষিষ্ট। মমর্ষ, মমৃষে। চক্রপাণিতে মরীমর্ষ্টি মর্মর্ষ্টি।

মৃষু—সেচনে এবং সহনে ভ্বা, পর মর্ষতি অমর্ষৎ, মমর্ষ, চক্রপাণিতে মর্মর্ষ্টি।

মৄ—হিংসাতে ক্র্যা, পর মৃণাতি অমারীৎ, মমার।

মেঙ—প্রতিদানে ভ্বা, আত্ম ময়তে। ভূতেশে অময়ত, অধোক্ষজে মমে। কামপালে মাসীষ্ট, বালকল্কিতে মাতা।

মেধৃ—সঙ্গমে ভ্বা, উভ মেধতি,-তে। অমেধীৎ, অমেধিষ্ট। মিমেধ,-ধে।

মোক্ষ—অসনে চু, উভ মোক্ষয়তি, -তে। অমুমোক্ষৎ,-ত। মোক্ষয়াঞ্চকার, -চক্রে।

ম্না—অভ্যাসে ভ্বা, পর মনতি অম্নাসীৎ, মম্নৌ কামপালে ম্নায়াৎ, ম্নেয়াৎ। বালকল্কিতে ম্নাতা, কল্কিতে ম্নাষ্যতি, চক্রপাণিতে মাম্নাতি, মাম্নেতি।

ম্রক্ষ—অপশব্দনে অস্পষ্টবচনে চু, উভ ম্রক্ষয়তি,-তে। অমম্রক্ষৎ,-ত।

ম্রদ—মর্দনে ভ্বা, আত্ম ম্রদতে ; অম্রদিষ্ট, মম্রদে। চক্রপাণিতে মাম্রদীতি, মাম্রত্তি।

ম্লেচ্ছ—অব্যক্তশব্দে ভ্বা, পর ম্লেচ্ছতি। অম্লেচ্ছীৎ। মিম্লেচ্ছ। চক্রপাণিতে মেম্লেচ্ছীতি, মেম্লেষ্টি। ২ চু ম্লেচ্ছয়তি,-তে। অমিম্লেচ্ছৎ,-ত।

ম্লৈ—হর্ষক্ষয়ে ভ্বা, পর ম্লায়তি অম্লাসীৎ মম্লৌ। চক্রপাণিতে মাম্লেতি, মাম্লাতি।

যক্ষ—পূজাতে চু, আত্ম যক্ষয়তে অযযক্ষত।

যজ—দেবপূজায়, সঙ্গতিকরণে এবং দানে ; ভ্বা, উভ যজতি,-তে। ভূতেশে অযাক্ষীৎ, অযষ্ট। অধোক্ষজে ইয়াজ, ঈজে। কামপালে ইজ্যাৎ যক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে যষ্টা। কল্কিতে যক্ষ্যতি,-তে। চক্রপাণিতে যাযষ্টি যাযজীতি।

যত—নিকারে এবং উপস্কারে চু উভ্ যাতয়তি,-তে। অযীযতৎ, ত।

যতী—প্রযত্নে ভ্বা, আত্ম যততে, অযতিষ্ট। যেতে। চক্রপাণিতে যাযতীতি, যাযত্তি।

যন্ত্রী—সংকোচনে চু উভ যন্ত্রয়তি -তে। অযযন্ত্রৎ,-ত।

যভ—স্ত্রীসঙ্গে ভ্বা, পর যভতি অযাপ্সীৎ যযাভ। যব্ধ। কামপালে যভ্যাৎ। বালকল্কিতে যব্ধা। চক্রপাণিতে—যাযব্ধি।

যম—উপরমে ভ্বা, পর যচ্ছতি, অযংসীৎ। যযাম যযন্থ যেমিথ; যযাম যযম। কামপালে যম্যাৎ। চক্রপাণিতে—যংযন্তি, যংযমীতি। ২ পরিবেষণে চু, উভ যময়তি-তে।

যসু—প্রযত্নে দি পর যস্যতি, যসতি। অযাসীৎ যযাস। চক্রপাণিতে—যাযস্তি, যাযসীতি।

যা—প্রাপণে অ, পর যাতি অযাসীৎ। যযৌ যযাথ, যযিথ। কামপালে যায়াৎ। চক্রপাণিতে—যাযেতি, যাযাতি।

টুযাচৃ—ভ্বা, উভ যাচতি,-তে। অযাচীৎ অযাচিষ্ট। যযাচ যযাচে।

কামপালে যাচ্যাৎ। যাচিষীষ্ট। কল্কিতে যাচিষ্যতি,-তে। চক্রপাণিতে—যাযাচীতি যাযাক্তি।

যু—মিশ্রণে অ পর যৌতি যুতঃ যুবন্তি। যুহি যুবানি। অযাবীৎ। যুযাব। কামপালে যূয়াৎ। কল্কিতে যবিষ্যতি। ২ জুগুপ্সায় চু আত্ম যাবয়তে। ভূতেশে অযীযবত। চক্রপাণিতে--যোযোতি, যোযবীতি।

যুছ প্রমাদে ভ্বা, পর যুচ্ছতি অযুচ্ছীৎ। যুযুচ্ছ।

যুজ—সমাধি দি, আত্ম যুজ্যতে অযুক্ত যুযুজে। ২ সংযমনে চু উভ যোজয়তি,-তে। অযূযুজৎ,-ত।

যুঞ্—বন্ধনে ক্র্যা, উভ যুনাতি, যুনীতে। অযৌসীৎ অযোষ্ট। যুযাব যুযুবে। চক্রপাণিতে- যোযোতি।

যুজির যোগে রু, উভ যুনক্তি যুঙ্‌ক্তে। বিধিতে যুঞ্জ্যাৎ যুঞ্জীত। বিধাতৃতে যুনক্তু যুনক্তাৎ, যুঙ্‌ক্তাম্। ভূতেশ্বরে অযুনক্ অযুনগ্। ভূতেশে অযুজৎ, অযৌক্ষীৎ, অযুক্ত। অধোক্ষজে যুযোজ যুযুজে। কামপালে যুজ্যাৎ, যুক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে যোক্তা, কল্কিতে যোক্ষ্যতি,-তে। চক্রপাণিতে যোযুজীতি, যোযোক্তি।

তৃ- ভাসনে ভ্বা, আত্ম যোততে অযোতিষ্ট, যুযুতে।

যুধ—সংপ্রহারে দি, আত্ম যুধ্যতে অযুদ্ধ যুযুধে। কামপালে যুৎসীষ্ট বালকল্কিতে যোদ্ধা। কল্কিতে যোৎস্যতে। কর্মে যুধ্যতে; চক্রপাণিতে যোযুদ্ধি।

যূষ—হিংসাতে ভ্বা, পর যূষতি অযূষীৎ যুযূষ।

রক্ষ—পালনে ভ্বা, পর রক্ষতি অরক্ষীৎ ররক্ষ কামপালে রক্ষ্যাৎ চক্রপাণিতে রারক্ষীতি, রারষ্টি।

রখ—গমনে ভ্বা, পর রখতি অরখীৎ ররাখ।

রখি—গমনে ভ্বা, পর রঙ্খতি। অরঙ্খীৎ ররঙ্খ।

রগি—গমনে ভ্বা, পর রঙ্গতি অরঙ্গীৎ, ররঙ্গ।

রগে—শঙ্কাতে ভ্বা, পর রগতি, অরগীৎ, ররাগ।

রঘি—গমনে ভ্বা, আত্ম রঙ্ঘতে, অরঙ্ঘিষ্ট। ররঙ্ঘে। ২ চু, উভ রঙ্ঘয়তি-তে।

রচ—প্রতিযত্নে চু, উভ রচয়তি,-তে অররচৎ,-ত। রচয়াংচকার,-চক্রে। চক্রপাণিতে রারচীতি।

রট—পরিভাষণে ভ্বা, পর রটতি, অরাটীৎ, অধোক্ষজে ররাট, ররট। চক্রপাণিতে রারটীতি, রারট্টি।

রঠ—পরিভাষণে ভ্বা, পর রঠতি, ভূতেশে অরঠীৎ, অধোক্ষজে—ররাঠ, চক্রপাণিতে রারঠীতি।

রণ—শব্দার্থে ভ্বা, পর রণতি, অরণীৎ, অরাণীৎ। ররাণ। চক্রপাণিতে রংরন্তি, রংরণীতি।

রদ—বিলেখনে ভ্বা, পর রদতি, অরদীৎ, অরাদীৎ, ররাদ। চক্রপাণিতে রারদীতি, রারত্তি।

রধ—হিংসায় এবং নিষ্পত্তিতে দি, পর রধ্যতি, অরধৎ, ররন্ধ, চক্রপাণিতে রারন্ধীতি, রারদ্ধি।

রন্জ—রাগে ভ্বা, উভ রজতি,-তে। অরাঙ্‌ক্ষীৎ, অরঙ্‌ক্ত। ররঞ্জ, ররঞ্জে। কামপালে রজ্যাৎ, রঙ্‌ক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে—রঙ্‌ক্তা। চক্রপাণিতে রারঞ্জীতি, রারঙ্‌ক্তি। ২ দি, উভ রজ্যতি, রজ্যতে; ররঞ্জ।

রপ—বাক্য-কথনে ভ্বা, পর রপতি, অরপীৎ, ররাপ।

রভ—আরম্ভে ভ্বা, আত্ম রভতে। অরভত, রেভে। চক্রপাণিতে—রারভীতি, রারব্ধি।

রম—ক্রীড়াতে ভ্বা, আত্ম রমতে, অরংস্ত, রেমে, কামপালে রংসীষ্ট, বালকল্কিতে রন্তা, কল্কিতে রংস্যতে চক্রপাণিতে রংরংতি।

রয়—গমনে ভ্বা, আত্ম রয়তে, অরয়িষ্ট, রেয়ে।

রবি—শব্দে ভ্বা, আত্ম রম্বতে, অরম্বিষ্ট, ররম্বে।

রস—শব্দে ভ্বা, পর রসতি, অরসীৎ, অরাসীৎ। ররাস। চক্রপাণিতে রারসীতি, রারস্তি। ২ আস্বাদনে এবং স্নেহে চু, পর রসয়তি, অররসৎ।

রহ— ত্যাগে ভ্বা, পর রহতি, অরহীৎ, ররাহ। ২ চু, উভ রহয়তি,-তে। অরীরহৎ,-ত; অররহৎ,-ত।

রহি—গমনে ভ্বা, পর রংহতি, অরংহীৎ, ররংহ। ২ চু, উভ রংহয়তি,-তে।

রা—দানে অ, পর রাতি, অরাসীৎ। ররৌ, কামপালে রায়াৎ। চক্রপাণিতে রারেতি, রারাতি।

রাঘৃ—সামর্থ্যে ভ্বা, আত্ম রাঘতে, অরাঘিষ্ট, ররাঘে।

রাজ্—দীপ্তিতে ভ্বা উভ রাজতি, রাজতে, অরাজীৎ, অরাজিষ্ট। ররাজ, ররাজে। চক্রপাণিতে রারাজীতি, রারাষ্টি।

রাধ—বৃদ্ধিতে দি, পর রাধ্যতি, অরাৎসীৎ, ররাধ। **কামপালে** রাধ্যাৎ। বালকল্কিতে—**রাদ্ধা,**

চক্রপাণিতে—রারাদ্ধি।

রাস্‌—শব্দে ভ্বা, আত্ম রাসতে, অরাসিষ্ট। রাসাঞ্চক্রে।

রি—গমনে তু, পর রিয়তি, অরৈষীৎ, রিরায়। কামপালে রীয়াৎ, বালকল্কিতে রেতা। ২ হিংসাতে স্বা, পর রিণোতি। চক্রপাণিতে রেরেতি।

রিগি—গমনে ভ্বা, পর রিঙ্গতি, অরঙ্গীৎ, রিরিঙ্গ।

রিচি—বিয়োজনে, সম্পর্চনে চু, উভ রেচয়তি,-তে, অরীরিচৎ,-ত।

রিচির্‌—বিরেচনে রু, উভ রিণক্তি, রিঙ্‌ক্তে। বিধিতে রিঞ্চ্যাৎ, রিঞ্চীত। বিধাতৃতে রিণক্তু, রিঙ্‌ক্তাৎ, রিঙ্‌ক্তাম্‌ রিঞ্চাতাম্‌। ভূতেশ্বরে অরিণক্‌ অরিঙ্‌ক্ত। ভূতেশে অরিচৎ, অরৈক্ষীৎ, অরিক্ত। অধোক্ষজে রিরেচ, রিরিচে। কামপালে রিচ্যাৎ, রিক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে রেক্তা। চক্রপাণিতে রোরিচীতি, রেরেক্তি।

রিফ—কথন, যুদ্ধ, নিন্দা, হিংসা এবং দানে তু, পর রিফতি, অরেফীৎ, রিরেফ।

রিশ—হিংসাতে তু, পর রিশতি, অরিক্ষৎ, রিরেশ, কামপালে রিশ্যাৎ, বালকল্কিতে রেষ্টা। চক্রপাণিতে রেরেষ্টি।

রিষ—হিংসাতে ভ্বা, পর রেষতি অরেষীৎ, রিরেষ। চক্রপাণিতে—রেরেষ্টি।

রী—গতিতে এবং রেষণে ক্র্যা, পর রিণতি, অরৈষীৎ। রিরায়। চক্রপাণিতে রেরেতি।

রীঙ্‌—স্রবণে দি, আত্ম রীয়তে, অরেষ্ট, রিব্যে, কামপালে রেষীষ্ট, বালকল্কিতে রেতা, অজিতে অরেষ্যত।

চক্রপাণিতে রেরেতি রেরয়ীতি।

রু—শব্দে অ, পর রৌতি, রবীতি। অরাবীৎ, রুরাব। কামপালে রূয়াৎ। বালকল্কিতে রবিতা, কল্কিতে রবিষ্যতি। চক্রপাণিতে রোরোতি, রোরবীতি।

রুক্ষ—পারুষ্যে চু, পর রুক্ষয়তি, অরুরুক্ষৎ।

রুঙ্‌—গতিতে এবং রেষণে হিংসায়, ভ্বা, আত্ম রবতে, অরোষ্ট, রুরুবে।

রুচ—দীপ্তিতে, অভিপ্রীতিতে ভ্বা, আত্ম রোচতে, অরুচিষ্ট, অধোক্ষজে রুরুচে, চক্রপাণিতে রোরুচীতি, রোরোক্তি।

রুজ—হিংসাতে চু, উভ রোজয়তি, -তে। অরুরুজৎ,-ত।

রুজো—ভঙ্গে তু, পর রুজতি, অরৌক্ষীৎ, রুরোজ। কামপালে রুজ্যাৎ, বালকল্কিতে রোক্তা, চক্রপাণিতে রোরোক্তি।

রুট—প্রতীঘাতে ভ্বা, আত্ম রোটতে অরোটিষ্ট, রুরুটে।

রুটি—স্তেয়ে ভ্বা, পর রুণ্টতি, অরুণ্টৎ, রুরুণ্ট।

রুঠ—উপঘাতে ভ্বা, পর রোঠতি, অরোঠীৎ, রুরোঠ। ২ চু, উভ রোঠয়তি,-তে।

রুঠি—গমনে ভ্বা,পর রুণ্ঠতি, অরুণ্ঠীৎ, রুরুণ্ঠ।

রুদির—অশ্রুবিমোচনে অ, প রোদিতি, বিধিতে রুদ্যাৎ, বিধাতৃতে রোদিতু। ভূতেশে অরোদীৎ, অধোক্ষজে রুরোদ চক্রপাণিতে রোরোত্তি।

রুধির্‌—আবরণে রু, উভ রুণদ্ধি, রুদ্ধঃ, রুন্ধন্তি, রুন্ধে। বিধিতে রুন্ধ্যাৎ

রুন্ধীত। বিধাতৃতে রুণদ্ধু, রন্ধাম্‌। ভূতেশ্বরে অরুণৎ, অরুন্ধ। ভূতেশে অরুধৎ, অরৌৎসীৎ। অধোক্ষজে রুরোধ, রুরুধে। কামপালে রুধ্যাৎ, রুৎসীষ্ট। কল্কিতে রোৎস্যতি রোৎস্যতে। চক্রপাণিতে রোরোদ্ধি।

রুপ—বিমোহনে দি, পর রুপ্যতি, অরুপৎ, রুরোপ।

রুশ—হিংসাতে তু, পর রুশতি, অরুক্ষৎ, রুরোশ।

রুষ—হিংসার্থে ভ্বা, পর রোষতি, অরোষীৎ, রুরোষ, কামপালে রুষ্যাৎ, বালকল্কিতে রোষিতা, রোষ্টা। ২ রোষে দি, পর রুষ্যতি। ৩ চু, উভ রোষয়তি,-তে, অরূরুষৎ,-ত।

রুহ—প্রাদুর্ভাবে ভ্বা, রোহতি, অরুক্ষৎ, রুরোহ। কামপালে রুহ্যাৎ, বালকল্কিতে রোঢ়া, চক্রপাণিতে রোরুহীতি, রোরোঢ়ি।

রূপ—রূপক্রিয়াতে চু, পর রূপয়তি, অরুরূপৎ।

রেকৃ—শঙ্কাতে ভ্বা, আত্ম রেকতে, অরেকিষ্ট, রিরেকে।

রেট্‌—পরিভাষণে ভ্বা, উভ রেটতি, -তে। অরেটীৎ, অরেটিষ্ট রিরেট,-টে।

রেপৃ—গমনে ভ্বা, আত্ম রেপতে, অরেপিষ্ট, রিরেপে।

রেভৃ—শব্দে ভ্বা, আত্ম রেভতে, অরেভিষ্ট, রিরেভে।

রৈ—শব্দে ভ্বা, পর রায়তি, অরাসীৎ, ররৌ।

লক্ষ—আলোচনে চু, আত্ম লক্ষয়তে, অললক্ষত। ২ দর্শনে, অঙ্কে, চু, উভ লক্ষয়তি,-তে। বিধাতৃতে লক্ষয়তু, -তাম্‌। ভূতেশ্বরে অলক্ষয়ৎ,-ত।

ভূতেশে অললক্ষৎ,-ত ; অধোক্ষজে—লক্ষয়াঞ্চক্রে, কামপালে লক্ষ্যাৎ, লক্ষয়িষীষ্ট, বালকল্কিতে লক্ষয়িতা।

লখ—গত্যর্থে ভ্বা, পর লখতি, অলখীৎ, অলাখীৎ ; ললাখ।

লখি—গত্যর্থে ভ্বা, পর লঙ্খতি। অলঙ্খীৎ ললঙ্খ।

লগ—আস্বাদনে চু, উভ লাগয়তি,-তে অলীলগৎ,-ত।

লগি—গত্যর্থে ভ্বা, পর লঙ্গতি, অলঙ্গীৎ, ললঙ্গ।

লগে—সঙ্গে ভ্বা, পর লগতি অলগীৎ, ললাগ।

লঘি—গত্যর্থে ভ্বী, আত্ম লঙ্ঘতে, অলঙ্ঘিষ্ট, ললঙ্ঘে। ২ ভাসার্থে চু, উভ লঙ্ঘয়তি,-তে।

লছ—লক্ষণে (চিহ্নকরণে) ভ্বা, পর লচ্ছতি অলচ্ছীৎ, ললচ্ছ। চক্রপাণিতে লালচ্ছীতি, লালষ্টি।

লজ—ভর্ৎসনে ভ্বা, পর লজতি, অলজীৎ, অলাজীৎ। অধোক্ষজে ললাজ। ২ প্রকাশে চু, পর লজয়তি, অললজৎ।

লজি—ভর্ৎসনে ভ্বা, পর লঞ্জতি, অলঞ্জীৎ, ললঞ্জ। ২ ভর্জনে চু, উভ লঞ্জয়তি,-তে।

ওলজী—ব্রীড়াতে তু, আত্ম লজতে, অলজিষ্ট, লেজে। চক্রপাণিতে লালজ্জীতি, লালক্তি।

লট—বাল্যে ভ্বা, পর লটতি, অলটীৎ, ললাট।

লড়—বিলাসে ভ্বা, পর লড়তি, ২ উপসেবায় চু, উভ লাড়য়তি,-তে। অলীলড়ৎ,-ত।

ওলড়ি—উৎক্ষেপণে চু, উভ ওলণ্ডয়তি,-তে, ভূতেশে ঔলিলণ্ডৎ, -ত। অণিচ্‌পক্ষে ওলণ্ডতি, ঔলণ্ডীৎ।

লপ—কথনে ভ্বা, পর লপতি, অলপীৎ, ললাপ, চক্রপাণিতে লালপীতি।

লবি—শব্দে এবং অবস্রংসনে ভ্বা, আত্ম লম্বতে, অলম্বিষ্ট, ললম্বে। চক্রপাণিতে লালম্বীতি, লালম্প্তি।

(ডু)**লভষ্**—প্রাপ্তিতে ভ্বা, আত্ম লভতে, অলব্ধ, লেভে। কামপালে লপ্‌সীষ্ট, বালকল্কিতে লব্ধা, কল্কিতে লপ্‌স্যতে। চক্রপাণিতে লালম্ভীতি, লালব্ধি।

লল—প্রাপ্ত্যাচ্ছায় চু, আত্ম লালয়তে, ভূতেশে অলীললৎ।

লষ—কান্তিতে ভ্বা, উভ লষতি,-তে। অলষীৎ, অলাষীৎ, অলষিষ্ট। ললাষ লেষে। চক্রপাণিতে লালষীতি, লালষ্টি।

লস—শ্লেষে এবং ক্রীড়নে ভ্বা, পর লসতি, অলসীৎ, অলাসীৎ ; ললাস। ২ শিল্পযোগে চু, উভ লাসয়তি,-তে ভূতেশে অলীলসৎ,-ত। চক্রপাণিতে লালসীতি, লালস্তি।

(ও) **লস্‌জী**—ব্রীড়াতে তু, আত্ম লজ্জতে, অলজ্জিষ্ট, ললজ্জে। চক্রপাণিতে লালজ্জীতি, লালক্তি।

লা—আদানে অ, পর লাতি, অলাসীৎ, ললৌ। চক্রপাণিতে লালাতি।

লাখৃ—শোষণ, ভূষণ ও পর্যাপ্তিতে ভ্বা, পর লাখতি, অলাখীৎ, ললাখ। চক্রপাণিতে লালাক্তি, ললাখীতি।

লাছি—লক্ষণে ভ্বা, পর লাঞ্ছতি, অলাঞ্ছীৎ, ললাঞ্ছ। চক্রপাণিতে লালাঞ্ছীতি, লালাষ্টি।

লাজ—ভর্ৎসনে ভ্বা, পর লাজতি, অলাজীৎ, ললাজ। চক্রপাণিতে লালাক্তি, লালাজীতি।

লাজি—ভর্ৎসনে ভ্বা, পর লাঞ্জতি, অলাঞ্জীৎ, ললাঞ্জ।

লাভ—প্রেরণে চু, পর লাভয়তি, অললাভৎ, লাভয়ামাস।

লিখ—অক্ষর-বিন্যাসে তু, পর লিখতি, অলেখীৎ, লিলেখ, চক্রপাণিতে লেলিখীতি, লেলেক্তি।

লিগি—গত্যর্থে ভ্বা, পর লিঙ্গতি অলিঙ্গীৎ। ২ চিত্রীকরণে চু, উভ লিঙ্গয়তি,-তে ; অলিলিঙ্গৎ-ত।

লিপ—উপদেহে তু, উভ লিম্পতি, লিম্পতে। অলিপৎ, অলিপত। লিলেপ, লিলিপে। চক্রপাণিতে লেলেপ্তি।

লিশ—অল্পীভাবে দি, আত্ম লিশ্যতে অলিক্ষত, লিলিশে, কামপালে লিক্ষীষ্ট, বালকল্কিতে লেষ্টা। ২ গমনে তু, পর লিশতি, অলিক্ষৎ, লিলেশ।

লিহ—আস্বাদনে অ, উভ লেঢ়ি, লীঢ়ঃ, লিহন্তি, লেক্ষি, লীঢ়ঃ, লীঢ়, লেহ্মি, লিহ্বঃ, লিহ্মঃ॥ লীঢ়ে, ইত্যাদি। বিধিতে লিহ্যাৎ, লিহীত। বিধাতৃতে লেঢ়ু, লীঢাম্। ভূতেশ্বরে অলেট্ (ড্), অলীঢ়। ভূতেশে অলিক্ষৎ, অলিক্ষত, অলীঢ়। অধোক্ষজে লিলেহ, লিলিহে। চক্রপাণিতে লেলিহীতি, লেলেঢ়ি।

লী—দ্রবীকরণে চু, উভ লায়য়তি, -তে। অলীলয়ৎ,-ত। ২ শ্লেষণে ক্র্যা, পর লিনাতি, অলাসীৎ, অলৈষীৎ। ললৌ, লিলায়। কামপালে লীয়াৎ, বালকল্কিতে

লেতা, কল্কিতে লাস্যতি, লেষ্যতি। অজিতে অলাস্যৎ, অলেষ্যৎ।

লীঙ্—শ্লেষণে দি, আত্ম লীয়তে, অলেষ্ট, লিল্যে। কামপালে লাসীষ্ট, লেষীষ্ট। বালকল্কিতে লেতা, লাতা। কল্কিতে লাস্যতে, লেষ্যতে। অজিতে অলাস্যত, অলেষ্যত। চক্রপাণিতে লেলেতি।

লুট—বিলোড়নে ভ্বা, পর লোটতি, অলোটীৎ, লুলোট। ২ সংশ্লেষণে তু, পর লুটতি। ৩ প্রতীঘাতে আত্ম লোটতে, ৪ ভাসার্থে চু, উভ লোটয়তি,-তে ; অলুলুটৎ,-ত।

লুঠ—বিলোড়নে ভ্বা, পর লোঠতি, অলুঠীৎ, লুলোঠ, ২ দি পর লুঠ্যতি, অলুঠৎ। ৩ সংশ্লেষণে তু, পর লুঠতি। ৪ উপঘাতে ভ্বা, পর লোঠতি, ৫ দীপ্তিতে চু, উভ লোঠয়তি-তে। ভূতেশে অলুলুঠৎ,-ত।

লুঠি—স্তেয়ে ভ্বা, পর লুণ্ঠতি, অলুণ্ঠীৎ, লুলুণ্ঠ।

লুণ্ঠ—স্তেয়ে চু, উভ লুণ্ঠয়তি,-তে। অলুলুণ্ঠৎ,-ত। লুণ্ঠয়াংচকার,-চক্রে।

লুথি—হিংসায়, সংক্লেশে ভ্বা, পর লুন্থতি, অলুন্থীৎ, লুলুন্থ।

লুনচ—অপনয়নে (ছেদনে) ভ্বা, পর লুঞ্চতি, অলুঞ্চীৎ, লুলুঞ্চ। চক্রপাণিতে লোলুঞ্চীতি, লোলুঙ্ক্তি।

লুপ—বিমোহনে দি, পর লুপ্যতি, অলুপৎ, লুলোপ। চক্রপাণিতে লোলুপীতি।

লুপ্‌ল্—ছেদনে তু, উভ লুম্পতি, -তে। ভূতেশে অলুপৎ, অলুপ্ত। অধোক্ষজে লুলোপ, লুলুপে। কামপালে লুপ্যাৎ, লুপ্‌সীষ্ট। বালকল্কিতে লোপ্তা। চক্রপাণিতে লোলুপীতি, লোলুপ্তি।

লুবি—হিংসাতে ভ্বা, পর লুম্বতি, অলুম্বীৎ, লুলুম্ব। ২ চু, উভ লুম্বয়তি,-তে। অলুলুম্বৎ,-ত।

লুভ—আকাঙ্ক্ষাতে দি, পর লুভ্যতি, অলুভৎ, লুলোভ। ২ বিমোহনে (আকুল করা) তু, পর লুভতি, অলোভীৎ, লুলোভ। চক্রপাণিতে লোলুভীতি, লোলুব্ধি।

লূঞ্—ছেদনে ক্র্যা, উভ লুনাতি, লুনীতে। বিধিতে লুনীয়াৎ, লুনীত। বিধাতৃতে লুনাতু, লুনীতাৎ, লুনীতাম্। ভূতেশ্বরে অলুনাৎ, অলুনীত। ভূতেশে অলাবীৎ, অলবিষ্ট। অধোক্ষজে লুলাব, লুলুবে। কামপালে লূয়াৎ, লবিষীষ্ট। বালকল্কিতে লবিতা, কল্কিতে লবিষ্যতি,-তে। চক্রপাণিতে লোলোতি, লোলবীতি।

লোকৃ—দর্শনে ভ্বা, আত্ম লোকতে, অলোকিষ্ট, লুলোকে। কামপালে লোকিষীষ্ট। চক্রপাণিতে লোলোকীতি, লোলোক্তি। ২ চু, উভ দীপ্তি লোকয়তি,-তে।

লোচৃ—দর্শনে ভ্বা, পর লোচতে, অলোচিষ্ট, লুলোচে। ২ চু, উভ লোচয়তি-তে। অলুলোচৎ,-ত।

লোষ্ট—সংঘাতে ভ্বা, আত্ম লোষ্টতে, অলোষ্টিষ্ট, লুলোষ্টে।

বকি—কৌটিল্যে ভ্বা, আত্ম বঙ্কতে, অবঙ্কিষ্ট, ববঙ্কে।

বখ—গমনে ভ্বা, পর বখতি, অবখীৎ, অবাখীৎ ; ববাখ।

বখি—গমনে ভ্বা, পর বঙ্খতি, অবঙ্খীৎ, অবাঙ্খীৎ ; ববঙ্খ।

বগি—গমনে ভ্বা, পর বঙ্গতি, অবঙ্গীৎ, ববঙ্গ।

বঘি—গতিতে এবং আক্ষেপে ভ্বা, আত্ম বঙ্ঘতে, অবঙ্ঘিষ্ট।

বচ—পরিভাষণে অ, পর বক্তি, (অন্তি) —বদন্তি। বিধিতে বচ্যাৎ। বিধাতৃতে বক্তু, বগ্ঘি, অন্তু—বদন্তু, বচন্তু। ভূতেশ্বরে অবক্ (গ্); ভূতেশে অবোচৎ, অধোক্ষজে উবাচ, উচতুঃ, উচুঃ, কামপালে উচ্যাৎ। চক্রপাণিতে—বাবক্তি।

বট—বেষ্টনে ভ্বা, পর বটতি, অবটীৎ, অবাটীৎ, ববাট। ২ বিভাজনে চু, পর বটয়তি, অববটৎ। চক্রপাণিতে বাবটীতি।

বটি—বিভাজনে চু, উভ বণ্টয়তি, -তে। অববণ্টৎ,-ত।

বঠ—স্থৌল্যে ভ্বা, পর বঠতি, অবঠীৎ ববাঠ।

বড়ি—বিভাজনে ভ্বা, আত্ম বণ্ডতে। অবণ্ডিষ্ট।

বণ—শব্দার্থে ভ্বা, পর বণতি, অবণীৎ, অবাণীৎ। ববাণ।

বদ—কথনে ভ্বা, পর বদতি। অবাদীৎ, উবাদ, উদতুঃ, উদুঃ। ২ সন্দেশবচনে চু, উভ বাদয়তি, -তে। চক্রপাণিতে বাবদীতি, বাবত্তি।

বদি—অভিবাদনে, স্তুতিতে ভ্বা, আত্ম বন্দতে, অবন্দিষ্ট, ববন্দে। চক্রপাণিতে বাবন্দীতি, বাবন্তি।

বন—শব্দে, সম্ভক্তিতে, ভ্বা, পর বনতি, অবনীৎ, অবানীৎ ; ববান।

বনু—যাচনে, ত, আত্ম বনুতে, বন্বাতে। অবনিষ্ট, অবত, অবনিষাতাম্, অবনিষত। ববনে,

ববনিষে। কামপালে বনিষীষ্ট। বালকল্কিতে বনিতা। ২ ক্রিয়া-সামান্যে ভ্বা, পর বনতি। চক্রপাণিতে বংবন্তি।

বন্চু—গত্যর্থে ভ্বা, পর বঞ্চতি, অবঞ্চীৎ, ববঞ্চ। কামপালে বচ্যাৎ। ২ প্রলম্ভনে চু, আত্ম বঞ্চয়তে, অবঞ্চয়িষ্ট। চক্রপাণিতে বনীবঞ্চীতি, বনীবঙ্‌ক্তি।

(ডু) **বপ্**—বীজসন্তানে ভ্বা, উভ বপতি-তে, অবাপ্সীৎ, অবপ্ত, উবাপ, ঊপতুঃ। চক্রপাণিতে ববাপীতি।

(টু) **বম**—উদ্‌গিরণে ভ্বা, পর বমতি, অবমীৎ, ববাম। চক্রপাণিতে বংবমীতি, বঁম্বমীতি, বংবন্তি, বঁম্বন্তি।

বয়—গমনে ভ্বা, আত্ম বয়তে, অবয়িষ্ট, ববয়ে।

বর—ঈপ্সাতে চু, উভ বরয়তি,-তে। অববরৎ-ত। বরয়াংচকার-চক্রে।

বর্চ্চ—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম বর্চতে, অবর্চিষ্ট; ববর্চে।

বর্ণ—প্রেরণে চু, উভ বর্ণয়তি,-তে। অবর্ণয়ৎ,-ত। বর্ণয়াঞ্চকার,-চক্রে। ২ বর্ণকরণে, ক্রিয়ায়, বিস্তারে, গুণে এবং বচনে—চু পর বর্ণয়তি।

বর্ধ—ছেদনে, পূরণে চু, উভ বর্ধয়তি-তে। ভূতেশে অবর্ধৎ,-ত।

বর্ষ—স্নেহনে ভ্বা, আত্ম বর্ষতে, ববর্ষে।

বর্হ—পরিভাষণে, হিংসাতে, দানে ও প্রাধান্যে। ভ্বা, আত্ম বর্হতে। অবর্হিষ্ট। ববর্হে; চক্রপাণিতে—বাবর্হীতি।

বল—সংবরণে ভ্বা, পর বলতে। অবলিষ্ট। ববলে। চক্রপাণিতে—বাবলীতি, বাবল্তি।

বল্ক—পরিভাষণে চু, উভ বল্কয়তি,-তে। ভূতেশে অববল্কৎ,-ত।

বল্গ—গমনে ভ্বা, পর বল্গতি। অবল্গীৎ। ববল্গ।

বল্ল—সংবরণে ভ্বা, পর বল্লতে, অবল্লিষ্ট। ববল্লে।

বল্হ—পরিভাষণ, হিংসা, দান এবং প্রাধান্যে ভ্বা, আত্ম—বল্হতে। অবল্হিষ্ট। ববল্হে।

বশ—কান্তিতে অ, পর বষ্টিঃ, উষ্টঃ, উশন্তি। বক্ষি, উষ্ঠঃ। বিধিতে উশ্যাৎ, উশ্যাতাৎ। বিধাতৃতে বষ্টু। ভূতেশ্বরে অবট্, অবড্। ঔষ্টাম্। ঔশন্। ভূতেশে অবশীৎ,অবাশীৎ। অবাশিষ্টাম্, অবশিষ্টাম্। অবাশিষুঃ, অবশিষুঃ। অধোক্ষজে উবাশ, কামপালে উশ্যাৎ, কল্কিতে বশিষ্যতি। চক্রপাণিতে—বাবষ্টি।

বস—নিবাসে ভ্বা, পর বসতি, অবাৎসীৎ,অবাত্তাম্। উবাস, উষতুঃ। কামপালে উষ্যাৎ। চক্রপাণিতে—বাবস্তি, বাবসীতি। ২ আচ্ছাদনে অ, আত্ম বস্তে, বসাতে, বসতে। অবসিষ্ট, ববসে। ৩ স্নেহন, ছেদন ও অপহরণে চু, উভ বাসয়তি,-তে। ভূতেশে অবীবসৎ-ত। ৪ নিবাসে চু, পর বসয়তি।

বস্তু—স্তম্ভে দি, পর বস্যতি, অবসৎ, ববাস, বসিতা।

বহ—প্রাপণে ভ্বা, উভ বহতি,-তে। ভূতেশে অবাক্ষীৎ, অবোঢ়াম্, অবাক্ষুঃ। অধোক্ষজে উবাহ, উহতুঃ উহুঃ। কামপালে উহ্যাৎ, বালকল্কিতে বোঢ়া। কল্কিতে বক্ষ্যতি। অজিতে অবক্ষ্যৎ। চক্রপাণিতে—বাবোঢ়ি, বাবহীতি।

বহি—বৃদ্ধিতে ভ্বা, আত্ম বংহতে, অবংহিষ্ট, ববংহে। চক্রপাণিতে—বাবণ্ঢি।

বা—গতিতে এবং গন্ধনে অ, পর বাতি, অবাসীৎ, ববৌ। কামপালে—বায়াৎ। চক্রপাণিতে—বাবাতি, বাবেতি।

বাছি—ইচ্ছাতে ভ্বা, পর বাঞ্ছতি। অবাঞ্ছীৎ, ববাঞ্ছ, চক্রপাণিতে—বাবাঞ্ছীতি, বাবাংষ্টি।

বাত—সুখসেবনে চু, উভ বাতয়তি,-তে, অববাতয়ৎ,-ত।

বৃতু—বরণে দি, আত্ম বৃত্যতে, অবর্তিষ্ট, অধোক্ষজে ববৃতে চক্রপাণিতে—বর্বৃতীতি, বরী(রি)-বৃতীতি, বর্বর্ত্তি।

বাশৃ—শব্দে দি,আত্ম বাশ্যতে, বিধিতে বাশ্যেত। বিধাতৃতে বাশ্যতাম্। ভূতেশ্বরে অবাশ্যত, ভূতেশে অবাশিষ্ট, অধোক্ষজে ববাশে চক্রপাণিতে—বাবাষ্টি।

বাস—উপসেবায় (গন্ধযোজনে) চু, উভ বাসয়তি,-তে। ভূতেশে অববাসয়ৎ-ত।

বিজির—পৃথগ্ভাবে, রু উভ বিনক্তি।

(ও) **বিজী**—(প্রায়ই উৎপূর্ব) ভয়ে, চলনে তু, আত্ম উদ্বিজতে, ভূতেশে উদবিজিষ্ট। ২ রু, পর বিনক্তি, বিঙ্‌ক্তঃ, বিঞ্জন্তি। বিধিতে বিঞ্জ্যাৎ। বিধাতৃতে বিনক্তু। ভূতেশ্বরে অবিনক্ (গ্)। ভূতেশে অবিজীৎ, অধোক্ষজে বিবেজ। কামপালে বিজ্যাৎ, বালকল্কিতে বিজেতা। কল্কিতে বিজিষ্যতি, চক্রপাণিতে—বেবিজীতি, বেবেক্তি।

বিট্—শব্দে আক্রোশে ভ্বা, পর বেটতি। ভূতেশে—অবেটীৎ। অধোক্ষজে—বিবেট।

বিথৃ—যাচনে ভ্বা, আত্ম বেথতে; অবেথিষ্ট, বিবিথে।

বিদ—জ্ঞানে অ, পর বেত্তি, বিত্তঃ, বিদন্তি, পক্ষে বেদাদি নব নিপাত—বেদ বিদতুঃ, বিদুঃ, বেথ, বিদথুঃ, বিদ, বেদ, বিদ্ব, বিদ্ম। বিধিতে বিদ্যাৎ, বিধাতৃতে বেত্তু, বিত্তাৎ, বিত্তাম, বিদন্তু; বিদ্ধি, বিত্তাৎ, বিত্তম, বিত্ত; পক্ষে বিদাঙ্করোতু, বিদাঙ্কুরুতাম, বিদাঙ্কুর্বন্তু, বিদাঙ্কুরু বিদাঙ্কুরুতাৎ বিদাঙ্কুরুতম্, বিদাঙ্কুরুত, বিদাঙ্করাণি, বিদাঙ্করবাব, বিদাঙ্করবাম। ভূতেশ্বরে অবেৎ অবিত্তাম্। ভূতেশে অবেদীৎ। অধোক্ষজে বিবেদ, বিদাঞ্চকার। কামপালে বিদ্যাৎ। বালকল্কিতে বেৎস্যতি। অজিতে—অবেৎস্যৎ। চক্রপাণিতে বেবেত্তি, ২ সত্তাতে দি, আত্ম বিদ্যতে ভূতেশে অবিত্ত, অধোক্ষজে বিবিদে। কামপালে বিৎসীষ্ট। বালকল্কিতে বেত্তা। ৩ বিচারণে রু, আত্ম বিন্তে, বিন্দাতে, বিন্দতে, ভূতেশে অবিত্ত। ৪ চেতনাখ্যানে এবং নিবাসে চু, আত্ম বেদয়তে।

বিদ্‌লৃ—লাভে তু, উভ বিন্দতি, বিন্দতে, অবিদৎ, অবেদিষ্ট। বিবেদ, বিবিদে, চক্রপাণিতে বেবেত্তি।

বিধ—বিধানে তু, পর বিধতি, অবেধীৎ বিবেধ। চক্রপাণিতে বেবিদ্ধি।

বিল—সংবরণে, ভেদনে তু, পর বিলতি, অবেলীৎ, বিবেল।

বিশ—প্রবেশনে তু, পর বিশতি, অবিক্ষৎ, বিবেশ। কামপালে বিশ্যাৎ বালকল্কিতে বেষ্টা চক্রপাণিতে বেবেষ্টি, বেবিশীতি।

বিষ—বিপ্রয়োগে পৃথক্‌করণে ক্র্যা, পর বিষ্ণাতি, আবিক্ষৎ, বিবেষ।

বিষু—সেচনে ভ্বা, পর বেষতি, অবিক্ষৎ, বিবেষ। বালকল্কিতে বেষ্টা। চক্রপাণিতে বেবেষ্টি।

বিষ্‌লৃ—ব্যাপ্তিতে অ, উভ বেবেষ্টি, বেবিষ্টঃ, বেবিষতি। বিধাতৃতে বেবিড্ঢি। ভূতেশ্বরে অবেবেট্। ভূতেশে অবিষৎ (অবিক্ষৎ—বোপ) অধোক্ষজে—বিবেষ।

বিস—শ্লেষণে দি, পর বিস্যতি, অবিসৎ।

বী—গতি, প্রজন, কান্তি, অসন এবং খাদনে অ, পর বেতি, বীতঃ, বিয়ন্তি। ভূতেশ্বরে অবৈৎ। ভূতেশে অবৈষীৎ। অধোক্ষজে বিবায়। কামপালে বীয়াৎ। বালকল্কিতে বেতা, চক্রপাণিতেবেবীতি, বেবয়ীতি।

বীর—বিক্রান্তিতে চু, আত্ম বীরয়তে, অবিবীরয়ৎ।

বৃক্ষ—বরণে ভ্বা, আত্ম বৃক্ষতে, অবৃক্ষিষ্ট, ববৃক্ষে। বালকল্কিতে বৃক্ষিতা। চক্রপাণিতে—বর্বৃষ্টি, বরিবৃষ্টি।

বৃঙ্—সম্ভক্তিতে (সেবায়) ক্র্যা, আত্ম বৃণীতে, বৃণাতে, বৃণতে। বিধাতৃতে—বৃণীতাম্, বৃণাতাম্, বৃণতাম্। ভূতেশে অবৃণীত। চক্রপাণিতে—বরিবর্ত্তি, বর্বর্ত্তি।

বৃজী—বর্জনে অ, আত্ম বৃক্তে, বৃজাতে, বৃজতে। চক্রপাণিতে—বর্বৃজীতি, বর্বর্ত্তি। ২ চু, উভ বর্জয়তি,-তে। ৩ রু, পর বৃণক্তি, বৃঙ্‌ক্তঃ, বৃঞ্জন্তি। বিধিতে বৃজ্যাৎ। বিধাতৃতে বৃণক্তু, বৃঙ্‌ক্তাৎ, বৃঙ্‌ক্তাম্, বৃজন্তু, বৃঙ্‌ধি, বৃঙ্‌ক্তাৎ। ভূতেশ্বরে অবৃণক্ (গ্), ভূতেশে অবর্জীৎ। অধোক্ষজে ববর্জ। কামপালে—বৃজ্যাৎ।

বৃঞ্—বরণে স্বা, উভ বৃণোতি, বৃণুতঃ, বৃণ্বন্তি; বৃণুতে, বৃণ্বাতে, বৃণ্বতে। বিধিতে বৃণুয়াৎ, বৃণ্বীত। ভূতেশে অবারীৎ, অবৃত, অবরিষ্ট, অধোক্ষজে ববার, বব্রে। কামপালে ব্রিয়াৎ, বৃষীষ্ট, বরিষীষ্ট, বরীষীষ্ট। বালকল্কিতে বরিতা, বরীতা। কল্কিতে বরিষ্যতি, বরীষ্যতি, বরিষ্যতে, বরীষ্যতে। অজিতে অবরিষ্যৎ, অবরিষ্যত, অবরীষ্যৎ, অবরীষ্যত। চক্রপাণিতে—বর্বর্ত্তি, ইত্যাদি ২ আবরণে চু, উভ বারয়তি,-তে।

বৃতু—বর্ত্তনে ভ্বা, আত্ম বর্ত্ততে, বর্ত্তেতে। বিধিতে বর্ত্তেত। বিধাতৃতে বর্ত্ততাম্। ভূতেশ্বরে অবর্ত্তত, ভূতেশে অবৃতৎ, অবর্ত্তিষ্ট। অধোক্ষজে ববৃত। কামপালে বর্ত্তিষীষ্ট। বালকল্কিতে বর্ত্তিতা। কল্কিতে বর্ত্তিষ্যতে। অজিতে অবর্ত্তিষ্যত। ভাবে বৃত্যতে, চক্রপাণিতে—বর্বর্ত্তি, বরিবর্ত্তি, বর্বৃতীতি, বরীবৃতীতি বরিবৃতীতি, বরীবর্ত্তি। ২ বরণে দি, আত্ম বৃত্যতে, ভূতেশে অবর্ত্তিষ্ট। অধোক্ষজে ববৃতে। কামপালে বর্ত্তিষীষ্ট। বালকল্কিতে বর্ত্তিতা। কল্কিতে বর্ত্তিষ্যতে। অজিতে অবর্ত্তিষ্যত। ৩ ভাসার্থে চু, উভ বর্ত্তয়তি,-তে। চক্রপাণিতে—বরিবৃতীতি, বরীবৃতীতি, বর্বৃতীতি।

বৃধু—বৃদ্ধিতে ভ্বা, আত্ম বর্দ্ধতে। ভূতেশে অবৃধৎ, অবর্দ্ধিষ্ট। অধোক্ষজে ববৃধে। কামপালে বর্ধিষীষ্ট। বালকল্কিতে বর্ধিতা; কল্কিতে বর্দ্ধিষ্যতে, বর্ৎস্যতি। অজিতে অবর্দ্ধিষ্যত,

অবর্ধ্বত। চক্রপাণিতে—বরীবর্দ্ধি, বরীবৃধীতি, বর্বর্দ্ধি। ২ ভাসার্থে চু, উভ বর্দ্ধয়তি,-তে।

বৃশ—বরণে দি, পর বৃশ্যতি। ভূতেশে অবৃশৎ। অধোক্ষজে ববৃশ। কামপালে বৃশ্যাৎ। বালকল্কিতে বর্শিত। কল্কিতে বর্শিষ্যতি। অজিতে অবর্শিষ্যৎ। চক্রপাণিতে বাব্রষ্টি।

বৃষ—শক্তিবন্ধনে চু, আত্ম বর্ষয়তে।

বৃষু—সেচনে ভ্বা, পর বর্ষতি, অবর্ষীৎ, ববর্ষ। কামপালে বৃষ্যাৎ। চক্রপাণিতে বর্বষ্টি, বর্বৃষীতি।

বৃহ—উদ্যমে তু, পর বৃহতি, অবর্হীৎ, ববর্হ, ববর্হিথ, ববর্হ। কামপালে বৃহ্যাৎ, চক্রপাণিতে—বরীবর্টি।

বৃঞ্—বরণে ক্র্যা, উভ বৃণাতি, বৃণীতে। বিধিতে বৃণীয়াৎ, বৃণীত। বিধাতৃতে বৃণাতু, বৃণীতাৎ, বৃণীতাম্। ভূতেশ্বরে অবৃণাৎ, অবৃণীত। ভূতেশে অবারীৎ, অবরিষ্ট, অবরীষ্ট, অবৃর্ষ্ট। অধোক্ষজে ববার ববরে। কামপালে—বূর্ষাৎ, বুর্ষীষ্ট, বরিষীষ্ট। বালকল্কিতে বরিতা, বরীতা। কল্কিতে বরিষ্যতি,-তে, বরীষ্যতি,-তে। অজিতে অবরিষ্যৎ,-ত, অবরীষ্যৎ,-ত। চক্রপাণিতে—বাবরীতি, বাবর্ত্তি।

বেঞ্—তন্তুসন্তানে ভ্বা, উভ বয়তি, -তে। ভূতেশে অবাসীৎ, অধোক্ষজে উবায়, ববৌ, উয়তুঃ উবতুঃ, ববতুঃ, উয়ে, ববে, উবে। কামপালে উয়াৎ, বাসীষ্ট। বালকল্কিতে বাতা, কল্কিতে বাস্যতি,-তে। কর্মে উয়তে। চক্রপাণিতে—বাবাতি, বাবেতি।

বেণৃ—গতি, জ্ঞান, চিন্তা, দর্শন, বাদিত্র-বাদনে ভ্বা, উভ বেণতি,-তে। ভূতেশে অবেণীৎ, অবেণিষ্ট। অধোক্ষজে বিবেণ, বিবেণে। চক্রপাণিতে—বেবেণ্টি, বেবেণীতি।

বেথৃ—যাচনে ভ্বা, আত্ম বেথতে, ভূতেশ্বরে অবেথত। ভূতেশে অবেথিষ্ট। অধোক্ষজে বিবিথে। কামপালে বেথিষীষ্ট, বালকল্কিতে বেথিতা। চক্রপাণিতে বেবেথীতি, বেবেত্তি।

বেপৃ—কম্পনে ভ্বা, আত্ম বেপতে, অবেপিষ্ট, বিবেপে। কামপালে বেপিষীষ্ট।

বেলৃ—গমনে ভ্বা, পর বেলতি, অবেলীৎ, বিবেল।

বেল্ল—গমনে ভ্বা, পর বেল্লতি, অবেল্লীৎ, বিবেল্ল।

বেবীঙ্—গমন, ব্যাপ্তি, গর্ভগ্রহণ, অভিলাষ, প্রীতি, নিক্ষেপ ও ভোজনে অ, আত্ম বেবীতে, বেবীতাম্, বেবীত, অবেবীত, অবেবিষ্ট, বেব্যাঞ্চক্রে।

বেষ্ট—বেষ্টনে ভ্বা, আত্ম বেষ্টতে, অবেষ্টিষ্ট, বিবেষ্টে।

বৈ—শোষণে ভ্বা, পর বায়তি, অবাসীৎ, ববৌ। ভাবে বায়তে চক্রপাণিতে—বাবাতি, বাবেতি।

ব্যচ—ব্যাজীকরণে (ছলনায়) তু, পর বিচতি, অব্যাচীৎ, অব্যচীৎ। বিব্যাচ। কামপালে—বিচ্যাৎ, বালকল্কিতে ব্যচিতা। চক্রপাণিতে বাব্যচীতি, বাব্যক্তি।

ব্যথ—ভয়ে, সঞ্চলনে ভ্বা, আত্ম ব্যথতে, অব্যথিষ্ট, বিব্যথে। চক্রপাণিতে বাব্যথীতি, বাব্যত্তি।

ব্যধ—তাড়নে দি, পর বিধ্যতি, ভূতেশ্বরে অবিধ্যৎ, অব্যাৎসীৎ। অধোক্ষজে বিব্যাধ। কামপালে বিধ্যাৎ, বালকল্কিতে ব্যদ্ধা। কল্কিতে ব্যৎসীতি। চক্রপাণিতে—বাব্যদ্ধি।

ব্যয়—গমনে ভ্বা, উভ ব্যয়তি,-তে। ভূতেশে অব্যয়ীৎ, অব্যয়িষ্ট। অধোক্ষজে বব্যায়, বব্যয়ে। ২ বিত্তসমুৎসর্গে চু, পর ব্যয়য়তি, ভূতেশে অবব্যয়ৎ। চক্রপাণিতে—বাব্যয়াতি, বাব্যতি।

ব্যুষ—দাহে এবং বিভাগে দি, পর ব্যুষ্যতি, অব্যোষীৎ, বুব্যোষ।

ব্যেঞ্—সংবরণে ভ্বা, উভ ব্যয়তি, -তে। অব্যাসীৎ, অব্যাস্ত। বিব্যায়, বিব্যে। কামপালে বীয়াৎ, ব্যাসীষ্ট। চক্রপাণিতে—বাব্যেতি, বাব্যাতি।

ব্রজ—সংস্কারে গত্যর্থে চু, উভ ব্রাজয়তি,-তে, অবিব্রজৎ,-ত। ২ গমনে ভ্বা, পর ব্রজতি, অব্রাজীৎ, বব্রাজ। চক্রপাণিতে—বাব্রজীতি, বাব্রক্তি।

ব্রণ—শব্দার্থে ভ্বা, পর ব্রণতি, অব্রণীৎ, বব্রাণ। ২ গাত্রবিচূর্ণনে চু, পর ব্রণয়তি, অবব্রণৎ।

(ও) **ব্রশ্চু**—ছেদনে-তু, পর বৃশ্চতি, অব্রশ্চীৎ, অব্রাক্ষীৎ। বব্রশ্চ, বব্রশ্চিথ, বব্রষ্ঠ। কামপালে বৃশ্চ্যাৎ, বালকল্কিতে ব্রষ্টা, ব্রশ্চিতা। অজিতে অব্রক্ষ্যৎ, অব্রশ্চিষ্যৎ। চক্রপাণিতে—বাব্রশ্চীতি, বাব্রষ্টি।

ব্রী—বরণে ক্র্যা, পর ব্রীণাতি, অবৃণাৎ, অব্রৈষীৎ। ববার। কামপালে বূর্যাৎ। বালকল্কিতে ব্রেতা। কল্কিতে ব্রষ্যতি। চক্রপাণিতে—বেব্রেতি, বেব্রয়ীতি।

ব্রীঙ্—বরণে দি, আত্ম ব্রীয়তে, অব্রেষ্ট, বিব্রিয়ে।

ব্রীড়—লজ্জাতে দি, পর ব্রীড্যতি, অব্রীড়ীৎ, বিব্রীড়, চক্রপাণিতে—বেব্রীট্টি।

ব্রুড়—সংবরণে তু, পর ব্রুড়তি,

অক্রূড়ীৎ, বুব্রোড়।

ব্লী—বরণে ক্র্যা, পর ব্লিনাতি। অব্লৈষীৎ, বিব্লায়। কামপালে ব্লীয়াৎ। বালকল্কিতে ব্লাতা।

শক—মর্ষণে দি, উভ শক্যতি, শক্যতে অশক্ত, অশকৎ; শশাক শেকে; কামপালে শক্যাৎ, শক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে শক্তা। চক্রপাণিতে—শাশকীতি, শাশক্তি।

শকি—শঙ্কাতে (ত্রাস, ভয়, সংশয়ে) ভ্বা, আত্ম শঙ্কতে। অশঙ্কিষ্ট, শশঙ্কে। বালকল্কিতে শঙ্কিতা। কল্কিতে শঙ্কিষ্যতে। চক্রপাণিতে—শাশঙ্কীতি শাশঙ্ক্তি।

শকৢ—শক্তিতে স্বা, পর শক্নোতি, বিধিতে শক্নুয়াৎ, বিধাতৃতে শক্নোতু, শক্নুতাৎ। ভূতেশ্বরে অশক্নোৎ। ভূতেশে অশকৎ। অধোক্ষজে শশাক, শেকিথ, শশকৃথ, শশাক, শশক। চক্রপাণিতে— শাশকীতি, শাশক্তি।

শচ—কথনে ভ্বা, আত্ম শচতে, অশচিষ্ট, শেচে। বালকল্কিতে শচিতা।

শট—রোগ, বিভাজন, গতি ও অবসাদনে ভ্বা, পর শটতি। অশটীৎ, অশাটীৎ; শশাট।

শঠ—কৈতবে ভ্বা, পর শঠতি, অশঠীৎ, অশাঠীৎ, শশাঠ। ২ অসংস্কারে এবং গমনে চু, উভ শাঠয়তি,-তে। ভূতেশে অশীশঠৎ-ত। ৩ শ্লাঘাতে চু, আত্ম শাঠয়তে, ৪ সম্যগবভাষণে চু, উভ শঠয়তি,-তে; অশশঠৎ,-ত।

শণ—গমনে এবং দানে ভ্বা, পর শণতি, অশণীৎ, অশাণীৎ। শশাণ।

শদ্‌ৢ—শাতনে ভ্বা, পর শীয়তে। বিধিতে শীয়েত। বিধাতৃতে শীয়তাম্। ভূতেশ্বরে অশীয়ত। ভূতেশে অশদৎ। অধোক্ষজে শশাদ, শশথ, শেদিথ। কামপালে শদ্যাৎ। বালকল্কিতে শত্তা, কল্কিতে শৎস্যতি। চক্রপাণিতে শাশদীতি শাশত্তি।

শপ—আক্রোশে ভ্বা, উভ শপতি, -তে। ভূতেশ্বরে অশপৎ,-ত। ভূতেশে অশাপ্‌সীৎ, অশপ্ত। অধোক্ষজে শশাপ, শেপে। কামপালে শপ্যাৎ, শপ্‌সীষ্ট। বালকল্কিতে শপ্তা। ২ দি,পর শপ্যতে,চক্রপাণিতে শাশপীতি শাশপ্তি।

শম—আলোচনে চু, আত্ম শাময়তে, অশীশমত। শময়াঞ্চক্রে।

শমু—উপশমে দি, পর শাম্যতি, অশাম্যৎ, অশমৎ; শশাম, শশম, চক্রপাণিতে শংশমীতি শংশন্তি।

শর্ব—গমনে ভ্বা, পর শর্বতি, অশর্বীৎ, শশর্ব।

শল—চলনে, সংবরণে ভ্বা আত্ম শলতে। বিধিতে শলেত। বিধাতৃতে শলতাম্। ভূতেশ্বরে অশলত। ভূতেশে অশলিষ্ট। অধোক্ষজে শেলে। কামপালে শলিষীষ্ট। চক্রপাণিতে শাশলীতি, শাশল্তি। ২ গত্যর্থে ভ্বা, পর শলতি, শশাল।

শল্ভ—কথনে ভ্বা, আত্ম শল্ভতে, অশল্ভিষ্ট, শশল্ভে।

শব—গমনে ভ্বা, পর শবতি, অশবীৎ।

শষ—হিংসার্থে ভ্বা, পর শষতি, অশসীৎ, অশাসীৎ। শশাষ।

(আঙ্) শাসি—ইচ্ছাতে ভ্বা, আত্ম আশংসতে আশংসিষ্ট, আশশংসে। চক্রপাণিতে আশাশংসীতি, আশাশংস্তি। (হি) আশাশন্ধি।

শাখৃ—ব্যাপ্তিতে ভ্বা, পর শাখতি, অশাখীৎ, শশাখ।

শান—তেজনে ভ্বা, উভ শীশাংসতি, -তে, অশীশাংসৎ-ত। অধোক্ষজে শীশাংসাঞ্চকার,-চক্রে, -মাস, -বভূব। কামপালে শীশাংস্যাৎ,-সিষীষ্ট। বালকল্কিতে শীশাংসিতা। কল্কিতে শিশাংসিষ্যতি,-তে।

আঙ্ শাসু—ইচ্ছাতে অ, আত্ম আশাস্তে, আশাসাতে, আশাসতে, ভূতেশে আশাসিষ্ট, আশাসিসাতাম্, আশাসিষত। অধোক্ষজে আশশাসে, আশশাসাতে, আশশাসিরে। বালকল্কিতে আশাসিতা। চক্রপাণিতে আশাসীতি, আশাশাস্তি।

শাসু—অনুশিষ্টিতে অর্থাৎ উপদেশে ও দণ্ডে অ, পর শাস্তি, শিষ্টঃ, শাসতি বিধিতে শিষ্যাৎ। বিধাতৃতে শাস্তু, ভূতেশ্বরে অশাৎ। অশিষ্টাম্, অশাসুঃ, অশাৎ, অশাঃ; ভূতেশে অশিষৎ। অধোক্ষজে শশাস। কামপালে শিষ্যাৎ। বালকল্কিতে শাসিতা। কল্কিতে শাসিষ্যতি। অজিতে অশাশিষ্যৎ। চক্রপাণিতে শাশাসীতি, শাশাস্তি।

শিক্ষ—বিদ্যাপ্রদানে ভ্বা আত্ম শিক্ষতে অশিক্ষত, অশিক্ষিষ্ট, শিশিক্ষে। বালকল্কিতে শিক্ষিতা। কল্কিতে শিক্ষিষ্যতে। চক্রপাণিতে শেশিক্ষীতি শেশেষ্টি।

শিঘি—আঘ্রাণে ভ্বা, পর শিঙ্ঘতি, অশিঙ্ঘীৎ, শিশিঙ্ঘ। বালকল্কিতে শিঙ্ঘিতা।

শিজি—অব্যক্তশব্দে অ, আত্ম শিঙ্ক্তে, শিঞ্জাতে, শিঞ্জতে। ভূতেশে অশিঞ্জিষ্ট। অধোক্ষজে শিশিঞ্জে। বালকল্কিতে শিঞ্জিতা।

শিঞ্—নিশানে স্বা, উভ শিনোতি,

শিন্বতে। বিধিতে শিন্বয়াৎ, শিন্বীত। বিধাতৃতে শিনোতু শিন্বতাৎ। ভূতেশে অশৈষীৎ অশেষ্ট। অধোক্ষজে শিশায় শিশ্যে। কামপালে শিষ্যাৎ শেষীষ্ট।

শিট—অনাদরে ভ্বা, পর শেটতি, অশেটীৎ, শিশেট।

শিল—উঞ্ছবৃত্তিতে তু, পর শিলতি। অশেলীৎ, শিশেল।

শিষ—হিংসার্থে ভ্বা, পর শেষতি। ভূতেশ্বরে অশেষৎ। ভূতেশে অশিক্ষৎ, অশেষীৎ; অধোক্ষজে শিশেষ। কামপালে শিষ্যাৎ। বালকল্কিতে শেষ্টা, শেষিতা। ২ অসর্বোপযোগে চু,উভ শেষয়তি,-তে। আশীশিষৎ,-ত।

শিষ্‌,ল্‌—বিশেষকরণে রু, পর শিনষ্টি, শিংষ্টঃ, শিংষন্তি। বিধিতে শিংষ্যাৎ, বিধাতৃতে শিনষ্টু, শিংষ্টাৎ। ভূতেশ্বরে অশিনট্ (অশিনড্)। ভূতেশে অশিষৎ। অধোক্ষজে—শিশেষ। চক্রপাণিতে শেশিষীতি, শেশেষ্টি।

শীক—গতি এবং সেচনার্থে ভ্বা, উভ শীকতি, শীকতে। ২ মর্ষণে চু উভ শীকয়তি,-তে, অশীশীকৎ,-ত।

শীকৃ—সেচনে ভ্বা, আত্ম শীকতে, বিধিতে শীকেত। ভূতেশ্বরে অশীকত, ভূতেশে অশীকিষ্ট, অজিতে অশীকিষ্যত। অধোক্ষজে শিশীকে। চক্রপাণিতে শেশীকীতি, শেশীক্তি।

শীঙ্‌—শয়নে অ, আত্মশেতে, শয়াতে, শেরতে। বিধিতে শয়ীত, শয়ীয়াতাম্ শয়ীরন্। ভূতেশ্বরে অশেত, (অন্ অশেরত)। ভূতেশে——অশয়িষ্ট। অধোক্ষজে শিশ্যে, শিশ্যিধ্বে, শিশ্যিঢ়ে। চক্রপাণিতে শেশয়ীতি, শেশেতি।

শীভৃ—শ্লাঘাতে ভ্বা, আত্ম শীভতে, অশীভিষ্ট, শিশীভে।

শীল—সমাধিতে ভ্বা, পর শীলতি, অশীলীৎ, শিশীল। ২ উপধারণে চু, উভ শীলয়তি,-তে। অশীলয়ৎ,-ত।

শুচ—শোকে ভ্বা, পর শোচতি, অশোচীৎ, শুশোচ। চক্রপাণিতে শোশুচীতি, শোশোক্তি।

শুচির্—পূতীভাবে দি, উভ শুচ্যতি, -তে। ভূতেশ্বরে অশুচ্যৎ, অশোচ্যত। ভূতেশে অশোচীৎ, অশুচৎ, অশোচিষ্ট। অধোক্ষজে শুশোচ, শুশুচে। চক্রপাণিতে শোশোক্তি।

শুচ্য—অভিষবে (স্নানে) ভ্বা, পর শুচ্যতি, অশোচ্যীৎ, শুশুচ্য।

শুঠ—গতিপ্রতিঘাতে ভ্বা, পর শোঠতি, অশৃশুঠৎ, অশুশোঠৎ। ২ আলস্যে চু, উভ শোঠয়তি,-তে।

শুঠি—শোষণে ভ্বা, পর শুণ্ঠতি, অশুণ্ঠীৎ, শুশুণ্ঠ। ২ শোষণে চু, উভ শুণ্ঠয়তি,-তে।

শুধ—শৌচে দি, পর শুধ্যতি, ভূতেশে অশুধৎ, শুশোধ।

শুন—গত্যর্থে তু পর শুনতি।

শুন্ধ—শুদ্ধিতে ভ্বা, পর শুন্ধতি, ভূতেশে অশুন্ধীৎ। অধোক্ষজে শুশুন্ধ। কামপালে শুধ্যাৎ। বালকল্কিতে শুন্ধিতা। কল্কিতে শুন্ধিষ্যতি। ২ শৌচকর্মে চু, উভ শুন্ধয়তি,-তে।

শুন্ভ—ভাষণে ভ্বা, পর শুম্ভতি, অশুম্ভীৎ, শুশুম্ভ। ২ শোভার্থে তু, পর শুম্ভতি, অশোম্ভীৎ, শুশোম্ভ।

শুভ—দীপ্তিতে ভ্বা, আত্ম শোভতে, অশুভত, অশোভিষ্ট। শুশুভে। বালকল্কিতে শোভিতা। চক্রপাণিতে শোশুভীতি শোশোব্ধি। ২ শোভার্থে তু, পর শুভতি, অশোভীৎ, শুশোভ;

শুল্ক—অতিস্পর্শনে (ঋণশোধ, দানও লাভে) চু, উভ শুল্কয়তি -তে।

শুল্ব—পরিমাণে চু, উভ শুল্বয়তি -তে, অশুশুল্বৎ, -ত।

শুষ—শোষণে দি, পর শুষ্যতি, অশুষৎ, শুশোষ। চক্রপাণিতে শোশোষ্টি।

শূর—বিক্রান্তিতে চু,আত্ম শূরয়তে, অশুশূরত।

শূরী—হিংসায় স্তম্ভনে দি, আত্ম শূর্যতে, ভূতেশ্বরে অশূর্যত। ভূতেশে অশূরিষ্ট। অধোক্ষজে শুশূরে। কামপালে শূরিষীষ্ট। বালকল্কিতে শূরিতা। চক্রপাণিতে শোশূর্ত্তি। -

শূল—রোগে, সংঘাতে ভ্বা, পর শূলতি, অশূলীৎ, শুশূল।

শূষ—প্রসবে ভ্বা, পর শূষতি, অশূষীৎ, শুশূষ।

শৃধু—অপানবায়ু ত্যাগে ভ্বা, আত্ম শর্দ্ধতে, ভূতেশ্বরে অশর্দ্ধত। ভূতেশে অশৃধৎ, অশর্দ্ধিষ্ট। অধোক্ষজে শশৃধে। চক্রপাণিতে শরীশর্দ্ধি, শরীসৃধীতি, শর্শর্দ্ধি। ২ প্রহসনে চু, উভ শর্দ্ধয়তি, -তে। ভূতেশে অশশর্দ্ধৎ, -ত, অশশৃধৎ, -ত।

শৄ—হিংসাতে ক্র্যা, পর শৃণাতি, শৃণীতঃ শৃণন্তি। বিধিতে শৃণীয়াৎ, বিধাতৃতে শৃণাতু, শৃণীতাৎ; শৃণীতাম্ শৃণন্তু। শৃণীহি, শৃণীতাৎ। শৃণীতম্, শৃণীত। ভূতেশ্বরে অশৃণাৎ, ভূতেশে অশারীৎ। অধোক্ষজে শশার, শশরতুঃ শশ্রতুঃ, শশরুঃ শশ্রুঃ; শশরিথ শশ্রথুঃ শশরথুঃ, শশর শশ্র; শশার শশর, শশরিব শশ্রিব, শশরিম শশ্রিম। চক্রপাণিতে—শাশরীতি, শাশর্ত্তি।

শেল্‌—গমনে ভ্বা, পর শেলতি, অশিশেলৎ, শিশেল।

শৈ—পাকে ভ্বা, পর শায়তি। ভূতেশে অশাৎ, অশাসীৎ। অধোক্ষজে শশৌ। কামপালে শায়াৎ। বালকল্কিতে শাতা। চক্রপাণিতে শাশাতি, শাশেতি।

শো—তনুকরণে দি, পর শ্যতি, শ্যতঃ, শ্যন্তি। বিধিতে শ্যেৎ; বিধাতৃ শ্যতু, শ্যতাৎ। ভূতেশ্বরে অশ্যৎ। ভূতেশে অশাৎ অশাসীৎ। অধোক্ষজে শশৌ, শশাথ,শশিথ ; শশথুঃ,শশ। কামপালে শায়াৎ, বালকল্কিতে শাতা, কল্কিতে শাস্ততি। অজিতে অশাস্তৎ, চক্রপাণিতে শাশেতি।

শোণ্‌—বর্ণে ও গত্যর্থে ভ্বা, পর শোণতি, অশোণীৎ, শুশোণ। শোণিতা।

শৌট্‌—গর্বে ভ্বা, পর শৌটতি, অশৌটীৎ। শুশৌট, শৌট্যাৎ শৌটিতা।

শ্চ্যুতির—ক্ষরণে ভ্বা, পর শ্চ্যোততি, বিধিতে শ্চ্যোতেৎ। বিধাতৃতে শ্চ্যোততু। ভূতেশ্বরে অশ্চ্যোতৎ। ভূতেশে অশ্চ্যুতৎ, অশ্চ্যোতীৎ। অধোক্ষজে চুশ্চ্যোত। কামপালে শ্চ্যুত্যাৎ, বালকল্কিতে শ্চ্যোতিতা। চক্রপাণিতে চোচ্যুতীতি, চোচ্যোতি।

শ্মীল—নিমেষণে ভ্বা, পর শ্মীলতি অশ্মীলীৎ, শিশ্মীল।

শ্যৈঙ্‌—গমনে ভ্বা, আত্ম শ্যায়তে, বিধিতে শ্যায়েত। ভূতেশ্বরে অশ্যায়ত, ভূতেশে অশ্যাস্ত। অধোক্ষজে শশ্যে, কামপালে শ্যাসীষ্ট। বালকল্কিতে শ্যাতা। কল্কিতে শ্যাস্যতে। চক্রপাণিতে শাশ্যেতি, শাশ্যাতি।

শ্রকি—গত্যর্থে ভ্বা, আত্ম শ্রঙ্কতে, অশ্রঙ্কিষ্ট, শশ্রঙ্কে।

শ্রণ—গমনে, দানে ভ্বা, পর শ্রণতি, অশ্রণীৎ, অশ্রাণীৎ। শশ্রাণ। ২ দানে চু, উভ (বিপূর্ব) বিশ্রাণয়তি, -তে, ব্যাশিশ্রণৎ,-ত, ব্যশশ্রণৎ,-ত।

শ্রথ—হিংসার্থে ভ্বা, পর শ্রথতি। ২ মোক্ষণে দৌর্বল্যে চু, উভ শ্রথয়তি,-তে। ভূতেশে অশিশ্রথৎ, -ত। ৩ প্রযত্নে চু,উভ শ্রাথয়তি-তে। অধোক্ষজে শ্রাথয়াঞ্চকার, -চক্রে ; কামপালে শ্রাথ্যাৎ, শ্রাথয়িষীষ্ট।

শ্রথি—শৈথিল্যে ভ্বা, আত্ম শ্রন্থতে, বিধিতে শ্রন্থেত। ভূতেশ্বরে অশ্রন্থত। ভূতেশে অশ্রন্থিষ্ট। অধোক্ষজে শশ্রন্থে।

শ্রন্থ—বিমোচনে, প্রতিহর্ষে ক্র্যা, পর, শ্রথ্‌নাতি, শ্রথ্‌নীতঃ, শ্রথ্‌নান্তি, বিধিতে শ্রথ্‌নীয়াৎ, শ্রথ্‌নীয়াতাম্‌। বিধাতৃতে শ্রথ্‌নাতু, শ্রথ্‌নীতাৎ। ভূতেশ্বরে অশ্রথ্‌নাৎ। ভূতেশে অশ্রথ্‌নীৎ। অধোক্ষজে শশ্রন্থ, শ্রেথতুঃ শ্রেথুঃ। কামপালে শ্রথ্যাৎ। বালকল্কিতে শ্রন্থিতা। কল্কিতে শ্রন্থিষ্যতি। অজিতে অশ্রন্থিষ্যৎ। ২ সন্দর্ভে চু, উভ শ্রন্থয়তি, তে। ভূতেশে অশশ্রন্থৎ,-ত। চক্রপাণিতে শাশ্রন্থীতি, শাশ্রন্তি।

শ্রন্ভু—প্রমাদে ভ্বা, আত্ম শ্রম্ভতে, অশ্রম্ভিষ্ট, শশ্রম্ভে।

শ্রমু—তপস্যায় এবং খেদে দি, পর শ্রাম্যতি, অশ্রাম্যৎ, অশ্রমৎ ; শশ্রাম, শ্রম্যাৎ। চক্রপাণিতে—শংশ্রমীতি, শংশ্রন্তি।

শ্রা—পাকে ভ্বা, পর শ্রপয়তি। ২ অ, প শ্রাতি, অশ্রাৎ, অশ্রাসীৎ, শশ্রৌ। কামপালে শ্রায়াৎ, শ্রেয়াৎ।

শ্রিঙ্‌—সেবাতে ভ্বা, উভ শ্রয়তি,-তে বিধিতে শ্রয়েৎ,-ত। বিধাতৃতে শ্রয়তু,শ্রয়তাম্‌। ভূতেশ্বরে অশ্রয়ৎ,-ত। ভূতেশে অশিশ্রিয়ৎ,-ত। অধোক্ষজে শিশ্রায়,শিশ্রিয়ে। কামপালে শ্রীয়াৎ, শ্রয়িষীষ্ট। চক্রপাণিতে—শেশ্রয়ীতি, শেশ্রেতি।

শ্রিষু—দাহে ভ্বা, পর শ্রেষতি, অশ্রৈষীৎ, শিশ্রেষ, শ্রেষিতা।

শ্রীঞ্‌—পাকে ক্র্যা, উভ শ্রীণাতি, শ্রীণীতে। ভূতেশে অশ্রৈষীৎ, অশ্রেষ্ট। অধোক্ষজে শিশ্রায়, শিশ্রিয়ে। কামপালে শ্রিয়াৎ,শ্রেষীষ্ট।

শ্রু—শ্রবণে ভ্বা, পর শৃণোতি, শৃণুতঃ, শৃণ্বন্তি ; শৃণুবঃ শৃণ্বঃ, শৃণুমঃ শৃন্মঃ। বিধিতে শৃণুয়াৎ। ভূতেশ্বরে অশৃণোৎ, অশৃণুব, অশৃণ্ব ; ভূতেশে অশ্রৌষীৎ, অধোক্ষজে শুশ্রাব। চক্রপাণিতে—শোশ্রবীতি, শোশ্রোতি।

শ্রৈ—পাকে ভ্বা, পর শ্রায়তি, অশ্রাৎ, অশ্রাসীৎ। শশ্রৌ।

শ্লকি—গত্যর্থে ভ্বা, আত্ম শ্লঙ্কতে, অশ্লঙ্কিষ্ট, শশ্লঙ্কে।

শ্লগি—গত্যর্থে ভ্বা, পর শ্লঙ্গতি, অশ্লঙ্গীৎ, শশ্লঙ্গ।

শ্লাঘৃ—কথনে (প্রশংসায়) ভ্বা, আত্ম শ্লাঘতে, অশ্লাঘিষ্ট, শশ্লাঘে। চক্রপাণিতে—শাশ্লাঘীতি, শাশ্লাঘি।

শ্লিষ—আলিঙ্গনে দি, পর শ্লিষ্যতি। বিধিতে শ্লিষ্যেৎ। বিধাতৃতে শ্লিষ্যতু। ভূতেশ্বরে অশ্লিষ্যৎ। ভূতেশে অশ্লেক্ষ্যৎ। অধোক্ষজে শিশ্লেষ। কামপালে শ্লিষ্যাৎ। বালকল্কিতে শ্লেষ্টা। চক্রপাণিতে শেশ্লিষীতি, শেশ্লেষ্টি। ২ শ্লেষণে চু, উভ শ্লেষয়তি,-তে।

শ্লিষু—দাহে ভ্বা, পর শ্লেষতি, অশ্লেষীৎ, শিশ্লেষ।

শ্লোক্ক—সজ্ঘাতে (পদ্যরচনায়) ভ্বা, আত্ম শ্লোকতে, অশ্লোকিষ্ট,শুশ্লোকে। কামপালে শ্লোকিষীষ্ট। চক্রপাণিতে শোশ্লোকীতি, শোশ্লোক্তি।

শ্বকি—গত্যর্থে ভ্বা, আত্ম শ্বঙ্কতে, অশ্বঙ্কিষ্ট, শশ্বঙ্কে।

শ্বচ—গত্যর্থে ভ্বা, আত্ম শ্বচতে, অশ্বচিষ্ট, শশ্বচে।

শ্বচি—গত্যর্থে ভ্বা, আত্ম শ্বঞ্চতে, অশ্বঞ্চিষ্ট, শশ্বঞ্চে।

শ্বভ্র—গত্যর্থে চু, উভ শ্বভ্রয়তি,-তে। অশশ্বভ্রৎ,-ত।

শ্বল—আশুগমনে ভ্বা, পর শ্বলতি, অশ্বালীৎ, শশ্বাল।

শ্বল্ল—আশুগমনে ভ্বা, পর শ্বল্লতি, অশ্বল্লীৎ।

শ্বস—প্রাণনে (শ্বাসে) অ, পর শ্বসিতি, শ্বসিতঃ, শ্বসন্তি। ভূতেশ্বরে অশ্বসীৎ, অশ্বসৎ। ভূতেশে অশ্বসীৎ। অধোক্ষজে শশ্বাস। কামপালে শ্বস্যাৎ। চক্রপাণিতে শাশ্বসীতি শাশ্বস্তি।

(টু ও) **শ্বি**—গতিতে এবং বৃদ্ধিতে ভ্বা, পর শ্বয়তি। ভূতেশ্বরে অশ্বয়ৎ। ভূতেশে অশ্বৎ, অশিশ্বিয়ৎ, অশ্বয়ীৎ; অশ্বতাম্ অশিশ্বিয়তাম্ অশ্বয়িষ্টাম্। অধোক্ষজে শুশাব, শিশ্বায়; শুশুবতুঃ, শিশ্বিয়তুঃ। কামপালে শূয়াৎ। বালকল্কিতে শ্বয়িতা। চক্রপাণিতে শেশ্বয়ীতি, শেশ্বেতি।

শ্বিতা—বর্ণে ভ্বা, আত্ম শ্বেততে, অশ্বিতৎ, অশ্বেতিষ্ট, শিশ্বিতে। বালকল্কিতে শ্বেতিতা। কল্কিতে শ্বেতিষ্যতে।

শ্বিদি—শ্বৈত্যে ভ্বা, পর আত্ম শ্বিন্দতে। বিধিতে শ্বিন্দেত; বিধাতৃতে শ্বিন্দতাম্। ভূতেশ্বরে অশ্বিন্দত। ভূতেশে অশ্বিন্দিষ্ট। অধোক্ষজে শিশ্বিন্দে।

ষগে—সংবরণে ভ্বা, পর সগতি। অসগীৎ। সসাগ।

ষঘ—হিংসাতে স্বা, পর সঘ্নোতি। বিধিতে সঘ্নুয়াৎ। বিধাতৃতে সঘ্নোতু। ভূতেশ্বরে অসঘ্নোৎ। ভূতেশে অসঘীৎ, অসাঘীৎ। অধোক্ষজে সসাঘ। কামপালে সঘ্যাৎ। বালকল্কিতে সঘিতা। চক্রপাণিতে সাসঘীতি, সাসঘ্মি।

ষচ—সেচনে ভ্বা, আত্ম সচতে। বিধিতে সচেত। ভূতেশ্বরে অসচত। ভূতেশে অসচিষ্ট, অধোক্ষজে সেচে। বালকল্কিতে সচিতা। চক্রপাণিতে সাসচীতি, সাসক্তি। ২ সমবায়ে উভ সচতি। ভূতেশে অসচীৎ, অসাচীৎ। অধোক্ষজে সসাচ।

ষট—অবয়বে ভ্বা, পর সটতি, অসটীৎ, অসাটীৎ সসাট।

ষট্ট—হিংসাতে চু, উভ সট্টয়তি,-তে। অসসট্টৎ,-ত।

ষণ—সম্ভক্তিতে (আদর, সাহায্যে) ভ্বা, পর সনতি। ভূতেশে অসানীৎ; অধোক্ষজে সসান। কামপালে সায়াৎ, সন্যাৎ বালকল্কিতে সনিতা। চক্রপাণিতে সংসনীতি, সংসন্তি।

ষণু—দানে ত, উভ সনোতি, সনুতে। ভূতেশে অসনীৎ, অসানীৎ, অসনিষ্ট অসাত। অধোক্ষজে সসান, সেনে।

আঙ্ ষদ—গমনে চু, উভ আসাদয়তি, আসীদতি, -তে। ভূতেশে আসাৎসীৎ।

ষদ্লৃ—বিশরণ, গতি এবং অবসাদনে ভ্বা, পর সীদতি। বিধিতে সীদেৎ। ভূতেশ্বরে অসদৎ; অধোক্ষজে সসাদ, সেদিথ, সসথ। কামপালে সদ্যাৎ। বালকল্কিতে সত্তা। চক্রপাণিতে সাসদীতি, সাসত্তি।

ষন্জ—সঙ্গে ভ্বা, পর সজতি। ভূতেশ্বরে অসজৎ। ভূতেশে অসাঙ্ক্ষীৎ। অধোক্ষজে সসঞ্জ, সঙ্ক্থ, সসঞ্জিথ। কামপালে সজ্যাৎ। চক্রপাণিতে সাসঞ্জীতি, সাসংক্তি।

ষপ—সমবায়ে (সম্বন্ধে) ভ্বা, পর সপতি। ভূতেশে অসপীৎ, অসাপীৎ। অধোক্ষজে সসাপ।

ষম—বৈকল্যে ভ্বা, পর সমতি, ভূতেশে অসমীৎ, অসামীৎ। অধোক্ষজে সসাম। বালকল্কিতে সমিতা। চক্রপাণিতে সংসমীতি, সংসন্তি।

ষম্ব—সম্বন্ধে চু, উভ সম্বয়তি,-তে। অসসম্বৎ,-ত। সম্বয়াঞ্চকার,-চক্রে।

ষর্জ—অর্জনে ভ্বা, পর সর্জতি, অসর্জীৎ, সসর্জ। কামপালে সর্জ্যাৎ। বালকল্কিতে সর্জিতা। চক্রপাণিতে সাসর্জীতি, সাসর্ক্তি।

ষর্ব—গত্যর্থে ভ্বা, পর সর্বতি, অসর্বীৎ, সসর্ব। ২ হিংসার্থে ভ্বা, পর সর্বতি।

ষস—স্বপ্নে অ, পর সস্তি, সস্তঃ, সসন্তি। বিধিতে সস্যাৎ, বিধাতৃতে সস্তু। ভূতেশ্বরে অসৎ, অসস্তাম্। ভূতেশে অসৎ, অসসীৎ, অসাসীৎ। অধোক্ষজে সসাস।

ষস্‌জ—গত্যর্থে (গমনে) ভ্বা, পর সজ্জতি, অসজ্জীৎ, সসজ্জ, সাসজ্জীতি। চক্রপাণিতে সাসজ্জীতি, সাসক্তি।

ষহ—মর্ষণে ভ্বা, আত্ম সহতে। ভূতেশে অসহিষ্ট। অধোক্ষজে সেহে। কামপালে সহিষীষ্ট। বালকল্কিতে সহিতা, সোঢ়া। চক্রপাণিতে সাসহীতি, সাসোঢ়ি। ২ চু, উভ সাহয়তি,-তে। ভূতেশে অসীসহৎ,-ত।

ষান্ত্ব—সামপ্রয়োগে চু, উভ সান্ত্বয়তি,-তে। ভূতেশে অসসান্ত্বৎ, -ত। কামপালে সান্ত্ব্যাৎ, সান্ত্বয়িষীষ্ট।

ষিচ্—ক্ষরণে (সেচনে) তু, উভ সিঞ্চতি, সিঞ্চতে। বিধিতে সিঞ্চেৎ, সিঞ্চেত। ভূতেশ্বরে অসিঞ্চৎ, অসিঞ্চত। ভূতেশে অসিচৎ, অসিচত। অধোক্ষজে সিষেচ, সিষিচে। কামপালে সিচ্যাৎ, সিক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে সেক্তা। চক্রপাণিতে সেসেক্তি।

ষিঞ্—স্বা, উভ সিনোতি, সিনুতে। সিন্বঃ সিনুবঃ, সিন্বহে সিনুবহে। বিধিতে সিনুয়াৎ, সিন্বীত। বিধাতৃতে সিনোতু, সিনুতাম্। ভূতেশ্বরে অসিনোৎ, অসিনুত। ভূতেশে অসৈষীৎ, অসেষ্ট। অধোক্ষজে সিষায়, সিষ্যে। কামপালে সীয়াৎ, সেষীষ্ট। বালকল্কিতে সেতা। কল্কিতে সেষ্যতি, সেষ্যতে। অজিতে অসেষ্যৎ, অসেষ্যত। চক্রপাণিতে সেষয়ীতি, সেষেতি। ২ ক্র্যা, উভ সিনাতি, সিনীতে।

ষিট—অনাদরে ভ্বা, পর সেটতি, অসেটীৎ, সিষেট।

ষিধ—গত্যর্থে ভ্বা, পর সেধতি, অসেধৎ, অসেধীৎ, সিষেধ। চক্রপাণিতে সেষিধীতি, সেষেদ্ধি।

ষিধু—সাধনে দি, পর সিধ্যতি। বিধিতে সিধ্যেৎ। ভূতেশ্বরে অসিধ্যৎ। ভূতেশে অসিধৎ। অধোক্ষজে সিষেধ। কামপালে সিধ্যাৎ। বালকল্কিতে সেদ্ধা। কল্কিতে সেৎস্যতি। চক্রপাণিতে সেষিদ্ধি।

ষিধু—শাস্ত্রে এবং মাঙ্গল্যে ভ্বা, পর সেধতি। ভূতেশ্বরে অসেধৎ। ভূতেশে অসেধীৎ, অসৈৎসীৎ, অসেধিষ্টাম্, অসৈদ্ধাম্। অধোক্ষজে সিসেধ, সিসেধিথ সিষেদ্ধ, সিষিধিব সিষিধ্ব। চক্রপাণিতে সেষেদ্ধি, সেষিধীতি।

ষিল—উঞ্ছবৃত্তিতে তু, পর সিলতি, অসেলীৎ, সিষেল।

ষিবু—তন্তুসন্তানে দি, পর সীব্যতি, অসেবীৎ, সিষেব। কামপালে সীব্যাৎ। বালকল্কিতে সেবিতা।

ষু—প্রসবে (অনুজ্ঞায়), ঐশ্বর্যে ভ্বা, পর সবতি। ভূতেশ্বরে অসবৎ; ভূতেশে অসৌষীৎ (অসাবীৎ)। অধোক্ষজে সুষাব, কামপালে সোতা। বালকল্কিতে সোষ্যতি। ২ অ, পর সৌতি। চক্রপাণিতে সোষোতি।

ষুঞ্—অভিষবে, (স্নপন, পীড়ন, স্নান, সুরাসন্ধানাদি) স্বা, উভ সুনোতি, সুনুতঃ, সুন্বন্তি; সুনুতে। বিধিতে সুনুয়াৎ, সুন্বীত। ভূতেশ্বরে অসুনোৎ, অসুনুত। ভূতেশে অসাবীৎ, অসোষ্ট। অধোক্ষজে সুষাব, সুষুবে। কামপালে সূয়াৎ, সোষীষ্ট। চক্রপাণিতে সোষবীতি, সোষোত্তি।

ষুর—ঐশ্বর্যে, দীপ্তিতে তু, পর সুরতি, অসোরীৎ, সুষোর। বালকল্কিতে সোরিতা।

ষুহ—তৃপ্তিতে দি, পর সুহ্যতি। ভূতেশ্বরে অসুহ্যৎ। ভূতেশে অসোহীৎ। অধোক্ষজে সুষোহ। কামপালে সুহ্যাৎ।

ষূ—প্রেরণে তু, পর সুবতি, সুবতঃ, সুবন্তি। ভূতেশ্বরে অসুবৎ। ভূতেশে অসাবীৎ। অধোক্ষজে সুষাব। চক্রপাণিতে সোষোতি, সোষবীতি।

ষূঙ্—প্রাণিপ্রসবে অ, আত্ম সূতে। ভূতেশে অসবিষ্ট, অসোষ্ট; অধোক্ষজে সুষুবে। চক্রপাণিতে সোষুবীতি, সোষূতি। ২ দি, আত্ম সূয়তে। চক্রপাণিতে সোষবীতি, সোষোতি।

ষূদ—ক্ষরণে ভ্বা, আত্ম সূদতে, অসূদিষ্ট, সুষূদে। ২ চু, উভ সূদয়তি,-তে। ভূতেশে অসূষুদৎ,-ত।

ষেবৃ—সেবনে ভ্বা, আত্ম সেবতে। ভূতেশে অসেবিষ্ট। অধোক্ষজে সিষেবে। কল্কিতে সেবিষ্যতে। বালকল্কিতে সেবিতা।

ষৈ—ক্ষয়ে ভ্বা, পর সায়তি। ভূতেশে অসাসীৎ। অধোক্ষজে সসৌ। কামপালে সায়াৎ। বালকল্কিতে সাতা। কল্কিতে সাস্যতি।

ষো—অন্তকর্মণি—দি, পর স্যতি। ভূতেশে অসাৎ, অসাসীৎ। অধোক্ষজে সসৌ। কামপালে সেয়াৎ। চক্রপাণিতে সাসেতি।

ষ্টক—প্রতিঘাতে ভ্বা, পর স্তকতি।

ভূতেশে অস্তকীৎ, অস্তাকীৎ। অধোক্ষজে তস্তাক। বালকল্কিতে স্তকিতা।

ষ্টন—শব্দে ভ্বা, পর স্তনতি। ভূতেশে অস্তনীৎ, অস্তানীৎ। অধোক্ষজে তস্তান। কামপালে স্তন্যাৎ। বালকল্কিতে স্তনিতা। চক্রপাণিতে তংস্তনীতি, তংস্তন্তি।

ষ্টভি—প্রতিবন্ধে ভ্বা, আত্ম স্তম্ভতে। ভূতেশে অস্তম্ভিষ্ট। অধোক্ষজে তস্তম্ভে। কামপালে স্তম্ভ্যাৎ। বালকল্কিতে স্তম্ভিতা। চক্রপাণিতে তাস্তম্ভীতি, তাস্তংব্ধি।

ষ্টম—বৈক্লব্যে ভ্বা, পর স্তমতি। অধোক্ষজে তস্তাম। বালকল্কিতে স্তমিতা।

ষ্টল—স্থানে ভ্বা, পর স্থলতি, ভূতেশে অস্থালীৎ, অধোক্ষজে তস্থাল, বালকল্কিতে স্থলিতা। চক্রপাণিতে তাস্থলতি।

ষ্টিঘ—আস্কন্দনে স্বা আত্ম স্তিঘ্নুতে, ভূতেশ্বরে অস্তিঘ্নুত; ভূতেশে অস্তেঘিষ্ট; অধোক্ষজে তিষ্টিঘে। কামপালে স্তিঘিষীষ্ট। বালকল্কিতে স্তেঘিতা। কল্কিতে স্তেঘিষ্যতে, অজিতে অস্তেঘিষ্যত।

ষ্টীম—আর্দ্রভাবে দি, পর স্তীম্যতি অস্তেমীৎ, তিস্তেম।

ষ্টুচ—প্রসাদে ভ্বা, আত্ম স্তোচতে, অস্তোচিষ্ট, তুষ্টুচে।

ষ্টুঞ্—স্তুতিতে অ, উভ স্তৌতি স্তবীতি, স্তুতঃ স্তুবীতঃ, স্তুবন্তি। বিধিতে স্তুয়াৎ, স্তুবীয়াৎ। বিধাতৃতে স্তৌতু,স্তবীতু। ভূতেশ্বরে অস্তৌৎ, অস্তবীৎ। ভূতেশে অস্তাবীৎ। অধোক্ষজে তুষ্টাব। কামপালে স্তূয়াৎ। বালকল্কিতে স্তোতা; কল্কি স্তোষ্যতি। আত্ম—স্তুতে, স্তুবীতে, স্তুবাতে, স্তুষে স্তুবীষে, স্তুধ্বে স্তুবীধ্বে, স্তুবহে স্তুবীবহে। বিধিতে স্তুবীত; বিধাতৃতে স্তুতাম, স্তুবীতাম্। ভূতেশ্বরে অস্তুত অস্তুবীত। ভূতেশে, অস্তোষ্ট। অধোক্ষজে তুষ্টুবে। কামপালে স্তোবীষ্ট। কর্মে স্তূয়তে। চক্রপাণিতে তোষ্টবীতি, তোষ্টোতি।

ষ্টুভু—স্তম্ভে ভ্বা, আত্ম স্তোভতে, অস্তোভীৎ, তুষ্টুভে।

ষ্টেপৃ—ক্ষরণার্থে ভ্বা, আত্ম স্তেপতে। ভূতেশ্বরে অস্তেপ্ত।

ষ্টৈ—বেষ্টনে ভ্বা, পর স্তায়তি, অস্তাসীৎ, তস্তৌ, কামপালে স্তেয়াৎ, স্তায়াৎ। বালকল্কিতে স্তাতা।

ষ্ঠগে—সংবরণে ভ্বা, স্থগতি, অস্থগীৎ, তস্থাগ। বালকল্কিতে—স্থগিতা চক্রপাণিতে তাস্থক্তি।

ষ্ঠল—স্থানে (স্থান=প্রতিষ্ঠা) ভ্বা, পর স্থলতি, অস্থালীৎ, তস্থাল, বালকল্কিতে স্থলিতা।

ষ্ঠা—গতিনিবৃত্তিতে ভ্বা, পর তিষ্ঠতি, তিষ্ঠন্তু, তিষ্ঠ; ভূতেশে অস্থাৎ, অধোক্ষজে তস্থৌ। কামপালে স্থেয়াৎ, বালকল্কিতে স্থাতা। কল্কিতে স্থাস্যতি। অজিতে অস্থাস্যৎ। ভাবে স্থীয়তে চক্রপাণিতে তাস্থাতি, তাস্থেতি।

ষ্ঠিবু—নিরসনে (থুথুনিক্ষেপ) ভ্বা, পর ষ্ঠীবতি। ভূতেশে অষ্ঠেবীৎ। অধোক্ষজে টিষ্ঠেব। কামপালে ষ্ঠীব্যাৎ। বালকল্কিতে ষ্ঠেবিতা। কল্কিতে ষ্ঠেবিষ্যতি। ২ দি, পর ষ্ঠীব্যতি। বিধিতে ষ্ঠীব্যেৎ; ভূতেশ্বরে অষ্ঠীব্যৎ ভূতেশে অষ্ঠেবীৎ।

ষ্ণা—শৌচে অ, পর স্নাতি, স্নাতঃ, স্নান্তিঃ। বিধিতে স্নায়াৎ; বিধাতৃতে স্নাতু। ভূতেশ্বরে অস্নাৎ; ভূতেশে অস্নাসীৎ; অধোক্ষজে সস্নৌ। কামপালে স্নায়াৎ, স্নেয়াৎ। বালকল্কিতে স্নাতা; কল্কিতে স্নাস্যতি। চক্রপাণিতে সাস্নেতি, সাস্নাতি।

ষ্ণিহ—প্রীতিতে দি, পর স্নিহ্যতি। বিধিতে স্নিহ্যেৎ। বিধাতৃতে স্নিহ্যতু। ভূতেশ্বরে অস্নিহ্যৎ; ভূতেশে অস্নিহৎ; অধোক্ষজে সিষ্ণেহ, সিষ্ণেহিথ, সিষ্ণেঢ়, সিষ্ণেগ্ধ; সিষ্ণিহিব, সিষ্ণিহ্ব। বালকল্কিতে স্নেহিতা, স্নেগ্ধা, স্নেঢ়া। কল্কিতে স্নেহিষ্যতি, স্নেক্ষ্যতি। ২ স্নেহনে চু, উভ স্নেহয়তি,-তে। ভূতেশে অসিষ্ণিহৎ, -ত। চক্রপাণিতে—সেষ্ণেগ্ধি, সেষ্ণেঢ়ি, সিষ্ণিহীতি।

ষ্ণু—প্রস্রবণে অ, পর স্নৌতি, স্নুতঃ, স্নুবন্তি। বিধিতে স্নুয়াৎ, বিধাতৃতে স্নৌতু। ভূতেশ্বরে অস্নৌৎ, ভূতেশে অস্নাবীৎ, অধোক্ষজে সুষ্ণাব। কামপালে স্নূয়াৎ। বালকল্কিতে স্নবিতা। চক্রপাণিতে—সোষ্ণবীতি, সোষ্ণোতি।

ষ্ণুসু—অদনে দি, পর স্নুস্যতি। বিধিতে স্নুস্যেৎ। বিধাতৃতে স্নুস্যতু, ভূতেশ্বরে অস্নুস্যৎ। ভূতেশে অস্নোসীৎ। অধোক্ষজে সুষ্ণোস। কামপালে স্নুস্যাৎ। বালকল্কিতে স্নোসিতা, কল্কিতে স্নোসিষ্যতি। চক্রপাণিতে সোষ্ণুসীতি, সোষ্ণোস্তি।

ষ্ণুহ—উদ্গিরণে দি, পর স্নুহ্যতি। বিধিতে স্নুহ্যেৎ; বিধাতৃতে স্নুহ্যতু। ভূতেশ্বরে অস্নুহ্যৎ। ভূতেশে অস্নুহৎ। অধোক্ষজে সুষ্ণোহ,

স্বষ্ণোহিথ, স্বষ্ণোঙ্ক, স্বষ্ণোঢ়। কামপালে স্মুহ্যাৎ। বালকল্কিতে স্নোহিতা, স্নোঢ়া, স্নোগ্ধা। কল্কিতে স্নোহিষ্যতি, স্নোক্ষ্যতি। অস্নোহিষ্যৎ, অস্নোক্ষ্যৎ। চক্রপাণিতে সোষ্ণোগ্ধি, সোষ্ণোঢ়ি, সোষ্ণুহীতি।

ষ্মিঙ্‌—ঈষদ্ধসনে ভ্বা, আত্ম স্ময়তে। বিধিতে স্ময়েত। বিধাতৃতে স্ময়তাম্‌ ভূতেশ্বরে অস্ময়ত। ভূতেশে অস্মেষ্ট। অধোক্ষজে সিস্মিয়ে। কামপালে স্মেষীষ্ট। বালকল্কিতে স্মেষ্যতে। চক্রপাণিতে সেষ্ময়ীতি, সেষ্মেতি।

ষ্বদ—আস্বাদনে ভ্বা, আত্ম স্বদতে। ভূতেশ্বরে অস্বদত। ভূতেশে অস্বদিষ্ট। অধোক্ষজে সস্বদে। কামপালে স্বদিষীষ্ট। বালকল্কিতে স্বদিতা। কল্কিতে স্বদিষ্যতে। চক্রপাণিতে সাস্বদীতি, সাস্বত্তি।

ষ্বন্‌জ—আলিঙ্গনে ভ্বা, আত্ম স্বজতে, বিধিতে স্বজেত। বিধাতৃতে স্বজতাম্‌। ভূতেশ্বরে অস্বজত। ভূতেশে অস্বঙ্‌ক্ত। অধোক্ষজে সস্বজে, সস্বঞ্জে। কামপালে স্বঙ্‌ক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে স্বঙ্‌ক্তা। কল্কিতে স্বঙ্‌ক্ষ্যতে। চক্রপাণিতে সাস্বঙ্‌ক্তি, সাস্বঞ্জীতি।

(ঞি)ষ্বপ্‌—শয়ে অ, পর স্বপিতি, স্বপিতঃ, স্বপন্তি। বিধিতে স্বপ্যাৎ। বিধাতৃতে স্বপিতু। ভূতেশ্বরে অস্বপৎ, অস্বপীৎ। ভূতেশে অস্বাপ্‌সীৎ। অধোক্ষজে সুষ্বাপ, সুষুপতুঃ, সুষ্বপ্‌থ, সুষ্বপিথ। কামপালে সুপ্যাৎ। বালকল্কিতে স্বপ্তা। কল্কিতে স্বপ্‌স্যতি। অজিতে অস্বপ্‌স্যৎ। চক্রপাণিতে সাস্বপীতি।

ঞিষ্বিদা—গাত্রপ্রস্রবণে (ঘর্মনির্গমে) ভ্বা, আত্ম স্বেদতে। ভূতেশ্বরে অস্বিদৎ। ভূতেশে অস্বেদিষ্ট। অধোক্ষজে সিষ্বিদে। কামপালে স্বেদিষীষ্ট। বালকল্কিতে স্বেদিতা। চক্রপাণিতে সেষ্বেত্তি।

ষ্বিদা—গাত্রপ্রক্ষরণে (ঘর্মচ্যুতিতে) দি, পর স্বিদ্যতি। ভূতেশ্বরে অস্বিদ্যৎ। ভূতেশে অস্বিদৎ। অধোক্ষজে সিষ্বেদ। কামপালে স্বিদ্যাৎ। বালকল্কিতে স্বেত্তা। কল্কিতে স্বেৎস্যতি। অজিতে অস্বেৎস্যৎ। চক্রপাণিতে সেষ্বিত্তি।

সঙ্কেত—আমন্ত্রণে চু, উভ সঙ্কেতয়তি, -তে। ভূতেশে অসসংকেতয়ৎ,-ত।

সংগ্রাম—যুদ্ধে চু, আত্ম সংগ্রাময়তে। ভূতেশে অসসংগ্রামত।

সত্র—বিস্তারে চু, আত্ম সত্রয়তে। ভূতেশে অসসত্রত।

সভাজ—প্রীতিসেবনে চু, উভ সভাজয়তি,-তে। ভূতেশে অসসভাজৎ,-ত।

সাধ—সংসিদ্ধিতে স্বা, পর সাধ্নোতি। বিধিতে সাধ্নুয়াৎ। বিধাতৃতে সাধ্নোতু। ভূতেশ্বরে অসাধ্নোৎ। ভূতেশে অসাৎসীৎ। অধোক্ষজে সসাধ। কামপালে সাধ্যাৎ। বালকল্কিতে সাদ্ধা। কল্কিতে সাৎস্যতি। চক্রপাণিতে সাসাদ্ধি।

সাম—প্রিয়বচনে চু, উভ সাময়তি, তে। ভূতেশে অসসামৎ,-ত। অধোক্ষজে সাময়ামাস।

সার—দৌর্বল্যে চু, উভ সারয়তি, তে। ভূতেশে অসসারৎ,-ত।

সুখ—সুখকরণে চু, পর সুখয়তি। ভূতেশে অসুসুখৎ। বালকল্কিতে সুখয়িতা।

সূচ—পৈশুন্যে চু, উভ সূচয়তি,-তে। ভূতেশে অসুসূচৎ। অধোক্ষজে সূচয়াঞ্চকার,-চক্রে।

সূত্র—বেষ্টনে চু, পর সূত্রয়তি। অসুসূত্রৎ।

সূর্ক্ষ্য—ঈর্ষাথে ভ্বা, পর সূর্ক্ষ্যতি। বিধিতে সূর্ক্ষ্যেৎ। বিধাতৃতে সূর্ক্ষ্যতু। ভূতেশ্বরে অসূর্ক্ষ্যৎ। ভূতেশে অসূর্ক্ষ্যীৎ। অধোক্ষজে সুষূর্ক্ষ্য। কামপালে সূর্ক্ষ্যাৎ। বালকল্কিতে সূর্ক্ষ্যিতা। কল্কিতে সূর্ক্ষ্যিষ্যতি। অজিতে অসূর্ক্ষ্যিষ্যৎ।

সৃ—গত্যর্থে ভ্বা, পর সরতি। বিধিতে সরেৎ, বিধাতৃতে সরতু। ভূতেশ্বরে অসরৎ। ভূতেশে অসার্ষীৎ। অধোক্ষজে সসার, সসার, সসর। কামপালে স্রিয়াৎ। বালকল্কিতে সর্ত্তা। কল্কিতে সরিষ্যতি। কর্মে স্রিয়তে। চক্রপাণিতে সর্সর্ত্তি, সর্সরীতি।

সৃজ—বিসর্গে দি, আত্ম সৃজ্যতে, বিধিতে সৃজ্যেত। বিধাতৃতে সৃজ্যতাম্‌। ভূতেশ্বরে অসৃজ্যত। ভূতেশে অসৃষ্ট। অধোক্ষজে সসৃজ। কামপালে সৃক্ষীষ্ট। বালকল্কিতে স্রষ্টা। চক্রপাণিতে সরীসর্ষ্টি। ২ বিসর্গে (ত্যাগ, সৃষ্টি, নির্মাণেকরণে) তু, পর সৃজতি। ভূতেশে অস্রাক্ষীৎ। অধোক্ষজে সসর্জ। চক্রপাণিতে সরীসৃজীতি, সরীসর্ষ্টি।

সৃপ্‌লৃ—গত্যর্থে ভ্বা, পর সর্পতি। ভূতেশে অসৃপৎ, অসার্প্‌সীৎ, অস্রাপ্‌সীৎ। অধোক্ষজে সসর্প। চক্রপাণিতে সরীসৃপীতি, সরীসৃপ্তি, সরীস্রপ্তি।

সেক্ক—গত্যর্থে ভা, আত্ম সেকতে।

ভূতেশে অসেকিষ্ট। অধোক্ষজে সিসেকে। বালকল্কিতে সেকিতা।

স্কন্দির—গতি এবং শোষণে ভ্বা, পর স্কন্দতি। ভূতেশে অস্কদৎ অস্কন্তসীৎ। অধোক্ষজে চস্কন্দ। কামপালে স্কদ্যাৎ। বালকল্কিতে স্কন্তা। চক্রপাণিতে চনীস্কন্দতি, চনীস্কন্তি।

স্কভি—প্রতিবন্ধে ভ্বা, আত্ম স্কম্ভতে। অস্কম্ভিষ্ট অধোক্ষজে চস্কম্ভে।

স্কুঞ্—আপ্লবনে ক্র্যা, স্কুনাতি, স্কুনীতঃ, স্কুনীতে। বিধিতে স্কুনীয়াৎ, স্কুনীত। বিধাতৃতে স্কুনাতু, স্কুনীতাৎ, স্কুনীতাম্। ভূতেশ্বরে অস্কুনাৎ, অস্কুনীত। পক্ষে স্কুনোতি, স্কুনুতে। ভূতেশে অস্কৌষীৎ। অধোক্ষজে চুস্কাব,চুস্কুথিথ, চুস্কোথ, চুস্কাব, চুস্কুবে। কামপালে স্কূয়াৎ, স্কোষীষ্ট। বালকল্কিতে স্কোতা। কল্কিতে স্কোষ্যতি,-তে। চক্রপাণিতে চোস্কোতি।

স্কুদি—আপ্লবনে ভ্বা, আত্ম স্কুন্দতে। ভূতেশে অস্কুন্দিষ্ট। অধোক্ষজে চুস্কুন্দে। চক্রপাণিতে চোস্কুন্দীতি, চোস্কুন্তি।

স্খল—চলনে ভ্বা, পর স্খলতি। ভূতেশে অস্খালীৎ। অধোক্ষজে চস্খাল। কল্কিতে স্খলিষ্যতি।

স্তন—মেঘধ্বনি চু, উভ স্তনয়তি,-তে। ভূতেশে অতস্তনৎ,-ত।

স্তিম—আর্দ্রীভাবে দি, পর স্তিম্যতি। বিধিতে স্তিম্যেৎ। বিধাতৃতে স্তিম্যতু। ভূতেশ্বরে অস্তিম্যৎ। ভূতেশে অস্তেমীৎ। অধোক্ষজে তিস্তেম। কামপালে স্তিম্যাৎ। চক্রপাণিতে তেস্তেন্তি।

স্তৃঞ্—আচ্ছাদনে স্বা, উভ স্তৃণোতি। বিধিতে স্তৃণুয়াৎ। বিধাতৃতে স্তৃণোতু। ভূতেশ্বরে অস্তৃণোৎ। ভূতেশে অস্তার্ষীৎ। অধোক্ষজে তস্তার। কামপালে স্তর্যাৎ। বালকল্কিতে স্তর্ত্তা। কল্কিতে স্তরিষ্যতি। অজিতে অস্তরিষ্যৎ। আত্ম স্তৃণুতে। ভূতেশে অস্তৃত। অধোক্ষজে তস্তরে। চক্রপাণিতে তস্তর্ত্তি, তস্তরীতি। ২ ক্র্যা, উভ স্তৃণাতি, স্তৃণীতে। বিধিতে স্তৃণীয়াৎ, স্তৃণীত। বিধাতৃতে স্তৃণাতু, স্তৃণীতাৎ, স্তৃণীতাম্। ভূতেশ্বরে অস্তৃণাৎ, অস্তৃণীত। ভূতেশে অস্তারীৎ, অস্তীর্ষ্ট, অস্তরীষ্ট, আস্তরিষ্ট। অধোক্ষজে তস্তার, তস্তরে। কামপালে স্তীর্যাৎ, স্তীর্ষীষ্ট। বালকল্কিতে স্তরিতা, স্তরীতা। কল্কিতে স্তরিষ্যতি,-তে। অজিতে অস্তরিষ্যৎ, অস্তরীষ্যৎ, অস্তরীষ্যত, অস্তরিষ্যত। চক্রপাণিতে তাস্তরীতি, তাস্তর্ত্তি।

স্তৃহ—হিংসার্থে তু, পর স্তৃহতি। ভূতেশে অস্তর্হীৎ, অস্তৃক্ষৎ। অধোক্ষজে তস্তর্হ।

স্তেন—চৌর্যে চু, উভ স্তেনয়তি, -তে। ভূতেশে অতিস্তেনৎ,-ত।

স্তোম—শ্লাঘাতে চু, পর স্তোময়তি, ভূতেশে অতুস্তোমৎ।

স্থূল—পরিবৃংহণে চু, আত্ম স্থূলয়তে, ভূতেশে অতুস্থূলত।

স্নু—চুয়াইয়া পড়া অ, পর স্নৌতি, ভূতেশে অস্নাবীৎ। অধোক্ষজে সুষ্ণাব। কামপালে স্নূয়াৎ। বালকল্কিতে স্নবিতা। কল্কিতে স্নবিষ্যতি।

স্পদি—কিঞ্চিচ্চলনে (কম্পনে) ভ্বা, আত্ম স্পন্দতে। ভূতেশে অস্পন্দিষ্ট। অধোক্ষজে পস্পন্দে। বালকল্কিতে স্পন্দিতা। চক্রপাণিতে পাস্পন্দীতি, পাস্পন্তি।

স্পর্দ্ধ—সঙ্ঘর্ষে ভ্বা, আত্ম স্পর্দ্ধতে। ভূতেশ্বরে অস্পর্দ্ধত। ভূতেশে অস্পর্দ্ধিষ্ট। অধোক্ষজে পস্পর্দ্ধে। কামপালে স্পর্দ্ধিষীষ্ট। বালকল্কিতে স্পর্দ্ধিতা। কল্কিতে স্পর্দ্ধিষ্যতে। অজিতে অস্পর্দ্ধিষ্যত। চক্রপাণিতে পাস্পর্দ্ধি, পাস্পর্দ্ধীতি।

স্পশ—বাধনে—স্পর্শনে, ভ্বা, উভ স্পশতি,-তে; ভূতেশে অস্পাশীৎ, অস্পশীৎ, অস্পশিষ্ট। অধোক্ষজে পস্পাশ, পস্পশে। কামপালে স্পশ্যাৎ স্পশীষ্ট। বালকল্কিতে স্পশিতা। চক্রপাণিতে পাস্পষ্টি, পাস্পশীতি। ২ গ্রহণে সংশ্লেষণে চু, আত্ম স্পাশয়তে। ভূতেশে অপস্পশত।

স্পৃ—প্রীতিতে পালনে স্বা, পর স্পৃণোতি। ভূতেশ্বরে অস্পৃণোৎ। ভূতেশে আস্পর্ষীৎ। অধোক্ষজে পস্পার। বালকল্কিতে স্পর্ত্তা।

স্পৃশ—সংস্পর্শনে তু, পর স্পৃশতি, ভূতেশে অস্পার্ক্ষীৎ অস্প্রাক্ষীৎ, অস্পৃক্ষৎ। অধোক্ষজে পস্পর্শ, পস্পৃশতুঃ। কামপালে স্পৃশ্যাৎ, বালকল্কিতে স্পর্ষ্টা স্প্রষ্টা। কল্কিতে স্পর্ক্ষ্যতি, স্প্রক্ষ্যতি। অজিতে অস্পর্ক্ষ্যৎ, অস্প্রক্ষ্যৎ। চক্রপাণিতে পরীস্প্রাক্ষি, পরিস্প্রক্ষি।

স্পৃহ—ঈপ্সাতে চু,উভ স্পৃহয়তি,-তে। ভূতেশে অপস্পৃহৎ,-ত।

স্ফায়ী—বৃদ্ধিতে ভ্বা, আত্ম স্ফায়তে, ভূতেশ্বরে অস্ফায়ত, ভূতেশে অস্ফায়িষ্ট। অধোক্ষজে পস্ফায়ে, বালকল্কিতে স্ফায়িতা।

স্ফুট—বিকসনে ভ্বা, আত্ম স্ফোটতে। ভূতেশে অস্ফোটিষ্ট। অধোক্ষজে পুস্ফুটে। কামপালে স্ফোটিষীষ্ট। বালকল্কিতে স্ফোটিতা। কল্কিতে স্ফোটিষ্যতে। চক্রপাণিতে পোস্ফুটীতি পোস্ফোট্টি। ২ তু, পর স্ফুটতি। অধোক্ষজে পুস্ফোট। ৩ ভেদনে চু, উভ স্ফোটয়তি,-তে।

স্ফুটির—বিশরণে ভ্বা, পর স্ফোটতি, অস্ফোটীৎ, পুস্ফোট। বালকল্কিতে স্ফোটিতা। চক্রপাণিতে পোস্ফুটীতি, পোস্ফোট্টি।

স্ফুড়—সংবরণে তু, পর স্ফুড়তি, অস্ফুড়ীৎ, পুস্ফোড়।

স্ফুর—সঞ্চলনে তু, পর স্ফুরতি, অস্ফুরীৎ, পুস্ফোর। চক্রপাণিতে পোস্ফোর্ত্তি।

(টু ও) **স্ফুর্জা**—বজ্রনির্ঘোষে ভ্বা, পর স্ফূর্জতি। ভূতেশে অস্ফূর্জীৎ। অধোক্ষজে পুস্ফূর্জ। বালকল্কিতে স্ফূর্জিতা। চক্রপাণিতে পোস্ফূর্জীতি, পোস্ফূর্ত্তি।

স্ফুল—সঞ্চলনে তু, পর স্ফুলতি, অস্ফুলীৎ পুস্ফোল।

স্মিট—অনাদরে চু, উভ স্মেটয়তি, -তে। অসিস্মেটৎ-ত।

স্মৃ—আধ্যানে (উৎকণ্ঠাপূর্বকস্মরণ), চিন্তাতে ভ্বা, পর স্মরতি, অস্মার্ষীৎ। সস্মার। চক্রপাণিতে সর্স্মরীতি সর্স্মর্ত্তি।

স্যন্দূ—প্রস্রবণে ভ্বা, আত্ম স্যন্দতে, অস্যন্দিষ্ট, সস্যন্দে সস্যন্দিষে, সস্যন্ত্সে। কামপালে স্যান্দিষীষ্ট, স্যন্ত্সীষ্ট। স্যন্দিতা স্যন্তা স্যন্ত্স্যতি -তে। চক্রপাণিতে সাস্যন্দীতি, সাস্যন্তি।

স্যমু—শব্দে ভ্বা, পর স্যমতি, অস্যমীৎ, সস্যাম, সস্যমতুঃ, স্যেমতুঃ। চক্রপাণিতে সংস্যমীতি, সংস্যন্তি।

স্রন্ভু—বিশ্বাসে ভ্বা, আত্ম স্রম্ভতে, অস্রম্ভিষ্ট সস্রম্ভে। বালকল্কিতে স্রম্ভিতা। চক্রপাণিতে সাস্রম্ভীতি, সাস্রম্ব্ধি।

স্রন্সু—অবস্রংসনে ভ্বা,আত্ম স্রংসতে, ভূতেশে অস্রসৎ, অস্রংসিষ্ট। অধোক্ষজে সস্রংসে, বালকল্কিতে স্রংসিতা। কল্কিতে স্রংসিষ্যতে চক্রপাণিতে সনীস্রংসীতি,সনীস্রংস্তি।

স্রিবু—গতিতে এবং শোষণে দি, পর স্রীব্যতি। ভূতেশে অস্রেবীৎ, অধোক্ষজে সিস্রেব।

স্রু—গমনে ভ্বা, পর স্রবতি। ভূতেশ্বরে অস্রবৎ। ভূতেশে অসুস্রুবৎ। অধোক্ষজে সুস্রাব। কামপালে স্রূয়াৎ। চক্রপাণিতে সোস্রবীতি, সোস্রোতি।

স্রেকৃ—গমনে ভ্বা, আত্ম স্রেকতে, ভূতেশে অস্রোকিষ্ট, অধোক্ষজে সিস্রেকে।

স্বন—শব্দে ভ্বা, পর স্বনতি। ভূতেশ্বরে অস্বনৎ। ভূতেশে অস্বনীৎ, অস্বানীৎ। অধোক্ষজে সধান। চক্রপাণিতে সংস্বন্তি।

স্বর—আক্ষেপে চু, উভ স্বরয়তি,-তে।

স্বর্দ—আস্বাদনে ভ্বা, আত্ম স্বর্দতে, ভূতেশে অস্বর্দিষ্ট। অধোক্ষজে সস্বর্দে।

স্বাদ—আস্বাদনে ভ্বা, আত্ম স্বাদতে। ভূতেশে অস্বাদিষ্ট। অধোক্ষজে সস্বাদে। চক্রপাণিতে সাস্বদীতি, সাস্বত্তি।

স্বৃ—শব্দোপতাপে ভ্বা, পর স্বরতি। ভূতেশ্বরে অস্বরৎ। ভূতেশে অস্বারীৎ, অস্বার্ষীৎ। অধোক্ষজে সস্বার। কামপালে স্বর্যাৎ। বালকল্কিতে সর্ত্তা। চক্রপাণিতে সর্স্বরীতি সর্স্বর্ত্তি।

হট—দীপ্তিতে ভ্বা, পর হটতি। ভূতেশে অহাটীৎ,অহটীৎ। অধোক্ষজে জহাট।

হঠ—প্লুতিতে, শাঠ্যে ভ্বা,পর হঠতি। ভূতেশে অহঠীৎ, অহাঠীৎ। অধোক্ষজে জহাঠ।

হদ—পুরীষোৎসর্গে ভ্বা, আত্ম হদতে। ভূতেশ্বরে অহদত অহত্ত, জহদে। চক্রপাণিতে জাহদীতি, জাহত্তি।

হন—হিংসায় গতিতে অ, পর হন্তি, হতঃ ঘ্নন্তি, হংসি, হথঃ, হথ, হন্মি, হন্বঃ হন্মঃ। বিধিতে হন্যাৎ। বিধাতৃতে হন্তু, হতাৎ। ভূতেশ্বরে অহন্। ভূতেশে অবধীৎ। অধোক্ষজে জঘান। কামপালে বধ্যাৎ। বালকল্কিতে হন্তা। কল্কিতে হনিষ্যতি। অজিতে অহনিষ্যৎ। চক্রপাণিতে জঙ্ঘনীতি, জঙ্ঘন্তি।

হম্ম—গতার্থে ভ্বা, পর হম্মতি। ভূতেশে অহম্মীৎ। অধোক্ষজে জহম্ম।

হয়—গত্যর্থে ভ্বা, পর হয়তি। ভূতেশে অহয়ীৎ। অধোক্ষজে জহায়। কামপালে হয্যাৎ। বালকল্কিতে হয়িতা। কল্কিতে হয়িষ্যতি। চক্রপাণিতে জাহয়ীতি জাহতি।

হর্য—গতি ও কান্তিতে ভ্বা, পর হর্যতি, ভূতেশে অহর্ষীৎ। অধোক্ষজে জহর্য। বালকল্কিতে হর্যিতা চক্রপাণিতে জাহর্যীতি, জাহর্ত্তি।

হল—বিলেখনে (কর্ষণে) ভ্বা, পর হলতি। ভূতেশে অহালীৎ। অধোক্ষজে জহাল। বালকল্কিতে হলিতা। চক্রপাণিতে জাহলীতি।

হসে—হসনে ভ্বা, পর হসতি। ভূতেশে অহসীৎ। অধোক্ষজে জহাস।

বালকল্কিতে হসিতা। কল্কিতে হসিষ্যতি। কামপালে হস্যাৎ। চক্রপাণিতে জাহসীতি, জাহস্তি।

ওহাক্—ত্যাগে অ, পর জহাতি, জহিত জহীতঃ, জহতি। বিধিতে জহ্যাৎ জহ্যাতাম্, জহ্যুঃ। বিধাতৃতে জহতু জহাহি, জহীহি, জহিহি। ভূতেশ্বরে অজাহৎ। ভূতেশে অহাসীৎ। অধোক্ষজে জহৌ, জহাথ, জহিথ। কামপালে হেয়াৎ। বালকল্কিতে হাতা। কর্ম্মে হীয়তে। চক্রপাণিতে জাহীতি, জাহেতি।

ওহাঙ্—গত্যর্থে অ, আত্ম জিহীতে, জিহাতে, জিহতে। ভূতেশ্বরে অজিহীত। ভূতেশে অহাস্ত। অধোক্ষজে জহে। কামপালে হাসীষ্ট। বালকল্কিতে হাতা। কল্কিতে হাস্যতে। কর্ম্মে হায়তে। চক্রপাণিতে—জাহেতি।

হি—গতি এবং বৃদ্ধিতে স্বা, পর হিনোতি। বিধিতে হিনুয়াৎ। বিধাতৃতে হিনোতু। ভূতেশ্বরে অহিনোৎ। ভূতেশে অহৈষীৎ। অধোক্ষজে জিঘায়। কামপালে হীয়াৎ। বালকল্কিতে হেতা। কল্কিতে হেষ্যতি। চক্রপাণিতে—জেঘেতি;

হিক্ক—অব্যক্তপব্দে ভ্বা, উভ হিক্কতি, -তে। বিধিতে হিক্কেৎ, হিক্কেত। বিধাতৃতে হিক্কতু,-তাম্। ভূতেশ্বরে অহিক্কৎ,-ত। ভূতেশে অহিকীৎ, অহিক্কিষ্ট। অধোক্ষজে জিহিক, জিহিক্কে। কামপালে হিক্ক্যাৎ, হিক্কিষীষ্ট। বালকল্কিতে হিক্কিতা। কল্কিতে হিক্কিষ্যতি,-তে। অজিতে অহিক্কিষ্যৎ,-ত। চক্রপাণিতে—জেহিক্তি।

হিড়ি—গতিতে এবং অনাদরে ভ্বা, আত্ম হিণ্ডতে। ভূতেশে অহিণ্ডিষ্ট। অধোক্ষজে জিহিণ্ডে, বালকল্কিতে হিণ্ডিতা চক্রপাণিতে—জেহিণ্ডীতি, জেহিণ্ডি।

হিল—ভাবকরণে তু, পর হিলতি। ভূতেশে অহেলীৎ। অধোক্ষজে—জিহেল।

হিবি—প্রীণনার্থে ভ্বা, পর হিন্বতি, অধোক্ষজে জিহিন্ব। ভূতেশে অহিন্বীৎ।

হিসি—হিংসাতে রু, পর হিনস্তি। হিংস্তঃ, হিংসন্তি। বিধিতে হিংস্যাৎ। ভূতেশ্বরে অহিনৎ; ভূতেশে অহিংসীৎ। অধোক্ষজে জিহিংস। কামপালে হিংস্যাৎ; বালকল্কিতে হিংসিতা। কল্কিতে হিংসিষ্যতি। চক্রপাণিতে—জেহিংসীতি, জেহিংস্তি।

হু—অগ্নিতে দানে অ, পর জুহোতি, জুহুতঃ, জুহ্বতি। বিধিতে জুহুয়াৎ। বিধাতৃতে জুহোতু, জুহুতাৎ, জুহুধি, জুহুতাৎ। ভূতেশ্বরে অজুহোৎ। ভূতেশে অহৌষীৎ। অধোক্ষজে জুহাব, জুহবিথ, জুহোথ। কামপালে হুয়াৎ। বালকল্কিতে হোতা। কল্কিতে হোষ্যতি। কর্ম্মে হুয়তে। চক্রপাণিতে—জোহোতি।

হুড়ি—সঙ্ঘাতে স্বীকারে ভ্বা, আত্ম হুণ্ডতে। ভূতেশে অহুণ্ডিষ্ট। অধোক্ষজে জুহুণ্ডে। বালকল্কিতে হুণ্ডিতা।

হুড়্—গমনে ভ্বা, হোড়তি, ভূতেশে অহোড়ীৎ, অধোক্ষজে জুহোড়।

হুল—গত্যর্থে ভ্বা, পর হোলতি।

হুর্চ্ছা—কৌটিল্যে ভ্বা, পর হূর্চ্ছতি। অধোক্ষজে জুহূর্চ্ছ। বালকল্কিতে হূর্চ্ছিতা।

হূড়্—গমনে ভ্বা, পর হূড়তি। অধোক্ষজে জুহূড়। বালকল্কিতে হোড়িতা।

হৃঞ্—হরণে ভ্বা, উভ হরতি,-তে। ভূতেশ্বরে অহরৎ-ত। ভূতেশে অহার্ষীৎ, অহৃত। অধোক্ষজে জহার, জহ্রে। কামপালে হ্রিয়াৎ, হৃষীষ্ট। বালকল্কিতে হর্ত্তা, কল্কিতে হরিষ্যতি, -তে। কর্ম্মে হ্রিয়তে। চক্রপাণিতে—জর্হরীতি, জরিহর্ত্তি, জরীহর্ত্তি, জর্হর্ত্তি।

হৃষ—তুষ্টিতে দি, পর হৃষ্যতি। ভূতেশে অহৃষৎ। অধোক্ষজে জহর্ষ। কামপালে হৃষ্যাৎ। বালকল্কিতে হর্ষিতা। কল্কিতে হর্ষিষ্যতি।

হৃষু—অলীকে ভ্বা, পর হর্ষতি। ভূতেশে অহর্ষীৎ। অধোক্ষজে জহর্ষ। বালকল্কিতে হর্ষিতা।

হেঠ—বাধায় ভ্বা, আত্ম হেঠতে, ভূতেশে অহেঠিষ্ট, অধোক্ষজে জিহেঠে।

হেড়—বেষ্টনে ভ্বা, পর হেড়তি; ভূতেশে অহেড়ীৎ। অধোক্ষজে জিহেড়। বালকল্কিতে হেড়িতা।

হেড়্—অনাদরে ভ্বা, আত্ম হেড়তে। ভূতেশে অহেড়িষ্ট। অধোক্ষজে জিহেড়ে।

হেষ্—অব্যক্ত শব্দে ভ্বা, আত্ম হেষতে। ভূতেশে অহেষিষ্ট। অধোক্ষজে জিহেষে।

হোড়্—অনাদরে ভ্বা, আত্ম হোড়তে। ভূতেশে অহোড়িষ্ট। অধোক্ষজে জুহোড়ে। ২ গত্যর্থে পর হোড়তি, অধোক্ষজে জুহোড়। বালকল্কিতে হোড়িতা।

হ্নুঙ্—অপনয়নে (আত্মগোপনে) অ, আত্ম হ্নুতে, হ্নুবাতে, হ্নুবতে।

ভূতেশ্বরে অহ্নুত। ভূতেশে অহ্নোষ্ট। অধোক্ষজে জুহ্নুবে, জুহ্নুবিধ্বে, জুহ্নুবিঢে। কামপালে হ্নোষীষ্ট, বালকল্কিতে হ্নোতা। কল্কিতে হ্নোষ্যতে। চক্রপাণিতে—জোহ্নীতি, জোহ্নোতি।

হ্রুগে—সংবরণে ভূ৲, পর হ্রুগতি। ভূতেশে অহ্রুগীৎ। অধোক্ষজে জহ্রাগ।

হ্রুস—শব্দে ভূ৲, পর হ্রুসতি। ভূতেশে অহ্রুসীৎ। অধোক্ষজে জহ্রাদ। বালকল্কিতে হ্রুসিতা। চক্রপাণিতে—জাহ্রস্তি।

হ্রাদ—অব্যক্ত শব্দে ভূ৲,আত্ম হ্রাদতে। ভূতেশে অহ্রাদিষ্ট। অধোক্ষজে জহ্রাদে। চক্রপাণিতে—জাহ্রাদীতি, জাহ্রাত্তি।

হ্রী—লজ্জাতে অ, পর জিহ্রেতি, জিহ্রীতঃ, জিহ্রিয়তি। বিধিতে জিহ্রিয়াৎ। বিধাতৃতে জিহ্রেতু, ভূতেশ্বরে অজিহ্রেৎ। ভূতেশে অহ্রৈষীৎ। অধোক্ষজে জিহ্রায়, জিহ্রয়িথ, জিহ্রেথ, জিহ্রয়াংচকার। বালকল্কিতে হ্রেতা। চক্রপাণিতে—জেহ্রেতি।

হ্রীচ্ছ—লজ্জাতে ভূ৲, পর হ্রীচ্ছতি। অধোক্ষজে জিহ্রীচ্ছ, বালকল্কিতে হ্রীচ্ছিতা।

হ্রেষৃ—অব্যক্তশব্দে ভূৃ, আত্ম হ্রেষতে। ভূতেশে অহ্রেষিষ্ট। অধোক্ষজে জিহ্রেষে।

হ্লগে—সংবরণে ভূ৲, পর হ্লগতি। ভূতেশে অহ্লগীৎ। অধোক্ষজে জহ্লাগ।

হ্লপ—বাক্‌কথনে চু, উভ হ্লাপয়তি, -তে।

হ্লস—শব্দে ভূ৲, পর হ্লসতি, ভূতেশে অহ্লাসীৎ। অধোক্ষজে জহ্লাস। বালকল্কিতে হ্লসিতা।

হ্লাদী—অব্যক্তশব্দে ও সুখে ভূ৲, আত্ম হ্লাদতে। ভূতেশে অহ্লাদিষ্ট, অধোক্ষজে জহ্লাদে। চক্রপাণিতে—জাহ্লাদীতি, জাহ্লত্তি।

হ্বল—চলনে ভূ৲, পর হ্বলতি। ভূতেশে অহ্বালীৎ। অধোক্ষজে জহ্বাল। বালকল্কিতে হ্বলিতা।

হ্বৃ—কৌটিল্যে ভূ৲, পর হ্বরতি। ভূতেশে অহ্বার্ষীৎ। অধোক্ষজে জহ্বার। কামপালে হ্বর্যাৎ। বালকল্কিতে হ্বরিষ্যতি। অজিতে অহ্বরিষ্যৎ।

হ্বেঞ্‌—স্পর্দ্ধায় ও শব্দে ভূ৲, উভ হ্বয়তি,-তে। অধোক্ষজে জুহাব, জুহুবে। ভূতেশে অহ্বৎ, অহ্বত। চক্রপাণিতে—জোহোতি।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (পরিশিষ্ট ৪গ)

সমগ্র গ্রন্থে অনুক্ত বিষয়ক

অচ্যুতানন্দ ঠাকুর—শ্রীমদ্ রঘুনন্দন-বংশ্য সিদ্ধ মহাপুরুষ। কথিত আছে যে ইঁহার আশীর্বাদে কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দীর ভাগ্যপরিবর্তন হয়। উক্ত নন্দী শ্রীখণ্ডে গুরুগৃহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার পৌত্র রাজা হরিনাথ শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সেবার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থাও ছিল। বর্ত্তমানে শ্রীঅচ্যুতানন্দের বংশ্যগণই সেবার খরচ বহন করিতেছেন।

অক্ষপাদ—প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রকার ও দার্শনিক ঋষি। ইঁহার প্রকৃত নাম - গোতম।

অগস্ত্য—মিত্রাবরুণের বীর্যজাত যজ্ঞকুণ্ড-সমুদ্ভূত ঋষি। ইনি বাতাপি-নামক দানবকে উদরস্থ করিয়াছিলেন। এক গণ্ডূষে সমুদ্রপান করত দেবগণের সাহায্যে কালকেয় দৈত্যগণকে বধ করিবার সুযোগ দেন। রাজা নহুষ ইঁহার শাপে সর্পযোনি প্রাপ্তি করেন; বিন্ধ্য-পর্বতের গুরু—সূর্য্যের গতিরোধ করিতে দেখিয়া ইনি বিন্ধ্যপর্বতের নিকট গেলে পর্বত প্রণাম করিলেন, ইনি তাহাকে তদবস্থ থাকিতে আজ্ঞা দিয়া অপুনরাবৃত্তি গমন করেন।

অনবসর কাল—শ্রীজগন্নাথের জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় মহাস্নানের পর পঞ্চাদশ দিবস শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে কেননা (উৎকলখণ্ডে ১২।৯।২৯) তৎ-কালে অচিত্র বা বিরূপ মূর্ত্তি দর্শন নিষিদ্ধ। শ্রীভগবানের তাৎকালীন অদর্শনকালকেই 'অনবসরকাল' বলে। এইসময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু আলালনাথ-দর্শনে যাইতেন। এই একপক্ষ শ্রীজগমোহনের পার্শ্বস্থ 'নিরোধন গৃহে' শ্রীবিগ্রহগণ অবস্থান করেন। দয়িতাপতিগণ এইসময়ে শ্রীজগন্নাথ দেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া পাচন ও মিষ্টান্ন ভোগ প্রদান করেন।

অভিরামপুর——বর্দ্ধমান জেলায়। গুস্করা ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল। শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শাখা-সন্তান শ্রীধ্রুবানন্দ গোস্বামির শ্রীপাট। অত্রত্য গোস্বামিগণের মতে ধ্রুবানন্দ বাণীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইনি পিতৃব্য শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং কথিত হয় যে ইনি শ্রীমন্-মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীসনাতন প্রভুর শ্রীশ্রীমদনমোহন এবং শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীশ্রীগোবিন্দের সেবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। ইঁহার পূর্বনাম ছিল—শিবানন্দ। মহাপ্রভু নাম রাখেন—ধ্রুবানন্দ। শুনা যায় যে তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ-মন্দিরে জয়গোবিন্দ ও বিজয় গোবিন্দ নামে দুই বিগ্রহ সেবিত হইতেন। তন্মধ্যে জয়গোবিন্দ এক্ষণে জয়পুরে আছেন; তিনি অচল মূর্ত্তি, বিজয়-গোবিন্দ ছিলেন সচল মূর্ত্তি—তিনি দোল রাস ইত্যাদি পর্ব সমাধান করিতেন; শিবানন্দ (ধ্রুবানন্দ) শ্রীগোবিন্দের আদেশে দুই সখী রাধা ও অনুরাধা সহ বিজয়গোবিন্দকে গৌড়দেশে আনিয়া এই অভিরামপুরে সেবাপ্রকাশ করেন। এইস্থানে তিনি ঐ গোবিন্দেরই আদেশে দারপরিগ্রহ করত কৃষ্ণদাস-নামক পুত্রের জন্ম হইলে আবার শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান। কৃষ্ণদাসের ছয় পুত্র—রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম, বংশীধর, বিষ্ণু, ঘনশ্যাম এবং গোবিন্দরাম। তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি-ক্রমে নানাস্থানে সেবা প্রকাশ হয় এবং এই বিজয়গোবিন্দও সর্বত্র গমন করেন। মাহাতা, মানকর, চাণক প্রভৃতি গ্রামে এই গদাধর-পরিবারভুক্ত ধ্রুবানন্দ-শাখার বংশধর-গণ এখনও বিরাজ করিতেছেন। এই শিবানন্দ-বিরচিত শ্রীগদাধর-কুলার্ণব-নামক অতিপ্রাচীন এক পুঁথি ছিল—তাহার ষষ্ঠ পল্লবে লিখিত আছে যে মহাপ্রভু গয়াধামে গমন-কালে শিবানন্দের সঙ্গে এই স্থানে শ্রীচরণার্পণ করেন এবং ইহার পাঁচ মাইল পশ্চিমে মানকর গ্রামে

ক্ষণকাল বিশ্রাম করত উত্তর দিকে মন্দার-অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে মহাপ্রভুর নন্দগ্রাম-স্মৃতি হওয়ায় শিবানন্দকে আলিঙ্গন করত মহাপ্রভু বলিলেন যে এই গ্রামের নাম ভবিষ্যতে 'নন্দগ্রাম' হইবে এবং মনোভিরমণ স্থান বলিয়া ইহাকে 'অভিরামপুর'ও বলিবে। যথা—

'পিতৃপিণ্ড-প্রদানার্থং যদা গচ্ছন্ গয়াং প্রতি। নবদ্বীপং পরিত্যজ্য ভাগ্যাদত্র হ্যুপস্থিতঃ। ভক্তোত্তমং শিবানন্দমাদিদেশ প্রভুস্তদা। ভো ভো ভদ্র শিবানন্দ! গদাধর-কুলোজ্জ্বল! বিশ্রামঃ কুত্র কর্ত্তব্যঃ স্থানমন্বিষ্যতাং লঘু॥ প্রভোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য শিবানন্দেন ধীমতা। বিশ্রামার্থং বিনির্ণীয় স্থানমেতৎ প্রদর্শ্যতে॥ দৃষ্ট্বা তু কৃষ্ণচৈতন্যঃ পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতনঃ। তদা নন্দগ্রাম-ভ্রান্তির্হৃদি তস্য প্রজায়তে॥ আলিঙ্গ্য শ্রীশিবানন্দং প্রত্যুবাচ প্রভুস্তদা। ধন্যস্ত্বং ভোঃ শিবানন্দ! নন্দগ্রাম-স্মৃতিস্ত্বয়া॥ উদ্দীপিতা চ মহতী তস্মাদ্ গৃহ্ন শুভাশিষঃ। নন্দনন্দন-লীলা চ গ্রামেঽস্মিন্ প্রভবিষ্যতি॥ নন্দগ্রাম ইতি খ্যাতির্মনোভিরমণাৎ পরম্। অভিরামপুরো নাম প্রদেশেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি॥ প্রাপ্স্যতে পরমা সিদ্ধিঞ্চ্ছিবানন্দ! চিরং ত্বয়া॥ মম প্রাণাৎ প্রিয়তরঃ পণ্ডিতঃ শ্রীগদাধরঃ। ততঃ প্রিয়তরস্ত্বং হি রহস্যং কথয়ামি তে॥ কলৌ শ্রেষ্ঠাশ্রমঃ কশ্চিন্ন গৃহস্থাশ্রমং বিনা। কিয়ৎকালান্তরং বৎস! সংস্মৃত্য বচনং মম। ভগবৎ-পূজনায় ত্বং কৃতদারো ভবিষ্যসি॥' [শ্রীদিবাকর কাব্যব্যাকরণবেদান্ত-তীর্থ-লিখিত বিবরণী]।

অভিরামপুরে (নন্দগ্রামে) এখনো ব্রজধামের ন্যায় যথারীতি সেবা চলিতেছে। স্ত্রীগণ রন্ধনাদি কোনও সেবার কার্য করিতে পারেন না—নন্দগ্রামের ন্যায় এখানেও বাৎসল্য ভাবেরই সেবা হয়—শ্রীমূর্ত্তিও অতি মনোহর। পাদপদ্মে জনৈক ব্রজবাসীর নাম অঙ্কিত আছে। শ্রীভূগর্ভগোস্বামি-কৃত শ্রীশিবানন্দ-অষ্টকেও এইসব বিবরণ পাওয়া যায়। বাণীনাথের কুলদেবতা 'শ্রীলক্ষ্মী-জনার্দন' শালগ্রাম ঐ শিবানন্দের নিকটে ছিলেন, তিনিও অদ্যাপি অভিরামপুরেই সেবিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত ধ্রুবানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরও শ্রীপাটে পূজিত হইতেছেন।

অহোরাত্র সংকীর্ত্তন (চৈচ আদি ৫।১৬২) অষ্টপ্রহর-ব্যাপী একই প্রকার নামাবলির আবর্ত্তন। পূর্ব-দিন সন্ধ্যাকালে সমবেত বৈষ্ণব-মণ্ডলীর অর্চনা করত 'খোলমঙ্গল' অধিবাস করিতে হয়, তৎপরে নিশান্তকাল হইতে নাম আরম্ভ করিয়া ২৪ ঘণ্টা অবিশ্রান্তভাবে চালাইতে হয়, তৎপর দিন নগর-সংকীর্ত্তন, মহান্তবিদায় করত নাম-কীর্ত্তন বিরত হইলে মহোৎসব করাই বিহিত। সাধারণতঃ ইহাকে 'অষ্টপ্রহর' বলে। সময়ে সময়ে তিন, পাঁচ, সাত বা নয় দিনও এতাদৃশ কীর্ত্তনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দুমতী——চন্দ্রভানুর পত্নী ও চন্দ্রাবলীর মাতা (রত্না ৫।১২০১)। ২ (বিজয় ১।৪৪) ভগীরথ বসুর পত্নী ও গুণরাজ খানের মাতা।

ইন্দ্রজিৎ—(চৈভা আদি ৯।৫৬) রাবণের পুত্র। ইঁহার শক্তিশেলে শ্রীলক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হন, পরে বিশল্য-করণীর আঘ্রাণ পাইয়া প্রকৃতিস্থ হন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইনি লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। [রামা° লঙ্কা°, মহাভা° বনপর্ব ২৮৮।১৫—২৪ প্রভৃতি]।

একলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইনি দ্রোণের নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া দ্রোণের মূর্ত্তির সম্মুখে অভ্যাস করিয়া অত্যল্পকালেই পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণারূপে ইঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাহিলে ইনি অম্লানবদনে তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিয়া দক্ষিণা দেন।

কমলা—কংসারি মিশ্রের পত্নী ও প্রসিদ্ধ সূর্যদাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতির জননী।

কমলাকান্ত—অষ্টাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক। কমলাকান্তের পদাবলি মধুর, ইনি শ্যামাসঙ্গীতের সহিত অভেদ করিয়া শ্যামসঙ্গীতও রচনা করিয়াছেন।

কলাবড়া-রা—(চৈচ মধ্য ১৫।২১৫) শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত ভোগ-বিশেষ।

কবীর—রামানন্দের সর্বপ্রধান শিষ্য। জাতিতে জোলা হইলেও বিষ্ণুভক্ত। মূর্ত্তিপূজার বিরোধী, [১৩৮০—১৪২০ খৃঃ] ধর্ম প্রচার করিয়াছেন।

কাশীর রাজা বীরসিংহ 'কবির-চৌরাতে' তাঁহার পুষ্পসমাধি করিয়াছেন। পাঠানরাজ বিজলী খাঁন (গোরক্ষপুরের নিকটে) মগরা গ্রামে ইঁহার দেহরক্ষার স্থানে সমাধি করেন।

কহ্লণ—কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত। ইনি ১১৪৯ খৃঃ 'রাজতরঙ্গিণী'-নামে এক ইতিহাস লিখিয়া চির যশস্বী হইয়াছেন।

কাত্যায়ন—মুনি, পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিককার।

কালিদাস—ভারতের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি—ইঁহার রচনা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদার। মহাভারতের বঙ্গভাষায় অনুবাদক।

কাশীরাম দাস—বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারতের কিয়দংশের অনুবাদক।

কীচক—বিরাটরাজের শ্যালক। সৈরিন্ধ্রী-বেশিনী দ্রৌপদীকে ধর্ষণ করিতে গিয়া ইনি দ্রৌপদী-বেশী ভীমের হস্তে নিহত হন।

কুমড়া-কুরী—(চৈচ মধ্য ১৪।২৯) শ্রীজগন্নাথে সমর্পিত বালগণ্ডীভোগ।

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক—সিউড়িতে গৃহ, দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নেও অধ্যবসায়বলে বি. এ. পাশ করেন। তত্রত্য শিবরতন মিত্রের কৃপায় বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি পাঠাভ্যাস করিয়া Theosophical Society-তে প্রবিষ্ট হন। শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা-হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। বীরভূম-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক।

কৃত্তিবাস ওঝা—১৩৮৫ খৃঃ নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়া ইনি চিরযশস্বী হইয়াছেন।

কৃপ—গৌতম ঋষির পুত্র। কুরুপাণ্ডব-গণের অস্ত্রশিক্ষক।

কৃষ্ণচৈতন্য - চরিতামৃত—আশৈশব শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্রবিজ্ঞ তত্ত্ববিৎ শ্রীমুরারি গুপ্ত-প্রণীত কড়চার নামান্তর। বিবিধ মধুর ছন্দোবিন্যাসে ইহা সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীগৌরের প্রায় সকল লীলারই সমাবেশ আছে। শ্রীলোচন ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে প্রধানতঃ এই কড়চারই চতুর্থ প্রকরণ ১৬শ সর্গ পর্যন্ত আনুগত্য করিয়াছেন—স্থল-বিশেষে অনুবাদ করিয়াছেন কোথাও বা অস্পষ্ট ঘটনাগুলিকে অধিকতর সুব্যক্ত করিয়াছেন। ৪।১৭ হইতে ৪।২০ পর্যন্ত অংশ চৈতন্যমঙ্গলে নাই, তৎপরে ঐ ২১শ সর্গের রামদাস দ্রাবিড়ী বিপ্রের প্রসঙ্গটির অনুবাদ করত লোচন নিজগ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। শ্রীকবিকর্ণপূর মহাকাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ পর্যন্ত কড়চার অনুসরণ করত পরে অন্য পন্থা ধরিয়াছেন। শ্রীলবৃন্দাবন দাসঠাকুরও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ইহার বহু সাহায্য লইয়াছেন, স্থলবিশেষে অনুবাদ করিয়াছেন। অন্যান্য পদকর্তা বা লীলা-লেখকগণও এইগ্রন্থের ন্যূনাধিক সাহায্য লইয়াছেন। এই কড়চাই যে শ্রীগৌরলীলার আদি প্রামাণিক গ্রন্থ তাহা চৈচ আদি (১৩।১৫,৪৬, ৪৭) স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট লীলাচরিত অঙ্কিত হওয়ায় ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন বা স্বকপোল-কল্পিতত্বের অবকাশ নাই। গ্রন্থখানির রচনাকাল-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। মুদ্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ১৪২৫ শক অথচ তৃতীও ও চতুর্থ সংস্করণে ১৪৩৫ শক। ১৯৯৭ সম্বতে লিখিত মৎসংগৃহীত পুঁথিতে ১৪৩৫ শকই আছে। ৪।২৪ সর্গে গ্রন্থবর্ণনার ক্রমভঙ্গ করিয়া গম্ভীরা-লীলার যাবতীয় ঘটনাগুলি যেন এক নিঃশ্বাসে বলা হইয়াছে, অথচ ১৪৩৫ শকেও গম্ভীরালীলা সমগ্র প্রকাশ পায় নাই; এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে ৪।১৬ সর্গের পরের অংশটি পরবর্ত্তী কালের সংযোজনা হইতে পারে। [বিশেষ জিজ্ঞাসায় চতুর্থ সংস্করণের মল্লিখিত অবতরণিকা দ্রষ্টব্য]।

কেশুর—(চৈচ অন্ত্য ১৮।১০৫) মুথা-জাতীয় কন্দবিশেষ [সং—কশেরু]।

খনা—প্রসিদ্ধ জোতির্বিদ্যাপারগা মহিলা। 'খনার বচন' প্রসিদ্ধ। বরাহমিহিরের পুত্রবধূ (?)

খরমুজা—(চৈচ অন্ত্য ১৮।১০৫) ফুটিজাতীয় ফলভেদ। [ফা°—খরবুজহ্]।

খুল্লনা—শাপভ্রষ্টা রঙ্গমালা-নামিকা অপ্সরা। পিতা—লক্ষপতি সদাগর এবং পতি—ধনপতি সদাগর।

খোয়া মণ্ডা—শ্রীজগন্নাথের বাল্য-ভোগের (ঘন ক্ষীরের সহিত খণ্ড পাক দিয়া [খোয়া ১৫ ছটাক ও

খণ্ড ৫ পোয়া) কিসমিস, পেস্তা, বাদাম, বড় এলাইচের গুঁড়া ও কর্পূর মিশাইয়া ১৫টি লাড়ু প্রস্তুত হয়।

গয়াসুর—(চৈভা আদি ১৭।৭৭) মহর্ষি মরীচির পত্নী ধর্মবতী পতির পাদসম্বাহন কালে একবার ব্রহ্মা ঐস্থানে গেলে ধর্মবতী শ্বশুরের স্বাগত সম্ভাষণ করিতে গেলে পতি-ত্যাগ দোষে মরীচি তাঁহাকে শিলা-রূপ হইতে অভিসম্পাত করেন। ধর্মবতী সহস্রবৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যা করিলে নারায়ণ ও সকল দেবতা প্রসন্ন হইয়া বরদান করিলেন যে ঐ শিলাতে সর্বদেবতার অধিষ্ঠান হইবে।

এদিকে আবার গয়াসুর সুদীর্ঘ কাল যাবৎ তপশ্চর্যা করিতে লাগিলেন; নারায়ণ বর দিলেন যে গয়াসুরের দেহ সমস্ততীর্থ হইতেও পবিত্রতর হইবে। বর-দানের পরেও গয় তপস্যা করিতে থাকিলে ত্রিভুবন সন্তপ্ত হইল, দেবগণ সন্ত্রস্ত হইলে বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা গয়ের নিকটে গিয়া যজ্ঞ করিবার জন্য উহার দেহ প্রার্থনা করিলেন। গয় শয়ন করিলে, তাহার দেহে যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হইল, তার পরেও আবার উঠিতে চেষ্টা করিলে দেবতাগণ ধর্মবতী শিলা আনিয়া উহার উপর রাখিলেন। আবারও গয় উঠিতে চেষ্টা করিলে দেবগণের সহিত স্বয়ং গদাধরও উহার উপর অবস্থিত হইলেন। গয়াসুরের এই বিশাল দেহ ১০ মাইল ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং উহার উপর যে কোনও স্থানে পিণ্ডদান করিলেই পিতৃলোকের পরমতৃপ্তি হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু গয়াতে পিণ্ডদান করিয়াছেন।

গুণবতী—সুনাভের কন্যা ও প্রভা-বতীর খুড়তত ভগ্নী।

গুহক—(চৈভা আদি ৯।১২৩) শৃঙ্গবেরপুরের চণ্ডালরাজ। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের বনযাত্রাকালে আতিথ্য বিধান করত তাঁহার মিত্র হন।

গোপাষ্টমী—প্রথম খণ্ডে ১৮৮ পৃষ্ঠায় 'কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী' দ্রষ্টব্য।

গৌরভক্ত-বিনোদিনী—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্লোকমালার সংস্কৃত টীকা। Madras Govt. Oriental mss. Libraryতে R. No. 3013. রচয়িতার ন্যম নিত্যানন্দ অধিকারী। [১৫৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

গৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়—— বায়ুপুরাণের শেষ খণ্ডের একটি অধ্যায়। শ্রীরাম-নারায়ণ ইহার প্রভা নামে বিস্তারিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা করিয়াছেন।

ঘসাজল—শ্রীজগন্নাথের ভোগের পানীয়। একটি মাটির ভাণ্ডে একটি জায়ফল ঘসিয়া ঘসিয়া জলের সহিত কর্পূর সহ উহাকে মিশাইলে 'ঘসাজল' হয়।

ঘোল—(চৈচ মধ্য ১৫।২১০) তক্র, মাখনতোলা বা জলের সহিত মিশ্রিত পাতলা দধি।

চন্দ্রকান্তি—শ্রীজগন্নাথের রাজভোগের উপকরণ। কলাই বাটিয়া উহাকে আদা, লবণ, হিঙ্, কাঁচা জিরায় ও সূক্ষ্ম নারিকেল কুচির সহিত একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা কলার পাতায় রুটির মত গোল গোল করিয়া বানাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া রাখিবে। ছয়টি ভাণ্ডে আদার চাকু, পাকা তেঁতুলের মণ্ড ও শর্করা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরি পূর্বপ্রস্তুত দ্রব্যগুলি রাখিবে। ইহার নামান্তর—'বলিভোগ'।

চন্দ্রপ্রভা—সুনাভের কন্যা (বিজয় ৮২।৬০)।

চন্দ্রবতী—বজ্রনাভের কনিষ্ঠ সুনাভের কন্যা (বিজয় ৭৯।৩১); নামান্তর চন্দ্রপ্রভা (ঐ ৮২।৬০)।

জটায়ু—পক্ষিরাজ, সীতাহরণ করিয়া রাবণ লঙ্কায় যাইতে পথিমধ্যে ইঁহার সহিত যুদ্ধ হয়; ইনি শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার বার্ত্তা বলিয়াই দেহ ছাড়েন; শ্রীরামচন্দ্র ইঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়াছিলেন। (বিজয় ৮১।৪০)

তাড়কা—রাক্ষসী, সুন্দাসুরের স্ত্রী; শ্রীরামহস্তে নিহতা হয়।

তালজঙ্ঘ—বজ্রনাভ দৈত্যের সেনাপতি। প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হয়।

তিলোত্তমা—স্বর্গবেশ্যা। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে ব্রহ্মা তিল তিল করিয়া সকলের রূপ লইয়া ইঁহার সৃষ্টি করিয়া ঐ অসুরের নিকট প্রেরণ করেন। তিলোত্তমার রূপ-মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য দুই অসুরই পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তুকারাম—(১৫৮৮—১৬৫৯ খৃঃ) বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সাধু। তুকা-রামের 'অভঙ্গ' অতি সুন্দর। কাহারও মতে ইনি শ্রীচৈতন্যদেব-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুনা

হইতে আট ক্রোশ দূরে ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে দেী-নামক স্থানে জন্ম হয়। শিবাজি ও তাঁহার মাতা জিজাবাই তুকারামের উপদেশ পাইয়াছিলেন।

তুলসী দাস—বাঁদা জেলার যমুনা-তীরস্থ রাজাপুর নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইহার গুরুগৃহ—শূকর-ক্ষেত্র (সোরো); ১৫৮৯ বিক্রমাব্দে মূলা নক্ষত্রে ইহার জন্ম। তুলসী-দাসের পূর্ব নাম—রামবোলা, গুরুদত্ত নাম—তুলসী দাস। পিতার নাম—আত্মারাম শুক্ল দোবে। মাতার নাম—শ্রীমতী হুলাসী, শ্বশুরের নাম—দীনবন্ধু পাঠক। তুলসীর স্ত্রীর নাম—শ্রীমতী রত্নাবলী।

ভক্তবর তুলসীদাস ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের আজ্ঞায় ১৬৩১ বিক্রমাব্দে চৈত্রী শুক্লা নবমীতে অযোধ্যায় বসিয়া শ্রীরামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু পরে ঐস্থানের বৈষ্ণবগণের সহিত মতান্তর হওয়ায় কাশীধামে গিয়া রচনা পূর্ণ করেন। রামায়ণের নাম—'রামচরিতমানস'। এতদ্ব্যতীত দোঁহাবলিও ইহার অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বারাণসীতে অসির তীরে লোলার্ক-কুণ্ডের নিকট তুলসী দাস থাকিতেন। উহার নিকটস্থ গঙ্গাতট 'তুলসীঘাট'-নামে প্রসিদ্ধ। ১৬৮০ বিক্রমাব্দে শ্রাবণী শুক্লা সপ্তমীতে তুলসীদাস নিত্যধামে গমন করেন।

দময়ন্তী—বিদর্ভরাজ ভীমের দুহিতা ও নিষধরাজ নলের বনিতা। কলির কোপে ইনি স্বামীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বহুকাল দুঃখ পাইয়াছেন।

ধ্রুবানন্দ—বাণীনাথের পুত্র এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য বলিয়া অভিরাম পুরের গোস্বামিগণ-কর্তৃক কথিত। ইঁহার পূর্বনাম ছিল শিবানন্দ। মহাপ্রভু নাম রাখেন—ধ্রুবানন্দ। ইঁহার রচনা—'শ্রীগদাধর-কুলার্ণব' নামক গ্রন্থ এক্ষণে অদৃশ্য।

গদাধর ও নয়নানন্দ প্রভৃতি বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপগোত্রীয় বলিয়া জানা গেলেও কিন্তু এই অভিরামপুরবাসিরা রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্য গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীসনাতন-কৃত শ্রীগদাধরাষ্টকের 'বন্দ্যবংশোজ্জ্বলাংশুং' এবং শ্রীরূপ-কৃত অষ্টকের 'বন্দ্যবংশোজ্জ্বলকরং' ইত্যাদি বাক্যই গদাধর প্রভুর রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্য গোত্রের সমর্থক। ধ্রুবানন্দের পুত্র কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাসের ছয় পুত্র—রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম, বাশীধর, বিষ্ণু, ঘনশ্যাম ও গোবিন্দ-রাম। ইঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রাদিক্রমে পরিবারবৃদ্ধি হওয়ায় তদ্বংশ্যগণ মাহাতা, চাণক ও মানকর প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়েন। শ্রীধ্রুবানন্দ-সেবিত শ্রীশ্রীবিজয়-গোবিন্দদেবও পালাক্রমে ঐসবস্থানে ভ্রমণ করিয়া সেবাঙ্গীকার করেন। অন্যান্য বিবরণ 'অভিরামপুর' শব্দে পৃষ্ঠায় আলোচ্য।

ভর্তৃহরি—'নীতিশতক' 'বৈরাগ্য-শতক' ও 'শান্তিশতক'-নামক গ্রন্থের প্রণেতা। পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যের উপরে ইনি 'বাক্যপ্রদীপ'-নামক টীকাও রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর—(১৬৩৪—১৬৮২ খৃঃ) স্বনামধন্য কবি। হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হয়। 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর'—ইহার রচনা। এই গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে প্রীতি-ভরে 'রায়গুণাকর' উপাধি এবং মূলাজোড়ে নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন।

ভারবি—খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। ইঁহার 'কিরাতার্জুনীয়'-নামক কাব্যগ্রন্থে অর্থগৌরবই সাতিশয় চমৎকারিতা দান করে।

ভাস—প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। ইনি কালিদাসের পূর্ববর্তী; দশখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' সর্বশ্রেষ্ঠ।

ভাস্করাচার্য্য—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার; জন্মস্থান বা জন্মকালাদি অনিশ্চিত। ২। আনুমানিক ১০৩৬ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যে ইঁহার জন্ম হয়। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থের রচনাই ইঁহাকে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। তত্রত্য গোলাধ্যায়ে ইনি পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বিবৃত করিয়াছেন।

ভীষ্ম—রাজা শান্তনুর পুত্র। ইনি ধীবররাজের নিকট গমন করত নিজের চিরকুমারত্বের এবং রাজত্ব-গ্রহণে অস্বীকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া মৎস্যগন্ধার সহিত শান্তনুর বিবাহ করাইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ইনি কৌরব-পক্ষের সর্বপ্রথম সেনাপতি হন। দশম দিনে অর্জুন স্বীয় রথাগ্রে শিখণ্ডীকে রাখিয়া যুদ্ধ করাতে ভীষ্ম নপুংসের শরীরে অস্ত্রাঘাত হইতে পারে ভয়ে বাণনিক্ষেপে বিরত হন

এবং শর-বিদ্ধ হইয়া শরশয্যয় শায়িত হন। পিতৃবরে ইচ্ছামৃত্য লাভ করিয়া ইনি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। শেষকালে ইনি যুধিষ্ঠিরাদি-কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বহু তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন।

ভৃগু—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ধনুর্বিদ্যার প্রবর্ত্তক। বিষ্ণু ইঁহার পদাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া বক্ষঃস্থলে চিরকালের জন্য চিহ্ন রাখেন। এজন্য তাঁহার নাম হয়—'ভৃগু-পদলাঞ্ছন।'

ভোজদেব—মালবের অন্তর্গত ধারা-নগরের অধিপতি। ইঁহার রচনা—'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' (অলঙ্কার) এবং 'চম্পূ-রামায়ণ'। ২ কর্ণাটরাজ, ইহার সভায় বররুচি, সুবন্ধু, বাণ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন।

মধুসূদন অধিকারী তত্ত্ববাচস্পতি—হুগলী জেলায় আরামবাগ থানায় অধীন আলাটী পশ্চিম পাড়ায় অঙ্গিরস-গোত্রীয় শ্রীরাঘব দুবের (শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের) দশম অধস্তন। ভক্তিপ্রভা কার্যালয় হইতে বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশক।

মাণ্ডবী—রাজর্ষি জনকের অনুজ কুশধ্বজের কন্যা ও ভরতের পত্নী (বিজয় ৮।১০)।

মাধবচন্দ্র দত্ত—নবদ্বীপে বড় আখড়ার সম্মুখেই প্রকাণ্ড নাট-মন্দিরের পূর্ব প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন নাটমন্দির নষ্ট হওয়ায় রাজেন্দ্রকুমার রায় বর্ত্তমান নাটমন্দির করিয়া দিয়াছেন। মাধব বাবু কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও মাধব বাবুর বাজারের প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই নবদ্বীপে গানমেলার প্রথম উদ্যোগী, বড় আখড়াই এই মেলার আদি স্থান; কলিযুগাদ্যা মাঘী পূর্ণিমার স্মরণ-উপলক্ষেই ইহা সূচিত হয়। নগর-কীর্ত্তনকালে মাধব বাবু ভক্তগণের উপর দুই হাতে রজঃ নিক্ষেপ করিতেন, এই ঘটনা হইতে এই পর্বের নাম হয় 'ধুলোট' উৎসব। ১২৫০ সালে এই ধুলোট পর্ব আরম্ভ হয়।

মৈন্দ—বানর-সেনাপতি (বিজয় ৮১। ৭৯)।

মোহিনী বাণী—শ্রীগদাধর ভট্ট-বিরচিত পদাবলী। [১৬০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১২৬৮—১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি; সাহিত্য, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, কথা-সাহিত্য, গল্প প্রভৃতি বাংলা ভাষার সকল বিভাগেই ইঁহার প্রতিভা ছিল। বহু গ্রন্থের নির্মাতা। গীতাঞ্জলি কাব্য ইংরাজীতে অনূদিত হইলে ইনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 'নোবেল পুরস্কার' পাইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের আদর্শে ইনি 'শান্তিনিকেতন' ও 'বিশ্ব-ভারতীর' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—(১৮৩৩—১৮৮৬) সিদ্ধ পুরুষ। হুগলী জেলায় কামারপুকুর গ্রামে জন্ম হয়। রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীর মন্দিরের পুরোহিতরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি কালীসাধনায় ব্রতী হন এবং তত্রত্য জনৈক লেংটা (তোতাপুরী) সাধুর কৃপায় সিদ্ধ হন। ইঁহারই কৃপায় উদ্বুদ্ধচিত্ত বিবেকানন্দ স্বামী আমেরিকায় চিকাগো বক্তৃতায় সাফল্য লাভ করেন এবং ফলে ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক আলোচনার সহিত আমেরিকাবাসীরা পরিচয়লাভে সমর্থ হয়। সবিস্তার জীবনী 'শ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃতে' আলোচ্য।

শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর—আঙ্গিরস-গোত্রীয় শ্রীরাঘব দুবে (দ্বিবেদী) পশ্চিমোত্তর দেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সপরিবারে নীলাচলে যাইবার পথে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করিয়া গোপীবল্লভপুরেই বসবাস করেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র। শ্রীগুরুদেবের আদেশে তিনি নবদ্বীপে বাস-সংকল্প লইয়া যাত্রা করত পথে চন্দ্রকোণা গ্রামে পূর্বপরিচিত আচারী সাধুর আশ্রমে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আবার নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে আলাটী পশ্চিমপাড়া গ্রামে আসিয়া পত্নীর অসুস্থতায় তত্রত্য মথুর মিস্ত্রা-নামক মাহিষ্য গৃহস্থের আশ্রয় লইলেন, সেইখানে পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি অনতিদূরবর্ত্তী গোবর্গনচক্ পল্লীতে কৃষ্ণদাস মোহন্তের নিকট শিশুটিকে রাখিয়া কানানদীর তীরে একটি কুটীর বাঁধিয়া শেষজীবন ভজন-সাধনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার এই আশ্রমটি 'বৈষ্ণব গোঁসাইর বাগান' নামে অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে এই পাটে তাঁহার তিরোভাব উৎসব সম্পাদিত হয়। ঠাকুর রাখালানন্দ শ্রীগুরু-কৃপায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রবাদ

আছে যে ইনি স্নান করিতে গিয়া বহুকালযাবৎ জপ আহ্নিকাদি করিতেন, তাহাতে স্নানার্থী স্ত্রীলোকগণ বড় বিরক্ত হইতেন। ঠাকুর তাহা জানিয়া অনতিদূরে খোস্তা দিয়া তিন দিনেই একটি নাতিক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করেন। জনৈক দুষ্ট শাক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সেবার জন্য ছাগমাংস দিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের সাক্ষাতে তাহা চাঁপাফুলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি নাকি কদম্ববৃক্ষে আম ফলাইয়াছিলেন এবং এইজন্য অদ্যাবধি কোনও বৃক্ষ ফলবান্ হইতে দেরী থাকিলে তত্রত্য লোক ঠাকুরের সমাধির কাছে মানত করিয়া থাকে। ঠাকুর স্বসমাধির জন্য নিজেই গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিলেন। যথাকালে সমাহিত হইলে কিন্তু তিন দিন পরে দূর-দেশে তাঁহার সহিত কোনও পরিচিত লোকের দেখা হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছি।' সেই লোকটি দেশে আসিয়া জানিলেন যে তিন দিন পূর্বে ঠাকুর দেহরক্ষা করিয়াছেন। (রসিকমঙ্গল পশ্চিম ১৪।১০১ পয়ারের 'দুবেই' এই রাখালানন্দ)।

রামগতি ন্যায়রত্ন—(১২৩৮—১৩০১) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'-নামক বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়া ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

রামদাস—শিখ-গুরু। ইনি অমৃতসর নগর স্থাপন করেন (১৫৭৪ খৃঃ)।

রামদাস স্বামী—(১৬০৮—১৬৮১ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ দেশ-প্রেমিক ও ধর্ম-প্রচারক। মহা-রাষ্ট্রপতি শিবাজি ইঁহার পরামর্শানু-সারে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। [নামান্তর—সমর্থ রামদাস]।

লীলাবতী——বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্যের বিদুষী দুহিতা। গণিতশাস্ত্রে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'-নামক গ্রন্থের বীজগণিত-বিষয়ক অধ্যায়টি ইনি পিতার সাহচর্যে প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ আছে। মতান্তরে ভাস্করাচার্যই কন্যার নামে ঐ অধ্যায় রচনা করিয়াছেন।

লোমপাদ——অঙ্গদেশের রাজা। ইনি অযোধ্যাপতি দশরথের মিত্র ছিলেন বলিয়া দশরথ ইঁহাকে স্বকন্যা শান্তাদেবীকে দত্তককন্যারূপে প্রদান করিয়াছেন।

বালখিল্য—অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ ষাট হাজার ঋষি।

বালি—ইন্দ্রের ঔরসজাত কিষ্কিন্ধ্যা-পতি বানর। ইঁহার পত্নী—তারা, পুত্র—অঙ্গদ, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা—সুগ্রীব। শ্রীরামচন্দ্র অলক্ষ্যে শরসন্ধান করত ইঁহাকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজা করেন।

বাল্মীকি—রামায়ণ-প্রণেতা আদি কবি। পূর্বে ইনি রত্নাকর-নামে দস্যু ছিলেন, পরে ব্রহ্মার উপদেশে ইনি রাম-নামে তপশ্চর্যা করত সিদ্ধ হন। ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে ইনি হঠাৎ অনুষ্টপ্ ছন্দের শ্লোকে রচনা করেন—

'মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনা-দেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্॥'

বিক্রমাদিত্য—উজ্জয়িনীর রাজা। ইঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বিক্রমাব্দ বা সম্বৎ-নামা বর্ষ-গণনার প্রবর্ত্তক।

বিশ্রবা—রাবণ-কুম্ভকর্ণের জনক। পত্নীর নাম নিকষা।

বিশ্বামিত্র—রাজা গাধির পুত্র। বশিষ্ঠাশ্রমে অবমানিত হইয়া ইনি তপশ্চর্যায় ব্রতী হইলেন—ইন্দ্র-প্রেরিতা মেনকা ইঁহার তপোভঙ্গ করে এবং ইঁহার ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে ইনি কঠোর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার কৃপায় ত্রিশঙ্কু অন্তরীক্ষপদে স্থান পাইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপণ্ডিত—(চৈ ম আদি ৬৪।৭০৬) শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাগুরু। 'পড়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর।'

বিষ্ণুশর্মা—'পঞ্চতন্ত্র'-রচয়িতা। রাজ-পুত্রদের শিক্ষার জন্য ইনি মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ ইত্যাদি পাঁচটি বিষয় অবলম্বন করত যে নীতিমূলক প্রবন্ধ লিখেন, তাহার নামই—পঞ্চতন্ত্র।

বিষ্ণুস্বামী—খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশে পাণ্ডুবিজয়-নামক রাজার বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত দেবেশ্বরের গৃহে আবির্ভূত 'দেবতনু'-নামা মহাপুরুষ। ইনিই সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক 'বিষ্ণুস্বামি' -নামে পরিচিত হন। ইনি বেদ-বিরোধী বৌদ্ধগণের সনাতন ধর্ম-বিলোপ করিবার চেষ্টা দেখিয়া শ্রুতিশাস্ত্রের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের

ভাষ্য প্রচার করিয়াছেন। এই ভাষ্যই **'সর্বজ্ঞসূক্ত'**-নামে প্রথিত (?); ইহাতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদই সমুল্লসিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামী আপনাকে রুদ্রের অনুগত ও নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শিহ্লন মিশ্র বা বিল্বমঙ্গল, শ্রীধরস্বামী ও তদীয় গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ী বলিয়া জানা যায়।

শকটাসুর—(রত্না ৫।১৭৩১) শ্রী-কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত কংস-ভৃত্য দৈত্য।

শকারি—রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শক-দিগকে দমন করত 'শকারি' আখ্যা লাভ করেন।

শকুনি—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক। ইনিই পিতার অস্থিতে নির্মিত পাশাদ্বারা যুধিষ্ঠিরের যথাসর্বস্ব জয় করিয়া দুর্যোধনকে প্রদান করেন। ইঁহারই কুযুক্তি ও অদূরদর্শিতার ফলে দুর্যোধন সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হন।

শঙ্করাচার্য—(৭৮৮—৮২০ খৃঃ) সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত—দাক্ষিণাত্যে মালাবার প্রদেশে জন্ম—বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে সনাতন ব্রহ্মণ্যধর্ম ও শাস্ত্রাদির পরাভব হইতে দেখিয়া ইনি তীব্রভাবে হিন্দুধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির সমর্থন ও সংবর্দ্ধন করেন। ইঁহার প্রণীত 'শারীরক-ভাষ্য' বেদান্ত দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ্। ইঁহার মতবাদকে 'অদ্বৈতবাদ' বলা হয়। ইহার মূল তত্ত্বটি নিম্ন শ্লোকে সমাহৃত হয়—

'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি নিত্য-মুক্তঃ স্বভাববান্ ॥'

অদ্বৈতবাদিগণের নিকট ইনি শিবাবতার বলিয়া সম্মানিত হন। উপনিষদ্‌ভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য ব্যতীত হস্তামলক, মোহমুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ প্রকরণ গ্রন্থও ইহার রচনা।

শনি—নবগ্রহের অন্যতম। সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইঁহার দৃষ্টিপাতে গণেশেরও শিরঃপাত হইয়াছিল বলিয়া পৌরাণিকী আখ্যা।

শাণ্ডিল্য—গোত্র-প্রবর্ত্তক মুনি। চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও ইনি তাহাতে পরমার্থলাভের উপায় না দেখিয়া **'ভক্তিসূত্র'** প্রণয়ন করেন।

শান্তনু—হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশ্য রাজা। গঙ্গাদেবীর গর্ভে ইহার ঔরসে ভীষ্মের জন্ম হয়।

শালিবাহন—শক-জাতীয় রাজা। ইঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দই **'শকাব্দ'** নামে অভিহিত হয়।

শিখণ্ডী—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র। ইনি ক্লীব ছিলেন বলিয়া ভীষ্ম ইহাকে দেখিলেই অস্ত্র ধারণ করিতেন না—এই সুযোগ লইয়া ইহাকে সম্মুখভাগে রাখিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীষ্মকে নিরস্ত্রাবস্থায় বাণবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করেন।

শুভস্তম্ভ—যাজপুর হইতে এক মাইল দূরে চণ্ডেশ্বর গ্রামে ব্রহ্মার স্থাপিত বলিয়া কথিত প্রস্তর-স্তম্ভ। গোলাকার ৩৬'১০" লম্বা এবং একটি অখণ্ড প্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ। স্তম্ভের শীর্ষদেশে বিরাট্‌কায় প্রস্তরময় গরুড়-মূর্ত্তি ছিল। তাহা অর্দ্ধমাইল দূরে 'বাহাবলপুর' গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের Protected Monuments Act' অনুযায়ী ইহা এখন রক্ষিত হইয়াছে।

শুচিমুখী—প্রভাবতীর রাজহংসী ও প্রিয়সখী (বিজয় ৭৭।৬৩)।

শৃগাল বাসুদেব—শিশুপালের মিত্র ও করূষ দেশাধিপতি। পৌণ্ড্রক (প্রথম খণ্ড ৪৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। (বিজয় ৭১।২-১৮)।

সদ্‌গুরু—(ভক্ত ৬।২ সম্প্রদায়ী গুরু অর্থাৎ গুরু, তদ্‌গুরু ইত্যাদিক্রমে যে প্রণালী দ্বারা আরাধ্যতত্ত্বকে পাওয়া যায়। [সৎ—নিত্য এবং গুরু-গুরুপরম্পরা]।

সায়নাচার্য--বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার মাধবাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সিন্ধু—অন্ধ মুনির পুত্র। সূর্যবংশীয় রাজা দশরথ হরিণ-ভ্রমে শব্দভেদী বাণে ইঁহাকে বধ করেন।

সুগ্রীব—শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু বানররাজ। ইঁহার অনুরোধে শ্রীরাম বালিকে গুপ্তভাবে বধ করিয়া ইঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। ইনি লঙ্কাযুদ্ধে প্রভুর যথেষ্ট সহায়ক ছিলেন।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-‘হরিবোলকুটীরতঃ’ প্রকাশিতঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ

১।	*শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ	২॥০
২।	*শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্	১।০
৩।	আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ	৸০
৪।	*শ্রীগোপালতাপনী (টীকাদ্বয়োপেতা)	॥৵০
৫।	*শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ	॥৵০
৬।	*শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্	৸০
৭।	*শ্রীসামান্যবিরুদাবলীলক্ষণম্	।৵০
৮।	*শ্রীগোপালবিরুদাবলী	।৵০
৯।	*শ্রীমাধবমহোৎসবং [মহাকাব্যম্]	৪৲
১০।	শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা	৸০
১১।	ধাতুসংগ্রহঃ	৵০
১২।	*শ্রীযোগসারস্তব-টীকা	।০
১৩।	*শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ	১৲
১৪।	*শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী	২॥০
১৫।	শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী	॥৵০
১৬।	শ্রীসুরতকথামৃতম্	॥০
১৭।	*শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা	।৵০
১৮।	*শ্রীদানকেলিচিন্তামণিঃ	।৵০
১৯।	সিদ্ধান্তদর্পণঃ	১৲
২০।	*ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী	।৵০
২১।	মুক্ত চরিতের পয়ারে অনুবাদ	১৲
২২।	শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী	১৲
২৩।	*শ্রীশ্যামানন্দ-শতকম্	১৲
২৪।	*ছন্দঃকৌস্তুভঃ	॥৵০
২৫।	*শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী	।৵০
২৬।	*দুর্লভসার	॥০
২৭।	*পরতত্ত্বগৌর	৸০
২৮।	কাব্যকৌস্তুভঃ	১॥০
২৯।	শ্রীগোবিন্দ-রতিমঞ্জরী	॥০
৩০।	দশশ্লোকীভাষ্যম্	১।০
৩১।	সাধনদীপিকা	১॥০
৩২।	*নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা	।০
৩৩।	আর্য্যাশতকম্	॥০
৩৪।	গৌরচরিতচিন্তামণি	১৲
৩৫।	গীতচন্দ্রোদয়	২॥০
৩৬।	শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশঃ	১।০
৩৭।	সঙ্গীতমাধবঃ	২৲
৩৮।	†মুরারিগুপ্তের কড়চা	৩॥০
৩৯।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪০।	শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য	৮৲
৪১।	*ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ	১৫৲
৪২।	প্রেয়োভক্তিরসার্ণব	২॥০
৪৩।	শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়	২॥০
৪৪।	শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব	২॥০
৪৫।	গোবিন্দলীলামৃত (মূল)	৩৲
৪৬।	গোবিন্দবল্লভ-নাটকম্	১॥০
৪৭।	রসকলিকা	১॥০
৪৮।	*ভাবনাসারসংগ্রহঃ	১০৲
(৪৯-৫১)।	*পদ্ধতিত্রয়ম্	৩॥০
৫২।	*বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা	৩৲
৫৩।	শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণম্	১॥০
৫৪।	শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা	৫৲
৫৫।	গৌড়ীয়বৈষ্ণবতীর্থ	৩৲
৫৬।	গৌড়ীয়বৈষ্ণবজীবন প্রথম খণ্ড	৭৲
৫৭।	ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৫৲
৫৮।	শ্রীনামামৃত-সমুদ্র	৶০
৫৯।	বৈষ্ণবানন্দিনী	১॥০
৬০।	উজ্জ্বলনীলমণি	১৩৲
৬১।	হরিভক্তিতত্ত্বসার	২৲
৬২।	প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী	॥০
৬৩।	শ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা	॥০
৬৪।	গীতগোবিন্দ	৩৲
৬৫।	শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধান ১ম খণ্ড	২০৲
৬৬।	ঐ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড	২০৲

* নিঃশেষ হইয়াছে।

† কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে প্রাপ্তব্য।